

যৎস্যাপুরাণম্ ।

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীতম্ ।

ঋগ্বেদসংহিতায় ।

ভট্টপল্লী-নিবাসি-পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-

সম্পাদিতম্ ।

কলিকাতা,

৩৮২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রিট, “বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রো-মেশিন-ঘরে”

শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সন ১৩১৬ সাল ।

মূল্য ৩ তিন টাকা ।

বিজ্ঞপ্তিঃ ।

দমষ্টাদশপুরাণসারঃ মনু-মৎস্যসংবাদাস্তকমুক্তবস্তো ভগবন্তঃ
 ~ শিষ্যপরম্পরাগতঃ সূত্র উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যবাসিত্যো দীর্ঘ-
 ..এ..নকাদিমহাভিত্য্যশ্চেতি প্রতীতমেব । তন্ত্বেয়মুপক্রমণিকাঃ তাবদৈববস্তো নাম
 মনুধর্ম্মাযুতশতঃ তপস্তপ্তা প্রলয়ে প্রজারক্ষণসামর্থ্যরূপমধিগত্য বরং তিরণ্যগর্ভায়া-
 গৃহীতমৌনবিগ্রহমত্যল্পকায়মনাদিনিধনঃ ভগবন্তমধোজমবাপ করপুটে তর্পয়ন্
 পিতৃন্ । স পুনরবিদিতমায়ে মহামায়মবগম্য তাদৃত্যৈব তৎপ্রার্থনয়া করকোদর-
 মণিক-কুপ-সরোবর-গঙ্গা-সমুদ্রেষু ক্রমাদমিতশরীরং নিকিপ্য নিরীক্য চ পশ্চাৎ
 সমুদ্রাদপ্যধিধানবিগ্রহং তদ্বতো নিশ্চিকায় বাসুদেবোহঘমিতি । অথ ভক্তবর্ধ্যস্ত
 যনোঃ—

“উৎপত্তিঃ প্রলয়কৈব বংশান্ মনুস্তরাণি চ ।
 বংশানুচরিতকৈব ভুবনস্ত চ বিস্তরম্ ॥
 দানধর্ম্মবিধিকৈব শ্রাদ্ধকল্পক শাস্ততম্ ।
 বর্ণাশ্রমবিভাগক তথেষ্টাপূর্তসংজ্ঞিতম্ ॥
 দেবতানাং প্রতিষ্ঠাদি যচ্চাত্ত্বিদ্যাতে ভূবি ।
 তৎ সৰ্ব্বং বিস্তরেণ ত্বং ধর্ম্মং ব্যাখ্যাতুমহসি ॥”

ইতি জিজ্ঞাসানবৃত্তয়ে লোকানুগ্রহায় চ ভক্তবৎসলো মৎস্যরূপী ভগবানবস্ত-
 বেদিতব্যমর্থজাতমভিদধে । তদেবেদং চতুর্দশসহস্রশ্লোকাস্তকং মৎস্যপুরাণ-
 মিত্যাচক্ষতে ।

তদস্তায়ুতময়ীমুপদেশপরম্পরাঃ সাক্ষাৎকুণ্ডকণ্ডসমুদ্ভুতামননুশীলন-নিবন্ধদৌর্দ-
 ভ্যাদিকারণতো বিলুপ্তপ্রায়াঃ জগতি সংস্কারঘিতুঃ ষথামতি বিহিতপাঠবিবেকঃ পণ্ডিত-
 বর-ঐবীরসিংহশাস্ত্রি-ঐধীরানন্দকাব্যনিধিসংশোধিতঃ মুদ্রিতঃ নাম মাৎস্যমলঃ ভূষাৎ
 প্রমোদঘিতুঃ সুধিয় ইত্যশাস্বহে । ইদমভাবধেয়ং যনুজিতস্তান্ত দশাধিকশততম পৃষ্ঠে
 “তত এব পুনশ্চাপি গতঃ স্বর্গমিতি ক্রতিঃ” ইত্যেতৎ শ্লোকার্জঃ সম্পাতায়াতমিত্যনম্ ।

অনুবাদকের বিজ্ঞাপন ।

মৎস্যপুরাণ একখানি সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরাণ । এই পুরাণগর্ভে কত যে অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে, তাহা ইহার সূচিসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে অনুমান করা যায় । স্বয়ংনিষ্ঠ হিন্দুমাতেই এই পুণ্য মহাপুরাণের নাম জানেন ; কিন্তু বঙ্গভূবাসী সহ এই সুবিস্তৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবার সুযোগ এত দিনে এ বঙ্গে এই তাঁহাদের প্রথম ঘটিল, বলা যাইতে পারে । বহুদিন হইল, এই বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতেই একবার ইহার মাত্র মূল্যাংশ দেবনাগরীকরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় । তখন বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে সংগৃহীত পুস্তক-সমূহের পাঠ পধ্যালোচনা করিয়া ভট্টপল্লীনবাসী অশেষশাস্ত্রদর্শী প্রাথিতনামা পণ্ডিতাশ্রমী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এই গ্রন্থ সুসম্পাদিত করেন । তাঁহারই সম্পাদিত সেই মূল গ্রন্থ অনুবাদের সহিত বঙ্গীয়, পাঠকসাধারণের প্রচারিত হইল । এই গ্রন্থের অনুবাদকাণ্ডের ভার প্রধানতঃ আমার উপর গুলত হইলেও, বৃহৎ গ্রন্থ—একা আমি ইহার অনুবাদ-কাণ্ড করিয়া উঠিতে পারি নাই । আমার সুযোগ্য সহযোগী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত কুড়ারাম কাব্যরত্নপ্রমুখ পণ্ডিত মহাশয়গণ এ গ্রন্থের অধিকাংশ স্থানের অনুবাদ করিয়া আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন । অনুবাদকাণ্ডে পরিশ্রমের ক্রটি হয় নাই, এক্ষণে ইহা দ্বারা বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের কথঞ্চিৎ তৃপ্তি হইলেই সে পরিশ্রমের সার্থক্য ।

উপসংহারে বক্তব্য,—মৎস্যপুরাণ বৃহৎ গ্রন্থ,—স্থানে স্থানে জটিলতাও অপ্রচুর নহে ; কাজেই অনুবাদকাণ্ডে কচিৎ কোথাও কিঞ্চিৎ ক্রটি-বিচ্যুতি থাকিলেও বিস্ত্র পাঠকগণ নিজ গুণে তাহা মার্জনা করিয়া লইবেন । ইতি সন ১৩১৬ সাল, ২২ আশ্বিন ।

অনুবাদক—

শ্রীতারাকান্ত দেবগুপ্ত কাব্যভীষ্ম ।

সূচীপত্র ।



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ অধ্যায় । মনু-বিষ্ণু সংবাদ	১	২৮ অঃ । শুক্র-দেবযানীর সংবাদ	২৩
২ অঃ । ব্রহ্মাণ্ড-দলন	৪	২৯ অঃ । শশ্বিষ্ঠীর দেবযানীর দাস্ত	
৩ অঃ । ব্রহ্মমুখোৎপত্তি বৃত্তান্ত	৭	প্রাপ্তি	২৪
৪ অঃ । আদিসৃষ্টি বিবরণ	১০	৩০ অঃ । দেবযানীর বিবাহ	২৭
৫ অঃ । দেবাদি সৃষ্টি বিবরণ	১৪	৩১ অঃ । যযাতি-শশ্বিষ্ঠী-সঙ্গম	১০০
৬ অঃ । কশ্যপাশ্বয় বর্ণন	১৬	৩২ অঃ । যযাতির প্রতি শুক্রের শাপ	১০২
৭ অঃ । মদন-দ্বাদশী ব্রতোপবাস	১৯	৩৩ অঃ । পুরুষ পিতৃজরা গ্রহণে	
৮ অঃ । আধিপত্যাক্রমণ	২৪	অঙ্গীকার	১০৬
৯ অঃ । যযন্তরানুকীৰ্তন	২৬	৩৪ অঃ । পুরুষ রাজ্যান্তিরেক	১০৮
১০ অঃ । বৈশ্যচরিত	২৮	৩৫ অঃ । যযাতির স্বর্গারোহণ	১১১
১১ অঃ । সোম-সূর্য বংশ-বর্ণন প্রসঙ্গে		৩৬ অঃ । ইন্দ্রযযাতি সংবাদ	১১২
বুধ-সঙ্গম বৃত্তান্ত	৩১	৩৭ অঃ । যযাতির প্রতি প্রত্যষ্টকের	
১২ অঃ । সূর্যবংশ বর্ণন	৩৬	উক্তি	১১৩
১৩ অঃ । পিতৃবংশবর্ণনে অষ্টোত্তর		৩৮ অঃ । অষ্টক-যযাতি সংবাদ	১১৫
শত গৌরী নাম কীর্তন	৪০	৩৯ অঃ । যযাতির উপদেশ	১১৮
১৪-১৫ অঃ । পিতৃবংশ বর্ণন	৪৪	৪০ অঃ । যযাতির আশ্রমধর্ম কথন	১২১
১৬ অঃ । শ্রদ্ধ কথন	৪৯	৪১ অঃ । পরপুণ্যে যযাতির স্বর্গারোহণ	
১৭ অঃ । সাধারণ আভ্যুদয়িক শ্রদ্ধ		অঙ্গীকার	১২৩
কীর্তন	৫৩	৪২ অঃ । যযাতি-উদ্ধার	১২৫
১৮ অঃ । সপ্তৌকরণ শ্রদ্ধ কীর্তন	৫৮	৪৩ অঃ । যজুবংশ কীর্তন	১২৯
১৯ অঃ । শ্রদ্ধফল কীর্তন	৬০	৪৪ অঃ । কার্ত্তবীৰ্য্যাদির বিবরণ	১৩৩
২০ অঃ । শ্রদ্ধ-মাহাত্ম্যে পিপীলিকাব-		৪৫ অঃ । বৃক্ষিবংশ প্রসঙ্গ	১৩৯
হাস বৃত্তান্ত	৬১	৪৬ অঃ । বৃক্ষিবংশ বর্ণন	১৪১
২১ অঃ । পিতৃমাহাত্ম্য কীর্তন	৬৪	৪৭ অঃ । অশুর-শাপ	১৪৩
২২ অঃ । শ্রদ্ধকল্প সমাপ্তি	৬৭	৪৮ অঃ । তুর্কসু প্রভৃতির বংশ বর্ণন	১৬২
২৩ অঃ । সোমবংশ বর্ণন প্রসঙ্গে		৪৯ অঃ । পুরুবংশ বর্ণন	১৭০
তদীয় অপচারাখ্যান	৭৩	৫০ অঃ । শৌর্যবংশ বর্ণন	১৭৬
২৪ অঃ । যযাতিচরিত	৭৭	৫১ অঃ । অগ্নিবংশ বর্ণন	১৮২
২৫ অঃ । কচের সঙ্গীবনী বিদ্যা লাভ	৮২	৫২ অঃ । যোগ-মাহাত্ম্য	১৮৬
২৬ অঃ । কচ ও দেবযানীর পরস্পর		৫৩ অঃ । পুরাণাত্মক কথন	১৮৮
শাপ প্রদান	৮৮	৫৪ অঃ । নবজপুরুষ ব্রত	১৯৩
২৭ অঃ । শশ্বিষ্ঠী ও দেবযানীর কলহ	৯০	৫৫ অঃ । আদিত্যশরন ব্রত	১৯৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৬ অঃ। কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত	১৯৯
৫৭ অঃ। রোহিণীচন্দ্রশয়ন ব্রত	২০০
৫৮ অঃ। তড়াগবিধি	২০০
৫৯ অঃ। বৃক্ষোৎসব বিধি	২০৭
৬০ অঃ। সৌভাগ্যশয়ন ব্রত	২০৮
৬১ অঃ। অগস্ত্যোৎপত্তি ও পূজা- বিধি কথন	২১২
৬২ অঃ। অনন্ততৃতীয়া ব্রত	২১৭
৬৩ অঃ। রসকল্যাণিনী ব্রত	২২০
৬৪ অঃ। আত্মানন্দকরী তৃতীয়া ব্রত	২২২
৬৫ অঃ। অক্ষয়-তৃতীয়া ব্রত	২২৪
৬৬ অঃ। সারস্বত ব্রত	২২৫
৬৭ অঃ। চন্দ্র-সূর্য-গ্রহণ বিধি	২২৬
৬৮ অঃ। সপ্তমী ব্রত	২২৮
৬৯ অঃ। ভৈরবী দ্বাদশী ব্রত	২৩১
৭০ অঃ। অনঙ্গদান ব্রত	২৩৬
৭১ অঃ। অশুভশয়ন ব্রত	২৪১
৭২ অঃ। অঙ্গারক ব্রত	২৪৩
৭৩ অঃ। গুরুভুক্ত পূজাবিধি	২৪৬
৭৪ অঃ। কল্যাণ-সপ্তমী ব্রত	২৪৭
৭৫ অঃ। বিশোকসপ্তমী ব্রত	২৪৯
৭৬ অঃ। ফলসপ্তমী ব্রত	২৫০
৭৭ অঃ। শর্করা ব্রত	২৫১
৭৮ অঃ। কমলসপ্তমী ব্রত	২৫৩
৭৯ অঃ। মন্দারসপ্তমী ব্রত	২৫৪
৮০ অঃ। শুভ-সপ্তমী ব্রত	২৫৫
৮১ অঃ। বিশোক-দ্বাদশী ব্রত	২৫৬
৮২ অঃ। বিশোক-দ্বাদশী ব্রতে শুভ- ধেনু-বিধান	২৫৮
৮৩ অঃ। দান-মাহাত্ম্য	২৬১
৮৪ অঃ। লবণাচল কীর্তন	২৬৫
৮৫ অঃ। শুভ-পর্বত কীর্তন	২৬৫
৮৬ অঃ। সুবর্ণাচল কীর্তন	২৬৬
৮৭ অঃ। তিলাচল কীর্তন	২৬৭
৮৮ অঃ। কার্ণাসৈল কীর্তন	২৬৭
৮৯ অঃ। সূতাচল কীর্তন	২৬৮
৯০ অঃ। রুদ্রাচল কীর্তন	২৬৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
৯১ অঃ। রৌপ্যাচল কীর্তন	২৭০
৯২ অঃ। পর্বত প্রদান-মাহাত্ম্য	২৭০
৯৩ অঃ। নবগ্রহহোম ও শান্তিবিধান	২৭৪
৯৪ অঃ। গ্রহরূপাখ্যান	২৮৫
৯৫ অঃ। শিবচতুর্দশী ব্রত	২৮৫
৯৬ অঃ। সর্ষকল্যাণ মাহাত্ম্য	২৮৮
৯৭ অঃ। আদিত্যবার কল্প	২৯০
৯৮ অঃ। সংক্রান্তি ব্রত উদ্‌যাপন বিধি	২৯২
৯৯ অঃ। দক্ষিণ ব্রত	২৯৪
১০০ অঃ। বিভূতি দ্বাদশী ব্রত	২৯৬
১০১ অঃ। বষ্টি ব্রত মাহাত্ম্য	২৯৯
১০২ অঃ। দান-ফল-দান-বিধি কথন	৩০৬
১০৩ অঃ। প্রয়াগমাহাত্ম্য কথনোপদেশ	৩০৯
১০৪ অঃ। প্রয়াগনিকূপন ও প্রয়াগ- মাহাত্ম্যাদি	৩১১
১০৫ অঃ। প্রয়াগমরণ-ফল কথন	৩১৩
১০৬ অঃ। প্রয়াগে কস্মভেদে ফলভেদ	৩১৪
১০৭ অঃ। প্রয়াগ-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বিবিধ ফল কথন	৩১৫
১০৮ অঃ। প্রয়াগে অনশনাদির ফল কীর্তন	৩১৭
১০৯ অঃ। প্রয়াগের তীর্থরাজ্য কথন	৩২৩
১১০ অঃ। প্রয়াগে সর্ষতীর্থবিধান ও তৎপ্রশংসা কথন	৩২৫
১১১ অঃ। প্রয়াগমাহাত্ম্য কথন সমাপ্তি	৩২৬
১১২ অঃ। প্রয়াগমাহাত্ম্য শ্রবণফল ও বান্ধুদেবের প্রয়াগ প্রশংসা	৩২৮
১১৩ অঃ। দ্বীপাদি বর্ণন	৩২৯
১১৪ অঃ। ভারত-নিকৃতি সংস্থান নির্দেশ	৩৩৫
১১৫ অঃ। পুরুষবার পুরুষজন্ম কথন প্রসঙ্গ তপোবনগমন বৃত্তান্ত	৩৪০
১১৬ অঃ। ঐরাবতী বর্ণন	৩৪২
১১৭ অঃ। হিমালয় বর্ণন	৩৪৪
১১৮ অঃ। আশ্রম বর্ণন	৩৪৬
১১৯ অঃ। আশ্রম বর্ণন ও অত্রি- প্রতিষ্ঠিত বান্ধুদেব মূর্তি কথন	৩৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
০ অঃ। পুরুষবার তপশ্চর্যা কথন	৩৫৩	১৪৪ অঃ। দ্বাপর ও কলিযুগ কথন	৪৬২
১ অঃ। জম্বুদ্বীপ বর্ণন	৩৫৭	১৪৫ অঃ। যুগভেদে আয়ু ও ধর্মভেদ	
২ অঃ। শাকদ্বীপাদি বর্ণন	৩৬৩	কথন	৪৬৯
৩ অঃ। যট ও সপ্তম দ্বীপবর্ণন	৩৬৯	১৪৬ অঃ। তারক বধ ও বজ্রাস্ত্র বিবরণ	৪৭৬
৪ অঃ। খগোল প্রস্তাবে চন্দ্রসূর্য্যের		১৪৭ অঃ। তারকোৎপত্তি	৪৮২
মণ্ডল-বিস্তৃতি কথন	৩৭৩	১৪৮ অঃ। তারকের বরলাভ ও দেব-	
২৫ অঃ। ঋবকার্য্য ও চন্দ্রসূর্য্যের		দানব-সমরোদ্ভোগ	৪৮৪
চারাদি কথন	৩৮০	১৪৯ অঃ। সুরাসুরের সন্ধীর্ণ যুদ্ধ	৪৯২
২৬ অঃ। সূর্য্যগত্যাди কথন	৩৮৪	১৫০ অঃ। কালনেমি-পরাজয়	৫০৪
২৭ অঃ। দুধভৌমানির রথ-বিবরণ ও		১৫১ অঃ। গ্রন্থন দৈত্যবধ	৫১১
ঋবপ্রশংসা	৩৮৯	১৫২ অঃ। মথুর্নাদি-সংগ্রাম	৫১৩
২৮ অঃ। সূর্য্যামণ্ডল, গ্রহস্থান ও গ্রহ-		১৫৩ অঃ। তারক-জয়লাভ	৫১৬
সন্নিবেশ কথন	৩৯১	১৫৪ অঃ। দেবগণের মন্তব্য, পার্শ্বতীর	
২৯ অঃ। ত্রিপুরোপাখ্যানে ত্রিপুরোৎ-		তপস্তা, মদনদাহ ও শিববিবাহ	৫৩২
পত্তি কথন	৩৯৭	১৫৫ অঃ। গৌরীত্ন লাভের জন্তু কালিকা	
৩০ অঃ। ত্রিপুর-ভগ্নপ্রাকারাদি বিভাগ		পার্শ্বতীর তপশ্চরণ	৫৭৭
কথন	৩৯৯	১৫৬ অঃ। আড়িবধ	৫৮০
৩১ অঃ। ত্রিপুরপ্রাবল্য ও ময়ের		১৫৭ অঃ। বীরক-শাপ	৫৮৩
স্বপ্ন বিবরণ	৪০২	১৫৮ অঃ। কাটিকোৎপত্তি	৫৮৪
৩২ অঃ। দেবগণকৃত শিবস্তব	৪০৬	১৫৯ অঃ। দেবগণের রণোজোগ	৫৮৮
৩৩ অঃ। অদৃত রথ-নির্মাণ	৪০৮	১৬০ অঃ। তারক বধ	৫৯২
৩৪ অঃ। নারদের ত্রিপুরগমন	৪১৩	১৬১ অঃ। ত্রিগ্যকশিপুবধপ্রসঙ্গে নর-	
৩৫ অঃ। দেবাসুর-যুদ্ধ	৪১৫	সিংহের প্রাত্তর্ভাব	৫৯৪
৩৬ অঃ। প্রমথগণ কর্তৃক ত্রিপুরবাসী		১৬২ অঃ। নরসিংহের প্রতি দৈত্যগণের	
দানবদিগের মর্দন	৪২২	বিক্রম প্রকাশ	৬০০
৩৭ অঃ। ত্রিপুর আক্রমণ	৪২৭	১৬৩ অঃ। ত্রিগ্যকশিপু বধ	৬০৩
৩৮ অঃ। তারকাক্ষ বধ	৪৩০	১৬৪ অঃ। পান্ডুকল্প কথন	৬১০
৩৯ অঃ। দানব-ময়-সংবাদ ও রাজি-		১৬৫ অঃ। যুগপরিমাণাদি কথন	৬১২
সমাগম	৪৩৬	১৬৬ অঃ। সংহার কার্য্য	৬১৪
৪০ অঃ। ত্রিপুরদাহ	৪৪১	১৬৭ অঃ। মার্কণ্ডেয়-বিষ্ণুসংবাদ	৬১৬
৪১ অঃ। ঐল-সোম-সমাগম ও শাক্-		১৬৮ অঃ। নাভিপদ্মোৎপাদন	৬২১
ভূকৃ পিতৃগণমাহাত্ম্য	৪৪৭	১৬৯ অঃ। ব্রহ্মসৃষ্টি	৬২২
৪২ অঃ। মনস্তরান্নকল্প	৪৫৩	১৭০ অঃ। মধুকৈটভ বধ	৬২৩
৪৩ অঃ। যজ্ঞপ্রবর্তন, ঋষি-দেবগণ-		১৭১ অঃ। ব্রহ্মার সৃষ্টিকরণ	৬২৫
সংবাদে বসুর দেবপক্ষপাত ও		১৭২ অঃ। বিষ্ণুর বিবিধাঙ্ককল্প কথন	৬৩০
তাহার প্রতি ঋষিদিগের শাপ		১৭৩ অঃ। দানবদিগের যুদ্ধোজোগ	৬৩৩
প্লামান	৪৫৯	১৭৪ অঃ। দেবতাদিগের সমরোজোগ	৬৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭৫ অঃ। উর্ব-বিবরণ	৬৫৮	২০১ অঃ। পরাশরবংশানুকৌর্টন	৭৪৩
১৭৬ অঃ। দেব-দানব যুদ্ধ	৬৫৯	২০২ অঃ। অগস্ত্যবংশ কৌর্টন	৭৪৬
১৭৭ অঃ। কালনেমিপরাক্রম	৬৬৮	২০৩ অঃ। ধন্ববংশানুকৌর্টন	৭৪৭.
১৭৮ অঃ। কালনেমি বধ	৬৫২	২০৪ অঃ। পিতৃগাথা কৌর্টন	৭৪৮
১৭৯ অঃ। অক্ষক বধ	৬৫৭	২০৫ অঃ। ধেনুদান	৭৫০
১৮০ অঃ। কালীমাহাত্ম্যে দণ্ডপার্ণ-বর- প্রদান	৬৬৭	২০৬ অঃ। কৃষ্ণাজিন দান	৭৫১
১৮১ অঃ। হরপার্কীতীসংবাদে অবিমুক্ত- মাহাত্ম্য কথন	৬৭২	২০৭ অঃ। বৃষলক্ষণ কৌর্টন	৭৫৩
১৮২ অঃ। কাঙ্কিকৈয় কর্তৃক অবিমুক্ত- মাহাত্ম্য কথন	৬৭৪	২০৮ অঃ। সাবিত্রী উপাখ্যানে সাবি- ত্ৰীর বন প্রবেশ	৭৫৬
১৮৩ অঃ। অবিমুক্ত ক্ষেত্রবিষয়ক পার্কী- তীর প্রশ্ন ও তদনুসারে মহাদেবের তত্ত্বস্তর প্রদান	৬৭৬	২০৯ অঃ। বন দর্শন	৭৫৮
১৮৪ অঃ। অবিমুক্তক্ষেত্রে মরণাদি ফল কৌর্টন	৬৮৪	২১০ অঃ। যম-সাবিত্রী সংবাদ	৭৬০
১৮৫ অঃ। বারাগসীর প্রতি বাসের শাপ প্রদানোচ্চোগ ও তৎক্ৰোধশাস্তি প্রভৃতি কথন	৬৮৯	২১১ অঃ। যমসকাশে সাবিত্রীর দ্বিতীয় বর লাভ	৭৬২
১৮৬ অঃ। নন্দ্যদামাহাত্ম্য কথনে স্নানাদি- ফল কথন	৬৯৪	২১২ অঃ। সাবিত্রীর তৃতীয় বর লাভ	৭৬৪
১৮৭ অঃ। বাণ-ত্রিপুর-মর্দনোচ্চোগ	৬৯৮	২১৩ অঃ। সত্যবানের জীবন লাভ	৭৬৬
১৮৮ অঃ। ত্রিপুরমর্দন	৭০২	২১৪ অঃ। সাবিত্রী উপাখ্যান সমাপ্তি	৭৬৮
১৮৯ অঃ। কাবেরীসঙ্গম মাহাত্ম্য কথন	৭০৯	২১৫ অঃ। রাজন্যোতি প্রসঙ্গে সহায় সম্পত্তি কথন	৭৭০
১৯০ অঃ। মন্ত্রেয়রাণি তীর্থকল কথন	৭১১	২১৬ অঃ। অনুজীবিবর্জন	৭৭৭
১৯১ অঃ। শূলভেদ তীর্থাদি কথন	৭১২	২১৭ অঃ। সঞ্চয় প্রকরণ	৭৭৯
১৯২ অঃ। ভার্গবেশাদি কথা	৭২০	২১৮ অঃ। অগদাধায়	৭৮২
১৯৩ অঃ। অনরকাদি তীর্থ প্রস্তাব	৭২৩	২১৯ অঃ। রাজযক্ষা	৭৮৭
১৯৪ অঃ। অক্ষুশেশ্বর দর্শন ফলাদি কথন	৭২৯	২২০ অঃ। রাজাদিগের বিবিধ হিতাহিত কথা	৭৮৯
১৯৫ অঃ। ভৃগুবংশ প্রচার বর্ণন	৭৩২	২২১ অঃ। দৈব-পুরুষকার বর্ণন	৭৯২
১৯৬ অঃ। অঙ্গিরার বংশ কৌর্টন	৭৩৫	২২২ অঃ। সামনির্দেশ	৭৯৩
১৯৭ অঃ। অত্রিবংশ কৌর্টন	৭৩৯	২২৩ অঃ। ভেদ কথন	৭৯৪
১৯৮ অঃ। বিখ্যামিত্রবংশ বিবরণ	৭৩৯	২২৪ অঃ। দান প্রশংসা	৭৯৬
১৯৯ অঃ। কল্পপবংশ বর্ণন	৭৪১	২২৫ অঃ। দণ্ড প্রশংসা	৭৯৬
২০০ অঃ। বশিষ্ঠবংশানুকৌর্টন	৭৪২	২২৬ অঃ। রাজাদিগের লোকপাল তুল্যত্বে কারণ নির্দেশ	৭৯৮
		২২৭ অঃ। দণ্ড প্রয়োগ	৭৯৯
		২২৮ অঃ। অদ্রুতশাস্তি	৮১৪
		২২৯ অঃ। উপসর্গ প্রকরণাদি কথন	৮১৬
		২৩০ অঃ। অদ্রুতশাস্তি প্রসঙ্গে দেব- প্রতিমা-বেলক্ষণ্য কৌর্টন	৮১৮
		২৩১ অঃ। গণ্ডিবৈকৃত্য	৮১৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৩২ অঃ। বৃক্ষোৎপাত কথন	৮২০	২৬১ অঃ। প্রভাকরাদি প্রতিমা কথন	৯০২
২৩৩ অঃ। বৃষ্টি-বিকৃত্য	৮২১	২৬২ অঃ। পীঠিকা কথন	৯০৬
২৩৪ অঃ। জলাশয়-বৈকৃত্য	৮২২	২৬৩ অঃ। লিঙ্গলক্ষণ কথন	৯০৮
২৩৫ অঃ। জী-প্রসব-বৈকৃত্য	৮২৩	২৬৪ অঃ। কুণ্ডাদিপ্রমাণ কথন	৯১৯
২৩৬ অঃ। উপস্কর-বৈকৃত্য	৮২৩	২৬৫ অঃ। অধিবাসবিধি	৯১২
২৩৭ অঃ। যুগ-পক্ষিবৈকৃত্য	৮২৪	২৬৬ অঃ। প্রতিষ্ঠা প্রয়োগ	৯১৫
২৩৮ অঃ। উৎপাতপ্রশমন	৮২৫	২৬৭ অঃ। দেবতা-জ্ঞান	৯২০
২৩৯ অঃ। গ্রহযজ্ঞবিধান	৮২৬	২৬৮ অঃ। বাস্তবদোষোপশম	৯২২
২৪০ অঃ। যাত্রাকাল বিধান	৮২৯	২৬৯ অঃ। প্রাসাদ নির্দেশ	৯২৫
২৪১ অঃ। শুভাশুভসূচক অঙ্গস্পন্দনাদি কথন	৮৩১	২৭০ অঃ। মণ্ডপলক্ষণাদি কথন	৯২৮
২৪২ অঃ। স্বপ্নাধ্যায়	৮৩২	২৭১ অঃ। ঐক্যক-মাগধ-ভবিষ্যরাজ- বংশ কীর্তন	৯৩০
২৪৩ অঃ। মঙ্গলাধ্যায়	৮৩৫	২৭২ অঃ। পুলকাদি বংশীয়দিগের রাজত্ব কথন	৯৩২
২৪৪ অঃ। বামনপ্রার্থনাবে বিষ্ণুকর্তৃক অদিতির বরপ্রদান	৮৩৬	২৭৩ অঃ। অঙ্গ, যবন ও শ্লেচ্ছদিগের রাজত্ব কীর্তন এবং যুগলক্ষ্য কথন	৯৩৫
২৪৫ অঃ। বামনোৎপত্তি	৮৪১	২৭৪ অঃ। তুলাপুরুষ দান	৯৪০
২৪৬ অঃ। বলি-ছলনা	৮৪৮	২৭৫ অঃ। হিরণ্যগর্ভ প্রদানবিধি	৯৪৭
২৪৭ অঃ। বরাহাবতার কথন	৮৫৫	২৭৬ অঃ। ব্রহ্মাওদান বিধি	৯৪৯
২৪৮ অঃ। পৃথিবীকৃত বিষ্ণুস্তব ও বিষ্ণুর বরাহমূর্তি পরিগ্রহ	৮৫৮	২৭৭ অঃ। কল্পপাদপ প্রদানবিধি	৯৫১
২৪৯ অঃ। দেবতাগণের অমরত্ব কথন প্রসঙ্গে অমৃত মন্থন কথন	৮৬০	২৭৮ অঃ। গোসহস্রদান বিধি	৯৫২
২৫০ অঃ। কালকূটোৎপত্তি	৮৬৯	২৭৯ অঃ। হিরণ্যকামধেনু দানবিধি	৯৫৫
২৫১ অঃ। অমৃতমন্থন	৮৭৪	২৮০ অঃ। হিরণ্যাস্বদান বিধি	৯৫৬
২৫২ অঃ। বাস্তবভূতোদ্ভব	৮৭৭	২৮১ অঃ। হিরণ্যাস্বরথ প্রদানবিধি	৯৫৭
২৫৩ অঃ। একাশীতিপদ বাস্তবনির্ণয়	৮৭৯	২৮২ অঃ। হিরণ্যহস্তিরথ প্রদানবিধি	৯৫৯
২৫৪ অঃ। গৃহমান নির্ণয়	৮৮২	২৮৩ অঃ। পঞ্চলাঙ্গলক প্রদান বিধি	৯৬০
২৫৫ অঃ। বেধপরিবর্জন	৮৮৪	২৮৪ অঃ। হৈম-পৃথিবীদান বিধি	৯৬২
২৫৬ অঃ। শল্যাদি কথন ও দিঙ্নির্ণয়	৮৮৭	২৮৫ অঃ। বিষ্ণুচক্র প্রদানবিধি	৯৬৩
২৫৭ অঃ। দাক্ষ আহরণ কথা ও বাস্তব- বিজ্ঞা কথন সমাপ্তি	৮৮৯	২৮৬ অঃ। হেমকল্পলতা দান বিধি	৯৬৫
২৫৮ অঃ। দেবার্চনাকীর্তনে প্রমাণ কথন	৮৯১	২৮৭ অঃ। সপ্তসাগর প্রদানবিধি	৯৬৭
২৫৯ অঃ। প্রতিমা লক্ষণ	৮৯৬	২৮৮ অঃ। রত্নধেনু প্রদানবিধি	৯৬৮
২৬০ অঃ। অর্কনারীষরাপি প্রতিমা- স্বরূপ কথন	৮৯৮	২৮৯ অঃ। মহাভূত-ঘটদান বিধি	৯৬৯
		২৯০ অঃ। কল্প কীর্তন	৯৭১
		২৯১ অঃ। মৎস্ত পুরাণপ্রতিপাদ্য কথন ও কলজ্ঞতি	৯৭২

মৎস্যপুরাণম্ ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

প্রচণ্ডতাণ্ডবাটোপে প্রকিপ্তা যেন দিগ্গজা ।

ভবন্তু বিষ্তভঙ্গায় ভবন্ত চরণাম্বুজাঃ ॥

পাতালাদুৎপতিষোৰ্দ্ধকরবসন্তয়ো যন্ত পুচ্ছাভিঘাতা-

দুৰ্দ্ধঃ ত্রক্ষাণ্ডখণ্ডব্যতিকরবিহিতব্যত্যয়েনাপতন্তি ।

বিষোৰ্দ্ধস্তাবতারে সকলবসুমতীমণ্ডলং ব্যম্বুবান্-

স্তস্তাস্তোদীরিতানাং ধনিরপহরতাদশ্রিয়ং বঃ ঋতীনাং ॥

নারায়ণঃ নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীঃ সরস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অজোহপি যঃ ক্রিয়াযোগান্নারায়ণ ইতি স্মৃতঃ

প্রথম অধ্যায় ।

যিনি প্রচণ্ড তাণ্ডবের আড়ম্বরে দিগ্গজ-
দিগকে দূরে নিক্ষেপ করেন, সেই পরমেশ-
ত্বের পূজনীয় পাদ-পদ্ম, জনমণ্ডলীর বিষ
বিনাশ করুন । যিনি মৎস্তাবতারে পাতাল-
তল হইতে উৎপত্তি হইবার উপক্রম
করিলে, তদীয় পুচ্ছাভিঘাতে উৰ্দ্ধোৎকিষ্ট
জলধি সকল উৰ্দ্ধে ত্রক্ষাণ্ড-খণ্ডে ব্যাহত
হইয়া বিপর্যস্তভাবে নিখিল মেদিনীমণ্ডল
পরিব্যাপ্ত করত আপত্তি হইয়া থাকে,
সেই ভগবান্ বিষ্ণুর মুখোচ্চারিত ঋতি-
সমূহের মঙ্গলধ্বনি তোমাদের সমস্ত অম-
ঙ্গল অপহরণ করুন । নারায়ণ, নর, নরো-
ত্তম, দেবী এবং সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া
পরে জয় উচ্চারণ করিবে । ঐহার জয়
নাই, অথচ যিনি ক্রিয়াযোগে নারায়ণ নানৈ

জিগণায় জিবেদায় নমস্তনৈ স্বয়ম্ভুবে ॥ ১

স্বতমেকাগ্রমাসীনঃ নৈমিষায়ণ্যবাসিনঃ ।

মুনয়ো দীর্ঘসত্রাস্তে পপ্রচ্ছদীর্ঘসংহিতাম্ ॥ ২

প্রবৃত্তান্ পুরাণীষু ধৰ্ম্ম্যান্ ললিতান্ চ ।

কথান্ শৌনকাত্তা অভিনন্দ্য মহর্ষিঃ

কথিতানি পুরাণানি যান্ত্রশ্রাকঃ স্বয়ানঘ ।

তান্তেবামৃতকল্পানি শ্রোতুমিচ্ছামহে পুনঃ ॥ ৪

প্রসিদ্ধ, সেই জিগণ, জিবেদ, স্বয়ম্ভুকে নম-
স্কার করি । একদা নৈমিষায়ণ্যবাসী বৃনগণ
এক দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ।
সেই যজ্ঞের অবসানে তাঁহারা তথায় একাগ্র-
মনে সমাসীন হইতে পৌরাণিক দীর্ঘসংহিতার
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন ধৰ্ম্মসম্বন্ধে
শুল্লিত পুরাণকথার প্রস্তাব আরম্ভ হইলে,
শৌনকাদি মহর্ষিগণ মহর্ষিঃ অভিনন্দিত
করিয়া স্বতনন্দনকে কহিলেন,—হে পবিত্র !
তুমি যে সকল পুরাণ-কথা কথিয়াছ, সেই

কথং সসৰ্জ্জ ভগবান্ লোকনাথ চরাচরম্ ।
 কস্মাচ্চ ভগবান্ বিষ্ণুর্মৎস্যরূপত্বমাপ্নোতঃ ॥ ৫
 ভৈরবত্বং ভবস্তাপি পুরারিত্বঞ্চ কেন হি ।
 কস্তু হেতোঃ কপালিত্বং জগাম বুধধ্বজঃ ॥ ৬
 সৰ্ব্বম্ভেতৎ সমাচক্ষু স্ত ত বিস্তরশঃ ক্রমাৎ ।
 তৃণাকোনামৃতশ্চেব ন তৃপ্তিরিহ জাযতে ॥ ৭
 স্ত ত উবাচ ।

পুণ্যং পবিত্রমায়ুষ্যমিদানীং শৃণু ত দ্বিজাঃ ।
 মাংস্তাং পুরাণমখিলং যজ্ঞগাদ গদাধরঃ ॥ ৮
 পুরা রাজা মনুর্নাম চৌণবান্ বিপুলং তপঃ ।
 পুত্রে রাজ্যং সমারোপ্য ক্ষমাবান্ রবিনন্দনঃ ॥
 মলয়শ্চৈকদেশে তু সৰ্বান্নগুণসংযুতঃ ।
 সমতুঃসুখো বীরঃ প্রাপ্তবান্ যোগমুত্তমম্ ॥ ১০
 বভূব বরদশাস্ত্র বর্ষায়ুতশতে গতে ।
 বরং ক্লীষ প্রোবাচ ক্রীতঃ স কমলাসনঃ ॥ ১১

সকল অমৃতোপম পুরাণপ্রস্তাবই পুনরায়
 আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। কিরূপে ভগ-
 বান্ লোকনাথ চরাচর জগৎ সৃজন করি-
 লেন? কেমন করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু মৎস্যরূপ
 ধারণ করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ বুধধ্বজ
 ভবের ভৈরবত্ব, পুরারিত্ব ও কপালিত্বই
 বা কেমন করিয়া হইয়াছিল? হে স্ত ত! তুমি
 বিস্তৃতরূপে এই সমস্ত বার্তা ক্রমশঃ প্রকাশ
 করিয়া বল। তোমার বাক্য যেন সুধার
 স্তায়; সে সুধা পান করিয়া আমাদের আর
 তৃপ্তি হইতেছে না। কলে যতই পান করি,
 পিপাসা কিছুতেই মিটে না। স্ত ত বলি-
 লেন,—হে দ্বিজগণ! স্বয়ং গদাধর যে পুরাণ
 কীর্তন করিয়াছিলেন, সেই মৎস্য-পুরাণ
 এক্ষণে আমার নিকট সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ
 করুন। এই পুরাণ পুণ্য, পবিত্র, আয়ুষ্য
 এবং যশস্ব। পুরাকালে রাবিনন্দন রাজা
 মনু, পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক
 মলয়চালের একদেশে গিয়া বিপুল তপো-
 হুষ্ঠান করেন। সুখে দুঃখে তাঁহার সমান
 ভাব ছিল; তিনি সর্ববিধ আনুগুণে অধিক
 হইয়া উক্ত যোগ লাভ করিয়াছিলেন। অন-

এবমুক্তোহববৌদ্রাজা প্রণম্য স পিতামহম্ ।
 একমেবাহমিচ্ছামি ত্বন্তো বরমমুত্তমম্ ॥ ১২
 ভূতগ্রামস্ত সৰ্ব্বস্ত স্বাবরস্ত চরস্ত চ ।
 ভবেয়ং রক্ষণায়াং প্রলয়ে সমুপস্থিতে ॥ ১৩
 এবমস্থিতি বিশ্বাত্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
 পুষ্পবৃষ্টিঃ সুমহতী খাৎ পপাত সুরার্পিতা ॥ ১৪
 কদাচিদাশ্রমে তস্তা কূর্ষতঃ পিতৃতর্পণম্ ।
 পপাত পান্যোকপরি শফরী জলসংযুতা ॥ ১৫
 দৃষ্ট্বা তচ্ছফরীরূপং স দয়ানুর্মহোপতিঃ ।
 রক্ষণায়াকরোদযত্নঃ স তস্মিন্ করকোদরে ॥
 অহোরাত্রেণ চৈকেন ষোড়শাঙ্গুলবিস্তৃতঃ ।
 সোহভবন্মৎস্যরূপেণ পাহি পাহীতি চাত্রবীৎ ॥
 স তমাদায় মণিকে প্রাক্ষিপজ্জলচারিণম্ ।

স্তর বড় অমৃত বর্ষ অনীত হইলে, কমলাসন
 তাঁহার প্রতি ক্রীত হইয়া বরদানে উদ্রত
 হইলেন এবং বলিলেন,—রাজন্! বর গ্রহণ
 কর। ১—১১। ব্রহ্মার কথায় রাজা তাঁহাকে
 প্রণিপাতপূর্বক কহিলেন,—হে পিতামহ!
 আমি আপনার নিকট হইতে একটা মাত্র
 পরমোত্তম বর প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি;
 আমার প্রার্থনা এই যে, যখন প্রলয় কাল
 উপস্থিত হইবে, তখন আমি যেন নিখিল
 ভূতবৃন্দ ও চরাচর সমগ্র জগতের রক্ষা
 করিতে সমর্থ হই। বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা মনুর
 প্রার্থনায় ‘তথাস্তু’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তহিত
 হইলেন। তখন স্বর্গ হইতে সুরগণ-ক্ষিপ্ত
 সুমহতী পুষ্প-বৃষ্টি পতিত হইল। অনন্তর
 একদা মনু স্বীয় আশ্রমে বসিয়া পিতৃতর্পণ
 করিতেছিলেন, এই সময় একটা জলার্ক
 শফরী তদীয় পাণিধয়ের উপরি পতিত
 হইল। শফরী দেখিয়া রাজা দয়ার্জচিত্তে
 তাহাকে রক্ষা করিবার জন্ত যত্ন করিলেন।
 তিনি তাহাকে স্বীয় কমণ্ডলুমধ্যে রাখিলেন।
 পরে সেই শফরী এক অহোরাত্র মধ্যেই
 ষোড়শাঙ্গুল বিস্তৃত হইল এবং সে স্বীয়
 মৎস্যরূপেই রাজাকে বলিল,—রাজন্!
 আশ্রয় রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। মনু

তত্রাপি চৈকরাভ্রোণ হস্তদ্বয়মবর্দ্ধত ॥ ১৮
পুনঃ প্রাগার্ভনাদেন সহস্রকিরণান্বজম্ ।
স মৎস্তঃ পাহি পাহৌতি স্বামহং শরণং গতঃ ॥
ততঃ স কূপে তং মৎস্তং প্রাহিণৌজবিনন্দনঃ ।
যদ্যন মাতি তত্রাপি কূপে মৎস্তঃ সরোবরে ॥
ক্ষিপ্তোহসৌ পৃথুতামাগাৎ পুনর্যোজনসম্মিতাম্
তত্রাপ্যাহ পুনর্দীনঃ পাহি পাহি নৃপোত্তম ॥ ২১
ততঃ স মমুনা ক্ষিপ্তো গজায়ামপ্যবর্দ্ধত ।
যদা তদা সমুদ্রে তং প্রাক্ষিপন্নোদিনীপতিঃ ॥ ২২
যদা সমুদ্রমখিলং ব্যাপ্যাসৌ সমুপস্থিতঃ ।
তদা প্রাহ মমুভীতঃ কোহপি ত্বমশুরেশ্বরঃ ॥
অথবা বাসুদেবস্তমস্ত ঐদৃক্ কথং ভবেৎ ।

তখন তাহাকে কমণ্ডলু হইতে তুলিয়া লইয়া
এক মণিক-মধ্যে রাখিলেন । মৎস্ত তন্মধ্যে
থাকিয়া একরাভ্রোই তিন হস্তপরিমাণ বৃদ্ধি
পাইল । তখন সেই মৎস্ত পুনরায় আর্ভ-
স্বরে রবিনন্দনকে কহিল,—রাজন্ ! আমি
আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাকে রক্ষা
করুন, রক্ষা করুন । মহৌপতি মনু অনন্তর
সেই মৎস্তকে এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করি-
লেন । যখন তাহাতেও তাহার স্থান সঙ্কু-
লন হইল না, তখন সেই মৎস্তকে মনু এক
সরোবরে ছাড়িয়া দিলেন । সরোবরে
নিষ্কিপ্ত হইয়া মৎস্ত অতি বিশাল দেহ ধারণ
করিল । তাহার দেহপরিমাণ যোজনপরি-
মিত হইল । তখন সে তন্মধ্যে থাকিয়া
দীনভাবে বলিল,—নৃপবর ! আমায় রক্ষা
করুন, রক্ষা করুন । এইবার মনু তাহাকে
গজাজলে নিক্ষেপ করিলেন । সেখানেও
সে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল । তখন মহৌপতি
সেই মৎস্তকে আনিয়া সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ
করিলেন । সমুদ্রজলে নিষ্কিপ্ত হইয়াও
যখন সে স্তব্ধ দেহে সমগ্র সমুদ্র পরিব্যাপ্ত
করিল, তখন মনু ভীত হইয়া তাহাকে
বলিলেন,—তুমি নিশ্চয়ই কোন অশুরেশ্বর
হইবে ; অথবা তুমি সাক্ষাৎ বাসুদেব ।
অস্তথা অপর কেহই এরূপ হইতে পারে কি ?

যোজনায়ুতবিশত্যা কস্ত তুল্যং ভবেদ্বপুঃ ॥
জাতস্বঃ মৎস্তরূপেণ মা খেদয়সি কেশব ।
হৃষীকেশ জগন্নাথ জগদ্ধাম নমোহস্ত তে ॥ ২৫
এবমুক্তঃ স ভগবান্ মৎস্তরূপী জনাৰ্দ্ধনঃ ।
সাধু সাধিবতি চোবাচ সম্যক্তজাতস্থয়ানঘ ॥ ২৬
অচিরেণৈব কালেন মেদনৌ মেদিনীপতে ।
ভবিষ্যতি জলে যগ্না সঠৈলবনকাননা ॥ ২৭
নোরিয়ঃ সর্ষদেবানাং নিকায়েন বিনিশ্চিতা ।
মহাজীবনিকায়স্ত রক্ষণার্থং মহৌপতে ॥ ২৮
শ্বেদাণ্ডজোদ্ধিদো যে বৈ যেচ জীবা জরায়ুজাঃ
অস্তাঃ নিধায় সর্ষাঃস্তাননাথান্ পাহি শুব্রত ॥
যুগান্তবাতাভিহতা যদা ভবতি নোনৃপ ।
শৃঙ্গেহশ্মিন্ মম রাজেন্দ্র তদেমাং সংযমিষ্যসি
ততো লয়াস্তে সর্ষস্ত স্বাবরস্ত চরস্ত চ ।
প্রজাপতিস্বঃ ভবিতা জগতঃ পৃথিবীপতে ॥ ৩১

বস্তুতঃ এ হেন বিশতি-অযুতযোজন বিস্তৃত
কলেবর কাহার হইতে পারে ? হে
কেশব ! আমি বুঝিয়াছি, তুমি মৎস্তরূপে
অবতীর্ণ হইয়াছ । আর আমায় ক্রেশ দিও
না । হে হৃষীকেশ ! হে জগন্নাথ ! জগ-
দ্ধাম ! তোমায় আমার নমস্কার । ১২—২৫ ।
মনু এই কথা কহিলে, মৎস্তরূপধারী ভগবান্
জনাৰ্দ্ধন কহিলেন,—হে নিষ্পাপ ! সাধু
সাধু, তুমি আমায় সম্যকরূপেই পরিজাত
হইয়াছ । হে মেদিনীপতে ! এই সঠৈল-
বনকাননা মেদিনী অচির কালমধ্যেই জল-
যগ্না হইবে । হে মহৌপতে ! আমি মহা-
জীবনিচয়ের রক্ষার জন্য নিখিল দেবগণ
দ্বারা এই এক নোকা নির্মাণ করাইয়াছি ;
হে শুব্রত ! তুমিই ইহাতে যাবতীয় শ্বেদজ,
উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ প্রভৃতি অনাথ জীব-
দিগকে স্থাপন করিয়া এই আসন্ন জলপ্লাবন
হইতে রক্ষা কর । হে নৃপ ! এই নোকা
যৎকালে যুগান্ত-বাত্তে অভিহত হইবে, তখন
তুমি আমার এই শৃঙ্গে উঠাকে বাধিয়া
রাখিবে । অনন্তর সমস্ত চরাচর জগতের
লয় হইয়া গেলে, হে পৃথ্বীপতে ! তুমিই

এবং কৃতযুগস্তাদৌ সৰ্ব্বজ্ঞো ধৃতিমান্ নৃপঃ ।
মহন্তরাধিপশ্চাপি দেবপুজ্যো ভবিষ্যসি ॥৩২
ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে মনু-বিষ্ণুসংবাদে
প্রথমে সর্গে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

বিতীয়োহধ্যায়ঃ

শ্রুত উবাচ ।

এবমুক্তো মনুস্তেন পপ্রচ্ছ মধুসূদনম্ ।
ভগবন্ কিমস্তিবৈৰ্ভবিষ্যত্যন্তরক্ষয়ঃ ॥ ১
সন্ধানি চ কথং নাথ রক্ষিষ্যে মধুসূদন ।
ত্বয়া সহ পুনর্যোগঃ কথং বা ভবিতা মম " -

মৎস্ত উবাচ ।

অস্তপ্রভৃত্যনাবৃষ্টিৰ্ভবিষ্যতি মহীতলে ।
যাবদ্বর্ষশতং সাগ্রং তুর্ভিক্ষমন্ততাবহম্ ॥ ৩
ততোহন্নসম্বন্ধয়দা রক্ষায়ঃ সপ্ত দাক্ষণ্যঃ ।

সমস্ত জগতের প্রজাপতি হইবে। এই
রূপে কৃতযুগের প্রারম্ভে তুমিই সৰ্ব্বজ্ঞ স্রষ্টি-
সম্পন্ন, মহন্তরাধিপতি, নরপতি হইয়া সুর-
সমাজের সম্মানিত হইবে। ২৬—৩

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

শ্রুত বলিলেন,—ভগবান্ মৎস্তরূপধর
মধুসূদন এই কথা কহিলে, মনু জিজ্ঞাসা
করিলেন,—ভগবন্! কত বৎসরে জগৎ-
প্রলয় সজ্জাটিত হইবে? হে নাথ মধুসূদন!
জীবগণকে কেমন করিয়া আমি রক্ষা করিব?
এবং আপনার সহিত পুনরায় আমার সন্ধি-
লনই বা কেমন করিয়া ঘটবে? মৎস্ত
কহিলেন,—অস্ত হইতে মহীমণ্ডলে এক শত
বর্ষ পর্যন্ত অনাবৃষ্টি হইবে। অনাবৃষ্টির ফলে
অচিরেই ঘোর তুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। তাহাতে
জগতের একান্ত অন্তঃ উৎপন্ন হইবে।
অনন্তর দিবাকরের সুদারূপ সপ্ত রশ্মি

সপ্তসপ্তেৰ্ভবিষ্যন্তি প্রতপ্তাকারবর্ণিনঃ ॥ ৪
ঔর্ধ্বানলোহপি বিকৃতিং গমিষ্যতি যুগক্ষয়ে ।
বিষাগ্নিশ্চাপি পাতালাৎ সঙ্কর্ষণমুৎচ্যুতঃ ।
ভবস্তাপি ললাটোখতৃতীয়নয়নানলঃ ॥ ৫
ত্রিজগন্নির্দহন্ কোভঃ সমেষ্যতি মহামুনে ।
এবং দক্ষা মহী সর্বা যদা স্তান্তম্মসন্নিভা ॥ ৬
আকাশমুন্নয়ণা তপ্তঃ ভবিষ্যতি পরস্তপ ।
ততঃ সদেবনক্ষত্রং জগদ্যাস্ততি সঙ্করম্ ॥ ৭
সংবর্ত্তো ভীষ্মনাদ্যন্ত জ্ঞোণশ্চণ্ডো বলাহকঃ ।
বিদ্যাৎপতাকঃ শোণশ্চ সপ্তৈশ্চ তে লয়বারিদাঃ ।
অগ্নিপ্রশ্বেদসমুদ্ভূতাঃ প্রাবয়িষ্যন্তি মেদিনীম্ ।
সমুদ্রাঃ কোভমাগত্য চৈকত্বেন ব্যবস্থিতাঃ ।

বেদনাবমিমাং গৃহ্য সব্ববীজানি সর্কশঃ ॥ ১০
আরোপ্য রক্ষুযোগেন মৎপ্রদন্তেন সূত্রত ।

প্রতপ্ত অঙ্গাররাশি বর্ষণ করত ক্রমশঃ প্রাণি-
গণের সংহার সাধন করিবে। যুগক্ষয়ের
উপক্রমে বাড়বানল বিকৃত হইবে। সঙ্কর্ষণের
মুখোদগীর্ণ বিষম বিষাগ্নি পাতাল হইতে
প্রাক্তর্ভূত হইবে। ভগবান্ ভবের ললাটো-
খিত তৃতীয় নয়নের অনল-শিখা নির্গত
হইয়া ত্রিজগৎ দক্ষ করিয়া নিতান্ত ক্ষুভাব
ধারণ করিবে। হে মহামুনে! এইরূপে
সমগ্র মহী দক্ষ হইয়া যৎকালে ভস্মরূপে
পরিণত হইবে, তখন সেই অনলতাপে
আকাশ দেশ প্রতপ্ত হইবে। অনন্তর দেব
ও নক্ষত্রমণ্ডল সহ সমস্ত জগৎ সংহারদশায়
উপনীত হইবে। সঙ্কর্ত্ত, ভীষ্মনাদ, জ্ঞোণ,
চণ্ড, বলাহক, বিদ্যাৎপাত ও কোণ নামক
সপ্তসংখ্যক প্রলয়মেঘ প্রাক্তর্ভূত হইবে।
তাহারা এই অগ্নিদক্ষ মেদিনীকে অজস্র বারি
বর্ষণে প্রাবিত করিবে। সমুদ্র সকল ক্ষুদ্র
হইয়া একাকারে অবস্থান করিবে এবং এই
জগদ্রমকে একাধারে পরিণত করিয়া তুলিবে।
১—১০। হে সূত্রত! ঐ সময় তুমি মৎপ্রদন্ত
রক্ষু দ্বারা এই বেদ-নৌকা গ্রহণ করিয়া
তদুপরি সর্বপ্রাণীর বীজরাশিকে আরোপিত

সংযম্য নাবঃ মজ্জুক্ষে মৎপ্রভাবাভিরক্ষিতঃ ॥
 একঃ স্বাস্তসি দেবেষু দন্ধেঽপি পরস্তপ ।
 সোম-স্বর্ধাবহঃ ব্রহ্মা চতুল্লোকসমবিতঃ ॥ ১২
 নর্শদা চ নদী পুণ্য মার্কণ্ডেয়ো মহানৃষিঃ ।
 ভবো বেদাঃ পুরাণাশ্চ বিদ্যাভিঃ সর্বতোবৃত্তম্
 ত্বয়া সার্কমিদং বিশ্বং স্বাস্ত্যন্তরসঙ্কয়ে ।
 এবমেকার্ণবে জাতে চাক্ষুষান্তরসঙ্কয়ে ॥ ১৪
 বেদান্ প্রবর্তয়িষ্যামি তৎসর্গাদৌ মহীপতে ।
 এবমুক্তা স ভগবান্স্তত্বেবাস্তরধীয়ত ॥ ১৫
 মন্থরপার্যাহতো যোগং বাসুদেবপ্রসাদজম্ ।
 অভ্যসন্ যাবদাভূতসংপ্রবঃ পূর্বস্ংচিতম্ ॥ ১৬
 কালে যথোক্তে সজ্জাতে বাসুদেবমুখোদিত
 শৃঙ্গী প্রাহুর্ভূবাধ মৎশ্রুত্বা জনার্দনঃ ॥ ১৭
 ভূজঙ্গো রজ্জুরূপেণ মনোঃ পার্শ্বমুপাগমৎ ।

করত মদীয় শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিবে ।
 আমার প্রভাবে তুমি সুরক্ষিত হইবে ।
 হে পরস্তপ ! দেব সকল দন্ধ হইয়া গেলেও
 একমাত্র তুমিই তখন অবস্থান করিবে ।
 যুগান্তে আমি, ব্রহ্মা, সোম, স্বর্ধা, লোক-
 চতুষ্টয়, পুণ্য নদী নর্শদা, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়,
 ভগবান্ ভব, বেদগণ, পুরাণগণ এবং বিদ্যা-
 সমূহে পরিবৃত্ত হইয়া এই সমগ্র বিশ্বমণ্ডল
 তোমার সহিত অবস্থান করিবে । চাক্ষুষ
 মন্থর অবসানে এইরূপে জগৎ যখন
 একাণবীকৃত হইবে, হে মহীপতে ! তৎ-
 কালে আমিই আবার বেদসমূহ প্রবর্তিত
 করিব । ভগবান্ মৎশ্রুত্বা মন্থকে এই কথা
 কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইলেন । রবি-
 নন্দন মন্থও তখন বাসুদেবপ্রসাদে পুন-
 রায় যোগাবলম্বন করিলেন এবং ভগবান্
 পূর্বে যেরূপ প্রলয় ঘটনার বিষয় বর্ণনা
 করিয়াছিলেন, তথাবিধ প্রলয়-প্রবর্তনের
 পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি যোগাভ্যাসেই নিরত
 রহিলেন । অনন্তর বাসুদেবের বাক্যানুযায়ী
 প্রলয়কাল প্রবর্তিত হইলে, শৃঙ্গবান্ মৎশ্রু-
 ত্বাধর জনার্দন প্রাহুর্ভূত হইলেন । ভূজঙ্গ
 রজ্জুরূপ ধরিয়া মন্থর পার্শ্বে আগমন করিল ।

ভূতান সর্ষান্ সমাক্রম্য যোগেনারোপ্য ধর্ম্মবিৎ
 ভূজঙ্গরজ্জ্বা মৎশ্রুত্বা শৃঙ্গে নাবমযোজয়ৎ ।
 উপর্য্যাপন্বিতস্তস্তাঃ প্রণিপত্য জনার্দনম্ ॥ ১৯
 আভূতসংপ্রবে তস্মিন্নরতীতে যোগশায়িনা ।
 পৃষ্টেন মন্থনা প্রোক্তং পুরাণং মৎশ্রুত্বাণা ।
 তদিদানীং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধর্ম্মম্বিসন্তমাঃ ॥ ২০
 যন্তবন্তিঃ পুরা পৃষ্টঃ সৃষ্টাদিকমহং বিজ্ঞাঃ ।
 তদেবৈকার্ণবে তস্মিন্ মন্থঃ পপ্রচ্ছ কেশবম্ ॥
 মন্থরুবাচ ।

উৎপত্তিঃ প্রলয়কৈব বংশান্ মন্থস্তরাণি চ ।
 বংশানুচরিতকৈব ভুবনস্ত চ বিস্তরম্ ॥ ২২
 দানধর্ম্মবিধিকৈব শ্রাদ্ধকল্পস্ত শাশ্বতম্ ।
 বর্ণাশ্রমবিভাগঞ্চ তথেষ্টাপূর্ত্তসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৩
 দেবতানাং প্রতিষ্ঠাদি যচ্চান্তদ্বিভূতে ভূবি ।
 তৎসর্বং বিস্তরেণ ত্বং ধর্ম্মং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥

ধর্ম্মজ্ঞ মন্থ যোগবলে ভূজঙ্গ-রজ্জ্ব দ্বারা নিখিল
 ভূতবৃন্দকে আকর্ষণপূর্ব্বক সেই নৌকা-
 মধ্যে আরোপিত করত তাহাকে মৎশ্রুত্বা
 বন্ধন করিলেন । তৎপরে তিনি সেই
 নৌকার উপর আরোহণ করিয়া জনার্দনকে
 প্রণিপাত করিলেন । এইরূপে সেই অতীত
 প্রলয়ে যোগাবলম্বী মন্থ ভগবানের নিকট
 জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি মৎশ্রুত্বা ধারণপূর্ব্বক
 যে পুরাণ কৌতূহল করিয়াছিলেন, আমি অধুনা
 সেই 'মৎশ্রুত্বাপুরাণ' বর্ণন করিতেছি । হে
 ঋষিবরগণ ! আপনারা তাহা শ্রবণ করুন ।
 হে বিজগণ ! আপনারা পূর্বে আমার নিকট
 যে সৃষ্টি প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া-
 ছিলেন, সেই একাণবে রাজা মন্থ তাহাই
 কেশবকে জিজ্ঞাসা করেন । ১০—২১ । মন্থ
 কহিয়াছিলেন,—ভগবন্ ! উৎপত্তি প্রলয়,
 বংশ, মন্থস্তর, বংশানুচরিত, ভুবনবিস্তার,
 দান-ধর্ম্মবিধি, নিত্য শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রম-
 বিভাগ, ইষ্টাপূর্ত্ত, দেব-প্রতিষ্ঠাদি, এবং
 অন্তান্ত আরও জাগতিক বিষয়—বিশেষতঃ
 বিস্তৃতরূপে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব আপান আমার

মৎসরা উবাচ ।

মহাপ্রলয়কালান্ত এতদাসীৎ তমোময়ম্ ।
 প্রসুপ্তমিব চাতর্ক্যমপ্রজাতমলক্ষণম্ ॥ ২৫
 অবিজ্ঞেয়মবিজ্ঞাতং জগৎ স্বাস্থু চরিস্থ চ ।
 ততঃ স্বয়ম্ভুরব্যাক্তঃ প্রভবঃ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ২৬
 ব্যঞ্জয়ন্তেতদখিলং প্রাহুরাসীৎ তমোমুদঃ ।
 যোহতীশ্রিয়ঃ পরো ব্যাক্তাদুর্জ্যাযান্ সনাতনঃ
 নারায়ণ ইতি খ্যাতঃ স এব স্বয়মুদভৌ ॥ ২৭
 যঃ শরীরাদভিধায় সিস্থক্ষুর্বিবিধঃ জগৎ ।
 অপ এব সসজ্জাদৌ তাস্থ বীজমবাস্তজৎ ॥ ২৮
 উদেবাণ্ডঃ সমভবদ্ধেমরূপাময়ঃ মহৎ ।
 সংবৎসরসহশ্রেণ সূর্য্যায়ুতসমপ্রভম্ ॥ ২৯
 প্রবিজ্ঞাত্ত্বর্নহাতেজাঃ স্বয়মেবায়সম্ভবঃ ।
 প্রভাবাদপি তদ্ব্যাপ্ত্যা বিষ্ণুত্বমগমৎ পুনঃ ॥ ৩০

নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বন্ধন । মৎসরা বলি-
 লেন,—এই চরাচর জগৎ মহাপ্রলয়ের
 অবসানে তমোময় ছিল । সকলই যেন
 প্রসুপ্ত এবং অতর্ক্য ছিল । নাম-রূপাদি
 কিছুই কোথায়ও ছিল না । এ জগৎ
 অবিজ্ঞেয় এবং অবিজ্ঞাত অবস্থায় অবস্থিত
 ছিল । অনন্তর নিখিল পুণ্যকর্মের কারণ
 অব্যাক্তমূর্তি স্বয়ম্ভু এই অখিল জগৎ
 প্রকটিত করত তমোরাশি অপসারিত করিয়া
 প্রাহুর্ভূত হইলেন । যিনি সনাতন,
 ইন্দ্রিয়াতীত, অব্যাক্ত, অগীযান অথচ মহী-
 যান দেব, তিনিই তখন নারায়ণ নামে
 বিখ্যাত হইয়া স্বয়ংই সমুৎপন্ন হইলেন
 এবং সম্যক্ চিন্তা করিয়া বিবিধ বিশ্ব-সৃষ্টি
 কামনায় স্বীয় শরীর হইতে সর্বাংশে জল
 সৃষ্টি করিলেন । পরে সেই জলে বীজ
 নিক্ষেপ করিলেন । ঐ বীজ পরে এক
 হেম-রূপাময় মহান্ অণ্ডে পরিণত হইল ।
 ঐ অণ্ড অমৃত সূর্য্যের স্তায় উজ্জ্বল প্রভা
 ধারণ করিল । মহাতেজা আত্মভূ স্বয়ং
 তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহস্র সংবৎসর বাস
 করিলেন । পরে প্রভাবে ও ব্যাপ্তিক্রমে
 বিষ্ণু প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর প্রথমেই

তদন্তর্ভগবানেষ সূর্য্যঃ সমভবৎ পুরা ।
 আদিত্যাশ্চাদিভূতত্বাদব্রহ্মা ব্রহ্ম পঠন্নভূৎ ॥ ৩১
 দিবঃ ভূমিং সমকরোৎ তদণ্ডশকলদ্বয়ম্ ।
 স চাকরোদিশঃ সর্বা মধ্যো ব্যোম চ শাশ্বতম্
 জরায়ুর্বেকমুখ্যাশ্চ শৈলাস্তস্মাতবাস্তদা ।
 যদ্বৎ তদভূন্মেষন্তভিৎসজ্জাতমণ্ডলম্ ॥ ৩২
 নদ্যোহগুনাঃ সমুদ্রাঃ পিতরো মনবস্তথা ।
 সপ্ত যেহমৌ সমুদ্রাশ্চ তেহপি চান্তর্জ্জলোদ্ভবাঃ
 লবণেশু-সুরাদ্যাশ্চ নানারত্নসমধিতাঃ ॥ ৩৩
 স সিস্থক্ষুরভূদেবঃ প্রজাপতিররিন্দম ।
 তন্তেজসশ্চ তত্রৈব মার্ত্তণ্ডঃ সমজায়ত ॥ ৩৪
 মৃতহেতু জায়তে যস্মান্মার্ত্তণ্ডস্তেন সংস্মৃতঃ ।
 রজোণ্ডণময়ঃ যন্তরূপঃ তস্মা মহাস্থনঃ ।
 চতুর্ধ্বঃ স ভগবান্ভুলোকপিতামহঃ ॥ ৩৫
 যেন সৃষ্টঃ জগৎ সর্গঃ স দেবাসুরমানুষম্ ।
 তমবোধি রজোকপঃ মহৎ সর্ব্বমুদাহতম্ ॥ ৩৬

ইতি জীমাৎস্রে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডদলনঃ
 নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তন্মধ্যে ভগবান্ সূর্য্য প্রাহুর্ভূত হইলেন ।
 তিনি আদিভূত বলিয়া আদিত্য নাম ধারণ
 করিলেন এবং ব্রহ্মা হইয়া ব্রহ্ম পাঠ করিতে
 করিতে আবির্ভূত হইলেন । সেই অণ্ডের দুই
 খণ্ডে স্বর্গ ও ভূমিতল নির্মিত হইল ।
 অনন্তর ব্রহ্মা সমস্ত দিক্ ও মধ্যো শাশ্বত
 ব্যোমভাগ নির্মাণ করিলেন । তৎপরে
 সেই অণ্ড হইতে ক্রমশ মেরুপ্রমুখ শৈল-
 কুল, মেঘবৃন্দ, তড়িমালা, নদীনচয়, পিতৃ-
 গণ, মনুগণ, লবণ, ইক্ষু ও সুরা প্রভৃতি
 নানা রত্নযুক্ত সপ্ত সমুদ্র সমুদ্ভূত হইল । হে
 অরিন্দম ! সেই দেব সৃষ্টিবিস্তার-বাসনায়
 প্রজাপতিরূপে প্রাহুর্ভূত হইলেন । তাঁহার
 তেজ হইতে মার্ত্তণ্ড উৎপন্ন হইল । অণ্ড
 মৃত হইলে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তিনি
 মার্ত্তণ্ড নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । সেই
 মহাত্মার যে রজোণ্ডণময় রূপ, তাহাই সেই
 ভগবান্ লোকপিতামহ চতুর্ধ্বরূপে প্রাহু-
 র্ভূত । যিনি এই সুরাসুর-নর-পরিবৃত

তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

মহুরুবাচ ।

চতুর্থাৎস্বয়মগমং কস্মিন্নলোকপিতামহঃ ।

কথং লোকানসৃজদব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ ॥ ১

মৎস্ত উবাচ ।

তপশ্চচার প্রথমমমরাণাং পিতামহঃ ।

আবির্ভূতাস্ততো বেদাঃ সান্ধোপাঙ্গপদক্রমাঃ ॥

পুরাণং সর্গশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্ ।

নিত্যং শব্দময়ং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ॥ ৩

অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদান্তস্ত বিনিঃসৃতাঃ ।

মৌমাংসা ন্যায়বিজ্ঞাশ্চ প্রমাণাষ্টকসংযুতাঃ ॥ ৪

বেদান্ত্যাসরতস্তাস্ত প্রজাকামস্ত মানসাঃ ।

সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে
রজোমুষ্টি বলিয়া জানিবে এবং তিনিই
মহাসব বলিয়া প্রখ্যাত । ২০—৩৭ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

মহু বলিলেন,—প্রভো! লোকপিতামহ
ব্রহ্মা কিরূপে চতুর্থাৎ স্বয়মগমং
এবং কিরূপেই বা সেই ব্রহ্মবিদগণের
বরেণ্য ব্রহ্মা লোকসকল সৃজন করেন?
মৎস্ত কহিলেন,—ভগবান্ পিতামহ সর্বাঙ্গে
তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর
তাঁহা হইতে অঙ্গ উপাঙ্গাদি সহ বেদ সকল
আবির্ভূত হইয়াছিল। যত কিছু শাস্ত্র
আছে, তন্মধ্যে পুরাণই সর্বপ্রথমরূপে ব্রহ্মা
কর্তৃক স্মৃত হইয়াছে। এই পুরাণ শাস্ত্র
নিত্য পবিত্র এবং শব্দময়। ইহার সংখ্যা
শতকোটি। অতঃপর তাঁহার মুখপরম্পরা
হইতে বেদ সকল এবং মৌমাংসা ও ন্যায়
বিজ্ঞা প্রভৃতি প্রমাণসমূহসূতঃ শাস্ত্র সকল
আবির্ভূত হয়। তিনি প্রজাকাম হইয়া
বেদান্ত্যাসে নিরত হইলে অগ্রে তাঁহার
মন হইতে যে সকল প্রজা আবির্ভূত হইয়া-

মনসঃ পূর্বসৃষ্টা বৈ জাতা যৎ তেন মানসাঃ ॥ ৫

মরীচিরভবৎ পূর্বঃ ততোহত্রির্ভগবানুবিঃ ।

অঙ্গিরাস্চাভবৎ পশ্চাৎ পুলস্ত্যস্তদনন্তরম্ ॥ ৬

ততঃ পুলহনামা বৈ ততঃ ক্রতুরজায়ত ।

প্রচেতাশ্চ ততঃ পুত্রো বশিষ্ঠশ্চাভবৎ পুনঃ ॥ ৭

পুত্রো ভৃগুরভূৎ তদ্বারাদোহপ্যচিরাদভূৎ ।

দশেমান্ মানসান্ ব্রহ্মা মুনীন পুত্রানজীজনৎ

শারীরানথ বক্ষ্যামি মাতৃহীনান্ প্রজাপতেঃ ।

অঙ্গুষ্ঠাদক্ষিণাদক্ষঃ প্রজাপতিরজায়ত ॥ ৯

ধর্ম্মস্তনাস্তাদতবহুদয়াৎ কুসুমায়ুধঃ ।

ক্রমধ্যাদতবৎ ক্রোধো লোভশ্চাধরসস্তবঃ ॥ ১০

বুদ্ধৈর্মোহঃ সমভবদহঙ্কারাদভূমদঃ ।

প্রমোদশ্চাভবৎ কণ্ঠায় ত্যার্লোচনতো নৃপ ।

ভরতঃ করমধ্যাৎ তু ব্রহ্মহুহুরভূৎ ততঃ ॥ ১১

এতে নব সূতা রাজন্ কস্তা চ দশমী পুনঃ ।

অঙ্গজা ইতি বিখ্যাতা দশমী ব্রহ্মণঃ সূতা ॥ ১২

মহুরুবাচ ।

বুদ্ধৈর্মোহঃ সমভবদ্বিতি যৎ পরিকীর্তিতম্ ।

ছিল, তাহার তাঁহার মানস পুত্র নামে
বিখ্যাত হয়। এই মানস পুত্রগণের মধ্যে
সর্বাঙ্গে মরীচি, তৎপরে ভগবান্ অত্রি,
তৎপশ্চাৎ অঙ্গিরা, পরে পুলস্ত্য, পুলহ,
ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং সর্বশেষে
নারদ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা এই
দশ জন মুনিকে মানস পুত্ররূপে উৎপাদন
করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রজাপতির শরী-
রোৎপন্ন মাতৃহীন পুত্রগণের কথা কহি-
তেছি। তাঁহার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ
প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন। অনন্তর
তাঁহার স্তন হইতে ধর্ম্ম, হৃদয় হইতে
কুসুমায়ুধ, ক্রমধ্য হইতে ক্রোধ, অধর
হইতে লোভ, বুদ্ধি হইতে মোহ, অহঙ্কার
হইতে মদ, কণ্ঠ হইতে প্রমোদ, নয়ন
হইতে মৃত্যু এবং তাঁহার করমধ্য হইতে
ভরত জন্মগ্রহণ করেন। হে রাজন্! এই
নবজন ব্রহ্মার পুত্র; এতব্যতীত তাঁহার
দশম সন্তান একটা কস্তা। এই কস্তার

অহঙ্কারঃ স্মৃতঃক্রোধো বুদ্ধির্নাম কমুচ্যতে ॥১১

মৎস্য উবাচ ।

সবঃ রজস্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহৃতম্ ।

সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীৰ্ত্তিতা ॥

কেচিৎ প্রধানমিত্যাছরব্যাক্তমপরে জ্ঞাঃ ।

এতদেব প্রজাসৃষ্টিং করোতি বিকরোতি চ ॥১৫

গুণেভ্যঃ ক্ৰোভমাণেভ্যামুদেবা বিজজ্ঞিরে
একা মূর্তিস্থয়ো ভাগা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥১৬

সবিকারাৎ প্রধানাৎ তু মহত্ত্বঃ প্রজায়তে ।

মহানিতি যতঃ খ্যাতির্লোকানাং জায়তে সদা ॥

অহঙ্কারশ্চ মহতো জায়তে মানবর্দ্ধনঃ ।

ইন্দ্রিয়াণি ততঃ পঞ্চ বক্ষ্যে বুদ্ধিবশানি তু ।

প্রাচুর্ত্ববন্তি চাত্তানি তথা কর্ম্মবশানি তু ॥ ১৮

শ্রোত্রং অকৃচ্ছুষী জিহ্বা নাসিকা চ যথাক্রমম্

পায়ুপদং চন্তপাদং বাকু চেতীন্দ্রিয়সংগ্রহঃ ॥১৯

নাম অঙ্গজা । ১—১০। মনু বলিলেন, —আপনি যে বুদ্ধি হইতে মোহোৎপত্তির কথা कहিলেন, তাহা কি এবং অহঙ্কার, ক্রোধ ও বুদ্ধিই বা কাহাকে বলা হয়? মৎস্ত कहিলেন,—সব, রজ ও তমো নামে ত্রিবিধ গুণ উল্লিখিত হইয়াছে। এই গুণত্রয়ের যে সাম্যাবস্থা, তাহার নাম প্রকৃতি। কেহ কেহ এই প্রকৃতিকে প্রধান এবং কেহ কেহ বা অব্যাক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই প্রকৃতিই প্রজা সকলের সৃষ্টি ও সংহার ক্রিয়া করেন। উল্লিখিত গুণত্রয় ক্ষুদ্র হইলে তাহা হইতে দেবত্রয় আবির্ভূত হয়েন। একই মূর্তি—ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। সবিকার প্রধান বা প্রকৃতি হইতে মহত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই ত্ব হইতে লোক সকলের ‘মহান’ খ্যাতি জন্মিয়া থাকে। মহৎ হইতেই মানবর্দ্ধন অহঙ্কারের আবির্ভাব। এই অহঙ্কার হইতেই পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। সমষ্টিতে দশটি ইন্দ্রিয়; ইহাদের নাম—শ্রোত্র, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পাদ ও বাক্য। এই

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ ।

উৎসর্গানন্দনাদান-গত্যালাপাশ্চ তৎক্রিয়াঃ ॥২০

মন একাদশং তেষাং কর্ম্মবুদ্ধিগুণাষিতম্ ।

ইন্দ্রিয়াবয়বাঃ সৃষ্টাস্তস্তু মূর্তিঃ মনৌষিণঃ ॥ ২১

ব্রহ্মস্তু যস্মাৎ তন্মাত্রাঃ শরীরং তেন সংস্মৃতম্ ।

শরীরযোগাজ্জীবোহপি শরীরী গণ্ডতে বুধৈঃ

মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোচ্চমানঃ সিন্ধুক্ষয়া ।

আকাশং শব্দতন্মাত্রাদভূচ্ছবগুণাস্ককম্ ॥ ২৩

আকাশবিকৃতের্ভূয়ঃ শব্দ-স্পর্শগুণোহভবৎ ।

বায়োশ্চ স্পর্শতন্মাত্রাৎ তেজশ্চাবিরভূৎ ততঃ

ত্রিগুণং তদ্বিকারেণ তচ্ছবস্পর্শরূপবৎ ।

তেজোবিকারাদভবদ্বারি রাজশ্চতুর্গুণম্ ॥২৫

রসতন্মাত্রসম্ভূতং প্রায়ো রসগুণাস্ককম্ ।

ভূমিস্ত গন্ধতন্মাত্রাদভূৎ পঞ্চগুণাষিতা ॥ ২৬

প্রায়োগন্ধগুণা সা তু বুদ্ধিরেবা গরীয়সী ।

দশেন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই বিষয় পঞ্চকের গ্রাহক। এতদ্ভিন্ন উৎসর্গ, আনন্দ, আদান, গমন ও আলাপন এই পাঁচটি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। উল্লিখিত ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে মন একাদশ। ইহা কর্ম্ম ও বুদ্ধিগুণে অধিত। সৃষ্ট ইন্দ্রিয়াবয়ব সকল সেই মনৌষীর মূর্তি আশ্রয় করে বলিয়া তন্মাত্রা এবং তাহাতেই শরীর প্রখ্যাত। শরীর যোগে জীব ও শরীরী আখ্যায় অভিহিত। মন সিন্ধুক্ষায় প্রেরিত হইয়া সৃষ্টি করিতে থাকে। শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দ গুণাস্কক আকাশের উৎপত্তি হয়। আকাশবিকার হইতে শব্দ ও স্পর্শ-গুণময় বায়ু উৎপন্ন হয়। স্পর্শ-তন্মাত্র বায়ু হইতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয়ময় তেজের আবির্ভাব হয়। তেজো-বিকার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণাস্কক জলের উদ্ভব ঘটে। রসতন্মাত্র হইতে সম্ভূত প্রায়শই রসগুণাস্কক। গন্ধতন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-গুণাষিতা ভূমির উদ্ভব হয়। ১১—২৬। এই ভূমি প্রধানতঃ গন্ধগুণময়ী। এইরূপ শ্রাৱণাই গরীয়সী।

এতিঃ সম্পাদিতঃ ভুঙ্ক্রে পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ
ঈশ্বরেচ্ছাবশঃ সোহপি জীবাত্মা কথ্যতে বুধৈঃ
এবং ষড়্বিংশকং প্রোক্তং শরীর ইহ মানবে
সাংখ্যং সংখ্যান্বকহাচ্চ কপিলাদিভিকৃত্যতে ।

১. এতত্ত্বাস্বকং কুহা জগদ্বৈশা মজোজনং ॥ ২১

সাবিত্রীং লোকসৃষ্টার্থং হৃদি কুহা সমাস্থিতঃ ।

ততঃ সঞ্জনতস্তস্ত ভিষা দেহমকশ্ময়ম্ ॥ ৩০

স্ত্রীরূপমর্কমকরোদর্কং পুরুষরূপবৎ ।

শতরূপা চ সা খ্যাতা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে ॥

সরস্বত্যাথ গায়ত্রী ব্রহ্মাণী চ পরস্তপ ।

ততঃ স্বদেহমভূতামাশ্রয়ামিত্যকল্পয়ৎ ॥ ৩২

দৃষ্ট্বা তাং ব্যথিতস্তাবৎ কামবাণাদিতো বিভূঃ

অহো রূপমহো রূপমিতি চাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৩

ততো বসিষ্ঠপ্রমুখা ভগিনীমিতি চুক্রুতঃ ।

ব্রহ্মা ন কিঞ্চিদদৃশে তন্মুখালোকনাদৃতে ॥ ৩৪

অহো রূপমহো রূপমিতি প্রাহ পুনঃপুনঃ ।

ততঃ প্রণামনম্রাঃ তাং পুনরেবাভ্যালোকয়ৎ ॥

অথ প্রদক্ষিণং চক্রে সা পিতৃবরবর্ণিনী ।

পুত্রোভ্যো লজ্জিতস্তান্ত তদ্রূপালোকনেচ্ছয়া

আবির্ভূতং ততো বক্রং দক্ষিণং পাণ্ডুগণ্ডবৎ ।

বিশ্ময়ক্ষুরদোষ্টঞ্চ পাশ্চাত্যমুদগাৎ ততঃ ॥ ৩৭

চতুর্থমভবৎ পশ্চাদ্বামং কামশরাতুরম্ ।

ততোহস্তদভবৎ তস্ত কামাতুরতয়া তথা ॥ ৩৮

উৎপতন্ত্যাস্তদাকারী আলোকনকুতুহলাৎ ।

সৃষ্টার্থঃ যৎ কৃতং তেন তপঃ পরমদারুণম্ ॥

তৎ সৰ্বং নাশমগমৎ স্বশূতোপগমেচ্ছয়া ।

তেনোর্ধ্বং বক্রমভবৎ পঞ্চমং তস্ত ধীমতঃ ।

আবির্ভবজ্জটীভিশ্চ তদ্বক্রঞ্চাবৃণোৎ প্রভুঃ ॥

ততস্তানববীদব্রহ্মা পুমানাস্তসমুদ্ভবান্ ।

প্রজাঃ সৃজধ্বমভিতঃ সদেবাসুর-মাম্রবীঃ ॥

পঞ্চবিংশক পুরুষ এই সকল দ্বারা সম্পাদিত
সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন । ঐ পুরুষও
ঈশ্বরেচ্ছার বশীভূত হইয়া জীবাত্মা নামে
নিরূপিত । এইরূপে এই মানবশরীরে
ষড়্বিংশতরূ নিদিষ্ট । কপিলাদি মহর্ষিগণ
সংখ্যান্বকরূপ হেতু সাংখ্য বলিয়া থাকেন ।
বিধাতা লোকসৃষ্টির নিমিত্ত সাবিত্রীকে
হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই জগৎকে এই সকল
তত্ত্বান্বক করিয়া দ্বিবিধরূপে উৎপাদন করেন ।
তিনি জপে নিরত আছেন, এমন সময় তদীয়
পবিত্র দেহ ভেদ করিয়া অর্ধ স্ত্রীরূপ ও অর্ধ
পুরুষরূপ প্রাকৃভূত হইল । স্ত্রীরূপা শত-
রূপা নামে বিখ্যাত হইলেন । হে পরস্তপ !
এই শতরূপাই সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী
ও ব্রহ্মাণী নামে প্রসিদ্ধ । ব্রহ্মা তাঁহাকে—
স্বদেহ-সমুদ্ভূত নারীকে ‘আশ্রয়’ রূপে কল্পনা
করিলেন । অনন্তর বিভূ প্রজাপতি তাঁহাকে
দেখিয়া পীড়িত ও কামশরে জর্জরিত হইয়া
বলিলেন, অহো ‘কি রূপ !’ কি অপূর্ব রূপ !
তখন বসিষ্ঠপ্রমুখ মহর্ষিরা তাঁহাকে ভগিনী
বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন । কিন্তু
ব্রহ্মা তাঁহার মুখপঞ্চক ব্যতীত আর কিছুই

দেখিতে পাইলেন না । তিনি বারম্বার ‘অহো
রূপ ! অহো রূপ !’ এই কথাই বলিতে লাগি-
লেন । অনন্তর সেই প্রণাম-নম্রা কস্তাকে
পুনরায় অবলোকন করিলেন । সেই বরবর্ণিনী
তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করিল ।
তাহার রূপ দেখিবার জন্য ব্রহ্মার একান্তই
ইচ্ছা ; কিন্তু তাহাতে তিনি পুত্রদিগের নিকট
বিশেষরূপে লজ্জিত ; কাজেই তাঁহার দক্ষিণ-
দিকে এক পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থলযুক্ত বদন বিকাশ
পাইল, অনন্তর বিশ্ময়ে বিক্ষুরিতাধর হইয়া
তাঁহার পশ্চিমদিকে অস্ত এক বদন বিনির্গত
হইল । তৎপরে তাঁহার কামাতুর চতুর্থ
মুখ প্রকটিত হইয়া পড়িল । তদীয় কামা-
তুরতা হেতু আরও এক মুখ প্রকাশিত হইল ।
এই মুখ সেই উর্দ্ধোখিতা অঙ্গনাকে অব-
লোকন করিবার কুতুহল বশতই নির্গত
হইল । ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করিবার
জন্য দারুণ তপোব্রতান করিয়াছিলেন ;
কিন্তু নিজের কস্তা-সঙ্গমেচ্ছার তাঁহার
তাহা নষ্ট হইয়া গেল । তাঁহার উর্দ্ধদিকে
যে পঞ্চম বক্র বিকাশ পাইয়াছিল, উহা জটী-
জালে আবদ্ধ হইল । ২৭—৪০ । অনন্তর ব্রহ্মা

এবমুক্তান্ততঃ সর্ষে সম্ভূবিবিধাঃ প্রজাঃ ।
 গতেষু তেষু সৃষ্টাখং প্রণামাবনতামিমাম্ ॥৪২
 উপবেশে স বিশ্বাস্তা শতরূপামনিন্দিতাম্ ।
 সম্ভুব তয়া সার্কমতিকামাতুরো বিভূঃ ।
 সলজ্জাঃ চকমে দেবঃ কমলোদরমন্দিরে ॥ ৪৩
 যাবদক্ষশতং দিব্যং যথান্তঃ প্রাকৃতো জনঃ ।
 ততঃ কালেন মহতা তস্তাঃ পুত্রোহভবম্ভুঃ ॥
 স্বায়ম্ভুব ইতি খ্যাতঃ স বিরাড়িতি নঃ ক্রতম্ ।
 তক্রপশূন্যসামান্তাদধিপুরুষ উচ্যতে ॥ ৪৪
 বৈরাজা যত্র তে জাতা বহবঃ শংসিতব্রতাঃ ।
 স্বায়ম্ভুবা মহাভাগাঃ সপ্ত সপ্ত তথাপরে ॥ ৪৫
 স্বারোচিষাদ্যাঃ সর্ষে তে ব্রহ্মতুল্যস্বরূপিণঃ ।
 ঔত্তমি প্রমুখাস্তদ্বয়েষাং স্বঃ সপ্তমোহধুনা ॥৪৬
 ইতি ক্রীমাৎশ্চে মহাপুরাণে ব্রহ্মণো মুখোৎ-
 পত্তির্নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ঠাঁহার আশ্রয়দিগকে বলিলেন, তোমরা সুর,
 অসুর, ও মানুষ্য প্রজা সৃজন কর। পিতার
 এই কথায় ঠাঁহার সকলেই বিবিধ প্রজা
 সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঠাঁহার সৃষ্টি
 কার্য্যার্থ প্রস্থান করিলে বিশ্বাস্তা ব্রহ্মা সেই
 প্রণামাবনতা অনিন্দিতা শতরূপার পাণি
 গ্রহণ করিলেন এবং তাহার সহিত তিনি
 অতীব কামাতুর হইয়া কাল কাটাইতে
 লাগিলেন। তিনি প্রাকৃত জনের স্তায় সেই
 লজ্জিতা ললনার সহিত শতবর্ষ যাবৎ কমল-
 গর্ভে থাকিয়া রমণ করিলেন। অন-
 ন্তর দীর্ঘকাল অতীত হইলে ঠাঁহার এক
 পুত্র জন্মিল। এই পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু নামে
 অভিহিত। আমরা শুনিয়াছি, ঐ মনুই
 বিরাট পুরুষ এবং তদনুরূপ গুণসমূহযোগে
 ইনি অধিপুরুষ নামেও নির্দিষ্ট। অপর যে
 সপ্ত সপ্ত শংসিতব্রত মহাভাগশালী সুবাহু
 স্বায়ম্ভুব রাজপুরুষেরা জন্মিয়াছেন, ঠাঁহার
 এবং স্বারোচিষাদি মূনিগণ সকলেই ব্রহ্ম
 স্বরূপ। ঔত্তমি প্রমুখ মনুগণও তদনুরূপ।
 অধুনা তুমি ঠাঁহাদের সপ্তম মনু। ৪১—৪৬।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

মনুরবাচ ।

অহো কষ্টতরকৈতদঙ্গজাগমনং বিভো ।
 কথং ন দোষমগমৎ কশ্মণানেন পদ্মভূঃ ॥ ১
 পরস্পরক সম্বন্ধঃ সগোত্রাণামভূৎ কথম্ ।
 বৈবাহিকস্তৎসুতানাং ছিদ্ধি মে সংশয়ং বিভো
 মৎস্তা উবাচ ।
 দিব্যেয়মাদিসৃষ্টিস্ত রজোগুণসমুদ্ভবা ।
 অতীন্দ্রিয়েন্দ্রিয়া তদ্বদতীন্দ্রিয়শরীরিকা ॥ ৩
 দিব্যতেজোময়ী ভূপ দিব্যজ্ঞানসমুদ্ভবা ।
 ন মর্ত্যৈরাভতঃ শক্যা বক্তুঃ বৈ মাংসচক্ষুভিঃ
 যথা ভুজঙ্গাঃ সর্পাণামাকাশং বিশ্বপাক্ষিণাম্ ।
 বিদন্তি মার্গং দিব্যানাং দিব্যা এব ন মানবঃ ॥
 কার্য্যাকাধ্যে ন দেবানাং শুভাশুভফল প্রদে ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

মনু বলিলেন,—বিভুর কস্তাভিগমন
 আশ্চর্য্যের বিষয়! কি জন্ত তিনি এরূপ কার্য্য
 করিয়াও দোষস্পৃষ্ট হইলেন না এবং সমান-
 গোত্রা তৎকস্তাদিগেরই বা কি প্রকারে
 ঠাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংঘটিত হইল?
 হে বিভো! আপনি এই সকল কথার উত্তর
 দিয়া আমার মনের সংশয়চ্ছেদ করুন
 মৎস্তা বলিলেন,—হে রাজন্! এই আদি
 সৃষ্টি রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে।
 এই সৃষ্টি ইন্দ্রিয়গণেরও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত
 নহে। অতীন্দ্রিয়দেহা দীপ্ত তেজো-
 ময়ী ও দিব্য-জ্ঞান-সমুদ্ভবা এই সৃষ্টি
 মাংসচক্ষু মানবদিগের বর্ণনীয় নহে। দেখুন,
 যেমন ভুজঙ্গগণ ভুজঙ্গদিগের, এবং আকাশ
 পক্ষিসমূহের মার্গ বিদিত আছে, তেমনি
 দেবগণই দেবতাদিগের মার্গ বিদিত
 আছেন। মানব কদাপি দেবমার্গ অবগত
 নহে। দেবগণের কার্য্যাকাধ্য ঠাঁহাদের
 শুভাশুভ-ফল-প্রদায়ক হয় না; সুতরাং
 দেবগণের কার্য্যাকাধ্যে বিচার করা মানব-
 দিগের মঙ্গলদায়ক নহে। আরও দেখুন

যস্মাৎ তস্মান্ন রাজেন্দ্র তদ্বিচারো নৃণাং শুভঃ
অন্তচ্চ সর্ববেদানামধিষ্ঠাতা চতুর্ধুগঃ ।
গায়ত্রী ব্রহ্মণস্তদ্বদন্তুতা নিগদ্যতে ॥
অমূর্ত্তং মূর্ত্তিমহাপি মিথুনং তৎ প্রচক্ষতে
বিরিক্ষিষ্যত্ভ ভগবাঃস্তত্র দেবী সরস্বতী ।
ভারতী যত্র যত্রৈব তত্র তত্র প্রজাপতিঃ ॥ ৮
যথাতপো ন রহিতশ্চায়য়া দৃশ্যতে কচিৎ ।
গায়ত্রী ব্রহ্মণঃ পার্শ্বং তর্ধৈব ন বিমুক্ততি ॥ ৯
বেদরাশিঃ স্মৃতো ব্রহ্মা সাবিত্রী তদধিষ্ঠিতা ।
তস্মান্ন কশ্চিদোষঃস্তাত্ সাবিত্রীগমনে বিভোঃ
তথাপি লজ্জাবনতঃ প্রজাপতিরভূৎ পুরা ।
স্বস্মৃতোপগমাদব্রহ্মা শশাপ কুসুমায়ুধম্ ॥ ১১
যস্মান্নমাপি ভবতা মনঃ সংজ্ঞোভিতঃ শঠৈঃ ।
তস্মাৎ তদেহমচিরাক্রব্রো ভস্মীকরিস্যতি ॥ ১২
ততঃ প্রসাদয়ামাস কামদেবশ্চতুর্ধুগম্ ।
ন মামকারণে শপ্তুং তুমিহাহসি মানদ ॥ ১৩

অহমেবংবিধঃ সৃষ্টস্ত্যৈব চতুরানন ।
ইন্দ্রিয়কোভজনকঃ সর্বৈষামেব দেহিনাম্ ॥ ১৪
স্বীপুংসোরবিচারেণ ময়া সর্বত্র সর্বদা ।
কো যঃ মনঃ প্রযত্নেন ত্বয়ৈবোক্তং পুরা বিভো
তস্মাদনপরাধেন ত্বয়া শপ্তস্তথা বিভো ।
কুরু প্রসাদং ভগবন্ স্বশরীরাপ্তয়ে পুনঃ ॥ ১৬
ব্রহ্মোবাচ ।
বৈবস্বতেহস্তরে প্রাপ্তে যাদবাবয়সস্তবঃ ।
রামো নাম যদা মর্ত্যো মৎসম্ভবলম্বাশ্রিতঃ ॥ ১৭
অবতীৰ্ণ্যাসুরধ্বংসী দ্বারকামধিবৎস্রতি ।
তদভ্রাতৃস্বৎসমস্তং ত্বং তদা পুত্রহমেষ্যসি ॥ ১৮
এবং শরীরমাসাদ্য ভুক্তা ভোগানশেষতঃ ।
ততো ভরতবংশাশ্চে ভূত্বা বৎসনৃপান্বজঃ ॥ ১৯
বিদ্যাধরাধিপদঞ্চ যাদবাত্মতসংপ্রবম্ ।

না। ১—১৩। হে চতুরানন! আপনিই
ত আমাকে এরূপ স্বভাবসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি
করিয়াছেন। দেহিগণের ইন্দ্রিয়কোভ
উৎপাদন করাই আমার কৰ্ম্ম। আমি জ্ঞী,-
পুরুষ বিচার না করিয়া সর্বত্র সর্বদা অতি
যত্নসহকারে সকলেরই মনের কোভ
জন্মাইব। হে প্রভো! এই কথাই ত
আপনি আমাকে পূর্বে বলিয়া দিয়াছেন।
অতএব হে প্রভো! আপনি বিনা অপ-
রাধেই আমার উপর এক্ষণে এই শাপ
প্রদান করিলেন। যাহা হউক, আমি যাহাতে
পুনরায় স্বীয় দেহ প্রাপ্ত হইতে পারিব, হে
ভগবন্! সেই নিমিত্ত আপনি আমার প্রতি
প্রসন্ন হউন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৈবস্বত
মহুর অধিকার-কালে মদীয় সন্ত-বলম্বিত
যজুবংশাবতংস রাম নামে জনৈক অসুর-
ধ্বংসী মানব যখন দ্বারকায় বাস করিবেন,
তখন তাঁহারই তুল্য তদীয় ভ্রাতার তুমি
পুত্র হইবে। এইরূপে তুমি মূর্ত্তিমান
হইয়া অশেষ ভোগ উপভোগের পর
ভরতবংশের অবসানে পুনরায় মৎস-
রাজের পুত্র হইয়া জন্ম লইবে। এই
জন্মে তুমি প্রলয় পর্য্যন্ত বিদ্যাধরদিগের

চতুর্ধুগ বেদ সকলের অধিষ্ঠাতা। সুধীগণ
গায়ত্রীকে তাঁহার অবয়বস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ
করেন; তাঁহার মূর্ত্তিমান বা মূর্ত্তিহীন হউন,
লোকে কিন্তু দম্পতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে স্থানে
ভগবান্ন বিরিক্ষি, সেই স্থানেই দেবী সরস্বতী;
আর যেখানে যেখানে সরস্বতী, সেই
সেইখানেই প্রজাপতি। ছায়া যেমন আতপ
পরিত্যাগ করে না, তজ্জপ গায়ত্রী দেবীও
ব্রহ্মার পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন না। ব্রহ্মা
বেদরাশি বলিয়া কীৰ্ত্তিত, আর দেবী
সাবিত্রী সেই বেদে অধিষ্ঠিতা। অত-
এব সাবিত্রী-গমনে বিভূ ব্রহ্মার যদিও কোন
দোষ হয় নাই, তথাপি পূর্বে তিনি লজ্জা-
বনত ছিলেন। স্বীয় স্মৃতার সংসর্গ বশতঃ
ভগবান্ন ব্রহ্মা কুসুমায়ুধকে এইরূপ শাপ দিয়া-
ছিলেন যে, যেহেতু তুমি শর দ্বারা আমার
মন সংজ্ঞোভিত করিলেন, এই জন্ত ভগবান্ন
করুণ তোমার দেহ ভস্ম করিবেন। অনন্তর
কামদেব ভগবান্ন চতুর্ধুগকে প্রসাদিত করি-
লেন এবং বলিলেন,—হে মানদ! অস্মারণে
আমাকে শাপ দেওয়া আপনার উচিত হয়

সুখানি ধৰ্ম্মতঃ প্রাপ্য মৎসমীপং গমিষ্যসি ॥ ২০

এবং শাপ প্রসাদাভ্যামুপেতঃ কুসুমায়ুধঃ ।

শোকপ্রমোদাভিযুতো জগাম স যথাগতম্ ॥ ২১ ॥
মম্বকবাচ ।

কোহসৌ যত্নরিত্তি প্রোক্তো যদংশে কামসম্ভবঃ
কথঞ্চ দক্ষো ক্রদ্রেণ কিমর্থং কুসুমায়ুধঃ ॥ ২২

ভরতস্তাষয়ে কস্তা কা চ সৃষ্টিঃ পুরাভাৱে ।

এতৎ সৰ্বং সমাচক্ষু মূলতঃ সংশয়ো হি মে ॥ ২৩ ॥
মৎস্য উবাচ ।

যা সা দেহার্দ্ধসম্ভূতা গায়ত্রী ব্রহ্মবাদিনী ।

জননী যা মনোদেবী শতরূপা শতেন্দ্রিয়া ॥ ২৪

রতিৰ্ননস্তপো বুদ্ধিৰ্নান দিক্ সন্তমস্তথা ।

ততঃ স শতরূপায়াং সন্তাপত্যাত্মজীজনৎ ॥ ২৫

যে মরীচ্যাদয়ঃ পুত্রা মানসাস্তস্মা ধীমতঃ ।

তেষাময়মভুল্লোকঃ সৰ্বজ্ঞানাত্মকঃ পুত্রা ॥ ২৬

ততোহসংজ্ঞামদেবং ত্রিশূলবরধারিণম্ ।

সনৎকুমারঞ্চ বিভূং পূৰ্ণেষামপি পূৰ্ব্বেজম্ ॥ ২৭

অধিপতি হইয়া রহিলে। অনন্তর ধর্ম্মানু
সারে সমস্ত সুখ প্রাপ্ত হইয়া আবার তুমি
আমার সমীপে আসিবে। এইরূপে কুসুমা-
য়ুধ শাপ এবং প্রসাদ এই উভয়ে অধিত
হইয়া শোক ও প্রমোদ সহকারে যথাস্থানে
প্রস্থান করিলেন। মম্ব বলিলেন,—ঈহার
বংশে কামের জন্ম, সেই যত্ন কে? ক্রদ
কিরূপে কুসুমায়ুধকে দক্ষ করেন? ভরত-
বংশে কিরূপে কাহার সৃষ্টি হয়? এ সকল
আমূলতঃ আমার নিকট বলুন। মৎস্য
বলিলেন,—সেই যে বিভূর দেহার্দ্ধসম্ভূতা
ব্রহ্মবাদিনী গায়ত্রী—যিনি মম্ব-জননী শত-
রূপা নামে প্রসিদ্ধা, তাঁহার গর্ভে ব্রহ্মা হইতে
রতি, মন, তপ, বুদ্ধি, মহান, দিক্, ও সন্তব
নামে সাতটি অপভ্রাতা উৎপন্ন হইল। সেই
ধীমান্ ব্রহ্মার যে মরীচি প্রভৃতি সন্ত মানস
পুত্র ছিল, এই নিখিল জ্ঞানাত্মক লোক
প্রথমে তাঁহাদেরই বিহারভূমি হয়। অনন্তর
ব্রহ্মা বিশাল ত্রিশূলধারী বামদেবকে এবং
অতি পূর্বতনদিগেরও পূর্বতন প্রভৃ সনৎ-

বামদেবন্ত ভগবান্‌সংজ্ঞমুখতো দ্বিজান্ ।

রাজ্ঞান্‌সংজ্ঞাংছোৰ্ব্বিহৃশূদ্রান্‌ক-পাদযোঃ ॥ ২৮

বিদ্যাতোহশনি-মেঘাংশ্চ রোহিতেঋধন্থম্ চ ।

ছন্দাংসি চ সসর্জাদৌ পর্জন্তঞ্চ ততঃ পরম্ ॥

ততঃ সাধ্যাগণানৌশস্থিনেজান্‌সংজ্ঞং পুনঃ ।

কোটিশ্চ চতুরাশীতির্জরা মরণবর্জিতাঃ ॥ ৩০

বামোহসংজ্ঞমর্ত্যাস্তান্‌ ব্রহ্মণা বিনিবারিতঃ ।

নৈবংবিধা ভবেৎ সৃষ্টির্জরা-মরণবর্জিতা ॥ ৩১

শতশতভাগিকা যা তু সৈব সৃষ্টিঃ প্রশস্ততে ।

এবং স্থিতঃ স তেনাদৌ সৃষ্টেঃ স্থাপুরতোহভবৎ

স্বায়ম্ভুবো মম্বধীমাংস্তপস্তপ্তা সূহৃশ্চরম্ ।

পত্নীমেবাপ রূপাঢ্যামনস্তীং নাম নামতঃ ॥ ৩৩

প্রিয়ব্রতোস্তানপাদৌ মম্বস্তস্মাজীজনৎ ।

ধর্ম্মস্ত কস্তা চতুরা স্ননুতা নাম ভামিনী ॥ ৩৪

উস্তানপাদাং তনয়ান্‌ প্রাপ মম্বরগামিনৌ ।

কুমারকে সজ্ঞন করেন। ভগবান্ বামদেব
মুখ হইতে দ্বিজগণকে সৃষ্টি করেন। তাঁহার
বাহু হইতে রাজগণ, উরু হইতে বৈজগণ,
এবং পাদ হইতে শূদ্রগণ সমুৎপন্ন হইল।
অনন্তর ক্রমে তিনি বিদ্যা, অশনি, মেঘ,
ঋধন, বেদ সকল ও পর্জন্তকে সৃষ্টি
করিলেন। অনন্তর সাধ্যগণ সৃষ্টি হইলেন।
ইহারা সকলেই ত্রিনেত্র, ইহাদের সংখ্যা
চতুরাশীতি কোটি, এবং ইহারা সকলেই জরা-
মরণ-বর্জিত। ১৪—৩০। বামদেব এই সকল
অমর্ত্যকে সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা
তাঁহাকে একরূপ সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিতে
লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—এ হেন জরা-
মরণ-হীন সৃষ্টি কখনই প্রশস্ত হইতে পারে
না। যাহা শত ও অশতভাগিকা সৃষ্টি, তাহাই
প্রশস্ত। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, বামদেব সৃষ্টি
কার্য্য হইতে বিরত ও স্থাপু হইয়া রহিলেন।
ধীমান্ স্বায়ম্ভুব মম্ব সূহৃশ্চর তপস্তা করিয়া
অনস্তী নামী এক রূপবতী পত্নীকে লাভ
করেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার প্রিয়ব্রত
ও উস্তানপাদ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়।
ধর্ম্মনন্দিনী ভামিনী সূচতুরা স্ননুতা উস্তান-

অপস্তুতিমপস্তুতঃ কৌর্তিমস্তুতঃ ঋবং তথা ॥ ৩৫
উত্তানপাদোহজনয়ৎ স্নূতায়াঃ প্রজাপতিঃ ।
ঋবো বর্ষমহশ্রাণি জীনি কৃতা তপঃ পুরা ॥ ৩৬
দিব্যামাপ ততঃ স্থানমচলং ব্রহ্মণো বরাৎ ।
তমেব পুরতঃ কৃতা ঋবং সপ্তর্ষয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ৩৭
স্তুতা নাম মনোঃ কৃতা ঋবাচ্ছিষ্টমজীজনৎ ।
অগ্নিকৃতা তু সূচ্ছায়া শিষ্টো সা সুষবে স্নূতান্ ।
রূপং রিপুঞ্জয়ং বৃতং বৃকঞ্চ বৃকতেজসম্ ।
চক্ষুষং ব্রহ্মদোহিত্র্যাং বৌরিন্যাং স রিপুঞ্জয়ঃ ॥ ৩৮
বীরণস্তাশ্বজায়াস্ত চক্ষুর্মমুজীজনৎ ।
মমুর্বে রাজকন্তায়াং নডুলায়াং স চাক্ষুষঃ ॥ ৪০
জনয়ামাস তনয়ান্ দশ শূরানকম্বয়ান্ ।
উকঃ পুরুঃ শতদ্রায়স্তপস্বী সত্যবাগৃষবিঃ ॥ ৪১
অগ্নিষ্টদতিরাজ্ঞশ্চ সূহ্যায়চাপরাজিতঃ ।
অভিমমুয়া দশমো নডু লায়ামজায়ত ॥ ৪২
উরোরজনয়ৎ পুত্ৰান্ ষড়্‌ায়েয়ৌ তু স্নূপ্রতান্ ।

পাদ হইতে অনেক সন্তান প্রাপ্ত হইলেন ।
প্রজাপতি উত্তানপাদ স্নূতার গর্ভে
অপস্তুতি, অপস্তুত, কৌর্তিমস্তু, ও ঋব নামে
চারি পুত্র উৎপাদন করেন । তন্মধ্যে ঋব
তিন সহস্র বর্ষ কঠোর তপস্বী করিয়া ব্রহ্মার
বরে চিরস্থির দিবা স্থান লাভ করেন ।
সপ্তর্ষগণ সেই ঋবকেই অগ্রবর্তী করিয়া
অবস্থান করিয়া থাকেন । মমুকৃতা ধতার
গর্ভে ঋবের শিষ্ট নামে এক পুত্র
উৎপন্ন হয় । অগ্নিকৃতা সূচ্ছায়া সেই শিষ্ট
হইতে বহু পুত্র প্রসব করেন । তাঁহাদের
নাম—রূপ, রিপুঞ্জয়, বৃত, বৃক ও বৃক-
তেজা । তন্মধ্যে রিপুঞ্জয় ব্রহ্মদোহিত্রী
বৌরিনীর গর্ভে চক্ষু নামে এক পুত্র
উৎপাদন করেন । চক্ষু হইতে বীরণ-
নন্দিনীর গর্ভে চাক্ষুষ মমুর উৎপত্তি হয় ।
চাক্ষুষ মমু রাজকন্তা নডুলায় গর্ভে দশ জন
বলবান্ পুত্রচরিত্র বীরপুত্র উৎপাদন করেন ।
তাঁহাদের নাম উক, পুরু, শতদ্রায়, তপস্বী,
সত্যবান্, হবি, অগ্নিষ্ট, অতিরাজ, সূহ্যায়,
ও অভিমমুয়া । তন্মধ্যে উকর ঔরসে

অগ্নিঃ সূমনসঃ খ্যাতিঃ ক্রতুমজ্জিহসং গয়ম্ ॥ ৪৩
পিতৃকৃতা সুনৌধা তু বেণমঙ্গাদজীজনৎ ।
বেণমস্তায়িনং বিপ্রা মমস্তু স্তংকরাদকৃৎ ।
পৃথুনাম মহাতেজাঃ স পুত্রৌ দাবজীজনৎ ॥ ৪৪
অন্তর্দানস্ত মারীচং শিখণ্ডিতামজীজনৎ ।
হবির্দানাত্ ষড়্‌ায়েয়ৌ ধিষণাজনয়ৎ স্নূতান্ ।
প্রাচীনবর্হিসং সাক্ষং যমং শুক্রং বলং শুভম্ ॥
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ মহানাসীৎ প্রজাপতিঃ ।
হবির্দানাঃ প্রজাস্তেন বহবঃ সম্প্রবর্তিতাঃ ॥ ৪৬
সবর্ণায়াস্ত সামুদ্র্যাং দশাবস্ত স্নূতান্ প্রভুঃ ।
সর্ষে প্রচেতসো নাম ধমুর্ষেদস্ত পারগাঃ ॥ ৪৭
তত্তপোরক্ষিতা বৃক্ষা বভূর্লোকৈ সমস্ততঃ ।
দেবাদেশাচ্চ তানগ্নিরদজ্জবিনন্দনঃ ॥ ৪৮
সোমকন্তাভবৎ পত্নী মারিষা নাম বিক্রতা ।

আয়েয়ীর গর্ভে ছয়টি তেজস্বী পুত্র উৎপন্ন
হয় । এই পুত্রগণের নাম অগ্নি, সূমনা, খ্যাতি,
ক্রতু, অজ্জিরা ও গয় । ৩১—৪৩ । অত্ন হইতে
পিতৃকৃতা সুনৌধার গর্ভে বেণ নামে এক
পুত্র জন্মে । বেণ অন্তায় পথ অবলম্বন
করেন ; সেইজন্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে মমুম
করেন । তাঁহার মথিত কর হইতে পৃথু
নামে এক মহাতেজা পুত্র উৎপন্ন হয় । পৃথুর
দুই পুত্র—অন্তর্দান ও হবির্দান । অন্ত-
র্দান শিখণ্ডিনীর গর্ভে মারীচ নামে এক পুত্র
উৎপাদন করেন । হবির্দান হইতে আয়েয়ী
ধিষণার গর্ভে ছয় পুত্র উৎপন্ন হয় । উক্ত
পুত্রগণের নাম—প্রাচীনবর্হি, সাক্ষ, যম, শুক্র,
বল ও শুভ । ভগবান্ প্রাচীনবর্হি একজন
প্রধান প্রজাপতি ছিলেন । তিনি হবির্দান
নামে বহু প্রজা উৎপাদন করেন । সমুদ্র-
নন্দিনী সবর্ণার গর্ভে তাঁহার দশ পুত্র উৎপন্ন
হয় । সেই পুত্রগণ সকলেই প্রচেতা নামে
বিখ্যাত এবং সকলেই ধর্ম্মমিত্যায় বিশারদ ।
বৃক্ষগণ প্রচেতাগণের তপোবলে রক্ষিত
হইয়া সমস্ত ভূভাগে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ।
অগ্নি, দেবগণের আদেশ অনুসারে সেই
বৃক্ষদিগকে দগ্ধ করেন । সোমের মারিষা

তেভ্যাম্ দক্ষমেকং সা পুত্রমগ্রামজীজনং ॥৪৯॥

দক্ষাদনন্তরং বৃক্ষানৌষধানি চ সর্বশঃ ।

অজীজনং সোমকন্তা নদীং চন্দ্রবতীং তথা ॥৫০॥

সোমাংশস্ত চ তস্তাপি দক্ষস্তাশীতিকোটয়ঃ ।

তাসাম্ বিস্তরং বক্ষ্যে লোকে যঃ স্ম প্রহিষ্টিতঃ

বিপদাশ্চাতবন্ কেচিৎ কেচিৎছত্ৰপদা নরাঃ ।

বলীমুখাঃ শঙ্কুর্গাঃ বর্ণপ্রাবরণাস্থথা ॥ ৫১ ॥

অশ্ব-ঋক্ষমুখাঃ কেচিৎ কেচিৎ সিংহাননাস্থথা ।

শ-শুকরমুখাঃ কেচিৎ কেচিৎছত্ৰমুখাস্থথা ॥ ৫২ ॥

জনয়ামাস ধর্ম্মাত্মা স্বেচ্ছান্ সর্মাননেকশঃ ।

স সৃষ্ট মনসা দক্ষঃ স্নিয়ঃ পশ্চাদজীজনং ॥৫৩॥

দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কস্তপায় ত্রয়োদশ ।

সপ্তবিংশতি সোমায় দদৌ নক্ষত্রসংজ্ঞিতাঃ ।

দেবাসুরমন্ত্রযাদি তাভ্যাং সর্বমভূচ্ছগৎ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে আদিসর্গে

চতুর্থোঃখণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

নামে এক কন্তা ছিল ; সেই কন্তা ঘটনাক্রমে
প্রচেতাগণের পত্নী হইলেন। প্রচেতাদিগের
ঔরসে পত্নী মারিবার গর্ভে দক্ষ নামে এক
প্রধান পুত্র উৎপন্ন হইল। দক্ষ জন্মবার পর
সোমনন্দিনী মারিবা বহু বৃক্ষ, বহু ওষধি ও
চন্দ্রবতী নামী এক নদী প্রদত্ত করেন।
সোমাংশ দক্ষ হইতে অশীতি কোটি সন্তান
উৎপন্ন হয়। সেই সকল সন্তান-সন্ততির
বিবরণ বিস্তারক্রমে বর্ণন করিতেছি। তাহার
যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তন্মধ্যে
কেহ দ্বিপদ, কেহ কেহ বহুপদ, কেহ কেহ
বলীমুখ, কেহ কেহ শঙ্কুর্গ, কেহ কেহ
কর্ণপ্রাবরণ, কেহ কেহ অশ্ব ও ঋক্ষবন্ধু,
কেহ কেহ সিংহানন, কেহ কেহ কুকুর ও
শুকরমুখ এবং কেহ কেহ উষ্ট্রমুখ। পরে
ধর্ম্মাত্মা দক্ষ অনেকসংখ্যক স্বেচ্ছ উৎপাদন
করেন। তিনি সেই সকল প্রজাদিগকে
সৃষ্টি করিয়া পরে মন দ্বারা বহু কন্তা সৃষ্টি
করিলেন। সেই কন্তাগণের মধ্য হইতে
ধর্ম্মকে দশটি, কস্তাপকে ত্রয়োদশটি এবং
সোমকে সপ্তবিংশতিটি নক্ষত্রনামী কন্তা

পঞ্চমোঃ খণ্ডঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্ ।

উৎপত্তিঃ বিস্তরেণৈব স্মৃত ক্রহি যথা তথম্ ॥১॥

স্মৃত উবাচ ।

সকল্লাদর্শনাং স্পর্শাং পূর্বেষাং সৃষ্টিকৃত্যতে

দক্ষাং প্রাচেতসাদৃক্ষং সৃষ্টির্নৈথুনসন্তবা ॥ ২ ॥

প্রজাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টে পূর্ষং দক্ষঃ স্বয়ম্ভুবা ।

যথা সসজ্জৈবোদৌ তথৈব শুনুত দ্বিজাঃ ॥ ৩ ॥

যদা তু সৃজতস্তস্মা দেবায়িগণপন্নগান্ ।

ন বহিমগমল্লোকস্তদা মৈথুনযোগতঃ ।

দক্ষঃ পুত্রসহস্রাণি পাকজন্তামজীজনং ॥ ৪ ॥

তাংস্ত দৃষ্ট্বা মহাভাগঃ সিস্মকুন্ বিবিধাঃ প্রজাঃ

সম্প্রদান করেন। সেই সকল কন্তা

হইতেই সুরাসুর-নবাদি নিখিল জগৎ

প্রাকৃর্ত্ত হইল। ৪৪—৫৫ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে স্মৃত ! তুমি
দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসদিগের
উৎপত্তিবিবরণ বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন কর।
স্মৃত বলিলেন,—পূর্ব্বতন সৃষ্টিব্যাপার সকল,
দর্শনে, এবং স্পর্শনেই সম্পন্ন হইত বলিয়া
উল্লিখিত হইয়াছে। দক্ষপ্রজাপতি হইতেই
সৃষ্টিব্যাপার মৈথুনধর্ম্মে সম্পন্ন হয়। পূর্বে
স্বয়ম্ভু দক্ষকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ
করেন। হে দ্বিজগণ ! তিন যে প্রকারে
সৃষ্টি-কার্য্য-আরম্ভ করেন, তাহা বলিতেছি,
শ্রবণ করুন। দক্ষ প্রথমে দেব, ঋষি ও
পন্নগ প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়া যখন দেখি-
লেন, তাহাতে লোকবৃদ্ধি হইতেছে না, তখন
মৈথুনযোগে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।
দক্ষ পাকজনীর গর্ভে সহস্র পুত্র উৎপাদন
করিলেন। সেই সকল দক্ষপুত্রের নাম

নারদঃ প্রাহ হর্ষাশ্বান দক্ষপুত্রান সমাগতান ॥
 ভুবঃ প্রমাণং সর্বত্র জ্ঞাত্বোদ্ধমথ এব চ ।
 ততঃ সৃষ্টিং বিশেষেণ কুরুধ্বম্বিসত্তমাঃ ॥ ৬
 তে তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রযাতাঃ সর্বতো দিশম্ ।
 অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে সমুদ্রাদিব সিদ্ধবঃ ॥ ৭
 হর্ষাশ্বেষু প্রনষ্টেষু পুনরদক্ষঃ প্রজাপতিঃ ।
 বৈরিণ্যামেব পুত্রাণাং সহস্রমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৮
 শবলা নাম তে বিপ্রাঃ সমেতাঃ সৃষ্টিহেতবঃ ।
 নারদোহনুগতান্ প্রাহ পুনস্তান পূর্ববৎ স তান
 ভুবঃ প্রমাণং সর্বত্র জ্ঞাহ ভ্রাতৃনথো পুনঃ ।
 আগত্য চাথ সৃষ্টিক করিষ্যথ বিশেষতঃ ॥ ১০
 তেহপি তেনৈব মার্গেণ জঘূর্ভ্রাতৃপথা তদা ।
 ততঃ প্রভৃতি ন ভ্রাতৃঃ কনীয়ান মার্গমিচ্ছতি ।
 অগ্নিষান্ তুঃখমাপ্নোতি তেন তৎ পরিবর্জয়েৎ

হর্ষাশ্ব । মহাভাগ নারদ সেই দক্ষপুত্র
 হর্ষাশ্বদিগকে প্রজাসৃষ্টি করিতে সমুৎসুক
 দেখিয়া বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ !
 তোমরা পৃথিবীর প্রমাণ এবং উদ্ধ ও
 অধোভাগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া
 পরে বিশেষ রূপে সৃষ্টিব্যাপারে প্ররত্ত হও ।
 হর্ষাশ্বগণ নারদের সেই কথা শুনিয়া নানা-
 দিকে প্রস্থান করিলেন । সমুদ্র হইতে
 সিদ্ধসমূহের স্থায় অদ্যাপি তাঁহারা ওতি-
 নিবৃত্ত হন নাই । হর্ষাশ্বগণ অদৃষ্ট হইলে
 দক্ষপ্রজাপতি পুনরায় পত্নী বৈরিণীর গর্ভে
 সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন । হে বিপ্রগণ !
 সেই দক্ষপুত্রগণ শবল নামে প্রসিদ্ধ ।
 তাঁহারা সৃষ্টি করিবার জন্ত সমবেত হইলে,
 মহর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে পুনরায় পুত্রের
 স্থায় বলিলেন,—হে দক্ষনন্দনগণ ! তোমরা
 সম্যকরূপে পৃথিবীর প্রমাণ এবং তোমাদের
 পূর্ববর্তী ভ্রাতৃগণের বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া
 আসিয়া বিশেষরূপে সৃষ্টিবিস্তার কর ।
 উদ্ধবণে দক্ষ নন্দনেরা তৎকালে তাঁহাদের
 পূর্বতন ভ্রাতৃদিগেরই পথানুসরণ করিলেন ।
 সেই হইতে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের পথ অবলম্বন
 করিতে ইচ্ছা করেন না । কেন না, সেই অব-

ততস্তেষু বিনষ্টেষু সৃষ্টিঃ কন্তাঃ প্রজাপতিঃ ।
 বৈরিণ্যাং জনয়ামাস দক্ষঃ প্রাচেতসস্তথা ॥ ১২
 প্রাদাৎ স দশ ধর্ম্ময় কশ্চপায় ত্রয়োদশ ।
 সপ্তবিংশতি সোমায় চত্বোহরিষ্টনেময়ে ॥ ১৩
 হে চৈব ভৃগুপুত্রায় হে রুশাশ্বায় ধীমতে ।
 হে চৈবাক্ষিরসে তদ্বৎ তাঙ্গাং নামানি বিস্তরাৎ
 শৃগুশ্বঃ দেবমাতৃণাং প্রজাবিস্তরমাদিতঃ ।
 মরুত্বতী বসুধামী লদ্বা ভানুররুত্বতী ॥ ১৫
 সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ ভামিনী ।
 ধর্ম্মপত্ন্যাঃ সমাপ্যাতান্তাসাং পুত্রান্ নিবোধত ॥
 বিশ্বেদেবাঙ্ক বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যানজীজনৎ ।
 মরুত্বত্যাং মরুত্বস্তো বসোঙ্ক বসবস্তথা ॥ ১৭
 ভানোঙ্ক ভানবস্তদ্বমুহূর্ত্তায়াং মুহূর্ত্তকাঃ ।
 লদ্বায়াং ঘোষনামানো নাগবীথী তু যামিজা ॥
 পৃথিবীতলসমুত্তমরুত্বত্যাং জায়ত ।
 সঙ্কল্লয়াঙ্ক সঙ্কল্লো বসুসৃষ্টিং নিবোধত ॥ ১৯

স্থায় জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিলে তুঃখই প্রাপ্ত
 হয় ; তাই সে পথ পরিত্যাগ করাই কর্তব্য ।
 ১—১১ । অনন্তর দক্ষের সেই সকল পুত্রও
 যখন প্রনষ্ট হইল, তখন তিনি বৈরিণীর গর্ভে
 সৃষ্টিসংখ্যক কন্তাসন্তান উৎপাদন করিলেন ।
 তন্মধ্যে দশটি ধর্ম্মকে, আর ত্রয়োদশটি
 কশ্চপকে, সপ্তবিংশতিটি সোমকে, চারিটি
 অরিষ্টনেমিকে, দুইটি ভৃগুনন্দনকে, দুইটি
 রুশাশ্বকে এবং অপর দুইটি কন্তা অক্ষিরাকে
 সম্প্রদান করিলেন । এক্ষণে সেই সকল
 দেবমাতা দক্ষকন্তা দিগের নামসমূহ কীর্ত্তন
 করিতেছি, শ্রবণ করুন । মরুত্বতী, বসু,
 যামী, লদ্বা, ভানু, অরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা,
 সাধ্যা ও বিশ্বা এই দশটি দক্ষকন্তা ধর্ম্মপত্নী
 বলিয়া প্রসিদ্ধা । এক্ষণে ইহাদিগের পুত্র-
 গণের নাম শ্রবণ করুন । বিশ্বার বিশ্বেদেব-
 গণ, সাধ্যার সাধ্যগণ, মরুত্বতীর মরুত্বানুগণ,
 বসুর বসুগণ, ভানুর ভানুগণ, মুহূর্ত্তার
 মুহূর্ত্তগণ এবং লদ্বার গর্ভে ঘোষ নামে
 পুত্রগণ উৎপন্ন হয় । যামীর সন্তান নাগ-
 বীথী এবং সঙ্কল্পার পুত্র সঙ্কল্প । এক্ষণে

জ্যোতিষস্তস্য যে দেবা ব্যাপকাঃ সৰ্বতো দিশম্
বসবস্তে সমাখ্যাতান্তেযাং সৰ্গঃ নিবোধত ॥ ২০
আশো ঋবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোহনলঃ ।
প্রতুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোহস্তৌ প্রকীর্তিতাঃ ॥
আপস্ত পুত্রাশ্চত্বারঃ শান্তো বৈ দণ্ড এব চ ।
শাহোহথ মণিবজ্রশ্চ যজ্ঞরক্ষাধিকারিণঃ ॥ ২২
ঋবস্ত কালঃ পুত্রস্ত বর্চাঃ সোমাদজায়ত ।
জ্বিনো হব্যবাহশ্চ ধরপুত্রাবুভৌ স্মৃতৌ ॥ ২৩
কল্যাণিন্তাঃ ততঃপ্রাণো রমণঃ শিশিরোহপিচ
মনোহরা ধরাৎ পুত্রানবাশাথ হরেঃ স্মৃতা ॥ ২৪
শিবা মনোজবঃ পুত্রমবিজ্ঞাতগতিঃ তথা ।
অবাপ চানলাৎ পুত্রাবগ্নিপ্রায়গুণৌ পুনঃ ॥ ২৫
অগ্নিপুত্রঃ কুমারশ্চ শরস্তম্বে ব্যাজায়ত ।
তস্ত শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজাঃ ॥ ২৬
অপত্যং কৃত্তিকানাশ্চ কার্তিকৈয়ন্ততঃ স্মৃতঃ ।
প্রতুষস ঋষিঃ পুত্রো বিভূর্নায়াথ দেবলঃ ।
বিশ্বকর্ম্মা প্রভাসস্ত পুত্রঃ শিল্পী প্রজাপতিঃ ॥ ২৭

বসুসৃষ্টি শ্রবণ করুন। যে সকল জ্যোতি-
মান্দেব সর্বদিক্ ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহারা
বসু নামে বিখ্যাত। তাঁহাদের সৃষ্টিবিস্তারে
অবধান করুন। আপ, ঋব, সোম, ধর,
অনিল, অনল, প্রতুষ ও প্রভাস ইহারা
অষ্ট বসু আখ্যায় অভিহিত। আপনার চারি
পুত্র। তাহাদের নাম শান্ত, দণ্ড, শাহ ও
মুনিবজ্র—ইহারা সকলেই যজ্ঞরক্ষার অধি-
কারী। ঋবের পুত্র কাল। সোমের পুত্র
বর্চা এবং ধরের পুত্র জ্বিন ও হব্যবাহ।
ধর হইতে কল্যাণিনীর গর্ভে প্রাণ, রমণ ও
শিশির এবং মনোহারীর গর্ভে আরও কতি-
পয় পুত্র উৎপন্ন হয় অনল হইতে তদীয়
পত্নী শিবা অনলের জায় গুণসম্পন্ন দুইটি
পুত্র লাভ করেন। তাহাদের নাম মনোজাব
ও অবিজ্ঞাতগতি। অগ্নির অন্ততম পুত্র
কুমার শরস্তম্বে জন্মগ্রহণ করেন। শাখ,
বিশাখ ও নৈগমেয় তাঁহার পৃষ্ঠজ। তিনি
কৃত্তিকাগণের অপত্য বলিয়া কার্তিকৈয় নামে
বিখ্যাত। প্রতুষের পুত্র ভগবান্ দেবল

প্রাসাদ-ভবনোদ্যান-প্রতিমা-ভূষণাদিষু ।
তড়াগারাম-কূপেষু স্মৃতঃ সৌহময়বর্ক্কিঃ ॥ ২৮
অঞ্জৈকপাদহর্ষগ্নৌ বিরূপাক্ষোহথ রৈবতঃ ।
হরশ্চ বহরূপশ্চ জ্যাহকশ্চ সুরেশ্বরঃ ॥ ২৯
সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ ।
এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতা একাদশ গণেশ্বরঃ ॥
এতেষাং মানসানাশ্চ ত্রিশূলবরবারিণাম্ ।
কোটীশ্চতুরাশীতিস্তত্৭পুত্রাশ্চাক্ষয়া মতাঃ ॥ ৩১
দিশু সর্ক্বাসু যে রক্ষাঃ প্রকুর্ত্তি গণেশ্বরগাঃ ।
পুত্রপৌত্রস্মৃতাশ্চৈতে সুরভীগর্ভসম্ভবাঃ ॥ ৩২
ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে আদিসর্গে বসু-
রুদ্রাধবায়ো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

কশ্চপস্ত প্রবক্ষ্যামি পত্নীভ্যাঃ পুত্রপৌত্রকান্ ।
আদিতিদিতিদ্রুশ্চৈব অরিস্টা সুরসা তথা ১

ঋষি এবং প্রভাসের পুত্র দেবশিল্পী প্রজাপতি
বিশ্বকর্ম্মা। প্রাসাদ, ভবন, উদ্যান, ভূষণ,
প্রতিমা, তড়াগ, আরাম ও কূপাদির নির্মাণ
কার্য্যে সেই সুরশিল্পী সুবিখ্যাত। অঞ্জৈক-
পাদ, অহর্ষগ্নি, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহরূপ
জ্যাহক, সাবিত্র, জয়ন্ত ও পিনাকী নামে
একাদশ রুদ্র প্রসিদ্ধ। ইহারা গণেশ্বরপদে
প্রতিষ্ঠিত। এই রুদ্রগণ সকলেই মানসজাত
এবং সকলেই ত্রিশূলধারী। ইহাদের সংখ্যা
চতুরাশীতি কোটি এবং সন্তান-সন্ততি অসংখ্য
ও অক্ষয়। যে সকল গণেশ্বর সর্বদিক্ রক্ষা
করিয়া থাকেন, তাহাদের পুত্র, পৌত্র ও
প্রপৌত্রগণ সকলেই সুরভিগর্ভে সম্ভূত ৩২।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

৩।

স্মৃত বলিলেন,—এক্ষণে কশ্চপপত্নীদিগের
গর্ভজাত পুত্র-পৌত্রাদির বিবরণ বলিতেছি

সুৰভিৰিনতা তৰং তাম্রা ক্রোধবশা ইরা ।
কজ্জবিশা মুনিম্বহং তাসাং পুত্রান্ নিবোধত ॥
তুৰিতা নাম যে দেবাশ্চাক্ষুৰ্ম্মন্তরে মনোঃ ।
বৈবস্বতেহন্তরে চৈতে হাদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ
ইন্দ্রো ধাতা ভগন্তষ্টা মিত্রোহথ বরুণো যমঃ ।
বিস্বান্ সবিতা পুষা অংগুমান বিষ্ণুরেব চ ॥
এতে সহস্রকিরণা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ।
মারীচাৎ কণ্ঠপাদাপ পুত্রানদিতিক্রুতমান ॥ ৫
কৃশাশ্ব ঋষেঃ পুত্রা দেব প্রহরণাঃ স্মৃতাঃ ।
এতে দেবগণা বিপ্রাঃ প্রতিমবন্তরেব চ ॥ ৬
উৎপদ্যন্তে প্রলীয়ন্তে কল্ল কল্ল তথৈব চ ।
দিতিঃ পুত্রদ্বয়ং লেভে কণ্ঠপাদিতি নঃ ক্রতম্
হিরণ্যকশিপুর্ধেব হিরণ্যাকং তথৈব চ ।
হিরণ্যকশিপোন্তদ্বজ্জাতং পুত্রচতুষ্টয়ম্ ॥ ৮
প্রহ্লাদশ্চানুহ্লাদশ্চ সংহ্লাদো হ্লাদ এব চ ।
প্রহ্লাদপুত্র আয়ুমান্ শিবির্বাকল এব চ ॥ ৯

শ্রবণ করুন। অদিতি, দিতি, দম্ব, অরিশ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কজ্জ, বিশা ও মুনি নামী কণ্ঠপপত্নী-গণের পুত্রসন্ততির কথা শ্রবণ করুন। চাক্ষুষ মবন্তরে তুৰিত নামে যে সকল দেব ছিলেন, তাঁহারা বৈবস্বত মবন্তরে দ্বাদশ আদিত্য নামে বিখ্যাত হন। ইন্দ্র, ধাতা, ভগ, ঋষ্টা, মিত্র, বরুণ, যম, বিবস্বান্, সবিতা, পুষা, অংগুমান ও বিষ্ণু ইহারা সহস্রকিরণ দ্বাদশাদিত্য বসিয়া বিখ্যাত। মরীচিনন্দন কণ্ঠপ হইতে অদিতি এই সকল উত্তম পুত্র লাভ করেন। কৃশাশ্ব মূনির পুত্রগণ দেবপ্রহরণ নামে প্রসিদ্ধ। হে বিপ্রগণ! এই সকল দেবগণ প্রতি মবন্তরে—প্রত্যেক কল্ল কল্লই প্রার্জুত ও প্রলীন হইয়া থাকেন। আমরা শুনিয়াছি, দিতি কণ্ঠপ হইতে দুই পুত্র লাভ করেন। তাহাদের মধ্যে একের নাম হিরণ্যকশিপু, অপর হিরণ্যাক। হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্র—প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ ও হ্লাদ। প্রহ্লাদের পুত্র আয়ুমান্, শিবি, বাকল ও

বিরোচনশততুর্ধশ্চ স বলিঃ পুত্রমাপ্তবান্ ।
বলেঃ পুত্রশতত্বাসীদাণজ্যোষ্ঠং ততো দ্বিজাঃ ॥
ধৃতরাষ্ট্রস্তথা সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চান্ধোতাপনঃ ।
নিকুন্তনাভো গুর্ধকঃ কুন্ধিতীমো বিভীষণঃ ॥
এবমাদ্যাস্ত বহবো বাণজ্যোষ্ঠা গুণাধিকাঃ ।
বাণঃ সহস্রবাহশ্চ সর্কাস্ত্রগণসংযুতঃ ॥ ১২
তপসা ভোষিতো যন্ত পুরে বসতি শূলভৃৎ ।
মহাকালভ্রমগমং সাম্যং যশ্চ পিনাকিনঃ ॥ ১৩
হিরণ্যাকশ্চ পুত্রোহভূতুলুকঃ শকুনিম্বধা ।
ভূতসন্তাপনশ্চৈব মহানাভস্তথৈব চ ॥ ১৪
এতেভ্যঃ পুত্র-পৌত্রাণাং কোটয়ঃ সন্তসন্ততিঃ
মহাবলা মহাকায়া নানারূপা মহোজসঃ ॥ ১৫
দম্বঃ পুত্রশতং লেভে কণ্ঠপাশ্বলদর্পিতম্ ।
বিপ্রচিন্তিঃ প্রধানোহভূদুযেযাং মধ্যে মহাবলঃ
দ্বিমূর্ধা শকুনিশ্চৈব তথা শকুশিরোধরঃ ।
অয়োমুখঃ শদ্রশ্চ কশিপো বামনস্তথা ॥ ১৬

বিরোচন। বিরোচনের পুত্র বলি। হে দ্বিজগণ! এই বলির একশত পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বাণাসুর জ্যোষ্ঠ। ১—১০। বলির অন্তান্ত কতিপয় পুত্রের নাম—ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চন্দ্র, চন্দ্রাণ্ড-তাপন, নিকুন্তনাভ, গুর্ধক, কুন্ধিতীম ও বিভীষণ। বলির এই সকল এবং অন্তান্ত আরও বহু পুত্র হয়। তাহাদের মধ্যে বাণই বয়োজ্যোষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ। তাহার সহস্র বাহ, সে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রে অধিত। তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শূলপাণি তদীয় পুরে বাস করেন। হিরণ্যাকের পুত্র—উলুক, শকুনি, ভূতসন্তাপন ও মহানাভ। এই, সকল পুত্র হইতে যে সকল পুত্রপৌত্র জন্মিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা সন্তসন্ততিকোটি। তাহারা সকলেই মহাবল, মহাকায়া, নানা-মূর্ত্তি ও মহোজা। কণ্ঠপ হইতে দম্বর গর্ভে একশত বলদর্পিত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে বিপ্রচিন্তি সর্ব্বপ্রধান ও মহাবল। অন্তান্ত পুত্রগণের মধ্যে দ্বিমূর্ধা, শকুনি, শকুশিরোধর, অয়োমুখ, শদ্র,

মারৌর্চির্মেঘবাংষ্টেচব ইরাগর্ভশিরাস্তথা ।
 বিজ্রাবণশ্চ কেতুশ্চ কেতুবীর্ঘাঃ শতত্বদঃ ॥ ১৮
 ইন্দ্রজিৎ সপ্তজিষ্টেচব বজ্রনাভস্তথৈব চ ।
 একচক্রো মহাবাহুব্রজাক্ষতারকস্তথা ॥ ১৯
 অসিলোমা পুলোমা চ বিন্দুধীণো মহাসুরঃ ।
 স্বর্ভানুর্ঘৃষপর্কী চ এবমাদ্যা দনোঃ সূতাঃ ॥ ২০
 স্বর্ভানোস্ত প্রভা কন্তা শচী চৈব পুলোমজা ।
 উপদানবী ময়ন্তাসীৎ তথা মন্দোদরী কুহুঃ ॥
 শর্মিষ্ঠা সূন্দরী চৈব চন্দ্রা চ ঘৃষপর্কণঃ ।
 পুলোমা কালকা চৈব বৈশ্বানরসুতে হি তে ॥
 বহুপত্যে মহাসবে মারৌচস্ত পবিগ্রহে ।
 তয়োঃ যষ্টিসহস্রাণি দানবানামভূৎ পুরা ॥ ২৩
 পৌলোমান্ কালকেয়াংশ্চ মারৌচোহজনয়ৎ পুরা
 অবধ্যা যেহমরাণাং বৈ হিরণ্যপুরবাসিনঃ ॥ ২৪
 চতুর্খুখান্নকবরাস্তে হতা বিজয়েন তু ।
 বিপ্রচিন্তিঃ সৈংহিকেয়ান্ সিংহিকায়ামজীজনৎ
 হিরণ্যকশিপোর্ঘে বৈ ভাগিনেয়াস্ত্রয়োদশ ।

কপিশ, বামন, মারৌচি, মেঘবান্, গর্ভশিরা,
 বিজ্রাবণ, কেতু, কেতুবীর্ঘা, শতত্বদ, ইন্দ্রজিৎ,
 সপ্তজিৎ, বজ্রনাভ, একচক্র, মহাবাহু,
 বজ্রাক্ষ, তারক, অসিলোমা, পুলোমা, বিন্দু,
 বাণ, স্বর্ভানু ও ঘৃষপর্কী প্রভৃতির নাম
 সর্বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্ভানুর কন্তা
 প্রভা, পুলোমের শচী, ময়ের উপদানবী,
 মন্দোদরী ও কুহু এবং ঘৃষপর্কীর কন্তা
 শর্মিষ্ঠা, সূন্দরী ও চন্দ্রা। বৈশ্বানরসুতা
 পুলোমা ও কালকা। দানব মারৌচ উহা-
 দেয় পাণিগ্রহণ করে; উহার বহু পুত্রবতী
 ও মহাগণশালিনী। উহাদের গর্ভে মারৌ-
 চের ঔরসে যষ্টিসহস্র দানব উৎপন্ন হয়।
 ঐ দানবেরা পৌলোম ও কালকেয় নামে
 বিখ্যাত। উহার হিরণ্যপুরের অধিবাসী
 এবং দেবগণের অবধ্য। ঐ সকল দানব
 ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করে; পরে অর্জু-
 নের হস্তে নিহত হয়। বিপ্রবিন্তি সিংহিকার
 গর্ভে সৈংহিকেয় নামক কতিপয় পুত্র উৎ-
 পাদন করে, উহাদের সংখ্যা ত্রয়োদশ।

ব্যাংসঃ কল্পশ্চ রাজেন্দ্র নলো বাতাপিরেব চ ॥
 ইন্দ্রলো নমুচিষ্টেচব স্বপশ্চাজনস্তথা ।
 নরকঃ কালনাভশ্চ সরমাণস্তথৈব চ ॥ ২৭
 কালবীর্ঘাশ্চ বিখ্যাতো দম্ববংশবিবর্জনাঃ ।
 সংহ্লাদস্ত তু দৈত্যাস্ত নিবাতকবচাঃ সূতাঃ ॥
 অবধ্যাঃ সন্ধদেবানাং গন্ধধোরগরকসাম্ ।
 যে হতা ভর্গমাত্রিত্য অর্জুনেন রণাজিরে ॥ ২৯
 যট্ কন্তা জনয়ামাস তাত্ৰা মারৌচবীজতঃ ।
 শুকী শ্যেনী চ ভাসী চ সূত্রীবী গৃধ্রিকা শুচিঃ
 শুকী শুকানুলুকাংশ্চ জনয়ামাস ধর্ম্মতঃ ।
 শ্যেনী শ্যেনান্তথা ভাসী কুররানপ্যজীজনৎ ॥
 গৃধ্রী গৃধ্রান্ কপোতাংশ্চ পারাবতবিহঙ্গমান্ ।
 হংস সারস-ক্রৌঞ্চাংশ্চ প্রবান্ শুচিরজীজনৎ
 অজাশ্চমেঘোষ্ট্রধরান্ সূত্রীবী চাপ্যজীজনৎ ।
 এষ তাত্ৰাবয়ঃ প্রোক্তো বিনতায়াং নিবোধত ॥
 গরুড়ঃ পততাং নাথো অরুণশ্চ পতত্রিণাম্ ।

উহার হিরণ্যকশিপুর ভাগিনেয়। উহাদের
 নাম—ব্যাংস, কল্প, নল, বাতাপি, ইন্দ্রল,
 নমুচি, স্বপ, অজন, নরক, কালনাভ,
 সরমাণ ও কালবীর্ঘা—এই সকল দানব
 দম্ববংশের ধুরন্ধর। সংহ্লাদ নামক
 দৈত্যের পুত্রগণ নিবাতকবচ নামে প্রসিদ্ধ।
 ইহার দেব, গন্ধর্বা, উরগ ও রাক্ষস-
 দিগের অবধ্য হইয়াও রণক্ষেত্রে অর্জুনের
 কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। ১১—২৯। তাত্ৰ
 মারৌচের ঔরসে যট্ কন্তা প্রসব করে।
 তাত্ৰাদিগের নাম—শুকী, শ্যেনী, ভাসী,
 সূত্রীবী, গৃধ্রিকা ও শুচি। ইহাদের মধ্যে
 শুকী শুক ও উলুকদিগকে উৎপাদন করে
 এবং শ্যেনী—শ্যেন সকলকে, ভাসী—কুর-
 সকলকে, গৃধ্রী—গৃধ্র, কপোত ও পারাবত-
 দিগকে, শুচি—হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ ও প্রব-
 গকে ও সূত্রীবী—ছাগ, অশ্ব, মেঘ, উষ্ট্র, ও
 খরসমূহকে উৎপাদন করে। এই তাত্ৰার
 বংশ কথিত হইল। এক্ষণে বিনতার বংশ-
 ব্যুৎপত্তি বর্ণন কর। বিনতা গরুড় ও অরুণ

সৌদামনৌ তথা কন্তু ধ্যেং নভসি বিক্ষতা ॥
সম্পাতিশ্চ জটায়ুশ্চ অরুণশ্চ স্মৃতাবুভৌ ।
সম্পাতিপুত্রো বক্রশ্চ শীঘ্রগশ্চাপি বিক্ষতঃ ॥ ৩৫
জটায়ুশ্চ কৰ্ণিকারঃ শতগামী চ বিক্ষতো ।
সারসো রজ্জুবালশ্চ ভেকুণ্ডশ্চাপি তৎস্মৃতাঃ ॥
ভূতবাননন্তমভবৎ পক্ষিণাং পুত্রপৌত্রকম্ ।
সুরমায়াঃ সহস্রশ্চ সর্পাণামভবৎ পুরা ॥ ৩৬
সহস্রশিরসাং কজ্রঃ সহস্রকপি স্মৃতত ।
প্রধানান্তেষু বিখ্যাতাঃ ষড়্বিংশতিরিন্দম ॥
শেষ-বাসুকি-কর্কোট-শৈবরাবত-কঙ্কলাঃ ।
ধনঞ্জয়-মহানীল-পদ্মাবতর-তক্ষকঃ ॥ ৩৭
এলাপত্র-মহাপদ্ম-ধৃতরাষ্ট্র-বলাহকঃ ।
শঙ্খপাল-মহাশঙ্খ-পুষ্পদংষ্ট্র-ভুভাননাঃ ॥ ৪০
শঙ্কুরোমা চ বহুলো বামনঃ পানিনস্তথা ।
কপিলো দ্বর্ধ্বশ্চাপি পতঞ্জলিরিতি স্মৃতাঃ ॥ ৪১
এবামনন্তমভবৎ সর্পেষাং পুত্র-পৌত্রকম্ ।
প্রারীশো যৎ পুরা দক্ষঃ জনমেজয়মন্দিরে ॥ ৪২

নামে দুই পুত্র ও সৌদামনৌ নামে এক কন্তা
প্রসব করেন । তন্মধ্যে অরুণের দুই পুত্র—
সম্পাতি ও জটায়ু । সম্পাতির পুত্র বক্র ;
ইনি শীঘ্রগামী বলিয়া প্রসিদ্ধ । জটায়ুর পঞ্চ
পুত্র—কর্ণিকার, শতগামী, সারস, রজ্জুবাল
ও ভেকুণ্ড । ইহাদিগের পুত্র-পৌত্রাদি
অসংখ্য । হে স্মৃতত ! সুরমা হইতে সহস্র
সর্প জন্মগ্রহণ করে এবং কজ্রও সহস্র সহস্র-
শিরা সর্প উৎপাদন করেন । হে অরিন্দম !
ঐ সকল সর্পের মধ্যে ষড়্বিংশতিসংখ্যক
সর্প প্রধান ও বিখ্যাত । তাহাদের নাম ;
যথা—শেষ, বাসুকি, কর্কোট, শঙ্খ, ঐরা-
বত, কঙ্কল, ধনঞ্জয়, মহানীল, পদ্ম, অবতর,
তক্ষক, এলাপত্র, মহাপদ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক,
শঙ্খপাল, মহাশঙ্খ, পুষ্পদংষ্ট্র, ভুভানন,
শঙ্কুরোমা, বহুল, বামন, পানিন, কপিল,
দ্বর্ধ্ব ও পতঞ্জলি । ইহাদের সকলেরই বহু
পুত্র পৌত্রাদি । কিন্তু পূর্বে জনমেজয়ের
য়জ্ঞশালায় প্রায় অনেকেই দক্ষ হইয়াছিল ।

রক্ষোগণং ক্রোধবশা স্বনামানমজীজনৎ ।
দংষ্ট্রিণাং নিযুতং তেষাং ভীমসেনাদগাং ক্ষয়ম্
রুদ্রাণাঞ্চ গণং তদ্বদগোমহিষ্যো বরাঙ্গনা ।
সুরভির্জনয়ামাস কশ্চপাং সংযতব্রতা ॥ ৪৪
মুনির্মুনীনাম্ গণং গণমপ্সরসাং তথা ।
তথা কিম্বরগন্ধর্কানরিষ্টোজনয়দ্বহুন্ ॥ ৪৫
ভৃগু-বৃক্ষ-লতা-গুণ্যমিরা সর্ষপজীজনৎ ।
বিষা তু যক্ষ-রক্ষাংসি জনয়ামাস কোটিণঃ ॥
তত একোনপঞ্চাশন্নরুতঃ কশ্চপাদিতঃ ।
জনয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞান সর্কানমরবল্লভান ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে আদিসর্গে
কশ্চপাবয়ো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

দিতৈঃ পুত্রাঃ কথং জাতা মরুতো দেববল্লভাঃ
দেবৈর্জগ্মুশ্চ সাপত্নৈঃ কস্মাৎ তে সখ্যযুক্তমম্ ॥

ক্রোধবশাং গর্ভে তদীয় নামানুরূপ রক্ষো-
গণ জন্মগ্রহণ করে । কিন্তু তাহাদের মধ্যে
নিযুতসংখ্যক দংষ্ট্রাশালী রাক্ষস ভীমসেনের
হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হয় । বরাঙ্গনা সুরভি
কশ্চপ হইতে রুদ্রগণ, গো, ও মহিষ-
দিগকে উৎপাদন করিয়াছেন এবং মুনি—
মুনিগণ ও অপ্সরোগণকে, অরিষ্টা—গন্ধর্ক
ও কিম্বরদিগকে, ইরা—ভৃগু, বৃক্ষ, গুণ্য
ও লতা সকলকে এবং বিষা—কোটি কোটি
যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতিকে প্রসব করেন । অন-
ন্তর দিতি কশ্চপ হইতে স্বীয় গর্ভে একোন-
পঞ্চাশৎ মরুৎ উৎপাদন করিয়াছিলেন ।
উহারা সকলেই ধার্ম্মিক ও অমরবল্লভ
ছিলেন । ৩০—৪৬ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬।

সপ্তম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—দিতির পুত্রগণ
কিরূপে দেবগণের প্রিয়পাত্র হইল ? দেবগণ

স্বত উবাচ ।

পুরা দেবানুস্মরে যুদ্ধে হতেষু হরিণা স্মরৈঃ ।
পুত্র-পৌত্রেষু শোকাক্তা গতা ভুলোকমুত্তমম্ ॥
স্বমস্তপঞ্চকে ক্ষেত্রে সরস্বত্যাস্তটে শুভে ।
ভৰ্গুরারাদনপরা তপ উগ্রাং চচাৱ হ ॥ ৩
তদা দিতির্দৈত্যমাতা ঋষিরূপেণ সূত্রত ।
কলাহারা তপস্তপে কৃচ্ছ্রঃ চান্দ্রায়ণাদিকম্ ॥৪
যাবদ্বর্ষশতং সাত্ৰাং জরা শোকসমাকুলা ।
ততঃ সা তপসা তপ্তা বসিষ্ঠাদীনপৃচ্ছত ॥ ৫
কথংস্ব ভবন্তো মে পুত্রশোকবিনাশনম্ ।
ব্রতং সৌভাগ্যফলদমিহ লোকে পরব্রত চ ॥ ৬
উচুর্বসিষ্ঠপ্রমুখা মদনদ্বাদশীব্রতম্ ।
যন্তাঃ প্রভাবাদভবৎ সূতশোকবিবর্জিতা ।

ঋষয় উচুঃ

শ্রোতুমিচ্ছামহে সূত মদনদ্বাদশীব্রতম্

শব্দ হইলেও দিতিনন্দনেরা তাঁহাদের
সহিত কিরূপে উত্তম সখ্য লাভ
করিয়াছিল? সূত বলিলেন,—পুরাকালে
দেবানুস্মরে যুদ্ধে দিতির পুত্র-পৌত্র সকল
হরি ও অন্তান্ত দেবগণের হস্তে নিহত
হইলে, দিতি শোকাক্ত হইয়া ভুলোকে গমন
করিলেন এবং তথায় গিয়া পবিত্র সরস্বতী-
তীরে স্যামস্তপঞ্চক ক্ষেত্রে ভৰ্গুর আরাধনায়
নিরত হইয়া তীব্র তপস্তা করিতে লাগিলেন ।
দৈত্যজননী দিতি তখন ঋষিরূপে অবস্থান
করত কলাহার করিয়া এবং কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি
ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত তপস্তা
করিলেন । তিনি জরা এবং শোকভারে
সমাকুল হইলেন । অনন্তর একদা দিতি
তপস্তায় তপ্ত হইয়া বসিষ্ঠাদি ঋষিদিগকে
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা
আমাকে ইহ-পরকালের সৌভাগ্যপ্রদ একটি
পুত্রশোকহর ব্রতের কথা বলুন । তখন
বসিষ্ঠাদি মুনিগণ তাঁহার নিকট মদনদ্বাদশী
ব্রতের বিষয় বলিলেন । দিতি সেই ব্রতের
মাহাত্ম্যেই পুত্রশোক হইতে নিষ্কৃতি পাই-
লেন । ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত!

সুতানেকোনপঞ্চাশদ্যেন লেভে দিতিঃ পুনঃ
স্বত উবাচ ।

যদ্বসিষ্ঠাদিভিঃ পুংসং দিতেঃ কথিতমুত্তমম্ ।
বিস্তরেণ তদেবেদং মংসকাশান্নিবোধত ॥ ১
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং নিয়তব্রতঃ ।
স্বাপয়েদব্রণং কুস্তং সিতত পুংপুংসুতম্ ॥ ১০
নানাকলযুতং তদ্বদ্বিন্দুদণ্ডসমধিতম্ ।
সিতবস্তুগুচ্ছন্নং সিতচন্দনচর্চিতম্ ॥ ১১
নানাতক্যসমোপেতং সহিৱণ্যাস্ত শক্তিতঃ ।
তাম্রপাত্ৰং শুভোপেতং তন্ত্রোপরি নিবেশয়েৎ
তাম্রাহুপরি কামস্ত কদলীদলসংস্থিতম্ ।
কুর্ঘ্যাচ্ছর্করয়োপেতাং রতিং তন্ত চ বামতঃ ॥ ১৩
গন্ধং ধূপং ততো দগ্ধাদদৌতং বাগ্ধক কারয়েৎ
তদভাবে কথ্যং কুর্ঘ্যাৎ কাম-কেশবয়োর্নরঃ
কামনাম্রো হরৈরর্চ্যঃ স্বাপয়েদগন্ধবায়ুণা ।

দৈত্যজননী দিতি যে ব্রতের কলে একোন-
পঞ্চাশৎ পুত্র্যলাভ করেন, আমরা সেই মদন-
দ্বাদশী ব্রতের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি । ১—৮।
সূত বলিলেন,—বসিষ্ঠাদি ঋষিগণ পুরাকালে
দিতির নিকট যে উত্তম ব্রতকথা কহিয়া-
ছিলেন, আপনারা বিস্তৃতরূপে এই তাহা
আমার নিকট শ্রবণ করুন । চৈত্র মাসের
শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীদিনে সংযত হইয়া একটি
কুস্ত স্থাপন করিবে । ঐ কুস্ত অভয় হইবে ।
উহাকে সিত শব্দে দ্বারা পূর্ণ করিবে । অন-
ন্তর বস্তুগুচ্ছ দ্বারা ঐ কুস্ত আচ্ছাদন করিয়া
উহাকে সিত চন্দন দ্বারা চর্চিত করিবে ।
পরে বিবিধ ফল, ইক্ষুদণ্ড, নানা তক্য-
সামগ্রী ও শক্তি অনুসারে হিৱণ্য আনিয়া
তহুপরি রাখিবে এবং একখানি তাম্রপাত্রে
করিয়া ঐ কুস্তোপরি শুভ স্থাপন করিবে ।
অতঃপর তহুপরি কদলীদলে কামকে এবং
তাহার বামে শর্করা সহ রতিকে স্থাপন
করিবে । পরে গন্ধ ও ধূপ দানান্তে যথা-
সাধ্য গীতবাদ্যের অনুষ্ঠান করিবে । গীত-
বাদ্যের অভাবে নর কাম ও কেশবসদৃশী
কথার আলোচনা করিবে । তৎপরে গন্ধ-

শুকপুষ্পাকতিলৈরর্চয়েনধুসুদনম্ ॥ ১৫
কামায় পাদৌ সম্পূজ্য জজ্জ্বৈ সৌভাগ্যদায় চ
উরু স্মরায়েতি পুনর্নয়নথায়ৈতি বৈ কটিম্ ॥ ১৬
স্বেচ্ছাদরায়েতাদরমনঙ্গায়েতুরো হরেঃ ।
মুখং পদ্মমুখায়ৈতি বাহু পঞ্চশরায় বৈ ॥ ১৭
নমঃ সর্বাঙ্গনে মৌলিমর্চয়েদিত্তি কেশবম্ ।
ততঃ প্রভাতে তং কুস্তং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥
ব্রাহ্মণান ভোজয়েন্তু কৃত্য স্বয়ং লবণাদৃতে ।
ভুক্ত্য তু দক্ষিণাং দত্তাদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১৮
শ্রীমতামত্র ভগবান্ কামরূপী জনাৰ্দ্দনঃ ।
হৃদয়ে সর্বভূতানাং য আনন্দোহতিথীযতে ॥ ১৯
অনেন বিধিনা সর্বং মাসি মাসি ব্রতং চরেৎ ।
উপবাসী ত্রয়োদশ্যামর্চয়েদ্বিকুম্ভব্যয়ম্ ॥ ২০
কলমেবঞ্চ সম্প্রাপ্ত দ্বাদশ্যে ভূতলে স্বপেৎ ।
ততস্ত্রয়োদশে মাসি দ্ব্যতধেহুসমৰিতাম্ ॥ ২১

বারি দ্বারা স্নান করাইয়া শুভ পুষ্প, অক্ষত ও তিলদ্বারা কামনামক মধুসুদনের অর্চনা করিবে। অনন্তর 'কামায় নমঃ,' সৌভাগ্যদায় নমঃ, স্মরায় নমঃ, প্রমথায় নমঃ, স্বেচ্ছাদরায় নমঃ, অনঙ্গায় নমঃ, পদ্মমুখায় নমঃ, পঞ্চ শরায় নমঃ, ও সর্বাঙ্গনে নমঃ, বলিয়া যথাক্রমে কেশবের পাদদ্বয়, জজ্জ্বাদ্বয়, উরুদ্বয়, কটিদেশ, উদর, বক্ষঃস্থল, মুখ, বাহু ও মৌলিভাগের অর্চনা করিবে। এইরূপে কেশবের সর্বাঙ্গে পূজা করিয়া প্রভাতে সেই কুস্ত ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তির সহিত ভোজন করাইবে এবং নিজে অলবণ আহার করিবে। ভোজনান্তে এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দক্ষিণা দিবে; যথা—যিনি সর্বভূতের হৃদয়ে আনন্দময় বলিয়া অভিহিত, সেই ভগবান্ কামরূপী জনাৰ্দ্দন এই ব্রতকার্য্যে শ্রীত হউন। এইরূপ বিধান-ক্রমেই মাসে মাসে ব্রতাহুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রতোপলক্ষে ত্রয়োদশীতে উপ-বাস করিয়া বিষ্ণুর অর্চনা করিবে। পূর্ব দিন দ্বাদশীতে একটীমাত্র কলাহার করিয়া দ্ব্যধায় শয়ন করিতে হয়। এইরূপে

শয্যাং দদ্যাদনঙ্গায় সর্বোপকরসংযুতাম্ ।
কাঞ্চনং কামদেবঞ্চ শুক্রাং গাঞ্চ পয়স্বিনীম্ ॥ ২৩
বাসোভির্দ্বিজদাম্পত্যং পূজ্যং শক্ৰ্য্য বিষ্ণুযণৈঃ
শয্যাগন্ধাদিকং দদ্যাৎ শ্রীমতামিত্যদৌরয়েৎ ॥
হোমঃ শুক্রতিলৈঃ কার্ধ্যঃ কামনামানি কীৰ্ত্তয়েৎ
গব্যেন হবিষা তদ্বৎ পায়সেন চ ধর্ম্মবিৎ ॥ ২৪
বিপ্রভো ভোজনং দদ্যাৎ দ্বিত্বশাঠ্যং বিবর্জয়েৎ
ইক্ষুদণ্ডানথো দদ্যাৎ পুষ্পমালাঞ্চ শক্তিতঃ ॥ ২৫
যঃ কুর্ধ্যাদ্বিধিনেন মদনদ্বাদশীমিমাম্ ।
স সর্বপাপনির্ম্মুক্তঃ প্রাপ্নোতি হরিসাম্যতাম্ ॥ ২৬
ইহ লোকে বরান্ পুত্রান্ সৌভাগ্যলভনমুতে
যঃ স্মরঃ সংস্মৃতো বিষ্ণুরানন্দাত্মা মহেশ্বরঃ ॥ ২৭
সুখার্থী কামরূপেণ স্মরেদঙ্গজমৌশ্বরম্ ।
এতচ্ছূহা চকারাসৌ দিতিঃ সর্বমশেষতঃ ॥ ২৮

দ্বাদশ মাস ব্রতাহুষ্ঠান করিয়া ত্রয়োদশ মাসে অনঙ্গ দেবকে এক দ্ব্যতধেহুযুতা, নানা-বিধ উপকরণ-সমৰিতা শয্যা দান করিবে। সুবর্ণময় কামদেবপ্রতিমা, শুক্রবর্ণা পয়স্বিনী গাভী ও নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারে যথা-শক্তি দ্বিজদাম্পতির অর্চনা করা বিধেয় এবং তাঁহাদিগকে শয্যা ও গন্ধাদি দান করিয়া 'শ্রীত হউন' এই কথা বলিবে। ১২—২৪। এই ব্রতে শুক্রবর্ণ তিল দ্বারা হোম করিতে হয়, এবং কামদেবের নামকীৰ্ত্তন করা কর্তব্য। এই সকল অহুষ্ঠানের পর ধার্ম্মিক ব্যক্তি গব্য দ্ব্যত ও পায়স ইত্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। ব্রাহ্মণভোজনে কার্পণ্য প্রকাশ করা অহুচিত। এই ব্রতে যথা-শক্তি ইক্ষুদণ্ড ও পুষ্পমালা দিতে হয়। যে ব্যক্তি এইরূপে এই মদনদ্বাদশী ব্রত করে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া হরি-সাদৃশ্য লাভ করে এবং ইহলোকে শ্রেষ্ঠপুত্র ও সৌভাগ্য-সুখ প্রাপ্ত হয়। যিনি স্মর, তিনিই বিষ্ণু এবং তিনিই আনন্দাত্মা মহেশ্বর। সুখার্থী ব্যক্তি মহেশ্বরকে কামরূপে স্মরণ করিবে। দিতি ঋষিগণের মুখে এই ব্রতবিবরণ শ্রবণ করিয়া যথাবিধি ব্রতাহুষ্ঠান

কণ্ডপো ব্রতমাগাধ্যাদাগত্য পরয়া মুদা ।
 চকার কৰ্কাণাং ভূধো রূপ-যৌবনশালিনীম্ ॥ ৩০ ।
 বরৈরাচ্ছন্দয়ামাস সা তু বব্রে ততো বরম্ ।
 পুত্রং শক্রবধার্থায় সমর্থমিতৌজসম্ ॥ ৩১ ।
 বরয়ামি মহাত্মানং সৰ্ব্বামরনিষদনম্ ।
 উবাচ কণ্ডপো বাক্যমিস্তৃগন্তারমুজ্জিতম্ ৩২
 প্রদাক্ষাম্যহমেবেহ কিস্তে তৎ ক্রিয়তাং শুভে
 আপস্তম্বঃ করোহিষ্টিং পুত্রীয়ামদ্য সুরতে ॥ ৩৩ ।
 বিধাস্তামি ততো গৰ্ভমিস্তৃগন্তনিষদনম্ ।
 আপস্তম্বস্ততশ্চক্রে পুত্রেষ্টিঃ জ্বিণাধিকাম্ ॥
 ইন্দ্রশক্রভবশ্চেতি জুহাব চ সবিস্তরম্ ।
 দেবা মুমুদিরে দৈত্যা বিমুখাঃ স্মৃষ্ট দানবাঃ ॥
 দিত্যাঃ গৰ্ভমধাধন্ত কণ্ডপঃ প্রাহ তং পুনঃ ।
 তুয়া যত্রো বিধাতব্যো হস্মিন গৰ্ভে বরাননে ॥

সংবৎসরশতশ্চেকমশ্মিন্বেব তপোবনে ।
 সক্ষায়াং নৈব ভোক্তব্যং গৰ্ভিণ্যা বরবার্ণিনি ॥
 ন স্নাতবাং ন গন্তবাং বৃক্ষমূলেষু সৰ্বদা ।
 নোপস্করেষুপাশেষুশূলোদূধলাদিষু ॥ ৩৮
 জলে চ নাবগাহেত শূন্তাগারঞ্চ বর্জয়েৎ ।
 বগ্নীকায়াং ন তিষ্ঠেত ন চোদ্বিগমনা ভবেৎ ॥
 বিনিখের নথৈর্ভূমিঃ নাক্ষারেন ন ভস্মনা ।
 ন শয়ালুঃ সদা তিষ্ঠেদব্যায়ামঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥
 ন তুষ্ণাক্ষার-ভস্মাশ্বি-কপালিষু সমাধিশেৎ ।
 বর্জয়েৎ কলহং লোকৈর্গাত্ৰভঙ্গং তথৈব চ ॥
 ন মুক্তকেশা তিষ্ঠেত নাশুচিঃ স্ত্রাৎ কদাচন ।
 ন শয়ীভোত্তরশিরা ন চাপরশিরাঃ কচিৎ ॥ ৪২
 ন বহুহীনা নোদ্বিগ্না ন চার্জচরণা সতী ।
 নামঙ্গল্যাং নোদেহাচং ন চ হাস্তাদিকা ভবেৎ ॥

করিলেন। ব্রতমাগাধ্যো কণ্ডপ আসিয়া
 পরম স্ত্রীতিভরে সেই ব্রতকৰ্ত্তা দিতিকে
 পুনরায় রূপযৌবনবতী করিয়া দিলেন এবং
 তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। অন-
 স্তর দিতি এক বর প্রার্থনা করিলেন। দিতি
 কহিলেন,—ইন্দ্রকে নিহত করিতে পারে,
 এমন এক মহাতেজস্বী সুরবিনাশক্ষম মহাত্মা
 পুত্র আমি প্রার্থনা করি। কণ্ডপ কহিলেন,—
 আমি তোমাকে একটি ইন্দ্রঘাতী বলবান
 পুত্র প্রদান করিব। কিন্তু হে শুভে!
 তোমাকে এক্ষণে একটি কাৰ্য্য করিতে
 হইবে। হে সুরতে! অদ্য আপস্তম্ব
 ঋষি তোমার নিমিত্ত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করুন।
 যজ্ঞান্তে আমি তোমার গৰ্ভাধান করিব।
 সেই গৰ্ভোৎপন্ন সন্তান শক্র-ইন্দ্রকে বিনাশ
 করিতে সক্ষম হইবে। অনস্তর আপস্তম্ব
 এক বহুদক্ষিণাধিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলেন।
 তিনি যজ্ঞায়িতে আহুতি দিবার সময় 'ইন্দ্র-
 শক্রভবশ্চ' এই বলিয়া অতি স্পষ্ট মন্ত্রে
 আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। এই
 ব্যাপারে দেবগণ মুদাবিত হইলেন; কিন্তু
 দানবদল বিষাদমগ্ন হইল। অনস্তর কণ্ডপ
 যথাবিধি দিতির গৰ্ভাধান করিয়া বলিলেন,—

হে বরাননে! তুমি এই গৰ্ভরক্ষার প্রতি যত্ন
 করিও। ২৫—৩৫। এই তপোবনে তোমাকে
 অদ্য হইতে একশত বর্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা
 করিতে হইবে। হে বরবার্ণিনি! গৰ্ভিণী
 রমণীদিগের সক্ষাকালে ভোজন করিতে
 নাই এবং কদাচ কোন বৃক্ষমূলে গৰ্ভিণী
 স্ত্রী গমন ও অবস্থান করিবে না। কিম্বা
 উপস্করে, মূষলে ও উদূধলাদিতে বসিবে
 না। জলে অবগাহন করিবে না। শূন্তাগারে
 থাকিবে না। বগ্নীক-মৃত্তিকায় অবস্থান
 করিবে না বা উদ্বিগমনে রহিবে না। এতদ্ভিন্ন
 গৰ্ভিণী স্ত্রী অঙ্গার, ভস্ম বা নগর দ্বারা
 ভূমিতল বিলিখন করিবে না। সৰ্বদা শয়ন
 করিয়া থাকিবে না। কোনরূপ ব্যায়াম
 ক্রিয়া করিবে না। তুষ, অঙ্গার, ভস্ম,
 অশ্বি ও কপালময় স্থানে উপবেশন করিবে
 না। কাহার সহিত কলহ করিবে না। কোন-
 রূপে গাত্ৰভঙ্গ করিবে না। মুক্তকেশ হইয়া
 বা অশুচি হইয়া কদাচ থাকিবে না। উত্তর-
 শিরা বা পশ্চিমশিরা হইয়া কদাচ শয়ন
 করিবে না। বহুহীন, উদ্বিগ্ন বা আর্জপদ
 হইয়া কদাচ রহিবে না। অমঙ্গল বাণী মুখে
 আনিবে না। অত্যাধিক হাস্ত করিবে না।

কুৰ্গাং তু গুরুশুক্রমাং নিত্যং মাঙ্গল্যতৎপর।
সকৌষধীভিঃ কোঞ্চেণ বারিণা স্নানমাচরেৎ ॥
কৃতরক্ষা সূত্ৰা চ বাস্তপুজনতৎপর।।
তিষ্ঠেৎ প্রসন্নবদনা ভক্তুঃ প্রিয়হিতে রতা ॥ ৪৬
দানশীলা তৃতীয়ায়াং পার্শ্বাণ্যং নক্তমাচরেৎ ।
ইতিবৃদ্ধা ভবেন্দ্রারৌ বিশেষেণ তু গৰ্ভিণী ॥ ৪৭
যন্ত তস্তা ত্বেৎ পুত্রঃ শীলায়ুর্বৃদ্ধিসংযুতঃ ।
অন্তথা গৰ্ভপতনমবাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৮
তস্মাৎ স্বমনয়া বৃদ্ধ্যা গৰ্ভেহস্মিন্ যত্নমাচর ।
স্বস্ত্যস্ত তে গমিষ্যামি তথেষ্ট্যক্তস্তয়া পুনঃ ॥
পশুতাং সর্বভূতানাং তত্রৈবান্তরদীয়ত ।
ততঃ সা কণ্ঠপোক্তেন বিধিনা সমতিষ্ঠত ॥ ৪৯
অথ ভীতস্তথেষ্টোহপি দিতেঃ পার্শ্বমুপাগমৎ ।
বিহায় দেবসদনং তচ্ছুক্রমুরবস্থিতঃ ॥ ৫০

মঙ্গল বিষয়ে নিরত হইয়া নিত্য নিত্য গুরু-
শুক্রমা করিবে। সকৌষধি সহ ঐমত্ৰ
জল দ্বারা স্নান করিবে। আশ্বরক্ষায় যত্ন-
বতী হইবে। সূন্দর বেশভূষায় সুসজ্জিত
রহিবে। বাস্তপুজায় তৎপর হইবে। সর্বদা
প্রফুল্লমুখে অবস্থান করিবে। সতত স্বামীর
প্রিয় ও হিতানুষ্ঠান করিবে এবং তৃতীয়া
তিথিতে দানশীল হইবে ও পার্শ্ববিধি আচরণ
করিবে। গৰ্ভিণী নারী এইরূপ আচার-
পালনে বিশেষরূপে যত্নবতী হইবে। এই
সকল বিধি পালন করিবার পর গৰ্ভিণী নারীর
যে পুত্রসন্তান জন্মিষ্ট হয়, ঐ পুত্র চরিত্রবান
ও আয়ুমান্ হইয়া থাকে। এই সকল বিধি
লঙ্ঘন করিলে নিশ্চয়ই গৰ্ভপাত হইয়া
থাকে। অতএব তুমি এই সকল বিধি
প্রতিপালন করিয়া তোমার গৰ্ভের প্রতি যত্ন-
বতী হও। তোমার মঙ্গল হউক। আমি
এক্ষণে চলিলাম। কণ্ঠপ এই বলিয়া পত্নীর
সম্মতি অল্পসারে সর্ব প্রাণীর সমক্ষেই অন্ত-
র্দান করিলেন। অনন্তর দিতি কণ্ঠপ-কথিত
বিধি অল্পসারে চলিতে লাগিলেন। এদিকে
দিতির ঐ গৰ্ভসন্তাবনায় ইন্দ্র ভীত
হইয়া দেবভবন পরিত্যাগপূর্বক তৎসমীপে

দিতেশ্চিদ্ভ্রান্তরপ্রেম্ভবতঃ পাকশাসনঃ ।
বিনীতোহভবদব্যগ্রঃ প্রশান্তবদনো বহিঃ ॥৫১
অজানন্ কিল তৎ কার্যমাশ্বনঃ শুভমাচরন্ ।
ততো বর্ষশতাশ্চে সা ন্যানে তু দিবসৈস্তিভিঃ ॥
যেনে কৃতার্থমাশ্বনং ক্রীত্যা বিস্মিতমানসা ।
অকুহা পাদয়োঃ শৌচং প্রমুগ্ধ্য মুক্তমুর্দ্ধজা ॥
নিদ্রাভরসমাক্রান্তা দিবাপরিশ্রাঃ কচিৎ ।
ততস্তদন্তরঃ লব্ধা প্রবিষ্টা শচীপতিঃ ॥৫২
বজ্রেণ সপ্তধা চক্রে তং গৰ্ভং ত্রিদশাধিপঃ ।
ততঃ সপ্তৈব তে জাতাঃ কুমারাঃ সূর্য্যবর্চসঃ
রুদন্তঃ সপ্ত তে বালা নিষিক্তা গিরিদারিণা ।
ভূয়োহপি রুদমানাস্তানেকৈকং সপ্তধা হরিঃ ॥

আসিলেন এবং দিতির শুক্রমাকার্যে তৎপর
হইয়া রহিলেন। ৩৭—৫০। পাকশাসন মনে
মনে দিতির ছিদ্ৰাশ্বেষণ করিতে লাগিলেন;
কিন্তু বাহিরে তিনি বিনীতভাবে ও প্রফুল্ল-
মুখে অবস্থান করিলেন এবং আপনার
কল্যাণ কামনা করিয়া অন্ত কোন কার্যেই
আর মনোযোগ রাখিলেন না। অনন্তর
যখন শতবর্ষ পূর্ণ হইতে তিন দিন মাত্র
অবশিষ্ট রহিল, দিতি তখন আত্মাকে
কৃতার্থ বলিয়া মনে করিলেন। তিনি হর্ষা-
ধিক্যে আশ্বকর্তব্য ভুলিলেন, পাদশৌচ না
করিয়াই সে দিন দিবাভাগে পশ্চিমশিরা
হইয়া মুক্তকেশে শয়ন করিলেন; শয়ন
করিবামাত্র নিদ্রাভরে আক্রান্ত হইলেন।
অনন্তর শচীপতি দিতির এই ছিদ্ৰ পাইয়া
তদীয় গৰ্ভে প্রবেশ করিলেন এবং বজ্র দ্বারা
সেই গৰ্ভ সপ্তধা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।
তখন সেই সপ্তধা ছিন্ন গৰ্ভ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী
সপ্ত কুমাররূপে পরিণত হইল এবং রোদন
করিতে লাগিল। ইন্দ্র তাহাদিগকে কাঁদিতে
নিষেধ করিলেন, তথাপি সেই বালকেরা
পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিল। তখন
ইন্দ্র দিতির গৰ্ভে থাকিয়াই তাহাদের
প্রত্যেককে সপ্ত সপ্ত ভাগে ছেদন করি-

চিচ্ছেদ বৃজহস্তা বৈ পুনস্তদ্বরে স্থিতঃ ।
 এবমেকোনপঞ্চাশদ্বাহা তে কুরুত্বশম্ ॥ ৫৭
 ইত্শো নিবারয়ামাস মা রুদধ্বঃ পুনঃপুনঃ ।
 ততঃ স চিন্তয়ামাস কিমেতদ্বিতী বৃজহা ॥ ৫৮
 ধর্ম্মস্ত কস্ত মাহাশ্মাৎ পুনঃ সঞ্জীবিতাস্ময়ী ।
 বিদিত্বা ধ্যানযোগেন মদনদ্বাদলীকলম্ ॥ ৫৯
 নুনমেতৎ পরিণতমধুনা কৃকপূজনাৎ ।
 বজ্রোপি হস্তাঃ সন্তো ন বিনাশমবাগ্নয়ুঃ ॥ ৬০
 একোহপ্যনেকতামাপ যস্মাত্তদ্রগোহপ্যলম্ ।
 অবধ্য নুনমেতে বৈ তস্মাদেবা ভবন্তি ॥ ৬১
 যস্মান্মা রুদতেতু্যক্তা রুদন্তে গর্ভসংস্থিতাঃ ।
 মরুতো নাম তে নাস্তা ভবন্তু মথভাগিনঃ ॥ ৬২
 হুতঃ প্রসাদ্য দেবেশঃ ক্ষমস্বেতি দ্বিতিং পুনঃ
 অর্থশাস্ত্রং সমাস্বায় মথৈতদুদ্বৃত্তং কৃতম্ ॥ ৬৩
 কৃহা মরুদগণং দৈতৈঃ সমানমমরাধিপঃ ।

লেন । এইরূপে তাহার একপঞ্চাশৎ ভাগে বিভক্ত হইয়া আরও অধিক রোদন করিতে লাগিল । ইত্শ বারম্বার তাহাদিগকে রোদন করিতে নিষেধ করিলেন এবং ভাবিলেন,— ইহা কি হইল ? কোন ধর্ম্মবলে ইহার মদীয় বজ্রাহত হইয়াও পুনরায় জীবিত হইল । কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়াই বুঝিলেন, ইহা দ্বিতীয় আচরিত মদনদ্বাদলীরই কল । ইহার যে মদীয় বজ্রাহত হইয়াও বিনাশ প্রাপ্ত হইল না, ইহা নিশ্চয়ই কৃকপূজার পরিণাম । গর্ভস্থ এক ব্যক্তিই যখন অনেককাল প্রাপ্ত হইল, তখন নিশ্চয়ই ইহার অবধ্য । অতঃ-
 এব ইহার সকলেই দেবত্ব লাভ করুক ।
 অপিচ যেহেতু গর্ভবাস-কালীন রোদন করিতে থাকিলে ইহাদিগকে ‘মারুদঃ’ বলিয়া নিষেধ করা হইয়াছিল ; সেই হেতু ইহার মরুৎ নামে প্রসিদ্ধ যজ্ঞভাগী হউক । অন-
 স্তর ইত্শ দ্বিতিকে প্রসাদিত করিয়া বলি-
 লেন,—মাতঃ ! আপনি ক্ষমা করুন, আমি অর্থশাস্ত্রের আদেশ অবলম্বন করিয়াই এই কৃকার্য্য করিয়াছি । এই বলিয়া অমরাধি-

দ্বিতিং বিমানমারোপ্য সস্তুতামনয়দ্বিবম্ ॥ ৬৪
 যজ্ঞভাগভূজো জাতা মরুতস্তে ততো দ্বিজাঃ ।
 ন জম্বুদৈক্যমসুরৈরতস্তে সুরবল্লভাঃ ॥ ৬৫
 ইতি ত্রীমাৎশ্চ মরুতোৎপত্তৌ মদনদ্বাদলী-
 ত্রতঃ নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ ।

আদিসর্গশ্চ যং স্মৃত কথিতো বিস্তরেণ তু ।
 প্রতिसর্গশ্চ যে যেমামধিপাশ্চান্ বদন্ত নঃ ॥ ১
 স্মৃত উবাচ ।

যদাভিষিক্তঃ সকলাধিরাজো
 পৃথুধরিত্র্যামধিপো বভূব ।
 তদোষধীনাধিপং চকার
 যজ্ঞব্রতানাং তপসাক্ষ চন্দ্রম্ ॥ ২
 নক্ষত্র-তারা-দ্বিজ-বৃক্ষ-শুল্ক-
 লতাবিতানস্ত চ কুরুগর্ভঃ ।

পতি মরুদগণকে দেবগণের সমান কুরিয়া
 লইলেন এবং পুত্রগণ সহ দ্বিতিকে
 বিমানে আরোহণ করাইয়া সুরধামে লইয়া
 গেলেন । হে দ্বিজগণ ! অনন্তর সেই
 মরুদগণ যজ্ঞভাগী হইল এবং অসুরদিগের
 সহিত কদাচ সম্মিলিত হইল না বলিয়া
 তাহার সুরপ্রিয় হইয়াই রহিল । ৫১—৬৫ ।
 সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে স্মৃত ! তুমি
 আদি সর্গ ও প্রতিসর্গের বিষয় বিস্তারপে
 বর্ণন করিয়াছ, এক্ষণে কে কাহাদিগের
 অধিপতি হইয়াছিলেন, তাহাই আমাদিগের
 নিকট ব্যক্ত কর । স্মৃত বলিলেন,—
 পৃথ্বীপতি পৃথু যখন সকলের অধিরাজ্যে
 অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তখন ত্রক্ষা চন্দ্রমাকে
 সমস্ত ওষধি, সমস্ত যজ্ঞব্রত ও সমস্ত তপ

অপামধীশং বরুণং ধনানাং
 রাজ্ঞাং প্রভুং বৈশ্ববনঞ্চ তদ্বৎ ॥ ৩
 বিষ্ণুং ব্রবীণামধিপং বসুনা-
 মগ্নিঞ্চ লোকাধিপতিশ্চকার ।
 প্রজাপতী নামধিপঞ্চ দক্ষঃ
 চকার শক্রং মরুতামধীশম্ ॥ ৪
 দৈত্যাদিপানা মথ দানবানাং
 প্রহ্লাদমীশঞ্চ যমং পিতৃণাম্ ।
 পিশাচ-রক্ষঃ-পশু-ভূত-যক্ষ-
 বেতালরাজস্বথ শূলপাণিম্ ॥ ৫
 প্রালেয়শৈলঞ্চ পতিং গিরীণা-
 মীশং সমুদ্রং সরিষদানাম্ ।
 গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-কিম্বরগাণা-
 মীশং পুনশ্চিত্ররথং চকার ॥ ৬
 নাগাধিপং বাসুকিমুগ্রবৌধ্যং
 সর্পাধিপং তক্ষকমাদিদেহ ।
 দিশাং গজানামধিপং চকার
 গজেশ্বরৈরাবতনামধেয়ম্ ॥ ৭
 অশ্বপর্ণমীশং পততামধাশ্ব-
 রাজানমুচ্চৈঃশ্রবসং চকার ।

সিংহং যুগাণাং বুধভং গবাঞ্চ
 বৃক্ষং পুনঃ সৰ্ব্ববনস্পতীনাম্ ॥ ৮
 পিতামহঃ পূৰ্ব্বমথাভ্যধিঞ্চ-
 চৈতান পুনঃ সৰ্ব্বদিশাধিনাথান্ ।
 পূৰ্বেণ দিকৃপালমথাভ্যধিঞ্চ-
 রায়ান্নুধৰ্ম্মাণমরাতিকেতুম্ ॥ ৯
 ততোহধিপং দক্ষিণতশ্চকার
 সৰ্ব্বেশ্বরং শম্বপদাভিধানম্ ।
 স কেতুমন্তঞ্চ দিগীশমীশ-
 শ্চকার পশ্চাভুবনাগুর্গভঃ ॥ ১০
 হিরণ্যরোমাণমুদগুদিগীশং
 প্রজাপাতর্দেবসুতং চকার ।
 অতাপি কুর্নস্তি দিশামধীশাঃ
 শক্রান্ দহন্তস্ত ভুবোহভিরক্ষাম্ ॥ ১১
 চতুর্ভিরেভিঃ পৃথুনামধেয়ো
 নৃপোহভিষিক্তঃ প্রথমঃ পৃথিব্যাম্ ।
 গতেহন্তরে চাক্ষুষনামধেয়ে
 বৈবস্বতাখ্যে চ পুনঃ প্রবৃন্তে ।
 প্রজাপতিঃ সোহন্ত চরাচরন্ত
 বভূব স্বর্ঘ্যায়শ্ববংশচিহ্নঃ ॥ ১২

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে আধিপত্য্যভিষে-
 চনং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

স্তার এবং সমস্ত নক্ষত্র, তারা, দ্বিজ, বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাবিতানের অধিপতি করিয়াছিলেন, এইরূপে ক্রমে বরুণকে জলের, কুবেরকে রাজা ও ধনসমূহের, বিষ্ণুকে আদিভাগ্যগণের, অগ্নিকে বসুগণের, দক্ষকে প্রজাপতিগণের, ইন্দ্রকে মরুদগণের, প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবগণের, যমকে পিতৃগণের, শূলপাণিকে পিশাচ-রাক্ষস-পশু-ভূত-যক্ষ ও বেতাল-গণের, হিমালয়কে গিরিসমূহের, সমুদ্রকে নদী ও সরিষগণের এবং চিত্ররথকে গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, ও কিম্বরগণের আধিপত্যে নিযুক্ত করেন। মহাবৌধ্য বাসুকি নাগগণের অধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত ও তক্ষক সর্পগণের উপর প্রভুত্ব করিতে আদিষ্ট হইলেন। গজেশ্বর ঐরাবতকে দিগুগজগণের আধিপত্য প্রদান করা হয়। অশ্বপর্ণকে পক্ষী-দিগের, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বদিগের, সিংহকে

যুগগণের, বুধভকে গোগণের এবং বৃক্ষকে বনস্পতিদিগের, আধিপত্যে নিযুক্ত করেন। পিতামহ ব্রহ্মা পূৰ্ব্ব কতিপয় দিকৃপালকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে অরাতি-কেতু অধৰ্ম্মা পূৰ্ব্বদিকের, শম্ব-পদাভিধেয়, সৰ্ব্বেশ্বর দক্ষিণ দিকের, কেতুমান পশ্চিম দিকের, এবং হিরণ্যরোমা উত্তরদিকের অধিপতি হইয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই সকল দিকৃপতিই শত্রু নাশ করত পৃথিবী রক্ষা করিতেছেন। চাক্ষুষ মনুর অবসানে বৈবস্বত মনুর প্রারম্ভকালে উক্ত দিকৃপাল-য় পৃথু নামধেয় নরপুত্রকে প্রথমে পৃথিবীমাজ্যে অভিষিক্ত করেন। পরে

নামে হধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এবং শ্রদ্ধা মনুঃ প্রাহ পুনরেষ ব জনার্দনম্ ।

পূর্বেষাং চরিতং ক্রিহি মনুনাং মধুসূদন ॥ ১

মৎস্য উবাচ ।

মহন্তরাণি রাজেন্দ্র মনুনাং চরিতঞ্চ যৎ ।

প্রমাণৈকং কালস্তা তাং সৃষ্টিঞ্চ সমাসতঃ ॥ ২

একচিত্তঃ প্রশান্তাত্মা শূনু মার্ত্তণ্ডনন্দন ।

যামা নাম পুরা দেবা আসন স্বায়ম্ভুবাস্তরে ॥ ৩

সপ্তৈব ঋষয়ঃ পূর্বে যে মরীচ্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ ।

আগ্নীধ্রুচাগ্নিবাহুঃ সহঃ সর্বন এব চ ॥ ৪

জ্যোতিষ্মান হ্যতিমান হব্যো মেধা মেধা-

তিথির্বশুঃ

স্বায়ম্ভুবস্তাস্ত্র মনোদর্শৈতে বংশবর্দ্ধনাঃ ॥ ৫

সেই সূর্য্যবংশাবতঃস নরপতিই এই চরাচর
জগতের প্রজাপতি হইয়াছিলেন । ১—১২ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

নবম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—মনু এই কথা শুনিয়া
পুনরায় জনার্দনকে বলিলেন,—হে মধু-
সূদন! আপনি পূর্ব্বতনদিগের চরিত বর্ণন
করুন । মৎস্য বলিলেন,—হে রবিনন্দন
রাজেন্দ্র! আমি সংক্ষেপতঃ মনুগণের চরিত,
মহন্তর কাল প্রমাণ ও সৃষ্টিবিবরণ বলি-
তেছি, তুমি প্রশান্তমনে একাগ্রতার সহিত
তৎসমস্ত শ্রবণ কর । পূর্বে স্বায়ম্ভুব মহন্তরে
মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি এবং যাম নামে
দেবগণ ছিলেন । আগ্নীধ্রু, অগ্নিবাহু, সহ,
বেণ, জ্যোতিষ্মান হ্যতিমান, হব্য, মেধা,
মেধাতিথি, ও বশু এই দশ জন স্বায়ম্ভুব
মনুর বংশধর । ইহারা সকলে প্রতিসর্গ
বিধান করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ।
এই হইল স্বায়ম্ভুব মনুর বংশবিবরণ ।

প্রতিসর্গমিমে কৃদ্ধা জগ্মুর্ধ্বংপরমং পদম্ ।

এতৎ স্বায়ম্ভুবং প্রোক্তং স্বারোচিষমতঃ পরম্ ॥

স্বারোচিষস্তা তনয়াশ্চত্বারো দেববর্চ্চসঃ ।

নভো-নভস্ত-প্রসৃতি-ভানবঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ ॥ ৭

দত্তোলিচ্যবনস্তদ্বঃ প্রাণঃ কশ্চপ এব চ ।

ঔর্য্যো বৃহস্পতিশ্চৈব সপ্তৈতে ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮

দেবাশ্চ তুমিতা নাম স্মৃতাঃ স্বারোচিষেহস্তরে

হস্তীন্দ্রঃ সুরুতো মূর্ত্তিরাপো জ্যোতিরয়ঃ ঋয়ঃ

বশিষ্ঠস্তা স্মৃতাঃ সপ্ত যে প্রজাপত্যয়ঃ স্মৃতাঃ ।

দ্বিতীয়মেতৎ কথিতং মহন্তরমতঃ পরম্ ।

ঐত্তমীষং প্রবক্ষ্যামি তথা মহন্তরং শুভম্ ॥ ৯

মনুর্নামোত্তমির্ঘট্র দশ পুত্রানজীজনৎ ॥ ১০

ইষ ঔর্জ্জশ্চ তর্জ্জশ্চ শুচিঃ শুক্রস্তথৈব চ

মধুশ্চ মাধবশ্চৈব নভস্তোহধ নভাস্তথা ॥ ১১

হঃ কনৌয়ানেতেষামুদারঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ।

ভাবনাস্তত্র দেবাঃ স্যারুজ্জাঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥

কৌকুরুশ্চ দান্ভ্যশ্চ শঙ্খাঃ প্রবহণঃ শিবঃ ।

অতঃপর স্বারোচিষ মনুর অধিকার-বিবরণ
কীর্ণিত হইতেছে । স্বারোচিষ মনুর চারি
পুত্র, তাঁহারা সকলেই দেবতুল্য তেজস্বী
ও যশস্বী । তাঁহাদের নাম,—নভ, নভস্ত,
প্রসৃতি ও ভানু । এই মনুর অধিকার-
কালে দত্তোলি, চ্যবন, স্তদ্ব, প্রাণ, কশ্চপ,
ঔর্য্য ও বৃহস্পতি সপ্তর্ষি ছিলেন এবং
দেবগণ তুমিত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ।
হস্তীন্দ্র, সুরুত, মূর্ত্তি, আপ, জ্যোতি, ঋয়
ও ঋয় এই সপ্ত বশিষ্ঠপুত্র সপ্ত প্রজাপতি
বলিয়া বিখ্যাত হন । এই দ্বিতীয় মহন্তর-
বিবরণ কথিত হইল । অনন্তর তৃতীয়
ঐত্তমীষ মহন্তর বলিতেছি । এই মহন্তরে
ঐত্তম নামে মনু ছিলেন । তিনি দশ পুত্র
উৎপাদন করেন, তাহাদিগের নাম—ইষ,
উর্জ্জ, তর্জ্জ, শুচি, শুক্র, মধু, মাধব, নভস্ত,
নভ ও সহ । এতদ্ব্যতীত কনিষ্ঠ পুত্র সহ,
অতি উদারপ্রকৃতি ও কীর্ত্তিশালী ছিলেন ।
এই মহন্তরে দেবগণ ভাবনা নামে ও
সপ্তর্ষিগণ ঔর্জ্জ নামে প্রখ্যাত । কৌকু-

সিতঃ সস্মিতশ্চৈব সপ্তৈস্তে যোগবর্কনাঃ ॥ ১৪
 মনন্তরং চতুর্থস্ত তামসং নাম বিষ্ণুতম্ ।
 কবিঃ পৃথুস্তথৈবাগ্নিরকপিঃ কপিরেব চ ॥ ১৫
 তথৈব জল্লধীমানো মুনয়ঃ সপ্ত তামসে ।
 সাধ্যা দেবগণা যত্র কথিতাস্তামসেস্তরে ॥ ১৬
 অকল্মষস্তথা ধ্বী তপোমূলস্তপোধনঃ ।
 তপোরতিস্তপস্তাচ তপোহ্যতি-পরস্তপো ॥ ১৭
 তপোভোগী তপোযোগী ধর্ম্মাচাররতাঃ সদা ।
 তাপসস্ত স্মৃতাঃ সর্কে দশ বংশবিবর্কনাঃ ॥ ১৮
 পঞ্চমস্ত মনোস্তদ্বৈবতস্তান্তরং শৃণু ।
 দেববাহুঃ সুবাহুঃ পর্জন্তঃ সোমপো মূনিঃ ॥ ১৯
 হিরণ্যরোমা সপ্তাঃ সপ্তৈস্তে ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ।
 দেবাস্চাত্তরজসস্তথা প্রকৃতয়ঃ শুভাঃ ॥ ২০
 অরুণস্তবদশী চ বিত্তবান্ হব্যপঃ কপিঃ ।
 যুক্তো নিক্রংশুকঃ সর্বো নিম্নোহোহথ প্রকা-
 শকঃ ॥ ২১
 ধর্ম্ম-বীধ্য-বলোপেতা দশৈস্তে রৈবতান্নজাঃ ।

ভৃগুঃ সুধামা বিরজাঃ সহিসুর্নাদ এব চ ॥ ২২
 বিবস্বান্‌তিনামা চ যষ্ঠে সপ্তর্ষয়োহপরে ।
 চাক্ষুষস্তান্তরে দেবা লেখা নাম পরিস্ফুটাতাঃ ॥ ২৩
 ঋভবোহথ ঋভাদ্যাশ্চ বারিমূল্য দিবৌকসঃ ।
 চাক্ষুষস্তান্তরে প্রোক্তা দেবানাং পঞ্চ যোনয়ঃ ॥
 কুরু প্রভৃতয়স্তদ্রুচাক্ষুষস্ত স্মৃতা দশ ।
 প্রোক্তাঃ স্মার্তুবে বংশে যে ময়া পূর্ব্বমেব তু
 অন্তরং চাক্ষুষকৈতনয়া তে পরিকীর্তিতম্ ।
 সপ্তমং তৎ প্রবক্ষ্যামি যদৈবস্বতশ্চ্যুতে ॥ ২৬
 অত্রিশ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ কণ্ডপো গৌতমস্তথা ।
 ভরদ্বাজস্তথা যোগী বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৭
 জমদগ্নিশ্চ সপ্তৈস্তে সাম্প্রতং যে মহর্ষয়ঃ ।
 কৃদ্বা ধর্ম্মব্যবস্থানং প্রযান্তি পরমং পদম্ ॥ ২৮
 সাধ্যা বিশ্বে চ কদ্রাশ্চ মরুতো বসবোহশ্বিনৌ
 আদিত্যাশ্চ সুরাস্তদ্বং সপ্ত দেবগণাঃ স্মৃতাঃ
 ইক্ষাকুপ্রমুখাশ্চাস্ত দশ পুত্রাঃ স্মৃতা ভুবি
 মনন্তরেণ সর্কেষু সপ্ত সপ্ত মহর্ষয়ঃ ॥ ৩০

কণ্ডি, দান্ভ্য, শম্ভ, প্রবহণ, শিব, সিত ও
 সস্মিত এই সপ্ত যোগবর্কন ঋষি ঔত্তম
 মনন্তরের সপ্তর্ষি । চতুর্থ মনন্তর তামস নামে
 বিখ্যাত । এই মনন্তরে কবি, পৃথু, অগ্নি,
 অকপি, কপি, জল্ল ও ধীমান্ সপ্তর্ষি এবং
 সাধ্য নামে বিখ্যাত হন । তামস মনুর দশ
 পুত্র ; তাহাদের নাম অকল্মষ, ধ্বী, তপো-
 মূল, তপোধন, তপোরতি, তাপস, তপো-
 হ্যতি, পরস্তপ, তপোগোঙ্গী ও তপোযোগী ।
 এই পুত্রগণ সকলেই সর্বদা ধর্ম্মাচাররত ও
 মনুবংশের গৌরববর্কন । এক্ষণে পঞ্চম
 রৈবত মনন্তর শ্রবণ কর । এই মনন্তরে
 দেববাহু, সুবাহু, পর্জন্ত, সোমপ, মূনি,
 হিরণ্যরোমা, ও সপ্তাঃ সপ্তর্ষি বলিয়া
 বিখ্যাত । দেবগণ অভূতরজা নামে
 প্রখ্যাত এবং প্রকৃতিমণ্ডলী শুভ । রৈবত
 মনুর দশ পুত্র ; তাহাদের নাম অরুণ, তদ্ব-
 দশী, বিত্তবান্, হব্যপ, কপি, যুক্ত, নিক্র-
 শুক, সত্য, নিম্নোহ, ও প্রকাশক । এই
 দশজন মনুপুত্র সকলেই ধার্ম্মিক ও সকলেই

বীধ্যবল-সম্পন্ন । যষ্ঠ মনু চাক্ষুষ, তাঁহার
 অধিকারকালে—ভৃগু, সুধামা, বিরজা, সহিসু,
 নাদ, বিবস্বান্ ও অতিনামা সপ্তর্ষি ছিলেন ।
 এই মনন্তরের দেবগণ লেখ নামে প্রসিদ্ধ ।
 এতদ্ভিন্ন ঋভু, ঋভাত, বারিমূল, ও দিবৌকা
 নামে দেবগণের আরও চারিগণ বিখ্যাত ;
 সমষ্টিতে এই মনন্তরে পঞ্চ দেবগণ প্রসিদ্ধ ।
 চাক্ষুষ মনুর কুরু প্রভৃতি দশ পুত্র বিখ্যাত ।
 এই আমি চাক্ষুষ মনন্তরের কথা কহিলাম ।
 এক্ষণে বৈবস্বতাধ্য সপ্তম মনন্তরের কথা
 কহিতেছি । ১১—২৬ । এই মনন্তর এক্ষণে
 চলিতেছে । অত্রি, বশিষ্ঠ, কণ্ডপ, গৌতম,
 ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি এই সকল মহর্ষি
 এই বর্তমান মনন্তরে সপ্তর্ষি । ইহারা ধর্ম্ম-
 ব্যবস্থা করিয়া সকলেই পরম পদ প্রাপ্ত হন ।
 সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, মরুদগণ, বসুগণ,
 অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও আদিত্যগণ এ মনন্তরের
 এই সপ্ত দেবগণ । বৈবস্বত মনুর ইক্ষাকু-
 প্রমুখ দশ পুত্র বিখ্যাত । প্রতি মনন্তরেই
 সপ্ত সপ্ত জন মহর্ষি থাকেন । তাঁহারা

কৃত্বা ধর্মব্যবস্থানং প্রযান্তি পরমং পদম্ ।
 সাবর্ণস্ত প্রবক্ষ্যামি মনোভাবি তথাস্তরম্ ॥৩১
 অশ্বখামা শরদ্বান্চ কোশিকো গালবস্তথা ।
 শতানন্দঃ কণ্ঠপশ্চ রামশ্চ ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩২
 ধৃতিবরীয়ান্ যবসঃ সুবর্ণো রুষ্টিরেব চ ।
 চরিকুরীড্যঃ স্মৃতিবর্নুঃ শুক্রশ্চ বীর্থাবান্ ॥৩৩
 ভবিষ্যা দশ সাবর্ণৈর্নৈনৈঃ পুত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
 রৌচ্যাদয়ধন্তাস্তেহপি মনবঃ সম্প্রকীর্তিতাঃ ॥
 কচেঃ প্রজাপতেঃ পুত্রো রৌচ্যো নাম ভবিষ্যতি
 মনুর্ভূতিস্মৃতস্তদ্বভৌত্যো নাম ভবিষ্যতি ॥৩৫
 ততশ্চ মেরুসাবর্ণির্ব্রহ্মহনুর্ভনুঃ স্মৃতঃ ।
 ঋতশ্চ ঋতধামা চ বিশ্বকুসোনো মনুস্তথা ॥৩৬
 অতীতানাগতান্চৈতে মনবঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥
 ষড়্ভূনঃ যুগসাহস্রমেতিব্যাপ্তং নরাধিপ ॥ ৩৭
 য়ে স্তেহস্তরে সর্বমিদমুৎপাদ্য সচরাচরম্ ।
 কল্পক্ষয়ে বিনির্ভূতে মৃগ্যস্তে ব্রহ্মণা সহ ॥ ৩৮

ধর্মব্যবস্থা করিয়া পরে পরম পদে
 প্রয়াণ করেন । এক্ষণে সাবর্ণ মনুর ভাবী
 অধিকার-বিবরণ বলিতেছি । এই মনুত্বরে
 অশ্বখামা, শরদ্বান, কোশিক, গালব, শতা-
 নন্দ, কণ্ঠপ ও রাম ইহারা সপ্তর্ষি বলিয়া
 প্রসিদ্ধ । সাবর্ণ মনুর দশ পুত্র হইবে ।
 তাহাদের নাম—ধৃতি, বরীয়ান, যবন, সুবর্ণ,
 রুষ্টি, চরিকু, ইড্য, স্মৃতি, বনু ও শুক্র ।
 এতদ্ভিন্ন রৌচ্যাদি আরও অনেক মনুর বিব-
 রণ কীর্তিত হইয়াছে । রুচি প্রজাপতির
 পুত্র রৌচ্য নামে মনু হইবেন । ভূতিস্মৃত
 ভৌত্য মনু নামে প্রখ্যাত হইবেন । অন-
 স্তর ব্রহ্মহনু মেরুসাবর্ণি মনু নামে খ্যাতি
 লাভ করিবেন । অতঃপর ঋত, ঋতধামা
 ও বিশ্বকুসেন নামে মনুত্রয় প্রাচুর্ত্ত হই-
 বেন । এই আমি অতীত ও অনাগত মনু-
 গণের বিষয় কীর্তন করিলাম । হে নরা-
 ধিপ ! এই সকল মনুকর্ত্তক ষড়্ভূন যুগসাহস্র
 কাল পারব্যাপ্ত হয় । মনুগণ স্বীয় স্বীয়
 অধিকারকালে এই সমস্ত চরাচর উৎপাদন
 করিয়া পরে যখন কল্পক্ষয় সজ্জাটিত হয়,

এতে যুগসহস্রান্তে বিনশ্চন্তি পুনঃপুনঃ ।
 ব্রহ্মাদ্যা বিষ্ণুসামুজ্যাং যাতা যান্তস্তি বৈ বিজাঃ
 ইতি ক্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে মনুত্বরাধিকীর্তন-
 নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯

দশমোহধ্যায়

ঋষয় উচুঃ ।

বহুভির্বরীণী ভূক্তা ভূপালৈঃ শ্রীযতে পুরা ।
 পার্থিবাঃ পৃথিবীযোগাৎ পৃথিবী কস্ত যোগতঃ
 কিমর্থক কৃতা সংজ্ঞা ভূমেঃ কিং পারিভাষিকী ।
 গৌরিতীয়ক বিখ্যাতা স্মৃত কস্মাদব্রবৌহি নঃ
 স্মৃত উবাচ ।
 বংশে স্বায়ম্ভুবস্তাসীদজ্ঞো নাম প্রজাপতিঃ ।
 মৃত্যোস্ত দ্বিহিতা তেন পরিণীতা স্মৃদুখা ॥ ৩
 সুনীথা নাম তস্মাচ্চ বেণো নাম স্মৃতঃ পুরা ।

তখন ব্রহ্মসহ মুক্ত হইয়া থাকেন । এই
 মনুগণ যুগসহস্রের অবসানে পুনঃপুনঃ বিনাশ
 প্রাপ্ত হন । ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ বিষ্ণু-
 সামুজ্য লাভ করেন এবং ভবিষ্যতে
 করিবেন ৥২৭—৩৯ ॥

নবম অধ্যায় সমাপ্ত

দশম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে স্মৃত ! শুনিয়াছি
 পুরাকালে বহু ভূপাল এই ধরণীকে ভোগ
 করিয়াছেন ; পৃথিবীর সহিত যোগ-নিবন্ধন
 তাহাদের নাম পার্থিব হইয়াছে ; পরন্তু এই
 ভূমি কালের যোগে কিজন্ত ‘পৃথিবী ও গো’
 এই দুই পারিভাষিকী সংজ্ঞায় বিখ্যাত
 হইল ; তাহা তুমি প্রকাশ করিয়া বল ।
 স্মৃত বলিলেন,—স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে অজ
 নামে এক প্রজাপতি ছিলেন । তিনি মৃত্যুর
 মৃত্যু-দ্বিহিতার পাণিপীড়ন করেন তাহার
 সেই পত্নীর নাম সুনীথা । সুনীথার গর্ভে

অধর্মনিরতশাসীহলবান্ বসুধাধিপঃ ॥ ৪
লোকেহপ্যধর্মকুজাতঃ পরভাষ্যাপহারকঃ ।
ধর্ম্যাচারস্ত সিদ্ধার্থঃ জগতোহথ মহর্ষিভিঃ ॥ ৫
অল্পনীতোহপি ন দদাবলুপ্তাঃ স যদা ততঃ ।
শাপেন মারয়িত্বৈনমরাজকভয়াদ্ধিতাঃ ॥ ৬
মমস্বর্ভ্রাক্ষণাস্তস্ত বলাদেহমকল্পমাঃ ।
তৎকারায়খ্যমানাং তু নিপেতুল্লেক্ষজাতয়ঃ ॥
শরীরে মাতুরংশেন কৃষ্ণাঙ্গনসমপ্রভাঃ ।
পিতুরংশস্ত চাংশেন ধার্মিকোহধর্মচারিণঃ ॥ ৮
উৎপন্নো দক্ষিণাক্ষস্তাং সধনুঃ সশরো গদা ।
দিব্যতেজোময়বপুঃ সরত্বকবচাঙ্গদঃ ॥ ৯
পৃথোরেবাতবদযত্নাং ততঃ পৃথুরজায়ত ।
স বিপ্রৈরভিষিক্তোহপি তপঃ কৃত্বা সূদাক্ষণম্

অঙ্গরাজের বেণ নামে এক পুত্র হয়। বল-
বান্ বেণ বসুধারাজ্যের অধিপতি হইয়া
অধর্ম কার্যে নিরত হয়েন। বেণরাজ
অধর্ম কার্যে এতদূর অগ্রসর হইয়া-
ছিলেন যে, তিনি পরস্রী হরণ করিতেও
সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। জগতের ধর্ম-
ব্যবহারক্ষা করিবার জন্ত মহর্ষিগণ তাঁহাকে
বহুব্রাহ্মণ করিলেও তিনি কিছুতেই
তাহাতে সম্মত হইলেন না; তখন দৃষ্ট-
রাজ-ভয়ে প্রস্তুত হইয়া নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ-
গণ তাঁহাকে শাপদক্ষ করিলেন এবং সবলে
মথিত করিতে লাগিলেন। তদীয় মথিত
কায় হইতে অসংখ্য শ্লেচ্ছজাতি প্রাহুর্ভূত
হইল। এই সকল জাতি বেণ-দেহে তদীয়
মাতার অংশে জন্মিয়াছিল বলিয়া কঙ্কাল-
বৎ কৃষ্ণবর্ণ হয়। অনন্তর অধর্ম্যচারী বেণ-
রাজের পিতার অংশাংশে বেণের মথিত
দক্ষিণ হস্ত হইতে এক দিব্য পুরুষ প্রাহুর্ভূত
হইলেন। এই পুরুষের হস্তে ধনু, শর ও
গদা সশোভন। ইহার দেহ দিব্য তেজো-
ময়; ইনি রত্নকবচ ও রত্নাঙ্গদধারী। পৃথু
অর্থাৎ বিপুল যত্নের ফলে ইহার উৎপত্তি
হয় বলিয়া ইনি পৃথু নামে প্রসিদ্ধিলাভ
করেন। ব্রাহ্মণগণ এই পৃথুকেই রাজ্যাভি।

বিকোর্বরেণ সর্বস্ত প্রভুহমগমং পুনঃ ।
নিঃস্বাধ্যায়বঘট্কারং নির্দ্ধনং বীক্য ভূতলম্ ॥
দঙ্কুমেবোদ্যতঃ কোপাচ্ছুরেণামিতবিক্রমঃ ।
ততো গোরূপমাস্বায় ভূঃ পলায়িতুমুদ্যতা ॥ ১২
পৃষ্ঠতোহলুগতস্তস্তাঃ পৃথুদৌশ্চশরাসনঃ ।
ততঃস্থিতৈকদেশে তু কিংকরোমীতি চাত্রবীৎ
পৃথুরপ্যবদদ্যাক্যমৌপ্সিতং দেহি সূত্রতে ।
সর্বস্ত জগতঃ শীঘ্রং স্বাবরস্ত চরস্ত চ ॥ ১৪
তথৈব সাত্রবীড়ুমিহ দোহ স নরাধিপঃ ।
স্বকে পাণৌ পৃথুর্বৎসঃ কৃষা স্বায়ম্ভুবঃ মল্লম্ ॥ ১৫
তদন্নমভবচ্ছূদ্রং প্রজা জীবন্তি যেন বৈ ।
ততস্ত ঋষিভির্দুক্ষা বৎসঃ সোমস্তদাভবৎ ॥ ১৬
দোক্ষা বৃহস্পতিরভূৎ পাত্নঃ বেদস্তপো রসঃ ।
দেবৈশ্চ বসুধা হুক্ষা দোক্ষা মিত্রস্তদাভবৎ ॥ ১৭

যিক্ত করিলেন। পৃথু রাজা হইয়াও তাঁহ
তপস্শাচরণ করেন। বিষ্ণুর প্রসাদে পৃথুর
প্রভুত্ব সর্বত্র অক্ষুণ্ণ হয়। অমিতবিক্রম
পৃথু রাজা হইয়া যখন দেখিলেন,—ভূতলে
স্বাধ্যায় নাই, বঘট্কার নাই, ধর্ম নাই, তখন
কোপভরে শরপ্রভাবে ধরণীকে দক্ষ করিতে
সমুদ্যত হইলেন। ধরণী তখন ভয়ে গোরূপ
ধরিয়া পালয়নের উপক্রম করিলেন। ১—১২।
প্রদীপ্ত শর-শরাসনধারী পৃথু তখন ধরণীর
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। অনন্তর ধরণী
এক স্থানে অপেক্ষা করিয়া পৃথুর প্রতি
বলিলেন,—রাজন্! আমি কি করিব? পৃথু
বলিলেন,—হে সূত্রতে! তুমি সত্বর চরা-
চর নিখিল জগতের অভীষ্ট প্রদান কর।
ধরণী বলিলেন,—‘তথাস্থ’। তখন রাজা
পৃথু স্বায়ম্ভুব মল্লকে বৎস বক্সনা করিয়া স্বীয়
পাণিপুটে ভূমিকে দোহন করিলেন। এই
দোহন কার্যের ফলে যে অন্ন উৎপন্ন হইল,
তাহাতেই প্রজাকুল জীবন ধারণ করিতে
লাগিল। অনন্তর বহু ব্যক্তি পৃথিবীকে
দোহন করিলেন। তন্মধ্যে ঋষিগণ যখন
পৃথু দোহন করেন, তখন সোম বৎস,
বৃহস্পতি দোক্ষা, বেদ পাত্ন এবং তপস্শা রস

ইন্দ্রো বৎসঃ সমভবৎ কীরমূৰ্জ্জ্বরং বলম্ ।
 দেবানাং কাঞ্চনং পাত্রং পিতৃণাং রাজতং ত ।
 অন্তকঞ্চালবদোদ্ধা যমো বৎসঃ স্বধা রসঃ ।
 অলাবুপাত্রং নাগানাং তক্ষকো বৎসকোহভবৎ
 বিবঃ কীরঃ ততো দোদ্ধা ধৃতরাষ্ট্রোহভবৎ
 পুনঃ ।

অনুরৈরপি হৃক্ষেয়মায়সে শক্রপীড়িনীম্ ॥ ২০ ॥
 পাত্রে মায়ামহুৎসঃ প্রাহ্লাদিস্ত বিরোচনঃ ।
 দোদ্ধা ষ্মিৰ্মূৰ্জা তজাসীন্মায়া যেন প্রবর্তিতা ॥ ২১ ॥
 যৈক্শচ বসুধা হুন্ধা পুরাস্তর্কানমীপ ভিঃ ।
 কুহা বৈশ্রবণং বৎসমামপাত্রে মহীপতে ॥ ২২ ॥
 প্রেত-রক্ষোগণৈহুন্ধা ধারা কধিরমুগ্ধনম্ ।
 রোপ্যনাভোহভবদোদ্ধা সূমালী বৎস এব হু
 গন্ধর্বেচ পুরা হুন্ধা বসুধা সাপ্সরোগণৈঃ ।
 বৎসঃ চৈত্ররথঃ কুহা গন্ধান পদ্যদলে তথা ॥ ২৪ ॥
 দোদ্ধা বরকর্চিনাম নাট্যবেদস্ত পারগঃ ।
 গিরিভির্বসুধা হুন্ধা রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ২৫ ॥
 ঔষধানি চ দিব্যানি দোদ্ধা মেকর্মহাচলঃ ।

হইয়াছিল। এইরূপে দেবগণের পৃথ্বী-
 দোহনকালে মিত্র দোদ্ধা, ইন্দ্র বৎস, কাঞ্চন
 পাত্র, উৰ্জ্জ্বর বল কীর হইয়াছিল,
 পিতৃগণের দোহন ব্যাপারে পাত্র
 ২০ঃ, ২১ঃ দোদ্ধা, যম বৎস এবং কীর
 স্বধা; নাগগণের দোহনকালে তক্ষক বৎস,
 অলাবু পাত্র, ধৃতরাষ্ট্র নাগ দোদ্ধা এবং
 কীর বিব, অনুরগণের দোহনকালে
 ষ্মিৰ্মূৰ্জা দৈত্য দোদ্ধা, কীর মায়াময়, বিরো-
 চন বৎস এবং পাত্র আয়স; যক্ষগণের
 দোহনসময়ে সাম পাত্র, দোদ্ধা বৈশ্রবণ
 এবং কীর অন্তর্কান, প্রেত ও রক্ষোগণের
 ধরাদোহন ব্যাপারে সূমালী বৎস, কীর
 প্রকৃত রক্ত এবং দোদ্ধা রক্তনাভ;
 গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণের দোহনব্যাপারে
 চিত্ররথ বৎস, পঞ্চ পাত্র, কীর গন্ধ
 এবং নাট্যবিজ্ঞানিপূর্ণ বরকর্চি দোদ্ধা;
 গিরিগণের দোহনকালে শৈল পাত্র, বিবিধ-
 রত্নৌষধি কীর, মহাবল মেক দোদ্ধা ও

বৎসোহভুন্ধিমবাস্ত্র পাত্রঃ শৈলময়ঃ পুনঃ ॥
 বৃক্শ্চ বসুধা হুন্ধা কীরঃ ছিন্নপ্রয়োহনম্ ।
 পালাশপাত্রে দোদ্ধা তু শালঃ পুপ্পলতাকুলঃ ।
 প্রকোহভবৎ ততো বৎসঃ সর্ষবৃক্কো ধনাধিপঃ
 এবমৈক্শচ বসুধা তদা হুন্ধা যথেষ্টতম্ ॥ ২৮ ॥
 আয়ুর্ধানি সৌখ্যঞ্চ পৃথৌ রাজ্যং প্রশাসতি ।
 ন দরিত্রস্তদা কশ্চিন্ন রোগী ন চ পাপকৃত ॥ ২৯ ॥
 নোপসর্গভয়ং কিঞ্চিৎ পৃথৌ রাজনি শাসতি ।
 নিত্যং প্রমুদিতা লোকা হুঃখশোকবিবর্জিতাঃ
 ধনুকোটি চ শৈলেন্দ্রানুৎসার্য স মহাবলঃ ।
 ভুবন্তলং সমং চক্রে লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
 ন পুং-গ্রাম-ভূগাণি ন চাযুধধরা নরাঃ ।
 ক্ষয়ান্তিশয়হুঃখঞ্চ নার্বশাস্ত্র চাদরঃ ॥ ৩২ ॥
 ধর্ম্মকবাসনা লোকাঃ পৃথৌ রাজ্যং প্রশাসতি
 কথিতানি চ পাত্রাণি যৎ কীরঞ্চ মধা তব

হিমবান বৎস; এবং বৃক্ষগণের পৃথ্বী
 দোহনকালে বৃক্ষ-বৃক্ষ বৎস, শাল বৃক্ষ
 দোদ্ধা, পালাশপত্র, পাত্র এবং ছিন্ন ও দন্ধ
 বৃক্ষের পুনঃপ্রয়োহনই কীর হইয়াছিল।
 এইরূপে তখন আরও অনেকে বসুধাকে
 যথেষ্ট দোহন করিয়াছিলেন। ১৩—২৮। পৃথু-
 রাজের রাজ্য শাসনকালে প্রজাগণের আয়,
 ধন ও বিবিধ সৌখ্য সমুৎপন্ন হইয়াছিল।
 তখন কেহই দরিত্র, রোগী বা পাপকর্তা ছিল
 না। পৃথুর রাজ্যশাসন-কালে কোন
 উপসর্গভয়ে কেহই অভিভূত হুইয়া নাই।
 লোক সকল নিত্যই প্রমুদিত ও হুঃখশোক-
 হীন ছিল। মহাবল পৃথু লোকসমূহের
 হিতকামনায় ধনুকোটি দ্বারা শৈলকুল সমুৎ-
 সারিত করিয়া ভূতল সমাকৃত করিয়া
 ছিলেন। তাহার রাজ্যশাসনকালে পুং-
 গ্রাম বা ভূগাঁদি কিছুই ছিল না, আশ্রয়ার্থ
 নরগণের অস্ত্র ধারণ করিবার প্রয়োজন
 হইত না। ক্ষয়-নিবন্ধন নিত্যন্ত হুঃখ
 কেহই ভোগ করিত না; অর্থশাস্ত্রের প্রতি
 আদর ছিল না। ধর্ম্মাচরণ করিবার জন্তই
 লোকসকলের বাসনা বলবতী ছিল। এই

যেষাং যত্র কচিস্তদ্বদেয়ং তেভ্যো বিজানতা ।
যজ্ঞশ্রাদ্ধেষু সর্বেষু ময়া তুভ্যাং নিবেদিতম্ ॥
ত্বহিত্বং গতা যস্মাৎ পৃথোধর্ম্যবতো মহী ।
তদান্নব্রাগযোগাচ্চ পৃথিবী বিজ্ঞতা বুধৈঃ ॥৩৫

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে বৈণ্য্যভিবর্ণনে
নাম দশমোছধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

আদিত্যবংশমধিলং বদ স্মৃত যথাক্রমম্ ।
সোমবংশঞ্চ তত্ত্বজ্ঞ যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১

স্মৃত উবাচ ।

বিবস্বান্ কশ্যপাৎ পূর্বমদিত্যামবৎ স্মৃতঃ ।
তস্ম পত্নীজয়ং তদ্বৎ সংজ্ঞা রাজ্ঞী প্রভা তথা ॥২
রৈবতস্ম স্মৃতা রাজ্ঞী রৈবতং সুষুবে স্মৃতম্ ।

আমি তোমার নিকট পাত্র এবং ক্ষীরের
বিবরণ বলিলাম ; যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদি কার্যে
যে পাত্রে যে ক্ষীর যাহার কচিকর, অভিজ্ঞ
ব্যক্তি তাহাকে তাহাই প্রদান করিবেন ।
মহী যেভাবে ধার্মিক পৃথুর ত্বহিত্ব
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তদীয় অনুরক্তি-
যোগে যেভাবে তিনি বুধগণের নিকট পৃথিবী
নামে পরিচিতা হইলেন, এই আমি তোমায়
তাঁহা প্রকাশ করিয়া বলিলাম । ২১—৩৫ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

একাদশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে স্মৃত ! হে তত্ত্বজ্ঞ !
তুমি যথাক্রমে আদিত্য ও সোমবংশের
বিবরণ যথাযথ কীর্তন কর । স্মৃত বলি-
লেন,—কশ্যপ হইতে পূর্বে অদিত্যের গর্ভে
বিবস্বান্ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় । বিব-
স্বানের তিন পত্নী,—সংজ্ঞা, রাজ্ঞী ও প্রভা ।
রৈবতনন্দিনী রাজ্ঞী রৈবত নামে এক পুত্র

প্রভা প্রভাতং সুষুবে ত্র্যস্তী সংজ্ঞা তথা মনুশ্ব ॥
যমশ্চ যমুনা চৈব যমলো তু বভূবতুঃ ।
ততস্তেজোময়ঃ রূপমসহস্তৌ বিবস্বতঃ ॥ ৪
নারীমুৎপাদয়ামাস স্বশরীরাদনিন্দিতাম্

স্বরূপরূপেণ নাম্না জ্ঞায়েতি ভামিনী ॥ ৫
পুরতঃ সংস্থিতাং দৃষ্ট্বা সংজ্ঞা তাং প্রত্যভাষত
জ্ঞায়ে ত্বং ভজ ভর্তারমন্মদীয়ং বরাননে ॥ ৬
অপত্যানি মদীয়ানি মাতৃস্নেহেন পালয় ।
তথৈতু্যক্তা তু সা দেবমগমৎ কাপি স্মৃততা ॥৭
কাময়ামাস দেবোহপি সংজ্ঞেয়মিতি চাদরাৎ ।
জনয়ামাস তস্মাস্ত পুত্রঞ্চ মনুরূপিনম্ ॥ ৮
সবর্ণহ্রাস্ত সাবর্ণির্ননোর্কৈবস্বতস্ত চ ।
ততঃ শনিঞ্চ তপতীং বিষ্টিঞ্চৈব ক্রমেণ তু ॥ ৯
ছায়ায়াং জনয়ামাস সংজ্ঞেয়মিতি ভাস্করঃ ।

প্রসব করেন । প্রভা প্রভাতকে এবং বিশ্ব-
কর্ম্মস্মৃতা সংজ্ঞা মনুকে প্রসব করেন । যম ও
যমুনা নামে দুইটা যমজ পুত্রকন্তাও সংজ্ঞার
গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল । ক্রমে সংজ্ঞার
নিকট বিবস্বানের তৌজোময় তীব্ররূপ
অসহ্য হইয়া উঠিল । তিনি স্বীয় দেহ
হইতে এক অনিন্দ্য সুন্দরী নারীমূর্তি উৎ-
পাদন করিলেন । এই নারীমূর্তির নাম
হইল—ছায়া । ছায়া সংজ্ঞারই অমুরূপ রূপবতী
হইলেন । সংজ্ঞা ছায়াকে সমীপে দেখিয়া
বলিলেন,—হে বরাননে ! তুমি মদীয় ভর্তাকে
ভজনা কর এবং মদীয় অপত্যদিগকে মাতৃবৎ
স্নেহভরে প্রতিপালন কর । ছায়া ‘তথাস্ত’
বলিয়া দেব দিবাকর-সমীপে গমন করি-
লেন । স্মৃততা সংজ্ঞাও কোন এক অভীষ্ট
দিকে চলিয়া গেলেন । ১—৭ । দিবাকর
ছায়াকেই সংজ্ঞা জ্ঞানে সাদরে বরিয়া লই-
লেন এবং যথাকালে তদীয় গর্ভে এক
পুত্র উৎপাদন করিলেন । রৈবস্বত মনুর
সবর্ণ বলিয়া এই পুত্রের নাম হইল সাবর্ণি ।
সাবর্ণি অন্ততম মনু বলিয়া বিখ্যাত হইলেন ।
অনন্তর ছায়ার গর্ভে দিবাকরের শনি নামে
এক পুত্র ও তপতী ও বিষ্টি নামে দুই কন্যা

ছায়া স্বপুত্রেহত্যধিকং স্নেহং চক্রে মনো তথা
 পূর্বো মনুষ্য চক্ষাম ন যমঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
 সমুজ্জ্বল্যামাস তদা পাদমুদ্যম্য দক্ষিণম্ ॥ ১১
 শশাপ চ যমং ছায়া ভঙ্কিতঃ কৃমিসংযুতঃ ।
 পাদোহয়মেকো ভবিতা পুয়শোণিতবিশ্রবঃ ॥ ১২
 নিবেদয়ামাস পিতৃর্যমঃ শাপাদমর্ষিতঃ ।
 নিকারণমহং শপ্তো মাতা দেব সকেপয়া ॥ ১৩
 বালভাবায়ুয়া কিঞ্চিদ্যতশ্চরণঃ সরুৎ ।
 মনুনা বার্থ্যমাণাপি যম শাপমদাহ্বিতো ॥ ১৪
 প্রায়ো ন মাতা সান্মাকং শাপেনাহং যতো হতঃ
 দেবোহপ্যাহ যমং ভূয়ঃ কিং করোমি মহামতে
 মৌর্য্যাং কস্ত ন ভুংখং স্তাদধবা কৰ্ম্মসম্ভতিঃ ।
 অনিবার্ধ্য ভবন্তাপি কা কথান্তেষু জন্তু ॥ ১৬

উৎপন্ন হয়। ছায়া স্বীয় পুত্র মনুর প্রতিই
 অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকেন। সংজ্ঞা-
 যুত মনু ছায়ার এ ব্যবহার সহ্য করিলেন;
 কিন্তু যম ছায়ার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হই-
 লেন, এমন কি, ছায়াকে লক্ষ্য করিয়া
 স্বীয় দক্ষিণপাদ পর্য্যন্ত উত্তোলন করিলেন।
 তখন ছায়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করি-
 লেন; বলিলেন,—কৃমিকুল তোমার ঐ
 পাদ ভক্ষণ করিবে এবং উহা
 হইতে পুয়-শোণিত নির্গত হইতে থাকিবে।
 এইরূপ অভিসম্পাতে অমর্ষিত হইয়া যম
 তখন পিতার নিকট গিয়া বলিলেন,—হে
 দেব! মাতা কুপিত হইয়া অকারণে আমায়
 অভিসম্পাত করিয়াছেন। আমি বালভাবে
 তাঁহার প্রতি একবার মাত্র মদৌষ চরণ
 কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়াছিলাম; হে বিভো!
 আমার এই অপরাধেই মাতা মনু কর্তৃক
 নিবারণিত হইয়াও আমায় অভিসম্পাত
 দিয়াছেন। আমার নিশ্চয় বোধ হয়, তিনি
 আমাদের মাতা নহেন। কেননা মাতা
 হইলে, পুত্র আমি কখনই তৎকর্তৃক অভি-
 শপ্ত হইতাম না। তখন দিবাকর যমকে
 বলিলেন,—হে মহামতে! আমি কি করিব
 বল? দেখ, মূৰ্ছভাবশতঃ কাহার না

রূকবাকুর্নয় দন্তো যঃ কুমৌন্ ভঙ্কয়িষ্যতি ।
 ক্রেদঞ্চ কধিরৈকেব বৎসায়মপনেষ্যতি ॥ ১৭
 এবমুক্তস্তপন্তেপে যমস্তীৰ্ণঃ মহাযশাঃ ।
 গোকর্ণতীর্থে বৈরাগ্যাং কলপজ্ঞানিলাশনঃ ॥
 আরাধয়ন্ মহাদেবং যাবদ্বর্ষাযুতায়ুতম্ ।
 বরং প্রাণায়হাদেবঃ সন্তু : শূলভূং তদা ॥ ১৮
 ববে স লোকপালত্ব পিতৃলোকে নৃপালয়ম্ ।
 ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রকস্মাপি জগতস্ত পরীক্ষণম্ ॥ ২০
 এবং স লোকপালত্বমগমচ্চুলপাণিনঃ ।
 পিতৃণাঞ্চাধিপত্যঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মস্ত চানঘ ॥ ২১
 বিবস্বানথ তজ্জাত্ৰা সংজ্ঞায়াঃ কৰ্ম্মচেষ্টিতম্ ।
 ত্বষ্টুঃ সমীপমগমদাচচক্রে চ রোষবান্ ॥ ২২

ভুংখ হইয়া থাকে? অথবা কার্য্যের গতি
 এইরূপই। অল্প জীব সন্দেহে কথা কি,
 ভগবান ভবের ও কৰ্ম্মগতি অনিবার্ধ্য। যাহা
 হোক, আমি তোমাকে একটা রু-বাকু দান
 করিতেছি। এই রু-বাকু পক্ষী তোমার
 কৃমি ভক্ষণ করিবে, এবং ক্রেদ, কধির যাহা
 কিছু নির্গত হউক, ইহা দ্বারা তাহাও অপ-
 নীত হইবে। পিতা এই কথা কহিলে
 মহাযশা যম বৈরাগ্যবশত গোকর্ণ তীর্থে
 গিয়া তীর তপস্তায় নিরত হইলেন।
 তপশ্চর্য্যাকালে কল, মূল, পত্র ও পবনমাত্রই
 তাঁহার আহাৰ্য্য হইল। তিনি অযুত অযুত
 বর্ষ যাবৎ মহাদেবের আরাধনা করিলেন।
 শূলপাণি তাঁহার তপস্তায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে
 বর দান করিতে সমুদাত হইলেন। যম
 তাঁহার নিকট তিনটি বর চাহিলেন। প্রথম
 বর—লোকপালত্ব, দ্বিতীয় বর—পিতৃলোকে
 তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠা, তৃতীয় বর—
 জগতের ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রক বিচারভার লাভ।
 এইরূপে যম শূলপাণির বরে লোকপালত্ব,
 পিতৃগণের উপর আধিপত্য, এবং ধর্ম্মা-
 ধর্ম্মের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ৮—২১।
 এদিকে বিবস্বান সংজ্ঞার ব্যবহারের বিষয়
 জানিতে পারিয়া সরোষে বিশ্বকর্্ম্মস্বরূপে

তদ্বাচ ততঃস্বপ্না সাক্ষপূৰ্ণং বিজ্ঞোক্তমাঃ ।
 ভবাসহস্রী ভগবন মহন্তীত্রঃ তমোহুদম্ ॥ ২৩
 বড়বারুপমাংসায় মৎসকামিহাগতা ।
 নিবারিতা ময়া সা তু ভয়া চৈব দিবাকর ॥ ২৪
 বস্মাদবিজ্ঞাততয়া মৎসকামিহাগতা ।
 তস্মাদদীয়ঃ ভবনং প্রবেষ্টুং ন স্বমর্হসি ॥ ২৫
 এবমুক্তা জগামাথ মরুদেশমনিদিতা ।
 বড়বারুপমাংসায় ভূতলে সম্প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৬
 তস্মাৎ প্রসাদং কুরু মে যজ্ঞরুগ্ৰহভাগহম্ ।
 অপনেম্যামি তে তেজো যজ্ঞে কৃত্বা দিবাকর ॥
 রূপং তব করিম্যামি লোকানন্দকরং প্রভো ।
 তথৈত্যুক্তঃ স রবিণা ভ্রমৌ কৃত্বা দিবাকরম্ ॥
 পৃথক্ চকার তন্তেজস্ক্রং বিষ্ণোরকল্পয়ৎ ।

গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট সমস্ত
 ঘটনা বলিলেন । হে দ্বিজবরগণ ! বিশ্ব-
 কর্ম্মা বিবস্বানকে সাক্ষনপূর্ব্বক বলিলেন,—
 ভগবন্ ! ভবদীয় তীত্র তেজ সহ করিতে
 না পারিয়া মৎসুতা সংজ্ঞা বড়বারুপ ধরিয়া
 আমার নিকট আসিয়াছিল । হে দিবাকর !
 আমি তাহাকে এই বলিয়া নিবারণ করিয়া-
 ছিলাম যে, বৎসে ! তুমি যখন পতির
 অজ্ঞাতসারে আমার নিকট আসিয়াছ, তখন
 আমার গৃহে তোমার স্থান হইবে না ।
 আমি এই কথা কহিলে, সেই আমার অনি-
 দিতা নন্দিনী তখন এ স্থান হইতে মরু-
 প্রদেশে গমন করিল । এক্ষণে সে
 বড়বারুপে তদ্রূপ ভূভাগে বিচরণ-
 করিতেছে । অতএব দেব ! আপনি
 প্রসন্ন হউন । আমি যদি ভবদীয় অনুগ্রহ
 লাভের যোগ্য হই, তাহা হইলে হে দিবা-
 কর ! আমায় আদেশ করুন, আমি যজ্ঞযোগে
 আপনার তীত্র তেজ হ্রাস করিয়া দিই । হে
 প্রভো ! আপনার এমন রূপ করিয়া দিব,
 যাহা নিখিল লোকেরই আনন্দকর হইবে ।
 দিবাকর সম্মত হইলেন । তখন বিশ্বকর্মা
 তাঁহাকে ভূমিযজ্ঞে আরোপিত করিয়া ভদীয়
 তেজ শান্তিত করিলেন । অনন্তর উক্ত

ত্রিশূলকপি কুন্তস্ত বজ্রমিস্তস্ত চাধিকম্ ॥ ২১
 দৈত্যদানবসংহর্ষুঃ সহস্রকিরণাঙ্কম্ ।
 রূপকাপ্রতিমং চক্রে স্বষ্টা পদভ্যামুত্তে মহৎ ॥ ৩০
 ন শশাকাধ তদ্রুপং পাদরূপং রবেঃ পুনঃ ।
 অর্চনামপি ততঃ পাদৌ ন কচিৎ কারয়েৎ কচিৎ
 যঃ কয়োতি স পাপিষ্ঠাঃ গতিমাপ্নোতি
 নিন্দিতাম্ ।
 কুষ্ঠরোগমবাপ্নোতি লোকেহস্মিন্ হৃৎসংযুতঃ
 তস্মাচ্চ ধর্ম্মকামার্থী চিত্তেষায়তনেষু চ ।
 ন কচিৎ কারয়েৎ পাদৌ দেবদেবস্ত ধীমতঃ ॥
 ততঃ স ভগবান্ গতা ভূলোকমমরাধিপঃ ।
 কাময়ামাস কামার্ভৌ মুখ এব দিবাকরঃ ॥
 অশ্বরূপেণ মহতা তেজসা চ সমাবৃতঃ ।
 সংজ্ঞা চ মনসা ক্ণোভমগমদ্বয়বিহ্বলা ॥ ৩৫

তেজোরাশি দ্বারা বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ চক্র
 নিশ্চিত হইল । অপিচ কুন্তের প্রচণ্ড ত্রিশূল
 এবং দৈত্য-দানব-সুদন ইন্দের সহস্র-রশ্মি-
 ময় দারুণ বজ্র তাহা হইতে নিশ্চিত হইল ।
 পরে বিশ্বকর্মা সূর্য্যের পাদদ্বয় ব্যতীত অস্ত
 সর্বাঙ্গেরই অনুরূপ রূপ করিয়া দিলেন ।
 রবির পাদদ্বয়ের তেজে তখন হইতে কেহই
 দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইল না ।
 সূতরাং সূর্য্যের অর্চনা-দি-ব্যাপারে কুজাপি
 কেহই সেই পাদদ্বয় কল্পনা করে না । যদি
 কেহ রবির পাদকল্পনা করে, তবে সে
 নিন্দিত পাপীয়সী গতি প্রাপ্ত হয় । তাহার
 কুষ্ঠরোগ জন্মে । এ জগতে তাদৃশ ব্যক্তি
 চিরদিন হৃৎসংযুক্ত জীবনই বহন করিতে থাকে ;
 অতএব ধর্ম্মকামার্থী মানবচিত্তেই হউক, কিম্বা
 আয়তনেই হউক, কুজাপি দেবদেব দিবা-
 করের পাদদ্বয় কল্পনা করিবে না । ২২—৩ ।
 যাহা হউক, অনন্তর সেই ভগবান্ দেবদেব
 দিবাকর ভূলোকে গিয়া মহাতেজস্বী অশ্বরূপ
 ধারণপূর্ব্বক কামার্ভ হইয়া বড়বারুপিনী সংজ্ঞার
 মুখদেশে স্বীয় মুখ স্থাপন করিলেন । কামা-
 বেশে সংজ্ঞারও মন মুগ্ধ হইল । তিনি
 পরপুরুষ-জ্ঞানে ভীতি-বিহ্বল হইয়া নান্য-

নাসাপুটাত্মাসুৎসৃষ্টং পরোহয়মিতি শক্যা ।
 ভজ্ঞেতসন্ততো জাতাবিনিবিত্তি নিশ্চিতম্ ॥
 দ্ব্যৌ স্রুতত্বাৎ সজ্ঞাতৌ নাসত্যৌ নাসিকাগ্রতঃ
 জাত্বা চিরাক্ত তং দেবং সন্তোষমগমৎ পরম্ ।
 বিমানেনাগমৎ স্বর্গং পত্যা সহ মুদাষিতা ॥ ৩৭
 সাবর্ণোহপি মনুর্ভোবাবত্যাপ্যাস্তে তপোধনঃ ।
 শনিম্বশোবলাদাপ গ্রহসাম্যং ততঃ পুনঃ ॥ ৩৮
 যমুনা তপতী চৈব পুনর্নদ্যৌ বভূবতুঃ ।
 বিষ্টিধোরাশ্বিকা তৎ কালত্বেন ব্যবস্থিতা ॥
 মনোর্বৈবন্তস্তাসন দশ পুত্রা মহাবলাঃ ।
 ইলস্ত প্রথমস্তেবাং পুত্রেষ্ট্যাং সমজায়ত ॥ ৪০
 ইক্ষাকুঃ কুশনাভশ্চ অরিস্টো ধৃষ্ট এব চ ।
 নরিয়্যস্তঃ করুষশ্চ শর্ঘাতিশ্চ মহাবলাঃ ।
 বুধশ্চচাথ নাভাগঃ সর্কে তে দিব্যমানুষাঃ ॥ ৪১
 অতিবিচি মনুঃ পুত্রমিলং জ্যেষ্ঠং স ধার্মিকঃ ।

পুট ষারাই শুক্রকরণ করিলেন। তখন সেই নাসানিঃসৃত শুক্র হইতেই দুই অশ্বিনী-কুমার উৎপন্ন হইলেন। নাসাগ্রের স্রুত রেত হইতে জন্ম বলিয়া তাঁহারা তখন হইতে নাসত্য ও দশ নামে অভিহিত। অনন্তর বড়বা কিয়ৎকাল পরেই দিবাকর-দেবকে চিনিতে পারিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং পতি সহ প্রমোদিত হইয়া বিমানারোহণে স্বর্গ গমন করিলেন। ছায়াস্রুত সাবর্ণ মনু অত্যাঁপি তপোরত হইয়া মেরুপৃষ্ঠে অবস্থান করিতেছেন। অপর পুত্র শনি তপো-বলে গ্রহপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যমুনা ও তপতী নারী কস্তাদয় নদী হইয়া অধ্যাপি ভূতলে বহিতেছেন। অস্ত্র কস্তা বিষ্টি অতি ঘোরাশ্বিকা; তাই সে ঘোর কালরূপেই অবস্থান করিতেছে। বৈব-স্বত মনুর দশ পুত্র। সকল পুত্রই মহা-বল। তন্মধ্যে প্রথমের নাম ইল। ইনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অস্ত্রান্ত পুত্রগণের নাম—ইক্ষাকু, কুশনাভ, অরিস্ট, ধৃষ্ট, নরিয়্যস্ত, করুষ, শর্ঘাতি, বুধ ও নাভাগ। এই মনুপুত্রগণ সকলেই দিব্য

জগাম তপসে ভূমঃ স মহেন্দ্রবনালয়ম্ ॥ ৪২
 অথ দিগ্জয়সিদ্ধার্থমিলঃ প্রায়ান্মহীমিমাম্ ।
 ভ্রমন্ দ্বীপানি সর্বাণি স্মাতৃতঃ সম্প্রদর্শয়ন্ ॥ ৪৩
 জগামোপবনঃ শস্তোরস্বাকৃষ্টঃ প্রতাপবান্ ।
 কল্পক্রমলতাকীর্ণং নারী শরবণং মহৎ ॥ ৪৪
 রমতে যত্র দেবেশঃ শম্ভুঃ সোমার্দ্ধশেখরঃ ।
 উময়া সময়ন্তত্র পুরা শরবণে কৃতঃ ॥ ৪৫
 পুন্ড্রাম সৰং যৎ কিঞ্চিদাগমিষ্যতি তে বনে ।
 স্ত্রীহমেষ্যতি তৎ সর্গং দশযোজনমণ্ডলে ॥ ৪৬
 অজ্ঞাতসময়ো রাজা ইলঃ শরবণে পুরা ।
 স্ত্রীহমাপ বিশ্নেব বড়বাৎ হরন্তদা ॥ ৪৭
 পুরুষত্বং হতং সর্গং স্ত্রীরূপে বিস্মিতো নৃপঃ ।
 ইলেতি সাভবন্নারী পীনোন্নতবনস্তনী ॥ ৪৮

পুরুষ ছিলেন। ধার্মিক মনু জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া তপস্কার্য নন্দন-বনে গমন করেন। রাজা ইল একদা দিগ্জয়ার্থ যাত্রা করিয়া এই মহীমণ্ডল এবং সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিলেন। রাজ-গণ তাঁহার হস্তে নিগৃহীত হইলেন। ঘটনা-ক্রমে একদিন সেই প্রতাপবান্ ইল, অস-বেগে সমাকৃষ্ট হইয়া শরবণ নামে শম্ভুর এক স্নমহৎ উপবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ উপ-বন সদাই কল্প পাদপে সমাকীর্ণ। ভগবান্ চন্দ্রমৌলি শম্ভু স্বয়ং তথায় বিহার করিয়া থাকেন। পূর্বে একদিন উমার সহিত সেই শরবণে বিহারকালে প্রভু শম্ভু এইরূপ এক নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহাদের সেই বিহারবনে কোন পুরুষ-জীব আগমন করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রী হইয়া প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার কৃত এই নিয়ম তদ্রূপ দশ যোজন বিস্তৃত বনপ্রদেশেই সীমাবদ্ধ হইয়া-ছিল। ইল রাজা এই নিয়মের বিষয় কিছুই বিদিত ছিলেন না, তিনি সেই শরবণে প্রবেশ করিবামাত্রই স্ত্রী হইয়া প্রাপ্ত হইলেন এবং তদীয় বাহন অশ্বও বড়বা হইয়া গেল। ৩৪—৪৭। রাজা এইরূপ পুরুষত্ব-বলোপ ও স্ত্রীত্ব-লাভে বিস্মিত হইলেন। তিনি ইলা নামী নারী

উন্নতশ্রোণিজঘনা পদ্মপত্রায়তেক্ষণা ॥ ৪৯
পূর্ণেন্দুবদনা তদ্বী বিলাসোল্লাসিতেক্ষণা ॥
মূলোন্নতায়তভুজা নীলকুঞ্চতমূৰ্দ্ধজা ।
তল্ললোমা স্নুদশনা মৃদুগন্তোরভাষিণী ॥ ৫০
শ্রামগৌরেণ বর্ণেন হংসবারণগামিনী ।
কার্শ্বকজগুগোপেতা তল্ল তাম্রনখাঙ্গুরা ॥ ৫১
ভ্রমস্তী চ বনে তস্মিংশ্চল্যমাস ভামিনী ।
কো মে পিতাথবা ভ্রাতা কো মে মাতা ভবেদ্বিহ
কস্ত ভর্ত্তুরহং দত্তা কিম্বৎশ্রাম ভূতলে ।
চিন্তয়ন্তীতি দদৃশে সোমপুত্রেণ সাক্ষনা ॥ ৫৩
ইলারূপসমাক্ষিপ্তমনসা বরবর্ণিনীম্ ।
বুধস্তদাপ্তয়ে যত্নমকরোৎ কামপীড়িতঃ ॥ ৫৪
বিশিষ্টাকারবান্ দত্তী সকমণ্ডলুপুস্তকঃ ।

হইয়া বিরাজ করিলেন । স্ত্রী প্রাপ্তির সঙ্গে
সঙ্গেই পীনোরত ঘন স্তনযুগল প্রাহুর্ভূত
হইল । তাঁহার জঘনদেশ উন্নত হইয়া
উঠিল । তদীয় নেত্র পদ্মপত্রের স্থায় আঁয়ত,
বদন পূর্ণেন্দুপ্রতিম, দৃষ্টি বিলাসভরে উল্লা-
সিত, ভুজযুগ মূলতঃ উন্নত ও আঁয়ত, কেশ-
পাশ নীল ও কুঞ্চিতাগ্র, রোমরাজি বিরল,
দন্তপঙ্ক্তি স্নুদর, বাক্য মৃদু অথচ গন্তীর,
বর্ণ শ্রাম-গৌর, গমন মরাল ও বারণগতি-
সদৃশ, ক্রয়ুগা ধনুর স্থায় আনত এবং নখা-
ঙ্গুরগুলি তল্ল ও তাম্রবর্ণ । ভামিনী ইলা
তখন সেই বনে ভ্রমণ করত চিন্তা করিতে
লাগিলেন,—আমি পুরুষ ছিলাম, স্ত্রী হই-
লাম, এখন কে আমার পিতা এবং কেই বা
আমার মাতা? কোন্ ভর্ত্তার হস্তে আমি
প্রদত্তা হইলাম । কত কাল আমার এই
ভূতলে বাস করিতে হইবে? ইলা এই-
রূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সোম-
নন্দন বুধ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন ।
ইলার রূপে বুধের মন মুগ্ধ হইল । তিনি
কামপীড়িত হইয়া সেই বরবর্ণিনীকে পাই-
বার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন । তখন
বুধ এক ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিলে, তাঁহার
আকর্ষিতর অপূৰ্ণ বিশেষত্ব লক্ষিত হইল ।

বেণুদণ্ডকৃতানেক-পবিত্রকগণিত্রকঃ ॥ ৫৫
দ্বিজরূপঃ শিখী ব্রহ্ম নিগদন্ কর্ণকুণ্ডলঃ ।
বটুভিচ্চাষিতো যুগৈকঃ সমিৎপুষ্পকুশোদকৈঃ ॥
কিলাধ্বিন্ বনে তস্মিন্নাজুহাব স ভামিলাম্ ।
বহির্বনশ্রান্তরিতঃ কিল পাদপমণ্ডলে ॥ ৫৭
সসম্ভ্রমমকস্মাৎ তাং সোপালস্তমিবাবদৎ ।
ত্যা কৃষ্ণিহোত্রশ্রব্যাং ক গতা মন্দিরায়ম্ ॥ ৫৮
ইয়ং বিহারবেলা তে হৃতিক্রামতি সাম্প্রতম্ ।
এহেহি পৃথুশ্চ্রোণি সম্ভ্রান্তা কেন হেতুনা ॥ ৫৯
ইয়ং সায়ন্তনী বেলা বিহারস্তেহ বর্ত্ততে ।
কুহোপলেনপনঃ পুষ্পৈরলঙ্কর গৃহং মম ॥ ৬০
সাহস্রবীহিস্মৃতাঃ সর্বমেতৎ তপোধন ।
আত্মানং ব্রাহ্ম ভর্ত্তারং কুলঞ্চ বদ মেহনঘ ॥ ৬১
বুধঃ প্রোবাচ তাং তদ্বীমলা ত্বং বরবর্ণিনি ।

তিনি হস্তে দণ্ড, কণ্ঠে কুণ্ডল ও মস্তকে
শিখা দেখা দিল । তিনি কতিপয় দ্বিজ
বালকে অধিত হইলেন । সেই সকল
বালকেরা হস্তে সমিৎ, পুষ্প, কুশ ও উদক
ধারণ করিতে লাগিল । তদীয় মুখ দিয়া
বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল । এই ভাবে
সেই দ্বিজরূপী বুধ বন বিচরণ করিতে করিতে
সেই শরবণের বহির্ভাগস্থ তরুণ্ডলে
অন্তরিত হইয়া ইলাকে আহ্বান করিলেন ।
তিনি যেন কিঞ্চিৎ উপালস্ত সহকারে সস-
ম্ভ্রমে তাঁহাকে বলিলেন, ওহে! তুমি অকস্মাৎ
অগ্নিহোত্র-পরিচর্যা পরিত্যাগ করিয়া মদীয়
মন্দির হইতে কোথায় গিয়াছ? হে বিপুল-
শ্রোণি! সাম্প্রতি এই তোমার বিহার-বেলা
অতিক্রান্ত হইতে চলিল, কেন তুমি সম্ভ্রান্ত
হইয়াছ? এস এস! এই সম্ভ্রান্ত বেলা
বিহারেরই উপযুক্ত । তুমি এক্ষণে আমার
গৃহ উপলিপ্ত করিয়া পুষ্পসমূহে সমালঙ্কৃত কর ।
৫৮—৬০ । ইলা বলিলেন,—হে তপোধন!
আমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি । হে অনঘ!
আমি কে? আপনি কে? কে আমার ভর্ত্তা
এবং কোন্ কুলেই বা আমি উৎপন্ন হই-
য়াছি? আপনি এ সকল আমায় যথাযথ

অহং কামুকো নাম বহুবিন্যো বুধঃ স্মৃতঃ ॥৬২
 তেজস্বিনঃ কুলে জাতঃ পিতা মে ব্রাহ্মণাধিপঃ
 ইতি সা তস্ত বচনাং প্রবিষ্টা বুধমন্দিরম্ ॥৬৩
 রত্নস্তম্ভসমায়ুক্তঃ দিব্যমায়াবিনির্মিতম্ ।
 ইলা কৃতার্থমাত্মনং মেনে তন্তবনস্থিতা ॥ ৬৪
 অহো বৃন্তমহো রূপমহো ধনমহো কুলম্ ।
 মম চাস্ত চ মে ভর্তুরহো লাবণ্যমুত্তমম্ ॥ ৬৫
 য়েমে চ সা তেন সমমতিকালমিলা ততঃ ।
 সৰ্বভোগময়ে গেহে যথেন্দ্রভবনে তথা ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে বুধসঙ্গমো
 নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১

বলুন। তখন বুধ সেই কীর্ণাকী ইলাকে
 বলিলেন,—অগ্নি বরবর্ণিনি! তুমি ইলা।
 আমি বুধ নামে বিখ্যাত বহুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ
 তোমার প্রণয়ী। আমি তেজস্বীর কুলে
 জন্মিয়াছি। পিতা আমার ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ
 ইলা বুধের এই কথা শুনিয়া তদীয় মন্দিরে
 প্রবেশ করিলেন। সেই বুধ-ভবন দিব্য
 মায়ায় নির্মিত, এবং বহুল রত্ন স্তম্ভে
 সুশোভিত। ইলা সেই ভবনান্তরে
 থাকিয়া আত্মাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করি-
 লেন। ভাবিলেন,—অহো কি ঘটনা-
 বৈচিত্র্য! অহো, আমার এবং আমার ভর্তার
 কি রূপ! কি ধন! কি কুল! কি অপূৰ্ণ
 লাবণ্য! এইরূপে আনন্দে বিম্বয়ে বিভোর
 হইয়া, ইলা সেই সৰ্বভোগাঢ্য ইন্দ্রভবননিভ
 বুধভবনে থাকিয়া বুধ সহ বহুকাল বিহার
 করিলেন। ৬১—৬৬

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

অথাধিবস্তো রাজানং জাতরত্নস্ত মানবাঃ ।
 ইক্ষাকুপ্রমুখা জয়ন্তদা শরবণান্তিকম্ ॥ ১
 ততস্তে দদৃশুঃ সৰ্বে বড়বামগ্রতঃ স্থিতাম্
 রত্নপর্য্যাপকিরণ-দীপ্তকায়ামমুত্তমাম্ ॥ ২
 পর্য্যাপপ্রত্যভিজ্ঞানাং সৰ্বে বিস্ময়মাগতাঃ ।
 অয়ং চন্দ্রপ্রভো নাম বাজী তস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৩
 অগমত্বভবাক্ষণমুত্তমং কেন হেতুনা ।
 ততস্ত মৈত্রাবক্ৰণিং পপ্রচ্ছুস্তে পুরোধসম্ ॥ ৪
 কিমিত্যেতদভূচ্চিত্রং বদ যোগবিদাং বর ।
 বশিষ্ঠশ্চাত্রবীং সৰ্বং দৃষ্ট্বা তদ্ব্যানচক্ষুযা ॥ ৫
 সময়ঃ শঙ্কুদয়িতাকৃতঃ শরবণে পুরা ।
 যঃ পুমান্ প্রবিশেদত্র স নারীত্মমবাপ্যতি ॥ ৬

দ্বাদশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—অনন্তর মনুর ইক্ষাকু-
 প্রমুখ অন্তান্ত পুত্রগণ ভ্রাতা ইল রাজার
 অমুসন্ধান করিতে করিতে শঙ্কুর সেই
 শরবণ প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। দেখি-
 লেন,—একটা অতি উত্তম বড়বা রত্ন-
 ময় পর্য্যাপের প্রভাপুঞ্জে প্রদীপ্ত-দেহ হইয়া
 বিরাজ করিতেছে। সেই পর্য্যাপ প্রত্যভি-
 জ্ঞানে সকলেই তাঁহারা বিস্মিত হইলেন
 এবং বলিলেন,—এই সেই মহাত্মা ইল ভূপ-
 তির চন্দ্রপ্রভ নামক ষোটক। সেই রাজ-
 কীয় অশ্বই এখানে আসিয়া কোন অনির্দিষ্ট
 কারণে বড়বাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন
 তাঁহারা পুরোধিত বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসিলেন,—
 হে যোগবিদগণের বরেন্দ্র! বলুন, এই
 বিচিত্র ব্যাপার কি? অনন্তর বশিষ্ঠ ধ্যান-
 নেত্রে সমস্ত বিষয় বিলোকন করিয়া বলি-
 লেন—পূর্বকালে শঙ্কুপ্রিয়া উমা শরবণ
 সম্বন্ধে এইরূপ এক নিয়ম বন্ধন করেন যে,
 যে পুরুষ হেথায় প্রবেশ করিবে, তাহার
 নারীত্বপ্রাপ্তি ঘটবে। এই নিয়ম অমুসায়ে

অমমশোহপি নারীভূমগাজ্জাত্য সঠৈব তু ।
 পুনঃ পুরুষতামেতি যথাসৌ ধনদোপমঃ ॥ ৭
 তথৈব যত্নঃ কর্তব্যশ্চারাধ্যৈব পিনাকিনম্ ।
 ততস্তে মানবা জম্বুদ্বীপ দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৮
 তুষ্টিব্রুবিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ পার্বতী-পরমেশ্বরো ।
 তাবুচতুরলজ্জ্যোহ্ময়ঃ সময়ঃ কিন্তু সাম্প্রতম্ ॥ ৯
 ইক্ষাকোরশ্বমেধেন যৎ ফলং স্তাৎ তদাবয়োঃ ।
 দ্বা কিম্পুরুষো বীরঃ স ভবিষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ ১০
 তথৈত্যান্তান্ততস্তে তু জম্বুদ্বীপবন্ততাম্রজাঃ ।
 ইক্ষাকোশ্চাশ্বমেধেন চেলঃ কিম্পুরুষোহভবৎ ॥
 মাসমেকং পুমান্ বীরঃ স্ত্রী চ মাসমভূৎ পুনঃ ।
 বুধস্ত ভবনে তিষ্ঠন্তিলো গর্ভধরোহভবৎ ॥ ১২
 অজীজনৎ পুত্রমেকমনেকগুণসংযুতম্ ।
 বুধশ্চোৎপাদ্য তং পুত্রং স্বলোকমগমৎ ততঃ ॥

এই অংশও রাজার সহিতই স্ত্রী স্ব লাভ
 করিয়াছে। অতএব আমাদের সেই কুবের-
 তুল্য রাজা যাহাচো পুনরায় পুরুষত্ব প্রাপ্ত
 হইতে পারেন, ভগবান্ পিনাকপাণির
 আরাধনা করিয়া সেইরূপ যত্ন করাই
 কর্তব্য। তখন সেই মন্ত্রপুত্রগণ মহেশ্বরের
 সমীপে গমন করিলেন, এবং বিবিধ স্তোত্র
 পাঠ করিয়া পার্বতী ও পরমেশ্বরকে স্তব
 করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্তব হইয়া
 বলিলেন,—আমরা যে নিয়ম করিয়াছি, তাহা
 অলঙ্ঘ্য। তবে কথা এই যে, এই ইক্ষাকু
 সম্প্রতি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন
 এবং সেই যজ্ঞের ফল আমাদেরকে
 অর্পণ করুন। এইরূপ করিলে ইল রাজা
 নিশ্চয়ই অন্ততঃ কিম্পুরুষ হইতেও পারিবেন।
 ১—১০। সূর্য্যনন্দনগণ তাহাতেই সন্তুষ্ট
 হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অন-
 স্তর ইক্ষাকু অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি-
 লেন। সেই যজ্ঞের ফলে ইলা কিম্পুরুষ
 হইলেন। তিনি একমাস পুরুষ এবং এক
 মাস নারী হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন।
 বুধভবনে অবস্থানকালে তাঁহার গর্ভসঞ্চার
 হইল। কালক্রমে তিনি এক সর্ষ-গুণাঢ্য পুত্র

ইলস্ত নামা তদ্বর্ষমিলাবৃতমভূৎ তদা ।
 সৌমার্কবংশয়োরাদাবিলোহভূন্নন্দনঃ ॥ ১৪
 এবং পুরুষবাঃ পুংসোরতবৎশবর্ধনঃ ।
 ইক্ষাকুর্কবংশস্ত তথৈবোক্তস্তপোধনাঃ ॥ ১৫
 ইলঃ কিম্পুরুষত্বে চ সূর্য্য ইতি চোচ্যতে !
 পুনঃ পুত্রত্বমভূৎ সূর্য্যস্তাপরাজিতম্ ॥ ১৬
 উৎকলো বৈ গয়স্তদ্বক্সিতাশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 উৎকলস্তোৎকলা নাম গয়স্ত তু গয়া মতা ॥ ১৭
 হরিতাশ্চ দিক্ পূর্বা বিজ্ঞতা কুরুভিঃ সহ ।
 প্রতিষ্ঠানেহভিষিচ্যাম্ স পুরুষবসং সূতম্ ॥
 জগামেলাবৃতং ভোক্তুং বর্ষং দিব্যকলাশনম্ ।
 ইক্ষাকুর্য্যোষ্ঠদায়াদৌ মধ্যদেশমবাস্তবান্ ॥ ১৯
 নরিয়ান্তস্ত পুত্রোহভূচ্ছূচো নাম মহাবলঃ ।
 নাভগস্তাশ্বরীষস্ত ধৃষ্টস্ত চ সূতত্বম্ ॥ ২০
 কৃতকেতুশ্চিহ্ননাথো রণধৃষ্টশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।

প্রসব করিলেন। বুধ সেই পুত্র উৎপাদন
 করিবার পরই স্বর্গলোকে গমন করিলেন।
 ইলের নামানুসারে তজ্জাত্য বর্ষ ইলাবৃত
 আখ্যায় প্রসিদ্ধ হইল। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের
 আদিতে মনুজন্মন ইলই রাজা হইয়াছিলেন।
 এইরূপে ইল ছুপালের পুরুষাবস্থায় চন্দ্র-
 বংশবর্ধন পুরুষবা উৎপন্ন হইলেন। হে
 তপোধনগণ! এইরূপে ইক্ষাকুও সূর্য্যবংশের
 ধুরন্ধররূপে বিরাজ করেন। ইল কিম্পু-
 পুরুষাবস্থায় সূর্য্য আখ্যায় অতিহিত হন।
 পুরুষবা ব্যতীত সূর্য্যায়ের আরও তিন
 পুত্র হয়। তাহাদের নাম উৎকল, গয় ও
 হরিতাশ্ব, উৎকলের উৎকলা এবং গয়ের
 গয়া নামী পুরী প্রসিদ্ধ। হরিতাশ্ব পূর্ক-
 দিকের অধিপতি বলিয়া বিখ্যাত। সূর্য্য
 পুত্র পুরুষবাকে প্রতিষ্ঠানপুয়ে অভিষিক্ত
 করিয়া দিব্য কলোপভোগময় ইলাবৃত বা
 ভোগ করিবার জন্ত গমন করেন। জ্যো-
 দায়াদ ইক্ষাকু মধ্যদেশের আধিপত্য লাভ
 করেন। নরিয়ান্তের পুত্র মহাবল ও চ-
 নাভাগের পুত্র অশ্বরীষ। ধৃষ্টের তিন পুত্র-
 কৃতকেত, চিহ্ননাথ ও রণধৃষ্ট। শর্যাতি

আনর্জো নাম শযাতে: সূকতা চৈব দারিকা ॥
 আনর্জস্তাভবৎ পুত্রো রোচমান: প্রতাপবান্ ।
 আনর্জো নাম দেশোহভূন্নগরী চ কুশস্থলী ॥
 রোচমানস্ত পুত্রোহভূজ্জৈবো রৈবত এব চ ।
 ককুঘী চাপরং নাম জ্যেষ্ঠ: পুত্রশতস্ত চ ॥ ২৩
 রেবতী তস্ত সা কস্তা ভার্য্যা রামস্ত বিক্রতা
 ককুঘস্ত তু কাকুঘা বহব: প্রথিতা ভুবি ॥ ২৪
 পৃষত্বে গোবধাক্কুজ্জো গুরুশাপাদজায়ত ।
 ইক্ষাকুবংশ: বক্ষ্যামি শৃণুধ্বমুষিসন্তমা: ॥ ২৫
 ইক্ষাকো: পুত্রতামাপ বিকৃষ্ণিনাম দেবরাট্ ।
 জ্যেষ্ঠ: পুত্রশতস্তাসীদশ পঞ্চ চ তৎসুতা: ॥
 মেরোকস্তরতন্তে তু জাতা: পার্থিবসন্তমা: ।
 চতুর্দশোস্তরকান্তচ্ছ্রুতমস্ত তথাভবৎ ॥ ২৭
 মেরোর্দক্ষিণতো যে বৈ রাজান:সম্প্রকীর্তিতা:
 জ্যেষ্ঠ: ককুৎস্থো নামাভূৎ তৎসুতস্ত সূযোধন:

পুত্র আনর্জ এবং তাঁহার কস্তার নাম
 সূকতা । আনর্জের পুত্র রোচমান । আনর্জের
 নামানুসারে আনর্জ দেশ প্রসিদ্ধ । তদীয়
 নগরীর নামকুশস্থলী ১১—২২ । রোচমানের
 একশত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম রেব ।
 এই রেবের অপর দুই নাম রৈবত ও ককুঘী
 ককুঘীর রেবতী নামে এক কস্তা ছিল;
 বলরাম ঐ কস্তার পানিপীড়ন করেন ।
 ককুঘের ভূতল বিখ্যাত বহুপুত্র উৎপন্ন হয় ।
 পৃষত্বে গো-বধ-জনিত অপরাধে গুরু শাপে
 শূন্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন । হে ঋষিশ্রেষ্ঠ-
 গণ! এক্ষণে ইক্ষাকু বংশের বিবরণ
 বলিতেছি, শ্রবণ করুন । দেবরাট বিকৃষ্ণি
 ইক্ষাকুর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন ।
 ইক্ষাকুর শত পুত্র মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠপুত্র
 ছিলেন । বিকৃষ্ণির পুত্র-সংখ্যা পঞ্চদশ ।
 এই পঞ্চদশ জন রাজশ্রেষ্ঠ মেরুর উত্তর
 দিকে উৎপন্ন হন । আমরা শুনিয়াছি,
 রাজা বিকৃষ্ণির আরও চতুর্দশ জন পুত্র
 ছিলেন । এই পুত্রগণ মেরুর দক্ষিণদিকের
 রাজা বলিষা উল্লিখিত । বিকৃষ্ণির পুত্রগণ-
 মধ্যে ককুৎস্থ জ্যেষ্ঠ । ককুৎস্থের পুত্র

তস্ত পুত্র: পৃথুর্নাম বিবগশ্চ পৃথো: সূত: ।
 আদ্রস্তস্ত চ পুত্রোহভূদযুবনাশস্ততোহভবৎ ॥
 শ্রাবস্তস্ত মহাতেজা বৎসকস্তৎসুতোহভবৎ ।
 নিশ্চিন্তা যেন শ্রাবস্তী গোড়দেশে দ্বিজোত্তমা:
 শ্রাবস্তাধ্বহদধোহভূৎ কুবলাশস্ততোহভবৎ ।
 ধক্ষুয়ারহমগমকুক্ষুং নামা হত: পুরা ॥ ৩১
 তস্ত পুত্রাস্তয়ো জাতা দৃঢ়াশ্বো দণ্ড এব চ ।
 কপিলাস্ত বিখ্যাতো ধোক্ষুয়ারি: প্রতাপবান্
 দৃঢ়াশ্বস্ত প্রমোদস্ত হর্ষাশ্বস্ত চান্নজ: ।
 হর্ষাশ্বস্ত নিকুস্তোহভূৎ সংহতাশ্বস্ততোহভবৎ
 অকুস্তাশ্বো রণাশ্বস্ত সংহতাশ্বস্তাবুভো ।
 যুবনাশ্বো রণাশ্বস্ত মাক্ষাতা চ ততোহভবৎ ॥ ৩৪
 মাক্ষাতু: পুরুকুৎসোহভূদক্ষ্যসেনস্ত পার্থিব: ।
 মুচুকুন্দস্ত বিখ্যাত: শত্রুজিহ্ম প্রতাপবান্ ॥ ৩৫
 পুরুকুৎসস্ত পুত্রোহভূদসুদো নর্ষদাপতি: ।
 সম্ভুতিস্তস্ত পুত্রোহভূৎ ত্রিধন্বা চ ততোহভবৎ
 ত্রিধন্বন: সূতো জাতস্তযাক্ষণ ইতি স্মৃত: ।
 তস্মাৎ সত্যব্রতো নাম তস্মাৎসত্যরথ: স্মৃত:

সূযোধন । তৎপুত্র পৃথু; তৎপুত্র শীত্রগ ।
 শীত্রগ-সুত আদ্র; আদ্রের পুত্র যুবনাশ,
 তৎপুত্র মহাতেজা শ্রাবস্ত । হে দ্বিজগণ!
 এই শ্রাবস্ত কর্তৃকই গোড়দেশে শ্রাবস্তী-
 পুরী নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল । শ্রাবস্তের পুত্র
 রহদশ, তৎপুত্র কুবলাশ । এই কুবলাশ পুর্বে
 ধকু নামে একটা অসুরকে বিনাশ করিয়া ধকু-
 মার নাম প্রাপ্ত হন । ধকুমারের তিন পুত্র—
 দৃঢ়াশ্ব, দণ্ড ও কপিলাশ । ইনি একজন
 বিখ্যাত বিক্রমসম্পন্ন ছিলেন । দৃঢ়াশ্বের
 পুত্র প্রমোদ, তৎপুত্র হর্ষাশ্ব । হর্ষাশ্বের
 পুত্র নিকুস্ত; তৎপুত্র সংহতাশ্ব, সংহতাশ্বের
 দুই পুত্র—অকুস্তাশ্ব ও রণাশ্ব । রণাশ্বের
 পুত্র যুবনাশ; তৎপুত্র মাক্ষাতা; তৎপুত্র
 পুরুকুৎস, ধক্ষ্যসেন, বিখ্যাত মুচুকুন্দ ও
 প্রতাপবান্ শত্রুজিৎ । পুরুকুৎসের পুত্র
 নর্ষদাপতি বসুদ; তৎপুত্র সম্ভুতি;
 তৎপুত্র ত্রিধন্বা; তৎপুত্র ত্রযাক্ষণ, তৎপুত্র

তন্ত পুত্রো হরিশ্চন্দ্রো হরিশ্চন্দ্রাচ্চ রোহিতঃ ।
 রোহিতাচ্চ বৃকো জাতো বৃকাহুহরজায়ত ॥৩৮
 সগরস্তস্ত পুত্রোহুদ্ভুজাজা পরমধার্মিকঃ ।
 যে ভার্য্যে সগরস্তাপি প্রভা ভানুমতী তথা ॥
 ভাভ্যামারাদিতং পূৰ্ব্বমৌকৌহরিঃ পুত্রকাম্যয়া
 ঔৰ্ষস্তষ্টস্তয়োঃ প্রাদাদযথেষ্টং বরমুত্তমম্ ॥ ৪০
 একা যষ্টিসহস্রাণি স্মৃতমেকং তথাপরা ।
 গৃহ্নাতু বংশকর্তারং প্রভাগৃহ্নাষহস্তদা ॥ ৪১
 একং ভানুমতী পুত্রমগৃহ্নাদসমগ্ৰসম ।
 ততঃ যষ্টিসহস্রাণি স্মৃষুবে যাদবী প্রভা ॥ ৪২
 খনন্তঃ পৃথিবীং দক্ষা বিষ্ণুনা যেহনমার্গণে ।
 অসমগ্ৰসমস্ত তনয়ো যোহংশমান নাম বিষ্ণুতঃ
 তন্ত পুত্রো দিলীপস্ত দিলীপাৎ তু ভগীরথঃ ।
 যেন ভাগীরথী গঙ্গা তপঃ কৃৎস্নাবতারিতা ॥ ৪৪

সত্যব্রত ; তৎপুত্র সত্যরথ ; তৎপুত্র হরি-
 শ্চন্দ্র ; হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত ; রোহি-
 তের পুত্র বৃক ; তৎপুত্র বাহু ; তৎপুত্র
 সগর ; এই সগর পরম ধার্মিক রাজা
 ছিলেন । তাঁহার দুই ভার্য্যা ছিল, তাহা-
 দেয় নাম—প্রভা ও ভানুমতী । এই
 সগরপত্নীদ্বয় পূৰ্বে পুত্র-কামনায় ঔৰ্ষ
 অগ্নিকে আরাধনা করেন । ঔৰ্ষ তুষ্ট
 হইয়া তাঁহাদিগকে অতীষ্ট বর দান করেন ।
 তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে একজনে যষ্টি
 সহস্র পুত্র এবং অপর জনে একটি মাত্র
 বংশধর পুত্র গ্রহণ কর । ঔৰ্ষের কথানু-
 সারে রাজপত্নী প্রভা যষ্টি সহস্র পুত্র এবং
 ভানুমতী অসমগ্ৰা নামক একটি মাত্র পুত্র-
 প্রাপ্তির নিমিত্ত বর চাহিয়া লইলেন । বর-
 প্রভাবে যাদবী প্রভা যষ্টি সহস্র পুত্র প্রসব
 করেন । এই পুত্রগণ অশ্বাশেষমণার্থ পৃথ্বী
 খনন করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইলে বিষ্ণুর
 নয়নানলে দগ্ধ হইয়াছিল । অসমগ্ৰার পুত্র
 অংশমান নামে বিখ্যাত । তাঁহার পুত্র দিলীপ,
 দিলীপের পুত্র ভগীরথ । এই ভগীরথ
 তপস্তা করিয়া গঙ্গাকে অবতারিত করেন ।
 ইহারই নামানুসারে গঙ্গা ভাগীরথী আখ্যায়

ভগীরথস্ত তনয়ো নাভাগ ইতি বিষ্ণুতঃ ।
 নাভাগস্তাষরীষোহুৎ সিদ্ধদ্বীপস্ততোহভবৎ
 তস্তাযুতায়ুঃ পুত্রোহুদ্ভূতপর্ণস্ততোহভবৎ ।
 তন্ত কন্যাষপাদস্ত সৰ্ব্বকৰ্ম্মা ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৬
 তস্তানরণ্যঃ পুত্রোহুহুস্রিস্তস্ত স্মৃতোহভবৎ
 নিস্রপুত্রানুভৌ জাতৌ অনমিত্র-রঘু নৃপৌ ॥৪৭
 অনমিত্রো বনমগান্তবিতা স কৃতে নৃপঃ ।
 রঘোরভূদ্দিলীপস্ত দিলীপাদজকস্তথা ॥ ৪৮
 দীৰ্ঘবাহরজাজ্জাতশ্চাজপালস্ততো নৃপঃ ।
 তস্মাদশরথো জাতস্তস্ত পুত্রচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪৯
 নারায়ণাশ্বকাসঃ সৰ্বে রামস্তেষগ্রজোহভবৎ ।
 রাবণাস্তকরস্তদ্বদ্রঘুনাং বংশবৰ্দ্ধনঃ ॥ ৫০
 বাগ্মীকিস্তস্ত চরিতং চক্রে ভার্গবসন্তমঃ ।
 তন্ত পুত্রো কুশ-লবাবিকাকুকুলবৰ্দ্ধনৌ ॥ ৫১
 অতিথিস্ত কুশাজ্জজ্ঞে নিষধস্তস্ত চান্বজঃ ।
 নলস্ত নৈষধস্তস্মারভাস্তস্মাদজায়ত ॥ ৫২
 নভসঃ পুণ্ডরীকোহুৎ ক্ষেমধবা ততঃ স্মৃতঃ ।
 তন্ত পুত্রোহভবদীরো দেবানীকঃ প্রতাপবান্

অতিহিতা হন । ভগীরথের পুত্র নাভাগ
 নামে প্রসিদ্ধ । নাভাগের পুত্র অষরীষ ;
 তৎপুত্র সিদ্ধদ্বীপ ; তৎপুত্র অযুতায়ু, তৎপুত্র
 ঋতুপর্ণ, তৎপুত্র কন্যাষপাদ ; তৎপুত্র সৰ্ব্ব-
 কৰ্ম্মা ; তৎপুত্র অনরণ্য ; তৎপুত্র নিস্র ;
 নিস্রের দুই পুত্র—অনমিত্র ও রঘু । অন-
 মিত্র বন গমন করেন, রঘুর দিলীপ নামে
 এক পুত্র হয় ; দিলীপের পুত্র অজ, তৎপুত্র
 দীৰ্ঘবাহ ; তৎপুত্র অজপাল ; অজপালের
 পুত্র দশরথ ; তাঁহার নারায়ণাশ্বক চারি
 পুত্র জন্মগ্রহণ করে । তন্মধ্যে রাম জ্যেষ্ঠ ;
 তিনি রাবণাস্ত-কর ও রঘুদিগের বংশবৰ্দ্ধন ।
 ভার্গবপ্রবর বাগ্মীকি তাঁহার চরিত গ্রন্থন
 করেন । রামের দুই পুত্র—কুশ ও লব ;
 এই উভয় পুত্রই ইক্ষাকুকুলের ধুরন্ধর ।
 কুশ হইতে অতিথি নামে এক পুত্র উৎপন্ন
 হয় । তাঁহার পুত্র নিষধ ; তৎপুত্র নল ;
 তৎপুত্র নভঃ ; নভের পুত্র পুণ্ডরীক ; তাঁহার
 পুত্র ক্ষেমধবা ; তৎপুত্র বীরবর দেবানীক ;

অহীনশস্ত্র সূতঃ সহস্রাশস্ত্রতঃ পরঃ ।
 ততশ্চত্ৰাবলোকক্ তারাপীড়স্ততোহভবৎ ॥৫৪॥
 তস্তাশ্বজশ্চত্রগিরির্ভানুশ্চত্ৰস্ততোহভবৎ ।
 ঋতায়ুরভবৎ তস্মাদ্ভারতে যো নিপাতিতঃ ॥৫৫॥
 নলৌ ধাবের বিখ্যাতৌ বংশে কস্তপসস্তবে ।
 বীরসেনসুতস্তদ্বনৈষধশ্চ নরাধিপঃ ॥ ৫৬ ॥
 এতে বৈবস্বতে বংশে রাজানো ছুরিদক্ষিণাঃ
 ইক্ষাকুবংশপ্রভবাঃ প্রাধান্তেন প্রকীর্তিতাঃ ॥
 ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে সূর্য্যবংশাঙ্ক-
 কীর্তনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

মহুরুবাচ

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পিতৃণাং বংশমুত্তমম্ ।
 রবেশ্চ ব্রাহ্মদেবত্বং সোমশ্চ চ বিশেষতঃ ॥ ১ ॥
 মৎস্য উবাচ ।
 হস্ত তে কথয়িষ্যামি পিতৃণাং বংশমুত্তমম্ ।

তৎপুত্র অহীনশ্চ ; তৎপুত্র সহস্রাশ্চ ; তৎপুত্র
 চত্ৰাবলোক ; তৎপুত্র তারাপীড় ; তৎপুত্র
 চত্রগিরি ; তৎপুত্র ভানুচন্দ্র ; তৎপুত্র
 ঋতায়ু ; এই ঋতায়ু ভারতীয় যুদ্ধে নিহত
 হন । কস্তপবংশে হই জন নল বিখ্যাত ;
 একজন বীরসেন-পুত্র, অপর নৈষধ ;
 ইহারা উভয়েই রাজা ছিলেন । এই আমি
 বৈবস্বতবংশীয় ইক্ষাকুবংশের ছুরিদক্ষিণ
 রাজাদিগের বিবরণ প্রধানতঃ কীর্তন
 করিলাম । ২৩—৫৭ ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মহু বলিলেন,—ভগবন্ ! আমি পিতৃ-
 গণের উত্তম বংশ-বিবরণ এবং রবি ও
 সোমের ব্রাহ্মদেবত্বের বিষয় বিশেষরূপে
 জানিতে ইচ্ছা করি । মৎস্য বলিলেন,—

অগ্রে পিতৃগণাঃ সপ্ত জয়ন্তেষামমুর্জয়ঃ ॥ ২ ॥
 মূর্ত্তিমন্তোহথ চহারঃ সর্বেষামমিতৌজসঃ ।
 অমুর্জয়ঃ পিতৃগণা বৈরাজস্ত প্রজাপতেঃ ॥ ৩ ॥
 যজন্তি যান্ দেবগণা বৈরাজা ইতি বিজ্ঞতাঃ ।
 যে চৈতে যোগবিভ্রষ্টাঃপ্রাপ্য লোকান্ সনাতনম্
 পুনর্ব্রহ্মদিনান্তে তু জায়ন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ ।
 সম্ভ্রাপ্য তাংস্মৃতিং হৃদ্যো যোগঃসাংধ্যামমুত্তমম্
 সিদ্ধিং প্রয়াস্তি যোগেন পুনরাবৃতিহর্ষতাম্ ।
 যোগিনামেব দেয়ানি তস্মাদ্ভ্রাত্তানি দাতৃতিঃ ॥ ৬ ॥
 ঐতেষাং মানসৌ কস্তা পত্নী হিমবতো মতা ।
 মৈনাকস্তস্ত দায়াদঃ ক্রৌঞ্চস্তস্তাগ্রজোহভবৎ ।
 ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ স্মৃতো যেন চতুর্থো দ্বুতসংবৃতঃ ॥ ৭ ॥
 মেনা চ সূর্য্যবে তিস্রঃ কস্তা যোগবতীস্ততঃ ।
 উমৈকপর্ণাপর্ণা চ তৌব্রতপরায়াণাঃ ॥ ৮ ॥

অহো ! আমি তোমার নিকট পিতৃগণের উত্তম
 বংশবিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর । অগ্রে সপ্ত
 পিতৃগণ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিন জন
 অমুর্জি এবং চারি জন মূর্ত্তিসম্পন্ন ; তাঁহারা
 সকলেই অমিতৌজা । বৈরাজ প্রজা-
 পতির পিতৃগণ মূর্ত্তিহীন ; বৈরাজ নামে
 প্রসিদ্ধ দেবগণ তাঁহাদিগের অর্চনা করিয়া
 থাকেন ; তাঁহারা সনাতন লোকসকল
 প্রাপ্ত হইয়া যোগভ্রষ্ট হইলে পুনরায়
 ব্রাহ্মদিনের অবসানে ব্রহ্মবাদী হইয়া জন্ম
 গ্রহণ করেন । এই জন্মেও তাঁহাদের অমু-
 ত্তম সাংধ্য যোগ ও প্রাক্তন স্মৃতি লাভ
 হইয়া থাকে । তাঁহারা যোগবলে পুনরাবৃতি-
 হীন সিদ্ধি লাভ করেন । অতএব দাতাগণ
 যোগীদিগকেই ব্রাহ্মদেব জব্য দান করিবেন ।
 ঐ পিতৃগণের মানসৌ কস্তার নাম মেনা ।
 মেনা হিমালয়ের স্ত্রী ; তৎপুত্র মৈনাক
 এবং ক্রৌঞ্চ । ক্রৌঞ্চ জ্যেষ্ঠ । এই ক্রৌঞ্চ
 হইতেই দ্বতাক্ষি-বেষ্টিত ক্রৌঞ্চ দ্বীপ বিখ্যাত ।
 মেনার গর্ভে তিনটি কস্তা সম্ভবিতও উৎপন্ন
 হয় । সেই তিন কস্তাই যোগচারিণী ; তাঁহা-
 দের নাম—উমা, একপর্ণা ও অপর্ণা । ইহারা
 সকলেই তীব্র ব্রতপরায়াণা । পিতা হিমবান্

কুজ্জৈশ্চক। সিতৈশ্চক। জৈগীষব্যস্ত চাপরা ।
 দস্তা হিমবতা বালাঃ সর্কা লোকে তপোহধিকাঃ।
 ঋষয় উচুঃ ।
 কশ্মাদাক্ষায়ণী পূর্বাঃ দদাহান্নানমান্ননা ।
 হিমবদুহিতা। তত্বৎ কথং জাতা মহীতলে ॥ ১০
 সংহরন্তী কিমুক্তাসৌ সূতা বা ব্রহ্মসুহুনা ।
 দক্ষেণ লোকজননৌ সূত বিস্তরতো বদ ॥ ১১
 সূত উবাচ ।
 দক্ষস্ত যজ্ঞে বিততে প্রভুতবরদক্ষিণে ।
 সমাহুতেষু দেবেষু প্রোবাচ পিতরং সতী ॥ ১২
 কিমর্থং তাত ভর্তা মে যজ্ঞেহান্নিন্ নাভিমজ্জিতঃ
 অযোগ্য ইতি তামাহ দক্ষে। যজ্ঞেষু শূলভৃৎ ॥
 উপসংহারকুজ্জৈশ্চেনানামঙ্গলভাগয়ম্ ।
 চূকোপাথ সতী দেহং ত্যক্ত্যামীতি বৃহস্পতম্ ॥

দশানাং স্বক ভবিতা পিতৃণামেকপুত্রকঃ ।
 কত্রিয়ত্বেহস্বমেধে চ কুজাৎ স্বঃ নাশমেঘ্যসি ॥
 ইত্যুত্থা যোগমান্নায় স্বদেহোত্তবতেজসা ।
 নির্দহন্তী তদান্নানং সদেবানুর-কির্নয়েঃ ॥ ১৬
 কিং কিমেতদিত্তি প্রোক্তা গন্ধর্বগণ-গুহকৈঃ ।
 উপযম্যাববীদক্ষঃ প্রণিপত্যাথ হৃষিতঃ ॥ ১৭
 স্বমস্ত জগতো মাতা জগৎসৌভাগ্যদেবতা ।
 হৃহিত্বং গতা দেবি মমাহুগ্রহকামায়া ॥ ১৮
 ন স্বয়া রহিতং কিঞ্চিদব্রহ্মাণ্ডে সচরাচরম্ ।
 প্রসাদং কুরু ধর্ম্মজ্ঞে ন মাং ত্যক্তুমিহাহসি ॥ ১৯
 প্রাহ দেবী যদারক্তঃ তৎ কার্যং মে ন সংশয়ঃ
 কিন্তুবস্তুং স্বয়া মর্ত্যে হতযজ্ঞেন শূলিনা ॥ ২০
 প্রসাদে লোকসৃষ্টার্থং তপঃ কার্যং মমাস্তিকে ।
 প্রজাপতিস্বঃ ভবিতা দশানামঙ্গজোহপালম্ ॥

এই কস্তাভ্রয়ের একটি কুজকে, একটি সিতকে এবং অপরটি জৈগীষব্যকে সম্প্রদান করেন ।
 ঊহাৱ এই তিন কস্তাই জগতে তপোধিকা বলিয়া বিখ্যাতা ১—২ । ঋষিগণ বলিলেন,—
 পূর্বে দাক্ষায়ণী কি জন্তু নিজেই নিজকে দক্ষ করিয়াছিলেন এবং কিরূপে তিনি হিমগিরি নন্দিনী হইয়া মহীতলে জন্মগ্রহণ করেন? হে সূত! সেই লোকজননৌ যখন প্রাণত্যাগ করেন, তখন ব্রহ্মানন্দন দক্ষই বা ঊহাকে কিরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন কর । সূত বলিলেন,—
 তুমি-দক্ষিণাধিত দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হইলে, নিমজ্জিত দেবগণ সকলেই আসিয়া সেই যজ্ঞ সভায় উপস্থিত হইলেন । তখন সতী পিতাকে বলিলেন,—হে তাত! কি জন্তু আপনি মদৌষ ভর্তাকে এই যজ্ঞে নিমজ্জন করেন নাই? দক্ষ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—
 তোমার পতি শূলপাণি যজ্ঞে নিমজ্জিত হইবার অযোগ্য । কুজ সংহারকর্তা; সূতরাং সে অমঙ্গলভাগী । অনন্তর সতী পিতৃবাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া বলিলেন,—আমি তোমা হইতে উৎপন্ন এই দেহ পরিত্যাগ করিব ।

তুমি দশ পিতৃগণের একমাত্র পুত্র হইবে ।
 পরে কত্রিয়জাতিতে প্রাপ্ত হইয়া অস্বমেধ যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিলে কুজ হইতে তোমার বিনাশ ঘটবে । সতী এই বলিয়া যোগা-বলদ্বনে আত্মদেহোপ্তিত ভেজ দ্বারা আত্মাকে দক্ষ করিলেন । তখন দেব, অনুর, কির্রয়, গন্ধর্ব ও গুহক প্রভৃতিরা এ কি হইল! এ কি হইল! বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । দক্ষ প্রজাপতি হৃষিত হইয়া সতী-সমীপে আগমন করত প্রণিপাতপূর্বক বলিলেন,—হে দেবি! তুমি এই জগতের মাতা এবং এ জগতের সৌভাগ্য-দেবতা । আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি আমার হৃহিতা হইয়াছিলে,—হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি না থাকিলে এ ব্রহ্মাণ্ডে চরাচর জগৎ কিছুই থাকিবে না । আমার প্রতি প্রসন্ন হও । আমার ত্যাগ করিও না । দেবী বলিলেন,—
 যে কার্যের উপক্রম করিয়াছি, তাহা আমাকে অবশ্যই করিতে হইবে । কিন্তু এ মর্ত্যধামে শূলপাণির হস্তে তুমিও হতযজ্ঞ হইবে । পরে লোকসৃষ্টির জন্ত মৎপ্রসাদে আমারই সমীপে তপোমুষ্ঠান করিবে । তুমি দশ-পিতৃগণের পুত্র হইয়া প্রজাপতি হইবে ।

মদংশেনাঙ্গনাবষ্টির্ভবিষ্যন্ত্যঙ্গজাস্তব ।

মৎসরিন্দো তপঃ কুর্স্বন প্রাপ্যাসে যোগমুক্তমম্

এবমুক্তোহিব্রবীদকঃ কেষু কেষু ময়ানঘে ।

তীর্থেষু চ হং দ্রষ্টব্য্য স্তোতব্য্য কৈশ্চ নামভিঃ

দেব্যুবাচ ।

সর্বদা সর্বভূতেষু দ্রষ্টব্য্য সর্বতো ভূবি ।

সর্বলোকেষু যৎ কিঞ্চিদ্রহিতং ন ময়া বিনা ॥২৪

তথাপি যেষু স্থানেষু দ্রষ্টব্য্য সিদ্ধিমীপ্সুভিঃ ।

অর্জব্য্য ভূতিকাশৈবা তানি বক্ষ্যামি তবতঃ ॥

বারাণস্তাং বিশালাক্ষী নৈমিষে লিঙ্গধারিণী ।

প্রয়াগে ললিতা দেবী কামাক্ষী গঙ্ঘমাদনে ॥২৫

মানসে কুমুদা নাম বিশ্বকায়্য তথাহরে ॥ ২৭

গোমন্তে গোমতী নাম মন্দরে কামচারিণী ।

মদোৎকটা চৈত্ররথে জয়ন্তী হস্তিনাপুরে ॥ ২৮

কাশ্যকুন্ডে তথা গৌরী রত্না মলয়পর্কতে ।

একাম্রকে কীর্তিমতী বিশ্বাং বিশেষ্বরে বিহঃ ॥

আমারই অংশে তোমার ষষ্টিসংখ্যক কল্পা
সন্তান উৎপন্ন হইবে। তুমি আমার সমীপে
তপস্শা করিয়া পরম যোগ প্রাপ্ত হইতে
পারিবে। সতী এই কথা কহিলে দক্ষ
বলিলেন,—হে পুতচরিত্রে! কোন্ কোন্
তীর্থে তোমাকে দর্শন করা যাইবে এবং কি
কি নামেই বা তোমায় স্তব করা যাইবে?
১০—২৩। দেবী বলিলেন,—এ জগতে সত্তত
সকল ভূতেই আমি সাক্ষাৎকৃত হইয়া থাকি।
সকল লোকেই আমি বিরাজমানা; আমি বিনা
কোথাও কিছুই নাই। তথাপি সিদ্ধিকামী
সাধুগণ যে যে স্থানে আমায় দেখিতে পাই-
বেন, অথবা ঐশ্বর্যাভিলাষী জনগণ আমায়
অরপ করিবেন; আমি সেই সেই স্থান ও
তত্ত্বৎ স্থানস্থিত মদীয় মূর্তির নামনিচয় যথা-
যথ বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি বারাণসী-
ধামে বিশালাক্ষী, নৈমিষে লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগে
ললিতাদেবী, গঙ্ঘমাদনে কামাক্ষী, মানসে
কুমুদা, অহরে বিশ্বকায়্য, গোমন্তে গোমতী,
মন্দরে কামচারিণী, চৈত্ররথে মদোৎকটা,
হস্তিনাপুরে জয়ন্তী, কাশ্যকুন্ডে গৌরী, মলয়া-

পুঙ্করে পুঙ্কহুতেতি কেদারে মার্গদায়িনী ।

নন্দা হিমবতঃ পৃষ্ঠে গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা ॥ ৩০

স্থানেশ্বরে ভবানী তু বিশ্বকে বিশ্বপত্রিকা ।

শ্রীশৈলে মাধবী নাম ভদ্রা মহেশ্বরে তথা ॥ ৩১

জয়া বরাহশৈলে তু কামলা কমলালয়ে ।

রুদ্রকোট্যাঞ্চ রুদ্রাণী কালী কালঙ্করে গিরৌ ॥

মহালিঙ্গে তু কপিলা মর্কটে মুকুটেশ্বরী ।

শালগ্রামে মহাদেবী শিবলিঙ্গে জনপ্রিয়া ॥৩৩

মায়াপুর্যাং কুমারী তু সন্তানে ললিতা তথা ।

উৎপলাক্ষী সহস্রাঙ্কে কলমাঙ্কে মহোৎপলা ॥

গঙ্গায়াং মঙ্গলা নাম বিমলা পুঙ্কষোত্তমে ।

বিপাশায়ামমোঘাক্ষী পাটলা পুণ্ড্রবর্কনে ॥৩৫

নারায়ণী সুপার্শ্বে তু বিকুটে ৭জমুন্দরী ।

বিপুলে বিপুলা নাম কল্যাণী মলয়াচলে ॥ ৩৬

কোটবী কোটিতীর্থে তু সুগঙ্ঘা মাধবে বনে ।

গোদাশ্রমে ত্রিসঙ্ঘ্যা তু গঙ্গাধারে রতিপ্রিয়া ॥

শিবকুণ্ডে শিবানন্দা নন্দিনী দেবিকাতটে ।

কর্ণিণী দ্বারবত্যাঙ্ক রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥৩৮

চলে রত্না, একাম্রকে কীর্তিমতী, বিশেষ্বরে
বিশ্বা, পুঙ্করে পুঙ্কহুতা, কেদারে মার্গদায়িনী,
হিমালয়পৃষ্ঠে নন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা,
স্থানেশ্বরে ভবানী, বিশ্বকে বিশ্বপত্রিকা,
শ্রীশৈলে মাধবী, ভদ্রেশ্বরে ভদ্রা, বরাহশৈলে
জয়া, কমলালয়ে কামলা, রুদ্রকোটীতে
রুদ্রাণী, কালঙ্কর পর্কতে কালী, মহালিঙ্গে
কপিলা, মর্কটে মুকুটেশ্বরী, শালগ্রামে
মহাদেবী, শিবলিঙ্গে জনপ্রিয়া, মায়া-
পুরীতে কুমারী, সন্তানে ললিতা, সহস্রাঙ্কে
উৎপলাক্ষী, কমলাঙ্কে মহোৎপলা, গঙ্গা-
তীরে মঙ্গলা, পুঙ্কষোত্তমে বিমলা, বিপাশায়
অমোঘাক্ষী, পুণ্ড্রবর্কনে পাটলা, সুপার্শ্বে
নারায়ণী, বিকুটে ভজমুন্দরী, বিপুলে বিপুলা,
মলয়াচলে কল্যাণী, কোটিতীর্থে কোটবী,
মাধববনে সুগঙ্ঘা, গোদাশ্রমে ত্রিসঙ্ঘ্যা,
গঙ্গাধারে রতিপ্রিয়া, শিবকুণ্ডে শিবানন্দা,
দেবিকাতটে নন্দিনী, দ্বারবতীতে কর্ণিণী,

দেবকী মথুরায়ান্ত পাতালে পরমেশ্বরী ।
 চিত্রকূটে তথা সীতা বিদ্যে বিদ্যাধিবাসিনী ॥
 সহ্যদ্রাবেকবীরা তু হরিচন্দ্রে তু চল্লিকা ।
 রমণা রামতীর্থে তু যমুনায়াং যুগাবতী ॥ ৪০
 করবীরে মহালক্ষ্মীরমাদেবী বিনায়কে ।
 অরোগা বৈদ্যনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী ॥ ৪১
 অভয়েত্ম্যকতীর্থেষু চামৃতা বিদ্যাকন্দরে ।
 মাণ্ডব্যে মাণ্ডবী নাম স্বাহা মাহেশ্বরে পুরে ॥
 ছাগলাণ্ডে প্রচণ্ডা তু চণ্ডিকা মকরন্দকে ।
 সোমেশ্বরে বরারোহা প্রভাসে পুষ্করাবতী ॥ ৪৩
 দেবমাতা সরস্বত্যাং পারাবারতটে মতা ।
 মহালয়ে মগভাগা পয়োক্ত্যাং পিঙ্গলেশ্বরী ॥ ৪৪
 সিংহিকা কৃতশোচে তু কার্তিকেয়ে যশস্করী
 উৎপলাবর্তকে লোলা হুভদ্রা শোণসঙ্গমে ॥ ৪৫
 মাতা সিদ্ধপুরে লক্ষ্মীরঙ্গনা ভরতাত্রমে ।
 জালন্ধরে বিশ্বমুখী তারা কিঙ্কিণ্যচলে ॥ ৪৬
 দেবদাকবনে পুষ্টিক্ষেমা কাশ্মীরমণ্ডলে ।
 ভীমা দেবী হিমাংদ্রো তু পুষ্টিবিশ্বেশ্বরে তথা ॥
 কপালমোচনে শুদ্ধিকর্ষিতা বায়াবরোহণে ।
 শঙ্খোদ্ধারে ধ্বনির্নাম ধৃতিঃ পিণ্ডারকে তথা ॥

কাল। তু চন্দ্রভাগায়ামচ্ছাদে শিবকারিণী ।
 বেণায়ামমৃতা নাম বদর্যামূর্ক্ষণী তথা ॥ ৪৯
 ঔষধী চোত্তরকুরো কুশদ্বীপে কুশোদকা ।
 মন্থধা হেমকূটে তু মুকুটে সত্যবাদিনী ॥ ৫০
 অশ্বথে বন্দনীয়া তু নির্ধিবৈশ্ববণালয়ে ।
 গায়ত্রী বেদবদনে পার্বতী শিবসন্নিধৌ ॥ ৫১
 দেবলোকে তথেষ্টাণী ব্রহ্মান্তেযু সরস্বতী ।
 সূর্য্যবিষে প্রভা নাম মাতৃগাং বৈষ্ণবী মতা ॥ ৫২
 অরুন্ধতী সতীনাঙ্ক রামানু চ তিলোত্তমা ।
 চিত্তে ব্রহ্মকলা নাম শক্তিঃ সর্বশরীরিণাম্ ॥
 এতদ্ভূদেবশতঃ প্রোক্তং নামাষ্টশতমুক্তমম্ ।
 অষ্টোত্তরঞ্চ তীর্থানাং শতমেতদ্বাদশতম্ ॥ ৫৪
 যঃ স্মরেচ্ছৃণুয়াদ্যপি সর্বপাপিণৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 এষু তীর্থেষু যঃ কৃত্বা স্নানং পশ্চতি মাং নরঃ ।
 সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ কল্পং শিবপুরে বসেৎ ॥
 যন্ত মৎপরমং কালং করোত্যেতেষু মানবঃ ॥
 স ভিত্ত্বা ব্রহ্মসদনং পদমভ্যোতি শাকরম্ ॥

শাঙ্খোদ্ধারে ধ্বনি, পিণ্ডারকে ধৃতি, চন্দ্র-
 ভাগায় কাল। অচ্ছাদতীরে শিবকারিণী,
 বেণায় অমৃতা, বদরীবনে উর্ক্ষণী, উত্তর
 কুরদেশে ঔষধী, কুশদ্বীপে কুশোদকা,
 হেমকূটে মন্থধা, মুকুটে সত্যবাদিনী, অশ্বথে
 বন্দনীয়া, কুবেরালয়ে নিধি, বেদবদনে
 গায়ত্রী, শিব-সন্নিধানে পার্বতী, দেবলোকে
 ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মমুখে সরস্বতী, সূর্য্যবিষে প্রভা,
 মাতৃগণ মধ্যে বৈষ্ণবী, সতীসমূহে অরু-
 ঙ্ধতী, রমণী মধ্যে তিলোত্তমা, চিত্তে ব্রহ্ম-
 কলা, এবং সর্বদেহীর দেহে শক্তি নামে
 বিরাজিতা ৷ ২৪—৫৪ ৷ এই আমার অষ্টোত্তর
 শত নাম ও তৎসংখ্যক তীর্থ স্থানের বিষয়
 বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি এই সকল নাম
 স্মরণ বা শ্রবণ করে, সে সর্ব পাপ হইতে
 মুক্ত হয়। এই সকল তীর্থে স্নান করিয়া
 যে ব্যক্তি মদীয় মূর্তি অবলোকন করে,
 সে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবপুরে
 বাস করিতে পারে। যে জন মদারাদন-
 যোগ্য বৈধ কালে এই সকল তীর্থে স্নান-

বৃন্দাবনে রাধা, মথুরায় দেবকী, পাতালে
 পরমেশ্বরী, চিত্রকূটে সীতা, বিদ্যে বিদ্যাধি-
 বাসিনী, সহ্যদ্রিতে একবীরা, হরিচন্দ্রে
 চল্লিকা, বৈদ্যনাথে অরোগা, মহাকালে মহে-
 শ্বরী, উৎপলতীর্থে অভয়া, বিদ্যাকন্দরে অমৃতা,
 মাণ্ডব্যে মাণ্ডবী, মাহেশ্বরপুরে স্বাহা, ছাগ-
 লাণ্ডে প্রচণ্ডা, মকরন্দকে চণ্ডিকা, সোমে-
 শ্বরে বরারোহা, প্রভাসে পুষ্করাবতী, সর-
 স্বতীতীরে দেবমাতা, সাগরতীরে মাতা,
 মহালয়ে মগভাগা, পয়োক্তীতীরে পিঙ্গল-
 েশ্বরী, কৃতশোচে সিংহিকা, কার্তিকেয়ে যশ-
 স্করী, উৎপলাবর্তে লোলা, শোণসঙ্গমে
 হুভদ্রা, সিদ্ধপুরে লক্ষ্মীমাতা, ভরতাত্রমে
 অঙ্গনা, জালন্ধরে বিশ্বমুখী, কিঙ্কিণ্যচলে
 তারা, দেবদাকবনে পুষ্টিক্ষেমা, কাশ্মীরমণ্ডলে
 মেধা, মিহাচলে ভীমাদেবী, বিশ্বেশ্বরে পুষ্টি,
 কপালমোচনে শুদ্ধি, মায়াবরোহণে সীতা,

নান্যামষ্টশতং যন্ত আবয়েচ্ছিবসগ্নিধৌ ॥ ৫৭

তৃতীয়ায়ামষ্টম্যাং বহুপূজো ভবেন্নরঃ ।

গোদানে আন্ধদানে বা অহস্তহনি বাবুধঃ ॥ ৫৮

দেবার্চনবিধৌ বিদ্বান্ পঠন্ ব্রহ্মধিগচ্ছতি ।

এবং বদন্তী সা তত্র দদাহান্মানমান্বনা ॥ ৫৯

স্বায়ম্ভুবোহপি কালেন দক্ষঃ প্রাচেতসোহভবৎ

পার্ক্বতী সাভবদেবৌ শিবদেহার্দ্ধধারিণী ॥ ৬০

মেনাগর্ভসমুৎপন্ন ভুক্তি-মুক্তিকলপ্রদা ।

অরুহতী জপন্ত্যেতৎ প্রাপ যোগমমুত্তমম্ ॥ ৬১

পুরুষবাচ রাজষির্লোকে ব্যজয়তামগাৎ ।

যযাতিঃ পুত্রলাভঞ্চ ধনলাভঞ্চ ভার্গবঃ ॥ ৬২

তথাস্তে দেবদৈত্যাস্চ ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়াস্তথা ।

বৈশ্বাঃ শূদ্রাশ্চ বহবঃ সিদ্ধিমীর্ষধেপিতাম্ ॥ ৬৩

যত্রেতল্লিখিতং তিষ্ঠেৎ পূজ্যতে দেবসগ্নিধৌ ।

দানাদি করে, সে ব্রহ্ম সদন অতিক্রম
করিয়া শঙ্কর-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
উল্লিখিত অষ্টোত্তর শত নাম তৃতীয়া বা
অষ্টমীতে যে ব্যক্তি শিবসগ্নিধানে শ্রবণ
করায়, তাহার বহু পুত্র হয় । পণ্ডিত ব্যক্তি
গোদানে, আন্ধ দানে, দেবার্চন-ব্যাপারে
বা প্রতিদিবসে উক্ত নাম সকল পাঠ
করিলে ব্রহ্মলাভ করিতে পারেন । সতী
দেবী এইরূপ বলিতে বলিতে স্বীয় তেজে
স্বীয় দেহ দগ্ধ করিলেন । অনন্তর স্বায়ম্ভুব
দক্ষ কালক্রমে প্রচেতাদিগের পুত্র হইয়া
উৎপন্ন হইলেন । পার্ক্বতী দেবী শিব-
দেহার্দ্ধধারিণী হইয়া বিরাজ করিলেন ।
তিনি মেনাগর্ভে উৎপন্ন হইয়া ভুক্তি ও
মুক্তিদাত্রী হইলেন । অরুহতী দেবী এই
অষ্টোত্তর শত নাম জপ করিয়া উত্তম যোগ
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এইরূপে উহা পাঠ
করিয়া রাজর্ষি পুরুষেরা জগতে বিজয়িহ,
যযাতি পুত্র, ভাগব ধর্ম, এবং অস্তান্ত
দেবদৈত্য, ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্বা ও শূদ্র-
গণের মধ্যে অনেকেই ঐপিত সিদ্ধি লাভ
করিয়াছিলেন । যেখানে এই অষ্টশত নাম

ন তত্র শোকো দৌর্গত্যং কদাচিদপি জায়তে ॥

ইতি ত্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে পিতৃবংশাবয়ে

গৌরীনামাষ্টোত্তরশতকথনং নাম

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

লোকাঃ সোমপথা নাম যত্র মারীচনন্দনাঃ ।

বর্তন্তে দেবপিতরো দেবো যান্ ভাবয়ন্ত্যলম্ ॥

অগ্নিস্বাত্তা ইতি খ্যাতা যজ্ঞানো যত্র সংস্থিতাঃ

অচ্ছোদা নাম তেষাঙ্ক মানসী কন্তকা নদী ॥ ২

অচ্ছোদঃ নাম চ সরঃ পিতৃভিনির্মিতং পুরা ।

অচ্ছোদা তু তপশ্চক্রে দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ৩

আজম্বুঃ পিতরস্তৃষ্টাঃ কিল দাতুঞ্চ তাং বরম্

দিব্যরূপধরাঃ সর্বে দিব্যমালাম্বলেননাঃ ॥ ৪

লিখিত থাকে বা লিখিত হইয়া দেব-সগ্নি-
ধানে পূজিত হয়, তথায় কাহারও শোক বা
কোন দুর্গতিরই অস্তিত্ব থাকে না ॥ ৫৪—৬৪ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ।

সূত কহিলেন,—সোমপথ নামে এক

লোক আছে ; তথায় দেবপিতা মারীচ-
নন্দনগণ বিরাজমান । দেবগণ তাঁহাদিগকে

নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন । ঐ ষাগনীল

দেবপিতৃগণ অগ্নিস্বাত্তাদি আখ্যায় অভিহিত ।

অচ্ছোদা নামে তাঁহাদের এক নদীরূপা

মানসী কন্তা ও তাঁহাদেরই নির্মিত অচ্ছোদা

নামে একটি সরোবরও আছে । একদা

অচ্ছোদা সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া মহৎ তপোহু-

ষ্ঠান করেন । তাহার ফলে পিতৃগণ সান্তিশয়

সম্ভষ্ট হইয়া তপশ্চারিণী অচ্ছোদাকে বর

প্রদান করিবার জন্ত আগমন করেন ।

পিতৃগণ সকলেই রূপবান্, দিব্য মালাধারী,

সর্গে যুবানো বলিনঃ কুসুমায়ুধসন্নিভাঃ ।
তন্মধ্যেহমাবস্থুঃ নাম পিতরং বীক্ষ্য সঙ্গমা ॥৫॥
বস্ত্রে বসার্বিনী সঙ্গং কুসুমায়ুধপীড়িতা ।
যোগাঙ্কুষ্ঠা তু সা তেন ব্যভিচারেণ ভামিনী ॥
ধরাস্ত নান্পশৎ পূৰ্ণং পপাতাথ ভুবন্তলে ।
তিথাবমাবস্থুৰ্শ্চামিচ্ছাং চক্রে ন তাং প্রতি ॥
ধৈর্য্যেণ তস্ত সা লোকৈরমাবাস্তেতি বিজ্ঞতা ।
পিতৃণাং বলভা তস্মাৎ তস্তামক্ষয়কারকম্ ॥৮॥
অচ্ছোদাদৌমুখী দীনা লজ্জিতা তপসঃ কয়াৎ
সা পিতৃন প্রার্থয়ামাস পুরে চান্দ্রপ্রসিদ্ধয়ে ॥৯॥
বিলপ্যামান পিতৃভিরিদমুক্তা তপাশ্বিনী ।
ভবিষ্যমর্থমালোক্য দেবকার্য্যঞ্চ তে তদা ॥১০॥
ইদমুচুৰ্হতাভাগাঃ প্রসাদশুভয়া গিরা ।
দিবি দিব্যশরীরেণ যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥
তেনৈব তৎ কৰ্ম্মফলং ভুজ্যতে বরবর্ণিনি ।
সদ্যঃ কলন্তি কৰ্ম্মাণি দেবহে প্রেত্য মানুষে ।

অমূলিপুঙ্গ, যুবা, বলবান ও কুসুমায়ুধ-
সন্নিভ । অচ্ছোদা তাঁহাদের মধ্যে অমাবস্থু
নামক দেবপিতাকে নিরীক্ষণ করত অত্যন্ত
কামাবিষ্টা হইয়া তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনা করিলেন
এবং উক্তরূপ ব্যভিচার-নিবন্ধন তিনি যোগ-
ভ্রষ্টা হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন । ইহার
পূর্বে কিন্তু আর কখন ইনি ধরা স্পর্শ
করেন নাই । অমাবস্থু যে তিথিতে তাঁহাকে
ইচ্ছা করিলেন না, ঐ তিথি তাঁহার ধৈর্য্য-
বশতঃ লোকে অমাবস্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ
করিয়াছে । এজন্য ঐ তিথি পিতৃগণের অতীব
আদরীয় এবং ঐ তিথিতে অমূলিত কৰ্ম্ম
অক্ষয় হইয়া থাকেন । পরে অচ্ছোদা তপঃ-
কয়ে নিতান্ত লজ্জিতা, দীনা ও অধো-
মুখী হইয়া পিতৃগণ-সন্নিধানে স্বপুরে আশ্র-
প্রসিদ্ধি লাভের জন্য হুঃখিত হইয়া প্রার্থনা
করিলেন । পিতৃগণ তাহাতে দেবগণের
প্রয়োজনীয় ভবিষ্য কাৰ্য্য শ্রবণ করত
প্রসন্নতা সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলি-
লেন,—হে বরবর্ণিনি ! স্বর্গে বুধগণ স্বর্গীয়
শরীরে যাহা কিছু কৰ্ম্ম করেন, ঐ স্বর্গীয়

তস্মাৎ স্বঃ পুত্রি তপসঃ প্রাপ্যসে প্রেত্য তৎ
কলম্ ।
অষ্টাবিংশে ভবিষ্যী স্বঃ স্বাপরে মৎস্তযোনিজা
ব্যতিক্রমাৎ পিতৃণাং স্বঃ কষ্টং কুলমবাপ্যসি
তস্মাদ্রাজো বসোঃ কস্তা ভ্রমবস্তঃ ভবিষ্যসি ॥
কস্তা কুস্তা চ লোকান স্থান পুনরাপ্যসি দুর্লভান
পরশরস্ত বীৰ্য্যেণ পুত্রমেকমবাপ্যসি ॥ ১৫
দ্বীপে তু বদরী প্রাপ্তে বাদরায়ণমচ্যুতম্ ।
স বেদমেকং বহুধা বিভজিষ্যতি তে স্মৃতঃ ॥১৬॥
পোরবস্তাস্তাজো যৌ তু সমুদ্রাংশস্ত শস্তনোঃ ।
বিচিত্রবীৰ্য্যস্তনয়স্তথা চিত্রাঙ্গদো নৃপঃ ॥ ১৭
ইমাবুৎপাদ্য তনয়ৌ ক্ষেত্রজাবস্ত ধীমতঃ ।
প্রোষ্ঠপদ্যষ্টেকারূপা পিতৃলোকে ভবিষ্যসি ॥১৮॥
নাম্না সত্যবতী লোকে পিতৃলোকে তথাষ্টকা ।
আয়ুরারোগ্যদা নিত্যং সৰ্ব্বকামফলপ্রদা ॥১৯॥

শরীরেই তৎকল সমুদয় ভোগ করিয়া
থাকেন এবং দেবতাদিগের কৰ্ম্মকল সমুদয়
কলিত হয় ; কিন্তু মানবের জন্মান্তর না
হইলে, কৰ্ম্মকল কলিত হয় না । স্মৃতরাং
তুমি জন্মান্তরে তোমার আচরিত তপস্তার
ফল প্রাপ্ত হইবে এবং পিতৃগণের সহিত
অসম্ভবহার করায় অষ্টাবিংশে স্বাপর যুগে
তুমি ক্রেশবহুল মৎস্ত যোনিতে জন্মগ্রহণ
করিবে । এবং পুনরায় পিতৃকুল প্রাপ্ত
হইবে । অতএব তুমি অবশ্যই বসু
রাজার কস্তা হইয়া পুনরায় স্বীয় দুর্লভ
লোক প্রাপ্ত হইবে । অপিচ তুমি পরা-
শরের ঔরসে বদরী-বৃক্ষ-সমাকুল কোন
দ্বীপে বাদরায়ণ অচ্যুত নামে প্রসিদ্ধ এক
সন্তান লাভ করিবে । তোমার ঐ তনয়
বহু প্রকারে বেদ বিভাগ করিবেন । ১—১৬ ।
পরে তুমি পুরুবংশধর সমুদ্রাংশ-ভূত
শান্তনুর বিচিত্রবীৰ্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামক
দুই পুত্র প্রসব করিয়া প্রোষ্ঠপদ নক্ষত্রে
অষ্টেকারূপে পিতৃলোকে জন্ম গ্রহণ করিবে
এবং মর্ত্যালোকে সত্যবতী ও পিতৃলোকে তুমি
অষ্টকা আখ্যায় অভিহিত হইয়া আয়ু,

ভবিষ্যসি পরে কালে নদীতীৰ্গমিষ্যসি ।
পুণ্যতোয়া সরিছেষ্ঠা লোকে হৃচ্ছাদনামিকা
ইত্যুত্থা স গণন্তেবাং তত্রৈবাস্তরধীয়ত ।
সাপ্যবাপ চ তৎ সৰ্বং ফলং যদুদিতং পুরা ॥২১॥

ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে পিতৃবংশানু-
কীৰ্ত্তনং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥১৪॥

পঞ্চদশে অধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

বিভ্রাজা নাম চাস্তে তু দিবি সন্তি সুবৰ্চসঃ ।
লোকা বর্হিষদো যত্র পিতরঃ সন্তি সুব্রতাঃ ॥১॥
যত্র বর্হিষযুক্তানি বিমানানি সঙ্কশ্চাঃ ।
সঙ্কশ্য বহিষো যত্র তিষ্ঠন্তি ফলদায়িনঃ ॥ ২ ॥
যত্রোভূদয়শালাসু মোদন্তে শ্রাদ্ধদায়িনঃ ।
যাংস্ত দেবাসু রগণা গন্ধর্বাঋষসাং গণাঃ ॥ ৩ ॥
যক্ষরক্ষোগণাশ্চৈব যজন্তি দিবি দেবতাঃ ।

আরোগ্য ও সৰ্ব অভিলষিত ফল-প্রদায়িনী
হইবে। পরে তুমি এই মর্ত্যধামে আচ্ছাদা
নাম্নী পুণ্যতোয়া শ্রেষ্ঠা নদী হইয়া জন্মিবে।
এই বলিয়া পিতৃগণ তথায় অন্তর্হিত হইলেন
এবং আচ্ছাদানাম্নী পিতৃগণের মানসী
কন্তাও তাঁহাদের বাক্যানুসারে সেই সেই
বরাহযায়ী ফল প্রাপ্ত হইলেন। ১৭—২১।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—স্বর্গে বিভ্রাজ নামক
পরম জ্যোতির্ষ্ময় অপর কতিপয় লোক
বিজ্ঞমান। সেখানে বর্হিষদ্ প্রভৃতি সুব্রত
পিতৃগণ বিরাজ করিতেছেন। সহস্র
সহস্র বিমান যয়ূরপুচ্ছে সুশোভিত
রহিয়াছে, সঙ্কশের কুশ সফল অভীষ্ট ফল
প্রদান করিতেছে ও শ্রাদ্ধকারিগণ ভূদয়-
শালায় হৃষ্টান্তঃকরণে বিজ্ঞমান রহিয়াছেন।
তথায় দেব, অশুর, গন্ধর্ব, ঋষয়, যক্ষ ও

পুলস্ত্যপুত্রাঃ শতশস্তপোযোগসমধিতাঃ ॥ ৪ ॥
মহাত্মানো মহাভাগা ভক্তানামভয়প্রদাঃ
এতেষাং পীবরী কন্তা মানসী দিবি বিজ্ঞতা ॥৫॥
যোগিনী যোগমাতা চ তপশ্চক্রে সুদারুণম্ ।
প্রসন্নো ভগবাংস্তস্তা বরং বব্রে তু সা হরেঃ ॥
যোগবন্তং সুরূপঞ্চ ভর্তারং বিজিতেন্দ্রিয়ম্ ।
দেহি দেব প্রসন্নস্তং পতিং মে বদতাং বরম্ ॥
উবাচ দেবো ভবিতা ব্যাসপুত্রো যদা শুকঃ ।
ভবিতা তস্ত ভাৰ্য্যা তং যোগাচার্য্যাস্ত সুব্রতে
ভবিষ্যতি চ তে কন্তা কুন্তী নাম চ যোগিনী ।
পাঞ্চালাধিপতের্দেয়া মাযুষস্ত তদা ॥ ৬ ॥
জননী ব্রহ্মদত্তস্ত যোগসিদ্ধা চ গোঃ স্মৃতা ।
কৃকো গৌরঃ প্রভুঃ শম্বুভবয্যন্তি চ তে স্মৃতাঃ
মহাত্মানো মহাভাগা গমিষ্যন্তি পরং পদম্ ।
তানুৎপাদ্য পুনর্যোগাং সবরা মোক্ষমেযাসি ॥

রক্ষোগণ পিতৃগণের নিয়ত পূজা করেন।
নিয়ত তপোযোগ সমধিত ভক্তানুকম্পী,
মহাভাগ পুলস্ত্যনন্দনগণের স্বর্গে যে
পিবরী নামে প্রসিদ্ধা মানসকন্তা আছেন,
তিনি পরম যোগিনী এবং যোগ-জননী।
তাঁহার সুদারুণ তপস্যার ফলে ভগবান্ হরি
প্রসন্ন হইলেন তিনি বর প্রার্থনা করিলেন।
বলিলেন,—হে দেব। আপনি প্রসন্ন হইয়া
আমায় সুরূপ, যোগী, জিতেন্দ্রিয় ও বাগ্ম-
শ্রেষ্ঠ পতি প্রদান করুন। অনন্তর দেব
শ্রীহরি কহিলেন,—হে সুব্রতে! ব্যাস-পুত্র
শুকদেব যখন জন্ম গ্রহণ করিবেন, তখন
তুমি সেই যোগাচার্য্য শুকদেবের ভাৰ্য্যা
হইবে। ঐ সময় কুন্তী নাম্নী তোমার এক
যোগিনী কন্তা জন্মিবে। তুমি ঐ কন্তাকে
পাঞ্চালাধিপতির হস্তে সমর্পণ করিবে এবং
তিনি ব্রহ্মদত্তের জননী ও যোগসিদ্ধা বলিয়া
প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। তোমার গর্ভে কৃক,
গৌর, প্রভু, ও শম্বু নামে চারিটি পুত্র উৎপন্ন
হইবে। তোমার ঐ মহাভাগ, মহাত্মা পুত্র-
গণ সকলেই পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। ঐ
সকল তনয় প্রসব করিয়া পুনরায় তুমি

সুমুর্তিমন্তঃ পিতরো বসিষ্ঠস্ত স্মৃতাঃ স্মৃতাঃ ।
 নান্না তু মানসাঃ সর্বে সর্বে তে ধর্ম্মমুর্তয়ঃ ॥১২
 জ্যোতির্ভাসিষু লোকেষু যে বসন্তি দিবঃ পরম্
 বিরাজমণাঃ ক্রৌড়ন্তি যত্র তে শ্রাদ্ধদায়িনঃ ॥১৩
 সর্বকামসমৃদ্ধেষু বিমানেষপি পাদজাঃ ।
 কিং পুনঃ শ্রাদ্ধদা বিপ্রা ভক্তিমন্তঃ ক্রিয়াধিতাঃ
 গোঁর্নাম কন্তা যেযান্ত মানসী দিবি রাজতে ।
 শুক্রস্ত দয়িতা পত্নী সাধ্যানাং কৌর্তিবর্দ্ধিনী ॥১৪
 মরীচিগর্ভা নান্না তু লোকা মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে ।
 পিতরো যত্র তিষ্ঠন্তি হবিষ্যাণ্ডোহঙ্গিরঃস্মৃতাঃ ॥
 তীর্থশ্রাদ্ধপ্রদা যান্তি যে চ ক্ষত্রিয়সন্তমঃ ।
 রাজ্ঞান্ত পিতরন্তে বৈ স্বর্গমোক্ষফলপ্রদাঃ ॥১৫
 এতেষাং মানসী কন্তা যশোদা লোকবিজ্ঞতা ।
 পত্নী অংশুমতঃ শ্রেষ্ঠা সূষা পঞ্চজনস্ত চ ॥ ১৬
 জনস্তথ দিলীপস্ত ভগীরথপিতামহী ।

যোগাচরণ করত বর প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ
 লাভ করিবে । ১—১১ । বসিষ্ঠ-স্মৃত পিতৃগণ
 সকলেই মনোহর-মুর্তি, সকলেই মানস নামক
 এবং সকলেই ধর্ম্মের মুর্তিস্বরূপ । তাঁহারা
 স্বর্গকেও অতিক্রম করিয়া জ্যোতির্ম্ময়
 লোকে বাস করিতেছেন । তথায় শ্রাদ্ধ-
 দাতৃগণ সর্বদা সর্বকাম-সমৃদ্ধ বিমানে বিরাজ-
 মান থাকিয়া ক্রৌড়া করেন । ঐ ক্রিয়াবান্
 ভক্তিশূক্ত শ্রাদ্ধদাতা বিপ্রগণের গৌরবের
 কথা আর কি বলিব ? ঐ পিতৃগণের গো-
 নান্নী মানসী কন্তা স্বর্গে বিরাজ করিতে-
 ছেন । তিনি শুক্রের দয়িতা পত্নী এবং
 সাধ্যগণের কৌর্তিবর্দ্ধনকারিণী । মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে
 এক মরীচিগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ লোক
 আছে । অঙ্গিরাতনয় হরিষ্যস্ত পিতৃগণ
 সেখানে বিরাজ করিতেছেন, তীর্থশ্রাদ্ধপ্রদাতা
 ক্ষত্রিয়-প্রবরেরা তথায় গমন করেন । ঐ
 পিতৃগণ নৃপতিরূপের পিতা, এবং তাঁহারা স্বর্গ
 ও মোক্ষফলের প্রদাতা । ইহীদের যশোদা
 নান্নী লোক-প্রসিদ্ধা মানসী কন্তা আছেন ;
 তিনি অংশুমানের শ্রেষ্ঠা পত্নী, পঞ্চজনের
 পুত্রবধূ, দিলীপের জননী ও ভগীরথের

লোকাঃ কামদুঘা নাম কামভোগকলপ্রদাঃ ॥১২
 সুমুখা নাম পিতরো যত্র তিষ্ঠন্তি স্মৃতাঃ ।
 আজ্যপা নাম লোকেষু কর্দমস্ত প্রজাপতেঃ ॥
 পুলহাঙ্গজদায়াদা বৈশ্বাস্তান্ ভাবয়ন্তি চ ।
 যত্র শ্রাদ্ধকৃতঃ সর্বে পশ্যন্তি যুগপদগতাঃ ॥ ২১
 মাতৃ-ভ্রাতৃ-পিতৃ-স্বমৃ-সখি-সম্বন্ধি-বান্ধবান্ ।
 অপি জন্মায়ুতেদৃষ্টাননুভূতান্ সহস্রশঃ ॥ ২২
 এতেষাং মানসী কন্তা বিরজা নাম বিজ্ঞতা ।
 যা পত্নী নহমস্তাসীদযযাতের্জননী তথা ॥ ২৩
 একাষ্টকাভবৎ পশ্চাদব্রহ্মলোকে গতা সতী ।
 ত্রয় এতে গণাঃ প্রোক্তাশ্চতুর্থন্ত বদাম্যতঃ ॥২৪
 লোকান্ত মানসা নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরি সংস্থিতাঃ ।
 যেযান্ত মানসী কন্তা নর্ম্মদা নাম বিজ্ঞতা ॥ ২৫
 সোমপা নাম পিতরো যত্র তিষ্ঠন্তি শাশ্বতাঃ ।
 ধর্ম্মমুর্তিধরাঃ সর্বে পরতো ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৬
 উৎপন্নঃ স্বধয়া তে তু ব্রহ্মহং প্রাপ্য যোগিনঃ

পিতামহী । কামদুঘা নামে এক লোক
 আছে । উহা অভিলষিত ভোগ সকল
 প্রদান করিয়া থাকে । কর্দম প্রজাপতির
 লোকে আজ্যপা স্মৃতত সুমুখা নামক
 পিতৃগণ বসতি করেন । তাঁহারা পুলহাঙ্গ-
 বংশীয় বৈশ্বগণের উপাস্ত । শ্রাদ্ধকারিগণ
 ঐ স্থানে যাইয়া জন্ম জন্মান্তর-দৃষ্ট, ও অনু-
 ভূত সহস্র সহস্র মাতা, ভ্রাতা, পিতা,
 ভগিনী, সখা, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে দেখিতে
 পান । বিরজা নান্নী কন্তা এই পিতৃগণের
 মানসী কন্তা ; ইনি নহষের পত্নী ও যযাতীর
 জননী ছিলেন । এই সতী প্রথমতঃ অষ্টকা
 হইয়া পরে ব্রহ্মলোকে গমন করেন । স্বর্গীয়
 পিতৃদেবদিগের এই তিনটি গণ বলা হইল,
 অতঃপর চতুর্থ গণ বলিতেছি, শ্রবণ কর—
 ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগে যে মানস লোক বিরা-
 জিত, ঐ লোকের মানসী কন্তা নর্ম্মদা এবং
 তত্রত্য শাশ্বত পিতৃগণ সোমপ নামে বিখ্যাত ।
 তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মমুর্তিধর ও ব্রহ্মা অপে-
 ক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত । স্বধা কর্তৃক উৎপন্ন
 হইয়া তাঁহারা ব্রহ্মহ প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

কৃষ্ণা সৃষ্টাদিকং সর্বং মানসে সাম্প্রতং স্থিতাঃ
নশ্বদা নাম তেভ্যস্ত কস্তা ভোয়বহা সরিৎ ।
ভূতানি যা পাবয়তি দক্ষিণাপথগামিনী ॥ ২৮
তেভ্যঃ সর্গে তু মনবঃ প্রজাঃ সর্গেষু নিশ্চিতাঃ
জাত্বা শ্রাদ্ধানি কুর্ষন্তি ধর্ম্মাভাবেহপি সর্বদা ॥
তেভ্য এব পুনঃ প্রাপ্তুঃ প্রসাদাদ্যোগসম্ভুতিম্
পিতৃণামাদিসর্গে তু শ্রাদ্ধমেব বিশিষ্টিতম্ ॥ ৩০
সর্গেবাং রাজতঃ পাত্রমথবা রজতাবিতম্ ।
দত্তং স্বধা পুরোধায় পিতৃন জীণাতি সর্বদা ॥ ৩১
অগ্নীষোময়মাণাস্তু কার্যমাপ্যায়নং বুধঃ ।
অগ্ন্যভাবেহপি বিপ্রস্ত পাণাবপি জলেহথবা ॥
অজাকর্ণেহথকর্ণে বা গোষ্ঠে বা সলিলাস্তিকে ।
পিতৃণামধ্বরং স্থানং দক্ষিণা দিক্ প্রশস্ততে ॥
প্রাচীনাবীতমুদকং তিলাঃ সব্যাজমেব চ ।
দর্ভা মাংসঞ্চ * পাঠীনং গোক্ষীরং মধুরা রসাঃ

খড়্গ-লোহামিষ-মধু-কৃশ-শ্রামাক-শালিষঃ ।
যব-নীবার-মুদগেঙ্কু ওরুপুষ্প-স্বতান চ ॥ ৩২
বল্লভানি প্রশস্তানি পিতৃণামিষ সর্বদা ।
দেব্যানি সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রাদ্ধে বর্জ্যানি যানি তু
মহুর-শণ-নিষ্পাব-রাজমাষ কুশুম্বিকাঃ ।
পদ্ম-বিশ্বার্ক-ধুমুর-পারিভদ্রাটরুযকাঃ ॥ ৩৩
ন দেয়াঃ পিতৃকার্যেষু পয়শ্চাজাবিকং তথা ।
কোদ্রবোদার-চণকাঃ কপিথং মধুকাতসী ॥ ৩৪
এতান্তুপি ন দেয়ানি পিতৃভ্যাঃ প্রিয়মিচ্ছতা ।
পিতৃন জীণাতি যো ভক্ত্যা তে পুনঃ জীণয়ন্তি
তম্ ॥ ৩৫

যচ্ছান্তি পিতরঃ পুষ্টিং স্বর্গারোগ্যাং প্রজাকলম্ ।
দেবকার্যাদপি পুনঃ পিতৃকার্যং বিশিষাতে ॥
দেবতানাক পিতরঃ পূর্যমাণ্যায়নং স্মৃতম্ ।
শীঘ্রপ্রসাদান্ত্রোদ্ধা নিঃশব্দাঃ স্থিরমৌহুদাঃ ॥
শান্তান্ধানঃ শৌচপরাঃ সততং প্রিয়বাদিনঃ ।
ভক্তান্নরক্তাঃ সুখদাঃ পিতরঃ পূর্বদেবতাঃ ॥

তঁাহারা সম্প্রতি সৃষ্টি-কার্য সম্পন্ন করিয়া
মানসে অবস্থান করিতেছেন। নশ্বদা নাম
সরিৎ তঁাহাদের কস্তা। ঐ নদী দক্ষিণাপথ-
গামিনী হইয়া ভূতসকলকে পবিত্র করিতে-
ছেন। ১২—২৮। মনুগণ উক্ত পিতৃগণের
নিমিত্তই প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এই কথার
মর্ম্ম অবগত হইয়া সকলেরই সর্বদা শ্রাদ্ধ
করা উচিত। পিতৃগণের নিকট হইতে
যোগনিচয় প্রাপ্ত হইবার জন্যই আদি-
কালে তঁাহাদিগের শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে।
রূপ্য পাত্র অথবা রৌপ্যখচিত পাত্র স্বধামজ
দ্বারা পিতৃগণ উদ্দেশে নিবেদন করিয়া
পুরোহিতকে সম্প্রদান করিবে। এক্ষণে
পিতৃগণের অতীব জীতিপ্রদ। হে বুধ!
পিতৃকার্যে অগ্নি, সোম ও যমরাজকেও
আপ্যায়িত করিতে হয়। অগ্নির অভাব
হইলে, বিপ্রহস্তে, জলে, অজাকর্ণে, অশ-
কর্ণে, গোষ্ঠে, সলিলাস্তিকে ও আকাশে
পিতৃগণ বাস করেন। দক্ষিণদিকই পিতৃ-
কার্যে প্রশস্ত। আর প্রাচীনাবীত, উদক,
তিল, বামাজ, দর্ভ, মাংস, পাঠীন, গোহৃদ,

মধুর রস, খড়্গ, মাংস, লোহামিষ মধু, কৃশ,
শ্রামাক, শালি, যব, নীবার, মুদগ, ইঙ্কু, ওরু
পুষ্প ও স্বত—এই সকল জব্য পিতৃ কার্যে
সর্বদা প্রশস্ত এবং যে সমুদয় বস্তু বর্জনীয়,
তাহাও বলিতেছি। মহুর, শণ, নিষ্পাব,
রাজমাষ, কুশুম্বিকা, পদ্ম বিশ্ব, অর্ক, ধুমুর,
পারিভদ্র ও অটরুযক প্রভৃতি জব্য এবং
অজাহৃদ, এই সকল জব্য কদাচ পিতৃ-
কার্যে প্রদেয় নহে। হিতেচ্ছু ব্যক্তি
কদাচ শ্রাদ্ধে কোদ্রব, উদার, চণক, কপিথ,
মধুক, ও অতসী দিবে না। যে ব্যক্তি
পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করে, পিতৃগণও তাহাকে
পরম জীতি প্রদান করিয়া থাকেন এবং
তঁাহারা স্বর্গ, আরোগ্য ও সম্ভানরূপ
ফল দান করেন। দেব-কার্য হইতেও
পিতৃকার্য প্রশস্ত। পূর্বোক্ত ফল প্রাপ্তি
বিষয়ে দেবতা অপেক্ষা পিতৃগণ অল্পকালেই
আপ্যায়িত হন এবং শীঘ্র শীঘ্র প্রসন্ন
হইয়া থাকেন। ইহঁরা ক্রোধহীন; সতত
প্রিয়বাদী, ভক্তান্নরক্ত ও সুখদ। ইহঁরা

হবিস্ততামাধিপতে, শ্রদ্ধাদেবঃ স্মৃতো রবিঃ ।

এতচ্চঃ সৰ্বমাখাতং পিতৃবংশানুকীৰ্ত্তনম্ ।

পুণ্যং পবিত্রমায়ুষ্যং কীৰ্ত্তনীযং সদা নৃভিঃ ॥

ইতি ত্রিমাংশে মহাপুৰাণে পিতৃবংশানু-

কীৰ্ত্তনং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

শ্রুত্বৈতৎ সৰ্বমখিলং মম্বুঃ পপ্রচ্ছ কেশবম্ ।

শ্রাদ্ধে কালঞ্চ বিবিধং শ্রাদ্ধং তথৈব চ ॥ ১

শ্রাদ্ধেষু ভোজনীয়া য়ে য়ে চ বৰ্জ্যাঃ দ্বিজাতয়ঃ

কস্মিন বাসরভাগে বা পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধমাচরেৎ

কস্মিন দন্তং কথং যাতি শ্রাদ্ধস্ত মধুসূদন ।

বিধিনা কেন কর্তব্যং কথং ত্রিণাতি তৎ পিতৃন

পত্নীভাৰ্হ কদাচ শস্য গ্রহণ করেন না ।

ইহাদেয় সৌহৃদ্য চিরস্থায়ী, ইহার পূৰ্ণদেবতা

নামে নিরূপিত । হবিস্ততাদিগের আধিপত্যে

রবি শ্রাদ্ধদেব বলিয়া কথিত হন । এই ত

আপনাদেয় নিকট পিতৃবংশানুকীৰ্ত্তন করি-

লাম ; ইহা পুণ্য, পবিত্র, আয়ুষ্কর এবং

সৰ্বদা মানবের কীৰ্ত্তনীয । ২৯—৪৩ ।

ষোড়শ অধ্যায়

স্মৃত বলিলেন,—মম্বু বহু বিষয় শ্রবণ
করিয়া ভগবান্ কেশবকে প্রশ্ন করিলেন,—
হে মধুসূদন ! শ্রাদ্ধের কালভেদ, শ্রাদ্ধ-
ভেদ, কোন্ কোন্ দ্বিজাতিকে শ্রাদ্ধে
ভোজন করাইতে হয় ? কাহাদিগকেই
বা ভোজন করাইতে নাই ? দিবসের
কোন্ অংশেই বা শ্রাদ্ধ করিতে হয় ?
কোথায় কি প্রকারেই বা শ্রাদ্ধ প্রদান
করা উচিত ? কোন বিধি অনুসারেই বা
শ্রাদ্ধ কর্তব্য, এবং কি প্রকারেই বা
পিতৃগণ স্মৃতিযুক্ত হন ? এই সমুদয় আশা

মংস্তু উবাচ

কুৰ্ব্বাদহরহঃ শ্রাদ্ধমগ্নাহ্যেনোদকেন বা ।

পয়ো-মূল-কলৈবাপি পিতৃভ্যঃ স্মৃতিমাবহন ॥

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং শ্রাদ্ধমুচ্যতে

নিত্যং তাবৎ প্রবক্ষ্যামি অৰ্ধাবাহনবৰ্জিতম্ ॥

অদৈবং তদ্বিজানীয়াৎ পার্শ্বণং পৰ্বনু স্মৃতম্ ।

পার্ষণং ত্রিবিধং প্রোক্তং শৃণু তাবন্নহীপতে ॥

পার্ষণে যে নিযোজ্যস্ত তান্ শৃণু নরাধিপ ।

পঞ্চাশিঃ স্নাতকট্টেব ত্রিশুপৰ্ণঃ যড়ঙ্গবিৎ ॥ ১

শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়স্মৃতো বিধিবাধ্যবিশারদঃ ।

সংযজ্ঞো বেদবিয়জ্ঞী স্নাতবংশঃ কুলার্হিতঃ ॥ ৮

পুরাণবেত্তা ধৰ্ম্মজ্ঞঃ স্বাধ্যায়-জপতৎপরঃ ।

শিবভক্তঃ পিতৃপরঃ সূৰ্য্যভক্তোহথ বৈকবঃ ॥

ব্রহ্মণ্যো যোগবিজ্ঞাস্তো বিজিতাত্মা চ শীলবান্

ভোজয়েচ্চাপি দৌহিত্যং যত্নতঃ স্বগুরং গুরুম্ ॥

বিটপতিং মাতুলং বন্ধুয়দ্বিগাচাৰ্য্যাসোমপান্ ।

যশ্চ ব্যাকুরুতে বাক্যং যশ্চ মৌমাংসতেহম্বরম্

সামম্বরবিধিক্ষণে পঙ্কিতপানপাবনঃ ॥

বলুন । মংস্তু বলিলেন,—মানব পিতৃগণকে
স্মৃতি করিবার নিমিত্ত অন্ন, জল, পয়ঃ,
মূল বা কল দ্বারা অহরহ ঊহাদের শ্রাদ্ধ
করিবে । নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই
ত্রিবিধ শ্রাদ্ধ । প্রথমতঃ নিত্য শ্রাদ্ধের বিষয়
বলিতেছি । এই শ্রাদ্ধ অৰ্ঘ্য ও আবাহনবৰ্জিত
এবং অদৈব, পৰ্ব দিনে হয় বলিয়া ইহা
পার্ষণ শ্রাদ্ধ আখ্যায় অভিহিত । এই পার্ষণ
শ্রাদ্ধও তিন প্রকার । হে মহাপতে ! যাহারা
এই পার্ষণ শ্রাদ্ধে নিযোজ্য, তাহাদের উল্লেখ
করিতেছি, শ্রবণ করুন । পঞ্চাশি, স্নাতক,
ত্রিশুপৰ্ণ, যড়ঙ্গবিৎ, শ্রোত্রিয়, শ্রোত্রিয়স্মৃত,
বিধিবাধ্য-বিশারদ, সৰ্বজ্ঞ, বেদবিৎ, মন্ত্রী,
স্নাতবংশ, কুলীন, পুরাণবেত্তা ধৰ্ম্মজ্ঞ,
স্বাধ্যায়জপ-তৎপর, শিবভক্ত, পিতৃভক্ত,
সূৰ্য্যভক্ত, বৈকব, ব্রহ্মণ্য, যোগবিৎ,
শাস্ত্র, বিজিতাত্মা ও শীলবান্ ব্যক্তি আর
দৌহিত্য, স্বগুর, গুরু, বিটপতি, মাতুল,
বন্ধু, ঋষিকৃ, আচাৰ্য্য, সোমপ, স্পষ্টবাদী,

সামগো ব্রহ্মচারী চ বেদযুক্তোহথ ব্রহ্মবিৎ ॥
যজ্ঞ তে ভূক্ততে শ্রাদ্ধে তদেব পরমার্হবৎ ।
এতে ভোজ্যাঃ প্রযত্নেন বর্জ্যনীয়ান্ বিবোধ মে
পতিতোহতিশতঃ ক্রীবাঙ্ক-পিণ্ডন-ব্যাঙ্ক-

রোগিণঃ ।

কুনখী শ্রাবদন্ত্য কুণ্ড-গোলাশ্বপালকাঃ * ॥
পরিবিত্তিনিযুক্তাশ্চ প্রমত্তোন্মত্তদাকৃণাঃ ।
বৈড়ালী বকবৃন্তিচ দন্তো দেবলকাদয়ঃ ॥ ১৫
কৃতদ্বান্ নাস্তিকাস্তদ্বন্থল্লচ্ছদেশনিবাসিনঃ ।
ত্রিশঙ্কুর্বর্ষরজ্রাব-বীতজবিড়কো কণান ॥ ১৬
বর্জ্যৈর্লিঙ্গনঃ সর্কান্ শ্রাদ্ধকালে বিশেষতঃ ।
পূর্বেহ্যরপরেহ্যর্কী বিনীতাস্চ নিমজ্জয়েৎ ॥ ১৭
নিমজ্জিতান্ হি পিতর উপতিষ্ঠন্তি তান্ হিজান্
বায়ুভূতান্নগচ্ছন্তি তথাসীনাশ্চ পাসতে ॥ ১৮
দক্ষিণঃ জাহ্নুমালভ্য ত্বং ময়া তু নিমজ্জিতঃ ।

যজ্ঞমীমাংসক, সামন্থর-বিধিজ্ঞ, পণ্ডিতপাবন,
সামগ, ব্রহ্মচারী, বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মবিৎ—
ইহারা যে শ্রাদ্ধে ভোজন করিবেন, সেই
শ্রাদ্ধ সুসম্পূর্ণ হইবে। ইহাদিগকে পরি-
তোষরূপে ভোজন করাইতে হয়। অতঃ-
পর শ্রাদ্ধে যাহাদিগকে বর্জ্যন করিতে
হয়, তাহাদের নাম ধ্রবণ কর। পতিত,
অতিশয়, ক্রীব, অঙ্ক, পিণ্ডন, ব্যাঙ্ক, রোগী,
কুনখী, শ্রাবদন্ত, কুণ্ড, গোল, অশ্বপাল,
পরিবিত্তি, নিযুক্তাশ্চ, প্রমত্ত, উন্মত্ত, দাকৃণ,
বৈড়ালী, বকবৃন্ত, দন্ত, দেবলাদি, কৃতদ্ব,
নাস্তিক, ল্লচ্ছদেশ-নিবাসী, ত্রিশঙ্কু, বর্ষর,
জ্রাব বীত, দবিড় ও কোকণনিবাসী ও
কপটবেলী, ইহাদিগকে যত্নপূর্বক শ্রাদ্ধে
বর্জ্যন করিতে হয়। শ্রাদ্ধ পূর্বদিনে বা
তৎপূর্ব দিনে শ্রাদ্ধকর্তা অতি বিনীতভাবে
ব্রাহ্মণগণকে নিমজ্জন করিবেন। ১—১৭।
পিতৃগণ বায়ুরূপে উপস্থিত হইয়া নিমজ্জিত
ব্রাহ্মণগণের পূজা, অনুগমন ও উপাসনা
করিয়া থাকেন। পরে নিমজ্জিত ব্রাহ্মণগণের

এবং নিমজ্জ্য নিয়মঃ শ্রাবয়েৎ পিতৃবান্ ॥
অক্রোধনৈঃ শৌচপটৈঃ সততং ব্রহ্মচারিভিঃ ।
ভবিতব্যং ভবান্তিচ ময়া চ শ্রাদ্ধকারিণা ॥ ২০
পিতৃযজ্ঞং বিনির্ধর্তা তর্পণাশ্চ যোহগ্নিমান্ ।
পিণ্ডাষাহার্যাকং কুর্যাক্ষ্মাক্ষ্মিন্দ্রাক্ষ্ময়ে সদা ॥ ২১
গোময়েনোপলিপ্তে তু দক্ষিণপ্রবণে স্থলে ।
শ্রাদ্ধং সমাচরেত্তজ্ঞা গোষ্ঠে বা জলসন্নিধৌ ॥
অগ্নিমান্ নির্ধপেৎ পিত্র্যং চক্ৰঞ্চ সমযুষ্টিভিঃ ।
পিতৃভ্যো নির্ধপামোতি সর্কং দক্ষিণতো স্তসেৎ
অতিধার্য্য ততঃ কুর্যাবির্ধাপজয়মগ্রতঃ ।
তেহপি তস্তায়তাঃ কার্য্যাস্ততুরঙ্গুণবিস্তৃতাঃ ॥
দক্ষীত্ৰয়স্ত কুর্মাণীত খাদিরং রজতান্বিতম্ ।
রত্নমাত্রং পরিপ্লব্ধং হস্তাকারাগ্রমুত্তমম্ ॥ ২৫
উদপাত্রঞ্চ কাংস্তঞ্চ মেক্ষণঞ্চ সমিৎকুশান্ ।
তিলাঃ পাত্ৰাণি সন্ধ্যাসৌ গন্ধধূপান্নলেপনম্ ॥

ও পিতৃবান্ধবদিগের জাহ্নু স্পর্শ করিয়া
'আপনি এই শ্রাদ্ধে নিমজ্জিত হইলেন' এই
প্রকারে নিমজ্জন করিয়া এইরূপ নিয়ম শ্রবণ
করাইতে হইবে যে, আপনাদিগকে ও আমি
শ্রাদ্ধকর্তা—আমাকে ক্রোধহীন সততশুচি ও
ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিতে হইবে। পিতৃ-
শ্রাদ্ধ নির্ধার্য করিয়া পিতৃগণের তর্পণ
করিতে হইবে। অগ্নিমান্ ব্যক্তি চক্ৰাক্ষ্ময়ে
সর্বদা পিণ্ডাষাহার্য্যাক শ্রাদ্ধ করিবে। গোময়-
লিপ্ত, দক্ষিণপ্রব স্থানে, গোষ্ঠে বা জলসন্নি-
ধানে সম যুষ্টি দ্বারা পিতৃপ্রদেয় চক্ৰ গ্রহণ
করত "পিতৃভ্যো নির্ধপামি" এই মন্ত্রে চক্ৰ
ও যাবতীয় শাক্তীয় দ্রব্য দক্ষিণ দিকে প্রদান
করিবে। অনন্তর অগ্রভাগেই চতুরঙ্গুলি
বিস্তৃত ও চতুরঙ্গুল আয়ত অতিধার্য্য
নির্ধাপজয় স্থাপন করিবে এবং খদির
কাষ্ঠনির্মিত দক্ষীত্ৰয় প্রস্তুত করিবে। ঐ
সকল দক্ষীতে কিঞ্চিৎ রজত যোগ করিতে
হইবে। ঐ দক্ষীত্ৰয় অরত্ন-পরিমিত, মন্থণ
ও হস্তের অগ্রভাগের স্থায় হওয়া আবশ্যিক।
কাংস্ত উদকপাত্র, মেক্ষণ, সমিধ, কুশ, তিল,
পাত্র, শুদ্ধ বস্ত্র, গন্ধ, ধূপ ও অন্নলেপন

আহরেদপসব্যাস্ত সৰ্বং দক্ষিণতঃ শনৈঃ ।
 এবমাসাদ্য তৎ সৰ্বং ভবনস্তাগ্রতো ভূবি ॥ ২
 গোময়েনোপলিপ্তারাং গোমুত্রেণ তু মণ্ডলম্ ।
 অক্ষতাভিঃ সপুষ্পাভিস্তদভ্যর্চ্যাপসব্যবৎ ॥
 বিপ্রাণাং কালয়েৎ পাদাবভিনন্দ্য পুনঃপুনঃ ।
 আসনেষুপকৃষ্টেষু দৰ্ভবৎসু বিধানবৎ ॥ ২১
 উপস্পৃষ্টোদকান বিপ্রানুপবেশ্যাহুমন্ত্রয়েৎ ।
 দ্বৌ দৈবে পিতৃকৃত্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র চ ॥ ৩
 ভোজয়েদীশ্বরোহপীহ ন কুৰ্যাদ্বিস্তরং বুধঃ
 দৈবপূৰ্বং নিযোজ্যাপ বিপ্রানর্ঘ্যাদিনা বুধঃ ॥ ৩
 অগ্নৌকুৰ্যাদহুজাতো বিপ্রৈর্বিপ্রৈঃ যথাবিধি ।
 স্বগৃহোক্তবিধানেন কাংস্তে কৃত্বা চক্রং ততঃ ॥
 অগ্নীষোমযমাভ্যাস্ত কুৰ্যাদাপায়নং বুধঃ ।
 দক্ষিণাগ্নৌ প্রতীতে বা য একাগ্নিষিক্রোত্তমঃ ॥
 যজ্ঞোপবীতী নির্বর্ত্য ততঃ পর্যাঙ্কণাদিকম্ ।

প্রভৃতি দ্রব্য আহরণ করিয়া দক্ষিণ দিকে
 স্থাপন করা বিধেয়। এইরূপে উক্ত সমস্ত
 শ্রাদ্ধীয় উপকরণ গৃহের সম্মুখভাগে গোময়
 ও গোমুত্র দ্বারা উপলিপ্ত ভূমিতে রক্ষা
 করিয়া সপুষ্প অক্ষত দ্বারা তত্রস্থ মণ্ডল
 সংশোধন করত বিপ্রগণকে পুনঃপুনঃ অভি-
 নন্দন করিয়া তাঁহাদিগের পাদ প্রক্ষালন
 করিয়া দিবে। তাঁহারা আচমনাদি জলকার্য্য
 নিষ্পন্ন করিলে তাঁহাদিগকে দৰ্ভময় আসনে
 উপবেশন করাইয়া আমন্ত্রণ করিবে। দেব-
 পক্ষে দুইটি, পিতৃপক্ষে তিনটি অথবা উভয়
 পক্ষেই এক একটি করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন
 করাইবে। ১৮—৫০। ধনাঢ্য ব্যক্তিও এই
 পার্শ্বগণ শ্রাদ্ধে অধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করাই-
 বেন না। অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা অর্ঘ্যাদি
 দানপূর্বক দৈবক্রমে ব্রাহ্মণ নিয়োগ করিয়া
 বিপ্র কর্ত্তক অহুজাত হইয়া যথাবিধি
 অগ্নৌকরণ করিবেন এবং স্বগৃহোক্ত বিধানে
 কাংস্তপাঙ্গে চক্র গ্রহণ করিয়া অগ্নি, সোম,
 ও যমরাজকে নিবেদন করিয়া দিবেন।
 পরে দক্ষিণাগ্নি প্রতীত হইলে একাগ্নি
 ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে যজ্ঞোপবীতী করিয়া অভ্যু-

প্রাচীনাবীতিনা কার্য্যমতঃ সৰ্বং বিজ্ঞানতা ॥ ৩৪
 যট্ চ তস্মাদ্বিঃশেষাৎ পিণ্ডান কৃৎ ততোদকম্
 দদ্যাদুদকপাটৈস্ত সলিলং সব্যাপিণিনা ॥ ৩৫
 জাষাচ্য সব্যং যত্নেন দৰ্ভযুক্তো বিমৎসরঃ ।
 বিধায় লেখা যত্নেন নির্ঝাপেদ্ববনেজনম্ ॥ ৩৬
 দক্ষিণাভিমুখঃ কুৰ্য্যাৎ করে দব্বীঃ নিধায় বৈ।
 নিধায় পিণ্ডমৈকৈকং সৰ্বদৰ্ভেষুক্রমাৎ ॥ ৩৭
 নিনয়েদথ দৰ্ভেবু নামগোত্রানুকীৰ্ত্তনৈঃ ।
 তেষু দৰ্ভেবু তং হস্তং নিমুজ্যাগ্নৈপভাগিনাম্ ॥
 তথৈব চ ততঃ কুৰ্য্যাৎ পুনঃ প্রত্যবনেজনম্ ।
 যত্প্যতুন নমস্কৃত্য গন্ধধূপার্হণাদিভিঃ ॥ ৩৯
 এবমাবাহ তৎ সৰ্বং বেদমন্ত্রৈর্ষধোদিতৈঃ ।
 একায়েরেক এব স্মারিক্কাপো দর্শিকা তথা ॥ ৪০
 ততঃ কুহাস্তরে দজাৎ পত্নীভ্যোহন্নং কুশেষু সঃ
 তদ্বৎ পিণ্ডাদিকে কুৰ্যাদাবাহন-বিসর্জনম্ ॥ ৪১

ক্ষণ করিতে হয়। অতএব জ্ঞানবান
 ব্যক্তি প্রাচীনাবীতী হইয়া সকল কৰ্ম্ম করি-
 বেন, এবং হতশেষ হইতে যট্ পিণ্ড প্রস্তুত
 করিয়া পরে বামহস্ত-যুত উদক্ পাত্র দ্বারা
 সলিল জল প্রদান করিবেন। অনন্তর জাহ্ন
 অবনত করিয়া দৰ্ভযুক্ত ও মাৎসর্য্যহীন হইয়া
 যত্নসহকারে নিবাপস্থানে রেখা বিধানপূর্বক
 দক্ষিণাভিমুখ হইয়া তত্পরি দব্বী দ্বারা অবনে-
 জন করিবেন। এইরূপে ক্রমানুসারে পাতিত
 দৰ্ভোপরি এক একটি পিণ্ড নিধান করিয়া
 নাম ও গোত্র উল্লেখপূর্বক প্রদান
 করিবে। ঐ সকল পতিত দৰ্ভে লেপভাগী-
 দিগের উদ্দেশে হস্তলগ্ন অন্ন মার্জ্জনা করিয়া
 দিবে। পরে ঐরূপ পুনরায় প্রত্যবনেজন
 করিবে। অনন্তর বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করত
 গন্ধ ধূপাদি দ্বারা যত্ন যত্নে আবাধন করিয়া
 নমস্কার করিতে হইবে। একাগ্নি ব্যক্তির
 একটি নিবাপ ও একটি দব্বী বিহিত। তদন-
 তর ক্রিয়ান্তরে কুশোপরি শ্রাদ্ধভাগীদিগের,
 যুত পত্নীগণকেও অন্ন প্রদান করিবে ও
 ঐরূপ প্রদত্ত পিণ্ডগুলিও আবাধন ও বিস-
 র্জন করিতে হইবে। অনন্তর পিণ্ড সকল

ততো গৃহীত্বা পিণ্ডেভ্যো মাত্ৰাঃ সৰ্বাঃ ক্রমেণ তু
তানৈব বিপ্রান্ প্রথমং প্রাশয়েদ্যত্নতো নরঃ ॥
যস্মাদব্রাহ্মতা মাত্ৰা ভক্ষয়ন্তি বিজাতয়ঃ ।
অবাহার্যাকমিত্যুক্তং তস্মাৎ তচ্চন্দ্রসঙ্করে ॥
পূৰ্ব্বঃ দত্তা তু তদ্বস্ত্রে সপবিত্রাঃ তিলোদকম্ ।
তৎপিণ্ডাগ্রং প্রযচ্ছেত স্বধৈৰ্যমাস্থিতি ক্রবন্ ॥
বর্ণয়ন্ ভোজয়েদন্নং মিষ্টং পুতঞ্চ সৰ্বদা ।
বর্জয়েৎ ক্রোধপরতাং স্মরন্ নারায়ণং হরিম্ ॥
তৃপ্তান্ জাহ্ন্বা ততঃ কুৰ্য্যাধিকারন্ সার্ববর্ণিকম্
সৌদকঞ্চান্নমুচ্ছত্য সলিলং প্রক্ষিপেচ্ছুবি ॥ ৪৬
আচাশ্বেষু পুনর্দদ্যাচ্ছলপুষ্পাকতোদকম্ ॥
অস্তিবাচনকং সৰ্বং পিণ্ডোপরি সমাহরেৎ ॥ ৪৭
দেবায়ত্তং প্রকুর্ষীত ব্রাহ্মণাশোহন্তথা ভবেৎ ।
বিসৃজ্য ব্রাহ্মণাংস্ততঃ তেষাং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্
দক্ষিণাং দিশমাকাঙ্ক্ষন্ পিতৃন্ যাচেত মানবঃ ।

হইতে ক্রমানুসারে মাত্ৰা অর্থাৎ পিণ্ডের
কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া পরে উহা প্রথমত যত্ন-
সহকারে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করা-
ইতে হইবে। অন্ন হইতে হৃত মাত্ৰা বিপ্রগণ
আহার করেন, এই কারণেই ঐ মাত্ৰার নাম
হইয়াছে ‘অবাহার্যাক’। উহা চন্দ্রকরে প্রব-
র্তিত হয়। প্রথমতঃ ঠাঁহাদিগের হস্তে সপবিত্র
তিলোদক প্রদান করিয়া ‘স্বধৈৰ্যমন্ত’ এই
মন্ত্রে ঠাঁহাদিগকে পূর্বোক্ত পিণ্ডশেষ নিবে-
দন করিবে। এই অন্ন ‘মিষ্ট ও সুস্বাদু’
এইরূপ বলিতে বলিতে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-
দিগকে ভোজন করাইবে। ঐ সময় সর্বতো-
ভাবে ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া ক্রীহরি স্মরণ
করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে পরিতৃপ্ত
জানিয়া অন্ন বিতরণ করিবে এবং উদক
সহিত সলিল অন্ন গ্রহণ করিয়া ভূমিতে
প্রক্ষেপ করিবে। পরে ঠাঁহারা আচমন
করিলে, পুনরায় ঠাঁহাদিগকে জল, পুষ্প ও
অক্ষত প্রদান করিবে ও অস্তিবাচনিক সকল
পিণ্ডোপরি স্তম্ভ করিবে। পরে কৃত কর্ম
নারায়ণে সমর্পণ করিবে, অন্তথা ব্রাহ্মণ-
নাম হইবে। অনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণ-

দাতারো নোহভিবর্জস্তাং বেদাঃ সন্ততিরৈব চ
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমহহ দেয়ঞ্চ নোহস্থিতি ।
অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি ॥৫০
যাচিতারশ্চ ন সন্ত মা চ যাচিস্ব কঞ্চন ।
এতদস্থিতি তৎ প্রাক্রমবাহার্যাস্ত পার্শ্বণম্ ॥৫১
যথেন্দুসঙ্করে তদ্বদন্ত্যাপি নিগদ্যতে ।
পিণ্ডাংস্ত গোহজবিপ্রৈভ্যো দদ্যাদগৌ জলে-
হপি বা ॥ ৫২

বিপ্রাগ্রতো বা বিকিরেদগৌতিরতিবাশয়েৎ ।
পত্নী তু মধ্যমং পিণ্ডং প্রাশয়েদ্বিনয়াধিতা ॥৫৩
আধস্ত পিতরৌ গর্তমজ্র সন্তানবর্জনম্ ।
তাবহুচ্ছেষণং তিষ্ঠেদ্যাবাবিপ্রা বিসর্জিতাঃ ॥
বৈশ্বদেবং ততঃ কুৰ্য্যাবিরুদ্ধে পিতৃকর্মণি ।
ইষ্টৈঃ সহ ততঃ শাস্তো ভুঞ্জীত পিতৃসেবিতম্ ।

দিগকে বিসর্জন দিবে ও দক্ষিণদিক অব-
লোকন করত মানব পিতৃদেবগণের নিকট
এই প্রার্থনা করিবে যে, আমাদিগের দাতা
সকল, বেদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক,
আমাদিগের শ্রদ্ধা যেন কদাচ অপগত না
হয়; আমরা যেন বহু দেয় বস্তু প্রাপ্ত হই।
আমাদিগের বহু পরিমাণে অন্ন হউক, আমরা
যেন সর্বদাই অতিথি লাভ করি, এবং আমা-
দের প্রার্থয়িতা হউক, কিন্তু আমাদিগকে
যেন কদাচ কাহার নিকট প্রার্থনা করিতে
না হয়। এই প্রার্থনার উত্তরস্বরূপ ব্রাহ্মণ
‘অন্ত’ এই শব্দ উচ্চারণ করিবেন। ৩১—৫১।
অবাহার্যাকই পার্শ্বণ, উহা ইন্দুকরেও যেরূপ,
অন্ত সময়েও তদ্রূপ জানিবে। পিণ্ড—গো,
অজা ও বিপ্রগণকে প্রদান করা বিধেয়।
অথবা জলে বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।
না হয় বিপ্রসম্মুখে পক্ষীদিগকে খাওয়ান
কর্তব্য। পত্নী বিনয়াধিতা হইয়া ‘পিতৃগণ
সন্তানবর্জন গর্তাধান করুন’ এই বলিয়া
মধ্যম পিণ্ডটী ভক্ষণ করিবেন। বিপ্র বিসর্জন
পর্যন্ত ব্রাহ্ম স্থানের উচ্ছিষ্টাদি মার্জন করি-
বেন। অনন্তর পিতৃকর্ম শেষ করিয়া
বৈশ্বদেব কর্ম আরম্ভ করিবে। পরে ইষ্ট

পুনর্ভোজনমধ্যানং যানমায়াসমৈথুনম্ ॥
 শ্রাদ্ধকৃত্ত্বাক্তুকু চৈব সর্বমেতদ্বিবর্জয়েৎ ॥ ৫৬
 শাধ্যায়ঃ কলহকৈব দিবাস্বপ্নক সর্বদা ।
 অনেন বিধিনা শ্রাদ্ধঃ নিরুদ্ভাঞ্জেহ নিরুপেৎ ॥
 কৃত্ত্বা-কৃত্ত্ববৃষস্বেহর্কে কৃষ্ণপক্ষেব সর্বদা ।
 যত্র যত্র প্রদাতব্যং সপিণ্ডীকরণাৎ পরম্ ।
 তজ্ঞানেন বিধানেন দেয়মগ্নিমতা সদা ॥ ৫৮
 ইতি জীমাৎস্তে মহাপুরাণেহগ্নিমচ্ছাদ্ধে শ্রাদ্ধ-
 কল্লো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বিষ্ণুনা যত্নদীরিতম্ ।
 শ্রাদ্ধং সাধারণং নাম ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদম্ ॥ ১
 অয়নে বিষুবে যুগ্মে সামান্ত্রে চার্কসংক্রমে ।

জনের সহিত শান্তভাবে শ্রাদ্ধীয় শেষ অন্ন ভোজন করিবে । পুনর্ভোজন, পথ গমন, যানারোহণ, আয়াস ও মৈথুন, এ সকল কর্ম শ্রাদ্ধকারী ও শ্রাদ্ধভোজী উভয়েই বর্জন করিবেন এবং শাধ্যায়, কলহ, ও দিবা স্বপ্ন, এ গুলিও উহাদিগের বর্জনীয় । সূর্য—কৃত্ত্বা, কৃত্ত্ব ও বৃষরাশিতে গমন করিলে কৃষ্ণপক্ষে এই বিধি অল্পসারে মুখবাদানাদি না করিয়া সর্বদা পিতৃদেবগণের শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে । সপিণ্ডীকরণের পর যে যে শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক, সাগ্নিক ব্যক্তি সেই সেই স্থানে এই বিধান অল্পসারেই শ্রাদ্ধ বিধান করিবে । ৫২—৫৮ ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬ ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—অতঃপর বিষ্ণু-কথিত ভুক্তি-মুক্তি-কলপ্রদ সাধারণ শ্রাদ্ধবিধি বলিতেছি, অবগণ করুন । অয়ন সংক্রান্তি-দ্বয় ও বিষুব সংক্রান্তিদ্বয়, সামান্ত্র অর্ক-

১২
 আর্দ্রা-মঘা-রোহিণীষু দ্রব্যব্রাহ্মণসক্রে ।
 গজচ্ছায়া-ব্যতীপাতে বিষ্টি-বৈধৃতিবাসরে ॥ ৩
 বৈশাখস্ত তৃতীয়ায়াং নবমী কার্তিকস্ত চ ।
 পঞ্চদশী চ মাঘস্ত নভস্তে চ জ্যৈষ্ঠাদশী ॥ ৪
 যুগাদয়ঃ স্মৃতা হেতা দত্তশ্রাদ্ধক্যকারিকাঃ ।
 তথা মঘস্তরাদৌ চ দেয়ং শ্রাদ্ধং বিজানতা ॥ ৫
 অশ্ববৃক শুক্লনবমী দ্বাদশী কার্তিকে তথা ।
 তৃতীয়া ২৮তমাসস্ত তথা ভাদ্রপদস্ত চ ॥ ৬
 ফাল্গুনস্ত হমাবস্তা পৌষস্তেকাদশী তথা ।
 আষাঢ়স্তাপি দশমী মাঘমাসস্ত সপ্তমী ॥ ৭
 শ্রাবণস্তাষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়ী চ পূর্ণিমা ।
 কার্তিকী ফাল্গুনী চৈত্রী জ্যৈষ্ঠপঞ্চদশী সিতা ।
 মঘস্তরাদয়শ্চৈত্রা দত্তশ্রাদ্ধক্যকারিকাঃ ॥ ৮
 যন্তাং মঘস্তরাস্তাদৌ রথমাস্তে দিবাকরঃ ।
 মাঘমাসস্ত সপ্তম্যাং সা তু শ্রাদ্ধবসপ্তমী ॥ ৯

সংক্রম, অমাবস্তা, অষ্টকা, কৃষ্ণপক্ষ, পূর্ণিমা, আর্দ্রানক্ষত্র, মঘানক্ষত্র, রোহিণীনক্ষত্র, দ্রব্য ও ব্রাহ্মণলাভ, গজচ্ছায়া, ব্যতীপাত, বিষ্টিভজা ও বৈধৃতি যোগ,—এই সকল তিথি-নক্ষত্র-যোগযুক্ত দিবসে ও বৈশাখী তৃতীয়া, কার্তিকী নবমী, মাঘী পূর্ণিমা ও ভাদ্রমাসীয় জ্যৈষ্ঠাদশী—এই সকল যুগাদি দিনে এবং মঘস্তরাদিতে জ্ঞান-বান ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে । এই সকল তিথিতে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় কল প্রদান করে এবং আশ্বিনমাসীয় শুক্ল-নবমী, কার্তিকী দ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের তৃতীয়া, ফাল্গুন মাসের অমাবস্তা, পৌষ মাসের একাদশী, আষাঢ় মাসের দশমী, মাঘ মাসের সপ্তমী, শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী, আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা ও কার্তিক-ফাল্গুন-চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ-মাসীয় পূর্ণিমা,—এই সকল তিথি মঘস্তর নামে অভিহিত ; ইহাতে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধ অক্ষয় কল-জনক হয় । ১—৮ । মঘস্তরের আদিভূত যে তিথিতে দিবাকর রথারোহণ করেন, সেই সপ্তমী তিথি মাঘ মাসে হইলে তাহাকে

পানীয়মপাত্ৰ তিলৈবিমিশ্রঃ

দক্ষাৎ পিতৃভ্যাঃ প্রযতো মনুষ্যঃ ।

শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমঃ সহস্রঃ

রহস্তমেতৎ পিতরো বদন্তি ॥ ১০

বৈশাখ্যামুপরাগেষু তথোৎসবমহালয়ে ।

তীর্থায়তনগোষ্ঠেষু দীপোজ্ঞানগৃহেষু চ ॥ ১১

বিবিক্তেষুপলিপ্তেষু শ্রাদ্ধং দেয়ং বিজ্ঞানতা ।

বিপ্রান্ পূৰ্বে পরে চাহি বিনীতান্না নিমজ্জয়েৎ

শীলবৃত্তগুণোপেতান্ বয়োৰূপসমম্বিতান্ ।

যৌ দৈবে জীঃস্তথা পিত্র্যে ঐকৈকমুভয়ত্ৰ বা

ভোজয়েৎ স্নানমুদ্বাহপি ন প্রসজ্জ্যেত বিস্তরে

বিশ্বান্ দেবান্ যতৈঃ পুষ্পৈরভ্যার্চ্যাসনপূৰ্ব্বকম্

পূরয়েৎ পাত্ৰগুণৈস্তৃপ্য দৰ্ভপবিত্রকম্ ।

শন্নো দেবীতাপঃ কুৰ্যাদ্যবোহসীতি যবানপি

গন্ধপুষ্পৈশ্চ সম্পূজ্য বৈশ্বদেবঃ প্রতিষ্ঠসেৎ ।

রথসপ্তমী বলে । যে ব্যক্তি প্রযত্ন হইয়া
ঐ তিথিতে পিতৃগণকে তিল-মিশ্রিত পানীয়
মাত্রাও প্রদান করে, তাহার সহস্র বৎসর
শ্রাদ্ধ করার ফল হয় । এই গুহ্য বিষয় পিতৃগণ
বলেন । বৈশাখমাসীয় চন্দ্র-সূর্য-গ্রহণ,
মহালয়া এবং উৎসব দিনে শ্রাদ্ধ করা
কর্তব্য । জ্ঞানিগণ তীর্থ, আয়তন, গোষ্ঠ,
উদ্যান, গৃহ ও দীপযুক্ত স্থান প্রভৃতি যে
কোন নির্জনস্থলে শ্রাদ্ধ করিবেন । শ্রাদ্ধের
স্থান উপলিপ্ত হওয়া আবশ্যিক । শ্রাদ্ধের
পূৰ্ব্বে ও পরদিনে শ্রাদ্ধকর্তা বিনীতভাবে
স্নান ও বয়োৰূপ-সমম্বিত ব্রাহ্মণগণকে
নিমজ্জন করিবেন । দেবপক্ষে দুইটি পিতৃ-
পক্ষে তিনটি বা উভয়ত্রই এক একটী, ব্রাহ্মণ
ভোজন করান উচিত । সমৃদ্ধিশালী হইলেও
অধিক ব্রাহ্মণভোজনে প্রসক্তি করিবে
না । আসন কল্পনাপূৰ্ব্বক যব ও পুষ্প
দ্বারা বিশ্বদেবেগণের অর্চনা করিয়া সর্ভ
ও সপবিত্র পাত্ৰদ্বয় বারিপুরিত করিবে ।
ঐ পাত্ৰদ্বয়ে ‘শন্নো দেবী’ ইত্যাদি মন্ত্রে
জল ও ‘যবোসীতি’ মন্ত্রে যব প্রদান
করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজনানন্তর বৈশ্বদেব

বিশ্বদেবাস ইত্যাত্যামাবাহ্য বিকিরেদ্যবান্ ॥

গন্ধপুষ্পৈরলঙ্কৃত্য যা দিব্যোত্যর্ঘ্যমুৎসৃজেৎ ।

অভ্যর্চ্য তাত্যামুৎসৃষ্টং পিতৃকার্ঘ্যং সমারভেৎ

দর্ভাসনন্ত দ্বাদৌ ত্রীণি পাত্ৰাণি পূরয়েৎ

সপবিত্রাণি কুহাদৌ শন্নো দেবীতাপঃ ক্ষিপেৎ

তিলোহনীতি তিলান্ কুৰ্যাদগন্ধপুষ্পাদিকংপুনঃ

পাত্ৰং বনস্পতিময়ং তথা পর্ণময়ং পুনঃ ॥ ১২

জলজং বাথ কুলীত তথা সাগরসম্ভবম্ ।

সৌবর্ণং রাজতং বাপি পিতৃণাং পাত্ৰমুচ্যতে ॥

রজতস্ত কথ্য বাপি দর্শনং দানমেব বা ।

রাজতৈর্ভার্জনৈরেষামথবা রজতাবিহিতৈঃ ॥ ১৩

বার্ঘ্যপি শ্রদ্ধয়া দত্তমক্ষয়ায়োপকল্পতে ।

তথার্ঘ্যপিণ্ড ভোজ্যাদৌ পিতৃণাং বাজতং মতম্

শিবনেত্রোদ্ভবং যস্মাৎ তস্মাৎ তৎ পিতৃবল্লভম্

অমঙ্গলং তদ্যত্নেন দেবকার্যেষু বর্জয়েৎ ॥ ১৪

উদ্দেশ্যে রক্ষা করিবে এবং ‘বিশ্বদেবাস’
ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা আবাহন করত যব
বিকিরণপূৰ্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া
‘যা দিব্যা’ এই মন্ত্রে অর্ঘ্য উৎসর্গ করিবে ।
অতঃপর অর্ঘ্য দ্বারা অর্চনা করিয়া পিতৃকার্ঘ্য
করিবে । অগ্রে দর্ভাসন প্রদান করিয়া
পাত্ৰদ্বয় পূরণ করিবে । প্রথমতঃ ঐ পাত্ৰ-
দ্বয়ে পবিত্র প্রদান করিয়া ‘শন্নো দেবী’ এই
মন্ত্রে জল, ‘তিলোহসি’ এই মন্ত্রে তিল,
ও অমঙ্গক গন্ধপুষ্পাদি দিবে । পিতৃগণের
পাত্ৰ বনস্পতিময়, পর্ণময়, জলজাত-পদার্থ-
নির্মিত, সাগরসম্ভব পদার্থনির্মিত, স্নোবর্ণ-
নির্মিত, বা রৌপ্যনির্মিত করা কর্তব্য ।
শ্রাদ্ধ বিষয়ে রজত দান, রজত দর্শন, এমন
কি রজতসদৃশীয় কথাও মঙ্গলজনক । জলও
যদি শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক রজতপাত্রে বিদ্যা রজতমাণ্ডিত
পাত্রে দান করা যায়, তাহা হইলে ঐ জলও
অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে । পিতৃগণকে
অর্ঘ্য, পিণ্ড ও ভোজ্যাদি দান করিতে রৌপ্য-
ময় পাত্ৰই প্রশস্ত । যে হেতু রৌপ্য হয়-
নেত্রোদ্ভব; সুতরাং পিতৃবল্লভ । পরন্তু উহা
দেবকার্যে অমঙ্গলজনক বলিয়া দেবকার্যে

এবং পাত্ৰাণি সঙ্কর্য যথানাতং বিমৎসরঃ ।
 যা দিব্যোতি পিতুর্নাম গোত্রৈর্দর্ভকরো অসেৎ ।
 পিতৃনাবাহয়িষ্যামি কুর্কিত্যুক্তস্ত তৈতঃ পুনঃ ।
 উশস্তস্তা তথাযাস্ত ঋগ্ভ্যামাবাহয়েৎ পিতৃন ॥
 যা দিব্যোত্যর্ঘ্যমুৎসজ্য দদ্ধাদগদ্ধাদিকাংস্ততঃ
 হস্তাৎ তদ্বদকং পূর্বং দধ্বা সংশ্রবমাদিতঃ ॥২৬
 পিতৃপাত্রে নিধায়াথ হ্যাজমুত্তরতো অসেৎ ।
 পিতৃভ্যাঃ স্থানমসীতি নিধায় পরিষেচয়েৎ ॥২৭
 তত্রাপি পূর্ববৎ কুর্ঘ্যাদগ্নিকার্যং বিমৎসরঃ ।
 উভাভ্যামপি হস্তাভ্যামাহুত্যা পরিবেশয়েৎ ॥
 প্রশান্তচিত্তঃ সততং দর্ভপাণিরশেষতঃ ।
 ঞ্জপাট্যো নৃপশাটেকস্ত নানাতল্যোবিশেষতঃ ॥
 অন্নস্ত সদধিকীরং গোম্বতং শর্করাস্থিতম্ ।
 মাংসং ক্রীণাতি বৈ সর্মান পিতৃনিত্যাহ কেশবঃ

বর্জ্যনীয় ১২—২৩। এইরূপে যথালব্ধ পাত্ৰ কল্পনা
 করিয়া শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি দর্ভহস্ত হইয়া গোত্র
 নাম উল্লেখ করত ‘যা দিব্যা’ এই মন্ত্রে পিতৃ-
 গণকে শ্রাদ্ধীয় অর্ঘ্য অর্পণ করিবে । শ্রাদ্ধকর্তা
 ‘পিতৃগণকে আবাহন করি’ এই কথা বলিলে,
 শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ ‘কর’ বলিবেন ।
 এবং ‘উশস্তস্তা’ ইত্যাদি এবং ‘আয়াস্তনঃ’
 ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে পিতৃগণকে আবাহন করি-
 বেন এবং ‘যা দিব্যা’ এই মন্ত্রে অর্ঘ্য উৎসর্গ
 করিয়া পিতৃগণকে গদ্ধাদি দান করিবেন ।
 অর্ঘ্যপাত্ৰস্থিত সংশ্রব জল পিতৃপাত্রে নিক্ষেপ
 করত উত্তর দিকে হ্যাজীভূত করিয়া রাখিবে
 এবং তদ্বৎ বসিবে,—“তুমি পিতৃগণের
 নিরূপিত স্থান” । এই কথা বলিয়া হ্যাজীকৃত
 অর্ঘ্য পাত্ৰকে স্থাপন ও সঞ্চয় করিবে ।
 শ্রাদ্ধকর্তা এই স্থানে পূর্ববৎ অগ্নিকার্য্য করি-
 বেন এবং উভয় হস্তে ধরিয়া পরিবেশন
 করিবেন । প্রশান্তচিত্ত ও দর্ভপাণি শ্রাদ্ধ
 কর্তৃ-প্রদত্ত নানাবিধ ঞ্জপকর শাকশূপ ও
 সদধি, সন্ধীর, সযুত ও সশর্কর অন্ন এক
 মাসকাল যাবৎ পিতৃগণকে প্ৰীত করে ;
 ইহা কেশব কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । পিতৃগণ

হো মাসো মৎস্রমাংসেন ত্রীন্ মাসান্ হারি-
 ণেন তু ।
 ঔরভ্রণাথ চতুরঃ শাকুনেনাথ পঞ্চ বৈ ॥ ৩১
 ষগ্মাসঃ ছাগমাংসেন তৃপ্যন্তি পিতরস্তথা ।
 সপ্ত পার্ধতমাংসেন তথাষ্টাবণঞ্জন তু ॥ ৩২
 দশ মাংসান্ত তৃপ্যন্তি বরাহমহিষামিষৈঃ ।
 শশ-কুর্ঘজমাংসেন মাসানেকাদশেব তু ॥ ৩৩
 সংবৎসরস্ত গব্যেন পঘসা পায়সেন চ ।
 রোরবেণ চ তৃপ্যন্তি মাসান্ পঞ্চদশেব তু ॥ ৩৪
 বাক্রৌণসস্ত মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী ।
 কালশাকেন চানস্তা খজমাংসেন চৈব হি ॥ ৩৫
 যৎকিঞ্চিৎকুর্ঘসমিশ্রং গোক্ষীরং স্তুতপায়সম্ ।
 দত্তমক্ষয়মিত্যাহঃ পিতরঃ পূর্বদেবতাঃ ॥ ৩৬
 স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যং পুরাণান্তখিলানি চ ।
 ব্রহ্মবিষ্ণুর্করুড্রাণাং স্তবানি বিবিধানি চ ॥ ৩৭
 ইন্দ্রাগ্নিসোমশূক্লানি পাবনানি স্বশক্তিতঃ ।
 বৃহদ্রথস্তরং তদ্বজ্জ্যেষ্ঠসাম সরৌহিণম্ ॥ ৩৮
 তথৈব শান্তিকাধ্যায়ং মধু ব্রাহ্মণমেব চ ।
 মণ্ডলং ব্রাহ্মণং তদ্বৎ প্ৰীতিকারি তু যৎ পুনঃ ॥

মৎস্রে দুই মাস, হরিণ মাংসে তিন মাস,
 ঔরভ্র মাংসে চারি মাস, পক্ষি-মাংসে পাঁচমাস
 ও ছাগমাংসে ছয় মাস, ও তৃপ্তিলাভ করেন
 এবং পার্ধত মাংসে সাত মাস, এণমাংসে
 আট মাস, বরাহ ও মহিষ মাংসে দশ মাস,
 শশ ও কুর্ঘ মাংসে একাদশ মাস, গব্য দুগ্ধ
 ও পায়স দ্বারা সংবৎসর, করু মাংসে
 পঞ্চদশ মাস, বাক্রৌণসমাংসে দ্বাদশ বৎসর
 ও কালশাক ও খজমাংসে অনন্তকাল
 তৃপ্ত হন । যৎকিঞ্চিৎ মধুমিশ্র গো-ক্ষীর
 ও স্তুতপায়স প্রদত্ত হইলে অক্ষয় ফলজনক
 হয়, ইহা পূর্বদেব পিতৃগণ বলেন । পিতৃ-
 গণকে স্বাধ্যায় ও নানাবিধ পুরাণ শ্রবণ
 করাইবে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অর্ক ও কৃত্তের
 বিবিধ স্তব, সুপবিত্র ইন্দ্র-অগ্নি-সোমশূক্ল
 ও বৃহদ্রথস্তর যথাক্রমে শ্রবণ করাইবে !
 ঐরূপ সরৌহিণ জ্যেষ্ঠ-সাম, শান্তি-
 কাধ্যায়, মধুমধ্বিতি ঋক্, মণ্ডলব্রাহ্মণ ও

বিপ্রাণামান্ননৈশ্চ তৎ সৰ্বং সমুদীরয়েৎ ।

ভুক্তবৎশু ততস্তেষু ভোজনোপাস্তিকে নৃপ ॥

সার্ববর্ষিকমন্নাভ্যং সন্নীয়াশ্চাভ্য বারিণা ।

সমুৎস্রজেন্দুভবতামগ্রতো বিকিরেভুবি ॥ ৪১

অগ্নিদধ্যাং যে জীবা যেহপ্যদধ্যাঃ কুলে মম ।

ভূমৌ দন্তেন তৃপ্যন্ত প্রয়াস্ত পরমাং গতিম্ ॥ ৪২

যেথাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-

র্ন গোত্রশুক্লির্ন তথান্নমন্তি ।

তত্শুপ্তয়েহন্নঃ ভুবি দন্তমেতৎ

প্রয়াস্ত লোকেষু সুখায় তদ্বৎ ॥ ৪৩

অসংস্কৃতপ্রমীতানাং ত্যক্তানাং কুলযোষিতাম্

উচ্ছিষ্টভাগধেয়ঃ শ্রাদ্ধার্ভে বিকিরয়োশ্চ যঃ ॥ ৪৪

তৃপ্তা জাত্যোদকং দত্বাৎ সন্ধিষিপ্রকরে তথা ।

উপলিপ্তে মহীপৃষ্ঠে গোশকুন্মুজবারিণা ॥ ৪৫

নিধায় দর্ভান্ বিধিবদক্ষিণাগ্রান্ প্রযত্নতঃ ।

অস্তান্ত যাহা কিছু বিপ্রগণের ও আত্মার
শ্রীতিপ্রদ শ্রোতব্য আছে, তৎসমুদয়ই
কীৰ্ত্তন করা কর্তব্য। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ
ভোজন করিলে, তাঁহাদের ভোজনসন্নিধানে
গিয়া ঐ স্থান বারি দ্বারা ধৌত করত
সার্ববর্ষিক অন্নাদি লইয়া ভোক্তাদিগের
অগ্রে উৎসর্গ ও বিকিরণ করিবে এবং
এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে,—“যে সকল
জীব আমাদের বংশে অগ্নিদধ্য হইয়াছে বা
যাহাদের দাহ করা হয় নাই, তাঁহারা এই
ভূমিপ্রদত্ত অন্ন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন এবং
পরমগতি প্রাপ্ত হউন। যাহাদের মাতা,
পিতা, বন্ধু, গোত্রশুক্লি, শ্রাদ্ধারদাতা নাই,
তাঁহাদের তৃপ্তির জন্ত এই আমি ভূমিতে
অন্ন বিকিরণ করিলাম; তাঁহারা সুখকর
লোক প্রাপ্ত হউন। যাহারা অসংস্কৃতাবস্থায়
মরিয়াছে ও যে সকল রমণী কুলত্যাগিনী
হইয়াছে, দর্ভস্থ বিকিরণ ও উচ্ছিষ্টাংশ তাহা-
দিগের ভাগ।” ২৪—৪৪। অনন্তর পরিতৃপ্ত
জানিয়া বিপ্রহস্তে একবার জল দিবে।
গোময় ও গোমূত্র দ্বারা উপলিপ্ত মহী-
পৃষ্ঠে যথাবিধি দক্ষিণাগ্র করিয়া দর্ভ

সর্ববর্ণেন চারেন পিণ্ডাংস্ত পিতৃযজ্ঞবৎ ॥ ৪৬

অবনেজনপূর্বস্ত নামগোজ্ঞেণ মানবঃ ।

গন্ধধূপাদিকং দত্বাৎ কৃতা প্রত্যবনেজনম্ ॥ ৪৭

জাষাচ্য সব্যং সব্যেন পানিনাথ প্রদক্ষিণম্ ।

পিত্র্যমানীয় তৎ কার্যং বিধিবদর্ভপানিনা ॥ ৪৮

দীপপ্রজালনং তদ্বৎ কৃত্বাৎ পুষ্পার্চনং বুধঃ ।

অথাচান্তেষু চাচম্য বারি দত্বাৎ সন্ধুৎ সন্ধুৎ ॥

অথ পুষ্পাক্তান পশ্চাদক্ষ্যোদকমেব চ ।

সতিলং নামগোজ্ঞেণ দত্বাচ্ছত্যা চ দক্ষিণাম্ ॥

গৌ-ভূ-হিরণ্য-বাসাংসি ভব্যানি শয়নানি চ ।

দদ্যাৎ যদিষ্টং বিপ্রাণামান্ননঃ পিতুরেব চ ॥ ৫১

বিস্তশাঠ্যেন রহিতঃ পিতৃভ্যঃ শ্রীতিমাবহন ।

ততঃ স্বধাবাচনকং বিধেদেবেষু চৌদকম্ ॥ ৫২

দহ্মানীঃ প্রতিগৃহীয়াধিবেত্যাঃ প্রায়শ্চো বুধঃ ।

পাতিবে, পরে মানব সকল প্রকার অন্ন
উদ্ধৃত করিয়া পিতৃযজ্ঞবৎ নাম, গোত্র উল্লেখ
করিয়া পিণ্ড প্রদান করিবে; কিন্তু পিণ্ড প্রদা-
নের পূর্বে নাম গোত্র উল্লেখে অবনেজন
দান করিতে হয়। পিণ্ডোপরি গন্ধ পুষ্পাদি
দানান্তে প্রত্যবনেজন করিবে, অনন্তর দর্ভপানি
হইয়া বামজানু ভূতলে পাতিত করত বাম-
হস্তে পিণ্ড পাত্র ধারণপূর্বক প্রদক্ষিণক্রমে
সম্মুখে আনিয়া পিণ্ড দান করিতে হয়।
এ সময়ে দীপ জালিবে ও পুষ্প দ্বারা
অর্চনা করিবে। পরে আচান্ত পিতৃগণকে
এক একবার বারি প্রদান করিয়া পশ্চাৎ
নাম-গোত্র উল্লেখে পুষ্পাক্ত ও সতিল
অক্ষ্যা দান করিবে এবং যথাশক্তি দক্ষিণা
দিবে। অনন্তর গো, ভূ, হিরণ্য, বাস,
মহামূল্য শয্যা ও আর যাহা যাহা বিপ্র-
গণের ও নিজ পিতার অতীষ্মিত ছিল,
সেই সকল বস্তু প্রদান করিবে। এই
দানকাণ্ডে যিনি বিস্তশাঠ্য না করেন, তিনি
পিতৃগণের শ্রীতিপাত্র হন। অতঃপর
সুধীগণ পূর্বমুখ হইয়া স্বধাবাচন, বিধেদেব-
গণকে উদক দান ও তাঁহাদের নিকট
হইতে এইরূপ আনীর্বাদ প্রার্থনা করি-

সম্বোধাঃ পিতরঃ সন্ত সন্তিত্যুক্তঃ পুনর্বিজ্ঞৈঃ ॥
 গোত্রং তথা বর্কতাং নস্তথৈত্যাঙ্কশ্চ তৈঃ পুনঃ
 দাতারো নোহতিবর্কস্তামিতি চৈবমুদীরয়েৎ ॥
 এতাঃ সত্যশিষ্যঃ সন্ত সন্তিত্যুক্তশ্চ তৈঃ পুনঃ
 সন্তিবাচনকং কুর্ধ্যাৎ পিতৃগুরুভ্য উক্তিতঃ ॥৫৫
 উচ্ছেষণন্ত তৎ তিষ্ঠেদ্যাবধিপ্রা বিসর্জিতাঃ ।
 ততো গ্রহবাণি কুর্ধ্যাদিতি ধর্মব্যবস্থিতিঃ ॥৫৬
 উচ্ছেষণং ভূমিগতমজিস্থাভিকল্প ৮ ।
 দাসবর্গস্ত তৎ পিত্র্যং ভাগধেয়ং প্রচক্ষ্যতে ॥
 পিতৃভির্নির্দিষ্টতঃ পূর্বমেতদাপ্যায়নং সদা ।
 অপুত্রাণাং সপুত্রাণাং স্ত্রীণামপি নরাধিপ ॥ ৫৮
 ততস্তানগ্রতঃ স্থিত্বা পরিগৃহ্যোদপাত্রকম্ ।
 বাজে বাজ ইতি জপন কুশাগ্ৰেণ বিসর্জয়েৎ
 বহিঃ প্রদক্ষিণান কুর্ধ্যাৎ পদান্তষ্টাবল্লবজ্ঞন ।
 বন্ধুবর্গেণ সহিতঃ পুত্রভার্য্যাসমব্রতঃ ॥ ৬০

নিবৃত্ত্য প্রণিপত্যথ পর্য্যাক্ষাণিঃ সমব্রবৎ ।
 বৈশ্বদেবং প্রকুস্বীত নৈত্যকং বলিমেব চ ॥৬১
 ততস্ত বৈশ্বদেবান্তে সন্ত্য-সুত-বান্ধবঃ ।
 ভূজীতাতিথিসংযুক্তঃ সর্বং পিতৃনিষেবিতম্ ॥৬২
 এতচ্চারুপনীতোহপি কুর্ধ্যাৎ সর্বেষু পর্বসু ।
 শ্রাদ্ধং সাধারণং নাম সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৬৩
 ভার্য্যাবিরহিতোহপ্যেতৎ প্রবাসস্থোহপি
 ভক্তিমান্ ।
 শূদ্রোহপ্যমব্রবৎ কুর্ধ্যাদনেন বিধিনা বুধঃ ॥৬৪
 তৃতীয়মাত্ৰ্য্যদয়িকং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তদ্যুতং ।
 উৎসবানন্দসম্ভারে যজ্ঞোদ্ধাহাদিমঙ্গলে ॥ ৬৫
 মাতরঃ প্রথমং পূজ্যাঃ পিতরস্তদনন্তরম্ ।
 ততো মাতামহা রাজন্ বিশ্বদেবান্তথেব চ ॥
 প্রদক্ষিণোপচারেণ দধ্যাক্তফলোদকৈঃ ।
 প্রাশুখো নির্বপেৎ পিণ্ডান্ দূর্ব্যা চ কুশৈর্যুতান্
 সম্প্রমিত্যভ্যাদয়ে দদ্যাদধ্যৎ যযৌর্ধ্বয়োঃ ।

বেন যে, পিতৃগণ অঘোর হউন; এই
 প্রার্থনায় বিপ্রগণ প্রত্যুত্তরে 'হউন' এই কথা
 বলিবেন। এইরূপ আমাদের বংশ বর্দ্ধিত
 হউক, এই প্রার্থনায় 'বর্দ্ধিত হৌউক'। আমা-
 দিগের দাতা বর্দ্ধিত হউক, এই প্রার্থনায় 'বর্দ্ধিত
 হৌউক' এই সকল আশীর্বাদ সত্য হৌউক
 এই প্রার্থনায় 'হৌউক' এইভাবে বিপ্রগণ
 শ্রাদ্ধকর্তার প্রার্থনাম্বরূপ প্রত্যুত্তর দিবেন।
 অনন্তর ভক্তিপূর্বক পিণ্ড সকল উদ্ধৃত করত
 সন্তিবাচনিক মন্ত্র পাঠ করিবে। যে পর্য্যন্ত
 শ্রাদ্ধগণকে বিসর্জন দেওয়া না হয়, সেই পর্য্যন্ত
 উচ্ছিষ্ট বিদ্যমান থাকে। অনন্তর গ্রহবাণি
 প্রদান করিতে হয়। ধর্মব্যবস্থা এইরূপ
 জানিবে। ভূমিগত পিতৃশেষ উচ্ছিষ্ট অকপট
 আন্তিক দাসদিগের প্রাপ্য বলিয়া কথিত।
 হে নরাধিপ! পিতৃগণই অপুত্র, সপুত্র ও
 স্ত্রীদিগের এরূপ আপ্যায়ন বিধান করিয়া-
 ছেন। অনন্তর উদকপাত্র গ্রহণ করত
 অগ্রবর্তী হইয়া 'বাজে বাজে' এই মন্ত্রে
 কুশাগ্র দ্বারা দর্ভময় শ্রাদ্ধগণকে বিসর্জন
 দিবে। বহিঃপ্রদেশ পর্য্যন্ত অষ্টপদ অঙ্গুগমন
 করিয়া ঙ্গাহাদেব প্রদক্ষিণ করিবে এবং

পুত্র-ভার্য্য-সমব্রত হইয়া বন্ধুবর্গের সহিত
 ঙ্গাহাদিগকে প্রণামান্তে বিদায় দিয়া প্রত্যা-
 বর্তন করত মন্ত্রপাঠপুরঃসর বৈশ্বদেব বলি ও
 নৈত্য বলি প্রদান করিবে ১৪৫—৬১। বৈশ্বদেব
 বলি প্রদানান্তে ভূত-সুত-বান্ধব সকলেই
 সকল প্রকার পিতৃভুক্ত শেষায় ভোজন
 করিবে। অঙ্গুপনীত ব্যক্তিও প্রতিপর্কে এই
 সর্বকাম-ফলপ্রদ সাধারণ শ্রাদ্ধের অঙ্গুতান
 করিবে। ভার্য্য-বিরহিত ব্যক্তি প্রবাসস্থ
 হইলেও ভক্তিমান হইয়া এই শ্রাদ্ধ
 করিবে। শূদ্রও মন্ত্রপাঠ না করিয়া উক্ত
 বিধি অঙ্গুসারে এই শ্রাদ্ধ করিবে। অতঃপর
 দ্বিতীয় আভ্যুদয়িক বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ কথিত
 হইতেছে। আনন্দোৎসবময় যজ্ঞোদ্ধাহাদি
 মঙ্গল দিবসে প্রথমতঃ মাতৃগণের পূজা করিয়া
 তদনন্তর পিতৃগণের পূজা করিতে হয়। হে
 রাজন্! পরে শ্রাদ্ধকর্তা প্রাশুখ হইয়া
 মাতামহ ও বিশ্বদেবগণকে প্রদক্ষিণ করত
 দধি, অকৃত ও কলোদক দ্বারা দূর্ব্যা ও কুশ-
 যুক্ত পিণ্ড প্রদান করিবে। অভ্যুদয় শ্রাদ্ধে
 দুইটী দুইটী করিয়া সুসজ্জিত অর্ঘ্য প্রদান

যুগ্মা দ্বিজাতয়ঃ পূজ্যা বস্তুকর্তৃবরাদিভিঃ ॥৬৮
 তিলার্থন্ত যবৈঃ কার্ধ্যো নান্দোশকানুপূরকঃ ।
 মাজ্জল্যানি চ সর্বাণি বাচয়েদ্বিজপূজ্যৈঃ ॥ ৬৯
 এবং শূদ্রোহপি সামান্তবুদ্ধিশ্রদ্ধেহপি সর্বদা ।
 নমস্কারেণ মজ্জেন কুর্যাদামান্নতঃ সদা ॥ ৭০
 দানপ্রধানঃ শূদ্রঃ স্তাদিতাহ তগবান্ প্রভুঃ ।
 দানেন সর্বকামাপ্তিরস্মৈ সম্ভাষতে যতঃ ॥ ৭১
 ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে সাধারণাভ্যাস-
 কীৰ্ত্তনং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

একোদ্ভিষ্টমতো বক্ষ্যে যজ্ঞকং চক্রপাণিনা ।
 মূতে পুত্রৈর্ধন্যাকাব্যমাশৌচঞ্চ পিতৃপাণি ॥ ১
 দশাহঃ শাবমাশৌচং ব্রাহ্মণেষু বিধীয়তে ।
 ক্ষত্রিয়েষু দশ দ্বৈ চ পক্ষং বৈশ্যেষু চৈব হি ॥২

করিতে হয় । ইহাতে যুগ্ম ব্রাহ্মণস্থাপন করত
 বস্তু ও সুবর্ণ দ্বারা পূজা করা বিধেয় । এই
 শ্রদ্ধে তিলের পরিবর্তে যব ব্যবহার করা
 কর্তব্য এবং নামের পূর্বে ‘নান্দো’ এই শব্দ
 প্রয়োগ করিবে ও বুদ্ধিপূজবগণ দ্বারা মজ্জল-
 বাচন করাইবে এবং শূদ্রও সর্বদা সামান্ত বুদ্ধি-
 শ্রদ্ধে আমান্ন এবং নমস্কার মন্ত্র দ্বারা কার্য্য
 করিবে । শূদ্রের পক্ষে দানই প্রধান কার্য্য ।
 ভগবান্ প্রভু ইহা বলেন যে, ইহার দান
 করিয়াই সর্ব কামফল প্রাপ্ত হয় । ৬২—৭১

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—অতঃপর একোদ্ভিষ্ট
 ব্রাহ্ম বলিতেছি । ইহা চক্রপাণি কীৰ্ত্তন
 করিয়াছেন । পিতা মৃত হইলে পুত্রকে যে
 প্রকারে অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা
 শ্রবণ করুন । শাবমাশৌচ ব্রাহ্মণদিগের দশ
 দিন, ক্ষত্রিয়দিগের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যদিগের

শূদ্রেষু মাসমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে ।
 নৈশং বাক্ততচ্চূড়স্ত জিরাভ্যঃ পরতঃ স্মৃতম্ ॥ ৩
 জননেহপ্যেবমেব স্মাৎ সর্ববর্ণেষু সর্বদা ।
 তথাহিসংখ্যাদূর্জমর্জস্পর্শো বিধীয়তে ॥ ৪
 প্রেতায় পিণ্ডদানন্ত দ্বাদশাহঃ সমাচরেৎ ।
 পাথেষং তন্ত তৎপ্রোক্তং যতঃ জীতিকরং মহৎ
 তস্মাৎ প্রেতপুরং প্রেতো দ্বাদশাহঃ ন নীযতে
 গৃহং পুত্রং কলত্রঞ্চ দ্বাদশাহঃ প্রপশুতি ॥ ৫
 তস্মান্নিধেয়মাকাশে দশরাত্রং পর্যন্তথা ।
 সর্বদাহোপশান্ত্যর্থমধ্বশ্রমবিনাশনম্ ॥ ৬
 তত একাদশাহে তু দ্বিজানেকাদশৈব তু ।
 ক্ষত্রাদিঃ সূতকাস্তে তু ভোজয়েদযুজো দ্বিজান্
 দ্বিতীয়েহহি পুনস্তদ্বদেকোদ্ভিষ্টং সমাচরেৎ ।
 আবাহনায়োকরণং দৈবহীনং বিধানতঃ ॥ ৯
 একং পবিত্রমেকোহর্ঘ্য একঃ পিণ্ডো বিধীয়তে

পনের দিন ও শূদ্রদিগের একমাস হয় এবং,
 এই নিয়মেই সপিণ্ডদিগের অশৌচ গ্রহণ
 করিতে হয় । অকৃতচূড় বালকের মরণে এক
 রাত্রি ও অকৃতচূড় বালক-মরণে জিরাভ
 অশৌচ হইয়া থাকে । জননেও অশৌচের
 সার্ববর্ণিক বিধি মৃতশৌচের স্তায় । অশ্বি-
 সঙ্ঘের পর অঙ্গস্পর্শ বিধেয় ; প্রেতকে
 দ্বাদশ দিন পিণ্ডদান করিতে হয়, কেন-না,
 ঐ পিণ্ড প্রেতের পাথেররূপ ও অত্যন্ত
 জীতিকর । এই জন্তই প্রেত দ্বাদশাহ কাল
 পর্যন্ত প্রেতপুরে নীত হয় না । সে আপ-
 নার গৃহ পুত্র ও কলত্রকে দ্বাদশ দিন পর্যন্ত
 দেখিতে পায় । এই নিমিত্তই দশ রাত্রি
 পর্যন্ত প্রেতোদ্দেশে আকাশে জল রাধিতে
 হয় । ঐ জল তাহাদের দক্ষ শরীরের জালা ও
 অধ্বশ্রম বিবারণ করে । অনন্তর একাদশ
 দিনে একাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে
 হইবে । ক্ষত্রিয়াদি বর্ণেরা কিন্তু সূতকাস্তে
 অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । পুনরায়
 অশৌচান্ত-দ্বিতীয় দিনে একোদ্ভিষ্ট করিতে
 হইবে । ইহাতে আবাহন অগ্ন্যেকরণ প্রভৃতি
 দৈব পক্ষ নাই । একটা অর্ঘ্য, একটা পবিত্র ও

উপতিষ্ঠতামিত্যেতদ্ব্যং পশ্চাৎ তিলোদকম্
 দ্বিতীয়ং বিকিরেদজ্রয়াধিসর্গে চাভিরম্যতাম্ ।
 শেষং পূর্ববদজ্রাপি কার্যং বেদবিদা পিতৃঃ ॥১১
 অনেন বিধিনা সর্বমল্পমাংসং সমাচরেৎ ।
 ইত্যন্তাঃ দ্বিতীয়েহি শয্যাং দদ্যাৎ দ্বিলক্ষণাম্
 কাঞ্চনং পুরুষং তদ্বৎ ফলবন্তসমমিতাম্ ।
 সম্পূজ্য দ্বিজদাম্পত্যং নানাতরলভূষণৈঃ ॥১৩
 বৃষোৎসর্গং প্রকুর্বাতি দেয়া চ কপিলা শুভা ।
 উদকুস্তচ দাতব্যো ভক্ষ্যভোজ্যসমমিতঃ ॥১৪
 যাবদক্ষং নরশ্রেষ্ঠ সতিলোদকপূর্বকম্ ।
 ততীঃ সংবৎসরে পূর্ণে সপিণ্ডীকরণং ভবেৎ ॥
 সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং প্রেতঃ পার্শ্বভাগভবেৎ ।
 বুদ্ধিপূর্বকেষু যোগ্যশ্চ গৃহস্থশ্চ ভবেৎ ততঃ ॥১৬
 সপিণ্ডীকরণে শ্রাদ্ধে দেবপূর্বং নিযোজয়েৎ ।
 পিতৃনৈবাসয়েৎ তত্র পৃথক্ প্রেতং বিনিদিশেৎ
 গন্ধোদকতিলৈর্যুক্তং কুখ্যাৎ পাত্ৰচতুষ্টয়ম্ ।

একটি পিণ্ড ইহাতে বিহিত । ‘উপতিষ্ঠতাম্’
 এই ‘মন্ত্রে পশ্চাৎ তিলোদক দান করিতে
 হইবে, এবং ‘দ্বিতীয়’ এই প্রস্তরের পর অন্ন-
 বিকিরণ ও তৎপরে ‘অভিরম্যতাম্’ বলিয়া
 বিসর্জন করিবে । বেদবিৎ ব্যক্তি অবশিষ্ট
 পিতৃকার্য্যসমুদয় পূর্ববৎ করিবে । ১—১১ ।
 এই বিধি অল্পমাসে মাসে মাসে শ্রাদ্ধ করিতে
 হইবে । অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে ফল-বস্ত্র-
 সমমিত মহাহ শয্যা ও সুবর্ণময় পুরুষমূর্তি
 পান করিবে । নানা বসন-ভূষণে দ্বিজ দম্প-
 তির পূজা করিয়া উক্ত শয্যা প্রদান করিতে
 হয় । অতঃপর বৃষোৎসর্গ করিবে ও তৎসঙ্গে
 স্তূলক্ষণা কপিলা ও ভক্ষ্য-ভোজ্য-সমমিত
 উদকুস্ত দান করা বিধেয় । নরশ্রেষ্ঠগণ এই-
 রূপে সংবৎসরকাল যাবৎ সতিল উদক দান-
 পূর্বক পূর্বোক্ত কর্ম সমুদয় করিবে । পরে
 বৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ হইবে ।
 সপিণ্ডীকরণের পর হইতে প্রেত পার্শ্বশ্রাদ্ধ-
 ভাগী, গৃহস্থ ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ-যোগ্য হইয়া থাকে ।
 সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে দেবপূর্বক কার্য্য করিতে
 হইবে । পিতৃগণ ও প্রেতের পৃথক্ পৃথক্

অর্থার্থঃ পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রে প্রসেচয়েৎ ॥
 তদ্বৎ সঙ্ঘ্রা চতুরঃ পিণ্ডান্ পিণ্ডপ্রদস্তথা ।
 যে সমান ইতি স্বাভ্যামস্ত্যস্ত বিভজ্ঞেৎ ত্রিধা
 চতুর্থশ্চ পুনঃ কার্য্যং ন কদাচিদতো ভবেৎ ।
 ততঃ পিতৃহমাপন্নঃ সর্বতস্তৃষ্টিমাগতঃ ॥ ২০
 অগ্নিস্বাত্তাদিমধ্যাহ্নং প্রাপ্নোত্যমৃতমুত্তমম্ ।
 সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং তন্মৈ তন্মায় দীয়তে ॥ ২১
 পিতৃষেব তু দাতব্যং তৎ পিণ্ডো যেসু সংস্থিতং
 ততঃ প্রভৃতি সংক্রান্তাবুপরাগাদিপূর্বকম্ ॥ ২২
 ত্রিপিণ্ডমাচরেচ্ছ্রাদ্ধমেকোদ্বিষ্টে যুতাহনি ।
 একোদ্বিষ্টে পরিত্যজ্য যুতাহে যঃ সমাচরেৎ ॥
 সৈদেব পিতৃহা স স্মারাত-ভাতৃবিনাশকঃ ।
 যুতাহে পার্শ্বং কুর্স্বরধোহধো যাতি মানবঃ ॥২৪

আসন করিবে ; গন্ধ উদক-তিলযুক্ত চারিটি
 পাত্র করিবে এবং অর্থ্যের নিমিত্ত প্রেত
 পাত্রে জল পিতৃপাত্রে সিঞ্চন করিবে ; এই
 প্রকারে পিণ্ডপ্রদাতা চারিটি পিণ্ড করিয়া ‘যে
 সমান’ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা চতুর্থ পিণ্ডটিকে
 তিন ভাগ করিবে এবং পিতৃদিগের পিণ্ডত্রয়ে
 মিশাইয়া দিবে ; অতএব চতুর্থ পিণ্ডের আর
 কোন কার্য্য নাই । এই কার্য্যের পর প্রেত
 পিতৃ প্রাপ্ত হইয়া তৃষ্টি লাভ করে এবং
 অগ্নিস্বাত্তাদি সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া উত্তম অমৃত
 পান করে ; এজন্য সপিণ্ডীকরণের পর
 হইতে আর যুত ব্যক্তির মাসিক শ্রাদ্ধ
 প্রভৃতি প্রেতকার্য্য করিতে হয় না । স্বাহা-
 দিগের মধ্যে প্রেতের পিণ্ড মিশ্রিত
 হইয়াছে, অতঃপর তিনি সেই পিতৃগণের
 অন্তর্ভুক্ত হন বলিয়া পিতৃগণের সঙ্গেই
 তাহার শ্রাদ্ধাদি করিতে হয় । সপিণ্ডীকরণের
 পর হইতে সংক্রান্তি ও উপরাগাদি পূর্বদিনে
 ত্রিপিণ্ড শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিবে । যুতাহে
 একোদ্বিষ্ট পরিত্যাগ করিয়া যদি
 কেহ অন্য কার্য্য করে, তাহা হইলে, সে
 ব্যক্তি যুগপৎ পিতৃহা ও মাতৃ ভাতৃঘাতী হয় ।
 আরও দেখুন, যুতাহে পার্শ্ব শ্রাদ্ধকরিলে
 মানব অধঃপতিত হয় । ১২—২৪ । পিতৃগণের

সম্প্রভেদাঙ্কলীভাবঃ প্রেতেষু তু যতো ভবেৎ
 প্রতিসংবৎসরং তস্মাদেকোদ্বিষ্টং সমাচরেৎ ॥
 যাবদবস্ত যো দত্তাহুদকুস্তং বিমৎসরঃ ।
 প্রেতাগ্নায়সমায়ুক্তং সোহবমেষকলং লভেৎ ॥
 আমশ্রাদ্ধং যদা কুৰ্য্যাদ্বিধিত্তঃ শ্রাদ্ধদস্তদা ।
 তেনাগ্নৌকরণং কুৰ্য্যাৎ পিণ্ডাংস্তেনৈব নির্বপেৎ
 ত্রিভিঃ সপিণ্ডীকরণে অশেষত্রিতয়ে পিতা ।
 যদা প্রাপ্যতি কালেন তদা মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥
 মুক্তোহপি লেপভাগিহঃ প্রাপ্যোতি কুশমার্জনাৎ
 লেপভাজশ্চতুর্থাভ্যাং পিত্রাভ্যাং পিণ্ডভাগিনঃ ।
 পিণ্ডঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্ ৩০
 ইতি ত্রীমাংস্তে মহাপুরাণে সপিণ্ডীকরণকল্পো
 নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ ।

কথং কব্যানি দেয়ানি হব্যানি চ জনৈরিহ
 গচ্ছন্তি পিতৃলোকস্থান প্রাপকং কোহত্র গচ্ছতে
 যদি মর্ত্যো দ্বিজো ভুঞ্জেক্তু হুয়তে যদি বানলে
 শুভাশুভাশ্রকৈঃ প্রেতৈর্দত্তং তত্ত্বজ্যতে কথম্
 সূত উবাচ ।
 বহুশ্চ বদন্তি চ পিতৃন কদ্রাঃশ্চৈব পিতামহান ।
 প্রপিতামহাঃস্তথা দিত্যানিতোবঃ বৈদিকী ঋতি
 নামগোত্রঃ পিতৃগাং প্রাপকং হব্য-কব্যয়োঃ ।
 শ্রাদ্ধস্ত মজ্জাঃ শ্রদ্ধা চ উপযোজ্যতিভক্তিতঃ ১
 অগ্নিস্বাতাদয়স্তেষামধিপত্যে ব্যবস্থিতাঃ ।
 নাম-গোত্র-কাল-দেশা ভবান্তরগতানপি ৫
 প্রাণিনঃ প্রীণয়ন্ত্যেতে তদাহারত্বমগতান্ ।
 দেবো যদি পিতা জাতঃ শুভকর্ম্মানুযোগতঃ ॥

সহিত প্রেতাঙ্গা একত্র সমবেত হইলে তাঁহা-
 দেয় মহতী ব্যাকুলতা উপস্থিত হয় । এজন্য
 প্রতি সংবৎসরে একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধের বিধান ।
 যে ব্যক্তি বৎসর কাল যাবৎ বিমৎসর-চিত্তে
 অন্নধৃত জলকুস্ত প্রেত উদ্দেশে দান
 করে, সে অবশেষে যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ।
 বিধিত্ত শ্রাদ্ধদাতা যখন আমশ্রাদ্ধ করিবেন,
 তখন আমায় দ্বারাই তাঁহাকে অগ্নৌকরণ
 করিতে হইবে এবং তাহা দ্বারাই পিণ্ড
 প্রদান করিবেন । পিতা সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে
 যখন ত্রিণ্ডকের সহিত মিলিত হন, তখন
 প্রেতরূপ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন ।
 মুক্ত হইয়া কুশ মার্জনা হইতে ক্রমশঃ লেপ-
 ভাগিহ প্রাপ্ত হন । চতুর্থ পুরুষ অবধি
 তিন পুরুষ লেপভাগী আর পিত্রাদি তিন
 পুরুষ পিণ্ডভাগী । শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি ইহাদের
 সপ্তম পুরুষ ; এই সপ্তম পুরুষ পর্যন্তই
 সপিণ্ডতা । ২৫—৩০ ।

উনবিংশ অধ্যায়ঃ

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত ! মানব-
 গণ কি প্রকারে হব্য ও কব্য প্রদান করিবে,
 আর সেই প্রদত্ত হব্য-কব্যই বা কি প্রকারে
 পিতৃলোকেরা প্রাপ্ত হন এবং হব্য-কব্য-
 প্রদাতাই বা কাহাকে বলা যায় ? মর্ত্য
 দ্বিজগণকে যদি ভোজন করান হয়, বা অনলে
 আহুতি প্রদত্ত হয় ; তাহাতেই বা কিরূপে
 শুভাশুভাশ্রক প্রেতগণকর্তৃক ঐ প্রদত্ত
 সকল উপভুক্ত হইয়া থাকে ? সূত বা-
 লেন,—পিতৃগণকে বহু, পিতামহগণকে
 কদ্র, ও প্রপিতামহগণকে আদিত্য বলা
 যায়—ইহাই বৈদিকী ঋতি । পিতৃগণের
 নাম-গোত্র হব্য-কব্যের প্রাপক । ঐ
 ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে বিশুদ্ধভাবে শ্রাদ্ধ-
 মন্ত্র সকল পাঠ করা অবশ্যকর্তব্য । অগ্নি
 স্বাতাদি পিতৃগণ ইহাদের অধিপতি । নাম,
 গোত্র, কাল, দেশ—ইহারা সকলে জন্ম
 স্তরগত প্রাণিসমুদয়কে প্রীতিযুক্ত করে এবং
 তাঁহাদের উদ্দেশে নিবেদিত বস্তু তাঁহাদের
 নিকট পৌছাইয়া দেয় । পিতা যদি শুভ

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮ ।

তন্ত্রান্নমমৃতং কৃত্বা দিব্যভোজ্যপানগচ্ছতি ।
দৈত্যভো ভোগরূপেণ পশুভে চ তৃণং ভবেৎ ॥
আন্ধারঃ বায়ুরূপেণ সর্পভোহপ্যুপতিষ্ঠতি ।
পানং ভবতি যক্ষভে রাক্ষসভে তথামিব ॥ ৮
দম্বজভে তথা মায়া প্রেতভে কধিরোদক ॥
মহুয্যভেহন্নপানানি নানাভোগরসং ভবেৎ ॥
রতিশক্তিঃ স্ত্রিয়ঃ কান্তা ভোজ্যং ভোজন-
শক্তিভা ।

দানশক্তিঃ সবিভবা রূপমারোগ্যমেব চ ॥ ১০ ॥
আন্ধ পুষ্ণমিদং প্রোক্তং ফলং ব্রহ্মসমাগমঃ ।
আয়ুঃ পুত্রান্ ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ
রাজ্যকৈব প্রযচ্ছন্তি জীতাঃ পিতৃগণা নৃণাম্ ।
ঋণতে চ পুরা মোক্ষং প্রাপ্তাঃ কৌশিকসুহবঃ
পঞ্চভির্জয়সহস্কেগতা বিবেকঃ পরং পদম্ ॥ ১২ ॥
ইতি জীমাংস্তে মহাপুরাণে আন্ধকল্পে কলান্ন-
গমনং নামৈকেনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

কর্ম-যোগ বশত জন্মান্তরে দেবতা হন,
তাহা হইলেও তহুদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন অমৃত
হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হয় । এইরূপ
পিতা যদি জন্মান্তরে দৈত্য হন, তাহা হইলে
তহুদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন ভোগরূপে, পশু হইলে
তৃণরূপে, সর্প হইলে বায়ুরূপে, যক্ষ হইলে
পানীয়রূপে রাক্ষস হইলে আমিষরূপে, দম্বজ
হইলে ময়্যারূপে, প্রেত হইলে কধিরোদক-
রূপে এবং মহুয্য হইলে অন্ন পানীয় ও নানা
ভোগ-রসরূপে তৎসমীপে উপস্থিত হয় ।
রতিশক্তি, কমনীয় স্ত্রী, ভোজ্য, ভোজন-
শক্তি, দানশক্তি, বিভব, রূপ ও আরোগ্য
এই সকল আন্ধ-তরুর পুষ্প এবং অস্ত্রে
ব্রহ্মসমাগম—উহার ফল । পিতৃগণ আন্ধে
জীত হইয়া আন্ধকারী মানবগণকে আয়ু,
পুত্র, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ, সুখ ও রাজ্য—
এই সকল প্রদান করেন । আমরা শুনিয়াছি
—পূর্বে কৌশিকনন্দনগণ পর পর পাঁচজনে
বিভিন্ন পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভ
করিয়াছিলেন । ১—১২ ।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিংশোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ ।

কথং কৌশিকদাম্বাদাঃ প্রাপ্তান্তে যোগমুক্তমম্ ।
পঞ্চভির্জয়সহস্কে কথং কর্মক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১ ॥
সূত উবাচ ।
কৌশিকো নাম ধর্ম্মাত্মা কুরুক্ষেত্রে মহানৃষিঃ ।
নামতঃ কর্ম্মতন্ত্ৰং স্মৃতান্ সপ্ত নিবোধত ॥ ২ ॥
স্বস্থপঃ ক্রোধনো হিংস্রঃ পিত্তনঃ কবিরেব চ ।
বাগ্‌হুষ্টিঃ পিতৃবর্তী চ গর্গশিষ্যান্তদাতবন্ ॥ ৩ ॥
পিতৃগ্যপন্নতে তেষামভূদুর্ভিক্ষমুদয়ম্ ।
অনারুষ্টিশ্চ মহতী সর্বলোকভয়ঙ্করী ॥ ৪ ॥
গর্গাদেশাধনে দোষ্যীঃ রক্ষন্তস্তে তপোধনাঃ
খাদামঃ কপিলামেতাং বয়ং ক্ষুণ্ণীভিতা ভূশম্ ॥
ইতি চিন্তয়তাং পাপং লঘুঃ প্রাহ তদাম্বজঃ ।
যদ্যবশ্চমিয়ং বধ্যা আন্ধরূপেণ যোজ্যতাম্ ॥ ৬ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—কৌশিক-তনয়গণ
কি প্রকারে উত্তম যোগ সকল প্রাপ্ত হইলেন
এবং কি প্রকারেই বা পঞ্চ জন্মে তাঁহাদের
কর্ম্ম-ক্ষয় হইল ? সূত বলিলেন,—কুরু-
ক্ষেত্রে 'কৌশিক নামে এক ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি
ছিলেন । তাঁহার সপ্ত পুত্র ; ঐ সপ্ত পুত্রের
নাম ও কর্ম্ম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন ।
স্বস্থপ, ক্রোধন, হিংস্র, পিত্তন, কবি, বাগ্‌হুষ্টি,
ও পিতৃবর্তী—এই সকল নামে তাঁহার পুত্র-
গণ অভিহিত ছিলেন । ইহারা সকলেই গর্গ
মুনির শিষ্য ছিলেন । তাঁহাদের পিতা পঞ্চ-
প্রাপ্ত হইবার পর একদা ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও
সর্ব-লোক-ভয়ঙ্করী মহতী অনারুষ্টি সমুপস্থিত
হইল । তখন ঐ তপোধনগণ গুরু গর্গের
আদেশে অরণ্যে গাভী রক্ষা করিতে করিতে
ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া 'আমরা এই
কপিলা গাভীটিকে ভক্ষণ করিব' বলিয়া
মনস্থ করিলেন । ১—৫ । তখন তাঁহাদের সর্ব
কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিল,—যখন ক্ষুরিবৃন্তির জন্ত
একান্তই এই কপিলাকে বধ করিতে হইবে,

শ্রাদ্ধে নিযোজ্যমানেষাং পাপাং ত্রাশ্রুতি নো
 এবম্ ।
 এবং কুর্কিত্যনুজাতঃ পিতৃবন্তী তদানুজৈঃ ॥ ৭
 চক্রে সমাহিতঃ শ্রাদ্ধমুপগুজ্য চ তাং পুনঃ ।
 যৌ দৈবে ভ্রাতরৌ কৃত্বা পিত্র্যে জীনপ্যনুক্রমাৎ
 তথৈকমতিথিং কৃত্বা শ্রাদ্ধদঃ স্বয়মেব তু ।
 চকার মজ্জবজ্জাক্রাং স্মরন্ পিতৃপরাযণঃ ॥ ৯
 বিনাগবা বৎসকোহপি গুরবে বিনিবেদিতঃ ।
 ব্যাঘ্রেন নিহতা ধেনুর্বৎসোহয়ং প্রতিগৃহতাম্ ॥
 এবং সা ভক্ষিতা ধেনুঃ সপ্তভিস্তৈস্তপোধনৈঃ ।
 বৈদিকং বলমাত্রিত্য ক্রুরে কৰ্ম্মণি নির্ভয়াঃ ॥ ১১
 ততঃ কালাবকৃষ্টান্তে ব্যাধা দাসপুয়েহভবন্ ।
 জাতিস্মরতঃ প্রাপ্তান্তে পিতৃভাবেণ ভাবিতাঃ
 যৎ কৃতং ক্রুরকৰ্ম্মাপি শ্রাদ্ধরূপেণ তৈস্তদা ।

তেন তে ভবনে জাতা ব্যাধানাং ক্রুরকৰ্ম্মিণাম্
 পিতৃণাকৈব মাহাশ্রাজ্জাতা জাতিস্মরাত্ত তে ।
 তে তু বৈরাগ্যযোগেণ আস্থায়ানশনং পুনঃ ॥
 জাতিস্মরাঃ সপ্ত জাতা মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ
 নীল ফণ্ড পুরতঃ পিতৃভাবানুভাবিতাঃ ॥ ১৫
 তত্রাপি জ্ঞানবৈরাগ্যাৎ প্রাণানুৎসর্জ্য ধর্ম্মতঃ
 লোকৈরবেক্ষ্যমাণান্তে তীর্থীক্বেহনশনেন তু
 মানসে চক্রবাকান্তে সঙ্ঘাতাঃ সপ্ত যোগিনাঃ ।
 নামতঃ কৰ্ম্মতঃ সৰ্ব্বান শৃগধ্বং দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ১৭
 সূমনাঃ কুমুদঃ শুক্লহিঙ্গদর্শী সূনেত্রকঃ ।
 সূনেত্রচাংশুমান্শ্চৈব সপ্তৈতে যোগপারগাঃ ॥
 যোগভ্রষ্টাস্বয়ন্তেষাং বলমুচ্চল্লচেতনাঃ ।
 দৃষ্ট্বা বিভাজমানং তমুদ্যানে স্ত্রীভিরব্রিত্তম্ ॥ ১৯
 ক্রৌড়ন্তং বিবিধৈর্ভাটৈর্নৃশাবলপরাক্রমম্ ।

তখন ইহাকে শ্রাদ্ধে উপকল্পিত করা যাউক ;
 ইহা শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইলে নিশ্চয়ই আমা-
 দিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবে । তখন
 অষ্টাশ্র ভাতৃগণের অভিমতে কনিষ্ঠ পিতৃ-
 বন্তী সমাহিতচিত্তে সেই কপিলা দ্বারা শ্রাদ্ধ
 করিতে আরম্ভ করিলেন । শ্রাদ্ধে ব্রতী
 হইয়া তিনি দেবপক্ষে দুই ভ্রাতাকে ও পিতৃ-
 পক্ষে তিন ভ্রাতাকে ত্রাঙ্গণদ্বয়ে নিয়োগ
 করিয়া আর এক ভ্রাতাকে অতিথিরূপে কল্পনা
 করিলেন এবং স্বয়ং শ্রাদ্ধকর্ত্তা হইলেন ।
 এইরূপে পিতৃপরাযণ পিতৃবন্তী বিশুদ্ধ মজ্জো-
 চ্চারণপুরুষের শ্রাদ্ধ সমাপ্ত করিয়া গাভীহীন
 বৎসটিকে গুরুর নিকট পৌছাইয়া দিলেন
 এবং বলিলেন,—গাভীটী ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত
 হইয়াছে । এই বৎসটী গ্রহণ করুন । এই-
 রূপে সেই সপ্ত তপোধন কর্ত্তৃক গুরুর ধেনু
 ভক্ষিত হইয়াছিল । বৈদিক অনুষ্ঠান-
 সকলের কি অপার মহিমা ! যে বৈদিক কৰ্ম্ম-
 বলে বলীয়ান হইয়া তাঁহারা একপ ক্রুর কৰ্ম্ম
 করিয়াও ভীত বা কুণ্ঠিত হইলেন না ।
 অনন্তর তাঁহারা কালগ্রাসে পতিত হইয়া
 দাসপুয়ে ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ।
 জন্মান্তরীয় পিতৃভক্তি বশতঃ এ জন্মে

তাঁহাদের জাতিস্মরতঃ লোপ হইল না । ৬—১১।
 তাঁহারা শ্রাদ্ধরূপে যে ক্রুর কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন,
 তাহারই ফলে তাঁহাদিগকে ক্রুরকৰ্ম্মা ব্যাধ-
 দিগের ভবনে জন্মগ্রহণ করিতে হইল ।
 তাঁহারা সকলে পিতৃমাহাত্ম্যে জাতিস্মর হইয়া
 জন্মিলেন এবং বৈরাগ্যবশতঃ অনশন-
 ব্রত অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগান্তে সকলেই
 জাতিস্মর মৃগ হইয়া কালঞ্জরগিরিতে জন্ম-
 গ্রহণ করেন । তথায় ভগবান্ নীলকণ্ঠের
 সম্মুখে জ্ঞান ও বৈরাগ্যবশতঃ পুনরায়
 তাঁহারা সকলের সাক্ষাতেই অনশন ব্রতাব-
 লম্বনে জীবন-বিসর্জন দিয়া মানসে চক্রবাক
 হইয়া জন্মিলেন । হে দ্বিজসন্তমগণ ! অতঃ-
 পর তাঁহাদের নাম ও কৰ্ম্ম সকল শ্রবণ করুন ।
 সূমনা, কুমুদ, শুক্ল, হিঙ্গদর্শী, সূনেত্র, হ,
 সূনেত্র ও অংশুমান—তাঁহাদের এই সপ্ত
 নাম । ইহারা সকলেই যোগপারগ । ইহা-
 দিগের মধ্যে যে তিন জন মন্দচেতা,
 তাঁহারা ই যোগভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ পর্যটন
 করিতে লাগিলেন । এই যোগভ্রষ্ট তিন
 জনের মধ্যে একজন,—যিনি পিতৃবন্তী
 নামে অভিহিত, শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও পিতৃবৎসল
 ছিলেন, তিনি একদা ক্রৌড়োজ্ঞানে

পাঞ্চালান্যমস্তু তঃ প্রভৃতবলবাহনম্ ॥ ২০ ॥
 রাজ্যাকামোহভবচ্চকস্তেষাং মধ্যজলৌকসাম্
 পিতৃবন্তী চ যো বিপ্রঃ শ্রাদ্ধকৃৎ পিতৃবৎসলঃ ॥
 অপরো মস্ত্রিণৌ দৃষ্টৌ প্রভৃতবলবাহনৌ ।
 মস্ত্রিহে চক্রতুশ্চেচ্ছাম্যস্মিন্ মৰ্ত্ত্যে দ্বিজোত্তমাঃ
 তন্মধ্যে যে তু নিকামাস্তে বভূবুর্দ্বিজোত্তমাঃ ।
 বিভ্রাজপুত্রস্বেকোহভূদব্রহ্মদত্ত ইতি স্মৃতঃ ॥
 মস্ত্রিপুত্রৌ তথা চোভৌ পুণ্ডরীক-সুবালকৌ ।
 ব্রহ্মদত্তোহভিষিক্তঃ সন্ পুরোহিতবিপৰিচিতা ॥
 পাঞ্চালরাজো বিক্রান্তঃ সৰ্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।
 যোগবিৎ সৰ্বজন্তুনাং কৃতবেত্তাহভবৎ তদা ॥
 তস্মৈ রাজ্যোহভবদ্ভাৰ্য্যা দেবলস্ত্যাজ্ঞা শুভা ।
 সন্নতির্নাম বিখ্যাতা কপিলা যাতবৎ পুরা ॥ ২৬ ॥
 পিতৃকার্ষ্যে নিযুক্তস্যাদভববদব্রহ্মবাদিনী ।

প্রভৃত বল-বাহন-সমবিত্ত মহাবল পরাক্রম
 পাঞ্চালরাজ বিভ্রাকে বিলাসিনীগণ সমভিবা-
 হারে বিবিধ ভাবে ক্রীড়মান ও প্রফুল্লিত
 দেখিয়া রাজ্যভোগে অভিলাষী হইলেন
 এবং অপর দুইজন ঐরূপ তদীয় মস্ত্রিদ্বয়কে
 প্রভৃত বল-বাহন সমভিবাহারে বিচরণ
 করিতে দেখিয়া মস্ত্রিত্ব লাভে ইচ্ছা করিলেন ।
 অপর যে চারিটা চক্রবাকরূপী তপোধন
 নিকামভাবে বর্তমান ছিলেন; তাঁহারা
 সকলেই দ্বিজোত্তম হইলেন । যিনি রাজ্য
 প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনি পাঞ্চালরাজ
 বিভ্রাজের পুত্র হইয়া জন্মিলেন । নাম হইল
 ব্রহ্মদত্ত । অপর দুইজন—ঐহারা মস্ত্রি
 কামনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা দুইজনে পুণ্ড-
 রীক ও সুবালকনামক মস্ত্রিপুত্র হইলেন ।
 পরে ব্রহ্মদত্ত পুরোহিত ও পাণ্ডিত্যগণ কর্তৃক
 রাজ্য্যভিষিক্ত হইয়া পাঞ্চালরাজ বলিয়া
 প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন । রাজা ব্রহ্মদত্ত
 বিক্রান্ত, সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ, যোগবিৎ, ও
 সৰ্ব জন্তুর কৃতভিজ্ঞ ছিলেন । সন্নতি
 নামী কল্যাণী দেবলস্ত্যাজ্ঞা পাঞ্চালরাজ
 ব্রহ্মদত্তের মহিষী হইলেন । ইনিই
 পূর্বে সেই কপিলা গাভী ছিলেন, পরে

তয়া চকার সহিতং স রাজ্যং রাজনন্দনঃ ॥ ২৭ ॥
 কদাচিত্তজ্ঞানগতস্তয়া সহ স পার্শ্ববঃ ।
 দদর্শ কৌটমিধুনমনঙ্গকলহাকুলম্ ॥ ২৮ ॥
 পিপীলিকামহুন্নয়ন পরিতঃ কৌটকামুকঃ ।
 পঞ্চবাণাভিতপ্তাঙ্গঃ সগঙ্গাদবুবাচ হ ॥ ২৯ ॥
 ন ত্বয়া সদৃশী লোকে কামিনী বিত্ততে কচিৎ ।
 মধ্যক্ষ্যমাতিজঘনা বৃহৎক্ষেপহতিগামিনী ॥ ৩০ ॥
 সুবর্ণবর্ণা সুশোণী মজ্জুতা চাক্রহাসিনী ।
 সুলক্ষ্যানেত্ররসনা শুভশরীরবৎসলা ॥ ৩১ ॥
 ভোক্ষ্যসে ময়ি ভুক্তে ত্বং ত্রাসিত্রাত্রে তথা ম-
 প্রোষিতে, সতি দীনা ত্বং ক্রুদ্ধেহপি ভয়চঞ্চলা
 কিমর্থং বদ কল্যাণি সন্তোষবদনা স্থিতা ।
 সা তমাহ সৰ্বোপা তু কিমালপসি মাং শঠ ॥ ৩৩ ॥
 ত্বয়া মোদকচূর্ণস্ত মাং বিহায় বিনেষ্যতা ।
 প্রদত্তং সম্যক্তক্রান্তে দিনেহন্তস্তাঃ সমগ্নথ ॥

পিতৃকার্ষ্যে নিয়োজিত হন বলিয়া ব্রহ্মবাদিনী
 হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন । রাজনন্দন ইহাঁর
 সহিত রাজ্য করিতে লাগিলেন । ১৩—২৭ ।
 কদাচিত্ সেই পার্শ্বব মহিষীর সহিত উদ্যানে
 বিচরণ করিতে করিতে এক অনঙ্গ-কলহাকুল
 কৌটমিধুন দর্শন করিলেন । দেখিলেন,—
 কৌটকামুক স্মর-শরে পীড়িত হইয়া গদ-
 গদবাক্যে, পিপীলিকাকে অহুন্নয় করিয়া
 কহিতেছে—হে চাক্রহাসিনি ! তোমার মত
 সুন্দরী কামিনী এ সংসারে কে আছে ?
 দেখ দেখি, কেমন তোমার মধ্য দেশ—
 ক্ষীণ ও জঘন—বিপুল ; তুমি তোমার
 বৃহৎ বক্ষে ভর দিয়া চলিতেছে ; কেমন
 তোমার সুবর্ণের স্তায় বর্ণ, তুমি সুশোণী,
 তোমার উক্তি কেমন মনোহারিনী, তোমার
 রসনা ও নেত্র কেমন দেখিতে সুন্দর ! তুমি
 শুভ ও চিনিখাইতে বড় ভালবাস । আমি
 খাইলে তুমি খাও, স্নান করিলে স্নান কর,
 প্রবাসে গেলে দীনভাবে থাক ও ক্রুদ্ধ হইলে
 ভয়চঞ্চলা হও । হে কল্যাণি ! বল, কি
 জন্ত তোমার বদন রোষকসায়িত হইয়াছে ?

পিপীলিক উবাচ ।

স্বংসাদৃষ্টাশ্চা দন্তমন্ত্ৰে বরবর্ণিনি ।
তদেকমপরাধং মে ক্ষমমর্হসি ভামিনি ॥ ৩৫
নৈতদেবং করিষ্যামি পুনঃ ক্রাপীহ সূত্রেতে ।
স্পৃশ্যামি পাদৌ সত্যেন প্রসাদ প্রণতস্ত মে ।
সূত উবাচ ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্ব সা প্রসন্নাতবৎ ততঃ ।
আশ্বানমর্পয়ামাস মোহনায় পিপীলিকা ॥ ৩৭
ব্রহ্মদত্তোহপ্যশেষং তং জ্ঞাত্বা বিস্ময়মাগমৎ ।
সর্বসব্রতজ্ঞত্বাৎ প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ ॥ ৩৮
ইতি জীমাংস্তে মহাপুরাণে শ্রদ্ধকল্পে পিপী-
লিকাবশাসো নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

অনন্তর পিপীলিকা সক্রোড়ে উত্তর করিল—
হে শঠ! তুমি আমার সহিত কি বৃথা আসাপ
করিতেছ? তুমি গত কল্য মোদকচূর্ণগুলি
আমাকে না দিয়া অস্ত্র কামিনীকে দিয়াছ?
পিপীলিক বলিল,—হে বরবর্ণিনি! আমি
তোমাকে মনে করিয়াই অস্ত্র পিপীলিকাকে
মোদকচূর্ণ দিয়াছিলাম। অতএব হে
ভামিনি! তুমি আমার এই একটা মাত্র
অপরাধ ক্ষমা কর। হে সূত্রেতে! আমি
আর কখনও এমন কার্য্য করিব না। আমি
তোমার পায়ে ধরিয়া দিব্য করিতেছি, তুমি
এই প্রণত ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হও।
সূত বলিলেন,—তখন পিপীলিকের এব-
দ্বিধ বাক্য শুনিয়া পিপীলিকা প্রসন্ন হইল
এবং পিপীলিককে মুক্ত করিবার জন্ত আশ্ব-
সমর্পণ করিল। অনন্তর রাজা ব্রহ্মদত্ত
চক্রপাণির প্রসাদে সকল জন্তর ভাষা অব-
গত ছিলেন বলিয়া ঐ কীটদম্পতির
আজ্ঞাপাশ সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া
বিস্মিত হইলেন। ২৮—৩৮।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০.

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথং সৰ্বকৃতজ্ঞোহুদ্রব্রহ্মদত্তো ধরাতলে ।
তচ্চাতবৎ কস্ত কুলে চক্রবাকচতুষ্টয়ম্ ॥ ১

সূত উবাচ

ভাস্মিন্বেব পুরে জাতাস্তে চ চক্রাশ্বয়াস্তদা
বুদ্ধবিজ্ঞস্ত দায়াদা বিপ্রা জাতিস্মরাঃ পুরা ॥ ২
মুতিমাংস্তব্দদর্শী চ বিজ্ঞাচণ্ডস্তপোঃশ্রুকঃ ।
নামতঃ কৰ্ম্মতটৈচ্চৈত সুদরিদ্রস্ত তে সূতাঃ ॥ ৩
তপসে বুদ্ধিরভবৎ তদা তেষাং দ্বিজানাম্ ।
যাস্তামঃ পরমাং সিদ্ধিমিত্যুচুস্তে দ্বিজোত্তমাঃ ॥
ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সুদরিদ্রো মহাতপাঃ ।
উবাচ দীনয়া বাচা কিমেতদিত্তি পুত্রভাঃ ॥ ৫
অধশ্চ এষ ইতি বঃ পিতা তানভ্যাবারয়ৎ ।
বুদ্ধং পিতরমুৎসৃজ্য দরিদ্রং বনবাসিনম্ ॥ ৬

একবিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! এই
ধরাতলে ব্রহ্মদত্ত কিরূপে সর্বজন্তর কৃতজ্ঞ
হইলেন এবং কোন্ কুলেই বা সেই চক্র-
বাকচতুষ্টয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল? সূত
বলিলেন,—সেই চারি চক্রবাক মানস
সরোবরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পরে ঐ
রাজপুরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তনয়রূপে
জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহারা
সংখ্যায় চারি জন; নাম,—মুতিমান, তব্দদর্শী,
বিজ্ঞাচণ্ড ও তপোঃশ্রুক। ইহাদের
পিতার নাম সুদরিদ্র। ক্রমে ইহাদের
তপস্তা করিবার ইচ্ছা বলবতী হয় এবং
তপঃফলে তাঁহারা পরম সিদ্ধি লাভ করি-
বেন—এই কথা বলেন। তখন তাঁহাদের
পিতা মহাতপা সুদরিদ্র পুত্রগণের তপস্তার
কথা শুনিয়া দীনভাবে বলিলেন,—হে শ্রেহ-
ময় পুত্রগণ! তোমরা এ কি করিতেছ?
এখন তপস্তা করা তোমাদের অধর্ম্ম মাত্র।
এই কথা কহিয়া তাহাদের পিতা তাহা-
দিগকে নিবারণ করিলেন। তিনি আরও

কো হু ধর্মোহত্র ভবিতা মন্ত্যাগাদগতিরেব বা
উচুস্তে কল্লিতা বৃন্তিস্তব তাত বদন্ত তৎ ॥ ৭
বিস্তমেতৎ পুরো রাজঃ স তে দাস্ততি পুঙ্কলম্
ধনং গ্রামসহস্রাণি প্রভাতে পঠতস্তব ॥ ৮

যে বিপ্রমুখ্যাঃ কুরুজাঙ্গলেষু
দাসান্তথা দাসপুরে মৃগাশ্চ ।
কালঞ্জরে সপ্ত চ চক্রবাক

যে মানসে তে বয়মত্র সিদ্ধাঃ ॥ ৯

ইত্যুক্তা পিতরং জগ্মুস্তে বনং তপসে পুনঃ ।
বুদ্ধোহপি রাজভবনং জগামাত্মার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১০
অনঘো নাম বৈভ্রাজঃ পাঞ্চালাধিপতিঃ পুরা ।
পুত্রার্থী দেবদেবেশং হরিং নারায়ণং প্রভুং ॥ ১১
আরাধ্যমাস বিভুং ভীতব্রততপরাশ্রয়ঃ ।
ততঃ কালেন মহতা তুষ্টস্তস্মৈ জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ১২
বরং বৃণীষ ভদ্রং তে হৃদয়েনৈপি তং নৃপ ।
এবমুক্তস্ত দেবেন বত্রে স বরমুক্তমম্ ॥ ১৩

বলিলেন, আমি তোমাদের বনবাসী দরিদ্র
বৃদ্ধ পিতা, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া
তোমাদের কোন্ ধর্ম বা গতি হইবে?
পিতার কথায় তাঁহার বালিলেন,—হে
তাত! আপনার জীবিকা কল্লিতই রহি-
য়াছে। আপনি রাজার নিকট গিয়া ধন
প্রার্থনা করুন, রাজা আপনাকে প্রচুর ধন
ও সহস্র গ্রাম প্রদান করিবেন। আপনি
প্রভাতে গিয়া সেখানে এইরূপ পাঠ করি-
বেন যে, ষাঁহার কুরুজাঙ্গলে বিপ্রমুখ্য,
দাসপুরে দাস, কালঞ্জরে মৃগ ও মানসে
চক্রবাক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,
সেই আমরা অদ্য সিদ্ধি লাভ করিলাম।
তাঁহার পিতাকে এই কথা বলিয়া বন গমন
করিলেন। বৃদ্ধ পিতাও অর্থ প্রাপ্তি নিমিত্ত
রাজভবনে গমন করিলেন। ১—১০। পূর্বে
পাঞ্চালাধিপতি বৈভ্রাজ অনঘ পুত্রার্থ প্রভু
দেবদেব নারায়ণের আরাধনা করেন।
অনন্তর বহুকালের পর ভগবান্ জনাৰ্দ্দন
তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া অভিলষিত বর
প্রার্থনার জন্ত নৃপতিকে আদেশ করেন।

পুত্রং মে দেহি দেবেশ মহাবলপরাক্রমম্ ।
পারগং সর্বশাস্ত্রাণাং ধার্মিকং যোগিনাং পরম্
সর্বসম্ব্রতজ্ঞং মে দেহি যোগিনমাত্মজম্ ।
এবমব্ধিতি বিশ্বাত্মা তমাহ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৫
পশুতাং সর্বদেবানাং ভদ্রৈবাস্তরধীরত ।
ততঃ স তস্ত পুত্রোহভূদব্রহ্মদত্তঃ প্রতাপবান্ ॥
সর্বসম্ব্রাহ্মকম্পী চ সর্বসম্ব্রবলাধিকঃ ।
সর্বসম্ব্রতজ্ঞশ্চ সর্বসম্ব্রেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ১৭
অহসৎ তেন যোগাত্মা স পিপীলিকরাগতঃ ।
যত্র তৎ কৌটমিথুনং রম্যামমবস্থিতম্ ॥ ১৮
ততঃ সা সন্নতির্দৃষ্টা তং হসন্তং সুবিস্মিতা ।
কিমপ্যাশঙ্ক্য মনসা তমপৃচ্ছন্নরেশ্বরম্ ॥ ১৯
সন্নতিরূবাচ ।
অকস্মাদতিহাসন্তে কিমর্থমভবম্বুপ ।
হাস্তহেতুং ন জানামি যদকালে কৃতং ত্বয়া ॥
স্বত উবাচ ।
অবদজ্রাজপুত্রোহপি স পিপীলিকভাবিতম্ ।

ভগবানের কথায় রাজা প্রার্থনা করিলেন।
“হে দেবেশ! হে মহাবল পরাক্রম!
আপনি আমায় একটা সর্বশাস্ত্রপারগ ধার্মিক
পরম যোগী শর্ব জন্তর কৃতজ্ঞ পুত্র প্রদান
করুন।” বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর তাঁহার প্রার্থনায়
‘তথাস্ত’ বলিয়া সর্ব দেবসমক্ষেই সেই স্থানে
অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর সর্বজন্তর কৃতজ্ঞ
ভিজ্ঞ সর্বভূতানুকম্পী, সর্বোপেক্ষা বলশালী
ব্রহ্মদত্ত তাঁহার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।
এই জন্তই যোগাত্মা ব্রহ্মদত্ত পিপীলিক-
দম্পতির অনুরাগ দেখিয়া হাসিয়া-
ছিলেন। অনন্তর যেখানে সেই রম্যাম
কৌটমিথুন অবস্থিত ছিল, মহিষী সন্নতি
বিস্মিতভাবে তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া ‘ইনি
হাসেন কেন?’ এই ভাবিয়া তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্নতি বলিলেন,—
হে নৃপ! অকস্মাৎ আপনার এরূপ উচ্চ
হাস্তের কারণ কি? আপনার এই হাস্ত হেতু
কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না। স্বত বলি-
লেন,—তখন রাজকুমার ঐ পিপীলিক-

রাগবাগ্ভিঃ সমুৎপন্নমেতদ্ধাস্তং বরাননে ॥২১
ন চাত্তং কারণং কিঞ্চিদ্ধাস্তহেতো শুচিস্মিতে
ন সামন্তং তদা দেবী প্রাহালীকমিদং বচঃ ॥
অহমেবাশ্ব হসিতা ন জীবিস্যে ত্বয়াধুনা ।
কথং পিপীলিকাপাং মৰ্ত্যো বেত্তি বিনা
সুৱান ॥ ২৩

তস্মাৎ ত্বয়াহমেবেহ হসিতা কিমতঃ পরম্ ।
ততো নিকন্তরো রাজা জিজ্ঞাসুস্তংপুরোহরে:
আশ্বায় নিয়মং তন্ত্রো সপ্তরাত্রমকশ্যমঃ ।
শ্বপ্নে প্রাহ হৃষীকেশঃ প্রভাতে পর্যাটন পুরম্
বৃদ্ধবিজ্ঞো যন্তুহাক্যাং সৰ্বং জ্ঞাস্তাস্তশেষতঃ ।
ইত্যুৎকাস্তর্দধে বিষুঃ প্রভাতেহথ নৃপঃ পুরাৎ
নির্গচ্ছন মজ্জিসহিতঃ সভাৰ্য্যো বৃদ্ধমগ্রতঃ ।
গদস্তং বিপ্রমায়াস্তং তং বৃদ্ধং সন্দর্শহ ॥ ২৭

দম্পতির কথোপকথনবৃত্তান্ত বলিলেন এবং
কহিলেন,—হে বরাননে ! ঐ কীটমিথুনের
অমুরাগবাক্য শ্রবণই আমার এই হাস্তের
কারণ । হে শুচিস্মিতে ! এ বিষয়ে অস্ত্র কারণ
কিছুই নাই । মহিষী রাজার বাক্যে বিশ্বাস
করিলেন না, তিনি বলিলেন,—রাজন !
আপনার কথা অলীক, আপনি আমাকে
দেখিয়াই হাসিয়াছেন । সুতরাং আমি প্রাণ
ধারণ করিব না; দেবতা বিনা মানুষ্য
কি কখন পিপীলিকার কথা বুঝিতে পারে ?
নিশ্চয় আপনি আমাকেই উপহাস করিয়া-
ছেন । ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে ?
অনন্তর রাজা মহিষীর কথায় আর কোন
উত্তর করিতে না পারিয়া মহিষীর এরূপ
মনোবিকারের কারণজিজ্ঞাসু হইয়া ত্রিহরি-
সন্নিধানে সপ্তরাত্র নিয়ম পালন করিয়া
অবস্থিত রহিলেন । তাহাতে তিনি প্রসন্ন
হইয়া রাজাকে শ্বপ্নে বলিলেন,—প্রভাতে
এক বৃদ্ধ নগর পর্যাটন করিবেন, তিনিই
তোমার জিজ্ঞাস্ত বিষয় বিশেষ অবগত
আছেন । এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত
হইলেন । অনন্তর প্রভাতে নৃপতি ভাৰ্য্যা
ও মন্ত্রী সহিত নগর হইতে বহির্গত

ব্রাহ্মণ উবাচ :

যে বিপ্রমুখাঃ কুরুজাঙ্গলেষু
দাসাস্তথা দাসপুরে যুগাশ্চ ।
কালঞ্জরে সপ্ত চ চক্রবাক্য
যে মানসে তে বয়মত্র সিদ্ধাঃ ॥ ২৮
সূত উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তাভ্যাং স পপাত শুচা ততঃ ।
জাতিস্মরত্মমগমং তৌ চ মজ্জিবরাবুভৌ ॥ ২৯
কামশাস্ত্রপ্রণেতা চ বাভব্যাশ্চ সুবালকঃ ।
পাঞ্চাল ইতি লোকেষু বিস্তৃতঃ সৰ্বশাস্ত্রবিৎ ॥
কণ্ডরীকোহপি ধৰ্ম্মাত্মা বেদশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ ।
ভূহা জাতিস্মরৌ শোকাৎ পতিতাবগ্রতস্তদা ॥
হা বয়ং যোগবিভ্রষ্টাঃ কামতঃ কৰ্ম্মবন্ধনাঃ ।
এবং বিলপ্য বহুশত্ৰুয়স্তে যোগপারগাঃ ॥ ৩২
বিস্ময়াচ্ছ্রাদ্ধমাহাশ্ব্যমভিনন্দ্য পুনঃপুনঃ ।
ততস্তস্মৈ ধনং দত্ত্বা প্রভূতগ্রামসংযুতম্ ॥ ৩৩
বিস্মজ্য ব্রাহ্মণং তঞ্চ বৃদ্ধং ধনমুদারিতম্ ।

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিতে
বলিতে আসিতে দেখিলেন যে, ষাঁহার
কুরুজাঙ্গলে বিপ্রমুখা, দাসপুরে দাস, কাল-
ঞ্জরে যুগ ও মানসে চক্রবাক্য হইয়াছিলেন,
সেই আমরা অদ্য এইখানে সিদ্ধি প্রাপ্ত
হইলাম । ১১—২৮ । সূত বলিলেন,—বৃদ্ধ
ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া জাতিস্মর রাজা
শোকাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন
এবং মজ্জিদয়ও তখন জাতিস্মর নিবন্ধন
পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিলেন । ইহাদের মধ্যে
বাভব্য সুবালক কামশাস্ত্রপ্রণেতা ও সৰ্ব-
শাস্ত্রবিৎ পাঞ্চাল বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধি লাভ
করেন । কণ্ডরীক ধৰ্ম্মাত্মা এবং বেদশাস্ত্রের
প্রবর্তক ছিলেন । ষাঁহার জাতিস্মর হইয়া
হয় ! আমরা যোগবিভ্রষ্ট হইয়া কামনা
বশতঃ কৰ্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছি । এই
প্রকার বহু বিলাপ করিয়া ঐ যোগপারায়ণ
ভ্রাতৃত্বয় বিস্মিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ
শ্রাদ্ধমাহাশ্ব্য অভিনন্দন করত সেই বৃদ্ধ
ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধন, ও প্রভূত গ্রাম প্রদান

আসীদ্যঃ নৃপতিঃ পুত্রঃ নৃপলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৩৬ ॥
 বিশ্বকুসেনাভিধানস্ত রাজা রাজ্যেহভ্যবেচয়ৎ
 মানসে মিলিতাঃ সর্বৈ ততস্তে যোগিনো বরাঃ
 ব্রহ্মদত্তাদয়স্তস্মিন্ পিতৃসক্তা বিমৎসরাঃ ।
 সন্নতিশ্চাতবদ্রষ্টা ময়ৈতৎ কিল কারিতম্ ॥
 রাজ্যত্যাগকলঃ সর্বঃ যদেতদভিলষাতে ।
 তথৈতি প্রাহ রাজা তু পুনস্তামভিনন্দয়ন্ ॥ ৩৭ ॥
 স্বংপ্রাসাদাদিদং সর্বং ময়ৈতৎ প্রাপ্যতে কলম্
 ততস্তে যোগমায়ায় সর্ব এব বনৌকসঃ ॥ ৩৯ ॥
 ব্রহ্মরঞ্জন পরমং পদমাপুস্তপোবলাৎ ।
 এবমায়ুর্ধনং বিজ্ঞাং সর্গং মোক্ষং সুখানি চ ॥
 প্রযচ্ছন্তি স্মৃতান্ রাজ্যং নৃণাং ক্রীতাঃ
 পিতামহাঃ ।
 য ইদং পিতৃমাহার্য্যং ব্রহ্মদত্তস্ত চ দ্বিজাঃ ॥ ৪০ ॥
 দ্বিজৈভ্যঃ শ্রাবয়েদ্যো বা শৃণোত্যথ পঠেত বা
 কল্পকোটিশতং গাথং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
 ইতি ক্রীমাংশ্চ মহাপুরাণে শ্রাদ্ধকল্পে পিতৃ-
 মাহার্য্যং নামৈকবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কস্মিন্ কালে চ তচ্ছ্রাদ্ধমনন্তকলদং ভবেৎ ।
 কস্মিন্ বাসরভাগে তু শ্রাদ্ধকৃচ্ছ্রাদ্ধমাচরেৎ ।
 তীর্থেষু কেযু চ কৃতং শ্রাদ্ধং বহুকলং ভবেৎ ॥
 স্মৃত উবাচ ।
 অপরাহ্নে তু সম্ভ্রাণ্ণে অভিজিহ্নোহিনোদয়ে ।
 যৎকিঞ্চিদীয়তে তত্র তদক্ষয়মুদাহৃতম্ ॥ ২ ॥
 তীর্থানি যান সর্বাণি পিতৃণাং বল্লভানি চ
 নামতস্তানি বক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 পিতৃতীর্থং গয়া নাম সর্বতীর্থবরং শুভম্ ।
 যত্রাস্তে দেবদেবেশঃ স্বয়মেব পিতামহঃ ॥ ৪ ॥
 তত্রৈষা পিতৃভির্গীতা গাথা ভাগমভীপুভিঃ ॥
 এষ্টব্য বহবঃ পুত্রা যথেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ
 ব্রহ্মদত্তের পিতৃমাহার্য্য শ্রবণ করে বা শুনায়ে
 বা পাঠ করে, সে কল্প-কোটি শতকাল
 ব্রহ্মলোকে পূজিত হয় । ২১ — ৪১ ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

করিয়া ধন ও মুদাষিত ব্রাহ্মণকে বিদায়
 দিলেন । পরে নৃপতি রাজলক্ষণাবিত স্বীয়
 পুত্র বিশ্বকুসেনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত
 করিলেন এবং মানসে মিলিত হইয়া ব্রহ্ম-
 দত্তাদি ভ্রাতৃত্বয় বিমৎসরভাবে পিতৃকার্য্যে
 নিযুক্ত রহিলেন । তখন সন্নতি রাজ্যভ্রষ্টা
 হইয়া বলিলেন,—আমিই আপনার রাজ্য-
 ত্যাগের কারণ । আপনি যাহা অভিলাষ
 করিতেছেন, তাহা রাজ্যত্যাগেরই ফল ।
 রাজা রাজ্যকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার
 বাক্যে অমুমোদন করিলেন । বলিলেন,—
 তোমারই প্রসাদে আমি এই সকল মহৎ ফল
 প্রাপ্ত হইলাম । অনন্তর বনবাসিগণ সকলেই
 পরম যোগ অবলম্বন করিয়া তপোবলে পরম-
 পদ লাভ করিলেন । এইরূপে পিতামহগণ
 ক্রীত হইয়া মানবদিগকে আয়ু, ধন, বিজ্ঞা,
 সর্গ, মোক্ষ, সুখ, পুত্র ও রাজ্য প্রদান
 করিয়া থাকেন । হে দ্বিজগণ ! যে ব্যক্তি এই

ঋষিগণ বলিলেন,—হে স্মৃত ! কোন্
 কালে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধ অনন্ত কলদায়ক
 হয় ? দিনের কোন্ অংশে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি
 শ্রাদ্ধ করিবে এবং কোন্ কোন্ তীর্থে শ্রাদ্ধ
 করিলে শ্রাদ্ধ বহু কলপ্রদ হয় ? স্মৃত বলি-
 লেন,—অপরাহ্নে অভিজিৎ বা রোহিণীনক্ষত্রে
 শ্রাদ্ধ করিয়া যাহা কিছু দান করা যায়, তৎ-
 সমস্তই অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে । যে
 সকল তীর্থ পিতৃগণের প্রিয়তম, হে দ্বিজো-
 ত্তমগণ ! ঐ সকল তীর্থ আমি নামভঃ উল্লেখ
 করিতেছি । গয়া—সর্বোৎকৃষ্ট শুভ পিতৃ-
 তীর্থ ; সেখানে দেবদেব পিতামহ স্বয়ং বিরাজ
 করিতেছেন । ভাগেপু পিতৃগণ তথায়
 এই গাথা গান করিয়াছেন যে, বহু পুত্রই

যজ্ঞেত বাধমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসজ্ঞেৎ ॥
 তথা বারাণসী পুণ্য পিতৃণাং বল্লভা সদা ।
 যজ্ঞাবিনুক্তসান্নিধ্যাং ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ৭
 পিতৃণাং বল্লভং তদ্বৎ পুণ্যঞ্চ বিমলেশ্বরম্ ।
 পিতৃতীর্থং প্রয়াগন্ত সৰ্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৮
 বটেশ্বরন্ত ভগবান্ মাধবেন সমন্বিতঃ ।
 যোগনিজাশয়স্তদ্বৎ সদা বসতি কেশবঃ ॥ ৯
 দশাধমেধিকং পুণ্যং গঙ্গাধারং তথৈব চ ।
 নন্দাধ ললিতা তদ্বৎ তীর্থং মায়াপুরী শুভা ॥
 তথা মিত্রপদং নাম ততঃ কেদারমুত্তমম্ ।
 গঙ্গাসাগরমিত্যাহুঃ সৰ্বতীর্থময়ং শুভম্ ॥ ১০
 তীর্থং ব্রহ্মসরস্তদ্বচ্ছতক্ষসলিলে হ্রদে ।
 তীর্থন্ত নৈমিষং নাম সৰ্বতীর্থফলপ্রদম্ ॥ ১১
 গঙ্গোত্তেদন্ত গোমত্যাং যজ্ঞোদ্ভূতঃ সনাতনঃ ।
 তথা যজ্ঞবরাহন্ত দেবদেবশ্চ শূলভূৎ ॥ ১২
 যত্র তৎকাঞ্চনং দ্বারমষ্টাদশভূজো হরঃ ।

অভিলষণীয় ; কেন না, যদি তাহাদের মধ্যে
 একজনও গয়াধামে গমন করিতে পারে
 অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞেরও অল্পষ্ঠান করিতে
 পারে কিংবা নীল বৃষও উৎসর্গ করিতে পারে ।
 এইরূপে পুণ্য বারাণসীপুরীও পিতৃগণের
 ক্রীতিদায়িনী । এখানে এই অবিভক্ত পুরীর
 নিকটবর্তী বিমলেশ্বর তীর্থ পবিত্র, ভুক্তি-
 মুক্তি ফলপ্রদ ও পিতৃগণের প্রিয় । প্রয়াগও
 সৰ্বকাম-ফলপ্রদ পিতৃতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ।
 সেখানে ভগবান্ বটেশ্বর মাধব-সমন্বিত হইয়া
 বিরাজমান এবং দেব কেশব সেখানে যোগ-
 নিজাশায়ী হইয়া বিজ্ঞমান । পুণ্যদ দশাধ-
 মেধিক, গঙ্গাধার, গঙ্গা, ললিতা, কল্যাণ-
 দায়িনী মায়াপুরী, মিত্রপদ ও কেদার, এ গুলিও
 উত্তম পিতৃতীর্থ । গঙ্গাসাগর তীর্থ—সৰ্বতীর্থ-
 ময় ১০—১১। কল্যাণদায়ক ব্রহ্মসর তীর্থ ; ইহা
 শতক্ষসলিলে হ্রদে অবস্থিত । নৈমিষ তীর্থ
 —সৰ্ব তীর্থ ফলপ্রদ । গঙ্গোত্তেদ নামক
 তীর্থ গোমতীতীরে অবস্থিত ! তথায় ভগ-
 বান্ সনাতন দেব উদ্ভূত হইয়াছিলেন ।
 যেখানে যজ্ঞবরাহদেব ও দেবদেব শূলভূৎ

নৈমিষ হরিচক্রস্ত শীর্ণা যজ্ঞাভবৎ পুরা ॥ ১৪
 তদেতন্নৈমিষারণ্যং সৰ্বতীর্থনিবেবিতম্ ।
 দেবদেবস্ত তজ্ঞাপি বারাহস্ত তু দর্শনম্ ॥ ১৫
 যঃ প্রয়াতি স পূতাত্মা নারায়ণপদং ত্রজ্ঞেৎ ।
 কৃতশৌচঃ মহাপুণ্যং সৰ্বপাপনিষূদনম্ ॥ ১৬
 যজ্ঞান্তে নারসিংহস্ত স্বয়মেব জনার্দনঃ ।
 তীর্থমিক্ষুমতী নাম পিতৃণাং বল্লভং সদা ॥ ১৭
 সঙ্গমে যত্র তিষ্ঠন্তি গঙ্গায়াঃ পিতরঃ সদা ।
 কুরুক্ষেত্রং মহাপুণ্যং সৰ্বতীর্থসমন্বিতম্ ॥ ১৮
 তথা চ সরযুঃ পুণ্য সৰ্বদেবনমস্কৃতা ।
 ইরাবতী নদী তদ্বৎ পিতৃতীর্থধিবাসিনী ॥ ১৯
 যমুনা দেবিকা কালী চন্দ্রভাগা দৃশবতী ।
 নদী বেণুমতী পুণ্য পরা বেজবতী তথা ॥ ২০
 পিতৃণাং বল্লভা হেতাঃ শ্রাদ্ধে কোটিগুণা মতাঃ
 জম্বুদ্বীপঃ মহাপুণ্যঃ যত্র মার্গো হি লক্ষ্যতে ॥ ২১

বিরাজমান, তাহার নাম কাঞ্চনদ্বার তীর্থ,
 এখানে অষ্টাদশ ভূজবিশিষ্ট ভগবান্ হর
 বিদ্যমান । যেখানে পুরাকালে হরিচক্রের
 নৈমি শীর্ণ হইয়াছিল, সেই সৰ্বতীর্থ-নিবেবিত
 তীর্থের নাম নৈমিষারণ্য । এখানে দেবদেব
 বরাহ দেবের দর্শন পাওয়া যায় এবং যে
 ব্যক্তি ঐ তীর্থে যাত্রা করে, সে পূতাত্মা
 হইয়া নারায়ণপদ প্রাপ্ত হয় । কৃতশৌচ
 তীর্থ মহাপুণ্য ও সৰ্বপাপ-নিষূদন । তথায়
 নরসিংহদেব স্বয়ং জনার্দন অবস্থিত । ইক্ষু-
 মতী তীর্থ—সৰ্বদা পিতৃগণের প্রিয় । ঐ
 ইক্ষুমতীর সহিত গঙ্গাসঙ্গম-স্থানে পিতৃগণ
 সৰ্বদা বিরাজ করিতেছেন । সৰ্বতীর্থ
 সমন্বিত কুরুক্ষেত্র মহাপুণ্যজনক তীর্থ । সৰ্ব-
 দেব-নমস্কৃতা সরযু নদী অতি পুণ্যদায়িনী ।
 এই সরযু এবং ইরাবতী নদী বহু পিতৃ-
 তীর্থের মধ্য দিয়া প্রবাহবতী । যমুনা
 দেবিকা, কালী, চন্দ্রভাগা, দৃশবতী, বেণুমতী
 ও বেজবতী—এই সকল নদী পিতৃগণের
 অতি ক্রীতিকরী । ইহাদের তীরে শ্রাদ্ধ
 করিলে ইহারা কোটিগুণ অধিক ফলদায়িনী
 জম্বুদ্বীপ,—মহাপুণ্যপ্রদ তীর্থ । উহার প

মদ্যাপি পিতৃতীর্থঃ তৎ সৰ্বকামকলপ্রদম্ ।
 নীলকুণ্ডমিতি খ্যাতঃ পিতৃতীর্থঃ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 তথা কজ্জসরঃ পুণ্যং সরো মানসমেব চ ।
 মন্দাকিনী তথাচ্ছোদা বিপাশাথ সরস্বতী ॥২০
 পূৰ্বমিত্রপদং তদ্বৈদ্যনাথং মহাকলম্ ।
 শিপ্রা নদী মহাকালস্তথা কালঞ্জরং শুভম্ ॥
 বংশোত্তেদং হরোত্তেদং গজোত্তেদং মহাকলম্
 ভজেশ্বরং বিষ্ণুপদং নৰ্মদাদ্বারমেব চ ॥ ২৫
 গয়াপিণ্ডপ্রদানেন সমান্তাহৰ্ণহৰ্ষয়ঃ ।
 এতানি পিতৃতীর্থানি সৰ্বপাপহরণি চ ॥ ২৬
 অরণ্যাদপ লোকানাং কিমু শ্রাদ্ধকৃতাং নৃণাম্ ।
 ওজারং পিতৃতীর্থঞ্চ কাবেরী কপিলোদকম্ ॥২৭
 শস্তেদশচণ্ডবেগায়ান্ত্রৈধেবামরকণ্টকম্ ।
 কুরুক্ষেত্রাচ্ছতশুণং তস্মিন্ স্নানাদিকং ভবেৎ
 শুক্লতীর্থঞ্চ বিখ্যাতং তীর্থং সোমেশ্বরং পিৱম্ ।
 সৰ্বব্যাদিহরং পুণ্যং শতকোটিকলাধিকম্ ॥ ২৯
 শ্রাদ্ধে দানে তথা হোমে স্বাধ্যায়ে জলসন্নিধৌ

অজাপি পিতৃতীর্থরূপে দৃষ্ট হইতেছে । ঐ
 তীর্থ সৰ্বকাম কলপ্রদ । হে দ্বিজোত্তমগণ !
 আরও বহু মহাকলপ্রদ পিতৃতীর্থ আছে ।
 তাঁহাদের নাম—নীলকুণ্ড, কজ্জসর, মানসসর,
 মন্দাকিনী, অচ্ছোদা, বিপাশা, সরস্বতী,
 পূৰ্বমিত্রপদ, বৈদ্যনাথ, শিপ্রা, মহাকাল,
 কালঞ্জর, বংশোত্তেদ, হরোত্তেদ, গজোত্তেদ,
 ভজেশ্বর, বিষ্ণুপদ ও নৰ্মদাদ্বার । ১১—২৫ ।
 মহর্ষিগণবলেম,—ঐ সকল তীর্থে পিতৃউদ্দেশে
 পিণ্ড দান করিলে গয়া-পিণ্ডদানের ফল হয়,
 এই সকল পিতৃতীর্থ অরণ্যমাঝেই সকল
 প্রকার পাপ হরণ করে । ঐহারা তথায়
 শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহাদের পাপাপনোদনের কথা
 আর কি বলিব ? ওজার, পিতৃতীর্থ, কাবেরী,
 কপিলোদক, চণ্ডবেগা-শস্তেদ, ও অমরকণ্টক
 —এই সকল তীর্থে স্নানাদি করিলে কুরু-
 ক্ষেত্র অপেক্ষা শতগুণ ফললাভ করা যায় ।
 বিখ্যাত শুক্লতীর্থ, ও সোমেশ্বর, এই
 তীর্থদ্বয় সৰ্বব্যাদিহর, পুণ্যময় ও শ্রাদ্ধে,
 দানে, হোমে ও স্বাধ্যায়ে শতকোটি কলপ্রদ ।

কায়াবরোহণং নাম তথা চন্দ্রবতী নদী ॥ ৩০
 গোমতী বরণা তৎ তীর্থমোশনসং পরম্ ।
 ভৈরবং ভৃগুভৃঙ্গঞ্চ গৌরীতীর্থমমৃতমম্ ॥ ৩১
 তীর্থং বৈনায়কং নাম ভজেশ্বরমতঃ পরম্ ।
 তথা পাপহরং নাম পুণ্যাথ তপতী নদী ॥ ৩২
 মূলতাপী পয়োকী চ পয়োকীসঙ্গমস্তথা ।
 মহাবোধিঃ পাটলা চ নাগতীর্থমবস্তিকা ॥৩৩
 তথা বেণা নদী পুণ্যা মহাশালং তথৈব চ ।
 মহাকুজং মহালিঙ্গং দশার্ণা চ নদী শুভা ॥ ৩৪
 শতরুদ্রা শতাহ্লা চ তথা বিশ্বপদং পরম্ ।
 অঙ্গারবাহিকা তদ্বন্দো তৌ শোণ-ঘর্ষরৌ ॥৩৫
 কালিকা চ নদী পুণ্যা বিতস্তা চ নদী তথা ।
 এতানি পিতৃতীর্থানি শস্তস্তে স্নান-দানয়োঃ ॥
 শ্রাদ্ধমেতেষু যদন্তঃ তদমন্তকলং স্মৃতম্ ।
 দ্রোণী বাটনদী ধারাসরিং কীরনদী তথা ॥৩৭
 গোকর্ণং গজকর্ণঞ্চ তথা চ পুরুষোত্তমঃ ।
 দ্বারকা কুরুতীর্থঞ্চ তথার্কুদসরস্বতী ॥ ৩৮
 নদী মণিমতী নাম তথা চ গিরিকর্ণিকা ।
 ধূতপাপং তথা তীর্থং সমুদ্রো দক্ষিণস্তথা ॥ ৩৯
 এতেষু পিতৃতীর্থেষু শ্রাদ্ধমানন্ত্যমমৃতৈ ।

জলসন্নিধানে এক তীর্থ আছে । উহার
 নাম কায়াবরোহণ । চন্দ্রবতী নদী, গোমতী
 ও বরণা নদী, ওশনস তীর্থ, ভৈরব, ভৃগুভৃঙ্গ,
 গৌরীতীর্থ, বৈনায়ক তীর্থ, ভজেশ্বর ও
 পাপহর তীর্থ, পুণ্যা তপতী, মূলতাপী, ও
 পয়োকী নদী, পয়োকীসঙ্গম, মহাবোধি,
 পাটলা নাগতীর্থ, অবস্তিকা, বেণা, মহাশাল,
 মহাকুজ, মহালিঙ্গ, দশার্ণা, শতরুদ্রা ও
 শতাহ্লা নদী, বিশ্বপদ, অঙ্গারবাহিকা, শোণ,
 ঘর্ষর, কালিকা ও বিতস্তা নদী, এই সকল
 পিতৃতীর্থ, স্নান-দানে অতি প্রশস্ত । এই
 সকল তীর্থে যে শ্রাদ্ধ প্রদত্ত হয়, তাহা অনন্ত
 কলপ্রদ হইয়া থাকে । এতদ্বিধ জোণী,
 বাটনদী, ধারাসরিং, কীরনদী, গোকর্ণ,
 গজকর্ণ, পুরুষোত্তম, দ্বারকা, কুরুতীর্থ,
 অৰ্কুদ, সরস্বতী, মণিমতী, গিরিকর্ণিকা,
 ধূতপাপ, ও দক্ষিণ সমুদ্র, এই সকল

তীর্থং মেঘকরং নাম স্বয়মেব জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ৪০
 যত্র শার্ঙ্গধরো বিষ্ণুর্মেখলায়ামবস্থিতঃ ।
 তথা মন্দোদরীতীর্থং তীর্থং চম্পা নদী শুভা ॥
 তথা সামলনাথশ্চ মহাশালনদী তথা ।
 চক্রবাকং চর্ম্মকোটং তথা জন্মেশ্বরং মহৎ ॥ ৪২
 অৰ্জুনং ত্রিপুরকৈব সিদ্ধেশ্বরমতঃ পরম্ ।
 জীশৈলং শাকরং তীর্থং নারসিংহমতঃ পরম্ ॥
 মহেন্দ্রকং তথা পুণ্যমৰ্চ জীৱজসংক্রিতম্ ।
 এতেষ্যপি সদা শ্রাদ্ধমনস্তফলদং স্মৃতম্ ॥ ৪৪
 দৰ্শনাদপি চৈতানি সদ্যঃ পাপহরাণি বৈ ।
 তুঙ্গভদ্রা নদী পুণ্যা তথা ভীমরথী সরিৎ ॥ ৪৫
 ভীমেশ্বরং কৃকবৎসা কাবেরী কুজমলা নদী ।
 নদী গোদাবরী নাম ত্রিসঙ্খ্যা তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৪৬
 তীর্থং ত্রৈলোক্যং নাম সৰ্ব্বতীর্থনমস্কৃতম্ ।
 যত্রাস্তে ভগবানীশঃ স্বয়মেব ত্রিলোচনঃ ৪৭
 শ্রাদ্ধমেতেষু সৰ্ব্বেষু কোটিকোটিশুণঃ ভবেৎ ।
 অরুণাদপি পাপানি নশুন্তি শতধা দ্বিজাঃ ॥ ৪৮
 জীপনী তাম্রপনী চ জয়াতীর্থমনুত্তমম্ ।
 তথা মৎস্তনদী পুণ্যা শিবধারং তথৈব চ ॥ ৪৯

পিতৃতীর্থে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অনন্ত ফলপ্রদ ।
 মেঘকর নামক তীর্থ সাক্ষাৎ জনাৰ্দ্দনের
 তুল্য । তথায় শার্ঙ্গধর বিষ্ণু মেখলায় অব-
 স্থিত । মন্দোদরী তীর্থ, চম্পানদী, সামলনাথ,
 মহাশাল নদী, চক্রবাক, চর্ম্মকোট, জন্মে-
 শ্বর, অৰ্জুন, ত্রিপুর, সিদ্ধেশ্বর, শাকর-
 তীর্থ, জীশৈল, নারসিংহ, মহেন্দ্র, ও পুণ্যতীর্থ
 জীৱজ, এই সকল তীর্থে শ্রাদ্ধ অনন্ত
 ফলদায়ক । এই সকল তীর্থ দর্শন মাত্রে পাপ
 হরণ করে । তুঙ্গভদ্রা, ও ভীমরথী, ভীমে-
 শ্বর, কৃকবৎসা, কাবেরী, কুজমলা, গোদাবরী,
 ত্রিসঙ্খ্যা ও সৰ্ব্বতীর্থ-নমস্কৃত ত্রৈলোক্য । এই
 ত্রৈলোক্য তীর্থে ভগবান ত্রিলোচন স্বয়ং বিদ্যা-
 মান । এই সকল তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে কোটি
 কোটি শুণ ফল লাভ হয় । হে দ্বিজগণ !
 এই তীর্থ ফল অর্জন করিলেও শত শত পাপ
 বিনাশ প্রাপ্ত হয় । জীপনী, তাম্রপনী,
 অনুত্তম জয়াতীর্থ, মৎস্তনদী, শিবধার, ভদ্র-

ভদ্রতীর্থক বিখ্যাতং পম্পাতীর্থক শাৰ্ভতম্ ।
 পুণ্যং রামেশ্বরং তদ্বদেনাপুরমলং পূরম্ ॥ ৫০
 অঙ্গভূতকং বিখ্যাতমামৰ্দ্ধকমলম্ভুষম্ * ।
 আত্মাতকেশ্বরং তদ্বদেকান্তকমতঃ পরম্ ॥ ৫১
 গোবৰ্দ্ধনং হরিশ্চন্দ্রং কৃপুচন্দ্রং পৃথ্বদকম্ ।
 সহস্রাকং হিরণ্যাকং তথা চ কদলীনদী ॥ ৫২
 রামাধিবাসস্তত্রাপি তথা সৌমিত্রিসঙ্গমঃ ।
 ইন্দ্রকীলং মহানাদং তথা চ প্রিয়মেলকম্ ॥ ৫৩
 এতাশ্চাপি সদা শ্রাদ্ধে প্রশস্তাশ্চাধিকানি তু ।
 এতেষু সৰ্ব্বদেবানাং সান্নিধ্যং দৃষ্টতে যতঃ ॥
 দানমেতেষু সৰ্ব্বেষু দত্তং কোটিশতাধিকম্ ।
 বাহদা চ নদী পুণ্যা তথা সিদ্ধবনং শুভম্ ॥ ৫৫
 তীর্থং পাণ্ডপতং নাম নদী পার্শ্বতিকা শুভা ।
 শ্রাদ্ধমেতেষু সৰ্ব্বেষু দত্তং কোটিশতোত্তমম্ ॥ ৫৬
 ঃধৈব পিতৃতীর্থস্ত যত্র গোদাবরী নদী ।
 যুগা লিঙ্গসহস্রৈশ সৰ্ব্বান্তরজলাবহা ॥ ৫৭
 জামদগ্ন্যশ্চ তৎ তীর্থং ক্রমাদায়াত্তমুত্তমম্ ।
 প্রতীকশ্চ ভয়াস্তিগ্নং যত্র গোদাবরী নদী ॥ ৫৮

তীর্থ, পম্পাতীর্থ, রামেশ্বর, এলাপুর, অলং-
 পুর, অঙ্গভূত, আমৰ্দ্ধক, অলম্বুষ, আত্মতকে-
 শ্বর, একান্তক, গোবৰ্দ্ধন, হরিশ্চন্দ্র, কৃপুচন্দ্র,
 পৃথ্বদক, সহস্রাক, হিরণ্যাক, কদলীনদী,
 রামাধিবাস, সৌমিত্রিসঙ্গম, ইন্দ্রকীল, মহা-
 নদ, ও প্রিয়মেলক,—এই সকল তীর্থও
 শ্রাদ্ধে অতি প্রশস্ত ; কেননা, এই তীর্থ-
 সমূহে সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বদেবের সান্নিধ্য দেখা যায় ।
 এই সকল তীর্থে দান করিলে শতকোটি
 দানের ফল হয় । বাহদা, সিদ্ধবন, পাণ্ডপত
 ও পার্শ্বতিকা নদী,—এই সকল তীর্থে দান
 করিলে শতকোটিশুণ অধিক ফল পাওয়া
 যায় । ২৬—৫৬ । যেখানে সহস্র লিঙ্গাবিষ্টিত
 সার্ব্বান্তর-জলাবহা গোদাবরী নদী বিরাজিত,
 ঐ স্থানও পিতৃতীর্থমধ্যে গণ্য । এই তীর্থ
 ক্রমশঃ ঐ স্থানে জামদগ্ন্যের প্রসিদ্ধ তীর্থে
 আসিয়া মিলিত হইয়াছে । এখানকার
 গোদাবরীসন্নিহিত তীর্থ প্রতীক ভয়ে

* আনন্দকমলঃ বুদ্ধমিতি বা পাঠঃ

তৎ তীর্থং হব্যকব্যানামপ্সরোষুগসংজ্ঞিতম্ ।
 শ্রাদ্ধাগ্নিকার্যাদানেষু তথা কোটিশতাধিকম্ ॥৫২॥
 তথা সহস্রলিঙ্গঞ্চ রাঘবেশ্বরমুত্তমম্ ।
 সেন্দ্রফেনা নদী পুণ্যা যজ্ঞেন্দ্রঃ পতিতঃ পুরা ॥
 নিহত্য নমুচিং শক্রস্তপসা স্বর্গমাপ্তবান্ ।
 তত্র দন্তং নরৈঃ শ্রাদ্ধমনস্তফলদং ভবেৎ ॥ ৬১
 তীর্থন্ত পুঙ্করং নাম শালগ্রামং তথৈব চ ।
 সোমপানঞ্চ বিখ্যাতং যত্র বৈশ্বানরালয়ম্ ॥ ৬২
 তীর্থং সারস্বতং নাম স্বামিতীর্থং তথৈব চ ।
 মলন্দরা নদী পুণ্যা কোশিকী চন্দ্রিকা তথা ॥
 বৈদর্ভা বাথ বৈরা চ পয়োক্ষী প্রাচ্যুখা পরা ।
 কাবেরী চোত্তরা পুণ্যা তথা জালন্ধরো গিরিঃ
 এতেষু শ্রাদ্ধতীর্থেষু শ্রাদ্ধমানস্ত্যমশ্নুতে ।
 লোহদণ্ডং তথা তীর্থং চিত্রকূটস্থতথৈব চ ॥ ৬৫
 বিছায়াযোগচ্চ গঙ্গায়াস্তথা নদীতটং শুভম্ ।
 কুজাব্রতং তথা তীর্থদুর্গেশীপুলিনং তথা ॥ ৬৬
 সংসারমোচনং তীর্থং তথৈব ঋণমোচনম্ ।
 এতেষু পিতৃতীর্থেষু শ্রাদ্ধমানস্ত্যমশ্নুতে ॥ ৬৭

ভিন্ন হইয়াছিল, ইহা হব্য-কব্যভোজী-
 দিগের তীর্থ, এই তীর্থ অপ্সরোষুগ
 নামে অভিহিত । ইহা শ্রাদ্ধ, দান ও অগ্নি-
 কার্যাদিতে কোটি-শতাধিক ফলপ্রদ ।
 সেন্দ্রফেনা নদী একটি তীর্থ বিশেষ ; এখানে
 ইন্দ্র পূর্বে পতিত হইয়াছিলেন এবং নমুচির
 নিধন-সাধন করিয়া তপঃপ্রভাবে স্বর্গ প্রাপ্ত
 হন । ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া দান করিলে
 উহা অনন্ত ফলদায়ক হয় । পুঙ্কর, শালগ্রাম,
 ও বিখ্যাত সোমপান তীর্থ বৈশ্বানরের
 আলয় । সারস্বত তীর্থ, স্বামীতীর্থ, মলন্দরা-
 নদী, কোশিকী, চন্দ্রিকা, বৈদর্ভা, বৈরা,
 পয়োক্ষী, প্রাচ্যুখা, কাবেরী, উত্তরা, ও জাল-
 ন্দর গিরি, এই সকল তীর্থে অমুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ
 অনন্ত ফলজনক হয় । লোহদণ্ড, চিত্রকূট,
 গঙ্গাবিছা-সংযোগ, নদীতট, কুজাব্রত, উর্গেশী-
 পুলিন, সংসারমোচন ও ঋণমোচন, এই
 সমুদয় পিতৃতীর্থে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অনন্ত ফল-

অটহাসং তথা তীর্থং গৌতমেশ্বরমেব চ ।
 তথা বসিষ্ঠং তীর্থন্ত হারীতন্ত ততঃ পরম্ ॥৬৮॥
 ব্রহ্মাবর্তং কুশাবর্তং হর্যতীর্থং তথৈব চ ॥
 পিণ্ডারকঞ্চ বিখ্যাতং শম্বোদ্ধারং তথৈব চ ॥
 ঘণ্টেশ্বরং বিশ্বকঞ্চ নীলপর্বতমেব চ ।
 তথা চ ধরণীতীর্থং রামতীর্থং তথৈব চ ॥ ৭০
 অশ্বতীর্থঞ্চ বিখ্যাতমনন্তঃ শ্রাদ্ধদানয়োঃ ।
 তীর্থং বেদশিরো নাম তথৈবোষবতী নদী ॥৭১॥
 তীর্থং বসুপ্রদং নাম ছাগলাণ্ডং তথৈব চ ।
 এতেষু শ্রাদ্ধদাতারঃ প্রয়াস্তি পরমং পদম্ ॥৭২॥
 তথা চ বদরীতীর্থং গণতীর্থং তথৈব চ ।
 জয়ন্তং বিজয়তথৈব শক্রতীর্থং তথৈব চ ॥ ৭৩
 জীপতেচ্চ তথা তীর্থং তীর্থং রৈবতকং তথা ।
 তথৈব শারদাতীর্থং ভদ্রকালেশ্বরং তথা ॥৭৪॥
 বৈকুণ্ঠতীর্থঞ্চ পরম্ ভীমেশ্বরমথাপি বা ।
 এতেষু শ্রাদ্ধদাতারঃ প্রয়াস্তি পরমাং গতিম্ ॥
 তীর্থং মাতৃগৃহং নাম করবীরপুরং তথা ।
 কুশেশয়ঞ্চ বিখ্যাতং গৌরীশিখরমেব চ ॥ ৭৬
 নকুলেশস্ত তীর্থঞ্চ কর্দমাং তথৈব চ ।
 দিগুপুণ্যকরং তদ্বৎ পুণ্ডরীকপুরং তথা ॥ ৭৭
 সপ্তগোদাবরীতীর্থং সর্বতীর্থেশ্বরেশ্বরম্ ।
 তত্র শ্রাদ্ধং প্রদাতব্যমনস্তফলমীপ্সতিঃ ॥ ৭৮

জনক হয় । অটহাস, গৌতমেশ্বর, বসিষ্ঠ,
 হারীত, ব্রহ্মাবর্ত, কুশাবর্ত, হর্যতীর্থ, পিণ্ডা-
 রক, শম্বোদ্ধার, ঘণ্টেশ্বর, বিশ্বক, নীল-
 পর্বত, ধরণীতীর্থ, রামতীর্থ, ও অশ্বতীর্থ
 শ্রাদ্ধে ও দানে অনন্ত ফলপ্রদ । বেদশিরা,
 ঔষবতী, বসুপ্রদ, ও ছাগলাণ্ড, এই সকল
 তীর্থে শ্রাদ্ধপ্রদাতা পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন ।
 ৫৭—৭১ । বদরীতীর্থ, গণতীর্থ, জয়ন্ত, বিজয়,
 শক্রতীর্থ, জীপতি তীর্থ, রৈবতক তীর্থ, শারদা
 তীর্থ, ভদ্রকালেশ্বর, বৈকুণ্ঠতীর্থ, ও ভীম-
 েশ্বর, এই সমস্ত তীর্থে শ্রাদ্ধপ্রদাতা পরম
 গতি লাভ করেন । মাতৃগৃহ, করবীরপুর,
 কুশেশয়, গৌরীশেখর, নকুলেশ তীর্থ,
 কর্দমাং, দিগুপুণ্যকর, পুণ্ডরীকপুর, ও
 সর্বতীর্থরাজ সপ্ত গোদাবর—অনন্ত ফল-

এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তস্তীর্থানাং সংগ্রহো ময়া ।
 বাসীশোহপি ন শক্নোতি বিস্তরাৎ কিমু মানুযঃ
 সত্যং তীর্থং দয়া তীর্থং তীর্থমস্ত্রিয়নিগ্রহঃ ।
 বর্ণাশ্রমাণাং গোহেহপি তীর্থস্ত সমুদ্রান্তম্ ॥ ৮০
 এততীর্থেষু যচ্ছ্রদ্ধাং তৎ কোটিগুণমিষ্যতে ।
 যস্মাৎ তস্মাৎ প্রযত্নেন তীর্থে শ্রদ্ধাং সমাচরেৎ
 প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাঃস্বীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু ।
 মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্নানপরাহুস্ততঃ পরম্ ॥ ৮২
 সায়াক্ষত্রিমুহূর্ত্তঃ স্নানশ্রদ্ধাং তত্র ন কারয়েৎ ।
 রাক্ষসী নাম সা বেলা গহিতা সর্বকৰ্ম্মণ্যু ॥ ৮৩
 অহো মুহূর্ত্তা বিখ্যাতা দশ পঞ্চ চ সর্বদা ।
 তত্রাষ্টমো মুহূর্ত্তো যঃ স কালঃ কৃতপঃ স্মৃতঃ ।
 মধ্যাহ্নে সর্বদা যস্মায়ন্দৌঃবতি ভাস্করঃ ।
 তস্মাদনন্তকলদন্তদারস্তো ভবিষ্যতি ॥ ৮৫
 মধ্যাহ্ন-খড়্গাপাত্রঞ্চ তথা নেপালকঞ্চলঃ ।
 রূপ্যং দর্ভাস্ত্রিলা গোবো দৌহিত্র্যাশ্রমঃ স্মৃতঃ

কাজী ব্যক্তিগণ এই সকল তীর্থে অবশ্যই
 শ্রদ্ধা প্রদান করিবেন । এই আমি সংক্ষে-
 পতঃ তীর্থসংগ্রহ বর্ণন করিলাম । সকল
 তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ স্বয়ং বাণীধরও
 বলিতে সক্ষম নহেন ; মানুষের কথা আর
 কি বলিব ? সত্য তীর্থ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তীর্থ,
 দয়াতীর্থ ও বর্ণাশ্রমদিগের গৃহতীর্থে শ্রদ্ধা
 করিলে তাহা কোটিগুণ ফলপ্রদ হয় । অত-
 এব যত্নের সহিত তীর্থশ্রদ্ধা করিবে ।
 প্রাতঃকালের ত্রিমুহূর্ত্ত ও তৎপরবর্তী মুহূর্ত্ত-
 ত্রয় সঙ্গব নামে কথিত । মধ্যাহ্নকালের
 মুহূর্ত্তত্রয়, অপরাহ্নের মুহূর্ত্তত্রয় ও সায়াক্ষ-
 কালের রাক্ষসী বেলা নামক ত্রিমুহূর্ত্ত এই
 সকল সময়ে, শ্রদ্ধা বা অস্ত্র কোন কৰ্ম্ম বিধেয়
 নহে । দিনমানকে পনের ভাগ করিয়া
 তাহার অষ্টম ভাগকে কৃতপ বলে । মধ্যাহ্নে
 রবি মন্দোদ্ধৃত হন, স্নাতরাং ঐ সময়ে শ্রদ্ধা
 আরম্ভ হইলে অনন্ত কল প্রদান করে ।
 মধ্যাহ্নকাল, খড়্গাপাত্র, নেপাল-কঞ্চল, রূপ্য,
 দর্ভ, ত্রিলা, গো ও দৌহিত্র—এই আটটি শব্দ,

পাপং কুৎসিতমিত্যাহুস্তস্ত সস্তাপকারিণঃ ।
 অষ্টাবেতে যতস্তস্মাৎ কৃতপা ইতি বিস্তৃতাঃ ॥
 উৎকং মুহূর্ত্তাৎ কৃতপাদ্য়মুহূর্ত্তচতুষ্টিম্ ।
 মুহূর্ত্তপঞ্চকঞ্চৈতৎ স্বধাত্বনমিষ্যতে ॥ ৮৮
 বিকোদেহসমুদ্ভূতাঃ কুশাঃ কৃষ্ণান্ত্রিলাস্তথা ।
 শ্রাদ্ধস্ত রক্ষণায়ালমেতৎ প্রাহদিবৌকসঃ ॥ ৮৯
 তিলোদকাঞ্জলির্দেয়ো জলশৈলীর্বাসিভিঃ ।
 সর্ভহস্তেনৈকেন শ্রাদ্ধমেবং বিশিষ্যতে ॥ ৯০
 শ্রাদ্ধসাধনকালে তু পাণিনৈকেন দীয়তে ।
 তর্পণস্তৃত্তয়েনৈব বিধিরেষ সদা স্মৃতঃ ॥ ৯১
 স্মৃত উবাচ ।

পুণ্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সর্বপাপবিনাশনম্ ।
 পুরা মৎস্তেন কথিতং তীর্থশ্রাদ্ধকর্ত্তনম্ ।
 শৃণোতি যঃ পঠেৎপি জীমান্ সঙ্গায়তে নরঃ ॥
 শ্রাদ্ধকালে চ বক্তব্যং তথা তীর্থনিবাসিভিঃ ।
 সর্বপাপোপশান্ত্যর্থমলক্ষ্মীনাশনং পরম্ ॥ ৯৩
 ইদং পবিত্রং যশসো নিধান-
 মিদং মহাপাপহরঞ্চ পুংসাম্ ।

কৃতপ শব্দের বাচ্য । কুৎসিতাশব্দে পাপ,
 ঐ পাপকে সস্তাপিত করে বলিয়া
 উহার কৃতপ আখ্যায় অভিহিত । কৃতপ
 মুহূর্ত্তের পর যে মুহূর্ত্তচতুষ্টির বা মুহূর্ত্ত-
 পঞ্চক, ঐ সময়কে স্বধাত্বন বলিয়া জানিবে ।
 কুশ এবং কৃষ্ণান্ত্রিলা এই দুইটা জব্য বিষ্ণুর
 দেহসমুদ্ভূত । এই বস্ত্রদ্বয় শ্রাদ্ধরক্ষায়
 সমর্থ—এ কথা দেবগণ বলেন । তীর্থবাসী
 ব্যক্তিগণ জলে অবস্থান করিয়াই তিলো-
 দকাঞ্জলি প্রদান করিবেন । দর্ভযুক্ত এক
 হস্ত দ্বারা শ্রাদ্ধ করা বিধেয় । শ্রাদ্ধবিধান-
 কালে এক হস্ত দ্বারা ই যাবতীয় দেয় বস্তু
 দান করিবে । কিন্তু তর্পণ, উভয় হস্তে
 করিবে । এই বিধি সচরাচর চলিত
 আছে । স্মৃত বলিলেন,—পূর্বে ভগবান্
 মৎস্ত, যে পুণ্য, পবিত্র, আয়ুষ্য, সর্ব পাপ-
 বিনাশন তীর্থশ্রাদ্ধের কথা বলিয়াছেন,
 উহা যে ব্যক্তি শ্রবণ বা পাঠ করে, সে
 জীমান্ হয় ; অধিকন্তু তাহার সর্ব পাপ শাস্তি

ব্রহ্মার্ককুট্বেয়াণি পূজিতঞ্চ
শ্রীকৃষ্ণ মহাশ্রীমুশস্তি তজ্জ্যোঃ ॥ ২৪
ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণে
ষাংবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সোমঃ পিতৃণামধিপঃ কথং শাস্ত্রবিশারদঃ ।
তৎসংজ্ঞা যে চ রাজানো বভূবুঃ কৌত্তির্বর্জনাঃ ॥ ১
স্মৃত উবাচ ।
আদিষ্টো ব্রহ্মণা পূর্বমজিঃ সর্গবিধৌ পুরা ।
অনুত্তমং নাম তপঃ সৃষ্টার্থং তপ্তবান্ প্রভুঃ ॥
যদানন্দকরং ব্রহ্ম জগৎক্লেশবিনাশনম্ ।
ব্রহ্মবিম্বক্কুট্বেয়াণামভ্যাস্তরমতৌল্লিয়ম্ ॥ ৩
শাস্ত্রিকৃচ্ছাস্তমনসস্তদন্তর্নয়নে স্থিতম্ ।
মহাশ্রীমাংশে তপসা বিপ্রাঃ পরমানন্দকারকম্ ॥

ও অলঙ্ঘ্যনাশ হয় । এই পবিত্র, যশো-
নিধান, পুরুষের পাপাপহর ও ব্রহ্মার্ককুট্বে-
পূজিত শ্রীকৃষ্ণ মহাশ্রী—শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিরাই
সতত প্রার্থনা করেন । ৭৩—২৪ ।

ষাংবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২২

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—পতঙ্গণের অধি-
পতি সর্গশাস্ত্রজ্ঞ ভগবান্ সোম ও তৎসংশ্লীষ
কৌত্তির্বর্জন রাজগণই বা কি প্রকারে জন্ম-
গ্রহণ করিলেন? স্মৃত বলিলেন,—হে
ঋষিগণ! পূর্বে মহামুনি অজি ব্রহ্মা কর্তৃক
সৃষ্টিবিষয়ে আদিষ্ট হইয়া অনুত্তম তপস্চ-
রণ করেন । ঐ তপস্যার ফলে জগৎ-
ক্লেশনাশন, পরমামন্দময়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কুট্বে,
ও অর্কের অভ্যাস্তর-বিরাজিত, অতৌল্লিয়
ও অশেষ শান্তিনিলায় পরম ব্রহ্ম যখন
পরমানন্দকররূপে শাস্তচেতা অমুনির

যস্মাদ্ভ্যাপতিঃ সার্কমুময়া তমধিষ্ঠিতঃ ।
তৎদৃষ্ট্বা চাষ্টমাংশেন তস্মাৎসোমোহভবচ্ছিতঃ
অথঃ সূতাব নেত্রাত্যাং ধাম তচ্চানুসম্ভবম্ ।
দৌপয়দ্বিশ্বমখিলং জ্যোৎস্নয়া সচরাচরম্ ॥ ৬
তদিশো জগৎস্থায়ীম স্ত্রীরূপেণ সূতেচ্ছয়া ।
গর্ভো ভূত্বোদরে তাসামান্বিতোহনন্ততজ্জয়ম্
আশান্তং মুমূর্চুর্ভমশক্তা ধারণে ততঃ ।
সমাদায়াথ তং গর্ভমেকৌকৃত্য চতুর্ধুঃ ॥ ৮
যুবানমকরোদ্ভ্রামা সর্গায়ুধধরং নরম্ ।
সুন্দনেহথ সহস্রাণ্বে বেদশক্তিময়ে প্রভুঃ ॥ ৯
আরোপ্য লোকমনয়দাশ্রীয়াং স পিতামহঃ ।
তত্র ব্রহ্মর্ষিভিঃ প্রোক্তমস্মৎস্বামী ভবত্বয়ম্ ॥ ১০
পিতৃভির্দেবগন্ধর্বৈরোষধৌভিস্তথৈব চ ।
ভূধুগুঃ সোমদেববৈত্যব্রহ্মাণং মজ্জসংগ্রহৈঃ ॥ ১১

নয়নমধ্যে অবস্থান করেন, তখন ভগবান্
উমাপতি উমার সহিত মিলিত হইয়া তৎ-
সমীপে উপস্থিত হন । তাঁহাকে দেখিয়া
সোম সেই মুনি হইতে অষ্টমাংশে শিশু-
রূপে জন্মগ্রহণ করেন । অশ্বসমুত শিশু-
রূপী তেজোরশি জ্যোৎস্না দ্বারা অখিল
বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়া অজির নেত্র হইতে
অধোনিঃসৃত হন । দিক্ সকল স্ত্রীরূপে পুত্র-
বাসনায় ঐ তেজ ধারণ করে ; পরে উহা
গর্ভরূপে তাহাদের উদরে তিনশত বৎসর
কাল অবস্থান করে । অনন্তর দিগ-
জনাগণ ঐ তেজঃ গর্ভে ধারণ করিতে
অশক্ত হইয়া মোচন করে । চতুর্ধু ঐ
পরিত্যক্ত গর্ভ আহরণপূর্বক একত্রিত
করিয়া এক সর্গায়ুধধর যুবা পুরুষরূপে
পরিণত করেন এবং বেদশক্তিময় সহস্র
অশ্বযুক্ত রথবরে তাঁহাকে আরোহণ করা-
ইয়া স্বীয় লোকে আনয়ন করিলেন ।
তখন ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,
—ইনি আমাদের অধিপতি হউন । ১—১০ ।
এই বলিয়া তাঁহারা পিতৃ, দেব, গন্ধর্ব ও
ওষধিগণ সহ সোমদেবত মজ্জনিচয় দ্বারা
সোমকে স্তব করিলেন । স্তবে তাঁহার তেজো-

কুয়মানস্ত তস্তাভূদধিকো ধামসম্ভবঃ ।
 তেজোবিতানাদভবভূবি দিব্যোষধীগণঃ ॥ ১২
 তদীপ্তিরধিকা তস্মাজ্জ্যোত্বো ভবতি সৰ্বদা
 তেনৌষধীশঃ সোমোহুদ্ভিজ্জেশচাপি গদ্যতে
 বেদধামরসঞ্চাপি যদিৎ চন্দ্রমণ্ডলম্
 কীর্ত্তে বর্জতে চৈব শুক্রে কৃষ্ণে চ সৰ্বদা ॥ ১৪
 বিংশতিক তথা সপ্ত দক্ষঃ প্রাচেতসো দদৌ ।
 রূপলাবণ্যসংযুক্তান্তস্মৈ কস্তাঃ সুবর্চসঃ ॥ ১৫
 ততঃ পান্সসহস্রাণাং সহস্রাণি দশৈব তু ।
 তপশ্চাচার শীতাং শুবিষ্ণুধ্যাতৈকতৎপরঃ ॥ ১৬
 ততঃশুভ ভগবাংস্তস্মৈ নারায়ণো হরিঃ ।
 বরং কৃণীষ প্রোবাচ পরমায় জ্ঞানদিনঃ ॥ ১৭
 ততো বজ্রে বরান্ সোমঃ শরুলোকং জয়ামাহম্
 প্রত্যক্ষমেব ভোক্তারো ভবন্তু মম মন্দিরে ॥ ১৮
 রাজস্যে সুরগণা ব্রহ্মাদ্যাঃ সন্ত মে দ্বিজাঃ ।
 রক্ষঃ পালঃ শিবোহস্মাকমাস্তাঃ শূলধরো হরঃ

তথৈত্যুক্তঃ স আজহৈ রাজস্যম্ভবিত্বনা ।
 হোতাভির্ভুগধর্ষ্যাক্রুদগাতাভূচ্চতুর্ধ্বঃ ॥ ২০
 ব্রহ্মত্বমগমৎ তস্ত উপদ্রষ্টা হরিঃ স্বয়ম্ ।
 সদস্তাঃ সনকাদ্যাঃ রাজস্যবিধৌ স্মৃতাঃ ॥ ২১
 চমসাদধর্ষ্যবস্ত্রত্র বিবেদেবা দশৈব তু ।
 ত্রৈলোক্যঃ দক্ষিণা তেন ঋত্বিগুভ্যাঃ প্রতি-
 পাদিতম্ ॥ ২২
 ততঃ সমাপ্তেহবভূধে তজ্জপালোকনেচ্ছবঃ ।
 কামবাণাভিতপ্তাঙ্গো নব দেবাঃ সিম্বেবিরে ॥
 লক্ষ্মীর্নারায়ণং ত্যক্তা সিনীবালা চ কৰ্দমম্ ।
 দ্ব্যতিবিভাবসুঃ তদ্বৎ তুষ্টির্ধাতারমব্যয়ম্ ॥ ২৪
 প্রভা প্রভাকরং ত্যক্তা হবিষ্যন্তং কুহুঃ স্বয়ম্
 কীর্ত্তির্জয়ন্তঃ ভর্তারঃ বসুর্নারীচকল্পপম্ ॥ ২৫
 ধৃতিস্ত্যক্তা পতিং নন্দিং সোমমেবাভজঃস্তদা ।
 স্বকীয়ো ইব সোমোহপি কাময়ামাস তাস্তদা ॥
 এবং কৃতাপচারস্ত তাসাং ভর্তৃগণস্তদা

রাশি সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং
 ঐ তেজঃপুঞ্জ হইতে ভূতলে দিব্য ও
 ওষধিগণ উৎপন্ন হইল । সোম হইতে জাত
 বলিয়াই রাজিকালে ওষধিগণের দীপ্তি
 অধিক হইতে লাগিল । সোম সেই হইতে
 ওষধীশ ও দ্বিজেশ নামে অভিহিত হইতে
 লাগিলেন । এই বেদ-ধাম-রস-রূপ চন্দ্র-
 মণ্ডল সৰ্বদা শুক্লরূপে বৃদ্ধি ও কৃষ্ণরূপে
 ক্ষয় পাইয়া থাকে । দক্ষ প্রজাপতি রূপ-
 লাবণ্যবতী সপ্তবিংশতি কস্তা ভগবান্
 সোমকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন । অনন্তর
 সোমদেব বিষ্ণুধ্যানে নিরত হইয়া অসংখ্য
 বৎসর তপস্তা করিলেন ; তপস্তায় পরি-
 ভূষ্ট হইয়া ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে বর
 প্রার্থনা করিতে বলিলেন । সোমদেব
 প্রার্থনা করিলেন যে, আমি যেন ইন্দ্রকে
 জয় করিয়া ইন্দ্রলোক অধিকার করিতে
 পারি । দেবগণ যেন মদীয় ভবনে প্রত্যক্ষ-
 ভাবে আহার করেন । আমার অচ্যুতিত
 রাজস্য যজ্ঞে ব্রহ্মাদি দেবগণ ব্রাহ্মণের
 কার্য্য করুন, ও শূলধর হর যেন মদীয়

ভবনে শূল ধারণ করত রক্ষি-কার্য্যে নিযুক্ত
 থাকেন । ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন,—
 “তথাহু” । তখন তিনি রাজস্য যজ্ঞের অঙ্ক-
 ঠান করিলেন । ঐ যজ্ঞে অত্রি হোতা, ভৃগু
 অধর্ষ্য, স্বয়ং চতুর্ধ্ব উদ্গাতা, সাক্ষাৎ হরি
 উপদ্রষ্টা, সনকাদি ঋষিগণ সদস্ত ও বিবে-
 দেবগণ চমসাদধর্ষ্য হইলেন । এই যজ্ঞে
 ঋত্বিকৃদিগক সমগ্র ত্রিভুবন দক্ষিণারূপে অর্পিত
 হইল । অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সোমদেবকে
 অলৌকিক রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন দেখিয়া নম্রজ্ঞন
 দেব-যুবতী কাম-বাণে বিদ্ধগাত্র হইয়া তাঁহার
 সেবাপরায়ণ হইলেন । ১১—৩ । তখন
 লক্ষ্মী স্বীয় পতি নারায়ণকে, সিনীবালা
 কৰ্দমকে, দ্ব্যতি বিভাবসুকে, তুষ্টি ধাতাকে,
 প্রভা প্রভাকরকে, কুহু হাবমানকে, কীর্ত্তি
 জয়ন্তকে, বসু কল্পপদে ও ধৃতি নন্দীকে
 পরিত্যাগ করিয়া সোমকে ভজনা করিতে
 লাগিলেন এবং চন্দ্র ও তাঁহাদিগকে নিজ
 পত্নীর স্তায় সাদরে গ্রহণ করিলেন । তখন ঐ
 সকল দেবগণের ভর্তারা ঐধারিত হইয়াও
 শাপ ও শাস্ত ব্যবহারে কৃতাপরাধ সোমের

ন শশাকাপচারায় শাপৈঃ শস্ত্রাদিভিঃ পুনঃ ।
তথাপ্যরাজত বিধূর্দশধা ভাবয়ন্ দিশঃ ।
সোমঃ প্রাপ্যথ হুস্ত্রাপ্যমৈশ্বর্যমুযিসংস্কৃতম্
সপ্তলোকৈকনাথত্বমবাপ তপসা তদা ॥ ২৮
কদাচিত্তদ্যানগতামপঞ্জ-
দনেকপুষ্পাভরণৈশ্চ শোভিতাম্ ।
বৃহন্নিতম্বস্তনভারখেদাৎ
পুষ্পস্ত ভজেহপ্যতিত্বর্কলাঙ্গীম্ ॥ ২৯
ভার্ঘ্যাক্ তাং দেবগুরোরনঙ্গ-
বাণাভিরামায়তচাক্রনেত্রায় ।
তারায় স তারাধিপতিঃ স্মরার্ভঃ
কেশেষু জগ্রাহ বিবিক্তভূমৌ ॥ ৩০
সাপি স্মরার্ভা সহ তেন রেমে
তদ্রূপকাস্ত্র্যা হৃতমানসেন ।
চিরং বিহৃত্যথ জগাম তারাঃ
বিধুর্গৃহীত্বা স্বগৃহং ততোহপি ॥ ৩১

ন তপ্তিরাসীচ্চ গৃহেহপি তস্ত
তারাহুরক্তস্ত স্মৃথাগমেষু ।
বৃহস্পতিস্তদ্বিরহাগ্নিদগ্ধ-
স্তদ্যাননিষ্ঠৈকমনা বভূব ॥ ৩২
শশাক শাপং ন চ দাতুমৈশ্ব
ন মন্ত্রশস্ত্রাণ্যিবৈষেরশেষৈঃ ।
তস্ত্রাপকর্তুং বিবিধৈরুপায়ৈ-
র্নৈবাভিচারৈরপি বাগধীশঃ ॥ ৩৩
স যাচ্যামাস ততস্ত দৈস্তাৎ
সোমং স্বভাধ্যার্মমনকৃতপ্তঃ ।
স যাচ্যামানোহপি দদৌ ন তারাঃ
বৃহস্পতেস্তৎস্মৃথপাশবন্ধঃ ॥ ৩৪
মহেশ্বরেণাথ চতুর্মুখেন
সাদৈর্ঘ্যক্লিষ্টঃ সহ লোকপালৈঃ ।
দদৌ যদা তাং ন কথঞ্চিদিন্দু-
স্তদা শিবঃ ক্রোধপরো বভূব ॥ ৩৫
যো বামদেবঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যা-
মনেককজ্রাচিতপাদপদ্যঃ ।

কিছুই করিতে পারিলেন না। সোম
স্বীয় প্রভাবে দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া
বিরাজ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সোম
স্বীয় তপঃপ্রভাবে ঋষি-কল্পিত হুস্ত্র ভৈরব্যা
উপভোগ করত সপ্ত লোকের একাধিপত্য
প্রাপ্ত হইলেন। একদা স্মৃথাকর উদ্যান-
মধ্যচারিণী কুমমসমূহ-সুশোভিনী কোন
এক সুন্দরী ললনাকে দেখিতে পাইলেন।
দেখিলেন,—ঐ ললনা বৃহৎ নিতম্ব ও পীন
স্তনভরে খিন্ন হওয়ায় পুষ্পভজেও অতীব
ত্বর্কলাঙ্গীর স্থায় প্রতীত হইতেছে! ঐ
ললনা দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্ঘ্যা; নাম
উহার তারা; তারার নেত্র দুইটি যেন কাম-
বাণবৎ মনোরম, আয়ত ও সুন্দর। তাঁহাকে
দেখিয়া স্মরার্ভ নিশাপতি আশ্চর্য-সম্বরণ
করিতে পারিলেন না। তিনি তখনই তাঁহার
কেশ গ্রহণ করিলেন এবং তারাও নিতান্ত
স্মরণীয়তা হইয়া তাঁহার সহিত রমণ
করিলেন। পরে বিধু এইরূপে বহুকাল
বিহার করিয়া অবশেষে তারাকে লইয়া
স্বগৃহে গমন করিলেন ॥ ২৪—৩১ ॥ চন্দ্র তারার

রূপ লাভণ্যে হৃতচিত্ত হইয়াছিলেন,
তারাকে গৃহে আনিয়াও তারাহুরক্ত
চন্দ্র সন্তোগ-স্মৃথাগমে পরিতৃপ্ত হইলেন
না। এ দিকে বৃহস্পতি তারা-বিরহানলে
দগ্ধ হইয়া সর্বদা তারাধ্যানেই নিমগ্ন হই-
লেন। বৃহস্পতি বৃন্তান্ত বিদিত হইয়াও
চন্দ্রকে শাপ দিতে বা কোনরূপ মন্ত্রময়
শস্ত্রাদি দ্বারা তাঁহার কোন অপকার করিতে
অথবা অভিচারাদি ক্রিয়া দ্বারাও তাঁহার
কোন অনিষ্টসাধন করিতে পারিলেন না।
পরে তিনি অনঙ্গ-তপ্ত হইয়া অতি দীন-
ভাবে চন্দ্রের নিকট তারাকে কিরাইয়া
চাহিলেন; কিন্তু চন্দ্র প্রার্থিত হইয়াও তারা-
রূপ স্মৃথ-পাশে আবদ্ধ হইয়া তারাকে
প্রত্যর্পণ করিলেন না। অনন্তর ইন্দু
সাধ্যগণ, মরুদগণ ও লোকপালগণ-পরিবৃত্ত
মহেশ্বর ও চতুর্মুখের অনুরোধেও যখন তারা
প্রত্যর্পণে সম্মত হইলেন না, তখন অসংখ্য-
কজ্রগণের অধিপতি ভগবান্ ত্রিশূলী ক্রোধা-

ততঃ সশিষ্যো গিরিশঃ পিনাকী
বৃহস্পতিস্নেহবশানুবন্ধঃ ॥ ৩৬
ধনুগৃহীতাজগবৎ পুরারি-
র্জগাম ভূতেশ্বরসিদ্ধজুষ্ঠঃ ।
যুদ্ধায় সোমেন বিশেষদৌষ্ট-
তৃতীয়নেত্রানলভীমবন্ধুঃ ॥ ৩৭
সর্ষেব জগুশ্চ গণেশকাষ্ঠা
বিংশচ্চতুষষ্টিগণাস্তযুক্তাঃ ।
যজ্ঞেশ্বরঃ কোটিশতৈরনৈক-
যুতেহবগাং স্তন্দনসংস্থিতানাম্ ॥ ৩৮
বেতালযজ্ঞোৎসর্গকিম্বরাণাং
পদ্মেন চৈকেন তথার্কুদেন ।
লক্ষৈস্ত্রিভির্দ্বাদশভী রথানাং
সোমোহপাগাং তত্র বিবৃদ্ধমনুঃ ॥ ৩৯
নক্ষত্রদৈত্যাসুরসৈন্যযুক্তঃ
শনৈশ্চরাক্ষারকবৃক্কেভ্যঃ ।
সূর্য্যং সপ্ত তথৈব লোকা-
শ্চাল ভূদ্বীপসমুদগর্ভা ॥ ৪০

স সোমমেবাভ্যগমৎ পিনাকী
গৃহীতদীপ্তাস্ত্রবিশালবহিঃ ।
অথাভবভীষণভীমসেন-
সৈন্তদ্বয়স্তাপি মহাহবোহসৌ ॥ ৪১
অশেষসবক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধ-
স্তৌক্ষ্যযুধাস্তজলনৈকরূপঃ ।
শস্ত্রৈরধাতোস্তমশেষসৈন্তঃ
দ্বয়োর্জগাম ক্ষয়মুগ্রতীক্ষ্ণৈঃ ॥ ৪২
পতন্তি শস্ত্রাণি তথোজ্জ্বলানি
স্বর্ভূমিপাতালমথো দহন্তি ।
কুদ্ভঃ কোপাদব্রক্ষশীর্ষঃ সূমোচ
সোমোহপি সোমান্নমমোঘবীৰ্য্যম্ ॥ ৪৩
তয়োনিপাতেন সমুদ্র-ভূম্যো-
রথাস্তরৌক্ষ্য চ ভীতিরাসীৎ ।
তদস্থগুণা জগতাঃ ক্ষয়ায়
প্রবৃদ্ধমালোক্য পিতামহোহপি ॥ ৪৪

। যত হইয়া উঠিলেন এবং বৃহস্পতির প্রাতি
স্নেহ-পরবশ হইয়া আজগব নামক ধনু গ্রহণ
করত ভূতাদি স্বাশিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে
চন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন । ঐ সময়
তঁাহার তৃতীয় নয়ন হইতে বহুশিখা ধক্
ধক্ নির্গত হওয়ায় তঁাহার বদনমণ্ডল অতি
ভীষণ হইয়া উঠিল । তৎকালে তঁাহার
সমভিব্যাহারে গণনাথগণ নানাবিধ অস্ত্র-
শস্ত্রে সুসজ্জিত ও ত্রিংশচ্চতুষষ্টিসংখ্যক
গণে পরিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং
যজ্ঞাধিপাত বহু কোটি শত সৈন্ত সহ যুদ্ধে
মহাদেবের অঙ্গুগমন করিলেন । তখন সোম
নিভান্ত ক্রোধাক্ত হইয়া এক পদ্মসংখ্যক
রথারোহী বেতাল, এক অর্কুদসংখ্যক
যক্ষ, তিন লক্ষ উরগ ও দ্বাদশ লক্ষ কিম্বর-
গণ সহ রণক্ষেত্রে আগমন করিলেন ।
এতদ্ভিন্ন নক্ষত্র, দৈত্য ও অসুরগণ এবং
শনৈশ্চর ও অক্ষারক প্রভৃতি সকলে সশস্ত্র
হইয়া তঁাহার সাহায্যার্থ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইলেন । এই সময় সপ্ত লোক ভয়চকিত
হইয়া উঠিল এবং সশৈলসাগরা পৃথিবী চালিত
হইতে লাগিলেন । অনন্তর পিনাকী বিশাল
অনলতুল্য সূদৌষ্ট অস্ত্র গ্রহণ করত
সবেগে সোম-সম্মুখে আপতিত হইলেন ।
এইরূপে উভয় সৈন্তেরই ভয়ানক রণসঙ্ঘর্ষ
উপস্থিত হইল । উভয় দলেরই সৈন্তদিগের
ভীক্ষু অস্ত্র-শস্ত্রসমূহ তুল্যরূপে অগ্নি উদ্গি-
রণ করত অসংখ্য সৈন্তের ক্ষয়সাধন করিতে
লাগিল । এইরূপে ভীক্ষু শস্ত্রসমূহপ্রহারে
উভয়পক্ষের বহু সৈন্ত প্রাণ-পরিত্যাগ
করিল । প্রজলিত শস্ত্র সকল যেন, স্বর্ণ-
মর্দ্য-রসাক্তল দধ্ব করত পতিত হইতে
থাকিল । কুদ্ভ নিভান্ত জ্বলন্ত হইয়া এই
সময় ব্রক্ষশীর্ষ অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন ।
সোমও অমোঘ বীৰ্য্য সোমান্ন মোচন
করিলেন । এই উভয় অস্ত্রের পতনে,
সমুদ্র, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ কাঁপিয়া উঠিল ।
তখন অস্ত্রদ্বয়ের সঙ্ঘর্ষে ত্রিজগৎ বিনষ্ট
হয় দেখিয়া পিতামহ ব্রহ্মা অস্ত্রান্ত্র দেবগণ

অন্তঃ প্রবিষ্টাথ রথঃ তথাকি-
 শ্রিবারয়ামাস সুরৈঃ সঠৈব ।
 অকারণং কিং ক্ষয়কুজ্জনানাম্
 সোম ত্রয়াপীথমকারি কার্যাম্ ॥ ৪৫
 যস্মাৎ পরস্মীহরণায় সোম
 ত্রয়া কৃতং যুদ্ধমতীব ভীমম্
 পাপগ্রহন্তঃ ভবিতা জনৈশ্চ
 শাস্তোহপ্যলং নুনমথো সিতান্তে ।
 ভার্য্যামিমামর্পয় বাকৃপতেন্তঃ
 ন চাবমানোহস্তি পরস্বহায়ে ॥ ৪৬

শ্রুত উবাচ ।

তথেষি চোবাচ হিমাংশুমালী
 যুদ্ধাদপাক্রামদতঃ প্রশান্তঃ ।
 বৃহস্পতিঃ স্বামপগৃহ্য তার্য্যঃ
 হৃষ্টো জগাম স্বগৃহং সক্রভঃ ॥ ৪৭

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে সোমবংশাখ্যানে
 সোমাপচারো নাম ত্রয়োবিংশো-
 দধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

সমভিব্যাহারে উভয় অস্ত্রের মধ্যস্থলে
 আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং অতি কষ্টে
 অস্ত্রদ্বয় নিবারণ করিলেন । তিনি বলি-
 লেন,—দেখ, সোম ! কি জন্ত তুমি এই
 অকারণ জনক্ষয়কর কার্য্যের অনুষ্ঠান
 করিলে ? তুমি পরস্মী-হরণ করিলে, অথচ
 এক অতীব ভীষণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইলে !
 তোমার কৃত কর্ম্মের ফলে তুমি পাপগ্রহ
 বলিয়া জনমণ্ডলে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে ।
 এখন শান্ত হও, বাচস্পতির ভার্য্যাকে
 প্রত্যর্পণ কর, পরধন হরণে তোমার লজ্জা
 হয় নাই ? শ্রুত বলিলেম,—ব্রহ্মার কথায়
 হিমাংশুমালী অপ্রতিভ হইয়া “আমি
 এইরূপই করিয়াছি” এই বলিয়া শান্ত
 হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং
 বাচস্পতিও স্বীয় ভার্য্যা তার্য্যাকে লইয়া
 আনন্দিতমনে ক্রুদ্ধ সমভিব্যাহারে স্বস্থানে
 প্রস্থান করিলেন । ৩২—৪৭ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩ ।

চতুর্বিংশশোহ অধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

ততঃ সংবৎসরস্তান্তে দ্বাদশাদিত্যসন্নিভঃ ।
 দিব্যপীতাস্বরধরো দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥ ১
 তারোদরাধিনিষ্ক্রান্তঃ কুমারচন্দ্রসন্নিভঃ ।
 সর্ষার্থশাস্ত্রবিদ্বীমান্ হস্তিশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ ॥ ২
 নাম যদ্রাজপুত্রীয়াঃ বিজ্ঞাতং গজবৈদ্যকম্ ।
 রাজঃ সোমস্ত পুত্রদ্বাদ্রাজপুত্রো বৃধঃ শ্রুতঃ ৩
 জাতমাত্রঃ স তেজাংসি সর্ষাণ্যোবাজয়দ্ববলী ।
 ব্রহ্মাদ্যাস্তত্র চাক্ষুর্দেবা দেবর্ষিভিঃ সহ ॥ ৪
 বৃহস্পতিগৃহে সর্ষে জাতকর্ষ্মোৎসবে তদা ।
 অপৃচ্ছংস্তে সুরাস্তারাং কেন জাতঃ কুমারকঃ
 ততঃ সা লজ্জিতা তেযাং ন কিঞ্চিদবদৎ তদা
 পুনঃ পুনস্তদা পৃষ্ঠা লজ্জয়ন্তী বরাদনা ॥ ৬
 সোমশ্চেতি চিরাদাহ ততোহগৃহ্নাধিধুঃ শ্রুতম্

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

শ্রুত বলিলেন,—অনন্তর সৎসংসর পরে
 তারার গর্ভে দ্বাদশাদিত্য-সন্নিভ, দিব্য
 পীত বসন-পরিধায়ী, বিবিধ ভূষণ-
 ভূষিত, ও চন্দ্রপ্রতিম এক কুমার উৎপন্ন
 হয় । ঐ কুমার সর্ষার্থ-শাস্ত্রবিৎ, বুদ্ধিমান, ৩
 হস্তি-শাস্ত্রপ্রণেতা ছিলেন । তিনি গজ-
 বৈদ্যক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন । রাজা সোমের
 পুত্র বলিয়া তিনি রাজপুত্র বৃধ নামে কীর্তিত ।
 ঐ বলশালী কুমার জন্মিবামাত্র সকল
 তেজই জয় করিয়াছিলেন । তাঁহার জাত-
 কর্ষ্ম-মহোৎসবে উপলক্ষে বৃহস্পতি ভবনে
 ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে আগমন করেন এবং
 তাঁহারা সকলে তারাকে জিজ্ঞাসা করেন
 যে, এই সন্তানটী কাহার ঔরসে
 উৎপন্ন হইয়াছে ? তারা নিতান্ত লজ্জিতা
 হইয়া তাঁহাদের জিজ্ঞাসায় কোন উত্তর
 প্রদান করিতে পারিলেন না । কিন্তু
 তাঁহারা বারংবার জিজ্ঞাসা করিলে, তখন
 সলজ্জা তারা ক্রিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন,—
 ‘এ সন্তানটী সোমের’ । অতঃপর বিধু
 সন্তান গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সন্তানের

বুধ ইত্যকরোন্নায় প্রাদাজ্যাক ভূতলে ॥ ৭
অভিষেকং ততঃ কৃত্বা প্রধানমকরোব্ধিভুঃ ।
গ্রহসাম্যং প্রদায়াথ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিসংযুতঃ ॥ ৮
পশুতাং সর্বদেবানাং তত্রৈবাস্তরধীয়ত ।
ইলোদরে চ ধর্ম্মিষ্ঠং বুধঃ পুত্রমজীজনৎ ॥ ৯
অশ্বমেধশতং সাগ্নমকরোদ্যঃ স্বতেজসা ।
পুরুষবা ইতি খ্যাতঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ১০
হিমবচ্ছিতরে রম্যে সমারাধ্য জনার্দনম্ ।
লৌকৈশ্বর্যমগাজ্রাজ্য সপ্তদ্বীপপতিস্তদা ॥ ১১
কেশিপ্রভৃতয়ো দৈত্য্যঃ কোটিশো যেন
দারিত্যঃ ।

উর্কশী যন্ত পত্নীহমগমরূপমোহিতা ॥ ১২
সপ্তদ্বীপা বসুমতী সটেশলবনকাননা ।
ধর্ম্মেণ পালিতা তেন সর্বলোকহিতৈষণা ॥ ১৩
চামরগ্রাহিণী কীর্ত্তিঃ সদা চৈবাক্রবাহিকা ।
বিকোঃ প্রসাদাদেবোদ্রো দদাবর্কাসনং তদা ॥

নাম করণ করিলেন,—বুধ । পরে সোম
তঁাহাকে ভূতলে রাজ্য প্রদান করেন ।
অনন্তর বিভু তঁাহাকে অভিষেক করিয়া
গ্রহগণের প্রাধান্য প্রদান করেন এবং
ব্রহ্মর্ষিগণ সমভিব্যাহারে তঁাহাকে গ্রহ
তুল্যতা প্রদানপূর্বক দেবগণ সমক্ষেই
সেই স্থানে অস্থিহিত হইলেন । বুধ ইলার
উদরে এক ধার্ম্মিক পুত্র উৎপাদন করেন ।
ইনি স্বীয় বীর্ঘ্যে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষ্পন্ন
করেন । উহার নাম হয়—পুরুষবা ; সকলেই
তঁাহার সম্মান করিতেন । ১—১০ । একদা
রাজা রম্য হিমালয়-শৃঙ্গে ভগবান জনার্দনের
আরাধনা করত সপ্ত দ্বীপাধিপত্য ও সর্ব-
লৌকৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন । তিনি কেশি প্রভৃতি
দৈত্যদিগকে যুদ্ধে কোটি কোটি বার পরাস্ত
করিয়া তাড়াইয়া দেন । সেই মহাস্থার
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উর্কশী তাহার
পত্নী প্রাপ্ত হন । ঐ সর্বলোক-হিতৈষী
মহাস্থাই সটেশল-বন-কাননা ধরা ধর্ম্মানু-
সারে পালন করিয়াছিলেন । কীর্ত্তি,
চামরগ্রাহিণীর স্তায় সদাই তঁাহার অঙ্গ-

ধর্ম্মার্থকামান ধর্ম্মো সমমেবাভ্যপালয়ৎ ।
ধর্ম্মার্থকামাঃ সন্তুষ্টিরাজয়ুঃ কোতুকাৎ পুরা ॥ ১৫
জিজ্ঞাসবস্তচ্চরিতং কথং পশুতি নঃ সমম্ ।
ভক্ত্যা চক্রে ততস্তেষামর্থ্যপাদ্যাদিকং নৃপঃ ॥
আসনত্রয়মানীষ দিব্যং কনকভূষিতম্ ।
নিবেশ্যথাকরোৎ পূজামৌষধ্যৈর্হৃদিকাং পুনঃ
জগ্মহুস্তেন কামার্থাবতিকোপং নৃপং প্রতি ।
অথ শাপমদাৎ তস্মৈ লোভাৎ স্বং নাশমেঘাসি
কামোহপ্যাহ তবোন্নাদো ভবিতা গঙ্ঘমাদনে
কুমারবনমাস্রিত্য বিয়োগাৎকুর্কশীভবাৎ ॥ ১৯
ধর্ম্মোহপ্যাহ চিরায়ুস্বং ধার্ম্মিকশ্চ ভবিষ্যসি ।
সন্ততিস্তব রাজেন্দ্র যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্ ॥ ২০
শতশো বুদ্ধিমায়াতু ন নাশং ভুবি যান্ত্যতি ।

বাহিকা হইয়া থাকিত । বিষ্ণুর প্রসাদে
তিনি ইন্দ্রের অঙ্গাসন লাভ করেন । তিনি
একমাত্র ধর্ম্মাবলম্বনেই যুগপৎ ধর্ম্মার্থকাম
আচরণ করিতেন । পুরাকালে একদা
ধর্ম্মার্থকাম সকল এইরূপ কোতুকাক্রান্ত হইয়া
তঁাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল যে, তিনি
কিরূপে তঁাহাদিগকে তুল্যরূপে পালন করেন
এবং তঁাহার আচরণই বা কিরূপ, তাহাও
তাহাদের জানিবার বিষয় ছিল । অনন্তর
নৃপ অতি ভক্তিভাবে তঁাহাদের অর্ঘ্য ও
পাণাদি কল্পনা করেন এবং কনক-ভূষিত
দিব্য আসনত্রয় আনাইয়া তঁাহাদিগকে উপ-
যুক্ত স্থানে উপবেশন করাইয়া পূজা করেন ।
তন্মধ্যে ধর্ম্মকে কিঞ্চৎ অধিক পূজা করা
হয় : ঐ জন্ত কাম ও অর্থ নৃপের প্রতি
অতিশয় কুপিত হইয়া তঁাহাকে শাপ প্রদান
করে । অর্থ বলে,—তুমি নাশ প্রাপ্ত হইবে ।
কাম বলে,—তুমি গঙ্ঘমাদনগিরির কুমার-
বনে উর্কশীবিরহে উন্মাদগ্রস্ত হইবে । কিন্তু
ধর্ম্ম বলিলেন—‘তুমি চিরায়ু ও ধার্ম্মিক
হইবে ।’ তিনি আরও বলিলেন, হে রাজেন্দ্র !
তোমার সম্মান সন্ততি চন্দ্রসূর্য্যাদির অব-
স্থিতি কাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, কদাচ
নাশ প্রাপ্ত হইবে না । এই প্রকার শাপ

ইত্যুৎকৃষ্টধ্বং সর্বে রাজা রাজ্যং তদবতুং ॥
অহন্তহনি দেবেশ্বঃ দ্রষ্টুং যাত স রাজরাট
কদাচিদারুহ রথং দক্ষিণাশ্বরচারিণম্ ॥ ২২
সার্কিমর্কেণ শোহপশুগ্নায়মানামথাস্বরে ।
কেশিনা দানবেশ্বের চিত্রলেখামথোক্ষণীম্ ॥ ২৩
তং বিনির্জিত্য সমরে বিবিধাযুধপাণিনা ।
বুধপুঞ্জেন বায়ব্যমস্রং মুক্কা যশোহর্ষিনা ॥ ২৪
তথা শক্ৰোহপি সমরে যেন চৈবং বিনির্জিতঃ
মিত্রহমগমদেবৈর্দদাবিল্লায় চোক্ষণীম্ ॥ ২৫
ততঃ প্রভৃতি মিত্রহমগমং পাকশাসনঃ ।
সর্বলোকান্তিশাশ্বিত্বং বলমুর্জে যশঃ শ্রিয়ম্ ॥
প্রাদাহজ্যোতি সন্তুষ্টো গেষতাং ভরতেন চ ।
সাপুরুষবসঃ স্রীত্যা গায়ন্তী চরিতং মহৎ ॥ ২৭
লক্ষ্মীশ্বয়ং নাম ভরতেন প্রবর্তিতম্ ।
মেনকাযুক্ষণীং রস্তাং নৃত্যতেতি তদাদিশং ॥

ও বর প্রদান করিয়া সকলে অন্তর্হিত হইলে
রাজা রাজ্য-সুখ অনুভব করিয়া দৈনন্দিন
দেবেশ্বের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগি-
লেন । কদাচিৎ তিনি দক্ষিণাশ্বরচারী রথে
আরোহণপূর্বক ধর্মসহ ভ্রমণ করিতে করিতে
দেখিলেন যে, দানবেশ্ব কেশী চিত্রলেখা
উক্ষণীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে ।
১১—২৩ । তদর্শনে তৎক্ষণাৎ সেই ইন্দ্রজয়ী
দানবেশ্বকে সমরে বায়ব্যাস্ত্রে পরাভূত করিয়া
উক্ষণীকে উদ্ধার করেন এবং দেবেশ্বসমীপে
পৌছাইয়া দেন । ইহাতে দেবগণের সহিত
তঁাহার বিশেষ মিত্রতা স্থাপন হয় । উক্ষণী
প্রদানের দিন হইতে পাকশাসন তাঁহার
সহিত পূর্বাপেক্ষা অধিক মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ
হন এবং তিনি যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়া রাজাকে
সর্বলোকের প্রভু, বল, যশ ও স্রী প্রদান
করেন । এতদুপলক্ষে ভরত যুনি গীতাভিনয়
করেন । তৎকর্তৃক লক্ষ্মীশ্বয়ংবর নামক
নাটকাভিনয় প্রবর্তিত হয় । উক্ষণী পুরু-
ষবাস প্রতি স্রীতবশে তদীয় উদার চরিত্র
গান করিতে থাকে । তখন মেনকা, উক্ষণী
ও রস্তাকে ভরত যুনি নৃত্য করিতে

ননর্ত নলয়ং যত্র লক্ষ্মীরূপেণ চোক্ষণী ।
সাপুরুষবসং দৃষ্ট্বা নৃত্যন্তী কামপীড়িতা ॥ ২৯
বিশ্মুতাভিনয়ং সর্বং যৎ পুরা ভরতোদিতম্ ।
শশাপ ভরতঃ ক্রোধান্নিয়োগাদস্ত ভূতলে ॥ ৩০
পঞ্চপঞ্চাশদদানি লতা সূক্ষ্মা ভবিষ্যসি ।
পুরুষবাঃ পিশাচত্বং তত্রৈবানুভবিষ্যতি ॥ ৩১
ততস্তমুক্ষণী গতা ভর্তারমকরোচ্চিরম্ ।
শাপান্তে ভরতস্তাথ উক্ষণী বুধসুহৃতঃ ॥ ৩২
অজীজনং সূতানন্তৌ নামতস্তান্ নিবোধত ।
আয়ুর্দৃঢ়ায়ুঃস্বায়ুর্ধনায়ুর্ধৃতিমান্ বসুঃ ॥ ৩৩
শুচিবিদ্যাঃ শতায়ুশ্চ সর্বে দিব্যবলোজসঃ ।
আয়ুষো নহয়ঃ পুত্রো বৃদ্ধশশ্মা তথৈব চ ॥ ৩৪
রজির্দন্তো বিপাপ্যা চ বীরাঃ পঞ্চ মহারথাঃ ।
রজ্জৈঃ পুত্রশতং জজ্ঞে রাজেয়মিতি বিজ্ঞতম্ ॥
রজিরারাদয়ামাস নারায়ণমকন্মমম্ ।
তপসা তোষিতো বিশ্বব্রহ্মান প্রাদায়হীপতেঃ

আদেশ দেন । উক্ষণী লক্ষ্মীর অভিনয়
করিয়া নৃত্য করিতেছিল ; কিন্তু সে, রাজা
পুরুষবাকে দেখিয়া কাম-পীড়িতা হইয়া
ভরতোপদিষ্ট স্বীয় অভিনয়াংশ ভুলিয়া গেল ।
ইহাতে ভরতযুনি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন—
তুই পঞ্চপঞ্চাশৎ বৎসর ভূতলে সূক্ষ্ম লতা
হইবি, আর রাজা পুরুষবাও সেই স্থানে
থাকিয়া পিশাচদেহ ভোগ করিবে । অনন্তর
উক্ষণী রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে
ভর্তারূপে প্রাপ্ত হইল । পরে ভরতযুনির
শাপান্ত হইলে উক্ষণী বুধপুত্র পুরুষবা হইতে
অষ্ট পুত্র প্রসব করিল । সেই পুত্রগণের
নাম—আয়ু, দৃঢ়ায়ু, অশ্বায়ু, ধনায়ু, ধৃতিমান্,
বসু, শুচিবিদ্যা ও শতায়ু । ইহারা সকলেই
মহাবল । আয়ুর পঞ্চপুত্র ; তাহাদের নাম—
নহয়, বৃদ্ধশশ্মা, রজি, দন্ত ও বিপাপ্যা ।
ইহারা সকলেই মহারথ । ইহাদের মধ্যে
রজির শত পুত্র জন্মে । তাঁহারা রাজেয়
নামে প্রসিদ্ধ । রজি অকন্মম নারায়ণের
আরাধনা করেন । ভগবান বিশ্ব তাঁহার
তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিয়া

দেবানুন্নয়নমুদ্যাদিগে স বিজয়ী তদা ।

অথ দেবানুন্নয়নমুদ্যাদিগে স বিজয়ী তদা ॥ ৩৭

প্রহ্লাদ-শক্রমোহিতমঃ ন কশ্চিৎকিঞ্চিদ্যম্মৈঃ ।

ততো দেবানুন্নয়নৈঃ পুষ্টিঃ প্রাহ দেবশততুর্ধ্বঃ ॥ ৩৮

অনয়োর্বিজয়ী কঃ স্তাদ্ভিজিহ্মজৈতি সোহব্রবীৎ

জয়ায় প্রার্থিতো রাজা সহায়স্বঃ ভবস্ব নঃ ॥ ৩৯

দৈত্যৈঃ প্রাহ যদি স্বামী বো ভবামি ততস্ত্বলম্

নানুন্নয়নৈঃ প্রতিপন্নং তৎ প্রতিপন্নং নুন্নয়নস্তথা

স্বামী ভব ইমম্মাকং সংগ্রামে নাশয় দ্বিষঃ ।

ততো বিনাশিতাঃ সর্ষে যেহবধ্যা বজ্রপাণিনা

পুত্রস্বমগমৎ তুষ্টিস্তস্তোমঃ কশ্মণা বিভূঃ ।

নহেষ্রায় তদা রাজ্যং জগাম তপসে রজিঃ ॥ ৪২

রজিপুত্রৈস্তদাচ্ছিন্নঃ বলাদিজ্ঞাত্ত বৈভবম্ ।

যজ্ঞভাগঞ্চ রাজ্যঞ্চ তপোবলশ্চনাশিতৈঃ ॥ ৪৩

রাজ্যাদ্ভ্রষ্টস্তদা শক্রো রজিপুত্রৈর্নিপীড়িতঃ ।

প্রাহ বাচস্পতিঃ দীনঃ পীড়িতোহস্মি

রজৈঃ স্মৃতৈঃ ॥ ৪৪

ন যজ্ঞভাগো রাজ্যং মে নির্জিতশ্চ বৃহস্পতে ।

রাজ্যনাভায় মে যজ্ঞং বিধৎস্ব ধিযনাধিপ ॥ ৪৫

ততো বৃহস্পতিঃ শক্রমকরোদলদর্পিতম্ ।

গ্রহশাস্তিবিধানেন পৌষ্টিকেন চ কশ্মণা ॥ ৪৬

গহ্বাথ মোহয়ামাস রজিপুত্রান্ বৃহস্পতিঃ ।

জিনধর্ম্মং সমাহ্বায় বেদবাহুং স বেদবিৎ ॥ ৪৭

বেদজয়ীপরিভ্রষ্টাংস্চকার ধিযনাধিপঃ ।

বেদবাহুনা পরিভ্রায হেতুবাদসমবিতান্ ॥ ৪৮

জঘান শক্রো বজ্রেণ সন্ধান ধর্ম্মবহিষ্কৃতান্ ।

নহমস্মৈ প্রবক্ষ্যামি পুত্রান্ সপ্তৈব ধার্ম্মিকান্ ॥

যতির্ধর্ম্মাতিঃ সংযাতিক্রান্তবঃ পাচিরেব চ ।

দেব, অশুর ও মনুষ্যদিগের বিজয়ী করিয়া দেন । অনন্তর শতত্রয় বর্ষ-ব্যাপী দেবানুর যুদ্ধ উপস্থিত হয় । প্রহ্লাদ ও দেবেশ্বরের মধ্যে পরস্পর ভীষণ সংগ্রাম সংঘটিত হয় । কিন্তু কেহই কাহাকে পরাজয় করিতে পারেন না । এমন সময় দেব ও দানব উভয়েই দেব চতুর্ধ্বকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই উভয়ের মধ্যে কে জয়লাভ করিবেন ? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া চতুর্ধ্ব বলিলেন,—মহাবীর পরাক্রান্ত রজি যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সেই পক্ষই বিজয়ী হইবে । এই কথা শুনিয়া দৈত্যগণ রাজা রজির নিকট যুদ্ধে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি বলিলেন,—তোমরা যদি আমাকে তোমাদের স্বামী বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি । অনুরগণ তাঁহার কথায় অনুমোদন করিল না ; কিন্তু অনুরগণ ঐ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন ; বলিলেন,—আপনি আমাদের স্বামী হউন এবং সংগ্রামে শত্রুগণকে বিনাশ করুন । অতঃপর রজি দেবেশ্বরের অবধ্য শত্রুগণকে সমরে বিনষ্ট করিলে দেবেশ্ব তুষ্ট হইয়া তাঁহার পুত্রকে স্বীকার করিলেন । তখন মহাবল রজি ইন্দ্রকে রাজ্য সমর্পণ করত তপস্কার্য বনগমন করিলেন । ২৪—৪২ ।

অনন্তর রজি পুত্রগণ তপোবলে উদ্ধৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রের রাজ্য, যজ্ঞভাগ ও সমুদয় ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিলেন । তখন শত্রু রজিপুত্রগণ কর্তৃক নিপীড়িত ও ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া রজিপুত্রগণের উপদ্রবের কথা অতি দীনভাবে বাচস্পতিকে বলিতে লাগিলেন ; বলিলেন,—হে বৃহস্পতে ! রজিপুত্রগণ আমার রাজ্য, ধন, ও যজ্ঞভাগ সমস্তই হরণ করিয়া লইয়াছে, আপনি আমার রাজ্য লাভের জন্য যত্ন বিধান করুন । অনন্তর বৃহস্পতি গ্রহশাস্তি ও পৌষ্টিক কশ্মাভুষ্ঠানে শত্রুকে বগদর্পিত করিলেন এবং সেই বেদবিৎ বৃহস্পতি স্বয়ং বেদবহির্ভূত জিনধর্ম্ম অবলম্বন করত রজিপুত্রগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে জিন-ধর্ম্মে মোহিত ও বেদবহিষ্কৃত করিলেন । অনন্তর শত্রু তাঁহাদিগকে হেতুবাদী বেদ-বিরহিত ও ধর্ম্মবহিষ্কৃত দেখিয়া বজ্র গ্রহণে নিহত করিলেন । অতঃপর নহষের পুত্রগণের কথা বলিতেছি । নহষের সাত পুত্র ; তাঁহাদের নাম—যতি, যযাতি, সংযাতি, উত্তব,

শর্যাতির্ষেঘজাতিঃ সশৈতে বংশবর্ধনাঃ ॥ ৫১
যতিঃ কুমারভাবেহপি যোগী বৈখানসোহভবৎ
যযাতিশ্চাকরোজাজ্যঃ ধর্মৈকশরণঃ সদা ॥ ৫১
শশ্বিষ্ঠা তস্ত ভাৰ্য্যাদুদ্ভুতী বৃষপর্ষণঃ ।
ভার্গবস্তাশ্বজা তবদেবযানৌ চ সূত্রতা ॥ ৫২
যযাতেঃ পঞ্চদায়াদাস্তান্ প্রবক্ষ্যামি নামতঃ ।
দেবযানৌ যহং পুত্রং তুর্ষসুঞ্চাপ্যজীজনৎ ॥ ৫৩
তথাক্রমমুৎ পুরুঃ শশ্বিষ্ঠাজনয়ৎ সূতান্ ।
যহং পুরুশ্চাভবতাং তেষাং বংশবিবর্ধনো ॥ ৫৪
যযাতির্নাহবচাসীৎ রাজা সত্যপরাক্রমঃ ।
পালয়ামাস স মহীমৌজে চ বিধিবন্নৈথে ॥ ৫৫
অতিভক্ত্যা পিতৃনর্চ্য দেবাংশ্চ প্রযতঃ সদা ।
অথাজয়ৎ প্রজাঃ সর্গা যযাতিরপরাজিতঃ ॥ ৫৬
স শাস্বতীঃ সমা রাজা প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ৎ ।
জয়ামার্চ্ছন্নহাঘোরাং নাহঘো রূপনাশিনীম্ ॥
জরাতিভূতঃ পুত্রান্ স রাজা বচনমব্রবীৎ ।
যহং পুরুঃ তুর্ষসুঞ্চ ক্রম্ণঞ্চানুঞ্চ পার্থিবঃ ॥ ৫৮
যৌবনে চলান্ কামান্ যুবা যুবতিভিঃ সহ ।

পাচি, শর্যাতি ও মেঘজাতি । ইহাদের মধ্যে
যতি কুমার অবস্থায় বৈখানস যোগী হন
এবং যযাতি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া রাজ্য পালন
করেন । বৃষপর্ষণহিতা শশ্বিষ্ঠা ও ভার্গব-
হুহিতা দেবযানৌ—ঠাঁহার এই দুই ভাৰ্য্যা
ছিলেন । যযাতির পাঁচ সন্তান ; তাহাদের
মধ্যে দেবযানৌ যহ ও তুর্ষসুকে এবং শশ্বিষ্ঠা
ক্রম্ণ, অনু ও পুরুকে প্রসব করেন । এই সক-
লের মধ্যে যহ ও পুরু এই দুই পুত্রই বংশ-
বর্ধন ছিলেন । নহবপুত্র যযাতি সত্যপরায়ণ
রাজা ছিলেন এবং তিনি বহু যজ্ঞানুষ্ঠান-
পুরুষের পৃথিবী পালন ও ভক্তিসহকারে
দৈব ও পিতৃ কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিতেন । তিনি
অপরাজিত হইয়া প্রতিকূল প্রজা সকলকে
শাসনে আনিতেন । এইরূপে তিনি বহুকাল
ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিয়া মহাঘোরা
রূপনাশিনী জরা প্রাপ্ত হন । ৪২—৫৭ ।
জরাগ্রস্ত হইয়া তিনি স্বীয় পুত্র—যহ, পুরু,
তুর্ষসু, ক্রম্ণ, ও অনুকে বলিলেন,—হে

বিধর্ম্মমহমিচ্ছামি সাহায্যং কুরুতাম্রজাঃ ॥ ৫৯
তং পুত্রো দেবযানেয়ঃ পূর্বজো যদ্বব্রবীৎ ।
সাহায্যং ভবতঃ কার্য্যমশ্র্যামি যৌবনে ক্রম্ণ ॥
যযাতিরব্রবীৎ পুত্রান্ জরা মে প্রতিগৃহ্যতাম্ ।
যৌবনেনাথ ভবতাং চরেষ্যঃ বিষয়ানহম্ ॥ ৬১
যজ্ঞতো দীর্ঘসজ্জৈর্ষে শাপাকোশনসো যুনে ।
কামার্থঃ পরিহীনো মেহতৃণোহহং তেন পুত্রকঃ
স্বকীয়েন শরীরেণ জরামেনাং প্রশান্ত বঃ ।
অহং তস্মাভিনবয়া যুবা কামানবাগুয়াম্ ॥ ৬৩
ন তেহস্ত প্রত্যগৃহ্ণন্ত যহপ্রভৃতয়ো জরাম্ ।
চতুরস্তান্ স রাজর্ষিরশপচেতি নঃ ক্রতম্ ॥ ৬৪
তমব্রবীৎ ততঃ পুরুঃ কনীয়ান্ সত্যবিক্রমঃ ।
জরায় মা দেহি নবয়া তথা মে যৌবনাং সুখী

পুত্রগণ । যৌবনে বিবিধ বিষয়ে অভিনয়
হইয়া থাকে, এ জন্ত আমি যুবা হইয়া যুবতীর
সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করি ; তোমরা
যে কেহ স্বীয় যৌবন প্রদানে আমার সাহায্য
কর । অনন্তর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ॥ দেবযানৌপুত্র যহ
বলেন,—আপনার সাহায্য করা আমাদের
একান্ত কৰ্ত্তব্য বটে, কিন্তু যৌবন প্রদান কি
প্রকারে করিব ? যযাতি বলিলেন,—
তোমাদের যৌবন প্রদান করিয়া তোমরা
আমার জরা গ্রহণ কর । আমি যৌবন
প্রাপ্ত হইয়া বিষয় সুখ অনুভব করি ।
দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ করিয়াছি ; উপানার
শাপে আমার কাম ও অর্থ বিনষ্ট হইয়াছে,
সুতরাং আমি তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে
পারি নাই । হে পুত্রগণ ! তোমরা স্বীয়
শরীর বিনিময় করিয়া আমার এই জরা
গ্রহণ কর । আমি অভিনব দেহ ধারণ করত
যুবা হইয়া অভিলষিত বিষয় উপভোগ করি ।
তখন যহ প্রভৃতি চারি পুত্রের মধ্যে কেহই
ঠাঁহার জরা গ্রহণে সম্মত হইল না ।
শুনিয়াছি, এজন্ত তিনি তাহাদিগকে শাপ
প্রদান করেন । সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু ঠাঁহাকে
বলিলেন,—হে পিতা ! আপনি আমার
এই অভিনব তনু গ্রহণ করিয়া সুখী হউন,

অহং জরাং তবাদায় রাজ্যে স্বাস্থ্যমি চাক্ষমা ।
 এবমুক্তঃ স রাজর্ষিস্তপোবীৰ্য্যসমাজ্ঞয়াৎ ॥ ৬৬
 সংস্থাপয়ামাস জরাং তদা পুত্রে মহান্মনি ।
 গৌরবেণাথ বয়সা রাজ্যে যৌবনমাস্থিতঃ ॥ ৬৭
 যযাতেচাথ বয়সা রাজ্যং পুরুষকায়য়ৎ ।
 ততো বর্ষসহস্রান্তে যযাতিরপরাজিতঃ ॥ ৬৮
 অতুষ্ঠ ইব কামানাং পুরুঃ পুত্রমুবাচ হ ।
 যদ্বা দাদ্যাবানম্মি স্বং মে বংশকরঃ সূতঃ ॥ ৬৯
 পৌরবো বংশ ইত্যেয খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি
 ততঃ স নৃপশাঙ্গীলঃ পুরুঃ রাজ্যেহভিষিচ্য চ ॥
 কালেন মহতা পশ্চাৎ কালধর্ম্মমুপেয়িবান্ ।
 পুরুবংশঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধর্ম্মযিসত্তমাঃ ।
 যত্র তে ভারতা জাতা ভারতায়বর্দ্ধনাঃ ॥ ৭১
 ইতি স্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-
 চরিতে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

এবং আপনার জরা আমাকে প্রদান করুন ।
 আমি আপনার আদেশে জরা প্রাপ্ত হইয়া ।
 রাজ্যে বাস করিব । কনিষ্ঠ পুত্র পুরু এই
 কথা বলিলে, রাজা তপোবীৰ্য্যবলে উদার-
 চেতা পুরুষ দেহে স্বীয় জরা সংক্রামিত
 করিয়া—তাহার যৌবন বয়স প্রাপ্ত হইয়া
 যুবক হইলেন, এবং পিতার বয়সক্রম প্রাপ্ত
 হইয়া পুরু রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন ।
 অনন্তর অপরাজিত রাজা যযাতি বর্ষ-
 সহস্রান্তে যেন কামভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়াই
 পুত্র পুরুকে বলিলেন,—তোমা দ্বারাই
 আমি পুত্রবান্ । তুমিই আমার বংশধর
 পুত্র । এই বংশ পৌরব নামে প্রসিদ্ধ
 হইবে । অনন্তর রাজা পুত্র পুরুকে রাজ্যে
 অভিষিক্ত করিয়া বহুকাল পরে কালধর্ম্মের
 বলীভূত হইলেন । হে ঋষিসত্তমগণ ! অতঃ-
 পর পুরুবংশ কীর্ত্তন করিতেছি । আপনারা
 শ্রবণ করুন । এই বংশে ভারত-বংশবর্দ্ধন
 ভারতগণ জন্মগ্রহণ করেন । ৫৮—৭১ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪ ।

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ ।

কিমর্থং পৌরবো বংশঃ শ্রেষ্ঠত্বং প্রাপ ভূতলে ।
 জ্যেষ্ঠস্তাপি যদোর্বংশঃ কিমর্থং হৌয়তে জিয়া ॥
 অস্তদযযাতিচরিতং সূত বিস্তরতো বদ ।
 যস্মাৎ তৎ পুণ্যমাযুষ্যমভিনন্দ্যঃ সুরৈবপি ॥২
 সূত উবাচ ।
 এতদেব পুরা পৃষ্ঠে শতানীকেন শৌনকঃ ।
 পুণ্যং পবিত্রমাযুষ্যং যযাতিচরিতং মহৎ ॥ ৩ ।
 শতানীক উবাচ
 যযাতিঃ পূর্বজোহস্মাকং দশমো যঃ প্রজাপতিঃ
 কথং স শুক্লতনয়াং লেভে পরমহর্লভাম্ ॥ ৪
 এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ তপোধন ।
 আনুপূর্ব্যাক্ষ মে শংস পুরোর্বংশধরান্ নৃপান্
 শৌনক উবাচ ।
 যযাতিরাসীদ্রাজর্ষিদেবরাজসমভ্যাতিঃ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত ! এই
 ভূতলে পুরুবংশ কিজন্ত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ
 করিল ? জ্যেষ্ঠ যত্নর বংশই বা কিজন্ত রাজ-
 স্রী-ভ্রষ্ট হইলেন ? এই সকল ও অস্ত
 যযাতি-চরিত সকল আমাদের নিকট বর্ণন
 কর ।—যে হেতু যযাতি-চরিত পবিত্র,
 আয়ুষ্কর ও দেবগণেরও অভিনন্দ্য । সূত
 বলিলেন,—পূর্বে শতানীক শৌনককে
 এই পুণ্যপ্রদ, আয়ুষ্য, উদার যযাতি-
 চরিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । শতানীক
 বলিলেন,—হে তপোধন ! আমাদেরই
 পূর্বজ, দশম প্রজাপতি যযাতি কি প্রকারে
 পরমহর্লভা শুক্লতনয়াকে লাভ করেন ?
 ইহা আমি বিস্তররূপে শুনিতে ইচ্ছা
 করি, অপিচ আপনি আমার নিকট পুরু-
 বংশীয় নৃপতিদিগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ
 কীর্ত্তন করুন । শৌনক বলিলেন,—হে
 তপোধন ! দেবরাজ-কল্পপ্রভ যযাতি রাজর্ষি

তং শুক্র-বৃষপক্ষীগৌ বব্রাহ্মে বৈ যথা পুরা ॥ ৬
তৎ তেহহং সম্প্রবক্ষ্যামি পৃচ্ছতো রাজসন্তম
দেবযান্ত্রাশ্চ সংযোগং যথাত্তেৰ্মাজ্জমন্ত ৫ ॥ ৭
অসুরাণামসুরাণাঞ্চ সমজায়ত বৈ মিথঃ ।

ঐশ্বর্য্যং প্রতি সজ্জবর্ষস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ৮
জিগীষয়া ততো দেবা বক্ররাজিরসং মুনিম্ ।
পৌরোহিত্যে চ যজ্ঞার্থে কাব্যাত্মশনসং পরে
ব্রাহ্মণৌ তাবুভৌ নিত্যমন্তোষ্ঠ্যং স্পর্দ্ধিনৌ
ভূশম্ ।

ভজ দেবা নিজস্বর্ধান দানবান্ মুখি সজ্ঞতান্ ॥
তান্ পুনজীবয়ামাস কাব্যো বিজ্ঞাবলাশ্রয়াৎ ।
ততস্তে পুনরুথায় যোধয়াঞ্চক্রিরে সুরান্ ॥ ১১
অসুরাশ্চ নিজস্বর্ধান্ সুরান্ সমরমুর্দ্ধনি ।
ন তান্ সজীবয়ামাস বৃহস্পতিরুদারধীঃ ॥ ১২
ন হি বেদ স তাং বিদ্যাং যাং কাব্যো
বেদ বীৰ্য্যবান্ ।

সজীবনৌ ততো দেবা বিষাদমগমন্ পরম্ ॥

ছিলেন। পূর্বে যে প্রকারে শুক্রাচার্য্য ও
বৃষপক্ষী ঠাঁহাকে জামাত্বে বরণ করেন ও
যে প্রকারে ঠাঁহার দেবযানী-সংযোগ সংঘ-
টিত হয়, তৎসমস্ত আমি আপনার নিকট
কৌতুক করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই চরাচর
জগতে সুর ও অসুরদিগের ঐশ্বর্য্য লইয়া
পরস্পর সজ্জবর্ষ সজ্জটিত হইলে জিগীষাবশ-
বর্ত্তী হইয়া সুরগণ অজিরস বৃহস্পতিকে ও
অসুরগণ উদারকে যজ্ঞার্থ পৌরোহিত্যে বরণ
করেন। এই ঘটনায় সেই ব্রাহ্মণদ্বয়ও
পরস্পর অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হন। ঐ ঈর্ষার
কলে শুক্রাচার্য্য যুদ্ধে দেবনিহত দানবগণকে
বিদ্যাবলে পুনরায় জীবিত করিতে লাগি-

করিতে লাগিল। কিন্তু অসুরগণ রণাঙ্গনে
যে সকল সুরগণের বিনাশ-সাধন করিতে
লাগিল, উদারধী বৃহস্পতি তাহাদিগকে
জীবিত করিতে পারিলেন না। ১১—১২। বিদ্যা-
বলশালী কাব্য যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা অবগত
আছেন, তাহা বৃহস্পতি জানিতেন না

অথ দেবা ভয়োধিগ্নাঃ কাব্যাত্মশনসন্তদা ।
উচুঃ কচমুপাগম্য জ্যোষ্ঠং পুত্রং বৃহস্পতেঃ ॥ ১৪
ভজমানান্ ভজস্বান্মান কুরু সাহায্যমুত্তমম্ ।
যাসৌ বিজ্ঞা নিবসতি ব্রাহ্মণেহমিততেজসি ॥
শুক্ষে তামাহর কিপ্রং ভাগভাগ্নো ভবিষ্যসি
বৃষপক্ষণঃ সমীপেহহসৌ শক্যো জষ্টুং ত্বয়া বিজঃ
রক্ষতে দানবাঃস্তত্র ন স রক্ষত্যদানবান্ ।
তমারাদয়িতুং শক্যো নান্তঃ কচ্চিদৃতে দ্বয়া *
দেবযানী চ দয়িতা সূতা তস্ত মহান্মনঃ ।
তামারাদয়িতুং শক্যো নান্তঃ কচন বিদ্যাতে ॥
শীল-দাক্ষিণ্য-মাধুর্য্যরাচারেণ দমেন চ ।
দেবযান্ত্রাশ্চ তুষ্টিয়াং বিদ্যাং তাং প্রাপ্যসি ধ্রুবম্
তদা হি প্রেষিতো দেবৈঃ সমীপে বৃষপক্ষণঃ ।
তথৈতু্যক্কা তু স প্রায়াদবৃহস্পতিস্তুতঃ কচঃ ॥ ২০

ইহাতে দেবগণ অত্যন্ত বিষন্ন হইলেন
অনন্তর দেবগণ শুক্রাচার্য্য হইতে নিতান্ত
ভীত হইয়া দেবশুক্রর জ্যেষ্ঠ পুত্র কচকে
বলিলেন,—হে কচ! তুমি শরণাপন্ন আমা-
দিগকে রক্ষা কর। শুক্রাচার্য্যের নিকট
যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আছে, তাহা তুমি
শীঘ্র আহরণ কর। এই কার্য্য করিলে তুমি
আমাদিগের অংশভাগী হইবে। তুমি
বৃষপক্ষসমীপে বিজ্ঞ শুক্রাচার্য্যের সাক্ষাৎ
পাইবে। তিনি সেই স্থানে থাকিয়া দানব-
দিগকে রক্ষা করিতেছেন। দানব ব্যতীত
অপর কাহাকেও তিনি রক্ষা করেন না।
তুমি ভিন্ন অপর কেহই আর ঠাঁহার আরা-
ধনা করিতে সক্ষম নহে। দেবযানী সেই
মহাত্মার প্রিয়তমা কস্তা, ঠাঁহার প্রসন্নতা
লাভ করিতে অস্ত্র কেহই সমর্থ নহে
তুমি তাহাকে শীল, দাক্ষিণ্য, মাধুর্য্য, আচার,
ও দম দ্বারা প্রসাদিত করিলে অবশ্যই
সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিতে পারিবে। এই
বলিয়া দেবগণ কচকে বৃষপক্ষসমীপে প্রেরণ
করিলেন। তিনিও দেব-বাক্যে স্বীকৃত হইয়া
নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। দেবপুঞ্জিত কচ

* পূর্বতনো মুনিরিতি পাঠঃ কচিং ।

স গম্বা অরিতো রাজন্ দেবৈঃ সম্পূজিতঃ কচঃ
অনুরেশপুৰে শুক্রঃ প্রণম্যেদমুবাচ হ ॥ ২১
ঋবেদসিঙ্গসঃ পৌত্রঃ পুত্রঃ সাক্ষাদবৃহস্পতেঃ ।
নায়া কচেতি বিখ্যাতঃ শিষ্যঃ গৃহ্নাতু মাং
ভবান্ ॥ ২২

ব্রহ্মচর্য্যং চরিয়ামি ত্ব্যাহং পরমং গুরো ।
অমুমন্তস্ব মাং ব্রহ্মন্ সহস্রপরিবৎসরান্ ॥ ২৩
শুক্র উবাচ ।

কচ সুখাগতং তেহম্ প্রতিগৃহ্নামি তে বচঃ ।
অর্চ্যমিষ্যেহমর্চ্য্যং ত্বামর্চিতোহম্ বৃহস্পতিঃ
শৌনক উবাচ ।

কচ তং তথৈতু্যক্ । প্রতিজগ্রাহ তদব্রতম্ ।
আদিষ্টং কবিপুত্রেণ শুক্রেণোশনসা স্বয়ম্ ॥ ২৫
ব্রতঞ্চ ব্রতকালঞ্চ যথোক্তং প্রত্যগৃহ্নত ।
আরাধয়ন্ন পাধ্যায়ং দেবযানীঞ্চ ভারত ॥ ২৬
সংলীলয়ন্ দেবযানীং কন্তাং সম্প্রাপ্তযৌবনাম্
পুংসৈঃ কলৈঃ প্রেষণৈশ্চ তোষয়ামাস ভার্গবীম্

অস্মাদনুরেশপুৰে উপনীত হইয়া অতি-
বাদনপূরঃসর শুক্রে বলিলেন,—আমি
অস্মাদসিঙ্গস বৃহস্পতির পুত্র; আমার নাম—
কচ। আপনি আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ
করুন। হে গুরো! আমি সহস্রবৎসর
কাল আপনার অধীনে থাকিয়া প্রত্যহ
ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিব; আপনি আমাকে
অমুমতি প্রদান করুন। শুক্র বলিলেন,—
হে কচ! তোমার আগমন শুভকর হউক।
আমি তোমার বাক্যে অমুমোদন করি-
লাম। তোমাকে সযত্নে গ্রহণ করিতেছি,
ইহাতে তোমার পিতা বৃহস্পতিও অর্চিত
হউন। শৌনক বলিলেন,—হে ভারত!
কচ ‘তথাক্ষ’ বলিয়া কবিপুত্র শুক্র কর্তৃক
আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করি-
লেন এবং উপাধ্যায় ও দেবযানীর অর্চনা
করত যথোক্ত ব্রত ও ব্রতকালিক সদানু-
ষ্ঠান সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি
সম্প্রাপ্ত-যৌবনা ভার্গব-কন্তা দেবযানীকে
লইয়া বিবিধ স্থানে বচরণ করিয়া পুংস ও

দেবযাক্তপি তং বিপ্রং নিয়মব্রতচারিণম্ ।
অনুগায়ন্তী ললনা রহঃ পর্য্যচরৎ তদা ॥ ২৮
পঞ্চবর্ষশতান্তেবং কচস্ত চরতো ভূশম্ ।
তৎ তৎ ভীষং ব্রতং বুদ্ধা দানবাস্তং ততঃ কচম্
গা রক্ষস্তং বনে দৃষ্ট্বা রহস্তেনমমর্ষিতাঃ ।
জয়বৃহস্পতের্দেবারিজরক্ষার্মমেব চ * ॥ ৩০
হুয়া শালাবৃকেভ্যশ্চ প্রায়চ্ছান্তিলশঃ কৃতম্ ।
ততো গাবো নিবৃত্তান্তা আগোপাঃ স্বনিবেশম্
তা দৃষ্ট্বা রহিতা গাশ্চ কচেনোভাগতা বনাৎ ।
উবাচ বচনং কালে দেবযাক্তথ ভার্গবম্ ॥ ৩২
হতকৈবাগ্নিহোত্রং তে সূর্য্যশাস্তং গতঃ প্রভো
অগোপাশ্চাগতা গাবঃ কচস্তাত ন দৃশ্যতে ॥ ৩৩
ব্যক্তং হতো ধৃতো বাপি কচস্তাত ভবিষ্যতি ।
তং বিনা নৈব জীবামি বচঃ সত্যং ব্রবীম্যহম্ ॥

ফলাদি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগি-
লেন। দেবযানীও নিয়ম-ব্রতচারী কচের
গুণানুকীর্ণন করিয়া নিঃস্বপ্নে তাঁহাকে
শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ১৩—২৮। কচ
এইরূপে পঞ্চশত বৎসর কাল সেই সেই ব্রত
অভ্যাস করিলে পর দানবগণ বৃহস্পতির প্রতি
দ্বৈষবশতঃ একদা তাহাকে গো-চারণ করিতে
দেখিয়া আপনাদের রক্ষার নিমিত্ত গুপ্তভাবে
তাঁহাকে হত্যা করিল। হননান্তে তাহাকে
তিল তিল করিয়া কাটিয়া গৃহ-রক্ষিত শাদূল-
দিগকে ভোজন করাইল। অনন্তর রক্ষক-
হীন গো সকল যথাকালে স্বীয় আবাসে
পৌছিল। কচহীন গোসকলকে দেখিয়া দেব-
যানী পিতা ভার্গবকে বলিলেন,—হে তাত!
আপনি অগ্নিহোত্রে সায়ংকালীন আহুতি
প্রদান করিলেন,সবিতা অন্তাচলে গমন করি-
লেন, গো সকল রক্ষকহীন হইয়া প্রত্যাগত
হইল; কচকে দেখিতেছি না কেন? হে
প্রভো! নিশ্চয়ই কেহ তাহাকে ধৃত বা
নিহত করিয়াছে। আমি কচ বিনা জীবন
ধারণ করিব না—ইহা সত্য বলিতেছি।

* বিদ্যারক্ষার্মমেব চেতি পাঠান্তরম্ ।

শুক্ৰ উবাচ ।

অধৈহেহীতি শব্দেন মৃতং সঞ্জীবয়াম্যহম্ ।
ততঃ সঞ্জীবনীং বিদ্যাং প্রযুক্ত্বা কচমাহ্বয়ৎ ॥
অহ্নাতঃ প্রাজবদ্ভ্রাতৃ কচঃ শুক্ৰং ননাম সঃ ।
হতোহহমিতি চাচখ্যৌ রাক্ষসৈর্বিষণাশ্রজঃ ॥৩৬
স পুনর্দেবযান্নাক্তঃ পুষ্পাহারে যদৃচ্ছয়া ।
বনং যযৌ কচো বিপ্রঃ পঠন্ ব্রহ্ম চ শাস্তম্ ॥
বনে পুষ্পাণি চিষন্তঃ দদৃশুর্দানবাশ্চ তম্ ।
ততো দ্বিতীয়ে তং হস্তা দক্ষং কৃতা চ চূর্ণবৎ ।
প্রায়চ্ছন্ ব্রাহ্মণায়ৈব সুরায়ামসুরাস্তদা ॥ ৩৮
দেবযান্নখ ভূয়োহপি পিতরং বাক্যমব্রবীৎ ।
পুষ্পাহরপ্রেষণরূপং কচস্তাত ন দৃশুতে ॥ ৩৯
ব্যক্তং হতো মৃতো বাপি কচস্তাত ভবিষ্যতি ।
তং বিনা নৈব জীবামি বচঃ সত্যং ব্রবীমি তে
শুক্ৰ উবাচ ।
বৃহস্পতেঃ সূতঃ পুত্রি কচঃ প্রেতগতিং গতঃ ।

শুক্ৰ বলিলেন,—বৎসে! আমি “এহি এহি” শব্দে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিতেছি। এই বলিয়া শুক্ৰ সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া কচকে আহ্বান করিলেন। কচ আহত হইবামাত্র বিদ্যা-প্রভাবে দূর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া শুক্ৰ শুক্ৰ-চরণে প্রণাম করিল এবং কহিল,—আমি দানবগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলাম। অনন্তর দেবযানী পুনরায় অন্তদিন কচকে পুষ্পচয়নে প্রেরণ করিলে কচ শাস্ত ব্রহ্মবিদ্যা পাঠ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে বনে গেলেন। তাঁহাকে বনে পুষ্পাহরণ করিতে দেখিয়া দানবগণ পুনর্বার নিধনান্তে দক্ষ করিয়া চূর্ণবৎ করিল এবং সুরার সহিত মিশাইয়া শুক্ৰচর্য্যকেই ভোজন করাইল। দেবযানী পুনরায় পিতাকে বলিলেন,—হে তাত! কচ পুষ্পাহরণে গিয়াছিল, এখনও প্রত্যাভর্তন করিল না কেন? নিশ্চয়ই তাহাকে কেহ বিনষ্ট করিয়াছে। অথবা সে মৃত হইয়া থাকিবে। আমি কচহীন জীবন ধারণ করিতে পারিব

বিদ্যায়া জীবিতোহপ্যেবং হন্ততে করবাণি কিম্
মৈনং শুচো মা কদ দেবযানি
ন হাদৃশী মর্ত্যমহু প্রশোচেৎ ॥
যন্তাস্তব ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ
সেন্দ্রা দেবা বসবোহশ্বিনৌ চ ॥ ৪২
সুরদ্বিষশ্চৈব জগচ্চ সর্ষ-
মুপস্থিতং মন্তপসঃ প্রভাবাৎ ।
অশক্যোহয়ং জীবয়িতুং দ্বিজাতিঃ
সঞ্জীবিতো যো বধ্যতে চৈব ভূয়ঃ ॥ ৪৩
দেবযান্ন্যবাচ ।
যন্তাদ্ভিরা বৃদ্ধতমঃ পিতামহো
বৃহস্পতিশ্চাপি পিতা তপোনিধিঃ ।
ঋষেঃ সুপুত্রং তমথাপি পৌত্রং
কথং ন শোচেয়মহং ন কদ্যাম্ ॥ ৪৪
স ব্রহ্মচারী চ তপোধনশ্চ
সদোশ্বিতঃ কশ্মন্ চৈব দক্ষঃ ।

না—সত্য বলিতেছি। শুক্ৰ বলিলেন,—অগ্নি পুত্রি! বৃহস্পতিপুত্র কচ প্রেতগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি সঞ্জীবনী বিদ্যা-প্রভাবে তাহাকে জীবিত করিলেও পুনরায় সে নিহত হইল। আমি আর কি করিব? দেবযানি! তুমি শোক বা রোদন করিও না। তোমার মত বালিকার একজন মর্ত্যের জন্ত এতদূর শোক করা উচিত হয় না। দেখ, আমার তপঃপ্রভাবে ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, সেন্দ্র দেবগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ও দানবগণ, এমন কি, সমস্ত জগৎই তোমার আয়ত্ত। কচ জীবিত হইয়া পুনরায় যখন মৃত হইল, তখন ঐ দ্বিজবালককে আর বাঁচাইতে পারিব না। ২৯—৪৬। দেবযানী বলিল,—অদ্ভিরা যাহার বৃদ্ধতম পিতামহ, তপোনিধি বৃহস্পতি যাহার পিতা, এবং যে, ঋষির যোগ্যপুত্র ও পৌত্র; কি জন্ত আমি তাহার জন্ত শোক করিব না বা কাঁদিব না? হে তাত! কচ ব্রহ্ম-চারী, তপোধন, উন্নতিশীল ও কশ্মদক্ষ

কচস্ত মার্গং প্রতিপৎস্তে ন ভোক্ষ্যে
প্রিয়ো হি মে তাত কচোহাভিরূপঃ ॥ ৪৫

শৌনক উবাচ ।

স হেবমুক্তো দেবযাত্তা মহর্ষিঃ
সংরস্তেণ ব্যাজহারাত্ কাব্যঃ ।
অসংশয়ং মামসুরা দ্বিষন্তি
যে মে শিষ্যানাগতান্ হৃদয়ন্তি ॥ ৪৬
অব্রাহ্মণঃ কর্তুমিচ্ছন্তি রোদ্ভা
এতিবার্থং প্রস্তুতো দানবৈরি ।
তৎকর্ণণাপ্যস্ত ভবেদিশান্তঃ
কং ব্রহ্মহত্যা ন দহেদপীশ্বম্ ॥ ৪৭
স তেনাপৃষ্ঠো বিদ্যাযা চোপহৃতো
শনৈর্বাচঃ - ঠরে ব্যাজহার ।
তমব্রবীৎ কেন চেহোপনীতো
মমোদরে তিষ্ঠসি ক্রুহি বৎস ॥ ৪৮
কচ উবাচ ।

ভবৎপ্রসাদাৎ জহাতি মাং স্মৃতিঃ
সর্বং স্মরেয়ং যচ্চ যথা চ বৃত্তম্ ।

ন হেবং স্তাৎ তপসঃ ক্ষয়ো মে
ততঃ ক্রেশঃ ষোরতরং স্মরামি ॥ ৪৯
অসুরৈঃ সুরায়াং ভবতোহস্মি দন্তো
হস্তা দন্ধা চূর্ণয়িত্বা চ কাব্য ।
ব্রাহ্মীং মায়াস্বাসুরী ত্বয় মায়া
ত্বয়ি স্থিতে কথংমবাতিবাধতে ॥ ৫০
শুক্রে উবাচ ।

কিং তে প্রিয়ং করবাণ্যদ্য বৎসে
বিনৈব মে জীবিতং স্তাৎ কচস্ত ।
নাত্তত্র কুক্ষের্মম ভেদনাচ্চ
দৃষ্টোৎ কচো মদাতো দেবযানি ॥ ৫১
দেবযাত্ত্যুবাচ ।
হৌ মাং শোকাবগ্নিকল্লৌ দহেতাং
কচস্ত নাশস্তব চৈবোপঘাতঃ ।
কচস্ত নাশে মম নাস্তি শশ্ব
তবোপঘাতে জীবিতুং নাস্মি শক্তা ॥ ৫২

ছিল ; আমি তাহারই পথের পথিক হইব ।
আমি আর ভোজনাদি করিব না । কচ
আমার প্রিয় ও অভিরূপ । শৌনক বলি-
লেন,—মহর্ষি শুক্রাচার্য্য দেবযানী কর্তৃক
এইরূপ অভিহিত হইয়া কিঞ্চিৎ সংরস্ত সহ-
কারে বলিলেন,—অসুরেরা নিশ্চয় আমার
প্রতি ঘেব করিতেছে, কেননা তাহার
আমার সমাগত শিষ্যদিগকে হিংসা
করিতেছে । প্রচণ্ডপ্রকৃতি দানবেরা
ব্রাহ্মণ-বিনাশে উদ্যত হইয়াছে । নিশ্চিতই
এই সকল দানবেরা আমায় যে স্তব করে,
তাহার মূল্য কিছুই নাই । একরূপ অমুষ্ঠানে
তাহাদিগের পতন অবশ্যজ্ঞাবী । ব্রহ্মহত্যা
কাহাকে দণ্ড না করে ? ব্রহ্মহত্যা করিলে
ইন্দ্রেরও পরিত্যাগ নাই । অনন্তর শুক্রা-
চার্য্য বিদ্যা প্রভাবে কচকে আহ্বান করিলে
এবার কচ তাহারই উদর মধ্য হইতে কথা
কহিলেন । শুক্র বলিলেন,—তুমি কিরূপে
মদীয় উদরে আনীত হইলে বল ? কচ

বলিলেন,—আপনার প্রসাদে স্মৃতি আমার
পরিত্যাগ করে নাই । যে সকল ঘটনা
ঘটিয়াছে, সমস্তই আমার স্মৃতিপথাক্রম
রহিয়াছে । এ অবস্থায় আমার তপ-
স্তারও ক্ষয় হয় নাই ; সেই জন্য ষোরতর
ক্রেশ সকল স্মরণ হইতেছে । অসুরেরা
আমাকে দধ ও চূর্ণ করিয়া সুরার সহিত
আপনাকে ভোজন করিতে দেওয়ায়
আপনি আমাকে উদরসাৎ করিয়াছেন ।
হে গুরো ! আপনি থাকিতে আনুরী মায়া
কি প্রকারে ব্রাহ্মী মায়াকে অতিক্রম করিল ?
৪৪—৫০। শুক্র দেবযানীকে বলিলেন,—অয়ি
বৎসে ! অস্ত্র তোমার কিরূপ প্রিয়ালুষ্ঠান
করিব বল ? আমার কুক্ষিভেদ ব্যতীত
অস্ত্র কোন প্রকারে কচ জীবিত হইবে
না । দেবযানি তুমি দেখ, আমাতে কচ
বিজ্ঞমান রহিয়াছে । দেবযানী বলিলেন,—
করে ও আপনার বিনাশ এই উভয় শোকই
আমাকে অনলতুল্য দাহ প্রদান করি-
তেছে । কচের বিনাশেও আমার সুখ-
শান্তি নাই, আর আপনার অত্যাহিত

শুক্রে উবাচ ।

সংসিক্করূপোহসি বৃহস্পতেঃ সূত
যং ত্বাং ভক্তং ভজতে দেবযানৌ ।
বিদ্যামিমাং প্রাপ্নুহি জীবনোং ত্বং
ন চেদিস্ত্রঃ কচরূপী ভূমদ্য ॥ ৫৩
ন নিবর্তেৎ পুনর্জীবন কচ্চিদন্তো মমোদরাৎ ।
ব্রাহ্মণং বর্জয়িত্বৈকং তস্মাদ্বিদ্যামবাগ্নুহি ॥ ৫৪
পুত্রো ভূত্বা নিজ্জমম্বোদরায়ে
ভিষা কুচ্চিং জীবয় মাঞ্চ তাত ।
অবেক্কোহথো ধর্মবতীমবেক্কাং
গুরোঃ সকাশাৎ প্রাপ্য বিদ্যাং সবিত্যঃ ॥
শৌনক উবাচ ।
গুরোঃ সকাশাৎ সমবাপ্য বিদ্যাং
ভিষা কুচ্চিং নির্বিচেক্কাং বিপ্রঃ ।
প্রালেয়াভ্রেঃ গুরুমুত্তিদিয় শৃঙ্গং
রাজ্যাগমে পৌর্ণমাস্তামিবেন্দুঃ । ৫৬
দৃষ্ট্বা চ তং পতিতং বেদরাশি-
মুখ্যাপয়ামাস ততঃ কচোহপি ।

ঘটিলেও আমি জীবন ধারণ করিতে সক্ষম
হইব না। শুক্রে বলিলেন,—হে বৃহস্পতি-
তনয়! তুমি সম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছ, যেহেতু
দেবযানৌ তোমাকে ভক্ত জানিয়া ভজনা
করে। তুমি যদি কচরূপী ইন্দ্র না হও,
তাহা হইলে অজ্ঞ এই জীবনী বিজ্ঞা প্রাপ্ত
হইবে। ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অপর কেহ
জীবিত অবস্থায় আমার উদর হইতে
বহির্গত হয় না; সুতরাং তুমি অজ্ঞ সঞ্জী-
বনী বিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে। তুমি পুত্রবৎ
আমার উদর হইতে কুচ্চিভেদ করিয়া
বহির্গত হও। অগ্নি তাত! পরে আমাকে
জীবিত করিও। আমি ধর্ম-পথ চাহিয়া
রহিলাম। তুমি এই গুরুর নিকট হইতে
বিজ্ঞানোক্ত কবিজ্ঞা কতবিজ্ঞা চাইতে।

কুচ্চি ভেদ করিয়া কচ নির্গত হইলেন।
তাহাতে বোধ হইল,—যেন পুর্ণিমার চন্দ্র
হিমাদ্রির গুরু শৃঙ্গ ভেদ করিয়া প্রকাশিত
হইল। অনন্তর কচ নির্গত হইয়া গুরুকে

বিদ্যাং সিদ্ধাং তামবাপ্যাভিবাদ্য
ততঃ কচস্তং গুরুমিত্যুবাচ ॥ ৫৭
নিধিঃ নিধীনাং বরদঃ বরাণাং
যে নাদ্রিয়ন্তে গুরুমর্চনীয়ম্ ।
প্রালেয়াভ্রেপ্রোজ্জলভালসংস্থং
পাপাংলোকাংস্তে ব্রজন্ত্য প্রতিষ্ঠাঃ ॥ ৫৮

শৌনক উবাচ ।

সুরাপাণাধ্বনাং প্রাপয়িত্বা
সংজ্ঞানাশং চেতসচ্চাপি ঘোরম্ ।
দৃষ্ট্বা কচঞ্চাপি তথাভিক্রপং
পীতং তথা সুরয়া মোহিতেন ॥ ৫৯
সমন্যক্রথায় মহানুভাব-
স্তদোশনা বিপ্রহিতং চিকৌবুঃ ।
কাব্যঃ স্বয়ং বাক্যমিদং জগাদ
সুরাপানং প্রত্যসৌ জাতশকঃ ॥ ৬০

শুক্রে উবাচ ।

যো ব্রাহ্মণোহদ্যপ্রভৃতীহ কচ্চি-
মোহাৎ সুরাং পাস্ততি মন্দবুদ্ধিঃ ।
অপেতধর্ম্যা ব্রহ্মহা চৈব স স্তা-
দগ্নিন্ লোকে গহিতঃ স্তাৎ পরে চ ॥ ৬১

পতিত বেদরাশির স্তায় অবলোকন করিয়া
তাহাকে উত্থাপিত করিলেন এবং সেই
সিদ্ধ বিজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অভিবাদনপুরঃসর
তাহাকে বলিলেন,—নিধিসমূহের নিধি, বর
সকলের বরদ, ও হিমাদ্রির উজ্জল ললাট-
তুল্য পরমার্চনীয় গুরুকে যাহারা আদর
না করে, সেই অপ্রতিষ্ঠ লোকেরা পাপময়
লোকে গমন করিয়া থাকে। শৌনক বলি-
লেন,—শুক্রেচার্য্য প্রভারণা ক্রমে সুরাপান
করিয়া চিত্তের সবিশেষ সংজ্ঞা লোপ করেন
এবং কচকে তথাবিধ মনোজ্ঞরূপ দর্শন করি-
য়াও সুরাপানে মোহিত হইয়া পুনরায় পান-
কর্মে প্রবৃত্ত হন; সহসা ঐ সময় তাহার
ক্রোধোদয় হইল। মহানুভব উশনা তখন
বিপ্রবর্গের হিতের নিমিত্ত স্বয়ং সুরাপানে
শক্তি হইয়া বলিলেন,—যে কোন অল্পবুদ্ধি
ব্রাহ্মণ অজ্ঞ হইতে মোহবশতঃ সুরাপান
করিবে, সে ইহ পরলোকে ধর্মভ্রষ্ট, ব্রহ্মহা

মম্বা চেমাং বিপ্রধর্ম্মোক্তসীমাং
মর্যাদাং বৈ স্থাপিতাং সর্বলোকে ।
সন্তো বিপ্রাঃ শুশ্রুবাংসো গুরুণাং
দেবা দৈত্যান্তোপশৃঙ্খন্ত সর্গে ॥ ৬২

শৌনক উবাচ ।

ইতীদমুক্তা স মহাপ্রভাব-
স্তপোনিধীনাং নিধিরপ্রমেয়ঃ ।
তান্ দানবাংশ্চৈব নিগূঢ়বুদ্ধী-
নিদং সমাহুয় বচোহভ্যুবাচ ॥ ৬৩

শুক্ৰ উবাচ ।

আচক্ষ্য বো দানবা বালিশাঃ স্ব
শিষ্যঃ কচো বৎস্রতি মৎসমীপে ।
সঞ্জীবনীং প্রাপ্য বিদ্যাং মমায়ঃ
তুল্যপ্রভাবো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মভূতঃ ॥ ৬৪

শৌনক উবাচ ।

গুরোরুষ্য সকাশে চ দশ বর্ষশতানি সঃ ।
অনুজ্ঞাতঃ কচো গম্ভমিয়েষ ত্রিদশালয়ম্ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমাৎস্রে মহাপুরাণে সোমবংশে
যযাতিচরিতে পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ও নির্দিত হইবে। আমা কর্তৃক এই বিপ্র-
ধর্ম্মের মর্যাদা সংস্থাপিত হইল। হে সাধু
ব্রাহ্মণগণ! গুরুশ্রুত্ব দেব ও দৈত্যগণ
সকলেই ইহা শুনিয়া রাখুন। শৌনক
বলিলেন,—তপোনিধিগণেরও অপ্রমেয় নিধি-
স্বরূপ সেই মহাপ্রভাব শুক্ৰ এই কথা বলিয়া
নিগূঢ়বুদ্ধি দানবদিগকে আহ্বানপূর্বক বলি-
লেন,—হে দানবগণ! আমি এই কথা
বলি যে, তোমরা অতি মূর্থ; কেননা, যাহার
প্রতি তোমরা অত্যাচারী হইয়াছ, এই কচ
আমার শিষ্য, আমার নিকট আছে; এক্ষণে
সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া—জানিবে, এ
আমারই তুল্য প্রভাবশালী হইল; এই
কচ ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণ। শৌনক বলিলেন,
—কচ দশশতবর্ষ কাল যাবৎ শুক্ৰসমীপে
অধ্যয়ন করিয়া পরে তাঁহার অনুজ্ঞাভাষ্যে
ত্রিদশালয়গমনে মনস্থ করিলেন। ৫১—৬৫।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫

ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ

সমাপিতব্রতং তন্তু বিসৃষ্টং গুরুণা তদা ।
প্রস্থিতং ত্রিদশাবাসং দেবযানীদমববীৎ ।

দেবযাহ্ন্যুবাচ ।

ঋষেরঙ্গিরসঃ পোত্র বৃন্তেনাভিজ্ঞেনে চ ।
ভ্রাজসে বিদ্যায়া চৈব তপসা চ দমেন চ ॥ ২
ঋষির্ধধাক্ষিরা মাত্তঃ পিতুর্ভম মহাযশাঃ ।
তথা মাত্তশ্চ পূজ্যশ্চ মম ভূয়ো বৃহস্পতিঃ ॥ ৩
এবং জাত্বা বিজানীহি যদব্রবীমি তপোধন ।
ব্রতস্থে নিয়মোপেতে যথা বর্ত্তাম্যহং অগ্নি ॥ ৪
স সমাপিতবিজ্ঞো মাং ভক্তাং ন তাক্রু্যমর্হসি ।
গৃহাণ পাণিঃ বিধিবন্মম মন্ত্রপুরস্কৃতম্ ॥ ৫

কচ উবাচ ।

পূজ্যো মাত্তশ্চ ভগবান্ যথা মম পিতা তব ।
তথা অমনবন্দ্যাক্ষি পূজনীয়তমা মতা ॥ ৬

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

শৌনক বলিলেন,—সমাপিত-ব্রত কচ
শুক্ৰ নিকট বিদায় লইয়া ত্রিদশালয়ে গমনে
উদ্যত হইলে দেবযানী তাঁহাকে বলিলেন,—
হে অঙ্গিরার পোত্র! তুমি কুল, নীল, বিদ্যা,
তপ, ও দমগুণে বিভূষিত। মহাযশা অঙ্গিরা
ঋষি আমার পিতার যেমন মাননীয়, মহাভাগ
বৃহস্পতিও আমার তেমনি মাননীয় ও পূজ-
নীয়। হে তপোধন! এই সকল বিবেচনা
করিয়া তুমি আমার দু-একটি কথা শ্রবণ কর।
দেখ, তপোধন! তুমি ব্রত-নিয়ম পালন
করিতে থাকিলে আমি তোমার প্রতি যেরূপ
ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে অধুনা
সমাপিতব্রত হইয়া অনুরক্তা আমাকে পরি-
ত্যাগ করিয়া যাওয়া তোমার উচিত হয় না।
তুমি মন্ত্রপাঠপূর্বক যথাবিধি আমার পাণি-
গ্রহণ কর। কচ বলিলেন,—অগ্নি অনবজ্ঞাক্ষি!
দেখ, তোমার পিতা যেমন আমার মাননীয়
ও পূজনীয়, তেমনি তুমিও আমার পূজনীয়-

আত্মপ্রাণৈঃ প্রিয়তমা ভার্গবস্ত মহান্ননঃ ।
 ত্বং ভদ্রে ধর্ম্মতঃ পূজ্যা গুরুপুত্রী সদা মম ॥ ৭
 যথা মম গুরুনিত্যং মাংস্তঃ গুরুঃ পিতা তব ।
 দেবযানি তথৈব ত্বং নৈবং মাং বক্তুমর্হসি ॥ ৮
 দেবযান্যুবাচ ।

গুরুপুত্রস্ত পুত্রো মে ন তু ভ্রমসি মে পিতৃঃ ।
 তস্মান্নাস্তশ্চ পূজ্যশ্চ মমাপি ত্বং দ্বিজোত্তম ॥ ৯
 অমুরৈর্হস্তমানে তু কচে ত্বয়ি পুনঃ পুনঃ ।
 তদাপ্রভৃতি যা প্রীতিস্তাং তমেব স্মরস্ব মে ॥ ১০
 সৌহার্দ্যে চানুরাগে চ বেথ মে ভক্তিযুক্তমাম্
 ন মামর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ ত্যক্তুং ভক্ত্যমানাগসম্ ॥ ১১
 কচ উবাচ ।

অনিয়োজ্যে নিয়োগে মাং নিযুনক্তি শুভব্রতে
 প্রসীদ স্নাক মহং ত্বং গুরৌর্গুরুতরা শুভে ॥
 যজ্ঞোষিতং বিশালাক্ষি ত্বয়া চন্দ্রনিভাননে ।

তমা । তুমি মহাত্মা ভার্গবের আত্মপ্রাণো-
 পমা কস্তা ; অতএব হে ভদ্রে ! তুমি আমার
 গুরুপুত্রী, সর্বদা ধর্ম্মানুসারে পূজনীয়া ।
 অগ্নি দেবযানি ! আমার গুরু—তোমার
 পিতা গুরু যেমন নিত্য আমার পূজার্থ,
 তুমিও আমার তেমনই ; সুতরাং গুরুপ বলা
 তোমার উচিত হয় না । দেবযানী বলি-
 লেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমারই গুরু-
 পুত্রের পুত্র । কিন্তু আমার পিতার নহ ।
 অতএব আমারও তুমি মানার ও পূজার ।
 অনুরাগণ তোমাকে পুনঃপুন নিহত করিলে,
 সেই অবধি তোমার প্রতি আমার যে প্রীতি
 জন্মিয়াছে, তাহা তুমি একবার স্মরণ করিয়া
 দেখ । ১—১০ । তোমার প্রতি সৌহার্দ্য বিষয়ে
 ও অনুরাগবিষয়ে আমার উত্তমা ভক্তি জন্মি-
 য়াছে, তাহা তুমি জানিতেছ ; সুতরাং হে
 ধর্ম্মজ্ঞ ! নিরপরাধা আমাকে তোমার
 উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে । কচ বলি-
 লেন,—অগ্নি শুভব্রতে ! তুমি আমাকে
 অনিয়োজ্য নিয়োগে প্রয়োগ করিতেছ,
 অগ্নি স্নাক ! তুমি আমায় কমা কর ; তুমি
 আমার গুরু অপেক্ষাও গরীয়সী । হে

তদাত্মমুখিতো ভদ্রে কৃষ্ণো কাবাস্ত ভামিনি ॥
 ভগিনী ধর্ম্মতো মে ত্বং মৈবং বোচঃ শুভাননে
 স্মৃণেনাধুষিতো ভদ্রে ন মন্থাবিভক্তে মম ॥ ১৪
 আপৃচ্ছে ত্বাং গমিষ্যামি শিবমস্তব মে পথি ।
 অনিরোধেন ধর্ম্মস্ত স্মর্তব্যোহস্মি কথান্তরে ॥
 অত্র ত্তোত্ততা নিত্যমারাদয় গুরুং মম ॥ ১৬
 দেবযান্যুবাচ ।

দৈত্যৈর্হতস্ত্বং যড়্ভূবুক্ষ্যা ত্বং রক্ষিতো ময়া !
 যদি মাং ধর্ম্মকামার্থাং প্রত্যাখ্যান্তসি ধর্ম্মতঃ ।
 ততঃ কচ ন তে বিদ্যা সিদ্ধিরেবা * গমিষ্যতি
 কচ উবাচ ।

গুরুপুত্রীতি কৃত্বাহং প্রত্যাখ্যান্তে ন দোষতঃ ।
 গুরুণা চাভ্যনুজাতঃ কামমেবং শপস্ব মাম্ ॥ ১৮

বিশালাক্ষি ! চন্দ্রাননে ! তুমিও যাহা
 হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, হে ভামিনি !
 আমিও তাঁহারই কৃষ্ণিতে বাস করিয়াছি ।
 হে শুভাননে ! তুমি ধর্ম্মানুসারে আমার
 ভগিনী হও ; সুতরাং গুরুপ কথা আমার
 বলিও না । হে ভদ্রে ! এখানে আমি স্মৃথে
 বাস করিয়াছি, তোমার কথায় আমি ক্রুদ্ধ
 হই নাই । আমি এখন তোমার নিকট
 বিদায় প্রার্থনা করিতেছি ; আমি চলিলাম,
 পথে যেন আমার মঙ্গল হয় । ধর্ম্মের অবি-
 রোধে কথাপ্রসঙ্গে আমায় স্মরণ করিও এবং
 অপ্রমত্তভাবে নিত্য তুমি মদীয় গুরুর আরা-
 ধনা করিও । দেবযানী বলিলেন,—হে
 কচ ! যখন তুমি দৈত্যগণ কর্তৃক নিহত
 হও, তখন আমি তোমায় ভর্তা জানে রক্ষা
 করিয়াছি । যদি তুমি এই ধর্ম্ম-কামার্থিনী
 আমাকে বিবাহ না করিয়া প্রত্যাখ্যান কর,
 তাহা হইলে তোমার বিদ্যা সিদ্ধ হইবে
 না । কচ বলিলেন,—দেবযানি ! আমি
 তোমাকে গুরুপুত্রী বলিয়াই প্রত্যাখ্যান
 করিলাম । তোমার কোন দোষ দেখিয়া
 প্রত্যাখ্যান করি নাই । আমি গুরু

আৰ্ষঃ ধৰ্ম্মঃ ক্ৰবাণোহহং দেবযানি যথা ত্রয়া ।

শগ্নুঃ নাহোহস্মি কল্যাণি কামতোহজা চ

ধৰ্ম্মতঃ ॥ ১১

তস্মাদ্ভবত্যা যঃ কামো ন তথা সম্ভবিষ্যতি ।
ঋষিপুত্রো ন তে কশ্চিৎ জাতু পাণিঃ গ্রহীষ্যতি
কলিষ্যতি ন মে বিদ্যা তদ্বচশ্চেতি তৎ তথা
অধ্যাপয়িষ্যামি চ যঃ তস্মৈ বিদ্যা কলিষ্যতি
শৌনক উবাচ ।

এবমুক্তা নৃপশ্রেষ্ঠ দেবযানীঃ কচস্তদা ।
ত্রিদেশশালয়ঃ শীঘ্রং জগাম দ্বিজসত্তমঃ ॥ ১২
তমাগতমভিপ্ৰেক্ষ্য দেবাঃ সেন্সপুরোগমাঃ ।
বৃহস্পতিং সভাজ্যেদং কচমাহুর্দাদাষিতাঃ ॥ ২৩
দেবা উচুঃ ।

অঃ কচাস্মদ্বিতঃ কৰ্ম্ম কৃতবান্ মহদভুতম্ ।
ন তে যশঃ প্রণশিতা ভাগভাক্ চ ভবিষ্যসি ॥
ইতি শ্রীমাৎসে মহাপুরাণে সৌমবংশে যযাতি
চরিতে ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়

শৌনক উবাচ ।

কৃতবিদ্যে কচে প্রাপ্তে হৃষ্টরূপা দিবৌকসঃ ।
কচাদবেতা তাং বিদ্যাং কৃতার্থা ভরতর্ষভ ॥ ১
সৰ্ব্ব এব সমাগম্য শতক্রতুমধাক্রবন্ ।
কাঃ স্বর্ঘক্রমস্তাত্ত জহি শক্রান্ পুরন্দর ॥ ২
এবমুক্তস্ত সহ তৈস্ত্রিদশৈর্নৃঘবাস্তদা ।
তথ্যেত্যুকোপক্রাম সোহপশ্চদ্বিপিনে দ্বিয়ঃ ॥
ক্রৌড়ন্তীনাস্ত কস্তানাং বনে চৈত্ররথোপমে ।
বায়ুর্ভূতঃ স বস্ত্রাণি সর্বাণ্যেব ব্যমিশ্রয়ৎ ॥ ৪
ততো জলাৎ সমুত্তীৰ্য্য তাঃ কস্তাঃ সহিতাস্তদা
বস্ত্রাণি জগৃহস্তানি যথা সংস্থান্তনেকশঃ ॥ ৫

তোমার এই কীর্তি অক্ষয় হইবে এবং তুমি
দেবগণের ভাগভাগী হইবে । ১১—২৪

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

কর্ষক গমনে অমুজাত হইয়াছি। তুমি
কেন আমায় এরূপ শাপ প্রদান করিলে।
আমি আৰ্ষ ধৰ্ম্মানুসারে সকল কথা বলি-
য়াছি। অতএব হে দেবযানি! আমাকে
শাপ প্রদান করা তোমার ধৰ্ম্মতঃ এবং
কামতঃ উচিত হয় নাই। তুমি যেমন
আমায় স্বেচ্ছায় শাপ প্রদান করিলে, তাহার
ফলে তোমার কামনা সিদ্ধ হইবে না।
কোন ঋষিপুত্রই তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন
না। আমার বিদ্যা সিদ্ধ হইবে না—তোমার
এ কথা সত্য হয় হউক; পরন্তু আমি যাহাকে
অধ্যাপনা করিব, তাহার বিদ্যা সিদ্ধ
হইবে। শৌনক বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ!
তখন কচ দেবযানীকে এই কথা বলিয়া
কুরিত-গমনে ত্রিদেশালায়ে গমন করিলেন।
কচকে সমাগত দেখিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেব-
গণ হৃষ্টান্তঃকরণে বৃহস্পতির অন্তর্ধানান্তে
কচকে বলিলেন,—হে কচ! তুমি অদ্য
আমাদিগের মহৎ দ্বিতীয় কাণ্ড করিলে।

শৌনক বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ!
দেবগণ কৃতবিদ্য কচকে প্রাপ্ত হইয়া
হৃষ্টান্তঃকরণে কচের নিকট বিজ্ঞালাভ করত
পরম কৃতার্থ হইলেন। অনন্তর দেবগণ
সকলেই সমবেত হইয়া শতক্রতুকে এই
সংবাদ জানাইলেন; এবং আরও বলি-
লেন,—হে পুরন্দর! আপনার বিক্রম প্রকা-
শের এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত। আপনি
এই দণ্ডেই শক্রজয়ে উচ্ছত হউন। মঘবা
দেবগণ কর্ষক যুগপৎ এইরূপ কথিত হইয়া
‘তথাস্ত’ বলিয়া যুদ্ধোত্তম করিলেন, এবং
দেখিলেন,—এক চৈত্ররথোপম বনমধ্যে
কতিপয় কামিনী জলক্রৌড়া করিতেছে।
তদ্বর্শনে ইন্দ্র বায়ু হইয়া তাহাদের তীরস্থ
পৃথক পৃথক রক্ষিত পরিধেয় বস্ত্রগুলি
একসঙ্গে মিশাইয়া দিলেন। অনন্তর
কস্তাগণ জল হইতে স্থলে উঠিয়া সকলেই
বস্ত্র পরিধান করিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের

ভদ্র বাসো দেবযান্তাঃ শশ্বিষ্ঠা জগৃহে তদা ।
ব্যতিক্রমমজানন্তৌ হৃহিতা বুধপৰ্বণঃ ॥ ৬
ততস্তয়োর্মিথস্তত্র বিরোধঃ সমজায়ত ।
দেবযান্তাশ্চ রাজেন্দ্র শশ্বিষ্ঠায়াশ্চ তৎকৃতে ॥ ৭

দেবযান্তাবাচ ।

কস্মাদগৃহ্যসি মে বস্ত্রং শিষ্যা তুহ্মা মমাসুরি ।
সমুদাচারহীনায়া ন তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৮
শশ্বিষ্ঠৌবাচ ।

আসীনঞ্চ শয়ানঞ্চ পিতা তে পিতরং মম ।
স্তোতি পৃচ্ছতি চাতীক্ৰুঃ নীচস্থঃ সুবিনীতবৎ
যাচতস্তঞ্চ হৃহিতা জ্ববতঃ প্রতিগৃহতঃ ।
সুতাং জুয়মানস্ত দদতো ন তু গৃহতঃ ॥ ১০
অনায়ুধা সায়ুধায়াঃ কিং স্বং কুপ্যসি ভিক্ষুকি ।
লপ্যসে প্রতিযোদ্ধারং ন চ স্বাং গণয়াম্যহম্
শৌনক উবাচ ।

সা বিস্ময়ং দেবযানীং গতং সজ্ঞাঞ্চ বাসসি ।
শশ্বিষ্ঠা প্রাক্ষিপৎ কুপে ততঃ স্বপুৰমাবিশৎ ॥

মধ্যে বুধপৰ্ব-হৃহিতা শশ্বিষ্ঠা না চিনিয়া দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেন। এই নিমিত্ত দেবযানীর ও শশ্বিষ্ঠার পরস্পর বিরোধ হয়। ১—৭। দেবযানী বলিলেন,— হে আসুরি! তুমি শিষ্যা হইয়া কি প্রকারে আমার বস্ত্র পরিধান করিলে? আচারভ্রষ্টা তুমি; তোমার ইহাতে মঙ্গল হইবে না। শশ্বিষ্ঠা বলিলেন,—আমার পিতা যখন শয়ান থাকেন বা উপবিষ্ট থাকেন, তখন তোর পিতা নিয়ে থাকিয়া অতি বিনীতভাবে বার বার আমার পিতার তোষামোদ করেন। তুই যাচক, স্তাবক ও প্রতিগ্রাহকের কত্তা। আর আমি স্তবাহ, দাতা ও অপ্রতিগৃহীতার কত্তা; যে ভিক্ষুক! তুই অনায়ুধা হইয়া—আমি সায়ুধা, আমার উপর ক্রোধ করিয়া কি করিবি? তুই বুঝি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়া-ছিস্। আমি কিন্তু তোকে গ্রাহ্যও করি না। শৌনক বলিলেন,—অনন্তর শশ্বিষ্ঠা বিস্মিতা বসনাসজ্জা দেবযানীকে কুপে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে ত্র্যত্যাগমন করিল। পাপনিশ্চয়া শশ্বিষ্ঠা

হতেয়মিতি বিজ্ঞায় শশ্বিষ্ঠা পাপনিশ্চয়া ।
অনবেক্ষ্য যযৌ তস্মাৎ ক্রোধবেগপরায়ণা ॥ ১৩
অথ তং দেশমভ্যাগাদ্যযাতির্নহ্ষাভ্রজঃ ।
শ্রান্তযুগাঃ শ্রান্তরূপে মৃগলিপ্সুঃ পিপাসিতঃ ॥
নাহুযিঃ প্রেক্ষমাণো হি স নিপানে গতৌদকে
দদর্শ কস্তাং তাং তত্র দৌষ্টামগ্নিশিখামিব ॥ ১৫
তামপৃচ্ছৎ স দৃষ্টেব কস্তামমরবর্ণিনীম্ ।
সাহুযিহা নৃপশ্রেষ্ঠঃ সাম্রা পরমবস্তুনা ॥ ১৬
কা স্বং চাক্রমুখী শ্রামা স্মৃষ্টমণিকুণ্ডলা ।
দীর্ঘং ধার্যাস চাত্যর্থঃ কস্মাচ্ছসি চাতুরা ॥
কথঞ্চ পতিতা হস্মিন কৃপ বীকৃৎপাবৃত্তে ।
হৃহিতা চৈব কস্ত স্বং বদ সর্বং স্মমধ্যমে ॥ ১৮
দেবযান্তাবাচ ।

যোহগৌ দেবৈর্বতানু দৈত্যানুথাপয়তি বিতয়া
তস্ত শুক্লস্ত কস্তাং স্বং মাং নুনং ন বুধ্যসে

ক্রোধপরায়ণা হইয়া কুপ-নিক্ষিপ্ত দেবযানীকে নিহত মনে করিয়া পুনরায় আর না দেখিয়াই তথা হইতে প্রস্থান করিল। ঘটনাক্রমে নহ্ষাভ্রজ যযাতি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মৃগলিপ্সু শ্রান্তবাহন, শ্রান্তদেহ ও অত্যন্ত পিপাসিত হইয়া সেই জলশূন্য কুপে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং তন্মধ্যে সেই প্রদৌষ্ট বহ্নিশিখাসদৃশী জ্যোতির্ময়ী দেবযানীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ দেবরূপিনী দেবযানীকে প্রবোধ দানানন্তর মনোহর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি চাক্রমুখী, স্ময়োবনা, স্মৃষ্টমণি-কুণ্ডলধরা ললনা? ঘোর চিন্তায় নিমগ্না হইয়া কি জন্ত তুমি কাতরভাবে দীর্ঘকাল পরিত্যাগ করিতেছ? কি প্রকারেই বা তুমি এই তৃণ-সতাবৃত্ত কুপে নিপতিত হইলে এবং তুমি কহারই বা হৃহিতা? হে স্মমধ্যমে! সম্বর তাহা প্রকাশ কর। দেবযানী বলিলেন,—যিনি দেব-নিহত দৈত্যগণকে সজী-বনৌ বিদ্যায় পুনর্জীবিত করেন, সেই বিদ্যাত-নামা শুক্রাচার্য্যের আমি কস্তা। আপনি

এষ মে দক্ষিণো রাজন্ পাণিস্ত্রাজনখাকুলিঃ ।
সমুদ্রর গৃহীত্বা মাং কুলীনস্বঃ হি মে মতঃ ॥ ২০
জানামি ত্বাঞ্চ সংশাস্তং বীৰ্য্যবন্তং যশস্বিনম্ ।
তস্মান্মাং পতিতং কৃপাদস্মাত্ত্বকর্জুর্মহীসি ॥ ২১

শৌনক উবাচ

তামথ ব্রাহ্মণীং স্ত্রীঞ্চ বিজ্ঞায় নহস্যস্বজঃ ।
গৃহীত্বা দক্ষিণে পাণাবুজ্জহার ততোহবটাং ॥ ২২
উদ্ধৃতা চৈনাং তরসা তস্মাৎ কৃপান্নরাধিপঃ ।
আমত্বমিত্বা স্ত্রশ্রোণীঃ যযাতিঃ স্বপুরুঃ যযৌ ॥ ২৩
গতে তু নাহমে তস্মিন দেবযাতুপি নিন্দিতা
উবাচ শোকসন্তপ্তা ঘণিকামাগতাঃ পুনঃ ॥ ২৪

দেবযাতুবাচ ।

অরিতং ঘণিকে গচ্ছ সক্ষমাচক্ষ মে পিতুঃ ।
নেদানীন্ত প্রবেক্ষ্যামি নগরং বুধপর্শ্বণঃ ॥ ২৫
শৌনক উবাচ ।

সা তু বৈ-ত্বরিতং গতা ঘণিকানুরমন্দিরম্ ।
দৃষ্ট্বা কাব্যমুবাচেদং কম্পমানা বিচেতনা ॥ ২৬

নিশ্চয়ই আমাকে চিনিতে পারেন নাই।
হে রাজন্! এই আমার তাঁম্রবর্ণ নখাকুলি-
শোভিত দক্ষিণ পাণি গ্রহণ করিয়া আপনি
আমায় কূপ হইতে উত্তোলন করুন।
আপনাকে আমি কুলীন শাস্ত্রচেতা বীৰ্য্যবান
ও যশস্বী বলিয়াই বুঝিতে পারিতেছি।
অতএব আমাকে কূপ হইতে উদ্ধার করা
আপনার কর্তব্য। ৮-২১। শৌনক বলিলেন,—
অনন্তর নহস্যস্বজ তাঁহাকে ব্রাহ্মণকন্তা বলিয়া
জানিতে পারিয়া দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্বক সমুদ্র
সেই গর্ভ হইতে উত্তোলন করিলেন এবং
তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া সস্তাষণপূর্বক স্বপুরে
প্রস্থান করিলেন। রাজা যযাতি প্রস্থান
করিলে শশ্বিষ্ঠা কর্তৃক তাদৃশরূপে নিন্দিতা
দেবযানী নিতান্ত শোক-সন্তপ্তা হইয়া, সমাগতা
ঘণিকাকে বলিলেন,—অয়ি ঘণিকে! তুমি শীঘ্র
বাইয়া এই সকল বৃত্তান্ত আমার পিতার নিকট
ব্যক্ত কর। আমি আর এখন বুধপর্শ্বার
নগরে প্রবেশ করিব না। শৌনক বলি-
লেন,—ঘণিকা অরিত-গতিতে অনুরপূরে

আচর্য্যো চ মহাভাগা দেবযানী বনে হতা ।
শশ্বিষ্ঠয়া মহাপ্রাজ্ঞ হুহিতা বুধপর্শ্বণঃ ॥ ২৩
ঋত্বা হুহিতরং কাব্যস্তদা শশ্বিষ্ঠয়া হতাম্ ।
অরয়া নির্ঘয়ো দুঃখান্মার্গমাণঃ সূতাং বনে ॥ ২৪
দৃষ্ট্বা হুহিতরং কাব্যো দেবযানীঃ তপোবনে ।
বাহত্যাং সম্পারিষজ্য দুঃখিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥
আত্মদোষৈর্নিঘচ্ছন্তি সর্কে দুঃখ-সুখে জনাঃ ।
মন্ত্রে হৃৎচরিতং তস্মিন্শ্রুত্বৈষ নিরুতিঃ কৃতা ॥
দেবযাতুবাচ ।

নিরুতিবাস্ত বা মাশ্চ শৃণুস্বাবহিতো মম ।
শশ্বিষ্ঠয়া যত্নকাম্মি হুহিতা বুধপর্শ্বণঃ ॥ ৩১
সত্যং কিলৈতৎ সা প্রাহ দৈত্যানামস্মি গায়না
এবং হি মে কথয়তি শশ্বিষ্ঠা বার্ষপর্শ্বণী ॥ ৩২
বচনং তীক্ষ্ণপুরুষং ক্রোধরক্তেষ্ণা ভূশম্
জবতো হুহিতাসি ত্বং যাচতঃ প্রতিগৃহুতঃ ॥ ৩৩
সুতাহং স্ত্রয়মানস্ত দদতোহ প্রতিগৃহুতঃ ।

প্রবেশ করিয়া কব্যকে দর্শনপূর্বক ঋষিত-
কায়ে বিচেতন প্রায় হইয়া বলিতে লাগিল,
মহাপ্রাজ্ঞ! বুধপর্শ্ব-হুহিতা বনমধ্যে দেব-
যানীকে আহত করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছে।
কাব্য ঘণিকার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া
অত্যন্ত দুঃখে সমুদ্র তথা হইতে নিজান্ত
হইলেন এবং বনমধ্যে তাঁহার অন্বেষণ
করিতে করিতে দর্শন পাইয়া তাঁহাকে
সম্মুখে আলিঙ্গন করত দুঃখের সহিত বলি-
লেন,—লোক সকল নিজ গুণ-দোষেই সুখ-
দুঃখ প্রাপ্ত হয়। আমি মনে করি, কোন দৃষ্টি
ছিল, তাহারই ইহা নিরুতি হইল। দেব-
যানী বলিলেন,—নিরুতি হউক বা না হউক,
বুধপর্শ্ব-হুহিতা শশ্বিষ্ঠা আমায় যাহা বলি-
য়াছে, তাহা আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ
করুন,—সে সত্য সত্যই বলিয়াছে যে,
আমি দৈত্যগণের জতিপাঠিকা। এইরূপে
সে আমাকে আরও বলিয়াছে। সে
অত্যন্ত ক্রোধরক্তেষ্ণা হইয়া তীক্ষ্ণ ও
পুরুষ বচনে আমায় তিরস্কার করিয়া বলিল
যে, আমি স্তবকারী, প্রার্থনাকারী, ও প্রতি-

ইতি মামাহ শশ্বিষ্ঠা হুহিতা বৃষপর্কঃ ।
 ক্রোধসংরক্তনয়না দর্পপূর্ণাননা ততঃ ॥ ৩৪
 যদ্যহং স্তবতস্তাত হুহিতা প্রতিগৃহ্নতঃ ।
 প্রসাদয়িষ্যে শশ্বিষ্ঠামিত্যুক্রা হি সখী ময়া ॥ ৩৫
 শুক্র উবাচ ।
 কুবতো হুহিতা ন স্ব ভদ্রে ন প্রতিগৃহ্নতঃ ।
 অতস্ত্বং স্তুষ্যমানস্ত হুহিতা দেবযান্সি ॥ ৩৬
 বৃষপর্কৈব তদ্বদ শক্রো রাজা চ নাহুযঃ ।
 অচিন্ত্যঃ ব্রহ্ম নির্ধ্বংসমৈশ্বর্যং হি বলং মম ॥ ৩৭
 ইতি স্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-
 চরিতে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শুক্র উবাচ ।

যঃ পরেষাং নরো নিত্যমতিবাদাস্তিতিক্তি ।
 দেবযানি বিজানীহি তেন সর্ষমিদং জিতম্ ॥১

গ্রহকারীর কত্তা । আর সেই শশ্বিষ্ঠা নিজে
 স্তুষ্যমান, দাতা ও অপ্রতিগ্রাহীর কত্তা ।
 বৃষপর্ক-হুহিতা শশ্বিষ্ঠা অতি গর্বভরে আমার
 এই সকল কথা কহিয়াছে । হে তাত !
 আমি যদি স্তবকারী এবং দান-গ্রহণকারীর
 কত্তা হই, তাহা হইলে তাহার আরাধনা
 করিব, এই কথা আমি সখীকে বলিয়াছি ।
 শুক্র বলিলেন,—হে ভদ্রে দেবযানি ! কদাচ
 তুমি স্তবকারী বা প্রতিগ্রহকারীর কত্তা নহ ;
 তুমি স্তুষ্যমানেরই কত্তা । একথা বৃষপর্ক, শক্র,
 ও রাজা নাহুয অবগত আছেন । জানিও
 -অচিন্তনীয় স্বন্দরহিত ব্রহ্মই আমার পরম
 বল । ২২—৩৭ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

শুক্র বলিলেন,—হে দেবযানি ! যে
 সর্ষদা পরের অপবাদ ক্রমা করে, সেই

যঃ সমুৎপত্তিতঃ ক্রোধঃ নিগৃহীতি হয়ঃ যথা ।
 স যন্তেত্যাচ্যতে সত্তির্নয়ো রশ্মিষ্ণু লম্বতে ।
 যঃ সমুৎপত্তিতঃ ক্রোধমক্রোধেন নিষচ্ছতি ।
 দেবযানি বিজানীহি তেন সর্ষমিদং জিতম্ ॥৩
 যঃ সমুৎপত্তিতঃ কোপঃ ক্রমদৈব নিরশ্বতি ।
 যথোরগশ্চক্ জীর্ণং স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥ ৪
 যন্ত ভাবয়তে ধর্ম্যং যোহতিমাত্রং তিতিক্তি !
 যন্ত তপ্তো ন তপতি ভূশঃ সোহর্ষস্ত ভাজনম্
 যো যজেদধমেধেন মাসি মাসি শতং সমাঃ ।
 যন্ত কুপ্যন্ন সর্ষস্ত তয়োৱক্রোধনো বরঃ ॥ ৬
 যে কুমার্যঃ কুমার্যশ্চ বৈরঃ কুর্ষুরচেতসঃ ।
 নৈতৎ প্রাজ্ঞস্ত কুর্কীত বিভৃশ্চে ন বগাবলম্ ॥৭
 দেবযান্যুবাচ ।

বেদাহং তাত বালাপি কার্য্যাণাস্ত গতাগতম্ ।

জয়ী হয় অর্থাৎ সকলেই তাহার উদারতায়
 বশীভূত হয় । যিনি ঘোটকবৎ সমুৎপত্তিত
 ক্রোধকে নিগৃহীত করিতে পারেন, তিনিই
 প্রকৃত যন্তা, আর যিনি পারেন না, তিনি ঐ
 ক্রোধ-ঘোটকের রশ্মিতেই লম্বিত হইয়া
 থাকেন । যিনি উদ্ভূত ক্রোধকে অক্রোধ
 দ্বারা নিগৃহীত করিতে পারেন, হে দেব-
 যানি ! তুমি জানিও—তিনি জগৎ জয়
 করিতে পারেন । সর্প যেমন স্বীয় জীর্ণ বকু
 অপসারিত করে, তজ্রূপ যে জন ক্রোধকে
 ক্রমা দ্বারা নিরাস করিতে সক্ষম হন, তিনিই
 পুরুষপদবাচ্য । যে ব্যক্তি সর্ষদা ধর্ম্মচিন্তা
 করে, যে সর্ষদা ক্রমাগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে,
 এবং যিনি তপ্ত হইয়াও তপ্ত হন না, তিনিই
 বটে প্রকৃত অর্থভাজন হন । কোন ব্যক্তি
 যদি শতবর্ষকাল যাবৎ মাসে মাসে অশ্বমেধ
 যজ্ঞ করে, আর কোন ব্যক্তি যদি কাহারও
 উপর ক্রুদ্ধ না হয়, এই উভয়বিধ লোকের
 মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ । কুমার
 এবং কুমারীরা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া কলহ
 করিয়া থাকে ; কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কদাচ
 তাহা করেন না এবং তাঁহারা স্বীয় বলাবলের
 বিষয়ও খ্যাপন করেন না । দেবযানী বলি-

ক্রোধে চেতাতিবাদে বা কাৰ্য্যস্তাপি বলাবলে
 শিষ্যস্তাশিষ্যবৃত্তং হি ন ক্ষম্যব্যং বুভুক্ষুণা
 অসংসংকীর্ণবৃত্তেষু বাসো মম ন রোচতে ॥ ৯
 পুংসো যে নাভিনন্দন্তি বৃত্তেনাভিজ্ঞেন চ ।
 ন তেষু নিবসেৎ প্রাজ্ঞঃ শ্রেয়োহর্থী পাপবুদ্ধিষু
 যে নৈনমভিজ্ঞানন্ত বৃত্তেনাভিজ্ঞেন চ ।
 তেষু সাধুযু বস্তব্যং সবাসঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥ ১১
 তন্মে মম্ব্যতি হৃদয়মগ্নিকল্পমিবারণি ॥
 বাগ্ভূক্তং মহাঘোরং হৃহিতুর্হৃষপর্ষণঃ ॥ ১২
 নহতো হৃদয়ঃ মন্ত্রে তাত লোকেষপি ত্রিষু ।
 যঃ সপত্নশ্রিয়ং দীপ্তাং হীনজীঃ পর্য্যাপাসতে ॥ ১৩

ইতি জীমাংস্তে মহাপুরাণে যযাতিচরিতে-
 ষ্টোত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

লেন,—হে তাত ! আমি বালিকা হইলেও
 কার্য্য সকলের গতি বুঝিতে পারি । ক্রোধ
 ও অতিবাদে কার্য্যের বলাবল লক্ষিত হয় ।
 পরন্তু বুভুক্ষু ব্যক্তি শিষ্যের অশিষ্য-বৃত্তি
 কখনই ক্ষমা করেন না । অসচ্চরিত্র ও
 সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তিদিগের নিকট বাস করা
 আমার অভিমত নহে । যে সকল পুরুষ
 কুল-শীল দ্বারা জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে
 না পারে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কুশলার্থী হইয়া তাদৃশ
 পাপাত্মাদিগের নিকট বাস করিবেন না ।
 ঐহারা লোকের কুলশীল মর্যাদা জানেন,
 তাদৃশ সাধু ব্যক্তিগণের মধ্যে বাস করিতে
 হয়, এবং সেই বাসই শ্রেষ্ঠ । অনল যেমন
 অরণিকে দহ করে, তদ্রূপ হৃষপর্ক হৃহিতার
 মহাঘোর হৃদয়াক্য সকল আমার হৃদয় মথিত
 করিতেছে । হে তাত ! নিজে হীনজী হইয়া
 শত্রুর সৌভাগ্যজীর যে উপাসনা করিতে
 হয়, ইহা অপেক্ষা ত্রিভুগতে হৃদয় আর
 কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না । ১—১৩ ।

অষ্টোবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮ ।

একোনত্রিশোহধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ

ততঃ কাব্যো ভৃগুশ্রেষ্ঠঃ সমন্থ্যকপগম্য হ ।
 বৃষপর্কণমাসীনমিত্যুবাচাবিচারয়ন্ ॥ ১
 নাধর্ম্মচরিতো রাজন্ সদ্যঃ কলতি গৌরিব
 শবৈরাবর্ত্যমানস্ত মূলান্তপি নিকৃন্ততি ॥ ২
 যদি নান্মনি পুত্রেষু ন চেৎ পশ্চতি নপ্তৃষু ।
 পাপমাচরিতং কর্ম্ম ত্রিবর্গমতিবর্ত্ততে ॥ ৩
 কলতোব্যং ক্রবং পাপং গুরুভুক্তমিবোদরে
 যদা ঘাতয়সে বিপ্রং কচমাজিরসং তদা ॥ ৪
 অপাপশীলং ধর্ম্মজ্ঞঃ শুক্লযুঃ মদগৃহে ব্রতম্ ।
 বধাদনর্হতস্তস্ত বধাচ্চ হৃহিতূর্মম ॥ ৫
 বৃষপর্কন্ নিবোধ ত্বং ভাক্ষ্যামি ত্বাং সবাক্তবম্
 স্বাতুঃ হৃদ্বিষয়ে রাজন্ ন শক্সোমি ত্বয়া সহ ॥ ৬

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

শৌনক বলিলেন,—অনন্তর ভৃগুশ্রেষ্ঠ
 কাব্য উপবিষ্ট বৃষপর্ক-সমীপে উপস্থিত
 হইয়া রোষতরে বলিলেন,—রাজন্ ! অধর্ম্মা-
 চরণ না করিলে ধর্ম্ম পৃথীর ত্রায় সদ্যই কল
 প্রদান করিয়া থাকেন । আর অধর্ম্মা-
 চরণে মূল পর্য্যন্তও নষ্ট হইয়া থাকে ।
 আত্মা, পুত্র, ও নপ্তা প্রভৃতির আচরিত
 পাপ কর্ম্ম যদি কেহ না দেখে, বা তাহার
 প্রতিকার না করে, তাহা হইলে ঐ
 উপেক্ষাকারী ব্যক্তিকে ত্রিবর্গ অতিক্রম
 করিয়া থাকে । গুরুশাক দ্রব্য ভুক্ত হইলে
 যেমন নিশ্চয়ই উদরপীড়া প্রদান করে,
 তেমনি পুত্রাদির আচরিত পাপ-কর্ম্মও কুল
 প্রদান করিয়া থাকে । রাজন্ ! তুমি যখন
 মদীয় গৃহে স্থিত শুক্লযাকারী, অপাপশীল,
 ধার্ম্মিক, আজিরস ! দ্বিজ, বধের অযোগ্য
 কচের ও আমার হৃহিতার অকারণ বধের
 চেষ্টা করিয়াছ, তখন আমি সবাক্তবে
 তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম । আমি আর
 তোমার নগরে তোমার সহিত বাস করিতে
 সাহসী হইতোছি না । অতঃপাশ্চ আমি জানি-

অষ্টৈবমভিজানামি দৈত্যং মিথ্যা প্রলাপনম্ ।

যতদ্বমান্বনো দীর্ঘাঃ হৃহিতাঃ কিমুপেক্ষসে ॥ ৭

বৃষপক্ষৌবাচ ।

নাবস্ত্যং ন যুযাবাদঃ ত্বয়ি জানামি ভার্গব ।

ত্বয়ি সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ তৎ প্রসীদতু মাং ভবান্ ॥

অদ্যাত্মানপহায় তুমিতো যান্তসি ভার্গব ।

সমুদ্রং সম্প্রবেক্ষ্যামি নাস্তদন্তি পরায়ণম্ ॥ ৯

শুক্ৰ উবাচ ।

সমুদ্রং প্রবিশস্বং বা দিশো বা ব্রজতামুরাঃ ।

হৃহিতুর্নাশ্রিয়ং সোঢ়ং শক্ভোহহং দয়িতা হি মে

প্রসাদ্যতাং দেবযানী জীবিতং যত্র মে স্থিতম্

যোগক্ষেমকরন্তেহহমিল্পন্তেব বৃহস্পতিঃ ॥ ১১

বৃষপক্ষৌবাচ ।

যৎকিঞ্চিদনুরেষ্মাণাং বিদ্যতে বস্তু ভার্গব ।

ভুবি হস্তিরখাপ্তং বা তস্ত ত্বং মম চেশ্বরঃ ॥ ১২

লাম যে, দৈত্যগণ মিথ্যাবাদী। ভাল,

জিজ্ঞাসা করি, তুমি আপনার উদ্ধতস্বভাব

কন্তাকে উপেক্ষা করিতেছ কেন? ১—৭।

বৃষপক্ষা বলিলেন,—হে ভার্গব! আমি আপ-

নার সহস্রকে নিন্দাবাদ বা যুযাবাদের

অবগত নাহি। আপনাতে

আমার সত্য ও ধর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে,

আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে

ভার্গব! আপনি যদি অজ্ঞ আমাদিগকে

পরিত্যাগ করিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান

করেন, তাহা হইলে আমিও সমুদ্র প্রবেশ

করিব; তদ্ব্যতীত আমার আর উপযুক্ত

স্থান নাই শুক্ৰ বলিলেন,—হে অনুরশ্রেষ্ঠ!

তুমি সমুদ্র প্রবেশই কর; আর প্রব্রজ্যাই

অবলম্বন কর, হৃহিতার অপমান আমার

সহ্য হইবে না; সে আমার অত্যন্ত

প্রিয়। তুমি দেবযানীকে প্রসন্ন কর,

তাহাতেই আমার জীবন নিহিত। ইন্দ্রের

বৃহস্পতির জ্ঞায় আমিও তোমার নিত্য

যোগ-ক্ষেম-বিধায়ক। বৃষপক্ষা বলিলেন,—

হে ভার্গব! এই পৃথিবীতে অনুরেষ্ট-

দিগের যাহা কিছু ধন সম্পত্তি বা বস্তু

শুক্ৰ উবাচ ।

যৎকিঞ্চিদন্তি দ্রবিশং দৈত্যেষ্মাণাং মহানুর ।

তন্ত্বেষরৌহস্মি যদ্যেতদেবযানী প্রসাদ্যতাম্

শৌনক উবাচ ।

ততস্ত হুরিতঃ শুক্ৰস্তেন রাজা সমং যবৌ ।

উবাচ চৈনাং স্তুভগে প্রতিপন্নং বচস্তব ॥ ১৪

দেবযাহ্ম্যবাচ ।

যদি স্বমীশ্বরস্তাত রাজো বিস্তস্ত ভার্গব ।

নাভিজানামি তন্ত্বেহহং রাজা বদতু মাং স্বয়ম্ ॥

বৃষপক্ষৌবাচ ।

যং কামমভিজানাসি দেবযানি শুচিস্মিতে ।

তন্ত্বেহহং সম্প্রদাস্তামি যদ্যপি স্তাৎ সূহৃলভম্

দেবযাহ্ম্যবাচ ।

দাসীং কস্তাপহশ্ৰেণ শর্শ্বিষ্ঠামভিকাময়ে ।

অনুযাস্ততি মাং তত্র যত্র দাস্ততি মে পিতা ॥

অথ-রথ প্রভৃতি আছে, আপনি আমার

ও তৎসমুদয়েরই ঈশ্বর। শুক্ৰ বলি-

লেন,—হে মহানুর! আমি যদি দৈত্য-

দিগের যাবতীয় ধনরত্নের অধীশ্বরই হই,

তাহা হইলে আমি বলি,—তুমি এখন দেব-

যানীকে প্রসন্ন কর। শৌনক বলিলেন,—

অনন্তর শুক্ৰ দৈত্যরাজের সহিত তনয়া-

সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—স্তুভগে!

তোমার বাক্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। দেব-

যানী বলিলেন,—হে তাত! আপনি

অনুরদিগের যাবতীয় ধনরত্নের অধীশ্বর—

একথা আমি আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা

করি না। একথা রাজা আমাকে স্বয়ং

বলুন। বৃষপক্ষা বলিলেন,—হে শুচি-

স্মিতে! দেবযানি! তুমি যে কোন অভি-

লষিত সামগ্রী পাইবার ইচ্ছা কর, তাহা

দ্রুত হইলেও আমি তোমাকে প্রদান

করিব। দেবযানী বলিলেন,—আমি সহস্র

কস্তার সহিত শর্শ্বিষ্ঠাকে আমার দাসীরূপে

প্রার্থনা করি। আমার পিতা যেখানে আমাকে

সম্প্রদান করিবেন, শর্শ্বিষ্ঠাকেও দাসীত্বে

আমার সহিত সেই স্থানে রাখিতে হইবে ॥

বৃষপক্ষোবাচ ।

উত্তিষ্ঠ ধাত্রী গচ্ছ স্বঃ শর্শ্বিষ্ঠাঃ নীল্রমানয় ।
যঞ্চ কাময়তে কামং দেবযানী করোতু তম্ ॥১৮

শৌনক উবাচ ।

ততো ধাত্রী তত্র গত্বা শর্শ্বিষ্ঠামিদমব্রবীৎ ।
উত্তিষ্ঠ ভদ্রে শর্শ্বিষ্ঠে জাতীনাং সুখমাবহ ॥১৯
ভ্যজতি ব্রাহ্মণঃ শিষ্যান্ দেবযান্তা প্রচোদিতঃ
যং সা কাময়তে কামং স কার্যোহত্র স্বমানঘে
দাসীত্মমভিজাতাসি দেবযান্তাঃ শূশোভনে ॥২০
শর্শ্বিষ্ঠোবাচ ।

যঞ্চ কাময়তে কামং করবাণ্যহমদ্য তম্ ।
মা গান্ধব্যাবশঃ শুক্রে দেবযানী চ মৎকৃতে ॥
শৌনক উবাচ ।

ততঃ কন্তাসহস্রেন বৃত্তা শিবিকয়া তদা ।
পিতৃর্নিদেশাৎ স্বরিতা নিশ্চক্রাম পুরোত্তমাৎ ॥

১৭। বৃষপক্ষা বলিলেন,—হে ধাত্রী ! তুমি উঠ,
কণমাত্র বিলম্ব না করিয়া শর্শ্বিষ্ঠাকে এখানে
আনয়ন কর । দেবযানীর যাহা অভিপ্রেত
হয়, সে এখানে আসিয়া তাহাই করুক ।
শৌনক বলিলেন,—অনন্তর ধাত্রী গিয়া
শর্শ্বিষ্ঠাকে এই কথা বলিল,—হে ভদ্রে !
শর্শ্বিষ্ঠে ! গাত্রোথান কর, অশুরদিগের
মঙ্গলবিধান কর, দেবযানীর প্ররোচনায়
মহাভাগ শুক্রাচার্য্য সমস্ত অশুরশিষ্য পরি-
ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন । হে
অনঘে ! দেবযানী যাহা আদেশ করিবেন,
তৎসমস্তই তোমাকে দাসীভাবে সম্পন্ন
করিতে হইবে । হে শূশোভনে ! তুমি
এখন হইতে দেবযানীর দাসীরূপে পরিণত
হইলে । শর্শ্বিষ্ঠা বলিলেন,—দেবযানী
যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব ।
মহাভাগ শুক্রাচার্য্য ও দেবযানী যেন আমার
জন্ত রুষ্ট হইয়া না । শৌনক বলিলেন,—
অনন্তর শর্শ্বিষ্ঠা পিতৃ-আদেশে সহস্র কন্তা-
পরিবৃত্ত হইয়া স্বরায় শিবিকারোহণে রাজ-
পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন । শর্শ্বিষ্ঠা

শর্শ্বিষ্ঠোবাচ ।

অহং কন্তাসহস্রেন দাসী তে পরিচারিকা ।
ঋবং স্বাং তত্র বাস্তামি যত্র দাস্ততি তে পিতা
দেবযান্ত্যুবাচ ।

স্ববতো হৃহিতা চাহং যাচতঃ প্রতিগৃহতঃ ।
সুয়মানস্ত হৃহিতা কথং দাসী ভবিষ্যসি ॥ ২৪
শর্শ্বিষ্ঠোবাচ ।

যেন কেনচিদার্ত্তীনাং জাতীনাং সুখমাবহেৎ ।
অমুযান্ত্যাম্যহং তত্র যত্র দাস্ততি তে পিতা ॥২৫
শৌনক উবাচ ।

প্রতিজ্ঞতে দাসভাবে হৃহিতা বৃষপক্ষণঃ ।
দেবযানী নৃপশ্রেষ্ঠ পিতরং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৬
দেবযান্ত্যুবাচ ।

প্রবিশামি পুরং তাত তুষ্ঠান্মি দ্বিজসত্তম ।
অমোঘঃ তব বিজ্ঞানমস্তি বিদ্যাবলঞ্চ তে ॥ ২৭
শৌনক উবাচ ।

এবমুক্তো দ্বিজশ্রেষ্ঠো হৃহিতা স্তুমহাযশাঃ ।

বলিলেন,—আমি সহস্র কন্তার সহিত
তোমার পরিচারিকা দাসী হইলাম এবং
তোমার পিতা তোমায় যেখানে সম্প্রদান
করিবেন, আমি সে স্থানেও গমন করিব ।
দেবযানী বলিলেন,—আমি স্তবকারী, প্রার্থনা-
কারী ও ভিক্ষাকারীর কন্তা । আর তুমি
কুয়মানের কন্তা । তুমি আমার দাসী হইবে
কিরূপে ? শর্শ্বিষ্ঠা বলিলেন,—যে কোন
প্রকারেই হউক, আর্ন্ত জাতিগণের সুখবিধান
করা কর্তব্য ; এজন্য আমি তোমার পিতা
যেখানে তোমায় দান করিবেন, সেইখানেই
তোমার অমুগমন করিব । শৌনক বলি-
লেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! বৃষপক্ষ হৃহিতা দাসী-
ভাব অঙ্গীকার করিলে দেবযানী পিতাকে
বলিলেন,—হে তাত ! আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট
হইয়াছি । অতঃপর আমি পুরে প্রবেশ
করিতেছি । দেখিলাম, আপনার বিজ্ঞান ও
বিদ্যাবল উভয়ই অমোঘ । শৌনক বলি-
লেন,—অনন্তর সর্ব দানবপুঞ্জিত, মহাযশা,

প্রবিবেশ পুরং দৃষ্টঃ পূজিতঃ সর্ষদানবৈঃ ॥ ২৮ ॥
ইতি ক্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-
চরিতে একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

অথ দীর্ঘেণ কালেন দেবযানী নৃপোত্তম ।
বনং তদেব নির্ধাতা ক্রৌড়ার্থং বরবর্ণিনী ॥ ১ ॥
তেন দাসীসহস্রেন সার্বং শশ্বিষ্ঠয়া তদা ।
তমেব দেশং সম্প্রাপ্তা যথাকামং চচার সা ॥ ২ ॥
তাভিঃ সখীভিঃ সহিতাঃ সর্ষাভির্ষুদিতা ভূশম্ ।
ক্রৌড়ন্তোহভিরতাঃ সর্ষাঃ পিবন্তো মধু মাধবম্
খাস্তো বিবিধান্ ভক্ষ্যান্ ফলানি বিবিধানি চ
পুনশ্চ নাহযো রাজা যুগলিপূর্ষদৃচ্ছয়া ॥ ৪ ॥
তমেব দেশং সম্প্রাপ্তো জলনিপুঃ প্রতর্ধিতঃ

যিজ্যেষ্ঠ ভার্গব, হুহিতা কর্তৃক এই প্রকার
কথিত হইয়া দৃষ্টান্তঃকরণে পুর প্রবেশ
করিলেন ॥ ১৮—২৮ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯

ত্রিংশ অধ্যায় ।

শৌনক বলিলেন,—হে নৃপসত্তম ! অন-
ন্তর দীর্ঘকাল পরে বরবর্ণিনী দেবযানী দাসী-
সহস্র-সমাধিতা শশ্বিষ্ঠার সহিত ক্রৌড়ানিমিত্ত
সেই বনমধ্যে গমন করিলেন এবং তথায়
উপস্থিত হইয়া তিনি সখীগণ-সমভিব্যাহারে
অতীব মুদাবিত হইয়া যথেষ্ট বিহার করিতে
লাগিলেন । এই সময় তাঁহার সাক্ষাৎ
মাধব মধু, বিবিধ ভক্ষ্য, ও নানাজাতীয় বস্ত্র
ফল সকল ভোজন করিয়া অত্যন্ত ক্রৌড়াসক্ত
হইলেন । রাজা যযাতি পুনরায় যুগয়া
প্রসঙ্গে ঐ বনমধ্যে যুগলিপ্সায় বহু বিচরণ-
পূর্বক নিতান্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া ঐ স্থানে উপ-
স্থিত হইলেন এবং জলপানান্তে তৃপ্ত হইয়া

দদর্শ দেবযানীঞ্চ শশ্বিষ্ঠাং তান্চ যোষিতঃ ॥ ৫ ॥
পিবন্তো ললনান্তাশ্চ দিব্যাতরুণভূষিতাঃ ।
উপবিষ্টাশ্চ দদৃশে দেবযানীং তচিস্মিতাম্ ॥ ৬ ॥
রূপেণাপ্রতিমাং তাসাং স্ত্রীণাং মধ্যে বরাদ্ভনাঞ্চ
শশ্বিষ্ঠয়া সেব্যমানাং পাদসম্বাহনাদিতিঃ ॥ ৭ ॥

যযাতিরুবাচ ।

যাভ্যাং কস্তাসহস্রাভ্যাং যে কস্তে পরিবারিতে
গোত্রো চ নামনী চৈব যয়োঃ পৃচ্ছাম্যতো হৃদম্
দেবযাহ্মরুবাচ ।

আখ্যান্তাম্যহমাদৎস বচনং মে নরাধিপ ।
শুক্ৰো নামাস্মরশুক্ৰঃ স্মৃতাং জানীহি তন্ত মাম্
ইয়ঞ্চ মে সখী দাসী যজ্ঞাহং তত্র গামিনী ।
হুহিতা দানবেন্দ্রশ্চ শশ্বিষ্ঠা বৃষপর্কণঃ ॥ ১ ॥

যযাতিরুবাচ ।

কথন্ত তে সখী দাসী কন্তেয়ং বরবর্ণিনী ।
অনুরেন্দ্রস্মৃতা স্মৃক পরং কোতুহলং হি মে ॥ ১১ ॥

দেবযানী, শশ্বিষ্ঠা ও তৎসহচারিণী দিব্যা-
ভরণ-ভূষিতা ঐ ললনাগিকে পানাসক্ত ও
সকলকেই উপবিষ্টা দেখিলেন । তিনি আরও
দেখিলেন যে, নিখিল কামিনীগণের মধ্যে
বরাদ্ভনা অপ্রতিমরূপা তচিস্মিতা দেবযানী
উপবিষ্টা রহিয়াছেন আর শশ্বিষ্ঠা তাঁহার
পাদ-সম্বাহনাদি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন ।
যযাতি বলিলেন,—এই দুই কামিনী প্রায়
দুই সহস্র ললনায় পরিবৃত্ত রহিয়াছে ।
ইহারা কে ? ইহাদের নাম ও গোত্র কি ?
আমি তাহা জিজ্ঞাসা করি । এই বলিয়া
তিনি জিজ্ঞাসা করিলে দেবযানী বলিলেন,—
হে নরাধিপ ! আমি আমাদের নাম-গোত্র
প্রকাশ করিতেছি । আপনি আমার কথা
শ্রবণ করুন । আমাকে অনুরশুক ভগবান্
শুক্ৰাচার্যের কস্তা বলিয়া জানিবেন । আর
ইনি আমার সখী এবং দাসী ; আমি যেখানে
যাইব, ইহাকেও সেই স্থানে যাইতে হইবে ।
ইনি দানবেন্দ্র বৃষপর্কের হুহিতা ; নাম—
শশ্বিষ্ঠা ॥ ১—১০ ॥ যযাতি বলিলেন,—হে শুক !
এই অনুরেন্দ্র-স্মৃতা বরবর্ণিনী তোমার

দেবযান্যুবাচ

সৰ্বমেব নরব্যাত্ৰি বিধানমহুবর্ততে ।
বিধিনা বিহিতং জ্ঞাত্বা মা বিচিত্রং মনঃ কৃথাঃ ॥
রাজবজ্রপবেশৌ তে ব্রাহ্মণঃ বাচং বিভৰ্ষি চ
কিংনামা স্বং কুতশ্চাসি কস্ত পুত্রশ্চ শংস মে ।
যযাতিকুবাচ ।

ব্রহ্মচর্যেণ বেদো মে কৃৎস্নঃ ঋতিপথং গতঃ ।
রাজাঃ রাজপুত্রশ্চ যযাতিরिति বিব্রতঃ ॥১৪
দেবযান্যুবাচ ।

কেন চার্ধেন নৃপতে হেনং দেশং সমাগতঃ ।
জিহ্মকুর্বারি যৎকিঞ্চিদধবা যুগলিপ্সয়া ॥ ১৫
যযাতিকুবাচ ।

যুগলিপ্সু রহং ভজ্রে পানীয়ার্থমিহাগতঃ ।
বহুধাপ্যহুধুকোহস্মি বহুহুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১৬

সখী হইয়াও দাসী হইলেন কিজন্ত ? ইহা
জানাইয়া আমার কোতুহল নিবারণ কর ।
দেবযানী বলিলেন,—হে নরব্যাত্ৰি ! সকল
ঘটনাই বিধির বিধানের অনুসরণ করে ।
সুতরাং বিধিই ইহার বিধাতা ; ইহা জানিয়া
আশ্চর্য্য কিছুই মনে করিবেন না । হে
পাছ ! আপনার রূপ এবং বেশ রাজার
জায় অধচ আপনি ব্রাহ্মণী বাণী
প্রয়োগ করিতেছেন । যাহা হউক, আপনি
কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন ?
এবং আপনার নাম—কি ? আপনি
কাহার পুত্র ? এ সকল আমায় বলুন ।
যযাতি বলিলেন,—হে সুন্দরি ! ব্রহ্মচর্য্য-
বলে সকল বেদই আমার ঋতিপথাকরুত ;
আমি রাজা, রাজপুত্র ; যযাতি নামে প্রসিদ্ধ ।
দেবযানী বলিলেন,—হে নৃপতে ! বারি-
লিপ্সা অথবা যুগলিপ্সা কি উদ্দেশে এই স্থানে
আগমন করিয়াছেন ? যযাতি বলিলেন,—
হে ভজ্রে ! আমি যুগলিপ্স বটে, কিন্তু
সম্প্রতি এখানে পানীয় পান-লালসায় আসি-
য়াছি । আমি বহুধা জিজ্ঞাসিত হইলাম ।
অন্তঃপন্ন গমনে অহুমতি প্রদান করুন ।

দেবযান্যুবাচ ।

ধাত্যাং কস্তাসহস্রাভ্যাং দাস্তা শর্শ্বিষ্ঠয়া সহ ।
ত্বদধীনাস্মি ভজ্রং তে সখে ভর্তা চ মে ভব ॥
যযাতিকুবাচ ।

বিক্রোশনসি ভজ্রং তে ন ত্বদহৌহস্মি ভামি
অবিবাহাঃ স্ম রাজানো দেবযানি পিতৃস্তব ॥

দেবযান্যুবাচ ।

সংসৃষ্টং ব্রহ্মণ্য কত্রঃ কত্রঃ ব্রহ্মণি সংশ্রিতম্ ।
ঋষিশ্চ ঋষিপুত্রশ্চ নাহমাদ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ১৯
যযাতিকুবাচ ।

একদেহোত্তবা বর্ণাশ্চদ্বারোহপি বরাননে ।
পৃথগ্ধর্ম্মাঃ পৃথক্কুশৌচান্তেষাং বৈ ব্রাহ্মণো বর
দেবযান্যুবাচ ।

পাণিগ্রহো নাহমায়ং ন পুস্তিঃ সেবিতঃ পুরা ।
ত্বমেনমগ্রহীদগ্রে বৃণোমি ত্বামহং ততঃ ॥ ২১
কথন্ত মে মনস্বিত্তাঃ পাণিমন্তঃ পুমান্ স্পৃশেৎ

দেবযানী বলিলেন,—দ্বিসহস্র কস্তা সহ,
চারিণী এই শর্শ্বিষ্ঠার সহিত আমি আপনার
বশীভূতা হইলাম । আপনি আমার ভর্তা
হউন । যযাতি বলিলেন,—হে শুক্রনন্দিনি,
ভামিনি ! আপনি বিচার করিয়া দেখুন,
আমি আপনার এ প্রস্তাবেব যোগ্য নহি ।
কেমনা, রাজস্তুগণ আপনার পিতৃবংশের
অবিবাহ । দেবযানী বলিলেন,—কত্রিয় ব্রাহ্ম
কর্তৃক সংসৃষ্ট ও ব্রাহ্মণেও কত্র-সংশ্রিত ।
হেনহ্রসনন্দন ! আপনি ঋষি এবং ঋষিপুত্র ;
আপনি আমাকে ভজনা করুন । যযাতি
বলিলেন,—অগ্নি বরাননে ! চতুর্ধর্ষই
এক দেহ হইতে সমুৎপন্ন ; কিন্তু
তাহাদিগের শৌচ ও ধর্ম্ম পরস্পর
পৃথক্ ; পরন্তু বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণই
শ্রেষ্ঠ ১১—২০ । দেবযানী বলিলেন,—হে
নহ্রসনন্দন ! পূর্বে আমার পাণিগ্রহণ অস্ত্র
কোন পুরুষেই করে নাই । আপনিই অগ্রে
আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ; অতএব
আমি আপনাকেই বরণ করিতেছি । আমি
মনস্বিনী ; কি করিয়া অপর পুরুষ আমার

গৃহীতমুখিপুত্রোপ জয়ং বাপ্যুযিণা জয়া ॥ ২২

যযাতিকুবাচ ।

জুহ্বাদানীবিষাৎ সর্পাঙ্জলনাৎ সর্বতোমুখাৎ ।

হুয়াধ্বতরো বিপ্রঃ পুরুষেণ বিজানতা ॥ ২৩

দেবযাহ্ন্যবাচ ।

কথমানীবিষাৎ সর্পাঙ্জলনাৎ সর্বতোমুখাৎ ।

হুয়াধ্বতরো বিপ্র ইত্যথ পুরুষবত ॥ ২৪

যযাতিকুবাচ

দশেদানীবিষশ্বেকং শস্ত্রৈগৈকশ্চ বধ্যতে ।

হস্তি বিপ্রঃ সরাস্ত্রাণ পুরাণ্যাপ হি কোপিতঃ ॥

হুয়াধ্বতরো বিপ্রস্তম্যাত্তীক মতো মম

অতো দস্তাঞ্চ পিত্রা হ্যাং ভদ্রে ন বিবহাম্যহম্

দেবযাহ্ন্যবাচ ।

দস্তাং বহস্ব পিত্রা মাং স্বং হি রাজন্ বুতো ময়া

অযাচতো ভয়ং নাস্তি দস্তাঞ্চ প্রতিগৃহ্যতঃ ॥ ২৭

শৌনক উবাচ ।

ত্বরিতং দেবযাহ্ন্যথ প্রেযিতা পিতৃস্বান্ননঃ ।

সর্বং নিবেদয়ামাস ধাত্রী তন্মৈ যথাতথম্ ॥ ২৮

ঋত্বৈব চ স রাজানং দর্শয়ামাস ভার্গবঃ ।

দৃষ্টেইবমাগতঃ বিপ্রঃ যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ২৯

ববন্দে ব্রাহ্মণং কাব্যঃ প্রাজ্ঞনিঃ প্রণতঃ স্থিতঃ

তৎকাপ্যভ্যবদৎ কাব্যঃ সান্না পরমবন্ধনা ॥ ৩০

দেবযাহ্ন্যবাচ ।

রাজায়ং নাহবস্তাত দুর্গমে পাণিমগ্রহীৎ ।

নমস্তে দেহি মামত্মৈ লোকে নাস্তং পতিং বুণে

শুক্র উবাচ ।

বুতোহনয়া পতিবীর স্মৃতয়া স্বং মমেষ্টয়া ।

গৃহাণেমাং ময়া দস্তাং মহিষীং নহস্যস্বজ ॥ ৩২

যযাতিকুবাচ ।

অবশ্যো মাং স্পৃশেদেবং পাপমস্তাশ্চ ভার্গব ।

বর্ণসঙ্করতো; ব্রহ্মগ্নিতি হ্যাং প্রবৃণোম্যহম্ ॥ ৩৩

পাণি স্পর্শ করিবে? আপনি ঋষিপুত্র এবং জয়ং ঋষি; সেইজন্তই আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যযাতি বলিলেন,—জুহ্বাদানীবিষ সর্প ও সর্বতোমুখ বহি হইতেও বিপ্র হুয়াধ্বতর; ইহা জানিয়া ক্ষত্রিয় পুরুষ কিরূপে এতাদৃশ কর্মে প্রবৃত্ত হইবে? দেবযানী বলিলেন,—হে পুরুষবত! আপনি বলিলেন, আনীবিষ সর্প ও সর্বতোমুখ বহি হইতেও বিপ্র হুয়াধ্বতর, এ কিরূপ কথা? যযাতি বলিলেন,—দেখ, আনীবিষ একজনকে দংশন করে, শস্ত্র দ্বারা একজনই নিহত হয়; কিন্তু বিপ্র জুহ্ব হইলে রাষ্ট্র ও পুর সকলই একেবারে সমূলে বিনাশ করেন। হে ভীক! এইজন্তই আমি বিপ্রকে হুয়াধ্বতর বলিয়া জানি। অতএব হে ভদ্রে! তোমার পিতা তোমাকে আমার প্রদান করিলেও আমি বিবাহ করিব না। দেবযানী বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি পিতৃদস্তা আমাকে গ্রহণ করুন; যেহেতু আমি আপনাকে পূর্বেই বরণ করিয়াছি। অযাচকভাবে পিতৃদস্তা কন্তাকে গ্রহণ করিলে,

আপনার কোনই ভয় নাই। শৌনক বলিলেন,—অতঃপর দেবযানী ধাত্রীকে ত্বরিত-গমনে পিতৃসন্নিধানে প্রেরণ করিলেম। ধাত্রী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাযথ সমস্ত বুভাস্ত নিবেদন করিল। ঋণমায়ে তিনি রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। পৃথিবীপতি যযাতিও সাক্ষাৎমায়ে তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন এবং কৃতজ্ঞলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর কাব্য তাঁহাকে পরম মনোহর সাম-বাক্যে আপ্যায়িত করিলেন। ২১—৩১। দেবযানী বলিলেন,—হে তাত! এই নহস্ব-নন্দন কুপ-পতনাবস্থায় আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। আপনাকে নমস্কার করি, আপনি আমাকে ইহাঁর হস্তেই সমর্পণ করুন। আমি আর কাহাকেও সংসারে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করি না। শুক্র বলিলেন,—হে বীর! আমার এই প্রিয় কন্তা যখন তোমায় পতিত্বে বরণ করিয়াছে, তখন তুমি ইহাকে মহিষীরূপে গ্রহণ কর; আমি তোমায় সম্প্রদান করিলাম। যযাতি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ইহাঁর পাণিগ্রহণ

শুক্র উবাচ

অধর্মাৎ ত্বাং বিমুক্তামি বরং বরয় চেপ্সিতম্ ।

অগ্নিন্ বিবাহে ত্বং ভ্রাতৃশ্চো রহো পাপং

হুদামি তে ॥ ৩৪

বহুস্ত ভাৰ্য্যাং ধৰ্ম্মেণ দেবযানীং শুচিস্মিতাম্ ।

অনয়া সহ সম্প্রীতিমতুলাং স মবাগুহি ॥ ৩৫

ইয়ঞ্চাপি কুমারী তে শৰ্ম্মিষ্ঠা বার্ষপৰ্ক্ষণী ।

সম্পূজ্যা সন্ততং রাজন্ ন চৈনাং শয়নে হ্রয় ॥

শৌনক উবাচ ।

এবমুক্তো যযাতিশ্চ শুক্রং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্ ।

জগাম স্বপুৰং হৃষ্টঃ সোহব্রুজাতো মহাত্মনা ॥ ৩৭

ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে সোমবংশে

যযাতিচরিতে ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ ।

যযাতিঃ স্বপুৰং প্রাপ্য মহেন্দ্রপুৰসন্নিভম্ ।

প্রবিশ্ভাস্তঃপুৰং তত্র দেবযানীং স্তবেশয়ৎ ॥ ১

দেবযাত্নাচ্চান্নমতে স্তুতাং তাং বুযপৰ্ক্ষণঃ ।

অশোকবনিকাভ্যাংসে গৃহং কৃত্বা স্তবেশয়ৎ ॥ ২

বুতাং দাসীসহশ্ৰেণ শৰ্ম্মিষ্ঠামাস্থরায়ণীম্ ।

বাসোভিরন্নপানৈশ্চ সংবিভজ্যা স্নসংবৃতান্ ॥ ৩

দেবযাত্না তু সহিতঃ স নৃপো নহ্যাম্বজঃ ।

বিজহার বহুনন্দান্ দেববগ্নুদিতো ভৃশম্ ॥ ৪

ঋতুকালে তু সম্প্রাপ্তে দেবযানী বরাজনা ।

লেভে গৰ্ভং প্রথমতঃ কুমারশ্চ ব্যজায়ত ॥ ৫

গতে বর্ষসহশ্ৰে তু শৰ্ম্মিষ্ঠা বার্ষপৰ্ক্ষণী ।

দদর্শ যৌবনং প্রাপ্তা ঋতুং সা কমলেক্ষণা ॥ ৬

চিস্তয়ামাস ধৰ্ম্মজ্ঞা ঋতুপ্রাপ্তৌ চ ভামিনী ।

ঋতুকালশ্চ সম্প্রাপ্তৌ ন কশ্চিৎপে পতিবৃত্তঃ ॥ ৭

একত্রিংশ অধ্যায় ।

শৌনক বলিলেন,—অনন্তর যযাতি

মহেন্দ্রপুৰ-সন্নিভ স্বপুৰে প্রবেশ করিয়া দেব-

যানীকে অন্তঃপুরে স্থাপন করিলেন এবং

দেবযানীর অন্নমতিক্রমে সহস্রদাসী-পরিবৃত্তা

সেই বুযপৰ্ক্ষণহিতা শৰ্ম্মিষ্ঠাকে এক অশোক-

বনিকার মধ্যে সুন্দর বাসভবন নির্মাণ

করাইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থান ও অন্ন-পানীয়

নির্দেশ করত তন্মধ্যে রক্ষা করিলেন ।

অনন্তর নহ্বনন্দন বহুকাল যাবৎ দেবযানী-

সমভিষ্যাহারে বিহার করিয়া অত্যন্ত মুদাষিত

হইলেন । অনন্তর ঋতুকাল সমুপস্থিত হইলে

দেবযানী গৰ্ভ ধারণপূর্বক প্রথমে এক

কুমার প্রসব করিলেন । পরে সহস্র বর্ষ

অতীত হইলে পর কমলেক্ষণা শৰ্ম্মিষ্ঠা

যৌবন-প্রাপ্তা ও ঋতুমতী হইলেন । সেই

ধৰ্ম্মজ্ঞা রাজবালা ঋতুমতী হইয়া চিন্তা

করিলেন,—আমার ঋতুকাল উপস্থিত,

অত্ৰাপি আমি কাহাকেও পতিরূপে প্রাপ্ত

হইলাম না । কোথায়ই বা পাইব ? একপে .

করায় বর্ষসঙ্কর জন্ত পাপ ঘেন আমায়
স্পর্শনা করে ; আমি আপনার নিকট এই
বর প্রার্থনা করিতেছি । শুক্রাচার্য্য বলি-
লেন—অধর্ম্ম হইতে তোমাকে বিমুক্ত
করিতেছি, তুমি ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর ।
এই বিবাহে তুমি ভ্রাতৃ হইবে এবং তোমার
পাপাপনোদন হইবে । এই স্তুচিস্মিতা
দেবযানিকে তুমি ধর্ম্মানুসারে বিবাহ কর
এবং ইহার সহিত অতুল প্রীতি অল্পভব
কর । আর এই যে বুযপৰ্ক্ষণহিতা কুমারী
শৰ্ম্মিষ্ঠা, ইহাকে সর্বদা সম্মান করিবে ।
কিন্তু শয়নে ইহাকে কদাচ আশ্রয় করিও
না । শৌনক বলিলেন,—যযাতি মহাত্মা
শুক্রাচার্য্য কর্তৃক এইরূপে অল্পজ্ঞাত হইয়া
[ইহাকে প্রদক্ষিণ করত হৃষ্টান্তঃকরণে স্বপুৰে
প্রস্থান করিলেন । ৩২—৩৭ ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

কিং প্রাপ্তং কিঞ্চ কৰ্তব্যং কথং কৃত্বা সুখংভবেৎ
দেবযানী প্রসূতাসৌ বৃথাহং প্রাপ্তযৌবনা ॥ ৮
যথা তথা বৃত্তো ভর্তা তথৈবাহং বৃণোমি তম্ ।
রাজা পুত্রকলং দেয়মিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ।
অঙ্গীদানীং স ধৰ্ম্মান্বা রহো মে দৰ্শনং ব্রজেৎ
শৌনক উবাচ ।

অথ নিক্রম্য রাজাসৌ তস্মিন কালে যদৃচ্ছয়া
অশোকবনিকাভ্যাসে শশ্বিষ্ঠাঃ প্রাপ্য বিস্মিতাঃ
তমেকং রহসি দৃষ্ট্বা শশ্বিষ্ঠা চাক্রহাসিনী ।
প্রত্যুপগম্যাঞ্জলিং কৃত্বা রাজানং বাক্যমব্রবীৎ ॥
শশ্বিষ্ঠৌবাচ ।

সোমশ্চেত্ৰশ্চ বায়ুশ্চ যমশ্চ বরুণশ্চ বা ।
তব বা নাহব গৃহে কঃ স্নিগ্ধং জষ্টুমর্হতি ॥ ১২
রূপাভিজননীলৈর্হি ত্বং রাজন্ বেথ মাং সদা ।
সা ত্বাং যাচে প্রসাদোহ ব্রহ্মমেহি নরাধিপ ॥১২
যযাতিরুবাচ ।

বেদ্বি ত্বাং নীলসম্পন্নং দৈত্যকন্তামনিন্দিতাম্

আমার কর্তব্য কি এবং কি প্রকারেই
বা আমার সুখ-সন্তোষ সজ্জাটিত হইবে?
দেবযানী সন্তান প্রসব করিল! আর আমি
বৃথাই যৌবন প্রাপ্ত হইলাম। দেবযানী
যেমন রাজাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে,
আমিও তেমনি তাঁহাকেই বরণ করিব।
রাজাই আমাকে পুত্রকল প্রদান করি-
বেন। ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা; কিন্তু
সেই ধৰ্ম্মান্বা কি নির্জনে আমার দর্শন-
পথে পতিত হইবেন? শৌনক বলিলেন,—
রাজা সেই সময় যদৃচ্ছাক্রমে সেই অশোক-
বনিকাসমীপে শশ্বিষ্ঠাকে দেখিয়া বিস্মিত হই-
লেন। ১—১১। তখন চাক্রহাসিনী শশ্বিষ্ঠা
তাঁহাকে নির্জনে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রত্যুদ-
গমন করত কৃত্যঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন,
—হে রাজন্! ইস্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ও যম
ইহারা কেহই আপনার ভবনস্থিত ঘোষিৎ-
গণকে দেখিতে পান না। সৌন্দর্য্যে ও কুল-
শীলে মাত্র আপনারই আমি পরিচিত। আমি
সাহস্রনয় প্রার্থনা করিতেছি, রূপা করিয়া

রূপন্ত তে ন পশ্যামি সূচ্যগ্রমপি নিন্দিতম্ ॥১৪
মামব্রবীৎ তদা শুক্রে দেবযানীঃ যদাবহম্ ।
মেয়মাহরয়িতব্য তে শয়নে বার্ষপর্কণী ॥ ১৫
শশ্বিষ্ঠৌবাচ ।

ন নৰ্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি
ন জীষু রাজন্ ন বিবাহকালে ।
প্রাণাত্যয়ে সৰ্ব্বদ্বন্দ্বাপহারে
পঞ্চানৃতাত্তাহরপাতকানি ॥ ১৬
পৃষ্টোক্ত সাক্ষ্যে প্রবদন্তি চান্তথা
ভবন্তি মিথ্যাবচনা নরেন্দ্রে তে ।
একার্থভায়ান্ত সমাহিতায়াঃ
মিথ্যা বদন্তং হনুতং হিনস্তি ॥ ১৭
যযাতিরুবাচ ।

রাজা প্রমাণং ভূতানাং স বিনষ্টেন্দ্রিয়া বদন্ ।

আপনি আমায় রতি প্রদান করুন। যযাতি
বলিলেন,—হে দৈত্যনন্দিনি! তুমি যে নীল-
সম্পন্ন, অনিন্দিতাক্ষীএবং সূচ্যগ্র-পরিমিত
রূপও যে তোমার নিন্দনীয় নহে, তাহা আমি
জানি এবং দেখিতেছি। কিন্তু দেবযানীর
সম্প্রদানকালে মহাভাগ শুক্রেচাৰ্য্য আমায়
বলিয়াছিলেন যে, তুমি এই শশ্বিষ্ঠাকে কদাচ
স্ত্রীয় শয্যায় আহ্বান করিও না। অতএব
কিভাবে আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করি?
ইহাতে আমায় অনৃততাবী হইতে হইবে।
শশ্বিষ্ঠা বলিলেন,—হে রাজন্! এ বিষয়ে
মিথ্যা ব্যবহার করিলেও দোষাবহ হয় না।
পণ্ডিতগণ বলেন,—নৰ্ম্মভাষণে, জীবিস্থয়ে,
বিবাহকালে, প্রাণাত্যয়ে ও সৰ্ব্বদ্বন্দ্ব সময়ে
অনৃত ব্যবহার পাপজনক নহে। তবে
যাহারা সাক্ষ্যদানে প্রযুক্ত হইয়া মিথ্যা
কথা বলে, তাহারাই মিথ্যাবাদী বলিয়া
কীৰ্ত্তিত হয়। কাহারও অনিষ্ট না হইয়া
যদি একের মহৎ প্রয়োজন সাধিত হয়,
তবে এরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা বলায় কোন দোষ
নাই। যযাতি বলিলেন,—রাজাই যখন
ভূত সকলের প্রমাণস্বরূপ, তখন তিনি যদি
মিথ্যা ব্যবহার করেন বা বলেন, তাহা হইলে

অর্থকল্পমপি প্রাপ্য ন মিথ্যা কর্তব্যংসহে ॥ ১৮
শশ্বিষ্ঠোবাচ ।

সমাবেতো মতো রাজন্ পতিঃ সখ্যাং যঃ পতিঃ
সমং বিবাহ ইত্যাহঃ সখ্যা মেহসি পতির্ঘতঃ ॥
যযাতিব্রবাচ ।

দাতব্যং যাচমানস্ত হৌতি মে ব্রতমাহিতম্ ।
ঐক্য যাচসি কামঃ মাং ক্রহি কিং করবাণি তৎ
শশ্বিষ্ঠোবাচ ।

অধর্ম্যং ক্রহি মাং রাজন্ ধর্ম্যক প্রতিপাদয় ।
যতোহপত্যবতী লোকে চরেষঃ ধর্ম্মমুত্তমম্ ॥
জয় এবাধনা রাজন্ ভার্যা দাসস্তথা সূতঃ ।
যৎ তে সমধিগচ্ছন্তি যন্ত তে তন্ত তদ্ধনম্ ॥ ২২
দেবযাত্না ভুক্তিযাশ্চি বস্তা চ তব ভার্গবী ।
সা চাহক্য যস্মা রাজন্ ভরণীয়াঃ ভজন্ত মাং ॥
শৌনক উবাচ
এবমুক্তস্তয়া রাজা ভাড্যমিত্যভিজজ্ঞিবান ।

তঁাহাকে বিনষ্ট হইতে হয় । প্রভূত অর্থকষ্ট
প্রাপ্ত হইলেও কদাচ মিথ্যাচরণ উচিত নয় ।
শশ্বিষ্ঠা বলিলেন,—রাজন্! আপনি যখন
আমার সখীর পতি, তখন আমারও পতি,
কেননা, সখীত্ব একপ্রাণ, অতএব আমি
আপনার পরিণীতাস্বরূপ । যযাতি বলি-
লেন,—হে শুচিস্মিতে! প্রার্থীকে দান
করাই আমার ব্রত এবং তুমিও আমার
প্রার্থনা করিতেছ, এখন আমার কি কর্তব্য—
তাহা তুমিই বল । শশ্বিষ্ঠা বলিলেন,—
রাজন্! আমার অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিয়া
আপনি আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন । আমি
আপনা হইতে অপত্যলাভ করিয়া উত্তম
সংসার-ধর্ম্ম আচরণ করিব । হে নৃপ!
ভার্যা, দাস ও সূত—এই তিন জন ধনহীন,
ইহারা স্বামীর ধনই ব্যবহার করিয়া থাকে;
সুতরাং আমি যখন দেবযানীর দাসী, তখন
তাহার ধন ব্যবহারে আমার অধি-
কার আছে । দেবযানী ও আমি উভ-
য়েই আপনার ভরণীয়া; অতএব আপনি
আমায় ভজনা করুন । শৌনক বলিলেন,

পূজয়ামাস শশ্বিষ্ঠাঃ ধর্ম্মক প্রতিপাদয়ৎ ॥ ২৪
স সমাগম্য শশ্বিষ্ঠাঃ যথাকামমবাণ্য চ ।
অস্ত্রোস্তকাভিসম্পূজ্য জগ্নতুস্তৌ যথাগতম্ ॥
তস্মিন্ সমাগমে সূত্রঃ শশ্বিষ্ঠা বার্ষপক্ণী ।
লেভে গর্তঃ প্রথমতস্তস্মাদ্ভূপতিসন্তমাৎ ॥ ২৬
প্রজজ্ঞে চ ততঃ কালে রাজৌ রাজীবলোচনা ।
কুমারঃ দেবগর্তাভমাদিত্যসমতেজসম্ ॥ ২৭
ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-
চরিতে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ

ক্রত্বা কুমারং জাতং সা দেবযানী শুচিস্মিতা ।
চিন্তয়াবিস্তেজঃবার্তা শশ্বিষ্ঠাঃ প্রত্যভাষত ॥ ১
ততোহভিগম্য শশ্বিষ্ঠাঃ দেবযাত্নব্রবীদিদম্ ।
কিমর্থং বুজিনঃ সূত্র কৃতং তে কামলুক্মা ॥ ২
শশ্বিষ্ঠোবাচ ।

ঋষিরভ্যাগতঃ কশ্চিদধর্ম্মাচ্চা বেদপারগঃ ।

—রাজা শশ্বিষ্ঠা কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া
ধর্ম্মানুসারে তঁাহার আরাধনা করত তৎসহ
সঙ্গম-সুখ অনুভব করিলেন । পরে উভয়ে
উভয়ের যথোচিত সম্বন্ধনা সমাপনান্তে স্ব স্ব
স্থানে প্রস্থিত হইলেন । এই সমাগমের
কালে বৃষপক্ণহিতা সূত্র শশ্বিষ্ঠা গর্ত ধারণ
করিয়া উপযুক্ত সময়ে দেবতুল্য আদিত্য-সম-
তেজা এক কুমার প্রসব করিলেন । ১২—২৭।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়

শৌনক বলিলেন,—শুচিস্মিতা দেব-
যানী—শশ্বিষ্ঠা পুত্র প্রসব করিয়াছে, শুনিয়া
অত্যন্ত চিন্তাধিতা ও হুঃখিতা হইলেন;
এবং শশ্বিষ্ঠার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—
অগ্নি সূত্র! কাম-মুগ্ধ হইয়া কিজন্ত তুমি
এরূপ কুটিলতাচরণ করিলে? শশ্বিষ্ঠা বলি-

স ময়া তু বরঃ কামং যাচিতে ধর্মসংহতম্ ॥ ৩

নাহমন্তায়তঃ কামমাচরামি শুচিন্মিতে ।

তস্মাদৃষেৰ্মমাপত্যমিতি সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৪

দেবযাহ্ম্যবাচ ।

যদ্যেতদেবঃ শশ্বিষ্ঠে ন মনু্যবিদ্যাতে মম ।

অপত্যং যদি তে লকঃ জ্যেষ্ঠ্যাক্ষেষ্ঠ্যচ্চ বৈ

দ্বিজাৎ ॥ ৫

শৌভনঃ ভীক্স সত্যক্ষেৎ কথং স জায়তে দ্বিজঃ

গোত্রনামাভিজ্ঞানতঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তং দ্বিজম্

শশ্বিষ্ঠোবাচ ।

ওজসা তেজসা চৈব দীপ্যমানঃ রবিং যথা ।

তং দৃষ্ট্বা মম সম্প্রহুঃ শশ্বিষ্ঠীসৌচ্ছৃতিশ্মিতে ॥ ৭

শৌনক উবাচ ।

অন্তোন্তমেবমুকা চ সম্প্রহস্ত চ তে মিথঃ ।

জগাম ভার্গবী বৈশ্ব তথ্যমিত্যভিজ্ঞানতী ॥ ৮

লেন,—একদা কোন এক বেদপারগ পরম ধার্মিক ঋষি এখানে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট ধর্মসঙ্গত কাম-বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম। হে শুচিন্মিতে! আমি অস্তায়পূর্বক কামাচরণ করি নাই। সেই ঋষি হইতেই আমি এই পুত্রটি লাভ করিয়াছি; আপনাকে এই যথার্থ কথা বলিলাম। দেবযানী বলিলেন,—হে শশ্বিষ্ঠে! যদি এরূপ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আর আমার ক্রোধের কারণ কিছুই নাই। বরং জ্যেষ্ঠ দ্বিজ হইতে সত্য সত্যই যদি অপত্য-লাভ হইয়া থাকে, উত্তমই হইয়াছে। পরন্তু হে ভীক্স! সেই দ্বিজকে তুমি কিরূপে জানিলে? আমি তাঁহার নাম-গোত্র-কুল জানিতে ইচ্ছা করি। শশ্বিষ্ঠা বলিলেন,—হে শুচিন্মিতে! তিনি তেজে ও ওজোশুণে হৃদয়ের জ্ঞায় দীপ্যমান। তাঁহাকে দেখিয়া আমি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসিতে সাহসী হই নাই। শৌনক বলিলেন,—তাঁহার পরম্পর এইরূপ রহস্ত আলোচনায় হস্ত পরি-হাস করিলেন। পরে দেবযানী সমস্ত তথ্য অবগত হইয়া ঋষি গৃহাভিমুখে প্রস্থান

যযাতির্দেবযান্তাস্ত পুত্রাবজনয়ম্বুপঃ

যত্ৰ তুর্ক্সশু ঐব শক্র-বিক্স ইবাপরৌ ॥ ৯

তস্মাদেব তু রাজর্ষেঃ শশ্বিষ্ঠা বার্ষপর্কণী ।

জহুকাহুকা পুরুকা ত্রীন্ কুমারানজীজনৎ ॥ ১০

ততঃ কালে চ কশ্মিন্শিদ্দেবযানী শুচিন্মিতা ।

যযাতিসহিতা রাজন্ জগম হরিতং বনম্ ॥ ১১

দদর্শ চ তদা তত্র কুমারান্ দেবরূপিণঃ ।

ক্রীড়মানান সুবিশ্বকান্ বিস্মিতা চেদমব্রবীৎ ॥

দেবযাহ্ম্যবাচ ।

কষ্টেতে দারকা রাজন্ দেবপুত্রোপমাঃ শুভাঃ

বর্চসা রূপতশ্চৈব দৃষ্টান্তে সদৃশান্তব ॥ ১৩

এবং পৃষ্ট্বা তু রাজানং কুমারান্ পর্যাপৃচ্ছত ।

কিং নামধেয়ং-গোত্রে বঃ পুত্রকা ব্রাহ্মণঃ পিতা

বিক্রত মে যথাতথ্যঃ শ্রোতুকামান্ম্যতো হুহম্

তেহদর্শয়ন্ প্রদেশিত্বা তমেব নৃপসন্তমম্ ॥ ১৫

শশ্বিষ্ঠাং মাতরকৈব তস্মা উচুঃ কুমারকাঃ ॥ ১৬

করিলেন। নৃপতি যযাতি দেবযানীতে ছই পুত্র উৎপাদন করেন; তাহাদের নাম—যত্ৰ ও তুর্ক্সশু। ইহারা উভয়েই ইন্দ্র ও উপেন্দ্র-সদৃশ ছিলেন। শশ্বিষ্ঠার গর্ভে রাজর্ষির তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ পুত্রজন্ম—জহু, অহু ও পুরু আখ্যায় অভিহিত। অনন্তর কদাচিৎ শুচিন্মিতা দেবযানী নৃপ-সমভিব্যাহারে হরিতবনে বিচরণার্থ গমন করেন এবং তথায় কতিপয় সুবিশ্বস্ত দেবরূপি শিশুকে, ক্রীড়াপরায়ণ দর্শন করত বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—হে রাজন্! এই দেবপ্রতিম শিশুগুলি কাহার? ইহারা দেখিতে ঠিক আপনারই মত ১১—১৩। দেব-যানী রাজাকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া পরে শিশুগণকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে বংশগণ! তোমাদের নাম কি? কোন্ বংশে তোমারা জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তোমাদের পিতা কি ব্রাহ্মণ? তোমারা আমার এই সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান কর, শুনিবার নিমিত্ত আমার একান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। তখন বালকগণ অঙ্গুলি নির্দেশে রাজাকে

শৌনক উবাচ

ইত্যুক্তা সহিতাস্তেন রাজানমুপচক্রমুঃ ।

নাভ্যনন্দত তান্ রাজা দেবযাস্তান্তদাস্তিকে ।

রুদন্তস্তেহথ শশ্বিষ্ঠামভ্যযুর্বাণকাস্তদা ॥ ১৩

দৃষ্ট্বা তেষাম্ বালানাং প্রণয়ং পার্শ্বিকং প্রতি ।

বুধ্য চ তদ্বতো দেবী শশ্বিষ্ঠামিদমব্রবীৎ ॥ ১৮

দেবযাস্তুবাচ ।

মদধীনা সতী কস্মাদকার্ষীবিপ্রিয়ং মম ।

তমেবানুরধর্ম্মমাস্থিতা ন বিভেষি কিম্ ॥ ১১

শশ্বিষ্ঠোবাচ ।

যত্নমুযিরিত্যেব তৎ সত্যং চাক্রহাসিনি ।

স্তায়তো ধর্ম্মতশ্চৈব চরন্তী ন বিভেমি তে ॥ ২০

যদা যদা বৃতো রাজা বৃত এব তদা ময়া ।

সখীতর্ভা হি ধর্ম্মেণ তর্ভা ভবতি শোভনে ॥ ২১

পিতা বলিয়া দেখাইয়া দিল এবং বলিল,—

আমাদের মাতার নাম—শশ্বিষ্ঠা । শৌনক

বলিলেন,—বালকগণ ঐ কথা বলিয়া সকলে

মিলিত হইয়া রাতার নিকট উপস্থিত

হইল । রাজা দেবযানীর সম্মুখে তাহাদিগকে

পুত্র বলিয়া অভিনন্দন করিলেন না ।

তাহারা তখন পিতার আদর না পাইয়া বাল্য-

শুলভ ক্রন্দন করিতে করিতে মাতা শশ্বিষ্ঠা

সমীপে উপস্থিত হইল । দেবী দেবযানী

তখন রাজার প্রতি বালকগণের প্রণয় দেখিয়া

তদ্বার্থ অবগত হইলেন এবং শশ্বিষ্ঠাকে

বলিলেন,—শশ্বিষ্ঠে ! তুই আমার অধীনা

হইয়া আমারই অপ্রিয় আচরণ করিতে

প্রবৃত্ত হইয়াছিস্, আবার সেই পূর্ববৎ

আশ্রয় ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিস্ ? তোর

কি ভয় হয় না ? শশ্বিষ্ঠা বলিলেন,—হে

চাক্রহাসিনি ! পূর্বে আপনাকে ঋষির কথা

যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা সত্য । আমি

স্তায়তঃ ধর্ম্মতঃ চলিয়াছি, তোমাকে ভয়

করিব কেন ? তুমি যখন রাজাকে বরণ

কর, আমিও তখন উহাকে বরণ করিয়াছি-

লাম । হে শোভনে ! সখীতর্ভা ধর্ম্মানুসারে

পূজ্যাসি মম যাস্তা চ খেষ্ঠা জ্যেষ্ঠা চ ব্রাহ্মণী * ।

যন্তো হি মে পূজ্যতরো রাজর্ষিঃ কিং ন বেৎসি

ভৎ ॥ ২২

শৌনক উবাচ ।

ঋত্বা তস্তান্ততো বাক্যং দেবযাস্তব্রবীদিদম্ ।

রাজন্ নাদ্যেহ বৎস্তামি বিপ্রিয়ং মে ত্বয়া কৃতম্

সহসোৎপতিতাং স্তামাং দৃষ্ট্বা তাং সাক্ষলোচনাম্

তুর্ণং সকাশং কাব্যস্ত প্রস্থিতাং ব্যথিতস্তদা ॥

অনুব্রাজ সম্রাটঃ পৃষ্ঠতঃ সাস্বয়ন্ নৃপঃ ।

স্তবর্ত্তত ন সা চৈব ক্রোধসংরক্তলোচনা ॥ ২৫

অপি ক্রবন্তী কিঞ্চিচ্চ রাজানাং সাক্ষলোচনা ।

অচিরাদেব সম্ভ্রান্তা কাব্যস্তোশনসৌহৃদিকম্

সা তু দৃষ্টেব পিতরমভিবাদ্যাগ্রতঃ স্থিতা ।

অনন্তরং যযাতিস্ত পূজ্যামাস ভার্গবম্ ॥ ২৭

দেবযাস্তুবাচ ।

অধর্ম্মেণ জিতো ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তমধরোত্তরম্ ।

সখীর তর্ভা হন । তুমি আমার পূজনীয়া,

কেন না তুমি জ্যেষ্ঠা, খেষ্ঠা ও ব্রাহ্মণ-

কন্তা । আর এই রাজর্ষি যে তোমা

অপেক্ষাও আমার অধিক পূজনীয়, তাহা কি

তুমি জান না ? ১১৪—২২১ শৌনক বলিলেন,—

দেবযানী শশ্বিষ্ঠার এইরূপ বাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া

রাজাকে বলিলেন,—রাজন্ ! আর আমি

এখানে অবস্থিতি করিব না, আপনি আমার

অপ্রিয় আচরণ করিয়াছেন । রাজা সাক্ষ-

লোচনা স্তামা দেবযানীকে সহসা উন্মিত

হইয়া পিতৃসন্নিধানে প্রস্থান করিতে দেখিয়া

অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং সসম্মমে সাস্বনা

করিতে করিতে তাঁহার অন্তঃগমন করিতে

লাগিলেন । কিন্তু ঐ দেবযানী রোষরক্ত-

নয়নে রাজাকে কত কি বলিতে বলিতে

অজ্ঞানে প্রাবিত হইয়া স্বরায় পিতৃসমীপে

উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন-

পূর্বক সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন । অনন্তর

রাজা যযাতিও অভিবাদনপূরঃসর ভার্গবের

পূজা করিলেন । দেবযানী কহিলেন,—অধর্ম্ম

* জ্যেষ্ঠা চ খেষ্ঠবর্ণত ইতি বচিং পার্শ্ব ।

শরীর্ষা যাতিকৃতান্তি হুহিতা বৃষপর্ষণঃ ॥ ২৮
জয়োহস্তাঃ জনিতাঃ পুত্রা রাজ্ঞানেন যযাতিনা
হুর্ভগায়্য মম যৌ তু পুত্রৌ তাত ব্রবীমি তে ॥
ধর্মজ ইতি বিখ্যাত এষ রাজা ভৃগুর্ষহ ।
অতিক্রান্তশ্চ মর্যাদাং কাব্যৈতৎ কথয়ামি তে
শুক্র উবাচ ।

ধর্মজকং মহারাজ যোহধর্মদ্রুথাঃ প্রিয়ম্ ।
তস্মাজ্জয়া স্বামচিরাক্ষয়িষ্যতি হুর্জয়া ॥ ৩১
যযাতিরুবাচ ।

ঋতুং যো যাচ্যমানায়্য ন দদাতি পুমান্ বৃতঃ ।
ক্রণহেতুচ্যুতে ব্রহ্মন্ স চেহ ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৩২
ঋতুকামাঃ স্রিয়ং যন্ত গম্যাং রহসি বাচিতঃ ।
নোষ্টৈতি যো হি ধর্ম্মেণ ব্রহ্মহেতুচ্যুতে বৃধৈঃ
ইত্যেতানি সমীক্ষ্যাহং কারণানি ভৃগুর্ষহ ।
অধর্ম্মভয়সংবিগ্নঃ শরীর্ষাশুপজগ্মিবান্ ॥ ৩৪
শুক্র উবাচ ।

ন ভূহং প্রত্যবেক্ষ্যন্তে মদধীনোহসি পার্শ্বি ব ।
মিথ্যাচরণধর্ম্মেণ চৌর্য্যং ভবতি নাহম্ ॥ ৩৫

কর্তৃক ধর্ম্ম পরাক্রান্ত হইয়াছে; যে অধম ছিল, সে পুজনীয়া হইয়াছে। যে বৃষপর্ষণহুহিতা দাসীভাবে আমার অধীন ছিল, রাজার ঔরসে তাহার তিন পুত্র উৎপাদিত হইয়াছে। হে তাত ! কিন্তু এ হুর্ভাগার দুইটির অধিক পুত্র হইল না। এই ধর্ম্মজ রাজা উপস্থিত, ইনি মর্যাদা উলঙ্ঘন করিয়াছেন। হে পিতঃ ! আপনাকে ইহা বলিলাম। ২৩—৩০। শুক্র বলিলেন,—হে মহারাজ ! আপনি ধর্ম্মজ হইয়া যে অধর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার কলে হুর্জয়া জয়া আপনাকে আক্রমণ করিবে। যযাতি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! ঋতুকালে ঘোষিৎ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া যে পুরুষ তাহার মনোরথ পূর্ণ না করে, সে ক্রণহা বলিয়া কীর্ষিত হয়। হে ভৃগুর্ষহ ! আমি এই সকল কারণ দেখিয়া শুনিয়া অধর্ম্মভয়ে শরীর্ষার রত হইয়াছিলাম। শুক্র বলিলেন,—হে পার্শ্বি ব ! আমি আপনার উপেকার পাত্র নহি, আপনিই আমার অধীন। হে

শৌনক উবাচ ।

ক্রোধেনোশনসা শপ্তো যযাতির্নাহমস্তদা ।
পূর্কং বয়ঃ পরিত্যজ্য জয়াঃ সদ্যোহবশদ্যত ॥
যযাতিরুবাচ ।
অভূপ্তো যৌবনস্তাহং দেবযান্তাং ভৃগুর্ষহ ।
প্রসাদং কুরু মে ব্রহ্মন্ জরেষং মা বিশেত মা
শুক্র উবাচ
নাহং যুযা বদাম্যেতজ্জয়াং প্রাপ্তোহসি ভূমিপ
জয়াশ্বেতাং ত্বমন্তশ্চিন্ সৎক্রাময় যদীচ্ছসি ॥
যযাতিরুবাচ ।

রাজ্যভাক্ স ভবেদব্রহ্মন্ পুণ্যভাক্ কীর্ষি-
ভাক্ তথা ।
যো দদ্যায়ৈ বয়ঃ শুক্র তন্তবান্ভুমন্তভাম্ ॥ ৩৬
শুক্র উবাচ ।
সৎক্রাময়িষ্যসি জয়াং যথেষ্টং নহবাঙ্কজ ।
মামন্তুধ্যায় তন্মেন ন চ পাপমবাপ্তাসি ॥ ৪০

নহ্মনন্দন ! মিথ্যাচরণ করিলে চৌর্য্য-দোষই ষটে। শৌনক বলিলেন,—তখন নহ্মনন্দন যযাতি ক্রুদ্ধ কাব্য কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া পূর্কং বয়ঃক্রম পরিহার করত সন্তাই জয়া গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন,—হে ভার্গব ! আমি দেবযানী সমভিব্যাহারে যৌবন-সুখ উপভোগ করিয়া অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হই নাই। হে ব্রহ্মন্ ! প্রসন্ন হউন। জয়া যেন আমার শরীরে সংক্রামিত না হয়। শুক্র বলিলেন,—রাজন্ ! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নয়; সুতরাং তুমি জয়া প্রাপ্ত হইলে। তবে তুমি ইচ্ছা করিলে, এই জয়া অস্ত শরীরে সংক্রামিত করিতে পারিবে। যযাতি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! যে আমাকে অভিনব বয়ঃক্রম প্রদান করিবে, সে রাজ্যভাক্, পুণ্যভাক্ ও কীর্ষিভাক্ হইবে। আপনি ইহা অল্পমোদন করুন। শুক্র বলিলেন,—হে নহ্মনন্দন ! তুমি তবতঃ আমাকে অন্তু-ধ্যান করিয়া এই জয়া যথেষ্ট সংক্রামিত করিতে পারিবে। ইহাতে তোমার পাপ

বয়ো দাস্ততি তে পুত্রো যঃ স রাজা ভবিষ্যতি ।
 আয়ুমান্ কীর্তিমান্ চৈব বহুপত্যস্তথৈব চ ॥
 ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-
 চরিতে ষাট্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রিমাংশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

জরাং প্রাপ্য যযাতিঃ স্বপুত্রং প্রাপ্য চৈব হি ।
 পুত্রং জ্যেষ্ঠং বরিতঞ্চ যয্মিত্যব্রবীষচঃ ॥ ১
 যযাতিরুবাচ ।

জরা বলী চ মাং তাত পনিতানি চ পর্য্যন্তঃ ।
 কাব্যস্তোশনসঃ শাপান্ চ ভৃগুশাস্ত্রি যৌবনে
 জ্বং যদো প্রতিপদ্যন্ত পাপানং জরয়া সহ ।
 যৌবনেন তদৌয়েন চরেয়ং বিষয়ানহম্ ॥ ৩
 পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু তদৌয়ে যৌবনস্বহম্ ।
 দদ্বা সম্প্রতিপৎস্তামি পাপানং জরয়া সহ ॥ ৪

স্পর্শ করিবে না। যে পুত্র তোমায় তাহার
 নবীন বয়স প্রদান করিবে, সে রাজা
 আয়ুমান্, কীর্তিমান্ ও বহু পুত্রের জনক
 হইবে। ৩১—৪১ ।

ষাট্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রিমাংশ অধ্যায় ।

শৌনক বলিলেন,—জরাগ্রস্ত যযাতি
 স্বপুত্রে উপনীত হইয়া জ্যেষ্ঠ বরিত পুত্র
 যযাকে বলিলেন,—হে তাত! শুক্রাচার্যের
 শাপ প্রভাবে দাক্ষণ জরা আমার গ্রাস
 করিয়াছে, আমি যৌবনশুখ উপভোগে
 কুণ্ঠিত করিতে পারি নাই। হে যদো!
 তোমার যৌবন বিনিময়ে আমার এই জরা
 গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন প্রাপ্ত হইয়া
 বিষয়শুখ অন্বেষণ করি। সহস্র বর্ষ অতীত
 হইলে পর তোমার যৌবন তোমাকে আবার
 প্রত্যর্পণ করিব এবং আমার জরা সহকৃত

যযকুবাচ

সিতশ্মশ্রুধরে দীনো জরস। শিখিলীকৃতঃ ।
 বলীসন্ততগাত্রশ্চ দুর্দশো দুর্বলঃ কৃশঃ ॥ ৫
 অশক্তঃ কার্য্যকরণে পরিতুতঃ স যৌবনে ।
 সহোপজীবিত্তৈব তজ্জরাং নাতিকামষে ॥ ৬
 সন্তি তে বহবঃ পুত্রা মন্তঃ প্রিয়তরা নৃপ ।
 জরাং গ্রহীতুং ধর্ম্মজ্ঞ পুত্রমন্তং বৃগীষ বৈ ॥ ৭

যযাতিরুবাচ ।

যন্তং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি
 পাপান্নাতুলসম্বন্ধাদ্ভুপ্রজা তে ভবিষ্যতি ॥ ৮
 তুর্কসো প্রতিপদ্যন্ত পাপানং জরয়া সহ ।
 যৌবনেন চরেয়ং বৈ বিষয়ান্তব পুত্রক ॥ ৯
 পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পুনর্দাস্তামি যৌবনম্ ।
 তথৈব প্রতিপৎস্তামি পাপানং জরয়া সহ ॥ ১০
 তুর্কসুরুবাচ ।

ন কাময়ে জরাং তাত কামভোগপ্রণাশিনীম্ ।

পাপ আমি পুনরায় তোমার নিকট হইতে
 গ্রহণ করিব। যত বলিলেন,—আপনার
 জরা গ্রহণ করিলে আমি সিতশ্মশ্রু, শিখিলী-
 কৃতদেহ, বলী-পনিতাঙ্গ, দুর্বল ও কৃশ হইয়া
 নিতান্ত দুর্দশা-গ্রস্ত হইব এবং এই তরুণ
 অবস্থায় কার্য্যাক্ষম হইয়া পড়িব। অতএব
 আমি ও আমার অন্তর্জীবগণ, আমরা কেহই
 আপনার জরা গ্রহণ করিতে পারিব না।
 আমি ব্যতীত আপনার আরও প্রিয়তর
 অনেক পুত্র আছে, হে ধর্ম্মজ্ঞ! জরা গ্রহণের
 নিমিত্ত আপনি অস্ত্র কোন পুত্রকে বলুন।
 যযাতি বলিলেন,—তুমি আমার হৃদয় হইতে
 জন্মগ্রহণ করিয়া স্বকীয় যৌবন প্রদান
 করিলে না; অতএব পাপ মাতুল-সম্পর্ক
 নিবন্ধন তোমার কুসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে।
 এই বলিয়া তুর্কসুকে কহিলেন,—বৎস!
 তুর্কসো! তুমি আমার জরা সহ পাপগ্রহণ
 কর। হে পুত্রক! আমি তোমার যৌবন
 প্রাপ্ত হইয়া বিষয়-শুখ সন্তোগ করিব। সহস্র
 বর্ষ পূর্ণ হইলে তোমার যৌবন পুনরায়
 তোমায় ফিরাইয়া দিব এবং আবার আমি

বলরূপান্তকরণীং বুদ্ধিমানবিনাশিনীম্ ॥ ১১

যযাতিরূবাচ ।

যন্তঃ মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি ।
তস্মাৎ প্রজাসমুচ্ছেদং তুর্কসো তব যান্ততি ॥
সন্ধীর্ণচারধর্মেষু প্রতিলোমচরেষু চ ।
পিশিতাশিষু লোকেষু নুনং রাজা ভবিষ্যসি ।
গুরুদারপ্রসক্তেষু তির্ধ্যাক্ষ্যোনিরতেষু চ ।
পশুধর্মিষু শ্লেচ্ছেষু পাপেষু প্রভবিষ্যসি ॥ ১৪

শৌনক উবাচ ।

এবং স তুর্কসুঃ শপ্তা যযাতিঃ স্মৃতমানসনঃ ।
শর্মিষ্ঠায়াঃ স্মৃতং জ্যেষ্ঠং ক্রহং বচনমববৌৎ ॥
যযাতিরূবাচ ।

ক্রহঃ স্বং প্রতিপদ্যস্ব বর্ণরূপবিনাশিনীম্ ।
জরাং বর্ষসহস্রং মে যৌবনং স্বং প্রযচ্ছতাম্ ॥
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু তে প্রদাস্তামি যৌবনম্ ।
স্বকাদাস্তামি হুয়োহহং পাপ্যানং জরয়া সহ ॥

জরা সহ পাপ গ্রহণ করিব । ১—১০। তুর্কসু বলিলেন,—হে পিতঃ! আমি আপনায় কামভোগ-প্রণাশিনী, শৌর্য্য-সৌন্দর্য্যহারিনী বুদ্ধিনাশিনী জরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর না। যযাতি বলিলেন,—হে তুর্কসো! তুমি যখন তোমার তারুণ্য বিনিময়ে আমার জরা গ্রহণ করিলে না, তখন অবশ্যই তোমার প্রজানাশ সজ্জাটিত হইবে এবং সন্ধীর্ণ আচার-ধর্ম্মযুক্ত প্রতিলোমচর ও পিশিতালী লোক-দিগের তুমি রাজা হইয়া থাকিবে; এতদ্ভিন্ন গুরু-দারাসক্ত, তির্ধ্যাক্ষ্যোনিরত পশুধর্ম্ম পাপ শ্লেচ্ছজাতির উপর তুমি প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। শৌনক বলিলেন,—যযাতি তুর্কসুকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া শর্মিষ্ঠা-স্মৃত জ্যেষ্ঠ ক্রহকে বলিলেন,—বৎস ক্রহ! তুমি সহস্র বৎসরের জন্ত তোমার যৌবন বিনিময়ে আমার এই বর্ণরূপ-বিনাশিনী জরা গ্রহণ কর। সহস্র বৎসর পরে আমি তোমার যৌবন তোমায় অর্পণ করিয়া স্বকীয় জরা

ক্রহ উবাচ

ন রাজ্যং ন রথং নাশ্বং জীর্ণো ভুঙ্কত ন চ
প্রিয়ম্ ।
ন রাগশ্চান্ত ভবতি তজ্জরাং তে ন কাময়ে ॥
যযাতিরূবাচ ।
যন্তঃ মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি ।
তদক্রহ বৈ প্রিয়ঃ কামো ন তে সম্পৎস্যাতে
কচিৎ ॥ ১২

নৌরূপপ্রবসঞ্চারো যত্র নিত্যং ভবিষ্যতি ।
অরাজ্যভোজশব্দং স্বং তত্র প্রাপ্যসি নাশ্বঃ
যযাতিরূবাচ ।

অনো স্বং প্রতিপদ্যস্ব পাপ্যানং জরয়া সহ ।
একং বর্ষসহস্রং চরেয়ং যৌবনেন তে ॥ ২১
অনুরূবাচ ।

জীর্ণঃ শিশুরিবাদন্তে কালেহয়মশুচির্ধখা ।
ন জুহোতি চ কালেহয়িতাং জরাং নাভিকাময়ে

পুনরায় গ্রহণ করিব। ক্রহ বলিলেন,—জীর্ণ ব্যক্তি রাজ্য, রথ, অশ্ব, কিম্বা রমণী, এ সকলের কিছুই ভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কৃত্রাপি তাহার অনুরাগও থাকে না; এই কারণেই আমি জরা গ্রহণে ইচ্ছা করি না। যযাতি বলিলেন,—হে ক্রহ! তুমি তোমার তরুণ বয়স আমায় যখন প্রদান করিলে না, তখন তোমার কদাচ মজ্জল হইবে না। যথায় নিত্য নৌরূপ প্রবেশ সঞ্চার আছে, সেই স্থানেই তুমি সবংশে অরাজ্য ভোজ শব্দ প্রাপ্ত হইবে। এই কথা বলিয়া পরে তিনি অনুরূপে বলিলেন,—বৎস অনো! তুমি তোমার যৌবন পরিবর্তন করিয়া আমার জরা গ্রহণ কর। আমি তোমার যৌবন লইয়া বর্ষ সহস্র যাবৎ বিষয় সুখ ভোগ করিব । ১—২১। অনুরূপে বলিলেন,—জীর্ণ ব্যক্তিকে শিশুর স্থায় নির্দৃষ্ট সময়ে অন্ন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয় এবং অশুচি ব্যক্তির মত উপযুক্ত সময়ে অগ্নিতে হোম করিতে জীর্ণ জন সক্ষম হয় না; অতএব আমি

যযাতিৰূবাচ ।

যযাৎ মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বঃ ন প্রযচ্ছসি
জরাদৌষদ্যমোক্তো যন্তস্মাৎ স্বঃ প্রতিপদ্যসে
প্রজাশ্চ যৌবনং প্রাপ্তা বিনশন্তি হনো তব ।
অগ্নিপ্রস্কন্দনগতস্বকাপ্যোবঃ ভবিষ্যসি ॥ ২৪

যযাতিৰূবাচ ।

পুরো স্বঃ প্রতিপদ্যস্ব পাপ্পানঃ জরয়া সহ ।
স্বঃ মে প্রিয়তরঃ পুত্রস্বঃ বরীয়ান ভবিষ্যসি ॥
জরা বলী চ মাং তাত পলিতানি চ পর্যাণ্ডঃ ।
কাব্যস্তোশনসঃ শাপান চ তৃপ্তোহস্মি যৌবনে
কিঞ্চিৎ কালং চরেষ্যং বৈ বিষয়ান্ বয়সা তব ।
পূৰ্ণে বর্ষসহস্রে তু প্রতিদাস্তামি যৌবনম্ ।
স্বৈকৈব প্রতিপৎস্তেহহং পাপ্পানঃ জরয়া সহ ॥

শৌনক উবাচ ।

এবমুক্তঃ প্রত্যাচ পুরুঃ পিতরমঙ্গসা
স্বথাং স্বঃ মহারাজ তৎ করিষ্যামি তে বচঃ ॥ ২৮

এ হেন জরা কামনা করি না । যযাতি বলিলেন,
—হে অনো! তুমি হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ
করিয়া যখন তোমার যৌবন দানে আমার
জরা গ্রহণ করিলে না এবং জরা দোষাকর
বলিয়া কীর্জন করিলে, তখন তোমাকেও
জরা প্রাপ্ত হইতে হইবে। আর তোমার
অপত্যগণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইবে
এবং তুমিও, অগ্নিপ্রস্কন্দন প্রাপ্ত হইয়া
শমন-সদনে গমন করিবে। অনন্তর রাজা
যযাতি পুরুকে বলিলেন,—বৎস! পুরো!
তুমি আমার জরাসহ পাপ-গ্রহণ কর।
যেহেতু তুমিই আমার প্রিয়তম পুত্র। উশ-
নার শাপে আমি জরা, বলী ও পলিতগ্রস্ত
হইয়াছি। আমি আকাজ্জা নিবৃত্তি করিয়া
যৌবন সুখ অল্পভব করিতে পারি নাই।
আমি তোমার বয়স লইয়া কিছুকাল বিষয়-
সুখ অল্পভব করিব। পরে সহস্র বৎসর
পূর্ণ হইলে তোমার নবীন বয়স তোমাকে
প্রত্যর্পণ করিয়া আমার জরা আমি গ্রহণ
করিব। শৌনক বলিলেন,—পিতা বলিবা-
মাত্র পুত্র পুরু তৎক্ষণাৎ অল্পমোদন করিয়া
বলিলেন,—মহারাজ! আপনি যাহা বলিতে-

প্রতিপৎস্তামি তে রাজন্ পাপ্পানঃ জরয়া সহ
গৃহাণ যৌবনং মন্তস্তর কামান্ যথেষ্পিতান্ ॥ ২৯
জরয়াহং প্রতিচ্ছমো বয়োৰূপধরস্তব ।

যৌবনং ভবতে দত্ত চরিষ্যামি যথেষ্টয়া ॥ ৩০

ইতি শ্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে সৌমবংশে যযাতি-
চরিতে ত্রয়স্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

এবমুক্তঃ স রাজর্ষিঃ কাব্যঃ স্মৃত্বা মহাব্রতম্ ।
সংক্রাময়ামাস জরাং তদা পুত্রে মহাত্মনি ॥ ১
পৌরবেণাধ বয়সা যযাতির্নৃত্তযাত্ৰজঃ ।
শ্রীতিযুক্তো নরশ্রেষ্ঠশ্চচার বিষয়ান্ প্রিয়ান্ ॥ ২
যথাকামং যথোৎসাহং যথাকালং যথাসুখম্ ।
ধর্ম্মাবিক্রান্তান্ রাজেষ্ট্রো যথার্থিতি স এব হি ॥
দেবানতর্পয়দ্যষ্টৈঃ শ্রাটেক্বরপি পিতামহান্ ।
দীনাননুগ্রহৈরিতৈঃ কার্টমেচ দ্বিজসত্তমান্ ॥ ৪

ছেন, আমি তাহাই করিব। রাজন্!
আমি আপনার জরা গ্রহণ করিতেছি,
আপনি আমার অভিনব যৌবন গ্রহণপূর্বক
যথেষ্পিত কাম-ভোগ সন্তোগ করুন।
আমি আপনাকে আমার যৌবন দিয়া
আপনার জরাজীর্ণ বয়োৰূপ ধারণপূর্বক
যথেষ্ট বিচরণ করিব ২২—৩০ ।

ত্রয়স্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩ ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

শৌনক বলিলেন,—পুরু পিতার বাক্যে
স্বীকৃত হইলে রাজা যযাতি তখন শুক্রা-
চাৰ্য্যকে স্মরণ করিয়া মহাত্মা পুরু পুত্রে
জরা সংক্রামিত করলেন এবং নবীন
পৌরব বয়স প্রাপ্ত হইয়া শ্রীতমনে উৎসাহ
সহকারে নির্দিষ্ট সময়ে যথাযোগ্য ধর্ম্মা-
বিক্রান্ত কার্য সকল সম্পন্ন করিতে লাগি-
লেন। তিনি যজ্ঞে দেবগণকে, শ্রাট্কে পিতৃ-

অতিধীনরপানৈশ্চ বিশশ্চ প্রতিপালনৈঃ ।
 আনুশংস্তেন শূদ্রাংশ্চ দশ্যন্ নিগ্রহণেন চ ॥৫
 ধর্ষণে চ প্রজাঃ সর্বা যথাবদম্বরঞ্জয়ন্ ।
 যযাতিঃ পালয়ামাস সাক্ষাদিত্য ইবাপরঃ ॥ ৬
 স রাজা সিংহবিক্রান্তো যুবা বিষয়গোচরঃ ।
 অবিরোধেন ধর্ম্মশ্চ চচার সুখযুক্তমম্ ॥ ৭
 স সম্প্রাপ্য শুভান্ কামাংস্তুপুংঃ খিন্নশ্চ পার্শ্বিকঃ
 কালং বর্ষসহস্রান্তং সম্যগ্র মনুজাধিপঃ ॥ ৮
 পরিচিন্ত্য স কালজঃ কলাঃ কাষ্ঠাশ্চ বৌধ্যবান্
 পুণং যত্না ততঃ কালং পুরুং পুত্রমুবাচ হ ॥ ৯
 ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।
 হবিষা কৃকবর্ধেব ভূম্য এবাতিবর্দ্ধতে ॥ ১০
 যৎ পৃথিব্যাং ত্রীহিব্যং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ ।
 নালমেকশ্চ তৎ সর্কমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥
 যথাসুখং যথোৎসাহং যথাকামমরিন্দম ।
 সেবিতা বিষয়াঃ পুত্র যৌবনেন ময়া তব ॥ ১২

গণকে, অল্পগ্রহে দরিদ্রদিগকে, অভিলষিত
 প্রদানে দ্বিজগণকে, অন্নপানাদি দ্বারা
 অতিখিগণকে, প্রতিপালনে বৈশ্ববৃন্দকে,
 অনুশংসতায় শূদ্রসমূহকে ও নিগ্রহ দ্বারা
 দশ্যুগণকে—বশীভূত করিয়া দেবেশ্বের
 স্তায় ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে
 লাগিলেন। সিংহবিক্রান্ত রাজা যযাতি
 নবীন যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মাবিরোধে
 উত্তম বিষয় সুখ-ভোগ করত পরিতৃপ্ত
 ও খিন্ন হইয়া শুঁহার নির্দিষ্ট সহস্র বৎস-
 রের সম্পূর্ণতার বিষয় স্মরণ করিলেন,
 স্মরণ হইবা মাত্র কালজ নৃপতি কলা, কাষ্ঠ
 প্রভৃতির গণনা করত সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ
 হইয়াছে মনে করিয়া পুত্র পুরুকে বলি-
 লেন,—কামসমূহের উপভোগে কদাচ কামের
 শান্তি হয় না; পরন্তু স্বতপ্রাপ্ত হতাশনের
 স্তায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। ১-১০।
 পৃথিবীতে যে কিছু ত্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু ও
 স্ত্রী প্রভৃতি আছে, একজন উপভোক্তারও
 তৎসমস্ত পর্যাপ্ত নহে। এই মনে করিয়া
 শান্তি অবলম্বন করাই উচিত। হে অরি-

পুরো স্ত্রীতোহস্মি তদ্রং তে গৃহাণেদং
 স্বযৌবনম্ ।
 রাজ্যার্থৈব গৃহাণেদং স্বং হি মে প্রিয়কুৎসৃতঃ
 শৌনক উবাচ
 প্রতিপেদে জরাং রাজা যযাতির্নাহ্নিষন্তদা ।
 যৌবনং প্রতিপেদে স পুরুঃ স্বং পুনরান্বনঃ ॥১৪
 অভিষেকুকামঞ্চ নৃপং পুরুং পুত্রং কনীয়সম্ ।
 ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণা ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ১৫
 কথং শুক্রেণ দৌহিত্রং দেবযাত্নাঃ স্মৃতং প্রভো
 জ্যেষ্ঠং যত্নমতিক্রম্য রাজ্যং পুরোঃ প্রদাত্তসি ।
 জ্যেষ্ঠো যত্নস্তব স্মৃতত্বর্কসুস্তদনন্তরম্ ।
 শশ্বিষ্ঠায়াঃ স্মৃতো ব্রহ্মস্তুধাম্নঃ পুরুরেব চ ॥১৭
 কথং জ্যেষ্ঠমতিক্রম্য কনীয়ান্ রাজ্যমর্হতি ।
 এতৎ সম্বোধয়ামস্বাং স্বধর্ম্মমনুপালয় ॥ ১৮
 যযাতিরুবাচ ।
 ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণাঃ সর্বৈ শৃণুস্ত মে বচঃ ।

ন্দম! আমি তোমার যৌবন প্রাপ্ত হইয়া
 উৎসাহ সহকারে অভিলষিত কাম সকল
 উপভোগ করিয়া তোমার প্রতি অতীব
 স্ত্রীত হইয়াছি। অধুনা তুমি নীজ যৌবন
 ও এই বিশাল রাজ্য গ্রহণ কর। তোমার
 মঙ্গল হউক। তুমিই আমার একমাত্র
 প্রিয়তম পুত্র। শৌনক বলিলেন,—অতঃ-
 পর রাজা জরা ও পুরু স্বীয় যৌবন পুনঃ
 প্রাপ্ত হইলেন। রাজা কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে
 যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলে
 ব্রাহ্মণ-প্রমুখ বর্ণসকল এই কথা বলিলেন,
 যে, হে রাজন্! আপনি শুক্রে দৌহিত্র
 জ্যেষ্ঠ দেবযানীপুত্র যত্নকে অতিক্রম করিয়া
 কি নিমিত্ত পুরুকে রাজ্য প্রদান করিতে-
 ছেন? যত্ন আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র; তৎ
 কনিষ্ঠ তুর্কসু। শশ্বিষ্ঠার পুত্র—ব্রহ্ম,
 অহু ও পুরু যথাক্রমে জন্ম গ্রহণ
 করে। জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠ
 কিরূপে রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারে? আমরা
 এই কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। আপনি
 ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করুন। যযাতি বলি-

জ্যেষ্ঠঃ প্রতি যতো রাজ্যং ন দেয়ং মে কথঞ্চন
মম জ্যেষ্ঠেন যত্না নিয়োগো নানুপালিতঃ ।

প্রতিকূলঃ পিতৃবৃশ্চ ন স পুত্রঃ সতাং মতঃ ॥ ২০

মাতাপিত্রোর্বচনকৃত্তিতঃ পথ্যশ্চ যঃ স্মৃতঃ ।

স পুত্রঃ পুত্রবদ্যশ্চ বর্ততে পিতৃমাতৃষু ॥ ২১

যত্নানামবজ্ঞাতস্তথা তুর্ক্সুনাপি বা ।

ক্লেবে চান্ননা চৈব ময্যবজ্ঞা কৃত্য ভৃশম্ ॥ ২২

পুরুণা মে কৃতং বাক্যং মানিতঞ্চ বিশেষতঃ ।

কনীয়ান্ মম দারাদো জরা যেন ধৃত্য মম ॥ ২৩

মম কামঃ স চ কৃতঃ পুরুণা পুত্ররূপিণা ।

ভক্রেণ চ বরো দত্তঃ কাব্যোনোশনসা স্বয়ম্ ॥

পুত্রো যস্যানুবর্ততে স রাজা পৃথিবীপতিঃ ।

ভবন্তঃ প্রতিজ্ঞানন্ত পুরু রাজ্যোহভিষিচ্যাতাম্

প্রকৃতয় উচুঃ ।

যঃ পুত্রো গুণসম্পন্নো মাতাপিত্রোহিতঃ সদা ।

সর্বং মোহহৃতি কল্যাণং কনীয়ানপি স প্রভুঃ ॥

অহং পুরোরিদং রাজ্যং যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়কৃৎ তব

বরদানেন শুক্রশ্চ ন শক্যং বক্তুমুত্তরম্ ॥ ২৭

লেন,—হে ব্রাহ্মণপ্রমুখ বর্ণগণ! যে কারণে
আমি জ্যেষ্ঠকে রাজ্য প্রদান করি নাই,
তাহা আপনারা সকলে শ্রবণ করুন;—জ্যেষ্ঠ
যত্ন আমার আজ্ঞা পালন করে নাই, যে পুত্র
পিতার প্রতিকূল, সে সাধুদিগের অভিমত নহে
যে পুত্র মাতা-পিতার হিতকারী ও আজ্ঞাপ্রতি
পালক, সেই পুত্রই পুত্র। যত্ন, তুর্ক্সু,
ক্লেব ও অন্ন, ইহারা সকলেই আমায় অবজ্ঞা
প্রদর্শন করিয়াছে। আর কনিষ্ঠ পুত্র পুরু
যথোচিত ভক্তি সহকারে আমার সম্মানিত
করিয়াছে। পুরুই আমার জরা গ্রহণ করিয়া
প্রকৃত পুত্রের কার্য্য করিয়াছে। মহাভাগ
শুক্রাচার্য্য আমায় বর দেন—যে পুত্র তোমার
অনুবর্তন করিবে, সেই পৃথিবীপতি রাজা
হইবে। অতএব আপনারা সকলে অনুমোদন
করুন, পুরুকে আমি রাজ্যাভিষিক্ত করি।
ব্রাহ্মগণ বলিলেন,—যে পুত্র গুণসম্পন্ন ও
সর্বদা মাতা-পিতার হিতে নিরত, সে কনিষ্ঠ
হইলেও প্রভু হইয়া সকল কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।

তত এব পুনশ্চাপি গতঃ স্বর্গমিতি ঋতিঃ ।

শৌনক উবাচ ।

পৌরজানপদশ্চষ্টৈরিত্যুক্তো নানুযত্নদা ।

অভিষিচ্য ততঃ পুরুং রাজ্যে অন্ততমাত্মজম্ ॥

দত্তা চ পুরবে রাজ্যং বনবাসায় দৌকিতঃ ।

পুরাৎ স নির্ঘয়ো রাজা ব্রাহ্মণৈস্তাপসৈঃ সহ ॥

যদোক্ত যাদবা জাতা তুর্ক্সোসোর্ববনাঃ স্মৃতাঃ ।

ক্লেবশ্চ তু স্মৃতা ভোজা অনোক্ত শ্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥

পুরোক্ত পৌরবো বংশো যত্র জাতোহসি

পার্বিব ।

ইদং বর্ষসহস্রাৎ তু রাজ্যং কুরুকুলাগতম্ ॥ ৩১

ইতি ত্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে যযাতিচরিতে

চতুর্দ্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

যে পুত্র পুরু আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান করি-
য়াছে, আমরা শুকের বরানুসরণ করিয়া
সেই পুরুর রাজ্য প্রাপ্তি অনুমোদন করি-
তেছি। ঐ পুরু হইতেই আপনি স্বর্গ প্রাপ্ত
হইবেন; ইহা ঋতি-সম্মত। শৌনক বলি-
লেন,—অতঃপর পৌর ও জানপদগণ কর্তৃক
এইরূপ কথিত হইয়া রাজা যযাতি পুত্র
পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন এবং তৎ-
প্রতি রাজ্যভার সমর্পণান্তে বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম
অবলম্বন করিয়া তাপস ব্রাহ্মণগণ সহ নগর
হইতে নির্গত হইলেন। হে পার্বিব! যত্ন
হইতে যাদবগণ, তুর্ক্সু হইতে যবন, ক্লেব
হইতে ভোজবংশীয়গণ, অন্ন হইতে শ্লেচ্ছ-
জাতি সকল এবং পুরু হইতে পৌরব বংশের
উৎপত্তি হয়। হেনুপ! এই বংশেই
আপনার জন্ম, এই রাজ্য সহস্র বৎসর পরে
কুরুকুলগত হয়। ১১—৩১।

চতুর্দ্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

এবং স নাহযো রাজা যযাতিঃ পুত্রমীপ্সিতম্ ।
রাজ্যেহভিষিচ্য মুদিতো বানপ্রস্থোহন্তবয়ুনিঃ
উষিত্বা বনবাসং স ব্রাহ্মণৈঃ সহ সংশ্রিতঃ ।
ফলমুলাশনো দাস্তো যথা স্বর্গমিতো গতঃ ॥ ২
স গতঃ স্বর্গবাসন্ত শ্রবসমুদিতঃ সুখী ।
কালন্ত নাতিমহতঃ পুনঃ শক্রেণ পাতিতঃ ॥ ৩
বিবশঃ প্রচ্যুতঃ স্বর্গাদপ্রাপ্তো মেদিনীতলম্ ।
স্থিতশচাসৌদন্তরীক্ষে স তদেতি ঋতং ময়া ॥ ৪
তত এব পুনশ্চাপি গতঃ স্বর্গমিতি ঋতিঃ ।
রাজ্য বসুমতা সার্কমষ্টকেন চ বীৰ্য্যবান্ ।
প্রতর্দনেন শিবিণা সমেত্য কিল সংসদি ॥ ৫
শতানীক উবাচ
কর্ণণা কেন স দিবঃ পুনঃ প্রাপ্তো মহীপতিঃ ।
কথমিচ্ছ্যেণ ভগবন্ পাতিতো মেদিনীতলে ॥ ৬

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

শৌনক বলিলেন,—নহষ-নন্দন রাজা
যযাতি এইরূপে অভিমত পুত্র পুরুকে রাজ্যে
অভিষিক্ত করিয়া আনন্দিতচিত্তে বানপ্রস্থা-
শ্রম অবলম্বন করিলেন । তিনি ফল-
মুলাশী হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত বনে বাস
করিয়া পরে স্বর্গধামে গমন করিলেন ।
স্বর্গধামে গিয়া তিনি কিছুকাল তথায় সুখে
বাস করিবার পর অচিরে শক্ৰকর্তৃক স্বর্গ
হইতে পাতিত হইলেন । রাজা দেবেন্দ্র
কর্তৃক স্বর্গ হইতে নিকাশিত হইলেন ; কিন্তু
মেদিনীপ্রাপ্ত হইলেন না ; আমরা শুনিয়াছি
—তিনি নিতান্ত বিবশ হইয়া অন্তরীক্ষেই
বাস করিয়াছিলেন । অন্তরীক্ষ-বাসের পর
পুনরায় তিনি স্বর্গধামে উপনীত হন । তিনি
রাজ্য বসুমান্, অষ্টক, প্রতর্দন ও শিবি—
ইহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন ।
শতানীক বলিলেন,—হে ভগবন্ ! রাজা
যযাতি কোন্ কৰ্ম্মকলে স্বর্গ হইতে পতিত
হইয়া অন্তরীক্ষে বাস করিবার পর পুনরায়

সৰ্বমেতদশেষেণ শ্রোতুমিচ্ছামি তবতঃ ।
কথ্যমানং ত্বয়া বিপ্র দেবর্ষিগণসন্নিধৌ ॥ ৭
দেবরাজসমো হ্যাসৌদযযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ ।
বর্ধনঃ কুরুবংশস্ত বিভাবনুসমহ্যতিঃ ॥ ৮
তন্ত্য বিস্তীর্ণযশসঃ সত্যকীর্ত্তের্মহান্ননঃ ।
শ্রোতুমিচ্ছামি দেবেশ দিবি চেহ চ সৰ্বশঃ ॥ ৯
শৌনক উবাচ ।
হন্ত তে কথয়িষ্যামি যযাতেরুত্তমাং কথম্ ।
দিবি চেহ চ পুণ্যার্থাং সৰ্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ১০
যযাতির্নাহযো রাজা পুরুঃ পুত্রঃ কনৌয়সম্ ।
রাজ্যেহভিষিচ্য মুদিতঃ প্রবব্রাজ বনং তদা ॥
অন্তেষু স বিনিষ্কিপ্য পুত্রান্ যত্নপুরোগমান্ ।
ফলমুলাশনো রাজা বনেহসৌ শ্রবসচ্চিরম্ ॥ ১২
স জিতান্না জিতক্রোধস্তর্পয়ন্ পিতৃদেবতাঃ ।
অগ্নীংশ্চ বিধিবজ্জুহ্বানপ্রস্থবিধানতঃ ॥ ১৩
অতিথীন পূজয়ন্ নিত্যং বন্তেন হবিষা বিতুঃ

স্বর্গে উপনীত হইলেন ? ইহা তাঁহাকে কি
জন্তু ভূতলে পাতিত করেন, আমরা এই
সকল অশেষ প্রকারে আপনার নিকট শ্রবণ
করিতে ইচ্ছা করি । কুরুবংশবর্ধন, বিভা-
বনু-সমহ্যতি রাজা যযাতি দেবরাজ তুল্য
ছিলেন । আমরা ঐ সত্যকীর্ত্তি মহান্নার
ভুলোক ও দ্যুলোকসম্বন্ধীয় কীর্ত্তি-কলাপ
শুনিতে অভিলাষ করি । শৌনক বলি-
লেন,—আমি আপনাদের নিকট রাজা যযা-
তির ভুলোক ও দ্যু-লোকসম্বন্ধীয় সৰ্ব-
পাপ-প্রণাশিনী পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিতেছি,
আপনারা শ্রবণ করুন । ১—১০ । নহষ-নন্দন
যযাতি যত্নপুৰুষ পুত্রগণকে জঘন্ত দশায় স্থাপন
করিয়া কনৌয়ান্ পুত্র পুরুকে রাজ্য সমর্পণান্তে
বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্বক অরণ্যে গমন
করেন । তথায় গিয়া তিনি ফল-মুলাশী
হইয়া বহুদিন বাস করিতে থাকেন । বন-
বাসকালে তিনি জিতান্না ও জিতক্রোধ
হইয়া পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ, বানপ্রস্থ-
বিধানে নিত্য বহিতে হোম, বন্ত ফল-মুলাদি

শিলোদ্ধবৃতিমাহার শেবারকৃতভোজনঃ ॥ ১৪
পূর্ণং সহস্রং বর্ষাণামেবং বৃতিয়কৃৎসুপঃ ।
অমৃতকঃ স চান্দ্রাশ্রীনাঙ্গীমিত্তবান্ধনাঃ ॥ ১৫
তত্ত্বং বায়ুতকোহুৎ সংবৎসরমতন্ত্রিতঃ ।
পঞ্চাশ্মিমেধ্যো চ তপস্তপে সংবৎসরং পুনঃ ॥ ১৬
একপাদস্থিতশাসৌৎ যগ্মাসাননিলাশনঃ ।
পুণ্যকৌর্তিস্ততঃ স্বর্গং জগ্মামাবৃত্য রোদসী ॥ ১৭
ইতি জীমাৎস্তে মৎস্যপুরাণে সোমবংশে যযাতি-
চরিতে পঞ্চজিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্ ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

স্বর্গতস্ত স রাজেন্দ্রো স্তবসদে বসদানি ।
পুজিতাঙ্গদশৈঃ সাধৈর্বারকৃতির্বহুভিস্তথা ॥ ১
দেবলোকাদব্রহ্মলোকং সঞ্চরন্ পুণ্যকৃৎসী ।
অবসৎ পৃথিবীপালো দীর্ঘকালমিতি ক্রতিঃ ॥ ২

ও হবি দ্বারা অতিথি-পূজন ও শিলোদ্ধবৃতি
অবলম্বনে শেবার ভোজন করিতে লাগি-
লেন এবং তিনি সহস্র বৎসরকাল যাবৎ
এইরূপ ব্রত আচরণ করিয়া পরে অমৃতকর্ণে
তিনি বৎসর, বায়ুতকর্ণে এক বৎসর, পঞ্চাশ্মি-
মেধ্যো এক বৎসর ও একপাদে দণ্ডায়মান
থাকিয়া অনিলাশনে ছয় মাসকাল অতিবাহিত
করেন। অতঃপর সেই পুণ্যকৌর্তি রাজা
যযাতি রোদসী আবৃত করিয়া স্বর্গধামে উপ-
নীত হইয়াছিলেন। ১১—১৭।

পঞ্চজিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫ ।

ষট্ ত্রিংশ অধ্যায় ।

শৌনক বলিলেন, স্বর্গগত রাজা যযাতি,
দেব, মরুৎ বনু ও সাধ্যগণ কর্তৃক পূজিত
হইয়া স্বর্গ ধামে বাস করিতে লাগিলেন।
আমাদের ওনা আছে, ঐ পুণ্যকৃৎ সংযতে-
ক্রিয় পৃথিবীপাল দেবলোক হইতে ব্রহ্মলোকে

স কদাচিৎপশ্বেঠো যযাতিঃ শক্রমার্গতঃ ।
কথাস্তে তত্র শক্রেণ পৃষ্টঃ স পৃথিবীপতিঃ ॥ ৩
শক্র উবাচ ।

যদা স পুরুষত্ব রূপেণ রাজন্
জরাং গৃহীত্বা প্রচচার লোকে ।
তদা রাজাঃ সস্ত্রদায়ৈবমস্মৈ
দ্বয়া কিমুক্তঃ কথয়েহ সত্যম্ ॥ ৪
যযাতিরুবাচ ।

প্রকৃত্যম্মতে পুরুঃ রাজ্যে কহেদমক্রবম্ ।
গঙ্গাযমুনয়োর্বধ্যো কুৎস্নোহয়ং বিষমস্তব ।
মধ্যে পৃথিব্যাশ্বঃ রাজা ভ্রাতরোহস্তেহধিপাস্তব
অক্রোধনঃ ক্রোধনেভ্যো বিশিষ্ট-
স্তথা তিতিক্ষুরতিতিক্ষোবিশিষ্টঃ ।
অমাহুযেভ্যো মাহুযশ্চ প্রধানৈ-
বিদ্বাঃস্তথৈবাবিহুযঃ প্রধানঃ ॥ ৬
আক্রোশমানো নাক্রোশেন্নমু্যমেব তিতিক্ষতি
আক্রোষ্টারং নির্দহতি স্কৃতকশাস্ত বিন্দতি ॥ ৭

গিয়া দীর্ঘকাল বাস করেন। কদাচিৎ দেবেজ
ইন্দ্রভবনগত নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতিকে কথা প্রসঙ্গে
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে রাজন্! আপনার
পুত্র পুরু যখন জরা গ্রহণপূর্বক আপনার
রূপ ধারণে পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করেন,
তখন আপনি তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিয়া
কি উপদেশ দিয়াছিলেন? তাহা আপনি
প্রকাশ করুন। যযাতি বলিলেন,—প্রকৃতি-
পুঞ্জের অমৃতত্যানুসারে পুরুর রাজ্যাভিষেক
সম্পন্ন করিয়া বলিলাম,—এই গঙ্গা ও
যমুনার মধ্যবর্তী সমস্ত ভূভাগ তোমার। তুমি
পৃথিবীর মধ্য স্থানের রাজা। তোমার অপর
ভ্রাতৃগণ ইহার পার্শ্ববর্তী স্থানের অধীশ্বর।
ক্রোধী হইতে অক্রোধী, অতিতিক্ষু হইতে
তিতিক্ষু, অসৎ মনুষ্য হইতে সৎ মনুষ্য
এবং মূর্থ হইতে বিদ্বান্ ব্যক্তি বিশিষ্ট ও
প্রধান পদ-বাচ্য। কেহ আক্রোশ প্রকাশ
করিলে তাহার প্রতি আক্রোশ করিবে না,
ক্রোধ সম্বরণ করিবে। এরূপ করিলে সেই
আক্রোষ্টাকেই দম্ব করা হয় এবং তাহার

নাশ্বতদঃ স্তান্ন নৃশংসবাদো
ন হীনতঃ পরমভ্যাগদৌত ।
যস্মাচ্চ বাচা পর উদ্বিজ্ঞেত
ন তাঃ বদেজ্জশতৌ পাপলোল্যান ॥ ৮
অক্লান্তং পুরুষং ভীষবাচঃ
বাক্কটকৈবিত্তদন্তং মনুষ্যান্ !
বিন্দ্যাদলম্বীকৃতমং জনানাং
মুখে নিবন্ধং নিখতিং বহন্তম ॥ ৯
সন্তিঃ পুরস্তাদতিপুজিতঃ স্তাৎ
সন্তিস্তথা পৃষ্ঠতো রক্ষিতঃ স্তাৎ ।
সদা সতামতিবাদাংস্তিতিক্বেৎ
সতাং বৃত্তং পালয়ন্ সাধুবৃত্তঃ ॥ ১০
বাক্‌সায়কা বদনান্নিপতন্ত
ঘৈরাহতঃ শোচতি বা ত্র্যহাণি ।
পরস্ত নো মৰ্ম্মস্থ তে পতন্তি
তান্ পণ্ডিতো নাবস্তুজ্ঞেৎ পরেষু ॥ ১১

যাবতীয় স্মৃকৃতের অধিকারী হওয়া যায় ।
কদাচ কাহার অন্তরে ব্যাখ্যা প্রদান করা,
মিথ্যা কথা বলা বা কাহাকে হীনভাবে সম্ভাষণ
করা উচিত নহে । যে রূপ বাক্য বলিলে
অন্তের মন উদ্বিগ্ন বা ব্যথিত হয়, পাপ
প্রলোভনে পড়িয়া এরূপ রূক্ষ বাক্য কদাচ
কাহাকে বলিবে না । মৰ্ম্মস্পীড়াদায়ী, পুরুষ-
ও বাক্যরূপ কটক দ্বারা মনুষ্য-
গণের মৰ্ম্মঘাতী ব্যক্তিকে জন সাধারণের
মধ্যে নিতান্ত হতজ্ঞী বলিয়াই জানিবে ।
সর্বদা সজ্জনদিগের প্রশংসাত্মক হওয়া
উচিত এবং সাধু লোককেই নিজের পৃষ্ঠ-
পোষক রাখা কর্তব্য । ১—১০। সৎ ব্যক্তিগণের
অপবাদ সদা ক্ষমা করিবে এবং তাঁহাদের
চরিত্র অঙ্কুরণ করিবে। সাধুনীল হইবে ।
যাহার আঘাতে জনগণ প্রায় দিবসজন্ম
শোক প্রকাশ করে, তাদৃশ বাক্য-রূপ বাণ
মাছুষের বদন হইতে বহির্গত হইয়া
থাকে । ঐ বাক্যবাণ অন্তের মৰ্ম্ম স্থানে
পাতিত করিতে নাই; পণ্ডিতগণ কদাচ
কাহার উপর তাহা বিসর্জন করেন না ।

নাস্তীদৃশং সংবননং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
যথা মৈত্রী চ লোকেষু দানঞ্চ মধুরা চ বাহু ॥ ১২
তস্মাৎ সাত্বং সদা বাচ্যং ন বাচ্যং পুরুষং কচিৎ
পূজ্যান্ সম্পূজয়েদদ্যাদাভিশাপং কদাচন ।
ইতি জীমাংস্তে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-
চরিতে ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ইন্দ্র উবাচ ।

সৰ্ব্বাণি কার্য্যাণি সমাপ্য রাজন্
গৃহান্ পরিত্যজ্য বনং গতৌহসি ।
তৎ স্বাং পৃচ্ছামি নহবন্ত পুত্র
কেনাপি তুল্যস্তপসা যযাতে ॥ ১
যযাতিরুবাচ ।

নাহং দেব-মনুষ্যেযু ন গন্ধৰ্ব্ব-মহর্ষিষু ।
আত্মনস্তপসা তুল্যং কক্ষিৎ পশ্যামি বাসব ॥ ২

সংসারে মৈত্রী, দান ও মধুর বাক্যের জ্ঞায়
মিলনকর পদার্থ আর কিছুই নাই । অতএব
সর্বদা অতি মধুর বাক্য ব্যবহার করিবে;
পুরুষ বাক্য কদাচ ব্যবহার করিবে না ।
পূজনীয় ব্যক্তিগণের সর্বদা পূজা করা
উচিত । কদাচ কাহাকে অভিশাপ প্রদান
করা অকর্তব্য । ১—১৩ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

ইন্দ্র বলিলেন,—হে রাজন্ ! আপনি
যাবতীয় কৰ্ম্ম সমাপনান্তে গৃহ পরিত্যাগপূর্বক
বনগমন করিয়াছিলেন । একান্ত হে নহব-
নন্দন ! আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি
যে, আপনি তপস্তায় কাহার তুল্য ?
যযাতি বলিলেন,—হে বাসব ! দেব, মহর্ষি,
গন্ধৰ্ব্ব ও মনুষ্য মধ্যে তপস্তায় আমার
তুল্য আমি কাহাকেও দেখিতে পাই না ।

ইন্দ্র উবাচ ।

যথাবমংহাঃ সদৃশঃ শ্রেয়সশ্চ
পাপীয়সশ্চাবিদিত প্রভাবঃ ।
তস্মান্নমোকা হস্তবস্তস্তবেমে
কৌণে পুণ্যে পতিতোহস্তজ রাজন্ ॥ ৩
যযাতিৰুবাচ ।

সুরর্ষি-গন্ধর্ব-নরাবমানাং
কস্মৎ গতা মে যদি শত্রু লোকাঃ ।
ইচ্ছাম্যহঃ সুরলোকাধিবানঃ
সতাং মধ্যে পতিতুং দেবরাজ ॥ ৪
ইন্দ্র উবাচ ।

সতাং সকাশে পতিতোহসি রাজ-
শূতঃ প্রতিষ্ঠাং যত্র লঙ্কাসি ভূদঃ ।
এবং বিদিত্বা তু পুনর্যযাতি-
র্ন তেহবমানাঃ সদৃশঃ শ্রেয়সে চ ॥ ৫
শৌনক উবাচ ।

ততঃ পপাতামররাজজুষ্টাৎ
পুণ্যান্নমোকাং পতমানঃ যযাতিম্ ।

ইন্দ্র বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি যখন
কাহার কি প্রভাব বিদিত না হইয়াই সমকক্ষ
ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে পাপীয়ান বলিয়া অবজ্ঞা
করিলেন, তখন আপনার পুণ্য ও স্বর্গ-
বাস কস্মৎ প্রাপ্ত হইল। হে রাজন্! ইহার
কালে অত আপনি স্বর্গ হইতে পতিত হউন।
যযাতি বলিলেন,—হে দেবরাজ! সুর, নর,
গন্ধর্ব, ও মহর্ষিগণের অবমাননা করার
জন্ত যদি আমার স্বর্গবাস ক্ষীণ হইয়া থাকে,
তাহা হইলে আমি সুরলোকভ্রষ্ট হইয়া
সজ্জন-সমীপে পতিত হইতে ইচ্ছা করি।
ইন্দ্র বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি সাধু
সম্মিথানেই পতিত হইবেন এবং এখান হইতে
চ্যুত হইয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন।
রাজা যযাতি ইহা বিদিত হইয়া স্বীয় শ্রেয়ো-
নিমিত্ত সদৃশ ব্যক্তিগণের অবমাননা আর
কখন করেন নাই। ১—৫। শৌনক বলিলেন,—
অনন্তর সৎধর্ম-বিধাতা রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ অষ্টক
রাজা যযাতিকে অমররাজ-সেবিত পুণ্য লোক

সম্প্রেক্ষ্য রাজ্যাববরোহষ্টকন্ত-

মুবাচ, সন্ধর্মবিধানগোপ্তা ॥ ৬

অষ্টক উবাচ ।

কন্তুং যুবা বাসবতুল্যরূপঃ
স্বতেজসা দীপ্যমানো যযাতিঃ ।
পতন্ত্যদৌর্গোহমুধরপ্রকাশঃ
খে খেচরণাং প্রবরো যযার্কঃ ॥ ৭
দৃষ্ট্বা চ ত্বাং সূর্য্যপথাং পতন্তুং
বৈশ্বানরার্কহ্যতিমপ্রমেয়ম্ ।
কিন্নস্বিদেতৎ পততীব সর্কে
বিতর্কয়ন্তঃ পরিমোহিতাঃ স্মঃ ॥ ৮
দৃষ্ট্বা চ অধিষ্ঠিতং দেবমার্গে
শত্রুর্কবিকুপ্রতিমপ্রভাবম্ ।
প্রত্যঙ্গাতাস্থাং বয়মদ্য সর্কে
তস্মাৎ পাতে তব জিজ্ঞাসমানাঃ ॥ ৯
ন চাপি ত্বাং ধুকঃ প্রষ্টুমগ্রে
ন চ ত্বমস্মান পৃচ্ছসি কে বয়ং স্ম ।
তৎ ত্বাং পৃচ্ছামি স্পৃহণীয়রূপং
কন্তু ত্বং বা কিং নিমিত্তং ত্বমাগাঃ ॥ ১০

হইতে পতিত দেখিয়া বলিলেন,—কে তুমি
বাসবতুল্যরূপী যুবা পুরুষ স্বীয় তেজে বহির
জ্বল, ব্যোমচারীদিগের বরণ্য রবির স্থায়
অথবা উদীর্ণ অমুধরের স্থায় প্রতিভাত
হইয়া পতিত হইতেছ? তুমি অপ্রমেয় বৈশ্বা-
নরার্ক-হ্যতি; তোমাকে আমরা সূর্য্যমণ্ডল
হইতে পতিত হইতে দেখিয়া ‘ইহা কি পতিত
হইতেছে?’ এইরূপ বিতর্কে মুগ্ধ হইয়াছি।
অদ্য আমরা সকলে তোমার পতন-কার
জিজ্ঞাসু হইয়া—ইন্দ্রোপেন্দ্র-মার্ত্তণ্ড-সমপ্রভাব
সম্পন্ন তুমি, তোমাকে দেব-মার্গে অধিষ্ঠিত
দেখিয়া—তোমার প্রত্যঙ্গগমন করিতেছ।
আমরা তোমাকে অগ্রে প্রশ্ন করিয়া যুষ্টতা
প্রকাশ করিতে পারি না। তুমিও
‘তোমরা কে?’ এরূপ প্রশ্ন আমাদের
জিজ্ঞাসা করিতেছ না; যাহা হউক, হে স্পৃহ-
নীয়রূপ! তুমি কে? কাহার বা কোথা

ভয়ন্ত তে ব্যেতৃ বিষাদ-মোহো
ত্যাগাও দেবেন্দ্রসমানরূপ ।
আং বর্জমানং হি সতাং সকাশে
শক্ৰো ন সোঢ়ুং বলহাপি শক্ৰঃ * ॥
সন্তঃ প্রতিষ্ঠা হি সুখচ্যুতানাং
সতাং সদৈবামররাজকল্প ।
তে সঙ্গতাঃ স্বাবর-জঙ্গমেশাঃ
প্রতিষ্ঠিতস্ত্বং সদৃশেষু সৎসু ॥ ১২

প্রভুরায়ঃ প্রতপনে কুমিরাবপনে প্রভুঃ ।
প্রভুঃ স্বর্ধ্যাঃ প্রকাশাক্ত সত্যাকাভ্যাগতঃ প্রভুঃ
ইতি ক্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-
চরিতে সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

হইতে আসিতেছ? হে দেবেন্দ্রকল্প! তুমি
শীঘ্র ভয়, বিষাদ ও মোহ পরিত্যাগ কর ।
সজ্জন সন্নিধানে অবস্থিত রহিলে বলভিৎ
ইন্দ্র ও তোমার তেজ সহ্য করিতে সক্ষম
নহেন । হে অমররাজকল্প! সজ্জন ব্যক্তি-
গণই সুখচ্যুত সৎ ব্যক্তিদিগের প্রতিষ্ঠা-
স্বরূপ । আরও অনেকানেক চরাচর বিশ্বের
অধিপতিগণ তোমার সহিত সঙ্গত হইয়াছেন ।
তুমি সমশ্রেণীর আরও বহু সৎ ব্যক্তি মধ্যে
প্রতিষ্ঠিত হইলে । যেমন অগ্নি তাপপ্রদানের,
তুমি অক্ষুরজননের ও স্বর্ধ্য আলোকদানের
প্রভু, তেমনি অভ্যাগত ব্যক্তিই সৎ ব্যক্তির
প্রভু । ৬—১৩ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

* নালং প্রসোঢ়ুং বলহাপি ইতি
কৃতিং পাঠঃ

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

যযাতিব্রূবাচ ।

অহং যযাতির্নহসন্ত পুত্রঃ
পুরোঃ পিতা সর্ষভূতাবমানাৎ ।
প্রভংশিতোহহং সুরসিদ্ধলোকাৎ
পরিত্যুতঃ প্রপতাম্যন্নপুণ্যঃ ॥ ১
অহং হি পূর্বো বয়সা ভবন্ত্য-
স্তেনাতিবাদং ভবতাং ন বুজে ।
যো বিদ্যয়া তপসা জয়না বা
বুদ্ধঃ স বৈ সন্তবতি দ্বিজানাম্ ॥ ২
অষ্টক উবাচ ।

অবাদীশ্বঃ বয়সাম্মি বুদ্ধ
ইতি বৈ রাজরক্ষিকঃ কথঞ্চিৎ ।
যো বৈ বিদ্যাংস্তপসা চ বুদ্ধঃ
স এব পূজ্যো ভবতি দ্বিজানাম্ ॥ ৩
যযাতিব্রূবাচ ।

প্রতিকূলং কৰ্ম্মণাং পাপমাহ-
স্তদ্বর্ত্তিনাং প্রবণং পাপলোকম্ ।
সন্তোহসতো নানুবর্ত্তন্ত তে বৈ
যদাশ্বনৈবাং প্রতিকূলবাদী ॥ ৪

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

যযাতি বলিলেন,—আমি যযাতি; নহবের
পুত্র ও পুত্রের পিতা । আমি ভূতাবমান-
নিবন্ধন অন্নপুণ্য হইয়া সুর-সিদ্ধলোক হইতে
ভ্রষ্ট ও পতিত হইতেছি । আমি আপনা-
দিগের বয়ঃজ্যেষ্ঠ মাত্র ; কিন্তু তাই বলিয়া
আপনাদিগের অভিবাদনের যোগ্য নহি ।
যিনি বিদ্যা, তপস্তা বা বিশিষ্ট জন্মে উপলব্ধিত,
দ্বিজাতিদিগের মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ বলিয়া
অভিহিত । অষ্টক বলিলেন,—হে রাজন!
আপনি বলিলেন,—আমি মাত্র বয়োবৃদ্ধ ;
তাই অন্নমাত্র জ্যেষ্ঠ ; পরন্তু যিনি বিদ্যা ও
তপস্তায় জ্যেষ্ঠ, তিনিই দ্বিজগণের মধ্যে
পূজনীয় । যযাতি বলিলেন,—পাপ, কৰ্ম্মের
প্রতিকূল বলিয়া কীর্ত্তিত, পাপাচারীদিগের
পাপ-লোকই সুলভ । সৎ ব্যক্তিগণ ঐ

অক্লমঃ মে বিপুলঃ মহতৈ
 বিচেষ্টমানোহধিগন্তা তদস্মি ।
 এবং প্রার্থ্যাম্বাহিতে নিবিষ্টো
 যো বর্ন্ততে স বিজানাতী ধীরঃ ॥ ৫
 নানাতাবা বহবো জীবলোকে
 দৈবাধীনা নষ্টচেষ্টাধিকারঃ ।
 তন্তং প্রাপ্য ন বিহন্তেত ধীরে
 দিষ্টং বলীয় ইতি মত্বাম্বাহিত্য ॥ ৬
 সুখং হি জন্তুর্ধদি বাপি হুঃখং
 দৈবাধীনং বিদতি নান্দ্রশক্ত্যা ।
 তস্মাদ্দিষ্টং বলবদ্ব্যস্তমানো
 ন সংজরেদ্যপি হৃষ্যেৎ কদাচিৎ ॥ ৭
 হুঃখে ন তপ্যেত সুখে ন হৃষ্যেৎ
 সমেন বর্ন্তেত সদৈব ধীরঃ ।
 দিষ্টং বলীয় ইতি মন্তমানো
 ন সংজরেদ্যপি হৃষ্যেৎ কদাচিৎ ॥ ৮

পাপচারীদিগের অল্পবর্জন করেন না। কিন্তু পাপচারিগণ স্বভাবতই তাঁহাদিগের প্রতি-
 কূল। আমার অতুল ঐশ্বর্য ছিল,—সত্য ;
 কিন্তু তাহা তো আমারই চেষ্টায় লজ্জা হইয়া-
 ছিল। এইরূপ মনে করিয়া যিনি গত ঐশ-
 ্বর্যের জন্ত খেদ করেন না, এবং আত্মহিতে
 নিবিষ্ট হন, তিনিই ধীর। এই জীবলোকে
 নানাতাব বিদ্যমান; কেহ নষ্টচেষ্ট, কেহ
 বা নষ্টাধিকার; এইরূপ সমস্তই দৈবা-
 ধীন। কিন্তু ঐ সকল অভাব প্রাপ্ত হই-
 য়াও দৈবই সর্বত্র বলীয়ান, এই বিবেচনায়
 ধীর ব্যক্তি কখন কাতর হয়েন না।
 আত্মশক্তি দ্বারা কিছুই হয় না, মানবেরা
 দৈব বশতই সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া
 থাকে; সুতরাং দৈবকে বলবৎ জ্ঞান
 করিয়া সুখে দুঃখে বিষম বা হুঁস্ট হওয়া
 উচিত নহে। ধীর ব্যক্তি ‘দৈবই সর্বত্র
 বলবান’ ইহা বুঝিয়া দুঃখে পরিতাপ ও
 সুখে হর্ষ প্রকাশ করিবেন না; সর্বদা সম-
 ভাবে অবস্থান করিবেন, কদাপি দুঃখিত

ভয়ে ন মুহ্যামষ্টকাহং কদাচিৎ
 সন্তাপো মে মানসো নাস্তি কশ্চিৎ ।
 ধাতা যথা মাং বিদধাতি লোকে
 এবং তদাহং ভবিতেন্তি মত্বা ॥ ৯
 সংশ্বেদজা হৃণুজা হ্যভিদম্ভ
 সরীসৃপাঃ কুময়োহপ্যপ্স মৎস্তাঃ ।
 তথাস্থানস্থগকাষ্টক সর্পঃ
 দিষ্টকয়ে স্বাং প্রকৃতিং তজন্তে ॥ ১০
 অনিত্যতাং সুখদুঃখস্ত বুদ্ধা
 কস্মাৎ সন্তাপমষ্টকাহং ভজ্যেয়ম্ ।
 কিং কুর্বাং বৈ কিঞ্চ কৃত্বা ন তপ্যে
 তস্মাৎ সন্তাপং বর্জয়াম্যপ্রমত্তঃ ॥ ১১
 শৌনক উবাচ ।
 এবং ক্রবাণং নৃপতিং যযাতি-
 মথাষ্টকঃ পুনরেবাবপৃচ্ছৎ ।
 মাতামহং সর্পগুণোপপন্নং
 যত্র স্থিতং স্বর্গলোকে যথাবৎ ॥ ১২
 অষ্টক উবাচ ।

যে যে লোকাঃ পার্থিবেস্ত প্রধানা-
 স্বয়া ভুক্তা যক কালং যথা চ ।

বা হুঁস্ট হইবেন না। ১—৮। হে অষ্টক!
 “বিধাতা আমার প্রতি যেরূপ বিধান করি-
 বেন, আমি সেইরূপই হইব।” এইরূপ নিশ্চয়
 করিয়া আমি কদাচ ভয়ে মুগ্ধ বা সন্তপ্ত হই
 না। কি শ্বেদজ, কি অণুজ, কি উভিজ, কি
 সরীসৃপ, কি কুমি, কি মৎস্ত, কি প্রস্তর,
 কি তৃণ, কি কাষ্ঠ—সকল বস্তুই ভাগধেয়
 ক্ষয় হইলে নিজ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। হে
 অষ্টক! সুখ-দুঃখের অনিত্যতা উপলব্ধি
 করিয়া কি জন্ত আমি সন্তাপ প্রাপ্ত
 হইব? ‘কি করিব? কি করিলে সন্তপ্ত
 হইব না?’ এরূপ ভাবনায় আমি অব-
 হিত হইয়া সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছি।
 শৌনক বলিলেন,—অনন্তর অষ্টক নৃপতি
 যযাতির এতাদৃশী উক্তির পর পুনরায়
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পার্থিবেস্ত! আপনি
 যে লোকে যাবৎ কাল বাস করিয়াছেন,

তন্মে রাজন্ ক্রহি সর্বং যথাবৎ
ক্ষেত্রজবস্ত্যবসে ত্বং হি ধর্মম্ ॥ ১০
যযাতিব্রূবাচ ।

রাজাহমাসস্থিহ সার্বভৌম-
স্ততো লোকান্ মহতশ্চার্জয়ং বৈ ।
তত্রাবসং বর্ষসহস্রমাত্রং
ততো লোকান্ পরমানভ্যাপেতঃ ॥ ১৪
ততঃ পুরীং পুরুহুতশ্চ রম্যাং
সহস্রদ্বারাং শতযোজনাস্তাম্ ।
অধ্যাবসং বর্ষসহস্রমাত্রং
ততো লোকান্ পরমানভ্যাপেতঃ ॥ ১৫
ততো দিব্যমজ্বরং প্রাপ্য লোকং
প্রজাপতের্লোকপতেহুঁরাপম্ ।
তত্রাবসং বর্ষসহস্রমাত্রং
ততো লোকান্ পরমানভ্যাপেতঃ ॥ ১৬
দেবশ্চ দেবশ্চ নিবেশনে চ
বিজিত্য লোকান্ স্তবসং যথেষ্টম্ ।
সম্পূজ্যমানস্ত্রিদশৈঃ সমন্তৈস্ত-
ভ্যাপ্রভাবত্যাতিরীশ্বরানাম্ ॥ ১৭

তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্তন করুন ;
আপনি ক্ষেত্রজবৎ ধর্ম উপদেশে সমর্থ ।
যযাতি বলিলেন,—প্রথমতঃ আমি ইহ-
লোকে সার্বভৌম রাজা ছিলাম পরে মহৎ
দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় সহস্র বৎসর
বাস করি । অনন্তর তদপেক্ষাও মহনীয়
পরম লোক প্রাপ্ত হই । পরে সেস্থান
হইতেও উত্তম লোক লাভ করি । তদ-
নন্তর শত যোজন বিস্তৃত, সহস্র দ্বার-সম-
বিত রমণীয় পুরুহুতপুরে সহস্র বৎসর বসতি
করি । ১—১৫ । তারপর জরা-মরণ হীন দিব্য
ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হই । ঐ লোক লোক-
পালদিগেরও হুপ্রাপ্য । ঐ লোকে আমি
সহস্র বৎসর বাস করি । ব্রহ্মলোকে অব-
স্থিতির পর এক পরম লোক প্রাপ্ত হই,
ঐ লোকে দেবদেবের ভবন বিস্তারিত ;
আমি নিখিল লোক জয় করিয়া দেবতা-
দিগের ভায় প্রভাব ও কান্তিসম্বিত হইয়া

তথাবসং নন্দনকামরূপী
সংবৎসরাণামমৃতং শতানাম্ ।
সহাপ্সরোতিবিচরন্ পুণ্যগঙ্ধান
পশ্চন্ নগান্ পুষ্পিতাংশ্চারুপান্ ॥ ১৮
তত্র স্থিতং মাং দেবশুশ্রুধু সত্ত্বং
কালেহতীতে মহতি ততোহতিমাত্রম্
দূতো দেবানামব্রবীহুগ্ররূপো
ধ্বংসেত্যুচ্চৈস্ত্রিঃ প্লুতেন স্বরেণ ॥ ১৯
এতাবগ্নে বিদিতং রাজসিংহ
ততো ব্রহ্মোহহং নন্দনাং কীণপুণ্যঃ ॥
বাচোহশ্রোষকাস্তরীক্ষে সুরাণা-
মমুক্শোশাচ্ছোচতাং মাং নরেন্দ্র ॥ ২০
অকস্মাদৈব কীণপুণ্যো যযাতিঃ
পতত্যসৌ পুণ্যকুৎ পুণ্যকীর্তিঃ ।
তানক্রবং পতমানস্তদাহং
সতাং মধ্যে নিপতেয়ং কথং হু ॥ ২১

শুচন্দ্রে তথায় বাস করি । সেখানে দেব-
গণ আমায় পূজা করিতেছিলেন । আমি
কামরূপী হইয়া পুণ্যগন্ধ, পুষ্পিত, মনোহর
দেবতরু সকল অবলোকন করিতে করিতে
অপ্সরাদিগের সহিত বিচরণ করত শত
অমৃত বৎসর নন্দনকাননে বাস করি ।
এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা এক
উগ্রাকৃতি দেবদূত আসিয়া আমাকে তথায়
স্বর্গীয়শুখে অতিমাত্র আসক্ত দেখিয়া
উচ্চস্বরে তিন বার বলিল,—‘ধ্বস্ত হও ।’
হে রাজসিংহ ! আমি আমার উত্তম লোক-
নিবাসের বৃত্তান্ত এই পর্য্যন্তই বিদিত আছি ।
অনন্তর কীণপুণ্য হইয়া নন্দন কানন
হইতে ব্রষ্ট হইলাম এবং স্বর্গ হইতে পতনাব-
স্থায় দেবতারা যে, আমার জন্ত ‘আহা !
পুণ্যকীর্তি পুণ্যাত্মা যযাতি কীণপুণ্য হইয়া
অকস্মাৎ স্বর্গ হইতে পতিত হইলেন ।’ এই-
রূপ অল্পশোচনা করিতেছেন, তাহা আমি
শুনিতে পাইলাম । ঐ সময় পড়িতে পড়িতে
আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম,—‘আমি স্বর্গ
হইতে পতিত হইতেছি ; সংলোক মধ্যে

তৈরাখ্যাতাং ভবতাং যজ্ঞভূমিঃ
সমীক্য চৈনামহমাগতোহস্মি
হবির্গন্ধৈর্দর্শিতাং যজ্ঞভূমিঃ
ধূমপাক্ষং পরিগৃহ্য প্রতীতাম্ ॥ ২২

ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-
চরিত্তেহষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টক উবাচ ।

যদা বসন নন্দনে কামরূপে
সহস্রসরণামযুতং শতানাম্ ।
কিং কারণং কার্ত্তয়ুগপ্রধান
হিত্বা তদৈব বসুধামবয়দযঃ ॥ ১

যযাতিরুবাচ

জাতিঃ সূহৃৎ স্বজনো যো যথেষ
কীণে বিস্তে ত্যজ্যতে মানবৈহি ।
তথা স্বর্গে কীণপুণ্যং মনুষ্যং
ত্যজন্তি সদাঃ খচরা দেবসজ্জাঃ ॥ ২

অষ্টক উবাচ

কথং তস্মিন্ কীণপুণ্য ভবন্তি
সংমুহ্যতে মেহত্র মনোহতিমাত্রম্
কিং বিশিষ্টাঃ কস্ত ধামোপযান্তি
তদৈব ক্রহি ক্ষেত্রবিৎ স্বঃ মতো মে ॥ ৩
যযাতিরুবাচ ।

ইমং ভোমং নরকং তে পতন্তি
লাগপ্যমানা নরদেব সর্কে ।
তে কঙ্ক-গোমায়ুপলাশনার্থঃ
ক্ষিতৌ বিরুদ্ধিঃ বহুধা প্রযান্তি ॥ ৪
তস্মাদেবং বর্জ্যগীযঃ নরেন্দ্র
হৃষ্টং লোকে গর্হনীয়ঞ্চ কৰ্ম্ম ।
আখ্যাতং তে পার্থিব সর্বমেতদ্-
ভূয়শ্চৈদানৌ বদ কিং তে বদামি ॥ ৫

অষ্টক উবাচ ।

যদা তু তাংস্তে বিতুদস্তে বয়াংসি
তথা গৃধাঃ শিতিকণ্ঠাঃ পতঙ্গাঃ ।
কথং ভবন্তি কথমাভবন্তি
অন্তো ভোমং নরকমহং শৃণোমি ॥ ৬

কিরূপে আমার পতন হইবে? অনন্তর
ঠাঁহারা আপনাদের এই যজ্ঞভূমি নির্দেশ
করেন। ঠাঁহাদের আদেশ অনুসারে আমি
ধূম-পরিষ্কৃতাপাক্ষ হইয়া আপনাদের এই
ধূমগন্ধ-সংস্ফুটিত যজ্ঞভূমি উদ্দেশে আগমন
করিয়াছি। ১৬—২২।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

উনচত্রিংশ অধ্যায় ।

অষ্টক বলিলেন,—হে কৃতযুগের প্রধান
রাজন! আপনি কামরূপ নন্দনে শত অযুত
বৎসর বাস রিয়া কি নিমিত্ত উক্ত লোক পরি-
ত্যাগপূর্ব্বক বসুধাতলে আগমন করিলেন?
যযাতি বলিলেন,—জাতি, সূহৃৎ, স্বজন, সক-
লেই যেমন কীণাবস্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ
করে, তেমনি স্বর্গবাসী দেবগণও কীণপুণ্য
মনুষ্যকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়া থাকেন।

অষ্টক বলিলেন,—কি প্রকারে জনগণ তথায়
কীণপুণ্য হইয়া থাকে? এ বিষয়ে আমার
মন অতিমাত্র মুগ্ধ হইতেছে। মানবগণ
কোন পুণ্য করিলে কোন লোক প্রাপ্ত হয়?
আপনি বিস্তৃতরূপে তাহা ব্যক্ত করুন।
আপনাকে আমি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া মনে করি।
যযাতি বলিলেন,—হে নরদেব! স্বর্গচ্যুত
ব্যক্তির অতিশয় খেদ করিতে করিতে
এই ভোম নরক ক্ষিতিতলে পতিত হয়, হইয়া
কঙ্ক-গোমায়ুর মাংস-ভোজনার্থ বৃদ্ধি প্রাপ্ত
হয় এবং বর্জিত হইয়া বহুধা বিচরণ করে।
এজন্ত হে নরেন্দ্র! লোকে কোন প্রকার
হৃষ্ট ও গর্হনীয় কর্ম্মের অমুষ্ঠান করা কদাচ
উচিত নয়। হে পার্থিব! এই ত আপনার
নিকট সকল বিষয় বর্ণন করিলাম, এক্ষণ
পুনর্বার আর কি বর্ণন করিব, তাহা বলুন।
অষ্টক বলিলেন,—ঐ সকল ভোম নরকবাসী
জনগণকে যখন গৃধ শকুনি প্রভৃতি পক্ষিগণ

যযাতিকুবাচ ।

উৰ্দ্ধং দেহাকৰ্মণো জুস্তমাণাদ-
বাস্তং পৃথিব্যামনুসঞ্চরন্তি ।
ইমং ভৌমং নরকং তে পতন্তি
নাবেক্ষন্তেত বর্ষপুগাননেকান্ ॥ ৭
যষ্টিং সহস্রাণি পতন্তি ব্যোমি
তথানীতিধৈব তু বৎসরাণাম্ ।
তান্ বৈ তুদন্তে প্রপতন্তঃ প্রযাতান্
ভীমা ভৌমা রাক্ষসাস্তীক্ৰদংষ্ট্রাঃ ॥ ৮

অষ্টক উবাচ

যদেতাংস্তে সম্পতন্তদন্তি
ভীমা ভৌমা রাক্ষসাস্তীক্ৰদংষ্ট্রাঃ ।
কথং ভবন্তি কথমাতবন্তি
কথংভূতা গর্ভভূতা ভবন্তি ॥ ৯

যযাতিকুবাচ ।

অন্থগ্রেতঃ পুষ্পরসানুযুক্ত-
মধেতি সদ্যঃ পুরুষেণ সৃষ্টম্ ।

তদৈ তস্মা রজ আপদ্যতে চ
স গর্ভভূতঃ সমুপৈতিতত্র ॥ ১০
নম্পতীনোষধীংচাবিশন্তি
অপো বায়ুঃ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষম্ ।
চতুষ্পদং দ্বিপদঞ্চাপি সর্বং
এবভূতা গর্ভভূতা ভবন্তি ॥ ১১

অষ্টক উবাচ ।

অন্তরপূর্বিদধাতৌ গর্ভে
উতাহোমিৎ শ্বেন কামেন যতি ।
আপদ্যমানো নরযোনিমেতা-
মাচক্ষ মে সংশয়াৎ পৃচ্ছতশ্চম্ ॥ ১২
শরীরদেহাদিসমুচ্ছয়ঞ্চ
চক্ষুঃ শ্রোত্রে লভতে কেন সংজ্ঞাম্ ।
এতৎ সর্বং তাত আচক্ষ পৃষ্টঃ
ক্ষেত্রজং ত্রাং মন্ত্যমানা হি সর্বে ॥ ১৩

যযাতিকুবাচ ।

বায়ুঃ সমুৎকর্ষতি গর্ভযোনি-
মৃতৌ রেতঃ পুষ্পরসানুযুক্তম্ ।

নিপীড়িত করে, তখন ঐ জনগণ কিরূপে
ধাকে, কি প্রকার ক্রেশ অনুভব করে, এই
সকল ভৌম নরক-বৃত্তান্ত আমি সবিস্তর
আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ।
যযাতি বলিলেন,—জীবগণ দেহ ত্যাগান্তে
কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত এই ভৌম নরক
পৃথিবীতে পতিত হইয়া ব্যক্তরূপে সঞ্চরণ
করে । নরকে তাহাদের যে কত অসংখ্য
বর্ষ অতীত হইল, তাহা তাহারা বুঝিতে
পারে না । তাহারা যষ্টি সহস্র অশীতি বর্ষ-
কাল পর্য্যন্ত আকাশে বিচরণ করে ; তৎপরে
ভৌম নরকে পতিত হইলে তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ভৌম
ভৌম রাক্ষসগণ তাহাদিগকে ভীষণরূপে
নিপীড়িত করিয়া থাকে । অষ্টক বলিলেন,
—ঐ তীক্ষ্ণ দংষ্ট্র ভীষণ ভৌম রাক্ষসগণ
তাহাদিগকে সমাগত দেখিয়া অত্যন্ত নিপী-
ড়িত করিলে তাহারা তখন কিরূপ ভাবাপন্ন
হয়, কিরূপ ক্রেশ ভোগ করে, এবং কিরূপেই
বা তাহারা গর্ভরূপে পরিণত হয় ? যযাতি
বলিলেন,—পুরুষসৃষ্ট শুক্র পুষ্পরসে অনু-

যুক্ত হইয়া সদ্যই সম্মিলিত হয় ; পরে তাহা
জীলোকদিগের রজঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
ক্রমে জীব গর্ভরূপে পরিণত হইয়া উপস্থিত
হয় । এইরূপে জীবগণ,—বনম্পতি, ওষধি,
অপবায়ু, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, চতুষ্পদ, ও
দ্বিপদাদিতেও আবিষ্ট হয়, হইয়া গর্ভরূপে
পরিণত হইয়া থাকে । অষ্টক বলিলেন,—
জীব গর্ভে নরযোনি প্রাপ্ত হইয়া অন্ত
শরীর ধারণ করে ; না,—স্বীয় কামনা-
সারে দেহ প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে আমি
সংশয়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসিতেছি, আপনি
আমার সংশয়চ্ছেদ করুন । এই গর্ভ
কি প্রকারে দেহ, দেহাদির উন্নতি, চক্ষু,
শ্রোত্র ও চৈতন্য প্রাপ্ত হয় ? হে তাত !
আপনি এ সকল আমাদের নিকট কীৰ্ত্তন
করুন, আমরা সকলে আপনাকে ক্ষেত্রজ
বলিয়াই মনে করি । ১—১৩ । যযাতি বল-
লেন,—বায়ু গর্ভযোনি প্রসারিত করিয়া দেয়,
ঋতুকালে রেতঃ পুষ্পরসানুযুক্ত হইলে ঐ

স তত্র তন্মাত্রকৃত্যধিকারঃ
 ক্রমেণ সংবর্দ্ধয়তীহ গৰ্ভম্ ॥ ১৪
 স জায়মানোহধ গৃহীতগাত্রঃ
 সংজ্ঞামধিষ্ঠায় ততো মনুষ্যঃ ।
 স শ্রোত্রোভ্যাং বেদয়তীহ শব্দঃ
 স বৈ রূপং পশুতি চক্ষুযা চ ॥ ১৫
 জ্ঞানেন গন্ধঃ জিহ্বাধা ধৌ রসঞ্চ
 স্পর্শঃ মনসা বেদভাবম্ ।
 ইত্যষ্টকেহোপচিৎ হি বিদ্ধি
 মহাত্মনঃ প্রাণভূতঃ শরীরে ॥ ১৬
 অষ্টক উবাচ ।
 যঃ সংস্থিতঃ পুরুষো দ্বহতে বা
 নিখন্ততে বাপি নিকৃষ্যতে বা ।
 অভাবভূতঃ স বিনাশমেত্যা
 কেনাঙ্গানং চেতয়তে পুরস্তাৎ ॥ ১৭
 যযাতিকুবাচ ।
 হিহা সোহস্মন সুপ্তবসিষ্টিতত্বাৎ
 পুরোধায় স্মৃকৃতঃ দ্রুতক ।
 অস্তাং যোনিং পুণ্যপাপানুসারাং
 হিহা দেহং ভজতে রাজসিংহ ॥ ১৮

পুণ্যাং যোনিং পুণ্যকৃত্তো বিশন্তি
 পাপাং যোনিং পাপকৃত্তো ব্রজন্তি ।
 কীটীঃ পতঙ্গাশ্চ ভবন্তি পাপা-
 য় মে বিবক্ষান্তি মহানুভাব ॥ ১৯
 চতুস্পদা দ্বিপদাঃ পক্ষিগণা
 তথাভূতা গৰ্ভভূতা ভবন্তি ।
 আখ্যাতমেতন্নিখিলং হি সৰ্ব্বঃ
 ভূয়ন্ত কিং পৃচ্ছসি রাজসিংহ ॥ ২০
 অষ্টক উবাচ ।
 কিংস্বিং কৃত্বা লভতে তাত সংজ্ঞাং
 মৰ্ত্য্যঃ শ্রেষ্ঠাঃ তপসা বিদ্যায়া বা ।
 তন্মে পৃষ্টঃ শংস সৰ্বং যথাব-
 ক্ষুৰ্ভাজ্ঞোকান্ যেন গচ্ছেৎ ক্রমেণ ॥ ২১
 যযাতিকুবাচ ।
 তপশ্চ দানঞ্চ শমো দমশ্চ
 হীরার্জবঃ সৰ্ব্বভূতানুকম্পা ।
 স্বর্গস্ত লোকস্ত বদন্তি সন্তো
 দ্বারানি সন্তেব মহান্তি পুংসাম্ ॥ ২২

বায়ু গৰ্ভকোষে তন্মাত্র অধিকার লাভ করিয়া
 ক্রমে গৰ্ভকে বর্দ্ধিত করে । ঐ জায়মান গৰ্ভ
 প্রথমতঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পরে চৈতন্য লাভ
 করত মনুষ্যাকারে পরিণত হয় । অনন্তর
 ঐ গৰ্ভস্থ শিশু কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ, চক্ষু
 দ্বারা রূপ দর্শন, জ্ঞান দ্বারা গন্ধ গ্রহণ, জিহ্বা
 দ্বারা রসানুদান, স্পর্শ দ্বারা স্পর্শ ও মন দ্বারা
 জ্ঞানভাব প্রাপ্ত হয় । হে অষ্টক ! আপনি
 মহাত্মা প্রাণীদিগের শরীর ধারণবিষয়ে এই
 সকল অবগত হউন । অষ্টক বলিলেন,—
 যে সকল অভাবময় পুরুষ এই ভৌম নরকে
 পতিত হইয়া দয়, নিখাত বা নিকৃষ্যমাণ হইয়া
 থাকে, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে
 প্রথমে আত্ম-চৈতন্য লাভ করে ? যযাতি
 বলিলেন,—হে রাজসিংহ ! দেহত্যাগান্তে
 নিদ্রিতের স্থায় অবস্থান করিয়া স্মৃকৃত ও

দ্রুতকে অগ্রে রাখিয়া পুণ্য-পাপানুসারিণী
 অন্ত যোনি লাভ করে ; পরে তাহা ত্যাগ
 করিয়া আবার অন্ত দেহ প্রাপ্ত হয় । বাহারা
 পুণ্যবান ব্যক্তি, তাহারা পবিত্র যোনি লাভ
 করেন । বাহারা পাপকারী, তাহারা পাপ
 যোনি লাভ করিয়া থাকে । পাপবিশেষ
 হইতেই কীট ও পতঙ্গাদি যোনি সজ্জাতিত
 হয় । হে মহানুভাব ! আর আমি অধিক
 বলিতে ইচ্ছা করি না । চতুস্পদ, দ্বিপদ
 এবং পক্ষিগণও উক্ত নিয়মেই গৰ্ভরূপে পরি-
 ণত হয় । এই নিখিল বিষয়ই যথাবধ আখ্যাত
 হইল । হে রাজসিংহ ! আর আপনার কি
 জিজ্ঞাস্ত আছে ? তাহা বলুন । অষ্টক বলি-
 লেন,—মৰ্ত্য্যবাসিগণ তপস্তা বা বিদ্যা দ্বারা
 কি প্রকারে দিব্য জ্ঞান লাভ করে এবং কি
 প্রকারেই বা তাহারা ক্রমশ দিব্য লোক
 সকল প্রাপ্ত হয় ; এই সকল আপনি আমার
 নিকট যথাযৎ কৌতুহল করুন । যযাতি বলি-
 লেন,—তপ, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা,

• সৰ্ব্বাণি চৈতানি যথোদিতানি
তপঃপ্রধানান্তিমৰ্শকেন ।
নন্তস্তি মানেন তমোহভিভূতাঃ
পুংসঃ সদৈবেতি বদন্তি সন্তঃ ॥ ২৩
অধীযানঃ পণ্ডিতশ্চমানে
যো বিদ্যায়া হস্তি যশঃ পরশ্চ ।
তন্তান্তবন্তঃ পুরুষশ্চ লোকা
ন চান্ত তদব্রহ্মফলং দদাতি ॥ ২৪
চত্বারি কৰ্ম্মাণি ভয়ঙ্করাণি
ভয়ং প্রযচ্ছন্ত্যযথাকৃতানি ।
পানারিহোজমুত মানমোনঃ
মানেনাধীতমুত মানযজ্ঞঃ ॥ ২৫
ন যান্তমানো মুদমাদদীত
ন সন্তাপং প্রাপ্নুয়াচ্চাবমানাৎ ।
সন্তঃ সতঃ পূজয়ন্তীহ লোকে
নাগাধবঃ সাধুবুজিঃ লভন্তে ॥ ২৬

ইতি দদ্যাদিতি যজৈদিত্যধীযীত মে কৃতম্ ।

ও সৰ্ব্বজীবে দয়া—এই সাতটীকে পণ্ডিতগণ
স্বর্গের স্বারস্বরূপ বলিয়াছেন। উল্লিখিত
তপঃ প্রভৃতি সাতটী গুণ—মানবের অভি-
মান ও তমোগুণ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে ;
ইহা পণ্ডিতগণ বলেন। যাঁহারা অধ্যয়ন
করিয়া আপনাকে মহাপণ্ডিত বলিয়া মনে
করেন এবং স্বকীয় বিদ্যা প্রভাবে অস্ত্রের
যশ বিনষ্ট করেন, তাঁহাদের লোকসকল
ব্রহ্মফল প্রদান করে না। পান, অগ্নিহোজ,
মান ও মোন এই চারিটী কৰ্ম্ম অযথাকৃত
হইলে ভয় প্রদান করে। মানের প্রতি লক্ষ্য
রাখিয়া মৌনব্রত, অগ্নিহোজ, অধ্যয়ন ও
যজ্ঞাদি করা উচিত। যিনি মানের প্রতি
লক্ষ্য না রাখেন, তিনি কদাচ জীতি লাভ
করিতে পারেন না ; অবমানিত হইয়া সন্তাপ
ভোগ করেন। এই লোকে সজ্জনেরাই
সজ্জনের সম্মান করিয়া থাকেন। অসাধু
ব্যক্তিগণ কদাচ সদ্বুদ্ধি লাভ করিতে পারে
না। আমার শুনা আছে, ইহা দান করিবে,
ইহা বাগ করিবে ও ইহা অধ্যয়ন করিবে,

ইত্যোতান্তভয়াস্তাহস্তান্তবর্জ্যানি নিত্যশঃ ।
যেনাশ্রয়ং বেদয়ন্তে পুরাণং
মনীষিণো মানসে মানযুক্তম্ ।
তন্নিঃশ্রেয়স্তুেন সংযোগমেভ্য
পর্য্য শান্তিঃ প্রাপ্নুয়ঃ প্রেত্য চেহ ॥ ২৮
ইতি জীমাংশে মহাপুরাণে যযাতিচরিতে
একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টক উবাচ ।

চরন্ গৃহস্থঃ কথমেতি দেবান
কথং ভিক্ষুঃ কথমাচার্য্যকৰ্ম্মা ।
বানপ্রস্থঃ সৎপথে সন্নিবিষ্টো
বহুশ্রমিন্ সম্প্রতি বেদয়ন্তি ॥ ১
যযাতিরুবাচ ।

আহুতাধ্যায়ী গুরুকৰ্ম্মসু চোদ্যতঃ
পুরুষোথায়ী চরমকাণে শায়ী ।
শুহৃদীভ্যো ধৃতিমানপ্রমত্তঃ
স্বাধ্যায়শীলঃ সিধ্যতি ব্রহ্মচারী ॥ ২

ইত্যাদি কৰ্ত্তব্যই অভয়প্রদ ; এ সকল
সৰ্ব্বদাই মানবের অপরিভ্যাজ্য। মনীষিগণ
সম্মানিত হইয়া যাঁহার আশ্রয়ে পুরাণপ্রবক্তা
কীৰ্ত্তন করেন, তাঁহার সহিত পুরাণবাদী
ব্যক্তি পরলোকে মোক্ষপদবী লাভ করত
পরম শান্তি অনুভব করেন। ১৪—২৮ ।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

অষ্টক বলিলেন,—গৃহস্থ, ভিক্ষু, আচার্য্য-
কৰ্ম্মা ও বানপ্রস্থ ইহারা সৎপথে অবস্থিত
হইয়া স্ব স্ব ধৰ্ম্মাচরণপূর্ব্বক কিরূপে দেব-
গণকে প্রাপ্ত হন ? তাহা বলুন ; এবিষয়ে
বহু জ্ঞাতব্য আছে। যযাতি বলিলেন,
ব্রহ্মচারী সম্যক্ হোম করেন, অধ্যয়ন করেন,
সৰ্ব্বদা গুরুকৰ্ম্মে নিরত থাকেন, গুরু

ধর্ম্মাগতং প্রাপ্য ধনং যজ্ঞেত
 দত্তাৎ সদৈবাতিথীন ভোজয়েচ্চ ।
 অনাদদানশ্চ পঠৈরদন্তঃ
 সৈবা গৃহস্থোপনিষৎ পুরাণী ॥ ৩
 স্ববীৰ্য্যজীবী বৃজিনারিবৃন্তো
 দাতা পরেভ্যো ন পরোপতাপী ।
 তাদৃশুনিঃ সিদ্ধিমুপৈতি মুখ্যা
 বসন্তরণ্যে নিয়তাহারচেষ্টেঃ ॥ ৪
 অশিল্লজীবী বিগৃহশ্চ নিত্যং
 জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্বতো বিপ্রমুক্তঃ ।
 অনেকশায়ী লঘু নিম্পমান-
 শ্চরন্ দেশানেকাশ্রয়ঃ স ভিক্ষুঃ ॥ ৫
 ব্রাত্যা যযাচাভিরতাশ্চ লোকা
 ভবন্তি কামাভিজিতাঃ সুধেন চ ।
 তামেব ব্রাত্রিঃ প্রযতেত বিদ্বা-
 নরণ্যসংস্থো ভবিতুং যতাত্মা ॥ ৬
 দশৈব পূর্বান দশ চাপরাংস্ত
 জাতীংস্তথাস্তানমধৈকবিশম্ ।

শয্যা ত্যাগের অগ্রে শয্যা ত্যাগ করেন ও
 শয়নের পর শয়ন করেন এবং যিনি মুহু,
 দান্ত যুতিমান, অপ্রমত্ত ও স্বাধ্যায়শীল,
 তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। যিনি ধর্ম্মোপার্জিত
 ধন দ্বারা দেবপূজাদি নির্বাহ করেন, সর্বদা
 অতিথিদিগকে ভোজন করান, ও কাহারও
 দত্ত ধন কদাচ গ্রহণ করেন না, তিনিই প্রকৃত
 গৃহস্থ। যিনি নিজ শক্তি দ্বারা জীবিকা অর্জন
 করেন, পাপকাঁচা হইতে নিবৃত্ত হন, পরকে
 দান করেন, এবং কদাচ পরপীড়া উৎপাদন
 করেন না, তাদৃশ নিয়তাহার বানপ্রস্থাত্মী
 মুনিই মুখ্য সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ভিক্ষু
 —অশিল্লজীবী, গৃহস্থহিত, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব
 বস্ততে অনাসক্ত, বৃক্ষতলশায়ী, লোভহীন,
 দেশপর্যটনশীল ও একাশ্রয়পরিধায়ী হই-
 বেন। সাধারণ লোক কামাক্রান্ত হইয়া
 সুখ-সন্তোকে যে ব্রাত্রি যাপন করে,
 বিদ্বান্গণ অরণ্যসংস্থ হইয়া সেই ব্রাত্রিতে
 লম্বতাত্মা হইবার ক্ষমতা যতমান হয়েন।

অরণ্যবাসী স্কৃতং দধাতি
 মুকুতাশ্রয়ণে স্বশরীরধাতুন ॥ ৭
 অষ্টক উবাচ ।

কতিশ্চিদেবমুনয়ো মোনানি কতি চাপ্যুত ।
 ভবন্তীতি তদাচক্ষুঃ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ৮
 যযাতিব্রবাচ ।

অরণ্যে বসতো যন্ত গ্রামো ভবতি পৃষ্ঠতঃ ।
 গ্রামে বা বসতোহরণ্যং স মুনিঃ স্ত্রাজ্ঞনাধিপ ॥
 অষ্টক উবাচ ।

কথংবিদ্বসতোহরণ্যে গ্রামো ভবতি পৃষ্ঠতঃ ।
 গ্রামে বা বসতোহরণ্যং কথং ভবতি পৃষ্ঠতঃ ॥
 যযাতিব্রবাচ ।

ন গ্রাম্যমুপযুক্তীত য আরণ্যে মুনির্ভবেৎ ।
 তথাস্ত বসতোহরণ্যে গ্রামো ভবতি পৃষ্ঠতঃ ॥
 অনগ্নিরনিকেতশ্চাপ্যগোজচরণো মুনিঃ ।
 কোপীনাচ্ছাদনং যাবৎ তাবদিচ্ছেচ্চ চীবরম্ ॥

অরণ্যবাসী বানপ্রস্থাবলদ্বী যতিগণ অরণ্যে
 স্বীয় শরীরধাতু পরিত্যাগ করিয়া স্বকুলের
 পূর্বাপর বিংশতি পুরুষ ও আপনাকে—
 সমষ্টিতে একবিংশতি পুরুষ উদ্ধার করিয়া
 থাকেন। অষ্টক বলিলেন,—দেব-মুনি ও
 মৌনব্রতাবলদ্বী কত প্রকার হয়—আমি তাহা
 অবগণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাহা
 বলুন। যযাতি বলিলেন,—হে নরনাথ! যিনি
 অরণ্যে বাস করেন ও গ্রাম পশ্চাতে থাকে,
 অথবা যে গ্রামে বাসকারীর পশ্চাতে অরণ্য
 থাকে, তিনি মুনি নামে কীৰ্ত্তিত। অষ্টক বলি-
 লেন,—কিরূপে অরণ্যে বাস করিলে গ্রাম
 মুনির পশ্চাত্বর্তী হয় এবং গ্রামে বাস করি-
 লেই বা কিরূপে অরণ্য পশ্চাত্বর্তী হয়, আমি
 ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ১—১০। যযাতি বলি-
 লেন,—যিনি অরণ্যচর মুনি, তিনি গ্রাম্য-
 হারাদি পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপ করি-
 লেই গ্রাম তাঁহার পশ্চাৎ স্থিত হইবে অর্থাৎ
 গ্রাম-সম্পর্ক রহিত হইবে। অনগ্নি, অ-
 নিকেতন, অগোজচরী মুনি যে পর্যন্ত না
 কোপীন পরিধান করেন, ততদিন চীবর

যাবৎ প্রাণাভিসম্ভানং ভাবদিক্ষেচ্চ ভোজনম্
তদাস্ত বসতো গ্রামেহরণ্যং ভবতি পৃষ্ঠতঃ ॥১৩॥
যন্ত কামান্ পরিত্যজ্য ত্যক্তকর্ম্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ
আতিষ্ঠেত মুনির্মৌনঃ স লোকে সিদ্ধিমাণুয়াৎ ॥
ধৌতদন্তং কুন্তনখং সদা স্নাতমলকৃতম্ ।
অসিতং সিতকর্ম্মস্বং কস্তং নার্চিছুমহতি ॥ ১৫ ॥
তপসা কর্ষিতঃ কামঃ ক্ষৌণমাংসাস্থিশোণিতঃ ।
যদা ভবতি নির্ঘ্রস্তো মুনির্মৌনঃ সমাস্থিতঃ ॥১৬॥
অথ লোকমিমং জিত্বা লোকঞ্চাপি জয়েৎ পরম্
আশ্বেন তু যদাহারং গোবৎসং গয়তে মুনিঃ ।
অথাস্ত লোকঃ সর্ব্বো যঃ সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ।
ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে সোমবংশে যযাতি-
চরিতে চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

ইচ্ছা করিবেন এবং যতদিন প্রাণসম্পর্ক,
ততদিন ভোজন ইচ্ছা করিবেন। এব-
শ্রুতকারে গ্রামবাসকারী মুনির পশ্চাতে অরণ্য
অবস্থিত হয় অর্থাৎ অরণ্যসম্পর্ক রহিত
হয়। যিনি সর্ব্বকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক
কর্ম্মত্যাগী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া মৌনাবলম্বন
করেন, তিনি অবশ্যই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন।
যিনি ধৌতদন্ত, ছিন্ননখ, সর্ব্বদা স্নাত, অল-
কৃত, অসিত ও সিত কর্ম্মস্ব, ভাঁহার
অর্চনা সকলেই করিয়া থাকে। যখন মুনি
তপস্তা দ্বারা কর্ষিত, ও কাম হন, শরীরের
মাংস, অস্থি ও শোণিত যখন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়
এবং যখন তিনি দ্বন্দ্বজ্ঞানরহিত হইয়া মৌন
অবলম্বন করেন, তখন তিনি ইহ লোক ও
পরলোক জয় করিয়া থাকেন। যখন মুনি
গোবৎস মুখ দ্বারা আহাৰ্য্য সংগ্রহ করেন, তখন
ভাঁহার নিখিল লোক অমৃতময় হয়। ১১—১৭।

চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টক উবাচ ।

কতরত্নেতয়োঃ পূর্ব্বং দেবানামেতি সা স্মৃতা
উভয়োর্ধাবতো রাজন্ সূর্য্যাচন্দ্রমসোরিব ॥ ১ ॥
যযাতিরুবাচ ।
অনিকেতগৃহস্থেবু কামবৃত্তেবু সংযতঃ ।
গ্রাম এব চরন্ ভিক্ষুস্তয়োঃ পূর্ব্বতরং গতঃ ॥ ২ ॥
অপ্রাপ্য দীর্ঘমাণুচ যঃ প্রাপ্তো বিকৃতিং চরেৎ
তপ্যেত যদি তৎ কৃৎস্না চরেৎ সোগ্রং তপস্ততঃ
যদৈ নৃশংসং তদপথ্যমাহ-
র্যঃ সেবতে ধর্ম্মমনর্থবুদ্ধিঃ ।
অসাবনীশঃ স তথৈব রাজন্
তদার্জবং স সমাধিস্তদার্থ্যম্ ॥ ৪ ॥
অষ্টক উবাচ ।
কেনাদ্য তু ভুত প্রাহিতোহসি রাজন্
যুবা শ্রমী দর্শনীয়ঃ সুবর্ত্তাঃ ।

একচত্রিংশ অধ্যায়

অষ্টক বাললেন,—হে রাজন্! ধাবনকারী
চন্দ্র সূর্যের স্তায় উল্লিখিত মুনিদ্বয়ের মধ্যে
কে অগ্রে দেবতার লাভ করেন? যযাতি বাল-
লেন,—অনিকেত কামবৃত্ত গৃহস্থ প্রভৃতির
মধ্যে ভিক্ষু ব্যক্তিই সংযতভাবে গ্রামে-
তেই ধর্ম্মাচরণ করিয়া অগ্রে দেবদেবতা
প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ তুলত দীর্ঘ আয়ু
প্রাপ্ত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যদি
তপস্চরণ করে, তাহা হইলে মহতী তপস্তা
করিতে পারে। যাহা নৃশংস কর্ম্ম, তাহা
কখনও হিতকর হয় না। হে রাজন্! যিনি
অসৎ অভিপ্রায়ে ধর্ম্মাচরণ করেন, তিনি
কদাপি ঐশী শক্তি লাভ করিতে পারেন না
এবং ভাঁহার সমাধি, সরলতা ও মনোবৃত্তি
তদনুরূপই হইয়া থাকে। অষ্টক বাললেন,—
হে রাজন্! আপনি মাল্যদামালকৃত সৌন্দর্য্য-
শালী দর্শনীয়াকৃতি যুবা; আপনি কোন

কৃত আগতঃ কতমন্তাঃ দিশি তু-
মুতাহোষিৎ পার্শ্বিৎ স্থানমন্তি ॥ ৫
যযাতিরুবাচ ।

ইমং ভোমঃ নরকঃ ক্ৰীণপুণ্যঃ
প্রবেষ্টুমুখীং গগনাধিপ্রকীর্ণঃ ।
উচ্চাহঃ বঃ প্রপতিব্যাম্যনস্তরঃ
স্বরস্বমৌ ব্রহ্মণো লোকপা যে ॥ ৬
সতাং সকাশে তু বৃতঃ প্রপাত-
ন্তে সঙ্গতা গুণবন্তস্ত সর্বে ।
শক্রাচ্চ লক্কে হি বরো ময়ৈষ
পতিব্যতা ভূমিতলং নরেন্দ্র ॥ ৭
অষ্টক উবাচ ।

পৃচ্ছামি ত্বাং প্রপতন্তঃ প্রপাতঃ
যদি লোকাঃ পার্শ্বিৎ সন্তি মেহত্র ।
যদ্যন্তরীক্ষে যদিবা দিবিষ্রিতাঃ
ক্ষেত্রজ্ঞঃ ত্বাং তন্তু ধর্ম্মন্ত মন্তে ॥ ৮
যযাতিরুবাচ ।

যাবৎ পৃথিব্যাং বিহিতং পবানঃ
মহারণ্যৈঃ পশুভিঃ পক্ষিভিষ্চ ।

তাবল্লোকা দিবি তে সংস্থিতা বৈ
তথা বিজানীহি নরেন্দ্রসিংহ ॥ ৯
অষ্টক উবাচ ।

তাংস্তে দদামি মা প্রপত প্রপাতঃ
যে মে লোকা দিবি রাজেন্দ্র সন্তি ।
যতন্তরীক্ষে যদিবা দিবিষ্রিতা-
স্তানাক্রম ক্ৰিপ্রমমিজহাসি ॥ ১০
যযাতিরুবাচ ।

নাস্মদ্বিধো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিজ্ঞ
প্রতিগ্রহে বর্ততে রাজমুখ্য ।
যথা প্রদেয়ং সততঃ দ্বিজৈস্ত্য-
স্তথা দদে পূর্বমহং নরেন্দ্র ॥ ১১
নাব্রাহ্মণঃ রূপণো জাতু জীবদ্-
যতাপি স্তাদব্রাহ্মণী বীর পত্নী ।
সোহহং যদেবাকৃতপূর্বং চরেয়ঃ
বিবিৎসমানঃ কিমু তত্র সাধুঃ ॥ ১২
প্রতর্দন উবাচ ।

পৃচ্ছামি ত্বাং স্পৃহণীয়রূপ
প্রতর্দনোহহং যদি মে সন্তি লোকাঃ ।

ব্যক্তি কর্তৃক কোথা হইতে প্রেরিত হইয়া-
ছেন এবং আপনার নিবাসই বা কোথায়?
যযাতি বলিলেন,—আমি ক্রীণপুণ্য হইয়া
স্বর্গ হইতে এই ভোম নরক উর্বাতেলে
পতিত হইতেছি, আমি আপনাদের সহিত
সভাষণান্তে এখনই পতিত হইব; কেননা,
ঐ রক্ষী পুরুষেরা আমায় অরাধিত করি-
তেছে, হে নরেন্দ্র! আমি ভূমিতলে পতিত
হইতে হইতে শক্রের নিকট হইতে সাধু-
সন্নিধানে পতনরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া আপনা-
দের স্তায় গুণবান ব্যক্তির সহিত সঙ্গত
হইয়াছি। অষ্টক বলিলেন,—হে পার্শ্বিৎ!
আপনি পতিত হইতেছেন, আপনাকে
জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলুন,—অন্তরীক্ষে বা
স্বর্গে আমার নিবাসের নিমিত্ত কোন লোক
নির্দিষ্ট আছে কি? আমি আপনাকে ধর্ম্মের
ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া মনে করি। ১—৮। যযাতি বলি-

লেন,—হে নরেন্দ্রসিংহ! যতকাল পৃথিবীতে
গো, অশ্ব, অরণ্য, পশু ও পক্ষী বিস্তারিত
থাকিবে, ততদিন আপনার জন্ত স্বর্গীয়
সুখময় লোক সকল বিরাজ করিবে।
আপনি ইহা জানিবেন। অষ্টক বলি-
লেন,—হে রাজেন্দ্র! স্বর্গে বা অন্তরীক্ষে
আমার নিমিত্ত যে সকল লোক কল্পিত
রহিয়াছে, তাহা আমি আপনাকে প্রদান
করিলাম। আপনি পতিত হইবেন না।
আপনি অবিলম্বে ঐ সকল লোক আক্রমণ
করুন। যযাতি বলিলেন,—হে রাজমুখ্য!
ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণগণই, প্রতিগ্রহের উপযুক্ত
পাত্র, মাদৃশ ব্যক্তি নহে। ব্রাহ্মণকেই সর্বদা
দান করা কর্তব্য। অতএব অগ্রে আমি
দান করি। হে বীর! নিস্তেজস্ব অত্রাঙ্গ
কদাচ ব্রাহ্মণীকে পত্নী করিয়া জীবন ধারণ
করিতে সক্ষম হয় না। আমিই এই
অকৃতপূর্ব আচরণ করিয়াছি, এক্ষণে চিত্তা

যজ্ঞস্তরিক্ষে যদিবা দিবি জ্ঞতাঃ
ক্ষেত্রজঃ ত্বাং তন্ত ধর্ম্মস্ত মন্তে ॥ ১৩
যযাতিব্রূবাচ ।

সন্তি লোকা বহবন্তে নরেষু
অপোটেককঃ সপ্ত শতান্তহানি ।
মধুচ্যুতো ধৃতবন্তো বিশোকা-
স্তেনাস্তবস্তঃ প্রাতিপালয়ন্তি ॥ ১৪
প্রতর্দন উবাচ ।

তাংস্তে দদামি পতমানস্ত রাজন্
যে মে লোকাস্তব তে বৈ ভবন্ত ।
যজ্ঞস্তরিক্ষে যদিবা দিবিপ্রিতা-
স্তানাক্রম ক্ৰিপ্রমপেতমোহঃ ॥ ১৫
যযাতিব্রূবাচ ।

ন তুল্যতেজাঃ স্কৃতং হি কাময়ে
যোগক্ষেমং পার্শ্বিবাং পার্শ্বিবিঃ সন্ ।
দৈবাদেশাদপাদং প্রাপ্য বিদ্বান্
চরেন্নশংসং হি ন জাতু রাজা ॥ ১৬

করিতেছি, কি করিলে আমার মঙ্গল হইবে ?
প্রতর্দন বলিলেন,—হে স্পৃহণীরূপ ! আমার
নাম প্রতর্দন, স্বর্গে বা অন্তরীক্ষে যদি
আমার নিমিত্ত নির্দিষ্ট কোন লোক থাকে,
বলুন, আমি আপনাকেই তাহার
ক্ষেত্রজ বলিয়া মনে করি । যযাতি বলি-
লেন,—হে নরেষু ! প্রত্যেকটা সপ্ত শত
দিবস করিয়া বাস করিবার নিমিত্ত বহু
লোক আপনার জন্ত নির্দিষ্ট আছে ।
মধুচ্যুত ধৃতবান্ ও বিশোক প্রভৃতি লোক
আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে ।
প্রতর্দন বলিলেন,—হে রাজন্ ! স্বর্গে অথবা
অন্তরীক্ষে আমার যে সকল লোক কল্পিত
আছে, তৎসমুদায় আপনার হৃদক । আমি
আপনাকে প্রদান করিলাম । আপনি
নির্দোহ হইয়া অচিরাৎ তৎসকল আক্রমণ
করুন । যযাতি বলিলেন,—আমি তুল্য-
পরাক্রম পার্শ্বিব হইয়া পার্শ্বিবে নিকট
হইতে যোগ-ক্ষেম ইচ্ছা করি না । দৈবা-
দেশে আপং প্রাপ্ত হইয়া অতিক্রম রাজা

ধর্ম্ম্যং মার্গং চিন্তয়ানো যশস্তঃ
কুর্ধ্যাৎ তপো ধর্ম্মমবেক্ষমাণঃ ।
ন মদ্বিধো ধর্ম্মবুদ্ধির্হি রাজা
হেবং কুর্ধ্যাৎ কৃপণং মাং যথাথ ॥ ১৭
কুর্ধ্যামপূর্বং ন কৃতং যদন্তে-
বিসিদ্ধসমানঃ কিমু তত্র সাধুঃ ।
ব্রূবাণমেবং নৃপতিং যযাতিং
নৃপোত্তমো বসুমানব্রবীৎ তম্ ॥ ১৮

ইতি জ্রীমাংস্তে সোমবংশে যযাতিচরিতে
একচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

বিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

বসুমানব্রূবাচ ।
পৃচ্ছাম্যহং বসুমানোষদধি-
ধন্তস্তি লোকো দিবি মহং নরেষু
যজ্ঞস্তরিক্ষে প্রথিতো মহাত্মন
ক্ষেত্রজঃ ত্বাং তন্ত ধর্ম্মস্ত মন্তে ॥ ১

কখনও হীনবৃত্তি অবলম্বন করেন না ।
ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকলেরই বশস্ত
ও ধর্ম্ম্য মার্গে থাকিয়া তপশ্চরণ করা
কর্তব্য । মাদৃশ ধর্ম্মবুদ্ধি রাজা কদাচ
ভবৎ-কথিত সঙ্কীর্ণ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে
পারে না । যাহা কেহ কখন করেন নাই,
এরূপ অপূর্ব কর্ম্ম আমি করিতে প্রবৃত্ত হইলে
একণে তাহাতে কি সাধু কাধ্য করা হইবে ?
নরপতি যযাতি এরূপ বলিলে নৃপোত্তম
বসুমান তাঁহাকে বলিলেন । ১—১৮ ।

একচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিচছারিংশ অধ্যায়ঃ ।

বসুমান বলিলেন,—হে মহাত্মন ! আমি
উষদধ-নন্দন বসুমান । আমি আপনাকে
জিজ্ঞাসা করিতেছি । অন্তরীক্ষে বা স্বর্গে
আমার নিমিত্ত কোন লোক কল্পিত আছে
কি না ? আপনাকেই ধর্ম্মের ক্ষেত্রজ বলিয়া

যযাতিব্রূবাচ ।

যদন্তরীক্ষং পৃথিবী দিশশ্চ
যৎ তেজসা তপতে ভানুমাংশ্চ
লোকান্তাবস্তো দিবি সংস্থিতা বৈ
তে হ্যং ভবন্তঃ প্রতিপালয়ন্তি ॥ ২

বসুমানুব্রূবাচ ।

তাংস্তে দদামি পত মা প্রপাতঃ
যে মে লোকান্তব তে বৈ ভবন্ত
ক্রৌণীকৈনাংকুণকেনাপি রাজন
প্রতিগ্রহন্তে যদি সম্যক্ প্রহৃষ্টে ॥ ৩

যযাতিব্রূবাচ ।

ন মিথ্যাং বিক্রিয়ং বৈ অরামি
ময়া কৃতং শিশুভাবেহপি রাজন
কুৰ্ঘ্যাং ন চৈবাকৃতপূৰ্বমস্তৈ-
বিবিশ্যমানো বসুমন্ত সাধু ॥ ৪

বসুমানুব্রূবাচ ।

তাংস্ত্বং লোকান্ প্রতিপত্ত্ব রাজন
ময়া দত্তান্ যদি নেষ্টে ক্রয়ন্তে ।

নাহং তান্ বৈ প্রতিগন্তা নরেন্দ্র
সৰ্কে লোকান্তাবকা বৈ ভবন্ত ॥ ৫

শিবিব্রূবাচ ।

পৃচ্ছামি হ্যং শিবিরৌশীনরোহং
মমাপি লোকা যদি সন্তি তাত ।
যজন্তরীক্ষে যদিবা দিবিস্থিতাঃ
ক্ষেত্রজং হ্যং তন্ত ধর্মন্ত মন্তে ।

যযাতিব্রূবাচ ।

ন ত্বং বাচা হৃদয়েনাপি রাজন
পরীপ্সমানো মাবমংস্থা নরেন্দ্র ।
ভেনানস্তা দিবি লোকাঃ স্থিতা বৈ,
বিত্যজ্ঞপাঃ স্বনবস্তো মহান্তঃ ॥ ৭

শিবিব্রূবাচ ।

তাংস্ত্বং লোকান্ প্রতিপদ্যস্ব রাজন
ময়া দত্তান্ যদি নেষ্টে ক্রয়ন্তে ।
ন চাহং তান্ প্রতিপত্ত্ব দধা
যত্র ত্বং তাত গন্তাসি লোকে ॥ ৮

আমার মনে হয়। যযাতি বলিলেন,—যত-
দিন অন্তরীক্ষ, পৃথিবী ও দিক্ সকল
বিদ্যমান থাকিবে ও ভানুমান্ যতদিন
কিরণ বিতরণ করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত
স্বর্গে আপনার স্থান নির্দিষ্ট রহিবে। ঐ
সকল স্থান এক্ষণে আপনার উপস্থিতি
প্রার্থনা করিতেছে। বসুমান্ বলিলেন,—
হে রাজন! আমি ঐ সকল লোক আপ-
নাকে অর্পণ করিলাম, আপনি পতিত
হইবেন না। আমার লোক সকল আপ-
নার হউক। আপনার যদি প্রতিগ্রহ
করা অভিমত না হয়, তাহা হইলে আপনি
কুণ দ্বারা উহা ক্রয় করিয়া লউন। যযাতি
বলিলেন,—হে রাজন! আমি বাল্যকালেও
কখন এতাদৃশ, মিথ্যা বিক্রিয়া করিয়াছি
বলিয়া স্বরণ হয় না। আপনার কথিত
বিষয় যখন অন্তের অকৃতপূর্ব, হে বসুমন্!
তখন আমি এরূপ অসাধু কার্য্য করিতে ইচ্ছা
করি না। বসুমান্ বলিলেন,—হে রাজন!

ক্রয় করা যদি আপনার অভিপ্রেত না হয়,
তবে আমি দান করিতেছি, আপনি মৎ-
প্রদত্ত ঐ সকল লোক প্রাপ্ত হউন। হে
নরেন্দ্র! ঐ সকল লোক আমি পুনরায়
আপনার নিকট হইতে গ্রহণ করিব না।
সমস্ত লোকই আপনার হইল। শিবি
বলিলেন,—হে তাত! আমি উশীনরওনয়
শিবি। আমি আপনার নিকট জানিতে
ইচ্ছা করি যে, স্বর্গে বা অন্তরীক্ষে
আমার কোন লোক আছে কিনা? আপ-
নাকেই আমি ধর্ম্মের ক্ষেত্রজ বলিয়া
মনে করি। যযাতি বলিলেন,—হে নরেন্দ্র!
আপনি কেবল বাক্য দ্বারা নয়, হৃদয় দ্বারাও
লোক-রঞ্জন করিয়া থাকেন, কদাপি কাহারও
অবমাননা করেন না, এই নিমিত্তই আপনার
বিদ্যাদ্বয় বিকাশমান, গীত ও বিবিধ বাস্ত-
ধ্বনি-মুখরিত অনন্ত লোক স্বর্গে বিরাজ করি-
তেছে। শিবি বলিলেন,—হে রাজন! যদি
আপনার ক্রয় করা অভিপ্রেত না হয়, তাহা
হইলে মৎপ্রদত্ত ঐ সকল লোক আপনি প্রাপ্ত

যযাতিরুবাচ ।

যথা ক্রমিস্ত প্রতিম প্রভাব-
স্তে চাপ্যনস্তা নরদেব লোকাঃ ।
তথাহ লোকে ন রমহস্তদন্তে
তস্মাচ্ছিবো নাভিনন্দামি বাচম্ ॥ ১

অষ্টক উবাচ ।

ন চেদেকৈকশো রাজন্ লোকান্ নঃ
প্রতিনন্দসি ।
সৰ্কে প্রদায় তান্ লোকান্ গন্ত্যারো নরকং
বয়ম্ ॥ ১০

যযাতিরুবাচ ।

যদহাস্তদধনং বঃ সন্তঃ সত্যাদিদর্শিনঃ ।
অহস্ত নাভিগৃহ্মামি যৎ কৃতং ন ময়া পুরা ॥ ১১
অলিপ্যমানস্ত তু মে যদ্বক্তং
ন তৎ তথাস্তীহ নরেন্দ্রসিংহ ।
অস্ত প্রদানস্ত যদেব যুক্তং
তন্ত্বেব চানন্তকলং ভবিষ্যম্ ॥ ১২

হউন । আমি আপনাকে সম্প্রদান করিয়া
পুনরায় তৎসমস্ত লোক আর গ্রহণ করিব না ।
১-১১। যযাতি বলিলেন,—হে ঔলীনর ! আপনি
ইন্দ্রতুল্য প্রভাববান, আপনার বহুলোক
আছে। সত্য ; কিন্তু আমি অন্তপ্রদত্ত লোকে
সন্তুষ্ট নহি। স্মৃতরাং হে শিব ! আপনার
বাক্য আমি সাদরে গ্রহণ করিতে পারি না ।
অষ্টক বলিলেন,—হে রাজন্ ! আপনি যদি
আমাদের এক একটা লোক গ্রহণ না করেন,
তাহা হইলে আমরা আমাদের যাবতীয় লোক
আপনাকে প্রদান করিয়া নরক প্রয়াণেও
প্রস্তুত আছি। যযাতি বলিলেন,—আপ-
নাদের যাহা যোগ্য, তাহাই বলুন, সাধু
ব্যক্তিগণ সদা সত্যদর্শী হইয়া থাকেন,
আমি কিন্তু যাহা পূর্বে কখন করি
নাই, তাহা কখন করিতে পারিব না ।
হে নরেন্দ্র সিংহ ! আমি আপনাদের নিকট
প্রতিগ্রহ করিতে না চাহিলে আপনারা
আপনাদের সমস্ত লোক দান করিয়া নরক
গমনরূপ যে অযুক্ত কথার উল্লেখ করিয়াছেন,

অষ্টক উবাচ ।

কন্তেতে প্রতীদৃশ্যন্তে রথাঃ পঞ্চ হিরণ্ময়াঃ ।
উচৈঃ সন্তঃ প্রকাশন্তে জলন্তোহগ্নিশিখা ইব
যযাতিরুবাচ ।

ভবতাং মম চৈবৈতে রথা ভাস্তি হিরণ্ময়াঃ ।
আক্ৰম্যেতেষু গন্তব্যং ভবন্তিচ ময়া সহ ॥ ১৪
অষ্টক উবাচ ।

আভিষ্ঠন্ত রথঃ রাজন্ বিক্রমন্ত বিহায়সা ।
বয়মপ্যম্বুযাস্তামো যদা কালো ভবিষ্যতি ॥ ১৫
যযাতিরুবাচ ।

সর্কেরিদানীং গন্তব্যং সহ স্বর্গো জিতো যতঃ ।
এষ বো বিরজাঃ পশ্বা দৃশ্যতে দেবসম্মগঃ ॥ ১৬
শৌনক উবাচ

তেহভিক্রমন্ত রথঃ সর্কে প্রযাতা নৃপতে নৃপাঃ ।
আক্রমন্তো দিবং ভাস্তি ধর্ম্মপাবৃত্য রোদসী ॥

তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। কেন না, আপ-
নাদের স্ব স্ব তপস্তা-লব্ধ লোক প্রদান করিলে
ভবিষ্যতে তাহার অনন্ত ফলই ঘটিবে।
অষ্টক বলিলেন,—কাহার ঐ পাঁচটা হিরণ্ময়
রথ দৃষ্ট হইতেছে ? ঐ রথনিচয় শূন্য-
মার্গে থাকিয়া জলন্ত অগ্নিশিখার ত্যায় দীপ্তি
পাইতেছে। যযাতি বলিলেন,—আপনা-
দের ও আমার ঐ হিরণ্ময় রথ সকল দীপ্তি
পাইতেছে। ইহাতে আরোহণ করিয়া
আমার সহিত আপনারা চলুন। অষ্টক
বলিলেন,—হে রাজন্ ! আপনি এই রথ-
বয়ে আরোহণ করিয়া আকাশে বিচরণ
করুন আমরাও যথাকালে আপনার অম্বু-
গমন করিব। যযাতি বলিলেন,—আমাদের
সকলেরই সমবেত হইয়া স্বর্গে গমন করা
উচিত। সকলেই আমরা স্বর্গ জয় করিয়াছি।
ঐ দেখুন, ঐ দেবভবনগামী বিরজক স্বচ্ছ
পথ দেখা যাইতেছে। ১-১৬। শৌনক বলি-
লেন,—হে নৃপ সেই নৃপগণ সকলেই রথা-
রোহণ করিয়া প্রয়াণ করিলেন। তাহার
স্বর্গে প্রয়াণ করাতে ধর্ম্মবলে রোদসী আবৃত
করত এক অগুরু শোভা ধারণ করিলেন।

অষ্টক উবাচ ।

অহং মন্তে পূৰ্ণমেকোহতিগন্তা
সখা চেষ্টঃ সৰ্ব্বথা মে মহাত্মা ।
কস্মাদেবং শিবিরোশীনরোহয়-
মেকোহত্যয়াং সৰ্ববেগেণ বাহান্ ॥ ১৮
যযাতিকবাচ ।

অদদাদেবযানায় যাবদ্বিস্তমনিন্দিতঃ ।
উশীনরস্ত পুত্রোহয়ং তস্মাচ্ছেষ্টো হি বঃ শিবিঃ
দানং শৌচং সত্যমথো হৃৎসি
হ্রীঃ জীন্তিতিকা সমতানুশংস্তম্ ।
রাজন্ত্যতাস্তথ সৰ্বাপি রাজি
শিবো তিতাত্ত প্রতিমেষু বুদ্ধা ।
এবং বৃত্তং হ্রানিষেবৌ বিভর্তি
তস্মাচ্ছিবিরতিগন্তা রথেন ॥ ২০

শৌনক উবাচ

অখাষ্টকঃ পুনরেষাষপৃচ্ছ-
মাতামহং কোতুকাদিত্রকল্পম্ ।
পৃচ্ছামি ত্বাং নৃপতে ত্রিহি সত্যং
কুতশ্চ কশ্যসি কথং ত্বমাগাঃ ।

কৃতং ত্বয়া যদ্বি ন তন্ত কৰ্ত্তা
লোকে তদন্তো ব্রাহ্মণঃ কজিয়ো বা ॥ ২১
যযাতিকবাচ ।

যযাতিরশ্মি নহুষস্ত পুত্রো
পুরোঃ পিতা সার্বভৌমদ্বিহাসম্ ।
শুভং মন্ত্রং মা কেভ্যো ব্রবীমি
মাতামহো ভবতাং সুপ্রকাশঃ ॥ ২২
সৰ্বমিমাং পৃথিবীঃ নির্জিগায়
ঋদ্ধাঃ মহীমদাং ব্রাহ্মণেভ্যঃ ।
মেধ্যানবাতৈরকশস্তান্ অরুপাং-
স্তদা দেবাঃ পুণ্যভাজো ভবন্তি ॥ ২৩
অদামহং পৃথিবীঃ ব্রাহ্মণেভ্যঃ
পূর্ণমিমামখিলাতৈঃ প্রশস্তাম্ ।
গোভিঃ সুবর্ণৈশ্চ ধনৈশ্চ মূৰ্ধৈ-
রবাঃ সনাগাঃ শতশস্বর্কুদানি ॥ ২৪
সত্যেন মে ত্ৰৌশ্চ বসুধরা চ
তথৈবাগ্নির্জলতো মান্নবেষু ।
ন মে বুধা ব্যাহতেনৈব বাক্যং
সত্যং হি সন্তঃ প্রতিপূজয়ন্তি ॥ ২৫

অষ্টক বলিলেন,—আমি মনে করি, আমি একাকী অগ্রে স্বর্গে যাইব; বিশেষতঃ মহাত্মা ইন্দ্র আমার সখা। কিন্তু এই উশীনর শিবি একাকীই কি নিমিত্ত সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন? যযাতি বলিলেন,—অনিন্দিত শিবি দেবযান নিমিত্ত যথাসংখ্য বিস্ত দান করিয়াছিলেন; সেই জন্তই এই উশীনরনন্দন আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দান, সত্য, শৌচ, অহিংসা, হ্রী, জী, তিতিকা, সমতা, ও আনুশংস্ত—এই সকল গুণ শিবি-রাজে বাহ্যরূপে বর্তমান। ইনি অত্যন্ত লজ্জান্বিত, এবং সৰ্বজ্ঞানের আকর; এই জন্তই ইনি রথারোহণে অতিবেগে গমন করিতেছেন। শৌনক বলিলেন,—অষ্টক পুনরায় ইন্দ্রকল্প মাতামহ যযাতিকে কোতুকবশে বলিলেন,—হে নৃপতে! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—আপনি কে? কোথা হইতে কি জন্ত আগমন করিয়াছেন,

সত্য বলুন। আপনি যাহা করিয়াছেন, জীবলোকে ব্রাহ্মণ বা কজিয় এরূপ কর্ম কখন কেহই করেন নাই। যযাতি বলিলেন, আমি যযাতি, নহুষের পুত্র, পুরুষ পিতা, আমি সার্বভৌম রাজা ছিলাম। আমি শুভ কথা কাহাকেও বলিব না। তবে আপনাদের যে আমি মাতামহ, তাহা সুপ্রকাশ। আমি সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছি, ব্রাহ্মণকে এই সমুদ্রা পৃথিবী দান করিয়াছি ও অরুপ সুমেধ্য বহু অৰ উৎসর্গ করিয়াছি। তখন দেবগণ পুণ্যভাক্ত হইয়াছেন। আমি অখিলা-পরিপূরিত ও গো, হিরণ্য, সুবর্ণ প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত এই পৃথ্বী এবং শত শত অর্কুদ হয় ও হস্তী ব্রাহ্মণসাং করিয়াছি। মনুষ্যলোকে আমার সত্য আচরণ দ্বারা সর্গ, বসুধরা ও অগ্নি সমভাবে দীপ্তিযুক্ত ছিল। আমি কখন বুধা বাক্য ব্যবহার করি না। সাধু-গণ সত্যেরই পূজা করিয়া থাকেন ১২৫—২৭।

সাম্বর্গিক প্রব্রবীমৌহ সত্যং
প্রতর্দনং বসুমন্তঃ শিবিক।
সর্কে দেবা মুনয়শ্চ লোকাঃ
সত্যেন পূজ্যা ইতি মে মনোগতম্ ॥ ২৬
যো নঃ সর্গজিতঃ সর্গং যথারুন্তং নিবেদয়েৎ ।
অনস্মৃষিছাগ্রোভ্যঃ স ভজেরঃ সলোকতাম্
শৌনক উবাচ

এবং রাজন্ স মহাশ্মা যথাতিঃ
স্বদৌহিত্রৈস্তারিতো মিত্রবৈর্যঃ
ত্যাঙ্ক্য মহীঃ পরমোদারকর্ম্মা
স্বর্গং গতঃ কর্ম্মভির্ব্যাপ্য পৃথ্বীম্ ॥ ২৮
এবং সর্গং বিস্তরতো যথাব
দাখ্যাতং তে চরিতং নাহুমন্ত ।
বংশো যন্ত প্রথিতঃ কোরবেয়ে!
যস্মিন্ জাতস্তঃ মনুজৈস্তকল্পঃ ॥ ২৯

ইতি জীমাংশ্বে মহাপুরাণে সোমবংশে যথাতি-
চরিতে ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

হে অষ্টক ! আমি প্রতর্দন, বসুমান ও
শিবিকে এই সত্য কথা বলিলাম । দেবগণ,
মুনীগণ ও অপরাপর লোকসকল সত্য
দ্বারাই পূজিত হন ; ইহা আমার মনোগত
ভাব । যে ব্যক্তি অস্মারহিত হইয়া আমা-
দের এই স্বর্গজয় ব্যাপার ত্রাঙ্কণা-
গ্রীদিগিকে যথাযথ নিবেদন করে, সে
আমাদের সমান-লোকতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ
স্বর্গ গমন করে । শৌনক বলিলেন,—হে
রাজন্ ! এইরূপে সেই পরমোদারকর্ম্মা
মহাশ্মা যথাতি মিত্রবৈর্য স্বীয় দৌহিত্রদিগের
দ্বারা সংকৃত হইয়া মহী পরিত্যাগপূর্ব্বক
স্বকৌর্তি দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করত স্বর্গ-
ধামে গমন করেন । এইত তোমার নিকট
নহুমন্তন যথাতির নিখিল চরিত্র আখ্যাত
হইল ; এই যথাতির বংশই কোরব বংশ
বলিয়া প্রসিদ্ধ ; এই বংশই মনুজৈস্তকল্প
আপনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । ২৬—২৯ ।

ত্রিচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইত্যেতচ্ছৌনকাজাজ শতানীকো নিশম্য তু
বিস্মিতঃ পরয়া জীত্যা পূর্ণচন্দ্রে ইবাবতো ॥ ১
পূজয়ামাস নৃপতিবিধিবজ্জাধ শৌনকম্ ।
রত্নৈর্গোভিঃ সুবর্ণৈশ্চ বাসোতিবিবিধৈস্তথা ॥ ২
প্রতিগৃহ্য ততঃ সর্গং যদ্রাজ্ঞা প্রহিতং ধনম্ ।
দশা চ ত্রাঙ্কণেভ্যশ্চ শৌনকোহস্তরধীয়ত ॥ ৩
ঋষয় উচুঃ
যযাতের্বংশমিচ্ছামঃ শ্রোতুং বিস্তরতো বদ
যহ প্রভৃতিভিঃ পুত্রৈর্যদা লোকে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৪
সূত উবাচ ।
যদোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি জ্যেষ্ঠস্তোত্তমভেজসঃ ।
বিস্তরেণানুপূর্য্যা চ গদতো মে নিবোধত ॥ ৫
যদোঃ পুত্রা বভূবুর্হি পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ ।
মহারথা মহেশ্বাসা নামতস্তান্ নিবোধত ॥ ৬

ত্রিচছারিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—রাজা শতানীক শৌনক
হইতে যযাতি-চরিত্র শ্রবণ করত বিস্মিত
হইলেন এবং পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের
স্তায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । অনন্তর
নৃপতি শতানীক গো, রত্ন, সুবর্ণ ও বিবিধ
বাস দ্বারা যথাবিধি শৌনকের পূজা করি-
লেন । শৌনক রাজপ্রদত্ত সমস্ত ধন প্রতি-
গ্রহ করিয়া তাহা ত্রাঙ্কণাৎ করণানন্তর অস্ত-
হিত হইলেন । ঋষিগণ বলিলেন,—অতঃপর
আমরা রাজা যযাতির বংশ-বিবরণ শ্রবণ
করিতে ইচ্ছা করি । যহ প্রভৃতির পুত্রগণ
যে প্রকারে লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন,
তুমি তৎসমুদয় আমাদের নিকট কৌর্তন কর ।
সূত বলিলেন,—অতঃপর আমি বিস্তৃতরূপে
উত্তমভেজা জ্যেষ্ঠ যহর বংশ কৌর্তন করি-
তছি, আপনাদ্বা শ্রবণ করুন । ১—৫ । যহর
দেবসুতোপম পঞ্চপুত্র জন্ম গ্রহণ করে ।
তাঁহারা সকলেই মহারথ ও মহেশ্বাস ।

সহস্রজিরথো জ্যেষ্ঠঃ ক্রোড়ীনীলোহস্তিকো লঘুঃ ।
 সহস্রজেশ্ব দায়াদো শতজির্নাম পার্শ্বিণঃ ॥ ৭
 শতজেরপি দায়াদাস্তমঃ পরমকীর্ত্তমঃ ।
 হৈহয়শ্চ হয়শ্চৈব তথা বেণুহয়শ্চ যঃ ॥ ৮
 হৈহয়শ্চ তু দায়াদো ধর্ম্মনেত্রঃ প্রতিজ্ঞতঃ ।
 ধর্ম্মনেত্রশ্চ কুন্তিঃ সংহতশ্চ চান্দ্রজঃ ॥ ৯
 সংহতশ্চ তু দায়াদো মহিষ্মান্ নাম পার্শ্বিণঃ ।
 আশীমহিষ্মতঃ পুত্রো রুদ্রশ্ৰেণ্যঃ স্ততাপবান্
 বারাগস্তামভূজাজ্ঞা কথিতং পূর্ষমেব তু ।
 রুদ্রশ্ৰেণ্যশ্চ পুত্রোহুর্দ্দমো নাম পার্শ্বিণঃ ॥ ১১
 হুর্দ্দমশ্চ পুত্রো ধীমান্ কনকো নাম বীর্ঘ্যবান্ ।
 কনকশ্চ তু দায়াদাশ্চত্বারো লোকবিজ্ঞতাঃ ॥ ১২
 কৃতবীর্ঘ্যঃ কৃত্যগ্নিঃ কৃতবর্ষা তথৈব চ ।
 কৃতোজাশ্চ চতুর্থোহুৎকৃতবীর্ঘ্যাত্ম সোহর্জুনঃ
 জাতঃ করসহশ্রৈশ্চ সপ্তদ্বীপেশ্বরো নৃপঃ ।
 বর্ঘ্যবুতঃ তপস্তপে হুশ্চরং পৃথিবীপতিঃ ॥ ১৪
 দত্তমারাদয়ামাস কার্ত্তবীর্ঘ্যোহত্রিসম্ভবম্ ।
 তস্মৈ দত্তা বরাস্তেন চত্বারঃ পুরুষোত্তম ॥ ১৫

ইহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন,
 ৩—সহস্রজি, ক্রোড়ী, নীল, অস্তিক, ও লঘু ।
 সহস্রজির পুত্র পার্শ্বিণ, শতজি, শতজির
 তিন পুত্র, তাঁহারাও সকলে পরম কীর্ত্তিমান
 ছিলেন । তাঁহাদের নাম,—হৈহয়, হয়, ও
 বেণুহয় । হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র ; তৎপুত্র
 কুন্তি ; কুন্তি-পুত্র সংহত ; তৎপুত্র মহিষ্মান্ ;
 মহিষ্মানের পুত্র রুদ্রশ্ৰেণ্য ; ইনি পূর্বে বারা-
 নসীর রাজা ছিলেন । এ কথা পূর্বেই
 বলা হইয়াছে । রুদ্রশ্ৰেণ্যের পুত্র—হুর্দ্দম
 নামক রাজা ; ইহার পুত্র কনক । কনকের
 চারি পুত্র ; ইহারা সকলেই লোক-বিজ্ঞত ।
 ইহাদের নাম—কৃতবীর্ঘ্য, কৃত্যগ্নি, কৃতবর্ষা
 ও কৃতোজা । কৃতবীর্ঘ্য হইতে লোক-
 প্রসিদ্ধ অর্জুন জন্মগ্রহণ করেন । ইনি
 সহস্রবাহ ও সপ্ত দ্বীপাধিপতি ছিলেন ।
 ইনি অযুত বৎসর কঠোর তপস্তা করেন ।
 কার্ত্তবীর্ঘ্য দত্তাজ্ঞেয়ের আরাধনা করেন ।
 হে পুরুষোত্তম । ঐ দত্তাজ্ঞেয় তাঁহাকে চারি

পুত্রঃ বাহুসহস্রশ্চ স বরে রাজসত্তমঃ ।
 অধর্ম্মাং চরমাণশ্চ সন্তিস্চাপি নিবারণম্ ॥ ১৬
 যুদ্ধেন পৃথিবীং জিত্বা ধর্ম্মেনৈবানুপালনম্ ।
 সংগ্রামে বর্ত্তমানশ্চ বধশ্চৈবাবিকান্তবেৎ ॥ ১৭
 তেনেষং পৃথিবী সন্না সপ্তদ্বীপা সপর্কতা ।
 সমোদধিপারিক্ষিতা ক্রায়েণ বিধিনা জিতা ॥ ১৮
 জজ্ঞে বাহুসহস্রং বৈ ইচ্ছতস্তশ্চ ধীমতঃ ।
 রথো ধ্বজশ্চ সজ্জজ্ঞে ইতোবমুত্তমঃ ॥ ১৯
 দশযজ্ঞসহস্রাণি রাজ্ঞা দ্বীপেষু বৈ তদা ।
 নিরর্গলানি বৃন্তানি ক্ষয়ন্তে তশ্চ ধীমতঃ ॥ ২০
 সর্ষে যজ্ঞা মহারাজস্তস্তাসন্ ভূরিদক্ষিণাঃ ।
 সর্ষে কাঞ্চনযুগান্তে সর্ষাঃ কাঞ্চনবোদকাঃ ॥ ২১
 সর্ষে দেবৈঃ সমঃ প্রাপ্তৌবিমানৈশ্চরলক্ষ্যতাঃ ।
 গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিঃচ নিত্যমেবোপশোভিতাঃ ॥
 তশ্চ যজ্ঞে জগৌ গাথাং গন্ধর্ব্বো নারদস্তথা ।
 কার্ত্তবীর্ঘ্যশ্চ রাজর্ষের্মহিমানং নিরীক্ষ্য সঃ ॥ ২৩

বর প্রদান করেন । ঐ রাজসত্তম প্রথম
 বরে সহস্র বাহু, দ্বিতীয়ে সাধুদিগের প্রতি
 অধর্ম্মাচারীর নিবারণ, তৃতীয়ে যুদ্ধ দ্বারা
 পৃথিবী জয় করিয়া ধর্ম্মানুসারে পালন
 ও চতুর্থে সংগ্রামে উত্তম ব্যক্তির
 হস্তে বধ, এই চারিটা বর দত্তাজ্ঞেয় হইতে
 প্রাপ্ত হন । তিনি এই উদধিমালা-মেথলা-
 মণ্ডিত—সপ্তদ্বীপা স-পর্কতা সমগ্র পৃথিবী
 ক্রায়ে বিধি অনুসারে জয় করিয়াছিলেন ।
 এইরূপ শুনা আছে যে, তাঁহার ইচ্ছামতই
 সহস্র বাহু, রথ ও ধ্বজা প্রকাশ পাইত ;
 তিনি বহু বিভিন্ন দ্বীপে দশ সহস্র যজ্ঞ
 সম্পন্ন করেন এবং তাঁহার আচরণ অতি
 উদার ছিল ১৬—২০ । তিনি ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ
 করতেন । তাঁহার অমুষ্টিত যজ্ঞ সকল, কাঞ্চন-
 যুগ-সমধিত ও কাঞ্চন-বোদিময় হইত এবং
 দেবগণ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ সমভিব্যাহারে
 আগমনপূর্ব্বক তাঁহার যজ্ঞ অলঙ্কৃত করি-
 তেন । রাজর্ষি কার্ত্তবীর্ঘ্যের মহিমা অব-
 লোকন করিয়া গন্ধর্ব্ব নারদ তাঁহার যজ্ঞে
 এই এক গাথা গান করিয়াছিলেন যে,

ন নুনং কার্তবীৰ্য্যস্ত গতিং যাস্তন্তি ক্ষত্রিয়াঃ ।
যজ্ঞেদানৈশ্চশোভিচ্চ বিক্রমেণ ঋতেন চ ॥ ২৪
স হি সপ্তসু দ্বীপেষু খড়্গী চক্রৌ শরাসনৌ ।
রথী দ্বীপান্তমুচরন্ যোগী পশুতি তক্ষরান ॥ ২৫
পঞ্চাশীতিসহস্রাণি বর্ষণাং স নরাধিপঃ ।
স সর্বরত্নসম্পূর্ণচক্রবর্তী বভূব হ ॥ ২৬
স এব পশুপালোহভূৎ ক্ষেত্রপালঃ স এব হি
স এব বৃষ্টিা পর্জন্তো যোগিস্বাদর্জুনোহভবৎ
যোহসৌ বাহুসহস্রেণ জ্যাঘাতকঠিনহুচা ।
ভাতি রশ্মিসহস্রেণ শারদেনৈব ভাস্করঃ ॥ ২৮
এষ নাগং মনুষ্যেযু মাংসিত্যাং মহাহৃতিঃ ।
কর্কোটকমুতং জিহ্বা পুর্ধ্যাং তত্র স্তবেশয়ৎ ॥
এষ বেগং সমুদ্রস্ত প্রারূঢ়কালে ভজেত বৈ ।
ক্ৰীড়নৈব সুখোদ্ভিঃ প্রতিশ্রোতো মহীপতিঃ

ললতা ক্রীড়তা তেন প্রতিশ্রুতামমালিনী ।
উর্ষিকুকুটিসম্ভাসাচ্চকিতাভ্যোতি নর্মদা ॥ ৩১
একো বাহুসহস্রেণ বগাহে স মহার্ঘবঃ ।
করোত্যাহুতবেগান্ত নর্মদাং প্রারূঢ়কতাম্ ॥ ৩২
তস্ত বাহুসহস্রেণ কোভ্যমাণে মহোদধৌ ।
ভবন্ত্যতীব নিশ্চেষ্টাঃ পাতালস্থা মহানুরাঃ ॥
চূণীকৃতমহাবীচি-লীনমৌনমহাতিমিষ ।
মাকৃতাবিক্কেনোঘমাবর্তাক্ষিপ্তহুঃসহম্ ॥ ৩৪
করোত্যালোড়য়নৈব দোঃসহস্রেণ সাগরম্ ।
মন্দরকোভকিতা হুমতোৎপাদশক্তিভাঃ ॥ ৩৫
তদা নিশ্চলমূর্দানো ভবন্তি চ মহোরগাঃ ।
সায়াহ্নে কদলীখণ্ডা নির্ঝাতস্তমিতা ইব ॥ ৩৬
এবং বদ্ধা ধমুর্জায়ামুৎপত্তাঃ পঞ্চাভিঃ শরৈঃ ।
লঙ্কায়াং মোহয়িত্বা তু স বলং রাবণং বলাৎ ॥ ৩৭

নিশ্চয়ই অন্তান্ত ক্ষত্রিয়গণ কেহই আর
কার্তবীৰ্য্যের কৌশল-পদবী প্রাপ্ত হইবেন
না। দান, যজ্ঞ, তপ, বিক্রম, ও ঋতরূপ
ভূষণে ভূষিত ঋক্সি—তিনি সর্বদা খড়্গা,
চক্র, রথ ও শরাসন-সমধিত হইয়া সপ্ত
দ্বীপে বিচরণ করত তক্ষরদিগের অল্প-
সন্ধান করিতেন। এইরূপে তিনি সর্ব
ধনরত্নের অধীশ্বর হইয়া পঞ্চাশীতি সহস্র
বৎসর কাল চক্রবর্তি-পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।
তিনিই সকলের পালনকর্তা ছিলেন—
তিনিই পশুপাল ছিলেন, তিনিই ক্ষেত্রপাল
ছিলেন, তিনিই বৃষ্টির জন্ত পর্জন্ত ছিলেন
এবং তিনিই যোগিস্ব নিবন্ধন অর্জুন নামে
অভিহিত ছিলেন। অজস্র জ্যাঘাত দ্বারা
যদীয় ত্বক্ অত্যন্ত কঠিনীকৃত হইয়াছিল,
এরূপ সহস্র বাহু দ্বারা তিনি শারদ
রশ্মি সহস্র দ্বারা ভাস্কর ভাস্করের স্থায়
শোভমান ছিলেন। মনুষ্যাগণের মধ্যে
এই মহাহৃতি কার্তবীৰ্য্যই কর্কোটক-মুত
নাগকে জয় করিয়া মাংসিত্য পুরীমধ্যে
বন্দীকরিয়া রাখেন। ২১—২২। ইনি জল ক্রীড়া
ব্যাপারে অনায়াসেই সমুদ্রের প্রারূঢ়-
কালীন শ্রোতোবেগ ফিরাইয়া দিতেন।

কার্তবীৰ্য্য বিবিধ ললিত লীলা সহকারে
নর্মদাসলিলে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার
কণ্ঠচ্যুত মনোহর মাংসমণ্ডিত হইয়া নর্মদা
যেন উর্ষিরূপ কুকুটিহলে ভ্রাসাধিতা হই-
য়াই আগমন করিত। তিনি একক হইলেও
সহস্র বাহু দ্বারা অর্ণবে অবগাহন করিয়া
ক্রীড়া করিতেন এবং প্রারূঢ়কালের অব-
সানেও নর্মদাকে খরতর বেগবাহিনী করিয়া
তুলিতেন। তাঁহার সহস্র বাহুর আক্ষাফালে
সাগর যখন কোভিত হইত, তখন পাতালস্থ
মহানুর সকল অতীব স্তম্ভিত হইত এবং
সময়ে সময়ে তিনি বাহু সহস্র দ্বারা অর্ণব
আলোড়িত করিলে তত্রত্য মুদ্র মুদ্র মীন
হইতে মহাতিমি পর্যন্ত সকল জলজ জীবই,
তাঁহার হস্তাক্ষাফালে চূণীকৃত বীচিসমূহে
বিলীন হইত; কর-চালিত মাকুতে সাগরোচ্চ
ফেনপুঞ্জ আভয় হইত এবং আবর্তের
ভীষণ বেগে সাগর অত্যন্ত হুঃসহ হইয়া
উঠিত। তখন মন্দর-কোভ-চকিত অমৃতোৎ-
পাদন-শক্তি মহোরগগণ সায়াহ্নিক নির্ঝাত-
স্তমিত কদলীদলের স্থায় নিশ্চলমস্তকে
অবস্থান করিত। একদা তিনি মহাবল লঙ্কে-
শরকে যুদ্ধে জয় করিয়া বলপ্রয়োগে তাহাকে

নির্জিত্য বন্ধা চানীয় মাহিমত্যাং ববন্ধ চ ।
 ততো গঙ্গা পুলস্ত্য অর্জুনঃ সস্ত্রসাদয়ৎ ॥৩৮॥
 সুমোচ রক্ষঃ পৌলস্ত্যাং পুলস্ত্যেনেহ সাস্বিতম্
 তন্ত বাহুসহস্রং বভূব জ্যাতলম্বনঃ ॥ ৩৯
 যুগান্তান্ত্রসহস্রস্ত আক্ষোটশ্বপ্নেনৈব ।
 অহোবত বিধেবীর্ঘ্যঃ ভার্গবোহয়ং যদাচ্ছিনৎ
 তস্য সহস্রং বাহুনাং হেমতালবনং যথা ।
 যজ্ঞাপবন্ত সংক্ৰুদ্ধো হর্জুনঃ শপ্তবান্ প্রভুঃ ॥
 যশ্মাননং প্রদম্বং বৈ বিজ্ঞাতং মম হৈহয় ।
 তস্মাৎ তে হৃক্ষয়ং কর্ম কৃতমন্তো হরিষ্যতি ॥৪২॥
 হিমা বাহুসহস্রং তে প্রথমং তরসা বলী ।
 তপস্বী ব্রাহ্মণশ্চ ত্বাং স বধিষ্যতি ভার্গবঃ ॥৪৩॥
 স্মৃত উবাচ ।
 তন্ত রামস্তদা দ্বাসীমুত্যাঃ পাপেন ধীমতা ।
 বরশ্চৈবন্ত রাজর্ষেঃ স্বয়মেব বৃতঃ পুরা ॥ ৪৪
 তন্ত পুত্রশতস্বাসীং পঞ্চ তত্র মহারথাঃ ।

বন্ধনপূর্বক স্বপুত্রে আনিয়া বন্দী করেন ।
 অনন্তর পুলস্ত্য তথায় আগমন করিয়া
 মহাভাগ অর্জুনকে প্রসাদিত করেন । তিনি
 তৎকর্তৃক প্রসাদিত হইয়া রাক্ষস রাবণকে
 অব্যাহতি দেন । তিনি যখন সহস্র বাহু
 দ্বারা যুগপৎ জ্যা-তলধ্বনি করিতেছেন, তখন
 মনে হইত—যেন যুগান্তকালীন সহস্র জল-
 ধর এককালে গভীর গর্জন করিতেছে ।
 অহো বিধির কি অসীম বীর্ঘ্য ! ভার্গব
 পরশুরাম তালবনের স্তায় সেই মহাবীর
 কার্ত্তবীর্ঘ্যের তাদৃশ বাহুসহস্রকে ছেদন
 করিলেন ! প্রভু আপব সংক্ৰুদ্ধ হইয়া
 অর্জুনকে শাপ দিয়াছিলেন যে, হে হৈহয় !
 যেহেতু তুমি আমার বিখ্যাত বন দম্ব করিলে,
 এইজন্ত তোমার কৃত সমস্ত হৃক্ষয় কর্মই
 অস্ত্রে হরণ করিবে । তপস্বী তরস্বী মহাবল
 ব্রাহ্মণ পরশুরাম প্রথমতঃ তোমার সহস্র
 বাহু ছেদন করিয়া পরে তোমার নিধনসাধন
 করিবেন । ৩০—৪৩ । স্মৃত বলিলেন,—রাম,
 মহাবল কার্ত্তবীর্ঘ্যের মৃত্যুস্বরূপ ছিলেন এবং
 ঐ রাজর্ষি পূর্বে স্বয়ংই ঐরূপ বর প্রার্থনা

কৃতান্না বলিনঃ শূরা ধর্ম্মান্নানো মহাবলাঃ ॥ ৪৫
 শূরসেনশ্চ শূরশ্চ ধৃষ্টঃ ক্রৌষ্টীস্তথৈব চ ।
 জয়ধ্বজশ্চ বৈকর্তা অবন্তিচ বিশাম্পতে ॥ ৪৬
 জয়ধ্বজস্ত পুত্রস্ত তালজজ্ঞো মহাবলঃ ।
 তন্ত পুত্রশতাশ্চৈব তালজজ্ঞা ইতি ঞ্জতাঃ ॥৪৭
 তেষাং পঞ্চ কুলা ধ্যাতা হৈহয়ানাং মহাশ্মনাম্
 বেতিহোজ্ঞশ্চ শাৰ্ঘ্যাতা ভোজশ্চাবন্তয়স্তথা ॥
 কুণ্ডিকেরাশ্চ বিক্রান্তাতালজজ্ঞাস্তথৈব চ ।
 বীতিহোজ্ঞস্তুতশ্চাপি আনর্তো নাম বীর্ঘ্যবান্ ।
 হর্জ্জয়স্তস্ত পুত্রস্ত বভূবামিত্রকর্ণনঃ ॥ ৪৯
 সন্তাবেন মহারাজ প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ।
 কার্ত্তবীর্ঘ্যার্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রবান্ ॥৫০
 যেন সাগরপর্যন্তা ধম্বা নির্জিতা মহী ।
 যন্তস্ত কীর্ত্নম্নাম কল্যামুখায় মানবঃ ॥ ৫১
 ন তন্ত বিস্তনাশঃ স্মারষ্টক লভতে পুনঃ ।

করিয়াছিলেন । তাঁহার শত পুত্রের মধ্যে
 পাঁচজন মহারথ ছিলেন । হে বিশাম্পতে !
 তাঁহার সকলেই কৃতান্ত্র, বলী, শূর, ধর্ম্মান্না
 ও মহাবল বলিয়া প্রসিদ্ধ । তাঁহাদের নাম—
 শূরসেন, শূর, ধৃষ্ট, ক্রৌষ্টী, জয়ধ্বজ, বৈকর্ত,
 ও অবন্তি । জয়ধ্বজের পুত্র মহাবল তাল-
 জজ্ঞ । তাঁহার শত পুত্র ; তাঁহার সকলেই
 তালজজ্ঞ আখ্যায় অভিহিত । ঐ মহাশ্মা-
 দিগের পাঁচটি বংশ বিখ্যাত । ঐ সকল
 বংশের নাম—বীতিহোজ, শাৰ্ঘ্যাত, ভোজ,
 আবন্তি ও কুণ্ডিকের । তালজজ্ঞগণ অতীব
 ছিলেন । বিক্রান্ত বীতিহোজের পুত্রের
 নাম—আনর্ত ; ইনি অত্যন্ত বীর্ঘ্যবান্
 ছিলেন । ইঁহার পুত্র অমিত্রকর্ণ হর্জ্জয় ।
 হে মহারাজ ! এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন সহস্র-
 বাহু-সমবিত রাজা কার্ত্তবীর্ঘ্যার্জুন ধর্ম্মান্নসারে
 প্রজাপালন করিতেছেন । তিনি মাত্র ধম্ব-
 সাহায্যে আসমুদ্র বন্ধুধা জয় করিয়াছিলেন ।
 যে মানব প্রাতঃকালে গাভ্রোথান করিয়া
 তাঁহার নাম কীর্তন করে, তাহার কখন বিস্ত-
 নাশ হয় না, বরং নষ্ট বিস্ত পুনরায় প্রাপ্ত

কার্তবীৰ্য্যস্ত যো জন্ম কথয়েদিহ ধীমতঃ ।
যথাবৎ বিষ্টপুতান্না স্বৰ্গলোকে মহীয়তে ॥ ৫২

ইতি ক্রীমাংশ্চে মহাপুরাণে যযাতিচরিতে
ত্রিচত্বারিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুঃশ্চত্বারিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কিমৰ্থং ত্বনং দক্ষমাপবন্ত মহাত্মনঃ ।
কার্তবীৰ্য্যেণ বিক্রমা সূত প্রক্ৰহি তবতঃ ॥ ১
রক্ষিতা স তু রাজর্ষিঃ প্রজানামিতি নঃ ঋতম্
স কথং রক্ষিতা ভূত্বা অদহৎ তৎ তপোবনম্
সূত উবাচ ।

আদিত্যো দ্বিজরূপেণ কার্তবীৰ্য্যমুপস্থিতঃ ।
তৃপ্তিমেকাং প্রযচ্ছত্ব আদিত্যোহহং নরেশ্বর
রাজোবাচ ।

ভগবন্ কেন তৃপ্তিস্তে ভবত্যেব দিবাকর

হইয়া থাকে । যে ধীমান্ ব্যক্তি এই
সংসার মধ্যে কার্তবীৰ্য্যের জন্মবৃত্তান্ত কৌতুক
করেন, তিনি পুতান্না হইয়া সৰ্বলোকে
পূজিত হন । ৪৪—৫২ ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুঃশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত ! কার্তবীৰ্য্য
বলপ্রকাশপূৰ্ব্বক কিজন্ত মহাত্মা আপবের
অরণ্য দক্ষ করেন ? ইহা তুমি তত্ত্বতঃ
আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বল ।
আমরা ঋত আছি যে, তিনি প্রকৃতি-
পুঞ্জের রক্ষক ছিলেন, অথচ তিনি কেন
ঐহার অরণ্য দক্ষ করিলেন ? সূত
বলিলেন,—একদা আদিত্য দ্বিজরূপ ধারণ-
পূৰ্ব্বক কার্তবীৰ্য্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া
বলিলেন,—রাজন ! আমি আদিত্য ;
আপনি আমার তৃপ্তিবিধান করুন । রাজা
বলিলেন,—হে ভগবন্ ! দিবাকর ! কি

কৌতুকং ভোজনং দদ্মি ঋত্বা তু বিদধাম্যহম্ ।
আদিত্য উবাচ ।

স্বাবরং দেহি মে সৰ্বমাহারং দদতাংবর ।
তেন তৃপ্তো ভবেয়ং বৈ সা মে তৃপ্তির্হি পার্শ্বি
কার্তবীৰ্য্য উবাচ ।

ন শক্যাঃ স্বাবরাঃ সৰ্ব্বৈ তেজসা চ বলেন চ ।
নির্দক্ষুঃ তপতাং শ্রেষ্ঠ তেন ত্বাং প্রণমাম্যহম্ ॥
আদিত্য উবাচ ।

তুষ্টস্তেহহং শরান্ দদ্মি অক্ষয়ান্ সৰ্ব্বতোমুখান্
যে প্রক্ষিপ্তা জলিয্যন্তি মম তেজঃসমবিতাঃ ॥
আবিষ্টা মম তেজোভিঃ শোষয়িষ্যন্তি স্বাবরান্
শুকান্ ভক্ষ্যীকরিষ্যন্তি তেন তৃপ্তির্নরাধিপ ॥
সূত উবাচ ।

ততঃ শরাংশ্চদাদিত্যস্বর্জুনায় প্রযচ্ছত ।
ততো দদাহ সম্প্রাপ্তান্ স্বাবরান্ সৰ্বমেব চ ॥ ১
গ্রামাংশ্চধাশ্রমাংশ্চৈব ঘোষাণি নগরাণি চ

প্রকারে আপনার তৃপ্তি হইতে পারে ?
আপনাকে কি প্রকার ভোজন প্রদান করিব ?
তাহা আপনি প্রকাশ করুন, আমি তাহা
তিনিয়া তদনুরূপ কার্য্য করি । আদিত্য
বলিলেন,—হে বদান্ত ! আপনি সমুদয় স্বাবর
পদার্থ আমার আহার্য্যরূপে কল্পিত করুন ।
তাহাতেই আমার তৃপ্তি হইবে । কার্তবীৰ্য্য
বলিলেন,—হে জ্যোতিকশ্রেষ্ঠ ! আমি স্বীয়
তেজ ও বলপ্রভাবে সমুদয় স্বাবরদিগকে
দাহ করিতে সক্ষম নহি ; সূতরাং আপনাকে
প্রণাম মাজ্জাই করিতেছি ; আপনি আমাকে
ক্ষমা করুন । আদিত্য বলিলেন,—হে
রাজন ! আমি সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে সৰ্ব্বত্র
অপ্রতিহত অক্ষয় শর প্রদান করিতেছি ।
এই সকল শর প্রাক্ষিপ্ত হইয়া মদীয় তেজের
স্থায় প্রজ্জলিত হইবে । মদীয় তেজে আবিষ্ট
হইয়া ঐ শরসমূহ স্বাবরসমুদয়কে শুক ও
ভক্ষ্য করিবে, হে নরাধিপ ! তাহাতেই
আমার তৃপ্তি হইবে । ১—৮ । সূত বলিলেন,
—অনন্তর আদিত্য অর্জুনকে শর প্রদান
করিলেন । অর্জুনও শরপ্রভাবে গ্রাম,

তপোবনানি রমাণি বনাশ্রয়পবনানি চ ॥ ১০ ॥
 এবং প্রাচীমবনহং ততঃ সর্কীং সদক্ষিণাম্
 নির্বৃক্ষাঃ নিষ্কৃণা ভূমিহিতা ঘোরৈণ তেজসা ॥ ১১ ॥
 এতন্নিবেব কালে তু আপবো জলমাহিতঃ ।
 দশবর্ষসহস্রাণি তত্রাস্তে স মহানৃষিঃ ॥ ১২ ॥
 পূর্ণে ব্রতে মহাতেজা উদতিষ্ঠন্তপোধনঃ ।
 সৌহৃদ্যদাশ্রমং দক্ষমর্জুনেন মহামুনিঃ ॥ ১৩ ॥
 ক্রোধাচ্ছাপ রাজর্ষিঃ কীৰ্ত্তিতং বো যথা ময়া
 ক্রোষ্টোঃ শৃণুত রাজসেবঃশমুত্তমপৌত্রমম্ ॥ ১৪ ॥
 বস্ত্রাবধায়ে সঙ্কতো বিষ্ণুর্বিষ্ণুকুলোদ্বহঃ ।
 ক্রোষ্টোরেবাতবৎ পুত্রো বৃজিনীবান্ মহারথঃ
 বৃজিনীবতশ্চ পুত্রোহভূৎ স্বাহো নাম মহাবলঃ
 স্বাহপুত্রোহভবদ্রাজন্ কৃষকুর্বাদতাং বরঃ ॥ ১৬ ॥
 স তু প্রসূতিমিচ্ছন্ বৈ কৃষকুঃ সৌম্যমান্বজম্ ।
 চিত্রশিত্তরথশাস্ত্রা পুত্রঃ কশ্মাতিরথিতঃ ॥ ১৭ ॥
 অথ চৈত্তরথিবীরো জজ্ঞে বিপুলদক্ষিণঃ ।
 শশবিন্দুরিতি খ্যাতশ্চক্রবর্তী বভূব হ ॥ ১৮ ॥

আশ্রম, ঘোষ, নগর, তপোবন, বন, উপবন
 ও দিক সকল দক্ষ করিলেন। তাহার কলে
 ভূমি ভূগহীন ও বৃক্ষহীন হইল। এই সময়
 মুনি আপব জল আশ্রয় করিয়া দশ সহস্র
 বৎসরব্যাপী তপশ্চাশ্রয় নিরত ছিলেন।
 তাঁহার ব্রত সম্পূর্ণ হইলে তিনি জল হইতে
 উথিত হইলেন এবং দেখিলেন যে, অর্জুন
 তাঁহার কুটীর দক্ষ করিয়াছেন। তদর্শনে
 ক্রোধাচ্ছ হইয়া তিনি রাজর্ষিকে শাপ প্রদান
 করিলেন। এই ত আপনাদের জিজ্ঞাসিত
 বিষয় যথাযথ কীৰ্ত্তিত হইল। অতঃপর
 ক্রোষ্টুর পৌত্রম-সম্পন্ন বংশ-বৃত্তান্ত শ্রবণ
 করুন। ইহারই বংশে বিষ্ণুকুলোদ্বহ
 ভগবান্ সাক্ষাৎ বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়া-
 ছিলেন। ক্রোষ্টুর পুত্র মহারথ বৃজিনীবান্
 তৎপুত্র মহাবল স্বাহ। স্বাহের পুত্র রাজা
 কৃষকু ; ইনি বাগ্মী ছিলেন। ইনি সুপুত্র
 ইচ্ছা করিয়া চিত্ররথ নামে এক কশ্মা পুত্র
 লাভ করেন। অনন্তর চিত্ররথের শশবিন্দু
 নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। তিনি যজ্ঞে ভূরি

অত্রাহবংশশ্লোকোদ্বহঃ গীতস্তন্মিন্ পুরাতবৎ
 শশবিন্দোহু পুত্রাণাং শতানামভবচ্ছতম্ ॥ ১৯ ॥
 ধীমতাকাভিরূপাণাং ভূরিদ্রবিশতেজসাম্ ।
 তেষাং শতপ্রধানানাং পৃথুসাহবা মহাবলাঃ ॥ ২০ ॥
 পৃথুশ্রবাঃ পৃথুযশাঃ পৃথুধর্ম্মা পৃথুজয়ঃ ।
 পৃথুকীৰ্ত্তিঃ পৃথুমনা রাজানঃ শশবিন্দবঃ ॥ ২১ ॥
 শংসতি চ পুরাণজ্ঞাঃ পৃথুশ্রবসমুত্তমম্ ।
 অন্তরস্ত্র সুযজস্ত্র সুযজস্ত্রনরোহভবৎ ॥ ২২ ॥
 উশনা তু সুযজস্ত্র যো রক্ষন্ পৃথিবীমিমাম্ ।
 আজহারামেধানাং শতমুত্তমধার্ম্মিকঃ ॥ ২৩ ॥
 তিত্তিকুরভবৎ পুত্র উশনঃ শক্রতাপনঃ ।
 মরুস্তস্ত্র তনয়ো রাজর্ষীণামমুত্তমঃ ॥ ২৪ ॥
 আসীন্নকৃত্তনয়ো বীরঃ কদলবর্হিষঃ ।
 পুত্রস্ত্র কদলকবচো বিদ্বান্ কদলবর্হিষঃ ॥ ২৫ ॥
 নিহত্য কদলকবচঃ পরান্ কবচধারিণঃ ।
 ধর্ম্মিনো বিবিধৈর্বাণৈরবাণ্য পৃথিবীমিমাম্ ॥ ২৬ ॥

দক্ষিণা দান করিতেন। শশবিন্দু সম্রাট
 ছিলেন। ১—১৮। পূর্বে এই সম্বন্ধে এক
 অল্পবংশ-শ্লোক গীত হইয়াছিল। শশবিন্দুর
 শত পুত্র এবং তাহাদের শত পুত্র জন্মগ্রহণ
 করে। ঐ পুত্রগণ সকলেই ধীমান্, অতি-
 রূপ, ভূরিতেজা ও ভূরিদক্ষিণ ছিলেন।
 ঐ প্রধান শত পুত্রের মধ্যে পৃথুশ্রবপূর্বক
 নামধারী পুত্রগণ সকলেই মহাবল ছিলেন।
 তাঁহাদের নাম—পৃথুশ্রবা, পৃথুযশা, পৃথুধর্ম্মা,
 পৃথুজয়, পৃথুকীৰ্ত্তি ও পৃথুমনা—ইহার সক-
 লেই রাজা ও শশবিন্দু আখ্যায় অতিহিত।
 পুরাণবিদগণ ইহারিগের মধ্যে পৃথুশ্রবাকেই
 শোভনযজ্ঞ সর্কোত্তম বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন।
 অন্তরের পুত্র সুযজ ; তৎপুত্র—উশনা।
 ইনি পৃথিবী রক্ষা করিয়াছিলেন এবং
 শত অশমেধ যজ্ঞের অমুষ্ঠান করেন।
 উশনার পুত্র তিত্তিকু ; তৎপুত্র মরুস্ত্র। ইনি
 রাজর্ষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মরুস্তের
 পুত্র কদলবর্হিষ। তৎপুত্র কদলকবচ। ইনি
 কবচধারী শক্রগণকে নিহত করিয়া এই
 পৃথিবী লাভ করেন। অনন্তর একদা তিনি

অশ্বমেধে দদৌ রাজা ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দক্ষিণাম্ ।
যজ্ঞে তু কৃষ্ণকবচঃ কদাচিৎ পরবীরহা ॥ ২৭
জজিরে পঞ্চ পুত্রাশ্চ মহাবীৰ্যা ধনুর্ভূতঃ ।
কৃষ্ণেশ্বঃ পৃথুরুশ্চ জ্যামঘঃ পরিষো হরিঃ ॥ ২৮
পরিষঞ্চ হরিকৈব বিদেহেহস্থাপয়েৎ পিতা ।
কৃষ্ণেশ্বরভবদ্রাজা পৃথুরুশ্চন্দ্রদাম্বয়ঃ ॥ ২৯
তেভ্যঃ প্রব্রাজিতো রাজ্যাজ্যামঘশ্চ তদাশ্রমে
প্রশান্তশাশ্রমশ্চ ব্রাহ্মণেনাববোধিতঃ ॥ ৩০
জগাম ধনুর্দাদায় দেশমন্তঃ ধ্বজী রথী ।
নশ্বদাৎ নৃপ একাকী কেবলঃ বৃত্তিকামতঃ ॥ ৩১
ঋকবন্তঃ গিরিঃ গন্তা ভূক্তমশ্ঠৈরুপাশিতঃ ।
জ্যামঘস্তাতবস্তার্যা চৈত্রা * পরিণতা সতী ॥ ৩২
অপুত্রো স্তবসদ্রাজা ভার্যামন্তাং ন বিন্দত ।
তস্তাসৌষিজয়ো যুদ্ধে তত্র কস্তামবাপ্য সঃ ॥ ৩৩

অশ্বমেধ যজ্ঞের অন্তর্গত করিয়া সমস্ত পৃথ্বী
দক্ষিণারূপে ব্রাহ্মণসঙ্গে করেন। তাঁহার
মহাবীর ধনুর্দারী পঞ্চ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।
তাহাদের নাম—কৃষ্ণেশ্ব, পৃথুরুশ্চ, জ্যামঘ,
পরিষ ও হরি। পিতা পরিষ ও হরিকে
বিদেহরাজ্যে স্থাপন করেন। কৃষ্ণেশ্ব পৈতৃক
রাজ্যে রাজা হন। পৃথুরুশ্চ উইরই আশ্রয়ে
বাস করেন। জ্যামঘ অপর ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়
কর্তৃক প্রব্রাজিত হইয়া বনাশ্রমে গমন
করেন। তথায় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অববোধিত
হইয়া প্রশান্তভাবে ধারণ করিলেন এবং পরে
তিনি রথধ্বজ-সমাশ্রিত হইয়া ধনু গ্রহণপূর্বক
অন্ত দেশ জয়াশায় গমন করিলেন। তিনি
মাত্র স্বীয় বৃত্তিনিমিত্ত নশ্বদা অতিক্রম করিয়া
একাকী অস্ত্রের উপভুক্ত ঋকিমান গিরি
অধিকার করিয়া তথায় বাস স্থাপন করিলেন।
জ্যামঘের পত্নীর নাম চৈত্রা। চৈত্রার বয়স
অধিক হইয়াছিল। জ্যামঘ তখনও অপুত্রক;
অথচ দারাস্তর গ্রহণেও অনিচ্ছুক ছিলেন।
একদা একটা যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন,
সেই যুদ্ধে তাঁহার একটা কস্তা লাভ হয়।

। নৈবোতি পুরাণাস্তরসমতঃ পার্শ্বঃ

ভার্যামুবাচ সজ্জাসাং স্নুযেয়ং তে শুচিস্মিতে ।
এবমুক্তাববৌদেনং কস্তাং যেষাং স্নুযেতি চ ॥ ২৪
রাজোবাচ ।
যন্তে জনিষ্যতে পুত্রস্তস্ত ভার্য্যা ভবিষ্যতি ।
তস্মাৎ সা তপসোগ্রাণ কস্তায়াঃ সস্ত্রনুযত ॥ ২৫
পুত্রং বিদর্ভং স্নুং গা চৈত্রা পরিণতা সতী ।
রাজপুত্র্যাঞ্চ বিধান্ স স্নুয়ায়াং ক্রথ-কৈশিকৌ
লোমপাদং তৃতীয়স্ত পুত্রং পরমধার্মিকম্ ॥ ২৬
তস্তাং বিদর্ভোহজনয়চ্ছুরান্ রণবিশারদান্ ।
লোমপাদান্নম্নঃ পুত্রো জ্যোতিস্তস্ত তু চান্নজঃ ॥
কৈশিকস্ত চিদিঃ পুত্রো তস্মাচ্চৈদ্যা নৃপাঃ স্মৃতাঃ
ক্রথো বিদর্ভপুত্রস্ত কুন্তিস্তস্তাশ্বজোহভবৎ ॥ ২৭
কুন্তেশ্বঃ স্নুতো জজ্ঞে রণধৃষ্টঃ প্রতাপবান্ ।
ধৃষ্টস্ত পুত্রো ধর্ম্মাশ্বা নির্বৃতিঃ পরবীরহা ॥ ২৮
তদেকো নির্বৃতেঃ পুত্রো নায়্য স তু বিদূরথঃ ।
দশাইস্তস্ত বৈ পুত্রো ব্যোমস্তস্ত চ বৈ স্মৃতঃ ।

তিনি ঐ বিজয়লব্ধ কস্তাটিকে পত্নীর নিকট
লইয়া গিয়া সজ্জাসে বলিলেন,—হে শুচি-
স্মিতে! এই কস্তা তোমার পুত্রবধু হইবে।
তাঁহার পত্নী এইরূপ অভিহিত হইয়া বলি-
লেন,—এই কস্তা কাহার স্নুয়া হইবে? ১১২-৩৪।
রাজা বলিলেন,—তোমার যে পুত্র জন্মিবে,
এই কস্তা তাহার ভার্য্যা হইবে। এই
কথার পর ঐ কস্তার উগ্র তপস্তার ফলে
চৈত্রা বয়ঃপরিণতা হইয়াও বিদর্ভনামক এক
পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। কালে ঐ
বিদর্ভ সেই রাজপুত্রীতে ক্রথ, কৈশিক ও
লোমপাদ নামক তিন পুত্র উৎপাদন করেন।
ঐ পুত্রগণ সকলেই শূর ও রণবিশারদ।
লোমপাদ হইতে মনু জন্মগ্রহণ করেন। মনুর
পুত্র জ্যোতি। কৌশিকের পুত্র চিদি। ঐ
চিদি হইতে চৈত্র নৃপগণ প্রসিদ্ধ। ক্রথের
পুত্র বিদর্ভ; তৎপুত্র কুন্তি। তৎপুত্র ধৃষ্ট।
এই ধৃষ্ট রণধর্ম্মদ ও অত্যন্ত প্রতাপী ছিলেন।
ধৃষ্টের পুত্র ধর্ম্মাশ্বা পরবীরহা নির্বৃতি।
নির্বৃতির পুত্র বিদূরথ; তৎপুত্র দ্রুপদ;

দাশাহাঁচৈব ব্যোমাং তু পুত্রো জীমূত উচ্যতে
জীমূতপুত্রো বিমলস্তস্ত ভীমরথঃ সূতঃ ।

সুতো ভীমরথস্তাসীং সুতো নবরথঃ কিল ॥৪১
তস্ত চাসীকৃৎরথঃ শকুনিস্তস্ত চান্নজঃ ।

তস্মাৎ করন্তঃ কারন্তির্দেবরাতো বভূব হ ॥ ৪২
দেবকজ্যোত্ভবজ্যাজা দৈবরাতির্ভগযশাঃ ।

দেবগর্ভসমো জজ্ঞে দেবনকত্রনন্দনঃ ॥ ৪৩
মধুর্নাম মহাতেজা মধোঃ পুরবসস্তথা ।

আসীং পুরবসঃ পুত্রঃ পুরুষান্ পুরুষোত্তমঃ ॥
জন্তুর্জজ্ঞেহথ বৈদর্ভ্যাং ভদ্রসেন্যং পুরুষতঃ ।

ঐক্ষাকৌ চাতবস্তার্যা জন্তোন্তস্তামজায়ত ॥ ৪৫
সাম্বতঃ সৰ্বসংযুক্তঃ সাম্বতাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ।

ইমাং বিনৃষ্টিং বিজ্ঞায় জ্যামঘস্ত মহান্বনঃ ।
প্রজাবানেতি সামুজ্যং রাজঃ সোমস্ত ধীমতঃ ॥

সাম্বতান্ সৰ্বসম্পন্নান্ কোশল্যা সুষুবে সূহান্
ভজিনং ভজমানস্ত দিব্যং দেবাবুধং নৃপ ॥ ৪৭

অঙ্ককঞ্চ মহাভোজঃ বৃক্ষিঞ্চ যজ্ঞনন্দনম্
তেষাং সর্গাশ্চত্বারো বিস্তরৈর্গৈব তজুগু ॥ ৪৮

তৎপুত্র ব্যোম, তৎপুত্র জীমূত, তৎপুত্র
বিমল; তৎপুত্র ভীমরথ; তৎপুত্র নবরথ;
তৎপুত্র দৃঢ়রথ; তৎপুত্র শকুনি; তৎপুত্র—
করন্ত; তৎপুত্র দেবরাত; তৎপুত্র দেবকত্র ।
ইনি মহাকীর্ত্তিশালী নৃপতি ছিলেন। দেব-
কত্রের পুত্র দেবগর্ভনিভ মহাতেজা মধু; তৎপুত্র
পুরবস; তৎপুত্র পুরুষান্; পুরুষান্ ভদ্রসেনী
বৈদর্ভীর গর্ভে জন্তু নামক এক পুত্র উৎপাদন
করেন। ঐ জন্তু ঐক্ষাকৌ নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে
সাম্বত নামক পুত্র উৎপাদন করেন। ইনি
সর্বসংযুক্ত ও সাম্বতদিগের কীর্ত্তিবর্দ্ধন
ছিলেন। প্রজাবান ব্যক্তি এই মহান্বা
মহান্বভব জ্যামঘ-বংশের বিশিষ্ট সৃষ্টি অব-
গত হইলে সোম-সামুজ্য লাভ করেন।
কোশল্যা সর্বসম্পন্ন সাম্বতগণকে প্রসব
করেন। তাঁহাদের কতিপয়ের নাম,—ভজিন,
ভজমান, দিব্য, দেবাবুধ, অঙ্কক, মহাভোজ,
ও যজ্ঞনন্দন বৃক্ষি। ইহাঁদের চারি প্রকার
সৃষ্টি বিবরণ বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করুন।

ভজমানস্ত সৃষ্টিয়াং বাহুকায়াঞ্চ বাহুকাঃ
সৃষ্টিয়স্ত সূতে যে তু বাহুকাস্ত তদাতবন ॥৪৯
তস্ত ভার্য্যে ভগিন্তৌ যে সুষুবাতে বহুনসুতান্
নিমিঞ্চ কুমিলকৈব বৃক্ষিঃ পরপুত্রজয়ন ॥

তে বাহুকায়াং সৃষ্টিয়াং ভজমানাভিজজিরে ॥৫০
যজ্ঞে দেবাবুধো রাজা বজ্রনাং মিত্রবর্দ্ধনঃ ।

অপুত্রস্তভবজ্যাজা চচার পরমং তপঃ ।
পুত্রঃ সর্বগুণোপেতো মম ভূয়াদিতি স্পৃহন ॥৫১

সংযোজ্য মন্ত্রমেবাথ পর্ণাশাজলমস্পর্শং ।
তদোপস্পর্শনাং তস্ত চকার প্রিয়মাপগা ॥ ৫২

কল্যাণদ্বারপতেন্তষ্টৈশ্চ সা নিয়গোত্তমা ।
চিণ্ডমাথ পরীতান্ জগামাথ বিনিস্করম্ ॥ ৫৩

নাধিগচ্ছাম্যহং নারীং যস্তামেবমিধঃ সূতঃ ।
জায়েত তস্মাদজ্যাহং ভবাম্যথ সহস্রশঃ ॥ ৫৪

অথ ভূত্বা কুমারী সা বিভ্রতী পরমং বপুঃ ।
জ্ঞাপয়ামাস রাজানং তামিয়েষ মহাব্রতঃ ॥ ৫৫

ভজমানের দুই পত্নী—সৃষ্টিয়া ও বাহুকা;
বাহুকা বাহুকগণকে প্রসব করেন। সৃষ্টিয়া ও
বাহুকা—ইহাঁরা দুই ভগিনী এবং ইহাঁদের
পিতা সৃষ্টিয়। ইহাঁরা ভজমান হইতে বহু
পুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে নিমি, কুমিল,
ও পরপুত্রজয় বৃক্ষি, এই পুত্রত্রয় সৃষ্টিয়-
কর্ত্তা বাহুকার গর্ভে ভজমান হইতে জন্ম-
গ্রহণ করে। বজ্রপ্রিয় রাজা দেবাবুধ
অপুত্রক ছিলেন বলিয়া ‘আমার সর্ব গুণো-
পেত পুত্র হউক’, এই আকাঙ্ক্ষায় পরম
তপ ও যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং সমস্তক-
পর্ণাশা-জল স্পর্শ করেন। তাঁহার স্পর্শ
মাত্রে ঐ আপগা তাঁহার প্রিয়াচরণ
করিলেন। তিনি নরপতির কল্যাণ-কাম-
নায ভাবিয়া নিশ্চয় করিলেন যে, আমি
এমন নারী দেখি না, যাহাতে ইহাঁর অম্ল-
রূপ পুত্র লাভ হইতে পারে? অতএব
আমিই ইহাঁর পত্নী হইব। এই প্রকার
নিশ্চয় করিয়া দিব্য কুমারীশরীর পরিগ্রহ-
পূর্বক রাজাকে গিয়া নিজ অভিপ্রায়
জানাইলে রাজা ঐ কুমারার বাসনা পূর্ণ

অথ সা নবমে মাসি স্মৃৎবে সরিতাং বরা ।
 পুত্রঃ সর্ষগুণোপেতঃ বক্রঃ দেবাবুধাশ্রুপাৎ ॥৫৬
 অল্পবংশে পুরাণজা গায়ন্তীতি পরিষ্কৃতম্ ।
 গুণান্ দেবাবুধস্তাপি কীৰ্ত্তয়ন্তো মহাশ্বনঃ ॥ ৫৭
 যথৈব শৃণুমো দূরাদপশ্যামস্তথাহিকান্ ।
 বক্রঃ শ্রেষ্ঠো মল্লয়াণাং দেবৈর্দেবাবুধঃ সমঃ ॥
 ষষ্টিশ্চ পূর্বপুরুষাঃ সহস্রাণি চ সপ্ততিঃ ।
 এতেহমৃতত্বং সম্প্রাপ্তা বভ্রোর্দেবাবুধাশ্রুপ ॥৫৮
 যজ্ঞা দানপতিবীরো ব্রহ্মণ্যশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ ।
 রূপবান্ সূমহাতেজাঃ ঋতবীৰ্য্যধরস্তথা ॥ ৬০
 অথ কঙ্কশ্চ হুহিতা স্মৃৎবে চতুরঃ স্মৃতান ।
 কুকুরঃ ভজমানঞ্চ শশিঃ কঙ্কলবর্হিষম্ ॥ ৬১
 কুকুরস্ত স্মৃতো বৃক্ষির্বৃক্ষেষু তনয়ো ধৃতিঃ ।
 কপোতরোমা তস্তাথ তৈত্তিরিস্তস্ত চান্নজঃ ॥৬২
 তস্তাসৌ তন্মুহঃ সর্পো বিদ্বান্ পুত্রো নলঃ কিল
 খ্যায়তে তস্ত নায়্য স নন্দনোদরহৃদুভিঃ ॥৬৩
 তস্মিন্ প্রবিততে যশ্চে অভিজাতঃ পুনর্কশুঃ

করিলেন। ৩৫—৫৫। অনন্তর কুমারী রাজা দেবা-
 বুধ হইতে গর্ভ ধারণ করিয়া নবম মাসে সর্ষ-
 গুণোপেত বক্র নামক এক পুত্র প্রসব
 করিলেন । পুরাণজগণ অল্পবংশ প্রস্তাবে
 মহাত্মা দেবাবুধের কীৰ্ত্তি ও গুণ গান করিয়া
 থাকেন । তাঁহারা বলেন, আমরা দেবাবুধ
 রাজার কীৰ্ত্তি সম্বন্ধে দূর হইতে যেমন
 শ্রবণ করি, নিকটে গিয়াও ঐরূপই দেখিতে
 পাই । দেবাবুধ-পুত্র বক্র মল্লয়া মধ্যে
 শ্রেষ্ঠ এবং দেবাবুধ দেবকল্প ছিলেন । দেবা-
 বুধ ও বক্র হইতে ষষ্টি ও সপ্ততি সহস্র পূর্ব
 পুরুষগণ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । বক্র
 বীর, দানশীল, ব্রহ্মণ্য, দৃঢ়ব্রত, রূপবান,
 মহাতেজা ও ঋত-বীৰ্য্য-সম্পন্ন ছিলেন ।
 অনন্তর কঙ্ক-হুহিতা চারি পুত্র প্রসব করেন ।
 তাঁহাদের নাম—কুকুর, ভজমান, শশি ও
 কঙ্কলবর্হিষ । কুকুরের তনয় বৃক্ষি ; তৎ-
 পুত্র ধৃতি ; তৎপুত্র কপোতরোমা ; তৎপুত্র—
 তৈত্তিরি ; তৎপুত্র—সর্প । ইহঁর পুত্র
 বিদ্বান্ নল । নলের পুত্র প্রখ্যাত দর-

অশ্বমেধঞ্চ পুত্রার্থম্। জহাং নরোত্তমঃ ॥ ৬৪
 তস্ত মধ্যেহাতরাজস্ত সভামধ্যাৎ সমুখিতঃ ।
 অতস্ত বিদ্বান্ কশ্মজ্জঃ যজ্ঞা দাতা পুনর্কশুঃ ॥
 তস্তাসৌ পুত্রমিথুনঃ বভূবাবিজিতং কিল ।
 অ'হকশ্চাহকৌ চৈব খ্যাতঃ মতিমতাং বর ॥৬৬
 ইমাংশ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকান্ প্রতি তমাহকম্ ॥
 সোপাসক্তান্নকর্ষণাণাং সধ্বজানাং বক্রধিনাম্ ॥ ৬৭
 রথানাং মেঘঘোষণাং সহস্রাণি দশৈব তু ।
 নাসত্যবাদী নাতেজা নায়জা নাসহস্রদঃ ॥ ৬৮
 নাশুচির্নাপ্যবিদ্বান্ হি যো ভোজেষভ্যাজায়ত ।
 আহকশ্চ ভূতিং প্রাপ্তা ইত্যেতদ্বৈ তদুচ্যতে ॥
 আহকশ্চাপ্যবজ্ঞীষু স্বসারঞ্চাহকীঃ দদৌ ।
 আহকাৎ কাশ্চহুহিতা যৌ পুত্রৌ সমন্বয়ত ॥৭০
 দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ দেবগর্ভসমাবুভৌ ।
 দেবকশ্চ স্মৃতা বীরা জজিরে ত্রিদশোপমাঃ ॥৭১
 দেববাহুপদেবশ্চ স্মদেবো দেবরক্ষিতঃ

হৃদুভি । তিনি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, তাহাতে
 পুনর্কশু জন্মগ্রহণ করেন ; পুনর্কশুর পিতা
 পুত্রার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অল্পষ্ঠান করেন । ঐ
 সজ্ঞ-সভা হইতে পুনর্কশু সমুখিত হন বলিয়া
 তিনি বিদ্বান্, কশ্মজ্জ, যজ্ঞা ও দাতা হন ।
 তাঁহার এক পুত্র ও কস্তা ; নাম—আহক ও
 আহকী ; ইহঁরা উভয়েই বিখ্যাত । পুত্র
 আহকের প্রতি বক্ষ্যমাণ শ্লোক-সকল বীৰ্ত্তিত
 হয় যে, তিনি ভোজবংশে জন্ম পরিগ্রহ
 করেন, তাঁহার উপাসক্ত ও অল্পকর্ষ সহ ধ্বজ ও
 বক্রধুক্ত মেঘনির্ঘোষী দশ সহস্র রথ বিদ্যা-
 মান । তিনি ভোজ মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন,
 কদাচ তিনি অসত্যবাদী, অতেজা, অযজ্ঞা,
 অসহস্রদায়ী, অশুচি ও অবিদ্বান্ নহেন ।
 আহকেরই বেতনপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এইরূপ
 কীৰ্ত্তন করিত । আহক নিজ স্বধা আহকাকে
 অবজ্ঞীরাজের হস্তে সম্প্রদান করেন ।
 আহক হইতে কাশ্চহুহিতা দুই পুত্র প্রসব
 করেন । তাহাদের নাম—দেবক ও উগ্র-
 সেন । ইহঁরা উভয়েই দেবগর্ভ তুল্য !
 দেবকের দেবোপম বহু বীর পুত্র জন্মগ্রহণ

তেবাং স্বসারঃ সপ্তাসন বসুদেবায তা দদৌ ॥
 দেবকী ঋতদেবী চ মিত্রদেবী যশোধরা ।
 ক্রীদেবী সত্যদেবী চ স্নাতাপী চেতি সপ্তমী ॥
 নবোৎসেনেন স্নাতাঃ কংসস্তেবাস্ত পূরিজঃ ।
 স্তগ্ৰোধে স্নানামা চ কক্কঃ শঙ্কুচ ভূধসঃ ॥ ৭৪
 অজতু রাষ্ট্রপালশ্চ যুদ্ধমুষ্টিঃ স্নুমুষ্টিদঃ ।
 তেবাং স্বসারঃ পঞ্চাসন কংসা কংসবতী তথা ॥
 স্নতকু রাষ্ট্রপালী চ কক্কা চেতি বরাঙ্গনাঃ ।
 উগ্রসেনেঃ সহাপত্যো ব্যাখ্যাতঃ কুকুরোত্তবঃ ॥
 ভজমানস্ত পুত্রোহথ রথিমুখ্যো বিদূরথঃ ।
 রাজাধিদেবঃ শূরশ্চ বিদূরথস্নতোহভবৎ ॥ ৭৭
 রাজাধিদেবস্ত স্নতো জজ্ঞাতে দেবসম্মিতৌ
 নিয়মত্রতপ্রধানৌ শোণাখঃ শ্বেতবাহনঃ ॥ ৭৮
 শোণাখস্ত স্নাতাঃ পঞ্চ শূরা রণবিশারদাঃ ।
 শমী চ দেবশর্মা চ নিকুন্তঃ শক্রশক্রজিৎ ॥ ৭৯
 শমিপুত্রঃ প্রতিক্রজঃ প্রতিক্রজস্ত চান্বজঃ ।

করে । ঐ পুত্রগণের নাম—দেববান, উপদেব,
 স্নুদেব ও দেব-রক্ষিত ! ইহাদের সাত
 ভগিনী । সপ্ত ভগিনীই বসুদেবের করে
 সমর্পিত হয় । ইহাদের নাম—দেবকী, ঋত-
 দেবী, মিত্রদেবী, যশোধরা, ক্রীদেবী, সত্য-
 দেবী ও স্নাতাপী । উগ্রসেনের নয় পুত্র ।
 তন্মধ্যে কংসই সকলের জ্যেষ্ঠ । অপর
 আট সন্তানের নাম—স্তগ্ৰোধ, স্নানামা, কক্ক,
 শঙ্কু, অজতু, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও স্নুমুষ্টিদ ।
 ইহাদের পাঁচ ভগিনী ; নাম—কংসা, কংস-
 বতী, স্নতকু, রাষ্ট্রপালী ও কক্ক । ইহারা
 সকলেই বরাঙ্গনা । উগ্রসেন পুত্রগণসহ
 কুকুরোত্তব বলিয়া বিখ্যাত । ভজমানের
 পুত্র রথিষ্ঠে বিদূরথ । শূর রাজাধিদেব
 বিদূরথের পুত্র । রাজাধিদেবের দুই পুত্র ;
 নাম—শোণাখ ও শ্বেতবাহন । ইহারা
 নিয়ম ত্রতচারী ও দেবোপম ছিলেন ।
 শোণাখের পাঁচ পুত্র ; নাম—শমী, দেব-
 শর্মা, শক্র, শক্রজিৎ, নিকুন্ত, শমিপুত্র ও
 প্রতিক্রজ । ইহারা সকলেই রণবিশারদ ।

প্রতিক্রজঃ স্নতো ভোজো হৃদীকস্তস্ত চান্বজঃ
 হৃদীকস্তাতবন পুত্রা দশ ভীমপরাক্রমাঃ ।
 কৃতবর্মাগ্রজস্তেবাং শতধবা চ মধ্যমঃ ॥ ৮১
 দেবাহৈশ্চ নাতশ্চ ভীষণশ্চ মহাবলঃ ।
 অজাতো বনজাতশ্চকনীয়ক-করন্তকৌ ॥ ৮২
 দেবাহৈস্ত স্নতো বিদ্বান্ জজ্ঞে কঞ্চলবর্হিষঃ ।
 অসমঞ্জাঃ স্নতস্তস্ত তমোজাস্তস্ত চান্বজঃ ॥ ৮৩
 অজাতপুত্রা বিক্রান্তাস্ত্রয়ঃ পরমকীর্তনঃ ।
 স্নদংষ্ট্রশ্চ স্ননাভশ্চ কৃষ্ণ ইত্যঙ্ককা মতাঃ ॥ ৮৪
 অঙ্ককানামিমং বংশং যঃ কীর্তয়তি নিত্যশঃ ।
 আত্মনো বিপুলং বংশং প্রজাবানাপুতে নরঃ ॥

ইতি ক্রীমাংশে মহাপুরাণে সোমবংশে
 চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রতিক্রজের পুত্র ভোজ প্রতিক্রজ ; তৎপুত্র
 হৃদিক । হৃদিকের দশ পুত্র ; সকলেই
 ভীম-পরাক্রম । উহাদের জ্যেষ্ঠের নাম—
 কৃতবর্মা ; মধ্যম—শতধবা । অপর আট
 জনের নাম—দেবাহৈ, নাত, ভীষণ, মহাবল,
 অজাত, বনজাত, কনীয়ক ও করন্তক ।
 দেবাহৈর পুত্র—বিদ্বান্ কঞ্চলবর্হিষ । তৎপুত্র
 অসমঞ্জা ; তৎপুত্র তমোজা । অপর ভ্রাতৃ-
 ত্রয় অপুত্রক ছিলেন ; উহাদের নাম—
 স্নদংষ্ট্র, স্ননাভ ও কৃষ্ণ । ইহারা বিক্রান্ত
 ও মহাযশা ছিলেন । ইহারা সকলেই
 অঙ্কবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত । যে ব্যক্তি
 নিত্য অঙ্ককদিগের বংশকীর্তন করে, সে
 বহু প্রজা উৎপাদনপূর্বক বিপুল বংশ
 প্রাপ্ত হয় । ৫৬—৮৫ ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচহারিংশোহধ্যায়ঃ ।

নৃত উবাচ ।

গাঙ্কারী চৈব মাদ্রী চ বৃক্ষিভাৰ্য্যে বভূবতুঃ ।
গাঙ্কারী জনয়ামাস স্নুমিত্রঃ মিত্রনন্দনম্ ॥ ১
মাদ্রী যুধাজিতঃ পুত্রঃ ততো বৈ দেবমীচ বম্ ।
অনমিত্রঃ শিবিকৈব পঞ্চমঃ কৃতলক্ষণম্ ॥ ২
অনমিত্রসুতো নিম্নো নিম্নস্তাপি তু হৌ সুতো
প্রসেনশ্চ মহাবীৰ্য্যঃ শক্তিসেনশ্চ তাবুভৌ ॥ ৩
শ্রমস্তুকঃ প্রসেনশ্চ মণিরত্নমন্তমম্ ।
পৃথিব্যাং সৰ্ব্বরত্নানাং রাজা বৈ সোহভবমণিঃ
হৃদি কৃতা তু বহশো মণিঃ তথভিযাচিতঃ ।
গোবিন্দোহপি ন তং লেভে শক্তোহপি ন
জহার সঃ ॥ ৫
কদাচিৎ যুগ্মাং যাতঃ প্রসেনস্তেন ভূষ
যথাশব্দং স শুশ্রাব বিলে যত্নেন পুরিতে ॥ ৬
ততঃ প্রবিষ্ট স বিলং প্রসেনো ঋক্ষমৈক্ষত ।

পঞ্চচহারিংশ অধ্যায় ।

নৃত বলিলেন,—গাঙ্কারী ও মাদ্রী, ইহারা
হুই জন বৃক্ষির ভাৰ্য্যা । গাঙ্কারী স্নুমিত্র ও
মিত্রনন্দন নামে হুই পুত্র প্রসব করেন ।
মাদ্রী—যুধাজিৎ, দেবমীচ, অনমিত্র, শিবি,
ও কৃতলক্ষণ, এই পঞ্চ পুত্র প্রসব করেন ।
অনমিত্রের পুত্র নিম্ন ; তৎপুত্র—মহাবীৰ্য্য
প্রসেন ও শক্তিসেন । শ্রমস্তুক নামক
প্রসেনের এক অমুস্তম মণিরত্ন ছিল । ঐ
মণি, মণি-জগতের রাজা ছিল । প্রসেন
ঐ মণি হৃদয়ে ধারণ করিতেন । গোবিন্দ
বহবার তাঁহার নিকট ঐ মণি প্রার্থনা করি-
য়াও পান নাই ; পরন্তু ক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি
তাঁহা হরণ করিবার চেষ্টাও করেন নাই ।
কদাচিৎ প্রসেন ঐ মণিভূষিত হইয়া যুগ্মা
যাত্রা করেন, যুগ্মায় গমনপূৰ্ব্বক তিনি কোন
এক হিংস্র জন্তু-পূরিত গৰ্ভ মধ্যে হিংস্র জন্তুর
শব্দ শ্রবণ করেন । অনন্তর ঐ বিলে তিনি
প্রবেশ করিয়া এক তল্লুককে অবলোকন

ঋক্ষঃ প্রসেনঞ্চ তথা ঋক্ষকৈব প্রসেনজিৎ ॥ ৭
হত্বা ঋক্ষঃ প্রসেনস্ত ততস্তঃ মণিমাদদাৎ ।
অদৃষ্টস্ত হতস্তেন অন্তবিলগতস্তদা ॥ ৮
প্রসেনস্ত হতঃ জাহা গোবিন্দঃ পরিশক্তিভঃ ।
গোবিন্দেন হতো ব্যক্তঃ প্রসেনো মণিকারণাৎ
প্রসেনস্ত গতৌহরণ্যঃ মণিরত্নেন ভূষিতঃ
তং দৃষ্ট্বা স হতস্তেন গোবিন্দঃ প্রত্যাচাচ হ ।
হসি চৈনং ছরাচারং শব্দভূতং হি বৃক্ষিযু ॥ ১০
অথ দৌৰ্যেণ কালেন যুগ্মাং নির্গতঃ পুনঃ ।
যদৃচ্ছয়া চ গোবিন্দো বিলস্তাভ্যাসমাগমৎ ॥ ১১
তং দৃষ্ট্বা তু মহাশব্দং স চক্রে ঋক্ষরাডুবলী ।
শব্দং শ্রুত্বা তু গোবিন্দঃ খড়্গাপাণিঃ প্রবিষ্ট সঃ
অপশুজ্জাহবন্তঃ তমৃক্ষরাজং মহাবলম্ ॥ ১২
ততস্তূর্ণং হবীকেশস্তমৃক্ষপতিমঞ্জসা ।
জাহবন্তং স জগ্রাহ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ১৩

করেন । দর্শনমাত্রে ঐ ঋক্ষ তাঁহাকে
আক্রমণ করে, এবং তিনিও ঋক্ষকে আক্র-
মণ করেন । কিন্তু প্রসেন ঋক্ষহস্তে নিহত
হইলেন । তাঁহার বক্ষস্থিত শ্রমস্তুক মণি ঋক্ষ
গ্রহণ করিল । প্রসেন অগোচরে নিহত হও-
য়ায় সকলে গোবিন্দকেই হত্যাকারী বলিয়া
সন্দেহ করিল এবং প্রকাশ্যেই বলিতে লাগিল
যে, গোবিন্দ প্রসেন-সন্নিধানে বহবার মণি
প্রার্থনা করিয়া মণি প্রাপ্ত হন নাই ; মণি-
লালসায় তিনিই যুগ্মাগত প্রসেনকে নিহত
করিয়া মণি গ্রহণ করিয়াছেন । এরূপ মিথ্যা
রটনায় ভূষিত হইয়া গোবিন্দ বলিলেন,—
আমি এই মণিচোর বৃক্ষিশব্দ ছরাচারকে
নিশ্চয় নিহত করিব । ১—১০ । অনন্তর
দৌৰ্যকাল গত হইলে একদা গোবিন্দ
যুগ্মা ব্যপদেশে যদৃচ্ছাক্রমে সেই বিল-
সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । ঋক্ষরাজ
তাঁহাকে অবলোকন করিয়া বিকট শব্দ
করিতে লাগিল । তখন গোবিন্দ খড়্গহস্তে
বিলপ্রবেশপূৰ্ব্বক মহাবল ঋক্ষরাজ জাহ-
বান্কে দর্শন করিলেন এবং অবিলম্বে রোষ-
কষায়িত-লোচনে তাঁহাকে আক্রমণ করি-

তুষ্টিবৈনং তদা ঋক্ষঃ কৰ্ম্মভিৰ্বেষ্ণবৈঃ প্রভুম্ ।
ততঃ স্তম্ভং ভগবান্ বরেনৈনমরোচয়ৎ ॥ ১৪
জাহ্নবান্ববাচ ।

ইচ্ছে চক্রপ্রহারেণ হস্তোহুতঃ মরণং প্রভো ।
কন্তা চেয়ং মম শুভা ভর্তার! আমবাগ্নুয়াৎ ।
যোহয়ং মণিঃ প্রসেনস্ত হস্তা প্রাপ্তো ময়া প্রভো
ততঃ স জাহ্নবস্তং তং হস্তা চক্রেণ বৈ প্রভুঃ ।
কৃতকৰ্ম্মা মহাবাহুঃ সকন্তং মণিমাহরৎ ॥ ১৬
দপৌ সত্রাজিভায়ৈনং সৰ্বসাম্বতসংসদি ।
তেন মিথ্যাপবাদেন সন্তপ্তোহয়ং জনার্দনঃ ॥ ১৭
ততস্তে যাদবাঃ সৰ্বে বাসুদেবমথাক্রবন্
অস্মাকন্ত মতির্হ্যাসীৎ প্রসেনস্ত হস্তা হতঃ ॥ ১৮
কৈকেয়স্ত স্তুতা ভাৰ্য্যা দশ সত্রাজিতঃ শুভাঃ ।
তানুৎপন্নঃ স্তুতান্তস্ত শতমেকন্ত বিক্রতাঃ ।
খ্যাতিমন্তো মহাবীৰ্য্যা ভঙ্গকারস্ত পূৰ্ব্বজঃ ॥ ১৯

লেন। তখন ঋক্ষরাজ বৈষ্ণবোচিত কৰ্ম্ম
দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। তিনিও
তুষ্ট হইয়া তাহাকে বরগ্রহণে প্ররোচিত
করিলেন। জাহ্নবান্ বলিল,—হে প্রভো!
আমি আপনার চক্রপ্রহারে প্রাণ পরিত্যাগ
করিতে ইচ্ছা করি। আর এই আমার
শুভা কন্তা আপনাকে ভর্তারূপে প্রাপ্ত
হউক। যুদ্ধ জয় করিয়া প্রসেন হইতে যে
মণি আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও আপনি
গ্রহণ করুন। অনন্তর মহাবাহু প্রভু গোবিন্দ
চক্রপ্রহারে জাহ্নবান্কে নিহত করিয়া যুগপৎ
কন্তারত্ন ও মণিরত্ন গ্রহণ করিলেন। পরে
ঐ মণিরত্ন সাব্বত-সভায় সত্রাজিতকে প্রদান
করেন। জনার্দন পুরোক্ত মিথ্যাপবাদে
নিভান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে
ষাদবগণ বাসুদেবকে বলিলেন,—আমাদের
মনে হইয়াছিল যে, তুমিই প্রসেনকে নিহত
করিয়াছ। যাহা হউক এখন তথ্য প্রকাশ
পাইল। কৈকেয়ের দশ কন্তা; তাঁহার।
সকলেই সত্রাজিতের ভাৰ্য্যা। ঐ দশ
ভাৰ্য্যার গর্ভে সত্রাজিতের একশত একটী
পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তাহার।

অথ ব্রতবতী তস্মাদ্ভঙ্গকারাং তু পূৰ্ব্বজাং
সুযুবে সুকুমারীস্ত তিস্রঃ কমললোচনাঃ ॥ ২০
সত্যভামা বরা স্ত্রীণাং ত্রিভিনী চ দৃঢ়ব্রতা ।
তথা পদ্মাবতী চৈব তাস্চ কৃকায় সৌহৃদদাং ॥
অনমিত্রাচ্ছিনির্জজ্ঞে কনিষ্ঠাদ্রুক্ষিনন্দনাং ।
সত্যকন্তস্ত পুত্রস্ত সাত্যকিস্তস্ত চান্বজঃ ॥ ২২
সত্যবান্ যুযুধানস্ত শিনের্নপ্তা প্রতাপবান্ ।
অসঙ্গো যুযুধানস্ত দ্ব্যস্তিস্তস্তাঙ্ঘ্রজোহভবৎ ॥ ২৩
দ্ব্যস্তির্যুগন্ধরঃ পুত্র ইতি নৈষ্ঠাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
অনমিত্রাঘ্রয়ো হ্ষেঘ ব্যাখ্যাতো বৃক্ষিবংশজঃ ॥
অনমিত্রস্ত সঙ্ঘজ্ঞে পৃথ্ব্যা বীরো যুধাজিতঃ ।
অন্তো তু তনয়ো বীরো বৃষভঃ ক্ষত্র এব চ ॥
বৃষভঃ কাশিরাজস্ত স্তুতা ভাৰ্য্যামবিন্দত ।
জয়ন্তস্ত জয়ন্ত্যাস্ত পুত্রঃ সমভবচ্ছতঃ ॥ ২৬
সদাঘজ্ঞোহতিবীরশ্চ ক্ষতবানতিথিপ্রিয়ঃ ।

কীর্তিমন্ত ও মহাবল। সত্রাজিতের ঐ সকল
পুত্রগণের মধ্যে ভঙ্গকার জ্যেষ্ঠ। ঐ ভঙ্গকার
হইতে তৎপত্নী ব্রতবতী তিনটী পরমা-
সুন্দরী কমললোচনা কন্তা প্রসব করেন।
১১—২১। ঐ কন্তাগণের মধ্যে সত্যভামা
একজন; ইনি নারীকুলের চূড়ামণি। অপর
দুই কন্তা ত্রিভিনী ও পদ্মাবতী, এই তিন
কন্তা শ্রীকৃষ্ণকরে সমর্পিত হয়। কনিষ্ঠ বৃক্ষি-
নন্দন অনমিত্র হইতে শিনি জন্মগ্রহণ
করেন। শনির পুত্র—সত্যক; তৎপুত্র—
সাত্যকি। সত্যবান্ ও যুযুধান ইহঁরা
উভয়ে শিনির নপ্তা। যুযুধানের পুত্র—
অসঙ্গ; তৎপুত্র দ্ব্যস্তি, তৎপুত্র যুগন্ধর। ইহা-
রাই শিনির বংশধর বলিয়া কীর্তিত। বৃক্ষি-
বংশজাত অনমিত্রের এই বিখ্যাত বংশের
বিবরণ কথিত হইল। পৃথ্বী নাম্নী পত্নীতে
অনমিত্রের যুধাজিৎ নামক এক বীর পুত্র
জন্মগ্রহণ করে। অনমিত্রের আরও দুই
পুত্র হয়; তাহাদের নাম বৃষভ ও
ক্ষত্র। বৃষভ কাশিরাজ-হৃদিতার পাণি গ্রহণ
করেন। জয়ন্ত জয়ন্তীর গর্ভে উৎপন্ন
হন। জয়ন্ত হইতে যজ্ঞানুষ্ঠানী, বীর

অক্রুরঃ সুষুবে তস্মাৎ সদায়জ্ঞোহতিদক্ষিণঃ
রত্না কস্তা চ শৈব্যাস্ত অক্রুরস্তামবাণুবান্ ।
পুত্রোহুৎপাদয়ামাস একাদশ মহাবলান্ ॥ ২৮
উপলভ্তঃ সদা লভ্তো বৃকলো বীৰ্য্য এব চ
সবীতরঃ সদাপক্ষঃ শক্রয়ো বারিমেজয়ঃ ॥ ২৯
ধৰ্ম্মভূক্ৰম্ববর্ষাণো ধুষ্টমানস্তথৈব চ ।
সর্কৈ চ প্রতিহোতারো রত্নায়াং জজ্ঞিরে চ তে
অক্রুরাঃ সেনায়াং সূতো হৌ কুলবর্জানৌ ।
দেববান্ উপদেবশ্চ জজ্ঞাতে দেবসম্নিতৌ ॥ ৩১
অশ্বিনাঞ্চ ততঃ পুত্রাঃ পৃথুর্বিপৃথুরেব চ ।
অশ্বখামা সূবাহুশ্চ স্পার্ষক-গবেষণৌ ॥ ৩২
বুষ্টিনেমিঃ সূধর্ম্মা চ তথা শর্যাতিরেব চ ।
অভূমির্বর্জভূমিচ অমিঠঃ শ্রবণস্তথা ॥ ৩৩
ইমাং মিথ্যাভিশাস্তিং যো বেদ কৃষাদপোহিতাম্
ন স মিথ্যাভিশাপেন অভিশাপোহথ কেন-
চিৎ ॥ ৩৪

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে সোমবংশে
পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

হ্রিদিদক্ষিণ, ঋতবান্ অতিথিপ্রিয় অক্রুর
জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শৈব্য-কস্তা
রত্নার পানিপীড়ন করিয়া তদীয় গর্ভে মহাবল
একাদশ পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ পুত্র-
গণের নাম—উপলভ্ত, সদালভ্ত, বৃকল, বীৰ্য্য,
সবীতর, সদাপক্ষ, শক্রয়, বারিমেজয়, ধর্ম্মবীৎ,
ধর্ম্মবর্ষা ও ধুষ্টমান্। ইহারা সকলেই রত্নার
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অক্রুর
হইতে উগ্রসেনার গর্ভে দুই সন্তান
জন্মে। উহাদের নাম—দেববান্ ও উপদেব।
ইহারা দেবসম্নিত ছিলেন। অক্রুর হইতে
অশ্বিনীর গর্ভে কতিপয় সন্তান জন্মগ্রহণ
করে। ঐ সন্তানগণের নাম—পৃথু, বিপৃথু,
অশ্বখামা, সূবাহু, স্পার্ষক, গবেষণ, বুষ্টি-
নেমি, সূধর্ম্মা, শর্যাতি, অভূমি, বর্জভূমি,
অমিঠ ও শ্রবণ। এই প্রবন্ধবর্ণিত ত্রীকণ্ডের
প্রসেন-বধরূপ মিথ্যা অপবাদ যে ব্যক্তি

ষট্‌চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ঐক্ষাকী সুষুবে শূরং খ্যাতমদ্রুতমীঢ়বৃষ ।
পৌকষাজ্জজ্ঞিরে শূরান্তোজায়াং পুল্লকা দশ ॥ ১
বসুদেবো মহাবাহুঃ পূর্ষমানকহনুভিঃ ।
দেবমার্গস্ততো জজ্ঞে ততো দেবশ্রবাঃ পুনঃ ॥ ২
অনাধুষ্টিঃ শিনিস্টৈব নন্দষ্টৈব সম্ভ্রজয়ঃ ॥
জ্ঞাবঃ শমৌকঃ সংযুপঃ পঞ্চ চান্ত বরাজনাঃ ॥ ৩
ঋতকৌর্তিঃ পৃথা চৈব ঋতাদেবী ঋতশ্রবাঃ ।
রাজাধিদেবী চ তথা পঞ্চতা বীরমাতরঃ ॥ ৪
কৃতস্ত তু ঋতাদেবী সূগ্রীবং সুষুবে সূতম্ ।
কৈকয়াঃ ঋতকৌর্তিয়ান্ত জজ্ঞে সোহমুভ্রতো নৃপঃ
ঋতশ্রবসি চৈতস্ত সুনীথঃ সমপদ্যত ।
বহুশো ধর্ম্মচারী স সম্ভবান্নির্মদনঃ ॥ ৬
অথ সখ্যেন বৃদ্ধেহসৌ কৃষ্টিভোজে সূতাং
দদৌ ।

অবগত হন, তিনি কদাপি মিথ্যাপবাদে
পতিত হন না। ২২—৩৪ ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

সূত বলিলেন,—ঐক্ষাকী বিখ্যাত শূর
ঐচূষ নামক এক পুত্র প্রসব করেন। শূর
পৌকষ হইতে ভোজার গর্ভে দশ পুত্র
উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম মহাবাহু বসু-
দেব, [আনকহনুভি,] দেবমার্গ, দেবশ্রবা,
অনাধুষ্টি, শিনি, নন্দ, সম্ভ্রজয়, জ্ঞাব, শমৌক ও
সংযুপ। ইহাদের পাঁচ ভগিনী; নাম—
ঋতকৌর্তি, পৃথা, ঋতাদেবী, ঋতশ্রবা ও রাজা-
ধিদেবী। ইহারা সকলেই বীরজননী।
ঋতাদেবী কৃতের ঔরসে সূগ্রীব নামক পুত্র
প্রসব করেন। কৈকয়ী ঋতকৌর্তির গর্ভে
অমুভ্রত নৃপ জন্ম গ্রহণ করেন। চৈদ্য
হইতে ঋতশ্রবার গর্ভে সুনীথ উৎপন্ন হন।
ঐ ধর্ম্মচারী সুনীথ রাজা বহুবীর অর্য্যাত
দমন করেন। অনন্তর সৌধ্য বশতঃ তিনি

এবং কৃত্তা সমাখ্যাতা বসুদেবস্বসা পৃথা ॥ ৭
 বসুদেবেন সা দত্তা পাণ্ডোৰ্ভাৰ্যা হনিদিতা ।
 পাণ্ডোরর্ধেন সা জজ্ঞে দেবপুত্রান্ মহারথান ॥ ৮
 বর্ষাদ্যুধিষ্ঠিরো যজ্ঞে বায়োৰ্জজ্ঞে বৃকোদরঃ ।
 ইন্দ্রাঙ্কনজয়শ্চৈব শক্রতুলাপরাক্রমঃ ॥ ৯
 মাজ্জবত্যাং জনিতাবশিষ্ঠ্যামিতি শুক্রমঃ ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ রূপশীলশ্চৈবতো ॥ ১০
 রোহিণী পৌরবী সা তু খ্যাতমানকহৃদুভেঃ ।
 লেভে জ্যেষ্ঠঃ সূতং রামং সারণঞ্চ সূতং প্রিয়ম্
 হর্দমং দমনং সূক্রং পিণ্ডারক-মহাহনু ।
 চিত্রাক্ষো হে কুমার্যো তু রোহিণ্যাং জজ্ঞিরে
 তদা ॥ ১২
 দেবক্যাং জজ্ঞিরে শৌরেঃ সুষেণঃ কীৰ্ত্তিমানপি
 উদাসী ভদ্রসেনশ্চ ঋষিবাসন্তথৈব চ ।
 ষষ্ঠো ভদ্রবিদেহশ্চ কংসঃ সর্বানঘাতয়ৎ ॥ ১৩
 প্রথমা যা অমাবান্তা বার্ষিকী তু ভবিষ্যতি ।
 তস্তাং জজ্ঞে মহাবাহুঃ পূর্বে কৃষ্ণঃ প্রজাপতি

বৃদ্ধ কৃন্তিতোজের হস্তে কৃত্তা সম্প্রদান করেন। এইরূপে বসুদেব-স্বসা পৃথা কৃত্তা নামে সমাখ্যাতা হন। ঐ অনিন্দিতা কৃত্তা বসুদেব কর্তৃক প্রদত্তা হইয়া পাণ্ডুর ভাৰ্যা হয়েন। তিনি পাণ্ডুর নিমিত্ত মনোভিমত তিনটি দেবপুত্র প্রসব করেন। তাঁহার গর্ভে ঋষ্ম হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে বৃকোদর, ও ইন্দ্র হইতে ধনঞ্জয় উৎপন্ন হন। ধনঞ্জয় শক্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। অনিয়াছি,—অশ্বিষ্ম হইতে মাজ্জবতীর গর্ভে রূপ-গুণশালী নকুল ও সহদেব জন্ম গ্রহণ করেন। ১১—১০। আনকহৃদুভি হইতে পুরুবংশ-সমুত্তা রোহিণী,—রাম, সারণ, হর্দম, দমন, সূক্র, পিণ্ডারক ও মহাহনু—এই পুত্র করেকটি এবং দুইটি সুলোচনা কৃত্তা প্রসব করেন। দেবকীর গর্ভে শৌরি, কীৰ্ত্তিমান, সুষেণ, উদাসী, ভদ্রসেন, ঋষিবাস ও ভদ্রবিদেহ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাদের সকলকেই কংস বিনাশ করে। বার্ষিকী প্রথমা অমাবস্তা তিথিতে মহাবাহু প্রজা-

অমুজা ব্রভবৎ কৃষ্ণাং সুভদ্রা ভদ্রভাষিণী ।
 দেবক্যাং মহাতেজা জজ্ঞে শুরী মহাযশাঃ ॥ ১৫
 সহদেবশ্চ তাম্রায়াং যজ্ঞে শৌরিকুলোদহঃ ।
 উপাসঙ্গধরং লেভে তনয়ং দেবরক্ষিতা ।
 একাং কৃত্তাঞ্চ সুভগাং কংসস্তামভ্যঘাতয়ৎ ॥ ১৬
 বিজয়ং রোচমানঞ্চ বর্দ্ধমানশ্চ দেবলম্ ।
 এতে সর্বে মহাত্মানো হৃদদেব্যাং প্রজজ্ঞিরে
 অবগাহো মহাত্মা চ বৃকদেব্যাম গায়ত ।
 বৃকদেব্যাং স্বয়ং জজ্ঞে নন্দকো নাম নামতঃ ॥
 সপ্তমং দেবকী পুত্রং মদনং সুষুবে নৃপ ।
 গবেষণং মহাভাগং সংগ্রামেষপরাজিতম্ ॥ ১৭
 শ্রদ্ধাদেব্যা বিহারে তু বনে হি বিচরন্ পুরা ।
 বৈজ্ঞান্যমদধাচ্ছেরিঃ পুত্রং কৌশিকমগ্রজম্ ॥
 সূতন্ রথরাজী চ শৌরেয়াস্তাং পরিগ্রহৌ ।
 পুণ্ড্রশ্চ কপিলশ্চৈব বসুদেবায়াজৌ বলৌ ॥ ২১

পতি শ্রীকৃষ্ণ জন্ম পরিগ্রহ করেন। ভদ্র-ভাষিণী সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণে অমুজা। মহাতেজা ও মহাযশা শুরী দেবকীর গর্ভে উৎপন্ন হন। শৌরি-কুলোদহ সহদেব তাম্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। দেব-রক্ষিতা, উপাসঙ্গধর নামক এক পুত্র ও একটি কৃত্তা লাভ করেন। কৃত্তাটিকে কংস বিনাশ করে। বিজয়, রোচমান, ও দেবল ইহারা সকলে অপদেবীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন। মহাত্মা অবগাহ বৃকদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। বৃকদেবী নন্দক নামক আর এক পুত্র প্রসব করেন। হে নৃপ! দেবকীর সপ্তম পুত্রের নাম মদন। গবেষণ নামে তাঁহার আর একটি মহাভাগ পুত্র উৎপন্ন হয়; ঐ পুত্রটি সময়ে অপরাজিত ছিল। পূর্বে শৌরি শ্রদ্ধাদেবী সমভিব্যাহারে অরণ্য মধ্যে বিহার প্রসঙ্গে বিচরণকালে বৈজ্ঞান্য গর্ভে কৌশিক নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। শৌরির সূতনু ও রথরাজী নামী আরও দুই পুত্রী ছিলেন। পুণ্ড্র ও কপিল, ইহারা উভয়ে

জয়া নাম নিষাদোহভূৎ প্রথমঃ স ধনুর্ধরঃ ।
 সৌভদ্রশ্চ ভবশ্চৈব মহাসম্রাট বভূবভুঃ ॥ ২২
 দেবভাগশ্চ তস্মৈচাপি নামাসাবরুদ্রকঃ স্মৃতঃ
 পণ্ডিতঃ প্রথমঃ প্রাহুর্দেবশ্রবসমুদ্রবম্ * ॥ ২৩
 ঐক্ষাক্যলভতাপত্যমনাধুষ্ঠৈর্ষশশ্বিনৌ ।
 নির্দুতসং শক্রয়ঃ শ্রাদ্ধস্তস্মাদজায়ত ॥ ২৪
 কল্পবায়ানপত্যায় কৃষ্ণস্তুষ্টঃ স্মৃতঃ দদৌ
 সূচস্ত্রস্ত মহাভাগঃ বীর্ঘ্যবস্তং মহাবলম্ ॥ ২৫
 জাহবত্যাঃ স্মৃতাবেতৌ ধৌ চ সংকৃতলক্ষণৌ
 চাক্রদেফশ্চ সাধুশ্চ বীর্ঘ্যবস্তৌ মহাবলৌ ॥ ২৬
 তন্ত্ৰিপালশ্চ তন্ত্ৰিশ্চ নন্দনশ্চ স্মৃতাবুভৌ ।
 শমীকপুত্রাশ্চ দ্বারো বিক্রান্তাঃ স্মৃমহাবলাঃ ।
 বিরাজশ্চ ধনুশ্চৈব শ্রামশ্চ স্নগ্নয়স্তথা ॥ ২৭
 অনপত্যোহন্তবচ্ছামঃ শমীকশ্চ বনঃ যমৌ ।
 কুণ্ডপমানৌ ভোজ্যতঃ রাজষিষ্মবাপ্তবান্ ॥ ২৮
 কৃষ্ণশ্চ জয়াভ্যুদয়ঃ যঃ কীর্তয়তি নিত্যশঃ ।
 শৃণোতি মানবো নিত্যং সর্বপাপৈঃ মুচ্যতে ।
 ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে বৃষ্ণিবংশায়ুর্কীর্তন-
 নাম ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

বসুদেবায়াজ। ইহাদের জ্যেষ্ঠ জয়া
 নামে এক ধনুর্ধর নিষাদ হইয়াছিলেন।
 সৌভদ্র ও ভব—ইহারা দুইজন মহাসম্রাট
 ছিলেন। দেবভাগের পুত্রের নাম উদ্রব।
 দেবশ্রবের প্রথম পুত্র পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ
 ছিলেন। যশশ্বিনী ঐক্ষাকী অনাধুষ্ঠি হইতে
 নির্দুতসং শক্রয়কে পুত্ররূপে লাভ করেন।
 শক্রয় হইতে শ্রাদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন।
 ঐক্ষক্য সন্তুষ্ট হইয়া অনপত্য করষকে
 সূচস্ত্র নামে এক মহাভাগ মহাবল পুত্র
 প্রদান করেন। মহাবল চাক্রদেফ ও সাধু
 জাহবতীর পুত্র। তন্ত্ৰিপাল ও তন্ত্ৰি নন্দনের
 পুত্র। শমীকের মহাবল সম্পন্ন চারি পুত্র;
 নাম—বিরাজ, ধনু, শ্রাম, ও স্নগ্নয়। তন্মধ্যে
 শ্রাম অনপত্য। শমীক রাজষি হইয়া ভোজ-
 বংশের গ্লানি করিয়া বন গমন করেন। যে
 যে মানব এই ঐক্ষকের জয়াভ্যুদয়-বৃত্তান্ত

দেবশ্রবসমুদ্রমমিতি পাঠান্তরম্ ।

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

অথ দেবো মহাদেবঃ পূর্ষঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ ।
 বিহারার্থং স দেবেশো মানুষেষিৎ জায়তে ॥ ১
 দেবক্যাং বসুদেবশ্চ তপসা পুরুষেক্ষণঃ ।
 চতুর্দ্বীহস্তদা জাতো দিব্যরূপো জলন শ্রিয়া ॥ ২
 শ্রীবৎসলক্ষণঃ দেবঃ দৃষ্টা দিব্যোশ্চ লক্ষণৈঃ ।
 উবাচ বসুদেবস্তং রূপং সংহর বৈ প্রভো ॥ ৩
 ভীতোহং দেব কংসশ্চ ততশ্চেতদব্রবীমি তে
 মম পুত্রা হতাস্তেন জ্যেষ্ঠাস্তে ভীর্মান্বক্রমাঃ ॥ ৪
 বসুদেবচঃ শ্রদ্ধা রূপং সংহরতেহচ্যুতঃ ।
 অল্পজ্ঞাপ্য ততঃ শৌরিং নন্দগোপগৃহেহনয়ৎ ॥
 তন্মৈনং নন্দগোপশ্চ রক্ষ্যতামিতি চাত্রবীৎ ।

নিত্য শ্রবণ করে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্তি
 লাভ করিয়া থাকে । ১১—২২ ।
 ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৬ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ।

স্মৃত কহিলেন,—পূর্বকালে দেবাধিপ
 মহাদেব প্রজানাথ ঐক্ষক্য লীলাবিহারার্থ
 এই মানুষ-লোকে জন্মগ্রহণ করেন। বসু-
 দেবের তপোবলে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীসমুজ্জল
 দিব্য রূপ ধারণপূর্বক দেবকীর গর্ভে চতু-
 র্দ্বীহ হইয়া প্রাহুর্ভূত হন। সেই শ্রীবৎস-
 চিহ্নিত ও দিব্য লক্ষণে লক্ষিত দেব-
 দেবকে প্রাহুর্ভূত দেখিয়া বসুদেব বলি-
 লেন,—প্রভো! আপনার এই অপূর্ণ রূপ
 সংহৃত করুন। হে দেব! আমি কংস হইতে
 ভীত; তাই তোমায় এই কথা কহিতেছি।
 তোমার প্রাহুর্ভাবের পূর্বে আমার যে সকল
 পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার সকলেই প্রচণ্ড-
 বিক্রম ছিল, কিন্তু কংস একে একে
 তাহাদের সকলকেই সংহার করিয়াছে।
 অচ্যুত বসুদেবের বাক্য শুনিয়া স্বীয় রূপ
 পরিহার করিলেন। অনন্তর ঐক্ষকের
 সম্মতিক্রমে বসুদেব শৌরিকে নন্দগোপ

অতঃ সৰ্বকল্যাণং যাদবানাং ভবিষ্যতি ।
অমৃতং গৰ্ভো দেবক্যাং জাতঃ কংসঃ হনিষ্যতি
ঋষয় উচুঃ ।

ক এষ বহুদেবঃ দেবকী চ যশস্বিনী ।
নন্দগোপচ কশ্বেষ যশোদা চ মহাব্রতা ॥ ৭
যো বিষ্ণুঃ জনয়ামাস যঞ্চ তাতেত্যভাবত ।
যা গৰ্ভঃ জনয়ামাস যা চৈনম্ভত্যবর্কয়ৎ ॥ ৮
স্মৃত উবাচ ।

পুরুষঃ কল্পপদ্মাসৌদদিতিস্ত প্রিয়া স্মৃতা ।
ব্রহ্মণঃ কল্পপদ্মঃ পৃথিব্যাঽদিতিস্তথা ॥ ৯
অথ কামান্ মহাবাহুর্দেবক্যাঃ সমপুরয়ৎ ।
যে তয়া কাঙ্ক্ষিতা নিতামজাতস্ত মহান্ননঃ ॥ ১০
সোহবতীর্ণো মহীঃ দেবঃ প্রবিষ্টো মান্বযীঃ
তনুম্ ।
মোহয়ন্ সন্ধিত্তানি যোগায়া যোগমা যয়া ॥ ১১

গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় নন্দগোপ-করে
শৌর্য্যকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন,—তুমি
এই পুত্রটিকে রক্ষা কর। ভবিষ্যতে এই
পুত্র হইতেই যাদবগণের প্রভূত মঙ্গল
সাধিত হইবে। দেবকীর গর্ভজাত এই
পুত্রই কংসকে নিহত করিবে। ১—৫। ঋষি-
গণ কহিলেন,—যিনি বিষ্ণুকে উৎপাদন
করেন, সেই যশস্বী বহুদেব কে? এবং যিনি
ঐহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই
যশস্বিনী দেবকীই বা কে? নন্দগোপ কে?
এবং যিনি বিষ্ণুকে লালন পালন করিয়া-
ছিলেন, সেই মহাব্রতা যশোদাই বা কে?
স্মৃত বলিলেন,—দ্বিজগণ! আপনারা এক্ষণে
যে স্ত্রী-পুরুষদিগের পরিচয় জানিতে চাহি-
লেন, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ঐহাদিগের
মধ্যে পুরুষ কল্পপ এবং স্ত্রী সাক্ষাৎ অদিতি।
কল্পপ ব্রহ্মার অংশ, এবং অদিতি পৃথিবীর
অংশ। দেবকী সেই অজ মহাত্মা জীকৃষ্ণের
নিকট নিত্য নিত্য যে যে কামনা করিয়া-
ছিলেন, মহাবাহু জীকৃষ্ণ দেবকীর সেই সকল
কামনা পূর্ণ করিলেন। তিনি মান্বযী তনু
পরিগ্রহ করিয়া যোগমায়ায় সর্ব প্রাণিকে

নষ্টে ধর্ম্মে তথা জজ্ঞে বিষ্ণুর্ভূতকূলে প্রভুঃ ।
কর্ত্তুং ধর্ম্মস্ত সংস্থানমম্মুরাণাং প্রণাশনম্ ॥ ১২
কল্পিণী সত্যভামা চ সত্যা নাগজিতী তথা ।
সুভামা চ তথা শৈব্যা গান্ধারী লক্ষ্মণা তথা ॥
মিত্রবিন্দা চ কালিন্দী দেবী জাহবতী তথা ।
সুশীলা চ তথা মাদ্রী কোশল্যা বিজয়া তথা ।
এবমাদৌনি দেবীনাং সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥ ১৪
কল্পিণী জনয়ামাস পুত্রান্ রণবিশারদান্ ।
চাক্রদেবঃ রণে শূরঃ প্রহ্মাযঞ্চ মহাবলম্ ॥ ১৫
সুচাক্রঃ ভদ্রচাক্রঞ্চ সুদেবঃ ভদ্রমেব চ ।
পরশুঃ চাক্রগুপ্তঞ্চ চাক্রভদ্রঃ সুচাক্রকম্ ।
চাক্রহাসং কনিষ্ঠঞ্চ কস্তাং চাক্রমতীং তথা ॥ ১৬
জজ্ঞিরে সত্যভামায়াং ভানুভ্রমরভেক্ষণঃ ।
রোহিতো দীপ্তিমাংসৈশ্চ তাম্রশক্রে জলঙ্ঘমঃ
চতশ্চো জজ্ঞিরে তেষাং স্বসারস্ত যবীয়সীঃ ।
জাহবত্যা স্মৃতো জজ্ঞে সান্ধঃ সমিতিশোভনঃ
মিত্রবান্ মিত্রবিন্দশ্চ মিত্রবিন্দা বরাঙ্গনা ।

যোহিত করত মহীতলে অবতীর্ণ হইলেন।
ধর্ম্ম নষ্টপ্রায় হইলে প্রভু বিষ্ণু ভূতকূলে
জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐহার এই জন্মগ্রহ-
ণের উদ্দেশ্য—ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অম্মুরদিগে
বিনাশ সাধন। কল্পিণী, সত্যভামা, সত্যা,
নাগজিতী, সুভামা, শব্যা, গান্ধারী, লক্ষ্মণা,
মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, জাহবতী, সুশীলা,
মাদ্রী, কোশল্যা ও বিজয়া প্রভৃতি ষোড়শ
সহস্র মহিষী ঐহাকে সেবা করিতেন।
ঐহাদিগের মধ্যে কল্পিণী বহু রণবিশারদ
পুত্র প্রসব করেন। সেই সকল পুত্রের
নাম—চাক্রদেব, প্রহ্মা, সুচাক্র, ভদ্রচাক্র,
সুদেব, ভদ্র, পরশু, চাক্রগুপ্ত, চাক্রভদ্র,
সুচাক্রক ও চাক্রহাস। ইহা ভিন্ন কল্পিণীর
একটি কস্তা হয়, ঐহার নাম—চাক্রমতী।
সত্যভামার গর্ভে যে কয়টি পুত্র জন্মে,
তাহাদের নাম—ভানু, ভ্রমরভেক্ষণ, রোহিত,
দীপ্তিমান, তাম্র, চক্রে ও জলঙ্ঘম। ইহা-
দের চারি ভগিনী। জাহবতীর এক পুত্র
হয়, তাহার নাম—সান্ধ। সান্ধ অতি সুপুরুষ।

মিত্রবাহুঃ সুনীথশ্চ নাগজিত্যাঃ প্রজা হি সা ॥
 এবমাদৌনি পুত্রাণাং সহস্রাণি নিবোধত ।
 শতং শতসহস্রাণাং পুত্রাণাং তন্তু ধীমতঃ ॥২০॥
 অশীতিশ্চ সহস্রাণি বাসুদেবস্তুতান্তথা ।
 লক্ষমেকং তথা প্রোক্তং পুত্রাণাঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ
 উপাসজন্তু তু সূতো বজ্রঃ সংক্ষিপ্ত এব চ ।
 ভূরীন্দ্রসেনো ভূরিশ্চ গবেষণস্তুতাবৃত্তো ॥ ২২
 প্রহর্যন্তু তু দায়াদো বৈদর্ভ্যাং বুদ্ধিসত্তমঃ ।
 অনিরুদ্ধো রণেহরুদ্ধো জজ্ঞেহন্তু যুগকেতনঃ ॥
 কাশ্ণা স্পার্ষতনয়া সাদ্বাল্পেভে তরস্বিনঃ ।
 সত্যপ্রকৃতয়ো দেবাঃ পঞ্চ বীরাঃ প্রকীর্তিতাঃ
 তিষ্ণঃ কোট্যাঃ প্রবীরাণাং যাদবানাং মহাশ্বনাম
 ষষ্টিঃ শতসহস্রাণি বীর্ধ্যবন্তো মহাবলাঃ ॥ ২৫
 দেবাংশাঃ সর্ষ এবেষ উৎপন্নাস্তে মহৌজসঃ ।
 দেবাসুরে হতা য়ে চ অসুরা য়ে মহাবলাঃ ॥২৬
 ইহোৎপন্ন মনুষ্যেষু বাধন্তে সর্ষমানবান্ ।

তেষামুৎসাদনার্থায় উৎপন্নো যাদবে কুলে ॥২৭
 কুলানাং শতমেকঞ্চ যাদবানাং মহাশ্বনাম্ ।
 সর্ষমেতৎ কুলং যাবদ্বর্ত্ততে বৈকবে কুলে ॥২৮
 বিষ্ণুস্তেবাং প্রণেতা চ প্রভূষে চ বাবহিতঃ ।
 নিদেশহায়িনস্তন্তু কথ্যস্তে সর্ষযাদবাঃ ॥ ২৯
 ঋষয় উচুঃ ।
 সপ্তর্ষয়ঃ কুবেরশ্চ যজ্ঞো মাণিচরস্তথা ।
 শালকিনারদশ্চৈব সিদ্ধো ধবন্তরিস্তথা ॥ ৩০
 আদিদেবস্তথা বিষ্ণুরেতিহ সহদেবতঃ ।
 কিমর্থং সজ্জশো ভূতাঃ স্মৃতাঃ সমুতয়ঃ কতি ॥
 ভবিষ্যাঃ কতি চৈবান্তে প্রাহুর্ভাবা মহাশ্বনঃ ।
 ব্রহ্ম-কৃত্রেষু শান্তেষু কিমর্থমিহ জায়তে ॥ ৩২
 যদর্থমিহ সমুতো বিষ্ণুর্ব্রহ্মাক্ককোত্তমঃ ।
 পুনঃ পুনর্ব্রহ্মো যু তন্নঃ প্রকৃহি পৃচ্ছতাম্ ॥ ৩৩
 সূত উবাচ ।
 ত্যজ্য দিব্যাং তন্মুঃ বিষ্ণুর্মানুষ্যেষুহ জায়তে ।
 যুগে ত্বং পরাবৃত্তে কালে প্রশিথিলে প্রভুঃ ॥

মিত্রবিন্দার দুই পুত্র—মিত্রবান্ ও মিত্রবিন্দ ।
 মিত্রবাহু ও সুনীথ, ইহারা দুইজন নাগজিতৌর
 পুত্র । এই প্রকার সহস্র সহস্র পুত্র জন্মি-
 যাচ্ছে । জানিবে—সেই ধীমানের সর্বসমেত
 শত লক্ষ অশীতি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয় ।
 হে দ্বিজোত্তমগণ ! বাসুদেব হইতে আরও এক
 লক্ষ পুত্র জন্মগ্রহণ করে ॥১-২১॥ উপাসঙ্গের দুই
 পুত্র ; নাম—বজ্র ও সংক্ষিপ্ত । ভূরীন্দ্রসেন ও
 ভূরি—এই উভয় গবেষণ-তনয় । প্রহর্যের
 পুত্র বিশিষ্টবুদ্ধি অনিরুদ্ধ বৈদর্ভীর উদরে
 জন্মগ্রহণ করেন ; ইনি রণে অপ্রতি-
 হত ছিলেন । ইহার পুত্র যুগকেতন ।
 স্পার্ষতনয়া কাশ্ণা সাদ্ব হইতে মহাবলশালী
 উদারস্বভাব, দেবতুল্য পাঁচটা পুত্র লাভ
 করেন ; ইহারা সকলেই বীর বলিয়া
 বিখ্যাত । মহাশ্বা মহাবীর যাদবগণের তিন
 কোটি বংশধর । ঐ বংশধরগণের মধ্যে
 ষষ্টিলক্ষ দেবাংশসমুত্ত ও মহাবলশালী
 ছিলেন । দেবাসুর যুদ্ধে যে সকল মহাবল
 অসুর নিহত হয়, তাহারা ভূতলে জন্ম গ্রহণ-
 পূর্ব্বক সমস্ত মানবমণ্ডলীকে উৎপীড়িত করে ।

সেই সকল উৎপীড়কদিগের উচ্ছেদ সাধন
 করিবার জন্তই মহাশ্বা যাদবগণের এক শত
 কুল উৎপন্ন হয় । সমস্ত যাদবকুলই বৈকব-
 কুলে বর্ত্তমান । বিষ্ণু সেই সকল কুলের
 প্রণেতা এবং প্রভু । সমস্ত যাদবই তাঁহার
 নিদেশবর্তী বলিয়া বিখ্যাত । ঋষিগণ কহি-
 লেন,—সপ্তর্ষিগণ, ব্রহ্ম, কুবের ও মাণিচর,
 শালকি, নারদ, সিদ্ধ ধবন্তরি এবং সমস্ত
 দেবসমাজ, ইহাদের সহিত আদিদেব বিষ্ণু
 কি কারণে একযোগে উৎপন্ন হন ? সেই
 মহাশ্বার একুপ উৎপত্তি সংখ্যা কত এবং
 ভবিষ্যতেই বা তাঁহার আর কতবার একুপ
 উৎপত্তি ঘটবে ? ব্রাহ্মণ ও কৃত্রিয়াদির
 বিলোপ হইলে কি নিমিত্তই বা তিনি এ ধরায়
 প্রাহুর্ভূত হন ? বুদ্ধি এবং অহঙ্কদিগের বরোণ্য
 বিষ্ণু যে কারণে পুনঃপুন মনুষ্যালোকে উৎপন্ন
 হন, আমরা জিজ্ঞাসু,—আমাদের নিকট
 তাহা প্রকাশ করিবার নহন । ২২—৩৩ । সূত
 বলিলেন,—বিহিত কাল কীর্ণ হইলে যুগান্তে
 ভগবান্ বিষ্ণু দিব্য তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়

দেবাসুরবিমর্দেষু জায়তে হরিরীশ্বরঃ ।

হিরণ্যকশিপৌ দৈত্যৌ ত্রৈলোক্যং প্রাপ্ত

প্রশাসতি ॥ ৩৫

বলিনাধিষ্ঠিতে চৈব পুরা লোকত্রেয়ে ক্রমাৎ ।

সখ্যমাসৌ পরমকং দেবানামসুরৈঃ সহ ॥ ৩৬

যুগাখ্যাসুরসম্পূর্ণং হাসৌদত্যাকুলং জগৎ ।

নিদেশস্থায়িনশ্চাপি তস্মৈর্দেবাসুরাঃ সমম্ ॥ ৩৭

মুখো বলিবিমর্দায় সম্প্রবৃদ্ধঃ সুদারুণঃ ।

দেবানামসুরাণাঞ্চ ঘোরঃ ক্ষয়করো মহান ॥ ৩৮

কর্তুং ধর্মব্যবস্থানং জায়তে মাতুশেষিহ ।

ভৃগোঃ শাপনিমিত্তস্ত দেবাসুরকৃতে তদা ॥ ৩৯

মুনয় উচুঃ ।

কথং দেবাসুরকৃতে ব্যাপারং প্রাপ্তবান্ স্বতঃ ।

দেবাসুরং যথা বৃত্তং তন্নঃ প্রজিহি পৃচ্ছতাম্ ॥

এই মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ত্রৈলোক্যরাজ্য শাসনকালে বিমম দেবাসুর যুদ্ধ ঘটয়াছিল, ভগবান্ হরি তৎকালে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে যখন বলিরাজ এই ত্রিলোক অধিকার করেন, তৎকালে দেব ও অসুর-গণের পরস্পর বিলক্ষণ সখ্য স্থাপন হইয়াছিল। আবার যখন যুগাখ্য অসুর কর্তৃক এই জগৎ আক্রান্ত ও অতীব আকুল হইয়া উঠে, তখন দেব ও অসুরগণ তাহার সমান আত্মবর্তী হন। এইরূপে উক্ত উভয় অসুরেরই রাজ্য শাসনকালে দেবাসুর মধ্যে কিয়ৎ কালের জন্য বিরুদ্ধতাব ঘুচিয়া যায়। কিন্তু বলিকে নিগৃহীত করিবার জন্য পরে দেবাসুর-দলে পরস্পর আবার লোক-ক্ষয়কর ভয়ঙ্কর সমরানল উদ্দীপিত হইয়া উঠে। তখন ধর্ম ব্যবস্থা করিবার জন্য বিশেষতঃ—ভৃগুর শাপ নিমিত্ত ভগবান্ হরি মনুষ্যকূলে প্রাক্তরুত হন। মুনিগণ কহিলেন,—দেবাসুরগণের কৃত কার্যের নিমিত্ত ভগবান্ কিরূপে আপনা হইতেই উদ্ধৃত হইলেন? এবং দেবাসুর সংগ্রাম যেরূপ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা আগাদিগের নিকট

স্মৃত উবাচ ।

! তেষাং দায়নিমিত্তং তে সংগ্রামাচ্চ সুদারুণাঃ

বরাহাজ্জা দশ ঘৌ চ ষণ্মরীকান্তরে স্মৃতাঃ ॥ ৪১

ণামতস্ত সমাসেন শৃণুতেষাং বিবক্ষতঃ ।

প্রথমো নারসিংহস্ত দ্বিতীশ্চাপি বামনঃ ॥ ৪২

তৃতীয়স্ত বরাহশ্চ চতুর্থোহমৃতমহনঃ ।

সংগ্রামঃ পঞ্চমশ্চৈব সজ্জাতস্তারকাময়ঃ ॥ ৪৩

ষষ্ঠো হাড়ীবকাখ্যস্ত সপ্তমশ্চৈব পুরস্তথা ।

অষ্টকাখ্যোহষ্টমস্তেষাং নবমো বৃদ্ধঘাতকঃ ॥

ধাত্রশ্চ দশমশ্চৈব ততো হালাহলঃ স্মৃতঃ ।

প্রথিতো দ্বাদশস্তেষাং ঘোরঃ কোলাহলস্তথা ॥

হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যৌ নারসিংহেন পাতিতঃ ।

বামনেন বলির্বদ্ধস্ত্রৈলোক্যক্রমণে পুরা ॥ ৪৬

হিরণ্যাক্ষো হতো দ্বন্দ্বে প্রতিঘাতে তু দৈবতৈঃ

দংষ্ট্রয়া তু বরাহেণ সমুদ্রস্ত দ্বিধা কৃতঃ ॥ ৪৭

প্রহ্লাদো নির্জিতো যুদ্ধে ইন্দ্রেণায়তমহনে ।

বিরোচনস্ত প্রহ্লাদির্নিত্যমিন্দ্রবধোজ্ঞতঃ ॥ ৪৮

ইন্দ্রেণৈব তু বিক্রম্য নিহতস্তারকাময়ে ।

প্রকাশ করিয়া বল। ৩৩—৪০। স্মৃত বলিলেন,—দায়াধিকার নিমিত্ত দেব ও দানবগণের মধ্যে বরাহাদি দ্বাদশটি দারুণ সংগ্রাম সংঘটিত হয়। এক্ষণে সংক্ষিপ্তভাবে তাহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথম সংগ্রাম নারসিংহ, দ্বিতীয় বামন, তৃতীয় বরাহ, চতুর্থ অমৃতমহন, পঞ্চম তারকাময়, ষষ্ঠ আড়ীবক, সপ্তম ত্রৈপুর, অষ্টম অঙ্কক, নবম বৃদ্ধঘাতক, দশম ধাত্র, একাদশ হালাহল এবং দ্বাদশ কোলাহল। ভগবান্ নারসিংহ হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে বিনাশ করেন। বামন ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়া বলিকে বন্ধন করেন। ৪১ ৪৬। দেবগণ সহ সজ্জর্বে হিরণ্যাক্ষ নিহত হয়। বরাহ-কর্তৃক দংষ্ট্রা দ্বারা সমুদ্র দ্বিধাকৃত হয়। অমৃত-মহনে ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়া প্রহ্লাদকে পরাস্ত করেন। প্রহ্লাদনন্দন বিরোচন সর্বদাই ইন্দ্রবধে সমুজ্জত ও দেবগণের কার্যে অস-হিষ্ণু ছিল। ইন্দ্র তারকাময় যুদ্ধে বিক্রম সহকারে তাহাকে নিহত করেন। ত্রৈপুর

অশ্রুবন্ স দেবানাং সর্বঃ সোঢুং সর্দৈবতম্
নিহতা দানবাঃ সর্বৈঃ ত্রৈলোক্যে ত্র্যম্বকেণ তু
অশ্রুশাশ্চ পিশাচাশ্চ দানবাশ্চাক্ষাহবে ॥ ৫০
হতা দেব-মহুযো য়ে পিতৃভিষ্ঠৈব সর্বিণঃ ।
সম্পূজ্যে দানবৈবৃজ্যে ঘোরো হলাহলে হতঃ
তদা বিষ্ণুসহায়েন মহেশ্বরেণ নিবর্তিতঃ ।
হতো ধ্বজে মহেশ্বরেণ মায়াচ্ছন্ন যোগবিৎ ।
ধ্বজলক্ষণমাবিশ্ণু বিপ্রচিহ্নিঃ সহানুজঃ ॥ ৫১
দৈত্যাস্চ দানবাশ্চৈব সংহতান্ কিল সংহতান্
জয়ন্ কোলাহলে সর্বান দেবৈঃ পরিবৃত্তো বৃষা
যজ্ঞস্তাবভূথে দৃষ্টো শতামাকৌ তু দৈবতৈঃ ।
এতে দেবাসুরে বৃত্তাঃ সংগ্রামা দ্বাদশৈব তু ॥
দেবাসুরক্ষয়করাঃ প্রজানাস্তু হিতায় বৈ ।
হিরণ্যকশিপু রাজা বর্ষণামবর্জুদং বভৌ ॥ ৫২
দ্বিসপ্ততি তথাত্তানি নিযুতাত্তদিকানি চ ।

যুদ্ধে দানবদল সংহার করেন । অঙ্কক যুদ্ধে
মহাদেবের হস্তে বহু অশুর ও পিশাচ
নিহত হয় । এই যুদ্ধে অশুর-নর সকলেই
তাঁহার স্বপক্ষে যোগদান করেন । এমন কি,
অশুরোৎপাদিত পিতৃগণও সর্ব প্রকার
সাহায্য করিয়াছিলেন । পরবর্তী দেবাসুর
যুদ্ধে দানবগণ সহ বৃদ্ধ নিহত হয় । হলাহল
রণে ঘোরাসুর প্রাণ পরিত্যাগ করে । তৎ-
পরবর্তী যুদ্ধে বিষ্ণুর সাহায্যে মহেশ্ব বিপ্র-
চিহ্নিকে অশুরগণ সহ বাধা প্রদান করেন ।
অনন্তর মায়াচ্ছন্ন যোগজ্ঞ বিপ্রচিহ্নি ধ্বজ-
রূপ ধারণ করিলেও মহেশ্বের হস্তে নিহত
হয় । ইন্দ্র দেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া কোলাহল
সময়ে সমগ্র সুসজ্জিত দৈত্য ও দানব-
বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করেন ।
৪৭—৫৩ । অনন্তর দেবগণ এক যজ্ঞাঙ্ক-
ষ্ঠান করেন, এই যজ্ঞাবসরে শুক্রশিষ্য
যশোমার্ক দেবগণের দৃষ্টিগোচর হন ।
দেব ও অশুরদিগের এইরূপে দ্বাদশটি
সংগ্রাম সংঘটিত হয় । এই সকল সংগ্রামে
বহুসংখ্যক দেব ও অশুর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া-
ছিল ; পরন্তু প্রজাগণের প্রভূত মঙ্গল
ঘটিয়াছিল । হিরণ্যকশিপু এক অবর্জুদ

অশীতিংগ সহস্রাণি ত্রৈলোক্যার্থ্যতাং গতঃ ॥
পর্যায়েন তু রাজাকৃৎসলিবর্ষায়ুতং পুনঃ
যষ্টিবর্ষসহস্রাণি নিযুতানি চ বিংশতি ॥ ৫৭
বলে রাজ্যাধিকারস্ত যাবৎকালং বভূব হ ।
তাবৎকালস্ত প্রহ্লাদো নিবৃত্তো হুশুরৈঃ সহ ॥
ইন্দ্রাস্ত্রয়ন্তে বিজ্ঞেয়া অশুরাণাং মণ্ডোজসঃ ।
দৈত্যসংহৃমিদং সর্বমাসৌদশযুগং পুনঃ ॥ ৫৯
ত্রৈলোক্যমিদমব্যগ্রং মহেশ্বরেণাপাল্যতে ।
অসপত্নমিদং সর্বমাসৌদশযুগং পুনঃ ॥ ৬০
প্রহ্লাদস্ত হতে তস্মিন্‌ত্নৈলোক্যে কালপর্যায়ং
পর্যায়েন তু সম্প্রাপ্তে ত্রৈলোক্যং পাকশাসনে
ততোহশুরান্ পরিত্যজ্য শুক্রো দেবানগচ্ছত
যজ্ঞে দেবানথ গতান্ দিতিজাঃ কাব্যমাচ্ছয়ন্
কিংতুং নোমিষতাং রাজ্যং ত্যক্তা যজ্ঞপূর্ণগতঃ

দ্বিসপ্ততি নিযুত অশীতি সহস্র বর্ষ পর্যন্ত
রাজত্ব করেন । ত্রৈলোক্যের সমস্ত ঐশ্বর্যই
তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল । পরে পর্যায়-
ক্রমে বলি সেই রাজত্ব প্রাপ্ত হন । তাঁহার
রাজত্ব কাল—এক অযুত, যষ্টি সহস্র, বিংশতি
নিযুত বৎসর । বলির রাজ্যাধিকার ষত
কাল ছিল, প্রহ্লাদ তত কাল তদীয় সহচর
অশুরগণ সহ নিবৃত্তিমার্গে অবলম্বন করিয়া-
ছিলেন । তাঁহারা তিন পুরুষই অশুরগণের
মধ্যে মহাবল ইন্দ্রস্বরূপ বলিয়া বিদিত
ছিলেন । এই সমগ্র ত্রৈলোক্য দশ যুগ
যাবৎ দৈত্যগণের অধীনতায় অবস্থিত
ছিল । তৎপরে মহেশ্ব ইহাকে নিষ্কণ্টক
করিয়া দশ যুগ পর্যন্ত পালন করেন । কাল-
বিপর্যয়ে এই ত্রৈলোক্য প্রহ্লাদের হস্ত
হইতে বিচ্যুত হইলে পর্যায়ক্রমে পাকশাসন
ইহার আধিপত্য প্রাপ্ত হন । অনন্তর তিনি
অশুরদিগকে পরাভূত করিয়া এক যজ্ঞাঙ্ক-
ষ্ঠানে সমস্ত দেবসমাজ সহ সম্মিলিত হন ।
দৈত্যগণ তখন কাব্যকে আহ্বান করিয়া
বলে,—হে শুক্রো! আপনি আমাদের
রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কি জন্ত ঐ
দেবযজ্ঞে গিয়াছেন? আপনার অভাবে
আমরা হেথায় থাকিতে পারিতেছি না;

হাতুং ন শরুযো হত্ৰ প্রবিশামো রসাতলম্ ।
 এবমুক্তোহব্রবীদৈত্যান্ বিষণ্ণান্ সাস্বয়ন গিয়া ।
 যা ভৈষ্ট ধারয়িষ্যামি তেজসা স্তেন বোহসুরাঃ
 মজ্জাষ্টৈচবোষধীষ্টৈচব রসাং বসু চ যৎ পরম্ ॥
 কুংসানি ময়ি তিষ্ঠন্তি পাদস্তেষাং সুরেষু বৈ ।
 তৎ সৰ্বং বঃ প্রদাস্তামি যুগ্মদৰ্শে ধৃত্য ময়া ॥ ৬৫
 ততো দেবাস্ত তান্ দৃষ্ট্বা বৃত্তান্ কাব্যেন বীমতা
 সস্বজ্জয়ন্তি দেবা বৈ সংবিজ্ঞাস্ত জিঘৃক্ষয়া ॥ ৬৬
 কাব্যো হেয ইদং সৰ্বং ব্যাবৰ্ত্তয়তি নো বলাৎ
 সাধু গচ্ছামহে তুং যাবন্নাধ্যাপয়িষ্যতি ॥ ৬৭
 প্রসহ হত্বা শিষ্টাংশ পাতালং প্রাপয়ামহে ।
 ততো দেবাস্ত সংরক্তা দানবাস্থপস্বত্য হ ॥ ৬৮
 ততস্তে বধ্যমানাস্ত কাব্যমেবাভিহৃক্ষবুঃ ।

আমাদিগকে রসাতলে যাইতে হইতেছে ।
 দৈত্যগণ এই কথা কহিলে, কাব্য তাহা-
 দিগকে সাস্বনা দানপূৰ্বক কহিলেন,—ওহে
 অসুরগণ! তোমরা ভয় করিও না, আমি
 স্বীয় তেজে তোমাদিগকে রক্ষা করিব ।
 পৃথিবীতে যে কিছু উৎকৃষ্ট মজ্জা, ওষধি ও রত্ন
 আছে, তৎসমস্তই আমাতে বিদ্যমান ;
 দেবগণের নিকট মাত্র তৎসমুদায়ের
 এক চতুর্থাংশ বর্ত্তমান । যাহা হউক, আমি
 আমার সেই সমস্তই তোমাদিগকে দান
 করিব । তোমাদের জন্তই ঐ সকল আমি
 ধারণ করিয়াছি । এদিকে বিজ্ঞ দেবগণ
 কাব্য-গত মজ্জাওষধি প্রভৃতি গ্রহণ করিবার
 জন্ত মজ্জণা করিতে লাগিলেন । তাঁহারা
 বলিলেন,—আমাদের এই যে কিছু প্রভুত্ব
 আছে, কাব্যই তাহা বলপূৰ্বক অপহরণ
 করিয়া অসুরদিগকে অর্পণ করিবেন ।
 অতএব যাবৎ না তিনি অসুরদিগকে তাঁহার
 বিদ্যা অধ্যয়ন করান, তাবৎ আমরা সহর
 যাত্রা করি এবং তথায় গিয়া তাহাদিগকে
 সবলে সংহার করিয়া হতাবশিষ্টদিগকে
 পাতালে প্রেরণ করি । অনন্তর দেবগণ
 এই বলিয়া সংরক্ত সহকারে দানবদিগকে
 আক্রমণ করিলেন । দানবগণ দেবগণ
 কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়নপূৰ্বক কাব্য-

ততঃ কাব্যস্ত তান্ দৃষ্ট্বা তুং দেবৈরভিহৃক্ষতান্
 রক্ষাং কাব্যেন সংস্বত্য দেবাস্তেহপ্যসুরাদিতাঃ
 কাব্যঃ দৃষ্ট্বা স্থিতঃ দেবা নিঃশকমসুরান্ জহঃ ॥
 ততঃ কাব্যোহহুচিস্ত্যাথ ব্রাহ্মণো বচনং হিতম্
 তান্নবাচ ততঃ কাব্যঃ পূৰ্ণং বৃত্তমহুস্মরন ॥ ৭১
 ত্রৈলোক্যং বো হতং সৰ্বং বামনেন ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ
 বলিবন্ধো হতো জস্তো নিহতশ্চ বিরোচনঃ ॥ ৭২
 মহাসুরা দ্বাদশশু সংগ্রামেষু সুরৈর্হতাঃ ।
 তৈষ্টৈরুপায়ৈর্ভূষিষ্ঠং নিহতা বঃ প্রধানতঃ ॥ ৭২
 স যুগ্মং বৈ যুদ্ধঃ মান্ধিত মে মতম্
 নীতয়ো বোহভিধাস্তামি তিষ্ঠধ্বং কালপর্যয়াৎ

সমীপে গিয়া উপস্থিত হইল । কাব্য
 দানবদিগকে দেবগণ কর্তৃক বিভাভিত
 দেখিয়া তাহাদিগের রক্ষাবিধান করিলেন,
 তখন দেবগণই দানব-দল কর্তৃক অদ্বিত
 হইতে লাগিলেন । দেবগণ দেখিলেন,—ভার্গব
 অবস্থান করিতেছেন । দানবেরা তাঁহার
 আশ্রয়ে নিঃশঙ্কে অবস্থিত আছে । তদর্শনে
 তাঁহারা দানবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া
 চলিয়া গেলেন । ৫৪—৭০ । অনন্তর ভার্গব
 দানবদিগের হিতের বিষয় চিন্তা করিয়া পূর্ব-
 বৃত্তান্ত স্মরণকরত তাহাদিগকে বলিলেন,
 ওহে দানব সকল! এই সমগ্র ত্রৈলোক্য
 একদিন তোমাদেরই ছিল । কিন্তু বামনদেব
 ত্রিপাদ আক্রমণে তাহা হরিয়া লইয়াছেন,
 বলিরাজকে বন্ধন করিয়াছেন, জন্ত এবং
 বিরোচন তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে, সুর-
 গণ দ্বাদশটি মহাসংগ্রামে অসুরদিগকে নিহত
 করিয়াছেন । তাঁহারা সেই সেই প্রসিদ্ধ
 উপায় অবলম্বন করিয়া তোমাদিগের মধ্য
 হইতে প্রধান প্রধান অসুরদিগকে বিনাশ
 করিয়াছেন । তোমরা অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক
 মাত্র জীবিত আছ । এক্ষণে যুদ্ধ হইতে
 বিরত হওয়াই তোমাদের পক্ষে সুনীতি
 বলিয়া আমি মনে করি । আমি বলি-
 তেছি, তোমরা কিছুকাল বিনা বিগ্রহে
 স্থির হইয়া অবস্থান কর । আমি কিয়ৎ-
 কাল পরে কোন বিজয়াবহ মজ্জা সধনার্থ

যান্তামাহং মহাদেবং মজ্জার্থং বিজয়াবহম্ ।
অপ্রতীপাংস্ততো মজ্জান্ দেবাং প্রাপ্য মহেশ্বরাৎ
বুধ্যামহে পুনর্দেবাংস্ততঃ প্রাপ্যথ বৈ জয়ম্ ॥
ততস্তে কৃতসংবাদা দেবানুচুস্তদানুরাঃ ।
স্তম্ভশস্ত্রা বয়ং সর্বে নিঃসরাহা রথৈবিনা ॥৭৬
বয়ং তপশ্চরিয়ামঃ সংবৃত্তা বক্লৈর্বনে ।
প্রহ্লাদস্ত বচঃ শ্রুত্বা সত্য্যভিব্যাহতস্ত তৎ ॥
ততো দেবা স্তবর্ত্তস্ত বিজয়া মুদিতাশ্চ তে ।
স্তম্ভশস্ত্রেণ দৈত্যেণ বিনিবৃত্তান্তদা সুরাঃ ॥৭৮
ততস্তানব্রবীৎ কাব্যঃ কথিং কালমুপাস্থত্ব ।
নিরুৎসিক্তান্তপোয়ুক্তাঃ কালং কার্যার্থসাধকম্
পিতুর্মমাত্রমহা বৈ মাং প্রতীক্ষথ দানবাঃ ।
তৎ সংদিশ্যাসুরান কাব্যো মহাদেবং প্রপজত
শুক্র উবাচ ।

মজ্জানিচ্ছামাহং দেব যে ন সন্তি বৃহস্পতো ।

মহাদেব সমীপে গমন করিব। অনন্তর মহা-
দেবের নিকট হইতে সেই সকল মজ্জলকর
মজ্জ গ্রহণ করিয়া পুনরায় দেবগণ-সহ যুদ্ধ
করিব। সেই যুদ্ধে তোমাদেরই জয়লাভ
অনিশ্চিত। ভার্গবের এইরূপ কথার পর
দানবেরা দেবগণ সহ সন্ধিস্থাপন করিল;
বলিল,—আমরা সকলেই অস্ত্র শস্ত্র পরি-
ত্যাগ করিয়াছি আর যুদ্ধসজ্জা ধারণ করিব
না; সাংগ্রামিক রণবাহনাদি দ্বারাও আমাদের
প্রয়োজন নাই। আমরা বনে গিয়া বঙ্কল
পরিয়া তপস্তা করিব। দানবদিগের প্রধান
নেতা প্রহ্লাদের মুখে ইত্যাকার সত্য বাক্য
শ্রবণ করিয়া দেবগণ নিরুদ্ধেগ হইলেন এবং
দৃষ্ট হইয়া যুদ্ধ কার্য্য হইতে বিরত হইলেন।
দৈত্যগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলে সুরগণ
সংগ্রাম হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইলেন। তখন
ভার্গব দানবদিগকে বলিলেন,—তোমরা কিছু
কাল পর্য্যন্ত গর্হিতভাবে পরিত্যাগ করিয়া
স্বীয় কার্য্য সাধনার্থ তপস্বিভাবে কালাতিপাত
কর। হে দানবগণ! তোমরা আমার পিতার
আজ্ঞমে থাকিয়া মদীয় পুনরাগমনের প্রতীক্ষা
করিতে থাক। ভার্গব অনুরদিগকে এইরূপ
আদেশ দিয়া মহাদেবের উদ্দেশে প্রয়াণ

পর্য্যভবায় দেবানামনুরাণাং জয়ায় চ ॥ ৮১
এবমুক্তোহব্রবীদেবো ব্রতং ত্বং চর ভার্গব ।
পূর্ণং বর্ষসহস্রস্ত কণধুমবাকৃশিরাঃ ।
যদি পাস্তাসি ভদ্রং তে ততো মজ্জানবাপ্যসি ॥৮২
তথৈতি সমন্তজ্ঞাপ্য শুক্রস্ত ভৃগুনন্দনঃ ।
পাদৌ সংস্পৃশ্য দেবস্ত বাঢ়ামিত্যব্রবীদচঃ ।
ব্রতং চরাম্যাহং দেব ত্রয়াদিত্তৌহস্ত বৈ প্রভো
ততোহনুরস্রষ্টৌ দেবেন কুণ্ডারোহস্ত ধুমকুৎ
তদা তস্মিন্ গতে শুক্রে হনুরাণাং হিতায় বৈ
মজ্জার্থং তত্র বসতি ব্রহ্মচর্য্যং মহেশ্বরে ॥ ৮৪
তদুচ্চা নীতিপূর্ব্বস্ত রাজ্যে স্তম্ভে তদানুরৈঃ ।
অশ্বিংশ্ছিদ্রে তদামর্ষাদেবাস্তান্ সমুপাদ্রবন্ ॥
দংশিতাঃ সাযুধাঃ সর্বে বৃহস্পতিপুত্রঃসরাঃ ॥৮৬

করিলেন ৷৭১—৮০। তিনি তাঁহার সমীপে
উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে দেব! দেবশুক্র
বৃহস্পতির যে সকল মজ্জ আবিদিত, আমি
দেবগণের পরাভব ও অনুরপক্ষের জয়
নিমিত্ত সেই সকল মজ্জ জানিতে ইচ্ছা করি।
ভার্গব এই কথা কহিলে দেবদেব প্রত্যুস্তরে
বলিলেন,—হে, ভার্গব! তুমি অবাকৃশিরা
হইয়া পূর্ণসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত একটী ব্রতা-
চরণ কর, এই ব্রতাবস্থায় তুমি যদি মজ্জ
কণধুম পান করিয়া থাকিতে পার, তাহা
হইলে তোমার মজ্জল হইবে; তুমি দুর্বল
মজ্জ সকল লাভ করিতে পারিবে। অনন্তর
ভৃগুনন্দন শুক্র সে কথায় সন্তুষ্ট হইয়া দেব-
দেবের পাদ স্পর্শপূর্ব্বক দৃঢ়তার সহিত
বলিলেন,—হে প্রভো! আমি তোমার
আদেশে অতঃ হইতে ব্রতাচরণ করিব।
ভার্গবের এই কথার পর দেবদেব তাঁহাকে
ব্রতাচরণার্থ বিদায় দিলেন। শুক্র অনুর-
বর্গের হিতের নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।
তিনি মজ্জলাভার্থ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া
মহেশ্বরের উদ্দেশে একাগ্রতার সহিত অব-
স্থান করিলে, সুরগণ তাহা জানিতে
পারিলেন। এদিকে অনুরেরাও তৎকালে
রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়াছিল। দেবগণ
এই ছিড় পাইয়া অমর্ষবশতঃ অনুরদিগকে

দৃষ্টাস্থরগণা দেবান্ প্রগৃহীতায়ুধান্ পুনঃ ।
 উৎপেতুঃসহসা তে বৈ সত্ত্বস্তান্তান্ বচোহক্ৰবন
 স্তস্তে শস্ত্রেহভয়ে দন্তে আচার্য্যে ব্রতমাশ্বিতে
 দশা ভবন্তো হভয়ং সম্প্রাপ্তা নো জিঘাংসয় ॥
 অনাচার্য্য্য বয়ং দেবাস্ত্যক্তশস্ত্রাস্ববাহিতাঃ ।
 চীরকৃষাজিনধরা নিক্রিয়া নিম্পরিগ্রহাঃ ॥ ৮৯
 রণে বিজেতুং দেবাংশ্চ ন শক্যামঃ কথঞ্চন ।
 অযুতেন প্রপংস্তামঃ শরণং কাব্যমাতরম্ ॥ ৯০
 যাপয়ামঃ কচ্ছুমিদং যাবদভ্যোতি নো গুরুঃ ।
 নিরুন্তে চ তথা শুক্রে ধোংস্তামো দংশিতায়ুধাঃ
 এবমুক্তাস্থরাত্তোত্তং শরণং কাব্যমাতরম্ ।
 প্রাপদ্যস্ত ততো ভীতান্তেভ্যোহদাদভয়স্ত সা

আক্রমণ করিলেন । বৃহস্পতি প্রমুখ অস্থরগণ
 সকলেই আয়ুধধারী এবং সকলেই সুসজ্জিত
 হইয়া চলিলেন । অস্থরেরা দেবগণকে
 আয়ুধহস্তে সমাগত দেখিয়া সহসা সত্ত্বস্ত-
 ভাবে উত্তিত হইল এবং তাঁহাদিগকে
 ধিকার দিয়া বলিল,—ওহে দেবগণ ! আমরা
 অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি, আমাদের অভয়
 দেওয়া হইয়াছে ; বিশেষতঃ আমাদের
 আচার্য্য এক্ষণে ব্রতচরণে নিরত রহিয়া-
 ছেন । তোমরা এই সময় আমাদের বধ-
 বাসনায় আগমন করিলে ! এই বলিয়া
 তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,—
 আমাদের আচার্য্য নাই ; আমরা অস্ত্রশস্ত্র
 ত্যাগ করিয়াছি, এবং চীর ও কৃষাজিন
 ধারণ করিয়া নিক্রিয় ও নিম্পরিগ্রহ-ভাবে
 রহিয়াছি । যুদ্ধে আমরা দেবগণকে এক্ষণে
 কিছুতেই জয় করিতে পারিব না । অত-
 এব যুদ্ধ না করিয়া আমরা অধুনা শুক্রা-
 চার্য্য-জননীর শরণাপন্ন হই এবং যতকালে
 আমাদের শুক্রদেব প্রত্যাগমন না করেন,
 ততকাল পর্য্যন্ত আমরা কষ্ট-সৃষ্টে জীবন
 যাপন করি । ভীত চকিত অস্থরেরা এই
 বলিয়া সকলেই শুক্রমাতার শরণ গ্রহণ
 করিল । তিনিও তাহাদিগকে অভয় দান করি-
 লেন ; ৮১—৯২। বলিলেন,—ওহে দানবগণ ।

ন ভেতব্যঃ ন ভেতব্যঃ ভয়ং ত্যক্ত দানবাঃ
 মৎসন্নিধৌ বর্ততাং বো ন ভীৰ্তবিতুমর্হতি ॥৯৩
 তয়া চাত্যাপপন্নাস্তান্ দৃষ্ট্বা দেবান্ততোহস্থরান্
 অভিজগ্মুঃ প্রসংহতানবিচার্য্য বলাবলম্ ॥ ৯৪
 ততস্তান্ বাধ্যমানাঃ দেবৈর্দৃষ্ট্বাস্থরাঃস্তদা ।
 দেবৌ ক্রুদ্ধাববৌদেবাননিম্প্রান্ বঃ করোম্যহম্
 সন্তৃত্য সর্বসস্তারানিস্ত্রং সাত্যচরং তদা ।
 তন্তস্ত দেবৌ বলবদযোগযুক্তা তপোধনা ॥৯৬
 ততস্তং স্তম্ভিতং দৃষ্ট্বা ইন্দ্রং দেবাশ্চ মুকবৎ ।
 প্রাদ্রবন্ত ততো ভীতা ইন্দ্রং দৃষ্ট্বা বশীকৃতম্ ॥
 গতেষু স্থরসংজেষু শক্রং বিষ্ণুরভাষত
 মাং ত্বং প্রবিশ ভদ্রং তে নমিষ্যে ত্বাং সুরোত্তম
 এবমুক্তস্ততো বিষ্ণুঃ প্রবিবেশ পুরন্দরঃ ।
 বিষ্ণুনা রক্ষিতং দৃষ্ট্বা দেবৌ ক্রুদ্ধা বচোহব্রবীৎ
 এষা ত্বাং বিষ্ণুনা সার্কঃ দহামি মঘবন বলাৎ ॥

তোমাদের ভয় নাই, ভয় নাই, তোমরা ভয়
 ত্যাগ কর । আমার নিকট থাক ; তোমা-
 দের কোনই ভয় হইবে না । এই বলিয়া
 শুক্রমাতা অস্থরগণকে অভয় দান করি-
 লেন । দেবগণ অস্থরদিগকে দেখিয়া
 আপনাদের বলাবল বিচার না করিয়াই
 সহসা আক্রমণ করিলেন । তখন দেব-
 গণ কর্তৃক অস্থরগণকে পীড়্যমান দেখিয়া
 শুক্রমাতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—ওহে
 দেবগণ ! আমি তোমাদিগকে ইন্দ্র-
 বিহীন করিব । এই বলিয়া দেবী সর্ববাধা
 অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন
 এবং সেই তপোধনা যোগপ্রভাবে
 ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিলেন । অনন্তর ইন্দ্রকে
 স্তম্ভিত দেখিয়া দেবগণ অবাধ হইয়া গেলেন
 এবং নেতার অকর্ষণ্যতায় তাহারা ভীত
 হইয়া পলায়ন করিলেন । দেবগণ চলিয়া
 গেলে বিষ্ণু শক্রকে কহিলেন,—হে সুরবর !
 তুমি আমার দেহে প্রবেশ কর । বিষ্ণু এই
 কথা কহিলে, ইন্দ্র তাহার দেহে প্রবেশ
 করিলেন । ইন্দ্র বিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত হইলেন
 দেখিয়া শুক্রমাতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—হে

মিষতাং সৰ্বভূতানাং দৃশ্যতাং মে তপোবলম্ ॥
ভয়াভিভূতো তৌ দেবাবিলম্বিষু বভূবতুঃ
কথং মুচ্যেৎসহিতৌ বিষ্ণুরিন্দ্রমভাষত ॥১০১
ইন্দ্রোহরবীজ্জহি হেনাং যাবন্নৌ ন দধেৎ

প্রভো ।

বিশেষণাভিভূতোহস্মি হস্তোহহং জহি
মা চিরম্ ॥ ১০২

ততঃ সমীক্ষ্য বিষ্ণুস্তাং জীবধে কুঙ্কুমাস্থিতঃ ।
অভিধ্যায় ততশ্চক্রমাপদ্বকরণে তু তৎ ॥ ১০৩
ততশ্চ হরয়া যুক্তঃ শীঘ্রকারী ভয়াস্থিতঃ ।
জাহ্য বিষ্ণুস্ততস্তপ্তাঃ কুরং দেব্যাশ্চিকীৰ্ষিতম্
কুরুঃ স্বমন্ত্রমাদায় শিরশ্চিচ্ছেদ বৈ ভিয়া ॥ ১০৪
তং দৃষ্ট্বা জীবধং ঘোরং চূক্রোধ ভৃগুরীশ্বরঃ ।
ততোহভিশপ্তো ভৃগুণা বিষ্ণুর্ভাষ্যাবধে তদা
যস্মাৎ তে জানতো ধৰ্ম্মমবধ্যা জ্ঞৌ নিষুদিতা ।

মঘবন্! আর বিলম্ব নাই; আমি এই
কণেই তোমাকে বিষ্ণুর সহিত দক্ষ করিব।
এই নির্খল প্রাণীর সমক্ষেই এই কাণ্ড করিব,
আমার তপোবল প্রত্যক্ষ কর। তখন
ইন্দ্র, ও বিষ্ণু উভয়েই ভয়াভিভূত হইলেন।
বিষ্ণু ইন্দ্রকে বলিলেন,—ইন্দ্র, বল—এখন
কি করিয়া এই ভয় হইতে মুক্ত হইব? ইন্দ্র
প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে প্রভো! যাবৎ
আমাদিগকে ইনি দক্ষ না করেন, তাবৎ
ইহাকে সংহার করিয়া ফেলুন। আমি আপ-
নারই জন্ত বিশেষরূপে অভিভূত হইয়াছি।
অতএব শীঘ্র ইহাকে বিনাশ করুন। অন-
ন্তর বিষ্ণু সেই শুক্রমাতাকে দেখিয়া জীহত্য
করিতে বড়ই ব্যথিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার
ক্রুরাভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আপদ হইতে
উদ্ধার পাইবার জন্ত তরাণিত ও ভীত হইয়া
পরকণেই স্বীয় চক্র স্মরণ করিলেন। এবং
কুরু হইয়া নিজ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তদীয়
মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন মহর্ষি ভৃগু
সেই ঘোর জীবধ ব্যাপার দেখিয়া কুরু
হইলেন এবং বিষ্ণুকে তিনি অভিশাপ প্রদান
করিলেন। ভৃগু বলিলেন,—তুমি যখন ধর্ম্ম-

তস্মাৎ হং সপ্তরুদেহ মানুষেষুপপৎসি ॥১০৬
ততস্তেনাভিশাপেন নষ্টে ধর্ম্মে পুনঃ পুনঃ ।
লোকস্ত চ হিতার্থায় জায়তে মানুষেষুহি ॥ ১০৭
অনুব্যাহত্যা বিষ্ণুং স তদাদায় শিরশ্চরন্ ।
সমানীয় ততঃ কায়মসৌ গৃহেদমববীৎ ॥ ১০৮
এষা হং বিষ্ণুনা দেবি হত। সঞ্জীবয়াম্যহম্ ।
ততস্তাং যোজ্য শিরসা অভিজীবেতি সো-
হববীৎ ॥১০৯
যদি কুৎস্নো ময়া ধর্ম্মো জায়তে চরিতোহপি বা
তেন সত্যেন জীবধ যদি সত্যং বদাম্যহম্ ॥
ততস্তাং প্রোক্ষ্য শীতাভিরন্তিজীবেতি সোহ-
ববীৎ ।
ততোহভিব্যাহতে তশ্চ দেবৌ সঞ্জীবিতা তদা
ততস্তাং সৰ্বভূতানি দৃষ্ট্বা স্পৃগোখিতামিব ।
সাধু সাধিবতি চকুস্তে বচসা সৰ্বতো দিশম্ ॥

তর জানিয়া শুনিয়াও জীলোক অবধ্য
হইলেও তাহাকে বধ করিলে, এই
তোমাকে সপ্তবার মানুষ্যোনিতে জন্ম
লইতে হইবে। অনন্তর সেই ভৃগুর অভিশাপ
বশতঃ ধর্ম্ম নষ্ট হইবার উপক্রমে বিষ্ণু বার-
বার লোকহিতার্থ মানুষ্যোনিতে জন্ম লইতে
লাগিলেন ১০৬—১০৭। এদিকে ভৃগু বিষ্ণুকে
এই কথা কহিয়া তাঁহার স্বীয় ছিন্ন মস্তক
আনয়নপূর্বক সত্তর গ্রহণ করিয়া কহিলেন,—
হে দেবি! এই তুমি বিষ্ণু কর্তৃক নিহত
হইয়াছ; কিন্তু আমি তোমায় এখনই জীবিত
করিব। এই কথা কহিয়া তাঁহার মস্তক দেহে
যোজনা করত কহিলেন,—হে দেবি! তুমি
জীবিত হও। যদি আমি সমস্ত ধর্ম্ম রহস্ত
ও চরিততত্ত্ব জানিয়া থাকি, কিংবা যদি
আমি চিরকাল সত্য কথা কহিয়া থাকি,
তাহা হইলে আমার সেই সত্যে তুমি
জীবিত হও। ভৃগু এই বলিয়া তাঁহার
প্রতি দৃষ্টিপাত করত শীতল জলে অস্ত্রক্ষণ
করিয়া বলিলেন,—তুমি জীবিত হও। এই
কথা বলিবামাত্র দেবৌ জীবিতা হইলেন।
তখন তাঁহাকে স্পৃগোখিতার স্থায় দেখিয়া

এবং প্রত্যাহ্বতা তেন দেবী সা ভৃগুণা তদা ।
 মিশ্রতাং দেবতানাং হি তদভূতমিবাতবৎ ॥
 অসম্ভ্রান্তেন ভৃগুণা পত্নীঃ সঞ্জীবিতাং পুনঃ ।
 দৃষ্ট্বা চেন্দ্রো নালভত শর্য্য কাব্যভয়াং পুনঃ ।
 প্রজাগবে ততশ্চেন্দ্রে জয়ন্তীমিদমব্রবীৎ ॥১১৪
 সক্ষিস্তা মতিমান্ বাক্যং স্বাং কস্তাং পাকশাসনঃ
 এষ কাব্যো হমিত্রায় ব্রতং চরতি দাক্ষণম্ ।
 তেনাহং ব্যাকুলঃ পুত্রি কৃতো মতিমতা ভৃশম্
 গচ্ছ সংসাধয়শ্চেনং শ্রমাপনয়নৈঃ স্তুতৈঃ ।
 তৈস্তৈর্নোহনুকূলৈশ্চ হ্যপচারৈরতস্তিতা ॥১১৫
 কাব্যমারাদয়শ্চেনং যথা তুষ্যোত স দ্বিজঃ ।
 গচ্ছ হং তস্মৈ দত্তাসি প্রযত্ত্বং কুরু মৎকৃতে ॥
 এবমুক্তঃ জয়ন্তী সা বচঃ সংগৃহ্য বৈ পিতৃঃ ।
 অগচ্ছদ্যম্ন যোয়ং স তপ আরভ্য তিষ্ঠতি ॥

সমস্ত ভূতবর্গ চতুর্দিক্ হইতে সাধু সাধু
 বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল । এইরূপে ভৃগু
 তৎকালে সর্বদেবের সমক্ষে তদীয় পত্নীকে
 প্রত্যানয়ন করেন । ভৃগুর এই কন্ম তখন
 অতীব অদ্ভুত হইয়াছিল । ভৃগু অনায়াসে
 স্বীয় পত্নীকে সঞ্জীবিত করিলেন দেখিয়া ইন্দ্র
 তদীয় ভয়ে কিছুতেই আর শান্তিনাভ
 করিতে পারিলেন না । হৃষ্টিস্থায় রাক্ষিতে
 তাঁহার নিজা হইল না । মতিমান্ পাকশাসন
 অনেক চিন্তার পর স্বীয় দুহিতা জয়ন্তীকে
 সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—পুত্রি ! শুক্র
 আমার শক্রবর্গের হিতের নিমিত্ত এক
 কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিতেছেন । আমি
 তাঁহার আচরণে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ি-
 য়াছি । অতএব যাও—মনোহুকুল বিবিধ
 গ্লানিহর উপচার দ্বারা অনলসভাবে তাঁহাকে
 গিয়া সেবা করিতে থাক । অধিক আর
 বলিব কি, সেই দ্বিজবর যাহাতে পরিতুষ্ট
 হন, তুমি সেই ভাবেই তাঁহার আরাধনা কর ।
 যাও তুমি ; আমি তোমাকে তাঁহারই উদ্দেশে
 দান করিলাম । তুমি মদীয় কার্যসাধনার্থ চেষ্টা
 কর । ইন্দ্র এই কথা কহিলে সেই জয়ন্তী !
 পিতার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া—যথায়

তং দৃষ্ট্বা তু পিবন্তঃ সা কণধুমবান্মুখম্ ।
 যক্ষেণ পাত্যমানঞ্চ কুণ্ডধারেণ পাতিতম্ ॥১১৬
 দৃষ্ট্বা চ তং পাত্যমানং দেবী কাব্যমবস্থিতম্ ।
 স্বরূপধানশাম্যং তং হর্ষলং ভূতিমাবৃতিতম্ ।
 পিত্রা যথোক্তং বাক্যং সা ক্রাব্যো কৃতবতী তদা
 গীর্ভিষ্টৈশ্চবানুকূলাভিঃ স্তবতী বস্তভাষিণী ।
 গাত্রসংবাহনৈঃ কালে সেবমানা স্তচঃ সুখঃ ।
 ব্রতচর্য্যানুকূলাভিরূপাস বহুলাঃ সমাঃ ॥ ১২১
 পূর্ণে ধুমব্রতে তস্মিন্ ঘোরে বর্ষসহস্রকে ।
 বরেণ চন্দ্রম্যাস কাব্যং প্রীতো ভবন্তদা ॥
 মহাদেব উবাচ ।

এতদ্ব্রতং হ্রৈয়েকেন চৌর্ণং নাশ্তেন কেনচিত্ ॥
 তস্মাদৈব তপসা বুদ্ধ্যা শ্রুতেন চ বলেন চ ॥১২৩

শুক্লাচার্য্য তপস্তা করিতেছিলেন, সেই
 স্থানে গমন করিলেন, যাইয়া দেখিলেন,—
 সেই দ্বিজবর অধোমুখে অবস্থান করিয়া
 কণধুম পান করিতেছেন । কোন যক্ষ
 তাঁহাকে সেইভাবে পাতিত করিয়া রাখি-
 য়াছে । কণ্ঠধার দিয়া ধুমকণা নির্গত
 হইতেছে । তিনি আশ্চর্যরূপ ধ্যানে শমভাব
 প্রাপ্ত হইয়াছেন । তপস্তায় তাঁহার দেহ
 কুশ হইয়া গিয়াছে । তিনি পরম বিভূতি
 আশ্রয় করিয়াছেন । জয়ন্তী দেবী তাঁহাকে
 তদবস্থায় পাতিত ও অবস্থিত দেখিয়া পিতার
 নির্দেশ অনুসারে তখন তাঁহার স্নেহসাকারিণী
 হইলেন । সেই মৃদুমধুর-ভাষিণী জয়ন্তী অহু-
 কুল বাগ্‌বিত্তাসে তাঁহাকে স্তব করিতে
 লাগিলেন কখন গাত্রসংবাহনাদি দ্বারা সেবা
 করিতে লাগিলেন এবং কখন বা ব্রতচর্য্যার
 অনুকূল ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । এই
 ভাবে তথায় তিনি বহুবৎসর বাস করিলেন ।
 এদিকে সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে সেই কঠোর
 ধুমব্রত সাক্ষ হইল । তখন মহাদেব প্রীত
 হইয়া শুক্লাচার্য্যকে বর গ্রহণ করিতে বলি-
 লেন । ১০৮—১২২ । মহাদেব কহিলেন,—হে
 দ্বিজ ! একমাত্র তুমিই এই ব্রতের অনুষ্ঠান
 করিলে, অস্ত্র কেহই ইহা করিতে পারে নাই ।

তেজসা চ সুরান্ সর্বাঃ স্তমেকোহভিভবিষ্যসি
যচ্চাভিলষিতং ব্রহ্মণ বিদ্যতে ভৃগুনন্দন ॥ ১২৪
প্রপৎস্তসে তু তৎ সর্বং নান্নবাচ্যন্ত কশ্চিৎ ।
সর্বাভিতাবী তেন হং ভবিষ্যসি দ্বিজোত্তম ॥
এতান্ দত্ত্বা বরাঃ স্তত্শ্চ ভার্গবায় ভবঃ পুনঃ ।
প্রজেশহং ধনেশহমবধ্যত্বক বৈ দদৌ ॥ ১২৬
এতান্ লজ্জা বরান্ কাব্যঃ সম্প্রহৃষ্টতনুক্রহঃ ।
হর্ষাৎ প্রাহুর্ষতো তস্ত দিব্যস্তোত্রঃ মহেশ্বরে ।
তথা তির্ধ্যাক্ষিতৈশ্চৈব তুষ্টিবে নীললোহিতম্ ॥

শুক্র উবাচ ।

নমোহস্ত শিতিকণ্ঠায় কনিষ্ঠায় সুবর্চসে ।
লেলিহানায় কাব্যায় বৎসরায়াক্ষসঃ পতে ॥ ১২৮
কপর্দিনে করালায় হর্ষাক্ষে বরদায় চ ।
সংসৃতায় সুতীর্থায় দেবদেবায় রংহসে ॥ ১২৯
উক্ষীর্ণিণে সুবক্ত্রায় বহুরুপায় বেধসে ।

অতএব তপস্তা, বুদ্ধি, বল, শাস্ত্রজ্ঞান,
ও তেজ দ্বারা তুমি একাকীই সমস্ত সুর-
গণকে অভিভূত করিতে পারিবে। হে
ব্রহ্মণ! হে ভৃগুনন্দন! তোমার যাহা যাহা
অভীষ্ট আছে, সমস্তই তুমি প্রাপ্ত হইবে।
পরন্তু এ রহস্য তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ
করিও না। হে দ্বিজোত্তম! তুমি সর্বাভি-
তাবী হইতে পারিবে। ভগবান্ ভব
ভার্গবকে এই সকল বর প্রদান করিয়া পরে
প্রজেশহ, ধনেশহ এবং অবধ্যহ বরও
ঐহাকে দান করিলেন। দ্বিজবর কাব্য
এই সকল বর লাভ করিয়া হর্ষ-পুলাকত
হইলেন। হর্ষভরে ঐহার বদন হইতে
মহেশ্বরসম্বন্ধীয় এক দিব্য স্তোত্র প্রাহুর্ভূত
হইল। তিনি তাদৃশ তির্ধ্যাক্ষভাবে থাকিয়াই
নীললোহিত দেবকে স্তব করিতে লাগিলেন।
১২৩—১২৭। শুক্র কহিলেন,—আমি শিতি-
কণ্ঠ, কনিষ্ঠ, সুবর্চা, লেলিহান, কাব্য, বৎ-
সর, কপর্দীকে নমস্কার করি। যিনি করাল,
হর্ষাক্ষ, বরদ, সংসৃত, সতীর্থ, দেবদেব,
সুহৃৎ, উক্ষীর্ণী, সুবক্ত্র, বহুরুপ, বেধ,

বসুন্তেতা, রুদ্র, তপ, চিত্রবাসসে ॥ ১৩০
হ্রস্বায় মুক্তকেশায় সেনাস্তে রোহিতায় চ ।
কবয়ে রাজবৃক্ষায় তক্ষকক্রৌড়নায় চ ॥ ১৩১
সহস্রশিরসে চৈব সহস্রাক্ষায় মীঢ়ুষে ।
বরায় ভব্যরূপায় শ্বেতায় পুরুষায় চ ॥ ১৩২
গিরিশায় নমোহর্কায় বলিনে আজ্যপায় চ ।
সুহৃণ্ডায় সুবস্ত্রায় ধ্বিনে ভার্গবায় চ ॥ ১৩৩
নিষঙ্গিণে চ তারায় স্বক্ষায় ক্ষপণায় চ ।
তাত্রায় চৈব ভীমায় উগ্রায় চ শিবায় চ ॥ ১৩৪
মহাদেবায় শর্কায় বিশ্বরূপশিবায় চ ।
হিরণ্যায় বরিষ্ঠায় জ্যেষ্ঠায় মধ্যমায় চ ॥ ১৩৫
বাস্তোশ্পতে পিনাকায় মুক্তয়ে কেবলায় চ ।
মৃগব্যাধায় দক্ষায় স্থানবে ভাষণায় চ ॥ ১৩৬
বহুনেত্রায় ধূম্রায় ত্রিনেত্রায়ৈশ্বরায় চ ।
কপালিনে চ বীরায় মৃত্যবে ত্র্যম্বকায় চ ॥ ১৩৭
বভ্রবে চ পিশঙ্গায় পিজ্জলায়াক্রণায় চ ।
পিনাকিনে চেষুমতে চিত্রায় রোহিতায় চ ॥ ১৩৮
হৃন্দুভ্যায়ৈকপাদায় অজায় বুদ্ধিদায় চ ।
আরণ্যায় গৃহস্থায় যতয়ে ব্রহ্মচারিণে ॥ ১৩৯
সাংখ্যায় চৈব যোগায় ব্যাপিনে দীক্ষিতায় চ ।
অনাহতায় শর্কায় ভবেশায় যমায় চ ॥ ১৪০

বসুন্তেতা, রুদ্র, তপ, চিত্রবাসা, হ্রস্ব, মুক্ত-
কেশ, সেনানী, রোহিত, কবি, রাজাবৃক্ষ,
তক্ষকক্রৌড়ন, সহস্রশিরা, সহস্রাক্ষ, মীঢ়ুষ,
বর, ভব্যরূপ, শ্বেত, পুরুষ, গিরিশ, অর্ক
বলী ও আজ্যপ, ঐহাকে আমি নমস্কার
করি। যিনি সুহৃণ্ড, সুবস্ত্র, ধ্বী, ভার্গব,
নিষাদী, তার, স্বক্ষ, ক্ষপণ, তাত্র, ভীম,
উগ্র, শিব, মহাদেব, সর্ক, বিশ্বরূপ, শিব,
হিরণ্য, বরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, বাস্তোশ্পতি,
পিনাক, মুক্তি, কেবল, মৃগব্যাধ, দক্ষ, স্থানু,
ভাষণ, বাহুনেত্র, ধূম্র, ত্রিনেত্র, ঐশ্বর,
কপালী, বীর, মৃত্যু, ত্র্যম্বক, বভ্র, পিশঙ্গ,
পিজ্জল, অক্রণ, পিনাকী, ইষুমতি, চিত্র,
রোহিত, হৃন্দুভা, একপাদ, অজ, বুদ্ধিদ,
আরণ্য, গৃহস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী, সাংখ্য, যোগ,
পানী, দীক্ষিত, অনাহত শর্ক, ভবেশ, যম,

রোধসে চেকিতানায় ব্রহ্মিষ্ঠায় মহর্ষয়ে ।
 চতুস্পদায় মেধ্যায় রক্ষিণে নীল্রগায় চ ॥ ১৪১
 শিখণ্ডিনে করলায় দংষ্ট্রিণে বিশ্ববেধসে ।
 ভান্সরায় প্রতীতায় সুদীপ্তায় সুমেধসে ॥ ১৪২
 ক্রুরায়াবিকৃতায়ৈব ভীষণায় শিবায় চ ।
 সৌম্যায় চৈব মুখ্যায় ধার্মিকায় শুভায় চ ॥ ১৪৩
 অবধ্যায়ামৃতায়ৈব নিত্যায় শান্তায় চ ।
 ব্যাপ্তায় বিশিষ্টায় ভরতায় চ সাক্ষিণে ॥ ১৪৪
 ক্ষেমায সহমানায় সত্যায় চামৃতায় চ ।
 কল্বে পরশবে চৈব শূলিনে দিব্যচক্ষুযে ॥ ১৪৫
 সৌমপায়াজ্যপাত্যৈব ধূমপায়োঽশ্বপায় চ ।
 শুচয়ে পরিধানায় সজোজাতায় মৃত্যবে ॥ ১৪৬
 পিশিতাশায় সর্ষায় মেধায় বিদ্যাতায় চ ।
 ব্যাবৃত্তায় বরিষ্ঠায় ভরিতায় তরক্ষবে ॥ ১৪৭
 ত্রিপুরস্রায় তীর্থায়াবক্রায় রোমশায় চ ।
 তিগ্নায়ুধায় ব্যাখ্যায় সুসিদ্ধায় পুলস্তয়ে ॥ ১৪৮
 রোচমানায় চণ্ডায় ক্ষীতায় ঋষভায় চ ।
 ব্রতিনে যুগ্মমানায় শুচয়ে চোদ্ধিরেতসে ॥ ১৪৯
 অনুরস্রায় স্বান্নায় মৃত্যুয়ে যজ্ঞিয়ায় চ ।
 কৃশানবে প্রচেতায় বহুয়ে নির্মলায় চ ॥ ১৫০
 রক্ষোন্নায় পশুস্রায়াবিস্রায় ঋষিতায় চ ।
 বিভ্রান্তায় মহান্তায় অত্যন্তং তুর্গমায় চ ॥ ১৫১

মেধাঃ, চেকিতান, ব্রহ্মিষ্ঠ, মহর্ষি, চতুস্পদ, মেধ্য, রক্ষী, নীল্রগ, শিখণ্ডী, করাল, দংষ্ট্রী, বিশ্ববেধা, ভান্সর, প্রীতিত, সুদীপ্ত, সুমেধা, ক্রুর, অবিকৃত, ভীষণ, শিব, সৌম্য, মুখ্য, ধার্মিক, শুভ, অবধ্য, অমৃত, নিত্য, শান্ত, ব্যাপ্ত, বিশিষ্ট, ভরত, সাক্ষী, ক্ষেম, সহমান, সত্য, অনৃত, কর্তা, পরশ, শূলী, দিব্যচক্ষু, সৌমপ, আজ্যপ, ধূমপ, উশ্বপ, শুচি, পরিধান, সজোজাত, মৃত্যু, পিশিতাশ, সর্ষ, মেধ, বিদ্যাত, ব্যাবৃত্ত, বরিষ্ঠ, ভরত, তরক্ষ, ত্রিপুরস্র, তীর্থ, অবক্র, রোমশ, তিগ্নায়ুধ, ব্যাখ্য, সুসিদ্ধ, পুলস্তি, রোচমান, চণ্ড, ক্ষীত, ঋষভ, ব্রতী, যুগ্মমান, শুচি, উদ্ধিরেতা, অনুরস্র, স্বান্ন, মৃত্যুয়, যজ্ঞিয়, কৃশায়, প্রচেতা, বহু, নির্মল, রক্ষোয়,

কৃষ্ণায় চ জয়ন্তায় লোকানামীশ্বরায় চ ।
 অনাশ্রিতায় বেধ্যায় সমত্বাধিষ্ঠিতায় চ ॥ ১৫২
 হিরণ্যবাহবে চৈব ব্যাপ্তায় চ মথায় চ ।
 সুকর্্মণে প্রসহায় চেশানায় সুচক্ষুযে ॥ ১৫৩
 ক্ষিপ্রেষবে সদস্রায় শিবায় মোক্ষদায় চ ।
 কপিলায় পিশঙ্গায় মহাদেবায় ধীমতে ॥ ১৫৪
 মহাকায়ায় দীপ্তায় রোদনায় সহায় চ ।
 দৃঢ়ধাৰিনে কবচিনে রথিনে চ বক্রধিনে ॥ ১৫৫
 ভৃগুনাথায় শুক্রায় গহ্বরিরিষ্ঠায় বেধসে ।
 অমোঘায় প্রশান্তায় সুমেধায় কুবায় চ ॥ ১৫৬
 নমোহস্ত তুভ্যং ভগবন্ বিশ্বায় কৃতিবাসসে ।
 পশুনাং পতয়ে তুভ্যং ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥
 প্রণবে ঋগুংসুঃসাম্যে স্বাহায় চ স্বধায় চ ।
 বষট্কারান্মনে চৈব তুভ্যং মজ্জান্মনে নমঃ ॥
 হস্তে ধাত্রে তথা কল্বে চক্ষুঃশোভ্রময়ায় চ ।
 ভূতভব্যভবেশায় তুভ্যং কৰ্ম্মান্মনে নমঃ ॥ ১৫৯
 বসবে চৈব সাধ্যায় রুদ্রাদিত্যসুরায় চ ।
 বিষায় মাক্রতায়ৈব তুভ্যং দেবান্মনে নমঃ ॥

পশুস্র, অবিস্র, ঋষিত, বিভ্রান্ত, মহান্ত, অত্যন্ত তুর্গম, কৃষ্ণ, জয়ন্ত, লোকেশ, অনাশ্রিত, বেধ্য, সমত্বাধিষ্ঠিত, হিরণ্য-বাহু, ব্যাপ্ত, মহ, সুকর্মা, প্রসহ, চেশান, সুচক্ষু, ক্ষিপ্রেষু, সদস্র, শিব, মোক্ষদ, কপিল, পিশঙ্গ, মহাদেব, ধীমান, মহাকায়, দীপ্ত, রোদন, সহ, দৃঢ়ধা, কবচী, রথী, বক্রধী, ভৃগুনাথ, শুক্র, গহ্বরিরিষ্ঠ, বেধা, অমোঘ, প্রশান্ত, সুমেধা ও কুব তাঁহাকে নমস্কার! হে ভগবন্! তুমি বিশ্ব, কৃতি-বাসা, পশুপতি ও ভূতপতি, তোমায় আমার নমস্কার। তুমি ঋক্ যজু ও সাম, তুমি প্রণব, স্বা, স্বধা, বষট্কারান্মা ও মজ্জান্মা, তোমায় নমস্কার। তুমি হস্তা, ধাতা, কর্তা, চক্ষুঃশোভ্রময় ভূত ভব্য ও ভবেশ, এবং কৰ্ম্মান্মা, তোমায় আমি নমস্কার করি। তুমি বসু, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, সুর, বিশ্ব, মাক্রত ও দেবান্মা, তোমায় আমার নমস্কার। তুমি

অগ্নীষোমবিধিজায় পশুমজ্জোষধায় চ ।
 স্বয়ম্ভুবে হজ্ঞায়ৈব অপূৰ্ণ প্রথমায় চ ।
 প্রজানাং পতয়ে চৈব তুভ্যং ব্রহ্মাঙ্কনে নমঃ ॥
 আশ্বেশায়াশ্ববশ্চায় সর্বেশাতিশয়ায় চ ।
 সৰ্বভূতাদ্ভূতায় তুভ্যং ভূতান্ধনে নমঃ ॥১৬২
 নির্গুণায় গুণজায় ব্যাকৃতায়ামৃতায় চ
 নিকৃপাখ্যায় মিত্রায় তুভ্যং সাংখ্যাঙ্কনে নমঃ ॥
 পৃথিব্যৈ চান্তরীক্ষায় দিব্যায় চ মহায় চ ।
 জনস্তপায় সত্যায় তুভ্যং লোকাঙ্কনে নমঃ ॥
 অব্যক্তায় চ মহতে ভূতাদেয়িক্রিয়ায় চ ।
 আত্মজায় বিশেষায় তুভ্যং সৰ্বাঙ্কনে নমঃ ॥
 নিত্যায় চান্ধলিকায় শূন্যায়ৈবেতরায় চ ॥
 বুদ্ধায় বিভবে চৈব তুভ্যং মোক্ষাঙ্কনে নমঃ ॥
 নমস্তে ত্রিষু লোকেষু নমস্তে পরতন্ত্রিষু ।
 সত্যাস্তেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু চতুষ্টু চ নমোহস্ত তে ॥
 নমঃস্তোত্রে মম্মা হস্মিন্ যদি ন ব্যাহতং ভবেৎ
 মন্ত্রক ইতি ব্রহ্মণ্য তৎ সৰ্বং ক্ষন্তুমহসি ॥ ৬৮
 সূত উবাচ ।
 এবমাত্মায় দেবেশমৌষধং নীললোহিতম ।

অগ্নীষোম-বিধিজ পশু মজ্জ ও ঔষধ, স্বয়ম্ভু, অজ, অপূৰ্ণ প্রথম, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, তোমায় নমস্কার । তুমি আশ্বেশ, আশ্ববশ্চ, সর্বেশাতিশয়, সৰ্বভূতের অঙ্গভূত, ভূতান্ধ, তোমায় নমস্কার । তুমি নির্গুণ, গুণজ, ব্যাকৃত, অমৃত, নিকৃপাখ্য, মিত্র ও সাংখ্যান্ধ, তোমায় নমস্কার । তুমি পৃথিবী, অস্তরীক্ষ, দিব্য, মহ, জনস্তপ, সত্য ও লোকাঙ্ধ, তোমায় নমস্কার । তুমি অব্যক্ত মহৎ, ভূতাদির ইন্দ্রিয়, আত্মজ, বিশেষ সৰ্বাঙ্ধ, তোমায় নমস্কার । তুমি নিত্য, আত্মলিঙ্গ, শূন্য, অশূন্য, বুদ্ধ বিভু, মোক্ষাঙ্ধ, তোমায় নমস্কার । লোকত্রেয়ে তোমায় নমস্কার, লোকত্রেয়ের অতীত তোমায় নমস্কার, মহাদি সত্য পর্য্যন্ত চারিলোকে তোমায় নমস্কার, নমস্কার । হে ব্রহ্মণ্য ! এই স্তোত্রে আমার যাহা কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি ষটিয়াছে, নিজ ভক্ত জ্ঞানে তাহা আপনি আশ্বাস কক্ষন ১২৮—১৬৮ সূত

প্রহোহতিপ্রণতস্তস্মৈ প্রাজ্ঞলিবাগ্‌যতোহতবৎ
 কাব্যস্ত গাত্ৰং সংস্পৃশ্ত হস্তেন প্রীতিমান্ ভবঃ
 নিকামং দর্শনং দধা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৭০
 ততঃ সোহস্তর্হিতে তস্মিন্ দেবেশেহমুচরীং
 তদা ।
 তিষ্ঠন্তীং পার্শ্বতো দৃষ্ট্বা জয়ন্তীমিদমব্রবীৎ ॥
 কস্ত ত্বং সুভগে কা বা ত্বংখিতে ময়ি ত্বংখিতা ।
 মহতা তপসা যুক্তা কিমর্থঃ মাং নিষেবসে ॥
 অনয়া সংস্তুতো ভক্ত্যা প্রশ্রয়েণ দধেন চ ।
 স্নেহেন চৈব সুশ্রোণি প্রীতোহস্মি বরবর্ণিনি ॥
 কিমিচ্ছসি বরারোহেকস্তে কামঃ সমৃদ্ধাত্মা ।
 তৎ তে সম্পাদয়াম্যদ্য যদ্যপি স্তাৎ সুহৃদ্রঃ ॥
 এবমুক্তাববৌদেনং তপসা জাতুমহসি ।
 চিকীর্ষিতঃ হি মে ব্রহ্মাঙ্কঃ হি বেথ যথাতথম্ ॥
 এবমুক্তোহববৌদেনাং দৃষ্ট্বা দিব্যেন চক্ষুযা ।

কহিলেন,—শুক্রাচার্য্য এইরূপে সেই দেবেশ নীললোহিতকে স্তব করিয়া বিনীতভাবে প্রণত ও প্রাজ্ঞলি হইয়া বাকুসংযমনপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন । ভগবান্ ভব তখন প্রীতিমান্ হইয়া হস্ত দ্বারা শুক্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া সম্যক্ দর্শন-দানান্তে অন্তর্হিত হইলেন । দেবদেব অন্তর্দান করিলে, শুক্র সেই অমুরৌ জয়ন্তীকে পার্শ্বে দেখিয়া বলিলেন—হে সুভগে ! কে তুমি ? কিসের জন্ত তুমি আমার ত্বংখে ত্বংখিতা হইয়া কঠোর তপসাধনায় নিযুক্ত হইয়াছ ? কেন তুমি আমার সেবা করিতেছ ? হে সুশ্রোণি ! তোমার এ হেন ভক্তি বিনয়, সংযম ও স্নেহ-নীলতায় আমি একান্তই প্রীত হইয়াছি । হে বরবর্ণিনি ! তুমি কি চাও ? তোমার মনের প্রার্থনীয় কি ? প্রকাশ করিয়া বল—যদিও তাহা সুহৃদ্র হয়, তথাপি তাহা আমি সম্পাদন করিব । শুক্র এই কথা কহিলে জয়ন্তী কহিল, আমার মনোভীষ্ট বা চিকীর্ষিত নকি, তাহা আপনি তপোবলেই বিদিত হইতে পারেন । হে ব্রহ্মন ! কোন তব্বই ত আপনার অবিদিত নহে । জয়ন্তী এই কথা

ময়া সহ ত্বং স্মৃশ্বোপি দশ বর্ষাণি ভামিনি ॥১৭৪
 দেবি চেন্দীবরস্ত্রীমে বরাহে বামলোচনে ।
 এবং বৃণোষি কামঃ স্বঃ মন্তো বৈ বস্তুভাষিণি ॥
 এবং ভবতু গচ্ছামো গৃহান্নো মন্তকাশিনি ।
 ততঃ স্বগৃহমাগত্য জয়ন্ত্যা পাণিমুদ্রহন্ ॥ ১৭৮
 তয়া সহাবসদেব্যা দশ বর্ষাণি ভার্গবঃ ।
 অদৃষ্টঃ সর্বভূতানাং মায়ায়া সংবৃতঃ প্রভুঃ ॥ ১৭৯
 কৃতার্থমাগতঃ দৃষ্ট্বা কাব্যং সর্বে দিতেঃ সূতাঃ
 অভিজগ্মুর্গৃহং তস্তা মুদিতান্তে দিদৃক্ষবঃ ॥ ১৮০
 যদা গতান পশুন্তি মায়ায়া সংবৃতং গুরুম্ ।
 লক্ষণং তস্তা তদ্বুদ্ধা প্রতিজগ্মুর্ধ্বাগতম্ ॥১৮১
 বৃহস্পতিস্ত সংকল্পঃ কাব্যং জ্ঞাত্বা বরেণ তু
 তুষ্ট্যর্থং দশ বর্ষাণি জয়ন্ত্যা হিতকামায়া ॥ ১৮২
 বুদ্ধা তদন্তরং সোহপি দৈত্যানামিল্লনোদিতঃ

কাব্যাস্ত রূপমাস্থায় অগুরান সমুপালস্যৎ ॥
 ততস্তানাগতান্ দৃষ্ট্বা বৃহস্পতিক্রবাচ হ ।
 স্বাগতং মম যাজ্ঞানং প্রাপ্তোহহং বো
 হিতায় চ ॥ ১৮৪
 অহং বোধ্যাপয়িষ্যামি বিভাঃ প্রাপ্তাঃ বা ময়
 ততস্তে হৃষ্টমনসো বিভার্থযুগপেদিরে ॥ ১৮৫
 পূর্ণে কাব্যাস্তদা তস্মিন্ সময়ে দশবার্ষিকে ।
 সময়াস্তে দেবযানী তদোৎপন্ন ইতি জ্ঞতিঃ ।
 বুদ্ধিঃ স্ত্রে ততঃ সোধ্য যাজ্ঞানং

প্রত্যবেক্ষণে ॥ ১৮৬

দেবি গচ্ছাম্যহং দ্রষ্টুং মম যাজ্ঞান শ্রুতিস্মিতে
 বিভ্রান্তরীক্ষিতে সাধিষ ত্রিবর্ণায়ত্তলোচনে ॥
 এবমুক্তাববৌদেনং তজ্জ তত্তান্ মহাব্রত
 এয ধর্ম্যঃ সতাং ব্রহ্মন ন ধর্ম্য লোপয়ামি তে ॥

কহিলে শুক্র দিব্যনেত্রে দর্শনপূর্বক বল-
 লেন,—হে ভামিনি! হে সুনিতদে! তুমি
 এইরূপ কামনা করিতেছ যে, আমার সহিত
 দশ বর্ষ যাবৎ বিহার করিবে। হে দেবি!
 হে ইন্দীবরবৎ স্ত্রীমগাজি! মুহু মধুরভাষিণি।
 বামনেত্রে! আমার নিকট হইতে এইরূপ
 বরই যদি তোমার প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে
 আমি বলি—‘এবম্’ হে মন্তকাশিনি! চল
 তবে আমরা এখন গৃহে গমন করি। অন-
 ন্তর ভার্গব গৃহে আসিয়া জয়ন্তীর পাণি
 পীড়ন করিলেন এবং দশ বর্ষ যাবৎ তাহার
 সহিত মায়াবৃত ও সর্বভূতের অদৃষ্ট হইয়া
 বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে দিতি-
 নন্দনেরা শুক্রাচার্য্য কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়া-
 ছেন শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার বাস-
 নায় মুদিতমনে তদীয় গৃহে আগমন করিল;
 কিন্তু তাহার আসিয়া সেই মায়াবৃত গুরু-
 দেবকে দেখিতে পাইল না; তাৎকালিক
 ভাবগতিক বুঝিয়া তখন তাহার পুনরায়
 স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। অনন্তর
 বৃহস্পতি, জয়ন্তীর হিত ও তুষ্টি কামনায় শুক্র
 যে বরদান ব্যাপারে দশ বর্ষ যাবৎ নিরুদ্ধ
 আছেন, তাহা জানিলেন। এই অবকাশে

ইন্দ্র তাঁহাকে দৈত্যগণের নিকট প্রেরণ করি-
 লেন। বৃহস্পতি তখন শুক্রাচার্য্যের রূপ
 ধরিয়া দৈত্যদিগকে গিয়া ডাকিলেন। দৈত্য
 গণ সকলেই তাঁহার নিকট আসিল। বৃহ-
 স্পতি তাহাদিগকে কহিলেন,—ওহে আমার
 যাজ্ঞগণ! তোমাদের শুভাগমন হউক, আমি
 তোমাদের হিতের নিমিত্ত আসিয়াছি।
 আমার যে সকল বিভালাভ হইয়াছে, আমি
 তোমাদিগকে তাহা অধ্যয়ন করাইব। তৎ-
 শ্রবণে দৈত্যগণ হৃষ্ট মনে বিভালাভার্থ তাঁহার
 নিকট আসিল। এদিকে এই সময় শুক্রা-
 চার্য্যেরও দশ বর্ষ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।
 আমাদের শুনা আছে, ঐ সময়ের মধ্যেই
 শুক্র হইতে দেবযানী উৎপন্ন হইয়াছিলেন।
 নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে শুক্র স্বীয় যজ্ঞমান-
 দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানস
 করিলেন এবং পত্নীকে সূচোধন করিয়া
 কহিলেন,—হে শুচীস্মিতে দেবি! আমি
 এখন মদীয় যজ্ঞমানদিগকে দেখিতে যাইব।
 অগ্নি চঞ্চলনেত্রে। পতিব্রতে! তুমি এবিষয়ে
 সম্মতি প্রদান কর। ১৬৯—১৮৭। শুক্র এই কথা
 কহিলে পত্নী প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে মহা-
 ব্রত! তজ্জদিগকে ভজনা করুন। হে ব্রহ্মন!

ততো গগান্মরান দৃষ্ট্বা দেবাচার্যোণ ধীমতা।
বক্তিতান কাব্যরূপেণ ততঃ কাব্যোহব্রবীতুতান
কাব্যং মাং বো বিজানীধ্বঃ তোষিতো

গিরিশো বিভুঃ ।

বক্তিতা বত যুগং বৈ সর্কে শৃণুত দানবাঃ ॥১১০॥
ঋত্বা তথা ক্রবাণঃ তং সম্ভ্রান্তান্তে তদাভবন।
প্রকৃত্তান্তাবুভৌ তত্র স্থিতাসৌনো সুবিস্মিতাঃ ॥
সম্প্রমুঢ়ান্ততঃ সর্কে ন প্রাবুধ্যস্ত কিঞ্চন।

অব্রবীৎ সম্প্রমুঢ়েষু কাব্যস্তানস্মুরাংস্তদা ॥১১২॥
আচার্য্যো বো হহং কাব্যো দেবাচার্য্যোহয়-
মঙ্গিরাঃ ।

অনুগচ্ছত মাং দৈত্যাস্ত্যজ্ঞতৈনং বৃহস্পতিম্ ॥
ইত্যুক্তা হস্মুরাস্তেন তাবুভৌ সমবেক্ষ্য চ
যদাস্মুরা বিশেষস্ত ন জ্ঞানস্ত্যভয়োস্তয়োঃ ॥১১৪॥

ইহাই সং লোকের ধর্ম্ম; আমি আপনার
ধর্ম্মলোপ করিতে চাহি না। অনন্তর ভার্গব
দৈত্যাবাসে গমন করিলেন, যাইয়া দেখি-
লেন,—দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁহারই রূপ
ধারণ করিয়া দৈত্যদিগকে প্রতারিত করিয়া
ছেন। তখন গুরু কহিলেন,—ওহে দানব-
গণ! জানিও—আমারই নাম গুরুচার্য্য,
আমিই কৈলাসপতিকে পরিতুষ্ট করিয়াছি।
আমার কথা শ্রবণ কর, তোমরা বঞ্চিত হই-
য়াছ। দানবেরা তাঁহার সেই কথা শুনিয়া
সম্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহারা তথায় প্রত্যক্ষত
সেই ছুই গুরুকে স্থিত ও সমাসীন দেখিয়া
অতীব বিস্মিত ও বিমুঢ় হইয়া কিছুই বুঝিতে
পারিল না। অস্মুরেরা বিমুঢ়ভাবে রহিলে
কাব্য তাহাদিগকে তখন বলিলেন,—ওহে,
আমিই তোমাদের আচার্য্য কাব্য; আর ইনি
দেবাচার্য্য অঙ্গিরা। তাই বলিতেছি, দৈত্য-
গণ! তোমরা আমারই অনুসরণ কর।
আর এই বৃহস্পতিকে বর্জন কর। অস্মুরগণ
তৎকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাদের
উভয়কেই দেখিল; কিন্তু দেখিয়া উভয়ের
বিশেষত্ব কিছুই বুঝিল না, কে বৃহস্পতি? কে
গুরু? কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তখন

বৃহস্পতিক্রব্যাটৈচনামসম্ভ্রান্তস্তপোধনঃ ।

কাব্যো বোহহং গুরুদৈত্য্য মঙ্গপোহয়ঃ

বৃহস্পতিঃ ॥ ১১৫

সম্মোহয়তি রূপেণ মামকেনৈব বোহস্মুরাঃ ।
ঋত্বা তন্ত ততস্তে বৈ সমেত্য তু ততোহব্রবন
অয়ং নো দশবর্ষাণি সততঃ শান্তি বৈ প্রভুঃ ।

এব বৈ গুরুস্মাকমস্তরে ক্ষুরয়ন্ব দ্বিজঃ ॥ ১১৭
ততস্তে দানবাঃ সর্কে প্রণিপত্যাভিনন্দ্য চ ।

বচনং জগৃহস্তস্ত চিরাভ্যাসেন মোহিতাঃ ॥১১৮॥
উচুস্তমস্মুরাঃ সর্কে ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ ।

অয়ং গুরুহিতোহস্মাকং গচ্ছ স্বং নাসি নো

গুরুঃ ॥১১৯

ভার্গবো বাঙ্গিরা বাপি ভগবানৈব নো গুরুঃ ।
স্থিতা বয়ং নিদেশেহস্ত সাধু ত্বং গচ্ছ মাচিরম্
এবমুক্তাস্মুরাঃ সর্কে প্রাপদ্যস্ত বৃহস্পতিম্ ।
যদা ন প্রতিপদ্যস্ত কাব্যোনোক্তং মহকিতম্ ॥

তপোধন বৃহস্পতি অসম্ভ্রান্তভাবে বলিয়া উঠি-
লেন,—ওহে দৈত্যগণ! আমিই তোমাদের
গুরু কাব্য; আর ইনি আমার রূপধর
বৃহস্পতি। ইনি আমার রূপ ধরিয়া তোমা-
দিগকে সম্মোহিত করিতেছেন। তাঁহার কথা
শুনিয়া অস্মুরেরা তখন একযোগে বলিল—
ইনি আমাদের দশতবর্ষ যাবৎ শিক্ষা দান
করিতেছেন। ইনি আমাদের অন্তরে গুরু-
রূপে প্রতিভাত। ১১৮—১১৭। এই বলিয়া
দানবেরা সকলেই প্রণিপাত ও অভিনন্দন
করিয়া চিরাভ্যাসবশে মোহিত হইয়া তাঁহারই
বাক্য গ্রহণ করিল এবং অত্যাগত
গুরুকে কোপকষায়িত নেত্রে বলিল—ইনিই
আমাদের হিতৈষী গুরু। তুমি চলিয়া যাও।
তুমি আমাদের গুরু নহ। ইনি ভার্গবই
হউন আর অঙ্গিরাই হউন, এই ভগবানই
আমাদের গুরু। আমরা ইহারই আদে-
শের বশবর্তী; অতএব তুমি অবিলম্বে এই
স্থান পরিত্যাগ কর। অস্মুরেরা সকলেই
এই কথা কহিয়া বৃহস্পতিরই অনুবর্তী
হইল। কাব্য অনেক হিত কথা কহি-

চূকোপ ভার্গবস্তেষামবলেপেন তেন তু ।
 বোধিতা হি ময়া যস্মান্ন মাং ভজ্ঞধ দানবাঃ ॥
 তস্মাৎ প্রনষ্টসংজ্ঞা বৈ পরাভবমবাপ্যথ ।
 ইতি ব্যাক্ত্য তান্ কাব্যো জগামাথ যথাগতম
 শপ্তাংস্তানশুরান্ জাহ্না কাব্যেন স বৃহস্পতিঃ
 কৃতার্থঃ স তদা হৃষ্টঃ স্বরূপং প্রত্যপদ্যত ॥ ২০৪
 বুধ্যানুরান্ হতান্ জাহ্না কৃতার্থোহন্তরধীয়ত ।
 ততঃ প্রনষ্টে তস্মিৎ বিজ্ঞাস্তা দানবাতবন্ ॥
 অহো বিবকিতাঃ স্মৃতি পরম্পরমথাক্রবন্ ।
 পৃষ্ঠতোহভিযুগাশ্চৈব ভাড়িতাক্লিরসেন তু ।
 বকিতাঃ সোপধানেন শ্বে শ্বে বস্ত্রনি মায়ায়া ॥
 ততশ্চপরিভূষ্টান্তে ভমেব স্মৃতি যযুঃ ।
 প্রহ্লাদমগ্রতঃ কৃত্বা কাব্যান্তানুপদং পুনঃ ॥ ২০৭
 ততঃ কাব্যঃ সমাসাদ্য উপতনুরবাস্থধাঃ ।

লেন, কিন্তু অশুরেরা যখন সে কথা
 মোটেই গ্রহণ করিল না, তখন ভার্গব
 তাহাদের সেই ঐক্যতা দর্শনে অতীব
 কুপিত হইলেন এবং বলিলেন,—ওরে
 দানবেরা! আমি অনেক প্রকারে প্রবোধ
 দিলাম, তথাপি তোরা আমাকে ভজনা
 করিলি না; তোদের এই অপরাধে তোরা
 সংজ্ঞাহীন হইয়া পরাভব প্রাপ্ত হইবে।
 ভার্গব এই কথা কহিয়া যথাস্থানে প্রস্থান
 করিলেন। ভার্গব অশুরদিগকে অভিশাপ
 দিয়াছেন, বৃহস্পতি তাহা জানিতে পারিয়া
 হৃষ্ট হইলেন। তিনি অবিলম্বে স্বীয় রূপ
 ধারণ করিলেন এবং অশুরদিগের ভাবী
 বিনাশ বুঝিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়া অস্ত-
 র্হিত হইলেন। বৃহস্পতি অদৃষ্ট হইলে,
 দানবেরা বিজ্ঞাস্ত ও বিস্মিত হইল এবং
 পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,—অহো!
 আমরা একান্তই বকিত হইয়াছি। বৃহস্পতি
 আমাদের সন্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক্
 হইতেই ভাড়িত করিয়াছেন। তাঁহার মায়া-
 কাপটো আমরা স্ব স্ব বিষয়ে বর্জিত হই-
 লাম ॥ ১৯৮—২০৬ ॥ অনন্তর অসন্তুষ্ট অশুরেরা
 প্রহ্লাদকে অগ্রবর্তী করিয়া সত্বর ভার্গবের

সমাগতান্ পুনর্দৃষ্ট্বা কাব্যো যাজ্ঞানুবাচ হ ॥
 ময়া সম্বোধিতাঃ সর্ব্বেষাং যস্মান্নাং নাভিনন্দথ ।
 ততস্তেনাবমানেন গতা যুয়ং পরাভবম্ ॥ ২০৯
 এবং ক্রবাণং শুক্রস্ত বাস্পসন্ধিযুগা গিরা ।
 প্রহ্লাদস্তং তদোবাচ মা ন ত্বং ত্যজ ভার্গব ॥
 স্বাশ্রয়ান্ ভজমানাঃশ্চ ভক্তাঃশ্চ ভজ ভার্গব ।
 স্বযাদৃষ্টে বয়ং তেন দেবাচার্য্যোণ মোহিতাঃ ।
 ভক্তানহিসি বৈ জাতুং তপোদৌর্বেণ চক্ষুষা ॥
 যদি নস্তং ন কুরুষে প্রসাদং ভৃগুনন্দন ।
 অপধ্যাতাস্ময়া হৃষ্ট প্রবিশামো রসাতলম্ ॥
 জাহ্না কাব্যো যথাতত্ত্বং কারুণ্যাদহুকম্পয়া ।
 এবং প্রহ্লাদমুনীতো বৈ ততঃ কোপং নিয়ম্য সঃ

অনুসরণার্থ ধাবিত হইল এবং তাঁহাব সান্নিধ্য
 প্রাপ্ত হইয়া সকলেই অধোবদনে অবস্থান
 করিতে লাগিল। যজ্ঞমানগণ পুনরায়
 আসিয়াছে দেখিয়া ভার্গব কহিলেন,—আমি
 সকলকেই বহু বার বহু প্রবোধ বাক্য বলিয়া-
 ছিলাম; কিন্তু তোমরা কেহই আমাকে তখন
 অভিনন্দন কর নাই। আমার প্রতি সেই
 অবমাননার ফলে অচিরেই তোমরা
 পরাজয় প্রাপ্ত হইবে। ভার্গব এই
 কথা কহিলে প্রহ্লাদ তাঁহাকে বাস্পপূর্ণ
 নয়নে বলিলেন,—হে ভার্গব! আমা-
 দিগকে আপনি পরিত্যাগ করিবেন না।
 আমরা আপনার তত্ত্ব ও আশ্রিত;
 আমাদের আপন আশ্রয় দান করুন।
 আপনার অদর্শন বশতই আমরা সেই
 দেবচার্য্য কর্তৃক মোহিত হইয়া ছিলাম।
 আমরা আপনার প্রকৃত তত্ত্ব কিনা, তাহা
 আপনার তপঃপ্রশস্ত দৃষ্টি দ্বারাই ত আপনি
 বুঝিতে পারেন। হে ভৃগুনন্দন! আপনি যদি
 আমাদের প্রতি প্রসন্ন না হন, তাহা হইলে
 আপনা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমরা
 অধুনা রসাতলেই প্রবেশ করিব। তখন
 ভার্গব এইরূপে অনুনীত হইয়া প্রকৃত
 ঘটনা পরিজ্ঞাত হইলেন এবং কারুণ্যবশে
 কোপ সন্দরণ করিয়া কহিলেন,—তোমরা

উবাচৈতান ন ভেতব্যং ন গম্যব্যং রসাতলম্ ।
অবশ্যং ভাবিনো হৃদাঃ প্রাপ্তব্যং ময়ি জাগ্রতি
ন শক্যমন্তথা বর্তুং দিষ্টং হি বলবন্তরম্ ॥২১৪
সংজ্ঞা প্রনষ্টা যা বোধ্য তামেতাং প্রতিপৎস্ত
দেবান্ জিত্বা সক্রুচাপি পাতালং প্রতিপৎস্তথ
প্রাপ্তে পর্যায়কালে চ হৌতি ব্রহ্মাভ্যভাষত ।
মৎপ্রসাদাচ্চ ত্রৈলোক্যং ভুক্তুং যুগ্মাভিরুজ্জিত
যুগ্মাখ্যা দশ সম্পূর্ণা দেবানাক্রম্য মূর্ধনি ।
এতাবন্তঞ্চ কালংবৈ ব্রহ্মা রাজ্যমভাষত ॥২১৭
রাজ্যং সার্বণিকে তুভ্যং পুনঃ কিম ভবিষ্যতি
লোকনামীশ্বরো ভাব্যস্তব পৌত্রঃ পুনর্বলিঃ ।
এবং কিম মিথঃ প্রোক্তঃ পৌত্রস্তে বিমুনা স্বয়ং
বাচ্য হতেষু লোকেষু তাস্তান্তস্তাভবন্ কিম ॥

ভয় করিও না, তোমাদিগকে রসাতলে
যাইতে হইবে না । দেখ, অবশ্যস্তাবী ঘটনা
ঘটিবেই, আমি শত সতর্ক বা প্রসন্ন থাকি-
লেও তাহার অন্তথা করিতে পারিব না ;
কেননা, দৈব অতি বলবান্ । যাহা হউক,
তোমাদের যে সংজ্ঞালোপ হইয়াছে, তাহা
এখনই প্রাপ্ত হইবে । দেবতাদিগকে
তোমরা জয় করিতে পারিবে সত্য ; কিন্তু
একবার তোমাদিগকে পাতালতলে আশ্রয়
লইতে হইবে ॥২০৮—২১৫। পর্যায়কাল উপ-
স্থিত হইলে ব্রহ্মা এই কথা কহিয়াছিলেন ।
যাহা হউক, আমার প্রসাদে তোমরা এই
সুসমৃদ্ধ ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করিয়াছ ।
দেবগণকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ দশ যুগ
যাবৎ তাঁহাদিগের উপর তোমাদের আধি-
পত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ । ব্রহ্মাই তোমা-
দের এই রাজ্য ভোগ-কাল নির্দেশ
করিয়াছেন । হে প্রহ্লাদ ! সার্বণিক মনস্তরে
পুনরায় তোমার রাজ্যলাভ হইবে ।
তোমায় পৌত্র বলি সকল লোকের উপর
প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে । স্বয়ং বিষ্ণু তোমার
এই পৌত্র বৃত্তান্ত আমার বলিয়াছেন ।
বিষ্ণুর বাক্যকোশলে বলির লোক সকল হুত
হইলেও তাহার সেই সেই ঐশ্বর্যদশা ঘটিয়া

যস্মাৎ প্রবৃত্তয়শ্চাস্ত সকাশাদভিসন্ধিতাঃ ।
তস্মাদবৃত্তেন ক্রীতেন তুভ্যং দত্তং স্বয়ম্ভুবা ।
দেবরাজ্যে বলিভাব্য ইতি মামীশ্বরোহব্রবীৎ
তস্মাদদৃষ্টো হুতানাং কালাপেক্ষঃ স তিষ্ঠাত
ক্রীতেন চাপরো দত্তো বরস্তভ্যং স্বয়ম্ভুবা ।
তস্মারিকৃৎসুকস্বং বৈ পর্যায়ং সহিতোহনুরৈঃ
ন হি শক্যং ময়া তুভ্যং পুরস্তাধিপ্রভাষিতুম্
ব্রহ্মণা প্রতিষিদ্ধোহহং ভবিষ্যং জানতা বিভো
ইমৌ তু শিষ্যৌ হৌ ময়ং সমাবেতো বৃহস্পতেঃ
দৈবতৈঃ সহ সংসৃষ্টান্ সর্গান বো ধারয়িষ্যতঃ
ইত্যুক্তা হনুরাঃ সর্গে কাব্যেনাক্রিষ্টকর্ণণা ।
হৃষ্টাস্তেন যযুঃ সার্কিং প্রহ্লাদেন মহাস্বনা ॥২২৫
অবশ্যং ভাব্যমর্থস্ত ঋত্বা শুক্রেণ ভাষিতম্ ।
সক্রদাশংসমানাস্ত জয়ং শুক্রেণ ভাষিতম্ ।
দর্শিতাঃ সাযুধাঃ সর্গে ততো দেবান্ সমাহ্বয়ঃ

ছিল । ইহার প্রবৃত্তি সত্যভিসন্ধিত এই
বলিয়া সমৃদ্ধ ক্রীত হইয়া তোমার রাজ্য দান
করিয়াছেন । বলি দেবরাজ্যের অধীশ্বর
হইবে, এ কথা ঈশ্বর আমার বলিয়াছেন । এই
জন্ত তিনি কালাপেক্ষ হইয়া অদৃষ্টভাবে অব-
স্থান করিতেছেন । স্বয়ম্ভু ক্রীত হইয়া তোমাকে
আর এক বর দান করিয়াছেন । তুমি
একপে অনুরগণের সহিত নিকৃৎসুক হইয়া
অবস্থান করিতেছ ; সুতরাং তোমার
নিকট এখন আর আমি তাহা প্রকাশ
করিতে পারি না । ভবিষ্যদ্রশী ব্রহ্মা
আমায় নিষেধ করিয়া দিয়াছেন । যাহা হউক,
এই দুই জন আমার শিষ্য : ইহারা
বৃহস্পতির সমান প্রভাবশালী, দেবতাদিগের
সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে ইহারা তোমা-
দিগকে রক্ষা করিবেন । অক্লিষ্টকর্ণা
শুক্ৰাচার্য এই কথা কহিলে, অনুরেরা
হুত হইয়া মহাস্বা প্রহ্লাদের সহিত প্রস্থান
করিল ॥২১৬—২২৫। শুক্রেণ কথাস্বারে
তাহারা আর একবার জয়লাভে আশাবিত
হইয়া বিবিধ আয়ুধ ধারণপূর্বক যুদ্ধার্থ সজ্জিত
হইয়া দেবগণকে আহ্বান করিল । দেবগণ

দেবাস্তদানুস্মরান্ দৃষ্ট্বা সংগ্রামে সমুপস্থিতান্ ।
 সৰ্কে সন্তৃতসস্তারা দেবাস্তান্ সমযোধয়ন্ ॥
 দেবানুস্মরে তদা তস্মিন্ বৰ্ত্তমানে শতং সমাঃ
 অজয়ন্নস্মরা দেবাঃস্ততো দেবা হুমজ্জয়ন্ ॥ ২২৭ ॥
 যজ্ঞেনোপাহ্বয়ামস্তো ততো জ্জ্যেষ্ঠামহেহস্মরান্
 তনোপামজ্জয়ন্ দেবা যণ্ডামৰ্কৌ তু তাবুভৌ ॥
 যজ্ঞে চাহুয় তৌ প্রোক্তৌ ত্যজ্যেষ্ঠামস্মরান
 দ্বিজৌ ॥
 বয়ং যুবাঃ ভজিষ্যামঃ সহ জিত্বা তু দানবান্ ॥
 এবং কৃতাভিসম্বী তৌ যণ্ডামৰ্কৌ স্মরাস্তথা ॥
 ততো দেবা জয়ং প্রাপূর্দানবান্ পরাজিতাঃ ॥
 যণ্ডামৰ্কপরিত্যক্তা দানবা হবলাস্তথা ॥
 এবং দৈত্য্যঃ পুরা কাব্য-শাপেনাভিহতাস্তদা
 কাব্যশাপাভিভূতাস্তে নিরাধারান্ সৰ্বশঃ ॥
 নিরস্তমানা দেবৈশ্চ বিবিণ্ডন্তে রসাতলম্ ॥ ২৩০ ॥

সেই অসুরদিগকে রণাঙ্গণে অবতীর্ণ দেখিয়া
 সকলেই যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইলেন এবং
 অসুরগণ-সহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই
 দেবানুর যুদ্ধ একশত বর্ষ ধরিয়া চলিল।
 অবশেষে অসুরেরাই যুদ্ধে জয়লাভ করিল।
 তখন দেবগণ মজ্জণা করিলেন যে, আমরা
 যজ্ঞ করিয়া সেই দুই শুক্রশিষ্য যণ্ডা-
 মৰ্ককে আহ্বান করি। তাহা হইলেই
 অসুরদিগকে অনায়াসে জয় করিতে পারিব।
 তখন দেবগণ যজ্ঞারম্ভ করিয়া যণ্ডামৰ্ককে
 নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা আসিয়া উপস্থিত
 হইলে দেবগণ বলিলেন,—আপনারা অসুর-
 দিগকে পরিত্যাগ করুন, আমরা তাহা-
 দিগকে জয় করিয়া আপনাদেরই অল্পগত
 হইয়া থাকিব। অনন্তর যণ্ডামৰ্ক সুরগণ
 সহ এইরূপ অভিসন্ধি করিলে পর যুদ্ধে
 দেবগণ জয়লাভ করিলেন এবং দানবেরা
 পরাজিত হইল। যণ্ডামৰ্ক কর্তৃক পরিত্যক্ত
 হইয়া দানবেরা দুর্বল হইয়া পড়ে; দৈত্যগণ
 পূর্বেই কাব্য-শাপে অভিহত হইয়াছিল।
 এক্ষণে সেই অভিশাপের ফলে তাহারা
 অতিদুঃখ ও সর্বপ্রকারে স্থানভ্রষ্ট হইয়া

এবং নিরুদ্যমা দেবৈঃ কৃতাঃ কৃচ্ছ্রেণ দানবাঃ
 ততঃ প্রভৃতি শাপেন ভৃগোর্নৈমিত্তিকন তু ॥
 জজ্ঞে পুনঃ পুনর্বর্ধশ্চৈ প্রশিখিলে প্রভুঃ ॥
 কুর্ক্বন ধর্মব্যবস্থান্মস্মরাণাং প্রণাশনম্ ॥ ২৩৫ ॥
 প্রহ্লাদস্ত নিদেশে তু ন স্বাস্তন্ত্যাস্মরাশ্চ যে ॥
 মনুষ্যবধ্যাস্তে সবে ব্রহ্মৈতি ব্যাহরৎ প্রভুঃ ॥
 ধর্ম্মারায়ণস্তাংশুঃ সন্তৃতশ্চাক্ষুসেহস্তরে ॥
 যজ্ঞং বৈ বৰ্ত্তয়ামাসুর্দেবা বৈবস্বতেহস্তরে ॥ ২৩৭ ॥
 প্রাহুর্ভাবে ততস্তস্ত ব্রহ্মা হ্রাসীৎ পুরোহিতঃ ॥
 যুগাখ্যায়াঃ চতুর্থ্যাস্ত আপনেষু স্মরেষু বৈ ॥ ২৩৮ ॥
 সন্তৃতস্ত সমুদ্রাস্তে হিরণ্যকশিপোর্বধে ॥
 দ্বিতীয়ে নরসিংহাখ্যে ক্রজ্রো হ্রাসীৎ পুরোহিতঃ
 বলিসংস্থেষু লোকেষু ত্রেতায়াঃ সপ্তমং প্রতি ॥
 তৃতীয়ে বামনস্তার্থে ধর্ম্মেণ তু পুরোধসা ২৪০ ॥

পড়িল। দেবগণ তাহাদিগকে বিভাড়িত
 করিলে তাহারা রসাতলে প্রবেশ করিল।
 এইরূপে দেবগণ বহু চেষ্টায় দানবগণকে
 হতোজয় করিয়া কেলিলেন। তখন হইতে
 ধর্ম্মভাব ল্পথ হইতে থাকিলে, ভৃগুর শাপ
 নিবন্ধন ভগবান্ বিষ্ণু পুনঃপুন জন্ম গ্রহণ
 করিতে লাগিলেন। তিনি আবির্ভূত হইয়া
 পুনরায় ধর্ম্ম ব্যবস্থা ও অসুরগণের বিনাশ
 সাধন করিলেন। ২২৬—২৩৫। পূর্বে ব্রহ্মা
 বলিয়াছিলেন—যে সকল অসুর প্রহ্লা-
 দের আজ্ঞাধীন থাকিবে না, তাহারা মনুষ্য-
 দিগের হস্তে নিহত হইবে। চাক্ষুষ মন্বন্তরে
 ধর্ম্ম হইতে নারায়ণের এক অংশাবতার হয়।
 তাহার প্রাহুর্ভাবের পর বৈবস্বত মন্বন্তরে
 দেবগণ এক যজ্ঞাঙ্কুর্তান করেন। সেই যজ্ঞে
 ব্রহ্মা পুরোহিত্য করিয়াছিলেন। চতুর্থ যুগে
 দেবগণ বিপন্ন হইলে হিরণ্যকশিপু বধের
 নিমিত্ত বিষ্ণু আর একবার অবতীর্ণ হন।
 এই নরসিংহাখ্য দ্বিতীয় অবতারে ক্রজ্র পুরো-
 হিত হইয়াছিলেন। সপ্তম মন্বন্তরে লোক-
 জয় যখন বলির আয়ত্ত হইয়াছিল, তখন
 তাহার বামনাখ্য তৃতীয় অবতার হয়। এই
 অবতারে স্বয়ং ধর্ম্ম পুরোহিত্য করেন। হে

এতদ্ভিঃ স্মৃতাঙ্ক দিব্যাঃ সন্তুষ্টয়ো বিজাঃ
 ৮ মাহুয়াঃ সপ্ত যাত্ৰাশাপজাতা নিবোধত ॥
 ত্রেতাযুগে তু প্রথমে দত্তাজ্যেয়ো বভূব হ ।
 নষ্টে ধর্মচতুর্থাংশে মার্কণ্ডেয়পুরঃসরঃ ॥ ২৪২
 পঞ্চমঃ পঞ্চদশাং ত্রেতায়াং সম্ভব হ ।
 ১ মাহাত্ম্য চক্রবর্তী তু তদোত্তমপুরঃসরে ॥ ২৪৩
 একোনবিংশতাং ত্রেতায়াং সর্ষকজাতকৃষ্ণভূঃ ।
 জামদগ্ন্যস্তথা ষষ্ঠো বিশ্বামিত্রপুরঃসরঃ ॥ ২৪৪
 চতুর্বিংশ যুগে রামো বসিষ্ঠেন পুরোধসা ।
 সপ্তমো রাবণস্তার্থে জজ্ঞে দশরথাস্তজঃ ॥ ২৪৫
 অষ্টমে দ্বাপরে বিষ্ণুরষ্টাবিংশে পরাশরাৎ ।
 বেদব্যাসস্তথা জজ্ঞে জাতুকর্য্য পুরঃসরঃ ॥ ২৪৬
 কর্ত্ত্বং ধর্মব্যবস্থানমসুরাণাং প্রণাশনম্ ।
 বুদ্ধৌ নবমকো জজ্ঞে তপসা পুরুরেক্ষণঃ ।
 দেবসুন্দররূপেণ দ্বৈপায়নপুরঃসরঃ ॥ ২৪৭
 তস্মিন্নেব যুগে ক্ষৌণে সক্ষ্যাশিষ্টে ভবিষ্যতি ।
 ককৌ তু বিষ্ণুশস্যঃ পারাশর্য্যপুরঃসরঃ ।

দ্বিজগণ ! বিষ্ণুর এই তিনটি স্বর্গীয় অবতার
 বিখ্যাত । এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণশাপ-জন্ত অন্ত
 যে সপ্ত মাহুয়াবতার হইয়াছিল, তাহা বলি-
 তেছি শ্রবণ করুন । ত্রেতাযুগের প্রথমে
 ধর্ম ধ্বংস হইবার উপক্রমে বিষ্ণু দত্তাজ্যেয়
 নামে অবতীর্ণ হন । এই চতুর্থাবতারে
 মার্কণ্ডেয় পুরোহিত, পঞ্চদশ ত্রেতাযুগে
 পঞ্চম অবতার রাজচক্রবর্তী মাহাত্ম্য ও
 তাৎকালিক পুরোহিত উত্তম, ত্রেতায় উন-
 বিংশভাগে ষষ্ঠ অবতার—সর্ষকজ্যৈষংসী
 ভগবান্ জামদগ্ন্য ও বিশ্বামিত্র পুরোহিত,
 চতুর্বিংশ যুগে সপ্তম অবতার—রাবণাস্তকৃৎ
 দশরথনন্দন রাম ও বশিষ্ঠ পুরোহিত,
 অষ্টাবিংশ দ্বাপরে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার—
 পরাশরনন্দন বেদব্যাস ও জাতুকর্য্য পুরোধা,
 ধর্ম ব্যবস্থা ও অসুরধ্বংস করিবার উদ্দেশে
 বিষ্ণুর দ্বৈপায়ন অবতারের পরবর্ত্তী নবম
 অবতার—পুরুরেক্ষণ পরমসুন্দর বুদ্ধদেব
 ও দ্বৈপায়ন পুরোধা এবং তৎপরে সেই
 যুগকর্ম-সন্ধিতে বিষ্ণুর দশমাবতার হইবেন—

দশমো ভাব্যসমুতো যাজ্ঞবল্ক্যপুরঃসরঃ ॥ ২৪৮
 সর্ষাংস্তু ভূতাঃস্তিমিতান্ পাণ্ডুশৈব সর্ষকঃ
 প্রগৃহীতায়ুর্ধৈর্বিপ্রৈর্হৃতঃ শতসহস্রশঃ ॥ ২৪৯
 নিঃশেষান শূদ্ররাজন্ত তদা স তু করিষ্যতি ।
 ব্রহ্মদ্বিষঃ সপত্নাঃস্তু সংহৃত্যেব চ ততঃপুঃ ॥ ২৫০
 অষ্টাবিংশে স্থিতঃ ককিচরিতার্থঃ সসৈনিকঃ ।
 শূদ্রান্ সংশোধয়িত্ব তু সমুদ্রান্তকং বৈ স্বয়ম্ ॥
 প্রবৃর্ত্তচক্রো বলবান্ সংহারন্ত করিষ্যতি ।
 উৎসাদয়িত্বা বুধলান্ প্রায়শস্তানধার্ম্মিকান্ ॥ ২৫২
 ততস্তদা স বৈ ককিচরিতার্থঃ সসৈনিকঃ ।
 প্রজান্তং সাধয়িত্বা তু সমুদ্রান্তেন বৈ স্বয়ম্ ॥
 অকস্মাৎ কোপিতান্তোন্তং ভবিষ্যন্তীহ

মোহিতাঃ ।

ক্ষপয়িত্বা তু তেহন্তোন্তং ভাবিনাথেনচোদিতাঃ
 ততঃ কালে ব্যতীতে তু স দেবোহন্তরধীয়ত
 নৃপেষথ প্রনষ্টেযু প্রজানাং সংগ্রহাৎ তদা ॥

বিষ্ণুশস্যার নন্দন ককৌ ও যাজ্ঞবল্ক্য হইবেন
 পুরোহিত । এই অবতারে শত শত সহস্র
 সহস্র ব্রাহ্মণ অস্ত্রধারণ করিয়া ককৌ দেবের
 সমভিব্যাহারী হইবেন । ককৌ সমস্ত পাণ্ডু ও
 শূদ্র রাজাদিগকে উন্মূলিত করিবেন, ব্রহ্মদ্বিষী
 শত্রুদিগকে ধ্বংস করাই তাঁহার অবতারের
 প্রধান উদ্দেশ্য হইবে । যুগাষ্টাবিংশে তিনি
 কৃতকার্য্য হইয়া সসৈন্তে বিশ্বামলাভ করিবেন,
 শূদ্রদিগকে সংশোধিত করিয়া সমুদ্রের অন্ত-
 সীমায় স্থাপন করিবেন । অনেককে চক্র-
 নিক্ষেপে সংহার করিবেন, এইরূপে অধার্ম্মিক
 শূদ্রদিগের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ভগবান্
 ককৌ তখন চরিতার্থ হইয়া সসৈন্তে অবস্থান
 করিবেন । তাঁহার অন্তর্গ্রেহে প্রজাগণ সমুচ্চি-
 স্পন্ন হইয়া তাঁহাকে সাধনা করিতে
 হইবে । একদা মোহ প্রাপ্ত হইয়া মহা
 তাহার পরস্পর কোপিত হইয়া উঠিবে ।
 এবং ভবিতব্যতার প্রেরণায় পরস্পর সকলেই
 তাহারায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে । অনন্তর কাল
 অতিক্রান্ত হইলে ককিদেব অস্ত্রাধার
 রবেন । পদের প্রজা সংগ্রহ নিমিত্ত রাজগণ

রক্ষণে বিনিবৃত্তে তু হত্যা চাস্তোন্তমাহবে ।
 পরস্পরং নিহত্যা তু নিরাক্রন্দাঃ স্মৃতিতঃ ॥
 পুরাণি হিত্যা গ্রামাংশ্চ তুল্যভে নিস্পরিগ্রহাঃ ।
 প্রনষ্টাশ্চমধ্যশ্চ নষ্টবর্ণাশ্চমাস্তথা ॥ ২৫৭
 অষ্টশূল্য জানপদাঃ শিবশূল্যচতুষ্পথাঃ ।
 প্রমদাঃ কেশশূল্যশ্চ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ২৫৮
 হৃদয়েহায়ুষশ্চৈব ভবিষ্যন্তি বনোকসঃ ।
 সরিৎপৰ্বতবাসিন্তো মূলপত্রকলাশনাঃ ॥ ২৫৯
 চীরচৰ্ম্মাজিনধরাঃ সঙ্করং ঘোরমাত্রিতাঃ ।
 উৎপাতহুংধাঃ স্বল্লাখা বহুবাধাশ্চ তাঃ প্রজাঃ ॥
 এবং কষ্টমমুপ্রাপ্তাঃ কালে সত্যংশকে তদা ।
 ততঃ ক্রয়ং গমিষ্যন্তি সার্কং কলিযুগেন তু ॥
 কীণে কলিযুগে ভস্মিস্ততঃ কৃতমবর্তত ।
 ইত্যেতৎ কীর্তিতং সম্যগ্দ্দেবাসুরবিচেষ্টিতম্

বিনষ্ট হইলে রক্ষাকার্য্য আর থাকে না ।
 যুদ্ধে যুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিয়া
 নিতান্ত হুঃখিতভাবে আর্তনাদ করিতে করিতে
 পুর ও গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কে কোথায়
 পলায়ন করিবে ! সকলেই নিস্পরিগ্রহ, নষ্টাশ্রম-
 ধর্ম্ম ও নষ্টবর্ণাশ্রম হইবে । জনপদ সকল
 অষ্টশূল, চতুষ্পথ সকল শিবশূল, ও প্রমদা-
 মুদ কেশশূল হইবে । যুগাক্ষয়ে এই
 সকল ঘটনা অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে । বন-
 বাসিগণ হৃদয়ে ও অল্লায়ু হইবে । নষ্টা-
 বশিষ্ট প্রজাবৃন্দ সরিৎ ও শৈলে বাস
 করিবে ; ফল, মূল, ও পত্র তাহাদের আহার
 হইবে । বিষম বর্ণসঙ্করতা দোষ ঘটবে ।
 সকলেই চীর-চৰ্ম্মাজিন ধারণ করিবে ।
 প্রজাগণের উপর দিয়া অশেষ উৎ-
 পাত উপজব চলিতে থাকিবে । তাহাদের
 হৃদয়ের অবধি থাকিবে না । তাহারা বহু
 বাধা ভোগ করিবে এবং একান্তই নিঃশ্ব
 হইয়া পড়িবে । সেই কালসত্যংশে প্রজাগণ
 এইরূপই ক্রেশ-কষ্ট প্রাপ্ত হইবে । অনন্তর
 কলিযুগের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ক্রয় প্রাপ্ত
 হইবে । কলিযুগ ক্রয় হইয়া গেলে তৎপরে
 পুনরায় সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে । এই

যত্বংশপ্রসঙ্গে সমাসাষ্টকবং বশঃ ।
 তুর্কসোহ প্রবক্ষ্যামি পুরোক্ত হোন্তথা হনোঃ
 ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণেহসুরশাপো নাম
 সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

তুর্কসোহ সূতো গর্ভো গোভানুস্তস্ত চান্ডজঃ ।
 গোভানোহ সূতো বীরজিসারিবৃপরাজিতঃ ॥
 করকুমস্ত ত্রৈসারিভরতস্তস্ত চান্ডজঃ ।
 হুমস্তঃ পৌরবস্তাপি তস্ত পুত্রো হকুম্বঃ ॥ ২
 এবং যযাতিশাপেন জরাসংক্রমণে পুরা ।
 তুর্কসোঃ পৌরবং বংশং প্রবিবেশ পুরা কিম
 হুমস্তস্ত তু দায়াদো বক্রথো নাম পার্থিবঃ ।
 বক্রথাৎ তু তথা ডীরঃ সন্ধানুস্তস্ত চান্ডজঃ ॥ ৪
 পাণ্ড্যশ্চ কেয়লশ্চৈব চোলঃ কর্ণস্তথৈব চ ।
 তেষাং জনপদাঃ ক্ষীতাঃ পাণ্ড্যাশ্চোলাঃ
 সকেয়লাঃ ॥ ৫

আমি যত্বংশবর্ণনপ্রসঙ্গে সংক্ষেপতঃ বিষ্ণুর
 কীর্তিকথা ও দেবাসুরগণের সমস্ত কার্য্যকলাপ
 কীর্তন করিলাম । অতঃপর তুর্কসু, পুরু,
 হুম ও অনুর বংশবিবরণ বলিব ॥ ২৩৬—২৬০
 সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—তুর্কসুর পুত্র গর্ভ, তৎ-
 পুত্র গোভানু, তৎপুত্র অপরাজিত জিসারি,
 তৎপুত্র করকুম এবং তৎপুত্র ভরত ।
 পৌরবের পুত্র পুতচরিত্র হুমস্ত, ও তৎপুত্র
 অকুম্ব বক্রথ । এইরূপে পুরাকালে যযাতির
 জরাসংক্রমণ-ব্যাপারে তদীয় শাপ বশতঃ
 তুর্কসুর বংশবিস্তার হয় । হুমস্তের পুত্র বক্রথ,
 তৎপুত্র ডীর, তৎপুত্র সন্ধান, পাণ্ড্য, কেয়ল,
 চোল, ও কর্ণ । এই সকল পুত্রের অধিকৃত
 জনপদগুলিও পাণ্ড্য, চোল ও কেয়ল নামে

ক্রতু তনয়ৌ শুরৌ সেতুঃ কেতুস্তথৈব চ ।
সেতুপুত্রঃ শরদ্বাংস গন্ধারস্তস্ত চান্দ্রজঃ ॥ ৬
থ্যায়তে যন্ত নারায়ণৌ গন্ধারবিষয়ো মহান ।
আরটদেশজান্তস্ত তুরগা বাজিনাং বরাঃ ॥ ৭
গন্ধারপুত্রৌ ধর্ম্যস্ত স্মৃতস্তস্তান্ধজোহভবৎ ।
স্মৃতাচ্চ বিদ্রুমো জজ্ঞে প্রচেতান্তস্ত চান্দ্রজঃ ॥ ৮
প্রচেতসঃ পুত্রশতঃ রাজানঃ সর্ব্ব এব তে ।
স্নেচ্ছরাষ্ট্রাধিপাঃ সর্ব্বে উদৌচীঃ দিশমাত্রিতাঃ ॥
অনৌচৈব স্মৃতা বীরাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ ।
সভানরশ্চাক্ষুষ্টচ পরমেষ্ঠুস্তথৈব চ ॥ ১০
সভানরস্ত পুত্রস্ত বিদ্বান্ কোলাহলৌ নৃপঃ ।
কোলাহলস্ত ধর্ম্মায়া সঞ্জয়ো নাম বিজ্ঞতঃ ॥ ১১
সঞ্জয়স্তাভবৎ পুত্রৌ বীরৌ নাম পুরঞ্জয়ঃ ।
জন্মেজয়ো মহারাজ পুরঞ্জয়স্মৃতোহভবৎ ॥ ১২
জন্মেজয়স্ত রাজর্ষের্বংশালোহভবৎ স্মৃতঃ ।
আসৌদিত্রসমৌ রাজা প্রতিষ্ঠিতযশাভবৎ ॥ ১৩
মহামনাঃ স্মৃতস্তস্ত মহাশালস্ত ধার্ম্মিকঃ ।
সপ্তদ্বীপেশ্বরৌ জজ্ঞে চক্রবর্ত্তী মহামনাঃ ॥ ১৪

প্রসিদ্ধ । ক্রতুর দুই পুত্র, সেতু ও কেতু ।
তন্মধ্যে সেতুর পুত্র শরদ্বান, তৎপুত্র গন্ধার ।
এই গন্ধারের নামানুসারেই সুবিশাল গন্ধার
দেশ প্রখ্যাত এবং তদীয় অধিকারভূক্ত
আরট-দেশীয় অশ্বসকল অশ্ব মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।
গন্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, তৎপুত্র স্মৃত, তৎপুত্র
বিদ্রুম, তৎপুত্র প্রচেতা । এই প্রচেতার
একশত পুত্র । ইহারা সকলেই রাজা হইয়া
উত্তর দিক অধিকার করেন এবং স্নেচ্ছ
রাজ্যের অধিপতি হন । অনুর তিন পুত্র ;
তিন জনই বীর এবং পরম ধার্ম্মিক ।
ঊর্ধ্বাদেয় নাম—সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেষ্ঠু ।
সভানরের পুত্র বিদ্বান্ কোলাহল, তৎপুত্র
ধর্ম্মায়া সঞ্জয় । সঞ্জয়ের পুত্র বীর পুরঞ্জয়
পুরঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয় । তৎপুত্র মহাশাল,
ইনি ইন্দ্রতুল্য প্রতিভাযশা রাজা ছিলেন
১—১৩ ইহার পুত্রের নাম—মহামনা । মহামনা
অতি ধার্ম্মিক রাজা ; ইনি সপ্তদ্বীপাধিপতি
চক্রবর্ত্তী কুপতি হইয়াছিলেন । ইহার দুই

মহামনাঃ যৌ পুত্রৌ জনয়ামাস বিজ্ঞতো ।
উনীনরঞ্চ ধর্ম্মজঃ তিতকুস্তৈব তাবুভৌ ॥ ১৫
উনীনরস্ত পত্ন্যস্ত পঞ্চ রাজর্ষিসন্তবাঃ ।
ভৃশা কৃশা নবা দর্শা যা চ দেবী দৃষদ্বতী ॥ ১৬
উনীনরস্ত পুত্রান্ত তাহু জাতাঃ কুলোদ্ভবাঃ ।
তপসা তে তু মহতা জাতা বৃদ্ধস্ত ধার্ম্মিকাঃ ॥ ১৭
ভৃশায়াস্ত নৃগঃ পুত্রৌ নবায়া নব এব চ ॥
কৃশায়াস্ত কৃশৌ জজ্ঞে দর্শায়াঃ স্মৃততোহভবৎ
দৃষদ্বত্যাঃ স্মৃতশ্চাপি শিবিরৌনীনরৌ নৃপঃ ॥ ১৮
শিবেন্দ্র শিবয়ঃ পুত্রাশ্চহারৌ লোকবিজ্ঞতাঃ ।
পৃথুদর্ভঃ স্মবীরশ্চ কেকয়ৌ ভদ্রকস্তথা ॥ ১৯
তেষাং জনপদাঃ ক্ষৌতাঃ কেকয়া ভদ্রকস্তথা ।
শৌবীর্য্যৈশ্চৈব পৌরাশ্চ নৃগস্ত কেকয়াস্তথা ॥ ২০
স্মৃতস্ত তথাবতী কৃশস্ত কৃশলা পুরী ।
নবস্ত নবরাষ্ট্রস্ত তিতিকোস্ত প্রজাঃ শৃণু ॥ ২১

বিশ্ব-বিজ্ঞত পুত্র উৎপন্ন হয় । ঊর্ধ্বাদেয়
একের নাম—উনীনর, এবং অপর তিতিকু ।
এই উভয় পুত্রই ধর্ম্মজ ছিলেন । পঞ্চ
রাজর্ষিনন্দিনী উনীনরের পত্নী । এই
পত্নীগণের নাম—ভৃশা, কৃশা, নবা, দর্শা
ও দেবী দৃষদ্বতী । এই সকল পত্নীর
গর্ভে রাজা উনীনরের বৃদ্ধ বয়সে যে সকল
পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলেই কুলধুরন্তর
এবং পরম ধার্ম্মিক । এই সকল পুত্রেরই নাম
—বৃদ্ধ রাজার মহা-তপস্কারই বল । তদীয়
ভৃশা নামী পত্নীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়,
তাহার নাম নৃগ । এইরূপে নবায় নব,
কৃশায় কৃশ, দর্শায় স্মৃতত এবং দৃষদ্বতীর
গর্ভজাত পুত্র শিবি নামে প্রসিদ্ধ । শিবির
বিশ্ববিজ্ঞত চারি পুত্র । তাহাদের নাম—
পৃথুদর্ভ, স্মবীর, কেকয় ও ভদ্রক । এই
সকল পুত্রদিগের স্মৃৎস্মৃক্ত জনপদগুলির
নাম—কেকয়, ভদ্রক, শৌবীর ও পৌর ।
উনীনরের ভৃশা নামী পত্নীর গর্ভজাত পুত্র
নৃগ নরপতির জনপদও কেকয় আখ্যায়
অভিহিত । স্মৃততের পুরীর নাম
। কৃশের কৃশলা এবং নবের নব-

তিতিক্ষুর্তরজাজ পূৰ্ব্বেষ্ঠাং দিশি বিকৃতঃ ।
 বৃষদ্রথঃ সূতস্তস্ত তস্ত সেনোহভবৎ সূতঃ ॥২১॥
 সেনস্ত সূতপা জজ্ঞে সূতপন্তনয়ো বলিঃ ।
 জাতো মাহুযযোক্তান্ত কীণে বংশে প্রজেক্ষয়
 মহাযোগী তু স বলির্বকো বৈষ্ণবহাঙ্গনা ।
 পুত্রোহুৎপাদয়ামাস ক্লেজজান্ পঞ্চ পার্শ্বান ॥
 অঙ্গঃ স জনয়ামাস বঙ্গঃ সূক্ষ্মং তর্ধৈব চ ।
 পুণ্ড্রঃ কলিকঞ্চ তথা বালেয়ং ক্লেজমুচ্যতে ।
 বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্ত বংশকরাঃ প্রভোঃ
 বলেন্চ ব্রহ্মণা দন্তো বরঃ প্রীতেন ধীমতঃ ।
 মহাযোগিস্থমায়ুশ্চ কল্পস্ত পরিমাণকম্ ॥ ২৬
 সংগ্রামে চাপ্যজেষৎ ধর্ম্মে চৈবোত্তমা মতিঃ ।
 ত্রৈলোক্যদর্শনকৈব প্রাধান্তং প্রসবে তথা ॥২৭॥
 জয়কাপ্রতিমং যুদ্ধে ধর্ম্মে তদ্বার্দর্শনম্ ।
 চতুরো নিয়তান্ বর্ণান্ স বৈ স্থাপয়িতা প্রভুঃ
 তেষাঞ্চ পঞ্চ দায়াদা বজ্রাঙ্গাঃ সূক্ষ্মকান্তথা ।

পুণ্ড্রাঃ কলিকাশ্চ তথা অঙ্গস্ত তু নিবোধত ॥২২॥
 মুনয় উচুঃ ।
 কথং বলৈঃ সূতা জাতাঃ পঞ্চ তস্ত মহাত্মনঃ ।
 কিমায়ী মহিবী তস্ত জনিতা কতমো ঋষিঃ ॥২৩॥
 কথঞ্চোৎপাদিতাস্তেন তন্ন প্রক্ৰহি পৃচ্ছতাম্ ।
 মাহাত্ম্যঞ্চ প্রভাবঞ্চ নিখিলেন বদন্ত তৎ ॥ ৩১
 সূত উবাচ ।

অথোশিজ ইতি ধ্যাত আসৌষিহানুষিঃ পুরা ।
 পত্নী বৈ মমতা নাম বভূবাস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৩২
 উশিজস্ত যবীয়ান বৈ ভ্রাতৃপত্নীমকাময়ৎ ।
 বৃহস্পতির্বহাতেজা মমতামেতা কামতঃ ॥ ৩৩
 উবাচ মমতা তস্ত দেবরঃ বরবর্ণিনী ।
 অগুরুভ্রাতৃশ্চি তে ভ্রাতৃজ্যেষ্ঠস্ত তু বিরম্যতাম্
 অয়ন্ত মে মহাভাগ গর্ভঃ কুপ্যেদবৃহস্পতে ।
 ঔশিজো ভ্রাতৃজস্তস্তে সোপাঙ্গঃ বেদমুদগারন্

হইতে বঙ্গ, অঙ্গ, শুক্ষক, পুণ্ড্র, ও অনঙ্গ
 নামে পঞ্চ বংশ প্রখ্যাত হয়। তাঁহাদের
 বিবরণ শ্রবণ কর। মুনীগণ কহিলেন,—হে
 সূত! মহাত্মা বলির কিরূপে পঞ্চ পুত্র
 উৎপন্ন হইল, তাঁহার মহিবীর নাম কি?
 কোন্ ঋষিই বা ঐ সকল পুত্রের জনয়িতা?
 কিরূপেই বা ইহার। তাঁহা হইতে উৎপন্ন
 হইল? এই সকল আমাদের নিকট বল—
 এবং তাঁহার মাহাত্ম্য ও প্রভাবও আমা-
 দিগের নিকট বিস্তৃতরূপে বর্ণন কর। সূত
 বলিলেন,—পুরাকালে উশিজ নামে এক ঋষি
 ছিলেন। সেই মহাত্মা ঋষির পত্নীর নাম
 ছিল মমতা। উশিজ ঋষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা
 মহাতেজা বৃহস্পতি স্বীয় ভ্রাতৃপত্নী মমতাকে
 কামনা করেন এবং মমতার সহিত সঙ্গত
 হইবার জন্ত তৎসমীপে উপস্থিত হন। বর-
 বর্ণিনী মমতা দেবর বৃহস্পতিকে বলেন,—
 আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী; বিশে-
 বতঃ এক্ষণে অন্তর্কষ্টী; সূতরাং তুমি এ
 কাৰ্য্য হইতে বিরত হও। হে বৃহস্পতে!
 এই আমার গর্ভস্থ বালক, তোমার জ্যেষ্ঠ
 ভ্রাতা হইতে উৎপন্ন; এই বালক, মদীয়

রাষ্ট্র পুরী প্রসিক্ত। এক্ষণে তিতিক্ষুর বংশ-
 বিবরণ শ্রবণ করুন। ১৪—২১। তিতিক্ষু পূৰ্ব্ব
 দেশের রাজা বলিয়া প্রসিক্ত। তাঁহার পুত্রের
 নাম—বৃষদ্রথ, তৎপুত্র সেন, তৎপুত্র সূতপা
 ও তৎপুত্র বলি। এই বলিরাজ বংশক্ষয়ের
 উপক্রমে প্রজাভিলাষে মাহুয-যোনিতে
 জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাযোগী ছিলেন।
 ইহার ঔরস পুত্র ছিল না। ইনি পঞ্চ
 ক্লেজজ পুত্র উৎপাদন করান। এই পুত্র-
 গণের নাম—অঙ্গ, বঙ্গ, শুক্ষ, পুণ্ড্র, এবং
 কলিক। ইহার। বালেয় ক্লেজ বলিয়া
 অভিহিত। বালেয়গণ ব্রাহ্মণ হইতে
 উৎপন্ন হইয়া বলির বংশধর হন। ব্রহ্মা
 প্রীত হইয়া ধীমান্ বলিকে বর দিয়া-
 ছিলেন। সেই বরপ্রভাবে তিনি মহা-
 যোগিগণ, কল্পপরিমাণ পরমায়ু, সংগ্রামে
 অজেষতা, ধর্ম্মে উত্তম মতি, ত্রৈলোক্যদর্শনে
 সামর্থ্য, প্রসবে প্রাধান্ত, যুদ্ধে অপ্রতিম জয়
 এবং ধর্ম্মবিষয়ক তদ্বার্দর্শনরূপে পাণ্ডিত্য-
 লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মবরেই চতুর্কর্ণের
 স্থাপয়িতা হন। তদীয় ক্লেজজ পঞ্চপুত্র

অমোঘরেতাঙ্কপি ন মাং তজিতুমর্হসি ।
 অশ্বিনেব গতে কালে যথা বা মন্তসে প্রভো
 এবমুক্তস্তথা সমাগ্নুবৃহন্তেজা বৃহস্পতিঃ ।
 কামাশ্বা স মহাশ্বাপি ন মনঃ সোহভ্যবারয়ৎ ॥
 সম্বত্বৈব ধর্ম্মাশ্বা তয়া সার্কমকাময়া ।
 উৎস্রজন্তস্ত তদ্রেতো বাচঃ গর্ভোহভ্যভাষত
 ভো তাত বাচামধিপ স্বমোর্নাশ্তীহ সংহিতিঃ ।
 অমোঘরেতাঙ্কপি পূর্ষকাহমিহাগতঃ ॥ ৩৯
 সোহশপৎ তং ততঃ ক্রুদ্ধ এবমুক্তো বৃহস্পতিঃ
 পুত্রঃ জ্যেষ্ঠস্ত বৈ ভ্রাতুর্গর্ভস্থং ভগবানৃষিঃ ॥ ৪০
 যস্মাৎ স্বমীদৃশে কালে গর্ভস্থোহপি নিষেধসি
 মামেবমুক্তবাংস্তস্মাৎ তমো দীর্ঘং প্রবেক্ষ্যসি
 ততো দীর্ঘতমা নাম শাপাদৃষিরজায়ত ।

অতোহংশজো বৃহৎকীর্তির্বৃহস্পতিরিবৌজসা
 উর্দ্ধরেতান্ততঃ স বৈ বসতে ভ্রাতুরাশ্রমে ।
 স ধর্ম্মান্ সৌরভেয়াংস্ত বুধভাক্ষুতবাংস্ততঃ ॥
 তস্ত ভ্রাতা পিতৃব্যোয়শ্চকার ভরণং তদা ।
 তশ্বিনিবসতস্তস্ত যদৃচ্ছোবাগতো বুধঃ ॥ ৪৪
 যজ্ঞার্থমাহিতান্ দর্ভাশ্চচার সুরভীমুতঃ ।
 জগ্রাহ তং দীর্ঘতমাঃ শৃঙ্গয়োস্ত চতুস্পদম্ ॥ ৪৫
 তেনাসৌ নিগৃহীতশ্চ ন চচাল পদাৎ পদম্ ।
 ততোহব্রবীদবৃষন্তং বৈ মুঞ্চ মাং বলিনাং বরং ॥
 ন ময়াসাদিতস্তাত বলবাংস্ত্বৎসমঃ কচিৎ ।
 মম চান্তঃ সমো বাপি ন হি মে বলসংখ্যয়া ।
 মুঞ্চ তাতেতি চ পুনঃ প্রীতস্তেহহং বরং বৃণু ॥
 এবমুক্তোহব্রবীদেনং জীবয়ে স্বং ক যান্তসি ।

গর্ভে থাকিয়াই সাক্ষ বেদ উচ্চারণ করি-
 তেছে। অন্তরিকে হে মহাভাগ! তোমার
 বীর্ঘ্য অমোঘ। অতএব হে অনশ্ব! তুমি
 আমার সহিত সঙ্গ কামনা পরিত্যাগ কর।
 অথবা হে প্রভো! এই বর্তমান কাল অতীত
 হইলে তোমার যেরূপ অভিপ্রায়, করিতে
 পার। মমতা এই কথা কহিলেন; কিন্তু সেই
 বৃহন্তেজা বৃহস্পতি মহাশ্বা হইয়াও কামাশ্বতা
 নিবন্ধন স্বীয় মন নিবারণ করিতে পারিলেন
 না। তিনি সেই অকামা মমতার সহিত
 সঙ্গত হইলেন। অনন্তর বৃহস্পতি যখন
 স্ত্রুজ পরিত্যাগ করিবেন, তখন সেই গর্ভস্থ
 বালক তাঁহাকে বলিল—হে তাত! বাগীশ!
 আপনি অমোঘরেতাঃ। আপনার বীর্ঘ্য-
 পাতে জীবোৎপত্তি অবশ্যস্তাবিনী। কিন্তু এ
 গর্ভে হই জনের স্থানসঙ্কুলন হইবে না; আমি
 ইহাতে পূর্বে আসিয়া বাস করিয়াছি। জ্যেষ্ঠ
 ভ্রাতার বীর্ঘ্যোৎপন্ন গর্ভস্থ বালকের এই
 কথায় ভগবান্ বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে
 অভিশাপ প্রদান করিলেন; ২২-৪০। বলিলেন
 তুই গর্ভে থাকিয়া যখন আমার ঈদৃশ কালে
 বীর্ঘ্যপাত করিতে নিষেধ করিতেছিস্;
 তখন তুই দীর্ঘ তমোরাশি মধ্যে প্রবেশ
 করিবি। অনন্তর বৃহস্পতির শাপে সেই

গর্ভস্থ বালক দীর্ঘতমা নামে ঋষি হইয়া জন্ম
 গ্রহণ করিলেন। তিনি তেজস্বিতায় বৃহৎ-
 কীর্তি বৃহস্পতির সমকক্ষ হইয়া উঠি-
 লেন। ঋষি দীর্ঘতমা উর্দ্ধরেতা হইয়া তদীয়
 ভ্রাতার আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।
 সেখানে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার ভরণপোষণ
 করেন। দীর্ঘতমা তথায় থাকিয়া বুকের
 নিকট হইতে সৌরভেয় ধর্ম্ম শ্রবণ করেন।
 একদা তদীয় আশ্রমবাসকালে সুরভী সহ
 এক বুধ তথায় যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিয়া
 যজ্ঞার্থ সংগৃহীত দর্ভসমূহোপরি বিচরণ করিতে
 লাগিল। তখন দীর্ঘতমা সেই বুধভেয় শৃঙ্গয
 টানিয়া ধরিলেন। তৎকর্তৃক নিগৃহীত হইয়া
 বুধ এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না।
 সে কহিল—হে বলিপ্রবর! আমার আপনি
 পরিত্যাগ করুন। হে তাত! আমি
 কৃত্রাপি ভবৎসদৃশ বলবান্ ব্যক্তির হস্তে
 পতিত হই নাই; অথচ বলবত্তায় আমার
 সমান অন্ত কেহই নাই। হে তাত! পুন-
 রায় বলিতোছ, তুমি আমার পরিত্যাগ কর।
 আমি প্রীত হইয়াছি, আমার নিকট বর গ্রহণ
 কর। বুধ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া
 দীর্ঘতমা বলিলেন, আমার জীবন থাকিতে

এষ ত্বাং ন বিমোক্ষ্যামি পরম্বাদং চতুঃপদম্ ॥

বৃষভ উবাচ ।

নান্নাকং বিদ্যাতে তাত পাতকং স্তেয়মেব চ ।

ভক্ষ্যাতক্ষ্যং তথা চৈব পেয়াপেয়ং তথৈব চ ॥

দ্বিপদাং বহুবো হেতে ধর্ম্ম এষ গবাং স্মৃতঃ ।

কার্ধ্যাকাৰ্য্যো ন বাগম্যাগমনঞ্চ তথৈব চ ॥৫০

স্মৃত উবাচ ।

গবাং ধর্ম্মস্ত বৈ ঋত্বা সম্রাস্তস্ত বিসৃজ্য ভম্ ।

শক্ত্যন্নপানদানান্তু গোপতিং সম্প্রসাদয়ৎ ॥

প্রসাদিতে গতে তস্মিন্ গোধর্ম্মং ভক্তিতস্ত সঃ

মনসৈব সমাদধ্যৌ তন্নিষ্ঠস্তৎপরো হি সঃ ॥৫২

ততো যবীৰ্যসঃ পত্নীঃ গোতমস্তাভ্যপদ্যত ।

কৃতাৰ্হলেপাং তাং মত্বা সোহনভানিব ন কমে

গোধর্ম্মস্ত পরং মত্বা স্মৃষাং তামভ্যপদ্যত ।

তুই কোথায় যাইবি! তুই পরম্বাদকক চতুঃপদ, তোকে আমি ছাড়িব না। বৃষভ কহিল, হে তাত! আমাদের কোন পাতক বা স্তেয় নাই এবং কোন ভক্ষ্যাতক্ষ্য বা পেয়া পেয়ও নাই। দ্বিপদদিগের বহু ধর্ম্ম বিসৃ-
জ্যমান; কিন্তু আমরা চতুঃপাদ গোজাতি, আমাদের ইহাই ধর্ম্ম যে, আমাদের কার্ধ্য-
কার্ধ্য বা গম্যাগম্য বিচার কিছুই নাই। স্মৃত বলিলেন, ঋষি দীর্ঘতমা গোজাতির ধর্ম্ম-
কাহিনী শ্রবণ করিয়া সেই বৃষভকে ছাড়িয়া
দিলেন এবং যথাশক্তি অন্নপানাদি দ্বারা
তাহাকে প্রসাদিত করিলেন। বৃষভ প্রসা-
দিত হইয়া চলিয়া গেলে, ঋষি দীর্ঘতমা
ভক্তির সহিত মনে মনে গোধর্ম্মতত্ত্ব চিন্তা
করিতে লাগিলেন এবং তন্নিষ্ঠ ও তৎপর
হইয়া রহিলেন। অনন্তর তদীয় কনিষ্ঠ
জাতা গোতমের পত্নীর নিকট তিনি
কাম প্রার্থনায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু
গোতমপত্নী সগর্বে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান
করিলেন, বৃকিয়াও বলীবর্দ্ধের স্তায়
কিছুতেই তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না।
তিনি গোধর্ম্মকেই সার জ্ঞানে সেই কনিষ্ঠ
জাতবধূর নিকট পুনরপি কামাকাঙ্ক্ষায়

নির্ভর্যস্ত চৈনং কৃক্কা চ বাহৃত্যাং সম্প্রগৃহ্ণ চ ॥

ভাব্যমর্থস্ত তং জাত্বা মাহাত্ম্যাং তমুবাচ সা ।

বিপর্যায়স্ত ত্বং লক্কা অনভ্রানিব বর্তসে ॥ ৫৫

গম্যাগম্যং ন জানীষে গোধর্ম্মাং প্রার্থয়ন্

স্মৃতাম্ ।

হর্ষস্ত ত্বাং ত্যজাম্যদ্য গচ্ছ ত্বং শ্বেন কর্ম্মণা

কাষ্ঠে সমুদ্রে প্রক্ষিপ্য গজান্তসি সমুৎসৃজৎ ॥

যস্মাৎ ভ্রমক্কো বৃক্কচ্চ্যুতর্ভব্যো হ্রয়ধিষ্ঠিতঃ ॥৫৭

তমুহমানং বেগেন স্রোতসোহত্যাঃসমাগতঃ ।

জগ্রাহ তং স ধর্ম্মান্না বলির্ভৈর্যোচনিস্তদা ॥ ৫৮

অস্তঃপুরে জুগোপৈনং ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ তর্পয়ন্

প্ৰীতশ্চৈবং বরৈশ্চৈব চন্দ্রয়ামাস বৈ বলিম্ ॥৬০

তস্মাচ্চ স বরং বত্রে পুত্রার্থে দানবর্ষভঃ ।

উপস্থিত হইলেন। গোতমপত্নী এবার তাঁহাকে
যথেষ্ট ভৎসনা করিলেন এবং বাহুদ্বয় দ্বারা
তাঁহাকে সবলে ধারণ ও বন্ধন করিয়া ভাবী
অর্থ অবগত হইয়াই যেন তাঁহাকে স্বীয়
অসামান্য মাহাত্ম্য বশতঃ বলিলেন, ওহে,
তুমি বুদ্ধি বিপর্যয় প্রাপ্ত হইয়া বলীবর্দ্ধের
স্তায় ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ।
তোমার গম্যাগম্য জ্ঞান নাই; তুমি গোধর্ম্মা-
নুসারে স্বীয় কস্তাস্বামীয়াকেও প্রার্থনা
করিতেছ। হর্ষস্ত তুমি, তোমায় অদ্য
পরিত্যাগ করিতেছি, তুমি স্বীয় কর্ম্মানুসারে
যথেষ্ট গমন কর। তুমি অন্ধ ও বৃক্ক; এ
হেন, হ্রয়াবস্থায় তোমাকে ভরণ করিতে হয়,
অতএব দূর হও, এই বলিয়া তিনি তাহাকে
একটা কাষ্ঠ পেটিকায় নিক্ষেপ করিয়া গজা-
গর্ভে ফেলিয়া দিলেন ৪১-৫৭। তখন গজার
খরস্রোতে তিনি বাহিত হইয়া একস্থানে তট-
প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিরো-
চন-নন্দন ধর্ম্মান্না বলি তখন তাঁহাকে লইয়া
গিয়া স্বীয় অস্তঃপুর মধ্যে রাখিয়া দিলেন এবং
যথাযোগ্য খাদ্য-পেয় প্রদান করিতে লাগি-
লেন। অনন্তর দীর্ঘতমা প্ৰীত হইয়া বলিকে
বরদানে উদ্যত হইলেন। দানবরাজ বলি
তাঁহার নিকট পুত্র লাভার্থ বর গ্রহণ

সন্তানার্থং মহাভাগ ভাৰ্য্যায়াম্ মম মানদ ।
পুত্রান্ ধৰ্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞানুৎপাদয়িতুমৰ্হসি ॥ ৬০
এবমুক্তোহথ দেববিস্তম্বাতিত্যাক্তবান্ প্রভুঃ ।
স তন্ত রাজা স্বাং ভাৰ্য্যাং সুদেব্যাং নাম

প্রাহিণোৎ ।

অঙ্কং বুদ্ধঞ্চ তং জ্ঞাত্বা ন সা দেবী জগাম হ ॥
শূদ্রাং ধাত্ৰৈয়িকং তটেন্ন অঙ্কায় প্রাহিণোক্তদা
তন্তাং কাকীবদাদৌশ্চ শূদ্রযোনাবুবিবশী ॥ ৬২
জনয়ামাস ধৰ্ম্মাঙ্কায় শূদ্রানিত্যেবমাদিকম্ ।
উবাচ তং বলৌ রাজা দৃষ্ট্বা কাকীবদাদিকান্ ॥

রাজোবাচ ।

প্রবীণানুবিধৰ্ম্মশ্চ চেবরান্ ব্রহ্মবাদিনঃ ।
বিদ্বান্ প্রত্যক্ষধৰ্ম্মাণাং বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমান্
শুচীন ॥ ৬৪

মমৈব চেতিহোবাচ তং দীৰ্ঘতমসং বলিঃ ।
নেতৃবাচ মুনিস্তং বৈ মমৈবমিতিচাববীৎ ॥ ৬৫
উৎপন্নঃ শূদ্রযোনৌ তু ভবচ্ছন্দে সুরোত্তম ।
অঙ্কং বুদ্ধঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা সুদেব্যা মহিষী তব ।

করিলেন, বলিলেন,—হে মানদ ! আপনি
মদীয় ভাৰ্য্যায় কয়েকটা ধৰ্ম্মতত্ত্বজ্ঞ পুত্র উৎ-
পাদন করুন । রাজা এই কথা कहিলে,—
ঋষি দীৰ্ঘতমা বলিলেন,—‘তথাস্থ’ । তখন
রাজা স্বীয় পত্নী সুদেব্যােকে তৎসমীপে
প্রেরণ করিলেন । কিন্তু রাজমহিষী সেই
ঋষিকে অঙ্ক এবং বুদ্ধ দেখিয়া তাঁহার
নিকট গমন করিলেন না ; তিনি কোন
শূদ্রা ধাত্রীকে ঋষির নিকট প্রেরণ করিলেন ।
ঋষি দীৰ্ঘতমা সেই শূদ্রার গর্ভে কাকীবান্
প্রভৃতি কতিপয় পুত্র উৎপাদন করিলেন ।
বুদ্ধিমান্ বলি রাজা সেই কাকীবান্
প্রভৃতিকে দেখিয়া ঋষিকে বলিলেন,—
এই পুত্রগণ ঋষিধৰ্ম্মে প্রবীণ, ব্রহ্মবাদী,
প্রভু, প্রত্যক্ষ ধৰ্ম্মজ্ঞ, বিশুদ্ধসত্যব ও বিশুদ্ধ
বুদ্ধিশালী ; ইহারা এই আমার পুত্র হইল ।
ঋষি দীৰ্ঘতমা বলিলেন,—না—ইহারা আমা-
রই পুত্র । হে অশুরবর ! তোমার অতি-
প্রাণ মতে ইহারা আমা হইতে শূদ্রযোনিতে

প্রাহিণোদবমানায়ে শূদ্রাং ধাত্ৰৈয়িকং নৃপ ॥ ৬৬
ততঃ প্রসাদয়ামাস বলিস্তম্ববিসস্তমম্ ।
বলিঃ সুদেব্যাং তাং ভাৰ্য্যাং তৎসমায়ামাস
দানবঃ ॥ ৬৭

পুনর্নৈনামলঙ্কৃত্য ঋষয়ে প্রত্যপাদয়ৎ ।
তাং স দীৰ্ঘতমা দেবীঃ তথা কৃতবতীঃ তদা ॥
দগ্না লবণমিশ্রণেণ দ্বভ্যক্তং মধুর্কেন তু ।
লিহ মামজুগুপ্তস্তী আপাদতলমস্তকম্ ।
ততঃ প্রাপ্যাসে দেবি পুত্রান্ বৈ
মনসেঙ্গিতান্ ॥ ৬৯

তন্ত সাতদ্বচো দেবী সর্বং কৃতবতী তদা ।
তন্ত সা পানমাসাদ্য দেবী পরিহরৎ তদা ॥ ৭০
তামুবাচ ততঃ সোহথ যৎ তে পরিকৃতং শুভে
বিনাপানং কুমারস্ত জনয়িষ্যসি পূৰ্ব্বজম্ ॥ ৭১*
সুদেব্যাংবাচ ।

নার্হসি ত্বং মহাভাগ পুত্রং মে দাতুমীদৃশম্ ।

জন্মিয়াছে । হে নৃপ ! তোমার মহিষী
সুদেব্যা আমাকে অঙ্ক ও বুদ্ধ জানিয়া আমার
প্রতি অবমাননা করত কোন এক শূদ্রা
ধাত্রীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারই
গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে । তৎ-
শ্রবণে বলি সেই ঋষিবরকে প্রসাদিত করি-
লেন এবং স্বীয় ভাৰ্য্যা সুদেব্যােকে তৎসনা
করিলেন । পরে পুনরায় স্বীয় পত্নীকে
অলঙ্কৃত করিয়া ঋষিপার্শ্বে প্রেরণ করিলেন ।
দীৰ্ঘতমা সেই সমাগতা বিভূষিতা রাজপত্নীকে
বলিলেন, তুমি জীতিভরে লবণ, দধি ও
মধু দ্বারা অভ্যক্ত মদীয় আপাদ মস্তক দেহ
লেহন কর । হে দেবি ! এইরূপ করিলেই তুমি
মনোবাঞ্ছিত পুত্রসকল প্রাপ্ত হইতে পারিবে ।
৫৮—৬৯ । দেবী সুদেব্যা তখন তাঁহার কথা
মত সমস্ত কাৰ্য্যই করিলেন । কিন্তু
ঋষির শুদ্ধদেশ লেহন করিলেন না,
তাহাতে ঋষি তাঁহাকে বলিলেন,—হে
শুভে ! তুমি এই স্থান পরিত্যাগ
করিলে, এই অঙ্ক প্রথমে তুমি এক
ভুত্বহীন কুমার প্রসব করিবে । সুদেব্যা

তোষিতশ্চ যথাশক্তি প্রসাদং কুরু মে প্রভো
দীর্ঘতমা উবাচ ।

তবাপচারাধেবোষ নাস্তথা ভবিতা শুভে ।
নৈব দাস্ততি পুত্রস্তে পৌত্রো বৈ দাস্ততে

কলম্ ॥ ৭৩

ভক্তাপানং বিনা চৈব যোগ্যতাবো ভবিষ্যতি
তস্মাদীর্ঘতমাদ্বেষু কুরুৌ স্পৃষ্টৈদমববীৎ ॥ ৭৪
প্রাণিতং যদ্যগ্রেষু ন সোপহং শুচিস্মিতে ।
ভেন তিষ্ঠান্ত তে গৰ্ভে পৌর্ণমাস্তামিবোদুরাট্
ভবিষ্যন্তি কুমারাশ্চ পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ ।
ভেজম্বিনঃ সুরভীশ্চ যজ্ঞানো ধার্মিকাস্চ তে ॥
সূত উবাচ ।

তদংশস্তু সুদেফার্য জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো ব্যজায়ত ।
অঙ্গস্তথা কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সূক্তস্তথৈব চ ॥ ৭৭

কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি আমার
ঈদৃশ পুত্র প্রদান করিবেন না। আমি
যথাশক্তি আপনার পরিতোষ জন্মাইয়াছি।
হে প্রভো! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।
দীর্ঘতমা কহিলেন, হে দেবি! তোমারই
দোষে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে; সুতরাং
ইহার অন্তথা হইতে পারে না। তবে
কথা এই যে, তোমার পুত্র এরূপ কল
দান করিবে না সত্য; কিন্তু পৌত্র হইতে
তুমি ঐ কল প্রাপ্ত হইবে। শুহ দেশ
বিনাও পৌত্র তোমার যোগ্যতাভাগী হইবে!
অনন্তর দীর্ঘতমা স্বীয় অঙ্গ ও কলিক প্রভৃতি
স্পর্শ করিয়া বলিলেন, হে শুচিস্মিতে! তুমি
আমার উপস্থ ব্যতীত প্রতি অঙ্গ লেহন
করিয়াছ; অতএব তোমার গর্ভে পূর্ণচন্দ্রবৎ
পঞ্চপুত্র অবস্থান করিবে এবং তাহার
ভূমিষ্ঠ হইয়া পঞ্চ দেবকুমারতুল্য আকৃতি-
সম্পন্ন হইবে। তোমার সেই পুত্রগণ সক-
লেই তেজস্বী, সুরভী, যজ্ঞা ও ধার্মিক হইবে।
সূত বলিলেন,—অনন্তর দীর্ঘতমার অংশে
সুদেফার্য জ্যেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইল। এই
পুত্রের নাম—অঙ্গ; পরে কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সূক্ত
ও বঙ্গ নামে চারি পুত্র জন্মিল। এইরূপে

বঙ্গরাজস্ব পঞ্চৈতে বলে: পুত্রাশ্চ ক্ষেত্রজাঃ ।
ইত্যেতে দীর্ঘতমস্যা বলেদন্তাঃ সুরভীশ্চ ॥ ৭৮
প্রতিষ্ঠামাগতানাং হি ব্রাহ্মণ্যং কারয়ন্ততঃ ।
ততো মাহুষযোক্তাং স জনয়ামাস বৈ প্রজাঃ ॥
ততস্তং দীর্ঘতমসং সুরাভির্বাচ্যমববীৎ ।
বিচার্য যস্মাদগোধম্বং প্রমাণস্তে কৃতং বিভো
ভক্ত্যা চানন্তয়াম্যাসু ভেন প্রীতাস্মৈ তেহনষ
তস্মাৎ তুভ্যং ভমো দীর্ঘমাত্রায়াপহুদামি বৈ ॥
বাহস্পত্যস্তথৈবৈষ পাপ্যা বৈ তিষ্ঠতি স্বয়ি ।
জরাং যুত্যাং তমশ্চৈব আত্মায়াপহুদামি তে ॥
সদ্যঃ স ত্রাতমাত্রস্ত অসিতো মুনিসত্তম ।
আয়ুস্মাংশ্চ বপুস্মাংশ্চ চক্ষুস্মাংশ্চ ততোহভবৎ
গোহত্যাহতে তমসি বৈ গৌতমস্ততোহভবৎ
কাকীবাংশ্চ ততো গতা সহ পিত্রা গিরিব্রজম্
দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা পিতুঃ সো বৈ হ্যপবিষ্ঠান্চরন্তপঃ ।

বলির পঞ্চ ক্ষেত্রজ পুত্র হইয়াছিল। ঋষি
দীর্ঘ-তমা এই সকল পুত্র বলিরাজকে প্রদান
করেন। পরে তাঁহার যোগ্য হইলে তাহা-
দিগের ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত সংস্কার করা-
ইলেন। অনন্তর ঐ ঋষি মাহুষযোনিতে
বহু পুত্র উৎপাদন করেন। পরে একদিন
সুরভি আসিয়া দীর্ঘতমাকে বলিলেন,—হে
বিভো! তুমি গোধম্ব বিচার করিয়া প্রমাণ
করিয়াছ; এই জন্ত তোমার দীর্ঘ তমঃ আমি
আত্মাণ করিয়া অপনয়ন করিব। এই তমঃ
তোমার দেহে বৃহস্পতির পাপরূপে অবস্থান
করিতেছে। গাহা হউক, তোমার জরা
মরণ ও এই তম, আমি আত্মাণ করিয়া অপ-
নৌত করিতেছি। সুরভি এই বলিয়া
আত্মাণ করিবামাত্র সেই মুনিজ্যেষ্ঠ সদ্যই
আয়ুমান, বপুস্মান্ ও চক্ষুস্মান্ হইয়া উঠি-
লেন। গোকর্জুক তদীয় তমঃ অপহৃত
হইল বলিয়া তিনি গৌতম আখ্যায় অতিষ্ঠ
হইলেন। অনন্তর কাকীবান্ পিতার
সহিত গিরিব্রজে গমন করিয়া তাঁহাকে
দর্শন ও স্পর্শন করত দীর্ঘকাল তপস্তায়

ততঃ কালেন মহতা তপসা ভাবিতস্ত সঃ ॥৮৫
বিষ্ময় মাতৃজং কামং ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তবান্ বিভুঃ ।
ততোহব্রবীৎ পিতাতঃ বৈ পুত্রবানশ্রাহং স্বয়া
সৎপুত্রেণ তু ধর্মজ্ঞ কৃতার্থোহহং যশস্বিনা ।
মুক্তাঙ্গানং ততোহসৌ বৈ প্রাপ্তবান্ ব্রহ্মণঃ

কথ্যম্ ॥ ৮৭

ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্য কাকীবান্‌সহস্রমস্বজং সূতান্
কৌশাণ্ডা গৌতমাস্টৈব স্মৃতাঃ কাকীবতঃ

স্মৃতাঃ ॥ ৮৮

ইত্যেষ দীর্ঘতমসো বলৈর্বৈরোচনস্ত চ ।
সমাগমো বঃ কথিতঃ সত্ত্বতিশোভয়োল্লখ্য ॥৮৯
বলিস্তানভিনন্দ্যাহ পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্ ।
কৃতার্থঃ সোহপি ধর্মীশ্চা যোগমায়াবৃতঃ স্বয়ম্ ॥
অদৃষ্টঃ সর্বভূতানাং কালপেক্ষঃ স বৈ প্রভুঃ ।
তজ্ঞানস্ত তু দায়াদো রাজাসৌদধিবাহনঃ ॥ ৯১
দধিবাহনপুত্রস্ত রাজা দিবিরথঃ স্মৃতঃ ।

আসীদিবিরথাপত্যঃ বিদ্বান্‌ধর্মরথো রূপঃ ॥৯২
স হি ধর্মরথঃ জীমাংস্তেন বিষ্ণুপদে গির্যো ।
সোমঃ শুক্রেণ বৈ রাজা সহ গীতো মহাঙ্গনা ॥
অথ ধর্মরথস্তাত্ত্বং পুত্রশ্চিত্ররথঃ কিম্ ।
তস্ত সত্যরথঃ পুত্রস্তশ্রাদ্দশরথঃ কিম্ ॥ ৯৪
লোমপাদ ইতি খ্যাতস্তস্ত শাস্তা সূতাভবৎ ।
অথ দাশরথিবীরশ্চতুরঙ্গো মহাযশাঃ ॥ ৯৫
ঋষ্যশৃঙ্গপ্রসাদেন জজ্ঞে সতুলবর্কনঃ ।
চতুরঙ্গস্ত পুত্রস্ত পৃথুলাক্ষ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৯৬
পৃথুলাক্ষসূতশ্চাপি চম্পনামা বভূব হ ।
চম্পস্ত তু পুরী চম্পা পূর্বে য়া মালিনোহভবৎ
পূর্ণভজপ্রসাদেন হর্ধ্যাজ্ঞোহস্ত সূতোহভবৎ ।
জজ্ঞে বিভাণ্ডকাকান্ত বারণঃ শক্রবারণঃ ॥৯৮
অবতারয়ামাস মহীং মত্রেবাহনমুত্তমম্ ।
হর্ধ্যাক্তস্ত তু দায়াদো জাতো ভদ্ররথঃ কিম্ ॥৯৯
অথ ভদ্ররথস্তাসৌহৃৎকর্ম্মা জনেশ্বরঃ ।

নিরত হইলেন । অনন্তর বহুকাল অতীত
হইলে তিনি তথায় সিদ্ধ হইয়া মাতৃজাত
কলেবর পরিহার করত ব্রাহ্মণ্য লাভ করি-
লেন । তৎপরে পিতা তাঁহাকে বলিলেন,—
পুত্র ! আমি তোমা দ্বারাই পুত্রবান্ হই-
য়াছি । হে ধর্মজ্ঞ ! তোমা হেন সাধু ও
যশস্বী পুত্র দ্বারা আমি কৃতার্থ হইলাম ।
এই বলিয়া তৎপিতা দেহ পরিত্যাগপূর্বক
ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলেন । কাকীবান্‌ ব্রাহ্মণ্য
লাভ করিয়া সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন ।
কাকীবানের পুত্রগণ কৌশাণ্ড ও গৌতম
আখ্যায় প্রসিদ্ধ হইল । ৭০—৮৮ । এই আমি
আপনাদিগের নিকট বিরোচননন্দন বলি ও
দীর্ঘতমা ঋষির সমাগম-বৃত্তান্ত এবং উভয়ের
সত্ত্বতিবিস্তৃতির কথা কহিলাম । রাজা বলি
তাঁহার সেই নিষ্পাপ পঞ্চ পুত্রকে অভি-
নন্দিত করিয়া বলিলেন,—আমি তোমাদের
জায় পুত্রগণকে পাইয়া কৃতার্থ হইলাম ।
এই বলিয়া সেই ধর্মীশ্চা নিজেই যোগমায়ায়
আবৃত হইয়া কালধর্ম গ্রহণ করত সর্বভূতের
অদৃষ্ট হইলেন । বলি-পুত্র অঙ্গের আশ্রয়

রাজা দধিবাহন । তৎপুত্র রাজা দিবিরথ,
তৎপুত্র বিদ্বান্‌ ধর্মরথ । এই ধর্মরথ সাতিশয়
জীমান্‌ ছিলেন । ইনি ইহার মহাত্মা পিতার
সহিত বিষ্ণুপদপর্বতে সোম পান করিয়া-
ছিলেন । ধর্মরথের পুত্র চিত্ররথ ; তৎ-
পুত্র সত্যরথ ; তৎপুত্র দশরথ ; তৎপুত্র
চতুরঙ্গ ; ইনি লোমপাদ নামে খ্যাত । দশ-
রথের শাস্তা নামে এক কস্তাসন্তানও জন্ম-
গ্রহণ করে । রাজা চতুরঙ্গ মহাযশা ছিলেন ।
তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির প্রসাদে স্বীয় বংশের
ধুরন্ধর হন । চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ নামে
বিখ্যাত । পৃথুলাক্ষের পুত্র চম্প । চম্পের
চম্পা নাম্নী পুরী ছিল । এই পুরী পূর্বে
মালিনী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে । পূর্ণ-
ভজের প্রসাদে পৃথুলাক্ষের এক পুত্র হয় ।
ইহার নাম হর্ধ্যাক্ত । বিভাণ্ডক ঋষির
প্রভাবে ইহার এক শক্রবারণ বারণ
উৎপন্ন হয় । এই উত্তম বাহন বারণ মত্রে-
প্রভাবে মহীতলে অবতারিত হইয়াছিল ।
হর্ধ্যাক্তের পুত্র ভদ্ররথ, তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা,

বৃহত্তাম্রঃ সূতস্তস্ত তস্মাজ্জজ্ঞে মহান্নবান্ ॥১:১
বৃহত্তাম্রঃ রাজেন্দ্রো জনয়ামাস বৈ সূতম্ ।
নাম্না জয়দ্রথং নাম তস্মাদ্ বৃহদ্রথো নৃপঃ ॥১:১১

দায়াদস্তস্ত চাঙ্গো বৈ তস্মাৎ কর্ণেভবদ্বপঃ ।
কর্ণস্ত বুধসেনস্ত পৃথুসেনস্তথাশ্বজঃ ।
এতেহকস্মাস্মজাঃ সর্কে রাজানঃ কীৰ্ত্তিতা ময়া ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্যাক্ত পুরোক্ত শৃণুত দ্বিজাঃ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

কথং সূতাস্বজঃ কর্ণঃ কথমঙ্গস্ত চাঙ্গজঃ ।
এতদিচ্ছামহে শ্রোতুমত্যস্তকুশলো হসি ॥১:১৪
সূত উবাচ ।

বৃহত্তাম্রসূতো জজ্ঞে রাজা নাম্না বৃহন্ননাঃ ।
তস্ত পত্নীষয়ঃ হানৌচ্ছব্যস্ত তনয়ে হ্যাভে ।
যশোদেবী চ সত্যা চ তয়োর্বংশঞ্চ মে শৃণু ॥
জয়দ্রথস্ত রাজানঃ যশোদেবী হৃদীনজৎ ।
সা বৃহন্ননসঃ সত্যা বিজয়ং নাম বিজ্ঞতম্ ॥১:১৬

তৎপুত্র বৃহত্তাম্রঃ ; রাজেন্দ্র বৃহত্তাম্র জয়দ্রথ নামে এক মহান্না পুত্র উৎপাদন করেন । জয়দ্রথের পুত্র রাজা বৃহদ্রথ, তৎপুত্র বিশ্ববিজয়ী জনমেজয়, তৎপুত্র অঙ্গ, অঙ্গের পুত্র কর্ণ, কর্ণের বুধসেন, তৎপুত্র পৃথুসেন, অঙ্গের এই যে সকল পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রাদির কথা কহিলাম, ইহারা সকলেই রাজা হইয়াছিলেন । হে দ্বিজগণ ! এক্ষণে পূরুর আত্মপুর্নিক সবিস্তর বংশ বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত ! আমরা পূরুর বংশবৃত্তান্ত শুনিবার পূর্বে কর্ণের পূর্ব-বিবরণাদি শুনিতে ইচ্ছা করি । তুমি বক্তৃকার্য্যে একান্ত কুশল ; অতএব বল—কর্ণ কিরূপে সূতাস্বজ এবং কিরূপেই বা অঙ্গাস্বজ হইলেন ? সূত বলিলেন, —বৃহত্তাম্রর এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম বৃহন্ননা । ইনি রাজা হন । ইহার দুই পত্নী ছিলেন । উক্ত পত্নীষয় শৈব্য রাজের কন্যা । তাঁহাদের মধ্যে একের নাম যশোদেবী এবং অপরের নাম সত্যা । এই

বিজয়স্ত বৃহৎ পুত্রস্তস্ত পুত্রো বৃহদ্রথঃ ।
বৃহদ্রথস্ত পুত্রস্ত সত্যকর্ণা মহান্ননাঃ ॥ ১:১৭
সত্যকর্ণাণোহধিরথঃ সূতচাধিরথঃ স্মৃতঃ ।
যঃ কর্ণঃ প্রতিজগ্রাহ তেন কর্ণস্ত সূতজঃ ।
তচ্চেদং সর্বমাখ্যাতং কর্ণঃ প্রতি যথোদিতম্ ॥

ইতি ঋষীংস্তে মহাপুরাণে সৌমবংশেহষ্ট-
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপকাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

পুরোঃ পুত্রো মহাতেজা রাজা স জনমেজয়ঃ ।
প্রাচীদ্রতঃ সূতস্তস্ত যঃ প্রাচীমকরোদিশম্ ॥১
প্রাচীদ্রতস্ত তনয়ো মনস্ব্যস্ত তথাভবৎ ।
রাজা পীতায়ুধো * নাম মনসোরভবৎ সূতঃ

পত্নীষয়ের বংশাবলী শ্রবণ করুন । যশোদেবীর গর্ভে রাজা জয়দ্রথ জন্মগ্রহণ করেন এবং সত্যার গর্ভে বিজয় নামক এক বিশ্ববিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয় । বিজয়ের পুত্র বৃহৎ, তৎপুত্র বৃহদ্রথ, তৎপুত্র সত্যকর্ণা, তৎপুত্র অধিরথ । এই অধিরথ সূত বলিয়া বিখ্যাত হন । ইনি কর্ণকে গ্রহণ করেন, এই কর্ণ সূতজ নামে পরিচিত হন । এই আমি কর্ণ-সহজীয় সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া কহিলাম । ৮২—১০৮ ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৮ ।

উনপকাশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—পূরুর পুত্র মহাতেজা রাজা জনমেজয় । তৎপুত্র প্রাচীদ্রত, ইনি প্রাচী দিক্ প্রণয়ন করেন । ইহার পুত্র মনস্ব্য, তৎপুত্র রাজা পীতায়ুধ । তৎপুত্র

* বীতযশা ইতি পাঠান্তরম্ ।

দায়াদন্তস্ত চাপ্যাসীকুর্জ্জ্বাম মহীপতিঃ ।
 ধুঙ্কোর্বহবিধঃ পুত্রঃ সম্পাতিস্তস্ত চান্ধজঃ ॥ ৩
 সম্পাতেভ রহংবর্চা ভদ্রাশ্বস্তস্ত চান্ধজঃ ।
 ভদ্রাশ্বস্ত ধৃত্যাস্ত দশাপসরসি স্থবঃ ॥ ৪
 ঔচেয়ুশ্চ ক্বেয়ুশ্চ কক্ষেয়ুশ্চ সনেয়ুশ্চ ।
 ধৃত্যেয়ুশ্চ বিনেয়ুশ্চ স্থলেয়ুশ্চৈব সন্তমঃ ॥ ৫
 ধর্ম্মেয়ুঃ সন্নতেয়ুশ্চ পুণ্যেয়ুশ্চেতি তে দশ ।
 ঔচেয়োজলনা নাম ভাৰ্য্যা বৈ তক্ষকান্ধজাঃ ॥ ৬
 তস্তাং স জনয়ামাস রস্তিনারং মহীপতিম্ ।
 রস্তিনারো মনস্বিত্তাঃ পুত্রান্ জজ্ঞে পরান্

শুভান্ ॥ ৭

অমূর্ত্তরয়সং বীরং জিবনকৈব ধার্ম্মিকম্ ।
 গৌরী কস্তা তৃতীয়া চ মাক্ষাতুর্জ্জননী শুভা ॥ ৮
 ইলিনা তু যমস্তাসীৎ কস্তা যাজনয়ৎ সূতান্ ।
 ব্রহ্মবাদপরাক্রান্তাঙ্গুস্তদা ত্বিলিনা হৃভুৎ ॥ ৯
 উপদানবী সূতান্ লেভে চতুরস্থিলিনান্ধজাৎ ।
 ঋষ্যস্তমথ হুমন্তং প্রবীরমনষং তথা ॥ ১০
 চক্রবর্তী ততো যজ্ঞে হুমন্তাৎ সমিতিজ্জয়ঃ

মহীপতি ধুঙ্ক, তৎপুত্র বহবিধ, তৎপুত্র
 সম্পাতি, সম্পাতির পুত্র রহংবর্চা, তৎপুত্র
 ভদ্রাশ্ব । ভদ্রাশ্বের ধৃত্য নামী দশ অপসরার
 গর্ভে দশ পুত্র উৎপন্ন হয় । এই পুত্রগণের
 নাম—ঔচেয়ু, ক্বেয়ু, কক্ষেয়ু, সনেয়ু, ধৃত্যেয়ু,
 বিনেয়ু, স্থলেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সন্নতেয়ু ও পুণ্যেয়ু ।
 তক্ষকান্ধজা জলনা ঔচেয়ুর ভাৰ্য্যা । ঔচেয়ু
 হইতে এই জলনা নামী পত্নীর গর্ভে মহীপতি
 রস্তিনার জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার মনস্বিনী
 নামী পত্নীর গর্ভে দুইটি সুলক্ষণ পুত্র ও
 একটি সুলক্ষণা কস্তা উৎপন্ন হয় । পুত্রদ্বয়ের
 নাম—অমূর্ত্তরয়া ও জিবন এবং কস্তার
 নাম—গৌরী । গৌরী তাঁহার তৃতীয়
 সন্তান । এই গৌরীই মাক্ষাতার জননী
 হইয়াছিলেন । যমের কস্তা ইলিনার গর্ভে
 কতিপয় ব্রহ্মবাদী পরাক্রান্ত পুত্র উৎপন্ন হয় ।
 ইলিনার পুত্র হইতে উপদানবী চারিটি পুত্র
 লাভ করে । উক্ত পুত্রচতুষ্টয়ের নাম—ঋষ্যস্ত,
 হুমন্ত, প্রবীর ও অনষ । হুমন্ত হইতে

শকুন্তলায়াং ভরতো যশ্চ নামা চ ভারতাঃ ॥ ১১
 দৌমন্তিঃ প্রতি রাজানং বাগুচে চাশরীরিণী ।
 মাতা ভদ্রা পিতৃঃ পুত্রো যেন জাতঃ স

এব সঃ ॥ ১২

ভর স্বপুত্রঃ হুমন্ত মাযমঃশ্বাঃ শকুন্তলাম্ ।
 রেতোধাঃ নয়তে পুত্রঃ পরেতং যমসাদনাৎ ।
 যক্ষাস্ত ধাতা গর্ভস্ত সত্যমাহ শকুন্তলা ॥ ১৩
 ভরতস্ত বিনষ্টেষ্ তনয়েষু পুরা কিল ।
 পুত্রাণাং মাতৃকাং কোপাৎ সুমহান্ সজ্জয়ঃ
 কৃতঃ ॥ ১৪

ততো মরুত্তিরানীয় পুত্রঃ স তু বৃহস্পতেঃ ।
 সংক্রামিতো ভরদ্বাজো মরুত্তির্ভরতস্ত তু ॥ ১৫
 ঋষয়ঃ উচুঃ ।

ভরতস্ত ভরদ্বাজঃ পুত্রার্থঃ মারুতৈঃ কথম্ ।
 সংক্রামিতো মহাতেজাস্তম্নো ক্রহি যথাতথম্ ॥ ১৬

শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন ।
 ইনি অশেষ সমরবিজয়ী চক্রবর্তী রাজা
 ছিলেন । ইহারই নামানুসারে ইহার বংশ-
 ধরগণ ভারত নামে প্রসিদ্ধি লাভ
 করেন । ১—১১। হুমন্তের প্রতি এইরূপ এক
 আকাশবাণী হইয়াছিল যে, মাতা ভদ্রারূপিণী,
 পিতা হইতেই পুত্রের উৎপত্তি হয়, কেননা,
 যৎ কর্তৃক যে উৎপন্ন হয়, সে তাহা হইতে
 অভিন্ন । অতএব হে হুমন্ত ! তুমি স্বীয়
 পুত্রকে ভরণ কর, শকুন্তলার অবমাননা
 করিও না । পুত্র, পরলোক-প্রাপ্ত
 রেতঃসেক্তাকে যমলোক হইতে জ্ঞান
 করিয়া থাকে । তুমিই এই গর্ভের
 উৎপাদয়িতা ; শকুন্তলা এ কথা সত্যই
 বলিয়াছে । পুরাকালে মাতৃকোপে
 ভরতের পুত্রগণের দারুণ ক্ষয় সংঘটিত
 হয় । তখন ভরতের সমস্ত পুত্র বিনষ্ট
 হইলে মরুদগণ বৃহস্পতিপুত্র ভরদ্বাজকে
 আনিয়া ভরতের পুত্রস্বৈ সংক্রামিত করেন ।
 ঋষগণ কহিলেন,—হে সূত ! মারুতেরা
 ভরদ্বাজকে আনিয়া ভরতের পুত্রস্বৈ সংক্রা-
 মিত করিলেন বিরূপে ? সে বৃত্তান্ত যথা-

স্বত উবাচ ।

পদ্ম্যামাপন্নসম্বায়াশুশিঃ স স্থিতো ভুবি ।
 ভ্রাতৃত্বার্থ্যাং স দৃষ্টা তু বৃহস্পতিরুবাচ হ ॥ ১৭
 উপতিষ্ঠ অলকৃত্য মৈথুনায় চ মাং শুভে ।
 এবমুক্তোব্রবীদেনং স্বয়মেব বৃহস্পতিম্ * ॥ ১৮
 গর্ভঃ পরিণতশ্চায়ং ব্রহ্ম ব্যাহরতে গিরা ।
 অমোঘরেতাশ্চক্কাপি ধর্ম্মকৈবং বিগর্হিতম্ ॥ ১৯
 এবমুক্তোব্রবীদেনাং স্বয়মেব বৃহস্পতিঃ ।
 নোপদেষ্টব্যো বিনয়শ্চয়া মে বরবর্ণিনি ॥ ২০
 ধর্ম্মমাণঃ প্রসহেনাং মৈথুনাযোপচক্রমে ।
 ততো বৃহস্পতিং গর্ভো ধর্ম্মমাণমুবাচ হ ॥ ২১
 সন্নিবিষ্টো হুং পূর্ব্বমিহ নাম বৃহস্পতে ।
 অমোঘরেতাশ্চ ভবান্নাবকাশ ইহ দ্বয়োঃ ॥ ২২
 এবমুক্তঃ স গর্ভেণ কুপিতঃ প্রত্যাবাচ হ ॥ ২৩

যথ বর্ণন কর। স্বত বলিলেন,—পূর্বেই বলিয়াছি, উশিজ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভাৰ্য্যা মমতা; মমতা গর্ভিণী। বৃহস্পতি সেই ভ্রাতৃত্বার্থ্যা মমতা সমীপে গমন করিয়া কহিলেন,—হে শুভে! তুমি অলকৃত হইয়া মৈথুন্য আমায় ভজনা কর। মমতা প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—সে কি কথা! আমি তব ভ্রাতৃবধু; বিশেষতঃ পূর্ণ-গর্ভা। এই শুভুন,—মদীয় গর্ভস্থ বালক বেদবাণী উচ্চারণ করিতেছে। আপনি অমোঘরেতাঃ, বিশেষতঃ একরূপ মৈথুন ধর্ম্ম একান্তই গর্হিত। মমতা এই কথা কহিলে, বৃহস্পতি বলিলেন,—হে বরবর্ণিনি! আমাকে তোমার বিনয় শিক্ষা দিতে হইবে না। এই বলিয়া বৃহস্পতি সবলে সহসা মমতাকে ধরিয়া মৈথুন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন গর্ভস্থ বালক সেই বলাৎকারক বৃহস্পতিকে বলিয়া উঠিল,—হে বৃহস্পতে! আমি পূর্বে আসিয়া এ গর্ভে আশ্রয় লই-
 য়াছি। আপনিও অমোঘবীৰ্য্য; অতএব বলিতেছি, এ গর্ভে দুই জনের স্থান সঙ্ক-

যস্মাৎ সমীদৃশে কালে সর্ব্বভূতেষু সতি ।
 অভিষেধসি তস্মাৎ তমো দীর্ঘং প্রবেক্ষ্যসি ॥
 ততঃ কামং সন্নিবর্ত্য তস্তানন্দাৎ বৃহস্পতেঃ ।
 তদ্রেতশ্চপতদ্ভূমৌ নিবৃত্তং শিশুকোহুতবৎ ॥ ২৫
 সদ্যোজাতং কুমারস্ত দৃষ্টা তং মমতাববৌৎ ।
 গমিষ্যামি গৃহং স্বং বৈ ভরনৈশ্চনং বৃহস্পতে ॥
 এবমুক্তা গতা সা তু গতায়ান্ সোহপি তং
 ত্যজৎ ॥

মাতাপিতৃভ্যাং ত্যক্তস্ত দৃষ্টা তং মারুতঃ শিশুম্
 জগৃহস্তং ভরদ্বাজং মরুতঃ কুপয়া স্থিতাঃ ॥ ২৬
 তস্মিন কালে তু ভরতো বহুভির্ভূভির্বিভূঃ ।
 পুল্লনৈমিত্তিকৈর্ধজৈরযজৎ পুল্ললিপ্সয়া ॥ ২৭
 যদা স যজমানস্ত পুল্লং নাসাদয়ৎ প্রভূঃ ।
 ততঃ ক্রতুং মরুৎসোমং পুল্লার্থে সমুপাহরৎ ॥ ২৮

লান হইবে না। বৃহস্পতি গর্ভ কর্তৃক এই-
 রূপ উক্ত হইয়া কোপভরে বলিলেন,—
 ওহে! যেহেতু সর্ব্ব জীবের ঈদৃশ সুখাবহ
 কালে তুমি আমায় বাধা প্রদান করিলে,
 এই নিমিত্ত তুমি দীর্ঘতমে প্রবেশ করিবে
 অর্থাৎ অন্ধ হইবে। অনন্তর বৃহস্পতি কাম
 হইতে নিবৃত্ত হইলেন। রতি-জনিত
 আনন্দ তাঁহার হইল না। তাঁহার পরাবৃত্ত
 শুক্র ভূতলে পতিত হইল। সেই শুক্রে
 এক শিশু জন্মলাভ করিল। সেই সত্যোজাত
 শিশুকে দেখিয়া মমতা বলিলেন,—বৃহ-
 স্পতে! তুমি এই শিশুকে ভরণ কর।
 আমি স্বগৃহে গমন করি। মমতা এই বলিয়া
 চলিয়া গেলেন। বৃহস্পতিও সেই শিশুকে
 পরিত্যাগ করিলেন। তখন পিতৃ-মাতৃ-
 পরিত্যক্ত বালককে দেখিয়া মরুদগণ কুপা-
 পূর্ব্বক গ্রহণ করলেন। এই বালকের
 নাম হইল ভরদ্বাজ। ঐ সময় রাজা ভরত
 প্রত্যেক ঋতুকালেই পুত্র কামনায় পুত্র-
 নৈমিত্তিক বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন,
 কিন্তু যখন তিনি নানায়জ্ঞ করিয়াও পুত্র
 লাভ করিতে পারিলেন না, তখন পুত্র
 নিমিত্ত আর এক যজ্ঞ আহরণ করিলেন।

অন্তর্কর্ত্বী হুং বিভো ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

তেন তে মরুতস্তম্ভ মরুৎসোমেন তুইবুঃ ।
 উপনিষ্যত্বরাজ্যং পুত্রার্থং ভরতায় বৈ ॥ ২১
 দায়াদোহগ্নিরসঃ সুনোরোরসস্ত বৃহৎপতেঃ ।
 সংক্রামিতো ভরতাজ্ঞো মরুত্ত্বিভয়তং প্রতি ॥ ৩০
 ভরতস্ত ভরতাজ্ঞঃ পুত্রঃ প্রাপ্য বিভূর্ববীং ।
 আদাবাশ্বহিতায় ত্বং কৃতার্থোহহং স্ময়া বিভো ॥
 পূর্বস্ত বিতথে তস্মিন্ কৃতে বৈ পুত্রজয়নি ।
 ততস্ত বিতথো নাম ভরতাজ্ঞো নৃপোহভবৎ ॥
 তস্মাদপি ভরতাজ্ঞাদ্রক্ষাণাঃ কল্লিয়া ভুবি ।
 ষ্যামুষ্যায়ণকৌলীনাঃ স্মৃতান্তে দ্বিবিধেন চ ॥ ৩৩
 ততো জাতে হি বিতথে ভরতশ্চ দিবং যযৌ ।
 ভরতাজ্ঞো দিবং যাতে। হুভিষিচ্য স্মৃতং ঋষিঃ
 দায়াদো বিতথস্তাসৌভুবমহ্যর্মহাযশাঃ ।

এই যজ্ঞের নাম—মরুৎসোম ১২-২৮। মরুদ্-
 গণ এই মরুৎসোম যজ্ঞে প্রীত হইয়াছিলেন ।
 এইজন্ত তাঁহারা সেই শিশু ভরতাজ্ঞকে
 আনিয়া ঐ সময় ভরতকে তদীয় পুত্ররূপে
 উপহার প্রদান করিলেন । ঐ পুত্র অগ্নিরার
 পৌত্র ও বৃহৎপতির ঔরসজ হইলেও মরুদ্
 গণ ভরতের প্রতি তদীয় পুত্ররূপে সংক্রামিত
 করেন । ঐ পুত্রের নাম তখন ভরতাজ্ঞ
 হয় । রাজা ভরত ভরতাজ্ঞকে পুত্ররূপে
 প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—তুমি ইদানীং আশ্ব-
 হিতের নিমিত্ত আসিলেও তোমা দ্বারা
 আমি কৃতার্থ হইয়াছি । অনন্তর ভরতের
 পুত্রোৎপত্তি পূর্বে বিতথ হইয়াছিল বলিয়া
 সেই প্রাপ্ত পুত্র ভরতাজ্ঞকে বিতথ নামে
 অভিহিত করিলেন । ভরতাজ্ঞ রাজা
 হইলেন । সেই ভরতাজ্ঞ হইতে ব্রাহ্মণ
 এবং কল্লিয় উভয়বিধ সন্তানই জন্মগ্রহণ
 করিল । উল্লিখিত দ্বিবিধ জাতীয় ভরতাজ্ঞ-
 নন্দনেরা ষ্যামুষ্যায়ণ কৌলীন বলিয়া
 প্রসিদ্ধ । অনন্তর বিতথ জন্মবার পর ভরত
 বর্গারোহণ করেন । কিয়ৎদিন পরে ঋষি
 ভরতাজ্ঞও ঋষি পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত
 করিয়া স্বর্গধামে উপনীত হন । বিতথ বা
 ভরতাজ্ঞের পুত্র মহাযশা ভুবমহ্য । ভুব-

মহাভূতোপমাঃ পুত্রাশ্চত্বারো ভুবমহ্যবঃ ॥ ৩৫
 বৃহৎকল্লো মহাবীৰ্য্যো নরো গর্গশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 নরস্ত সঙ্কৃতিঃ পুত্রস্তস্ত পুত্রো মহাযশাঃ ॥ ৩৬
 গর্গশ্চ চৈব দায়াদঃ শিবিরিবিধানজায়ত ॥ ৩৭
 স্মৃতাস্তৈশব্যাস্ততো গর্গাঃ কল্লোপেতা দ্বিজাতয়ঃ
 আহাধ্যাতয়নশ্চৈব ধীমানাসৌহৃদকবঃ ॥ ৩৮
 তস্ত ভার্য্যা বিশালা তু স্মৃষুবে পুত্রকল্লয়ম্ ।
 ত্র্যষণং পুত্রিরিষ্টৈব কবিরিষ্টৈব মহামশাঃ ॥ ৩৯
 উরুক্ষবাঃ স্মৃতা হেতে সর্ষে ব্রাহ্মণতাং গতাঃ ।
 কাব্যানাস্ত বরা হেতে ত্রয়ঃ প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ ॥
 গর্গাঃ সঙ্কৃতয়ঃ কাব্যঃ কল্লোপেতা দ্বিজাতয়ঃ
 সম্ভৃতাগ্নিরসো দক্ষা বৃহৎকল্লস্ত সঙ্কৃতিঃ ॥ ৪১
 বৃহৎকল্লস্ত দায়াদো হস্তিনামা বভূব হ ।
 তেনেদং নির্ম্মিতং পূর্বং পুরস্ত গজসাহস্রম্ ॥ ৪২
 হস্তিনশ্চৈব দায়াদাশ্রয়ঃ পরমকৌর্তয়ঃ ।

মহ্যর চারি পুত্র—বৃহৎকল্ল, মহাবীৰ্য্য,
 নর ও বীৰ্য্যবান্ গর্গ । এই চারি পুত্রই
 মহাভূত সহ উপমিত । নরের পুত্র সঙ্কৃতি ;
 পত্নী সৎকৃতির গর্ভে সঙ্কৃতির হই পুত্র
 উৎপন্ন হয় । তাহাদের নাম—গুরুধী ও
 রস্তিদেব । গর্গের পুত্র—বিধান শিবি ।
 শিবির বংশধরেরা শৈব্য ও গার্গ্য উভয়
 নামেই বিখ্যাত । ইহারা কল্লোপেত
 দ্বিজাতি । মহাবীৰ্য্যের পুত্র ধীমান্ উরু-
 ক্ষব । তাঁহার ভার্য্যার নাম—বিশালা ।
 বিশালা উরুক্ষব হইতে তিন পুত্র প্রসব
 করেন । ঐ পুত্রত্রয়ের নাম—ত্র্যষণ, পুত্রিরি
 ও মহামশা কবি । ইহারা উরুক্ষব নামে
 বিখ্যাত এবং সকলেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া-
 ছিলেন । কাব্যদিগের মধ্যে এই তিন মহর্ষিই
 শ্রেষ্ঠ । গর্গ, সঙ্কৃতি ও কাব্য ইহারা কল্লোপেত
 দ্বিজাতি । আগ্নিরস বৃহৎকল্ল পৃথ্বী শাসন
 করেন । তাঁহার শাসনকালে পৃথ্বী সমৃদ্ধি-
 সম্পন্ন ছিল । বৃহৎকল্লের হস্তী নামে এক
 পুত্র উৎপন্ন হয়, এই হস্তী কর্তৃকই পূর্বে
 হস্তিনা পুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল । হস্তীর

অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুষীঢ়স্তথৈব চ । ৪৩
 অজমীঢ়স্ত পত্নীশ্চ তিস্রঃ কুরুকুলোদ্ভবাঃ ।
 নীলিনী ধূমিনী চৈব কেশিনী চৈব বিজ্ঞতাঃ ॥ ৪৪
 স তান্ন জনয়ামাস পুত্রান বৈ দেববর্চসঃ ।
 তপসোহন্তে মহাতেজা জাতা বৃদ্ধস্ত ধার্মিকাঃ
 তারুণ্যপ্রসাদেন বিস্তরং তেষু মে শৃণু ।
 অজমীঢ়স্ত কেশিন্যাং কথং সমভবৎ কিল ॥ ৪৬
 মেধাতিথিঃ সূতস্তস্ত তস্মাৎ কাণ্ঠায়না দ্বিজাঃ ।
 অজমীঢ়স্ত ভূমিন্যাং জজ্ঞে বৃহদম্বুর্নৃপঃ ॥ ৪৭
 বৃহদনোর্বৃহস্তোহথ বৃহস্তস্ত বৃহন্ননাঃ ।
 বৃহন্ননঃসূতশ্চাপি বৃহদ্ধম্বরিতি শ্রুতঃ ॥ ৪৮
 বৃহদ্ধনোর্বৃহদ্বিষুঃ পুত্রস্তস্ত জয়দ্রথঃ ।
 অশ্বজিৎ তন্বীস্তস্ত সেনজিৎ তস্ত চান্বজঃ ॥ ৪৯
 অথ সেনজিতঃ পুত্রাশ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ ।
 কুচিরাম্ভশ্চ কাব্যশ্চ রাজা দৃঢ়রথস্তথা ॥ ৫০
 বংশশ্চাবর্তকো রাজা যশ্শ্রুতে পরিবংশকঃ ।

কুচিরাম্ভশ্চ দায়াদঃ পৃথুসেনো মহাযশাঃ ॥ ৫১
 পৃথুসেনস্ত পৌরশ্চ পৌরায়ীপোহথ জজ্ঞিবান্
 নীপশ্চেকশতস্বামীৎ পুত্রাণামমিতৌজসাম্ ॥ ৫২
 নীপা ইতি সমাখ্যাতা রাজানঃ সর্ষ এব তে ।
 তেষাং বংশকরঃ শ্রীমান্ নীপানাং কীৰ্ত্তিবর্দ্ধনঃ
 কাব্যাক্ত সময়ো নাম সদেষ্টসমরোহভবৎ
 সময়স্ত পার-সম্পারো সদশ ইতি তে জয়ঃ ॥ ৫৩
 পুত্রাঃ সর্ষগুণোপেতা জাতা বৈ বিজ্ঞতা ভূবি
 পারপুত্রঃ পৃথুর্জাতঃ পৃথোহন্ত সূকৃতোহভবৎ ॥
 জজ্ঞে সর্ষগুণোপেতো বিভ্রাজস্তস্ত চান্বজঃ ।
 বিভ্রাজস্ত তু দাম্বাদম্বুগুহো নাম বীর্ধ্যবান্ ॥ ৫৬
 বভূব শুকজামাতা কুন্তীভর্তা মহাযশাঃ ।
 অণুহস্ত তু দায়াদো ব্রহ্মদন্তো মহাপতিঃ ॥ ৫৭
 যুগদন্তঃ সূতস্তস্ত বিশ্বক্সেনো মহাযশাঃ ।
 বিভ্রাজঃ পুনরাজাতো সূকৃতেনেহ কশ্মণা ॥ ৫৮
 বিশ্বক্সেনস্ত পুত্রস্ত উদক্সেনো বভূব হ ।
 ভল্লাটস্তস্ত পুত্রস্ত তস্তাসীজ্জনমেজয়ঃ ।

পরম কীৰ্ত্তিসম্পন্ন তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে ।
 তাহাদের নাম—অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরু-
 মীঢ় । অজমীঢ়ের তিন পত্নী—তিন জনই
 কুরুকুলের প্রাতিষ্ঠাত্রী । উক্ত পত্নীত্রয়ের নাম
 —নীলিনী, ধূমিনী ও কেশিনী । ২৯—৫৪ ।
 অজমীঢ় এই সকল পত্নীর গর্ভে বৃদ্ধ বয়সে
 কতিপয় দেবগর্ভাভ পুত্র উৎপাদন করেন ।
 এই পুত্রগণ সকলেই ধার্মিক ছিলেন ।
 ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণ করুন ।
 পত্নী কেশিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের কথ নামে
 এক পুত্র উৎপন্ন হয় । তৎপুত্র মেধা-
 তিথি । মেধাতিথি হইতে যে সকল দ্বিজ
 জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা কাণ্ঠায়ন নামে
 প্রসিদ্ধ । ভূমিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের বৃহদম্বু
 নামে এক পুত্র হয় । বৃহদম্বুর পুত্র বৃহস্ত ;
 তৎপুত্র বৃহন্ননা ; তৎপুত্র বৃহদ্ধম্বু ; তৎপুত্র
 বৃহদ্বিষু ; তৎপুত্র জয়দ্রথ ; তৎপুত্র অশ্বজিৎ ;
 তৎপুত্র সেনজিৎ । সেনজিতের বি-
 শিষ্ট চারি পুত্র উৎপন্ন হয় । তাহাদের
 নাম—কুচিরাম্ভ, কাব্য, দৃঢ়রথ ও বংশাবর্ত ।
 এই বংশাবর্তের বংশধরগণ পরিবংশক

নামে বিখ্যাত । কুচিরাম্ভের পুত্র মহাযশা
 পৃথুসেন । তৎপুত্র পৌর ; তৎপুত্র নীপ ।
 নীপের একশত অমিততেজা পুত্র উৎপন্ন
 হয় । এই পুত্রগণ সকলেই নীপাখ্যা ধারণ
 করিয়া রাজা হইয়াছিলেন । এই সকল
 নীপরাজের একমাত্র বংশধর কাব্যানন্দন
 শ্রীমান্ সময় । সময় কুলকীৰ্ত্তিবর্দ্ধন ও
 সদাই সময়প্রিয় ছিলেন । সময়ের তিন
 পুত্র—পার, সম্পার ও সদশ । এই পুত্রত্রয়
 সর্ষগুণাঢ্য ও বিশ্ববিশ্রুত ছিলেন ।
 পারের পুত্র পৃথু ; তৎপুত্র সূকৃত ; তৎপুত্র
 সর্ষগুণাঢ্য বিভ্রাজ । বিভ্রাজের পুত্র বীর্ধ্য-
 বান্ অণুহ । মহাযশা অণুহ শুকনন্দিনী
 কুন্তীর পাণিগ্রহণ করেন । মহাপতি ব্রহ্ম-
 দন্ত অণুহের পুত্র । ব্রহ্মদন্তের পুত্র যুগ-
 দন্ত ; তৎপুত্র মহাযশা বিশ্বক্সেন । সূকৃত
 কশ্মের কলে রাজা বিভ্রাজই পুনরায়
 বিশ্বক্সেন হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন । বিশ্বক্স-
 সেনের পুত্র উদক্সেন । তৎপুত্র ভল্লাট ;
 তৎপুত্র জনমেজয় । এই জনমেজয়কে রক্ষা

উগ্রায়ুধেন তস্তার্থে সর্বে ন পাঃ প্রণাশিতাঃ ॥

ঋষয় উচুঃ

উগ্রায়ুধঃ কস্ত স্মৃতঃ কস্ত বংশে স কথ্যতে ।

কিমর্থঃ তেন তে নীপা সর্বে চৈব প্রণাশিতাঃ ॥

স্মৃত উবাচ ।

উগ্রায়ুধঃ সূর্য্যবংশস্তপস্তপে বরাশ্রমে ।

হাগুভূতোহষ্টসাহস্রং তং ভেজে জনমেজয়ঃ ॥

তস্ত রাজ্যং প্রতিশ্রুত্য নীপানাজ্জিবান্ প্রভুঃ

উবাচ সাত্বঃ বিবিধং জয়ন্তে বৈ হুভাবপি ॥

হস্তমানা গতানুচে যস্মাদ্ভেতোর্ন মে বচঃ ।

শরণাগতরক্ষার্থং তস্মাদ্ভেবং শপামি বা ॥ ৬৩

যদি মেহস্তি তপস্তপ্তং সর্বান্ নয়তু বো যমঃ ।

ততস্তান্ কৃষ্যমাণাং যমেন পুরতঃ স তু ॥ ৬৪

করিবার জন্ত রাজা উগ্রায়ুধ সমস্ত নীপ-
বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। ঋষিগণ কহি-
লেন,—উগ্রায়ুধ কোন্ বংশে কাহার পুত্র
ছিলেন? কি জন্তই বা তিনি সমস্ত নীপ-
বংশ ধ্বংস করিলেন? স্মৃত বলিলেন,—
উগ্রায়ুধ সূর্য্যবংশীয় জটনৈক রাজা ছিলেন।
তিনি অষ্ট সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত কোন এক শ্রেষ্ঠ
আশ্রমে হাগুবৎ নিশ্চেষ্টভাবে কঠোর
তপস্তা করেন। রাজা জনমেজয় তাঁহার
শরণাপন্ন হন ১৪৫ ৬১। প্রভু উগ্রায়ুধ তাঁহাকে
রাজ্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়া সমস্ত নীপ-
বংশীয়দিগকে বিনাশ করেন। উগ্রায়ুধ
প্রথমে নীপদিগকে বিবিধ মিষ্ট বাক্যে
বুঝাইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু নীপরাজ-
গণ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদের
উত্তরকেই নিহত করিতে উত্তত হইলেন।
তখন উগ্রায়ুধ তাঁহাদিগকে হননে সমুত্ত
দেখিয়া বলিলেন, আমি শরণাগতকে রক্ষা
করিবার জন্ত তোমাদিগকে যাহা বলিলাম,
তোমরা তাহা শুনিলে না; অতএব আমি
তোমাদিগকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান
করিতেছি যে, যদি আমি বাস্তবিক তপো-
মুঠান করিয়া থাকি, তাহা হইলে যমরাজ
তোমাদিগের সকলকেই অচিরেই স্বীয়

কৃপয়া পরয়াবিষ্টো জনমেজয়মুচিবান্ ।

গতানেতানিমান্ বীরাংশ্চ মে রক্ষিতুমর্হসি ॥

জনমেজয় উবাচ ।

অরে পাপা হুরাচার্য্য ভবিতারোহন্ত কিঙ্করাঃ ।

তথ্যেভ্যক্তস্ততো রাজা যমেন যুযুধে চিরম্ ॥

ব্যাদিভিনারকৈর্ঘোরৈরধমেন সহ তান্ বলাৎ ॥

বিজিত্য মুনয়ে প্রাদাৎ তদন্তুতমিবান্তবৎ ॥ ৬৭

যমস্তপ্তস্তপ্তস্মৈ মুক্তিজ্ঞানং দদৌ পরম্ ।

সর্বে যথোচিতং কৃৎস্না জগ্মুস্তে কৃষ্ণমব্যয়ম্ ॥ ৬৮

যেষাম্ চরিতং গৃহ্য হস্ততে নাপমৃত্যুভিঃ ।

ইহ লোকে পরে চৈব সূর্য্যমধ্যমস্মৃতে ॥ ৬৯

অজমীঢ়স্ত ধুমিতাং বিদ্বান্ জজ্ঞে

ভবনে লইয়া যাউন। উগ্রায়ুধ এই কথা
বলিবামাত্র যম আসিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া
লইয়া চলিলেন। তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া
উগ্রায়ুধ পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া জয়েজয়কে
কহিলেন,—জয়েজয়! যম-কিঙ্করগণ কর্তৃক
নীযমান এই বীরবৃন্দকে তুমি আমার কথায়
রক্ষা কর। অনন্তর জয়েজয় যমকিঙ্কর-
দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“ওরে
হুরাচার্য্য পাপাত্মা যমকিঙ্করগণ!” এই কথা
বলিবা মাত্র তিনিও তদন্তুতপ কটু বাক্যে
অভিহিত হইলেন। তখন রাজা যমের
সহিত ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তিনি
যুদ্ধ করিয়া যম এবং যম সমতিব্যাহারী ব্যাদি
ও ঘোরতর নরকনিচয়কে সবলে জয়
করিয়া আনিয়া মূনিবুত্তিধারী রাজা উগ্রায়ুধ
সমীপে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার এই
যুদ্ধজয় অতীব অদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছিল।
যম তাঁহার এই পরাজয়ে কষ্ট না হইয়া বরং
তুষ্ট হইলেন। তিনি তুষ্ট হইয়া তথাবস্থিত
রাজাকে পরমোত্তম মুক্তিজ্ঞান প্রদান
করিলেন। তখন তাঁহার সকলেই যথা-
কর্তব্য সমাধা করিয়া, অব্যয় কৃষ্ণদেহে
বিলীন হইলেন। ঐ সকল নীপরাজের
চরিত কীর্তনের কালে কদাচ অপমৃত্যু প্রাপ্ত
হইতে হয় না। ইহ-পর উত্তর লোকেই

ধৃতিমাংস্তস্ত পুত্রস্ত তস্ত সত্যধৃতিঃ স্মৃতঃ ।
 অথ সত্যধৃতে: পুত্রো দৃঢ়নেমিঃ প্রতাপবান্ ॥
 দৃঢ়নেমিসুতশ্চাপি সুধৰ্ম্মা নাম পার্শ্বিবঃ ।
 আসীৎ সুধৰ্ম্মতনয়ঃ সার্কভৌমঃ প্রতাপবান্ ॥
 সার্কভৌমেতি বিখ্যাতঃ পৃথিব্যামেকরাদ্ভবভৌ
 তস্তাদ্ভবায়ৈ মহতি মহাপৌরবনন্দনঃ ॥ ৭২
 মহাপৌরবপুত্রস্ত রাজা কৃষ্ণরথঃ স্মৃতঃ ।
 অথ কৃষ্ণরথস্তাসীৎ সুপার্বো নাম পার্শ্বিবঃ ॥
 সুপার্বতনয়শ্চাপি সুমতির্নাম পার্শ্বিকঃ ।
 সুমতেরাপ ধৰ্ম্মাত্মা রাজা সন্নতিমানপি ॥ ৭৪
 তস্তাসীৎ সন্নতিমতঃ কৃতো নাম সুতো মহান্
 হিরণ্যনাভিনঃ শিষ্যঃ কৌশল্যস্ত মহাম্বনঃ ॥
 চতুর্কিংশতিধা যেন প্রোক্তা বৈ সামসংহিতাঃ
 স্মৃতাশ্চে প্রোচ্যসামানঃ কার্ত্তা নামেহ সামগাঃ
 কাৰ্ত্তিকগ্ৰায়ুধঃ সো বৈ মহাপৌরববর্দ্ধনঃ ।
 বহুব যেন বিক্রম্য পৃথুকশ্চ পিতা হতঃ ॥ ৭৭
 নীলো নাম মহারাজঃ পাঞ্চালধিপতির্বনী

উগ্রায়ুধস্ত দাঘাদঃ ক্লেমো নাম মহাঘশাঃ ॥ ৭৮
 ক্লেমাৎ সুনীথঃ সঞ্জজে সুনীথস্ত নৃপঞ্জয়ঃ ।
 নৃপঞ্জয়াচ্চ বিরথ ইত্যেতে পৌরবাঃ স্মৃতাঃ ॥
 ইতি ক্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে পৌরববংশানু-
 কীৰ্ত্তনং নানৈকোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

অজমীঢ়স্ত নীলিষ্ঠাঃ নীলঃ সমভবদ্বপঃ ।
 নীলস্ত তপসোগ্রাণ সূশান্তিরূপপদ্যত ॥ ১
 পুরুজানুঃ সূশান্তেস্ত পৃথুস্ত পুরুজানুতঃ ।
 ভদ্রাশ্বঃ পৃথুদাঘাদো ভদ্রাশ্বতনয়ান্ শৃণু ॥ ২
 মুদালশ্চ জয়শ্চৈব রাজা বৃহদিসুস্তথা ।
 যবীনরশ্চ বিক্রান্তঃ কপিলশ্চৈব পঞ্চমঃ ॥ ৩
 পঞ্চানাকৈব পঞ্চালানেতান্ জনপদান বিহুঃ ।
 পঞ্চালং রক্ষিণো হ্যেতে দেশানামিতি নঃ ঋতম্

নিহত করেন । উগ্রায়ুধের পুত্র মহাঘশা
 ক্লেম, তৎপুত্র সুনীথ, তৎপুত্র নৃপঞ্জয় এবং
 তৎপুত্র বিরথ, উঁহারাই পৌরব বংশধর
 বলিয়া বিখ্যাত । ৬২—৭৯ ।

একউনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪১ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন, নীলিনীনাঙ্গী পত্নীর গর্ভে
 অজমীঢ়ের নীল নামে এক পুত্র হয় । এই
 পুত্র রাজা ছিলেন । নীল নৃপতী তপস্তা
 করেন । সেই তপঃকলে সূশান্তি নামে
 তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয় । সূশান্তির
 পুত্র পুরুজানু, তৎপুত্র পৃথু, তৎপুত্র ভদ্রাশ্ব ।
 ভদ্রাশ্বের পঞ্চ পুত্র ছিল । তাহাদের নাম
 শ্রবণ করুন । মুদাল, জয়, বৃহদিসু, যবীনর
 ও কপিল । এই পঞ্চ পুত্রাধিষ্ঠিত জনপদই
 পাঞ্চাল নামে অভিহিত । আমরা শুনিয়াছি,
 অন্ত সমস্ত দেশের মধ্য হইতে ইঁহার

অক্ষয়্য সুধভোগ হইয়া থাকে । অজমীঢ়ের
 ধূমিনী নামী পত্নীর গর্ভে যবীনর নামে এক
 বিঘ্নান পুত্র উৎপন্ন হয় । তাঁহার পুত্র ধৃতি-
 মান, তৎপুত্র সত্যধৃতি, তৎপুত্র প্রতাপবান্
 দৃঢ়নেমি । ইনি সার্কভৌম আখ্যায় অভি-
 হিত হইয়া পৃথিবীমণ্ডলে একচ্ছত্র রাজা
 ছিলেন । তদীয় মহাবংশে মহাগৌরব নামে
 এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার পুত্র
 কৃষ্ণরথ নামে বিখ্যাত । কৃষ্ণরথের পুত্র
 রাজা সুপার্ব । তৎপুত্র পার্শ্বিক সুমতি ।
 সুমতির পুত্র ধৰ্ম্মাত্মা রাজা সন্নতিমান ।
 তৎপুত্র কৃত । এই কৃত একজন প্রধান রাজা
 ছিলেন । ইনি মাহাত্ম্য কৌশল্য হিরণ্য-
 নাভির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । এই কৃতই
 চতুর্কিংশতি প্রকার সামসংহিতা কীৰ্ত্তন
 করিয়াছিলেন । সেই সকল সংহিতা কার্ত্ত ও
 প্রোচ্য সাম নামে প্রসিদ্ধ । কৃতের পুত্র
 উগ্রায়ুধ । এই উগ্রায়ুধ মহাগৌরব-বংশের
 ধুরন্ধর ছিলেন । ইনি বিক্রম প্রকাশ করিয়া
 পিথুকপিতা পঞ্চালধিপতি মহারাজ নলকে

মুদগলস্তাপি মৌদগল্যাঃ কত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ
এতে হৃদ্রিসঃ পক্ষঃ সংজিতাঃ কাণ্ডমুদগলাঃ ॥
মুদগলস্ত স্মৃতো জজ্ঞে ব্রহ্মিষ্ঠঃ সুমহাযশাঃ ।
ইন্দ্রসেনঃ স্মৃতস্তস্ত বিদ্যাপ্তস্ত চান্ধজঃ ॥ ৬
বিদ্যাপ্তান্মিথুনঃ জজ্ঞে মেনকায়ামিতি জ্ঞতিঃ ।
দিবোদাসস্ত রাজসিরহল্যা চ যশস্থিনী ॥ ৭
শরদ্বতস্ত দায়াদমহল্যা সম্প্রসূয়ত ।
শতানন্দমৃষিষ্ঠেষ্ঠঃ তস্তাপি সুমহাতপাঃ ॥ ৮
স্মৃতঃ সত্যধৃতির্নাম ধনুর্বেদস্ত পারগঃ ।
আসীৎ সত্যধৃতে শুক্রমমোঘঃ ধার্মিকস্ত তু ॥ ৯
ক্লমঃ রেতঃ সত্যধৃতেদৃষ্টা চাপরসং জলে ।
মিথুনঃ তত্র সঙ্কৃতঃ তস্মিন্ সরসি সন্ততম্ ॥ ১০
ততঃ সরসি তস্মিন্ ক্রমমাণঃ মহীপতিঃ ।
দৃষ্টা জগ্রাহ রূপয়া শস্ত্রমুগয়াং গতঃ ॥ ১১
এতে শরদ্বতঃ পুত্রা আধ্যাতা গোতমা বরাঃ ।

অত উৰ্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দিবোদাসস্ত বৈ প্রজাঃ
দিবোদাসস্ত দায়াদো ধর্ম্মিষ্ঠো মিড্রয়নু পঃ ।
মৈত্রায়ণা বরঃ সোহথ মৈত্রেষম্ ততঃ স্মৃতঃ ॥
এতে বংশা যতেঃ পক্ষাঃ কত্রোপেতাঃ ভার্গবাঃ
রাজা চৈত্তবরো নাম মৈত্রেষম্ স্মৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪
অথ চৈত্তবরাধিধান সূদাসস্ত চান্ধজঃ ।
অজমীঢ়ঃ পুনর্জাতঃ কীণে বংশে তু সোমকঃ
সোমকস্ত স্মৃতো জন্তুর্হীতে তস্মিন্ শতং বভৌ
পুত্রাণামজমীঢ়স্ত সোমকস্ত মহাশ্বনঃ ॥ ১৬
মহিবী অজমীঢ়স্ত ধূমিনী পুত্রগৃহ্মিনী ।
পুত্রাভাবে তপস্তপে শতং বর্ষাণি হুচরম্ ॥ ১৭
হুহাশ্বিং বিধিবৎ সম্যক্ পবিত্রীকৃতভোজনা ।
অগ্নিহোজক্রমেণৈব সা সূচাপ মহাব্রতা ॥ ১৮
তস্তাং বৈ ধূমবর্ণায়ামজমীঢ়ঃ সমীযিবান্ ।

ইহার সকলেই বরেন্য গোতম আধ্যায়
অভিহিত । অতঃপর আমি দিবোদাসের
প্রজাবর্গের কথা কহিতেছি । দিবোদাসের
পুত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ নরপতি মিড্রয় ; ইহার অপর
নাম মৈত্রায়ণ । মৈত্রায়ণের এক পুত্র হয়,
তাহার নাম মৈত্রেষ । এই বংশীয়গণ যতি-
পক্ষতুস্ত এবং ভার্গবগণ কত্রোপেত ।
মৈত্রেষের পুত্র রাজা চৈত্তবর । তৎপুত্র
বিধান সূদাস ; তৎপুত্র পুনর্জাত অজমীঢ় ;
এই অজমীঢ় বংশকয়ের উপক্রমে সোমক
নামে জন্মগ্রহণ করেন । সোমকের পুত্র
জন্তু ; জন্তু নিহত হইলে মহাত্মা অজমীঢ়
অর্থাৎ সোমকের একশত পুত্র উৎপন্ন হয় ।
অজমীঢ়ের মহিবী ধূমিনী পূর্বে পুত্রাভিলা-
ষিণী হন ; কিন্তু তাঁহার পুত্র হয় না । তিনি
পুত্রাভাব নিবন্ধন শতবর্ষ পর্যন্ত ঘোর
তপস্তা করেন । একদা সেই মহাব্রতা
অগ্নিতে বিধিমত হোম করিয়া সম্যক্ ও
পবিত্রভাবে ভোজন ক্রিয়া সমাধা করত
অগ্নিহোজ বিধানক্রমে শয়ন করিয়াছিলেন ।
ব্রতাবস্থায় তাঁহার তাৎকালিক দেহপ্রভা
ধূমবর্ণ হইয়াছিল । রাজা অজমীঢ় এই
সময় তাঁহার সহিত সঙ্গত হন । এই সঙ্গের

পাঞ্চাল দেশেরই রক্ষার ভার গ্রহণ করেন ।
মুদগলের পুত্রগণ মৌদগল্যা নামে অভিহিত ।
এই পুত্রগণ কত্রোপেত দ্বিজাতি । এই
সকল কাণ্ড এবং মুদগলগণ অঙ্গিরসের
পক্ষভুক্ত ছিলেন । মুদগলের পুত্র মহাযশা
ব্রহ্মিষ্ঠ । তৎপুত্র ইন্দ্রসেন ; তৎপুত্র বিদ্যাপ্ত ।
শুনিয়াছি—বিদ্যাপ্ত হইতে মেনকার গর্ভে
এক যমজ পুত্রকন্তা উৎপন্ন হয় । পুত্র
রাজর্ষি দিবোদাস এবং কন্তা—যশস্থিনী
অহল্যা । অহল্যা শরদ্বান হইতে ঋষিষ্ঠেষ্ঠ
শতানন্দকে পুত্ররূপে প্রসব করেন । তাঁহার
সত্যধৃতি নামে এক মহাতপস্বী পুত্র জন্ম
গ্রহণ করে । এই পুত্র ধনুর্বেদের পারদর্শী ।
ধার্মিক সত্যধৃতির বীৰ্য্য অমোঘ ছিল ।
জলমধ্যে কোন এক অঙ্গরাকে দেখিয়া
তদীয় বীৰ্য্য ক্ষরিত হয় । সেই বীৰ্য্য হইতে
সরসীজলে এক মিথুন জন্মগ্রহণ করে ।
১—১০ । মহীপতি শস্ত্রমুগয়ায় গিয়াছিলেন,
তাঁহার বনভ্রমণ কালে ঐ সরোবর-জলে
সেই মিথুনকে বিচরণ করিতে দেখিয়া তিনি
রূপাপূর্ণক গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই আমি
শরদ্বানের পুত্রগণের বিবরণ বলিলাম ।

ঋক্ষঃ সা জনয়ামাস ধুমবর্ণং শতাশ্রজম্ ॥ ১১
 ঋক্ষাং সংবরণো জজ্ঞে কুরুঃ সংবরণাং ততঃ
 যঃ প্রয়াগমতিক্রম্য কুরুক্ষেত্রমকল্পয়ৎ ॥ ১০
 কৃত্যতস্ত মহারাজো বর্ষাণি সুবহুস্তথ ।
 কৃত্যমাণস্ততঃ শক্রো ভয়াং ততশ্চ বরং দদৌ ॥
 পুণ্যঞ্চ রমণীয়ঞ্চ কুরুক্ষেত্রস্ত তৎ স্মৃতম্ ।
 তস্তাধিবায়ঃ সুমহান যস্ত নাম্না তু কোরবাঃ ॥ ২২
 কুরোস্ত দম্বিতাঃ পুত্রাঃ সুধবা জহুঃ রেব চ ।
 পরীক্ষিত মহাতেজাঃ প্রজনশ্চারিমর্দনঃ ॥ ২৩
 সুধবনস্ত দায়াদঃ পুত্রো মতিমতাং বরঃ ।
 চ্যবনস্ত পুত্রস্ত রাজা ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ ॥ ২৪
 চ্যবনস্ত কুমিঃ পুত্র ঋক্ষাঙ্গজ্ঞে মহাতপাঃ ।
 কৃমেঃ পুত্রো মহাবীৰ্য্যঃ খ্যাত ইন্দ্রসমো বিভূঃ
 চৈত্মোপরিচরো বীরো বহুর্নামান্তরিক্ষগঃ ।
 চৈত্মোপরিচরাজ্ঞে গিরিকা সপ্ত বৈ সূতান্ ॥

ফলে ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ নামে এক ধুমবর্ণ
 পুত্র উৎপন্ন হয় । এই পুত্র অজমীঢ়ের শত
 পুত্রের অগ্রজ । ঋক্ষ হইতে সম্বরণ জন্ম
 গ্রহণ করেন । সম্বরণ হইতে কুরুর উৎপত্তি
 হয় । এই কুরু প্রয়াগ অতিক্রম করিয়া
 কুরুক্ষেত্র নামে এক স্থান আবিষ্কার করেন ।
 ১১—২০ । মহারাজ কুরু বহুবর্ষ যাবৎ ঐ
 কুরুক্ষেত্র কর্ষণ করিতে থাকেন । ইন্দ্র এই
 ব্যাপারে ভীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান
 করেন । তখন হইতে ঐ কুরুক্ষেত্র পুণ্য এবং
 রমণীয় বলিয়া বিখ্যাত হয় । কুরুর মহাবংশ
 তদীয় নামানুসারে কোরব বলিয়া বিদিত ।
 কুরুর পাঁচ পুত্র—সুধবা জহুঃ, পরীক্ষিত,
 প্রজন ও অরিমর্দন । এই সকল পুত্রই কুরুর
 অতিশয় প্রিয় । সুধবার পুত্র মতিমৎপ্রবর
 পুণ্য । তৎপুত্র চ্যবন ; ইনি ধর্ম্মার্থতত্ত্বে
 অভিজ্ঞ ছিলেন । চ্যবনের পুত্র কুমি । তৎ-
 পুত্র চৈত্ম উপরিচর বহু ; ইনি মহাবীৰ্য্য,
 অন্তরীক্ষচারী ও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী
 ছিলেন । এই উপরিচর বহু হইতে
 গিরিকার শত্রে সপ্ত পুত্র উৎপন্ন হয়

মহারথো মগধরাড়বিজ্ঞতো যো বৃহদ্রথঃ ।
 প্রত্যশ্রবাঃ কুশৈশ্চ চতুর্থো হরিবাহনঃ ॥ ২৭
 পঞ্চমশ্চ যজুশ্চৈব মৎস্তঃ কালী চ সপ্তমৌ ।
 বৃহদ্রথস্ত দায়াদঃ কুশাগ্রো নাম বিজ্ঞতঃ ॥ ২৮
 কুশাগ্রস্তাশ্রজশ্চৈব বৃষভো নাম বীর্ঘ্যবান্ ।
 বৃষভস্ত তু দায়াদঃ পুণ্যবান্ নাম পার্ধিবঃ ॥ ২৯
 পুণ্যঃ পুণ্যবতশ্চৈব রাজা সত্যধৃতিস্ততঃ ।
 দায়াদস্তস্ত ধনুষস্তশ্রাং সর্কশ্চ জজ্ঞিবান্ ॥ ৩০
 সর্কশ্চ সন্তবঃ পুত্রস্তশ্রাদ্রাজা বৃহদ্রথঃ ।
 হে তস্ত শকলে জাতে জরয়া সন্ধিতশ্চ সং ॥
 জরয়া সন্ধিতো যশ্রাজ্জরাসন্ধস্ততঃ স্মৃতঃ ।
 জেতা সর্কশ্চ ক্ষত্রস্ত জরাসন্ধো মহাবলঃ ॥ ৩২
 জরাসন্ধস্ত পুত্রস্ত সহদেবঃ প্রতাপবান্ ।
 সহদেবায়জঃ ক্রীমান্ সোমবিৎ স মহাতপাঃ ॥
 ঋতশ্রবাস্ত সোমাদ্রের্নাগধাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
 জহুঃস্বজনয়ৎ পুত্রঃ সুরথঃ নাম ভূমিপম্ ॥ ৩৪
 সুরথস্ত তু দায়াদো বীরো রাজা বিদূরথঃ ।
 বিদূরথস্ততশ্চাপি সার্কভোম ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩৫

এই পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিখ্যাত মগধ-
 রাজ মহারথ বৃহদ্রথ ; তাঁহার অষ্টাশ্র
 ভাতার নাম,—প্রত্যশ্রবা, কুশ, হরিবাহন,
 যজুঃ, মৎস্ত ও কালী । বৃহদ্রথের পুত্র
 বিখ্যাত কুশাগ্র ; তৎপুত্র বীর্ঘ্যবান্ বৃষভ,
 তৎপুত্র পুণ্যবান্, তৎপুত্র পুণ্য ; পুণ্যের
 পুত্র রাজা সত্যধৃতি । তৎপুত্র ধনুষ ;
 তৎপুত্র সর্ক ; তৎপুত্র সন্তব ; তৎপুত্র
 রাজা বৃহদ্রথ । এই বৃহদ্রথ রাজার দেহ
 ত্রির্বাণ্ডিত হইলে জয়া নারী রাক্ষসী কর্তৃক
 সন্ধিত হয় ; এইজন্য তিনি জরাসন্ধ নামে
 অভিহিত হন । মহাবল জরাসন্ধ সমস্ত
 ক্ষত্রিয় জয় করেন । তাঁহার পুত্রের নাম—
 সহদেব । ইনিও পিতার স্তায় প্রতাপবান্
 ছিলেন । সহদেবের পুত্র ক্রীমান্ সোম-
 বিৎ । তৎপুত্র ঋতশ্রবা । এই সকল
 রাজস্তুগণের বংশধরেরা মগধ নামে
 কীর্তিত । জহুর তনয় নৃপতি সুরথ ; তৎ-
 পুত্র বীরবর রাজা বিদূরথ ; তৎপুত্র সার্ক-

সার্বভৌমাজয়ংসেনো কচিরন্তস্ত চান্নজঃ ।
কচিরাত্ত ততো ভৌমস্বরিতায়ুস্ততোহভবৎ ॥
অক্ৰোধনস্যায়ুস্ততস্তান্নাদেবাতিথিঃ স্মৃতঃ ।
দেবাতিথেষু দায়াদো দক্ষ এব বভূব হ ॥ ৩৭
ভীমসেনস্ততো দক্ষাদিলীপস্তস্ত চান্নজঃ ।
দিলীপস্ত প্রতীপস্ত তস্ত পুত্রাশ্বয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৮
দেবাপিঃ শস্ত্রশূৰৈশ্চ বাহ্লীকশ্চৈব তে ত্রয়ঃ ।
বাহ্লীকস্ত তু দায়াদঃ সপ্ত বাহ্লীশ্বরা নৃপাঃ ।
দেবাপিঞ্চ হপধ্যাতঃ প্রজাভিরভবন্মুনিঃ ॥ ৩৯
মুনয় উচুঃ ।

প্রজাতিঃ কিমর্থং বৈ অপধ্যাতো জনেশ্বরঃ ।
কো দোষো রাজপুত্রস্ত প্রজাতিঃ সমুদাহৃতঃ ।
স্মৃত উবাচ ।

কিনাসীদ্রাজপুত্রস্ত কুষ্ঠী তং নাভ্যপূজয়ন্ * ।
ভবিষ্যৎ কীৰ্ত্তয়িষ্যামি শস্ত্রনোক্ত নিবোধত ॥
শস্ত্রশূৰভবদ্রাজা বিদ্বান সো বৈ মহাভিষক্ ।

ভৌম ; তৎপুত্র জয়ংসেন ; তৎপুত্র কচির ;
তৎপুত্র ভীম ; তৎপুত্র তরিতায় ; তৎপুত্র
অক্ৰোধন, তৎপুত্র দেবাতিথি, তৎপুত্র দক্ষ,
তৎপুত্র ভীমসেন, তৎপুত্র দিলীপ, তৎপুত্র
প্রতীপ । এই প্রতীপ নরপতির তিন পুত্র—
দেবাপি, শস্ত্র ও বাহ্লীক । বাহ্লীকের সপ্ত
পুত্র, সকলেই বাহ্লীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ । রাজা
দেবাপি প্রজাগণ কর্তৃক পদচ্যুত হইয়া
মুনিবৃত্তি অবলম্বন করেন । ২১—৩৯ । মুনিগণ
বলিলেন,—নরপতি দেবাপি কি কারণে
প্রজাপুত্রের চেষ্টায় অপদস্থ হইয়াছিলেন ?
প্রজাগণ কর্তৃক সেই রাজপুত্রের কি দোষ
উদ্ঘোষিত হইয়াছিল ? স্মৃত বলিলেন,—
রাজপুত্র দেবাপি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন,
সেই জন্তই প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাকে রাজসম্মান-
দানে অসম্মত হয় । এক্ষণে শস্ত্রর বংশ
বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । বিদ্বান্

* ইতঃ পরং—

“কার্য্যং বৈ তত্র দেবানাং ক্রাজং প্রতি বিজো-
তমাঃ ।”

ইদং পদ্যার্থঃ কচিদধিকং দৃষ্টতে

ইদঞ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকঃ প্রতি মহাভিষক্ ॥ ৪২
যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং রোগিণমেব চ
পুনর্ভুবা চ ভবতি তস্মাৎ তং শস্ত্রনঃ বিদ্বঃ ॥ ৪৩
তৎ তস্ত শস্ত্রশূৰঃ হি প্রজাভিরিহ কীৰ্ত্ত্যতে ।
ততোহনুগত ভাৰ্য্যার্থঃ শস্ত্রশূৰ্জাহ্নবীঃ নৃপ ॥
তস্মাৎ দেবব্রতং নাম কুমারঃ জনমবিত্তুঃ ।
কালী বিচিত্রবীৰ্য্যস্ত দাশেয়ী জনয়ৎ সূতম্ ॥
শস্ত্রনোদয়িতং পুত্রঃ শাস্ত্রান্ধানমকম্রবম্ ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নো নাম কেত্রে বৈচিত্রবীৰ্য্যকে ॥ ৪৬
ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ বিহরঞ্চাপ্যাজাজনৎ ।
ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ গান্ধার্য্যং পুত্রানজনয়চ্ছতম্ ॥ ৪৭
তেষাং হৃষ্যোধনঃ শ্রেষ্ঠঃ সৰ্ব্বকত্রস্ত বৈ প্রভুঃ
মাদ্রী কুন্তী তথা চৈব পাণ্ডোর্ভাৰ্য্যে বভূবতুঃ ॥
দেবদত্তাঃ সূতাঃ পঞ্চ পাণ্ডোরর্ধোহভিজজ্মিরে

শস্ত্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন । তিনি
তৎকালে মহাভিষক্ আখ্যা ধারণ করেন ।
রাজা মহাভিষকের উদ্দেশে এইরূপ একটী
শ্লোক কীৰ্ত্তিত হয় যে, ইনি করতল দ্বারা যে
যে জীর্ণ বা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ
করেন, সেই সেই ব্যক্তিই পুনরায় যুবত্ব প্রাপ্ত
হয় । এই জন্তই ইহার অপরা নাম—শস্ত্র
বলিয়া বিদিত । তদীয় প্রজাপুত্রও ঐ কার-
ণেই তাঁহার শাস্ত্রশূৰ কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে ।
রাজা শস্ত্র জাহ্নবীকে ভাৰ্য্যাদে বরণ
করেন । জাহ্নবীর গর্ভে তাঁহার দেবব্রত
নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় । দাশনদিনী
কালীর গর্ভে শাস্ত্রশূর আর এক পুত্র জয়
গ্রহণ করে । এই পুত্রের নাম—বিচিত্রবীৰ্য্য ।
এই পুত্র, শস্ত্রর একান্ত প্রিয়, শাস্ত্রচিত্ত ও
পবিত্রস্বভাব ছিলেন । বিচিত্রবীৰ্য্যের কেত্রে
মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু,
ও বিহর জনগ্রহণ করেন । ধৃতরাষ্ট্র
গান্ধারির গর্ভে শতপুত্র উৎপাদন করেন ।
তন্মধ্যে হৃষ্যোধন জ্যেষ্ঠ । এই হৃষ্যোধন
এক সময় সমস্ত কত্রিয় জাতির উপর প্রভুত্ব
প্রতিষ্ঠা করেন । পাণ্ডুর হই ভাৰ্য্য—মাদ্রী
ও কুন্তী । পাণ্ডুর কেত্রে দেবপ্রদত্ত পঞ্চ

ধৰ্ম্মাদ্গুণিষ্ঠিরো জজ্ঞে মাক্রতাক্ত বৃকোদরঃ ॥৪৯
 ইন্দ্রাজনশ্চয়ৈচৈব ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমঃ ।
 নকুলঃ সহদেবঞ্চ মাজ্যাবিত্যামজীজনৎ ॥৫০
 পঠৈতে পাণ্ডবেভ্যশ্চ দ্রোপদ্যাং জজ্ঞিরেন্নতঃ ।
 দ্রোপদ্যজনয়চ্ছেষ্টং প্রতিবিদ্যং যুধিষ্ঠিরাৎ ॥৫১
 ঋতসেনঃ ভীমসেনাদ্ভুতকীর্তিঃ ধনঞ্জয়াৎ ।
 চতুর্থং ঋতকর্মাণঃ সহদেবাদজায়ত ॥ ৫২
 নকুলাক্ত শতানীকং দ্রোপদেয়াঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
 তেভ্যোহপরে পাণ্ডবেয়া যভেবান্তে মহারথাঃ
 হৈড়িম্বো ভীমসেনাত্তু পুত্রো জজ্ঞে ষটোৎকচঃ ।
 কানী বলধরাস্তৌমাজ্জজ্ঞে বৈ সর্ঙ্গগঃ সূতম্ ॥৫৪
 স্নুহোজঃ তনয়ঃ মাজী সহদেবাদ্ভূষত ।
 করেণুমত্যাং চৈদ্যায়াং নিরমিত্রশ্চ নাকুলিঃ ॥৫৫
 স্নুভজ্রায়াং রথী পার্থাদভিমম্ভ্যরজায়ত ।
 যৌধেয়ঃ দেবকৌ চৈব পুত্রঃ জজ্ঞে যুধিষ্ঠিরাৎ ॥
 অভিমন্তোঃ পরাক্রিত্তু পুত্রঃ পরপুরুষয়ঃ ।

পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ধর্ম্ম হইতে
 যুধিষ্ঠির, মাক্রত হইতে বৃকোদর, ইন্দ্র হইতে
 ইন্দ্রপরাক্রম ধনঞ্জয় এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়
 হইতে নকুল ও সহদেব সমুৎপন্ন হন ॥৪০-৫০
 এই পঞ্চ পাণ্ডব হইতে দ্রোপদীর গর্ভে পঞ্চ
 পুত্র উৎপন্ন হয়। যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিদ্য,
 ভীমসেন হইতে ঋতসেন, ধনঞ্জয় হইতে
 ঋতকীর্তি, সহদেব হইতে ঋতকর্মা এবং
 নকুল হইতে শতানীকের জন্ম হয়। এই
 পুত্রপঞ্চক দ্রোপদেয় বলিয়া কীর্তিত। এই
 সকল পুত্র ব্যতীত আরও ছয় জন মহারথ
 পাণ্ডব-নন্দন ছিলেন। তন্মধ্যে ভীমসেন
 হইতে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়; তাহাদের
 একের নাম হৈড়িম্ব ষটোৎকচ; অপর জন
 কানীনারী পত্নীর গর্ভজাত পুত্র—সর্ঙ্গগ।
 মাজী নারী পত্নীর গর্ভে সহদেব হইতে
 স্নুহোজ, চৈদিরাজ-নন্দিনী করেণুমতীর গর্ভে
 নকুল হইতে নিরমিত্র, স্নুভজ্রার গর্ভে পার্থ
 হইতে অভিমম্ভ্য এবং দেবকীর গর্ভে যুধি-
 ষ্ঠির হইতে যৌধেয় জন্মগ্রহণ করেন। অভি-
 মম্ভ্যর পুত্র পরপুরুষদ্বী পরিক্রিৎ; তৎপুত্র

জনমেজয়ঃ পরীক্ষিতঃ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥৫৭
 ব্রহ্মাণঃ কল্পয়ামাস স বৈ বাজসনেয়কম্ ।
 স বৈশম্পায়নেনৈব শপ্তঃ কিম মহর্ষিণা ॥ ৫৮
 ন হ্যাস্ততীহ দুর্সুন্ধে তবৈতদ্বচনং ভুবি ।
 যাবৎ হ্যাস্তসি হং লোকে তাবদেব প্রপৎস্ততি
 কত্রস্ত বিজয়ং জাত্বা ততঃ প্রভৃতি সর্ঙ্গশঃ ।
 অভিগম্য স্থিতাশ্চৈব নৃপঞ্চ জনমেজয়ম্ ॥ ৬০
 ততঃ প্রভৃতি শাপেন কত্রিয়স্ত তু যাজিনঃ ।
 উৎসন্ন্য যাজিনো যজ্ঞে ততঃ প্রভৃতি সর্ঙ্গশঃ ॥
 কত্রস্ত যাজিনঃ কেচিচ্ছাপাং তস্ত মহান্মনঃ ।
 পৌর্ণমাসেন হবিষা ইষ্ট্বা তস্মিন্ প্রজাপতিম্ ॥
 স বৈশম্পায়নেনৈব প্রবিশন্ বারিতস্ততঃ ॥৬২
 পরীক্ষিতঃ সূতঃ সো বৈ পোরবো জনমেজয়ঃ
 দ্বিরম্মেধমাহত্য মহাবাজসনেয়কঃ ॥ ৬৩
 প্রবর্তয়িত্বা তং সর্ঙ্গমুষিং বাজসনেয়কম্ ।
 বিবাদে ব্রাহ্মণৈঃ সার্কমভিশপ্তো বনং যযৌ ॥

পরম ধার্ম্মিক জন্মেজয়! জনমেজয় যজ্ঞ উপ-
 লক্ষে বাজসনেয় ঋষিকে ব্রহ্মকার্য্যে বরণ
 করেন। তাহাতে মহর্ষি বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া
 তাঁহাকে এইরূপ শাপ প্রদান করেন যে, যে
 দুর্সুন্ধে! তোমার এই বাক্য ভূতলে প্রতিষ্ঠা
 লাভ করিবে না। তুমি যত কাল আছ,
 তাবৎকাল পর্য্যন্তই ইহার প্রচলন রহিবে।
 কত্রপক্ষের জয় হইল বুঝিতে পারিয়া সেই
 দিন হইতে সকলে আসিয়া রাজা জনমে-
 জয়কে আশ্রয় করিয়া রহিল। কিন্তু বৈশ-
 ম্পায়নের শাপহেতু সেই হইতে কত্রিয়ের
 যজ্ঞে কত্রিয় যাজকের উচ্ছেদ আরম্ভ হয়।
 সেই মহান্মার শাপবশতঃ অনেক কত্রিয়
 রাজাই উৎসন্নপ্রায় হয়। পৌর্ণমাস হবি
 দ্বারা প্রজাপতি যজ্ঞ সমাধা করিয়া জনমেজয়
 যখন যজ্ঞশালায় প্রবেশ করেন, তখন বৈশ-
 ম্পায়ন তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন।
 কিন্তু পোরব জনমেজয় দুইটা অম্মেধ যজ্ঞ
 আহরণ করিয়া মহাবাজসনেয়ক হন।
 তিনি বাজসনেয়ক ঋষিকে ব্রহ্মকার্য্যে প্রব-
 র্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত বিবাদে

জনমেজয়াচ্ছতানীকস্ত্রাজ্যজ্ঞে স বীৰ্য্যবান ।

জনমেজয়ঃ শতানীকং পুত্রং রাজ্যেহভি-

ষিক্তবান ॥ ৬৫

অধাৰ্ম্মেধেন ততঃ শতানীকস্ত্র বীৰ্য্যবান ।

জ্ঞেহধিসোমকৃৎকাথ্যঃ সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ

তস্মিন্ শাসতি রাষ্ট্রস্ত যুগ্মাভিরিদমাহতম ।

হুয়াপঃ দীৰ্ঘসত্রং বৈ ত্রৌণি বর্ষাণি পুরুষে ।

বর্ষস্বয়ং কুরুক্ষেত্রে দৃষত্যাং দ্বিজোন্তমাঃ ॥ ৬৭

মুনয় উচুঃ ।

ভবিষ্যৎ শ্রোতুমিচ্ছামঃ প্রজানাং লোমহর্ষণে ।

পুরা কিল যদেতর্থে ব্যতীতং কীর্তিতং ত্বয়া ॥

যেষু বৈ হ্যস্ততে ক্ষত্রযুৎপৎস্তস্তে নৃপাশ্চ যে ।

ভেষামাযুঃপ্রমাণঞ্চ নামতশ্চৈব তান্ নৃপান্ ॥ ৭০

কৃতযুগপ্রমাণঞ্চ ত্রেতা-দ্বাপরয়োন্তথা ।

কলিযুগপ্রমাণঞ্চ যুগদোষঃ যুগক্ষয়ম্ ॥ ৭০

সুখ-দুঃখপ্রমাণঞ্চ প্রজাদোষঃ যুগস্ত তু ।

এতৎ সর্বং প্রসংখ্যায় পৃচ্ছতাং ক্রহি নঃ প্রভে

অভিশপ্ত হইয়া বন গমন করেন । জনমে-

জয়ের পুত্র—শতানীক । জনমেজয় শতা-

নীককে রাজ্যাভিষিক্ত করেন । অনন্তর

অধর্মেধ যজ্ঞের কালে শতানীকের এক

বীৰ্য্যবান পুত্র উৎপন্ন হয় । এই পুত্রের

নাম—অধিসোমকৃৎ । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ !

সম্প্রতি এই মহাযশার রাজ্য-শাসনকালেই

আপনারা এই ত্রুণ্ড দীর্ঘ সত্র তিন বর্ষ-

কাল পুরুষক্ষেত্রে এবং দুই বর্ষ কুরুক্ষেত্রে ও

দৃষতীতীরে অনুষ্ঠান করিয়াছেন । ৫১-৬৭

মুনীগণ কহিলেন,—হে সূত ! তুমি পুরাবৃত্ত

সকল কীর্তন করিলে ; এক্ষণে প্রজা-

বর্গের ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা

করি । যথায় ক্ষত্রিয় জাতি অবস্থান করিবে,

ভবিষ্যতে যে সকল নরপতি উৎপন্ন হইবেন,

তঁাহাদিগের আয়ুঃপ্রমাণ কত এবং তঁাহাদের

নাম সকলই বা কি কি ? কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর

ও কলিযুগের প্রমাণ, যুগদোষ, যুগ-ক্ষয়,

সুখ-দুঃখের প্রমাণ ও প্রজাদোষ কি ? হে

প্রভো ! জিজ্ঞাসু আমরা, আমাদের

সূত উবাচ ।

যথা মে কীর্তিতং পূর্বে ব্যাসেনাক্রিষ্টকর্ম্মণা ।

ভাব্যং কলিযুগৈকৈব তথা মন্বন্তরাণি চ ॥ ৭২

অনাগতানি সর্বাণি ক্রবতো মে নিবোধত ।

অত উর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি ভবিষ্যা যে নৃপান্তথা ॥ ৭২

ঐলেক্সাকায়ৈ চৈব পৌরবে চাষয়ে তথা ।

যেষু সংস্থাস্ততে তচ্চ ঐলেক্সাকুকুলং শুভম্ ।

তান্ সর্মানকীর্তয়িষ্যামি ভবিষ্যেকথিতান্ নৃপান্

তেভ্যোহপরেহপি যে দ্বস্তে হ্যৎপৎস্তস্তে

নৃপাঃ পুনঃ ।

ক্ষত্রাঃ পারবশাঃ শূদ্রাস্তথাস্তে যে বহিষ্চরাঃ *

অন্ধাঃ শকাঃ পুলিন্দাশ্চ চুলিকা যবনাস্তথা ।

কৈবর্ত্তাভীরশবরা যে চান্তে শ্লেচ্ছসম্ভবাঃ ।

পর্য্যায়তঃ প্রবক্ষ্যামি নামতশ্চৈব তান্ নৃপান্ ॥

অধিসোমকৃৎকৈশ্চৈত্যাং প্রথমং বর্ষতে নৃপাঃ ।

তস্তাশ্ববায়ৈ বক্ষ্যামি ভবিষ্যে কথিতান্ নৃপান্

নিকট এই সকল প্রকাশ করিয়া বল । সূত

বলিলেন,—পূর্বে অক্রিষ্টকর্ম্মা বেদব্যাস

আমার নিকট ভাবী, কলিযুগ ও অনাগত

মন্বন্তর সকলের বিষয় যেরূপ কীর্তন করিয়া-

ছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন । অতঃ-

পর আমি ভবিষ্যৎ নৃপগণের কথা কহিব ।

শুভ ঐল ও ইক্ষাকুকুলের কাহিনী, ঐল ও

ইক্ষাকুকুলে এবং পৌরবংশে যে সকল

ক্ষত্রিয় অবস্থান করিবেন, সেই সকল নর-

পতির নাম, কে কে রাজপদ গ্রাপ্ত হইবেন,

তঁাহারা ভিন্ন আরও কোন্ কোন্ রাজ্য

উৎপন্ন হইবেন এবং যে সকল ক্ষত্র পারশব,

শূদ্র ও অন্ত বহিষ্চর জাতি, অন্ধ, শক,

পুলিন্দ, চুলিক, যবন, কৈবর্ত্ত, আভীর, শবর

ও অন্তান্ত শ্লেচ্ছ জাতির মধ্যে যে যে রাজ্য

হইবেন, তঁাহাদিগের নাম পর্য্যায়ক্রমে কীর্তন

করিতেছি । মন্বন্তর রাজগণের মধ্যে

অধিসোমকৃৎই প্রথম । তঁাহার বংশে

ভবিষ্যতে যে সকল রাজ্য উৎপন্ন হইবেন,

তঁাহাদের নামসমূহ কীর্তন করিতেছি, অধি-

অধিসোমকৃষ্ণপুত্রস্ত বিবক্ষুর্ভবিতা নৃপঃ ।

গঙ্গয়া তু হতে তস্মিন্ নগরে নাগসাম্রাজ্যে ॥৩৮

তাস্মৈ বিবক্ষুর্নগরং কৌশাধ্যাক্ত নিবৎস্রতি ।

ভবিষ্যাভৌ সূতাস্তস্ত মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৩৯

ভূরিজ্যোষ্ঠঃ সূতস্তস্ত তস্ত চিত্ররথঃ স্মৃঃ ।

ওচিত্রাশ্চিত্ররথাদুর্বিক্রিয়াংশ ওচিত্রবাৎ ॥ ৪০

বৃক্ষিমতঃ সুষেণশ্চ ভবিষ্যতি ওচিনৃপঃ ।

তস্মাৎ সুষেণান্তবিতা সুনীধো নাম পার্শ্বিবঃ ॥

নৃপাৎ সুনীধান্তবিতা নৃচক্ষুঃ সুমহাযশাঃ ।

নৃচক্ষুষস্ত দায়াদো ভবিতা বৈ সূধীবলঃ ॥ ৪২

সূধীবলসূতশ্চাপি ভাবী রাজা পরিকবঃ ।

পরিকবসূতশ্চাপি ভবিতা সূতপা নৃপঃ ॥ ৪৩

মেধাবী তস্ত দায়াদো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।

মেধাবিনঃ সূতশ্চাপি ভবিষ্যতি পুরঞ্জয়ঃ ॥ ৪৪

উর্কো ভাব্যঃ সূতস্তস্ত তিগ্মায়া তস্ত চান্নজঃ

তিগ্মাদবৃহদ্রথো ভাব্যো বসুদামা বৃহদ্রথাত্ম ॥ ৪৫

বসুদায়ঃ শতানীকো ভবিষ্যোদয়নস্ততঃ ।

ভবিষ্যতে চোদয়নাধীরো রাজা বহীনরঃ ॥ ৪৬

বহীনরান্নজশ্চৈব দণ্ডপাণির্ভবিষ্যতি ।

দণ্ডপাণেন্নিরামিত্রো নিরামিত্রাত্ম তু ক্ষেমকঃ ॥

অত্রাহবংশশ্লোকোহয়ং গীতো বিপ্রৈঃ পুরাতনৈঃ

ব্রহ্মকৃতস্ত যো যোনিবংশো দেবর্ষিসংকৃতঃ ।

ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সংহাস্ততি কলৌ যুগে

ইত্যেব পৌরবো বংশো যথাবদ্বিহ কীর্তিতঃ ।

ধীমতঃ পাণ্ডুপুত্রস্ত অর্জুনস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে সোমবংশে পুরু-

বংশমুকৌর্ভনং নাম পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

যে পূজ্যাঃ স্মার্ত্বিজাতীনাং যয়ঃ সূত সর্বদা ।

তানিদানীং সমাচক্ষু তৎসংস্কারপূর্বকঃ ॥ ১

সূত উবাচ ।

যোহসাবগ্নিরভীমানী সূতঃ স্মারত্ববেহস্তরে ।

ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রস্তস্মাৎ স্মাহা ব্যজীজনৎ ॥

পাবকং পবমানঞ্চ ওচিরগ্নিশ্চ যঃ সূতঃ ।

রাজা বহীনর, তৎপুত্র দণ্ডপাণি, তৎপুত্র

নিরামিত্র এবং তৎপুত্র ক্ষেমক । এই ভাবী

রাজা ক্ষেমক সম্বন্ধে প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ এই-

রূপ এক শ্লোক গান করিয়া থাকেন যে,

দেবর্ষি-সংকৃত ব্রহ্মক্ষেত্রের আদিবংশ ক্ষেমক

রাজাকে প্রাপ্ত হইয়াই কলিযুগে অবস্থান

করিবে । এই আমি পৌরব বংশ যথার্থ

কীর্তন করিলাম, পাণ্ডুপুত্র মহাত্মা অর্জুনের

বংশও কথিত হইল । ৪৮—৪৯ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫০ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত ! যে সকল

অগ্নি দ্বিজাতিগণের সর্বদা পূজ্য, এক্ষণে

তাহাদিগের এবং তদীয় বংশের বিবরণ

বর্ণন কর । সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ !

স্মারত্ব মন্তরে অভিমানী নামক অগ্নি,

ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন ।

তৎপত্নী স্মাহা দেবী তাঁহা হইতে পাবক,

সোম কৃষ্ণের বিবক্ষু নামে এক পুত্র হইবে ।

হস্তিনাপুরী গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইলে বিবক্ষু

সেই পুত্রী পরিত্যাগপূর্বক কৌশাধী নগ-

রীতে গিয়া বাস করিবেন । তাঁহার মহা-

বল পরাক্রান্ত আট পুত্র উৎপন্ন হইবে ।

সেই পুত্রগণের মধ্যে ভূরি জ্যোষ্ঠ । ভূরির

পুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র ওচিত্রব, তৎপুত্র

বৃক্ষিমান, বৃক্ষিমানের সুষেণ নামে এক পুত্র

জন্মগ্রহণ করিবে । সুষেণ হইতে সুনীধ,

তাঁহা হইতে মহাযশা নৃচক্ষু, তাঁহা হইতে

সূধীবল, তাঁহা হইতে পরিকব, তাঁহা

হইতে সূতপা এবং তাঁহা হইতে মেধাবা

নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে । মেধা-

বীর ঔরসে পুরঞ্জয় নামে এক পুত্র জন্ম

গ্রহণ করিবে । তাঁহার পুত্র উর্ক, তৎপুত্র

তিগ্মায়া, তৎপুত্র বৃহদ্রথ, তৎপুত্র বসুদামা,

তৎপুত্র শতানীক, তৎপুত্র উদয়ন, তৎপুত্র

নির্মথ্যঃ পবমানোহগ্নির্বৈহ্যতঃ পাবকান্নজঃ ॥
 শুচিরগ্নিঃ স্মৃতঃ সৌরঃ স্বাবরাষ্টৈব তে স্মৃতাঃ
 পবমানান্নজো হগ্নির্ব্যবাহঃ স উচ্যতে ॥ ৪
 পাবকিঃ সহরক্ষস্ত হব্যবাহমুখঃ শুচিঃ ।
 দেবানাং হব্যবাহোহগ্নিঃ প্রথমো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ
 সহরক্ষঃ সুরাণাম্ভ্রজাণাং তে ত্রয়োহগ্নয়ঃ ।
 এতেষাং পুত্র-পৌত্রাশ্চ চত্বারিংশৎ তথৈব চ ॥
 প্ররক্ষ্যে নামতস্তান্ বৈ প্রতিভাগেন তানপৃথক্
 পাবনো লৌকিকো হগ্নিঃ প্রথমো ব্রহ্মণশ্চ যঃ ॥
 ব্রহ্মোদনাগ্নিস্তৎপুত্রো ভরতো নাম বিষ্ণুতঃ ।
 বৈশ্বানরো হব্যবাহো বহনু হব্যঃ মমার সং ॥৮
 স যতোহধর্ষণঃ পুত্রো মণিতঃ পুরুষোদধিঃ ।
 যোহধর্ষা লৌকিকো হগ্নির্দক্ষিণাগ্নিঃ স উচ্যতে
 ভৃগোঃ প্রজায়তধর্ষা হজিরাধর্ষণঃ স্মৃতঃ ।

পবমান ও শুচি নামক তিন পুত্র উৎপাদন করেন। অরুণী কাষ্ঠমন্ডনে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা পবমান অগ্নি, বিহ্যৎ অগ্নি পাবক এবং সুরগ-গণসম্বত শুচি অগ্নিই স্বাবর-রূপে নিরূপিত। পবমানান্নজ অগ্নিকে হব্য-বাহ বলে। পাবকান্নজ অগ্নি রাক্ষসগণা-শ্রিত। হব্যবাহ-সহচর শুচি অগ্নি দেব-গণের অভিমত। ব্রহ্মার মানস নন্দন অভিমানী অগ্নি, পাবক, পবমান, শুচি, এই ত্রিবিধরূপে সুর-নর-রাক্ষস লোকত্রয়ের অগ্নিরূপে পরিণত। ইহাদিগের পুত্র-পৌত্রাদি চত্বারিংশৎ। তাহাদিগের বিভাগ অনুসারে প্রত্যেক বিবরণ নামতঃ কীৰ্ত্তন করিতেছি। ব্রহ্মসৃষ্ট অভিমানী অগ্নি অলৌকিক; পরন্তু পাবক অগ্নিই প্রথম লৌকিক অগ্নি। তাঁহার পুত্র ব্রহ্মোদনাগ্নি। ইহারই নামান্তর—ভরত ও বৈশ্বানর। ইনিই দেবগণের হব্য বহন করিতেন। তাহাতেই তাঁহার যত্ন হয়। পুরাকালে অধর্ষানামক ঋষি পুরুষো-দধি মন্ডন করেন। বৈশ্বানর মরণান্তে তাঁহারই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয়—আধর্ষণ। এই

তত্ত্ব হলৌকিকো হগ্নির্দক্ষিণাগ্নিঃ স বৈ স্মৃতঃ
 অথ যঃ পবমানস্ত নির্মথ্যোহগ্নিঃ স উচ্যতে ।
 স চ বৈ গার্হপত্যোহগ্নিঃ প্রথমো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ
 ততঃ সভ্যাবসথ্যো চ সংশত্যাশ্তৌ স্মৃতাবুভৌ
 ততঃ ষোড়শ নগ্নস্ত চকমে হব্যবাহনঃ ।
 যঃ খণ্ডাহবনৌয়োহগ্নিরভিমানৌ দ্বিজৈঃ স্মৃতঃ ॥
 কাবেরৌঃ কৃষ্ণবেণীক নর্ম্মদাং যমুনাং তথা ।
 গোদাবরৌঃ বিতস্তাঞ্চ চন্দ্রভাগামিরাবতৌ ॥
 বিপাশাং কোশিকৌঠৈকব শতদ্রুঃ সরযুং তথা ।
 সীতাং মনস্বিনৌঠৈকব হ্রদিনীং পাবনাং তথা ॥
 তান্ম ষোড়শধানান্ প্রবিতজ্য পৃথক্ পৃথক্ ।
 তদা তু বিহরন্তান্ম দিক্ষ্যেচ্ছঃ স বভূব হ ॥
 স্বাভিধানস্থিতা দিক্ষ্যাস্তান্মৃৎপশ্যন্ত দিক্ষবঃ ।
 দিক্ষ্যেযু জজিরে যস্মাৎ ততস্তে দিক্ষবঃস্মৃতাঃ
 ইত্যেতে বৈ নদীপুত্রা দিক্ষ্যেযু প্রতিপেদিরে

অলৌকিক অগ্নিই দক্ষিণাগ্নি বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ। অধর্ষা ঋষি, ভৃগুর পুত্র। অধ-র্ষার পুত্র অজিরা। ইহার অলৌকিক অগ্নি; উহাকেই দক্ষিণাগ্নি বলা যায়। ব্রহ্মবংশোৎপন্ন পবমান অগ্নিই নির্মথ্য অগ্নি; ইহাকেই গার্হপত্য অগ্নি বলে। সংশতীর সহযোগে তাঁহার সভ্য ও আবসথ্য নামক দুই পুত্র জন্মে। দ্বিজ-গণাভিমত হব্যবহনকারী আহবনীয় অগ্নি ষোড়শসংখ্যক নদীকে কামনা করেন। তিনি কাবেরী, কৃষ্ণবেণী, নর্ম্মদা, যমুনা, গোদাবরী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, কোশকী, শতদ্রু, সরযু, সীতা, মন-স্বিনী, হ্রাদিনী ও পাবনা—নই সকল নদীতে আপনাকে ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিহারপরায়ণ হইলেন। উক্ত নদীসকল সুরূপ ধারণপূর্বক নিজ নিজ নামে প্রধিতা হইলে তাঁহাদিগের গর্ভে দিক্-নামে সন্তান সকল সমুৎপন্ন হয়। দিক্ জন্ম হেতু তাঁহাদিগের নাম হয়—দিক্। এই নদী-নন্দনগণের বিহার ও উপস্থান বিবরণ বলি-

তেষাং বিহরণীয়া য়ে উপস্থেয়াশ্চ তান্ শৃণু ।
 বিভূঃ প্রবাহপৌহর্যৌঃ স্তম্ভজং দিকবোহপরে ॥
 বিহরন্তি যথাস্থানং পুণ্যাহে সমুপক্রমে ।
 অনির্দেশ্যানিবার্ধ্যাণাময়ানান্ শৃণুত ক্রমম্ ॥১৮
 বাসবাহগ্নিঃ কৃশান্নম্বে দ্বিতীয়োত্তরবেদিকঃ ।
 সম্রাড্রিগ্নস্তো হৃষ্টাপুপতিষ্ঠন্তি তান্ দ্বিজাঃ ॥১৯
 পৰ্জ্জন্তঃ পবমানস্ত দ্বিতীয়ঃ সোহমুদৃষ্টতে ।
 পাবকোহগ্নিঃ সমুদ্রস্ত বোত্তরে সোহগ্নিকৃচ্যতে
 হব্যান্দো হসঃসৃজ্যঃ শামিত্রঃ স বিভাব্যতে ।
 শতধামা সূধাজ্যোতী রৌদ্রেধ্বাঃ স উচ্যতে
 ব্রহ্মজ্যোতির্বসুধামা ব্রহ্মস্থানীয় উচ্যতে ।
 অজৈকপাৎপস্থেয়ঃ স বৈ শালামুখো যতঃ ॥২২
 অনির্দেশ্যো হহির্বধো বিহরন্তে তু দক্ষিণৌ ।
 পুত্রা হেতে তু সৰ্ব্বাশ্চ উপস্থেয়া দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ
 ততোঃ বিহরণীয়াঃ বক্ষ্যাম্যপ্তৌ তু তান্
 স্মৃতান্ ।

হোজিয়ন্ত স্মৃতো হগ্নির্বহিষো হব্যবাহনঃ ॥ ২৪

তেছি শ্রবণ করুন । ইহারা পুণ্যাহে সমুপস্থিত
 হইলেই যথাস্থানে বিহার করিয়া থাকেন ।
 উক্ত অনির্দেশ্য অনিবার্ধ্য অগ্নিসমূহের ক্রম
 শ্রবণকর । উত্তরবেদিক বাসব অগ্নি, কৃশান্ন
 নামে বিখ্যাত ; ইহারই নামান্তর সম্রাট ।
 তাঁহার আটটা সন্তান জন্মে । দ্বিজগণ তাঁহা-
 দিগের উপাসনা করিয়া থাকেন । পবমান
 অগ্নিই পৰ্জ্জন্তাকারে দৃষ্ট হইয়া থাকেন ।
 উক্ত উত্তরাগ্নি সমুদ্রনামে খ্যাত । অসমুদ্র
 হব্যান্দ অগ্নি শামিত্র বলিয়া নিরূপিত ।
 শতধামা অগ্নি সূধাজ্যোতি, ইহাকেই
 রৌদ্রেধ্বা বলিয়া নির্দেশ করা যায় । ব্রহ্ম-
 জ্যোতি বসুধামা অগ্নি ব্রহ্মস্থানীয় বলিয়া
 উক্ত । অজৈকপাৎ অগ্নি শালামুখ ; ইনি
 উপস্থান-যোগ্য । অহি ও ব্রহ্ম অনির্দেশ্য ;
 ইহারা সৰ্ব্ব কনিষ্ঠ এবং দক্ষিণাগ্নির অন্তর্গত ।
 এই সকল অগ্নিতনয়গণ দ্বিজগণের সেবা
 বলিয়া নিরূপিত আছে । অতঃপর বিহরণীয়
 অষ্ট অগ্নিতনয়ের বিবরণ বলিতেছি । বহিষ
 নামক হোজীয় অগ্নি হইতে হব্যবাহন উৎপন্ন

প্রশংস্তোহগ্নিঃ প্রচেতাঃ দ্বিতীয়ঃ সংসহারকঃ
 স্মৃতো হগ্নের্বহিষবেদা ব্রাহ্মণাচ্ছঃসিকৃচ্যতে ॥২৪
 অপাং যোনিঃ স্মৃতঃ স্বাস্তঃ সেতুর্নাম বিভাব্যতে
 দ্বিক্য আহরণা হেতে সোমেনেক্যন্ত বৈ
 দ্বিজৈঃ ॥২৬

ততো যঃ পাবকো নান্না যঃ সন্তিধোগ উচ্যতে
 অগ্নিঃ সোহবতৃথে জ্ঞেয়ো বরুণেন সহৈজ্যতে ।
 হৃদয়ন্ত স্মৃতো হগ্নেজ্জঠরেহসৌ নৃণাং পচন্ ।
 মন্থ্যমান জাঠরশ্চাগ্নির্বিদ্যাগ্নিঃ সততং স্মৃতঃ ॥২৮
 পরস্পরোখিতো হগ্নির্ভূতানীহ বিভূর্দহন ।
 অগ্নের্বহ্মমতঃ পুত্রো ঘোরঃ সংবর্তকঃ স্মৃতঃ ॥
 পিবন্নপঃ স বসতি সমুদ্রে বহুবামুখে ।
 সমুদ্রবাসিনঃ পুত্রঃ সহরক্ষো বিভাব্যতে ॥ ৩২
 সহরক্ষস্ত বৈ কামান্ গৃহে স বসতে নৃণাম ।
 ক্রব্যাদগ্নিঃ স্মৃতস্তস্ত পুরুষান্ যোহতি বৈ
 স্মৃতান্ ॥ ৩১

ইত্যেতে পাবকস্তাগ্নেদ্বিজৈঃ পুত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ

হন । তদনন্তর প্রশংসনীয় প্রচেতা জন্মেন ।
 ইহারই নামান্তর সংসহারক । অগ্নিপুত্র বিহ-
 বেদার নামান্তর ব্রাহ্মণাচ্ছঃসি । জলযোনি স্বাস্ত
 নামক অগ্নি-তনয় সেতু নামেও উল্লিখিত
 হয় । এই সকল অগ্নি যজ্ঞস্থলে আহরণীয় ।
 দ্বিজগণ সোম দ্বারা এই সকল অগ্নির
 অর্চনা করিয়া থাকেন । পাবক নামক যে
 অগ্নিকে সাধুগণ যোগনামে অভিহিত করেন,
 সেই অগ্নি যজ্ঞক্ষেত্রে বরুণ সহ সমর্চিত
 হয়েন । হৃদয় নামক অগ্নির পুত্র মন্থ্যমান ।
 ইনি নরগণের জঠরে আসিয়া ভুক্তদ্রব্যের
 পরিণাক ব্যাপার সমাধা করেন । পরস্পর
 সন্ধর্ষে সমুৎপন্ন সর্বভূতদহনকারী অগ্নি
 বিদ্যাগ্নি নামে খ্যাত । মন্থ্যমান অগ্নির পুত্র—
 সংবর্তক ; এই অগ্নি অতীব ভয়ঙ্কর । ইনি
 সমুদ্র মধ্যে বাস করত সতত জল পান
 করিয়া থাকেন । ইহার পুত্র সহরক্ষ ; ইনি
 সদা গৃহে থাকিয়া জনগণের কামনিচয় সমাপন
 করেন । ইহার পুত্র ক্রব্যাত অগ্নি, ইনি যুৎ
 জনগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন । ১৪—৩১ ।

ততঃ স্মৃত্যন্ত সৌবীৰ্য্যাদগন্ধর্কেরস্মূরৈহতাঃ ।
 সখিতো যশ্বরণ্যাস্ত সোহগ্নিরাপ সমিদ্ধনম্ ।
 আয়ুর্নামা তু ভগবান্ পশৌ যশ্ প্রণীযতে ॥৩৩
 আয়ুষো মহিমান্ পুত্রো দহনশ্চ ততঃ স্মৃতঃ ।
 পাকযজ্ঞেষভৌমানী হতঃ হব্যং ভূনক্তি যঃ ॥৩৪
 লক্ষ্মীদেবলোকাস্ত হব্যং কব্যং ভূনক্তি যঃ ।
 পুত্রোহস্ত সহিতো হগ্নিরভুতঃ স মহাযশাঃ ॥৩৫
 প্রায়শ্চিত্তেষভৌমানী হতঃ হব্যং ভূনক্তি যঃ ।
 অদ্ধুতস্ত স্মৃতো বীরো দেবাংশ্চ মহান্ স্মৃতঃ
 বিবিধাগ্নিস্ততস্তস্ত তস্ত পুত্রো মহাকবিঃ ।
 বিবিধাগ্নিস্মৃতাদর্কাদগ্নয়োহষ্টৌ স্মৃতাঃ স্মৃতাঃ ॥
 কাম্যাস্তিষ্টিষভৌমানী রক্ষোহায়তিকৃচ্চ যঃ ।
 স্মরতিবসুমান্ নাদো হর্ধ্যশ্চৈব কক্ষবান্ * ।
 প্রবর্গ্যঃ ক্ষেমবাশ্চৈব ইত্যষ্টৌ চ প্রকীর্তিতাঃ

পাবক অগ্নির এই সকল পুত্র, দ্বিজগণ কর্তৃক
 কীর্তিত হয়। ইহা ছাড়া তাঁহার আর যে
 সকল সন্তান জন্মে, গন্ধর্ক ও অস্মুরগণ
 তাহাদিগকে হরণ করে। অরণীমহন-জাত
 অগ্নি ইচ্ছনাশ্রয়ে বাস করেন। পশু সম্বন্ধে
 যে প্রভাববান্ অগ্নি প্রণীত হয়, তাহার
 নাম—আয়ুঃ। আয়ুর পুত্র মহিমান্ ; তৎ-
 পুত্র দহন ; ইনি পাকযজ্ঞাভিমানী এবং
 দেবগণোদ্দেশে প্রদত্ত সমস্ত হত হব্য
 ভোজন করেন। ইহার পুত্র সহিত ; ইনি
 অদ্ধুতাকার, অতীব যশস্বী, প্রায়শ্চিত্তাভি-
 মানী এবং প্রায়শ্চিত্ত হত হব্য ভোজন-
 কারী। অদ্ধুতের পুত্র বীর ; ইনি দেবাংশ
 ও মহান্। ইহার পুত্র—বিবিধাগ্নি। বিধি-
 ধাগ্নির পুত্র মহাকবি এবং অর্ক ; কাম্য
 ইষ্টির সহযোগে অর্কের আটটি পুত্র জন্মে।
 উহাদিগের নাম যথা—অভিমানী, রক্ষোহা,
 যতিকৃৎ, স্মরতি, বসুমান্, নাদ, হর্ধ্যশ্চ,
 কক্ষবান্, প্রবর্গ্য ও ক্ষেমবান্। এই সকল

* অত্র কচিৎ “হর্ধ্যশ্চঃ সোহভবন্ পুরা”
 ইতি, কচিচ্চ “হর্ধ্যাশ্চৈব কক্ষবান্” ইতি
 পার্শ্বায়ঃ দৃষ্টতে।

শুচ্যগ্নেস্ত প্রজা হেবা অগ্নয়শ্চ চতুর্দশ ॥ ৩৯
 ইত্যেতে হরয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রণীতা যে হি চাশ্বরে
 সমতীতে তু সর্গে যে যামৈঃ সহ স্মরোত্তমৈঃ ।
 স্বায়ভুববেহস্তরে পূর্ষমগ্নয়ন্তেহভিমানিনঃ ।
 এতে বিহরগীয়েষু চেতনাচেতনেষিহ ॥ ৪১
 স্থানাভিমানিনোহগ্নীধাঃ প্রাগাসন্ হব্যবাহনাঃ
 কাম্যনৈমিত্তিকাদ্যাস্তে যে তে কশ্ম্বশ্বস্বিতাঃ
 পূর্বে মবস্তরেহতাতে শুক্রেধ্যামৈশ্চ তৈঃ সহ ।
 এতে দেবগণৈঃ সার্কিং প্রথমস্তান্তরে মনোঃ ॥
 ইত্যেতা যোনয়ো হ্যক্তাঃ স্থানাধ্যা জাত-
 বেদসাম্ ॥

স্মারোচিষাদিষু জেযাঃ সর্বাণ্যেষু সপ্তস্মৃ ॥ ৪৪
 তৈরেবশ্চ প্রসংখ্যাতং সাম্প্রতানাগতেষিহ ।
 মবস্তরেষু সর্কেষু লক্ষণং জাতবেদসাম্ ॥ ৪৫
 মবস্তরেষু সর্কেষু নানারূপ প্রয়োজনৈঃ ।
 বর্তন্তে বর্তমানৈশ্চ যামৈর্দেবৈর্বাহনয়ঃ ॥ ৬৪
 অনাগতৈঃ স্মরৈঃ সার্কিং বৎস্তস্তোহনাগতাস্থখ

শুচি অগ্নির সন্তান সংখ্যায় চতুর্দশ। যজ্ঞ-
 ক্ষেত্রে প্রণীত এই সকল অগ্নির বিবরণ বর্ণন
 করিলাম। ইহারা প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে
 যাম নামক শ্রেষ্ঠ দেবগণসহ স্বায়ভুব মবস্তরে
 বিহারপরায়ণ চেতনাচেতন পদার্থনিচয়ে
 অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া লোকসকলের পালন
 করিয়াছিলেন। পূর্ষ মবস্তর অতীত হইলে
 ইহারা শুক্র এবং সেই যাম দেবগণ সহ
 স্থানাভিমানী অগ্নীধ নামে দেবগণের হব্য-
 বহন কার্য সম্পাদন করিতেন। স্মারোচিষাদি
 সাবর্ণান্ত মবস্তরে অগ্নি সকলের এই
 সকল স্থান ও যোনি কীর্তিত হইল।
 বর্তমান ও ভাবী মবস্তরসমূহেও অগ্নি
 সকলের এই সকল লক্ষণই জাতব্য।
 এই অগ্নিগণ সকল মবস্তরেই নানাবিধ
 রূপ ও প্রয়োজন অল্পসারে যাম দেবগণ সহ
 বর্তমান থাকেন। অনাগত মবস্তর সমূহেও
 ইহারা অনাগতরূপে অনাগত দেবগণ সহ
 বর্তমান থাকিবেন। আমি এই আপনা-

ইত্যেষ প্রচয়োহয়ীনাং ময়া প্রোক্তো যথাক্রমঃ
বিস্তরেণাহুপূৰ্ব্বা চ কিমন্তুহোতুমিচ্ছথ ॥ ৪৭
ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণেহরিবংশো নার্মৈক-
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

ইদানীং প্রাহ যদ্বিষ্ণুঃ পৃষ্ঠঃ পরমমুত্তমম্ ।
তমিদানীং সমাচক্ষু ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মস্ত বিস্তরম্ ॥ ১
সূত উবাচ ।
এবমেকাৰ্ণবে তস্মিন্ মৎস্বরূপী জনাৰ্দ্দিনঃ ।
বিস্তারমাদিসৰ্গস্ত প্রতিসৰ্গস্ত চাখিলম্ ॥ ২
কথয়ামাস বিষ্ণুশ্চ মনবে সূৰ্য্যসুতবে ।
কৰ্ম্মযোগঞ্চ সাংখ্যঞ্চ যথাবদ্বিস্তরাধিতম্ ॥ ৩
ঋষয় উচুঃ ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে সূত কৰ্ম্মযোগস্ত লক্ষণম্ ।
যস্মাদবিদিতং লোকে ন কিঞ্চিৎ তব সূত্রতঃ ॥

দিগের নিকট অগ্নি সকলের বিবরণ যথাক্রমে
সবিস্তর কহিলাম । এক্ষণে আপনারা আর
কি শুনিতে চাহেন ? ৩২—৪৭ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

বিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—মহু ভগবান্ বিষ্ণুকে
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে পরমোত্তম ধৰ্ম্মা-
ধৰ্ম্মের বিষয় বলিয়াছিলেন, ইদানীং তুমি
তাহাই বিস্তৃতরূপে কীর্তন কর । সূত
বলিলেন,—মৎস্বরূপধারী বিষ্ণুশ্চ জনাৰ্দ্দিন
এইরূপে সেই একাৰ্ণবজলে সূৰ্য্যসুত মহুর
নিকট আদিসৰ্গ ও প্রতিসৰ্গ প্রভৃতি নিখিল
বিবরণ বলিয়াছিলেন এবং মহুর প্রশ্নাত্মসারে
কৰ্ম্মযোগ ও সাংখ্যযোগও বিস্তৃতরূপে কীর্তন
করেন ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত ! হে
সুত্রত । যে হেতু জগতে তোমার অবিদিত

সূত উবাচ ।

কৰ্ম্মযোগঞ্চ বক্ষ্যামি যথাবিষ্ণুবিভাবিতম্ ।
জ্ঞানযোগসহস্রাক্ষি কৰ্ম্মযোগঃ প্রশস্ততে ॥ ৫
কৰ্ম্মযোগোত্তমঃ জ্ঞানঃ তস্মাস্তৎ পরমং পদম
কৰ্ম্মজ্ঞানোত্তমং ব্রহ্ম ন চ জ্ঞানমকৰ্ম্মণঃ ॥ ৬
তস্মাৎ কৰ্ম্মণি যুক্তান্না তত্ত্বমাপ্নোতি শাস্ততম
বেদোহখিলো ধৰ্ম্মমূলমাচারশ্চৈব তদ্বিদাম্ *
অষ্টাবাক্ষণ্ডশাস্তস্মিন্ প্রধানত্বেন সংস্থিতাঃ ।
দয়া সর্কেষু ভূতেষু কান্তৌ রক্ষাতুরস্ত তু ॥ ৮
অনসূয়া তথা লোকে শৌচমন্তর্বাহির্বিজাঃ ।
অনায়াসেযু কার্যেষু মাক্রল্যাচারসেবনম্ ॥ ৯
ন চ দ্রব্যেষু কার্পণ্যমার্ভেষুপার্জিতেষু চ ।
তথাম্পৃহা পরদ্রব্যে পরস্মীষু চ সৰ্বদা ॥ ১০
অষ্টাবাক্ষণ্ডাঃ প্রোক্তাঃ পুরাণস্ত তু কোবিট
অয়মেব ক্রিয়াযোগো জ্ঞানযোগস্ত সাধকঃ ॥
কৰ্ম্মযোগঃ বিনা জ্ঞানং কস্তচিন্নেহ দৃশ্যতে ।

কিছুই নাই; অতএব কৰ্ম্মযোগের লক্ষ
শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহাই এক্ষে-
বল । সূত বলিলেন,—কৰ্ম্মযোগের বি-
বিধ যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহাই ব-
তেছি । এই কৰ্ম্মযোগ সহস্র জ্ঞানযো-
গ অপেক্ষাও প্রশস্ত । জ্ঞান কৰ্ম্মযোগ হইতে
উদ্ভূত বলিয়া তাহাই পরম-পদ । ব্রহ্ম-জ্ঞানে
স্তব, পরস্তু অকৰ্ম্ম হইতে জ্ঞান উদ্ভূত হয় না
অতএব মানব কৰ্ম্মেতেই যুক্তান্না হইয়া নিত্য
তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । সমগ্র বে-
এবং বেদজদিগের আচারই অখিল ধৰ্ম্মে
মূল । তাহাতে আটটি আশ্রম প্রধা-
রূপে অবস্থিত । যথা—সৰ্ব্বভূতে দয়
কান্তি, আতুর জনের রক্ষা, অনসূয়া, বা
ও আভ্যন্তর শৌচ, অনায়াস কার্যে মজ-
দয় আচারনিষ্ঠা, উপার্জিত দ্রব্য ও আ-
জনে অকার্পণ্য, পর দ্রব্যে অম্পৃহা এ-
পরদারে অলোভ । পুরাণজগণ এই অষ্ট
গুণ কীর্তন করিয়াছেন । এই ক্রিয়াযোগ

* ভক্তিমিত্তি বা পাঠঃ ।

ঋতি-স্মৃত্যাদিতঃ ধর্ম্মমুপতিষ্ঠেৎ প্রযত্নতঃ ॥ ১২
 দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ সর্বদা ।
 কুর্যাদহরহর্ষজৈর্ভূতবিগণতর্পণম্ ॥ ১৩
 স্বাধ্যায়ৈরর্চয়েচ্চর্য্যোন্ হোমৈর্বিধান যথাবিধি ।
 পিতৃন্ শ্রাদ্ধৈরন্নদানৈর্ভূতানি বলিকর্ম্মভিঃ ॥ ১৪
 শক্বেতে বিহিতা যজ্ঞাঃ পঞ্চস্নানপন্থন্তয়ে ।
 কণ্ডনৌ পেষণী চুল্লী জলকুণ্ডী প্রমার্জ্জনী ॥ ১৫
 পঞ্চস্নান গৃহস্থস্ত তেন স্বর্গে ন গচ্ছতি ।
 তৎপাপনাশনায়ামৌ পঞ্চ যজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
 দ্বাবিংশতি তথাষ্টৌ চ যে সংস্কারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
 তদ্যুক্তোহপি ন মোক্ষায় যন্ত্রাস্ত্রগুণবর্জ্জিতঃ ॥
 তস্মাদাস্ত্রগুণোপেতঃ ঋতিকর্ম্ম সমাচরেৎ ।
 গো-ব্রাহ্মণানাং বিস্তেন সর্বদা ভদ্মনাচরেৎ ॥
 গো-ভূ-হিরণ্য-বাসোভির্গন্ধ-মাল্যোদকেন চ ।
 পূজয়েদ্ব্রহ্ম-বিষ্ণুর্ক-রুদ্র-বশ্বাস্ত্রকং শিবম্ ॥ ১৯

জ্ঞানযোগেরই সাধক । ১—১১ । কর্ম্মযোগ
 ব্যতীত এ জগতে জ্ঞান কাহারই দেখা যায়
 না । যত্নের সহিত ঋতি-স্মৃতি-বিহিত ধর্ম্মেরই
 সেবা করিবে । দেব, পিতৃ, ঋষি মনুষ্যাদি
 ভূতবৃন্দকে বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা প্রতিদিন
 পরিচর্য্য করিবে । স্বাধ্যায় ও হোম কর্ম্ম
 দ্বারা ঋষিগণ ও দেবগণকে, শ্রাদ্ধীয় অন্নদানে
 পিতৃগণকে এবং বলি কর্ম্ম দ্বারা ভূতবৃন্দকে
 অর্চনা করিবে । পঞ্চস্নান অপনোদনের
 জন্ত এই পঞ্চ যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে । কণ্ডনৌ,
 পেষণী, চুল্লী, জলকুণ্ডী ও প্রমার্জ্জনী, এই
 পঞ্চস্নান গৃহস্থের স্বর্গগতির অন্তরায় ।
 এই স্নানজনিত পাপক্ষয়ের নিমিত্তই উক্ত
 পঞ্চ যজ্ঞ বিহিত । শাস্ত্রে যে ত্রিংশৎ
 সংস্কার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, লোক সেই
 সকল সংস্কারাধিত হইলেও আত্মগুণ না
 থাকিলে তাহার মোক্ষ লাভ হওয়া অসম্ভব ।
 অতএব আত্মগুণে গুণবান্ হইয়া ঋতিকর্ম্ম
 সম্পাদন করিবে । এবং সর্বদা ধনদ্বারা গো ও
 ব্রাহ্মণগণের হিতাচরণ করিবে । বিমৎসর
 ব্যক্তি বিধমত ব্রত ও উপবাস করিয়া
 ঋদ্ধার সহিত গো, ভূ, হিরণ্য, বস্তু, গন্ধ,

ব্রতোপবাসৈর্বিধিবদ্ধকৃয়া চ বিমৎসরঃ ।
 যোহসাবতৌল্লিয়ঃ শান্তঃস্বচ্ছোহব্যক্তঃ সনাতনঃ
 বাসুদেবো জগন্মূর্ত্তিস্ত সন্তুতয়ো হমৌ ॥ ২০
 ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ মার্ত্তণ্ডো বৃষবাহনঃ ।
 অষ্টৌ চ বসবস্তদ্বদেকাদশ গণাধিপাঃ ।
 লোকপালাধিপাষ্টৈব পিতরো মাতরন্তথা ॥ ২১
 ইমা বিভূতয়ঃ প্রোক্তাশ্চরাচরসমধিতাঃ ।
 ব্রহ্মাশ্চাতুরো মূলমব্যক্তাধিপতিঃ স্মৃতঃ ॥ ২২
 ব্রহ্মণা চাধ সূর্য্যেণ বিষ্ণুনাধ শিবেন বা ।
 অভেদাৎ পূজিতেন স্ত্রাৎ পূজিতং সচরাচরম্
 ব্রহ্মাদৌনাং পরং ধাম ত্রয়াণামপি সংস্থিতিঃ ।
 বেদমূর্ত্তাবতঃ পূষা পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২৪
 তস্মাদগ্নির্দ্বিজমুখান্ কৃদ্বা সম্পূজয়েদিমান্ ।
 দানৈর্ব্রতোপবাসৈশ্চ জপহোমাদিনা নরঃ ॥ ২৫
 ইতি ক্রিয়াযোগপরায়ণস্ত
 বেদান্তশাস্ত্রস্মৃতিবৎসলস্ত ।

মাল্য ও উদক দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু সূর্য্য, রুদ্র ও
 বসুস্বরূপ শিবকে পূজা করিবে । যিনি
 অতৌল্লিয়, শান্ত, স্বচ্ছ, অব্যক্ত সনাতন,
 জগন্মূর্ত্তি বাসুদেব, এই সকলই তাঁহার
 বিভূতি । ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মার্ত্তণ্ড, বৃষ-
 বাহন, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, লোকপাল
 সকল, পিতৃগণ, মাতৃগণ, অধিক কি
 এই সমস্ত চরাচরই তাঁহার বিভূতি ।
 ব্রহ্মাদি দেবচতুষ্টয় মূল অব্যক্তাধিপতি
 বলিয়া বিদিত । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য
 ও শিব এই দেবচতুষ্টয়কে অভেদ
 জ্ঞানে পূজা করিলে, এই চরাচর
 নিখিল জগৎই পরিপূজিত হয়, বেদ-
 মূর্ত্তিতে ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের অবস্থান এবং
 পূষা তাঁহাদের পরম ধাম; অতএব প্রযত্নের
 সহিত পূষা দেব পূজনীয় । মানব দান,
 ব্রত, উপবাস, জপ ও হোমাদি দ্বারা এই
 সকল দেবগণকে অগ্নি ও দ্বিজমুখে অবিহীন
 করিয়া পূজা করিবে । এইরূপে যিনি ক্রিয়া-
 যোগ-পরায়ণ বেদান্ত ও স্মৃতি শাস্ত্রাহরক্ত,

বিকল্পভীতস্ত সদা ন কিঞ্চিৎ

প্রাপ্তব্যমস্তৌহ পরে চ লোকে ॥ ২৬

ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে যোগমাহাত্ম্যঃ
নাম দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

পুরাণসাংখ্যমাচক্ষু স্মৃত বিস্তরশঃ ক্রমাৎ ।

দানধর্মমশেষস্ত যথাবদনুপূর্ণশঃ ॥ ১

স্মৃত উবাচ ।

ইদমেব পুরাণেষু পুরাণপুরুষস্তদা ।

যজ্ঞকুবান্ স বিশ্বাত্মা মনবে তন্নিবোধত ॥ ২

মৎস্ত উবাচ ।

পুরাণং সর্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্ ।

অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদান্তস্তা বিনির্গতাঃ ॥ ৩

পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্মাশ্তরেহনঘ ।

ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ॥ ৪

এবং বিকল্প হইতে ভীত, ইহ পরলোকে
ঠাঁহার কখনই কোন বস্তু অপ্রাপ্তব্য
হয় না । ১২—২৬ ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৫২

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—স্মৃত ! তুমি এক্ষণে
বিস্তরক্রমে পুরাণসংখ্যা, ও সেই সকল
পুরাণের অশেষ ফলজনক দানধর্ম যথাযথ
কীর্তন কর । স্মৃত বলিলেন—
পুরাণপুরুষ পুরাণপ্রস্তাবে মন্ত্রর নিকট এই
বিষয় খাড়া বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন ।
মৎস্ত কহিয়াছিলেন,—সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে
পুরাণই প্রথম বলিয়া ব্রহ্মা কর্তৃক স্মৃত হই-
য়াছে । অনন্তর ঠাঁহার বক্তব্যবুদ্ধ হইতে বেদ
সকল নির্গত হয় । হে অনঘ । কল্মাশ্তরে
মাত্র একখানি পুরাণ ছিল । ঐ পুরাণ ত্রিব-

নির্দক্ষেষু চ লোকেষু বাজিরূপেণ বৈ ময়া ।

অজ্ঞানি চতুরো বেদাঃ পুরাণং স্তায়বিস্তরম্ ॥ ৫

মীমাংসাং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ পরিগৃহ্য ময়া কৃতম্ ।

মৎস্তরূপেণ চ পুনঃ কল্মাদাবুদকার্ণবে ॥ ৬

অশেষমেতৎ কথিতমুদকাস্তর্গতেন চ ।

ঋত্বা জগাদ স মুনীন প্রতি দেবান্ চতুর্ধ্বাঃ ॥ ৭

প্রবৃতিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণস্তাভবৎ ততঃ ।

কালেনাগ্রহণং দৃষ্ট্বা পুরাণস্ত ততো নৃপ ॥ ৮

ব্যাসরূপমহৎ কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে ।

চতুর্লক্ষপ্রমীণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা ॥ ৯

তথাষ্টাদশধা কৃত্বা ভূলোকেহস্মিন প্রকাশ্যতে

অদ্যাপি দেবলোকেহস্মিন শতকোটি

প্রবিস্তরম্ ॥ ১০

তদর্থোহত্র চতুর্লক্ষং সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্ ।

পুরাণানি দশাষ্টৌ চ সাম্প্রতং তদ্বিহোচ্যতে ॥

গের সাধন, পাবন ও শতকোটি শ্লোকে
পরিপূর্ণ । লোক সকল দক্ষ হইয়া গেলে,
আমি বাজিরূপ ধারণ করিয়া বেদান্ত সকল
বেদচতুষ্টয়, স্তায় বিস্তার, মীমাংসা ও ধর্ম-
শাস্ত্র প্রভৃতি গ্রহণান্তে সম্পাদিত করিয়া-
ছিলাম । অনন্তর আমি মৎস্তরূপ ধারণ
করিয়া কল্মাশ্তরে পুনরায় একাণবজলের
অভ্যস্তরে অবস্থান করত ঐ সকল অশেষ-
রূপে কীর্তন করিলাম । অনন্তর চতুর্ধ্ব তৎ-
সমস্ত শ্রবণ করিয়া দেব ও মুনিগণের নিকট
প্রকাশ করিলেন । তখন হইতে ধর্মশাস্ত্র ও
পুরাণ সকল প্রবর্তিত হইল । হে নৃপ !
কালক্রমে লোকে পুরাণপ্রস্তাব গ্রহণ করে
না, দেখিয়া আমি ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া
যুগে যুগে তাহা পরিবর্তন করিয়া থাকি
প্রতি দ্বাপরে চতুর্লক্ষ শ্লোক-সম্বলিত পুরাণ
অষ্টাদশভাগে বিভক্ত করিয়া এই ভূলোকে
আমি প্রকাশ করি । এই দেবলোকে অত্যাধি
শতকোটি শ্লোকসংখ্যক পুরাণ প্রচলিত
আছে । ১—১০ । এই জন্ত ভূলোক-প্রচলিত
পুরাণে সংক্ষেপতঃ চতুর্লক্ষসংখ্যক ৫
সন্নিবেশিত হয় । সাম্প্রতি নাম নির্দেশপূর্বক

নামভূতানি বক্ষ্যামি শৃংখলং যুনিসন্তমাঃ ।
 বক্ষণাভিহতং পূৰ্বং যাবন্মাত্ৰং মরীচয়ে ॥ ১২
 ব্রাহ্ম্যং ত্রিংশতসহস্রং পুরাণং পরিকীর্ত্যতে ।
 লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাৎ জলধেহুসমৰ্ণিতম্ ।
 বৈশাখপূর্ণিমায়াক্ষ ব্রহ্মলোকে মহীমতে ॥ ১৩
 এতদেব যদা পদ্মমভূতৈরগ্নয়ং জগৎ ।
 তদ্বৃতাভ্যাজয়ং তদ্বৎ পদ্মমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ।
 পদ্মং তৎ পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্রাণীহ কথ্যতে ॥ ১৬
 তৎ পুরাণঞ্চ যো দদ্যাৎ সুবর্ণকমলাধিতম্ ।
 জ্যৈষ্ঠে মাসি তিলৈর্গুরুমধমেধকলং লভেৎ ॥
 বারাহকল্পবৃতাভ্যমধিকৃত্য পরাশরঃ ।
 যৎ প্রাহ ধৰ্ম্মানখিলান্ তদ্যুক্তং বৈষ্ণবং বিদ্বঃ
 তদাষাঢ়ে চ যো দদ্যাৎ দৃষ্টতথেহুসমৰ্ণিতম্ ।
 পৌর্ণমাস্যং বিপূতাত্মা স পদং যাতি বাক্ষণম্ ।
 জ্যোতিঃশতিসাহস্রং তৎপ্রমাণং বিদ্বৰ্ব্বধাঃ ॥ ২৭

শতকল্পপ্রসঙ্গে ধৰ্ম্মান বায়ুবিহাৰবীৎ ।
 যত্র তদ্বায়বীয়ং স্তাদ্রুজমাহাভ্যাসংযুতম্ ।
 চতুর্বিংশৎসহস্রাণি পুরাণং তদিত্যোচ্যতে ॥ ১৮
 শ্রাবণ্যং শ্রাবণে মাসি শুভধেহুসমৰ্ণিতম্ ।
 যো দদ্যাৎ দ্রুঘসংযুক্তং ব্রাহ্মণায় কুট্টস্থিনে ।
 শিবলোকে স পুতাত্মা কল্পমেকং বসেন্নরঃ ॥ ১৯
 যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধৰ্ম্মবিস্তরঃ ।
 বৃদ্ধান্নুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমুচ্যতে ॥ ২০
 সারস্বতস্ত কল্পস্ত মধ্যো যে সূর্য্যনরোত্তমাঃ ।
 তদ্বৃতাভ্যোক্তবং লোকে তদ্ভাগবতমুচ্যতে ॥ ২১
 লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাৎ কেমসিঃসমৰ্ণিতম্ ।
 পৌর্ণমাস্যং প্রোষ্ঠপদ্যাং স যাতি পরমাং গতিম্
 অষ্টাদশ সহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ২২
 যত্রাহ নারদো ধৰ্ম্মান বৃহৎকল্পাশ্রয়াণি চ ।
 পঞ্চবিংশৎসহস্রাণি নারদীয়ং তদুচ্যতে ॥ ২৩

অষ্টাদশ পুরাণবৃতাভ্যস্ত বলিতেছি। হে যুনি-
 সন্তমগণ! শ্রবণ করুন। পূর্বে ব্রহ্মা
 মরীচির নিকট যে পুরাণ কীর্তন করেন,
 তাহা ত্রয়োদশসহস্র শ্লোকসংখ্যায় ব্রহ্ম-
 পুরাণ নামে অভিহিত। এই ব্রহ্মপুরাণ
 লিখিয়া জলধেহু সহ যে ব্যক্তি বৈশাখী
 পূর্ণিমায় দান করে, তাহার ব্রহ্মলোকে গতি
 হয়। এই জগৎ যখন হিরণ্ময় পদ্মাকারে
 পরিণত হইয়াছিল, তখনকার বৃতাভ্য-সমৰ্ণিত
 পুরাণকে বুধগণ পদ্মপুরাণ নামে কীর্তন
 করেন। এই পদ্মপুরাণ পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র
 শ্লোকে নিবদ্ধ। যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠ মাসে তিল
 ও সুবর্ণ কমল সহ এই পুরাণ প্রদান করে,
 তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। পরা-
 শরনন্দন বরাহ কল্পীয় বৃতাভ্য আশ্রয়
 করিয়া যে সকল ধৰ্ম্ম কথা বলেন, সেই
 পুরাণই বৈষ্ণব পুরাণ বলিয়া বিদিত।
 আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা দিনে যে পুতাত্মা
 ব্যক্তি স্বত ধেহু সহ এই পুরাণ দান করেন,
 তিনি বক্রগালয়ে প্রয়াণ করিয়া থাকেন।
 পণ্ডিতগণ এই পুরাণ ত্রয়োবিংশতি সহস্র
 শ্লোক-সম্বলিত বলিয়া নির্দেশ করেন। যে

পুরাণে বায়ু, ধ্বতকল্পপ্রসঙ্গে ধৰ্ম্ম সকল
 ব্যাখ্যা করেন, তাহা বায়বীয় পুরাণ নামে
 অভিহিত। এই পুরাণ রুদ্র-মাহাত্ম্যে পরি-
 পূর্ণ। ইহার শ্লোক-সংখ্যা চতুর্বিংশতি
 সহস্র। শ্রাবণ মাসের শ্রবণানক্ষত্র দিনে
 শুভধেহু ও বৃষ সহ যে ব্যক্তি আত্মীয়
 ব্রাহ্মণকে এই পুরাণ দান করেন, সেই
 পুতাত্মা ব্যক্তির এক কল্পকাল শিবলোকে
 বাস হয়। যে পুরাণে গায়ত্রীমাহাত্ম্য অব-
 লম্বন করিয়া বিস্তৃতরূপে ধৰ্ম্ম-কথা বর্ণিত
 হয় এবং যাহাতে বৃদ্ধান্নুরের বধ-বৃতাভ্য
 বিবৃত আছে, তাহা ভাগবত নামে অভিহিত।
 সারস্বত কল্পের অভ্যন্তরে যে সকল নরশ্রেষ্ঠ
 জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের বৃতাভ্য-সম্বলিত
 পুরাণই লোকে ভাগবতাত্ম্যে পরিচিত।
 যে ব্যক্তি তাজমাসীয় পূর্ণিমা তিথিতে হেম
 সিংহ সহ এই পুরাণ প্রদান করে, তাহার
 পরম গতি লাভ হয়। পণ্ডিতেরা বলেন,—
 এই পুরাণ অষ্টাদশসহস্র শ্লোকমালায় গ্রথিত।
 ১১—২২। যে পুরাণে মহর্ষি নারদ বৃহৎ কল্প-
 সম্বন্ধীয় নানা বিষয় ও নানা ধৰ্ম্ম-তত্ত্ব বিবৃত
 করিয়াছেন, সেই পুরাণ নারদীয় নামে অভি-

আগ্নিনে পঞ্চদশান্ত দত্তাঙ্কেমপদ্যসমবিতম্ ।
 পরমাং সিদ্ধিমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তির্জলতাম্ ॥ ২৪
 যত্রাধিকৃত্য শকুনীন্ ধর্ম্মার্থম্বিচারিণা ।
 ব্যাখ্যাতা বৈ মুনিপ্রম্ণে মুনিভির্ধর্ম্মচারিভিঃ ॥ ২৫
 মার্কণ্ডেয়েন কথিতং তৎ সর্বং বিস্তরেণ তু ।
 পুরাণং নবসাহস্রং মার্কণ্ডেয়মিহোচ্যতে ॥ ২৬
 প্রতিলিখ্য চ যো দত্তাৎ সৌবর্ণকরিসংযুতম্ ।
 কার্তিক্যাং পুণ্ডরীকস্ত যজ্ঞস্ত ফলভাগ্ভবেৎ ॥
 যৎ তদাশানকং কল্পং বৃত্তান্তমধিকৃত্য চ ।
 বসিষ্ঠায়গ্নিনা প্রোক্তমাগ্নেয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ২৮
 লিখিত্বা তচ্চ যো দত্তাঙ্কেমপদ্যসমবিতম্ ।
 মার্গশীর্ষ্যাং বিধানেন তিলবেহুসমবিতম্ ।
 তচ্চ ষোড়শসাহস্রং সর্বকৃত্যুফলপ্রদম্ ॥ ২৯
 যত্রাধিকৃত্য মাহাশ্মাদিত্যস্ত চতুর্ধ্বকঃ ।
 অঘোরকল্পবৃত্তান্তপ্রসঙ্গেন জগৎস্থিতিম্ ।

হিত । উহার শ্লোকসংখ্যা পঞ্চবিংশতি সহস্র ।
 আগ্নিন মাসের অমাবস্তায় যে ব্যক্তি একটা
 ধেনু সহ এই পুরাণ প্রদান করে, তাহার
 পরম সিদ্ধি লাভ হয় । কতিপয় পক্ষীর
 বৃত্তান্ত আশ্রয় করিয়া যে পুরাণ প্রবর্তিত হয়,
 মুনির প্রম্ণাভাসারে ধর্ম্মচারী মুনিগণ কর্তৃক
 যাহাতে নানাবিধ ধর্ম্মার্থ বিবৃত হইয়াছে,
 সেই মার্কণ্ডেয়-কথিত পুরাণ মার্কণ্ডেয় নামেই
 প্রসিদ্ধ । এই পুরাণ নব সহস্র শ্লোকে
 পরিপূর্ণ । যে ব্যক্তি এই পুরাণ লিখিয়া উহা
 হৈম হস্তীসহ কার্তিক মাসে ব্রাহ্মণকে দান
 করে, তাহার পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ
 হইয়া থাকে । পুরাকালে অগ্নিদেব বশিষ্ঠের
 নিকট ঐশান-কল্পীয় বৃত্তান্ত আশ্রয় করিয়া যে
 পুরাণ কীর্তন করেন, তাহা আগ্নেয় বা অগ্নি-
 পুরাণ নামে নির্দিষ্ট । এই পুরাণ ষোড়শ
 সহস্র শ্লোকে সমবিত । যে ব্যক্তি এই পুরাণ
 লিখিয়া হেমপদ্য বা তিল ধেনু সহ
 যথাবিধি মার্গশীর্ষ মাসে প্রদান করে, তাহার
 সর্ব যজ্ঞফল লাভ হয় । ২৩—২৯ । ব্রহ্মা
 যাহাতে আদিত্য-মাহাশ্ম্য অবলম্বন করিয়া
 অঘোরকল্পীয় বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে মনুর নিকট

মনবে কথয়ামাস ভূতগ্রামস্ত লক্ষণম্ ॥ ৩০
 চতুর্দশ সহস্রাণি তথা পঞ্চ শতানি চ ।
 ভবিষ্যচরিতপ্রায়ঃ ভবিষ্যৎ তদ্বিহোচ্যতে ॥ ৩১
 তৎ পৌষে মাসি যো দত্তাৎ পৌর্ণমাস্তাঃ
 বিমৎসরঃ ।
 শুভকুস্তসমায়ুক্তমগ্নিষ্টোমফলং ভবেৎ ॥ ৩২
 রথন্তরস্ত কল্পস্ত বৃত্তান্তমধিকৃত্য চ ।
 সাবর্ণিনা নারদায় কৃকমাহাশ্ম্যযুক্তমম্ ॥ ৩৩
 যত্র ব্রহ্ম-বরাহস্ত চোদন্তং বর্ণিতং মুহুঃ ।
 তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্তমুচ্যতে ॥ ৩৪
 পুরাণং ব্রহ্মবৈবর্তং যো দত্তান্নাশ্বমাসি চ ।
 পৌর্ণমাস্তাঃ শুভদিনে ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৩৫
 যত্রাগ্নিলিঙ্গমধ্যস্থঃ প্রাহ দেবো মহেশ্বরঃ ।
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থমাগ্নেয়মধিকৃত্য চ ॥ ৩৬
 কল্পান্তে লৈঙ্গমিত্যুক্তং পুরাণং ব্রহ্মণা শ্রয়ম্ ।
 তদেকাদশসাহস্রং কাক্তন্তাঃ যঃ প্রযচ্ছতি ।

এই জগতের স্থিতি ও অজ্ঞাত্য ভূতবৃন্দের
 লক্ষণ প্রকাশ করিয়া বলেন, সেই পুরাণ
 ভবিষ্য আখ্যায় অভিহিত । এই পুরাণ
 চতুর্দশ সহস্র পঞ্চশত শ্লোকে নিবদ্ধ ।
 ইহাতে বাহুল্যরূপে ভবিষ্যৎ বৃত্তান্তই বর্ণিত ।
 পৌষ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যে ব্যক্তি
 মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া শুভকুস্ত সহ ব্রাহ্মণকে
 ইহা দান করে, তাহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল
 লাভ হয় । রথন্তর কল্পের বৃত্তান্ত আশ্রয়
 করিয়া সাবর্ণি মনু নারদের নিকট যে
 বারম্বার কৃকমাহাশ্ম্য কীর্তন করেন, যাহাতে
 ব্রহ্মা এবং বরাহের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, সেই
 অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকসংখ্যক পুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত
 নামে কীর্তিত । মাঘ মাসের পূর্ণিমা দিনে
 যে ব্যক্তি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ দান করে,
 তাহার ব্রহ্মলোকে গতি হয় । যাহাতে অগ্নি-
 লিঙ্গ-মধ্যস্থিত দেব মহেশ্বর ধর্ম্ম-অর্থ-কাম
 ও মোক্ষার্থ আগ্নেয়কল্পীয় বৃত্তান্ত বলিয়াছেন,
 ঐ পুরাণ লিঙ্গ পুরাণ নামে অভিহিত । ইহা
 কল্পান্তে শ্রয় ব্রহ্মা কীর্তন করিয়াছেন । ঐ
 পুরাণ একাদশ সহস্র শ্লোকাক্রক । যে ব্যক্তি

তিলধেনুসমায়ুক্তং স যাতি শিবসাম্যতাম্ ॥ ৩৭
মহাবরাহস্ত পুনর্মাহাত্ম্যমধিকৃত্য চ ।
বিষ্ণুনাভিহিতং কোণৈয তদ্বারাহমিহোচ্যতে ॥
মানবস্ত প্রসঙ্গেন কল্পস্ত মুনিসত্তমাঃ ।
চতুর্বিংশৎসহস্রাণি তৎ পুরাণমিহোচ্যতে ॥ ৩৯
কাঞ্চনং গরুড়ং কৃত্বা তিলধেনুসমমিতম্ ।
পৌর্ণমাস্যঃ মধৌ দত্তাদ্ভ্রাক্ষণায় কুটুস্থিনে ।
বরাহস্ত প্রসাদেন পদমাপ্নোতি বৈষ্ণবম্ ॥ ৪০
যত্র মাহেশ্বরান্ ধর্ম্মানধিকৃত্য চ ষণ্মুখঃ ।
কল্পে তৎপুরুষং বৃত্তং চরিতৈরুপবৃংহিতম্ ॥ ৪১
স্বান্দং নাম পুরাণঞ্চ হেকাশীতি নিগদ্যতে ।
সহস্রাণি শতকৈকমিতি মর্ত্ত্যেযু গণ্যতে ॥ ৪২
পরিলিখ্য চ যো দত্তাক্ষেমশূলসমমিতম্ ।
শৈবং পদমবাপ্নোতি মীনে চোপাগতে রবৌ ॥
ত্রিবিক্রমস্ত মাহাত্ম্যমধিকৃত্য চতুর্মুখঃ ।
ত্রিবর্গমভ্যধাৎ তচ্চ বামনং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৪৪

পুরাণং দশসাহস্রং কুর্শ্বকল্পাঙ্কগং শিবম্ ।
যঃ শরদ্বিবুবে দত্তাধৈক্যবং যাতাসৌ পদম্ ॥ ৪৫
যত্র ধর্ম্মার্থকামানাং মোক্ষস্ত চ রসাতলে ।
মাহাত্ম্যং কথয়ামাস কুর্শ্বকল্পী জনার্দনঃ ॥ ৪৬
ইন্দ্রহ্যম্প্রসঙ্গেন ঋষিভ্যঃ শক্রসন্নিধৌ ।
অষ্টাদশ সহস্রাণি লক্ষ্মীকল্পাঙ্কযজ্ঞিকম্ ॥ ৪৭
যো দত্তাদয়নে কুর্শ্বং হেমকুর্শ্বসমমিতম্ ।
গোসহস্রপ্রদানস্ত কলং সম্প্রাপ্তুয়ান্নরঃ ॥ ৪৮
ঋতীনাং যত্র কল্পাদৌ প্রবৃত্তার্থঃ জনার্দনঃ ।
মৎস্তরূপেণ মনবে নরসিংহোপবর্ণনম্ ॥ ৪৯
অধিকৃত্যাব্রবীৎ সপ্তকল্পবৃত্তং মুনীশ্বরঃ ।
তন্মাৎস্তমিতি জানৌধ্বং সহস্রাণি চতুর্দশ ॥ ৫০
বিষুব্বে হেমমৎস্তেন ধো চৈব সমমিতম্ ।
যো দত্তাৎ পৃথিবী তেন দত্তা ভবতি চাখিলা ॥
যদা চ গাক্রুড়ে কল্পে বিখ্যাপ্যাক্রুড়োভবম্ ।

তিল ধেনু সহ কান্তন মাসে এই পুরাণ
প্রদান করে, সে শিবসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। হে
মুনিসত্তমগণ। ভগবান্ বিষ্ণু মানব কল্প
প্রসঙ্গে মহাবরাহের মাহাত্ম্য অবলম্বন করত
যাহা পৃথিবীকে বলিয়াছেন, তাহাই বরাহ-
পুরাণ নামে কীর্তিত। ঐ পুরাণ চতুর্বিংশতি
সহস্র শ্লোকমালায় গ্রথিত। যে ব্যক্তি
কাঞ্চনময় গরুড় নির্মাণ করিয়া তিল
ধেনুর সহিত ঐ পুরাণ চৈত্র মাসের
পৌর্ণমাসী তিথিতে আত্মীয় ভ্রাতৃকে
দান করে, বরাহ প্রসাদে তাহার বৈষ্ণব
লোক লাভ হয়। ষণ্মুখ মাহেশ্বর ধর্ম্ম
অবলম্বনে যে পুরাণ প্রণয়ন করেন,
উহাই স্বন্দ পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। ঐ পুরাণ
মাহেশ্বরকল্পে নানা চরিতে সুসমৃদ্ধ হয়।
মর্ত্ত্যমণ্ডলে উহার শ্লোকসংখ্যা—শতাধিক
একাশীতি সহস্র বলিয়া কথিত। যে ব্যক্তি
চৈত্র মাসে স্বল্প পুরাণ লিখিয়া হৈম শূলসহ
দান করেন, তিনি শিবপদ প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন। চতুর্মুখ ব্রহ্মা ত্রি-বিক্রমের মাহাত্ম্য
অবলম্বন করিয়া ত্রিবর্গপ্রতিপাদক যে পুরাণ

কীর্তন করেন, তাহাই বামন পুরাণ বলিয়া
বিখ্যাত। ঐ কুর্শ্বকল্পীয় মঙ্গলময় বামনপুরাণ
দশ সহস্র শ্লোক-মালায় সুশোভিত। যে
ব্যক্তি শরৎকালে বা বিষুব্বে ঐ পুরাণ প্রদান
করে, তাহার বৈষ্ণব পদপ্রাপ্তি ঘটে। ভগ-
বান্-কুর্শ্বকল্পী জনার্দন রসাতলে শক্র-সন্নি-
ধানে ইন্দ্রহ্যম্প্রসঙ্গিত প্রসঙ্গে অষ্টাদশ সহস্র
শ্লোকসমমিত যে পুরাণ ঋষিগণের নিকট
কীর্তন করিয়াছেন, তাহাই কুর্শ্বপুরাণ নামে
কথিত। যে ব্যক্তি অয়ন উপলক্ষে হেমকুর্শ্ব
সহ এই কুর্শ্বপুরাণ প্রদান করে, তাহার
গোসহস্র দানের ফললাভ হয়। ভগবান্
জনার্দন মৎস্তরূপ ধারণপূর্বক কল্পারম্ভে
ঋতিবৃত্তি বিধানার্থ সপ্তকল্পীয় বৃত্তান্ত আশ্রয়
করিয়া মন্ত্রর নিকট যে পুরাণ বর্ণন করেন,
হে মুনিবরগণ! তাহাকেই মৎস্তপুরাণ
বলিয়া জানিবেন। এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা
চতুর্দশ সহস্র ১৩০-৫০। যে ব্যক্তি বিষুব দিনে
হেম মৎস্ত ও হেমধেনুসহ এই পুরাণ প্রদান
করে, তৎকর্তৃক এই নিখিল পৃথিবীই প্রদত্ত
হইল যল। যাইতে পারে। গাক্রুড়কল্পে
ব্রহ্মাও হইতে গাক্রুড়োৎপত্তির বিবরণ আশ্রয়

অধিকৃত্যত্রবীং কৃষ্ণো গাকুড়ঃ তদ্বিহোচ্যতে
তদষ্টাদশকৈব সহস্রাণীহ পঠ্যতে ।
সৌবর্ণহংসসংযুক্তঃ সো বদাতি পুমানিহ ।
স সিদ্ধিঃ লভতে মুখ্যং শিবলোকে চ

সংস্থিতম্ ॥ ৫৩

ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডমাহান্ব্যমধিকৃত্যত্রবীং পুনঃ ।
তচ্চ দ্বাদশসাহস্রং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বিশতাধিকম্ ॥ ৫৪
ভবিষ্যাণাঞ্চ কল্পানাং ক্ষয়ন্তে যত্র বিস্তরঃ ।
তদব্রহ্মাণ্ডপুরাণঞ্চ ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্ ॥ ৫৫
যো দত্তাৎ তদব্যতীপাতে শীতোর্ণায়ুগসংযুতম্
রাজস্বয়নহস্তস্ত ফলমাপ্নোতি মানবঃ ।
হেমধেবা যুতং ওচ্চ ব্রহ্মলোকফলপ্রদম্ ॥ ৫৬
চতুর্লক্ষমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনাস্তুতকর্ণণা ।
মৎপিতুর্মম পিত্রা চ ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্ ।
ইহ লোকহিতার্থায় সংক্ষিপ্তং পরমর্ষিণা ।

করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ যে পুরাণ কীর্তন করেন,
উহা গাকুড় আখ্যায় অভিহিত। ইহার
শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র। যে পুরুষ
হৈম হংসের সহিত এই পুরাণ প্রদান করে,
তাহার প্রধান সিদ্ধিলাভ হয় এবং সে শিব-
লোকে অবস্থান করিয়া থাকে। স্বয়ং ব্রহ্মা
ব্রহ্মাণ্ডের মাহান্ব্য অবলম্বন করিয়া যে
পুরাণ কীর্তন করেন, তাহার নাম ব্রহ্মাণ্ড
পুরাণ। এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা দ্বিশতাধিক
দ্বাদশ সহস্র। এই পুরাণে ভবিষ্যকল্পীয়
বহুল বৃত্তান্ত অবগত করা যায়, স্বয়ং ব্রহ্মা এই
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বক্তা। যে ব্যক্তি ব্যতী-
পাত যোগে শীতবর্ণ উর্ণায়ুগসহ এই পুরাণ
প্রদান করে, তাহার সহস্র রাজস্বয়
যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। আর হেম-
ধেনু সহ এই পুরাণ প্রদান করিলে ব্রহ্ম-
লোক লাভ হয়। অস্তুতকর্ণা বেদব্যাস
এই চতুর্লক্ষ শ্লোকাস্বক পুরাণসমূহ মদীয়
পিতার নিকট প্রকাশ করেন। পিতা
আবার আমার নিকট বলেন। আমি
আবার আপনাদিগকে বলিলাম। মানব-
গণের হিতের নিমিত্ত পরম ঋষি ব্যাস ইহা

ইদমত্মাপি দেবেষু শতকোটি প্রবিস্তরম্ ॥ ৫৮
উপভেদান্ প্রবক্ষ্যামি লোকে যে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ
পান্মে পুণ্যেণ তত্রোক্তং নরসিংহোপবর্ননম্ ।
তচ্চাষ্টাদশসাহস্রং নারসিংহমিহোচ্যতে ॥
নন্দার্য্য যত্র মাহান্ব্যং কাৰ্ত্তিকেয়েন বর্ণ্যতে ।
নন্দীপুরাণং তন্মোকৈরাধ্যাতমিতি কীর্ত্যতে ॥
যত্র শাস্ত্রং পুরস্কৃত্য ভবিষ্যেহপি কথানকম্ ।
প্রোচ্যতে তৎ পুনর্লোকে শাস্ত্রমেতন্মুনিব্রতাঃ ।
পুরাতনস্ত কল্পস্ত পুরাণানি বিহুবৃধাঃ ।
যন্তঃ যশস্ত্রমায়ুষ্যঃ পুরাণানামনুক্রমম্ ।
এবমাদিত্যসংজ্ঞা চ তত্রৈব পরিগদ্যতে ॥ ৬২
অষ্টাদশভ্যস্ত পৃথক্ পুরাণং যৎ প্রদিশ্রুতে ।
বিজানীধ্বং বিজ্ঞশ্চেষ্টান্তদেহেভ্যো বিনির্গতম্
পঞ্চাঙ্গানি পুরাণেষু আখ্যানকর্মসি স্মৃতম্ ।

সংক্ষেপতঃ বর্ণন করেন। কিন্তু এই সকল
পুরাণ অত্মাপি দেবলোকে শতকোটি শ্লোক-
সংখ্যায় নিবদ্ধ রহিয়াছে। জগতে যে
সকল উপপুরাণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে,
তাহাদের বিবরণ বলিতেছি। পদ্মপুরাণে
যে নরসিংহচরিত বর্ণিত আছে, ঐ চরিত
অবলম্বনে নারসিংহ নামে এক উপপুরাণ
কীর্তিত হইয়া থাকে। ইহার শ্লোকসংখ্যা
অষ্টাদশ সহস্র। যাহাতে কাৰ্ত্তিকেয় কর্তৃক
নন্দার্য্য মাহান্ব্য কীর্তিত হইয়াছে, তাহা
নন্দীপুরাণ নামে লোক-বিখ্যাত। যাহা
শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বিবরণ অবলম্বনে কীর্তিত
হইয়াছে এবং যাহাতে বহুল ভবিষ্যৎ কথাও
নিহিত, হে মুনিগণ! লোকে সেই পুরাণ
'শাস্ত্র' নামে কীর্তিত। বুধগণ পুরাণসমূহকে
পুরাকল্প-ঘটিত বৃত্তান্তবহুল বলিয়াই বিদিত
হইয়া থাকেন। পুরাণ সমূহের অনুক্রম যন্ত,
যশস্ত্র ও আয়ুষ্য। এইরূপে আদিত্য-সংজ্ঞক
আর এক পুরাণ কীর্তিত হয়। ৫১—৬২। ইহা
পূর্বোক্ত অষ্টাদশ পুরাণ হইতে পৃথক্ বলিয়া
নির্দিষ্ট। হে বিজ্ঞবরগণ! জানিবেন,—এই
পুরাণ উল্লিখিত পুরাণসমূহ হইতেই নির্গত।
পুরাণ গ্রন্থ পঞ্চ লক্ষপঞ্চাশৎ ও নানা আখ্যানে

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মনস্তরাণি চ ।
বংশানুচরিতকৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ৬৪
ব্রহ্ম-বিষ্ণুর্ক-রুদ্রাণাং মাহাত্ম্যং ভুবনস্ত চ ।
সংসহারপ্রদানাক্ষ পুরাণে পঞ্চবর্ণকে ॥ ৬৫
ধর্ম্মশার্থশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চৈবাত্র কৌর্ত্যতে ।
সর্ব্বেষুপি পুরাণেষু তদ্বিক্রদ্ধক যৎ ফলম্ ॥ ৬৬
সাম্বিকেষু পুরাণেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ ।
রাজসেযু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ ॥ ৬৭
তদ্বদগ্নেচ মাহাত্ম্যং তামসেযু শিবস্ত চ ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে ॥ ৬৮
অষ্টাদশ পুরাণানি কৃহা সত্যবতীশ্রুতঃ ।
ভারতাত্মানমখিলং চক্রে তদুপবৃংহিতম্ ।
লক্ষণৈকেন যৎ প্রোক্তং বেদার্থপরিবৃংহিতম্
বান্মীকিনা তু যৎ প্রোক্তং রামোপাখ্যান-
মুত্তমম্ ।

ব্রহ্মণাভিহিতং যচ্চ শতকোটি প্রবিস্তরম্ ॥ ৭০
আহুত্য নারদায়ৈব তেন বান্মীকয়ে পুনঃ ।

অবিত । সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মনস্তর ও
বংশানুচরিত, পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ ।
পুরাণে সৃষ্টি-স্থিতি ও সংসহারকারী ব্রহ্মা বিষ্ণু
ও রুদ্রের মাহাত্ম্য-কথা বর্ণিত হয় এবং
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকথাও কৌর্তিত
হইয়া থাকে । যাহা বিক্রদ্ধ, তাহাও সমস্ত
পুরাণেই বর্ণিত হয় । পুরাণ মধ্যে যে সকল
সাম্বিক পুরাণ, সে সমুদায়ে হরির মাহাত্ম্যই
অধিক । রাজস পুরাণে ব্রহ্মার ও অগ্নির
মাহাত্ম্য এবং যে সকল তামস পুরাণ আছে,
তাহাতে শিবের মাহাত্ম্যই সমধিক । সঙ্কীর্ণ
পুরাণগুলিতে সরস্বতীর ও পিতৃগণের
মাহাত্ম্যই বহুলরূপে বর্ণিত । সত্যবতী-
নন্দন বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন
করিয়া তদুপবৃংহিত মহাভারত প্রণয়ন করেন ।
ঐ মহাভারত বেদার্থ-পরিপুষ্ট ও এক লক্ষ
শ্লোকে পরিপূর্ণ । মহর্ষি বান্মীকি রাম-উপা-
খ্যান কৌর্তন করেন । ব্রহ্মকথিত রামায়ণ শত
কোটি শ্লোকে নিবদ্ধ । ব্রহ্মা সেই বৃহৎ রামা-
য়ণের সার সংগ্রহ করিয়া নারদকে বলেন,

বান্মীকিন । চ লোকেষু ধর্ম্মকামার্থসাধনম্ ।
এবং সপাদাঃ পঠ্যেতে লক্ষ্য মর্ত্যে প্রকৌর্তিতাঃ
পুরাতনস্ত কল্পস্ত পুরাণানি বিদ্ববৃধাঃ ।
ধন্তঃ যশস্তমায়ুযাঃ পুরাণানামনুক্রমম্ ।
যঃ পঠেচ্ছুগুণাষাপি স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৭২
ইদং পবিত্রং যশসো নিধান-
মিদং পিতৃণামতিবল্লভঞ্চ ।
ইদঞ্চ দেবেষমুতায়িতঞ্চ
নিত্যস্ত্বিদং পাপহরঞ্চ পুংসাম্ ॥ ৭৩
ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে পুরাণানুক্রমণিকা-
ভিধানং নাম ত্রিপঞ্চাশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোঃধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি দানধর্ম্মানশেষতঃ ।
অতোপবাসসংযুক্তান যথা মৎস্তোদিতানিহ ॥ ১
মহাদেবস্ত সংবাদে নারদস্ত চ ধীমতঃ ।

নারদ বান্মীকির নিকট কৌর্তন করেন, বান্মীকি
আবার সেই ধর্ম্ম, কাম ও অর্থসাধক রামা-
য়ন লোকসমাজে প্রচারিত করেন । এই-
রূপে পঞ্চবিংশতি সহস্রপঞ্চ লক্ষ শ্লোক মর্ত্যে
প্রচারিত হয় । বৃধগণ পুরাণসমূহকে পুরা-
কালীয় ইতিবৃত্ত বলিয়াই বিদিত আছেন ।
এই পুরাণসমূহের অনুক্রম ধন্ত, যশস্ত ও
আয়ুয্য । যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে, বা
শ্রবণ করে, তাহার পরম গতি লাভ হয় ।
এই পুরাণপ্রস্তাব পবিত্র, যশস্ত, পিতৃগণের
প্রিয়, দেবলোকে সুধাসদৃশ ও নরগণের
নিত্য পাপহর । ৬৩—৭৩ ।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন,—অতঃপর আমি মৎস্ত-
কথিত নানাব্রত ও উপবাসময় বিবিধ

যথাবৃত্তং প্রবক্ষ্যামি ধর্মকামার্থসাধকম্ ॥ ২
 কৈলাসশিখরাসীনমপূজ্যম্নারদঃ পুরা ।
 ত্রিনয়নমনজ্জারিমনজ্জাহরং হরম্ ॥ ৩
 নারদ উবাচ ।
 ভগবন্ দেব দেবেশ ব্রহ্মবিষ্ণুশ্রনাথক ।
 ত্রিমদারোগ্যরূপায়ুর্ভাগ্যসৌভাগ্যসম্পদা ।
 সংযুক্তস্তব বিষ্ণোর্বা পুমান্ ভক্তঃ কথং ভবেৎ
 নারী বা বিধবা সর্বগুণসৌভাগ্যসংযুতা ।
 ক্রমান্বুক্তিপ্ৰদং দেব কিঞ্চিদব্রতমিহোচ্যতাম্ ॥
 ঈশ্বর উবাচ ।

সম্যক্ পৃষ্ঠং যয়া ব্রহ্মন সর্বলোকহিতাবহম্ ।
 স্তমপ্যত্র যচ্ছাস্ত্যৈ তদব্রতং শৃণু নারদ ॥ ৬
 নক্ষত্রপুরুষং নাম ব্রতং নারায়ণান্বকম্ ।
 পাদাদি কুণ্ডাধিবিধিবিষ্ণুনামান্বকৌর্ভনম্ ॥ ৭ ।
 প্রতিমাং বাসুদেবস্ত মূলকাদিষু চার্চয়েৎ

দানধর্ম বলিতেছি। মহাদেব ও নারদ-
 সংবাদে এই সকল ধর্মকথা প্রকাশ
 পাইয়াছিল। আমি এক্ষণে সেই ধর্ম, অর্থ
 ও কামসাধক বিবরণ ব্যক্ত করিতেছি।
 পূর্বে কৈলাসশিখরে একদা অনজ্জাহর
 ত্রিনয়ন হর উপবিষ্ট ছিলেন। এই সময়
 নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট
 জিজ্ঞাসা করেন,—হে দেবদেব! দেবেশ!
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাধিনায়ক ভগবন্! ভবদ-
 ত্ত্ব বা বিষ্ণুভক্ত জন কিরূপে ত্রী, আরোগ্য,
 রূপ, আয়ু, সৌভাগ্য, ও সম্পত্তিশালী হয়,
 বিধবা নারীই বা কিরূপে সর্ববিধ গুণ ও
 সৌভাগ্যবতী হইতে পারে? হে দেব! এ
 সম্বন্ধে কোন মুক্তিপ্রদ ব্রত-বিবরণ বলুন।
 ঈশান কহিলেন,—হে ব্রহ্মন! তুমি নিখিল
 লোকহিতকর উত্তম প্রহ্ম করিয়াছ। হে
 নারদ! যে ব্রত শ্রবণমাত্রেই শাস্তি হয়,
 তাহা বলিতেছি শ্রবণ শ্রবণ। নক্ষত্রপুরুষ
 নামে এক ব্রত আছে; এই ব্রত নারায়ণা-
 ন্বক। ইহাতে এক বাসুদেব প্রতিমা নির্মাণ
 করিতে হয়, পরে মূলা প্রভৃতি নক্ষত্রদিনে ঐ
 প্রতিমার পাদাদি সর্বাঙ্গে বিষ্ণুনামসমূহ কীর্জন

চৈত্রমাসং সমাসাদ্য কৃৎবা ব্রাহ্মণবাচনম্ ॥ ৮
 মূলে নমো বিশ্বধরায় পাদৌ
 গুলফাবনস্তায় চ রোহিণীষু ।
 জজ্বেহভিপূজ্যে বরদায় চৈব
 ধ্ব জাহ্নুনৌ বাপিকুমার ঋক্ষে ॥ ৯
 পূর্বোত্তরাষাঢ়গুণে তথোরু
 নমঃ শিবায়ৈত্যভিপূজনীয়ৌ ।
 পূর্বোত্তরাফল্গুনিস্থগুণে চ
 মেঢ়ং নমঃ পঞ্চশরায় পূজ্যম্ ॥ ১০
 কটিং নমঃ শার্ঙ্গধরায় বিষ্ণোঃ
 সম্পূজয়েন্নারদ কৃত্তিকানু ।
 যথার্চয়েন্দ্ভাদ্রপদাঙ্ঘ্রয়ে চ
 পার্শ্বে নমঃ কেশিনিষুদনায় ॥ ১১
 কৃষ্ণিঙ্ঘ্রয়ং নারদ রেবতীষু
 দামোদরায়ৈত্যভিপূজনীয়ম্ ।
 ঋক্ষেহম্বরাদানু চ মাধবায়
 নমস্তথোরঃস্থলমেব পূজ্যম্ ॥ ১২
 পৃষ্ঠং ধনিষ্ঠানু চ পূজনীয়-
 মঘৌষবিধ্বংসকরায় তত্চ ।
 ত্রীশঙ্খচক্রাসিগদাধরায়
 নমো বিশাখানু ভূজাশ্চ পূজ্যাঃ ॥ ১৩
 হস্তে তু হস্তা মধুসূদনায়
 নমোহভিপূজ্যা ইতি কৈটভারেঃ ।

করত অর্চনা করিবে। এই অর্চনাকার্য্য
 ব্রাহ্মণবাচনান্তে চৈত্রমাসেই কর্তব্য। ১—৮।
 মূলানক্ষত্রে উক্ত বাসুদেবপ্রতিমার পাদাঙ্ঘ্রয়ে
 ‘বিশ্বধরায় নমঃ’ বলিয়া অর্চনা করিবে, এই-
 রূপে রোহিণী নক্ষত্রে গুলফদেশে ‘অনন্তরায়ৈ’
 অশ্বিনী নক্ষত্রে তদীয় জজ্বেহাঙ্ঘ্র, ও জাহ্নু-
 ঙ্ঘ্রয়ে ‘বরদায়’ পূর্ব ১৩ উত্তরাষাঢ়ায় উরুাঙ্ঘ্রয়ে
 ‘শিবায়’ পূর্ব ও উত্তর কল্কনীনক্ষত্রে মেঢ়-
 দেশে ‘পঞ্চশরায়’ কৃত্তিকায় কটিদেশে
 ‘শার্ঙ্গধরায়’ উত্তর ও পূর্ব ভাদ্রপদে পার্শ্বে
 ‘কেশিনিষুদনায়’ রেবতী নক্ষত্রে কৃষ্ণিঙ্ঘ্রয়ে
 ‘দামোদরায়’ অম্বরাদানক্ষত্রে উরঃস্থলে
 ‘মাধবায়’ ধনিষ্ঠায় পৃষ্ঠদেশে ‘অঘৌষবিধ্বংস-
 করায়’ বিশাখানক্ষত্রে ভূজসমূহে ‘ত্রীশঙ্খ-

পুনর্দাসাবঙ্গুলিপূর্বভাগাঃ
সাম্যমধীশায় নমোহভিপূজ্যাঃ ॥ ১৪
ভুজঙ্গনক্ষত্রদিনে নথানি
সম্পূজয়েন্নশরীরতাজঃ ।
কুর্ন্যস্ত পাদৌ শরণং ব্রজামি
জ্যেষ্ঠানু কঠে হরিরচনীয়ঃ ॥ ১৫
শ্রোত্রে বরাহায় নমোহভিপূজ্যা
জনর্দনস্ত্র প্রবণেন সম্যক্ ।
পুষ্যে মুখং দানবহৃদনায়
নমো নৃসিংহায় চ পূজনীযম্ ॥ ১৬
নমো নমঃ কারণবামনায়
স্বাতীষু দস্তাগ্রমথার্চনীয়ম্ ।
আস্ত্রং হরৈর্ভার্গবনন্দনায়
সম্পূজনীযং দ্বিজ বারুণে তু ॥ ১৭
নমোহস্তু রামায় মঘানু নাসা
সম্পূজনীয়া রঘুনন্দনস্ত্র ।
মৃগোত্তমাক্ষে নয়নেহভিপূজ্যে
নমোহস্ত তে রাম বিঘূর্ণিতাক্ষ ॥ ১৮
বৃদ্ধায় শান্তায় নমো ললাটঃ
চিত্রানু সম্পূজ্যতমং মুরারেঃ ।
শিরোহভিপূজ্যঃ ভরগীষু বিষ্ণো-
র্নমোহস্ত বিবেকর কঙ্কিরূপিণে ॥ ১৯
আর্জুনায় কেশাঃ পুরুষোত্তমস্ত্র
সম্পূজনীয়া হরয়ে নমস্তে ।

উপোষিতেনর্কদিনে শুভকৃত্য
সম্পূজনীয়া দ্বিজপুঙ্গবাঃ স্যুঃ ॥ ২০
পূর্ণে ব্রতে সর্বগুণাবিতায়
বাগুরুপশীলায় চ সামগায় ।
দৈর্ঘ্যোঃ বিশালায়তবাহুদণ্ডাঃ
মুক্তাযুক্তপদপদব্রজযুক্তান্ ॥ ২১
জলস্ত পূর্ণে কলশে নিবিষ্টা-
মর্চ্যঃ হরৈর্বস্তুগবা সত্বেব ।
শয্যাং তথোপকরতাজনা-
যুক্তাঃ প্রদত্তাদ্বিজপুঙ্গবায় ॥ ২২
যতন্তি যৎকিঞ্চিদিহাস্তি দেয়ং
দত্তাদ্বিজায়ান্নহিতায় সর্বম্ ।
মনোরথং নঃ সফলীকুরুষ
হিরণ্যগর্ভাচ্যুত-রুদ্ররূপিণ ॥ ২৩

সলক্ষ্মীকং সভার্যায় কাঞ্চনং পুরুষোত্তমম্ ।
শয্যাং দদ্যাদ্ব্যজ্ঞেণ গ্রহিতেদবিবর্জিতাম্ ॥ ২৪
যথা ন বিষ্ণুভক্তানাং বৃজিনং জায়তে কটিং ।

মের কেশপাশে ‘হরয়ে’ নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। এই সকল নক্ষত্র দিনে ভক্তি-পূর্বক উপবাসী থাকিয়া দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণকে পূজা করিতে হয়। অনন্তর ব্রত যখন পূর্ণ হইবে, তখন একজন সর্বগুণাবিত বাগ্মী রূপবান্ সামবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে মুক্তাকল, চন্দ্রকান্ত, মণি ও হীরকযুক্ত বিশাল বিস্তৃত বাহুদণ্ড-শালিনী দৈর্ঘ্যী প্রতিমা দান করিতে হইবে। ২-২১। জলপূর্ণ কলশোপরিস্থিত হরির অর্চনায় সামগ্রী এবং নানা উপকর ও ভাজনাদি সহ মনোজ্ঞ শয্যা, বস্ত্র ও গাতীর সহিত দ্বিজ-প্রবরকে দান করিবে। অধিক কি যাহা কিছু দেয় জব্য আছে, তৎসমস্তই আত্মহিতার্থ দ্বিজপুঙ্গবকে দান করিবে, পরে বলিবে,—হে হিরণ্যগর্ভ-অচ্যুত-রুদ্র-মূর্তে! আমার মনোরথ সফল করুন, অনন্তর কোন সস্ত্রীক ব্রাহ্মণকে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক সলক্ষ্মীক কাঞ্চনময় পুরুষোত্তম-প্রতিমা এবং গ্রহিতেদ-বর্জিত উক্ত শয্যা দান করিবে। এইরূপ প্রার্থনা জানাইবে যে, যেহেতু বিষ্ণু-

চক্রগদাধরায়’ হস্তানক্ষত্রে হস্তদেশে ‘মধু-হৃদনায়’ পুনর্দাসু নক্ষত্রে অঙ্গুলির পূর্ব-দলে ‘সামাধীশায়’ অশ্বেষানক্ষত্রে নথদেশে ‘মৎস্যমূর্তয়ে’ জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে কঠদেশে ‘কুর্ন্যায়’ জ্বগানক্ষত্রে শ্রোত্রদেশে ‘বরাহায়’ পুষ্যা নক্ষত্রে মুখদেশে ‘দানবহৃদনায়’ এবং ‘নৃসিংহায়’ স্বাতিনক্ষত্রে দস্তাগ্রভাগে ‘কারণবামনায়’ বারুণনক্ষত্রে আস্ত্রদেশে ‘ভার্গবনন্দনায়’ মঘানক্ষত্রে নাসাভাগে ‘রামায়’ মৃগশীর্ষায় নয়নে ‘ঘূর্ণিতনেত্রায়’ চিত্রানক্ষত্রে মুরারির ললাটদেশে ‘বৃদ্ধায় শান্তায়’ ভরগীনক্ষত্রে বিষ্ণুর মস্তকে ‘বিবেক-পঙ্কিরূপিণে’ এবং আর্জুননক্ষত্রে পুরুষোত্ত-

তথা সুরূপতারোগ্যঃ কেশবে ভক্তিমুত্তমাম্ ।
 যথা ন লক্ষ্য্য শয়নং তব শৃঙ্গং জনার্দন ।
 শয্যা মমাপ্যশৃঙ্গাঙ্ক কৃষ্ণ জন্মনি জন্মনি ॥ ২৬
 এবং নিবেদ্য তৎ সৰ্বং বস্ত্রমাল্যানুলেপনম্ ।
 নক্ষত্রপুরুষজ্ঞায় বিপ্রায়াথ বিসর্জয়েৎ ॥ ২৭
 ভুজীতাতৈললবণং সৰ্ব্বকৰ্ষেপ্যপোষিতঃ ।
 ভোজনঞ্চ যথাশক্ত্যা বিস্তৃশাঠ্যং বিবর্জয়েৎ ॥
 ইতি নক্ষত্রপুরুষমুপাস্ত্র বিধিবৎ শ্রমম্ ।
 সৰ্বান কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকে মনীয়তে ॥
 ব্রহ্মহত্যাদিকং কিঞ্চিদিহ বামুত্র বা কৃতম্ ।
 আশ্রনা বাধ পিতৃভিস্তৎ সৰ্বং ক্ষয়মাণুয়াৎ ॥
 ইতি পঠতি শৃণোতি যশ্চ ভক্ত্যা
 পুরুষবরো ব্রতমঙ্গনাথ কুৰ্ধ্যাৎ ।
 কলিকলুষবিদারণং মুরারেঃ
 সকলবিভূতিকলপ্রদঞ্চ পুংসাম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে নক্ষত্রপুরুষব্রতঃ
 নাম চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ ।

উপবাসেষশক্তস্ত তদেব কলমিচ্ছতঃ ।
 অনভ্যাসেন রোগাঘা কিমিষ্টং ব্রতমুত্তমম্ ॥ ১
 ঈশ্বর উবাচ ।
 উপবাসেহপ্যশক্তানাং নক্তং ভোজনমিষ্যতে
 যস্মিন্ ব্রতে তদপ্যত্র ঋয়তামক্ষয়ং মহৎ ॥ ২
 আদিত্যশয়নং নাম যথাবচ্ছক্লরার্চনম্ ।
 যেষু নক্ষত্রযোগেষু পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ॥ ৩
 যদা হস্তেন সপ্তম্যামাদিত্যাস্ত দিনং ভবেৎ ।
 সূর্যাস্ত চাথ সংক্রান্তিস্থিতিঃ সা সার্বকামিকৌ ॥ ৪
 উমামহেশ্বরস্তার্চ্যমর্চয়েৎ সূর্য্যানামতিঃ ।
 সূর্য্যার্চ্যাং শিবলিঙ্গে চ প্রকূর্সন পূজয়েদ্যতঃ
 উমাপতে রবেবাপি ন ভেদো দৃশ্যতে কচিৎ ॥

বিবরণ পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার পক্ষে
 এই ব্রত সৰ্ববিধ বিভূতিপ্রদ হয় । ২২—৩১ ।
 চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ভক্তদিগের পাপ কখনই থাকে না ;
 অতএব আমার সুরূপতা, আরোগ্য
 ও কেশবে অমুত্তমভক্তি হউক । হে জনার্দন !
 তোমার শয্যা যেমন কদাচ লক্ষ্মী দ্বারা শৃঙ্গ
 হয় না, তেমনি আমার শয্যাও জন্মে জন্মে
 অশৃঙ্গ হউক । এইরূপ প্রার্থনায় বস্ত্র মাল্য
 ও অনুলেপন নিবেদনপূর্ব্বক জনৈক নক্ষত্র-
 পুরুষজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তৎসমস্ত অর্পণ করিবে ।
 সমস্ত নক্ষত্রেই উপবাসী থাকিয়া পরে
 অতৈল ও অলবণ ভোজন করিবে । এই
 ব্রতে বিস্তৃশাঠ্য করিতে নাই । বিধিপূর্ব্বক এই
 নক্ষত্রপুরুষ ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে মানব
 সৰ্ব্বকামনা প্রাপ্ত হয় এবং অস্ত্রে বিষ্ণুলোকে
 বিহার করিতে পারে । নিজের কিছা পিতৃ-
 লোকের কর্তৃত্বে ইহ বা পর জন্মে ব্রহ্ম-
 হত্যাदि যে কিছু পাপ কার্য্য করা হইয়াছে,
 এই ব্রতের প্রভাবে তৎসমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত
 হয় । যে নরশ্রেষ্ঠ বা নারী এই কলিকলুষ-
 হর, ব্রতের অনুষ্ঠান করে কিছা এই ব্রত-

নারদ কহিলেন, অনভ্যাস, বা রোগ
 নিবন্ধন যে ব্যক্তি উপবাসে অশক্ত অথচ
 উপবাসসাধ্য ব্রত-জনিত ফল পাইতে
 সমুৎসুক, তাদৃশ লোকের পক্ষে কোন্ ব্রত
 ইষ্টতম ? ঈশ্বর কহিলেন, যাহারা উপবাসে
 অসমর্থ তাহারা যাহাতে দিবা উপবাসী
 থাকিয়া রাত্রিকালে ভোজন করিতে পারে,
 তাদৃশ মহৎ অক্ষয় ব্রতের কথা কহিতেছি,
 শ্রবণ কর । আদিত্যশয়ন নামে এক ব্রত
 আছে । এই ব্রতে শঙ্করের অর্চনা করিতে
 হয় । পুরাণজ্ঞগণের মতে হস্তা-প্রভৃতি নক্ষত্র
 যোগে এই ব্রত অনুষ্ঠেয় । সপ্তমী তিথি
 দিবসে যদি রবিবার ও হস্তানক্ষত্র,
 কিছা রবিসংক্রান্তি যোগ হয়, তবে সেই
 তিথি সৰ্ব্বপ্রকামপ্রদা । এই দিনে উমা-
 মহেশ্বরের অর্চনা করিতে হয় এবং
 সূর্য্যের নামোচ্চারণে শিবলিঙ্গে সূর্য্যার্চনা

যস্মাৎ তস্মান্মুনিশ্রেষ্ঠ গৃহে শত্ৰুং সমর্চয়েৎ ॥ ৬

হস্তে চ সূর্যায় নমোহস্ত পাদা-

বর্কায় চিত্রায় চ গুল্ফদেশম্ ।

স্বাতীষু জজ্বে পুরুষোত্তমায়

ধাত্রে বিশাখায় চ জাহ্নুদেশম্ ॥ ৭

তথানুরাধায় নমোহতিপূজ্য-

মুরুষ্যধৈব সহস্রভানোঃ ।

জ্যেষ্ঠাশ্বিনজায় নমোহস্ত গুল্ফ-

মিত্রায় সোমায় কটী চ মূলে ॥ ৮

পূর্বোত্তরাষাঢ়যুগে চ নাভিঃ

ত্বষ্ট্রে নমঃ সপ্ততুরঙ্গমায় ।

তীক্ষ্ণাংশবে চ শ্রবণে চ কৃক্কো

পৃষ্ঠঃ ধনিষ্ঠায় বিকর্তনায় ॥ ৯

চক্ষুঃস্থলং ধ্বান্তবিনাশনায়

জলাধিপর্কে পরিপূজনীয়ম্ ।

পূর্বোত্তরাভাদ্রপদাদ্বয়ে চ

বাহু নমঃচণ্ডকরায় পূজ্যো ॥ ১০

সাম্বামধীশায় করদ্বয়ঞ্চ

সম্পূজনীয়ঃ দ্বিজ রেবতীষু ।

নখানি পূজ্যানি তথাস্বিনীষু

নমোহস্ত সপ্তাশ্বধুরঙ্গরায় ॥ ১১

কঠোরধায়ে ভরগীষু কণ্ঠঃ

দিবাকরায়ৈত্যতিপূজনীয়া ।

করা কর্তব্য । রবি এবং উষাপতির ভেদ
কৃত্যপি দৃষ্ট হয় না; অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ !
স্বীয় গৃহে শত্ৰুকে অর্চনা করিবে। হস্তা
নক্ষত্রে পাদদ্বয়ে ‘সূর্যায়’ চিত্রায় গুল্ফদেশে
‘অর্কায়’ স্বাতীতে জজ্বাদেশে ‘পুরুষোত্তমায়’
বিশাখায় জাহ্নুদেশে ‘ধাত্রে’ অনুরাধায়
উরুদ্বয়ে ‘সহস্রভানবে’ জ্যেষ্ঠায় গুল্ফদেশে
‘অনঙ্গায়’ মূল্যায় কটিদেশে ইন্দ্রায়, সোমায়,
পূর্ব এবং উত্তরাষাঢ়ায় নাভিদেশে ‘ত্বষ্ট্রে’
সপ্ততুরঙ্গায় শ্রবণায় কৃক্কিদেশে ‘তীক্ষ্ণাংশবে’
ধনিষ্ঠায় পৃষ্ঠদেশে ‘বিকর্তনায়’ বারুণনক্ষত্রে
কক্ষস্থলে ‘ধ্বান্তবিনাশনায়’ পূর্ব এবং উত্তর
ভাদ্রপদে বাহুদেশে ‘চণ্ডকরায়’ রেবতীতে
করদ্বয়ে ‘সাম্বামধীশায়’ অশ্বিনী নক্ষত্রে নখসমূহে

গ্রীবাগ্নিক্ষেত্রদ্বয়মম্বুজেশে

সম্পূজয়েন্নরদ রোহিণীষু ॥ ১২

মৃগোত্তমাদ্বে দশনা মুরারেঃ

সম্পূজনীয়া হরয়ে নমস্তে ।

নমঃ সবিত্রে রসনাং শক্রে চ

নাসাতিপূজ্যা চ পুনর্বসৌ চ ॥ ১৩

ললাটমস্তোত্রহবল্লভায়

পুষ্যেহলকাবেদশরীরধারিণে ।

সার্প্যেহধ মৌলিং বিবুধপ্রিয়ায়

মঘায় কর্ণাবিতি গোগণেশে ॥ ১৪

পূর্বায় গোত্রাঙ্গণবন্দনায়

নেত্রাণি সম্পূজ্যতমানি শস্তোঃ ।

অথোত্তরাক্ষনিভে ভ্রুবো চ

বিশেষরায়ৈতি চ পূজনীয়ে ॥ ১৫

নমোস্ত পাশাঙ্কশ-শূল-পদ্ম-

কপাল-সর্পেন্দু-ধনুর্জরায় ।

গজাসুরানঙ্গপুরাঙ্ককাদি

বিনাশমূল্যায় নমঃ শিবায় ॥ ১৬

ইত্যাদি চাস্ত্রাণি চ পূজ্য নিত্যং

বিশেষরায়ৈতি শিবোহতিপূজ্যঃ ।

‘সপ্তাশ্বধুরঙ্গরায়’ ভরগীতে কণ্ঠদেশে
‘কঠোরধায়ে’ অগ্নিদৈবত নক্ষত্রে গ্রীবাভাগে
‘দিবাকরায়’ রোহিণীতে অধরদেশে ‘অম্বু-
জেশায়’ মৃগলীর্ধায় দশনরাজিতে ‘হরয়ে’ শিব-
দৈবত নক্ষত্রে রসনায় ও নাসাদেশে ‘সবিত্রে’
পুনর্বসু নক্ষত্রে ললাটিদেশে ‘অস্তোত্রহ-
বল্লভায়’ পুষ্যানক্ষত্রে অলকাদেশে ‘বেদ-
শরীরধারিণে’ অশ্লেষায় মৌলিভাগে ‘বিবুধ-
প্রিয়ায়’ মঘায় কর্ণদেশে ‘গোগণেশায়’ পূর্ব-
কক্ষনীতে নেত্রদ্বয়ে ‘গোত্রাঙ্গণবন্দনায়’ এবং
উত্তরাক্ষনীতে ভ্রুদ্বয়ে ‘বিশেষরায় নমঃ’ বলিয়া
পূজা করিবে। ১—১০। যিনি পাশ, অঙ্কশ,
শূল, পদ্ম, কপাল, সর্প, ইন্দু ও ধনুর্জর এবং
গজাসুর, অঙ্কক, অনঙ্গ ও ত্রিপুরাসুরাদির
বিনাশকারণ, সেই শিবকে আমি বারবার
নমস্কার করি। এইরূপে শিবের অঙ্গসমূ-
হের নিত্য অর্চনা করিয়া ‘বিশেষরায়, নমঃ’

ভোজ্যবাস্তবমতৈলশাক-

ময়াংসমক্ষারমভুক্তশেষম ॥ ১৭

ইত্যেবং বিজ্ঞানজ্ঞানি কৃত্বা দত্তাং পুনর্কর্মসৌ ।

শালেয়তগুলপ্রস্থমোহুধরময়ে ঘৃতম্ ॥ ১৮

সংস্থাপ্য পাণ্ড্রে বিপ্রায় সহিরণ্যং নিবেদয়েৎ ।

সপ্তমে বস্ত্রযুক্তক পারণে অধিকং ভবেৎ ॥ ১৯

চতুর্দশে তু সস্ত্রাপ্তে পারণে নারদাদিকে ।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তক্ত্যা গুড়-ক্ষীর-ঘৃতাভিঃ

কৃত্বা তু কাঞ্চনং পদ্মমষ্টপত্রং সর্গণিকম্ ।

শুক্লমষ্টাঙ্গুলং তচ্চ পদ্মরাগদলান্বিতম্ ॥ ২১

শয্যাং বিলক্ষণাং কৃত্বা বিরুদ্ধগ্রন্থিবর্জিতাম্ ।

সৌপধানকবিশ্রামস্থাস্তরব্যজনানি চ ॥ ২২

ভাজনোপানহচ্ছত্র-চামরাসন-দর্পণৈঃ ।

ভূষণৈরপি সংযুক্তাং কলবস্ত্রানুলেপনৈঃ ॥ ২৩

তস্তাং বিধায় তৎ পদ্মমল্লক্য গুণান্বিতম্ ।

কপিলাং বস্ত্রসংযুক্তাং সুনীলাঞ্চ পয়স্বিনীম্ ॥ ২৪

বলিষ্ঠ শিবের অর্চনা করিতে হইবে। এই ব্রতেও তৈল, ক্ষার, শাক, মাংস ও ভুক্তাবশিষ্ট বস্তু ভোজনে পরিত্যাজ্য। এইরূপে নস্ত্র কৃত্য করিয়া পুনর্কর্ম নক্ষত্রে উভুধর পাণ্ড্রে এক প্রস্থ শালিতগুল ও ঘৃত স্থাপনপূর্বক হিরণ্য সহ ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবে। হে নারদ! এই ব্রতের সপ্তম বাৎসরিক পারণায় পূর্বোক্ত দ্রব্যগুলি ব্যতীত বস্ত্রযুক্ত অধিক দান করিবে। পরে চতুর্দশবার্ষিক পারণায় গুড়, ক্ষীর ও ঘৃতাভি দ্বারা ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতে হয়। অষ্টাঙ্গুল-পরিমিত অষ্টপত্র-যুক্ত পদ্মরাগদলান্বিত এক সর্গণিক পদ্ম নির্মাণ করিবে এবং বিরুদ্ধ গ্রন্থিহীন বিলক্ষণ শয্যা প্রস্তুত করিয়া উপাধান, সূন্দর আস্তরণ ও ব্যজনাদি এবং ভাজন, উপানহ, ছত্র, চামর, আসন, দর্পণ ও ভূষণাদি দ্বারা উহা ভূষিত করিবে। পরে তত্পরি কল বস্ত্র ও অনুলেপনাদি সহ ঐ গুণান্বিত পদ্ম স্থাপন করিবে। পূর্বাঙ্কে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক এক বস্ত্রাচ্ছাদিত কপিলা গাভী দান করিবে। ঐ

রোপ্যধুরীঃ হৈমশুক্লীঃ সবৎসাং কাংস্তদোহনাম্

দদ্যাম্যশ্লেণ পূর্বাঙ্কে ন চৈনামভিলজ্যয়েৎ ॥ ২৫

যথৈবাদিত্য শয়নমশুভং তব সর্বদা ।

কান্ত্যা ধৃত্যা ত্রিযা রত্যা তথা মে সন্ত সিদ্ধয়ঃ ।

যথা ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং তদন্তমনঘং বিদুঃ ।

তথা মামুদ্ধরাশেষ-দুঃখসংসারসাগরাৎ ॥ ২৭

ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণিপত্য বিসর্জয়েৎ ।

শয্যাগবাদি তৎ সর্বং বিজ্ঞস্ত ভবনং নয়েৎ ॥

নৈতদ্বিনীলায় ন দান্তিকায়

কুতর্কহষ্টায় বিনিম্বকায়

প্রকাশনীয়ং ব্রতমিন্দুমৌলে-

র্ঘ্যচাপি নিন্দামধিকাং বিধন্তে ॥ ২৯

ভক্তায় দান্তায় চ গুহ্যমেত

দাখ্যেয়মানন্দকরং শিবস্ত্র ।

ইদং মহাপাতকভিন্নরাণা-

মপ্যকরং বেদবিদো বদন্তি ॥ ৩০

গাভী সুনীলা, পয়স্বিনী, রোপ্যধুর ও হৈম-শুক্লশালিনী, সবৎসা ও কাংস্তদোহনা, হইবে। এই গাভীকে কদাচ লজ্জন করিবে না। ১৬—২৫। পরে বলিবে,—হে আদিত্য! তোমার শয়ন যেমন কখন কান্তি, ধৃতি, জীও রতি কর্তৃক অশুভ, তেমনি আমারও সর্বদা সর্ব-সিদ্ধি হউক; যেহেতু দেবগণ তোমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিষ্পাপ বা শ্রেয়স্কর বলিয়া জানেন না, তাই প্রার্থনা করি, তুমি আমায় অশেষ দুঃখময় সংসারসাগর হইতে পরিজ্ঞান কর। অনন্তর প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাতপূর্বক শয্যা ও গাভী প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই ব্রাহ্মণকে দান করিবে, এবং দত্তবস্তু সমস্তই ব্রাহ্মণগৃহে পৌছাইয়া দিবে। যে ব্যক্তি হুচরিত্র, দান্তিক, কুতর্ক-হৃষ্ট বা নিন্দক-স্বভাব, তাহার নিকট ইন্দুমৌলির এই ব্রতকথা কদাচ প্রকাশ্য নহে। যিনি ভক্ত, এবং দমগুণসম্পন্ন, তাঁহারই নিকট এই শিবানন্দ-কর গুহ্যব্রতবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিবে। এই ব্রত নরগণের মহাপাতক-হর। বেদবিদগণ ইহাকে অক্ষয় বলিয়া নির্দেশ করেন।

ন বন্ধপুত্রেণ বটৈর্বিযুক্তঃ

পত্নীভিরানন্দকরঃ সুরাণাম্ ।

নাভ্যোতি রোগং ন চ শোক-দুঃখং

যা বাধ নারী কুরুতেহতিভক্ত্যা ॥৩১

ইদং বসিষ্ঠেন পুরার্জুনেন

কৃতং কুবেরেণ পুরন্দরেণ ।

যৎকীৰ্ত্তনেনাপ্যখিলানি নাশ-

মায়াস্তি পাপানি ন সংশয়োহস্তি ॥ ৩২

ইতি পঠতি শৃণোতি বা য ইখং

রবিশয়নং পুরুহুতবল্লভঃ স্মাৎ ।

অপি নরকগতান্ পিতৃনশেষা-

নপি দিব্যমানয়তীহ যঃ করোতি ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে আদিত্যশয়নব্রতঃ
নাম পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

যে ব্যক্তি এই ব্রত আচরণ করে, বন্ধু, পুত্র, বল, ভৃত্য, পত্নী প্রভৃতির সহিত তাহার বিয়োগ কদাচ ঘটে না এবং রোগ শোক বা দুঃখ কখনই হয় না। সে ব্যক্তি সুরগণের আনন্দজনক হয়। অতিভক্তি-যুক্ত হইয়া নারীজন এই ব্রত আচরণ করিলেও উক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ব্রত পূর্বে বশিষ্ঠ, অর্জুন, কুবের ও পুরন্দর প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ব্রতকথা কীৰ্ত্তিত হইবা মাত্র নিখিল পাপ নিঃসন্দেহে বিলয়প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এই আদিত্যশয়ন ব্রত-বিবরণ নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার ইন্দ্রের সহিত সৌহার্দবন্ধন ঘটে এবং যে ব্যক্তি এই ব্রত আচরণ করে, সে নরক-নিপতিত ভদ্রীয় অসংখ্য পিতৃগণকেও স্বর্গধামে উপনীত করিয়া থাকে।” ২৬—৩৩।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৫৫॥

ষট্ পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবান্ন্ববাচ ।

কৃষ্ণাষ্টমীমথো বক্ষ্যে সর্বপাপপ্রণাশিনীম্ ।

শান্তির্মুক্তিস্চ ভবতি জয়ঃ পুংসাং বিশেষতঃ ॥১

শঙ্করং মার্গশিরসি শঙ্কুং পৌষেহতিপূজয়েৎ ।

মাঘে মহেশ্বরং দেবং মহাদেবঞ্চ ফাল্গুনে ॥ ২

স্বাগুং চৈত্রে শিবং তদ্বৈশাখে অর্চয়েন্নরঃ

জ্যৈষ্ঠে পশুপতিঞ্চার্চেদাষাঢ়ে উগ্রমর্চয়েৎ ।

পূজয়েচ্ছ্রাবণে শরং নভশ্চে জ্যৈষ্ঠকং তথা ।

হরমাশ্বযুজে মাসি তথেশানঞ্চ কার্ত্তিকে ॥ ৪

কৃষ্ণাষ্টমীম্ সর্কাসু শক্তঃ সম্পূজয়েদ্বিজান্ ।

গো-ভূ-হিরণ্য-বাসোভিঃ শিবভক্তান্ন্বপোষিতঃ

গোমূত্র-স্বত-গোক্ষীর-তিলান্ যবকুশোদকম্ ।

গোশূক্লোদ-শিরৌষার্ক-বিশ্বপত্র-দধীনি চ ।

পঞ্চগব্যঞ্চ সম্প্রাশু শঙ্করং পূজয়েন্নিশি ॥ ৬

অশ্বখঞ্চ বটকৈবোহ্বরং প্লক্ষমেব চ ।

পলাশং জম্বুবৃক্ষঞ্চ বিহ্বলঞ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৭

ষট্ পঞ্চাশ অধ্যায় ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—ইদানীং সর্বপাপ-হর কৃষ্ণাষ্টমী-বিবরণ বলিতেছি ; এই কৃষ্ণাষ্টমী ব্রতের অনুষ্ঠানে নরগণের শান্তি, মুক্তি বিশেষতঃ জয়লাভ ঘটিয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে শঙ্করকে, পৌষে শঙ্কুকে, মাঘে মহেশ্বরকে, ফাল্গুনে মহাদেবকে, চৈত্রে স্বাগুকে, বৈশাখে শিবকে, জ্যৈষ্ঠে পশুপতিকে, আষাঢ়ে উগ্রকে, শ্রাবণে শরকে, ভাদ্রে জ্যৈষ্ঠকে, আশ্বিনে হরকে এবং কার্ত্তিকে ইশানকে অর্চনা করিবে। সমর্থ মানব সমস্ত কৃষ্ণাষ্টমীতে গো, ভূ, হিরণ্য ও বস্তাদি দ্বারা শিবভক্ত দ্বিজাতিদিগের পূজা করিবেন। গোমূত্র গোক্ষীর, স্বত, তিল, যব, কুশোদক, গোশূক্ল-স্পৃষ্ট উদক, শিরৌষ, অর্ক ও বিশ্বপত্র, দধি এবং পঞ্চগব্য প্রাশন করিয়া ত্র্যম্বকে শঙ্করকে পূজা করিবে। ১-৭। মহর্ষিগণ অশ্বখ, বট, উদুধর, প্লক্ষ, পলাশ, জম্বুবৃক্ষ ও বিহ্বল

মার্গশীর্ষ্যাঢ্যমাসাভ্যাং দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামিতি

ক্রমাৎ ।

একৈকং দন্তপবনং বৃক্ষেষেতেষু ভক্ষয়েৎ ॥ ৮ ॥
 দেবায় দদ্যাদর্ঘ্যঞ্চ কৃষ্ণাং গাং কৃষ্ণবাসসম্ ।
 দদ্যাৎ সমাপ্তে দধ্যন্নং বিতান-ধ্বজ চামরম্ ।
 দ্বিজানামুদকুস্তাং পঞ্চরত্নসমম্বিতান্ ।
 গাবঃ কৃষ্ণাঃ সুবর্ণঞ্চ বাসাংসি বিবিধানি চ ।
 অশস্তন্ত পুনর্দদ্যাৎগামেকামপি শক্তিতঃ ॥ ১০ ॥
 ন বিস্তৃশাঠ্যং কুর্য়ীত কুর্য়ন দোষমবাপ্নুয়াৎ
 কৃষ্ণাষ্টমৌমূপোষ্যৈব সপ্তকল্পশত যম্ ।
 পুমান্ সম্পূজিতো দেবৈঃ শিবলোকে মহীয়তে
 ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে কৃষ্ণাষ্টমৌব্রতং
 নাম ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

এই সকল বৃক্ষের মধ্যে মার্গশীর্ষ ও আষাঢ় মাসে দুই দুইটা ক্রমে এক একটা দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণ করিবেন। অর্ঘ্য, কৃষ্ণবর্ণ গাভী ও কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দেবতাকে দান করিবে; পরে যখন ব্রত সমাপ্ত হইবে, তখন দধি অন্ন, বিতান, ধ্বজ ও চামর দান করিবে। এতদ্ভিন্ন পঞ্চরত্নাঙ্কিত জলপূর্ণ কুস্ত, কৃষ্ণবর্ণ গো-সমূহ, সুবর্ণ ও বিবিধ বস্ত্র দ্বিজগণকে প্রদেয়। কিন্তু অসমর্থ হইলে একমাত্র গাভী দানই কর্তব্য। এই ব্রতে বিস্তৃশাঠ্য করিবে না, করিলে দোষ হইয়া থাকে। এইরূপে কৃষ্ণাষ্টমৌতে উপবাস করিলে একবিংশতি শত কল্পকাল যাবৎ দেবগণ কর্তৃক সম্পূজিত হইয়া শিবলোকে বিহার করিয়া থাকে ৭-১১।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ

দীর্ঘায়ুরারোগ্যকুলাভিবৃদ্ধি-
 যুক্তঃ পুমান্ ভূপকুলায়ুতঃ স্তাৎ ॥
 মুহূর্মুহূর্জয়নি যেন সম্যগ্-
 ব্রতং সমাচক্ষু তদিন্দুমৌলে ॥ ১ ॥
 ত্রীভগবানুবাচ ।

ত্বয়া পৃষ্টমিদং সম্যগুচ্চুঞ্চাক্ষ্যাকারকম্ ।
 রহস্তং তব বক্ষ্যামি যৎ পুরাণবিদো বিদুঃ ॥ ২ ॥
 রোহিণীচন্দ্রশয়নং নাম ব্রতমিহোত্তমম্ ।
 তস্মিন্ নারায়ণস্তার্চমর্চয়েদিন্দু নামভিঃ ॥ ৩ ॥
 যদা সোমদিনে শুক্লা ভবেৎ পঞ্চদশী কচিৎ ।
 অথবা ব্রহ্মনক্ষত্রং পৌর্ণমাস্যং প্রজায়তে ॥ ৪ ॥
 তদা স্নানং নরঃ কুর্য়্যাৎ পঞ্চগব্যেন সর্বপৈঃ ।
 আপ্যায়নং তু জপেদ্বিহানষ্টশতং পুনঃ ॥ ৫ ॥
 শূদ্রোহপি পরয়া ভক্ত্যা পান্ডুলাপবর্জিতঃ ।
 সোমায় বরদায়াধ বিকাবে চ নমো নমঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—হে চন্দ্রশেখর! যে ব্রত আচরণ করিলে মানব জন্মে জন্মে দীর্ঘায়ু, আরোগ্য ও বংশবৃদ্ধি লাভ করিয়া ভূপকূলে উৎপন্ন হইতে পারে, আপনি এক্ষণে সম্যকরূপে সেই ব্রত-বিবরণ কীৰ্ত্তন করুন। ভগবান্ কহিলেন,—তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে সন্ধ্যা পুরাণবিদগণ যাহা বিদিত আছেন, যাহা এবং অক্ষয় কল-জনক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, আমি তোমার নিকট সে রহস্ত ব্যক্ত করিতেছি। রোহিণী-চন্দ্রশয়ন নামে এক উত্তম ব্রত আছে। এই ব্রতে চন্দ্রের নামনিচয় উচ্চারণ করিয়া নারায়ণের অর্চনা করিতে হয়। যদি কখন সোমবারে পূর্ণিমা বা পূর্ণিমায় ব্রহ্মদৈবত নক্ষত্র হয়, তবে বিজ্ঞ নর ঐ দিনে পঞ্চগব্য ও সর্বপ দ্বারা স্নানান্তে ‘আপ্যায়ন’ ইত্যাদি মন্ত্র আর্চনাস্তর শত বার জপ করিবে। পান্ডুলাপ পরিত্যাগ করিয়া শূদ্র ব্যক্তিও

কৃতজ্ঞাঃ স্বভবনমাগত্য মধুসূদনম্ ।
 পূজয়েৎ কলপুষ্পৈশ্চ সোমনামানি কীৰ্ত্তয়ন ॥ ৭ ॥
 সোমায় শান্তায় নমোহস্ত পাদা-
 বনস্তথায়েতি চ জাহ্নু-জজ্ঞেব ।
 উরুদ্ব্যেকাপি জলোদরায়
 সম্পূজয়েন্মোদ্রমনস্তবাহবে ॥ ৮ ॥
 নমো নমঃ কামসুখপ্রদায়
 কটিঃ শশাঙ্কস্ত সদাৰ্চনীয় ।
 তথোদরকাপ্যমৃতোদরায়
 নাভিঃ শশাঙ্কায় নমোহভিপূজ্য ॥ ৯ ॥
 নমোহস্ত চন্দ্রায় মুখঞ্চ পূজ্যঃ
 দন্তা দ্বিজানামধিপায় পূজ্যঃ ।
 হস্তং নমশ্চ ক্ষমসেহতিপূজ্য-
 মোষ্ঠৌ কুমুদস্তবনপ্রিয়ায়
 নাসা চ নাথায় বনৌষধীনা-
 মানন্দভূতায় পুনরুর্বৌ চ ।
 নেত্রদ্বয়ং পদ্মনিভং তথেষ্ট্রো-
 রিন্দীবরশ্চামকরায় শৌরেঃ ॥ ১১ ॥
 নমঃ সমস্তাধ্বরবন্দিভায়
 কর্ণদ্বয়ং দৈত্যনিষুদনায় ।
 ললাটমিন্দোরুদধিপ্রিয়ায়
 কেশাঃ সুসুমাধিপতেঃ প্রপূজ্যঃ ॥ ১২ ॥

পরম ভক্তি সহকারে ‘সোমায়’ ‘বরদায়’,
 বিষ্ণবে নমো নমঃ’ এই বলিয়া জপ করিবে ।
 পরে জপ করিতে করিতে স্বীয় ভবনে
 আসিয়া কলপুষ্পাদি দ্বারা মধুসূদনের অর্চনা
 করিবে । অনন্তর সোমনামসমূহ কীৰ্ত্তন
 করিয়া সর্বোচ্চে পূজা করিবে, যথা—“শান্তায়
 সোমায় নমঃ’ বলিয়া পাদদ্বয় পূজা করিবে ।
 এইরূপে জাহ্নু ও জজ্ঞায় ‘অনন্তধায়ে নমঃ’
 উরুদ্বয় ‘জলোদরায়’ মেট্র ‘অনন্তবাহবে,’
 কটিদেশ ‘কামসুখপ্রদায়’ উদর অমৃতোদরায়’
 নাভি ‘শশাঙ্কায়’ মুখ ‘চন্দ্রায়’ দন্ত সকল
 ‘দ্বিজাধিপায়’ হস্ত ‘চন্দ্রমসে’ ওষ্ঠদ্বয় ‘কুমুদ-
 বনপ্রিয়ায়’ নাসা ‘বনৌষধিনাথায়’ ক্রদ্বয়
 ‘আনন্দভূতায়’ পদ্মনিভ নেত্রদ্বয় ‘ইন্দীবর-
 শ্চামকরায়’ কর্ণদ্বয় ‘দৈত্যনিষুদনায়’ ললাট-

শিরঃ শশাঙ্কায় নমো যুরারে-
 বিবেশ্বরায়ৈতি নমঃ কিরীটম্
 পদ্মপ্রিয়ে রোহিণি নাম লক্ষ্মীঃ
 সৌভাগ্যসৌখ্যামৃতচাক্রকায়ে ॥ ১৩ ॥
 দেবীঞ্চ সম্পূজ্য সুগন্ধপুষ্পৈ-
 র্নৈবেদ্যধূপাদিভিরিন্দুপত্রীম্ ।
 সুপ্তাথ ভূমৌ পুনরুত্থিতেন
 স্নাত্বা চ বিপ্রাশ হবিষ্যযুক্তঃ ॥ ১৪ ॥
 দেয়ঃ প্রভাতে সহিরণ্যবারি-
 কুস্তো নমঃ পাপবিনাশনায় ।
 সম্প্রাশ্ত গোমুত্রমাংসময়-
 মক্ষারমষ্টাবধ বিংশতিঞ্চ ।
 গ্রাসান পরঃসর্গিষুতাস্থপোষ্য
 ভুক্তেতিহাসং শৃণুয়ামুহুর্ভম্ ॥ ১৫ ॥
 কদম্ব নীলোৎপল-কেতকানি
 জাতী সরোজঃ শতপত্রিকা চ ।
 অগ্নানকুজান্তথ সিন্ধুবীরং
 পুষ্পং পুনর্নারদ মল্লিকায়াঃ ।
 শুভ্রঞ্চ বিষ্ণোঃ করবীরপুষ্পং
 ত্রীচম্পকং চন্দ্রমসঃ প্রদেয়ম্ ॥ ১৬ ॥

তট ‘উদধিপ্রিয়ায়’ কেশরাশি ‘সুসুমাধিপতয়ে’
 শিরোদেশ ‘শশাঙ্কায়’ এবং কিরীটে’ বিষ্ণে-
 স্বরায় নমঃ’ বলিয়া পূজা করিবে । অনন্তর
 হে পদ্মপ্রিয়ে! হে রোহিণি! হে সৌভাগ্য-
 সৌম্য ও অমৃতময় সুন্দরশরীরে! এই
 বলিয়া সম্বোধনান্তে ইন্দুপত্রী রোহিণী দেবীকে
 গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য, ও ধূপাদি দ্বারা পূজা
 করিবে । পরে ভূতলে শয়নান্তে উত্থিত
 হইয়া প্রভাতে স্নানপূর্বক ব্রাহ্মণকে সহিরণ্য
 জলকুস্ত দান করিবে । অনন্তর উপবাসের
 পর ‘পাপবিনাশায় নমঃ’ বলিয়া গোমুত্র
 প্রাশনপূর্বক মাংস-লবণ-বর্জিত অন্ন—স্বত
 ও দুগ্ধমিশ্রিত অষ্টাবিংশতি গ্রাস ভোজনপূর্বক
 মুহুর্ভমাত্র এই ব্রতের ইতিহাস শ্রবণ করিবে ।
 ১—১৫ । হে নারদ! কদম্ব, নীলোৎপল,
 কেতকী, জাতী, সরোজ, শতপত্র, অগ্নানকুজ,
 সিন্ধুবীর, মল্লিকা পুষ্প, শুভ্র করবীর পুষ্প ও

শ্রাবণাদিষু মাসেষু ক্রমাদেভানি সৰ্বদা ।

যস্মিন্ মাসে ব্রতাদিঃ স্তাৎ তৎপুষ্পৈ-

রচ্চয়েদ্ধরিম্ ॥১৭

এবং সংবৎসরং যাবৎপাস্ত্র বিধিবন্নরঃ ।

ব্রতান্তে শয়নং দদ্যাদর্পণোপক্ষরাধিতম্ ॥ ১৮

রোহিণীচন্দ্রমিধুনং কারয়িত্বাথ কাঞ্চনম্ ।

চন্দ্রঃ ষড়ঙ্গুলঃ কার্যো রোহিণী চতুরঙ্গুল ॥১৯

মুক্তাকলাষ্টকযুতং সিতনেত্রপটাবৃতম্ ।

কীরকুণ্ডোপরি পুনঃ কাংস্তপাত্রাক্রতাধিতম্

দদ্যাদ্বৈশ্বক্সেণ পূর্বান্নে শালীক্ষুকলসংযুতম্ ॥২০

ষেভামথ স্রবণীস্তাং খুটৈ রোপৈয্যঃ সমধিতাম্

সবস্ত্রভাজনাং ধেনুঃ তথা শঙ্খাঞ্চ শোভনম্ ॥২১

কুব্ধগৈর্দ্বিজদাম্পত্যমলঙ্কৃত্য গুণাধিতম্ ।

চন্দ্রোহয়ং দ্বিজরূপেণ সভাধ্য ইতি কল্পয়েৎ ॥২২

যথা ন রোহিণী কৃষ্ণ শয্যাং সম্যজ্য গচ্ছতি

সোমরূপস্ত তে তদ্ব্যমাভেদোহস্ত ভূতিভিঃ ॥

ক্রীচম্পক এই সকল পুষ্প শ্রাবণাদি সমস্ত মাসে বিষ্ণু ও চন্দ্রমাকে প্রদেয় । যে মাসে এই ব্রত হইবে, সেই মাসজাত পুষ্পসমূহ দ্বারা হরিকে অর্চনা করিবে । এইরূপে মানব সংবৎসর যাবৎ বিধিমত উপবাস করিয়া ব্রতান্তে দর্পণাদি-সমধিত এক শয্যা দান করিবে । এই ব্রতে কাঞ্চন-ময় রোহিণী ও চন্দ্রপ্রতিমা প্রস্তুত করিতে হয় । চন্দ্র ষড়ঙ্গুল ও রোহিণী চতুরঙ্গুল হইবে । উহাতে আটটি মুক্তাকল থাকিবে, উহার নেত্র শুভ্র হইবে এবং শুভ্র বস্ত্রে আবৃত রহিবে । এক অক্ষতাধিত কাংস্ত পাत्रে ঐ প্রতিমা কীরপূর্ণ কুণ্ডোপরি রাখিয়া শালি, ইক্ষু ও অন্তান্ত ফল সহ মজ্জপূর্বক প্রধানকে দান করিবে । এতদ্ভিন্ন একটা স্রবণীস্ত্র, রোপ্য খুরাধিত বস্ত্র ও ভাজনযুত ধেনু ও একটা স্রব্ধ শঙ্খ দান করিতে হয় ! অনন্তর এক গুণাধিত দ্বিজ দাম্পত্যীকে কুব্ধদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া—ইহঁরাই চন্দ্র এবং রোহিণীরূপে বিরাজিত এইরূপ কল্পনা করিবে । পরে প্রার্থনা করিবে যে, হে কৃষ্ণ !

যথা ত্বমেব সর্বেষাং পরমানন্দমুক্তিদঃ ।

ভুক্তিমুক্তিস্তথা ভক্তিস্বয়ি চন্দ্রোহ মে সদা ॥২৩

ইতি সংসারভীতস্ত মুক্তিকামস্ত চানব ।

রূপারোগ্যাযুষ্যামেতদ্বিধায়কমমৃতমম্ ॥ ২৪

ইদমেব পিতৃণাঞ্চ সৰ্বদা বল্লভং মূনে

ত্রৈলোক্যাধিপতির্ভূত্বা সপ্তকল্পশতত্রয়ম্ ।

চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বিদ্যাঙ্কুহা তু যুচ্যতে ॥২৫

নারী বা রোহিণী-চন্দ্রশয়নং যা সমাচরেৎ ।

সাপি তৎকলমাপ্নোতি পুনরারুতিহর্ষভম্ ॥২৬

ইতি পঠতি শৃণোতি বা য ইথং

মধুমধনার্চনমিন্দুকৌর্ভনেন নিত্যম্ ।

মতিমপি চ দদাতি সোহপি শৌরে-

ভবনগতঃ পরিপূজ্যতেহমরৌষেঃ ॥ ২৮

ইতি ক্রীমাৎস্ত মহাপুত্রাণে রোহিণীচন্দ্রশয়ন-

ব্রতং নাম সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

রোহিণী যেমন সোমস্বরূপ তোমার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্তর গমন করেন না ; আমারও তেমনি ভূতিসমূহের সহিত অভিন্নতা হউক । তুমিই সর্বদা সকলের পরমানন্দ-দায়ক এবং ভুক্তি ও মুক্তিজনক, হে চন্দ্র ! তোমাতে আমার অচল ভক্তি হউক । হে অনব ! সংসারভীত মুমুক্স জনের পক্ষে এই ব্রতই উত্তম অবলম্বন । ইহা রোগ । আরোগ্য ও আয়ুর্ধর্মক । হে মূনে ! এই ব্রত পিতৃগণের নিত্যপ্রিয় । এই ব্রতানুষ্ঠানের ফলে একবিংশতি শত কল্প কাল পর্যন্ত ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া পরে চন্দ্রলোকে উপনীত হওয়া যায়, অনন্তর বিদ্যা হইয়া মুক্ত হইয়া থাকে । যদি কোন নারী এই রোহিণী-চন্দ্র-শয়নব্রত আচরণ করে, তাহার পক্ষেও ঐরূপ পুনরারুতি-রহিত ফল প্রাপ্তি ঘটে । যে ব্যক্তি এই ইন্দ্রনাম-কৌর্ভনে মধুমুদনের পূজা-বিবরণ নিত্য শ্রবণ বা পাঠ করে, সে শৌর্যের ভবনগত হইয়া অমরগণ কর্তৃক পরিপূজিত হয় । ১৬—২৮ ।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশোহায়া ।

সূত উবাচ ।

জলাশয়গতঃ বিষ্ণুর্নৃবাচ রবিনন্দনঃ ।
তড়াগারামকুপাণাং বাপীষু নলিনীষু চ ॥ ১
বিধিং পৃচ্ছামি দেবেশ দেবতায়তনেষু চ ।
কে তত্র চর্ষিজো নাথ দেবী বা কৌদৃশী ভবেৎ
দক্ষিণাবলয়ঃ কালঃ স্থানমাচার্য্য এব চ ।
দ্রব্যানি কানি শস্তানি সৰ্ব্বমাচক্ষু তত্ততঃ ॥ ৩
মৎস্ত উবাচ ।
শৃণু রাজন মহাবাহো তড়াগাদিষু যো বিধিঃ ।
পুরাণেষ্বিতিহাসোহয়ং পঠ্যতে বেদবাদিভিঃ ॥
প্রাপ্য পক্ষং শুভং শুক্লমতীতে চোত্তরায়ণে ।
পুণ্যেহহি বিপ্রকথিতে কৃৎস্না ব্রাহ্মণবাচনম্ ।
প্রাণ্ডকুপ্রবণে দেশে তড়াগস্ত সমীপতঃ ।
চতুর্হস্তাঃ শুভাঃ বেদীঃ চতুরস্রাঃ চতুর্ধ্বাঃ ॥
তথা ষোড়শহস্তং স্থানগুপশ্চ চতুর্ধ্বাঃ
বেদ্যশ্চ পরিতো গর্তারত্ৰিমাত্রাস্ত্রিমেষলাঃ ॥ ৭

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন, রবিনন্দন মন্ত্র একাৰ্ণব-
গত বিষ্ণুর নিকট জিজ্ঞাসিলেন,—
হে দেবেশ! পুষ্করিণী, আরায, কুপ,
দীধিকা, সরোবর ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার
প্রতিষ্ঠাবিধি অধুনা জানিতে ইচ্ছা করি । হে
নাথ! ঐ ব্যাপারে কাহার। ঋষিকৃ হইবার
যোগ্য এবং উহাতে দেবতাই বা কৌদৃশ?
দক্ষিণা, বলি, দেশ, কাল, আচার্য্য এবং
দ্রব্যাদিই বা কিরূপ প্রস্তুত? তৎসমস্ত
আমার নিকট যথাযথ কীর্তন করুন । মৎস্ত
কহিলেন,—হে রাজন! হে মহাবাহো! তড়া-
গাদির প্রতিষ্ঠাবিধি শ্রবণ কর । বেদবাদিগণ
এ সম্বন্ধে পুরাণপ্রস্তাবে এইরূপ ইতিহাস
কীর্তন করিয়া থাকেন যে, উত্তরায়ণ অতীত
হইলে, শুভ শুক্ল পক্ষে ব্রাহ্মণ-নির্দিষ্ট পুণ্য
দিনে ব্রাহ্মণবাচন করিয়া তড়াগ-সমীপস্থ
পূর্বোক্ত নিয়মদেখে চতুরস্র চতুর্হস্ত শুভ
বেদী নির্মাণপূর্বক ষোড়শ হস্তমিত চতুর্দার-

নব সপ্তাধ বা পঞ্চ নাতিরিক্তা নৃপাশ্রজ ।
বিতস্তিমাত্রা যোনিঃ স্তাৎ ষট্ সপ্তাঙ্গুলিবিভৃতা
গর্তাশ্চ তত্র সপ্ত স্ত্র্যগ্নিপর্বোদ্ধিতমেখলাঃ ।
সর্বতস্ত সৰ্ণাঃ স্ত্র্যঃ পতাকাধ্বজসংযুতাঃ ॥ ৯
অশ্বখোদ্ভূতরপ্লক্ষ-বটশাখাকৃতানি তু ।
মণ্ডপস্ত প্রতিদিশং দ্বারাগ্ন্যেতানি কারয়েৎ ॥
শুভান্তজাষ্ট্র হোতারো দ্বারপালান্তথাষ্ট্র বৈ ।
অষ্টৌ তু জাপকাঃ কার্ধ্যা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ
সর্বলক্ষণসম্পূর্ণো মন্ত্রবিধিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
কুলশীলসমায়ুক্তঃ পুরোধাঃ স্তাদ্বিজোত্তমঃ ॥ ১২
প্রতিগর্তেষু কলশা যজ্ঞোপকরণানি চ ।
ব্যজনং চামরে শুভ্রে তাম্রপাত্রে স্ত্রুবিভৃতে ॥
ততস্তনেকবর্ণাঃ স্ত্র্যশ্চরবঃ প্রতিদৈবতম্ ।
আচার্য্যঃ প্রক্ষিপেভুমাবহুমন্ত্র্য বিচক্ষণঃ ॥ ১৪
ত্র্যরত্ৰিমাত্রো যুগঃ স্তাৎ কীরত্বক্বিনির্মিতঃ ।

যুত এক মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে । বেদীর
চারিদিকে অরত্ৰিমাত্র ত্রিমেষলা-সমধিত নব,
সপ্ত অথবা পঞ্চ গর্ত নির্মাণ করিবে, ইহার
অধিক করিবে না । ঐ গর্তগুলির যোনি
বিতস্তিমাত্র এবং ষট্ বা সপ্তাঙ্গুলিমাাত্র
বিভৃত হইবে । পূর্বোন্নিখিত সপ্ত গর্তের
মেখলাগুলি তিন পর্ব উচ্চ হইবে । গর্ত-
গুলির চারিদিকে একই বর্ণের বাহু ধ্বজ-
পতাকা বিভূষিত করিবে । অশ্বখ, উদ্ভূত, প্লক্ষ
ও বটশাখা দ্বারা মণ্ডপের চারিদিকে চারিটি
দ্বার প্রস্তুত করিবে । ১—১০। ইহাতে আট-
জন হোতা, আটজন দ্বারপাল ও আটজন
বেদপারগ জাপক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিতে
হয় । যিনি মন্ত্রজ্ঞ, সর্বশুলক্ষণাক্রান্ত, জিতে-
ন্দ্রিয় ও কুলশীলসম্পন্ন, তিনিই এই কৰ্ম্মে
পুরোহিত হইবেন, প্রতিগর্তে কলশ, যজ্ঞোপ-
করণ, ব্যজন, শুভ চামর ও স্ত্রুবিভৃত তাম্র-
পাত্র থাকিবে । প্রত্যেক দেবতার জন্ত
নানাবর্ণ চক্ৰ প্রস্তুত করিবে । বিচক্ষণ
আচার্য্য মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দেবতা-উদ্দেশে
ভূমিতে চক্ৰ নিক্ষেপ করিবেন । এই কার্য্যে

যজমানপ্রমাণো বা সংস্থাপেয়া ভূতিমিচ্ছতা ॥
 হেমালঙ্কারিণঃ কার্ঘ্যাঃ পঞ্চবিংশতিঋত্বিজঃ ।
 কুণ্ডলানি চ হৈমানি কেয়ুরকটকানি চ ॥ ১৬
 তথাঙ্গুলয়ঃ পবিজ্ঞাণি * বাসাংসি বিবিধানি চ ।
 পূজয়েৎ তু সমং সর্কানাতাৰ্য্যো দ্বিগুণং পুনঃ ।
 দদ্যাচ্ছয়নসংযুক্তমাক্ষনশ্চাপি যৎ প্রিয়ম্ ॥ ১৭
 সৌবর্ণকুণ্ড-মকরো রাজতো মৎস্ত-হৃদুভো ।
 তাত্মো কুলীর-মণ্ডকাবায়সঃ শিশুমারকঃ ।
 এবমাসাদ্য তৎ সৰ্কমাদাবেব বিশাংপতে ॥ ১৮
 শুক্রমালাব্রধরঃ শুক্রগন্ধানুলেপনঃ ।
 সর্কৌষধ্যাদকৈস্তত্র আপিতো বেদপারগৈঃ ॥ ১৯
 যজমানঃ সপত্নীকঃ পুত্র-পৌত্রসমম্বিতঃ ।
 পশ্চিমং দ্বারমাসাদ্য প্রবিশেদ্যাগমগুপম ॥ ২০

একটা ক্ষীরবৃক্ষ-নির্মিত যুপের প্রয়োজন । ঐ যুপটা তিন অরত্ৰি-মাত্র হইবে । অথবা ভূতিকামী ব্যক্তি যজ্ঞমানের দেহপ্রমাণ যুপ স্থাপন করিবে । পঞ্চবিংশতি জন ঋত্বিক এই কৰ্ম্মে ত্রতী থাকিবেন । তাঁহা-দিগকে কুণ্ডল, কেয়ুর, কটক ও অঙ্গুরীয়-কাদি নানা হৈমালঙ্কারে ভূষিত করিবে সুবর্ণ এবং বিবিধ বস্ত্র প্রদানে অর্চনা করিবে । ঋত্বিকগণ সকলেই সমান উপ-কৰ্ম্মে পূজ্য ; কিন্তু আচার্য্য দ্বিগুণরূপে অর্চ-নীয় । শয্যাদান এ ং নিজের যাহা যাহা প্রিয়, সেই সেই বস্তু দান করা কর্তব্য । এই কার্য্যে হেমনির্মিত মকর ও কুণ্ড, রজত-ময় মৎস্ত ও হৃদুভি, তাম্রনির্মিত কুলীর ও মণ্ডক এবং লৌহ-নির্মিত শিশুমার স্থাপন করিতে হইবে । কৰ্ম্মারম্ভের পূর্বে এই সমস্ত বস্তু সংগৃহীত করিয়া রাখিবে । যজমান শুক্রমালা ও শুক্র বস্ত্র ধারণ করিবেন এবং শুক্র গন্ধে অম্বলিপ্ত হইবেন । বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে সর্কৌষধি-জলে স্নান করাইবেন । অনন্তর তিনি স্ত্রী-পুত্রাদি সঙ্গে লইয়া পশ্চিম দ্বার দিয়া যাগ-

ততো মঙ্গলশব্দেন ভেরীণাং নিম্নেন চ ।
 অঙ্গসা মণ্ডলং কুর্ঘ্যাৎ পঞ্চবর্ণেন তদ্ববিৎ ॥ ২১
 ষোড়শারং ততশ্চক্রং পদ্মগর্ভং চতুর্ধুম্ ।
 চতুরশ্চ পরিতো বৃত্তং মধ্যে স্ত্রুশোভনম্ ॥ ২২
 বেদ্যাশ্চোপরি তৎ কৃত্বা গ্রহান্নো'কপতীংস্ততঃ
 সন্ন্যস্তেন্নম্রতঃ সর্কান্ প্রতিদিক্ব বিচক্ষণঃ ॥ ২৩
 কুর্ঘ্যাদি স্থাপয়েন্মধ্যে বাকুণ্যাং মন্ত্রমাব্রিতঃ ।
 ব্রহ্মাণঞ্চ শিবং বিষ্ণুং তত্রৈব স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥ ২৪
 বিনায়কঞ্চ বিন্তস্ত কমলামদ্বিকাং তথা ।
 শান্ত্যর্থং সর্কলোকানাং ভূতগ্রামং স্ত্রুসেৎ ততঃ
 পুষ্পভক্ষ্যকলৈর্গুক্তমেবং কৃত্বাধিবাসনম্ ।
 কুস্তান সজলগর্ভাংস্তান বাসোভিঃ পরিবেষ্টয়েৎ
 পুষ্প চৈবরলঙ্কৃত্য দ্বারপালান্ সমস্ততঃ ।
 পঠধর্ম্মিতি তান ব্রাহ্মাদাচার্য্যস্তভিপূজয়েৎ ॥ ২৭
 বহুর্চৌ পূর্ধ্বতঃ স্থাপ্যৌ দক্ষিণেন যজুর্দ্বিগৌ ।
 সামগৌ পশ্চিমে তদ্বহুতরেন অথর্কগৌ ॥ ২৮

মণ্ডপে প্রবেশ করিবেন । ১১—২০ । পরে বিবিধ ভেরীধ্বনি ও মঙ্গলধ্বনি হইতে থাকিবে । বিজ্ঞ যজমান এই সময় পঞ্চবর্ণের গুড়িকা দ্বারা মণ্ডল প্রস্তুত করিবেন । ঐ মণ্ডল ষোড়শার, পদ্মগর্ভ, চতুর্ধুম, চতুরশ, মধ্যে বৃত্ত, ও স্ত্রুশোভন হইবে । বিচক্ষণ যজমান বেদীর উপরিভাগ ও চতুর্দিকে ম নবগ্রহ ও দিকপালদিগকে বিন্তস্ত করিয়া বেদীর মধ্যদেশে যথামন্ত্র কুর্ঘ্য প্রভৃতিকে এবং পশ্চিম দিকে ব্রহ্মা, শিব, ও বিষ্ণুকে স্থাপন করিবে । অনন্তর বিনায়ক, কমলা ও অদ্বিকাকে স্থাপনপূর্বক সর্কলোকের শান্তির নিমিত্ত ভূতবৃন্দকে বিন্তস্ত করিতে হইবে । তৎপরে বিবিধ পুষ্প, কল, ও ভক্ষ্য সামগ্রী দ্বারা এইরূপে অধিবাস করিয়া কতকগুলি জলপূর্ণ কুন্তকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছা-দিত করিবে । পরে চতুর্দিক হ দ্বারপাল-দিগকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে ‘পঠধর্ম্ম’ এই কথা বলিবেন এবং পূজা করিবেন । বহুর্চ ব্রাহ্মণদ্বয়কে পূর্বদিকে, যজুর্বেদীদিগকে

উদয়ুবা দক্ষিণতো যজমান উপাধিশেৎ ।
 যজ্ঞধর্মিতি তান ক্রমাদহৌজিকান পুনরেষ তু ॥
 উৎকৃষ্টান মন্ত্রজ্ঞাপেন তিষ্ঠধর্মিতি জাপকান ।
 এবমাদিশ্য তান সর্বান পর্য্যাক্ষাগ্নিঃ স মন্ত্রবিৎ ॥
 জুহুয়াধাক্রণৈর্মন্ত্রৈরাজ্যঞ্চ সমিধস্তথা ।
 ঋত্বিগৃভিশ্চাথ হোতব্যং বাক্রণৈরেষ সর্বতঃ ॥৩১
 গ্রহেভ্যো বিধবকুত্বা তথেন্দ্রায়েশ্বরায় চ ।
 মরুভ্যো লোকপালেভ্যো বিধিবহিষকর্ষণে ॥৩২
 রাজিস্থক্তঞ্চ রৌদ্রঞ্চ পাবমানং স্তুমঙ্গলম্ ।
 জপেয়ুঃ পৌরুষং স্তুতং পূর্বতো বহুব্চাঃ পৃথক্ ॥
 শাক্রং রৌদ্রঞ্চ সৌম্যঞ্চ কৃশ্মাণ্ডং জাতবেদসম্
 সৌরস্তুতং জপেয়ম্ দক্ষিণেন যজুর্বিদঃ ॥৩৪
 বৈরাজ্যং পৌরুষং স্তুতং সৌবর্ণং রুদ্রসংহিতাম্
 শশবৎ পঞ্চ নিধনং গায়ত্রং জ্যেষ্ঠসাম চ ॥৩৫

দক্ষিণদিকে, সামগদিগকে পশ্চিম দিকে এবং
 অথর্ববেদীদিগকে উত্তর দিকে স্থাপন
 করিবেন । যজমান দক্ষিণে উদয়ুখ হইয়া
 উপবেশন করিবেন । আচার্য্য হৌজিকদিগকে
 পুনরায় ‘যজ্ঞধর্ম’ বলিবেন এবং উৎকৃষ্ট
 জাপকদিগকে ‘তিষ্ঠধর্ম’ অর্থাৎ মন্ত্রজপে
 নিরতা হইয়া অবস্থান কর, এইরূপ আদেশ
 করিবেন । সেই মন্ত্রজ্ঞ আচার্য্য সকলকে
 এইরূপ আদেশ করিয়া অগ্নিপার্য্যাক্ষণান্তে
 বাক্রণ মন্ত্র দ্বারা স্তুতাক্ত সমিধ্ আহুতি প্রদান
 করিবেন । সমস্ত ঋত্বিকৃই বাক্রণ মন্ত্রে
 হোম করিবেন । অগ্রে যথাবিধি গ্রহদিগকে
 আহুতি প্রদানান্তে ইন্দ্র, ঈশ্বর, মরুদগণ,
 লোকপাল ও বিধিকর্ষাকে বিধিমত আহুতি
 প্রদান করিবেন । পূর্বদিকস্থ বহুব্চ ব্রাহ্মণ-
 গণ রাজিস্থক্ত, রৌদ্র, পাবমান, ও পৌরুষ-
 স্তুত জপ করিবেন । দক্ষিণদিকস্থ যজুর্বেদী
 ব্রাহ্মণেরা শাক্র, রৌদ্র, সৌম্য, কৃশ্মাণ্ড,
 জাতবেদা ও সৌরস্তুত প্রভৃতি মন্ত্র জপ
 করিবেন । হে রাজন! পশ্চিম দ্বারস্থিত
 সামগায়ী ব্রাহ্মণেরা বৈরাজ্য, পৌরুষ ও
 সৌবর্ণস্তুত, এবং রুদ্রসংহিতা, শশবৎ, পঞ্চ

বামদেব্যং বৃহৎসাম রৌরবং সরথস্তরম্ ।
 গবাং ব্রতঞ্চ কাশ্বঞ্চ রক্ষোয়ং বয়সস্তথা ।
 গায়ৈয়ুঃ সামগা রাজন পশ্চিমং দ্বারমাত্রিতাঃ ॥
 অথর্বগণেশান্তরতঃ শান্তিকং পৌষ্টিকং তথা ।
 জপেয়ুর্মনসা দেবমাত্রিত্য বক্রণং প্রভুম্ ॥৩৭
 পূর্বৈশ্ব্যরভিতো রাজ্রাবেবং কৃত্বাধিবাসনম্ ।
 গজাশ্বরথ্যাবল্লীকাং সঙ্গমাহুদগোকুলাং ।
 মৃদমাদায় কুন্তেযু প্রক্ষিপেচ্চত্বরং তথা ॥৩৮
 রোচনাঞ্চ সিন্ধার্থং গন্ধং গুগুণলমেব চ ।
 স্রপনং তস্ম কর্তব্যং পঞ্চগব্যসমম্বিতম্ ॥৩৯
 প্রত্যেকস্ত মহামন্ত্রৈরেষং কৃত্বা বিধানতঃ ।
 এবং ক্ষপাতিবাহ্যে বিধিযুক্তেন কর্ষণা ॥৪০
 ততঃ প্রভাতে বিমলে সঙ্ঘাতেহৎ শতং গবাম্
 ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাতব্যমষ্টযষ্টিশ্চ বা পুনঃ ।
 পঞ্চাশদ্বাথ ষট্টিত্রিশং পঞ্চবিংশতিরপ্যথ ॥৪১
 ততঃ সাংবৎসরপ্রোক্তে শুভে লগ্নে সুশৌভনে
 বেদশব্দৈশ্চ গান্ধর্বৈর্বাঈশ্যৈশ্চ বিবিধৈঃ পুনঃ ॥
 কনকানঙ্কতাং কৃত্বা জলে গামবতারয়েৎ ।

নিধন, গায়ত্র, জ্যেষ্ঠসাম, বামদেব্য, বৃহৎ-
 সাম, রৌরব, সরথস্তর, গোব্রত, কাশ্ব, ও
 রক্ষোয় প্রভৃতি মন্ত্র গান করিবেন । উত্তর-
 দিকস্থ অথর্ববেদীরা মনে মনে বক্রণ
 দেবকে অবলম্বন করিয়া শান্তিক, ও
 পৌষ্টিক মন্ত্র জপ করিবেন । ২১—৩৭। পূর্বদিন
 রাজ্রিযোগে এইরূপে অধিবাস করিয়া গজ
 ও অশ্ব-পথ, বল্লীক, সঙ্গম স্থল, হুদ,
 গোষ্ঠ ও চত্বর প্রভৃতি স্থান হইতে যুক্তিকা
 আনিয়া কুন্ত মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন । পরে
 রোচনা, সিন্ধার্থ, গন্ধ, গুগুণাদি লইয়া
 পঞ্চগব্য সহযোগে তাহার স্নান সমাধা
 করিবে । প্রত্যেকতঃ মহামন্ত্র সকল উচ্চা-
 রণান্তে বিধিমত এইরূপ ক্রিয়া সম্পাদন-
 পূর্বক নিশা যাপন করিবে । অনন্তর
 বিমল প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ-
 দিগকে এক শত, অষ্টযষ্টি, পঞ্চাশৎ, ত্রিশৎ
 অথবা পঞ্চবিংশতিটা গাভী দান করিবে ।
 তৎপরে জ্যোতিষিক-নির্দিষ্ট শুভ লগ্নে বিবিধ

সামগায় চ সা দেয়া ব্রাহ্মণায় বিশাম্পতে ॥ ৪৩
 পাজীমাদায় সৌবলীং পঞ্চরত্নসমধিতাম্ ।
 ততো নিকিপ্য মকর-মৎস্তাদীংষ্টৈব সৰ্বশঃ ।
 বৃত্তাং চতুর্ধিকৈবিতৈপ্রবেদবেদাদ্রপারগৈঃ ॥ ৪৪
 মহানদীজলোপেতাং দধ্যাক্তসমধিতাম্ ।
 উত্তরাভিমুখীং ধেমুং জলমধ্যে তু কারয়েৎ ॥
 আখর্ষণেন সংস্রাতাং পুনর্মামেত্যথেতি চ ।
 আপো হি তেতি মস্ত্রেন ক্ষিপ্ত্বাগত্য চ মণ্ডলম্ ॥
 পুজয়িত্বা সরস্তত্র বলিং দত্তাৎ সমস্ততঃ ।
 পুনর্দিনানি হোতব্যং চত্বারি মুনিসন্তমাঃ ॥ ৪৭
 চতুর্থীকর্ষ্য কর্তব্যং দেয়া তত্রাপি শক্তিতঃ ।
 দক্ষিণা রাজশার্দ্দূল বরুণস্বাপণং ততঃ ॥ ৪৮
 কৃত্বা তু যজ্ঞপাত্রাণি যজ্ঞোপকরণানি চ ।
 ঋত্বিগৃভ্যাশ্চ সমং দত্ত্বা মণ্ডপং বিভজেৎ পুনঃ
 হেমপাত্রীক শয্যাঞ্চ স্থাপকায় নিবেদয়েৎ ॥ ৪৯
 ততঃ সহস্রং বিপ্রাণামথদাষ্টশতং তথা ।
 ভোজনীয়ং যথাশক্তি পঞ্চাশৎ অথবা বিংশতিঃ ।

এবমেব পুরাণেষু তড়াগবিধিক্রচ্যতে ॥ ৫০
 কূপ-বাপীষু সর্সীষু তথা পুষ্করিণীষু চ ।
 এষ এব বিধিদৃষ্টঃ প্রতিষ্ঠাসু তথৈব চ ॥ ৫১
 মন্ত্রতন্ত্র বিশেষঃ স্তাৎ প্রাসাদোদ্যানভূমিষু ।
 অযশ্বশক্তাবর্ধেন বিধিদৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা ।
 অল্পেষেকাশ্বিবৎ কৃত্বা বিস্তাৰ্যাদৃতে নৃণাম্ ॥
 প্রারূঢ়কালে স্থিতে তোয়ে হুয়িষ্টৌমফলং স্মৃতম্
 শরৎকালে স্থিতং যৎ স্তাৎ তত্শক্লফলদায়কম্
 বাজপেয়াতিরাত্রাভ্যাং হেমস্তে শিশিরে স্থিতম্
 অশ্বমেধসমং প্রাহ বসন্তসময়ে স্থিতম্ ।
 গ্রীষ্মেহপি তৎ স্থিতং তোয়ং রাজহ্মাধিশিষ্যতে
 এতান্ মহারাজ বিশেষধর্ম্মান্
 করোতি যোহপ্যাগমশুদ্ধবুদ্ধিঃ ।
 স যাতি রুদ্রালয়মাশু পুতঃ
 কল্পাননেকান্ দিবি মোদতে চ ॥ ৫৫
 অনেকলোকান্ সমহন্তমাদীন
 ভুক্তা পরাধ্বয়মঙ্গনাভিঃ ।

বেদধ্বনি, সঙ্গীত ও বাদ্য সহকারে এক স্বর্ণা-
 লঙ্কতা গাভীকে জলে নামাইয়া দিবে। ঐ
 গাভীটী সামগ ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে।
 অনন্তর পঞ্চরত্নময়ী সৌবর্ণী প্রতিমা এবং
 মকর ও মৎস্তাদি জলজন্তু জলে নিক্ষেপ
 করিয়া চতুর্ধিকবেদী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বিবৃত
 দধ্যাক্ত-বৃত্ত ধেমুকে জলমধ্যে উত্তরমুখী
 করাইবে। পরে আখর্ষণ মন্ত্রে স্নান করা
 ইয়া ‘পুনর্মামেতি’ ‘আপোহিষ্টা’ ইত্যাদি মন্ত্রে
 তাহাকে জলে ছাড়িয়া দিয়া মণ্ডলে আগমন-
 পূর্বক সরোবরের পূজা সমাধানান্তে চতুর্দিকে
 বলি প্রদান করিবে এবং চারিদিন পর্যন্ত
 হোম করিবে। হে নৃপ! চতুর্থীকর্ষ্য করিয়া
 তাহাতেও যথাশক্তি দক্ষিণাদান ও বরুণ যজ্ঞ
 জপ করিবে। এই সকল কার্য্য করিয়া যজ্ঞ-
 পাত্র ও যজ্ঞীয় উপকরণ সকল ঋত্বিকৃদিগকে
 সমান ভাগ করিয়া দিবে এবং যজ্ঞমণ্ডপও
 বিভাগ করিবে। অনন্তর স্থাপককে হোম-
 পাত্র ও শয্যা সমর্পণ করিবে। তৎপরে এক
 সহস্র, অষ্টশত, পঞ্চাশৎ অথবা বিংশতি

ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পুরাণাদি
 গ্রন্থে তড়াগাদি প্রতিষ্ঠার বিধি এইরূপই
 উক্ত হইয়াছে। সমস্ত কূপ, বাপী ও পুষ্ক-
 রিণী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সর্বত্র এইরূপ
 বিধিই দৃষ্ট হয়। তবে প্রাসাদ, উদ্যান ও
 প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ব্যাপারে মন্ত্রসম্বন্ধে কিছু
 কিছু বিশেষত্ব আছে। অশক্ত পক্ষে উহার
 অর্দ্ধমাত্র ক্রিয়া স্বয়ম্ভু কর্তৃক কর্তব্য বলিয়া
 নির্দিষ্ট। অল্প ক্রিয়ায় একাশ্বিবৎ কার্য্য করিবে
 বিস্তাৰ্য্য করিবে না। প্রারূঢ়কালে তোয়াশয়
 প্রতিষ্ঠায় অগ্নিষ্টৌমফল, শরৎকালেও
 ফল, হেমন্ত ও শিশির কালে বাজপেয় ও
 অতিরাত্রফল, বসন্তে অশ্বমেধ ফল এবং
 গ্রীষ্মকালে রাজহ্ময় অপেক্ষা বিশিষ্ট ফল
 ঘটে। হে মহারাজ! যে আগমশুদ্ধ-বুদ্ধি
 ব্যক্তি এই সকল বিশিষ্ট ধর্ম্মের অনুষ্ঠান
 করে, সে পুত্ৰ হইয়া নীলব্রহ্মে প্রয়াণ
 করিয়া থাকে এবং তথায় গিয়া বহু কল্পকাল
 স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করে। অনন্তর

সঠৈব বিকোঃ পরমং পদং যৎ

প্রাপ্নোতি তদ্যামকলেন ভূয়ঃ ॥ ৫৬

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে তড়াগবিধির্নামাষ্ট্র-
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

পাদপানাং বিধিঃ সূত যথাবদ্বিস্তরাহদ ।

বিধিনা কেন কর্তব্যং পাদপোদ্যাপনং বুধৈঃ ।

যে চ লোকাঃ স্মৃতাশ্চেষাং তানিদানীং বদস্ব নঃ
সূত উবাচ ।

পাদপানাং বিধিঃ বক্ষ্যে তথৈবোত্তানভূমিষু ।

তড়াগবিধিবৎ সর্বমাসাদ্য জগদীশ্বর ॥ ২

ঋত্বিক্ণপসম্ভারচাচার্য্যৈশ্চৈব তদ্বিধঃ ।

পূজয়েদ্ভ্রাক্ষণাংস্তদ্বন্ধেমবস্ত্রান্নলেপনৈঃ ॥ ৩

সর্বৌষধ্যুদৈকৈঃ সিক্তান্ পিষ্টাতকবিভূষিতান্ ।

হই পরার্ককাল অঙ্গনাগণ সহ মহন্তমাদি বহু
লোকে সুখভোগ করিয়া পুনরায় বিষ্ণুর
পরম-পদ প্রাপ্ত হয় । ৩৮—৫৮ ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

উনষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত ! পাদপ-
সমূহের প্রতিষ্ঠাবিধি যথাযথ বল এবং
কিরূপ বিধি অনুসারেই বা বুধগণ উদ্যাপন
করিবেন ? পাদপ প্রতিষ্ঠা করিলে, তাহাদের
কোন কোন লোকেই বা গতি হইয়া থাকে ?
অধুনা তাহা আমাদিগের নিকট ব্যক্ত
কর । সূত কহিলেন,—পাদপ প্রতিষ্ঠার
বিধি বলিতেছি । তড়াগপ্রতিষ্ঠার বিধি
অনুসারে সমস্ত দ্রব্যাসাদন হইবে । ঋত্বিক্ণ,
মণ্ডপ, দ্রব্যসম্ভার ও আচার্য্য এ সকলও
তদনুরূপ হইবে । বস্ত্র ও অন্নলেপনাদি
দ্বারা ভ্রাক্ষণদিগকে পূর্ববৎ পূজা করিতে

বৃক্ষান্ মালৈর্যলঙ্কত্য বাসোভিরভিবেষ্টয়েৎ
সূচ্যা সৌবর্ণয়া কার্ধ্যাং সর্বেষাং কর্ণবেধনম্ ।

অঙ্গনকাপি দাতব্যং তদ্বন্ধেমশলাকয়া ॥ ৫

কলানি সপ্ত চাষ্টৌ বা কালধৌতানি কারয়েৎ ।

প্রত্যেকং সর্ববৃক্ষাণাং বেত্যাং তান্তধিবাসয়েৎ

ধূপোহত্র শুগুণ্ডলঃ শ্রেষ্ঠস্তাত্রপাত্রৈরধিষ্ঠিতান্ ।

সর্বান ধাত্ত্বাশ্বিপান্ কুস্ত্রা বস্ত্রগন্ধান্নলেপনৈঃ ॥ ৭

কুস্ত্রান্ সর্বেষু বৃক্ষেষু স্থাপয়িত্বা নরেশ্বর ।

সহিরণ্যানশেষাংস্তান্ কুস্ত্রা বলিনিবেদনম্ ॥ ৮

যথাস্বং লোকপালানামিন্দ্রাদৌনাং বিশেষতঃ ।

বনস্পতেশ্চ বিদ্বদ্ভির্হোমঃ কার্য্যো দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৯

ততঃ শুক্রাদ্বরধরাং সৌবর্ণকৃতভূষণাম্ ।

সকাস্ত্রদোহাং সৌবর্ণ-শৃঙ্গাভ্যামতিশালিনীম্ ।

পয়স্বিনীং বৃক্ষমধ্যাহ্নংস্বজ্জৈপগামুদম্বুবীম্ ॥ ১০

ততোহভিষেকমন্ত্রেণ বাত্মমঙ্গলগীতকৈঃ ।

ঋগ্‌যজুঃসামমন্ত্রৈশ্চ বাক্রণৈরভিতস্তথা ।

হইবে । অনন্তর বৃক্ষসমূহকে সর্বৌষধি-
জলে ধৌত করিয়া রঞ্জিত তণ্ডুলাদি চূর্ণে
বিভূষিত করিবে । মাল্যদামে অলঙ্কৃত
করিয়া বস্ত্রসমূহ দ্বারা বেষ্টিত করিবে । সুবর্ণ-
নির্ম্মিত সূচী দ্বারা সমস্ত বৃক্ষের কর্ণবেধ
করিবে এবং হেমশলাকা দ্বারা অঙ্গন অর্পণ
করিবে । স্বর্ণ বা রৌপ্যময় আট কি সাতটি
ফল নির্মাণ করিয়া সমস্ত বৃক্ষবেদীর উপর
প্রত্যেকটির অধিবাস করিবে । এই কার্য্যে
ধূপার্থ শুগুণ্ডল ব্যবহার প্রশস্ত । সমস্ত
বৃক্ষের নীচে নীচে ধাত্ত্বোপরি এক একটা
কুস্ত্র স্থাপন করিতে হইবে উহাদের উপরি
উপরি এক একখানি তাত্র পাত্র থাকিবে । ঐ
কুণ্ডলি স্বর্ণ, বস্ত্র, গন্ধান্নলেপন দ্বারা ভূষিত
করিবে । তৎপরে যথাসাধ্য ইন্দ্রাদি লোকপাল
দিগকে ও বনস্পতিকে বলি নিবেদন করিয়া
বিধিযুক্ত ভ্রাক্ষণগণ হোমকার্য্য সমাধা করিবেন ।
অনন্তর এক শুক্রাদ্বরধরা হেমভূষণা, সুবর্ণ-
শৃঙ্গবতী পয়স্বিনীকে উত্তরাভিমুখী করিয়া
বৃক্ষ মধ্য হইতে ছাড়িয়া দিবে । ১—১০ ।
তৎপরে বাত ও মঙ্গলধ্বনি সহকারে দ্বিজব

তৈরৈব কুষ্ঠৈঃ স্রপনং কুর্ধ্যাদ্ভিক্ষণপুঙ্গবঃ ॥১১
 স্নাতঃ শুক্লাশ্বরস্তদ্ব্যজমানোহতিপূজয়েৎ ।
 গোভিবিভবতঃ সর্কান্নব্রিজস্তান্ সমাহিতঃ ॥১২
 হৈমশূত্রেঃ সর্কটকৈরঙ্গুণীষপবিত্রকৈঃ ।
 বাসোভিঃ শয়নীদৈশ্চ তথোপস্করপাত্রকৈঃ ।
 কীরেণ ভোজনং দত্তাদ্যাবদ্দিনচতুষ্ঠয়ম্ ॥ ১৩
 হোমশ্চ সর্ষপৈঃ কার্যো যবৈঃ কৃষ্ণতিলৈস্তথা ।
 পলাশসমিধঃ শস্তাশ্চতুর্থৈহি তথোৎসবঃ ।
 দক্ষিণা চ পুনস্তদ্বদেয়া তত্রাপি শক্তিতঃ ॥ ১৪
 যদ্যদিষ্টতমং কিঞ্চিৎ তত্তদত্তাদমৎসরী ।
 আচার্যো দ্বিগুণং দত্তাৎ প্রণিপত্য বিসর্জয়েৎ ॥
 অনেন বিধিনা যন্ত কুর্ধ্যাদ্ভিক্ষোৎসবঃ বুধঃ ।
 সর্কান্ কামানবাপ্নোতি ফলফানস্ত্যামশ্রুতে ॥১৬
 যশ্চৈকমপি রাজেন্দ্রে বৃক্ষং সংস্থাপয়েন্নরঃ ।
 সোহপি স্বর্গে বসেজাজন্ যাবদিত্যায়ুতত্রয়ম্ ॥১৭

ঋক্, যজু ও সামবেদীয় মন্ত্র, বাক্রণ মন্ত্র, ও অভিষেকমন্ত্র দ্বারা পূর্নস্থাপিত কুন্তসমূহের জলে বৃক্ষদিগকে স্নান করাইবে। কৃতস্নান যজমান শুক্লাশ্বর ধারণ করিয়া সমাহিতভাবে বিভবানুসারে গোদানপূর্বক সমস্ত ঋত্বিক্-দিগকে পূজা করিবে। তাঁহাদিগকে হৈম-শূত্র, কটক, অঙ্গুরীয়, পবিত্র বস্ত্র, ও শয্যা দান করিবে এবং চারিদিন পর্যন্ত ক্ষীর দ্বারা ভোজন করাইবে। সর্ষপ, যব ও কৃষ্ণ তিল দ্বারা হোম করিবে। এই কার্যে পলাশ সমিধ প্রস্তুত। চতুর্থ দিবসে উৎসবানুষ্ঠান কর্তব্য। পরে যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে এবং যাহা কিছু নিজের ইষ্টতম, অমৎসরী হইয়া তৎসমস্ত দান করিবে। এই কার্যে যিনি আচার্য্য হইবেন, তাঁহাকে দ্বিগুণ দক্ষিণাদি দান করিয়া প্রণিপাতপূর্বক বিদায় দিবে। যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বিধি অনুসারে বৃক্ষোৎসব সম্পন্ন করিবেন, তিনি সর্বকামনা প্রাপ্ত হইবেন এবং অনন্ত ফল লাভ করিবেন। হে নৃপবর! যিনি একটি মাত্র বৃক্ষেরও প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি তিন অযুত ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্যন্ত স্বর্গে

ভূতান্ ভব্যাংশ্চ মনুজাংশ্চারণেদ্রুমসম্মিতান্
 পরমাং সিদ্ধিমাপ্নোতি পুনরাবুত্তিহ্নতাম্ ॥ ১৮
 য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং শ্রাবয়েদ্বাপি মানবঃ ।
 সোহপি সম্পূজিতে দেবৈর্ব্রহ্মলোকে মহীয়তে
 ইতি ত্রীমাৎশ্চে মহাপুরাণে বৃক্ষোৎসবো
 নার্টমেকোনযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

যষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

মৎস্য উবাচ ।

অথবান্তং প্রবক্ষ্যামি সর্বকামফলপ্রদম্ ।
 সৌভাগ্যশয়নং নাম যৎ পুরাণবিদো বিদুঃ ॥ ১
 পুরা দক্ষেষু লোকেষু ভূত্বঃস্বর্গহাদিমু
 সৌভাগ্যং সর্বভূতানামেকস্বমভবৎ তদা ।
 বৈকুণ্ঠং স্বর্গমাসাদ্য বিবেকবাক্ষঃস্থলস্থিতম্ ॥২
 ততঃ কালেন মহতা পুনঃ সর্গবিধৌ নৃপ ।
 অহঙ্কারাবুতে লোকে প্রধান-পুরুষাষ্মিতে ॥ ৩

বাস করিয়া থাকেন। বৃক্ষসংখ্যার অনুপাতে তদীয় ভূত ও ভাবী পুরুষগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হন। তিনি নিজে পুনরাবুত্তিরহিত পরমা-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। যে মানব নিত্য ইহা শ্রবণ করে ও করায়, সে দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া ব্রহ্মলোকে বিহার করিয়া থাকে। ১—১২।

উনযষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

যষ্টিতম অধ্যায় ।

মৎস্য কহিলেন,—অন্ত আর একটি সর্ব-কাম-ফল-দায়ক ব্রতবিবরণ বলিতেছি। পুরাণবিদগণ এই ব্রতকে সৌভাগ্যশয়ন নামে বিদিত আছেন। পুরাণে ভুঃ ভুবঃ স্বঃ ও মহর্লোকাदि দ্বন্দ্ব হইয়া গেলে নিখিল ভূতবৃন্দের সৌভাগ্য তখন একস্থ হইয়াছিল। সকলের সৌভাগ্য স্বর্গধামে বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুর বাক্ষঃস্থল আশ্রয় করিয়া রহিল। হে

স্পর্শায়াঞ্চ প্রবৃত্তায়াঃ কমলাসন-কৃষ্ণয়োঃ ।
 লিঙ্গাকার সমুদ্ভূতা বহুজ্জ্বলাতিভীষণা ।
 তয়াতিতপ্তস্ত হর্যেবক্ষসস্তম্বিনিঃসৃতম্ ॥ ৪
 বক্ষঃস্থলঃ সমাশ্রিত্য বিষ্ণোঃ সৌভাগ্যমাস্থিতম্
 রসরূপং ততো যাবৎ প্রাপ্নোতি বসুধাতলম্ ॥
 উৎকৃষ্টমস্তরীক্ষে তদ্ব্রহ্মপুত্রেন ধীমতা ।
 দক্ষেন পীতমাত্রং তদ্রূপলাবণ্যকারকম্ ॥ ৬
 বলং তেজো মহজ্জাতং দক্ষস্ত পরমেষ্ঠিনঃ ।
 শেষং যদপতন্তুমাবষ্টধা সমজায়ত ॥ ৭
 ততো জনানাং সজ্জাতাঃ সপ্ত সৌভাগ্যদায়কাঃ
 ইক্ষবো রসরাজাশ্চ নিম্পাবাজাজিধান্তকম্ ॥ ৮
 বিকারবচ গোক্ষীরং কুসুমং কুঙ্কমং তথা ।
 লবণকাষ্টমং তদ্বৎ সৌভাগ্যাষ্টকমুচ্যতে ॥ ৯
 পীতং যদ্ব্রহ্মপুত্রেন যোগজ্ঞানবিদা পুনঃ ।

নৃপ ! অনন্তর বহুকাল পরে পুনরায় ষষ্টি-
 কার্য আরম্ভ হইলে জগৎ অহঙ্কারাবৃত ও
 প্রধান পুরুষে অস্থিত হইল । তখন কমলা-
 সন ও কৃষ্ণ উভয়ে পরস্পর স্পর্শা করিতে
 প্রবৃত্ত হইলে বহি হইতে এক ভীষণ
 লিঙ্গাকার জ্বালা প্রাফুর্ভূত হইল । হরি
 সেই জ্বালায় অভিভূত হইলে তদীয়
 বক্ষঃস্থল হইতে সেই পূর্বাশ্রিত সৌভাগ্য
 রসরূপে গলিত হইয়া ভূতলে পতিত
 হইল । উহা যখন পড়িয়া অন্তরীক্ষে
 উৎপতিত হয়, তখন ব্রহ্মপুত্র ধীমান্
 দক্ষ উহাকে পান করেন । তিনি পান
 করিবামাত্র ঐ সৌভাগ্য তাঁহার রূপ ও
 লাবণ্যসাধক হয় । পরমেষ্ঠী দক্ষ সেই
 হইতে মহা বলশালী ও তেজস্বী হইয়া
 উঠেন । অবশিষ্ট রসাকার সৌভাগ্য
 ভূতলে যাহা পতিত হইয়াছিল, তাহা অষ্টধা
 বিভক্ত হয় । তাহা হইতে জনগণের সাতটি
 সৌভাগ্যদায়ক বস্তু উৎপন্ন হয় ; যথা—রস-
 রাজ ইক্ষু, নিম্পাব, অজাজি, ধাতু, গোক্ষীর,
 বিকার, কুঙ্কম ও কুসুম । অষ্টম সৌভাগ্য
 লবণ । এইরূপে সৌভাগ্যাষ্টক কথিত হইয়া
 থাকে । যোগজ্ঞানবিৎ ব্রহ্মপুত্র দক্ষ

হুহিতা সাভবৎ তন্ত যা সতীত্যভিধীয়তে ॥ ১০
 লোকানতীত্য লালিত্যল্ললিতা তেন চোচ্যতে
 ত্রৈলোক্যসুন্দরীমেনামুপযেমে পিনাকধৃক্ ॥ ১১
 যা দেবী সৌভাগ্যময়ী ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদা ।
 ভামারাধ্য পুমান্ তক্ত্য নারী বা কিং ন
 বিন্দতি ॥ ১২

মহুরুবাচ ।

কথমারাধনং তন্তা জগদ্ধাত্যা জনাৰ্দ্দনঃ ।
 তদ্বিধানং জগন্নাথ তৎ সৰ্ব্বঞ্চ বদন্ত মে ॥ ১৩
 মৎস্ত উবাচ ।
 বসন্তমাসমাসাদ্য তৃতীয়ায়াঃ জনপ্রিয় ।
 শুক্লপক্ষস্ত পূর্ষাভ্বে তিলৈঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥
 তন্মিহহনি সা দেবী কিম বিশ্বাস্যনা সতী ।
 পাণিগ্রহণকৈৰ্বস্ত্রৈরবসন্তবর্ণিনী ॥ ১৫
 তয়া সঠৈব দেবেশং তৃতীয়ায়ামধার্ষয়েৎ
 ফলৈর্নানাবিধৈধু ঐন্দ্রীপ-নৈবেদ্যসংযুতৈঃ ॥ ১৬

সৌভাগ্য রস পান করিয়াছিলেন বলিয়া
 তাঁহার এক হুহিতা উৎপন্ন হয় । এই হুহিতা
 সতী নামে অভিহিত । তিনি লালিত্যে
 লোক সকল অতিক্রম করিয়া ললিতা নামে
 কীর্তিতা হন । ত্রিলোচন ঐ ত্রিলোকসুন্দরী
 ললনার পাণিগ্রহণ করেন । এই দেবীই সর্ব
 সৌভাগ্যময়ী ও ভুক্তি-মুক্তি-ফলদায়িনী ।
 ইহাকে ভক্তিপূরক আরাধনা করিয়া নারী বা
 নর কোন্ ফলই বা না প্রাপ্ত হইয়া থাকে ?
 ১—১২ । মহু কহিলেন,—হে জনাৰ্দ্দন !
 সেই জগদ্ধাত্যের আরাধনা কিরূপে করিতে
 হয় ? তাহার বিধান কি ? হে জগন্নাথ !
 তৎসমস্ত আমার নিকট ব্যক্ত করুন । মৎস্ত
 কহিলেন,—হে জনপ্রিয় ! মধুমাসের শুক্ল-
 পক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে পূর্ষাভ্বে তিলতৈলে
 স্নান করিবে । এই দিবসই সেই বরবর্ণিনী
 সতী দেবী বিশ্বাস্য বিভূর সহিত বৈবাহিক
 মন্ত্রে একত্র বাস করিয়াছিলেন । স্মৃত্যঃ
 সেই শিব শিবা উভয়েই ঐ তৃতীয়া দিনে
 অর্চনা করিবে । নানাবিধ ফল, ধূপ, দীপ
 ও নৈবেদ্যাदि এই পূজার উপচার করিবে

প্রতিমাং পঞ্চগব্যেন তথা গন্ধোদকেন তু ।
 ন্যাপয়িত্বার্চয়েদগৌরীমিন্দ্রশেখরসংযুতাম্ ॥ ১৭
 নমোহস্ত পাটলায়ৈ তু পাদৌ দেব্যাঃ শিবস্ত তু
 শিবায়েতি চ সঙ্কীৰ্ত্য জঘায়ে গুল্ফয়োৰ্ধ্বয়োঃ
 ত্রিগুণায়ৈত ক্রদ্রায় ভবাত্তৈ জজ্বয়োৰ্ধ্বগম্ ।
 শিবাং ক্রদ্রেখরায়ৈ চ বিজয়ায়েতি জাহ্ননী ।
 সঙ্কীৰ্ত্য হরিকেশায় তথোক্ত বরদে নমঃ ॥ ১৯
 ঈশায়ৈ চ কটিং দেব্যাঃ শঙ্করায়ৈতি শঙ্করম্ ।
 কুল্কিষয়ঞ্চ কোটীব্যে শূলিনে শূলপাণয়ে ॥ ২০
 মঙ্গলায়ৈ নমস্ত ভাষুদরঞ্চাভিপূজয়েৎ ।
 সৰ্বান্বনে নমো ক্রদ্রমৌশাত্তৈ চ কূচদ্বয়ম্ ॥ ২১
 শিবং বেদান্বনে তদ্বজ্রদ্রাণ্যৈ কণ্ঠমর্চয়েৎ ।
 ত্রিপুররায় বিবেশমনস্তায়ৈ করদ্বয়ম্ ॥ ২২
 ত্রিলোচনায় চ হরং বাহু কালানলপ্রিয়ে ।
 সৌভাগ্যভবনায়ৈত ভূষণানি সদাৰ্চয়েৎ
 স্বাহা স্বধায়ৈ চ মুখমৌরবায়ৈতি শূলিনম্ ॥ ২৩

পঞ্চগব্য ও গন্ধোদক দ্বারা প্রতিমাকে স্নান
 করাইবে। চন্দ্রশেখরসহ গৌরীকে পূজা
 করিবে। অনন্তর সেই হরগৌরীর সৰ্ব্বাঙ্গে
 অর্চনা করিবে; যথা—‘পাটলায়ৈ নমঃ’
 বলিয়া দেবীর এবং ‘শিবায়ে নমঃ’ বলিয়া
 শিবের পাদদ্বয়; ‘জঘায়ে’ ও ‘ত্রিগুণায় নমঃ’
 বলিয়া তাঁহাদের গুল্ফদ্বয়; ‘ক্রদ্রায়’ এবং
 ‘ভবাত্তৈ নমঃ’ বলিয়া জজ্বয়গুণ; ক্রদ্রেখ-
 রায়ৈ এবং ‘বিজয়ায় নমঃ’ বলিয়া জাহ্নদ্বয়;
 ‘হরিকেশায়’ এবং বরদায়ৈ নমঃ’ বলিয়া উক-
 দ্বয়; ‘ঈশায়ৈ’ এবং ‘শঙ্করায় নমঃ’ বলিয়া
 কটিদ্বয়; ‘কোটীব্যে’ এবং ‘শূলপাণয়ে নমঃ’
 বলিয়া কুল্কিষয়; ‘মঙ্গলায়ৈ’ এবং শূলিনে
 নমঃ’ বলিয়া উদর; ‘সৰ্বান্বনে’ এবং ‘ঈশানৈন্য
 নমঃ’ বলিয়া কূচদ্বয়; ‘বেদান্বনে’ এবং
 ‘ক্রদ্রাণ্যৈ নমঃ’ বলিয়া কণ্ঠদেশ; ‘ত্রিপুররায়’
 এবং ‘অনস্তায়ৈ নমঃ’ বলিয়া করদ্বয়;
 ‘ত্রিলোচনায়’ এবং ‘কালানলপ্রিয়ায়ৈ
 নমঃ’ বলিয়া বাহুদ্বয়; ‘সৌভাগ্যভবনায়’
 নমঃ’ বলিয়া ভূষণসমূহ; ‘স্বাহা-স্বধায়ৈ

অশোকমধুবাসিত্তৈ পূজ্যাবোঠৌ চ ভূতিদৌ ।
 স্থাণবে তু হরং তদ্বজ্রান্তং চন্দ্রমুখপ্রিয়ে ॥ ২৪
 নমোহর্কনারীশহরমসিতাকীতি নাসিকাম্ ।
 নম উগ্রায় লোকেশং ললিতেতি পুনত্রবৌ ॥ ২৫
 শর্করায় পুরহস্তায়ং বাসব্যে তু তথালকান্ ।
 নমঃ ক্রীকণ্ঠনাথায়ৈ শিবকেশাংস্ততোহর্চয়েৎ
 ভীমোগ্রসমরূপিণ্যৈ শিরঃ সৰ্বান্বনে নমঃ ॥ ২৬
 শিবমভ্যর্চ্য বিধিবৎ সৌভাগ্যাষ্টকমগ্রতঃ ।
 স্থাপয়েদঘ্রত-নিষ্পাব-কুশুম্ভ-ক্ষীর-জীরকান্ ॥
 রসরাজঞ্চ লবণং কুম্ভধূকমথাষ্টকম্ ।
 দত্তং সৌভাগ্যমিত্যম্মাং সৌভাগ্যাষ্টকমিত্যতঃ
 এবং নিবেদ্য তৎ সৰ্বমগ্রতঃ শিবয়োঃ পুনঃ ।
 ব্রাত্তৌ শৃঙ্গোদকং প্রাপ্ত তদ্বজ্রমাবরিন্দম্ ॥ ২৯
 পুনঃ প্রভাতে তু তথা কৃতস্নানজপঃ শুচিঃ ।
 সম্পূজ্য দ্বিজদাম্পত্যং বঙ্গ-মালা-বিভূষণৈঃ

এবং ‘ঈশরায় নমঃ’ বলিয়া মুখ; ‘অশোক-
 বাসিত্তৈ’ এবং ‘ভূতিদায় নমঃ’ বলিয়া ওষ্ঠদ্বয়;
 ‘স্থাণবে’ এবং ‘চন্দ্রমুখপ্রিয়ায়ৈ নমঃ’ হস্ত;
 ‘অর্কনারীশায়’ এবং ‘অসিতাপাষ্ট্যৈ নমঃ’
 বলিয়া নাসিকা; ‘উগ্রায়’ এবং ‘ললি-
 তায়ে নমঃ’ বলিয়া পুনরায় ক্রদেশ; ‘শর্করায়’
 এবং ‘বাসব্যে নমঃ’ বলিয়া অলকাবলী; এবং
 ‘ক্রীকণ্ঠায় নমঃ’ বলিয়া শিবা-শিবের কেশ-
 সমূহ অর্চনা করিবে। পরে ভীমোগ্র-
 সমরূপিণ্যৈ এবং ‘সৰ্বান্বনে নমঃ’—বলিয়া
 শিরোদেশের অর্চনা করিতে হয়। বিধিমত
 শিবার্চনার পর তাঁহাদের অগ্রে সৌভা-
 গ্যাষ্টক স্থাপন করিবে। স্তত, নিষ্পাব,
 কুশুম্ভ, ক্ষীর, জীরক, রসরাজ, লবণ ও
 কুম্ভধূক, এই অষ্ট সৌভাগ্যবস্ত্র; এই
 সৌভাগ্যাষ্টক দান করিতে হয় বলিয়া এই
 ব্রতের নাম সৌভাগ্যাষ্টক। এইরূপে সমস্ত
 বস্ত্র শিবশিবায় অগ্রে নিবেদন করিয়া
 ব্রাহ্মিযোগে শৃঙ্গোদক পানানন্তর ভূষণায়
 শয়ন করিয়া থাকিবে। ১৩—২৯। অনন্তর
 প্রভাতে উঠিয়া স্নান ও পানাদি কৃত্য সমাধা
 করিবার পর শুচি হইয়া বঙ্গ, মালা ও ভূষণ

সৌভাগ্যষ্টকসংযুক্তং সুবর্ণচরণদ্বয়ম্ ।

ঐয়তামত্র ললিতা ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৩১

এবং সংবৎসরং যাবৎ তৃতীয়য়াং সদা মনো ।

কর্তব্যং বিধিবদ্ধকৃত্য সর্বসৌভাগ্যমীপ্সতিঃ ॥

প্রাশনে দানমন্ত্রে চ বিশেষোহয়ং নিবোধ মে

শৃঙ্গোদকং চৈত্রমাসে বৈশাখে গোময়ং পুনঃ ॥ ৩২

জ্যৈষ্ঠে মন্দারকুসুমং বিশ্বপত্রং শুচৌ স্মৃতম্ ।

শ্রাবণে দধি সম্প্রাশ্রুং নভশ্চৈত্র কুশোদকম্ ।

ক্ষীরমাংসযুক্তে মাসি কার্ত্তিকে পৃথদাজ্যকম্ ।

মার্গে মাসে তু গোমুত্রং পৌষে সম্প্রাশয়েৎ-

স্মৃতম্ ॥ ৩৫

মাঘে কৃষ্ণাতিলাং তদ্বৎ পঞ্চগব্যঞ্চ ফাল্গুনে ।

ললিতা বিজয়া ভদ্রা ভবানী কুমুদা শিবা ॥ ৩৬

বাসুদেবী তথা গৌরী মঙ্গলা কমলা সতী ।

উমা চ দানকালে তু ঐয়তামিতি কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৩৭

মল্লিকাশোককমলাং কদম্বোৎপলমালতীঃ ।

কুজকং করবীরঞ্চ বাণমল্লানকুসুমম্ ॥ ৩৮

দ্বারা দ্বিজদম্পতির প্রতিমা পূজা করিবে । ঐ প্রতিমার চরণদ্বয় স্বর্ণময় হইবে । ‘ললিতা প্রীত হউন’—এই বলিয়া সৌভাগ্য্যষ্টক সহ উক্ত দম্পতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে দান করিবে । হে মনো ! সর্বসৌভাগ্যলিপ্সু মানবেরা এইরূপে এক বৎসর পর্য্যন্ত তৃতীয়া তিথিতে ভক্তির সহিত যথাবিধি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে । এই ব্রতে প্রাশন এবং দানমন্ত্রে যে বিশেষত্ব আছে, তাহা শ্রবণ কর । চৈত্র-মাসে শৃঙ্গোদক, বৈশাখে গোময়, জ্যৈষ্ঠে মন্দার কুসুম, আষাঢ়ে বিশ্বপত্র, শ্রাবণে দধি, ভাদ্রে কুশোদক, আশ্বিনে ক্ষীর, কার্ত্তিকে সদধি স্মৃত, অগ্রহায়ণে গোমুত্র, পৌষে স্মৃত, মাঘে কৃষ্ণাতিলা এবং ফাল্গুনে পঞ্চগব্য প্রাশন করিবে । ললিতা, বিজয়া, ভদ্রা, ভবানী, কুমুদা, শিবা, বাসুদেবী গৌরী, মঙ্গলা, কমলা, সতী, উমা প্রীত হউন ; দান-কালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । মল্লিকা, অশোক, কমল, কদম্ব, উৎপল, মালতী, কুজক, করবীর, বাণ, অল্লান, কুসুম,

সিন্ধুবারঞ্চ সর্বেষু মাসেসু ক্রমশঃ স্মৃতম্ ।

জবা কুসুমকুসুমং মালতী শতপত্রিকা ॥ ৩৯

যথালভ্যং প্রশস্তানি করবীরঞ্চ সর্বদা ।

এবং সংবৎসরং যাবদ্রুপোষ্য বিধিবররঃ ॥ ৪০

স্ত্রী ভক্তা বা কুমারী বা শিবমভ্যর্চ্য ভক্তিতঃ

ব্রতান্তে শয়নং দত্ত্বাৎ সর্বোপকরণসংস্মৃতম্ ॥ ৪১

উমা-মহেশ্বরং হেমং বুধতঞ্চ গবা সহ ।

স্থাপয়িত্বাশ শয়নে ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৪২

অন্তান্তপি যথাশক্ত্য মিথুনান্তদ্বাদিতিঃ ।

ধাত্তালঙ্কারগোদানৈরভ্যর্চ্যেচ্চক্লনসঞ্চয়েঃ

বিত্তশার্ঠ্যেন রহিতঃ পূজয়েদন্তবিশ্ময়ঃ ॥ ৪৩

এবং কয়োতি যঃ সম্যক্ সৌভাগ্যশয়নব্রতম্ ।

সর্বান কামানবাপ্নোতি পদমত্যন্তমস্মৃতে ।

কলশ্চৈকস্ম ত্যাগেন ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ ॥ ৪৪

য ইচ্ছন্ কীর্ত্তিমাপ্নোতি প্রতিমাসং নরাধিপ ।

সৌভাগ্য্যারোগ্যরূপায়ুর্বহ্নালঙ্কারভূষণৈঃ ।

সিন্ধুবার, জবা, কুসুম কুসুম, করবীর ও শতপত্রিকা, এই সকল কুসুমের মধ্যে বাহা যখন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রশস্ত । নর নারী কিবা কুমারী এইরূপে এক বৎসর মধ্যে যথাবিধি উপবাস করিয়া ভক্তিভরে শিবার্চনা করিবে, এবং ব্রতান্তে সর্ববিধ উপকরণাধিত এক শয্যা ব্রাহ্মণকে দান করিবে । হেমনির্ম্মিত উমা-মহেশ্বর প্রতিমা এবং গাভী সহ একটি বুধত ঐ শয্যায় স্থাপন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিয়া দিবে । অন্তান্ত মিথুনকেও বস্ত্র, ধাত্ত, অলঙ্কার, গাভী ও ধনসমূহ দ্বারা যথাশক্তি অর্চনা করিবে । এই ব্রতে বিত্তশার্ঠ্য করিবে না ; নিরতিমান হইয়া পূজা করিবে । এইরূপে যে ব্যক্তি সম্যকরূপে সৌভাগ্যশয়ন ব্রত করিবে, তাহার সর্বকাম প্রাপ্তি হইবে এবং অন্তে অনন্ত ব্রহ্মপদ লাভ করিবে । একটি কলত্যাগে এই ব্রত আচরণ করিবে । হে নৃপ ! যে ব্যক্তি প্রতিমাসে এই ব্রত করিতে ইচ্ছা করে, তাহার কীর্ত্তি লাভ হয় ; সে সৌভাগ্য, আরোগ্য, রূপ, আয়ু, বস্ত্র, অল-

ন বিযুক্তো ভবেজাজন নবাব্দুদশতত্রয়ম্ ॥৪৫
 যন্ত দ্বাদশবর্ষাণি সৌভাগ্যশয়নব্রতম্
 করোতি সপ্ত চাষ্টৌ বা শ্রীকৰ্ণভবনেহমরৈঃ ।
 পূজ্যমানো বসেৎ সম্যক্ৰূপাং কল্পাযুতত্রয়ম্
 নারী বা কুরুতে বাপি কুমারী বা নরেশ্বর ।
 সাপি তৎকলমাপ্নোতি দেবান্নগ্রহলালিতা ॥ ৪৭
 শৃগুয়াদপি যশৈশ্চ ব্রতদদ্যাৎখবা মতিম্ ।
 সোহপি বিদ্যাধরো ভূত্বা স্বর্গলোকে চিরংবসেৎ
 ইদমিহ মদনেন পূৰ্ব্বমিষ্টং
 শতধনুয়া কৃতবীৰ্য্যাম্বনা চ ।
 কৃতমথ বক্রণেন নন্দিনা বা
 কিমু জননাথ ততো যদুভবঃ স্তাৎ ॥ ৪৯
 ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে সৌভাগ্যশয়ন-
 ব্রতং নাম ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬০॥

কারাদি হইতে কদাচ বিযুক্ত হয় না; এক
 অৰ্দ্ধ শত তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত সে ঐ সকল
 ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ
 পর্য্যন্ত সৌভাগ্যশয়ন ব্রত আচরণ করে,
 সে তিন অযুত কল্পকাল যাবৎ অমরগণ
 কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া শ্রীকৰ্ণভবনে বাস
 করিয়া থাকে। হে নৃপবর! নারী বা কুমারী
 যেই কেন এই ব্রতানুষ্ঠান করুক না, দেবীর
 অনুগ্রহভাজন হইয়া ব্রতফল প্রাপ্ত হইবে।
 যিনি এই ব্রতবিবরণ শ্রবণ করিবেন, কিম্বা
 এই ব্রতচরণে বুদ্ধি জন্মাইয়া দিবেন, তিনিও
 বিদ্যাধর হইয়া চিরকাল স্বর্গলোকে বাস করি-
 বেন। পূর্বে মদন, কার্ত্তবীৰ্য্য-নন্দন শতধনু
 বক্রণ এবং নন্দী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া-
 ছিলেন। হে জননাথ! এরূপ ব্রতের মাহাত্ম্য-
 কথা আর অধিক কি বলিব? ৩০—৪৯।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ

ভূলোকোহথ ভুবলোকঃ স্বলোকোহথ মহর্জনঃ
 তপঃ সত্যঞ্চ সন্তোভে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
 পর্যায়েণ তু সর্বেষামাধিপত্যং কথং ভবেৎ ।
 ইহ লোকে শুভং রূপমাযুঃ সৌভাগ্যমেব চ ।
 লক্ষ্মীশ্চ বিপুলা নাথ কথং স্তাৎ পুরন্দরন ॥ ২
 মহেশ্বর উবাচ ।
 পুরা হতাশনঃ সার্কং মাক্রতেন মহীতলে ।
 আদিষ্টঃ পুরুহুতেন বিনাশায় সুরদ্বিষাম্ ॥ ৩
 নির্দোষে ততস্তেন দানবেষু সহস্রশঃ
 তারকঃ কমলাক্ষশ্চ কালদঃষ্ট্রঃ পরাবশুঃ ।
 বিরোচনশ্চ সংগ্রামাদপলায়ন্তপোধন ॥ ৪
 অন্তঃ সামুদ্রমাবিশ্চ সন্নিবেশমকুর্ত্তত ।
 অশক্যা ইতি তেহপ্যগ্নি-মাক্রতাভ্যামুপেক্ষিতাঃ
 ততঃপ্রভৃতি তে দেবান্ মনুষ্যান্ সহ জঙ্গমান
 সম্পীড়্য চ মুনীন সর্কান প্রবিশন্তি পুনর্জলম্ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ।

নারদ কহিলেন,—ভূলোক, ভুবলোক,
 স্বলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক,
 ও সত্যলোক এই সপ্ত দেবলোক বিখ্যাত।
 হে ত্রিপুরহর! পর্য্যায়ক্রমে ঐ সকল লোকে
 আধিপত্য লাভ করা যায় কিরূপে? এবং
 কিরূপেই বা এই লোকে শুভ, রূপ, আয়ু,
 সৌভাগ্য ও বিপুলা লক্ষ্মী লাভ ঘটে?
 মহেশ্বর কহিলেন,—পুরাকালে পুরুহুত
 কর্তৃক হতাশন মাক্রতের সাহায্যে সুরারি-
 দিগকে বিনাশ করিতে আদিষ্ট হইলেন।
 তখন হতাশনের আক্রমণে সহস্র সহস্র দানব
 দগ্ধ হইতে লাগিল। হে তপোধন! তৎ-
 কালে তারক, কমলাক্ষ, কালদঃষ্ট্র, পরাবশু ও
 বিরোচন প্রভৃতি দানবেরা সংগ্রাম হইতে
 পলায়ন করিল এবং সামুদ্রসলিলে প্রবেশ
 করিয়া বাস করিতে লাগিল। আক্রমণ করা
 অসম্ভব দেখিয়া অগ্নি ও বায়ু তাহাদিগকে
 উপেক্ষা করিলেন। ১—৫। তদবধি দেব,

এবং বর্ষসহস্রাণি বীরাঃ পঞ্চ চ সপ্ত চ ।
 জলদুর্গবলাদব্রহ্মন পীড়য়ন্তি জগন্ত্ৰয়ম্ ॥ ৭
 ততঃ পরমথো বহ্নি-মাকৃতাবমরাধিপঃ ।
 আদিদেশ চিরাদমুনিধিরেষ বিশোষ্যতাম্ ॥ ৮
 যস্মাদমুনিধিমেষ শরণং বক্রণালয়ঃ ।
 তস্মাদ্ভবন্ত্যামদৈব ক্ষয়মেব প্রণীয়তাম্ ॥ ৯
 তাবুচুস্ততঃ শক্রমুভৌ শঙ্করসুদনম্ ।
 অধর্ম্য এষ দেবেন্দ্র সাগরস্ত বিনাশনম্ ॥ ১০
 যস্মাজ্জীবনিকায়স্ত মহতঃ সঙ্করয়ো ভবেৎ ।
 তস্মান্ন পাপমত্যাবাং করবাবঃ পুরন্দর ॥ ১১
 অস্ত যোজনমাভ্রোহপি জীবকোটিশতানি চ ।
 নিবসন্তি সুরশ্রেষ্ঠ স কথং নাশমর্হতি ॥ ১২
 এবমুক্তঃ সুরেন্দ্রস্ত কোপাৎ সঃরক্তলোচনঃ ।
 উবাচেনং বচো রোষান্নির্দিহন্নিব পাবকম্ ॥ ১৩

মহুয্য, স্বাবর, জঙ্ঘম ও সমস্ত মুনিদিগকে
 উৎপীড়িত করিয়া পুনরায় তাহারা জলমধ্যে
 গিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। এইরূপে
 মাত্র সেই পাঁচ সাত জন দানববীরেরাই
 জলদুর্গে আশ্রয় করিয়া সহস্র বর্ষ পর্যন্ত
 এই ত্রিভুবন পীড়ন করিল। অনন্তর
 অমরাধিপতি অগ্নি ও বায়ুকে পুনরায়
 এইরূপ আদেশ করিলেন যে, তোমরা গিয়া
 বারিনিধিকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলো; কেন
 না, এই বারিধিই অস্মদীয় শক্রপক্ষের
 একমাত্র আশ্রয় হইয়াছে। অতএব তোমরা
 অতাই উহাকে শুদ্ধ করিয়া ফেলো। তখন
 অগ্নি ও বায়ু ইন্দ্রকে বলিলেন, হে দেবেন্দ্র !
 এরূপে সাগরের ক্ষয় সাধন করা একান্তই
 অধর্ম্য। কেন না, এক সাগরের সংক্ষয়
 উপলক্ষে বহু প্রাণী বিনষ্ট হইবে। অতএব
 হে পুরন্দর! আমরা এমন পাপাচরণ
 করিতে ইচ্ছা করি না। এই সাগরের এক
 এক যোজন মাত্র স্থানেই শত শত কোটি
 জীব বাস করিতেছে; সুতরাং হে সুর-
 শ্রেষ্ঠ! এ হেন সাগর কিরূপে নাশার্থ হইতে
 পারে? তাঁহারা এই কথা কহিলে, সুরপতি
 কোপে আরক্তনেত্র হইলেন। তিনি রোষ-

ন ধর্ম্মাধর্ম্মসংযোগং প্রাপ্নুবন্ত্যমরাঃ কচিৎ
 ভবতস্ত বিশেষেণ মাহাত্ম্যাকাধিতিষ্ঠতি ॥ ১৪
 মদাজ্জালজ্জনং যস্মান্নাকৃতেন সমং ত্বয়া ।
 মুনিব্রতমহিংসাদি পরিগৃহ্য ত্বয়া কৃতম্ ।
 ধর্ম্মার্থশাস্ত্ররহিতং শক্রং প্রতি বিভাবসো ॥ ১৫
 তস্মাদেকেন বপুষা মুনিরূপেণ মানুষে ।
 মাকৃতেন সমং লোকে তব জন্ম ভবিষ্যতি ॥ ১৬
 যদা চ মানুষ্যভূত্বং ত্বয়া গন্তে ত্যন শোষিতঃ ।
 ভবিষ্যত্যুদধির্বহ্নে তদা দেবত্বমাপ্যসি ॥ ১৭
 ইতীন্দ্রশাপাৎ পতিতো তৎক্ষণাত্তৌ মহীতলে
 অবাপ্তাবেকদেহেন কুস্তাজ্জন্ম তপোধন ॥ ১৮
 মিত্রাবরুণয়োর্বীর্ষ্যাদ্ধিসিষ্ঠস্তান্নজোহভবৎ ।
 অগস্ত্য ইত্যুগ্রতপাঃ সম্ভূত্ব পুনর্মুনিঃ ॥ ১৯
 নারদ উবাচ ।

সমুত্তঃ স কথং ভ্রাতা বসিষ্ঠস্তাতবমুনিঃ ।
 কথঞ্চ মিত্রাবরুণৌ পিতরাবস্ত তৌ স্মৃতৌ ।

ভরে পাবককে যেন দক্ষ করিয়াই কহিলেন—
 অমরগণ কৃত্রাপি ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যোগ লাভ
 করেন না। বিশেষতঃ তোমার মাহাত্ম্য
 বিলক্ষণই প্রতিষ্ঠিত আছে। এই অবস্থায়
 তুমি যখন বায়ুর সহিত একযোগে ধর্ম্ম ও
 শাস্ত্রজ্ঞানহীন শক্রর প্রতি অহিংসাদি
 মুনিব্রত গ্রহণ করিয়া আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন
 করিলে, এই অপরাধে তোমরা উভয়েই
 একদেহ হইয়া মর্ত্যে মুনিরূপে জন্ম গ্রহণ
 করিবে। পরন্তু হে বহ্নে! যখন তুমি
 মানুষ্য দেহে অগস্ত্যাখ্যা লাভ করিয়া সমুদ্র
 শোষণ করিবে, তখনই পুনরায় দেবত্ব প্রাপ্ত
 হইবে। ইন্দ্র এইরূপ অভিশাপ প্রদান
 করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ বহ্নি ও বায়ু
 ভূতলে পতিত হইলেন। হে তপোধন!
 তাঁহারা একই দেহে কুস্ত হইতে জন্ম লাভ
 করিলেন। মিত্রাবরুণের বীর্ষ্যে বশিষ্ঠের
 অন্তর্জ হইয়া জন্মিলেন। ইনিই পরবর্তী
 কালে অগস্ত্য নামে উগ্রতপা মুনি হইয়া-
 ছিলেন। ৬—১৯। নারদ কহিলেন, সেই মুনি
 বশিষ্ঠের ভ্রাতা হইলেন কিরূপে? কিরূপেই

জন্ম কৃত্তাদিগন্ত্যস্ত কথং স্তাৎ পুরস্কৃদন ॥ ২০

ঈশ্বর উবাচ

পুরা পুরাণপুরুষঃ কদাচিদগন্তমাদনে ।

কৃত্তা ধর্ম্মসুতো বিষ্ণুচচার বিপুলং তপঃ ॥ ২১

তপসা তস্ত ভীতেন বিস্মাৎ প্রেমিতাবুভৌ ।

শক্বেণ মাধবানজ্ঞাবপ্সরোগণসংযুতো ॥ ২২

তদা তদগীতবাঞ্চে নান্দরাগাদিনা হরিঃ ।

ন কামমাধবাত্ম্যঞ্চ বিষয়ান্ প্রতি চক্ষুতে ॥ ২৩

তদা কাম-মধু-স্বীণাং বিষাদমগমগণঃ ।

সঙ্কেভায় ততস্তেষাং স্কোন্ধদেশান্নরাগ্রজঃ ।

নারীমুৎপাদয়ামাস ত্রৈলোক্যজনমোহিনীম্ ॥ ২৪

সংস্কৃজ্ঞাত তয়া দেবাস্তৌ তু দেববরাবুভৌ ।

অপ্সরোভিঃ সমক্ষং হি দেবানামববীক্ষরিঃ ॥ ২৫

অপ্সরা ইতি সামান্তা দেবানামববীক্ষরিঃ ।

উর্ধ্বশীতি চ নায়েয়ং লোকে প্যাতিঃ

গমিষ্যতি ॥ ২৬

বা মিত্রাবরুণ তাঁহার পিতা হইলেন? এবং কুন্ত হইতেই বা অগস্ত্যের জন্ম ঘটিল কি প্রকারে? ঈশ্বর কহিলেন, পুরাকালে পুরাণপুরুষ বিষ্ণু গন্তমাদন শৈলে ধর্ম্মপুত্র হইয়া বিপুল তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র তপোবিস্মাৎ মদন ও মাধবকে অপ্সরোগণ সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলেন। কাম ও মাধব তথায় উপনীত হইয়া অনেকপ্রকার গীত, বাজ ও অঙ্গরাগাদি করিলেন; কিন্তু হরি তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুব্ধ হইলেন না। তখন কাম, মধু ও সেই মোহিনী অপ্সরোগণ অতীব বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। নরোত্তম হরি এই সময় তাহাদের সংক্ষেভ সমুৎপাদনের জন্ত স্বীয় উরুদেশ হইতে এক ত্রিভুবন-জনমোহিনী রমণীমূর্ত্তি উৎপাদন করিলেন। সেই অভিনব রমণী দর্শনে কাম ও মধু উভয়েই তখন ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন; এমন কি সমগ্র দেবগণেরই তাহাতে ক্ষোভ জন্মিল। ভগবান্ হরি অপ্সরোগণের সমক্ষেই দেবগণের উদ্দেশে বলিলেন, এই রমণী সাধারণের

ততঃ কাময়মানেন মিত্রেণাহুয় সৌর্ধ্বশী ।

উক্তা মাং রময়শ্চেতি বাঢ়মিত্যববীৎ তু সা ॥

গচ্ছতী চাধ্বরং তদ্বৎ স্তোকমিন্দীবরেক্ষণা ।

বরুণেন ধৃত্য পশ্চাধ্বরুণং নাভ্যনন্দত ॥ ২৮

মিত্রেণাহং বৃত্তা পূর্ব্বমজ্ঞা ভাৰ্য্যা ন তে বিভৌ ।

উবাচ বরুণশ্চিত্তং ময়ি সন্ন্যস্ত গম্যাতাম্ ॥ ২৯

গতান্নাং বাঢ়মিত্যুক্তা মিত্রঃ শাপমদাৎ তদা ।

তস্মৈ মানুষলোকে ত্বং গচ্ছ সোমসুতাস্বজম্

ভজশ্চেতি যতো বেষ্ঠাধর্ম্ম এষ ত্বয়া কৃতঃ ।

জলকুন্তে ততো বীৰ্য্যং মিত্রেণ বরুণেন চ ।

প্রক্ষিপ্তমথ সঙ্ঘাতৌ ধাবেব মুনিসন্তমৌ ॥ ৩১

নির্মির্নাম সহ স্বীভিঃ পুরং দ্যুতমদীব্যত ।

ভোগ্যা অপ্সরা মধ্যে গণ্য হইল। এই অপ্সরা উর্ধ্বশী নামে জগতে প্যাতি লাভ করিবে। অনন্তর মিত্র উর্ধ্বশীকে কামনা করিয়া আহ্বান করিলেন; বলিলেন—তুমি আমার সহিত রমণ কর। উর্ধ্বশী তাহাতে সম্মত হইল। তখন সে গমনোত্তম হইলে বরুণ সেই ইন্দীবরাক্ষীর পশ্চাৎ হইতে বস্ত্র ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিতে লাগিলেন; কিন্তু উর্ধ্বশী তাঁহার অভিপ্রায় পূরণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল; বলিল,—মিত্র আমাকে পূর্বে বরণ করিয়াছেন; সুতরাং অজ্ঞ আমি ভবদীয় ভাৰ্য্যা হইতে পারিব না। বরুণ বলিলেন, তবে তুমি আমাতে চিত্ত সন্নিবেশ করিয়া তথায় গমন কর। ২০—২৯। উর্ধ্বশী তাহাতে সম্মত হইয়া গমন করিলে মিত্র তাহাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে, যে হেতু তুমি বেষ্ঠাধর্ম্ম আচরণ করিলে, এই জন্ত মানুষলোকে গিরা পুরুষবাকে ভজনা কর। অনন্তর মিত্র ও বরুণ উভয়েই জলকুন্ত মধ্যে স্ব স্ব বীৰ্য্য নিক্ষেপ করিলেন। বীৰ্য্য নিক্ষেপ হইবার মাত্র হই জন মুনিশ্রেষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বকালে নিমি রাজা জাগণসহ ক্রৌড়া করিতেছিলেন। এই সময়ে বশিষ্ঠ তাঁহার

তত্রাস্তৈহৈত্যাঙ্গগায় বসিষ্ঠে ব্রহ্মসম্ভবঃ ॥ ৩২
তস্ত পূজামকুর্ষন্তঃ শশাপ স মুনির্নৃপম্ ।
বিদেহজ্ঞঃ ভবন্তেতি ততস্তেনাপ্যসৌ মুনিঃ ॥ ৩৩
অস্ত্রোস্ত্রশাপাচ্চ তয়োবিগতে ইব চেতসৌ ।
জগ্যতুঃ শাপমানায় ব্রহ্মাণং জগতঃ পতিম্ ॥ ৩৪
অথ ব্রহ্মণ আদেশোল্লোচনেষবসন্তিমিঃ ।
নিমেঘাঃ সূ্যশ্চ লোকানাং তদ্বিশ্রামায় নারদ ॥
বসিষ্ঠোহপ্যভবৎ তস্মিন্ জলকূস্তে চ পূর্ববৎ ।
ততঃ ষেতশ্চতুর্দ্বীহঃ সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ ।
অগস্ত্য ইতি শাস্তাঙ্ক্য বভূব ঋষিসম্ভবঃ ॥ ৩৬
মলয়শ্বেতকদেবে তু বৈখানসবিধানতঃ ।
সভাধ্যঃ সংবৃত্তো বিপ্রৈস্তপশ্চক্রে সূত্শ্চরম্ ॥
ততঃ কালেন মহতা তারকাদতিপীড়িতম্ ।
জগদ্বীক্য স কোপেন পীতবান্ বরুণালয়ম্ ॥ ৩৮
ততোহস্ত বরদাঃ সর্ষে বভূবুঃ শঙ্করাদয়ঃ ।

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ বরদানায় জগ্যতুঃ ।
বরং কুণীষ ভদ্রঃ তে যদভীষ্টঞ্চ বৈ মুনে ॥ ৩২
অগস্ত্য উবাচ ।
যাবদব্রহ্মসহস্রাণাং পঞ্চবিংশতিকোটয়ঃ ।
বৈমানিকো ভবিষ্যামি দক্ষিণাচলবর্ষনি ॥ ৪০
মদ্বিমানোদয়ে কুর্ধ্যাদ্যঃ কশ্চিৎ পূজনং মম ।
স সপ্তলোকাধিপতিঃ পর্য্যায়েন ভবিষ্যতি ॥ ৪১
ঈশ্বর উবাচ ।
এবমস্থিতি তেহপ্যুত্থা জগ্মুর্দেবা যথাগতম্ ।
তস্মাদর্ঘ্যঃ প্রদাতব্যো হ্যগস্ত্য সদা বুধৈঃ ॥ ৪২
নারদ উবাচ ।
কথমর্ঘ্যপ্রদানন্তু কর্তব্যং তস্ত বৈ বিভো ।
বিধানং যদগস্ত্যস্ত পূজনে তদ্বদন্ত মে ॥ ৪৩
ঈশ্বর উবাচ ।
প্রত্যাষসময়ে বিদ্বান্ কুর্ধ্যাদস্তোদয়ে নিশি ।
জ্ঞানং শুক্লতিলৈস্তদ্বজ্রকুমাল্যাঙ্ঘরো গৃহী ॥ ৪৪

সমীপে উপস্থিত হইলেন। নিমি তখন
তাঁহার প্রতি কোনই সম্মান প্রদর্শন
করিলেন না; তখন বশিষ্ঠ মুনি তাঁহাকে
অভিশাপ প্রদান করেন যে, তুমি বিদেহ
হইয়া রহিবে। অনন্তর নিমিও বশিষ্ঠকে
শাপ প্রদান করেন। তখন পরস্পরের
শাপপ্রভাবে পরস্পর যেন বিগতচিন্ত হইয়া
পড়িলেন। তাঁহার। তখন শাপ-সমাবেশের
জন্ত জগৎপতি ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন।
ব্রহ্মার আদেশে নিমি লোকের লোচনে কন্ম
করিতে লাগিলেন। হে নারদ! সেই
নিমির বিশ্রাম ঘাটলেই লোকসমূহের
লোচনে নিমেষপাত হয়। বশিষ্ঠ সেই
জলকূস্তে জন্ম গ্রহণ করেন। অনন্তর
ষেতবর্ণ, চতুর্দ্বীহ, সাক্ষসূত্র, কমণ্ডলুধারী,
অগস্ত্যনামধেয়, শাস্তচেতা, ঋষিপ্রবর
উৎপন্ন হইলেন। এই ঋষি মলয়াচলের
একদেশে বৈখানস বিধি অনুসারে ভাষ্যার
সহিত তীব্র তপস্শাচরণ করেন। অনন্তর
বহুকাল অতীত হইলে অগস্ত্যমুনি এই
জগৎকে তারকানুর কর্তৃক উপপ্লুত দেখিয়া
কোপভরে অনুরগণসহ সাগরকে পান করিয়া

ফেলিলেন। তাঁহার এই কার্যের জন্ত
শঙ্করাদি সুরগণ তাঁহাকে বরদানে উদ্যত
হইলেন। ব্রহ্মা, এবং বিষ্ণু তাঁহাকে বর
দান করিতে আসিলেন। আসিয়া বলিলেন
—হে মুনে তোমার মঙ্গল হউক। তুমি
অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। অগস্ত্য কহিলেন,
—সহস্র সহস্র ব্রহ্মপরিমাণের পঞ্চবিংশতি
কোটি বর্ষকাল পর্য্যন্ত আমি দক্ষিণাচল পথে
বৈমানিক হইয়া রহিব। মদীয় বিমানোদয়ে
যে কেহ আমার অর্চনা করিবে, সেই
ব্যক্তিই পর্য্যায়ক্রমে সপ্ত লোকের অধিপতি
হইতে পারিবে। ৩০—৪১। ঈশ্বর কহিলেন,—
দেবগণ ঋষির কথায় ‘তথাস্ত’ বলিয়া যথা-
স্থানে প্রস্থান করিলেন। অতএব বুধগণ
সর্বদা অগস্ত্যকে অর্ঘ্যদান করিবেন। নারদ
কহিলেন,—হে বিভো! কি করিয়া অগস্ত্যকে
অর্ঘ্যদান করিতে হয়? তাঁহার পূজাবিধি কি?
তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ঈশ্বর
কহিলেন, অতিজ্ঞ গৃহী ব্যক্তি প্রত্যাষে
অগস্ত্যদয়ে শুক্ল তিল দ্বারা স্নান করিয়া
শুক্ল মালা ও শুক্ল বস্ত্র পরিধানপূর্বক মালা

স্থাপয়েদব্রণং কুস্তং মাল্যবস্ত্রবিভূষিতম্ ।

পঞ্চরত্নসাম্যুক্তং স্মৃতপাত্রসমধিতম্ ॥ ৪৫

অকুষ্ঠমাত্রং পুরুষং তথৈব

সৌবর্ণমেবায়তবাহুদণ্ডম্ ।

চতুর্ভুজং কুস্তমুখে নিধায়

ধাত্তানি সপ্তাদ্বরসংযুতানি ॥ ৪৬

সকাংস্তপাত্রাক্ততত্ত্বিক্ষুক্রং

মস্ত্রৈণ দদ্যাদ্বিজপুঞ্জবায় ।

উৎক্লিপ্য লহোদরদীর্ঘবাহু-

মনস্তচেতা যমদিশুখঃ সন্ ॥ ৪৭

শ্বেতাঞ্চ দদ্যাদ্যদি শক্তিরস্তি

রৌপ্যঃ খুরৈর্হেমমুখীং সবৎসাম্

ধেহুঃ নরঃ ক্ষীরবতীং প্রণম্য

সবৎসঘণ্টাভরণাং দ্বিজায় ॥ ৪৮

আসপ্তরাত্রোদয়মেতদস্ত

দাতব্যমেতৎ সকলং নরৈণ ।

যাবৎ সমাঃ সপ্তদশাথবা স্যু-

রথোর্ধ্বমপ্যত্র বদন্তি কেচিৎ ॥ ৪৯

ও বস্ত্রভূষিত স্মৃতপাত্র-যুক্ত পঞ্চরত্ন-সমধিত এক অব্রণ কুস্ত স্থাপন করিবেন। অনন্তর সুবর্ণ দ্বারা এক অকুষ্ঠমাত্র পুরুষ-মূর্তি নির্মাণ করিবে; উহার মুখ চারিটী ও বাহুদণ্ড আয়ত হইবে। পরে কুস্তমুখে সপ্ত বস্ত্র, ধাত্ত এবং ঐ পুরুষপ্রতিমা স্থাপন করিবে। অনন্তর দক্ষিণমুখ হইয়া উদর লঙ্ঘিত ও বাহু উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া একাগ্রমনে মস্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে কাংস্তপাত্র, অক্ষত ও শুক্লি সহ ঐ পুরুষমূর্তি প্রদান করিবে। যদি সামর্থ্যে কুলায়, তাহা হইলে একটী শ্বেতবর্ণা সবৎসা গাভী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া প্রদান করিবে। ঐ গাভীর মুখ স্বর্ণময় ও খুর রৌপ্যময় হইবে। উহা হৃদবতী ও ঘণ্টাভরণশালিনী হওয়া প্রয়োজন। এইরূপে মানব সপ্ত রাত্রিকালীন উদয় পর্য্যন্ত এই সকল অর্ঘ্যাদি বস্ত্র দান করিবে। এইরূপে সপ্তদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অথবা কাহারও কাহারও মতে এতদপেক্ষাও

কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমাংসভব !

মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুস্তযোনে নমোহস্ত তে ।

প্রত্যদন্ত কলৈর্যোগমেবং কুর্বন্ ন সীদতি ॥ ৫০

হোমং কৃত্বা ততঃ পশ্চাদ্বর্জয়েন্নানবঃ কলম্ ।

অনেন বিধিনা যন্ত পুমানর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৫১

ইমং লোকং স চাপ্নোতি রূপারোগ্যসমধিতঃ ।

দ্বিতীয়েন ভুবলোকং স্বর্লোকঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৫২

সপ্তৈব লোকানপ্নোতি সপ্তাধীন যঃ প্রযচ্ছতি

যাবদায়ুশ্চ যঃ কুর্ধ্যাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৫৩

ইহ পঠতি শৃণোতি বা য এতদ-

যুগলমুনিপ্রভবাব্যসম্প্রদানম্ ।

মতিমপি চ দদাতি সোহপি বিষ্ণে-

ভবনগতঃ পরিপূজ্যতেহমরৌষেঃ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণেহগস্ত্যোৎপত্তিপূজা

বিধানঃ নামৈকযুক্তিমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

অধিক বর্ষ যাবৎ অগস্ত্যকে অর্ঘ্যাদি ও তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণকে উল্লিখিত দ্রব্যাদি দান করিবে। তৎপরে নমস্কার করিবে, মন্ত্র যথা—হে কাশপুষ্পপ্রতীকাশ। হে অগ্নি-মাংসভব! মিত্রাবরুণস্মৃত! কুস্ত-যোনে! তোমায় নমস্কার করি। এইরূপে প্রতি বৎসর অর্ঘ্যদানাদি কার্য্য করিয়া নর কদাচ অবসাদগ্রস্ত হয় না। পরে মানব হোম করিয়া তজ্জনিত ফলাকাঙ্ক্ষা পরি-ত্যাগ করিবে। এইরূপ বিধান অল্পসারে যে মানব অর্ঘ্য নিবেদন করে, রূপ ও আরোগ্যসম্পন্ন হইয়া সে এই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়বার্ষিক অর্ঘ্য-দানে ভুবলোক প্রাপ্ত হয়। তৎপরে তৃত্যবার্ষিক অর্ঘ্য-দানে স্বর্লোকে গতি হইয়া থাকে। এইরূপে যে ব্যক্তি সপ্ত অর্ঘ্য দান করে, তাহার সপ্ত-লোক প্রাপ্তিই ঘটিয়া থাকে। আজীবন যে ব্যক্তি ঐরূপ অর্ঘ্যাদি দান করে, সে পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে মানব এই দুই মুনির উৎপত্তি বার্তা ও অর্ঘ্য-দানাদির বিষয় শ্রবণ বা পাঠ করে, অথবা যে ব্যক্তি

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

মহুৰুবাচ ।

সৌভাগ্যারোগ্যফলদমুজ্ঞাক্ষয়াকারকম্ ।

ভুক্তি-মুক্তিপ্রদং দেব তন্মে ক্রহি জনার্দন । ১

মৎস্ত উবাচ

যজমায়াঃ পুরা দেব উবাচ পুরন্দ্রদনঃ ।

কৈলাসশিখরাসীনো দেব্যো পৃষ্টস্তদা কিল ২

কথাসু সস্তবৃত্তাসু ধর্ম্যাসু ললিতাসু চ ।

তদিদানীং প্রবক্ষ্যামি ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদম্ ৩

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণুস্বাবহিতা দেবি তথৈবানন্তপুণ্যকৃৎ ।

নরাণামথ নারীগামাবাননমহুত্তমম্ ৪

নভস্তে বাথ বৈশাথে পুণ্যমার্গশিরশ্চ চ ।

শুক্লপক্ষে তৃতীয়ায়াং শ্রুত্বাতো গৌরসর্ষপৈঃ ৫

গোরোচনং সগোমুত্রমুখং গোশকৃতং তথা ।

অবশে বা পঠনে মতি জন্মাইয়া দেয়, সকলেই
বিমুক্তবনে উপগত হইয়া অমরগণ কর্তৃক
পরিপূজিত হইয়া থাকে । ৪২—৫৪ ।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

মহু কহিলেন,—হে জনার্দন ! এক্ষণে
এমন একটি ব্রতের বিষয় বলুন—যাহা
সৌভাগ্য ও আরোগ্য-ফলপ্রদ, ভুক্তি-
মুক্তিজনক এবং পরকালে অক্ষয় ফলপ্রদা-
য়ক । মৎস্ত কহিলেন,—পুরাকালে একদা
ধর্ম্যসংক্রান্ত নানা মনোজ্ঞ কথার প্রস্তাব
আরম্ভ হইলে, উমাদেবী কৈলাসশিখরবাসী
ত্রিপুরহর হরের নিকট প্রশ্ন করিলে, তিনি
যাহা বলিয়াছিলেন, অধুনা সেই ভুক্তিমুক্তি-
প্রদায়ক কথাই কহিতেছি । ঈশ্বর কহি-
লেন,—হে দেবি ! নর ও নারীগণের
অনন্ত পুণ্যজনক উত্তম আরাধনার বিষয়
অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । পবিত্র অগ্রহায়ণ
মাসে, বৈশাখে অথবা ভাদ্র মাসে শুক্লপক্ষীয়

দধিচন্দনসম্মিশ্রং ললাটে তিলকং স্তম্বে ১

সৌভাগ্যারোগ্যদং যস্মাৎসদা চ ললিতাপ্রিয়ম্

প্রতিপক্ষং তৃতীয়াসু পুমানাপীতবাসসৌ ।

ধারয়েদথ রক্তানি নারী চেদথ সংঘতা ২

বিধবা ধাতুরক্তানি কুমারী শুক্লবাসসৌ ।

দেবীস্তু পঞ্চগব্যেন ততঃ ক্ষীরেণ কেবলম্ ।

স্নাপয়েন্মধুনা তদ্বৎ পুষ্পগন্ধোদকেন চ ৩

পূজয়েচ্ছুক্লপুষ্পৈশ্চ কলৈর্নানাবিধৈরপি ।

ধান্তকাজাজিলবণৈর্গুড়ক্ষীরস্বতাষিভৈঃ ৪

শুক্লাক্ষততিলৈরচ্যাততো দেবীঃ সদাচ্চয়েৎ

পাদাদ্যভ্যর্চনং কুর্যাৎ প্রতিপক্ষং বরাননে

বরদায়ৈ নমঃ পাদৌ তথা গুল্ফৌ নমঃ শ্রীয়ে

অশোকায়ৈ নমো জজ্ঞে পার্শ্বৈস্ত্য জাহ্নবী

তথা ৫

উরু মঙ্গলকারিণ্যৈ বামদেব্যৈ তথা কটিম্ ।

পদ্যোদরায়ৈ জঠরমুরঃ কামশ্রীয়ে নমঃ ৬

তৃতীয়া তিথিতে গৌর সর্ষপ দ্বারা স্নান
করিয়া গোময় ও গোমুত্রসহ দধিচন্দনমিশ্র
গোরোচনা দ্বারা ললাটে একটি তিলক
করিবে । কেননা, এইরূপ তিলকধারণ
ললিতার অতি প্রিয় এবং সৌভাগ্য ও
আরোগ্যপ্রদ । প্রতিপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে
পুরুষ ঈষৎ পীতবর্ণ বস্ত্র এবং নারী
সংঘত হইয়া রক্ত বস্ত্র ধারণ করিবে । বিধবা
নারী ধাতুরঞ্জিত বস্ত্র পরিবে এবং কুমারী
শুক্ল বসন পরিধান করিবে । অনন্তর
দেবীকে পঞ্চগব্য, ক্ষীর, মধু ও পুষ্পোদক
দ্বারা স্নান করাইবে । ১—৮ । পরে শুক্লবর্ণ
পুষ্প, নানাবিধ ফল, ধান্ত, অজাজি, লবণ,
গুড়, ক্ষীর, স্বত, শুক্ল অক্ষত এবং তিলাদি
দ্বারা দেবীকে নিত্য অর্চনা করিবে । প্রত্যেক
পক্ষেই পাণ্ডাদি দ্বারা দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের
পূজা করিতে হয় । পাদদ্বয়ে 'বরদায়ৈ নমঃ'
এইরূপ ক্রমে গুল্ফদ্বয়ে 'শ্রীয়ে' জহ্নবীমুখে
'অশোকায়ৈ' জাহ্নবীদ্বয়ে 'পার্শ্বৈস্ত্য', উরুদ্বয়ে
'মঙ্গলকারিণ্যৈ', কটিতে 'বামদেব্যৈ' জঠরে

করৌ সৌভাগ্যদায়িত্বে বাহুদরমুখং শ্রিতৈ ।
মুখং দর্পণবাসিত্বে স্মরদায়ৈ স্মিতং নমঃ ॥ ১৩
গৌর্ধো নমস্তথা নাসামুৎপলায়ৈ চ লোচনে ।
তুষ্ট্যৈ ললাটমলকান্ কাত্যায়ন্তৈ শিরস্তথা ॥
নমো গৌর্ধো নমো ধিত্যৈ নমঃ কাস্ত্যৈ নমঃ
শ্রিতৈ ।

রস্তায়ৈ ললিতায়ৈ চ বাসুদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
এবং সম্পূজ্য বিধিবদগ্ৰতঃ পদ্মমালিখৈঃ ।
পটৈর্দ্বাদশভির্যুক্তং কুঙ্কুমেন সর্গিকম্ ॥ ১৬
পূর্বেণ বিস্তসেদগৌরীমর্ণাঞ্চ ততঃ পরম্ ।
ভবানীং দক্ষিণে তদ্বজ্রজাগীঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ১৭
বিস্তসেৎ পশ্চিমে সৌম্যাং সদা মদনবাসিনীম্
বায়ব্যা পাটলামুগ্রামস্তরৈণ ততোহপ্যুদ্যম ॥
মধ্যে যথাসং মাসাঙ্গাঃ মঙ্গলাঃ কুমুদাঃ সতীম্ ।
রুদ্রঞ্চ মধ্যে সংস্থাপ্য ললিতাং কর্ণিকোপরি ।
কুসুমৈরক্ষতৈর্বার্ভির্নমস্কারেণ বিস্তসেৎ ॥ ১৯
গীতমঙ্গলনির্বোধান্ কারয়িত্বা সুবাসিনীঃ ।
পূজয়েদ্রক্তবাসোভৌ রক্তমালাবুলেপনৈঃ ।

‘পদ্মোদরায়ৈ’, বক্ষে ‘কামশ্রিত্যৈ’, করদ্বয়ে
‘সৌভাগ্যদায়িত্বে’, বাহু ও উদরমুখে ‘শ্রিত্যৈ’,
মুখে ‘দর্পণবাসিত্বে’ হস্তে ‘স্মরদায়ৈ’ নাসায়
‘গৌর্ধো’, লোচনে উৎপলায়ৈ’ ললাটে ও
অলকায় ‘তুষ্ট্যৈ’ এবং মস্তকে ‘কাত্যায়ন্তৈ’
নমঃ’ বলিয়া পূজা করিবে। পরে রস্তা, ললিতা
ও বাসুদেব্যীকেও পূজা করিতে হইবে।
এইরূপ পূজা করিবার পর সম্মুখে একটি
পদ্ম প্রস্তুত করিবে। উহার ষাটশটি পত্র
হইবে এবং কুঙ্কুম দ্বারা উহার কর্ণিকা
অঙ্কিত করিবে। ঐ পদ্মের পূর্ষদিকে গৌরী
ও অপর্ণা, দক্ষিণে ভবানী ও রুদ্রাঙ্গী, পশ্চিমে
সৌম্যা, মদনবাসিনী, বায়ব্যা পাটলা,
তন্মধ্যে উমা, মধ্যে যথাসংক্রমে মাংসঙ্গা,
মঙ্গলা, কুমুদা ও সতী এবং সর্ব মধ্যে রুদ্রকে
সংস্থাপনপূর্বক কর্ণিকোপরি লতিকাকে কুসুম,
অক্ষত ও জল দানান্তে নমস্কার করিয়া
স্থাপন করিবে। গীত ও মঙ্গলধ্বনি সহকারে
ঐ সকল সুবসনপরিধায়িনী দেবীকে রক্ত

সিন্দূরং স্নানবর্ণঞ্চ তাসাং শিরসি পাতয়েৎ ॥
সিন্দূর-কুঙ্কুমস্নানমতীবেষ্টতমং যতঃ ।
তথোপদেশ্টোরমপি পূজয়েদ্বজ্রতো গুরুম্ ।
ন পূজাতে গুরুষত্র সর্বাঙ্গজ্ঞানকলাঃ ক্রিয়াঃ ॥
নভস্তে পূজয়েদগৌরীমুৎপলৈরসিতৈঃ সদা ।
বন্ধুজীবৈরাস্থযুজে কার্ত্তিকে শতপত্রকৈঃ ॥ ২২
জাতীপুটৈর্পার্শ্বার্গশীর্ষে পৌষে পীতৈঃ কুরুটকৈঃ
কুন্দ-কুঙ্কমপুটৈশ্চ দেবীঃ মাঘে তু পূজয়েৎ ।
সিন্ধুবারেণ জাত্যা বা কাস্তনেহপ্যর্চ্চয়েহমাম্
চৈত্রে তু মল্লিকেশোকৈর্বৈশাখে গন্ধপাটলৈঃ ।
জ্যৈষ্ঠে কমল-মন্দারৈরাষাঢ়ে চ নবাস্থজৈঃ *
কদম্বৈরথ মালত্যা শ্রাবণে পূজয়েৎ সদা ॥ ২৪
গোমুত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্
বিশ্বপত্রার্কপুষ্পঞ্চ যবান্ গোশৃঙ্গবারি চ ॥ ২৫
পঞ্চগব্যঞ্চ বিশ্বঞ্চ প্রাশয়েৎ ক্রমশস্তদা ।
এতদ্ভাদ্রপদাদ্যন্ত প্রাশনং সমুদাহৃতম্ ॥ ২৬

বস্ত্র ও রক্ত মালাবুলেপন দ্বারা পূজা করিয়া
তাহাদিগের মস্তকে সিন্দূর ও স্নানচূর্ণ অর্পণ
করিবে; কারণ, সিন্দূর এবং কুঙ্কুম দ্বারা
স্নান অতীব প্রিয়তম। অনন্তর উপদেশ্টা
গুরুকেও পূজা করিবে। যেখানে গুরুপূজা
হয় না, তথায় সমস্ত ক্রিয়াই বিফল হইয়া
থাকে। ভাদ্রমাসে নীলোৎপল দ্বারা গৌরীকে
অর্চনা করিবে। এইরূপে আশ্বিনে বন্ধুজীব,
কার্ত্তিকে শতপত্র, মার্গশীর্ষে জাতীপুষ্প, পৌষে
পীত কুরুটক, মাঘে কুন্দ ও কুঙ্কম পুষ্প,
ফাল্গুনে সিন্ধুবার বা জাতীপুষ্প, চৈত্রে
মল্লিকা ও অশোক, বৈশাখে গন্ধপাটল, জ্যৈষ্ঠে
কমল ও মন্দার, আষাঢ়ে নবাস্থজ এবং
শ্রাবণে কদম্ব ও মালতী পুষ্প দ্বারা গৌরী
দেবীর পূজা করিবে। ১২-২৪। গোমুত্র, গোময়,
ক্ষীর, দধি, স্নাত, কুশোদক, বিশ্বপত্র, অর্ক-
পুষ্প, যব, শৃঙ্গবারি, পঞ্চগব্য এবং বিশ্ব এই
সকল এক একটি করিয়া ক্রমশঃ প্রতিমাসে
দেবীকে প্রাশনার্থ নিবেদন করিবে। ভাদ্রমাস

* জবাস্থজৈরিতি পাঠঃ কাটিংকঃ ।

প্রতিপক্ষ মিথুনং তৃতীয়ায়াঃ বরাননে ।
 পূজয়িত্বার্চয়েন্ত্য্য বস্ত্রমালাবলপটৈঃ ॥২৭
 পুংসঃ পীতাস্বরে দত্তাং স্ত্রীয়ে কৌস্তুভবাসসৌ ।
 নিম্পাবাজ্জিলবণমিস্কদণ্ডভাষিতম্ ।
 তন্ত্ৰে দত্তাং ফলং পুষ্পং সুবর্ণোৎপলসংযুতম্ ॥
 যথা ন দেবি দেবেশ্বাঃ পরিত্যজ্য গচ্ছতি
 তথা মামুদ্রাশেষ-হৃৎসংসারসাগরাং ॥ ২৯
 কুমুদা বিমলানন্তা ভবানী চ সুধা শিবা ।
 ললিতা কমলা গৌরী সতী রম্ভাথ পার্শ্বতী ॥৩০
 নভস্তাদিশু মাসেসু জীয়তামিত্যদীরয়েৎ ।
 ব্রতান্তে শয়নং দত্তাং সুবর্ণকমলাষিতম্ ॥ ৩১
 মিথুনানি চতুর্বিংশদশ দ্বৌ চ সমর্চয়েৎ ।
 অষ্টৌ ষড়্বাপাথ পুনশ্চানুমানং সমর্চয়েৎ ॥৩২
 পূর্বং দত্তা তু গুরুবে শেবানপ্যর্চয়েদবুধঃ

উক্তানন্ততৃতীয়েষা সদানন্তকলপ্রদা ॥ ৩৩
 সর্বপাপহরাং দেবি সৌভাগ্যারোগ্যবর্ধিনীম্ ।
 ন চৈনাং বিস্তৃশাঠ্যেন কদাচিদপি লজ্জয়েৎ ।
 নরো বা যদি বা নারী বিস্তৃশাঠ্যাং পতত্যধঃ ॥
 গর্তিণী স্মৃতিকা নক্তং কুমারী বাধ রোগিণী ।
 যজ্ঞশুদ্ধা তদাশ্চেন কারয়েৎ প্রযতা স্বয়ম্ ॥ ৩৫
 ইমামনন্তকলদাং যন্তু তীয়াং সমাচরেৎ ।
 কল্পকোটিশতং সাগ্রং শিবলোকে মহীয়তে ॥৩৬
 বিস্তৃহীনোহপি কুরুতে বর্ষজয়মুপোষঠৈঃ ।
 পুষ্পমজ্জবিধানেন সোহপি তৎ ফলমাধুয়াং ॥৩৭
 নারী বা কুরুতে যা তু কুমারী বিধবাথবা ।
 সাপি তৎ ফলমাপ্নোতি গৌর্যমুগ্রহলালিতা ॥
 ইতি পঠতি শৃণোতি বা য ইঞ্চঃ
 গিরিতনয়াত্র তমিস্রবাসসংস্থঃ ।

হইতে প্রশ্ন প্রদানের সূচনা করিবে।
 ইহাই শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক
 পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে ভক্তিপূর্বক বস্ত্র,
 মালা ও অনুলেপন দ্বারা হর গৌরীর
 অর্চনা করিবে। পুরুষ দেবতাকে পীত-
 বর্ণ বস্ত্রযুগল দান করিবে এবং স্ত্রীদেবতাকে
 কৌস্তুভ-বসন যুগল, নিম্পাব, অজাজি, লবণ,
 ইক্ষুদণ্ড, গুড়, ফল এবং সুবর্ণোৎপলযুক্ত
 পুষ্প সকল প্রদান করিবে এবং এইরূপ
 প্রার্থনা করিবে যে, হে দেবি! দেবেশ
 যেমন তোমায় পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্র
 গমন করেন না; তুমিও তেমনি আমায়
 পরিত্যাগ করিও না; আমাকে সংসার-
 সাগর হইতে উদ্ধার কর। অনন্তর প্রার্থনা
 করিবে যে, কুমুদা, বিমলা, অনন্তা, ভবানী,
 সুধা, শিবা, ললিতা, কমলা, গৌরী, সতী,
 রম্ভা এবং পার্শ্বতী,—এই সকল দেবী
 ভাদ্রাদি প্রতিমাসেই আমার প্রতি জীত
 হউন। ব্রতাবসানে সুবর্ণকমলাষিত শয্যা
 দান করিবে। প্রত্যেক মাসে চতুর্বিংশতি,
 দশ, অষ্ট, ষট্ অথবা হইট মিথুন অর্চনা
 করিবে। পূর্বে গুরুকে দান করিয়া পরে
 অভিজ্ঞ ব্যক্তি অপর সকলকেও অর্চনা

করিবে। এই সদা অনন্তকলদায়িনী
 অনন্ত তৃতীয়ার কথা কথিত হইল। এই
 সকল কলুষহারিণী, সৌভাগ্য ও আরোগ্য-
 বিধায়িনী তৃতীয়া তিথিকে কদাচ বিস্তৃশাঠ্য
 করিয়া অতিক্রম করিবে না। নর কিম্বা
 নারী যিনি এই তৃতীয়া উপলক্ষে বিস্তৃশাঠ্য
 করিবেন, তাঁহারই অধঃপাত ঘটিবে।
 গর্তিণী, স্মৃতিকা, কুমারী অথবা রোগিণী এই
 এই সকল নারী ব্রতোপলক্ষে রাত্রিতে
 ভোজন করিবে। আর ব্রতচারিণী যদি
 অশুদ্ধা হয়, তাহা হইলে স্বয়ং প্রযত
 থাকিয়া অশ্রু দ্বারা ব্রত করাইবে। যে
 ব্যক্তি এই অনন্ত ফল দায়ক ব্রতচরণ
 করিবে, শত কোটি কল্প কাল পর্য্যন্ত শিব-
 লোকে তাহার সুখসন্তোগ হইবে। বিস্তৃ-
 হীন ব্যক্তিও বর্ষজয় উপবাস করিয়া মাত্র
 পুষ্প ও মজ্জ বিধানেই যদি এই ব্রতানুষ্ঠান
 করে, তবে তাহার উক্ত ফল প্রাপ্তি ঘটে।
 নারী কিম্বা কুমারী অথবা বিধবা রমণীও
 যদি এই ব্রতচরণ করে, তবে গৌরীর
 অমুগ্রহে লালিত হইয়া, সেও উক্ত ফল পাইয়া
 থাকে। এই গৌরীব্রত-কথা যে ব্যক্তি
 পাঠ করে বা শ্রবণ করে, অথবা যে ব্যক্তি

মতিমপি চ দদাতি সোহপি দেবৈ-
রমরবধূজনকিন্নরৈশ্চ পূজ্যঃ ॥ ৩৯

ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণেন্নন্ততৃতীয়াব্রতঃ
নাম দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অথাস্ত্যামপি বক্ষ্যামি তৃতীয়াং পাপনাশিনীম্ ।
রসকল্যাণিনীমেতাং পুরাকল্পবিদো বিহুঃ ॥ ১
মাঘমাসে তু সম্প্রাপ্তে তৃতীয়াং শুক্লপক্ষতঃ ।
প্রাতর্গব্যোন পয়সা তিলৈঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥ ২
স্নাপয়েন্মধুনা দেবীং তথৈবেক্ষুরসেন চ ।
দক্ষিণাক্শানি সম্পূজ্য ততো বামানি পূজয়েৎ ॥
ললিতায়ৈ নমো দেব্যাঃ পাদৌ গুল্ফৌ
ততোহর্চয়েৎ ।

এই ব্রতচরণার্থ মতি জন্মাইয়া দেয়, তাহার।
সকলেই ইন্দ্রভবনে অবস্থিত হইয়া অমর,
কিন্নর ও অমর-বধূ জন কর্তৃক পূজিত হইয়া
থাকে । ২৫—৩৯ ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬২

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর অপর এক পাপ-
নাশিনী তৃতীয়ার কথা কহিতেছি । পুরাণ-
কল্পাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাকে রসকল্যাণিনী
নামে অভিহিত করেন । মাঘ মাসের শুক্ল-
পক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে প্রভাতে গব্যদুগ্ধ ও
তিল দ্বারা স্নান করিবে । পরে মধু এবং
ইক্ষুরস দ্বারা দেবীকে স্নান করাইবে এবং
অগ্রে তাঁহার দক্ষিণাক্ষ পূজা করিয়া পরে
বামাক্ষ সকল পূজা করিবে । যথা—‘ললি-
তায়ৈ নমঃ’ বলিয়া দেবীর পাদদ্বয় ও গুল্ফ-

জজ্বাং জাহ্নুং তথা শাটন্ত্য তথৈবোক্তং ত্রিৈ
নমঃ ॥ ৪

মদালসায়ৈ তু কটিমমলায়ৈ তথোদরম্ ।
স্তনৌ মদনবাসিন্যৈ কুমদায়ৈ চ কঙ্করাম্ ॥ ৫
ভুজং ভুজাগ্রং মাধবায়ৈ কমলায়ৈ মুখশ্রিতৈ ।
ক্লললাটে চ রুদ্রাণ্যৈ শঙ্করায়ৈ তথালকান্ ॥ ৬
মুকুটং বিশ্ববাসিন্যৈ শিরঃ কাটন্ত্য তথার্চয়েৎ ।
মদনায়ৈ ললাটন্ত্য মোহনায়ৈ পুনর্জীবৌ ॥ ৭
নেত্রে চন্দ্রাঙ্গধারিণ্যৈ তুষ্ট্যৈ চ বদনং পুনঃ ।
উৎকণ্ঠিত্যৈ নমঃ কণ্ঠমমৃতায়ৈ নমঃ স্তনৌ ॥ ৮
রম্ভায়ৈ বামকুল্লিকায়ৈ বিশোকায়ৈ নমঃ কটিম্ ।
হৃদয়ং মন্থখাধিক্যৈ পাটলায়ৈ তথোদরম্ ॥ ৯
কটিং সুরতবাসিন্যৈ তথোক্তং চম্পকপ্রিয়ৈ ।
জাহ্নুজজ্জ্যৈ নমো গোষ্ঠ্যৈ গায়ত্র্যৈ ষ্টিকে নমঃ
ধরাধরায়ৈ পাদৌ তু বিশ্বকর্ষ্যৈ নমঃ শিরঃ ।
নমো ভবান্যৈ কামিন্যৈ কামদেবায়ৈ জগৎপ্রিয়ৈ
এবং সম্পূজ্য বিধিবদ্বিজদাম্পত্যমর্চয়েৎ ।
ভোজয়িত্বান্নপানেন মধুরেণ বিমৎসরঃ ॥ ১২

দ্বয় অর্চনা করিবে । অনন্তর এইরূপ
ক্রমে জাহ্নু ও জজ্বা ‘শাটন্ত্য’ উরুদেশে
‘ত্রিৈ’ কটি ‘মদালসায়ৈ’ উদর ‘অনলায়ৈ’
স্তনদ্বয় ‘মদনবাসিন্যৈ’ কঙ্করা ‘কুমদায়ৈ’ ভুজ
ও ভুজাগ্র ‘মাধবায়ৈ’ মুখ ও হস্ত ‘কথনায়ৈ’
ক্ল ও ললাটে ‘রুদ্রাণ্যৈ’ অলকাবলী ‘শঙ্করায়ৈ’
মুকুট ‘বিশ্ববাসিন্যৈ’ মস্তক ‘কাটন্ত্য’; পুনরায়
ললাটে ‘মদনায়ৈ’ পুনরায় ক্লদ্বয় ‘মোহনায়ৈ’
নেত্রদ্বয় ‘চন্দ্রাঙ্গধারিণ্যৈ’ পুনরায় বদন ‘তুষ্ট্যৈ’
কণ্ঠদেশে ‘উৎকণ্ঠিত্যৈ’ স্তনদ্বয় ‘অমৃতায়ৈ’
বামকুল্লিক ‘রম্ভায়ৈ’ কটি ‘বিশোকায়ৈ’ হৃদয়
‘মন্থখাধিক্যৈ’ উদর ‘পাটলায়ৈ’; পুনরায়
কটি ‘সুরতবাসিন্যৈ’ উরুদেশে ‘চম্পকপ্রিয়ায়ৈ’
জাহ্নু ও জজ্বা ‘গোষ্ঠ্যৈ’ ষ্টিকেদ্বয় ‘গায়ত্র্যৈ’
পাদদ্বয় ‘ধরাধরায়ৈ’ এবং মস্তকে ‘বিশ্বকর্ষ্যৈ’
‘ভবান্যৈ’ ‘কামিন্যৈ’ ‘কামদেবায়ৈ’ ও ‘জগৎ-
প্রিয়ায়ৈ নমঃ’ । ১—১১ । এইরূপে যথাবিধি
দেবীপূজা সমাধা করিয়া পরে এক দ্বিজদাম্প-
ত্যিক পূজা করিবে । পূজাস্তে সরলভাবে

‘জলপূরিতং তথা কুস্তং শুক্রাশ্বরযুগদ্বয়ম্ ।
 দ্বাশ্চ সুবর্ণকমলং গন্ধমাল্যৈঃ সমচ্চ ৫৭ ॥ ১৩
 প্রীয়তামত্র কুমুদা গৃহীয়ান্নবগব্রতম্ ।
 অনেন বিধিনা দেবীঃ মাসি মাসি সদাৰ্চয়েৎ
 লবণং বর্জ্জয়েন্নাঘে কাস্তনে চ শুভং পুনঃ ।
 তৈলং রাজিঃ তথা চৈত্রে বর্জ্জ্যে চ মধু-মাধবে ॥
 পানকং জ্যৈষ্ঠমাসে তু আষাঢ়ে চাথ জীরকম্
 শ্রাবণে বর্জ্জয়েৎ কীরং দধি ভাদ্রপদে তথা ॥
 শ্রুতমাশ্বযুজে তদ্বদ্বর্জ্জ্যে বর্জ্জ্যঞ্চ মাঙ্কিকম্ ।
 ধাত্তকং মার্গশীর্ষে তু পৌষে বর্জ্জ্যে চ শর্করা ॥
 ব্রতান্তে করকং পূর্ণমেতেষাং মাসি মাসি চ ।
 দদ্যাৎক্ষিকালবেলায়াং পূর্ণপাক্ত্রেণ সংযুতম্ ॥ ১৮
 লড্ডুকান্ শ্বেতবর্ণাংশ্চ সংখ্যাবমথ পুরিকাঃ ।
 বারিকানপ্যপূপাংশ্চ পিষ্টাপূপাংশ্চ মণ্ডুকান্ ॥ ১৯
 কীরং শাকঞ্চ দধ্যন্নমিগুৰ্যোহশোকবর্তিকাঃ ।
 মাষাদিক্রমশো দদ্যাৎদেতানি করকোপরি ॥ ২০
 কুমুদা মাধবী গৌরী রস্তা ভদ্রা জয়া শিবা ।
 উমা রতিঃ সতী তদ্বনম্ভলা রতিলালসা ॥ ২১
 ক্রমান্বাঘাদি সর্বত্র প্রীয়তামিতি কীর্তয়েৎ ।

সেই দম্পতিকে মধুর অন্নপান দ্বারা ভোজন
 করাইয়া জলপূর্ণ কুস্ত, শুভ্র বস্ত্রযুগ্ম এবং
 একটি সুবর্ণ কমল দানান্তে গন্ধ ও মাল্য
 দ্বারা সেই দ্বিজদম্পতিকে সংকৃত করিবে ।
 এই তৃতীয়ব্রতে মাঘে লবণ, কাস্তনে শুভ্র,
 চৈত্রে তৈল ও সর্ষপ, বৈশাখে মধু, জ্যৈষ্ঠে
 পানক, আষাঢ়ে জীরক, শ্রাবণে কীর, ভাদ্রে
 দধি, আশ্বিনে স্নাত, কার্তিকে মাঙ্কিক, মার্গ-
 শীর্ষে ধাত্ত, এবং পৌষ মাসে শর্করা বর্জ্জনীয় ।
 প্রতিমাসে ব্রতাবসানে অপরাহ্নে পূর্ণপাক্তসহ
 ‘একটি জলপূর্ণ কমণ্ডলু দান করিবে । মাঘাদি
 মাসক্রমে ঐ কমণ্ডলুর উপর শ্বেতবর্ণ লড্ডুক,
 সংখ্যাব, পুরিকা, ঘারিক, অপূপ, পিষ্টাপূপ,
 মণ্ডক, কীর, শাক, দধ্যন্ন ও অশোক,
 বর্তিকা প্রভৃতি বস্তু দান করিবে । পরে
 কুমুদা, মাধবী, গৌরী, রস্তা, ভদ্রা,
 জয়া, শিবা, উমা, রতি, সতী, মঙ্গলা,
 ও রতিলালসা এই সকল নামে দেবীকে

সর্বত্র পঞ্চগব্যেন প্রাশনং সমুদাহৃতম্ ।
 উপবাসী ভবেন্নিত্যমশক্তে নক্তমিষ্যতে ॥ ২২
 পুনর্নাঘে তু সম্প্রাপ্তে শর্করাং করকোপরি ।
 কুস্তা তু কাঞ্চনীঃ গৌরীঃ পঞ্চরত্নসমবিতাম্ ॥
 হৈমীমঙ্গুষ্ঠমাজাঞ্চ সাক্ষস্বত্রকমণ্ডলুম্ ।
 চতুর্ভুজামিন্দুযুতাং সিতনেত্রপটাবৃতাম্ ॥ ২৪
 তদ্বদগোমিথুনং শুক্রং সুবর্ণান্তং সিতাশ্বরম্ ।
 সবস্ত্রভাজনং দদ্যাৎভবানী প্রীয়তামিতি ॥ ২৫
 অনেন বিধিনা যন্ত রসকল্যাণিনীব্রতম্ ।
 কুর্যাৎ স সর্বপাপেভ্যস্তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে ॥
 নবার্হুদসহস্রস্ত ন হুঃখী জায়তে নরঃ ।
 সুবর্ণকমলং গৌরীঃ মাসি মাসি দদন্নরঃ ।
 অগ্নিষ্টোমসহস্রস্ত যৎ ফলং তদবাগ্নুয়াৎ ॥ ২৭
 নারী বা কুরুতে যা তু কুমারী বা বরাননে ।
 বিধবা যা তথা নারী সাপি তৎ ফলমাগ্নুয়াৎ ।

সদ্বোধন করিয়া মাঘাদি প্রতিমাসে ‘প্রীত
 হউন’ বলিবে । সর্বত্রই পঞ্চগব্য দ্বারা
 প্রাশন দান বিহিত । এই ব্রতে উপবাস
 করাই বিধি ; পরন্তু অশক্ত পক্ষে নক্ত
 ভোজন বিহিত । ১২—২২। এক মাঘ হইতে
 আরম্ভ করিয়া পুনরায় মাঘ মাস আসিলে
 একটি কমণ্ডলুর উপর শর্করা ও পঞ্চরত্নাবিত
 কাঞ্চনী গৌরী মূর্তি রাখিয়া ব্রাহ্মণকে দান
 করিবে । ঐ হৈমী মূর্তি—অঙ্গুষ্ঠমাজ, অক্ষ-
 স্ত্র ও কমণ্ডলুসম্পন্ন, চতুর্ভুজা, ইন্দুযুতা
 এবং সিতনেত্রপটে আবৃত হইবে । অনন্তর
 হেমমুখশালী শুক্রবস্ত্রযুত বস্ত্র-ভাজনাবিত
 এক শুক্রবর্ণ গোমিথুন দানপূর্বক বলিবে—
 ‘ভবানী প্রীত হউন ।’ এইরূপ বিধানক্রমে
 যে ব্যক্তি রসকল্যাণিনী ব্রত করিবে, তাহার
 তৎক্ষণাৎ সর্বপাপ হইতে মুক্তি ঘটিবে ।
 নবসহস্র অর্ধুদ বর্ষ পর্যন্ত তাংকে আর
 হুঃখভাগী হইতে হইবে না । যে নর মাসে
 মাসে গৌরীকে এক একটি সুবর্ণকমল
 দান করে, তাহার সহস্র অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের
 ফল লাভ হইয়া থাকে । নারী, কুমারী,
 কিম্বা বিধবা, যে কোন রমণীই এই ব্রতের

সৌভাগ্যারোগ্যসম্পন্ন। গৌরীলোকে মহীধতে,
ইতি পঠতি শৃণোতি শ্রাবয়েদ্যঃ প্রসঙ্গাৎ
কলিকলুষবিমুক্তঃ পার্শ্বতীলোকমেতি ।
মতিমপি চ নরাণাং যো দদাতি প্রিয়ার্থং
বিবুধপতিবিমানো নায়কঃ স্তাদমোঘঃ ॥২৯
ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে রসকল্যাণিনী-
ব্রতং নাম ত্রিষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

তথৈবাত্মাং প্রবক্ষ্যামি তৃতীয়াং পাপনাশিনীম্
মায়া চ লোকে বিখ্যাতামার্জানন্দকরীমিমাং ॥
যদা শুক্লতৃতীয়ায়ামাষাঢ়কঃ ভবেৎ কচিৎ ।
ব্রহ্মকঃ বা যুগকঃ বা হস্তো মূলমথাপি বা ।
দৰ্ভগছোদকৈঃ স্নানং তদা সম্যক্ সমাচরেৎ ।

অল্পষ্ঠান করুক, সকলেই উক্ত কল প্রাপ্ত
হয় এবং সৌভাগ্য ও আরোগ্যযুতা হইয়া
গৌরীলোকে বিহার করিয়া থাকে। এই
ব্রতকথা যে ব্যক্তি পাঠ করে, শ্রবণ করে,
বা করায়, সে কলিকলুষ হইতে নিষ্কৃত
হইয়া পার্শ্বতীলোক প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন
যে ব্যক্তি এই ব্রতচরণার্থ লোকদিগের মতি
জন্মাইয়া দেয়, সে ইন্দ্রবিমানে নায়ক হইয়া
থাকে। ২৩—২৯।

ত্রিষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৩ ।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—আমি এক্ষণে অপর ।
এক পাপনাশিনী তৃতীয়ার কথা কহিতেছি,
এই তৃতীয়া লোকে আর্জানন্দকরী নামে
বিখ্যাতা। যে দিন শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া
তিথিতে পূর্ব বা উত্তরাষাঢ়া অথবা রোহিণী,
১গশিরা, বা মূলা নক্ষত্র হইবে, ঐ দিন
কুণ ও গছোদক দ্বারা সম্যকরূপে স্নান

শুক্লমাল্যদ্বয়ধরঃ শুক্লগন্ধাভূষণনঃ ।
ভবানীমর্চয়েদ্ভক্ত্যা শুক্লপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ ।
মহাদেবেন সহিতামুপবিষ্টাং মহাসনে ॥ ৩
বানুদেবো নমঃ পাদৌ শঙ্করায় নমো হরায় ।
জজ্জ্ব শোকবিনাশিত্তৈ আনন্দায় নমঃ প্রভো
রস্তায়ৈ পূজয়েদুরু শিবায় চ পিনাকিনঃ ।
আদিত্যৈ চ কটীং দেব্যাঃ শূলিনঃ শূলপাণয়ে
মাধবো চ তথা নাভিমথ শস্তোৰ্ত্ববায় চ ।
স্তনাবানন্দকারিণ্যে শঙ্করস্তে নুধারিণে ॥ ৬
উৎকর্ষিত্তৈ নমঃ কণ্ঠং নীলকণ্ঠায় বৈ হরায় ।
করাবুৎপলধারিণ্যে কুজায় চ জগৎপতে ।
বাহু চ পরিরস্তিণ্যে ত্রিশূলায় হরায় চ * ॥ ৭
দেব্যা মুখং বিলাসিত্তৈ রূষেশায় পুনর্বিভোঃ ।
স্মিতং সম্মেরলীলায়ৈ বিশ্ববজ্রায় বৈ বিভোঃ ॥৮
নেত্রে মদনবাসিত্তৈ বিশ্বধায়ে ত্রিশূলিনঃ ।
ক্রবো নৃত্যপ্রিয়ায়ৈ তু তাণ্ডবেশায় শূলিনঃ ॥৯

করিবে। স্নানান্তে শুক্লবস্ত্র ধারণপূর্বক
শুক্লগন্ধে অল্পলিপ্ত হইয়া সুগন্ধি শুক্লপুষ্প
দ্বারা মহাদেব সহ বরাসনোপবিষ্টা ভবা-
নীর অর্চনা করিবে। তৎপরে দেব-দেবীর
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পূজা করিতে হইবে। ১—৩।
যথা—দেবীর পাদদ্বয়ে ‘বানুদেবো’—
শঙ্করের ‘শঙ্করায়’ দেবীর জজ্জ্ব-যুগলে
‘শোকবিনাশিত্তৈ’—পিনাকীর ‘আনন্দায়’
দেবীর কটিদেশে ‘আদিত্য’—শূলের
‘শূলপাণয়ে’ দেবীর নাভিমণ্ডলে ‘মাধবো,—
শঙ্কর ‘ভবায়’ দেবীর স্তনদ্বয়ে ‘আনন্দ-
কারিণ্যে’—শঙ্করের ‘ইন্দুধারিণে’ দেবীর
কণ্ঠদেশে—‘উৎকর্ষিত্তৈ’—হরের ‘নীলকণ্ঠ’
দেবীর করদ্বয়ে ‘উৎপলধারিণ্যে’—জগৎ-
পতির ‘কুজায়’ দেবীর বাহুদ্বয়ে ‘পরিরস্তিণ্যে’—
হরের ‘ত্রিশূলায়’ দেবীর মুখমণ্ডলে ‘বিলা-
সিত্তৈ’—বিভুর ‘রূষেশায়’ দেবীর ঈষৎ হাস্ত
‘সম্মেরলীলায়ৈ’—বিভুর বিশ্ববজ্রায় দেবীর
নেত্রে ‘মদনবাসিত্তৈ’—ত্রিশূলীর ‘বিশ্বধায়ে’
দেবীর ক্রবয়ে ‘নৃত্যপ্রিয়ায়ৈ’—শূলপাণির

* নৃত্যশীলায় বৈ হরমিতি কচিৎ পাঠঃ ।

দেব্যাঃ ললাটমিস্ত্রাণ্যৈ হব্যাবাহায় বৈ বিভোঃ
 স্বাহায়ে মুকুটং দেব্যা বিভোগ্গাধারায় বৈ ॥ ১০
 বিশ্বকাযে বিশ্বমুখো বিশ্বপাদকরো শিবো ।
 প্রসন্নবদনো বন্দে পার্শ্বতী-পরমেশ্বরো ॥ ১১
 এবং সম্পূজ্য বিধিবদগ্রতঃ শিবয়োঃ পুনঃ ।
 পদ্মোৎপলানি রজসানানাবর্ণেন কারয়েৎ ॥ ১২
 শঙ্খচক্রে সকটকে স্বস্তিকাক্ষুশচামরান্ ।
 যাবন্তঃ পাংশবস্ত্রজ রজসঃ পতিতা ভুবি ।
 তাবৎসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১৩
 চত্বারি যুতপাত্ৰাণি সহিরণ্যানি শক্তিতঃ ।
 দধী দ্বিজায় করকমুদকান্নসমর্ষিতম্ ।
 প্রতিপক্ষং চতুর্ভাসং যাবদেতন্নিবেদয়েৎ ॥ ১৪
 ততস্ত চতুরো মাসান্ পূর্ববৎ করকোপরি ।
 চত্বারি শত্ৰুপাত্ৰাণি তিলপাত্ৰাণ্যতঃ পরম্ ॥ ১৫
 গন্ধোদকং পুষ্পবারি চন্দনং কুঙ্কুমোদকম্ ।
 অপকং দধি দুগ্ধঞ্চ গোশৃঙ্গোদকমেব চ ॥ ১৬

‘তাণ্ডবেশায়’ দেবীর ললাটে ‘ইস্ত্রাণ্যৈ’—
 বিভুর ‘হব্যাবাহায়’ এবং দেবীর মুকুটে
 ‘স্বাহায়ে’—বিভুর ‘গগ্গাধারায় নমঃ’; এই
 বলিয়া বিশ্বকায, বিশ্বমুখ, বিশ্বকর-চরণ,
 প্রসন্নানন, শিবময় পার্শ্বতী ও পরমেশ্বকে
 আমি বন্দনা করি, এই বাক্যে যথাবিধি শিব-
 শিবায় পূজা করিয়া তাঁহাদের অগ্রভাগে
 নানাবর্ণের রজোদ্বারা পদ্মোৎপল, শঙ্খ, চক্র,
 বলয়, স্বস্তিক, অক্ষুশ ও চামর প্রস্তুত করিবে ।
 এইরূপ করিলে, যতসংখ্যক রজঃকণা ভূতলে
 পতিত হইবে, ততকর্তা তত সহস্রবর্ষ যাবৎ
 শিবলোকে সম্মানিত হইয়া থাকিবে । এই
 ব্রতে শক্তি অল্পসারে ব্রাহ্মণকে হিরণ্যসহ
 চারিটী যুতপাত্ৰ প্রদানপূর্বক চারিমাস পর্য্যন্ত
 প্রতিপক্ষে এক একটি করিয়া অন্নজলসহ
 কমণ্ডলু নিবেদন করিয়া দিবে । অনন্তর
 চারিমাস যাবৎ পূর্বের স্থায় কমণ্ডলুর উপরি-
 ভাগে চারিটী শত্ৰুপাত্ৰ ও চারিটী তিলপাত্ৰ
 দান করিবে । মার্গশীর্ষ হইতে আরম্ভ
 করিয়া প্রতিমাসীয় তৃতীয়া তিথিতে ক্রমশঃ
 গন্ধোদক, পুষ্পবারি, চন্দন, ও কুঙ্কুমোদক,

পিষ্টোদকং তথা বারি কুর্চ্চূর্ণাষিতং পুনঃ ।
 উশীরসলিলং তদ্বদ্যবচূর্ণোদকং পুনঃ ॥ ১৭
 তিলোদকঞ্চ সম্প্রাপ্ত্য অপেয়গার্গশিরাতিম্ ।
 মাসেসু পক্ষদ্বিতয়ং প্রাশনং সমুদাহৃতম্ ॥ ১৮
 সর্বত্র শুক্লপুষ্পাণি প্রশস্তানি সদাচর্চনে ।
 দানকালে চ সর্বত্র মন্ত্রমেতমুদীয়য়েৎ ॥ ১৯
 গৌরী মে প্রীয়তাং নিত্যমঘনাশায় মঙ্গলা ।
 সৌভাগ্যায়ান্ত ললিতা ভবানী সর্বসিদ্ধয়ে ॥ ২০
 সংবৎসরান্তে লবণং শুভকুন্তঞ্চ সর্জিকাম্ ।
 চন্দনং নেত্রপটঞ্চ সহিরণ্যাবুজেন তু ॥ ২১
 উমা-মহেশ্বরং হৈমং তদ্বদিস্কফলৈর্নয়িতম্ ।
 সতুলাবরণাং * শয্যাং সবিশ্রামাং নিবেদয়েৎ
 সপত্নীকায় বিপ্রায় গৌরী মে প্রীয়তামিতি ॥ ২২
 আর্জানন্দকরী নাম্না তৃতীয়েষা সনাতনী ।
 যামুপোষ্য নরো যাতি শস্তোর্থৎ পরমং পদম্ ॥
 ইহ লোকে সদানন্দমাপ্নোতি ধনসম্পদঃ ।
 আয়ুরারোগ্যসম্পত্ত্যা ন কশ্চিচ্ছোকমাধুয়াৎ ॥

অপক দুগ্ধ ও দধি, গোশৃঙ্গোদক, পিষ্টোদক,
 কুর্চ্চূর্ণাষিত জল, উশীরসলিল, যব-চূর্ণোদক ও
 তিলোদক এই সকল প্রাশন করিয়া নিজা
 যাইবে । প্রত্যেক মাসের উভয় পক্ষেই প্রাশন
 বিহিত হইয়াছে ১৪-১৮। অর্চনকালে সর্বত্রই
 শুক্লপুষ্প সকল প্রশস্ত । দানকালে, এই মন্ত্র
 উচ্চারণ করিবে ; যথা—মঙ্গলা গৌরী আমার
 পাপনাশার্থ প্রীত হউন, ললিতা ভবানী
 আমার সর্বসিদ্ধি ও সর্ব সৌভাগ্যজননী
 হউন । অনন্তর সংবৎসর পরে লবণ, শুভকুন্ত,
 সর্জিকা, চন্দন, নেত্রপট, হেমপদ্ম, হৈম
 উমা-মহেশ্বরমুষ্টি, ইস্কফল, উপাধান ও
 তুলাবরণসহ শয্যা সপত্নীক ব্রাহ্মণকে ‘গৌরী
 আমার প্রতি প্রীত হউন’ বলিয়া নিবেদন
 করিবে । এই সনাতনী তৃতীয়া আর্জানন্দ-
 করী নামে বিখ্যাত । ইহাতে উপবাস
 করিয়া পরে শত্ৰুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে এবং ইহলোকে সত্যত আনন্দ ও

* সাত্তরাবরণামিতি পাঠান্তরম্ ।

নারী বা কুরুতে যা তু কুমারী বিধবা চ যা ।
 নাপি তৎ কলমাপ্নোতি দেব্যমুগ্রহলালিতা -
 প্রতিপক্ষমুপোষ্যেবং মজ্জার্কনবিধানবিৎ ।
 রুদ্রাণীলোকমভ্যোতি পুনরাবুত্তিহ্লতম্ ॥ ২৬
 য ইদং শৃণুয়ারিত্যং শ্রাবয়েদ্বাপি মানবঃ ।
 শক্রলোকে স গন্ধর্ভৈঃ পূজ্যতেহপি যুগত্রয়ম্
 আনন্দদাঃ সকলদুঃখহরাঃ তৃতীয়াঃ
 যা স্ত্রী করোত্যবিধবা বিধবাথ বাপি
 সা য়ে গৃহে সুখশতান্তুভুভুয় ভুয়ো
 গৌরীপদং সদয়িতা দয়িতা স্নেয়তি ॥ ২৮
 ইতি জীমাৎস্তে মহাপুরাণে আর্জানন্দকরী-
 তৃতীয়াব্রতং নাম চতুঃষষ্টিতমো-
 দধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

ধন-সম্পদ লাভ করিতে পারে। এই ব্রত-
 কর্ত্তা নর কদাচ আয়, আরোগ্য ও সম্পত্তি
 হইতে বঞ্চিত হয় না এবং কখন শোক প্রাপ্ত
 হয় না। নারী, কুমারী কিম্বা বিধবা এই ব্রত-
 স্থষ্ঠান করিলে দেবীর অনুগ্রহে লালিত
 হইয়া উক্ত ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। মজ্জার্কন-
 বিধিজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিপক্ষে এইরূপ উপবাস
 করিয়া ব্রত করিলে পুনরাবুত্তিরহিত রুদ্রাণী-
 লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে মানব নিত্য
 ইহা শ্রবণ করেন, বা অপরকে শ্রবণ করান,
 তিনি যুগত্রয় পর্য্যন্ত গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তক ইন্দ্র-
 লোকে অর্চিত হইয়া থাকেন। যে বিধবা
 বা অবিধবা নারী এই সকলদুঃখহরা আনন্দদা
 তৃতীয়া তিথিতে ব্রতানুষ্ঠান করে, সে
 নারী স্বীয় গৃহে শত শত সুখ অনুভব
 করিয়া অস্তে পতিসহ গৌরীপদ প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে। ১২—২৮।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চাষষ্টিতমোঃ দ্বাঃ

ঈশ্বর উবাচ।

অথাত্মামপি বক্ষ্যামি তৃতীয়াং সর্বকামদাম্ ।
 যন্তাঃ দত্তং হৃতং জপ্তং সর্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥
 বৈশাখশুক্লপক্ষে তু তৃতীয়া যৈরুপোষিতা ।
 অক্ষয়ঃ ফলমাপ্নোতি সর্বশ্চ স্কুরুতস্ত ৮ ॥ ২
 সা তথা কৃত্তিকোপেতা বিশেষেণ সুপূজিতা ।
 তত্র দত্তং হৃতং জপ্তং সর্বমক্ষয়মুচ্যতে ॥ ৩
 অক্ষয়া সন্ততিস্তান্তান্তান্তাঃ স্কুরুতমক্ষয়ম্ ।
 অক্ষতৈস্ত নরাঃ স্নাতা বিকোদরা তথাক্তান
 বিপ্রেষু দদ্বা তানেব তথা শত্ৰুং সুসংস্কৃতান
 যথান্নভুজ্যহাভাগঃ ফলমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ৫
 একামপ্যুক্তবৎ কৃদ্বা তৃতীয়াং বিধিবন্নরঃ ।
 এতাসামপি সর্গাসাং তৃতীয়ানাং ফলং ভবেৎ

পঞ্চাষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন, অনন্তর অপর এক সর্ব-
 কামদায়িনী তৃতীয়া তিথির বিষয় বলিতেছি।
 এই তিথিতে দান, হোম, জপ যাহা কিছু করা
 যায়, সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে। বৈশাখ
 মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে যে সকল
 লোক উপবাস করে, তাহারা নিখিল স্কুরুত-
 সকলের অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
 এই তৃতীয়া তিথি কৃত্তিকানক্ষত্রে অধিতা
 হইলে সর্বিশেষ প্রশস্ত হয়। তাহাতে দান,
 হোম বা জপ যে কিছু করা যায়, সকলই
 অক্ষয় ফলজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। এই
 তিথিতে ব্রতকারিণী রমণীয় সন্ততি ও স্কুরুত
 অক্ষয় হইয়া থাকে। নরগণ অক্ষত দ্বারা
 স্নান করিয়া বিষ্ণুকে অক্ষত ও বিপ্র-
 বর্গকে সুসংস্কৃত শত্ৰু দান করিয়া স্বয়ং
 যথানির্দিষ্ট অন্ন ভোজন করিলে মহা-
 ভাগ্যশালী হইয়া অক্ষয় ফল প্রাপ্ত
 হয়। ১-৫। নর বিধিপূর্ব্বক উল্লিখিতরূপে এক-
 বার মাত্র তৃতীয়াব্রত করিলেও এই

তৃতীয়ায়াঃ সমভ্যর্চ্য সোপবাসো জনার্দনম্ ।
রাজস্বয়ফলং প্রাপ্য গতিমগ্ৰ্যাঞ্চ বিন্দতি ॥ ৭
ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণেহক্ষয়তৃতীয়াব্রতঃ
নাম পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

মন্ত্রকবাচ ।

মধুরা ভারতী কেন ব্রতেন মধুসূদন ।
তথৈব জনসৌভাগ্যং মতিং বিদ্যাসু কৌশলম্
অভেদশ্চাপি দম্পত্যোস্তথা বন্ধুজনেন চ ।
আয়ুশ্চ বিপুলং পুংসাং তন্মে কথয় মাধব ॥ ২
মৎস্য উবাচ ।
সম্যক্ পুষ্টিং ত্বয়া রাজন্ শৃণু সারস্বতং ব্রতম্ ।
যস্য সঙ্কীৰ্ত্তনাদেব ত্বয়াতীহ সরস্বতী ॥ ৩
যো যচ্চক্ৰঃ পুমান্ কুধ্যাদেতদব্রতমন্ত্রকম্ ।

সমস্ত তৃতীয়ারই ফল লাভ করে। এই
তৃতীয়ায় উপবাস করিয়া জনার্দনকে অর্চনা
করিলে রাজস্ব-ফললাভান্তে উত্তম গতি
প্রাপ্ত হয়। ১—৭।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ।

মন্ত্র কহিলেন,—হে মধুসূদন! কোন
ব্রত করিলে, মধুরবাণী, জাগতিক সৌভাগ্য,
সাধু মতি, বিজ্ঞায় কৌশল, অবিচ্ছেদ
দাম্পত্যমিলন, বন্ধুজন সহ স্থির সৌহৃদ্য
এবং দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হওয়া যায়? হে মাধব!
তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। মৎস্য
কহিলেন—হে রাজন্! তুমি উত্তম প্রশ্ন
করিয়াছ, এই এক সারস্বত ব্রত বিবরণ
শ্রবণ কর। এই ব্রতবার্তা কীৰ্ত্তন মাত্রেই
সরস্বতী দেবী তুষ্ট হইয়া থাকেন। যিনি
যে দেবতার ভক্ত, সেই দেবতা সম্বন্ধীয়
প্রশস্ত দিনে এই উত্তম ব্রত সকলেরই

ভদ্রাসরাদৌ সম্পূজ্য বিপ্রান্নেতান্ সমাচরেৎ ॥
অথবাদিত্যবারেণ গ্রহতারাবলেন চ ।
পায়সং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ কুন্ডা ব্রাহ্মণবাচনম্ ॥ ৫
শুক্লবস্ত্রাণি দত্ত্বা চ সহিরণ্যানি শাক্তিতঃ ।
গায়ত্রীং পূজয়েত্তুক্ত্যা শুক্রমাল্যানুলেপনৈঃ ॥
যথা ন দেবি ভগবান্ ব্রহ্মলোকে পিতামহঃ ।
স্বাং পরিত্যজ্য সন্তিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা ॥
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্গাণি গীতনৃত্যাদিকঞ্চ যৎ ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্ত মিত্রয়ঃ ॥ ৮
লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টীগৌরী তুষ্টিঃ প্রভা মতিঃ ।
এতাভিঃ পাণ্ডি অষ্টোভিস্তুভির্মিঃ সরস্বতি ॥ ৯
এবং সম্পূজ্য গায়ত্রীং বীণাঙ্কমালাধারিণীম্ *
শুক্লপুষ্পাঙ্কিতৈর্ভুক্ত্যা সকমণ্ডলুপুস্তকাম্ ।
মৌনব্রতেন ভূজীত সাযংপ্রাতস্ক ধর্ম্যাবৎ ॥ ১

কর্তব্য। দিবসের প্রথম ভাগে ব্রাহ্মণ-
দিগকে পূজা করিয়া এই ব্রত আরম্ভ করিবে,
অথবা রবিবারে গ্রহ ও নক্ষত্রের বলানুসারে
ব্রাহ্মণবাচনান্তে ব্রাহ্মণদিগকে শুক্ল বস্ত্র ও
সাধ্য পক্ষে হিরণ্যদানান্তে পায়স ভোজন
করাইবে। অনন্তর শুক্রমাল্য ও অনুলেপন
দ্বারা ভক্তিপূরক গায়ত্রীর পূজা করিয়া
বলিবে—হে দেবি! ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে
তোমায় পরিত্যাগ করিয়া কখনই অবস্থান
করেন না, তুমি আমার প্রতি বরপ্রদা হও।
হে দেবি! সর্ববেদ, সর্বশাস্ত্র এবং গীত
নৃত্যাদি যে কিছু বস্তু, তুমি বিনা কেহই
কিছু নহে; তোমার রূপায় আমার সিদ্ধি
সকল সংঘটিত হউক। হে সরস্বতি! লক্ষ্মী,
মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, প্রভা ও মতি
এই অষ্ট তনু দ্বারা তুমি আমায় রক্ষা কর।
১-৯। এইরূপে বীণা ও অঙ্কমালাধারিণী এবং
কমণ্ডলু ও পুস্তকহস্তা গায়ত্রী দেবীকে শুক্ল
পুষ্প ও অঙ্কিত দ্বারা ভক্তিভরে অর্চনা
করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি মৌনাবলম্বনে সাযং
প্রাতঃ উভয় সমুদায় ভোজন করিবে,

বাণীং ক্ষয়নিবারিণীমিতি পাঠঃ কাচিৎকঃ ।

পঞ্চমাঃ প্রতিপক্ষক পূজয়েদ্ ব্রহ্মবাসিনীম্ ।
 তথৈব তণ্ডুলপ্রস্থং হৃতপাত্রেণ সংযুতম্ ।
 ক্ষীরঃ দদ্যাৎকিরণ্যক গায়ত্রী প্রীতামিতি ॥ ১১
 সঙ্ক্যাযাক তথা মোনমেতৎ কুর্স্বন সমাচরেৎ ।
 নাস্তরা ভোজনং কুর্ধ্যাদ্যাবম্বাসাস্ত্রয়োদশ ॥ ১২
 নমঃপ্তে তু ব্রতে কুর্ধ্যাভোজনং শুক্লতণ্ডুলৈঃ ।
 পুষ্পং সবহুগুণক দদ্যাৎপ্রায় ভোজনম্ ॥ ১৩
 দেব্যা বিতানং ঘটাকা সিতনেত্রে পয়স্বিনীম্ ।
 চন্দনং বহুগুণক দদ্যাচ্চ শিখরং পুনঃ ॥ ১৪
 তথোপদেষ্টারমপি ভক্ত্যা সম্পূজয়েদশুকম্ ।
 বিত্তশাঠ্যেন রহিতো বহুমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ১৫
 অনেন বিধিনা যন্ত কুর্ধ্যাৎ সারস্বতং ব্রতম্ ।
 বিদ্যাবানর্থসংযুক্তো রক্তকর্ণশ্চ জায়তে ॥ ১৬
 সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন ব্রহ্মলোকে মহীষতে ।
 নারী বা কুরুতে যা তু সাপি তৎফলগামিনী ।
 ব্রহ্মলোকে বসেদ্রাজনু যাবৎ কল্মষুতদ্রয়ম্ ॥ ১৭

প্রতিপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে ব্রহ্মবাসিনীকে
 পূজা করিবে এবং হৃতপাত্র সহ তণ্ডুল-
 প্রস্থ, ক্ষীর ও কিরণ্য 'গায়ত্রী প্রীত হউন'
 বলিয়া নিবেদন করিবে। সঙ্ক্যা কালে মোন
 হইয়া এইরূপ কার্য্য করিবে। ইহার মধ্যে
 ভোজন করিবে না। ত্রয়োদশ মাস যাবৎ
 এইরূপ নিয়মই চলিবে। ব্রত সমাপ্ত
 হইলে শুক্ল তণ্ডুল ভোজন করিবে।
 ভোজনের পূর্বে ব্রাহ্মণকে বহুগুণ ও
 ভোজ্য বস্তু দান করিবে। দেবীর উদ্দেশে
 বিতান, ঘট, চন্দন, বহু-
 গুণ ও শিখর প্রদান করা কর্তব্য। অনন্তর
 উপদেষ্টা গুরুকে ভক্তিপূর্ব্বক বস্ত্র, মাল্য ও
 অনুলেপন দ্বারা অর্চনা করিবে। বিত্তশাঠ্য
 করিবে না। এইরূপ বিধি অনুসারে যে
 ব্যক্তি এই সারস্বত ব্রত করে, সে বিদ্যাবান,
 অর্থশালী ও সুকর্ণ হয় এবং সরস্বতীর
 প্রসাদে অন্তে তাহার ব্রহ্মলোকে গতি
 হইয়া থাকে। কোন রমণী এইরূপ ব্রতের
 অনুষ্ঠান করিলেও উক্ত ফলভাগিনী হয়
 এবং তিন অযুত কল্প কাল পর্য্যন্ত তাহার

সারস্বতং ব্রতং যন্ত শৃণ্বাদপি যঃ পঠেৎ ।
 বিদ্যাধরপুরে সোহাপ বসেৎ কল্মষুতদ্রয়ম্ ॥ ১৮
 ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে সারস্বতব্রতং নাম
 ষট্শষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

মন্ত্রকুবাচ ।

চন্দ্রাদিত্যোপরাগে তু যৎ গ্নানমভিধীয়তে ।
 তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি দ্রব্যমন্ত্রবিধানবিৎ ॥ ১
 মৎস্য উবাচ ।

যন্ত রাশিঃ সমাসাদ্য ভবেদগ্রহণসংপ্রবঃ ।
 তন্ত গ্নানং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রৌষধবিধানতঃ ॥ ২
 চন্দ্রোপরাগং সম্প্রাপ্য কুত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্ ।
 সম্পূজ্য চতুরো বিপ্রান্ শুক্লমাল্যানুলেপনৈঃ
 পুষ্পমেবোপরাগস্ত সমাসাদ্যৌষধাদিকম্ ।
 স্থাপয়েচ্চতুরঃ কুস্তানব্রণান্ সাগরানিতি ॥ ৪

ব্রহ্মলোকে বাস হইয়া থাকে। হে রাজন!
 এই সারস্বত ব্রতের বিবরণ যে ব্যক্তি শ্রবণ
 বা পাঠ করে, তিন অযুত কল্প কাল যাবৎ
 তাহার বিদ্যাধরপুরে বাস হয়। ১০—১৮ ।

ষট্শষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৬ ।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় ।

মন্ত্র বলিলেন,—চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে যে
 গ্নানকিয়া উক্ত হইয়াছে, হে দ্রব্য ও মন্ত্র-
 বিধিজ্ঞ ! আমি সেই গ্নানবিধি শ্রবণ
 করিতে ইচ্ছা করি। মৎস্য কহিলেন,
 বাহার যে রাশি, সেই রাশিগত চন্দ্র কিম্বা
 সূর্য্য যদি গ্রহ কর্তৃক গ্রস্ত হন, তাহা হইলে
 মন্ত্র ওষধি প্রয়োগে তাহাতে গ্নান করিতে
 হয়। সেই গ্নানবিধি বলিতেছি। চন্দ্রগ্রহণ-
 কাল প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণবাচনপূর্ব্বক শুক্ল
 মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা চারিটা ব্রাহ্মণকে
 পূজা করিবে। গ্রহণ হইবার পূর্বে হইতেই
 ওষধি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া চারিটা অচ্ছিন্ন

গজাশ্বরথ্যাবশ্রীক-সঙ্গমাদহুদগোকুলাৎ ।
রাজদ্বারপ্রদেশাচ্চ মৃদমানীয়ে চাক্ষিপেৎ ॥ ৫
পঞ্চগব্যঞ্চ কুন্তেষু শুক্লমুক্রাকফলানি চ ।
রোচনাং পদ্ম-শঙ্খৌ চ পঞ্চরত্নসমধিতম ॥ ৬
ক্ষুটিকং চন্দনং শ্বেতং তীর্থবারি সসর্ষপম্ ।
রাজদন্তং স্কুমুদং তথৈবোশীরগুণ্ডলম্ ।
এতৎ সর্ষং বিনিষ্কিপ্য কুন্তেষাবাহয়েৎ সুরান
সর্ষে সমুদ্রাঃ সরিতস্তীর্ণানি জলদা নদাঃ ।
আয়ান্ত যজমানস্তা ছরিতক্ষয়কারকাঃ ॥ ৮
যোহসৌ বজ্রধরো দেব আদিত্যানাং প্রভূর্নতঃ
সহস্রনয়নশ্চেলো গ্রহপীড়াং ব্যাপোহতু ॥ ৯
মুখং যঃ সর্ষদেবানাং সপ্তার্চিরমিতহ্যতিঃ ।
চন্দ্রোপরাগসমুত্তামগ্নিঃ পীড়াং ব্যাপোহতু ॥ ১০
যঃ কশ্মসাক্ষী ভূতানাং ধর্মো মহিষবাহনঃ ।
যমশ্চন্দ্রোপরাগোথাং মম পীড়াং ব্যাপোহতু *

কুন্ত স্থাপন করিবে। উক্ত কুন্তচতুষ্টয়কে
মাগর বলিয়া কল্পনা করিবে। গজ, ও অশ্ব-
স্থান, রথ্যা, বশ্রীক, নদীসঙ্গম ও রাজ-
দ্বার হইতে মুক্তিকা আনিয়া ঐ কুন্তসমূহ-
মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। এতদ্ভিন্ন পঞ্চগব্য,
শুক্ল মুক্রাকফল, রোচনা, পদ্ম, শঙ্খ, পঞ্চরত্ন,
ক্ষুটিক, শ্বেত চন্দন, সর্ষপ, তীর্থবারি, রাজ-
দন্ত, স্কুমুদ, উশীর, ও গুণ্ডল, এই সকল
বস্তু কুন্তমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কুন্তে সুর-
গণকে আহ্বান করিবে; বলিবে,—সমস্ত
সমুদ্র, সরিৎ, তীর্থ, জলদ ও নদগণ আগমন
করুন।—আসিয়া যজমানের পাপক্ষয়
করুন। যিনি বজ্রধর দেব—আদিত্যগণের
প্রভু, সহস্রনয়ন ইন্দ্র, তিনি গ্রহপীড়া অপ-
নয়ন করুন। ভূতবৃন্দের কশ্মসাক্ষী, মহিষ-
বাহন, ধর্মরাজ যম, চন্দ্রোপরাগ-জনিত মদীয়
পীড়া প্রশমিত করুন। মকরবাহন, নাগ-
পাশধর, বরুণদেব, চন্দ্রগ্রহ-পীড়া অপনীত
করুন। যিনি কৃষ্ণমৃগপ্রিয়, বায়ু প্রাণরূপে

নাগপাশধরো দেবঃ সাক্ষান্নকরবাহনঃ ।
স জলাধিপতিশ্চন্দ্র-গ্রহপীড়াং ব্যাপোহতু ॥ ১২
প্রাণরূপেণ যো লোকান্ পাতি কৃষ্ণমৃগপ্রিয়ঃ ।
বায়ুশ্চন্দ্রোপরাগোথাং পীড়ামত্র ব্যাপোহতু ॥ ১৩
যোহসৌ নিধিপতির্দেবঃ খড়্গা-শূল গদাধরঃ ।
চন্দ্রোপরাগকলুষং ধনদো মে ব্যাপোহতু ॥ ১৪
যোহসাবিন্দুধরো দেবঃ পিনাকী বুধবাহনঃ ।
চন্দ্রোপরাগজাং পীড়াং বিনাশয়তু শঙ্করঃ ॥ ১৫
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ।
ব্রহ্মবিষ্ণুর্কল্মাশানি তানি পাপং দহন্তু বৈ ॥ ১৬
এবমামন্ত্র্য তৈঃ কুন্তরতিষিক্তো গুণাধিতৈঃ
ঋগুযজুঃসামমন্ত্রৈশ্চ শুক্লমাল্যানুলেপনৈঃ ।
পূজয়েদ্বস্তুগোদানৈর্ব্রাহ্মণানিষ্টদেবতাঃ ॥ ১৭
এতানেব ততো মন্ত্রান্ বিলিখেৎ করকাষিতান্
বস্ত্রপট্টেহথবা পদ্মে পঞ্চরত্নসমধিতান্ ॥ ১৮
যজমানস্তা শিরাস নিদধ্যুস্তে দ্বিজোত্তমাঃ ।
ততোহতিবাহয়েদ্বেলানুপরাগানুগামিনীম্ ॥ ১৯

লোকদিগকে পালন করেন, তিনি চন্দ্রো-
পরাগ-জনিত পীড়া প্রশমিত করুন। যিনি
খড়্গা-শূল-গদাধর নিধিপতি কুবের, তিনি
আমার চন্দ্রগ্রহণ-জনিত পাপ প্রশমন
করুন। যিনি চন্দ্রমৌলি পিনাকপাণ
বুধধ্বজ শঙ্কর দেব, তিনি আমার চন্দ্রগ্রহণ
জনিত পীড়া প্রশমন করুন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও
শিব সহ ত্রৈলোক্যে যে কিছু চরাচর প্রাণী
আছেন, তাহারা সকলেই পাপ শাস্তি করুন।
১—১৬ এইরূপে আমন্ত্রণ করিয়া সেই সকল
শুক্লমাল্য ও অনুলেপনযুক্ত কুন্তজলে ঋক্,
যজু ও সাম মন্ত্র দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া বস্ত্র
ও গোদানপূর্বক ব্রাহ্মণ ও ইষ্টদেবতাদিগের
অর্চনা করিবে। পূর্বোল্লিখিত মন্ত্র সকল
করক ও পঞ্চরত্নসহ পট্টবস্ত্রে অথবা পদ্মে
লিখিয়া লইবে এবং যজমানের মন্তকে স্থাপন
করিবে। অনন্তর গ্রহণানুগামিনী বেলা

* ইতঃ পরং—

“ব্রহ্মগোপাধিপঃ সাক্ষাৎ প্রলয়ানলসন্নিভঃ ।

খড়্গাব্যগ্রাতিভীমশ্চ রক্ষঃপীড়াং ব্যাপোহতু ।
ইত্যধিকঃ শ্লোকঃ কচিদুদ্বৃত্ততে ।

প্রাশুখঃ পূজয়িত্বা তু নমস্করিত্তদেবতাম্ ।
 চল্লগ্রহে বিনির্বৃতে কৃতগোদানমঙ্গলঃ ।
 কৃতস্নানায় তং পটং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥২০॥
 অনেন বিধিনা যন্ত গ্রহস্নানং সমাচরেৎ ।
 ন তন্ত গ্রহপীড়া স্মার চ বন্ধুজনক্ষয়ঃ ॥ ২১॥
 পরমাং সিদ্ধিমাশ্নোতি পুনরারুতিদুর্লভাম্ ।
 সূর্য্যগ্রহে সূর্য্যানাম সদা মন্ত্ৰেষু কীর্তয়েৎ ॥ ২২॥
 অধিকাঃ পদ্মরাগাঃ সূর্য্যঃ কপিলাঞ্চ সূশোভনাম্
 প্রযচ্ছচ্চ নিশাম্পত্যে চল্লসূর্য্যোপরাগয়োঃ
 য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং শ্রাবয়েদ্যপি মানবঃ ।
 সৰ্ব্বপাপবিনির্মুক্তো শক্রলোকৈ মহীয়তে ॥২৩॥
 ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে চল্লাদিত্যোপরাগ-
 স্নানবিধির্নাম সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অতিবাহিত করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশনপূর্ব্বক
 ইষ্টদেবতাকে পূজা ও নমস্কার করিবে ।
 পরে চল্লগ্রহণ নিবৃত্ত হইলে গো-প্রদানরূপ
 মঙ্গলকার্য্য সমাধা করিয়া ব্রাহ্মণকে সেই পট-
 বস্ত্র দান করিবে । যে ব্যক্তি এইরূপ
 বিধানে গ্রহস্নান সম্পাদন করে, তাহার গ্রহ-
 পীড়া বা বন্ধুজনবিচ্ছেদ ঘটে না । সে
 ব্যক্তি পুনরারুতিরাহিত পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত
 হইয়া থাকে । সূর্য্যগ্রহণে সৰ্ব্বদা মন্ত্ৰ মধ্যে
 সূর্য্য নাম কীর্ত্তন করিবে, এবং কতি-
 পয় পদ্মরাগ মণি ও একটি সূশোভনা
 কপিলা গাভী সংগ্রহ করিয়া চল্ল ও সূর্য্যগ্রহণে
 নিশাপতির উদ্দেশে প্রদান করিবে । যে
 মানব নিত্য ইহা শ্রবণ করে কিম্বা করায়, সে
 সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে বিহার
 করিয়া থাকে । ১৭—২৪ ।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৭ ।

অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ

কিমুদেগাদুতে কৃতামলক্ষ্মীঃ কেন হন্ততে ।
 মৃতবৎসাভিষেকাদি কার্য্যেষু চ কিমিষ্যতে ॥
 ত্রীভগবানুবাচ ।
 পুরাকৃতানি পাপানি ফলন্ত্যস্মিংস্তপোধন ।
 রোগ-দৌর্গত্যকপেণ তথৈবেষ্টবধেন চ ॥ ১॥
 তদ্বিঘাতায় বক্ষ্যামি সদা কল্যাণকারকম্ ।
 সপ্তমীপনং নাম জনপীড়াবিনাশনম্ ॥ ৩॥
 বালানাং মরণং যত্র ক্ষীরপাণাঃ প্রদৃশ্যতে ।
 তদদ্রব্দাতুরাণাঞ্চ যৌবনে চাপি বর্ত্ততাম্ ॥ ৪॥
 শান্তয়ে তত্র বক্ষ্যামি মৃতবৎসাভিষেকনম্ ।
 এতদেবাদুতোদেগ-চিত্তভ্রমবিনাশনম্ ॥ ৫॥
 ভবিষ্যতি চ বারাহো যত্র কল্পস্তপোধন ।
 বৈবস্বতশ্চ তত্রাপি যদা তু মন্থকৃতমঃ ॥ ৬॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—উদেগ ও দৈবহাস-
 পাকে কর্তব্য কি ? অলক্ষ্মী নিবারিত হয়
 কি করিলে ? এবং মৃতবৎসা রমণীদিগের
 অভিষেকাদি কার্য্যেই বা কোন্ উপায় শাস্ত্র-
 সম্মত ? ভগবান্ কহিলেন,—হে তপোধন !
 পুরাকৃত পাপসকল ইহকালে রোগ, দুর্গতি
 ও ইষ্টজন-বিয়োগ দ্বারা কলিত হয় ; আমি
 এক্ষণে সেই সকল পাপহর কল্যাণকর এক
 স্নানের কথা কহিতেছি । এই স্নানের নাম
 সপ্তমীপান ; ইহা জনগণের সৰ্ব্বপীড়াহর ।
 স্তম্ভপায়ী শিশুদিগকে অকালে মৃত্যুগ্রস্ত
 হইতে দেখা যায় ; এইরূপ বৃদ্ধ, আতুর
 এবং যুবকগণও মৃত্যুকবলে পতিত হয় ।
 যাহা হউক, আমি এক্ষণে আকালিক মৃত্যু
 প্রশমনের নিমিত্ত মৃতবৎসার অভিষেকবিধি
 বলিব । ইহাতে দৈবতুর্কিপাক, উদেগ ও চিত্ত-
 ভ্রম বিনষ্ট হইয়া যাইবে । হে তপোধন ! ভবি-
 ষ্যতে যে বারাহ কল্প আসিবে, তাহাতেও
 উত্তম বৈবস্বত মন্থর উৎপত্তি হইবে । ১—৬ ।

ভবিষ্যতি চ তত্রৈব পঞ্চবিংশতিমং যদা ।
 কৃতং নাম যুগং তত্র হৈহয়বংশবর্ধনঃ ।
 ভবিতা নৃপতিবীরঃ কৃতবীৰ্য্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭
 স সপ্তদ্বীপমণিলং পালয়িষ্যতি ভূতলম্ ।
 যাবদ্বর্ষসহস্রাণি সপ্তসপ্ততি নারদ ॥ ৮
 জাতমাত্রঞ্চ তস্মাপি যাবৎ পুত্রশতং তথা ।
 চ্যবনস্ত তু শাপেন বিনাশমুপযাস্ততি ॥ ৯
 সহস্রবাহুচ যদা ভবিতা তস্ত বৈ সূতঃ ।
 কুরঙ্গনয়নঃ ক্রীমান্ সমুত্তো নৃপলক্ষণৈঃ ॥ ১০
 কৃতবীৰ্য্যস্তদারাদ্য সহস্রাণ্ডং দিবাকরম্ ।
 উপবাসৈর্ভূতৈর্দৈবৈর্দেবদেবদেবৈশ্চ নারদ ।
 পুত্রস্ত জীবনায়ানমেতৎ স্নানমবাপ্যতি ॥ ১১
 কৃতবীৰ্য্যেণ বৈ পৃষ্ট ইদং বক্ষ্যতি ভাস্করঃ ।
 অর্শেষষষ্ঠশমনং সদা কল্মষনাশনম্ ॥ ১২
 সূর্য্য উবাচ ।

অলং ক্রেশেন মহতা পুত্রস্তব নরাধিপ ।
 ভবিষ্যতি চিরঞ্জীবী কিন্তু কল্মষনাশনম্ ।

সেই কল্পে যখন পঞ্চবিংশতিতম কৃত যুগ উপস্থিত হইবে, তখন কৃতবীৰ্য্য নামে হৈহয়-বংশধুরক্ষর জনৈক প্রবল প্রতাপাধিত নরপাল জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি এই সমগ্র সপ্তদ্বীপা বসুধা সপ্তসপ্ততি সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত পালন করিবেন। তাঁহার একশত পুত্র উৎপন্ন হইবে। ঐ পুত্রগণ জন্মিবামাত্র চ্যবন ঋষির শাপে তস্মীভূত হইয়া যাইবে। অনন্তর যখন তাঁহার কর্তৃবীৰ্য্য নামে এক সহস্র বাহু যুগেন্ত্র নৃপলক্ষণলক্ষিত ক্রীমান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে, তখন সেই কৃতবীৰ্য্য রাজা উপবাস, দিব্য ব্রত ও বেদসূক্ত দ্বারা সহস্ররশ্মি সূর্য্যদেবকে আরাধনা করিয়া পুত্রের দীর্ঘজীবন নিমিত্ত এই স্নানবিধি আচরণ করিবেন। ভাস্কর দেব কৃতবীৰ্য্য কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া এই অশেষ হৃষ্টদলন, সতত কল্মষনাশন, সপ্তমী-স্নানবিধান কীর্তন করিবেন। সূর্য্য বলিবেন,—হে নরাধিপ! তোমার আর কঠোর ক্রেশ স্ত্রীকারের প্রয়োজন নাই। তোমার এক চিরজীবী

সপ্তমীস্নপনং বক্ষ্যে সর্বলোকহিতায় বৈ ॥ ১৩
 জাতস্ত মৃতবৎসার্যাঃ সপ্তমে মাসি নারদ ।
 অথবা শুক্লসপ্তম্যামেতৎ সর্বং প্রশস্ততে ॥ ১৪
 গ্রহ-তারাবলং লব্ধা কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্ ।
 বালস্ত জন্মনক্ষত্রং বর্জ্জয়েৎ তাং তিথিং * বুধঃ
 তদ্বদ্বৃদ্ধেতরাণাঞ্চ কৃত্যং স্মাদিতরেষু চ ॥ ১৫
 গোময়েনারুলিপ্তায়াং ভূমাবেকাগ্নিবৎ তদা ।
 তদুত্তে রক্তশালীয়েশ্চক্ৰং গোক্ষীরসংযুতম্ ।
 নিমপেৎ সূর্য্য-কৃত্যাত্যাং তন্মজ্জাত্যাং বিধানতঃ
 কীর্তয়েৎ সূর্য্যদৈবত্যাং সপ্তর্চঞ্চ দ্বতাহতীঃ ।
 জুহুয়াক্রুদ্রসূক্তেন তদ্রুদ্রায় নারদ ॥ ১৬
 হোতব্যাঃ সমিধশ্চাত্র তথৈবাক-পলাশয়োঃ ।
 যব-কৃষ্ণতিলৈর্হোমঃ কর্তব্যোহষ্টশতং পুনঃ ॥ ১৮
 ব্যাহতীতিস্তথাজ্যেন তথৈবাষ্টশতং পুনঃ ।

পুত্র হইবে; পরন্তু আমি সর্বলোকের হিতার্থ এক্ষণে পাপহর সপ্তমীস্নানবিধি কীর্তন করিব। হে নারদ! সূর্য্যের সেই বিধিবাক্য এই যে, মৃতবৎসা রমণীর সন্তান জন্মবার পর সপ্তম মাসে অথবা যে কোন শুক্লসপ্তমীদিনেই এ সকল স্নানাদি বিধি প্রশস্ত। অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্রাহ্মণবাচনান্তে গ্রহ ও নক্ষত্রের বল দেখিয়া বালকের জন্মনক্ষত্র ও জন্মতিথি বর্জন করিবেন। বৃদ্ধেতর এবং অপরাপরদিগের কৃত্যও এইরূপই হইবে। গোময়-লিপ্ত ভূমিতলে আগ্ন প্রজ্জালিত করিয়া তদুপরি রক্তশালীয় তণ্ডুল ও গোক্ষীর দ্বারা চক্ৰ পাক করিয়া যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সূর্য্য ও রুদ্রদেবকে ঐ চক্ৰ নিবেদন করিবে। হে নারদ! অনন্তর সূর্য্যদৈবত সাতটি ঋক্ উচ্চারণ করিতে হইবে এবং রুদ্রসূক্ত পাঠ করিয়া রুদ্রকে দ্বতাহতি দান করিতে হইবে। ইহাতে অর্ক ও পলাশ-সামিধে হোম করিবে। ৭—১৬। পরে যব ও কৃষ্ণতিল দ্বারা অষ্টশত বার হোম করিবে, পুনরায় ব্যাহতি উচ্চারণে

তিথিদেবান্ যজোদতি পাঠঃ কাচদৃশ্যতে ।

হুত্বা স্নানঞ্চ কর্তব্যং মঙ্গলং যেন ধীমতা ॥১৯
 বিপ্রেন বেদবিভুষা বিধিবদর্ভপাণিনা ।
 স্থাপয়িত্বা তু চতুরঃ কুস্তান কোণেষু শোভনান্
 পঞ্চমঞ্চ পুনর্বধ্যো দধ্যাক্তবিভূষিতম্ ।
 স্থাপয়েদব্রণং কুস্তং সপ্তর্চেনাভিমন্ত্রিতম্ ॥ ২১
 সৌরেন তীর্থতোয়েন পূর্ণং রত্নসম্বিতম্ ।
 সর্কান্ সর্কৌষধৈর্যুকান্ পঞ্চগব্যসম্বিতান্ ।
 পঞ্চরত্নফলৈঃ পুষ্পৈর্বাসোভিঃ পরিবেষ্টয়েৎ ॥ ২২
 গজাস্বরথ্যাবন্মীকাং সঙ্গমাদহুদগোকুলাং ।
 সংশুভাং মৃদমানীয সর্কৌষেব বিনিষ্কিপেৎ ॥২৩
 চতুষ্পি চ কুস্তেষু রত্নগর্ভেষু মধ্যমম্ ।
 গৃহীত্বা ব্রাহ্মণস্তত্র সৌরান্ মজ্জান্নদীরয়েৎ ॥ ২৪
 নারীভিঃ সপ্তসংখ্যাভিরব্যঙ্গাঙ্গীভিরত্র চ ।
 পূজিতাভির্যথাসক্ত্যা মাল্য-বস্ত্র-বিভূষণৈঃ ।
 সবিশ্রাভিঃ কর্তব্যং মৃতবৎসাভিষেকম্ ॥ ২৫
 দৌর্ঘ্যায়ুৰস্ত বালোহয়ঃ জীবৎপুত্রা চ ভামিনী ।

আজ্য দ্বারা অষ্টশত আহুতি দিবে। এইরূপে
 হোম করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্নান করিবেন।
 এই স্নানেই তাঁহার মঙ্গল হইবে। বেদ-
 বেদী দর্ভপাণি বিপ্র চারিকোণে চারিটি শুভ
 কুস্ত স্থাপন করিয়া মধ্যস্থানে একটি দধি ও
 অক্ষতযুত, সপ্ত ঋগভিমন্ত্রিত, সৌর তীর্থজলে
 পরিপূর্ণ, রত্নাভিত অব্রণ কুস্ত স্থাপন করি-
 বেন। সমস্ত কুস্তই সর্কৌষধি ও পঞ্চগব্য
 দ্বারা অর্ঘিত হইবে। পঞ্চরত্ন, ফল, পুষ্প ও
 বস্ত্র দ্বারা ঐ কুস্তগুলি পরিবেষ্টিত করিতে
 হইবে এবং গজ ও অশ্বস্থান, রথ্যা, বন্মীক-
 স্তূপ, নদীসঙ্গম, হ্রদ ও গোষ্ঠ হইতে বিশুদ্ধ
 মৃত্তিকা আনিয়া সমস্ত কুস্তই নিক্ষেপ
 করিবে। অনন্তর রত্নগর্ভ অথবা কুস্তচতু-
 ষ্টয়ের মধ্যস্থ পঞ্চম কুস্ত গ্রহণপূর্বক সৌর
 মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিবে। তৎপরে বস্ত্র,
 মাল্য ও ভূষণাদি দ্বারা যথাশক্তি সুপূজিত,
 অবিকলাঙ্গ, সন্থামিক, সপ্তসংখ্যক নারী এক-
 যোগে মৃতবৎসা রমণীর অভিষেক করিবে।
 মন্ত্র যথা—এই বালক দৌর্ঘ্যজীবী হউক;

আদিত্যচন্দ্রমাঃ সার্কঃ গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলৈঃ ॥২৬
 সশক্রা লোকপালা বৈ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরঃ ।
 এতে চাত্তে চ দেবৌষাঃ সদা পাশ্ত কুমারকম্ ॥
 মিত্রোহশনির্বা হুতভূগ্ য়ে চ বালগ্রহাঃ কৃটিং
 পীড়াং কুর্কস্ত বালস্ত মা মাতৃর্জনকস্ত বৈ ॥২৮
 ততঃ শুক্রাশ্বরধরা কুমারপতিসংযুতা ।
 সপ্তকং পূজয়েত্তক্ত্যা স্ত্রীণামথ গুরুং পুনঃ ॥২৯
 কাঞ্চনীঞ্চ ততঃ কুর্ঘ্যাং তাত্রপাত্রোপরিস্থিতাম্
 প্রতিমাং ধর্ম্মরাজস্ত গুরুবে বিনিবেদয়েৎ ॥৩০
 বস্ত্র-কাঞ্চন-রত্নৌষৈর্ভিক্ষ্যঃ সমুতপায়সৈঃ ।
 পূজয়েদ্ব্রাহ্মণাংস্তদ্বদ্বিতশাঠ্যবিবার্জিতঃ ॥৩১
 ভুক্তা চ গুরুণা চেয়মুচ্চাৰ্য্যা মন্ত্রসমুত্তিঃ ।
 দৌর্ঘ্যায়ুৰস্ত বালোহয়ঃ যাবদ্বর্ষশতং সুখী ॥ ৩২
 যৎ কিঞ্চিদস্ত হুরিতং তৎ ক্ষিপ্তং বড়বানলে ।
 ব্রহ্মা ক্রদ্রো বস্তুঃ স্কন্দো বিষ্ণুঃ শক্রো হুতাশনঃ

ইহার মাতা জীববৎসা হউক। গ্রহ ও
 নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত আদিত্য ও চন্দ্রমা,
 ইন্দ্রাদি লোকপাল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর,
 এই সকল দেব এবং অন্ত্যাত্ম দেববৃন্দ
 সর্বদা কুমারকে রক্ষা করুন। মিত্র, অশনি,
 হুতাশন এবং যে কিছু বালগ্রহ, ইহঁারা
 সকলেই বালক কিংবা বালকের মাতা-
 পিতার পীড়া নিবারণ করুন। অনন্তর
 সেই পতিপুত্রবতী শুক্রাশ্বরধারিণী সপ্ত
 রমণীকে ও গুরুকে ভক্তিভরে পূজা করিবে।
 পরে ধর্ম্মরাজের এক কাঞ্চনময়ী প্রতিমা
 প্রস্তুত করিয়া তাত্রপাত্রের উপরিভাগে
 স্থাপনপূর্বক গুরুকে নিবেদন করিবে। এই
 কার্য্যে বিত্তশাঠ্য করিবে না। বস্ত্র, কাঞ্চন,
 রত্ন ও স্মৃত পায়সাদি ভক্ষ্য সামগ্রী দানে
 ব্রাহ্মণদিগকে সংকৃত করিবে। গুরুদেব
 ভোজনান্তে এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন;
 যথা—এই বালক দৌর্ঘ্যায়ু হউক, শতবর্ষ
 পর্য্যন্ত সুখী হইয়া অবস্থান করুক। ১৮—৩২।
 ইহার যে কিছু হুরিত আছে, তাহা বাড়বানলে
 নিক্ষেপ করিলাম। ব্রহ্মা, ক্রদ্র, বস্তু, স্কন্দ,

রক্ষস্ব সর্বৈ হৃষ্টেভ্যো বরদাঃ সন্ত সর্বদা
এবমাদীনি বাক্যানি বদন্তঃ পূজয়েদগুরুম্ ॥ ৩৪
শক্তিতঃ কপিলাং দত্তাং প্রণম্য চ বিসর্জয়েৎ ।
চক্রঞ্চ পুত্রসহিতা প্রণম্য রবি-শঙ্করৌ ॥ ৩৫
হতশেষং তদাম্রীয়াদিত্যায় নমোহস্তুতি ।
ইদমেবাত্মতোদ্বৈগং হৃঃস্বপ্নেবু প্রশস্ততে ॥ ৩৬
কৰ্ত্ত্বজন্মদিনক্ষণং ত্যক্ত্বা সম্পূজয়েৎ সদা ।
শাস্ত্যর্থং গুরুসপ্তম্যামেতৎ কুর্স্বন ন সৌদতি ॥
সদানেন বিধানেন দীর্ঘায়ুৰভবন্নরঃ ।
সংবৎসরাণামযুতং শশাস পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৩৮
পুণ্যং পবিত্রমায়ুস্যাং সপ্তমৌল্লসনং রবিঃ ।
কথয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ৩৯
এতৎ সর্বং সমাখ্যাভং সপ্তমৌল্লসনযুক্তম্ ।
সর্বহৃষ্টোপশমনং বালানাং পরমং হিতম্ ॥ ৪০

বিষ্ণু, ইন্দ্র ও হতাশন ইহাকে রক্ষা করুন
এবং ইহার প্রতি সৰ্ব্বা বরপ্রদ হউন ।
গুরু এই সকল কথা বলিলে, তাঁহাকে পূজা
করিবে এবং সম্ভব পক্ষে তাঁহাকে একটা
কপিলা গাভী দান করিয়া পরে প্রণামান্তে
বিদায় দিবে । কৃতজ্ঞান নাহী এইবার
পুত্রসহ রবি ও ক্রতুকে নমস্কারপূৰ্ব্বক
হতশেষ চক্র ভক্ষণ করিবে এবং ‘আদিত্যায়
নমঃ’ বলিয়া নমস্কার করিবে । এইরূপ
কাৰ্য্যই দৈব-তুর্ঘটনা, উদ্বৈগ ও হৃঃস্বপ্ন
প্রভৃতিতে প্রশস্ত । কৰ্ত্তার জন্মদিন ও
জন্মনক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়া শাস্তির নিমিত্ত
গুরুসপ্তমী দিনে এইরূপ পূজা ও স্নানকাৰ্য্য
সর্বদা কর্তব্য । এইরূপে পূজাকৰ্ত্তা মানব
কখনই অবসন্ন হন না । সর্বদা এইরূপ
অল্পষ্ঠান করিয়া মানব দীর্ঘায়ু হন এবং
অযুত স্বতঃসর পর্য্যন্ত এই পৃথিবী শাসন
করেন । সূর্য্যদেব এই পুণ্য পুত্র আয়ুষ্কর
সপ্তমৌল্লসন-বিধি ব্যক্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ
অন্তর্হিত হন । এই আমি উত্তম সপ্তমৌ-
ল্লসনের সমস্ত বার্তা বিবৃত করিলাম,
ইহা সৰ্ব্ব হৃষ্টের উপশম-কর এবং বালক-
দিগের পরম হিতজনক । ভাস্কর সকাশে

আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্বনমিচ্ছেদুতাশনাং
ঈশ্বরাজ্ঞানমবিচ্ছেদ্যোক্ষমিচ্ছেদ্বজ্ঞানার্দ্দিনাং ॥
এতন্নহাপাতকনাশনং স্ত্রাং
পরং হিতং বালবিবর্দ্ধনঞ্চ ।
শৃণোতি যশ্চৈনমনস্তচেতা-
স্তস্তাপি সিদ্ধিং মুনয়ো বদন্তি ॥ ৪২
ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে সপ্তমাত্রতঃ
নামাষ্টষষ্টিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোঃধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

পুরা রথন্তরে কল্পে পরিপৃষ্টো মহাত্মনা ।
মন্দরস্থো মহাদেবঃ পিনাকৌ ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ॥ ১
ব্রহ্মোবাচ ।

কথমারোগ্যমৈশ্বর্য্যমনন্তমমরেশ্বর ।
স্বল্পেন তপসা দেব ভবেন্ন্যোকোহথবা নৃণাম্ ॥
কিমজ্ঞাতঃ মহাদেব ত্বৎপ্রসাদাদধোক্ষজ ।

আরোগ্য, হতাশনসমীপে ধন, ঈশ্বরসমীপে
জ্ঞান এবং জনার্দ্রনের নিকট মোক্ষ ইচ্ছা
করিবে । এই সপ্তমৌল্লসন মহাপাতক-হর,
বালকদিগের আয়ুবর্দ্ধক ও পরম হিতকর ।
যে ব্যক্তি অনন্তমনে এই বিবরণ শ্রবণ
করে, মুনিগণ বলেন,—তাহার সিদ্ধি লাভ
শুনিশ্চিত । ৩৩—৪২ ।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৮ ।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

মৎস্ত কহিলেন,—পুরাকালে রথন্তর
কল্পে স্বয়ং মহাত্মা ব্রহ্মা মন্দরস্থ পিনাকপাণি
মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে
অমরেশ্বর ! কি করিলে লোকের আরোগ্য
ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য হয়, এবং কিরূপেই বা
স্বল্পমাত্র তপস্তা দ্বারা নর মোক্ষ লাভ করতে
পারে ? হে মহাদেব ! এমন কি আছে, যাহা

অল্লকেনাথ তপসা মহৎ কলমিহোচ্যতাং ॥ ২

মৎস্য উবাচ ।

এবং পৃষ্টঃ স বিশ্বাত্মা ব্রহ্মণা লোকভাবনঃ ।

উমাপতিরূবাচৈদং মনসঃ প্রীতিকারকম্ ॥ ৪

ঈশ্বর উবাচ ।

অস্মাদ্রথস্তরাং কল্পাং ত্রয়োবিংশাং পুনর্ধনা ।

বারাহো ভবিতা কল্পস্তস্ত মবন্তরে শুভে ॥ ৫

বৈবস্বতাখ্যো সঙ্গতে সপ্তমে সপ্তলোককৃৎ ।

দ্বাপরাখ্যঃ যুগঃ তদ্বদষ্টাবিংশতিমং জগুঃ ॥ ৬

তস্মাস্তে স মহাদেবো বাসুদেবো জনাৰ্দ্দনঃ ।

ভারাবতঃপার্থায় ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি ॥ ৭

দ্বৈপায়নঃঋষস্তদ্ব্যদ্রোহিণেয়োহথ কেশবঃ ।

কংসাদিদর্পমথনঃ কেশবঃ ক্রেশনাশনঃ ॥ ৮

পুরীং দ্বারবতীং নাম সাম্প্রতং যা কুশস্থলী ।

দিব্যান্নভাবসংযুক্তামধিবাসায় শার্ঙ্গিনঃ ।

অষ্টা মমাজয় তদ্বৎ করিষ্যতি জগৎপতেঃ ॥ ৯

তস্মাং কদাচিদাসীনঃ সভায়ামমিতহ্যতিঃ ।

ভবৎপ্রসাদে অবিজ্ঞাত থাকিতে পারে ? যাহা হউক, আপনি অল্প তপস্যায় মহাফল প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করিয়া বলুন । মৎস্য কহিলেন,—সেই বিশ্বাত্মা লোকভাবন উমাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইয়া এই মনঃ—প্রীতিকর কথা কহিতে লাগিলেন । ঈশ্বর বলিলেন,—এই রথস্তরাখ্য ত্রয়োবিংশ কল্পের পর পুনরায় যখন বারাহ কল্প হইবে, সেই কল্পের বৈবস্বতাখ্য সপ্তম মবন্তর উপা ত হইলে তাহার যে অষ্টাবিংশতিতম যুগ আসিবে, সেই যুগ দ্বাপরাখ্যায় অভিহিত হইবে । সেই যুগের শেষভাগে সপ্তলোক-কর্তা মহাদেব, বাসুদেব, জনাৰ্দ্দন ভূতার-হরণের জন্ত দ্বৈপায়ন, রোহিণেয়, ও কেশব এই ত্রিধা মূর্তিতে আবির্ভূত হইবেন । সেই বিষ্ণু কংসাদির দর্প দলন করিয়া সকলের ক্রেশাপনয়ন করিবেন । তাঁহার পুরীর নাম দ্বারবতী ; উহার বর্তমান নাম কুশ-স্থলী । জগৎপাত শার্ঙ্গপাণির বাসের নিমিত্ত আমার আদেশে বিশ্বকর্মা কর্তৃক

ভাৰ্য্যাভিৰ্বিকিভিশ্চৈব ভূভাৰ্জুর্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥ ১০

কুরুভির্দেবগন্ধর্ভৈরভিতঃ কৈটভাৰ্দ্দনঃ ।

প্রবৃত্তানু পুরাণানু ধর্মসম্বর্দ্ধিনীষু চ ॥ ১১

কথাস্তে ভীমসেনেন পরিপৃষ্টঃ প্রতাপবান্ ।

দ্বয়া পৃষ্টস্ত ধর্মস্ত রহস্তস্তাস্ত ভেদকৃৎ ॥ ১২

ভবিতা স তদা ব্রহ্মন্ কর্তা চৈব বৃকোদরঃ ।

প্রবর্তকোহস্ত ধর্মস্ত পাণ্ডুপুত্রো মহাবলঃ ॥ ১৩

যস্ত তীক্ষ্ণো বৃকো নাম জঠরে হব্যবাহনঃ ।

যদন্তঃ স ধর্মাত্মা তেন চাসৌ বৃকোদরঃ ॥

মতিমান্ দানশীলশ্চ নাগায়ুত্বলো মহান্ ।

ভবিষ্যত্যজরঃ * শ্রীমান্ কন্দর্প ইব রূপবান্ ॥

ধার্মিকস্তাপ্যশক্রস্ত তীরাশ্বিত্যহুপোষণে ।

ইদং ব্রতমশেষাণাং ব্রতানামধিকং যতঃ ॥ ১৬

ঐ পুরী নিশ্চিত হইবে । তাদৃশ ভবিষ্যৎ পুরীতে সভামধ্যে একদা সেই ভাবী অব-তার অমিতহ্যতি কেশব সমাসীন হইবেন । তাঁহার চারিদিকে তদীয় প্রিয়তমা ভাৰ্য্যাগণ, বৃকিগণ, ভূরিদক্ষিণাধিত ভূভুজগণ, কোরব-গণ, এবং দেব ও গন্ধর্বাগণ উপবেশন করি বেনা এই সময় ধর্মসম্বর্দ্ধায় নানা পুরাণপ্রস্তাব প্রবৃত্ত হইলে, অনেক কথার পর ভীমসেন সেই প্রতাপবান্ বিষ্ণুকে প্রশ্ন করিবেন । তুমি যে এই ধর্মরহস্ত জিজ্ঞাসা করিলে, ভীমসেন প্রশ্ন করিয়া এই রহস্তেরই ভেদ-কর্তা হইবেন । হে ব্রহ্মন্ ! মহাবল বৃকো-দর পাণ্ডুপুত্রই তৎকালে এই ধর্ম প্রস্তাবের প্রবর্তক হইবেন । ১—১৪ । ঐ ভীমের উদ-রেই বৃকনামক তীক্ষ্ণ হব্যবাহন বিরাজমান । সেই বৃক বহু আমিই প্রদান করিব ; তাই ঐ ধর্মাত্মা বৃকোদর আখ্যায় অভিহিত হই-বেন । ভীমসেন দানশীল মতিমান্ নাগায়ুত্বল শালী মহান্ শ্রীমান্ এবং কন্দর্পবৎ রূপবান হইবেন । তিনি ধার্মিক হইয়াও তীব্র জঠ-রাশি নিবন্ধন উপবাসে অক্ষম হইবেন ।

* অরজা ইতি কাচং পাঠঃ

কথয়স্মিতি বিশ্বান্না বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ ।
অশেষযজ্ঞফলদমশেষাঘবিনাশনম্ ॥ ১৭
অশেষহৃষ্টশমনমশেষসুৰপূজিতম্ ।
পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ।
ভবিষ্যঞ্চ ভবিষ্যাণাং পুরাণানাং পুরাতনম্ ॥
বাসুদেব উবাচ ।

যদ্যষ্টমী-চতুর্দশোদ্বাদশীষথ ভারত ।
অন্তেষ্বপি দিনকেষু ন শক্তস্বনুপোষিতুম্ ॥ ১
ততঃ পুণ্যাঃ তিথির্মমাং সৰ্বপাপপ্রণাশিনীম্ ।
উপোষ্য বিধিনােন গচ্ছ বিষ্ণোঃ পরং পদম্
মাষমাসস্ত দশমী যদা শুক্লা ভবেৎ তদা ।
স্বতেনাত্যজ্ঞনং কুত্বা তিলৈঃ স্নানং সমাচরেঃ ॥
তথৈব বিষ্ণুমভ্যর্চ্য নমো নারায়ণেতি চ ।
কৃষ্ণায় পাদৌ সম্পূজ্য শিরঃ সৰ্বান্ননে নমঃ ॥
বৈকুণ্ঠায়েতি বৈ কণ্ঠমূরঃ স্ত্রীবৎসধারিণে ।
শঙ্খিনে চক্রিণে তদ্বদাদিনে বরদায় বৈ ।
সৰ্বৈ নারায়ণৈশ্চৈব সম্পূজ্য বাহবঃ ক্রমাৎ ॥
দামোদরায়েত্যুদরং মেঢ়ং পঞ্চশরায় বৈ ।

সেইজন জগদ্গুরু বিশ্বান্না বাসুদেব নিখিল
ব্রতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অশেষ যজ্ঞফলপ্রদ,
অশেষ হুরিতাপহ, অশেষ হৃষ্টদলন, অশেষ
সুৰপূজিত পবিত্রের পবিত্র, মঙ্গলের মঙ্গল,
ভবিষ্যের ভবিষ্য এবং পুরাণেরও পুরাতন
এই এক ব্রতব্রতান্ত ব্যক্ত করিবেন।
তখন তাঁহাকে বাসুদেব এইরূপ কহিবেন,—
হে ভারত ! যদি অষ্টমী, চতুর্দশী, দ্বাদশী
এবং অন্তান্ত দিন ও নক্ষত্রে তুমি উপবাস
করিতে অক্ষম হও, তাহা হইলে এই এক
মাত্র পাপপ্রণাশিনী পুণ্য তিথিতে বিধিমত
উপবাস করিয়া তুমি বিষ্ণুর পরম পদ লাভ
কর। এই তিথি—মাষমাসের শুক্লপক্ষীয়
দশমী। উক্ত দশমীদিবসে স্বত দ্বারা
অভ্যঞ্জন করিয়া তিল দ্বারা স্নানকার্য্য সমাধা
কর এবং ‘নমো নারায়ণায়’ বলিয়া বিষ্ণুকে
অর্চনা করিয়া তদীয় পাদদ্বয়ে ‘কৃষ্ণায়’
মস্তকে ‘সৰ্বান্ননে’ কণ্ঠে ‘বৈকুণ্ঠায়’ বক্ষে
‘স্ত্রীবৎসধারিণে’ বাহুচতুষ্টয়ে ‘শঙ্খিনে’

উরু সৌভাগ্যনাথায় জাহ্নুনী ভূতধারিণে ॥ ২৪
নমো নীলায় বৈ জজ্জ্ব পাদৌ বিশ্বম্ভজে নমঃ
নমো দেবৈ নমঃ শান্ত্যৈ নমো লক্ষ্ম্যৈ নমঃ শ্রীত্বৈ
নমঃ পুণ্ড্র্যৈ নমস্তুষ্ঠ্যৈ ধূপৈত্বৈ হৃষ্ট্যৈ নমো নমঃ ।
নমো বিহঙ্গনাথায় বায়ুবেগায় পক্ষিণে ।
বিষপ্রমাধিনে নিত্যঃ গরুড়কাভিপূজয়েৎ ॥ ২৬
এবং সম্পূজ্য গোবিন্দমূমাপতি-বিনায়কৌ ।
গন্ধৈর্মাল্যৈস্তথা ধূপৈর্ভক্ত্যৈর্নানাবিধৈরপি ॥ ২৭
গবেয়ন পয়সা সিদ্ধং কুসরামথ বাগ্ধতঃ ।
সর্পিষা সহ ভুঙ্ক্য চ গহ্বা শতপদং বুধঃ ॥ ২৮
নৈয়গ্রোধং দন্তকাষ্ঠমথবা খাদিরং বুধঃ ।
গৃহীত্ব ধাবয়েদন্তানচাপ্তঃ প্রাতঃদম্বুথঃ ॥ ২৯
ক্রমাৎ সাযন্তুনীং কুত্বা সঙ্ক্যামস্তমিতে রবৌ ।
নমো নারায়ণায়ৈতি ত্র্যমহং শরণং গতঃ ॥ ৩০
একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্য চ কেশবম্ ।

‘চক্রিণে’ ‘গদিনে’ ‘বরদায়’ উদরে ‘দামো-
দরায়’ মেঢ়ে ‘পঞ্চশরায়’ উরুদেশে ‘সৌভাগ্য-
নাথায়’ জাহ্নুদ্বয়ে ‘ভূতধারিণে’ জজ্জ্বায়ুগে
‘নীলায়’ এবং পাদতলে ‘বিশ্বম্ভজে নমঃ’
বলিয়া পূজা করিবে। তৎপরে ‘দেবৈ’
‘শান্ত্যৈ’ ‘লক্ষ্ম্যৈ’ ‘শ্রীত্বৈ’ ‘পুণ্ড্র্যৈ’ ‘ভূষ্ট্যৈ’
‘ধূপৈত্বৈ’ এবং ‘হৃষ্ট্যৈ নমঃ’ বলিয়া পূজা করিতে
হইবে। পরে বায়ুবেগী বিহঙ্গমনাথ বিষপ্রমাধী
পক্ষিবর গরুড়কে নমস্কার এই বলিয়া
গরুড়কে পূজা করিবে। এইরূপে গোবিন্দকে
পূজা করিয়া গন্ধমালা, ধূপ ও নানাবিধ
ভক্ষ্যভোজ্য দ্বারা উমাপতি ও বিনায়ককে
পূজা করিবে। অনন্তর বাগ্ধত হইয়া গব্যাহু
সহযোগে কুসরা পাক করিয়া স্বতের সহিত
ভোজনপূর্বক বিজ্ঞ জন শত পদ মাত্র গমন
করিবেন। ১৫-২৯। আচমনান্তে উদম্বুখ হইয়া
নৈয়গ্রোধ বা খাদির দন্তকাষ্ঠ গ্রহণপূর্বক দন্ত
ধাবন করিবেন। অনন্তর দিনকর অন্তমিত
হইলে সাযংসঙ্ক্য সম্পাদনপূর্বক বলিবেন—
‘নমো নারায়ণায়’—নারায়ণ ! আমি তোমার
শরণাপন্ন হইলাম। পরদিন একাদশী
দিনে কেশবকে অর্চনান্তে উপবাস করিয়া

রাত্রিঞ্চ সকলাং স্থিত্বা স্নানঞ্চ পয়সা তথা । ৩১
সর্পিষা চাপি দহনং হুত্বা ব্রাহ্মণপুত্রবৈঃ ।

সর্পৈব পুণ্ডরীকাক্ষং দ্বাদশাং ক্ষীরভোজনম্ ॥

করিষ্যামি যতাত্মাহং নির্বিকল্পেনাস্ত তচ্চ মে ।

এবমুক্ত্বা স্বপেভুমাবিতিহাসকথাং পুনঃ ॥ ৩৩

ঋত্বা প্রভাতে সঞ্জাতে নদীং গত্বা বিশাংপতে
স্নানং কৃত্বা মৃদা তদ্বৎ পাষাণভিবর্জয়েৎ ॥ ৩৪

উপাস্ত সন্ধ্যাং বিধিবৎ কৃত্বা চ পিতৃতর্পণম্ ।

প্রণম্য চ হৃষীকেশং সপ্তলোকৈকমীশ্বরম্ ॥ ৩৫

গৃহস্ত পুরহো ভক্ত্যা মণ্ডপং কারয়েদবুধঃ ।

দশহস্তমথাষ্টৌ বা করান্ কুর্ধ্যাদ্বিশাংপতে ॥ ৩৬

চতুর্হস্তপ্রমাণঞ্চ বিস্তৃপেৎ তত্র তোরণম্ ॥ ৩৭

আরোপা কলশং তত্র দিকৃপালান্ পূজয়েৎ ততঃ

ছিদ্রেণ জলসম্পূর্ণমত্র কৃষ্ণাজিনস্থিতঃ ।

তস্ত ধারাক্ষ শিরসা ধারয়েৎ সকলাং নিশাম্

সমস্ত রাত্রি যাপনপূর্বক প্রভাতে জল-
দ্বারা স্নান করিয়া স্তুত দ্বারা অগ্নিতে হোম
করিব এবং “হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি
যতাত্মা হইয়া প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণের
সহিত ক্ষীর ভোজন করিব। ভবৎপ্রসাদে
আমার সে কার্য্য নির্বিকল্পে সুসম্পন্ন হউক।”
এই কথা কহিয়া ভূষণায় নিদ্রা যাইবে। পরে
প্রভাত হইলে ইতিহাস-কথা শ্রবণ করিয়া
নদীজলে গিয়া মৃত্তিকালেপনান্তে স্নান
করিবে। এই সময় পাষাণদিগের সংসর্গ বর্জন
করিবে। অনন্তর যথাবিধি সন্ধ্যা উপা-
সনা পিতৃতর্পণ সমাধা করিয়া সপ্তলোকেশ্বর
হৃষীকেশকে প্রণামান্তে গৃহের পুরোভাগে
শ্রদ্ধার সত্তি এক মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে।
দশ বা অষ্ট হস্ত উহার পরিমাণ হইবে।
ঐ মণ্ডপের মধ্যে এক চতুর্হস্ত-পরিমিত
বেদী নির্মাণ করিবে। চারিহস্ত-পরিমিত
একটি তোরণ বিস্তৃত করিতে হইবে।
একটি কুস্ত আরোপণ করিয়া তাহাতে দিকৃ-
পালদিগকে অর্চনা করিবে। ঐ কুস্ত
সচ্ছিন্ন ও জলপূর্ণ হইবে। পরে কৃষ্ণাজিনে
অবস্থান করিয়া সমস্ত রাত্রি কুস্তের নিঃসৃত

তথৈব বিষ্ণোঃ শিরসি ক্ষীরধারাং প্রপাতয়েৎ
অরতিমাত্রং কুণ্ডঞ্চ কুর্ধ্যাৎ তত্র ত্রিমেষলম্ ॥ ৩৯

যোনিবজ্রঞ্চ তৎ কৃত্বা ব্রাহ্মণৈঃ পয়-সর্পিষী ।

তিলাংশ্চ বিষ্ণুদৈবতৈর্মজ্জৈরেকাগ্নিবৎ তদা ॥

হুত্বা চ বৈষ্ণবং সম্যক্ চক্রং গোক্ষীরসংযুতম্ ।

নিম্পাবার্কপ্রমাণাং বৈ ধারামাজ্যস্ত পাতয়েৎ ॥

জলকুস্তান্ মহাবীৰ্য্য স্থাপয়িত্বা ত্রয়োদশ ।

ভৈক্ষ্যর্নানাবিধৈর্যুক্তান্ সিতবস্ত্রৈরলঙ্কিতান্ ॥ ৪২

যুক্তানোহুষ্ণৈঃ পাত্রেঃ পঞ্চরত্নসম্বিতান্ ।

চতুর্ভিবহ্ন্যুচৈর্হোমস্তত্র কার্য্য উদজুথৈঃ ॥ ৪৩

রুদ্রজাপশ্চতুর্ভিঃ যজুর্বেদপরায়ণৈঃ ।

বৈষ্ণবাগ্নি তু সামানি চতুরঃ সামবেদিনঃ ।

অরিষ্টবর্গসহিতান্ভূতিতঃ পরিপাঠয়েৎ ॥ ৪৪

এবং দ্বাদশ তান্ বিপ্রান বস্ত্রমালাভুলেপনৈঃ

পূজয়েদঙ্গুলীয়েশ্চ কটকৈর্হেমসূত্রকৈঃ ॥ ৪৫

বাসোভিঃ শয়নীয়ৈশ্চ বিস্তৃশাঠ্যবিবর্জিতঃ ।

এবং ক্ষপাতিবাহা চ গীতমঙ্গলনিবনৈঃ ॥ ৪৬

জলধারা মস্তকে ধারণ করিবে। এইরূপে
বিষ্ণুর মস্তকেও ক্ষীরধারা পাতিত করিবে।
একটি কুণ্ড করিতে হইবে। উহা অরতিমাত্র
‘ও ত্রিমেষলাঘিত হইবে। উহার যোনি-
বজ্র নির্মাণ করিয়া বিষ্ণুদৈবত মস্ত দ্বারা
একাগ্নি যজ্ঞের ক্রমানুসারে তিল এবং
গোক্ষীরযুত সুক্ষুট বৈষ্ণব চক্র হোম করিয়া
অগ্নিতে নিম্পাবের অর্কপরিমিত স্তুতধারা
পাতিত করিবে। ৩০-৪১। হে মহাবীৰ্য্য! একে
একে ত্রয়োদশটি জলকুস্ত স্থাপন করিবে।
ঐ সকল কুস্ত নানাবিধ ভক্ষ্য বস্ত্র-সম্বিত,
শুক্লবস্ত্রে সুশোভিত এবং বিবিধ উড়ুঘ্র-
পাত্রে ‘ও পঞ্চরত্নে অগ্নিত হইবে। তখন
চারিজন ব্রাহ্মণ উদজুপ হইয়া হোম করিবেন।
চারিজন যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ রুদ্রাধ্যায় জপ
করিবেন এবং চারিজন সামবেদী ব্রাহ্মণ
অরিষ্টবর্গ সহ চারিদিক হইতে বৈষ্ণব সাম
সর্বল গান করিবেন। অনন্তর উক্ত দ্বাদশ-
জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বস্ত্র, মালা, অম্বুলেপন,
অঙ্গুরীয়, বলয়, হেমসূত্র, বসন ও শয্যাদানে

উপাধ্যায়স্ত চ পুনর্দ্বিগুণং সৰ্বমেব তু ।
 ততঃ প্রভাতে বিমলে সমুখায় ত্রয়োদশ ॥ ৪৭
 গা বৈ দজাৎ কুরুশ্রেষ্ঠ সৌবর্ণমুখসংযুতাঃ ।
 পয়স্বিন্তঃ শীলবত্যাঃ কাংস্তদোহসমম্বিতাঃ ॥ ৪৮
 রৌপ্যখুরাঃ সবস্ত্রাশ্চ চন্দনেনাভিষেচিতাঃ ।
 তাস্ত তেষাং ততো ভক্ষ্যা ভক্ষ্যভোজ্যান্ন-
 তর্পিতান্ ॥ ৪৯
 কৃত্বা বৈ ব্রাহ্মণান্ সৰ্বানন্নৈর্নানাবিধৈস্তথা ।
 ভুক্তা চাক্ষারলবণমাগ্নানা চ বিসর্জয়েৎ ॥ ৫০
 অনুগম্য পদান্তষ্টৌ পুত্র-ভার্য্যাসমম্বিতঃ ।
 জীয়তামত্র দেবেশঃ কেশবঃ ক্রেশনাশনঃ ॥ ৫১
 শিবস্ত হৃদয়ে বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ে শিবঃ ।
 যথাস্তরং ন পণ্যামি তথা মে স্তিস্তি চায়ুষঃ ॥ ৫২
 এবমুচ্চাৰ্য্য তান্ কুস্তান্ গাশ্চৈব শয়নানি চ ।
 বাসাংসি চৈব সন্মৈবাং গৃহাণি প্রাপয়েদবুধঃ ॥
 অভাবে বহুশয়ানামেকামপি স্নুসংস্কৃতাম্ ।

শয্যাং দত্তাদ্বিজাতেশ্চ সর্বোপস্করসংযুতাম্ ॥
 ইতিহাসপুরাণানি বাচয়িত্বাতিবাহয়েৎ ।
 তদ্দিনং নরশাঙ্গীল য ইচ্ছেদ্বিপুলাং শ্রিয়ম্ ॥ ৫৩
 তস্মাৎ ত্বং সৰ্বমালম্ব্য ভীমসেন বিমৎসরঃ ।
 কুরু ব্রতমিদং সম্যক্ স্নেহাৎ তব মঘেরিতম্ ॥
 ত্বয়া কৃতমিদং বীর ত্বন্নামাখ্যং ভবয্যতি ।
 সা ভীমদ্বাদশী হেমা সর্বপাপহরা শুভা ।
 যা তু কল্যাণিনী নাম পুরা কল্পেষু পঠ্যতে ॥
 ত্র্যমাদিকর্তা ভব সৌকরেহাস্মিন্
 কল্পে মহাবীরবরপ্রধান ।
 যন্তাঃ স্মরন্ কৌর্ভনমপ্যশেষং
 বিনষ্টপাপস্ত্রিদশাধিপঃ স্তাৎ ॥ ৫৮
 কৃত্বা চ যামপ্সরসামধীশা
 বেস্তা কৃতা হস্তভবান্তরেষু ।
 আতীরকস্তাতিকুতূহলেন
 সৈবোর্কশী সম্প্রতি নাকপৃষ্ঠে ॥ ৫৯

পূজা করিবে ; বিস্তারিত করিবে না । এই-
 রূপে গীত ও মঙ্গলধ্বনি সহকারে সেই রাত্রি
 যাপন করিবে । অনন্তর উপাধ্যায়কে
 দ্বিগুণ দানীয় দ্রব্য দান করিতে হইবে ।
 হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! পরে বিমল প্রভাতকালে
 গাত্রোখান করিয়া সুবর্ণবস্ত্র, কাংস্ত-
 দোহাবিত, চন্দনচর্চিত, রৌপ্যক্ষুরময়ী
 পয়স্বিনী শীলবতী ত্রয়োদশটী গাভী প্রদান
 করিবে । ব্রাহ্মণদিগকে নানা ভক্ষ্য,
 ভোজ্য ও বিবিধ অন্ন পরিভুক্ত করিয়া
 ভক্তির সহিত ঐ গাভীগুলি তাঁহাদিগকে
 দান করিতে হয় । নিজে অক্ষারলবণ
 ভোজন করিয়া পরে ব্রাহ্মণদিগকে বিদায়
 দিবে । ভার্য্যা ও পুত্র সহ অষ্টপদ যাবৎ
 তাঁহাদিগের অনুগমন করিয়া পরে ‘দেবেশ
 ক্রেশনাশন কেশব প্রীত হউন ।’ এই কথা
 বলিয়া, শিবের হৃদয়ে বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর হৃদয়ে
 শিব, আমি যেমন ইহার অন্তথা দর্শন
 করি না, আমার ঈদৃশ স্থির ধারণার ফলে
 মদীয় আয়ু মঙ্গলময় হউক । এই বাণী উচ্চারণ
 করিয়া সেই সকল কুস্ত, গাভী, শয্যা ও বস্ত্র,

ব্রতী ব্রাহ্মণদিগের গৃহে গৃহে পৌছাইয়া
 দিবে । বহু শয্যার অভাবে এক প্রস্থ
 মাত্র স্নুসংস্কৃত সর্ব উপস্করযুত শয্যা
 ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে । হেনরবর !
 যিনি বিপুল লক্ষ্মী লাভ করিতে ইচ্ছা
 করেন, তিনি ইতিহাস ও পুরাণালোচনার
 ঐ দিবস অতিবাহিত করিবেন । তাই
 বলিতেছি, হে ভীমসেন ! আমি তোমার
 প্রতি স্নেহ বশতঃ এই যে ব্রতবর্তী বলি-
 লাম, তুমি মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া সত্বাবলম্বন-
 পূর্বক সম্যকরূপে ইহা আচরণ কর, তৎকৃত
 এই ব্রত তোমার নামেই প্রখ্যাত হইবে ।
 ইহা সর্বপাপহরা শুভা ভীমদ্বাদশী নামে
 পরিচিতা হইবে । পুরাকল্পে এই দ্বাদশী
 কল্যাণিনী নামে কৌর্ভিত হইত ১৪২—৫৭। হে
 মহাবীর প্রধান ! এই বরাহ কল্পে তুমি এই
 দ্বাদশী তিথির অশেষ বিবরণ স্মরণ করিয়া
 আদিকর্তা হও । অনন্তর নিষ্পাপ হইয়া
 সুরাধিপতি হইতে পারিবে । কোন
 আতীরকস্তা কুতূহলবশে জন্মান্তরে এই
 ব্রত করিয়াছিল ; সেই জন্ত সে সম্প্রতি

জাতাথবা বৈশুকুলোদ্ভবাপি
 পুলোমকন্তা পুরুহতপত্নী ।
 তত্রাপি তস্তাঃ পারিচারিকেষাং
 মম প্রিয়া সম্প্রতি সত্যভামা ॥ ৬০
 স্নাতঃ পুরা মণ্ডলমেষ তদ্বৎ
 তেজোময়ঃ বেদশরীরমাপ ।
 অস্ত্রাক কল্যাণতিথৌ বিবস্বান্
 সহস্রধারেণ সহস্ররশ্মিঃ ॥ ৬১
 ইদমেব কৃতং মহেন্দ্রমুখো-
 বস্তুভিদেবসুরারিতিস্থখা তু ।
 কলমস্তা ন শকাতেহভিবজুঃ
 যদি জিহ্বায়ুক্তকোটয়ো মুখে স্যুতঃ ॥ ৬২
 কলিকলুষাবদারিণীমনস্তা-
 মিত কথয়িষ্যতি যাদবেন্দ্রস্বনুঃ ।
 অপি নরকগতান্ পিতৃমশেষা-
 নলমুদ্ধর্ভুমৈহৈব যঃ করোতি ॥ ৬৩
 য ইদমঘবিদারণং শৃণোতি ভক্ত্যা
 পরিপঠতীহ পরোপকারহেতোঃ ।

অঙ্গরঃপ্রধানা স্বর্গ-বেশা উর্ধ্বশী হইয়া নাক-
 বিরাজ করিতেছে । এই ব্রতপ্রভাবে
 কোন এক বৈশুকুলোৎপন্ন রমণী পরে
 পুলোমনন্দিনী হইয়া ইন্দ্রকে পতিরূপে প্রাপ্ত
 হইয়াছেন । ঐ বৈশুকন্তার যে পরি-
 চারিকা ছিল, সেও সম্প্রতি আমার
 প্রিয়তমা সত্যভামা হইয়াছে । পুরাকালে
 ঐ মণ্ডলাকার মার্ত্তণ্ড দেব উক্ত কল্যাণ
 তিথিতে স্নান করিয়াছিলেন । তাহারই
 ফলে উনি তেজোময় বেদবপুঃ প্রাপ্ত হইয়া
 অধুনা সহস্ররশ্মি বিবস্বান্ হইয়াছেন ।
 মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, বসুগণ, ও অসুরগণ
 অনেকেই এই ব্রত করিয়াছেন । আমার
 মুখে যদি অনুতকোটি জিহ্বাও হয়, তথাপি
 আমি এই ব্রতের ফল বর্ণন করিতে অক্ষম ।
 যাদবেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কলিকলুস-
 হারিণী পাবনী তিথিবর্ত্তা ভীমসেনসমীপে
 ব্যক্ত করিবেন । যিনি এই তিথিনির্দিষ্ট
 ব্রতচরণ করেন, তিনি নরকনিমগ্ন অনন্ত

তিথিমিহ সকলার্থভান্নরেন্দ্র-
 স্তব চতুরাননসাম্যাতামুপৈতি ॥ ৬৪
 কল্যাণিনী নাম পুরা বভূব
 যা দ্বাদশী মাঘদিনেষু পূজ্যা ।
 সা পাণ্ডুপুত্রেন কৃতা ভাবিষ্য-
 তানন্তপুণ্যানঘ ভীমপুত্রী ॥ ৬৫
 ইতি শ্রীমাৎস্রে মহাপুরাণে ভীমদ্বাদশীব্রতঃ
 নামৈকোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৯

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

বর্ণাশ্রমাণাং প্রভবঃ পুরাণেষু ময়া শ্রুতঃ ।
 সদাচারস্ত ভগবন বর্ষশাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ ।
 পণ্যস্ত্রীণাং সদাচারং শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্ব্রতঃ ॥ ১
 ঈশ্বর উবাচ ।
 তস্মিন্বেব যুগে ব্রহ্মন সহস্রাণি তু যোড়শ ।

পিতৃ-পুরুষদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন ।
 যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এই পাপহর তিথি-
 বিবরণ শ্রবণ করে, কিংবা পরোপকারার্থ
 পাঠ করে, তাহার সর্ব অর্থ লাভ হয় ।
 এমন কি, হে নরেন্দ্র ! ঐ ব্যক্তি ব্রহ্ম-
 সাম্যও লাভ করিতে পারে । পুরাকালে
 যে মাঘদ্বাদশী কল্যাণিনী নামে পরিচিতা
 হইয়া পূজিত হইত, তাহা মধ্যম পাণ্ডুনন্দন
 ভীমসেন কর্তৃক অল্পাশ্রিত হইয়া অনন্ত
 পুণ্যজনক ভীমদ্বাদশী নামে বিখ্যাত
 হইবে । ৫৮—৬৫ ।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৯ ।

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্ম বলিলেন,—হে ভগবন্ ! পুরাণে
 আমি বর্ণাশ্রমসমূহ ও সদাচারের ধর্মশাস্ত্র-
 নিদিষ্ট মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি । এক্ষণে
 পণ্যস্ত্রীদিগের সদাচার-ব্রতান্ত্র সম্যকরূপে
 শুনিতে ইচ্ছা করি । ঈশ্বর কহিলেন,—হে
 কমলজ ! পূর্বে যে যুগের বিষয় উল্লেখ

বাসুদেবস্ত নারীণাং ভবিষ্যন্ত্যশ্বজোহব ॥ ২
 তাভির্বসন্তসময়ে কোকিলালিকুলাকুলে ।
 পুষ্পিতে পবনোৎফুল্ল-কহ্লারসরসস্তটে ॥ ৩
 নির্ভরাপানগোষ্ঠীষু প্রসক্তাভিরলকৃতঃ ।
 কুরঙ্গনয়নঃ শ্রীমান্ মালতীকৃতশেখরঃ ॥ ৪
 গচ্ছন্ সমীপমার্গেণ সান্নঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
 সাক্ষাৎ কন্দর্পো রূপেণ সর্বাভরণভূষিতঃ ॥ ৫
 অনঙ্গশরতপ্তাভিঃ সাভিলাষমবেক্ষিতঃ ।
 প্রবুদ্ধো মন্থথস্তাসাং ভবিষ্যতি যদান্মনি ॥ ৬
 তদাবেক্ষ্য জগন্নাথঃ সন্মতো ধ্যানচক্ষুষা ।
 শাপং বক্ষ্যতি তাঃ সর্বা বো হরিষ্যন্তি দম্ভবঃ
 মৎপদে ॥ ক্ষং যতঃ কাম-লৌল্যাদৌদৃগ্বিধং কৃতম্
 ততঃ প্রসাদিতো দেব ইদং বক্ষ্যতি শার্ঙ্গভূৎ ।
 তাভিঃ শাপাভিতপ্তাভির্ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥

করিয়াছি, ঐ বুগে বাসুদেবের ষোড়শ সহস্র
 রমণী হইবেন । একদা বসন্ত সময়ে কোকিল-
 কুলের কলকলালাপে মুখরিত, কুসুমিত ও
 পবনান্দোলিত উৎফুল্ল কহ্লারকুলে শ্রুশো-
 ভিত—সরোবরতটে বাসিয়া ঐ সকল
 কৃষ্ণকামিনীরা সম্মিলিতভাবে একান্ত পান-
 সক্ত হইলে ঐ সময় তাহাদিগের সমীপস্থ
 পথ দিয়া কুরঙ্গনয়ন শ্রীমান্ শান্ন মালতী-
 মালায় মগ্নক মগ্নিত করিয়া—দিব্যালঙ্কারে
 অলঙ্কৃত ও রূপে যেন সাক্ষাৎ কন্দর্পের স্তায়
 শ্রুশোভিত হইয়া গমন করিবেন । তখন
 কৃষ্ণললনাগণ অনঙ্গশরে জর্জরিত হইয়া
 তাঁহার প্রতি সাভিলাষ দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করি-
 বেন । তাঁহাদের হৃদয়ে মন্থথান্নি উদ্দীপিত
 হইয়া উঠিবে । জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান-
 নেত্রে তাঁহাদিগের সেই অস্ববিকৃত ভাব
 দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ অভিসম্পাত
 করিবেন যে, আমার অপ্রত্যক্ষে তোমরা
 যখন কাম-লোলতা নিবন্ধন ঈদৃশ অসঙ্গতা-
 চরণ করিয়াছ, তখন দম্ভ্যগণ তোমাদিগকে
 হরণ করিয়া লইবে । তখন সেই শাপগ্ৰস্ত
 সন্তপ্ত কৃষ্ণমহিষীরা সেই ভূতভাবন ভগবান্
 শার্ঙ্গপাণির প্রসন্নতা উৎপাদন করিবেন;

উত্তারভূতং দাসত্বং সমুদ্ভাদব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ।
 উপদেক্ষ্যত্যানস্তান্না ভাবিকল্যাণকারণকম্ ॥ ৯
 ভবতীনাংবিদালভ্যো যদ্ব্রতং কথয়িষ্যতি ।
 তদেবোত্তারণায়ালং দাসত্বংহপি ভবিষ্যতি ।
 ইত্যুক্তো তাঃ পরিশ্রজ্য গতো দ্বারবতীশ্বরঃ ॥ ১০
 ততঃ কালেন মহতা ভাৱাবতরণে কৃতে ।
 নিবৃন্তে মোষলে তদ্বৎ কেশবে দিবমাগতে ॥ ১১
 শূন্তে যত্বেকুলে সর্কৈশ্চৌরৈরপি জিতেহর্জুনে
 হতান্ন কৃষ্ণপত্নীষু দাসতোগ্যাসু চান্বধৌ ॥ ১২
 তিষ্ঠন্তীষু চ দৌর্গত্য-সন্তপ্তান্ন চতুর্শুখ ।
 আগমিষ্যতি যোগান্না দালভ্যো নাম মহাতপাঃ
 তান্তমর্ঘ্যেণ সম্পূজ্য প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ ।
 লালপ্যমানা বহুশো বাস্পপর্যাকুলেক্ষণাঃ ॥ ১৪
 অরন্ত্যো বিপুলান্ ভোগান্ দিব্যমালাবুলেপনম্

তাহাতে তিনি বলিবেন—ব্রাহ্মণপ্রিয় অন-
 স্তান্না দালভ্যশি—দাসত্বসাগর হইতে
 তোমাদের উদ্ধারের উপায়স্বরূপ ভাবী
 কল্যাণকর এক ব্রত উপদেশ দিবেন;
 সেই ব্রতই তোমাদিগকে দাসত্ব হইতে
 উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে । এই কথা
 কহিয়া দ্বারকানাথ তাহাদিগকে আলিঙ্গনান্তে
 অন্তর্দান করিলেন । ১—১০ । অনন্তর বহুকাল
 পরে ভাৱাবতরণ কার্য সমাপ্ত হইবে ।
 মুষলজনিত সংহার ঘটবে । কেশব স্বর্গে
 যাইবেন । যত্বেকুল শূন্ত হইবে । চোরগণ
 অর্জুনের স্তায় বীরকেও জয় করিয়া কৃষ্ণ-
 কামিনীদিগকে হরণ করিয়া লইবে । দম্ভ্য-
 গণ জলধিপ্রান্তে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে
 সন্তোষ করিবে । হে চতুর্শুখ ! তাহারা
 এইরূপ দুরবস্থায় সন্তপ্ত হইয়া অবস্থান
 করিলে, একদা যোগান্না মহাতপা দালভ্যমুনি
 তথায় আগমন করিবেন । তখন সেই
 সকল কৃষ্ণকামিনীরা অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহাকে
 পূজা ও বার বার প্রণাম করিয়া অশ্রুপূর্ণ
 নয়নে তাঁহাদের সেই সেই পূর্বতন বিপুল
 ভোগ সকল, সেই সেই দিব্য দিব্য মালা-

ভর্তারঃ জগতামৌশমনন্তমপরাজিতম্ ॥ ১৫
 দিব্যভাবাঃ তাক্ষ পুরীঃ নানারত্নগৃহাণি চ ।
 দ্বারকাবাসিনঃ সর্কান দেবরূপান্ কুমারকান্ ।
 প্রশ্নমেবং করিষ্যন্তি মূনেরতিমুখং স্থিতাঃ ॥ ১৬
 স্মিয় উচুঃ ।

দক্ষ্যভির্ভগবন্ সর্কানঃ পরিতুক্তা বয়ং বলাৎ ।
 স্বধর্ম্মাচ্চ্যবতেহস্মাকমস্মিন্ নঃ শরণং ভব ॥ ১৭
 আদিষ্টৌহসি পুরা ব্রহ্মন্ কেশবেন চ ধীমতা ।
 কস্মাদীশেন সংযোগং প্রাপ্য বেষ্ঠাত্মমাগতাঃ
 বেষ্ঠানামপি যো ধর্ম্মন্তরো ব্রহ্মি তপোধন ।
 কথয়িষ্যত্যতস্তাসাং স দাল্ভ্যাত্মৈকিতায়নঃ ॥
 দাল্ভ্য উবাচ ।

জলক্রৌড়াবিহারেষু পুরা সরসি মানসে ।
 ভবভীনাঞ্চ সর্কাসাং * নারদোহভ্যাসমাগতাঃ
 হতাশনস্তুতাঃ সর্কান ভবন্ত্যোহম্পরসঃ পুরা ।

মূলেপন, সেই অনন্ত অপরাজিত জগৎপতি
 ভর্তা, সেই স্বর্গীয় পুরী দ্বারকা, সেই সেই
 নানারত্নখচিত গৃহশ্রেণী, এবং সেই সেই
 দ্বারকাবাসী দিব্য দিব্য কুমারদিগকে স্মরণ
 করিয়া কাদিতে কাদিতে ঋষির সম্মুখে
 আসিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিবেন যে, হে ভগবন!
 দক্ষ্যদল আমাদের বলপূর্ব্বক উপভোগ
 করিয়াছে। আমরা স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত
 হইয়াছি। হে ব্রহ্মন! আপনি আমাদের
 শরণ হউন। পুরাকালে ধীমান্ কেশব
 আপনাকেই আমাদের উদ্ধারের উপায়
 বলিতে আদেশ করিয়াছিলেন। অতএব
 হে তপোধন! আমরা কি জন্ত ঈশ্বর
 সহ সংযোগপ্রাপ্ত হইয়াও বেষ্ঠা হইলাম!
 বেষ্ঠাদিগের ধর্ম্মই বা কি? আপনি তাহা
 বলুন। অনন্তর দাল্ভ্যঋষি তাহাদিগকে
 বলিবেন,—তোমরা পূর্বে হতাশননন্দিনী
 সপ্ত অম্পরা ছিলে। একদা মানসসরোবরে
 তোমরা জলক্রৌড়ায় নিরত হইলে, তখন
 নারদ তোমাদের নিকট আসিয়াছিলেন।

অপ্রণম্যাবলেপেন পরিপৃষ্টঃ স যোগবিৎ ।
 কথং নারায়ণোহস্মাকং ভর্তা স্মাদিত্যুপাদিশ
 তস্মাদ্বরপ্রদানং বঃ শাপশ্চায়মভূৎ পুরা ।
 শয্যাদ্বয়প্রদানেন মধু-মাধবমাসয়োঃ ॥ ২২
 সুবর্ণোপস্করোৎসর্গাদ্ভাদ্রষ্টাঃ শুক্লপক্ষতঃ ।
 ভর্তা নারায়ণো নুনং ভবিষ্যত্যন্তজন্মনি ॥ ২৩
 যদকৃত্বা প্রণামং মে রূপ-সৌভাগ্যমৎসরাৎ ।
 পরিপৃষ্টৌহস্মি তেনাশু বিয়োগো বো ভবিষ্যতি
 চৌরৈরপহতাঃ সর্কান বেষ্ঠাত্বং সমবাপ্ম্যথ ॥ ২৪
 এবং নারদশাপেন কেশবস্ত চ ধীমতঃ ।
 বেষ্ঠাত্বমাগতাঃ সর্কান ভবন্ত্যঃ কামমোহিতাঃ ।
 ইদানীমপি যদ্বক্ষ্যে তচ্ছুগ্ধং বরাদ্ভনাঃ ॥ ২৫
 দাল্ভ্য উবাচ ।

পুরা দেবাস্তুরে যুদ্ধে হতেষু শতশঃ স্তুরৈঃ ।

তোমরা সকলে গর্ভভরে তাঁহাকে প্রণাম
 না করিয়াই জিজ্ঞাসিয়াছিলে যে, কি
 করিলে নারায়ণদেব আমাদের ভর্তা হই-
 বেন, আপনি তাহা আমাদের উপদেশ
 করুন। তোমাদের এইরূপ অবিনয় সহ-
 কৃত প্রশ্নের ফলে তাঁহার নিকট হইতে
 তোমাদের বর ও শাপ উভয়ই ঘটয়া-
 ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—চৈত্র ও
 বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীদিনে দুই
 প্রস্থ শয্যা দান ও সুবর্ণোপস্কর উৎসর্গ
 করিলে, নিশ্চয়ই জন্মান্তরে নারায়ণ তোমা-
 দের ভর্তা হইবেন। কিন্তু রূপ ও সৌভাগ্য-
 গর্ভে স্ফীত হইয়া তোমরা আমাকে প্রণাম
 না করিয়াই যেহেতু আমার নিকট প্রশ্ন
 উত্থাপন করিলে, তোমাদের এই দুর্কিনয়ের
 জন্ত সেই ভর্তার সহিত তোমাদের পরে
 বিচ্ছেদ ঘটিবে। চোরেরা তোমাদিগকে
 হরণ লইবে, তোমরা বেষ্ঠাবৃত্তি আশ্রয়
 করিবে। নারদের অভিধানে ও ধীমান্
 কেশবের বাক্যে এইরূপে তোমরা বেষ্ঠাত্ব
 প্রাপ্ত হইয়াছ—কামে তোমরা মোহমগ্ন হই-
 য়াছ। যাহা হউক, হে বরাদ্ভনাগণ! একপে
 যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১১—২৫। দাল্ভ্য

দানবাসুরদৈত্যেযু রাক্ষসেযু ততন্ততঃ ॥ ২৬
তেষাং ব্রাতসহস্রাণি শতান্তপি চ যোধিতাম্
পরিণীতানি যানি স্যুধনাঙ্কুজানি যানি বৈ ।
তানি সর্বাণি দেবেশঃ প্রোবাচ বদতাংবরঃ ॥ ২৭

ইন্দ্র উবাচ ।

বেঞ্জাধর্ষেণ বর্ভধ্বমধনা নৃপমন্দিরে ।
ভক্তিমতো বরারোহান্তথা দেবকুলেযু চ ॥ ২৮
রাজানঃ স্বামিনস্তপ্যাঃ সূতা বাপি চ তৎসমাঃ
ভবিষ্যতি চ সৌভাগ্যং সর্ভাসামপি শক্তিতঃ ॥
যঃ কশিচ্ছুকমাদায় গৃহমেষ্যতি বঃ সদা ।
নিধেনেনোপবার্হেযা বঃ স তদাত্তত্র দান্তিকাৎ ॥
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ পুণ্যাহে সমুপস্থিতে ।
গো-ভূ-হিরণ্য-ধাত্তানি প্রদেয়ানি স্বশক্তিতঃ
ব্রাহ্মণানাং বরারোহাঃ কার্য্যাণি বচনানি চ ॥ ৩১
যচ্চাপ্যন্তদ্রতং সম্যগুপদেক্ষ্যাম্যহং ততঃ ।
অবিচারেণ সর্বাভিরনুষ্ঠেয়ঞ্চ তৎ পুনঃ ॥ ৩২

কহিলেন, পুরাকালে দেবাসুরযুদ্ধে সুরগণের
হস্তে বহুশত দানব, অসুর, দৈত্য ও রাক্ষস
ইতন্ততঃ নিহত হইলে তাহাদিগের শত শত
সহস্র সহস্র পরিণীত পত্নীগণকে এবং বল-
পূর্বক উপভুক্ত অন্তান্ত নারীগণকে বাগ্মি-
বর সুরপতি বলিয়াছিলেন, তোমরা ভক্তি-
মতী হইয়া অধুনা রাজধানী ও দেবপুরী
প্রভৃতিতে বেঞ্জাধর্ম্য অবলম্বনপূর্বক অবস্থান
কর । রাজগণ স্বামিগণ বা তৎপুত্রগণ সক-
লেই তোমাদের তুল্য হইবে । তোমাদের সুখ,
সৌভাগ্য ঘটিবে । যে কোন ব্যক্তি তোমা-
দের গৃহে শুক লইয়া আসিবে, সে দরিদ্র
হইলেও তাহাকে তোমরা ভজনা করিবে,
পরন্তু দান্তিক ব্যক্তি তোমাদের সেব্য নহে
দেব ও পিতৃগণের অর্চনাযোগ্য পুণ্যাহ
উপাস্ত হইলে তোমরা যথাশক্তি গো, ভূমি,
হিরণ্য ও ধাত্ত দান করিবে । হে বরাজনা-
গণ! তোমরা ব্রাহ্মণগণের বচনানুসারে
কার্য্য করিবে । যাহা হউক, আমি তোমা-
দিগকে অন্ত ব্রত উপদেশ দিতেছি
তোমরা বিনা বিচারে সকলেই তাহা অমু-

সংসারোত্তারণায়ালমেতদেদবিদো বিদুঃ ।
যদা সূর্য্যাদিনে হন্তঃ পুষ্যো বাথ পুনর্কসুঃ ॥ ৩৩
ভবেৎ সর্কৌষধীস্নানং সম্যগ্ণারৌ সমাচরেৎ
তদা পঞ্চশরস্তাপি সন্নিধাত্ত্বমেষ্যতি ।
অর্চয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষমনজস্তানুকৌর্ভনৈঃ ॥ ৩৪
কামায় পাদৌ সম্পূজ্য জজ্জ্য বৈ মোহকারিণে
মেদ্রং কন্দর্পনিধয়ে কটিং প্রীতিমতে নমঃ ॥ ৩৫
নাভিং সৌখ্যসমুদ্রায় রামায় চ তথোদরম্ ।
হৃদয়ং হৃদয়েশায় স্তনবাহ্লাদকারিণে ॥ ৩৬
উৎকঠায়েতি বৈকুণ্ঠমাস্ত্রমানন্দকারিণে ।
বামাঙ্গং পুষ্পচাপায় পুষ্পবাণায় দক্ষিণম্ ॥ ৩৭
মানসায়ৈতি বৈ মৌলিং বিলোলায়ৈতি মূর্ধ্জম্
সর্ভাস্থনে চ সর্ভাঙ্গং দেবদেবস্ত পূজয়েৎ ॥ ৩৮
নমঃ শিবায় শান্তায় পাশাকুশধরায় চ ।
গদীনে পীতবস্ত্রায় শঙ্খ-চক্রধরায় চ ॥ ৩৯
নমো নারায়ণায়ৈতি কামদেবাস্থনে নমঃ ।
সর্বশাস্ত্রৈস্ত্য নমঃ প্রীতৈস্ত্য নমো রতৈস্ত্য নমঃ শ্রীতৈস্ত্য
নমঃ পুষ্টিতৈস্ত্য নমস্তৈস্ত্য নমঃ সর্ভার্থসম্পদে ।

ষ্ঠান করিবে । বেদবিদগণের মতে এই
ব্রত সংসার হইতে উদ্ধার পাইবার প্রকৃষ্ট
উপায় । রবিবার পুষ্যা বা পুনর্কসু নক্ষত্র
হইলে, সেই দিন নারীজন সর্কৌষধি দ্বারা
স্নান করিবে এবং মদনের সন্নিধানে গিয়া
অনঙ্গদেবের নামাবলী কৌর্ভন করিয়া পুণ্ডরী-
কাক্ষকে অর্চনা করিবে । ২৬—৩৪ । যথা—
পাদদ্বয় ‘কামায়’ জজ্জ্যায়ুগল ‘মোহকারিণে’মেদ্র
‘কন্দর্পনিধয়ে’ কটিদেশ ‘প্রীতিমতে’ নাভি
‘সৌখ্যসমুদ্রায়’ উদর ‘রামায়’ হৃদয় ‘হৃদয়ে-
শায়’ স্তনদ্বয় ‘আহ্লাদকারিণে’ বামাঙ্গ
‘পুষ্পচাপায়’ দক্ষিণাঙ্গ ‘পুষ্পবাণায়’ মৌলি
‘মানসায়’ কেশ ‘বিলোলায়’ এবং সর্ভাঙ্গে
‘সর্ভাস্থনে নমঃ’ বলিয়া পূজা করিবে । অন-
ন্তর শিব, শান্ত, পাশাকুশধর, গদী, পীত-
বস্ত্র, ও শঙ্খচক্রধারী নারায়ণ, ও কাম-
দেবাস্থা, এই নামে প্রত্যেকতঃ নমস্কার
করিয়া সর্বশান্তি, প্রীতি, রতি, প্রী, পুষ্টি,
ভৃষ্টি ও সর্ভার্থসম্পত্তিকে নমস্কারপূর্বক

এবং সম্পূজ্য দেবেশমনস্কান্ধকমৌষরম্ ।
 গন্ধৈর্মাল্যাস্থা ধূপৈর্নৈবেদ্যেন চ কামিনী ॥৪
 তত আহুয় ধর্ম্যজ্ঞং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্ ।
 অব্যঙ্গাবয়বং পূজ্য গন্ধপুষ্পার্চনাদিভিঃ ॥ ৪২
 শালেয়ত তুলপ্রস্থং দ্ব্যতপাত্রেণ সংযুতম্ ।
 তস্মৈ বিপ্রায় সা দণ্ডান্নাধবঃ প্রীযতামিতি ॥৪৩
 যথেষ্টাহারযুক্তং বৈ তমেব দ্বিজসত্তমম্ ।
 রত্যর্থং কামদেবোহয়মিতি চিন্তেহবধার্য্য তম্ ॥
 যদ্যদিচ্ছতি বিপ্রেন্দ্রস্তৎ তৎ কুর্যাদ্বিলাসিনী ।
 সর্বভাবেণ চান্নানমর্গয়েৎ স্মিতভাষিনী ॥ ৪৫
 এবমাদিত্যবারণে সঙ্গমেতৎ সমাচরেৎ ।
 ত তুলপ্রস্থদানঞ্চ যাবন্মাসাস্ত্রয়োদশ ॥ ৪৬
 ততস্ত্রয়োদশে মাসি সম্প্রাপ্তে তস্মৈ ভামিনী
 বিপ্রস্তোপস্করৈরুভ্য়াং শয্যাং দণ্ডাদ্বিলক্ষণাম্ ॥
 সোপধানকবিশ্রামাং সাস্তরাবরণাং শুভাম্ ।
 প্রদীপোপানহ-চ্ছত্র-পাঙ্কাসনসংযুতাম্ ॥ ৪৮

সপত্নীকমলকৃত্য হেমস্ত্রাজ্ঞলৌঘকৈঃ ।
 স্তম্ভবস্ত্রং সর্বটকৈধূপমালাভুলেপনৈঃ ॥ ৪১
 কামদেবঃ সপত্নীকং গুড়কুস্তোপরিস্থিতম্ ।
 তাত্রিপাত্রাসনগতং হৈমেনেত্রপটারুতম্ ।
 সকাংস্ত্রাজ্ঞনোপেতমিচ্ছদগুসমাধিতম্ ।
 দণ্ডাদেতেন মস্ত্রেণ তথৈকাং গাং পয়স্বিনীম্ ॥
 যথাস্তরং ন পশ্যামি কাম-কেশবযোঃ সদা ।
 তথৈব সর্বকামাপ্তিরস্ত বিবেকা সদা মম ॥৫২
 যথা ন কমলা দেহাৎ প্রযাতি তব কেশব ।
 তথা মমাপি দেবেশ শরীরে স্তে কুরু প্রভো ॥
 তথা চ কাঞ্চনং দেবং প্রতীত্বহু ন দ্বিজোত্তমঃ ।
 ক ইদং কস্মাদাদিতি বৈদিকঃ মস্ত্রমৌরয়েৎ ॥৫৪
 ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য বিসর্জ্য দ্বিজপুঙ্গবম্
 শয্যাসনাদিকং সর্বং ব্রাহ্মণস্ত গৃহং নদ্রেৎ ॥৫৫
 ততঃপ্রভৃতি যো বিপ্রো বত্যাং গৃহমাগতঃ ।
 স মাতঃ সূর্য্যবारे চ স মন্তব্যো ভবেৎ তদা

প্রত্যেকতঃ পূজা করিয়া পরে গন্ধ, মালা, ধূপ, দীপ 'ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা অনস্কান্ধক দেবদেবকে পূজা করিবে। তৎপরে রমণী কোন বেদপারগ ধর্ম্যজ্ঞ অবিকলান্ন ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজাপূর্ব্বক দ্ব্যতপাত্র সহ এক প্রস্থ শালেয় তুল প্রদান করিবে। দানকালে বলিবে—মাধব প্রীত হউন। পরে সেই বিপ্রকে যথেষ্ট আহার দিয়া রতির নিমিত্ত 'এই দ্বিজোত্তমই সাক্ষাৎ কামদেব' মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিবে। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, সেই ব্রতচারিণী বিলাসিনী তাহাই করিবে। স্মিত-পূর্ব্ব-ভাষিণী কামিনী তাহার নিকট সর্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ করিবে। আদিত্যবारे এইরূপ ব্রত করিতে হইবে। ত্রয়োদশ মাস পর্য্যন্ত তুলপ্রস্থ দান বিধেয়। ত্রয়োদশ মাস উপস্থিত হইলে ভামিনী বিপ্রকে উপস্কর সহ বিলক্ষণা শয্যা দান করিবে। ঐ দানীয় শয্যা উপাধান, আস্তরণ, প্রদীপ, উপানহ, ছত্র, পাঙ্কাস ও আসনাদি

দ্বারা অধিত হইবে। সপত্নীক ব্রাহ্মণকে হেমস্ত্র 'ও অঙ্গরৌষক, স্তম্ভবস্ত্র, বলয়, মালা ও অনুলেপনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে হইবে। পরে গুড়কুস্তোপরিস্থিত তাত্রাসন-গত 'ও হৈমেনেত্র-পটারুত রতিসহ কামদেব মূর্ত্তিকে কাংস্তপাত্র ও ইচ্ছদগু সহ দান করিবে এবং বক্ষ্যমাণ মস্ত্রে একটি পয়স্বিনী গাভী ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। মস্ত্র যথা—হে কেশব! কমলা যেমন ভোমার দেহ হইতে কদাচ কুত্রাপি প্রয়াণ করেন না, তেমনি হে দেবেশ! হে প্রভো! তুমিও আমার শরীরে বাস কর, করিয়া অন্ত্র কোথাও গমন করিও না। ৩৫-৫৩। অনন্তর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কাঞ্চন ময় দেবপ্রতিমা প্রতিগ্রহ করিয়া 'ক ইদং কস্মাদাৎ' ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। তৎপরে ব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় দিবে এবং শয্যাসনাদি যে কিছু দ্রব্য, সমস্তই ব্রাহ্মণের গৃহে পাঠাইয়া দিবে। তখন হইতে যে ব্রাহ্মণ রতিনিমিত্ত রবিবারে গৃহাগত হইবে, তাহার প্রতি সন্মান

এবং ত্রয়োদশঃ যাবন্মাসমেব দ্বিজোত্তমান্ ।
তর্পয়েত যথাকামং প্রোষিতৈহত্যং সমাচরেৎ
তদনুজ্ঞয়া রূপবান্ যো যাবদভ্যাগতো ভবেৎ
আত্মনোহপি যথাবিঘ্নঃ গর্ভভূতিকরং প্রিয়ম্ ॥
দৈবং বা মাহুসং বা স্তাদনুরাগেণ বা ততঃ ।
সাচারানষ্টপঞ্চাশদ্যথাশক্ত্যা সমাচরেৎ ॥ ৫৯
এংকি কথিতং স্ম্যগ্ভবতীনাং বিশেষতঃ ।
অধর্মোহয়ং ততো ন স্তাদ্বেশানামিহ সর্বদা ॥
পুরুহতেন যৎ প্রোক্তং দানদায়ু পুরা ময়া ।
তদিদং সাম্প্রতং সর্বং ভবতীষপি যুজ্যতে ॥ ৬০
সর্বপাপপ্রশমনমনন্তফলদায়কম্ ।
কল্যাণীনাং কথিতং যৎ তৎ কুরুধ্বং বরাননাঃ
করোতি যা শেবমগণ্ডমেতৎ
কল্যাণিনী মাধবলোকসংস্থা ।
সা পূজিতা দেবগণৈরশেষৈ-
রানন্দরূপাণামুপৈতি বিকোঃ ॥ ৬৩

দেখাইবে। এইরূপে ত্রয়োদশ মাস যাবৎ
দ্বিজোত্তমদিগকে যথাকাম্য পুস্তক কারবে
এবং প্রোষিতৈহ অর্থাৎ প্রকার আচরণ কারবে।
প্রোষিত ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা লইয়া যদি অস্ত্র
কোন রূপবান্ পুরুষ অভ্যাগত হয়, তাহা
হইলে আত্মার বাহাতে অবিঘ্ন হইতে পারে,
অনুরাগের দ্বারা ঈদৃশ গর্ভভূতিকর
দৈব বা মাহুস প্রিয় কন্ম আচরণপূর্বক যথা-
শক্তি অষ্টপঞ্চাশৎ আচার অনুষ্ঠান করিবে।
তোমাদিগকে বিশেষরূপে এই ব্রত-বিবরণ
বলিলাম। সর্বদা এই ব্রতচরণে বেষ্ঠাদিগের
অধম কিছুই হইবে না। পুরাকালে ইন্দ্র
দানবদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, এই সেই
ব্রত আমি সম্প্রতি তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে
বলিলাম। ইহা সর্বপাপহর, ও অনন্ত
ফলজনক। তোমরা কল্যাণী, তোমাদিগের
নিকট ইহা কথিত হইয়াছে। হে বরা-
ননাগণ! এক্ষণে তোমরা এই ব্রত অনুষ্ঠান
কর। যে কল্যাণিনী নারী অগণিতভাবে
এই ব্রত আচরণ করে, মাধবলোকে তাহার
বাস হয়। সে দেবগণ কর্তৃক পূজিতা হইয়া

শ্রীভগবানুবাচ ।
তপোধনঃ সোহপ্যভিধায় চৈবং
তদা চ তাসাং ব্রতমঙ্গনানাম্ ।
স্বস্থানমেযান্তি সমস্তমিৎ
ব্রতং করিষ্যন্তি চ দেবযোনে
ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণেহনন্দদানব্রতং নাম
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

ভগবন্ পুরুষস্তেহ স্মিরাশ্চ বিরহাদিকম্ ।
শোক-ব্যাদিভয়ং হৃৎখং ন ভবেদ্যেন তদ্বদ ॥
শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রাবণশ্চ দ্বিতীয়ায়াং কৃষ্ণায়াং মধুসূদনঃ ।
ক্ষীরার্ণবে সপত্নীকঃ সদা বসতি কেশবঃ ॥ ২
তস্তাং সম্পূজ্য গোবিন্দং সর্বান্ কামান্ সমশ্রুতে
গো-ভূ-হিরণ্যদানাদি সপ্তকল্পশতানুগম্ ॥ ৩
অশূচশয়নং নাম দ্বিতীয়া সম্প্রকীর্ণিতা ।

আনন্দপ্রদ বিষ্ণুভবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
ভগবান্ কাহসেন,—তপোধন দান্য্য সেই
অঙ্গনাদিগকে অনঙ্গব্রত উপদেশ দিয়া
স্বস্থানে গমন করিবেন এবং সেই অঙ্গনা-
রাও তাঁহার উপদেশ মত সম্পূর্ণরূপে ব্রত-
চরণ করিবে। ৩৫—৬৪ ।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭০ ।

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—নর এবং নারী উভ-
য়েরই যাহাতে বিরহবেদনা বা শোক-ব্যাদি-
ভয় হয় না, এমন কোন এক হৃৎখর ব্রত
বর্ণন করুন। ভগবান্ বলিলেন,—শ্রাবণ
মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বিতীয়া দিনে মধুসূদন
কেশব পত্নীসহ সতত ক্ষীরার্ণবে বাস করেন।
ঐ তিথিতে গোবিন্দকে পূজা করিলে সর্ব
কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ দিন গো, ভূমি,
ও হিরণ্যাদি দান করিতে হয়। ঐ দ্বিতীয়া

তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্বিস্মৃমেতিৰ্ভৈবিধানতঃ ॥ ৪
 শ্রীবৎসধারিন্ শ্রীকান্ত শ্রীধামন্ শ্রীপতেহব্যয়
 গাইস্থ্যং মা প্রণাশং মে যাতু ধৰ্ম্মার্থকামদম্ ॥
 অগ্নয়ো মা প্রণশস্ত দেবতাঃ পুরুষোত্তম ।
 পিতরো মা প্রণশস্ত মাশ্চ দাম্পত্যভেদনম্ ॥
 লক্ষ্ম্যা বিযুক্ত্যতে দেব ন কদাচিদযথা ভবান্ ।
 তথা কলত্রসহক্কে দেব মা মে বিযুক্ত্যতাম্ ॥ ৭
 লক্ষ্ম্যা ন শূন্তো বরদ শয্যাং ত্বং শয়নং গতঃ ।
 শয্যা মমাপাশৃতাশ্চ তথৈব মধুসূদন ॥ ৮
 গীত-বাদিত্রিনির্ঘোষঃ দেবদেবস্ত কীর্তয়েৎ ।
 ঘণ্টা ভবেদশক্তস্ত সৰ্ব্ববাদ্যময়ী যতঃ ॥ ৯
 এবং সম্পূজ্য গোবিন্দমস্মীয়াং তৈলবজ্জিতম্ ।
 নক্তমক্ষারলবণং যাবৎ তৎ স্মাচ্চতুষ্টয়ম্ ॥ ১০
 ততঃ প্রভাতে সজ্জাতে লক্ষ্মীপতিসমম্বিতাম্ ।
 দীপান্নভাজনৈর্ঘূক্তাং শয্যাং দজ্যদ্বিলক্ষণাম্ ॥

অশূন্তশয়ন নামে অভিহিত । এই তিথিতে
 নিম্নোক্ত মন্ত্রসমূহে যথাবিধি বিষ্ণুকে পূজা
 করিতে হয় । মন্ত্র যথা—হে শ্রীবৎসধারিন্ !
 হে শ্রীকান্ত ! হে শ্রীধামন্ ! হে শ্রীপতে !
 হে অব্যয় ! আমার ধৰ্ম্মার্থ-কাম-প্রদ গাইস্থ্য
 যেন প্রনষ্ট হয় না । হে পুরুষোত্তম ! আমার
 অগ্নি-দেবগণ যেন বিনাশপ্রাপ্ত না হন ।
 আমার পিতৃগণ প্রনষ্ট না হন, এবং আমার
 দাম্পত্যবিচ্ছেদ না ঘটুক । হে দেব !
 আপনি যেমন কখন লক্ষ্মী হইতে বিযুক্ত হন
 না, তেমন আমারও কলত্রসহক্কে কন্ধিন্
 কালেও বিযুক্ত না হউক । হে মধুসূদন !
 লক্ষ্মী দ্বারা অশূন্ত হইয়া তুমি যেমন শয্যাতে
 আশ্রয় কর, হে বরদ ! আমারও শয্যা
 তেমন অশূন্ত হউক । অনন্তর দেবদেবের
 শ্রীতির উদ্দেশে নৃত্য গীত ও বাজ্যধ্বনি
 করিবে । অশক্ত পক্ষে মাত্র ঘণ্টা বাজা-
 ইবে ; কেননা, ঘণ্টা সৰ্ব্ববাদ্যময়ী । এই-
 রূপে গোবিন্দকে পূজা করিয়া রাত্রিযোগে
 অক্ষার, অলবণ ও অতৈল আহ্বার করিবে ।
 পরে প্রভাতে উঠিয়া লক্ষ্মী ও লক্ষ্মীপতির
 প্রতিমাসহ দীপ ও অন্নভাজনসমম্বিত বিল-

পাহুকোপানহ-চ্ছত্র-চামরাসনসংযুতাম্ ।
 অতিতোহপক্ষরৈর্ঘূক্তাং শুক্লপুষ্পাদ্বর্যুতাম্ ॥
 সোপধানকাবশ্রামাং ক্ষলৈর্নানাবিধৈর্ঘূতাম্ ।
 তথাভরণধাতৈশ্চ যথাশক্ত্যা সমম্বিতাম্ ॥ ১৩
 অব্যাক্ষায় বিপ্রায় বৈষ্ণবায কুটুস্থিনে
 দাতব্য্য বেদবিহুষে ভাবেনাপতিতায় চ ॥ ২৪
 তত্রোপবিষ্ঠ্য দাম্পত্যমলঙ্কৃত্য বিধানতঃ ।
 পত্ন্যাশ্চ ভাজনং দদ্যাক্ষতভোজ্যসমম্বিতম্ ॥
 ব্রাহ্মণস্তাপি সৌবর্ণীমুপক্ষরসমম্বিতাম্ ।
 প্রতিমাং দেবদেবস্ত সোদকুস্তাং নিবেদয়েৎ ॥
 এবং যন্ত পুমান্ কুৰ্যাদশূন্তশয়নং হরেঃ ।
 বিত্তশাঠ্যেন রাহিতো নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ১৭
 নারী বা বিধবা ব্রহ্মন্ যাবচ্ছল্লার্কিতারকম্
 ন বিরূপো ন শোকার্তো দম্পতী ভবতঃ কচিৎ
 ন পুল্ল-পশু-রত্নানি ক্ষয়ং যান্তি পিতামহ ।
 সপ্তকল্পসহস্রাণি সপ্তকল্পশতানি চ ।

ক্ষণা শয্যা দান করিবে । ১—১১। ঐ শয্যাসহ
 পাহুকা, উপানহ, ছত্র, চামর, আসন, সুন্দর
 সুন্দর উপক্ষার, শুক্ল পুষ্প ও শুক্লাদ্বর, উপা-
 ধান, বিশ্রাম, নানাবিধ ফল ও যথাশক্তি নানা
 আভরণ দিবে । কোন আত্মায় অবিকলাঙ্গ,
 বেদবাদী, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে ঐ শয্যা দান
 করিবে । কোন বিপ্রদম্পতীকে অলঙ্কৃত
 করিয়া যথাবিধি ঐ শয্যায় উপবেশন করা-
 ইবে ; পরে বিপ্রপত্নীকে ভক্ষ্য ও ভোজ্য-
 সমম্বিত ভোজনপাত্র দান করিবে এবং
 ব্রাহ্মণকে হৈম উপক্ষার ও জলকুস্ত সহ দেব-
 দেবের প্রতিমা নিবেদন করিবে । এইরূপে
 যে পুরুষ বিত্তশাঠ্য না করিয়া নারায়ণের
 প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া এই হরিশ্রীতিকর
 অশূন্তশয়ন ব্রতের অলুপ্তান করিবে, অথবা
 যদি কোন সধবা বা বিধবা নারী এই ব্রতা-
 চরণ করে, তাহা হইলে তাহার কদাচ
 শোকার্ত বা কুরূপ হইবে না ; দম্পতী এই
 ব্রতাচরণে যাবৎ চন্দ্র-দিবাকর সুখভোগ
 করে । তাহাদের পুত্র, পশু কিম্বা রত্ন, এ
 সমস্ত কিছুই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না । এই

কুর্বিদশশয়নং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১০
ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণেশশূন্যশয়নব্রতঃ
নামৈকসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু চাত্তম্ভবিষ্যৎ যজ্ঞপসম্পাদ্বিধায়কম্ ।
ভবিষ্যতি যুগে তস্মিন্ দ্বাপরাস্তে পিতামহ ।
পিপ্পলাদস্ত সংবাদো যুধিষ্ঠিরপুরঃসরৈঃ ॥ ১
বসন্তং নৈমিষারণ্যে পিপ্পলাদং মহামুনিম্ ।
অধিগম্য তদা চৈনং প্রথমেকং করিষ্যতি ।
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মপুত্রো ধর্ম্মযুক্তস্তপোধনম্ ॥ ২
যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথমারোগ্যমৈশ্বর্য্যং মতির্ধর্ম্মে গতিস্তথা ।
অব্যক্ততা শিবে ভক্তির্বৈক্যবো বা ভবেৎ কথম্
ঈশ্বর উবাচ

তস্তোত্তরমিদং ব্রহ্মন পিপ্পলাদস্ত ধীমতঃ

অশূন্যশয়ন ব্রতচরণের কলে সপ্তসহস্র
শতকল্পকাল বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া
থাকে । ১২—১১ ।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭১ ।

বিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে পিতামহ ! শ্রবণ
করুন,—রূপ ও সম্পত্তিবিধায়ক অপর এক
ভবিষ্য ব্রতবিবরণ বলিতেছি । দ্বাপর-
যুগের অবসানে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির সহিত
পিপ্পলাদ ঋষির পরস্পর আলাপ হইবে ।
একদা নৈমিষারণ্যে মহামুনি পিপ্পলাদ সমাসীন
থাকিবেন । ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তখন তাঁহার
নিকট আগমনপূর্ব্বক এক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করিবেন । যুধিষ্ঠির কহিবেন,—
কি করিলে আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মে মতিগতি,
অবিকলাঙ্গতা, এবং শিবভক্তি হয়, এবং
কিরূপেই বা বৈক্য হওয়া যায় ? ঈশ্বর কহি-

শৃণু যদ্ব্যক্তি বৈ ধর্ম্মপুত্রায় ধার্ম্মিকঃ ॥ ৪
পিপ্পলাদ উবাচ ।

সাধু পৃষ্ঠং ত্বয়া ভদ্র ইদানীং কথরামি তে ।
অঙ্গারব্রতমিত্যেতৎ স ব্যক্তি মহীপতেঃ ॥ ৫
তত্রাপ্যাদাহরন্তোমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
বিরোচনস্ত সংবাদং ভার্গবস্ত চ ধীমতঃ ॥ ৬
প্রহ্লাদস্ত সূতং দৃষ্ট্বা দ্বিরষ্টপরিবৎসরম্ ।
রূপেণাপ্রতিমং কাস্ত্য। সৌহহসদৃভুনন্দনঃ ॥ ৭
সাধু সাধু মহাবাহো বিরোচন শিবং তব ।
তৎ তথা হসিতং তস্ত পপ্রচ্ছ সুরসৃদনঃ ॥ ৮
ব্রহ্মন্ কিমর্থমেতৎ তে হান্তমাকস্মিকং কৃতম্ ।
সাধু সাধ্বিতি মামেবযুক্তবাস্ত্বং বদন্ত মে ॥ ৯
তমেবংবাদিনং শুক্র উবাচ বদতাংবরঃ ।
বিস্ময়াদব্রতমাহাশ্ম্যাক্রান্তমেতৎ কৃতং ময়া ॥ ১০

লেন,—হে ব্রহ্মন্ ! যুধিষ্ঠিরের এইরূপ প্রশ্ন
শুনিয়া ধার্ম্মিক ধীমান্ পিপ্পলাদ, ধর্ম্মপুত্রকে
যেরূপ উত্তর প্রদান করিবেন, তাহা শ্রবণ
করুন । পিপ্পলাদ বলিবেন,—হে ভদ্র !
তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, এক্ষণে আমি
তাহার উত্তর বলিতেছি, এই বলিয়া
তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে অঙ্গারব্রত বলিবেন ।
পিপ্পলাদ বলিবেন,—রাজন্ ! এই সম্বন্ধে
পুরাণজগণ বিরোচন ও ধীমান্ ভার্গবের
সংবাদ-সম্বলিত এক প্রাচীন ইতিহাস কীভূত
করিয়া থাকেন । একদা প্রহ্লাদের ষোড়শ-
বর্ষীয় কান্তি ও রূপে শুণে অতুলনীয় পুত্র
বিরোচনকে দেখিয়া ভূগুনন্দন শুক্র হান্ত
করিলেন এবং বলিলেন,—বিরোচন ! সাধু,
সাধু ! তোমার মঙ্গল হউক । সুরারি
তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
—ব্রহ্মন্ ! আপনার এই আকস্মিক হান্ত
কেন ? কি জন্ত আপনি এরূপ হান্ত
করিলেন ? আমাকে আপনি সাধু সাধুই বা
বলিলেন কেন ? তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া
বলুন । ১—৯ । বিরোচন এই কথা কহিলে
বাগ্মবর শুক্র তাঁহাকে বলিলেন,—ওহে
বিরোচন ! আমি ব্রতমাহাশ্ম্যে বিস্মিত হইয়াই

পুরা দক্ষবিনাশায় কুপিতস্ত তু শূলিনঃ ।
 অথ তত্ক্ষমবক্রস্ত স্বেদবিন্দুর্ললাটজঃ ॥ ১১
 ভিষা স সপ্ত পাতালানদহৎ সপ্ত সাগরান্ ।
 অনেকবক্রনয়নো জলজ্জলনভীষণঃ ॥ ১২
 বীরভদ্র ইতি খ্যাতিঃ করপাদাঘুতৈর্যুতঃ ।
 কৃত্বাসৌ যজ্ঞমথনঃ পুনর্ভূতলসম্ভবঃ ।
 ত্রিজগন্নির্দহন ভূখঃ শিবেন বিনিবারিতঃ ॥ ১৩
 কৃতং ত্বয়া বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞবিনাশনম্ ।
 ইদানীমলমেতেন লোকদাহেন কর্মণা ॥ ১৪
 শান্তিপ্রদাতা সর্বেষাং গ্রহাণাং প্রথমো তব ।
 প্রোক্ষ্যাস্তে জনাঃ পূজাং করিষ্যন্তি বরামম ॥
 অঙ্গারক ইতি খ্যাতিং গমিষ্যসি ধরাস্বজ ।
 দেবলোকেহদ্বিতীয়ঞ্চ তব রূপং ভবিষ্যতি ॥ ১৬
 যে চ ত্বাং পূজিষ্যন্তি চতুর্থ্যং তুদ্দিনে নরাঃ ।
 রূপমারোগ্যমৈশ্বর্যং তেষ্মনস্তং ভবিষ্যতি ॥ ১৭
 এবমুক্তস্তদা শান্তিমগমৎ কামরূপধৃক ।

একপ হস্ত করিয়াছি। পুৰাকালে দক্ষ-
 বিনাশার্থ কুপিত শূলপাণির ললাট হইতে
 এক স্বেদবিন্দু নিপতিত হয়। উহা সপ্তপাতাল
 ভদ্র করিয়া সপ্ত সাগর দক্ষ করে। পরে
 ঐ স্বেদবিন্দু অন্ত-চরণে অধিত হইয়া
 অনেক বক্রনয়ন হইতে জলনয়ন
 ভীষণাকার বীরভদ্রাণ্য এক চূতাকাবে
 পতিত হইল। ঐ বীরভদ্র ভূতল হইতে
 দেবপুত্র হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া দেবলোকা-
 নগর সমুদ্র হইলে শিব তাহাকে নিষেধ
 করিলেন; বলিলেন,—বীরভদ্র! ক্ষান্ত হও;
 তুমি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছ, এক্ষণে এই
 লোকদাহ-কর্ম্মে তোমার প্রয়োজন নাই।
 তুমি শান্তিপ্রদ গ্রহাণী হও। আমার বরে
 জনগণ তোমায় দেখিবে এবং পূজা করিবে।
 ধরাস্বজ! তুমি অঙ্গারক আখ্যা প্রাপ্ত
 হইবে। দেবলোকে তোমার অদ্বিতীয় রূপ
 হইবে। তোমার দিনে চতুর্থী তিথিতে যে
 ব্যক্তি তোমায় পূজা করিবে, তাহার রূপ,
 আরোগ্য ও অনন্ত ঐশ্বর্য হইবে। শিব
 এই কথা কহিলে, তখন কামরূপী বীরভদ্র

সজ্জাতস্তৎক্ষণাদ্রাজন্ গ্রহমগমৎ পুনঃ ॥ ১৮
 ক কদাচিত্ত্বাংস্তস্ত পূজার্থাদিকমুত্তমম্ ।
 দৃষ্টবান্ ক্রিয়মাণঞ্চ শূদ্রেণ চ ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৯
 তেন ত্বং রূপবান্ জাতঃ সুরশক্রকুলোদহ ।
 বিবিধা চ ক্রটির্জাতা যস্মাৎ তব বিদূরগা ॥ ২০
 বিরোচন ইতি প্রাহস্তস্মাৎ ত্বাং দেবদানবাঃ ।
 শূদ্রেণ ক্রিয়মাণস্তা ত্রতস্ত তব দর্শনাৎ ।
 ঈদৃশীং রূপসম্পত্তিঃ দৃষ্টা বিস্মিতবানহম্ ॥ ২১
 সাধু সাধ্বিতি তেনোক্তং মহীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
 পশুতোহপি ভবেদ্রুপমৈশ্বর্যং কিমু কুর্যতঃ ॥ ২২
 যস্মাচ্চ ভক্ত্যা ধরণীসুতস্তা
 বিনিন্দামানেন গবাদিদানম্ ।
 আলোকিতং তেন সুরারিগর্ভঃ
 সমুত্তিরেষা তব দৈত্য জাতি ॥ ২৩
 ঈশ্বর উবাচ ।
 অথ তদ্বচনং শ্রুত্বা ভার্গবস্তা মহাশ্বনঃ ।

শান্তি আশ্রয় করিলেন। হে রাজন! তৎ-
 ক্ষণাতঃ তাহার গ্রহণ হইল। একদা কোন
 শূদ্র তাহাকে অর্থাদি দ্বারা উত্তমরূপ পূজা
 করিতেছিল; তুমি তথায় দাঁড়াইয়া সেই
 পূজা দেখিয়াছিলে; সেই জন্ত দানবকুলে
 তুমি রূপবান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে
 সুরারিকুলোদহ! তোমার দেহের বিবিধ
 ক্রটি আতি দূরগামণী; এই জন্ত দেব-
 দানবেরা তোমায় বিরোচন আখ্যায়
 অভিহিত করিয়াছেন। শূদ্র ব্যক্তি ত্রতা-
 চরণ করিল; তাহা দর্শনেই তোমার
 ঈদৃশ রূপসম্পত্তি হইল; ইহা দেখিয়া
 আমি বিস্মিত হইয়া হস্ত করিয়াছি;
 আর সাধু সাধু বলিয়া উত্তম মহীমাহাত্ম্য
 ব্যক্ত করিয়াছি। যাহা দেখিলেও রূপৈশ্বর্য
 হয়, তাহা অনুষ্ঠান করিলে যে কতদূর কি
 হয়, তাহা অবর্ণনীয়। ১০—২২। ধরণী-
 নন্দনের প্রতি ভক্তিভরে সেই হীনবর্ণ শূদ্র যে
 গবাদি দান করিয়াছিল, হে দৈত্য! তাহা
 তুমি অবলোকন করিয়াছিলে বলিয়াই তোমার
 এই সুলভ জন্ম হইয়াছে। ঈশ্বর কহিলেন,

প্রহ্লাদনন্দনো বীরঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ বিস্মিতঃ ॥২৪॥ ততুলৈ রক্তশালীয়েঃ পদ্মরাগৈশ্চ সংযুতাঃ ॥৩১॥
 বিরোচন উবাচ । চতুর্দশৈশ্চ তান কৃত্বা কলানি বিবিধানি চ ।
 ভগবন্তদ্রবং সমাক্ শ্রোতুমিচ্ছামি তবতঃ । গঙ্গমালাদিকং সর্বং তথৈব বিনিবেদয়েৎ ॥ ৩২
 দীপ্যমানস্ত যদানং ময়া দৃষ্টং ভবান্তরে ॥ ২৫
 মাহাত্ম্যকং বিধিঃ কস্ম যথাবদ্বক্তুমর্হসি ।
 ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা পুনঃ প্রোবাচ বিস্তরাৎ ॥
 শুক্র উবাচ ।
 চতুর্থাদ্বারকদিনে যদা ভবতি দানব ।
 যদা স্নানং তদা কুৰ্য্যাৎ পদ্মরাগবিভূষিতঃ ॥২৭
 অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবো মস্ত্রং জপন্নাস্তে উদযুগঃ ।
 শূদ্রস্তৃকীং স্মরন্ ভৌমমাস্তে ভোগবিবর্জিতঃ ॥
 তথাস্তমিত আদিত্যে গোময়েনারুলেপয়েৎ ।
 প্রাক্ষণং পুষ্পমালাভিরক্ষতাতিঃ সমস্ততঃ ॥ ২৯
 অভ্যর্চ্যাভিলিখেৎ পদ্মং কুঙ্কুমেনাপ্তপত্রকম্ ।
 কুঙ্কুমস্ত্রাপ্যভাবে তু রক্তচন্দনমিষ্যতে ॥ ৩০
 চত্বারঃ করকাঃ কার্ঘ্যা ভক্ষ্যভোজ্যসমষ্টিতাঃ ।
 মহাত্মা ভার্গবের এই কথা শুনিয়া প্রহ্লাদ-
 নন্দন বিরোচন বিস্মিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা
 করিলেন । বিরোচন কহিলেন,—হে ভগ-
 বন ! আমি সেই ব্রত সমাক্ শুনিতে ইচ্ছা
 করি । জন্মান্তরে সেই ব্রতোপলক্ষে যে যে
 দানীয় দ্রব্য আমি দান করিতে দেখিয়া-
 ছিলাম, এবং সেই ব্রতের বিধি ও মাহাত্ম্যই
 বা কি ? তাহা আপনি বলুন । শুক্র
 বিরোচনের প্রশ্ন শুনিয়া পুনরায় বিস্তৃতরূপে
 বলিতে লাগিলেন । শুক্র কহিলেন, হে
 দানব ! যে দিন মঙ্গলবার চতুর্থী হইবে
 ঐ দিন পদ্মরাগে মণ্ডিত হইয়া মৃত্তিকা দ্বারা
 স্নান করিবে । তৎপরে উদযুগ হইয়া
 ‘অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ’ এই মন্ত্র জপ করিতে
 থাকিবে । শূদ্র ব্যক্তি তৃকীস্তাবে মন্ত্র স্মরণ-
 পূর্বক ভোগবিবর্জিত হইয়া ভূতলে আশ্রয়
 লইবে । অনন্তর আদিত্য অস্তমিত হইলে
 গোময় দ্বারা প্রাক্ষণ উপলপন করিয়া অক্ষত
 ও পুষ্পমালা দ্বারা অর্চনাস্তে কুঙ্কুম দ্বারা
 এক অষ্টদলাবিত পদ্ম অঙ্কন করিবে ।
 কুঙ্কুমভাবে রক্তচন্দন দ্বারা ঐ কার্য্য করিবে ।
 কৃতাজলিঃ পূর্বমুদীর্ঘ্য মস্ত্রম্ ॥ ৩৫
 ভূমিপুত্র মহাভাগ স্বেদোদ্রব পিনাকিনঃ ।
 রূপার্থী হ্যং প্রপন্নোহহং গৃহণার্ঘ্যং নমোহস্তুতে
 মস্ত্রেনানেন দ্বার্ঘ্যং রক্তচন্দনবারিণা ।
 অনন্তর ততুল রক্তশালীয়া ও পদ্মরাগসহ
 চারি কোণে চারিটি ভক্ষ্য-ভোজ্যাবিত
 বিবিধ ফল ও গঙ্গমালাদি সমস্ত দ্রব্য
 নিবেদন করিবে । তৎপরে রৌপ্যধ্বর,
 কাংস্তদোহা, সৎসামা, সুবর্ণশঙ্কী, কপিলা
 ধেনু অর্চনা করিয়া ব্রাক্ষণকে দান করিতে
 হইবে । এতদন্তর সপ্ত অক্ষরবেষ্টিত ধাতু-
 রাশি, এবং হেমময় শুভপাত্রোপরিস্থিত
 অঙ্কুষ্ঠমাত্র চতুর্ভুজ আয়ত-বাহুদণ্ড সুবর্ণময়
 দেবপ্রতিমা দ্বিত সহ জিতেন্দ্রিয়, সৎপাত্র,
 কুললীলসম্পন্ন, যজ্ঞযাজী কুটুম্বী ব্রাক্ষণকে দান
 করিবে; কিন্তু কদাচ দান্তিক ব্যক্তিকে দান
 করিবে না । কৃতাজলি হইয়া মজোচ্চারণপূর্বক
 দ্বিজশ্রেষ্ঠকে ঐ সকল বস্তু সমর্পণ করিবে ।
 ২৩—৩৫। অনন্তর হে ভূমিপুত্র ! হে পিনাকীর
 স্বেদজ, মহাভাগ ! আমি রূপার্থী হইয়া তোমার
 শরণাপন্ন হইয়াছি, আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর,

ততোহর্চযেদিপ্রবরঃ রক্তমালাস্বরাদিভিঃ ॥৩৭।
 দত্তাৎ তেনৈব মন্ত্ৰেণ ভৌমঃ গোমিথুনাঘিতম্
 শয্যাঞ্চ শক্তিভো নত্যাৎ সর্বোপস্করসংযুতাম্
 যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্তা দদিতং গৃহে ।
 তৎ তদগ্ণবতে দেবং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥৩৮।
 প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা বিসর্জ্য দ্বিজপুঙ্গবম্ ।
 নক্তমক্ষারলবণমশ্রীয়াদদ্ব্যতসংযুতম্ ॥ ৪০।
 ভক্ত্যা যন্ত পুনঃ কুর্য়াদেবমক্ষারকাষ্টকম্ ।
 চতুরো বাধবা তস্মা যৎ পুণ্যং তদ্বদামি তে ॥৪১।
 রূপসৌভাগ্যসম্পন্নঃ পুনর্জন্মানি জন্মানি ।
 বিবেধো বাথ শিবো ভক্তঃ সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ
 সপ্তকল্পসহস্রাণি কুন্ডলোকে মহীয়তে ।
 কল্পমৎ ত্বমপি দৈত্যেন্দ্র ব্রতমেতৎ সমাচর ॥ ৪৩।

পিঙ্গলাদ উবাচ ।

ইত্যেবমুক্তা ভৃগুনন্দনোহপি
 জগাম দৈত্যশ্চ চকার সৰ্বম্ ।

এই বলিয়া রক্তচন্দনবারি সহযোগে
 মঙ্গলকে অর্ঘ্য দানান্তে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে রক্ত
 মালা ও রক্ত বস্ত্র দ্বারা অর্চনা করিবে এবং
 উল্লিখিত মন্ত্রেই এক গোমিথুন দান করিবে ।
 পরে শক্তি অনুসারে সমস্ত উপকরণযুক্ত
 শয্যা দান করিবে । লোকে যাহা যাহা
 ইষ্টতম এবং গৃহে তাঁহার যাহা যাহা প্রিয়তম
 বস্তু থাকে, অক্ষয় কল কামনা করিয়া তৎ-
 ন্মন্তই গুণবান ব্রাহ্মণকে দান করিবে ।
 অনন্তর প্রদক্ষিণান্তে দ্বিজশ্রেষ্ঠকে বিদায়
 দিয়া স্বাত্তিকালে দ্বিত্যোগে অক্ষার ও
 অলবণ বস্ত্র ভক্ষণ করিবে । যে ব্যক্তি
 ভক্তির সতিত আট বা চারিবার এইরূপে
 এই অঙ্গারকরত করিবে, তাহার পুণ্যপরিমাণ
 বলিতেছি । সে ব্যক্তি জন্মে জন্মে রূপ ও
 সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া শিব ও বিষ্ণুর ভক্ত
 হইবে এবং সপ্তদ্বীপের আধিপত্য করিতে
 পারিবে । পরে সপ্তসহস্র কল্প যাবৎ ঐ
 ব্যক্তি কুন্ডলোকে পূজিত হইবে । অতএব
 হে দৈত্যেন্দ্র ! তুমিও এই ব্রতচরণ কর ।
 পিঙ্গলাদ কহিলেন,—ভৃগুনন্দন এই কথা

অকাপি রাজন কুরু সৰ্বমেতদ-
 যতোহক্ষয়ং বেদবিদো বদন্তি ॥ ৪৪।
 ঈশ্বর উবাচ ।

তথোহি সম্পূজ্য স পিঙ্গলাদং
 বাক্যং চকারাভুতবীধ্যাক্ষ্মা ।
 শৃণোতি যশ্চেনমনন্তচেতা-
 স্তস্মাপি সিদ্ধিং ভগবান্ বিধত্তে ॥ ৪৫।

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণেহঙ্গারকব্রতং নাম
 দ্বিশপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

ত্রিশপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

পিঙ্গলাদ উবাচ ।

অথাহঃ শৃণু ভূপাল প্রতিশুক্ৰং প্রশান্তয়ে ।
 যত্রারন্তেহবসানে চ তথা শুক্লোদয়ে ত্বিহ ॥ ১।
 রাজতে বাথ সৌবর্ণে কাংস্তপাত্রেহথ বা পুনঃ

কহিয়া অন্তর্দান করিলেন এবং দৈত্য বিরো-
 চন ও সেই ব্রতের অনুষ্ঠান করিল । অত-
 এব হে রাজন ! তুমিও এই ব্রতের অনু-
 ষ্ঠান কর, কারণ, বেদবিদগণ ইহাকে অক্ষয়
 কলজনক বলিয়া নির্দেশ করেন । ঈশ্বর
 কহিলেন, অভুতবীধ্যা যুধিষ্ঠির ‘তথাক্ষ’
 বলিয়া পিঙ্গলাদকে পূজা করিয়া হৃদীয় বাক্য
 যথাযথ পালন করিবেন । যে ব্যক্তি অনন্ত-
 চিন্তে এই অঙ্গারক ব্রতকথা শ্রবণ করে,
 ভগবান্ অঙ্গারক তাহারও মঙ্গলবিধান
 করেন । ৩৬—৪৫ ।

দ্বিশপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭২

ত্রিশপ্ততিতম অধ্যায় ।

পিঙ্গলাদ কহিলেন, হে ভূপাল ! অতঃ-
 পর শুক্লের বিরুদ্ধতা শাস্তির বিষয় বলি-
 তেছি । যাত্রার আরম্ভ এবং অবসানে
 শুক্লোদয়ে রৌপ্য, সৌবর্ণ অথবা কাংস্তপাত্রে

শুক্লপুষ্পাদ্রয়তে সিততড়ুলপূরিতে ॥ ২
বিধায় রাজতং শুক্রং শুচিমুক্তাকলারিতম্ ।
মস্ত্রেনানেন তৎ সৰ্বং * সামগায় নিবেদয়েৎ ॥ ৩
নমস্তে সৰ্বলোকেশ নমস্তে ভৃগুনন্দন ।
কবে সৰ্বার্গসিদ্ধার্থং গৃহাণার্থং নমোহস্ত তে ॥
এবমশ্রোদয়ে কুর্ষন যাত্ৰাদিষু চ ভারত ।
সৰ্বান কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥
যাবচ্চুক্ৰান্ত ন কৃত্য পূজা সমালোকৈঃ শুভৈঃ
বটকৈঃ পুরিকাভিঃ গোধূমৈঃ চণকৈরপি ।
তাবদন্নং ন চান্মীয়াৎ ত্ৰিভিঃ কামার্গসিদ্ধয়ে ।
তদ্বদ্বাচস্পতেঃ পূজাং প্রবক্ষ্যামি যুধিষ্ঠির ।
সুবর্ণপাত্রে সৌবর্ণমমরেশপুরোহিতম্ ॥ ৭
পীতপুষ্পাদ্রয়তং কুত্বা স্নাত্বাথ সৰ্বপৈঃ ।
পলাশাশ্বথযোগেন পঞ্চগবাজলেন চ ॥ ৮
পীতাজ্জরাগবসনো যতহোমস্তু কারয়েৎ ।

শুক্ল শুষ্ক, শুক্ল বস্ত্র ও সিত তড়ুল রাখিয়া
তড়ুপরি স্বচ্ছ মুক্তাকলারিত রাজত শুক্র-
প্রতিমা স্থাপনান্তে নিয়োক্ত মস্ত্রে সামবেদী
ব্রাহ্মণকে দান করিবে। মন্ত্র যথা,—হে
সৰ্বলোকেশ! ভৃগুনন্দন! হে কবে!
তোমায় নমস্কার, সৰ্বার্গ সিদ্ধির নিমিত্ত তুমি
এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার
করি। হে ভারত! শুক্রোদয়ে যাত্ৰা-
কালীন এইরূপে অর্ঘ্যদান কার্য্য করিবে।
ইহাতে অর্ঘ্যদাতা সৰ্বকাম প্রাপ্ত হইবে
এবং অস্ত্রে বিষ্ণুলোকে গিয়া সসন্মানে বাস
করিবে। শুভ মাল্য, বটক, পুরিকা,
গোধূম ও চণক প্রভৃতি দ্বারা যাবৎ না
শুক্রে পূজা করা হয়, কাম ও অর্থসিদ্ধির
নিমিত্ত তাবৎকালের মধ্যে অন্ন আহার
করিবে না, হে যুধিষ্ঠির! উল্লিখিতরূপে বৃহ-
স্পতিরও পূজাবিধি বালতেছি। সুবর্ণপাত্রে
সুবর্ণময় সুরেশ-পুরোহিতের প্রতিমা স্থাপ-
নান্তে তাহাকে পীত পুষ্প ও পীতবস্ত্রে বিভূ-
ষিত করিয়া সধপ পঞ্চগব্য এবং পলাশ ও

প্রণম্য চ গবা সার্কং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৯
নমস্তেহঙ্গিরসাং নাথ বাক্পতে চ বৃহস্পতে ।
জুরগ্রহৈঃ পীড়িতানামমৃতায় নমো নমঃ ॥ ১০
সংক্রান্তাবস্ত্র কোন্তেয় যাত্ৰাস্বভূদয়েষু চ ।
কুর্ষন বৃহস্পতেঃ পূজাং সৰ্বান কামান্ সমমুত্তে
ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে শুক্র-শুক্লপূজা-
বিধির্নাম ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ভগবন্ ভবসংসার-সাগরোত্তারকারক ।
কিঞ্চিদ্ব্রতং সমাচক্ষু স্বর্গারোগ্যসুখপ্রদম্ ॥ ১
ঈশ্বর উবাচ ।
সৌরং ধর্ম্যং প্রবক্ষ্যামি নান্না কল্যাণসমুদৌ ॥

অশ্বথযোগে স্নানপূর্বক পীত অঙ্গরাগ ও
পীতবস্ত্রে অধিত হইয়া যত দ্বারা হোম
করিবে; তৎপরে প্রণামান্তে একটি গাভীসহ
উক্ত প্রতিমা ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিয়া দিবে
এবং বলিবে—হে আঙ্গিরস নাথ! বাক্-
পতে! বৃহস্পতে! জুর গ্রহকর্তৃক
উৎপীড়িত ব্যক্তিবর্গের তুমিই একমাত্র
অমৃতস্বরূপ; অতএব তোমাকে বারবার
নমস্কার করি। হে কোন্তেয়! সংক্রান্তি,
যাত্ৰা কিম্বা অভূদয় ব্যাপারে এইরূপে বৃহ-
স্পাতকে পূজা করিলে মানব সৰ্ব কাম্যবস্ত্র
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১—১১।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৩

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ভগবন্! হে
সংসার-সাগর-পতিত জনগণের উদ্ধারকারক!
আপনি অপর কোন এক স্বর্গ ও আরোগ্য-
সুখপ্রদ ব্রতের বিবরণ বলুন। ঈশ্বর
কহিলেন,—আমি সৌরধর্ম্য বলিতেছি;

* সহ তেন সবৎসাং গামিতি বা পাঠঃ ।

বিশোকসপ্তমীঃ তদন্ত ফলাঢাঃ পাপনাশিনীম্
 শর্করাসপ্তমীঃ পুণ্যং তথা কমলসপ্তমীম্ ।
 মন্দারসপ্তমীঃ তদন্তু ভদাঃ শুভসপ্তমীম্ ॥ ৩
 সর্ষানন্তফলাঃ প্রোক্তাঃ সর্ষা দেববিপূজিতাঃ ।
 বিধানমাসাঃ বক্ষ্যামি যথাবদনুপূষণঃ ॥ ৪
 যদা তু শুক্রসপ্তম্যাদিতাস্তা দিনঃ ভবেৎ ।
 সা তু কল্যাণিনী নাম বিজয়া চ নিগদাতে ॥ ৫
 প্রাতির্গবোন পক্ষ্যা গ্রান্মস্থ্যঃ সমাচরেৎ ।
 ততঃ শুক্রদ্বয়ঃ পদ্মমক্ষতাভিঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৬
 প্রাঙ্ঘুগোহইন্দ্রম্ মধো তদদ্রব্রতাক্ষ কৰ্ণিকাম্
 পুষ্পাক্ষতানিভির্বেশঃ * বিস্তাসেৎ সর্বতঃ
 ক্রমাৎ ॥ ৭
 পূর্বেণ তপন্যয়েতি মার্ত্তণ্ডয়েতি চানলে ।
 যাম্যো দিবাকরায়ৈতি বিধাত্রে ইতি নৈঋতে ॥ ৮
 পশ্চিমে বরুণায়ৈতি ভাস্করায়ৈতি চানিলে ।
 সৌম্যো বিকর্তনায়ৈতি রবয়ে চাষ্টমে দলে ॥ ৯

কল্যাণসপ্তমী, বিশোকসপ্তমী, শর্করাসপ্তমী,
 কমলাসপ্তমী, মন্দারসপ্তমী ও শুভসপ্তমী
 এই সকল সপ্তমীই অনন্ত ফলজননী পাপ-
 নাশিনী ও শুভদায়িনী এবং এই সপ্ত-
 তিথিই দেববি-পূজিতা। এক্ষণে ইহা-
 দিগের আনুষ্ঠানিক যথাযথ বিধান বলি-
 তেছি। রবিবার শুক্রসপ্তমী হইলে তাহাকে
 কল্যাণিনী সপ্তমী কহে। ইহা বিজয়া
 নামেও নিরূপিত। এই তিথিযুক্ত দিনে
 প্রভাতে গবাত্তক দ্বারা গ্রান করিবে। অন-
 ন্তর শুক্রদ্বয় পরিধানপূর্বক অক্ষতচূর্ণ দ্বারা
 একতী অষ্টদল পদ্ম ও তদনুরূপ বৃত্ত ও
 কর্ণিকা প্রস্তুত করিবে। পরে প্রাঙ্ঘুত হইয়া
 পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা ক্রমশঃ পথের সর্বদিকে
 দেবেশ দিনেশকে বিস্তার করিয়া এই সকল
 মন্ত্রে অর্চনা করিবে। যথা—পূর্বদিকে
 ‘তপন্য’ অগ্নিকোণে ‘মার্ত্তণ্ড্য’ দক্ষিণে
 ‘দিবাকরায়’ নৈঋতে ‘বিধাত্রে’ পশ্চিমে
 ‘বরুণায়’ বায়ুকোণে ‘ভাস্করায়’ উত্তরে ‘বিক-

আদাবন্তে চ মধো চ নমোহস্ত পরমাত্মনে ।
 মনোহরেভিঃ সমভার্চ্য নমস্কারাত্মদীপিতৈঃ ॥ ১০
 শুক্রদ্বয়ঃ ফলৈর্ভিক্ষার্থং প্রদানঃ অনুপেনৈঃ ।
 স্থণ্ডিলে পূজয়েত্ত ক্রা শুভেন নবনৈঃ চ ॥ ১১
 ততো ব্যাহতিমন্ত্রেণ বিসর্জ্যেদ্বিধুপুষ্পবান্ ।
 শক্তিতঃ পূজয়েত্ত ক্রা শুভ ক্ষীর ঘৃতাদিভিঃ ।
 ত্রিলপাত্রং হিরণ্যক্স ব্রাহ্মণান্ন নিবেদয়েৎ ॥ ১২
 এবং নিয়মকৃত্য সুপ্ত্যা প্রান্নকৃত্য মানবঃ ।
 কৃতপ্রানজপো বিদেপ্রঃ সত্বেষু স্নানপায়নম্ ॥ ১৩
 ভুক্ত্যা চ বেদবিহমে বিভালবদ্ব্যভ্যুদয়ঃ ।
 ঘৃতপাত্রং সকনকং সোদকুস্ত্রং নিবেদয়েৎ ॥ ১৪
 প্রীতামত্র ভগবান্ পরমাত্মা দিবাকরঃ ।
 অনেন বিধিনা সর্ষা মাসি মাসে সতং চরেৎ ॥
 ততস্ত্রয়োদশে মাসি গাবৈ দগাঃ ত্রয়োদশ ।
 বস্থালঙ্কারসংযুক্তাঃ সুবর্ণাস্তাঃ পশুপনীঃ ॥ ১৬
 একামপি প্রদত্ত্বা বিত্তহীনো বনমংসরঃ ।

কর্তন্য’ অষ্টমদলে ‘রবয়ে’ এবং আদিতৈ,
 অন্তে ‘ও মধো ‘পরমাত্মনে নমো’ বলিয়া
 সম্যক পূজাপূর্বক পরে নমস্কার করিবে।
 শুক্র দ্বয় পরিধান করিয়া ফল, ভক্ষ্য, ধূপ,
 মালা, অনুলেপন, শুভ ও নবন বা ভক্তি-
 ভরে স্থণ্ডিল মধ্যে ঐরূপ পূজা করিয়া পরে
 ব্যাহতি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যথাশক্তি দ্বিজ-
 পুঙ্গবদিগকে শুভ, ক্ষীর ও ঘৃতাদি দ্বারা
 অর্চনান্তে বিদায় দিবে। ত্রিলপাত্র এবং
 হিরণ্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। এইরূপে
 নিয়মাবলম্বী মানব শয়নের পর প্রাতঃকালে
 গাত্রোথান করিয়া গ্রান ও জপান্তে অকপটা-
 চারী বিপ্রগণ সহ ঘৃত ও পানীয় ভোজন-
 পূর্বক বেদবিদ ব্যক্তিকে হিরণ্য ও ঘৃতপাত্র
 সহ জলকুস্ত্র দান করিবে এবং বলিবে—
 ভগবান্ পরমাত্মা দিবাকর এক্ষণে প্রীত
 হউন, এইরূপ বিধানে মাসে মাসে ত্রতা-
 চরণ করিবে। ১—১৫। অনন্তর ত্রয়োদশ মাস
 উপস্থিত হইলে ত্রয়োদশটি গাভী দান
 করিবে। ঐ সাতল গাভী বস্থালঙ্কারে
 অলঙ্কৃত হেমবস্ত্রা ও পয়স্বিনী হওয়া প্রয়ো-

ন বিস্তাৰ্য্য কৃষ্ণাং যতো মোহাৎ পতত্যাঃ ॥
অনেন বিধিনা যন্ত কৃষ্ণাৎ কল্যাণসপ্তমৌ ।
সৰ্বপাপবিনিৰ্মূকঃ সূৰ্য্যালোকে মহীয়তে ।
আয়ুরারোগাদৈমন্ত্যামনন্তমিহ জায়তে ॥ ১৮
সৰ্বপাপহরা নিতাং সৰ্বদৈবতপূজিতা ।
সৰ্বদুষ্টোপশমনী সদা কল্যাণসপ্তমৌ ॥ ১৯
ইমামনন্তফলদাঃ যন্ত কল্যাণসপ্তমৌ ।
শৃণোতি পঠতে চেহ সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২০
ইতি শ্রীমাৎশ্ৰীমৎপুৰাণে কল্যাণসপ্তমীৰতঃ
নাম চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর টোচ ।

বিশোকসপ্তমীঃ হৃদক্ষ্যামি মুনিপুঙ্গব ।
যামুপোষা নরঃ শোকং ন কদাচিদিহাশ্রুতে ॥ ১

জন । যদি অর্গ-সামর্গ্য না থাকে, তবে
অকটীমাত্র গাভীও বিমৎসর হইয়া প্রদান
করিবে। বিস্তাৰ্য্য কদাচ করিবে না;
করিলে মোহবশে অধঃপাতিত হইতে হয়।
এইরূপ বিধান ক্রমে যে ব্যক্তি কল্যাণসপ্তমী
ব্রত করিবে, সে, সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত
হইয়া অন্তে সূৰ্য্যালোকে পূজিত হইয়া থাকে।
ইহলোকে তাহার দীর্ঘ আয়ু, অরোগ্য ও
অনন্তঐশ্বর্য্য লাভ হয়। এই কল্যাণসপ্তমী
সৰ্বপাপহরা, সৰ্বদৈবত-পূজিতা ও সৰ্ব দুষ্ট-
বিনিবারিনী। যে ব্যক্তি এই অনন্ত ফল-
দায়িনী কল্যাণসপ্তমী-ব্রতের বিবরণ শ্রবণ
করে, বা পাঠ করে, এসংসারে সে সৰ্ব-
পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ১৬—২০।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৪

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গব ! এক্ষণে
বিশোক সপ্তমীর কথা কহিতেছি, এই

মাঘে কৃষ্ণতিথেঃ স্নান্না যষ্ঠ্যাং বৈ শুক্লপক্ষতঃ
কৃতাহারঃ কুসরয়া দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ।
উপবাসব্রতং কৃৎস্না ব্রহ্মচারী ভবোন্নিশি ॥ ২
ততঃ প্রভাত উখায় কৃতস্নানজপঃ শুচিঃ ।
কৃৎস্না তু কাঞ্চনং পদ্মমর্কায়ৈতি চ পূজয়েৎ ।
করবীরেণ রাক্তন রক্তবস্ত্রযুগেণ চ ॥ ৩
যথা বিশোকং ভুবনং স্বর্গৈর্বাদিত্য সর্বদা ।
তথা বিশোকতা মেহস্ত স্বর্গাকং প্রতিজ্ঞম্ চ ॥
এবং সম্পূজ্য যষ্ঠ্যাস্ত ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্ভিজান্ ।
সুপ্তা সম্প্রাশ্ত গোমূত্রমুখায় কৃতনৈত্যকঃ ॥ ৫
সম্পূজ্য বিপ্রানন্নেন শুভপাত্রসমম্বিতম্ ।
তদ্বস্ত্রযুগ্মং পদ্মঞ্চ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৬
অতৈললবণং ভুক্তা সপ্তম্যাং মৌনসংযুতঃ ।
ততঃ পুরাণশ্রবণং কর্তব্যং ভূতিকাঞ্চনতঃ ॥ ৭

সপ্তমীদিনে উপবাস করিয়া মানব কখনই
শোক প্রাপ্ত হয় না। মাঘ মাসের শুক্লা
যষ্ঠী তিথিতে দন্তধাবনপূর্ব্বক কৃষ্ণহিল দ্বারা
স্নান করিয়া দিবা উপবাসী থাকিয়া রাত্রিযোগে
কুসরা মাত্র আহার করিয়া ব্রহ্মচারী অবস্থায়
রহিবে। অনন্তর প্রভাতে উঠিয়া স্নান ও
জপান্তে শুচি হইয়া কাঞ্চনপদ্ম নিষ্কাশপূর্ব্বক
তত্পরি ‘অর্কায় নমঃ’ বলিয়া রক্ত করবীর
ও রক্ত বস্ত্রযুগল দ্বারা পূজা করিবে
এবং এইরূপ প্রার্থনা জানাইবে যে, হে
আদিত্য! তোমার উদয়ে যেমন ভুবন-
মণ্ডল বিশোক হয়, তেমন আমারও জন্মে
জন্মে বিশোকতা ও তোমার প্রতি ভক্তি
উৎপন্ন হউক। এইরূপে যষ্ঠীতিথিতে পূজা
করিয়া পরে ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণদিগের
অর্চনা করিবে। গোমূত্র ভক্ষণ করিয়া
নিদ্রা যাইবে; নিদ্রান্তে গাত্রোত্থান করিয়া
নিত্যক্রিয়া সমাধা করিবার পর বিপ্রদিগকে
অন্ন দ্বারা পূজান্তে শুভপাত্রাবৃত বস্ত্রযুগ্ম ও
পদ্ম ব্রাহ্মণদিগকে নিবেদন করিয়া দিবে।
১-৬। সপ্তমী দিনে মৌনাবলম্বী হইয়া অতৈল
ও অলবণ ভোজনান্তে ভূতিকাঞ্চনায় পুরাণ

অনেন বিধিনা সৰ্বমুভয়োরপি পক্ষয়োঃ ।
 কৃদ্ধা যাবৎ পুনর্মাঘ-শুক্রপক্ষস্ত সপ্তমৌ ॥ ৮
 ব্রতান্তে কলশং দত্তাৎ সুবর্ণকমলান্বিতম্ ।
 শয্যাং সোপস্করাং দত্তাৎ কপিলান্ধ পদস্বিনীম্
 অনেন বিধিনা যন্ত বিত্শাষ্ট্যবিবজ্জিতঃ ।
 বিশোকসপ্তমৌ কুৰ্যাৎ স যাতি পরমাং গতিম্
 যাবজ্জন্মসহস্রাণাং সাগ্ৰং কোটিশতং ভবেৎ ।
 তাবন্ন শোকমভ্যতি রোগ-দৌৰ্গত্যবিজ্জিতঃ ।
 যং যং প্রার্থয়তে কামং তং তমাপ্নোতি পুন্দরম্
 নিকামঃ কুরুতে যন্ত স পরং ব্রহ্ম গচ্ছতি ॥ ১২
 যঃ পঠেচ্ছৃগুঘাষাপি বিশোকাকথ্যাক সপ্তমৌ
 সোহপীন্দ্রলোকমাপ্নোতি ন দুঃখী জায়তে কচিৎ
 ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে বিশোকসপ্তমৌ-
 ব্রতং নাম পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

ষট্ সপ্ততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অত্ম্যমপি প্রবক্ষ্যামি নাম্না তু ফলসপ্তমীম্ ।
 যামুপোষ্য নরঃ পাপাদিমুক্তঃ স্বৰ্গভাগ্ভবেৎ ॥
 মার্গশীর্ষে শুভে মাসি সপ্তমাং নিয়তব্রতঃ ।
 তামুপোষ্যাথ কমলং কারিত্বা তু কাঞ্চনম্ ॥ ২
 শর্করাসংযুতং দত্তাদ্ভ্রাঙ্গণায় কুটুদিনে ।
 রবিং কাঞ্চনকং কৃদ্ধা পলৈশ্চ কস্তা ধনুর্বিৎ ।
 দত্তাদ্বিকালবেলায়াং ভানুর্মে দ্রীযতামিতি ॥
 তক্ত্যা তু বিপ্রান্ সম্পূজ্য চাষ্টম্যাং ক্ষীর-
 ভোজনম্
 দত্তা কুৰ্যাৎ ফলযুতং যাবৎ স্ত্যং কৃষ্ণসপ্তমৌ ॥
 তামপ্যুপোষ্য বিধিবদনেনৈব ক্রমেণ তু ।
 তদ্বৈমফলং দত্তা সুবর্ণকমলান্বিতম্ ॥ ৫
 শর্করাপাত্রসংযুক্তং বস্ত্রমালাসমধিতম্ ।
 সংবৎসরঞ্চ তেনৈব বিধিনোভয়সপ্তমীম্ ॥ ৬
 উপোষ্য দত্তা ক্রমশঃ সূধ্যমক্সমুদীরয়েৎ ।

ষট্ সপ্ততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ফলসপ্তমী নামে অস্ত
 এক সপ্তমীর কথা বলিহেঁছ, এই তিথিতে
 উপবাস করিয়া নর পাপ-মুক্ত ও স্বৰ্গভাগী

শুভ মার্গশীর্ষ মাসের সপ্তমী তিথিতে

নিয়তব্রত হইয়া উপবাস করিয়া একটা কাঞ্চন-
 কমল প্রস্তুত করিবে এবং ঐ কমলটা শর্করা
 সহ কুটুদী ভ্রাঙ্গণকে দান করিবে। ধনুর্জ
 ব্রতকর্তা একপলপারিামত স্বর্ণ দ্বারা রবিমুতি
 নির্মাণ করিয়া অপরাহ্নে দান করবেন ;
 বলিবেন—‘ভানু আমার প্রতি দ্রীত হউন’ ।
 ১-৩। অনন্তর ব্রাঙ্গণদগকে পূজা করিয়া কৃষ্ণ-
 সপ্তমী যাবৎ অষ্টমী তিথিতে ফলসহ ক্ষীর-
 ভোজন প্রদানপূর্বক পরে স্নান তাহা ভোজন
 করিবে। এইরূপ ক্রমে ঐ তিথিতে যথা-
 বিধি উপবাস করিয়া সুবর্ণকমল, শর্করাপাত্র,
 বস্ত্র ও মালাসম্বিত হৈমফল প্রদানপূর্বক
 সংবৎসর যাবৎ উক্ত বিধি অনুসারে উভয়-
 পক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে ব্রতচরণ করিয়া

শ্রবণ করিবে। এইরূপ বিধানক্রমে আগামী
 মাঘ সপ্তমী যাবৎ উভয় পক্ষে সমস্ত কার্য্য
 করিয়া ব্রতান্তে সুবর্ণ কমলসহ জলকলস
 এবং উপস্কারাধিত শয্যা ও পদস্বিনী কপিল
 গাতী দান করিবে। যে ব্যক্তি বিত্শাষ্ট্য
 না করিয়া এইরূপ বিধানে বিশোকসপ্তমী-
 ব্রতানুষ্ঠান করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়
 এবং শতকোটি সহস্র জন্ম যাবৎ রোগ
 ও দুর্গতিবিরহিত হইয়া শোক প্রাপ্ত হয় না।
 ঐ ব্যক্তি যে যে কামনা করে, তাহাই
 সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়। নিকামভাবে এই ব্রত
 করিলে পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।
 এই বিশোকসপ্তমীর বিবরণ যে ব্যক্তি
 পাঠ করে বা শ্রবণ করে, সে, ইন্দ্রলোক
 প্রাপ্ত হয় ; কদাচ দুঃখী হইয়া জন্মগ্রহণ
 করে না। ৭—১৩।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ভানুরকৌ রবির্বক্ষা সূর্য্যঃ শক্রো হরিঃ শিবঃ
 শ্রীমান বিভাবসুস্বষ্টা বরুণঃ শ্রীযতামিতি ॥ ৭
 প্রতিমাসঞ্চ সপ্তম্যামৈকঞ্চ নাম কীর্ত্তয়েৎ ।
 প্রতিপক্ষং ফলত্যাগমেতৎ কুর্ষ্বন সমাচরেৎ ॥
 ব্রতান্তে বিপ্রমিথুনঃ পূজয়েদ্বস্তুভূষণৈঃ ।
 শর্করাকলশং দদ্যাদ্ধেমপদ্মদলান্বিতম্ ॥ ৯
 যথা ন বিফলা কামাস্তদ্বক্ত্তানং সদা রবে ।
 তথানন্তফলাবাপ্তিরস্ত মে সপ্তজন্মসু ॥ ১০
 ইমামনন্তফলদাং যঃ কুর্গ্যাৎ ফলসপ্তমীম্ ।
 সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্যালোকে মহীয়তে ॥ ১১
 সুরাপানাদিকং কিঞ্চিদ্যদভ্রামুত্র বা কৃতম্ ।
 তৎ সর্বং নাশমায়াতি যঃ কুর্গ্যাৎ ফলসপ্তমীন্
 কুর্ষ্বাণঃ সপ্তমীক্ষেমাং সততং রোগবর্জিতঃ ।
 ভূতান্ ভবাংশ্চ পুরুষাংস্তারয়েদেকবিংশতিম্
 যঃ শৃণোতি পঠেদ্যপি সোহপি কল্যাণভাগ্-

ভবেৎ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমাৎশ্চো মহাপুরাণে ফলসপ্তমীব্রতঃ
 নাম ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

সূর্য্যমস্ত্র উচ্চারণ করিবে। বলিবে,—‘ভানু,
 অর্ক, রবি, ব্রহ্মা, সূর্য্য, শক্র, হরি, শিব,
 শ্রীমান্ বিভাবসু, স্বষ্টা ও বরুণ শ্রীত
 হউন’। প্রতিমাসের সপ্তমী তিথিতে এক
 একটা নাম কীর্ত্তন করিবে। প্রতিপক্ষে
 ফল ত্যাগ করিয়া এই ব্রত আচরণ করিতে
 হয়। ব্রতাবসানে বস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা বিপ্র
 দম্পতীকে পূজা করিয়া হেম পদ্ম-দলান্বিত
 শর্করাকুস্ত্র দান করিবে। বলিবে,—‘হে
 রবে! তোমার ভক্তবর্গের কাম সকল
 যেমন কদাচ বিফল হয় না, তেমনি সপ্ত
 জন্মে আমার অনন্ত ফলপ্রাপ্তি হউক। যে
 ব্যক্তি এই অনন্ত ফলদায়িনী ফলসপ্তমী
 ব্রত আচরণ করে, সে, সর্বপাপ হইতে
 মুক্তাত্মা হইয়া সূর্যালোকে বিহার করিয়া
 থাকে। এই ফলসপ্তমী ব্রতচারী ব্যক্তির
 ইহ বা পর জন্মার্জিত সুরাপানাদি যে কিছু
 ত্রুস্ত থাকুক, সমস্তই নাশ প্রাপ্ত হয়।
 এই সপ্তমীব্রতের অল্পষ্ঠানকর্ত্তা সর্বদাই

সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

শর্করাসপ্তমীং বক্ষ্যে তদ্বৎ কল্মষনাশিনীম্ ।
 আয়রারোগ্যমৈশ্বর্য্যং যদানন্তং প্রজায়তে ॥ ১
 মাধবস্ত্র নিতে পক্ষে সপ্তম্যাং নিয়ত্তরতঃ ।
 প্রাতঃ স্নান্না তিঠৈঃ শুক্লৈঃ শুক্লমালাভুলেপনঃ
 স্তম্ভিলে পদ্মমালিন্যা কুঙ্কুমেণ সর্গণিকম্ ।
 তস্মিন নমঃ সবিজ্রে তু গন্ধ-ধূপো নিবেদয়েৎ ॥
 স্থাপয়েদকুস্ত্রঞ্চ শর্করাপাত্রসংযুতম্ ।
 শুক্লবস্ত্রৈরলঙ্কৃত্য শুক্লমালাভুলেপনৈঃ ।
 সুবর্ণেন সমাযুক্তং মস্ত্রেনানেন পূজয়েৎ ॥ ৪
 বিশ্ববেদময়ো যস্মাদ্বেদবাদাতি পঠ্যসে ।
 সর্বসাম্রতমেব হমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৫

রোগবর্জিত হন এবং তিনি অতীত ও অনা-
 গত একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া
 থাকেন। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে বা শ্রবণ
 করে, সেও কল্যাণভাজন হয়। ১০—১৩।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—এক্ষণে পূর্ব্বের স্তায়
 কল্মষনাশিনী শর্করাসপ্তমী-ব্রত-বিবরণ বলি-
 তোছি; ইহার অনুষ্ঠানে অনন্ত আয়ু,
 আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। বৈশাখ
 মাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে নিয়ত-
 ব্রত হইয়া প্রভাতে শুক্ল তিল দ্বারা স্নান-
 পূর্ব্বক স্বয়ং শুক্ল মালা ও শুক্ল অল্ললেপনে
 মণ্ডিত হইবে এবং কুঙ্কুম দ্বারা স্তম্ভিল মধ্যে
 কর্ণিকাষিত পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহাতে ‘নমঃ
 সবিজ্রে’ বলিয়া গন্ধ ও ধূপ নিবেদন করিবে।
 ১-৩। পরে শর্করাপাত্রসহ জলকুস্ত্র স্থাপনান্তে
 উহাকে শুক্ল বস্ত্র ও শুক্ল মালাভুলেপনে
 অলঙ্কৃত করিয়া সুবর্ণসহ এই মস্ত্রে পূজা
 করিবে, যথা—‘হে কুস্ত্র! তুমি বিশ্ববেদময়
 এবং নিখিল বেদবাদী বলিয়া কীর্ত্তিত হও।

পঞ্চগব্যং ততঃপীত্বা স্বপেৎ তৎপাশ্বতঃ ক্ষিতৌ
সৌরমুক্তং স্মরনাস্তে পুরাণশ্রবণেন চ ॥ ৬
অহোরাত্রে গতে পশ্চাদষ্টমাং কৃতনৈত্যকঃ ।
তৎ সর্ষং বিহৃষে তদ্বদ্রাক্ষণাৎ নিবেদয়েৎ ॥ ৭
ভোজয়েচ্ছকিতৌ বিপ্রান শর্করা-ব্রত-পায়সৈঃ
ভুঞ্জীতাতৈললবণং স্বমপাথ বাগ্‌যতঃ ॥ ৮
অনেন বিধিনা সর্ষং মাসি মাসি সমাচরেৎ ।
সংবৎসরাস্তে শয়নং শর্করাকলশাষিতম্ ॥ ৯
সর্বোপস্করসংযুক্তং তথৈকাং গাং পয়স্বিনীম্ ।
গৃহঞ্চ শক্তিমান দদ্যাৎ সমস্তোপস্করাষিতম্ ॥ ১০
সহস্রোপাথ নিষ্কাণাং কৃত্বা দদ্যাচ্ছতেন বা ।
দশভির্বাথ নিকৈণ তদর্জেনাপি শক্তিতঃ ॥ ১১
সুবর্ণাখঃ প্রদাতব্যঃ পূর্ববন্যম্বাদনম্ ।
ন বিস্তৃশাঠ্যং কুর্কীত কৰ্ব্বন দোষং সমম্মুতে ॥
অমৃতং পিবতো বক্ত্রাৎ স্বর্ধ্যাম্মতবিন্দবঃ ।

নিপেতুর্থে তদ্বৎ'মী শালিমুদোককবঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৩
শর্করা তু পরা তস্মাদিহুসারোহমৃতান্ববান
ইষ্টা রবেততঃ পুণ্য শর্করা হবা কব্যয়োঃ ॥ ১৪
শর্করাসমুদ্রী চেয়ং বাজিমৈধফলপ্রদা ।
সর্ষতঃ প্রশমনী পুত্রপৌত্রপ্রবর্দ্ধিনী ॥ ১৫
যঃ কুর্ধ্যাৎ পরয়া ভক্ত্যা স বৈ সদগতিমাণুয়াৎ
কল্পমেকং বসেৎ স্বর্গে ততো যাতি পরং পদম্
ইদমনঘ শৃণোতি যঃ স্মরেদ্বা
পরিপঠতীহ দিবাকরস্ম লোকে ।
মতিমপি চ দদাতি সোহপি দেবৈ-
রমরবধূজনমালায়াতিপূজ্যঃ ॥ ১৭
ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে শর্করাব্রতং নাম
সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

সকলের অমৃতস্বরূপ ; অতএব আমাকে
শান্তি প্রদান কর।' পরে পঞ্চগব্য পান
করিয়া কুস্তপাশ্বত্ব ক্ষিতিতলে শয়ন করিবে
এবং সৌর মুক্ত স্মরণ বা পুরাণ শ্রবণ
করিতে করিতে কাল কর্ত্তন করিবে। অন-
ন্তর সেই অহোরাত্র অভীত হইলে পর
অষ্টমী তিথিতে নিত্য-ক্রিয়া সমাধা করিয়া
ব্রতার্থ সংগৃহীত সমস্ত দ্রব্য বিদ্বান্ ব্রাক্ষণকে
নিবেদন করিবে। পরে শক্তি অনুসারে
শর্করা, ঘৃত ও পায়সাদি দ্বারা ব্রাক্ষণদিগকে
ভোজন করাইবে এবং নিজে বাগ্‌যত হইয়া
অতৈল অলবণ ভোজন করিবে। এইরূপ
বিধানে মাসে মাসে সমস্ত কৃত্য সমাধা
করিয়া বৎসরান্তে শর্করা-কলশাষিত ও সমস্ত
উপস্করযুক্ত শয্যা এবং একটি পয়স্বিনী গাভী
দান করিবে। শক্তিমান ব্যক্তি সুসম্পন্ন
গৃহ দান করিবে। সহস্র নিদ্র, দশ নিদ্র,
অথবা পঞ্চ নিদ্র দ্বারা একটি সুবর্ণঅশ্ব
নিষ্ক্ৰাণপূর্বক পূর্বের জায় মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া
প্রদান করিবে। বিস্তৃশাঠ্য করিবে না;
করিলে দোষভাগী হইবে। স্বর্ধ্য অমৃত

পান করিতে থাকিলে তাঁহার মুখ হইতে যে
সকল অমৃতবিন্দু নিপতিত হয়, তাহা হইতেই
শালি, মুদ্রা, ইক্ষু ও শর্করা উৎপন্ন হইয়া-
ছিল। ইক্ষুসার অমৃতস্বরূপ। এইজন্য
পবিত্র শর্করা রবির অতিপ্রিয় এবং হব্য-
কব্যো প্রশস্ত। এই শর্করাসমুদ্রী অশ্বমেধ-
ফলপ্রদানকর্ত্তা, সর্ষ দুষ্টপ্রশমনী ও পুত্র-
পৌত্রপ্রবর্দ্ধিনী। যে ব্যক্তি পরম ভক্তির
সহিত এই ব্রতচরণ করে, তাহার সদগতি
লাভ হয়। সে ব্যক্তি এক কল্পকাল স্বর্গে
বাস করিয়া পরে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। হে
অনঘ! এই ব্রতকথা যে ব্যক্তি স্মরণ
করে, শ্রবণ করে, পাঠ করে কিম্বা এই
ব্রতচারণার্থ মতি জন্মাইয়া দেয়, দিবাকর-
লোকে তাহার গতি হয় এবং সে ব্যক্তি
অমর ও অমরবধূগণ কর্ত্তক আপ্রলয়াবধি
অভিপূজিত হইয়া থাকে। ৪—১৭।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি তদ্বৎ কমলসপ্তমীম্
যশ্চাঃ সঙ্কীৰ্ত্তনাদেব তুয়াতীহ দিবাকরঃ ॥ ১
বসন্তামলসপ্তম্যাং শ্রাতঃ সন্ গৌরসদৃশৈঃ ।
তিলপাত্রে চ সৌবর্ণে বিধায় কমলং শুভম্ ॥ ২
বস্ত্রগুণাবৃতং কুহা গন্ধপুষ্পৈঃ সমৰ্চ্চয়েৎ ।
নমঃ কমলহস্তায় নমস্তে বিশ্বধারणे ॥ ৩
দিবাকর নমস্ভ্যং প্রভাকর নমোহস্তু তে ।
ততো দ্বিকালবেলায়ামুদকুন্তসমপ্নিতাম্ ॥ ৪
বিপ্রায় দদ্যাৎ সম্পূজ্য বস্ত্র-মাল্য-বিভূষণৈঃ ।
শক্ত্যা চ কপিলাং দদ্যাৎ দলকৃত্য বিধানতঃ ॥ ৫
অহোরাত্রে গতে পশ্চাদষ্টম্যাং ভোজয়েদ্বিজান্
যথাশক্ত্যাথ ভুঞ্জীত মাংসতৈলবিবৰ্জিতম্ ॥ ৬
অনেন বিধিনা শুক্ল-সপ্তম্যাং মাসি মাসি চ ।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর কমলসপ্তমী
নামক ব্রত-বিবরণ বলিতেছি । এই সপ্ত-
মীর নাম কীৰ্ত্তনেই দিবাকর তুষ্ট হইয়া
ধাকেন । বসন্ত কালের শুক্লসপ্তমীদিনে
গৌরসদৃশে স্নান করিয়া তিলপূর্ণ সুবর্ণপাত্রে
একটি সুন্দর কমল স্থাপনপূর্বক বস্ত্রগুণে
আবৃত করিয়া দিবাকরকে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা
অৰ্চ্চনা করিবে ; বলিবে,—হে দিবাকর !
তুমি কমলহস্ত, বিশ্বধারণকর্তা, তোমাকে নম-
স্কার করি । হে প্রভাকর ! তোমায় আমার
নমস্কার । অনন্তর অপরাহ্নে একটি কপিলা
ধেনুকে যথাশক্তি বস্ত্র, মাল্য ও অলঙ্কার
দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া একটি জলপূর্ণ কুন্তসহ
ব্রাহ্মণকে দান করিবে । পরে সেই অহোরাত্র
অতীত হইলে, পর দিন শুক্ল-অষ্টমীতে
যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । তৎ-
পরে স্বয়ং মাংস ও তৈল বিনা ভোজন
করিবে । এইরূপ বিধান অনুসারে প্রতি-
মাসীয় শুক্লসপ্তমীদিনে ভক্তিভরে বিস্ত-

সকল সমাচরেত্ত্বক্যা বিস্তাশাঠ্যবিবৰ্জিতঃ ॥ ৭
ব্রতান্তে শয়নং দদ্যাৎ সুবর্ণং কমলান্বিতম্ ।
গাঞ্চ দদ্যাৎ স্বশক্ত্যা তু সুবর্ণাঢ্যাং পয়স্বিনীম্
ভোজনাশনদীপাদীন দদ্যাৎ দিষ্টোপস্করান্ ।
অনেন বিধিনা যশ্চ কুৰ্ব্বাৎ কমলসপ্তমীম্ ।
লক্ষ্মীমনন্তামভ্যোতি সূর্যালোকে মহীয়তে ॥ ৯
কল্পে কল্পে ততো লোকান্ সপ্ত গহ্না পৃথক্
পৃথক্ ।
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতস্ততো যাতি পরাং গতিম্
যঃ পশুতীদং গুণাচ্চ মর্ত্যঃ
পৃষ্ঠৈচ্চ ভক্ত্যাথ মতিং দদতি ।
সোহপ্যত্র লক্ষ্মীমচলামবাপ্য
গন্ধক-বিদ্যাধরলোকভাক্ত স্মাৎ ॥ ১১
ইতি শ্রীমাৎশ্চে মহাপুরাণে কমলসপ্তমীব্রতং
নামাষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

শাঠ্য পরিত্যাগপূর্বক ব্রতানুষ্ঠান করিবে
ব্রতাবসানে যথাশক্তি শয্যা, সুবর্ণকমল,
ও সুবর্ণময় পদ্মাসনা গাভী দান করিবে ।
এবং ভোজন, আসন ও প্রদীপাদি সকল
উপস্কর প্রদান করিবে । এইরূপ বিধি অনু-
সারে যে ব্যক্তি কমলসপ্তমী ব্রত আচরণ
করে, তাহার অনন্ত লক্ষ্মী লাভ হয় এবং
সে অন্তে সৌরলোকে সম্মানিত হইয়া থাকে
অনন্তর কল্পে কল্পে পৃথক্ পৃথক্ক্রমে সপ্ত-
লোকে গমন করিয়া পরে অপ্সরোগণে পরি-
বৃত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয় । যে মর্ত্য
ব্যক্তি এই ব্রতচরণ করিতে দেখে বা ব্রত-
কথা শুনে, অথবা ভক্তির সহিত পাঠ করে,
বা অন্তকে ব্রতচরণার্থ মতি জন্মাইয়া দেয়,
সেও অচলা লক্ষ্মী লাভ করিয়া গন্ধক ও
বিদ্যাধরলোকে উপনীত হইয়া থাকে । ১—১১।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৮ ।

একানাশীতিতমোহধাঃঃ ।

ঐশ্বর উবাচ ।

অধাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি সৰ্বপাপপ্রণাশিনীম্ ।
সৰ্বকামপ্রদাং রম্যাং নাম্না মন্দারসপ্তমীম্ ॥ ১
মাঘশ্রামলপক্ষে তু পঞ্চমাং লঘুভূত্নরঃ
দন্তকাষ্ঠং ততঃ কৃহা যষ্টীষ্পবসেদবুধঃ ॥ ২
বিপ্রান্ সম্পূজয়িত্বা তু মন্দারং প্রাশয়েন্নিশি ।
ততঃ প্রভাত উখায় কৃহা স্নানং পুনর্বিজান্ ॥ ৩
ভোজয়েচ্ছক্ৰিতঃ কৃহা মন্দারকুসুমপট্টকম্ ।
সৌবর্ণং পুরুষঃ তদ্বৎ পদ্মহস্তঃ সুশোভনম্ ॥ ৪
পদ্মং কৃষ্ণতিলৈঃ কৃহা তাম্রপাত্রেষু পত্রকম্ ।
হৈমমন্দারকুসুমৈর্ভাস্কর্যার্থেতি পুংসতঃ ॥ ৫
নমস্কারেণ তদ্বচ্চ সূর্য্যায়ৈতানলে দলে ।
দক্ষিণে তদনকায় তথায়াম্নেতি নৈশ্বতে ॥ ৬
পশ্চিমে বেদধাম্নে চ বায়বে চণ্ডভানবে ।
পূর্বে ত্যক্তরতঃ পূজ্যমানন্দায়ৈত্যতঃ পরম্ ॥ ৭

উনাশীতিতম অধ্যায় ।

ঐশ্বর কহিলেন,—অনন্তর সৰ্বপাপনাশিনী
সৰ্বকামদায়িনী রমণীয়া মন্দারসপ্তমীর কথা
কহিতেছি । মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী-
দিনে লঘু ভোজন করিয়া পরে যষ্টীদিনে
প্রভাতে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে ও উপ-
বাসী থাকিবে । ঐ দিনে বিপ্রদিগকে
পূজা করিয়া রাহিতে মন্দার প্রাশন করাইবে;
তৎপরে প্রভাতে গাত্ৰোত্থান করিয়া স্নানান্তে
পুনরায় যথাশক্তি ভোজন করাইবে । এই
ব্রতে আটটি মন্দার কুসুম সংগ্রহ করিয়া
এক পদ্মহস্ত সুশোভন সুবর্ণময় পুরুষপ্রতিমা
নিৰ্ম্মাণ করিবে এবং কৃষ্ণ তিল দ্বারা তাম্র-
পাত্রেপরি একটি অষ্টদলাবিত পদ্ম প্রস্তুত
করিবে । তদনন্তর মন্দারকুসুমসমূহ দ্বারা
পূৰ্বদলে ‘ভাস্করায় নমঃ’ অগ্নিকোণস্থদলে
‘সূর্য্যায় নমঃ’ দক্ষিণে ‘অর্কায়’ নৈশ্বতে ‘অধ্যায়ে’
পশ্চিমে ‘বেদধাম্নে’ বায়বে ‘চণ্ডভানবে’
উত্তরে ‘পূর্বে’ এবং তৎপরে ঐশান কোণে
‘আনন্দায় নমঃ’ বলিয়া পূজা করিবে ।

কর্ণিকায়াক্ষ পুরুষঃ স্থাপ্য সৰ্বান্ননেতি চ ।
শুক্লবস্ত্রৈঃ সমাবেষ্ট্য ভট্টক্যর্মাল্য-ফলাদিভিঃ ॥
এবমভ্যর্চ্য তৎ সৰ্বং দদ্যাদ্বেদবিদে পুনঃ ।
ভূত্বীতাতৈললবণং বাগ্‌যুতঃ প্রাশুখো গৃহী ॥ ৯
অনেন বিধিনা সৰ্বং সপ্তম্যাঃ মাসি মাসি চ ।
কুর্ঘ্যাৎ সদৎসরং যাবদ্বিত্তশাঠ্যবিবর্জিতঃ ॥ ১০
এতদেব ব্রতান্তে তু নিধায় কলশোপরি ।
গোতিবিভবতঃ সার্কং দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥
নমো মন্দারনাথায় মন্দারভবনাথ চ ।
ত্বং রবে তারয়স্থান্মান্ সংসারভয়সাগরাৎ ॥ ১২
অনেন বিধিনা যন্ত কুর্ঘ্যান্মন্দারসপ্তমীম্ ।
বিপাপা স সুখী মর্ত্যঃ কল্লক দাঁব মোদতে ॥
ইমামঘোষপটল-ভাণ্ডাধ্বাস্তদীপিকাম্ ।
গচ্ছন প্রগৃহ সংসারে সৰ্বার্থাংচ লভেন্নরঃ ॥ ১৪
মন্দারসপ্তমীমেতামোপিতার্থকলপ্রদাম্ ।

অনন্তর কর্ণিকায় পুরুষপ্রতিমাস্থাপনান্তে
‘সৰ্বান্ননে নমঃ’ বলিয়া শুক্ল বস্ত্রে বেষ্টনপুরুষক
ভক্ষ্য, মাল্য ও ফলাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া
পরে সমস্ত পূজাদ্রব্য বেদবেদী ব্রাহ্মণকে
সমর্পণ করিবে । অনন্তর ব্রতকর্ত্তা বাগ্‌যুত
হইয়া পূৰ্ব্বমুখে উপবেশনপুরুষক অতৈল অলবণ
ভোজ্য দ্রব্য আহার করিবে । এইরূপ
বিধান ক্রমেই বিত্তশাঠ্য না করিয়া এক
বৎসর যাবৎ প্রতিমাসীয়া সপ্তমী তিথিতে এই
ব্রত করিবে । ব্রতান্তে কলসোপরি সমস্ত
দ্রব্য স্থাপন করিয়া কল্যাণকামী ব্যক্তিকয়েকটি
গাভী সহ ব্রাহ্মণকে দান করিবে । ১—১১ ।
পরে বলিবে—হে রবে! তুমি মন্দারনাথ,
মন্দারভবন ; আমাদিগকে ভবসাগর হইতে
পরিজ্ঞাপন কর । এইরূপ বিধান ক্রমে যে
ব্যক্তি মন্দারসপ্তমী ব্রত করে, সে নিষ্পাপ
ও সুখী হইয়া কল্লকাল পর্য্যন্ত স্বর্গে
বিহার করিয়া থাকে । এই সপ্তমী—নিখিল
দ্রুতরাশিরূপ ভীষণ অঙ্ককারের দীপিকা ;
এই দীপিকা লইয়া সংসারে যে নর বিচরণ
করে, তাহার সৰ্বার্থ লাভ হয় । এই মন্দার-

যঃ পঠেচ্ছূদ্রাঙ্গাপি সন্যপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৫
ইতি ত্রীমাৎশ্চে মহাপুরাণে মন্দারসপ্তমীব্রতঃ
নামৈকোনাশীতমোহন্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

অশীতমোহন্যায়ঃ ।

ত্রীভগবানুবাচ ।

অখাত্ম্যমপি বক্ষ্যামি শোভনাং শুভসপ্তমীম্ ।
যায়ুপোষ্য নরো রোগ-শোক-দুঃখৈঃ প্রমুচ্যতে
পুণ্যে চান্থয়জে মাসি কৃতপ্ৰানজপঃ শুচিঃ ।
বাচয়িত্বা ততো বিপ্রানারভেচ্ছুভসপ্তমীম্ ॥ ১
কপিলাং পূজয়েদ্ভক্ত্যা গন্ধমালাহুলেপনৈঃ ।
নমামি সূর্য্যসমুতামশেষভুবনালয়াম্ ।
হামহং শুভকল্যাণ-শরীরং সৰ্ব্বসিদ্ধয়ে ॥ ৩
অথ কুত্বা তিলপ্রস্থং তাম্রপাত্রেণ সংযুতম্ ।
কাঞ্চনং বুযভং তদ্বদাঙ্ক-মালা-গুড়াবিতৈঃ ॥ ৪

সপ্তমী সমস্ত অভ্যর্থনাদায়নী । যে ব্যক্তি
ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সৰ্ব্ব পাপ
হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ১২—১৫ ।

উনাশীতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

অশীতম অধ্যায় ।

ভগবানু কহিলেন,—অনন্তর শুভসপ্তমী
নামে অস্ত্র এক শোভনা তিথির কথা কহি-
তেছি । মানব এই তিথিতে উপবাস করিয়া
রোগ-শোক ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া
থাকে । পবিত্র আখন মাসে প্ৰান ও জপ
কাৰ্য্য সমাধা করিয়া শুচিভাবে ব্রাহ্মণ-
বাচনান্তে শুক্লসপ্তমীব্রত আরম্ভ করিবে ।
প্রথমেই গন্ধ মালা ও অম্বুলেপন দ্বারা
ভক্তিতে কপিলার অর্চনা করিয়া বলিবে—
ভূমি সূর্য্যসমুতা অশেষভুবনালয়া, শুভ
কল্যাণ-দেহা, তোমাকে আমি সৰ্ব্বসিদ্ধি-
লাভার্থ প্রণাম করি । অনন্তর তাম্রপাত্রাধিত
তিলপ্রস্থ ও কাঞ্চনময় বুযভ প্রস্তুত করিয়া

কলৈর্নানাবিধৈর্ভক্তৈর্ঘতপায়সংযুতৈঃ ।
দদ্যাৎকালবেলাগ্রামধ্যমা প্রীয়তামিতি ॥ ৫
পঞ্চগব্যঞ্চ সম্প্রাপ্ত্বা স্বপেত্ৰমো বিমৎসরঃ ।
ততঃ প্রভাতে সঙ্ঘাতে ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্ভজান্
অনেন বিধিনা দত্তান্মাসি মাসি সদা নরঃ ।
বাসনৌ বুযভং হৈমং তদ্বদাঙ্কং কাঞ্চনোদ্ভবাম্ ॥ ৭
সংবৎসরান্তে শয়নমিস্কৃদগুণ্ডাধিতম্ ।
সোপধানকবিশ্রামঃ ভাজনাসনসংযুতম্ ॥ ৮
তাম্রপাত্রে তিলপ্রস্থং সৌবর্ণং বুযভং তথা ।
দত্তাদ্বেদবিদে সন্ধং বিখাত্বা প্রীয়তামিতি ॥ ৯
অনেন বিধিনা বিদ্বান্ কুৰ্য্যাদ্যঃ শুভসপ্তমীম্ ।
তস্মা ত্রীর্বিপুলা কীৰ্ত্তির্ভবেজ্জন্মানি জন্মানি ॥ ১০
অপ্সরোগণগন্ধকৈঃ পূজ্যমানঃ সুরালয়ে ।
বসেদগাধিপো ভূত্বা যাবদাভূতসংপ্রবম্ ।
কল্লাদাববতীর্ণস্ত সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ ॥ ১১
ব্রহ্মহত্যা সহস্রস্ত্রিংশতশতশ্চ ৮ ।

গন্ধ, মালা, গুড়, নানাবিধ ফল, ভক্ত্য
সামগ্রী, ঘৃত ও পায়স সহ অপরাহ্ন কালে
ব্রাহ্মণকে দান করিবে এবং বলিবে—অখ্যমা
প্রীত হউন । পরে বিমৎসর হইয়া পঞ্চগব্য
প্রাশনপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিবে । অনন্তর
প্রভাত হইলে ভক্তির সহিত দ্বিজগণকে
পূজা করিবে । মানব এইরূপ বিধানক্রমে
মাসে মাসে বস্ত্রগুণ্ণ, হৈমবুয ও কাঞ্চনময়
গাভী দান করিবে ; বৎসরান্তে শয্যা, ইস্কু-
দগু, গুড়, উপাধান ভাজন ও আসন দান
করিবে । বেদাবদ্ ব্রাহ্মণকে সূবর্ণবুয ও
তাম্রপাত্রে করিয়া তিলপ্রস্থ দানপূর্ব্বক বলিবে
—বিখাত্বা প্রীত হউন । ১—১১ এইরূপ বিধানে
যে ব্যক্তি শুভসপ্তমীব্রত করে, জন্মে জন্মে
তাহার বিপুল লক্ষ্মী ও কীৰ্ত্তি লাভ হয়,
সে ব্যক্তি অপ্সরা ও গন্ধকগণ কর্তৃক পূজ্য-
মান হইয়া গণাধিপত্য লাভ করত আপ্রলয়
স্বর্গে বাস করে, পরে কল্লাস্তরের প্রথমে
আবর্তিত হইয়া সপ্তদ্বীপের অধিপতি হয় ।
এই পুণ্য সপ্তমীব্রতকথা পাঠিত হইলে
সহস্র ব্রহ্মহত্যা বা শত ব্রহ্মহত্যাজনিত

নাশায়ামিযং পুণ্য পঠ্যতে শুভসম্ভবী ॥১১

ইমাং পঠেদ্যঃ শৃণ্বান্মুহূর্তঃ
পশ্চৎ প্রসঙ্গাদপি দীপ্যমানম্ ।
সৌহৃদ্যত্র সর্বাঘবিমুক্তদেহঃ
প্রাপ্নোতি বিদ্যাধরনায়কত্বম্ ॥১৩
যাবৎ সমাঃ সপ্ত নরঃ করোতি
যঃ সপ্তমীঃ সপ্তবিধানযুক্তাম্ ।
স সপ্তলোকাধিপতিঃ ক্রমেণ
ভূত্বা পদং যাতি পরং মুরারেঃ ॥ ১৪

ইতি ত্রীমাৎস্রে মহাপুরাণে শুভসপ্তমীব্রতং
নামাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

মন্ত্ররূবাচ ।

কিমভীষ্টবিয়োগশোকশঙ্কা-
দলমুক্তর্ভুমুপোষণং ব্রতং বা ।
বিভবোত্তবকারি ভূতলেহস্মিন
ভবভীতেরপি স্মদনঞ্চ পুংসঃ ॥১

পাপ ও বিনাশ করিতে পারে । এই সপ্তমী-
ব্রতকথা যে ব্যক্তি পাঠ করে, মুহূর্তমাত্র
শ্রবণ করে অথবা এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইতে
ও ব্রতোপলক্ষে দ্রব্যাদি দান করিতে দেখে,
তাহার সর্বপাপ হইতে মুক্তি হয় এবং অন্তে
সে বিদ্যাধরদিগের নেতৃত্ব লাভ করে । যে
ব্যক্তি সপ্তবর্ষ যাবৎ এই সপ্ত বিধানযুক্ত
সপ্তমীব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে ক্রমশঃ সপ্ত-
লোকেয় অধিপতি হয় এবং পরে মুরারির
পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১০—১৪ ।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৮০॥

একাশীতিতম অধ্যায় ।

মন্ত্র কহিলেন, এই ভূতলে কোন বিভূতি-
বর্ধক ব্রত বা উপবাস, লোকদিগকে ইষ্ট-
বিয়োগজনিত দুঃখসজ্জ হইতে পরিত্রাণ

মৎস্ত উবাচ ।

পরিপৃষ্টমিদং জগৎপ্রিয়ং তে
বিবুধানামপি দুর্লভং মহত্ত্বাৎ ।
তব ভক্তিমতস্তথাপি বক্ষ্যে
ব্রতমিত্তান্ত্রমানবেষ গুহ্যম্ ॥ ২
পুণ্যমাশ্রয়জে মাসি বিশোকদ্বাদশীরতম্ ।
দশমাং লবুভুগ্ধিদানারভোন্নয়মেন তু ॥ ৩
উদযুগ্ধঃ প্রাযুগ্ধো বা দন্তধাবনপূর্বকম্ ।
একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্য তু কেশবম্ ।
প্রিয়ং বাভ্যর্চ্যা বিধিবদ্ভোক্ষ্যামি ত্বপরেহহনি ॥
এবং নিয়মকুৎ সুপ্ত্যা প্রাতরুথায় মানবঃ ।
জ্ঞানং সর্বৌষধিঃ কুখ্যাৎ পঞ্চগব্যাজলেন তু ।
শুক্ৰমালাদ্রবধরং পূজয়েচ্ছৌশমুৎপলৈঃ ॥ ৫
বিশোকায় নমঃ পাদৌ জজ্জ্ব চ বরদায় বৈ ।
ত্রীশায় জাহ্নুনৌ তদদ্রু চ জলশায়িনে ॥ ৬
কন্দর্পায় নমো গুহ্যং মাধবায় নমঃ কটিম্ ।
দামোদরায়ে ত্যদরং পার্শ্বে চ বিপুলায় বৈ ॥ ৭

করিতে পারে বা মানবের ভবভয়-হর হইবে ?
মৎস্ত কহিলেন,—তোমার এই জগৎপ্রিয়
প্রথম বিষয় মহত্ত্ব প্রযুক্ত দেবগণেরও দুর্লভ ।
যাহাই হউক, তুমি ভক্তিমান, তোমার নিকট
আমি সুরাসুরনরে—গোপনীয় এই ব্রত
বলিতেছি । পুণ্য আশ্বিন মাসে বিশোক-
দ্বাদশী ব্রত প্রসিদ্ধ । এই ব্রতানুষ্ঠানের
পূর্বে দশমী তিথিতে বিদ্বান ব্যক্তি সংঘম
করিয়া থাকিবেন । পরদিন একাদশী তিথিতে
উদযুগ্ধ বা প্রাযুগ্ধ হইয়া দন্তধাবনপূর্বক
কেশব ও লক্ষ্মাকে অর্চনা করিয়া ‘আমি
পর দিন আহার করিব’ এইরূপ নিয়মে
উপবাস করিবে । পরদিন প্রভাতে উঠিয়া
মানব সর্বৌষধি ও পঞ্চগব্য জলে জ্ঞান
করিয়া শুক্ৰমালা ও শুক্ৰ বস্ত্র ধারণপূর্বক
উৎপল দ্বারা লক্ষ্মীপতিকে অর্চনা করিবে ।
১-৫। তৎপরে ঠাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের
পূজা করিতে হইবে । যথা—পাদদ্বয় ‘বিশোক-
কায়’ জজ্জ্বায়ুগল ‘বরদায়’ জাহ্নুদ্বয় ‘ত্রীশায়’
উরুদ্বয় ‘জলশায়িনে’ গুহ্যদেশ ‘কন্দর্পায়’

নাভিঞ্চ পদ্মনাভায় হৃদয়ং মন্থথায় বৈ ।
 ত্রীধরায় বিভোর্বক্ষঃ করৌ মধুজিতে নমঃ ॥৮
 চক্রিণে বামবাহুঞ্চ দক্ষিণং গাদিনে নমঃ ।
 বৈকুণ্ঠায় নমঃ কণ্ঠমাশ্র্যং যজ্ঞমুথায় বৈ ॥৯
 নাসামশোকনিধয়ে বাসুদেবায় চাক্ষুণী ।
 ললাটং বামনায়োতি হরয়েতি পুনর্জীবৌ ॥১০
 অলকান্ মাধবায়েতি কিরীটং বিশ্বরূপিণে ।
 নমঃ সর্বাঙ্গনে তদ্বচ্ছর ইত্যভিপূজয়েৎ ॥১১
 এবং সম্পূজ্য গোবিন্দং ফলমাল্যানুলেপনৈঃ ।
 ততস্ত্ব মণ্ডলং কুহ্মা স্বণ্ডিলং কারয়েন্মৃদা ॥১২
 চতুরশ্রং সমস্তাচ্চ রত্নমাত্রমুদকপ্ৰবন্মৃ ॥১৩
 স্কন্ধং হৃদয়ঞ্চ পরিতো বিপ্রত্রয়সমাবৃত্তম্ ॥১৪
 মৃঙ্গুলেনোচ্ছিতা বিপ্রান্তদ্বন্দ্বারস্ত্ব দ্ব্যঙ্গুলঃ ।
 স্বণ্ডিলস্তোপরিষ্টাচ্চ ভিত্তিরষ্টাঙ্গুলা ভবেৎ ॥১৫
 নদীবালুকয়া শূর্ণে লক্ষ্ম্যাঃ প্রতিকৃতিং ত্বসেৎ
 স্বণ্ডিলে শূর্ণমারোপ্য লক্ষ্মীমিত্যর্চয়েদ্বুধঃ ॥ ১৬
 নমো দেবৈ নমঃ শাষ্ট্রৈ নমো লক্ষ্ম্যৈ নমঃ শ্রীয়ে

এটিভাগ ‘মাধবায়’ উদর ‘দামোদরায়’ পার্শ্ব-
 দ্বয় ‘বিপুলাঃ’ নাভি ‘পদ্মনাভায়’ হৃদয়
 ‘মন্থথায়’ বক্ষঃ ‘ত্রীধরায়’ করদ্বয় ‘মধুজিতে’
 বামবাহু ‘চক্রিণে’ দক্ষিণবাহু ‘গাদিনে’ কণ্ঠ
 ‘বৈকুণ্ঠায়’ মুখ ‘যজ্ঞমুথায়’ নাসা ‘অশোকনিধয়ে’
 অক্ষিদ্বয় ‘বাসুদেবায়’ ললাট ‘বামনায়’ ভ্রুদ্বয়
 ‘হরয়ে’ অলকাবলী ‘মাধবায়’ কিরীট ‘বিশ্ব-
 রূপিণে’ এবং শিরে ‘সর্বাঙ্গনে নমঃ’ বলিয়া
 ফল, মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা গোবিন্দের
 পূজা করিবে। অনন্তর মণ্ডল করিয়া মৃত্তিকা
 দ্বারা এক স্বণ্ডিল প্রস্তুত করিবে। উহা
 চতুরশ্র, রত্নমাত্র, উদকপ্ৰব, স্কন্ধ, ও হৃদয়
 হইবে। তিন জন ব্রাহ্মণ ঐ স্বণ্ডিল বেষ্টন
 করিয়া থাকিবেন। স্বণ্ডিলের উপরিভাগের
 ভিত্তি অষ্টাঙ্গুলপরিমিত, উহার উচ্চায় এক
 অঙ্গুল এবং বিস্তার দুই অঙ্গুলি মাত্র হইবে।
 একটা শূর্ণ মধ্যে নদীবালুকা দ্বারা লক্ষ্মী
 দেবীর প্রতিকৃতি বিস্তার করিবে। তৎপরে
 ঐ শূর্ণ স্বণ্ডিলমধ্যে আরোপিত করিয়া
 লক্ষ্মীকে অর্চনা করিবে। অনন্তর অস্ত্রে

নমঃ পুণ্ড্রৈ নমঃ স্তম্ভৈ বৃষ্টৈ হৃষ্টৈ নমো নমঃ
 বিশোকাঃ কুংখনাশায় বিশোকা বরদাস্ত মে ।
 বিশোকা চান্ত সম্পদৈস্ত্য বিশোকা সর্বসিদ্ধয়ে ॥
 ততঃ শুক্রাধরৈঃ শূর্ণং বেষ্ট্য সম্পূজয়েৎ কলৈঃ
 বস্ত্রৈর্নানাবিধৈস্ত্বৎ স্ববর্ণকমলেন চ ॥ ১৮
 রজনীষু চ সর্কাসু পিবেদদর্ভোদকং বুধঃ ।
 ততস্ত্ব গীতনৃত্যাদি কারয়েৎ সকলাঃ নিশাম্ ॥১৯
 যামত্রে ব্যতীতে তু শূণ্ডাপুথায় মানবঃ ।
 অভিগম্য চ বিপ্রাণাং মিথুনানি তদাচরয়েৎ ॥
 শক্তিতদ্ব্যাপ চৈকং বা বস্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ ।
 শয়নস্থানি পূজ্যানি নমোহস্ত্ব জলশায়িনে ॥২০
 ততস্ত্ব গীতবাদ্যেন রাত্রিজাগরণে কৃতে ।
 প্রভাতে চ ততঃ স্নানং কুহ্মা দাম্পত্যমর্চয়েৎ ॥
 ভোজনঞ্চ যথাশক্ত্যা বিস্তৃশাঠ্যবিবজ্জিতঃ ।
 ভুক্ত্য শ্রদ্ধা পুরাণানি তদ্দিনকাতিবাহয়েৎ ॥২১

নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেবী, শান্তি,
 লক্ষ্মী, স্ত্রী, পুষ্টি, তুষ্টি, বৃষ্টি ও হৃষ্টিকে পূজা
 করিয়া বলিবে—বিশোকা আমার কুংখনাশিনী
 হউন, বিশোকা আমার প্রতি বরদাত্রী হউন
 এবং বিশোকা আমার সর্বসম্পত্তি ও সর্ব-
 সিদ্ধিদায়িনী হউন। এইরূপ বলিয়া শুক্র-
 বস্ত্রে সেই শূর্ণ বেষ্টনপূর্বক নানাবিধ ফল,
 বস্ত্র ও স্ববর্ণকলস দ্বারা পূজা করিবে।
 সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অভিজ্ঞ পূজক দর্ভোদক
 পান এবং নৃত্য ও গীতাদি দ্বারা সমস্ত
 নিশা যাপন করিবেন। ১০—১৯। পরে ত্রিযাম
 অতীত হইলে শেষযামে নিদ্রা হইতে
 গাত্ৰোত্থান করিয়া বিপ্রগণসমীপে গমন-
 পূর্বক কয়েকটা বিপ্রমিথুনের অর্চনা
 করিবে। শক্তি অনুসারে তিনটি বা একটা
 বিপ্রমিথুনকে বস্ত্র, মাল্য, অনুলেপন ও
 শয্যা দানে ‘জলশায়িনে নমঃ’ বলিয়া পূজা
 করিবে। জাগরণ করিয়া গীতবাঞ্চে রাত্রি
 কাটাইয়া প্রভাতে স্নানান্তে বিপ্রদাম্পত্যের
 অর্চনা করিতে হয়। এই অর্চনায় বিস্তৃ-
 শাঠ্য করিবে না; যথাশক্তি ভোজন দান
 করিবে। তৎপরে ভোজনান্তে পুরাণ

অনেন বিধিনা সৰ্ব্বং মাসি মাসি সমাচরেৎ ।
 ব্রতান্তে শয়নং দত্তাদ্গুডধেহুসমম্বিতম্ ।
 সোপধানকবিশ্রামং সান্তরাবরণং শুভম্ ॥২৪
 যথা ন লক্ষ্মীর্দেবেশ ত্বাং পরিত্যজ্য গচ্ছতি ।
 তথা সুরূপতারোগ্যমশোকশাস্ত্র মে সদা ॥২৫
 যথা দেবেন রহিতা ন লক্ষ্মীর্জাযতে কচিৎ ।
 তথা বিশোকতা মেহস্ত ভক্তিরগ্র্যা চ কেশবে
 মস্ত্রেনানেন শয়নং গুডধেহুসমম্বিতম্ ।
 শূর্ণঞ্চ লক্ষ্ম্যা সহিতং দাতব্যং ভূতিমচ্ছতা ॥২৭
 উৎপলং করবীরঞ্চ বাণমগ্নানকুঙ্কমম্ ।
 কেতকী সিদ্ধুবারঞ্চ মল্লিকা গন্ধপাটকা ।
 কদম্বং কুজকং জাতিঃ শস্তান্তেতানি সৰ্বদা ॥২৮

ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে বিশোকদ্বাদশী-
 ব্রতং নামৈকাদশীতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

প্রস্তাব সকল শ্রবণ করিয়া সেই দিন যাপন
 করিবে। এইরূপ বিধানক্রমে মাসে মাসে
 এই ব্রতচরণ করিতে হয়। ব্রতান্তে উপা-
 ধান ও আস্তরণসহ ব্রাহ্মণকে শয্যা দান করা
 কর্তব্য। তৎপরে প্রার্থনা করিবে যে, হে
 দেবেশ! লক্ষ্মী যেমন তোমায় পরিত্যাগ
 করিয়া অন্ত কোথাও গমন করেন না, তেমনি
 তোমার প্রসাদে সুরূপতা, আরোগ্য ও
 অশোক যেন আমার পরিত্যাগ করে না,
 সে সকল আমার সৰ্বদাই হউক। লক্ষ্মী
 যেমন কদাচ নারায়ণবিহীন নহেন, তেমনি
 কেশবে আমার ভক্তি থাকুক। আমার
 বিশোকতা হউক। এইরূপ প্রার্থনামস্ত্রে
 গুডধেহু সহ শয্যা দান করিয়া ভূতিকামী
 ব্যক্তি লক্ষ্মীসহ শূর্ণ দান করিবেন। এই
 ব্রতে উৎপল, করবীর, বাণ, অগ্নান কুঙ্কম,
 কেতকী, সিদ্ধুবার, মল্লিকা, গন্ধপাটকা, কদম্ব,
 কুজক ও জাতি পুষ্প সৰ্বদা প্রশস্ত ॥২০—২৮।

একাদশীতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮১

দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ

মহুরুবাচ ।

গুডধেহুবিধানং মে সমাচক্ষু জগৎপতে ।
 কিংরূপং কেন মস্ত্রেণ দাতব্যং তদিহোচ্যতাম্ ॥
 মৎস্ত উবাচ ।

গুডধেহুবিধানস্ত যজ্ঞপমিহ যৎ ফলম্ ।
 তদিদানৌঃ প্রবক্ষ্যামি সৰ্বপাপবিনাশনম্ ॥২.
 কৃষ্ণাজিনং চতুর্হস্তং প্রাগগ্রং বিস্ত্রসেদ্বি ।
 গোময়েনারুলিপ্তায়াং দর্ভানাস্তৌষ্য সৰ্বতঃ ॥৩
 লঘুং কৃষ্ণাজিনং তদ্বৎসঞ্চ পরিকল্পয়েৎ ।
 প্রাঙ্খুখীং কল্পয়েৎকেন্দ্রমুদকৃপাদাং সবৎসকাম্ ॥৪
 উত্তমা গুডধেহুঃ স্মাৎ সদা ভারচতুষ্টয়ম্ ।
 বৎসং ভারেণ কুবীরে দ্বাভ্যাং বৈ মধ্যমা স্মৃতা
 অর্দ্ধভারেণ বৎসঃ স্মাৎ কনিষ্ঠা ভারকেণ তু ।
 চতুর্থাংশেন বৎসঃ স্মাদ্গৃহবিস্তানুসারতঃ ॥ ৬

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ।

মহুরুবাহিনে,—হে জগৎপতে! গুডধেহু
 কি প্রকার? উহা কোন মস্ত্রে দান করিতে
 হয়? এক্ষণে আমাকে সেই বিধানই বলুন।
 মৎস্ত কহিলেন,—সৰ্বপাপবিনাশন গুডধেহু-
 দানের বিধান যে প্রকার, এবং উহার যেরূপ
 ফল, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। গোময়ো-
 পলিপ্ত ভূতলে সৰ্বতঃ দর্ভাস্তরণপুষ্পক
 চতুর্হস্তপ্রমাণ কৃষ্ণাজিন বিস্ত্রাস করিবে।
 এই কৃষ্ণাজিন ধেহুরূপে, এবং অপেক্ষাকৃত
 ছোট আকারের আর একখানি কৃষ্ণাজিন
 বৎসরূপে কল্পনা করিবে। এই কল্পিত
 সবৎসা ধেহু পূৰ্ব্বমুখী হইবে এবং ইহার
 পাদ দেশ উত্তর দিকে থাকিবে। গুডধেহু
 —ভারচতুষ্টয়-পরিমিত হইলে উত্তমা; ইহার
 বৎস একভার পরিমাণে করিবে। দুইভার
 দ্বারা রচিত গুডধেহু মধ্যমা; অর্দ্ধভারে
 ইহার বৎস করিবে। একভার দ্বারা নির্মিত
 হইলে কনিষ্ঠা গুডধেহু হয়। চতুর্থাংশ পরিমাণে
 বৎস নির্মাণ করা বিধি। ১—৬। যজ্ঞমানের

ধেহুঃ বৎসৌ স্মৃতান্তৌ চ সিতস্বস্ত্রাধরাবুভৌ ।
 শুভিকর্ণাবিক্ষুপাদৌ শুচিমুক্তাকলেশ্বনৌ ॥৭
 সিতস্বস্ত্রশিরালৌ তৌ সিতকঙ্কলকঙ্কলৌ ।
 তাম্রগণ্ডকপৃষ্ঠৌ তৌ সিতচামররোমকৌ ॥৮
 বিক্রমক্রগুণোপেতৌ নবনীতস্তনাবুভৌ ।
 ক্ষৌমপুচ্ছে। কাংস্তদোহাবিল্লনীলকতারকৌ ॥৯
 সুবর্ণশৃঙ্গাভরণৌ রাজতৈঃ খুরসংযুতৌ ।
 নানাকলসমায়ুক্তৌ ধ্রুগগন্ধকরগুণকৌ ।
 ইত্যেবং রচয়িত্বা তৌ দাপধূপৈরথার্চয়েৎ ॥১০
 যা লক্ষ্মীঃ সমভূতানাং যা চ দেবেষবস্থিতা ।
 ধেহুরুপেণ সা দেবী মম শান্তিঃ প্রযচ্ছতু ॥১১
 দেহস্থা যা চ ক্রুদ্রাণী শঙ্করস্ত সদা প্রিয়া ।
 ধেহুরুপেণ সা দেবী মম পাপং ব্যপোহতু ॥১২

অবস্থা ও বিত্ত বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যথা-
 যোগ্য করাই কর্তব্য। উক্ত ধেহু এবং
 বৎসের মুখে স্মৃত প্রদানপূর্বক স্তম্ভ খেত
 বস্ত্রদ্বয় দ্বারা উহাদিগকে আবৃত করিবে।
 শুভ্র দ্বারা উহাদিগের কণ্ঠদ্বয়, চক্ষু দ্বারা
 পাদচতুষ্টয়, শুভ্রমুক্তা দ্বারা নেত্রদ্বয়, এবং
 সিত স্ত্র দ্বারা উহাদিগের শরীরের শিরা
 রচনা করিতে হয়। খেত কঙ্কল দ্বারা উহা-
 দিগের গলকঙ্কল নির্মাণ করিবে, তাম্র দ্বারা
 গণ্ড ও পৃষ্ঠ দেশ, খেত চামর দ্বারা রোম,
 বিক্রম দ্বারা ক্রগুগল, নবনীত দ্বারা স্তন,
 ক্ষৌম বস্ত্র দ্বারা পুচ্ছে, কাংস্ত দ্বারা দোহন-
 পাত্র এবং ইল্লনীল দ্বারা চক্ষুর তারকা রচনা
 করিবে। সুবর্ণ দ্বারা শৃঙ্গাভরণ, রাজত
 দ্বারা খুর এবং নানাবিধ কল দ্বারা উহা-
 দিগের নাসিকায়ুগল নির্মাণ করিবে। এই
 প্রকার ধেহু রচনা করিয়া ধূপ-দীপাদি উপ-
 চারে উহাদিগের পূজা করিবে। ১—১০।
 সর্বভূতে যিনি লক্ষ্মীরূপে বাস করেন,
 যিনি দেবগণে অবস্থিত; সেই দেবী
 ধেহুরূপে, আমার শান্তি প্রদান করুন।
 শঙ্করের প্রিয়তমা যে দেবী ক্রুদ্রাণীরূপে
 তদীয় দেহে বাস করেন, সেই দেবী ধেহু-
 রূপে আমার পাপাপনোদন করুন। যিনি

বিকোর্বক্ষসি যা লক্ষ্মীঃ স্বাঃ যা চ বিভাবসোঃ ;
 ল্পার্কশক্রশক্তিধা ধেহুরূপান্ত সা শ্রিয়ে ॥ ১৩
 চতুর্মুখস্ত যা লক্ষ্মীর্ধা লক্ষ্মীর্ধনদন্ত চ ।
 লক্ষ্মীর্ধা লোকপালানাং সা ধেহুর্বরদান্ত মে ॥১৪
 স্বধা যা পিতৃমুখ্যাণাং স্বাহা যজ্ঞভূজাঞ্চ যা ।
 সর্বপাপহরা ধেহুস্তস্মাচ্ছান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥১৫
 এবমামম্মুতাং ধেহুং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ।
 বিধানমেতন্ধেনুনাং সর্ভাসামভিপঠ্যতে ॥ ১৬
 যান্তাঃ পাপবিনাশিতাঃ পঠ্যন্তে দশ ধেনবঃ ।
 তাসাং স্বরূপং বক্ষ্যামি নামানি চ নরাধিপ ॥১৭
 প্রথমা শুড়ধেহুঃ স্তাদ্যততধেহুস্তথা পরা ।
 তিনধেহুস্তৃতীয়া তু চতুর্থী জলসংজিতা ॥১৮
 ক্ষীরধেহুশ্চ বিখ্যাতা মধুধেহুস্তথা পরা ।
 সপ্তমী শর্করাধেহুর্দধিধেহুস্তথাষ্টমী ।
 রসধেহুশ্চ নবমী দশমী স্তাৎ স্বরূপতঃ ॥ ১৯
 কুস্তাঃ স্যুজ্জ্বলেনুনাং মিতরাসান্ত রাশয়ঃ ।

বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীরূপে অবস্থান করেন,
 এবং যিনি বিভাবসুর স্বাহা, যিনি বিষ্ণু, ইন্দ্র,
 চন্দ্র, ও সূর্যের শক্তিরূপিণী, সেই ধেহুরূপা
 দেবী আমার ত্রীবুদ্ধিকারিণী হউন। যিনি
 চতুর্মুখের লক্ষ্মী, যিনি ধনদ দেবের লক্ষ্মী,
 লোকপালগণেরও যিনি লক্ষ্মীরূপিণী, সেই
 ধেহু আমার বরদায়িনী হউন। যিনি মুখ্য
 পিতৃগণের স্বধারূপিণী, যজ্ঞভোজী দেবগণের
 যিনি স্বাহারূপিণী এবং যিনি সর্বপাপহারিণী,
 সেই ধেহু আমার শান্তিদায়িনী হউন।
 এইরূপে ধেহুকে আমন্ত্রণ করিয়া ব্রাহ্মণকে
 দান করিতে হয়। সকল ধেহু সম্বন্ধেই এই
 বিধান পঠিত হইয়া থাকে। হে নরাধিপ!
 পাপবিনাশিনী দশটী ধেহুর বিষয় শাস্ত্রে যে
 পঠিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের স্বরূপ এবং
 নাম বলিতেছি। ১১—১৭। প্রথমা শুড়ধেহু,
 দ্বিতীয়া স্মৃতধেহু, তৃতীয়া তিনধেহু, চতুর্থী জল
 ধেহু, পঞ্চমী ক্ষীরধেহু, ষষ্ঠী, মধুধেহু, সপ্তমী
 শর্করাধেহু, অষ্টমী দধিধেহু, নবমী রসধেহু
 ও দশমী মুখ্যধেহু। জব পদার্থ-রচিত ধেহু-
 সমূহের এক একটি পূর্ণকৃত্ত করিবে। অস্তান্ত

সুবর্ণধেনুসম্পদ্য কোচদিচ্ছন্তি মানবাঃ ॥২০॥
 নবনৌতেন রত্নৈশ্চ তথাস্তে তু মহর্ষয়ঃ ।
 এতদেবংবিধানং স্মৃত্যং ত এবোপস্করাঃ স্মৃতাঃ ॥
 মজ্জাবাহনসংযুক্তাঃ সদা পৰ্কাণি পৰ্কাণি ।
 যথাশ্রদ্ধং প্রদাতব্য্য ভুক্তি-মুক্তিকলপ্রদাঃ ॥২২॥
 শুভধেনুপ্রসঙ্গেন সন্ধ্যাস্তাবস্ময়োদিতাঃ ।
 অশেষজ্ঞকলদাঃ সৰ্বাঃ পাপহরাঃ শুভাঃ ॥২৩॥
 ব্রতানামুত্তমং যস্মাদ্বিশোকছাদশীব্রতম্ ।
 তদঙ্গত্বেন চৈবাত্র শুভধেনুঃ প্রশস্ততে ॥২৪॥
 অঘনে বিম্ববে পুণ্যে ব্যতীপাতেহথবা পুনঃ ।
 শুভধেনুদেয়া দেয়াস্তুপরাগাদিপৰ্কাশু ॥২৫॥
 বিশোকছাদশী চৈষা পুণ্য্য পাপহরা শুভা ।
 যামুপোষ্য নরো যাতি তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ॥

ইহ লোকে চ সৌভাগ্যমায়ুরারোগ্যমেব চ
 বৈকুণ্ঠং পুরমাপ্নোতি মরণে চ স্মরন হরিম্ ॥২৭॥
 ন বার্কুদসহস্রাণি দশ চাষ্টৌ চ ধর্ম্যবিৎ ।
 ন শোক-দুঃখদোৰ্গত্যং তস্মৈ সজ্জায়তে নৃপ ॥২৮॥
 নারী বা কুরুতে যা তু বিশোকছাদশীব্রতম্ ।
 নৃত্যগীতপর্য্য নিত্যং সাপি তৎ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥২৯॥
 তস্মাদগ্রে হরেন্নিত্যমনন্তং গীতবাদনম্ ।
 কর্তব্যং ভূতিকামেন তক্ত্য তু পরয়া নৃপ ॥৩০॥
 ইতি পঠতি য ইচ্ছা যঃ শৃণোতীহ সম্যচ্-
 মধু-মুর-নরকারেরর্চনং যৎচ পশ্যেৎ ।
 মতিমপি চ জনানাং যো দদাতীন্দ্রলোকে ।
 বসতি স বিবুধৌষৈঃ পূজ্যতে কল্পমেকম্ ॥৩১॥
 ইতি ত্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে বিশোকছাদশীব্রতঃ

নাম দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

দ্রব্যের ধেনু সকল স্তূপাকারে সাজাইয়া
 দিবে। ধেনুদান বিষয়ে কেহ কেহ সুবর্ণ-
 ধেনুদানও কল্পনা করেন। অপর মহর্ষিগণ
 নবনৌত এবং রত্ন দ্বারাও ধেনু কল্পনা
 করিতে চাহেন। ফলতঃ এই ধেনুদান কর্ম্ম
 এবিধ উত্তমোত্তম দ্রব্য দ্বারা করা যাইতে
 পারে। ঐ সকল দ্রব্যই উহার উপচাররূপে
 ব্যবহৃত হইবে। ১৮—২১। মানব শ্রদ্ধানু-
 সারে মজ্জা ও আবাহন সহকারে, প্রতি
 পক্ষদিনে ধেনু-দান করিবে; ইহাতে ভুক্তি
 ও মুক্তি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি
 , শুভ-ধেনু প্রসঙ্গে সমস্ত ধেনুদানবিধানই
 বলিলাম; ইহা অশেষ যজ্ঞের ফল প্রদান
 করে, সকল ধেনুদানই পাপনাশক, এবং শুভ
 ফলদায়ক। বিশোকছাদশীব্রত সর্ব ব্রত
 মধ্যে উত্তম বলিয়া তদঙ্গ ধেনুদান কার্য্যে
 এই শুভধেনুই প্রশংসিত হয়। অঘন
 সংক্রান্তি, বিম্ব সংক্রান্তি, ব্যতীপাতযোগ
 এবং গ্রহণাদি অন্ত্যস্ত পুণ্য দিনে শুভধেনু
 প্রভৃতির এক একটা দান করা কর্তব্য।
 এই যে বিশোকছাদশীর কথা উল্লেখ করি-
 লাম, এই ব্রতও পুণ্যকর, পাপহর, এবং
 শুভফলদায়ক। নরগণ ইহার উপাসনা-
 কালে বিষ্ণুর সেই পরমধামে গমন করিতে

পারে এবং ইহলোকে সৌভাগ্য, আয়ু,
 আরোগ্য ইত্যাদি বিবিধ শুভফল প্রাপ্ত
 হয়। মরণকালে ত্রীহরির স্মরণ করিতে
 সক্ষম হয় বলিয়া মরণান্তে নর বৈকুণ্ঠপুরে
 যাইতে পারে। হে নৃপ! সেই ধর্ম্যবিৎ
 মানব তথায় নবসহস্র অযুত বৎসর শোক-
 দুঃখ-দুর্গতি-রহিত হইয়া পরম সুখে বাস
 করিয়া থাকে। যদি কোন রমণী নিয়ত নৃত্য-
 গীতপরায়ণা হইয়া এই বিশোকছাদশী ব্রত
 করে, তবে সেও উক্ত প্রকার ফল লাভ
 করিতে পারে। হে নৃপ! অতএব সন্ধি-
 কামী মানবের নিয়ত হরিসন্নিধানে পরম
 ভক্তি সহকারে নানাবিধ নৃত্যগীতাদি করা
 কর্তব্য। মধু, মুর ও নরকাসুরের রিপু
 ত্রীহরির এই অর্চনাবিধান যে ব্যক্তি পাঠ
 করে, যে শ্রবণ করে, যে দর্শন করে কিংবা
 যে জন অপর মানবকে এই কর্ম্ম করিতে
 উপদেশ দেয়, সে এক কল্পপরিমিত কাল
 ইন্দ্রলোকে বিবুধগণ কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া
 বাস করিতে পারে। ২২—৩১।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্ৰাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ভগবন্ শ্ৰোতুমিচ্ছামি দানমাহান্য়মুক্তমম্ ।
 যদক্ষয়ং পরে লোকে দেবর্ষিগণপূজিতম্ ॥ ১
 উমাপতিরূবাচ
 মেরোঃ প্রদানং বক্ষ্যামি দশধা মুনিপুঙ্গব ।
 যৎপ্রদানান্নরো লোকানাপ্নোতি সুরপূজিতান্
 পুরাণেষু চ বেদেষু যজ্ঞেঽযতনেষু চ ।
 ন তৎ ফলমধীতেষু কৃতেষিহ যদশ্নুতে ॥ ৩
 তস্মাদ্বিধানং বক্ষ্যামি পৰ্ব্বতানামনুক্রমাৎ ।
 প্রথমো ধাত্তশৈলঃ স্মাদিত্তীয়ো লবণাচলঃ ॥ ৪
 শুভাচলস্তৃতীয়স্ত চতুর্থো হেমপৰ্ব্বতঃ ।
 পঞ্চমস্তিলশৈলঃ স্মাৎ ষষ্ঠঃ কার্পাসপৰ্ব্বতঃ ॥ ৫
 সপ্তমো ঘৃতশৈলশ্চ রত্নশৈলস্তথাষ্টমঃ ।
 রাজতো নবমস্তদ্বদশমঃ শৰ্করাচলঃ ॥ ৬
 বক্ষ্যে বিধানমেতেমাং যথাবদনুপূৰ্ব্বশঃ ।
 অয়নে বিষুবে পুণ্যে ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে ॥ ৭

ত্ৰাশীতিতম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—হে ভগবন্ ! দেবগণও
 যাহার প্রশংসা করেন, এবং যাহা পরলোকে
 অক্ষয় ফলপ্রদ, এক্ষণে সেই দানমাহান্য়
 শুনিতে কামনা করি । উমাপতি কহিলেন,—
 হে মুনিপুঙ্গব ! নর যাহা দান করিয়া সুর-
 পূজিত লোক প্রাপ্ত হয়, আমি সেই দশবিধ
 মেরু-দানের বিষয় বলিতেছি । মানব ইহার
 অনুষ্ঠান করিয়া যে ফললাভ করে, বেদ
 পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্রাধ্যয়নে, বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে,
 কিম্বা গৃহদানাদি নানাবিধ দানেও তাদৃশ ফল
 লাভে সমর্থ হয় না । অতএব সেই দশবিধ
 দাতব্য পৰ্ব্বতের যথাক্রমে নাম নির্দেশ
 সহকারে দান-ক্রিয়াবিধি কীৰ্ত্তন করিতেছি ।
 প্রথম ধাত্তশৈল, দ্বিতীয় লবণাচল, তৃতীয়
 শুভাচল, চতুর্থ হেমপৰ্ব্বত, পঞ্চম তিলশৈল,
 ষষ্ঠ কার্পাসপৰ্ব্বত, সপ্তম ঘৃতশৈল, অষ্টম
 রত্নশৈল, নবম রজতাচল এবং দশম শৰ্করা-
 চল । যথাক্রমে ইহাদিগের দানবিধান যথা-

শুক্লপক্ষে তৃতীয়ায়ামুপরাগে শশিক্ষয়ে ।
 বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু দ্বাদশ্চামথ বা পুনঃ ॥ ৮
 শুক্লায়াং পঞ্চদশ্যাং বা পুণ্যর্কে বা বিধানতঃ ।
 ধাত্তশৈলাদয়ো দেয়া যথাশাস্ত্রং বিধানতঃ ॥ ৯
 তীর্থেঽযতনে বাপি গোষ্ঠে বা ভবনান্ননে ।
 মণ্ডপং কারয়েত্তুক্য চত্বরশ্চমদুখম্ ।
 প্রাশুদকপ্রবণং তদ্বৎ প্রাশুখঞ্চ বিধানতঃ ॥ ১০
 গোময়েনানুলিপ্তায়াং ভূমাবাস্তীৰ্য্য বৈ কুশানা
 তন্মধ্যে পৰ্ব্বতং কুর্যাদ্বিকল্পপৰ্ব্বতাবিতম্ ॥ ১১
 ধাত্তদ্রোণসহশ্ৰেণ ভবেদগিরিরিহোত্তমঃ ।
 মধ্যমঃ পঞ্চশতিকঃ কনিষ্ঠঃ স্মাৎ ত্রিভিঃ শতৈঃ
 মেরুর্নহাষ্ট্রীহিময়স্ত মধ্যে
 সুবর্ণবৃক্ষত্রয়সংযুতঃ স্মাৎ ।
 পূর্বেণ মুক্তাকলবজ্রযুক্তো
 যাম্যেন গোমেদক-পুষ্পরাগৈঃ ॥ ১৩
 পশ্চাচ্চ গাক্ষয়ত-নীলরত্নৈঃ
 সৌম্যেন বৈদূর্য্যসন্মোজরাগৈঃ ।

যথ বলিতেছি । অয়নসংক্রান্তি, বিষুবসংক্রান্তি,
 ব্যতীপাত, ত্ৰাহম্পর্শ, শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া,
 সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণে, বিবাহাদি উৎসবব্যাপারে,
 অথবা দ্বাদশী, পূর্ণিমা, পুণ্য নক্ষত্র, ইত্যাদি
 প্রশস্ত দিবসে শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি ধাত্ত-
 শৈলাদি দান করা কর্তব্য । তীর্থস্থানে, আয়-
 তনে, গোষ্ঠে অথবা ভবনান্ননে ভক্তি সহ-
 কারে চত্বরশ্চ উত্তরমুখ মণ্ডপ নিৰ্ম্মাণ করিবে ।
 মণ্ডপের পূর্বোত্তরাদিকৃ কিঞ্চিৎ নিম্ন করিতে
 হয় । পূর্বমুখ করিবারও বিধান আছে ।
 ১—১০ । গোময়োপলিপ্ত ভূমিতে কুশ আন্ত-
 রণপূর্বক তন্মধ্যে ভাগে বিকল্প-পৰ্ব্বতসহ উক্ত
 পৰ্ব্বত সকল নিৰ্ম্মাণ করিতে হয় । সহস্র
 দ্রোণপরিমিত ধাত্ত দ্বারা উত্তম পৰ্ব্বত হয়,
 পঞ্চশত দ্রোণ দ্বারা রচিত হইলে মধ্যম, তিন
 শত দ্রোণ দ্বারা নিৰ্ম্মিত হইলে তাহা কনিষ্ঠ
 পৰ্ব্বত বলিয়া পরিগণিত । তিনটি সুবর্ণবৃক্ষ
 সহ মধ্যস্থলে একটা মেরু নিৰ্ম্মাণ করিবে ।
 উহার পূর্বভাগ মুক্তাকল এবং হীরক দ্বারা,
 দক্ষিণভাগ গোমেদ ও পুষ্পরাগ দ্বারা,

মৎস্তপুরাণম্

ত্রীখণ্ডৈশ্চরতিতঃ প্রবালৈ-
 ন্তাশিতঃ শুভ্রিশীলাতলঃ স্ৰাৎ ॥ ১৪
 ব্রহ্মাথ বিষ্ণুর্ভগবান পুরারি-
 দিবাকরোহপ্যত্র হিরণ্যমঃ স্ৰাৎ ॥
 মূৰ্দ্ধন্তবস্থানমমৎসরেণ;
 কাৰ্ঘ্যস্থনৈকৈশ্চ পুনর্দ্বিজৌঘৈঃ ॥ ১৫
 চত্বারি শৃঙ্গাণি চ রাজতানি
 নিতম্বভাগেষপি রাজতং স্ৰাৎ ।
 তথেশ্ববংশাবৃতকন্দরশ্চ
 স্ততোদকপ্রস্রবণৈশ্চ দিক্ষু ॥ ১৬
 শুক্লাঙ্গরাণ্যম্বুধরাবলী স্ৰাৎ
 পূৰ্বেণ পীতানি চ দক্ষিণেন ।
 বাসাংসি পশ্চাদথ কৰ্করূরাণি
 রক্তানি চৈবোত্তরভো ঘনালী ॥ ১৭
 রৌপ্যান্ মহেন্দ্রপ্রমুখাংস্তথাষ্টৌ
 সংস্থাপ্য লোকাধিপতীন্ ক্রমেণ ।
 নানাফলানী চ সমস্ততঃ স্ৰা-
 ন্ননোরমং মাল্যবিলেপনঞ্চ ॥ ১৮

পশ্চিমভাগ মরকত ও নীল রত্ন দ্বারা এবং
 উত্তর ভাগ বৈদূর্য ও পদ্মরাগ দ্বারা নিৰ্ম্মাণ
 করিতে হয়। পরে ত্রীখণ্ড চন্দনখণ্ড দ্বারা
 উহার চতুর্দিকে বেষ্টিত করিয়া প্রবাল দ্বারা
 উহার চতুর্পার্শ্বে লতা চিত্রিত করিবে। এই
 পঞ্চভেদ তলভাগ শুভ্রিশীলা দ্বারা করিতে
 হয়। অমৎসর-চিত্রে স্বজগণ সহ সুবর্ণ-
 নিৰ্ম্মিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দিবাকরের
 মূর্তি সেই মেরুর শিরোভাগে রচনা করিবে।
 রজত দ্বারা চারিটী শৃঙ্গ এবং নিতম্বভাগ
 রচনা করা কর্তব্য। উহার স্থানে স্থানে
 শুভ্রা নিৰ্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ইস্কুর অঙ্কুর
 বিস্তার করিবে এবং চতুর্দিকে স্ততোদকের
 প্রস্রবণ করিবে। নানাস্থানে শুক্লাঙ্গর দ্বারা
 অম্বুধরাবলী রচিত হইবে, আর পূর্ব ও
 দক্ষিণ দিকে পীত, পশ্চিমে কৰ্করূর, এবং
 উত্তরে রক্ত বর্ণ বসন দ্বারা মেঘ রচনা
 বিধেয়। পরে রৌপ্যরচিত ইন্দ্রাদি দশ দিষ্-
 তিকে যথাক্রমে যথাস্থানে বিস্তার করিবে।

বিতানকক্ষেপারি পঞ্চবর্ণ-
 মল্লানপুষ্পাভরণং সিতঞ্চ ॥ ১৯
 ইথং নিবেশ্যামরশৈলমগ্র্যাং
 মেরোশ্চ বিষ্ণুস্তগিরীন্ ক্রমেণ ।
 তুরীয়ভাগেণ চতুর্দিশঞ্চ
 সংস্থাপয়েৎ পুষ্পবিলেপনাঢ্যান্ ॥ ২০
 পূৰ্বেণ মন্দরমনেকফলাবলীভি-
 র্যুক্তং যবৈঃ কনকভদ্রকদম্বচিহ্নৈঃ ।
 কামেন কাঞ্চনময়েন বিরাজমান-
 মাকারয়েৎ কুসুমবস্ত্রবিলেপনাঢ্যম্ ॥ ২১
 ক্ষীরাক্রণোদসরসাথ বনেন চৈবং
 রৌপ্যেণ শক্তিঘটিতেন বিরাজমানম্ ।
 যাম্যেন গঙ্গমদনশ্চ নিবেশনীয়ৌ
 গোধূমসঞ্চদ্রময়ঃ কলধোতযুক্তঃ ॥ ২২
 হৈমেন যজ্ঞপতিনা স্তম্ভমানসেন
 বত্রেশ্চ রাজতবনেন চ সংযুতঃ স্ৰাৎ ॥ ২৩
 পশ্চাৎ তিলাচলমনেকশুগন্ধিপুষ্প-
 সৌবর্ণ-পিপ্লল-হিরণ্যমহংসযুক্তম্ ।

তারপর বিবিধ ফলশ্রেণী ও মনোরম মাল্যানু-
 লেপন স্থাপন করা কর্তব্য। উপরি ভাগে
 পঞ্চবর্ণভূষিত সিংহবিতান (টাঁদোয়া) খাটাইয়া
 তাহা অম্লান পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিবে।
 এইভাবে অমরাগরি মেরু বিরচিত হইলে
 উহার চতুর্থভাগ পরিমাণে চতুর্দিকে পুষ্প-
 বিলেপনযুক্ত বিষ্ণুস্তপস্বত নিৰ্ম্মাণ করিতে
 হয়। ১১—২০। পূর্বাধিকে মন্দরগিরি নিৰ্ম্মাণ
 করিবে। উহার চতুর্দিকে বিবিধ ফল
 সাজাইয়া দিবে। তত্স্থার কনকনিৰ্ম্মিত ভদ্র-
 কদম্ব বৃক্ষ স্থাপন করিবে। কাঞ্চনরচিত
 একটী কামমূর্তি কুসুম-বসন-বিলেপনে
 বিভূষিত করিয়া মন্দরোপরি স্থাপন করিতে
 হয়। একধারে ক্ষীরসাগর, অপর দিকে
 অক্রণোদ সাগর, এবং গরিধারে শঙ্করাসারে
 রৌপ্য দ্বারা বন বিরচণ করিবে। দক্ষিণ-
 দিকে গোধূমরাশি দ্বারা গঙ্গমাদন গিরি
 নিৰ্ম্মাণ করিবে। উহাতে কিঞ্চিৎ সুবর্ণ
 দিবে। তত্স্থার হৈমনিৰ্ম্মিত যজ্ঞপতির
 মূর্তি স্থাপনাতে স্তম্ভরচিত মানস সরোবর

আকাৰয়েজ্জতপুষ্পবনেন তদ্বদ-
বস্ত্ৰাধিতং দধিসিতোদসরস্তথাগ্রে ॥২৪
সংস্থাপ্য তং বিপুলশৈলমথোত্তরেণ
শৈলং সুপাৰ্শ্বমপি মাষময়ং সুবহুস্ব ।
পুষ্পৈশ্চ হেমবটপাদপশেখরং ত-
মাকারয়েৎ কনকধেনুবিরাজমানম্ ॥ ২৫
মাঞ্চীকভদ্রসরসাথ বনেন তদ্বদ-
রৌপ্যেণ ভাষ্যবতা চ বৃক্ষং নিধায় ।
হোমশ্চতুর্ভিৰথ বেদপুরাণবিদ্বি-
দাষ্টৈরনিন্দ্যচরিতাকৃতিভিদিজ্ঞৈঃ ॥২৬
পূৰ্ণেণ হস্তমতমত্র বিধায় কুণ্ডং
কাৰ্য্যান্তিলৈখবয়তেন সমিৎকুশৈশ্চ ।
রাত্রৌ চ জাগরমন্নুদন্তগীততুৰ্য্যো-
রাবাহনক কথয়ামি শিলোচ্চয়ানাম্ ॥২৭
হং সৰ্বদেবগণধামানধে বিৰুদ্ধ-
মম্মদাহেষমরপৰ্বত নাশয়াশু ।

করিয়া বস্ত্র দ্বারা মেঘ এবং রজত দ্বারা বন
নিৰ্ম্মাণ করিবে। অতঃপর পশ্চিম দিকে
তিননিৰ্ম্মিত হিরণ্ময় পৰ্বত নিৰ্ম্মাণপূৰ্ব্বক
বিবিধ শৃগালি কুসুমমুহে বিভূষিত করিয়া
তদুপরি সুবর্ণরচিত অশ্বখ বৃক্ষ ও হিরণ্ময়
হংস স্থাপন করিবে। উহার কোন স্থানে
রজত পুষ্পবন, বস্ত্রকৃত মেঘ এবং পাদদেশে
দধি দ্বারা সিতোদ সরোবর নিৰ্ম্মাণ করিবে।
অনন্তর উত্তর দিকে মাষময় সুপাৰ্শ্ব শৈল
রচনা করিবে। উহাতেও বস্ত্র, পুষ্প, হৈম
বটবৃক্ষ এবং কনকরচিত ধেনু স্থাপন
করিতে হয়। উহার পাদদেশে মাঞ্চীককৃত
ভদ্র সরোবর এবং রৌপ্যরচিত সমুজ্জ্বল
বন বিরচন করিবে। পরে বেদ-পুরাণাভিজ্ঞ
দাস্ত, অনিন্দ্যচরিতাকৃতি, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দ্বারা
হোম করাইবে। মেকর পূৰ্বদিকে এক
হস্তপ্রমাণ কুণ্ড করিয়া তিল, যব, সমিধ ও
যুত দ্বারা হোম করিবে। রাত্ৰিকালে
অন্নকৃত গীতবাদ্য দ্বারা জাগরণ করাও
বিধেয়। এক্ষণে শৈলসকলের আবাহন
মন্ত্ৰ বলিতেছি;—হে অমরপৰ্বত! তুমি

ক্ষেমং বিধৎস্ব কুরু শান্তিমন্নুত্তমাং নঃ ।
সম্পূজিতঃ পরমভক্তিমতা ময়া হি ॥২৮
হমেব ভগবানীশো ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দিবাকরঃ ।
মূর্ত্তামূর্ত্তাৎ পরং বীজমতঃ পাহি সনাতন ॥ ২৯
যস্মাৎ হং লোকপালানাং বিশ্বমূৰ্ত্তৈশ্চ মন্দিরমু-
ক্ৰাদাদিত্যবহ্নীক তস্মাচ্ছান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥৩০
যস্মাদশৃণুমমতৈরনারীভিষ্ঠ শিবেন চ ।
তস্মান্নাম্রুদ্রাশেষ-দুঃখসংসারসাগরাৎ ।
এবমভ্যর্চ্য তং মেকং মন্দিরকাতিপুঞ্জয়েৎ ॥
যস্মাচ্চৈত্ররথেন হং ভদ্রাশ্বেন চ বর্ষতঃ ।
শোভসে মন্দির ক্ষিপ্রমতস্পষ্টিকরো ভব ॥ ৩২
যচ্চাচ্চূড়ামণির্জম্বুদ্বীপে হং গন্ধমাদন ।
গন্ধর্ব্ববনশোভাবানতঃ কৌর্ভিদৃঢ়াশ্চ মে ॥ ৩৩

সমস্ত দেবনিকেতন মধ্যে নিধিস্বরূপ; আমার
গৃহে অধিষ্ঠান করিয়া গৃহের যাহা
অমঙ্গল, তৎসমস্ত আশু বিনাশিত কর।
আমি পরম ভক্তিসহকারে তোমাকে পূজা
করিব; তুমি আমাদিগের ক্ষেম বিধান কর;
তোমার অনুগ্রহে যেন অনুত্তম শান্তি প্রাপ্ত
হই। তুমিই ভগবান্ ঈশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
দিবাকর; যেহেতু মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পদার্থ-
নিচয়ের পরবর্ত্তী পরম পুরুষই বিশ্বপাদপের
বীজস্বরূপ। অতএব বীজে ও বৃক্ষে ভেদ
নাই বলিয়া হে সনাতন! তুমি আমাকে
পরিব্রাণ কর। তুমি লোকপালগণের এবং
বিশ্বমূর্ত্তিরও বাসমন্দির; ক্রুদ্র, আদিত্য ও
বসুগণেরও তুমিই বাসভবন; অতএব
আমাকে শান্তি প্রদান কর। অমরগণ ও
রমণীবৃন্দ তোমাকে আশ্রয় করিয়া আছেন;
তুমি আমাকে এই অশেষ দুঃখকর সংসার-
সাগর হইতে উদ্ধার কর। এই প্রার্থনান্তে
সেই মেকপৰ্ব্বতের অর্চনা করিয়া মন্দির
পৰ্ব্বতেরও পূজা করিবে। ২১—৩১। হে
মন্দির! চৈত্ররথ বন ও ভদ্রাশ্ব বর্ষ দ্বারা
তুমি সমাধিক শোভা পাইতেছ; অতএব
আমার তুষ্টিকর হও। ১। হে গন্ধমাদন!
জম্বুদ্বীপে তুমি চূড়ামণির স্থায় বিরাজমান;

যস্মাৎ স্বঃ কেতুমালেন বৈভ্রাজেন বনেন চ ।
 হিরণ্যম্বথশিরাস্তস্মাৎ পুষ্টিক্রবাস্ত মে ॥ ৩৪
 উত্তরৈঃ কুরুভির্ষস্মাৎ সাবিত্রেণ বনেন চ ।
 স্পৃপাৰ্শ্ব রাজসে নিত্যমতঃ স্ত্রীরক্ষ্যাস্ত মে ॥ ৩৫
 এবমামম্ভ্য তান্ সৰ্বান্ প্রভাতে বিমলে পুনঃ ।
 স্নাত্বাথ গুরবে দদ্যামধ্যমং পরিতোত্তমম্ ॥ ৩৬
 বিষ্ণুপৰ্বতান্ দত্তাদৃহিগ্ভাঃ ক্রমশো মূনে ।
 গাণ্ড দত্তাৎ চতুর্কিংশতাথবা দশ নারদ ॥ ৩৭
 নব সপ্ত তথাষ্টৌ বা পঞ্চ দত্তাদশক্তিমান্ ।
 একাপি গুরবে দেয়া কপিলা চ পয়স্বিনৌ ॥ ৩৮
 পরিতানামশেষাণামেষ এব বিধিঃ স্মৃতঃ ।
 ত এব পূজনে মজ্জাস্ত এবোপস্কয়া মতাঃ ॥ ৩৯
 গ্রাহণাং লোকপালানাং ব্রহ্মাদীনাকং সৰ্বদা ।
 স্বমজ্জেনৈব সৰ্বেষু গোমঃ শৈলেষু পঠাতে ।

তুমি গন্ধৰ্ববনে উপশোভিত বহিয়াছ ;
 তোমার করুণায় আমার দৃঢ়া কীৰ্ত্তি প্রতি-
 ষ্ঠিত হউক । ২ । হে হিরণ্য ! তুমি কেতু-
 মাল ও বৈভ্রাজ বন দ্বারা সমধিক শোভা
 পাইতেছে, অম্বথই তোমার শিরোভাগ
 তোমার প্রসাদে আমার চিরস্থায়িনী । পুষ্টি-
 লাভ হউক । ৩ । হে স্পৃপাৰ্শ্ব ! তুমি উত্তর কুরু
 ও সাবিত্র বন দ্বারা সত্তত শোভা পাইতেছ ;
 তোমার রূপায় আমার অক্ষয় স্ত্রীলাভ
 হউক । ৪ । এই সকল মন্ত্রে সেই বিষ্ণু পৰ্বত
 কয়টিকে আমজ্ঞপূৰ্ব্বক যথাশক্তি অৰ্চনা
 করিয়া পরদিন বিমলপ্রভাতে স্নানান্তে সর্বো-
 ত্তম মধ্যম পৰ্বতটি দান করিবে । হে মূনে !
 বিষ্ণু পৰ্বতকয়টি যথাক্রমে ঋত্বিকুবর্গকে
 দান করিবে । হে নারদ ! চতুর্কিংশতি
 গাভী ও প্রদান করা কর্তব্য । অসমর্থ পক্ষে
 দশ, ঋব, আট, সাত, অথবা পাঁচটি গাভীও
 দান করিতে হয় । কিহ! স্ত্রীপুত্রকে একটি
 মাত্র পয়স্বিনী কপিলা গাভী দান করিবে ।
 অন্তান্ত পৰ্বত সন্ধ্যাও এই বিধিই জানিবে ।
 সকল পৰ্বতেরই অৰ্চনা কার্য্যে এই সকল
 মন্ত্র ও এই সমস্ত উপচার ব্যবহার করিবে ।
 গ্রহ, লোকপাল, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও পৰ্বত

উপবাসী ভবেন্নিত্যমশক্রে নকুমিষ্যতে ॥ ৪০
 বিধানং সৰ্বশৈলানাং ক্রমশঃ শৃণু নারদ ।
 দানকালে চ যে মজ্জাঃ পরিতেষু চ যৎ ফলম্ ॥
 অন্নং ব্রহ্ম যতঃ প্রোক্তমগ্নে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
 অন্নান্তবন্তি ভূতানি জগদগ্নেন বৰ্ত্ততে ॥ ৪২
 অন্নমেব ততো লক্ষ্মীরগ্নমেব জনাৰ্দ্দনঃ ।
 ধাত্তপৰ্বতরূপেণ পাহি তস্মিন্নগোত্তম ॥ ৪৩
 অনেন বিধিনা যস্ম দত্তাদ্ভ্যন্তময়ং গিরিম্ ।
 মন্থন্তরশতং সাগ্ৰং দেবলোকে মণীয়তে ॥ ৪৪
 অঙ্গরোগণগন্ধর্ষৈরাকৌর্ণেন নিরাজতা ।
 বিমানেন দিবঃ পৃষ্ঠমায়াতি স্ম নিষেবিতঃ ।
 ধর্ম্মক্ষয়ে রাজরাজ্যমাপ্নোতীহ ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫

ইতি স্রীমাৎস মহাপুরাণে দানমাহাত্ম্যং
 নাম ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

সকলের স্ব স্ব নামঘটিত মন্ত্রেই পূজা হোম
 হইবে । সেই দিবস উপবাসী থাকি কর্তব্য ।
 অশক্ৰ হইলে রাত্রিতে হবিষ্যন্ন ভোজন
 করিবে । হে নারদ ! সকল শৈল সন্ধ্যা
 সাধারণ বিধান ক্রমশঃ শ্রবণ কর । দান-
 কালে যে সকল মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়,
 এবং এই পৰ্বতদান-কার্য্যের যাহা ফল,
 তাহাই বলিতেছি,—অন্যকে ব্রহ্ম বলা যায়,
 অগ্নেই প্রাণিগণ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অন্ন
 হইতেই ভূতবর্গের উদ্ভব, জগৎ অন্ন দ্বারা
 বর্ত্তমান রহিয়াছে ; অতএব অন্নই লক্ষ্মী,
 অন্নই জনাৰ্দ্দন ; এ কারণ হে নগোত্তম !
 তুমি ধাত্ত পৰ্বতরূপে আমাকে পরিজ্ঞান কর ।
 এই প্রার্থনান্তে যে মানব ধাত্তময় গিরি
 প্রদান করে, সে, দেবলোকে সম্পূর্ণ শত মন্থ-
 স্তর কাল সসন্মানে বাস করিতে পারে
 এবং গন্ধর্ষাপ্সরোগণে সমাকৌর্ণ রাজমান
 বিমানে আরোহণপূৰ্ব্বক সুরপরিচারকবর্গে
 পরিসেবিত হইয়া বিহার করিয়া থাকে ।
 পরে পুণ্যক্ষয়ে ইহলোকে রাজরাজ্য প্রাপ্ত
 হয়, সংশয় নাই । ৩২—৪৫ ।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অথাভঃ সম্প্রবক্ষ্যামি লবণাচলমুত্তমম্ ।
যৎপ্রদানান্নরো লোকানাপ্নোতি শিবসংযুতান
উত্তমঃ ষোড়শদ্রোণৈঃ কর্ভব্যো লবণাচলঃ ।
মধ্যমঃ স্রোতঃ তদর্দ্ধেন চতুর্ভিরধমঃ স্মৃতঃ ॥ ২
বিত্তহীনো যথা শক্যো দ্রোণাদর্দ্ধম্ কারয়েৎ ।
চতুর্থাংশেন বিকল্পপর্ষতান্ কারয়েৎ পৃথক্ ॥
বিধানং পূর্ববৎ কুণাদব্রজাদৌনাঞ্চ সর্ষদা ।
তদ্বন্ধেমময়ান সর্ষান লোকপালান নিবেশয়েৎ
সরাংসি কামদেবাদৌস্তদ্বদাপি কারয়েৎ ।
কুণ্যাজ্জাগরণঞ্চাপি দানমন্তান্ নিবোধত ॥ ৫
সৌভাগ্যসরসমুত্তো যতোহং লবণো রসঃ ।
তদানকর্ভুকহ্নেন ত্রং মাং পানি নগোত্তম ॥ ৬
যস্মাদন্নবসাঃ সর্ষে নোৎকটা লবণং বিনা ।
প্রিয়ঞ্চ শিবয়োনিতাং তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে

চতুরশীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর উত্তম লবণা-
চলের বিধি বলিতেছি ; এই লবণাচল-
প্রদানে নর শিবলোকে যাইতে পারে ।
ষোড়শ দ্রোণপরিমাণ লবণ দ্বারা উত্তমাচল
হয় ; ইহার অর্দ্ধ পরিমাণে মধ্যম এবং
চতুর্থাংশ দ্বারা অধম । ফলতঃ বিত্তহীন
ব্যক্তি যথাশক্তি একদ্রোণাধিক লবণ
দ্বারা লবণাচল করিবে । মূল অচলের
চতুর্থাংশ পরিমাণে বিকল্পপর্ষত করিতে হয় ।
ব্রজাদি কল্পনা পূর্ববৎ হইবে । ক্ষেময়
লোকপাল-মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিবে । সরোবর ও
কামদেবাদি সকলই পূর্ববৎ করা কর্তব্য ।
জাগরণও করিতে হয় । এক্ষণে দানমন্ত
সকল বলিতেছি ; অবধান কর । সর্ষবিধ
রস মধ্যে এই লবণরসই সৌভাগ্য রসের
আকরস্বরূপ ; আমি সেই রসেরই দানকর্তা ;
অতএব হে লবণাচল ! তুমি আমাকে
দ্রোণ কর । অন্নরসাদি সকল রসই লবণ রস
বিনা রসনার প্রভূত তৃপ্তিসাধনে সক্ষম হয়

বিষ্ণুদেহসমুদ্ভূতং যস্মাদারোগ্যাবর্জনম্ ।

তস্মাৎ পরিতরুপেণ পানি সংসারসাগরাৎ ॥ ৮

অনেন বিধিনা যন্ত দত্তান্নবণপর্ষতম্ ।

উমালোকে বসেৎ কল্পং ততো যাতি পরাং

গতিম্ ॥ ৯

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে লবণাচলকৌতুভঃ

নাম চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি শুভপর্ষতমুত্তমম্ ।

যৎপ্রদানান্নরঃ স্বর্গমাপ্নোতি সুরপুজিতম্ ॥ ১

উত্তমো দশভির্ভারৈর্মধ্যমঃ পঞ্চভির্ভরতঃ ।

ত্রিভির্ভারৈঃ কনিষ্ঠঃ স্রোতঃ তদর্দ্ধেনান্নবিত্তবান

তদ্বদামন্ত্রণং পূজাং হেমবৃক্ষসুরার্চনম্ ।

বিকল্পপর্ষতাংস্তদ্বৎ সরাংসি বনদেবতাঃ ॥ ৩

না ; লবণরস হর-পারিতীরও নিয়ত প্রিয় ;
অতএব আমার শান্তি বিধান কর । তুমি
বিষ্ণু দেহ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছ, এবং সতত
আরোগ্য বৃদ্ধি করিয়া থাক ; অতএব অচল-
রূপী তুমি আমাকে সংসারসাগর হইতে পরি-
ত্যাগ কর । যে মানব এই বিধান
অনুসারে লবণাচল দান করে, সে কল্পকাল
উমালোকে বসতি করিয়া পরে পরমগতি
প্রাপ্ত হয় । ১—৯ ।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর শুভপর্ষতের
কথা কহিতেছি । ইহার প্রদানফলে মানব
সুরপুজিত স্বর্গধাম প্রাপ্ত হয় । দশ ভার
শুভ দ্বারা উত্তম, পঞ্চ ভারে মধ্যম এবং
তিন ভার দিয়া করিলে কনিষ্ঠ শুভপর্ষত হয় ।
ধনহীন মানব ইহার অর্দ্ধপরিমাণেও করিতে
পারে । আমন্ত্রণ, পূজা, হেমবৃক্ষ, দেবগণের

হোমজাগরণং তদ্বল্লোকপালাধিবাসনম্ ।

ধাত্তপক্ষতবৎ কুর্ধ্যাদিমং মজ্জমুদীরয়েৎ ॥ ৪

যথা দেবেষু বিশ্বাত্মা প্রবরোহয়ং জনাৰ্দ্দনঃ ।

সামবেদস্ত বেদানাং মহাদেবস্ত যোগিনাম্ ॥ ৫

প্রণবঃ সৰ্বমজ্ঞাণাং নারীণাং পার্শ্বতৌ যথা ।

তথা রসানাং প্রবরঃ সট্টদেবৈশ্চরসো মতঃ ॥ ৬

মম তস্মাৎ পরাং লক্ষ্মীং শুড়পক্ষত দেহি বৈ ।

যস্মাৎ সৌভাগ্যদায়িত্বা ভ্রাতা হং শুড়পক্ষত ।

নিবাসচ্চাপি পার্শ্বতাস্তস্মাচ্ছাচ্ছাং প্রযচ্ছ মে

অনেন বিধিনা যস্ত দত্তাদ্গুড়ময়ঃ গিরিম্ ।

পূজ্যমানঃ স গঙ্গতৈর্গৌরীলোকে মহীধতে ॥

ততঃ কল্পশতান্তে তু সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ ।

আয়ুরারোগ্যাসম্পন্নঃ শত্রু ভক্ষ্যপারাজিতঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে শুড়পক্ষতকৌতুকং

নাম পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অথ পাপহরং বক্ষ্যে সুবর্ণাঢ্যমুত্তমম্ ।

যস্ত প্রদানান্তবনং বৈবিক্ষ্য য়াতি মানবঃ ॥ ১

উত্তমঃ পলসাহস্রো মধ্যমঃ পঞ্চাশতিঃ শতৈঃ ।

তদর্ক্বেনাধমস্তদদল্লবিদোহপি শক্তিভিঃ ।

দত্তাদেকপলাদুর্দ্ধং যথাশক্ত্যা বিমৎসরঃ ॥ ২

ধাত্তপক্ষতবৎ সৰ্বং বিদধ্যান্মনিপুঙ্গব ।

বিকল্পদৈশলাংস্তদ্বচ্ছ ঋত্বিগ্ভাভাঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥

নমস্তু ব্রহ্মবীজায় ব্রহ্মগর্ভায় তে নমঃ ।

যস্মাদনন্তকলদস্তস্মাৎ পাহি শিলোচ্চয় ॥ ৪

যস্মাদগ্নেরপতাং হং যস্মাৎ পুণ্যং জগৎপতে

হেমপক্ষতরূপেণ তস্মাৎ পাহি নগোত্তম ॥ ৫

অনেন বিধিনা যস্ত দত্তাৎ কনকপক্ষতম্ ।

পূজা, বিকল্প পক্ষত, সরোবর, বন, দেবতা, হোম, জাগরণ, লোকপাল, অধিবাস ইত্যাদি কৰ্ম্ম ধাত্ত পক্ষতবৎ করিবে । প্রাৰ্গনামন্ত্র এই ;

—দেবগণ মধ্যো বিশ্বাত্মা জনাৰ্দ্দন, বেদ মধ্যো সামবেদ, যোগিজ্ঞান মধ্যো মহাদেব, সমস্ত মন্ত্র মধ্যো প্রণব, এবং নারীগণ মধ্যো পার্শ্বতৌ যেমন শ্রেষ্ঠ, যাবতীর রসের মধ্যোও তেননি ইক্ষুরস উৎকৃষ্ট ; অতএব হে শুড়পক্ষত ! আমাকে পরম লক্ষ্মী প্রদান কর । তুমি সৌভাগ্যদায়িনীর ভ্রাতা ; তুমি পার্শ্বতৌ দেবারও নিবাসভূমি ; অতএব ওহে শুড়পক্ষত ! আমাকে শান্তি দান কর । যেনর এই বিধান অনুসারে শুড়ময় গিরি প্রদান করে, সে গৌরীলোকে গঙ্গাধরণে পরিসেবিত হইয়া সুখে বাস করিতে পারে । পরে শত কল্পকাল অতীত হইলে জন্মলাভ করিয়া সপ্তদ্বীপা মেদিনীর অধিপতিরূপে অমৃত্যু, আরোগ্যবান্ এবং শত্রুগণের অপরাধেয় হয় । ১—৯ ।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর উত্তম পাপহর সুবর্ণাঢ্য বলিতোছ । মানব ইহার প্রদানে বিবিক্ষিতবনে যাউতে পারে । সহস্র পলে উত্তম, পঞ্চাশত পলে মধ্যম এবং তদর্ক্বে কনিষ্ঠ পক্ষত হয় । তবে দরিদ্র ব্যক্তি শক্ত্যানুসারে পূৰ্ণবৎ বিমৎসর-চিত্তে একপলের অধিক সুবর্ণ দ্বারাও অচল করিতে পারে । হে মুনিপুঙ্গব ! ইহার সমস্ত কাৰ্য্যই ধাত্তপক্ষতবৎ করিতে হয় । বিকল্প পক্ষতকয়টিও পূৰ্ণবৎ ঋত্বিকৃৎকে বিতরণ করিতে হয় । প্রাৰ্গনামন্ত্র এই,— হে সুবর্ণাঢ্য । তুমি ব্রহ্মবীজস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার । তুমি ব্রহ্মগর্ভস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি । তুমি অনন্ত কল প্রদান করিয়া থাক ; অতএব আমাকে পরিত্রাণ কর । হে জগৎপতে ! তুমি অগ্নির অপত্য, এবং পুণ্যস্বরূপ ; হে নগোত্তম ! হেমপক্ষতরূপে তুমি আমাকে রক্ষা কর । যে মানব এই বিধি অনুসারে কনকপক্ষত

স যাতি পরমং ব্রহ্মলোকমানন্দকারকম্ ।
তত্র কল্পশতং তিষ্ঠেৎ ততো যাতি পরাং গতিম্ ।
ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে সূবর্ণাচলকীর্তনঃ
নাম ষড়্শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি তিলশৈলং বিধানতঃ ।
যৎপ্রদান্নরো যাতি বিষ্ণুলোকং সনাতনম্ ॥ ১
উত্তমো দশভির্দ্রোণৈর্মধ্যমঃ পঞ্চভিঃ স্মৃতঃ ।
ত্রিভিঃ কনিষ্ঠে, বিপ্রেন্দ্র তিলশৈলঃ প্রকীর্তিতঃ ।
পূর্ববচ্যাপরান্ সর্বান বিদুস্তানভিতো গিরীন
দানমন্তান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবমুনিপুঙ্গব ॥ ২
যস্মান্নধুবধে বিকোদেহশ্বেদসমুদ্ভবাঃ ।
তिलाঃ কুশাশ্চ মাশাশ্চ তস্মাচ্ছাষ্টৈস্ত্য ভবত্বিহ ॥
হব্যে কব্যে চ যস্মাচ্চ তিলা এবাভিরক্ষণম্ ।

দান করে, সে আনন্দকারক পরম ব্রহ্মলোকে
গমনপূর্বক শত কল্পকাল বাস করিয়া পরে
পরম গতি প্রাপ্ত হয় । ১—৬ ॥

ষড়্শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—যাহা প্রদান করিলে
নর সনাতন বিষ্ণুলোকে গমন করে, অতঃপর
সেই তিলশৈলের বিধান কহিতেছি । হে
বিপ্রেন্দ্র ! দশ দ্রোণ দ্বারা উত্তম, পঞ্চ
দ্রোণে মধ্যম এবং তিন দ্রোণ পরিমাণে
কনিষ্ঠ, তিলশৈল করিতে হয় । পূর্ব বিধানবৎ
চতুর্দিকে বিদুস্তপস্বিতাদি সমস্তই করবে ।
হে মুনিপুঙ্গব ! দানমন্ত বলিতেছি ;—
ভগবান্ বিষ্ণু যখন মধু দানবের নিধন সাধন
করেন, তখন তদীয় শ্বেদ হইতে তিল, কুশ,
ও মাষ উৎপন্ন হয় ; অতএব ইহা আমার
শাস্তিপ্রদ হউক । হব্য এবং কব্যের একমাত্র

ভবাত্তদ্র শৈলেন্দ্র তিলাচল নমোহস্ত তে ॥ ৫
ইত্যামন্ত্য চ যো দত্তাৎ তিলাচলমন্তমম্ ।
স বৈকবং পদং যাতি পুনরাবৃত্তিহীনতম ॥ ৬
দীর্ঘায়ুষ্যং সমাপ্নোতি পুত্রপৌত্রৈশ্চ মোদতে ।
পিতৃভির্দেবগন্ধর্বৈঃ পূজ্যমানো দিবং ব্রজেৎ
ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে তিলাচলকীর্তনঃ
নাম সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অথাৎ সম্প্রবক্ষ্যামি কার্পাসাচলমুত্তমম্ ।
যৎপ্রদান্নরো নিত্যমাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ১
কার্পাসপর্বতস্তদ্বিংশদ্রোণৈরিরহোত্তমঃ ।
দশভির্মধ্যমঃ প্রোক্তঃ পঞ্চভিঃপঞ্চমঃ স্মৃতঃ ।
ভারেণাল্লধনো দদ্যাদ্বিশতাঠ্যাবিবর্জিতঃ ॥ ২

তিলই অভিরক্ষক ; অতএব হে শৈলেন্দ্র !
আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর ।
তোমায় নমস্কার । এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া
যে নর অন্তম তিলাচল দান করে, সে
ইহলোকে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া পুত্রপৌত্র সহ
কালান্তিপাত করিয়া মরণান্তে পিতৃ-দেব ও
গন্ধর্বগণে সম্মানিত হইয়া যেখান হইতে
পুনরাবর্তন হইল, সেই পরম সুরধামে গমন
করে । ১—৭ ।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৭ ।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—এক্ষণে উত্তম কার্পাসা-
চলের বিধান বলিতেছি । ইহা প্রদান
করিলে মানব সেই নিত্য পরমপদ প্রাপ্ত
হয় । বিংশ ভার দ্বারা রচিত হইলে উত্তম
কার্পাসাচল হয় ; দশ ভারে মধ্যম এবং
পঞ্চভার পরিমাণে কনিষ্ঠ কার্পাসাচল হইয়া
থাকে । অল্পধন ব্যক্তি বিংশাঠ্য না করিয়া

ধান্তপৰ্বতবৎ সৰ্বমাসাদ্য মুনিপুঙ্গব ।
 প্রভাতায়াস্ত শৰ্ব্বাং দত্তাদিদমুদীরয়েৎ ॥ ৩
 ত্রুমেবাবরণং যস্মাচ্ছোকানামিহ সৰ্বদা ।
 কার্পাসাদ্রে নমস্ত্যামমৌষধঃসনো ভব ॥ ৪
 ইতি কার্পাসশৈলেন্দ্রং যো দদ্যাচ্ছরস্নিধৌ ।
 রুদ্রলোকে বসেৎ কল্পং ততো রাজা ভবেদিহ ॥
 ইতি ত্রীমাৎস্রে মহাপুরাণে কার্পাসশৈলকৌৰ্ত্তনঃ
 নামাষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

একোনবতীতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি স্নাতাচলমুত্তমম্ ।
 তেজোহমৃতময়ং দিব্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১
 বিংশত্যা হৃতকুস্তানামুত্তমঃ স্নাদ্যত্নাচলঃ ।
 দশভির্ন্যায়ঃ প্রোক্তঃ পঞ্চভিঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ ॥ ২

একভার দ্বারাও কার্পাসাচল করিবে । হে মুনিপুঙ্গব ! ধান্তপৰ্বতবৎ সমুদয় দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া রাত্রিপ্রভাতে পূৰ্ববৎ দান করিবে । প্রার্থনাবাক্য যথা,—হে কার্পাসাচল ! এই লোক সকলের তুমিই সৰ্বদা আবরণ ; তোমাকে নমস্কার । তুমি আমার পাপরাশি নিবারণ কর । এই বিধান অনুসারে যে জন শিবসন্নিধানে কার্পাসাচল দান করে, সে এক কল্প যাবৎ রুদ্রলোকে বাস করিয়া পরে ইহলোকে রাজা হইয়া থাকে । ১—৮ ।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৮ ।

উননবতীতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর অনুত্তম স্নাতাচল-বিধান বলিতেছি । তেজ এবং অমৃতময় দিব্য স্নাতাচল দান করিলে মহাপাতক নাশ পায় । বিংশতি কুস্ত স্নাতদ্বারা উত্তম, দশ কুস্তে মধ্যম এবং পঞ্চকুস্ত পরিমাণে অধম

অল্পবিত্তোহপি যঃ কুৰ্যাদ্ভাত্যামিহ বিধানতঃ ।
 বিকল্পপৰ্বতাংস্তদ্বচ্ছতুৰ্ভাগেণ কল্পয়েৎ ॥ ৩
 শালতণ্ডুলপাত্রাণি কুস্তোপরি নিবেশয়েৎ ।
 কারয়েৎ সংহতানুচ্চান যথাশোভং বিধানতঃ
 বেষ্টয়েচ্ছক্রবাসোভিরিক্ষুদণ্ডফলাদিকৈঃ ।
 ধান্তপৰ্বতবচ্ছেষং বিধানমিহ পঠাতে ॥ ৫
 অধিবাসনপূৰ্বকং তদ্বন্ধোমসুরার্চনম্ ।
 প্রভাতায়াস্ত শৰ্ব্বাং গুরবে তন্নিবেদয়েৎ ।
 বিকল্পপৰ্বতাংস্তদ্বচ্ছতুৰ্ভাগ্যঃ শান্ত্যমানসঃ ॥ ৬
 সংযোগাদমৃতমুৎপন্নং যস্মাদমৃততেজসোঃ ।
 তস্মাদমৃতার্চিঃশিখায়া ত্রীয়তামত্র শঙ্করঃ ॥ ৭
 যস্মাৎ তেজোময়ং ব্রহ্ম স্নতে তদ্ব্যবস্থিতম্ ।
 স্নতপৰ্বতরূপেণ তস্মাৎ তুং পাহি নোহনিশম্ ॥
 অনেন বিধিনা দদ্যাদমৃতাত্মলমুত্তমম্ ।
 মহাপাতকযুক্তোহপি লোকমাপ্নোতি শাক্ষরম্
 হংসারসযুক্তেন কিক্বিণীজালমালিনা ।

স্নাতাচল হয় । দরিদ্র ব্যক্তি দুই কুস্ত স্নাত দ্বারাও যথাবিধি স্নাতাচল করিতে পারে । পূৰ্ববৎ চতুর্থাংশ পরিমাণে বিকল্প পৰ্বতগুলি করিবে । কুস্তোপরি শালি তণ্ডুলপাত্র স্থাপন করিতে হয় । উহা পরস্পর বিশেষভাবে মিলিত উচ্চচূড় করিবে । শুক্ল বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ইক্ষুদণ্ড ও ফলাদি চতুর্দিকে সাজাইয়া দিবে । অন্ত্যান্ত সকল বিধানই ধান্তপৰ্বতবৎ জানিবে । ১—৫ । অধিবাস, হোম, দেবপূজা ইত্যাদিও তদ্রূপই করিবে । রাত্রি প্রভাত হইলে গুরুকে উহা দান করিবে । শান্তচিত্তে বিকল্প পৰ্বতকয়টিও ঋত্বিকদিগকে বিভাগ করিয়া দিবে । দানমন্ত্র যথা,—অমৃত এবং তেজঃপদার্থের সংযোগে স্নাত উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব আমার এই কার্য্যে স্নতার্চিঃ শিখায়া শঙ্কর ত্রীত হউন । ব্রহ্ম তেজোময় ; সেই তেজঃ স্নতেই অবস্থান করে ; অতএব হে নগোত্তম ! স্নতপৰ্বতরূপে তুমি আমাদিগকে সতত পরিজ্ঞাপন কর । যে মানব এই বিধান অনুসারে স্নাতাচল দান করে, সে মহাপাতকী হইলেও শঙ্করলোকে

বিমানেনাপ্রয়োভিঃ সিদ্ধবিজ্ঞানধরৈর্বৃতঃ ।
বিহরেৎ পিতৃভিঃ সার্কং যাবদাভূতসংলব্ধম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে রত্নাচলকীর্তনঃ
নামৈকোনবতিতমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতমোঃ অধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি রত্নাচলমন্তমম্ ।
মুক্তাফলহরণে পক্ষতঃ স্তাদন্তমঃ ॥ ১ ॥
মধ্যমঃ পঞ্চশতকর্গশতেনাধমঃ স্মৃতঃ ।
চতুর্থাংশেন বিকৃত-পর্বতাঃ সূর্যঃ সমন্ততঃ ॥ ২ ॥
পূর্বেণ বজ্র-গোমেদৈর্দক্ষিণেনেন্দ্রনীলকৈঃ ।
পদ্মরাগ * যুতঃ কার্ধ্যো বিদ্বান্তর্গতমাদনঃ ॥ ৩ ॥
বৈদূর্য্যবিজ্রমৈঃ পশ্চাৎ সন্নিশ্চো বিমলাচলঃ ।

যাইতে পারে । সেখানে কিঙ্কীজালমণ্ডিত
ও হংস-সারসযুক্ত বিমানারোহণে পিতৃগণ,
সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণে পারসেবিত
হইয়া প্রলয়কাল যাবৎ বিহার করিয়া
থাকে । ৬—১০ ।

উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর অন্তম
রত্নাচলবিধি কীর্তন করিতেছি । সহস্র
মুক্তাফল দ্বারা উত্তম, পঞ্চ-শত মুক্তায়
মধ্যম এবং তিনশত মুক্তাতে অধম রত্নাচল
হয় । চতুর্দিকে ইহার চতুর্থাংশ পরিমাণে
বিকৃত পর্বতকয়টি নিৰ্ম্মাণ করিবে । পূর্ব-
দিকে হীরক ও গোমেদ দ্বারা, দক্ষিণদিকে
ইন্দ্রনীল দ্বারা বিকৃত পর্বত করিবে । বিদ্বান্
ব্যক্তি পদ্মরাগমণিযুক্ত গন্ধমাদন পর্বত
করিবেন । পশ্চাৎ দিকে বৈদূর্য্য ও

পুষ্পরাগেতি পাঠান্তরম্ ।

পদ্মরাগৈঃ সসৌবর্ণৈরুত্তরেণ চ বিস্ত্রসেৎ ॥ ৪ ॥
ধান্তপর্বতবৎ সর্বমত্রাপি পরিকল্পয়েৎ ।
তদ্বদাবাহনং কুর্য়াদ্ বৃক্ষান্ দেবাংশ্চ কাঞ্চনান্
পূজয়েৎ পুষ্পগন্ধাঙ্কৈঃ প্রভাতে চ বিমৎসরঃ ।
পূর্ববদুৎকৃষ্টাংগুভ্যাং ইমান্ মন্ত্রানুদীরয়েৎ ॥ ৫ ॥
যদা দেবগণাঃ সর্বৈ সর্বরত্নেষবস্থিতাঃ ।
ত্বঞ্চ রত্নময়ো নিত্যং নমস্তেহস্ত সদাচল ॥ ৬ ॥
যস্মাদ্ভ্রপ্রদানেন তুষ্টিং প্রকুরুতে हरिঃ ।
সদা রত্নপ্রদানেন তস্মান্নঃ পাহি পর্বত ॥ ৮ ॥
অনেন বিধিনা যন্ত দত্তাদ্ভ্রত্নময়ং গিরিম্
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যমমরেশ্বরপূজিতঃ ॥ ৯ ॥
যাবৎ কল্পশতং সাগ্ৰং বসেচ্ছেহ নরাধিপ
রূপারোগ্যগুণোপেতঃ সন্ততীপাধিপো ভবেৎ
ব্রহ্মহত্যাদিকং কিঞ্চিদঘদত্ৰামুত্র বা কৃতম্ ।
তৎ সর্বং নাশমায়াতি গিরিবজ্রহতো যথা ॥ ১১ ॥
ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে রত্নাচলকীর্তনঃ
নাম নবতিতমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

বিদ্রুম মিশ্রিত করিয়া বিমলাচল নিৰ্ম্মাণ
করিবেন । উত্তরদিকে সুবর্ণ সহিত বিকৃত
পর্বত রচনা করিবে । ইহাতেও ধান্ত-
পর্বতবৎ সমস্ত কৰ্ম্ম করিতে হয় । পূর্ববৎ
আবাহন করিবে । কাঞ্চন দ্বারা বৃক্ষ ও
দেবতা নিৰ্ম্মাণ করিয়া যথাবিধি গন্ধপুষ্পাদি
দ্বারা পূজা করিবে । প্রাতঃকালে এই
সকল কার্য্য করিয়া বিমৎসরীভে মন্ত্র
পাঠ করিয়া গুরু ও ঋষিদিগকে দান
করিবে । মন্ত্র যথা,—দেবগণ সকলেই সর্ব-
রত্নে অবস্থান করেন । তুমি সেই রত্নময়;
অতএব হে রত্নাচল ! তোমাকে সতত নম-
স্কার করি । রত্ন প্রদান করিলে হার তৎ-
প্রতি সমধিক সন্তুষ্ট হয়েন : হে পর্বত ! তুমি
সদা আমাদিগকে রত্নপ্রদানে পরিজ্ঞান কর ।
যে জন এই বিধানানুসারে রত্নগিরি প্রদান
করে, সে অমরেশ্বর কর্তৃক সন্মানিত হইয়া
বিষ্ণুসালোক্য প্রাপ্ত হয় । তথায় সম্পূর্ণ
শতকল্প বাস করিয়া পরে রূপবান্, আরোগ্য-
সম্পন্ন, বিবিধ গুণমণ্ডিত সন্ততীপাধিপতি

একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি রৌপ্যাচলমুত্তমম্ ।
যৎপ্রদানান্নরো যাতি সোমলোকমুত্তমম্ ॥ ১
দশভিঃ পলসাহস্রৈরুত্তমো রজতাচলঃ ।
পঞ্চভির্মধ্যমঃ প্রোক্তস্তদর্ধেনাধমঃ স্মৃতঃ ॥ ২
অশক্তো বিংশতৈরধ্বং কারয়েচ্ছক্তিতস্তদা ।
বিকল্পপক্ষতাংস্তদ্বৎ তুরীয়াংশেন কল্পয়েৎ ॥ ৩
পূৰ্ব্ববদ্রাজতান্ কুৰ্মন মন্দরাদীন বিধানতঃ ।
কলধৌতমগ্নাংস্তদ্বল্লোকেশানর্চয়েদুধঃ ॥ ৪
ব্রহ্মবিষ্ণুর্কবান্ কার্ষ্যো নিতদোহত্র হিরণ্ময়ঃ ।
রাজতং স্তাদ্যদন্তেষাং সৰ্বং তাদহ কাঞ্চনম্ ॥
শেষস্ত পূৰ্ব্ববৎ কুৰ্য্যাক্সোমজাগরণাদিকম্ ।

হইয়া থাকে । সে ইহকালে বা পরকালে
ব্রহ্মহত্যাदि যাহা কিছু পাপ করুক না কেন,
বজ্রাহত পক্ষতবৎ সে সমস্ত নাশ প্রাপ্ত
হয় । ১—১১ ।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একনবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর অল্পতম রৌপ্যা-
চলের বিবরণ বর্ণিতোঁছি । ইহার দানফলে
নর সোমলোকে গমন করিয়া থাকে । দশ-
সহস্র পল রজত দ্বারা উত্তম, পঞ্চসহস্র পল
দ্বারা মধ্যম, তদর্ধ পারমাণে অধম অচল হয় ।
অশক্ত ব্যক্তি যথাশক্তি বিংশতি পলের অধিক
পরিমাণ দ্বারা রজতাচল করিবে । পূৰ্ব্ববৎ
চতুর্থাংশ পারমাণে বিকল্প পক্ষত করিতে হয় ।
বুদ্ধমান্ মানব পূৰ্ব্ববৎ রজত দ্বারা মন্দরাদি
পক্ষত এবং কাঞ্চনরাচিত লোকপাল নির্মা-
ণান্তে অর্চনা করিবে । এস্থলে নিতদ্বভাগে
হিরণ্ময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সূর্যমূর্তি স্থাপন
করিবে । অন্তান্ত স্থানে যাহা যাহা রজত-
নির্মিত বিহত হইয়াছে, এস্থলে তাহা
কাঞ্চন দ্বারা নির্মাণ করিবে । হোম-জাগ-

দগাৎ ততঃ প্রভাতে তু গুরবে রৌপ্যপক্ষতম্
বিকল্পশৈলানুহিগ্ভাঃ পূজা বস্ত্রবিভূষণৈঃ ।
ইমং মজ্ঞং পঠন দৃঢ়াদর্ভপানির্বিমৎসরঃ ॥ ৭
পিতৃণাং বল্লভো যস্মাদরিজাণাং শিবস্ত চ ।
পাহি রাজত তস্মাৎ স্বং শোকসংসারসাগরাৎ
ইথং নিবেদ্য যো দদ্যাদ্ভাজতাচলমুত্তমম্ ।
গবামমুতদানস্ত ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৯
সোমলোকে স গচ্ছতৈঃ কিমরাপ্সরসাং গণৈঃ ।
পূজ্যমানো বসেদ্বিধান্ যাবদাত্ততসংপ্রবম্ ॥ ১০
ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে রৌপ্যাচলকীর্তনং
নামৈকনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অথাভঃ সস্ত্রবক্ষ্যামি শর্করাশৈলমুত্তমম্ ।
যন্ত প্রদানাদ্বিকর্করাদ্রাস্তব্যস্তি সৰ্বদা ॥ ১

রণাদি অপর সমস্ত কস্ম পূৰ্ব্ববিধানবৎ
করিবে । পরদিন প্রভাতে উক্ত রৌপ্য-
পক্ষত গুরুকে দান করিবে । ঋত্বিদগকে
বস্ত্রভরণে অর্চনা করিয়া বিকল্পপক্ষত কয়টি
দান করিবে । বিমৎসরচিত্তে দর্ভপানি হইয়া
এই মজ্ঞ পাঠ করিবে । হে রজত ! তুমি
পিতৃগণের, দরিদ্রের এবং শিবের অতীব
প্রিয় পদার্থ ; অতএব হে রজতাচল ! তুমি
আমাকে শোকসাগর হইতে পরিজ্ঞান কর ।
যে মানব এইরূপ প্রার্থনান্তে উত্তম রজতাচল
দান করে, সে অমৃত গোদানের ফল প্রাপ্ত
হয় । পরে সোমলোকে যাইয়া গচ্ছত,
কিম্বর ও অপ্সরোগণে পূজ্যমান হইয়া প্রলয়-
কাল পর্যন্ত পরম সুখে বাস করে । ১—১০ ।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ২১ ।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

অতঃপর শর্করাচল-বিবরণ বিধি বলি-
তোঁছি । ইহার প্রদানে বিষ্ণু, অর্ক ও ব্রহ্মদেব

অষ্টাভিঃ শর্করাভারৈরুত্তমঃ স্থান্যহাচলঃ ।
 চতুর্ভির্মধ্যমঃ প্রোক্তো ভারাভ্যামধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥২॥
 ভারেণ বার্কভারেণ কুর্ধ্যাদ্যঃ স্বল্পবিস্তবান্ ।
 বিকল্পপর্বতান্ কুর্ধ্যাৎ তুরীয়াংশেন মানবঃ ॥ ৩ ॥
 ধাত্তপর্বতবৎ সর্বমাঙ্গাণামরসংযুতম্ ।
 মেরোকুপরি তদ্রূপ স্থাপ্য হেমতরুত্রয়ম্ ॥ ৪ ॥
 মন্দারঃ পারিজাতশ্চ তৃতীয়ঃ কল্পপাদপঃ ।
 এতদ্রূক্ষত্রয়ং মূর্দ্ধি সর্বেষুপি নিয়োজয়েৎ ॥ ৫ ॥
 হরিচন্দনসন্তানৌ পূর্ব-পশ্চিমভাগয়োঃ ।
 নিবেশ্যৌ সর্বশৈলেষু বিশেষাচ্ছর্করাচলে ॥ ৬ ॥
 মন্দরে কামদেবস্ত প্রত্যগ্রক্ৰঃ সদা ভবেৎ ।
 গন্ধমাদনশৃঙ্গে তু ধনদঃ স্তাত্তদ্বক্ষুঃ ॥ ৭ ॥
 প্রাঙ্গুখো বেদমূর্তিস্ত হংসঃ স্তাদ্বিপুলাচলে ।
 হৈমী সুপার্শ্বে সুরভির্দক্ষিণাভিমুখী ভবেৎ ॥৮॥
 ধাত্তপর্বতবৎ সর্বমাবাহনবিধানকম্ * ।

সর্বদা পরিতুষ্ট হইলেন । অষ্টভার শর্করা দ্বারা
 যে অচল হয়, তাহা উত্তম, চারিভার পরিমাণে
 মধ্যম এবং দুইভার দ্বারা করিলে তাহা
 অধম বলিয়া জ্ঞাতব্য । দরিদ্র ব্যক্তি একভার
 বা অর্ধভার শর্করা দ্বারাও শর্করাচল করিতে
 পারে । চতুর্থাংশ দ্বারা চারিটি বিকল্প পর্বত
 নির্মাণ করিবে । সমস্ত কার্য্যই ধাত্তপর্বতবৎ
 করিতে হয় । তদ্রূপই দেবমূর্তি সকল রচনা
 করিবে এবং হৈম তরুত্রয় মেরুর উপরিভাগে
 স্থাপন করিবে । মন্দার, পারিজাত ও কল্প-
 পাদপ,—এই তিনটি রূক্ষ, সমস্ত পর্বতদানেই
 মেরুর উপরিভাগে স্থাপন করিবে । পূর্ব ও
 পশ্চিমভাগে হরিচন্দন ও সন্তান রূক্ষ
 নিবেশিত করিবে । ইহা সমস্ত শৈলদান
 কার্য্যেই কর্তব্য ; বিশেষত শর্করাচলে
 উহা অবশ্যই করিবে । মন্দর পর্বতে পূর্বা-
 ভিমুখ কামদেব, গন্ধমাদনশৃঙ্গোপরি উত্তরা-
 ভিমুখ ধনপতি, পশ্চিম দিকে বিপুলাচলে
 পূর্বমুখ বেদমূর্তি ব্রহ্মা এবং সুপার্শ্ব পর্বতে
 দক্ষিণাভিমুখী সুরভি,—ইহাদিগের সুবর্ণময়

কুহা তু গুরবে দজ্জান্নধ্যমঃ পর্বতোত্তমম্ ।
 ঋত্বিগ্ভ্যশ্চতুরঃ শৈলানিমান্ মজ্জান্নদৌরয়ন্ ॥৯॥
 সৌভাগ্যামৃতসারোহয়ং পর্বতঃ শর্করাযুতঃ ।
 তন্মাদানন্দকারী হং ভব শৈলেন্দ্র সর্বদা ॥ ১০ ॥
 অমৃতং পিবতাং যে তু নিপেতুর্ভুবি নীকরাঃ ।
 দেবানাং তৎসমুৎস্বং পাহি নঃ শর্করাচল ॥ ১১ ॥
 মনোভবধনুর্ধ্বাং হৃদ্যতা শর্করা যতঃ ।
 তন্মগ্নোহসি মহাশৈল পাহি সংসারসাগরাৎ ॥১২॥
 যো দদ্যাচ্ছর্করাশৈলমনেন বিধিনা নরঃ ।
 সর্বপাপৈবিনির্মুক্তঃ স যাতি পরমং পদম্ ॥১৩॥
 চন্দ্রতারার্কসঙ্কাশমধিকুহান্নজীবিতিঃ ।
 সতৈব যানম্যাতিষ্ঠেৎ তত্র বিষ্ণুপ্রচোদিতঃ ॥ ১৪ ॥
 ততঃ কল্পশতান্তে তু সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ ।
 আয়ুরারোগ্যসম্পন্নো যাবজ্জন্মার্কুদত্রয়ম্ ॥ ১৫ ॥
 ভোজনং শক্তিতঃ কুর্ধ্যাৎ সর্বশৈলেষুসরঃ

মূর্তি স্থাপন করিবে । আবাহনাদি সমস্ত
 বিধানই ধাত্ত পর্বতবৎ করিতে হয় । পরে
 মধ্যম পর্বতটি সম্প্রদান করিবে । বিকল্প
 পর্বত চারিটি ঋত্বিকদিগকে দান করিবে ।
 দানমন্ত্র যথা,—এই শর্করাচল অসীম সৌভা-
 গ্যের সারস্বরূপ ; অতএব হে শর্করাচল !
 তুমি আমার আনন্দদায়ক হও । হে শর্করা-
 চল ! দেবগণের অমৃতপান কালে যে সকল
 অমৃতবিন্দু ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা
 হইতেই তোমার উৎপত্তি ; তুমি আমাদিগকে
 পরিভ্রাণ কর । মনোভবের ধনুর মধ্যভাগ
 হইতে শর্করা উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি সেই
 শর্করাময়, হে মহাশৈল ! তুমি আমার সংসার-
 সাগর হইতে রক্ষা কর । যেন এই বিধান
 মতে শর্করাচল দান করে, সে সর্বপাপ হইতে
 বিমুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয় । সেখানে
 অল্পজীবজনে পরিসেবিত হইয়া চন্দ্র, তারা
 ও সূর্য্য সম কান্তিময় বিমানে আরোহণ করত
 বিহার করিয়া থাকে । এইরূপে শতকল্প অতীত
 হইলে সপ্তদ্বীপাধিপতি হয় । সে জন্মে সেই
 ব্যক্তি তিন অর্কুদ বৎসর আয়ুমান, ও
 আরোগ্যবান্ হয় । সকল শৈলদান ব্যাপারেই

সৰ্বজ্ঞাঙ্কায়লবণমগ্নীয়াং তদনুজ্ঞয়া ।

পৰ্বতোপস্করান্ সৰ্বান্ প্রাপয়েদব্রহ্মণালয়ম্ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

আসীং পুরা বৃহৎকল্পে ধৰ্ম্মমূৰ্ত্তিৰ্জনাধিপঃ ।

সুহৃচ্ছক্ৰশ্চ নিহতা যেন দৈত্য্যঃ সহস্রশঃ ॥১৭

সোমস্বৰ্ঘ্যাদয়ো যন্ত তেজসা বিগতপ্রভাঃ ।

তবান্ত শতশো যেন শত্রবশ্চা পরাজিতাঃ ।

যথেষ্টরূপধারী চ মনুষ্যেহপ্যপরাজিতঃ ॥ ১৮

তস্ত ভানুমতী নাম ভাৰ্য্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী

লক্ষ্মাবদিব্যরূপেণ নির্জিতামরসুন্দরী ॥ ১৯

রাজসুশ্রাণামহিষী প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী ।

দশনারীসহস্রাণাং মধ্যে ক্রীরিব রাজতে ॥২০

নৃপকোটীসহস্রেশ ন কদাচিত্ সমুচ্যতে ।

কদাচিদান্ধানগতঃ পপ্রচ্ছ স পুরোধসম্ ।

বিস্ময়েনারূতো রাজা বসিষ্ঠম্বিসন্তমম্ ॥ ২১

রাজোবাচ ।

ভগবন্ কেন ধৰ্ম্মেণ মম লক্ষ্মোরনুত্তমা ।

কস্মাচ্চ বিপুলং তেজো মচ্ছরারে সদোত্তমম্

বসিষ্ঠ উবাচ ।

পুরা লীলাবতী নাম বেষ্ঠা শিবপরায়ণা ।

তয়া দত্তশ্চতুর্দশাং গুরবে লবণাচলঃ ।

হেমবৃক্ষাদিভিঃ সার্কং যথাবদ্বিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ২৩

শূদ্রঃ সুবর্ণকারশ্চ নামা শৌণ্ডোহভবৎ তদা ।

ভৃত্যো লীলাবতীগেহে তেন হেয়া বিনির্মিতাঃ

তরবঃ সুরমুখ্যাশ্চ শ্রদ্ধাযুক্তেন পার্শ্বিব ।

অতিক্রপেণ সম্পন্না ঘটায়ত্না বিনা ভূতিম্ ।

ধৰ্ম্মকার্য্যমিতি জ্ঞাত্বা ন হৃৎপ্রতি কথকম্ ॥ ২৫

উজ্জ্বালিতাশ্চ তৎপত্ন্যা সৌবর্ণামরপাদপাঃ ।

লীলাবতী গিরেঃ পার্শ্বে পরিচর্যাঞ্চ পার্শ্বিব ॥২৬

যথাক্রমে অমৎস্যরচিত্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করা-
ইবে । পরে ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞানুসারে অঙ্কার
বণ ভোজন করা কর্তব্য । যাবতীয় উপচার
দ্রব্য ব্রাহ্মণভবনে প্রেরণ করিবে । ১—১৬।
ঈশ্বর কহিলেন,—পূৰ্ব্বকালে ব্রহ্ম-কল্পে
ধৰ্ম্মরমূর্ত্তি নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি
শুক্রাচার্য্যের সূত্রং ছিলেন ; পরন্তু শত-
সহস্র দানব তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছিল ।
তাঁহার তেজঃপ্রভাবে সোম স্বৰ্ঘ্যাদি তেজস্বী
দেবগণও হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন ।
শক্রদল তাঁহার নিকট শত শত বার পরা-
জিত হইয়াছিল । তিনি যথেষ্ট রূপ ধারণ
করিতে পারিতেন । এই জন্ত তিনি
মনুষ্য হইলেও অপরাজিত ছিলেন । তাঁহার
ভাৰ্য্যা ভানুমতী ; তিনি ত্রৈলোক্যমধ্যে
সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী ছিলেন ;—যেন সাক্ষাৎ
লক্ষ্মী । অমরসুন্দরীরাও তাঁহার রূপে
পরাজিত ছিলেন । তিনিই রাজার প্রধান
এবং প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন ।
দশসহস্র মহিষী মধ্যে তিনি ক্রীসম শোভা
পাইতেন । সেই রাজারও সহস্রকোট
নৃপতিমধ্যে তুলনা হইত না । ১৭—২০ । একদা

সেই রাজা সভামধ্যে বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে নিজ
পুরোহিত ঋষিসন্তম বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—ভগবন্ ! কোন ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কারণে
আমার অনুত্তমা লক্ষ্মী এবং মদীয় দেহে
সতত উত্তম বিপুল তেজোলাভ হইতে
পারে ? বশিষ্ঠ কহিলেন,—পুরাকালে লীলা-
বতী নামে এক বেষ্ঠা ছিল । সে তদীয়
চতুর্দশী তিথিতে গুরুকে বিশুদ্ধ লবণাচল
দান করিয়াছিল । সে, ঐ কৰ্ম্ম, হেমবৃক্ষাদি
সহ যথাবিধিই করিয়াছিল । হে পার্শ্বিব !
লীলাবতীর গৃহে তখন শৌণ্ড নামে
একশূদ্র সুবর্ণকার ভৃত্য ছিল ; সে
‘ইহা ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম’ এই ভাবিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণ দ্বারা
অতি যত্নে পারিশ্রমিক না লইয়া অতীব
সুন্দরাকার তরু ও সুরবরগণের মূর্ত্তিসকল
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল । তাহার পত্নী সুবর্ণরচিত
অমর তরুগুলি উজ্জ্বলিত করিয়াছিল ।
হে রাজন্ ! লীলাবতী লবণাচলের
সন্নিধানে থাকিয়াসেই স্বর্ণকার ও
তৎপত্নীসহ অকপট ভাবেই গুরুগুরুবাদি
সকল কৰ্ম্ম নিৰ্ব্বাহ করিয়াছিল । দীর্ঘকালান্তে

রুহা তাতামশাঠোন গুরুভক্ষণাদিকম্ ।
স চ লীলাবতী বেণ্ডা কালেন মহতাপি চ ॥ ২৭
কালধর্মমহু প্রাপ্তা কর্মযোগেন নারদ ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তা জগাম শিবমন্দিরম্ ॥ ২৮
যোহসৌ সুবর্ণকারস্ত দরিদ্রোহপ্যতিসম্ববান্ ।
ন মৌল্যমাদাদেষ্ঠাতঃ স ভবানিহ সাম্প্রতম্ ॥
সপ্তদ্বীপপতিজাতঃ সূর্য্যাবৃতসমপ্রভঃ ।
যয়া সুবর্ণকারস্ত তরবো হেমনির্মিতাঃ ।
সম্যুজ্জ্বলিতাঃ পত্যা সেয়ং ভানুমতী তব ॥ ৩০

উজ্জ্বলনাদুজ্জলরূপমস্তাঃ

সজ্জাতমশ্বিন ভুবনাধিপত্যম্ ।

বস্মাৎ কৃতং তৎ পরিকর্ম্ম রাজা-

বহুভূতাভ্যাং লবণাচলস্ত ॥ ৩১

তস্মাচ্চ লোকেষুপরাজিতত্ব-

মারোগ্যাসৌভাগ্যযুতা চ লক্ষ্মীঃ ।

তস্মাৎ হমপ্যত্র বিধানপূর্ব্বঃ

ধাত্তাচলাদীন্ দশধা কুরুষ ॥ ৩২

তথোতি সংকৃত্য স ধর্ম্মমুষ্টি-

বচো বসিষ্ঠস্ত দদৌ চ সর্ব্বান্ ।

ধাত্তাচলাদীন্ শতশো মুরারে-

লোকং জগামামরপূজ্যমানঃ ॥ ৩৩

পশ্চেদপৌমানধনোহতিভক্ত্যা

স্পৃশেন্নমুদৈয়রপি দৌরমানান্ ।

শৃণোতি ভক্ত্যাথ মতিং দদ্বাতি

বিক্রম্যঃ স্নোহপি দিবং প্রয়াতি ॥ ৩৪

হুঃস্বপ্নং প্রশমমূপৈতি পঠ্যমানৈঃ

শৈলৈশ্চৈর্ভবভয়ভেদনৈর্মুদৈয়ৈঃ ।

যঃ কুর্য্যাৎ কিমু মুনিপুঙ্গবোহ সম্যক্

শাস্তাস্থা সকলগিরীন্দ্রসম্প্রদানম্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমাৎশ্চে মহাপুরাণে পর্ব্বতপ্রদানমাহাশ্ব্যঃ
নাম দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

কর্ম্মযোগে সেই লীলাবতী বেণ্ডা কালধর্ম্ম
প্রাপ্ত হইয়া দেহত্যাগান্তে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া
শিবপুর প্রাপ্ত হয়। হে মহারাজ! সেই
যে স্বর্ণকার দরিদ্র হইয়াও সত্বাধিক্য প্রযুক্ত
লীলাবতার উক্ত কাণ্ডে কিছুমাত্র পারিশ্রমিক
লয় নাই, সে-ই এক্ষণে এই আপনি,—
সপ্তদ্বীপপতি সূর্য্যাবৃতসমকান্তি হইয়াছেন।
আর তদীয় পত্নী যে স্বর্ণকারকৃত সেই সুবর্ণ-
তরুগুলিকে সম্যক্ উজ্জ্বলিত করিয়াছিল,
সে-ই তোমার এই ভানুমতী। আপনারা
সেই জন্মে অগবিত চিন্তে রাজিকালে সেই
লবণাচলের আবশ্যকীয় কাজকর্ম্ম যথাশক্তি
করিয়াছিলেন, সেইজন্ত আপনাদিগের এই
উত্তমা সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ইনি সেই
সুবর্ণমুষ্টিগুলিকে উজ্জ্বলিত করায় ইহার
উজ্জ্বল রূপ লাভ হইয়াছে, আর আপনি
সেই সকল নিষ্কাণ করিয়াছিলেন বলিয়া

আপনাতে ভুবনাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
আপনাদিগের আরোগ্য ও সৌভাগ্যসহ
লক্ষ্মী এবং লোকে অপরাজিতত্ব লাভ

হইয়াছে অতএব হে মহারাজ! আপনিও
এক্ষণে যথাবিধানে ধাত্তাচলাদি দশটী
অচল দান করুন। রাজা ধর্ম্মমুষ্টি “তাহাই
করিব” বলিয়া বশিষ্ঠের সংকারপূর্ব্বক
ধাত্তাচলাদি শত শত অচল দান করিয়া
মরণান্তে সুরগণে সম্মানিত হইয়া মুরারিপুর
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধন মানবও যদি
অপর ব্যক্তির লবণাচলাদি দানকালে অতি
ভক্তিসহকারে তাহা দর্শন বা স্পর্শ করে,
কিংবা যদি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, অথবা
অন্ত জনকে ইহার অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ
করে, সেও কল্মষহীন হইয়া সুরলোকে গমন
করিয়া থাকে। নরগণ এই ভবভয়-
ভেদনকারী শৈলেন্দ্রদানবিধান পাঠ করিলে
হুঃস্বপ্ন প্রশমিত হয়; হে মুনিপুঙ্গব! যে
জন শাস্তাস্তঃকরণে সকল গিরীন্দ্রগণের সম্যক্
সম্প্রদান করে, তাহার ফলের কথা আর
কি বালব? ২১—৩৫।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ

বৈশম্পায়নমাসীনমপৃচ্ছচ্ছৌনকঃ পুরা
সৰ্বকামাপ্তয়ে নিত্যং কথং শাস্তিক-পৌষ্টিকম্ ॥১।
বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রীকামঃ শাস্তিকামো বা গ্রহযজ্ঞঃ সমারভেৎ ।
বুদ্ধাযুঃপুষ্টিকামো বা তথৈবাভিচর্য্য পুনঃ ।
যেন বন্ধনং বিধানেন তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ২
সৰ্বশাস্ত্রাণ্যনুক্রমা সঙ্কপিযা গ্রহবিস্তরম্ ।
গ্রহশাস্তিঃ প্রবক্ষ্যামি পুরাণশ্ৰুতিচৌদিতাম্ ॥ ৩
পুণ্যোহহি বিপ্রকথিতে কুত্ৰা ব্রাহ্মণবাচনম্ ।
গ্রহান গ্রহাধিদেবাংশ্চ স্থাপ্য হোমঃ সমারভেৎ
গ্রহযজ্ঞস্থিধা প্রোক্তঃ পুরাণশ্ৰুতিকৌবিদৈঃ ।
প্রথমোহযুতহোমঃ স্থান্নকহোমস্ততঃ পরম্ ॥৫
তৃতীয়ঃ কোটিহোমস্ত সৰ্বকামফলপ্রদঃ ।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—পুরাকালে একদা
শৌনক মহর্ষি সুখাসীন বৈশম্পায়নকে
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে ব্রহ্মণ! সৰ্বাধিক
কামলাভার্থ কিরূপ শাস্তিক ও পৌষ্টিক কার্য্য
করা কর্তব্য? বৈশম্পায়ন বলিলেন,—
শ্রীকাম কিংবা পুষ্টিকাম মানব গ্রহযজ্ঞ
করিবে। বুদ্ধি, আয়ু, এবং পুষ্টিকামনা
ইহা করা যায়। আর অভিচার করিতে
হইলে যে প্রণালী অবলম্বন করিবে, সে
সকল আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি
সৰ্বশাস্ত্র সমালোচনপূর্ব্বক পুরাণ ও স্মৃতির
অনুমোদিত গ্রহশাস্তি-বিধান সংক্ষেপতঃ
বলিতেছি। বিপ্রকথিত পুণ্য দিনে
ব্রাহ্মণামন্ত্রণাদি করিয়া গ্রহ ও গ্রহাধিপ
দেবতাাদিগকে স্থাপনান্তে হোমানুষ্ঠান
করিবে। পুরাণ ও শ্ৰুতিকৌবিদ ব্যক্তিগণ
গ্রহযজ্ঞ জীবিত বলিয়া নির্দেশ করেন।
প্রথমটীতে অযুত হোম, দ্বিতীয়টীতে লক্ষ
হোম, তৃতীয়টীতে কোটি হোম বিহিত, ইহা

অযুতেনাহতীনাঞ্চ নবগ্রহমণ্ডলঃ স্মৃতঃ ॥ ৬
তস্মা ভাবদ্বিধিং বক্ষ্যে পুরাণশ্ৰুতিভাষিতম্ ।
গৰ্ভস্তোত্রবপুর্ধ্বেন বিতস্তিস্তদ্বয়বিকৃতাম্ ॥ ৭
বিপ্রদ্ব্যবৃত্তাঃ বেদিং বিতস্ত্যচ্ছ্রয়সম্মিতাম্ ।
সংস্থাপনায় দেবানাং চতুরশ্রায়দযুথাম্ ॥ ৮
অগ্নিপ্রণয়নং কুত্ৰা তস্মা মা বাহয়েৎ সুরান্ ।
দেবতানাং ততঃ স্থাপ্য বিংশতির্দাদশাধিকা ॥
সূর্য্যঃ সোমস্তথা ভৌমো বুধ-জীব-সিতার্কজাঃ
রাহুঃ কেতুরিতি প্রোক্তা গ্রহা লোকহিতাবহাঃ
মধ্যে তু ভাস্করং বিদ্যাভ্রোহিতং দক্ষিণেন তু ।
উত্তরেণ শুক্রং বিদ্যাৎবুধং পূর্ব্বোত্তরেণ তু ॥
পূর্ব্বেন ভার্গবং বিজাং সোমং দক্ষিণপূর্ব্বকে ।
পশ্চিমে শনিং বিজাড্রাহং পশ্চিমদক্ষিণে ।
পশ্চিমোত্তরতঃ কেতুং স্থাপয়েচ্ছুক্লতুংলঃ ॥১২
ভাস্করশ্চৈশ্বরং বিজাত্মাঞ্চ শশিনস্তথা ।
স্কন্দমঙ্গারকশ্চাপি বুধশ্চ চ তথা হরিম্ ॥ ১৩
ব্রহ্মাণঞ্চ গুরোর্বিদ্যাচ্ছুক্লশ্চাপি শচীপতিম্ ।
শনৈশ্চরশ্চ তু যমং রাহোঃ কালং তথৈব চ ॥১৪
কেতোশ্চ চিত্রশ্চ শুক্রং সৰ্ব্বেষামাধিদেবতাঃ ।

সৰ্বকামপ্রদায়ক । নবগ্রহহোম অযুত-
আহতিযুক্ত। তৎসম্বন্ধে পুরাণ-শ্ৰুতি-সম্মত
বিধান বলিতেছি। গৰ্ভের উত্তর পূর্ব্বদিকে
দেবগণের স্থাপনার্থ বিতস্তিস্তদ্বয় বিস্তারযুক্ত
একবিতস্তি উন্নত, বপ্রদ্ব্যবৃত্ত, চতুরশ্র
উত্তরমুখ একটি বেদি করিবে। তাহাতে
বহিঃস্থাপনান্তে সুরগণের আবাহন করিবে।
পরে বত্রিশটি দেবতা তাহাতে স্থাপন করিতে
হয়। সূর্য্য, সোম, ভৌম, বুধ, জীব, সিত,
শনি, রাহু, ও কেতু,—ইহারা লোকহিত-
সাধক গ্রহ বলিয়া কথিত হইলেন। মধ্যভাগে
ভাস্কর, দক্ষিণে ভৌম, উত্তরে জীব, পূর্ব্বো-
ত্তরে বুধ, পূর্ব্বে সিত, দক্ষিণপূর্ব্বে সোম,
পশ্চিমে শনি, দক্ষিণ পশ্চিমে রাহু, এবং
পশ্চিমোত্তরে কেতুকে শুক্র তুংল দ্বারা
বিস্তার করিবে। ১—১২। ভাস্করের অধি-
দেবতা ঈশ্বর, শশীর উমা, মঙ্গলের স্কন্দ,
বুধের হরি, বৃশ্চিকের ব্রহ্মা, শুক্রের ইন্দ্র,

অগ্নিরাপঃ ক্ষিতিবিষ্ণুরিন্দ্র ঐন্দ্রী চ দেবতাঃ ॥
 প্রজাপতিশ্চ সর্পাশ্চ ব্রহ্মা প্রত্যধিদেবতাঃ ।
 বিনায়কং তথা হুর্গাং বায়ুমাকাশমেব চ ।
 আবাহয়েদ্ব্যাহতিভিস্তথৈবান্বিকুমারকৌ ॥১৬
 সংস্মরেজক্তমাদিত্যমঙ্গারকসমম্বিতম্ ।
 সোম-শুক্লকৌ তথা শ্বেতৌ বুধ-জীবৌ চ পিঙ্গলৌ
 মন্দ-রাহু তথা কৃষ্ণৌ ধ্রুং কেতুগণং বিহুঃ ॥১৭
 গ্রহবর্ণানি দেয়ানি বাসাংসি কুসুমানি চ ।
 ধূপামোদোহ ত্র সুরভিকুপরিষ্টাঙ্গিতানিকম্ ।
 শোভনং স্থাপয়েৎ প্রাক্তঃ ফলপুষ্পসমম্বিতম্ ॥
 শুভৌদনং রবেদজাৎ সোমায় স্তুতপায়সম্ ।
 অঙ্গারকায় সংযাবং বুধায় ক্ষীর-যষ্টিকে ॥১৯
 দধ্যোদনঞ্চ জীবায় শুক্রায় চ শুভৌদনম্ ।
 শনৈশ্চরায় কুসরামজামাংসঞ্চ রাহবে ।
 চিত্রৌদনঞ্চ কেতুভ্যঃ সর্ষেভৈশ্চরথার্চয়েৎ ॥
 প্রাক্তন্তরেণ তস্মাচ্চ দধ্যাক্তবিভূষিতম্ ।
 চূতপল্লবসঙ্কম্নং ফলবস্তুগুণাঙ্গিতম্ ॥ ২১

শনির যম, রাহুর কাল, এবং কেতুর চিত্র-
 । অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ঐন্দ্রী, প্রজাপতি, সর্প এবং ব্রহ্মা ইহারা
 প্রত্যধিদেবতা । বিনায়ক, হুর্গা, বায়ু, আকাশ, এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ব্যাহতি-
 যোগে আবাহন করিবে । আদিত্যকে মঙ্গল
 সহ রক্তবর্ণ চিত্তা করিবে । সোম ও
 শুক্রকে শ্বেতবর্ণ, বুধ ও বৃহস্পতিকে পিঙ্গল-
 বর্ণ, শনি ও রাহুকে কৃষ্ণবর্ণ, এবং কেতুকে
 ধ্রুবর্ণ ভাবনা করিতে হয় । গ্রহগণের
 বর্ণানুরূপ বসন ও পুষ্প প্রদান করিবে ।
 উপরিভাগে বিতান স্থাপন করিবে । সুরভি
 ধূপ প্রদান করিবে । উক্ত বিতানে ফল পুষ্প
 বুলাইয়া দিবে । রবিকে শুভৌদন, সোমকে
 লঘুত পায়স, মঙ্গলকে সংযাব, বুধকে
 দুগ্ধ ও যষ্টিকার, বৃহস্পতিকে দাধ্যোদন,
 শুক্রকে শুভৌদন, শনিকে কুশরা, রাহুকে
 অজামাংস এবং কেতুকে বিচিত্র ওদন ও
 অন্তান্ত নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য দ্বারা অর্চনা

পঞ্চরত্নসমযুক্তং পঞ্চভঙ্গসমম্বিতম্ ।
 স্থাপয়েদব্রণং কুন্তং বক্রণং তত্র বিস্তসেৎ ॥ ২২
 গজাচ্চাঃ সরিতঃ সর্ষাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাসি চ ।
 গজাশ্বরথ্যাবগ্নৌক-সঙ্গমাদ্ভদ্রগোকুলাৎ ॥ ২৩
 মৃদমানীয় বিপ্রেন্দ্র সর্ষৌষধিজলাঙ্গিতম্ ।
 স্নানার্থং বিস্তসেৎ তত্র যজ্ঞমানস্ত ধর্ম্যবিৎ ॥ ২৪
 সর্ষে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাসি চ নদাস্তথা ।
 আশাস্ত যজ্ঞমানস্ত হ্রিততক্ষয়কারকাঃ ॥ ২৫
 এবমাবাহয়েদেতানমরান্ মুনিসত্তম ।
 হোমং সমারভেৎ সর্পিষ্ব-ব্রৌহি-তীলাদিনা ॥
 অর্কঃ পলাশ-খদিরাবপামার্গোহথ পিঙ্গলঃ ।
 উহুধরঃ শমী-দূর্কা-কুশাশ্চ সমিধঃ ক্রমাম্ ॥২৩
 একৈকশাষ্টকশতমষ্টাবিংশতিমেব বা ।
 হোতব্যা মধুসর্পিভ্যাং দধ্না চৈব সমম্বিতাঃ ॥ ২৮
 প্রাদেশমাত্রা অশিফা অশাখা অপলাশিনীঃ ।

করিবে । ১৩—২০ । ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব ও
 উত্তর দিকে একটি পঞ্চভঙ্গযুক্ত পঞ্চরত্নসম-
 বিত, অভুগ্ন, একটি কুন্ত স্থাপন করিয়া তাহাতে
 বক্রণকে বিস্তাস করিবে । হে বিপ্রেন্দ্র !
 ধর্ম্যবিৎ পুরোহিত তথায় গজাদি সরিৎ,
 সমুদ্র, সমস্ত সরোবর, এ সকল হইতে জল
 আহরণপূর্বক সর্ষৌষধি এবং গজ, অশ্ব, রথ,
 বগ্নৌক, নদীসঙ্গম, ভদ্র, গোকুল—এ সকল
 স্থান হইতে মৃত্তিকা লইয়া মিলিত করিয়া
 যজ্ঞমানের স্নানার্থ স্থাপন করিবে । হে মুনি-
 সত্তম ! “মদীয় যজ্ঞমানের হ্রিততক্ষয় নিমিত্ত
 সমস্ত সমুদ্র, সরিৎ, সরোবর ও নদ সকল
 এস্থানে আগমন করুন” এই বলিয়া পরে
 অমরবর্গের আবাহন করিতে হয় । অতঃপর
 স্তুত, যব, ব্রৌহি ও তীলাদি দ্বারা হোম আরম্ভ
 করিবে । অর্ক, পলাশ, খদির, অপামার্গ,
 অশ্বখ, উহুধর, শমী, দূর্কা, কুশ,—এই সকল
 সমিধ্ যথাক্রমে ব্যবহার্য । প্রত্যেকের
 অষ্টোত্তর শত কিম্বা অষ্টাবিংশতি সংখ্যায়
 হোম করিতে হয় । হোম কার্যে মধু, স্তুত,
 এবং দধি ব্যবহার করা কর্তব্য । প্রাক্তব্যাক্ত
 সমিধ্,গুলি শিখা, শাখা ও পত্রহীন করিয়াই

সমিধঃ কল্পয়েৎ প্রাজঃ সৰ্বকৰ্মসু সৰ্বদা ॥২০
 দেবানামপি সৰ্বেষামুপাংস্ত পৰমার্থবিৎ ।
 স্তেন স্তেনৈব মন্ত্ৰেণ হোতব্যাঃ সমিধঃ পৃথক্ ॥
 হোতব্যঞ্চ স্তুতাভ্যক্তং চক্ৰভক্ষাদিকং পুনঃ ।
 মত্ৰৈর্দশাহতীহঁত্বা হোমং ব্যাহতিভিস্ততঃ ॥ ৩১
 উদমুখাঃ প্রামুখা বা কুর্ঘুরীক্ষণপুংসবাঃ ।
 মন্ত্ৰবস্তৃচ কৰ্ত্তব্যান্চরবঃ প্রতিদৈবতম্ ॥ ৩২
 হুত্বা চ তাংশ্চক্ৰন্ সম্যক্ ততো হোমং সমাচরেৎ
 আকুঞ্চেতি চ সূর্যায় হোমঃ কার্য্যো দ্বিজম্ননা
 আপ্যায়ন্তেতি সোমায় মন্ত্ৰেণ জুহুয়াৎ পুনঃ ।
 অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবো মন্ত্ৰ ইতি ভৌমায় কীৰ্ত্তয়েৎ ॥
 অগ্নে বিবস্বতুধস ইতি সোমস্তুতায় বৈ ।
 বৃহস্পতে পরিদৌরা রথেনেতি গুরোর্মতঃ ॥ ৩৫
 শুক্রস্তে অন্তদিতি চ শুক্রস্তাপি নিগদ্যতে ।
 শনৈশ্চরায়েতি পুনঃ শনৌ দেবীতি হোময়েৎ ॥
 কয়া নশ্চিহ্ন আভুব ইতি রাহোকুদাহতঃ ॥ ৩৭
 কেতুং কুণ্ডলপি ক্রয়াৎ কেতুনামপি শাস্তয়ে ।

সৰ্ববিধ হোমকার্য্যে ব্যবহার করিবেন । পর-
 মার্থবিৎ হোতা দেবগণের স্ব স্ব মন্ত্রোচ্চারণ
 উপাংস্তভাবে করিয়া পৃথক্ পৃথক্ সমিধ্
 হোম করিবেন । স্তুতযুক্তিত চক্ৰ ও ভক্ষাদি
 দ্বারাও হোম করিবে । প্রথমতঃ স্বীয় মন্ত্রে
 দশাহতি প্রদানান্তে মহাবাহতি দ্বারা হোম
 করিবে । উত্তরমুখ বা পূর্বমুখ করিয়া ত্রাকণ
 স্থাপনান্তে প্রতি দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রপুত
 চক্ৰ স্থাপন করিতে হয় । সেই সকল চক্ৰ
 সম্যক্ হোম করিয়া পরে হোম করিবে ।
 দ্বিজ “আকুঞ্চে” ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যোদ্দেশে
 হোম করিবে । “আপ্যায়স্ব” ইত্যাদি মন্ত্রে
 সোমোদ্দেশে হোম করিবে । “অগ্নির্মূর্দ্ধা
 দিবঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে মঙ্গলের, “অগ্নে বিবস্ব-
 তুধস” ইত্যাদি মন্ত্রে বুধের, “বৃহস্পতে পরি-
 দৌরা রথেন” ইত্যাদি মন্ত্রে বৃহস্পতির, “শুক্ৰ-
 তে অন্তঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে শুক্রের, “শনৌ
 দেবীঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে শনির, “কয়া নশ্চিহ্ন
 আভুব” ইত্যাদি মন্ত্রে রাহুর এবং “কেতুং
 কুণ্ডল” ইত্যাদি মন্ত্রে কেতুর শাস্তি নিমিত্ত

আবো রাজেতি কুজস্ত বলিহোমঃ সমাচরেৎ ।
 আপো হি ষ্ঠেতুমায়ান্ত স্তোনেতি স্বামিনস্তথা
 বিষ্ণোরিদং বিষ্ণুরিতি তমৌশোতি স্বয়ম্ভুবঃ ।
 ইন্দ্রমিদেবতায়ৈতি ইন্দ্রায় জুহুয়াৎ ততঃ ॥ ৩৯
 তথা যমস্ত চায়ং গৌরিতি হোমঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 কালস্ত ব্রহ্মজজ্ঞানমিতি মন্ত্ৰঃ প্রশস্ততে ।
 চিত্রশুপ্তস্ত চাজ্ঞানমিতি মন্ত্ৰবিদো বিহুঃ ॥ ৪০
 অগ্নিঃ দূতং বৃণীমহ ইতি বহ্নেকুদাহতঃ ॥ ৪১
 উত্তমং বরুণমিত্যপাং মন্ত্ৰঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 ভূমেঃ পৃথিব্যন্তরিক্ষমিতি বেদেষু পঠ্যতে ॥
 সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইতি বিষ্ণোকুদাহতঃ ।
 ইন্দ্রায়েন্দো মরুত ইতি শক্রস্ত শস্ততে ॥
 উত্তাপর্णे স্তুভগে ইতি দেব্যাঃ সমাচরেৎ ।
 প্রজাপতেঃ পুনহোমঃ প্রজাপতিরিতি স্মৃতঃ ॥
 নমোহস্ত সর্পেভ্য ইতি সর্পীণাং মন্ত্ৰ উচ্যতে ।
 এষ ব্রহ্মায় ঋত্বিগ্ভ্য ইতি ব্রহ্মণ্যুদাহতঃ ॥
 বিনায়কস্ত চানুনমিতি মন্ত্ৰো বৃধৈঃ স্মৃতঃ ।
 জাতবেদসে সুনবামিতি দুর্গামন্ত্ৰ উচ্যতে ॥ ৪৬

হোম করা বিহিত । “আবো রাজা” ইত্যাদি
 মন্ত্রে কুজের, “আপো হি ষ্ঠা” ইত্যাদি মন্ত্রে
 উমার, “স্তোনা” ইত্যাদি মন্ত্রে মঙ্গলের,
 “ইদং বিষ্ণুঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুর, “তমৌশা”
 ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মার, “ইন্দ্রমিদেবতায়” ইত্যাদি
 মন্ত্রে ইন্দ্রের, “অগ্নঃ গোঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে যমের,
 “ব্রহ্মজজ্ঞানম্” ইত্যাদি মন্ত্রে কালের ও “আজ্ঞা-
 তম্” ইত্যাদি মন্ত্রে কেতুর হোম করা কৰ্ত্তব্য ।
 মন্ত্রবিদগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন ॥ ২১—৪০ ॥
 “অগ্নিঃ দূতং বৃণীমহে” ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির হোম
 করিবে । “উত্তমং বরুণ” ইত্যাদি জলের,
 “পৃথিব্যন্তরিক্ষম্” ইত্যাদি ভূমির, “সহস্র-
 শীর্ষা পুরুষ” ইত্যাদি বিষ্ণুর, “ইন্দ্রায়েন্দো
 মরুত” ইত্যাদি ইন্দ্রের, “উত্তাপর্णे
 স্তুভগে” ইত্যাদি দেবীর, “প্রজাপতি”
 ইত্যাদি প্রজাপতির এবং “নমোহস্ত সর্পেভ্যঃ”
 ইত্যাদি সর্পগণের হোমমন্ত্ৰ ; বেদে ইহা
 পঠিত হইয়াছে । “এষ ব্রহ্মায় ঋত্বিগ্ভ্যঃ”
 ইত্যাদি ব্রহ্মার, “অনুনম্” ইত্যাদি বিনা-

আদিপ্রভৃন্ত র়েতস আকাশন্ত উদাহৃতঃ ।
 প্রাণাশিৰ্ষহীনাক বায়োর্ভ্রমঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥
 এষো উষা অপূৰ্ণাদিত্যধিনোৰ্ভ্রম উচ্যতে ।
 পূৰ্ণাহতিম্ মুৰ্দ্ধানং দিব ইত্যভিপাতয়েৎ ॥ ৪৮
 অথাভিষেকমন্ত্ৰেণ বাদ্যমঙ্গলগীতকৈঃ ।
 পূৰ্ণকুন্তেন তেনৈব হোমাস্তে প্রাণদমুখম্ ॥
 অব্যক্তাবয়বৈৰ্ভক্ণন হৈমশ্ৰুগদামভূষিতৈঃ ।
 যজমানস্ত কৰ্ত্তব্যং চতুৰ্ভিঃ স্পননং দ্বিজৈঃ ॥ ৫০
 সুরাস্তামভিষিক্তস্ত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ।
 বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কৰ্শণো বিভূঃ ।
 প্রহ্মায়শ্চানিরুদ্ধস্ত ভবন্ত বিজয়ায় তে ॥ ৫১
 আখণ্ডলোহগ্নিৰ্ভগবান্ যমো বৈ নিঋতিস্তথা ।
 বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ ।
 ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাস্তামবন্ত তে ॥
 কৌৰ্ত্তিৰ্গম্ভীৰ্ণতিৰ্বেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ৰিয়া মতিঃ ।
 বুদ্ধিৰ্গজ্জা বপুঃ শান্তিঃ কান্তিঃ কান্তিঃ মাতরঃ ।
 এতাস্তামভিষিক্তস্ত ধৰ্ম্মপত্ন্যঃ সমাগতাঃ ॥ ৫৩

আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধো জীবঃসিতোহৰ্কজ
 গ্রহাস্তামভিষিক্তস্ত রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ ॥ ৫৪
 দেব-দানব-গন্ধৰ্ব্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ।
 ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ ॥ ৫৪
 দেবপত্ন্যো জমা নাগা দৈত্যাস্চাপন্নরসাং গণাঃ
 অস্ত্রাণি সৰ্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ ॥ ৫৬
 ঔষধানি চ রত্নানি কালস্তাবয়ান্চ যে ।
 সন্নিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ ।
 এতে স্তামভিষিক্তস্ত সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫৭
 ততঃ শুক্রাশ্বরথরঃ শুক্রগন্ধারুলেলপনঃ ।
 সৰ্বৌষধৈঃ সৰ্বগন্ধৈঃ স্নাপিতো দ্বিজপুত্রবৈঃ ॥
 যজমানঃ সপত্নীক ঋত্বিজঃ সূসমাহিতান্ ।
 দক্ষিণাভিঃ প্রযত্নেন পূজয়েদগতবিস্ময়ঃ ॥ ৫৯
 সূর্য্যায় কপিলাং ধেনুং শশ্বং দত্ত্বাৎ তথৈন্দবে
 রক্তং ধূরন্ধরং দত্ত্বাভৌমায় চ কক্কুঘ্ননম্ ॥ ৬০
 বুধায় জাতরূপন্ত গুরবে শীতবাসসৌ ।
 শ্বেতাশ্বং দৈত্যগুরবে কৃকণং গামৰ্কস্থনবে ॥ ৬১

যকের, “জাতবেদসে সুনবাম্” ইত্যাদি
 দুর্গার, “আদিপ্রভৃন্তা র়েতস” ইত্যাদি
 আকাশের, “প্রাণাশিৰ্ষহীনাক” ইত্যাদি
 বায়ুর, এবং “এষো উষা অপূৰ্ণাৎ” ইত্যাদি
 অগ্নিকুমারের মন্ত্ৰ জানিবে। “মুৰ্দ্ধানং
 দিব” ইত্যাদি মন্ত্ৰে পূৰ্ণাহতি দান করা
 কৰ্ত্তব্য। হে ব্রহ্মন! অনন্তর হোমাস্তে
 অবিকলাঙ্গ হেম-মালাদাম-ভূষিত চারিজন
 ব্রাহ্মণ দ্বারা বাত ও মাজল্যগীত সহকারে
 অভিষেকমন্ত্ৰ পাঠপূৰ্ব্বক পূৰ্বোক্তরমুখে অব-
 স্থিত যজমানকে স্নান করাইবে। ব্রহ্মা,
 বিষ্ণু, মহেশ্বর, জগন্নাথ, বাসুদেব, প্রভু
 সঙ্কৰ্শণ, প্রহ্মায়, অনিরুদ্ধ—ইহঁরা তোমার
 বিজয়-হেতু হউন। ইন্দ্র, ভগবান্ অগ্নি,
 যম, নিঋতি, বরুণ, পবন, ধনপতি, শিব,
 ব্রহ্মা, অনন্ত নাগ—এই সকল দিক্‌পালেরা
 তোমাকে ব্রহ্মা করুন। কৌৰ্ত্তি, গম্ভী, ধৃতি,
 মেধী, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্ৰিয়া, মতি, বুদ্ধি, লজ্জা,
 বপুঃ, শান্তি, তুষ্টি ও কান্তি প্রভৃতি ধৰ্ম্ম-
 পত্নী মাতৃগণ তোমাকে আসিয়া অভিষেক

করুন। আদিত্য, চন্দ্রমা, ভৌম, বুধ,
 বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু এই
 সকল গ্রহগণ সন্তুষ্টচিত্তে তোমার অভিষেক
 করুন। দেব, দানব, গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস,
 পন্নগ, ঋষি, মুনি, গোসকল, দেবমাতৃগণ,
 দেবপত্নীরা, জমসমূহ, নাগনিচয়, দৈত্যগণ,
 অপন্নাসকল, অস্ত্রসমুদয়, সৰ্ববিধ শস্ত্র, রাজ-
 গণ, যাবতীয় বাহন, ঔষধসমূহ, রত্নরাজি,
 কালের অবয়বসমস্ত, সন্নিত, সাগর, শৈল,
 তীর্থ, মেঘ, নদ, ইত্যাদি সকলে সৰ্বকামার্থ
 সিদ্ধি নিমিত্ত তোমাকে অভিষেক করুন।
 ৪১—৫৭। সপত্নীক যজমান এইরূপে দ্বিজপুত্র-
 গণ কর্ত্তক সৰ্বগন্ধ ও সৰ্বৌষধি দ্বারা স্নাপিত
 হইয়া শুভ্রবস্ত্র পরিধানান্তে শুক্রগন্ধে অমুলিগু
 হইবেন। পরে অগন্ধিতচিত্তে সূসমাহিত
 ঋত্বিকৃবর্গকে যত্ন সহকারে যথোচিত দক্ষিণা
 দ্বারা সন্মানিত করিবেন। সূর্য্যকে কপিলা
 ধেনু, চন্দ্রকে শশ্ব, মঙ্গলকে ভারবহনকম
 রক্তবর্ণ বৃষভ, বুধকে সূবর্ণ, বৃহস্পতিকে শীত-
 বর্ণ বসনহয়, শুক্রাচার্য্যকে শ্বেত অশ্ব, শনিকে

আয়সং রাহবে দত্তাৎ কেতুভ্যাংছাগমুত্তমম্ ।
 সুবর্ণেন সমা কার্য্য যজ্ঞমানেন দক্ষিণা ॥ ৬২
 সর্কেষামধবা গাবো দাতব্য্য হেমভূষিতাঃ ।
 সুবর্ণমধবা দত্তাদ্গুরুবা যেন তুষাতি ।
 সমস্ত্রৈণৈব দাতব্য্যঃ সর্কাঃ সর্কত্র দক্ষিণাঃ ॥ ৬৩
 কপিলে সর্কদেবানাং পূজনীয়াসি রোহিণী ।
 তীর্থদেবময়ী যস্মাদতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥ ৬৪
 পুণ্যস্তং শঙ্খ পুণ্যানাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ।
 বিষ্ণুনা বিধৃতশ্চাসি ততঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥ ৬৫
 ধর্ম্মস্তং বৃষরূপেণ জগদানন্দকারকঃ ।
 অষ্টমূর্ত্তেরধিষ্ঠানমতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥ ৬৬
 হিরণ্যগর্ভগর্ভস্তং হেম বীজং বিভাবসোঃ ।
 অনন্তপুণ্যকলদমতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥ ৬৭
 পীতবস্ত্রযুগং যস্মাদ্বাসুদেবস্ত বস্ত্রভম্ ।

কৃষ্ণ গাভী, রাহুকে লোহ, এবং কেতুকে উত্তম ছাগ প্রদান করিবে। সুবর্ণ সম-
 পরিমাণে দক্ষিণা দান করাই যজ্ঞমানের পক্ষে
 কর্তব্য। অথবা সবলেরই হেমভূষিত গাভী
 দক্ষিণা দেওয়া যাইতে পারে। কিংবা সুবর্ণই
 দক্ষিণা দিবে; নচেৎ যাহাতে গুরু সন্তুষ্ট
 হইল, তাহাই দক্ষিণা দিবে। সর্কত্র সমস্ত
 দক্ষিণাই মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে প্রদান করিতে
 হয়। ৫৮—৬৩। ঐ সকল মন্ত্র যথা,—হে
 কপিলে! তুমি রোহিণীকপিনী ও সর্কদেব-
 ময়ী; সমস্ত দেবতারই তুমি পূজনীয়া; অত-
 এব আমাকে শক্তি দান কর। হে শঙ্খ! তুমি
 পুণ্য দ্রব্য মধ্যেও সমধিক পুণ্যদায়ক এবং
 মঙ্গল দ্রব্যচয় মধ্যেও সর্বপ্রধান মঙ্গলসাধক;
 বিষ্ণু তোমাকে ধারণ করিয়া থাকেন; অত-
 এব তুমি আমাকে শান্তি দান কর। হে বৃষ!
 তুমিই জগতের আনন্দদায়ক ধর্ম্ম;
 তুমি বৃষরূপে অষ্টমূর্ত্তি শিবের বাহন হই-
 য়াছ; অতএব আমাকে শান্তি দান কর।
 হে হেম! তুমি হিরণ্যগর্ভের গর্ভস্বরূপ,
 তুমি অগ্নির বীজস্বরূপ, তুমি অনন্ত কল দান
 করিয়া থাক; অতএব আমাকে শান্তি দান
 কর। হে পীতবসনধর! তোমরা বাসু-

প্রদানাং তস্ত মে বিবেণে হতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছমে
 বিষ্ণুশ্রমস্বরূপেণ যস্মাদমৃতসম্ভবঃ ।
 চন্দ্রার্কবাহনো নিত্যমতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥
 যস্মাৎ ত্বং পৃথিবী সর্কা ধেনুঃ কেশবসম্নিভা ।
 সর্কপাপহরা নিত্যমতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥ ৭০
 যস্মাদায়স কস্ম্যগ্নি তবাধীনানি সর্কদা ।
 লাজ্জলাদ্যায়ুধাদৌনি তস্মাচ্ছান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥
 যস্মাৎ ত্বং সর্কযজ্ঞানামঙ্গলেন ব্যবাহিতঃ ।
 যানং বিভাবসোনিত্যমতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥
 গবানজেষু তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দশ ।
 যস্মাৎ তস্মাচ্ছিয়ে মে স্মাদিহ লোকে পরত্র চ
 যস্মাদশ্রুতং শয়নং কেশবস্ত চ সর্কদা ।
 শয্যা মমাপ্যশ্রুতাস্ত দত্তা জন্মনি জন্মনি ॥ ৭৪
 যথা রত্নেষু সর্কেষু সর্কে দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
 তথা রত্নানি যচ্ছন্ত রত্নদানেন মে সুরাঃ ॥ ৭৫

দেবের অতীব প্রিয়; সুতরাং আমি বিষ্ণুর
 উদ্দেশে তোমাকে দান করিতেছি, আমায়
 শান্তি দান কর। বিষ্ণুই অমৃতসম্ভূত অশ্ব-
 রূপে নিয়ত চন্দ্র-সূর্য্যের বাহন হইয়াছেন,
 অতএব তুমি আমাকে শান্তি দান কর।
 সমগ্রা পৃথিবীই কেশবসমা ও নিয়ত সর্ক-
 পাপহরা ধেনুরূপিনী হইয়াছেন, অতএব
 তুমি আমাকে শান্তি দান কর। হে আয়স!
 সকল কস্মই তোমার অধীন; লাজ্জল ও
 আয়ুধাদি তোমা ব্যতীত কিছুই নিষ্পন্ন হয়
 না, অতএব আমাকে শান্তি দান কর। হে
 ছাগ! তুমি সর্ক যজ্ঞের অঙ্গরূপে নিরূপিত
 এবং অগ্নির বাহন বলিয়া নির্দিষ্ট; অতএব
 আমাকে শান্তি দান কর। গোগণের অঙ্গে
 চতুর্দশ ভুবন বাস করে। অতএব সেই
 গো আমার ইহ পর উভয় লোকে ত্রীপ্রদায়ক
 হউক। কেশবের শয্যা সদাই অশ্রুত
 থাকে, মৎপ্রদত্ত এই শয্যাও জন্মে জন্মে
 যেন আমার পক্ষে অশ্রুত হয়। সর্কবিধ
 রত্নে সমস্ত দেবতাই প্রতিষ্ঠিত আছেন,
 আমার এই রত্নদানের কালে সুরগণ
 আমাকে বিবিধ রত্ন দান করেন। অত্যাচ্ছ

যথা ভূমিপ্রদানস্ত কলাং নার্ষ্ণি ষোড়শীম্ ।
 দানান্তত্যানি মে শান্তিভূমিদানান্তবাহিঃ ॥ ৭৬
 এবং সম্পূজয়েন্ত ক্যা বিত্তশাঠ্যেন বর্জিতঃ ।
 রত্ন-কাঞ্চন-বস্ত্রৈশ্চৈধু পমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ৭৭
 অনেন বিধিনা যন্ত গ্রহপূজাং সমাচরেৎ ।
 সর্বান কামানবাপ্নোতি প্রেতা স্বর্গে মহীয়তে ॥
 যন্ত পীড়াকরো নিতামল্লবিত্তস্ত বা গ্রহঃ ।
 তঞ্চ যত্নেন সম্পূজ্য শেমানপার্চ্চয়েদ্রুধঃ ॥ ৭৯
 গ্রহা গাবো নরেন্দ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ বিশেষতঃ ।
 পূজিতাঃ পূজয়ন্ত্যেতে নিদ্দিহন্ত্যবমানিতাঃ ॥ ৮০
 যথা বাণপ্রহারাণাং কবচং তথাতি বারণম্ ।
 তদদেবোপঘাতানাং শান্তিভবতি বারণম্ ॥ ৮১
 তস্মান দক্ষিণাহীনং কণ্ডব্যং ভূতিমিচ্ছতা ।
 সম্পূর্ণয়া দক্ষিণয়া যস্মাদ্দেবোপহাপ ভূম্যতি ॥ ৮২
 সদৈবায়ুতহোমোহং নবগ্রহমথে স্থিতঃ ।

বিবাহোৎসবযজ্ঞেবু প্রতিষ্ঠাদিষু কর্মসু ॥ ৮৩
 নির্য্যিগার্থং মুনিশ্রেষ্ঠ তথোদেগাদুভেবু চ ।
 কাথতোহযুতহোমোহং লক্ষহোমমতঃ শৃণু ॥ ৮৪
 সর্বকামাপ্তয়ে যস্মাল্লক্ষহোমঃ বিত্ববুধাঃ ।
 পিতৃণাং বল্লভং সাক্ষাদ্ভুক্তি-মুক্তিকলপ্রদম্ ॥
 গ্রহতারাবলং লঙ্কা কুন্ডা ব্রাহ্মণবাচনম্ ।
 গৃহস্তোত্তরপূর্বেণ মণ্ডপং কারয়েদ্রুধঃ ॥ ৮৬
 কুন্ডায়তনভূমো বা চতুরশ্রয়দ্ব্যুগম্ ।
 দশহস্তমথাত্তৌ বা হস্তান্ কুর্যাৎ দ্ব্যুগমতঃ ।
 প্রাণ্ডদকুপ্তবনাং ভূমিঃ কারয়েদ্যত্নতে বুধঃ ।
 প্রাণ্ডতুর সমাসক্ত প্রদেশং মণ্ডপস্ত তু ॥ ৮৭
 শোভনং কারয়েৎ কুণ্ডং যথাবল্লক্ষণাং বতঃ ।
 চতুরশ্রং সমস্তাৎ তু যোনিবন্ধুং সমেপনম্ ॥ ৮৯
 চতুরঙ্গুলবিস্তারা মেখলা তদ্বহ্নিহা ।
 প্রাণ্ডদকুপ্তবনা কার্ঘ্যা সঙ্গতঃ সমবাহিতা ॥ ৯০

ধর্ম্মকার্য্য যেমন ভূমিপ্রদানের ষোড়শাংশের
 একাংশের যোগ্য নহে ; অতএব এই ভূমি-
 দানের ফলে আমার শান্তি হউক । মানব
 বিত্তশাঠ্য পরিহারপুষ্টক রত্ন, কাঞ্চন, বসন,
 ধূপ, মাল্য, অনুলেপন ইত্যাদি দ্বারা
 ভক্তি সহকারে পূজা করিবে । যে জন
 এই বিধান মতে গ্রহপূজানুষ্ঠান করে,
 সে সর্বকাম লাভপূর্ব্বক মরণান্তে স্বর্গধামে
 সমাদৃত হইয়া থাকে । ৬৪—৭৮ । অল্পধন
 বুদ্ধিমান মানব গ্রহশাস্তার্থ্য যে গ্রহের
 পীড়া জন্মিয়াছে, তাহাকে সযত্নে অর্চনা
 করিয়া পরে অপর গ্রহের পূজাদি করিবে ।
 গ্রহ, গো, রাজা, এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ,—
 ইহারা পূজিত হইলে পূজকের হিতসাধন
 করিয়া থাকেন, পরন্তু অবমানিত হইলে
 তাহাকে দণ্ড করিয়া ফেলেন । কবচ দ্বারা
 যেমন বাণপ্রহার হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়,
 দৈবোপঘাত সমস্তেরও শান্তি করিলে তেমনি
 আত্মরক্ষা হইয়া থাকে । অতএব মঙ্গলার্থী
 মানবের পক্ষে কোন কাৰ্য্যই দক্ষিণাহীন
 করা কর্তব্য নহে । সম্পূর্ণ দক্ষিণা দান
 করিলে দেবতাও তাহার প্রতি পরিতুষ্ট

থাকেন । হে মুনিবর ! এই নবগ্রহযজ্ঞে
 সাধারণতঃ অযুত হোমই ব্যবস্থা । আর
 বিবাহ, উৎসব, যজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠা কর্য্যোপলক্ষে
 প্রারব্ধ কর্মের নির্য্যিগ সমাপ্তি কিংবা
 অন্তান্ত উদ্দেশ্য নিবৃত্তি নিমিত্ত অযুত
 হোমই বিহিত । অতঃপর লক্ষ হোমের
 বিধান বলিতেছি, শ্রবণ করুন । বুদ্ধিমান
 জনগণ সর্বকামলাভার্থ লক্ষ হোমই অবগত
 আছেন । ইহা পিতৃগণের অতীত প্রিয়
 এবং সাক্ষাৎ ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়ক । ৭৯—৮২ ।
 ধীমান্ ব্যক্তি গ্রহতারাবল লাভ করিয়া
 ব্রাহ্মণবাচনান্তে গৃহের উত্তর-পূর্ব্বদিকে মণ্ডপ
 নিৰ্ম্মাণ করাইবেন । অথবা কুন্ডের আয়তন
 ভূমিতে যথাবিধানে উত্তরমুখে দশ বা
 অষ্টহস্ত পরিমাণে চতুরশ্র মণ্ডপ নিৰ্ম্মাণ
 করিবে ; মণ্ডপভূমি পুরোত্তরাদিকে কিঞ্চৎ
 নিম্ন হইবে ; মণ্ডপের পুরোত্তরাংশ অবলম্বন
 করিয়া যথাবৎ লক্ষণযুক্ত শোভনাক্রান্ত কুণ্ড
 নিৰ্ম্মাণ করিবে । এই কুণ্ড চতুরশ্র মেখলা-
 যুক্ত এবং যোনিবন্ধু কার্য্যে হয় । মেখ-
 লার বিস্তার চতুরঙ্গুলি । উহার উচ্চ-
 তাও চারি অঙ্গুলি করা কর্তব্য । মণ্ডপের

শান্ত্যর্থঃ সৰ্বলোকানাং নবগ্রহমথঃ স্মৃতঃ ।
 মানহীনাদিকং কুণ্ডমনেকভয়দং ভবেৎ ।
 স্বস্ত্যং তস্মাৎ সুসম্পূর্ণঃ শান্তিকুণ্ডঃ বিধীয়তে
 অশ্রাদ্ধশগুণঃ প্রোক্তো লক্ষহোমঃ স্বয়ম্ভুবা ।
 আহতিভিঃ প্রযত্নেন দক্ষিণাতিস্তথৈব চ ॥ ২২
 বিহস্তবিকৃতং তদ্বচ্চতুর্হস্তায়তং পুনঃ ।
 লক্ষহোমে ভবেৎ কুণ্ডঃ যোনিবক্রঃ ত্রিমৈথলম্
 তস্ত চোত্তরপূর্বেণ বিতস্তিত্রয়সংস্থতম্ ।
 প্রাণদকুপ্লবনং তচ্চ চতুরশ্রং সমস্ততঃ ॥ ২৪
 বিকস্তার্দ্ধেচ্ছিতং প্রোক্তং স্থণ্ডিলং বিশ্বকর্মাণা
 সংস্থাপনায় দেবানাং বপ্রত্নয়সমাবৃতম্ ॥ ২৫
 অঙ্গুলো হ্যঙ্কিতো বপ্রঃ প্রথমঃ স উদাহৃতঃ
 অঙ্গুলোচ্ছ্রয়সংযুক্তঃ বপ্রত্নয়মথোপরি ॥ ২৬
 ত্র্যঙ্গুলস্ত চ বিস্তারঃ সর্বেষাং কথ্যতে বুধৈঃ
 দশাঙ্গুলোচ্ছ্রিতা ভিত্তিঃ স্থণ্ডিলে স্তাত্তথোপরি
 তস্মিন্নাবাহষেদেবান্ পূর্ববৎ পুষ্পতণ্ডলৈঃ ॥ ২৭

ভূতাপ পূর্বোক্ত দিকে কিঞ্চিৎ নিম্ন, এবং
 সর্বতঃ অবক্কুর হইবে। ৮৩—৯০ । শান্তি
 নিমিত্তই সকলে নবগ্রহযাগ করিয়া থাকে।
 নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা কুণ্ড, পরিমাণে হীন
 বা অধিক হইলে অতিশয় ভয়প্রদ হইয়া
 থাকে। অতএব শান্তিকুণ্ড সর্বথা সম্পূর্ণাক
 করাই বিধি। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এইরূপ কুণ্ডে
 অস্থিত হোমের বিধান করিয়াছেন। লক্ষ-
 হোমে ইহার দশগুণ দক্ষিণা এবং আহতি
 প্রদান করিতে হয়। দুইহস্ত বিকৃত ও
 চতুর্হস্ত আয়ত যোনিবক্র মেথলাত্রয়যুক্ত
 কুণ্ড লক্ষহোমে বিহিত। মণ্ডপের উত্তর-
 পূর্বাদিকে বিতস্তিত্রয় পরিত্যাগ করিয়া
 পূর্বোত্তরনিম্ন চতুরশ্র ভূমি নির্মাণ করিবে।
 বিকস্তের অর্দ্ধ পরিমাণে স্থণ্ডিল উচ্চ হইবে।
 বিশ্বকর্মা ইহা বলিয়াছেন। উহার বহির্ভাগে
 দেবগণের স্থাপন জন্ত তিনটি প্রাচীর নির্মাণ
 করিবে। প্রথম প্রাচীরটি হই অঙ্গুলি এবং
 অপর দুইটি এক অঙ্গুলি পরিমাণে করা
 কর্তব্য। প্রত্যেকটি তিন অঙ্গুলি বিকৃত
 করিবে। স্থণ্ডিলের ভিত্তি দশ অঙ্গুলি

আদিত্যাভিমুখাঃ সৰ্ব্বাঃ সাধিপ্রত্যাদিদেবতাঃ ।
 স্থাপনীয়ামুনিশ্রেষ্ঠ নোত্তরেণ পরাঙ্গুখাঃ ॥ ২৮
 গরুড়ানাদিকস্তত্র সম্পূজাঃ শ্রিয়মিচ্ছতা ।
 সামধ্বনিশরীরস্তঃ বাহনং পরমেষ্ঠিনঃ ।
 বিষপাপহরো নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ২৯
 পূর্ববৎ কুস্তমামন্ত্র্য তদ্বন্ধোমঃ সমাচরেৎ ।
 সহস্রাণাং শতং হুত্বা সমিৎসংখ্যাধিকং পুনঃ ।
 স্তবকুস্তবসোধার্যং পাতয়েদনলোপরি ॥ ৩০
 ঐন্দ্রদ্রবীঃ তথার্দ্ধাং স্বজীঃ কোটরবর্জিতাম্ ।
 বাহুমাত্রাং ক্ষুণ্ণং কৃত্বা ততঃ স্তবদ্বয়োপরি ।
 স্তবধারাং তয়া সমাগগ্নেকুপরি পাতয়েৎ ॥ ৩১
 শ্রাবয়েৎ স্তবমাগ্নেয়ং বৈকবং রৌদ্রমৈন্দবম্ ।
 মহাবৈশ্বানরং সাম জ্যেষ্ঠসাম চ বাচয়েৎ ॥ ৩২
 জ্ঞানঞ্চ যজমানস্ত পূর্ববৎ স্থতিবাচনম্ ।
 দাতব্য্য যজমানেন পূর্ববদক্ষিণাঃ পৃথক্ ॥ ৩৩

উন্নত করা কর্তব্য। উহাতে পূর্ববৎ পুষ্প ও
 তণ্ডুল দ্বারা দেবগণের আবাহন করিবে।
 হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অধিদেবতা ও প্রত্যাদিদেবতা
 সহ সমস্ত দেবতাদিগকে আদিত্যাভিমুখে
 স্থাপন করিবে। উত্তর দিকে কিম্বা পরাঙ্গু-
 ভাবে স্থাপন করিতে নাই। স্ত্রীকামী মান-
 বের পক্ষে ইহার মধ্যে গরুড়কেও পূজা করা
 কর্তব্য। ২৩—২৮। উহার প্রার্থনাবাক্য যথা,
 —হে গরুড়! সামধ্বনিই তোমার শরীর,
 তুমি পরমেষ্ঠীর বাহন, এবং নিয়ত বিষ-
 পাপাদি হরণ করিয়া থাক; অতএব আমাকে
 শান্তি প্রদান কর। পূর্ববৎ —
 করিয়া হোম করিবে। লক্ষহোমাস্তে আরও
 হোম করিবার অভিপ্রায় থাকিলে স্তবকুস্ত
 দ্বারা জলদনলোপরি বসুধারা পাতন করিবে।
 আর্দ্ধ ঐন্দ্রদ্রবী বৃক্ষ-নির্মিত সরল ছিদ্ৰ-গর্ভাদি-
 দোষ-রহিত বাহুপরিমাণ ক্ষুণ্ণ নির্মাণ করিয়া
 উহা দ্বারা অগ্নির উপরি স্তবধারা পাতন
 করিবে। আগ্নেয়, বৈকব, রৌদ্র, ঐন্দ্র, ও
 মহাবৈশ্বানর স্তব এবং সাম ও জ্যেষ্ঠসাম
 পাঠ করাইবে। পূর্ববৎ যজমানের জ্ঞান
 এবং স্থতিবাচন করা কর্তব্য। পূর্ববৎ পৃথক

কামক্ৰোধবিহীনেন ঋত্বিগৃভ্যঃ শাস্ত্ৰচেতসা ।
নবগ্রহমখে বিপ্রাশ্চদ্বারো বেদবেদিনঃ ॥ ১০৬
অথবা ঋত্বিজো শাস্ত্রো দ্বাবেব ঋতিকোবিদো
কার্যাবযুতহোমে তু ন প্রসজ্জত বিস্তরে ॥
তদ্বচ্চ দশ চাষ্টো চ লক্ষহোমে তু ঋত্বিজঃ ।
কর্তব্যঃ শক্তিতত্ত্বচ্চ দ্বারো বা বিমৎসরঃ ॥
নবগ্রহমখাৎ সৰ্বং লক্ষহোমে দশোত্তরম্ ।
ভক্ষ্যান্ দদ্যামুনিশ্ৰেষ্ঠ ভূষণান্তপি শক্তিতঃ ॥
শয়নানি সবস্ত্রাণি হৈমানি কটকানি চ ।
কর্ণাঙ্গুলিপবিত্রাণি কণ্ঠস্থত্ৰাণি শক্তিমান্ ॥ ১০৮
ন কুৰ্যাদক্ষিণাহীনং বিত্তশাঠ্যেন মানবঃ ।
অদদল্লোভতো মোহাৎ কুলক্ষয়মবাপুতে ॥ ১০৯
অন্নদানং যথাশক্ত্যা কর্তব্যং ভূতিমচ্ছতা ।
অন্নহীনঃ ক্রতো যস্মাদ্ভিক্ষকলদো ভবেৎ ॥

পৃথক দক্ষিণা দেওয়াও যজ্ঞমানের কর্তব্য ।
অতএব যজ্ঞমান কাম-ক্ৰোধ-বিহীন ও শাস্ত্র-
চিন্তে ঋত্বিকদিগকে যথোক্ত দক্ষিণা প্রদান
করিবে । নবগ্রহযজ্ঞে বেদবেদৌ চারিজন
ব্রাহ্মণ অথবা ঋতিকোবিদ শাস্ত্রচেতা হই
জন ঋত্বিক নিয়োগ করিবে । এই বিধি
অযুতহোম নিমিত্ত জানিবে । অযুতহোমে
ইহা অপেক্ষা অধিক ব্রাহ্মণ নিয়োগের প্রয়ো-
জন নাই । লক্ষহোমে দশ জন বা আট
জন অথবা বিমৎসর চিন্তে পূৰ্ব্ববৎ চারিজন
ঋত্বিক নিয়োগ করিবে । ১০৬—১০৮ সাধারণ
নবগ্রহযাগ অপেক্ষা লক্ষ হোমে সকল বিষ-
য়ই দশগুণ অধিক বলিয়া জ্ঞাতব্য । হে
মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! ইহাতে শক্ত্যানুসারে ভক্ষ্য
ভূষণাদিও প্রদান করিতে হয় । শক্তিমান
ব্যক্তি সোপচার শয্যা, স্বৰ্ণবলয়, উৎকৃষ্ট কণা-
লঙ্কার ও কণ্ঠহারাদি প্রদান করিবে । দক্ষিণা
দান বিষয়ে কাহারও বিত্তশাঠ্য করা কর্তব্য
নহে । লোভমোহবশে যথাশক্তি দক্ষিণা
প্রদান না করিলে কুলক্ষয় প্রাপ্ত হয় । মঙ্গল-
কামী মানবের পক্ষে যথাশক্তি অন্নদান করা
কর্তব্য । অন্নহীন কৰ্ম্মানুষ্ঠানের ফলে ভৰ্ত্তিক
হয় । অন্নহীন হইলে সেই রাজ্য দখল হয় ।

অন্নহীনো দহেজ্ঞাষ্ট্রং মঙ্গলহীনস্ত ঋত্বিজঃ ।
যষ্টারং দক্ষিণাহীনং নাস্তি যজ্ঞসমো ত্রিপুঃ ॥
ন বাপ্যন্নধনঃ কুৰ্য্যাল্লক্ষহোমঃ নরঃ কচিৎ ।
যস্মাৎ পীড়াকরো নিত্যং যজ্ঞে ভবতি বিগ্রহঃ
তমেব পূজয়েত্তক্ত্যা দ্বৌ বা ত্রীন্ বা যথাবিধি
একমপ্যৰ্চ্চয়েত্তক্ত্যা ব্রাহ্মণং বেদপারগম্ ।
দক্ষিণাভিঃ প্রযত্নেন ন বহুনল্পবিস্তবান্ ॥ ১১৬
লক্ষহোমস্ত কর্তব্যো যথাবিত্তং ভবেদ্বহু ।
যতঃ সৰ্বানবাপ্নোতি কুৰ্ব্বন্ কামান্ বিধানতঃ
পূজ্যতে শিবলোকে চ বস্তাদিত্যমরুদগণৈঃ ।
যাবৎকল্পশতান্তষ্টাবথ মোক্ষমবাপ্নুহ ॥ ১১৫
সকামো যস্তিমং কুৰ্য্যাল্লক্ষহোমঃ যথাবিধি ।
স তং কামমবাপ্নোতি পদমানন্ত্যমশ্নুতে ॥ ১১৬
পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ ধনাৰ্থী লভতে ধনম্ ।
ভাৰ্য্যার্থী শোভনাং ভাৰ্য্যাং কুমারী চ শুভং
পতিম্ ॥ ১১৭
ভ্রষ্টরাজ্যস্তথা রাজ্যং ত্রীকামঃ শ্রিয়মাণুয়াৎ ।

মঙ্গলহীন হইলে ঋত্বিগৃভ্যঃ নিহত হন । দক্ষিণা-
হীন হইলে যজ্ঞমানের মরণ ঘটে । অতএব
যজ্ঞের স্মার আর ত্রিপু নাই । অন্নধন
মানব কদাপি লক্ষহোম করিবে না ; যেহেতু
তাদৃশ যজ্ঞে বিগ্রহ এবং পীড়া ঘটয়া
থাকে । অন্নধনশালী ব্যক্তি যত্নসহকারে
দক্ষিণাদি দ্বারা ভক্তিপূৰ্ব্বক যথাবিধি তিন
হুই বা এক জন বেদপারগ ব্রাহ্মণকে
অৰ্চনা করিবে । যথাবিধি লক্ষ হোম
করিলে কাম্য বিষয়নিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
অতএব বিপুল ধনশালী ব্যক্তিগণেরই লক্ষ
হোম করা কর্তব্য । ইহার ফলে নরগণ
শিবলোকে যাইয়া অষ্টশত কল্প যাবৎ বস্তু,
আদিত্য ও মরুদগণ সহ বিহারপূৰ্ব্বক মোক্ষ
প্রাপ্ত হয় । ১০৭—১১৫ । যদি সকাম মানব
যথাবিধানে লক্ষ হোম করে, তবে সে সৰ্ব্ব-
কাম লাভান্তে অনন্তপদ প্রাপ্ত হয় । ইহার
ফলে পুত্রার্থী ব্যক্তি পুত্র, ধনাৰ্থী জন ধন,
ভাৰ্য্যাকামী মানবশোভনা ভাৰ্য্যা এবং কুমারী
মনোমত পতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ভ্রষ্টরাজ্য

যঃ যং প্রার্থয়ন্তে কামং স বৈ ভবতি পুংসলঃ ।
 নিকামঃ কুরুতে যজ্ঞং স পরং ব্রহ্ম গচ্ছতি ॥১১৮
 অশ্রাচ্ছতশুণঃ প্রোক্তঃ কোটিহোমঃ স্বয়ম্ভুবা ।
 আহুতীভিঃ প্রযত্নেন দক্ষিণাভিঃ ফলেন চ ॥
 পূৰ্ববদগ্ৰহদেবানামাবাহন-বিসৰ্জনে ।
 হোমমজ্ঞাস্ত এবোক্তাঃ স্নানে দানে তথৈব চ ।
 কুণ্ড-মণ্ডপ-বেদীনাং বিশেষোহযং নিবোধ মে
 কোটিহোম চতুর্হস্ত চতুরশস্ত সৰ্বভঃ ।
 যোনিবক্রদ্বয়োপেতঃ তদপ্যাহ্নিমেষলম্ ॥১২০
 স্বাস্থলাভ্রাঙ্কিতা কাষা প্রথমা মেখলা বুধঃ ।
 ত্র্যঙ্গলাভ্রাঙ্কিতা তদ্বদ্বিতীয়া পরিকীৰ্ত্তিতা ॥
 উচ্ছ্রায়-বিস্তরাভ্যাক্ষ তৃতীয়া চতুরঙ্গলা ।
 স্বাস্থলশ্চেতি বিস্তারঃ পূৰ্বয়োরেব শাস্তে ॥
 বিতস্তিমাভ্রা যোনিঃ স্মাৎ মটসপ্তাঙ্গুলবিস্তৃতা ।
 কূৰ্মপৃষ্ঠোন্নতা মধো পার্শ্বয়োঃ চাঙ্গুলোচ্ছ্রিতা ॥

বাক্তি রাজা এবং শ্রীকামী মন্ত্ৰা টক্ৰম
 স্ত্রীলাভ করে ; ফলতঃ যে যাহা কামনা করে,
 লক্ষ হোমের ফলে সে তাহাই লাভ করিতে
 পারে। আর যদি নিকামভাবে ইহার
 অনুষ্ঠান করে, তবে পরব্রহ্মে বলীন হইয়া
 থাকে। আহুতি, দক্ষিণা, প্রযত্ন এবং ফল
 বিষয়ে কোটিহোম ইহাপেক্ষা শতগুণ অধিক।
 স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন। গ্ৰহদেব-
 গণের আবাহন-বিসৰ্জনাদি সমস্তই পূৰ্ববৎ
 জানিবে। স্নানে দানে ও হোমে পূৰ্বোক্ত
 মন্ত্ৰই জ্ঞাতব্য। কুণ্ড, মণ্ডপ এবং হোম
 সন্ধক্ষে বিশেষ বিধান বলিতেছি। কোটি
 হোমে চতুর্হস্ত চতুরশ মেখলাত্রয়গুক্ত যোনি
 ও বক্রদ্বয়-সমন্বিত কুণ্ড করা কর্তব্য। বুধ
 ব্যক্তি প্রথম মেখলাটি হই অঙ্গুলি উন্নত
 করিবে। দ্বিতীয়টি তিন অঙ্গুলি এবং
 তৃতীয়টি চতুরঙ্গুলি বিস্তার ও উন্নত করিতে
 হয়। প্রথম দুইটির বিস্তার হই অঙ্গুলি
 হওয়াই প্রশস্ত। ছয় বা সপ্ত অঙ্গুলি বিস্তৃত
 এবং বিতাস্তপ্রমাণ যোনি করিতে হয়।
 উহার মধ্যভাগ কূৰ্মপৃষ্ঠবৎ উন্নত এবং পার্শ্বদ্বয়
 এক অঙ্গুলি উন্নত হইবে। উহা গজের ওষ্ঠ

গজোষ্ঠসদৃশী তদ্বদায়তা ছিদ্রসংযুতা ।
 এতৎ সপ্তৈব কুণ্ডেষু যোনিলাক্ষণম্ চ্যতে ॥১২৫
 মেখলোপরি সৰ্বত্র অশ্বখদলসন্নিভম্ ।
 বেদী চ কোটিহোমে স্ফাষিতস্তীনাং চতুষ্টিয়ম্ ॥
 চতুরশ্রা সমস্তাচ্ছ ত্রিভবৈ প্রস্তুতং সংযুতা ।
 বপ্রপ্রমাণঃ পূৰ্বোক্তঃ বেদীনাঞ্চ তথোচ্ছ্রয়ঃ ॥
 তথা সোড়শহস্তঃ স্মাৎ মণ্ডপশ্চ চতুর্গুণঃ ।
 পূৰ্বদ্বারে চ সংস্থাপ্য বহুচঃ বেদপারগম্ ॥১২৭
 যজুর্বেদঃ তথা যাম্যে পশ্চিমে নামবেদিনম্ ।
 অথ রবেদিনং তদ্বদ্বতরে স্থাপয়েদ্বধঃ ॥ ১২৯
 অগ্নৌ তু হোমকাঃ কাষা বেদবেদাঙ্গবেদিনঃ ।
 এবং দ্বাদশ বিপ্রাঃ সূর্য্যবশ্যমালাভুলেপনৈঃ ।
 পূৰ্ববৎ পুজয়েন্তু ক্রমা বস্ত্রভরণভূষণৈঃ ॥ ১৩০
 রাহিস্ক্রক্ক বৌদ্ধক পাবমানং সূমঙ্গলম্ ।
 পূৰ্বতো বহুচঃ শান্তিঃ পঠ্যমাস্তে হৃদয়ধঃ ॥১৩১
 শান্ত্যং শাক্রক্ক সৌম্যক্ক কোন্ধ্যাণ্ড শান্তিমৈব চ
 পাঠ্যেদক্ষিণদ্বারি যজুর্বেদিনম্ ক্রমম্ ॥ ১৩২
 সূপর্ণমগ্ন বৈদ্যাজমাগ্নেয়ং রুদ্রাং হিতাম্ ।

সম, আশ্রিত ও ছিদ্রযুক্ত হওয়া চাই। সকল
 কুণ্ড সন্ধক্ষেই যোনিলাক্ষণ এইরূপ জানিবে।
 মেখলার উপরিভাগে চারবিভক্তি প্রমাণে
 অশ্বখদলান্নত একটী বেদী করিবে। ইহা
 কোটিহোম বিষয়েই জ্ঞাতব্য। বপ্রপ্রমাণ এবং
 বেদীর উন্নত্য সন্ধক্ষে পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি।
 সোড়শহস্ত পরিমাণে মণ্ডপ করিতে হয়।
 উহার চতুর্দিকেই দ্বার থাকিবে। পূৰ্বদ্বারে
 যজুর্বেদপারগ ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ দ্বারে যজুর্বেদী,
 পশ্চিমে নামবেদী এবং উত্তরে অথর্ববেদী
 ব্রাহ্মণকে স্থাপন করবে। বেদ-বেদাঙ্গাভিঃ
 আট জন গোতা 'নামো' করিবে। সমুদয়ে
 দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইবে। ইহাদিগকে
 বস্ত্রমালাদি দ্বারা ভক্তি সহকারে সন্মানিত
 করিবে। পূৰ্বদিকে বহুচ ব্রাহ্মণ উত্তরমুখে
 রাহিস্ক্রক্ক, বৌদ্ধ, পাবমান, সূমঙ্গল, প্রভৃতি
 শান্তিমন্ত্র পাঠ করিবেন। দক্ষিণদ্বারে
 যজুর্বেদী দ্বিজ শান্ত, শাক্র, সৌম্য, কোন্ধ্যা-
 ণাদি শান্তিমন্ত্র পাঠ করিবেন। পশ্চিম

জ্যোষ্ঠসাম তথা শান্তিঃ চন্দ্রোদয়ঃ পশ্চিমে জপেৎ
শান্তিঃ সূক্তঞ্চ সৌরঞ্চ তথা শাকুনকং শুভম্ ।
পৌষ্টিকঞ্চ মহারাজ্যমুত্তরেণাপ্যথর্কবিৎ ॥ ১৩৪
পঞ্চভিঃ সপ্তাভির্বাণি হোমঃ কার্যোহত্র পূর্ববৎ
স্নানে দানে চ মজ্জাঃ স্নাস্তু এব মুনিসত্তম ॥ ১৩৫
বসোর্থারাবিধানঞ্চ লক্ষহোমে বিশিষ্যতে ।
অনেন বিধানা যন্তু কোটিহোমঃ সমাচরেৎ ।
সর্বান কামানবাপ্নোতি ততো বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ
যঃ পঠেচ্ছ্রুয়াদ্যপি গ্রহযজ্ঞত্রয়ং নরঃ ।
সর্বপাপবিশুদ্ধায়া পদমিল্লশ্য গচ্ছতি ॥ ১৩৬
অশ্বমেধসহস্রাণি দশ চাষ্টৌ চ ধর্ম্যবিৎ ।
কৃত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি কোটিহোমাতঃ তদশ্রুতে
ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি ক্রণহত্যার্কুদানি চ ।
কোটিহোমেন নশ্চন্তি যথাবচ্ছিবভাষিতম্ ॥ ১৩৭
বশুকর্মাভিচারাদি তথৈবোচ্চাটনাদিকম্ ।
নবগ্রহমখং কৃত্বা ততঃ কাম্যং সমাচরেৎ ॥ ১৪১

অশ্বথা কলদং পুংসাং ন কাম্যং জায়তে কচিৎ
তস্মাদযুতহোমশ্চ বিধানং পূর্বমাচরেৎ ॥ ১৪১
বৃত্তং নোচ্চাটনে কুণ্ডং তথা চ বশকর্মাণি ।
ত্রিমেখলকৈকবজ্রমরত্রিবিস্তরেণ তু ॥ ১৪২
পলাশসমিধঃ শস্তা মধুগোরোচনাষতাঃ ।
চন্দনাগুরুণা ২২৭ বৃক্ষুমেনাভিষাঞ্চতাঃ ॥ ১৪৩
হোময়েন্মধুর্নর্পিভ্যাং বিদ্বানি কমলানি চ ।
সহস্রাণি দশৈবোক্তং সর্বদৈব স্বয়মুবা ॥ ১৪৪
বশুকর্মাণি বিদ্বানাঃ পদ্মানাকৈকব ধর্ম্যবিৎ ।
সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয় ইতি হোময়েৎ ॥ ১৪৫
ন চাত্র স্থাপনং কার্যং ন চ কুস্তাভিষেচনম্ ।
গ্নানং সর্কৌষধৈঃ কৃত্বা শুক্লপুষ্পাঙ্করো গৃহী ॥
কণ্ঠসূত্রৈঃ স্কনকৈর্বিপ্রান সমতিপূজয়েৎ ।
সূক্ষ্মবস্ত্রাণি দেয়ানি শুক্লা গাবঃ সকাঞ্চনাঃ ॥ ১৪৬
অবশানি বশীকুর্যাৎ সর্ষপশক্রবলাস্তপি ।
অমিত্রাণ্যপি মিত্রাণি হোমোহয়ং পাপনাশনঃ ॥

দিকে সামগ বিপ্র সুপর্ণ, বৈরাজ, আগ্নেয়,
রুদ্রসংহিতা, জ্যোষ্ঠ-সামাদি শান্তি পাঠ করি-
বেন। আর উত্তরদিগবাসিত অথর্কবেদী
ব্রাহ্মণ সৌর শাকুনাди শান্তিসূক্ত এবং মহা-
রাজ্যাদি পৌষ্টিক মন্ত্রনিচয় পাঠ করিতে
থাকিবেন। পূর্বোক্ত নিয়মে পাঁচ বা সাত-
জন ঋত্বিক্ দ্বারা হোম করা কর্তব্য। হে
মুনিসত্তম! স্নানদানাদিতে পূর্বোক্ত মন্ত্র
সমূহই ব্যবহার্য। ১১৬—১৩৫। লক্ষহোমে
বসুধারা বিধানই বিশেষত্ব। আর সমস্তই
পূর্ববৎ। এই বিধান অনুসারে যে মানব
কোটি হোম করে, সে সর্বকামভোগান্তে
বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। এই গ্রহযজ্ঞত্রয়-বিধান
শ্রবণ করিলে নর সর্বপাপহীন হইয়া ইন্দ্রপদ
প্রাপ্ত হয়। এক সহস্র অষ্টাদশটি অশ্বমেধ
যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, কোটি হোম করি-
লেও সেই ফলই পাওয়া যায়। কোটিহোম-
কলে সহস্র ব্রহ্মহত্যা ও অর্কুদ ক্রণহত্যা-
জনিত পাপও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া থাকে।
ইহা শিবের উক্তি। বশীকরণ অভিচারাদি
কাম্যধর্ম্য করিবার পূর্বে নবগ্রহযোগ করা

কর্তব্য। নচেৎ কদাপি কাম্য কর্ম্য ফল-
দায়ক হয় না। অতএব কাম্য কর্ম্মের
প্রথমে অযুত হোমযুক্ত নবগ্রহযোগ করিবে।
এক অরাত্রি বিস্তার-বিশিষ্ট মেখলাত্রয়যুক্ত
একবজ্র বৃত্তাকার কুণ্ড নির্মাণ করিয়া
তাহাতে বশ্যকর্ম্মে হোম করিবে। উচ্চাটন
কর্ম্মেও উক্ত কুণ্ড বিহিত আছে। ইহাতে মধু,
গোরোচনা, চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুমে আঁকিত
পলাশ সমিধ ই প্রস্তুত। স্বয়মু বালিয়াছেন,—
মধু ও যুতযুক্ত বিদ্ব কমল দ্বারা দশ
সংস্র হোম করিবে। ধর্ম্মতত্ত্ব যজ্ঞমান
কাম্যকর্ম্মে বিদ্ব ও পদ্ম দ্বারা “সুমিত্রিয়া ন
অপ ওষধয়ঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবে।
ইহাতে স্থাপন কিম্বা কুস্তাভিষেক করিতে
হয় না। গৃহস্থ ব্যক্তি সর্কৌষধিজলে
স্নান করিয়া শুক্ল পুষ্প-বস্ত্রাদ ধারণান্তে
কনকযুক্ত কণ্ঠসূত্র দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে
পূজিত করিবে। তাঁহাদিগকে সূক্ষ্ম বস্ত্র
এবং কাঞ্চনসম্বিত শ্বেতবর্ণা গাভী দান
করা কর্তব্য। ইহাতে অবশীভূত শক্র-
সৈন্তও বশতাপন্ন হয়। এই পাপনাশক

বিদেষ্ণেহভিচারে চ ত্রিকোণং কুণ্ডমিষ্যতে ।
 দ্বিমৈথলং কোণমুখং হস্তমাত্রঞ্চ সর্বশঃ ॥ ১৪৯
 হোমং কুর্য্যন্ততো বিপ্রা রক্তমালাভুলেপনাঃ
 নিবীতলোহিতোক্ষৌষা লোহিতাশ্বরধারিণঃ ॥ ১৫০
 নববায়সরক্তাঢ্য-পাত্রত্রয়সম্বিতাঃ ।
 সমিধো বামহস্তেন শ্ৰোণাশ্ববলসংযুতাঃ ।
 হোতব্যা মুক্তকেশেষু ধ্যায়াস্তরশিবাং রিপৌ ॥
 হুর্মিত্রিয়াস্তন্ন সন্তু তথা হুংকড়িতীতি চ ।
 শ্ৰোণাভিচারমন্ত্রেণ ক্ষুরং সমভিমন্ত্র্য চ ॥ ১৫২
 প্রতিক্রপং রিপোঃ কৃত্বা ক্ষুরেণ পরিকর্ভয়েৎ ।
 রিপুরুপস্তু শকলান্তধৈবাগ্নৌ বিনিক্ষিপেৎ ॥ ১৫৩
 গ্রহযজ্ঞবিধানান্তে সদৈবাবিচারনু পুনঃ ।
 বিদেষ্ণং তথা কুর্কন্নৈতদেব সমাচরেৎ ॥ ১৫৪
 ইতৈব কলদং পুংসামেতন্নামুত্র শোভনম্ ।
 তন্মাচ্ছান্তিকমেবাত্র কর্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥

হোমের ফলে শক্ররাও মিত্ররূপে পরিণত
 হইয়া থাকে । বিদেষ্ণ কিছা অভিচার
 কার্য্যে ত্রিকোণ কুণ্ড নিৰ্ম্মাণ করা উচিত ।
 উহা মেথলাত্রয়যুক্ত ও একহস্ত পরিমিত
 হইবে ; কোণের দিকে উহার মুখ করিতে
 হয় । দ্বিজগণ রক্তবর্ণ মালা, বসন, অলু-
 লেপন ও উক্ষীষধারী হইয়া উহাতে হোম
 করিবেন । অভিনব কাকরক্তযুক্ত তিনটি
 পাত্র সম্মুখে রাখিবেন । তাঁহার শ্রোণ-
 পক্ষীর অধিধারণ করিয়া মুক্তকেশে বাম-
 হস্ত দ্বারা হোম করিবেন এবং শক্রর অশুভ
 কল্পনা করিতে থাকিবেন । শক্রর একটি
 প্রতিকৃতি নিৰ্ম্মাণ করিয়া “হুর্মিত্রিয়াস্তন্ন সন্তু
 হুংকড়ি” এই মন্ত্রে একখানি ক্ষুর অভি-
 মন্ত্রিত করিয়া তদ্বারা সেই রিপুমূর্ত্তি খণ্ড
 খণ্ড করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে ।
 অভিচার কার্য্যে প্রথমে গ্রহযজ্ঞ করিয়া পরে
 এই কার্য্য করিতে হয় । বিদেষ্ণ করিতে
 হইলেও এই কন্মই করিবে । এ সকল
 কাম্য কার্য্য কেবল ইহলোকেই ফলপ্রদ ;
 পরন্তু পরকালে ইহার ফল ভাল নহে ;
 অতএব উত্তরকালে শুভাভিলাষী মানবের

গ্রহযজ্ঞত্রয়ং কুর্যাদ্যন্বকাম্যেন মানবঃ ।
 স বিষ্ণোঃ পদমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিহলভম্ ॥
 য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং আবয়েদ্বাপি মানবঃ ।
 ন তস্তু গ্রহপীড়া স্তান্ন চ বন্ধুজনক্ষয়ঃ ॥ ১৫৭
 গ্রহযজ্ঞত্রয়ং গোহে লিখিতং যত্র তিষ্ঠতি ।
 ন পীড়া তত্র বালানাং ন রোগো ন চ বন্ধনম্ ॥
 অশেষযজ্ঞকলদং নিঃশেষাঘবিনাশনম্ ।
 কোটিহোমং বিহুঃ প্রাজ্ঞা ভুক্তি-মুক্তিকলপ্রদম্
 অশ্বমেধকলং প্রাহুলক্ষহোমং সুরোত্তমাঃ ।
 দ্বাদশাহমখস্তদ্বনবগ্রহমখঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬০
 ইতি কথিতমিদানৌমুৎসবানন্দহেতোঃ
 সকলকলুষহারী দেবযজ্ঞাভিষেকঃ ।
 পরিপঠতি য ইধং যঃ শৃণোতি প্রসঙ্গা-
 দতিভবতি স শক্রান্যুরারোগ্যযুক্তঃ ॥ ১৬১
 ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে নবগ্রহহোমশাস্তি-
 বিধানং নাম ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

পক্ষে কেবলমাত্র শাস্তি কার্য্য করাই কর্তব্য ।
 যে জন নিদামভাবে এই ত্রিবিধ গ্রহযাগ-
 করে, সে যেখান হইতে পতন অসম্ভব, সেই
 বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয় । যে মানব এই গ্রহযাগ
 বিধান অপর জনকে শ্রবণ করায় বা শ্রবণ
 করে, তাহার কদাপি গ্রহপীড়া কিছা
 বন্ধুজনক্ষয় হয় না । ১৩৬—১৫৭ । যে ভবনে
 এই গ্রহযজ্ঞবিধান লিখিত থাকে, তথায় বালক-
 দিগের পীড়া, রোগ কিছা বন্ধনভয় হয় না ।
 প্রাজ্ঞ জনেরা বলেন যে, কোটিহোম করিলে
 অশেষ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয় ; ইহা সমস্ত
 পাপবিনাশক এবং ভুক্তি-মুক্তি-দায়ক ।
 সুরগণ লক্ষ হোমে অশ্বমেধকল লাভ হয় ;
 একরূপ বলেন ; পরন্তু নবগ্রহযাগও দ্বাদশাহ
 যাগের তুল্য ফলদায়ক । উৎসব ও
 আনন্দোপলক্ষে বিঘ্ননাশার্থ অমুষ্ঠেয় এই
 নবগ্রহযাগ ও অভিষেকবাধি কীৰ্ত্তন
 করিলাম ; ইহা সকল কলুষনাশক । যে
 ব্যক্তি ইহা পাঠ করে । কিছা প্রসঙ্গবশেও
 শ্রবণ করে, সে সতত আয়ুমান, আরোগ্য-

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শিব উবাচ ।

পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভসমদ্র্যতিঃ ।
সপ্তাংসঃ সপ্তরজ্জুশ্চ দ্বিভুজঃ স্তাৎ সদা রবিঃ ॥ ১ ॥
শ্বেতঃ শ্বেতাশ্বরধরঃ শ্বেতাংসঃ শ্বেতবাহনঃ ।
গদাপাণিধিবাহুশ্চ কর্তব্যো বরদঃ শশী ॥ ২ ॥
রক্তমালাশ্বরধরঃ শক্তি-শূল-গদাধরঃ ।
চতুর্ভুজঃ শ্বেতরোমা বরদঃ স্নানরাশ্রুতঃ ॥ ৩ ॥
পীতমালাশ্বরধরঃ কর্ণিকারসমদ্র্যতিঃ ।
খড়্গ-চক্ষ-গদাপাণিঃ সিংহস্থা বরদো বৃধঃ ॥ ৪ ॥
দেব-দৈত্যগুরু তদ্বৎ পীত-শ্বেতো চতুর্ভুজো ।
দণ্ডিনো বরদো কার্যো সাক্ষসূত্র-কমণ্ডলু ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রনীলদ্র্যতিঃ শূলী বরদো গৃধ্রবাহনঃ ।

বান ও শক্তিগণের পরিভবকারী হইয়া থাকে ॥ ১৫৮—১৬১ ॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্নবতিতম অধ্যায় ।

শিব কহিলেন,—রবি—পদ্মাসনোপবিষ্ট, পদ্মধারী, পদ্মগর্ভসম দ্র্যতিসম্পন্ন, দ্বিভুজ এবং সপ্ত রজ্জু দ্বারা যোজিত সপ্তাংস-যুক্ত রথোপরি অবস্থিত । সোম—শ্বেতবর্ণ, শ্বেত বস্ত্রধারী, গদাপাণি, দ্বিভুজ, বরদাতা এবং শ্বেতাংস-যোজিত শ্বেত রথে বিরাজিত । ধরণীনন্দন মঙ্গল—রক্ত মালা ও রক্ত-বস্ত্রধারী, চতুর্ভুজে শক্তি, শূল, গদা ও বর ধারণ করিতেছেন ; ইহার দেহ রক্ত-বর্ণ কিন্তু রোমরাজ শ্বেতবর্ণ । বৃধ—কর্ণিকার কুম্ভবৎ দ্র্যতিশালী ও পীতবর্ণ বস্ত্র মালাহুলেপনধারী ; ইনি চারি হস্তে খড়্গ, চক্ষ, গদা ও বর ধারণ করিতেছেন এবং সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্ট । দেবগুরু বৃহস্পতি—পীতবর্ণ, চতুর্ভুজ । দণ্ড, বর, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুধারী । দৈত্যগুরু শুক্র,—শ্বেতবর্ণ, চারিহস্তে দণ্ড, বর, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ধারণ

বাণবাণাসনধরঃ কর্তব্যোহর্কসুতস্তথা ॥ ৬ ॥
করালবদনঃ খড়্গ-চক্ষ-শূলী বরপ্রদঃ ।
নীলসিংহাসনস্থশ্চ রাহরজ্জ প্রশস্ততে ॥ ৭ ॥
ধূম্রা দ্বিবাহবঃ সর্কে গদিনো বিকৃতাননাঃ ।
গৃধ্রাসনগতা নিত্যং কেতবঃ সূর্য্যকরপ্রদাঃ ॥ ৮ ॥
সর্কে কিরীটিনঃ কাধ্যা গ্রহা লোকহিতাবহাঃ ।
দ্যাক্সলেনোচ্ছিতাঃ সর্কে শতমষ্টোত্তরং সদা ॥ ৯ ॥
ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে গ্রহরূপাধ্যায়ঃ
নাম চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ভগবন্ ভূতভব্যোশ তথাস্তদপি যচ্ছ্রুতম্ ।
ভুক্তি-মুক্তিকলায়ালং তৎ পুনর্ককুমুর্হসি ॥ ১ ॥
এবমুক্তোহত্রবীচ্ছন্তুরয়ং বাহ্যপারগঃ ।
মৎসমস্তপসা ব্রহ্মন্ পুরাণজ্ঞতিবিস্তরৈঃ ॥ ২ ॥
ধর্ম্মোহয়ং বৃষরূপেণ নন্দো নাম গণাধিপঃ ।

করেন । শনি,—ইন্দ্রনীলসমকাস্তি, গৃধ্রোপরি আরুঢ়, চারি হস্তে শূল, বর, ধনু, ও বাণ ধারণ করেন । রাহু,—করালবদন, খড়্গ, চক্ষ, শূল ও বরধারী, নীলসিংহোপরি উপবিষ্ট । কেতুগণ—ধূম্রবর্ণ, দ্বিবাহু, গদাহস্ত, বিকৃতানন ও গৃধ্রারুঢ় । লোকহিতাবহ অষ্টোত্তর শত গ্রহ প্রত্যেকেই দুই অঙ্গুলি উন্নত ও কিরীটধারী হইবে । ১—২ ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪ ।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—হে ভূতভব্যোশ, ভগবন্ ! অস্ত্র যে কোন বিবরণ শ্রবণে ভুক্তি-মুক্তি ফল-লাভের উপায় হইতে পারে, এমন কোন সাধু বিবরণ বর্ণন করুন । নারদ এইরূপ কহিলে ভগবান্ শঙ্কু বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! বৃষরূপী ধর্ম্মই এই নন্দী নামে

ধৰ্ম্মান্ মাহেশ্বরান্ বক্ষ্যাতাতঃপ্রভৃতি নারদ ॥
ইত্যুক্তো দেবদেবেশস্তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ॥
নারদোহপি হি শুশ্রূষুৰপৃচ্ছনন্দিকেশ্বরম্ ॥
আদিষ্টৈশ্চ শিবেনেহ বদ মাহেশ্বরং ত্রতম ॥ ৪
নন্দিকেশ্বর উবাচ ॥

শৃণ্বাবহিতো ব্রহ্মণ বক্ষ্যে মাহেশ্বরং ব্রতম্ ॥
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা নাম্মা শিবচতুর্দশী ॥ ৫
মার্গশীর্ষজ্যোদষ্ঠাঃ সিতায়ামেকভোজনঃ ॥
প্রার্থয়েদেবদেবেশ স্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৬
চতুর্দশাঃ নিরাহারঃ সমাগভার্চ্য শঙ্করম্ ॥
সুবর্ণরূষভং দত্ত্বা ভোক্ষ্যামি চ পরেহহনি ॥ ৭
এবং নিয়মকুং সুপ্তা প্রাতঃকথায় মানবঃ ॥
কৃতপ্রানজপঃ পশ্চাত্ময়া সহ শঙ্করম্ ॥
পূজয়েৎ কমলৈঃ শুভ্রৈর্গন্ধমাল্যান্নুলেপনৈঃ ॥

গণাধিপ হইয়াছেন। ইনি ঋতিপুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে পারদশা; ও মৎস্যম তপঃসম্পন্ন। হে নারদ! অতঃপর ইনিই মাহেশ্বর ধর্ম্মসমূহ বর্ণন করিবে। দেবদেবেশ মহেশ এই বলিয়া তথা হইতে অন্তহিত হইলেন। পরে নারদও ধর্ম্মকথা-শ্রবণাভিলাষে নন্দিকেশ্বরকে কহিলেন,—আপনি শিব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন, অতএব মাহেশ্বরব্রত-বিবরণ কীর্তন করুন। নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—হে ব্রহ্মণ! অবধান সহকারে শ্রবণ করুন; আমি মহেশ্বর-ব্রত বলিতেছি। শিবচতুর্দশী ব্রত তিন লোকে বিখ্যাত। অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষীয় জ্যোদশীতে একাধারপূর্বক শিবসন্নিধানে প্রার্থনা করিবে যে, হে দেবেশ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমি চতুর্দশীতে উপবাসী থাকিয়া যথাবিধি শঙ্করের অর্চনা করিয়া সুবর্ণরূষভ দানান্তে পরদিন ভোজন করিব। মানব এই নিয়মাবলম্বনে সে রাজিতে শয়ন করিবে। পরদিন প্রত্যঃকালে উখানপূর্বক প্রাতঃকৃত্য জ্ঞান-জপাদি সমাপন করিয়া পরে উমা সহ শঙ্করকে শুভ্র-গন্ধমাল্য, অন্নুলেপন ও পদ্ম পুষ্প দ্বারা

পাদৌ নমঃ শিবায়েতি শিরঃ সর্ক্সাঙ্গনে নমঃ ॥
ত্রিনেত্রায়ৈতি নেত্রাণি ললাটং হরয়ে নমঃ ॥ ৯
মুখমিন্দুমুখায়ৈতি ত্রীকর্থায়েতি কঙ্করাম্ ॥
সজোজাতায় কর্ণৌ তু বামদেবায় বৈ ভূজৌ ॥
অঘোরহৃদয়ায়েতি হৃদয়কাতিপূজয়েৎ ॥
স্তনৌ তৎপুরুষায়ৈতি তথেশানায় চোদরম্ ॥
পার্শ্বৌ চানন্তধর্ম্মায় জ্ঞানভূতায় বৈ কটিম্ ॥
উরু চানন্তবৈরাগ্য-সিংহায়েত্যভিপূজয়েৎ ॥ .
অনন্তৈশ্বৰ্য্যনাথায় জাহ্নুনী চার্চ্চয়েদধুধঃ ॥
প্রধানায় নমো জজ্জ্যে গুল্ফৌ ব্যোমাস্থনে নমঃ
ব্যোমকেশাঙ্করপায় কেশান্ পৃষ্ঠঞ্চ পূজয়েৎ ॥
নমঃ পুষ্ট্যৈ নমঃস্ত্যৈ পার্শ্বভৌকাপি পূজয়েৎ ॥
ততস্ত রূষভং হৈমবুদ্ধকুন্তসমম্বিতম্
শুক্লমাল্যাদ্বরধরং পঞ্চরত্নসমম্বিতম্
ভৈক্ষ্যর্নানাবিধৈর্যুক্তং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥
ততো বিপ্রান্ সমাহুয় তর্পয়েত্তজ্জিতঃ শুভান্ ॥

পূজা করিবে। যথা—“শিবায়ে নমঃ” বলিয়া পাদদ্বয়, “সর্ক্সাঙ্গনে নমঃ” মস্তক “ত্রিনেত্রায় নমঃ” নেত্রদ্বয়, “হরয়ে নমঃ” ললাট, “ইন্দু-মুখায় নমঃ” মুখ, “ত্রীকর্থায়ে নমঃ” কঙ্করা, “সজোজাতায় নমঃ” কর্ণদ্বয়, “বামদেবায় নমঃ” ভূজদ্বয়, “অঘোরহৃদয়ায়ে নমঃ” হৃদয়, তৎ-পুরুষায় নমঃ” স্তনদ্বয়, ঈশানায় নমঃ” উদর, “অনন্তধর্ম্মায় নমঃ” পার্শ্বদ্বয়, “জ্ঞানভূতায় নমঃ” কটি, “অনন্তবৈরাগ্যসিংহায় নমঃ” উরুদ্বয়, “অনন্তৈশ্বৰ্য্যনাথায়” নমঃ জাহ্নুদ্বয়, “প্রধানায় নমঃ” জজ্জ্যদ্বয়, “ব্যোমাস্থনে নমঃ” গুল্ফদ্বয়, এবং “ব্যোমকেশাঙ্করপায় নমঃ” বলিয়া কেশচয় ও পৃষ্ঠভাগের অর্চনা করিবে। “পুষ্ট্যৈ নমঃ” “স্ত্যৈ নমঃ” বলিয়া পার্শ্বভৌরও পূজা করিবে। ১—১৪। পরে ব্রাহ্মণকে একটা স্বর্ণরূষভ দান করিবে। উহা পঞ্চরত্ন-যুক্ত, জলকুন্তাধিত ও শুক্লমাল্যাদ্বয়ে আচ্ছাদিত করিয়া নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য সহ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। পরে সাধু বিপ্র-গণকে আহ্বানান্তে ভক্তি সহকারে তর্পিত

পুষদাজ্যঞ্চ সস্ত্রাণ্ড স্বপেত্ৰুমাবুদম্মুখঃ ॥ ১৬
পঞ্চদশাং ততঃ পূজ্য বিপ্রান্ ভূক্ষীত বাগ্‌যতঃ
ততঃ কৃষ্ণচতুর্দশীমেতৎ সন্ধঃ সমাচরেৎ ॥ ১৭
চতুর্দশীম্ সন্ধাশু কুধ্যাৎ পুষ্যবদর্চনম্ ।
যে তু মাসে বিশেষাঃ স্যুস্তান্ নিবোধ
ক্রমাদহ ॥ ১৮

মার্গশীর্ষাদিমাসেষু ক্রমাদেতদ্বদারয়েৎ
শঙ্করায় নমস্তেহস্তু নমস্তে করবীরক ॥ ১৯
ত্র্যম্বকায় নমস্তেহস্তু মহেশ্বরমতঃ পরম্ ।
নমস্তেহস্তু মহাদেব স্থানবে চ ততঃ পরম্ ॥ ২০
নমঃ পশুপতে নাথ নমস্তে শম্ভবে পুনঃ ।
নমস্তে পরমানন্দ নমঃ সোমার্দ্ধধারিণে ॥ ২১
নমো ভোমায় ইত্যেবং স্বামহং শরণং গতঃ ।
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষৌরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্
পঞ্চগব্যং ততো বিলং কর্পূরঞ্চাশুরং যবাঃ ।
তিলাঃ কৃষ্ণাশ্চ বিধিবৎ প্রাশনং ক্রমশঃ স্মৃতম্
প্রতিমাসং চতুর্দশীমেকৈকং প্রাশনং স্মৃতম্ ॥
'মন্দার-মালতীভিঃ' তথা ধূতুরকৈরপি ।

করিবে। পরে দধিযুক্ত স্নাত পানপূর্বক
উত্তরমুখে ভূতলে শয়ন করিবে। অনন্তর
পঞ্চদশীতে বিপ্রগণের অর্চনাস্তে বাক্য-
সংযমপূর্বক ভোজন করিবে। কৃষ্ণচতু-
র্দশীতেও এই নিয়মেই সমস্ত কার্য্য করিবে।
সকল চতুর্দশীতেই পুষ্কোক্ত নিয়মে কার্য্য
করিতে হয়। তন্মধ্যে যাহা বিশেষ আছে,
তাহা ক্রমে উল্লেখ করিতেছি, অবধান কর।
মার্গশীর্ষাদি মাসে যথাক্রমে শঙ্কর, করবীরক,
ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, মহাদেব, স্থানু, পশুপতি, শম্ভু,
পরমানন্দ, সোমার্দ্ধধারী, এবং ভৌম,—ইহা-
দিগকে নমোল্লেখ সহকারে “আমি তোমার
শরণাপন্ন হইলাম; তোমাকে নমস্কার।”
এই কথা বলিবে। পরে গোমূত্র, গোময়,
গোক্ষৌর, গোদধি, গোস্বত এই পঞ্চ গব্য,
কুশোদক, বিল, কর্পূর, অশুর, যব, তিল এবং
পিপ্পলী যথাক্রমে এই সকল দ্রব্যের এক
একটি প্রতিমাসে চতুর্দশীতে প্রাশন করিয়া
খাকিবে। মন্দার, মালতী, ধূতুর, সিদ্ধুবার

সিদ্ধুবারেরশোভকৈশ্চ মল্লিকাভিঃ পাটলৈঃ ॥
অর্কপুষ্পৈঃ কদম্বৈশ্চ শতপত্রাণ্য তথোৎপলৈঃ ।
একৈকেন চতুর্দশীমর্চয়েৎপাক্ষতীপতিম্ ॥
পুনশ্চ কার্ত্তিকে মাসে প্রাপ্তে সত্বর্পয়েদ্ভিজ্জান্
অগ্নৈর্নানাবিধৈর্ভক্ষ্যবস্ত্র-মাল্য-বিভূষণৈঃ ॥ ২৬
কুন্দা নীলবোৎসর্গঃ ঋতুজ্ঞবিধিনা নরঃ ।
উমামহেশ্বরং হৈমং বুধতঞ্চ গবা সহ ॥ ২৭
মুক্তাফলাষ্টকযুতাং সিতনেত্রপটারুতাম্ ।
সর্কোপস্করসংযুক্তাং শয্যাং দজ্যাং সঙ্কুস্তকাম্
তাম্রপাত্রোপরি পুনঃ শালিতণ্ডুলসংযুতাম্ ।
স্থাপ্য বিপ্রায় শাস্ত্রায় বেদব্রতপন্নায় চ ॥ ২৯
জ্যেষ্ঠসামবিদে দেয়ং ন বকত্রতিনে কচিৎ ।
গুণজ্ঞে শ্রোত্রিয়ে দজাদাচার্য্যে তব্ধবেদিনি ॥
অব্যঙ্গাজায় সৌম্যায় সদা কল্যাণকারিণে ।
সপত্নীকায় সম্পূজ্য বস্ত্র-মাল্য-বিভূষণৈঃ ॥ ৩১
গুরৌ সতি গুরোর্দেয়ং তদভাবে দ্বিজাতয়ে ।

অশোক, মাল্লকা, পাটল, অর্কপুষ্প, কদম্ব,
দুন্দু, উৎপল,—এ সকলের এক একটি দ্বারা
এক এক চতুর্দশীতে পাক্ষতীপতিকে পূজা
করিবে। ১৫—২৫। পুনরায় কার্ত্তিক মাস উপ-
স্থিত হইলে নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য-বস্ত্র-
মাল্য-ভূষণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তোষিত
করিবে। পরে নর ঋতুজ্ঞ বিধান অনু-
সারে একটি নীলবুট উৎসর্গ করিবে। আর
কাঞ্চনরচিত উমামহেশ্বরমূর্ত্তি ও একটি বুধত,
আটটি মুক্তাফলযুক্ত করিয়া দান করিতে
হয়। যেতাস্তরগণশোভিত সর্কোপকরণযুক্ত
পূর্ণকুস্ত সহ একখানি শয্যাও দান করিবে।
অতঃপর তাম্রপাত্রোপরি শালি তণ্ডুল স্থাপন-
পূর্বক শাস্ত্রোক্ত জ্যেষ্ঠসামগ বিপ্রকে
উক্ত উমা-মহেশ্বর প্রতিমা দান করিবে;
কিন্তু বকত্রতী ব্যক্তিকে দিতে নাই।
গুণজ্ঞ, শ্রোত্রিয়, তব্ধবেত্তা আচার্য্যকেই ইহা
দান করা কর্তব্য। অবিকৃতাজ, সৌম্যমূর্ত্তি,
সদাচারী, সপত্নীক দ্বিজকেই বস্ত্র-মাল্যাভরণে
ভূষিত করিয়া দান করা যুক্তিযুক্ত। গুরু
উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকেই দান করা
উচিত; পরন্তু তদভাবে অপর দ্বিজাতিকেই

দ বিস্তশাঠ্যঃ কুর্ক্বীত কুর্ক্বনু দোষাৎ পতত্যধঃ

অনেন বিধিনা যন্ত কুৰ্ঘ্যাচ্ছিবচতুর্দশীম্ ।

সোহব্রমেধসহস্রস্ত ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥

ব্রহ্মহত্যাাদিকং কিঞ্চিদ্যদজ্ঞামুত্র বা কৃতম্ ।

পিতৃভিত্ত্বাভিত্ত্বাভির্বাণি তৎ সৰ্ব্বং নাশমাণুয়াৎ ॥

দীর্ঘায়ুরারোগ্যকুলান্নবুদ্ধি-

রজ্ঞাক্ষয়া-মূত্র চতুর্ভুজতম্ ।

গণাধিপত্যং দিবি কল্পকোটি-

শতান্ন্যামিত্য পদমেতি শব্দোঃ ॥ ৩৫

ন বৃহস্পতিরপ্যনন্তমস্তাঃ

ফলমিস্তো ন পিতামহোহপি বক্তুম্ ।

ন চ সিদ্ধগণোহপ্যলং ন চাহং

যদি জিহ্বায়ুক্তকোটয়োহপি বক্ত্রে ॥ ৩৬

ভবত্যমরবল্লভঃ পঠতি যঃ স্মরেদ্বা সদা

শৃণোত্যপি বিমৎসরঃ সকলপাপনির্মোচনম্ ।

ইমাং শিবচতুর্দশীমমরকামিনীকোটয়ঃ

শ্রবন্তি তমনিন্দিতং কিমু সমাচরেদ্যঃ সদা ॥

যা বাধ নারী কুরুতেহতিভক্ত্যা

ভর্তারমাপৃচ্ছ্য সূতান্ গুরুন বা ।

সাপি প্রসাদাৎ পরমেধরস্ত

পরং পদং যাতি পিনাকপাণেঃ ॥ ৩৮

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে শিবচতুর্দশীব্রতঃ

নাম পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

যশ্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

ফলত্যাগস্ত মহাত্ম্যং যত্নবেৎ শৃণু নারদ ।

যদক্ষয়ং পরং লোকে সৰ্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১

মার্গলীর্ধে শুভে মাসি তৃতীয়ায়াঃ মূনে ব্রতম্

দ্বাদশ্যামথবাষ্টম্যাং চতুর্দশ্যামথাপি বা ।

আরভেচ্ছুরুপক্ষস্ত কৃতা ব্রাহ্মণবাচনম্ ॥ ২

অন্তেষাপি হি মাসেষু পুণ্যেষু মুনিসত্তম ।

জনেরও শ্লাঘনীয় হয়; সুরকামিনীগণ এই শিবচতুর্দশীকে সতত প্রশংসা করিয়া থাকেন, পরন্তু যে ব্যক্তি ইহার অনুষ্ঠান করে, সেই অনিন্দিত মহাজনের কথা আর কি বলিব? যদি কোন রমণী অতি ভক্তিমতী হইয়া ভর্তা, পুত্র ও গুরুজনাতির অনুমতি গ্রহণপূর্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সেও পরমেধরের প্রসাদে পিনাকপাণির পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৩৫—৩৮ ।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ ।

যশ্নবতিতম অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—নারদ! ফল ত্যাগের মহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর । উহা পরলোকে অক্ষয় ফলদায়ক ও সৰ্বকামসম্পাদক । হে মুনিবর! মার্গলীর্ধ-মাসে শুক্লপক্ষে তৃতীয়া, দ্বাদশী, অষ্টমী কিংবা চতুর্দশীতে ব্রাহ্মণামন্ত্রপূর্বক এই ব্রত আরম্ভ করিতে হয় । হে মুনিসত্তম! অস্তান্ত

দিবে । এ সকল বিষয়ে বিস্তশাঠ্য করিতে নাই, রূপগতা করিলে অধঃপাতে যাইতে হয় । যে মানব এই বিধান অনুসারে শিব-চতুর্দশী ব্রতানুষ্ঠান করে, সে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় । কি ইহ কালে, কি পরকালে স্বয়ং পিতা বা ভ্রাতারাও যদি ব্রহ্মহত্যাাদি পাপ করিয়া থাকে, সে সমস্ত ও ক্ষণমাত্রে নাশ প্রাপ্ত হয় । ২৬—৩৪ । সেই মানব ইহ কালে দীর্ঘ আয়ু, ও আরোগ্য লাভ করে; তাহার কুল বৃদ্ধি পায়, এবং অন্ন অক্ষয় হয়, পরকালে সে সুরলোকে শত-কোটি; কল্পকাল গণাধিপত্য লাভান্তে শত্ৰুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই শিবচতুর্দশী ব্রতের অনন্ত ফলের বিষয় সম্যক কীৰ্ত্তন করিতে বৃহস্পতি, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, কিংবা সিদ্ধগণ কিংবা আমি—আমরা আমা-দিগের মুখে অদ্যুত কোটি জিহ্বা হইলেও কীৰ্ত্তন করিতে সক্ষম হই না । যে জন বিমৎসরচিত্তে এই সকল পাপমোচন বিবরণ পাঠ, কিংবা সতত স্মরণ করে, সে অমর-

সদক্ষিণং পায়সেন ভোজয়েচ্ছিত্তিতে দ্বিজান্
অষ্টাদশানাং ধাত্তানাং মবদ্যাং ফলমূলকৈঃ ।
বর্জয়েদমেকমন্ত ঋতে ঔষধধারণম্ ।
সবুধঃ কাঞ্চনং রুদ্রং ধর্ম্মরাজঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৪
কুশ্মাণ্ডং মাতুলুঙ্গঞ্চ বার্তাকু পনসং তথা ।
আম্রাত্মকপিথানি কলিঙ্গমথ বালুকম্ ॥ ৫
শ্রীফলাশ্বখবদরং জম্বীরং কদলীফলম্ ।
কাশ্মরং দাড়িমং শক্ত্যা কালধৌতানি ষোড়শ ॥
মূলকামলকং জম্বু তিস্তিড়ী করমর্দকম্ ।
কঙ্কোলৈলাকতুণ্ডীর-করীরকুটজং শমী ॥ ৭
ঔজ্জ্বরং নারিকেলং জাম্বাথ বৃহতীদ্বয়ম্ ।
রৌপ্যাণি কারয়েচ্ছিত্ত্য ফলানীমানি ষোড়শ
তাম্রাঃ তালফলং কুশাদগস্তিফলমেব চ ।
পিণ্ডারকাশ্মাফলং তথা শূরনকন্দকম্ ॥ ৯
রক্তালুককন্দকঞ্চ কনকাস্বঞ্চ চির্ভিটম্ ।
চিত্রাবলীফলং তদ্বৎ কুটশালিকজং ফলম্ ॥ ১০
আম্র-নিম্বাব-মধুক-বট-মুদগ-পটোলকম্ ।
তাম্রাণি ষোড়শৈতানি কারয়েচ্ছিত্তিতো নরঃ ॥

পুণ্যমাসেও ইহা করা যাইতে পারে ।
শক্ত্যুপাসারে দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া
দক্ষিণা দান করিবে । এক বৎসর যাবৎ
অষ্টাদশবিধ উৎকৃষ্ট ধাত্ত এবং ফল-মূল
বর্জন করিবে ; পরন্তু ঔষধার্থে ঐ সকল দ্রব্য
ব্যবহার করিতে পারে । কাঞ্চনকৃত বুধ সহ
রুদ্রমূর্ত্তি ও ধর্ম্মরাজপ্রীতমা নিৰ্ম্মাণ করিবে ।
কুশ্মাণ্ড, মাতুলুঙ্গ, বার্তাকু, পনস, আম্র,
আম্রাতক, কপিথ, কলিঙ্গ, বাহুক, শ্রীফল,
অশ্বখ, বদর, জম্বীর, কদলী, কাশ্মর,
দাড়িম,—স্বর্ণ দ্বারা এই ষোড়শ ফল নিৰ্ম্মাণ
করাইবে । মূলক, আমলক, জম্বু,
করমর্দক, কঙ্কোল, এলা, তুণ্ডীর, করীর,
কুটজ, শমী, উজ্জ্বর, নারিকেল, জাম্বা,
দ্বিবিধ বৃহতী,—এই ষোড়শটি ফল যথাশক্তি
রৌপ্য দ্বারা প্রস্তুত করাষ্টবে । তাল,
অগস্তিফল, পিণ্ডারক, অশ্মাফল, শূরন-
কন্দ, রক্তালু, কনক, চির্ভিট, চিত্রাবলী
ফল, কুটশালিকল, আম্র, নিম্বাব, মধুক,

উদকুস্তদ্বয়ং কুশাদ্ধাত্তোপরি সবন্থকম্ ।
ততঃ কারয়েচ্ছিত্ত্য যথোপরি সুবাসসী ॥ ১২
ভক্ষ্যপাত্রত্রয়োপেতঃ যমরুজবুধাধিতম্ ।
ধেয়া সঠৈব শাস্তায় বিপ্রায়াথ কুটুস্থিনে ।
সপত্নীকায় সম্পূজ্য পুণ্যেহহি বিনিবেদয়েৎ ॥
যথা ফলেষু সর্ব্বেষু বসন্ত্যমরকোটয়ঃ ।
তথা সর্ব্বফলত্যাগব্রতান্ত্যক্তিঃ শিবেহন্ত মে ॥
যথা শিবশ্চ ধর্ম্মশ্চ সদানন্তফলপ্রদৌ ।
তদুৎকৃষ্টফলদানেন তৌ স্মৃতাঃ মে বরপ্রদৌ ॥
যথা ফলাস্তনস্তানি শিবভক্তেষু সর্ব্বদা ।
তথানন্তফলাবার্ণপ্তরস্ত জন্মানি জন্মান ॥ ১৬
যথা ভেদং ন পশ্যামি শিবাবিকর্কপদ্যজান্ ।
তথা যমাস্ত বিপ্রায়া শঙ্করঃ শঙ্করঃ সদা ॥ ১৭
ইতি দ্বা চ তৎ সর্ব্বমলঙ্কৃত্য চ ভূষণৈঃ ।

বট, মুদগ, পটোল,—এই ষোড়শটি ফল
যথাশক্তি তাম্র দ্বারা নিৰ্ম্মাণ করাষ্টবে ।
১—১১ । ধাত্ত বিছাইয়া তদুপরি সবন্থ
জলকুস্তদ্বয় স্থাপন করিয়া তাহাতে দুইখানি
উত্তম বস্ত্র দিবে । পরে পুণ্য দিনে শান্ত,
বহু পরিজনশালী, সপত্নীক ব্রাহ্মণকে যথা-
যোগ্য অর্চনাস্তে একটী ধেনু সহ পূর্ব্বোক্ত
বুধ, ধর্ম্ম ও রুদ্রমূর্ত্তি দান করিবে । সকল
ফলেই অমরগণ বাস করিয়া থাকেন, অভ-
এব মৎকৃত এই সর্ব্বফলত্যাগব্রতের
ফলে শিবের প্রতি আমার ভক্তি হউক ।
শিব ও ধর্ম্ম—ইহারা সতত অনন্ত ফল দান
করিয়া থাকেন ; আমি তাঁহাদের সহিত এই
ফল দান করিতেছি ; এজন্ত তাঁহারা
আমার প্রতি বরপ্রদ হউন । শিবভক্ত
জনে যেমন অনন্ত ফল নিয়ত বিদ্যমান থাকে,
আমারও জন্মে জন্মে সেইরূপ অনন্ত ফল
প্রাপ্তি হউক । আমি শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য ও
ব্রহ্মা—ইহাদিগের পরস্পর ভেদ দর্শন
করি না ; ইহার ফলে বিপ্রায়া শঙ্কর আমার
মঙ্গলকর হউন । এই প্রার্থনাস্তে সেই
সমস্ত দান করিয়া ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত

শক্তিশ্চেচ্ছয়নং দদাৎ সর্ষোপস্করসংযুতম্ ॥১৮॥
 অশক্তস্ত কলাস্তেব যথোক্তানি বিধানতঃ ।
 তথোদকুস্তসংযুক্তৌ শিবধর্ম্মৌ চ কাঞ্চনৌ ॥১৯॥
 বিপ্রায় দদ্বা ভুঞ্জীত বাগ্‌যতস্তৈলবর্জিতম্ ।
 অস্তান্তপি যথাশক্ত্যা ভোজয়েচ্ছক্তিতো
 দ্বিজান্ ॥ ২০

এতদ্ভাগবতানান্ত সৌরবৈষ্ণব-যোগিনাম্ ।
 শুভং সর্ষফলভাগব্রতং বেদবিদো বিদুঃ ॥২১॥
 নারীভিশ্চ যথাশক্ত্যা কর্তব্যং দ্বিজপুঙ্গব ।
 এতন্মাত্রাপরং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ ।
 ব্রতমস্তি মুনিশ্রেষ্ঠ যদনন্তফলপ্রদম্ ॥ ২২
 সৌবর্ণ-রৌপ্য-ভাস্মৈশ্চ যাবন্তঃ পরমাণবঃ ।
 তবস্তি চূর্ণ্যমানেষু ফলেষু মুনিসত্তম ।
 তাবদ্যুগসহস্রাণি রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ২৩
 এতৎ সমস্তকলুষাপহরং জনান-
 মাজীবনার মনুজেষু চ সর্ষদা স্তাৎ ।
 জন্মান্তরেষপি ন পুত্রবিয়োগদুঃখ-
 মাপ্নোতি ধাম চ পুরন্দরলোকজুষ্টম্ ॥ ২৪

করিতে হয়। শক্তি থাকিলে সর্ষোপচার
 সহিত শয্যা দান করা উচিত। অশক্ত
 পক্ষে যথোক্ত ফল সকলই যথাবিধি দান
 করিবে। আর জলকুস্ত সহ কাঞ্চনকুস্ত
 শিব ও ধর্ম্মের মূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে দানান্তে
 বাক্যসংযম সহকারে তৈলবর্জিত ভোজন
 করিবে। শক্তানুসারে অপর দ্বিজগণকেও
 ভোজন করাইবে ॥২২—২০। সৌর, বৈষ্ণব,
 যোগী, ভাগবত,—সকলের পক্ষেই সর্ষ
 কল ভগবদর্পণপূরক শুভ কর্ম্মাচরণ করা
 কর্তব্য। হে দ্বিজপুঙ্গব! নারীগণও যথাশক্তি
 ইহার অনুষ্ঠান করিবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কি
 ইহলোকে, কি পরলোকে ইহাপেক্ষা অনন্ত
 ফলদায়ক ব্রত আর নাই। জগতীতলে যত
 পুবর্ণ, রজত ও তাম্র আছে, তৎসমস্ত চূর্ণ
 করিলে যত পরমাণু হয়, এই কর্ম্মের ফলে
 মানব তত সহস্র যুগ যাবৎ রুদ্রলোকে সম্মানিত
 হইয়া বাস করিয়া থাকে। এই বিধান, সকল-
 কলুষবিনাশক ও নরগণের সুখে জীবনধার

যো বা শৃণোতি পুরুষোহল্পধনঃ পঠেদ্বা
 দেবালয়েষু ভবনেষু চ ধার্ম্মিকানাং ।
 পাটৈর্বিযুক্তবপুরত্র পুরং পুরারে-
 রানন্দকৃৎ পদমুপোত মুনীন্দ্ৰ সোহপি ॥২৫
 ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে সর্ষফলভাগ-
 মাহাত্ম্যং নাম ষষ্ণবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২৬

সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

যদারোগ্যকরং পুংসাং যদনন্তফলপ্রদম্ ।
 যচ্ছান্তয়ে চ মর্ত্ত্যানাং বদ নন্দীশ তদব্রতম্ ॥১
 নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

যৎ তদ্বিশ্বাত্মনো ধাম পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
 সূর্য্যায়চন্দ্ররূপেণ তৎ ত্রিধা জগতি স্থিতম্ ॥ ২
 তদারাধ্যা পুমান্ বিপ্র প্রাপ্নোতি কুশলং সদা

ণের ৫ কটি উৎকৃষ্ট উপায়; ইহার মহিমায়
 মানবের পুত্রবিয়োগাদি দুঃখ জন্মে না, সে
 অস্ত্রে পুরন্দরমন্দিরে বাস করিতে পারে।
 যে দরিদ্র মানব দেবালয়ে, কিছা ধার্ম্মিক
 জনের ভবনে এই বিধান পাঠ বা শ্রবণ
 করে, হে মুনীন্দ্র! সেও সর্ষপাপরহিত দেহে
 পুরহরের আনন্দকর পদ প্রাপ্ত হয় ॥২১—২৫।

ষষ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তনবতিতম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—হে নন্দিকেশ্বর! যাহা
 নরগণের অনন্তফলদায়ক এবং যাহা শাস্তি-
 সম্পাদক, এক্ষণে আপনি তেমন একটা ব্রত
 বলুন। নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—যাহা বিশ্বাত্মার
 সমষ্টিভূত সনাতন পরব্রহ্ম বলিয়া নিরূপিত,
 তাহাই জগতে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নিরূপে অব-
 স্থিত রহিয়াছেন। হে বিপ্র! ইহার আরা-
 ধনায় জনগণ সতত কুশল লাভে সমর্থ হয়।

তস্মাদাদিত্যবारेण सदा नञ्जाशनो भवेत् ॥ ३
 यदा हस्तेन संयुक्तमादित्याश्च च वासरम् ।
 तदा शनिदिने कुर्यादेकभक्तं विमंसरः ॥ ४
 नञ्जमादित्यवारेण भोज्यायहा द्विजोत्तमान् ।
 पत्रैर्द्वादशसंयुक्तं रक्तचन्दनपङ्कजम् ॥ ५
 बिलिष्य विष्णुसे ९ सूर्या नमस्कारेण पूर्वतः ।
 दिवाकरं तथाग्रेये विवस्वन्मृतः परम् ॥ ६
 भगवन् नैऋते देवं वरुणं पश्चिमे दले ।
 महेश्वरनिने तद्वदादित्यां तथोत्तरे ॥ ७
 शान्तमौशनभागे तु नमस्कारेण विष्णुसे ९ ।
 कर्णिकापूर्वपत्रे तु सूर्याश्च तुरगान् नृसे ॥ ८
 दक्षिणेर्ध्यामनामानं मार्तण्डं पश्चिमे दले ।
 उत्तरे तु रविं देवं कर्णिकायां भास्करम् ॥ ९
 रक्तपुष्पोदकेनार्घ्यां सतिलारुणचन्दनम् ।
 तस्मिन् पद्मे ततो दद्यादमं मञ्जुमুदीरये ॥ १०
 कालात्रा सर्वभूतात्रा वेदात्रा विश्वतोमुखः ।

যস্মাদগ্নীশ্বরপঙ্কজমতঃ পার্হি দিবাকর ॥ ১১
 অগ্নিমৌলে নমস্তভ্যমিষেত্বোর্জে চ ভাস্কর ।
 অগ্ন আয়াহ বরদ নমস্তে জ্যোতিষাং পতে ॥ ১২
 অর্ঘ্যাং দত্তা বিস্বজ্যাথ নিশি তৈলবিবর্জিতম্ ।
 ভূজীত বৎসরাস্তে তু কাঞ্চনং কমলোত্তমম্ ।
 পুরুষঞ্চ যথাশক্তি। কারয়োদ্ধভূজঃ তথা ॥ ১৩
 সুবর্ণশৃঙ্গীঃ কপিলাং মহার্ঘাঃ
 রৌপ্যৈঃ খুরৈঃ কাংস্তদোহাং সবৎসাম্ ।
 পূর্ণে শুভ্রোপাশ্রিত্যপাত্রে
 নিধায় পদ্মং পুরুষঞ্চ দত্তাৎ ॥ ১৪
 সম্পূজ্য রক্তাঙ্গর-মাল্য-ধূপৈ-
 দ্বিজঞ্চ রক্তৈরথ হেমশৃঙ্গঃ ।
 সঙ্কল্লগ্নিত্বা পুরুষং পদদ্ব্যং
 দদ্যাৎ দেনেকত্রতদানকায় ।
 অব্যঙ্গরূপায় জিতেন্দ্রিয়ায়
 কুটুহিনে দেয়মন্নকৃত্যয় ॥ ১৫

অতএব সকল কালেই রবিবারে নক্তভোজী হইবে। রবিবাসরে হস্তানক্ষত্রের যোগ হইলে তৎপূর্ব শনিবারে বিমৎসর চিত্তে এক বার মাত্র ভোজন করিবে। পরদিন রবি বার রাত্রিকালে উত্তম দ্বিজগণকে ভোজন করাইতে হয়। রক্তচন্দন দ্বারা একটী দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া উহার পূর্বদিকে সূর্য্যদেবকে নমস্কারপূর্বক বিস্তাশ করিবে। অগ্নিকোণে দিবাকর, দক্ষিণে বিবস্বান, নৈঋতে ভগদেব, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে মহেশ্ব, উত্তরে আদিত্য। এবং ঈশান কোণে শান্ত দেবকে বিস্তাশ করিবে। পূর্বোন্নিখিত পদ্মের অষ্ট পত্রে যথাক্রমে নমস্কারপূর্বক ইহাদিগকে বিস্তাশ করিতে হয়। কর্ণিকার পূর্বপত্রে সূর্য্যের অংগণকে স্থাপন করিবে। দক্ষিণ পত্রে অর্ঘ্যমাকে, পশ্চিম পত্রে মার্ত্তণ্ডকে, উত্তরে রবিদেবকে এবং কর্ণিকা-মধ্যে ভাস্করকে বিস্তাশ করিবে। ১—৯। তার পর তিল, রক্তচন্দন, রক্তবর্ণ পুষ্প ও জলাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া এই মন্ত্র পাঠ-পূর্বক সেই পদ্ম প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

“হে দিবাকর ! তুমি কালাত্রা, সর্বভূতাত্রা, বেদাত্রা ও বিশ্বতোমুখ, তুমিহ অগ্নীশ্বরপী ; অতএব আমাকে পরিভ্রাণ কর। হে ভাস্কর ! তুমি “অগ্নিমৌলে” ইত্যাদি মন্ত্র-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি “ইষে-ত্বোর্জে” ইত্যাদি মন্ত্রস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে জ্যোতিঃপতি, বরদ ! তুমি “অগ্ন আয়াহ” ইত্যাদি মন্ত্ররূপী, তোমাকে নমস্কার। এই মন্ত্র পাঠপূর্বক অর্ঘ্য দানান্তে বিসর্জন কারবে। রাত্রিকালে তৈলবিজ্জিত ভোজন করিবে। এই নিয়মে বৎসরাস্তে যথাশক্তি কাঞ্চন দ্বারা একটী সুন্দর পদ্ম এবং একটী দ্বিভূজ পুরুষ নিৰ্ম্মাণ করিবে। আর সুবর্ণমণ্ডিত-শৃঙ্গী রৌপ্য-খুরবতী উত্তমা সবৎসা কপিলা গাভীকে কাংস্তনিৰ্ম্মিত দোহনপাত্রসহ প্রদান করিতে হয়। শুভপূর্ণ তাত্রপাত্রোপরি পূর্বোক্ত পদ্ম ও পুরুষকে স্থাপন করিবে। পরে অনেকানেক ত্রৈলোক্য-দানপাত্র, আবকৃতাক, জিতেন্দ্রিয় অমৃত-প্রকৃতি ও বহু পরিজনশালী সং ভ্রাক্ষণ্যক রক্তাঙ্গর-মাল্যধূপাদি রক্তোপচার দ্বারা

নমো নমঃ পাপবিনাশনায় •
 বিধায়া সপ্ততুরঙ্গমায় ।
 সামগ্ৰ্যজুর্ধ্বানিধে বিধাত্রে
 ভবাকপোতায় জগৎসবিত্রে ॥ ১৬
 ইত্যনেন বিধিনা সমাচরে-
 দক্ষমেকমিহ যন্ত মানবঃ ।
 সোহধিরোহতি বিনষ্টকল্মষঃ
 সূর্য্যধাম ধূতচামরাবলিঃ ॥ ১৭
 ধর্ম্মসঙ্কল্মষমবাপ্য ভূপতিঃ
 শোক-হুঃখ ভয়-রোগবজ্জিতঃ ।
 দ্বীপসপ্তকপতিঃ পুনঃপুন-
 র্ধর্ম্মমুষ্টিরামিতৌজসা যুতঃ ॥ ১৮
 যা চ ভর্তৃ-গুরু-দেবতংপর্য্য
 বেদমুষ্টিদিননক্ৰমাচরেৎ ।
 সাপি লোকমমরেশবান্দিতা
 যাতি নারদ রবের্ন সংশয়ঃ ॥ ১৯
 যঃ পঠেদপি শৃণোতি মানবঃ
 পঠ্যমানমথবান্নমোদতে ।

অর্চনা করিয়া স্রবণসহ উক্ত পুরুষ ও পদ্ম
 দান করিবে । এই দান কার্য্য সংকল্প করিয়া
 করা কর্তব্য । মন্ত্র যথা—পাপবিনাশন
 সাম-ঋকৃ-যজুর্ধ্বানিধে সপ্ততুরঙ্গম বিধায়া
 বিধাতা ভবজলধি-পোত-রূপী জগৎসবিতা
 আদিত্য দেবকে নমস্কার । যে মানব এই
 বিধান অনুসারে এক বৎসর যাবৎ ত্রতাচরণ
 করে, সে কলুষহীন দেহে চামরাবলি দ্বারা
 বীজিত হইয়া সূর্য্যধামে আরোহণ করিয়া
 থাকে । পরে পুণ্যক্ষয় হইলে ধরাতলে
 শোক-হুঃখ-ভয়-রোগবজ্জিত সপ্তদ্বীপপতি
 ভূপতিরূপে অমিতভেজে মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের
 স্তায় বিরাজিত হয় । পতি, গুরু ও দেবতা-
 পরায়ণা রমণী যদি দিনকরবাসরে নক্ৰ
 ভোজন করে, তবে হে নারদ ! সেও অমরেশ-
 গণে বন্দিত হইয়া রবিলোকে গমন করে ।
 যে মানব এই বিধান পাঠ, শ্রবণ বা অল্প-
 মোদন করে, সেও ইন্দ্রপুরে অবস্থানপূর্ব্বক

সোহপি শক্রভুবনস্থিতোহমরৈঃ
 পূজ্যতে বসতি চাক্ষয়ং দিব ॥ ২০

ইতি শ্রীমাৎশ্রেয় মহাপুরাণে আদিত্যবারকল্পে
 নাম সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

অথাত্তদপি বক্ষ্যামি সংক্রান্তাদ্যাপনে ফলম্ ।
 যদক্ষয়ং পরে লোকে সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১
 অয়নে বিবুবে বাপি সংক্রান্তিরতমাচরেৎ ।
 পূর্বেদ্যুরেকভক্তেন দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ।
 সংক্রান্তিবাসরে প্রাতঃস্থিতৈঃ স্নানং বিধীয়তে
 রবিসংক্রমণে ভূমৌ চন্দ্রেনাষ্টপত্রকম্ ।
 পদ্মং সর্গকিং কুর্যাৎ তস্মিন্নাবাহয়েদ্রবিম্ ॥ ৩
 কর্ণিকায়াং ত্র্যসেৎ সূর্য্যাদিত্যং পূর্ব্বতন্ততঃ ।
 নম উর্কার্চিষে যাম্যো নমো ঋক্স ওলায় চ ॥ ৪
 নমঃ সবিত্রে নৈঋত্যে বারুণে তপনং পুনঃ ।

অমরগণে সেবিত হইয়া স্বর্গলোকে অক্ষয়
 কাল অতিবাহিত করিতে পারে । ১০—২০ ।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ ।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

নন্দিকেশ্বর কহিলেন, যাহা সর্ব্বকাম
 ফলপ্রদ এবং পরলোকে অক্ষয় সুখসাধক,
 এক্ষণে আমি সেই সংক্রান্তিরতের উদ্যাপন-
 ফল বলিতেছি । অয়নে বা বিবুবে সংক্রান্তি-
 রত করিবে । পূর্ব্বদিন যথাবিধি দন্তধাবন-
 পূর্ব্বক সংযতভাবে একাধারে থাকিবে ।
 সংক্রান্তিবাসরে প্রাতঃকালে তিল দ্বারা স্নান
 করা বিধি । রবিসংক্রমণ-দিনে ভূতলে
 চন্দ্রন দ্বারা কর্ণিকায়ুক্ত অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত
 করিয়া তাহাতে রবিকে আবাহন করিবে ।
 কর্ণিকায় সূর্য্যকে, তৎপূর্ব্ব দিকে আদিত্যকে,
 দক্ষিণে উর্কার্চিকে, নৈঋতে সবিতাকে,

বায়ব্যে তু ভগঃ স্তম্ভ পুনঃপুনরথার্চয়েৎ ॥ ৭
মার্ত্তণ্ডমুত্তরে বিষ্ণুমীশানে বিস্ত্রসেৎ সদা ।
গন্ধ-মালা-কলৈর্ভট্টক্যঃ স্থণ্ডিলে পূজয়েৎ ততঃ
দ্বিজায় সোদকুস্ত্ৰে হৃতপাত্রং হিরণ্ময়ম্ ।
কমলঞ্চ যথাশক্ত্যা কারয়িত্বা নিবেদয়েৎ ॥ ৭
চন্দনোদকপুষ্পঞ্চ দেবায়ার্ঘ্যং স্ত্রসেদ্ভুবি ।
বিশ্বায় বিশ্বরূপায় বিশ্বধাত্রে স্বয়ম্ভুবে ।
নমোহনন্ত নমো ধাত্রে ঋক্‌সামযজুর্মাং পতে ॥ ৮
অনেন বিধিনা সৰ্বং মাসি মাসি সমাচরেৎ ।
বৎসরান্তেহথবা কুর্যাৎ সৰ্বং দ্বাদশধা নরঃ ॥
সংবৎসরান্তে হৃতপায়সেন
সম্পর্প্য বহিঃ দ্বিজপুঙ্গবাংশ্চ ।
কুস্তান্ পুনর্দ্বাদশ ধেনুযুক্তান্
সরভূহৈরগ্নয়পদ্বয়যুক্তান্ ॥ ১০
পয়স্বিনীঃ শীলবতীশ্চ দদ্যাৎ-
তৈমৈঃ শৃঙ্গৈ রোপ্যথুরৈশ্চ যুজ্যতাং ।

গাবোহষ্ট বা সপ্ত সকাংস্তদোহা
মাল্যাদ্বরা বা চতুরোহপ্যশক্তঃ ।
দৌর্গত্যযুক্তঃ কপিলামধৈক্যঃ
নিবেদয়েদ্ভ্রাক্ষণপূজবায় ॥ ১১
হৈমীক দদ্যাৎ পৃথিবীং সশেষা-
মাকার্য্য রূপ্যামথ বা চ তাত্ত্বীম্ ।
পৈষ্টীমশক্তঃ প্রতিমাং বিধায়
সৌবর্ণস্বর্ঘ্যেণ সম প্রদদ্যাৎ ।
ন বিত্তশাঠ্যঃ পুরুষোহত্র কুর্যাৎ
কুর্স্বল্পধো যাতি ন সংশয়োহত্র ॥ ১২
যাবন্নহেন্দ্র প্রমুখৈর্নগৈস্তৈঃ
পৃথ্বী চ সপ্তাংকযুতেহ তিষ্ঠেৎ ।
তাবৎ স গন্ধর্ষগণৈরশেষৈঃ
সম্পূজ্যতে নারদ নাকপৃষ্ঠে ॥ ১৩
ততস্ত কর্ষক্‌কমাপ্য সপ্ত-
দ্বীপাধিপাঃ স্ত্রাৎ কুলশীলযুক্তাঃ ।
স্বষ্টৈর্মুখেহব্যঙ্গবপুঃ সভাধ্যঃ
প্রভূতপুত্রাঃস্ববন্দিতাজ্জিহ্বাঃ ॥ ১৪

পশ্চিমে তপনকে, বায়ুকোণে ভগদেবকে,
উত্তরে মার্ত্তণ্ডকে এবং ঈশানে বিষ্ণুকে
বিস্ত্রাস করিয়া “নমঃ সূর্য্যায়” এই ক্রমে পুনঃ
পুনঃ অর্চনা করিবে। অতঃপর গন্ধ মালা
কল ও ভক্ষ্য দ্রব্যদ্বারা স্থণ্ডিলেপূজা করিবে।
পরে শক্ত্যানুসারে স্বর্ণময় হৃতপাত্র ও স্বর্ণকমল
নির্মাণ করাইয়া ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবে।
চন্দনোদকপুষ্পযুক্ত অর্ঘ্য রচনা করিয়া
সূর্য্যদেবোদ্দেশে ধরাতলে বিস্ত্রাস করিবে।
মজ্জ যথা—যিনি বিশ্বরূপ, বিশ্বধাম, ঋক্‌-সাম-
যজুঃপতি স্বয়ম্ভু, সেই অনন্তস্বরূপ লোক-
ধাতাকে নমস্কার। এই বিধানানুসারে
মাসে মাসে ব্রত আচরণ করিবে। অথবা,
সংবৎসরান্তে এক সময়েই দ্বাদশমাসকর্তব্য
দ্বাদশটি ব্রতকর্ম্ম করিবে। স্বত-পায়স দ্বারা
বহিতে হোমানুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণ ভোজন
করাইবে। দ্বাদশটি ধেনু ও দ্বাদশটি কুস্ত,
ব্রহ্মসহ হিরণ্ময়পদ্বয়যুক্ত করিয়া দান করিবে।
সুশীলা হস্তবতী গাভীকে কনক-নির্ম্মিত শৃঙ্গা-
লঙ্কারে ও রোপ্যথুরে মণ্ডিত করিয়া দান করা

কর্তব্য। কাংস্তদোহন-পাত্রযুক্ত সপ্ত বা অষ্ট-
সংখ্যক গাভী দান করা প্রশস্ত। অশক্ত-
পক্ষে মালা-বস্ত্র-ভূষিতা চারিটি গাভীও
দান করিতে হয়। দরিদ্র ব্যক্তি অন্তত
পক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে একটি কপিলা গাভী
দান করিবে। ১—১১। শক্ত্যানুসারে স্বর্ণ,
রোপ্য, তাত্ত্ব বা পিষ্ট দ্বারা বাসুকির সহিত
পৃথিবীপ্রতিমা নির্মাণ করাইয়া সুবর্ণ-
রচিত সূর্য্যমূর্ত্তি সহ প্রদান করিবে। মনুষ্য
এই কার্য্যে ব্যয়সংক্ষেপ করিবে না;
কারণ, তাহাতে অধোগতি হয়, সংশয় নাই।
হেনারদ! এইরূপ দাতা ব্যক্তি মহেন্দ্রাদি
দেবগণ; হিমালয়াদি শৈলসমূহ ও সপ্ত
সাগর-সহিতা পৃথিবীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত
অশেষ গন্ধর্ষগণে সেবিত হইয়া স্বর্গধামে
বাস করে। পরে পুণ্যকল কৌণ হইলে
সৃষ্টির আরম্ভ কালে কুল-শীলমণ্ডিত অবি-
কলাঙ্গ সপ্তদ্বীপাধিপতিরূপে বহল পত্নী পুত্র
আত্মীয় বহুজনে অভিনন্দিত হইয়া থাকে।

ইতি পঠতি শৃণোতি বাথ ভক্ত্যা
বিধিমগিলং রবিসংক্রমস্ত পুণ্যম্ ।
মতিমপি চ দদাতি সোহপি দেবৈ-
রমরপতেৰ্ভবনে প্রপূজ্যতে চ ॥ ১৫

ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে সংক্রান্তাদ্যাপন-
বিধির্নামাষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ

নন্দিকেশ্বর উবাচ

শুণু নারদ বক্ষ্যামি বিষ্ণেৰ্ভতমহুতমম্ ।
বিভূতিদাদনী নাম সৰ্বদেবনমস্কৃতম্ * ॥ ১
কার্ত্তিকে চৈত্র-বৈশাখে মার্গশীর্ষে চ শ্রাবশ্চনে ।
আষাঢ়ে বা দশম্যাস্ত শুক্লায়াং লঘুভূত্নরঃ ।
কৃষ্ণা সাযন্তনৌ সক্ষ্যাং গৃহ্মীয়াগ্নিয়মং বুধঃ ॥ ২
একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্য জনাৰ্দ্দিনম্ ।

রবিসংক্রমণসম্বন্ধীয় এই পুণ্য বিধান যে
জন ভক্তি সহকারে পাঠ, শ্রবণ বা অপরকে
তদ্বিষয়ে মতিদান করে, সে ব্যক্তিও
অন্তিমে অমরধামে সম্মানিত হয় ১২—১৫ ।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

নবনবতিতম অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—হে নারদ !
একণে অল্পতম বিষ্ণুর ত শ্রবণ কর । বিভূতি-
দাদনী নামে যে ব্রত আছে, উহা সমস্ত
দেবগণ কর্তৃক নমস্কৃত হইয়া থাকে । বুদ্ধি-
মান যজমান, কার্ত্তিক, চৈত্র, বৈশাখ, অগ্র-
হায়ণ, শ্রাবশ্চন, কিম্বা আষাঢ় মাসের শুক্ল-
পক্ষীয় দশমী তিথিতে দিবাভাগে অন্নমাত্র
আহার করিয়া সায়াসক্ষ্যা সমাপনান্তে নিয়ম
গ্রহণ করিবেন । যথা,—“হে বিতো ! আমি
একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া জনাৰ্দ্দিনের

দ্বাদশ্যাং দ্বিজসংযুক্তঃ করিষ্যে ভোজনং বিতো
তদবিষ্মেন মে যাতু সকলং স্মাচ্চ কেশব ।
নমো নারায়ণায়েতি বাচ্যঞ্চ স্বপতা নিশি ॥ ৪
ততঃ প্রভাত উথায় কৃতান্নান-জপঃ শুচিঃ * ।
পূজয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষং শুক্রমালাভুলেপনৈঃ ॥৫
বিভূতয়ে নমঃ পাদাবশোকায চ জাহ্ননৌ ।
নমঃ শিবায়েত্যুক্র চ বিশ্বমূর্ত্তে নমঃ কটিম্ ॥ ৬
কন্দর্পায় নমো মেত্ৰমাদিত্যায় নমঃ করৌ ।
দামোদরায়েত্যুদরং বাসুদেবায় চ স্তনৌ ॥ ৭
মাধবায়েত্যুরো বিষ্ণোঃ কণ্ঠমুৎকর্ঠিনে নমঃ ।
ত্রিধরায় মুখং কেশান কেশবায়েতি নারদ ॥ ৮
পৃষ্ঠং শার্ঙ্গধরায়েতি শ্রবণৌ বরদায় বৈ ।
শ্রনায়া শঙ্খ-চক্রাসি-গদা-জলজপাণয়ে ।
শিরঃ সর্বাঙ্গানে ব্রহ্মন্ নম ইত্যভিপূজয়েৎ ॥৯
মৎস্যমুৎপলসংযুক্তং হৈমং কৃতা তু শক্তিতঃ ।

পূজাপূর্বক দ্বাদশীদিবসে অপর দ্বিজ সহ
ভোজন করিব । হে কেশব ! আমার
এই কামনা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া ফলপ্রদ
হউক ।” নিশায় শয়ন সময়ে “নমো নারায়-
ণায়” বলিয়া শয়ন করা বিধি । পরদিন
প্রভাতকালে উথানপূর্বক শুচি হইয়া পান-
জপাদি নিত্যক্রিয়া সমাধানান্তে শুক্র মালাভু-
লেপনাদি দ্বারা পুণ্ডরীকাক্ষকে অর্চনা
করিবে । যথা,—“বিভূতয়ে নমঃ” বলিয়া
ভগবানের পদদ্বয়, এই ক্রমে নমঃ শব্দ যোগ-
পূর্বক “আশাকায়” জাহ্নদ্বয়, “শিবায” উরুদ্বয়,
“বিশ্বমূর্ত্তয়ে” কটি, “কন্দর্পায়” লিঙ্গ, “আদি-
তায়” করদ্বয়, “দামোদরায়” উদর, “বাসু-
দেবায়” স্তনদ্বয়, “মাধবায়” বক্ষঃস্থল, “উৎ-
কর্ঠিনে” কণ্ঠ, “ত্রিধরায়” মুখ, “কেশবায়” কেশ,
“শার্ঙ্গধরায়” পৃষ্ঠ, “বরদায়” করদ্বয়, এবং হে
ব্রহ্মন্ নারদ ! “শঙ্খপাণয়ে” “চক্রপাণয়ে”
“অসিপাণয়ে” “গদাপাণয়ে” “পদ্মপাণয়ে” ও
“সর্বাঙ্গানে নমঃ” বলিয়া বিষ্ণুর মস্তক পূজা
করিবে । ১—৯ । ধীমান মানব শক্ত্যনুরূপ

উদকুস্তসমায়ুক্ৰমগ্রঃ স্থাপয়েদ্বধঃ ॥ ১০
 শুভপাত্ৰং তিলৈর্যুক্তং সিতবস্ত্রাতিবেষ্টিতম্ ।
 রাত্ৰৌ জাগরণং কুৰ্যাদিত্যাসকথাদিনা ॥ ১১
 প্রভাতায়াস্ত শৰ্ঘ্যাং ব্রাহ্মণায় কুটুস্থিনে ।
 সকাঞ্চনোৎপলং দেবং সোদকুস্তং নিবেদয়েৎ
 যথা ন মৃত্যুসে দেব সদা সৰ্ব্ববিভূতিভিঃ ।
 তথা মামুদ্বরশেষ-হৃৎখসংসারকৰ্দ্ধমাৎ ॥ ১৩
 দশাবতাররূপাণি প্রতিমাং ক্রমানুনে ।
 দত্তাশ্ৰেয়ং তথা ব্যাসমুৎপলেন সমৰ্চিতম্ ।
 দত্তাদেবং সমা যাবৎ পাষণ্ডানতিবৰ্জ্জয়েৎ ॥ ১৪
 সমাপ্যেবং যথাশক্ত্যা দ্বাদশ দ্বাদশীঃ পুনঃ ।
 সংবৎসরান্তে লবণ-পৰ্বতেন সমৰ্চিতাম্ ।
 শয্যাং দদ্যান্মুনিশ্ৰেষ্ঠ গুরবে ধেনুসংযুতাম্ ॥ ১৫
 গ্রামঞ্চ শক্তিমান্ দত্তাৎ ক্ষেত্ৰং বা ভবনাৰ্চিতম্
 গুরুঃ সম্পূজ্য বিধিবদ্বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥ ১৬

স্বর্ণ দ্বারা উৎপলসহ একটি মৎস্য নিৰ্ম্মাণ
 করিয়া একটি জলকুস্তের সহিত অগ্রভাগে
 স্থাপন করিবে । আর একটি তিলযুক্ত শুভ-
 পূর্ণ পাত্ৰ, স্বেতবস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া স্থাপন
 করা উচিত । ইতিহাসকথাদি দ্বারা রাত্ৰি-
 জাগরণ করিতে হয় । রাত্ৰি প্রভাত হইলে
 বহু পরিজনশালী ব্রাহ্মণকে পুরোক্ত কাঞ্চন-
 রচিত উৎপল ও জলকুস্তাদি সহ সেই দেব-
 মূৰ্ত্তি দান করিবে । মন্ত্ৰ যথা,—হে দেব !
 আপনি সৰ্ব্ববিভূতি হইতে কদাচ বিচ্যুত
 হইবেন না ; আমাকে এই হৃৎখময় সংসার-
 কৰ্দ্ধমমধ্য হইতে উদ্ধার করুন । হে মুনিবর !
 একবর্ষ যাবৎ প্রতিমাসে দশাবতার দত্তা-
 শ্ৰেয় ও ব্যাস ইহাদিগের এক একটি মূৰ্ত্তি,
 উৎপলসহ দান করা উচিত । হে মুনিশ্ৰেষ্ঠ !
 ব্রতসমাপ্তি যাবৎ পাষণ্ড জনসহ আলাপ
 বৰ্জ্জন করিতে হয় । এইরূপে দ্বাদশটী
 দ্বাদশী অতিবাহিত করিয়া সংবৎসরান্তে
 গুরুদেবকে একটি লবণপৰ্বত, একটি ধেনু
 ও একপ্রস্থ শয্যা দান করিবে । শক্তিমান্
 মানব গুরুকে যথাবিধি বস্ত্রালঙ্কার-ভূষণাদি
 দ্বারা অৰ্চনা করিয়া গ্রাম কিম্বা ভবনযুক্ত

অন্তানপি যথাশক্ত্যা ভোজ্যং দ্বা দ্বিজোত্তমান্
 তৰ্পয়েদ্বস্ত্রগোদানৈ রন্ত্রোঘধনসঞ্চয়েঃ ।
 অন্নবিন্দো যথাশক্ত্যা স্তোকং স্তোকং সমাচরেৎ
 যশ্চাপ্যতীব নিম্নঃ স্তান্ত্ত্ৰিকিমাম্ মাধবং প্রাতি
 পুষ্পার্চনবিধানেন স কুৰ্যাদ্বৎসরদ্বয়ম্ ॥ ১৮
 অনেন বিধিনা যন্ত বিভূতিদ্বাদশীব্রতম্ ।
 কুৰ্য্যাৎ পাপবিনিৰ্মুক্তঃ পিতৃণাং তারয়েচ্ছতম্
 জন্মনাং শতসাহস্রং ন শোকফলভাগ্ভবেৎ ।
 ন চ ব্যাধিৰ্ভবেৎ তন্ত্ৰ ন দারিদ্ৰ্যং ন বন্ধনম্ ।
 বৈকবো বাধ শৈবো বা ভবেজ্জন্মানি জন্মানি ॥
 যাবদ্বৃগসহস্রাণাং শতমষ্টোত্তরং ভবেৎ ।
 তাবৎ স্বর্গে বসেদব্রহ্মণ ভূপতিশ্চ পুনর্ভবেৎ ॥
 ইতি ত্রীমাৎশ্চে মহাপুরাণে বিষ্ণুরতং নাম
 নবনবতিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ক্ষেত্ৰ প্রদান করিবে । ১০—১৬ । অন্তান্ত
 দ্বিজগণকেও যথাশক্তি ভোজন করাইয়া
 ধন-রত্ন-বসন-ভূষণ-গোদানাদি দ্বারা পরি-
 তোষিত করিতে হয় । দারিদ্ৰ ব্যক্তি যথাশক্তি
 সংক্ষেপে এ সকল কৰ্ম্ম করিবে । যে জন
 মাধবের প্রতি অতীব ভক্তিমান্ অথচ নিতান্ত
 দরিদ্ৰ, সে কেবলমাত্র পুষ্পদ্বারা অৰ্চনা
 সহকারে দুই বৎসর যাবৎ এই ব্রত
 করিবে । যে জন এই বিধান অল্প-
 সারে বিভূতিদ্বাদশী ব্রতচরণ করে,
 সে সৰ্ব্বথা পাপমুক্ত হয় এবং এক শত
 পিতৃপুরুষকে পরিজ্ঞান করিয়া থাকে ।
 শত সহস্র জন্মেও তাহার শোক, ব্যাধি,
 দারিদ্ৰ্য বা বন্ধন ঘটে না ; সে
 কিম্বা শৈব হইয়া থাকে । হে ব্রহ্মণ ! এই
 ব্রতের ফলে মানব অষ্টোত্তরশত সহস্র
 যুগ যাবৎ সুরপুরে বাস করিয়া পরে
 ভূপতিরূপে জন্ম লাভ করে । ১৭—২১ ।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

শততমোহ গায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

পুরা রথস্তরে কল্পে রাজাসৌ পুষ্পবাহনঃ ।
 নাম্না লোকেষু বিখ্যাতস্তেজসা সূর্য্যাসম্নিভঃ ॥ ১
 তপসা তস্মৈ তুষ্টেন চতুর্দিক্ৰেণ নারদ ।
 কমলং কাঞ্চনং দত্তং যথাকামগমং মুনে ॥ ২
 লোকৈঃ সমন্তৈর্নগর-বাসিভিঃ সহিতো নৃপঃ ।
 দ্বীপানি সুরলোকঃ যথেষ্টং বাচরং তদা ॥ ৩
 কল্পাদৌ সপ্তমং দ্বীপং তস্মৈ পুষ্করবাসিনঃ ।
 লোকে চ পূজিতং যস্মাৎ পুষ্করদ্বীপমুচ্যতে ॥ ৪
 দেবেন ব্রহ্মণা দত্তং ধানমস্মৈ যতোহম্বুজম্ ।
 পুষ্পবাহন মত্যাঙ্কস্তস্মাৎ তং দেবদানবাঃ ॥ ৫
 নাগম্যামস্তান্তি জগত্রেয়েষপি
 ব্রহ্মাঙ্কজস্য তপোহব্রতাবাৎ ।
 পত্নী চ তস্মৈ প্রতিমা মুনীন্দ্র
 নারীসহশ্রৈরভিতোহভিনন্দ্যা ।

শততম অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—পুরাকালে রথ-
 স্তর কল্পে পুষ্পবাহন নামে বিখ্যাত সূর্য্য-
 সম তেজস্বী এক রাজা ছিলেন । হে নারদ !
 তদীয় তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ চতুরানন
 তাঁহাকে একটি কাঞ্চন-কমল প্রদান করেন ।
 সেই কমল যথেষ্ট গমানাগমনে সমর্থ
 এবং অতীব বৃহদাকার বলিয়া সেই রাজা
 নগরবাসী জনগণ সহ তন্মধ্যে বাস করত
 এক দ্বীপ হইতে অল্প দ্বীপে এবং সুর-
 লোকাदिতেও যথেষ্ট বিচরণ করিতেন ।
 কল্পের আদিকালে সেই পুষ্করবাসী রাজা
 যে দ্বীপে বাস করিতেন, উহা সপ্তম দ্বীপ ;
 লোকে সর্বিশেষ প্রশংসিত হইত বলিয়া
 ক্রমে উহা পুষ্করদ্বীপ নামে খ্যাত হয় ।
 দেব ব্রহ্মা তাহাকে একটি পদ্মপুষ্প বাহন
 করিয়া দিয়াছিলেন ; এজন্ত দেব-দানবগণ
 তাঁহাকে পুষ্পবাহন বলিতেন । তপঃপ্রভাবে
 ত্রিজগতে ব্রহ্মদত্ত-অম্বুজবাসী পুষ্পবাহন
 রাজার কোনও স্থান অগম্য ছিল না । হে

নাম্না চ লাবণ্যবতী বভূব
 সা পার্শ্বতীবেষ্টেতমা ভবন্ত ॥ ৬
 তস্মৈ রাজানামযুতং বভূব
 ধর্ম্মাঙ্কনামগ্র্যধর্ষকরাণাম্ ।
 তদাঙ্কনঃ সর্বমবেক্ষ্য রাজা
 মুহুর্জ্বলিষ্ময়মাসাদ ।
 সোহভ্যাগতঃ বৌদ্ধ্য মুনপ্রবীরঃ
 প্রাচেতসঃ বাক্যমিদং যতানে ॥ ৭

রাজোবাচ ।

কস্মাদ্বিভূতিরমলামরমর্ত্যপূজ্যা
 জাতা চ সর্ববিজিতামরমুন্দরীণাম্ ।
 ভাৰ্য্যা মমাল্লতপসা পরিতোষিতেন
 দত্তং মমাম্বুজগৃহক মুনীন্দ্র ধাত্রা ॥ ৮
 যস্মিন্ প্রবিষ্টমাপ কোটিশতং নৃপাণাং
 সামাত্যকুঞ্জররথৌষজনাবৃতানাম্ ।
 নো লক্ষ্যতে ক গান্ধবরমধা ইন্দু-
 স্তারাগণৈরিব গতঃ পারতঃ ক্ষুরভিঃ ॥

মুনীন্দ্র ! তদীয় পত্নীও রমণীসহশ্রৈ
 অভিনন্দনীয় এবং অপ্রতিমরূপভাবতী
 ছিলেন । তাঁহার নাম—লীলাবতী । তিনি
 শকরের গৌরীর স্থায় সেই পুষ্পবাহনের
 প্রিয়তমা ছিলেন । তাঁহার ধর্ম্মাঙ্কা ও
 ধর্ষকরাণী দশসহস্র পুত্র হইয়াছিল । রাজা
 স্থায় এবাধিধ সম্মুখদর্শনে মুহুর্জ্বলিষ্মিত
 মনে কালান্তিপাত করিতে থাকেন । একদা
 তিনি সমাগত প্রচেতা মুনিকে এই কথা
 জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে মুনীন্দ্র ! বিধাতা
 আমার অল্পমাত্র তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া, কেন
 আমাকে এই অমলা বিভূতি, সুমহান সম্মান
 এবং সুরমুন্দরীগণেরও পরিভবকারিণী
 ভাৰ্য্যা ও এই অম্বুজভবন দান করিলেন ?
 সেই পদ্মের মধ্যে অমাত্য, কুঞ্জর ও রথানু-
 চরাদিসহ শতকোটি নৃপতি প্রবিষ্ট হইলেও
 গগনমধ্যতলে তারাগণপরিবৃত চক্রেয় স্থায়
 উহা অতীব ক্ষীণ প্রতীয়মান হইয়া থাকে ।
 অতএব হে ভগবন্ প্রচেতা ! আর অপর

তস্মাৎ কিমন্তজননীজঠরোত্তবেন
ধর্মাদিকং কৃতমণেশফলাপ্তিহেতুঃ
ভগবন্ ময়া তনয়ৈরথবানঘাপি
ভদ্রং যদেতদখিলং কথয় প্রচেতঃ ॥ ১০
মুনিরভ্যাধাদ ভবান্তারিতঃ সমাক্ষা
পৃথ্বীপতে: প্রসভমদ্রুতহেতুরতম্ ।
জন্মভবং তব তু লুক্কুলেহতিঘোরে
জাতমপ্যনুদিনং কিল পাপকারী ॥ ১১
বপুরপাত্ত্বং তব পুনঃ পকুমঙ্গসন্ধি-
তুর্গন্ধি সন্তুজগাবরণঃ সমস্তাৎ ।
নো তে সুহর সুতবদ্রুজনো ন তাত
স্বাদৃক্ স্বসা ন জননৌ চ তদাভিশস্তা ।
অভিসঙ্গতা পরমভীষ্টতমা
বিমুখা মহীশ তব ঘোষদিয়ম্ ॥ ১২
অভূদনাবৃষ্টিরতাব রোদ্রা
কদাচিদাহারনিমিত্তমাস্মিন

ক্ষুৎপিড়িতনাথ তদা ন কিঞ্চি-
দাসাদিতং ধাত্তকলামিবাভম্ ॥ ১৩
অথাভিদৃষ্টে মহদম্বুজাঢ্যং
সরোবরং পঙ্কপরীতরোধঃ ।
পদ্মান্বধাদায় ততো বহুনি
গতঃ পুরং বৈদিশনামধেয়ম্ ॥ ১৪
তন্মোল্যনাভায় পুরং সমস্তং
ভ্রান্তং হ্রয়া শেবমহন্তদাসীৎ ।
ক্রেতা ন কশ্চিৎ কমলেষু জাতঃ
শ্রান্তো ভৃশং ক্ষুৎপরিপীড়িতচ ॥ ১৫

উপবিষ্টম্বেকস্মিন সভার্যো ভবনাজনে।
অথ মঙ্গলশব্দচ হ্রয়া রাত্রৌ মহান্ ক্রতঃ ॥ ১৬
সভার্যস্তত্র গতবান যত্রাসৌ মঙ্গলধ্বনিঃ ।
তত্র মণ্ডপমধ্যস্থা বিষ্ণোরচ্চাবলোকিতা ॥ ১৭
বেষ্ঠানঙ্গবতী নাম বিভূতিদ্বাদশীব্রতম্ ।
সমাপ্তৌ * মাঘমাসস্ত লবণাচলমুত্তমম্ ॥ ১৮

জননীর জঠরে যাইয়া কল কি? অশেষ
কল লাভ হেতু বিবিধ ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান
করিয়াছি; এক্ষণে আমার পুত্র পত্নী সহ
যাহাতে পরম মঙ্গল লাভ হয়, তদ্বিষয়ে
উপদেশ করুন। ১—১০। এই কথা শুনিয়া
মুনিবর প্রচেতা চিন্তা করিয়া তদীয় জন্ম-
স্তরীণ অদ্রুত হেতু বৃত্তান্ত বলিতে লাগি-
লেন। প্রচেতা বলিলেন,—বাজন! আপনি
পূর্বে অতি ঘোর ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন। ঐ ব্যাধ অনুদিন পাপানু-
ষ্ঠান করিত। তাহার অঙ্গসন্ধি সকল
পকুষ ও তুর্গন্ধি ছিল, এবং সে গল-
দেশে সর্প ধারণ করিত ও সতত নানা
বিধ জন্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিত।
তখন তাহার বন্ধু, সুহৃদ, পিতা, পুত্র,
জননী, ভগিনী বা কোন হিতাভিলাষিনী
রমণীও ছিল না। পরন্তু এক্ষণে হে মহী-
পাল! এই আপনার পরম প্রিয়া অনুকূল
রমণী বিরাজমানা রহিয়াছেন। কদাচিৎ
অতীব ভয়ানক অনাবৃষ্টি হয়; তখন একদা

সেই ব্যাধ ক্ষুধাপীড়িত হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ
করিল, কিন্তু ধাত্ত-কল-মাংসাদি কিছুমাত্র
খাওয়াসামগ্রী পাইল না। পরে সে সহসা
একটি পঙ্কিলকূলশালী প্রফুল্লকমলাঢ্য সরো-
বর দেখিতে পাইয়া তাহা হইতে কতগুলি
পদ্ম লইয়া বৈদিশ নামক নিজ পুরে প্রত্যা-
বর্তন করিল। রাজন্! সেই ব্যাধরূপী
আপনি তখন সেই পদ্মগুলি বিক্রয়ার্থ সমগ্র
নগরীতে সমস্ত দিন ভ্রমণ করেন; পরন্তু
আপনি সেই কমলকুলের কোনও ক্রেতা
পাইলেন না; ক্ষুধাক্রেশে শ্রান্তিবেশে ভার্য্যা-
সহ ভবনাজনে উপবেশন করিলেন। পরে
রাত্রিকালে আপনি মহান্ মঙ্গলশব্দ শুনিতে
পাইয়া ভার্য্যাসহ সেই স্থানে গমন করিলেন।
তথায় যাইয়া মণ্ডপমধ্যে বিষ্ণুপ্রতিমা
দেখিতে পাইলেন। অনঙ্গবতী নামে এক
বেষ্ঠা, বিভূতিদ্বাদশী বতানুষ্ঠান করিত,
তখন মাঘ মাসে, তাহার সেই ব্রতের এক
বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তজ্জন্ত এক্ষণে সে
উত্তম লবণাচল এবং একটি শয্যা প্রস্তুত

নিবেদয়ন্তৌ গুরবে শয্যাঞ্চোপকরাদ্বিতাম্ ।
 অলঙ্কৃত্য হৃদ্যকেশং সৌবর্ণ্যমরপাদপম্ ॥ ১১
 তাস্ত দৃষ্ট্বা ততস্তাত্য়ামিদঞ্চ পরিচিন্তিতম্ ।
 কিমেতিঃ কমলৈঃ কার্য্যং বরং বিষ্ণুরলঙ্কৃতঃ ॥
 ইতি ভক্তিস্তদা জাতা দম্পত্যোচ্চ নরাধিপ ।
 তৎপ্রসঙ্গাৎ সমভ্যর্চ্যা কেশবং লবণাচলম্ ।
 শয্যা চ পুষ্পপ্রকরৈঃ পূজিতা ভূচ্চ সন্নতঃ ॥
 অখান্ধবতৌ তুষ্টা তয়োর্ধনশতত্রয়ম্ ।
 দীপ্ততামাদিদেখাথ কলধৌতশতত্রয়ম্ ॥ ২২
 ন গৃহীতং ততস্তাত্য়ং বহুসম্ভাবলক্ষণাৎ ।
 অনঙ্গবত্যা চ পুনস্তয়োঃ স্তম্ভচতুর্বিধম্ ।
 অনীয় ব্যাহতঞ্চাত্ৰ ভূজাতামিতি ভূপতে ॥ ২৩
 তাভ্যাস্ত তদপি ত্যক্তং ভোক্ষ্যাবো বৈ

বরাননে ।

প্রসঙ্গাৎপবাসেন ভবাজ্ঞা স্মৃতমাবয়োঃ ॥ ২৪

করিয়া সেই হরিপ্রতিমাকে অলঙ্কার
 দ্বারা শোভিত করিয়া সুবর্ণনির্মিত কল-
 বৃক্ষ সকল দানের উদ্যোগ করিতেছিল ।
 ব্যাধ সেই জীহরির জীমূর্তি দর্শনে
 ভক্তিপরিপ্লুত মানসে চিন্তা করিল যে,
 এই কমলগুলি দ্বারা আমার কল কি ?
 বরং ইহা দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকেই অলঙ্কৃত
 করা ভাল । হে নরাধিপ ! সেই ব্যাধ
 দম্পতির তখন এই প্রকার মতি জন্মিল ।
 স্মৃতরাং তাহারা কমল গুলি দ্বারা
 সেই বিষ্ণুপ্রতিমাকে অলঙ্কৃত করি-
 বার উপলক্ষে সেই কেশব, লবণাচল
 শয্যা, ও তত্ৰত্যা ভূমিরও সন্নতঃ পূজা
 করিল । ১১—২১ । ইহাতে অনঙ্গবতী
 সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে তিনশত
 সুবর্ণমুদ্রা দানের আদেশ করিল; কিন্তু
 উহারা সমধিক সন্তোষাবলম্বনে সে ধন গ্রহণ
 করিল না । তখন অনঙ্গবতী চতুর্বিধ
 উত্তম অন্ন আনয়নান্তে ভোজন করিবার
 নিমিত্ত তাহাদিগকে অন্নরোধ করিল । হে
 ভূপতে ! ব্যাধদম্পতি কিন্তু তাহাতেও
 অসম্মত হইয়া কহিল,—হে বরাননে !

জন্মপ্রভৃতি পাপিষ্ঠৌ কুক্ষ্মাণৌ দৃঢ়ব্রতে ।
 তৎপ্রসঙ্গাৎ তয়োর্মধ্যে ধর্ম্মলেশস্ত তেহনঘ ॥
 ইতি জাগরণং তাভ্যং তৎপ্রসঙ্গাদনুষ্ঠিতম্ ।
 প্রভাতে চ তয়া দন্তা শয্যা সলবণাচল ।
 গ্রামাশ্চ গুরবে ভক্ত্যা বিপ্রেষু দ্বাদশৈব তু ।
 বহ্নালঙ্কারসংযুক্তা গাবশ্চ করকারিতঃ ॥ ২৭
 ভোজনঞ্চ সুহৃদ্যিত্র-দৌনাঙ্করূপণৈঃ সমম্ ।
 তচ্চ লুক্কদাম্পত্যং পূজয়িত্বা বিসর্জিতম্ ॥ ২৮
 স ভবান্ লুক্কো জাতঃ সপত্নীকো নৃপেশ্বরঃ ।
 পুষ্করপ্রকরাৎ তস্ম্যাৎ কেশবশ্চ চ পূজনাৎ ॥
 বিনষ্টাশেষপাপশ্চ তব পুষ্করমন্দরম্ ।
 তস্মৈ সর্বশ্চ মাহাশ্চাদন্নেন তপসা নৃপ ॥ ৩০

আমরা ভোজন করিতে পারি; কিন্তু হে
 দৃঢ়ব্রতে ! আমরা জন্মাবধি কুক্ষ্মাকারী ও
 পাপিষ্ঠ; স্মৃতরাং তোমার সংসর্গে আজি
 আমরা উপবাস করিয়াই সমধিক সুখী
 হইব । হে নিম্পাপ মহারাজ । সেই কারণ
 তখন আপনার পুন্যলেশ উৎপন্ন হয় ।
 ব্যাধদম্পতি সেই অনঙ্গবতীর সঙ্গ-
 বশে সেই দিন রাত্রিকালে জাগরণ
 করিল । পরে প্রভাতকালে সেই অনঙ্গবতী
 ভাক্তপুষ্কর নিজ গুরুদেবকে উক্ত লবণাচল,
 শয্যা এবং অনেকানেক গ্রাম প্রদান করিল ।
 দ্বাদশ জন সাধু ব্রাহ্মণকে বস্ত্র, অলঙ্কার ও
 কমণ্ডলু সহ বহু গাভী দান করিল । আর
 সুহৃদ, মিত্র, দীন, অন্ধ ও রূপণাদিকে বিবিধ
 ভোজনদানে সন্তোষ করিল এবং সেই
 ব্যাধদম্পতিকেও যথোচিত সংকারপূর্বক
 বিদায় দিল । ২২—২৮ । সেই ব্যাধরূপী
 আপনিই এক্ষণে উক্ত পুষ্করবিকিরণ-
 কলে ও কেশবার্চনপ্রভাবে পত্নী সহ
 নরপতি হইয়াছেন । হে নৃপ ! আপনি
 যে সেই লোভ সংযম করিয়াছিলেন, তাহারই
 ফলে আপনার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া
 যায়; সেই পুণ্য কার্য্য অল্প হইলেও উক্ত
 লোভসংযমরূপ সন্তোষ দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া
 এক্ষণে আপনাকে পুষ্করবাসী করিয়াছে

যথাকাম্যগমঃ জাতঃ লোকনাথচতুর্ধুখঃ ।
সন্তুষ্টস্তব রাজেন্দ্র ব্রহ্মরূপী জনার্দনঃ ॥ ৩১
সাপানবতী বেণ্ডা কামদেবস্ত সম্প্রতম্ ।
পত্নীসপত্নী সজ্জাতা রত্যাঃ প্রীতিরিতি ক্রতা ।
লোকেশানন্দজননৌ সকলামরপূজিতা ॥ ৩২
তস্মাহংসৃজ্য রাজেন্দ্র পুঙ্করং তস্মাহীতলে ।
গঙ্গাতটং সমাশ্রিত্য বিভূতিদ্বাদশীব্রতম্ ।
কুরু রাজেন্দ্র নিক্সণমবগুং সমবাপ্যসি ॥ ৩৩
নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

ইত্যাশ্বা স মুনিব্রহ্মস্তুত্রেবাস্তরধীয়ত ।
রাজা যথোক্তঞ্চ পুনরকরোং পুষ্পবাহনঃ ॥ ৩৪
ইদমাচরতো ব্রহ্মরথগুত্রতমাচরেৎ ।
যথাকথঞ্চিৎ কমলৈর্দ্বাদশ দ্বাদশীমুনে ॥ ৩৫
কর্তব্যঃ শক্তিতো দেয়া বিপ্রেভ্যো দক্ষিণানঘ
ন বিতুশাঠ্যং কুর্বাণীত ভক্ত্যা তুষ্যতি কেশবঃ ॥

হে রাজেন্দ্র ! লোকনাথ, চতুরানন, ব্রহ্মরূপী জনার্দন সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে উক্ত কাম-
গামী পুঙ্কর দান করিয়াছেন । সেই অনঙ্গ-
বতী বেণ্ডাও উক্ত সংকর্ম্মফলে সম্প্রতি
কামদেবপত্নী প্রীতি নামে রতিদেবীর
সপত্নীরূপে উৎপন্ন হইয়াছে । ইনি লোকে
আনন্দজননৌ এবং সকল অমরবর্গের
পূজনীয় । হে রাজেন্দ্র ! অতএব এক্ষণে
আপনি ভবদীয় এই পুঙ্করটী মহীতলে পরি-
ত্যাগপুঙ্কর গঙ্গার তটভূমি আশ্রয় করিয়া
বিভূতদ্বাদশীব্রত আচরণ করুন ; তাহা
হইলে আপনি অবগুই নিক্সণ লাভ করিতে
পারিবেন । ২৯—৩৩ । নন্দিকেশ্বর কহিলেন,
—হে ব্রহ্মন ! সেই মুনি এই বলিয়া সেই
স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । রাজা পুষ্পবাহনও
যথোক্ত ব্রত আচরণ করিলেন । হে ব্রহ্মন
নারদ ! এই ব্রত আচরণ করিতে হইলে
অখণ্ডিত ভাবে দ্বাদশটী দ্বাদশীতে যেকোন-
রূপ কমল দ্বারা ভগবানের অর্চনা করিবে ।
হে অনঙ্গ ! শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা
দান করিবে । এ বিষয়ে বিতুশাঠ্য করিতে
নাই । কেশব, ভক্তি দ্বারাই পরিতুষ্ট

ইতি কলুষবিদারণঃ জনানা-
মপি পঠতি শৃণোতি চাথ ভক্ত্যা
মতির্মপি চ দদতি দেবলোকে
বসতি স কোটিপতানি বৎসরাণাম্ ॥ ৩৭
ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে বিভূতিদ্বাদশীব্রতঃ
নাম শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০০

একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

অথাভঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ব্রতযষ্টিমহুত্তমাম্ ।
কুদ্রেণাভিহিতাঃ দিব্যাঃ মহাপাতকনাশিনীম্ ॥
নক্তমকং চরিত্তা তু গবা সার্কং কুটুস্থিনে ।
হৈমং চক্রং ত্রিশূলঞ্চ দত্তাদিপ্রায় বাসসৌ ॥ ২
শিবরূপস্ততোহস্মাভিঃ শিবলোকে স মোদতে
এতদেবব্রতং নাম মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৩

হইয়া থাকেন । জনগণের সকলকলুষ-
বিদারণ এই বিভূতি দ্বাদশীব্রত-বিবরণ যে
মানব ভক্তিসহকারে পাঠ বা শ্রবণ করে,
কিছা অপর ব্যক্তির এতদ্বিষয়ে প্রবৃতি
জন্মাইয়া দেয়, সে, দেবলোকে শতকোটি
বৎসর বাস করিতে পারে । ৩৪—৩৭ ।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততম অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—এক্ষণে কুদ্র-
কথিত যষ্টিসংখ্যক ব্রত বলিতেছি । এই
দিব্যব্রত সকল মহাপাতক-বিনাশক । এক
বৎসর যাবৎ নক্তব্রত করিয়া বহু পরিজন-
শালী দ্বিজকে বসনদ্বয়, স্বর্ণনির্ম্মিত চক্র ও
ত্রিশূল সহিত একটী গাভী দান করিবে ।
ইহার ফলে দাতা ব্যক্তি শিবরূপধারী হইয়া
আমাদিগের সহিত শিবলোকে সুখে বাস
করিয়া থাকে । এই মহাপাতক-নাশক ব্রত,

যশ্বেকভক্তেন সমা শিবং হৈমবুধাধিতম্ ।
 ধেনুং তিলময়ীং দত্তাং স পদং যাতি শাকরম্
 এতদ্ভবতং নাম পাপশোকবিনাশনম্ ॥ ৪
 যন্ত নীলোৎপলং হৈমং শর্করাপাত্রসংযুতম্ ।
 একান্তরিতনক্তাশী সামান্তে বুধসংযুতম্ ।
 স বৈকবং পদং যাতি লীলাব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥
 আষাঢ়াদিচতুর্দশাসমভ্যঙ্গং বর্জয়েন্নরঃ ।
 ভোজনোপস্করঃ * দত্তাং স যাতি ভবনং হরে
 জনে প্রীতিকরং নুণাং প্রীতিব্রতমিহোচ্যতে
 বর্জয়িত্বা মধৌ যন্ত দধিকরস্বতৈক্ষবম্ ।
 দদ্যাৎস্বপ্নাণি স্নানানি রসপাত্রৈশ্চ সংযুতম্ ॥ ৭
 সম্পূজ্য বিপ্রমিথুনং গৌরী মে প্রীয়তামিতি ।
 এতদগৌরীব্রতং নাম ভবানীলোকদায়কম্ ॥ ৮
 পুষ্পাদৌ যন্তয়োদত্তাং কুহা নক্তং মধৌ পুনঃ ।

দেবব্রত নামে বিখ্যাত ।। যে মানব এক বর্ষ
 যাবৎ একাহারে থাকিয়া স্বর্ণনির্মিত বুধসহ
 তিলময়ী ধেনু দান করে, সে শাকরপদ প্রাপ্ত
 হয় । এই ব্রতের নাম—কদ্ভব্রত ; ইহা
 পাপ-শোক-বিনাশক । একান্তরিত নক্ত
 ভোজনপূর্বক যে জন মাসান্তে শর্করাপাত্রসহ
 হেমনির্মিত নীলোৎপল ও বুধ দান করে,
 সে বৈকবপদ প্রাপ্ত হয় । ইহাকে লীলা-
 ব্রত বলা যায় । যে নর আষাঢ়াদি
 মাসচতুষ্টয় যাবৎ অভ্যঙ্গ বর্জনপূর্বক
 খাদ্যসামগ্রী দান করে, সে হরিপুরে
 বাস করিতে পারে । এই ব্রত জনগণের
 প্রীতিসাধক বলিয়া ইহা প্রীতিব্রত নামে
 উক্ত হইয়া থাকে । চৈত্র মাসে মধু, দধি,
 দুগ্ধ, ঘৃত ও ইক্ষুবিকার শুভাদি বর্জনপূর্বক
 বিজ্ঞদম্পতিকে অর্চনা করত “মৎপ্রতি
 গৌরী দেবী প্রীত হউন” এই কামনায় রস-
 পাত্র সহ স্নান বসনাদি দান করিলে মানব
 গৌরীলোক লাভ করিতে পারে । এই
 ব্রতের নাম—গৌরীব্রত । ১—৮ । চৈত্র
 মাসে একাদশীতে নক্ত ভোজন করিয়া

অশোকং কাঞ্চনং দত্তাদিক্ষুযুক্তং দশাঙ্গুলম্ ॥ ৯
 বিপ্রায় বস্ত্রসংযুক্তং প্রত্নায়ঃ প্রীয়তামিতি ।
 কল্পং বিষ্ণুপদে দ্বিত্বা বিশোকঃ স্তাৎ পুনর্নরঃ
 এতৎ কামব্রতং নাম সদা শোকবিনাশনম্ ॥ ১০
 আষাঢ়াদিব্রতং যন্ত বর্জয়েন্নথকর্তনম্ ।
 বার্তাকুঞ্চ চতুর্দশাং মধুসর্পিঘটাঙ্ঘ্রিতম্ ॥ ১১
 কার্তিক্যাং তৎ পুনর্হৈমং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ।
 স কদ্ভলোকমাপ্নোতি শিবব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ১২
 বর্জয়েদ্যন্ত পুষ্পাণি হেমন্তশিশিরাবৃত্ত ।
 পুষ্পত্রয়ঞ্চ ফাল্গুনাং কুহা শক্ত্যা চ কাঞ্চনম্ ॥
 দদ্যাৎকালবেলায়াং প্রীয়েতাং শিব-কেশবৌ
 দত্তা পরং পদং যাতি সৌম্যব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥
 ফাল্গুনাং দত্ততৃতীয়ায়াং লবণং যন্ত বর্জয়েৎ ।
 সমান্তে শয়নং দত্তাদৃগৃহকোপস্করাধিতম্ ॥ ১৫
 সম্পূজ্য বিপ্রমিথুনং ভবানী প্রীয়তামিতি ।
 গৌরীলোকে বসেৎ কল্পং সৌভাগ্যব্রতমুচ্যতে

“প্রত্নায় মৎপ্রতি প্রীত হউন” এই কামনা
 সহকারে সদব্রাহ্মণকে সবস্ত্র দশাঙ্গুল-পরিমিত
 ইক্ষুযুক্ত কাঞ্চননির্মিত অশোকপুষ্প দান
 করিলে সেই নর শোকশূন্য হইয়া কল্পকাল
 যাবৎ বিষ্ণুপদে বাস করে । সতত শোক-
 নাশক এই ব্রত কামব্রত নামে প্রসিদ্ধ ।
 আষাঢ় মাসাবধি চারিমাসকাল নথকর্তন,
 ও বার্তাকুঞ্চকণ বর্জনপূর্বক কার্তিকমাসে
 ব্রাহ্মণকে মধু ও ঘৃতপূর্ণ ঘটসহ হেমনির্মিত
 বার্তাকু নিবেদন করিবে । একপ করিলে
 কদ্ভলোক লাভ হয় । ইহার নাম শিবব্রত ।
 যে জন হেমন্ত-শিশির ঋতুদ্বয়ে পুষ্পব্যবহার
 বর্জনপূর্বক ফাল্গুনমাসে শক্তানুরূপ স্বর্ণ
 দ্বারা তিনটি পুষ্প নিৰ্ম্মাণ করিয়া অপরাহ
 কালে “শিব ও কেশব আমার প্রতি প্রীত
 হউন” এই কামনায় সদব্রাহ্মণকে সম্প্রদান
 করিবে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে । ইহার
 নাম—সৌম্য ব্রত । ৯—১৪ । ফাল্গুন মাসের
 তৃতীয়া তিথি অবধি যদি লবণ বর্জন করে,
 পরে বৎসরান্তে “ভবানী আমার প্রতি প্রীত
 হউন” এই কামনায় বিজ্ঞদম্পতিতে অর্চনা

সঙ্ঘ্যামোনং ততঃ কৃৎস্না সমাস্তে স্তুতকুন্তকম্ ।
বস্ত্রযুগ্মং তিলান্ ঘণ্টাং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ।
সারস্বতং পদং যাতি পুনরারুহিত্বম্ভম্ ।
এতৎ সারস্বতং নাম রূপবিদ্যা প্রদায়কম্ ॥ ১৮
লক্ষ্মীমভ্যর্চ্য পঞ্চম্যামুপবাসী ভবেন্নরঃ ।
সমাস্তে হেমকমলং দদ্যাৎক্লেম্মসমধিতম্ ॥ ১৯
স বৈকবং পদং যাতি লক্ষ্মীবান্ জন্মজন্মনি ।
এতৎ সম্পদ্রতং নাম সদা পাপবিনাশনম্ ॥ ২০
কৃৎস্নোপলেনপনং শস্তোরগ্রতঃ কেশবস্ত ৫ ।
যাবদকং পুনর্দদ্যাৎক্লেম্মঃ জলঘণ্টাধিতাম্ ॥ ২১
জন্মায়ুতং স রাজা স্মাৎ ততঃ শিবপুং ব্রজেৎ
এতদায়ুর্ভূতং নাম সর্বকামপ্রদায়কম্ ॥ ২২
অশ্বখঃ ভাস্করং গঙ্গাং প্রণম্যেকত্র বাগ্‌যতঃ ।
একভক্তঃ নরঃ কুর্ঘ্যাদকমেকং বিমৎসরঃ ॥ ২৩

করিয়া সর্বোপকরণযুক্ত একটি গৃহ ও এক
প্রস্থ শয্যা প্রদান করে, তবে সে কল্পকাল
যাবৎ গৌরীলোকে বাস করিয়া থাকে ।
ইহাকে সৌভাগ্যব্রত বলে । সঙ্ঘ্যাকালে
মোনাবলম্বন করিয়া এক মাসান্তে ব্রাহ্মণকে
স্তুতকুন্ত, বস্ত্রযুগল, তিল, ও ঘণ্টা দান
করিবে । ইহাতে সারস্বত পদ প্রাপ্ত হওয়া
যায় ; তথা হইতে তাহার আর পুনরায় ইহ
লোকে আসিতে হয় না । ইহার নাম
সারস্বত ব্রত । এই ব্রত রূপ-বিদ্যা-প্রদায়ক ।
নর পঞ্চমীতে লক্ষ্মীকে অর্চনা করিয়া
উপবাসী থাকিবে । এক বৎসর যাবৎ এই
ভাবে ব্রত করিয়া বৎসরান্তে একটি ধেনু
সহ হেমনির্ম্মিত কমল দান করিতে হয় ।
এই সতত পাপনাশক ব্রতের নাম—সম্পদ-
ব্রত । ইহার অক্লান্তে মানব বৈকব
পদ লাভ করে । পরে কৰ্ম্মক্ষয়ান্তে ভূতলে
প্রতি-জন্মেই লক্ষ্মীবান্ হইয়া থাকে । ১৫—২০ ।
শমু ও কেশবের অগ্রভাগ উপলিপিত
করিয়া একবৎসর যাবৎ জলপূর্ণ ঘট সহ
ধেনু দান করিবে । এরূপ করিলে সেই
মানব অমৃত জন্ম যাবৎ রাজা হইয়া পরে
শিবপুরে গমন করে । ইহার নাম—আয়ু-

এতান্তে বিপ্রমিথুনঃ পূজ্য ধেনুত্রয়াধিতম্ ।
বৃক্ষং হিরণ্ময়ং দদ্যাৎ সৌহৃদ্বমেধফলং লভেৎ
এতৎ কীৰ্ত্তিব্রতং নাম ভূতীকীৰ্ত্তিকলপ্রদম্ ॥
স্বতেন অপনং কুর্ঘ্যাচ্ছোভা কেশবস্ত ৫ ।
অক্ষতাভিঃ সপুষ্পাভিঃ কৃৎস্না গোময়মণ্ডলম্ ॥ ২৫
তিলধেনুসমোপেতং সমাস্তে হেমপঙ্কজম্ ।
শুদ্ধমষ্টাঙ্গুলং দত্তাচ্ছিবলোকে মহীয়তে ।
সামগায় ততশ্চৈতৎ সামব্রতমিহোচ্যতে ॥ ২৬
নবম্যামেকভক্তস্ত কৃৎস্না কন্ধ্যাশ্চ শক্তিতঃ ।
ভোজয়িত্বাসনং দত্তাৎক্লেম্মকঙ্কবাসসী ॥ ২৭
হৈমং সিংহঞ্চ বিপ্রায় দত্ত্বা শিবপদং ব্রজেৎ ।
জন্মার্জুদং সুরূপং স্মাচ্ছত্রতিষ্ঠাপরাজিতঃ ।
এতদ্বীরব্রতং নাম নারীগাঞ্চ সুখপ্রদম্ ॥ ২৮

ব্রত ; ইহা সর্বকাম-দায়ক । মানব বিমৎসর-
চিত্তে এক বৎসর যাবৎ অশ্বখ, ভাস্কর ও
গঙ্গাকে একত্র প্রণামান্তে বাক্যসংঘমপূর্বক
একাহার করিবে । এইরূপে বৎসরান্তে,
দ্বিজদম্পতিকে অর্চনা করিয়া তিনটি ধেনু
সহ হিরণ্ময় বৃক্ষ দান করিবে । ইহাতে
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয় । এই সমৃদ্ধি-
কীৰ্ত্তিবর্দ্ধক ব্রত কীৰ্ত্তিব্রত নামে প্রসিদ্ধ ।
গোময় দ্বারা একটি মণ্ডল রচনা করিয়া পুষ্পা-
কত দ্বারা শিব কিম্বা কেশবকে পূজা
করিবে ; স্তুত দ্বারা জ্ঞান করাইবে । পরে
বৎসরান্তে অষ্টাঙ্গুলপরিমিত শুদ্ধ স্বর্ণপদ্ম
সহিত একটি তিলধেনু দান করিবে, ইহা
সামবেদী ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয় । ইহার
ফলে শিবলোকে সসম্মানে বাস করে ।
ইহার নাম—সামব্রত । নবমীতে একাহারী
থাকিয়া শত্ৰুহুসারে একএকটি কন্ধ্যাকে
ভোজন করাইয়া আসন, এবং হেমধচিত বস্ত্র
ও কঙ্ক দান করিবে । আর স্বর্ণনির্ম্মিত
সিংহ নির্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে ।
ইহার ফলে শিবপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং
অমৃত-জন্ম যাবৎ রূপবান্ ও শত্রুগণের
অপরাজেয় হইয়া থাকে । ইহার নাম—
বীরব্রত । ইহা নারীগণের সুখসাধক ।

যাবৎ সমা ভবেদ্যন্ত পঞ্চদশাঃ পয়োব্রতঃ ।
সমাস্তে শ্রাদ্ধকৃদদ্যাৎ পঞ্চ গাং পয়স্বিনীঃ ॥২২
বাশাংস চ পিশঙ্গানি * জলকুস্তযুতানি চ ।
স যাতি বৈষ্ণবং লোকং পিতৃণাং তারয়েচ্ছতম্
কল্লাস্তে রাজরাজঃ স্তাৎ পিতৃব্রতমিদং স্মৃতম্
চৈত্রাদিচতুরো মাসান্ জ : দদ্যাদযাচিতম্ ।
ব্রতাস্তে মণিকং দদ্যাদন্নবস্ত্রসমব্রিতম্ ॥ ৩১
তিলপাত্রঃ হিরণ্যঞ্চ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।
কল্লাস্তে ভূপতিন্ নমানন্দব্রতমুচ্যতে ॥ ৩২
পঞ্চায়তেন স্পনং কৃত্বা সংবৎসরং বিভোঃ ।
বৎসরাস্তে পুনর্দদ্যাৎক্লেশু পঞ্চায়তেন হি ॥৩৩
বিপ্রায় দত্তাচ্ছ্রদ্ধঞ্চ স পদং যাতি শাকরম্ ।
রাজা ভবতি কল্লাস্তে ধৃতিব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ৩৪
বর্জয়িত্বা পুমান্ মাংসমদ্যাস্তে গোপ্রদো ভবেৎ

একবৎসর যাবৎ পূর্ণিমা তিথিতে তৃত্ব মাত্র
ভোজনপূর্বক বৎসরাস্তে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ
করিয়া জলকুস্ত ও পিঙ্গলবর্ণ বস্ত্র সহিত
পাঁচটা তৃণবতী গাভী দান করিবে। ইহার
ফলে সেই নর বিষ্ণুপুরে গমন করে।
তাহার পূর্বতন শত পুরুষ নরক হইতে ত্রাণ
পায়। পরে এক কল্প অতীত হইলে ধরণী-
তলে চক্রবর্তী নৃপতি হইয়া থাকে। এই ব্রতের
নাম—পিতৃব্রত। ২১—৩০। চৈত্রাদি চারি
মাস যাবৎ অযাচিতভাবে জল প্রদান করিবে।
পরে ব্রতশেষ-দবসে অন্ন-বস্ত্র সহিত একটি
মণিক (জালা) এবং স্বর্ণ সহ তিলপাত্র দান
করিবে। ইহার ফলে ব্রহ্মলোকে সসন্মানে
বাস করিতে পারে এবং কল্পকালান্তে ভূপতি
হইয়া থাকে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।
ইহাকে আনন্দব্রত বলা যায়। পঞ্চায়ত
দ্বারা সম্বৎসর যাবৎ বিভূকে স্নান করাইবে।
অন্তিম দিনে ব্রাহ্মণকে পঞ্চায়ত সহ ধেনু ও
শস্য দান করিবে। ইহাতে মানব শাকর-
পদে গমন করে। অতঃপর কল্লাচ্ছ রাজা
হইয়া থাকে। ইহা স্মৃতব্রত। মানব

তদ্বন্ধেমমৃগং দত্তাৎ সৌহৃদমেধকলং লভেৎ ।
অহিংসাব্রতমিত্যুক্তং কল্লাস্তে ভূপতির্ভবেৎ ॥
মাঘমাস্যাসি স্নানং কৃত্বা দাম্পত্যমর্চয়েৎ ।
ভোজয়িত্বা যথাশক্তি মাল্য-বস্ত্র-বিভূষণৈঃ ।
স্বর্ঘ্যালোকে বসেৎ কল্পং স্বর্ঘ্যব্রতমিদং স্মৃতম্
আষাঢ়াদি চতুর্মাংসং প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নরঃ ।
বিপ্রেষু ভোজনং দত্তাৎ কার্তিক্যাং গোপ্রদো
ভবেৎ ।
স বৈষ্ণবং পদং যাতি বিষ্ণুব্রতমিদং শুভম্ ॥ ৩৭
অয়নাদয়নং যাবৎবর্জয়েৎ পুষ্পসর্পিষী ।
তদন্তে পুষ্পদামানি স্মৃতধেয়া সত্বেষু তু ॥ ৩৮
দত্তা শিবপদং গচ্ছেদ্বিপ্রায় স্মৃতপায়সম্ ।
এতচ্ছীলব্রতং নাম শীলারোগ্যফলপ্রদম্ ॥ ৩৯
সন্ধ্যাদীপপ্রদো যন্ত সমাং তৈলং বিবর্জয়েৎ ।
সমাস্তে দীপিকাং দদ্যাচ্চক্র-শূলে চ কাঞ্চনে ॥
বস্ত্রগুণ্যঞ্চ বিপ্রায় তেজস্বী স ভবেদ্বিহ ।
কুদ্রলোকমবাপ্নোতি দীপ্তিব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ৪১

মাংস বর্জনপূর্বক বৎসরাস্তে হেমনির্মিত
শূলা এবং গাভী প্রদান করিলে অশ্বমেধের
ফল প্রাপ্ত হয় এবং কল্লাস্তে ভূপতি হইয়া
থাকে। মাঘ মাসে প্রত্যুষকালে স্নান
করিয়া যথাশক্তি মাল্য-বস্ত্র-বিভূষণাদি দ্বারা
দাম্পত্যের অর্চনা করিবে। তাহাতে স্বর্ঘ্য-
লোকে কল্প কাল বাস হয়। ইহা স্বর্ঘ্যব্রত।
নর আষাঢ়াদি চারি মাস প্রাতঃস্নায়ী হইবে।
কার্তিক মাসে গাভী প্রদান করিবে। ইহাতে
বৈষ্ণবপদে যাইতে পারে। ইহা শুভদায়ক
বিষ্ণুব্রত। এক অয়নাবধি অশ্ব অয়ন-
সংক্রান্তি পর্যন্ত পুষ্প ও স্মৃত বর্জন করিবে।
তদন্তে ব্রাহ্মণকে স্মৃত-পায়স ভোজন করাইয়া
স্মৃত-ধেনুসহ কুসুমদামচয় প্রদান করিতে
হয়। ইহাতে শিবপদপ্রাপ্তি হয়। ইহা শীলা-
রোগ্য-ফলদায়ক শীলব্রত। যে মানব সন্ধ্যা-
কালে দীপ প্রদানপূর্বক এক বৎসর যাবৎ
তৈল বর্জন করে, বৎসরাস্তে ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ-
নির্মিত চক্র ও শূল, দীপিকা এবং বস্ত্রগুণ্য
দান করে, সে ইহলোকে তেজস্বী হয়;

কার্তিক্যাদিতৃতীয়ায়াং প্রাপ্ত গোমুদ্রযাবকম্ ।
নক্তং চরেন্দ্রমেকমদ্যন্তে গোপ্রদো ভবেৎ ॥
গৌরীলোকে বসেৎ কল্পং ততো রাজা ভবেদিহ ।
এতদ্রত্নব্রতং নাম সদা কল্যাণকারকম্ ॥ ৪৩
বর্জয়েচ্চৈত্রমাসে চ যশ্চ গন্ধানুলেপনম্ ।
শুক্তিং গন্ধভূতাং দ্বা বিপ্রায় সিতবাসসৌ
বাক্রণং পদমাপ্নোতি দৃঢ়ব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ৪৪
বৈশাখে পুষ্পলবণং বর্জয়িত্বাথ গোপ্রদঃ ।
ভূত্বা বিষ্ণুপদে কল্পং স্থিত্বা রাজা ভবেদিহ ।
এতৎ কান্তিব্রতং নাম কান্তিকীর্তিফলপ্রদম্ ॥ ৪৫
ব্রহ্মাণ্ডং কাঞ্চনং কৃৎস্না তিলরাশিসমম্বিতম্ ।
ত্র্যহং তিলপ্রদো ভূত্বা বহ্নিঃ সন্তপ্য সন্ধিজম্ ॥
সম্পূজ্য বিপ্রদাম্পত্যং মাল্য-বস্ত্র-বিভূষণৈঃ ।
শান্তিন্থিপলাদূর্দ্ধং বিশ্বাত্মা প্রীয়তামিতি ॥ ৪৭
পুণ্যেহহি দত্তাৎ স পরং ব্রহ্ম যাত্যপুনর্ভবম্ ।

দেহান্তে ক্রদলোক লাভ করে। ইহাকে
দীপ্তিব্রত বলা যায়। ৩১—৪১। কার্তিকমাসের
তৃতীয়াবধি গোমুদ্রসিদ্ধি যাবক প্রশ্ননপূর্বক
নক্তভোজন করিয়া অতিবাহিত করিবে।
সংবৎসরান্তে গাভী প্রদান করিবে। ইহাতে
কল্পকাল গৌরীলোকে বাস করিয়া পরে
ইহলোকে রাজা হইতে পারে। এই ক্রদ-
ব্রত সতত কল্যাণকারক। চৈত্রমাসে গন্ধানু-
লেপন বর্জন করিয়া ব্রাহ্মণকে শুক্ল বস্ত্রদ্বয়
এবং গন্ধপূর্ণ শুক্তিদান করিলে বাক্রণ পদ-
প্রাপ্তি হয়। ইহার নাম দৃঢ়ব্রত। বৈশাখ
মাসে পুষ্প ও লবণব্যবহার পরিত্যাগপূর্বক
শেষ দিবসে ব্রাহ্মণকে গো প্রদান করিলে
বিষ্ণুপদে কল্পকাল বাস করিয়া ইহলোকে
রাজা হয়। ইহার নাম কান্তিব্রত। ইহা
কান্তি-কীর্তি-কলপ্রদায়ক। শক্ত্যনুসারে
তিন পনের অধিক স্তব্ধ দ্বারা নির্মিত
ব্রহ্মাণ্ড প্রতিমা নির্মাণ করা হইবে। পুণ্যদিনে
বহ্নিতে হোমকরিয়া বস্ত্রমাল্যবিভূষণাদি দ্বারা
বিজ্ঞদাম্পাতিকে অর্চনাপূর্বক “বিশ্বাত্মা প্রীত
হউন” এই বলিয়া সেই প্রতিমা দান করিবে।
তিন দিন যাবৎ তিলপ্রদান করিবে। ইহাতে

এতদ্রত্নব্রতং নাম নির্বাণপদদায়কম্ ॥ ৪৮
যশোভয়মুখীং দত্তাৎ প্রভূত ফলকাষিতাম্ ।
দিনং পয়োব্রতস্তিষ্ঠেৎ স যাতি পরমং পদম্ ।
এতদ্বৈষ্ণুব্রতং নাম পুনরাবৃতিদুর্লভম্ ॥ ৪৯
ত্র্যহং পয়োব্রতে স্থিত্বা কাঞ্চনং কল্পপাদপম্ ।
পলাদূর্দ্ধং যথাশক্ত্যা ততুলৈস্তৃপসংযুতম্ ।
দ্বা ব্রহ্মপদং যাতি কল্পব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ৫০
মাসোপবাসী যো দত্তাৎকৈলুং বিপ্রায় শোভনাম্
স বৈষ্ণবঃ পদং যাতি ভীমব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ৫১
দদ্যাৎষিঃশংপলাদূর্দ্ধং মহীং কৃৎস্না তু কাঞ্চনম্ ।
দিনং পয়োব্রতস্তিষ্ঠেদ্ভৈরবলোকে মহীয়তে ।
ধরাব্রতমিদং প্রোক্তং সপ্তকল্পশতানুগম্ ॥ ৫২
মাঘে মাসেহথবা চৈত্রে শুভধেহু প্রদো ভবেৎ
শুভব্রতস্তৃতীয়ায়াং গৌরীলোকে মহীয়তে ।

মানব পুনঃপতন-রহিত পরম ব্রহ্মধামে
গমন করে। ইহার নাম—ব্রহ্মব্রত। ইহা
নির্বাণপদদায়ক। যেজন প্রভূত কনক
সহিত উভয়মুখী অর্থাৎ অর্দ্ধপ্রস্থতা গাভী
দান করে এবং সেই দিন তদ্ব্যমাত্র আহার
করিয়া যাপন করে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হয়।
ইহার নাম ধৈর্যব্রত; ইহার আচরণে পুন-
রায় ইহ সংসারে আগমন দুর্লভ হইয়া পড়ে।
তিন দিন যাবৎ দুগ্ধাহারে থাকিয়া যথাশক্তি
একপলাধিক কাঞ্চননির্মিত কল্পপাদপ
ততুলস্তৃপোপরি স্থাপনপূর্বক দান করিলে
ব্রহ্মপদে গমন করে। ইহা কল্পব্রত।
৪২—৫০। একমাস যাবৎ উপবাস করিয়া
যদি ব্রাহ্মণকে শোভনা গাভী দান করে,
তবে বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে ভীমব্রত
বলা যায়। বিংশতিপলাধিক কাঞ্চন দ্বারা
নির্মিত মহীপ্রতিমা দান করিয়া সেই দিন
তদ্ব্যমাত্র আহারে অতিবাহিত করিবে।
ইহাতে সপ্ত কল্পকাল ক্রদলোকে বসতি
করিতে পারে। ইহার নাম—ধরাব্রত।
মাঘ অথবা চৈত্র মাসে তৃতীয়া তিথিতে শুভ-
ধেহু প্রদান করিয়া শুভাহারে থাকিবে।
ইহাতে গৌরীলোকে বাস হয়। ইহাকে

মহাব্রতমিদং নাম পরমানন্দকারকম্ ॥ ৫৩
 পক্ষোপবাসী যো দদ্যাৎ প্রায় কপিলাদ্রয়ম্
 ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি দেবাসুরস্পৃজিতম্ ।
 কল্লাস্তে রাজরাজঃ স্মাৎ প্রভাব্রতমিদং স্মৃতম্
 বৎসরেষু কভক্তানী সভজ্জলকুস্তদঃ ।
 শিবলোকে বসেৎ কল্লং প্রাপ্তিব্রতমিদং স্মৃতম্
 নক্তানী চাষ্টমীষু স্নানবৎসরাস্তে চ ধেনুদঃ ।
 পৌরন্দরঃ পুরং যাতি স্মৃতিব্রতমুচ্যতে ॥ ৫৬
 বিপ্রারেক্ষনদো যন্ত বর্ষাদিচতুরো ঋতুন ।
 স্তবধেনুপ্রদোহস্তে চ স পরং ব্রহ্ম গচ্ছতি ।
 বৈশ্বানরব্রতং নাম সধপাপবিনাশনম্ ॥ ৫৭
 একাদশ্চাক্ষ নক্তানী যচ্চক্রং বিনিবেদয়েৎ ।
 সমাস্তে বৈকবঃ হৈমঃ স বিকোঃ পদমাণ্ডিয়াৎ ।
 এতৎ কৃষ্ণব্রতং নাম কল্লাস্তে রাজ্যভাগ্ভবেৎ
 পায়সানী সমাস্তে তু দদ্যাৎ প্রায় গোমুগম্ ।

পরমানন্দদায়ক, মহাব্রত বলে। এক
 পক্ষ উপবাসী থাকিয়া ব্রাহ্মণকে দুইটি কপিলা
 গাভী দান করিবে। ইহার ফলে দেবাসুর-
 স্পৃজিত ব্রহ্মলোক লাভ হয়। পরে কল্লাস্তে
 চক্রবর্তী মহীপতি হইয়া থাকে। ইহা প্রভা-
 ব্রত নামে বিখ্যাত। এক বৎসর যাবৎ
 প্রতিদিন একাহারী থাকিয়া খাদ্য দ্রব্যসহ
 এক একটী জলকুস্ত দান করিবে। ইহাতে
 কল্লকাল শিবলোকে বসতিলাভ হয়। ইহাকে
 প্রাপ্তিব্রত বলে। প্রতি অষ্টমীতে নক্তানী
 থাকিয়া বৎসরান্তে ধেনু দান করিবে।
 ইহাতে পুরন্দরপুরে গাঁত হয়। ইহাকে
 স্মৃতিব্রত বলা যায়। যদি বর্ষাদি চারি ঋতু
 যাবৎ প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে ইক্ষন দান করে
 এবং অন্তিম দিনে একটী স্তব-ধেনু
 প্রদান করে, তবে সেই নর পর ব্রহ্মকে
 লাভ করিতে পারে। ইহার নাম—বৈশ্বানর
 ব্রত। ইহা সর্ষপাপের বিনাশক। যে ব্যক্তি
 একাদশীতে নক্ত ভোজনপূর্বক, বৎসরান্তে
 বৈকবকে স্বর্ণনির্ম্মিত চক্র প্রদান করে, সে
 বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয় এবং কল্ল কাল পরে রাজ্য-
 ভাগী হইয়া থাকে। ইহার নাম কৃষ্ণব্রত।

লক্ষ্মীলোকমবাপ্নোতি হ্যেতদেবীব্রতং স্মৃতম্ ॥
 সপ্তম্যাং নক্তভুগৃদদ্যাৎ সমাস্তে গাঃ পয়স্বিনীম্
 সূর্যালোকমবাপ্নোতি ভানুব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ৬০
 চতুর্থ্যাং নক্তভুগৃদদ্যাদদ্যাস্তে হৈমবারণম্ ।
 ব্রতং বৈনায়কং নাম শিবলোকফলপ্রদম্ ॥ ৬১
 মহাকলানি যন্ত্যাক্ষা চতুর্থাংসং দ্বিজাতয়ে ।
 হৈমানি কাটিকে দদ্যাৎ গোমুগেন সমন্বিতম্ ।
 এতৎ ফলব্রতং নাম বিষ্ণুলোকফলপ্রদম্ ॥ ৬২
 যশ্চোপবাসী সপ্তম্যাং সমাস্তে হৈমপঙ্কজম্ ।
 গাবশ্চ শক্তিতো দদ্যাৎ কেমারঘটসংযুগাঃ ।
 এতৎ সৌরব্রতং নাম সূর্যালোকফলপ্রদম্ ॥ ৬৩
 দ্বাদশ দ্বাদশীযন্ত সমাপ্যোপোষণেন চ ।
 গো বস্ত্র-কাঞ্চনৈবিনান পূজয়েচ্ছক্তিতো নরঃ
 পরমং পদমাপ্নোতি বিষ্ণুব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ৬৪

প্রতিদিন পায়সানী থাকিয়া এক বৎসরান্তে
 ব্রাহ্মণকে দুইটি গাভী দান করিবে। ইহাতে
 লক্ষ্মীলোক লাভ হয়। ইহা দেবীব্রত
 বলিয়া প্রসিদ্ধ। সপ্তমীতে নক্তভোজী
 হইয়া সংবৎসরান্তে দুগ্ধবর্তী গাভী দান
 করিবে। ইহাতে সূর্যালোকপ্রাপ্তি হয়।
 ইহা ভানুব্রত। ৫১—৬০। চতুর্থীতে নক্ত
 ভোজনপূর্বক বৎসরান্তে সুবর্ণনির্ম্মিত হস্তী
 দান করিবে। ইহা বৈনায়কব্রত; ইহাতে
 শিবলোকপ্রাপ্তি হয়। যে জন আষাঢ়াদি
 চারি মাস মহাকল সকল বর্জনপূর্বক
 কার্ত্তিক মাসে ব্রাহ্মণকে দুইটি গাভী সহ
 বর্জিত ফল-সম-সংখ্যক হৈম ফল দান করে,
 সে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। ইহা ফলব্রত নামে
 প্রসিদ্ধ। প্রতি সপ্তমীতে উপবাসী থাকিয়া
 সংবৎসরান্তে যথাশক্তি স্বর্ণনির্ম্মিত পঙ্কজ
 সহিত গাভী, গম্ব, ঘট ও স্বর্ণ দান করিলে
 সূর্যালোক লাভ হয়। ইহার নাম—সৌরব্রত।
 দ্বাদশ মাসের দ্বাদশটি দ্বাদশীতে উপবাসী
 পূর্বক ব্রত সমাপন করিয়া শক্ত্যনুসারে
 গো, বস্ত্র, কাঞ্চনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের অর্চনা
 করিলে পরমপদ লাভ হয়। ইহা বসু-

কার্তিক্যাক্ষ বুযোৎসর্গঃ কৃৎন্য নক্তং সমাচরেৎ ।
 শৈবঃ পদমবাপ্নোতি বার্ষত্বতমিদং স্মৃতম্ ॥৬৫
 কৃষ্ণান্তে গোপ্রদঃ কুর্ধ্যান্ডোজনং শক্তিতঃ পদম্
 বিপ্রাণাং শাকরং যাতি প্রাজাপত্যমিদং ব্রতম্
 চতুর্দশান্তে নক্তানী সমান্তে গোধনপ্রদঃ ।
 শৈবঃ পদমবাপ্নোতি ত্রৈয়ম্বকমিদং ব্রতম্ ॥ ৬৭
 সপ্তরাত্রোষিতো দদ্যাদ্ভুতকুস্তং দ্বিজাতয়ে ।
 স্মৃতব্রতমিদং প্রাহুর্ব্রহ্মলোকফলপ্রদম্ ॥ ৬৮
 আকাশশায়ী বর্ষাসু ধেনুসম্ভে পয়স্বিনীম্ ।
 শক্রলোকে বসেন্নিত্যমিন্দ্রব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥৬৯
 অনগ্নিপকমশ্নাতি তৃতীয়ায়াস্ত যো নরঃ ।
 গাং দত্তা শিবমভ্যোতি পুনরাবুত্তিহ্নতম্ ।
 ইহ চানন্দকৃৎ পুংসাং শ্রেয়োব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥৭০
 হৈমং পলঙ্ঘ্যাদুর্দ্ধং ব্রথমশ্বগুগাধিতম্ ।
 দদৎ কৃতোপবাসঃ স্মাদিবি কল্পশতং বসেৎ ।

ব্রত । কার্তিকমাসে বুযোৎসর্গ করিয়া নক্ত-
 ভোজন করিবে । ইহাতে শৈবপদ লাভ
 হয় । ইহা বার্ষব্রত । কৃষ্ণব্রত আচরণান্তে
 গাভী প্রদান করিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণকে
 ভোজন করাইবে । ইহাতে শাকরপদ লাভ
 করা যায় । ইহা প্রাজাপত্য ব্রত । চতু-
 র্দশীতে নক্তানী থাকিয়া বৎসরান্তে গোধন
 প্রদান করিলে মানব শৈবপদ লাভে সমর্থ
 হয় । ইহা ত্রৈয়ম্বক ব্রত । সপ্তরাত্র যাবৎ
 উপবাসী থাকিয়া দ্বিজাতিকে স্মৃতকুস্ত প্রদান
 করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয় । ইহাকে স্মৃত-
 ব্রত বলে । বর্ষাকালে আকাশশায়ী হইয়া
 শেষ সিবসে পয়স্বিনী ধেনু দান করিলে
 নিয়ত শক্রলোকে বাস করিতে পারে ।
 ইহা ইন্দ্রব্রত । তৃতীয়াতে অগ্নিপকবর্জিত
 ভোজনপূর্ব্বক গোদান করিলে শিবসমীপে
 গমন করে । তাহার আর পুনঃপতনের
 সম্ভাবনা থাকে না । এই ব্রত ইহকালেও
 জনগণের আনন্দকর । ইহার নাম শ্রেয়ো-
 ব্রত । ৬১—৭০ । দুই পলের অধিক সুবর্ণ
 দ্বারা নির্মিত অশ্বদ্বাষিত রথ দান করিয়া

কল্পান্তে রাজরাজঃ স্মাদশ্বতমিদং স্মৃতম্ ॥৭১
 তদ্বন্ধেমরথং দদ্যাৎ করিত্যাং সংযুতং নরঃ ।
 সত্যলোকে বসেৎ কল্পং সহস্রমথ ভূপতিঃ ।
 ভবেদুপোষিতো ভূত্বা করিব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥৭২
 উপবাসং পরিত্যজ্য সমান্তে গোপ্রদো ভবেৎ
 যক্ষাধিপত্যমাপ্নোতি সুখব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥৭৩
 নিশি কৃৎন্য জলে বাসং প্রভাতে গোপ্রদো ভবেৎ
 বাক্রণং লোকমাপ্নোতি বক্রণব্রতমুচ্যতে ॥ ৭৪
 চান্দ্রায়ণক যঃ কুর্ধ্যান্ধেমচন্দ্রং নিবেদয়েৎ ।
 চন্দ্রব্রতমিদং প্রোক্তং চন্দ্রলোকফলপ্রদম্ ॥৭৫
 জ্যৈষ্ঠে পঞ্চতপাঃ সাযং হেমধেনুপ্রদো দিবম্ ॥
 যাত্যষ্টমী-চতুর্দশো ক্রজ ব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ৭৬
 সক্রদ্বিতানকং কুর্ধ্যাৎ তৃতীয়ায়াং শিবালয়ে ।
 সমান্তে ধেনুদো যাতি ভবানীব্রতমুচ্যতে ॥৭৭

উপবাসী থাকিবে । ইহাতে দেবলোকে
 শতকল্প কাল বাস করিয়া ইহলোকে রাজ-
 রাজ হইতে পারে । ইহা অশ্বব্রত । পূর্ব্ব-
 বৎ হস্তিষ্ম-ঘোজিত হৈম রথ দানান্তে
 উপবাস করিলে নর সহস্র কল্পকাল সত্য-
 লোকে বাস করিয়া পরে ভূপতি হইয়া
 থাকে । ইহা করি-ব্রত । এক বৎসর যাবৎ
 উপবাস পরিত্যাগ করিয়া অন্তিম দিনে গাভী
 প্রদান করিবে, ইহাতে যক্ষাধিপত্য প্রাপ্ত
 হওয়া যায় । ইহা সুখব্রত । রাত্রিতে জলে
 বাস করিয়া প্রভাতকালে গাভী দান করিবে ।
 ইহাতে বক্রণলোক লাভ হয় । ইহা বাক্রণ-
 ব্রত নামে উক্ত হইয়া থাকে । চান্দ্রায়ণ
 করিয়া সুবর্ণনির্মিত চন্দ্রপ্রতিমা প্রদান
 করিবে । এই ব্রত চন্দ্রলোক-ফলদায়ক ;
 ইহাকে চন্দ্রব্রত বলে । জ্যৈষ্ঠমাসে অষ্টমী
 বা চতুর্দশীদিবসে পঞ্চতপা হইয়া সাযংকালে
 হেমধেনু প্রদান করিবে । ইহাতে স্বর্গবাস
 হয় । ইহা ক্রজব্রত । প্রতি তৃতীয়া তিথিতে
 শিবালয়ে এক একখানি চন্দ্রাতপ খাটাইবে ।
 বৎসরান্তে ধেনু দান করিবে । ইহা ভবানী-
 ব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ ; ইহার ফলে ভবানী-

মাঘে নিশ্চাৰ্জবাসাঃ স্তাৎ সপ্তম্যাং গোপ্রদো
ভবেৎ
দিবি কল্পমুষিষ্বেহ রাজা স্তাৎ পবনং ব্রতম্ ॥৭৮॥
ত্রিরাত্রোপোষিতো দদ্যাৎ ফাস্তভ্যাং ভবনং
শুভম্
আদিত্যলোকমাপ্নোতি ধামব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥
ত্রিসঙ্খ্যং পূজ্য দাম্পত্যমুপবাসী বিভূষণৈঃ ।
অন্নং গাবঃ সমাপ্নোতি মোক্ষমিষ্মত্ৰতাদিহ ॥৮০॥
দশ। সিত্তিভীয়ায়ামন্দোৰ্ণবণভাজনম্ ।
সমাস্তে গোপ্রদো যাতি বিপ্রাশ্চ শিবমন্দিরম্
কল্পান্তে রাজরাজঃ স্তাৎ সোমব্রতমিদং স্মৃতম্
প্রতিপদ্যেকভক্তানী সমাস্তে কপিলাপ্রদঃ ।
বৈশ্বানরপদং যাতি শিবব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ৮২
দশম্যামেকভক্তানী সমাস্তে দশধেয়ুদ ।
দিশ্চ কাঞ্চনৈদদ্যাৎ দ্রাক্ষাণাধিপতিৰ্ভবেৎ ।
এতদ্বিশ্বব্রতং নাম মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৮৩

সন্নিধানে বাস হয় . . .

আর্দবস্নেহে অবস্থানপূৰ্ণক সপ্তমীতে গো
প্রদান করিলে দেবলোকে কল্পকাল বাস
করিয়া পরে ভুলোকে রাজা হইতে পারে।
ইহা পবনব্রত। ফাস্তন মাসে ত্রাত্রিভয় উপ-
বাসী থাকিয়া শুভ ভবন দান করিবে। ইহাতে
আদিত্যলোক লাভ হয়, ইহা ধামব্রত।
উপবাসী থাকিয়া ত্রিসঙ্খ্যায় দ্বিজদাম্পত্যীকে
বিভূষণাদি দ্বারা পূজান্তে অন্ন সহিত গো
দান করিলে মোক্ষ লাভ হয়। ইহা ইন্দ্ৰ-
ব্রত ॥৭১—৮০॥ শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে
চন্দ্রোদ্দেশে লবণপূর্ণ পাত্র উৎসর্গ করিয়া
বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে গো প্রদান করিলে,
শিবমন্দিরে কল্পকাল বাসপূৰ্ণক রাজরাজ
হয়। ইহা সোমব্রত। প্রতি প্রতিপদ তিথিতে
একাহরপূৰ্ণক বৎসরান্তে কপিলা প্রদান
করিবে। ইহাতে বৈশ্বানরপদ প্রাপ্ত হওয়া
যায়। ইহা শিবব্রত। প্রতি দশমীতে এক-
ভক্তানী হইয়া সংবৎসরান্তে কাঞ্চন-নির্ম্মিত
দশদিক্-প্রতিমা সহ দশদীর্ঘে দান করিলে
ব্রহ্মাণাধিপতি হইতে পারে। ইহা মহা-

যঃ পঠেচ্ছূয়াধাপি ব্রতযষ্টিমব্রতমাম্ ।
মবন্তরশতং সোহপি গন্ধর্বাধিপতিৰ্ভবেৎ ॥৮৪
যষ্টিব্রতং নারদ পুণ্যমেতৎ
তবোদিতং বিশ্বজনীনমস্তৎ ।
শ্রোতুং তবেচ্ছা তত্তদৌরয়ামি
প্রিয়েষু কিং বাকখনৌয়মস্তি ॥ ৮৬
ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে যষ্টিব্রতমাহাশ্রয়ঃ
নামৈকাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

ব্যতিক্রমশততমোহধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

নৈশ্মল্যং ভাবশুদ্ধিঞ্চ বিনা জ্ঞানং ন বিদ্যতে ।
তস্মান্ননোবিষদ্যর্থং জ্ঞানমাদৌ বিধীয়তে ॥ ১
অল্পক্লুতৈরুদ্বৈতৈর্বা জ্ঞানৈঃ জ্ঞানং সমাচরেৎ ।
তীর্থঞ্চ কল্পয়েদ্বিহান্ মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ।
নমো নারায়ণায়ৈতি মূলমন্ত্র উদাহৃতঃ ॥ ২

পাতকনাশক বিশ্বব্রত নামে বিখ্যাত। এই
যষ্টিব্রত-বিধি যে ব্যক্তি পাঠ বা শ্রবণ করে,
সেও শত মবন্তর যাবৎ গন্ধর্বাধিপতি হইয়া
থাকে। হে নারদ! তোমাকে এই যষ্টিব্রত
বলিলাম। জগতের হিতকর অপর কিছু
শুনিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহাও বলিতেছি।
প্রিয়জনে কিবা অবশ্যব্য আছে? ৮১—৮৫।

একাদিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০১ ।

ব্যতিক্রমশততম অধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—জ্ঞান ব্যতীত
নৈশ্মল্য এবং ভাবশুদ্ধি কিছুতেই হইবার
নহে; স্মৃত্যঃ মনঃশুদ্ধির জন্ত সর্বাণ্যেই
জ্ঞান করা কর্তব্য; উদ্ধৃত বা অল্পক্লুত জ্ঞান
দ্বারা জ্ঞান করিবে। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানীয়
জ্ঞানকে মূলমন্ত্র দ্বারা তীর্থ বলিয়া কল্পনা
করিবে। ‘নমো নারায়ণায়’ ইহাই মূলমন্ত্র-

দর্ভপাণিঃ বিধিনা আচান্তঃ প্রযতঃ শুচিঃ ।

চতুর্হস্তসমায়ুক্তঃ চতুরস্রঃ সমস্ততঃ ।

প্রকল্প্যাবাহয়েদগঙ্গামেতির্নৈবৈচক্ষণঃ ॥ ৩

বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবৌ বিষ্ণুদেবতা ।

জাহ্নি নন্তেনসন্তান্দাদা জন্মমরণান্তিক্যং ॥ ৪

তিস্রঃ কোটোহর্ককোটি চ তীর্থানাং

বায়ুরব্রবৌ

দিবি ভুবাস্তরিক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি ॥ ৫

নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ ।

দক্ষা পৃথ্বী চ বিহগা বিশ্বকায়ামৃতা শিবা ॥ ৬

বিদ্যাধরী সুপ্রশস্তা তথা বিশ্বপ্রসাদিনী ।

ক্ষেমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী ॥ ৭

এতানি পুণ্যানামানি জ্ঞানকালে প্রকীৰ্ত্তয়েৎ ।

ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥ ৮

সপ্তবারাভিজপ্তেন করমস্পৃষ্টযোজিতঃ ।

মূর্দ্ধি কুর্যাজ্জলং ভূয়স্চিতুঃপকসপ্তকম্ ।

জ্ঞানং কুর্যান্মৃদা তদ্বদামম্র্য তু বিধানতঃ ॥ ৯

রূপে কীর্তিত। জ্ঞানার্থী বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রযত ও শুচি হইয়া যথারীতি আচমনান্তে জলমধ্যে চতুর্দিকের চতুর্হস্ত-পরিমিত স্থানে তীর্থ কল্পনা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে গঙ্গাকে আবাহন করিবে; মন্ত্র যথা—তুমি বিষ্ণুপদে প্রসূতা, বিষ্ণুদেবতা; আমাদিগকে জনন-মরণান্তিক্য পাপ হইতে পরিজ্ঞান কর। হে দেবি! বায়ু বলিয়াছেন,—স্বর্গে, ভূতলে ও অস্তরীক্ষে সার্ব্বত্রিকোটি তীর্থ বিদ্যমান। হে জাহ্নবি! সেই সকল তীর্থই একাধারে তোমাতে বর্তমান রহিয়াছে। দেবলোকে তুমি নন্দিনী ও নলিনী নামে বিখ্যাতা। এতদ্ভিন্ন তুমি দক্ষা, পৃথ্বী, বিহগা, বিশ্বকায়, অমৃতা, শিবা, বিদ্যাধরী, সুপ্রশস্তা, বিশ্ব-প্রসাদিনী, ক্ষেমা, জাহ্নবী, শান্তা ও শান্তিদায়িনী নামেও পরিচিতা। তোমার এই সকল পুণ্য নাম যে ব্যক্তি জ্ঞানকালে কীৰ্ত্তন করে, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা তাহার সন্নিহিত হইয়া থাকেন। সপ্তবার মন্ত্র জপ করিয়া তিন, চারি, পাঁচ ও সাত বার অঞ্জলি অঞ্জলি জল

অশ্রুক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে ।

মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দৃষ্টতং কৃতম্ ॥ ১০

উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহন।

মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্তপেনাভিমন্ত্রিতা ।

আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্বং পাপং প্রচোদয় ॥ ১১

মৃত্তিকে দেহি নঃ পুষ্টিং ত্রয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

নমস্তে সর্বলোকানাং প্রভাবারণি সূত্রতে ॥ ১২

এবং জ্ঞাত্বা ততঃ পশ্চাদাচম্য চ বিধানতঃ ।

উখায় বাসসী শুক্রে শুক্রে তু পরিধায় বৈ ।

ততস্ত তর্পণং কুর্য্যৎ ত্রৈলোক্যাপ্যায়নায় বৈ ॥

দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্বাঅপরসোহসুরাঃ ।

ক্রুরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিক্ষগাঃ খগাঃ ॥

বিজ্ঞাধরা জলাধারান্তথৈবাকশগামিনাঃ ।

নিরাহারাস্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে

তেষামাপ্যায়নায়ৈতদীয়তে সলিলং ময়া ।

পুনরায় স্মীয় মস্তকে প্রদান করিবে। পরে বিধিপূর্বক আবাহনান্তে মৃত্তিকা দ্বারা জ্ঞান করিবে; বলিবে—হে অশ্রুক্রান্তে! রথক্রান্তে! বিষ্ণুক্রান্তে! বসুন্ধরে! মৃত্তিকে! আমি যে কিছু দৃষ্টত করিয়াছি, তুমি আমার সে সকল পাপ হরণ কর। হে মৃত্তিকে! বরাহমূর্তি শতবাহ কৃষ্ণ কর্তৃক তুমি উদ্ধৃতা ও কাশ্তপ কর্তৃক অভিমন্ত্রিতা হইয়া ব্রহ্মদত্তা হইয়াছিলে; এক্ষণে তুমি আমার গাত্র সমূহে আরোহণ করিয়া সর্ব পাপ খণ্ডন কর। হে মৃত্তিকে! তোমাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত; তুমি আমাদিগকে পুষ্টি দান কর, হে সূত্রতে! তুমি সকল লোকের প্রভবতুমি, তোমায় আমার নমস্কার। ১—১২। এইরূপে যথাবিধি জ্ঞানান্তে আচমন করিয়া জল হইতে উত্থানপূর্বক শুক্রে, শুক্রে বসুন্ধর্য পরিধান করিবে এবং পশ্চাৎ ত্রৈলোক্য আপ্যায়নের জন্ত তর্পণ করিবে। বলিবে,—দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব, অপর, ক্রুর সর্প, সুপর্ণ, তরু, জিক্ষগ, খগ, বিজ্ঞাধর, জলধর ও খেচর-গণ এবং যে সকল নিরাহার জীব পাপে ধর্ম্মে নিরত, তাহাদিগের আপ্যায়নের নিমিত্ত

কৃতোপবীতী দেবেভ্যো নিবীতী চ ভবেত্ততঃ
 মনুষ্যাংস্তর্পয়েত্তজ্যা ব্রহ্মপুত্রানুঘীংস্তথা ।
 সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ॥ ১৭
 কপিলশ্চানুরিষ্টৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা ।
 সর্কৈ তে তৃপ্তিমায়াস্ত মন্দন্তেনাস্থনা সদা ॥ ১৮
 মরীচিমত্ৰ্যঙ্গিরসং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং ।
 প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ ।
 দেবব্রহ্মণ্যবীন সর্কাস্তর্পয়েদক্ষতোদকৈকঃ ॥ ১৯
 অপসব্যঃ ততঃ রুদ্রা সব্যঃ জাহ্নবা ভূতলে ।
 অগ্নিহোতাস্থথা সৌম্যা হবিষ্যস্তস্তথোঽশ্বপাঃ ॥ ২০
 সূকালিনো বহিষদস্তথাস্তে বাজ্রাপাঃ পুনঃ
 সন্তর্প্য পিতরো ভক্ত্যা সতিলোদকচন্দনৈঃ ॥ ২১
 যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ ।
 বৈবস্বতায় কালায় সর্কভূতক্ষয়ায় চ ॥ ২২
 ঔড়ম্বরায় দধ্যায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে ।
 বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রশৃঙ্গায় বৈ নমঃ ।
 দর্ভপাণিঞ্চ বিধিনা পিতৃন সন্তর্পয়েদ্বুধঃ ॥ ২৩

আমি এই সলিল দান করিতেছি । উপবীতী
 হইয়া দেবগণকে এবং নিবীতী হইয়া মনুষ্য
 ও ঋষিদিগকে তর্পণ করিবে । ব্রহ্মপুত্র ঋষি-
 দিগকেও তর্পণ করিতে হইবে, যথা—সনক,
 সনন্দ, সনাতন, আনুরি, কপিল, বোঢ়ু ও
 পঞ্চশিখ, ইহারা সকলে মৎস্রদত্ত জল দ্বারা
 পরিতৃপ্ত হউন । অনন্তর মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা
 পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও
 নারদ প্রভৃতি দেব ও ব্রহ্মর্ষিদিগকে অক্ষতো-
 দকে তর্পণ করিবে । তৎপরে বামজানু
 পাতিত করিয়া প্রাচীনাবীতী হইয়া অগ্নি-
 স্বাত, সৌম্য, হবিষ্যস্ত, উশ্বপা, সূকালীন,
 বহিষদ ও আজ্যপ প্রভৃতি পিতৃগণকে
 ভক্তির সহিত সতিল জল ও চন্দন দ্বারা
 তর্পণ করিবে । অনন্তর যম, ধর্ম্মরাজ,
 মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্কভূতক্ষয়,
 ঔড়ম্বর, দধ্য, নীল, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর, চিত্র,
 এবং চিত্রশৃঙ্গকে তর্পণ করিবে । তৎপরে
 দর্ভপাণি হইয়া নাম-গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক
 স্বথাবিধি পিতা, পিতামহ ও মাতামহদিগকে

পিত্রাদীন নামগোত্রেণ তথা মাতামহানপি ।
 সন্তর্প্য বিধিনা ভক্ত্যা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২৪
 যেহবাক্ষবা বাক্ষবা বা যেহস্তজগ্মনি বাক্ষবাঃ ।
 তে তৃপ্তিমখিলাঃ যন্ত যশ্চাস্মন্তোহভিবাঙ্কতি
 ততশ্চাচম্য বিধিবদালিখেৎ পদ্মমগ্রতঃ ।
 অক্ষতাভিঃ সপুষ্পাভিঃ সজলাকণচন্দনম্ ।
 অর্ঘ্যং দত্তাৎ প্রযত্নেন সূর্য্যনামানি কৌর্ত্তয়েৎ ॥
 নমস্তে বিষ্ণুরূপায় নমো বিষ্ণুমুখায় বৈ ।
 সহস্ররশ্ময়ে নিত্যং নমস্তে সর্কতেজসে ॥ ২৭
 নমস্তে শিব সর্কেশ নমস্তে সর্কবৎসল ।
 জগৎস্বামিন্ নমস্তেহস্ত দিব্যচন্দনভূষিত ॥ ২৮
 পদ্মাসন নমস্তেহস্ত কুণ্ডলাঙ্গদভূষিত
 নমস্তে সর্কলোকেশ জগৎ সর্কং বিবোধসে ॥ ২৯
 সূকৃতং তৃকৃতকৈব সর্কং পশ্যসি সর্কগ ।
 সত্যদেব নমস্তেহস্ত প্রসীদ মম ভাস্কর ॥ ৩০
 দিবাকর নমস্তেহস্ত প্রভাকর নমোহস্ত তে ।

তর্পণ করিবে । অনন্তর তর্পণান্তে ভক্তি-
 ভরে এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে যে,
 যাঁহারা বাক্ষব, অবাক্ষব বা অন্ত জন্মের
 বাক্ষব, তাঁহারা সমগ্র তৃপ্তি প্রাপ্ত হউন এবং
 যিনি আমাদের নিকট হইতে জলাকাঙ্ক্ষা
 করেন, তিনিও তৃপ্ত হউন । পরে আচমনান্তে
 অগ্রভাগে একটি পদ্ম আঁকিবে, এবং ঐ
 পদ্মের উপর পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা
 চন্দনোদক সহযোগে যত্নের সহিত অর্ঘ্য
 দান ও সূর্য্য-নাম কৌর্ত্তন করিবে ; বলিবে,—
 তুমি বিষ্ণুরূপ, বিষ্ণুমুখ, সহস্ররশ্মি, সর্ক-
 তেজা, তোমাকে আমার বার বার নমস্কার ।
 হে শিব ! সর্কেশ ! সর্কবৎসল ! তোমায়
 বারবার নমস্কার । হে জগৎস্বামিন্ ! হে
 দিব্য-চন্দনচর্চিত ! পদ্মাসন ! কুণ্ডল ও
 অঙ্গদভূষণ ! তোমায় পুনঃপুনঃ নমস্কার
 করি । হে সর্কলোকেশ ! তুমিই জগৎকে
 প্রবুদ্ধ করিতেছ । হে সর্কগ ! তুমিই
 জগদ্বাসীর সূকৃত, তৃকৃত, সকলই দর্শন কর ।
 হে সত্যদেব ! তোমায় নমস্কার । হে
 ভাস্কর ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।

এবং সূর্য্যং নমস্কৃত্য জিঃ কৃত্বাথ প্রদক্ষিণম্ ।
দ্বিজং গাং কাঞ্চনং স্পৃষ্ট্বা ততো বিষ্ণুগৃহং ব্রজেৎ
ইতি স্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে স্তানবিধির্নাম
দ্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০২ ॥

ত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি প্রয়াগস্তোপবর্ণনম্ ।
মার্কণ্ডেয়েন কথিতং যৎ পুরা পাণ্ডুস্বনবে ॥ ১
ভারতে তু যদা বৃতে প্রাপ্তরাজ্যে পৃথাসুতে
এতস্মিন্নন্তরে রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২
ভ্রাতৃশোকেন সন্তপ্তচিস্তয়ন্ স পুনঃপুনঃ ।
আসীৎ সুর্যোধনো রাজা একাদশচমুপতিঃ ॥ ৩
অস্মান্ সন্তাপ্য বহুশঃ সর্কে তে নিধনং গতাঃ
বাসুদেবং সমাশ্রিত্য পঞ্চ শেযাশ্চ পাণ্ডবাঃ ॥ ৪

দ্বিবাকর ! তোমায় নমস্কার । প্রভাকর !
তোমায় নমস্কার । এইরূপে সূর্য্যকে তিন-
বার নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে এবং
গো-ব্রাহ্মণ ও কাঞ্চন স্পর্শ করিয়া বিষ্ণুগৃহে
গমন করিবে । ১৩—৩১ ।

দ্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০২ ।

ত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—অতঃপর প্রয়াগ-
ধামের বর্ণন করিতেছি । ইহা পূর্বে মার্ক-
ণ্ডেয়, পাণ্ডুপুত্রের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন ।
যখন ভারতযুদ্ধ নিবৃত্ত হইল ; যুধিষ্ঠির রাজ্য
পাইলেন । তখন একদিন সেই কুন্তীপুত্র
যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃশোকে সন্তপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ
চিন্তা করিতে লাগিলেন,—একদা সুর্যোধন
এই রাজ্যের রাজা ছিল ; সে একাদশ
অক্ষৌহিনীর অধীশ্বর ছিল ; আমাদের
বহুধা সন্তাপিত করিল, করিয়া সকলেই নিধন
প্রাপ্ত হইল । আমরা পাঁচজনমাত্র পাণ্ডুপুত্র

হইয়া ভীষ্মক দ্রোণক কর্ণকেব মহাবলম্
সুর্যোধনক রাজানং পুত্রভ্রাতৃসমমিতম্ ॥ ৫
রাজানো নিহতাঃ সর্কে যে চান্তে শূরমানিনঃ
কিং নো রাজ্যোহন গোবিন্দ কিং ভোগে-

জীবিতেন বা ॥ ৬

ধিকৃ কষ্টমিতি সক্ষিস্ত্য রাজা বৈক্রব্যমাগতঃ ।
নির্কিঁচেষ্ঠো নিরুৎসাহঃ কিঞ্চিৎ তিষ্ঠত্যধোমুখঃ
লক্ষসংজ্ঞো যদা রাজা চিস্তয়ন্ স পুনঃপুনঃ ।
কতরো বিনিয়োগো বা নিয়মঃ তীর্থমেব চ ॥ ৮
যেনাহং শীঘ্রমামুক্ষে মহাপাতককিঞ্চিৎ ॥ ৯
যত্র স্থিত্বা নরো যাতি বিষ্ণুলোকমমৃতমম্ ॥ ১০
কথং পৃচ্ছামি বৈ কৃষ্ণঃ যেনেদং কারিতো-
হস্ম্যহম্ ॥

যুতরাষ্ট্রং কথং পৃচ্ছে যস্ত পুত্রশতং হতম্ ॥ ১০
এবং বৈক্রব্যমাপন্যো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।

বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিলাম । মহাবল
ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে এবং ভ্রাতা ও পুত্র
সহ শৌর্য্যাভিমानी রাজা সুর্যোধনকে
নিহত করত রাজাকে শমনসদনে প্রেরণ
করিলাম ! হা গোবিন্দ ! আমাদের এখন
এই বন্ধুহীন রাজ্যে জীবনে বা ভোগে প্রয়ো-
জন কি ? ধিকৃ কষ্ট ! এইরূপ চিন্তা করিয়া
রাজা যুধিষ্ঠির বড়ই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন ।
তাহার কোন চেষ্টা বা উৎসাহ কিছুই রহিল
না । তিনি চিন্তায় কিঞ্চিৎকাল অধোমুখে রহি-
লেন । কতক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য হইল, তিনি
বারম্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এমন
কি নিয়ম বা তীর্থস্থান আছে যাহা পালন
করিয়া বা যেখানে গিয়া আমি সস্তর মহা-
পাতকরাশি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি ।
যেখানে গিয়া অমৃতম বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হওয়া
যায়, সে স্থান কোথায় তাহা আমি কেমন
করিয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করি । কৃষ্ণই ত
আমায় এই বর্তমানদশায় উপনীত করিয়া-
ছেন, সুতরাং তাঁহাকেই বা কিরূপে জিজ্ঞাসা
করি ? আর বৃদ্ধ রাজা যুতরাষ্ট্র, তাঁহার শত
পুত্র হত্যা করিয়াছি, তাঁহার নিকটই বা কোন্

কদন্তি পাণ্ডবাঃ সৰ্বে ভ্রাতৃশোকপরিপ্লুতাঃ ॥১১
 যে চ তত্র মহাত্মানঃ সমেতাঃ পাণ্ডবাঃ স্মৃতাঃ ।
 কুন্তী চ জ্যোপদী চৈব যে চ তত্র সমাগতাঃ ।
 ভূমৌ নিপতিতাঃ সৰ্বে কদন্তন্ত সমন্ততঃ ॥১২
 বারাগস্তাঃ মার্কণ্ডেয়স্তেন জ্ঞাতো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 যথা বৈক্রব্যামাপমৌ রোদমানস্ত হৃঃখিতঃ ॥ ১৩
 অচিরেণৈব কালেন মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ ।
 সম্প্রাপ্তো হস্তিনপুরং রাজদ্বারে হতিষ্ঠত ॥ ১৪
 দ্বারপালোহপি তং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞঃ কথিতবান্
 ক্রতম্ ।

স্বাঃ জ্যেষ্ঠকামৌ মার্কণ্ডে দ্বারি তিষ্ঠত্যসৌ মুনিঃ
 অরিতো ধৰ্ম্মপুত্রস্ত দ্বারমাগাদতঃ পরম্ ॥ ১৫
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

স্বাগতং তে মহাভাগ স্বাগতং তে মহামুনে ।
 অদ্য মে সফলং জন্ম অত্ৰ মে তারিতং কুলম্

মুখে জিজ্ঞাসা করিতে যাই ? রাজা যুধিষ্ঠির
 এইরূপ চিন্তায় বড়ই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন ।
 পাণ্ডবেরা সকলেই ভ্রাতৃশোকে কাতর হইয়া
 কাঁদিতে লাগিল, তথায় অস্তান্ত যে সকল
 মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদেরও অশ্রু-
 পাত হইতে লাগিল । কুন্তী জ্যোপদী প্রভৃতি
 রাজমহিলারা সে রোদনে যোগ দান করি-
 লেন । অনেকে ভূতলে পড়িয়া কাঁদিতে
 লাগিলেন । এই সময় মার্কণ্ডেয় মুনি বারা-
 নসীধামে অবস্থিত ছিলেন, তিনি যুধিষ্ঠিরের
 অবস্থা জানিতে পারিলেন ; বুঝিলেন,—
 যুধিষ্ঠির বড়ই হৃঃখিত ও কাতর হইয়া রোদন
 করিতেছেন । তখন অবিলম্বে মহাতপা
 মার্কণ্ডেয় হস্তিনাপুরে আসিয়া রাজদ্বারে
 দণ্ডায়মান হইলেন । দ্বারপাল তাঁহাকে
 দেখিয়া রাজার নিকট গিয়া নিবেদন করিল—
 মহারাজ ! মার্কণ্ডেয় মুনি আপনার সহিত
 সাক্ষাৎ করিবার জন্ত দ্বারে দণ্ডায়মান
 আছেন । তৎক্ষণে ধৰ্ম্মরাজ সত্ত্বর দ্বার-
 দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মুনিকে
 বলিলেন,—হে মহামুনে ! আশুন, আশুন,
 হে মহাভাগ ! আপনার শুভাগমন হউক,

অত্ৰ মে পিতরন্তষ্টাভ্যয়ি দৃষ্টে মহামুনে ।
 অদ্যাং পুত্রেদেহোহস্মি যৎ ত্বয়া সহ দর্শনম্ ॥
 নন্দিকেশ্বর উবাচ ।
 সিংহাসনে সমাস্থ্যাপ্য পাদশৌচার্চনাদিভিঃ ।
 যুধিষ্ঠিরো মহাত্মা বৈ পূজয়ামাস তং মুনিম্ ॥ ১৬
 ততঃ স তুষ্টো মার্কণ্ডেঃ পূজিতস্তাহ তং নৃপম্
 আখ্যাহি ত্বরিতং রাজন্ কিমর্থং কদিতং ত্বয়া ।
 কেন বা বিক্রবীভূতঃ কা বাধা তে কিমপ্রিয়ম্
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।
 অস্মাকঞ্চৈব যদবৃত্তং রাজ্যস্তার্থে মহামুনে ।
 এতৎ সৰ্বং বিদিত্বা তু চিন্তাবশমুপাগতঃ ॥ ২০
 মার্কণ্ডেয় উবাচ
 শৃণু রাজন্ মহাবাহো কক্সধৰ্ম্মব্যবস্থিতম্ ।
 নৈব দৃষ্টং রণে পাপং যুধ্যমানস্ত ধীমতঃ ॥ ২১
 কিং পুনা রাজধৰ্ম্মেণ কক্সিয়স্ত বিশেষতঃ ।
 তদেবং হৃদয়ং কৃত্বা তস্মাৎ পাপং ন চিন্তয়েৎ ॥

অত্ৰ আমার জন্ম সফল হইল ; অত্ৰ আমার
 কুল উদ্ধার পাইল, হে মহামুনে ! আপনার
 দর্শনে অত্ৰ আমার পিতৃগণ পরিতুষ্ট
 হইলেন । আমার দেহ পবিত্র হইল । ১—১৭।
 নন্দিকেশ্বর কহিলেন, মহাত্মা যুধিষ্ঠির সেই
 মুনিকে সিংহাসনে বসাইয়া পাণ্ড, অর্ঘ্য ও
 আচমনাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন ।
 অনন্তর মার্কণ্ডেয় পূজিত ও তুষ্ট হইয়া
 বলিলেন,—হে রাজন্ ! শীঘ্র বলুন, কিজন্ত
 আপনি রোদন করিতেছেন ? কেন এত
 কাতর ও বিহ্বল হইয়াছেন, আপনার এমন
 কি পীড়া বা অপ্রিয় ঘটিয়াছে ? যুধিষ্ঠির
 কহিলেন,—হে মহামুনে ! আমাদের এই
 রাজ্যোপলক্ষে যে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে,
 সেই সকল স্মরণ করিয়াই চিন্তাক্রান্ত হই-
 যাছি । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাত্মজ !
 কক্সিয়ধৰ্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা শ্রবণ করুন ।
 যুধ্যমান ধীমান্ কক্সিয়জাতির সংগ্রাম-
 ব্যাপারে কোনই পাপ দেখা যায় না ।
 বিশেষতঃ যিনি কক্সিয় রাজা, রাজধৰ্ম্মের
 অঙ্গরোধে রণে তাহার যে পাপ নাই—এ

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা প্রণমা শিরসা মুনিম্ ।
পপ্রচ্ছ বিনয়োপেতঃ সৰ্বপাতকনাশনম্ * ॥ ২৩ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পৃচ্ছামি ত্বাং মহাপ্রাজ্ঞ নিত্যং ত্রৈলোক্যদর্শিনম্ ।
কথয় ত্বং সমাসেন যেন মুচ্যেত কিম্বিবাৎ ॥ ২৪ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ মহাবাহো সৰ্বপাতকনাশনম্ ।
প্রয়াগগমনং শ্রেষ্ঠং নরাণাং পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি জীমাৎস্তে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে
ত্ৰ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পুরা কল্পে যথাস্থিতম্ ।
ব্রহ্মণা দেবমুখেন যথাবৎ কথিতং মুনে ॥ ১ ॥

কথা বলাই বাহুল্য । স্মৃতরাং ইহা হৃদয়ঙ্গম
করিয়া পাপ চিন্তা করা কর্তব্য নহে ।
অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মুনিকে মন্তকদ্বারা
প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে তাহাঁকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ ! ত্রৈলোক্যের সমস্তই
আপনার নিত্য প্রত্যক্ষ । অতএব আপনি
সংক্ষেপতঃ বলুন—কিরূপে পাপ হইতে
মুক্ত হওয়া যায় ? মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—
হে মহাভূজ, রাজন্ ! শ্রবণ করুন, পুণ্য-
কৰ্ম্মী নরগণের পক্ষে প্রয়াগগমনই সৰ্ব
পাতকহর ৷ ১৮—২৫ ॥

ত্ৰ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মুনে ! পুরাকল্পে
দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা যাহা যেরূপ কীর্তন করিয়া-
ছেন. এক্ষণে তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা

* মার্কণ্ডেয়ঃ মহাত্মানমিদমাহ বচোহর্থ-
বদিতি কচিৎ পাঠঃ ।

কথং প্রয়াগে গমনং নরাণাং তত্র কীদৃশম্ ।
মৃতানাং কা গতিস্তত্র স্নাতানাং তত্র কি ফলম্
যে বসন্তি প্রয়াগে তু ব্রহ্মি তেষাঞ্চ কিং ফলম্
এতন্নে সৰ্বমাধ্যাহি পরং কোতুহলং হি মে ॥ ৩ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

কথয়িষ্যামি তে বৎস যচ্ছ্রেষ্ঠং তত্র যৎ ফলম্ ।
পুরা হি সৰ্ববিপ্রাণাং কথ্যমানং ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪ ॥
অ। প্রয়াগপ্রতিষ্ঠানাদা পুরাষাশ্লুকেহুর্দাৎ ।
কশ্বলাশ্বতরৌ নাগৌ নাগশ্চ বহুমূলকঃ ।
এতৎ প্রজাপতেঃ ক্ষেত্রং ত্রিমু লোকেষু বিস্তৃতম্
তত্র স্নাত্বা দিবং যাতি য়ে মৃতাস্তেহপুনর্ভবাঃ ।
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবা ব্রহ্মাং কুর্বন্তি স্রজতাঃ ॥
অস্ত্রে চ বহুবন্তীথাঃ সৰ্বপাপহরাঃ শুভাঃ ।
ন শক্যাঃ কথিতুং রাজন্ বহুবর্ষশতৈরাপ ।
সঙ্ক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যামি প্রয়াগস্ত তু কীর্তনম্ ॥

করি । প্রয়াগগমন কি প্রকার ? তথায়
গেলে নরগণের কিরূপ গতি হয় এবং তথায়
স্নান করিলেই বা কীদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়া
যায় ? যাহারা প্রয়াগে বাস করে, তাহারা
কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই
সকল আমার নিকট যথার্থ কীর্তন করুন,
শুনিবার জন্য আমার বড়ই কোতুহল হই-
য়াছে । মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে বৎস !
যাহা শ্রেষ্ঠ এবং তথায় যেরূপ ফল প্রাপ্য,
তাহা কহিতেছি । পুরাকালে বিপ্রগণ
উহা আলোচনা করিতেছিলেন, আমি তাঁহা-
দের মুখে শ্রবণ করিয়াছি । প্রয়াগে প্রতিষ্ঠান
হইতে আরম্ভ করিয়া বাস্তুকি হ্রদ পর্যন্ত
লোকপ্রসিদ্ধ যে স্থান, তাহার নাম প্রজাপতি-
ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রে কশ্বল, অশ্বতর ও বহুমূল
নাগের বাস । এখানে স্নান করিয়া লোকে
স্বর্গ গমন করে এবং মরিয়া পুনরায় আর
জন্মগ্রহণ করে না । অত্ৰত্য লোকদিগকে
ব্রহ্মাদি দেবগণ ব্রহ্মা করিয়া থাকেন ৷ ১—৬ ॥
এই প্রজাপতিক্ষেত্রে অন্তান্ত সৰ্বপাপহর বহু
শুভ তীর্থ বিস্তারিত । হে রাজন্ ! আমি
শত বর্ষ ধরিয়া চেষ্টা করিলেও সে সকল

যষ্টিধনুঃসহস্রাণি যানি রক্ষন্তি জাহুবীম্ ।
 যমুনাং রক্ষতি সদা সবিতা সপ্তবাহনঃ ॥ ৮
 প্রয়াগন্ত বিশেষণে সদা রক্ষতি বাসবঃ ।
 মণ্ডলং রক্ষতি হরির্দেবতৈঃ সহ সঙ্গতঃ ॥ ৯
 তং বটং রক্ষতি সদা শূলপাণির্মহেশ্বরঃ ।
 স্থানং রক্ষন্তি বৈ দেবাঃ সর্বপাপহরং শুভম্ ॥
 অধর্মোণাবৃতো লোকো নৈব গচ্ছতি তৎপদম্
 অল্পমল্লতরং পাপং যদা তে স্ত্রান্নরাধিপ ।
 প্রয়াগং স্মরণমাস্ত সর্বমায়াতি সঙ্করম্ ॥ ১১
 দর্শনাৎ তস্মা তীর্থস্ত নামসকীর্তনাদপি ।
 মৃতিকালস্তনাদ্বাপি নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১২
 পঞ্চ কুণ্ডানি রাজেন্দ্র তেষাং মধ্যে তু জাহুবী
 প্রয়াগস্ত প্রবেশে তু পাপং নশ্বতি তৎক্ষণাৎ
 যোজনানাং সহস্রেষু গঙ্গায়াঃ স্মরণান্নরঃ ।
 অপি হ্রতকর্ম্মা তু লভতে পরমাং গতিম্ ॥ ১৪

তীর্থের যথাযথ বর্ণন করিতে সক্ষম নহি ।
 এক্ষণে সংক্ষেপতঃ প্রয়াগের বিবরণ বলি-
 তেছি । দেবগণ জাহুবী সমেত যষ্টিসহস্র
 ধনুঃপরিমিত স্থান রক্ষা করিয়া থাকেন ।
 তন্মধ্যে সপ্তবাহন সবিতা যমুনাকে রক্ষা
 করেন ; বাসব প্রয়াগস্থান বিশেষভাবে
 রক্ষা করিয়া থাকেন, স্বয়ং হরি দেবগণ সহ
 একযোগে সকল দেশ রক্ষা করেন এবং
 শূলপাণি স্বয়ং প্রয়াগস্থ প্রসিদ্ধ বট-
 রক্ষা করিয়া থাকেন । এই সর্ব-
 পাপহর শুভ সমস্ত স্থান দেবগণ রক্ষা
 করেন । অধার্মিক লোকেরা তথায়
 গমন করিতে পারে না । হে নরাধিপ !
 তোমার যদি অল্পমাত্র পাপও থাকে, তবে
 প্রয়াগ স্মরণে তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে ।
 এই প্রয়াগ তীর্থের দর্শন, নামকীর্তন বা
 মৃতিকাল্পেপনে নর পাপমুক্ত হয় । হে
 রাজেন্দ্র ! প্রয়াগে পঞ্চ কুণ্ড প্রশস্ত ;
 তন্মধ্যে জাহুবী একটী ; প্রয়াগে প্রবেশ
 মাত্র তৎক্ষণাৎ জাহুবী পাপ হরণ করেন ।
 গঙ্গা হইতে যোজনসহস্রের মধ্যে থাকিয়াও
 যে ব্যক্তি গঙ্গাস্মরণ করে, সে হ্রতকারী

কীর্তনানুচ্যতে পাপাকৃষ্টা ভদ্রাণি পশ্যতি ।
 অবগাহ্য চ পীত্বা তু পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ ১৫
 সত্যবাদী জিতক্রোধো অহিংসায়াং ব্যবস্থিতঃ
 ধর্ম্মানুসারী তত্ত্বজ্ঞো গোব্রাহ্মণহিতে তঃ ॥ ১৬
 গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে স্নাতো মুচ্যতে কিঞ্চিৎ
 মনসা চিন্তয়ন কামান্বাপ্নোতি সুপুঙ্কলান ॥
 ততো গত্বা প্রয়াগন্ত সর্বদেবাভিরক্ষিতম্ ।
 ব্রহ্মচারী বসেন্নাসং পিতৃন দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ ।
 ঈশিতান লভতে কামান্ যত্র যত্রাভিজায়তে
 তপনস্ত স্নাতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিষ্ণতা ।
 সমাগতা মহাভাগা যমুনা গা ।
 তত্র সন্নিহিতো নিত্যং সাক্ষাদ্দেবো মহেশ্বরঃ
 হৃষ্টাপ্যং মানুযৈঃ পুণ্যং প্রয়াগন্ত যুধিষ্ঠির ।
 দেব-দানব-গন্ধর্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধ-চারণঃ ।
 তদ্বপম্পৃশ্ব রাজেন্দ্র স্বর্গলোকমুপাসতে ॥ ২০

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে প্রয়াগমহাত্ম্যে
 চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৪ ॥

হইলেও পরম গতি লাভ করিয়া থাকে ।
 গঙ্গা নাম কীর্তনে পাপমোচন হয় এবং দর্শনে
 সঙ্গ শুভ দর্শন করা যায় । যে ব্যক্তি গঙ্গায়
 অবগাহন করিয়া তদীয় জল পান করে,
 সে তাহার সপ্তম কুল পবিত্র করিতে পারে ।
 যিনি সত্যবাদী, ক্রোধজয়ী, অহিংসা-নিরত,
 ধার্মিক, তত্ত্বজ্ঞ ও গোব্রাহ্মণহিতে রত,
 তিনি গঙ্গা ও যমুনামধ্যে স্নান করিয়া সর্ব
 কিঞ্চিৎ হইতে মুক্ত হন এবং মনঃক্লিষ্ট
 নিখিল বিপুল কামই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,
 গঙ্গাস্নানের পর সর্বদেব-রক্ষিত প্রয়াগে
 গিয়া ব্রহ্মচারি-অবস্থায় বাস করিবে এবং
 গঙ্গাজলে পিতৃ ও দেবগণকে তর্পণ করিবে ।
 মানব প্রয়াগধামের যে কোন স্থানে জন্ম
 গ্রহণ করুক, সে সর্ব কাম্য বস্তুই লাভ
 করিতে পারে । ত্রিলোকপ্রসিদ্ধা মহাভাগা
 তপননন্দিনী যমুনা সরিদাকারে প্রয়াগে
 প্রবাহিতা । সাক্ষাৎ মহেশ্বর দেব এখানে
 নিত্য সন্নিহিত । হে যুধিষ্ঠির ! এই পুণ্ড
 প্রয়াগ স্মৃতি মহাম্যগণের হৃদয়ত । দেব, দানব,

পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শূণু রাজন্ প্রয়াগস্ত মহাত্ম্যং পুনরেষ তু ।
যচ্ছ্রদ্ধা সৰ্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
আৰ্ত্তানাং হি দরিদ্রাণাং নিশ্চিতব্যবসায়িনাম্ ।
স্থানমুক্তং প্রয়াগস্ত নাথ্যেয়স্ত কদাচন ॥ ২
ব্যাপিতো যদি বা দীনো বুদ্ধো বাপি ভবেন্নরঃ
গঙ্গা-যমুনযোর্মধ্যে যন্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ॥
দৌপ্তকাঞ্চনবর্ণাভৈবিমানৈঃ সূর্যাসন্নিভৈঃ ।
গন্ধৰ্বাপ্সরসাং মধ্যে স্বর্গে ক্রীড়তি মানবঃ ।
ঐম্পিত্তল্লভেতে কামান্ বদন্তি ঋষিপুঙ্গবাঃ ॥ ৪
সৰ্বরত্নময়ৈর্দিব্যৈর্নানাধ্বজসমাকুলৈঃ ।
বরাহানাংসমাকৌণ্টেৰ্মোদতে শুভলক্ষণৈঃ ॥ ৫
গীতবাণবিনির্ঘোষৈঃ প্রসুপ্তঃ প্রতিবুধ্যতে ।
যাবন্ন স্বরতে জন্ম তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৬

ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ কৌণকশ্মা দিবশ্চ্যুতঃ ।
হিরণ্যরত্নসম্পূর্ণে সমৃদ্ধে জায়তে কুলে ।
তদেব স্বরতে তীর্থঃ স্বরণাৎ তত্র গচ্ছতি ।
দেশস্থো যদি বারণ্যে বিদেশস্থোহথবা গৃহে
প্রয়াগং স্বরমাণোহপি যন্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ
ব্রহ্মলোকমবাগ্নোতি বদন্তি ঋষিপুঙ্গবাঃ ॥
সৰ্বকামকলা বৃক্ষা মহৌ যত্র হিরণ্ময়ী ।
ঋযয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধান্তত্র লোকে স গচ্ছতি ॥ ৯
স্রীসহস্রাবৃতে রম্যে মন্দাকিনীস্তুটে শুভে ।
মোদতে ঋষিভিঃ সার্কং স্কৃতেনেহ কৰ্ম্মণা
সিদ্ধ-চারণ-গন্ধৰ্বৈঃ পূজ্যতে দিবি দৈবতৈঃ ।
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জন্মদ্বীপপতির্ভবেৎ ॥ ১১
ততঃ শুভানি কৰ্ম্মাণি চিন্তয়ানঃ পুনঃপুনঃ
শুণবান্ বিস্তম্পন্নো ভবতীহ ন সংশয়ঃ ॥ ১২

গন্ধর্ব, ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ এই
স্থান স্পর্শ করিয়া স্বর্গলোকে বাস করিয়া
থাকেন । ৭—২০ ।

চতুরধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৪ ।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্ ! পুনরায়
প্রয়াগ-মহাত্ম্য শ্রবণ করুন । ইহা শ্রবণে সৰ্ব
পাপ হইতেই মুক্তি ঘটে, সংশয় নাই । আৰ্ত্ত,
দরিদ্র ও ব্যবসায়ীদিগের স্থান হইল প্রয়াগ ;
ইহা কাহারও নিকট কদাচ বক্তব্য নহে ।
নর ব্যাধিত, হীন বা বৃদ্ধ—যাহাই কেন হউক
না, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ
করিলে অস্তে দৌপ্ত হৈম-বর্ণাভ সূর্য্যসঙ্কাশ
বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করে
এবং তথায় গিয়া গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণमध्ये
ক্রীড়া করিয়া থাকে । ঋষিপুঙ্গবেয়া বলেন,
সে মানবের সর্বাভীষ্টই লাভ হয়, তাদৃশ
মানব নানা রত্নখচিত দিব্য ধ্বজ-সমাকুল
বরাহনা-বেষ্টিত শুভ সমারম্ভে সৰ্বদা ক্রীড়া
করিতে থাকে এবং প্রসুপ্ত হইয়া গীত ও

বাদ্যনির্ঘোষে প্রতিবুদ্ধ হয় । যতদিন না
জন্ম স্বরণ করে, ততকাল তাহার স্বর্গবাস
হয় । অনন্তর কৰ্ম্মক্ষেয়ে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট
হইয়া হিরণ্য-রত্ন-সম্পূর্ণ স্রুসমৃদ্ধ গৃহে জন্ম
গ্রহণ করে, পরে সেই তীর্থ পুনরায় তাহার
স্মৃতিপথে সমুদিত হয় । স্বরণমাত্র সে
ব্যক্তি তথায় গমন করে । দেশ, বিদেশ,
অরণ্য বা গৃহে থাকিয়া যে জন প্রয়াগ স্বরণ-
পূর্বক প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার ব্রহ্ম-
লোক প্রাপ্তি হয় । এ কথা ঋষিপুঙ্গবেয়া
বলিয়া থাকেন । যেখানে নদী স্বর্গময়ী,
বৃক্ষসমূহ সমস্ত কামকলশালী, এবং ঋষি,
মুনি ও সিদ্ধগণ যথায় বিচরণ করেন, ঐ
ব্যক্তি সেই লোকে গমন করিয়া থাকে ।
স্কৃত কৰ্ম্মের ফলে সহস্র-স্রী-পরিবৃত হইয়া
মন্দাকিনীর রম্যতটে ঐ ব্যক্তি ঋষিগণসহ
বিহার করিয়া থাকে । সিদ্ধ-চারণ ও গন্ধর্ব-
গণ এবং সমস্ত দেবসমাজ স্বর্গে তাহার
পূজা করেন । অনন্তর স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট
হইয়া ঐ ব্যক্তি জন্মদ্বীপের অধিপতি
হইয়া থাকে । ১—১১ । তখন পুনঃপুনঃ শুভ
কৰ্ম্ম সকল চিন্তা করিতে করিতে শুণবান্

কৰ্ম্মণা মনসা বাচ্য ধৰ্ম্মসত্যপ্রতিষ্ঠিতঃ ।

গজা-যমুনয়োৰ্মধ্যে যন্ত গাং সম্প্রবচ্ছতি ॥ ১৩

সুবর্ণ-মণি-মুক্তাশ্চ যদিবাস্তং পরিগ্রহম্ ।

স্বকার্যো পিতৃকার্যো বা দেবতাত্যর্চনেহপি বা

সকলং তস্ত তৎ তীর্থং যথাবৎ পুণ্যমাণুয়াৎ ॥

এবং তীর্থে ন গৃহীয়াৎ পুণ্যেষায়তনেষু চ ।

নিমিস্তেষু চ সর্কেষু হুপ্রমত্তো ভবেদ্বিজঃ ॥ ১৫

কপিলাং পাটলাবর্ণাং যন্ত ধেনুং প্রযচ্ছতি ।

স্বর্ণশৃঙ্গীঃ রৌপ্যথুরাং কাংস্তদোহাং পয়স্বিনীম্
প্রয়াগে শ্রোত্রিয়ং সন্তং গ্রাহয়িত্বা যথাবিধি ।

শুক্লাদ্রবরং শান্তং ধর্ম্মজং বেদপারগম্ ॥ ১৭

সা গৌস্তৈশ্চ প্রদাতব্যা গজা-যমুনসঙ্গমে ।

বাসাংসি চ মহার্ষাণি রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ১৮

যাবজ্জোমাণি তস্তা গোঃ সন্তি গাত্রেষু সত্তম ।

তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১৯

ও বিত্তশালী হয়, সন্দেহ নাই। যে ধার্ম্মিক
সত্যসেবী নর স্বকার্যে, পিতৃকার্যে কিম্বা
দেবার্চন উপলক্ষে কৰ্ম্ম, মন ও বাক্যে
সংযত হইয়া গজা-যমুনার মধ্যে থাকিয়া
গো প্রদান করে, অথবা সুবর্ণ, মণি, মুক্তা
বা অন্ত কোন দেয় দ্রব্য দান করে, তাহার
অশেষ পুণ্য হয়, সে তীর্থকল লাভ
করে। এইরূপ তীর্থে পুণ্যায়তনে, কোন
নিমিস্ত উপলক্ষে কোন দানীয় দ্রব্য গ্রহণ
করিবেন না। সর্কদা অপ্রমত্ত থাকিবেন।
কপিলা, পাটলবর্ণা, স্বর্ণশৃঙ্গী, রৌপ্যথুরা
কাংস্তদোহা পয়স্বিনী ধেনু দান করা কর্তব্য।
প্রয়াগধামে কোন শুক্লাদ্রবরী, শান্ত, ধর্ম্মজ,
বেদপারগ, সাধু ব্রাহ্মণকে যথাবিধি প্রতিগৃহে
সম্মত করাইয়া গজা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে
তাঁহাকে ধেনু দান করিবে। এতদ্ভিন্ন
মহামূল্য বস্ত্র, বিবিধ রত্নও ব্রাহ্মণকে
দান করা কর্তব্য। হে সত্তম! প্রদত্ত
ধেনুর গাত্রে যত পরিমাণ রোম বিজ্ঞমান,
ধেনুদাতা তত পরিমিত বর্ষ যাবৎ স্বর্গ-
লোকে বিহার করিয়া থাকে। সে ব্যক্তি

যত্রাসৌ লভতে জন্ম সা গৌস্তস্তাভিজায়তে ।

ন চ পশ্চতি তং ঘোরং নরকং তেন কৰ্ম্মণা ।

উত্তরান্ স কুরুন্ প্রাপ্য মোদতে কালমক্ষয়ম্ ।

গবাং শতসহস্রেভ্যো দদ্যাদেকাং পয়স্বিনীম্ ।

পুজান্ দায়াংস্তথা ভূত্যান্ গৌরেকা প্রতি

তারয়েৎ ॥ ২১

তস্মাৎ সর্কেষু দানেষু গোদানন্ত বিশিষ্যতে ।

হুর্গমে বিষমে ঘোরে মহাপাতকসত্তবে ।

গৌরেব রক্ষাং কুরুতে তস্মাদেয়া দ্বিজোত্তমে

ইতি ক্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে

পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

যথা যথা প্রয়াগস্ত মাহাত্ম্যং কথ্যতে তথা ।

তথা তথা প্রমুচ্যেহহং সর্কপাপৈর্ন সংশয়ঃ ॥ ১

যেখানে জন্ম গ্রহণ করে, সেই গাভীও
তথায় জন্মিয়া তাহার অধীন হইয়া থাকে।
সেই স্কৃত কৰ্ম্মের ফলে কদাচ ঘোর নরক
তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। সে ব্যক্তি
উত্তর কুরুদেশে গিয়া অনন্ত কাল মহাসুখে
বিহার করে। শতসহস্র গোদান অপেক্ষা
একটি পয়স্বিনী গাভী দান প্রশস্ত। ঐ
একটি গাভীই ত্রী, পুত্র ও ভৃত্যবর্গের উদ্ধার
সাধন করে। অতএব সমস্ত দানের মধ্যে
গোদানই প্রশস্ত। মহাপাতক-জনিত ঘোর
বিসম সঙ্কটে একমাত্র গাভীই রক্ষা করিয়া
থাকে; সুতরাং দ্বিজবরকে গাভী দান
করিবে। ১২—২২।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৫ ।

ষড়ধিকশততম অধ্যায় ।

ব্র কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি
যে যে রূপ প্রয়াগমাহাত্ম্য কৌর্জন করিতে—

ভগবন্-কেন বিধিনা গন্তব্যং ধৰ্ম্মনিষ্ঠ্যৈঃ ।
 প্রয়াগে যো বিধিঃ প্রোক্তস্তয়ে ক্রহি মহামুনে
 মার্কণ্ডেয় উবাচ
 কথয়িষ্যামি তে রাজ্যন্তীর্থযাত্রাবিক্রমম্ ।
 আৰ্হেণ বিধিনানেন যথাদৃষ্টং যথাক্রমম্ ॥ ৩
 প্রয়াগতীর্থযাত্রার্থী যঃ প্রয়াতি নরঃ কচিৎ ।
 বলীবর্দসমাক্রুতঃ শৃণু তস্তাপি যৎ ফলম্ ॥ ৪
 নরকে বসতে ঘোরে গবাং ক্রোষ্ঠী হি দারুণে
 সলিলং ন চ গৃহ্ণন্তি পিতরস্তস্ত দেহিনঃ ॥ ৫
 যন্ত পুত্রাংস্তথা বালান্ আপয়েৎ পায়য়েৎ তথা
 যথাস্থনা তথা সর্বং দানং বিপ্রেষু দাপয়েৎ ॥ ৬
 ঐশ্বৰ্য্য-লোভ-মোহাদ্বা গচ্ছেদ্যানেন যো নরঃ
 নিফলং তস্ত তৎ সর্বং তস্মাদ্ধানং বিবর্জয়েৎ
 গঙ্গা-যমুনয়োৰ্দ্ধে যন্ত কস্তাং প্রযচ্ছতি ।
 আৰ্হেণৈব বিবাহেন যথাবিভবসম্ভবম্ ॥ ৮

ছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই আমি সর্ব-পাপ
 হইতে মুক্ত হইলাম । পরন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা
 করি, ধার্ম্মিক লোকেরা কিরূপ বিধি অনুসারে
 প্রয়াগে যাইবেন ? প্রয়াগসম্বন্ধে যে বিধি-
 নির্দেশ আছে, তাহা আমার নিকট কৌতুহল
 করুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্ !
 আমি তোমার নিকট তীর্থযাত্রা-বিধি ব্যক্ত
 করিতেছি, আর্য বিধি অনুসারে আমি
 যেরূপ দেখিয়াছি বা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই
 তোমায় বলিব । যদি কোন নর বলীবর্দে
 আরোহণ করিয়া কখন প্রয়াগ তীর্থে যাত্রা
 করে, তবে তাহার যে কি ফল হয়, বলি—
 শ্রবণ কর । সে ব্যক্তি ঘোর নরকে বাস
 করে, তাহার প্রদত্ত জল পিতৃপুরুষেরা
 কখনই গ্রহণ করেন না । যে ব্যক্তি নিজে
 কিছুই না করিয়া নিজের বালকবালিকা-
 দিগের সাহায্যে আত্মারূপ জ্ঞান পান ও
 দানাদি সমস্ত কার্য্য করায় এবং নিজে
 ঐশ্বৰ্য্য-লোভ-মোহে মত্ত হইয়া যানারোহণে
 তীর্থযাত্রা করে, তাহার সমস্ত কার্য্য পণ্ড
 হয় ; সুতরাং তীর্থযাত্রায় যানারোহণ
 করিবে না । গঙ্গা-যমুনার মধ্যে যে ব্যক্তি

ন স পশুতি তং ঘোরং নরকং তেন কর্ম্মণা ।
 উত্তরান্ স কুরুন্ গভ্রা মোদতে কালমক্ষয়ম্ ।
 পুত্রান্ দারাংশ্চ লভতে ধার্ম্মিকান্ রূপসংযুতান্
 তত্র দানং প্রকর্তব্যং যথাবিভবসম্ভবম্ ।
 তেন তীর্থকলকৈব বর্দ্ধতে নাত্র সংশয়ঃ ।
 স্বর্গে তিষ্ঠতি রাজেন্দ্র যাবদাকৃতসংগ্রবম্ ॥ ১০
 বটমূলং সমাসাচ্চ যন্ত প্রাণান্ বিমুক্তি ।
 সর্বলোকানতিক্রম্য ক্রুদ্রলোকঃ স গচ্ছতি ॥ ১১
 তত্র তে দ্বাদশাদিত্যাস্তপন্তি ক্রুদ্রসংপ্রিতাঃ ।
 নির্দহন্তি জগৎ সর্বং বটমূলং ন দহতে ॥ ১২
 নষ্টচন্দ্রার্কভুবনং যদা চৈকাৰ্ণবং জগৎ
 স্থীয়তে তত্র বৈ বিস্ময়জ্জমানঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১৩
 দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধ-চারণাঃ ।
 সদা সেবন্তি তৎ তীর্থং গঙ্গা-যমুনসঙ্গমম্ ॥ ১৪
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র প্রয়াগং সংস্রবং স যৎ

আর্য বিধি অনুসারে নিজের বিভবানুরূপ
 কস্তা সম্প্রদান করে, সে, সেই কর্ম্মণে
 কদাচ ভীষণ নরক দর্শন করে না ।
 সে ব্যক্তি উত্তর কুরুদেশে যায়, যাইয়া
 রূপবান্ ধার্ম্মিক পুত্র-কলত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া
 অনন্ত কাল সুখে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে
 থাকে । হে রাজেন্দ্র ! প্রয়াগ তীর্থে
 গিয়া যথাশক্তি দান করিতে হয় । এইরূপ
 দানকার্য্যে তীর্থকল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে
 এবং অল্পকাল স্বর্গে তাহার বাস হয় । যে
 ব্যক্তি প্রয়াগস্থ বটমূল প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ পরি-
 ত্যাগ করে, সে সর্বলোক অতিক্রম করিয়া
 ক্রুদ্রলোকে উপনীত হইয়া থাকে । ১—১১ ।
 ক্রুদ্রাশ্রিত দ্বাদশাদিত্য উত্তাপ প্রদান করে,
 এই জগৎ ভস্মীভূত করে ; কিন্তু বটমূল
 কখন দহ করে না । জগৎ একাৰ্ণবীভূত
 হইলে চন্দ্র, সূর্য, বিশ্ব কিছুই থাকে না,
 এক মাত্র যজ্ঞমান রূপে বিস্ময় তখন অবস্থান
 করেন । দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, সিদ্ধ
 ও চারণগণ তখন নিত্য নিত্য গঙ্গাযমুনার
 সঙ্গমতীর্থে সেবা করিতে থাকেন । অতএব
 হে রাজেন্দ্র ! প্রয়াগতীর্থের প্রশংসা করিতে

ଯତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଦୟୋ ଦେବା ଶ୍ଵୟଃ ସିଦ୍ଧଚାରଣାଃ । ୧୧
 ଲୋକପାଳାଞ୍ଚ ସାଧ୍ୟାଞ୍ଚ ପିତରୋ ଲୋକସମ୍ବତାଃ
 ସନତ୍କୁମାରପ୍ରମୁଖାଞ୍ଚେବ ପରମର୍ଷୟଃ ॥ ୧୬
 ଅନ୍ଧିରଃପ୍ରମୁଖାଞ୍ଚେବ ତଥା ବ୍ରହ୍ମର୍ଷୟଃ ପରେ ।
 ତଥା ନାଗାଃ ଅୁପର୍ଣାଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧାଞ୍ଚ ଷେଚରାଞ୍ଚ ଯେ ॥ ୧୭
 ସାଗରାଃ ସରିତଃ ଶୈଳା ନାଗା ବିଦ୍ୟାଧରାଞ୍ଚ ଯେ
 ହରିଞ୍ଚ ଭଗବାନାଞ୍ଚେ ପ୍ରଜାପତିପୁରଃସରଃ ॥ ୧୮
 ଗନ୍ଧା-ସମୁନ୍ୟୋର୍ବନ୍ଧୋ ପୃଥିବ୍ୟା ଜଘନଃ ସ୍ମୃତମ୍ ।
 ପ୍ରୟାଗଃ ରାଜଶାନ୍ତୁଲ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ ବିଜ୍ଞତମ୍ ।
 ତତଃ ପୁଣ୍ୟତମଃ ନାସ୍ତି ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ ଭାରତ ॥
 ଅବନୀଂ ତତ୍ତ୍ଵ ତୀର୍ଥଞ୍ଚ ନାମସଂକୀର୍ତ୍ତନାଦପି ।
 ଯୁକ୍ତିକାଳସ୍ତନାହାପି ନରଃ ପାପାଂ ପ୍ରସୂଚ୍ୟତେ ॥
 ତତ୍ରାଭିଷେକଃ ଯଃ କୁର୍ହ୍ୟାଂ ସଂସିତବ୍ରତଃ ।
 ତୁଲ୍ୟଂ କଲମବାପ୍ରୋତି ରାଜହ୍ଵୟାଧିମେଧୟୋଃ ॥ ୨୧
 ନ ଦେବବଚନାଂ ତାତ ନ ଲୋକବଚନାଂ ତଥା ।
 ମତିକ୍ରଂକ୍ରମଣୀୟା ତେ ପ୍ରୟାଗଗମନଃ ପ୍ରୀତି ॥ ୨୨

ଦଶ ତୀର୍ଥସହସ୍ରାଣି ଯଷ୍ଟିକୋଟ୍ୟାନ୍ତଥାପରାଃ ।
 ତେଷାଂ ସାନ୍ନିଧ୍ୟମତ୍ତେବ ତତତ୍ତ୍ଵ କୁରୁନନ୍ଦନ ॥ ୨୩
 ଯା ଗତିର୍ଯୋଗଯୁକ୍ତଞ୍ଚ ସତ୍ୟାହଞ୍ଚ ମନୌଷିଣଃ ।
 ସା ଗତିସ୍ତ୍ୟାଜତଃ ପ୍ରାଣାନ୍ ଗନ୍ଧା-ସମୁନ୍ୟୋର୍ବନ୍ଧୋ ॥
 ନ ତେ ଜୀବନ୍ତି ଲୋକେହସ୍ମିନ୍ସ୍ତତ୍ର ତତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ।
 ଯେ ପ୍ରୟାଗଂ ନ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତାସ୍ତିଷୁ ଲୋକେଷୁ ବଞ୍ଚିତାଃ
 ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟା ତୁ ତଂ ତୀର୍ଥଂ ପ୍ରୟାଗଂ ପରମଂ ପଦମ୍ ।
 ଯୁଚ୍ୟତେ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ଶଶାଞ୍ଚ ଇବ ରାହ୍ଵା
 କହଳାନ୍ତରୋ ନାଗୋ ବିପୁଲେ ସମୁନ୍ୟାତଟେ ।
 ତତ୍ର ଶ୍ରୀହା ୮ ଶ୍ରୀହା ୮ ସର୍ବପାପିନଃ ପ୍ରସୂଚ୍ୟତେ ॥
 ତତ୍ର ଗନ୍ଧା ୮ ସଂହାନଂ ମହାଦେବଞ୍ଚ ବିଜ୍ଞତମ୍ ।
 ନରନ୍ତାରୟତେ ସର୍ବାନ୍ ଦଶ ପୂର୍ବୀନ୍ ଦଶାପରାନ୍ ॥
 କୃତ୍ଵାଭିଷେକଞ୍ଚ ନରଃ ସୋହସ୍ତମେଧକଲଂ ଲାଭେ ॥
 ଶ୍ଵର୍ଗଲୋକମବାପ୍ରୋତି ଯାବଦାଭୂତସଂସ୍ରବମ୍ ॥ ୨୨
 ପୂର୍ବପାର୍ଶ୍ଵେ ତୁ ଗନ୍ଧାସାନ୍ନିଷୁ ଲୋକେଷୁ ଭାରତ ।
 କୂପଟୈବ ତୁ ସାମୁଦ୍ରଂ ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନଞ୍ଚ ବିଜ୍ଞତମ୍ ॥ ୨୩

କରିତେ ତଥାୟ ଗମନ କରାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ସେখানে
 ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ, ଶ୍ଵୟିଗଣ, ସିଦ୍ଧଗଣ, ଚାରଣ-
 ଗଣ, ଲୋକପାଳ ସକଳ, ସାଧ୍ୟଗଣ, ଲୋକସମ୍ବତ
 ପିତୃଗଣ, ସନତ୍କୁମାର ପ୍ରଭୃତି ପରମର୍ଷିଗଣ,
 ଅନ୍ଧିରାପ୍ରମୁଖ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିଗଣ, ନାଗଗଣ, ଅୁପର୍ଣ-
 ଗଣ, ସିଦ୍ଧଗଣ, ଷେଚରଗଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଗର,
 ସମସ୍ତ ନଦୀ, ସମସ୍ତ ନଦ, ସମସ୍ତ ନାଗ
 ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଧର ନିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞମାନ ।
 ପ୍ରଜାପତିପୁରଃସର ଭଗବାନ୍ ହରି ତଥାୟ
 ନିତ୍ୟ ବିରାଜମାନ । ଗନ୍ଧା ସମୁନ୍ୟାର ମଧ୍ୟ-
 ହଳ ପୃଥିବୀର ଜଘନ ବଳିଷ୍ଠା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
 ହେ ରାଜଶ୍ରେଷ୍ଠ ! ପ୍ରୟାଗତୀର୍ଥ ତ୍ରିଲୋକ-ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।
 ହେ ଭାରତ ! ତାହା ଅପେକ୍ଷା ପୁଣ୍ୟତମ ତୀର୍ଥ
 ତ୍ରିଭୁବନେ ଆଉ ନାହିଁ । ସେହି ତୀର୍ଥର ନାମ
 ଅବନୀ, କୀର୍ତ୍ତନେ ଏବଂ ତାହାର ଯୁକ୍ତିକା ଆଳ-
 ଶ୍ଚନେ ନର ସର୍ବ ପାପ ହୁଏତେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ
 ଥାକେ । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସିତବ୍ରତ ହୁଏ
 ଗନ୍ଧା-ସମୁନ୍ୟାର ସଂସିତବ୍ରତ ହୁଏ
 ତାହାର ରାଜହ୍ଵୟ ଓ ଅଧିମେଧର ତୁଲ୍ୟ କର୍ମ-
 ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ । ହେ ଭାରତ ! କେଉଁ ଦେବବଚନେ
 ବା କେଉଁ ଲୋକବଚନେ ତୋମାର ମତି ଯେନ

ପ୍ରୟାଗଗମନେ ପରାସ୍ତୁତ ହୁଏ ନା । ହେ କୁରୁ-
 ନନ୍ଦନ ! ଯଷ୍ଟିକୋଟି ଦଶସହସ୍ର ତୀର୍ଥ ଐ
 ପ୍ରୟାଗତୀର୍ଥେହି ସନ୍ନିହିତ । ସତ୍ୟାନିଷ୍ଠ ଯୋଗ-
 ଯୁକ୍ତ ମନୌଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ
 ଥାକେନ, ଗନ୍ଧା-ସମୁନ୍ୟାର ସଂସିତବ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ତ
 କରିଥାଉ ଲୋକ ସେହି ଗତି ଲାଭ କରିଥା
 ଥାକେ । ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ! ଯାହାର ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରାପ୍ତ
 ହୁଏ ନା, ସେହି ସକଳ ତ୍ରିଲୋକବଞ୍ଚିତ ଲୋକ ଏ
 ଜଗତେ ଜୀବନ୍ତ ନାମେରହି ଯୋଗୀ । ୧୨—୨୩
 ଏହି ପରମ ପଦ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥ ଦେଖିବା ରାହ୍ଵା
 ଶଶାଞ୍ଚର ଶ୍ରୀୟ ମାନବ ପାପମୁକ୍ତ ହୁଏ
 ଥାକେ । ବିପୁଲ ସମୁନ୍ୟାତଟେ କହଳ ଓ ଅନ୍ତର
 ନାଗର ଅଧିଷ୍ଠାନ । ତଥାୟ ଶ୍ରୀୟ ଓ ପାନ
 କରିଥା ଲୋକେ ସର୍ବ ପାପ ହୁଏତେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ।
 ସେখানে ଗୋଲେ ମହାଦେବର ଏକ ବିଶ୍ଵବିଜ୍ଞତ
 ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯାଏ । ଐ ସ୍ଥାନେ
 ଆସିଲେ ପୂର୍ବାପର ଦଶ ଦଶ ପୁରୁଷକେ ଉଦ୍ଧାର
 କରିତେ ପାରେ । ତଥାୟ ଶ୍ରୀୟ କରିଲେ ନର
 ଅଧିମେଧ ଯଜ୍ଞର କଲ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ତେ
 ଶ୍ଵର୍ଗେ ମିଥା କଲ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଵର୍ଗସୁଖ ଅଭୁତବ
 କରିତେ ଥାକେ । ହେ ଭାରତ ! ଗନ୍ଧାର ପୂର୍ବ

ব্রহ্মচারী জিতক্রোধস্ত্রিরাত্রঃ যদি তিষ্ঠতি ।
সৰ্বপাপবিন্ধকাত্মা সৌহৰ্দ্দমেধকলং লভেৎ ॥
উত্তরেণ প্রাতিষ্ঠানান্তাগীরথ্যাশ্চ পূৰ্বতঃ ।
হংসপ্রপতনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্ৰুতম্ ॥
অশ্বমেধকলং তস্মিন্ স্নানমাশ্রয়েণ ভারত ।
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৩৩
উৰ্বশীরমণে পুণ্যে বিপুলে হংসপাতুরে ।
পরিত্যজতি যঃ প্রাণান্ শৃণু তস্মাপি যৎ কলম্
যষ্টিবর্ষসহস্রাণি যষ্টিবর্ষশতানি চ ।
সেব্যতে পিতৃভিঃ সার্কং স্বর্গলোকে নরাধিপ ॥
উৰ্বশীস্ত সদা পশ্যেৎ স্বর্গলোকে নরোত্তম ।
পূজ্যতে সততং পুত্র ঋষি-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরৈঃ ॥ ৩৬
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ ক্ষৌণকস্মা দিবশ্চ্যুতঃ ।
উৰ্বশীসদৃশীনাস্ত কস্তানাং লভতে শতম্ ।
মধ্যে নারীসহস্রাণাং বহুনাঞ্চ পতির্ভবেৎ ।

দশগ্রামসহস্রাণাং ভোক্তা ভবতি ভূমিপঃ ॥ ৩৮
কাঞ্চীনুপুরশব্দেন সুপ্তোহসৌ প্রতিবুধ্যতে ।
ভূক্ষা তু বিপুলান্ ভোগাংস্তৎ তীর্থং ভজতে
পুনঃ ॥ ৩৯
শুক্লাশ্বরথরো নিত্যং নিয়তঃ সংযতেশ্বিয়ঃ ।
একং কালস্ত ভুঞ্জানো মাসং ভূমিপতির্ভবেৎ ॥
সুবর্ণালঙ্কৃতানাস্ত নারীণাং লভতে শতম্ * ।
পৃথিব্যামাসমুদ্রায়াং মহাভূমিপতির্ভবেৎ ॥ ৪১
ধনধান্তসমায়ুক্তো দাতা ভবতি নিত্যশঃ ।
ভূক্ষা তু বিপুলান্ ভোগাংস্তৎ তীর্থং লভতে
পুনঃ ॥ ৪২
অথ সঙ্ঘ্যাবটে রম্যে ব্রহ্মচারী জিতেশ্বিয়ঃ ।
উপবাসী শুচিঃ সঙ্ঘ্যাং ব্রহ্মলোকমবাগ্নুয়াৎ ॥
কোটিতীর্থং সমাসাদ্য যন্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ
কোটিবর্ষসহস্রাণাং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৪৪

পাশ্বে এক ত্রিলোক-বিশ্রুত প্রাতিষ্ঠানাত্মা
সামদ্রিক কূপ আছে; ক্রোধজয়ী ব্রহ্মচারী
ব্যক্তি তথায় যদি ত্রিরাত্র বাস করে, তবে
সৰ্ব পাপ হইতে মুক্ত ও বিশুদ্ধ হইয়া অশ্ব-
মেধ যজ্ঞের কল লাভ করিতে পারে ।
ভাগীরথীর পূর্বে প্রাতিষ্ঠানের উত্তরে এক
ত্রৈলোক্যবিশ্রুত তীর্থ আছে । এই তীর্থের
নাম হংসপ্রপতন । হে ভারত ! তথায় স্নান
মাঝেই অশ্বমেধ যজ্ঞের কল লাভ হয় ।
এবং যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকে, তত কাল
স্বর্গলোকে বাস হয় । উৰ্বশীরমণ নামে
এক হংসপাতুর পুণ্য প্রশস্ত তীর্থ আছে ।
তথায় প্রাণ পরিত্যাগে যে কল হয়, তাহা
শ্রবণ কর । হে নরাধিপ ! উল্লিখিত ব্যক্তি
যষ্টিসহস্র যষ্টিশত বর্ষ পিতৃগণ সহ স্বর্গ-
লোকে সেবিত হইয়া থাকে । হে নরোত্তম !
ঐ ব্যক্তি সৰ্বদা স্বর্গলোকে উৰ্বশীকেও
দর্শন করিতে পারে । ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ
সতত তাহাকে পূজা করিয়া থাকেন । অনন্তর
ঐ ব্যক্তি কৰ্ম্মক্ষেত্রে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট
হইয়া উৰ্বশীপ্রাতিম শত কস্তা লাভ করে
এবং বহুসহস্র নারীর মধ্যে পতিরূপে

বিরাজ করিয়া থাকে । ঐ ব্যক্তি দশসহস্র
গ্রামের ভোক্তা ভূমিপতি হয় এবং নিজান্তে
কাঞ্চী ও নুপুরনিঃস্বনে জাগরিত হইয়া
থাকে । এইরূপে বিবিধ ভোগ উপভোগ
করিয়া উক্ত ব্যক্তি পুনরায় তীর্থসেবা
করে । যে তীর্থযাত্রী মানব শুক্ল বস্ত্র
পরিধানপূর্ব্বক নিত্য নিয়ত ও ইন্দ্রিয়জয়ী
হইয়া এক মাস যাবৎ একাহার করে,
সে, ভূমিপতি হয়, সুবর্ণালঙ্কৃত এক শত
নারী লাভ করে, আসমুদ্রে পৃথিবীর মহাধি-
পত্য প্রাপ্ত হয় এবং ধন-ধান্ত-সম্পন্ন হইয়া
নিত্য দানশীল হইয়া থাকে । ঐ ব্যক্তি
বিপুল ভোগ উপভোগ করিয়া পরে পুনরায়
সেই তীর্থের সেবা করিতে পারে । ২৬—৪২।
রমণীয় সঙ্ঘ্যাবটে যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী জিতে-
শ্বিয় উপবাসী ও শুচি হইয়া সঙ্ঘ্যোপাসনা
করে, তাহার ব্রহ্মলোক লাভ হয় । যে ব্যক্তি
প্রয়াগস্থ কোটি তীর্থে উপস্থিত হইয়া প্রাণ

* ইতঃ পরঃ—

গবামষ্টসহস্রাণাং ভোক্তা ভবতি ভূমিপঃ ।

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিং ।

ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ ক্লীণকর্ম্মা দিবশ্চ্যুতঃ ।
 সুবর্ণমণিমুক্তাঢ্যকূলে জায়েত রূপবান্ ॥ ৪৫
 ততো ভোগবতীং গঙ্গা বাসুকৈরুত্তরেণ তু ।
 দশাশ্বমেধকং নাম তীর্থং তত্রাপরং ভবেৎ ॥ ৪৬
 কুর্কক্ষেত্রেষেকশ্চ নরঃ সোহশ্বমেধকলং লভেৎ ।
 ধনাঢ্যো রূপবান্ দক্ষো দাতা ভবতি ধার্মিকঃ
 চতুর্কৈদেষু যৎ পুণ্যং যৎ পুণ্যং সত্যবাদিষু ।
 অহিংসায়ান্ত যো ধর্ম্মো গমনাদেব তৎ ফলম্
 কুরুক্ষেত্রসমা গঙ্গা যত্র যত্রাবগাহতে ।
 কুরুক্ষেত্রাদশগুণা যত্র বিদ্যেয়ং সঙ্গতা ॥ ৪৭
 যত্র গঙ্গা মহাভাগা বহুতীর্থা তপোধনা ।
 সিদ্ধক্ষেত্রং হি তজ্জ্যেয়ং নাত্র কার্ঘ্যা বিচারণা
 ক্ষিতৌ ভারয়তে মর্ত্যান্ নাগাস্তারয়তেহপথঃ
 দিবি ভারয়তে দেবাংস্তেন ত্রিপথগা স্মৃতা ॥ ৫১

পরিভ্রাণ করে, সহস্র কোটি বর্ষ যাবৎ
 তাহার স্বর্গস্থ ভোগ হয়। অনন্তর কর্ম্ম
 ক্ষয়ে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কোন সুবর্ণ-
 মণি-মুক্তাসম্পন্ন সমৃদ্ধ সংসারে রূপবান্
 হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। অনন্তর বাসুকির
 উত্তরে ভোগবতী তীর্থে গমন করিয়া
 দশাশ্বমেধক নামক অপর যে তীর্থ আছে,
 তথায় গিয়া স্নান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের
 ফল লাভ হয়, এবং স্নানকর্ত্তা ধনাঢ্য,
 রূপবান্, দক্ষ, দাতা ও ধার্মিক হইয়া থাকে।
 যত্নবান্ অধ্যয়নে ও সত্য বচনে যে পুণ্য
 হয় এবং অহিংসায় যে ধর্ম্ম হইয়া থাকে, এই
 তীর্থে গমনমাত্রই সে সমস্ত ফল লাভ করা
 যায়। গঙ্গার যেখানেই অবগাহন করা যাউক,
 কুরুক্ষেত্রসেবার ফল লাভ হইয়া থাকে;
 পরন্তু গঙ্গা যথায় বিদ্যুৎসহ সঙ্গত হইয়াছেন,
 তথায় কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা দশগুণ অধিক
 ফল লাভ হয়। যেখানে তাপসজনের পরম
 ধন মহাভাগ গঙ্গা বহু-তীর্থ সহ সম্বি-
 লিতা, সেই স্থান সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া বিজ্ঞেয়;
 তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভূতলে মর্ত্য-
 গণকে, পাতালে নাগগণকে এবং স্বর্গে
 দেবগণকে ভাবিত করেন বলিয়া গঙ্গা ত্রিপ-

যাবদস্থানি গঙ্গায়াং তিষ্ঠন্তি হি শরীরিণঃ ।
 তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৫২
 ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জম্বুদ্বীপপতির্ভবেৎ ।
 তীর্থানান্ত পরং তীর্থং নদীনান্ত মহানদী
 মোক্ষদা সর্বভূতানাং মহাপাতকিনামপি ॥ ৫৩
 সর্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু ত্বলভা ।
 গঙ্গাছারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ।
 তত্র স্নাত্বা দিবং যাতি যে মৃতাস্তেহপুনর্ভবাঃ ॥
 সর্বেষামেব ভূতানাং পাপোপহতচেতসাম্ ।
 গতিমন্নিষ্যমাণানাং নাস্তি গঙ্গাসমা গতিঃ ॥ ৫৫
 পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ।
 মহেশ্বরশিরোভ্রষ্টা সর্বপাপহরা শুভা ॥ ৫৬
 ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে
 ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৬ ॥

থগা নামে বিখ্যাত। দেহীদিগের অস্থিচূর্ণ
 যতকাল গঙ্গাগর্ভে থাকে, তত সহস্র বর্ষ
 স্বর্গবাস হয়। অনন্তর স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট
 হইয়া জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া থাকে। গঙ্গা
 সমস্ত তীর্থের প্রধান, নদীনামূহের মহানদী
 এবং মহাপাতকী সর্বভূতের মোক্ষদাত্রী।
 গঙ্গা সর্বত্রই সুলভা; কিন্তু গঙ্গাছার, প্রয়াগ
 ও সাগর-সঙ্গম, এই স্থানত্রয়ে তিনি ত্বলভা।
 প্রয়াগস্থ গঙ্গায় স্নান করিয়া মানব স্বর্গগমন
 করে, গঙ্গাস্নায়ী নর মরণের পর আর জন্ম
 গ্রহণ করে না। পাপে হতচিত্ত হইয়া যাহারা
 সুগতি অন্বেষণ করে, তাদৃশ সকল প্রাণীরই
 গঙ্গায় স্নান পরম গতি নাই। মহেশ-মন্তক-
 পরিভ্রষ্টা সকল-কলুষাপহা শুভজননী গঙ্গাই
 সমস্ত পবিত্রের পবিত্র এবং সমস্ত মঙ্গলের
 মঙ্গল। ৪৩—৫৬।

ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শুণু রাজন্ প্রয়াগস্ত মাহান্ধ্যং পুনর্যেব তু
যজ্ঞস্তা সৰ্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
মানসং নাম তৎ তীর্থং গঙ্গায়্য উত্তরে তটে ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা সৰ্বকামানবাধুয়াৎ ॥
গো-ভূ-হিরণ্যদানেন যৎ ফলং প্রাপ্নুয়ন্নরঃ
স তৎ ফলমবাপ্নোতি তত্তীর্থং অরতে পুনঃ ॥
অকামো বা সকামো বা গঙ্গায়্য যোহতিপদ্যতে
মৃতস্ত লভতে স্বৰ্গং নরকঞ্চ ন পশুতি ॥ ৪
অপ্সরোগণসঙ্গীতৈঃ সুশ্রোত্বসৌ প্রতিবুধ্যতে
হংস-সারসগুচ্চেন বিমানেন স গচ্ছতি ।
বহুবর্ষসহস্রাণি স্বৰ্গং রাজেন্দ্র ভুঞ্জতি ॥ ৫
ততঃ স্বৰ্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ ক্ষণিকস্মাদিবশ্চ্যুতঃ ।
সুবর্ণ-মণি-মুক্তাঢ্যো জায়তে বিপুলে কূলে ॥ ৬
যষ্টিতীর্থসহস্রাণি যষ্টিকোট্যন্তথাপগাঃ ।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! পুন-
রায় প্রয়াগমাহান্ধ্য শ্রবণ করুন, ইহা শ্রবণে
নিঃসন্দেহে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।
গঙ্গার উত্তর তটে মানস নামে এক তীর্থ
আছে, তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সৰ্ব
কামনা প্রাপ্ত হওয়া যায় । লোকে গো, ভূ
ও হিরণ্য দান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, সেই
তীর্থ অরণ্য মাতেই সে ফল লাভ করা যায় ।
লোক অকাম বা সকাম হউক, গঙ্গা প্রাপ্ত
হইয়া মরিলে তাহার স্বৰ্গলাভ নিশ্চয়ই হয়,
কখন নরক দর্শন করে না । সে ব্যক্তি
স্বৰ্গ থাকিয়া অপ্সরোগণের সঙ্গিতে নিজ
হইতে জাগরিত হয়, হংস ও সারসগুচ্চ
যানারোহণে সে গমন করে ; হে রাজেন্দ্র !
ঐ অবস্থায় সে বহুসহস্র বর্ষ স্বৰ্গ ভোগ
করে । অনন্তর কৰ্ম্মক্ষেপে স্বৰ্গ হইতে বিচ্যুত
হইয়া সুবর্ণ-মণি-মুক্তা-সম্পন্ন কোন এক
প্রশস্ত কূলে জন্ম গ্রহণ করে । মাঘমাসে

মাঘমাসে গমিষ্যন্তি গঙ্গা-যমুনসঙ্গমম্ ॥ ৭
গবাং শতসহস্রশ্চ সম্যগ্দ্দন্তশ্চ যৎ ফলম্ ।
প্রয়াগে মাঘমাসে তু ত্র্যাহন্নানাত্তু তৎফলম্ ॥ ৮
গঙ্গা-যমুনয়োৰ্বিধৌ কৰ্ষাণিঃ যন্ত সাধয়েৎ
অহীনাক্ষো হরোগচ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়সমবিতঃ ॥ ৯
যাবন্তি রোমকূপাণি তন্ত গাত্রেবু দেহিনঃ ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বৰ্গলোকে মহীয়তে ॥ ১০
ততঃ স্বৰ্গাৎ পরিভ্রষ্টো জম্বুদ্বীপপতির্ভবেৎ ।
স ভুক্তা বিপুলান্ ভোগাংস্ত তীর্থং অরতে
পুনঃ ॥ ১১

জলপ্রবেশঃ যঃ কুর্ধ্যাৎ সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে ।
ব্রাহ্মগ্রন্তে তথা সোমে বিমুক্তঃ সৰ্বকিঞ্চিৎ ॥
সোমলোকমবাপ্নোতি সোমেন সহ মোদতে ।
যষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বৰ্গলোকে মহীয়তে ॥ ১৩
স্বৰ্গে চ শত্ৰুলোকেহশ্মিষ্মিগন্ধৰ্বসেবিত
পরিভ্রষ্টো রাজেন্দ্র সমুচ্চে জায়তে কূলে ॥ ১৪
অধঃশিরাশ্চ যো জ্বালামূৰ্দ্ধপাদঃ পিবেন্নরঃ ।
শতবর্ষসহস্রাণি স্বৰ্গলোকে মহীয়তে ॥ ১৫
পরিভ্রষ্টো রাজেন্দ্র নোহগ্নিহোত্রৌ ভবেন্নরঃ ।

যষ্টিকোটী যষ্টিসহস্র তীর্থ নদী গঙ্গা-যমুনায়
সঙ্গমে গিয়া সম্মিলিত হয় । শত সহস্র
গোদানে যে ফল, মাঘমাসে মাত্র তিনটি
দিন গঙ্গান্নান করিলে সে ফল প্রাপ্ত
হওয়া যায় । গঙ্গা-যমুনায় মধ্যে যে ব্যক্তি
কৰ্ষাণ সাধন করে, সে, অহীনাক্ষ, অরোগ
ও পঞ্চেন্দ্রিয়-সম্পন্ন হয় । তাহার দেহে যত
রোম থাকে, ততদিন তাহার স্বৰ্গবাস হয় ।
অনন্তর স্বৰ্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জম্বুদ্বীপের
অধিপতি হয় । তথায় বিপুল ভোগ উপভোগ
করিয়া পুনরায় এই তীর্থ অরণ্য করে । ১—১১
লোক-বিশ্রুত সঙ্গমতীর্থে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে
যে ব্যক্তি জলপ্রবেশ করে, সে, সৰ্বপাপ
হইতে মুক্ত হয়, সোম লোক প্রাপ্ত হইয়া
সোম সহ বিহার করে এবং যষ্টিসহস্র বর্ষ
যাবৎ স্বৰ্গলোকে পূজিত হইয়া থাকে । হে
রাজেন্দ্র ! ঋষি-গন্ধৰ্ব-সেবিত স্বৰ্গে তথা ইন্দ্র-
লোকে বাস করিয়া কৰ্ম্মক্ষেপে তাহা হইতে

ভুক্তা তু বিপুলান্ ভোগাংস্ততীর্থং ভজতে পুনঃ

যঃ স্বদেহস্ত কৰ্ত্তিত্বা শকুনিভ্যাঃ প্রযচ্ছতি ।

বিহগৈরুপভুক্তস্ত শৃণু তত্শাপি যৎ কলম্ ॥১৭

শতং বর্ষসহস্রাণাং সোমলোকে মহীয়তে

তস্মাদপি পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ ॥১৮

গুণবান্ রূপসম্পন্নো বিদ্যাংশ্চ প্রিযবাচকঃ ।

ভুক্তা তু বিপুলান্ ভোগাংস্ততীর্থং ভজতে
পুনঃ ॥ ২০

যাযুনে চোত্তরে কূলে প্রয়াগস্ত তু দক্ষিণে

ঋণপ্রমোচনং নাম তৎ তীর্থং পরমং স্মৃতম্ ॥

একরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা ঋণৈঃ সর্ষৈঃ প্রমুচ্যতে ।

স্বর্গলোকমবাপ্নোতি অনূণশ্চ সদা ভবেৎ ॥২১

ইতি ত্রীমাংশ্চে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে

সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৭ ॥

বিচ্যুত হইলে ভূতলে অগ্নিহোত্রী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই জন্মে বিপুল ভোগ উপভোগ করিয়া পুনরায় তীর্থ-সেবী হয়। যে ব্যক্তি নিজের দেহ কাটিয়া শকুনিদিগকে দান করে এবং যাহার মৃতদেহ তথায় বিহঙ্গমগণ কর্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহার যে কতদূর কল হয়, শ্রবণ কর। সেই ব্যক্তি শতবর্ষ সোমলোকে বাস করে, পরে সে স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্যলোকে ধার্মিক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার রূপ, গুণ, বিদ্যা, কিছুই তখন অভাব থাকে না। সে, বিপুল ভোগ উপভোগের পর পুনরায় তীর্থসেবী হয়। প্রয়াগের দক্ষিণে যমুনার উত্তরকূলে ঋণমোচন নামে এক পরম তীর্থ আছে, তথায় একরাত্র উপবাস করিলে সমস্ত ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পায়, এবং অঋণ হইয়া সর্বদা স্বর্গলোকে বাস করে ৷২২—২২।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

যুধিষ্ঠির উবাচ

এতচ্ছ্রদ্ধা প্রয়াগস্ত যৎ ত্বয়া পারকীর্তিতম্ ।

বিশুদ্ধং মেহদ্য হৃদয়ং প্রয়াগস্ত তু কীর্তনাৎ ॥

অনাশককলং ক্রহি ভগবন্তত্র কৌদৃশম্

যঞ্চ লোকমবাপ্নোতি বিশুদ্ধঃ সর্ষকিষ্মিষৈঃ ॥২

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ প্রয়াগে তু অনাশককলং বিভো ।

প্রাপ্নোতি পুরুষো ধীমানশ্রদ্ধাধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ

অহীনাঙ্কোহপ্যরোগশ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়সমবিতঃ ।

অশ্বমেধকলং তস্ত গচ্ছতস্ত পদে পদে ॥ ৪

কুলানি তারয়েজাজন্ দশ পূর্ষান্ দশাপরান্ ।

মুচ্যতে সর্ষপাপেভ্যো গচ্ছেত্তু পরমং পদম্ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মহাভাগ্যং হি ধর্ম্মস্ত যত্নং বদসি মে প্রভো ।

অল্পেনৈব প্রযত্নেন বহুন্ ধর্ম্মানবাগ্মতে ॥ ৬

অশ্বমেধে বহুভিঃ প্রাপ্যতে সূত্রতৈরিহ ।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে বিভো! আপনি যে প্রয়াগমাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন, ইহা শুনিয়া অদ্য আমার হৃদয় বিশুদ্ধ হইল। হে ভগবন্! বলুন, তথায় অনশন করিলে কল কিরূপ হয়? এবং সর্ষপাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া কোন্ লোকে যাওয়া যায়? মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! প্রয়াগে অনশনব্রত করিলে যে কল হয়, শ্রবণ কর। শ্রদ্ধালু, জিতেন্দ্রিয় ধীমান্ ব্যক্তি প্রয়াগে অনশন করিলে, পদে পদে তাহার অশ্বমেধকল লাভ হয়। সে, অহীনাঙ্ক, নীরোগ ও পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া থাকে। ৫. ব্যক্তি দশ উর্দ্ধ ও দশ অধস্তন কুল উদ্ধার করে, সর্ষপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১—৫। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি যে আমার নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব বলিতেছেন, ইহা আমার মহা সৌভাগ্যের বিষয়। যাহা

ইমং মে সংশয়ঃ হিঁহি পরঃ কৌতূহলঃ হি মে ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ মহাবীর যজ্ঞক্ৰং ব্রহ্মযোনিম্ ।
ঋষীণাং সন্নিধৌ পূৰ্ণং কথ্যমানং ময়া ক্রতম্ ॥ ৮
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং প্রয়াগস্ত তু মণ্ডলম্ ।
প্রবিশ্তমাত্রে তদ্রুমাবশমেধঃ পদে পদে ॥ ৯
ব্যতীতান্ পুরুষান্ সপ্ত ভবিষ্যাৎশ্চ চতুর্দশ ।
নরস্তারয়তে সন্নান্ যন্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ॥
এবং জাহ্নবা তু রাজেন্দ্র সদা সেবাপরো ভবেৎ
অশ্রদ্ধাধনাঃ পুরুষাঃ পাপোপহতচেতসঃ ।
ন প্রাপ্নুবন্তি তৎ স্থানং প্রয়াগং দেবরক্ষিতম্ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ

স্নেহাচ্চা দ্রব্যলোভাচ্চা যে তু কামবশং গতাঃ ।
কথং তীর্থকলং তেষাং কথং পুণ্যকলং ভবেৎ
বিক্রয়ঃ সৰ্বভাগানাং কার্য্যাকর্ষ্ম্যাজানতঃ ।

হউক, শ্রুতভাষ্যচারী ব্যক্তিগণ বহু অশ্বমেধ
অমুষ্ঠান করিয়া, যে প্রভুত ধর্ম লাভ করেন,
এই প্রয়াগধামে অল্প প্রযত্ন দ্বারাই তাদৃশ
প্রচুর ধর্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় কিরূপে ? আমার
এই সংশয় ছেদন করুন, আমার বড়ই
কৌতূহল উপস্থিত । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—
হে রাজন্ ! মহাবীর ! এ সম্বন্ধে ব্রহ্ম-
যোনি পূর্বে ঋষিগণসমীপে যাহা বলিয়া-
ছেন, তাহা আমার শুনা আছে, এক্ষণে
বলি, শ্রবণ কর । প্রয়াগমণ্ডল পঞ্চযোজন
বিস্তীর্ণ । প্রয়াগভূমে প্রবেশমাত্র পদে
পদে অশ্বমেধ-কল লাভ হয় । যে নর
প্রয়াগে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে তাহার
অতীত অনাগত চতুর্দশ পুরুষকে উদ্ধার
করিতে পারে । হে রাজেন্দ্র ! ইহা
জানিয়া সর্বদাই প্রয়াগতীর্থের সেবাভরণ
হওয়া উচিত । যাহাদের অজ্ঞা নাই, যাহারা
পাপ-হত-চিত্ত, তাহারা কদাচ এই দেবরক্ষিত
প্রয়াগধাম প্রাপ্ত হয় না । যুধিষ্ঠির কহিলেন,
স্নেহক্রমেই হউক বা দ্রব্যের প্রতি লোভ
বশতই হউক, যাহারা কামবশীভূত হয়,
তাহাদের তীর্থকল কিবা পুণ্যকল কিরূপ

প্রয়াগে কা গতিস্তস্মৈ তন্মে ক্রহি পিতামহ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ মহাশুভঃ সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ।
মাসমেকস্ত যঃ স্নায়াত্ প্রয়াগে নিম্নতেজস্বিনঃ ।
মূঢ়াতে সৰ্বপাপেভ্যঃ স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥
বিশ্রান্তঘাতকানাস্ত প্রয়াগে শৃণু যৎ ফলম্ ।
ত্রিকালমেব স্নায়ীত আহারং ভৈক্ষ্যমাচরেৎ ।
ত্রিভির্ন্যাসৈঃ স মূঢ়ো'ত প্রয়াগে তু ন সংশয়ঃ ॥
অজ্ঞানেন তু যন্তেহ তীর্থযাত্রাদিকং ভবেৎ ।
সৰ্বকামসমৃদ্ধে তু স্বর্গলোকে মহীয়তে ।
স্থানঞ্চ লভতে নিত্যং ধনধান্তসমাকুলম্ ॥ ১৬
এবং জ্ঞানেন সম্পূর্ণঃ সদা ভবতি ভোগবান্ ।
ভারিতাঃ পিতরস্তেন নরকাৎ প্রপিতামহাঃ ॥ ১৭
ধর্ম্মানুসারি তব্রজ পৃচ্ছতস্তে পুনঃপুনঃ ।
স্বৎপ্রিয়ার্থং সমাখ্যাতঃ শুভমেতৎ সনাতনম্ ॥

হইয়া থাকে ? যাহারা সর্ব দ্রব্যের বিক্রেতা
এবং কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এই
প্রয়াগে আসিলে তাহাদের কোন্ গতি হইয়া
থাকে ? হে পিতামহ ! তাহা আমাকে বলুন ।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্ ! সর্বপাপহর
মহাশুভ কথা শ্রবণ করুন । যে ব্যক্তি
প্রয়াগে আসিয়া জিতেজস্ব হইয়া এক মাস-
কাল স্নান করে, তাহার সর্বপাপ হইতে
মুক্তি হয় এবং সে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া
থাকে । প্রয়াগে আসিয়া বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি-
দিগের যাহা কর্তব্য, বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।
তাহারা তিন সন্ধ্যা স্নান করিবে, এবং ভিক্ষা
করিয়া আহার করিবে, এইরূপে তিন মাস-
কাল যাপন করিলে নিশ্চয় পাপমুক্তি হয় । যে
ব্যক্তি অজ্ঞানতঃ তীর্থযাত্রা করে, তাহারও
সুসমৃদ্ধ স্বর্গবাস হয় । সে ব্যক্তি নিত্য
ধনধান্তসম্পন্ন স্থান লাভ করে । এইরূপে
তাহার জ্ঞানপূর্ণতা ঘটে, সে সদা ভোগবান্
হইতে পারে । সেই ব্যক্তি পিতা ও প্রপিতা-
মহদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে ।
৬—১৭। হে তব্রজ ! তুমি ধর্ম্মানুসারে বারবার
জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাই তোমার শ্রিয়

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অদ্য মে সকলং জন্ম অদ্য মে তারিতং কুলম্
ঐতৌহম্যহুগৃহীতৌহমি দর্শনাদেব তে মূনে
স্বদর্শনাৎ তু ধর্ম্মান্নন যুক্তৌহহংকা দ্য কিম্বিবাৎ
ইদানীং বেদ্য চাক্ষানং তগবন্ গতকল্মষম্ ॥২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

দ্বিষ্ট্যা তে সকলং জন্ম দ্বিষ্ট্যা তে তারিতং কুলম্
কীর্তনান্বর্ত্ততে পুণ্যং ক্ষতাং পাপপ্রণাশনম্ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

যমুনায়াস্ত কিং পুণ্যং কিং ফলন্ত মহামুনে ।

এতন্মে সর্গমাখ্যাংহি যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ॥ ২২

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তপনস্ত স্মৃতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতা ।

সমাখ্যাতা মহাতাগা যমুনা তত্র নিয়গা ॥ ২৩

যেনৈব নিঃসৃত্য গঙ্গা তেনৈব যমুনাগতা ।

যোজনানাং সহস্ৰেষু কীর্তনাং পাপনাশিনী ॥২৪

তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ যমুনায়্যঃ যুধিষ্ঠির ।

কামনায় এই শুভ সনাতন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করি-
লাম। যুধিষ্ঠির कहিলেন, অজ্ঞ আমার
জন্ম সকল এবং কুল পবিত্র হইল। হে
মুনে! আপনার দর্শনে আমি অধুনা প্রীত ও
অহুগৃহীত হইলাম; হে ধর্ম্মান্নন! ভবদীয়
দর্শন লাভে এক্ষণে আমি পাপমুক্ত হইলাম।
হে তগবন্! এক্ষণে আমি বুঝিলাম, আমার
আত্মা নিষ্পাপ হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় कहি-
লেন,—ভাগ্যবশে তোমার জন্ম সকল এবং
কুল তারিত হইল। আমার কথিত বিষয়
কীর্তনে পুণ্য হয় এবং শ্রবণে পাপনাশ
হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির कहিলেন,—হে মহা-
মুনে! যমুনায় কি পুণ্য এবং কোন্ ফল হয়?
ইহা আপনি যেমন দেখিয়াছেন বা যেমন
তিনিয়াছেন, আমার নিকট কীর্তন করুন।
মার্কণ্ডেয় कहিলেন,—ত্রিলোকবিজ্ঞতা তপন-
নন্দিনী মহাতাগা নদী যমুনানামে কীর্তিতা।
গঙ্গা যে পথে নিঃসৃত হইয়াছেন, যমুনাও
সেই পথে আগমন করিয়াছেন। সহস্র
যোজন মধ্যে যমুনার নাম কীর্তনে পাপনাশ

কীর্তনান্বর্ত্ততে পুণ্যং দৃষ্ট্বা ভজ্যাপি পশ্যতি ॥২৫

অবগাহ চ পীত্বা চ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ।

প্রাণান্ত্যজাতি যন্তত্র স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

অগ্নিতীর্থমিতি খ্যাতং যমুনাদক্ষিণে তটে ।

পশ্চিমে ধর্ম্মরাজস্ত তীর্থন্ত নরকং স্মৃতম্ ॥২৭

তত্র স্নাত্বা দিবং যাতি য়ে মৃতান্তেহপুনর্ভবাঃ ।

এবং তীর্থসহস্রাণি যমুনাদক্ষিণে তটে ॥ ২৮

উত্তরেণ প্রবক্ষ্যামি আদিত্যস্ত মহান্ননঃ ।

তীর্থং নিরঞ্জনং নাম যত্র দেবাঃ সवासবাঃ ॥ ২৯

উপাসতে স্ম সঙ্ক্যাং য়ে ত্রিকালং হি যুধিষ্ঠির ।

দেবাঃ সেবন্তি ততীর্থং য়ে চান্তে বিবুধা জনাঃ

শ্রদ্ধধানপরো ভূত্বা কুরু তীর্থাভিষেচনম্ ।

অন্তে চ বহুবতীর্থাঃ সর্গপাপহরাঃ স্মৃতাঃ ।

তেষু স্নাত্বা দিবং যাতি য়ে মৃতান্তেহপুনর্ভবাঃ ॥

গঙ্গা চ যমুনা চৈব উভে তুল্যফলে স্মৃতে ।

হয়। হে যুধিষ্ঠির! যমুনায় স্নান করিয়া তাহার
জল পান করিলে অথবা তাহার নাম কীর্তনে
বা তাহাকে দেখিলে পুণ্য লাভ হয়। লোকে
মঙ্গল দর্শন করিতে পারে। যমুনায় অব-
গাহন করিয়া জল পান করিলে মানবের
সপ্তম পুরুষ পবিত্র হয়। যে ব্যক্তি তথায়
প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার পরম গতি
লাভ হয়। যমুনায় দক্ষিণ তটে অগ্নিতীর্থ
বিখ্যাত। পশ্চিমে ধর্ম্মরাজতীর্থ নরক।
তথায় স্নান করিয়া লোক স্বর্গে গমন করে,
আর তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না।
যমুনায় দক্ষিণে এইরূপ সহস্র সন্তত তীর্থ
বিद्यমান। মহাত্মা আদিত্যের উত্তরদিষ্-
স্থিত তীর্থ-বিবরণ বলিতেছি; নিরঞ্জন নামে
এক তীর্থ আছে, তথায় ইন্দ্রাদি দেবগণ
বাস করেন। দেবগণ এবং পণ্ডিতগণ সেই
তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। তুমি অক্ষা-
শীল হইয়া সেই তীর্থে স্নান কর। ঐ তীর্থ
ব্যতীত তথায় আরও বহু-তীর্থ বিদ্যা-
মান। সমস্ত তীর্থই সর্গ পাপহর। এই
সকল তীর্থে স্নান করিয়া লোক স্বর্গে গমন
করে; তথা হইতে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন

কেবলং জ্যেষ্ঠভাবেন গঙ্গা সৰ্বত্র পূজ্যতে ॥৩২
এবং কুরুষ কোন্তেয় সৰ্বতীৰ্থাভিষেচনম্ ।
যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্চতি ॥৩৩
যাবদমং কল্য উখায় পঠতে চ শৃণোতি চ ।
মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যঃ স্বৰ্গলোকং স গচ্ছতি ॥৩৪
ইতি জীমাংশ্বে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাশ্ব্যে-
হষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৮ ॥

নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ঋতং মে ব্রহ্মণা প্রোক্তং পুরাণে ব্রহ্মসম্ভবে ।
তীৰ্থানান্ত সহস্রাণি শতানি নিযুতানি চ ।
সৰ্বৈ পুণ্যাঃ পবিত্ৰাশ্চ গতিশ্চ পরমা স্মৃতা ॥১
সৌমতীৰ্থং মহাপুণ্যং মহাপাতকনাশনম্ ।

করে না । গঙ্গা এবং যমুনা উভয় নদীই তুল্য
কলদায়িনী । তবে কেবল জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন
গঙ্গা সৰ্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন । হে
কোন্তেয় ! এইরূপে তুমি সৰ্ব তীৰ্থে জ্ঞান
কর । করিলে তোমার আজন্ম সঞ্চিত পাপ
তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে । যে ব্যক্তি
প্রভাতে উঠিয়া এই প্রয়াগমুখতি পড়ে বা
শ্রবণ করে, সে লোক সৰ্ব পাপ হইতে
মুক্ত হয় এবং অনন্ত কালের জন্য স্বৰ্গ প্রাপ্ত
হয় । ১৮—৩০ ।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৮ ।

নবাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—পুরাণ প্রস্তাবে স্বয়ং
ব্রহ্মা যে শত শত সহস্র সহস্র নিযুত
নিযুত তীৰ্থের কথা কহিয়াছেন, আমি
তাহা শ্রবণ করিয়াছি । সেই সমস্ত
তীৰ্থই পুণ্য, পবিত্র ও পরম গতিপ্রদ ।
সৌমতীৰ্থ নামে এক মহাপাতকহর মহা-
পুণ্য তীৰ্থ আছে, হে রাজেন্দ্র ! তথায়

জ্ঞানমাত্রের রাজেন্দ্র পুরুষাংশ্চারয়েচ্ছতান্ ।
তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন তত্র জ্ঞানং সমাচরেৎ ॥২
যুধিষ্ঠির উবাচ ।
পৃথিব্যাং নৈমিষং পুণ্যমন্তরীক্ষে চ পুণ্ডরম্ ।
জয়াগমপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে ॥৩
সৰ্বাপি তানি সন্ত্যজ্য কথমেকং প্রশংসসি ।
অপ্রমাণস্ত তজ্জ্যোতির্মশ্বেদয়মহুতমম্ ॥ ৪
গতিঞ্চ পরমাং দিব্যাং ভোগাশ্চৈব
যথেষ্পিতান্ ।

কিমর্থমল্লযোগেন বহু ধৰ্ম্মং প্রশংসসি ।
এতন্মে সংশয়ং ক্রহি যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ॥৫
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

অশ্রদ্ধেয়ং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি যত্বেবেৎ ।
নরস্তাশ্রদ্ধধানস্ত পাপোপহৃতচেতসঃ ॥৬
অশ্রদ্ধধানো হৃণতি চ ত্রুষ্ণতি স্ত্যক্তমঙ্গলঃ ।
এতে পাতকিনঃ সৰ্বৈ তেনেদং ভাবিতং শ্রদ্ধা ॥
শৃণু প্রয়াগমাহাশ্ব্যং যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ।

জ্ঞান মাত্রেরই জ্ঞানকর্তার শত পুরুষ
উদ্ধার প্রাপ্ত হয় । অতএব সৰ্বপ্রযত্নে
তথায় জ্ঞান করা কর্তব্য । যুধিষ্ঠির কহি-
লেন,—পৃথিবী মধ্যে নৈমিষারণ্য এবং
অন্তরীক্ষে পুণ্ডরীক পুণ্যজনক । আর
ত্রিলোক মধ্যে কুরুক্ষেত্রই প্রশস্ত । এই
সকল তীৰ্থ পরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র
প্রয়াগমাহাশ্ব্যের প্রশংসা করিলেন কেন ?
আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অপ্রমাণ,
অশ্রদ্ধেয় ও অহুতম বলিয়াই মনে হয় ।
আর আপনি যে এই তীৰ্থে দিব্য গতি ও
ইষ্ট ভোগ প্রাপ্তির কথা কহিয়াছেন, তাহাও
ঐরূপ বলিয়াই আমার ধারণা । মার্কণ্ডেয়
কহিলেন,—অশ্রদ্ধাশীল পাপাত্মা নর যাহা
প্রত্যক্ষ করে, তাহাও অশ্রদ্ধেয় বলা যায়
না । অশ্রদ্ধধান, অশুচি, ত্রুষ্ণতি ও মঙ্গল
হীন, ইহারা সকলেই পাতকী । তোমারও
ঐ জাতীয় কোন পাপ আছে, তাই তুমি
ঐরূপ কথা কহিলে । ১—৭ । যাহা হউক, আমি
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্রমে প্রয়াগমাহাশ্ব্য

প্রত্যক্ষক পরোক্ষক যথাক্রমে ভবিষ্যতি ॥ ৮
 যথৈবান্দদৃষ্টক যথাদৃষ্টং যথাক্রমতম্ ।
 শাস্ত্রপ্রমাণং কৃত্বা চ যুক্ত্যাতে যোগমাস্তনঃ ॥ ৯
 ক্রিষ্টতে চাপরন্তত্র নৈব যোগমবাপুয়াৎ ।
 জন্মান্তরসহস্রেভ্যো যোগো লভ্যেত মানবৈঃ
 যথা যোগসহস্রৈশ্চ যোগো লভ্যেত মানবৈঃ ।
 বস্ত সর্বাণি রত্নানি ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥ ১১
 তেন দানেন দত্তেন যোগং নাভ্যেতি মানবঃ ।
 প্রমাণে তু যতশ্চেদং সর্বং ভবতি নাস্তথা ॥ ১২
 প্রধানহেতুং বক্ষ্যামি ব্রহ্মধংস চ ভারত
 যথা সর্বেষু কৃতেষু ব্রহ্ম সর্বত্র দৃষ্টতে ॥ ১৩
 ব্রাহ্মণে বাস্তি যৎ কিঞ্চিদব্রাহ্মমিতি বোচ্যতে ।
 এবং সর্বেষু কৃতেষু ব্রহ্ম সর্বত্র পূজ্যতে ॥ ১৪
 যথা সর্বেষু লোকেষু প্রমাণং পূজয়েদ্বিধুঃ ।

যাহা দেখিয়াছি বা যাহা শুনিয়াছি, তাহা
 যথাযথরূপে ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর ।
 অপর যাহা কিছু দৃষ্ট, অদৃষ্ট বা অশ্রুত
 থাকুক, শাস্ত্রকে প্রমাণ করিয়া আব্রহ্মযোগ
 অবলম্বন করিবে, তাহাতেই সমস্ত সবিশেষ
 প্রত্যক্ষীভূত হইবে । অনেকে ক্রেশ স্বীকার
 করিয়াও যোগ প্রাপ্ত হয় না । সহস্র সহস্র
 জন্মের পর হয় ত কদাচিত্ কোন জন যোগী
 হইতে পারে । সহস্র সহস্র যোগান্তরান
 করিলে, তবে মানবেরা প্রকৃত যোগ প্রাপ্ত
 হইতে পারে । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে
 সর্ব রত্ন দান করেন, তাঁহার সেই দান-
 ফলেই যোগ লভ্য হইবার নহে । কিন্তু
 প্রমাণে যত ব্যক্তির এই সমস্তই হইয়া
 থাকে । আমি যোগপ্রাপ্তির এই প্রধান
 হেতু বলিতেছি, হে ভারত ! তুমি ইহাতে
 লক্ষ্যবান্ হও । যেমন ব্রহ্ম বস্ত সর্বত্র
 পরিদৃষ্টমান হইলেও ব্রাহ্মণেই তিনি
 সবিশেষরূপে বিদ্যমান, অস্ত পদার্থ অব্রহ্ম
 বলিয়া লোকব্যবহার আছে, অথচ সর্ব
 কৃতেই ব্রহ্ম পূজিত হইয়া থাকেন, তেমনি
 অস্তান্ত তীর্থের মাহাত্ম্য থাকিলেও, সর্ব-
 লোকে প্রমাণ তীর্থই বুধগণের পূজনীয় । হে

পূজ্যতে তীর্থরাজস্ত সত্যমেব যুধিষ্ঠির ॥ ১৫
 ব্রহ্মাপি স্মরতে নিত্যং প্রমাণং তীর্থমুত্তমম্ ।
 তীর্থরাজমব্রূপ্য ন চাত্তং কিঞ্চিদহতি ॥ ১৬
 কো হি দেবদ্যমাসাত্ত মনুষ্যাত্তং চিকীর্ষতি ।
 অনেনৈবোপমানেন স্বং জ্ঞাস্তসি যুধিষ্ঠির ।
 যথা পুণ্যতমকান্তি তথৈব কথিতং ময়া ॥ ১৭
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কৃতক্কেদং তয়া প্রোক্তং বিস্মিতোহহং পুনঃ ।
 কথং যোগেন তৎপ্রাপ্তিঃ স্বর্গবাসস্ত কর্ণণা ॥ ১৮
 দাতা বৈ লভতে ভোগান্ গাঞ্চ যৎ কর্ণণঃ
 কলম্ ।

তানি কন্মাণি পৃচ্ছামি পুনরৈতৎ প্রাপ্যতে মহী ।
 মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ মহাবাহো যথোক্তকরণং মহীম্ ।
 গাময়িঃ ব্রাহ্মণঃ শাস্ত্রং কাঞ্চনং সলিলং স্নিগ্ধম্ ॥ ২০
 মাতরং পিতরকৈব যে নিষ্কান্তি নরাধমাঃ ।
 ন তেষা মূর্খগমনমিদমাহ প্রজাপতিঃ ॥ ২১

যুধিষ্ঠির ! সত্যসত্যই এই তীর্থরাজ প্রমাণ
 পূজ্য । এই উত্তম প্রমাণতীর্থকে ব্রহ্মাও
 নিত্য স্মরণ করিয়া থাকেন । এই তীর্থ-
 রাজকে প্রাপ্ত হইলে, অস্ত কিছুই আর
 প্রাপ্য থাকে না । কে বল—দেবদ্য পাইয়া
 পুনরায় মনুষ্যাত্ত কামনা করে ? হে যুধিষ্ঠির !
 তুমিও এই যোগোপায় দ্বারা প্রমাণ তীর্থকে
 বিদিত হইতে পারিবে । যাহা প্রকৃত পুণ্য-
 তম, তাহাই আমি তোমায় কহিলাম ৥ ৮—১৭ ॥
 যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনার কথিত বিষয় শ্রবণ
 করিলাম এবং পুনঃপুনঃ বিস্ময়াপন্ন হইলাম ।
 কিরূপ যোগে প্রমাণপ্রাপ্তি হয় এবং কিরূপ
 কর্ণেই বা স্বর্গবাস ঘটে, এবং যে কর্ণের
 ফলে দাতা ভোগ সকল লাভ করেন, আমি
 সেই সকল কর্ণ কি, তাহা শুনিতে ইচ্ছা
 করি । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্ !
 মহাবাহো ! শ্রবণ করুন ;—মহী, গো, অগ্নি,
 ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র, কাঞ্চন, জল, স্ত্রী, মাতা ও
 পিতা এই সমুদায়কে যে নরাধমেরা নিন্দা
 করে, তাহাদিগের স্বর্গগাত নাই, ইহা

এবং যোগেশ্ব সস্ত্রাণ্ডি-স্থানঃ পরমহর্ষভম্ ।
গচ্ছন্তি নরকং ঘোরং যে নরাঃ পাপকর্ষিণঃ ॥২২॥
হস্তাং গামনভূহং মণিমুক্তাদিকাক্ষম্ ।
পরোক্ষং হরতে যন্ত পশ্চাদানং প্রযচ্ছতি ॥২৩॥
ম তে গচ্ছন্তি বৈ স্বর্গং দাতারো যন্ত ভোগিনঃ
অনেককর্ষণা যুক্তাঃ পচ্যন্তে নরকে পুনঃ ॥২৪॥
এবং যোগেশ্ব ধর্ম্মং দাতারঞ্চ যুধিষ্ঠির ।
যথা সত্যমসত্যং বা অস্তি নাস্তীতি যৎ
কলম্ ।

নিরুক্তান্ত প্রবক্ষ্যামি যথাহ স্বয়মংগমান ॥২৫॥
ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাঙ্ক্যে
নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ প্রয়াগশ্চ মহাঙ্ক্যঃ পুনরেষ তু ।
নৈমিষং পুঙ্করকৈব গোতীর্থং সিদ্ধসাগরম্ ॥১॥

প্রজাপতি বলিয়াছেন। এইরূপে যোগ-
প্রাণ্ডি-স্থান পরম হর্ষভ। যে সকল লোক
পাপাচারী, তাহারা ঘোর নরকে গমন করে।
হস্তী, অশ্ব, গো, বলীবর্দ্ধ, মণি, মুক্তা ও
কাক্ষন প্রভৃতি বস্তু যাহারা অপ্রত্যক্ষে হরণ
করে এবং পরে সে সকল দান করে, তাহারা।
—যথায় দাতৃগণ ভোগস্থখে মগ্ন থাকেন, সেই
স্বর্গে যাইতে পারে না, অনেক কষ্টে লিপ্ত
থাকিয়া তাহারা নরকে পড়িতে থাকে। এই-
রূপে হে যুধিষ্ঠির! যোগ, ধর্ম্ম, দাতৃলক্ষণ,
সত্য, অসত্য, সৎ বা অসৎকল, এই সক-
লের বিবরণ সূর্য যাহা বলিয়াছিলেন, আমি
তাহা বলিতেছি।

নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০১ ।

দশাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—রাজন্, পুনরায়
প্রয়াগের মাহাঙ্ক্য অবগত করুন। নৈমিষ,

গয়া চ চৈত্রকটকৈব গঙ্গা-নাগরমেব চ
এতে চান্তে চ বহবো যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্ছ্রাঃ
দশ তীর্থসহস্রাণি ত্রিংশৎকোট্যঙ্কথা পরাঃ ।
প্রয়াগে সংস্থিতা নিত্যমেবমাহর্ষনীধিঃ ॥ ৩ ॥
ত্রীণি চাপ্যগ্নিকুণ্ডানি যেথাং মধ্যে তু জাহ্নবী ।
প্রয়াগাদভিনিজ্জাতা সর্বতীর্থনমস্কৃতা ॥৪॥
তপনশ্চ স্মৃতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতা ।
যমুনা গঙ্গয়া সার্কং সঙ্গতা লোকতাবিনী ॥ ৫ ॥
গঙ্গাযমুনয়োর্বধ্যে পৃথিব্যা জঘনং স্মৃতম্ ।
প্রয়াগং রাজশাঙ্গুল কলাং নার্কন্তি যোড়শীম্ ॥৬॥
ত্রিশ্চ কোট্যোহর্ককোটিশ্চ তীর্থানাং বায়ুরববীৎ
দ্বিবি ভুব্যস্তরীক্ষে চ তৎ সর্বং জাহ্নবী স্মৃতা ॥
প্রয়াগং সমধিষ্ঠানং কহলাপ্তরানুভৌ ।
ভোগবত্যর্থ যা চৈষা বেদিরেষা প্রজাপতেঃ ॥৭॥
তত্র বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ যুর্জিমস্তো যুধিষ্ঠির ।
প্রজাপতিমুপাসন্তে স্বয়ম্শ্চ তপোধনাঃ ॥৮॥

পুঙ্কর, গো-তীর্থ, সিদ্ধসাগর, গয়া, চৈত্রক,
গঙ্গাসাগর, ইহার। এবং আরও যে সকল
পুণ্য পর্বতাদি আছে, তন্মধ্যে ত্রিংশকোটী
দশসহস্র তীর্থ প্রয়াগে নিয়ত অবস্থান
করে। মূনি ও ঋষিগণ এইরূপ কহিয়া
থাকেন। তথায় তিনটী অগ্নিকুণ্ড আছে,
উহাদিগের মধ্যভাগ দিয়া সর্বতীর্থ-নমস্কৃতা
ভাগীরথী প্রবাহিতা হইয়াছেন। তপন-
তনয়া, ত্রিলোক-বিজ্ঞতা, লোকহিত-সাধিনী
যমুনা নদীও ঐ স্থানেই গঙ্গাসহ সঙ্গতা
হইয়াছেন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যভাগই
পৃথিবীর জঘন বলিয়া নিরূপিত। হে রাজ-
শাঙ্গুল! অস্ত্র কোন তীর্থই প্রয়াগের
যোড়শাংশ-সমতুল্য নহে। বায়ু বলিয়াছেন,
স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরীক্ষে সার্ক ত্রিকোটী তীর্থ
অবস্থান করে। সেই সমস্তই জাহ্নবীতে
বিস্তারিত। কহল ও অশ্বতর নাগরাজস্বয়
প্রয়াগ ধামেই বর্তমান। এই ভোগবতী ভূমি
প্রজাপতির বেদী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১—৮। হে
যুধিষ্ঠির! সেখানে বেদ ও যজ্ঞ সকল যুর্জিমান
হইয়া প্রজাপতির উপাসনা করেন। তপো-

যজ্ঞেন ক্রতুভির্দেবাস্থখা চক্রবর্তী নৃপাঃ ।
 ততঃ পুণ্যতমং নাস্তি ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥১০
 প্রভাবাৎ সৰ্বভীৰ্ধেভ্যঃ প্রভবত্যধিকং বিভো
 দশ ভীৰ্ষসহস্রাণি তিত্রঃ কোট্যস্থখাপরাঃ ॥১১
 যত্র গঙ্গা মহাভাগা স দেশস্তৎ তপোবনম্ ।
 সিদ্ধক্লেত্রঞ্চ বিজ্ঞেয়ং গঙ্গাতীরসমবিতম্ ॥১২
 ইদং সত্যং বিজানীয়াৎ সাধুনা মাঙ্গল্যনশ্চ বৈ ।
 স্নানদশ জপেৎ কর্ণে শিষ্যস্তান্নগতস্ত চ ॥১৩
 ইদং যজ্ঞমিদং স্বর্গ্যমিদং সত্যমিদং সূখম্ ।
 ইদং পুণ্যমিদং ধর্ম্যং পাবনং ধর্ম্মসুতমম্ ॥১৪
 মহর্ষীপাদিদং শুভং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 অধীত্য চ দ্বিজোহপ্যেতন্নির্ম্মলঃ স্বর্গমাশ্রুয়াৎ ॥
 য ইদং শৃণুন্নাস্তি তীর্থং পুণ্যং সদা শুচিঃ ।
 জাতিস্মরত্বং লভতে নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে ॥১৬
 প্রাপ্যস্তে তানি তীর্থানি সন্তিঃ শিষ্টৈরুদশিভিঃ
 স্নাহি তীর্থেষু কোরব্য ন চ বক্রমতির্ভবেঃ ॥১৭

ধন ঋষিগণও বর্তমান আছেন। তথায়
 দেবগণ ও চক্রবর্তী নৃপতিগণ বিবিধ
 ন করিয়া থাকেন; হে ভারত,
 যুধিষ্ঠির! এ কারণ ত্রিলোকমধ্যে ইহাপেক্ষা
 পুণ্যস্থান আর নাই। ইহা সর্ব তীর্থাপেক্ষা
 সমধিক শক্তিসম্পন্ন। এখানে তিনকোটি
 দশসহস্র প্রভাবশালী তীর্থ আছে।
 বিশেষতঃ যেখানে মহামহিমময়ী গঙ্গাদেবী
 বিরাজমানা, সেই দেশই প্রকৃত দেশ;
 উহাই প্রকৃত তপোবন। গঙ্গাতীরাপ্রতি
 প্রদেশ সিদ্ধক্লেত্র বলিয়া জ্ঞাতব্য। ইহা
 সত্য বলিয়া জানিবে এবং স্নান, শিষ্য ও
 অন্নগত জনের কর্ণে উপদেশ করিবে। ইহা
 যজ্ঞ, পুণ্য, সত্য, স্বর্গ্য, ধর্ম্ম, পাবন ও উত্তম
 পুণ্যসাধন। ইহা মহর্ষিগণের গোপনীয়,
 সর্বপাপপ্রণাশক। দ্বিজ ইহা প্রতিদিন অধ্য-
 য়ন করিলেও নির্ম্মল হইয়া স্বর্গলাভ করেন।
 যে জন শুচিতাবে প্রতিদিন এই তীর্থবিবরণ
 শ্রবণ করে, সে জাতিস্মরত্ব লাভ করে এবং
 স্বর্গধামে সানন্দে বাস করিয়া থাকে। শিষ্ট-
 পথান্নবর্তী সাধু ব্যক্তিরাই এই সকল তীর্থ

দ্বয়া চ সম্যক্ পৃষ্টেন কথিতং বৈ ময়া বিভো ।
 পিতরস্তারিতাঃ সর্বে তর্ধৈব চ পিতামহাঃ ।
 প্রয়াগস্ত তু সর্বে তে কলাং নার্ষ্ণি বোড়শীম্ ॥
 এবং জ্ঞানক যোগক তীর্থৈকৈব যুধিষ্ঠির ।
 বহুক্রেশেন যুজ্যস্তে তেন যাস্তি পরাং গতিম্ ।
 ত্রিকালং জায়তে জ্ঞানং স্বর্গলোকং গমিষ্যতি ॥
 ইতি ত্রীমাৎশ্চে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাশ্বে
 দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১০

একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথং সর্বমিদং প্রোক্তং প্রয়াগস্ত মহামুনে ।
 এতন্নঃ সন্মমাদ্যাহি যথা হি মম ভারয়েৎ ॥ ১
 মূর্কণ্ডেয় উবাচ ।
 শৃণু রাজন্ প্রয়াগে তু প্রোক্তং সর্বমিদং
 জপেৎ ।

প্রাপ্ত হয়। অতএব হে কোরব্য! তুমিও
 তীর্থসকলে দ্ধান কর; বক্রমতি হইও না।
 হে বিভো! তোমার প্রশ্নানুসারে আমি এই
 তীর্থবার্তা সম্যক্ কহিলাম। পিতৃ-পিতামহগণ
 পরিজ্ঞান পাইলেন। কোন তীর্থই প্রয়াগ
 তীর্থের ষোড়শাংশেরও তুল্য নহে। হে
 যুধিষ্ঠির! এইরূপ জ্ঞান, যোগ, এবং তীর্থ এ
 সকল বহু ক্রেশেই লাভ হয়; পরে তদ্বারা
 পরম গতি প্রাপ্তি, ত্রিকালিক জ্ঞান ও
 স্বর্গলোকবাসাদি ঘটিয়া থাকে। ১—:১।

দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১০ ।

একাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মহামুনে! আপনি
 যে এই সকল কথা কহিলেন, আমি কি
 প্রকারে ইহার অনুষ্ঠান করিব? যাহাতে
 আমার পরিজ্ঞান লাভ হয়, আপনি প্রসন্ন
 হইয়া আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান
 করুন। মূর্কণ্ডেয় কহিলেন,—রাজন্! প্রয়াগ

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশানো দেবতাঃ প্রভুরব্যয়ঃ ॥২
ব্রহ্মা সৃজতি ভূতানি স্বাবয়ং জজ্ঞমঞ্চ যৎ ।
তাশ্চেতানি পরংলোকে বিষ্ণুঃ সংবর্দ্ধতে প্রজাঃ
কল্পান্তে তৎ সমগ্রং হি রুদ্রঃ সংহরতে জগৎ ।
তদা প্রয়াগতীর্থঞ্চ ন কদাচিদ্দিনশ্রুতি ॥৪
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং যঃ পশুতি স পশুতি ।
যত্নেনানেন তিষ্ঠন্তি তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥৫
যুধিষ্ঠির উবাচ ।
আধ্যাহি মে যথাতথ্যং যথৈষা তিষ্ঠতি শ্রুতিঃ
কেন বা কারণেনৈব তিষ্ঠন্তে লোকসন্তমাঃ ॥৬
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
প্রয়াগে নিবসন্তে তে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরঃ ।
কারণং তৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বং যুধিষ্ঠির ॥৭
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং প্রয়াগস্ত তু মণ্ডলম্ ।
তিষ্ঠন্তি রক্ষণায়াত্র পাপকর্ষনিবারণাৎ ॥৮

সদ্যহে আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, ঐ সমস্তই পাঠ করা কর্তব্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—ইহঁরা প্রধান দেবতা। অব্যয় প্রভু ব্রহ্মা স্বাবয়-জজ্ঞমাক্ত ভূতসকলকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিষ্ণু সেই সকল প্রজা বর্দ্ধিত করেন এবং অন্তিমে রুদ্রদেব তৎ-সমস্ত সংহার করিয়া থাকেন। পরন্তু সে সময়েও প্রয়াগ বিনষ্ট হয় না। উহা অবি-
নশী। সর্বভূতের ঈশ্বর এই প্রয়াগধামেই অবস্থান করেন। যিনি এই তত্ত্ব জাননেজে দর্শন করেন, তাঁহাকেই চক্ষুমান্ বলা যায়। যে জন এবাধিধ নিয়মাবলম্বনে অবস্থান করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। ১—৫। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে ভগবন্ ! লোকসন্তমগণ প্রয়াগে বাস করেন, এইরূপ জনশ্রুতি শুনিতে পাই বটে, পরন্তু ইহার কারণ কি? আমাকে তাহা যথাযথ বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! প্রয়াগে যে কারণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বাস করেন, তাহার কারণ বর্ণনা করিতেছি। তুমি ইহার তত্ত্ব অবধারণ কর। প্রয়াগমণ্ডল পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ। ইহার রক্ষণার্থই পাপকর্ষ-নিবারক

উত্তরেণ প্রতিষ্ঠানচ্ছদ্যনা ব্রহ্ম তিষ্ঠতি ।
বেণীমাধবরূপী তু ভগবান্ভদ্র তিষ্ঠতি ॥২
মাহেশ্বরো বটৌ ভূহা তিষ্ঠতে পরমেশ্বরঃ ।
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমবয়ঃ ।
রক্ষান্ত মণ্ডলং নিত্যং পাপকর্ষ নিবারণাৎ ॥১০
যস্মিন্ জুহুৱৎ স্বকং পাপং নরকঞ্চ ন পশুতি ।
এবং ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ প্রয়াগে স মহেশ্বরঃ ॥১১
সপ্ত দ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ পর্বতাশ্চ মহীতলে ।
রক্ষমাণাশ্চ তিষ্ঠন্তি যাবদাত্মতসংপ্রবন্ ॥১২
যে চাস্তে বহবঃ সর্বে তিষ্ঠন্তি চ যুধিষ্ঠির ।
পৃথিবী তৎ সমাপ্রিত্য নিশ্চিন্তা দৈবতৈশ্চিতিঃ ॥
প্রজাপতেরিদং ক্ষেত্রং প্রয়াগমিতি বিজ্ঞতম্ ।
এতৎ পুণ্যং পবিত্রং বৈ প্রয়াগঞ্চ যুধিষ্ঠির ।
স্বরাজ্যং কুরু রাজেন্দ্র ভ্রাতৃভিঃ সহিতোহনঘ ॥
ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে
একাদশাধিকশততমোধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

স্বরগণ তথায় বাস করেন। প্রতিষ্ঠান-
পুরের উত্তর দিকে প্রচ্ছন্নরূপে ব্রহ্ম অবস্থিত
আছেন। বেণীমাধবরূপী ভগবান্ও সেখানে
বিরাজমান। পরমেশ্বর তথায় মাহেশ্বর
বটরূপে বর্তমান রহিয়াছেন। এই নিমি-
ত্বেই অস্তান্ত দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমবিগণ
পাপকর্ষ-নিবারণজন্তু সেখানে অবস্থানপূর্বক
নিয়ত প্রয়াগমণ্ডল রক্ষা করিতেছেন।
৬—১০। এইখানে হোম করিলে পাপ বা
নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় না। মহীতল
মধ্যে একমাত্র প্রয়াগ ধামকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
শিব, ইহঁরা এবং সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র ও
বিবিধ পর্বত,—সকলেই প্রলয় কাল পর্যন্ত
রক্ষণপূর্বক অবস্থিত আছেন। হে যুধিষ্ঠির!
পৃথিবীতে আরও যত উত্তমোত্তম তীর্থ
আছে, ব্রহ্মাদি দেবতাত্ত্ব, সেই সকল তীর্থ
লইয়া প্রজাপতির প্রয়াগনামক এই বিখ্যাত
ক্ষেত্র নির্মাণ করেন। হে যুধিষ্ঠির! এই
প্রয়াগ ক্ষেত্র, পুণ্যকর ও পবিত্রতাসাধক।

দিশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সৰ্বৈঃ দ্রোণজা সহ ভার্যয়া ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য গুরুন দেবানতর্পয়ৎ ॥১
বান্দুদেবোহপি তজ্জৈব কণেনাভ্যাগতস্তদা ।
পাণ্ডবৈঃ সহিতৈঃ সৰ্বৈঃ পূজ্যমানস্ত মাধবঃ ॥২
কৃকেন সহিতৈঃ সৰ্বৈঃ পুনর্যেব মহাশ্ৰুতিঃ ।
অতিযুক্তঃ স্বরাজ্যে চ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩
এতন্নিরন্তরে চৈব মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ।
ততঃ স্বস্তীতি চোক্তা তু কণাদাশ্রমমাগমৎ ॥৪
যুধিষ্ঠিরোহপি ধর্ম্মাশ্রা ভ্রাতৃভিঃ সহিতোহবসৎ
মহাদানঃ ততো দদা ধর্ম্মপুত্রো মহামনাঃ ॥৫
যদ্বিদং কল্য উখায় মাহাত্ম্যং পঠতে নরঃ ।

হে নিম্পাপ, রাজেন্দ্র ! এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণ
সহ নিজ রাজ্য পালন কর ॥১১—১৪ ॥

একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—অতঃপর রাজা
যুধিষ্ঠির নিজ পত্নী দ্রোণদৌর সহিত ব্রাহ্মণ-
গণকে নমস্কার করিয়া গুরুজন ও দেব-
গণের তর্পণ করিলেন । এই সময়ে ভগবান
বান্দুদেব তথায় উপস্থিত হইলেন । পাণ্ডবগণ
সকলেই তাহাকে সমধিক সন্মান করিলেন ।
অনন্তর ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহাশ্রা
কৃক, নিজ ভ্রাতৃগণ এবং অস্ফাষ্ঠ জনগণ
কর্তৃক স্বীয় রাজ্যে অতিযুক্ত হইলেন ।
ইত্যবসরে মহামনা মার্কণ্ডেয় তথায় উপস্থিত
হইয়া যুধিষ্ঠিরকে স্বস্তিবাচ্যে আশীর্বাদপূর্বক
নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন । ধর্ম্মাশ্রা
যুধিষ্ঠিরও অশ্রুে বাস করিতে লাগিলেন ।
অতঃপর সেই ধর্ম্মপুত্র মহামুনি যুধিষ্ঠির
বিবিধ মহাদান করিয়াছিলেন । যে মানব
প্রাকংকালে গাজোপধানপূর্বক এই মাহাত্ম্য

প্রয়াগং অরতে নিত্যং স যাতি পরমং পদম্ ।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো ক্রতুলোকং স গচ্ছতি ॥
বান্দুদেব উবাচ ।

মম বাক্যঞ্চ কর্তব্যং মহারাজ অবীম্যহম্ ।
নিত্যং জপম্ ভূত্বৈব প্রয়াগে বিগতস্বরঃ ॥১
প্রয়াগং অর বৈ নিত্যং সহান্মাতিযুধিষ্ঠির ।
স্বয়ং প্রাপ্যসি রাজেন্দ্র স্বর্গলোকং ন সংশয়ঃ ॥২
প্রয়াগমমুগচ্ছেৎ বাসতে বাপি যো নরঃ ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাশ্রা ক্রতুলোকং স গচ্ছতি ॥৩
প্রতিগ্রহাহুপারুতঃ সন্তুষ্টো নিয়তঃ শুচিঃ ।
অহঙ্কারনিবৃত্তশ্চ স তীর্থকলমমুতে ॥৪
অকোপনশ্চ সত্যশ্চ সত্যবাদী মূঢ়ব্রতঃ ।
আত্মোপমশ্চ কৃত্যেযু স তীর্থকলমমুতে ॥৫
স্বর্ষিভিঃ ক্রতবঃ প্রোক্তা দেবৈশ্চাপি যথাক্রমম্
ন হি শক্যা দরিত্রেণ যজ্ঞাঃ প্রাপ্তুঃ মহীপতে ॥

পাঠ করে, কিম্বা নিয়ত প্রয়াগধামের অরণ
করে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব পাপ
হইতে বিমুক্ত হইয় ক্রতুলোক লাভ করে ।
বান্দুদেব বলিলেন, হে মহারাজ
আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ বলিতেছি, আমার
এই বাক্য আপনার পালন করা কর্তব্য ।
আপনি প্রয়াগধামে অক্ষুচ্চিত্তে প্রতিদিন
জপ, হোম করিতে থাকুন । হে রাজেন্দ্র,
যুধিষ্ঠির, আপনি আমাদের সহিত সতত
প্রয়াগধাম অরণ করুন, তাহাতে স্বর্গলোক
লাভ করিবেন, সংশয় নাই । যে নর
প্রয়াগধামে গমন করে কিম্বা বাস করে,
সে সমস্ত পাপহীন বিশুদ্ধ দেহে ক্রতু-
লোকে যাইতে পারে । প্রতিগ্রহ-নিবৃত্ত,
সন্তুষ্টচেতা, নিয়তেন্দ্রিয়, শুচি, ও নিরহঙ্কার
মমুয্য তীর্থে না যাইয়াও তীর্থকল লাভ
করিয়া থাকে । ১—৫ । অকোপন, সদা-
চারসম্পন্ন, সত্যবাদী, অধ্যবসারশালী,
এবং সর্বভূতে আশ্রবৎ ব্যবহারবান্ মানব
তীর্থকল লাভ করে । স্বর্ষি ও দেবগণ
নানাক্রমাদ্বাংসারে বিবিধ যজ্ঞবিধান বলিয়া-
ছেন ; পরন্তু হে মহারাজ । দরিদ্র জনগণ সে

বহুপকরণা যজ্ঞা নানাসম্ভারবিস্তরাঃ ।
 প্রাপ্যন্তে পার্শ্ববৈরেতে: সমুদৈর্বা নরৈ: কচিৎ
 যো দরিত্রৈরপি বিধি: শক্য: প্রাপ্তু: নরেশ্বর ।
 তুল্যো যজ্ঞফলৈ: পুণ্যৈস্তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥১৪
 ঋষীণাং পরমং শুভমিদং ভরতসন্তম ।
 তীর্থাঙ্গগমনং পুণ্যং যজ্ঞেভ্যোহপি বিশিষ্যতে ।
 দশ তীর্থসহস্রাণি তিস্র: কোট্যন্তথাপগাঃ ।
 মাঘমাসে গমিষ্যন্তি গঙ্গায়ান্ ভরতর্ষভ ॥১৬
 স্বস্তো ভব মহারাজ ভুঙ্ক রাজ্যমকণ্টকম্ ।
 পুনর্জন্ম্যসি রাজেন্দ্র যজমানো বিশেষত: ॥১৭
 নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

ইতু্যক্তা স মহাভাগো মার্কণ্ডেয়ো মহাতপা: ।
 যুধিষ্ঠিরস্ত নৃপতেস্তজ্জৈবান্তরধীয়ত ॥১৮
 ততস্তত্র সমাপ্রাব্য গাজ্রাণি সগণো নৃপ: ।
 যথোক্তেনাথ বিধিনা পরান্ নির্বৃতিমাগমৎ ॥১৯

সকল অমুষ্ঠান করিতে পারে না । দেখুন, যজ্ঞ সমস্ত প্রচুর উপকরণসামগ্রী; উহাতে নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভার ও সমধিক প্রয়াস করিতে হয়; সুতরাং রাজগণ এবং কচিৎ কোনও সমৃদ্ধ জনই যজ্ঞামুষ্ঠানে সমর্থ হইয়া থাকে । হে নরেশ্বর যুধিষ্ঠির ! পুণ্য যজ্ঞফলের তুল্য ফলপ্রদ, অথচ দরিদ্র জনেরও অমুষ্ঠান-যোগ্য যে বিধি আছে, আমি এক্ষণে তাহাই বলিতেছি; আপনি অবধান করুন । ওহে ভরতসন্তম ! এই পুণ্য তীর্থাঙ্গগমন, ঋষি-দিগের পরম গোপনীয় । ইহা যজ্ঞসমূহ হইতেও বিশিষ্ট কলদায়ক । হে ভরতর্ষভ ! তিনকোটি দশসহস্র তীর্থ, মাঘমাসে গঙ্গায় যাইয়া মিলিত হয় । হে মহারাজ ! আপনি সূত্রে থাকুন, নিকটক রাজ্য ভোগ করুন । ওহে রাজেন্দ্র ! যখন বিশিষ্ট কোনও যজ্ঞামুষ্ঠান করিবেন; তখন আবার আমাকে দেখিতে পাইবেন । ১১—১৭ । নন্দিকেশ্বর কহিলেন, সেই মহাভাগ মহাতপা মার্কণ্ডেয় মুনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন । তারপর নৃপবর যুধিষ্ঠির অমুচরগণ সহ সেইস্থানে যথোক্ত

তথা স্বমপি দেবর্ষে প্রয়াগাতিমুখ্যো ভব ।
 অভিষেকস্ত কুহাদ্য কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥২০
 সূত উবাচ ।
 এবমুক্তাথ নদীশস্তজ্জৈবান্তরধীয়ত ।
 নারদোহপি জগামাণ্ড প্রয়াগাতিমুখস্তথা ॥২১
 তত্র স্নাত্বা চ জপ্ত্বা চ বিধিদৃষ্টেন কর্শ্বণা ।
 দানং দত্ত্বা দ্বিজাগ্র্যেভ্যো গত: স্বতবনং তদা ॥
 ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে প্রয়াগমাহাশ্রয়ঃ
 নাম দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচু: ।

কতি দ্বীপা: সমুদ্রা বা পর্বতা বা কতি প্রভো ।
 কিয়ন্তি চৈব বর্ধাণি তেযু নদ্যশ্চ কা: স্মৃতা: ॥ ১
 মহাভূমিপ্রমাণঞ্চ লোকালোকস্তথৈব চ ।
 পর্যাপ্তি: পরিমাণঞ্চ গতিশ্চশ্রীকয়োস্তথা ॥২

বিধানে শ্রান করিয়া পরম তৃপ্তি বোধ করিলেন । হে মহর্ষি নারদ ! আপনিও অদ্য প্রয়াগাতিমুখী হউন; তথায় শ্রান করিয়া কৃতকৃত্য হইবেন । সূত বলিলেন,—নদীশ এই বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন; নারদও তখন প্রয়াগাতিমুখে যাত্রা করিয়া অবিলম্বে যাইয়া যথাবিধি শ্রান জপাদি কর্শ্বামুষ্ঠান করিয়া দ্বিজাতিগণে ধনাদি দানপূর্বক নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন । ১৮—২২ ।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২২ ।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে প্রভাবান্ যথার্থ-বিৎ সূত ! পৃথিবীতে কয়টি দ্বীপ? কয়টি সমুদ্র? কয়টি পর্বত? বর্ধই বা কয়টি? তাহাতে যে সকল নদী আছে, তাহাদেরই বা নাম কি? এই সূমহৎ ভূমণ্ডলের পরিমাণ, লোকালোক পর্বত, এ সকলের অবস্থান-পরিমাণাদি, চন্দ্রসূর্য্যের গতিবিবরণ,

এতদ্ববৌদ্ধিঃ সৰ্বং বিস্তরেণ যথার্থবিৎ ।
 বহুভুজমেতৎ সকলং শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥৩॥
 সূত উবাচ ।
 দ্বীপভেদসহস্রাণি সপ্ত চাস্তর্গতানি চ ।
 ন শক্যতে ক্রমেণৈব বক্তুং বৈ সকলং জগৎ ॥৪॥
 সপ্তৈব তু প্রবক্ষ্যামি চন্দ্রাদিত্যগ্রহৈঃ সহ ।
 তেষাং যদ্ব্যত্যর্কেণ প্রমাণানি প্রচক্ষতে ॥৫॥
 অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবান্তাঃ তর্কেণ সাধয়েৎ
 প্রকৃতিভ্যাঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্ত লক্ষণম্ ॥৬॥
 সপ্ত বর্ষাণি বক্ষ্যামি জম্বুদ্বীপং যথাবিধম্
 বিস্তরং মণ্ডলং যচ্চ যোজনেস্তদ্বিবোধত ॥৭॥
 যোজনানাম্ সহস্রাণি শতং দ্বীপস্ত বিস্তরঃ ।
 নানাজনপদাকীর্ণং পুটৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ ॥৮॥
 সিদ্ধ-চারণসদীর্ণং পর্বতৈরুপশোভিতম্ ।
 সর্বধাতুপিন্ধৈস্তৈঃ শিলাজালসমুদ্রাতৈঃ ॥৯॥
 পর্বতপ্রভবাভিষ্ঠ নদীভিষ্ঠ সমন্ততঃ ।

—এই সমস্ত আবাদিগের নিকট বিস্তার-
 ক্রমে বলুন । আমরা আপনার মুখ হইতে
 এই সকল তথ্যকথা শুনিতে ইচ্ছা করি । সূত
 বলিলেন,—পৃথিবীতে সাতটি প্রধান দ্বীপ এবং
 তদন্তর্গত বহুসংখ্য সাধারণ-দ্বীপ আছে । ঐ
 সকল যথাক্রমে বলিবার শক্তি আমার নাই ;
 সমগ্র জগতের বিবরণ কেমনেই বা বলা যায় ?
 অতএব চন্দ্র, আদিত্য ও অন্তান্ত গ্রহগণ
 সহ উক্ত সপ্ত দ্বীপেরই বিবরণ বর্ণন করি-
 তেছি । নরগণ গবেষণা দ্বারা এ সকলের
 প্রমাণ সকল স্থির করিয়াছেন । পরন্তু যে
 সকল ভাব ‘অচিন্ত্য’ সেগুলিকে তর্ক
 দ্বারাই নিরূপিত করিতে হয় । যাহা প্রকৃতির
 পরবর্তী, তাহাই ‘অচিন্ত্য’ । জম্বুদ্বীপ যে
 প্রকার এবং উহার যেরূপ বিস্তার-মণ্ডল পরি-
 মাণ, তাহা আমি বলিতেছি, অবধান করুন ।
 জম্বুদ্বীপের বিস্তার শতসংখ্য যোজন ।
 নানা জনপদে ও বিবিধ মনোহর
 নগরে সমাকীর্ণ । উহা সর্ববিধ ধাতুর অক্ষর
 ও নানাবিধ শিলাসমর্ষিত পর্বতসমূহে সুশো-
 ভিত এবং সিদ্ধচারণগণে সমাকীর্ণ । পর্বত-

প্রাগায়তা মহাপার্শ্বাঃ যড়িমে বর্ষপর্বতাঃ ॥১০॥
 অবগাহ্য হ্যভয়তঃ সমুদ্রো পূর্ব-পশ্চিমো ।
 হিমপ্রায়শ্চ হিমবান্ হেমকূটশ্চ হেমবান্ ॥১১॥
 চতুর্ধ্বজ সৌবর্ণো মেরুশ্চোদয়ঃ স্মৃতঃ ।
 চতুর্বিংশৎসহস্রাণি বিস্তীর্ণঞ্চ চতুর্দিশম্ ॥১২॥
 বৃত্তাকৃতি প্রমাণশ্চ চতুরশ্বঃ সমাহিতঃ ।
 নানাবর্ণৈঃ সমঃ পার্শ্বৈঃ প্রজাপতিগুণাবিহিতঃ ॥১৩॥
 নাভীবন্ধনসমুত্তো ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ ।
 পর্বতঃ শ্বেতবর্ণঞ্চ ব্রাহ্মণ্যঃ তস্ত তেন বৈ ॥১৪॥
 পীতশ্চ দক্ষিণেনাসো তেন বৈশ্বহুমিষ্যতে ।
 ভূজিপত্রনিভশ্চৈব পশ্চিমেণ সমাধিতঃ ।
 তেনাস্ত্র ব্রহ্মতা সিদ্ধা মেরোর্নামার্ককর্ম্মতঃ ॥১৫॥
 পার্শ্বমুত্তরতন্তস্ত রক্তবর্ণঃ স্বভাবতঃ ।
 তেনাস্ত্র কক্ৰভাবঃ স্তাদিতি বর্ণাঃ প্রকৌর্ভিতাঃ
 নীলশ্চ বৈদূষ্যময়ঃ শ্বেতঃ পীতো হিরণ্যময়ঃ ।
 ময়ূরবহ্নিবর্ণশ্চ শীতকৌস্তভঃ স শৃঙ্গবান্ ॥১৬॥
 এতে পর্বতরাজানঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ ।

জাত সত্রিংশসমূহে উহার চতুর্দিক্ পরিব্যাপ্ত ।
 উহাতে পূর্ব-পশ্চিমে আয়ত অতীব বিস্তৃত
 ছয়টি বর্ষপর্বত আছে । ১—১০ । হিম-
 বহুল হিমবান্ পর্বত পূর্ব-পশ্চিম সমুদ্র মধ্যে
 অবগাহনপূর্বক বিরাজমান । হেমকূট পর্বত
 হেম-সমর্ষিত । সুবর্ণময় মেরু পর্বত বিবিধা-
 বরণে সমাবৃত । উহা চতুর্দিকে চতুর্বিংশতি-
 সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ । উহার উপরিভাগ বৃত্তা-
 কৃতি এবং অধোভাগ চতুরশ্ব । উহার পার্শ্ব-
 দেশ নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রজাপতির গুণ-
 পদা ধ্যাপন করিতেছে । অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার
 নাভিবন্ধন হইতে ইহার উৎপত্তি । ঐ মেরুর
 নাম, অর্থ ও কর্ম্মমহিমায় শ্বেতবর্ণ পূর্বাংশ
 ব্রাহ্মণ্য, পীতবর্ণ দক্ষিণভাগ বৈশ্বহুমি, ভূজ-
 পত্রনিভ পশ্চিম প্রদেশ শৃঙ্গবান্ এবং স্বভা-
 বতঃ রক্তবর্ণ উত্তরাবয়ব কক্ৰভাব ব্যক্ত
 করিতেছে । নীলবর্ণ, বৈদূষ্যকান্তি, শ্বেত,
 পীত, হিরণ্যময়, ময়ূরপুচ্ছাত ও শীতকৌস্ত-
 ভবর্ণময় শৃঙ্গ দ্বারা ঐ গিরিবর সুশোভিত ।
 এই সকল প্রধান প্রধান গিরিতে সিদ্ধচারণ-

তেষামন্তরবিক্রান্তে নবসাহস্রমুচ্যতে ॥১৮
মধ্যে দ্বিলাবৃতং নাম মহামেরোঃ সমস্ততঃ ।
চতুর্বিংশৎসহস্রাণি বিস্তীর্ণা যোজ্যনৈঃ সমঃ ॥
মধ্যে তন্ত মহামেরুবিধুম ইব পাবকঃ ।
বেদ্যর্কঃ দক্ষিণঃ মেরোকৃত্তরার্কঃ তথোত্তরম্ ॥
বর্ষাণি যানি সপ্তাত্ত তেষাং বৈ বর্ষপর্বতাঃ ।
যে যে সহস্রে বিস্তীর্ণা যোজ্যনৈর্দক্ষিণোত্তরম্ ॥
জম্বুদ্বীপস্ত বিস্তারন্তেষামায়াম উচ্যতে ।
নীলশ্চ নিষধশ্চৈব তেষাং হীনাশ্চ যে পরে ॥
শ্বেতশ্চ হেমকূটশ্চ হিমবান্ শৃঙ্গবাংশ্চ যঃ ।
জম্বুদ্বীপপ্রমাণেন ঋষভঃ পরিকীর্ত্যতে ॥ ২৩
তস্মাদ্ভাদশভাগেন হেমকূটোহপি হীয়তে ।
হিমবান্ বিংশভাগেন তস্মাদেব প্রহীয়তে ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি হেমকূটো মহাগিরিঃ ॥ ২৪
অশীতিহ্রমবাত্তৈল আয়তঃ পূর্বপশ্চিমে ।
দ্বীপস্ত মণ্ডলীভাবাদ্ভাস-বুদ্ধৌ প্রকীর্তিতে ॥ ২৫

বর্ষাণাং পর্বতানাক্ষ যথাভেদঃ তথোত্তরম্ ।
তেষাং মধ্যে জনপদান্তানি বর্ষাণি সপ্ত বৈ ॥২৬
প্রপাতবিষমৈস্তৈস্ত পর্বতৈরাবৃত্তানি তু ।
সপ্ত তানি নদীভেদৈরগম্যানি পরস্পরম্ ॥২৭
বসন্তি তেষু সর্ষানি নানাজাতীনি সর্বশঃ ।
ইমং হৈমবতঃ বর্ষং ভারতঃ নাম বিজ্ঞতম্ ॥২৮
হেমকূটঃ পরঃ তস্মায়ান্না কিম্পুরুষঃ স্মৃতম্ ।
হেমকূটোচ্চ নিষধঃ হরিবর্ষঃ তদুচ্যতে ॥ ২৯
হরিবর্ষাৎ পরঞ্চাপি মেরোস্ত তদিলাবৃতম্ ।
ইলাবৃতাতং পরঃ নীলঃ রম্যকঃ নাম বিজ্ঞতম্ ॥
রম্যকাদপরঃ শ্বেতঃ বিজ্ঞতঃ তদ্বিরণ্যকম্ ।
হিরণ্যকাৎ পরঞ্চৈব শৃঙ্গশাকং কুরং স্মৃতম্ ॥৩১
ধনুঃসংস্থে তু বিজ্ঞেয়ে শ্বেবর্ষে দক্ষিণোত্তরে ।
দীর্ঘাণি তন্ত চত্বারি মধ্যমং তদিলাবৃতম্ ॥ ৩২
পূর্বতো নিষধস্তেদং বেদ্যর্কঃ দক্ষিণঃ স্মৃতম্ ।
পরদ্বিলাবৃতং পশ্চাদ্বেত্তরার্কস্ত তদুত্তরম্ ॥ ৩৩
তয়োর্বধ্যে তু বিজ্ঞেয়ো মেরুর্ভূত দ্বিলাবৃতম্ ।
দক্ষিণেন তু নীলস্ত নিষধস্তোত্তরেণ তু ॥ ৩৪

গণ নিরন্তর বিচরণ করে। ইহাদিগের
অন্তর বিকল্পপরিমাণ নবসহস্র যোজন।
মেরুর চতুর্দিকব্যাপী ভূমধ্যভাগে যে বর্ষ
আছে, উহাকে ইলাবৃত বলে। উহা চতু-
র্বিংশতিসহস্র যোজন বিস্তীর্ণ সমভূমি।
ইহার মধ্যস্থলে মেরুগিরি বিধুম পাবক
সম বিরাজমান। মেরুর দক্ষিণভাগ
১৭) দক্ষিণবেদি এবং উত্তরার্ক উত্তরবেদি বলিয়া
বিখ্যাত ॥১১—২০। সাতটী বর্ষের সাতটী বর্ষ-
পর্বত আছে। উহাদিগের বর্ষপর্বতগুলি
দক্ষিণোত্তরে দুই দুই সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ।
এই সকল বর্ষপর্বতের সীমান্ত পর্যন্তই জম্বু-
দ্বীপের বিস্তার। নীল, নিষধ, শ্বেত, হেম-
কূট, হিমবান্, শৃঙ্গবান্ প্রভৃতি এবং ইহা-
পেক্ষা ক্ষুদ্রাকার অনেকানেক পর্বত আছে।
তন্মধ্যে ঋষভ পর্বত জম্বুদ্বীপের সমপরিমাণ
বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়। হেমকূট পর্বত এতদ-
পেক্ষা ষাটশভাগ হীন। তদপেক্ষা হিম-
বান্ বিংশভাগ হীন। হেমকূট অ
সহস্র যোজন। হিমবান্ শৈল পূর্ব-পশ্চিমে
অশীতিযোজন আয়ত। দ্বীপের মণ্ডল-

কারে অবস্থানহেতু ইহাদিগের পরিমাণগত
এই ভারতম্য ঘটিয়াছে। বর্ষপর্বতসক-
লের মধ্যে বিবিধ জনপদ বর্তমান। ঐ
সকল বর্ষ বিবিধ জলপ্রপাত, নানা নদী,
বন্ধুরভূমি এবং গিরিসমূহে পরস্পর অগম্য।
উাতে নানা স্থানে নানাজাতীয় প্রাণিচর
বাস করিয়া থাকে। এই হৈমবত বর্ষ—ভারত
নামে বিজ্ঞত। ইহার পর হেমকূট, উহা
কিম্পুরুষ বর্ষ। হেমকূটের পর নিষধ, উহা
হরিবর্ষ। হরিবর্ষের পর মেরুপর্বতাদার-
ভূমি ইলাবৃত বর্ষ। ইলাবৃতের পর নীল
শৈল, উহা রম্যক বর্ষ। রম্যকের পর শ্বেত,
উহা হিরণ্যক এবং হিরণ্যকের পর শৃঙ্গশাক,
উহা কুরবর্ষ। ২১—৩১। মেরুর দক্ষিণে ও
উত্তরে ধনুর্ভাকারে দুইটী বর্ষ আছে। চারিটী
বর্ষ কিকিৎ দীর্ঘাকার। নিষধের পূর্বদিকে
মেরুর দক্ষিণাংশ দক্ষিণবেদি। ইলাবৃত
বর্ষের উত্তরাংশ উত্তরবেদি। নীলগিরির
দক্ষিণে এবং নিষধের উত্তর দিকে

উদগায়তো মহাশৈলো মাল্যবান্ নাম পৰ্বতঃ
 ষাট্ৰিংশতা সহস্রৈশ্চ প্রতীচ্যাং সাগরান্নগঃ ॥ ৩৫ ॥
 মাল্যবান্ বৈ সহস্রৈক অনীল-নিবধ্যতঃ ।
 ষাট্ৰিংশৎ দেবমপ্যুতঃ পৰ্বতো গন্ধমাদনঃ ।
 পরিমণ্ডলমৌৰ্ধ্যো মেকঃ কনকপৰ্বতঃ ।
 চাকুৰ্ণ্যসমো বর্ণৈশ্চতুরস্রঃ সমুদ্ভিতঃ ॥ ৩৭ ॥
 নানাবর্ণঃ স পার্শ্বে পূৰ্বাংশে ষেত উচ্যতে ।
 পীতস্ত দক্ষিণঃ তন্ত ভূজিপত্রনিস্তং পরম্ ।
 উত্তরং তন্ত রক্তং বৈ ইতি বর্ণগম্বিতঃ ॥ ৩৮ ॥
 মেকস্ত শুভে দিব্যো রাজবৎ স তু বেষ্টিতঃ
 আদিত্যতরুণাতাসো বিধুম ইব পাবকঃ ॥ ৩৯ ॥
 যোজনানানঃ সহস্রাণি চতুরাশীতি উচ্ছিতঃ ।
 প্রবিষ্টঃ ষোড়শাশ্বতাদষ্টাবিংশতিবিস্তৃতঃ ॥ ৪০ ॥
 বিস্তরাদ্ধিগুণচাস্ত পরীণাহঃ সমস্ততঃ ।
 স পৰ্বতো মহাদিব্যো দিব্যৌষধিসমবৃতঃ ॥ ৪১ ॥
 ভুবনৈরাবৃতঃ সৰ্বৈর্জাতরূপপরিষ্কৃতেঃ ।
 তত্র দেবগণাশ্চৈব গন্ধর্ভানুন্নররাক্ষসঃ ।

দক্ষিণোত্তরে আয়ত মাল্যবান্ মহাশৈল
 বিরাজমান। উহা পশ্চিম দিকে সাগর
 পর্যন্ত ষাট্ৰিংশৎসহস্র যোজন। নীলাবধি
 নিম্ন পর্যন্ত আয়ত মাল্যবান্ গিরি এক-
 সহস্র যোজন। গন্ধমাদন পৰ্বত ষাট্ৰি-
 শৎ যোজন। ইলাবৃত ভূমির পরিমণ্ডল
 মধ্যে সমুদ্ভূত চতুরস্র কনকপৰ্বত মেক,
 চাকুৰ্ণ্য-সম বর্ণচতুষ্টিয়ে বিরাজমান। উহার
 পার্শ্বভাগ নানাবর্ণ, পূৰ্বাংশে ষেত,
 দক্ষিণভাগ পীত, পশ্চিমদিক্ ভূজপত্রাভ,
 এবং উত্তরপ্রদেশ রক্তবর্ণ। মধ্যভাগে
 সামন্ত-পরিবেষ্টিত রাজার ভায় দিব্য মেক
 পৰ্বত শোভা পাইতেছে। উহা চতুরাশীতি-
 সহস্র যোজন উন্নত, ষোড়শ যোজন অধো-
 ভাগে প্রবিষ্ট এবং অষ্টাবিংশতি যোজন
 বিস্তৃত ৩২—৪০। চতুর্দিকের পরিমাণ উক্ত
 বিস্তারের দ্বিগুণ। সেই দিব্য পৰ্বত
 দিব্যৌষধিচয়ে সমাবৃত। উহার জাতরূপ-
 নামক সুবর্ণখচিত দিব্য দিব্য প্রদেশসমূহে
 অবিরত দেব, গন্ধর্ব, অশুর ও রাক্ষসাদি

শৈলরাজে প্রমোদন্তে সৰ্ব্বতোহম্পরসাংগণৈঃ ॥
 স তু মেকঃ পরিবৃতো ভুবনৈর্ভূতভাবনৈঃ ।
 যন্তেমে চতুরো দেশা নানাপার্শ্বে সংস্থিতাঃ ॥
 ভদ্রাশ্বঃ ভারতকৈব কেতুমালক পশ্চিমে ।
 উত্তরাশ্চৈব কুরবঃ কৃতপুণ্যপ্রতিজ্ঞয়াঃ ॥ ৪৪ ॥
 বিকল্পপৰ্বতান্তবনন্দরো গন্ধমাদনঃ
 বিপুলশ্চ সুপার্শ্বে সৰ্ব্বদেববিভূষিতঃ ॥ ৪৫ ॥
 অরুণোদঃ মানসক্ সিতোদঃ ভদ্রসংজ্ঞিতম্ ।
 তেষামুপরি চহ্যরি সরাংসি চ বনানি চ ॥ ৪৬ ॥
 তথা ভদ্রকদম্ব পৰ্বতে গন্ধমাদনে ।
 জম্বুবৃকস্তথাবধৌ বিপুলেহথ বটঃ পরম্ ॥ ৪৭ ॥
 গন্ধমাদনপার্শ্বে তু পশ্চিমেহমরগণিকঃ ।
 ষাট্ৰিংশতিসহস্রাণি যোজনৈঃ সৰ্বতঃ সমঃ ॥ ৪৮ ॥
 তত্র তে শুভকর্মাণঃ কেতুমালঃ পরিষ্কৃতাঃ ।
 তত্র কালানলাঃ সর্গে মহাসম্ভা মহাবলাঃ ॥ ৪৯ ॥
 স্নিগ্ধশোণলবর্ণাভাঃ সুন্দর্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ ।
 তত্র দিব্যো মহাবৃকঃ পনসঃ পত্রভানুরঃ ॥ ৫০ ॥
 তন্ত পীত্ব কলরসং সঙ্কীৰ্ত্তি সমাযুতম্

বিহার করিয়া থাকে। সেই মেক-গিরি,
 ভূতবৃন্দের আধার-ভূত প্রদেশসমূহে পরি-
 বৃত। উহার চতুর্দিকে পূৰ্বাদি ক্রমে ভারত,
 ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল ও পুণ্যারা জনগণের বাস-
 ভূমি উত্তর কুরুপ্রদেশ অবস্থিত। উহার
 বিকল্প পৰ্বত চারিটা যথা,—মন্দর, গন্ধমাদন,
 বিপুল এবং সুপার্শ্ব; ইহার সর্বদেবে সতত
 বিভূষিত। ইহাদিগের উপরিভাগে অরু-
 ণোদ, মানস, সিতোদ ও ভদ্র নামে চারিটা
 সরোবর আছে। এতদ্বির আরও চারিটা
 বন আছে। গন্ধমাদনে ভদ্র কদম্ব, জম্বুবৃক,
 অবধ, এবং বিপুলাচলের সীমাসন্ধিহত
 মহান বটবৃক আছে। গন্ধমাদনের চতু-
 র্দিকের শুভকর্মাণী জনগণকে কেতুমাল
 বলায়। সেই জনগণ কালানল সমকান্তি,
 মহাসম্ভাণী, এবং বলবান্। রমণীরা
 উৎপলাভ বর্ণশালিনী, সুন্দরী ও প্রিয়-
 দর্শনা। সেখানে একটা দিব্য পনসাত্মক মহা-
 বৃক আছে; উহা পত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত

তন্তু মালাবতঃ পার্শ্বে পূর্বে পূর্বা তু গণ্ডিকা ।

ষাট্ৰিংশচ্চ সহস্রাণি তত্রাপি শতমুচ্যতে ॥ ৫১

ভদ্রাশতত্র বিজ্ঞেয়ে নিত্যং মুদিতমানসঃ ।

ভদ্রমালবনং তত্র কালাত্রাশ মহাক্রমঃ ॥ ৫২

তত্র তে পুরুষাঃ শ্বেতা মহাসব্বা মহাবলাঃ ।

প্রিয়ঃ কুমুদবর্ণাভাঃ সূন্দর্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৫৩

চন্দ্রপ্রভাচন্দ্রবর্ণাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ ।

চন্দ্রনীতলগাাত্রাশ্চ ত্রয়ো হ্যুৎপলগাঙ্ককাঃ ॥ ৫৪

দশ বর্ষসহস্রাণি আয়ুস্তেষামনাময়ম্ ।

কালাত্রাশ্চ রসঃ পীত্বা তে সর্বে স্থিরযৌবনাঃ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তবানুযীন্ ব্রহ্মা বর্ষাণি চ নিসর্গতঃ ।

পূর্বং যমানুগ্রহকৃদ্বয়ং কিং বর্ণয়ামি বঃ ॥ ৫৬

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তে তু ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।

জাতকৌতুহলাঃ সর্বে প্রত্যাচুস্তে মুদাবিতাঃ ॥

তথাকার অধিবাসীরা সেই পনস বৃক্ষের
ফলরস পান করিয়া অযুত বৎসর জীবিত
থাকে। গন্ধমাদন পর্বতের পার্শ্বদেশে অমর-
গণ্ডিক; উহা ষাট্ৰিংশৎসহস্র শত যোজন
বিস্তীর্ণ। সেখানে ভদ্রাশ বর্ষ; উহাতে
সতত মুদিতমানস জনগণ বাস করিয়া থাকে।
তথায় ভদ্রমাল বন এবং কালাত্র নামে এক
মহাবৃক্ষ বর্তমান। ৪১—৫২। তত্রত্য পুরুষেরা
শ্বেতবর্ণ, মহাসব্ব ও মহাবল-সম্পন্ন। নারী-
গণ কুমুদবর্ণাভ, অতীব সৌন্দর্য্যবতী এবং
চিত্তহর-মুগ্ধ। তাহারা পূর্ণচন্দ্রনিভানন, চন্দ্র-
প্রভ, চন্দ্রবর্ণ, চন্দ্রনীতলগাাত্র এবং উৎপলগন্ধ-
শালিনী। উহাদিগের আয়ুঃপরিমাণ দশ-
সহস্র বর্ষ; উহারা কালাত্রের রসপান কলে
সকলেই স্থিরযৌবনে নিরাময়-শরীরে সুখে
কালান্তিপাত করে। সূত বলিলেন,—
পুরাকালে মৎপ্রতি অমুগ্রহকারী ব্রহ্মা,
ঋষিদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন। আমি
তাহা আপনাদিগকে বলিলাম। অপর
কোন বিষয় বর্ণন করিব? ঋষিগণ এই
কথা শুনিয়া মুদাবিতচিত্তে জাতকৌতুহল

ঋষয় উচুঃ ।

পূর্বাণরো সমাখ্যাতৌ যৌ দেশৌ তৌ ত্বয়া মুনে

উত্তরাণাঞ্চ বর্ষাণাং পর্বতানাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৫৮

আখ্যাহি নো যথাযথ্যঃ যে চ পর্বতবাসিনঃ ।

এবমুক্তস্ত ঋষিভিস্তেষ্যখ্যাখ্যাতবান্ পুনঃ ॥ ৫৯

সূত উবাচ ।

শৃণুধ্বং যানি বর্ষাণি পূর্বোক্তানি চ বৈ ময়া ।

দক্ষিণেন তু নীলশ্চ নিষধস্তোত্তরেণ তু ॥ ৬০

বর্ষং রমণকং নাম জায়ন্তে যত্র বৈ প্রজাঃ ।

রতিপ্রধানা বিমলা জায়ন্তে যত্র মানবাঃ ।

শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্বে তে প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৬১

তত্রাপি চ মহাবৃক্ষে স্তপ্রোথো রোহিণৌ মহান্

তন্ত্রাপি তে ফলরসং পিবন্তো বর্তয়ন্তি হি ॥ ৬২

দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ।

জীবন্তি তে মহাভাগাঃ সদা হৃষ্টা নরোত্তমাঃ ॥

উত্তরেণ তু শ্বেতশ্চ পার্শ্বে শৃঙ্গশ্চ দক্ষিণে ।

বর্ষং হিরণ্যতং নাম যত্র হৈরথতী নদী ॥ ৬৪

হইয়া সকলে বলিতে লাগিলেন। ঋষিগণ
কহিলেন,—হে মুনিবর! আপনি পূর্ব ও
পশ্চিম দেশের বিবরণ বলিলেন; পরন্তু
এক্ষণে উত্তর দিকের বর্ষ ও পর্বত সকলের
বিবরণ বর্ণন করুন। আর তত্রত্য অধি-
বাসীদিগের বিষয় যথাযথ বিবৃত করুন।
ঋষিগণ এই কথা কহিলে সূত পুনরায় তাঁহা-
দিগকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে মুনি-
গণ! আপনারা শ্রবণ করুন, আমি বর্ষ-
বিবরণ বলিতেছি। নীলাচলের দক্ষিণে
এবং নিষধের উত্তরে রমণক বর্ষ। এখানে
জনগণ রতিপ্রধান ও বিমলদেহ হইয়া থাকে।
উহারা সকলেই সদাচার ও আভিজাত্য-
সম্পন্ন এবং প্রিয়দর্শন। ৫৩—৬১। সেখানেও
রোহণ নামক মহান বটবৃক্ষ বিরাজমান।
তত্রত্য অধিবাসী মহাভাগ নরোত্তমেরা উক্ত
বটফল-রস পান করে এবং সতত হৃষ্টচিত্তে
দশসহস্র ও দশশত বর্ষ জীবিত থাকে।
শ্বেত পর্বতের উত্তরে এবং শৃঙ্গবানের
দক্ষিণ পার্শ্বে হিরণ্যত বর্ষ। এখানে হৈরথতী

মহাবল্য মহাসত্ত্বা নিত্যং মুদিতমানসাঃ ।
 শুক্লাভিজনসম্পন্নাস্তে সৰ্ব্বৈ চ প্রিয়দৰ্শনাঃ ॥ ৬৫
 একাদশ সহস্রাণি বর্ষাণাং তে নরোত্তমাঃ ।
 আয়ুঃপ্রমাণং জীবন্তি শতানি দশ পঞ্চ চ ॥ ৬৬
 তস্মিন্ বর্ষে মতাবুকো লকুচঃ পত্রসংশ্রয়ঃ ।
 তস্ত পীত্বা ফলরসং তত্র জীবন্তি মানবাঃ ॥ ৬৭
 শৃঙ্গসাম্বন্ত শৃঙ্গাণি জৌণি তানি মহাস্তি বৈ ।
 একং মণিযুতং তত্র একস্ত কনকাষিতম্ ।
 সৰ্ব্বরত্নময়কৈকং ভুবনৈরুপশোভিতম্ ॥ ৬৮
 উত্তরে চান্ত শৃঙ্গস্ত সমুদ্রাস্তে চ দক্ষিণে ।
 কুরবস্তত্র তত্বৰ্ণং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ৬৯
 তত্র বৃক্ষা মধুমলা দিব্যামৃতময়াপগাঃ ।
 বত্সাণি তে প্রসূয়ন্তে কলৈশ্চাত্তরগাণি চ ॥ ৭০
 সৰ্বকামপ্রদাতারঃ কেচিদবৃক্ষা মনোরমাঃ ।
 অপরে কীরিণো নাম বৃক্ষাস্তত্র মনোরমাঃ ।
 যে করন্তি সদা কীরং বহু চ পঞ্চামৃতোপমম্ ॥

নদী আছে । অধিবাসী নরোত্তমগণ মহাবল,
 মহোৎসাহ, সদাচার, আভিজাত্যসম্পন্ন, সুক্লী
 এবং নিত্য প্রমুদিতমনা ; তাহারা একাদশ-
 সহস্র ও পঞ্চদশশত বর্ষ সুখে জীবন
 যাপন করে । সেখানে একটি বহুপত্রাবৃত
 সুমহান লকুচবৃক্ষ আছে । তত্রত্য মানব-
 গণ সেই লকুচ ফলের রস পান করিয়াই
 জীবিত থাকে । শৃঙ্গবান্ পর্বতের তিনটি
 সুমহান শৃঙ্গ আছে । উহার একটি মণি-
 যুত, একটি কনকাষিত এবং অপরটি
 সৰ্ব্বরত্নময় ভবনচয়ে সুশোভিত । ইহার
 উত্তরাবধি দক্ষিণভাগাস্তে উত্তর কুরুভূমি ;
 ইহা সমুদ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং পুণ্য
 সিদ্ধজনে নিবেষিত । তত্রত্য বৃক্ষচয় মধুময়
 ফলশালী এবং সরিৎসমূহ দিব্যামৃত সম-
 বিত । উক্ত বৃক্ষরাজি কলমধ্যে বস্ত্র ও
 আভরণসমূহ প্রসব করিয়া থাকে । কোন
 কোন মনোরম বৃক্ষ সৰ্বকাম প্রদান করে ।
 আর কীরী নামে কতগুলি বৃক্ষ আছে,
 তাহা হইতে সত্তত পঞ্চামৃতোপম কীর

সৰ্বা মণিময়ী ভূমিঃ সূক্ষ্মা কাঞ্চনবালুকা ।
 সৰ্বত্র সুখসংস্পর্শা নিঃশব্দাঃ পবনাঃ শুভাঃ ॥ ৭২
 দেবলোকচ্যুতাস্তত্র জায়ন্তে মানবাঃ শুভাঃ ।
 শুক্লাভিজনসম্পন্নাস্তে সৰ্ব্বৈ তে স্থিরযৌবনাঃ ॥ ৭৩
 মিথুনানি প্রজায়ন্তে স্থিরচাপরসোপমাঃ ।
 তেষাং তে কীরিণাঃ কীরং পিবন্তি হমৃতোপমম্
 একাহাজ্জায়তে যুগ্মং সমকৈব বিবর্দ্ধতে ।
 সমং রূপঞ্চ শীলঞ্চ সমকৈব ত্রিয়ন্তি বৈ ॥ ৭৫
 এতৈকমম্বরক্তাশ্চ চক্রবাকমিব এবম্ ।
 অনাময়া হশোকাস্চ নিত্যং মুদিতমানসাঃ ॥ ৭৬
 দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ।
 জীবন্তি চ মহাসত্ত্বা ন চাত্তা স্ত্রী প্রবর্ততে ॥ ৭৭
 সূত উবাচ ।

এবমেব নিসর্গৌ বৈ বর্ষাণাং ভারতে যুগে ।
 দৃষ্টঃ পরমধর্ম্মজ্ঞাঃ কিং ভূয়ঃ কথ্যামি বঃ ॥ ৭৮

করিত হয় । ৬২—৭১ । তত্রত্য সমগ্রা ভূমি
 মণিময়ী ; উহার স্থানে স্থানে কাঞ্চনবালুকা
 বিরাজিত এবং উহা সৰ্বত্র সুখসংস্পর্শবতী ।
 উহা শব্দরহিত এবং শুভ পবন সঞ্চার-
 যুত । সেখানে দেবলোকচ্যুত ব্যক্তিগণই
 মানবাকারে জন্ম লাভ করে । তাহারা
 সকলেই সঙ্গশোচিত আভিজাত্যশালী
 সদাচারী ও স্থিরযৌবন । রমণীগণ
 অপ্সরাদিগের সমতুল্য । উহাদিগের এক
 সময়েই যমজ পুত্র-কন্যা জন্মে এবং এক
 সঙ্গেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । উহাদিগের
 রূপ, শীলাদি একরূপ এবং একদাই মৃত্যু
 ঘটে । সকলেই সেই কীরী বৃক্ষের অমৃত-
 সম কীর পান করে । সেই মহাসত্ত্বাশালী
 জনগণ চক্রবাকের স্থায় পরস্পর অম্বরক্ত,
 থাকিয়া অনাময়, শোকহীন ও নিরন্ত সানন্দ-
 মানসে দশসহস্র ও দশশত বৎসর যাবৎ
 জীবিত থাকে । কদাচ পরনারীতে আসক্তি
 করেনা । সূত বলিলেন,—হে পরম ধর্ম্মজ্ঞ
 মুনিগণ ! এই ভারতীয় যুগে বর্ষসমূহের
 অবস্থা এইরূপই দৃষ্ট হয় । অতঃপর আপনা-

আখ্যাতাশ্চৈবযুযয়ঃ স্তপুৰেণ ধীমজা।
উত্তরশ্রবণে ভূয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ স্তনন্দনম্ ॥ ৭২
ইতি ঐশ্বৰ্য্যে মহাপুরাণে দ্বীপাদিবর্ণনঃ নাম
ত্রয়োদশাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১১৩ ॥

চতুর্দশাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

যদিদং ভারতং বর্ষং যান্ন স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ ।
চতুর্দশৈব মনবঃ প্রজাসর্গঃ সসর্জিরে ॥ ১
এতচ্ছৈদীতুমিচ্ছামঃ সকাশাং তব সূত্রত ।
উত্তরশ্রবণং ভূয়ঃ প্রজাহি বদতাং বর ॥ ২
এতচ্ছুভা ঋষীণাম্ প্রাববীন্মোমহর্ষণিঃ ।
পৌরাণিকস্তদা স্তত ঋষীণাং ভাবিতান্মনাম্ ॥ ৩
বুদ্ধ্যা বিচার্য্য বহুধা বিষম্ চ পুনঃপুনঃ ।
তেভ্যশ্চ কথমায়াস উত্তরশ্রবণং তদা ॥ ৪

স্তত উবাচ ।

অথাহং বর্ণয়িষ্যামি বর্ষেহস্মিন ভারতে প্রজাঃ
দিগকে আর কোন্ বিষয় বলিব ? ধীমান্
স্তনন্দন কর্তৃক সেই মহর্ষিগণ এইরূপ
উক্ত হইয়া পুনরায় উত্তর বাক্য শ্রবণার্থ
ঠাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ৷ ৭২—৭২ ॥
ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

চতুর্দশাধিক শততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—এই ভারতবর্ষের বিব-
রণ এবং ইহাতে স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ মনু যে
প্রজাসৃষ্টি করিয়াছিলেন, হে সূত্রত বাগ্ধবর !
একণে সেই সৃষ্টিবৃত্তান্তই আপনার নিকট
জানিতে ইচ্ছা করি । আপনি ইহার সম্যক্
উত্তর দান করুন । লোমহর্ষণ-তয়ন পৌরাণিক
স্তত, সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষিদিগের এইরূপ
কথা শুনিয়া বুদ্ধি দ্বারা বারবার বিবেচনা-
পূর্বক ঠাঁহাদিগকে এই উত্তর বাক্য বলিতে
আরম্ভ করিলেন । স্তত বলিলেন,—একণে
আমি ভারতবর্ষের প্রজাদিগের বিবরণ

ভরণাং প্রজনাটৈব মনুভরত উচ্যতে ॥
নিকৃক্তবচনৈশ্চৈব বর্ষং তদ্বারতং স্মৃতম্ ।
যতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যমশ্চাপি হি স্মৃতঃ ॥ ৩
ন খণ্ডস্তত্র মর্ত্যানাং ভূমৌ কর্মবিধিঃ স্মৃতঃ ।
ভারতস্তাত্ত বর্ষস্ত নব ভেদান্ নিবোধত ॥ ৭
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেকশ্চ তাত্রপর্নী গভস্তিমান্ ।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বশ্চ বাক্রণঃ ॥ ৮
অয়ন্ত নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ।
যোজনানাং সহস্রন্ত দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরঃ ॥
আয়তন্ত কুমারীতো গঙ্গায়াঃ প্রবহাবিধিঃ ।
ত্রিধাগুর্দন্ত বিস্তীর্ণঃ সহস্রাণি দশৈব তু ॥ ১০
দ্বীপো হ্যপনিবিষ্টোহয়ং শ্রেষ্ঠৈরন্তেষু সর্ষণঃ ।
যবনাশ্চ কিরাতাশ্চ তস্তান্তে পূর্ব-পশ্চিমে ॥ ১১
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্ণা মধ্যো শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ ।
ইজ্যায়ুতবণিজ্যাদি বর্ডয়ন্তো ব্যবহিতাঃ ॥ ১২
তেষাং সব্যবহারোহয়ং বর্ডনন্ত পরম্পরম্ ।

বলিতেছি । প্রজাবর্গের উৎপাদন ও ভরণ-
করণহেতু মনুকেই ভারত বলা যায় । এইরূপ
নিকৃক্তি আছে যে,—যে স্থান হইতে মানব-
গণ স্বর্গ, মোক্ষ এবং এতদ্ব্যতিরেক মধ্যম
ভাব,—এই তিন প্রকার অবস্থাই লাভ
করিতে পারে, তাহাই ভারতবর্ষ বলিয়া
নির্ণীত । ভূমণ্ডলে এই স্থান ব্যতীত আর
কুত্রাপি মর্ত্যগণের ধর্ম্মকর্ম্ম বিহিত হয় নাই ।
এই ভারতবর্ষের নয়টি বিভাগ আছে, তাহার
বিবরণ অবধারণ কর । ইন্দ্রদ্বীপ, কশেক,
তাত্রপর্নী গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব,
বাক্রণ এবং এই সাগরসংবৃত ভারত দ্বীপ
নবম । এই দ্বীপ, দক্ষিণোত্তরে সহস্র-যোজন
বিস্তীর্ণ এবং কুমারী অবধি গঙ্গাপ্রবাহ পর্য্যন্ত
আয়ত । সমুদ্র হইতে ইহার উচ্চতা ক্রমশঃ
বিষমভাবে দশসহস্র যোজন । ১—১০ ।
এই দ্বীপের প্রান্তভাগে সর্ষণ শ্রেষ্ঠগণ
অবস্থান করে । পূর্ব পশ্চিমে যবন ও
কিরাতগণের বাস । মধ্যভাগে বিভাগক্রমে
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—ইহারা বাস
করিয়া যজ্ঞ বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা-

ধর্মার্থকামসংযুক্তঃ বর্ণানাম্ স্বকর্ম্মসু ॥ ১৩
 সঙ্কল্পপঞ্চমানাম্ আশ্রমাণাং যথাবিধি ।
 ইহ স্বর্গাপবর্গার্থং প্রবৃত্তিরিহ মানুবে ॥ ১৪
 যস্যস্বঃ মানবো দ্বীপস্তিষ্ঠাৎশ্রামঃ প্রকীর্তিতঃ ।
 য এনং জয়তে কৃৎস্নঃ স সম্রাড্ভিত্তি কীর্তিতঃ ॥
 অস্বঃ লোকস্ত বৈ সম্রাড্ভক্তরৌক্ষজিতাঃ স্মৃতঃ ।
 স্বরাজসৌ স্মৃতো লোকঃ পুনর্বক্ষ্যামি বিস্তরাৎ
 সন্ত চান্মিন্ মহাবর্ষে বিজ্ঞতাঃ কুলপর্কতাঃ ।
 মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহঃ শক্তিমান্ স্বকবানপি ॥ ১৭
 বিদ্যাস্ত পারিষাত্ত ইত্যেতে কুলপর্কতাঃ ।
 তেবাং সহস্রশচ্চাত্তে পর্কতাস্ত সমোপতঃ ॥ ১৮
 অভিজাতাস্ততচ্চাত্তে বিপুলান্চিহ্নসানবঃ ।
 অস্তে তেভ্যঃ পরিজাতা হুশ্বা হুশ্বোপজীবিনঃ
 তৈর্বিমিত্রা জনপদা আৰ্য্যা শ্লেচ্ছাস্ত সর্বতঃ ।
 পিবন্তি বহুলা নদ্যো গঙ্গা সিদ্ধুঃ সরস্বতী ॥ ২০

নির্বাহ করে। তাহার স্ব স্ব বর্ণানুরূপ কর্ম্মানুসারে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামসংযুক্ত ব্যবহার করায় পরস্পর স্নুখেই অতিবাহিত করে। এখানে মানুষগণের স্বর্গ-মোক্ সাধনার্থ স্কাং ভাব এবং নিষ্কাম ব্রহ্মচর্যাগদি আশ্রমচতুষ্টয় প্রবর্তিত রহিয়াছে। এই যে মানব দ্বীপ তিষ্ঠাকৃভাবে আছে, যে ব্যক্তি ইহা সমগ্ররূপে জয় করিতে পারে, সে সম্রাট বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। এই লোক অন্তরীক্ষ লোকের সম্রাট এবং সেই অন্তরীক্ষ লোক স্বরাজ বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে। এ বিষয় পুনরায় বিস্তার করিয়া বলিতেছি। ১১—১৬। এই মহাবর্ষে সাতটি কুলপর্কত আছে। মহেন্দ্র, মলয়, সহ, শক্তিমান, স্বকবান, বিদ্যা ও পারিষাত্ত,—এই সাতটি কুলপর্কত। ইহাদিগের সমোপভাগে আরও সহস্র সহস্র পর্কত আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি জনগণের বিদিত। কত ক্ষুদ্রাকার, কত বিপুলাকার, কত বিচিত্র সাহুমান পর্কত ইত্যন্ততঃ বর্তমান রহিয়াছে; এ সকলের সঙ্গে বিমিত্রভাবে আৰ্য্য ও শ্লেচ্ছ জনপদ সকল অবস্থিত আছে। উক্ত অধিবাসীরা

শতক্রচ্ছত্রভাগা চ যমুনা সরযুস্তথা ।
 ঐরাবতী বিতস্তা চ বিশালা দেবিকা কূহুঃ ॥ ২১
 গোমতী ধৌতপাপা চ বাহদা চ দৃষতী ।
 কৌশিকী তু তৃতীয়া চ নিশ্চলা গণ্ডকী তথা ।
 ইক্ষুলোহিতমিত্যেতা হিমবৎপার্বতিনিস্থতাঃ ॥ ২২
 বেদস্মৃতিবেদ্রবতী বৃদ্ধয়ী সিদ্ধুরেব চ ।
 পর্ণাশা নর্ম্মদা চৈব কাবেরী মহতী তথা ॥ ২৩
 পারা চ ধবতীরূপা বিহ্বা বেণুমতাপি ।
 শিপ্রা হুবন্তী কুন্তী চ পারিষাত্তাশ্রিতাঃ স্মৃতাঃ ॥
 মন্দাকিনী দশাণা চ চিত্রকূটা তথৈব চ ।
 তমসা পিঙ্গলী শ্যেনী তথা চিত্রোৎপলাপি চ ॥
 বিমলা চঞ্চলা চৈব তথা চ ধৃতবাহিনী ।
 শুভ্রিমন্তী শুনী লজ্জা মুকুটী হৃদিকাপি চ ।
 ঋষ্যবন্তপ্রসূতাস্তা নদ্যোহমলজলাঃ শুভাঃ ॥ ২৬
 তাপী পয়োকী নির্ঝিহ্মা কিপ্রা চ ঋষভা নদী
 বেণা বৈতরণী চৈব বিশ্বমালা কুমুদতী ॥ ২৭
 তোয়া চৈব মহাগৌরী হর্গমা তু শিলা তথা ।
 বিদ্যাপাদপ্রসূতাস্তাঃ সর্বাঃ শীতলজলাঃ শুভাঃ ॥

নানা নদীর জল পান করিয়া থাকে। গঙ্গা, সিদ্ধু, সরস্বতী, শতক্র, চন্দ্রভাগা, যমুনা, সরযু, ঐরাবতী, বিতস্তা, বিশালা, দেবিকা, কূহু, গোমতী, ধৌতপাপা, বাহদা, দৃষতী, কৌশিকী, তৃতীয়া, নিশ্চলা, গণ্ডকী, ইক্ষু ও লোহিত, এ সকল নদী হিমবানের পার্শ্ব হইতে নির্গত হইয়াছে। বেদস্মৃতি, বেদ্রবতী, বৃদ্ধয়ী, সিদ্ধু, পর্ণাশা, নর্ম্মদা, কাবেরী, মহতী, পারা, ধবতী, রূপা, বিহ্বা, বেণুমতী, শিপ্রা, অবন্তী, কুন্তী, ইহার পারিষাত্ত গিরি আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত। মন্দাকিনী, দশাণা, চিত্রকূটা, তমসা, পিঙ্গলী, শ্যেনী, চিত্রোৎপলা, বিমলা, চঞ্চলা, ধৃতবাহিনী, শুভ্রিমন্তী, শুনী, লজ্জা, মুকুটী ও হৃদিকা, এই সকল অমলজলশালিনী সরিৎ ঋষ্যবন্ত হইতে প্রসূত। তাপী, পয়োকী, নির্ঝিহ্মা, কিপ্রা, ঋষভা, বেণা, বৈতরণী, বিশ্বমালা, কুমুদতী, তোয়া, মহাগৌরী, হর্গমা শিলা, এই সকল শীতলজলা শুভদায়িনী

গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেলী চ বজ্রা ।
 তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা বাহা কাবেরী চৈব তু ।
 দক্ষিণাধনজ্যস্তাঃ সহপাদাধিনিঃসৃত্যঃ ॥২২
 কৃতমালা তাম্রপর্ণী পুষ্পজা হ্যংপলাবতী ।
 মলয়ঃসুতা নদ্যাঃ সর্বাঃ নীতজলাঃ শুভাঃ ॥৩০
 ত্রিভাগা ঋষিকুল্যা চ ইক্ষুদা ত্রিদিবাচলা ।
 তাম্রপণী তথা মূলী শবরা বিমলা তথা ।
 মহেন্দ্রতনয়াঃ সর্বাঃ প্রখ্যাভাঃ শুভগামিনীঃ ॥৩১
 কাশিকা সুকুমারী চ মন্দগা মন্দবাহিনী ।
 রূপা চ পাশিনী চৈব শুভিমস্তাস্তজাভ্য তাঃ ॥৩২
 সর্বাঃ পুণ্যজলাঃ পুণ্যাঃ সর্বগাশ্চ সমুদ্রগাঃ ।
 বিশ্বস্ত মাতরঃ সর্বাঃ সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥৩৩
 তাঙ্গাঃ নহ্যপনজ্যশ্চ শতশোহং সহস্রশঃ ।
 তান্ত্রিমে কুরুপাকলাঃ শাখাশ্চৈব সজাজলাঃ ॥৩৪
 শূরসেনা ভদ্রকারা বাহাঃ সহপটচ্চরাঃ ।
 মৎস্তাঃ কিরাভাঃ কুল্যাশ্চ কুস্তলাঃ

কাশিকোশলাঃ ॥৩৫

আবস্তাশ্চ কলিজাশ্চ মুকটশ্চবান্ধকৈঃ সহ ।

মধ্যদেশা জনপদাঃ প্রায়শঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥৩৬

নদী বিজয়গিরির পাদদেশ হইতে নির্গত
 হইরাছে । গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেলী,
 বজ্রা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা, বাহা ও কাবেরী,
 এই সকল দক্ষিণাধনবাহিনী নদী সহ্যগিরির
 পাদভাগ হইতে বহির্গত । কৃতমালা, তাম্র-
 পর্ণী, মূলী শবরা ও বিমলা, মহেন্দ্র পর্বতজাত
 এই সকল নদী বিখ্যাত ও শুভপ্রদ ॥১৭—৩১।
 কাশিকা, সুকুমারী, মন্দগা, মন্দবাহিনী, রূপা,
 পাশিনী ইহারা শুভিমান হইতে উদ্ভূত । এই
 সকল নদী পবিত্র জলশালিনী, পুণ্য প্রদায়িনী,
 সমুদ্রগামিনী এবং সর্বজনসেবনীয় । ইহারা
 বিশ্বের মাতৃরূপিণী সর্বপাপহারিণী ও শুভ-
 কারিণী । এ সকল নদী হইতে আরও কত
 নদী ও উপনদী প্রবাহিত হইয়াছে । এই সকল
 নদীর উত্তর পাশে নানা জনপদ বিরাজমান ।
 তন্মধ্যে কুরু, পাঞ্চাল, শাখ, জাজল শূরসেন,
 ভদ্রকার, বাহ, পটচ্চর, মৎস্ত, কিরাভ, কুল্যা,
 কুস্তল, কাশি, কোশল, আবস্ত, কলিজ, মুক ও

সহস্রানন্তরে চৈতে ভদ্র গোদাবরী নদী ।
 পৃথিব্যামপি কৃৎজায়াঃ স প্রদেশো মনোরমঃ ॥
 যত্র গোবর্দ্ধনো নাম মন্দরো গন্ধমাদনঃ ।
 রামপ্রিয়ার্থঃ স্বর্গীয় বৃক্ষা দিব্যান্তর্যৌবধীঃ ॥ ৩৮
 ভরষাজেন মূনিনা প্রিয়ার্থমবতারিতাঃ ।
 ততঃ পুষ্পবরো দেশজেন জজ্ঞে মনোরমঃ ॥৩৯
 বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ আভীরঃ কালতোয়কঃ
 পুরজ্ঞাশ্চৈব শুভাশ্চ পল্লবাস্তাশ্চৈবশুকঃ ॥ ৪০
 গান্ধার্য যবনাশ্চৈব সিদ্ধ-সৌবীর-মজ্জকঃ ।
 শকা জম্ব্বাঃ পুলিন্দাশ্চ পারদা হারমুত্তিকঃ ।
 রামঠাঃ কণ্টকারাশ্চ কৈকেয়া দশনামকাঃ ।
 কত্রিয়োপনিবেস্তাশ্চ বৈস্তাঃ শূদ্রকুলানি চ ॥৪২
 কত্রয়োহং ভরষাজাঃ প্রহ্লাঃ সদসেরকাঃ ।
 লম্পকাস্তলনাগাশ্চ সৈনিকাঃ সহ জাজলৈঃ ।
 এতে দেশা উদৌচ্যাস্ত প্রাচ্যান্ দেশান্
 নিবোধত ॥ ৪৩

অজা বজ্রা মদগুরকা অন্তর্গিরি-বহির্গিরী ।

অন্ধক এই সকল জনপদ মধ্যদেশবর্তী । সহ
 স্রিহিত-প্রদেশ সকল এই প্রায়শঃ কীর্তিত
 হইল । যেখানে গোদাবরী নদী বিরাজ-
 মান, সমগ্র মহীমণ্ডল মধ্যে সেই প্রদেশই
 মনোরম ৩১—৩৭ । যেখানে গোবর্দ্ধন মন্দর
 এবং রামপ্রিয়সাধন গন্ধমাদনগিরি বিরাজ-
 মান, আর যেখানে ভরষাজ মূনি কর্তৃক রাম-
 প্রিয় সাধনার্থ স্বর্গীয় দিব্য মর্যৌবধি সকল
 অবতারিত হইয়াছে, পুষ্পপ্রকরভূষিত
 সেই প্রদেশ অতীব মনোরম । বাহ্লিক,
 বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, পুরজ্ঞ, শুভ,
 পল্লব, আশ্বখাণ্ডক, গান্ধার, যবন, সিদ্ধ,
 সৌবীর, মজ্জক, শক, জম্ব্ব, পুলিন্দ, পারদ,
 হারমুত্তিক, রামঠ, কণ্টকার, কৈকেয়, দশ-
 নামক, প্রহ্লা, দশেরক, লম্পক, তলগান,
 সৈনিক, জাজল, এবং ভরষাজবংশীয় বিবিধ
 ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈস্ত জনগণের বাসস্থান
 এই সকল প্রদেশ উত্তরদিগ্‌বর্তী । এক্ষণে
 প্রাচ্য দেশের বিষয় অবধান কর । অজ,
 বজ্র, মদগুরক, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, সুহ

স্বশ্বাস্ত্রাঃ প্রবিজয়া মার্গবাগেয়মালবাঃ ॥ ৩৪ ॥
 প্রাগ্জ্যোতিষাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ বিদেহাস্ত্রাজলিঙ্গকাঃ
 শাখ-মাগধ-গোনর্দকঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্মৃতাঃ
 তেষাং পরে জনপদা দক্ষিণাপথবাসিনঃ ।
 পাণ্ড্যাশ্চ কেয়লাশ্চৈব চোলাঃ কুল্যাস্তথৈব চ
 সেতুকাঃ সূতিকাস্চৈব কুপথা বাজিবাসিকাঃ ।
 নবরাষ্ট্রা মাহিষিকাঃ কলিঙ্গাস্চৈব সর্ষপাঃ ॥ ৪১ ॥
 কার্ব্বাশ্চ সর্ষপীকা আটব্যাঃ শবরাস্তথা ।
 পুলিন্দা বিদ্যাপুথিকা বৈদর্ভা দণ্ডকৈঃ সহ ॥ ৪৮ ॥
 কুলীয়াশ্চ সিরাসাশ্চ রূপসাস্তাপটৈঃ সহ ।
 তথা তৈত্তিরিকাশ্চৈব সর্ষে কারঙ্করাস্তথা ॥ ৪৯ ॥
 বাসিকাশ্চৈব যে চান্তে যে চৈবাস্তন্ননর্দদাঃ ।
 ভাক্কককাঃ সমাহেয়াঃ সহ সারস্বতৈস্তথা ॥ ৫০ ॥
 কাঙ্ক্ষীকাশ্চৈব সৌরাষ্ট্রা আনর্ভা অর্কবৃন্দৈঃ সহ
 ইত্যোতে অপরাস্তান্ত শৃণু যে বিদ্যাবাসিনঃ ॥
 মালবাশ্চ কর্ব্বাশ্চ মেকলাশ্চোৎকলৈঃ সহ ।
 ঔণ্ড্রা মাযা দশার্ণাশ্চ ভোজাঃ কিঙ্কিঙ্ককৈঃ

সহ ॥ ৫২

স্তোশলাঃ কোসলাশ্চৈব জৈপুলা বৈদিশাস্তথা
 তুমুরাস্তথরাশ্চৈব পদগমা নৈষধৈঃ সহ ॥ ৫৩ ॥
 অরুণাঃ শৌণ্ডিকেরাশ্চ বৌতিহোজা অবন্তয়ঃ ।

প্রবিজয়, মার্গ, বাগেয়, মালব, প্রাগ্জ্যোতিষ,
 পুণ্ড্র, বিদেহ, ত্রাজলিঙ্গক, শাখ, মাগধ,
 গোনর্দক, এ সকল প্রাচ্য জনপদ । ৩৮—৪৫ ।
 ইহার পর দক্ষিণাপথবাসী জনপদ সকলের
 উল্লেখ করিতেছি । পাণ্ড্য, কেয়ল, চোল,
 কুল্য, সেতুক, সূতিক, কুপথ, বাজিবাসিক,
 নবরাষ্ট্র, মাহিষিক, কলিঙ্গ, কার্ব্ব, ঐষীক,
 আটব্য, শবর, পুলিন্দ, বিদ্যাপুথিক, বৈদর্ভ,
 দণ্ডক, কালীয়, সিরাল, রূপস, তাপস, তৈত্তি-
 রিক, কারঙ্কর, বাসিক, এবং নর্দদাতীয়াবর্তী
 দেশ সকল দক্ষিণাত্য । ভাক্ককছ, মাহেয়,
 সারস্বত, কাঙ্ক্ষীক, সৌরাষ্ট্র, আনর্ভ, অর্কবৃন্দ,
 এ সকল পশ্চিমদেশীয় জনপদ । অতঃপর
 বিদ্যাবাসীদিগের বিবরণ শ্রবণ কর । মালব,
 কর্ব্ব, মেকল, উৎকল, ঔণ্ড্র, মায, দশার্ণ,
 ভোজ, কিঙ্কিঙ্ক, তোবল, কোসল, জৈপুয়,

এতে জনপদাঃ খ্যাতা বিদ্যাপৃষ্ঠনিবাসিনঃ ॥ ৫৪ ॥
 অতো দেশান্ প্রবক্ষ্যামি পর্কতাশ্চয়িণশ্চ যে ।
 নিরাহারাঃ সর্ষগাশ্চ কুপথা অপথাস্তথা ॥ ৫৫ ॥
 কুপপ্রাবরণাশ্চৈব উর্ণা দর্কা সমুদগকাঃ ।
 ত্রিগর্ভা মণ্ডলাশ্চৈব কিরাতাশ্চামরৈঃ সহ ॥ ৫৬ ॥
 চম্বারি ভারতে বর্ষে যুগান মুনয়োহক্রবন্ ।
 কৃতং ত্রোতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্ভুগম্ ।
 তেষাং নিসর্গং বক্ষ্যামি উপরিষ্টোচ্চ কুৎস্রশঃ ॥
 মৎস্ত উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু ঋষয় উত্তরং পুনরেব তে ।
 শুশ্রবস্তমুচুস্তে প্রকামঃ লোমহর্ষণিম্ ॥ ৫৮ ॥
 ঋষয় উচুঃ ।
 যচ্চ কিম্পুরুষং বর্ষং হরিবর্ষং তথৈব চ ।
 আচক্ষ নো যথাতথঃ কীর্তিতং ভারতং ত্বয়া ॥
 জম্বুখণ্ডস্ত বিস্তারং তথাত্তেষাং বিদাং বর ।
 দ্বীপানাং বাসিনাং তেষাং বৃক্ষাণাং প্রত্নবৌহিনঃ

বৈদিশ, তুমুর, তুম্বর, পদগম, নৈষধ, অরুণ,
 শৌণ্ডিকের, বৌতিহোজ, অবন্তী; এই সমস্ত
 জনপদ বিদ্যাপৃষ্ঠে অবস্থিত । অনন্তর
 পর্কতাশ্চয়ী অপরাপর দেশ সকলের বিবরণ
 বলিতেছি । নিরাহার, সর্ষগ, কুপথ, অপথ,
 কুপপ্রাবরণ, উর্ণ, দর্ক, সমুদগক, ত্রিগর্ভ, মণ্ডল,
 কিরাত, চামর, ইত্যাদি দেশসমূহ নানা
 পর্কত আশ্রয় করিয়া আছে । এই ভারত-
 বর্ষে চারিটি যুগ প্রবর্তিত হয়, মুনিগণ ইহা
 বলিয়া থাকেন । কৃত, ত্রোতা, দ্বাপর ও
 কলি—এই চারিটি যুগ । এক্ষণে ইহাদিগের
 স্তাব যথায় বর্ণন করিতেছি । ৫৪—৫৭ ।
 মৎস্ত বলিলেন, সেই ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া
 সেই সকল বিবরণ শ্রবণ মানসে লোমহর্ষণ-
 নন্দনকে পুনরায় বলিলেন,—হে সূত !
 আপনি ভারতের বিবরণ কীর্তন করিয়াছেন,
 এক্ষণে কিম্পুরুষবর্ষ ও হরিবর্ষের বৃত্তান্ত
 আমাদিগকে যথাতথঃ বর্ণন করুন । হে জ্ঞানি-
 বর ! জম্বুখণ্ডের বিস্তার, এবং অস্তান্ত দ্বীপ,
 দ্বীপাধিবাসী, বৃক্ষাদির বিবরণও বলুন ।

পৃষ্টেষেবং তদা বিপ্রৈর্ধ্বাশ্রয়ঃ বিশেষতঃ ।

উবাচ ঋষিভির্দ্বিষ্টং পুরাণাভিমতং তথা ॥ ৬১

স্বত উবাচ ।

শুভ্রববন্ত যযিপ্রাঃ শুভ্রবধ্বমতস্ত্রিতাঃ ।

জম্বুবর্ষঃ কিম্পুরুষঃ সূমহান্ নন্দনোপমঃ ॥ ৬২

দশবর্ষসহস্রাণি স্থিতিঃ কিম্পুরুষে স্মৃতা ।

জায়ন্তে মানবাস্তত্র স্মৃতপ্তকনকপ্রভাঃ ॥ ৬৩

বর্ষে কিম্পুরুষে পুণ্যে প্লক্ষে মধুবঃ স্মৃতঃ ।

তস্ত্র কিম্পুরুষাঃ সর্ষে পিবন্তো রসমুত্তমম্ ॥ ৬৪

অনাময়া হৃশোকাস্ত্র নিত্যং মুদিতমানসাঃ ।

সুবর্ণবর্ণাশ্চ নরাঃ স্রিয়শ্চাপ্সরসঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৫

ততঃ পরং কিম্পুরুষাক্ষরিবর্ষং প্রচক্ষতে ।

মহারজতসঙ্কশা জায়ন্তে যত্র মানবাঃ ॥ ৬৬

দেবলোকচ্যুতাঃ সর্ষে বহুরুপাশ্চ সর্ষশঃ ।

হরিবর্ষে নরাঃ সর্ষে পিবন্তৌক্ষরসং শুভম্ ॥ ৬৭

ন জরা বাধতে তত্র তেন জীবন্তি তে চিরম্ ।

একাদশ সহস্রাণি তেষামায়ুঃ প্রকীর্তিতম্ ॥ ৬৮

মধ্যমং তদ্বয়া প্রোক্তং নায়া বর্ষমিলাবৃতম্ ।

ন তত্র সূর্য্যস্তপতি ন চ জ্ঞানস্তি মানবাঃ ॥ ৬৯

চন্দ্র-সূর্য্যৌ সনকজীবপ্রকাশাবিলম্বতে ।

পদ্মপ্রভাঃ পদ্মবর্ণাঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণাঃ ॥ ৭০

পদ্মগন্ধাশ্চ জায়ন্তে তত্র সর্ষে চ মানবাঃ ।

জম্বুবর্ষসংসারায় অনিশ্চিন্দাঃ সুগন্ধিনঃ ॥ ৭১

দেবলোকচ্যুতাঃ সর্ষে মহারজতবাসসঃ ।

ত্রয়োদশ সহস্রাণি বর্ষাণাং তে নরোত্তমাঃ ॥ ৭২

আয়ুঃপ্রমাণং জীবন্তি যে তু বর্ষ ইলাবৃত্তে ।

মেরোচ্চ দক্ষিণে পার্শ্বে নিষধস্ত্রোত্তরেণ বা ॥ ৭৩

সুদর্শনো নামো মহান্ জম্বুবর্ষঃ সনাতনঃ ।

নিত্যপুষ্পকলোপেতঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥ ৭৪

তস্ত্র নায়া সমাখ্যাতো জম্বুবীপো বনস্পতেঃ ।

যোজনানাম্ সহস্রঞ্চ শতথা চ মহান্ পুনঃ ॥ ৭৫

উৎসেধো বৃক্ষরাজস্ত্র দিব্যমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।

তস্ত্র জম্বুবর্ষসো নদী হৃদ্বা প্রসর্পতি ॥ ৭৬

পরিমাণ একাদশ সহস্র বর্ষ । ইলাবৃত্ত বর্ষ

মধ্যম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি । তথায় সূর্য্য

তাপ দান করেন না, মানবগণ উহার বিষয়

জ্ঞাত নহে । ইলাবৃত্ত বর্ষে চন্দ্র, সূর্য্য ও

নক্ষত্রমণ্ডল অপ্রকাশ । তত্রত্য জনগণ

পদ্মপ্রভ, পদ্মবর্ণ, পদ্মপত্র-নিভেক্ষণ ও পদ্ম-

গন্ধ হইয়া থাকে । সেই সকল দেবলোক-

চ্যুত সুগন্ধশালী নরগণ স্পন্দনহীন এবং

স্বর্ণসমবর্ণ বসনধারী । সেই ইলাবৃত্তবর্ষবাসী

নরোত্তমগণ, ত্রয়োদশসহস্র বর্ষ যাবৎ জীবিত

থাকে । মেরু দক্ষিণ পার্শ্বে এবং নিষধ

পর্ব্বতের উত্তর দিকে সুদর্শন নামক মহান্

সনাতন জম্বুবর্ষ আছে ; উহা নিত্য পুষ্প-

কলোপেত ও সিদ্ধ চারুগণে পরিসেবিত ।

৬২—৭৪ । সেই বনস্পতির নামেই জম্বু-

বীপ নাম হইয়াছে । উহার উচ্চতা শত-

সহস্র যোজন । ঐ বৃক্ষরাজ যেন নভোমণ্ডল

সমাবৃত্ত করত বিরাজিত আছে । তত্রত্য

জম্বুবর্ষের রসরাশি নদীরূপে প্রবাহিত

হইয়া থাকে । ইলাবৃত্তবাসীরা সতত দ্বিষ্ট-

চিন্তে সেই জম্বুরস পান করে, এজন্য

স্বত, ঋষিগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত

হইয়া প্রস্নাহসারে ঋষিদিগের অভিমত,

পুরাণানুযায়িত উত্তর বাক্য বিশেষরূপে

বলিতে লাগিলেন । ৫৮—৬১ । স্বত বলি-

লেন,—হে মহর্ষিগণ ! আপনারা শ্রবণাভি-

লাষী হইয়াছেন, অতএব মনোযোগ সহকারে

শ্রবণ করুন । জম্বুবর্ষে কিম্পুরুষ দেশ

সুবিস্তৃত এবং নন্দনবনোপম । কিম্পুরুষে

জনগণের আয়ুঃপরিমাণ দশসহস্র বৎসর ।

তত্রত্য মানবগণ তপ্তকানন-সমবর্ণ । এই পুণ্য

কিম্পুরুষ বর্ষে মধুস্রাবী প্লক্ষ বৃক্ষ বিরাজিত ।

অধিবাসীরা সেই বৃক্ষের উত্তম রসপানে নিত্য

শোকরহিত ও অনাময় দেহে বিহার করিয়া

থাকে । রমণীরা অপরূপ বলিয়া বিখ্যাত ।

এই কিম্পুরুষ দেশের পর হরিবর্ষ । সেখানে

মানবগণ স্বর্ণবর্ণ হইয়া জন্মে । উহার সকলেই

দেবলোকচ্যুত এবং বিবিধ-রূপ-ধারী ।

হরিবর্ষবাসী জনগণ শুভ ইক্ষুরস পান করে ।

ঐ স্থানে জরা নাই ; এজন্য মানবগণ তথায়

দীর্ঘকাল জীবিত থাকে । উহাদিগের আয়ুঃ-

মেকং প্রদক্ষিণং কৃৎস্না জম্বুদ্বীপগতা পুনঃ ।
 তং পিবন্তি সদা হৃষ্টা জম্বুদ্বীপসমীপবাসিনঃ ॥৭৭॥
 জম্বুদ্বীপসং সীমা ন জরা বধিতেহপি তান্ ।
 ন কৃশা ন ক্রমো বাপি ন হুংখং তথাবিধম্ ॥৭৮॥
 তত্র জাম্বুনদং নাম কনকং দেবভূষণম্ ।
 ইন্দ্রগোপকসঙ্কাশং জায়তে ভানুরক্ষ যৎ ॥৭৯॥
 সর্বেষাং বর্ষবৃক্ষাণাং শুভঃ কলরসস্ত সঃ ।
 স্বরস্তু কাঞ্চনং শুভ্রং জায়তে দেবভূষণম্ ॥৮০॥
 তেষাং মূত্রং পুরীষং বা দিক্‌ষ্টোহু চ সর্পশঃ ।
 ইব্রাহ্মগ্রহাভ্যুদয়িতাশ্চ প্রসতে তু তান্ ॥৮১॥
 রক্ষঃ পিশাচা যজ্ঞাশ্চ সর্পে হেমবতাস্ত তে ।
 হেমকূটে তু বিজ্ঞেয়া গন্ধর্বাঃ সাপ্সরোগণাঃ ॥৮২॥
 সর্পে নাগা নিবেবন্তে শেষ-বান্ধুকি-ভক্ষকাঃ ।
 মহামেরৌ ত্রয়ত্রিংশৎ ক্রৌড়ন্তে যজ্ঞিয়াঃ শুভাঃ ॥
 নীলবৈদূর্য্যমুক্তেহগ্নিন্ সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়োহবসন ।
 দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেতঃ পর্কত উচ্যতে ॥৮৪॥
 শৃঙ্গবান্ পর্কতশ্চেষ্টঃ পিতৃণাং প্রতिसংকরঃ ।
 ইত্যেতানি ময়োক্তানি নব বর্ষাণি ভারতে ॥৮৫॥

উহাদিগের কৃশা-ভুক্ষা-শ্রম-জরা-দি-জনিত কোনও হুংখ নাই। সেখানে জাম্বুনদ নামে অতীব উজ্জল, ইন্দ্রগোপ সমপ্রভ সুবর্ণ জয়ে; দেবগণ এই স্বর্ণ দ্বারা ভূষণ নির্মাণ করেন। সমস্ত বর্ষবৃক্ষ মধ্যে এই জম্বুবৃক্ষের ফলের রসই উত্তম। উহাই করিত হইয়া অত্যাচ্ছল সুরভূষণ কাঞ্চনাকার ধারণ করে। সেখানে মল-মূত্র ও মৃত মাম্বুগণকে অষ্ট দিক্ হইতে হেমবত নামক যক্ষ রক্ষা নিশাচরেরা আসিয়া গ্রাস করে। হেমকূট পর্কতে অস্পরোগণ সহ গন্ধর্বেরা বাস করে। শেষ-বান্ধুকি-ভক্ষকাদি নাগগণও ঐখানেই অবস্থিত। মহামেরুর উপরি শুভকরী ত্রয়ত্রিংশৎসংখ্যক যজ্ঞর দেবতা বাস করেন। নীল ও বৈদূর্য্য পর্কতে সিদ্ধ ব্রহ্মবিগণ বসতি করিয়া থাকেন। শ্বেত পর্কত দৈত্য-দানবদিগের বাসস্থল। পর্কতরাজ শৃঙ্গবান্ পিতৃগণের সঙ্কর-ক্ষেত্র। এই আমি ভারতভূমি

ভূতৈরপি নিবিষ্টানি গতিমন্তি ঋবাণি চ ।
 তেষাং বুদ্ধিব্রহ্মবিধা দৃষ্টতে দেবমাম্বুধৈঃ ।
 অশক্যা পরিসংখ্যাতুং ঋজ্জ্বেষা চ বুদ্ধবতা ॥৮৬॥
 ইতি জীমাৎস্তে মহাপুরাণে ভুবনকোষে
 চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মহুরবাচ ।

চরিতং বুদ্ধপুত্রস্ত জনার্দন ময়া ঋতম্ ।
 ঋতঃ শ্রদ্ধাবিধিঃ পুণ্যঃ সর্ষপাপপ্রণাশনঃ ॥ ১ ॥
 ধেবাঃ প্রসন্নমানায়াঃ কলং দানস্ত মে ঋতম্ ।
 কৃষ্ণাজিনপ্রদানঞ্চ বৃষোৎসর্গস্তথৈব চ ॥ ২ ॥
 ঋত্বা রূপং নরেন্দ্রস্ত বুদ্ধপুত্রস্ত কেশব ।
 কৌতূহলং সমুৎপন্নং তন্নমাচ্ছ পৃচ্ছতঃ ॥ ৩ ॥
 কেন ঋত্বিবিপাকেন স তু রাজা পুরুষবাঃ ।

নয়টী বর্ষের বিবরণ বর্ণন করিলাম। ঐ সকল বর্ষ বহুল প্রাণিপুঞ্জে পরিবৃত, ক্রমশঃ পরিবর্তনশীল এবং স্থিরভাবে অবস্থিত দেব-মাম্বুগণ তত্রত্য অধিবাসীদিগের বহু-বিধ বুদ্ধি অবলোকন করিয়া থাকেন। পরন্তু উহাদিগের সংখ্যা করা সম্ভব নহে। মঙ্গলার্থী মানবের পক্ষে এ বিষয়ে অন্ধা স্থাপন করা কর্তব্য। ৭৫—৮৬।

চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় ।

মহু কহিলেন,—হে জনার্দন! আমি বুদ্ধনন্দনের চরিতবিবরণ এবং সর্ষপাপ-নাশক পুণ্যদায়ক শ্রদ্ধাবিধান, প্রসন্নমানা গাভীদানের কল, কৃষ্ণাজিনদান ও বৃষোৎসর্গ, এ সকলই শুনিলাম। কিন্তু হে কেশব! নরেন্দ্র বুদ্ধপুত্রের রূপবিবরণ শ্রবণে আমার অতীব কৌতূহল জন্মিয়াছে। অতএব আমি জিজ্ঞাসিতেছি, সেই রাজা পুরুষবা

অবাণ তাদৃশং রূপং সৌভাগ্যমপি চোত্তমম্ ॥
দেবাঃ ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠান গচ্ছকীংস্চ মনোরমান্ ।
উর্কশী সঙ্গতা ত্যক্তা সর্বভাবেণ তং নৃপম্ ॥৫
মৎস্ত উবাচ ।

শৃণু কৰ্ম্মবিপাকেষ যেন রাজা পুরুষবাঃ ।
অবাণ তাদৃশং রূপং সৌভাগ্যমপি চোত্তমম্ ॥
অতীতে জন্মনি পুরা যোহয়ং রাজা পুরুষবাঃ
পুরুষবা ইতি খ্যাতো মজ্জদেশাধিপো হি সঃ ॥৭
চাক্ষুষস্তাষয়ে রাজা চাক্ষুষস্তাষয়ে মনোঃ ।
স বৈ নৃপশুগৈর্যুতঃ কেবলং রূপবর্জিতঃ ॥ ৮

পুরুষবা মজ্জপতিঃ কৰ্ম্মণা কেন পার্শ্বিণঃ
বভূব কৰ্ম্মণা কেন বিরূপশ্চৈব স্ততজ্জ ॥ ৯
সূত উবাচ ।

দ্বিজগ্রামে দ্বিজশ্রেষ্ঠো নায়্য চাসীৎ পুরুষবাঃ ।
নদ্যাঃ কূলে মহারাজঃ পূর্বজন্মনি পার্শ্বিণঃ ॥১০
স তু মজ্জপতী রাজা যন্ত নায়্য পুরুষবাঃ ।

কোন সংকর্ষের ফলে তাদৃশ রূপসৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন? অপরঃপ্রধানা উর্কশী ত্রিভুবন-শ্রেষ্ঠা। তিনি দেবগণকে এবং মনোরম গচ্ছকীদিগকে পরিহার করিয়া কি জন্ত ঐ রাজ্যসহ সর্বভাবে সঙ্গতা করেন? আমি এক্ষণে ইহাই শুনিতে বাসনা করি। মৎস্ত কহিলেন,—রাজা পুরুষবা যে সংকর্ষের ফলে তাদৃশ উত্তম রূপসৌভাগ্য লাভ করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই রাজা পুরুষবা, পূর্বজন্মে মজ্জদেশাধিপতি পুরুষবা নামে এক ভূপতি ছিলেন। ইনি চাক্ষুষ মণ্ডলে চাক্ষুষবংশেই জন্মিয়া ছিলেন। ইহার সমস্ত রাজগুণ ছিল, কেবল রূপ ছিল না। ১—৮। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূতনন্দন! সেই মজ্জপতি পুরুষবা কোন কৰ্ম্মের ফলে রাজা করেন। আর কি জন্ত ই বা তিনি রূপহীন হইয়াছিলেন? ইহা আমা-
দিগকে বলুন। সূত কহিলেন,—সেই মজ্জপতি পুরুষবা তৎপূর্ব জন্মে দ্বিজগ্রামে পুরুষবা নামে এক প্রধান ব্রাহ্মণরূপে জন্মিয়া-

তস্মিন্ জন্মস্তসৌ বিপ্রো দ্বাদশান্ত সনানম্ ॥১১
উপোষ্য পূজয়ামাস রাজ্যকামো জনার্দনম্ ।
চকার সোপবাসশ্চ স্নানমভ্যঙ্গপূর্বকম্ ॥ ১২
উপবাসকলাৎ প্রাপ্তং রাজ্যং মজ্জেশকটকম্ ।
উপোষিতস্তথাভ্যঙ্গপূর্বকো ব্যজায়ত ॥ ১৩
উপোষিতৈর্নরৈস্তস্মাৎ স্নানমভ্যঙ্গপূর্বকম্ ।
বর্জ্জনীয়ং প্রযত্নেন রূপসং তৎ পরং নৃপ ॥১৪
এতদ্বঃ কথিতং সর্বং যদ্বাস্তং পূর্বজন্মনি ।
মজ্জেশ্বরচরিতং শৃণু তস্ত মহীপতেঃ ॥ ১৫
তস্ত রাজগুণৈঃ সর্বৈঃ সমুপেতস্ত ভূপতেঃ ।
জনানুরাগো নৈবাসীজপহীনস্ত তস্ত বৈ ॥ ১৬
রূপকামঃ স মজ্জেশস্তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ ।
রাজ্যং মন্ত্রিগতং কৃতা জগাম হিমশর্কতম্ ॥১৭
ব্যবসায়দ্বিতীয়স্ত পভ্যামেব মহাশশাঃ ।
জষ্টুং স তীর্থসদনং বিষয়াস্তে স্বকে নদৌম্ ।

ছিলেন। তিনি রাজ্যকামনায় প্রতি দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া নদীকূলে জনার্দনের অর্চনা করিতেন। পরন্তু ইনি উপবাসী থাকিয়াও অভ্যঙ্গপূর্বক স্নান করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত উপবাসের ফলে তিনি রাজ্যলাভ করিলেন, আর উপবাসী থাকিয়া অভ্যঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া রূপহীন হইলেন। অতএব উপবাসী নরগণের পক্ষে যত্নসহকারে অভ্যঙ্গ স্নান বর্জ্জনীয়। কারণ, উহাতে রূপহানি হয়। এই আমি সেই মজ্জপতির পূর্বজন্মবিবরণ বর্ণন করলাম; এক্ষণে তাঁহার মজ্জপতিত্বকালীন চরিত-বিবরণ শ্রবণ করুন। সেই ভূপতি সমুদয় রাজগুণে মণ্ডিত হইলেও রূপহীন বলিয়া তৎপ্রতি প্রজাবর্গের অনুরাগ ছিল না। ইহাতে সেই মজ্জেশ্বর রূপকামনায় তপশ্চরণার্থ নিশ্চয় করিয়া মন্ত্র-জনে রাজ্যভার বিস্তারপূর্বক হিমশর্কতে প্রস্থান করিলেন। সেই মহা-বশবী রাজা স্বীয় অধ্যবসায়কেই দ্বিতীয় সহচর করিয়া পাদগারে গমন করত স্বকীয় রাজ্যসীমান্তের কোনও তীর্থস্থান দর্শন মানসে যাইতে

ঐরাবতীতি বিখ্যাতাঃ দদর্শাতিমনোরমাম্ ॥১৮

তুহিনগিরিমাং মৰ্হৌষবেগাং

তুহিনগভস্তিসমানীতলোদাম্

তুহিনসদৃশহৈমবর্ণপুঞ্জাং

তুহিনবশাঃ সরিতং দদর্শ রাজা ॥ ১৯

ইতি ত্রিমাংস্তে মহাপুরাণে তপোবনবর্ণনং
নাম পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৫॥

ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

স দদর্শ নদীঃ পুণ্যাং দিব্যাং হৈমবতীং শুভাম্
গন্ধর্বৈশ্চ সমাকীর্ণাং নিত্যাং শক্রেণ সেবিতাম্
সুরেভ্যমদসংসিক্তাং সমস্তাং তু বিরাজিতাম্ ।

মধোন শক্ৰচাপাতাং তস্মিন্নহনি সৰ্বদা ॥ ২

তপস্বিশরণোপেতাং মহাব্রাহ্মণসেবিতাম্ ।

দদর্শ তপনীয়াভাং মহারাজঃ পুরুষবাঃ ॥ ৩

সিতহংসাবলিচ্ছরাং কাশচামররাজিতাম্ ।

যাইতে অতি মনোরমা ঐরাবতী নদী
বিখ্যাত নদী দেখিতে পাইলেন । হিমসম
বশঃশালী সেই রাজা, হিমগিরিভরা মহা-
বেগবতী, হিমকরসম নীতল জলশালিনী,
হিমসম-বিশদবর্ণা সেই সরিৎ দর্শন করিতে
লাগিলেন ১২—১৯ ।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—সেই রাজা, নিয়ত
শক্ৰসেবিতা, গন্ধর্বজনাকীর্ণা, পুণ্যা দিব্যা
ভাষা হৈমবতী নদী অবলোকন করিতে
লাগিলেন । ঐ নদী সুরকরি-গণের মদজলে
সিক্তা এবং অতিশয় শোভাসম্পন্ন ; উহার
মধ্যভাগ শক্ৰচাপ-সম কান্তিসম্পন্ন । মহারাজ
পুরুষবা দেখিলেন,—উহা তপস্বিজনগণের
আশ্রয়, প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণে সেবিত এবং
দর্শনম্ প্রভাসম্পন্ন । তিনি সেই সিতহংস-

নাভিষিক্তামিব সতাং পশুন্ প্রীতিং পরাং যযৌ

পুণ্যাং সুশীতলাং হৃদ্যাং মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধিনীম্

ক্ষয়বৃদ্ধিযুতাং রম্যাং সোমমূর্ত্তিমিবাপরাম্ ॥ ৫

সুশীতশীতলপানীয়াং দ্বিজসজ্জনিসেবিতাম্ ।

সূতাং হিমবতঃ শ্রেষ্ঠাং চঞ্চলবীচিবিরাজিতাম্ ॥

অমৃতস্নানসলিলাং তাপসৈরুপশোভিতাম্ ।

স্বর্গারোহণনিঃশ্রেণীং সর্বকল্মষনাশিনীম্ ॥ ৭

অগ্ৰ্যাং সমুদ্ভবদ্বিষীং মহর্ষিগণসেবিতাম্ ।

সর্বলোকস্ত চৌৎসুক্যকারিণীং সূমনোহরাম্ ॥

হিতাং সর্বস্ত লোকস্ত নাকমার্গপ্রদায়িকাম্ ।

গোকুলাকুলতীরাস্তাং রম্যাং শৈবালবর্জিতাম্

হংস-সারসসজ্জল্লাং জলজৈরুপশোভিতাম্ ।

আবর্তনাভিগম্যতীরাং দ্বীপোরুজবনস্থলীম্ ॥ ১০

নীলনীরজনেত্রাভাসুৎকৃষ্টকমলাননাম্ ।

হিমাভফেনবসনাং চক্ৰবাক্যধরাং শুভাম্ ।

বলাকাপঙ্ক্তিদৃশনাং মৌলয়ংস্তাবলিভ্রবম্ ॥ ১১

শ্রেণী দ্বারা আবৃত, কাশ-পুষ্পরূপ চামরে
রাজিত নদীকে অভিষিক্তা রমণীর স্তায়
দেখিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন । পুণ্যা,
সুশীতলা, হৃদ্যা, মনঃপ্রীতিবর্দ্ধিনী, হিমবান্
পর্বতের প্রধান নন্দিনী সেই নদী অপর
সোমমূর্ত্তির স্তায় ক্ষয়-বৃদ্ধি-শালিনী । উহার
জল অতীব নীতল, বেগ সমধিক প্রবল, এবং
জল অমৃতসম স্বাদ । উহা পক্ষিগণ দ্বারা
সতত সেবিত ; তাপস জনে উপশোভিত
এবং চঞ্চল বীচিমালায় বিরাজিত । সেই
স্বর্গারোহণ বিষয়ে নিঃশ্রেণীরূপিণী, সর্ব-
কল্মষনাশিনী, সর্বলোকের ঔৎসুক্যকারিণী,
মনোহারিণী, সর্বজনের হিতবিধায়িনী,
স্বর্গপথদায়িনী, সাগরের প্রধানা পত্নী,
গোকুলপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণতীরা, মনোহরা,
শৈবাল-বর্জিতা, হংস-সারস-সেবিতা, কমল-
কুল শোভিতা নদীর আবর্তরূপ নাভিদেশ
গম্ভীর, দ্বীপরূপ জঘন স্থল বিশাল । উহার
নীলকমল—নেত্র, প্রফুল্ল নলিন—মুখ, হিমসম
ফেন—বসন, চক্ৰবাক—অধর, বকপঙ্ক্তি—
দশন, মৎস্তাবলি—ভ্রুগুণ, স্বীয় জলমধ্যগত

ঋজলোদ্ধৃতমাতঙ্গ-রম্যকুস্তপয়োধরাম ।
 হংসনৃপুংসজ্জ্বষ্টাঃ শৃগালবলম্বাবলীম্ ॥১২
 তস্তাং রূপমহোন্মত্তা গঙ্ঘাধিগতাঃ সদা ।
 মধ্যাহ্নসময়ে রাজান্ ক্রৌড়ন্ত্যাপ্সরস্যাং গণাঃ ॥১৩
 তামপ্সরোবিনিপুত্ৰাঃ বহন্তীঃ কুঙ্কমং শুভম্ ।
 স্বতীরক্রমসমুত্ত-নানাবর্ণসুগন্ধিনীম্ ॥১৪
 তরঙ্গভ্রাতসংক্রান্ত-স্বর্ধ্যমণ্ডলদৃশম্ ।
 সুরেভজ্ঞানিতাঘাত-বিকূলদ্বয়ভূষিতাম্ ॥১৫
 শক্রেভগণ্ডসলিলৈর্দেবস্বীকৃচ্চন্দনৈঃ ।
 সংযুতঃ সলিলং তস্তাঃ ঘটপদৈরুপসেব্যতে ॥১৬
 তস্তাস্তীরভবা বৃক্ষাঃ সুগন্ধকুসুমাক্ষিতাঃ ।
 তথাপকুণ্ডলম্বাস্ত-ভ্রমরস্তনিতাকুলাঃ ॥১৭
 যস্তাস্তীরে রতিং যান্তি সদা কামবশা যুগাঃ ।
 তপোধনান্চ ঋষয়স্তথা দেবাঃ সহাপ্সরাঃ ॥১৮
 লভন্তে যত্র পূতান্ দেবেভ্যঃ প্রতিমানিতাঃ
 স্নিগ্ধং নাকবহলাঃ পদ্মেন্দুপ্রতিমাননাঃ ॥১৯

মাতঙ্গের কুস্ত—স্তনদ্বয়, হংসারার—নৃপুংসজ্জ্ব, এবং শৃগালচয়ই উহার বলম্বাবলি । ১—১২ । উহাতে মধ্যাহ্ন কালে রূপমত্ত অপ্সরোগণ গঙ্ঘাধিগণ সহ ক্রৌড়া করিয়া থাকে । সেই নদী অপ্সরঃসমূহের পরিত্যক্ত শুভ কুঙ্কম বহন করে এবং স্বকীয় তীরতরঙ্গভ্রাত বিবিধ দ্রব্যে নিয়ত সুগন্ধশালিনী থাকে । তরঙ্গনিকরে সতত ঢেঁকল বলিয়া তন্মধ্যে প্রাতিবিম্বিত স্বর্ধ্যমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারা যায় না । উহার তীরদ্বয় সুরকরি-বর ঐরাবতের দশনাঘাতে স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে । ঐরাবতের গণ্ড-স্থল হইতে ক্ষরিত মদে ও দেবনারীদিগের কুচ্চন্দনে অঙ্কিত হইয়া সেই নদীর জল ভ্রমরগণেরও উপসেব্য । ঐ নদীর তীর-জাত তরুগণ সগন্ধ কুসুমে সুশোভিত এবং গুণ গুণ স্বরে ব্যগ্রভাবে ভ্রমণপরায়ণ ভ্রমর-গণ কর্তৃক পরিব্যপ্ত । ইহার তীরভূমে কামবশীভূত যুগগণ সতত রতিপ্রাপ্ত হয় । তপোধন ঋষিগণ এবং অপ্সরোবৃন্দ সহ দেবগণ ক্রীতি লাভ করিয়া থাকেন ।

যা বিভর্জি সদা তোয়ং দেবসংজ্ঞৈরঙ্গীড়িতম্ ।
 পুলিন্দৈনু পসংজ্ঞৈচ ব্যাব্রবৃন্দৈরঙ্গীড়িতম্ ॥ ২০
 স চামরসপানীয়াঃ সতীরগগনামলম্ ।
 স তাং পশ্বন্ত যযৌ রাজা সতামোপিতকামদাম্
 যস্তাস্তীরকর্ত্তে কাশৈঃ পূর্ণৈশ্চন্দ্রাণ্ডসন্নিভৈঃ ।
 রাজতে বিবিধা কাটৈ রম্যাঃ তীরং মহাক্রমৈঃ ।
 যা সদা বিনির্দেবিতৈ প্রদেবৈশ্চাপি নিষেব্যতে ॥২২
 যা চ সদা সকলৌষবিনাশং
 ভক্তজনস্ত করোত্যচিরেণ ।
 যাহুগতা সরিতাং হি কন্দর্বে-
 ধাহুগতা সততঃ হি মুনীন্দ্রৈঃ ॥২৩
 যা হি সূতানিষ পাতি মল্লয্যান্
 যা চ যুতা সততঃ হিমসংজ্ঞৈঃ ।
 যা চ যুতা সততঃ সুরবৃন্দৈ-
 ধা চ জনৈঃ স্বহিতায় শ্রিতা বৈ ॥২৪
 জুষ্টা চ কেশরিগণৈঃ করিবৃন্দজুষ্টা
 সন্তানযুক্তসলিলাপি সুবর্ণযুক্তা ।

পদ্মেন্দু-প্রতিমা নন স্বর্গীয় রমণীগণ ঐ স্থানে স্নান দ্বারা পবিত্রাস্ত্রী হইয়া দেবগণকর্তৃক সম্ভা-
 নিত হয় । যে নদীর জল দেবভাগ্য, নৃপতিবর্গ,
 পুলিন্দদল ও ব্যাব্রবৃন্দেয়ও প্রশংসনীয়,
 পদ্মজলা, তারাগণযুতা, গগনসম নির্মলা,
 সাধুজনের বাহা পূরণকারিণী নদীকে দেখিতে
 দেখিতে সেই রাজা যাইতে লাগিলেন ।
 ১৩—২১ । সেই নদী তীরজাত পূর্ণচন্দ্রসম
 প্রকাশমান কাশকুসুমসমূহে রমণীয় বিবিধ
 জ্রমনিকরে এবং নানা দেবগণে নিয়ত
 সেবিত হইয়া সমধিক শোভা পায় । যে
 নদী ভক্তজনের নিখিল পাপরাশি বিনাশ
 করিয়া থাকে, যে নদী সন্নিকটসমূহে
 সতত অহুগত, যে নদী, মুনীন্দ্রজনের
 সতত সেবিত, যে নদী মল্লযাদিগকে পুজবৎ
 পালন করেন, যে নদী সদা হিমকূপে
 সমাবৃত, যে নদী সর্বদা সুরবৃন্দে সমধিত,
 যে নদী হিতলাভার্থ জনগণ কর্তৃক
 আশ্রিত, যাহা কেশরিগণে ও করিবৃন্দে
 নিয়ত সেবিত ; যাহার জল পারিজাত তরু-

সূর্য্যাত্তাপপরিবৃদ্ধিবিক্রীড়া

শীতাত্তুল্যশলা দদৃশে নৃপেণ ॥ ২৫

ইতি জীমাংস্তে মহাপুরাণে ঐরাবতীবর্ণনঃ

নাম বোড়শাধিকশততমো-

অধ্যায়ঃ ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

আলোকয়ন্ নদীং পুণ্য্যং তৎসমীরহুতশ্রমঃ ।

স গচ্ছন্নৈব দদৃশে হিমবন্তং মহাগিরিয্ম ॥ ১

খয়ুর্লিখ্যন্তির্বহতির্বৃতং শৃঙ্গৈস্ত পাণ্ডুরৈঃ ।

পক্ষিণামপি সঞ্চাটৈর্বিদ্যা সিদ্ধগতিং শুভাম্ ॥ ২

নদী প্রবাহসঙ্গাতমহাশব্দৈঃ সমস্ততঃ ।

অসংশ্রুতান্ত্রশব্দং তং শীতভোয়ং মনোরমম্ ॥ ৩

মঞ্জরীতে ব্যাপ্ত এবং সুবর্ণসংযুক্ত ও সূর্য্য-
কিরণতাপেও হ্রাসবুদ্ধিহীন, সেই শীতাত্তুল্য
প্রকাশমান জলশালিনী নদী দেখিতে
দেখিতে সেই রাজা অগ্রসর হইতে লাগি-
লেন । ২২—২৫ ।

বোড়শাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন,—রাজা পুরুষবা যাইতে
যাইতে সেই পুণ্য্য নদী দর্শনে এবং তদীয়
সমীরসংস্পর্শে শ্রমহীন হইলেন । ক্রমে
তিনি মহাগিরি হিমবান্কে নয়নগোচর
করিলেন । দেখিলেন—উহা পাণ্ডুরবর্ণ
গগনস্পর্শী বহুতর শৃঙ্গদ্বারা সমাবৃত রহি-
য়াছে । সেই শৃঙ্গ সকল এত অধিক উন্নত
যে, পক্ষিগণেরও অগম্য, কেবলমাত্র সিদ্ধ-
জনেরই গমনযোগ্য । উক্ত হিমালয় পর্ব্ব-
তের চতুর্দিকে বিবিধ নদী প্রবাহিত হই-
তেছে । সেই সকল নদীর ঘোর শব্দে
অপর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হয় না ।
চতুর্দিক হইতে নিয়ত শীতল হিমজলধারা

দেবদাক্ষবনৈর্নৌলৈঃ কৃতাধোবসনং শুভম্ ।

মেঘোত্তরীয়কং শৈলং দদৃশে স নরাধিপঃ ॥ ৪

শ্বেতমেঘকৃতোকীষং চন্দ্রাক্ষমুকুটং কচিৎ ।

হিমাল্লিগুপসর্কাকং কচিদ্ধাতুবিমিশ্রিতম্ ॥ ৫

চন্দ্রেনানাল্লিগুপ্তং দন্তপঞ্চাকুলং যথা ।

শীতপ্রদং নিদাঘেহপি শিলাবিকটসঙ্কটম্ ।

সালঙ্করকৈরম্পরসাং মুদ্রিতং চরণৈঃ কচিৎ ॥ ৬

কচিৎ সংস্পৃষ্টসূর্য্যাত্তং কচিচ্চ তমসাবৃতম্ ।

দরীমুখৈঃ কচিভৌমৈঃ পিবন্তঃ সলিলং মহৎ ॥ ৭

কচিদ্ধিদিয়াধরণৈঃ ক্রৌড়ান্তিকপশোভিতম্ ।

উপমৌতং তথা মূখৈঃ কিম্বরাণাং গণৈঃ কচিৎ

আপানভূমৌ গলিতৈর্গন্ধর্কীম্পরসাং কচিৎ ।

পুষ্পৈঃ সন্তানকাছীনাং দিব্যৈশ্চমুপশোভিতম্ ॥

সুশোখিতাভিঃ শয্যাভিঃ কুসুমানাং তথা

কচিৎ ।

করিত হইতেছে । এ নিমিত্ত উহা অতীব
মনোহর । রাজা পুরুষবা দেখিলেন—সেই
শৈলরাজ্য নীলবর্ণ দেবদাক্ষবনরূপ বসন পরি-
ধানপূর্ব্বক মেঘরূপ উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিয়া
রহিয়াছে । শ্বেতবর্ণ মেঘ উহার উকীষ ;
এবং চন্দ্র-সূর্য্যই উহার মুকুটস্বরূপ । সেই
গিরি, কোন স্থলে হিমদ্বারা অল্লিগুপ্ত,
কোথাও বা বিবিধ ধাতুরাগে রঞ্জিত হওয়ার
পঞ্চাকুল-সহযোগে চন্দ্রানাল্লিগুপ্তবৎ প্রভীয়-
মান হইতেছে । উহা গ্রীষ্মকালেও শীত-
প্রদ এবং স্থানে স্থানে বিকট শিলাখণ্ডে
দুর্গমগম্য । কোন স্থল অম্পরোগণের
অলঙ্কররঞ্জিত চরণচিহ্নে সুশোভিত । কোন
স্থান সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল, কচিৎ গাঢ়
অন্ধকারে আচ্ছন্ন । সেই গিরিবর কোথাও
বা ভয়ঙ্কর গুহারূপ মুখ দ্বারা জল পান-
ব্যাপারে তৎপর । তাহার কোন স্থানে
বিজ্ঞাধরণ ক্রৌড়পরায়ণ, কোথাও কিম্বর-
গণ বিরাজমান । কচিৎ গন্ধর্কীম্পরোবর্গের
মস্তপান-ভূমি তাহারিগের দেহচ্যুত সন্তা-
নাদি স্বর্গীয় কুসুমে অতীব শোভা ধারণ
করিয়াছে । সুশোখিত গন্ধর্কগণের মর্দিত

যদি তাতিঃ সমাকৌণঃ গন্ধর্বাণাং মনোরমম্ ॥ ১০
 নিকরূপবনৈর্দেবৈশৌলশাধলমণ্ডিতৈঃ ।
 কচিচ্চ কুসুমৈর্মুখমত্যন্তরুচিরং শুভম্ ॥ ১১
 তপস্বিশরণং শৈলং কামিনামতিদুর্লভম্ ।
 যুগৈর্গর্ভাঙ্কুরিতং দন্তিভিন্নমহাক্রমম্ ॥ ১২
 যজ্ঞ সিংহনিদানেন জন্তানাং ভৈরবং ব্রবম্ ।
 দৃষ্টতে ন চ সংশ্রান্তং গজানামাকুলং কুলম্ ॥ ১৩
 তটান্ত তাপসৈর্ষজ কৃষ্ণদেবৈশ্রলকৃতাঃ ।
 রত্নৈর্দ্বন্দ্ব সন্মুৎপন্নৈস্ত্রৈলোক্যঃ সমলকৃতম্ ॥ ১৪
 অহীনশরণং নিত্যমহীনজনসেবিতম্ ।
 অহীনঃ পশুতি গিরিমহীনঃ রত্নসম্পদা ॥ ১৫
 অগ্নেন তপসা যজ্ঞ সিদ্ধিঃ প্রাপ্যাস্তি তাপসাঃ ।
 যন্ত দর্শনমাত্রেণ সর্বকল্মষনাশনম্ ॥ ১৬
 মহাপ্রপাতসম্পাত-প্রপাতাদিগতাসুভিঃ ।
 বায়ুনীতৈঃ সদা তৃপ্তিকৃতদেশঃ কচিৎ কচিৎ ॥

সমালকজলৈঃ শৃঙ্গৈঃ কচিচ্চাপি সমুচ্ছিতৈঃ ।
 নিত্যাক্রীড়াপবিষমৈশ্রগম্যৈর্জনসামুদ্রম্ ॥ ১৮
 দেবদাক্ষমহাবৃক্ষ-ব্রজশাখানিরন্তরৈঃ ।
 বংশস্তম্ববনাকারৈঃ প্রদেবৈশ্রলকপশোভিতম্ ॥ ১৯
 হিমচ্ছত্রমহাশৃঙ্গং প্রপাতশতনিবীরম্ ।
 শব্দলভ্যাসুবিষমং হিমসংরুদ্ধকন্দরম্ ॥ ২০
 দৃষ্টেব তং চাক্রনিতম্ভূমিঃ
 মহামুত্তাবঃ স তু মজ্জনাথঃ ।
 বভ্রাম তত্রৈব মুদ্রা সমেতঃ
 স্থানং তদা কিঞ্চিদধাসাদ ॥ ২১
 ইতি শ্রীমাত্তে মহাপুরাণে ভুবনকোষে
 হিমবত্বর্ণনং নাম সপ্তদশাধিক-
 শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৭ ॥

কুসুম-শরনের পুষ্পরাশি দ্বারা উহার নানা-
 স্থান পরম মনোরম । ১—১০ । উহার কোন
 প্রদেশ নীলবর্ণ শাধলপূর্ণ, পবনসঞ্চার-
 শূন্য এবং বিবিধ কুসুমে পরম সুন্দর ।
 সেই গিরিবর তাপসজনের শরণ এবং
 কামিনীগণের অতীব স্পৃহণীয় । যে
 গিরিতে সিংহনিদানে পরিজন্তু করিগণের
 ভৈরবরবের বিদ্যম নাই, অথচ আকুল
 করিকুলকেও বিজ্রাম করিতে দেখা যায় না ।
 যাহার তটভূমিসমূহ কৃষ্ণবাসী তপস্বিগণ
 দ্বারা সতত সমলকৃত, যাহার উৎপন্ন রত্ন-
 সমূহে ত্রৈলোক্য পরিমণ্ডিত, যে হিমা-
 লয় অহীনজনের শরণ এবং অহীনজনগণ-
 দ্বারা নিরন্তর পরিসেবিত হয়, অহীন মানবই
 সেই রত্নসম্পদে অহীন মহাগিরি দর্শনে সমর্থ
 হইয়া থাকে । সেই শিখরিবরে তাপস
 জনেরা অল্প তপঃসাধনেই সিদ্ধিলাভ করেন,
 কলতঃ উহার দর্শনমাত্রে সর্বকল্মষ বিনষ্ট
 হয় । উহার নানাস্থানে অনেকানেক মহা-
 প্রপাত-সম্পাত-প্রপাতাদি রহিয়াছে । বায়ু
 সেই জলকণা সকল সতত স্থানান্তরিত করিয়া
 বিশেষ বিশেষ প্রদেশে অতীব তৃপ্তি-

দায়ক করিতেছে । তাহার কোন কোন
 শৃঙ্গ জলপ্রাবিত, কোন কোন শৃঙ্গ
 এমন উন্নত যে, উহাতে নিরন্তর সৌর-
 কিরণ বিজ্রমান থাকে বলিয়া নিত্যন্ত হরষি-
 গম্য । মানবগণ কেবলমাত্র মন দ্বারাই
 উহাকে পাইতে পারে, নতুবা উহা সর্বাধা
 অগম্য । উহার কোন কোন প্রদেশ, বৃহদা-
 কার দেবদাক্ষ তরুসমূহের শাখা-প্রশাখা দ্বারা
 নিত্যন্ত নিরবকাশ বলিয়া বংশবনাকারে
 প্রভীয়মান হয় । ইহাতে গিরিবর অপূর্ব
 শোভা প্রাপ্ত হয় । উহার কোন স্থানে
 অত্যাশ্রিত ছত্রাকার তুষারশৃঙ্গ, কচিৎ শত
 শত জলপ্রপাত, নিবীর এবং কোথাও বা
 হিমসমাবৃত কন্দর বিজ্রমান । কোন স্থানে
 কেবলমাত্র শব্দ দ্বারাই জলের সঞ্চার পাওয়া
 যায়, কিন্তু অস্ত কোনরূপ প্রত্যক্ষ হয় না ।
 সেই মহামুত্তাব মজ্জনাথ এই সকল দর্শন
 করত যাইতে যাইতে ক্রমে একটি মনোহর
 নিতম্ভূমি নয়নগোচর করিয়া সানন্দমনে
 সেখানে ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে
 উপবেশন করিলেন । ১১—২১ ।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

তন্ত্বেব পরমৈশ্চন্দ্র প্রদেশঃ সূমনোরমম্ ।
অগম্যঃ সান্নিধ্যৈরন্তৈর্দেবযোগাৎপাগতঃ ॥ ১
ঐরাবতী সরিক্লেষ্ঠা যস্মাদ্দেশাধিনির্গতা ।
মেঘশ্রামক তং দেশং ক্রমথংগুরনেকশঃ ॥ ২
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কর্ণিকারৈঃ সমামলৈঃ ।
স্ত্রগোধৈশ্চ তথাশথৈঃ শিরৌষৈঃ শিশপাক্রমৈঃ
মহানিষৈস্তথা নিঈনিগুণ্ডীভরিরক্রমৈঃ
দেবদাক্ষমহার্যৈশ্চ তথা কালৈয়কক্রমৈঃ ॥ ৪
পদ্মকৈশ্চন্দনৈবিত্তৈঃ কপিথৈ রক্তচন্দনৈঃ ।
মাতাম্রিষ্টকাকোটৈরদৈশ্চ স্তথার্জুনৈঃ ॥ ৫
হস্তিকর্ণৈঃ সূমনসৈঃ কোবিদারৈঃ সুপুষ্পিতঃ
প্রাচীনামলকৈশ্চাপি ধনকৈঃ সমরার্টকৈঃ ॥ ৬
ধর্জুরৈর্নারিকেলৈশ্চ পিয়ালাত্রাতকেরজুদৈঃ ।
তন্তমালৈর্ধবভব্যৈঃ কাশ্মীরীপর্ণভিস্তথা ॥ ৭
জাতীকলৈঃ পুগফলৈঃ কটুকলৈর্লাবলীকলৈঃ
মন্দারৈঃ কোবিদারৈশ্চ কিংকরৈঃ কুসুমাংকরৈঃ

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

স্মৃত কহিলেন,—সেই রাজা সেই গিরী-
শ্রেয়ই কোন এক মনোরম প্রদেশে দৈব-
যোগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ঐ প্রদেশ
সুর-নরাদির অগম্য । সরিষরা ঐরাবতী ঐ
প্রদেশ হইতেই নির্গত হইয়াছে । মদরাজ
সেই বিবিধ ক্রমথং-মণ্ডিত মেঘবৎ শ্রামবৎ
প্রদেশ অবলোকন করিলেন ; দেখিলেন,—
কত শত শত শাল, তাল, তমাল, কর্ণিকার,
শামল, স্ত্রগোধ, অশথ, শিরৌষ, শিশপা,
মহানিষ, নিষ, নিগুণ্ডী, হরিরক্রম, মহারুক,
দেবদাক্ষ, কালৈয়ক, পদ্মক, চন্দন, বিষ্ণু,
কপিথ, রক্তচন্দন, মাতাম্র, রিষ্টক, অকোট,
অকক, অর্জুন, হস্তিকর্ণ, সূমনস, সুপুষ্পিত
কোবিদার, প্রাচীনামলক, ধনক, মরার্টক,
ধর্জুর, নারিকেল, পিয়াল, আত্মাতক, ইজুদ,
তন্তমাল, ধব, ভব্য, কাশ্মীরী, পর্ণ, জাতী-
কল, পুগফল, কটুকল, লাবলীকল, মন্দর,

যবাসৈঃ শমিপর্ণাসৈর্বেতসৈরশ্ববেতসৈঃ
রক্তাতিরঙ্গনারজৈহিস্তুভিঃ সপ্রিয়স্তুভিঃ ॥ ৯
রক্তাশোকৈশ্চ তথাশোকৈরাফলৈরবিচারকৈঃ ।
মুচুকুন্দৈস্তথা কুন্দৈরাটরুশ্বপক্লবকৈঃ ॥ ১০
কিরার্টৈঃ কিঙ্কিরার্টৈশ্চ কেতকৈঃ শ্বেতকেতকৈঃ
শোভাজনৈরঙ্গনৈশ্চ সুকলিঙ্গনিকোটকৈঃ ॥ ১১
সুবর্ণচাক্রবসনৈর্ক্রমশ্চেষ্টৈস্তথাসনৈঃ ।
ময়শস্ত শরাকারৈঃ সহকারৈর্মনোরমৈঃ ॥ ১২
পীতযুধিকয়া চৈব শ্বেতযুধিকয়া তথা ।
জাত্যা চম্পকজাত্যা চ তুহরৈশ্চাপ্যতুহরৈঃ ॥ ১৩
মোটেলোটেস্চ লকুটৈস্তিলপুশ্চৈশ্চৈশ্চৈঃ ।
তথা সুপুস্পাবরণৈশ্চ ব্যাকৈঃ কামিবল্লভৈঃ ॥ ১৪
পুস্পাকুরৈশ্চ বকুলৈঃ পারিভদ্র-হরিরঙ্গকৈঃ ।
ধারাকদম্বৈঃ কুটজৈঃ কদম্বৈর্গিরিকুটজৈঃ ॥ ১৫
আদিত্যমুস্তনৈঃ কুস্তৈঃ কুঙ্কুমৈঃ কামবল্লভৈঃ ।
কটুকলৈর্বদরৈর্দীপদীপৈরিব মহোজ্জ্বলৈঃ ॥ ১৬
রক্তৈঃ পালীবনৈঃ শ্বেতৈর্দাড়িমৈশ্চম্পকক্রমৈঃ
বক্লকৈশ্চ সুবক্লকৈঃ কুঞ্জকানান্ত জাতিভিঃ ॥ ১৭
কুসুমৈঃ পাটলাভিঃ মল্লিকাকরবীরকৈঃ ।
কুরুবকৈঃ হিমবতৈর্জম্বুভিত্ত্বপজম্বুভিঃ ॥ ১৮

কোবিদার, কিংকর, কুসুমাংকর, যবাস,
শমীপর্ণাস, বেতস, অশ্ববেতস, রক্ত, অতি-
রঙ্গ, নারঙ্গ, হিস্তু, প্রিয়স্তু, রক্তাশোক,
অশোক, আকল, অবিচারক, মুচুকুন্দ, কুন্দ,
আটরুশ্ব, পক্লবক, কিরার, কিঙ্কিরার, কেতক,
শ্বেতকেতক, শোভাজন, অঙ্গন, সুকলিঙ্গ,
নিকোটক, সুবর্ণ, চাক্রবসন, ক্রমশ্চেষ্ট অসন,
স্বর-শরাকার মনোরম সহকার, পীতযুধিকা,
শ্বেতযুধিকা, জাতী, চম্পকজাতী, তুহর,
অতুহর, মোট, লোট, লকুট, তিলপুশ্প,
কুশেশয়, সুপুস্পাবরণ কামিজনবল্লভ চম্পক,
পুস্পাকুর, বকুল, কদম্ব, গিরিকুট, আদিত্য-
মুস্তক, কুস্ত, কুঙ্কুম, কটুকল, বদর, দীপবৎ
সমুজ্জ্বল দীপ, রক্ত, পালীবন, শ্বেত দাড়িম,
চম্পক ক্রম, বক্লক, সুবক্লক, নানাজাতীয়
কুঞ্জপুঞ্জ, কত শত মল্লিকা, করবীর, পাটলা
প্রভৃতি কুসুমসমূহ, কহ কুরুবক, হিমবত,

বীজপুরঃ সৰ্পৰ্শৈৰ্গুৰুভিঃচাগুরুক্ষমৈঃ ।
 বিদ্যেচ প্রতিবিদ্যেচ সন্তানকবিতানকৈঃ ॥ ১৯
 তথা গুণ্ণলব্ধকৈঃচ হিষ্টালধবলেন্ধুভিঃ ।
 ত্বণশৃষ্ঠঃ করবীরৈরশোকৈঃচক্রমর্দনৈঃ ॥ ২০
 পীলুভির্ধাতকীভিঃচ চিরিবিদ্যৈঃ সমাকুলৈঃ ।
 তিস্তিভীকৈস্তথা লোদ্রৈর্বিড়ঙ্গৈঃ কীরিকাক্রমৈঃ
 অশস্তকৈস্তথা কালৈর্জঘাটৈঃ শ্বেতকক্ষমৈঃ ।
 ভল্লাতকৈরিত্তয়বৈর্বজ্জৈঃ সিদ্ধিসাধকৈঃ ॥ ২২
 করমর্দ-কাসমর্দৈররিষ্টকবরিষ্টকৈঃ ।
 রুজ্জাকৈর্জাক্ষসম্ভূতৈঃ সপ্তাহৈঃ পুজ্জীবকৈঃ ॥
 কঙ্কোলকৈর্লব্ধকৈঃচ ত্বগুক্ষমৈঃ পারিজাতকৈঃ ।
 প্রতানৈঃ পিঙ্গলীনাঞ্চ নাগবল্যাঞ্চ ভাগশঃ ॥ ২৪
 মরীচশ্চ তথা গুণ্ণৈর্বমল্লিকয়া তথা ।
 মৃদীকামণ্ডপৈর্মুখ্যৈরতিমুক্তকমণ্ডপৈঃ ॥ ২৫
 ত্রপুষ্টৈর্নর্তিকানাঞ্চ প্রতানৈঃ সফটৈঃ শুভৈঃ ।
 কুমাণ্ডানাং প্রতানৈঃচ অলাবুনাং তথা কচিং ॥
 চিৰ্ভিটশ্চ প্রতানৈঃচ পটোলীকারবেল্লকৈঃ ।
 কর্কোটকৌবিতানৈঃচ বার্তাকৈর্বৃহতীফলৈঃ ॥ ২৭
 কণ্টকৈর্মূলকৈর্মূলশাকৈঃচ বিবিধৈস্তথা ।
 কল্লাটৈঃচ বিদার্যা চ কুরুটৈঃ স্বাহুকণ্টকৈঃ ॥ ২৮
 সভাগৌর-বিদুসার-রাজজম্বুক-বালুকৈঃ ।

সুবর্চলাভিঃ সর্বাভিঃ সর্বপাভিস্তথৈব চ ॥ ২৯
 কাকোলী-কীরকাকোলী-ছত্রয়া চাতিছত্রয়া ।
 কাসমদৌসহাসন্তিঃ স্কন্দলসকাণ্ডকৈঃ ॥ ৩০
 তথা কীরকশাকেন কালশাকেন চাপ্যথ ।
 শিশৌধাত্তৈস্তথা ধাত্তৈঃ সর্গৈর্নিরবশেষতঃ ॥ ৩১
 ওষধৌভির্বিচিহ্নাভিদৌপ্যমানাভিরেব চ ।
 আয়ুষ্যাভির্ঘণশ্চাভির্বল্যাভিঃচ নরাধিপ ॥ ৩২
 জরামৃত্যু-ভয়দ্রৌভিঃ ক্ষুদ্রদ্রৌভিরেব চ ।
 সোভাগ্যজননৌভিঃচ কুৎসান্তিচাপ্যনেকশঃ ॥
 তত্র বেণুলতাভিঃচ তথা কীচকবেণুভিঃ ।
 কাটৈঃ শশাহকাটৈঃচ শরগুণ্ণৈস্তথৈব চ ॥ ৩৪
 কুশগুণ্ণৈস্তথা রম্যৈর্গুণ্ণৈশ্চেকোর্বনোরমৈঃ ।
 কার্ণাসজাতিবর্গেণ হর্লভেন শুভেন চ ॥ ৩৫
 তথা চ কদলীখণ্ডৈর্গোহরিভিক্রান্তমৈঃ ।
 তথা মরকতপ্রদৈঃ প্রাদিগৈঃ শাঙ্কলাবিতৈঃ ॥
 ইরাপুষ্পসমাযুক্তৈঃ কুঙ্কুমশ্চ চ ভাগশঃ ।
 তগর্যতিবিষামাংসী-গ্রাহকৈঃচ সুরাগদঃ ॥ ৩৭
 সুবর্ণপুষ্পৈঃচ তথা ভূমিপুষ্পৈস্তথাপটৈঃ ।
 জঘীরকৈর্ভূতৃণকৈঃ সরটৈঃ সপ্তকৈস্তথা ॥ ৩৮
 শৃঙ্গবেরাজমোদাভিঃ কুবেরকপ্রিয়ালকৈঃ ।
 জলজৈঃচ তথাবর্ণৈর্নানাবর্ণৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ৩৯

জম্বু, নৃপজম্বু, বীজপুর, কর্পূর, সুবৃহৎ অশুর,
 বিদ্য, প্রতিবিদ্য, সন্তানকশ্রেণী, গুণ্ণল বৃক্ষ,
 হিষ্টাল, ধবল, ইক্ষু, ত্বণশৃষ্ঠ করবীর, অশোক,
 চক্রমর্দন, পীলু, ধাতকী, চিরিবিদ্য, তিস্তিভীক,
 লোদ্র, বিড়ঙ্গ, কীরিকাক্রম, অশান্তক, কাল,
 জঘীর, শ্বেতক, ভল্লাতক, ইত্থয়ব, বজ্জ,
 সিদ্ধিসাধক, করমর্দ, কাসমর্দ, রবিষ্টক, বরি-
 ষ্টক, রুজ্জাক, সপ্তাহ, পুজ্জীবক, কঙ্কোলক,
 লবঙ্গ, ত্বগুক্ষম, পারিজাত, পিঙ্গলীতরুশ্রেণী,
 নাগবলী, মরীচগুণ্ণ, নবমল্লিকা মৃদীকা-
 মণ্ডপ, অতিমুক্তক মণ্ডপ, ত্রপুষ্ট, নর্তিক-
 প্রতান, কুমাণ্ডপ্রতান, অলাবুপ্রতান,
 চিৰ্ভিটপ্রতান, পটোলী, কারবেল্লক, কর্কো-
 টকৌবিতান, বার্তাক, বৃহতীফল, কণ্টক,
 মূলক, মূলশাক, কল্লাট, বিদারী, কুরুট,
 স্বাহুকণ্টক, ভাগৌর, বিদুসার, রাজজম্বুক,

বায়ুক, সুচকলা, সর্বপা, কাকোলী, কীর-
 কাকোলী, ছত্র, অতিছত্র, কাসমদৌ, কন্দল,
 কাণ্ডক, কীরশাক, কালশাক, শিশৌধাত্ত,
 অস্তান্ত সর্বাধ ধাত্ত, আয়ুষ্য ঘণশ্চ, বল্য,
 জরামরণহরী, ক্ষুদ্রাভয়নাশনী, সোভাগ্য-
 জননী, বিবিধ প্রদৌগ ওষধি সকল বেণুলতা-
 বলী, কীচকবেণু, শশাকগুত্র কাশশ্রেণী,
 শরগুণ্ণ, কুশগুণ্ণ, মনোরম ইক্ষুগুণ্ণ, সুশোভন
 সুহর্লভ কার্ণাসজাতায় তরুনিকর, মনোহর
 কদলীখণ্ড, শাঙ্কলশোভিত মরকতময় প্রদেশ-
 সকল, ইরাপুষ্পসমাবৃত শ্রেণীবদ্ধ কুঙ্কুমপাদপ,
 তগর, অতিবিষা, মাংসী গ্রাহক, সুবর্ণপুষ্প,
 ভূমিপুষ্প, অস্তান্ত পুষ্প, রসপূর্ণ জঘীরক,
 শুকশালী শৃঙ্গবের, অজমোদা, কুবেরক,
 প্রিয়াল, এবং এতাদৃশ নানাবর্ণ ও মনোজ

উদয়াদিভ্যাসকাটৈঃ স্বর্ধ্যচন্দ্রনিভৈস্তথা ।
 তপনীয়সবর্ণৈশ্চ অতসীপুঙ্গসন্নিভৈঃ ॥ ৪০
 শুকপত্রনিভৈশ্চাত্তৈঃ স্থলপত্রৈশ্চ ভাগশঃ ।
 পঞ্চবর্ণৈঃ সমাকৌর্বের্ববর্ণৈস্তথৈ চ ॥ ৪১
 জহুর্দৃষ্ট্যা হিতমূলৈঃ কুমুদৈশ্চন্দ্রসন্নিভৈঃ ।
 তথা বহুশিখাকাটৈর্গজবক্রোৎপলৈঃ শুভৈঃ ॥
 নীলোৎপলৈঃ সঙ্কল্লাটৈর্গুণ্ডাতককসেককৈঃ ।
 শৃঙ্গাটিকমৃগালৈশ্চ করটে রাজতোৎপলৈঃ ॥ ৪২
 জলজৈঃ স্থলজৈর্মূলৈঃ কলৈঃ পূর্ণৈর্বিশেষতঃ ।
 বিবিধৈশ্চৈব নীবারৈর্মুনিভোজ্যৈর্নরাধিপ ॥ ৪৪
 ন তচ্ছাভং ন তচ্ছস্তং ন তচ্ছাকং ন তৎ কলম্
 ন তনুলাং ন তৎ কন্দং ন তৎ পুষ্পং নরাধিপ ॥
 নাগলোকোস্তবং দিব্যং নরলোকস্তবঞ্চ যৎ ।
 অনুপোখং বনোখঞ্চ তত্র যস্মিন্তি পার্শ্বিণ ॥ ৪৬
 সদা পুষ্পফলং সর্বমজ্যায়তুযোগতঃ ।
 মজ্জেশ্বরঃ স দদৃশে তপসা হুতিযোগতঃ ॥ ৪৭

গন্ধবিশিষ্ট শত শত পদ্ম সেই পার্শ্বভ্য
 প্রদেশে বিরাজমান । ১-৩৯ । ঐ সকল পদ্মের
 মধ্যে কতকগুলি তরুণতপননিভ, কতকগুলি
 চন্দ্র ও স্বর্ধ্যসদৃশ, কতকগুলি উজ্জল সুবর্ণ-
 সদৃশ, কতকগুলি শুকপত্রপ্রতিম । তথায়
 পঞ্চবর্ণ ও তদপেক্ষা বহুবর্ণবিশিষ্ট বিবিধ
 শ্রেণীর স্থলপদ্ম, দর্শকের নয়নপ্রীতিকর চন্দ্র-
 সন্নিভ বহুকুমুদ, গজবক্রহিত বহুশিখাকার
 সুন্দর সুন্দর পদ্মসমূহ, নীলোৎপলদল,
 কল্লারাজি, গুণ্ডাতক, কসেকক, শৃঙ্গাটক,
 মৃগাল, করট এবং রাজতোৎপলশ্রেণী সুশো-
 ভিত । এইরূপে হে নরাধিপ ! সেই প্রদেশে
 কত যে তরু, গুল্ম, লতা, বিবিধ পুষ্প, স্থলজ
 জলজ কমল, মূল ও ফল এবং মূনিজন-
 ভোগ্য বিবিধ নীবার বিদ্যমান, তাহার
 ইয়ত্তা করা যায় না । নাগলোকে, সুরলোকে,
 নরলোকে এবং অনুপে বা বনে এমন
 কোন ধাত্ত, শস্ত, শাক, ফল, মূল, কন্দ বা
 পুষ্প জন্মে না, যাহা সেই প্রদেশে বিদ্যমান
 নাই । মজ্জেশ্বর স্বীয় তপোবলে সেই সর্ব-
 ঋতুজাত ফলপুষ্প-শোভিত সমস্ত পার্শ্বভ্য

দদৃশে চ তথা উজ্জ নানারূপান্ পভঞ্জনঃ ।
 ময়ূরান্ শতপত্রাংশ্চ কলবিভাংশ্চ কোকিলান্ ।
 তদা কাদম্বকান্ হংসান্ কোষষ্ঠীন্ খঞ্জরীটকান্ ।
 কুররান্ কালকূটান্ খট্টাঙ্গান্ লুদ্ধকান্স্তথা ॥ ৪১
 গোন্ধেড়কান্স্তথা কুস্তান্ ধার্ডরাষ্ট্রাঙ্কান্ বকান্
 ধাতুকান্শ্চক্রবাকান্শ্চ কটুকান্ টিট্টিভান্
 ভটান্ ॥ ৪০

পুল্লপ্রিয়ান্ লোহপৃষ্ঠান্ গোচন্দ্রগিরিবর্তকান্ ।
 পারাবতাংশ্চ কমলান্ সারিকাজীবজীবকান্ ॥
 লাব-বর্তক বার্তাকান্ রক্তবৎসপ্রভজকান্ ।
 তাম্রচূড়ান্ স্বর্ণচূড়ান্ কুকুটান্ কাঠকুকুটান্ ॥ ৪২
 কপিঞ্জলান্ কলবিভাংশ্চ কুঙ্কুমচূড়কান্ ।
 ভৃঙ্গরাজান্সীরপাদান্ভুলিঙ্গান্ভিণ্ডিমান্নবান্
 মঞ্জুলীতকদাত্যাহান্ ভারদ্বাজান্স্তথা চবান্ ।
 এতাংশ্চান্নাংশ্চ সুবহূন্ পকিসমুদ্যান্ মনোহরান্
 ঝাপদান্ বিবিধাকারান্ যুগাংশ্চৈব মহাযুগান্ ।
 ব্যাঘ্রান্ কেশরিনঃ সিংহান্ দ্বীপিনঃ শরভান্
 বৃকান্ ॥

ঋক্ষাঃস্তরঙ্গুঃশ্চ বহূন্ গোলাঙ্গুলান্ সবানরান্
 শশলোমান্ সকাদম্বান্মার্জ্জারান্ বায়ুবেগিনঃ

প্রদেশ অবলোকন করিলেন । ঐ প্রদেশে
 তিনি নানাবিধ ময়ূর, শতপত্র, কলবিভ,
 কোকিল, কাদম্বক, হংস, কোষষ্ঠি, খঞ্জরীট,
 কুরর, কালকূট, খট্টাঙ্গ, লুদ্ধক, গোন্ধেড়ক,
 কুস্ত, ধার্ডরাষ্ট্র, শুক, বক, ধাতুক, চক্রবাক,
 কটুক, টিট্টিভ, ভট, পুল্লপ্রিয়, লোহপৃষ্ঠ,
 গোচন্দ্র, গিরিবর্তক, পারাবত, কমল, সারিকা,
 জীবজীবক, লাব, বর্তক, বার্তাক, রক্তবৎস,
 প্রভজক, তাম্রচূড়, স্বর্ণচূড়, কুকুট, কাঠকুকুট,
 কপিঞ্জল, কলবিভ, কুঙ্কুমচূড়ক, ভৃঙ্গরাজ,
 সীরপাদ, ভুলিঙ্গ, ভিণ্ডিম, মঞ্জুলীতক,
 দাত্যাহ, ভারদ্বাজ ও চব এই সকল এবং
 অন্যান্য আরও বহু বিচিত্র পকিসমূহ, ঝাপদ,
 বিবিধাকার যুগ, মহাযুগ, ব্যাঘ্র, কেশরী সিংহ,
 দ্বীপী, শরভ, বৃক, ঋক্ষ, তরঙ্গ, গোলাঙ্গুল,
 বানর, শশলোম, কাদম্ব, বায়ুবেগী, মার্জ্জার,

তথা মন্তাংস্ত মাতঙ্গান্ মহিষান্ গবয়ান্ বুধান্ ।
চমরান্ স্মরান্শ্চৈব তথা গৌরধরানপি ॥ ৫৭
উরভ্রাংস্ত তথা মেধান্ সারঙ্গানথ কুকুরান্ ।
নীলাংশ্চৈব মহানীলান্ করালান্ যুগমাতৃকান্ ॥
সদংষ্ট্রারামসরভান্ ক্রৌঞ্চাকারকশস্বরান্ ।
করালান্ কৃতমালাংস্ত কালপুচ্ছাংস্ত তোরগান্
উষ্ট্রান্ খড়্গান্ বরাহাংস্ত তুরঙ্গান্ খরগর্দভান্
এতান্বিষ্টান্ মদ্রেশো বিকৃদ্ধাংস্ত পরম্পরম্ ॥
অবিকৃদ্ধান্ বনে দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং যযৌ ।
তচ্চাশ্রমপদং পুণ্যং বভূবাজ্জ্যেঃ পুরা নৃপ ॥ ৬১
তৎপ্রসাদাৎ প্রভাযুক্তং স্বাবরৈর্জঙ্গমৈস্তথা ।
হিংসন্তি হি ন চাত্তোন্তঃ হিংসকাস্ত পরম্পরম্ ॥
ক্রব্যাদাঃ প্রাণিনস্তত্র সর্বৈ কীরফলাশনাঃ ।
নির্শিতান্তত্র চাত্তার্থমজিণা স্মমহাশ্বনা ॥ ৬৩
শৈলান্নিতদদেশেষু স্তবসচ্চ স্ময়ঃ নৃপঃ ।
পয়ো রক্ষন্তি তে দিব্যমমৃতস্বাত্তকটকম্ ॥ ৬৪

মন্ত মাতঙ্গ, মহিষ, গবয়, বুঘ, চমর, স্মর, গৌরধর, উরভ্র, সারঙ্গ, কুকুর, নীল, মহানীল, করাল, যুগমাতৃক, সদংষ্ট্র মহা-
সরভ, ক্রৌঞ্চ, কারক, শস্বর, করাল, কৃত-
মাল, কালপুচ্ছ, তোরগ, উষ্ট্র, খড়্গ, বরাহ,
তুরঙ্গ ও খর, গর্দভ, এই সকল পরম্পর
বিকৃদ্ধ হইলেও পরম্পর অবিকৃদ্ধ ও
অবিষিষ্টভাবে অবস্থিত অসংখ্য জন্তু
সেই বনে দেখিতে পাইলেন—দেখিয়া
মদ্রপতি অতীব বিস্ময়াগ্ন হইলেন। হে
নৃপ! ঐ বনপ্রদেশে পুরাকালে মহর্ষি
অজির পবিত্র আশ্রম ছিল। সেই জন্তু
তাহার প্রসাদে স্বাবর ও জঙ্গমগণ দ্বারা
ঐ প্রদেশ একান্ত প্রভাসম্পন্ন হয়। তথায়
হিংস্র জন্তুগণ পরম্পর কেহই কাহাকে
হিংসা করে না। তজ্জাত্য রাক্ষসেরাও অস্ত্রান্ত
প্রাণিগণ সকলেই কীর ও কলাহার করে।
মহাশ্বা অজি তাহাদিগের প্রকৃতি এইরূপ
ভাবেই গঠিত করেন। মদ্রপতি এই
সকল দেখিয়া সেই শৈলনিতছে বাস
করিলেন। তিনি দেখিলেন, কোথাও

কচিদ্ভাজন্ মহিষ্যন্ত কচিদাজান্ত সর্বশঃ ।
শিলাঃ কীরেণ সম্পূর্ণা দগ্ধা চান্ত্রজ বা বহিঃ ॥ ৬৫
সম্পত্ত্বন্ পরমাং প্রীতিমবাপ বনুর্থাধিপঃ ।
সরাংসি তত্র দিব্যানি নক্তান্ত বিমলোদকাঃ ॥ ৬৬
প্রণালিকানি চোষানি শীতলানি চ ভাগশঃ ।
কন্দরাণি চ শৈলস্ত স্নুসেব্যানি পদে পদে ॥ ৬৭
হিমপাতো ন তজ্জান্তি সমস্তাং পঞ্চ যোজনম্ ।
উপত্যকাসু শৈলস্ত শিখরস্ত ন বিদ্যতে ॥ ৬৮
তজ্জান্তি রাজান্ শিখরং পর্বতেস্তস্ত পাণ্ডুরম্ ।
হিমপাতং ঘনা যত্র কুর্বন্তি সহিতাঃ সপা ॥ ৬৯
তজ্জান্তি চাপরং শৃঙ্গং যত্র তোয়ঘনা ঘনাঃ ।
নিত্যমেবাতিবর্ষন্তি শিলাভিঃ শিখরং বরম্ ॥ ৭০
তদাশ্রমং মনোহারি যত্র কামধরা ধরা ।
স্নুরমুখ্যোপযোগিত্বাচ্ছাধিনাং সফলাঃ ফলাঃ ॥

মহিষীসকল এবং কোথাও বা অজাগণ
স্নুস্বাহ দিব্য কীর করণ করিতেছে।
কোথাও শিলাসকল কীরপ্রবাহে এবং
কোথাও বা দধিপ্রবাহে পূর্ণ রহিয়া ছ।
রাজা এই সকল দেখিয়া পরম প্রীত হই-
লেন। তিনি আরও দেখিলেন, তথায় দিব্য
দিব্য সরোবর, স্বচ্ছসলিলা নদীনিচয়, উষ্ণ ও
শীতল পয়ঃপ্রণালী এবং পদে পদে স্নুসেব্য
শৈলকন্দর সকল স্নুশোভিত হইতেছে।
সেখানকার চারিদিকের পঞ্চযোজন
পর্যন্ত প্রদেশে হিমপাত হয় না। তথাকার
শৈলশিখরের উপত্যকা নাই। ৪০—৬৮।
সেই গিরিবরের কোন পাণ্ডুরবর্ণ শিখরদেশ
নাই। সন্মিলিত ঘনশ্রেণীই সতত তথায়
হিমপাত কার্য সম্পাদন করে। যথায় জলপূর্ণ
ঘনশ্রেণী অবস্থান করিতে পারে, এমন
কোন অপর শৃঙ্গ তথায় নাই। তজ্জাত্য
শিলাসমূহ দ্বারা এই মেঘগণ সেই সমুদ্রত
গিরিশিখরে নিত্য বর্ষণ করে। সেই
মনোরম আশ্রমাধিষ্ঠিত ভূভাগ সদাই অতীষ্ট
কলের উৎপাদক, সেখানকার পান্যপদ্যিগের
কলসকল প্রধান প্রধান স্নুরগণের উপযোগী
বলিয়া সদাই সাফল্য প্রাপ্ত হয়। ঐ

সদোপগীতভ্রমরঃ সুরস্রীসেবিতঃ পরম্ ।
 সৰ্বপাপক্ষয়করঃ শৈলশ্চৈব প্রহারকম্ ॥ ৭২
 বানরৈঃ ক্রীড়মানৈশ্চ দেশাদেশান্নরাধিপ ।
 হিমপুঞ্জাঃ কৃতান্তত্র চন্দ্রবিদ্যসমপ্রভাঃ ॥ ৭৩
 তদাশ্রমঃ সমস্তাচ্চ হিমসংকল্পকন্দরৈঃ ।
 শৈলবার্টেঃ পরিবৃত্তমগম্যঃ মল্লজৈঃ সদা ॥ ৭৪
 পূর্য্যারাবিত্তভাবোহসৌ মহারাজঃ পুরুষবাঃ ।
 তদাশ্রমপদং প্রাপ্তো দেবদেবপ্রসাদতঃ ॥ ৭৫
 তদাশ্রমঃ শ্রমশয়নং মনোহরং
 মনোহরৈঃ কুসুমশতৈরলঙ্কৃতম্ ।
 কৃতং স্বয়ং কচিরমখাদ্রিণা শুভং
 শুভাবহঞ্চ হি দৃশ্যে স মজ্জরাই ॥ ৭৬
 ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে আশ্রমবর্ণনং
 নামাষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৮ ॥

একোনিবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

তত্র যৌ তৌ মহাপৃকৌ মহাবর্ণৌ মহাহিমৌ ।
 তৃতীয়স্ত তয়োৰ্দ্ধো শৃঙ্গমত্যন্তমুচ্ছিতম্ ॥ ১
 নিত্যাতপশিলাজালং সদাব্দ্ৰপরিবর্জিতম্ ।
 তস্তাধস্তাদবৃক্ষগণৌ দিশাং ভাগে চ পশ্চিমে ॥
 জাতীলতাপরিক্ষিপ্তং বিবরং চারুদর্শনম্ ।
 দৃষ্টেইব কোতুকাবিষ্টস্তং বিবেশ মহৌপতিঃ ॥ ৩
 তমসা চাতিনিবিড়ং লক্ষ্মাত্মং স্নুসকটম্ ।
 নম্রমাত্রমতিক্রম্য স্বপ্রভাতরংগোজ্জ্বলম্ ॥ ৪
 তমুচ্ছিতমখাত্যস্তং গন্তীরং পরিবর্তুলম্
 ন তত্র সূর্য্যাস্তপতি ন বিরাজতি চন্দ্রমাঃ ॥ ৫
 তথাপি দিবসাকারং প্রকাশং তদহর্নিশম্ ।
 ক্রোধাধিকপরীমাণং সরসং চ বিরাজিতম্ ॥ ৬
 সমস্তাং সরসন্তস্ত শৈললগ্না তু বেদিকা ।

আশ্রমে সতত ভ্রমরনিকর বজ্রার করিতেছে ।
 উহার নানা স্থানে সুরসুন্দরীগণ যথেষ্ট
 বিচরণ করিতেছেন । ঐ পুণ্যাশ্রম নিখিল
 পাপক্ষয়ে সক্ষম । তথায় নানাজাতীয় বান-
 রেরা ক্রীড়া করিতে করিতে, একস্থান হইতে
 অস্ত্র স্থানে ছুটাছুটি করিতেছে । চন্দ্রবিদ্য-
 বৎ রাশি রাশি হিমপুঞ্জ তাহার স্থানে স্থানে
 পড়িয়া রহিয়াছে । সেই আশ্রমের চতু-
 দিকস্থ কন্দরশ্রেণী হিমপাতে রুদ্ধ হইয়া
 গিয়াছে । ঐ আশ্রম বিবিধ হর্ভেষ্ঠশৈলে
 সমাবৃত্ত ; সূতরাং মল্লজগণের সদাই
 অগম্য । মহারাজ পুরুষবা ভগবদারাদনার
 প্রভাবসম্পন্ন হইয়া, দেবদেবের প্রসাদে
 সেই আশ্রমপদে উপনীত হইয়াছিলেন ।
 মহাবি অত্রির সেই আশ্রম শ্রমহর, মনোহর
 এবং শত শত মনোজ্ঞ কুসুমসমূহে সুশো-
 ভন । মহাবি অত্রি স্বয়ং সেই সুন্দর শুভা-
 বহ আশ্রম নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন । মজ্জাধি-
 পতি তৎকালে সেই শুভ আশ্রম দেখিতে
 পাইলেন । ৬১—৭৬ ।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

উনিবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—সেখানে সেই যে দুইটী
 মহাহিমপূর্ণ মহাবর্ণোজ্জ্বল মহাপৃক আছে,
 তন্মধ্যগত যে একটি তৃতীয় শৃঙ্গ তাহা
 অত্যন্ত উন্নত । সেই শৃঙ্গ সদাই মেঘ-
 বিহীন ; তত্রত্য শিলাজাল নিত্য অতপ্ত ।
 তাহার অধোদিকে পশ্চিমদিগ্ভাগে কতিপয়
 বৃক্ষ বিস্তারিত । সেই সকল বৃক্ষমধ্যে জাতী-
 লতা-পরিবেষ্টিত সুন্দরাকার এক বিবর
 আছে । মহৌপতি তদর্শনে কোতুকাবিষ্ট
 হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন । দেখি-
 লেন,—সেই বিবর ঘনান্ধকারে পরিপূর্ণ ;
 উহার নম্রমাত্র-পরিমিত স্থান অতীব সঙ্কট-
 কুল । সেই স্থান অতিক্রম করিলে আরও
 এক ভীষণ স্থান, উহা বর্জুলাকার, অতি
 গন্তীর, অতি উন্নত ; দেখিলেন, তাহার স্বীয়
 দেহ-প্রভা ও আভরণে ঐ স্থান উজ্জ্বল হই-
 য়াছে । সেখানে সূর্য্য বা চন্দ্রের উদয় নাই ।
 তথাপি রাত্রিদিন দিবাকরকরে প্রকাশমান ।
 সেখানে এক সরোবর আছে, উহার বিস্তার
 এক ক্রোশেরও উপর । সেই সরোবরের

সৌবর্ণৈঃ রাজতৈর্বৃক্ষৈর্বিজ্ঞমৈরুপশোভিতম্ ॥ ৭
নানামণিক্যকুসুমৈঃ সুপ্রভাতরপোজ্জলৈঃ ।
তন্মিন্ সরসি পদ্মানি পদ্মরাগচ্ছদানি তু ॥ ৮
বজ্রকেশরজালানি সুগন্ধানি তথা যুতম্ ।
পর্জের্বরকটৈর্নৌলর্বেদুর্ঘাস্ত মহৌপতে ৯
কর্ণিকাশ্চ তথা তেযাং জাতরূপস্ত পার্শ্বিবা ।
তন্মিন্ সরসি যা ভূমিন্ সা বজ্রসমাকুলা ॥ ১০
নানারত্নৈরুপচিভা জলজানাং সমাশ্রয়া ।
কপর্দিকানাং শুভ্রানীনাং শঙ্খানাঞ্চ মহৌপতে ১১
মকরাণাঞ্চ মৎস্তানাং চণ্ডানাং কচ্ছপৈঃ সহ ।
তত্র মরকতখণ্ডানি বজ্রাণাঞ্চ সহস্রশঃ ॥ ১২
পদ্মরাগেন্দ্রনীলানি মহানীলানি পার্শ্বিবা ।
পুষ্পরাগাণি সর্বাণি তথা কর্কোটকানি চ ॥ ১৩
তুখকস্ত তু খণ্ডানি তথাশেষস্ত ভাগশঃ ।
রাজাবর্তস্ত মুখ্যস্ত কুচিরাশ্চ চাপাথ ॥ ১৪
সূর্যোন্মুকাস্তয়শ্চৈব নীলো বর্ণাস্তিমশ্চ যঃ ।
জ্যোতীরসস্ত রম্যস্ত স্তম্ভস্ত চ ভাগশঃ ॥ ১৫
সুরোরগবলকাণাং ফটিকস্ত তথৈব চ ।
গোমেদপিস্তকানাঞ্চ ধূলীমরকতস্ত চ ॥ ১৬

চারিদিকে শৈলসংলগ্ন বেদিকা। সুবর্ণ, রজত
ও বিজ্ঞময় বৃক্ষসমূহে ঐ স্থান সুশোভিত।
প্রভাসমুজ্জল, বিবিধ মণিমণিক্য উহাদের
কুসুমসমূহ। সেই সরোবরে যে সকল
সুগন্ধি পদ্ম আছে উহাদের দলরাজি,—পদ্ম-
রাগ, কেশরজাল—হীরক, পত্ররাজি মরকত
ও নীল বৈদুর্ঘ্য এবং কর্ণিকাগুলি সুবর্ণময়।
সেই সরোবরের মধ্যস্থ ভূভাগ কেবলই যে
হীরকময় তাহা নহে, সে স্থান নানারত্নে
উপচিভ। জলজাত কপর্দক, শুভ্র ও শঙ্খ
এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মকর, মৎস্ত ও কচ্ছপ-
সমূহের উহা আশ্রয়স্থান। ঐ স্থানে সহস্র
সহস্র মরকত ও হীরকখণ্ড, বহু পদ্মরাগ,
ইন্দ্রনীল, মহানীল ও পুষ্পরাগ প্রভৃতি মণি,
সর্ববিধ কর্কোটক, তুখকখণ্ড এবং শ্রেষ্ঠ
রাজাবর্ত, কুচিরাশ্চ, সূর্য্যকাস্ত, চন্দ্রকাস্ত,
নীল, বর্ণাস্তিম, জ্যোতীরস, রম্য স্তম্ভ,
সুন্দর, উন্নত, বলাক, ফটিক, গোমেদ, পিস্তক,

বৈদুর্ঘ্যসৌগন্ধিকরোস্তথা রাজমণৈর্নূপ ।
বজ্রশ্চৈব চ মুখ্যস্ত তথা ব্রহ্মমণেরপি ॥ ১৭
মুক্তাকলানি মুক্তানাং তারাবিগ্রহধারিণাম্ ॥ ১৮
সুখোক্ষকৈব তন্তোরং স্নানাজীতবিনাশনম্ ।
বৈদুর্ঘ্যস্ত শিলামধ্যে সরসস্তস্ত শোভনা ॥ ১৯
প্রমাণেন তথা সা চ হে চ রাজন্ ধনুঃশতে ।
চতুরস্রা তথা রম্যা তপসা নির্ম্মিতাজিণা ॥ ২০
বিলম্বারসমো দেশো যত্র তত্র হিরণ্যম্ ।
প্রদেশঃ স তু রাজেন্দ্রে ঘীপে তন্মিন্ মনোহরে
তথা পুষ্করিণী রম্যা তন্মিন্ রাজন্ শিলাতলে ।
সুশীতামলপানীয়া জলজৈশ্চ বিরাজিতা ॥ ২২
আকাশপ্রতিমা রাজশ্চতুরস্রা মনোহরা ।
তস্তান্তহৃদকং স্বাহ লঘু শীতং সুগন্ধিকম্ ॥ ২৩
ন ক্ৰিপোতি যথা কণ্ঠং কুক্ষিং নাপূরয়ত্যপি ।
তৃপ্তিং বিধত্তে পরমাং শরীরে চ মহৎ সুখম্ ॥
মধ্যে তু তস্তাঃ প্রাসাদঃ নির্ম্মিতঃ তপসাজিণা
রুক্মসেতুপ্রবেশান্তঃ সর্বরত্নময়ঃ শুভম্ ॥ ২৫
শশাকরশ্চৈঃ সঙ্কাশং প্রাসাদং রাজতং হি যৎ

ধূলীমরকত, বৈদুর্ঘ্য, সৌগন্ধিক, রাজমণি,
হীরক ও ব্রহ্মমণি এবং তারকাকার বিবিধ
মুক্তাকল বিরাজমান। ১৭—১৮। তত্রত্য সরো-
বরের ঈষদ্বক্ষ জল স্নান মাঞ্জেই শীতহর।
বৈদুর্ঘ্য শিলায় অভ্যস্তরে সেই সরোবরাধি-
ষ্ঠিত ভূমি অতি সুন্দর; ইহার পরিমাণ
দুই শত ধনু, উহা চতুরস্র ও অতিরম্য;
মহর্ষি অত্রি তপোবলে ঐ ভূমিভাগ নির্মাণ
করেন। হে রাজেন্দ্রে! পূর্বোক্ত বিলম্বারের
স্তায় তত্রত্য সর্বস্থানই হিরণ্যময়। সেই
মনোহর ঘীপের সেই শিলাতলগতা,
সুশীতল নির্ম্মলজলা, জলজশোভিতা,
আকাশবৎ বচ্ছাকৃতি চতুর্কোণবতী পুষ্ক-
রিণী এবং সেই তাহার স্বাহনীতল সুগন্ধি
উদক,—যাহা কণ্ঠপীড়া জন্মায় না বা কুক্ষি-
পূরণ না করিয়াই অন্তরে মহাতৃপ্তি ও স্নেহে
মহাসুখ উৎপাদন করে; তাহার মধ্যে
এক সর্বরত্নময় সুন্দর রাজত প্রাসাদ অব-
স্থিত; মহর্ষি অত্রি তপোবলে উহা

রম্যবৈদূর্য্যসোপানং বিক্রমামলসারকম্ ॥ ১৬
 ইন্দ্রনীলমহাস্তম্ভং মরকতাসক্তবেদিকাম্ ।
 বজ্রাংগজালৈঃ ক্ষুরিতং রম্যং দৃষ্টিমনোরমম্ ॥ ১৭
 প্রাসাদে ভদ্র ভগবান্ দেবদেবো জনার্দনঃ ।
 ভোগিভোগাবলীমুগ্ধঃ সর্কালভারভূষিতঃ ॥ ১৮
 জাযা চ কৃষ্ণিতম্বকো দেবদেবস্ত চক্রিণঃ ।
 কণীশ্রমসরিবিষ্টোহজিষ্ম দ্বিতীয়স্ত তথানম ॥ ১৯
 লক্ষ্ম্যংসঙ্গতোহজিষ্ম শেখভোগপ্রশায়িনঃ
 কণীশ্রভোগসংস্কৃতবাহঃ কেয়ুরভূষণঃ ॥ ২০
 অঙ্গুলীপৃষ্ঠবিভক্ত-দেবশীর্ষধরঃ ভুজম্ ।
 একং বৈ দেবদেবস্ত দ্বিতীয়স্ত প্রসারিতম্ ॥ ২১
 সমাকৃষিতজাহ্নুস্ব-মণিবন্ধেন শোভিতম্ ।
 কিকিঁদাকৃষিতকৈব নাভিদেশকরস্থিতম্ ॥ ২২
 তৃতীয়স্ত ভুজঃ তস্ত চতুর্থস্ত তথা শূণ্ ।
 আন্তসন্তানকুশুমং ভ্রাণদেশাহ্নুসর্পিণম্ ॥ ২৩

নির্মিত। উহার মধ্যে প্রবেশের সেতু
 কুমুম। ঐ প্রাসাদ দেখিতে শশাঙ্ক-
 রশ্মির স্থায় সুনির্মল, উহার স্থানে স্থানে
 রম্য বৈদূর্য্য সোপান এবং বিক্রমসমূহের
 বিমল সারাংশ বিরাজমান। ঐ প্রাসাদের
 মহতী স্তম্ভত্রয়ী ইন্দ্রনীলমণিময় এবং
 বেদিকাগুলির উপরি মরকতশিলা সংলগ্ন।
 ঐ প্রাসাদ-নিহিত হীরকখণ্ডসমূহের প্রভা-
 জালে উহা ক্ষুরিত, রম্য ও দৃষ্টিমনোহর।
 ঐ প্রাসাদমধ্যে দেবদেব ভগবান্ জনার্দন
 বিরাজমান; তিনি ভোগীর ভোগসমূহে
 শয়ন ও সর্কালভারে ভূষিত; তাঁহার এক
 অজিষ্ম জাহ্নুদ্বারা আকৃষিত ও কণীশ্রোপরি
 সরিষিষ্ট এবং দ্বিতীয় অজিষ্ম তাঁহার সেই
 ভোগিভোগে শয়নাবস্থাতেই লক্ষ্মীর উৎসঙ্গে
 অবস্থিত। তাঁহার এক বাহ কণীশ্রের
 ভোগোপরি সংস্কৃত, কেয়ুরভূষণে ভূষিত
 এবং অঙ্গুলিপৃষ্ঠোপরি বিভক্ত মস্তকধারণে
 তৎপর, তদীয় দ্বিতীয় বাহ প্রসারিত এবং
 তৃতীয় বাহ সমাকৃষিত জাহ্নুর উপরিভাগে
 মণিবন্ধ দ্বাখিয়া কিকিৎ বক্রভাবে তদীয়
 নাভিদেশে সংলগ্ন। এক্ষণে তাঁহার চতুর্থ

লক্ষ্ম্যা সংবাহমানাজিষ্মঃ পদ্মপত্রানিষ্ঠৈঃ করৈঃ।
 সন্তানমালামুকুটঃ হারকেয়ুরভূষিতম্ ॥ ২৪
 ভূষিতঞ্চ তথা দেবমঙ্গদৈরঙ্গুলীমকৈঃ।
 কণীশ্রকনবিভক্ত-চাকরভূষিরোজ্জলম্ ॥ ২৫
 অজাতবল্লভঃ স্তম্ভঃ প্রাতিষ্ঠিতমখাজিণা।
 সিদ্ধাহ্নুপুঞ্জ্যঃ সততং সহানকুশুমার্চিতম্ ॥ ২৬
 দিব্যগন্ধাহ্নুলিগ্ভাজঃ দিব্যধূপেন ধূপিতম্।
 সুরটৈঃ সুরলৈর্হৃদৈঃ সিদ্ধৈরুপহৃতৈঃ সদা ॥
 শোভিতোত্তমপার্শ্বঃ তং দেবমুৎপলশীর্ষকম্।
 ততঃ সম্মুখমুদীক্য ববন্দে স নরাধিপঃ ॥ ২৮
 জাহ্নুভ্যাং শিরসা চৈব গজা ভূমিঃ যথাবিধি।
 নারায়ঃ সহশ্রেণ তদা তুষ্টাব মধুসূদনম্ ॥ ২৯
 প্রদক্ষিণমথো চক্রে স তুখায় পুনঃপুনঃ।
 রম্যমায়তনং দৃষ্ট্বা তজ্জোবাসাশ্রমে পুনঃ ॥ ৩০
 বিলাসহির্গুহাং কাকিঁদাশ্রিত্য শুমনোহরাম্।

বাহ যেভাবে আছে, অবগণ কর। উহা
 একটি সন্তানক কুশুম ধারণ করিয়া নাসিকার
 দিকে অগ্রসর। ১২—৩৩। লক্ষ্মী তাঁহার
 পদ্মপলাশনিভ কর দ্বারা তদীয় অজিষ্মপুঞ্জ
 সম্বাহন করিতেছেন। তিনি সন্তানকমালার
 মুকুট পরিয়াছেন, হার-কেয়ুরে বিভূষিত
 হইয়াছেন, অঙ্গদ ও অঙ্গুলীয়ক দ্বারা তাঁহার
 দেহের ভূষণ সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার
 চরিততত্ত্ব সকলেরই অজ্ঞাত। তিনি সিদ্ধগণ
 কর্তৃক সন্তানক কুশুমে অর্চিত, তাঁহার
 দেহ দিব্য গন্ধে অহ্নুলিগু ও দিব্য
 ধূপে ধূপিত। সিদ্ধগণ কর্তৃক উপহারীকৃত
 সরস শুমনোহর শুকল সকল দ্বারা তদীয়
 দক্ষিণ পার্শ্ব সুশোভিত, তাঁহার মস্তকোপরি
 উৎপলার্ধ্য বিরাজিত। তিনি মহর্ষি অজি
 কর্তৃক সেই প্রাসাদ মধ্যে ঐদৃশভাবে প্রতি-
 ঠিত। রাজা সেই ভগবদ্যুগ্ধি দেখিবামাত্র
 তাহাকে বন্দনা করিলেন এবং জাহ্নুদ্বার ও
 মস্তক ভূতলে পাতিত করিয়া অষ্ট সহস্র
 নামে মধুসূদনকে স্তব করিলেন। অনন্তর
 উদ্বিগ্ন হইয়া পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণান্তে সেই
 রম্য আশ্রম দেখিয়া তথায় বিজ্ঞান করিলেন

তপশ্চক্লব তত্রৈব পূজয়ন্ মধুসূদনম্ ॥ ৪১
নানাবিধৈস্তথা পুষ্পৈঃ কলমূলৈঃ সগোরসৈঃ
নিত্যং জীবনশ্রায়ী বহিপূজাপরায়ণঃ ॥ ৪২
দেববাণীজলৈঃ কুরুন্ সততং প্রাণধারণম্
সর্বাহারপরিত্যাগং কুত্বা তু মমুজ্জেশ্বরঃ ॥ ৪৩
অনাতৃতশুভাশায়ী কালং নয়তি পার্শ্বিকঃ ।
ত্যাগাহারক্রিয়ৈশ্চৈব কেবলং ভোয়তো নৃপঃ ॥
ন তস্ত গ্লানিমায়াতি শরীরঞ্চ তদঙ্কুতম্ ।

এবং স রাজা তপসি প্রসক্তঃ
সম্পূজয়ন্ দেববরং সदैব ।
তত্রাশ্রমে কালমুদাস কথিং
স্বর্গোপমে হুঃখমবিন্দমানঃ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে আশ্বতনবর্ণনঃ
নার্মৈকোনবিংশত্যধিক-শততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

স ত্রাশ্রমপদে রম্যে ত্যাগাহারপরিত্যক্তঃ ।
ক্রীড়াবিহারং গচ্ছকৈঃ পশুত্যাগপরসাং সহ ॥ ১
কুত্বা পুষ্পোচ্চয়ং কুরি প্রার্থয়িত্বা তথা শ্রমঃ ।
অগ্রং নিবেদ্য দেবায় গচ্ছকৈস্ত্যক্তদা দদৌ ॥ ২
পুষ্পোচ্চয়প্রসক্তানাং ক্রীড়ন্তীনাং যথাশ্রমম্ ।
চেষ্টা নানাবিধাকার্য্যঃ পশুরপি ন পশতি ॥ ৩
কাচিং পুষ্পোচ্চয়ে সক্তা মতাজালেন বেষ্টিতা
সখীজনেন সম্যক্তা কাস্তেনাতিসমুষ্টিতা ॥ ৪
কাচিং কমলগন্ধাভা নিশাসপবনাক্রুতৈঃ ।
মধুপৈরাকুলমুখী কাস্তেন পরিমোচিতা ॥ ৫
মকরন্দসমাক্রান্ত-নয়না কাচিদগ্না ।
কাস্তনিশাসবাতেন নীরজককুতেষণা ॥ ৬

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

পরে তিনি বিলম্বারের বহির্ভাগস্থিত কোন
একটি মনোহর শুভায় আশ্রম লইয়া মধু-
সূদনকে প্রত্যহ নানাবিধ পুষ্প, কল, মূল ও
গোরস দ্বারা পূজা করত সেই স্থানেই বাস
করিতে লাগিলেন । এইরূপে সেই মহাপতি
সমস্ত আহার পরিত্যাগ করিয়া সেই দেব-
বাণীর জলে জীবনধারণপূর্বক নিত্য ত্রিসঙ্খ্যা
স্নান ও বহিপূজা করিতে লাগিলেন ।
রাজা যে শুভায় শয়ন করিতেন, তথায়
কোনই আস্তরণ ছিল না । তিনি আহারাদি
পরিত্যাগপূর্বক কেবলমাত্র জল দ্বারা
জীবনধারণ করত কালান্তিপাত করিতে
লাগিলেন । ঐ অবস্থায় তাঁহার কোনই
গ্লানি হইল না ; তাঁহার দেহ এক অঙ্কুত
শক্তিশালী হইয়া রহিল । এইরূপে রাজা
সতত দেবদেবের পূজা কার্যে নিরত রহিয়া
তপশ্চায় একনিষ্ঠ হইলেন । তিনি এইভাবে
সেই স্বর্গোপম আশ্রমে কোন হুঃখ প্রাপ্ত না
হইয়া কিয়ৎকাল বাস করিলেন । ৩৪—৪৫ ।
ঐনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৯ ।

সূত কহিলেন,—সেই রাজা এইরূপে
অশন বসন পরিত্যাগ করিয়া সেই রম্যা-
শ্রমে বাস করিতে করিতে গচ্ছকগণ সহ
অপ্সরাগণের ক্রীড়া-বিহার অবলোকন
করিতে লাগিলেন । তিনি এক এক দিন
প্রচুর পুষ্প চয়ন করিয়া নানাবিধ মালা গাঁথিয়া
দেবদেবকে নিবেদনান্তে পরে গচ্ছকদিগকে
দান করিতেন । সেখানে কত অপ্সরা পুষ্প
চয়ন করিতে করিতে মনের সুখে কত ক্রীড়া
করিত, তিনি তাহাদের বিবিধাকার চেষ্টা
দেখিয়াও দেখিতেন না । সেখানে কোন
কোন কামিনী কখন কখন পুষ্প চয়নে প্রসক্ত
হইয়া মতাজালে জড়িত হইয়া পড়িত,
তাহার সখীজন এবং প্রিয়জন তাহাকে পরি-
ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত । কোন কামিনীর
নিশাসপবনে কমলগন্ধ নির্গত হইত, কমল-
ভ্রমে মধুকরেরা তাহার মুখমণ্ডল আক্রমণ
করিলে, তদীয় প্রণয়ী জন আসিয়া তাহাকে
উদ্ধার করিত । তথায় কোন অক্ষমাত্র নয়ন
পুষ্প-মকরন্দে আক্রান্ত হইলে, তদীয় প্রিয়-
ভ্রমের নিশাসমাক্রান্ত তাহা অশনীত হইয়া

কাচিচ্ছীয়া পুষ্পাণি দদৌ কাস্তস্ত ভামিনী ।
 কাস্তসংপ্রথিতৈঃ পুষ্পৈ ররাজ কৃতশেখরা ॥ ৭
 উচ্চীর স্বয়মুদগ্রথ্য কাস্তেন কৃতশেখরা ।
 কৃতকৃত্যমিবাশ্বানং মেনে মন্থথবর্জিনী ॥ ৮
 অন্ত্যশ্বিন্ গহনে কুঞ্জে বিশিষ্টকুসুম্য লতা ।
 কাচিদেবং রহো নীতা রমণেন রিরংস্থনা ॥ ৯
 কাস্তসন্ধ্যামিতলতা কুসুম্যানি বিচিষতী ।
 সর্গাত্যঃ কাচিদাশ্বানং মেনে সর্গগুণাধিকম্ ॥
 কাচিৎ পশুস্তি ভূপালং নলিনীযু পৃথক্ পৃথক্
 ক্রৌড়মানান্ত গচ্ছকৈর্দেবরামা * মনোরমাঃ ॥
 কাচিদাতাড়রং কাস্তমুদকেন শুচিস্মিতা ।
 ভাভ্যমানাধ কাস্তেন প্রীতিং কাচিৎপায়যৌ ॥ ১২

বাইত, তদীয় চক্ষু আবার নির্মূল হইত ।
 কোন কামিনী কুসুম চয়ন করিয়া প্রণয়তরে
 কাস্তকে সমর্পণ করিত । কাস্তজন আবার
 মালা গাঁথিয়া তাহার কেশের ভূষণ করিয়া
 দিত, কামিনী তাহাতে বড়ই সুশোভিত
 হইত । কোন মন্থথবর্জিনী কামিনী নিজে পুষ্প
 চয়ন করিত এবং নিজেই মালা গাঁথিয়া
 আনিত, তাহার প্রিয়তম তাহার কেশপাশে
 সেই পুষ্প পরাইয়া দিত ; ইহাতেই সে
 অন্ত্যাক্ষে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করিত । ঐ
 গহন কুঞ্জে কত বিশিষ্ট কুসুমশালিনী লতা
 আছে, কোন রমণেচ্ছ, কোন কামিনীকে
 সেই লতাবৃত নির্জন স্থানে লইয়া গেল ;
 কোন কাস্ত জন লতা নোয়াইয়া ধরিল, তদীয়
 কামিনী তাহা হইতে কুসুম চয়ন করিয়া
 লইল । ঐ কার্যে ঐ কামিনী আপনাকে
 সর্গপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবতী বা সৌহা-
 গিনী বলিয়া মনে করিল । এইরূপে কোন
 কোন মনোহারিনী দেবকামিনী গচ্ছকগণসহ
 জলক্রীড়া করিতে করিতে নলিনীদলের
 অন্তরালে থাকিয়া তপোনিষ্ঠ রাজার দিকে
 দৃষ্টি ছাটন করিতে লাগিল । কোন শুচিস্মিতা
 কামিনী কাস্তকে জলক্ষেপে তাড়না করিতে

কাস্তক তাড়য়ামাস জাতখেদা বরাঙ্গনা ।
 অদৃশ্যত বরারোহা বাসনৃত্যংপয়োধরা ॥ ১৩
 কাস্তাধুতাড়নোদ্ব্যস্তৈ-কেশপাশনিবন্ধনা ।
 কেশাকুলমুখী ভাতি মধুপৈরিব পাণ্ডিনী ॥ ১৪
 স্বচক্ষুঃসদৃশৈঃ পুষ্পৈঃ সঙ্ঘ্রে নলিনীবনে ।
 ছরা কাচিচ্ছীরাং প্রাপ্তা কাস্তেনাধিষ্য যত্নতঃ
 স্নাতা নীতাপদেশেন কাচিৎ প্রাহাজনা ভূষম্ ।
 রমণাঙ্গিনং চক্রে মনোহরভলষিতং চিরম্ ॥ ১৬
 জলার্জবসনং স্তম্ভমঙ্গলীনং শুচিস্মিতা ।
 ধারয়ন্তী জনং চক্রে কাচিৎ তত্র সমন্থথম্ ॥ ১৭
 কণ্ঠমাল্যশুণৈঃ কাচিৎ কাস্তেনাক্রব্যতাস্তসি ।
 ক্রট্যৎসঙ্গামপতিতং রমণং প্রাহসচ্চিরম্ ॥ ১৮
 কাচিছুয়া সখীদন্ত-জাহ্নুদেশে নথকতা ।

লাগিল । কোন কামিনী কাস্ত কর্তৃক
 জল ক্রীড়ায় তাড়িত হইয়া প্রীতিমতী হইল ।
 কোন ধিন্নমনা বরাঙ্গনা কাস্তকে তাড়না
 করিতে লাগিল । দেখা গেল, কোন বরা-
 য়োহা বাসপ্রথাসে তদীয় পয়োধরযুগল
 নাচিতে লাগিল, কাস্তকৃত জলতাড়নায় কোন
 কামিনীর কেশবন্ধন শিথিল হইয়া গেল । সে,
 তখন কেশাকুল-মুখে মধুকরাবৃত পাণ্ডিনীর
 শোভা ধারণ করিল । ১—১৪ । কোন কামিনী
 স্বীয় নেত্রসদৃশ পুষ্পসমূহে সংচ্ছন্ন নলিনী-
 বনে লুকায়িত হইল ; পরে বহু অন্বেষণে
 তদীয় কাস্ত তাহাকে প্রাপ্ত হইল । কোন
 কামিনী স্নান করিয়া নীতব্যপদেশে কাস্তকে
 স্বীয় নীতাঙ্গির কথা অনেকবার কহিল ;
 কাস্ত তাহাকে তদীয় মনোভীষ্ট গাঢ় আলি-
 ঙ্গন দান করিল । কোন চাকহাসিনী কামিনী
 অঙ্গলীন স্তম্ভ জলার্জ বসন ধারণ করিয়া
 দর্শক জনকে কামাতুর করিয়া তুলিল ।
 কোন কামিনীর প্রিয়জন তাহার কণ্ঠস্থ
 মাল্যদাম ধরিয়া জলমধ্যে আকর্ষণ করিতে
 লাগিলে, মাল্যদাম ছিড়িয়া গেল, তাহাতে
 প্রিয়তম পতিত হইল ; কামিনী তদদর্শনে
 হাসিতে লাগিল । সখীজন জাহ্নুদেশে নথ
 দ্বারা কত করিয়া দিয়াছে, তাহাতে কোন

সম্ভ্রান্তা কাস্তশরণং ময়া কাচিদগতা চিরম্ ॥ ১৯
কাচিৎ পৃষ্টকৃতাদিত্যা কেশনিস্তোষকারিণী ।
শিলাতলগতা ভর্তা দৃষ্টো কামার্তচক্ষুষা ॥ ২০
রুতমালাং বিলুপিতং সংক্রান্তকুচকুম্ভম্ ।
রতিক্রীড়িতকাস্তেব ররাজ তৎ সরোহধিকম্
সুস্নাতদেব-গন্ধর্ব-দেবরামাগণেন চ ।
পূজ্যমানঞ্চ দদৃশে দেবদেবং জনাৰ্দ্দনম্ ॥ ২২
কচিচ্চ দদৃশে রাজা লতাগৃহগতাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
মণ্ডস্তুতীঃ স্বগাজ্জাণি কাস্তাসন্ন্যস্তমানসাঃ ॥ ২৩
কাচিদাদর্শনকরা ব্যাগ্রা দৃতীমুখোদগতম্ ।
শৃঙ্গী কাস্তবচনমধিকা তু তথা বভৌ ॥ ২৪
কাচিৎ সম্ভৱিতা দৃত্যা ভূষণানাং বিপর্যয়ম্ ।

কামিনী কিঞ্চৎ আভূয় হইয়া সম্মুখের সহিত
একেবারে গিয়া কাস্তজনের শরণ লইয়াছে ।
কোন কামিনী স্বীয় কেশপাশের জল নিষ্পী-
ড়িত করিবার জন্য সূর্যের দিকে পশ্চাৎ
ফিরিয়া শিলাতলে বসিয়াছে, কাস্তজন
কামার্ত নেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি-
তেছে । কামিনীগণের জলক্রীড়ায় জলা-
শয়ের কোথাও তাহাদের কণ্ঠস্থ ছিন্ন মালা
লুপিত হইতেছে, কোথাও কুচমুগলের
কুম্ভমে জল কুম্ভমাক্ত হইয়াছে, এই রকমে
সেই জলাশয় যেন বিহিত-রতি-কোণ
কাস্তারস্তায় সমধিক সুশোভিত হইতেছে ।
কামুকসহ কামিনীগণ সেখানে সতত এই-
রূপই ক্রীড়া করিত; রাজা এই সকল
দেখিতে লাগিলেন । তিনি আরও দেখি-
লেন,—দেব, গন্ধর্ব ও দেববালাগণ সেই
সরোবরজলে সুস্নাত হইয়া দেবদেব
জনাৰ্দ্দনকে পূজা করিতেছে । কোথাও
কতকগুলি জীলোক কাস্তাভিসারে ব্যতি-
ব্যস্ত হইয়া লতাগৃহমধ্যে অবস্থানপূর্বক
সম্মুখ স্বীয় গাজ মণ্ডন করিতেছে । কোন
কামিনী হস্তে আদর্শ লইয়া ব্যগ্রভাবে দৃতী-
মুখে কাস্তবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেছে । কোন
কামিনী দৃতীর কথায় ত্রাসিত হইয়া মন্থথা-
বিস্ত-চিস্তে আপন অঙ্গভূষণ যে বিপর্যস্ত

কুরীণা নৈব বুবুধে মন্থথাবিস্তচেতনা ॥ ২৫
বায়ুহুহুয়াতিসুস্রতি-কুসুমোৎকরমাণ্ডিতে ।
কাচিৎ পিবন্তী দদৃশে মৈরেষঃ নীলশাঙ্কলে ॥
পায়সামাস রমণং স্বয়ং কাচিৎসরাসনা ।
কাচিৎ পপৌ বরারোহা কাস্তপানিসমর্পিভম্ ॥
কাচিৎ স্বনেত্রসংক্রান্ত-নীলোৎপলযুতং পদ্যঃ ।
পীত্বা পপ্রচ্ছ রমণং ক গতো তৌ ময়োৎপলৌ
স্বয়ৈব পীতৌ তৌ নুনমিত্যুক্তা রমণেন সা ।
তথা বিদিত্বা মুক্তহাষভূব ত্রাড়িতা ভূশম্ ॥ ২৯
কাচিৎ কাস্তার্পিতং সূক্তঃ কাস্তপীতাবশোষতম্
সবিশেষরসং পানং পপৌ মন্থধবর্দ্ধনম্ ॥ ৩০
আপানগোষ্ঠীমু তথা তাসাং স নরপুংসবঃ ।
শুশ্রাব বিবিধং গীতং তস্ত্রীশ্বরবিমিশ্রিতম্ ॥ ৩১
প্রদোষসময়ে তাস্ত দেবদেবং জনাৰ্দ্দনম্ ।
রাজন্ সদোষনৃত্যন্তি নানাবাদ্যপুরঃসরাঃ ॥ ৩২

ভাবে বিস্তস্ত করিতেছে, তাহা বুঝিতে
পারিল না । রাজা আরও দেখিলেন,—
কোথাও নীলাভ শাঙ্কলভূমি বায়ুচালিত
সুস্রতি কুসুমে মাণ্ডিত হইয়াছে, তত্পরি
বসিয়া কোন কামিনী মৈরেষ পান করিতেছে,
কোন বরাসনা স্বহস্তে কাস্ত জনকে মত্ত পান
করাইতেছে; কোন কামিনী কাস্ত-কর-
প্রদত্ত মত্ত পান করিতেছে । কোন কামিনী
নিজ নেত্র-সংক্রান্ত নীলোৎপলযুত জল পান
করিয়া কাস্তকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—কাস্ত ।
বল—আমার নীলোৎপল কোথায় গেল ।
কাস্ত উত্তর করিল—প্রিয়ে! তুমিই নিশ্চয়
তাহা পান করিয়াছ । কাস্ত এই কথা কহিলে
কামিনী সে তত্ত্ব বুঝিয়া মুগ্ধভাবে অতীব
ত্রাড়িত হইল ॥ ১৫—২৯ ॥ কোন কামিনী, কাস্ত
জনের পীতাবশিষ্ট কাস্ত-প্রদত্ত অতি সুমিষ্ট
কামবর্দ্ধন মত্ত পান করিল । অনন্তর নর-
পুংসব রাজা—আপান গোষ্ঠীতে সেই সকল
কামিনীর তস্ত্রীশ্বর-মিশ্রিত বিবিধ পীতরস
শ্রবণ করিলেন । দেখিলেন,—প্রদোষ সময়ে
সেই সকল কামিনী বিবিধ বাস্তবনিপুরঃসর
দেবদেব জনাৰ্দ্দনের সম্মুখে নৃত্য নৃত্যক্রিয়া

যামমাত্রে গতে রাজ্ঞো বিনির্গত্য গুহামুখাৎ ।
 আবসন্ সযুতাঃ কঠৈঃ পরঙ্কিরচিতাঃ গুহাম্
 নানাগন্ধাষিতলতাঃ নানাগন্ধসুগন্ধিনীম্ ।
 নানাবিচিত্রশয়নাঃ কুসুমোৎকরমণ্ডিকাম্ ॥ ৩৪
 এবমপ্সরসাং পশ্বন্ ক্রৌড়িতানি স পর্ততে ।
 তপন্তেপে মহারাজঃ কেশবার্ণিতমানসঃ ॥ ৩৫
 তমুচূৰ্ণপতিং গহ্বা গন্ধৰ্বাপ্সরসাং গণাঃ ।
 রাজন্ স্বর্গোপমং দেশমিমং প্রাপ্তোহস্তরিন্দম
 বয়ংহি তে প্রদাস্তামো মনসঃকাক্ষিতান্ বরান্
 তানাদায় গৃহং গচ্ছ তিষ্ঠেহ যদি বা পুনঃ ॥ ৩৬
 রাজোবাচ ।

অমোঘদর্শনাঃ সর্বে ভবন্তুস্বমিতৌজসঃ ।
 বরং বিতরতাষ্টৈব প্রসাদং মধুসূদনাৎ ॥ ৩৮
 এবমস্তিত্যখৌক্তকৈঃ স তু রাজা পুরুরবাঃ ।
 তত্রোবাস সুখী মাসং পূজয়ানো জনাৰ্দ্দনম্ ॥ ৩৯

করিতে লাগিল। পরে রাজ্যের এক প্রহর
 অতীত হইলে সেই গুহামুখ হইতে নির্গত
 হইয়া স্ব স্ব কান্দসহ অন্ত সুসমৃদ্ধ গুহায় গিয়া
 বাস করিতে লাগিল। তাহাদের বাসগুহা
 নানা সুগন্ধশালিনী লতাজালে আকীর্ণ,
 নানা গন্ধে সুগন্ধযুক্ত, নানা বিচিত্র শয্যায়
 সমাচিত্ত এবং কুসুমসমূহে মণ্ডিত। সেই
 রাজা এইরূপে সেখানে অপ্সরোগণের বিবিধ
 ক্রীড়া কৌতুক নিয়ত দেখিতে দেখিতে
 কেশবে চিত্ত সমাধানপূর্বক তপস্তা করিতে
 লাগিলেন। তখন গন্ধৰ্ব ও অপ্সরাগণ সেই
 মনঃপতির নিকট গিয়া কহিল,—হে রাজন্!
 অরিন্দম! আপনি এই স্বর্গোপম দেশ প্রাপ্ত
 হইরাছেন; আমরাই আপনাকে অভীষ্ট বর
 প্রদান করিব। সেই সকল বর গ্রহণ করিয়া
 আপনি এইখানেই থাকুন, অথবা গৃহে গমন
 করুন। রাজা কহিলেন,—আপনারা অমিত-
 প্রভাব; আপনাদের দর্শন অব্যর্থ। অতএব
 অদ্যই আপনারা মধুসূদনের প্রসন্নতারূপ
 বর আমায় দান করুন। তিনি এই কথা
 কহিলে তাঁহার। তখন ‘তথাস্থ’ বাক্যে সন্তুষ্ট
 হইলেন। রাজা পুরুরবা অনন্তর তথায়

প্রিয় এব সদৈবাসীদগন্ধৰ্বাপ্সরসাং নৃপঃ ।
 তুতোব স জনো রাজন্তস্তালোলোয়ন কর্ণণা ॥
 মাসস্ত মধ্যে স নৃপঃ প্রবিষ্ট-
 স্তদাশ্রমং রত্নসহস্রচিহ্নম্ ।
 তোয়াশনস্তত্র উবাস মাসং
 যাবৎ সিতাস্তো নৃপ কান্দনস্ত ॥ ৪১
 কান্দনামলপকাস্তে রাজা স্বপ্নে পুরুরবাঃ ।
 তন্ত্ৰৈব দেবদেবস্ত শ্রুতবান্ গদিতং শুভম্ ॥
 রাত্ৰ্যামস্তাং ব্যতীতায়ামত্রিণা ত্বং সমেধ্যসি ।
 তেন রাজন্ সমাগম্য কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ৪৩
 স্বপ্নমেবং স রাজর্ষির্দৃষ্টা দেবেস্ত্রবিজ্ঞমঃ ।
 প্রত্যুষকালে বিধিবৎ স্নাতঃ স প্রযতেশ্রিয়ঃ ॥ ৪৪
 কৃতকৃত্যো যথাকামং পূজয়িত্বা জনাৰ্দ্দনম্ ।
 দদর্শাত্ৰিঃ মুনিং রাজা প্রত্যক্ষং তপসাং নিধিম্
 স্বপ্নস্ত দেবদেবস্ত স্তবেদয়ত ধার্ম্মিকঃ ।

মহাসুখে জনাৰ্দ্দনকে পূজা করত এক মাস
 পর্য্যন্ত বাস করিলেন। তিনি গন্ধৰ্ব এবং
 অপ্সরাগণের অতীব প্রিয়পাত্র হইলেন।
 তাঁহার অচপলকর্মে তত্রত্য সকল জনই পরি-
 তুষ্ট হইল। ৩০—৪০। নৃপশ্রেষ্ঠ একমাস মধ্যে
 সেই সহস্র সহস্র রত্ন-চিত্রিত আশ্রমে প্রবিষ্ট
 হইলেন এবং একমাস যাবৎ মাত্র জলাহার
 করিয়া কান্দনের শুক্লপক্ষীয় শেষ তিথি
 পর্য্যন্ত তথায় বাস করিলেন। অনন্তর
 কান্দনের শুক্ল শেষ-তিথিতে রাজা পুরুরবা
 রাত্রিযোগে স্বপ্নে সেই দেবদেবের মঙ্গলময়
 বাক্য শ্রবণ করিলেন। দেবদেব বলি-
 লেন,—হে রাজন্! এই রাজ্যের অবসানে
 মহর্ষি অত্রির সহিত তোমার সাক্ষাৎকার
 ঘটিবে। তৎসহ সজ্ঞত হইয়া তুমি কৃতকৃত্য
 হইতে পারিবে। সেই দেবেস্ত্রতুল্য-ভেজা
 রাজর্ষি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া প্রত্যুষকালে
 যথাবিধি স্নানান্তে সংযতেশ্রিয় ও কৃতকৃত্য
 হইয়া জনাৰ্দ্দনের পূজার্থ্য নিকাহ করিবার
 পরই তপোনিধি অত্রিমুণিকে প্রত্যক্ষ করি-
 লেন। ধৰ্ম্মনিষ্ঠ রাজা তখন দেবদেবের
 সেই স্বপ্নাদিষ্ট বিষয় মুনির নিকট নিবেদন

ততঃ শুশ্রাব বচনং দেবতানাং সমৌরিতম্ ॥৪৬
এবমেতন্নহীপাল নাত্র কার্ষ্য বিচারণা ।
এবং প্রসাদং সম্প্রাপ্য দেবদেবাজ্জনান্দিনাং ॥৪৭
কৃতদেবার্চনো রাজা তথা হৃতহতাশনঃ ।
সর্কান্ কামানবাণৌহসৌ বরদানেন কেশবাং
ইতি শ্রীমাংশ্চ মহাপুরাণে ঐলাশ্রমবর্ণনং নাম
বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২০ ॥
সোঁ

একবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

তস্তাশ্রমশ্রোতরতন্ত্রিপুরারিনিবেষিতঃ ।
নানারত্নময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ কল্পদ্রুমসমবৃষিতৈঃ ॥ ১
মধ্যে হিমবতঃ পৃষ্ঠে কৈলাসো নাম পর্বতঃ ।
তস্মিন্ নিবসতি শ্রীমান্ কুবেরঃ সহ গুহ্যকৈঃ
অঙ্গরোহনুগতো রাজা মোদতে হৃদকাধিপঃ ।

করিলেন! মহর্ষি অত্রি সেই দেব-বাক্য
শুনিলেন—শুনিয়া কহিলেন,—হে মহীপাল!
ইহা সত্য বটে, ইহাতে বিচার্য কিছুই নাই।
এইরূপে সেই রাজা দেবদেব জনাঙ্গিনের
প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া দেবার্চনা করিয়া তথা
হতাশনে হোম করিয়া সর্ক-কাম প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। ৪১—৪৮ ।

বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ১২০।

একবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

শ্রুত কহিলেন,—সেই আশ্রমের উত্তর-
দিকে হিমালয়-পৃষ্ঠে কৈলাসনামে এক
পর্বতবর বিরাজিত। ঐ পর্বত কল্পদ্রু-
সমবৃষিত, বিবিধ রত্নময় বহু শৃঙ্গে সুশোভিত
এবং স্বয়ং ত্রিপুরারি কর্তৃক নিষেবিত। তথায়
গুহ্যকগণ সহ শ্রীমান্ কুবের বাস করেন। সেই
অলকাপুরীর অধিপতি রাজরাজ অঙ্গরোগণে
বেষ্টিত হইয়া নিত্যই মুদিতমনে অবস্থান
করিয়া থাকেন। তথায় মন্দোদক নামে এক

কৈলাসপাদসমুতঃ পুণ্যঃ শীতজলঃ শুভম্ ॥ ৩
মন্দোদকং নাম সরঃ পঞ্চ দধিসম্মিতম্ । *
তস্মাৎ প্রবহতে দিব্যা নদী মন্দাকিনী শুভা ॥
দিব্যঞ্চ নন্দনং তত্র তস্তান্তীয়ে মহাবনম্ ।
প্রাপ্তস্তরেণ কৈলাসাদিব্যঃ সৌগন্ধিকঃ গিরিম্
সর্কধাতুময়ঃ দিব্যঃ সুবেলঃ পর্বতঃ প্রতি ।
চন্দ্রপ্রভো নাম গিরিঃ স শুভ্রো রত্নসম্মিতঃ ॥
তৎসমীপে সরো দিব্যমচ্ছোদঃ নাম বিকৃতম্
তস্মাৎ প্রভবতে দিব্যা নদী হচ্ছোদিকা শুভা
তস্তান্তীয়ে বনং দিব্যং মহচ্চৈতন্যরথং শুভম্ ।
তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি মণিভদ্রঃ সহানুগঃ ॥ ৮
যক্ষসেনাপতিঃ কুরো গুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ ।
পুণ্য মন্দাকিনী নাম নদী হচ্ছোদিকা শুভা ॥

সরোবর আছে। উহা কৈলাস শৈলের পাদ-
দেশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া পুণ্য, শুভ ও
শীতলজলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। উহার জল
দধির ভায় শুভ। সেই সরোবর হইতে শুভ-
দায়িনী স্বর্গীয় মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হই-
তেছে। তাহার তীরে নন্দন নামে এক স্বর্গীয়
মহাবন বিরাজমান। কৈলাস গিরির পূর্বোত্তর
দিকে সৌগন্ধিক নামে এক দিব্য গিরি
বিদ্যমান। দিব্য সুবেল শৈল সর্কবিধ
ধাতুজালে মণ্ডিত। উহারই অদূরে চন্দ্রপ্রভ
নামে এক রত্নপ্রভাময় শুভ্র গিরি বিরাজমান।
তাহার সম্মুখে একটি স্বর্গীয় সরোবর আছে।
উহা ‘অচ্ছোদ’ নামে বিখ্যাত। অচ্ছো-
দিকা নামী শুভজননী দিব্য নদী সেই সরো-
বর হইতেই প্রবাহিত হইতেছে। তাহার
তীরে একটি স্বর্গীয় শুভ মহাবন আছে। সে
বনের নাম চৈতন্যরথ। তদ্রূপ শৈলেশ্বক
সেনাপতি মণিভদ্র অঙ্কুরগণ সহ বাস করি-
তেছে। ১—৮। ঐ সেনাপতি অতি কুর-
প্রকৃতি। গুহ্যকগণ সর্বদাই তাহার সমান্ত-
ব্যাহারী। পূর্বোক্ত পবিত্র মন্দাকিনী ও

* মন্দারপুষ্পরজসাং পুরিতং দেবসম্মিত-
মিতি কচিং পাঠঃ ।

মহীমণ্ডলমধ্যে তু প্রবিষ্টে তু মহোদধিষ্ম ।
 কৈলাসদক্ষিণে প্রাচ্যাং শিবং সর্কৌষধিঃ গিরিষ্ম
 মনঃশিলাময়ং দিব্যং সুবেলং পৰ্বতং প্রতি ।
 লোহিতো হেমশৃঙ্গ গিরিঃ সূর্য্যপ্রভো মহান
 তন্ত পাদে মহাদিব্যং লোহিতং সূমহৎ সরঃ ।
 তস্মাৎ প্রভবতে পুণ্যো লোহিত্যশ্চ নদো মহান
 দিব্যারণ্যং বিশোকঞ্চ তন্ত তীরে মহঘনম্ ।
 তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি যক্ষো মণিধরো বলী ॥
 সৌম্যোঃ সুধাশ্বিকৈশ্চৈব গুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ
 কৈলাসাৎ পশ্চিমোদীচ্যাং ককুদ্যানৌষধীগিরিঃ
 ককুদ্যতি চ কুড্রস্ত উৎপত্তিঃ ককুদ্যিনঃ ।
 তদগ্জনং ত্রৈককুদং শৈলং ত্রিককুদং প্রতি ॥১৫
 সৰ্ব্বধাতুময়স্তত্র সূমহান্ বৈহ্যতো গিরিঃ ।
 তন্ত পাদে মহাদিব্যং মানসং সিদ্ধসেবিতম্ ॥

শুভজননী অচ্ছোদিকা, নদী মহীমণ্ডলের
 মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মহাসাগরে গিয়া
 মিলিত হইয়াছে। কৈলাসশৈলের দক্ষিণ-
 পূর্বদিকে মঙ্গলময় সর্কৌষধি গিরি। ঐ
 গিরি মনঃশিলাময় এবং পূর্বোক্ত দিব্য
 সুবেল শৈলের সম্মুখে ইহার অবস্থান।
 ইহারই সন্নিকটে হেমশৃঙ্গ মহান লোহিত
 গিরি বিরাজমান। ইহার সূর্য্যসম প্রভা
 সততই দেদৌপ্যমান। এই গিরির পাদ-
 দেশে লোহিত নামে এক সূমহৎ স্বর্গীয়
 সরোবর সুশোভন। সুপবিত্র মহান
 লোহিত্য নদ এই সরোবর হইতেই প্রবহ-
 মান। ইহারই তীরে বিশোকাখ্য দিব্য
 মহারণ্য বিজ্ঞমান। এই লোহিত শৈলেই
 মণিধর নামক প্রসিদ্ধ যক্ষের বাস। এই
 যক্ষ সৌম্যাকৃতি ও সুধাশ্বিক গুহ্যকগণে
 পরিবৃত্ত হইয়া সৰ্ব্বদাই বাস করেন। কৈলাস
 শৈলের পশ্চিমোত্তর দিকে ককুদ্যান নামে
 ঔষধিগিরি বিরাজিত। এই গিরিতেই
 কুড্রবাহন ককুদ্যির উৎপত্তি। ত্রিককুদ
 শৈলের সম্মুখে ত্রৈককুদ অগ্জন শৈল বিরাজ-
 মান। তথায় সৰ্ব্বধাতুময় সূমহান্ বৈহ্যত
 গিরি বিদ্যমান। তাহার পাদদেশে সিদ্ধ-

তস্মাৎ প্রভবতে পুণ্যো সরস্বলোকপাবনী ।
 তস্তাত্তীরে বনং দিব্যং বৈভ্রাজং নাম বিজ্ঞতম্
 কুবেরাঙ্ঘ্রচরস্তস্মিন্ প্রহেতিতনয়ো বলী ।
 ব্রহ্মধাতা নিবসতি রাক্ষসোহনন্তবিক্রমঃ ॥ ১৬
 কৈলাসাৎ পশ্চিমামাশাং দিব্যঃ সর্কৌষধির্গিরিঃ
 অরুণঃ পৰ্বতশ্চেষ্টে কল্পধাতুবিভূষিতঃ ॥ ১৭
 ভবস্ত দয়িতঃ জীমান্ পৰ্বতো হেমসন্নিভঃ ।
 শাতকৌস্তময়েদিব্যৈঃ শিলাজালৈঃ সমাচিতম্
 শতসংখ্যস্তাপনীয়ৈঃ শৃঙ্গৈর্দ্বিবিম্বোজ্জিহ্বন ॥
 শৃঙ্গবান্ সূমহাদিব্যো হুর্গঃ শৈলো মহাচিতঃ ॥
 তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি গিরিশো ধূম্রলোচনঃ ।
 তন্ত পাদাৎ প্রভবতি শৈলোদকং নাম তৎ সরঃ
 তস্মাৎ প্রভবতে পুণ্যো নদী শৈলোদকা শুভা
 সা চক্ষুযী তয়োৰ্মধ্যে প্রবিষ্টা পশ্চিমোদধিষ্ম ॥
 অন্ত্যস্তরেণ কৈলাসাচ্ছিবঃ সর্কৌষধো গিরিঃ ।

সেবিত স্বর্গীয় সূমহৎ মানস সরোবর বিদ্য-
 মান। এই সরোবর হইতে লোকপাবনী
 পুণ্যতোয়া সরস্ব নদী প্রবাহিত। উহার তীরে
 বৈভ্রাজ নামক বিখ্যাত বন বিরাজিত। ব্রহ্ম-
 ধাতা নামে এক অনন্তবিক্রম রাক্ষস ঐ
 বনে বাস করে। এই রাক্ষস প্রহেতির
 পুত্র ও কুবেরের অঙ্ঘ্রচর। কৈলাস হইতে
 পশ্চিমদিকে দিব্য সর্কৌষধিগিরি বিদ্যমান।
 এই শ্রেষ্ঠ গিরি স্বর্ণমণ্ডিত ও অরুণাভ। এই
 হৈমাকার জীমান্ পৰ্বত ভগবান্ ভবের
 অতিপ্রিয়। ইহার স্থানে স্থানে শাত
 দিব্য দিব্য শিলাজাল বিকীর্ণ ॥২—২১। তৎ-
 পরবর্তী অতি হুর্গম শৃঙ্গবান্ শৈল শতসংখ্যক
 হেমশৃঙ্গে যেন স্বর্গদেশ উজ্জিহ্বিত করিয়াই
 বিরাজ করিতেছে। এই গিরিতে ধূম্রলোচন
 গিরিশ বাস করেন। ইহার পাদদেশ
 হইতে শৈলোদ নামে এক সরোবর প্রা-
 ভূত হইয়াছে। সেই সরোবর হইতে
 শৈলোদকা নামী পুণ্য নদী প্রবাহিত হই-
 যাছে। এই নদীর নামান্তর চক্ষুযী। ইহা
 পূর্বোক্ত শৈলভয়ের মধ্য দিয়া পশ্চিম
 সাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে। কৈলাস

“গৌরব্ধ পর্বতশ্রেষ্ঠঃ হরিতালময়ঃ প্রতি ॥ ২৪
হিরণ্যশৃঙ্গঃ সুমহান্ দিব্যৌষধিময়ো গিরিঃ ।
তস্ত পাদে মহদ্বিভ্যাং সরঃ কাঞ্চনবালুকম্ ॥ ২৫
রম্যঃ বিন্দুসরো নাম যত্র রাজা ভগীরথঃ ।
গঙ্গার্থে স রাজর্ষিরবাস বহলাঃ সমাঃ ॥ ২৬
দিবং যান্তস্ত মে পূর্বে গঙ্গাতোয়াপ্লুতান্ধিকাঃ ।
তত্র ত্রিপথগা দেবী প্রথমস্ত প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৭
সোমপাদাং প্রসূতা সা সপ্তধা প্রবিভজ্যতে ।
মুপা মণিময়ান্তত্র বিমানাশ্চ হিরণ্ময়াঃ ॥ ২৮
তত্রোষ্ট্রা ক্রতুভিঃ সিদ্ধাঃ শক্রাঃ সুরগণৈঃ সহ ।
দিবচ্ছায়াপথস্তত্র নক্ষত্রাণাম্ মণ্ডলম্ ॥ ২৯
দৃষ্টতে ভাসুরা রাত্রৌ দেবী ত্রিপথগা তু সা ।
অস্তরীক্ষঃ দিব্যৈব ভাবয়িত্বা ভুবং গত ॥ ৩০
ভবোত্তমাক্ষে পতিতা সংরুদ্ধা যোগমায়য়া ।

শৈলের উত্তরদিকে মঙ্গলময় সর্কৌষধিগিরি ।
এই পর্বতশ্রেষ্ঠ হরিতালময় গৌর পর্বত
পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বিদ্যমান । ঐ গিরি
হিরণ্যশৃঙ্গশালী, সুমহান্ ও দিব্য ঔষধিময় ।
উহার পাদদেশে এক কাঞ্চন-বালুকাময় দিব্য
সরোবর আছে । ঐ রম্য সরোবরের নাম
বিন্দুসর । রাজা ভগীরথ গঙ্গা আনয়নার্থ
উহারই তীরে বহু বর্ষ বাস করিয়াছিলেন ।
“মদীয় পূর্ব পুরুষেরা গঙ্গাজলে আপ্লুতান্ধি
হইয়া স্বর্গে গমন করুন” ইহাই সেই
রাজর্ষির কামনা ছিল । দেবী ত্রিপথগা ঐ
স্থানেই প্রথম প্রতিষ্ঠাপন্ন হইলেন । পরে
সোমপাদ হইতে প্রসূত হইয়া সপ্তধা বিভক্ত
হইয়াছিলেন । ঐ সরোবর-তীরে মণিময়
মুপ সকল এবং হিরণ্ময় বিমানশ্রেণী বিদ্য-
মান । সুরপতি সুরগণ সহ ঐ স্থানে বহু
যজ্ঞ করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন । ঐ স্থানে
স্বর্গীয় ছায়াপথ ও নক্ষত্রমণ্ডল বিরাজিত ।
দেবী ত্রিপথগামিনী গঙ্গা রাজিযোগে
ঐ স্থানে ভাস্বরাকারে লক্ষিত হন এবং
স্বর্গ ও অস্তরীক্ষ দেশ পবিত্র করিয়া সূতল-
গামিনী হন । তিনি দেবদেব ভবের
উত্তমাক্ষে পতিত হইলে তদীয় যোগমায়ায়

তস্তা যে বিন্দবঃ কেচিৎ কৃদ্ধায়াঃ পতিতা কুব্ধি
কৃন্তু তৈর্বহুসরস্ততো বিন্দুসরঃ স্মৃতম্ ।
ততস্তস্তা নিকৃদ্ধায়া ভবেন সহসা কৃষা ॥ ৩২
জাত্বা তস্তা হস্তিপ্রায়ঃ ক্রুরঃ দেব্যান্শিকৌষিতম্
ভিষা বিশামি পাতালং শ্রোতসাগৃহ শকরম্ ।
অথাবলেপং তং জাত্বা তস্তাঃ কৃদ্ধস্ত শকরঃ ।
তিরোভাবয়িতুং বুদ্ধিরাসীদঙ্গেষু তাং নদীম্ ॥
এতন্মিন্নেব কালে তু দৃষ্টা রাজানমগ্রতঃ ।
ধমনীসন্ততঃ কীণঃ স্খাব্যাকুলিতেশ্বিয়ম্ ॥ ৩৫
অনেন তোষিতশ্চাহং নদ্যর্থে পূর্বমেব তু ।
বুদ্ধান্ত বরদানস্ত ততঃ কোপঃ স্তম্ভত ॥ ৩৬
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা যত্নতঃ ধারয়ন্ নদীম্ ।
ততো বিসর্জ্যামাস সংরুদ্ধা যেন তেজসা ॥ ৩৭
নদীং ভগীরথস্তার্থে তপসোগ্রোণ তোষিতঃ ।
ততো বিসর্জ্যামাস সপ্ত শ্রোতাংসি গঙ্গয়া ॥ ৩৮

নিকৃদ্ধ হইয়াছিলেন ; তিনি কৃদ্ধ হইলে
তাহার যে সকল জলবিন্দু ভূপতিত হইয়া-
ছিল, তাহাতে বহুসর নামে এক সরোবর
নির্মিত হয় । ঐ সরোবর অনন্তর বিন্দুসর
নামে প্রসিদ্ধ হয় । যাহা হউক, এদিকে দেব-
দেব ভব সহসা গঙ্গাকে নিকৃদ্ধ করিলে,
তিনি কৃদ্ধ হইয়া তদীয় ক্রুরাতিপ্রায় বুদ্ধি-
লেন—বুঝিয়া স্থির করিলেন যে, আমি
এই স্থান ভেদ করিয়া শ্রোতোবেগে শকরকে
ভাসাইয়া পাতালে প্রবেশ করি । ২২—৩৩ ।
তখন শকর গঙ্গার সেই গর্ভোদ্ধৃত অতিপ্রায়
বুদ্ধিয়া কৃদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে স্বীয় অঙ্গে
লীন করবার অভিপ্রায় করিলেন । ইত্যব-
সরে তিনি সম্মুখে শিরাব্যাপ্ত স্খাব্যাকুলেশ্বিয়
কীণকায় রাজা ভগীরথকে দেখিয়া ভাবিলেন,
—ইনিই আমাকে এই গঙ্গা-লাভার্থ পূর্বে
সন্তোষিত করিয়াছেন এবং ইহাকে আমি বর
প্রদানও করিয়াছি । এই ভাবিয়া শকর তৎ-
ক্ষণাৎ কোপ সংবরণ করিলেন । বিশেষতঃ
ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া হর তখন সেই গঙ্গা
নদীকে ধারণপূর্বক পশ্চাৎ বিসর্জন করিলেন ।
এইরূপে শকর ভগীরথের কর্তার তপস্যার

ত্রিণি প্রাচীনভিমুখং প্রতীচীং ত্রিণাধৈব তু ।
 স্রোতাংসি ত্রিপথায়ান্ত প্রত্যপদ্যন্ত সপ্তথা ॥৩৯
 নলিনী হ্লাদিনী চৈব পাবনী চৈব প্রাচ্যগা ।
 সীতা চক্ষুশ্চ সিদ্ধুশ্চ ত্রিশস্তা বৈ প্রতীচ্যগা ॥ ৪০
 সপ্তমী অজগা তাসাং দক্ষিণেন ভগীরথম্ ।
 তন্মাতঙ্গীরথী সা বৈ প্রবিষ্টা দক্ষিণোদধিম্ ॥
 সপ্ত চৈতাঃ প্রাবয়ন্তি বর্ষন্তি হিমসাহস্রম্ ।
 প্রসূতাঃ সপ্ত নদ্যন্ত শুভা বিন্দুসরোত্তবাঃ ॥৪১
 তান দেশান প্রাবয়ন্তি স্ন্য স্নেচ্ছপ্রায়ান্ত সর্বশঃ
 সশৈলান কুহুরান রৌদ্রান বর্ষরান যবনান্থসান
 পুলিকাংশ কুলখাংশ অঙ্গলোকান বরাংশযান
 কৃষ্ণা বিধা হিমবন্তং প্রবিষ্টা দক্ষিণোদধিম্ ॥৪২
 অথ চীনমরুতশ্চৈব কালিকাশ্চৈব চুলকান্ ।

তোষিত হইয়া স্বপ্রভাব-রুদ্ধা গঙ্গাকে পরি-
 ত্যাগ করেন। অনন্তর গঙ্গার স্রোতো-
 রাশি সপ্ত ধারায় বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে
 তিনটি স্রোত প্রাচী দিকে এবং তিনটি স্রোত
 প্রতীচীদিকে ধাবিত হয়। এইরূপে ত্রিপথ-
 গার স্রোতোরাশি সপ্তথা ভিন্ন হইয়া প্রবা-
 হিত হয়। নলিনী, হ্লাদিনী ও পাবনী
 নামী তিনটি স্রোতোধারা প্রাচ্যগামিনী এবং
 এবং সীতা, চক্ষু ও সিদ্ধু নামী তিনটি স্রোতো-
 ধারা প্রতীচ্যগামিনী। গঙ্গার যে সপ্তমী
 স্রোতোধারা তাহা দক্ষিণ পথে ভগীরথের
 অঙ্গগামিনী হয়। এই জন্ত ঐ স্রোতো-
 ধারার নাম হয়—ভাগীরথী। এই ভাগী-
 রথীই দক্ষিণসাগরে প্রবেশ করিয়াছেন।
 ভাগীরথীর সপ্ত ধারাই হিমবর্ষকে প্রাবিত
 করিয়া প্রবাহিত এবং উহারাই বিন্দুসর
 হইতে উদ্ভূত হইয়া সপ্ত শুভ নদীরূপে পরি-
 ণত। এই সকল নদী শৈলসহ কুহুর,
 রৌদ্র, বর্ষর, যবন, থস, পুলক, কুলখ ও
 অঙ্গলোক্য প্রভৃতি স্নেচ্ছপ্রায় দেশ সকল
 সর্বতোভাবে প্রাবিত করিয়া প্রবাহিত হই-
 য়াছে। গঙ্গা হিমবান্কে বিধা বিভক্ত
 করিয়া দক্ষিণার্ণবে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।
 চক্ষু নামী স্রোতোধারা চীন, অক, কালিক,

তুষারান বর্ষরাকারান পল্লবান পারদাহকান ॥
 এতান জনপদাংশচক্ষুঃ প্রাবয়িত্বোদধিঃ গতা ।
 দরদোজ্জ্বলশ্চৈব গাঙ্গারানোরসান কুহুন ॥
 শিবপোরানিস্রুমকান বসতান সমতেজসম্ ।
 সৈন্ধবান্নরসান বর্ষান কুগধান ভৌমরোমকান
 শুনামুখাংশোজ্জ্বলকান সিদ্ধুরেতান নিষেবতে ।
 গঙ্ঘরান কিম্বরানযকান রক্ষোবিদ্যাধরোরগান
 কলাপগ্রামকাংশৈব তথা কম্পুকযান নরান্ ।
 কিরাতাংশ পুলিন্দাংশ কুরান বৈ ভারতানপি ॥
 পাঞ্চালান কৌশিকান মৎস্তান মাগধাঙ্ক-

৫।

ব্রহ্মোত্তরাংশ বঙ্গাংশ তাম্রলিপ্তাংশত্বেব চ ॥
 এতান জনপদানার্থান গঙ্গা ভাবয়তে শুভা ।
 ততঃ প্রতিহতা বিদ্যে প্রবিষ্টা দক্ষিণোদধিম্ ॥
 ততঃ হ্লাদিনী পুণ্যা প্রাচীনাভিমুখা যযৌ ।
 প্রাবয়ন্ত্যপকাংশৈব নিষাদানপি সর্বশঃ ॥ ৫২
 ধীবরানুশিকাংশৈব তথা নীলমুখানপি ।
 কেকরানেককর্ণাংশ কিরাতানপি চৈব হি ॥ ৫৩
 কালঙ্গরান বিকর্ণাংশ কুশিকান স্বর্গভৌমকান ।

চুলক, তুষার, বর্ষর, পল্লব, পারদ, ও শক
 এই সকল জনপদ প্রাবিত করিয়া সাগরে
 সম্মিলিত হইয়াছে। সিদ্ধুনামী স্রোতোধারা
 দরদ, পূর্ধ্য, শুভ, গাঙ্গার, ওরস, কুহু, শিব-
 পোর, ইন্দ্রমক, বসতি, সৈন্ধব, উরস, বর্ষ,
 কুলখ, ভৌমরোমক, শুনামুখ, ও উজ্জ্বল এই
 সকল দেশ প্রাবিত করিতেছে। গঙ্গা,—
 গঙ্ঘর, কিম্বর, যক, রক্ষ, বিদ্যাধর, উরগ,
 কলাপগ্রামক, কম্পুকয, নর, কিরাত, পুলিন্দ,
 কুর, ভারত, পাঞ্চাল, কৌশিক, মাগধ,
 ব্রহ্মোত্তর, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত এই সকল আর্ধ্য
 জনপদ পবিত্র করিতেছেন এবং বিদ্যাচলে
 প্রতিহত হইয়া দক্ষিণ সাগরে গিয়া সম্মিলিত
 হইয়াছেন। ৩৪—৫১। পবিত্র হ্লাদিনী ধারা
 পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। এই ধারা—
 কূপক, নিষাদ, ধীবর, শবিক, নীলমুখ,
 কেকর, একবর্ণ, কিরাত, কালঙ্গর, বিকর্ণ,
 কুশিক, ও স্বর্গভৌমক, প্রভৃতি দেশ প্রাবিত

সা যমুনে সমুজ্জ্বলী তীরে কুন্ডা তু সর্কশঃ ॥ ৫৪
তন্তু নলিনী চাপি প্রাচীমেব দিশং যমৌ ।
কুপথান্ প্রাবয়ন্তী সা ইন্দ্রহায়সরাংস্তপি ॥ ৫৫
তথা খরপথান্ দেশান্ বেত্রশঙ্কুপথানপি ।
মধ্যেনোজ্জানকমক্ৰন্ কুথপ্রাবরণান্ যমৌ ॥ ৫৬
ইন্দ্রদ্বীপসমীপে তু প্রাবষ্টা লবণোদধিষ্ম ।
তন্তু পাবনী প্রায়ং প্রাচীমাশাং জবেন তু ।
তোমরান্ প্রাবয়ন্তী চ হংসমার্গান্ সমুহকান্ ।
পূর্বান্ দেশাংশ্চ সেবন্তী ভিষ্মা সা বহুধা গিরিষ্ম
কর্ণপ্রাবরণান্ প্রাপ্য গতা সাধমুখানপি ॥ ৫৮
সিঙ্কা পর্বতমেকং সা গতা বিদ্যাধরানপি ।
শৈমিমণ্ডলকোঠন্তু সা প্রবিষ্টা মহৎ সরঃ ॥ ৫৯
তাসাং নদ্র্যপনজ্যোহস্তাঃ শতশোহং সহস্রশঃ
উপগচ্ছন্তি তা নজো যতো বর্ষতি বাসবঃ ॥ ৬০
তীরে বংশৌকসারায়ঃ সুরভির্নাম তদ্বনম্ ।
হিরণ্যশৃঙ্গো বসতি বিদ্বান্ কোবেরকো বনী ॥

করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । নলিনী ধারা
প্রাচীদিকে প্রবাহিত । এই ধারা কুপথ,
ইন্দ্রহায় সরোবর, বেত্রশঙ্কুপথ, খরপথ, অরু,
উজ্জানক, ও কুথপ্রাবরণ প্রভৃতি দেশ
প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে । পরে ইন্দ্রদ্বীপ
সমীপে গিয়া লবণসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে ।
অনন্তর পাবনীধারা সবেগে প্রাচীদিকে
প্রস্থান করিয়াছে । তোমর, হংসমার্গ, ও
সমুহক প্রভৃতি জনপদ—এই ধারায় প্লাবিত
হইয়াছে । ইং পূর্ব দেশ সকল প্লাবিত
করিয়া—বহুধা গিরি ভেদ করিয়া কর্ণপ্রাবরণ
প্রভৃতি জনপদে উপস্থিত হইয়া অশ্বমুখাদি
জনপদে উপগত হইয়াছে । এই ধারাই
মেকপর্বত প্লাবিত করিয়া বিদ্যাধরাধুষিত
দেশসমূহে উপস্থিত হইয়া শৈমীমণ্ডলাখ্য
মহাসরোবর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে । উল্লি
খিত সপ্ত স্রোতোধারা হইতে অস্ফাট শত
শত সহস্র সহস্র নদী ও উপনদী প্রবাহিত
হইতেছে । বাসব সেই সকল নদী হইতেই
জল লইয়া বর্ষণ করেন । বংশৌকসারা নারী
নদীর তীরে সুরভি নামে এক বন আছে ;

যজ্ঞাদপেতঃ সুমহানমিতৌজাঃ সুবিক্রমঃ ।
তজাগটন্ত্যঃ পরিবৃতা বিষভির্ভক্ষরাকটৈঃ ॥ ৬২
কুবেরানুচর্য্য হেতে চরারন্তং সমাপ্রিতাঃ ।
এবমেব তু বিজ্ঞেয়া সিদ্ধিঃ পর্বতবাসিনাম্ ॥
পরস্পরেন দ্বিগুণা ধর্ম্মতঃ কামতোহর্বতঃ ।
হেমকূটস্ত পৃষ্ঠে তু সর্পাণাং তৎ সরঃ স্মৃতম্ ॥
সরস্বতী প্রভবতি তস্মাজ্যোতিস্বতী তু যা ।
অবগাঢ়ে হ্যভয়তঃ সমুজ্জৌ পূর্ব-পাশ্চমৌ ॥
সরো বিকুপদং নাম নিমগ্নে পর্বতোত্তমে ।
যস্মাদগ্রে প্রভবতি গন্ধর্বাঙ্কুলে চ তে ॥ ৬৬
মেরোঃ পার্শ্বাং প্রভবতি হ্রদশ্চ প্রভো মহান্
জম্বুশ্চৈব নদী পুণ্য যজ্ঞাং জাম্বুনদং স্মৃতম্ ॥
পয়োদন্ত হ্রদো নীলঃ স শুভঃ পুণ্ডরীকবান্ ।
পুণ্ডরীকাং পয়োদাচ্চ তস্মাদৈব স্প্রহ্মতাম্ ॥
সরসন্ত সরস্বতং স্মৃতমুত্তরমানসম্ ।

কুবেরানুচর বিদ্বান্ হিরণ্যশৃঙ্গ সেই বনে
বাস করেন । তিনি যজ্ঞ হইতে বিরত, অমিত্র-
প্রভাব ও সুবিক্রমশালী । এইরূপে চারিজন
কুবেরানুচর বিদ্বান্ ভক্ষরাঙ্কসগণে পরিবৃত্ত
হইয়া সেই পর্বত প্রদেশ আশ্রয় করিয়া
অবস্থিত । পর্বতবাসিগণের সিদ্ধি এইরূপেই
বিজ্ঞেয় । ধর্ম্ম, অর্থ ও কামানুসারে এ স্থানে
সিদ্ধিলাভ পরস্পর দ্বিগুণ । হেমকূট গিরির
পৃষ্ঠে সর্পগণের এক মহাসরোবর প্রতিষ্ঠিত
আছে । এই সরোবর হইতেই সরস্বতী ও
জ্যোতিস্বতী নদী প্রাহর্ভূত । এই উত্তর নদী
পূর্ব ও পশ্চিম দিকস্থিত উত্তর সমুদ্রে প্রবষ্ট
হইয়াছে । ৫২-৬৫ পর্বতশ্রেষ্ঠ নিমগ্নাচলে বিকু-
পাদ নামে এক সরোবর অগ্রেই প্রাহর্ভূত হয়
নাগ সরোবর ও বিকুপদ সরোবর এই উত্তর
সরোবরই গন্ধর্বগণের একান্ত অমুকুল ।
মেকর পার্শ্বদেশ হইতে চন্দ্রপ্রভ নামে এক
মহাহ্রদ এবং জম্বু নারী নদী প্রাহর্ভূত
হইয়াছে । এই নদীতেই জাম্বুনদ বর্ণ
প্রসিদ্ধ । পয়োদ ও পুণ্ডরীকবান্ নামে
হইলী শুভাবহ নীলহ্রদ প্রসিদ্ধ । উল্লিখিত
উত্তর হ্রদ হইতে আরও হইলী হ্রদ প্রাহর্ভূত

যুগ্যা চ যুগকান্তা চ তস্মাদ্বে সম্প্রসূতাম্ ।
 হ্রদাঃ কুরুষু বিখ্যাভাঃ পদ্মমীনকুলাকুলাঃ ।
 নাম্না ভে বৈজয়া নাম ছাদশোদধিসম্ভিতাঃ ॥ ৭০
 তেভ্যঃ শাস্তী চ মধ্বী চ যে নদয়ো সম্প্রসূতাম্
 কিম্পুকবাদ্যানি যান্ত্রষ্টৌ তেযু দেবো ন বৰ্ষতি
 উত্তিদ্ধাহ্ন্যদকান্তত্ব প্রবহন্তি সরিষরাঃ ।
 বলাহকচ ঋষভো চক্রো মৈনাক এব চ ॥ ৭২
 বিনিবিষ্টাঃ প্রতিদিশং নিয়গ্না লবণাধুধিম্ ।
 চন্দ্রকান্তস্তথা জ্যোৎ সূমহাংশ শিলোচ্চয়ঃ ॥ ৭৩
 উপসীয়াত উদীচ্যাস্ত অবগাঢ়া মহোদধিম্ ।
 চক্রো বধিরকশ্চৈব তথা নারদপৰ্বতঃ ॥ ৭৪
 প্রতীচীমায়তান্তে বৈ প্রতিষ্ঠান্তে মহোদধিম্ ।
 জৌমূতো জাবণশ্চৈব মৈনাকচন্দ্রপৰ্বতঃ ॥ ৭৫
 আয়তান্তে মহাশৈলাঃ সমুদ্রঃ দক্ষিণঃ প্রতি ।
 চক্র-মৈনাকযোৰ্বিধৌ দিবি সন্দক্ষিণাপথে ॥ ৭৬

হইয়াছে । পূর্বোক্ত সরোবর হইতে উত্তর-
 মানস নামে এক সরোবর সমুদ্ভূত হইয়া
 প্রসিদ্ধ হইয়াছে । সেই উত্তরমানস হইতে
 যুগ্যা ও যুগকান্তা নামে দুইটা হ্রদ উৎপন্ন
 হয় । বৈজয় নামে সাগরসম্ভিত ছাদশ
 হ্রদ পদ্ম ও মীনকুলে সমাকুল হইয়া কুরু-
 দেশে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে । সেই সকল
 হ্রদ হইতে শাস্তী ও মধ্বী নামে নদীদ্বয়
 উৎপন্ন হইয়াছে । কিম্পুকবাদি যে ত
 সরোবর আছে ; তাহাতে দেবতা বর্ষণ
 করেন না । এই সকল সরোবরে উত্তম
 উদক প্রবাহিত । বলাহক, ঋষভ, চক্র ও
 মৈনাক এই সকল পর্বত প্রত্যেক দিকেই
 নিবিষ্ট এবং লবণার্ণবে নিয়গ্ন । চন্দ্রকান্ত,
 জ্যোৎ ও সূমহান্ পর্বত—উত্তর দিকে মহো-
 দধি অবগাহন করিয়া অবস্থিত । চক্র, বধিরক
 ও নারদ পর্বত—ইহার প্রতীচীদিকে আয়ত
 হইয়া মহাৰ্ণবে প্রবিষ্ট হইয়াছে । জৌমূত,
 জাবণ, মৈনাক ও চন্দ্রগিরি—এই সকল মহা
 শৈল দক্ষিণদিকে আয়ত হইয়া দক্ষিণার্ণবে
 নিয়গ্ন । চক্র এবং মৈনাক পর্বতের মধ্য-

তত্ত্ব সংবর্তকো নাম সোহগ্নিঃ পিবতি তজ্জলম্
 অগ্নিঃ সমুদ্রবাসস্ত ঔর্কৌহসৌ বড়বামুখঃ ॥ ৭৭
 ইত্যেতে পর্বতা বিষ্টাশ্চন্দ্রারো লবণোদধিম্ ।
 ছিত্তমানেষু পক্ষেষু পুরা ইত্সস্ত বৈ ভয়াৎ ॥ ৭৮
 তেষাম্ দৃষ্টতে চন্দ্রে শুক্রে কৃষ্ণে সমাপ্তুতিঃ ।
 তে ভারতস্ত বর্ষস্ত ভেদা যেন প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥
 ইহোদিতস্ত দৃষ্টন্তে অস্ত্রে বৃষ্টত্ব চোদিতাঃ ।
 উত্তরোত্তরমেতেষাং বর্ষমুদ্রিচ্যতে শুভৈঃ ॥ ৮০
 আরোগ্যায়ুঃ প্রমাণাত্মাঃ ধর্ম্মতঃ কামতোহর্থতঃ
 সমধিতানি ভূতানি তেষু বর্ষেষু ভাগণঃ ॥ ৮১
 বসন্তি নানাজাতীনি তেষু সন্দেশু তানি বৈ ।
 ইত্যেতদ্ধারয়াধ্বনং পৃথ্বী জগদিদং স্থিতা ॥ ৮২
 ইতি শ্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে জম্বুদ্বীপবর্ণনঃ নামৈ
 কবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২১ ॥

ভাগে সম্বর্তন নামে এক অগ্নি আছে । ঐ
 অগ্নি সাগরজল পান করে । ঔর্ক, বড়বা-
 মুখ অগ্নিও সমুদ্রবাসী । পুরাকালে ইত্স
 পর্বতগণের পক্ষচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে
 তাঁহার ভয়ে পূর্বোক্ত চারিটা পর্বত আসিয়া
 সমুদ্রমধ্যে আশ্রয় লয় । শুক্রে ও কৃষ্ণপক্ষীয়
 তিথিবশেষে ঐ সকল পর্বতের সমাপ্তুতি
 দৃষ্টিগোচর হয় । ভারতবর্ষের ভেদ সকল
 এইস্থানে উহারাই কীৰ্ত্তিত হইল । বর্ষ
 সম্বন্ধীয় অস্ত্রান্ত ভেদ অস্ত্রত্ব উক্ত হইয়াছে ।
 আয়ু, আরোগ্য, প্রমাণ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম
 অনুসারে প্রাণিগণ সেই সেই বর্ষে বিভাগ-
 ক্রমে অবস্থিত । নানাজাতীয় প্রাণিগণ সেই
 সমুদয় বর্ষে বাস করিয়া থাকে । এইরূপে
 এই বিশ্ব সমস্ত বস্তু ধারণ করিয়া পৃথ্বী বা
 এই জগৎ আখ্যায় অবস্থিত । ৬৬—৮২ ।

একবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

শাকদ্বীপস্ত বক্ষ্যামি যথাবদিত্ব নিশ্চয়ম্ ।
কথ্যমানং নিবোধধ্বং শাকং দ্বীপং দ্বিজোত্তমাঃ
জম্বুদ্বীপস্ত বিস্তারাদ্বিগুণস্তস্ত বিস্তরঃ ।
বিস্তারাং ত্রিগুণশ্চাপি পরীণাহঃ সমস্ততঃ ॥২
তেনাবৃতঃ সমুদ্রোহয়ং দ্বীপেন লবণোদধিঃ ।
তত্র পুণ্যা জনপদা চিরাক্ষ ম্রিয়তে জনঃ ॥ ৩
কৃত এব চ হৃর্তিকং ক্রমাতেজোযুতেষিহ ।
তত্রাপি পর্বতাঃ শুভ্রাঃ সঠৈব মণিভূষিতাঃ ॥৪
শাকদ্বীপাদিসু ভেষু সপ্ত সপ্ত নগাশ্চিবু ।
ঋজায়তাঃ প্রতিদিশং নিবিষ্টা বর্ষপর্বতাঃ ॥ ৫
রত্নাকরাজিনামানঃ সান্নমস্তো মহাচিতাঃ ।
সমোদিতাঃ প্রতিদিশং দ্বীপবিস্তারমানতঃ ॥৬
উভয়দ্রাবগাঢ়ো চ লবণ-ক্ষীৰসাগরৌ ।

দ্বাবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ !
এক্কে শাকদ্বীপের বিবরণ বলিতেছি ;
আপনারা অবধারণ করুন । জম্বুদ্বীপের
• বিস্তার অপেক্ষা উহার বিস্তার ত্রিগুণ ।
চতুর্দিকের পরিমাণ বিস্তারের ত্রিগুণ । লবণ-
সাগর এই দ্বীপ দ্বারাই আবৃত । এই দ্বীপে
নানা পুণ্য জনপদ আছে ; এবং তত্রত্য
জনগণ দীর্ঘকাল জীবিত থাকে । অধি-
বাসীরা ক্রমা ও তেজোযুক্ত ; তাহাদিগের
মধ্যে হৃর্তিক কোথায় ? তথায় মণিভূষিত
সাতটি শুভ্র পর্বত আছে । শাকদ্বীপাবধি
তিনটি দ্বীপেই সাত সাতটি করিয়া পর্বত
বিদ্যমান । বর্ষপর্বতগুলি প্রতিদিকেই
সরল অথচ আয়তভাবে নিবিষ্ট । উহা-
দিগের প্রত্যেককেই রত্নাকরাদি নামে অভি-
হিত করা যায় । উহার প্রত্যেক মহা সান্ন-
সম্বিত, বিপুল বিস্তার-বিশিষ্ট, এবং দ্বীপের
বিস্তারানুপাতে প্রতিদিকে সমভাবে উন্নত ।
লবণ সাগর ও ইক্ষুরসোদ সাগর এই
দ্বীপের উভয় দিকে অবস্থিত । এই

শাকদ্বীপে তু বক্ষ্যামি সপ্ত দিব্যান্ মহাচলান্
দেবর্ষি-গন্ধর্ব্বযুতঃ প্রথমো মেরুচ্চ্যতে ।
প্রাগায়তঃ স সৌবর্ণ উদয়ো নাম পর্বতঃ ॥ ৮
তত্র মেঘাচ্চ বৃষ্ট্যর্থঃ প্রভবস্ত্যাপবাস্তি চ ।
তস্তাপরেণ সুমহান্ জলধারো মহাগিরিঃ ॥৯
স বৈ চন্দ্রঃ সমাখ্যাতঃ সর্কৌষধিসমবিতঃ ।
তস্মান্নিত্যমুপাদন্তে বাসবঃ পরমং জলম্ ॥ ১০
নারদো নাম চৈবোক্তো হৃগ্গণেশো মহাচিতঃ ।
তত্রাচলৌ সমুৎপন্নৌ পূর্বঃ নারদপর্বতো ॥১১
তস্তাপরেণ সুমহান্ শ্রামো নাম মহাগিরিঃ ।
যত্র শ্রামত্বমাপন্যাঃ প্রজাঃ পূর্বমিমাঃ কিল ॥১২
স এব হৃন্দুভির্নাম শ্রামপর্বতসন্নিভঃ ।
শব্দমৃত্যুঃ পুরা তস্মিন্ হৃন্দুভিস্তাড়িতঃ সুরৈঃ
ব্রহ্মমালাস্তরময়ঃ শাশ্বলশান্তরালকৃৎ ।
তস্তাপরেণ রজতো মহানস্তো গিরিঃ স্মৃতঃ ॥১৪

শাকদ্বীপে সাতটি দিব্য মহাচল বর্তমান ।
উহার প্রথমটির নাম মেরু । উহা দেব-ঋষি
ও গন্ধর্ব্ব-সমবিত এবং সুবর্ণময় । এই
মেরু গিরিই পূর্বদিকে আয়ত হইয়া
উদয়াচল নামে অভিহিত হয় । তথায়
মেঘগণ বৃষ্টি নিমিত্ত আবির্ভূত ও তিরোভূত
হইয়া থাকে । ইহার পর জলধারনামক
সুমহান্ গিরি । উহা সর্কৌষধি-সমবিত
এবং চন্দ্র নামে আখ্যাত । বাসব প্রতিদিন
সেই গিরি হইতেই উত্তম জল সংগ্রহ করেন ।
নারদনামে অতি বিস্তারশালী যে হৃগ্গণেশ
আছে, পুরাকালে তথায় নারদ ও পর্বত
নামে দুইটি অচল উৎপন্ন হইয়াছিল । ইহার
পর শ্রাম নামক মহাগিরি বিরাজিত ।
সেখানে এই সমস্ত প্রজাই পূর্বে শ্রামেই প্রাপ্ত
হইয়াছিল । হৃন্দুভি নামে সেই পর্বতেরই
অংশবিশেষ শ্রামপর্বতবৎ এক পর্বত আছে ।
পুরাকালে সুরগণ এই স্থানে—যাহার শব্দ
অবশেষেই মরণ হয় এমন একটি হৃন্দুভি স্থাপন-
পূর্বক তাড়িত করিয়াছিলেন । ১—১৩ ।
শাশ্বলাদি তিনটি দ্বীপের গিরিগণমধ্যে এই
গিরিবরই রত্নরাজিপরিপূর্ণ । ইহার পর

স বৈ সোমক ইত্যুক্তো দেবৈর্ষজামৃতং পুরা
সম্ভূতঞ্চ হৃতকৈব মাতুরর্থে গুরুভ্রাতা ॥ ১৫
তস্তাপরে চাধিকেষুঃ সূমনাশ্চৈব স স্মৃতঃ ।
হিরণ্যাক্ষো বরাহেণ তস্মিহৈলে নিস্তুদিতঃ ॥
আধিকেষুঃ পরো রম্যঃ সর্বৌষধিনিবেদিতঃ
বিভ্রাজন্ত সমাখ্যাতঃ ক্ষাটিকাচল মহান গিরিঃ ॥
যস্মাৎবিভ্রাজতে বহ্নির্বিভ্রাজন্তেন স স্মৃতঃ ।
শৈবেহ কেশবেত্যুক্তো যতো বায়ুঃ প্রবাতি চ ॥
তেষাং বর্ষাণি বক্ষ্যামি পর্বতানাং দ্বিজোত্তমাঃ
পুণ্ড্রাঃ নামতস্তানি যথাবদনুপূর্বশঃ ॥ ১৬
দ্বিনামান্তেব বর্ষাণি যথৈব গিরয়স্তথা ।
উদয়স্তোদয়ঃ বর্ষঃ জলধারোতি বিশ্বতম্ ॥ ২০
নারা গতভয়ঃ নাম বর্ষঃ তৎ প্রথমং স্মৃতম্ ।
দ্বিতীয়ঃ জলধারস্ত সূকুমারমিতি স্মৃতম্ ॥ ২১
তদেব শৈশিরঃ নাম বর্ষঃ তৎ পরিকীর্তিতম্ ।
নারদস্ত চ কোমারঃ তদেব চ সুখোদয়ম্ ॥ ২২

রজতময় মহান অন্তর্গিরি । উহাকে সোমক
বলে । পুরাকালে দেবগণ এই স্থানে অমৃত
স্থাপন করেন এবং গুরুভ্রাতা মাতার দাস্ত
মোচনার্থ এই স্থান হইতেই সেই অমৃত আহরণ
করিয়াছিলেন । ইহার পর আধিকেষু গিরি ।
এই গিরি সূমনা নামেও কীর্তিত ।
এই শৈলে বরাহদেব কর্তৃক দৈত্যরাজ
হিরণ্যাক্ষ নিহত হইয়াছিল । আধিকেষুর
পর বিভ্রাজ নামক সর্বৌষধিসম্বিত, রম্য
মহান ক্ষাটিকাচল । উহা হইতে বহ্নি বিভ্রা-
জিত অর্থাৎ বর্জিত হয়, এ জন্ত উহাকে
বিভ্রাজ বলা যায় । ইহাকেই কেশবাচল
বলে এবং ইহা হইতেই বায়ু প্রবাহিত হইয়া
থাকে । হে দ্বিজোত্তমগণ ! এই সকল
পর্বতের বর্ষসমূহের নামনিচয় কহিতেছি ।
আপনারা যথাক্রমে শ্রবণ করুন । পর্বত-
সমূহের স্তায় বর্ষগুলিরও হুই হুইটী নাম
আছে । উদয়াচলের বর্ষের নাম উদয় ও
জলধার । এই বর্ষই গতভয় আপ্যায় অভি-
হিত । ইহা প্রথম বর্ষ । জলধার গিরির বর্ষের
নাম সূকুমার । ইহাকেই শৈশির বর্ষ বলে ।

শ্রামপর্বতবর্ষঃ তদনীচকমিতি স্মৃতম্ ।
আনন্দকমিতি প্রোক্তঃ তদেব মুনিভিঃ শুভম্
সোমকস্ত শুভঃ বর্ষঃ বিজ্ঞেয়ঃ কুসুমোৎকরম্ ।
তদেবাসিতমিত্যুক্তঃ বর্ষঃ শোমকসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৪
আধিকেষুঃ মৈনাকঃ ক্ষেমককৈব তৎ স্মৃতম্ ।
তদেব ঋষমিত্যুক্তঃ বর্ষঃ বিভ্রাজসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৫
দ্বীপস্ত পরিণাহক হৃৎ-দীর্ঘস্বমেব চ ।
জম্বুদ্বীপেন সংখ্যাতঃ তন্ত মধ্যো বনস্পতিম্ ॥
শাকো নাম মহাবৃক্ষঃ প্রজাস্তস্ত মহাবৃগাঃ ।
এতেষু দেব-গন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারুণৈঃ ॥ ২৭
বিহরন্তি রমন্তে চ দৃষ্টমানাশ্চ তৈঃ সহ ।
তত্র পুণ্য জনপদাশ্চাতুর্দশ্যসমধিতাঃ ॥ ২৮
তেষু নদ্যাশ্চ সপ্তৈব প্রতিধ্বং সমুদ্রগাঃ ।
দ্বিনায়া চৈব তাঃ সর্বাঃ গঙ্গা সপ্তবিধা স্মৃতা ॥
প্রথমা সূকুমারীতি গঙ্গা শিবজলা শুভা ।
মুনিভৃতা চ নারৈষা নদী সম্পারিকীর্তিতা ॥ ৩০

নারদগিরির বর্ষের নাম কোমার । ইহার
অপর নাম সুখোদয় । শ্রাম পর্বতের বর্ষের
নাম অনীচক । ইহাকে মুনিগণ আনন্দক
নামেও অভিহিত করেন । সোমক শৈলের
বর্ষ কুসুমোৎকর নামে বিজ্ঞেয় । উহাকে
অসিতও বলে । আধিকেষুর বর্ষ মৈনাক ।
ইহা ক্ষেমক নামেও উক্ত হয় । বিভ্রাজ
পর্বতের বর্ষের নাম বিভ্রাজ । ইহাকে
ঋষও বলে । উহার মধ্যে জম্বুদ্বীপের সম-
পরিমাণ এক সূমহান শাক নামক বৃক্ষ
বিদ্যমান । প্রজাগণ সতত উহার অন্নগত ।
এই সকল পর্বতে দেব-গন্ধর্ব-সিদ্ধ ও চারুণ-
গণ নিরন্তর বিহরণপূর্বক আনন্দান্বতব করে ।
ইহাতে এই সকল পর্বতের সমধিক শোভা
দৃষ্ট হয় । উহাতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ সমধিত
নানা পুণ্য জনপদ বিদ্যমান । ১৪—২৮ ।
প্রতি পর্বতেই সাতটি করিয়া সমুদ্রগামিনী
নদী আছে । উহাদিগের সকলেরই হুই হুইটী
নাম ; তন্মধ্যে গঙ্গা সপ্তবিধা । প্রথমা গঙ্গা
সূকুমারী । ইহা উত্তম জলসম্পন্ন এবং শুভ-
দায়িকা । ইহার দ্বিতীয় নাম মুনিভৃতা ।

সুকুমারীতপঃসিদ্ধা দ্বিতীয়া নামতঃ সতী ।
 নন্দা চ পাবনৌ চৈব তৃতীয়া পরিকীর্তিতা ॥ ৩১
 সেবিকা চ চতুর্থী সাদৃশ্যবিধা চ পুনঃ স্মৃতা ।
 ইন্দুশ্চ পঞ্চমী জ্যেষ্ঠা তথৈব চ পুনঃ কুহুঃ ॥ ৩২
 বেণুকা চামৃতট্টেব ষষ্ঠী সম্পরিকীর্তিতা ।
 সুরুতা চ গভস্তী চ সপ্তমী পরিকীর্তিতা ॥ ৩৩
 এতাঃ সপ্ত মহাভাগাঃ প্রতিবর্ষং শিবোদকাঃ
 ভাবয়ন্তি জনং সর্বং শাকদ্বীপনিবাসিনম্ ॥ ৩৪
 অভিজচ্ছন্তি তাস্মাস্তা নদ-নন্তঃ সরাসি চ ।
 বহুদকপরিপ্লাবা যতো বর্ধতি বাসবঃ ॥ ৩৫
 তাস্মাস্ত নামধেয়ানি পরিমাণং তথৈব চ ।
 ন শক্যং পরিসংখ্যাতুং পুণ্যাস্তাঃ সরিহস্তমাঃ ॥
 তাঃ পিবন্তি সনা হৃষ্টা নদীর্জনপদাস্ত তে ।
 এতে শান্তভয়াঃ প্রোক্তাঃ প্রমোদা যে চ বৈ
 শিবাঃ ॥ ৩৭
 আনন্দাশ্চ সুখাশ্চৈব ক্ষেমকশ্চ নবৈঃ সহ ।
 বর্ণাশ্রমাচারযুতা দেশান্তে সপ্ত বিজ্ঞতাঃ ॥ ৩৮
 আরোগ্যা বলিনশ্চৈব সর্বৈ মরণবর্জিতাঃ ।
 অবসর্পিণী ন তেষান্তি তথৈবোৎসর্পিণী পুনঃ ॥

দ্বিতীয় সুকুমারীতপঃসিদ্ধা এবং সতী । তৃতীয়
 নন্দা ও পাবনৌ নামে খ্যাতা । চতুর্থ গন্ধার
 নাম শিবিকা ও স্মৃতা, পঞ্চম ইন্দু ও কুহু । ষষ্ঠ
 বেণুকা ও অমৃত । সপ্তম সুরুতা ও গভস্তী ।
 এই প্রতিবর্ষপ্রবাহিতা সপ্ত মহানদী পবিত্র
 জলসম্পন্ন । ইহারা শাকদ্বীপবাসী জন-
 গণের মঙ্গল বিধান করেন । সেখানে বাসব
 যে জল বর্ষণ করেন, তাহা নদ-নদী-সরোবরা-
 কারে উহাদিগের চতুর্দিকে বর্তমান । অস্তান্ত
 পুণ্যকর নদ-নদী সকলের নাম-পরিমাণ
 নির্দেশ করা সাধ্যায়ত্ত নহে । তদ্রূপ অধি-
 বাসীরা সেই সকল নদীজল হৃষ্টমনে পান
 করিয়া থাকে । শান্তভয়, প্রমোদ, শিব,
 আনন্দ, সুখ, ক্ষেমক, নব,—এই সাতটি
 বর্ণাশ্রমাচার-সম্বিত বিখ্যাত জনপদ তথায়
 বর্তমান । তথাকার অধিবাসীরা রোগ-
 হীন, বলবান, এবং মরণশূন্য । উহা-
 দিগের মধ্যে উৎসর্পিণী বা অবসর্পিণী প্রবৃত্তি

ন তজ্জালি যুগাবস্থা চতুর্য়ুগকৃতা কচিৎ ।
 ত্রেতাযুগসমঃ কালস্তথা তত্র প্রবর্ততে ॥ ৪০
 শাকদ্বীপাদিসু জ্যেষ্ঠঃ পঞ্চম্যেতেষু সর্বশঃ ।
 দেশস্ত তু বিচারেণ কালঃ স্বাভাবিকঃ স্মৃতঃ ॥
 ন তেষু সঙ্করঃ কশ্চিৎপাশ্রমকৃতঃ কচিৎ ।
 ধর্ম্যস্ত চাব্যভীচারাদেকান্তস্থখিনঃ প্রজাঃ ॥ ৪১
 ন তেষু মায়ী লোভো বা ঈর্ষ্যান্ধ্রা ভয়ং কৃতঃ
 বিপর্যয়ো ন তেষান্তি তথৈ স্বাভাবিকঃ স্মৃতম্
 কালো নৈব চ তেষান্তি ন দণ্ডো ন চ দাণ্ডিকঃ
 স্বধর্ম্মেণ চ ধর্ম্মজ্ঞান্তে রক্ষন্তি পরস্পরম্ ॥ ৪২
 পরিমণ্ডলস্ত সূমহান্ দ্বীপো বৈ কুশসংজ্ঞকঃ ।
 নদীজলৈঃ পরিবৃতঃ সর্বতৈশ্চাত্তসন্নিতৈঃ ॥ ৪৩
 সর্বথাভূবিচিহ্নৈশ্চ মণি-বিজ্রমভূষিতৈঃ ।
 অস্ত্রৈশ্চ বিবিধাকারে রম্যৈর্জনপদৈস্তথা ॥ ৪৪
 বৃক্ষৈঃ পুষ্পফলোপেতৈঃ সর্বতো ধনধান্তবান্
 নিত্যং পুষ্পফলোপেতঃ সর্বরত্নসমাবৃতঃ ॥ ৪৫
 আবৃতঃ পশুভিঃ সর্ষপৈর্গাম্যৈর্গোশ্চ সর্বশঃ ।

নাই । সেখানে যুগচতুষ্টিয়কৃত অবস্থাতেদও
 দৃষ্ট হয় না । সর্বদাই ত্রেতাযুগসম কাল
 বিরাজমান । দেশের গুণদোষ বিচারাসু-
 সারেই শাকদ্বীপাদি পাঁচটি দ্বীপে এইরূপ
 স্বাভাবিক কাল প্রবর্তিত আছে । সেখানে
 বর্ণাশ্রমঘটিত সঙ্করতা নাই । ধর্ম্মের
 ব্যাভিচার নাই বলিয়া প্রজাগণ পরম
 সুখী । প্রভারণা, লোভ, ঈর্ষ্যা, অন্ধ্রা,
 ভয়, বিপর্যয় কিছুই নাই । উহার স্বাভা-
 বিক অবস্থাই এইরূপ । তথায় দণ্ড বা
 দণ্ডদাতা নাই । তদ্রূপ ধর্ম্মজ্ঞ জনগণ
 ধর্ম্মার্থ প্রভাবেই পরস্পর সেই দেশ রক্ষা
 করিতেছে ৷ ২২—৪৪ ৷ কুশদ্বীপের মণ্ডল-
 পরিমাণ সূমহান্ । উহা নানা নদী, জলাশয়
 ও মেঘাকার গিরিসমূহে সমাচ্ছন্ন । সে
 সকল গিরি সর্বথাভূবিচিহ্ন, মণিবিজ্রম-
 ভূষিত ও বিবিধাকার রম্য জনপদে সমাবৃত ।
 তদ্রূপ বৃক্ষ সকল নিয়ত পুষ্প-ফলোপেত
 ও সর্বরত্নসংযুক্ত । ঐ দ্বীপে নানাবিধ গাম্য
 ও আরণ্য পশুসমূহ বর্তমান । আপনারা

অহুপূৰ্ণ্যাস্য সমাসেন কুশদ্বীপং নিবোধত ॥ ৪৮
 অথ তৃতীয়ঃ বক্ষ্যামি কুশদ্বীপঞ্চ কুৎসনশঃ ।
 কুশদ্বীপেন কীরোদঃ সৰ্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪৯
 শাকদ্বীপস্ত বিস্তারো দ্বিগুণেন সমধিতঃ ।
 তত্রাপি পৰ্বতাঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া রত্নমোনয়ঃ ॥ ৫০
 রত্নাকরাস্থা নভস্তেষাং নামানি মে শৃণু ।
 দ্বিনামানন্ত তে সৰ্বে শাকদ্বীপে যথা তথা ॥ ৫১
 প্রথমঃ সূৰ্য্যসঙ্কাশঃ কুমুদো নাম পৰ্বতঃ ।
 বিজ্ঞমোক্শয় ইত্যুক্তঃ স এব চ মহৌধরঃ ॥ ৫২
 সৰ্ব্বধাতুময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ শিলাজালসমধিতৈঃ ।
 দ্বিতীয়ঃ পৰ্বতস্তত্র উন্নতো নাম বিজ্ঞতঃ ॥ ৫৩
 হেমপৰ্বত ইত্যুক্তঃ স এব চ মহৌধরঃ ।
 হরিতালময়ৈঃ শৃঙ্গৈরীপমাবৃত্য সৰ্ব্বশঃ ॥ ৫৪
 বলাহকতৃতীয়স্ত জাত্যঙ্গনময়ো গিরিঃ ।
 দ্ব্যতিমান নামতঃ প্রোক্তঃ স এব চ মহৌধরঃ ॥
 চতুর্থঃ পৰ্বতো দ্রোণো যজ্ঞৌষধ্যো মহাগিরৌ ।
 বিশল্যকরগী চৈব মৃতসঞ্জীবনী তথা ॥ ৫৬

সংক্ষেপে অহুপূৰ্ণ্যাক্রমে কুশদ্বীপের বিবরণ
 প্রবণ করুন। আমি তৃতীয় দ্বীপ—কুশদ্বীপের
 সম্যক-বিবরণ বলিতেছি। কুশদ্বীপ দ্বারা
 কীরোদ সাগর সম্পূর্ণ আবৃত। ইহা শাক-
 দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমাণ-বিশিষ্ট। উহাতেও
 সাতটি রত্নপৰ্বত আছে। তৎকার
 নদী সকল রত্নরাজির আকর। তাহাদিগের
 নাম শ্রবণ করুন। শাকদ্বীপের নদী সক-
 লের স্তায় ইহারাও সকলেই দুই দুইটি
 নাম-বিশিষ্ট। প্রথম পৰ্বতের নাম কুমুদ।
 ইহা সূৰ্য্যসম দীপ্তিমান। উহাকেই
 বিজ্ঞমাকর নামে অভিহিত করা যায়।
 দ্বিতীয় পৰ্বতের নাম উন্নত। ইহা সৰ্ব-
 ধাতুময় শৃঙ্গময় এবং শিলাজালসমধিত।
 ইহার অপর নাম হেমপৰ্বত। তৃতীয়
 পৰ্বতের নাম বলাহক। ইহা নীলাঙ্গনময়।
 ইহার শৃঙ্গসমূহ যেন সেই দ্বীপকে আবরণ
 করিয়াই বিরাজমান রহিয়াছে। ইহার
 অপর নাম দ্ব্যতিমান। চতুর্থ পৰ্বতের নাম
 দ্রোণ। ইহাতেই বিশল্যকরগী ও মৃত-

পুষ্পবান্ নাম সৈবোক্তঃ পৰ্বতঃ সূর্য্যহাতিতঃ ।
 কক্কত পঞ্চমস্তেষাং পৰ্বতো নাম সারবান্ ॥ ৫৭
 কুশেশয় ইতি প্রোক্তঃ পুনঃ স পৃথিবীধরঃ ।
 দিব্যপুষ্পকলোপেতো দিব্যবীক্ৰমসমধিতঃ ॥ ৫৮
 ষষ্ঠস্ত পৰ্বতস্তত্র মহিষো মেঘসন্নিভঃ ।
 স এব তু পুনঃ প্রোক্তো হরিরিত্যভিবিজ্ঞতঃ ।
 তস্মিন্ সোহগ্নিনিবসতি মহিষো নাম
 যোহপ্পূজঃ ।
 সপ্তমঃ পৰ্বতস্তত্র ককুদ্যান্-স হি ভাষতে ॥ ৬০
 মন্দরঃ সৈব বিজ্ঞেয়ঃ সৰ্ব্বধাতুময়ঃ শুভঃ ।
 মন্দ ইত্যেয যো ধাতুরপামর্থে প্রকাশকঃ ॥ ৬১
 অপাং বিদারণাচ্চৈব মন্দরঃ স নিগদ্যতে ।
 তত্র রত্নাঙ্গনেকানি স্বয়ং রক্ষতি বাসবঃ ॥ ৬২
 প্রজাপতিমুপাদায় প্রজাত্যো বিদধৎ স্বয়ম্ ।
 তেষামন্তরবিদ্যন্তো দ্বিগুণং সমুদাহৃতঃ ॥ ৬৩
 ইত্যেতে পৰ্বতাঃ সপ্ত কুশদ্বীপে প্রভাষিতাঃ ।
 তেষাং বর্ষণি বক্ষ্যামি সপ্তৈব তু বিভাগশঃ ॥

সঞ্জীবনী নাম্নী বিখ্যাত মহৌষধি বর্তমান।
 এই অতিশয় বিস্তারশালী শৈলরাজের
 অপর নাম পুষ্পবান্। পঞ্চম পৰ্বতের নাম
 কক্ক। ইহা অতীব সারবান্, দিব্য পুষ্প-
 ফলযুত এবং দিব্য লতাজালে সমধিত। ষষ্ঠ
 পৰ্বতের নাম মহিষ। ইহা মেঘসম কাঙ্ক্ষি-
 মান। উহারই নামান্তর হরি। মহিষ
 নামক জলজাত অগ্নি সেই পৰ্বতেই বাস
 করেন। সপ্তম পৰ্বতের নাম ককুদ্যান্।
 উহার অপর নাম মন্দর। উহা সৰ্ব-
 ধাতুময় ও অতীব শুভদায়ক। মন্দ ধাতু,
 জল-অর্থ প্রকাশ করে। জলরাশি প্রকাশ
 করে বলিয়া মন্দর নামে উহার উল্লেখ হইয়া
 থাকে। সেখানে বাসব স্বয়ং প্রজাপতি
 সহ অবস্থানপূর্বক প্রজাবর্গের হিতবিধান সহ-
 কারে অনেকবিধ রত্ন রক্ষা করিয়া থাকেন।
 ঐ সকল শৈলের অন্তর বিদ্যন্ত দ্বিগুণ
 বলিয়া উল্লিখিত হয়। কুশদ্বীপে এই সাতটি
 পৰ্বতের কথা বলিলাম। এক্ষণে ইহাদিগের
 সাতটি বর্ষের বিবরণ কহিতেছি। কুমুদ

কুম্ভদন্ত স্মৃতঃ খেত উন্নতশ্চৈব স স্মৃতঃ ।
উন্নতস্ত তু বিজ্ঞেয়ঃ বর্ষঃ লোহিতসংজ্ঞকম্ ॥
বেণুমণ্ডলকঞ্চৈব তথৈব পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।
বলাহকস্ত জীমূতঃ শ্বৈরখাকারমিত্যপি ॥ ৬৬
দ্রোণস্ত হরিকঃ নাম লবণঞ্চ পুনঃ স্মৃতম্ ।
কঙ্কস্তাপি ককুন্মম ধৃতিম্ভৈব তৎ স্মৃতম্ ॥ ৬৭
মহিষঃ মহিষস্তাপি পুনশ্চাপি প্রভাকরম্ ।
ককুন্নিমন্ত তদ্বর্ষঃ কপিলঃ নাম বিজ্ঞতম্ ॥ ৬৮
এতান্তপি বিশিষ্টানি সপ্ত সপ্ত পৃথক্ পৃথক্ ।
বর্ষানি পর্ষতাশ্চৈব নদীস্তেষু নিবোধত ॥ ৬৯
তত্রাপি নদ্যঃ সপ্তৈব প্রতিবর্ষং হি তাঃ স্মৃতাঃ
স্বিনামবত্যস্তাঃ সর্ষাঃ সর্ষাঃ পুণ্যজলাঃ স্মৃতাঃ ॥
ধৃতপাপা নদী নাম যোনিশ্চৈব পুনঃ স্মৃতা ।
সীতা দ্বিতীয়া বিজ্ঞেয়া সা চৈব হি নিশা স্মৃতা ।
পবিজ্ঞা তৃতীয়া জ্ঞেয়া বিতৃষ্ণাপি চ যা পুনঃ ।
চতুর্থী হ্লাদিনী তু্যক্তা চন্দ্রমাসীতি চ স্মৃতা ॥
বিতৃষ্ণ পঞ্চমী প্রোক্তা শুক্রা চৈব বিভাব্যতে
পুণ্ড্রা ষষ্ঠী তু বিজ্ঞেয়া পুনশ্চৈব বিভাবতী ॥

পর্ষতের বর্ষের নাম শ্বেত ; ইহারই নামাস্তর উন্নত । উন্নত পর্ষতের বর্ষের নাম লোহিত । ইহার অপর নাম বেণুমণ্ডলক । বলাহক পর্ষতের বর্ষের নাম জীমূত ; ইহার নামাস্তর শ্বৈরখাকার । দ্রোণ গিরির বর্ষের নাম হরিক । ইহার অপর নাম লবণ । কঙ্ক পর্ষতের বর্ষের নাম ককুৎ । ইহার নামাস্তর ধৃতিমৎ । মহিষ গিরির বর্ষের নাম মহিষ । ইহার অস্ত নাম প্রভাকর । ককুন্নিপর্ষতের বর্ষের নাম কাপিল । কুশদ্বীপে পূর্বোক্ত সাতটি পর্ষত ও নিম্নোক্ত সাতটি নদীই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ । অতঃপর তত্রত্য নদী সকলের বিবরণ অবধান করুন ১৪৫-৬৯। সেখানে প্রত্যেক বর্ষে এক একটি করিয়া সমুদ্রে সাতটি নদী বিজ্ঞমান । উহাদিগের সকলেই পুণ্যজলশালিনী, প্রথম ধৃতপাপা ও যোনি, দ্বিতীয় সীতা ও নিশা, তৃতীয় পবিজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা, চতুর্থ হ্লাদিনী ও চন্দ্রভা, পঞ্চম বিতৃষ্ণ ও শুক্রা, ষষ্ঠ পুণ্ড্রা ও বিভাবতী,

মহতী সপ্তমী প্রোক্তা পুনশ্চৈবা গুহ্যঃ স্মৃতা ।
অস্তান্তান্তোহপি সজ্জাতাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ
অভিগচ্ছন্তি তা নদ্যা যতো বর্ষতি বাসকঃ ।
ইত্যেব সন্নিবেশো বঃ কুশদ্বীপস্ত বর্ণিতঃ ॥ ৭৫
শাকদ্বীপেন বিস্তারঃ প্রোক্তস্তস্ত সনাতনঃ ।
কুশদ্বীপঃ সমুদ্রেণ স্ত্যতমগোদকেন চ ॥ ৭৬
সর্ব্বতঃ সুমহান্ দ্বীপশ্চন্দ্রবৎ পরিবেষ্টিতঃ ।
বিস্তারায়ণলাভেব কীরোদাদ্বিগুণো মতঃ ॥ ৭৭
ততঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ক্রৌঞ্চদ্বীপং যথা তথা ।
কুশদ্বীপস্ত বিস্তারাদ্বিগুণস্তস্ত বিস্তারঃ ॥ ৭৮
স্বতোদকঃ সমুদ্রো বৈ ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সংবৃতঃ ।
চক্রনেমিপ্রমাণেন যতো বৃন্তেন সর্ব্বশঃ ॥ ৭৯
তস্মিন দ্বীপে নরাঃ শ্রেষ্ঠা দেবনো গিরিকচ্যভে
দেবনাং পরতশ্চাপি গোবিন্দো নাম পর্ষতঃ ॥
গোবিন্দাং পরতশ্চাপি ক্রৌঞ্চ প্রথমো গিরিঃ
ক্রৌঞ্চাং পরে পাবনকঃ পাবনাদঙ্ককারকঃ ॥ ৮১
অঙ্ককারাং পরে চাপি দেবাবুগ্রাম পর্ষতঃ ।
দেবাবুতঃ পরেণাপি পুণ্ডরীকো মহান্ গিরিঃ ॥

সপ্তম মহতী ও ধৃতি । এই সাতটি নদী হইতে শত সহস্র নদী উৎপন্ন হইয়াছে । বাসব যে স্থান হইতে বর্ষণ করেন সেই নদী সকল সেই দিকেই প্রবাহিত । আপনাদের নিকট এই কুশদ্বীপের বিবরণ বর্ণন করিলাম । শাকদ্বীপের পরিমাণ দ্বারাই উহার পরিমাণ বলা হইয়াছে । অর্থাৎ কুশদ্বীপের পরিমাণ শাকদ্বীপের বিস্তারের দ্বিগুণ । পূর্ণচন্দ্রবৎ সুমহান্ কুশদ্বীপ স্বতমগোদক সাগরদ্বারা পরিবেষ্টিত । ইহার মণ্ডলবিস্তার কীরোদ সাগরের দ্বিগুণ । ৭০—৭৭। অতঃপর ক্রৌঞ্চদ্বীপের কথা বলিতেছি । কুশদ্বীপের বিস্তারাপেক্ষা ইহার বিস্তার দ্বিগুণ । স্বতোদক সমুদ্র ক্রৌঞ্চদ্বীপ দ্বারা চক্রবৎ বৃত্তাকারে সমাবৃত । তত্রত্য মানবগণ সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ । ক্রৌঞ্চদ্বীপে দেবন, গোবিন্দ, ক্রৌঞ্চ, পাবনক, অঙ্ককারক, দেবাবুৎ ও পুণ্ডরীক এই সাতটি রত্নগিরি

এতে রত্নময়াঃ সপ্ত ক্রৌঞ্চদ্বীপস্ত পৰ্বতাঃ ।
 পরম্পরস্ত দ্বিগুণো বিকস্তো বর্ষপৰ্বতঃ ॥ ৮০
 বৰ্ণাণি তস্ত বক্ষ্যামি নামতস্ত নিবোধত ।
 ক্রৌঞ্চস্ত কুশলো দেশো বামনস্ত মনোহরুগঃ
 মনোহরুগাং পরে চোকত্বতীয়োহপি স উচ্যতে
 উক্যং পরে পাবনকঃ পাবনাদঙ্ককারকঃ ॥ ৮৫
 অঙ্ককারকদেশাৎ তু মুনিদেশস্তথাপরঃ
 মুনিদেশাৎ পরে চাপি প্রোচ্যতে তুন্দুভিস্বনঃ
 সিদ্ধ-চারণসঙ্কীর্ণো গৌরপ্রায়ঃ শুচির্জনঃ ।
 ক্ষতান্তজৈব নদ্যস্ত প্রতিবর্ষং গতাঃ শুভাঃ ॥ ৮৭
 গোরা কুমুদতী চৈব সত্যা রাজির্মনোজবা ।
 খ্যাতি চ পুণ্ডরীকা চ গঙ্গা সপ্তবিধা স্মৃতা ৮৮
 তাঙ্গাঃ সহস্রশচাত্তা নদ্যঃ পার্শ্বসমীপগাঃ ।
 অভিগচ্ছন্তি তা নদ্যা বহলাশ্চ বহুদকাঃ ॥ ৮৯
 তেষাং নিসর্গো দেশানামানুপূৰ্বেণ সর্বশঃ ।
 ন শক্যো বিস্তরাদ্ভক্ষুর্মপি বর্ষশতৈরপি ॥ ৯০
 সর্গো যশ্চ প্রজানাস্ত সংহারো যশ্চ তেষু বৈ ।
 অত উক্কং প্রবক্ষ্যামি শাশ্বলস্ত নিবোধত ॥ ৯১

বিস্তারিত । এই বর্ষগিরিগণের বিস্তৃতপরিমাণ
 পরম্পরের দ্বিগুণ । এক্ষণে বর্ষগণের
 নাম শ্রবণ করুন ! ক্রৌঞ্চদ্বীপের বর্ষ কুশল,
 বামনের মনোহরুগ । ইহার পর উক্ক, তৎপর
 পাবনক, অতঃপর অঙ্ককারক, অনন্তর মুনি-
 দেশ । ইহার পর তুন্দুভিস্বন । ইহা গৌর
 প্রায় এবং সিদ্ধচারণে সমাকীর্ণ । সুখজন-
 গণ এইস্থানে অবস্থান করেন । প্রত্যেক বর্ষে
 এক একটা অমলজলশালিনী নদী বিজ্ঞমান ।
 উহাদিগের নাম যথা—গোরা, কুমুদতী,
 সত্যা, রাজি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীকা ।
 এই সপ্তগঙ্গা হইতে আরও শত সহস্র
 সরিৎ ইত্যন্ততঃ প্রবাহিত হইয়াছে । যে
 যে স্থান পর্য্যন্ত প্রজাগণের সৃষ্টি ও সংহার
 কার্য চলিতেছে, সেই সকল দেশের
 বর্তমান যথায়থ অবস্থা শতবর্ষেও বিস্তার
 ক্রমে বর্ণন করা যায় না । অতঃপর
 শাশ্বলদ্বীপের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।

শাশ্বলো দ্বিগুণো দ্বীপঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপস্ত বিস্তরাৎ
 পরিবার্য্য সমুদ্রস্ত দধিমণ্ডোদকং স্থিতম্ ॥ ৯২
 তত্র পুণ্য জনপদাশ্চিরাচ্চ ত্রিযতে জনঃ ।
 কৃত এব তু হৃর্তিকং কমাতেজোযুতা হি তে ।
 প্রথমঃ সূর্যাসঙ্কাশঃ সূমনা নাম পৰ্বতঃ ।
 পীতস্ত মধ্যমশ্যাসীৎ ততঃ কুন্ডময়ো গিরিঃ ॥ ৯৫
 নান্না সর্বসুখো নাম দিব্যোষধিসমম্বিতঃ ।
 তৃতীয়শ্চৈব সৌবর্ণো ভৃঙ্গপত্রনিভো গিরিঃ ॥ ৯৬
 সূমহান রহিতো নাম দিব্যো গিরিবরো হি সঃ
 সূমনাঃ কুশলো দেশঃ সুখোদকঃ সুখোদয়ঃ ।
 রোহিতো যত্নতীক্ষ্ণ রোহিণো নাম বিকৃতঃ ।
 তত্র রত্নান্তনেকানি স্বয়ং রক্ষতি বাসবঃ ॥ ৯৭
 প্রজাপতিমুপ দায় প্রসন্নো বিদধৎ স্বয়ম্ ।
 ন তত্র মেঘা বর্ষন্তি শীতোষ্ণকং ন তদ্বিধম্ ॥ ৯৮
 বর্ণাশ্রমাণাং বার্তা বা ত্রিষু দ্বীপেষু বিদ্যতে ।
 ন গ্রহো নচ চন্দ্রোহস্তি ঈর্ষ্যানুশা ভয়ং তথা ॥
 উদ্ভিদান্নাদকান্তত্র গিরিপ্রসবণানি চ ।

ক্রৌঞ্চ দ্বীপাশেচ্চ ইহার বিস্তার পরিমাণ
 দ্বিগুণ ইহা দধিমণ্ডোদক সাগরকে বেষ্টিতপূর্বক
 অবস্থিত । ৭৮—৯২ । তত্রত্য জনপদ সকল
 পুণ্যময় এবং জনগণ চিরজীবী । তথায়
 হৃর্তিক কোথায় ? অধিবাসীরা সকলেই কমা-
 তেজঃসমম্বিত । প্রথম পর্বতের নাম সূমনা,
 ইহা সূর্যাসঙ্কাশ ও পীতবর্ণ । ইহার পর
 মধ্যম কুন্ডময় গিরি ইহার । নামান্তর সর্বসুখ ।
 ইহা দিব্যোষধিযুক্ত । অতঃপর সূমহান
 রোহিত গিরি । এই তৃতীয় গিরিবর
 সুবর্ণময় এবং ভৃঙ্গপত্রসম কান্তিমান । সূমনা
 পর্বতের বর্ষের নাম কুশল । কুন্ডময়
 গিরির বর্ষের নাম সুখোদয় । ইহা সর্ব-
 সুখের আকর । রোহিত শৈলের বর্ষের
 নাম রোহিণ । সেখানে বাসব প্রজাপতি সহ
 প্রসন্নমনে রত্নরাজি রক্ষা করিতেছেন ।
 এখানে মেঘগণ বর্ষণ করে না ; শীত-গ্রীষ্ম
 নাই ; বর্ণাশ্রমবার্তাও শুনা যায় না । ঈর্ষ্যা
 অনুশা, ভয়, কিংবা চন্দ্রাদি গ্রহ—এ সকল
 কিছুই নাই । এখানে গিরিপ্রসবণাদি উদ্ভিদ

ভোজনং যদুরসং তত্র তেবাং স্বয়মুপস্থিতম্ ।
অধমোক্তমং ন তেষন্তি ন লোভো ন পরিগ্রহঃ
আরোগ্যবলবন্তশ্চ একান্তসুখিনো নরাঃ ॥ ১০
ত্রিংশৎবর্ষসহস্রাণি মানসোং সিদ্ধিমান্বিতাঃ ।
সুখমায়ুশ্চ রূপঞ্চ ধর্ম্মধন্যং তথৈব চ ॥ ১০২
শাল্যলান্তেষু বিজ্ঞেয়ং দ্বীপেষু ত্রিষু সর্বতঃ ।
ব্যাখ্যাতঃ শাল্যলান্তানাং দ্বীপানাঞ্চ বিধিঃ শুভঃ
পরিমণ্ডলস্ত দ্বীপস্ত চক্রবৎ পরিবেষ্টিতঃ ।
সুরোদেন সমুদ্রেণ দ্বিগুণেন সমবিতঃ ॥ ১০৪
ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে দ্বীপবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

গোমেদকং প্রবক্ষ্যামি যষ্ঠং দ্বীপং তপোধনাঃ
সুরোদকসমুদ্রস্ত গোমেদেন সমাবৃতঃ ॥ ১

জলই বিস্তমান । অধিবাসীদিগের বাসনাসু-
রূপ ছয়রসযুক্ত ভোজ্য দ্রব্য এখানে স্বয়ং
উপস্থিত হয় । ১৩—১০০ । উহাদিগের মধ্যে
অধমোক্তম ভাব, কিম্বা লোভ ও পরিগ্রহ
নাই । নরগণ ত্রিংশৎসহস্র বৎসর যাবৎ
আরোগ্যবলযোগে একান্ত সুখে জীবিত
থাকে । ইহারা সকলেই সিদ্ধ-সংকল্প । এই
শাল্যদ্বীপ পর্য্যন্ত তিনটি দ্বীপের সর্বত্রই
প্রজাগণের সুখ, আয়ু এবং ধর্ম্মৈশ্বর্য্য
বিদ্যমান । শাল্যলান্ত পঞ্চদ্বীপের শুভ বিবরণ
বর্ণিত হইল । এই দ্বীপের পরিমণ্ডল,
দ্বিগুণ পরিমাণ সুরোদসমুদ্র দ্বারা চক্রাকারে
পরিবেষ্টিত । ১০১—১০৪ ।

দ্বাবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১২

ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—একণে গোমেদের
বিবরণ বলিতেছি । হে তপোধনগণ ! উহা

শাল্যলান্ত তু বিস্তারাদ্বিগুণস্তস্ত বিস্তরঃ ।
তস্মিন্ দ্বীপে তু বিজ্ঞেয়ো পর্ব্বতো যৌ
সমাবিতৌ ॥ ২
প্রথমঃ সূমনা নাম জাত্যজনময়ো গিরিঃ ।
দ্বিতীয়ঃ কুমুদো নাম সর্কৌষধিসমবিতঃ ॥ ৩
শাতকৌস্তময়ঃ ত্রিমান্ বিজ্ঞেয়ঃ সূমহাচিতঃ ।
সমুদ্রেক্ষুরসোদেন বৃত্তো গোমেদকশ্চ সঃ ॥ ৪
যষ্ঠেন তু সমুদ্রেণ সুরোদাদ্বিগুণেন চ ।
ধাতকী কুমুদশ্চৈব হব্যপুত্রৌ সুবিকৃতৌ ॥ ৫
সৌমনঃ প্রথমঃ বর্ষঃ ধাতকীধণ্ডমুচ্যতে ।
ধাতকিনঃ স্মৃতঃ তর্দৈ প্রথমঃ প্রথমস্ত তু ॥ ৬
গোমেদঃ যৎ স্মৃতঃ বর্ষঃ নান্না সর্ব্বসুখস্ত তৎ ॥ ৭
কুমুদস্ত দ্বিতীয়স্ত দ্বিতীয়ঃ কুমুদঃ ততঃ ॥ ৮
এতৌ যৌ পর্ব্বতৌ বৃত্তৌ শেবৌ সর্ব্বসমৃদ্ধিতৌ
পূর্বেণ তস্ত দ্বীপস্ত সূমনাঃ পর্ব্বতঃ স্থিতঃ ॥

যষ্ঠ দ্বীপ । সুরোদক সমুদ্র গোমেদ দ্বারা
সমাবৃত । শাল্য দ্বীপ অপেক্ষা উহার
বিস্তার দ্বিগুণ । এই দ্বীপে সুবিখ্যাত
দুইটি পর্ব্বত আছে । প্রথমটির নাম—
সূমনা । ইহা নীলাঙ্গনময় । দ্বিতীয়টির
নাম—কুমুদ । ইহা সর্কৌষধি-সমবিত । সেই
ত্রিমান্ গোমেদ, শাতকৌস্ত সূবর্ণময়, অতীব
বিকৃত এবং সুরোদ সাগরাপেক্ষা দ্বিগুণ
বিশাল ইক্ষুরসোদনামক যষ্ঠ সমুদ্র দ্বারা
পরিবেষ্টিত । সূমনার আর একটি নাম
ধাতকী । সুবিশাল ধাতকী ও কুমুদ—
ইহারা হব্যপুত্র । এই দুইটি বর্ষ । প্রথমটি
শৌনক বর্ষ । ইহাকে ধাতকীধণ্ডও বলে ।
ধাতকীর নামানুসারে এই নামকরণ হইয়াছে ।
ইহা হইল প্রথম পর্ব্বতের প্রথম বর্ষ । তবে
যে ইহাকে গোমেদ বর্ষ বলিয়া উল্লেখ করে,
তাহা সর্ব্ব সাধারণের বুঝিবার সুবিধার
নিমিত্ত । দ্বিতীয় পর্ব্বত কুমুদের নামানুসারে
দ্বিতীয় বর্ষের নাম হইয়াছে,—কুমুদ । এই
দুইটি পর্ব্বত বৃত্তাকার, এক প্রান্ত হইতে
অপর প্রান্ত পর্য্যন্তব্যাপী এবং সর্ব্বাপেক্ষা
উন্নত । এই দ্বীপের পূর্বাংশে সূমনা এবং

প্রাকৃপশ্চিমাশ্রিতৈঃ পাদৈরায় সমুদ্রাদিতি স্থিতঃ ।
পশ্চার্কে কুমুদস্তস্ত এবমেব স্থিতস্ত বৈ ॥ ১০
এতৈঃ পশ্চতপাদৈস্ত স দেশো বৈ দ্বিধাকৃতঃ ।
দক্ষিণার্কে তু দ্বীপস্ত ধাতকীখণ্ডমুচ্যতে ॥ ১১
কুমুদস্তস্তরে তন্ত দ্বিতীয়ং বর্ষমুত্তমম্ ।
এতৌ জনপদৌ যৌ তু গোমেদস্ত তু বিস্তৃতৌ
অন্তঃ পরং প্রবক্ষ্যামি সপ্তমং দ্বীপমুত্তমম্ ।
সমুদ্রেক্ষুরসঞ্চৈব গোমেদাদ্বিভুগং হি সঃ ॥ ১২
আকৃত্য ভিষ্ঠতি দ্বীপঃ পুষ্করঃ পুষ্করৈর্বৃতঃ ।
পুষ্করেণ কৃতঃ ক্রীমান্শ্চিত্রসাহস্রবাহাগিরিঃ ॥ ৩১
কূটৈশ্চিষ্টৈর্মণিময়ৈঃ শিলাজালসমুদ্ভবৈঃ ।
দ্বীপশ্চৈব তু পূর্বার্কে চিত্রসাহস্রঃ স্থিতো মহান
পরিমণ্ডলসহস্রাণি বিস্তীর্ণঃ সপ্তবিংশতিঃ ।
উর্দ্ধং স বৈ চতুর্কিংশদ্ব্যোজনানাং মহাচলঃ ॥
দ্বীপার্কে পশ্চিক্ৰিষ্টঃ পশ্চিমে মানসো গিরিঃ ।
স্থিতো বেলাসমীপে তু পূর্ণচন্দ্র ইবোদিতঃ ॥
ব্যোজনানাং সহস্রাণি সার্কং পঞ্চাশত্তুচ্ছিতঃ ।

তন্ত পুত্রো মহাবীতঃ পশ্চিমাঙ্কস্ত রক্ষিতা ॥
পূর্বার্কে পর্কতস্তাপি দ্বিধা দেশস্ত স স্মৃতঃ ।
স্বাদৃদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবারিতঃ ॥ ১২
বিস্তারাহ্মণ্ডলাচ্চৈব গোমেদাদ্বিভুগেন তু ।
ত্রিংশৎসহস্রাণি তেযু জীবন্তি মানবাঃ ॥ ১৩
বিপর্ধ্যায়ো ন তেষান্তি এতৎ স্বাভাবিকং স্মৃতম্
আরোগ্যং সুখবাহুল্যং মানসীং সিদ্ধিমাংসতাঃ
সুখমায়ুশ্চ রূপঞ্চ ত্রিষু দ্বীপেষু সর্বশঃ ।
অধমোত্তমৌ ন তেষান্তাঃ তুল্যাস্তে বীর্ষরূপত
ন তত্র বধ্য-বধকৌ নেধ্য-সুগা ভয়ঃ তথা ।
ন লোভো ন চ দস্তো বা ন চ দ্বেষঃ পরিগ্রহঃ
সত্যানুতেন তেষান্তাঃ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তথৈব চ ।
বর্ণাশ্রমাণাং বার্তা চ পাণ্ডপাল্যং বলিকৃ কৃষিঃ ॥
জয়ীবিদ্যা দণ্ডনীতিঃ শুশ্রূষা দণ্ড এব চ ।
ন তত্র বর্ষং নজো বা শীতোষ্ণঞ্চ ন বিস্ততে ॥
উদ্ভিদান্যদকানি স্যুর্গিরিপ্ৰশ্রবণানি চ ।
তুল্যোত্তরকুরুণাস্ত কালস্তত্র তু সর্বদা ॥ ২৫

পশ্চিমাংশে কুমুদ গিরি বিরাজমান । ইহার
উত্তরে প্রত্যন্তপর্কত দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিম
সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত । এই সকল প্রত্যন্ত
পর্কত দ্বারা সেই দেশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে ।
দ্বীপের দক্ষিণাংশকে ধাতকীখণ্ড বলা যায় ।
উত্তরাংশকে কুমুদ বলে । ইহা অতি উত্তম
বর্ষ । গোমেদ দ্বীপে এই দুইটি জনপদই
অভাব বিস্তৃত ১০—১১। অতঃপর উত্তম সপ্তম
দ্বীপের বিবরণ বলিতেছি । গোমেদ বর্ষের
দ্বিগুণাকার ইক্ষুরসোদ সাগরকে বেষ্টিত করিয়া
পুষ্কর দ্বীপ বর্তমান । ইহা পুষ্করসমূহে
সমাবৃত । ইহাতে চিত্রসাহ নামে এক মহাগিরি
বিরাজমান । ইহা পুষ্করসমূহে সমাচ্ছন্ন,
বিচিত্র, মণিময় শিলাকূপ-জাত শিখরনিকরে
পরম রমণীয় । চিত্রসাহ গিরি, পুষ্কর দ্বীপের
পূর্বার্কে বর্তমান । উহার পরিমণ্ডল সপ্ত-
বিংশতি ব্যোজন বিস্তীর্ণ । চতুর্কিংশতি
ব্যোজন উন্নত । দ্বীপ-পশ্চিমাঙ্কে সাগরবেলা-
সমীপে উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রসম মানস নামক
গিরি বর্তমান । ইহা সার্কপঞ্চাশদ্ব্যোজন

উন্নত । ইহার মহাবীতনামক পুত্র পশ্চিমা-
ঙ্কের রক্ষক । এই পর্কতের পূর্বার্কে দেশ
দুই ভাগে বিভক্ত । স্বাদৃদক নামক উদধি
দ্বারা পুষ্করদ্বীপ পরিবারিত । ইহা বিস্তার
ও মণ্ডলদ্বারা গোমেদ দ্বীপের দ্বিগুণ । এখানে
মানবগণ ত্রিংশৎসহস্র বর্ষ জীবিত থাকে ।
ইহার বিপর্ধ্যায় হয় না ; এইরূপ জীবনকাল
তাহাদিগের স্বাভাবিক । উহার সত্ত
আরোগ্য সুখবাহুল্য ও মানসী সিদ্ধি-সম-
স্থিত ১২—২০। সপ্ত দ্বীপের মধ্যে পশ্চাত্ত
তিনটি দ্বীপে সুখ, আয়ু ও রূপাদি কিছুই
কিছুমাত্র তারতম্য নাই ; সকল লোকই
তুল্যবীর্ষ্য, তুল্যরূপ ; তথায় অধমোত্তম ভাব
নাই । সেখানে বধ্য, বধক, ঈর্ষ্যা, অশ্রুয়া,
ভয়, লোভ, দণ্ড, দ্বেষ, পরিগ্রহ, সত্য,
মিথ্যা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমবার্তা, পণ্ডপালন,
বাণিজ্য, কৃষি, জয়ীবিদ্যা, দণ্ডনীতি, শুশ্রূষা,
দণ্ড, বৃষ্টি, নদী, শীত, গ্রীষ্ম, কিছুই নাই ।
উদ্ভিদ উদক এবং গিরিপ্ৰশ্রবণ বর্তমান
আছে । সকল কালই উত্তর কুরুতুল্য । সকল

সর্বতঃ সুখকালোহসৌ জরা-ক্ৰেশ-বিবৰ্জিতঃ ।
 সৰ্গস্ত ধাতকীৰ্ণে মহাবীতে তথৈব চ ॥ ২৬
 এবং দ্বীপাঃ সমুদ্রেণ সপ্ত সপ্ততিরাবৃত্তাঃ ।
 দ্বীপস্তানন্তরো যন্ত সমুদ্রস্তৎসমস্ত বৈ ॥ ২৭
 এবং দ্বীপসমুদ্রাণাং বুদ্ধিৰ্জ্ঞেয়া পরস্পরম্ ।
 অপার্থিব সমুদ্রেকাং সমুদ্র ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ ২৮
 ঋষষসন্তো বর্ষেষু প্রজা যত্র চতুর্বিধাঃ
 ঋষিরিত্যেব রমণে বর্ষেষু তেন তেষু বৈ ॥ ২৯
 উদয়তান্দৌ পূর্বেষু তু সমুদ্রঃ পূর্বাতে সদা ।
 প্রকীয়মাণে বহ্নে কীয়তেহস্তমিতে চ বৈ ॥
 আপূর্য়মাণো হ্যদধিরাশ্মনৈবাপি পূর্ধ্যতে ।
 ততো বৈ কীয়মাণে তু স্বাস্তন্তেব হৃপাঃ কয়ঃ
 উদয়াৎ পয়সাং যোগাৎ পুরুন্ত্যাপো যথা স্বয়ম্
 তথা স তু সমুদ্রোহপি বর্ধতে শশিনোদয়ে ॥ ৩০
 অন্যানানতিরিক্তাশ্চা বর্ধন্ত্যাপো হুসন্তি চ ।

কালই সুখকর । জনগণ নিয়ত জরা-ক্ৰেশ-
 বিবৰ্জিত । ধাতকীৰ্ণে এবং মহাবীতেও
 এবিধ সুখী জনগণ অবস্থান করিতেছে ।
 এই ভাবে সপ্ত দ্বীপ সপ্ত সাগরে আবৃত
 রহিয়াছে । যে সাগর যে দ্বীপের পরবর্তী,
 তৎপরবর্তী দ্বীপ সেই সাগরের তুল্য-পরি-
 মাপ । এই জন্ত দ্বীপ ও সাগর সকলের
 পরপর আয়তনবুদ্ধি ঘটিয়াছে । জলরাশির
 সমুদ্রেক অর্থাৎ বুদ্ধি হেতু সমুদ্র, এই নামকরণ
 হইয়াছে । ঋষি ধাতু ক্রৌড়ার্থক । যেখানে
 চতুর্বিধ প্রজা ক্রীড়া সহকারে বাস করে,
 তাহাকে বর্ষ বলা যায় । চন্দ্রের উদয় হইলে
 পূর্বসমুদ্র সতত পরিপূরিত হয় । চন্দ্র কৌণ
 হইলে কীয়মাণ হইয়া থাকে । ২১—৩০ ।
 উদধি বুদ্ধিলাভ করিয়াও আত্মাতেই পরিপূর্ণ
 থাকে । কীয়মাণ হইলে জলরাশির আত্মা-
 তেই লয় হয় । চন্দ্রের উদয় হইলে জল-
 বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের বুদ্ধি এবং জল-
 কয়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হইলেও উহার

উদয়েহস্তময়ে চেন্দোঃ পকয়োঃ শুক্র-কৃষ্ণয়োঃ
 কয়-বৃদ্ধৌ সমুদ্রস্ত শশিবুদ্ধি-কয়ে তথা ।
 দশোত্তরাণি পঞ্চাহরকুলানাং শতানি চ ॥ ৩৪
 অশাঃ বুদ্ধিঃ কয়ো দৃষ্টঃ সমুদ্রাশান্ত পর্বতম্ ।
 দ্বিরাপহাৎ স্মৃতো দ্বীপো দধনাকোদধিঃ স্মৃতঃ
 নিগীর্ণহাচ্চ গিরয়ো পর্ববহাচ্চ পর্বতঃ ।
 শাকদ্বীপে তু বৈ শাকঃ পর্বতস্তেন চোচ্যতে
 কুশদ্বীপে কুশস্তদ্বো মধ্যে জনপদম্ তু ।
 ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিরিঃ ক্রৌঞ্চস্তম্ নান্য নিগজতে
 শাল্লিঃ শাল্লিদ্বীপে পূজ্যতে স মহাজন্মঃ ।
 গোমেদকে তু গোমেদঃ পর্বতস্তেন চোচ্যতে
 স্ত্রগোধঃ পুঙ্করদ্বীপে পদ্মবৎ তেন স স্মৃতঃ ।
 পূজ্যতে স মহাদেবৈর্ব্রহ্মাংশোহব্যক্তসত্ত্বঃ ॥
 তস্মিন্ স বসতি ব্রহ্মা সাধ্যোঃ সার্বৎ প্রজাপতিঃ
 তত্র দেবা উপাসন্তে ত্রয়স্বিঃশরহর্ষভিঃ ॥ ৪০
 স তত্র পূজ্যতে দেবো দেবৈর্বহর্ষিসত্তমৈঃ ।

আত্মাতে ন্যূনাধিক্য কিঞ্চিৎকালও লক্ষিত
 হয় না । শুক্র ও কৃষ্ণ পক্ষে, উদয় ও অস্ত
 সময়ে এবং চন্দ্রের কয়বুদ্ধি কালে সমুদ্রেরও
 কয়বুদ্ধি হয় । একশত পঞ্চদশাকুলি-পরি-
 মাণে জলরাশির কয়বুদ্ধি দৃষ্ট হয় । দুইদিকে
 আপ অর্থাৎ জল বিদ্যমান বলিয়া দ্বীপ এবং
 উদক ধারণ করে বলিয়া উদধিনাম নির্বাচিত
 হইয়াছে । নিগীর্ণ করে বলিয়া গিরি এবং
 পর্বাকার বিস্তারযুক্ত বলিয়া পর্বত সংজ্ঞা
 করা হয় । শাকদ্বীপে শাকময় পর্বত এবং
 কুশদ্বীপে জনপদ মধ্যে কুশস্তম্ব বিদ্যমান ।
 ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চনামক পর্বত আছে,
 উহার নামেই দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে ।
 শাল্লি দ্বীপে মহান শাল্লি বৃক্ষ পরিপূজিত
 হয় । পুঙ্করদ্বীপে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ পদ্মা-
 কারে বিরাজমান । উহা ব্রহ্মাংশ-সম্বৃত বলিয়া
 প্রধান প্রধান দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া
 থাকে । উহার উৎপত্তির বিষয় সম্পূর্ণ অব্যক্ত ।
 ৩১—৩২ । প্রজাপতি ব্রহ্মা সাধ্যগণসহ উহা-
 তেই বাস করিয়া থাকেন । মহর্ষিগণ সহ
 ত্রয়স্বিঃশং দেবতা সতত তাঁহার উপাসনা

* উদ্যোপ্যন্তেহরিসংযোগাহ্মাস্বাপো
 যথা স্বয়মিতি পাঠঃ কচিৎ ।

জম্বুদ্বীপাং প্রবর্তন্তে রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৪১
 দ্বীপেষু তেষু সর্বেষু প্রজানাং ক্রমশস্ত বৈ
 আর্জবান্দ্রাক্ষচণ্ডেণ সত্যেন চ দ্ব্যমেন চ ॥ ৪২
 আরোগ্যায়ুঃ প্রমাণাত্যাং দ্বিগুণং দ্বিগুণং ততঃ
 দ্বীপেষু তেষু সর্বেষু যথোক্তং বর্ষকেষু চ ॥ ৪৩
 গোপায়ন্তে প্রজাস্তত্র সর্কৈঃ সহজপণ্ডিতৈঃ ।
 ভোজনক্কাপ্রযত্নেন সদা স্বয়মুপস্থিতম্ ॥ ৪৪
 যড়ুরসং তন্থাবীর্ঘ্যং তত্র তে ভুঞ্জতে জনাঃ ।
 পরেণ পুঙ্করস্তাথ আবৃত্যাবস্থিতো মহান ॥ ৪৫
 স্বাদুদকসমুদ্রস্ত স সমস্তাদবেষ্টয়ৎ ।
 স্বাদুদকস্ত পরিভঃ শৈলস্ত পরিমণ্ডলঃ ॥ ৪৬
 প্রকাশস্তাপ্রকাশস্ত লোকালোকঃ স উচ্যতে ।
 আলোকস্তত্র চার্বীক্ চ নিরালোকস্ততঃ পরম্
 লোকবিস্তারমাত্তস্ত পৃথিব্যার্কস্ত বাহুতঃ ।
 প্রতিচ্ছন্নং সমস্তাৎ তু উৎকেনারুতং মহৎ ॥ ৪৮
 কূমেদশগুণাচ্চাপঃ সমস্তাৎ পালয়ন্তি গাম্ ।
 অস্ত্যো দশগুণাচ্চাপঃ সর্বতো ধারয়ত্যপঃ ॥ ৪৯

করেন। জম্বুদ্বীপ হইতে বিবিধ রত্নরাজি
 অস্ত্রান্ত্র দ্বীপে প্রবর্তিত হয়। ঐ সকল
 দ্বীপ যথাক্রমে প্রজাদিগের সরলতা, ব্রহ্ম-
 চর্য্য, সত্য, সংযম, আরোগ্য এবং আয়ুঃ-
 প্রমাণাদি বিষয়ে দ্বিগুণ দ্বিগুণ অধিক বলিয়া
 জ্ঞাতব্য। এই সমস্ত দ্বীপে এবং বর্ষে
 প্রজাগণ সহজ পাণ্ডিত্য প্রভাবেই পরিরক্ষিত
 হইয়া থাকে। বিনা প্রযত্নেই তাহাদিগের
 ভোজ্যভব্য স্বয়ং উপস্থিত হয়। জনগণ মহা-
 বীর্ঘ্যজনক যড়ুরস-সম্পন্ন সেই অন্ন ভোজন
 করে। পুঙ্করদ্বীপের পর মহান স্বাদুদক
 সমুদ্র উহার চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।
 স্বাদুদকের চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া প্রকাশ
 ও অপ্রকাশ উভয়ধর্ম্মযুক্ত লোকালোক
 পর্ত্ত মণ্ডলাকারে অবস্থিত। এই পর্ত্ত-
 তের একাংশ আলোকিত এবং অপ-
 র্ভাংশ গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন। উহা লোক-
 বিস্তার ভূমির বহিরর্ক্ ব্যাপিয়া অবস্থিত
 এবং উদক দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভূমির দশ-
 গুণ জল। এই জল পৃথিবীকে ভাসাইয়া

অগ্নেদশগুণো বায়ুর্ধারয়ন্ জ্যোতিরাস্থিতঃ ।
 তির্ঘ্যাক্ চ মণ্ডলো বায়ুর্ভূতান্ত্রাবেষ্ট্য ধারয়ন্ ॥
 দশাধিকং তথাক্রাশং বায়োর্ভূতান্ত্রাধারয়ৎ ।
 ভূতাদি ধারয়ন্ ব্যোম তস্মাদদশগুণস্ত বৈ ॥ ৫১
 ভূতাদিতো দশগুণং মহত্ত্বান্ত্রাধারয়ৎ ।
 মহত্ত্বং হনন্তেন অব্যক্তেন তু ধার্য্যতে ॥ ৫২
 আধারাদেয়ভাবেন বিকারান্ত্রে বিকারিণাম্ ॥
 পৃথ্যাদয়ো বিকারান্ত্রে পরিচ্ছিন্নাঃ পরস্পরম্ ।
 পরস্পরাধিকাশ্চৈব প্রবিষ্টাশ্চ পরস্পরম্ ॥ ৫৪
 এবং পরস্পরোৎপন্ন ধার্য্যন্তে চ পরস্পরম্ ।
 যস্মাৎ প্রবিষ্টান্তেহস্ত্রোক্তং তস্মাৎ তে
 স্থিরতাং গতাঃ ।

আসংস্তে হবিশেষাশ্চ বিশেষা অন্তবেশনাৎ ॥
 পৃথ্যাদয়স্ত বায়ুস্তাঃ পরিচ্ছিন্নাশ্চ তত্র তে ।

রাখিয়াছে। জলের দশগুণ অগ্নি। উক্ত
 জলরাশি ধারণ করিতেছে। অগ্নির দশ
 গুণ বায়ু সর্কতঃ সেই অগ্নিকে ধারণ করিয়া
 রহিয়াছে। এই বায়ু তির্ঘ্যাক্ ও মণ্ডলাকার।
 বায়ু অপেক্ষা দশগুণ আকাশ সেই বায়ুকেও
 ধারণ করে। পরস্পরা সম্বন্ধে ইহা সর্ক-
 ত্বেরই আধার। ইহাপেক্ষা দশগুণ
 ভূতাদি অহঙ্কার সেই আকাশমণ্ডলকেও
 ধারণ করিতেছে। ভূতাদি হইতে দশগুণ
 মহৎ তত্ত্ব সেই ভূতাদিকেও ধারণ
 করিতেছে। এই মহত্ত্বও অব্যক্ত অনন্ত
 কর্ত্তক দ্রুত রহিয়াছে। এই বিকারী ও
 বিকার, পরস্পর আধার আধেয় ভাবে
 বর্ত্তমান; পৃথিব্যাদি বিকার সকল পরস্পর
 সীমাবিশিষ্ট এবং পরস্পর অধিক পরিমাণ,
 বান্, অথচ পরস্পর অন্তপ্রবিষ্ট। ইহার
 পরস্পরে পরস্পর হইতে উৎপন্ন হইয়া
 পরস্পরকে ধারণ করে। ইহার প্রবিষ্ট হও-
 যাতেই স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে; পূর্বে
 ইহার অবিশেষ ছিল, পরে অস্ত্রাবেশ হেতু
 বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। ৪০—৫৫।
 তন্মধ্যে অস্ত্র তত্ত্বাপেক্ষা পৃথিব্যাদি বায়ু
 পর্য্যন্তই পরস্পর বিশেষ পরিচ্ছেদ-যুক্ত।

ভূতেভ্যঃ পরতন্তেভ্যো হলোকঃ সর্বতঃ স্মৃতঃ ।
তথা হালোক আকাশে পরিচ্ছিন্নানি সর্বশঃ
পাত্রে মহতি পত্রাণি যথা হস্তগতানি চ ॥ ৫৭
ভবন্ত্যস্তোন্তহীনানি পরস্পরসমাজ্রয়াৎ ।
তথা হালোক আকাশে ভেদাৎস্বর্গতা গতাঃ ।
কৃতান্তেতানি তন্ধানি অস্তোন্তস্তাধিকানি তু ।
যাবদেতানি তন্ধানি তাবদ্ব্যপ্তিকচ্যতে ॥ ৫৯
জন্তুনাংমিহ সংস্কারো ভূতেষ্বর্গতেষু বৈ ।
প্রত্যাখ্যায়েহ ভূতানি কার্ধ্যোৎপত্তির্ন বিদ্যতে
তন্মাৎ পরিমিতা ভেদাঃ স্মৃতাঃ কার্ধ্যাস্বকাস্তবে
তে কারণাস্বকাস্তেচ স্মৃতেদা মহদাদয়ঃ ॥ ৬১
ইত্যেবং সন্নিবেশোহয়ং পৃথ্ব্যাক্রান্তস্ত ভাগশঃ
সপ্তদ্বীপ-সমুদ্রাণাং যথা তথেন বৈ ময়া ॥ ৬২
বিস্তারায় গুলাট্টেচ প্রসংখ্যানেন চৈব হি ।
বিস্বরূপ প্রধানস্ত পরিমাপনৈকদেশনঃ ॥ ৬৩

অপরাপর তব্বে সর্বতঃ আলোকমাত্রের
উপলব্ধি হয়। মত্বে পাত্রমধ্যে বহু পত্র
স্থাপন করিলেও যেমন সেই পত্রসমূহ
উক্ত পাত্র দ্বারা সর্বথা সমাবৃত থাকায়
পৃথকরূপে পত্রগুলির উপলব্ধি হয় না, উহা-
দিগেরও তেমনি পৃথক প্রত্যক্ষ করিবার কোন
উপায় নাই। পত্রগুলি যেমন পাত্রমধ্যে একৌ-
তুত অথচ পৃথক পৃথক অবস্থিত, আকাশাদি
তব্ব কয়টিও তেমনি পরস্পর ভেদাভেদ-যুক্ত।
ফলতঃ আকাশ অলোকাদিও অন্তর্গত ভেদ-
যুক্ত এবং পরস্পর অধিক পরিমাণশালী।
যতকাল এই তব্ব সকল থাকিবে, তাবৎ
কাল এই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিবে। প্রাণি-
গণের সংস্কারসমূহ এই সকল ভূতমধ্যে
অন্তর্হিত থাকে, এ নিমিত্ত উক্ত ভূতচয়
ব্যতীত কার্ধ্যোৎপত্তি হইতে পারে না।
৫৬—৬০। অতএব বুঝা যায়, সেই মহাদি
তব্ব সকল কর্ম্মাস্বক এবং কারণাস্বক—উভয়
বিধ ভেদ-বিশিষ্ট। এই আমি পৃথিবীর
সন্নিবেশ, বিভাগান্তরে সপ্তদ্বীপ-সমুদ্রাদির
বিস্তার-মণ্ডল-পরিমাণোন্মেষ সহকারে বর্ণন
করিলাম। নিম্নত পরিণামী প্রধান তব্বের

এতাবৎ সন্নিবেশস্ত ময়া সম্যক্ প্রকাশিতঃ ॥ ৬৪
এতাবদেব শ্রোতব্যং সন্নিবেশস্ত পার্থিব ।
অত উক্লং প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যচন্দ্রমসোর্গতিম্ ॥ ৬৫
ইতি জীমাৎস্তে মহাপুরাণে ভুবনকোষে
সপ্তদ্বীপনিবেশনং নাম ত্রয়োবিংশত্যা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৩।

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

অত উক্লং প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যচন্দ্রমসোর্গতিম্ ।
সূর্য্যচন্দ্রমসাবেতো ভ্রাজন্তৌ যাবদেব তু ॥ ১
সপ্তদ্বীপসমুদ্রাণাং দ্বীপানাং ভাতি বিস্তরঃ ।
বিস্তরার্কং পৃথিব্যাশ্চ ভবেদন্তত্র বাহতঃ ॥ ২
পর্য্যাসপরিমাণঞ্চ চন্দ্রাদিত্যৌ প্রকাশতঃ ।
পর্য্যাসপরিমাণ্যাত্ম বুধৈশ্চল্যং দিবঃ স্মৃতম্ ॥ ৩

একদেশ মাত্রের সন্নিবেশই এই সম্যক্
প্রকাশিত হইল। হে পার্থিব! ভূসন্নিবেশ
বিষয়ে এই পর্য্যস্ত শ্রোতব্য। অতঃপর চন্দ্র-
সূর্য্যের গতি বর্ণনা করিতেছি। ৬১—৬৫।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন—অতঃপর চন্দ্র-সূর্য্যের
গতিবিবরণ বলিতেছি। সপ্তদ্বীপ সমুদ্রাদি
সহ সমগ্র পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ এবং পৃথিবী-
বহির্ভূত অনেকাংশ চন্দ্রসূর্য্যে আলোকিত
হয়। উহার উহাদিগের মণ্ডলপরিমাণেই
আলোকদান করেন। উহাদিগের মণ্ডল-
পরিমাণ স্বর্গলোকের তুল্য। বুধগণ এক্রপ
নির্ণয় করিয়াছেন। সূর্য্য অবিলম্বিত গতিতে
সাধারণতঃ তিন লোকে গমনাগমন করেন।
অচিরকালমধ্যে প্রকাশ দান দ্বারা লোক
সকলের অবন অর্থাৎ পালন করেন বলিয়া

জীন্ লোকান্ প্রতি সামান্তাং সূর্যো
যাতাবিলম্বতঃ ।
অচিরাত্তু প্রকাশেন অবনাৎ তু রবিঃ স্মৃতঃ ॥৪
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি প্রমাণং চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ।
মহিতবান্ হস্তকে হস্তিরর্থে নিগততে ॥ ৫
অন্ত ভারতবর্ষস্ত বিষ্ণুস্তাং তুল্যবিস্তৃতম্ ।
মণ্ডলং ভাস্করস্তাৎ যোজনৈস্ত্রিবিধতঃ ॥ ৬
নবযোজনসাহস্রো বিস্তারো মণ্ডলস্ত তু ।
বিস্তারাং ত্রিগুণচাপি পরিণাহোহজ্ঞ মণ্ডলে ॥
বিষ্ণুস্তান্ গুণাটৈব ভাস্করাঙ্গিগুণঃ শনী ।
অতঃ পৃথিব্যা বক্ষ্যামি প্রমাণং যোজনৈঃ পুনঃ
সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়া বিস্তারো মণ্ডলস্ত তু ।
ইত্যেতদিহ সংখ্যাতঃ পুরাণে পরিমাণতঃ ॥ ৯
তদ্বক্ষ্যামি প্রসংখ্যায় সাম্প্রতক্কাভিমানিভিঃ ।
অভিমানিনো হতীতা যে তুল্যাস্তে
সাম্প্রতৈব হি ॥১০

দেবদেবৈরতীতাস্তে রূপৈর্নামভিরেব চ ।
তস্মাদ্ধৈ সাম্প্রতৈর্দেবৈর্বক্ষ্যামি বসুধাতলম্ ॥

ইহাকে রবি বলা যায়। পুনরায় চন্দ্র
সূর্যের প্রমাণ বলিতেছি। মহিতব্ধ হেতু
মহৎ শব্দ এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া
থাকে। ভাস্করমণ্ডল এই ভারতবর্ষের
বিষ্ণুপরিমাণ তুল্য বিস্তৃত। উহা
কত যোজন, তাহা বলিতেছি অবধান
করুন। মণ্ডলের বিস্তার নবসহস্র যোজন।
বিস্তার অপেক্ষা ইহার উচ্চতা তিনগুণ
অধিক। বিষ্ণু ও মণ্ডল পরিমাণে ভাস্কর
অপেক্ষা শনী দ্বিগুণ। অতঃপর আবার
যোজনোল্লেক সহকারে সপ্তদ্বীপ-সমুদ্রসহিত
পৃথিবীর বিস্তার-মণ্ডল সহ পরিমাণ বর্ণনা
করিতেছি। পুরাণে পরিমাণাদির সংখ্যা
এইরূপই করা হইয়াছে। সাম্প্রতি অভিমানী-
দিগের বিবরণ বলিতেছি। অতীত অভি-
মানীরা সাম্প্রত অভিমানীদিগের তুল্য। সেই
সকল দেবতার স্থায় ইহাদিগেরও নাম-রূপাদি
সকলই একবিধ। এ নিমিত্ত সাম্প্রত দেবতা-
গণ সহ বসুধাতল-বিবরণ বলিতেছি।

দিব্যস্ত সন্নিবেশো বৈ সাম্প্রতৈরেব কুৎস্রশঃ
শতার্দ্ধকোটবিস্তারো পৃথিবী কুৎস্রশঃ স্মৃতা ॥১২
তস্মাচ্চাৰ্দ্ধঃ সপ্তাঙ্গং মেরোর্যৈবোত্তরোত্তরম্ ।
মেরোর্যৈব প্রতিদিশং কোটিরেকা তু সা স্মৃতা
তথা শতসহস্রাণামেকোননবতিং পুনঃ ।
পঞ্চাশচ্চ সহস্রাণি পৃথিব্যর্দ্ধস্ত বিস্তরঃ ॥ ১৪
পৃথিব্যা বিস্তরং কুৎস্রঃ যোজনৈস্ত্রিবিধতঃ ।
তিস্রঃ কোট্যন্ত বিস্তারাং সংখ্যাতাস্ত চতুর্দিশম্
তথা শতসহস্রাণামেকোনানীতিরূচ্যতে ।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়াঃ পৃথিব্যাঃ স তু বিস্তরঃ ॥১৬
বিস্তারং ত্রিগুণৈকৈব পৃথিব্যন্তরমণ্ডলম্ ।
গণিতং যোজনানাস্ত কোট্যন্তেকাদশ স্মৃতাঃ ॥
তথা শতসহস্রাণাং সপ্তত্রিংশাদিকাস্ত তঃ ।
ইত্যেতদ্বৈ প্রসংখ্যাতং পৃথিব্যন্তরমণ্ডলম্ ॥১৮
ভারকাসন্নিবেশস্ত দিবি যাবৎ তু মণ্ডলম্ ।
পর্যাপ্তসন্নিবেশস্ত ভূমেস্তাবৎ তু মণ্ডলম্ ॥১৯
পর্যাপ্তপরিমাণস্ত ভূমেস্তল্যাং দিবঃ স্মৃতম্ ।
মেরোঃ প্রাচ্যাং দিশায়াস্ত মানসোত্তরমূর্দ্ধনি ॥
বজ্রেকসারা মাহেলী পুণ্য। হেমপরিষ্কৃতা ।

সাম্প্রতগণের স্থায়ই দিব্যগণের সম্যক
সন্নিবেশ। সমগ্রা পৃথিবী শতার্দ্ধকোটি যোজন
বিস্তারবতী। ১—১২। মেরুর বাহির্ভাগে চতু-
দ্দিকের পরিমাণ উহারও অর্দ্ধ। মেরু মধ্যে
প্রতিদিকের পরিমাণ এক এক কোটি। সমু-
দ্রায় পৃথিবীর অর্দ্ধাংশের পরিমাণ একোন-
নবতি লক্ষ পঞ্চাশৎসহস্র যোজন। পৃথি-
বীর বিস্তারপরিমাণ চতুর্দিকে তিনকোটি
উনানীতি লক্ষ। ইহা সপ্তদ্বীপসমুদ্রা পৃথি-
বীর বিস্তার। বিস্তার অপেক্ষা পৃথিবীর
অন্তর মণ্ডল ত্রিগুণ। গণনাতে উহা একাদশ
কোটি সপ্তত্রিংশ লক্ষ যোজন। এই পৃথিবী-
মণ্ডলের সংখ্যা করিলাম। আকাশে
ভারকা-সন্নিবেশের যে মণ্ডল দেখা যায়,
সমস্ত সন্নিবেশ-সহিত পৃথিবীরও মণ্ডল
ততোধিক। ফলতঃ ভূমির পরিমাণ দেবলোক
সম। ১৩—২০। মেরুর পূর্বদিকে মানসো-
ত্তর পর্বতের মস্তকোপরি বজ্রেকসারা নামে

দক্ষিণেন পুনর্বৈরোহানসস্ত তু পৃষ্ঠতঃ ॥ ২১
বৈবস্বতো নিবসতি যমঃ সংযমেন পুরে ।
প্রতীচ্যাস্ত পুনর্বৈরোহানসস্ত তু মূর্ধনি ॥ ২২
সুবা নাম পুরী রম্যা বরুণস্তাপি ধীমতঃ ।
দিত্যন্তরাশ্বাঃ মেরোস্ত মানসসৈন্যে ব মূর্ধনি ॥ ২৩
তুল্যা মহেন্দ্রপুর্বাপি সোমস্তাপি বিভাবরী ।
মানসোত্তরপৃষ্ঠে তু লোকপালাস্ততুর্দিশম্ ॥ ২৪
স্থিতা ধর্মব্যবস্থার্থং লোকসংরক্ষণায় চ ।
লোকপালোপরিষ্ঠাৎ তু সর্বতো দক্ষিণায়নে ॥
কাষ্ঠাগতস্ত সূর্যাস্ত গতিস্তত্র নিবোধত ।
দক্ষিণোপক্রমে সূর্যঃ ক্ষিপ্তেযুরিব সর্পতি ॥ ২৬
জ্যোতিষাঃ চক্রমাদায় সততং পরিগচ্ছতি ।
মধ্যগন্ডামরাবত্যাং যদা ভবতি ভাস্করঃ ॥ ২৭
বৈবস্বতে সংযমেন উজ্জন্ সূর্যঃ প্রদৃশ্যতে ।
সুয্যামর্দ্ধরাত্রস্ত বিভাবর্যাস্তমুতি চ ॥ ২৮
বৈবস্বতে সংযমেন মধ্যাহ্নে তু রবির্ষদা ।
সুয্যামথ বারুণ্যামুত্তিষ্ঠন স তু দৃশ্যতে ॥ ২৯

হেমসমষ্টিতামাহেন্দ্রপুর্বা বিরাজমান । মান-
সের পূর্বভাগে মেরুর দক্ষিণদিকে সংযমন-
পুরে বৈবস্বত যম বাস করেন । মানসশিরে
মেরুর পশ্চিমদিকে ধীমান বরুণের সুবা নামে
রম্যা পুরী বর্তমান । মেরুর উত্তর দিকে
মানসোপরি সোমের মহেন্দ্রপুর্বা-সমা বিভা-
বরী পুরী আছে । এই মানসোত্তর
গিরির পৃষ্ঠভাগে চতুর্দিকে লোকপালগণ
ধর্মব্যবস্থাপন ও লোকরক্ষার্থ অবস্থান
করেন । দক্ষিণায়ন সময়ে সূর্য উক্ত লোক-
পালগণের মস্তকোপরি পরভ্রমণ করিয়া
থাকেন । এ বিষয়ে অবধান করুন । সূর্য
বহুপুঙ্ক্ত বাণবৎ সবেগে দক্ষিণাভিমুখে সতত
জ্যোতিষচক্র লইয়া গমন করেন । সেই
ভাস্কর যখন অমরাবতীতে মধ্যগামী হইল,
তখন সংযমন নামক বৈবস্বত পুরে উদীয়মান-
রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন । সুবা পুরীতে
সে সময়ে অর্দ্ধরাত্র এবং বিভাবরীতে অস্ত-
গামী হইলেন । বৈবস্বত সংযমনপুরে যখন
মধ্যাহ্ন, তখন বারুণী সুবা পুরীতে সূর্যোদয়,

বিভাবর্যামর্দ্ধরাত্রঃ মাহেন্দ্র্যামস্তমেব চ ।
সুয্যামথ বারুণ্যাং মধ্যাহ্নে তু রবির্ষদা ॥ ৩০
বিভাবর্য্যাঃ সোমপুর্বাযুত্তিষ্ঠতি বিভাবনুঃ ।
মহেন্দ্রস্তামরাবত্যাংমুদগচ্ছতি দিবাকরঃ ।
অর্দ্ধরাত্রঃ সংযমেন বারুণ্যামস্তমোতি চ ॥ ৩১
স শীঘ্রমেব পর্য্যতি ভাস্করালাতচক্রবৎ ॥ ৩২
ভ্রমন্ বৈ ভ্রমণানি ঋকপি চরতে রবিঃ ।
এবং চতুর্ষু পার্শ্বেষু দক্ষিণাঙ্কেষু সর্পতি ॥ ৩৩
উদয়াস্তময়ে বাসাবুত্তিষ্ঠতি পুনঃপুনঃ ।
পূর্বাহ্নে চাপরাহ্নে চ দ্বৌ দ্বৌ দেবালয়ৌ তু সঃ
পতত্যেকস্ত মধ্যাহ্নে ভাভিরেব চ রশ্মিভিঃ ।
উদিতো বর্দ্ধমানাভির্মধ্যাহ্নে তপতে রবিঃ ॥ ৩৫
অতঃ পরং হ্রস্বস্তীভির্গোভিরস্তং স গচ্ছতি ।
উদয়াস্তময়াভ্যাক্ষ স্মৃতে পূর্বাপরে তু বৈ ॥ ৩৬
যাদৃক্ পুরস্তাৎ তপতি যাদৃক্ পৃষ্ঠে তু পার্শ্বয়োঃ
যত্রোদয়স্ত দৃশ্যেত তেষাং স উদয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৭

বিভাবরী পুরে অর্দ্ধরাত্র, মহেন্দ্রপুরীতে
সূর্যাস্ত লক্ষিত হয় । সুবা পুরীতে যখন
মধ্যাহ্ন, তখন সোমপুরীতে বিভাবনু উদিত
হইলেন । এইরূপে মহেন্দ্রের অমরাবতীতে
দিবাকরের উদয় হইলে, সংযমনপুরে তখন
অর্দ্ধরাত্র, এবং বরুণপুরে সূর্যাস্ত হইয়া
থাকে । ২১—৩১ । সেই রবি অলাতচক্রবৎ
পরিভ্রমণ করত ভ্রমণ ঋকগণকেও ভ্রামিত
করিয়া থাকেন । এইরূপে তিনি-সেই মানসো-
ত্তরের চতুর্দিক প্রদিক্শিপ্রকমে পরিভ্রমণ
করেন । উদয় ও অস্তময় তাঁহার আভি-
র্ভাব ও তিরোভাব মাত্র । তিনি পূর্বাহ্নে,
মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে তিনটি দেবালয়ে
যথাক্রমে প্রবল রশ্মি সহযোগে গমন
করিয়া থাকেন । রবি উদিত হইয়া বর্দ্ধমান
কিরণ দ্বারা মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তাপ প্রদান
করেন ; পরন্তু অতঃপর অস্তগমন বাবৎ
তাঁহার কিরণ হ্রাস পাইতে থাকে ।
উদয়াস্তময় দ্বারাই তিনি পূর্ব-পশ্চিম দিকের
সৃষ্টি করেন । সেই রবি সমুদ্রভাগেও
যেমন তাপ দান করেন, পৃষ্ঠে বা পার্শ্বদ্বয়েও

প্রশাশং গচ্ছতে যত্র তেষামস্তঃ স উচ্যতে ।
 সর্বেষামুত্তরে মেরুর্লোকালোকস্ত দক্ষিণে ॥
 বিদূরভাবানর্কস্ত ভূমেরেযা গতস্ত চ ।
 অয়ন্তে রশ্ময়ো যস্মাৎ তেন রাত্রৌ ন দৃশ্যতে ॥
 উর্দ্ধঃ শতসহস্রাংশুঃ স্থিতস্তত্র প্রদৃশ্যতে ।
 এবং পুষ্করমধ্যে তু যদা ভবতি ভাস্করঃ ॥ ৪০ ॥
 ত্রিংশভাগঞ্চ মেদিনীয়া মুহূর্তেন স গচ্ছতি ।
 যোজনানাম্ সহস্রশ্চ ইমাং সংখ্যাং নিবোধত ॥
 পূর্ণঃ শতসহস্রাণামেকত্রিংশচ্চ সা স্মৃতা ।
 পঞ্চাশচ্চ সহস্রাণি তথাস্তান্ত্রিকানি চ ॥ ৪১ ॥
 যৌহুতিকী গতির্হোষা সূর্য্যস্ত তু বিধীয়তে ।
 এতেন ক্রমযোগেন যদা কাষ্ঠান্ত দক্ষিণাম্ ॥ ৪২ ॥
 পরিগচ্ছতি সূর্য্যোহসৌ মাসং কাষ্ঠামুদগ্দিনাৎ
 মধ্যেন পুষ্করস্তাধ ভ্রমতে দক্ষিণায়নে ॥ ৪৪ ॥
 মানসোত্তরমেরোস্ত অন্তরং ত্রিগুণং স্মৃতম্ ।

তেমনি তাপ দেন । যেখানে তাঁহাকে প্রথম
 দেখা যায়, তাহাই উদয় এবং যেখানে অদ-
 র্শন ঘটে তাহাই অস্ত নামে ব্যবহৃত হইয়া
 থাকে । মেরু পর্ব্বত সকলেরই উত্তরে ;
 কিন্তু লোকালোক গিরির দক্ষিণে বর্তমান ।
 সূর্য্য অস্তান্ত দূরবর্তী এবং তাঁহা হইতে
 ভূমিতে আসিতেও কিরণরাজি পথমধ্যে
 অস্তান্ত পদার্থকে আশ্রয় করে, এ কারণে
 রাত্রিকালে উহা পরিদৃষ্ট হয় না । ভগবান্
 সহস্রাংশু যখন পুষ্করমধ্যভাগে থাকেন, তখন
 তাঁহাকে উর্দ্ধগত দেখা যায় । —৪০ ।
 তিনি এক মুহূর্তে মেদিনীর ত্রিংশভাগ গমন
 করেন । ইহা সহস্র যোজন পথ বলিয়া
 বিজ্ঞেয় । অথবা সমগ্র লক্ষ যোজন পথের
 একত্রিংশাংশ তিনি এক মুহূর্তে অতিবাহিত
 করেন । সূর্য্যের সাধারণতঃ গতিপরিমাণ
 পঞ্চাশৎ সহস্রের কিঞ্চিদধিক । ইহা সূর্য্যের
 যৌহুতিকী গতি । তিনি এইভাবে যখন
 দক্ষিণদিকে গমন করেন, তখন দক্ষিণায়ন
 এবং উত্তরদিকে গমন কালে উত্তরায়ন হয় ।
 দক্ষিণায়নে সূর্য্য পুষ্করের মধ্যভাগে বিচ-
 রণ করেন । মানসোত্তর ও মেরু পর্ব্বতের

সর্ব্বতো দক্ষিণায়াস্ত কাষ্ঠায়াঃ ত্রিবিবোধত ॥ ৪৫ ॥
 নব কোট্যঃ প্রসংখ্যাতা যোজনৈঃ পরিমণ্ডলম্
 তথা শতসহস্রাণি চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ॥ ৪৬ ॥
 অহোরাত্রাৎ পতঙ্গস্ত গতিরেবা বিধীয়তে ।
 দক্ষিণাদিভিঃ সূর্য্যোহসৌ বিম্ববহো যদা রবিঃ ॥
 ক্ষীরোদস্ত সমুদ্রস্তোত্তরতোহপি দিশং চরন্ ॥
 মণ্ডলং বিম্বচ্চাপি যোজনৈস্ত্রিবিবোধত ॥ ৪৮ ॥
 তিস্রঃ কোট্যস্ত সম্পূর্ণা বিম্ববস্তাপি মণ্ডলম্ ।
 তথা শতসহস্রাণি বিংশত্যেকাধিকানি তু ॥ ৪৯ ॥
 শ্রাবণে চোত্তরাং কাষ্ঠাং চিত্রভানুর্হদা ভবেৎ ।
 গোমেদস্ত পরদ্বীপে উত্তরাঞ্চ দিশং চরন্ ॥ ৫০ ॥
 উত্তরায়াঃ প্রমাণস্ত কাষ্ঠায়া মণ্ডলস্ত তু ।
 দক্ষিণোত্তরমধ্যানি তানি বিদ্যাদযথাক্রমম্ ॥
 স্থানং জরদগবঃ মধ্যে তথৈবাবতমুত্তরম্ ।
 বৈশ্বানরং দক্ষিণতো নির্দিষ্টমিহ তত্বতঃ ॥ ৫২ ॥
 নাগবীথ্যুত্তরাবীথী হজবীথীস্ত দক্ষিণা ।
 উভে আষাঢ়মূলস্ত অজবীথ্যাদয়স্তমঃ ॥ ৫৩ ॥
 অভিজিৎ পূর্ব্বতঃ স্বাতিঃ নাগবীথ্যুত্তরাস্তমঃ ।

অস্তর পরিমাণ ইহার ত্রিগুণ । দক্ষিণদিক্
 সূর্য্যের গতিপথ বলিতেছি, অবধান করুন ।
 ঐ পথের পরিমণ্ডল নবকোটি একলক্ষ পঞ্চ-
 চত্বারিংশৎ যোজন । ইহা সূর্য্যের অহো-
 রাত্রের গতিপথ । রবি যখন দক্ষিণদিক্
 হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিম্ববরেণায় অবস্থান
 করেন, তখন ক্ষীরোদ সাগরের উত্তরভাগ
 যাবৎ আলোকিত হয় । বিম্ববমণ্ডলের
 পরিমাণ শ্রবণ করুন । বিম্ববমণ্ডল তিন-
 কোটি একলক্ষ একবিংশতি যোজন । সেই
 চিত্রভানু যখন শ্রাবণমাসে উত্তরদিকে গমন
 করেন, তখন গোমেদ দ্বীপের পরভাগ
 পর্য্যন্ত তদীয় কিরণে আলোকিত হয় ।
 দক্ষিণ, উত্তর, মধ্য, সকল মণ্ডলেরই প্রমাণ
 সমান । উহার মধ্যভাগে জরদগব, উত্তরে
 ঐরাবত এবং দক্ষিণে বৈশ্বানর স্থান বিস্তারিত ।
 ৪১ ৫২ । উত্তরাবীথী নাগবীথী এবং দক্ষিণা-
 বীথী—অজবীথী । মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরা-
 ষাঢ়া,—এই তিন তিন নক্ষত্রাবলম্বনে উক্ত

অশ্বিনী কৃত্তিকা যাম্যা নাগবীথ্যস্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
 রোহিণ্যার্জা মৃগশিরো নাগবীথিরিতি স্মৃতা ।
 পুষ্যাশ্লেষা পুনর্কন্বোবীথী চৈরাবতী স্মৃতা ॥৫৫
 তিস্রশ্চ বীথয়ো হেতা উত্তরামার্গ উচ্যতে
 পূর্ব-উত্তরকন্তনৌ মঘা চৈবার্ধতী ভবেৎ ॥৫৬
 পূর্বোত্তরপ্রোষ্ঠপদৌ গোবীথী রেবতী স্মৃতা
 শ্রবণঞ্চ ধনিষ্ঠা চ বারুণঞ্চ জরদগবম্ ॥ ৫৭
 এতাশ্চ বীথয়স্তিস্রো মধ্যমে মার্গ উচ্যতে ।
 হস্তা চিত্রা তথা স্বাতী হৃজবীথিরিতি স্মৃতা ॥৫৮
 জ্যেষ্ঠা বিশাখা মৈত্রঞ্চ মৃগবীথী তথোচ্যতে ॥
 মূলঃ পূর্বোত্তরায়াদে বীথী বৈশ্বানরী ভবেৎ
 স্মৃতাতিস্রশ্চ বীথ্যস্তা মার্গে বৈ দক্ষিণে পুনঃ ।
 কাষ্ঠয়োঃস্বরকৈতবক্ষ্যতে যোজনৈঃ পুনঃ ॥৬০
 এতচ্ছতসহস্রাণামেকত্রিংশৎ তু বৈ স্মৃতম্ ।
 শতানি ত্রিণি চান্তানি ত্রয়স্বিংশৎ তথৈব চ ॥৬১
 কাষ্ঠয়োঃস্বরঃ হেতদযোজনানাং প্রকীর্তিতম্ ।
 কাষ্ঠয়োর্লৈখ্যোষ্ট্বেব অয়নে দক্ষিণোত্তরে ॥৬২
 তে বক্ষ্যামি প্রসংখ্যায় যোজনৈশ্চ নিবোধত

অজবীথ্যাং বীথীত্রয় অবস্থিত । মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ, পূর্বভাদ্রপদ, স্বাতী এবং উত্তরকন্তনৌ, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ,—এই তিন তিন নক্ষত্রাবলম্বনে অজবীথী প্রভৃতি বীথীত্রয় অবস্থিত । অশ্বিনী, তরলী কৃত্তিকা এই তিন নক্ষত্র নাগবীথী । রোহিণী, আর্জা, মৃগশিরা,—নাগবীথী ইহারও । পুনর্কন্ব, পুষ্যা, অশ্লেষা—এরাবতী বীথী । এই তিনটি বীথী উত্তর মার্গ । মঘা, পূর্বকন্তনৌ,—উত্তরকন্তনৌ,—আর্ধতী বীথী । পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী—গোবীথী । শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা,—জরদগববীথী । এই তিন বীথী মধ্যম মার্গ । হস্তা, চিত্রা, স্বাতী,—অজবীথী । জ্যেষ্ঠা, বিশাখা, অহরাধা,—মৃগবীথী । মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া,—বৈশ্বানরী বীথী । দক্ষিণমার্গে যে বীথীত্রয় আছে, ঐহাদিগের অন্তর পরিমাণ বলিতেছি । উহা একত্রিংশ লক্ষ তিনশত ত্রয়স্বিংশৎ যোজন । বিষুবরেখাবধি দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন-পথে

একৈকমন্তরঃ তদ্বদুজ্জ্বলিতানি সপ্ততিঃ ॥ ৬৩
 সহস্রোত্তরিত্রিংশ চ ততোহস্তা পঞ্চবিংশতিঃ
 লেখ্যোঃ কাষ্ঠয়োষ্ট্বেব বাহ্যভ্যন্তরয়োঃচরন্ ॥
 অভ্যন্তরঃ স পর্যোতি মণ্ডলাভ্যন্তরায়ণে ।
 বাহ্যতো দক্ষিণেনৈব সততঃ সূর্যমণ্ডলম্ ॥ ৬৫
 চরন্সাবুদৌচ্যঃ হনীত্যা মণ্ডলাহৃতম্ ।
 অভ্যন্তরঃ স পর্যোতি ক্রমতে মণ্ডলানি তু ॥
 প্রমাণং মণ্ডলস্তাপি যোজনানাং নিবোধত ।
 যোজনানাং সহস্রাণি দশ চাষ্টৌ তথা স্মৃতম্ ॥
 অধিকান্তষ্টপঞ্চাশদযোজনানি তু বৈ পুনঃ ।
 বিকস্তুে মণ্ডলেষ্টব তিথ্যক্ স তু বিধীয়তে ॥
 অহস্ত চরতে নাভেঃ সূর্যো বৈ মণ্ডলঃ ক্রমাৎ
 কুলালচক্রপর্য্যস্তো যথা চন্দ্রো রবিস্তথা ॥ ৬৯
 দক্ষিণে চক্রবৎ সূর্যস্তথা শীঘ্রং নিবর্ততে ।
 তস্যাং প্রকৃষ্টাং ভূমিস্ত কালেনাগ্নেন গচ্ছতি ।
 সূর্যো দ্বাদশতিঃ শীঘ্রং মুহূর্তৈর্দক্ষিণায়নে ।
 ত্রয়োদশার্দ্ধমুচ্চাণাং মধ্যে চরতি মণ্ডলম্ ॥ ৭১
 মুহূর্তেষ্টানি ঋক্কাণি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্ ॥

পরিমাণ বলিতেছি । অবধান সহকারে শ্রবণ করুন । মধ্যভাগস্থ সপ্তবীথীর পরস্পর অন্তর-পরিমাণ পঞ্চবিংশত্যাধিক সহস্র যোজন । বিষুবরেখাবধি অয়নসীমান্ত পর্য্যন্তের মধ্যে ভ্রমণশীল রবিমণ্ডল উত্তরায়ণে রেখাঘয়ের মধ্যমার্গে প্রবিষ্ট হয়েন । রবি বহির্ভাগ হইতে একশত অশীতিযোজন অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন । এক্ষণে মণ্ডলের পরিমাণ শ্রবণ করুন । মণ্ডলের বিকস্তু পরিমাণ অষ্টাদশসহস্র অষ্টপঞ্চাশৎ যোজন । এই পরিমাণ তিথ্যকৃতাবেই বুঝিবেন । এক দিবসারাজে সূর্য সেই মেরুর নাভিমণ্ডলে কুলালচক্রবৎ একবার মাত্র পরিভ্রমণ করেন । চন্দ্রও এই প্রকার । সূর্য দক্ষিণাবর্তে চক্রবৎ অতি সত্ত্বর আবর্তন করেন বলিয়া অল্পকাল মধ্যেই অতি দূর ভূমিতে যাইয়া থাকেন । ৫০—৭০ । সূর্য দক্ষিণায়ন কালে ক্রতগতি দ্বাদশ মুহূর্তে সার্ক ত্রয়োদশ নক্ষত্রমণ্ডলে বিচরণ করেন । রাজিকালে অষ্টাদশ মুহূর্তে সেই কয়টি

কুলালচক্রমধ্যস্থো যথা মন্দঃ প্রসর্পতি ॥ ৭২
উদগ্ধ্যানে তথা সূর্যঃ সর্পতে মন্দবিক্রমঃ ।
তন্মাদৌর্ধ্বেণ কালেন ভূমিং সোহস্রাং প্রসর্পতি
সূর্যোহষ্টাদশভিরহো মুহূর্তৈরুদগায়নে ।
ত্রয়োদশানাং মধ্যে তু ঋক্ষাণাং চরতে রবিঃ ।
মুহূর্তৈস্তানি ঋক্ষাণি রাজৌ দ্বাদশভিচরন ॥ ৭৪
ততো মন্দতরং তাভ্যাং চক্রস্ত ভ্রমতে পুনঃ ।
মৃৎপিণ্ড ইব মধ্যস্থো ভ্রমতেহসৌ ঋবস্তথা ॥ ৭
মুহূর্তৈস্ত্রিংশতা তাবদহোরাত্রঃ ঋবো ভ্রমন্ ।
উভয়োঃ কাঠরোর্বধ্যে ভ্রমতে মণ্ডলানি তু ॥ ৭৬
উত্তরক্রমণেহর্কস্ত দিবা মন্দগতিঃ স্মৃতা ।
তন্তৈব তু পুনর্নক্ৰং শীঘ্রা সূর্যাস্ত বৈ গতিঃ ॥
দক্ষিণপ্রক্রমে বাপি দিবা শীঘ্রং বিধীয়তে ।
গতিঃ সূর্যাস্ত বৈ নক্ৰঃ মন্দা চাপি বিধীয়তে ॥
এবং গতিবিশেষেণ বিভজ্যন রাজ্যহানি তু ।
অজবীথ্যাং দক্ষিণায়াং লোকালোকস্ত
শোভয়ম্ ॥ ৭৯

লোকসন্তানতো হোম বৈশ্বানরপথাদিহিঃ ।

নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া থাকেন। উত্তরা-
য়ণ কালে অপেক্ষাকৃত মন্দভাবে গমন
করেন। এজন্য দীর্ঘকালে অল্পভূমি অতি-
ক্রম করেন। উত্তরায়ণে সূর্য দিবাভাগে
অষ্টাদশ মুহূর্তে ত্রয়োদশ নক্ষত্রমধ্যে এবং
রাত্রিকালে দ্বাদশ মুহূর্তে ত্রয়োদশ নক্ষত্র
মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। ঋবমণ্ডল
মৃৎপিণ্ডসম মধ্যভাগে থাকিয়া চক্রাকারে
ইহাপেক্ষা মন্দতর গমনে নিরন্তর পারভ্রমণ
করে। উহা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত
পর্যন্ত মণ্ডল সকলে পরিভ্রমণপূর্বক ত্রিংশৎ
মুহূর্তাধিক এক অহোরাত্রে আবর্তিত হয়।
উত্তরায়ণে সূর্যের গতি দিবাভাগে মন্দীভূত
এবং রাত্রিকালে শীঘ্র হইয়া থাকে। দক্ষিণা-
য়ণে দিবাভাগে শীঘ্র এবং রাত্রিকালে মন্দ-
গতি হয়। সূর্য এইভাবে স্বীয় গতির
ভারতময় বশতঃ দিবারাত্রি বিভাগপূর্বক
দক্ষিণা অজবীথীতে এবং লোকালোক পর্ব-
তের উত্তরাংশে বিচরণ করেন। লোক-

ব্যষ্টির্থাবৎ প্রভা সৌরী পুঙ্করাৎ সম্প্রবর্ততে ॥
পার্শ্বেভ্যো বাহুতস্তাবলোকালোকস্ত পর্বতঃ ।
যোজনানাং সহস্রাণি দশোর্দ্ধকোদ্ধিতো গিরিঃ
প্রকাশস্তাপ্রকাশস্ত পর্বতঃ পরিমণ্ডলঃ ।
নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্যাস্ত গ্রহাস্তারাগণৈঃ সহ ॥ ৮২
অভ্যন্তরে প্রকাশস্তে লোকালোকস্ত বৈ গিরেঃ
এতাবানৈব লোকস্ত নিরালোকস্ততঃ পরম্ ॥
লোক আলোকনে ধাতুর্নিরালোকস্তলোকতা ।
লোকালোকৌ তু সঙ্কস্তুে তন্মাৎ সূর্যঃ
পরিভ্রমন্ ॥ ৮৪

তন্মাৎ সঙ্কস্তুতি তামাহুকাব্যুট্টৈর্ধ্বখাস্তরম্ ।
উষা রাত্রিঃ স্মৃতা বিটৈর্প্রবৃষ্টিচাপি অহঃ স্মৃতম্
ত্রিংশৎকলো মুহূর্তস্ত অহস্তে দশ পঞ্চ চ ।
হ্রাসো বুদ্ধিরহর্ভাগৈর্দিবসানাং যথা তু বৈ ॥ ৮৬
সঙ্ক্যামুহূর্তমাত্রায়াং হ্রাস-বুদ্ধী তু তে স্মৃতে ।
লেখা প্রভৃতাখাদিত্যে ত্রিমুহূর্তাগতে তু বৈ ॥ ৮৮

বিস্তারভূমি অবাধ বৈশ্বানর পথের বহির্ভাগ
এবং ব্যষ্টি, প্রভা, সৌরী ও পুঙ্কর পর্যন্ত
ইহার বিচরণস্থান। ৭১—৮০। লোকা-
লোক পর্বত পার্শ্বদেশ ও বহির্ভাগ ব্যাপিয়া
রাহিয়াছে! উহা দশসহস্র যোজন উন্নত,
আলোক ও অন্ধকারময় এবং মণ্ডলাকারে
অবাস্তত। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা-
গণ সকলেই সেই লোকালোক গিরির অভ্য-
ন্তরে প্রকাশমান। লোক অর্থাৎ দর্শনযোগ্য
বিষয় এই পর্যন্ত। ইহার পরে নিরা-
লোক। লোক ধাতু দর্শনার্থক। লোকের
অভাবই নিরালোক। সূর্য পরিভ্রমণপূর্বক
এই লোক ও অলোকের সন্ধান অর্থাৎ
সংযোজন করেন, এইজন্য সেই কালকে
সঙ্ক্যা বলা হয়। তন্মধ্যে উষা ও
কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। বিপ্রগণ উষাকে
রাত্রি এবং ব্যষ্টিকে দিবা বলিয়া নির্কীচন
করেন। ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত, পঞ্চদশ
মুহূর্তে এক দিন। এই দিবসের যে হ্রাস
বুদ্ধি হয়, তাহার প্রণালী এই যে, সঙ্ক্যা-
কালের এক মুহূর্তের হ্রাস-বুদ্ধি ব্যষ্টি থাকে।

প্রাতঃ স্মৃতস্ততঃ কালো ভাগাংশাহশ পঞ্চ চ
তস্মাৎ প্রাতর্গতান্ কালানুহর্তাঃ সঙ্গবন্দরঃ ॥৮৮
মধ্যাহ্নস্মিতুহর্তস্ত তস্মাৎ কালাদনন্তরম্ ।
তস্মাৎমধ্যাহ্নানাং কালাদপরাত্ন ইতি স্মৃতঃ ॥৮৯
ত্রয় এব মুহূর্তান্ত কাল এষ স্মৃতো বৃধৈঃ ।
অপরাত্নব্যতীতাক কালঃ সায়াং স উচ্যতে ॥৯০
দশ পঞ্চ মুহূর্তাহো মুহূর্তায়ত্রয় এব চ ।
দশপঞ্চমুহূর্তং বৈ অহস্ত বিবুবে স্মৃতম্ ॥ ৯১
বর্দ্ধত্যতো হ্রসত্যেব অয়নে দক্ষিণোত্তরে ।
অহস্ত গ্রসতে রাত্রিঃ রাত্রিস্ত গ্রসতে অহঃ ॥ ৯২
শরৎসমস্তমৌর্মধ্যং বিবুবন্ত বিধীয়তে ।
আলোকান্তঃ স্মৃতো লোকো লোকাচ্চালোক
উচ্যতে ॥ ৯৩
লোকপালাঃ স্থিতান্তত্র লোকালোকস্ত মধ্যতঃ
চক্রারস্তে মহান্নানন্তিষ্ঠন্ত্যাভূতসংপ্রবম্ ॥ ৯৪
সুধামা চৈব বৈরাজঃ কর্দমশ্চ প্রজাপতিঃ ।
হিরণ্যরোমা পর্জন্তঃ কেতুমান রাজসশ্চ সঃ ॥

আদিত্য, বিবুব প্রভৃতি বিভিন্নপথে গমন
করত মুহূর্তত্রয়ের ব্যতিক্রম বিধান করেন ।
দিবা পাঁচ ভাগে বিভক্ত । প্রথম তিন মুহূর্ত
প্রাতঃকাল, পরে তিন মুহূর্ত সঙ্গবকাল ।
তৎপর তিন মুহূর্ত মধ্যাহ্ন, অতঃপর তিন
মুহূর্ত অপরাত্ন । ইহার পর সন্ধ্যা । বৃধগণ
এইরূপ বলেন ৮৮—৯০। পঞ্চদশ মুহূর্তাত্মক
দিবাতাগের তিন তিন মুহূর্তে এক একটি
কাল । সূর্য যখন বিবুব মণ্ডলে অবস্থান
করেন, তখন পঞ্চদশ মুহূর্তে এক দিন
হইয়া থাকে । দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণে
এই পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় । দক্ষিণায়নে
দিবা রাত্রিকে গ্রাস করে, উত্তরায়ণে রাত্রি
দিবাকে গ্রাস করে । শরৎ ও বসন্ত ঋতুকে
বিবুব বলা যায় । আলোকের অস্ত্রে লোক
এবং লোকের অস্ত্রে আলোক বিত্তমান ।
সেই লোকালোক পর্তত মধ্যেই লোকপাল-
গণের অবস্থান । তাহাদিগের মধ্যে চারি-
জন মহাত্মা প্রলয়ান্ত কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান
থাকেন । বৈরাজ সুধামা, কর্দমপ্রজাপতি,

নির্ধন্য নিরভীমানা নিস্তল্লা নিম্পরিগ্রহাঃ ।
লোকপালাঃ স্থিতান্ত্রেতে লোকালোকে
চতুর্দিশম্ ॥ ৯৬
উত্তরঃ যদগন্ত্যন্ত শৃঙ্গং দেবর্ষিসেবিতম্ ।
পিতৃযানঃ স্মৃতঃ পন্থা বৈশ্বানরপথাবহিঃ ॥ ৯৭
তত্রাসতে প্রজাকামা ঋষয়ো যেহর্ষহোজিণঃ ।
লোকস্ত সন্তানকরাঃ পিতৃযানে পথি স্থিতাঃ ॥
ভূতারন্তকৃতং কৰ্ম্ম আশিষশ্চ বিশাংপতে ।
প্রারভস্তে লোককামান্তেষাং পন্থাঃ স দক্ষিণঃ
চলিতং তে পুনর্ধর্ম্মঃ স্থাপয়ন্তি যুগে যুগে ।
সন্তপ্ততপসা চৈব মর্যাদাতিঃ ক্রতেন চ ॥১০০
জায়মানান্ত পূর্বে বৈ পশ্চিমানাঃ গৃহেষু তে ।
পশ্চিমাশ্চৈব পূর্বেষাং জায়ন্তে নিধনেষুহি ॥১০১
এবমাবর্তমানান্তে বর্তন্ত্যভূতসংপ্রবম্ ॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণাং গৃহমেধিনাম্ ॥ ১০২
সবিতুর্দাক্ষিণং মার্গমাশ্রিত্যাভূতসংপ্রবম্ ।

পর্জন্ত হিরণ্যরোমা ও রাজস কেতুমান,—
এই চারিজন লোকপাল সুখ-হৃৎ-অমৃতব-
হীন, নিরভিমান, নিরলস ও নিম্পরিগ্রহ ।
ইহারা লোকালোক পর্ততের চতুর্দিকে অব-
স্থান করিতেছেন । বৈশ্বানর পথের বাহির্ভাগে
উত্তর দিকে অগস্ত্যের দেবর্ষিগণসেবিত
যে শৃঙ্গ আছে, ঐ পথকে পিতৃযান বলে ।
সেই পিতৃযান পথে প্রজাকামী অগ্নিহোত্রী
লোকবুদ্ধিকারী ঋষিগণ বর্তমান আছেন ।
হে রাজন্! দক্ষিণপথবাসী লোকবুদ্ধি-
কামী সেই মহর্ষিগণ, প্রাণবুদ্ধিকর কৰ্ম্ম এবং
আশীর্বাদসমূহের প্রবর্তক । যুগে যুগে
যখন যখন ধম্ম বিচলিত হয়, তখন তখনই
তাহারা প্রভাব, তপস্তা ও শাস্ত্রজ্ঞান
দ্বারা উহাকে পুনঃ স্থাপন করিয়া থাকেন ।
ঊহাদিগের মধ্যে পূর্বতন ব্যক্তিগণ পর-
বর্তী জনগণের গৃহে জন্মিয়া থাকেন ।
পূর্বতনের নিধনে পরবর্তীরা তাহাদিগের স্থান
পুরণ করেন । ঊহারা এইভাবে আবর্তন
দ্বারা এই ভূতচয়ের অত্যন্তাভাব কাল
পর্য্যন্ত সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা করেন । সবিতার

ক্রিয়াবতাং প্রসংখ্যেযা বে শ্মশানানি ভেজিরে
লোকসংব্যবহারার্থং ভূতারন্তকৃতেন চ ।
ইচ্ছা-ষেবরতাঈব মৈথুনোপগমাচ্চ বৈ ॥১০৪
তথা কামকৃতেনেহ সেবনাষিষয়ন্ত চ ।
ইত্যেতৈঃ কারণৈঃ সিদ্ধাঃ শ্মশানানীহ ভেজিরে
প্রজৈষিণঃ সপ্তর্ষয়ো দ্বাপরেষিহ জজিরে ।
সম্ভতিং তে জুগুপসন্তে তস্মান্মৃত্যুজিতন্ত তৈঃ
অষ্টাশীতিসহস্রাণি তেষামপ্যুর্জিরেতসাম্ ।
উদকুপহা ন পর্যন্তমাত্রিত্যাভূতসংপ্রবন্ ॥১০৭
তে সস্ত্রয়োগালোকস্ত মিথুনস্ত চ বর্জনাৎ
ঈর্ষ্যাষেবনিবৃত্ত্যা চ ভূতারন্তবিবর্জনাৎ ॥১০
ততোহন্তকামসংযোগ-শব্দাদেদৌষদর্শনাৎ ।
ইত্যেতৈঃ কারণৈঃ শুক্রেস্তেহমৃতত্বং হি ভেজিরে
আভূতসংপ্রবস্থানামমৃতত্বং বিভাব্যতে ।
ত্রৈলোক্যস্থিতিকালো হি ন পুনর্বারগামিনাম্ ॥

দক্ষিণপথে অষ্টাশীতি সহস্র ভাবিতাক্ষা গৃহস্থ
ঋষি কল্পকাল যাবৎ অবস্থান করেন ।
মরণান্তে যাহাদিগের শাস্ত্র-বিহিত সংকারাদি
সংস্কারক্রিয়া নির্বাহিত হইয়াছে, তাহা-
দিগের কথাই এই বলিলাম । ১১—১০৩ ।
লোক-ব্যবহার রক্ষণার্থ সৃষ্টিমূলক কৰ্ম্ম,
ইচ্ছা, ষেব, আসক্তি, মৈথুনকরণ ও কামাচার
ইত্যাদি কারণে সিদ্ধগণ শ্মশান ভজনা
করেন । সপ্তর্ষিগণ প্রজাভিলাষী হইয়া
দ্বাপরযুগে ভূতলে জন্মিয়াছিলেন ; কিন্তু
ঊঁহার সন্ততিকে স্থগা করিতেন ; সেই
জন্ত মৃত্যু জয় করিতে সমর্থ হইয়া-
ছেন । ঊঁহার অষ্টাশীতিসহস্র উর্দ্ধরেতা
মহর্ষি উত্তর পন্থা আশ্রয় করিয়া প্রলয় পর্য্যন্ত
অবস্থান করেন । ইহারা লোক সকলের
মধ্যে সমতাহাপন, মৈথুনবর্জনা, ঈর্ষ্যা-
ষেবনিবৃত্তি, সৃষ্টিকার্য্যপরিহার ও শব্দাদি
বিষয়সংযোগের দৌষদর্শন, এই সমস্ত শুদ্ধ
কারণে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । ঊঁহার
ভূতসমূহের লয়কাল পর্য্যন্ত বর্তমান
থাকেন, ঊঁহাদিগের অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয় ।
ত্রৈলোক্যর স্থিতিকাল যাবৎ উর্দ্ধরেতার

জগহত্যাশমেধাদিপাপপুণ্যানিভৈঃ পরম্ ।
মাতৃতসংপ্রবাস্তে তু কীর্যন্তে চোর্দ্ধরেতসঃ ॥
উর্দ্ধোত্তরমৃষিত্যন্ত এবো যত্রাহুসংস্থিতঃ ।
এতদ্বিকুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোমি ভাস্বরম্ ॥
যত্র গতা ন শোচন্তি তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ।
ধর্ম্মে এবস্ত তিষ্ঠন্তি যে তু লোকস্ত কাঙ্ক্ষিণঃ ॥
ইতি ত্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে ভুবনকোষে চন্দ্র-
সূর্য্য-ভুবনবিস্তারো নাম চতুর্বিংশত্যধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

এবং ঋষি কথ্যং দিব্যামব্রবন্ লোমহর্ষণিম্ ।
সূর্য্যচন্দ্রমসোচ্চারং গ্রহণাঈব সর্কশঃ ॥ ১
ঋষয় উচুঃ

ভ্রমন্তি কথমেতানি জ্যোতীঃষি রবিমণ্ডলে ।
অব্যাহেতেনব সর্কাণি তথা চাসঙ্করেণ বা ॥ ২

জীবিত থাকেন ; পরন্তু কামাসক্ত ব্যক্তিরা
তত কাল বাঁচিতে পারে না । উর্দ্ধরেতা
মহাত্মারা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত জগহত্যাদি পাপ
ও অশমেধাদি পুণ্যের জ্ঞায় অবস্থানান্তে লয়
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । সপ্তর্ষিমণ্ডলের
উত্তর দিকে উর্দ্ধভাগে, যেখানে এব বিদ্যা-
মান, তাহাই দিব্য বিকুপদ । উহা আকাশস্থ
তৃতীয় ভাস্বর পদার্থ । সেই বিকুপদে যাইয়া
আর কাহাকেও শোক করিতে হয় না ।
লোকহিতকামীরা ঋষের ধর্ম্মেই অবস্থান
করিয়া থাকেন । ১০৪—১১৩ ।

চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২৪॥

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ,—চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণের এব-
দ্বিধ দিব্য বিবরণ অবগত করিয়া লোমহর্ষণ-
নন্দনকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন । ঋষিগণ
কহিলেন,—রবিমণ্ডলে এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলী
পরস্পর দলবদ্ধ কিম্বা মিলিত না হইয়া কি

কষ্ট ভ্রাময়তে তানি ভ্রমন্তি যদি বা স্বয়ম্ ।

এতৎবেদিতুমিচ্ছামস্ততো নিগদ সন্তম ॥ ৩

শ্রুত উবাচ ।

ভূতসন্মোহনং হেতুদ্রবতো মে নিবোধত ।

প্রত্যক্ষমপি দৃষ্টং তৎ সন্মোহয়তি বৈ প্রজাঃ ।

যোহসৌ চতুর্দশর্কেষু শিশুমারো ব্যবহিতঃ ।

উত্তানপাদপুত্রোহসৌ মেধীভূতো ঋবো দিবি

সৈব ভ্রমন্ ভ্রাময়তে চন্দ্রাদিত্যৌ প্রথৈঃ সহ ।

ভ্রমন্তমম্বুসর্পন্তি নক্ষত্রাণি চ চক্রবৎ ॥ ৬

ঋবন্ত মনসা যো বৈ ভ্রমতে জ্যোতিষাং গণঃ ।

বাতানীকময়ৈর্বৈষ্ণেঋবৈ বন্ধঃ প্রসর্পতি ॥ ৭

তেষাং ভেদশ্চ যোগশ্চ তথা কালশ্চ মিশ্রয়ঃ ।

অস্ত্রোদয়াস্ত্রখোৎপাতা অগ্ননে দক্ষিণোত্তরে ।

বিষুবদ্রাঘবর্ষশ্চ সর্বমেতদ্রবৈরিতম্ ।

জীমূতা নাম তে মেঘা যদেভ্যো জীবসন্তবঃ ॥

প্রকারে পরিভ্রমণ করে ? তাহারা কি স্বয়ং

ভ্রমণ করে ? অথবা অন্য কেহ ভ্রমণ করায় ?

হে সন্তম ! আমরা ইহা জানিতে বাসনা

করি। আপনি ইহা আমাদিগকে বলুন।

শ্রুত কহিলেন,—হে ঋষিগণ ! ইহা একটা

ভূতসন্মোহন ব্যাপার। ইহা প্রত্যক্ষ

দর্শন করিলেও জনগণ সন্মোহিত হয়। আমি

ইহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন।

চতুর্দশ নক্ষত্রে যে শিশুমার রহিয়াছে,

উত্তানপাদ-পুত্রই আকাশমণ্ডলে মেধিস্তম্ভা-

কারে ঐ ভাব লাভ করিয়াছেন। উহার নাম

—ঋব। এই ঋবই স্বয়ং ভ্রমণ করত এই

চন্দ্র-সূর্য্যসহ গ্রহগণকেও পরিভ্রামিত করে।

সে নিজে ভ্রমণশীল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্র-

মণ্ডলীও চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতে থাকে।

ঋবের মানস গতিবশেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলী

পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। উহার বায়ুশাশি-

ময় বন্ধন দ্বারা ঋবে বন্ধ বলিয়াই ওরূপভাবে

ভ্রমণ করিয়া থাকে। জ্যোতিষ্কবর্গের সংযোগ

বিয়োগাদি বিভিন্ন পরিবর্তন, কালনির্ণয়,

অস্ত, উদয়, দক্ষিণায়ন, উত্তরায়ণ, এবং নানা-

বিধ উৎপাত, বিক্ষুব্ধ এবং গ্রহণ, এ সকলই ঋব

দ্বিতীয় আবহন বায়ুর্বেষান্তে অভিসংখিতাঃ ।

ইতো যোজনমাত্রাচ্চ অধার্দ * বিকৃতা অপি

বৃষ্টিসর্গস্তথা তেষাং ধারাসারঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

পুষ্করাবর্তকা নাম যে মেঘাঃ পক্ষসন্তবাঃ ॥ ১১

শক্রেণ পক্ষাশ্চিরা বৈ পৰ্বতানাং মহোজসা ।

কামগানাং সমৃদ্ধানাং ভূতানাং নাশমিচ্ছতাম্ ।

পুষ্করা নাম তে পক্ষা বৃহন্তস্তোয়ধারিণঃ !

পুষ্করাবর্তকা নাম কারণেনেহ শব্দিতাঃ ॥ ১৩

নানারূপধরাশ্চৈব মহাঘোরস্বরাস্চ তে ।

কল্লাস্তবৃষ্টিকর্তারঃ কল্লাস্তায়ৈর্নিয়ামকাঃ ॥ ১৪

বায়াধারা বহন্তে বৈ সামুতাঃ কল্লাসাধকাঃ ।

যান্তস্তাশুস্ত ভিন্নস্ত প্রাকৃতান্ততবঃসুদা ॥ ১৫

যস্মিন্ ব্রহ্মা সমুৎপন্নশ্চতুর্ভুজঃ স্বয়ং প্রভুঃ ।

তান্তেবাণ্ডকপালানি সর্বে মেঘাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ

হইতে প্রেরিত হয়। জীমূত নামক এক-

প্রকার মেঘ আছে, উহাদিগের বৃষ্টিতে জীব-

গণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১—২ ।

সেই মেঘগণ আবহ নামক বায়ুকে আশ্রয়

করিয়া বর্তমান। উহার এখান হইতে সার্ক

যোজন অন্তরে অবস্থানপূর্ব্বক জলধারা

বর্ষণ করে। উহার বৃষ্টিকারক মেঘ। পক্ষ-

সম্ভব মেঘগণ পুষ্করাবর্তক নামে খ্যাত।

মহাতেজস্বী শক্রদেব যখন সমৃদ্ধিশালী প্রাণি-

বর্গের নাশকাজ্ঞা কামগামী পর্ব্বতগণের

পক্ষচ্ছেদন করেন, তখন সেই পক্ষ হইতেই

এই মেঘদিগের উৎপত্তি হয়। সেই পক্ষ

সকলের নাম—পুষ্কর। উহার বৃহৎ এবং

এই কারণে এই মেঘ-

দিগকে পুষ্করাবর্তক শব্দে অভিহিত করা

হয়। উহার নানারূপধর, মহাঘোরস্বর,

কল্লাস্তকালে বৃষ্টিকর এবং প্রলয়ায়ির নিয়াম-

ক। উহার বায়ুর আধার ও অমৃতযুক্ত ;

ইহারাই মহাপ্রলয় ঘটাইয়া থাকে। এই

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের ভেদ হইলে তখন যে

কপাল সকল জন্মিয়াছে, স্বয়ং প্রভু ব্রহ্মা

ତେଷାମପ୍ୟାୟନଃ ସ୍ବୟଂ ସର୍ବେଷାମବିଶେଷତଃ ।
 ତେଷାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ପର୍ବଞ୍ଚକ୍ତବ୍ୟାରୈଷ୍ଟବ ଦିଗ୍‌ଗୁଞ୍ଜାଃ ।
 ଗଞ୍ଜାନାଂ ପର୍ବତାନାଂ ଯେଷାଂ ତୋଗିତିଃ ସହ ।
 କୁଳମେକଃ ସ୍ବିଧାତୃତଃ ସୋନିରେକା ଜଳଃ ସ୍ବୀତମ୍
 ପର୍ବଞ୍ଚକ୍ତୋ ଦିଗ୍‌ଗୁଞ୍ଜାଟିଶ୍ଚେବ ହେମଶ୍ଚେ ନୀତସମ୍ଭବମ୍ ।
 ତୁଷାରବର୍ଷଂ ବର୍ଷନ୍ତି ବୃକ୍ଷା ହ୍ରସ୍ବବିବୃଦ୍ଧୟେ ॥ ୧୧
 ବର୍ଷଃ ପରିବହୋ ନାମ ବାୟୁଶ୍ଚେଷାଂ ପରାୟଣଃ ।
 ସୋହସୋ ବିଭର୍ତ୍ତି ଗୁଗବନ୍ ଗଞ୍ଜାମାକାଶଗୋଚରାମ୍
 ଦିବ୍ୟାୟତଜ୍ଜଳାଂ ପୁଣ୍ୟାଂ ତ୍ରିପଥାମିତି ବିଜ୍ଞତାମ୍
 ତତ୍ତା ବିସ୍ମନ୍ନିତଃ ତୋରଂ ଦିଗ୍‌ଗୁଞ୍ଜାଃ ପୃଥୁଃ କଟୈଃ
 ନୀକରାନ୍ ସମ୍ପ୍ରୟୁକ୍ତାନ୍ ନୀହାର ଇତି ସ ସ୍ବୀତଃ ।
 ଦକ୍ଷିଣେନ ଗିରିରୌହସୋ ହେମକୂଟ ଇତି ସ୍ବୀତଃ ॥ ୧୨
 ଉଦଗ୍‌ହିମବତଃ ଶୈଳଶ୍ଚୋତ୍ତରେ ଚୈବ ଦକ୍ଷିଣେ ।
 ପୁଞ୍ଜଃ ନାମ ସମାଧ୍ୟାତଂ ସମ୍ୟଗ୍‌ବୃଷ୍ଟିବିବୃଦ୍ଧୟେ ॥ ୧୩
 ତନ୍ନିନ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ବର୍ଷଂ ତଂ ତୁଷାରସମ୍ଭବମ୍ ।

ତତୋ ହିମବତୋ ବାୟୁର୍ହିମଂ ତତ୍ର ସମୁଦ୍ଭବଃ ॥ ୧୪
 ଆନନ୍ଦତ୍ୟାନ୍ତ୍ରବେଗେନ ସିଂହାନ୍ତୋ ମହାଗିରିମ୍ ।
 ହିମବନ୍ତମତିକ୍ରମ୍ୟ ବୃଷ୍ଟିଶେଷଂ ତତଃ ପରମ୍ ॥ ୧୫
 ଇତାଞ୍ଚେ ଚ ତତଃ ପଞ୍ଚାଦିଦଂ କୃତାବିବୃଦ୍ଧୟେ ॥ ୧୬
 ବର୍ଷଞ୍ଚ ସମାଧ୍ୟାତଂ ସମ୍ୟଗ୍‌ବୃଷ୍ଟିବିବୃଦ୍ଧୟେ ॥ ୧୭
 ମେଘାଞ୍ଚାପ୍ୟାୟନଠିକ୍ଷେବ ସର୍ବମେତଂ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତମ୍ ।
 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବ ତୁ ବୃଷ୍ଟିନାଂ ଅସ୍ତା ସମୁପାଦିଷ୍ଠତେ ॥ ୧୮
 ବର୍ଷଂ ଚର୍ମ୍ମଂ ହିମଂ ରାତ୍ରିଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚୈବ ଦିନଂ ତଥା
 ଶୁଭାଶୁଭକଳାନୀହ କ୍ରବାଂ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ॥ ୧୯
 କ୍ରବେନାସ୍ଥିତିତାଞ୍ଚାପଃ ସୂର୍ଯ୍ୟୋ ବୈ ଗୃହ ଚିତ୍ତିତି ।
 ସର୍ବଭୂତଶରୀରେଷୁ ହାପୋ ହାସ୍ତଚିତ୍ତିତାଞ୍ଚୟାଃ ॥ ୨୦
 ଦହ୍ୟାମାସୁ ତେଷ୍ବେହ ଜଞ୍ଜମ-ହାବରେଷୁ ଚ
 ଧୂମ୍ରତାଞ୍ଚ ତା ହାପୋ ନିକ୍ରାମନ୍ତୀହ ସର୍ବଶଃ ॥ ୨୧
 ତେନ ଚାତ୍ତାପି ଜାୟନ୍ତେ ହାନମନ୍ତ୍ରୟଂ ସ୍ବୀତମ୍ ।
 ତେଜୋତିଃ ସର୍ବଲୋକେଷୁ ଆଦନ୍ତେ ରଶ୍ମିତିର୍ଜନମ୍

ସାବିତେ ସମୁଦ୍ଭବ ହୁଏହାଛେନ, ସେହି ଅଂଶୁକପାଳ-
 ଶୁଖିଲିଏ ଏହି ସକଳ ମେଘାକାରେ ପରିଣତ
 ହୁଏହାଛେ । ଧୂମ୍ରଇଁ ଇହାଦିଗେର ଆପ୍ୟାୟନକାରୀ ।
 ଇହାଦିଗେର କୌଣ ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ । ଏତରନ୍ଧ୍ୟେ
 ପର୍ବଞ୍ଚକ୍ତଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ଇହା ହାଡ଼ା ଚାରିଟା ଦିଗ୍‌ଗୁଞ୍ଜଓ
 ପ୍ରଧାନ । ଗଞ୍ଜ, ପର୍ବତ, ମେଘ ଓ ସର୍ପ—ଇହାରା
 ଏକକୂଳଜାତ ; ଏକହି କୂଳ ହୁଏତାଗେ ପରିଣତ
 ହୁଏହାଛେ ; ପରନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଜଳହିଁ ଇହାଦିଗେର
 ସୋନି । ପର୍ବଞ୍ଚକ୍ତ ଓ ଦିଗ୍‌ଗୁଞ୍ଜଗଣ ହେମନ୍ତକାଳେ
 ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତ ଜଗତେର ଅଗ୍ରବୃଦ୍ଧି ଜନ୍ତ
 ନୀତସମ୍ଭୂତ ତୁଷାର ବୃଷ୍ଟି କରିନ୍ୟା ଥାକେ ।
 ୧୦—୧୧ । ପରିବହ ନାମକ ବର୍ଷ ବାୟୁ ଇହା-
 ଦିଗେର ଆଶ୍ରୟ । ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁ
 ଦିବ୍ୟ ଅୟତଜଳଶାଳିନୀ ପୁଣ୍ୟା ତ୍ରିପଥଗାମିନୀ
 ଆକାଶବାସିନୀ ବିଧ୍ୟାତା ଗଞ୍ଜାକେ ଧାରଣ
 କରେ । ଦିଗ୍‌ଗୁଞ୍ଜଗଣ ସେହି ଗଞ୍ଜାର ପ୍ରବହମାଣ
 ଜଳ ଲହିଁ ନୀକରାକାରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ;
 ତାହାହିଁ ନୀହାର ବାରିନ୍ୟା ଜାତବ୍ୟ । ମେଘର
 ଦକ୍ଷିଣାଂଶେ ହେମକୂଟ ଗିରିର ଦକ୍ଷିଣତାଗାବଧି
 ହିମାଳୟେର ଉତ୍ତରଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶେ ପୁଞ୍ଜ
 ନାମକ ମେଘ ବାସ କରେ । ଏହି ମେଘ ବୃଷ୍ଟି
 ବୃଦ୍ଧି କରିନ୍ୟା ଥାକେ । ସେଥାନେ ସେ ବର୍ଷ

ହୁଏ, ତାହା ତୁଷାରସଞ୍ଜାତ ; ଏ ଜନ୍ତ ହିମା-
 ଲୟେ ହିମବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ଐ ମେଘ
 ଆନ୍ତ୍ରବେଗେ ହିମକମାରାସି ଆକର୍ଷଣପୂର୍ବକ ସେହି
 ମହାଗିରିକେ ସିଂହାନ୍ତ କରିନ୍ୟା ଥାକେ । ହିମ-
 ବାନକେ ଅତିକ୍ରମ କରିନ୍ୟା ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଦେଶେ
 ଆସି ତେମନ ବୃଷ୍ଟି ନାହିଁ । ଇହାର ପର ଇତ
 ନାମକ ପ୍ରାଣିବୃଦ୍ଧିକର ବର୍ଷ । ଅପିଚ ଏହି
 ସେ ହୁଏଟା ବର୍ଷେର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲାମ, ଇହାରା
 ଉଭୟେହି ବୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି କରିନ୍ୟା ଥାକେ । ଏହି ଆମି
 ମେଘ ଓ ତାହାର ଆପ୍ୟାୟନବିବରଣ ସମସ୍ତହିଁ
 ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଲାମ । ସୂର୍ଯ୍ୟହିଁ ସର୍ବବିଧ ବୃଷ୍ଟିର ଅସ୍ତା
 ବାରିନ୍ୟା ବେଦେ ଉପଦେଶ ଆଛେ । ଇହ ଲୋକେ
 ବୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରୀୟ, ହିମ, ରାତ୍ରି, ସନ୍ଧ୍ୟା, ଦିନ, ଶୁଭ-
 କଳ, ଏ ସକଳ, କ୍ରବ ହୁଏତେହିଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ।
 କ୍ରବାବସ୍ଥିତ ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେନ ।
 ପରମାତ୍ମରୂପେ ଜଳକମାସମୁହ ସର୍ବପ୍ରାଣିଦେହେହିଁ
 ଅବହାନପୂର୍ବକ ଉପଚୟ ଜନ୍ୟାୟ । ଯଦନ ହାବର
 ଜଞ୍ଜମ ଜୀବଗଣ ଦହ୍ୟାମାସ ହୁଏ, ସେହି ସମୟେ ଜଳ
 ସକଳ ଦଶଦିକ୍ ହୁଏତେ ନିକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏତେ ଥାକେ ।
 ୨୦—୩୦ । ଇହା ହୁଏତେହିଁ ଅନ୍ତେର ଉତ୍ପତ୍ତି ।
 ନନ୍ତୋମଣ୍ଡଳେ ଅନ୍ତରମୟ ଏକଟା ହାନ ଆଛେ ।

সমুজ্জ্বায়ুসংযোগাৎ হস্তাপো গন্তব্যঃ ।

ততস্তত্বশাৎ কালে পরিবর্তন দিবাকরঃ ॥৩২

নিয়চ্ছত্যাপো মেঘভ্যঃ শুক্রঃ শুক্রেণ রশ্মিভিঃ

অভ্রহাঃ প্রত্যাপো বায়ুনা সমুদীরতাঃ ॥ ৩৩

ততো বর্ধতি যম্মাসান্ সর্বভূতবিরুদ্ধয়ে ।

বায়ুভিঃ স্তনিতকৈবং বিহ্যত্বগজাঃ স্মৃতাঃ ॥

মেহনাচ্চ মিহেৰ্ধাতোৰ্মেঘত্বং ব্যঞ্জয়ন্তি চ ।

ন ঐশ্তস্তে ততো হাপস্তস্মাদভ্রস্ত বৈ স্থিতিঃ ।

অষ্টানসৌ বৃষ্টিসর্গস্ত্র্যবেণাধিষ্ঠিতো রবিঃ ॥ ৩৫

ত্র্যবেণাধিষ্ঠিতো বায়ুর্বৃষ্টিঃ সংহরতে পুনঃ ।

গ্রহান্নিবৃত্তাঃ সূর্যাঃ তু চরতে ঋক্ষমণ্ডলম্ ॥ ৩৬

চান্স্তাস্তে বিশ্বত্যাগঃ ত্র্যবেণ সমধিষ্ঠিতম্ ।

অতঃ সূর্যারথস্থাপি সন্নিবেশং প্রচক্ষতে ॥ ৩৭

স্থিতেন হেকচক্রেণ পঞ্চারেণ ত্রিনাভিনা ।

হিরণ্ময়েনাগুনা বৈ অষ্টচক্রে কনৈমিনা ।

উহা স্বীয় তেজোময় কিরণ দ্বারা সর্বলোক
হইতে জল আর্ষণ করে। সেই কিরণগণ
বায়ুসংযোগে সমুদ্র হইতে জল লইয়া যায়।

তার পর কালবশে দিবাকর শুক্রবর্ণ রশ্মি-
যোগে মেঘদিগের নিকট হইতে শুক্র জল
পাতন করেন। বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া
অভ্রহ জলরাশি পতিত হইয়া থাকে। সূর্য
প্রাণিগণের বর্ধন জন্য এইভাবে ছয় মাসকাল
বর্ধন করেন। বর্ধনকালে বায়ু দ্বারা স্তনিত
শব্দ হয়। বিহ্যৎ অগ্নিজাত বলিয়া নিরু-
পিত। ক্ষরণার্থক মিহধাতু হইতে মেঘশব্দ
জন্মিয়াছে। মেঘগণ ধাতুর অর্থই সম্যক
ব্যঞ্জিত করিয়া থাকে। যাহা হইতে অপ-
(জল) ভ্রষ্ট হয় না, তাহাই অভ্র; স্মৃতাঃ
অভ্র স্থিতিশীল। ত্র্যবেণাধিষ্ঠিত রবিই এই
বৃষ্টি কার্ধ্যের অষ্টা। ত্র্যবেণাধিষ্ঠিত বায়ু, বৃষ্টির
সংহার করে। নক্ষত্রমণ্ডল সূর্যমণ্ডল
হইতে বহির্গত হইয়া বিচরণ করে; আবার
ক্রমে সূর্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়। এজন্য
সূর্যরথেরও সন্নিবেশ বোধগম্য হইয়া
থাকে। ঐ রথ একচক্রোপরিস্থিত এবং
পঞ্চ অরযুক্ত। উহাতে ত্রিনাভি নাস্তি এবং

চক্রেণ ভাস্বতা সূর্য্যঃ স্তননেন প্রসর্পিণা ॥৩৮

শতযোজনসাহস্রো বিস্তারায়ান উচ্যতে ।

দ্বিগুণা চ রথোপহাদী পাদগুঃ প্রমণতঃ ॥ ৩৯

স তস্ত বক্ষণা সৃষ্টো রথো স্বর্ষবশেন তু ।

অসঙ্গঃ কাঞ্চনো দিব্যো বৃক্তঃ পবনগর্হয়ে ॥ ৪০

ছন্দোভির্বাঞ্জিরূপৈস্তৈর্ষধাচক্রঃ সমাধিতঃ ।

বাক্ষসস্ত রথস্তেহ লক্ষণৈঃ সদৃশচ সঃ ॥ ৪১

তেনাসৌ চরতি ব্যোমি ভাস্বানহুদিনঃ দিবি ।

অথান্নানি তু সূর্য্যস্ত প্রত্যক্ষানি রথস্ত চ ।

সংবৎসরস্তাবয়বৈঃ কল্পিতানি যথাক্রমম্ ॥ ৪২

অহর্নাভিস্ত সূর্য্যস্ত একচক্রস্ত বৈ স্মৃতঃ ।

অরাৎ সংবৎসরাস্তস্ত নেম্যঃ ষড়্ভুজবঃ স্মৃতাঃ

রাত্রির্বরুণো ঘর্ম্মাচ ধ্বজ উর্ধ্বঃ ব্যবস্থিতঃ ।

অক্ষকোট্যোর্য়ুগান্তস্ত অর্ভবাহাঃ কলাঃ স্মৃতাঃ

তস্ত কাষ্ঠা স্মৃতা ঘোণা দন্তপঙ্ক্তকঃ কণাশ্চ বৈ

নিমেষশ্চাক্ষরকর্ষোহস্ত দৈশা চান্ত কলা স্মৃতা ॥ ৪৫

য়ুগাক্ষকোটি তে তস্ত অর্ধ-কামাণ্ডভৌ স্মৃতৌ ।

সপ্তাধ্বরূপাচ্ছন্দাঃ স বহন্তে বায়ুগংহসা ॥ ৪৬

হিরণ্ময় ক্ষুদ্র অষ্ট চক্র ও একটি নেমিযুক্ত
একটি বৃহৎ চক্র আছে। সূর্য্য সেই রথে
নিয়ত গমনাগমন করেন। ইহার বিস্তার-
ায়ান পারমাণ শতসহস্র যোজন। রথের
মধ্যভাগ অপেক্ষা ঈষাদণ্ড দ্বিগুণপরিমাণ।
ব্রহ্মা প্রয়োজনবশে সূর্য্যের ঐ রথ সৃষ্টি
করেন। সেই দিব্য রথ কাঞ্চননির্ম্মিত,
সঙ্গরহিত এবং পবনগামি-অখযোজিত।
রথচক্রবহনের উপযুক্ত অধ্বরূপী ছন্দঃসমূহ
উহা বহন করে। এই রথ বক্ষণ রথের সম-
লক্ষণসম্পন্ন ৩১—৪১। ভাস্বান সূর্য্য অহুদিন
এই রথে বিচরণ করেন। এই রথের অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গসমূহ যথাক্রমে সংবৎসরাবয়ব দ্বারা
কল্পিত। এই একচক্রশালী রথের দিবা-
নাস্তি, সংবৎসর—আর, ছয় ঋতু—নৌম,
রাত্রি—বরুধ, গ্রীষ্ম—ধ্বজ, যুগসকল—
অক্ষকোটি, কলা—অর্ভবাহ, কাষ্ঠা—নাসিকা,
কণা—দন্তপঙ্ক্তি, নিমেষ—অক্ষর, কলা—
ঈষা, অর্ধ ও কাম—য়ুগাক্ষকোটি, এবং ছন্দাঃ

গায়ত্রী চৈব জিহ্বু চ জগত্যহুপু তথৈব চ ।
পত্নীকৃত বৃহতী চৈব উকিগেব তু সপ্তমঃ ॥৪৭॥
চক্রমক্ষে নিবদ্ধস্ত একে চাক্রঃ সপর্ণিতঃ ।
সহচক্রে ভ্রমত্যক্ষঃ সহাঙ্কে ভ্রমতি একঃ ॥৪৮॥
অক্ষঃ সঠৈব চক্রেণ ভ্রমতেহসৌ একবৈরিতঃ ।
এবমর্থবিশাং তস্ত সন্নিবেশো রথস্ত তু ॥ ৪৯ ॥
তথা সংযোগভাগেন সিদ্ধো বৈ ভাস্করো রথঃ
ভেনাসৌ তরণির্দেবো নভসঃ সপর্ণিতে দিবম্ ॥
যুগাককোটি তে তস্ত দক্ষিণে স্তম্ভনস্ত তু ।
ভ্রমতো ভ্রমতো রশ্মী তৌ চক্রযুগযোক্ত বৈ ॥৫১॥
মণ্ডলানি ভ্রমন্তেহস্ত খেচরস্ত রথস্ত তু ।
কুলালচক্রভ্রমবন্নগুণঃ সর্বতোদিশম্ ॥ ৫২ ॥
যুগাককোটি তে তস্ত বাতোশ্মী স্তম্ভনস্ত তু ।
সংক্রমেতে একমহো মণ্ডলে সর্বতোদিশম্ ॥৫৩॥
ভ্রমতস্তস্ত রশ্মী তে মণ্ডলে তুত্তরায়ণে ।
বর্ধেতে দক্ষিণেষত্র ভ্রমতো মণ্ডলানি তু ॥ ৫৪ ॥
যুগাককোটি সম্বন্ধৌ হে রশ্মী স্তম্ভনস্ত তে ।

সকল—সপ্তাধিকারে ইহাকে বায়ুবেগে বহন
করে । সপ্তবিধ ছন্দঃ যথা—গায়ত্রী, জিহ্বুপু,
জগতী, অহুপু, পত্নী, বৃহতী এবং উকি।
রথের চক্র অঙ্কে নিবদ্ধ, অক্ষ একে,
স্থাপিত । চক্রসহ অক্ষ ভ্রমণ করে এবং
অক্ষ সহ এক ভ্রমণ করে । অক্ষ এক দ্বারা
চালিত হইয়া চক্রসহ ভ্রমণ করিয়া থাকে ।
কোনও বিশেষ কারণে সেই তরণিরথের
এবাধিধ সন্নিবেশ হইয়াছে । এই বিচিত্র
সংযোগের ফলে ভাস্কররথ স্থির রহিয়াছে ।
তরণি দেব উহা দ্বারাই নভোমণ্ডলে বিচরণ
করেন । ৪২—৫০ । ইহার দক্ষিণভাগে
যুগ ও অক্ষকোটি বিস্তারিত । চক্র ও যুগসহ
রশ্মিসংযোগ আছে । রশ্মিবয়ের অপর
প্রান্ত একে নিবদ্ধ । চক্র ও যুগের
ভ্রমণকালীন সেই রশ্মিবয়ও মণ্ডলাকারে
আবর্তিত হয় । উক্ত যুগ ও অক্ষকোটি
কুলালচক্রবৎ একে চতুর্দিকে পরিভ্রমণ
করে । উত্তরায়ণে উহার ভ্রমণমণ্ডল এক-
মুখ্য প্রবিষ্ট হইতে থাকে ; আর দক্ষিণায়ণে

এবেণ প্রগৃহীতো তৌ রশ্মী ধারয়তা রবিম্ ।
আকৃষ্যতে যদা তে তু একেণ সমষ্টিধিতে ।
তদা সোহত্যন্তরে সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি তু
অশীতিমণ্ডলশতঃ কাঠমোকৃতয়োচ্চরন ।
এবেণ মুচ্যমানেন পুন্য রশ্মিযুগেন চ ॥ ৫৭ ॥
তথৈব বাহুতঃ সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি তু ।
উষেষ্টয়ন বৈ বেগেন মণ্ডলানি তু গচ্ছাত ॥৫৮॥
ইতি জীমাৎশ্চে মহাপুরাণে ভুবনকোষে সূর্য্য-
চন্দ্রমন্ডারো নাম পঞ্চবিংশত্যাধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৫ ॥

ষড়্ বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

স রথোহধিষ্ঠিতো দেবৈর্মাসি মাসি যথাক্রমম্ ।
ততো বহত্যধাদিত্যং বহতিঋষিভিঃ সহ ॥ ১ ॥
গচ্ছত্বৈরপ্সরোভিষ্চ সপ্ন-গ্রামাণ-রাক্ষসৈঃ ।
এতে বসন্তি বৈ সূর্য্যে মাসৌ দ্বৌ দ্বৌ ক্রমেণ চ

এবের বহির্ভাগে যাইতে থাকে । ইহার
কারণ এই যে, উত্তরায়ণে একেবের আকর্ষণে
রশ্মিবয় সংকীর্ণ হয় এবং দক্ষিণায়ণে একে
রশ্মি পরিত্যাগ করেন বলিয়া উহা বৃদ্ধি
লাভ করে । এক যখন রশ্মি আকর্ষণ
করেন তখন সূর্য্য উভয় দিকে অশীতিশত
মণ্ডল ব্যবধানে বিচরণ করিতে থাকেন ;
আর এক যখন রশ্মিবয় পরিত্যাগ করিতে
থাকেন, তখনও ঐ পরিমাণে বহির্ভাগে
সবেগে বেষ্টন সহকারে ভ্রমণ করিয়া
থাকেন । ৫১—৫৮ ।

পঞ্চবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২৫॥

ষড়্ বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—দেবগণ মাসে মাসে
সেই রথে অধিবেশনপূর্ব্বক যথাক্রমে বহতর-
শ্বি, গচ্ছত্ব, অপ্সরা, সপ্ন, সারাদি ও রাক্ষস,
সহ উহাকে পরিচালিত করেন । ইহারা

ধাতার্যমা পুলস্ত্যশ্চ পুনহশ্চ প্রজাপতী ।
 উরগৌ বাসুকীশ্চৈব সঙ্কীর্ণশ্চৈব তাবুভৌ ॥ ৩
 তুহুর্জমদগ্নিশ্চৈব গন্ধর্ব্বৌ গায়ত্যাং বরৌ ।
 কৃতস্থলাপসরাশ্চৈব যা চ সা পুঞ্জিকহনী ॥ ৪
 গ্রামণ্যৌ রথকুৎ তস্ত রথোজাশ্চৈব তাবুভৌ
 রক্ষো হেতিঃ প্রহেতিশ্চ যাতুধানাবুভৌস্মৃতৌ
 মধু-মাধবয়োহ্যেয গণৌ বসতি ভাস্করে ।
 বসন্ গ্রীষ্মে তু ঘৌ মাসৌ মিত্রশ্চ বরুণশ্চ বৈ ॥
 ঋষী অজির্বসিষ্ঠশ্চ নাগৌ তক্ষক-রক্তকৌ ।
 মেনকা সহজস্তা চ হাহা হুহুশ্চ গায়কৌ ॥ ৭
 রথন্তরশ্চ গ্রামণ্যৌ রথকুট্টৈব তাবুভৌ ।
 পুরুষাদৌ বধশ্চৈব যাতুধানৌ তু তৌ স্মৃতৌ
 এতে বসন্তি বৈ সূর্য্যে মাসয়োঃ শুচি-শুক্লয়োঃ
 ততঃ সূর্য্যে পুনশ্চাত্তা নিবসন্তি স্ম দেবতাঃ ॥
 ইন্দ্রশ্চৈব বিবস্বাশ্চ অজিরা ভৃগুয়েব চ ।
 এলাপজস্তথা সর্পঃ শম্বপালশ্চ পিরগঃ ॥ ১০
 বিবাবনু-সুবেণৌ চ প্রাতশ্চৈব রথশ্চ হি ।
 প্রম্লোচেত্যপসরাশ্চৈব নিম্লোচস্তৌ চ তে উভে ॥
 যাতুধানস্তথা হেতির্ব্যাঘ্রশ্চৈব তু তাবুভৌ ।

যথাক্রমে হুই হুই মাস কাল ঐ রথে বাস করেন । ধাতা, অর্য্যমা, পুলস্ত্য ও পুনহ প্রজাপতিদ্বয়, বাসুকি ও সঙ্কীর্ণ এই নাগদ্বয়, তুহুর ও নারদ গায়কবর গন্ধর্ব্বদ্বয়, কৃতস্থলা ও পুঞ্জিকহনী অপসরাদ্বয়, রথকুৎ ও রথোজা এই সারথিদ্বয়, হেতি ও প্রহেতি এই রাক্ষসদ্বয়,—ইহার সকলে মিলিতভাবে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে ভাস্কররথে বাস করে । গ্রীষ্ম হুই মাস মিত্র ও বরুণ এই দেবতা, অজি ও বসিষ্ঠ ঋষি, তক্ষক ও রক্তক নাগ, মেনকা ও সহজস্তা অপসরা, হাহা ও হুহু গায়ক, রথন্তর ও রথকুৎ সারথি, পুরুষাদ ও বধ রাক্ষস, ইহার ঐক্যে ও আষাঢ় মাস সূর্য্যমণ্ডলে বাস করেন । ইহার পর অন্ত দেবতাগণ অধিষ্ঠিত হইলেন । ১—২ । ইন্দ্র ও বিবস্বান দেবতা, অজিরা ও ভৃগু ঋষি, এলাপজ ও শম্বপাল নাগ, বিবাবনু ও সুবেণ গন্ধর্ব্ব, প্রাতঃ ও রথ সারথি, প্রম্লোচা

নতস্ত-নতসোরৈতৈর্বসন্তশ্চ দিবাকরে ॥ ১২
 মাসৌ ঘৌ দেবতাঃ সূর্য্যে বসন্তি চ শরদৃতৌ ।
 পর্জন্তশ্চৈব পূবা চ তরদ্বাজঃ সর্গৌতমঃ ॥ ১৩
 চিত্রসেনশ্চ গন্ধর্ব্বস্তথা বা সুরচি শ্চ যঃ ।
 বিবাচী চ দ্বতাচী চ উভে তে পুণ্যলক্ষণে ॥ ১৪
 নাগশ্চৈবাবতশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ ধনঞ্জয়ঃ ।
 সেনজিচ্চ সুবেণশ্চ সেনানীগ্রামীস্তথা ॥ ১৫
 চারো বাতশ্চ দ্বাবেতৌ যাতুধানাবুভৌ স্মৃতৌ
 বসন্ত্যেতে চ বৈ সূর্য্যে মাসয়োঃ দ্বিবোর্জিযোঃ
 হৈমন্তিকৌ চ ঘৌ মাসৌ নিবসন্তি দিবাকরে ।
 অংশৌ ভগশ্চ দ্বাবেতৌ কস্তপশ্চ ক্রতুশ্চ জ্যৈ
 ভুজঙ্গশ্চ মহাপদ্যঃ সর্পঃ কর্কোটকস্তথা ।
 চিত্রসেনশ্চ গন্ধর্ব্বঃ পূর্ণায়শ্চৈব গায়নৌ ॥ ১৮
 অপসরাঃ পূর্ব্বচিতিশ্চ গন্ধর্ব্বা হ্যর্কনী চ যা ।
 তক্ষাবারিষ্টনেমিশ্চ সেনানীগ্রামীশ্চ তৌ ।
 বিহ্বাৎ সূর্য্যশ্চ তাবুভৌ যাতুধানৌ তু তৌ-
 স্মৃতৌ ।

সহে চৈব সহস্তে চ বসন্ত্যেতে দিবাকরে ॥ ২০
 ততস্ত শিশিরে চাপি মাসয়োনিবসন্তি তে ।
 দ্বষ্টা বিকূর্ম্মদগ্নিবিবামিত্রস্তথৈব চ ॥ ২১
 কাজবেয়ৌ তথা নাগৌ কহলাপ্তরাবুভৌ ।
 গন্ধর্ব্বৌ ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সূর্য্যবর্চ্চাশ্চ তাবুভৌ ॥ ২২

ও নিম্লোচা অপসরা, হেতি ও ব্যাঘ্র রাক্ষস, ইহার প্রাবণ ও ভাদ্র মাসে সূর্য্যরথে বাস করে । পর্জন্ত ও পূবা দেবতা, তরদ্বাজ ও সর্গৌতম ঋষি, চিত্রসেন ও সুরচি গন্ধর্ব্ব, বিবাচী ও দ্বতাচী অপসরা, ঐরাবত ও ধনঞ্জয় নাগ, সেনজিৎ ও সুবেণ সারথি, চার ও বাত রাক্ষস, ইহার শরৎ ঋতুতে আধিন-কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যমণ্ডলে বাস করে । অংশ ও ভগ দেবতা, কস্তপ ও ক্রতু ঋষি, মহাপদ্য ও কর্কোটক নাগ, চিত্রালক ও পূর্ণায় গন্ধর্ব্ব, পূর্ব্বচিতি ও উর্কনী অপসরা, তক্ষা ও অরিষ্ট-নেমি সারথি, বিহ্বাৎ ও সূর্য্য রাক্ষস, ইহার হৈমন্তিক অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে সূর্য্যরথে বাস করে । ১০—২০ । দ্বষ্টা ও বিকু দেবতা, কূর্ম্মদগ্নি ও বিবামিত্র ঋষি, কহল ও অশ্ব

তিলোত্তমাপরশ্চৈব দেবী রক্তা মনোরমা ।
 গ্রামদীপ্তজিহ্বেষ সত্যজিহ্ব মহাবলঃ ॥ ২৩
 ব্রহ্মোপেতশ্চ বৈ রক্ষো যজ্ঞোপেতস্তথৈব চ ।
 ইত্যেতে নিবসন্তি স্য যৌ যৌ মাসৌ দিবাকরে
 স্থানাভিমানিনো হেতে গণা দ্বাদশ সপ্তকাঃ ।
 সূর্য্যমাপ্যায়ন্ত্যেতে তেজসা তেজ উত্তমম্ ॥ ২৪
 প্রথিতৈশ্চ বচোভিষ্ণ ভবন্তি ঋষয়ো রবিম্ ।
 গন্ধর্বাঙ্গরসশ্চৈব গীত-নৃত্যোৎসবাসতে ॥ ২৫
 বিদ্যাগ্রামণিনো যকাঃ কুর্কস্ত্যাতীষুঃগ্রহম্ ।
 সর্গাঃ সর্পান্তি বৈ সূর্য্যে যাতুধানাশ্রয়ান্তি চ ॥ ২৬
 বালখিল্য নন্দস্ত্যস্তঃ পরিবার্যোদয়াদ্রবিম্ ।
 এতেষামেব দেবানাং যথাবীর্ষ্যং যথাতপঃ ॥ ২৭
 যথাযোগঃ যথাধর্ম্মং যথাতপঃ যথাবলম্ ।
 তথা তপত্যাসৌ সূর্য্যস্তেযামিদ্ধম্ তেজসা ॥ ২৮
 ভূতানামগুণং সর্গং ব্যাপোহতি স্তেজসা ।
 মানবানাং শুভৈর্হোতৈর্হ্রিয়তে হ্রিতস্ত বৈ ॥ ২৯
 হ্রিতং শুভচারাণাং ব্যাপোহন্তি কচিৎ কচিৎ ।
 এতে সঠৈব সূর্য্যেণ ভ্রমন্তি সান্নগা দিবি ॥ ৩০

তপস্তশ্চ জপস্তশ্চ হোমস্তশ্চ বৈ প্রজাঃ ।
 গোপারন্তি স্য ভূতানি সৈহস্তে হুতকম্পয়া ॥ ৩১
 স্থানাভিমানিনাং হেতুং স্থানং মনস্তরেষু বৈ ।
 অতীতানাগতানাঞ্চ বর্ত্তন্তে সাম্প্রতঞ্চ যে ॥ ৩২
 এবং বসন্তি বৈ সূর্য্যে সপ্তকান্তে চতুর্দশ ।
 চতুর্দশেষু বর্ত্তন্তে গণা মনস্তরেষু বৈ ॥ ৩৩
 গ্রীষ্মে হিমে চ বরষাসু চ যুকমানো
 ধর্ম্মং হিমঞ্চ বরষঞ্চ নিশাং দিনঞ্চ ।
 গচ্ছত্যসাবহুদিনং পরিবৃত্ত্য রক্ষীন্
 দেবান্ দেবান্ পিতৃশ্চ মনুষ্যাশ্চ স্তুতর্পয়ন্ বৈ
 শুক্রে চ কৃষ্ণে তদহঃক্রমেণ
 কালক্রমে চৈব সূর্য্যঃ পিবন্তি ।
 মাসেন তচ্চামৃতমস্ত মৃষ্টে
 স্নুগুষ্ঠৈরে রশ্মিষু রাক্তিতস্ত ॥ ৩৪
 সর্বেহমৃতং তৎ পিতরঃ পিবন্তি
 দেবাশ্চ সৌম্যাশ্চ তথৈব কাব্যাঃ ।
 সূর্য্যেণ গোভির্হি বিবদ্ধিতাভি-
 রন্তিঃ পুনশ্চৈব সমুদ্ধিতাভিঃ ।

নাগ, বৃতরাষ্ট্র ও সূর্য্যবর্চা গন্ধর্ব্ব, তিলোত্তমা
 ও রক্তা অপ্সরা, ঋতজিহ্ব ও সত্যজিহ্ব
 সারথি, ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত রাক্ষস,
 ইহারা শিশিরকালে মাঘ-কান্তন হুই মাস
 দিবাকর-মণ্ডলে বাস করিয়া থাকে। এই
 স্থানাভিমানী সপ্ত যুগ্মাস্তক দ্বাদশটী দেবগণ
 স্বীয় তেজে সূর্য্যকে আপ্যায়িত করেন।
 সেই রবিকে ঋষিগণ রচিত বচনাবলী দ্বারা
 এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ গীত-নৃত্য
 দ্বারা উপাসনা করেন। সারথিরা অশ্বরশ্মি
 ধারণ করিয়া থাকে। সর্পগণ ইত্যন্ততঃ
 গমনাগমন করে, আর রাক্ষসেরা অহুগমন
 করিয়া থাকে। এতদ্বিত্ত বালখিল্য মহর্ষি-
 গণ উদয়কালাবধি সূর্য্যকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক
 অস্তগামী করেন। এই দেবগণের বীর্ষ্য,
 জপস্তা, যোগ, ধর্ম্ম, বল, ও তব অহুদ্বারে
 সেই সূর্য্য বর্দ্ধিততেজে তাপ দান করেন।
 তিনি স্বীয় তেজে মানবগণের যাবতীয় অশুভ
 দ্বিনাশ করেন। এই দেবভাগ্য গুণাচার

মনুষ্যদিগের হ্রিতরাশি হরণ করিয়া
 থাকেন। ইহারা সূর্য্য সহ নভোমণ্ডলে
 পরিভ্রমণ করেন। এই দেবগণ করণাবশে
 তপস্তা, জপ ও প্রজ্ঞানন্দজনক কর্ম্ম দ্বারা
 ভূতগণের রক্ষণ বিধান করেন। ২১—৩২।
 অতীত, অনাগত ও সাম্প্রত মনস্তরসমূহে
 এই স্থানাভিমানী দেবগণের স্থান বর্ণন করি-
 লাম। সেই চতুর্দশসংখ্যক যুগ্ম যুগ্ম সপ্ত
 দেবগণ চতুর্দশ মনস্তরে যথাক্রমে বাস
 করিয়া থাকেন। ভগবান্ সূর্য্য গ্রীষ্মে,
 বর্ষায় ও শীতে তাপ, বৃষ্টি ও হিম বর্ষণ
 সহকারে স্বীয় রশ্মি পরিবর্ত্তন দ্বারা দেব-
 পিতৃ-মনুষ্যগণের তর্পণ বিধান করত অহু-
 দিন ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার কৃত দিবা
 ও রাত্রি যথাক্রমে শুক্রে ও কৃষ্ণে। তিনি
 প্রতিমাসেষ্টনিজ রশ্মিতে অমৃত সঞ্চয় করেন।
 দেবগণ তাহাই কালান্তরে পান করিয়া
 থাকেন। সৌম্য, কাব্য ও পিতৃ-দেবগণ
 সকলেই সূর্য্যকরুণসাহিত্য সেই অমৃত পান

স্বর্গ্যাত্মকোত্তরমোহন্যায়ঃ

বর্ত্ত্য অথারেন কৃধঃ জয়ন্তি ॥ ৩৭

তুষ্টিশ্যাপ্যমুতেনার্ক্যাসং সুরাণাং

মাসে স্বাহাতিঃ স্বধম্মা পিতৃণাম্ ।

অনেন জীবন্ত্যানিশং মমুয্যাঃ

স্বর্ধ্যঃ শ্রিতঃ তদ্ধি বিততি গোতিঃ ॥ ৩৮

ইত্যেব একচক্রেণ স্বর্ধ্যত্বং প্রসপতি ।

তত্র তৈরক্রমৈরনৈঃ সর্পতেহসৌ দিনকয়ে ॥ ৩৯

হরিহরিভিত্তিহিরিতে তুরঙ্গমৈঃ

পিবত্যধাপো হরিতিঃ সহস্রধা

পুনঃ প্রমুখত্যাধ তাস্ত যো হরিঃ

সমুহমানো হরিভিত্তিরঙ্গমৈঃ ॥ ৪০

অহোরাত্রঃ রথেনাসাবেকচক্রেণ বৈ ভ্রমন্ ।

সপ্তদ্বীপ-সমুদ্রাংশ্চ সপ্তভিঃ সপ্তভিঃ ॥ ৪১

ছন্দোক্রমৈশ্চ তৈরনৈর্যতশ্চক্রেঃ ততঃ স্থিতিঃ ।

কামরূপৈঃ স্কন্দযুগৈঃ কামগৈস্তৈর্নোজ্যৈঃ ॥

হরিতৈরব্যতৈঃ পিতৈর্যৌথৈরৈর্জন্মবাদিভিঃ ।

করিয়া স্মৃষ্টি করেন; তাহাতে ওষধি-
সমূহ বর্দ্ধিত হইয়া প্রজাগণের ক্ষুধা বারণে
সমর্থ হইয়া থাকে। স্বর্ধ্য কর্তৃক নিজ
কিরণে সমাহৃত সেই অমৃত দ্বারা দেবগণের
অর্ক্যমাস এবং জাহা-স্বধাযুক্ত পিতৃগণের
একমাস তুষ্টিলাভ হয়। বৃষ্টিজনিত শস্ত-
রাশি দ্বারা মমুয্যাগণ আনন্দ জীবন
ধারণ করে। স্বর্ধ্য সেই একচক্রে রথে
আরোহণপূর্ব্বক দ্রুতগামী অশ্বগণদ্বারা বাহিত
হইয়া দিবসকয়ে নিজস্থানে প্রত্যাবর্তন
করেন। ভগবান্ রবি, হরিদ্বর্ণ তুরঙ্গম
দ্বারা বাহিত হইয়া কিরণসংগ্রহ দ্বারা জল
পান করেন; কপিলবর্ণ বাজি-যোজিত রথযাত্রী
সেই রবি নিজ করেই আবার সেই সেই
জলরাশি বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই
স্বর্ধ্যের রথ ছন্দোময় সপ্ত অব্যোজিত;
উহার কামরূপী, কামগামী, মনের জায়
জয়গতিসম্পন্ন, হরিতবর্ণ, এবং এক-
বার মাত্র যোজিত হইয়াই নিরন্তর ভ্রমণ
করে; পরন্তু অণুমাত্রও শ্রান্ত হয় না। স্বর্ধ্য

বাহতোহনন্তরৈকৈব মণ্ডলঃ দিবসঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৩

কল্পাদৌ সম্প্রযুক্তাশ্চ বহন্ত্যাত্মতসংপ্রবন্ ।

আবুতো বালখিল্যৈশ্চ ভ্রমতে রাজ্যহানি তু ॥

প্রাথিতৈঃ স্ববচোভিষ্মিৎ স্তুষমানো মহাবিতিঃ ।

সেব্যতে গীতনুৈত্যশ্চ গচ্ছ স্যাপসরসাং নৈঃ ॥

পতঙ্গৈঃ পতগৈরনৈর্ভ্রাম্যমাণো দিবস্পতিঃ ।

বৌধ্যাশ্রয়াণি চরতি নক্ষত্রাণি তথা শশী ॥ ৪৬

হ্রাসবৃদ্ধী তথৈবাস্ত রশ্ময়ঃ স্বর্ধ্যাবৎ স্মৃতাঃ ।

ত্রিচক্রেভয়তোহনন্ত বিজ্ঞেয়ঃ শশিনো রথঃ ॥

অপাং গর্ভসমুৎপন্নো রথঃ সাধঃ সসারথিঃ ।

সহ্যৈরনৈস্ত্রিভিষ্মিৎচক্রেযুক্তঃ শুক্রৈর্হয়োস্তমৈঃ ॥

দশভিঃস্বরগৈর্দৈব্যৈরসঙ্গৈস্তুর্যনোজ্যৈঃ ।

স্কন্দযুগৈঃ রথে তস্মিন বহন্ত্যাত্মগচ্ছয় ॥ ৪৯

সংগৃহীতা রথে তস্মিন্ বেতশ্চক্রেঃস্বাশ্চ বৈ ।

অশাস্তমেকবর্ণান্তে বহন্তে শব্দবর্চসঃ ॥ ৫০

অজশ্চ ত্রিপথশ্চৈব বুধো বাজৌ নরো হয়ঃ ।

সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক সপ্তদ্বীপ সমুদ্রাদি
পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। কল্পাদিকালে সংযো-
জিত সেই অশ্বগণ মহাপ্রলয় যাবৎ স্বর্ধ্যকে
বহন করে। স্বর্ধ্য বালখিল্যাদি মুনিগণে
পরিবেষ্টিত হইয়া দিবারাত্র ভ্রমণ করেন।
৩৩—৪৪। তিনি তখন মুনিগণ কর্তৃক
স্ব-প্রাথিত বাক্যচয় দ্বারা স্তুষমান এবং
গচ্ছ ও অপসরোগণ কর্তৃক নৃত্য-গীত
দ্বারা সেবিত হইয়েন। দিবস্পতি চন্দ্রও
আকাশগামী অশ্বগণ দ্বারা ভ্রাম্যমাণ হইয়া
বৌধ্যগত নক্ষত্রমণ্ডলসমূহে বিচরণ করিয়া
থাকেন। ইহারও হ্রাস-বৃদ্ধি স্বর্ধ্যতুল্য;
কিরণসমূহও তদ্বৎ। চন্দ্রের রথে তিনটি চক্রে
এবং উভয় দিকে অব্যোজিত। উহা অশ্ব ও
সারথিসহ জল মধ্য হইতে উৎপন্ন এবং
অরযুক্ত তিনটি চক্রসমবিত। উহাতে মনো-
বৎ বেগগামী, অসঙ্গ, শুক্রবর্ণ দিব্য দশটি
উত্তম অশ্ব একবার মাত্র যোজিত হইয়া
মহাপ্রলয় যাবৎ এই রথ বহন করে। এই
রথে একটি বেতবর্ণ সর্প, উক্ত অশ্বগণকে
সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। শব্দসমবর্ত্তি
একবর্ণ অশ্বগণ এই রথ বহন করে। অজ,

অংগুমান্ সপ্তধাতুশ্চ হংসো ব্যোমযুগন্তথা ॥৫১
 ইত্যেতে নামভিষ্ঠৈব দশ চন্দ্রসমসো হয়্যাঃ ।
 এবং চন্দ্রমসং দেবং বহন্তি স্রায়ুগক্ষয়ম্ ॥ ৫২
 দেবৈঃ পরিবৃতঃ সোমঃ পিতৃভিঃ সহ গচ্ছতি ।
 সোমস্ত শুক্রপক্ষাদৌ ভাস্করে পরতঃ স্থিতে ॥
 আপূর্য্যতে পরো ভাগঃ সোমস্ত তু অহঃক্রমাৎ
 ততঃ পীতক্ষয়ং সোমং যুগপদ্যাপয়ন্ রবিঃ ॥৫৪
 পীতং পঞ্চদশাহঞ্চ রশ্মিনৈকেন ভাস্করঃ ।
 আপূরয়ন্ দদৌ তেন ভাগং ভাগমহঃক্রমাৎ ॥
 স্রুয়মাণ্যায়মানস্ত শুক্রে বর্দ্ধন্তি বৈ কলাঃ ।
 তন্মাদুহুসন্তি বৈ কৃক্ষে শুক্রে হ্যাপ্যায়ন্তি চ ॥
 ইত্যেবং সূর্য্যবীর্ঘ্যেণ চন্দ্রস্তাপ্যায়তে তদ্ব্যঃ ।
 পূর্ণমাস্তাং প্রদৃষ্টেত শুক্রঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ ॥ ৫৭
 এবমাপ্যায়তে সোমঃ শুক্রপক্ষেষহঃক্রমাৎ ।
 ততো দ্বিতীয়া প্রভৃতি বহুলস্ত চতুর্দশী ॥ ৫৮
 অপাং সারময়ন্তেন্দো রসমাজ্জাতকস্ত চ ।

পিবন্ত্যমুময়ং দেবা মধুসৌম্যং তথায়তুম্ ॥ ৫৯
 সন্তৃতবর্দ্ধমাসেন অমৃতং সূর্য্যভেজসা ।
 ভক্ষার্থমাগতং সোমং পৌর্ণমাস্তায়ুপাসতে ॥৬০
 একরাত্র্যং সুরাঃ সার্কিং পিতৃভিঃ স্মিত্তিভ্য বৈ ।
 সোমস্ত কৃষ্ণপক্ষাদৌ ভাস্করাভিমুখস্ত বৈ ॥ ৬১
 প্রকীয়তে পরে হ্যাস্মা পীয়মানকলাক্রমাৎ ।
 জয়ন্ত ত্রিংশতা সার্কিং জয়ন্ত্রিংশচ্ছতানি তু ॥
 জয়ন্ত্রিংশং সহস্রাণি দেবাঃ সোমং পিবন্তি বৈ ।
 ইত্যেবং পীয়মানস্ত কৃক্ষে বর্দ্ধন্তি তাঃ কলাঃ ॥
 কীয়ন্তে চ ততঃ শুক্রাঃ কৃষ্ণা হ্যাপ্যায়ন্তি চ ।
 এবং দিনক্রমাৎ পীতে দেবৈশ্চাপি নিশাকরে
 পীত্বার্কমাসং গচ্ছতি অমাবান্তাং সুরাস্ত তে ।
 পিতরশ্চোপতিষ্ঠন্তি অমাবান্তাং নিশাচরম্ ॥৬৫
 ততঃ পঞ্চদশে ভাগে কিঞ্চিচ্ছেবে নিশাকরে
 ততোহপরাত্নে পিতরো যদন্তদিবসে পুনঃ ॥
 পিবন্তি দ্বিকলং কালং শিষ্টান্তান্ত কলাস্ত যাঃ ।
 বিনিহন্তঃ ত্র্যমাবান্তাং গভস্তিভ্যস্তদায়তম্ ॥

ত্রিংশ, বৃষ, বাজী, নর, হয়, অংগুমান্, সপ্ত-
 ধাতু, হংস এবং 'ব্যোমযুগ'—এই দশটি
 চন্দ্রের অধের নাম। ইহারা যুগক্ষয় যাবৎ
 চন্দ্রকে বহন করিয়া থাকে। সেই সোম, দেব-
 পিতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমণ করেন।
 শুক্রপক্ষাদিতে ভাস্কর, সোমের পরভাগে
 অবস্থানপূর্ব্বক দিনক্রম অল্পসারে তদীয়
 পরভাগ পূরণ করিয়া থাকেন। রবি সেই
 দেব-পীতায়ত কীণচন্দ্রে যুগপৎ আপ্যায়িত
 করেন। পঞ্চদশ দিবস যাবৎ আপ্যা-
 যিত চন্দ্রের যাহা ক্ষয় হয়, ভাস্কর স্বীয় একটি
 রশ্মি দ্বারা প্রতিদিন উহার এক এক ভাগ
 পরিপূরণ করেন। সূর্য্যের স্রুয়মাধ্য রশ্মি
 দ্বারা শুক্র পক্ষে চন্দ্রকলাসকল আপ্যায়মান
 হয় বলিয়া শুক্রপক্ষে উহার বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং
 কীয়মান হইয়া থাকে। এই প্রকার কৃষ্ণপক্ষে
 সূর্য্যবীর্ঘ্যে আপ্যায়িত হইয়া চন্দ্রের শরীর
 পুষ্টিলাভ করে; সূর্য্যের পূর্ণিমাত্রে চন্দ্রমণ্ডল
 সম্পূর্ণকার হুঁষ্ট হয়। সোম এই ক্রমে শুক্র-
 পক্ষে আপ্যায়িত হইয়া কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী
 পর্য্যন্ত প্রতিদিন কীয়মান হইয়া থাকে। দেব-

গণ জলের সারময় ও রসমাজ্জাতক সোমের
 মধুময় সৌম্য অমৃত পান করিয়া থাকেন।
 সূর্য্যভেজে অর্দ্ধমাসে দেবগণের ভক্ষার্থ
 চন্দ্রে অমৃতসঞ্চয় হয়; পৌর্ণমাসীতে উহা
 পূর্ণতা লাভ করে। ৪৫—৬০। দেবগণ তখন
 সেই সোমের উপাসনা করেন। পরে
 কৃষ্ণপক্ষাবধি ভাস্করাভিমুখ সোমের সেই
 কলা সকল পান করিতে আরম্ভ করিলে
 তিনি কীণ হইতে থাকেন। জয়ন্ত্রিংশং
 সহস্র, জয়ন্ত্রিংশং শত ও জয়ন্ত্রিংশং সংখ্যক
 দেবতা সোমকে পান করিয়া থাকেন।
 এইরূপে সেই চন্দ্রের কলা সকল কৃষ্ণপক্ষে
 ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং শুক্র পক্ষে বৃদ্ধি লাভ
 করে। দেবগণ এইভাবে অর্দ্ধমাস কাল
 দিনক্রমাল্লসারে সোমকে পান করিয়া অমা-
 বস্তাতে অন্তর্জ গমন করিলে পিতৃগণ নিশা-
 করের সন্নিহিত হইয়েন। তখন নিশাকরের
 পঞ্চদশ ভাগের অন্নমাত্র অবশেষ থাকে।
 অপরাত্নে পিতৃগণ ছই কলা কাল মাত্র
 সোমকে পান করেন। তাহার রশ্মি দ্বারা

অৰ্দ্ধমাসসমাপ্তৌ তু পীত্বা গচ্ছন্তি তেহমৃতম্ ।
সৌম্যা বহিষদশ্চৈব অগ্নিষাস্তান্ত যে স্মৃতাঃ ।
কাব্যাস্চৈব তু যে প্রোক্তাঃ পিতরঃ সৰ্ব্বএব তে
সংবৎসরাস্ত যে কাব্যাস্ পশ্চাৎ বৈ দ্বিজাঃ

স্মৃতাঃ ॥ ৬৯

সৌম্যাঃ স্মৃতপসো জ্ঞেয়া সৌম্যা বহিষদস্তথা
অগ্নিষাস্তান্তয়শ্চৈব পিতৃসর্গহিতা দ্বিজাঃ ॥ ৭০
পিতৃভিঃ পীয়মানায়াং পঞ্চদশান্ত বৈ কলাম্ ।
যাবচ্চ কীয়তে তস্মাত্তাগঃ পঞ্চদশন্ত সং ॥ ৭১
অমাবান্তাং তথা তন্ত অন্তরা পূর্যতে পরঃ ।
বৃদ্ধি-করৌ বৈ পঞ্চাদৌ ষোড়শাং শশিনঃ
স্মৃতৌ ।

এবং স্বর্ঘ্যানিমিত্তে তে কন-বৃদ্ধী নিশাকরে ॥
ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে স্বর্ঘ্যাদিগমনঃ নাম
ষড়বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

ভারাগ্রহাণাং বক্ষ্যামি স্বর্ভানোত্ত রথঃ পুনঃ ।
অথ তেজোময়ঃ শুভ্রঃ সোমপুত্রস্ত বৈ রথঃ ॥
যুক্তো হরৈঃ পিশঙ্গৈশ্চ দশভির্বাতরঃ হসৈঃ ।
বেতঃ পিশঙ্গঃ সারঙ্গো নীলঃ শ্রামো বিলোহিতঃ
বেতশ্চ হরিতশ্চৈব পৃষতো বৃষ্ণিরেব চ ।
দশভিঃ মহাতাগৈরুত্তমৈর্বাতসন্তবৈঃ ॥ ৩
তত্বে ভীমরথশ্চাপি অষ্টাঙ্গঃ কাঞ্চনঃ স্মৃতঃ ।
অষ্টভির্লোহিতৈরথৈঃ সধ্বজৈরগ্নিসন্তবৈঃ ।
সর্পতেহসৌ কুমারো বৈ ঋতুবক্রোজুবক্রগঃ ॥ ৪
অতশ্চাক্ষিরসো বিধান্ দেবাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ
গোব্রাহ্মণেন তু যৌক্লেণ স্তন্দনেন বিসর্পতি ॥
যুক্তেনাষ্টাভিরথৈশ্চ ধ্বজৈরগ্নিসমুত্তবৈঃ ।
অকং বসতি যো রাশৌ স্বদিশং তেন গচ্ছতি
যুক্তেনাষ্টাভিরথৈশ্চ সধ্বজৈরগ্নিসরিষ্ঠৈঃ ॥

সপ্তবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন, এক্ষণে তারা, গ্রহগণ ও
স্বর্ভানুর বিবরণ বলিতেছি । প্রথমতঃ
ইহাদিগের রথের কথা বলি । বুধের রথ—
তেজোময়, শুভ্রবর্ণ । সেই রথে সারঙ্গ,
নীল, শ্রাম, বিলোহিত, বেত, হরিত, পৃষত
ও বৃষ্ণি, এই দশটা বাতজাত, অতীব
উজ্জিত, পবনগামী, পিশঙ্গবর্ণ উত্তম অথ
সংযোজিত । মঙ্গলের রথ,—অষ্টচক্রসম্পন্ন
ও কাঞ্চনময় । ইহাতে অগ্নিসমুত লোহিত-
বর্ণ আটটা অথ এবং ধ্বজ আছে ।
সরল, কুটিল, ও অজুবক্রাদি বিবিধ গতি
সহকারে, সেই কুমারাকৃতি মঙ্গল এবাধিধ
রথে যাতায়াত করিয়া থাকেন । বৃহস্পতির
রথ সুবর্ণময়, ও ধ্বজসমবিত । ইহাতে
অগ্নিসমুত গোবর্ণ আটটা অথ যোজিত ।
ইনি একবর্ষ যাবৎ এক রাশিতে বাস
করেন এবং এই রথারোহণে নিজ অকীট
হানে গমনাগমন করিয়া থাকেন । শুক্রের

বহির্ভূত অমৃতধারা পান করিয়া অৰ্দ্ধমাস
সমাপ্ত হইলেই প্রতিগমন করিয়া থাকেন ।
সৌম্য, বহিষদ, অগ্নিষাস্ত ও কাব্য—ইহারা
সকলেই পিতৃগণ সংবৎসরগণও কাব্য ; আর
দ্বিজগণ স্মৃতপ্রভাবে কাব্য লাভ করিতে
পারেন । সৌম্যগণ অতীব ভগ্নী । বহিষদ
সৌম্য, ও অগ্নিষাস্ত—এই ত্রিবিধ পিতৃসর্গ ।
পঞ্চদশীতে পিতৃগণের পান হইলে যে পরি-
মাণ কন হয়, তাহা চন্দ্রের পঞ্চদশ ভাগ ।
অমাবস্তার পর হইতে উহার বৃদ্ধি আরম্ভ
হয় । পক্ষের আদিসন্ধি কালেই চন্দ্রের
বৃদ্ধি বা কন আরম্ভ হয় । ষোড়শ কলা
যারাই তাহার সত্তা রক্ষিত হইয়া থাকে ।
স্বর্ঘ্যের নিমিত্তই চন্দ্রের এই কন-বৃদ্ধি ঘটয়া
থাকে । ৬১—৭২ ।

ষড়বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৬ ॥

রথেন কিপ্রবেগেণ ভার্গবন্তেন গচ্ছতি ॥৭
 ততঃ শনৈশ্চরোহপ্যৰ্থৈঃ সবলৈর্বাভরংহসৈঃ ।
 কার্কাশসং সমাকৃষ্ণ স্তন্দনং যাত্যসৌ শনিঃ ॥৮
 বর্তানোক্ত তথাষ্টাধাঃ কৃষ্ণা বৈ বাতরংহসঃ ।
 রথং তমোময়ং তন্ত বহন্তি স্ম স্তুদংশিতাঃ ॥৯
 আদিত্যানিলয়ো রাহঃ সোমঃ গচ্ছতি পৰীক্ষু ।
 আদিত্যমেতি সোমাক্ত তমসোহস্তেবু পৰীক্ষু
 ততঃ কেতুমতস্তথা অষ্টৌ তে বাতরংহসঃ ।
 পলালধূমবর্ণাভাঃ কামদেহাঃ স্তুদাকৃণাঃ ॥ ১১
 এতে বাহা গ্রহাণাং বৈ ময়া প্রোক্তা রথৈঃ সহ
 সৰ্কে ক্বে নিবদ্ধান্তে নিবদ্ধা বাতরশ্মিভিঃ ॥১২
 এতে বৈ জ্যাম্বাণান্তে যথাযোগং বহন্তি বৈ
 বায়ব্যান্তিরদৃষ্টাভিঃ প্রবদ্ধা বাতরশ্মিভিঃ ॥১৩
 পরিত্রমন্তি তত্ক্ষাশ্চন্দ্রস্বৰ্ঘ্যগ্রহা দিবি ।
 যাবৎ তমমুপযোতি ক্বেং যে জ্যোতিষাঃ গণঃ
 যথা নহ্যদকে নৌক্ত উদকেন সহোহ্মতে ।
 তথা দেবগৃহাণি স্যুক্রহস্তে বাতরংহসা ।

রথ—অগ্নিসম কান্তিমান ও ধ্বজশোভিত ।
 ভার্গব এই ক্ষতগামী রথে যাতায়াত করেন ।
 শনির রথ—কৃষ্ণ-লৌহ-বিনশ্রিত । শনৈ-
 শ্চর সেই বায়ুবৈগী অবযোজিত রথারোহণে
 পরিত্রমণ করেন । রাহুর রথ—তমোময় ।
 উত্তম বর্ণাবৃত্ত, বায়ুসমগামী, কৃষ্ণবর্ণ, আটটি
 অশ্ব এই রথ বহন করে । রাহু আদিত্যেই
 বাস করে ; পরন্তু কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিতিথিতে
 অংশাংশে চন্দ্রে গমন করিয়া শুক্রপক্ষাবধি
 সূর্য্যে আগমন করিতে থাকে । কেতুর রথে
 ক্ষতগামী পলালধূমবর্ণ, কৌণদেহ, বিকটা-
 কায় অষ্ট অশ্ব সংযোজিত । গ্রহদিগের
 রথ ও অশ্বগণের বিবরণ এই বলিলাম ।
 ইহারা সকলেই বায়ু-রশ্মি দ্বারা ক্বে নিবদ্ধ
 রহিয়াছে । সেই সকল রশ্মি অদৃষ্ট, বায়ু-
 বয় ॥ ইহারা এই ভ্রমণপূর্ব্বক যথাযোগ্য রথসমূহ
 জামিত করিতে থাকে ১১—১৩। নভোমণ্ডলে
 ক্বেপার্শ্বে পরিত্রমণশীল চন্দ্র-স্বৰ্ঘ্যাদি যে
 সকল জ্যোতিষ্ক দৃষ্ট হয়, এই রশ্মিগুলিই
 তাহাদিগের ক্বেপারিত্রমণের কারণ । দেব-

তস্মাদ্ভানি প্রগৃহ্ষন্তে ব্যোমি দেবগৃহা ইতি ॥১৫
 যাবন্ত্যশ্চৈব তারাঃ স্যুস্তাবন্তোহস্ত যত্রীচয়ঃ
 সৰ্কা ক্বেনিবদ্ধান্তা ভ্রমন্ত্যো জ্যাম্বন্তি চ ॥১৬
 তৈলশীতং যথা চক্রং ভ্রমতে জ্যাম্বন্তি বৈ ।
 তথা ভ্রমন্তি জ্যোতীঃষি বাতবদ্ধানি সৰ্কশঃ ।
 অনাতচক্রবদ্ধান্তি বাতচক্রেয়িতানি তু ।
 যস্মাৎ প্রবহতে তানি প্রবহন্তেন স স্মৃতঃ ॥ ১৮
 এবং ক্বে নিগৃহ্ষন্তোহসৌ ভ্রমতে জ্যোতিষাঃ
 গণঃ ।

এব তারাময়ঃ প্রোক্তঃ শিশুমারে ক্বেদো দিবি
 যদহা কুরুতে পাণং তং দৃষ্টা নিশি স্মৃতি ।
 শিশুমারশরীরহা যাবন্ত্যস্তারকান্ত তাঃ ॥ ২০
 বর্ষাণি দৃষ্টা জীবতে তাদবেদাধিকানি তু ।
 শিশুমারাকৃতিং জাহা প্রবিভাগেণ সৰ্কশঃ ॥২১
 উত্তানপাদস্তস্তাধ বিজ্ঞেয়ঃ সোত্তরা হস্তঃ ।
 যজ্ঞোদরস্ত বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মো মুর্দ্ধানমাম্রিতঃ ॥২২

গৃহসমূহ নদীজলে নৌকার স্থায় আকাশ-
 মণ্ডলে ভাসমান রহিয়াছে । এই ক্ষণেই
 “আকাশ দেবগৃহ এই প্রবাদ প্রচলিত । যে
 পর্য্যন্ত তারা দৃষ্ট হয়, ক্বেপার রশ্মিও
 সেই পর্য্যন্ত । তারাগণও ক্বে নিবদ্ধ
 থাকিয়াই ভ্রমণ করে ও ভ্রমণ করায় ; তৈল-
 যন্ত্রে চক্র যেমন ঘুরে, ভ্রমণ করিয়া
 অপরকে জামিত করে, বায়ুবদ্ধ জ্যোতি-
 শ্চক্রও তজ্জপ ভ্রমণ করিয়া থাকে । বাত-
 চক্রচালিত জ্যোতিশ্চক্র, অনাতচক্রবৎ ভ্রমণ
 করে ; প্রবহণ করে বলিয়া সেই বায়ুকে
 প্রবহ নামে নির্দেশ করা যায় । ক্বেনিবদ্ধ
 জ্যোতির্গণ এই তাবৈ ক্বেপার চতুর্দিকে
 পরিত্রমণ করে । নভোমণ্ডলে যে শিশুমার
 আছে, তাহারই গাজে এই তারাময় ক্বে
 অবস্থিত । রাজিকালে ইহার দর্শনে, দিন-
 কৃত পাপক্ষয় হয় । নরগণ শিশুমার-শরীরে
 যতগুলি তারা দর্শন করে, আয়ুঃপরিমাণ-
 পেক্ষা তত বৎসর অধিক জীবিত থাকে
 অতএব বিভাগানুসারে সম্পূর্ণরূপে শিশু-
 মারাকৃতি অবগত হওয়া কর্তব্য । ইহার

হৃদি নারায়ণঃ সাধ্যা অধিনৌ পূৰ্বপাদয়োঃ ।
বক্রশাচাৰ্য্যমা চৈব পশ্চিমে তন্ত্ৰ সন্ধিনী ॥২৩॥
শিল্পে সংবৎসরো জ্যৈষ্ঠো মিত্রশাপানমাজিতঃ ।
পুচ্ছদেহশিষ্ট মহেন্দ্রশ্চ মুরীচিঃ কস্তপো এবঃ ॥
এব তারাময়ঃ স্তম্ভো নাস্তমেতি ন বোদয়ম্ ।
নকত্র-চন্দ্র-সূৰ্য্যশ্চ গ্রহাস্তারাগণৈঃ সহ ॥ ২৫ ॥
তন্মুখাতিমুখাঃ সৰ্ব্বৈ চক্রভূতা দিবি স্থিতাঃ ।
এবেণাধিষ্ঠিতাশ্চৈব এবমেব প্রদক্ষিণম্ ॥ ২৬ ॥
পরিযাতি সুরশ্ৰেষ্ঠঃ মেধীভূতঃ এবঃ দিবি ।
আরীত্র-কান্তপানাস্ত তেষাং স পরমো এবঃ ॥
এক এব ভ্রমত্যেবু মেরোরন্তরমূৰ্দ্ধনি ।
জ্যোতিষাঃ চক্রমাদায় আকর্ষন্তমধোমুখাঃ ॥২৮॥
মেরুমালোকয়ন্তেব প্রতিযাতি প্রদক্ষিণম্ ॥২৯॥
ইতি ত্রিমাৎস্তে মহাপুরাণে এবপ্রশংসা নাম
সপ্তবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

বদেতত্ত্বতা প্রোক্তং কৃতং সৰ্বমশেষতঃ ।
কথং দেবগৃহাণি সূর্য্যঃ পুনর্জ্যোতীৰ্ণি বর্ণয় ॥ ১ ॥
সূত উবাচ ।
এতৎ সৰ্বং প্রবক্ষ্যামি সূৰ্য্যচন্দ্রমসৌৰ্গতিম্ ।
যথা দেবগৃহাণি সূর্য্যঃ সূৰ্য্যচন্দ্রমসৌৰ্গতিম্ ॥ ২ ॥
অগ্ন্যেবু্যষ্টৌ রজস্তাং বৈ ব্রহ্মণ্যব্যক্তযোনিম্ ।
অব্যাকৃতমিদম্ভাসীতৈরেশেন তমসাবৃতম্ ॥ ৩ ॥
চতুর্ভূতাবশিষ্টেহস্মিন্ ব্রহ্মণা সমধিষ্ঠিতে ।
স্বয়ম্ভূতগবাংস্তত্র লোকতদ্বার্ষসাধকঃ ॥ ৪ ॥
খদ্যোতরূপী বিচরমাবিৰ্তাবঃ ব্যাচিন্তয়ৎ
জ্ঞাদায়িৎ কল্পকালাদাবপঃ পৃথ্বীঞ্চ সংমিতাঃ ॥৫॥
স সন্ত ত্য প্রকাশার্থং ত্রিধাতুল্যোহভবৎ পুনঃ
পাচকো যন্ত লোকেহস্মিন্ পার্শ্বিঃ সৌ-
হরিকচ্যতে ॥ ৬ ॥

সংস্থান যথা ।—উত্তানপাদ — উত্তরাহর, যজ্ঞের ধর্ম—মন্তক, নারায়ণ ও সাধ্যগণ —হৃদয়, অধিনীকুমারহর, —পূর্বদিকের পদ-হর, বক্রণ ও অধ্যমা—পশ্চিম পদহর, সংবৎ-সর—শিল্প, মিত্র অপান—এবং অগ্নি, মহেন্দ্র, মুরীচি, কস্তপ ও এব ইহার পুচ্ছদেশ আশ্রয়পূর্বক বিরাজিত আছেন। এই তারাময় স্তম্ভের অস্ত বা উদয় নাই। নভোমণ্ডলে নকত্র, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারাগণ ইহারই অভিমুখে চক্রাকারে অবস্থান করে। নভোমণ্ডলে এবই ইহাদিগের মেধীভূত-সদৃশ অবলম্বন; এবকেই ইহার প্রদক্ষিণ করে। আরীত্র ও কস্তপদিগের মধ্যে এবই সর্বপ্রধান। একমাত্র এবই মেরু-শিরোভাগে অধোমুখে অবস্থানপূর্বক জ্যোতিষ্ক আকর্ষণ করিয়া মেরুকে অবলোকন করিতে করিতে প্রদক্ষিণক্রমে ভ্রমণ করিতেছেন। ১৪—২৯ ।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২৭॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আগনি এই যে কথা कहিলেন, আমরা তাহা সমুদয় শুনিলাম। পরন্তু দেবগৃহ ও তারাগণের বিবরণ পুনরায় বিস্তাররূপে বর্ণন করুন। সূত বলিলেন,—হে মুনিগণ! চন্দ্র-সূর্যের গতি ও দেবগৃহাদির বিবরণ সমস্তই বলিতেছি। আদিকালে এই জগৎ, আলোক-হীন রজনীবৎ নৈশ তমসে সমাবৃত ছিল। অব্যক্তযোনি ব্রহ্মা তখন পর্যন্ত কোন পদার্থেরই প্রকাশ করেন নাই। চারিটা মাত্র পদার্থ অবশিষ্ট ছিল। ব্রহ্মা তাহাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে ভগ-বান্ স্বয়ম্ভু লোক সকল সৃষ্টি করিতে অভি-প্রায় করিয়া খদ্যোতরূপ ধারণ করিলেন। তিনি আবির্ভাব মানসে বিচরণপূর্বক জানিতে পারিলেন যে, কল্পাদিকালে অগ্নি—জল ও পৃথ্বী মধ্যে লীন হইয়াছেন। ১—৫। ব্রহ্মা তখন সেই অগ্নিকে প্রকাশার্থ একজীকৃত করিলেন; তাহা তখন সমান তিন ভাগে বিভক্ত

যশাসৌ তপতে সূর্যে শুচিরগ্নিঃ স স্মৃতঃ ।
 বৈহ্যতো জাঠরঃ সৌম্যো বৈহ্যতশ্চাপ্যনিহনঃ
 তেজোভিচ্চাপ্যতে কশ্চিৎ কশ্চিদেবাধ্যনিহনঃ
 কার্ত্ত্বননঃ নির্বধ্যঃ সৌহৃদিঃ শাম্যতি পাবকঃ
 অর্চিস্মান্ পচনোহগ্নিঃ নিম্প্রভঃ সৌম্যলক্ষণঃ
 যশাসৌ মণ্ডলে শুক্রে নিরুগ্মা ন প্রকাশতে ॥৯
 প্রভা সৌরী তু পাদেন অস্তং য়াতি দিবাকরে
 অগ্নিমাশিশতে রাজৌ তস্মাদগ্নিঃ প্রকাশতে ॥১০
 উদিতো তু পুনঃ সূর্যে উদ্যায়েষ সমাবিশৎ ।
 পাদেন তেজসশ্চায়েষ তস্মাৎ সন্তপতে দিবা ॥১১
 প্রকাশকং তথোককং সৌর্যায়েষে তু তেজসৌ
 পরস্পরাহু প্রবেশাদাপ্যায়তে দিবানিশম্ ॥১২
 উত্তরে চৈব কুম্যর্ধ্যে তথা হস্মিঃ দক্ষিণে ।
 উত্তিষ্ঠতি পুনঃ সূর্যে রাজিমাশিশতে হপঃ ॥১৩
 তস্মাৎ তাস্মা ভবন্ত্যাপো দিবারাজিপ্রবেশনাৎ
 অস্তং গতে পুনঃ সূর্যে অহো বৈ প্রবিশত্যপঃ

হইল। পাকাদি কার্যে যে অগ্নি ব্যবহৃত হয়, তাহা পার্শ্বি অগ্নি। যে অগ্নি সূর্য-মণ্ডলে বাস করিয়া লোকে তাপ দান করে, উহাকে শুচি অগ্নি বলা যায়। জীবগণের জঠরগত অগ্নিকে বৈহ্যতাগ্নি বলে। উহা অনিহন এবং সৌম্য। কোন বৈহ্য-তাগ্নি তেজোঘারা পরিপুষ্ট হয়, কেহ বা ইহনাভাবেও দীপ্তি পাইয়া থাকে। ইহনকাষ্ঠাশ্রয়ে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, উহাই নির্বধ্য অগ্নি; জল দ্বারা উহাকে নির্দাপিত করা যায়। জঠরাগ্নি অর্চিস্মান্, অহুজ্জল ও সৌম্যদর্শন। ইহা শুক্রমণ্ডলে উন্নতরূপে প্রকাশ পায়। দিবাকর অস্ত গমন করিলে তদীয় প্রভা চতুর্দশে অগ্নিমধ্যে আবিষ্ট হয়। এ নিমিত্ত রাজিকালে অগ্নির দীপ্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দিবাভাগেও অগ্নির উদ্যর চতুর্দশ সূর্যের মধ্যে আবিষ্ট হয়, এই এক পাদ অগ্নিতেজ থাকাতাই সূর্য দিবাভাগে সন্তাপ দান করেন। সূর্য ও অগ্নির প্রকাশ ও উদ্যাতক তেজোহয় পরস্পর অহুপ্রবেশ নিবন্ধন দিবানিশ আপ্যায়িত

তস্মাদস্তং পুনঃ শুক্লা হাপো দৃষ্টস্তি তানুয়াঃ
 এতেন ক্রমযোগেণ কুম্যর্ধ্যে দক্ষিণোত্তরে ॥১৪
 উদ্যাতময়ে হুজ অহোরাজং বিশত্যপঃ ।
 যশাসৌ তপতে সূর্যঃ সৌহপঃ পিবতি রশ্মিভিঃ
 সহস্রপাদেষেবোহরী রক্তকূটনিত্ত্ব সঃ ।
 আদন্তে স তু নাড়ীনাং সহস্রেশ সমন্ততঃ ॥১৫
 আপো নদী-সমুদ্রোভ্যো হৃদ-কূপেভ্য এব চ ।
 তন্ত রশ্মিসহস্রেশ শীতবর্ধোকনিঃস্রবঃ ॥ ১৬
 তাঙ্গাঃ চতুঃশতং নাড়্যো বর্ষন্তে চিত্তমূর্তয়ঃ ।
 চন্দনৈশ্চৈব মেধ্যাশ্চ কেতনাশ্চৈতনাস্থখা ॥১৭
 অমৃতা জীবনাঃ সর্বা রশ্ময়ো বৃষ্টিগর্জনাঃ ।
 হিমোত্তবাশ্চ তাত্তোক্তং রশ্ময়স্ত্রিশতং স্মৃতং ।
 চন্দ্রতারাজ্ঞৈঃ সর্কৈঃ শীতা ভানোর্গতস্তয়ঃ ।
 এতা মধ্যাস্থখাত্তাশ্চ হ্লাদিভ্যো হিমসর্জনাঃ ।
 শুক্লাশ্চ ককূভশ্চৈব গাবো বিশ্বস্বতশ্চ য়াঃ ॥ ২১

হইয়া থাকে। উত্তরকুম্যর্ধ্যে ও এই দক্ষিণ ভূভাগে সূর্য উদিত হইলে রাজি, জল মধ্যে প্রবেশ করে; এ নিমিত্ত জল সকল দিবা-ভাগে কিঞ্চৎ তাত্তাভ হয়। সূর্য অস্ত গমন করিলে দিবা, জলমধ্যে প্রবেশ করে, এ নিমিত্ত রাজিকালে জল সকল সমুজ্জল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ভাবে দক্ষিণ ও উত্তর কুম্যর্ধ্যে সূর্যের উদয়াস্তাহুগারে দিবা ও রাজি জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। সূর্য মধ্যে যে অগ্নি বাস করে, উহা রক্তকূট-নিত্ত্ব ও সহস্রপাদ। এ অগ্নি কিরণ দ্বারা জল আদান করে। ইহা স্বয় কিরণসহস্র দ্বারা কূপ, হৃদ, নদী ও সমুদ্রাদি হইতে জল আকর্ষণ করিয়া থাকে। সেই কিরণসহস্র মধ্যে চারিশত কিরণ নাড়ীর দ্বায় ৩ বিচিত্র-মূর্তি। উহা হইতে উৎকৃতাৎ শীতকরণ হয়। চন্দনা, মেধ্যা, কেতনা, চেতনা, অমৃতা, জীবনা—এই সকল রশ্মি বৃষ্টি উৎপাদিত করে। সূর্যের তিনশত রশ্মি হিমোৎপন্ন। চন্দ্র-তারাদি গ্রহগণ এই সকল রশ্মি পান করেন। ইহারা মধ্যম রশ্মি। অপর রশ্মি সকল শুক্রবর্ণ ও জন-

গুহ্যত্বা নামতঃ সৰ্বান্নিশ্চয়ঃ সৰ্বসম্বন্ধনাঃ ।
সংবিজ্ঞতি হি তাঃ সৰ্বা মহাবান্ দেবতাঃ পিতৃন
মহাব্যানোবধীভিষ্চ স্বধা চ পিতৃনপি ।
অমৃতেন সুরান্ সৰ্বান্ সন্ততঃ পরিতর্পয়ন ॥২
বসন্তে চৈব গ্রীষ্মে চ শনৈঃ সন্তপতে জ্ঞাতিঃ ।
বর্ষাশু চ শরদ্যবঃ চতুর্ভিঃ সম্প্রবর্ষতি ॥ ২৪
হেমন্তে শিশিরে চৈব হিমোৎসর্গস্থিতিঃ পুনঃ ।
ওষধীষু বলঃ ধত্তে সুধাক স্বধা পুনঃ ॥ ২৫
স্বর্ঘ্যোহমরসমমৃতৈঃ জয়ত্রিষু নিষচ্ছতি ।
এব রশ্মিসহস্রং সৌরং লোকার্দ্ধসাধনম্ ॥ ২৬
ভিদ্যতে ঋতুমাসাদ্য সহস্রং বহধা পুনঃ
ইত্যেবং মণ্ডলং গুরুং ভাস্বরং লোকসংজ্ঞিতম্
নক্ষত্র-গ্রহ-সোমানাং প্রতিষ্ঠাযোনির্যেব চ ।
চন্দ্র-ঋক্ষ-গ্রহাঃ সর্বে বিজ্ঞেয়াঃ স্বর্ঘ্যসম্বাঃ ॥২৮
সুয্যা স্বর্ঘ্যরশ্মির্বা কৌণ শশিনমেধতে ।

হরিকেশঃ পুরস্তাৎ তু যো বৈ নক্ষত্রযোনিরুৎ
দক্ষিণে বিশ্বকর্মা তু রশ্মিরাপ্যায়নমুখম্ ।
বিশ্বাবশুচ যঃ পশ্চাচ্ছক্রযোনিচ স স্মৃতঃ ॥৩০
সংবর্দ্ধনস্ত যো রশ্মিঃ স যোনির্লোহিতস্ত চ ।
যষ্ঠস্ত হরহু রশ্মির্যোনিঃ স হি বৃহস্পতেঃ ॥ ৩১
শনৈশ্চরং পুনশ্চাপি রশ্মিরাপ্যায়তে সুরাই ।
ন কৌরতে যতস্তানি তস্মান্নক্ষত্রতা স্মৃতা ॥ ৩২
ক্ষেত্রাণ্যেতানি বৈ স্বর্ঘ্যমাপত্তি গতিভিতিঃ ।
ক্ষেত্রাণি তেষামাদন্তে স্বর্ঘ্যো নক্ষত্রতা ততঃ ॥
অস্মান্নোকাদমুং লোকঃ তীর্ণানাং স্কৃততান্নানাং
তারণাং তারকা হেতাঃ গুরুত্বাচ্চৈব গুহ্যিকাঃ
দিব্যানাং পার্শ্ববানাক বংশানাকৈব সর্বশঃ ।
তপসন্তেজসো যোগাদাদিত্য ইতি গদ্যতে ॥৩৫
স্ববতিঃ স্তম্ভনার্থে চ ধাতুর্যেব নিগদ্যতে ।
স্ববণাং তেজসশ্চৈব তেনাসৌ সবিতা স্মৃতঃ ॥

গণের আনন্দজনক । ইহার। হিমবর্ষণ
করে । ককুত, গো, বিশ্বস্ব, গুরু—
ইত্যাদি নামে তাহার। সমুদায়ে তিন শত ।
ইহারাই ধর্মের প্রবর্তক ও দেব-পিতৃ-
মহাব্যগণের পরিপালক ১৬—২২ । স্বর্ঘ্য
ওষধি দ্বারা মাহুযগণকে, স্বধা দ্বারা পিতৃ-
গণকে এবং অমৃত দ্বারা সুরগণকে সন্তত
পরিতর্পিত করিয়া থাকেন । স্বর্ঘ্য বসন্ত ও
গ্রীষ্ম কালে তিন শত রশ্মি দ্বারা তাপ দান,
বর্ষা ও শরৎ কালে চারি শত রশ্মি দ্বারা
জল বর্ষণ এবং হেমন্ত ও শিশির কালে
তিন শত রশ্মি দ্বারা হিমপাত করেন ।
ইনি ওষধিসমূহে বলবান, স্বধাতে সুধাস্থাপন
এবং অমৃতমধ্যে অমরতা বিধান—ত্রিলোক-
হিতার্থ এই ত্রিবিধ কার্য সম্পাদন
করিয়া থাকেন । অর্দ্ধলোকের হিতবিধায়ক
ভাস্করমণ্ডলের সহস্র রশ্মি এই ভাবে
বিভিন্ন ঋতুতে বিশেষ বার্ষ্য সাধন করে ।
ভাস্করের এই গুরুবর্ণ মণ্ডলকে লোক-
সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় । ইহাই
চন্দ্র-নক্ষত্র-গ্রহাদির উৎপত্তি-স্থিতি-হেতু ।
চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহ ইহার। সকলেই স্বর্ঘ্য

হইতে উদ্ভূত । সুয্যা নামক স্বর্ঘ্যরশ্মি
কৌণ চন্দ্রের পুষ্টিবিধায়ক । হরিকেশ নামক
পূর্বদিকের রশ্মি নক্ষত্রগণের জনক ।
দক্ষিণদিকস্থ বিশ্বকর্মা নামে যে রশ্মি আছে,
উহা বুধের আপ্যায়ন বিধান করে ।
পশ্চাৎ দিকের বিশ্বাবশু নামক রশ্মি, গুরুকে
পরিপুষ্ট করিয়া থাকে । সংবর্দ্ধন নামক
রশ্মি মঙ্গলের উৎপাদক । অরহু নামে
যে যষ্ঠ রশ্মি, তাহা বৃহস্পতির উদ্ভবহেতু ।
সুরাট নামক রশ্মি, শনৈশ্চন্দ্রের আপ্যায়ন
করিয়া থাকে । ইহার। কৌণ হয় না বলিয়া
নক্ষত্র নামে অভিহিত হয় । এই সকল
নক্ষত্র নিরন্তর কিরণ দ্বারা স্বর্ঘ্যে পতিত
হয় এবং স্বর্ঘ্যও ইহাদিগের ক্ষেত্র গ্রহণ
করেন ; এজন্যই ইহাদিগের নক্ষত্রতা ।
ইহলোক হইতে লোকান্তরগামী স্কৃততালী
জনগণকে তারণ করে বলিয়া তারকা এবং
গুরুবর্ণ বলিয়া গুহ্যিকা নামেও ইহাদিগের
উল্লেখ করা যায় । দিব্য ও পার্শ্বব সর্বাধি
বংশের তপসন্তেজোমহিমার যোগনিবন্ধন
এই স্বর্ঘ্য আদিত্যশব্দে অভিহিত । স্ব-
ধাতু করণার্থক । তেজঃ স্ববণ করেন বলিয়া

বহুবর্ষচন্দ ইত্যেব প্রধানো ধাতুকচ্যতে ।
 শুক্রস্বৈ হৃদ্যতস্বে চ নীতস্বৈ হ্লাদনেহপি চ ॥ ৩৭
 সূর্য্যচন্দ্রমসৌর্দিব্যে মণ্ডলে তাম্বরে খগে ।
 জলতেজোময়ে শুক্রে বৃন্তকৃত্তনিত্তে শুভে ॥ ৩৮
 বসন্তি কৰ্ম্মদেবান্ত হানান্তেতানি সৰ্ব্বশঃ ।
 মবন্তরেষু সৰ্ব্বেষু ঋষি-সূর্য্য-গ্রহাদয়ঃ ॥ ৩৯
 তানি দেবগৃহাণি সূর্য্যঃ হানাত্যানি ভবন্তি হি ।
 সৌর্য্যঃ সূর্য্যোহবিশং হানঃ সৌম্যঃ

সৌমন্তধৈব চ ॥ ৪০

শৌকঃ শুক্রোহবিশং হানঃ বোড়শারঃ

প্রতাস্বরম্ ।

বৃহস্পতির্বৃহবক লোহিতকাপি লোহিতঃ ॥ ৪১
 শনৈশ্চরোহবিশং হানমেবঃ শনৈশ্চরং তথা ।
 বুধোহপি বৈ বুধহানঃ ভাহুঃ স্বর্ভাহুরেব চ ॥ ৪২
 নক্ষত্রাণি চ সৰ্ব্বাণি নাক্ষত্রাণ্যবিশন্তি চ ।
 জ্যোতীষি স্কৃততামেতে জ্ঞেয়া দেবগৃহান্ত বৈ
 হানান্তেতানি তিষ্ঠন্তি যাবদাহুতসংপ্রবম্ ।

ইহাঁকে সবিতা বলে । চন্দ্র ধাতু অনেকাৰ্থক ।
 ইহার অর্থ—শুক্রত্ব, অবৃত্তত্ব, নীতত্ব ও
 হ্লাদন । চন্দ্র হইতে চন্দ্র শব্দ নিস্পন্ন ।
 চন্দ্রসূর্য্যের দিব্য মণ্ডলদ্বয়—আকাশস্থ,
 সমুদ্রজল, জল-তেজোময়, শুক্রবর্ণ, বৃত্তাকার
 ও কৃত্তসম সূদৃশ ॥ ২৩—৩৮ । মবন্তরসমূহে যে
 সমস্ত ঋষি কৰ্ম্মদ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন,
 তাঁহারা এই সকল জ্যোতির্গুণলাকার
 প্রাপ্ত হইয়াছেন । তাঁহাদিগের নতোগামী
 হানসমূহই দেবগৃহ নামে অভিহিত হইয়া
 থাকে । সূর্য্য—সৌরহান, সৌম—সৌম্য হান,
 এবং শুক্র—শৌক হানে প্রবেশ করি-
 য়াছেন । এই শৌকহান বোড়শার ও
 জ্যোতির্গুণ । বৃহস্পতি—বৃহৎ হান, মজল—
 লোহিতহান এবং শনৈশ্চর—শনৈশ্চর হান
 ভজনা করিয়াছেন । বুধ—বুধহান লাভ
 করিয়াছেন । রাহুর হান—সূর্য্য । নক্ষত্র
 সৰ্ব্বম নক্ষত্রহান প্রাপ্ত হইয়াছেন । স্কৃত-
 শালী জনপণের এই জ্যোতিঃ দেবগৃহ বলিয়া
 জ্ঞাতব্য । এই সকল হান ভূতচয়ের স্থিতিকাল

মবন্তরেষু সৰ্ব্বেষু দেবহানানি তানি বৈ ॥ ৪৩
 অতিমানেন তিষ্ঠন্তি তানি দেবাঃ পুনঃপুনঃ ।
 অতীতান্ত সহাতীতৈর্ভার্য্য ভাব্যৈঃ সূরৈঃ সহ
 বর্ভন্তে বর্ভমাতৈশ্চ সূরৈঃ সার্ব্বে হানিনঃ ।
 সূর্য্যো দেবো বিবশাশ্চ অষ্টমহাদিভ্যঃ সূতঃ ।
 হ্যাতমান ধর্ম্মবৃক্শ্চ সোমো দেবো বসুঃ স্মৃতঃ
 শুক্রো দৈত্যশ্চ বিজ্ঞেয়ো ভার্গবোহসুরমাজকঃ
 বৃহস্পতির্বৃহন্তেজা দেবাচাধ্যোহঙ্গিরঃসূতঃ ।
 বুধো মনোহরশ্চৈব শশিপুত্রশ্চ স স্মৃতঃ ॥ ৪৮
 শনৈশ্চরো বিরূপশ্চ সংজ্ঞাপুত্রো বিবশতঃ ।
 অগ্নির্বিক্রেস্তাঃ জজ্ঞে তু যুवासৌ লোহিতাধিপঃ
 নক্ষত্রনায়াঃ ক্ষেত্রেষু দাক্ষায়ণ্যঃ সূতাঃ স্মৃতাঃ
 স্বর্ভাহুঃ সিংহিকাপুত্রো ভূতসংসাধনোহসুরঃ ।
 চন্দ্রার্কগ্রহনক্ষত্রেষুভিমানী প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 হানান্তেতানি চোক্তানি হানিশ্চৈব দেবতাঃ
 শুক্রমগ্নিসমং দিব্যং সহস্রাংশোর্বিবশতঃ ।
 সহস্রাংশুত্রিষঃ হানমন্ত্রয়ং তৈজসং তথা ॥ ৫২
 আশাস্থানং মনোজ্ঞস্ত রাবরশ্মিগৃহে স্থিতম্ ।
 শুক্রঃ বোড়শরশ্মিঃ যন্ত দেবো হপোময়ঃ ॥ ৫৩

পধ্যস্ত হায়ী । সকল মবন্তরেই এ সমস্ত
 দেবহান, অতিমানমাত্রে অবহান করে । ঐ
 সকল হানাত্তিমানী দেবতা, অধিবাসী দেবতা
 সহিতই অতীত, অনাগত, সাম্প্রত কালে
 তিরোভাবাদি দশাপ্রাপ্ত হয় । বিবশান্ সূর্য্য
 —অদিতির অষ্টম পুত্র । হ্যাতমান্ সোম—
 ধর্ম্মশীল, বসু । বৃহন্তেজা বৃহস্পতি—অঙ্গি-
 রার পুত্র এবং দেবাচার্য্য । মনোহর বুধ—
 চন্দ্রের পুত্র । বিরূপাকার শনৈশ্চর—বিব-
 শানের পুত্র, সংজ্ঞাগর্তজাত । মজল—অগ্নি
 হইতে বিকেনীগর্ভে উৎপন্ন । নক্ষত্র সকল
 —ক্ষেত্রে উদ্ভূত, ইহার দক্ষের সন্ততি ।
 ভূতসংহারক রাহু—সিংহিকাতনয়, অসুর ।
 চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহাদি মধ্যে ইহার হানাত্তিমানী
 দেবতা । ইহাদিগের হানসমূহের বিবরণ
 বর্ণিত হইল ॥ ৩৯—৫১ । সহস্রকিরণসূর্য্যের
 হান—দিব্য অগ্নিসম ও শুক্রবর্ণ । চন্দ্রের
 হান—সহস্রকিরণসম্পন্ন, তৈজস, জলময় ।

লোহিতো নবরশ্মিঃ স্থানমাপত্ত তন্ত বৈ ।
 বৃহদাদিশরশ্মীকং হরিত্যভ্যন্ত বেধসঃ ॥ ৫৪
 অষ্টরশ্মি শনৈস্তৎ তু কৃষ্ণং বৃহদশরশ্ময় ॥
 বর্তানোদ্ধারসং স্থানং ভূতসন্তাপনালয় ॥ ৫৫
 সুরুতামাশ্রয়ন্তারা রশ্ময়ন্ত হিরণ্যরাঃ ।
 তারণাং তারকা হেতাঃ শুক্রদ্ব্যট্টেব তারকাঃ
 নবযোজনসাহস্রো বিকৃতঃ সবিতুঃ স্মৃতঃ ।
 মণ্ডলং ত্রিগুণকান্ত বিস্তারো ভাস্করস্ত তু ॥ ৫৭
 দ্বিগুণঃ সূর্য্যবিস্তারাবিস্তারঃ শশিনঃ স্মৃতঃ ।
 ত্রিগুণং মণ্ডলাকান্ত বৈপুল্যাচ্ছশিনঃ স্মৃতম্ ॥
 সর্কোপরি নিম্নস্থানি মণ্ডলানি তু তারকাঃ ।
 যোজনার্দ্ধপ্রমাণানি তাভ্যোহস্তানি গণানি তু ॥
 তুল্যো ভূত্বা তু বর্তীহস্তদধস্তাং প্রসপতি ।
 উদ্ধৃত্য পার্শ্ববীঃ ছায়াং নির্মিতাং মণ্ডলাকৃতিম্
 ব্রহ্মণা নির্মিতং স্থানং ভূতীয়ন্ত তমোময়ম্ ।
 আদিত্যাং স তু নিষ্কম্য সোমং গচ্ছতি পৰ্ব্বসু

আদিত্যমেতি সোমাক পুনঃ সৌরেষু পৰ্ব্বসু ।
 বর্তাসা ভূদন্তে যন্তাং বর্তীহরিত্তি স স্মৃতঃ ॥
 চন্দ্রতঃ বোড়শো ভাগো ভার্গবন্ত বিবীরভ্যো
 বিকৃতান্ডলাট্টেব যোজনানান্ত স স্মৃতঃ ॥ ৫৬
 ভার্গবাং পাদহীনন্ত বিজ্ঞেয়ো বৈ বৃহস্পতিঃ ।
 বৃহস্পতেঃ পাদহীনো কেতু-বক্রাবৃত্তৌ স্মৃতৌ
 বিস্তার-মণ্ডলাভ্যন্ত পাদহীনস্তদৌৰ্ব্বধ্যঃ ।
 তারানক্ষত্ররূপাণি বপুঃস্তীহ যানি বৈ ॥ ৫৭
 বুধেন সমরূপাণি বিস্তারান্ডলাং তু বৈ ।
 তারানক্ষত্ররূপাণি হীনানি তু পরস্পরম্ ॥ ৫৮
 শতানি পঞ্চ চত্বারি ত্রীণি যে চৈকমেব চ ।
 সর্কোপরি নিম্নস্থানি মণ্ডলানি তু তারকাঃ ॥ ৫৯
 যোজনার্দ্ধপ্রমাণাণি তেভ্যো হস্তং ন বিস্ততে ।
 উপরিষ্ঠোং তু যে তেষাং গৃহা যে কুরসাদিকাঃ
 সৌরশাঙ্গিরসো বক্রো বিজ্ঞেয়া মন্দচারণঃ ।
 তেভ্যোহস্তাং তু চত্বারঃ পুনশ্চান্তে মহাগ্রহাঃ
 সোমঃ সূর্য্যো বুধশ্চৈব ভার্গবশ্চেতি নীভ্রগাঃ ।
 যাবান্ত চৈব ঋক্ষাণ কোটিস্তাবান্ত তারকাঃ ॥ ৬০

শুক্রে স্থান—ষোড়শরশ্মিযুক্ত ও জলময় ।
 মঙ্গলের স্থান—নবরশ্মিসংযুক্ত ও জলময় ।
 বৃহস্পতির স্থান—বৃহৎ, ছাদশরশ্মি সমন্বিত
 ও হরিত্যভ । শনির স্থান—অষ্টরশ্মি-সম্পন্ন,
 কৃষ্ণবর্ণ ও লৌহময় । রাহুর স্থান—লৌহ-
 নির্মিত ও ভূতচয়ের ভাপকর । তারকা
 সকল—সুরুতশালী জনগণের আশ্রয় ।
 ইহাদিগের রশ্মিসমূহ হিরণ্যময় । তারণ করে
 বলিয়া ইহারা তারকা শব্দে উক্ত হয় ।
 ইহারা শুক্রবর্ণ । সূর্য্যের বিকৃতপরিমাণ
 নবসহস্র যোজন । মণ্ডলবিস্তার ইহার
 ত্রিগুণ । চন্দ্রের বিস্তার—সূর্য্যের বিস্তার
 অপেক্ষা দ্বিগুণ । মণ্ডলবিস্তার ইহাপেক্ষা
 ত্রিগুণ । তারকামণ্ডল সর্কোপরি রবি-
 জিত । উহার যোজনার্দ্ধপ্রমাণ । রাহু,
 ইহার সম আকারে অধোভাগে বিচরণ
 করে । ঋক্ষা, পৃথিবীর ছায়া দ্বারা এই
 রাহুর স্থান নির্মাণ করিয়াছেন । ইহার
 স্থান—তমোময় । এই রাহু শুক্রপক্ষে সূর্য্য
 হইতে চন্দ্রে প্রবেশ করে এবং কৃষ্ণপক্ষে
 চন্দ্রে হইতে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ লাভ করিয়া

ধাকে । স্বীয় ভা অর্থাৎ প্রভা দ্বারা
 নোদন করে বলিয়া ইহার নাম বর্তীহর ।
 শুক্রে বিকৃত ও মণ্ডল-পরিমাণ, চন্দ্রের
 ষোড়শাংশ, বৃহস্পতি, শুক্রাপেক্ষা চতুর্থাংশ
 হীন । কেতু ও মঙ্গল—বৃহস্পতি অপেক্ষা
 চতুর্থাংশ নূন । ইহাদিগের অপেক্ষাও
 বুধ—বিস্তার-মণ্ডলপরিমাণে একপাদ হীন ।
 গগনমণ্ডলে নক্ষত্ররূপে যাহারা মুর্ত্তিমান ভূত
 হয়, উহার বিস্তার-মণ্ডলাদিতে বুধের সমান ।
 কলতঃ তারা সকল পাঁচ, চারি, তিন, দুই
 এবং একশত যোজন প্রমাণও আছে, আর
 অর্দ্ধযোজন পরিমাণও আছে । ইহাপেক্ষা
 ক্ষুদ্র তারকা আর নাই । ইহাদিগের
 উপরিভাগে যে সকল জ্বর ও সৌর্য্য
 গ্রহ বিচরণ করে, তাহা বলিতেছি । ৫২—
 ৬৮ । শনি, বৃহস্পতি, ও মঙ্গল,
 ইহার মন্দগামী । ইহাদিগের অধোভাগে
 সোম, সূর্য্য, বুধ ও শুক্র—এই চারি মহাগ্রহ
 বিচরণ লীন । ইহার নীভ্রগামী । নক্ষত্র

সূর্যোবাস্ত গ্রহাণাং বৈ সূর্য্যোবাস্তাং প্রসর্পতি
 বিস্তীর্ণঃ মণ্ডলঃ কৃষ্ণা তন্তোর্দ্ধং চরতে শশী ॥৭১॥
 নক্ষত্রমণ্ডলকাপি সোমাদূর্দ্ধং প্রসর্পতি ।
 নক্ষত্রৈভ্যো বুধশ্চোর্দ্ধং বুধাচ্চোর্দ্ধস্ত তার্গবঃ ॥
 বক্রস্ত তার্গবাদূর্দ্ধং বক্রাদূর্দ্ধং বৃহস্পতিঃ ।
 তন্মাজ্জৈনৈশ্চরশ্চোর্দ্ধং দেবাচার্য্যোপরি স্থিতঃ
 শনৈশ্চরাং তথা চোর্দ্ধং জ্যেষ্ঠঃ সপ্তর্ষিমণ্ডলম্ ।
 সপ্তর্ষিভ্যো ঋষশ্চোর্দ্ধং সমস্তঃ ত্রিদিবঃ কবে
 দ্বিগুণেষু সহস্রেষু যোজনানাং শতেষু চ ।
 গৃহাস্তরমর্ধৈকৈকমূর্দ্ধং নক্ষত্রমণ্ডলাং ॥ ৬৫ ॥
 তারাগ্রহাস্তরাণি সূর্য্যকপূর্ণ্যুপর্ধ্যাশ্রিতম্ ।
 গ্রহাশ্চ চন্দ্র-সূর্য্যো চ দিবি দিব্যেন তেজসা ॥
 নক্ষত্রেষু চ যুজ্যন্তে গচ্ছন্তো নিয়তক্রমাং ।
 চন্দ্রা-গ্রহ-নক্ষত্রা নীচোল্লগৃহমাত্রিতাঃ ॥ ৭৭ ॥
 সমাগমে চ ভেদে চ পশ্যন্তি যুগপৎ প্রজাঃ ।
 পরস্পরং স্থিতা হেবং যুজ্যন্তে চ পরস্পরম্ ॥ ৭৮ ॥
 অসঙ্করেণ বিজ্ঞেয়ন্তেষাং যোগস্ত বৈ বুধৈঃ ।
 ইত্যেবঃ সন্নিবেশো বৈ পৃথিব্যা জ্যোতিষাঞ্চ যঃ

যতকোটি, তারাগণের পরিমাণও ততুল্য ।
 সূর্য্য সকল গ্রহের অধোভাগে বিচরণ
 করেন । তাঁহার উপরিভাগে মণ্ডল বিস্তার
 সহকারে শশী বিচরণ করিয়া থাকেন ।
 সোমের উপরিভাগে নক্ষত্রমণ্ডল । ইহার
 উপরে বুধ, বুধের উপরে শুক্র, শুক্রের
 উপরিভাগে মঙ্গল, তদুপরি বৃহস্পতি, তাঁহার
 উপরে শনৈশ্চর । শনৈশ্চরের উপরিভাগে
 সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং ইহারও উপরে কবে অব-
 স্থিত । সমগ্র ত্রিদিব ধামই কবে প্রতিষ্ঠিত
 আছে । নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্রলোক-সকল
 পরস্পর হইলক্ষ যোজনাস্তরে অবস্থিত ।
 তারা গ্রহাদির উর্দ্ধভাগের ব্যবধানও এই-
 রূপই । চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহগণ ভ্রমণ করিতে
 করিতে নক্ষত্রমণ্ডলে যাইয়া মিলিত হইলেন ।
 চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রগণ নীচ উচ্চাদি গৃহে
 অবস্থান করেন এবং প্রবেশ-কালে বা নির্গম
 সময়ে প্রজাগণকে দর্শন করেন । বুদ্ধিমান
 ব্যক্তি ইহাদিগের যোগ, অবিমিশ্রভাবেই

যোপানানুদধীনাঞ্চ পর্কতানাং তথৈব চ ।
 বর্ধাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ যে চ তেষু বসন্তি বৈ ॥ ৮০ ॥
 ইত্যেবোহর্কবশেনৈব সন্নিবেশস্ত জ্যোতিষাম্
 আবর্ত্তঃ সান্তরো মধ্যে সৃজিগুপ্তক্রবাং তু সঃ
 সর্বতন্তেষু বিস্তীর্ণো বৃত্তাকার ইবোচ্ছিতঃ ।
 লোকসংব্যবহারার্থমৌষরেণ বিনির্ম্মিতঃ ॥ ৮২ ॥
 কল্পাদৌ বুদ্ধিপূর্ব্বস্ত স্থাপিতোহসৌ স্বয়মুবা ।
 ইত্যেয সন্নিবেশো বৈ সর্বস্ত জ্যোতির্নাস্তকঃ
 বৈশ্বরূপঃ প্রধানস্ত পরিণাহোহস্ত যঃ স্মৃতঃ ।
 তেষাং শক্যং ন সংখ্যাতুং যাতাতথেন
 কেনচিৎ ॥

গতাগতঃ মনুষ্যোণ জ্যোতিষাং মাংসচক্ষুষা ॥ ৮৪ ॥
 ইতি জ্জিমাংশ্বে মহাপুরাণে দেবগৃহা দবর্ণনঃ
 নামাষ্টবিংশত্যাধিক-শততমো-
 দধ্যায়ঃ ॥ ১২৮ ॥

জানিবেন । পৃথিবী, দ্বীপ, সমুদ্র, পর্কত,
 বর্ধ, নদী, ও এসকলের অধিবাসীদিগের
 বিবরণ এই কথিত হইল । সূর্য্যবশেই
 জ্যোতির্মণ্ডলের এবিধ সন্নিবেশ ঘটিয়াছে ।
 ইহার মধ্যভাগে আবর্ত্ত বায়ু অবস্থিত ।
 ইহা সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডলে বৃত্তাকারে বিস্তীর্ণ ।
 লোকব্যবহার সম্পাদনার্থ ঈশ্বরই এইরূপ
 সংস্থান করিয়াছেন । আদিকালে স্বয়মু
 বুদ্ধিপূর্ব্বকই এই সকল এইরূপে স্থাপন করি-
 য়াছেন । সমগ্র জ্যোতির্মণ্ডলের সমাবেশ এই
 উক্ত হইল । বিশ্বরূপী প্রধান তবের বিশা-
 লতার পরিমাণ কেহই যথাযথ বর্ণিতে সমর্থ
 নহে । মাংসময়-চক্ষুসম্পন্ন কোন মানবই এই
 জ্যোতির্মণ্ডলের প্রকৃত তবাবধারণে সক্ষম
 হয় না । ৬৯—৮৪ ।

অষ্টাবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৮

একোনত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

পবন উচুঃ ।

কথং জগাম ভগবন্ পুরারিত্বং মহেশ্বরঃ ।
দদাহ চ কথং দেবস্তমো বিস্তরতো বদ ॥ ১
পৃচ্ছামহাং বয়ং সর্কে বহমানাং পুনঃপুনঃ ।
ত্রিপুরং তদ্বথা হুগং ময়মায়াবিনির্মিতম্ ।
দেবেনৈকেবুণা দম্যঃ তথা নো বদ মানদ ॥ ২
সূত উবাচ ।
শৃণুধ্বং ত্রিপুরং দেবো যথা দারিতবান্ ভবঃ ।
ময়ো নাম মহামায়া মায়ানাং জনকোহসুরঃ ॥
নির্জিতঃ স তু সংগ্রামে ততাপ পরমং তপঃ ।
তপস্তত্ত্বং তং বিপ্রা দৈত্যাবস্তাবহুগ্রহাৎ ॥ ৪
তন্তৈব কৃত্যমুদ্ভিক্ত তেপতুঃ পরমং তপঃ ।
বিদ্যাম্মাগৌ চ বলবাংস্তারকাখ্যঞ্চ বৌধ্যবান্ ॥ ৫

উনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—ভগবন্! মহেশ্বর
কি প্রকারে ত্রিপুর দাহ করেন এবং কিরূপেই
বা তিনি ত্রিপুরারিত্ব প্রাপ্ত হন? তাহা
বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত করুন। আমরা বহু মান-
পুরঃসর আপনার নিকট বারম্বার জিজ্ঞাসা
করিতেছি, কিরূপে সেই ত্রিপুরহুগ ময়-
মায়ায় নির্মিত হইয়াছিল, দেবদেব হর
কিরূপেই বা তাহা একটি মাত্র শর নিক্ষেপে
দম্ব করিয়াছিলেন,—হে মানদ! এই সমস্ত
বৃত্তান্ত আমাদের নিকট বিস্তৃতরূপে কীৰ্ত্তন
করুন। সূত কহিলেন,—ভগবান্ ভবদেব
যেদ্রুপে ত্রিপুর দাহ করেন, তাহা আপনারা
শ্রবণ করুন। পুরাকালে ময় নামে এক
দানব ছিল। ঐ দানব সর্ক মায়াময় ও
মায়াসমূহের জনক ছিল। একদা সংগ্রামে
পরাজিত হইয়া ঐ দানব কঠোর তপস্তায়
নিমগ্ন হয়। তাহাকে তপস্তা করিতে দেখিয়া
অপর আরও দুইজন দানব তাহারই স্তায়
একই উদ্দেশ্যে তীব্র তপস্তাচরণ করিতে
প্রাণে। সেই দুই দানবের একের নাম

ময়ভেজঃসমাক্রান্তো তেপতুর্ময়পার্শ্বগৌ ।
লোকা ইব যথা মূর্ত্তাস্বরস্বর ইবারয়ঃ ॥ ৬
লোকত্রয়ং তাপয়ন্ততে তেপুর্দানবাস্তপঃ ।
হেমন্তে জলশয্যানু গ্রীষ্মে পঞ্চতপে তথা ॥ ৭
বর্ষানু চ তথাক্রমে কপয়ন্তন্তনুঃ শ্রিয়াঃ ।
সেবানাং ফলমূলানি পুষ্পানি চ জলানি চ ॥ ৮
অস্ত্রদাচরিতাহারাঃ পঙ্কেনাচিতবকলাঃ ।
মগ্নাঃ শৈবালপঙ্কেষু বিমলা বিমলেষু চ ॥ ৯
নিশ্বাসাশ্চ ততো জাতাঃ কৃশা ধমনিসন্ততাঃ ।
তেষাং তপঃপ্রভাবেণ প্রভাববিধূতং তথা ।
নিশ্চিন্তস্ত জগৎ সর্কঃ মন্দমেবাভিতাসিতম্ ॥ ১০
দহমানেষু লোকেষু তৈশ্চিতির্দানবারিতিঃ ॥ ১১
তেষামগ্রে জগদ্বকুঃ প্রাহুর্ভূতঃ পিতামহঃ ।

বিদ্যাম্মাগৌ, অপর তারক। এই দুই
দানবই মহাবল ও মহাবৌধ্যশালী। তাহারা
ময়ের পার্শ্ব থাকিয়া তাহারই তেজে
সমাক্রান্ত হইয়া তপস্তা করিতে লাগিল।
সেই অসুরত্রয়কে দেখিয়া মূর্ত্তমান লোক-
ত্রয় অথবা সাক্ষাৎ অগ্নিত্রয়ের স্তায় বোধ
হইতে লাগিল। সেই দানবেরা লোকত্রয়
তাপিত করিয়া তপস্তায় নিমগ্ন হইল।
তাহারা হেমন্তে জলশয্যায় থাকিয়া—গ্রীষ্মে
পঞ্চতপা হইয়া—বর্ষায় আকাশভলে
দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাদের প্রিয় কলেবর
ক্ষয় করিতে লাগিল। কল, মূল, জল, পুষ্প,
এই সকল মাত্র তাহাদের ব্যবহার্য্য হইল।
তাহারা এক দিবসে অতি-পাতিত
করিয়া পর পর দিন আহোরবিধি সমাধা
করিতে লাগিল। তাহাদের পরিধেয় বকল
পঙ্ক-পরিলিপ্ত হইল। বিমল শৈবাল-
পঙ্কে মগ্ন থাকিয়া ক্রমেই তাহারা তপস্তায়
বিমল হইয়া উঠিল। তাহাদের কলেবর
নিশ্বাস, কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত হইল। তাহাদের
সেই দারুণ তপঃপ্রভাবে এ জগৎ নিশ্চিন্ত
ও চঞ্চল হইয়া মন্দজী ধারণ করিল।
১—১০। সেই তিন তপোনিমগ্ন দানবারি

ততঃ সাহসকর্তারঃ প্রাহন্তে সহসাগতম্ ॥ ১২
 স্বকং পিতামহং দৈত্যাস্তং বৈ তুষ্ণুবুরেব চ ।
 অথ তান্ন জান্বান্ ব্রহ্মা তপসা তপনপ্রভান্
 উবাচ হর্ষপূর্ণাক্ষো হর্ষপূর্ণমুখস্তদা ।
 বরদোহং হি বো বৎসাস্তপস্তোষিত আগতঃ
 ত্রিভাসীপ্নিতঃ যচ্চ সাভিলাষঃ তদ্রুচ্যতাম্ ।
 ইত্যেবমুচ্যমানস্ত প্রতিপন্নং পিতামহম্ ॥ ১৫
 বিশ্বকর্মা ময়ঃ প্রাহ প্রহর্ষোৎফুল্ললোচনঃ ।
 দেব দৈত্যাঃ পুরা দেবৈঃ সংগ্রামে তারকাময়ে
 নির্জিতাস্তাভিতাটৈশ্চ হতাশ্চাপ্যায়ুধৈরপি ।
 দেবৈর্বৈরাগ্জবদ্ধাচ্চ ধাবন্তো ভয়বেপিতাঃ ॥ ১৭
 শরণং নৈব জানীমঃ শর্ম্ম বা শরণার্থিনঃ ।
 সোহং তপঃপ্রভাবেণ তব ভক্ত্যা তথৈব চ ॥
 ইচ্ছামি কর্তুং তদুর্গং যদেবৈরপি হস্তরম্ ।

কর্তৃক এই ত্রিলোক দম্ব হইতে থাকিলে,
 বিশ্বকর্মা পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদের সম্মুখে
 প্রাহর্ষিত হইলেন। তখন সেই সাহস-
 কর্তা দানবজয় সহসাগত পিতামহকে
 সত্কার্য এবং স্তব করিল। অনন্তর ব্রহ্মা
 সেই তপশ্চর্যায় তপনতুল্য তেজস্বী
 দানবজয়কে প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে প্রহর্ষপূর্ণ-
 মুখে বলিলেন,—হে বৎসগণ! আমি
 তোমাদের তপস্তায় তুষ্ট হইয়া বর দান
 করিতে আসিয়াছি। তোমাদের অতীপ্নিত
 কি, তাহা তোমরা প্রার্থনা কর। প্রসন্ন
 পিতামহ এই কথা কহিলে সর্কনিষ্ঠাণ-
 কম ময় দানব হর্ষোৎফুল্ল-নয়নে তাঁহাকে
 কহিল—হে দেব! পূর্বতন তারকাময়
 সময়ে দেবগণ দৈত্যদিগকে নির্জিত, বিভা-
 ত্তিত ও আয়ুধপ্রহারে নিহত করিয়াছে।
 দেবগণ বৈরাগ্জবদ্ধ নিমিত্তই আমাদের উপর
 ঐরূপ অত্যাচার করে। আমরা তখন ভীত
 কম্পিত হইয়া পলায়ন করি; তৎকালে
 আমরাপ্রার্থী হইয়াও কে আমাদের আশ্রয়
 দাতা, তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না,
 বা কোন সুখশান্তিও কুজাপি প্রাপ্ত হইলাম
 না। এই কষ্ট এক্ষণে আমি আপনার

তদ্বিশিষ্ট ত্রিপুরে হুর্গে মৎকৃত্তে কৃতিনাং বর ॥
 ভূম্যানাং জলজানাঞ্চ শাপানাং মূনিভেজসাম্ ।
 দেবপ্রহরণানাঞ্চ দেবানাঞ্চ প্রজাপতে ॥ ২০
 অলজ্বনীয়াং ভবতু ত্রিপুরং যদি তে প্রিয়ম্ ।
 বিশ্বকর্মা ইতীবোক্তঃ স তদা বিশ্বকর্মা ॥ ২১
 উবাচ প্রহসন্ বাক্যং ময়ঃ দৈত্যগণাধিপম্ ।
 সর্কামরত্বং নৈবান্তি অসহ্যতস্ত দানব ॥ ২২
 তন্মাদুর্গবিধানং হি তৃণাদপি বিধীয়তাম্ ।
 পিতামহবচঃ শ্রুত্বা তদৈবং দানবো ময়ঃ ॥ ২৩
 প্রাজ্ঞলিঃ পুনরপ্যাহ ব্রহ্মাণং পদ্মসম্ভবম্ ।
 শত্বুরেকেশুণা হুর্গং সক্রম্যুত্তেন নির্দেহেৎ ।
 সমং স সংযুগে হস্তাদবধ্যং শেষতো ভবেৎ ॥ ২৪
 এবমবস্থিতি চাপ্যুক্তা ময়ঃ দেবঃ পিতামহঃ ॥ ২৫
 যথৈ লক্কো যথার্থো বৈ তদ্বৈবাদর্শনং যথৌ ।

প্রতি ভক্তি রাখিয়া তপঃপ্রভাবে এমন একটা
 হুর্গ প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করি যে, যাহা
 দেবগণও আক্রমণ করিতে না পারে। হে
 কৃতিপ্রধান, প্রজাপতে! মৎকৃত্ত ঐ হুর্গের
 নাম হইবে—ত্রিপুর। ঐ ত্রিপুর হুর্গ
 সুসম্পূর্ণ হইলে আপনার প্রসাদে উহা
 ভূচর ও জলচরদিগের অলজ্বা এবং
 ঋষি-মুনি-প্রদত্ত অভিষাপ, তাঁহাদের
 প্রভাব এবং দেব ও দেবপ্রহরণের
 অনাক্রমণীয় হউক। মায়াবলে বিশ্ব-
 বিরচন-পটু ময়দানব, বিশ্ববিধাতাকে এই
 কথা কহিলে, তিনি হান্তসহকারে দৈত্যাদি-
 পতিকে বলিলেন,—হে দানব! সকলের
 নিকট হইতে অমর হওয়া অসম্ভব; ইহ-
 বুদ্ধিয়া তুমি তৃণ দ্বারাও হুর্গ নির্মাণ করিতে
 পার। পিতামহমুখে এই কথা শুনিয়া ময়দানব
 ব্রহ্মাজলি হইয়া পুনরায় কহিল,—হে দেব!
 যদি একান্তই অবধ্য না হয় তাহা হইলে এক-
 বার মাত্র নিকিণ্ড একটা মাত্র বাণদ্বারা
 শত্বুই যেন সময়ে এই ত্রিপুরহুর্গ তদ্ব করেন।
 তদিতর অস্ত্র কেহই যেন ইহার ধ্বংস
 করিতে পারে না। ১১—২৪। তখন পিতামহ
 ‘তথাক্ত’ বলিয়া স্বপ্নলক্ অর্থের স্তায় অদৃষ্ট

গতে পিতামহে দৈত্য। গতাময়রবিপ্রভাঃ ॥ ২৬
বরদানার্হিরেজুস্তে তপসা চ মহাবলাঃ ।
স ময়ন্ত মহাবুদ্ধির্দানবো বৃষসন্তমঃ ॥ ২৭
হুর্গং ব্যবসিতঃ কর্তুমিতি চাচিন্তয়ৎ তদা ।
কথং নাম ভবেদুর্গং তন্ময়া ত্রিপুরং কৃতম্ ॥ ২৮
বৎসন্তে তৎ পুরংদব্যং মতো নাষ্টেন্ন সংশয়ঃ
যথা চৈকেযুণা তেন তৎ পুরং ন হি হস্ততে ॥ ২৯
দেবৈস্তথা বিধাতব্যং ময়া মতিবিচারণম্ ।
বিস্তারো যোজনশতমেকৈকশ্চ পুরস্ত তু ॥ ৩০
কার্য্যস্তেবাঞ্চ বিকল্পশ্চৈকেকশতযোজনম্ ।
পুষ্যযোগেণ নির্মাণং পুরাণাঞ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৩১
পুষ্যযোগেণ চ দিবি সমেষ্যন্তি পরস্পরম্ ।
পুষ্যযোগেণ যুক্তানি যন্তান্ত্রাসাদৃশ্যম্ ॥ ৩২
পুরাণৈকপ্রকারেণ স তানি নিহনিষ্যতি ।
আয়সন্ত ক্রিত্তিলে রাজতন্ত নভস্তলে ॥ ৩৩
রাজতন্তোপরিষ্টাৎ তু সৌবর্ণং ভবিতা পুরম্ ।

হইয়া গেলেন। পিতামহ চলিয়া গেলে
সেই আদিত্যপ্রভ নিরাময় মহাবল দৈত্য-
গণ বরলাভ করিয়া ভগ্নাবলে সমধিক
সুশোভিত হইল। তখন মহাবুদ্ধি ময়দানব
হুর্গ নির্মাণ করিতে সমুদ্যোগী হইয়া চিন্তা
করিতে লাগিল, মৎকৃত ত্রিপুর হুর্গ কিরূপ
হইবে? এই দিব্য পুরের অবস্থিতি নিশ্চয়ই
আমি ভিন্ন অস্ত্র তাহারও দ্বারা হইবে না।
এমন ভাবে উহার নির্মাণকার্য্য করিতে
হইবে যে, দেবগণের মধ্যে কেহই যেন
উহাকে এক মাত্র বাণকেপে ধ্বংস করিতে
না পারে। ময় আরও ভাবিল,—এই হুর্গস্থ
এক এক পুরের বিস্তার ও বিকল্প শত-
যোজন করিতে হইবে। পুষ্যযোগে উহার
নির্মাণকার্য্য আরম্ভ ও সমাপন হইবে,
পুষ্যযোগেই উক্ত পুরজয় পরস্পর আকাশ-
দেশে সন্নিহিত হইবে এবং এই সন্নিহিত
পুরজয়কে পুষ্যযোগেই যে ব্যক্তি প্রাপ্ত
হইবে, তাহারই হস্তের একটা মাত্র শর-
প্রহারে এই পুরজয় বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।
ক্রিত্তিলে লৌহময়, নভোমণ্ডলে রাজত এবং

এবং ত্রিভিঃ পুটৈর্যুক্তং ত্রিপুরং ভববিষ্যতি ।
শতযোজনবিকল্পৈরন্তরৈস্তদূরাসদম্ ॥ ৩৪
অষ্টালকৈর্বহ্নশতশ্চিত্তি
সচক্রশূলোপলকম্পনৈশ্চ ।
দ্বারৈর্বহ্নামন্দরমেককরৈঃ
প্রাকারশৃঙ্গৈঃ সুবিরাজমানম্ ॥ ৩৫
সতারকাখোণ ময়েন গুপ্তঃ
স্বহৃৎ গুপ্তঃ তড়িমানিনাপি ।
কো নাম হস্তঃ ত্রিপুরং সমর্থো
যুক্তা ত্রিনেত্রঃ ভগবন্তমেকম্ ॥ ৩৬
ইতি ত্রিমাৎস্তে মহাপুরাণে ত্রিপুরোপাখ্যানে
একোনত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৯ ॥

ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইতি চিন্ত্য ময়ো দৈত্যো দিব্যোপায়প্রভাবজম্
চকার ত্রিপুরং হুর্গং মনঃসঞ্চারণচরিতম্ ॥ ১

তাহারও উর্কে এক সুবর্ণময় পুর নির্মিত
হইবে। এইরূপ পুরজয়ে সন্নিহিত হইয়া
উক্ত হুর্গ ত্রিপুর আখ্যায় অতিহিত হইবে।
এই হুর্গের বিস্তার ও বিকল্প শতযোজন
হইলে, সকলেরই উহা হুর্গম হইবে। ইহা
বহু অষ্টালক, বিবিধ যন্ত্র, বহুল শতদ্রী,
চক্র, শূল, উপল ও কম্পনাদি নানা
অস্ত্র শস্ত্রে এবং মহামন্দর ও মহামেককর
শত শত প্রাকার-শৃঙ্গে সুশোভিত হইবে।
তারক, বিদ্যুন্মালী ও আমি—ময় আমাদিগের
সুসজ্জিত এই আকাশস্থ পুরজয় একমাত্র
ভগবান্ ত্রিনেত্র ব্যতীত আর কে কিন্ত
করিতে সমর্থ হইবে? ২৫—৩৬।

উনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৯ ।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—ময়দানব এইরূপ চিন্তা
করিয়া মনের কল্পনামুসারে দিব্য দিব্য উপ-

প্রাকারোহনেন মার্গেণ ইহ বায়ুজ গোপুরম্ ।
 ইহ চাটালকদ্বারমিহ চাটালগোপুরম্ ॥২
 রাজমার্গ ইত্যুচ্যপি বিপুলো ভবতামিতি ।
 রথোপরখ্যাঃ সদৃশা ইত চত্বর এব চ ॥৩
 ইদমস্তঃপুরস্থানং কুডায়তনমজ চ ।
 সবটানি তড়াগানি হ্রদ বাপ্যঃ সরাসি চ ॥ ৪
 আরামাশ্চ সভাশ্চ উজ্জানান্ত্র বা তথা ।
 উপনির্গমো দানবানাং ভবত্যজ মনোহরঃ ॥৫
 ইত্যেবং মানসং তত্রাকল্পায়ৎ পুরকল্পবিৎ ।
 ময়েন তৎ পুরং সৃষ্টং ত্রিপুরস্থিতি নঃ ক্ষতম্ ॥
 কার্কাটিকময়ং যৎ তু ময়েন বিহিতং পুরম্ ।
 তারকাখ্যোহধিপত্যজ কুতস্থানাধিপোহবসৎ ॥৭
 যৎ তু পূর্ণেশ্বরকালঃ রাজতং নিশ্চিতং পুরম্ ।
 বিদ্যাম্বালী প্রভুস্তজ বিদ্যাম্বালী দ্বিবাধুদঃ ॥৮
 সুবর্ণাধিকৃতং যত ময়েন বিহিতং পুরম্ ।

করণপ্রভাবে ত্রিপুরহর্গ নির্মাণ করিল।
 এখানে প্রাকার, ঐ পথে গোপুর, হেথায়
 অটালকদ্বার, এই স্থানে অটালগোপুর,
 এইখান হইতে প্রশস্ত রাজপথ, রথ্যা, উপ-
 রথ্যা ও তদন্তরূপ চত্বর, ইহা অন্তঃপুরস্থান,
 এখানে কুডায়তন, এই এই স্থানে বটবিটপি-
 শোভিত তড়াগ, বাপী ও সরোবর সকল,
 এখানে আরামসমূহ, এই স্থানে সভাগৃহ,
 এখানে উজ্জানরাজি, এবং এই স্থান দিয়া
 দানবদিগের মনোহর উপনির্গম মার্গ হউক।
 পুরকল্পজ ময়দানব এইরূপে মনে মনে পুর-
 কল্পনা করিল। আমাদের শুনা আছে,
 ময়নির্মিত সেই পুর ত্রিপুর আখ্যায় অভি-
 হিত হইত। কৃষ্ণবর্ণ লৌহ দ্বারা ময়দানব
 যে পুর নির্মাণ করে, অশুরাধিপ তারক
 তাহাতে বাস করিত। যে এক চন্দ্রকরবৎ
 সমুজ্জ্বল রাজতপুর নির্মিত হয়, অশুরবর
 বিদ্যাম্বালী, বিদ্যাম্বাল্যমণ্ডিত অশুরের স্তায়
 তন্মধ্যে বাস করিতে থাকে। ময়দানবের
 স্বহস্ত-নির্মিত যে স্বর্ণপুরী, তন্মধ্যে সে
 নিজেই বাস করে। তারক এবং বিদ্যাম্বালী
 উভয় অশুরের পুরীই শতযোজন বিস্তৃত।

স্বয়মেব ময়স্তজ গতস্তদধিপঃ প্রভুঃ ॥ ৯
 তারকস্ত পুরং তত্র শতযোজনমস্তরম্ ।
 বিদ্যাম্বালিপুর্নাক্ষাপি শতযোজনকেহস্তরে ॥১০
 মেকপর্কতস্কাশং ময়স্তাপি পুরং মহৎ ।
 পুৰ্য্যসংযোগমাত্রেণ কালেন স ময়ঃ পুরা ॥১১
 কুতবাংস্ত্রিপুরং দৈত্যস্ত্রিনেত্রঃ পুন্পকং বধা ।
 যেন যেন ময়ো যাতি প্রকূর্কণং পুরং পুরাৎ ॥১২
 প্রশস্তান্ত্র তত্রৈব বাক্ষ্যামালয়াঃ স্বয়ম্ ।
 কল্পরূপায়মানাঞ্চ শতশোহিৎ সহস্রশঃ ॥ ১৩
 রত্নাচিতানি শোভন্তে পুরাণায়রবিধিষাম্ ।
 প্রাসাদশতজুষ্টানি কুটাগারোংকটানি চ ॥১৪
 সর্কেষাং কামগানি স্ত্যুঃ সর্কলোকাতিগানি চ ।
 সৌদ্যান-বাপী-কুপানি সপদ্যসরবন্তি চ ॥১৫
 অশোকবনভূতানি কোকিলাকুতবন্তি চ ।
 চিত্রশালাবিশালানি চতুঃশালোক্তমানি চ ॥১৬
 সপ্তাষ্টদশভৌতানি সংকুতানি ময়েন চ ।

ময়দানবের মহাপুরী মেকগিরির স্তায় প্রতি-
 ভাত। ত্রিনেত্র যেমন পুন্পক নির্মাণ
 করিয়াছিলেন, ময়দানব তেমনি পুৰ্য্য
 নকত্রের সংযোগ-দিনমাত্রেই সেই ত্রিপুরাখ্য
 পুর পুরাকালে নির্মাণ করিয়াছিল। সেই
 পুর নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ময়দানব
 পশ্চিম দিকের যে যে পথে যাইতে লাগিল,
 শত শত সহস্র সহস্র রোপ্য, বর্ণ ও লৌহময়
 প্রশস্ত ভবনশ্রেণী সেই সেই পথের উভয়
 পার্শ্বেই আপনা হইতে বিরাজ করিতে
 লাগিল। ১—১৩ তখন অশুরদিগের পুরশ্রেণী
 নানাবিধ রত্নখচিত শত শত প্রাসাদজুষ্ট ও
 কামগামী হইয়া সর্কলোক অতিক্রমপূর্ব্বক
 বিবিধ কুটাগারে উৎকটভাবে স্তূপোত্তিত
 হইতে লাগিল। সেই সকল পুরে বাপী,
 উজ্জান, কুপ ও পদ্যসহ সরোবর শোভা
 পাইল; পুরসংলগ্ন অশোকবনাবলী কোকিল-
 কুলের কলকলালাপে মুখরিত হইতে
 লাগিল। কত চিত্রশালা ও কত কত চতুঃ-
 শালায় সমুন্নত ও উত্তম উত্তম সপ্তদশ ও
 অষ্টাদশতল প্রাসাদপাতিত ময়দানব কর্তৃক

বহুধ্বজপতাকানি স্রষ্টামানকৃতানি চ ॥১৭
কিঞ্চিদৌজালশকানি গচ্ছবন্তি মহান্তি চ ।
সুসংযুক্তোপলিষ্ঠানি পুষ্পনৈবেদ্যবন্তি চ ।
যজ্ঞধূমাস্কারাণি সম্পূর্ণকলশানি চ ।
গগনাবরণাভানি হংসপঙ্ক্তিনিভানি চ ॥ ১৮
পঙ্ক্তাকৃতানি রাজস্বে গৃহাণি ত্রিপুরে পুরে ।
যুক্তাকলাপৈর্লব্ধির্হস্তীব শশিভ্রিয়ম্ ॥ ২০
মল্লিকা জাতিপুষ্পাদৈর্গচ্ছধূপাধিবাসিতৈঃ ।
পঞ্চোদ্রয়নুধৈর্নিভ্যঃ সঠৈঃ সংপুরুষৈরিব ॥২১
হেম রাজত-লোহাদ্য-মণিরত্নাঙ্কনাক্রিতাঃ ।
প্রাকারাত্রিপুরে তস্মিন্ গিরিপ্রাকারসন্নিভাঃ
একৈকস্মিন্ পুরে তস্মিন্ গোপুরাণাঃ শতঃ
শতম্ ।

সপতাকা ধ্বজবতীর্দৃষ্টান্তে গিরিশৃঙ্গবৎ ॥২৩

নির্মিত হইয়া বহুবিধ ধ্বজ, পতাকা
ও মালাদামে অলঙ্কৃত হইল। কত
শত ক্ষুদ্র ঘণ্টাবলী প্রাসাদগাত্রে সংলগ্ন
ধাকিয়া বাদিত হইতে লাগিল। প্রকাণ্ড
প্রকাণ্ড প্রাসাদগুলি নানাজাতীয় সুগন্ধ
বিস্তারে পূর্ণ হইল। সুসমৃদ্ধ গৃহগুলি উপ-
লিষ্ট হইয়া নানা পুষ্প ও নৈবেদ্য দ্বারা
সুশোভিত হইল। ত্রিপুরাধ্য পুরের সুধা-
ধবল গৃহ সকল যজ্ঞধূমে অস্কারময়, ও পূর্ণ-
কলসে পরিশোভিত হইয়া পরস্পর শ্রেণীবদ্ধ-
ভাবে হংসশ্রেণীর স্থায় বিরাজ করিতে
লাগিল। তাহার লক্ষ্যমান যুক্তামালানিচয়ে
বেষ্টিত হইয়া যেন চন্দ্রকান্তিকেও উপহাস
করিতে লাগিল। মল্লিকা ও জাতিপুষ্পাদি
দ্বারা পরিশোভিত ও গন্ধ-ধূপে অধিবাসিত
হইয়া এই সকল গৃহ পঞ্চোদ্রয়নুতঃ সমদশী
সংপুরুষগণের স্থায় বিরাজমান হইল।
সেই ত্রিপুরাধ্যপুরে গিরিপ্রাকারবৎ তিনটী
সুদৃঢ় প্রাকার নির্মিত হইল। এই প্রাকার-
ত্রয় হেম, রজত ও লোহময় এবং মণি, রত্ন,
ও অঙ্কন দ্বারা অঙ্কিত। ত্রিপুরের এক
একটী পুরেই শত শত গোপুর বিরাজমান।
এ সকল গোপুর ধ্বজ-পতাকায় সুশোভিত

নুপুরাবরণম্যাণি ত্রিপুরে তৎ পুরাণ্যপি ।
স্বর্গাতিরিক্তশ্রীকাণি তত্র কল্পাপুরাণি চ ।
আর্য্যমৈশ্চ বিহারৈশ্চ তড়াগ-বট-চত্বরৈঃ ।
সরোভিষ্চ সরিষ্ঠিষ্চ বনৈশ্চোপবনৈরপি ॥২৫
দিব্যভোগোপভোগানি নানারত্নমুতানি চ ।
পুষ্পোৎকরৈশ্চ সুভগাত্রিপুরস্তোপনির্গমাঃ ।
পরিখাশতগভীরঃ কৃত্য মায়ানিবারণৈঃ (*)॥২৬
নিশম্য তদুর্গবিধানমুত্তমঃ
কৃতং ময়েনাকুতবীৰ্য্যকর্ষণা ।
দিতৈঃ সুভা দৈবতরাজবৈরিণঃ
সহস্রাঃ প্রাপুরনস্তবিক্রমাঃ ॥২৭
তদানুরৈর্দর্পিতবৈরিমর্দনৈ-
র্জনাদর্দনৈঃ শৈলকরীশ্রসন্নিভৈঃ ।
বভূব পূর্ণং ত্রিপুরং তথা পুরা
যথাস্বয়ং ভুরিজলৈর্জলপ্রদৈঃ ॥ ২৮
ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে ত্রিপুরোপস্থানে
ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩০ ॥

হইয়া গিরিশৃঙ্গের স্থায় বিস্তারমান। তত্রত্য
কল্পান্তঃপুরগুলি নুপুরনিবাসে রমণীয় এবং
স্বর্গ অপেক্ষাও অতিরিক্ত শোভায় সুশো-
ভিত। উহাদের স্থানে স্থানে কত আরাম,
বিহার, তড়াগ, বট, চত্বর, সরোবর, সরিৎ,
বন ও উপবন বিরাজমান। উহার নানা-
বিধ দিব্য দিব্য ভোগ-সামগ্রী ও নানাপ্রকার
রত্নরাজি দ্বারা রঞ্জিত। ত্রিপুরের উপনির্গম
সকল পুষ্প-সমূহে সুভগ ও শত শত পরি-
খায় সুগভীর। মায়ানিবারক নানা উপ-
করণে এই সকল পরিখা-নির্মিত। ইন্দ্রশক্র
অমিতবিক্রম দিভিনন্দনগণ যখন গুলিল যে,
অকুতকর্ষা অকুতবীৰ্য্য ময়দানব তাদৃশ
উত্তম তুর্গ নির্মাণ করিয়াছে, তখন তাহার
দলে দলে আসিয়া সেই তুর্গে আশ্রয় লভ
করিল। পুরাকালে প্রভূতজল অলদজাল
কর্ষক যেমন অশ্রবদেশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল,
তেমনি তখন শৈল ও করীশ্রসন্নিভ জমমর্দী

(*) ময়বিচারণৈরিতি কচিং পাঠঃ ।

একত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

নৃত উবাচ ।

নির্ম্মিতে ত্রিপুরে হুর্গে ময়েনানুরশিখিনা ।
তদুর্গঃ হুর্গতাং প্রাপ বহুবৈরৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥১১
সকলজাঃ সপুত্রাশ্চ শত্রুবন্তোহন্তকোপমাঃ ।
ময়াদিষ্টানি বিবিণ্ডুর্হাণি হ্রিষিতাশ্চ তে ॥১২
সিংহা বনমিবানেকে মকরা ইব সাগরম্ ।
রৌবৈশ্চৈবাতিপাকুর্ব্যৈঃ শরীরমিব সংহতৈঃ ॥১৩
তদ্বলিভিরধ্যাক্তঃ তৎ পুরং দেবতারিভিঃ
ত্রিপুরং সঙ্কুলং জাতং দৈত্যৈকোটিশতাকুলম্ ॥১৪
সুতলাদপি নিপত্য পাতালাদানবালয়াং ।
উপতস্থুঃ পন্নোদাতা যে চ গির্ঘ্যাপজীবিনঃ ॥১৫

অরিন্দম অসুরগণ আসিয়া সেই ত্রিপুরাধ্য-
পুর পরিপূরিত করিল ॥১৪—২৮।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০০।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

নৃত কহিলেন,—অসুরশিখী ময় কর্তৃক
সেই ত্রিপুরহুর্গ নির্ম্মিত হইলে বহুবৈর
সুরাসুরগণ দ্বারা সেই হুর্গ হুর্গম হইয়া
উঠিল। তখন ময়ের আদেশ অনুসারে
অন্তকোপম অসুরেরা পুত্র, কলত্র ও স্ব স্ব
অস্ত্র-শস্ত্র সহ দ্রষ্ট হইয়া অত্রত্য গৃহসমূহে
প্রবেশ করিল। মনে হইল যেন, বহুসিংহ
একযোগে বনমধ্যে অথবা বহু মকর যেন
এক সঙ্গে সাগরে প্রবিষ্ট হইল। অতঃ-
পর প্রবল সুরশক্তগণ সেই পুরে বাস
করিলে মনে হইল যেন অতি পুরুষ রৌব-
রাশি সম্মিলিত হইয়া শরীরमध्ये বাস
করিতে লাগিল। তখন কোটি কোটি দৈত্যের
নিবাসস্থল হইয়া সেই ত্রিপুরাধ্য পুর সঙ্কুল
হইয়া উঠিল। তৎকালে দানবালয় পাতাল
ও সুতল হইতেও মেঘনিভ বহু দানব
আসিল এবং যাহারা পর্বতাঞ্চলে থাকিয়া
জীবনযাপন করিতেছিল, তাহারাও সেই

যো বৎ প্রার্থয়তে কামং সস্ত্রাণ্ড্রিপুরাং ত্রয়াৎ
তস্ত তস্ত ময়ন্তত্র মায়য়া রিদধাতি সঃ ॥ ৬
সচক্রেষু চ দোবেষু সাধুজেষু সঃ সুর চ ।
আরামেষু সচূতেষু তপোধনবনেষু চ ॥ ৭
স্বস্রাশ্চন্দনদিদ্ধান্না মাতঙ্গাঃ সমদা ইব ।
মৃষ্টান্তরণবস্ত্রাশ্চ মৃষ্টঅঙ্গহুলেপনাঃ ॥ ৮
প্রিয়াভিঃ প্রিয়কামাভির্হাব-তাব প্রস্তুতিভিঃ ।
নারীভিঃ সন্ততঃ রেবমুদ্ভিতাশ্চৈব দানবাঃ ॥ ৯
ময়েন নির্ম্মিতে স্থানে মোদমানা মহাসুরাঃ ।
অর্থে ধর্ম্মে চ কামে চ নিদমুস্তে মতীঃ স্বয়ম্ ॥ ১০
তেষাং ত্রিপুরযুক্তানাং ত্রিপুরে ত্রিদশারিণাম্ ।
ব্রজতি স্ম সুখং কালঃ স্বর্গস্থানাং যথা তথা ॥ ১১
শুশ্রূষন্তে পিতৃন্ পুত্রা পত্ন্যশ্চাপি পতীঃসুখা ।
বিমুক্তকলহাশ্চাপি প্রীতয়ঃ প্রচুরাতবন্ ॥ ১২
নাধর্ম্মত্রিপুরস্থানাং বাধতে বোধ্যবানপি ।

পুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই
ত্রিপুরमध्ये আসিয়া যে দানব যাহা যাহা
প্রার্থনা করিতে লাগিল, ময় দানব সেখানে
মায়াবলে তাহার জন্ত সেই সেই বস্তুই
প্রস্তুত রাখিল। চন্দ্রাবিত রজনীযোগে,
অম্বুজমণ্ডিত সরোবরসমূহে এবং চূত-শোভিত
আরাম ও আশ্রমमध्ये তথাকার সুন্দরাকার
দানবেরা চন্দনচর্চিত হইয়া মুদিতমনে সমদ
মাতঙ্গদলের স্তায় বিচরণপূর্ব্বক হাব-তাব-
বিকাসিনী কামাকাঙ্ক্ষিণী প্রেয়সী রমণীগণের
সহিত সন্তত রমণ করিতে লাগিল। তাহা-
দের তাত্‌কালিক আভরণ, বসন, মাল্য ও
অহুলেপন অতীব পরিপাটীরূপে শোভিত
হইল। ময়নির্ম্মিত সেই সুদৃঢ় সুরমা স্থানে
মহাসুরেরা মহাসুখে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মে,
অর্থে ও কামে মনোনিবেশ করিল ॥১—১০॥
ত্রিপুরাধ্য পুরে যে সকল সুরশক্ত বাস
করিতেছিল, স্বর্গবাসীদিগের স্তায়, তাহাদেরও
সময় সুখে শ্রদ্ধা অতিপাতিত হইতে
লাগিল। গৃহে গৃহে পুত্র পিতার এবং পত্নী
পতির সুখবা করিতে লাগিল। অসুরদিগের
मध्ये আর পরস্পর কলহ রহিল না, সর্ব্বত্রই

অর্চয়ন্তে। দিতে: পুত্রান্দিপুরায়তনে হরম্ ॥১০॥
পুণ্যাহশকাচ্চেকরাশীর্কাদাংচ বেদগান্ ।
নুপুররবোদ্রিগান্ বেণুবীণারবানপি ॥১৪॥
হাসন্ত বরনারীণাং চিত্তব্যাকুলকারক: ।
ত্রিপুরে দানবেশ্রাণাং রমতাং ক্ষয়তে সদা ॥১৫॥
তেবামর্চয়তাং দেবান ব্রাহ্মণাংচ নমস্ততাম্ ।
ধর্ম্মার্থকামভজাণাং মহান কালোহিত্যবর্ত্তত ॥১৬॥
অখালস্মীরসূয়া চ তড় বুভুক্ষে তর্ধৈব চ ।
কলিচ্চ কলহশ্চৈব ত্রিপুরং বিবিভু: সহ ॥১৭॥
সদ্যাকালং প্রবিষ্টান্তে ত্রিপুরঞ্চ ভয়াবহা: ।
সমধ্যান্ন: সমং ঘোরা: শরীরার্ণি যথাময়া: ॥১৮॥
সর্ব এতে বিশস্তস্ত ময়েন ত্রিপুরান্তরম্ ।
অগ্নে ভয়াবহা দৃষ্টা আবিশস্তস্ত দানবান্ ॥১৯॥

প্রচুর ক্রীতিধারা প্রবাহিত হইল। অধর্ম্মবীৰ্য্য-
বান্ হইয়াও ত্রিপুরবাসীদিগের বাধা উৎপা-
দনে সক্ষম হইল না। দিতিনন্দনেরা ত্রিপুর-
মন্দিরে সর্বদা ভগবান্ হরের পূজা করিতে
লাগিল। পুরমধ্যে সর্বত্র পুণ্যাহশ ও
বেদমন্ত্র আশীর্বাদ বাক্য অহরহ উচ্চারিত
হইতে লাগিল। মনোরম নুপুররবের
সহিত মিজিত হইয়া নানা দিক্ হইতে বেণু
ও বীণাধ্বনি সকল নিত্য নিত্য সমুথিত
হইতে লাগিল। তথায় ক্রীড়ানিরত সুললিত
দানবেশ্র-বধুগণের হৃদয়োগাদ-কর হাস্ত-
পরিহাস সর্বদাই শ্রুত হইতে লাগিল।
দানবেশ্রা ধর্ম্ম, অর্থ ও কামপন্নতত্ত্ব হইয়া
দেব ও ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করিতে লাগিল।
এইরূপ করিতে করিতে তাহাদের বহুকাল
অতীত হইল। অনন্তর অলসী, অসুয়া,
কৃষ্ণা, কুধা, কলি ও কলহ, ইহারা সকলে
সুগুণ সেই ত্রিপুরে আসিয়া প্রবেশ করিল।
কীষণ রোগসকল যেমন শরীর আশ্রয়
করিয়া বাস করে, তেমনি ভয়ঙ্কর অলসী
প্রভৃতি সদ্যাকালে ত্রিপুরে প্রবেশ করিয়া
এক সঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিল।
ইহারা ত্রিপুরে প্রবেশ করিবার পর ময়-
দানব স্বপ্নে একদিন ঐ ভয়ঙ্করী মূর্তি-

উদিত্তে চ সহস্রাংশৌ শুভতাসাকরে রবৌ ।
ময়: সত্যাবিবেশ তাক্ষরাত্যামিবাধুন: ॥২০॥
মেককূটনিতে রম্যে আসনে স্বর্ণমণ্ডিতে ।
আসীনা: কাকনগিরে: শূদ্রে ভোরমুহুরে ॥২১॥
পার্শ্বয়োস্তারকাধ্যাশ্চ বিহ্যামালী চ দানব: ।
উপবিষ্টৌ ময়স্তান্তে হস্তিন: কলজাবিব ॥২২॥
তত: সুরারয়: সর্কেহশেষকোপা রণোজিরে ।
উপবিষ্টা দৃঢ়: বিজ্ঞা দানবা দেবশত্রব: ॥২৩॥
তেষাসৌনেষু সর্কেষু সুধাসনগতেষু চ ।
ময়ো মায়াবিজ্ঞনক ইতু্যবাচ স দানবান্ ॥২৪॥
খেচরা: খেচরারাবা ভো ভো দাক্ষায়নীমুতা: ।
নিশাময়ধ্বং স্বপ্নোহয়: ময়া দৃষ্টৌ তয়াবহ: ॥২৫॥
চতশ্র: প্রমদাস্তত্র জমো মর্ত্যা তয়াবহা: ।
কোপানলা দীপ্তমুখা: প্রবিষ্টাত্রিপুরার্দিন: ॥২৬॥

গুলিকে দানবদিগের দেহে আবিষ্ট হইতে
দেখিল। অনন্তর নিশাবসান হইল। দিবসকর
সহস্রকর প্রসারিত করিয়া সমুদিত হইলেন।
ময় দানব তখন তাক্ষরদ্বয় সহ অধুধরের
স্তায় ভ্রাতৃদ্বয়সহ মেককূটনিতে স্বর্ণ-মণ্ডিতে
রম্য আসনে আসিয়া উপবেশন করিল।
হস্তীর পার্শ্বে কলভদ্রয়ের স্তায় তাহার উত্তর
পার্শ্বে তারক ও বিহ্যামালী উপবিষ্ট হইল।
১১—২১ এইরূপে অনুরক্তর স্ব স্ব আসনে
উপবেশন করিলে মনে হইল কেন কাকন-
গিরির শৃঙ্গোপরি অধুদগণ অবস্থান করিল।
তখন একে একে সূদৃঢ় যোদ্ধাবেশধর রণ-
প্রচণ্ড সুরারিগণ সকলেই আসিয়া সেই ময়-
সভায় উপস্থিত হইল। পরে তাহারী সক-
লেই স্ব স্ব সুধাসনে উপবেশন করিলে
মায়াবিজ্ঞান ময়-দানব সমস্ত দানবদিগকে
সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—ওহে
খেচর ও খেচরারাবী দিতিপুত্রগণ! আমি
গত রজনীযোগে এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখি-
য়াছি; তোমরা তাহা শ্রবণ কর। দেখি-
লাখ—চারিজন রমণী—ভয়ঙ্করী ভিন্ভিন্ভ
মর্ত্যবাসিনী ভয়ঙ্করী; তাহাদের স্বপ্নমণ্ডল

প্রবিশ্ব কবিতান্তে চ পুরাণ্যতুলবিক্রমাঃ ।
 প্রবিশ্বাত্তচ্ছরীরানি কুশা বহশরীরিণঃ ॥২৭
 নগরং ত্রিপুরকেন্দ্রং তমসা সববহিতম্ ।
 সগৃহং সহ বৃক্ষাভিঃ সাগরান্তসি মজ্জিতম্ ॥২৮
 উলুকং কচিয়া নারী নদ্যাক্রা ধরং তথা ।
 পুরুষঃ সিন্দুরতিলকচতুরঙ্গি ত্রিলোচনঃ ॥২৯
 যেন সা প্রমদা হুয়া অহর্কৈব বিবোধিতঃ ।
 ঐদৃশী প্রমদা দৃষ্টা ময়া চাতিভয়াবহা ॥৩০
 এষ ঐদৃশিকঃ স্বপ্নো দৃষ্টো বৈ দিভিনন্দনাঃ ।
 দৃষ্টঃ কথং হি কষ্টায় অসুরাণাং ভবিষ্যতি ॥৩১
 যদি বোহিহং ক্রমো রাজা যদিদং বেখ চোদ্ধতম্
 নিবোধধ্বং স্ময়নসো ন চাস্ময়িতুমর্হথ ॥৩২
 কামকৈর্ধ্যাক কোপক অসুয়াং সংবিহার চ ।

কোপানলে প্রদীপ্ত হইতেছে । তাহারাই এই
 পুরপ্রবেশ করিয়াই ইহাকে অর্দ্ধিত করিতে
 লাগিল । তাহাদের অপার বিক্রম ; তাহারাই
 সক্রোধে এই পুরে প্রবেশ করিয়া পরে বহু
 দেহে বিভক্ত হইয়া, অজ্ঞাত্য অসুরদিগের
 দেহে প্রবেশ করিল । এই ত্রিপুরনগর
 যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল ।
 তোমরা এবং তোমাদের গৃহ, সর্ব-সমেত
 যেন সাগরজলে নিমগ্ন হইল । একটা
 উলুক ও একটা ধরারোহিণী সুন্দরী
 নারী দেখা দিল । একজন পুরুষ—তাহার
 ললাটে সিন্দুরতিলক দেদীপ্যমান ; সে
 চতুষ্পদ ও ত্রিলোচন । এই পুরুষ কর্তৃকই
 ঐ পূর্বদৃষ্টা রমণী ভাঙিত হইল ! আমিও
 তখন জাগরিত হইলাম । হে দিভিনন্দন-
 গণ ! এইরূপে সেই অতি ভয়াবহ রমণী
 আমার দৃষ্টিগোচর হইল । আমি তখন
 এইরূপ স্বপ্নই দেখিলাম । কি জানি, কেন
 অসুরগণের ভাবী অনিষ্ট কষ্টপাতের নিমিত্ত
 এই স্বপ্ন আমার দৃষ্টিগোচর হইল ! যাহা
 হউক, যদি আমি তোমাদের যোগ্য রাজা
 হই, আর আমার কথা যদি তোমরা হিত-
 করী বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে আমি
 যাহা বলি, একাগ্রমনে শুনিয়া যাও, আমার

সত্যে দমে চ ধর্ম্মে চ মুনিবাদে চ তিষ্ঠত ॥৩৩
 শান্তয়ন্ত প্রযুক্ত্যন্তাং পূজ্যতাক মহেশ্বরঃ ।
 যদি নামান্ত বপ্তস্ত হেবকোপরমো ভবেৎ ॥৩৪
 কুপ্যত মো ধ্রুবং ক্রমো দেবদেবত্রিলোচনঃ ।
 ভবিষ্যপি চ দৃষ্টান্তে যতো নত্রিপূরেহসুয়াঃ ॥৩৫
 কলহং বর্জয়ন্তস্ত অর্জয়ন্তস্তধার্দ্রবম্ ।
 স্বপ্নোদয়ং প্রতীকধ্বং কালোদয়মথাপি চ ॥৩৬
 ক্রহা দাক্ষায়ণীপুত্রা ইত্যেবং ময়ভাষিতম্ ।
 ক্রোধেধ্যাবসুয়া যুক্তা দৃষ্টান্তে চ বিনাশগাঃ ॥৩৭
 বিনাশমুপপত্তন্তো হনন্ত্যাধ্যাপিতাসুয়াঃ ।
 তজ্জৈব দৃষ্টা তেহস্তোক্তং সংক্রোধাপুরিতেকণাঃ
 অথ দৈবশরিরধ্বস্তা দানবাস্ত্রিপুরালয়াঃ ।
 হিহ্মা সত্যক ধর্ম্মক অকার্য্যাণ্যপি চক্রমুঃ ॥৩৯
 দ্বিষন্তি ব্রাহ্মণান্ পুণ্যান্ ন চার্চন্তি হি দেবতাঃ

কথায় অসুয়া প্রকাশ করিও না । তোমরা
 কাম, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসুয়া পরিত্যাগ করিয়া
 সত্যে, দমে, ধর্ম্মে ও মুনিব্যবহারে অবস্থান
 কর । সর্বত্র শান্তি প্রয়োগ কর এবং মহে-
 শ্বরের পূজায় নিরত হও । কি জানি, হয় ত
 এইরূপ করিলেই এই স্বপ্নের উপরম ঘটিতে
 পারে । ২২—৩৪ । অন্তথা স্বপ্নে যাহা
 দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয়, দেবদেব
 ত্রিলোচন ক্রম আমাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হইবেন ।
 কারণ, হে অসুরগণ ! ভবিষ্যতে এই ত্রিপুর-
 হর্গে যাহা ঘটিবে, তৎসমস্তই প্রত্যক্ষ হই-
 তেছে । অতএব তোমরা কলহ ত্যাগ কর,
 সারল্য অর্জন কর, স্বপ্নের পরিণাম ও
 কালোদয় প্রতীক্ষা কর । অনন্তর অসুরগণ
 ময়-কথিত সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া
 ক্রোধ ও ঈর্ষ্যা-সমধিত হইল ; এই অবস্থায়
 তাহাদিগকে তখন বিনাশপথে অগ্রসর
 হইতে দেখা গেল । তাহারাই অলক্ষী কর্তৃক
 অধ্যাসিত হইয়া আপনাদের আগর বিনাশ
 বুঝিয়াও সেই দণ্ডেই পরস্পরকে দেখিয়া
 পরস্পর ক্রোধপূর্ণ-মনে অবস্থান করিতে
 লাগিল । অনন্তর সেই ত্রিপুরবাসী দান-
 বেরা দৈব কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াই সত্য এবং

গুরুকৈব ন মন্তস্তে হস্তোত্তকাপি চূড়ুঃ ॥৪০
কলহেযু চ সজ্জস্তে স্বধর্মেষু হসন্তি চ ।
পরস্পরঞ্চ নিন্দন্তি অহমিত্যেব বাদিনঃ ॥৪১
উচ্চৈর্গুরুন প্রত্যাবস্তে নাতিভাবন্তি পুজিতাঃ ।
অকস্মাৎ সাক্ষনয়না জায়ন্তে চ সমুৎসুকাঃ ॥৪২
দধি শকুন পয়শ্চৈব কপিখানি চ রাজিষু ।
তক্ষয়ন্তি চ শেরস্ত উচ্ছিষ্টাঃ সংব্রুতান্তথা ॥৪৩
মূত্রং কৃৎসোপশ্লুশন্তি চাক্ষুড়া পাদধাবনম্ ।
সংবিশন্তি চ শয্যাশু শৌচাচারবিবর্জিতাঃ ॥৪৪
সজ্জন্তি ভয়ানকৈব মার্জারানাং যথাধবঃ ।
ভাৰ্য্যাং গত্বা ন শুধ্যন্তি রহোরুতিষু নিদ্রপাঃ ॥
পুরা শুলীলা কৃত্বা চ হুঃশীলত্বমুপাগতাঃ ।
দেবাংস্তপোধনাংশ্চৈব বাধস্তে ত্রিপুরালয়াঃ ॥৪৬

ময়েন বার্যমাণাপি তে বিনাশমুপস্থিতাঃ
বিপ্রিয়াণ্যেব বিপ্রাণাং কুর্বাণাঃ কলহৈবিনঃ ॥ ৪১
বৈভ্রাজং নন্দনকৈব তথা চৈত্রয়ধং বনম্ ।
অশোকঞ্চ বরাশোকং সর্কর্ভুঞ্চমথাপি চ ॥৪২
স্বর্গঞ্চ দেবতাবাসং পূর্বদেববশাঙ্গাঃ ।
বিশ্বংসমস্তি সংজ্জুহান্তপোধনবনানি চ ॥৪৩
বিশ্বংস্তদেবায়তনান্নমঞ্চ
সন্তগ্নদেবদ্বিজপূজকন্ত ।
জগদ্বভূবামররাজহুট্টৈ-
রভিভ্রং শস্তমিবালিবৃন্দৈঃ ॥৪৪
ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে ত্রিপুরোপাধ্যানে
দুঃস্বপ্নদর্শনং নামৈকত্রিংশদধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩১ ॥

ধর্মপথ পরিভ্যাগপূর্বক অকার্য্যসকলের
অজ্ঞান করিতে লাগিল । তাহারা পবিত্র
ব্রাহ্মদিগের প্রতি ঘেষ করিতে লাগিল ;
দেবার্চনা পরিভ্যাগ করিল । গুরুজনের
সম্মান আর তাহাদিগের নিকট রহিল না ।
তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রোধ
প্রকাশ করিতে লাগিল । কলহে তাহাদের
আসক্তি এবং স্বধর্মে তাহাদের উপহাস
প্রকাশ পাইল । অহঙ্কারে মত্ত হইয়া
সকলেই পরস্পর সকলকে নিন্দা করিতে
লাগিল । গুরুজনকে উচ্চ কথায় সম্ভাষণ
করিতে লাগিল । অস্ত্র দিকে কেহ সম্মান
প্রদর্শন করিলেও, তাহাকে তাহারা অবজ্ঞায়
সম্ভাষণ করিতেও কুণ্ঠিত হইল । অকস্মাৎ
তাহাদের নয়নদ্বয় অক্ষজলে পূর্ণ হইতে
লাগিল এবং অকাণ্ডে তাহারা উৎকণ্ঠিত
হইয়া উঠিল । রাজিকালে তাহারা দধি, শকু,
পয় ও কপিখ ভোজন এবং উচ্ছিষ্টগাত্রে
শয়ন করিতে লাগিল । মূত্র পরিভ্যাগ
করিয়া পাদ ধাবন না করিয়াই উপস্পর্শন
ও শৌচাচার বর্জিত হইয়া শয্যায় সংবেশন
করিতে লাগিল । মার্জার হইতে আখুর
স্তায় সামান্ত কারণেই তাহারা ভয়ে সজ্জিত
হইতে লাগিল । তাহারা পূর্বে শুলীল থাকিয়াও

তৎকালে হুঃশীল হইয়া উঠিল । ময়দানব
কর্ভুক নিবাসিত হইয়াও ত্রিপুরবাসীরা
দেব ও ঋষিগণকে উৎপীড়িত করিতে
লাগিল । তাহারা বিনাশপথে অগ্রসর
হইয়াই বিপ্রগণের অগ্নিপ্রাচরণ করিতে
লাগিল । বৈভ্রাজ, নন্দন, চৈত্রয়ধ, অশোক
ও বরাশোক প্রভৃতি সর্কর্ভু-কল কুসুমশালী
দেবোত্তান এবং দেবাবাস স্বর্গধাম, এ সকল
দৈত্যগণের অধিকৃত ও বশীভূত থাকিলেও
অনুরেরা পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া কলহ-কামনায়
সমস্তই ধ্বংস করিতে লাগিল । তাহাদের
অত্যাচারে তপস্বীদিগের বনভূমিও ধ্বংস-
মুখে পতিত হইল । দেবতাদিগের আয়-
তন ও আশ্রম বিশ্বস্ত হইয়া গেল । দেব-
দ্বিজের পূজা লোপ পাইল । এইরূপে এই
জগৎ সুরারিগণ কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া পতঙ্গ-
কুল-ধ্বস্ত শস্তের স্তায় অভিভূত হইয়া
পড়িল । ৩৫—৫০ ।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩১

ষা ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অশীলেষু প্রকৃষ্টেষু দানবেষু হুয়ান্বসু ।
লোকেষুৎসাদ্যমানেষু তপোধনবনেষু চ ॥১॥
সিংহনাদে ব্যোমগানাং তেষু ভীতেষু জঙ্ঘসু ।
ত্রৈলোক্যে ভয়সমুদ্রে তমোহঙ্ঘসমুপাগতে ॥২॥
আদিত্যা বসবঃ সাধ্যাঃ পিতরো মরুতাংগণাঃ
ভীতাঃ শরণমাজয়ুর্ব্রহ্মাণঃ প্রপিতামহম্ ॥৩॥
তে তং স্বর্ণোৎপলাসীনং ব্রহ্মাণঃ সমুপাগতাঃ
নেমুরূচুস্ত সহিতাঃ পঞ্চাশ্তং চতুরাননম্ ॥৪॥
বরপ্তান্তবৈবেহ দানবান্নিপুয়ালয়াঃ
বাধস্তে স্মাস্থখা প্রেষ্য নমু শাধি ততোহনঘ ॥৫॥
মেঘাগমে যথা হংসা মৃগাঃ সিংহভয়াদিব ।
দানবানাং ভয়াৎ তদ্বদ্রাম প্রপিতামহঃ ॥ ৬ ॥
পুন্ড্রাণাং নামধেয়ানি কলত্রাণাং তথৈব চ ।

ষা ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—কৃষ্টে হুশীল হুয়ান্ব
দানবগণ কর্তৃক এইরূপে লোকসকল ও
তপস্বীদিগের আশ্রমসমূহ উৎসন্নপ্রায় হইল ।
ব্যোমচারীদিগের বিষম সিংহনাদে সর্বপ্রাণী
ভীত-চকিত হইয়া পড়িল । ত্রৈলোক্য, ভয়-
বিমুঢ় হইয়া যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল ।
আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎ ও পিতৃগণ
ভয়বিহ্বল হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন ।
তাঁহারা হেমকমল-সমাসীন পঞ্চমুখ ব্রহ্মার
নিকট উপস্থিত হইয়া এক সঙ্গে সকলেই
প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন—হে অনঘ ! আপনার
বরে রক্ষিত হইয়া ত্রিপুরবাসী দানবেরা
আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছে ;
আপনি তাহাদিগকে শাসন করুন । হে
পিতামহ ! মেঘাগমে হংসশ্রেণীর স্তায়
ও সিংহভয়ে মৃগগণের স্তায় আমরা দানব-
ভয়ে ভীত হইয়া সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছি ।
দানবভয়ে সর্বদা নানা স্থানে পর্যটন
করিতে করিতে আমরা আমাদের পুত্র-

দানবৈব্রম্যমাণানাং বিস্মৃতানি ততোহনঘ ॥৭॥
দেববেশপ্রভক্ষাশ্চ আশ্রমভ্রংশনানি চ ।
দানবৈবলোভমোহালাইকৈঃ ক্রিয়ন্তে চ ভ্রমন্তি চ ॥৮॥
যদি ন জায়সে লোকং দানবৈবিক্রমং ক্রমতঃ ।
ধর্ষণেনৈব নির্দেবং নিশ্চরুয়াশ্রমং জগৎ ॥৯॥
ইত্যেবং ত্রিদৈশকৃত্তঃ পদ্মযোনিঃ পিতামহঃ ।
প্রত্যাহ ত্রিদশান্ সেনানিন্দুতুল্যাননঃ প্রভুঃ
ময়স্ত যো বরো দন্তো ময়া মতিমতাং বরাঃ
তস্তান্ত এষ সম্প্রাপ্তো যঃ পুরোক্তো ময়া সুরাঃ
তচ্চ তেষামধিষ্ঠানং ত্রিপুরং ত্রিদশবর্ষভাঃ ।
একেষুপাতমোক্ষেণ হস্তব্যং নেমুরূষ্টিভিঃ ॥ ১২ ॥
ভবতাক্ষ ন পশ্চামি কমপ্যত্র সুরবর্ষভাঃ ।
যন্ত চৈকপ্রহারেণ পুরঃ হস্তাৎ সদানবম্ ॥ ১৩ ॥
ত্রিপুরং নান্নবৌর্ষোণ শক্যং হস্তঃ শরেণ তু ।
একং মুক্কা মহাদেবঃ মহেশানং প্রজাপতিম্ ॥

কন্ত্রাদির নামপধ্যস্ত ভুলিয়া গিয়াছি । দান-
বেরা লোভ-মোহে অন্ধ হইয়া দেবগৃহসমূহ
ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং আশ্রম সকলের
উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে । এইরূপ অত্যা-
চার করিতে করিতে তাহারা সর্বত্র ভ্রমণ
করিতেছে । আপনি যদি দানব-নিগৃহীত
এই জগতের সমস্ত রক্ষা বিধান না করেন,
তাহা হইলে দানবদিগের এইরূপ অত্যা-
চারেই অচিরে জগৎ নির্দেব, নিশ্চরুয়া ও
নিরাশ্রম হইয়া যাইবে । ১-৯ দেবগণ এই কথা
কহিলে, ইন্দুবৎ প্রফুল্লানন চতুরানন পিতা-
মহ ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে প্রত্যুত্তরে বলি-
লেন,—হে মতিমান্গণের বরেণ্য ! আমি
ময় দানবকে যে বর দান করিয়াছিলাম,
একণে তাহার অন্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে ।
হে সুরগণ ! ময় দানবের বাসস্থান সেই
যে প্রসিদ্ধ ত্রিপুরভূগ, তাহা একটীমাত্র
রাণকেপেই বিনাশ ; তাহাতে ইষুষ্টি করি-
বার আবশ্যক হইবে না । হে সুরবর !
আমি আপনাদের মধ্যে এমন কাহাকেও
দেখিতেছি না, যিনি একমাত্র শরকেপে
দানবগণসহ সেই পুর সংহার করিতে

তে যুগ্মং যদি অস্তে চ ক্রতুবিধংসকং হরম্ ।
যাচামঃ সহিতা দেবং ত্রিপুরং স হনিষ্যতি ॥১৫
কৃতঃ পুরাণাং বিকৃতো যোজনানাং শতং শতম্
যথা চৈকপ্রকারেণ হন্ততে বৈ ভবেন তু ।
পুষ্যযোগেণ যুক্তানি তানি চৈককণেন তু ॥১৬
ততো দেবৈশ্চ সম্প্রোক্তো যান্ত্রাম ইতি

হুঃখিতৈঃ ।

পিতামহশ্চ তৈঃ সার্বঃ ভবসংসদমাগতঃ ॥ ১৭
তঃ ভবঃ ভূতভব্যেশঃ গিরিশঃ শূলপাণিনম্ ।
পশুপ্তি চোময়া সার্বঃ নন্দিনা চ মহাস্বনা ॥১৮
অগ্নিবর্ণমজঃ দেবমগ্নিকুণ্ডনিভেক্ষণম্ ।
অগ্ন্যাদিত্যসহস্রাত্মমগ্নিবর্ণবিকৃষিতম্ ॥ ১৯
চন্দ্রাবয়বলক্ষ্যণঃ চন্দ্রসৌম্যতরাননম্ ।
আগম্য তমজঃ দেবমথ তং নীললোহিতম্ ॥২০

পারেন । একমাত্র মহাদেব মহেশান, প্রজা-
পতি ব্যতীত অন্য কোন অগ্নবীৰ্য
ব্যক্তি কখনই শরপ্রহারে সেই ত্রিপুরহর্গ
ধ্বংস করিতে পারিবে না । অতএব
তোমরা এবং অস্তান্ত সকলে মিলিয়া যদি
সেই ক্রতুধ্বংসী দেবদেব হরের নিকট
প্রার্থনা করিতে পার, তাহা হইলে তিনিই
সেই ত্রিপুর সংহার করিতে পারেন । ময়-
দানব সেই পুরজয়ের বিকৃত শত শত
যোজন পরিমাণে নির্মাণ করিয়াছে । ঐ
পুরজয় পুষ্যযোগে ক্ষণমধ্যে যোজিত হইয়া-
ছিল । যাহাই হউক, ভবদেব একমাত্র শর-
প্রহারেই ঐ অনুরপুর ধ্বংস করিতে সক্ষম ।
তখন হুঃখিত দেবগণ সকলেই সমস্তরে
বলিলেন,—হাঁ আমরা তাঁহারই নিকট যাইব ।
অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা ও দেবগণ সহ ভব-
প্রান্তে আগমন করিলেন । আসিয়া দেখি-
লেন,—ভূতভব্যেশ ভগবান্ শূলপাণি
গিরিশ উমার সহিত সমাসীন ; মহাস্বা নন্দী
তাঁহার অদূরে দণ্ডায়মান । তিনি অগ্নিবর্ণ,
অজ, অগ্নিকুণ্ডনিভ-নয়নজয়, অগ্নি ও সহস্র
আদিত্যবৎ প্রভাসম্পন্ন, অগ্নিবর্ণে বিকৃষিত,
চন্দ্র-ধণ্ড-চিহ্নিত এবং চন্দ্রবৎ সৌম্যবদন ।

ভবন্তো বরদঃ শঙ্কুঃ গোপতিঃ পার্বতীপতিম্
দেব উচুঃ

নমো ভবায় সর্গায় কৃত্রায় বরদায় চ ।
পশুনাং পতয়ে নিত্যমুগ্রায় চ কপর্দিনে ॥ ২২
মহাদেবায় ভীমায় ত্র্যম্বকায় চ শান্তয়ে ।
ঈশানায় ভয়স্রায় নমস্তত্ককষাতিনে ॥ ২৩
নীলগ্রীবায় ভীমায় বেধসে বেধসা ভতে ।
কুমারশক্রনিগ্রায় কুমারজনকায় চ ॥ ২৪
বিলোহিতায় ধুম্রায় বরায় ক্রখনায় চ ।
নিত্যং নীলশিখণ্ডায় শূলিনে দিব্যশায়িনে ॥২৫
উরগায় ত্রিনেত্রায় হিরণ্যবস্তুরেতসে ।
অচিন্ত্যায়াদ্বিকাতজ্জৈ সর্বদেবভুতায় চ ॥ ২৬
বৃষধ্বজায় মুণ্ডায় জটিনে ব্রহ্মচারিণে ।
তপ্যমানায় সলিলে ব্রহ্মণ্যায়াজিতায় চ ॥ ২৭
বিশ্বাস্ত্রনে বিশ্বস্রজে বিশ্বমাবৃত্ত্য তিষ্ঠতে ।
নমোহস্ত দিব্যরূপায় প্রভবে দিব্যসম্ভবে ॥২৮
অভিগম্যায় কাম্যায় ভূতায়ার্চ্যায় সর্বদা ।
ভক্তান্নুকম্পিনে নিত্যং দিশতে বরনোগতম্
ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে মহেশ্বরস্তবো নাম
ছাত্রিশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩২ ॥

দেবগণ আগমনপূর্বক সেই অজ নীল-
লোহিত, বরদ, পার্বতীপতি, গোপতি, শঙ্কু-
দেবকে স্তব করিতে লাগিলেন । দেবগণ
কহিলেন,—যিনি ভব, সর্ব, কৃত্র, বরদ,
পশুপতি, নিত্য, উগ্র, কপর্দী, মহাদেব, ভীম,
ত্র্যম্বক, শান্তি, ঈশান, ভয় ও অত্ৰকষাতি,
তাঁহাকে আমরা বারবার নমস্কার করি ।
যিনি নীলগ্রীব, ভীম, বেধ, কুমার, শক্রহর,
কুমারজনক, বিলোহিত, ধুম্র, বর, ক্রখন,
নিত্য, নীলশিখণ্ড, শূলী, দিব্যশায়ী, উরগ,
ত্রিনেত্র, হিরণ্য, বস্তুরেতা, অচিন্ত্য, অদ্বিকা-
তর্জী, সর্বদেব-ভুত, বৃষধ্বজ, মুণ্ড, জটী, ব্রহ্ম-
চারী, তপ্যমান, ব্রহ্মণ্য, অজিত, বিশ্বাস্ত্রা,
বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান এবং যিনি
দিব্যরূপী, প্রভু, দিব্যশঙ্কু, অভিগম্য, কাম্য,
ভূত, অর্চ্য, ভক্তান্নুকম্পী ও নিত্য বরনো-

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

ব্রহ্মাদৈর্যঃ স্তুষ্মানস্ত দেবৈর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
প্রজাপতিমুবাচেদং দেবানাং ক ভয়ং মহৎ ॥ ১
তো দেবাঃ স্বাগতং বোহস্ত ক্রত যযো

মনোগতম্ ।

তাবদেব প্রযচ্ছামি নাস্ত্যদেয়ং ময়া হি বঃ ॥ ২
সুশ্রাকং নিতরাং শঃ বৈ কর্তাহং বিবুধব্রতাঃ ।
চরামি মহদভ্যুগ্রঃ যচ্চাপি পরমং তপঃ ॥ ৩
বিধিষ্টা বো মম বিষ্টাঃ কষ্টাঃ কষ্টপরাক্রমাঃ ।
তেষামভাবঃ সম্পাদ্যো সুশ্রাকং ভব এব চ ॥ ৪
এবমুক্তান্ত দেবেন প্রেয়া সত্রক্ষকাঃ সুরাঃ ।
রুদ্রমাহর্বহাভাগং ভাগাহীঃ সর্বা এব তে ॥ ৫
ভগবন্তৈস্তপস্তপ্তং রৌদ্রং রৌদ্রপরাক্রমৈঃ ।

ভীষ্টদারী, ভীষ্টাকে আমরা 'বারম্বার নমস্কার
করি । ১০—২২ ।

ষাট্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

শ্রুত কহিলেন,—ব্রহ্মাদিদেবগণ এইরূপ
স্তব করিলে, দেবদেব মহেশ্বর প্রজাপতিকে
বলিলেন,—দেবগণের মহাভয় উপস্থিত
কোথায়? হে দেবগণ! তোমাদের স্বাগত
হউক। তোমরা বল,—তোমাদের মনোভি-
প্রায় কি? আমি তোমাদিগকে সর্বাভীষ্টই
প্রদান করিব; তোমাদিগকে অদেয় আমার
কিছুই নাই। হে বিবুধবরগণ! আপনারা
জানিবেন—আমি আপনাদের নিয়তই মঙ্গল-
বিধাতা। আমি যে অভ্যুগ্র মহৎ তপস্শা
করি, তাহা আপনাদেরই মঙ্গলার্থ। আপনা-
দের যাহারা বিদ্রোহী, আমার তাহারা ঘেঘের
পাজ; কে আছে এমন ভীষণপরাক্রম ক্রেশ-
দায়ক শত্রু? আমিই তাহাদিগের বিনাশ
সাধন করিয়া তোমাদের মঙ্গলবিধান করিব।
রুদ্রদেব এই কথা কহিলে, ব্রহ্মাদি সুরগণ

অশুরৈর্বধ্যমানঃ স্ত বয়ং ত্বাং শরণং গতাঃ ॥
ময়ো নাম দিতে: পুত্রস্ত্রিনেত্র: কলহপ্রিয়: ।
ত্রিপুরং যেন তদুর্গং কৃতং পাণ্ডুরগোপুৰম্ ॥ ৭
তদাজিত্য পুরং তুর্গং দানবা বরনির্ভয়াঃ ।
বাধস্তেহস্মান্ মহাদেব প্রেয্যমস্মামিনঃ যথা ॥ ৮
উদ্যানানি চ ভগ্নানি নন্দনাদীনি যানি চ ।
বরাশ্চাপসরসঃ সর্বা রক্তাদ্যা দহুর্জৈহৃতাঃ ॥ ৯
ইন্দ্রস্ত বাহ্যাস্ত গজাঃ কুমুদাজনবামনাঃ ।
ঐরাবতাদ্যাপহতা দেবতানাং মহেশ্বর ॥ ১০
যে চেন্দ্ররথমুখ্যাস্ত হরয়োহপহতাশুরৈঃ ।
জাতাস্ত দানবানাং তে রথযোগ্যাস্তরক্ষমাঃ ॥
যে রথা যে গজাশ্চৈব যাঃ ত্রিয়ো বশু যচ্চ নঃ
তন্নো ব্যাপহতাং দৈতৈঃ সংশয়ো জীবিতে পুনঃ
ত্রিনেত্র এবমুক্তস্ত দেবৈ: শত্রুপুরোগমৈ: ॥

সকলেই সেই মহাভাগ রুদ্রকে কহিলেন,—
ভগবন! কতিপয় রুদ্রপরাক্রম অশুর
দারুণ তপোবুষ্ঠান করিয়াছে। তাহাদের
হস্তে উৎপীড়িত হইয়াই আমরা আপনার
শরণাপন্ন হইয়াছি। হে ত্রিনেত্র! ময়
নামক দিভিনন্দন সর্ষদাই কলহপ্রিয়। এই
ময় দানবই পাণ্ডুর গোপুর্শালী ত্রিপুর তুর্গ
নির্মাণ করিয়াছে। হে মহাদেব! সেই
তুর্গ আশ্রয় করিয়া বরপ্রভাবে নির্ভয় দান-
বেরা অস্বামিক প্রেয্য ব্যক্তির স্তায় আমা-
দিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে।
নন্দনবনাদি যে সকল প্রসিদ্ধ উজান ছিল,
সে সকল তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।
রক্তাদি বরাপসরাদিগকে অশুরেরা হরিয়া
লইয়াছে। ইন্দ্রের বাহন কুমুদ, অঞ্জন,
বামন ও ঐরাবত প্রভৃতি গজরাজি অশু-
রেরা হরণ করিয়াছে। ১-১০। ইন্দ্রের রথবাহক
প্রধান প্রধান অশ্বগুলিকেও তাহারা হরিয়া
লইয়াছে। সেই সকল অশ্ব এখন দানব-
দিগের রথবহনকার্য্যে বিযুক্ত হইয়াছে।
আমাদিগের যে কিছু গজ, বাজী, রথ, রমণী
ও অর্থসম্পত্তি ছিল, তৎসমস্তই অশুরগণ
অপহরণ করিয়াছে; এক্ষণে আমাদের

উবাচ দেবান্ দেবেশো বরদো বৃষবাহনঃ ॥১৩
ব্যপগচ্ছতু বো দেবা মহদানবজঃ ভয়ম্ ।
তদহং ত্রিপুরং ধ্বংস্য ক্রিয়তাং যদ্ববৌমি তৎ
যদীচ্ছতু ময়া দধুঃ তৎ পুরং সহদানবম্ ।
রথমৌগমিকং মহং সজ্জয়ধ্বং কিনাস্ত তে ॥১৫
দিগ্বাসসা তথোক্তান্তে সপিতামহকাঃ সুরাঃ ।
তথেষ্ট্যাক্ষা মহাদেবঃ চক্রান্তে রথযুক্তমম্ ॥ ১৬
ধরাং কুবরকৌ ধৌ তু কজপার্শ্বচরাচরাবুভৌ ।
অধিষ্ঠানং শিরো মেরোরক্ষো মন্দর এব চ ॥
চক্রশ্চক্ৰং সূর্য্যং চক্রে কাঞ্চনরাজতে ।
কুকপকং গুরুপকং পক্ষযয়মশীষরাঃ ॥ ১৮
রথনৈমিষয়ঃ চক্রদেবা ব্রহ্মপুরঃসরাঃ ।
আদিষয়ঃ পক্ষযয়ঃ যজ্ঞমেতাশ্চ দেবতাঃ ॥১৯
কমলাশ্বতরাভ্যাক্ষ নাগাভ্যাং সমবেষ্টিতম্ ।
ভার্গবশ্চাক্ষিরাশ্চৈব বুধোহক্ষরক এব চ ॥ ২০
শনৈশ্চরন্তথা চাত্র সর্কৈ তে দেবসন্তমাঃ ।
বরুধং গগনং চক্রশ্চাক্করুপং রথস্ত তে ॥ ২১

কৃতং দ্বিজিহ্বনয়নং ত্রিবেণুং শাতকৌস্তিকম্ ।
মণিমুক্তেশ্বনৌলৈশ্চ বৃতং হৃষ্টমুখৈঃ সুরৈঃ ॥২২
গঙ্গা সিন্ধুঃ শতজ্জ্বল চন্দ্রভাগা ইরাবতী ।
বিতস্তা চ বিপাশা চ যমুনা গণ্ডকী তথা ॥ ২৩
সরস্বতী দেবিকা চ তথা চ সরস্বরপি ।
এতাঃ সরিষরাঃ সর্কী বেণুসংজ্ঞাঃ কৃতা রথে ॥
ধৃতরাষ্ট্রাশ্চ যে নাগান্তে চ বেষ্ঠাশ্বকাঃ কৃতাঃ ।
বানুকৈঃ কুলজা যে চ যে চ বৈবতবংশজাঃ ॥
তে সর্পা দর্পসম্পূর্ণাশ্চাপতুণৈশ্বনুনাগাঃ ।
অবতন্তুঃ শরা ভূত্বা নানাজাতিভুতাননাঃ ॥২৬
সুরসা সরমা কজবিনতা শুচিরেব চ ।
ভৃগু বৃভূক্ষা সর্কোগ্রা যত্নাঃ সর্কশমস্তথা ॥২৭
ব্রহ্মবধ্যা চ গোবধ্যা বালবধ্যা প্রজামধ্যাঃ ।
গঙ্গা ভূত্বা শতযজ্ঞ তদা দেবরথেষ্টভ্যামুঃ ।
যুগং কৃতযুগঞ্চা চাতুর্হোত্রপ্রযোজকাঃ ।
চতুর্ধ্বাঃ সলীলাশ্চ বহুবুঃ স্বর্ণকুণ্ডলাঃ ॥ ২৯

জীবনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে । ইন্দ্রাদি দেবগণ এই কথা कहিলে বৃষবাহন দেবদেব ত্রিনেত্র বলিলেন,—হে দেবগণ ! দানব-জনিত মহাভয় তোমাদের অপগত হউক । আমিই এই ত্রিপুরভগ্ন দধু করিব ; অতএব এখন যাহা বলি, তাহাই তোমরা কর । তোমরা যদি আমাদ্বারা সেই ত্রিপুর দধু করাইতে চাও, তাহা হইলে একটা সাংগ্ৰামিক রথ আমার জন্ত সজ্জিত কর । দেবদেব দিগম্বর এই কথা বলিবামাত্র ব্রহ্মাদি দেব-গণ তাঁহার কথায় সন্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ এক উত্তম রথ প্রস্তুত করিলেন । এই রথের নিম্নতল—ধরা ; হৃই কুবর—হৃই কজাপুত্র ; অধিষ্ঠান—মেরুশৃঙ্গ ; অক্ষ—মন্দর ; চন্দ্র ও সূর্য—রজত ও কাঞ্চনময় চক্রযয় ; কুক ও গুরু এই দুই পক্ষ—রথের নৌমিষয় এবং সমস্ত দেবতা—রথের অন্তান্ত যন্ত্রসমষ্টি । কমল ও অশ্বতরাখ্য নাগদ্বয়ে উক্ত রথ বেষ্টিত । ভার্গব, অক্ষিরা, বুধ, অক্ষরক ও শনৈশ্চর প্রভৃতি গ্রহ ও

অন্তান্ত দেবগণ এই রথে অবস্থিত হইয়া গগনকে ইহার সূচাকবরুধ নিরূপণ করিলেন । সর্পসমূহের নয়ন ইহার স্বর্ণময় ত্রিবেণু হইল । হৃষ্টানন সুরগণ মণি, মুক্তা ও ইন্দ্রনৌলাদি দ্বারা ইহাকে আবৃত করিলেন । গঙ্গা, সিন্ধু, শতজ্জ্বল, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা, যমুনা, গণ্ডকী, সরস্বতী, দেবিকা ও সরস্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান নদীগণ রথের বেণুরূপে নিরূপিত হইল । ধৃতরাষ্ট্রবংশীয় নাগগণ রথস্থ বেষ্ঠা-কারে বিহিত হইল । বানুকির বংশধর বা বৈবত-বংশোৎপন্ন যে সকল গর্জিত নানা-জাতীয় সর্প ছিল, তাহারা সেই দেবরথস্থ ধনু-তুণের শর হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল । ১১—২৬ । সুরসা, সরমা, কজ, বিনতা, শুচি, ভৃগু, বৃভূক্ষা, সর্কোগ্রা, যত্না, সর্কশম, ব্রহ্মবধ্যা, গোবধ্যা, বালবধ্যা ও প্রজাতীতি, ইহারা সকলে সেই দেবরথে গঙ্গা ও শক্তি হইয়া চলিল । কৃতযুগ রথের যুগ হইল । চাতুর্হোত্র চতুর্ধ্ব লীলাসম্পন্ন স্বর্ণকুণ্ডল-

তদ্বৃগং যুগসঙ্ক্ৰাশং রথশীর্ষে প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 ধৃতরাষ্ট্রেণ নাগেন বন্ধঃ বলবতা মহৎ ॥ ৩০
 ঋষেধং সামবেদঞ্চ যজুর্বেদস্তথাপরঃ ।
 বেদাশ্চত্বার এবৈতে চত্বারস্তরগা ভবন্ ॥ ৩১
 অন্নদানপুরোগাণি যানি দানানি কানিচৎ ।
 তাজ্জানন্ বাজিনাং তেবাং কুষণানি সহস্রশঃ
 পদ্যশ্বঃ তক্ষকশ্চ কর্কোটক ধনঞ্জয়ো ।
 নাগা বভূবুরেবৈতে হ্যনানাং বালবন্ধনাঃ ॥ ৩২
 ওক্তারপ্রভবাস্তা বা মন্ত্রযজ্ঞকৃতক্রিয়াঃ ।
 উপজবাঃ প্রতীকারাঃ পশুবদ্ধেষ্টয়স্তথা ॥ ৩৪
 যজোপবাহান্তেতানি তস্মিন্ লোকরথে শুভে
 মণি-মুক্তা-প্রবালৈশ্চ কুষিতানি সহস্রশঃ ॥ ৩৫
 প্রত্যোদোক্কার এবাসীৎ তদগ্রঞ্চ বযট্কৃতম্ ।
 সিনীবালী কুহু রাকা তথা চানুমতী শুভা ॥ ৩৬
 যোক্রাণ্যাসংস্করজ্ঞানামপসর্পণবিগ্রহাঃ ॥ ৩৭
 কৃকাক্ষশ্চ চ পীতানি বেতমাজ্জিঠকানি চ ।
 অবদাতাঃ পতাকাশ্চ বভূবুঃ পবনেন্ৰিতাঃ ॥ ৩৮
 ঋতুভিষ্ঠ কৃতঃ যজুভির্ধনুঃ সংবৎসরোহভবৎ ।

বৎ সুশোভিত হইল। যুগাকার রথযুগ
 সেই রথের শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত হইল।
 বলবান্ ধৃতরাষ্ট্র নাগ কর্তৃক উহা দৃঢ়রূপে
 বন্ধ হইল। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চতু-
 র্বেদ ঐ রথের চারিটা অংশ হইল। অন্ন-
 দান প্রভৃতি দান সকল সেই অষ্টচতুষ্টিয়ের
 সহস্র সহস্র কুষণাকারে প্রতিভাত হইল।
 পদ্য, মহাপদ্য, তক্ষক, কর্কোটক ও ধনঞ্জয়
 প্রভৃতি নাগ ঐ সকল অশ্বের বালবন্ধন
 হইল। ওক্তারপ্রভব মন্ত্র, যজ্ঞ, কৃতক্রিয়া
 উপজবপ্রতীকার, পশুবন্ধন যাগ ও যজোপ-
 বাহ এই সকল সেই রথের মণি, মুক্তা ও
 প্রবালীকার অসংখ্য কুষণ। ওক্তার উহার
 প্রত্যোদ, বযট্কাকার উহার অগ্রভাগ, সিনী-
 বালী, কুহু, রাকা ও শুভা অনুমতি ইহার।
 সেই সকল তুরঙ্গের যোক্র। কৃক, পীত,
 বেত, মাজ্জিঠক প্রভৃতি সেই রথের পবন-
 চালিত অবদাত পতাকাশ্রয়ী, যজুধৃত
 কর্তৃক নির্মিত সংবৎসর ঐ রথের ধনুঃ।

অজরা জ্যাভবচ্চাপি সাধিকা ধনুর্বো দৃঢ়া ॥ ৩৯
 কালো হি ভগবান্ ক্রতুস্তঞ্চ সংবৎসরঃ বিহুঃ ।
 তস্মাহুমা কালরাজির্ধনুর্বো জ্যাজরাভবৎ ॥ ৪০
 সগর্ভং ত্রিপুরং যেন বধ্ববান্ স ত্রিলোচনঃ ।
 স ইষুবিষ্ণুসোমায়ি-ত্রিদৈবতমরোহভবৎ ॥ ৪১
 আননং হৃদ্রিরভবচ্ছল্যং সোমস্তমোহুদঃ ।
 তেজসঃ সমবারোহৎ চেযোন্তেজো রথাক্ষধুক্
 তস্মিংশ্চ বীর্ঘ্যবৃদ্ধার্থং বাসুকিনীগপার্বিবঃ ।
 তেজঃসংবসনার্থং বৈ সুমোচাতিবিষো বিধম্ ।
 কৃদ্বা দেবা রথঞ্চাপি দিব্যং দিব্যপ্রভাবতঃ ।
 লোকাধিপতিমভ্যেত্য ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ৪৪
 সংস্কতোহসং রথোহস্মাতিস্তব দানবশক্তজিৎ
 ইদমাপংপরিজ্ঞানং দেবান্ সেন্দ্রপুুরোগমান্ ।
 তং মেরুশিখরাকারং ত্রৈলোক্যরথমুত্তমম্ ।
 প্রশস্ত দেবান্ সাধ্বীতি রথং পশুতি শকরঃ ।
 মুহুর্দৃষ্ট্বা রথং সাধু সাধিত্যুত্কা মুহুর্ধ্বহুঃ ।

অজরা অধিকা দেবী উহার সুদৃঢ়
 মোক্ষী। ভগবান্ ক্রতুই কাল; সেই কালই
 সংবৎসর। এইজন্ত কালরাজি সাক্ষাৎ
 উমা দেবীই ঐ ধনুর অজরা মোক্ষী
 হইলেন। ভগবান্ ত্রিলোচন যে শর দ্বারা
 সগর্ভ ত্রিপুর হর্গ দম্ব করেন, সেই শর—
 বিষ্ণু, সোম, ও অগ্নি, এই ত্রিদৈবতময় হয়।
 উহার আনন—অগ্নি, শল্য,—সোম এবং
 তেজঃসমষ্টি—রথাক্ষপাণি। অতি বিবধর
 নাগরাজ বাসুকি ঐ শরের তেজঃপ্রকর্ষ
 ও বীর্ঘ্যবৃদ্ধির জন্য উহাতে স্বীয় ভীষণ বিষ
 বমন করিলেন। দেবগণ এইরূপে আপনা-
 দের দিব্য প্রভাবে সেই রথ নির্মাণ করিয়া
 লোকাধিপতির সুমোপে আগমনপূর্বক বলি-
 লেন,—হে দানবশক্তনাশন! সঙ্কট পরি-
 জ্ঞানার্থ এবং দেবগণের রক্ষার নিমিত্ত এই
 রথ সুসজ্জিত করিরাছি। তখন শকর
 দেবগণকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া সেই বেক-
 শ্বনিষ্ঠ উত্তম ত্রৈলোক্যরথ দর্শন করিতে
 লাগিলেন। সেই রথ বারবার দেখিয়া
 দেখিয়া বহুবার সাধুবাদ প্রদান করিয়া ইন্দ্র-

উবাচ সেন্সানমরানমরাধিপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৭
 যাদৃশোহয়ং রথঃ ক্রন্তো যুগ্মাভির্মম সন্তমাঃ ।
 সৈদৃশো রথসম্পত্ত্যা যন্তা নীল্রং বিধীয়তাম্ ॥ ৪৮
 ইত্যুক্তা দেবদেবেন দেবা বিক্রা ইবেযুতিঃ ।
 অবাপুর্নহতীং চিন্তাঃ কথং কার্যমিতি ক্রবন্ ॥
 মহাদেবস্ত দেবোহস্তঃ কো নাম সদৃশো ভবেৎ
 যুক্তা চক্রায়ুধঃ দেবঃ সোহপ্যস্ত ইযুম্মাশ্রিতঃ ॥
 ধূমি যুক্তা ইবোক্ষাণো ঘটস্ত ইব পর্কঠৈঃ ।
 নিষসন্তঃ সুরাঃ সর্কৈ কথমেতদिति ক্রবন্ ॥ ৫১
 দেবোহদৃষ্টত দেবাঃস্ত লোকনাথস্ত ধূর্তান্ ।
 অহং সারথিরিত্যুক্তা অগ্রাহাঃস্ততোহগ্রজঃ
 ততো দেবৈঃ সগন্ধর্কৈঃ সিংহনাদো মহান্ কৃতঃ
 প্রতোদহস্তং সম্প্রেক্ষ্য ব্রহ্মাণং সূততাং গতম্
 ভগবানপি বিশেষো রথেষু বৈ পিতামহে ।
 সদৃশঃ সূত ইত্যুক্তা চাকরোহু রথং হরঃ ॥ ৫৪

প্রমুখ দেবগণকে বলিলেন,—হে সন্তমগণ !
 তোমরা এই যে রথ নির্মাণ করিয়াছ, ইহার
 একজন অমরূপ যোগ্য যন্তা নীল্র কল্পনা কর ।
 দেবদেব এই কথা কহিলে, দেবগণ যেন
 ইযুবিদ্ধ হইয়াই কিরূপে এ কার্য সমাধা
 করিব ? ইহা বলিতে বলিতে মহাচিন্তায়
 নিবিষ্ট হইলেন । ভাবিলেন,—দেব চক্রপাণি
 ব্যতীত কে আর মহাদেবের অমরূপ হইতে
 পারেন ? অতএব সেই শরাশ্রিত দেব চক্র-
 ধরকেই উপাসনা করা যাউক । এই ভাবিয়া
 যুগযুক্ত পর্কঠ-প্রতিহত বলীবর্দগণের স্তায়
 সুরগণ নিঃশাস ফেলিতে লাগিলেন আর
 বলিতে লাগিলেন,—হায় ! এ কার্য কিরূপে
 সিদ্ধ হইবে ? অনন্তর অগ্রজন্মা ব্রহ্মা দেখি-
 লেন—দেবগণ লোকনাথ হরের ধূর্ত হইয়া
 ছেন । তদর্শনে ‘আমি সারথি হইব’ এই
 বলিয়া ব্রহ্মা সেই রথাসমূহের পরিচালন-
 ভার গ্রহণ করিলেন । তখন প্রতোদহস্তে
 ব্রহ্মাকে সূতকার্যে ব্রতী দেখিয়া দেবগণ
 ও গন্ধর্ভগণ এক মহাসিংহনাদ করিলেন ।
 ভগবান্ বিশ্বপতি হরও পিতামহকে রথ

আরোহতি রথং দেবে হৃষ্য হরভরাতুরাঃ ।
 জাহ্নুতিঃ পতিতা ভূমৌ রজোগ্রাসচ্চ গ্রাসিতঃ
 দেবো
 উজ্জহার পিতৃনাতান্ সুপুত্র ইব হৃঃখিতান্ ॥ ৫৬
 ততঃ সিংহরবো ভূমৌ বভূব রথভৈরবঃ ।
 জয়শব্দচ্চ দেবানাং সম্ভবান্ববোপমঃ ॥ ৫৭
 তদোহকারময়ং গৃহ প্রতোদঃ বরদঃ প্রভুঃ ।
 স্বয়ম্ভুঃ প্রযযৌ বাহানমুমাত্র্য তথা জবম্ ॥ ৫৮
 গ্রসমানা ইবাকাশং যুক্তস্ত ইব মেদিনীম্ ।
 মুখেভ্যাঃ সম্ভুঃ স্বাসাহস্কুমস্ত ইবোরগাঃ ॥ ৫৯
 স্বয়ম্ভুবা চোদ্যমানাশ্চোদিতেন কপর্দিনা ।
 ব্রজন্তি তেহবা জবনাঃ কনকাল ইবানিলাঃ ॥ ৬০
 ধবজোজ্জ্বরবিনম্র্যাণে ধবজ্যষ্টিমমৃতমাম্ ।
 আক্রম্য নন্দো বুযভং তসৌ তন্নিহিবেচ্ছয় ॥ ৬১

দেখিয়া ‘হাঁ অমরূপ সারথিই হইয়াছে’ এই
 বলিয়া রথারোহণ করিলেন । দেবদেব হর
 রথারোহণ করিলে অশ্বগণ তদীয় স্তারে
 কাতর হইয়া জাহ্নুধারা ভূতলে পতিত হইল ।
 তখন নিভৌক হর বেদরূপ উৎকট অশ্বদিগকে
 তদবহ দেখিয়া সুপুত্র যেমন আর্ন্ত-হৃষিত
 পিতৃগণকে উদ্ধার করে, তেমনি তাহা-
 দিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিলেন । অন-
 ন্তর আবার এক ভীষণ সিংহনাদ উত্থিত
 হইল এবং সাগর-কম্পোলের স্তায় দেবকণ্ঠ
 হইতে মুহূর্হুঃ জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইতে
 লাগিল । বরপ্রদ প্রভু স্বয়ম্ভু ওকারময়
 প্রতোদ গ্রহণ করিয়া তৎকালে বাহনদিগকে
 পরিচালিত করত মহাবেগে গমন করিতে
 লাগিলেন । রথবাহগণ যেন আকাশকে গ্রাস
 করিয়া, অথবা যেন মোহিনীকে হরণ করিয়াই
 নিষসন্ত উন্নগগণের স্তায় মুখবিবর হইতে
 শ্বাস উদ্গিরণ করিতে লাগিল । কপর্দী
 প্রেরণায় স্বয়ম্ভু কর্তৃক পরিচালিত হইয়া বেগ-
 বান্ অশ্বগণ কনকালীন অনিলের স্তায় ধারিত
 হইল । ২৭—৬০ । (তখন শিবের অভিশ্রাম
 অমুসারে তদীয় প্রধান অমুরের নন্দো, ধবজ-
 দণ্ডের অত্যাধিক উন্নতি সাধনার্থ এক উত্তম

ভার্গবাক্সিসৌ বেবৌ দণ্ডহন্তৌ রবিপ্রভৌ ।
 রথচক্রে তু রক্ষেতে রুজন্ত প্রিয়কামিনৌ ॥৬২
 শেষশ্চ ভগবান্ নাগ অনন্তোহন্তকরোহরিণাম্
 শরহন্তৌ রথং পাতি শয়নং ব্রহ্মণস্তদা ॥৬৩
 যমতুর্ণং সমাস্বায় মহিষকাতিদাক্ষণম্ ।
 ত্রিবিধাধিপতিব্যাণং সুরাণামধিপো দ্বিপম্ ॥৬৪
 ময়ূরং শতচন্দ্রক কুজন্তং কিন্নরং যথা ।
 শুভ আহার বরদৌ জুগোপ সরথং পিতুঃ ॥৬৫
 নন্দীশ্বরশ্চ ভগবান্ শূলমাদায় দৌলিমং ।
 পৃষ্ঠতশ্চাপি পার্শ্বাভ্যাং লোকস্ত কয়রুদ্যথা ॥৬৬
 প্রমথান্চাশ্রয়ণীভাঃ সায়িজালা ইবাচলাঃ ।
 অমুজয়ী রথং শার্কং নক্রা ইব মহার্ণবম্ ॥৬৭
 তৃণ্ডীকরদ্বাজ-বশিষ্ঠ-গৌতমাঃ
 ক্রতুঃ পুলস্ত্যঃ পুলহস্তপোধনাঃ ।
 মরীচিরত্রির্ভগবান্থাঙ্গিরাঃ
 পরাশরাগস্ত্যমুখা মহর্ষয়ঃ ॥ ৬৮

ধ্বজযাতি লইয়া কুষভোপরি আরোহণ করি-
 লেন । রবিপ্রভ ভার্গব ও আক্সিস উভয়ে
 রুজ্জের প্রিয়কামনায় হস্তে দণ্ড ধারণ করিয়া
 ভদ্রীয় রথচক্রে রক্ষা করিতে লাগিলেন ।
 অহিতান্তকারী ভগবান্ শেষ নাগ অনন্ত, শর
 হস্তে রথ ও রথস্থ ব্রহ্মশয্যা রক্ষা করিতে
 লাগিলেন । এইরূপে যম স্বীয় ভীষণ বাহন
 মহিষে, ধনাধিপতি ব্যাণে ও সুরাধিপতি
 ঐরাবতে আরোহণ করিয়া রথরক্ষায় নিযুক্ত
 হইলেন । বরপ্রদ কার্তিকেয়, কিন্নরের স্থায়
 কুজনশীল শতচন্দ্র-লাঙ্ঘিত ময়ূরে আরোহণ
 করিয়া পিতার রথ রক্ষা করিতে লাগিলেন ।
 ভগবান্ নন্দীশ্বরও হস্তে উজ্জল শূল ধারণ-
 পূর্বক লোক-কয়কর কৃতান্তের স্থায় রথের
 পৃষ্ঠ ও উভয় পার্শ্বে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগি-
 লেন । অগ্নিআলাময় অচলকুলের স্থায় অগ্নি-
 বর্ণ প্রমথগণ মহাসাগরগামী নক্রদলের স্থায়
 সেই হররথের অমুগমন করিল । তৃণ্ডী,
 তরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, গৌতম, ক্রতু, পুলস্ত্য ও
 পুলহ প্রভৃতি ভপোধনগণ এবং মরীচি, অজি,
 অঙ্গিরা, পরাশর ও অগস্ত্যপ্রমুখ মহর্ষিগণ

হরমজিতমজঃ প্রতুর্দ্বি-
 বচনবিধৈর্বিচিহ্নভূষণৈঃ ।
 রথত্রিপুরে স কাঞ্চনাচলো
 ব্রজতি সপক্ষ ইবাদ্রিরথরে ॥ ৬৯
 করিগিরিরবিমেঘসান্নিতাঃ
 সজলপয়োদনিনাদনাদিনঃ ।
 প্রথমগণাঃ পরিবার্য দেবগুপ্তঃ
 রথমভিতঃ প্রযযুঃ স্বপর্ণযুক্তাঃ ॥ ৭০
 মকর-তিমি-তিমিঙ্গিলাবৃতঃ
 প্রলয় ইবাতিসমুদ্রতোহর্ষবঃ ।
 ব্রজতি রথবরোহতিভাস্বরো
 হৃশনিনিপাতপয়োদনিস্বনঃ ॥ ৭১

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে ত্রিপুরদাহে রথ-
 প্রয়াণঃ নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমো-
 ভধ্যায়ঃ ॥ ১৩৩ ॥

তখন সেই অজিত অজ দেবদেবকে নানা-
 লঙ্কারময় বচন-বিস্ত্রাসে স্তব করিতে লাগি-
 লেন । সপক্ষ অঙ্গি যেমন অহরে ধাবিত
 হয়, তেমনি সেই কাঞ্চনাচলসম দেবরথ ত্রিপুর-
 পুরাভিমুখে ধাবিত হইল । তৎকালে করী,
 গিরি, রবি ও মেঘপ্রতিম প্রমথগণ সজল
 জলদজালের স্থায় সিংহনাদ করিতে করিতে
 সেই দেবগুপ্ত রথ পরিবেষ্টনপূর্বক সদর্পে
 রথের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল । তখন
 বজ্রপাতাভূগত মেঘধ্বনিবৎ গভীর গর্জনপন্ন
 অতিভাস্বর রথপ্রবর, তিমি-তিমিঙ্গিল-মকর-
 পরিবৃত অত্যাঙ্কত প্রলয়াক্তির স্থায় ধাবিত
 হইতে লাগিল । ৬৯—৭১ ।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ১৩৩।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

পূজ্যমানে রথে তস্মিন্ লোকৈর্দেবে রথে স্থিতে |
প্রমথেষু নদংসুগ্রং প্রবদংসু চ সাধ্বিতি ॥ ১
ঈশ্বরস্বরঘোষণে নর্দমানে মহাবুধে ।
জয়ংসু বিপ্রেষু তথা গর্জ্জংসু তুরগেষু চ ॥ ২
রণাঙ্গনাং সমুৎপত্তা দেববিনারদঃ প্রভুঃ ।
কান্ত্যা চন্দ্রোপমভূগং ত্রিপুরং পুরমাগতঃ ॥ ৩
ঔৎপাতিকস্ত দৈত্যানাং ত্রিপুরে বর্জতে এবম্
নারদশ্চাত্ত ভগবান্ প্রহুর্ভূতস্তপোধনঃ ॥ ৪
আগতং জলদাতাসং সমেতাঃ সর্বদানবাঃ ।
উত্তমূর্নারদং দৃষ্ট্বা অভিবাদনবাদিনঃ ॥ ৫
ভমর্ঘ্যেণ চ পাদ্যেন মধুপর্কেণ চেস্বরাঃ ।
নারদং পূজয়ামাসু ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ ॥ ৬
তেষাং স পূজাং পূজাইঃ প্রতিবৃহ তপোধনঃ ।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন,—সেই লোক-পূজিত
দেবরথে দেবদেব অবস্থান করিলে, প্রমথগণ
'সাধু সাধু' বলিয়া ভীষণ নিনাদ করিতে
লাগিল। দেবদেব-বাহন মহাবুধ গর্জ্জন
করিতে লাগিল। বিপ্রগণ জয় জয় রবে
দিক্ সকল মুখরিত করিলেন। তুরগগণ
অতীব গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন চন্দ্র-
নিভ দেবর্ষি নারদ সহসা রণাঙ্গন হইতে
সমুৎপত্তি হইয়া ত্রিপুরপুরে আসিয়া উপ-
স্থিত হইলেন। এদিকে ত্রিপুরপুরে দৈত্য-
গণের নানা উৎপাত স্ফুটিত হইতে
লাগিল। তপোধন নারদ এই সময় তথায়
প্রাহুর্ভূত হইলেন। তখন নারদনিভ দেবর্ষি
নারদকে সমাগত দেখিয়া তত্রত্য দানবগণ
অভিবাদনপূর্বক • সসম্মে গাজোথান
করিল। বাসব যেমন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে
পূজা করেন, দৈত্যগণও তেমনি পাদ্য, অর্ঘ্য
ও মধুপর্ক দ্বারা নারদের পূজা সমাধা
করিল। পূজাই তপোধন নারদ দৈত্যগণের

নারদঃ সুখমাসীনঃ কাঞ্চনে পরমাসনে ॥ ৭
ময়ম সুখমাসীনে নারদে নারদোভবে ।
যথার্থ দানবৈঃ সার্কমাসীনো দানবাধিপঃ ॥ ৮
আসীনঃ নারদং প্রেক্ষ্য ময়মুখ মহাসুরঃ ।
অত্রবীষচনং তুষ্টো হুষ্টরোমাননেকগঃ ॥ ৯
ঔৎপাতিকং পুরেহম্বাকং যথা নাস্তজ কুত্রচিৎ
বর্জতে বর্জমানস্ত বদ ত্বং হি চ নারদ ॥ ১০
দৃষ্টান্তে ভয়দাঃ স্বপ্না ভজ্যন্তে চ ধ্বজাঃ পরম্
বিনা চ বায়ুনা কেতুঃ পততে চ তথা সূরি ॥ ১১
অট্টালকাস্ত নৃত্যন্তে সপতাকাঃ সগোপুরাঃ ।
হিংস হিংসেতি শ্রবন্তে গিরিশ্চ ভয়দাঃ পুরে ॥
নাহং বিভেমি দেবানাং সেনাপাণমপি নারদ ।
মুক্তকং বরদং স্থাপুং ভক্তভয়করং হরম্ ॥ ১৩
ভগবন্ নাস্ত্যবিদিতমুৎপাতেষু ভবানঘ ।
অনাগতমতীতঞ্চ ভবান্ জানাতি তবতঃ ॥ ১৪

পূজা গ্রহণ করিয়া কাঞ্চনময় পরমাসনে সুখে
উপবেশন করিলেন। ব্রহ্মনন্দন নারদ
সুখাসনে সমাসীন হইলে দৈত্যাবিপতি ময়-
দানব অস্তান্ত দানবগণের সহিত যথাযোগ্য
আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মহা-
সুর ময় দানব নারদকে সমাসীন দেখিয়া,
প্রফুল্লমনে প্রহুর্ভূত হইয়া নারদকে
জিজ্ঞাসিলেন,—হে বর্জমানস্ত যুনে!
অস্মদালয়ে ঘেরুপ ভয়ঙ্কর উৎপাত আরম্ভ
হইয়াছে, এরূপ উৎপাত আর কোথাও
দেখা যায় না। আপনি ইহার কারণ নির্দেশ
করুন। বলিব কি, রজনীযোগে ভয়াবহ
স্বপ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে, ধ্বজসূহ ভয় হইয়া
পতিত হইতেছে, বায়ু ব্যতীত কেতু সকল
ভূতলে পড়িতেছে। পতাকা-যুক্ত গোপুর
ও অট্টালক-শ্রেণী কম্পিত হইতেছে, অন-
বরত 'মার মার কাট কাট' ইত্যাকার ভয়া-
বহ শব্দ পুরমধ্যে শুনা যাইতেছে। হে
নারদ! আমি একমাত্র সেই ভক্তজনের অভয়
প্রদ বরদ হর ব্যতীত বাসবপ্রমুখ অন্ত কোন
দেবকেই ভয় করি না। ১—১৩। হে ভগবন্!
অনঘ! এতদধি উৎপাত বিষয়ে কিছুই

তদেতন্নো ভয়হানমুৎপাতাভিনিবেদিতম্ ।
 কথং ন মুনিশ্রেষ্ঠ প্রপন্নস্ত তু নারদ ॥ ১৫
 ইত্যুক্তো নারদস্তেন ময়েনাময়বর্জিতঃ ॥ ১৫
 নারদ উবাচ ।
 শূণু দানব ভবেন ভবন্ত্যোৎপাতিকা যথা ।
 ধর্মেতি ধারণে ধাতুর্বাহাভ্যো চৈব পঠ্যতে ।
 ধারণাক্ষ মহবেন ধর্ম এব নিকৃচ্যতে ॥ ১৭
 স ইষ্টপ্রাপকো ধর্ম আচার্য্যৈকপদিশ্রুতে ।
 ইতরশ্চানিষ্টকল আচার্য্যৈর্নোপদিশ্রুতে ॥ ১৮
 উৎপথান্নারগাগ্ধেয়্যার্গাক্ষৈব বিমার্গতাম্ ।
 বিনাশস্ত নিরুদ্ধে ইতি বেদবিদো বিহঃ ॥ ১৯
 স অধর্মরথাক্রুতঃ সঠেতির্ভবন্তদানবৈঃ ।
 অশকারিণু দেবানাং কুরুষে অং সহায়তাম্ ॥
 তদেতাভ্যেবমাদীন উৎপাতাবেদিতানি ।

আপনার অবদিত নাই। আপনি তব্ব্যোগে
 অনাগত ও অতীত বিষয়িনী সমস্ত ঘটনাই
 যথাযথ বিদিত আছেন। অতএব, হে
 মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ! আমি আপনার আশ্রিত;
 আমাদের এই উৎপাত-সূচিত ভয়ের নিদান
 কি, তাহা আপনি বলুন। নিরাময় নারদ
 দানবকর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া কহিলেন,—
 হে দানব! যে নিমিত্ত এই সকল উৎপাত
 আবভূত হইয়াছে, তাহা আমি যথাযথ বলি-
 তেছি, তুমি শ্রবণ কর। ধর্ম এই কথাটি ধারণ
 ও বিধাতার মাহাত্ম্য-দ্যোতনে ব্যবহৃত হইয়া
 থাকে। ধারণ এবং মহর্ষই ধর্ম নামের
 নিকৃতি। এই ধর্মই ইষ্টার্থসাধক বলিয়া
 আচার্য্যগণ ধর্ম্মাচরণেরই উপদেশ দিয়া
 থাকেন। ধর্ম্মভিন্ন অন্য যে কিছু, সমস্তই
 অনিষ্টকলজনক; সুতরাং তাহার সেবা
 করিতে আচার্য্যগণ উপদেশ প্রদান করেন
 না। যে ব্যক্তি উৎপথ হইতে সুপথে আসিয়া
 উপস্থিত হয় এবং সুপথ হইতে বিমার্গগামী
 হয়, বেদবেত্তা বিশিষ্টদগণ তাহার বিনাশই
 নির্দেশ করেন। তুমি দানব; দেবগণ
 তোমার অপকারী হইলেও তুমি অধর্ম্মরথে
 সমাক্রান্ত হইয়া এই সকল মদমত্ত দানবসহ

বৈনাশিকানি দৃষ্টস্তে দানবানাং তথৈব চ ॥ ২১
 এব ক্রুতঃ সমাহ্বায় মহালোকময়ং রথম্ ।
 আঘাতি ত্রিপুরং হস্তঃ ময় হ্যামমুরানপি ॥ ২২
 স অং মহৌজসং নিত্যং প্রপদ্যথ মহেশ্বরম্ ।
 যান্তসে সহ পুঞ্জেন দানবৈঃ সহ মানদ ॥ ২৩
 ইত্যেবমাবেদ্য ভয়ং দানবোপস্থিতং মহৎ ।
 দানবানাং পুনর্দেবো দেবেশপদমাগতঃ ॥ ২৪
 নারদে তু মুনৌ যাতে ময়ো দানবনায়কঃ ।
 শূরসম্মতমিত্যেবং দানবানাহ দানবঃ ॥ ২৫
 শূরাঃ হ জাতপুত্রাঃ হ কৃতকৃত্যাঃ হ দানবাঃ ॥
 যুধ্যধ্বং দৈবতৈঃ সার্কং কর্তব্যঞ্চাপি নো ভয়ম্
 জিত্বা বয়ং ভবিষ্যামঃ সর্কেহমরসভাসদঃ ।
 দেবাশ্চ সেনাকান্ হস্তা লোকান্ তোক্যামহে-
 হমুরাঃ ॥ ২৭

সেই সকল দেবগণেরই সহায়তা করিতেছি।
 এই নিমিত্তই এবিধ দানবদল-বিদলনী উৎ-
 পাতসূচনী ভয়াবহ ঘটনা দেখা যাইতেছে।
 হে ময়! এই এখনই মহালোকময় রথে
 আরোহণ করিয়া অমুরগণসহ তোমার বধ
 বিধানার্থ ক্রুদ্ধদেব ত্রিপুরপুর-হরণে আগমন
 করিতেছেন। হে মানদ! তুমি বিপুলবীৰ্য্যবান
 শান্ত মহেশ্বরের শরণাপন্ন হও। এইরূপ
 হইলেই স্বপুত্র ও অস্ত্রান্ত দানবগণসহ মহে-
 স্বরকে প্রাপ্ত হইবে। মহর্ষি নারদ এইরূপে
 দানবদিগের উপস্থিত মহাভয়ের কথা কহিয়া
 তথা হইতে পুনরায় দেবাদিদেব মহাদেবের
 সমীপে উপস্থিত হইলেন। ১৪—২৪। নারদ-
 মুনি তথা হইতে প্রস্থান করিলে, দানব-নায়ক
 ময় দানব মনে মনে ‘ইহাই শূরসম্মত কার্য্য’
 এইরূপ স্থির করিয়া দানবদিগকে বলিলেন,
 —হে দানবগণ! আমরা বীর হইয়া জয়ি-
 য়াছি, আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি জয়িয়াছে,
 আমরা এক্ষণে কৃতকৃত্য হইয়াছি; সুতরাং
 উপস্থিত সঙ্কটে ভয় পরিহার করিয়া তোমরা
 অমরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে
 অমুরসকল! আমরা যুদ্ধজয়ী হইয়া দেবেশ-
 প্রমুখ দেবগণের বধসাধন করিয়া, অমরগণের

অটালকেষু চ তথা তিষ্ঠধ্বং শত্ৰুপাণয়ঃ ।
দংশিতা যুদ্ধসজ্জাশ্চ তিষ্ঠধ্বং প্রোদ্যতায়ুধাঃ ॥২০॥
পুরাণি জ্ঞান চৈতানি যথাস্থানেষু দানবাঃ ।
তিষ্ঠধ্বং অজ্ঞানীরাণি ভবিষ্যন্তি পুরাণি চ ॥২১॥
নভোগতাস্তথা শূরা দেবতা বিদিতা হি বঃ ।
তাঃ প্রযত্নেন বার্য্যাস্তবিদাঃপাশৈশ্চ শারকৈঃ ।

ইতি দহুতনয়ান্ ময়ন্তধোক্তা
সুরগণবারণবারণে বচাংসি ।
যুবতিজনবিষগ্লামানসং তৎ
ত্রিপুরপুং সহসা বিবেশ রাজা ॥৩১॥
অথ রজতবিভূষিতাবতাবো
ভবমতিপূজ্য দিগম্বরং সুগীর্ভিঃ ।
শরণমুপজগাম দেবদেবঃ
মদনার্য্যক্ককযজ্ঞদেহঘাতম্ ॥৩২॥
ময়ন্তরপদৈষিণং প্রপন্নঃ
ন কিল বুবোধ তৃতীয়দৌণ্ডনেত্রঃ ।

সভাসদৃ হইব এবং সর্ব লোকের সুখ ভোগ
করিতে থাকিব । তোমরা সকলে যুদ্ধসজ্জায়
হও,—হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ কর,—করিয়া
আয়ুধ সকল উত্তোলনপূর্বক দুর্গোপরি অব-
স্থান কর । হে দানবগণ ! তোমরা এই
পুরজয়ের যথাযথ স্থানে অবস্থান কর ; এই
পুরজয় দেবগণ কর্তৃক শীঘ্রই আক্রান্ত হই-
বার সম্ভাবনা । এইরূপে অবস্থান করিলেই
আকাশবিহারী অমিততেজা দেবগণকে
তোমরা দেখিতে পাইবে ; এবং দেখিবামাত্র
যত্নক্রমে তাহাদিগকে নিবারিত করবে ও
বাণাঘাতে বিদূর্ণ করিয়া তুলিতে সমর্থ
হইবে । দানবরাজ ময়দানব সুরগণরূপ
বারণের গতিরোধার্থ দৈত্যগণকে আদেশ
করিয়া, বিষমমনে যুবতীজনযুত ত্রিপুরপুরে
সহসা প্রবেশ করিলেন । অনন্তর ময়দানব
রজত-নিভ বিভূষণ দিগম্বর ভবের পূজা
সমর্পা করিয়া, সুশোভন বাক্যধারা তাঁহার
স্তব করিলেন এবং কামারি, অন্ধক ও যজ্ঞ-
দেহঘাতী দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন
হইলেন । নিশাকরধারী দৌণ্ড-তৃতীয়-নেত্র

তদভিমতমদাৎ ততঃ শশাকী
স চ কিল নির্ভয় এব দাবোহভূৎ ॥৩৩॥
ইতি শ্রীমহিষে মহাপুরাণে ত্রিপুরপুর্বে নারদ-
গমনং নাম চতুস্ত্রিংশদধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততো যুগে দেববলং নারদোহুত্যাগমৎ পুনঃ ।
আগত্য চৈব ত্রিপুরাং সত্যামাহ্বিতঃ স্বয়ম্ ॥১॥
ইলাবৃতমিতি খ্যাতঃ তদ্বর্ষং বিদুতায়তম্ ।
যত্র যজ্ঞো বলেবুস্তো বলির্যত্র চ সংঘতঃ ॥২॥
দেবানাং জগদ্ভূমির্বা ত্রিষু লোকেষু বিস্তৃতা ।
বিবাহাঃ ক্রতবশ্চৈব জাতকর্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥
দেবানাং যত্র বৃন্তানি কস্তাদানানি যানি চ ।
স্রেমে নিত্যং ভবো যত্র সহায়ৈঃ পার্বদৈর্গণৈঃ

ত্রিলোচন, অভয়পদৈবো শরণাগত ময়দান-
বের অভিসন্ধি বুঝিলেন না । তিনি
তাহাকে অভিমত বর দান করিলেন ।
ময়দানব তখন নির্ভয়ে অবস্থান করিতে
লাগিল । ২৫—৩৩ ।
চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ঃ সমাপ্ত । ১৩৪ ।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

সূত কহিলেন,—অনন্তর নারদ যুনি
ত্রিপুর হইতে আগমন করিয়া দেববাহিনী
সহ মিলিত হইলেন,—হইয়া দেবসভায় উপ-
বেশন করিলেন । যেখানে দৈত্যরাজ বলি
সংঘত হইয়া যজ্ঞাহুতান করিয়াছিলেন, সেই
স্থানের নাম সুবিন্দুত ইলাবৃত বর্ষ । ঐ স্থান
দেবগণের ত্রিলোক-বিস্তৃত জগ-ভূমি বলিয়া
নির্দিষ্ট । দেবতাদিগের বাগ, বজ্র, বিবাহ ও
জাতকর্মাদি ক্রিয়াকলাপ, এবং কস্তাদানাদি
যাবতীয় কার্য ঐ স্থানেই সম্পন্ন হয় ।
পারিবাগণের সহিত উমাশক্তি প্রভির্মম

লোকপালাঃ সদা যত্র তদুর্ধ্বৈকগিরৌ যথা ।
 মধুপিঙ্গলনেত্রস্ত চন্দ্রাবরবকুশলঃ ।
 দেবানামধিপঃ প্রাক্ গণপাশ্চ মহেশ্বরঃ ॥ ৫
 বাসবৈতদ্রীণাস্তে ত্রিপুরং পরিদৃশতে ।
 বিমানৈশ্চ পতাকাভিধ্বজৈশ্চ সমলকৃতম্ ॥ ৬
 ইদং বৃজমিদং ধাতং বহুবদভূততাপনম্ ।
 এতে জনা গিরিপ্রধাঃ স্কুলকিরীটিনঃ ॥ ৭
 প্রাকারগোপুরাষ্ট্রেষু কক্ষান্তে দানবাঃ স্থিতাঃ
 ইমে চ ভোয়দাভাসা দহুজা বিকৃতাননাঃ ॥ ৮
 নির্গচ্ছন্তি পুরো দৈত্যাঃ সায়ুধা বিজরৈরিণঃ ॥
 স যৎ শরশঠৈঃ সার্কং সহায়ো বরাহুধঃ ।
 সর্হৈভির্শ্রামকৈর্ভূতৈর্য্যাপাদয় মহানুরান্ ॥ ৯
 অহং রথবর্ষণে নিশ্চলাচলবৎ স্থিতঃ ।
 পুরঃ পুরস্ত রজ্জ্বাধীঃ স্থাস্তামি বিজয়ায় বঃ ॥ ১০
 যদা তু পুষ্যযোগেণ একত্বং স্থাস্ততে পরম্ ।

ঐ স্থানেই বিহার করেন, এবং লোক-
 পালগণ মেরুপর্বতের স্থায় ঐ স্থানেই
 অবস্থান করিয়া থাকেন। অনন্তর মধু-
 পিঙ্গলাক চন্দ্রশেখর মহেশ্বর ঈদৃশ ইলাবৃত-
 বর্ষে থাকিয়া দেবাধিপতি ইন্দ্র এবং গণপতি-
 দিগকে বলিলেন,—ঐ দেখ, বাসব! অরাতিগণের ধ্বজপতাকা-মণ্ডিত ও বিমান-
 শ্রেণী-শোভিত ত্রিপুর দুর্গ দেখা যাইতেছে।
 এই দুর্গ বহির স্থায় একান্ত তাপপ্রদ ও
 বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ দেখ, পর্বতাকার
 কুণ্ডল-কিরীটধারী অনুরগণ প্রাকার, গোপুর,
 অট্টালক ও কক্ষমধ্যে অবস্থান করিতেছে।
 ঐ দেখ, জলদানিত বিজিগীষু বিকৃতানন
 দানবগণ অস্ত্র-শস্ত্রে ভূষিত হইয়া দুর্গমধ্য
 হইতে নিকান্ত হইতেছে। অতএব এখন
 তুমি শত শত শর ও সহায়সম্পন্ন হইয়া
 সদৌর অস্ত্রচরগণ সঙ্গে বরাহুধ-হস্তে মহানুর-
 দিগকে বিনাশ করিতে থাক। আমি এই
 স্মেট রথে আরোহণ করিয়া নিশ্চল অচলের
 স্থায় ত্রিপুরপুরের হিড়িম্বাবী হইয়া তোমা-
 দের বিজয়-বিধানার্থ অবস্থান করি। হে

ভদ্রেতন্নর্দহিষ্যামি শরৈর্গৈকেন বাসব ॥ ১২
 ইত্যুক্তো বৈ ভগবতা কদ্রেণেক সুরেশ্বরঃ ।
 যযৌ তৎ ত্রিপুরং জেতুং তেন সৈন্তেন সংবৃতঃ
 প্রজ্ঞান্তরথভৌমৈস্তৈঃ স দেবৈঃ পার্বদাংগণৈঃ ।
 কৃতাসংহরবোপেতৈরুদগচ্ছন্তিরিবাশুদৈঃ ॥ ১৪
 তেন নাদেন ত্রিপুরাদানবা বুদ্ধলালসাঃ ।
 উৎপত্য ক্ষুদ্রবুবেশলুঃ সায়ুধাঃ খে গণেশ্বরান্
 অস্ত্রে পয়োধরারাবাঃ পয়োধরাসমা বভূঃ ।
 সসিংহনাদং বাদিজং বাদয়ামানুরুদ্ধতাঃ ॥ ১৬
 দেবানাং সিংহনাদশ্চ সর্বভূত্বরবো মহান্ ।
 এতৌহতুদৈত্যনাটৈশ্চ চন্দ্রস্তোয়ধরৈরিব ॥ ১৭
 চন্দ্রোদয়াৎ সমুদ্রতঃ পৌর্ণমাস ইবার্ণবঃ ।
 ত্রিপুরং প্রাভবৎ তদ্বদভীমরূপমহানুরৈঃ ॥ ১৮
 প্রাকারেষু পুরে তত্র গোপুরেষুপি চাপরে ॥

বাসব! যৎকালে পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ
 সংঘটিত হইবে, তদুর্ধ্বৈই আমি একটীমাত্র
 শরাধাতে এই ত্রিপুরপুর দহু করিব।
 ভগবান্ রুদ্র দেবেন্দ্র বাসবকে এইরূপ
 বলিলে, সুরেশ্বর সেই সমস্ত সৈন্তে পরিবৃত
 হইয়া ত্রিপুরপুর জয় করিতে গমন করিলেন।
 তখন দেবগণ শিবপার্বদগণের সহিত এক-
 যোগে সিংহনাদ করিয়া গগনোদিত জলদ-
 জালের ন্যায় রথারোহণপূর্বক আকাশপথে
 গমন করিলেন। ১২—১৪। দেবগণের সিংহনাদ
 শুনিয়া যুযুৎসু দানবগণ আয়ুধ-হস্তে ত্রিপুর
 হইতে উৎপতিত হইয়া আকাশপথে গণেশ্বর-
 দিগের অভিমুখে ধাবিত হইল। অন্যান্য
 পয়োদনিত উদ্ধত দানবেরা মেঘের ন্যায়
 ভীষণ গর্জন করিয়া সিংহনাদ-পুরঃসর বাদিজ
 সকল বাজাইতে লাগিল। তখন দেবগণের
 তুর্ধ্ব-ব্রব-মিশ্রিত মহান্ সিংহনাদ নীরদা-
 বৃত নিশাকরের স্থায় দৈত্যনাট
 হইয়া পড়িল। পূর্ণিমায় চন্দ্রোদয়
 হইলে সাগর যেমন ক্ষীণ হইয়া উঠে,
 ত্রিপুরপুর তখন ভীমকায় মহানুরগণে
 তেমনি প্রতাবশালী হইয়া উঠিল। তখন
 কতকগুলি দানব প্রাকারে, সিংহদ্বারে এবং

অটালকান্ সমাক্রম্য কেচিচ্চলিতবাদিনঃ ॥ ১৯
 স্বর্ণমালাধরাঃ শূরাঃ প্রান্তাসিতকরাধরাঃ ।
 কেচিদগন্তি দম্বজাস্তোষমুখা ইবামুখাঃ ॥ ২০
 ইতশ্চৈতশ্চ ধাবন্তঃ কেচিৎকুতবাসসঃ ।
 কিমেতদিত্তি পপ্রচ্ছুরস্তোমঃ গৃহমাসিতাঃ ॥ ২১
 কিমেতন্নৈব জ্ঞানামি জ্ঞানমন্তর্হিতং হি মে ।
 জ্ঞানসেহনস্তরেনেতি কালো বিস্তারতো মহান্
 সোহপ্যসৌ পৃথ্বীসারঞ্চ সিংহশ্চ রথমাস্বিতঃ ।
 তিষ্ঠতে জিপুরং পীড্য দেহং ব্যাধিরিবোদ্ধিতঃ
 য এবোহস্তি স এবোহস্ত কা চিন্তা সন্মমে সতি
 এহি মাযুধমাদায় ক মে পৃচ্ছা ভবিষ্যতি ॥ ২৪
 ইতি তেহস্তোম্যমাবিকা উত্তরোত্তরভাষণঃ ।
 আসাচ্চ পৃচ্ছন্তি তদা দানবাস্ত্রিপুরালয়াঃ ॥ ২৫
 তারকাখ্যপুরে দৈত্যাস্তারকাখ্যপুরঃসরাঃ ।
 নির্গতাঃ কুপিতাস্তূর্ণং বিলাদিব মহোরগাঃ ॥ ২৬

প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ
 ধাবমান হইয়া বাদ্যোদ্যম করিতে লাগিল ।
 কতিপয় বিক্রমশালী দানব বিচিত্র হৈমমালায়
 শোভিত হইয়া উজ্জ্বল পতাকাধর ধারণ
 করিয়া অম্বুবর্ষী অম্বুধরগণের স্তায় গর্জন
 করিতে লাগিল । কেহ কেহ কম্পিত-বসনে
 ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল । কেহ
 কেহ গৃহমধ্যে থাকিয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা
 করিতে লাগিল,—‘একি হইল ! একি হইল !’
 তদন্তরে কেহ বলিল—আমার জ্ঞান অস্তর্হিত
 হইয়াছে, আমি কিছুই জানি না । অনন্তর
 কেহ বলিল—কালান্তরে সকলই সবিস্তর
 জানা যাইবে । ব্যাধিপীড়িত দেহ যেমন
 ক্ষীণ হইয়া উঠে, ঐ দেহ, তেমনি
 জগতের সারভূত সিংহ জিপুরপুর পীড়ন
 করিয়া রথে অবস্থান করিতেছে । এই
 সিংহ যে কেহ হউক, সমর-সম্মম উপস্থিত
 হইলে চিন্তা কি আছে ? সমর আয়ুধ-
 গ্রহণ কর,—আমার নিকট আর জিজ্ঞাস্ত
 কি আছে ? এইরূপে জিপুরবাসী দানবেরা
 পরস্পর বলিতে লাগিল এবং পরস্পর
 পরস্পরের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতে

নির্ধাবন্ত তে দৈত্যাঃ প্রমথাবিশমুখতৈঃ ।
 নিকৃদ্ধা গজরাজানৈঃ যথা কেশরিশুখতৈঃ ॥ ২৭
 দর্পিতানাং ততশ্চৈবাং দর্পিতানামিবান্নিনাম্ ।
 রূপাণি জজ্ঞগুস্তেবাময়ীনাশিব ধম্যতাম্ ॥ ২৮
 ততো বৃহন্তি চাপানি ভীমনাদানি সর্বশঃ ।
 নিকৃষ্য জয়রস্তোম্যমিষুভিঃ প্রাণতোজানৈঃ ।
 মার্জ্জারমুগভীমাশ্তান্ পার্বদান্ বিকৃতাননান্ ।
 দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা হসন্তু চৈর্দানবা রূপসম্পদা ॥ ৩০
 বাহভিঃ পরিঘাংকটৈঃ কৃষ্যতাং ধম্বতাং শরাঃ
 ভটবর্ষেষু বিবিণ্ডন্তভাগানীব পক্ষিণঃ ॥ ৩১
 মৃতঃ হ ক হু যান্তেহথ হনিষ্যামো নিবর্ততাং
 ইত্যেবাং পক্ষমাণ্যুকা দানবাঃ পার্বদবর্তান্ ॥ ৩২
 বিভিঙ্কঃ শায়কৈস্তীকৈঃ স্বর্ঘ্যপাদা ইবামুদান্ ।

লাগিল । জুহু মহাসর্প যেমন গর্ভ হইতে
 বহির্গত হয়, তেমনি তখন দানবগণ তারকা-
 সুরকে অগ্রবস্তী করিয়া তারকপুর হইতে
 নির্গত হইল । মদমন্ত গজেন্দ্রগণ যেমন
 সিংহশুখগণ কর্তৃক নিকৃদ্ধ হস্ত, তেমনি
 তখন ধাবমান দৈত্যগণ প্রমথ দলপতিগণ
 কর্তৃক অবকৃদ্ধ হইল । প্রদীপ্ত অগ্নি-
 সম, দৈত্যগণের মুষ্টি তখন দীপ্ত অগ্নির
 স্তায় জলিয়া উঠিল । তখন দেব-দানবগণ
 চতুর্দিক্ হইতে ভৈরবনাদ করিয়া ধম্ব সকল
 আকর্ষণপূর্বক প্রাণনাশী ইষু নিষ্ক্ষেপ করিতে
 লাগিল । দানবেরা তখন স্ব স্ব রূপগৌরবে
 মার্জ্জারমুখ, মৃগানন, বিকৃতাস্ত ও ভীষণমুখ
 পারিষদদিগকে দেখিয়া দেখিয়া উচ্চ হাস্ত
 করিতে লাগিল । শত্রু যেমন সরোবরে
 প্রবেশ করে, দৈত্যগণের পরিধাকার বাহ
 ষায়া সমাকৃষ্ট শরাসনযুক্ত শরনিকর তেমনি
 প্রতিপক্ষসেনার শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল ॥
 ১৫—৩১ । ‘ওরে তোরা মরিলি ! আশি-
 তেছি, প্রত্যাবর্তন কর’ এখনই তোরা আমা-
 দেয় হস্তে নিহত হইবি’ ইত্যাকার কটুবাক্য
 বলিয়া দানবেরা তীক্ তীক্ শর নিক্ষেপ
 প্রধান প্রধান শিবাচ্চরের দেহ সকল ভেদ
 করিতে লাগিল । মনে হইল, নৌরকবনিকর

প্রমথ্য অপি সিংহাচ্চাঃ সিংহবিক্রান্তবিক্রমাঃ ।
 খণ্ডশৈলশিলাধুর্ভৈর্ভিত্তির্দৈত্যদানবান্ ॥ ৩৩
 অধুর্ভৈবাকুলমিব হংসাকুলমিবান্বরম্ ।
 দানবাকুলমত্যর্থঃ তৎ পুরং সকলং বভৌ ॥ ৩৪
 বিকটচাপা দৈত্যোন্মাদাঃ সৃজন্তি শরহুর্দিনম্ ।
 ইন্দ্রচাপাভিতোরক্ষা জলদা ইব হুর্দিনম্ ॥ ৩৫
 ইযুতিভাভ্যমানান্তে ভূয়ো ভূয়ো গণেশ্বরঃ ।
 চক্রান্তে দেহনির্ধ্যাসং স্বর্গধাতুমিবাচলাঃ ॥ ৩৬
 তথা বৃক্ষ-শিলা-বজ্র-শূল-পট্ট-পরশধৈঃ ।
 চূর্ণং ভেদতিহতা দৈত্যাঃ কাচাষ্টকহতা ইব ॥ ৩৭
 চক্রোদয়াৎ সমুদ্ভূতঃ পৌর্ণমাস ইবার্ণবঃ ।
 ত্রিপুরং প্রাভবৎ তদ্বতীমরুপমহাসুরৈঃ ॥ ৩৮
 তারকাখ্যো জয়তোষ ইতি দৈত্যা অঘোষয়ন
 জয়তীশ্চ ক্রতুশ্চ ইত্যেব চ গণেশ্বরঃ ॥ ৩৯

যেন মেঘবৃন্দকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল ।
 এদিকে সিংহবিক্রান্ত সিংহনেত্র প্রমথগণও
 শৈলশিলাধু ও বৃক্ষ নিক্ষেপে দৈত্যদানব-
 বিগকে ভেদ করিতে লাগিল । তখন দানব-
 গণ ত্রিপুরপুরের সর্বত্র ॥ ছড়াইয়া পড়িল ;
 মনে হইল যেন অধুনাদলে অথবা হংস-
 সমূহে আকাশ । দেশ ॥ পরিব্যাপ্ত হইল ।
 দৈত্যোন্মাদগণ শরাসন আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য
 শর নিক্ষেপ করিল । মনে হইল যেন,
 ইন্দ্রচাপ-চিহ্নিত জলদজালগণ হুর্দিন সৃজন
 করিল । গণাধিপগণ বারম্বার দৈত্যগণের
 শরনিকরে তাড়িত হইয়া, প্রচুর শোণিত
 মোক্ষণ করিতে লাগিল, মনে হইল, দেবগণ
 কেন হৈম ধাতুরস করণ করিল । দৈত্যগণ
 তখন দেবগণ-নিকিণ্ড বৃক্ষ, শিলা, বজ্র, শূল,
 পরশধ ও পট্টশাঘাতে টকাহত কাচনিচয়ের
 ক্ষয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল । পূর্ণিমায়
 চক্রোদয়ে জলধি যেমন ক্ষীণ হইয়া উঠে,
 তেমনি সেই ত্রিপুরপুরও তৎকালে ভীমকায়
 মহাসুরগণে প্রভাবশালী হইয়া উঠিল । তখন
 দানবগণ ঘোষণা করিল—‘জয়—তারকা-
 হরের জয়’ এদিকে গণপতিগণও ‘জয় ইন্দ্রের
 জয়, জয়—ক্রতুর জয়’ ইত্যাকার ঘোষণা

বারিতা দারিত্র্য বাণৈর্ঘোষণান্তশ্চ বনোভয়ে
 নিশ্বনস্তোহধুসময়ে জলগর্ভা ইবানুদাঃ ॥ ৪০
 কটৈর্হুইঃশিরোভিচ্চ ধ্বজৈঃহুইঃশি পাণ্ডুরৈঃ
 যুদ্ধভূমির্ভয়বতী মাংসশোণিতপুরিতা ॥ ৪১
 ব্যোমি চোৎপ্লুত্যা সহসা তালমাজং বরাহধৈঃ ।
 দৃঢ়াহতাঃ পতন্ পূর্বদানবাঃ প্রমথাস্তথা ॥ ৪২
 সিন্ধাশ্চাপ্রসস্টৈব চারণাশ্চ নভোগতাঃ ।
 দৃঢ়প্রহারহযিতাঃ সাধু সাধ্বিতি চুক্রুতঃ ॥ ৪৩
 অনাহতাশ্চ বিম্রতি দেবহৃদ্পৃষ্ঠয়ন্তথা ।
 নদন্তো মেঘশব্দেন সরমা ইব যোষিতাঃ ॥ ৪৪
 তে তাস্মৈঃস্পুরে দৈত্যা নভাঃ সিদ্ধপতাবিব ।
 বিশস্তি ক্রুদ্ধবদনা বন্যীকমিব পরগাঃ ॥ ৪৫
 তারকাপুর্বে তস্মিন্ সুরাঃ শূরাঃ সমন্ততঃ ।
 সশস্ত্রা নিপতন্তি স্ম সপক্ষা ইব ভূধরাঃ ॥ ৪৬

করিতে লাগিল । উভয়পক্ষীয় ঘোষণা তখন
 সময়ে শরনিক্ষেপে বিদারিত ও প্রতিহত
 হইয়া বর্ষাকালীন জলগর্ভ জলদজালের স্থায়
 নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল । তৎকালে
 সমরভূমি সেনাগণের রাশি রাশি ছিন্ন করে,
 যন্তকে, পাণ্ডুরাভ ধ্বজচ্ছত্রে এবং মাংস ও
 শোণিতসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া ভরাবহ হইয়া
 উঠিল । তখন প্রমথ এবং দানবগণ সহসা
 আকাশপথে উৎপত্তি হইয়া ভীক ভীক
 শর প্রহারে সুদৃঢ় সমাহত হইয়া তালকলবৎ
 ভূতলে পতিত হইতে লাগিল । যুদ্ধকালে
 তাদৃশ ॥ সুদৃঢ় অস্ত্রক্ষেপ দর্শনে হত হইয়া
 আকাশবিহারী অপ্সরা সিদ্ধ এবং চারণগণ
 ‘সাধু সাধু’ উচ্চৈঃস্বরে যুদ্ধের প্রশংসা করিতে
 লাগিলেন । ৩২-৪৩ আকাশপথে দেব-ভ্রমুভি-
 সকল অনাহত হইয়াই মেঘনিলাদে কথিত
 সরমার স্থায় ॥ গজ্জিয়া উঠিল । ক্রুদ্ধ
 সর্প যেমন বন্যীকবিরে প্রবিষ্ট হয় এবং
 নদীনিচয় যেমন জলধিজলে নিপতিত হইয়া
 থাকে, তেমনি দৈত্যগণ তখন সেই ত্রিপুর-
 পুরে প্রবেশ করিতে লাগিল । বীর্ষশালী
 দেবগণ তখন আয়ুধ গ্রহণ করিয়া সপক্ষ
 ভূধরগণের স্থায় চারিদিক হইতে তারকপুর্বে

বোধয়ন্তি ত্রিভাগেণ ত্রিপুরে তু গণেশ্বরঃ ।
 বিদ্যাম্বালী ময়শ্চৈব ময়ো চ ক্রমবজ্রণে ॥ ৪৭
 বিদ্যাম্বালী স দৈত্যোক্তো গিরীশ্বরশূন্যত্বাতিঃ ।
 আদায় পরিষং ঘোরং ভাড়রামাস নন্দিনম্ ॥ ৪৮
 স নন্দী দানবেশ্রেণ পরিষেণ দৃঢ়াহতঃ ।
 ভ্রমতে মধুনা ব্যক্তঃ পুরা নারায়ণো যথা ॥ ৪৯
 নন্দীশ্বরে গতে তত্র গণপাঃ খ্যাতবিক্রমাঃ ।
 হৃৎকব্জাতসংরক্তা বিদ্যাম্বালিনমাসুরম্ ॥ ৫০
 ঘণ্টাকর্ণঃ শঙ্কুকর্ণো মহাকালশ্চ পার্শ্বদাঃ ।
 ততশ্চ সায়কৈঃ সর্দান্ গণপান্ গণপাকৃতীন্ ॥
 ভূয়ো ভূয়ঃ স বিব্যাধ গণেশ্বরমহত্তমান্ ।
 ভিষা ভিষা কুরাবোটৈর্নভস্তম্বধুরো যথা ॥ ৫২
 তস্তারম্ভিতশব্দেন নন্দী দিনকরপ্রভঃ ।
 সংজ্ঞাঃ নভ্য ততঃ সোহপি বিদ্যাম্বালিনমাদ্রবৎ
 রুদ্রদন্তঃ তদা দীপ্তঃ দীপ্তানলসমপ্রভম্ ।

নিপতিত হইতে লাগিলেন। গণপতিগণ
 তিনভাগে বিভক্ত হইয়া ত্রিপুরপুরে যুদ্ধ
 করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যাম্বালী এবং
 ময়দানব সমুদ্রত তরুবরের স্রায় সংগ্রাম
 করিতে লাগিল। গিরীশ্বরপ্রতিম দৈত্যোক্ত
 বিদ্যাম্বালী তখন ভীষণাকার পরিষ গ্রহণ
 করিয়া নন্দীকে প্রহার করিল। পুরাকালে
 দৈত্যপতি মধুকর্ষক নারায়ণ ধেরূপ ভাঙিত
 হইয়াছিলেন, নন্দীও তেমনি দানবেশ্বরের
 পরিষপ্রহারে আহত হইয়া ভ্রমণ করিতে
 লাগিলেন। নন্দীশ্বর আহত হইলে বিখ্যাত-
 বোধ্য গণপতি এবং ঘণ্টাকর্ণ, শঙ্কুকর্ণ ও মহা-
 কালপ্রমুখ পার্শ্বদগণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া
 দানব বিদ্যাম্বালীর অভিমুখে ধাবিত হইল।
 অনন্তর সেই বিদ্যাম্বালী গণপাকৃতি গণপতি-
 দিগকে বারম্বার বাণবিদ্ধ করিতে লাগিল
 এবং মুহূর্ত্ত বাণাহত করিয়া আকাশপথস্থ
 নীরদনিচয়ের স্রায় গর্জন করিতে লাগিল।
 গর্জনরব শ্রবণ করিয়া দিনকরবৎ ছাতিশালী
 নন্দী প্রবোধিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ
 অনুরেক্ত বিদ্যাম্বালীর দিকে ধাবিত হই-
 লেন। তিনি রুদ্রদন্ত প্রদীপ্ত, জলিত

বজ্রং বজ্রনিভাক্ত দানবশ্চ সসর্জ হ ॥ ৫৪
 তং নন্দিভুজনির্ধুক্তং যুক্তাকলবিভূষিতম্ ।
 পপাত বক্ষসি তদা বজ্রং দৈত্যশ্চ ভীষণম্ ॥ ৫৫
 স বজ্রনিহতো দৈত্যো বজ্রসংহননোপমঃ ।
 পপাত বজ্রাভিহতঃ শক্রেণাদিরিবাহতঃ ॥ ৫৬
 দৈত্যেশ্বরং বিনিহতং নন্দিনা কুলনন্দিনা ।
 চূড়ুর্দানবাঃ প্রেক্ষ্য হৃৎকবুশ্চ গণাধিপাঃ ॥ ৫৭
 হৃৎখামর্ষিতরোষান্তে বিদ্যাম্বালিনি পাতিতে ।
 ক্রমশৈলমহারুষ্টিং পয়োনাঃ সমুজ্জ্বলা ॥ ৫৮
 তে পীড়্যমানা গুরুভির্গিরিভিষ্চ গণেশ্বরঃ ।
 কর্তব্যং ন বিহুঃ কাক্ষদ্যম্যধাশ্বিকা ইব *
 ততোহসুরবরঃ ক্রীমান্তারকাধ্যঃ প্রতাপবান্
 সতরুণাং গিরীণাং বৈ তুল্যরূপধরো বভৌ ॥
 ভিন্নোক্তমাক্রা গণপা ভিন্নপাদাঙ্কিতাননাঃ ।

হতাশনপ্রভ বজ্রাশ্র তখন বজ্রের স্রায় কঠিন-
 কায় দৈত্যপতি বিদ্যাম্বালীর দিকে নিক্ষেপ
 করিলেন। নন্দীর ভুজনির্ধুক্ত যুক্তাকল-ভূষিত
 সেই ভীষণ বজ্রাশ্র তখন দৈত্যরাজের বক্ষ-
 স্থলে পতিত হইল। বজ্রসংহননোপম দৈত্য-
 পতি তখন বজ্রাহত হইয়া কৃতলে পতিত
 হইল। মনে হইল, বাসবের কুলিশাহত
 পর্বত যেন ভূপতিত হইল। কুলানন্দপ্রিতা
 নন্দিকর্ষক দৈত্যপতিকে নিহত দেখিয়া দানব-
 গণ চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন গণপতি-
 গণ তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৪৪-৫৭ ॥
 দৈত্যপতি বিদ্যাম্বালী পাতিত হইলে দানবগণ
 হৃৎখে ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া পয়োদগুন্দের
 স্রায় মহতী ক্রম-শৈলরুষ্টি করিতে লাগিল।
 অধাশ্বিকেরা যেমন দেবব্রাহ্মণের তব্ব বুঝতে
 পারে না, তেমনি সেই গণেশ্বরগণ প্রকাণ্ড
 প্রকাণ্ড শৈলখণ্ডে নিপীড়িত হইয়া কি যে
 কর্তব্য, তাহা তখন বুঝিয়া উঠিতে পারিল
 না। অনন্তর প্রতাপবান্ অসুরবর ক্রীমান্
 তারকাসুর মহীকহ ও গিরির স্রায় উন্নত
 অচলাকার ধারণ-পূর্বক রণাঙ্গনে দেদীপ্যমান
 হইল। গণাধিপগণের উত্তমাক্র, আনন ও

বিরেজুর্ভুজগা মন্ত্ৰৈর্বাধ্যমাণা যথা তথা ॥ ৬১
 ময়েন মাম্রাবীর্ঘ্যেণ বধ্যমানা গণেশ্বরঃ ।
 ভ্রমন্তি বহুশকালাঃ পঙ্করে শকুনা ইব ॥ ৬২
 তথানুরবরঃ ক্রীমান্তারকাখ্যঃ প্রতাপবান ।
 দদাহ চ বলং সর্গঃ শুকেশ্বনমিবানলঃ ॥ ৬৩
 তারকাক্ষেণ বার্থ্যন্তে শরবর্ষেস্তদা গণাঃ ।
 ময়েন মায়ানিহতান্তারকাখ্যেন চেমুতিঃ ॥ ৬৪
 গণেশা বিধুরা জাতা জীর্ণমূলা যথা ক্রমাঃ ॥ ৬৫
 ছুরঃ সম্পততে চাগ্নিগ্রহান্ গ্রাহান্ ভুজঙ্গমান্
 গিরীশ্বাশ্চ হরীন্ ব্যাঘ্রান্ বৃকান্ স্মরবর্ণকান্
 শরভানষ্টপাদাশ্চ আপঃ পবনমেব চ ।
 যন্নো মারাবলেনৈব পাতয়তোব শক্রম্ ॥ ৬৬
 তে তারকাখ্যেণ ময়েন মায়য়া
 সমুদ্রমাণা বিবশা গণেশ্বরঃ ।
 নাশকৃৎস্বস্তে মনসাপি চেষ্টিতুং
 যথেন্দ্রিয়ার্থা মুনিনাভিসংযতঃ ॥ ৬৮

মহাজলাগ্ন্যাদি-সকুঞ্জরোরগৈ-
 হরীশ্চ-ব্যাঘ্রক-তরঙ্গ-রাকসৈঃ ।
 বিবাধ্যমানান্তমসা বিমোহিতাঃ
 সমুদ্রমধ্যেষিব গাধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৬১
 সমর্দ্যমানেষু গণেশ্বরেষু
 সমর্দ্যমানেষু সুরৈতরেষু ।
 ততঃ সুরাণাং প্রবরাভিরক্ষিতুং
 রিপোর্বলং সংবিবিশুঃ সহায়ুধাঃ ॥ ৬২
 যমো গদাশ্চো বক্রশ্চ তাকর-
 স্তথা কুমারোহমরকোটীসংযুতঃ ।
 শয়ক শক্রঃ সিতনাগবাহনঃ
 কুলীশপাণিঃ সুরলোকপুঙ্গবঃ ॥ ৬৩
 স চোড়নাথঃ সমুতো দিবাকরঃ
 স সান্তকস্মাকপতির্মহাহুতিঃ ।
 এতে রিপুণাং প্রবলাভিরক্ষিতঃ
 তদা বলং সংবিবিশুর্মদোদ্ধতাঃ ॥ ৬৪
 যথা বনং দর্পিতকুঞ্জরাধিপা
 যথানভঃ সানুধরং দিবাকরঃ ।

চরণ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল । তাহার
 তখন ময়রুদ্ধ ভুজগরাজির স্থায় প্রতিভাত
 হইল । মাম্রাবীর্ঘ্যধর ময়দানব গণাধিপতি-
 দিগিকে রীতিমত বাধা প্রদান করিতে
 লাগিল । তখন তাহার পিঞ্জরমধ্যস্থ
 শকরিমান পক্ষিকুলের স্থায় সঞ্চরণ করিতে
 লাগিল । অনল যেমন শুক ইন্দ্রন ভস্মসাৎ
 করে, প্রতাপবান্ অনুরঞ্জেষ্ঠ ক্রীমান্ তারকা-
 সুর তেমনি সমস্ত দেববাহিনীকে দগ্ধ
 করিতে লাগিল । গণপতিগণ তারকা-
 সুরের শরবর্ষণে নিবারিত হইল এবং
 ময়দানব, মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহা-
 দিগিকে সংহার করিতে লাগিল । তখন
 খণ্ডেশগণ জীর্ণমূল তরুবরের স্থায় কাতর
 হইয়া পড়িল । ময়দানব মায়ালে বারম্বার
 দেববাহিনীর প্রতি অনল, গ্রাহ, গ্রহ, ভুজঙ্গম,
 গিরিবর, কেশরী, ব্যাঘ্র, স্মর, বর্ণক, বৃক, বক্রা-
 বাত, অষ্টপদ শরভ, ও জল নিক্ষেপ করিতে
 লাগিল । গণেশ্বরগণ তখন তারকাসুর
 এবং ময়দানবের মায়াজালে বিমোহিত হইয়া
 পড়িল । তখন মুনজন-নিকৃদ্ধ ইন্দ্রিয়ার্থের

স্থায় তাহাদের মনের চেষ্টাও নষ্ট হইল ।
 দেববাহিনী তখন জল, অনল, কুঞ্জর,
 ভুজঙ্গম, সিংহেন্দ্র, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, তরঙ্গ
 ও রাকসগণে ব্যাহত হইয়া সমুদ্রমধ্যে অব-
 লম্বনপ্রয়াসী জনগণের স্থায় বিপদে বিমো-
 হিত হইলেন । গণপতিগণ অনুরঞ্জেগণকর্তৃক
 বিমর্দিত হইলে এবং দানবগণ গতীয় গর্জন
 করিতে থাকিলে সুরেন্দ্রগণ সুরসৈন্তের
 রক্ষার্থ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া শক্রসৈন্ত-
 মধ্যে প্রবেশ করিলেন । ৫৮-৭০ । বক্রশ, তাকর,
 গদাযুধ যম, অমরকোটী-পরিবৃত কুমার এবং
 ঐরাবতবাহনে শয়ঃ কুলীশপাণি সুরনেতা
 বাসব আসিয়া এই যুদ্ধে যোগ দান করি-
 লেন । তখন চন্দ্র, সূর্য, শনৈশ্চর, কৃতান্ত
 এবং মহাহুতি অ্যাকপতি, ইহার মদোদ্ধত
 হইয়া প্রধান প্রধান দানবনেতৃগণের রক্ষিত
 দানবসৈন্ত মধ্যে প্রবেশ করিলেন । দর্পিত
 কুঞ্জরপতি যেমন বনপ্রদেশ আলোড়িত
 করে, দিনকর যেমন নীরদমণ্ডিত মতো-

যথা চ সিংহৈর্বিক্রমেণ গোকুলঃ
তথা বলং তৎ জিত্বৈশ্বরভিক্রমম্ ॥৭৩

ততস্তত্ত্বজ্যস্ত বলং হি পার্বদাঃ ।
স্বর্জ্যোতিষাং জ্যোতিরিবোম্বান্ হরি-
বধা তমো ঘোরতরং নরাণাম্ ॥৭৪
বিশাতয়ামাস যথা সর্পৈব
নিশাকরঃ সঞ্চিতশর্করঃ তমঃ ।
ভতোহপকৃষ্টে চ তমঃপ্রভাবে
অস্ত্রপ্রভাবে চ বিবর্জ্যমানে ॥ ৭৫
দিগ্লোকপালৈর্গণনায়েকৈশ্চ
কৃতো মহান্ সিংহরবো মুহূর্তম্ ।
সংখ্যে বিভগ্না বিকরা বিপাদা-
শ্চিরোত্তমাক্রাঃ শরপুরিতাক্রাঃ ॥৭৬
দেবেতরা দেববরৈর্বিত্তিভিঃ ।
সৌদন্তি পঙ্কেষু যথা গজেষুত্ৰাঃ ।
বজ্রেন ভীমেন চ বজ্রপাণিঃ ।
শক্ত্যা চ শক্ত্যা চ ময়ুরকেতুঃ ॥৭৭

দণ্ডেন চোগ্রেণ চ ধর্ম্মরাজঃ ।
পাশেন চোগ্রেণ চ বারিগোপ্তা ।
শূলেন কালেন চ যক্ষরাজো
বীৰ্য্যেণ তেজস্বিতয়া সুরেশঃ ॥ ৩৭
গণেশরাজে সুরসন্নিকাশাঃ
পূর্ণাহতীসিক্তশিখিপ্ৰকাশাঃ ।
উৎসাদয়ন্তে দম্বপুত্রবৃন্দান্
যথৈব ইন্দ্রাশনয়ঃ পতন্ত্যঃ ॥ ৭২
ময়ন্ত দেবান্ পরিরক্ষিতান্-
মুমাস্রজং দেববরঃ কুমারম্ ।
শরেন ভিষা স হি তারকাসুরতঃ
স তারকাক্ষ্যাসুরমাবভাষে ॥ ৮০
কৃত্বা প্রহারঃ প্রবিশামি বীরং
পুরং হি দৈত্যৈশ্চ বলেন যুক্তঃ ।
বিশ্রামমুর্জ্জ্বলমপ্যবাণ্য
পুনঃ করিষ্যামি রণং প্রপট্টৈঃ ॥ ৮১
বয়ং হি শত্রুকতবীকিতাক্রা
বিলীর্ণশস্ত্র-ধ্বজ-বর্ষ-বাহাঃ ।

মণ্ডল সজ্জাপিত করে এবং নির্জন প্রদেশে
সিংহগণ যেমন গোকুলকে আকুল করিয়া
তুলে, দেবগণ তখন তেমনি ভাবে দানব-
সেনাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিতে লাগিলেন ।
তৎকালে শিবানুচরগণ প্রহার-জর্জরিত
ও দীনদশায় উপনীত দানববল সকল ছিন্ন-
ভিন্ন করিতে লাগিল । স্বর্গীয় জ্যোতিষ্ক-
মণ্ডলীয় উজ্জ্বল জ্যোতিঃস্বরূপ উদ্যবান্ সূর্য
যেমন নরগণের ঘোর তমোজ্ঞান অপাকৃত
করেন, এবং নিশাকর যেমন শর্করী-সঞ্চিত
ভ্রমঃপুঞ্জ নিরাস করিয়া থাকেন, রণাঙ্গন
হইতে তেমনি তখন তমোরাশি নিরাকৃত
ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রভাপটল বর্জিত হইলে,
লোকপালগণ এবং গণপতিগণ এক ভীষণ
সিংহনাদ করিলেন । সমরাজ্ঞেন দানবগণের
হস্ত, চরণ ও উত্তমাক্র সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া
গেল । তাহাদের সর্বাক্র শরবিদ্ধ হইল ।
দানবগণ তখন দেবগণের শরজালে জর্জ-
রিত হইয়া পঞ্চময় গজযুধের জ্বায় অবসর

হইয়া পড়িল পড়িল । তখন বজ্রপাণি ভীষণ
ভীষণ বজ্রদ্বারা, ময়ুর-বাহন কুমার ভীষণ
শক্তি অস্ত্র ও দৈহিক শক্তি দ্বারা, ধর্ম্মরাজ
ভীষণ দণ্ড দ্বারা, জলপতি বরুণ ভীষণ পাশা
দ্বারা, যক্ষরাজ কালান্তকনিত শূল দ্বারা,
কুবেরানুচর সুরেশ নিজ তেজস্বিতার ও
বীৰ্য্যবস্তায় এবং সুরপ্রতিম গণপতিগণ পূর্ণ-
হতি প্রদীপ্ত প্রচণ্ড অনলশিখার জ্বায় অসাধা-
রণ বীৰ্য্যে দৈত্যবৃন্দকে উৎসাদিত করিতে
লাগিলেন । তখন মনে হইল যেন, ইন্দ্রাশনি
পতিত হইয়া দানবাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে
লাগিল ॥৭১—৭২॥ এদিকে ময়দানব উমানন্দন
দেববর দেবসেনাপতি কুমারকে বাণবিদ্ধ করিয়া
ভ্রাতা তারকাসুরকে কহিতে লাগিল,—হে
দৈত্যৈশ্চ ! আমি দেববীরদিগকে প্রহার
করিয়া জিপুর্নপূরে সদলবলে প্রবেশ করিব,
করিয়া কিছুকণ বিশ্রামের পর, পুত্ররায়
তেজস্বী অনুচরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইব । হে ! দৈত্যৈশ্চ ! অস্ত্রপ্রহারে

জয়ৈবিশন্তে জয়কাশিনন্ত
গণেশ্বরী লোকবরাধিপান্ত ॥ ৮২
ময়ন্ত জয়া দিবি তারকাখ্যো
বচোহভিকাক্ষন কতজোশমানঃ ।
বিবেশ তুর্ণং ত্রিপুরং দিতে: স্মৃতে:
স্মৃতেঃ দিত্যা যুধি বুদ্ধবৈধে: ॥ ৮৩
ততঃ সশঙ্খানকতেরিতীমঃ
সসিংহনাদং হরসৈন্তমাবভৌ ।
ময়াজ্জগং ঘোরগভীরগহ্বরঃ
যথা হিমাংসেজসিংহনাদিতম্ ॥ ৮৪
ইতি হিমাংসে মহাপুরাণে ত্রিপুরদাহে-
হপহারকৃতঃ নাম পঞ্চত্রিংশদধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫ ॥

ষট্ ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

ময়ঃ প্রহারঃ কৃষা তু মায়াবী দানববর্ষভঃ ।
বিবেশ তুর্ণং ত্রিপুরমজ্রং নীলমিবান্বরম্ ॥ ১

আমাদের অত্র সকল কত-বিকৃত হইয়াছে ।
শত্রু, ধ্বজ, বর্ষ ও বাহনসকল নীলবিনীল
হইয়া গিয়াছে এবং লোকপ্রধান অপেক্ষাও
প্রাধান্যশালী জিগীষু গণপতিগণ বিজয়মতে
উদ্দীপ্ত হইয়াছে । অনন্তর আরক্তনেত্র
তারকাসুর আকাশপথে থাকিয়া ময়দানবের
ঐ কথা শুনিয়া তদনুসারে দিতিস্মৃতগণ-
সহ সত্ত্বর স্বীয় পুরে প্রবেশ করিল ।
এদিকে অদিতিনন্দনগণ সময়ে সমধিক প্রকৃষ্ট
হইয়া উঠিলেন । অনন্তর ময়দানবের পশ্চাৎ
ধাবিত ঘোর গভীর গর্জনে হরসৈন্তগণ
ভেরী, ও আনকধ্বনি সহ ভীষণ সিংহনাদ
করিল । মনে হইল, হিমাঙ্গি হইতে গজ ও
সিংহগণ যেন গর্জিয়া উঠিল । ৮০—৮৪ ।
পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ১৩৫ ।

ষট্ ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন,—অত্র যেমন নীল
অন্ধরে নীল হয়, মায়াবী ময়দানব তেমন

স দীর্ঘমুখঃ নিবস্ত দানবান্ বীক্ষ্য মধ্যগান্ ।
দখ্যো লোককক্ষে প্রাপ্তে কালং কাল ইবাশ্রয়ঃ
ইন্দ্রোহপি বিভ্রাভে যন্ত দ্বিতো বুদ্ধেন্দ্রপুত্রতঃ
স চাপি নিধনং প্রাপ্তো বিদ্যাম্বালী মহাযশাঃ
হুর্ণং বৈ ত্রিপুরস্তান্ত ন সমং বিদ্যাতে পুরম্ ।
তস্তাপ্যেবোহনয়ঃ প্রাপ্তো ন হুর্ণং কারণং কচিৎ
কালস্তেব বশে সর্বং হুর্ণং হুর্ণতরঞ্চ যৎ ।
কালে ক্রুদ্ধে কথং কালো জ্ঞাণঃ নোহস্ত
ভবিষ্যতি ॥ ৫
লোকেষু ত্রিষু যৎ কিঞ্চিৎ বলং বৈ সর্বজন্তুযু ।
কালস্ত তদ্বশঃ সর্বমিতি পৈতামহো বিধিঃ ।
অশ্মিন কঃপ্রভবেদ্যোগো হসন্ধার্যোহমিতাশ্মি
লজ্যনে কঃ সমর্থঃ স্তাদৃতে দেবঃ মহেশ্বরম্ ॥ ৭
বিভেমি নেত্রাঙ্গি যমাহরুণার চ বিস্তপাৎ ।

প্রহার করিয়া তৎকালে সত্ত্বর ত্রিপুরপুরে
প্রবেশ করিল এবং তদ্ব্যবস্থ দানবদিগকে
দেখিয়া দীর্ঘোক্ষ নিবাস পরিত্যাগ করিয়া
লোককক্ষকালীন দ্বিতীয় কালের স্তায় চিন্ত
করিতে লাগিল । ভাবিল,—“বাহার সম্মুখে
থাকিয়া যুযুৎসু ইন্দ্রও ভীত হইত, সেই
মহাযশা বিদ্যাম্বালীও নিহত হইয়াছে ।
ত্রিপুরপুরের স্তায় হুর্ভেদ্য হুর্ণ কুজাপি নাই ।
এইরূপই প্রবাদ ছিল ; কিন্তু তৎসম্বন্ধেও এই
দুর্নয় উপস্থিত হইল । স্মৃতরাং হুর্ণ কোথাও
আস্তরক্ষার কারণ নহে । যে কিছু হুর্ণ
কিছা হুর্ণতর সকলই কালের বশে অবস্থিত ।
স্মৃতরাং সেই কালই যখন ক্রুদ্ধ হইল, তখন
সেই কাল হইতে আমাদিগের অদ্য পরি-
জ্ঞাণ হইবে কিরূপে ? জিতুবনহ নিখিল
প্রাণিমধ্যে যে কিছু বল আছে, তৎসমস্তই
কালের বশীভূত । ইহাই বিধাতার বিধি ।
এই অসন্ধার্য অমিতাশ্মা কালের বিষয়ে কোন
যোগযুক্তি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—
এবং দেবদেব মহাদেব ব্যতীত কেই বা
কালের বিধি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ ? ১—৭ ।
আমি ইন্দ্র, যম, বরুণ বা কুবের হইতে
ভীত নহি । পরন্তু ইহাদিগের প্রভু কেবল

বাসী চৈষান্ত দেবানাং দুর্জয়ঃ স মহেশ্বরঃ ॥ ৮
ঐশ্বর্য্যন্ত ফলঃ যৎ তৎ প্রভুত্বন্ত চ যৎ কলম ।
তদদ্য দর্শয়িষ্যামি যাবদ্বীরাঃ সমস্ততঃ ॥ ৯
বাপীমমৃততোয়েন পূর্ণাং স্রোতা বরৌষধীঃ ।
জীবিস্যন্তি তদ্য দৈত্য্যঃ সঞ্জীবন-বরৌষধেঃ ॥
ইতি সন্ধিস্ত্য বসবান্ ময়ো মায়াবিনাং বরঃ ।
মায়ায়া সস্রজে বাপীঃ রক্তামিব পিতামহঃ ॥ ১১
ষিমোজনায়তাং দীর্ঘাং পূর্ণয়োজনবিকৃতাম্ ।
আরোহসংক্রমবতীং চিত্ররূপাং কথামিব ॥ ১২
ইন্দোঃ কিরণকল্লেন যুগ্টেনামৃতগন্ধিনা ।
পূর্ণাং পরমতোয়েন গুণপূর্ণামিবাক্ষনাম্ ॥ ১৩
উৎপলৈঃ কুমুদৈঃ পদ্মৈর্দ্বিতাং কাদম্বকৈস্তথা ।
চন্দ্র-ভাস্করবর্ণাটৈর্ভীমৈরাবরণৈর্দ্বিতাম্ ॥ ১৪
খগৈর্ধ্রুৱরাবৈশ্চ চাক্ষুচামীকরপ্রভৈঃ ।
কাটমিষিভিরিবাকীর্ণাং জীবানামরণীমিব ॥ ১৫
তাং বাপীং স্রজ্য স ময়োগাক্ষামিব মহেশ্বরঃ ।

মহেশ্বরকেই আমি দুর্জয় বলিয়া মনে করি ।
হে বীরগণ ! অদ্য আমি স্বীয় ঐশ্বর্য্য ও
প্রভুত্বের যেরূপ ফল, তাহা সম্যক্ দেখাইব ।
আমি অদ্যই একটা বাপী অমৃতজলে পরি-
পূর্ণ এবং দিব্য দিব্য ঔষধরাজি আবিষ্কার
করিব । তাহাতে হত দৈত্যগণ জীবিত
হইবে । মহাবল মায়াবী ময় এইরূপে সঞ্জী-
বন মহৌষধির বিষয় চিন্তা করিয়া পিতামহ-
রূত রক্তাস্রটির স্তায় মায়াপ্রভাবে এক বাপী
স্রষ্টি করিলেন । ঐ বাপী দৈর্ঘ্যে ষিমোজন
ও প্রস্থে এক যোজন-পরিমিত । উহার
অবতরনিকাশ্রণী বিচিত্র কথার স্তায় মনো-
হর । উহা ইন্দু-কিরণ-সদৃশ অমৃতগন্ধি
স্বচ্ছ সলিলে পূর্ণ হইয়া সর্বগুণশালিনী
অক্ষনার স্তায় সস্তাপহারিণী হইল । চন্দ্র ও
সূর্য্য-সমিত্ত বিবিধ উৎপল ও কুমুদ কঙ্কনা-
রাদি কুসুমসমূহে এবং বিবিধ কলহংসমালায়
ঐ বাপী সতত পরিবৃত্ত হইল । সূচক
চামীকরনিত আরও কত যদুৱারাবী খগ-
সমূহে সমাকুল হইয়া ঐ বাপী কামাকাক্ষিগণ
কর্তৃক সমাকীর্ণ জীবাবলীর স্তায় প্রতিভাত

তস্তাং প্রকাশয়ামাস বিদ্যায়ালিনমাদিতঃ ॥ ১৬
স বাপ্য্যঃ মজ্জিতো দৈত্য্যো দেবশত্রুর্জীবনঃ
উত্তমাবিক্রমৈরিক্কাঃ সদ্যো হত ইবানলঃ ॥ ১৭
ময়স্ত চাক্ষুচামীকরতারকাখ্যোতিবাদিতঃ ।
বিদ্যায়ালীতি বচনঃ ময়মুখ্যায় চাক্ষুচামীকর ॥ ১৮
ক নন্দী সহ ক্রুদ্ধেণ বৃতঃ প্রমথজমুকেঃ ।
যুধ্যামোহরীন্ বিনীশীভ্য * দয়াদেহেযুকাহিনঃ
অষ্টাষ্টম্ব চ ক্রুদ্ধস্ত ভবামঃ প্রভবিকবঃ ।
তৈর্বা বিনিহতা যুদ্ধে ভবিষ্যামো যমশনাঃ ॥ ২০
বিদ্যায়ালের্নিশম্যোত্তমায়ো বচনমুজ্জিতম্ ।
তং পরিষজ্য সার্কাক ইদমাহ মহানুরঃ ॥ ২১
বিদ্যায়ালিন্ ন মে রাজ্যমতিপ্রোতং ন জীবনম্
অথ্য বিনা মহাবাহো কিমস্তেন মহানুর ॥ ২২
মহামৃতময়ী বাপী হেবা মায়াতিরীধর ।

হইল ! মহেশ্বরবতারিত গঙ্গার স্তায় ময়-
দানব সেই বাপী স্রষ্টি করিয়া তাহার
জলে নিহত বিদ্যায়ালীকে প্রকাশিত করিল ।
সেই মহাবল সুরারি বিদ্যায়ালী ময়নির্মিত
বাপীজলে মজ্জিত হইয়া ইন্দুনোদীপ্ত স্ত
হত বহির স্তায় উদ্ভিত হইল । তারকাসুর
অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক ময়কে আসিয়া অভিবাধন
করিল, এবং বিদ্যায়ালী উদ্ভিত হইয়া ময়-
দানবকে বলিল,—কোথায় সেই ক্রুদ্ধ ?
কোথায় সেই প্রমথ-শৃগালগণে বেষ্টিত নন্দী-
ধর ? আমরা অরিকূলমর্দন করিয়া যুদ্ধ করিব,
আমাদের দেহে আবার দয়া কি ? ক্রুদ্ধসহ
সম্মুখ যুদ্ধে হয় আমরা প্রভুত্বপনে অধিকৃত
হইব, না হয় তদীয় অমৃতচরণ কর্তৃক নিহত
হইয়া যমের তক্ষ্য হইব ৮-২০ । মহানুর ময়-
দানব বিদ্যায়ালীর তাদৃশ বীরত্বব্যঞ্জক বাক্য
শুনিয়া, তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিল,—
হে বিদ্যায়ালিন্ ! তোমা ব্যতীত রাজ্যে
বা জীবনেও আমার আকাঙ্ক্ষা নাই ।
সুতরাং অস্ত বিষয়ের আর কথা কি ? হে
বীর ! আমি নিহত দৈত্য্য দানবগণের জীবন-

সৃষ্টা দানব-দৈত্যানাং হতানাং জীববর্জিনী ।
 দিষ্ট্যা ভ্ৰাতৃ দৈত্য পঞ্চামি যমলোকাদিহাগতম্ ।
 হৃগ্গতাবনয়গ্রস্তঃ ভোক্ত্যামোহন্য মহানিধিম্ ।
 বৃষ্টা বৃষ্টা চ ভাং বাপীং মায়ায়া ময়নির্মিতাম্ ।
 হতাননাশ্চ দৈত্যোক্তা ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ২৫ ॥
 দানবা যুধ্যতেদানীং প্রমথৈঃ সহ নির্ভয়াঃ ।
 ময়েন নির্মিতা বাপী হতান্ সঞ্জীবয়িষ্যতি ॥ ২৬ ॥
 ততঃ সূক্তাযুধিনিভা ভেরৌ সা তু ভয়ঙ্করৌ ।
 বাধ্যমানা ননাদোট্টে রোরবী সা পুনঃপুনঃ ॥
 স্রষ্টা ভেরৌরবং ঘোরং মেঘারাস্তভসন্নিভম্ ।
 ভগতরস্মরাস্তূর্ণং ত্রিপুরাদযুক্তলালসাঃ ॥ ২৮ ॥
 লৌহ-রাজত-সৌবর্ণৈঃ কটকৈর্মণিরাজিতৈঃ ।
 আমুক্তৈঃ কুণ্ডলৈর্হীরৈর্মুক্তৈরপি চোৎকটৈঃ ॥
 ধুমায়িতা হবিরমা জলস্ত ইব পাবকঃ ।
 আয়ুধানি সমাদায় কাশিনো দৃঢ়বিক্রমাঃ ॥ ৩০ ॥

বর্জিনী এই মহামৃতময়ী বাপী মায়াবলে
 অধিকার করিয়াছি । হে দৈত্য ! ভাগ্য-
 ক্রমে অস্ত্র কোমাকে যমলোক হইতে ইহ-
 লোকে সমাগত দেখিলাম । হ্রস্ববাহ্য
 অনয়গ্রস্ত মহানিধিকে অদ্য আমরা ভোগ
 করিব । তখন দৈত্যোক্তগণ ময়মায়া-নির্মিত
 উক্ত বাপী বারম্বার দেখিয়া দেখিয়া
 ক্লম্মমুখে এই কথা কহিল,—হে দানবগণ !
 তোমরা এখন নির্ভয়ে প্রমথগণ সহ যুদ্ধ
 করিতে থাক । এই ময়-নির্মিতা বাপী,
 হতদিগকে সঞ্জীবিত করিবে । অনন্তর
 সূক্ত অঙ্কি-নিভ ভয়ঙ্করী রোরবী ভেরৌ
 তাত্যমান হইয়া পুনঃপুনঃ বাদিত হইতে
 লাগিল তখন অসুরগণ মেঘবৎ গম্ভীর-
 নাদী ভীষণ ভেরৌরব শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ-
 কাঙ্ক্ষায় সত্বর ত্রিপুর হইতে নির্গত হইল ।
 তাহার লৌহ, রাজত, সুবর্ণ ও মণিমণ্ডিত
 কটক, কুণ্ডল, হার ও উৎকট মুক্ত ধারণ
 করিয়া প্রধুমিত ও অবিরাম প্রজ্বলিত পাব-
 কের স্তায় আয়ুধনিচয় হস্তে লইয়া দৃঢ়-
 বিক্রমে বীরমদে সাহসিয়া উঠিল । তখন

নৃত্যমানা ইব নটী গর্জন্ত ইব তোরদাঃ ।
 করোজ্জ্বলা ইব গজাঃ সিংহা ইব চ নির্ভয়াঃ ॥ ৩১ ॥
 হ্রদা ইব চ গম্ভীরাঃ সূর্যা ইব প্রতাপিতাঃ ।
 ক্রমা ইব চ দৈত্যোক্তাস্রাসয়ন্তো বলং মহৎ ॥ ৩২ ॥
 প্রমথা অপি সোৎসাহা গরুড়োৎপাতপাভিনাঃ ।
 যুযুৎসবোহতিথাবন্তি দানবান্ দানবারয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
 নন্দীশ্বরেণ প্রমথাস্তারকাধ্যেণ দানবাঃ ।
 চক্রঃ সংহত্য সংগ্রামং চোদ্যমানা বলেন চ ॥ ৩৪ ॥
 তেহসিতিশ্চত্বেসকাশৈঃ শূলৈশ্চানলপিঙ্গলৈঃ ।
 বাণৈশ্চ দৃঢ়নির্ধুক্তৈরভিভ্রুয়ুঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৫ ॥
 শরণাং সৃজ্যমানানামসীনাঞ্চ নিপাত্যতাম্ ।
 রূপাণ্যাসন্ মহোকানান্ পতন্তী নামিবাশ্বরাং ॥
 শক্তিভির্ভিন্নহৃদয়া নির্দয়া ইব পাতিতাঃ ।
 নিরয়েষিব নিশ্চয়াঃ কুজস্তে প্রমথাসুরাঃ ॥ ৩৬ ॥
 হেমকুণ্ডলযুক্তানি কিরীটোৎকটবস্তি চ ।

অসুরেরা নৃত্যরত নটগণের স্তায়, গর্জন-
 নীল জলদমণ্ডলের স্তায়, সমুদ্রত-শুণ্ড গজের
 স্তায়, নির্ভীক সিংহের স্তায়, গম্ভীর হ্রদের
 স্তায়, প্রতাপপ্রদ সূর্যের স্তায় এবং দীর্ঘ
 দীর্ঘ ক্রমরাজির স্তায় বিপক্ষবল জ্ঞাসাবিত
 করিতে লাগিল । এদিকে গরুড়োৎপাতবৎ
 পতননীল প্রমথগণও উৎসাহ সহকারে
 যুদ্ধাভিপ্রায়ে অভিযান করিতে লাগিল ।
 প্রমথগণ নন্দীশ্বরের এবং দানবেরা
 তারকাসুরের অধিনায়কতায় পরিচালিত
 হইয়া পরস্পর সম্মুখবর্তী হইল এবং
 উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিল ।
 তাহার শাঙ্ক-সঙ্কাস অসি, অনল-পিঙ্গল
 শূল এবং দৃঢ়নির্ধুক্ত বাণসমূহ দ্বারা
 পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত
 হইল । নিকিণ্ত শর ও নিপাতিত অসি-
 সমূহ অদ্বয় হইতে পতিত উকানিচয়ের স্তায়
 প্রতিভাত হইতে লাগিল । ২১—৩৬। প্রমথ-
 গণ ও অসুরগণ শক্তিপ্রহারে নির্ভিন্ন-হৃদয়ে
 চূ-পতিত হইয়া নিরয়ময় জীবকুলের স্তায়
 আর্জুনাদ করিতে লাগিল । অসুরগণের
 হেমকুণ্ডলময় ও কিরীটোৎকট মস্তকসকল

শিরাঃসূক্ষ্মাঃ পতিস্তি অ গিরিকূটানিবাত্যয়ে
পন্নবধৈঃ পট্টশৈশ্চ খট্টগৈশ্চ পরিঘেষন্তথা ।
হিরাঃ করিবরাকারা নিপেতুস্তে ধরাতলে ॥৩৯
গর্জন্তি সহসা হৃষ্টাঃ প্রমথা ভীমগর্জনাঃ ।
সাধন্যপরে সিদ্ধা যুদ্ধগাঙ্কর্মমুহুতম্ ॥ ৪০
বলবান্ ভাসি প্রমথ দর্পিতো ভাসি দানব ।
ইতি চোচ্চারয়ন্ বাচং বারণা রণধূর্তাঃ ॥ ৪১
পরিঘেরাহতাঃ কেচিদানবৈঃ শঙ্করাহুগাঃ ।
বমন্তে কধিরঃ বট্টৈঃ স্বর্ণধাতুমিবাচলাঃ ॥ ৪২
প্রমথৈরপি নারাটৈরশুরাঃ সুরশব্দবঃ ।
ক্রমৈশ্চ গিরিশৃঙ্গৈশ্চ গাঢ়মেবাহবে হতাঃ ॥৪৩
সুদিতানথ তান্ দৈত্যানন্তে দানবপুঞ্জবাঃ ।
উৎকিণ্ড্য চিকিণ্ডীপ্যাং ময়দানবচোদিতাঃ ॥৪৪
তে চাপি ভাস্তরৈর্দেহৈঃ স্বর্গলোক ইবামরাঃ ।
উত্তস্তুর্বাপিমাঙ্গাদ্য সজ্জপাভরণাহরাঃ ॥৪৫

প্রলয়কালীন গিরিকূটবৃৎ ধরাপৃষ্ঠে পতিত
হইতে লাগিল । তাহার। পন্নবধ, পট্টশ,
খট্টা ও পরিঘসমূহ দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া
করি-করাকারে ধরাতলে পতিত হইল ।
ভীষণ গর্জনশীল প্রমথগণ তখন হৃষ্ট হইয়া
সহসা গর্জন করিয়া উঠিল । অস্তান্ত
সিদ্ধগণ অঙ্কুত গঙ্কর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ।
রণ-মধ্যগত চারণগণ “হে প্রমথ! তুমি
বলবান্ বটে এবং হে দানব! তুমিও
দর্পিত বটে” এইরূপ কথাই উচ্চারণ করিতে
লাগিল । কতিপয় শঙ্করাহুচর দানবগণের
পরিঘপ্রহারে আহত হইয়া বক্র দ্বারা কধির
বমন করিতে লাগিল । মনে হইল,—অচল-
কূল যেন স্বর্ণধাতু ক্ষরণ করিতে লাগিল ।
এদিকে প্রমথগণও নারাট, ক্রম ও গিরি-
শৃঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা সুরারি অসুরদিগকে
সমরে গাঢ়ভাবে আহত করিল । তখন
ময়দানব-প্রেরিত দানবপুঞ্জবেরা স্বপক্ষীয়
নিহত দানবদিগকে লইয়া গিয়া সেই ময়-
নির্মিত বাণীমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ।
তাহাতে বাণীজল-ময় অসুরেরা দিব্য বসন-
কুষণে অধিত হইয়া স্বর্গীয় অমরগণের স্তায়

অধিকে দানবাঃ প্রাপ্য বাণী প্রক্ষেপণাদহন ।
আক্ষোঢ্য সিংহনাদক কুন্ডাধাবন্তধাসুরাঃ ॥৪৬
দানবাঃ প্রমথানেতান্ প্রসর্পত কিমাসব ।
হতানপি হি বো বাণী পুনরজ্জীবয়িষ্যতি ॥৪৭
এবং শঙ্কর্যো বচোহগ্রগ্রহসমিতাঃ ।
ক্রহমেবৈত্য দেবেশমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৪৮
সুদিতাঃ সুদিতা দেব-প্রমথৈরশুরা হম্য ।
উত্তিষ্ঠন্তি পুনর্ভীমাঃ শস্তা ইব জলোক্ষিতাঃ ।
অশ্বিন্ কিল পুরে বাণী পূর্ণায়ুতরসান্তসা ।
নিহতা নিহতা যত্র কিপ্তা জীবন্তি দানবাঃ ॥ ৫০
ইতি বিজ্ঞাপয়দেবং শঙ্কর্যো মহেশ্বরম্ ।
অভবন্ দানববল উৎপাতা বৈ সুদারুণাঃ ॥৫১
তারকাধ্যঃ সূভীমাঙ্কো দারিভাস্তো হরির্বিধা ।
অভ্যধাবৎ সূসংক্রুদ্ধো মহাদেবরথঃ প্রতি ॥৫২

দীপ্তদেহে সমুখিত হইতে লাগিল । বাণী-
জল-পতনে প্রাণপ্রাপ্ত হইয়া দানবেরা
সিংহনাদ করিয়া দলে দলে বাহ্যাক্ষোঢ্য
করিতে করিতে শক্রসৈন্যভিযুগ্ধে ধাবিত
হইল এবং বলিতে লাগিল,—হে দানবগণ!
তোমরা বসিয়া ‘আহ কেন? এই প্রমথ-
গণের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হও! যুদ্ধে নিহত
হইলেও বাণী তোমাদিগকে পুনরায় উজ্জী-
বিত করিবে। ৩০—৪৭। দানবগণের কঠোরচিত
এই রণোৎসাহ বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্কর্য
নামক জনৈক উগ্রাকৃতি গ্রহাকার শিবাহুচর
সত্তর দোড়িয়া আসিয়া দেবদেব-সমীপে
নিবেদন করিল,—হে দেব! এই সকল
অসুর প্রমথগণ কর্তৃক বারংবার নিহত
হইতেছে; কিন্তু জলসিক্ত শস্তরাজির
স্তায় পুনরায় উহার। পূর্ববৎ ভীষণাকারে
উখিত হইতেছে । এই পুরমধ্যে এক
অমৃতজলময়ী বাণী আছে, দানবেরা
বারংবার নিহত হইয়া তাহাতেই নিক্ষিপ্ত
হইবামাত্র পুনরায় উজ্জীবিত হইতেছে ।
শঙ্কর্য মহেশ্বরকে এই সংবাদ বলিবামাত্র
দানবসৈন্য মধ্যে সুদারুণ উৎপাত-শব্দ
প্রাকর্ভূত হইল । অতি ভীমনেত্র তারকাসুর

ত্রিপুরে তু মহান্ ঘোরো ভেরীশঙ্খরবো বভৌ
 দানবা নিঃসৃত্য দৃষ্টা দেবদেবরথেন্ সুরম্ ॥৫৩
 কুব্জশাভবৎ তত্র শতাকো ভূগতোহভবৎ ।
 দৃষ্টা কোভমগাক্রজঃ স্বয়ম্ভুচ পিতামহঃ ॥ ৫৪
 তাত্যাং দেববরিষ্ঠাত্যামবিতঃ স রথোত্তমঃ ।
 অমায়ত্তনমাসাদ্য সৌদতে গুণবানিব ॥ ৫৫
 ধাতুকরে দেহ ইব গ্রীষ্মে চান্নমিবোদকম্ ।
 শৈথিল্যং যাতি স রথঃ স্নেহো বিপ্রকৃতো যথা
 রথাহংপত্যাস্ত্রভূবৈ সৌদন্তন্ত রথোত্তমম্ ।
 উজ্জহার মহাপ্রাণো রথং ত্রৈলোক্যরূপিনম্ ॥
 তদা শরাধ্বানিন্শত্যা পীতবাসা জনাৰ্দ্দনঃ ।
 বুধরূপং মহৎ কৃত্বা রথং জগ্ৰাহ হৃদ্ধরম্ ॥ ৫৮
 বিধাপাত্যাং স ত্রৈলোক্যং রথমেব মহারথঃ ।'

ব্যাদিতান্ত সিংহের স্তায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া
 মহাদেবের রথাত্মমুখে , ধাবিত হইল ।
 ত্রিপুরপুরে অতি মহান্—অতি ভীষণ ভেরী
 ও শঙ্খরব উখিত হইতে লাগিল । দান-
 বেরা পুর হইতে নির্গত হইয়া দেবদেবের
 রথে সুরগণকে দেখিল । তখন বীরপদ-
 ভরে মেদিনী কম্পিত হইল এবং দেবরথ
 ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল । তদর্শনে ভগবান্
 ক্রুদ্ধ এবং স্বয়ম্ভু পিতামহ উভয়েই ক্রুদ্ধ
 হইলেন । সেই দুই দেবশ্রেষ্ঠাধিষ্ঠিত রথ-
 শ্রেষ্ঠ তখন অধার স্থান প্রাপ্ত না হইয়া
 আক্রমণহীন গুণী ব্যক্তির স্তায় অবসন্ন হইয়া
 পড়িল । ঐ দেবরথ বিপ্রকৃত স্নেহের স্তায়,
 ধাতুকরে দেহের স্তায় এবং নিদাঘ কালীন
 অন্ন জলের স্তায় একান্তই শিথিল হইয়া
 পড়িল । তখন আশ্রয় ত্রাণ সেই অবসন্ন-
 প্রায় রথবর হইতে উৎপত্তি হইলেন—
 হইয়া স্বীয় মহাপ্রাণতা গুণে ঐ ত্রৈলোক্য
 রূপ রথের উদ্ধারসাধন করিলেন ।
 এই সময় পীতাবর জনাৰ্দ্দন শর হইতে
 নিষ্কাশিত হইয়া এক মহাবৃষভরূপ ধারণ-
 পূর্বক সেই হৃদ্ধর রথের উদ্ধারসাধনে সচেষ্ট
 হইলেন । অনন্তর কুলধুরন্ধর ব্যক্তি যেমন
 স্বীয় কুলের উদ্ধার-সাধন করে, তেমনি

প্রগৃহ্যোষহতে সজ্জং কুলং কুলবহো যথা ॥ ৫৯
 তারকাখ্যোহপি দৈত্যেন্দ্রো গিরীন্দ্র ইব
 পক্ষবান্ ।
 অভ্যাজবৎ তদা দেবং ব্রহ্মাণং হস্তবাংশ সঃ ।
 স তারকাখ্যাভিহতঃ প্রতোদং স্তম্ভ কুবরে ।
 বিজজ্জাল মুহূর্ব্বক্ষা শাসং বজ্রাং সমুদগিরন ॥৬১
 তত্র দৈত্যৈর্নহানাদো দানবৈরপি ভৈরবঃ ।
 তারকাখ্যস্ত পুজার্বং কৃতো জলধরোপমঃ ॥ ৬২
 রথচরণকরোহথ মহামুখে
 বৃষভবপুর্নুষভেন্দ্রপূজিতঃ ।
 দিতিতনয়বলং বিমর্দ্য সর্বং
 ত্রিপুরপুরং প্রাবিবেশ কেশবঃ ॥ ৬৩
 সজলজলদরাজিতাং সমস্তাং
 কুমুদবরোৎপলফুলপঙ্কজাঢ্যাম্ ।
 সুরগুরুরপিবৎ পমোহমৃতং তদ্-
 রাবিরিব সঞ্চিৎশার্করং তমোহঙ্কম্ * ॥

তিনিও তখন নিজ বিধাণস্বয় দ্বারা ত্রৈলোক্য-
 রথের উদ্ধার-সাধন করিলেন । তখন
 দৈত্যেন্দ্র তারকাসুর পক্ষবান্ গিরীন্দ্রের
 স্তায় অভিধাবিত হইয়া দেবদেব ব্রহ্মার অঙ্গে
 প্রহার করিল । ব্রহ্মা তারক কর্তৃক অভি-
 হত হইয়া রথকুবরে প্রতোদ কেলিয়া মুহ-
 র্ভু মুখবিবর হইতে শাসোদগিরণ করিতে
 করিতে জলিতে লাগিলেন । তদর্শনে
 দৈত্য-দানবেরা তারকাসুরের সম্মানের
 জন্য জলদনাদবৎ এক ভীষণ মহানাদ করিয়া
 উঠিল । ৪৮—৬২ । এদিকে বৃষভদেহধারী
 বৃষভেন্দ্র-পূজিত চক্রধারী হরি সেই মহা-
 সমরে সমস্ত দৈত্যবল বিমর্দিত করিয়া
 ত্রিপুরপুরে প্রবেশ করিলেন । অনন্তর
 সুরবর হরি বৃষভরূপে সেই পুরে প্রবেশ
 করিয়া তত্রত্য সজল জলদরাজিত,
 প্রফুল্ল কুমুদ উৎপল ও পঙ্কজ-পরিশোভিত
 ময়-নির্ম্মিত বাণিকার সমস্ত অমৃত-জল
 পান করিয়া কেলিলেন । মনে হইল,—

* ইতঃপরং—

ততো বৃষবপুঃ কৃকন্তুং পুরং প্রাবিবেশ হ ।

বাপীঃ পিতৃস্বরেস্তাণাং পিতৃবাসা জনাৰ্দ্দনঃ ।
 নৰ্দ্দমানো মহাবাহুঃ প্রবিবেশ শরং ততঃ ॥ ৬৫
 ততোহনুয়া ভীমগণেশ্বরৈর্হতাঃ
 প্রহারসংবৰ্দ্ধিতশোণিতাপগাঃ ।
 পরাশুখা ভীমমূৰ্ধেঃ কৃত্বা রণে
 যথা নয়াভ্যুদাততৎপৰৈর্নরঃ ॥ ৬৬
 স তারকাখ্যস্তড়িমাণিরেব চ
 ময়েন সার্কঃ প্রমথৈরভিজ্ঞতাঃ ।
 পুরং পরাবৃত্ত্যম্মতে শরাদ্বিতা
 যথা শরীরং পবনোদয়ে গতাঃ ॥ ৬৭
 গণেশ্বরাভ্যুদাতদৰ্পকাশিনো
 মহেন্দ্রনন্দীশ্বরমণুখা যুধি ।

রবি যেন সাত্ত্বি-সংকৃত গাঢ় অন্ধকার গ্রাস
 করিলেন । পিতৃস্বর হরি অশ্বরেস্তগণের
 সেই সমস্ত বাপীজল পান করিয়া নর্দন
 করিতে করিতে পুনরায় অসিয়া শিবশরে
 প্রবেশ করিলেন । অনন্তর অশ্বরগণ
 ভয়ঙ্কর গণেশ্বরগণের হস্তে নিহত হইতে
 লাগিল । প্রহারকৃত প্রভূত শোণিত-
 জল নদীর আকারে বহিয়া চলিল । ভীম-
 বক্র গণপতিগণ অশ্বরদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন
 করিতে বাধ্য হইল । মনে হইল,—
 নীতিশাস্ত্রনিপুণ উপদেষ্টগণ যেন নর-
 গণকে হৃণয় হইতে কিরাইল । প্রাণ-
 বায়ুর উৎক্রমণে দেহ যেমন অতীত হয়,
 তেমনি ময় সহ তারক ও বিদ্যাবালী প্রভৃতি
 অশ্বরেরা প্রথমগণ কর্তৃক উপক্রম ও
 শরাদ্বিত হইয়া পুরাভিমুখে কিরিয়া প্রস্থান
 করিল । এ দিকে গণেশ্বরগণের প্রকট দর্পে
 দর্পিত হইয়া মহেন্দ্র, নন্দীশ্বর ও কাণ্ডিক-
 প্রমুখ রণহৃদয় দেবসেনাপতিগণ উচ্চৈঃস্বরে

বিনেতৃকটৈর্জহসুশ্চ হৃদ্যদা
 জয়েম চন্দ্রাদিদিগীশ্বরৈঃ সহ ॥ ৬৮
 ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে বিষ্ণোস্ত্রিপুর-
 বাপীপানং নাম ষষ্ঠত্রিংশদধিকশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

প্রমথৈঃ সমরে ভিন্নাশ্বপুর্নাস্তে সুরারয়ঃ ।
 পুরং প্রবিবৃণুভীতাঃ প্রমথৈর্ভয়গোপুর্ন ॥ ১
 শীর্ণদংষ্ট্রা যথা নাগা ভয়শৃঙ্গা যথা কৃষাঃ ।
 যথা বিপক্ষাঃ শকুনা নদ্যঃ কৌণোদকা যথা ॥ ২
 মৃতপ্রায়াস্তথা দৈত্য্য দৈবতৈর্বিবৃকৃতাননাঃ ।
 বভূবুস্তে বিমনসঃ কথং কাৰ্য্যমিতি ক্রবন্ ॥ ৩
 অথ তান্ শ্লানমনসস্তদা তামরসাননঃ ।
 উবাচ দৈত্য্যো দৈত্য্যানাং পরমাধিপতির্নয়ঃ ॥ ৪

সিংহনাদ করিলেন এবং ‘চন্দ্রাদি দিগীশগণ
 সহ আমরাই যুদ্ধ জয় করিব’—এই বলিয়া
 উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩-৬৮ ॥
 ষষ্ঠত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

সূত কহিলেন,—ত্রিপুরবাসী সুরারিগণ
 সমরে প্রমথগণের শরপ্রহারে ছিন্নগাজ
 হইয়া ভীতভাবে পুর প্রবেশ করিল ।
 প্রমথগণ তাহাদের পুরদ্বার ভাঙ্গিয়া
 কেলিল । দৈত্যগণ দেবগণের নিশীড়নে
 বিবৃকৃতবদন হইয়া শীর্ণদংষ্ট্র নাগগণের স্তায়,
 ভয়শৃঙ্গ বুঝভদলের স্তায়, পক্ষহীন পক্ষি-
 গণের স্তায় এবং কৌণোদক নদীনিচয়ের
 স্তায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল এবং ভয়মনে
 বলিতে লাগিল—অহো! এক্ষণে আমরা
 কিরূপে কি করিব? অনন্তর দৈত্যপতি
 পরশুলাশলোচন ময়দানব তাহাদিগকে মলিন-
 মনে অবস্থিত দেখিয়া বলিল,—ওহে দৈত্য-

তজ্জাতরসাং বাপীঃ পিতৃা জলজমণ্ডিতাম্ ॥ ১
 শতপত্রপরাঢ্যাঞ্চ কপূরকোদগাঙ্ঘনীম্ ।
 স্মাদৌ সন্মোহ দৈতেয়ান্ বুধরূপধরো হরিঃ ॥ ২
 ইতি শ্লোকসুগলমধিকং কচিৎ ।

কৃষা যুদ্ধানি ঘোরাণি প্রমথৈঃ সহ সামরৈঃ ।
 ভোযয়িত্বা তথা যুদ্ধে প্রমথানমরৈঃ সহ ॥ ৫
 যুদ্ধং যৎ প্রথমং দৈত্যৈঃ পশ্চাচ্চ বলপীড়িতাঃ
 প্রবিষ্টা নগরং জালাৎ প্রমথৈর্ভূতশর্মদিতাঃ ॥ ৬
 অপ্রিয়ং ক্রিয়তে ব্যক্তং দেবৈর্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
 যত্র নাম মহাভাগাঃ প্রবিশন্তি গিরের্বনম্ ॥ ৭
 অহো হি কালস্ত বলমহো কালো হি দুর্জয়ঃ ।
 যত্নেদৃশস্ত দুর্গস্ত উপরোধোহয়মাগতঃ ॥ ৮
 ময়ে বিবদমানে তু নর্দমান ইবাশ্বদে ।
 বহুবুর্জিপ্রভা দৈত্যা গ্রহা ইন্দুদয়ে যথা ॥ ৯
 বাপীপালান্ততোহভ্যেত্য নভঃকাল ইবাশ্বদাঃ
 ময়মাহর্ষমপ্রথ্যং সাজ্জলিপ্রগ্রহাঃ স্থিতাঃ ॥ ১০
 যা সান্ততরসা গৃঢ়া বাপী বৈ নির্মিতা ত্বয়া ।

গণ! তোমরা অমরগণ ও প্রমথগণ সহ
 ঘোর যুদ্ধ করিয়াছ, যুদ্ধে অমর ও প্রমথ-
 বর্ণের পরিতোষ জন্মাইয়াছ, প্রথমে
 তোমরা এই সকল বীরোচিত কার্য করিয়া
 পশ্চাৎ বিপক্ষবলে নিপীড়িত হইয়া এক্ষণে
 এই পুরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছ। দেব-
 গণ আমাদের যতদূর অপ্রিয় করিবার
 তাহা করিয়াছে; তাহাতে সংশয়মাত্র
 নাই। কেন না, তোমরা মহাভাগ্যধর
 ও মহাবল হইয়াও এক্ষণে পার্শ্বতাবনে
 প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছ। অহো!
 কালের কি অভাবনীয় বল! অহো!
 কাল একান্তই দুর্জয়! কেননা আমা-
 রের এই দুর্গ ইন্দ্র দৃষ্টে দুর্ভেদ্য হইলেও
 অদ্য কিনা ইহারও এরূপভাবে অবরোধ
 হইল। তখন নর্দমান অশ্বধরের স্তায়
 ময়দানব এরূপ আক্ষেপোক্তি করিতে
 থাকিলে চন্দ্রোদয়ে অন্তান্ত গ্রহগণের স্তায়
 দৈত্যগণ আরও নিপ্লাত হইয়া পড়িল।
 অনন্তর ময়-নির্মিত সেই মৃতসঞ্জীবনী বাপীর
 রক্ষা কার্যে যে সকল অশুর নিযুক্ত ছিল,
 তাহারা আসিয়া এই সময় বর্ষাকালোদিত
 জলদজালের স্তায় যমোপম ময়-সমীপে অব-
 স্থানপূর্বক যুদ্ধকরে কহিল,—হে দৈত্য-

সমাকুলোৎপলবনা সমীনা কুলপঙ্কজা ॥ ১১
 পীতা সা বৃষরূপেণ কেনচিদ্দৈত্যনাযক ।
 বাপী সা সাম্প্রতং দৃষ্টা মৃতসংজ্ঞা ইবাকনা ॥ ১২
 বাপীপালবচঃ কৃষা ময়োহসৌ দানবপ্রভুঃ ।
 কষ্টমিত্যসকুৎ প্রোচ্য দিতিজানিদমব্রবীৎ ॥ ১৩
 ময়া মায়াবলকৃতা বাপী পীতা ত্বিন্নং যদি ।
 বিনষ্টাঃ স্ম ন সন্দেহস্ত্রিপুরং দানবা গতম্ ॥ ১৪
 নিহতান্ নিহতান্ দৈত্যানাং জীবয়তি দৈবভৈঃ ।
 পীতা বা যদি বা বাপী পীতা বৈ পীতবাসসা ॥
 কোহন্তো মন্মায়য়া শুভাঃ বাপীমমৃততোষিনীম্
 পাস্ততে বিষ্ণুমজিতং বর্জয়িত্বা গদাধরম্ ॥ ১৬
 সুগৃহমপি দৈত্যানাং নাস্ত্যস্তাবিচিতং ভুবি ।

নাযক! আপনি পূর্বে যে এক অমৃতরস-
 পূর্ণ গোপনীয় বাপী নির্মাণ করিয়াছিলেন,
 যাহা সতত উৎপলবনে সমাকুল ছিল, মীন-
 গণ যাহার পঙ্কজশ্রেণী আলোড়িত করিত,
 সেই বাপী সম্প্রতি কোন এক বৃষমূর্তিধারী
 ব্যক্তি আসিয়া পান করিয়া গিয়াছে।
 অধুনা সেই বাপী হতচেতনা অঙ্গনার স্তায়
 লক্ষিত হইতেছে ১১—১২। দানবাধিপতি ময়
 সেই বাপীরক্ষকের বাক্য শুনিয়া বারংবার
 বলিতে লাগিল,—অহো! কি কষ্ট! কি
 কষ্ট! এই বলিয়া সম্মুখস্থ দৈত্যগণকে
 কহিল,—আমি মায়াপ্রভাবে যে বাপী নির্মাণ
 করিয়াছিলাম, তাহা যদি সত্য সত্যই কেহ
 পান করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই
 দানবদল সবংশে বিনষ্ট হইল, এবং এই
 ত্রিপুরদুর্গেরও অবসান হইল। দেবগণ
 দৈত্যদিগকে পুনঃপুনঃ নিহত করিয়াছে।
 আমার সেই বাপী সেই নিহতদিগকে
 জীবনদান করিয়াছে। সত্যই যদি সেই
 বাপী পীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে,
 নিশ্চয়ই পীতাঘর হরি তাহা পান
 করিয়াছেন। আমার মায়ায় নির্মিত অমৃত-
 রসপূর্ণ সেই শুভ বাপী—সেই গদাধর
 অজয় হরি ব্যতীত আর কে পান করিতে
 পারে? দৈত্যগণের যে কিছু গৃহ বিষয়

যত্র মধুরকৌশল্যং বিজ্ঞাতং ন বৃত্তং বৃত্তৈঃ ॥ ১৭
সমোহরং কচিরো দেশো নিষ্কর্মো নিষ্কর্মাচলঃ
লভ মন্দুরতঃ কৃত্বা বাধস্তেহস্মান গণামরাঃ ॥ ১৮
তে বৃহৎ যদি মন্ত্রধ্বং সাগরোপরিধিষ্ঠিতাঃ ।
প্রমথানাং মহাবেগং সহ্যমঃ স্বসনোপমম্ ॥ ১৯
এতেষাঞ্চ সমারম্ভান্তন্নিম্ন সাগরসংগ্ৰবে ।
নিক্রাসাহা ভবিষ্যন্তি এতদ্রথপথাবুতাঃ ॥ ২০
বৃহত্যাং নিম্নতাং শক্রন্ ভীতানাঞ্চ ভবিষ্যতাম্
সাগরোহস্বরসঙ্কাশঃ শরণং নো ভবিষ্যতি ॥ ২১
ইতু্যক্তা স ময়ো দৈত্যো দৈত্যানাংমধিপন্তদা ।
ত্রিপুরেণ যযৌ তুর্ণং সাগরং সিক্তবান্ধবম্ ॥ ২২
সাগরে জলগন্তীর উৎপপাত পুরং বরম্ ।

থাকুক, হরির অবিদিত কিছুই নাই। আমি
যে বর কৌশল বরিয়া লইয়াছিলাম, কোন
দূরদর্শী ব্যক্তি কদাচ পেরুপ বর প্রার্থনা
করিতে পারেন নাই। কিন্তু হইলে কি
হইবে! হরি আমার সমস্ত কৌশলই বিদিত
আছেন। এই রমণীয় সমতল দেশ; এখানে
বৃক্ষ নাই, পর্বত নাই, সর্ববিষয় বিদূরিত
করিয়া এই প্রদেশ লাভ করিলাম। কিন্তু
প্রমথগণ ও অমরগণ এখানে আসিয়াও
আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল।
যাহা হউক তোমরা যদি সঙ্কত বলিয়া মনে
কর, তাহা হইলে আমরা সাগরোপরি অবস্থান
করিয়া আর একবার প্রমথগণের প্রভ-
ঞ্জনোপম মহাবেগ প্রতিহত করিতে পারি।
আমার মনে হয়, প্রমথগণের সমস্ত সমর-
সমারোহই সেই সাগরসংগ্ৰবে ব্যর্থ হইয়া
যাইবে। অতএব তোমরা পুনর্বার সমরে
প্রস্তুত হও। শক্রসৈন্য সংহার কর। অথবা
যদি ভীত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য
হইতে হয়, তাহা হইলেও চিন্তা নাই, এই
অহরোপম অধুনিধিই তোমাদের এক-
মাত্র আশ্রয়দাতা হইবে। দৈত্যপতি ময়
এই কথা কহিয়া সত্তর সেই ত্রিপুর সহ
সিক্তবন্ধু সাগরতীরে প্রস্থান করিল এবং
তুধায় উপনীত হইয়া ময়ের সেই প্রধানপুত্রী

অবতন্তুঃ পুরাণ্যেব গোপুরান্তরণানি চ ॥ ২৩
অপক্রান্তে তু ত্রিপুরে ত্রিপুরারিত্রিলোচনঃ ।
পিতামহমুবাচেদং বেদবাদবিশারদম্ ॥ ২৪
পিতামহ দৃঢ়ং ভীতা ভগবন্ দানবা হি নঃ ।
বিপুলং সাগরং তে তু দানবাঃ সমুপাশ্রিতাঃ ॥
যত এব হি তে যাতাত্ত্রিপুরেণ তু দানবাঃ ।
তত এব রথং তুর্ণং প্রাপন্নস্ত পিতামহ ॥ ২৫
সিংহনাদং ততঃ কৃত্বা দেবা দেবরথঞ্চ তম্ ।
পরিবার্য যযুর্হৃষ্টাঃ সানুধাঃ পশ্চিমোদধিম্ ॥ ২৬
ততোহমরামরগুরুঃ * পরিবার্য ভবং হরম্ ।
নর্দয়ন্তো যযুক্তুর্ণং সাগরং দানবালয়ম্ ॥ ২৮

অথ চাক্রপতাকভূষিতঃ

পটহাড্ধ্বরশশ্চনাদিতম্ ।

ত্রিপুরমভিসমীক্য দেবতা

বিবিধবলা ননর্জয়ধা ঘনাঃ ॥ ২৯

অগাধ জলপূর্ণ অণবোপরি অবস্থিত হইল।
এদিকে ত্রিপুরভূর্গ অপমৃত হইলে, ত্রিপুরারি
ত্রিলোচন, বেদবাদবিশারদ ব্রহ্মাকে বলি-
লেন,—হে ভগবন্ পিতামহ! দানবেরা
আমাদিগের ভয়ে অতীব ভীত হইয়াছে;
তাই তাহারা এক্ষণে অগাধ জলধিজলে গিয়া
আশ্রয় লইয়াছে। হে পিতামহ! দানবেরা
তাহাদের ত্রিপুরভূর্গ সহ যথায় গমন করিয়াছে
আপনিও সত্তর সেই দিকে রথ পরিচালন
করুন। ত্রিলোচন এই কথা কহিলে দেবগণ
সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে
সেই দেবরথ বেষ্টনপূর্বক অস্ত্র শস্ত্র ধারণ
করিয়া পশ্চিম-সাগরান্তিমুখে যাত্রা করিলেন।
তাহারা দেবদেব হরের সমভিব্যাহারে
সিংহনাদ করিতে করিতে নীত্রই সেই দানব-
নিবাস সাগর-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।
১৩—২৮। অনন্তর দেবসৈন্যগণ তথায় স্তম্ভর
ধ্বজভূষিত পটহনাদ ও শশ্চনাদ-নাদিত সেই
ত্রিপুরপুর নিরীকণ করিয়া জলদ-নাদের ভায়

* ততোহমরগণাঃ সর্কে ইতি পাঠা-
স্তরম্ ।

অশুরবরপুরেহপি দাক্ষণে
জলধরারবমুদগ্গমঃ ।
দক্ষতনয়নিনাদমিখিতঃ
প্রতিনিধিসঙ্কৃতিতারণবোপমঃ ॥ ৩০
অথ ভুবনপতিগতিঃ সুরাণা-
মরিমুগয়ামদদাৎ সুলকবুদ্ধিঃ ।
ত্রিংশগণপতির্হ্যবাচ শক্রঃ
ত্রিপুরগতঃ সহসা নিরীক্ষ্য শক্রম্ ॥ ৩১
ত্রিংশগণপতে নিশাময়েতৎ
ত্রিপুরনিকেতনং দানবাঃ প্রবিষ্টাঃ ।
যম-বক্রণ-কুবের-যগুধৈন্তৎ
সহ গণপৈরপি হংসি তাবদেব ॥ ৩২
বিহিতপরবলাভিষাতভূতঃ
ব্রজ জলধেযু যতঃ পুরাণি তস্মুঃ ।
স রথবরগতো ভবঃ সমর্থো
হুদধিমগাৎ ত্রিপুরং পুননিহন্তম্ ॥ ৩৩
ইতি পরিগণয়তো দিতেঃ সূতা
হবতস্তু ধ্বংসার্থবোপরিষ্টোৎ ॥

গভীর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । তৎ-
কালে অশুরপ্রধানগণের পুরমধ্য হইতেও
দক্ষজগণের নিনাদ-মিখিত মেঘ ও মুদগ্গ-
ধনির ভাষ গভীর ও সংস্কৃত সাগরগর্জ-
নের ভাষ এক অতি ভীষণ প্রতিধ্বনি উখিত
হইল । অনন্তর অশুরগণের গতি, ভুবন-
পতি, দেবাধিপতি উমাপতি—প্রত্যাৎপন্নমতি
হইয়া শক্রমুগয়ায় চিত্তসমাধান করিলেন
এবং ত্রিপুরবাসী শক্রসৈন্য দেখিয়া শক্রকে
কহিলেন,—হে অশুরপতে! শ্রবণ কর;
দানবেরা ত্রিপুরদুর্গে প্রবেশ করিয়াছে;
অতএব যম, বক্রণ, কুবের, কার্তিকেয় ও
অজাত গণাধিপগণ সমভিব্যাহারে তুমি
উদ্বিগ্নের সংহার সাধনে প্রবৃত্ত হও ।
তুমি শক্রসৈন্যগণকে সংহার করিতে করিতে
জলধির যে স্থানে অশুরপুরত্রয় বিদ্যমান,
তথায় গমন কর । সেই রথবরস্থিত ভগ-
বান্ ভব পুনরায় ত্রিপুর ধ্বংস করিতে
আসিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া ত্রি দেখ,

অভিভবৎ ত্রিপুরং সদানবেশঃ
শরবর্ধৈর্মুগৈশ্চ বজ্রমিষ্টৈঃ ॥ ৩৪
অহমপি রথবর্যামাহিতঃ
অশুরবরবর্ষা ভবেয় পৃষ্ঠতঃ
অশুরবরবর্ষাশ্বদ্যুতানাং
প্রতিবিদধামি সূখায় তেহনঘ ॥ ৩৫
ইতি ভববচনপ্রচোদিতো
দশশতনয়নবপুঃ সমুদ্যতঃ ।
ত্রিপুরপুরজিঘাংসয়া হরিঃ
প্রবিকসিতাশুজলোচনো যযৌ ॥ ৩৬

ইতি ত্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে ত্রিপুরাক্রমণং নাম
সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

মঘবা তু নিহন্তুঃ তানশুরানমরেশ্বরঃ ।
লোকপালা যযুঃ সর্কৈ গণপালাশ্চ সর্কশঃ ॥ ১

—দিতিসুতগণ লবণাক্ষির উপরি অবস্থান
করিতেছে । হে অশুরবর ! আমিও শর, মুঘল
ও বজ্র নিক্ষেপে দানবেশগণ সহ ত্রিপুর-
দুর্গ জয় করিবার জন্য রথোপরি অবস্থিত
হইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করি-
তেছি । হে অনঘ ! অশুরেন্দ্রগণের বর্ষাধ
সমুদ্যত অশ্বদৌর্য সৈন্তগণের এবং তোমার
সুখ-সুবিধা আমিই বিধান করিব । এই
রূপে সহস্রাঙ্ক ইন্দ্র ভবের বাক্যে প্রেরিত
হইয়া ত্রিপুরপুরের ধ্বংস সাধনে সমুদ্যত
হইলেন । তাঁহার নয়নাশুজ প্রফুল্ল হইয়া
উঠিল । তিনি মহোৎসাহে যুদ্ধযাত্রা করি-
লেন । —৩৬ ।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—সুরাধিপতি ইন্দ্র এবং
অত্যান্ত লোকপাল ও গণপালগণ সেই সকল

ঈশ্বরামোদিতাঃ সৰ্বা উৎপেতুশাস্ত্রে তদা ।
 খগতান্ত বিরেজুস্তে পক্ষবন্ত ইবাচলাঃ ॥ ২
 প্রববুস্তং পুরং হস্তঃ শরীরমিব ব্যাধয়ঃ ।
 শম্মাভয়নির্ঘোষৈঃ পণবান্ পটহানপি ।
 নাদয়ন্তঃ পুরো দেবা দৃষ্টোজ্জিপুরবাসিতঃ ॥ ৩
 হরঃ প্রাপ্ত ইতীবোক্ষ । বলিনস্তে মহানুরাঃ ।
 আজঘুঃ পরমং ক্ৰোধমত্যয়েষিবি সাগরাঃ ॥ ৪
 সুরতুর্ধারবঃ ক্রহা দানবা ভীমদর্শনাঃ ।
 নিনেদুর্বাদয়ন্তস্ত নানাবাদ্যান্তনেকশঃ ॥ ৫
 ভূয়োদীরিতবীৰ্য্যাস্তে পরম্পরকুতাগসঃ ।
 পূৰ্বদেবাশ্চ দেবাশ্চ সূদয়ন্তঃ পরম্পরম্ ॥ ৬
 আক্রোশেহপি সমপ্রথ্যে তেষাং দেহনিকুন্তনম্
 প্রবুস্তং যুদ্ধমতুলং প্রহারকুতনিশ্বনম্ ॥ ৭

অসুরদিগকে সংহার করিবার জন্ত যাত্রা
 করিলেন । তাঁহারা মহেশ্বর ঋকর্জক প্রোৎ-
 সাহিত হইয়া সকলেই উৎপত্তিত হইলেন ।
 তৎকালে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল
 যে, সপক্ষ অচলকুল গগনমার্গে সুশো-
 ভিত হইল । ব্যাধিগণ যেমন শরীর-
 নাশে সমুদ্রত হয়, তখন সুরগণ
 তেমনি সেই জিপুর-সংহারার্থ ধাবিত
 হইলেন । অনন্তর জিপুরবাসিগণ দেখিল—
 দেবগণ শঙ্খধনের স্তায় গভীর নির্ঘোষে
 পণব ও পটহ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদিত
 করিয়া পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া-
 ছেন । তখন ‘হর আসিয়াছেন’ এই কথা
 কহিয়া সেই সকল বলবান্ মহানুরেরা
 প্রলয়স্কন্ধ সাগরের স্তায় অত্যন্ত স্কন্ধ
 হইয়া উঠিল । দারুণাকার দানবেরা সুর-
 গণের তুর্ঘ্যানাদ শুনিয়া বহু বিবিধ বাদ্য ধ্বনি
 করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল । দেব
 ও দানবগণ তখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি
 ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্বাপেক্ষা সমধিক উদ্দীপিত-
 বীৰ্য্যে পরস্পরের বধ বিধানে উদ্যত
 হইল । উভয় পক্ষেই সমান আক্রোশ—
 সমান রোষ দেখা গেল । প্রহার-জনিত
 শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের দেহসকল

নিম্পতন্ত ইবাদিত্যাঃ প্রজলন্ত ইবাগ্নয়ঃ ।
 খসন্ত ইব নাগেন্দ্রা ভ্রমন্ত ইব পক্ষিণঃ ।
 গিরীন্দ্রা ইব কম্পন্তো গর্জন্ত ইব তোয়নাঃ ॥ ৮
 ভূন্তন্ত ইব শার্দূদাঃ প্রবাস্ত ইব বারবঃ ।
 প্রবুদ্ধোর্মিতরদ্বোষাঃ সূত্যন্ত ইব সাগরাঃ ॥ ৯
 প্রমথাস্ত মহানুরা দানবাশ্চ মহাবলাঃ ।
 যুযুধনিচলা ভূহা বজ্রা ইব মহাচলৈঃ ॥ ১০
 কার্পুকানাং বিরুষ্টানাং বভুবুর্দারুণা রবাঃ ।
 কালানুগানাং মেঘানাং যথা বিস্রতি বায়ুনা ॥ ১১
 আহুস্ত যুদ্ধে মা ভৈষীঃ ক যাস্তসি যতো হসি ।
 প্রহরাত্ত স্থিতোহস্মাত্ত এহি দর্শয় শৌকবম্ ॥ ১২
 গৃহাণ চিহ্নি ভিক্ষীতি খাদ মারয় দারয় ।
 ইত্যন্তোন্তমমুচ্চাখ্য প্রমথুর্মমসাদনম্ ॥ ১৩
 খড়্গাপবর্জিতাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছিরাঃ পরস্বৰ্গৈঃ

ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ভূমল যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।
 তখন পতনোন্মুখ আদিত্যগণের স্তায়,
 প্রজলিত অগ্নিশিখার স্তায়, নিবসন্ত
 নাগেন্দ্রগণের স্তায়, ভ্রমণ-পর পক্ষিগণের
 স্তায়, কম্পমান গিরীন্দ্রগণের স্তায়, গর্জন-
 নীল মেঘবৃন্দের স্তায়, ভূন্তনকারী শার্দূল-
 সমূহের স্তায়, প্রবহমান প্রতলনগণের স্তায়
 এবং প্রবুদ্ধ তরঙ্গভঙ্গ-সকুল স্কন্ধ অঙ্গিগণের
 স্তায় মহাবল প্রমথগণ ও মহাবীৰ্য্য দানবগণ
 মহাচল-প্রবিষ্ট বজ্রের স্তায় অটলভাবে যুদ্ধ
 করিতে লাগিল । ১ — ১০ । কালানুগত মেঘ-
 বৃন্দের স্তায় সমাকৃষ্ট কার্পুকসমূহের দারুণ
 রব উদ্ভূত হইল । দেব ও দানবসৈন্তগণ
 তখন পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিল,—
 “ও হে, ভীত হইও না ; কোথায় যাইতেছ ?
 এখনই মরিবি ! এই আমি রহিয়াছি ; সাধ্য
 থাকে, সত্ত্বর আমায় প্রহার কর । সমুদ্রে
 আইস, পৌরুষ প্রকাশ কর, অস্ত্র গ্রহণ কর,
 ছেদন কর, ভেদন কর, খাও, মারো, বিদারণ
 করো ; ইত্যাদি নানা কথা উচ্চারণ করিয়া
 ক্রমে সকলেই যমভবনে গমন করিতে
 লাগিল । তাহাদিগের মধ্যে কেহ খড়্গাহত,

কেচিদ্দগরচূর্ণাশ্চ কেচিৎসাহিত্যাহতাঃ ॥ ১৪
 পট্টিশৈঃ সূদিতাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছূলবিদারিতাঃ
 দানবাঃ শরশূলাভাঃ সবনা ইব পৰ্বতাঃ ।
 নিপতন্ত্যৰ্ণবজলে ভীষনক্রতিমিঙ্গিলে ॥ ১৫
 ব্যাস্তিঃ সুনিবদ্ধাঙ্গৈঃ পতমানৈঃ সুরৈতরৈঃ ।
 সৰস্ববার্ণবে শক্ৰঃ সজ্জাঘূদনিশ্বনঃ ॥ ১৬
 তেন শব্দেন মকরা নক্রান্তিমি-তিমিঙ্গিলাঃ ।
 মত্তা লোহিতগন্ধেন কোভয়ন্তো মহাৰ্ণবম্ ॥ ১৭
 পরম্পরেণ কলহঃ কুৰ্ব্বাণা ভীষমুৰ্দ্ধঃ ।
 ভ্রমন্তে ভক্ষয়ন্ত্যশ্চ দানবানাঞ্চ লোহিতম্ ॥ ১৮
 সরধান্ সাযুধান্ সাধান্ সবস্ত্রাভরণাবৃতান্ ।
 জগৎপুস্তিমগ্নো দৈত্যান্ জাবয়ন্তো জলেচরান্
 যুধং যথাসুরাণাঞ্চ প্রমথানাং প্রবৰ্জতে ।
 অমরেহন্তসি চ তথা যুদ্ধং চকুৰ্জলেচরাঃ ॥ ২০

কেহ পরশুপ্রহারে ছিন্ন-ভিন্ন, কেহ মুদগরা-
 যাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ, কেহ বাহু দ্বারা আহত,
 কেহ পট্টিশপ্রহারে সূদিত এবং কেহ কেহ
 বা শূল দ্বারা বিদারিত হইল। দানবগণ
 শর-কুশুম্বে সমাচিত হইয়া বনাধিত পৰ্বত-
 গণের স্থায় প্রতিভাত হইল এবং ভীষণ নক্র
 ও ভিমিঙ্গিল-সঙ্কুল অৰ্ণবজলে নিপতিত
 হইতে লাগিল। বিগত-প্রাণ সূদৃঢ়াঙ্গ
 সুরারিগণ অৰ্ণবে পতিত হইতে লাগিলে,
 সজ্জা জলদনাদেয় স্থায় ভীষণ শব্দ সমুথিত
 হইতে লাগিল। সেই মহাশব্দে এবং
 শোণিতগন্ধে মত্ত হইয়া নকর, নক্র, তিমি
 ও ভিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তুগণ মহাৰ্ণবকে
 কোভিত করিয়া তুলিল। ভয়ঙ্করমুষ্টি
 জলজন্ত সকল পরস্পর কলহ করিয়া, দানব-
 গণের শোণিতরাশি ভক্ষণ করিতে করিতে
 মহাৰ্ণবে বিচরণ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে
 তিমিগণ অস্ত্রাস্ত্র জলজন্তুদিগকে বিভাড়িত
 করিয়া রথ, অশ্ব ও আয়ুধ সহ বসন-ভূষণ-
 যুক্ত দৈত্যগণকে গ্রাস করিতে লাগিল।
 আকাশে যেমন অশ্বর ও প্রমথগণের
 পরস্পর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, জলমধ্যেও
 তেমনি জলচরেরা ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

যথা ভ্রমন্তি প্রমথাঃ সদৈত্যা-
 স্তথা ভ্রমন্তে তিময়ঃ সনক্রাঃ ।
 যথৈব ছিন্দাস্তি পরস্পরস্ত
 তথৈব ক্রন্দস্তি বিভিন্নদেহাঃ ॥ ২১
 ত্রণাননৈরঙ্গরসং শ্রবন্তিঃ
 সুরাসুরৈর্নক্রতিমিঙ্গিলৈশ্চ ।
 কৃতো মুহূৰ্ত্তেন সমুদ্রদেশঃ
 সরস্কতোয়ঃ সমুদৌর্ণতোয়ঃ ॥ ২২
 পূৰ্ব্বঃ মহাস্তোদরপৰ্বতাভঃ
 দ্বারং মহাস্তঃ ত্রিপুরস্ত শক্রঃ ।
 নিপীড়্য তস্মৈ মহতা বলেন
 যুক্তোহমরাণাং মহতা বলেন ॥ ২৩
 তথোত্তরং সোহস্তরজো হরস্ত
 বালার্কজাঘুনদতুল্যবর্ণঃ ।
 স্কন্দঃ পুরদ্বারমথারুরোহ
 বুদ্ধোহস্তশৃঙ্গং প্রপতরিবার্কঃ ॥ ২৪
 যমশ্চ বিস্তাধিপতিশ্চ দেবো
 দণ্ডাধিতঃ পাশবরাযুধশ্চ ।

দৈত্য ও প্রমথগণ আকাশে যেমন যেমন
 ভ্রমণ করিতে লাগিল, নক্র ও তিমি প্রভৃতিও
 তেমনি জলমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল।
 দেব ও দানবগণ যেমন পরস্পর ভিন্নদেহ
 হইয়া পরস্পরকে ছেদন করিতে লাগিল ও
 ক্রন্দন করিতে লাগিল; জলজন্তুগণও পর-
 স্পর সেই সেইরূপ আচরণ করিতে লাগিল।
 সুরাসুরগণ এবং নক্র, তিমি ও ভিমিঙ্গিল-
 গণ স্ব স্ব ত্রণমুখ দ্বারা অজস্র অশ্বকৃ বর্ষণ
 করায় মুহূৰ্ত্তমধ্যে সমুদ্রদেশ রুধিরজলে পরি-
 পূর্ণ হইল এবং রক্তপতনে জলাধিক্য নিবন্ধন
 সমুদ্র যেন স্ফীত হইয়া উঠিল। ১১—২২। দেব-
 রাজ ইন্দ্র অসংখ্য সুর-সেনায় অধিত হইয়া
 মহামেঘ ও মহাগিরিনিভ ত্রিপুরপুরের অতি-
 বিষম পূৰ্ব্বদ্বার প্রবলবলে অবরোধ করিয়া
 অবস্থান করিলেন। বালার্ক ও জাঘুনদ-
 নিভ উজ্জলবর্ণ হরাস্ত্রজ স্কন্দ সৈন্যে ধাবিত
 হইয়া অস্তশৃঙ্গে পতনোন্মুখ দিবাকরের স্থায়
 ত্রিপুরের উত্তর পুরদ্বার অবরোধ করিলেন।

দেবারিণস্তস্ত পুরস্ত দ্বারঃ
 ভাত্যাস্ত তৎপশ্চিমতো নিকৃদম্ ॥ ২৫
 দক্ষারিক্রান্তপনামুতাতঃ
 স ভাস্বতা দেবরথেন দেবঃ ।
 তদক্ষিণদ্বারময়েঃ পুরস্ত
 রুদ্ধাবতস্থৌ ভগবাংস্রিনেত্রঃ ॥ ২৬
 তুঙ্গানি বেষ্মানি সগোপুরাণ
 স্বর্ণানি কৈলাসশশি প্রভাণি ।
 প্রহ্লাদরূপাঃ প্রমথাবরুদ্ধা
 জ্যোতীষি মেঘা ইব চান্দ্রাবর্ষাঃ ॥ ২৭
 উৎপাট্য চোৎপাট্য গৃহাণি তেষাং
 শৈলমালাসমবেদিকানি ।
 প্রক্ষিপ্য প্রক্ষিপ্য সমুদ্রমধ্যে
 কালানুদাতাঃ প্রমথা বিনেহুঃ ॥ ২৮
 রক্তানি চাশেষবনৈর্গুতানি
 শাশোকমণ্ডানি সেকোকিলানি ।
 গৃহাণি হে নাথ পিতঃ স্মৃতেতি
 ভ্রাতেতি কাস্তেতি প্রিয়েতি চাপি ।
 উৎপাট্যমানেষু গৃহেষু নার্ষ্যে
 অনার্যশব্দান্ বিবিধান্ প্রচক্রে ॥ ২৯

কলত্র-পুত্রকল্পপ্রাণনাশে
 ভস্মিন্ পুরে যুদ্ধমতি প্রবৃন্তে ।
 মহাসুরাঃ সাগরভূল্যবেগা
 গণেশ্বরঃ কোপবৃতাঃ প্রতীযুঃ ॥ ৩০
 পরশধৈন্তজ্ঞ শিলোপলৈশ্চ
 ত্রিশূলবজ্রোত্তমদম্পনৈশ্চ ।
 শরীরসদ্যক্ষপণং সুর্যোরঃ
 যুদ্ধং প্রবৃন্তঃ দৃঢ়বৈরবন্ধম্ ॥ ৩১
 অস্ত্রোত্তমুদ্ভিষ্ট বিমর্দিতাঞ্চ
 প্রধাবতাতৈঞ্চ বিনিহিতাঞ্চ ।
 শব্দো বভূবামরদানবানাং
 যুগান্তকালেষি ব সাগরাস্তঃ ॥ ৩২
 ত্রৈলোক্যজ্ঞঃ কতজং বনস্তঃ
 কোপোপরক্তা বহধা নদস্তঃ ।
 গণেশ্বরাস্তেহসুরপুঞ্জবান্চ
 যুধ্যন্তি শব্দঞ্চ মহৎ শ্রবন্তে ॥ ৩৩

দৈত্যগৃহ সকল উৎপাটিত করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ
 করিল। সেই সকল গৃহমধ্যস্থ দৈত্যবধুগণ
 তখন “হাপিতঃ! হা নাথ! হা স্মৃত! হা
 ভ্রাতঃ! হা কাস্ত! হা প্রিয়!” বলিয়া বিলাপ
 করিতে করিতে প্রমথগণের প্রতি বিবিধ
 অনার্য শব্দ প্রয়োগ করিতে লাগিল। সেই
 পুরে এইরূপে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহু
 কলত্র, পুত্র, ও অস্ত্রাস্ত্র বহু প্রাণী মৃত্যুমুখে
 পতিত হইতে লাগিল। তখন সাগরভূল্য-
 বেগী মহাসুরগণ এবং তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী গণেশ্বর-
 গণ ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন
 হইল। পরশ, শিলা, শৈল, ত্রিশূল, বজ্র,
 ও তীক্ষ্ণ কাম্পন প্রভৃতি নিক্ষেপ হইয়া সৈনিক-
 দিগের দেহগৃহ সকল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল। এই-
 রূপে সেই প্রবল বৈরাহ্যবদ্ধ ঘোরযুদ্ধ ক্রমশঃ-
 ঘোরতর হইয়া উঠিল। ২৩—৩১। তখন দেব
 ও দানবেরা পরস্পর পরস্পরকে ধরিয়া মর্দন
 করিতে লাগিলে এবং পরস্পর পরস্পরকে
 লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলে ও প্রহার করিতে
 লাগিলে যুগান্তকালীন জলধির স্রায় এক
 ঘোর শব্দ সমুখিত হইল। গণেশ্বরগণ ও

দেব এবং পাশাযুধ-হস্তে যম এবং কুবের
 উভয়ে প্রবল পরাক্রমে পশ্চিমপুরদ্বার অব-
 রোধ করিলেন। অনন্তর অমৃত সূর্য্যনিভ
 দক্ষধ্বংসী ভগবান্ ত্রিনেত্র রুদ্র উজ্জ্বল দেব-
 রথে আরোহণ করিয়া সেই শত্রুপুরীর
 দক্ষিণদ্বার অবরোধ করিয়া অবস্থান করি-
 লেন। এই সময় শিলাবর্ষা মেঘগণ যেমন
 জ্যোতির্ভগ্নল অবরোধ করে, তেমনি সেই
 দৈত্যপুরীর কৈলাস ও শশিপ্রভ অত্যন্ত
 গৃহ ও স্বর্ণময় গোপুরশ্রেণী প্রভৃষ্ট প্রমথগণ
 কর্তৃক অবরুদ্ধ হইল। তখন অসুরদিগের
 শৈলমালাসম বেদিকাময় গৃহসকল উৎ-
 পাটিত করিয়া প্রমথগণ সমুদ্রমধ্যে পুনঃপুনঃ
 নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্তে নিক্ষেপা-
 নস্তর সেই কালানুদ্যম প্রমথগণ সিংহনাদ
 করিতে লাগিল। তাহারা কোকিলালাপ-
 মুখরিত বিবিধ বনযুত রক্তাশোক-মণ্ডিত

মাগাঃ পুরে লোহিতবর্দমানীঃ
 স্বপেটকান্ধাটিকভিরচিহ্নাঃ
 রুতা মুহূর্তেন সূৰ্ধেন গন্তঃ
 ছিন্নোত্তমাঙ্গাভ্যু করাঃ করালাঃ ॥ ৩৪
 কোপাবৃত্তাকঃ স তু তারকাখ্যঃ
 সংখ্যে সঙ্কঃ সগিরিনিলানঃ ।
 তস্মিন্ কণে দ্বারবরঃ সিরকো
 রুদ্রঃ ভবেনাদুতবিক্রমেণ ॥ ৩৫
 স তত্র প্রাকারগতাংস্ তুতা-
 দ্ভাতন মহানভুতবীৰ্য্যসবঃ
 চচার চাপেস্ত্রিয়গর্ভদৃশুঃ
 পুরাধিনিজ্জম্য ররাস ঘোরম্ ॥ ৩৬
 ততঃ স দৈত্যোত্তমপর্কভাতো
 যথাক্রমা নাগ ইবাতিমন্তঃ ।
 নিবারিতো রুদ্ররথঃ জিহ্বাকু-
 ধধারবঃ সর্পতি চাতিবেলঃ ॥ ৩৭

অসুরপ্রধানগণ কতহান দ্বারা অজস্র কথির
 করণ করিতে লাগিল এবং আরক্তনেত্রে
 বহুবার সিংহনাদ করিতে লাগিল। এইরূপে
 তাহারা যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে
 এক ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। ত্রিপুর
 পুরের যে সকল প্রশস্ত পথ স্বর্ণময় ইষ্টক ও
 স্ফটিকমণির মিশ্রণে বিচিত্ররূপে নির্মিত ছিল,
 তাহারা এক্ষণে মুহূর্তমধ্যে লোহিত বর্দমে
 আবিল হইয়া গেল। কেহ কেহ উত্তমাক,
 অজি ও কর ছিন্ন হওয়ায় ভীষণাকারে সেই
 পথে অনায়াসে প্রয়াণ করিতে লাগিল।
 ক্রোধরক্তাক্ষ তারকাখ্য দৈত্য বৃক্ষ ও পর্কত
 লইয়া সমরক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল। এই সময়
 অদ্বুতবিক্রম হর কর্তৃক সেই দক্ষিণ পুরদ্বার
 অবরুদ্ধ হইল। তখন সেই অদ্বুতবীৰ্য্য ও
 অদ্বুতসম্মানী গর্ভিত তারকাসুর পুর-
 প্রাকারস্থিত তুতবর্গকে বিনাশ করিতে
 করিতে ধাবিত হইল এবং পুর মধ্য হইতে
 নিজ্জান্ত হইয়া ঘোররবে গর্জন করিয়া উঠিল।
 অনন্তর সেই পর্কতপ্রতিম দৈত্যবর অতি-
 প্রমত্ত রুদ্রের স্তাধ নিবারিত হইয়াও

শেষে সুধবা গিরিশচ দেব-
 চতুর্মুখো যঃ সত্রিলোচনশ্চ ।
 তে তারকাখ্যাভিগতা গভাজো
 কোভঃ যথা বায়ুবশাৎ সমুদ্রাঃ ॥ ৩৮
 শেষো গিরীশঃ সপিতামহেশ-
 শ্চোৎকৃভ্যমাণঃ স রথেষ্বরস্বঃ ।
 বিভেদ সঙ্কীষু বলাতিপন্নঃ
 কুঞ্জন্ নিনাদাংস্ কয়োতি ঘোরান্ ॥ ৩৯
 একস্ত ঋষেদতুরঙ্গমস্ত
 পৃষ্ঠে পদং স্তস্ত বৃষস্ত চৈকম্ ।
 তস্মৈ ভবঃ সোদ্যতবাণচাপঃ
 পুরস্ত তৎ সঙ্গমধীকমাণঃ ॥ ৪০

তদা ভবপদস্তাসাঙ্কয়স্ত বৃষতস্ত চ ।
 পেতুঃ স্তনাশ্চ দস্তাশ্চ পীড়িতাভ্যাং ত্রিশূলীনা
 ততঃ প্রভৃতি চাখানাং স্তনা দস্তা গবাঃ তথা ।
 গৃঢ়াঃ সমভবৎস্তেন চাদৃশ্চামুপাগতাঃ ॥ ৪২
 তারকাখ্য ভীমাশ্চা রোদ্ররক্তান্তরেক্ষণঃ ।

সবেগে রুদ্ররথ গ্রহণ করিবার জন্য বেলাতি-
 ক্রমী অর্ণবের স্তায় ধাবিত হইল। তখন
 ভগবান্ অনন্তদেব, ধনুর্দারী ত্রিলোচন গিরিশ
 এবং দেবদেব চতুর্মুখ ইহারা সময়ে তারকা-
 সুরের সম্মুখবর্তী হইয়া বায়ুবিচালিত সমুদ্রের
 স্তায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। শেষ, গিরিশ ও
 পিতামহ লোকেশ—ইহারা ক্ষুভভাবে অহ-
 রহ হইয়া সবলে শত্রুর অঙ্গসন্ধি ভেদ
 করিলেন এবং ঘোররবে গর্জন করিতে লাগি-
 লেন। ৩২—৩৯ তখন ভগবান্ ভব ঋষেদময়
 তুরঙ্গমের পৃষ্ঠে একপদ এবং স্ববাহন বৃষের
 পৃষ্ঠে অস্ত পদ বিস্তার করিয়া ত্রিপুরপুরাভি-
 মুখে দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্বক সশর শরাসন
 আকর্ষণ করিয়া অবস্থান করিলেন। অন-
 ন্তর ভব-পদতরে তুরঙ্গ ও বৃষ উভয়েই
 পীড়িত হইল। ত্রিশূলীর পদপীড়নে অশ্বের
 স্তন ও বৃষের দস্তসকল পীড়িয়া গেল।
 সেই হইতে অশ্বদিগের স্তন এবং গোঁগণের
 দস্ত গৃঢ়ভাবে রহিয়া প্রায় অদৃশ্য হইল।
 এদিকে ঘোরাকার রক্তনেত্র ভীমাশ্চ তার-

কুজান্তিকে অসংকুচে নন্দিনা কুলনন্দিনা ॥৪৩
পরবধেন তীক্ষ্ণেন স নন্দী দানবেশ্বরম্ ।
তক্ষণামাস বৈ তক্ষা চন্দনং গন্ধদো যথা ॥ ৪৪
পরবধহতঃ শূরঃ শৈলাদিং শরভো যথা ।
হুজাব খড়গং নিক্ষুপ্য তারকাণ্যো গণেশ্বরম্ ॥
যজ্ঞোপবীতমাদায় চিচ্ছেদ চ ননাদ চ ।
ততঃ সিংহরবো ঘোরঃ শব্দশব্দশ্চ ভৈরবঃ ।
গণেশ্বরেঃ কৃতস্তত্র তারকাণ্যে নিহ্নদিতৈ ॥৪৬
প্রমথারসিতং শব্দা বাদিত্ত্বনমেব চ ।
পার্শ্বতঃ সূমহাপার্শ্বং বিদ্যাম্মালিং ময়োহব্রবীৎ
বহুবদনবতাং কিমেব শব্দো
নদতাং শ্রুয়তে তিরসাগরাভঃ ।
বদ বচনং তড়িমালিন্ কিমেতদ্-
গণপালা যুগ্মধূমুর্গজেষ্টাঃ ॥ ৪৮
ইতি ময়বচনাক্ষুশাদ্বিতস্তঃ
তড়িমালী রবিবিবাংশমালী ।

রণশিরসি সমাগতঃ সুরাণাং
নিজগাদেদমরিন্দমোহতিহর্ষাৎ ॥ ৪১
যম-বরুণ-মহেশ্ব-কুজবীর্ঘ্য
স্তব যশসো নিধির্ধীর তারকাধ্যাঃ ।
সকলসমরশীর্ষপর্বতেষ্যে
যুজ্ঞা যন্তপতি হি তারকো গণেশ্বরেঃ ॥৫০
মুদিতমুপনিশম্য তারকাধ্যাঃ
রবিদৌগ্ধানলভীষণায়তাকম্ ।
হৃষিতসকলনেত্রলোমসহাঃ
প্রমথাস্তোয়মূঢ়ো যথা নদন্তি ॥ ৫১
ইতি সূহৃদো বচনং নিশম্য ততঃ
তড়িমালেঃ স মদন্ত বর্ণমালী ।
রণশিরস্তসিতাঙ্গনাচলাভো
জগদে বাক্যমিদং নবেন্দুমালিন্ ॥ ৫২
বিদ্যাম্মালিন্ ন নঃ কালঃ সাধিতুং হবহেলয়া ।
করোমি বিক্রমেণৈতৎ পুরং ব্যাসনবজ্জিতম্ ॥

কাথ্য অসুর কুলানন্দয়িতা নন্দী কর্তৃক কুজ
সমক্ষে অসংকুচ হইল। সূত্রধর যেমন
চন্দন শাতন করে, তেমনি নন্দী সেই
দানবেশ্বরকে তীক্ষ্ণ পরপুথারে শাতিত
করিলেন। পরপুথারে আহত হইয়া
বলবান্ তারকাসুর অসি নিক্ষেপিত করিয়া
শৈলসমুত্ত শরভের স্তায় নন্দীর অভিযুখে
ধাবিত হইল। তৎকালে নন্দী তাহাকে
আক্রমণ করিয়া যজ্ঞোপবীতবৎ ছেদন করি-
লেন এবং সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।
তারকাসুর নিহত হইলে, সমস্ত গণেশ্বরগণ
ভীষণ সিংহনাদ ও ভয়ঙ্কর শব্দধ্বনি করিয়া
উঠিল। তখন ময়দানব প্রমথগণের সেই
নিনাদ ও বাদিত্ত্বধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্বীয়
পার্শ্বস্থ বিদ্যাম্মালীকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে
বিদ্যাম্মালিন্! বহু বজ্র হইতে উচ্চারিত
সাগর-নির্বোধের স্তায় কি এ শব্দ শুনা
যাইতেছে? এইরূপ আকস্মিক সিংহনাদের
কারণ কি? গণপতিগণ যুদ্ধ করিতেছে,
এবং গজেশ্বরগণ পলায়ন করিতেছে, ইহারই
বা কারণ কি? বল। ময় দানব এই কথা

কহিলে, অংশুমালী রবির স্তায় বিদ্যাম্মালী
তদীয় বচনাক্ষুশে আহত হইয়া তাহাকে
বলিল,—হে বীর! যিনি যম, বরুণ, মহেশ্ব
ও কুজের স্তায় বীর্ঘ্যশালী ছিলেন, সূর্যসমস্ত
সংগ্রামের অগ্রে যিনি অচলেশ্বরের স্তায় বিরাজ
করিতেন, যুদ্ধে যিনি বিপক্ষ-পক্ষ সম্ভাপিত
করিতেন, ভবদীয় যশোনিধি সেই অরিন্দম
তারকাসুর অতিহর্ষে সুরগণের সম্মুখে রণ-
ক্ষেত্রে বহু যুদ্ধ করিয়া অবশেষে গণেশ্বরগণের
হস্তে নিহত হইয়াছেন। রবি ও অনলবৎ
ভীষণ ও আয়তনেত্র তারকাসুর নিহত হই-
য়াছে শ্রবণ করিয়া প্রমথগণের নেত্র, রোম ও
প্রাণ পুলকিত হইয়াছে। তাহারাই সজল
জলদজালের স্তায় গভীর গর্জন করিতেছে।
৪০—৫১। আত্মীয়বর তড়িমালীর মুখে
অসিত অঙ্কনা-চলনিত ময়দানব এই তথ্য-
বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে এই কথা কহিল
যে, হে বিদ্যাম্মালিন্! আমাদের এখন অব-
হেলায় কালান্তিপাত করা উচিত নহে। আমি
বিক্রম প্রকাশ করিয়া এই পুর নিরাপদ্

বিদ্যাম্বালী ততঃ ক্রুদ্ধো ময়শ্চ ত্রিপুরেশ্বরঃ ।
 গগান্ ভ্রমন্ত জ্যোতিঃ সহিতান্তৈর্বহানুরৈঃ ॥
 যেন যেন ততো বিদ্যাম্বালী যাতি ময়শ্চ সঃ ।
 তেন তেন পুরং শূন্যং প্রমথৈঃ প্রহৃতৈঃ কৃতম্
 অথ যম-বরুণ-মৃদঙ্গপ্রাচৈঃ
 পণব-ভিগুম-জ্যাম্বনপ্রাচৈঃ ।
 সক্রতলপুটৈশ্চ সিংহনাদৈ-
 র্ভবমতিপূজ্য সুরা বতন্তুঃ ॥ ৫৬
 সম্পূজ্যমানো দিতিজৈর্বহানুভিঃ
 সহস্ররশ্মিপ্রতিমোজ্জসৈর্বিভুঃ ।
 অভিষ্টতঃ সত্যরতৈস্তপোধনৈ-
 র্বধাস্তশৃঙ্গাভিগতো দিবাকরঃ ॥ ৫৭
 ইতি জীমাংশ্চে মহাপুরাণে ত্রিপুরদাহে
 তারকাখ্যবধো নামাষ্ট্রিংশদধিকশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৮ ॥

একোনচ ঠারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

তারকাখ্যে হতে যুদ্ধে উৎসার্য প্রমথান্ ময়ঃ ।
 উবাচ দানবান্ ভূয়ো ভূয়ঃ স'তু তয়াবুতান্ ॥ ১
 ভোহনুরেন্দ্রাধুনা সর্পে নিবোধধ্বং প্রভাবিতম্
 যৎ কর্তব্যং ময়া চৈব যুগ্মাভিশ্চ মহাবলৈঃ ॥ ২
 পুষ্যাং সমেষাতে কালে চন্দ্রশ্চন্দ্রনিভাননাঃ ।
 যদৈকং ত্রিপুরং সর্পং কণমেকং ভবিষ্যতি ॥ ৩
 কুরুধ্বং নির্ভয়াঃ কালে কোকিলাশংসিতেন চ ।
 স কালঃ পুষ্যযোগস্ত পুরস্ত চ ময়া কৃতঃ ॥ ৪
 কালে তস্মিন্ পুরে যন্ত সস্তাবয়তি সংহতিম্ ।
 স এনং কারয়েচ্চূর্ণং বলিনৈকেযুগা সুরঃ ॥ ৫
 যোধাং প্রাণো বলং যচ্চ যা চ যো বৈরিতানুরাঃ
 তৎ কৃত্বা হৃদয়ে চৈব পালয়ধ্বমিদং পুরম্ ॥ ৬
 মহেশ্বররথং হে কং সর্পিপ্রাণেন ভীষণম্ ।

করিব। তখন ত্রিপুরাধিপতি ময় ও বিদ্যাম্বালী ক্রুদ্ধ হইয়া প্রমথগণকে নিহত করিতে লাগিল। অন্তান্ত মহানুরেরা তাহাদের সহিত যোগ দান করিল। অনন্তর বিদ্যাম্বালী এবং ময় যে যে পথে যাইতে লাগিল, সেই সেই পথে প্রমথগণ প্রহৃত হইয়া তদ্রূপ পুর প্রদেশ শূন্য করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর যম, বরুণপ্রমুখ সুরগণ মৃদঙ্গ, পণব, ভিগুম, জ্যাম্বন, ক্রতলধ্বনি ও সিংহনাদে দেবদেব ভবকে পূজা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন অদিতিনন্দন মহাত্মা সহস্ররশ্মিবৎ অপ্রতিমভেজা দেবগণ বিভু মহাদেবকে পূজা করিতে লাগিলেন এবং অন্তাচলশৃঙ্গস্থ দিবাকরের স্তায় সত্যনিষ্ঠ তপোধনগণ তাঁহাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫২—৫৭।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৮

উনচঠারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—তারকাখ্য দানব যুদ্ধে নিহত হইলে পর ময় দানব প্রমথগণকে উৎসারিত করিয়া ভয়াকুল দৈত্যদলকে বলিতে লাগিল,—ওহে অনুরেন্দ্রগণ! আমার কথা শুন। এক্ষণে তোমাদিগের ও আমার যাহা কর্তব্য তাহাই বলিতেছি। হে চন্দ্রানন দানবগণ! যে সময়ে চন্দ্র-সূর্য্যের পুষ্যা নক্ষত্রে যোগ হইবে, তখন এক কণের অন্ত এই ত্রিপুরও একত্র মিলিত হইবে। আমিও এইরূপ কালেরই বর লইয়াছিলাম। অতএব তোমরা নির্ভয়ে কোকিলবৎ মধুরালাপে কালাতিপাত কর। সেই সময়ে যদি কোনও দেবতা যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া রণস্থলে একটী মাত্র বেগবান্ বাণ ছাড়া এই পুরজয় চূর্ণ করিতে পারে, তবেই ইহার বিনাশ ঘটিবে, অন্যথা এই ত্রিপুরের বিনাশ নাই। তোমরা রণনৈপুণ্য, বল, বীৰ্য্য, বৈরিতা ইত্যাদি মনে রাখিয়া সেই পুষ্যযোগ যাবৎ এই ত্রিপুর পালন কর। কেবলমাত্র মহেশ্বরের

বিমুখীকূৰ্শতাভ্যর্থঃ যথা নোৎসৃজতে শরম্ ॥ ১
তত এবং কৃতেহস্মাভিঙ্গিপুৰস্তাপি রক্ষণে ।
প্রতীক্ষিয্যন্তি বিবশাঃ পুষ্যযোগঃ দিবৌকসঃ
নিশম্য তন্নয়ন্তেবং দানবাস্ত্রিপুৰালয়াঃ ।
মুহুঃ সিংহকৃতং কৃত্বা ময়মূচুৰ্বমোপমাঃ ॥ ২
প্রযত্নেন বয়ং সৰ্বৈ কুৰ্ম্মন্তব প্রভাবিতম্ ।
তথা কুৰ্ম্মো যথা কৃত্বো ন মোক্ষাতি পুরে শরম্
অন্ত যান্তাম সংগ্রামে তদ্রুদ্রস্ত জিহ্বাসবঃ ।
কথয়ন্তি দিতেঃ পুত্রা হৃষ্টা ভিন্নতনুরুহাঃ ॥ ১১
কল্পং স্বাস্তি বা স্বস্থং ত্রিপুরং শাশ্বতং ক্রবম্ ।
অদানবং বা ভবিতা নারায়ণপদজয়ম্ ॥ ১২
বয়ং ন ধৰ্ম্মং হান্তামো যস্মিন প্রোক্ষতি নো
ভবান্ ।
অদৈবতমদৈত্যং বা লোকং দ্রক্ষ্যন্তি মানবাঃ
ইতি সম্বজ্র্য হৃষ্টান্তে পুরাস্ত্রিবিধারয়ঃ ।

রথখানি যদি প্রাপপণে কোনমতে বিমুখ
করিতে পার, তবেই সম্পূর্ণ নির্ভয় হওয়া
যায়। শিব যাহাতে শর ত্যাগ করিতে না
পারেন, তাহাই আমাদিগের করিতে হইবে।
অতএব চন্দ্র-সূর্য্যের পুষ্যযোগ যাবৎ আমরা
এই পুরজয় পালন করিয়া সূখে কালাতিক্রম
করি। ময়ের এই কথা শুনিয়া ত্রিপুরবাসী
যমোপম দানবগণ মুহুৰ্মুহুঃ সিংহনাদপূৰ্ব্বক ময়
দানবকে বলিতে লাগিল, হে দানবরাজ!
আমরা প্রযত্ন সহকারে আপনার বাক্য পালন
করিব। রুদ্র যাহাতে এই পুরে শর ত্যাগ
করিতে না পারেন, আমরা তাহাই করিব।
১—১০। অতএব অদ্যই রুদ্রের নিধনার্থ
সংগ্রামে গমন করা কর্তব্য। দৈত্যগণ
রোমাঞ্চিত-দেহে হৃষ্টচিত্তে এইরূপ বলিতে
লাগিল যে, হয় এই ত্রিপুর কল্পকাল যাবৎ
অবিকৃত থাকিবে,—চিরস্থায়ী হইবে, অথবা
নারায়ণের ত্রিপাদভূমি—স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল
দানবশূন্ত হইবে। আপনি যাহার জন্ত
বলিতেছেন, আমরা সেই ধৰ্ম্মকে পরিত্যাগ
করিব না। মানবগণ এই জিভুবন অদৈব
কিংবা অদানব দেখিতে পাইবে। সেই

প্রদোবে মুদিতা কৃত্বা চেকুৰ্ম্মগুণচারতাম্ ॥ ১৪
মুহুৰ্ভূতোদগো ভ্রান্ত উদয়াগ্রঃ মহামণিঃ ।
তমাংসুৎপাৰ্ধ্য ভগবাংশলো জুহতি সৌহবরম্
কুমুদালঙ্কৃতে হংসো যথা সরসি বিস্কৃতে ।
সিংহো যথা চোপবিষ্টো বৈদূর্য্যশিখরে মহান্ ॥
বিকৌৰ্ধ্যা চ বিস্তীর্ণে হারশ্চোরসি সংহিতঃ ।
তথাবগাঢ়ে নভসি চল্লোহজ্রিনয়নোদ্ধবঃ ।
ভাজতে ভাজয়ন্তৌকান্ স্বজন জ্যোৎস্নারসং
বলাৎ ॥ ১৭
শীতাংশাবুদিতে চল্ল জ্যোৎস্নাপূর্ণে পুরেহসুরাঃ
প্রদোবে ললিতং চক্রগৃহমাশ্রয়নমেব চ ॥ ১৮
রথ্যানু রাজমার্গেষু প্রাসাদেষু গৃহেষু চ ।
দীপাচ্চম্পকপুষ্পাতা নাল্লগ্নেহপ্রদীপিতাঃ ॥ ১৯
তদা মঠেষু তে দীপাঃ স্নেহপূর্ণাঃ প্রদীপিতাঃ ।
গৃহাণি বসুমন্ত্যেবাঃ সৰ্ব্বরত্নময়ানি চ ।

দেবারিগণ এই রূপ মজ্ঞপান্তে হৃষ্টচিত্তে স্ব
স্ব পুরে প্রবেশ করিল। পরদিন প্রদোষ-
কালে সকলেই মুদিতচিত্তে কাম-ক্রীড়ায়
নিরত হইল। তখন গগনতলে ভ্রমণশীল
মহামণির স্তায় ভগবান্ চল্ল তমোরাশি
উৎসারণপূৰ্ব্বক উদিত হইলেন। কুমুদা-
লঙ্কৃত বিশাল সরোবর-মধ্যস্থ হংস,
বৈদূর্য্য শিখরোপবিষ্ট মহান্ সিংহ, এবং
বিকুর বিপুল বক্ষস্থলগত হারের স্তায় নীল
নভোমণ্ডলে উদীয়মান অজ্রিনয়নোৎপন্ন
চল্ল প্রবল বেগে জ্যোৎস্নারস বিসর্জন
দ্বারা লোকসকলের কান্তি-পুষ্টি বিধান
করিয়া সমধিক দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।
সেই প্রদোষকালে শীতাংশ উদিত হওয়ার
সৰ্ব্বদক্ জ্যোৎস্নাপূর্ণ হইল। অসুরগণ
তদর্শনে নিজ নিজ গৃহের ও দেহের
মণ্ডন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। রথ্যা, রাজপথ,
প্রাসাদ, গৃহ—সৰ্ব্বত্রই প্রচুর স্নেহপূর্ণ চম্পক
পুষ্পবৎ দীপসমূহ প্রকাশ পাইল। কিন্তু
মঠমধ্যেই প্রদীপসমূহ সমধিক দীপ্তি
পাইতে লাগিল। দানবগণের বাসগৃহসমূহ

জলতোহদীপয়ন্ দীপাংশ্চন্দ্রোদয়মিব গ্রহাঃ ॥২০॥

চন্দ্রাঃ শুভির্ভাসমানমস্তদীপৈঃ সুদীপিতম্ ।

উপজবৈঃ কুলমিব পীয়তে ত্রিপুরে তমঃ ॥ ২১

ভস্মিন্ পুরে বৈ তরুণপ্রদোষে

চন্দ্রাট্টহাসে তরুণপ্রদোষে ।

রত্নার্থিনো বৈ দম্বজা গৃহেষ্

সহাদনাতিঃ সুচিরং বিরেয়ঃ ॥ ২২

বিনোদিতা যে তু বৃষধ্বজস্ত

পঞ্চেষবস্তে মকরধ্বজেন ।

তজ্জাম্বরেণানুরপুঙ্গবেষু

স্বাক্ষাঙ্গনাঃ শ্বেদয়ুতা বভূবুঃ ॥ ২৩

কুলপ্রলাপেষু চ দানবীনাঃ

বীণাপ্রলাপেষু চ মূর্চ্ছিতাঃ ॥

মন্তপ্রলাপেষু চ কোকিলানাঃ

সচাপবাণো মদনো মমস্থ ॥ ২৪

তমাংসি নৈশানি দ্রুতং নিহত্য

জ্যোৎস্নাবিতানেন জগদ্বিততা ।

থে রোহিণীঃ তাক প্রিয়াঃ সমেতা

চন্দ্রঃ প্রভাতিঃ কুরুতেহধিরাজাম্ ॥ ২৫

স্থিতৈব কাস্তস্ত * তু পাদমূলে

কাচিৎস্বরহী স্বকপোলমূলে ।

বিশেষকং চাক্রতরং করোতি

ভেনাননং স্বং সমলভরোতি ॥ ২৬

দৃষ্টাননং মণ্ডলদর্পণং

মহাপ্রভা মে মুখজৈতি জপ্তা ।

স্মৃতা বরাঙ্গী রমণেরিতানি

তৈনৈব ভাবেন রতীমবাপ ॥ ২৭

রোমাঞ্চিতৈর্গাভবটৈর্যুবভ্যো

রতানুরাগাজমণেন চান্ধাঃ ।

স্বয়ং দ্রুতং যাস্তি মদাতিভূতাঃ

ক্ষপা যথা চার্কদিনাবসানে ॥ ২৮

পেপীয়তে চাতিরসানুবিকা

বিমার্গিত্ত্য চ প্রিয়ং প্রসন্ন।

কাচিৎ প্রিয়স্মৃতিচিরাৎ প্রসন্ন।

আসৌৎ প্রলাপেষু চ সম্প্রসন্ন। ॥ ২৯

ধনরত্নপূর্ণ বলিয়া চন্দ্রোদয়ে অপরাপর গ্রহের
স্তায় নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল । ১১—২০ । উপরে
চন্দ্রকিরণে সমাক্রান্ত, এবং অভ্যন্তরে প্রদীপ
দ্বারা সুদীপিত হইয়া ত্রিপুরের তমোরাশি
উপজব দ্বারা সংকুলের স্তায় ক্ষীণ হইয়া
পড়িল । চন্দ্রের অট্টহাস্তে সমুদ্ভাসিত সেই
ত্রিপুরে তরুণ জনগণের প্রবল দোবোৎপাদক
সেই তরুণ প্রদোষকালে দম্বজগণ, রতি-
কামনায় অঙ্গনাগণসহ বিহারে প্রবৃত্ত হইল ।
মকরকেতু পূর্বে শিবের প্রতি যে পাঁচটি বাণ
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই বাণ পাঁচটিও
তখন অসুর পুঙ্গবগণের কামক্রোড়া
দর্শনে জ্বাসবৃত্ত হইল । অসুরদিগের
স্বীয় অঙ্গ ও অঙ্গনা উভয়ই জ্বল ও ক্রান্ত
হইয়া পড়িল । তখন দানবীগণের কল-
প্রলাপে, বীণার মূর্চ্ছনাপ্রলাপে, এবং
কোকিলকুলের মন্ত প্রলাপে সধ্বক্ষাণ মদনই
যেন মগ্নিত হইয়া পড়িল । চন্দ্র নৈশ তমো-
রাশি অনাগ্রাসে বিনাশ করিয়া, জ্যোৎস্নারূপ

বিতান দ্বারা জগৎ আচ্ছাদন করিয়া এবং
আকাশস্থ প্রিয়া রোহিণীর সহিত সঙ্গত
হইয়া কিরণবিস্তার সহকারে রাজত্ব
করিতে লাগিলেন । কোন রমণী কাস্তের
পাদমূলে অবস্থানপূর্বক স্বীয় কপোলে
চাক্রতর বিশেষক চিত্রিত করিয়া বদন-
মণ্ডলের শোভা সঙ্গর্জন করিতে লাগিল ।
কোন নারী দর্পণে নিজ বদন দর্শনান্তে
“আমার মুখের কি মনোহর শোভা !” এই
বলিয়া পতির উত্তর বাক্য আলোচনাপূর্বক
জীতি প্রাপ্ত হইল । কতকগুলি মদাতিভূতা
যুবতী, যুবজন সহ রতিলালসায়, রোমাঞ্চিত
কায়ে, দিবাবসানে রজনীর স্তায় দ্রুত গমন
করিতে লাগিল । যে প্রিয়া—প্রিয়ের প্রতি
প্রসন্ন, সে তখন প্রিয়জনকে অম্লসন্ধান
করিয়া পান করাইতে লাগিল, আর কোন
নারী অনেক কাল পরে প্রসন্ন হইয়া

কামস্মৃতি পাঠান্তরম্

গোশীর্ষযুক্তৈহরিচন্দনৈশ্চ
পঙ্কাজিতাঃ কীরধরাঃ সুরীণাম্ ।
মনোজরুপা কচিরা বভূবুঃ
পূর্ণায়ুতশ্চৈব সুবর্ণকুন্ডাঃ ॥ ৩০
কতাধরোষ্ঠা দ্রুতদোষরক্তা
ললন্তি দৈত্যা দদিতাসু রক্তাঃ ।
তজ্জীপ্রলাপান্ত্রিগুণেষু রক্তাঃ
স্ত্রীণাং প্রলাপেষু পুনর্বিরক্তাঃ ॥ ৩১
কচিৎ প্রবৃত্তং মধুরাভিগানং
কামস্ত বাণৈঃ সুরূতং নিধানম্ ।
আপানভূমীষু সুখপ্রমেয়ং
গেয়ং প্রবৃত্তস্তথ সাধয়ন্তি ॥ ৩২
গেয়ং প্রবৃত্তস্তথ শোধয়ন্তি
কেচিৎ প্রিয়াং তজ্জ চ সাধয়ন্তি ।
কেচিৎ প্রিয়াং সম্প্রতিবোধয়ন্তি
সমুদ্য সমুদ্য চ রাময়ন্তি ॥ ৩৩
চূতপ্রস্থনপ্রভবঃ সুগন্ধঃ
স্বর্ঘ্যে গতে বৈ ত্রিপুরে বভূব ।

সমস্মরো নুপুরমেখলানাং
শব্দশ্চ সম্বাধতি কোকিলানাম্ ॥ ৩৪
প্রিয়াবগুতা দদিতোপগুতা
কাচিৎ প্ররুড়াঙ্গরূহাপি নারী ।
সুচাক্রবাস্পাকুরপল্লবানাং
নবানুসিক্তা ইব ভূমিরাসীৎ ॥ ৩৫
শশাকপাদৈরুপশোভিতেষু
প্রাসাদবর্ষেষু বরাঙ্গনানাম্ ।
পানেন থিন্না দদিতাতিবেলং
কপোলমাত্রাসি চ কিং মমৈদম্ ।
আরোহ মে শ্রোণিমিমাং বিশালাং
পীনোরতাং কাঞ্চনমেখলাঢ্যাম্ ॥ ৩৬
রথ্যাসু চন্দ্রোদয়ভাসিতাসু
সুরেন্দ্রমার্গেষু চ বিস্তৃতেষু ।
দৈত্যাক্রনা যুথগতা বিভাস্তি
তারা যথা চন্দ্রমসৌ দিবান্তে ॥ ৩৭
অটোটিহাসেষু চ চামরেষু
প্রেক্ষ্যাসু চান্তা মদলোলভাবাৎ ।
সন্দোলয়ন্তে কলসম্প্রহাসাঃ
প্রোবাচ কাঞ্চীগুণস্বস্ননাদা ॥ ৩৮

প্রিয়বাক্য দ্বারা প্রিয়ের তৃপ্তি বিধান
করিতে লাগিল। অনুর-নারীগণের
পয়োধর সমূহ রক্তচন্দনযুক্ত হরিচন্দনপঙ্কে
অঙ্কিত হইয়া অমৃতপূর্ণ সুবর্ণকুন্ডের
স্তায় মনোজ্ঞ ভাব লাভ করিল। ২১—৩০।
ত্রিপুরপুর তখন তজ্জীপ্রলাপে নিতান্ত অল্প-
রক্ত হইল; কামদোষারক্ত দৈত্যগণ
দদিতাজনে অল্পরক্ত হইয়া কতাধরোষ্ঠে
অভীষ লোলচিত্ত হইল, তাহারা তখন
রমণীগণের প্রলাপ বচনে বিরক্ত হইয়া
উঠিল। কোন স্থানে মধুর গান প্রবৃত্ত
হইল; কামের বাণগণও সেখানে
উত্তমরূপে নিহিত হইল। আপান ভূমিতে
বিলাস-সুখদায়ক তৎকালযোগ্য গানারম্ভ
হইল। দানবগণ স্থানে স্থানে কত সাধ্য-
সাধনা, কামাপ্রার্থনা ও প্রবোধদানাদি দ্বারা
প্রিয়াদিগকে বশীভূত করিয়া সুরত সাধনে
উদ্যত হইল। স্বর্ঘ্যাপগমে ত্রিপুরমধ্যে চূত

কুসুম-সুগন্ধ পরিব্যাপ্ত হইল! কোকিল-
কাকলীসমাকুল, সমস্মর নুপুর-মেখলাধ্বনিও
শব্দগোচর হইতে লাগিল। প্রিয়পতি কর্তৃক
সমালঙ্কিতা কোনও রমণী রোমাক্ষিতশরীরে
নবানুসিক্তা সুচাক্র শস্পাকুরভূমির স্তায়
শোভা প্রাপ্ত হইল। ২১—৩৫। বরাঙ্গনা-
গণের শশাককিরণোপশোভিত প্রাসাদসমূহে
দদিতারা পান প্রস্তু থিন্ন হইয়া প্রিয়জনকে
বলিল,—কপোল আভ্রাণ করিতেছ কেন?
আমার এই কাঞ্চনমেখলামণ্ডিত, পীনোরত,
বিশাল শ্রোণীতে আরোহণ কর! চন্দ্র-
সমুদ্ভাসিত রথ্যায় ও বিস্তৃত রাজপথে
দলবদ্ধ দৈত্যাক্রনাগণ তারাসম শোভা
পাইতে লাগিল। অটোটিহাস ও চামরান্দো-
লনাদি বিলাসব্যাপারে মদলোল ভাবহেতু
রমণীরা কল-হাস্ত সহকারে কাঞ্চীগুণসম স্নান
স্বরে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে লাগিল।

অগ্নানমালাবিতসুন্দরীণাঃ
 পর্যায় এবোহন্তি চ হরিতানাং ।
 ঋষন্তি বাচঃ কলধৌতকলা
 বাপীষু চান্তে কলহংসশব্দাঃ ॥ ৩৯
 কাঞ্চীকলাপশ্চ সহস্ররাগাঃ
 প্রেতানু তজাগরুতাশ্চ ভাবাঃ ।
 ছিন্দন্তি তাসামনুস্মরাজনানাং
 প্রিয়ালয়ান্নথমার্গণানাম্ ॥ ৪০
 চিত্রাঙ্গরশ্চোদ্ধৃতকেশপাশঃ
 সন্দোল্যমানঃ শুভভেদনুস্মরীণাম্ ।
 সূচাকবেশান্তরগৈরুপেত-
 স্তারাগণৈর্জ্যোতিরিবাস চন্দ্রঃ ॥ ৪১
 সন্দোলনাহুচ্ছসিতৈশ্চিরনৃত্তৈঃ
 কাঞ্চীভ্রষ্টৈর্মণিভির্বিক্রকীর্ণৈঃ ।
 দোলাভূমিস্তেবিচিত্রা বিভাতি
 চন্দ্রস্ত পার্শ্বোপগতৈর্বিচিত্রা ॥ ৪২
 সচন্দ্রিকে সোপবনে প্রদোষে
 রুতেষু বৃন্দেষু চ কোকিলানাম্ ।
 শরব্যঃ প্রাপ্য পুরেহনুস্মরাণাং
 প্রকীর্ণবাণো মদনশ্চারণ ॥ ৪৩
 ইতি তত্র পুরেহমরদ্বিবাণাং
 সপদি হি পশ্চিমকৌমুদী তদাসীৎ ।

অগ্নানমালাবিত হরবিত দৈত্যসুন্দরীগণের
 বচনাবলী কলধৌতময় বাপীষু কলহংসরবের
 সহিত মিলিতভাবে ঋত হইতে লাগিল ।
 অনুস্মরীগণের বিচিত্রাঙ্গরোপরি সম্বন্ধ সূচাক-
 বেশান্তরণোপেত কবরীভার, তারাগণ-
 মধ্যগত চন্দ্রের স্তায় শোভা পাইতে লাগিল ।
 আন্দোলনকালীন উচ্ছ্বাসবশে কাঞ্চীদাম
 ছিন্ন হওয়ায় মণিগণ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া
 পড়িল ; তাহাতে দোলাভূমি, তারাগণ পরি-
 বেষ্টিত চন্দ্রোদ্ভাসিত গগনমণ্ডলের স্তায়
 প্রভীয়মান হইতে লাগিল । মদন দেব সেই
 ত্রিপুর-রণস্থলে, প্রদোষ, চন্দ্রিকা, উপবন ও
 কোকিলকাকলী, প্রভৃতির সহিত মিলিত
 হইয়া নিজ বিক্রম প্রকাশপূর্বক ক্রমে বাণশূন্য
 হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন । অমরবৈরি-

রুণশিরসি পরাভবিষ্যতাং বৈ
 ভবতুরগৈঃ কৃতসঙ্কয়া অরীণাম্ ॥ ৪৪
 চন্দ্রোহথ কুন্দকুসুমাকরহারবর্ণে
 জ্যোৎস্নাবিতানরহিতোহব্ৰসমানবর্ণঃ
 বিচ্ছায়তাং হি সমুপেত্য ন ভাতি তদ-
 ভাগ্যক্ষয়ে ধনপতিশ্চ নরো বিবর্ণঃ ॥ ৪৫
 চন্দ্রপ্রভামরুণসারধিনাতিভূষ
 সন্তপ্তকাঞ্চনরথাক্রসমানবিষঃ ।
 স্থিহ্বোদয়াগ্রমুকুটে বহুরেব সূর্য্যো
 ভাত্যহরে তিমিরতোয়বহাঃ তরিয়ান্ ॥ ৪৬
 ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে ত্রিপুরকৌমুদী
 নামৈকোনচত্বারিংশদধিকশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৯ ॥

গণের ভাবিকালে পরাভব হইবে বলিয়াই
 কৌমুদী ক্রমে ক্রমে রবিতুরগ-ধুরাঘাতে কীর্ণ
 হইয়া পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিলেন । চন্দ্র,
 —কুন্দকুসুমস্তবক-প্রভ, তার পর যুক্তাহার
 তুল্য, অতঃপর জ্যোৎস্নাবিতানহীন, পরে
 অব্রসমানবর্ণ, শেষে কাস্তিহীন ও প্রকাশশূন্য
 হইয়া পড়িল ; ভাগ্য ক্ষয় হইলে ধনপতি
 মানবও বিবর্ণ ভাব প্রাপ্ত হয় । অনন্তর রবি-
 সারধি অরুণ, নিজ প্রতাপে চন্দ্রপ্রভাকে পরা-
 জিত করিল ; তপ্তকাঞ্চন-চক্রসম সূর্য্যদেব,
 উদয়াগ্র-মুকুটে অবস্থানপূর্বক অতিশয় দীপ্ত
 পাইতে লাগিলেন । বোধ হইল যেন, তিনি
 সেই তিমির-জলবাহিনীকে অতিক্রম করিতে
 উদ্যত হইয়াছেন । ৩৬—৪৬ ।

উনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়
 সমাপ্ত ॥ ১৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

উদিতো তু সহস্রাংশো মেরৌ ভাসাকরে রবৌ
নন্দদেববলং কুংসং যুগান্ত ইব সাগরাঃ ॥ ১
সহস্রনয়নো দেবস্ততঃ শক্রঃ পুরন্দরঃ ।
সবিস্তরঃ সবরুণপ্রিয়রং প্রযয়ৌ হরঃ ॥ ২
তে নানাবিধরূপাশ্চ প্রমথ্যতিপ্রমাধিনঃ ।
যয়ুঃ সিংহরতৈবৈর্ঘোঁটৈর্কাদিজনিন্দৈরপি ॥ ৩
ততো বাদিতবাদিত্রৈশ্চাতপত্রৈর্জহাজ্রমৈঃ ।
বভূব তত্শলং দিব্যং বনং প্রচলিতং যথা ॥ ৪
তদাপত্যন্তং সম্ভ্রেক্য রৌজং রুদ্রবলং মহৎ ।
সজ্জকোভো দানবেজ্রাণাং সমুজ্জপ্রতিমো বভৌ
তে চাসীন পট্টিশান্ শক্তৌ শূল-দণ্ড-পরশধান্
শরাসনানি বজ্রাণি গুরুণি মুষলানি চ ॥ ৬
প্রগৃহ্য কোপরক্তাকাশাঃ সপক্ষা ইব পক্ষতাঃ ।

নিজয়ুঃ পক্ষতয়ায় ঘন ইব তপাত্যয়ে ॥ ৭
সবিত্যগ্নালিনস্তে বৈ সময়া দিতিনন্দনাঃ ।
মোদমানাঃ সমাসেহুর্দেবদেবৈঃ সুরারয়ঃ ॥ ৮
মর্তব্যাকৃতবুদ্ধীনাং জয়ে চানিচ্চিতাস্বনাম্ ।
অবলানাং চমূহা সীদবলাবয়বা ইব ।
বিগর্জন্ত ইবাত্তোদা অস্তোদসদৃশম্বিযঃ ।
প্রযুক্তা যুদ্ধকুশলাঃ পরম্পরকৃতাগসঃ ॥ ১০
ধূমায়ন্তো জলান্তিষ্ঠ আয়ুধৈশ্চন্দ্রবর্তসৈঃ ।
কোপাদা যুদ্ধলুকাশ্চ কুটয়ন্তে পরম্পরম্ ॥ ১১
বজ্রাহতাঃ পতন্ত্যস্তে বাণৈরন্তে বিদারিতাঃ ।
অস্ত্রে বিদারিতাশ্চক্রৈঃ পতন্তি হ্যদধেজ্রলে ॥
ছিন্নশৃঙ্গামহারাশ্চ প্রমুণ্ডাশ্চরতুষণাঃ ।
তিমি-নক্রগণে চৈব পতন্তি প্রমথাঃ সুরাঃ ॥ ১৩
গদানাং মুষলানাঞ্চ তোমরাণাং পরশধাম্ ।
বজ্রশূলপাতিনাং পট্টিশানাঞ্চ সর্কতঃ ॥ ১৪

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন—সহস্রাংশ প্রভাকর
রবিদেব মেরুগিরিতে উদিত হইলে দেব-
সৈন্তগণ পূর্ববৎ যুগান্তকালীন সাগরের স্তায়
একত্র মিলিত হইলেন । ভগবান্ হর,—
সহস্রনয়ন পুরন্দর ইন্দ্র, ধনপতি ও জলপতি,
সহ ত্রিপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ।
বিবিধাকার প্রমথ ও অতিপ্রমথাদি গণগণ
ঘোর সিংহনাদ ও বাদিত্র শব্দ করিতে
করিতে তাঁহাদিগের অহুগমন করিতে
লাগিল । সেই দেববল প্রচলিত হইলে
তাঁহাদিগের উচ্ছ্রিত আতপত্রসমূহ বৃহৎ
বৃক্ষাকার এবং বাজ্রশব্দ বনধ্বনির সাদৃশ্য
লাভ করিল ; এ নিমিত্ত দেববল তখন
লক্ষরূপীল বনের স্তায় প্রভীয়মান
হইতে লাগিল । সেই রৌদ্রাকার রুদ্রবল
আপতিত হইতেছে দর্শনে, সাগরপ্রতিম
দানবেজ্রগণ মধ্যে মহাসংকোত উপস্থিত
হইল । তাহার কোপাক্রণ-নয়নে অসি,
পট্টিশ, শক্তি, শূল, দণ্ড, পরশ, শরাসন,
বজ্র ও মুষলাদি অস্ত্রশস্ত্র গ্রন্থপূর্বক পক্ষযুক্ত

পক্ষতগণের স্তায় পক্ষতঘাতী ইন্দ্রকে বর্ষা-
কালীন ঘনাবলীর বারিবর্ষণবৎ বাণ বৃষ্টি
করিয়া আহত করিতে লাগিল । সুরতৈরৌ
দিতিনন্দনগণ বিহ্যগ্নালী ও ময়দানবকে
পূর্ববর্তী করিয়া সানন্দমনে দেবদেবের
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল । তারক
নিহত হওয়ায় অবল দানবদল জয়াশী বিষয়ে
সংশয়িতচিত্তে মরণ পণ করিয়া রণক্ষেত্রে
বিচরণ করিতে থাকিলে উহাদিগের অবয়ব
সকলও অবল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ।
রুণনিপুণ দানবগণ জলধরসদৃশ গভীর
গর্জন সহকারে পরস্পর স্পর্ধাবচন বিস্তাস-
পূর্বক ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । ১—১০। তখন
কেহ বজ্রাঘাতে ভূপতিত, এবং কেহ কেহ
বাণপ্রহারে নির্ভিন্ন হইল ; কেহ বা চক্রঘারা
বিদারিত হইয়া উদধিমধ্যে পতিত হইল ।
দেবসৈন্ত ও প্রমথগণের হারমাণ্য ও বজ্রা-
ভরপাদি ছিন্নভিন্ন ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল ।
অনেকে তিমি-নক্রগণাবৃত সাগরमध्ये
নিমজ্জিত হইল । চতুর্দিকে গদা, মুষল,
তোমর, পরশধ, বজ্র, শূল ও ষষ্টি, পট্টিশ,

গিরিশৃঙ্গোপলানাক প্রেরিতানাং প্রমহ্যভিঃ ।
 সজবানাং দানবানাং সধূমানাং রবিভিষাম্ ।
 আয়ুধানাং মহানোঘঃ সাগরৌঘে পতত্যাপি ॥১৫
 প্রবৃদ্ধবেগৈস্তৈস্তত্র সুরাসুরকরেবরৈতৈঃ ।
 আয়ুধৈস্তন্তনক্ষত্রঃ ক্রিয়তে সংক্ষয়ো মহান্ ॥১৬
 ক্ষুদ্রাণাং গজায়ুর্যুদ্ধে যথা ভবতি স্তম্ভক্ষয়ঃ ।
 দেবাসুরগণৈস্তদ্বৎ তিমি নক্ষত্রয়োহভবৎ ॥১৭
 বিদ্যাম্বালী চ বেগেন বিদ্যাম্বালী ইবানুদঃ ।
 বিদ্যাম্বালঘনোন্নাদো নন্দীশ্বরমভিষ্কৃতঃ ॥ ১৮
 স তৎ তমোহরিবদনং প্রণদন্ বদতাং বরঃ ।
 উবাচ ধুমি শৈলাদিং দানবোহধুধিনিশ্বনঃ ॥ ১৯
 যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী তু বলবান্ বিদ্যাম্বাল্যহমাগতঃ ।
 যদি বিদানীং মে জীবন্ মুচ্যসে নন্দিকেশ্বর ।
 ন বিদ্যাম্বালিহননং বচোভির্ধুমি দানবঃ ॥ ২০
 তমেবংবাদিনং দৈত্যং নন্দীশস্তপতাং বরঃ ।

গিরিশৃঙ্গ ও প্রস্তরাদি অস্ত্রশস্ত্র বর্ষিত হইতে লাগিল। বেগবান্ দানবগণ সক্রোধে ধুমোদিগরণকারী সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল আয়ুধ সকল এমন বেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল যে, উহা সাগরতরঙ্গে পতিত হইতে লাগিল। সুরাসুরকর-নির্ধুক্ত বেগবান্ অস্ত্র সকল নভোমণ্ডলে নক্ষত্ররাজির স্থায় শোভাধারণ-পূর্ব্বক মহান্ ক্ষয়সাধন করিল। গজদ্বয়ের যুদ্ধারম্ভ হইলে ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের যেমন ক্ষয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই দেবাসুরযুদ্ধে সমুদ্র-গত তিমিনক্ষত্রাদিরও সংহার ঘটিতে লাগিল। বিদ্যাম্বালী জলধরের স্থায় বিদ্যাম্বালী দানব—বিদ্যাম্বালী মেঘসম গভীরগর্জন সহকারে নন্দীশ্বরের দিকে ধাবিত হইল। বাগ্ধিবর সেই দানব রণস্থলে অগ্রসর হইয়া চন্দ্রানন নন্দীশকে কহিল,—আমি বলবান্ বিদ্যাম্বালী, যুদ্ধ কামনায় আসিয়াছি। হে নন্দিকেশ্বর! তুমি আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া যাইতে পারিবে না। কেবলমাত্র বচন-বিত্তাসেই বিদ্যাম্বালীকে হনন করা যায় না। ১১—২০। বিদ্যাম্বালী এইরূপ বলিতে থাকিলে পুনরনন্দীশ্বর তাকে প্রহার

উবাচ প্রহরঃস্তত্র বাদ্যলঙ্কারবদনঃ ॥ ২১
 দানবা ধর্ম্মকামাণাং নৈমোহবসর ইত্যতঃ ।
 শক্তো হস্তঃ কিমান্বানঃ জাতিদোষাবিবৃৎহসি
 যদি তাবদ্বায়া পূর্ব্বং হতোহসি পশুবদ্যথা ।
 ইদানীং বা কথং নাম ন হিংস্তে ক্রতুদূষণম্ ॥ ২৩
 সাগরং তরতে দৌর্ত্যাং পাতয়েদৃষো বিবাকরম্
 সোহপি মাং শক্রুয়ান্নৈব চক্ষুর্ভ্যাং সমবৌদ্ধিতুম্
 ইত্যেবংবাদিনং তত্র নন্দিনং তন্নিভো বলে ।
 বিভেদৈকেযুণা দৈত্য্যঃ করণার্ক ইবানুদম্ ॥ ২৫
 বক্ষসঃ স শরস্তস্ত পপৌ ক্রধিরমুত্তমম্ ।
 সূর্য্যস্বাস্ত্রপ্রভাবেণ নদার্পবজ্রলং যথা ॥ ২৬
 স তেন সুপ্রহারেণ প্রথমকাতি-রোষিতঃ ।
 হস্তেন বৃক্ষমুৎপাট্য চিক্ষেপ গজরাড়িব ॥ ২৭
 বায়ুহ্রস্বঃ স চ তত্রঃ নীর্ণপুষ্পো মহারবঃ ।
 বিদ্যাম্বালিশটৈরশ্চিন্নঃ পপাত পতগেশবৎ ॥ ২৮

করিয়া এই সাহসকার বাক্য বলিলেন,— হে দানবগণ! আমরা ধার্ম্মিক বলিয়া জানি যে, ইহা তোমাকে সংহার করিবার যোগ্য কাল নহে; এজন্য তোমাকে হত্যা করিতেছি না। তুমি জাতিদোষবশে লাজ্য করিতেছ কেন? পূর্বে তুমি আমার হস্তে পশুবৎ লাক্ষিত হইয়াছ, এক্ষণেই বা যক্ষ-দেবী তুমি—তোমাকে হিংসনা করিব কেন? যে জন বাহু সহায়ে সাগর পার হয়, কিম্বা দিবাকরকেও পাতিত করিতে পারে, সেও আমাকে চক্ষুঃ দ্বারা দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। নন্দী এইরূপ বলিতে থাকিলে তৎসম বলবান্ বিদ্যাম্বালী দানব একটা বাণদ্বারা শারদ সূর্য্য যেমন মেঘমালাকে ভেদ করে, তদ্রূপ নন্দীকে নির্ভিন্ন করিল। সূর্য্য যেমন স্বীয় প্রভাবে সরিৎসাগরাদির জল পান করেন, সেই বাণ, তদ্রূপ নন্দীর বক্ষঃস্থলস্থ উত্তম ক্রধির পান করিতে লাগিল। নন্দী এই দারুণ প্রহারে অতীব রোষিত হইয়া গজরাজবৎ হস্ত দ্বারা একটা বৃক্ষ উৎপাটন-পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। সেই বায়ুচালিত তক্তবর পুষ্পবর্ণ করিতে করিতে সর্ষপিবে

বৃক্ষমালোক্য তং ছিন্নং দানবেন বয়েষুভিঃ ।
 যোষ্যমাহারয়ৎ তৌত্রং নন্দীশ্বরঃ সুবিগ্রহঃ ॥ ২৮
 সোদ্যম্য করমারাবে রবিশক্রকরপ্রভম্ ।
 হুত্বাব হস্তং স কুরং মহিষং গজরাড়িব ॥ ৩০
 তমাপতন্তঃ বেগেন বেগবান্ প্রসভং বলাৎ ।
 বিহ্যামালী শরশতৈঃ পুরয়ামাস নন্দিনম্ ॥ ৩১
 শরকটকিতাক্রো বৈ শৈলাদিঃ সোহভবৎ পুনঃ
 অরেগৃহ রথঃ তন্ত মহতঃ প্রয়যৌ জবাৎ ॥ ৩২
 বিলম্বিতাথো বিশিরো ভ্রামিতশ্চ রণে রথঃ ।
 পপাত মুনিশাপেন সাদিত্যোহর্করথো যথা ॥
 অন্তরার্নিগতশ্চৈব মায়য়া স দিতেঃ সূতঃ ।
 আজ্ঞান তদা শক্ত্যা শৈলাদিং সমবস্থিতম্ ॥ ৩৪
 তামেব তু বিনিক্ষিপ্য শক্তিঃ শোণিতভূষিতাম্
 বিহ্যামালিং সমুদ্ভিক্ত চিক্ষেপ প্রমথাগ্রণীঃ ॥ ৩৭

যাইতে থাকিলে বিহ্যামালী বহু বাণ দ্বারা
 উহাকে ছেদন করিয়া ফেলিল ; তখন সেই
 বৃক্ষ বৃহৎ পক্ষিবৎ ভূভাগে পতিত হইল ।
 দানবশরনিকরে সেই বৃক্ষ ছিন্ন হইল
 দেখিয়া মহাবীর নন্দী সমধিক ক্রুদ্ধ হইলেন ।
 তিনি তখন গভীর গর্জন সহকারে চল-
 সূচ্য-কর সম নিজ কর উত্তত করিয়া মহি-
 বের প্রতি গজরাজের স্থায় সেই কুর দান-
 বের প্রতি ধাবিত হইলেন । ২১—৩০ ।
 বেগবান্ বিহ্যামালী নন্দীকে সবেগে
 আসিতে দেখিয়া অতি দ্রুত বহু শত শর
 দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল । “শিলাদ-
 নন্দন নন্দী তখন শর দ্বারা কটকিতাক্র
 হইয়াও বিহ্যামালীর রথ গ্রহণপূর্বক মহা-
 বেগে ঠেলিয়া লইয়া চলিলেন । তাহাতে সেই
 রথের অশ্ব সকল ভুবিলম্বিত এবং মস্তক
 ভাগ ভগ্ন হইয়া গেল, উহা ধুরিতে ধুরিতে
 মুনিশাপপ্রভাবে সূচ্যসহ সূচ্যরথের স্থায়
 পতিত হইল । দিতিনন্দন বিহ্যামালী মায়-
 ব্লে সহসা রথমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া
 সমুদ্রস্থ শিলাদগুজকে শক্তি দ্বারা আঘাত
 করিল । প্রমথগণাগ্রণী নন্দী নিজ দেহ
 হইতে উৎপাতিত করিয়া শোণিতাপ্লুত সেই

তয়া ভিন্নতন্ত্রদ্রোণো বিভিন্নহৃদয়মপি ।
 বিহ্যামাল্যপতন্তুমো বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ৩৬
 বিহ্যামালিনি নিহতে সিদ্ধ-চারণ-কিন্নরাঃ ।
 সাধু সাধিবতি চোক্ষা তেহপূজয়ন্ত উমাপতিম্
 নন্দিনা সাদিতে দৈত্যো বিহ্যামালো হতে ময়ঃ
 দদাহ প্রমথানীকং বনমগ্নিরিবোদ্ধতঃ ॥ ৩৮
 শূলনির্দারিতোরক্ষা গদাচূর্ণিতমস্তকাঃ ।
 ইমুভির্গাঢ়বিদ্ধাশ্চ পতন্তি প্রমথার্ণবে ॥ ৩৯
 অথ বজ্রধরো যমোহর্ষদঃ
 স চ নন্দী স চ যমুথো গুহঃ ।
 ময়মস্মরবীরমসম্প্রবৃত্তঃ
 বিবিধুঃ শস্ত্রবরৈরহিতারঃ ॥ ৫০
 নাগস্ত নাগাধিপতেঃ শতাকং
 ময়ো বিদার্ষ্যমুবরেণ তুর্ণম্ ।
 যমঞ্চ বিস্তাধিপতিঞ্চ বিদ্ধা
 ররাস মস্তানুদবৎ তদানীম্ ॥ ৪১

শক্তিই বিহ্যামালীর প্রতি নিক্ষেপ করি-
 লেন । সেই শক্তিপ্রহারে বিহ্যামালীর
 সর্বত্র হৃদয়প্রদেশ ভিন্ন হইল ; সেই দানব
 বজ্রাহত গিরিবরবৎ ভূতলে পতিত হইল ।
 বিহ্যামালী নিহত হইলে সিদ্ধচারণ ও
 কিন্নরগণ “সাধু, সাধু” বলিয়া উমা-
 পতিকে সৎকৃত করিতে লাগিলেন । নন্দী
 কর্তৃক বিহ্যামালী নিহত হইলে ময়দানব,
 অগ্নিকৃত বনদহনের স্থায় প্রথমসৈন্ত দহ
 করিতে লাগিল । প্রমথগণ তখন, শূলা-
 ঘাতে বিদৌর্গবক্ষ, গদাপ্রহারে চূর্ণিতমস্তক
 এবং বাণপ্রহারে গাঢ়বিদ্ধ হইয়া সাগর-
 মধ্যে পড়িতে লাগিল । পরে হতশক্র
 বজ্রধর, যম, ধনপতি, নন্দী ও যড়ানন কাস্তি-
 কেয়,—ইহারা সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধাসক্ত
 বীরবর ময়ানুরকে বিবিধ শস্ত্রাভ দ্বারা বিদ্ধ
 করিতে লাগিলেন । ৩১—৪০ । ময়দানব তখন
 সত্তর উত্তম শর প্রহারে নাগপতি ইন্দ্রের
 শতাক নাগরাজকে বিদারিত করিয়া যমকে ও
 কুবেরকেও বাণাঘাতে নির্ভিন্ন করিল এবং

ততঃ শরৈঃ প্রমথগণৈশ্চ দানবাঃ
দৃঢ়াভ্যাস্তোত্তমবেগবিক্রমাঃ ।
তৃশাঙ্গবিক্রান্তিপূরং প্রবেশিতা
যথা শিবশ্চক্রধরেণ সংযুগে ॥ ৪২
ততঃ শম্ভানকভেরিমর্দনাঃ
সসিংহনাদা দম্বপুত্রভঙ্গদাঃ ।
কপদিসৈন্তে প্রবভূঃ সমস্ততো
নিপাত্যমানা যুধি বজ্রসম্ভিতাঃ ॥ ৪৩

অথ দৈত্যপুরাভাবে পুষ্যযোগো বভূব হ ।
বভূব চাপি সংযুক্তঃ তদযোগেন পুরজয়ম্ ॥ ৪৪
ততো বাণঃ ত্রিধা দেবহ্রিদ্দৈবতময়ঃ হরঃ ।
মুমোচ ত্রিপুরে তুর্ণঃ ত্রিনেত্রিশিখাধিপঃ ॥ ৪৫
ভেন যুক্তেন বাণেন বাণপুষ্পসমপ্রভম্ ।
আকাশঃ স্বর্ণসঙ্কাশঃ কৃতঃ সূর্যোণ রঞ্জিতম্ ॥ ৪৬
যুগ্মা ত্রিদৈবতময়ঃ ত্রিপুরে ত্রিদশঃ শরম্ ।
যিদ্ধিষ্যামিতি চক্রেন্দ কষ্টং কষ্টমিতি ক্রবন্ ॥ ৪৭

মস্ত মেঘবৎ গর্জন করিতে লাগিল। অতঃ-
পর সেই দারুণ রণে দানবগণ উত্তম বেগ-
বিক্রমসম্পন্ন হইয়াও দেব-প্রমথগণের অস্ত্র-
শরাঘাতে গাঢ়রূপে বিদ্ধ হইতে লাগিল।
তাহারা ক্রমে চক্রপানির বাণাঘাতে শিবের
স্তায় পুরপ্রবেশে বাধ্য হইল। তখন দেব-
সৈন্তমধ্যে, দানবগণের, রণ-ভঙ্গস্থচক-ইতঃ-
স্ততঃ কুলিশপাতসম সিংহনাদ সহকৃত শম্ভ
ভেরী ও মর্দনাদির প্রবলধ্বনি উদ্ভিত
হইল। ৪১—৪৩। ইহার পর দৈত্যপুর-
নাশী পুষ্যযোগ উপস্থিত হইল; এই যোগ
উপলক্ষে সেই পুরজয়ও একত্র মিলিত
হইল। তখন ত্রিধাপাতি ত্রিনেত্র হর,
যুগ্মা সহকারে সেই ত্রিদৈবতময় ত্রিধা-ভেজঃ
সম্পন্ন বাণ ত্রিপুরোদ্দেশে নিক্ষেপ করি-
লেন। সেই বাণপ্রভা, সূর্য্যাকিরণ সহ
মিলিত হইয়া নীল-ঝর্ণটীপুষ্পসমপ্রভ
আকাশমণ্ডলকে স্বর্ণসঙ্কাশ প্রকাশময়
করিল। ত্রিধাধীশ মহেশ্বর ত্রিপুরে সেই
ত্রিদৈবতময় শর পরিত্যাগ করিয়া “কি কষ্ট!
কি কষ্ট! আমাকে বিদ্ধ! বিদ্ধ!” এই

বৈধূর্য্যং দৈবতং দৃষ্ট্বা শৈলাদির্গজবদন্ততঃ ।
কিমিদম্ভিতি পপ্রচ্ছ শূলপাণিঃ মহেশ্বরম্ ॥ ৪৮
ততঃ শশাক্তিলকঃ কপদী পরমার্ভবৎ ।
উবাচ নন্দিনঃ ভক্তঃ স ময়োহস্ত বিনম্র্যতি ॥
অথ নন্দীশ্বরভূষণং মনোমাকৃতবহলী ।
শরে ত্রিপূরমায়াতি ত্রিপূরং প্রবিবেশ সঃ ॥ ৫০
স ময়ং প্রেক্ষ্য গণপঃ প্রাহ কাঞ্চনসম্ভিতঃ ।
বিনাশত্রিপূরস্তাস্ত্র প্রাপ্তো ময় স্তুদারুণঃ ॥ ৫১
অনেনৈব গৃহেণ হ্রমপক্রম ব্রবীম্যহম্ ।
ক্রুদা তন্নন্দিবচনং দৃঢ়ভক্তো মহেশ্বরে ।
তেনৈব গৃহমুখ্যেণ ত্রিপূরাদপসর্গিতঃ ॥ ৫২
সোহপীযুষঃ পত্রপুটবদক্ষা তন্নগরজয়ম্ ।
ত্রিধা ইব হতাশশ্চ সোমো নান্নাযণস্তথা ॥ ৫৩
শরভেজঃপরীতানি পুরাণি দ্বিজপুত্রবাঃ ।
হৃষ্মদোষাদহস্তে কুলান্যর্জুঃ যথা তথা ॥ ৫৪
মেক-কৈলাসকল্পানি মন্দরাগ্নিনিভানি চ ।

বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভুর
বিধূরতা দেখিয়া শিলাদনন্দন গজবৎ ভৎ-
সনধানে উপস্থিত হইয়া ‘এ কি?’ বলিয়া
শূলপাণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তত্ক্ষণে
মহেশ্বর কহিলেন যে, আমার ভক্ত ময় দানব
বিনষ্ট হইবে! নন্দীশ্বর এই কথা শুনিয়া মনঃ-
পবনসম সত্তরগমনে শরপ্রবেশের পূর্বেই
ত্রিপুরে প্রবেশ করিলেন। সেই কাঞ্চন-
কাস্তি গণপতি ময়কে দেখিয়া কহিলেন—হে
ময়! এই ত্রিপূরের স্তুদারুণ বিনাশ উপ-
স্থিত। আমি বলিতোছি,—তুমি এই গৃহ
সহ অপক্রমণ কর। মহেশ্বরে দৃঢ় ভক্তি-
মান সেই ময় দানব নন্দীশ্বর বাক্যামু-
সারে সেই গৃহ লইয়াই ত্রিপূর হইতে
অপস্থিত হইল। ৪৪—৫২। সেই বাণও
পর্ণকুটীরবৎ সেই নগরজয় দম্ব করিয়া
কেলিল। তখন বাণমধ্যগত হতাশন,
চক্রে ও বিধূর ভেজঃ, তিনভাগে বিভক্ত
হইয়াই জলিতে লাগিল। হে দ্বিজপুত্রগণ!
শরভেজোব্যাপ্ত পুরজয়, হৃষ্মদোষে অর্জু-
দম্ব সংকুলের স্তায় প্রতীক্ষমান হইতে

সকপাট-গবাক্ষাণি বলিতিঃ শোভিতানি চ ॥৫৫
 সপ্রাসাদানি রম্যাণি কূটাগারোৎকটানি চ ।
 সজলানি সমাখ্যানি সাবলোকনকানি চ ॥ ৫৬
 বহুধ্বজ-পতাকানি স্বর্ণ-রৌপ্যময়ানি চ ।
 গৃহাণি তস্মিন্জিপুরে দানবানামুপজবে ।
 দহন্তে দহনাত্তানি দহনেন সহস্রশঃ ॥ ৫৭
 প্রাসাদাগ্রেষু রম্যেষু বনেষুপবনেষু চ ।
 বাতায়নপতাচ্চাচ্চাচ্চাকাশস্ত তলেষু চ ॥ ৫৮
 রমণৈরুপগৃহীত রমন্ত্যে রমণৈঃ সহ ।
 দহন্তে দানবেশ্বাণামগ্নিনা হপি তাঃ স্তিরঃ ॥৫৯
 কাচিৎ প্রিয়ং পরিত্যজ্য অশক্তা গন্তমন্ততঃ ।
 পুরঃ প্রিয়স্ত পঞ্চতং গতায়িবদনে কয়ম্ ॥ ৬০
 উবাচ শতপত্রাকী সাত্ৰাকীব কৃতাজলিঃ ।
 হব্যবাহন ভাৰ্য্যাহং পরস্ত পরতাপন ।
 ধ্বংসাকী ত্রিলোকস্ত ন মাং স্পৃষ্টুমিহাৰ্হসি ॥৬১
 শায়িতঞ্চ ময়া দেব শিবম্বা চ শিবপ্রভ ।
 পরেণ প্রৈহি যুক্তেদং গৃহঞ্চ দয়িতং হি মে ॥৬২

একা পুত্রমুপাদায় বালকং দানবাক্ষনা ।
 হতাশনসমীপম্বা ইত্যুবাচ হতাশনম্ ॥ ৬৩
 বালোহয়ং তুঃখলক্শমম্বা পাবক পুত্রকঃ ।
 নার্ষন্তেনমুপাদাতুং দয়িতং যথুখপ্রিয় ॥ ৬৪
 কাশ্চিৎ প্রিয়ান্ পরিত্যজ্য পীড়িতা দানবাক্ষনাঃ
 নিপতন্ত্যৰ্ণবজলে শিঞ্জমানবিভূষণাঃ ॥ ৬৫
 তাত পুত্রোতি মাতোতি মাতুলোতি চ বিহ্বলম্
 চক্রন্দুস্তিপুরে নার্য্যঃ পাবকজালবেগিতাঃ ॥৬৬
 যথা দহতি শৈলাগ্নিঃ সাদ্বজং জলজাকরম্ ।
 তথা স্ত্রীবজ্রপদ্মানি চাদহৎ জিপুরেহনলঃ ॥ ৬৭
 তুয়াররাশিঃ কমলাকরণাঃ
 যথা দহত্যবুজকানি নীতে ।
 তথৈব সোহগ্নিস্তিপুরাক্ষনানাঃ
 দদাহ বজ্রেক্ষণপঙ্কজানি ॥ ৬৮
 শরাগ্নিপাতাৎ সমতিক্রতানাঃ
 তজ্রাক্ষনানামতিকোমলানাম্ ।

পরিত্যাগপূর্বক আপনি অন্ত পথে প্রয়াণ
 করুন। কোনও দানবাক্ষনা বালক পুত্রকে
 কোলে লইয়া হতাশনসমীপে বলিতে
 লাগিল যে, হে পাবক! এই পুত্রটী বালক,
 আমি অতি তুঃখে ইহাকে লাভ করিয়াছি।
 হে কুমারপ্রিয়। আমার এই প্রিয় কুমারকে
 তোমার সংহার করা কর্তব্য নহে। কোন
 কোন দানবাক্ষনা অগ্নিতাপে নিভান্ত পরিতপ্ত
 হইয়া বিবর্ণভূষণে নিজ প্রিয়জনকেও পরি-
 ত্যাগপূর্বক অর্ণবজলে নিমগ্ন হইতে লাগিল।
 অনেক দানবসীমন্তিনী পাবক-তাপে কম্পিত-
 কায়ে বিহ্বলচিত্তে “তাত! মাতঃ! ভ্রাতঃ”
 ইত্যাদি সঙ্ঘোষনপূর্বক ক্রন্দন করিতে
 লাগিল। গৃহে অগ্নিসংযোগ হইলে সেই
 অগ্নি যেমন ভবনস্থ পদ্মশোভিত সরোবরকে
 দগ্ধ করে, তজ্রপ সেই বাণাগ্নি জিপুরমধ্যে
 রমণীমুখপদ্মসমূহকেও দগ্ধ করিতে লাগিল।
 ৫৩—৬৭। শীত ঋতুতে তুয়ারপাতে কমলা-
 কর যেমন দগ্ধপ্রায় হয়, বাণাগ্নিও তেমনি
 তখন জিপুরাক্ষনাগণের বজ্র-নেত্র-পদ্ম
 সকল দগ্ধ করিয়া তুলিল। বাণাগ্নিপাত-

লাগিল। মেরু-কৈলাস-মন্দর-শিখর-সম
 সমুদ্রত, কপাট-গবাক্ষ-বলভী-শোভিত,
 কূটাগারালকৃত, ধ্বজপতাকাযুক্ত, জল-
 পূর্ণ, অবলোকন-স্থান-সমবিত, স্বর্ণরৌপ্যময়
 প্রাসাদসমূহ অগ্নিময়রূপে জলিতে লাগিল।
 দানবরমণীরা প্রাসাদাগ্র, রম্য বন, উপ-
 বন, বাতায়ন, গগন—সর্বত্রই দগ্ধ হইতে
 লাগিল। তাহারা কেহ কেহ পতি কর্তৃক
 আলিঙ্গিত আবস্থায় এবং কেহ বা রমণ সহ
 রমণাসক্তাবস্থাতেই সেই বাণাগ্নিতে দগ্ধী-
 ভূত হইতে লাগিল। কোনও নারী স্বীয়
 প্রিয়কে পরিহার করিয়া স্থানান্তরে যাইতে
 পারিল না; পতির অগ্রেই অগ্নিমুখে কয়
 প্রাপ্ত হইল। কোনও শতপত্রাকী কামিনী
 সাক্ষনেজে কৃতাজলিকরে বলিতে লাগিল,—
 হে হব্যবাহন! আমি পরপত্নী। হে ত্রিলোক-
 ধ্বংসাকী পরতাপন! আমাকে আপনায় স্পর্শ
 করা উচিত নহে। হে দেব! আমি শয়ন
 করিয়া রহিয়াছি; কখনও কোন কদাচার
 করি নাই; আমার এই গৃহ এবং দয়িতকে

বহুব কাকীওনপুৰাণা-
 মাক্ষিকিতানাঞ্চ রবোহতিমিথঃ ॥ ৬৯
 দধ্যাক্ষিত্রাণি সবেদিকানি
 বিশির্হস্যানি সতোরণানি ।
 দধ্যানি দধ্যানি গৃহাণি তত্র
 পতন্তি রক্ষার্থমিবার্ণবৌষে ॥ ৭০
 গৃহৈঃ পতন্তি জলনাবলৌঢ়ৈ-
 রাসীং সমুদ্রে সলিলং প্রভপ্তম্ ।
 কুপুত্রদৌবৈঃ প্রহতানুবিধঃ
 যথা কুলং যাতি ধনাধিতন্ত ॥ ৭১
 গৃহপ্রতাপৈঃ কথিতঃ সমস্তাং
 তদাণবে তৌয়মুদীর্ণবেগম্ ।
 বিক্রাসন্ন্যাসাস তিমীন্ সনক্রা-
 ন্তিমিহ্নলাংস্তংকথিতাংস্তথাত্তান ॥ ৭২
 সগোপুরো মন্দরপাদকল্পঃ
 প্রাকারবর্ষ্যপ্রিপুরে চ সোহথ ।
 তৈরৈব সার্কঃ ভবনৈঃ পপাত
 শব্দঃ মহান্তঃ জনয়ন্ সমুদ্রে ॥ ৭৩
 সহস্রশৃঙ্গৈর্ভবনৈর্ধদাসীং
 সহস্রশৃঙ্গঃ স ইবাচলেশঃ ।

ভয়ে পলায়ন-পরায়ণা, কোমলাঙ্গী, দৈত্য-
 বালাগণের ক্রন্দনরব সহ কাকীওনপু-
 রাদিশব্দ মিলিত হইয়া এক অদ্ভুতাকারে
 ঞ্জত হইতে লাগিল । চন্দ্রাঙ্ক-সমবিত,
 বেদিকাযুক্ত, সতোরণ, ভগ্ন-হস্ত্য ভবনসমূহ
 দক্ষীভূত হইয়া, পরিভ্রাণ লাভ নিমিত্তই
 বোধ হয়, সাগরজলে পতিত হইতে
 লাগিল । সমুদ্রে সেই সমস্ত আকৃগত অর্ক-
 দক্ষ গৃহদ্বারা, কুপুত্র-দৌবে ধনশালী মনু-
 ষ্যের সুখ-সীতল কুলের স্তায় প্রভপ্ত হইয়া
 উঠিল । ক্রমে সাগরগত জলরাশি গৃহ-
 তাপে উত্তপ্ত হইয়া প্রবল বেগে উজ্জ্বলিত
 হইতে লাগিল । তাহাতে নক্র-তিমি
 জিমিজিলাদি জলচরগণ ও ভীত তাপে সন্তপ্ত
 হইয়া উঠিল । অতঃপর ত্রিপুরের—মন্দর-
 গিরির প্রত্যন্ত পর্বতকল্প, সুবৃহৎ প্রাকার,—

নামাবশেষঃ ত্রিপুরং প্রজজ্ঞে
 হতাশনাহারবলিপ্রযুক্তম্ ॥ ৭৪
 প্রদহ্যমানেন পুরেণ তেন
 জগৎ সপাতালনিবং প্রভপ্তম্ ।
 হৃৎকঃ মহৎ প্রাপ্য জলাবমগ্নঃ
 যশ্মিন্ মহান্ সৌধবরো ময়ন্ত ॥ ৭৫
 তদেবেশো বচঃ ক্রহা ইন্দ্রো বজ্রধরস্তদা ।
 শশাপ তদগৃহকাপি ময়ন্তাদিতিনন্দনঃ ॥ ৭৬
 অসেব্যমপ্রাতীষ্টঞ্চ ভয়েন চ সমাবৃতম্ ।
 ভবিষ্যতে ময়গৃহং নিত্যমেব যথানলঃ ॥ ৭৭
 যন্ত যন্ত তু দেশন্ত ভবিষ্যতি পরাভবঃ ।
 দ্রক্ষ্যন্তি ত্রিপুরং যন্ত তত্রেদং নাশগা জনাঃ ।
 তদেতদজাপি গৃহং ময়ন্তাময়বর্জিতম্ ॥ ৭৮
 অময় উচুঃ ।

ভগবন্ স ময়ো যেন গৃহেণ প্রপলায়িতঃ ।
 তন্ত নো গতিমাখ্যাহি ময়ন্ত চমসোস্তব ॥ ৭৯

পুরোক্তান ও ভবনসমূহ সহিত মহাশব্দে সমুদ্রে
 মধ্যে পতিত হইল । সহস্রশিখরশালী
 ভবনসমূহ দ্বারা যাহা সহস্রশিখির গিরিবর-
 বৎ শোভা পাইত, সেই ত্রিপুর এক্ষণে
 হতাশনের অশনীয় হইয়া নামমাত্রেই
 পর্য্যবসিত হইল । সেই দহমান ত্রিপুর
 দ্বারা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—লোকত্রয় প্রভপ্ত
 হইয়া পড়িল । অদিতিনন্দন দেবরাজ ইন্দ্র
 যখন শুনিলেন যে, ময়দানব অতিকষ্টে তদীয়
 মহান সৌধসহ জলমধ্যে পলায়ন করিয়াছে,
 তখন ময়ের সেই ভবনের প্রতি এই অতি-
 শাপ দিলেন যে, ময়ের গৃহ নিয়তই অগ্নির
 স্তায় অণেব্য, অস্থির এবং ভয়াবৃত হইবে । যে
 যে দেশের পরাভব ঘটিবে, তত্রত্য বিনা-
 শোন্মুখ জনগণ সেই সেই স্থানে এই
 ত্রিপুরধ্বংস দর্শন করিবে । অজ্ঞানি সেই
 ময়ভবন আময়বর্জিত রহিয়াছে । ৬৮—৭৮ ।
 ঋষিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্, চমসোস্তব !
 সেই ময়দানব যে গৃহসহ পলায়ন করিয়া-
 ছিল, তাহারই বিবরণ আমাদিগকে বলুন ।

স্বত উবাচ ।

দৃষ্টতে দৃষ্টতে যত্র ঐবস্ত্রজ ময়াস্পদম্ ।
দেবর্ষিহি তু ময়চ্চাতঃ স তদা ধিঃসমানসঃ ।
ততঃসূত্যোহন্তলোকেষুস্বিঃস্বাণার্থংবৈ চকার সঃ
তজ্ঞাপি দেবতাঃ সন্তি আশ্রোধ্যামাঃ সুরোত্তমাস্তি
তজ্ঞাশক্তং ততো গন্তং তথৈকং পুরমুত্তমম্ ॥৮১
শিবঃ সৃষ্ট্বা গৃহং প্রাদান্যয়কৈব গৃহাধিনম্ ।
বিরয়াম সহস্রাক্ষঃ পূজয়ামাস চেশ্বরম্ ।
পূজ্যমানঞ্চ ভূতেশং সর্বে তুষ্টিবুগীশ্বরম্ ॥৮২

সম্পূজ্যমানঃ ত্রিদশৈঃ সমীক্ষ্য
গণৈর্গণেশাধিপতিস্ত মুখ্যম্ ।
হর্ষাববল্লভজহস্মুচ দেবা
জগদূর্নন্দস্ত বিবল্লভহস্তাঃ ॥ ৮৩
পিতামহং বন্দ্য ততো মহেশং
প্রগৃহ্য চাপং প্রবিসৃজ্য ভূতান্ ।
রথাত্ম সম্পত্য হরেষুদগ্ধৈ
কিপ্তাঃ পুরং তন্নকরালয়ে চ ॥ ৮৪
য ইমং রুদ্রবিজয়ং পঠতে বিজয়াবহম্ ।

স্বত বলিলেন,—যেখানে যেখানে ঐব দৃষ্ট
হয়, ময়ও সেই সেই স্থানেই অবস্থান করে ।
দেবর্ষেবী সেই ময়দানব আত্মজ্ঞাণার্থ ধিঃ
চিন্তে লোকান্তরে প্রস্থান করিল; পরন্তু
সেখানেও আশ্রোধ্যাম নামক উত্তম দেবগণ
অবস্থান করেন বলিয়া পুরসহ গমনে সমর্থ
হইল না । তখন সে শিব-সন্নিধানে অস্ত
বাসভবন প্রার্থনা করিল । শিব আর একটা
ভবন সৃষ্টি করিয়া প্রদান করিলেন । ইহা
দেখিয়া সহস্রাক্ষও নিবৃত্ত হইয়া শিবের
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । গণসমূহ এবং
দেবগণ সকলেই তখন অতি হর্ষবশে
পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া নন্দন-
কূর্দনাধি করিতে লাগিল । হরশর-দম্ব সেই
ত্রিপুর, সাগরমধ্যে পতিত হইল দেখিয়া
দেবগণ তখন আনন্দাতিশয়ে রথ হইতে
অবতরণপূর্বক পিতামহকে এবং মহে-
শ্বরকে বারবার নমস্কার করিয়া সেই ধনু
ভূতগণ সহ স্বর্গোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন ।

বিজয়ঃ তস্ত কৃত্যেযু দদাতি যুযতধ্বজঃ ॥ ৮৫
পিতৃণাং বাপি শ্রাদ্ধেষু য ইমঃ শ্রাবয়িষ্যতি ।
অনন্তঃ তস্ত পুণ্যঃ স্ত্রাৎ সর্ষষজ্ঞকল ব্রদম্ ॥ ৮৬
ইদং স্বস্ত্যয়নং পুণ্যমিদং পুংসবনং মহৎ ।
ইদং ক্রবা পঠিত্বা চ যান্তি রুদ্রলোকতাম্ ॥৮৭
ইতি স্ত্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে ময়াপক্রমো নাম
চত্রারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৪০ ॥

একচত্রারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথং গচ্ছত্যমাবাস্তাং মাসি মাসি দিবঃ নৃপঃ ।
ঐলঃ পুরুষবাঃ স্বত তর্পয়েত কথং পিতৃন ।
এতমিচ্ছামহে শ্রোতুং প্রভাবঃ তস্ত ধীমতঃ
স্বত উবাচ ।
তস্ত চাহং প্রবক্ষ্যামি প্রভাবঃ বিস্তরেণ তু ।

যে জন এই বিজয়াবহ রুদ্র-বিজয়াখ্যান পাঠ
করে, ভগবান যুযধ্বজ তাকে সর্ষ কার্যে
বিজয় দান করেন । যদি কেহ পিতৃশ্রাদ্ধ-
কালে এই উপাখ্যান ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ
করায়, তাহার অনন্ত পুণ্য, ও সর্ষষজ্ঞানু-
ষ্ঠানের ফল লাভ হয় । এই উপাখ্যান
উত্তম স্বস্ত্যয়ন, ও মহৎ পুংসবন; মানবগণ
ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে শিব-সালোক্য
লাভ করিতে পারে । ৭২—৮৩ ।

চত্রারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪০ ।

একচত্রারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন, হে স্বত! ঐল পুরু-
ষবা, প্রতিমাসে অমাবস্যাতে স্বর্গে গমন
করেন কেন? আর পিতৃতর্পণই বা
কেমন করিয়া করা কর্তব্য? আমরা সেই
মহাত্মার এই প্রভাববিবরণ শুনিতে বাসনা
করি । স্বত বলিলেন,—হে মুনিগণ! আমি
সেই ঐল রাজার প্রভাব, হ্যলোককে সোমসহ

ঐলস্ত দিবি সংযোগঃ সোমেন সহ ধৌমতা ॥ ২ ॥
 সোমাক্ষৈবামৃতপ্রাপ্তিঃ পিতৃণাং তর্পণং তথা ।
 সৌম্য বর্হিষদঃ কাব্য্য অগ্নিষাত্তান্তধৈব চ ॥ ৩ ॥
 যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ নক্ষত্রাণাং সমাগতো ।
 অমাবান্তাং নিবসত একশ্চিৎকথং মণ্ডলে ॥ ৪ ॥
 তদা স গচ্ছতি জষ্টং দিবাকর-নিশাকরৌ ।
 অমাবান্তামমাবান্তাং মাতামহ-পিতামহৌ ॥ ৫ ॥
 অভিবাদ্য তু তো তত্র কালাপেক্ষঃ স তিষ্ঠতি
 প্রচন্দ্রশ্চ ততঃ সোমমর্চয়িত্বা পরিশ্রমাৎ ॥ ৬ ॥
 ঐলঃ পুরুষবা বিদ্বান্ মাসি ব্রাহ্মচরীর্ষয়া ।
 ততঃ স দিবি সোমং বৈ হ্যপতন্তে পিতৃনপি ।
 ছিলবঃ কুহুমাত্রঞ্চ তাবুভৌ তু নিধায় সঃ ।
 সিনীবালীপ্রামাণ্য-কুহুমাত্রব্রতোদয়ে ॥ ৮ ॥
 কুহুমাত্রঃ পিত্রদেহঃ জ্ঞাত্বা কুহুমুপাসতে ।
 তমুপাস্ত ততঃ সোমং কালাপেক্ষৌ প্রতীকতে
 স্বধামৃতন্ত সোমাক্ষৈ বসন্তেষ্মাঞ্চ তৃপ্তয়ে ।
 দশতিঃ পঞ্চতিষ্ঠিব স্বধামৃতপরিশ্রবৈঃ ।

ভদ্রায় সংযোগ, সোম হইতে অমৃতলাভ, পিতৃগণের তর্পণ, এবং সৌম্য বর্হিষদ, অগ্নিষাত্ত ও কাব্য নামক পিতৃগণের বিবরণ, ইত্যাদি সকলই বিস্তরক্রমে বলিতেছি। চন্দ্র ও সূর্য যখন অমাবস্তাতে এক নক্ষত্র-মণ্ডলে বাস করেন, তখন সেই ঐল রাজা উক্ত মাতামহ-পিতামহ চন্দ্রসূর্যের দর্শন কামনায় তথায় গমন করেন। তিনি চন্দ্র-সূর্যকে অভিবাদন করিয়া শ্রমাপনয়নার্থ কিঞ্চিৎ কাল সেইখানে বিশ্রাম করেন। বিদ্বান্ ঐল পুরুষবা, প্রতিমাসেই ব্রাহ্মচ-ঠান মানসে সিনীবালীর অল্পকাল মাত্র সূর্য্যার্চনে অভিবাহিত করিয়া থাকেন। আর হই লবপ্রমাণ কুহুকাল যাবৎ পিতৃগণের উপাসনা করেন। পিতৃকাৰ্য্য যে, কুহুকালেই করিতে হয়, তিনি ইহা অবগত ছিলেন। এইজন্যই চন্দ্রসূর্যসমীপে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করিয়া কুহুকাল উপস্থিত হইলে সোমের সন্নিহিত হইলেন। সেখানে থাকিয়া সোম হইতে স্বধামৃত করণকারী পঞ্চদশ পরম

কৃৎপক্ষভূজাঃ প্রীতিত্ব হতে পরমাংসতিভিঃ ॥
 সদ্যোহতিক্ষরতা তেন সৌম্যেন মধুনা চ সঃ ।
 নিবাপেষথ দন্তেষু পিত্রোণ বিধিনা তু বৈ ॥ ১১ ॥
 স্বধামুতেন সৌম্যেন তর্পয়ামাস বৈ পিতৃন ।
 সৌম্য বর্হিষদঃ কাব্য্য অগ্নিষাত্তান্তধৈব চ ॥ ১২ ॥
 ঋতুরগ্নিঃ স্মৃতো বিপ্রঋতুং সংবৎসরং বিহঃ ।
 জজিরে ঋতবস্ত্রমাদতুভ্যো হার্তবাত্তবন ॥ ১৩ ॥
 পিতরোহর্ষবোহর্কমাসা বিজেষ্মা ঋতুহনবঃ ।
 পিতামহাশ্চ ঋতগে হ্যমাবান্তানহনবঃ ।
 প্রপিতামহাঃ স্মৃতা দেবাঃ পঞ্চানব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ
 সৌম্য বর্হিষদঃ কাব্য্য অগ্নিষাত্তা ইতি ত্রিধা
 গৃহস্থা যে তু যজ্ঞানো হবির্যজ্ঞার্হবাস্ত যে ।
 স্মৃতা বর্হিষদন্তে বৈ পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ॥
 গৃহমেধিনশ্চ যজ্ঞানো অগ্নিষাত্তার্হবাঃ স্মৃতাঃ ।
 অষ্টকাপত্যঃ কাব্য্যঃ পঞ্চাদাশ্চ নিবোধত ॥ ১৬ ॥

রশ্মি আকর্ষণপূর্ব্বক তদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি-বিধান করিতে থাকেন। কৃৎপক্ষে ভোজনশীল পিতৃগণ তাহাতে অতীব প্রীতীলাভ করেন। পুরুষবা সৌম্য মধু দ্বারা পিতৃ বিধানানুসারে নিবাপ দানপূর্ব্বক স্বধামৃত দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ সমাধান করেন। ১—১১। সৌম্য, বর্হিষদ, কাব্য, অগ্নিষাত্ত—ইহারা পিতৃ-গণ। সাধু বিপ্রগণ অগ্নিকেই ঋতু বলিয়া অবধারণ করেন। ঋতুকেই সংবৎ-সর বলিয়া জানা যায়। সংবৎসর হইতেই ঋতু সকল জন্মিয়াছে। ঋতু হইতেই আর্হব-গণের উৎপত্তি। পিতৃগণ, আর্হব, ও অর্ক-মাস;—ইহারা ঋতুসন্তান। পিতামহগণ, অমাবস্তা, ও ঋতু,—ইহারা ঋতুরূপী। প্রপিতামহগণ ও পঞ্চানব্রহ্মতনয়েরা দেবতা। সৌম্য বর্হিষদ, কাব্য ও অগ্নি-ষাত্ত—এই ত্রিবিধ পিতৃগণ মধ্যে যে সকল আর্হবগৃহস্থ যাগশীল এবং হবির্যজ্ঞ-পরায়ণ, পুরাণশাস্ত্রে তাঁহারা বর্হিষদ বলিয়া নির্ণীত। গৃহমেধি-আর্হব যাজ্ঞিকগণ অগ্নিষাত্ত এবং অষ্টকাপত্যগণ কাব্য শব্দে অভিহিত হইলেন। পঞ্চাদশগণের বিবরণ শুদ্ধন। তন্মধ্যে অগ্নি

তেষু সংবৎসরো হুয়িঃ সূর্য্যন্ত পরিবৎসরঃ ।
সোমস্তিভুবৎসরশ্চৈব বায়ুশ্চৈবানুবৎসরঃ ॥১৭
কুদ্রন্ত বৎসরস্তেবাং পঞ্চাঙ্গা য়ে যুগাঙ্গকাঃ ।
কালেনাধিষ্ঠিতস্তেষু চন্দ্রমাঃ শ্ববতে অধ্যাম্ ॥ ১৮
এতে স্মৃতা দেবকৃত্যাঃ সোমপাশ্চোন্নপাশ্চ য়ে
তাংস্তেন তর্পয়ামাস যাবদাসৌ পুরুষবাঃ ॥১৯
যস্মাৎ প্রস্থমতে সোমো মাসি মাসি নিশেষতঃ
ততঃ স্বধামৃতং তর্ষৈ পিতৃণাং সোমপায়িনাম্ ।
এতৎ তদমৃতং সোমমবাপ মধু চৈব হি ॥ ২০
ততঃ পীতমুখং সোমং সূর্য্যোহসাবেকরশ্মিনা
আপ্যায়তে অমৃশ্ণেন সোমস্ত সোমপায়িনম্ ॥
নিঃশেষা বৈ কলাঃ পূর্বা যুগপদ্যাপয়ন্ পুরা ।
অমৃশ্ণাপ্যায়মানস্ত ভাগভাগমহঃক্রমাৎ ॥২২
কলাঃ কীয়ন্তি কৃকান্তাঃ শুক্রা হ্যাপ্যায়ন্তি চ ।
এবং সা সূর্য্যবীর্ঘ্যো চন্দ্রস্তাপ্যায়িতা তনুঃ ॥
পৌর্ণমাস্তাং স দৃশ্যেত শুক্রঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ ।
এবমাপ্যায়িতঃ সোমঃ শুক্রপক্ষেহপ্যাহঃক্রমাৎ

—সংবৎসর, সূর্য্য—পরিবৎসর, সোম—ইভ-
বৎসর, বায়ু—অনুবৎসর এবং কুদ্র—বৎসর-
কপৌ। যুগাঙ্গক পঞ্চাঙ্গগণের কথা এই
কহিলাম চন্দ্রমা কালবশে তৎসমুদায়ে অধি-
ষ্ঠিত হইয়া সোম করণ করিয়া থাকেন।
পুরুষবা যতক্ষণ যেখানে থাকেন, সোম
তাবৎ এই সমস্ত দেবতা ও সোমপা উন্নপাদি
পিতৃগণকে নিজ কিরণে তর্পিত করিয়া
থাকেন। সোমপায়ী পিতৃগণের তৃপ্তি-
বিধায়ক এই স্বধামৃত, প্রতিমাসেই সোম
হইতে করিত হইয়া থাকে। এই সোমা-
মৃত ও মধু প্রাপ্তির কথা কহিলাম। ১২—২০।
সোমপায়িগণের পান দ্বারা চন্দ্র কৌণ হইলেও
সূর্য্য সৌর অমৃশ্ণাখ্য একটি রশ্মিযোগে প্রতি-
দিন ক্রমে ক্রমে ভাগানুসারে চন্দ্রের পূর্ব্ব-
কৌণ কলা সকল পরিপূরণ করেন। কৃক-
পক্ষে কলা সকলের কয় ও শুক্রপক্ষে উহা-
দিগের পুষ্টি হইয়া থাকে। সূর্য্যবীর্ঘ্যে এই
ভাবেই চন্দ্র আপ্যায়িত হইয়া পূর্ণতা লাভ
করে। পৌর্ণমাসী দিবসে চন্দ্রকে সম্পূর্ণ-

দেবৈঃ পীতমুখং সোমং পুরা পশ্চাৎ পিবেজবিঃ
পীতং পঞ্চদশাহন্ত রশ্মিনৈকেন তাকরঃ ।
আপ্যায়য়ৎ অমৃশ্ণেন ভাগঃ ভাগমহঃক্রমাৎ
অমৃশ্ণাপ্যায়মানস্ত শুক্রা বর্দ্ধন্তি বৈ কলাঃ ।
তস্মাদ্ভুসন্তি বৈ কৃকান্তাঃ শুক্রা হ্যাপ্যায়ন্তি চ ॥
এবমাপ্যায়তে সোমঃ কীয়তে চ পুনঃপুনঃ ।
সমৃদ্ধিরেবং সোমস্ত পক্ষয়োঃ শুক্র-কৃকয়োঃ ॥
ইত্যেব পিতৃমান্ সোমঃ স্মৃতস্তবৎ অধ্যায়কঃ
কান্তঃ পঞ্চদশৈঃ সার্কঃ অধ্যায়তপরিঅবৈঃ ॥ ২৮
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি পর্কণাং সঙ্করশ্চ বাঃ ।
যথা গ্রথুস্তি পর্কণি আবৃত্তাদিস্ববেণুবৎ ॥ ২৯
তথাদ্যমাসাঃ পক্ষান্ত শুক্রাঃ কৃকান্ত বৈ স্মৃতাঃ
পৌর্ণমাস্তাঃ যো ভেদো গ্রন্থয়ঃ সঙ্করস্তথা ॥৩০
অর্দ্ধমাসস্ত পর্কণি দ্বিতীয়াপ্রভৃতীনি চ ।
অগ্ন্যাধানক্রিয়া যস্মারীযস্তে পর্কণিভিষু ॥ ৩১
সান্নাহ্নে অহুমত্যাশ্চ যৌ লবৌ কাল উচ্যতে

মণ্ডল দেখা যায়। শুক্রপক্ষে প্রতিদিন কলা-
ক্রমে এই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দেবগণ প্রথ-
মতঃ চন্দ্রকে পান করিলে পর রবি উহাকে
পান করিয়া থাকেন। তাকর পঞ্চদশ
দিবস যাবৎ প্রতিদিন এক এক কলা পান
করেন, আর শুক্র পক্ষে অমৃশ্ণা রশ্মি দ্বারা
এক একভাগ পরিপূরণ করেন বলিয়া শুক্র-
পক্ষে চন্দ্রকলা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সোমের
শুক্র ও কৃক পক্ষে এইরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া
থাকে। পঞ্চদশ স্বধামৃতপরিঅবৌ কলাশালী
কান্তিমান্ অধ্যায়ক চন্দ্রকে এই নিমিত্তই
পিতৃমান্ বলা হয়। ২১—২৮। অতঃপর
পর্কসঙ্কিসমূহের বিবরণ বর্ণন করিতেছি।
পর্কসকল বৃত্তাকারে ইক্ষু ও বেণুস্তম্ভের ভ্রার
পরস্পর সংগঠিত। অর্দ্ধ, মাস, শুক্র-কৃক
পক্ষ, পৌর্ণমাসী—এসকল গ্রহি ও সন্ধি।
দ্বিতীয়াদি তিথি—অর্দ্ধমাসের পর্ক। পর্ক
সন্ধিতে অগ্ন্যাধান ক্রিয়াস্থান কর্তব্য। পর্কের
আদিতে অহুমতি বা রাকাও প্রতিপৎ তিথির
সন্ধিকালে হই লবপ্রমাণ কাল আপরাহ্নিক।
আপরাত্রিক কাল পর্য্যন্তই কৃকপক্ষের প্রকৃতি।

লবো দ্বাবেব রাকায়াঃ কালো জ্যেষ্ঠোহপরাহ্নিকঃ
প্রকৃতিঃ রুক্ষপক্ষস্ত কালেহতীতেহপরাহ্নিকে
তস্মাৎ তু পর্বণো হাদৌ প্রতিপত্তাদিসন্ধিষু ।
সাম্বাহুে প্রতিপদ্যেব স কালঃ পৌর্ণমাসিকঃ ॥
ব্যতীপাতে স্থিতে সূর্যে লেখাদৃক্ষং যুগান্তরম্
যুগান্তরোদিতে চৈব চন্দ্রে লেখোপরি স্থিতে ॥
পূর্ণমাস-ব্যতীপাতৌ যদা পশ্যেৎ পরস্পরম্ ।
তৌ তু বৈ প্রতিপদ্বাবৎ তস্মিন্ কালে

ব্যবস্থিতৌ ॥ ৩৫

তৎকালঃ সূর্যমুদিশ্চ দৃষ্টা সংখ্যাতুমহসি ।
স চৈব সংক্রিয়াকালঃ বর্ষঃ কালোহভিধীয়তে
পূর্ণেন্দুঃ পূর্ণপক্ষে তু রাত্রিসন্ধিষু পূর্ণিমা ।
তস্মাদাপ্যায়তে নক্তং পৌর্ণমাস্তাং নিশাকরঃ
যদ্যন্তোত্তব্যতীপাতে পূর্ণিমাং প্রেক্ষতে দিবা
চন্দ্রাদিত্যোহপরাহ্নে তু পূর্ণত্বাৎ পূর্ণিমা স্মৃতা
বস্মাৎ তাম্রমস্তন্ত্রে পিতরো দৈবতৈঃ সহ ।
তস্মাদম্রমতির্নাম পূর্ণত্বাৎ পূর্ণিমা স্মৃতা ॥ ৩৬
অত্যাখ্যং রাজতে বস্মাৎ পৌর্ণমাস্তাং নিশাকরঃ

উহার পর সাম্বাহুে প্রতিপৎ যোগ ঘটিলে
তাহাকে পৌর্ণমাসিক কাল বলে। সূর্য
ব্যতীপাতে অবস্থান করিলে চন্দ্র বিম্ব-
রেখার উর্দ্ধভাগে যুগান্তর স্থানে অবস্থিত
হয়েন। পূর্ণমাস ও ব্যতীপাত তখন
পরস্পরকে দর্শন করিতে পারে। সূর্য-
চন্দ্রও প্রতিপদ তিথি যাবৎ এই ভাবে
থাকেন। এই সময় সূর্যোদ্যেগে প্রণামাদি
করিলে অসংখ্য ফললাভ হয়। এই কাল
বর্ষ সংক্রিয়া কাল বলিয়া উক্ত হইয়া
থাকে। শুক্লপক্ষে রাত্রিসন্ধিতে চন্দ্র পূর্ণ
হয়েন, একান্ত উক্ত রাত্রিকে পূর্ণিমা বলা
যায়। ঐ রাত্রিতে নিশাকর সমধিক
আপ্যায়িত হয়েন। যখন চন্দ্র ও সূর্য
এবং দিবা অপরাহ্নে পরস্পর দর্শনগোচর
থাকেন, চন্দ্রের পূর্ণতাহেতু সেই কালকে
পূর্ণিমা বলা যায়। পিতৃ-দেবগণ উহাকে
অম্রমোদন করেন বলিয়া উহার নাম অম্র-
মতি এবং পূর্ণ হেতু পূর্ণিমা। পৌর্ণমাসী

রথনাদৈব চন্দ্রস্ত রাহেতি কবয়ো বিদুঃ ॥ ৪০

অমা বসেতাম্যক্ষে তু যদা চন্দ-দিবাকরৌ ।
একা পঞ্চদশী রাত্রিরমাবাস্তা ততঃ স্মৃতা ॥ ৪১
উদিশ্চ তাম্রমাবাস্তাৎ যদা দর্শনঃ সমাগতো
অন্তোন্তঃ চন্দ্র-সূর্যৌ তু দর্শনাদর্শ উচ্যতে ॥
যৌ যৌ লবাবমাবাস্তাঃ স কালঃ পর্বসন্ধিষু ।
দ্যক্ষরঃ কুহ্মাত্রশ্চ পর্বকালস্ত স স্মৃতঃ ॥ ৪৩
দৃষ্টচন্দ্রা ত্রমাবাস্তা মধ্যাহ্নপ্রভৃতীহ বৈ ।
দিবা তদৃক্ষং রাত্র্যাস্ত সূর্যো প্রাপ্তে তু চন্দ্রমাঃ
সূর্যেণ সহসোদগচ্ছৎ ততঃ প্রাতস্তনাৎ তু বৈ
সমাগম্য লবো যৌ তু মধ্যাহ্নান্নিপতন্ ববিঃ
প্রতিপচ্চরুপক্ষস্ত চন্দ্রমাঃ সূর্যমণ্ডলাৎ ॥ ৪৫
নির্গুচ্যমানয়োর্মধ্যে তয়োর্মণ্ডলয়োস্ত বৈ ।
স তদাবাহতেঃ কালো দর্শস্ত চ বযট্টক্রিয়াঃ ।
এতদুত্মুখং জ্যেয়মমাবাস্তাস্ত পার্শ্বণম্ ॥ ৪৬

তিথিতে চন্দ্র অতিশয় রাজমান হয়েন ,
একান্ত কবিগণ উহাকে রাকা শব্দে অভিহিত
করেন। এক পঞ্চদশী তিথিতে রাত্রিকালে
চন্দ্র সূর্য উভয়ে অমা অর্থাৎ একত্র
মিলিতভাবে বাস করেন, এ নিমিত্ত ঐ
কালকে অমাবস্তা বলা যায়। উক্ত অমা-
বস্তাতে চন্দ্র-সূর্য পরস্পর পরস্পরের দর্শন-
গোচর হয়েন বলিয়া উহাকে দর্শ বলে।
অমাবস্তার পর প্রতিপদ তিথির সংযোগ-
মুখে দুই লব পরিমাপকাল 'কুহ্ম' এই
দ্যক্ষর শব্দে অভিহিত হয়। ইহাকেই পর্ব-
কাল বলা যায়। যে অমাবস্তাতে চন্দ্রের
দর্শন হয়, সেই অমাবস্তাতে মধ্যাহ্নকালের
পর চন্দ্রমা সূর্যসহ একত্র মিলিত হয়েন।
শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ তিথিতে চন্দ্রমা সূর্যের
সহিতই প্রভৃষকালে উদিত হয়েন। মধ্যাহ্ন
কালে সূর্যসহ দুই লব মাত্রের ব্যতিক্রম
ঘটে। এই চন্দ্র-সূর্যের মণ্ডলদ্বয়ের পর-
স্পর সংযোগ যখন ছিন্ন হয়, উহাই অবা-
হতির কাল। দর্শসম্বন্ধীয় এই কালকেই
বযট্টক্রিয়াকাল বলা যায়। অমাবস্তাতে
এই পর্বকে ঋতুমুখ বলিয়া জানিবে। দিবা-;

দিবা পৰ্ব্ব ভ্রমাবাস্তাঃ কীর্ণেন্দো ধবলে তু বৈ
তন্মাদিবা ভ্রমাবাস্তাঃ গৃহতে যো দিবাকরঃ ॥
কুহ্মতি কোকিলেনোক্তঃ যন্মাৎ কালং

সমাপ্যতে ।

তৎকালসংজ্ঞিতা হ্যেমা অমাবাস্তা কুহ্মঃ স্মৃতা
সিনীবালীপ্রমাণস্ত কীর্ণশেষো নিশাকরঃ ।
অমাবাস্তা বিশত্যাং সিনীবালী তদা স্মৃতা ॥
অনুমতিচ্চ রাকা চ সিনীবালী কুহ্মস্তথা ।
এতাসাং দ্বিলবঃ কালঃ কুহ্মমাত্রা কুহ্মঃ স্মৃতা ॥
ইত্যেষঃ পৰ্ব্বসঙ্কোনাং কালো বৈ দ্বিলবঃ স্মৃতঃ
পৰ্ব্বণাং তুল্যকালস্ত তুল্যাহতিবষট্ক্রিয়াঃ ॥৫১
চন্দ্রস্বৰ্ঘ্যব্যতীপাতে সমে বৈ পূর্ণিমে উভে ।
প্রতিপৎপ্রতিপন্নঃ পৰ্ব্বকালো দ্বিমাত্রকঃ ॥ ৫২
কালঃ কুহ্ম-সিনীবাল্যোঃ সমুদ্ধো দ্বিলবঃ স্মৃতঃ
অৰ্কনির্ঘণ্ডলে সোমে পৰ্ব্বকালঃ কলাঃ স্মৃতাঃ ॥
যন্মাদাপূৰ্ণ্যতে সোমঃ পঞ্চদশান্ত পূর্ণিমা ।

ভাগে স্বৰ্ঘ্যসহ কীর্ণ চন্দ্রের যোগ হইলেই
এই পৰ্ব্ব হয় । যে সময়ে কোকিলগণের
কুহ্ম ধ্বনির বিরাম হয়, সেই কালেরই সংজ্ঞা
কুহ্ম । সিনীবালীর লক্ষণ, — অমাবাস্তাতে
কীর্ণ চন্দ্র স্বৰ্ঘ্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন,
তাহাকেই সিনীবালী জানিবে । অনুমতি,
রাকা, সিনীবালী ও কুহ্ম—ইহাদিগের কাল-
পরিমাণ দুই লব মাত্র । কুহ্ম-পরিমাণেই
কুহ্ম কাল জ্ঞাতব্য । ২৯—৫০ । পৰ্ব্ব সন্ধিকাল
এই দ্বিলবাত্মক । ইহা উভয় পৰ্ব্বকালতুল্য ।
আহতি, বষট্কারাদি সমস্ত কার্যেই উভয়
কালকৃত ফললাভ হয় । চন্দ্র-স্বৰ্ঘ্যের ব্যতী-
পাত যোগ এবং পূর্ণিমা—ইহারা তুল্য
কলদায়ক । প্রতিপৎসংযোগে পৰ্ব্বকাল দুই
লবমাত্র । কুহ্ম ও সিনীবালীর পৰ্ব্বকাল
দুই লব মাত্র । সোম, স্বৰ্ঘ্যমণ্ডল হইতে
বহির্গত হইলে এক কালমাত্র পৰ্ব্বকাল বলিয়া
স্মৃত হয় । চন্দ্র প্রতিদিন এককলা ক্রমে
বৃদ্ধি লাভ করিয়া পঞ্চদশীতে সম্যক পূর্ণতা
প্রাপ্ত হইলে ; এ নিমিত্ত ঐ তিথির নাম—

দশভিঃ পঞ্চভিশ্চৈব কলাভিদিবসক্রমাৎ ॥ ৫৪
তন্মাৎ পঞ্চদশে সোমে কলা বৈ নাস্তি বোড়শী
তন্মাৎ সোমস্ত বিপ্রোক্তঃ পঞ্চদশাঃ ময়া কয়ঃ
ইত্যেতে পিতরো দেবাঃ সোমপাঃসোমবৰ্দ্ধনাঃ
আৰ্ত্তবা ঋতবোহথাকা দেবান্তান্ ভাবয়ন্তি হি
অতঃ পরঃ প্রবক্ষ্যামি পিতৃন্ শ্রাদ্ধভূক্ত য়ে
তেষাং গতিঞ্চ সত্ত্বং প্রাপ্তিঞ্চ শ্রাদ্ধস্ত চৈব হি
ন মৃতানাং গতিং শক্যা জ্ঞাতুং বা পুনরাগতিঃ
তপসা হি প্রসিদ্ধেন কিং পুনর্মাংসচক্ষুষা ॥ ৫৮
অত্র দেবান্ পিতৃশ্চৈতে পিতরো লোকিকাঃ
স্মৃতাঃ ।

তেষাং তে ধর্ম্মসামর্থ্যাৎ স্মৃতাঃ সামুজ্যগা
দ্বিজৈঃ ॥৫৯

যদি বাশ্রমধর্ম্মেণ প্রজ্ঞানেষু ব্যবহিতান্ ।
অস্তে চাত্র প্রসীদন্তি শ্রাদ্ধযুক্তেষু কর্ম্মভু ॥৬০
ব্রহ্মচর্যেণ তপসা যজ্ঞেন প্রজয়া ভূবি ।
শ্রাদ্ধেন বিদ্যয়া চৈব চান্দ্রদানেন সন্তথা ॥ ৬১

পূর্ণিমা । সোমের পঞ্চদশ দিনে পঞ্চদশ
কলারই প্রত্যক্ষ হয় ; এ নিমিত্ত আমি পঞ্চ-
দশীতে সোমের কয় হয়, এই কথা বলিয়াছি ।
এই দেব-পিতৃগণ সোমপ এবং সোমবৰ্দ্ধন-
কারী । আৰ্ত্তব, ঋতু ও অঙ্গসংক্রক পিতৃ-
গণের ইহারাই পরিপোষক । অতঃপর
শ্রাদ্ধভোজী পিতৃগণের বিবরণ বর্ণন করি-
তেছি, তাহাদিগের গতি, শক্তি এবং শ্রাদ্ধ-
প্রাপ্তির কথা আপনারা শ্রবণ করুন । মৃত-
জীবগণের গতি বা অগতির বিষয় প্রসিদ্ধ
তপস্তা দ্বারাও জানিতে পারা যায় না । চন্দ্র-
চক্ষে প্রত্যক্ষ করার কথা আর কি বলিব ?
লৌকিক পিতৃগণ ইহকালকৃত প্রবল তপস্তা
কলে পরলোকে যাইয়া এই দেব পিতৃগণসহ
মিলিত হন । অপর পিতৃগণ, ইহকালে
আশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ ও জ্ঞানবান্ জনগণ শ্রাদ্ধযুক্ত-
চিত্তে শ্রাদ্ধাদি কার্যের অনুষ্ঠান করিলে প্রসন্ন
হইয়া থাকেন । ৫১—৬০ । ভূমণ্ডলে ব্রহ্মচর্য
তপস্তা, যজ্ঞ, সন্তানোৎপাদন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান,
বিক্রোপাজ্জন এবং অন্নদান এই সপ্তবিধ

কৰ্ম্মষেভেবু যে সজ্জা বৰ্জন্ত্য। দেহপাতনাং ।
দেবৈস্তে পিতৃভিঃ সার্কুম্বশৈঃ সোমশৈশ্চ
স্বৰ্গতা দিবি মোদন্তে পিতৃমন্ত উপাসতে ॥ ৬২
প্রজাবতাঃ প্রসিক্ৰেযা উক্তা শ্রাক্কৃতাক বৈ ।
তেষাং নিবাপে দত্তং হি তৎকুলীনৈশ্চ বান্ধবৈঃ
মাসশ্রাক্কঃ হি ভুক্তানান্তেহপোতে সোম-

লৌকিকঃ ।

এতে মনুষ্যাঃ পিতরো মাসশ্রাক্কভুক্ত্য বৈ ॥
তেভ্যোহপরে তু যে ভুন্তে সজ্জাঃ কৰ্ম্মযোনিষু
অষ্টোচাশ্রমধর্মেষু স্বধা-স্বাহাবিবর্জিতাঃ ॥ ৬৫
ভিয়ে দেহে হ্রাপরাঃ প্রেতভূতা যমকয়ে ।
স্বকর্ম্মাণ্যনুশোচন্তো যাতনাস্থানমাগতাঃ ॥ ৬৬
দীর্ঘাশ্চৈবান্তিগুচ্চাশ্চ শ্রাক্কলাশ্চ বিবাসসঃ ।
স্বপিশাসাভিভূতান্তে বিদ্রবন্তি দ্বিতন্ততঃ ॥ ৬৭
সরিংসরন্তভাগানি পুঙ্করিণ্যশ্চ সর্পশঃ ।
পরাশ্রান্তভিকাশ্রান্তঃ কাল্যমানা ইতন্ততঃ ॥ ৬৮
স্থানেষু পাত্যমানা যে যাতনাস্থেবু তেবু বৈ ।

কর্ম্মে সাহারা যাবজ্জীবন অম্বরক্ত থাকে,
তাহারা স্বর্গগামী হইলে উষ্মপসোমশাদি
পিতৃগণ ও দেবসহ মুদিতচিত্তে কালান্তিপাত
করে। এইরূপ প্রসিক্ৰি আছে যে, সন্তান-
বান্ধবশ্রাক্কানকারী জনগণ নিবাপাদি দান
করিলেই ঐরূপ ফল লাভ করিতে পারে।
তৎকুলীয় পিতৃগণ ইহাতে প্রীতিপ্রাপ্ত হন।
এই মনুষ্য পিতৃগণ সোমলোকবাসী এবং
মাসশ্রাক্কভোজী। ইহকালে সাহারা কর্ম্ম-
ক্ষেত্রে সজ্জাচিত্ততাহেতু স্বাহা-স্বাহাবর্জিত
এবং আশ্রমধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়, দেহান্তে
তাহারা দুর্দশাগ্রস্ত প্রেতাকারে যমলোকে
গমন করে। তাহারা তখন স্বীয় কর্ম্মের
অনুশোচনা করিতে করিতে যাতনাস্থান
প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের তদানীন্তন দেহ
অভিগুচ্চ, সুদীর্ঘ, শ্রাক্কল ও উলঙ্গ অবস্থায়
স্বপিশাসাক্রান্ত হইয়া ইতঃস্তত ধাবিত
হইতে থাকে। তাহারা জলাভিলাষে সরিৎ,
দরোবর, তড়াগ ও পুঙ্করিণ্যাди জলাশয়ের
এবং পরারের অনুরূপস্থানে নানাস্থানে বিচরণ
বাহিতে থাকে। কিন্তু অশীষ্টি দ্রব্য লাভ

শাল্যাস্য বৈতরণ্যাক কুষ্ঠীপাকেহন্ধবানুক ॥
অসিপত্রবনে চৈব পাত্যমানাঃ স্বকর্ম্মভিঃ ।
ভক্তস্থানান্ত তেষাং বৈ কুণ্ডিতানামশায়িনাম্ ॥
তেষাং লোকান্তরস্থানাং বান্ধবৈর্নামগোজতঃ ।
ভূমাবসবাঃ দর্ভেবু দত্তাঃ পিণ্ডান্নয়ন্ত বৈ ।
প্রাপ্তাঃ তর্পয়ন্ত্যেব প্রেতস্থানেষুধিষ্ঠিতান্ ॥
অপ্রাপ্তা যাতনাস্থানঃ প্রভ্রষ্টা যে চ পঞ্চা ।
পশ্চাদ্যে স্থাবরান্তে বৈ ভূতানীকে স্বকর্ম্মভিঃ
নানারূপানু জাতীনাং তিথ্যাগুণোনিষু মুষ্টিবু ।
যদাহারা ভবন্ত্যেতে তানু তান্নিহ যোনিষু ॥ ৭৩
তস্মিন্স্থানিস্তদাহারে শ্রাক্কঃ দত্তস্ত প্রীণয়েৎ ।
কালে স্নানাগতং পাত্রে বিধিনা প্রতিপাদিতম্
প্রাপ্তবস্ত্রায়মাদত্তং যত্র যত্রাবতিষ্ঠতি ॥ ৭৪
যথা গোবু প্রনষ্টানু বৎসো বিন্দতি মাতরম্ ।
তথা শ্রাক্কেবু দৃষ্টান্তো মন্তঃ প্রাপয়েত তু তম্ ॥
করিতে পারে না। সর্পস্থান হইতেই
বিতাড়িত হয়, অপিচ যমদূতগণ উহা-
দিগকে বিবিধ যাতনা স্থানে নিক্ষেপ করে।
যাতনাস্থান যথা—শালমূলী, বৈতরণী, কুষ্ঠী-
পাক, অন্ধবানুক ও অসিপত্রবন; এইরূপ
বিবিধ নরকস্থানে উহারা স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে
পাতিত হয়। নরকস্থ জনগণকে অতি-
শয় ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ৬১—৭০।
লোকান্তরবাসী বান্ধবগণের উদ্দেশে ভূতলে
দর্ভ বিস্তাসপুঙ্কক নাম গোত্রোন্মেষ সহকারে
অপসব্য ক্রমে যে পিণ্ডোদয় দান করা হয়,
নরকগত পূর্ব পিতৃগণ তাহা ভোগ করিয়া
থাকেন। সাহারা যাতনাস্থানে না যাইয়া কর্ম্ম-
বশে পশু-তিথ্যাগাদি স্থাবরান্ত বিবিধ যোনিতে
নানাপ্রকারে জন্মগ্রহণ করে, শ্রাক্ক দান
করিলে উহা ভক্তদুযোনিগত সেই সেই
পিতৃগণের খাণ্ডরূপে পরিণত ও তাহাদিগের
সমীপে উপগত হইয়া প্রীতি সাধন করে।
যোগ্যকালে সৎপাত্রে যথাবিধি স্নানো-
পার্জিত অন্নদান করিলে পূর্ব-পিতৃগণ
যেখানেই থাকুন, সেই সেই স্থানে যাইয়া
ঐ অন্ন উপহিত হইয়া থাকে। বহু গাভী
মধ্যে মিশিয়া থাকিলেও বৎস যেমন তদীয়

এবং ঋষিকলং শ্রাদ্ধং শ্রাদ্ধদত্তং মনুর্ববীৎ ।
 সনৎকুমারঃ প্রোবাচ পশুন্ দিব্যেন চক্ষুযা ॥৭৬
 গতাগতজ্ঞঃ প্রোতানাং প্রাপ্তিঃ শ্রাদ্ধস্ত চৈব হি
 কৃষ্ণপক্ষস্বস্তেষাং শুক্লঃ স্বপ্নায় শরীরী ॥ ৭৭
 ইত্যোতে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতরশ্চ বৈ
 অন্তোন্তপিতরো হেতে দেবাশ্চ পিতরো দিব
 এতে তু পিতরো দেবা মনুষ্যাঃ পিতরশ্চ যে
 পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ॥ ৭৯
 ইত্যেষ বিষয়ঃ প্রোক্তঃ পিতৃণাং সোমপায়িনাম্
 এতৎ পিতৃমহত্বং হি পুরাণে নিশ্চয়ং গতম্ ৷৮০
 ইত্যেষ সোম-স্বর্ঘ্যাভ্যামৈলশ্চ চ সমাগমঃ ।
 অবাপ্তিঃ শ্রদ্ধয়া চৈব পিতৃণাক্ষৈব তর্পণম্ ॥ ৮১
 পর্কণাক্ষৈব যঃ কালো যাতনাস্থানমেব চ ।
 সমাসাৎ কীর্তিতভ্যঃ সর্গ এষ সনাতনঃ ॥৮২
 বৈরূপ্যং যেন তৎ সর্গং কথিতত্বেকদেশিকম্ ।
 অশক্যং পরিসংখ্যাতুং শ্রদ্ধেয়ং ভূতিমিচ্ছতা ॥

মাতাকে চিনিতে পারে, শ্রাদ্ধের দৃষ্টান্তও
 তদ্রূপ । মনুই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সন্নিধানে দত্ত
 দ্রব্য উপস্থাপিত করে । মনু বলিয়াছেন,—
 এইরূপ শ্রদ্ধা সহকারে দত্ত অন্ন অবিকল শ্রাদ্ধ
 ফলদান করিয়া থাকে । ভগবান্ সনৎকুমার
 দিব্যচক্ষে প্রেতগণের গতাগতি ও শ্রাদ্ধ
 প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন । ইহাদিগের কৃষ্ণ
 পক্ষ দিবা এবং শুক্লপক্ষ রাত্রি ;—নিদ্রা-
 কাল । এই পিতৃদেব ও দেব-পিতৃগণ
 পরস্পর পরস্পরের জনক । ইহারা এবং
 মনুষ্য পিতৃগণ আকাশবাসী ও সোমপায়ী ।
 পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ ইহারা মনুষ্য
 পিতৃগণ । ইহাদিগের শ্রাদ্ধ বিধান ও মহত্ব
 এই কীর্তন করিলাম । পুরাণ শাস্ত্রে এই
 রূপই নিশ্চিত আছে । ৭১—৮০ । সোম ও
 স্বর্ঘ্য সহ ঐল রাজার সমাগম, পিতৃতর্পণ,
 শ্রাদ্ধদত্ত অন্নাদির পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিতি,
 পর্কণকাল, যাতনাস্থান,—এ সমস্তই আমি
 সংক্ষেপে আপনার নিকট বর্ণন করিলাম ।
 এই সনাতন প্রকৃতির বিকৃতি সৃষ্টিতত্ত্বের
 কতক অংশ বর্ণিত হইল । ইহা সম্যক্

স্বায়ম্ভুবস্ত দেবস্ত এব সর্গো ময়োরিতঃ ।
 বিস্তরেণাহুপূর্য্যাক্ত ভূমঃ কিং কথয়ামি বঃ ॥
 ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে শ্রাদ্ধাহুর্কীর্তনঃ
 নামৈকচত্রারিং শদধিকশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪১ ॥

দ্বিচত্রারিং শদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

চতুর্যুগাণি যানি সূ্যঃ পূর্বে স্বায়ম্ভুবেহস্তরে ।
 এবাং নিসর্গং সংখ্যাক্ শ্রোতুমিচ্ছাম বিস্তরাৎ
 সূত উবাচ ।
 পৃথিবীহ্যপ্রসঙ্গেন ময়া তু প্রোক্তদাহতম্ ।
 এতচ্চতুর্যুগেষুেবং তদ্বক্ষ্যামি নিবোধত ।
 তৎপ্রমাণং প্রসংখ্যায় বিস্তরাচ্চৈব কৃৎস্নশঃ ॥
 লৌকিকেন প্রমাণেন নিস্পাত্তাক্ত মাহুযম্ ।
 তেনাপীহ প্রসংখ্যাশ্চ বক্ষ্যামি তু চতুর্যুগম্ ॥৩
 কাঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব
 ত্রিংশচ্চ কাঠা গণয়েৎ কলাস্ত ।

নির্ণয় করা সাধ্যায়ত্ত নহে । স্বায়ম্ভুব দেব-
 কৃত সৃষ্টিতত্ত্ব আমি এই বিস্তার যথা-
 ক্রমেই বর্ণন করিলাম । এক্ষণে আপনা-
 দিগকে অপর কোন্ কথা বলিব ? ৮১—৮৪ ।
 একচত্রারিং শদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৪১

দ্বিচত্রারিং শদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত ! স্বায়ম্ভুব
 মনুস্তরে যে চারিটি যুগ প্রবর্তিত হয়, এক্ষণে
 আমাদের কাছে তাহারই স্তাব ও পরিমাণাদি
 বলুন । সূত কহিলেন,—পৃথিবী ও গগন-
 মণ্ডলের বর্ণনপ্রসঙ্গে চতুর্যুগের উল্লেখ
 করিয়াছি । এক্ষণে তাহার সংখ্যা-প্রমাণ
 বিস্তার আত্মপূর্বাঙ্কমে সমস্তই বলিতেছি ।
 মাহুয-বৎসর, লৌকিক প্রমাণেই জাতব্য ।
 আমি সেই মাহুয প্রমাণাহুসারেই যুগ-
 চতুষ্টয়ের সংখ্যা বলিতেছি । পঞ্চদশ

ত্রিংশৎ কলাশ্চৈব ভবেন্নুহৃতঃ-

শৈলিত্রিংশতা রাজ্যাহনৌ সমেতে ॥ ৪

অহোরাত্রে বিভজ্যতে সূর্যো মাসুযলৌকিকে ।

রাত্রিঃ স্বপ্নায় কৃতানাং চেষ্টায়ৈ কৰ্ম্মণামহঃ ॥ ৫

পিত্রো রাজ্যাহনৌ মাসঃ প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ ।

কৃষ্ণপক্ষস্বস্তেষাং শুক্লঃ স্বপ্নায় শৰ্ম্মরৌ ॥ ৬

ত্রিংশদ্ষে মাসুযা মাসাঃ পৈত্রো মাসঃ চ উচ্যতে

শতানি জৌণি মাসানাং ষষ্ঠ্যা চাত্যাদিকানি তু

পৈত্রঃ সংবৎসরো হ্যেষ মাসুযেণ বিভাবাতে

মাসুযেণৈব মানেন বর্ষণাং যচ্ছতং ভবেৎ ।

পিতৃণাং তানি বর্ষণি সংখ্যাতানি তু জৌণি বৈ

দশ চ দ্ব্যধিকা মাসাঃ পিতৃসংখ্যেহ কীর্তিতা ॥ ৮

লৌকিকেন প্রমাণেন অকো যো মাসুযঃ স্মৃতঃ

এতদ্ব্যমহোরাত্রমেত্যেযা বৈদিকী ক্রতিঃ ॥ ৯

দিব্যে রাজ্যাহনৌ বর্ষঃ প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ ।

অহম্ব যদুদক্ চৈব রাত্রির্ধা দক্ষিণায়নম্ ।

এতে রাজ্যাহনৌ দিব্যে প্রসংখ্যাতে তয়োঃ পুনঃ

ত্রিংশদ্ষানি তু বর্ষণি দিব্যো মাসস্ত স স্মৃতঃ ।

মাসুযাণাং শতং যচ্চ দিব্যা মাসাপ্তয়ন্ত বৈ ।

নিমিষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক

কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং ত্রিংশৎ

মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্র হয় । সূর্য্যই লৌকিক

ও দৈবিক অহোরাত্রের বিভাগ করেন ।

প্রাণিগণের কৰ্ম্মসাধনার্থ দিবা এবং নিদ্রা-

নিমিত্ত রাত্রি । লৌকিক মানের একমাসে

পিতৃগণের এক দিবারাত্র হয় । তন্মধ্যে

শুক্লপক্ষ রাত্রি এবং কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদিগের

দিবা । রাত্রিতে তাঁহারা নিদ্রিত হয়েন ।

মাসুযমানের ত্রিংশৎ মাসে পিতৃগণের এক

মাস হয় । মাসুয প্রমাণের তিন শত ষষ্টি

মাসে পিতৃগণের এক বৎসর নির্ণীত হইয়া

থাকে । মাসুযমানের শত বর্ষে পিতৃলোকের

তিন বর্ষাধিক কাল হয় । পিতৃগণের কাল

সংখ্যা এই কীর্ত্তন করিলাম । লৌকিক

প্রমাণের এক বৎসরে দেবগণের এক দিবা-

রাত্র হয় । বেদে এইরূপ উল্লেখ আছে ।

মাসুযগণের এক বর্ষে যে দিব্য এক অহো-

তথৈব সহ সংখ্যাতো দিব্য এষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥

জৌণি বর্ষশতান্তেবঃ ষষ্টিবর্ষান্তথৈব চ ।

দিব্যঃ সংবৎসরো হ্যেষ মাসুযেণ প্রণীতঃ ॥

জৌণি বর্ষসহস্রাণি মাসুযেণ প্রমাণতঃ ।

ত্রিংশদ্ষানি বর্ষণি স্মৃতঃ সপ্তর্ষিবৎসরঃ ॥ ১৩

নব যানি সহস্রাণি বর্ষণাং মাসুযাণি চ ।

বর্ষণি নবতিশ্চৈব ঋবসংবৎসরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪

ষট্‌ত্রিংশৎ তু সহস্রাণি বর্ষণাং মাসুযাণি চ ।

ষষ্টিশ্চৈব সহস্রাণি সংখ্যাতানি তু সংখ্যয়া ।

দিব্যঃ বর্ষসহস্রন্তু প্রাহঃ সংখ্যাবিদো জনাঃ ॥ ১৫

ইত্যেতদৃষিভির্গীতং দিব্যয়া সংখ্যয়া দ্বিজাঃ ।

দিব্যোদৈনব প্রমাণেন যুগসংখ্যা প্রকল্পিতা ॥ ১৬

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি ঋষয়োহবুবন ।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্ ॥ ১৭

পূর্ব্বং কৃতযুগং নাম ততস্তেতাভিধীয়তে ।

দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব যুগানি পরিকল্পয়েৎ ॥ ১৮

চত্বার্যাহঃ সহস্রাণি বর্ষণাং তৎ কৃতং যুগম্ ।

তদ্ব্য তাবচ্ছতী সঙ্খ্যা সঙ্খ্যাংশচ তথাবিধঃ ॥

ইতরেষু সসঙ্কেষু সসঙ্খ্যাংশেষু চ জিষু ।

রাত্রি হয়, তন্মধ্যে উত্তরায়ণ দিবা এবং দক্ষি-

ণায়ন রাত্রিরূপে নিদ্রিত । লৌকিক ত্রিংশৎ

বর্ষে এক দিব্য মাস, এবং শতবর্ষে দিব্য

তিন বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল মাত্র । তিন

শত ষষ্টি বর্ষে এক দিব্য বর্ষ গণিত হয় । ১—

১২। লৌকিক তিন সহস্র ত্রিংশৎ বৎসরে সপ্তর্ষি

বৎসর, এবং নব সহস্র নবতি বর্ষে ঋব

সংবৎসর হয় । ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র বর্ষে দিব্য

শত বর্ষ এবং তিন লক্ষ ষষ্টি সহস্র বৎসরে

দিব্য সহস্র বর্ষ হইয়া থাকে । হে দ্বিজগণ !

ঋষিগণ এইরূপই দিব্য সংখ্যায় উল্লেখ

করিয়াছেন । দিব্যমান দ্বারাই যুগসংখ্যা

কল্পিত হইয়াছে । ১৩—১৬ । ভারতবর্ষে কৃত,

ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিটা যুগ

কল্পিত আছে । কৃত যুগের পরিমাণ চারি

সহস্র বৎসর । ইহার সঙ্খ্যা চারিশত বৎসর

এবং চারিশত বৎসর সংখ্যাংশ । অপর

যুগত্রয়ের সঙ্খ্যা সঙ্খ্যাংশ পরিমাণও সমান,

একপাদে নিবর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥ ২০ ॥
 ত্রেতা ত্রীণি সহস্রাণি যুগসংখ্যাবিদো বিহুঃ ।
 তস্তাণি ত্রিশতী সঙ্খ্যা সঙ্খ্যাংশঃ সঙ্খ্যয়া সমঃ ॥
 যে সহস্রে ষাপরন্ত সঙ্খ্যাংশৌ তু চতুঃশতম্ ।
 সহস্রমেকং বর্ষাণাং কলিরেব প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 যে শতে চ তথাস্তে চ সঙ্খ্যা-সঙ্খ্যাংশয়োঃ স্মৃতে |
 এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগসংখ্যা তু সংজ্ঞিতা ।
 কৃতং ত্রেতা ষাপরন্ত কলিস্চেতি চতুষ্টিয়ম্ ॥ ২৩ ॥
 তত্র সংবৎসরাঃ সৃষ্টা মান্বযাস্তান্ নিবোধত ।
 নিযুতানি দশে যে চ পঞ্চ চৈবাত্র সংখ্যয়া ।
 অষ্টাবিংশৎসহস্রাণি কৃতং যুগমধোচ্যতে ॥ ২৪ ॥
 প্রযুতন্ত তথা পূর্ণং যে চাস্তে নিযুতে পুনঃ ।
 যদ্বভিসহস্রাণি সংখ্যাতানি চ সংখ্যয়া ।
 ত্রেতাযুগন্ত সঙ্খ্যয়া মান্বযেণ তু সংজ্ঞিতা ॥ ২৫ ॥
 অষ্টৌ শতসহস্রাণি বর্ষাণাং মান্বযাণি তু ।
 চতুঃষ্টিসহস্রাণি বর্ষাণাং ষাপরং যুগম্ ॥ ২৬ ॥
 চত্বারি নিযুতানি সূর্যবর্ষাণি তু কলিযুগম্ ।
 দ্বাত্রিংশচ্চ তথাস্তানি সহস্রাণি তু সংখ্যয়া ।
 এতৎ কলিযুগং প্রোক্তং মান্বযেণ প্রমাণতঃ ॥
 এষা চতুর্যুগাবস্থা মান্বযেণ প্রকীৰ্ত্তিতা ।

এবং যুগের পরিমাণ যত সহস্র বর্ষ, তত শত বৎসরই উহাদিগের পরিমাণ । যুগসংখ্যাবিদ জনগণ বলেন,—ত্রেতাযুগ পরিমাণ তিন সহস্র বর্ষ, ইহার সঙ্খ্যা ও সঙ্খ্যাংশ পরিমাণও তিন তিন শত বর্ষ । ষাপর যুগের পরিমাণ দ্বিসহস্র বৎসর ; ইহার সঙ্খ্যা দুই শত এবং সঙ্খ্যাংশ দুই শত বর্ষ । কলির পরিমাণ এক সহস্র বৎসর ; ইহার সঙ্খ্যা এক শত এবং সঙ্খ্যাংশ এক শত বৎসর । এই দ্বাদশ সহস্র বৎসর কালই কৃত, ত্রেতা, ষাপর ও কলি—এই চারি যুগের সংখ্যা । এক্ষণে ইহাদিগের মান্বয পরিমাণ—বলিতেছি । দ্বাদশ নিযুত, পঞ্চ অযুত, অষ্টাবিংশতি সহস্র বৎসরে সত্যযুগ ; দুই নিযুত এক প্রযুত যদ্বভাৎ সহস্র বর্ষে ত্রেতাযুগ, অষ্ট লক্ষ-চতুঃষষ্টি সহস্র বর্ষে ষাপর যুগ এবং চারি নিযুত দ্বাত্রিংশ লক্ষ বৎসরে কলিযুগ

চতুর্যুগন্ত সংখ্যাতা সঙ্খ্যা-সঙ্খ্যাংশকৈঃ সহ ॥ ২৮ ॥
 এষা চতুর্যুগাখ্যা তু সাধিকা হেকসপ্ততিঃ ।
 কৃত-ত্রেতাভিযুক্তা সা মনোরন্তরযুচ্যতে ॥ ২৯ ॥
 মন্বন্তরন্ত সংখ্যা তু মান্বযেণ নিবোধত ।
 একত্রিংশৎ তথা কোটিঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া
 দ্বিজৈঃ ॥ ৩০ ॥
 তথা শতসহস্রাণি দশ চাত্তানি ভাগশঃ ।
 সহস্রাণি তু দ্বাত্রিংশচ্ছতাস্তষ্টাধিকানি চ ॥ ৩১ ॥
 অনীতিশৈব বর্ষাণি মাসাশ্চৈবাবিকাস্য যট্ ।
 মন্বন্তরন্ত সংখ্যয়া মান্বযেণ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৩২ ॥
 দিব্যেন চ প্রমাণেন প্রবক্ষ্যাম্যন্তরং মনোঃ ।
 সহস্রাণাং শতাত্তাহঃ স চ বৈ পরিসংখ্যয়া ॥ ৩৩ ॥
 চত্বারিংশৎসহস্রাণি মনোরন্তরযুচ্যতে ।
 মন্বন্তরন্ত কালন্ত যুগৈঃ সহ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৩৪ ॥
 এষা চতুর্যুগাখ্যা তু সাধিকা হেকসপ্ততিঃ ।
 ক্রমেণ পরিবৃত্তা সা মনোরন্তরযুচ্যতে ॥ ৩৫ ॥
 এতচ্চতুর্দশগুণং কল্পমাত্তন্ত তদ্বিধঃ ।
 ততস্ত প্রলয়ঃ কৃৎস্নঃ স তু সম্প্রলয়ো মহান্ ॥
 কল্পপ্রমাণো দ্বিগুণো যথা ভবতি সংখ্যয়া ।

সম্পূর্ণ হইয়া থাকে । চারিযুগের সঙ্খ্যা ও সঙ্খ্যাংশের মান্বয প্রমাণ সহ এই সম্যক্ অবস্থা বর্ণিত হইল । এই চারিযুগান্তক কালের একসপ্ততিবার আবর্ত্তনে এক মন্বন্তর হয় । মান্বযমানে মন্বন্তর পরিমাণ শ্রবণ করুন । একত্রিংশৎ কোটি, দশ লক্ষ, দ্বাত্রিংশৎ সহস্র, অষ্টশত অনীতিবর্ষ ছয়মাসে এক মন্বন্তর হয় । সংখ্যাতত্ত্বজ দ্বিজগণ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন । মন্বন্তরের দিব্য পরিমাণ বলিতেছি । দিব্যমানের একলক্ষ চত্বারিংশৎ সহস্র বর্ষে মন্বন্তর হয় । যুগ সহ মন্বন্তর কাল বিবরণ এই বলিলাম । এই চতুর্যুগের একসপ্ততিবার আবর্ত্তনে এক মন্বন্তর হইয়া থাকে । কল্পবেত্তা মহাত্মারা ইহারই চতুর্দশগুণে এক কল্পের পরিমাণ নির্ণয় করেন । তাহার পর সমগ্র জগতের সম্পূর্ণ প্রলয় ঘটে । ইহা মহাপ্রলয় । অতঃপর কল্পপ্রমাণ কাল অতীত হইলে পুনরায়

চতুর্ভুগাখ্য। ব্যাখ্যাতা কৃতং ত্রেতাযুগঞ্চ বৈ ॥৩৭
 ত্রেতাযুগে প্রবক্ষ্যামি দ্বাপরং কলিম্বেব চ ।
 যুগপৎ সমবেতো যৌ দ্বিধা বক্তুং ন শক্যতে ॥
 ক্রমাগতং ময়াপ্যেতৎ তুভ্যং নোক্তং যুগদ্বয়ম্
 ঋষি-বংশপ্রসঙ্গেন ব্যাকুলত্যাং তথাস্থনঃ ॥৩৯
 নোক্তং ত্রেতাযুগে শেষং তদ্বক্ষ্যামি নিবোধত
 অথ ত্রেতাযুগস্তাদৌ মনুঃ সপ্তর্ষিষশ্চ য়ে ।
 শ্রৌতস্মার্তঃ ক্রবন ধর্ম্যং ব্রহ্মণা তু প্রচোদিতাঃ
 দারাগ্নিহোত্রসম্বন্ধমৃগ্যজুঃসামসংহিতাঃ ॥
 ইত্যাদিবহুলং শ্রৌতং ধর্ম্যং সপ্তর্ষিযোহব্রুবন ॥৪১
 পরম্পরাগতং ধর্ম্যং স্মার্তস্মাচারলক্ষণম্ ।
 বর্ণাশ্রমাচারধৃতং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোহব্রবীৎ ॥ ৪২
 সত্যেন ব্রহ্মচর্য্যেণ ক্ষতেন তপসা তথা ।
 তেবাং স্মৃতপুতপসা মার্গেণানুক্রমেণ হ ॥৪৩
 সপ্তর্ষীগাং মনোষ্টৈশ্চৈব আদৌ ত্রেতাযুগে ততঃ
 অবুদ্ধিপূর্ব্বকং তেন সক্রৎপূর্ব্বকমেব চ ॥ ৪৪
 অভিবৃদ্ধান্ত তে মজ্জা দর্শনৈস্তারকাদিভিঃ ।

যুগে প্রবর্তিত হয়। চতুর্ভুগের ব্যাখ্যা করা
 হইল। কৃত ও ত্রেতাযুগের কথাও পূর্বে
 বলিয়াছি; তন্মধ্যে ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি-
 যুগের যুগে বিবরণ বর্ণন করিতেছি। ইহা-
 দিগের বিবরণসমূহ পরস্পর সংসৃষ্ট বলিয়া
 একই কথার বারবার উল্লেখ করিতে পারা
 যায় না। ত্রেতাযুগের শেষাংশ এবং দ্বাপর
 ও কলিযুগের কথাই বলা হয় নাই। ঋষি-
 বংশ বর্ণনপ্রসঙ্গে চিত্তের ব্যগ্রতা বশতই
 উহা বলিতে পারি নাই। ১৭—৩৯। অতএব
 ত্রেতাযুগের বাহ্য অবশেষ আছে, সেই সকল
 বিবরণই এক্ষণে বলিতেছি। আপনারা
 শ্রবণ করুন। ত্রেতাযুগের আদিকালে ব্রহ্মার
 আদেশ অনুসারে মনু ও সপ্তর্ষিগণ ঋত ও
 স্মার্ত ধর্ম্য সকল উপদেশ করেন। সপ্তর্ষিরা
 ঋক্-যজুঃ-সামবেদানুসৃত দারপরিগ্রহাগ্নিহোত্র-
 সংযোগাদি বিবধ শ্রৌতধর্ম্য কহিয়াছিলেন,
 আর সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, স্বায়ম্ভুব মনু বর্ণাশ্রমাচার-
 বিধি সহ পরম্পরাগত আচারপালনাত্মক ধর্ম্য
 বলিয়াছেন। সেই সপ্তর্ষিগণ ও মনু অতিশয়

আদিকল্পে তু দেবানাং প্রাহুর্ভূতাঃ তে স্বয়ম্
 প্রমাণেষথ সিদ্ধানামন্তেষাঞ্চ প্রবর্ততে ।
 মজ্জযোগো ব্যতীতেষু কল্পেষথ সহস্রশঃ ।
 তে মজ্জা বৈ পুনস্তেষাং প্রতিমায়ামুপস্থিতাঃ ॥
 ঋচো যজুঃসি সামানি মজ্জাশ্চাথর্কণান্ত য়ে ।
 সপ্তর্ষিভিশ্চ য়ে প্রোক্তাঃ স্মার্তস্ত মনুরব্রবীৎ ৪৭
 ত্রেতাদৌ সংহতা বেদাঃ কেবলং ধর্ম্মসেতবঃ
 সংরোধাদায়ুষ্টৈশ্চৈব ব্যান্তস্তে দ্বাপরে চ তে ।
 ঋষয়স্তপসা বেদানহোরাত্রমধীয়ত ॥ ৪৮
 অনাদিনিধনা দিব্যাঃ পূর্ব্বং প্রোক্তাঃ স্বয়ম্ভুবা
 স্বধর্ম্মসংবৃতাঃ সাক্ষা যথাধর্ম্মং গুপ্তে যুগে ।
 বিক্রিয়ন্তে স্বধর্ম্মন্ত বেদবাদাদ্যথাযুগম্ ॥ ৪৯

তপঃপ্রভাবশালী এবং গ্রহনক্ষত্রাদির সংস্থান-
 বিষয়ে সম্যক্ প্রত্যক্ষ জ্ঞানবান ছিলেন।
 এ নিমিত্ত ত্রেতাযুগমুখে একবার মাত্র
 চিত্তার ফলেই তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে
 মজ্জসমূহ অতিব্যক্ত হইয়াছিল। ঐ সকল
 মজ্জা আদিকল্পে দেবগণের মনে স্বয়ংই
 প্রকটিত হয়। প্রমাণসদৃশে সিদ্ধ ও
 অস্তান্ত ব্যক্তিবর্গেরও মজ্জযোগ আয়ত
 হইয়া থাকে। অতীত কল্পে শত-সহস্র
 প্রকার মজ্জযোগ প্রচলিত ছিল। তাঁহাদিগের
 অভিধ্যানবশে প্রতিনিধিতেও সেই সকল
 মজ্জের আবেশ হয়। ঋক্, যজুঃ, সাম ও
 অথর্কবেদ সম্বন্ধে মজ্জসমূহ সপ্তর্ষিগণই
 বলিয়াছেন। স্মার্ত মজ্জা সকল মনু কর্তৃক
 উক্ত হইয়াছে। ত্রেতাযুগে ধর্ম্মসেতু বেদ-
 সকল একত্র সংহতভাবে ছিল, দ্বাপরযুগ
 জনগণের বুদ্ধি ও আয়ুর অল্পতা ঘটিল।
 তখন সাধারণের অগম করণার্থ ঐ বেদকে
 বিভক্ত করা হয়। পূর্বে ঋষিগণ তপঃ-
 প্রভাবে এক অহোরাত্রেই সমগ্র বেদ অধ্য-
 য়ন করিতেন। পুরাকালে স্বয়ম্ভু অল্প সম-
 বিত, যুগাবধিত স্বধর্ম্মসংযুক্ত অনাদিনিধন
 বেদসমূহ উপদেশ করেন। যুগমাত্রান্তে
 ধর্ম্মসমূহ সেই বেদবাক্য হইতে অল্পে অল্পে

আরম্ভযজ্ঞঃ কত্রস্ত হবির্যজ্ঞা বিশঃ স্মৃতাঃ ।
 পরিচার্যজ্ঞাঃ শূদ্রাশ্চ জপযজ্ঞাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ ॥৫০॥
 ততঃ সমুদিতা বর্ণীজ্ঞেতায়াঃ ধর্ম্মশালিনাঃ ।
 ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তঃ সমৃদ্ধাঃ সুধীনশ্চ বৈ ॥৫১॥
 ব্রাহ্মণৈশ্চ বিধীয়ন্তে কত্রিয়াঃ কত্রিৈর্বিশঃ ।
 বৈশ্তান্ শূদ্রানুবর্তন্তে শূদ্রান পরমহুগ্রহাৎ ॥৫২॥
 শুভাঃ প্রকৃতয়ন্তেষাং ধর্ম্মা বর্ণীশ্রমাশ্রয়াঃ ।
 সঙ্কলিতেন মনসা বাচা বা হস্তকর্ম্মণা ।
 ত্রেতাযুগে হবিকলে কর্ম্মারম্ভঃ প্রসিধ্যতি ॥৫৩॥
 আয়ু রূপং বলং মেধা আরোগ্যাং ধর্ম্মশীলতা ॥
 সর্বসাধারণঃ হেতদাসৌ ত্রেতাযুগে তু বৈ ॥৫৪॥
 বর্ণীশ্রমব্যবস্থানমেধাঃ ব্রহ্মা তথাকরোৎ ।
 সংহিতাশ্চ তথা মজ্জা আরোগ্যাং ধর্ম্মশীলতা ॥৫৫॥
 সংহিতাশ্চ তথা মজ্জা ঋষিভির্ব্রহ্মণঃ স্মৃতেঃ ।
 যজ্ঞঃ প্রবর্তিতশ্চৈব তদা হোব তু দৈবতৈঃ ॥৫৬॥
 যামৈঃ শুক্রৈর্জ্যৈশ্চৈব সর্বসীবনসম্ভূতৈঃ ।
 বিশ্বস্যভূতিস্তথা সার্কিং দেবেশ্চৈব মহোজসা ।

শ্লিষ্ট হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়। —৪২।
 কত্রিয়ার আরম্ভযজ্ঞ, বৈশ্বগণের হবির্যজ্ঞ,
 শূদ্রের পরিচর্যাযজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণগণের জপ-
 যজ্ঞই বিহিত ধর্ম্ম। ত্রেতাযুগে বর্ণসকল
 ধর্ম্মশীল, ক্রিয়াবান্, সম্ভানসম্পন্ন, সমৃদ্ধ ও
 সুখী ছিল। সদয় ব্যবহারে ব্রাহ্মণ দ্বারা
 কত্রিয়, কত্রিয় দ্বারা বৈশ্ব, এবং বৈশ্ব দ্বারা
 শূদ্রগণ পরিচালিত হইত। সকলেরই প্রকৃতি
 শুভ বর্ণীশ্রমাচারমুখী ছিল। ত্রেতাযুগে
 ধর্ম্ম বিকল হয় নাই বলিয়া সকলেরই বাক্য,
 কর্ম্ম বা মনের সঙ্কল্প যাজ্ঞেই কার্য্যসিদ্ধি
 ঘটিত। আয়ু, রূপ, বল, মেধা, আরোগ্য,
 ধর্ম্মশীলতা, এ সকল তখন সর্বসাধারণেরই
 সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। ব্রহ্মাই ইহা-
 দিগের বর্ণীশ্রম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম-
 নন্দনগণ ইহাদিগের আরোগ্য, ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি-
 সহকারী সংহিতা ও মজ্জা সকল সঙ্কলন
 করেন। দেবতাগণই তখন যজ্ঞের প্রবর্তন
 করিয়াছিলেন। যাম, শুক্র, জয়, বিশ্বস্যক্
 প্রভৃতি দেবগণসহ মহোজা দেবেশ্চ স্বায়ম্ভুব

স্বায়ম্ভুবেহস্তরে দেবৈস্তে যজ্ঞাঃ প্রাক্ প্রবর্তিতা
 সত্যং জপস্তপো দানং পূর্ব্বধর্ম্মো য উচ্যতে ।
 যদা ধর্ম্মস্ত হ্রসতে শাখাধর্ম্মস্ত বর্দ্ধতে ॥ ৫৮
 জায়ন্তে চ তদা শূরা আয়ুযন্তো মহাবলাঃ ।
 স্তম্ভদণ্ডা মহাযোগা যজ্ঞানো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৫৯
 পদ্মপত্রায়তাক্ষাশ্চ পৃথুবক্তাঃ সূসংহতাঃ ।
 সিংহোরকা মহাসম্ভা মন্তমাতঙ্গগামিনাঃ ॥ ৬০
 মহাধনুর্দ্ধরাশ্চৈব ত্রেতায়াঃ চক্রবর্তিনাঃ ।
 সর্বলক্ষণপূর্ণান্তে স্তগ্রোধপরিমণ্ডলাঃ ॥৬১॥
 স্তগ্রোধো তু স্মৃতো বাহু ব্যামো স্তগ্রোধ উচ্যতে
 ব্যামেন তুঙ্কুয়ো যন্ত অত উর্দ্ধন্ত দেহিনাঃ ।
 সমুচ্ছ্রয়ঃ পরীণাহো স্তগ্রোধপরিমণ্ডলঃ ॥ ৬২
 চক্রঃ রথো মণিভার্যা নিধিরথো গজস্তথা ।
 প্রোক্তানি সপ্ত রত্নানি পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবেহস্তরে ॥
 বিকোরংশেন জায়ন্তে পৃথিব্যাং চক্রবর্তিনাঃ ।
 মনস্তরেষু সর্বেষু হতীতানাগতেষু বৈ ॥ ৬৪

মনস্তরে সর্ববিধ উপকরণ সহযোগে যজ্ঞ
 প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। সত্য, জপ,
 তপস্যা ও দান চিরপ্রচলিত ধর্ম্ম। ধর্ম্মের
 হ্রাস হইলে পুনরায় যখন উহা বৃদ্ধি লাভ
 করে, তখন দীর্ঘায়ু মহাবল শূরগণ জন্ম
 গ্রহণ করেন। তাঁহারা স্তম্ভদণ্ড, মহাযোগী,
 যাগশীল, ব্রহ্মবাদী, পদ্মপত্রায়তাক্ষ, প্রশস্ত
 মুখসম্পন্ন, সূসংহতাবয়ব, সিংহোরক, মহাসম্ভ
 ও মন্তমাতঙ্গগামী হন। ত্রেতাযুগে চক্র-
 বর্তী রাজগণ মহাধনুর্দ্ধর, স্তগ্রোধপরিমণ্ডল
 এবং সর্বলক্ষণে লক্ষিত হইয়া থাকেন।
 স্তগ্রোধ শব্দে বাহু বুঝায়। ব্যাম অর্থাৎ
 বিস্তারিত বাহুদ্বয়ের পরিমাণকেও স্তগ্রোধ
 বলা যায়। ব্যাম-পরিমিত স্থূলতা ও ঔন্নত্য
 থাকিলে তাহাকে স্তগ্রোধপরিমণ্ডল বলে।
 স্বায়ম্ভুব মনস্তরে চক্র, রথ, মণি, ভার্যা, নিধি,
 অশ্ব, এবং গজ,—এই সপ্তবিধ দ্রব্য রত্ন
 বলিয়া ব্যবহৃত হইত। অতীত অনাগত
 সকল মনস্তরেই বিশ্বর অংশানুসারে পৃথি-
 বীতে চক্রবর্তীদিগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ভূত-ভব্যানি যানীহ বর্তমানানি যানি চ ।
 ত্রেতাযুগানি তেষাং জায়ন্তে চক্রবর্তিনঃ ।
 ভজাণীমানি তেষাং বিভাব্যন্তে মহীক্ষিতাম্ ।
 অত্যন্তুতানি চত্বারি বলঃ ধর্ম্যঃ স্মৃৎ ধনম্ ॥ ৬৬
 অস্তোত্তম্যাবিরোধেন প্রাপ্যন্তে নৃপতেঃ সমম্
 অর্থো ধর্ম্যশ্চ কামশ্চ যশো বিজয় এব চ ॥ ৬৭
 ঐশ্বর্যোণাণিমায়েন প্রভুশক্তি-বলাধিতাঃ ।
 ক্রতেন তপসা চৈব ঋষীঃ স্তেভিভবন্তি হি ॥ ৬৮
 বলেনাভিভবন্ত্যেতে তেন দানব-মানবান্ ।
 লক্ষ্যৈশ্চৈব জায়ন্তে শরীরৈশ্চরমানুষৈঃ ॥ ৬৯
 কেশাঃ স্থিতা ললাটেন জিহ্বা চ পরিমার্জ্যনৌ
 স্ত্রামপ্রভাশ্চতুর্দন্ত্রাঃ শ্রবসাশ্চোদ্বিরেতসঃ ॥ ৭০
 আজানুবাহবশ্চৈব তালহস্তৌ বৃষাকৃতী ।
 পরিণাহ-প্রমাণাত্যাং সিংহকৃষ্ণাশ্চ মেধিনঃ ॥ ৭১
 পাদয়োশ্চক্র-মৎস্তৌ তু শঙ্খপদ্মে চ হস্তয়োঃ ।
 পঞ্চাশীতিসহস্রাণি জীবন্তি অজরামরাঃ ॥ ৭২
 অসঙ্গা গতয়ন্তেযাং চতশ্চক্রবর্তিনাম্ ।

ভূত, ভবিষ্য বা বর্তমান সময়েও ত্রেতাযুগেই
 চক্রবর্তীদিগের জন্ম হয়। সেই রাজগণের
 বল, ধর্ম, স্মৃতি, ও ধন সমৃদ্ধি এই চারিটী
 অতীব অদ্ভুত। তাঁহারা অর্থ, ধর্ম, কাম,
 যশ ও বিজয়—এ সকল পরস্পর আবিরোধেই
 প্রাপ্ত হইলেন। সেই প্রভুশক্তিসম্পন্ন রাজ-
 গণ অশিমাংস ঐশ্বর্য, শাস্ত্রজ্ঞান, ও তপো-
 মহিমায় ঋষিগণকেও পরাভূত করেন।
 তাঁহারা অমানুষ লক্ষণনিচয় পূর্ণ এবং বল
 দ্বারা দানব ও মানবগণেরও অভিভব
 করেন। তাঁহাদিগের ললাটপ্রান্তশোভী
 কেশকলাপ, পরিমার্জিত জিহ্বা, আজানু-
 লব্ধিত বাহুযুগল, তালপ্রমাণ হস্তদ্বয়,
 স্ত্রামাভ বর্ণ, বৃষসদৃশ আকৃতি ও পরিণাহ
 প্রমাণ দেখিলেই তাঁহাদিগকে মহাভাগ্যবান-
 বলিয়া বোধ হয়। সেই সিংহকৃষ্ণ, যাগলীল
 সমধিক ক্রতিশক্তিসম্পন্ন, উদ্বিরেতা, নৃপতি-
 গণের পাদদ্বয়ে চক্র ও মৎস্তচিহ্ন এবং
 করতলে শঙ্খ ও পদ্মচিহ্ন বিরাজমান ;
 তাঁহারা পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর অজরামর

অন্তরীক্ষে সমুদ্রে পাতালে পর্বতেষু চ ৭৩
 ইজ্যাদানং তপঃ সত্যং ত্রেতাধর্ম্মাশ্চ বৈ স্মৃতাঃ
 তদা প্রবর্ততে ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
 মর্যাদাদ্বাপনার্থঞ্চ দণ্ডনীতিঃ প্রবর্ততে ॥ ৭৪
 হৃষ্টপুষ্টা জনাঃ সর্বৈ অরোগাঃ পূর্ণমানসাঃ ।
 একো বেদশতস্পাদস্ত্রেতাযাস্ত বিধিঃ স্মৃতঃ ।
 ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি জীবন্তে তত্র তাঃ প্রজাঃ ॥ ৭৫
 পুত্রপৌত্রসমাকীর্ণা স্ত্রিয়ন্তে চ ক্রমেণ তাঃ ।
 এষ ত্রেতাযুগে ভাবস্ত্রেতাংসংখ্যাং নিবোধত ॥
 ত্রেতাযুগস্ত্রভাবেন সঙ্খ্যাপাদেন বর্ততে ।
 সঙ্খ্যাপাদঃ স্বভাবাচ্চ যোহংশঃ পাদেন তিষ্ঠতি
 ইতি ত্রীমাৎস্ত্রে মহাপুরাণে মনস্তরানুকম্ভো
 নাম দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমো-
 ২ধ্যায়ঃ ॥ ১৪২ ॥

শরীরে জীবিত থাকেন। সেই চক্রবর্তী-
 দিগের সমুদ্র, আকাশ, পাতাল ও পর্বত—
 এই চারিখানে অপ্রতিহত গতি হয়।
 দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপশ্চরণ ও সত্যপালন
 এই—চতুরঙ্গ ধর্ম্ম অব্যাহতভাবেই তাঁহারা
 প্রতিপালন করেন। ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রম
 বিভাগানুসারে ধর্ম্ম প্রকৃত থাকিলেও ধর্ম্মের
 মর্যাদারক্ষণার্থ দণ্ডনীতি প্রবর্তিত হয়।
 তখন সকলেই হৃষ্ট-পুষ্ট, নিরাময় ও পূর্ণমানস
 থাকে। এই ত্রেতাযুগেই এক বেদ চারি
 পাদে বিভক্ত হয়। তখন জনগণ পুত্র-
 পৌত্র-সমাবৃত হইয়া তিন সহস্র বৎসর
 জীবিত থাকিয়া ক্রমে পঞ্চ প্রাপ্ত হয়
 ত্রেতাযুগের ভাব এইরূপ। এক্ষণে ত্রেতার
 সংখ্যা বিষয়ে অবধান কর। সঙ্খ্যায়
 ত্রেতাযুগ স্বভাব একপাদ এবং সঙ্খ্যাংশে
 সঙ্খ্যাপরিমাণের এক পাদ স্বভাব বিদ্যমান
 থাকে। ৬০—৭৭।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ১৪২

ত্রিচত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথং ত্রেতাযুগমুখে যজ্ঞশাসনৌৎ প্রবর্তনম্ ।
পূর্বে স্বায়ম্ভুবে সর্গে যথাবৎ প্রববৌহি নঃ ॥ ১
অন্তর্হিতায়াঃ সঙ্ঘায়াঃ সার্কি কৃতযুগেন তি ।
কালান্ধায়াঃ প্রবৃত্তায়াঃ প্রাপ্তে ত্রেতাযুগে তদা
ওমধীযু চ জাতানু প্রবৃত্তে বৃষ্টিসংজ্ঞনে ।
প্রতিষ্ঠিতায়াঃ বার্তায়াঃ গ্রামেষু চ পুরেষু চ ॥ ৩
বর্ণাশ্রমপ্রতিষ্ঠায়াঃ কৃতা মর্দ্বৈশ্চ তৈঃ পুনঃ ।
সংহিতাশ্চ সুসংহত্যা কথং যজ্ঞঃ প্রবর্তিতঃ ।
এতচ্ছবাববৌৎ সূতঃ ঋষতাং তৎ প্রচোদিতম্
সূত উবাচ ।

মজ্জান বৈ যোজয়িত্বা তু ইহামুত্র চ কৰ্ম্মসু ।
তথা বিশ্বভূগিল্পজ যজ্ঞং প্রাবর্তয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৫
দেবতৈঃ সহ সংহত্যা সৰ্ম্মসাধনসংবৃতঃ ।
তস্তাশ্রমেধে বিততে সমাজগুৰ্ব্বহৰ্ম্ময়ঃ ॥ ৬
যজ্ঞকৰ্ম্মণ্যবর্তন্ত কৰ্ম্মণ্যাগ্রে তথর্হিজঃ ।

ত্রিচত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে
ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগে যজ্ঞসমূহের কি
প্রকারে প্রবর্তন হইয়াছিল, এক্ষণে আমা
দিগকে তাহাই বলুন । কৃতযুগ সঙ্ঘাসহ
অন্তর্হিত হইলে ত্রেতাযুগের প্রবৃষ্টি হয়
পরে সুরূষ্টিকলে সর্বত্র ওমধিসমূহের উদ্ভব
হয় । ক্রমে গ্রাম পুরাদির প্রতিষ্ঠা, ও
বার্তা ব্যবহার প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । সেই
সময়ে বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠান্তে অন্ন, মজ্জা ও
বিধান সংগ্রহপূর্ব্বক কি প্রকারে যজ্ঞসমূহ প্রব-
র্তিত হয় ? সূত ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া
প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে মন্বন্তর ! আপ-
নারা জিজ্ঞাসিত্যুবিষয় শ্রবণ করুন । বিশ্বভূক
অংকালে প্রভু ইন্দ্র, ঐহিক পারলৌকিক সুখ-
সাধন মজ্জাসমূহ সংগৃহীত করিয়া যজ্ঞসমূহের
প্রবর্তন করিলেন ; তিনি দেবগণ সহ যজ্ঞ-
সম্ভার সমাহরণপূর্ব্বক অশ্রমেণ যজ্ঞানুষ্ঠান
করিলেন । সেই যজ্ঞে কৰ্ম্মকুশল ঋষিগণ

হুয়মানে দেবহোত্রে অগ্নৌ বহুবিধং হবিঃ ॥ ৭
সম্প্রতীতেষু দেবেষু সামগেষু চ সুররম্ ।
পরিক্রান্তেষু লঘুযু অধ্বর্গ্যাপুরুষেষু চ ॥ ৮
আলকেষু চ মধ্যে তু তথা পশুগণেষু বৈ ।
অভিতেষু চ দেবেষু যজ্ঞভূকু ততস্তদা ॥ ৯
য ইন্দ্রিয়াশ্রক দেবা যজ্ঞভাগভূজন্ত তে ।
তান যজন্তি তদা দেবাঃ কল্লাদিযু ভবন্তি যে ॥
অধ্বর্গ্যাপ্রযকালে তু ব্যাখিতা ঋষয়স্তথা ।
মহর্ষয়শ্চ তান দৃষ্ট্বা দীনান পশুগণাংস্তদা ।
বিশ্বভূজঃ তে বৃপুচ্ছন কথং যজ্ঞবিধিস্তব ॥ ১১
অধর্ম্মো বলবানেষ হিংসা ধর্ম্মেপয়া তব ।
নবঃ পশুবিধিষ্টিস্তব যজ্ঞে সুরোত্তম ॥ ১২
অধর্ম্মো ধর্ম্মবাতায় প্রারকঃ পশুভিস্তয়া ।
নাযং ধর্ম্মো হধর্ম্মোহয়ং ন হিংসা ধর্ম্ম উচ্যতে ।
আগমেন ভবান ধর্ম্মং প্রকরোতু যদীচ্ছতি ॥ ১৩

আসিয়া ঋষিকুর্মে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন
অগ্নিমধ্যে দেবগণোদ্দেশে বহুবিধ হবি
দ্বারা হোম কথ্য আরক হইল । দেবগণ
অভীত হইলেন । সামগ বিজগণ
সামগান করিতে লাগিলেন । অধ্বর্গ্যগণ
ক্রতগতি ইত্যন্তঃ পরিক্রমণ করিতে লাগি-
লেন । মেধ্য পশু সকল প্রোক্ষিত হইতে
লাগিল । দেবগণ আহুত হইয়া যজ্ঞভাগ
ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ইন্দ্রিয়া-
শ্রক দেবগণই যজ্ঞভাগভোজী । ইহারা
কল্লাদিকালে উদ্ভূত হইয়া থাকেন । তখন
সেই যজ্ঞে উক্ত দেবগণই অর্চিত হইয়া-
ছিলেন । ১—১০ । অনন্তর অধ্বর্গ্যগণ
পশুৎসর্গের উপক্রম করিলে মহর্ষিগণ দীন
পশুগণ-দর্শনে ককণাপরবশ হইয়া বিশ্বভূক
ইন্দ্রকে কহিলেন,—হে ইন্দ্র ! তোমার এই
যজ্ঞবিধি কি প্রকার ? ইহা মহান্ অধর্ম্ম ।
তুমি ধর্ম্মকামনায় হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছ ।
হে সুরোত্তম ! তোমাদিগের এই যজ্ঞবিধি
উত্তম নহে । তুমি এই পশুসমূহ দ্বারা ধর্ম্ম
ঘাতী অধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেছ । ইহা
ধর্ম্ম নহে, পরন্তু অধর্ম্ম ; কারণ হিংসা কদাপি

বিধিদৃষ্টেন যজ্ঞেন ধর্ম্মেণাব্যাসেনেন তু ।
 যজ্ঞবীজৈঃ সুরশ্রেষ্ঠ ত্রিবর্গপরিমোদিতৈঃ ॥ ১৪
 এষ যজ্ঞো মহানিহ্নঃ স্বদ্বন্দ্বুবিহিতঃ পুরা ।
 এবং বিবর্তুগিত্ত্বাৎ ঋষিভিত্ত্বদর্শিতিঃ ।
 উক্তো ন প্রভিজগ্ৰাহ মানমোহনমধিতঃ ॥ ১৫
 তেষাং বিবাদঃ সূমহান জজ্ঞে ইন্দ্র-মহর্ষিণাম্ ।
 জজ্ঞমৈঃ স্বাবটৈঃ কেন যজ্ঞবামিতি চোচ্যতে ॥
 তে তু থিন্না বিবাদেন শক্ত্যা যুক্তা মহর্ষয়ঃ ।
 সদ্ধায় সমমিল্লেণ পপ্রচ্ছুঃ খচরং বসুম্ ॥ ১৭
 ঋষয় উচুঃ ।
 মহাপ্রাজ্ঞা যস্য দৃষ্টে কথং যজ্ঞবিধির্নূপ ।
 ঔত্তানপাদে প্রক্ৰহি সংশয়ঃ নশ্বদ প্রভো ॥ ১৮
 সূত উবাচ ।
 ঋত্বা বাক্যং বসুস্তেষামবিচার্য বলাবলম্ ।
 বেদশাস্ত্রমমুস্মত্য যজ্ঞতত্ত্বমুবাচ হ ॥ ১৯

ধর্ম্ম হইতে পারে না। অতএব হে সুর-
 শ্রেষ্ঠ! আপনি যদি সত্যত ধর্ম্মকামনা করিতে
 ইচ্ছা করেন, তবে আগমোক্ত বিধানানু-
 সারে বীজ দ্বারা ব্যাসনদোষ-হীন ত্রিবর্গসাধক
 যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। হে ইন্দ্র! এই মহান
 যজ্ঞ পুরাকালে স্বদ্বন্দ্বু ব্রহ্মা কর্তৃক প্রবর্তিত
 হইয়াছে। তদ্বদর্শী ঋষিগণ এইরূপ বলি-
 লেও মায়ামোহবশে তিনি সে কথায় শ্রদ্ধা
 করিলেন না। সেই ইন্দ্র ও মহর্ষিগণের মধ্যে
 তখন “জজ্ঞম ও স্বাবর বীজ মধ্যে কিসের
 দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান কর্তব্য?” এই কথা
 লইয়া মহা বিবাদ আরম্ভ হইল। তাঁহারা
 নিজ নিজ যুক্তি-শক্তি দ্বারা স্ব স্ব মতের
 সমর্থন করিতে লাগিলেন; সূতরাং উহার
 কোন মীমাংসা হইল না; সকলেই বিরক্ত
 হইয়া উঠিলেন। পরে তাঁহারা গিয়া
 আকাশচারী বসুধরকে জিজ্ঞাসা করি-
 লেন যে, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি কিরূপ
 যজ্ঞবিধি দেখিয়াছেন? হে উত্তানপাদনন্দন,
 প্রভো! আমাদিগের এই সংশয় নিরাস
 করুন। সূত বলিলেন,—বসুধর, তাঁহাদিগের
 প্রশ্ন শ্রবণান্তে বলাবল বিচার না করিয়াই

যথোপনীতৈতর্ধ্বজৈঃ ব্যমিত্তিহোবাচ পার্থিবঃ ।
 যজ্ঞব্যাং পশুভির্মেধিয়ারথ মূল-কলৈরপি ॥ ২০
 হিংসা স্বভাবো যজ্ঞস্ত ইতি মে দর্শনাগমঃ ।
 তথৈতে ভাবিতা মত্বা হিংসালিপ্তা মহর্ষিভিঃ ॥ ২১
 দৌর্গেণ তপসা যুক্তৈস্তারকাদিনিদর্শিতিঃ ।
 তৎপ্রমাণং যস্য চোক্তং তস্মাচ্ছমিতুমর্হথ ॥ ২২
 যদি প্রমাণং স্মান্তেব মত্ববাক্যাণি বো দ্বিজাঃ ।
 তথা প্রবর্ততাং যজ্ঞো হন্তথা মানুতং বচঃ ॥ ২৩
 এবং কতোত্তরান্তে তু যুক্ত্যাবানং ততো ধিযা
 অবশ্যস্তাবিনং দৃষ্টৌ তমধো হশণংস্তদা ॥ ২৪
 ইত্যুক্তমাত্মো নৃপতিঃ প্রবিবেশ রসাতলম্ ।
 উর্দ্ধচারী নৃপো ভূত্বা রসাতলচরোহভবৎ ॥ ২৫
 বসুধাতলচারী তু তেন বাক্যেন সোহভবৎ ।
 ধর্ম্মাণাং সংশয়চ্ছেদ্য রাজা বসুধরো গতাঃ ॥ ২৬

বেদশাস্ত্র অরণ্যপূর্বক যজ্ঞতত্ত্ব বলিতে লাগি-
 লেন। তিনি বলিলেন যে, যথোপনীত
 মেধ্য পশু, মূল ও ফল দ্বারা যজ্ঞ করা
 কর্তব্য। আগমালোচনায় যজ্ঞের হিংসা
 স্বভাবতই জ্ঞাত হওয়া যায়। পরন্তু মহর্ষি-
 গণ যজ্ঞের যে সকল মত উদ্ভাবন করিয়াছেন,
 সে সকলও হিংসাক্ত। সেই মত্বোক্তাবক
 মহর্ষিগণ দীর্ঘ তপস্তা ও তারকাদি জ্যোতি-
 র্নওলের নিদর্শন প্রভৃতির সাহায্যে যাহা
 ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা প্রমাণ বলিয়া
 স্বীকার্য্য। আমিও তদনুসারেই বলিলাম।
 অতএব আপনারা শাস্তি অবলম্বন করুন।
 আপনাদিগের সেই সমস্ত মত্ববাক্য যদি
 প্রমাণ বলিয়া বোধ হয়, তবে তদনুসারেই
 যজ্ঞানুষ্ঠান করুন; নচেৎ বুধা বাক্যব্যয়ে
 ফল কি? সেই মহর্ষিগণ বসুর এবদ্বিধ
 উত্তরবাক্য শ্রবণে গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া
 অবশ্যস্তাবী বিষয় দর্শনে তাঁহাকে “তুমি
 অধঃপতিত হও” এই বলিয়া অভিশাপ
 দিলেন। ঋষিগণ এই কথা বলিবামাত্র
 সেই উর্দ্ধবিহারী বসুধর রাজা রসাতলচারী
 হইলেন। তিনি ধর্ম্মসমূহের সংশয়চ্ছেদ-
 কারী অতীব জ্ঞানী হইয়াও একটা মাত্র

তস্মান্ন বাচ্যো হ্যেকেন বহুজ্ঞেনাপি সংশয়ঃ ।
বহুধারন্ত ধর্মন্ত স্মান্না ত্বরনুগা গতিঃ ॥ ২৭
তস্মান্ন নিশ্চয়াবক্ষুঃ ধর্মঃ শক্যো হি কেনচিৎ ।
দেবানুযীজ্যপাদায় ঋয়ন্তুবমুতে মনুস্ম ॥ ২৮
তস্মান্ন হিংসা যজ্ঞে স্তাদ্যজ্ঞমুযিতিঃ পুরা ।
ঋষিকোটিসহস্রাণি শ্বৈস্তপোভিদিবং গতাঃ ॥ ২৯
তস্মান্ন তিসায়জ্ঞঞ্চ প্রশংসন্তি মহর্ষয়ঃ ।
উজ্জো মূলং কলং শাকমুদপাত্নং তপোধনাঃ ॥ ৩০
এতদ্বা বিভবতঃ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
অদ্রোহচাপ্যলোভশ্চ দমো ভূতদয়া শমঃ ॥ ৩১
ব্রহ্মচর্য্য তপঃ শৌচমজ্ঞকোশং কমা ধৃতিঃ ।
সনাতনস্ত ধর্মন্ত মূলমেব হুয়াসদম্ ॥ ৩২
দ্রব্যমজ্ঞান্বকো যজ্ঞস্তপশ্চ সমতাশ্চকম্ ।
যজ্ঞেষ্ঠ দেবানাপ্রোতি বৈরাজং তপসা নুপাঃ ॥

ব্রহ্মণঃ কর্মসন্ন্যাসাদৈবরাগ্যাৎ প্রকৃতের্ভয়ম্ ।
জ্ঞানাপ্রাপ্নোতি কৈবল্যং পট্টকতা গত্যঃ স্মৃতাঃ
এবং বিবাদঃ সূমহান যজ্ঞস্তানীৎ প্রবর্তনে ।
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ পূর্বে ঋয়ন্তুবেহন্তরে ॥ ২৭
ততস্তে ঋষয়ো দৃষ্ট্বা হৃতং ধর্মং বলেন তে ।
বসোর্বাক্যমনাদৃত্য জন্মুস্তে বৈ যথাগতম্ ॥ ২৮
গতেষু ঋষিসংঘেষু দেবা যজ্ঞমবাপুযুঃ ।
ঋয়ন্তে হি তপঃসিন্ধা ব্রহ্ম-করাদয়ো নুপাঃ ॥ ২৯
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ ক্রবো মেধাকিধিবনুঃ ।
সুধামা বিরজাশ্চৈব শম্পপাদোজসন্তথা ॥ ৩০
প্রাচীনবাহিঃ পর্জন্তো হবির্জানাদয়ো নুপাঃ ।
এতে চাগ্রে চ বহুবন্তে তপোভিদিবং গতাঃ ॥
রাজর্ষয়ো মহাত্মানো যেষাং কীর্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা ।
তস্মাদ্ধি শয্যতে যজ্ঞাৎ তপঃ সর্গেষ্ঠ কারণৈঃ
ব্রহ্মণা নুপাঃ সৃষ্টং জগাদ্ধর্মিদং পুরা ।

কথার দোষে অধঃপতিত হইলেন । অতএব
কোন ব্যক্তি বহুজ্ঞ হইলেও একাকী কোন
সংশয় স্থলে সিদ্ধান্তবাক্য বলিবেন না ।
ধর্ম বহু ধারাসমবিত ; ইহার গতি স্মান্ন
এবং হুর্জেয় । এই নিমিত্ত দেব, ঋষি ও
মনু ব্যতীত অপর কেহই ধর্মসম্বন্ধে নিশ্চয়
করিয়া বলিতে সক্ষম নহে । কলতঃ পুরা-
কালে ঋষিগণ যজ্ঞে যে হিংসা করিতে নিষেধ
করিয়াছেন, উহাই সুব্যবস্থা । দেখুন, বহু
কোটি ঋষি স্ব-স্ব তপোমহিমায় স্বর্গগামী হইয়া-
ছেন । এই সকল বিবেচনা করিয়াই মহর্ষিগণ
হিংসা যজ্ঞের প্রশংসা করেন না । উজ্জ্বলিত
দ্বারা মূল, কল, শাক ও জলপাত্র ইত্যাদি
উপার্জনপূর্বক বিভবানুসারে তৎসমস্ত দ্রব্য
দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তপোধনগণ স্বর্গলোকে
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন । দ্রোহাভাব,
অলোভ, দম, প্রাণিগণে দয়া, শম, ব্রহ্মচর্য্য,
তপস্তা, শৌচ, পরোপকার কৃতি, কমা,
ধৃতি,—এই সকল সনাতন ধর্মের সুদৃঢ় মূল-
স্বরূপ । ১১—৩২ । যজ্ঞ—দ্রব্য ও মজ্ঞান্বক,
আর তপস্তা সর্বত্র সমতাশ্চক । যজ্ঞ করিলে
দেবগণকে এবং তপস্তা দ্বারা বিরাট পুরুষকে

লাভ করা যায় । কর্ম সন্ন্যাসে অর্থাৎ নিকাম
কর্ম্যানুষ্ঠানে ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি হয় । বৈরাগ্যাব-
লম্বনে প্রকৃতিতে লীন হওয়া যায় আর
ব্রহ্মজ্ঞানমহিমায় কৈবল্যালাভে সমর্থ হইয়া
থাকে । প্রাণিগণের গতি এই পঞ্চবিধ ।
পূর্বকালে ঋয়ন্তুব মবন্তরে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে
ঋষি ও দেবগণের এই প্রকার সূমহান
বিবাদ ঘটিয়াছিল । তার পর ধর্ম বলপূর্বক
হৃত হইতেছে দেখিয়া ঋষিগণ বসুধরের
বাক্যে আদর না করিয়া যথাস্থানে প্রতিগমন
করিলেন । ঋষিগণ প্রস্থান করিলে পর
দেবগণ যজ্ঞ সমাধান করিলেন । অনিতে
পাওয়া যায় যে, অনেকানেক ব্রাহ্মণ ও কজিয়
নুপতি তপঃসিন্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া-
ছেন । প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, ক্রব, মেধা-
তিথি, বনু, সুধামা, বিরজা, শম্পাণ, রাজস,
প্রাচীনবাহি, পর্জন্ত, হবির্জানাদি
কীর্তিমান অনেকানেক রাজর্ষি তপোমাহাশ্বে
স্বর্গগামী হইয়াছেন । এই সকল চিন্তা
করিলে সর্বথা যজ্ঞাপেক্ষা তপস্তারই শ্রেষ্ঠত্ব
বোধ হয় । পুরাকালে ব্রহ্মা তপঃপ্রভাবেই
এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ; পরন্তু

তস্মান্নাপোতি তদযজ্ঞাৎ তপো। মূলমিদং স্মৃতম্
যজ্ঞপ্রবর্তনং হেবমাসীৎ স্বায়ম্ভুবোহস্তরে।
তদাপ্রভৃতি যজ্ঞোহয়ং যুগৈঃ সার্কং প্রবর্তিতঃ ॥

ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে মবস্তরানুকুলে
দেববিসংবাদো নাম ত্রিচছারিংশদধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৩ ॥

চতুশ্চছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

স্মৃত উবাচ।

অত উৰ্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দ্বাপরস্ম বিধিঃ পুনঃ।
তত্র ত্রেতাযুগে কৌণে দ্বাপরং প্রতিপদ্যতে ॥ ১
দ্বাপরাদৌ প্রজানানু সিদ্ধিস্ত্রেতাযুগে তু যা।
পরিবৃন্তে যুগে তস্মিন্শতঃ সা বৈ প্রগজ্জতি ॥ ২
ততঃ প্রবর্তিত্তে তাসাং প্রজানাং দ্বাপরে পুনঃ
লোভো যুতির্বাণ্যুযুগং তদ্বানামবিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩
প্রধ্বংসশ্চৈব বর্ণানাং কৰ্ম্মণাস্তু বিপর্য্যয়ঃ।
যাজ্ঞা বধঃ পরো দণ্ডো মানো দর্পোহক্ষমা
বলম্ ॥ ৪

যজ্ঞদ্বারা তাদৃশ প্রভাব লাভ করা যায় না।
তপস্কাই এ জগতের মূল বলিয়া অবধারিত।
হে মুনিগণ! স্বায়ম্ভুব মবস্তরে এইরূপই যজ্ঞ
প্রবর্তিত হইয়াছিল। তদবধি যুগে যুগে
উহা প্রচলিত রহিয়াছে। ৩৩—৪২।

ত্রিচছারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৩ ॥

চতুশ্চছারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

স্মৃত বলিলেন, অতঃপর দ্বাপরযুগের বিধি-
বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি। ত্রেতাযুগ কৌণ
হইলে দ্বাপরযুগের প্রবৃত্তি হয়। এই যুগ-
প্রবর্তন ফলে প্রজাগণের ত্রেতাযুগীয়
সিদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়। উহাদিগের লোভ
ও যুতি, বাণিজ্য ও যুদ্ধ ইত্যাদি বিকৃত বৃত্তি
সকল উদ্ভূত হয়। তদবিসয়ের নিশ্চয় থাকে
না। কৰ্ম্ম সকলের বিপর্য্যয় ঘটে। যাজ্ঞা,

তথা রজস্তমো ভূমঃ প্রবৃন্তে দ্বাপরে পুনঃ।
আদ্যো কৃতে নাধর্ম্মোহস্তি স ত্রেতায়াঃ

প্রবর্তিতঃ ॥ ৫

দ্বাপরে ব্যাকুলো ভূষা প্রগজ্জতি কলৌ পুনঃ।
বর্ণানাং দ্বাপরে ধর্ম্মাঃ সন্ধীর্ঘ্যন্তে তথাশ্রমাঃ ॥ ৬
দৈবমুৎপদ্যতে চৈব যুগে তস্মিন্ কৃতি-স্মৃতি।
বিধা কৃতিঃ স্মৃতিশ্চৈব নিশ্চয়ো নাধিগম্যতে ॥ ৭
অনিশ্চয়াবগমনাকৰ্ম্মতত্ত্বং ন বিদ্যতে।

ধর্ম্মতত্ত্বে হবিজ্ঞাতে মতিভেদস্ত জায়তে ॥ ৮
পরম্পরং বিভিন্নান্তে দৃষ্টীনাং বিভ্রমেণ তু।
অতো দৃষ্টিবিভিন্নৈস্তেঃ কৃতমত্যাকুলম্বিদম্ ॥ ৯
একো বেদশ্চতুপাদঃ সংহত্য তু পুনঃপুনঃ।
সংক্ষেপাদাধুমৈশ্চৈব ব্যস্ততে দ্বাপরেষিহ ॥ ১০
বেদশ্চৈকশ্চতুর্কা তু ব্যস্ততে দ্বাপরাদিষু।
ঋষিপুত্রৈঃ পুনর্দেদা ভিদ্যন্তে দৃষ্টিবিভ্রমৈঃ ॥ ১১
তে তু ব্রাহ্মণবিস্তাটৈঃ স্রবক্রমবিপর্য্যয়ৈঃ।

বধ, দণ্ড, মান, দর্প, অক্ষমা বল এই সকল
রজস্তমবতল বৃত্তিনিচয়ের সমধিক বুদ্ধিবশে
বর্ণ সকল ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠে। প্রথম
যুগে অধর্ম্ম ছিল না, ত্রেতাযুগেই উহার
আবির্ভাব। দ্বাপরযুগে লোক সকল অধর্ম্ম-
দ্বারা ব্যাকুলীভূত হয়। অতঃপর কলিযুগে
তাহারা বিনাশদশা প্রাপ্ত হয়। দ্বাপরযুগে
বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম সকল সংকীর্ণ হইতে
থাকে। কৃতি ও স্মৃতির মতদৈব উপস্থিত হয়।
উহার স্মৃতিমাংসা ঘটিয়া উঠে না। সংশয়িত
জ্ঞান নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হয়। ধর্ম্ম-
তত্ত্বের অবিজ্ঞান হেতু মতভেদ ঘটে, তন্নি-
মিত্ত জনগণ পরম্পর বিভিন্নপথানুসরণে
প্রবৃত্ত হইয়া জগন্মণ্ডল অতিশয় ব্যাকুলিত
করিয়া তুলে। ১—৯। পূর্বকালে চারিপাদ-
বৃক্ক একমাত্র বেদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহা
জনগণের আয়ুর অল্পতা নিবন্ধন পুনঃপুনঃ
নানাকারে পরিবর্তিত হইয়া দ্বাপরযুগে
সংক্ষিপ্ত ও বিভক্ত হইয়াছে। আবার
ঋষিপুত্রগণ স্ব স্ব দৃষ্টিবিভ্রম বশতঃ উহাকে
নানাপ্রকারে প্রকটিত করিয়াছেন। তাহার

সংহতা ঋগুয়জুঃসামাঃ সংহিতাঐশ্বর্যবর্ষিভিঃ ॥১২
সামান্তাঐশ্বর্যকৃত্যৈব দৃষ্টিভিন্নৈঃ কচিৎ কচিৎ ।
ব্রাহ্মণং কল্পসূত্রাণি ভাষ্যবিদ্যাস্তথৈব চ ॥ ১৩
অস্তে তু প্রস্থিতান্তান্ বৈ কেচিৎ তান্

প্রত্যবস্থিতাঃ ।

দ্বাপরযুগে প্রবর্তন্তে তিন্নাঐশ্বর্যৈঃ স্বদর্শনৈঃ ॥১৪
একমাধ্বর্ধ্যবঃ পূর্বমাসীদধ্বন্ত তৎ পুনঃ ।
সামান্তবিপরীতার্থৈঃ কৃতং শাস্ত্রাকুলম্বিদম্ ॥ ১৫
আধ্বর্ধ্যবঞ্চ প্রস্থানৈর্বন্ধা ব্যাকুলীকৃতম্ ।
তথৈবাবধাণাং সাম্যং বিকল্পৈঃ স্বস্ত সঙ্কর্যৈঃ ॥
ব্যাকুলো দ্বাপরেষুতঃ ক্রিয়তে তিন্নদর্শনৈঃ ।
দ্বাপরে সন্নিবৃত্তে তে বেদা নশ্বন্তি বৈ কলৌ ॥
তেষাং বিপর্যয়োৎপন্ন ভবন্তি দ্বাপরে পুনঃ ।
অদৃষ্টির্ভরণঞ্চৈব তথৈব ব্যাধ্যাপদ্বয়াঃ ॥ ১৮

মহর্ষিগণের ঋগুয়জুঃ সাম সংহিতামধ্যে
ব্রাহ্মণভাগের বিন্যাস এবং স্বরক্রমের
বিপর্যয় করিয়া উহাকেও রূপান্তর প্রাপিত
করিয়াছেন। স্থানে স্থানে অভ্যাস-দোষে,
অজ্ঞান বিকৃতি এবং দৃষ্টিভেদ নিবন্ধন বেদের
ব্রাহ্মণভাগ, কল্পসূত্র, ভাষ্যবিদ্যা এবং আরও
বিবিধ বিষয় তাহাদের অন্তঃকরণে সম্যক্
পরিষ্কৃত হয় নাই। কোন কোন বিষয়
যথাযথই প্রকাশ পাইয়াছিল। এই দ্বাপর-
যুগেই লোক সকল বিভিন্নচার-সম্পন্ন ও
পৃথক্ মতাবলম্বী হয়। পূর্বের অধ্বর্ষ্যকর্ম
একই ছিল। পরে উহা দ্বিবিধ হয়। অর্থের
অল্পমাত্র বৈপরীত্য বশতঃ শাস্ত্র সকল এই-
রূপ আকুল হইয়া পড়িয়াছে। এ নিমিত্ত
আধ্বর্ধ্যব কল্পসমূহও ব্যাকুলভাবে বিভিন্ন
পথে চলিয়াছে। সেই মুনিগণের আত্মকয়
কারণ সন্দেহাবলম্বনের কলে সাম ও আধ-
র্ষণ ঋতিসমূহেরও এবিধ বৈকল্য ঘটি-
য়াছে। বিভিন্ন-দর্শন মুনিগণই দ্বাপরযুগে
বিষয়সমূহ আকুলিত করিয়া তুলেন। দ্বাপর
নিবৃত্তি হইলে কলিকালে বেদসকল বিলুপ্ত
হয়। দ্বাপর যুগেই বেদমধ্যে সন্দেহোৎ-
পত্তি হয়। বেদদর্শনের অভাবে জনগণের

বাস্তবনঃকর্ম্মভিত্তিঃঐশ্বিনীর্বেদো জায়তে ততঃ ।
নির্বেদোজ্জায়তে তেষাং হুঃখমোকবিচারণা ॥১৯
বিচারণায়াং বৈরাগ্যং বৈরাগ্যাদৌষদর্শনম্ ।
দৌষাণাং দর্শনাট্টেব জ্ঞানোৎপত্তিস্ত জায়তে ।
তেষাং মেধাবিনাং পূর্বঃ মর্ষ্যে স্বায়ত্ত্ববেহস্তরে
উৎপত্তস্তত্তৌহ শাস্ত্রাণাং দ্বাপরে পরিপস্থিনঃ ।
আয়ুর্বেদবিকল্পাচ্চ অজ্ঞানাং জ্যোতিষস্ত চ ।
অর্থশাস্ত্রবিকল্পাচ্চ হেতুশাস্ত্রবিকল্পনম্ ॥ ২২
প্রক্রিয়া কল্পসূত্রাণাং ভাষ্যবিদ্যাবিকল্পনম্ ।
স্মৃতিশাস্ত্রপ্রভেদাচ্চ প্রস্থানানি পৃথক্ পৃথক্ ।
দ্বাপরেষুভিবর্তন্তে মতিভেদান্তথা নৃণাম্ ।
মনসা কর্ম্মণা বাচা কল্পদ্ব্যর্থো প্রসিধ্যতি ॥ ২৪
দ্বাপরে সর্বভূতানাং কালঃ ক্রেশপরঃ স্মৃতঃ ।
লোভো বৃত্তির্বণিগৃহ্যঃ তত্ত্বানামবিনিশ্চয়ঃ ॥২৫
বেদশাস্ত্রপ্রণয়নং বর্ণনাং সঙ্করস্তথা ।
বর্ণাশ্রমপরিধ্বংসঃ কাম-দ্বেষ্টৌ তথৈব চ ॥ ২৬

ব্যাপি উপদ্রবাদি এবং মরণও ঘটিতে থাকে।
তখন তাহার বাক্য মন ও কর্ম্ম দ্বারা হুঃখ-
নিবারণে অক্ষম হইয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হয়।
নির্বেদ জন্ত তাহাদিগের তখন হুঃখমোকের
বিচারবৃত্তি উন্মেষিত হয়। বিচার কলে
বৈরাগ্য এবং বৈরাগ্য হইতে সংসারের
দৌষদর্শন হয়। দৌষদর্শন-শক্তি জন্মিলেই
তাহার কলে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে।
স্বায়ত্ত্ববেহস্তরে যে সকল মেধাবী মুনি
ছিলেন, তাহাদিগের কতিপয় ব্যক্তি দ্বাপর-
যুগে বেদশাস্ত্রবিরোধিরূপে প্রখ্যাত হইলেন।
তখন আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষাদি বেদান্ত
সকল, অর্থশাস্ত্র, হেতুশাস্ত্র, কল্পসূত্র প্রক্রিয়া,
ভাষ্যবিদ্যা, স্মৃতি শাস্ত্র এবং অপর নানাবিধ
শাস্ত্র, সমস্তই সংশয়াকলিত,—মতভেদে
পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। কায়-মনোবাক্যে ক্রেশ
স্বীকার ব্যতীত তখন কোন সঙ্কল্পই সিদ্ধ
হইয়া না। ১০—২৪। দ্বাপরযুগে সর্বভূতেরই
সঙ্কেশে কালান্তিপাত হয়। লোভ, বৃত্তি,
বাণিজ্য, ঘৃদ্ধ, ভববিষয়ের অজ্ঞান, বেদ-
প্রণয়ন, বর্ণসমূহের সঙ্করতা, বর্ণাশ্রমসমূহের

পূৰ্ণে বৰ্ষসহস্ৰে যে পরমাস্তদা নৃণাম্ ।
 নিঃশেষে ষাপরে তস্মিন্ স্তত্ত্ব সত্যা তু পাদতঃ
 তপহীমান্ত তিষ্ঠন্তি ধৰ্ম্মস্ত ষাপরস্ত তু ।
 তথৈব সত্যাশ্রমেণ অংশস্ততাং প্রতিষ্ঠিতঃ ।
 ষাপরস্ত তু পর্যায়্যাঃ পুষ্যস্ত চ নিবোধত ।
 ষাপরস্তাংশেষে তু প্রতিপত্তিঃ কলেরথ ॥২১
 হিংসা ভেদানুভং মায়া দন্তশ্চৈব তপস্বিনাম্ ।
 এতে বভাবাঃ পুষ্যস্ত সাধয়ন্তি চ তাঃ প্রজাঃ
 এষ ধৰ্ম্মঃ স্মৃতঃ কুৎসো ধৰ্ম্মশ্চ পরিহীয়তে ।
 মনসা কৰ্ম্মণা বাচা বার্তাঃ সিধ্যন্তি বা ন বা ॥৩১
 কলিঃ প্রমারকো রোগঃ সততঞ্চাপি কুন্তয়ম্ ।
 অনাবৃষ্টিভয়কৈব দেশানাঞ্চ বিপর্যয়ঃ ॥ ৩২
 ন প্রমাণে স্থিতিহস্তিপুষ্যে ষোরে যুগে কলৌ
 গৰ্ভস্থো জিঘতে কচ্চিদযৌবনস্থস্তথাপরঃ ॥ ৩৩
 স্বাবৰ্য্যে মধ্যকৌমায়ে জিঘন্তে চ কলৌ প্রজাঃ

অন্নভৈজোবলাঃ পাপা মহাকোপা হৃদ্যান্ধিকাঃ ।
 অনৃতব্রতলুপ্তাশ্চ পুষ্যে চৈব প্রজাঃ স্থিতাঃ
 হুরিষ্টৈর্হৃদধীভৈশ্চ হুরাচারৈর্হুরাগমৈঃ ॥ ৩৫
 বিপ্রাণাং কৰ্ম্মদোষৈস্তৈঃ প্রজানাং জায়তে ভয়ম্
 হিংসা মানস্তর্থেষা চ ক্রোধোহনৃশাক্ষমাধুতিঃ
 পুষ্যে ভবন্তি জন্তুনাং লোভো মোহশ্চ সৰ্ব্বশঃ
 সজ্জ্ঞাভো জায়তেহত্যর্থঃ কলিমালাদ্য বৈযুগম্
 নাধীয়ন্তে তথা বেদা ন যজন্তে দ্বিজাতয়ঃ ।
 উৎসীদন্তি যথা চৈব বৈশ্তৈঃ সার্কস্ত কজিয়াঃ ॥
 শূদ্রাণাং মন্ত্রযোনিষ্ঠ সঙ্কটো ব্রাহ্মণৈঃ সহ
 ভবতীহ কলৌ তস্মিন্ শমনাসনভোজনৈঃ ॥৩৯
 রাজানঃ শূদ্রভূমিষ্ঠাঃ পাষাণানাং প্রবৃত্তয়ঃ ।
 কাষায়িণশ্চ নিকচ্ছান্তথা কাপালিনশ্চ হ ॥ ৪১
 যে চান্তে দেবব্রতিনস্তথা যে ধৰ্ম্মদূষকাঃ ।
 দিব্যবৃদ্ধাশ্চ যে কেচিদবৃত্তার্থঃ ক্রতিলিঙ্গিনঃ ॥৪১

বিনাশ এবং কাম-ষেষের বৃদ্ধি হয় । তখন
 নরগণের আয়ুঃপরিমাণ দুই সহস্র বৎসর ।
 ষাপর শেষ হইলে তাহার সত্যা প্রবৃত্ত হয় ।
 ইহার পরিমাণ যুগপরিমাণের একপাদ
 মাত্র । সত্যাংশের পরিমাণও ইহারই
 সমান । তখন ষাপর ধর্ম্মের লক্ষণ যাহাতে
 কিসিয়াত্রও নাই, জনগণ সেই সমস্ত
 ধর্ম্মভাস অবলম্বন করে । ষাপরযুগের
 শেষ অবস্থা ও কলির প্রথমাবস্থায়
 কলির সমধিক প্রতিপত্তি হয় । কলিপ্রভাবে
 হিংসা, চৌর্ধ্য, মিথ্যাকথন, ছলনা, দন্ত
 ইত্যাদি কলিভাবসমূহ প্রজাগণকে বিভিন্ন
 পথে চালিত করিতে থাকে । সূতরাং ধর্ম্মও
 প্রথম প্রথম কীর্ণতা প্রাপ্ত হয়েন । তখন
 কাম-মনোবাক্যে কর্ম্মভূটান করিলেও তাহা
 কখন সিদ্ধ হয়, কখন বা ব্যর্থ হইয়া যায় ।
 তখন কলহ, মারক রোগ, হৃদিক, অনাবৃষ্টি ও
 দেশবিপর্যয় হয়, এবং প্রমাণসমূহের কোনও
 স্থিরতা থাকে না । কেহ গর্ভমধ্যে এবং
 কেহ বা যৌবনকালেই মরণাপন্ন হয় । কলি-
 কালে বাল্যে, যৌবনে, বার্কিক্যে সকল
 বয়সেই জনগণের মরণ ঘটিয়া থাকে ।

কালে কালে প্রজাগণ অন্ন ভৈজোবল-সম্পন্ন,
 পাপপরায়ণ, অতীব কোপন, ধর্ম্মহীন, লোভা-
 ছন্ন ও অনৃতবাদী হইয়া থাকে । হুরাকাঙ্ক্ষা,
 হুঃশিক্ষা, হুঃব্যবহার, হুরুপার্জন এবং
 বিপ্রগণের হুঃকর্ম্ম দোষে প্রজাগণের ভয়োৎ-
 পত্তি হয় । হিংসা, মান, ঈর্ষা, ক্রোধ, অস্ব্যা,
 অক্ষমা, অধুতি, লোভ, মোহ,—এ সমস্ত
 দোষ কলিযুগে প্রাণীমাত্রেরই সমুৎপন্ন হয় ।
 কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে প্রজাগণের মহা-
 সজ্জ্ঞাভ উৎপন্ন হয় । দ্বিজগণ বেদাধ্যয়ন
 করে না, যজ্ঞও করে না । কজিয় বৈশ্ত—
 বর্ণদ্বয় উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হয় । তখন শূদ্র-
 দিগের সহিতই দ্বিজগণের শমন, আসন,
 ভোজন ও যাজনাদি নিমিত্ত মন্ত্রসদৃশ স্থাপিত
 হয় । রাজগণ মধ্যে শূদ্রদিগের আধিপত্য ও
 পাষাণদিগের প্রভাব বিস্তার লক্ষিত হইতে
 থাকে । কাষায়বসনধারী, কচ্ছতীন, কাপালী
 এবং আরও বিবিধ দেবব্রতধারী ধর্ম্মদূষক-
 সম্প্রদায় উদ্ভূত হইতে থাকে । অনেকেই
 তখন জীবিকা নির্বাহবিষয়ে সুবিধা হইবে
 বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানীর ভান করে ; কেহ কেহ
 কপট বৈদিক চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে ।

এবংবিধাশ্চ যে কেচিত্তবন্তীহ কলৌ যুগে ।

অধীযন্তে তদা বেদান্ শূদ্রা ধর্ম্মার্থকোবিদাঃ ॥৮২

যজ্ঞস্তি হুংমৈধেস্ত রাজানঃ শূদ্রযোনয়ঃ ।

স্ত্রী-বাল-গোবধঃ কুত্বা হত্বা চৈব পরম্পরম্ ॥৮৩

উপহৃত্য তথাশ্রোত্রং সাধয়ন্তি তদা প্রজাঃ ।

হুংপ্রচুরতান্নায়ুর্দেশোৎসাদঃ সরোগতা ॥ ৮৪

অধর্ম্মাভিনিবেশিত্বং তমোরতং কলৌ স্মৃতম্

ক্রণহত্যা প্রজানাক্ তথা হেবং প্রবর্ততে ॥৮৫

তন্মাদায়ুর্বলং রূপং প্রহীযন্তে কলৌ যুগে ।

হুংখেনাতিপ্লুতানাক্ পরমায়ুঃ শতং নৃণাম্ ॥ ৮৬

তুত্বা চ ন ভবন্তীহ বেদাঃ কলিযুগেহখিলাঃ ।

উৎসাদস্তে তথা যজ্ঞাঃ কেবলং ধর্ম্মহেতবঃ ॥ ৮৭

এষা কলিযুগাবস্থা সঙ্ঘ্যাংশো তু নিবোধত ।

যুগে যুগে তু হীযন্তে স্ত্রীঃস্ত্রীন্ পাদাংশ্চ সিদ্ধয়ঃ

যুগস্বভাবাঃ সঙ্ঘ্যাসু অবতিষ্ঠন্তি পাদতঃ ।

২৫—৪১ । কলিযুগে এ প্রকার নানাবিধ বক-

ধার্ম্মিক সমুৎপন্ন হয়। তখন ধর্ম্মার্থকোবিদ

খ্যাতিসম্পন্ন শূদ্রগণ বেদাধ্যয়ন করিতে

থাকে। শূদ্রযোনি রাজগণ অশ্রমেধাদি

যজ্ঞাঙ্কন করে। প্রজাগণ স্ত্রী, বালক,

কিংবা গাভী হত্যা করিয়াও স্বকর্ম্ম সাধনে

কুণ্ঠিত হয় না। পরস্পর বধ-বঞ্চনাদি দ্বারা

স্বার্থ সিদ্ধি করিতে থাকে। কলিকালে

সকলেরই হুংবাহুল্য, আয়ুর অল্পতা, দেশ

ধ্বংস, রোগপ্রাচুর্য্য, এবং অধর্ম্ম প্রবৃতি,—

এই সমস্ত তামস বৃত্তি প্রাক্তর্ভূত হয়।

প্রজাগণ মধ্যে ক্রণহত্যাও অবাধে চলিতে

থাকে। এই সমস্ত কারণে জনগণের আয়ু,

রূপ ও বল দিনে দিনে ক্রীণাকার ধারণ

করে। কলিকালে হুংখাপ্লুত মানবগণের

পরমায়ু একশত বৎসর। কলিযুগে সমগ্র

বেদ বিস্তমান থাকিলেও অবিদ্যমানবৎ

কলোপধায়ক হয় না। ধর্ম্মসেতু ক্রতুসমূহের

উৎসন্ন দশা ঘটে। কলিযুগের অবস্থা

এইরূপ। অতঃপর ইহার সঙ্ঘ্যা ও

সঙ্ঘ্যাংশ বিবরণ শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ্যায়

যুগের অবস্থা একপাদ মাত্র বিদ্যমান থাকে।

সঙ্ঘ্যাস্বভাবাঃ স্বাংশেযু পাদেনৈবাবতস্থিরে ॥

এবং সঙ্ঘ্যাংশকে কালে সম্প্রাপ্তে তু যুগান্তিকে

তেষামধার্ম্মিণাং শাস্তা ভৃগুণাক্ কুলে স্থিতঃ ॥

গোত্রেষণ বৈ চন্দ্রমসো নান্না প্রমত্তিকচ্যতে ।

কলিসঙ্ঘ্যাংশভাগেষু মনোঃ স্বায়ত্ত্ববেহন্তরে ॥

সমাপ্তিঃশ্চ তু সম্পূর্ণাঃ পর্য্যটন বৈ বস্তুকর্য্যাম্

অস্তুকর্য্যাম্ স বৈ সেনাং হস্ত্যশ্বরথসঙ্কল্যাম্ ॥৮২

প্রগৃহীতায়ুর্ধৈবিট্ প্রঃ শতশোহধ সহস্রশঃ ।

স তদা তৈঃ পরিবৃত্তো ব্লেচ্ছান্ সর্সান্ নিজ-

য়িবান্ ॥ ৮৩

স হত্বা সর্সশষ্টেব রাজানঃ শূদ্রযোনয়ঃ ।

পাষণ্ডান্ স তদা সর্সান্ নিঃশেষানকরোৎ প্রভুঃ

অধার্ম্মিকাশ্চ যে কোচৎ তান্ সর্সান্ হস্তিসর্সশঃ

ওদীচ্যান্ মধ্যদেশাংশ্চ পার্কীতীয়াস্তথৈব চ ॥

প্রাচ্যান্ প্রতীচ্যাংশ্চ তথা বিদ্যাপৃষ্ঠাপরাস্তিকান্

তথৈব দাক্ষিণাত্যাংশ্চ দ্রবিড়ান্ সিংহলৈঃ সহ ॥

গাঙ্কারান্ পারদাংশ্চৈব পহুবান্ যবনান্ শকান্

তুবারান্ বর্সরান্ শেতান্ হলিকান্ দরদান্

যসান্ ॥ ৮৭

সঙ্ঘ্যাংশে সঙ্ঘ্যাস্বভাব একপাদমাত্র অবস্থান

করে ৮২—৮৩। কলিযুগের অন্তিম সঙ্ঘ্যাংশ

কালে সেই অধার্ম্মিক প্রজাগণের এক

একজন শাসক উৎপন্ন হইলেন। স্বায়ত্ত্ব

মবস্তরে ভৃগুংশে চন্দ্রমসগোত্র প্রমত্তি নামে

এক মহাত্মা প্রাক্তর্ভূত হইলেন। তিনি সম্পূর্ণ

ত্রিংশ বৎসর পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া অশ্ব,

শত্রু ও হস্ত্যশ্ব-রথাদি রণোপকরণ সংগ্রহান্তে

শত-সহস্র ব্রাহ্মণসৈন্ত লইয়া ব্লেচ্ছদিগের

সংহার করেন। তিনি শূদ্রযোনি রাজ-

গণকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া পাষণ্ডদিগকেও

নিঃশেষ করে। যে কেহ অধার্ম্মিক থাকে,

সকলেই সেই প্রভাববান্ প্রমত্তির হস্তে

নিহত হয়। তিনি সর্ব্বেস্মে পৃথিবী

পর্য্যটনপূর্ব্বক উত্তর দেশীয়, মধ্যদেশীয়,

পার্কীত্যা, প্রাচ্য, প্রতীচ্য বিদ্যাপৃষ্ঠা, অপ-

রাস্তবাসী, দাক্ষিণাত্য, দ্রাবিড়, সিংহলীয়,

গাঙ্কার, পারদ পহলব, যবন, শক, তুবার,

লক্ষ্যকানাক্রান্তাংচাপি চৌরজাতীঃস্তথৈব চ ।
 প্রবৃত্তচক্রো বলবান্ শূদ্রাণামন্তরুদ্রভো ॥ ৫৮
 বিজ্ঞাব্য সর্বভূতানি চচার বসুধামিমান্ ।
 মানবস্ত তু বংশে তু নৃদেবস্তেহ জজ্জিবান্ ॥ ৫৯
 পূর্বজন্মনি বিকৃষ্ট প্রমত্তিনাম বীৰ্য্যবান্ ।
 যতঃ স বৈ চন্দ্রমস পূৰ্ব্বঃ কলিযুগে প্রভুঃ ॥ ৬০
 দ্ব্যজিংশেহভ্যুদিতো বর্ষে প্রক্ৰান্তো বিংশতিঃ
 সমাঃ ।
 নিজয়ে সর্বভূতানি মাহুযাণোব সর্বশঃ ॥ ৬১
 রুদ্রা বীজাবশিষ্টাঃ তাঃ পৃথীঃ ক্রুরেণ কর্শ্বণা ।
 পরম্পরনিমিত্তেন কালেনাক্ষয়কেন চ ॥ ৬২
 সংস্থিতা সহসা যা তু সেনা প্রমত্তিনা সহ ।
 গঙ্গা-যমুনয়োর্বধ্যে সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা সমাধিনা ॥ ৬২
 ততস্তেষু প্রনষ্টেষু সঙ্ঘ্যাংশে ক্রুরকর্শ্বণু ।
 উৎসাজ্ঞ পাখিবান্ সর্কান্ তেষুভীতেষু বৈ তদা
 ততঃ সঙ্ঘ্যাংশকে কালে সম্প্রাপ্তে চ যুগান্তকে
 স্থিতাঃ স্বল্পাবশিষ্টানু প্রজাস্থিহ কচিৎ কচিৎ ॥
 স্বাপ্রদানান্তদা তে বৈ লোভাবিষ্টাঃ কন্দশঃ ।
 উপহিংসন্তি চাত্তোন্তং প্রলুপ্তান্তি পরম্পরম্ ॥ ৬৬

বর্ষর, বেত, হালিক, দরদ, খস, লম্পক, আজ্রক, এবং চৌরজাতিসমূহকেও উৎসাদিত করে। পুরাকালে কলিযুগে নরদেব মনুর বংশে বিষ্ণুর অংশে প্রমত্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চান্দ্রমস বলিয়া খ্যাত। এই চান্দ্রমস বিংশবর্ষ যাবৎ ধরণী পর্য্যটন করিয়া দ্ব্যজিংশ বর্ষ বয়সে যাবতীয় হুষ্ট মানবগণকে উৎসাদিত করেন। ৫০—৬১। ইহার ক্রুর কর্শ্ব দ্বারা এবং কালকৃত রোগাদি দ্বারা পৃথিবী বীজমাত্রাবশিষ্টা হয়। প্রমত্তির সৈন্তগণও গঙ্গাযমুনায় মধ্যে সহসা সমাধি অবলম্বনে সিদ্ধিলাভ করে। সেই সঙ্ঘ্যাংশকালে সর্ব পার্শ্ববিগণকে উৎসাদিত করিয়া সৈন্তগণ বিনষ্ট হইলে পৃথিবীর কোন কোন স্থানে যে অল্পাঙ্গ মাত্র মনুষ্যগণ থাকে, তাহারাও তখন লোভাক্রান্ত, স্বার্থপর ও অস্বস্ত্যাগাক্ষম হইয়া দলবদ্ধভাবে চৌর্য্য

অরাজকে যুগাংশে তু সঙ্ঘয়ে সমুপস্থিতে ।
 প্রজান্তা বৈ তদা সর্বাঃ পরম্পরভয়াদিগতঃ ॥
 ব্যাকুলান্তাঃ পরাবৃত্তান্ত্যজ্য দেবগৃহাণি তু ।
 স্বান্ স্বান্ প্রাণানবেক্ষন্তো নিকাক্ষণ্যৎ
 সূহৃৎখিতাঃ ॥ ৬৮
 নষ্টে শ্রোত-স্মৃতে ধর্ম্মে কাম-ক্রোধবশাহুগাঃ ।
 নিরুধ্যাদা নিরানন্দা নিঃশ্বেশা নিরপজ্ঞাঃ ॥
 নষ্টে ধর্ম্মে প্রতিহতা হৃদ্বকাঃ পঞ্চবিংশকাঃ ।
 হিংসা দারান্ত পুত্রান্ত বিষাদব্যাকুলপ্রজাঃ ॥
 অনাবৃষ্টিহতান্তে বৈ বার্তামুৎসজ্য হৃৎখিতাঃ ।
 আশ্রয়ন্তি স্য প্রত্যস্তান হিংসা জনপদান্ স্বকান
 সরিতঃ সাগরান্ পান সেবন্তে পক্ষতানপি ।
 চৌরকৃৎজিনধরা নিষ্ক্রিয়া নিস্পরিগ্রহাঃ ॥ ৭২
 বর্ণাশ্রমপরিভ্রষ্টাঃ সঙ্করঃ ঘোরমাহিতাঃ ।
 এবং কষ্টমহুপ্রাপ্তা হ্রস্বশেষাঃ প্রজাস্ততঃ ॥ ৭৩
 জন্তবশ্চ ক্ষুধাকিট, হৃৎখারির্কেদমাগমন ।

বৃষ্টাদি দ্বারা পরম্পর হিংসা সাধনে ব্যাপৃত হয়। সেই অরাজক সংস্কয়কালে প্রজাগণ ভয়ব্যাকুলচিত্তে স্বীয় স্বীয় প্রাণরক্ষার্থ দেবতা ও গৃহাদি পরিহারপূর্বক ইতস্ততঃ প্রধাবিত হয়। তাহারা শ্রোত ধর্ম্মাভাবে কাম-ক্রোধের বশীভূত হইয়া অতীব হৃৎখিত, কঠিনচেতা, মর্যাদালঙ্ঘনকারী, নিরানন্দ, শ্বেহশূন্ত, লজ্জারহিত, সর্বকাধ্যে প্রতিঘাত-প্রাপ্ত, ঋকায় এবং পঞ্চবিংশবর্ষজীবী হয়। অনাবৃষ্টিজনিত বিষাদব্যাকুল-চিত্তে সেই প্রজাসকল স্বীয় রুত্তি বিসর্জনপূর্বক স্ত্রী-পুত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্ব জনপদ হইতে যাইয়া পর্বতপ্রান্তে বাস করিতে থাকে। তখন তাহারা সরিৎ, সাগর জলপ্রায় দেশ ও পর্বতাদি নানাস্থানেই আবাস নিরূপণ করে। চৌর বা কৃৎজিনধারী, নিষ্ক্রিয়, নিস্পরিগ্রহ, বর্ণাশ্রমচ্যুত, ঘোর সঙ্করবহুপ্রাপ্ত, অতীব হৃদশাগ্রহ প্রজাগণ অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। এদিকে লোকাভাবে জন্তগণও ক্ষুধাবিষ্ট ও সর্বত্র ভ্রমণশীল হইয়া ক্রমে সেই প্রজাদিগের

সংশ্রয়ন্তি চ দেশাংস্তাংশ্চক্রবৎ পরিবর্তনাঃ ॥ ৭৪
ততঃ প্রজাঃ তাঃ সৰ্বা মাংসাহারা ভবন্তি হি ।
যুগান্ বরাহান্ বুঘভান্ যে চান্তে বনচারিণঃ ॥
ভক্ষ্যাংশ্চৈবাপ্যভক্ষ্যাংশ্চসৰ্বাংস্তান্ভক্ষয়ন্তিতাঃ
সমুদ্রঃ সংশ্রিতা যান্ত নদীংশ্চৈব প্রজাঃ তাঃ ॥
তেহপি মৎস্তান্ হরন্তীহ আহারার্থঞ্চ সৰ্বশঃ ।
অভক্ষ্যাহারদোষেণ একবর্ণগতাঃ প্রজাঃ ॥ ৭৭
যথা কৃতযুগে পূৰ্বমেকবর্ণমভূৎ কিল ।
তথা কলিযুগান্তান্তে শূদ্রীভূতাঃ প্রজাস্থথা ॥ ৭৮
এবং বর্ষশতং পূর্ণং দিব্যং তেষাং স্তবর্তত ।
ষট্টিংশ্চ সহস্রাণিমানুবাণি তু তানি বৈ ॥ ৭৯
অথ দীর্ঘেণ কালেন পক্ষিণঃ পশুবন্তথা ।
মৎস্তাশ্চৈব হতাঃ সৰ্বৈঃ ক্ষুধাবিষ্টৈশ্চ সৰ্বশঃ ॥
নিঃশেষেণ সৰ্বৈষু মৎস্তা-পক্ষি-পশুযথ ।
সক্ষ্যাংশে প্রতিপন্নৈ তু নিঃশেষান্ত তদা ক্রতাঃ
ততঃ প্রজাঃ সমুদ্র কন্দমূলমদ্যৈঃখনন ।
কলমুলাশনাঃ সৰ্বৈ অনিকেতান্তদৈব চ ॥ ৮২

আবাস-সন্নিধানৈই বাস করিতে প্রবৃত্ত হয় ।
ক্ষুধাবাকুল লোক সকল ক্রমে সেই সমস্ত
পশুর মাংস দ্বারাই জীবনযাত্রা নির্বাহ
করিতে অভ্যস্ত হয় । তাহারা যুগ,
বরাহ, বুঘভাদি গ্রাম্য, আরণ্য, ভক্ষ্য,
অভক্ষ্য, যে কোন প্রাণীর মাংসই আহার
করিতে থাকে । সরিৎ-সমুদ্রাশ্রয়ী জনগণও
তখন মৎস্ত সংহার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ
করে । এই অভক্ষ্য মাংসাহার-দোষে
তাহারা ক্রমে একবর্ণতা প্রাপ্ত হয় । সত্য-
যুগে যেমন একবর্ণ ছিল, কলিযুগান্তেও
শূদ্রীভূত জনগণ একবর্ণতা লাভ করে ।
এইরূপে দিব্য সহস্র বর্ষ অতীত হয় ।
মানুষ পরিমাণে সহস্রবর্ষকে ষট্টিংশ্চ সহস্র
বৎসর বলিয়া গণ্য করা যায় । ৬২—৭৯ ।
অতঃপর দীর্ঘ কালান্তে পশু পক্ষী মৎস্তাদি
সমস্তই ক্ষুধাবিষ্ট ও নিঃশেষিত হয় ।
পরে প্রজাগণ মিলিত হইয়া কন্দ-মূল-
ফলাদ্যেণে ব্যাপৃত হয় । তাহারা তখন
কলমুলাশী, আবাসশূন্য, অধঃশায়ী, বহল-

বহলাস্তথ বাসাপি অধঃশয়াশ্চ সৰ্বশঃ ।
পরিগ্রহো ন তেষান্তি ধনভিক্ষমবাগ্নয়ুঃ ॥ ৮০
এবং ক্ষয়ং গমিষ্যন্তি অল্পশিষ্টাঃ প্রজাস্থদা ।
তাসামল্পাবশিষ্টানামাহারাদ্বুদ্ধিরিবাতে ॥ ৮৪
এবং বর্ষশতং দিব্যং সক্ষ্যাংশস্তস্ত বর্ততে ।
ততো বর্ষশতান্তান্তে অল্পশিষ্টাঃ স্ত্রিয়ঃ সূতাঃ ॥
মিথুনানি তু তাঃ সৰ্বা হন্তোত্তঃ সম্প্রজজিহ্নে
ততস্তান্ত ম্রিয়ন্তে বৈ পূর্বোৎপন্নঃ প্রজাঃ যাঃ
জাতমাত্রেণপত্যেযু ততঃ কৃতমবর্তত ।
যথা স্বর্গে শরীরাপি নরকে চৈব দেহিনাম্ ॥ ৮৭
উপভোগসমর্থানি এবং কৃতযুগাদিষু ।
এবং কৃতস্ত সন্তানঃ কলৈশ্চৈব ক্ষয়ন্তথা ॥ ৮৮
বিচারণাং তু নির্বেদঃ সাম্যাবস্থাস্থনা তথা ।
ততশ্চৈবারসদোষঃ সদোষাঙ্কর্ম্মশীলতা ॥ ৮৯
কলিশিষ্টেযু তেষেবং জায়ন্তে পূর্ববৎ প্রজাঃ ।

পরিধায়ী, ধনহীন ও সর্বপরিগ্রহ-রহিত
হইয়া ক্ষয় পাইতে থাকে । ইহার পর
যাহারা অবশিষ্ট থাকে, তাহাদিগের আহার-
প্রাচুর্য্য নিবন্ধন পুষ্টি হইতে থাকে । এই
ভাবে সক্ষ্যা-সক্ষ্যাংশসহ দিব্য শত বর্ষ অতি-
ক্রান্ত হইলে কলিযুগ শেষ হয় । অতঃপর
যে অল্পসংখ্যক স্ত্রীকন্তা থাকে, তাহারা পরস্পর
মিথুনধর্ম্ম দ্বারা বহু সন্তান উৎপাদন করে ।
সেই নববালকগণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই
সত্যযুগের আবির্ভাব হইয়া থাকে । ক্রমে
পূর্বজাত কলির প্রজাগণ মরণাপন্ন হয় ।
প্রাণিগণের শরীর স্বর্গে বা নরকে যেখানেই
থাকুক, উহা যেমন তদ্রূপ সুখ দুঃখ ভোগ
করে, সত্যাদি যুগ পরিবর্তনেও তেমনি
সুখদুঃখভোগ হইয়া থাকে । এই
প্রকারেই কলিযুগের ক্ষয় ও সত্য যুগের
উদয় হইয়া থাকে । ৮০—৮৮ । কলির অব-
শিষ্ট সেই প্রজাগণের ক্রমে ক্রমে সাম্যা-
বস্থা লাভ নিমিত্ত বিচারবুদ্ধি হইতে নির্বে-
দোৎপত্তি হয় । তাহা হইতে আত্মসদোষ,
এবং আত্মবোধ হইতে ধর্ম্মপ্রাণতা জন্মে ।
এইরূপে ভাবী কর্ম্মের নিবন্ধ বশতঃ সত্যযুগ-

ভাবিনোহর্থক ৫ বলাং ততঃ কৃতমবর্তত ॥১০০
 অতীতানাগতানি সূর্য্যানি মনস্তরেন্দ্ৰসিহ ।
 এতে যুগস্বভাবান্ত ময়োক্তান্ত সমাসতঃ ॥ ১০১
 বিস্তরেনাগ্নপূর্য্যাক্ষ নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভবে ।
 প্রবৃত্তে তু ততস্তস্মিন পুনঃ কৃতযুগে তু বৈ ॥১০২
 উৎপন্নঃ কলিশিষ্টৈশ্চ প্রজাঃ কৰ্ত্তৃযুগান্তথা ।
 তিষ্ঠান্তি চেহ য়ে সিদ্ধা অদৃষ্টা বিহরন্তি চ ॥ ১০৩
 সহ সপ্তর্ষিতিথে তু তত্র য়ে চ ব্যবস্থিতাঃ ।
 ব্রহ্ম-কক্স-বিশঃ শূদ্রা বীজার্ণে য ইহ স্মৃতাঃ ॥ ১০৪
 তেষাং সপ্তর্ষয়ো ধর্ম্মাঃ কথয়ন্তীহ তেষু চ ॥ ১০৫
 বর্ণাশ্রমাচারযুতঃ শ্রোত-স্মার্ত্তবিধানতঃ ।
 এবং তেষু ক্রিয়াবৎসু প্রবর্ত্তন্তীহ বৈ কতে ॥১০৬
 শ্রোত-স্মার্ত্তান্তনাস্ত ধর্ম্মে সপ্তর্ষিদির্গতে ।
 তে তু ধর্ম্মব্যবস্থার্থং তিষ্ঠন্তীহ কতে যুগে ॥১০৭
 মনস্তরাধিকারেষু তিষ্ঠন্তি স্বময়ন্ত তে ।
 যয়া দাবপ্রদক্ষেষু তুণেষেবাপনক্ষিতৌ ॥ ১০৮

প্রযুক্তি হইতে থাকে। প্রজাগণ পুনরায়
 অতীত-অনাগত সত্যযুগের সম-সুখভোগী
 হইয়া উঠে। স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করিয়া এই
 আমি যুগস্বভাব সকল যথাক্রমে সবিস্তর
 কীৰ্ত্তন করিলাম। সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইলে
 কলিশেষে জনগণদ্বারা সত্যযুগের প্রজা
 উৎপাদিত হয়। ব্রাহ্মণ, কক্সিয়, বৈশ্য
 ও শূদ্র জাতির মধ্যে বীজরক্ষার যে
 সমস্ত সূক্ষ্ম কলিকালে প্রচুরভাবে অব-
 স্থান করেন, তাঁহারা এবং সপ্তর্ষিগণ
 তখন মিলিত হইয়া সেই সত্যযুগের নব
 প্রজাবর্গকে ধর্ম্মোপদেশ দানে প্রবৃত্ত
 হইলেন। সেই মানবগণ তাঁহাদিগের উপ-
 দেশে শ্রোত-স্মার্ত্ত বিধানে বর্ণাশ্রমাচার সকল
 প্রবর্ত্তিত করিয়া ক্রিয়াসমূহের যথাযথ অনু-
 ষ্ঠানে আসক্ত হইল। শ্রোত-স্মার্ত্ত ধর্ম্ম সমস্ত
 সপ্তর্ষিগণের অভিমত। এ নিমিত্ত তাঁহারা
 প্রতি সত্যযুগে উক্ত ধর্ম্মোপদেশার্থ বিজ্ঞান
 আছেন। এখনও আমি এক মনস্তর কাল-
 স্থায়ী। দাবদক্ষ বনভূমে যেমন দক্ষ যুল হইতে

বনানাং প্রথমঃ দৃষ্টো তেষাং মূলেষু স্তবঃ ।
 এবং যুগাদযুগানাং বৈ সন্তানস্ত পরম্পরম্ ॥১০৯
 প্রবর্ত্ততে হবিচ্ছেদাদযাবদ্ব্যবস্তরকর্ম্ময়ঃ ।
 সূখমায়বলং রূপং ধর্ম্মার্থৌ কাম এব চ ॥১১০
 যুগেষেতানি হৌরন্তে ত্রয়ঃ পাদাঃ ক্রমেণ তু ।
 ইতোষ প্রতিসন্ধিবঃ কীৰ্ত্তিতস্ত ময়া দ্বিজাঃ ॥১১১
 চতুর্যুগাণাং সর্বেষামেতদেব প্রসাধনম্ ।
 এমাং চতুর্যুগাণাস্ত গণিতা হ্যেকসপ্ততিঃ ॥ ১১২
 ক্রমেণ পরিবৃত্তান্তা মনোরন্তরমুচ্যতে ।
 যুগাখ্যানু তু সর্কীয় ভবতীহ যদা চ যৎ ॥১১৩
 তদেব চ তদন্তানু পুনস্তদৈ যথাক্রমম্ ।
 সর্গে সর্গে যথা ভেদা ছ্যৎপজ্ঞস্তে তথৈব চ ॥
 চতুর্দশসু তাবন্তো জ্ঞেয়া মনস্তরেন্দ্ৰসিহ ।
 আনুরৌ যাতুধানৌ চ পৈশাটৌ যাক্ষ-রাক্ষসৌ ॥
 যুগে যুগে তদা কালে প্রজা জায়ন্তি তাঃ শুনু ।
 যথাকল্পঃ যুগৈঃ শাক্তিঃ ভবন্তে তুল্যলক্ষণাঃ ।
 ইত্যোত্তমলক্ষণং প্রোক্তং যুগানাং বৈ যথাক্রমম্

পুনরায় অগুরোদগম হওয়ায় ক্রমে শাখাদি
 বিস্তারে নববনের উদ্ভব হয়, সত্যাদি যুগেও
 প্রাণিগণের তেমনি অবস্থা ঘটিয়া থাকে।
 মনস্তর শেষ যাবৎ ভাবসমূহের এই ভাবেই
 অবিচ্ছেদে ক্রয়োদয় হয়। সুখ, আয়, বল,
 রূপ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,—এ সকলের চারি
 ভাগের এক এক ভাগ করিয়া ত্রেতা
 প্রত্যেক যুগে ক্রয়প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ!
 এই যে প্রতিসন্ধি বর্ণন করিলাম, যুগচতুষ্টয়-
 সদৃশে ইহাই জ্ঞাতব্য। এই যুগচতুষ্টয়ের
 ক্রমে ক্রমে এক সপ্ততি বার আবর্ত্তন হইলে
 এক মনস্তর কাল পূর্ণ হয়। এই চারি যুগের
 অন্তর্গত সত্যাদি প্রত্যেক যুগেরই স্বভাব
 প্রতিবারই একরূপ হয়। চতুর্দশ মনস্তরই
 এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই
 সমস্ত যুগেযুগেই আনুরৌ, যাতুধানৌ, পৈশাটৌ,
 যাক্ষৌ, রাক্ষসৌ, ইত্যাদি বিবিধ প্রজা জন্ম-
 গ্রহণ করে। সেই সকল প্রজা প্রতিযুগেই
 তৎপূর্ব্বকল্পীয় যুগানুরূপ লক্ষণাক্রান্ত
 হয়। যুগসমূহের লক্ষণ এই যথাক্রমে

মনুষ্যরাণাং পরিবর্তনানি

চিরপ্রবৃত্তানি যুগস্বভাবাৎ ।

কণং ন সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ

কস্মোদয়াভ্যাং পরিবর্তমানঃ ॥ ১০৭

এতে যুগস্বভাবা বঃ পরিক্রান্তা যথাক্রমম্ ।

মনুষ্যরাণি যাত্তন্মিন কল্পে বক্ষ্যামি তানি চ ॥

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে যুগবর্তনং নাম চতু-

শ্চছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৪ ॥

— — —

পঞ্চচছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

মনুষ্যরাণি যানি সূ্যঃ কল্পে কল্পে চতুর্দশ ।

ব্যতীতানাগতানি সূ্যধানি মনুষ্যরেষিহ ॥ ১

বিস্তরেণাহুপূর্য্যাক্ষ স্থিতিং বক্ষ্যে যুগে যুগে

তন্মিন যুগে চ সন্তুতির্ধাসাং যাবচ্চ জীবিতম্ ।

যুগমাত্রস্ত জীবন্তি নূনং তস্মাদ্বয়েন চ ।

চতুর্দশসু ভাবন্তো জেয়া মনুষ্যরেষিহ ॥ ৩

কথিত হইল । যুগসকলের স্বভাবানুসারে

মনুষ্যরসমূহেরও পরিবর্তন হইয়া থাকে ।

এই জীবলোক সত্তত পরিবর্তনশীল ;

কণমাত্রও স্থির থাকে না । আপনাদিগের

নিকট এই যুগস্বভাব ও উহার পরিবর্তন-

বিবরণ বর্ণন করিলাম । মনুষ্যর সকলের

বিশেষ বিবরণকল্পে বর্ণন প্রসঙ্গে কীর্তন

করিব । ৯৯—১০৮ ।

চতুশ্চছারিংশদধিকশততম অধ্যায় ॥ ১৪৪ ॥

— — —

পঞ্চচছারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—এক্শে কল্পে কল্পে যে

সকল মনুষ্যর সজ্জাটিত হয়, আর যাহা

অতীত অনাগত মনুষ্যরীয় ঘটনা, সে সমস্তই

এক্শে আত্মপুস্কীক্রমে সবিস্তর কীর্তন

করিতেছি । মনুষ্যরসমূহেই প্রজাগণের উৎ-

পত্তি, স্থিতি ও সংহতি ব্যাপার তত্তৎযুগানু-

রূপই হইয়া থাকে । চতুর্দশ মনুষ্যরেই

মনুষ্যরাণাং পশুনাঞ্চ পক্ষিণাং স্বাবরৈঃ সহ

তেষামায়ুরূপক্রান্তং যুগধর্ম্মেণ সর্বশঃ ॥ ৪

তথৈবায়ুঃ পরিক্রান্তঃ যুগধর্ম্মেণ সর্বশঃ ।

অস্থিতিঞ্চ কলৌ দৃষ্টী ভূতানামায়ুশ্চ বৈ ॥ ৫

পরমায়ুঃ শতশ্বেতান্নায়ুধাণাং কলৌ স্মৃতম্ ।

দেবানুরমম্নয়ানাশ্চ যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসাঃ ॥ ৬

পরিণাহোক্ষ্ময়ে তুল্যা জায়ন্তে হ রুতে যুগে ।

যগ্নবত্যঙ্গুলোৎসোধো অষ্টানাং দেবযোনিनाम् ॥ ৭

নবাস্ত্রলপ্রমাণেন নিম্পন্নেন তথাষ্টকম্ ।

এতৎ স্বাভাবিকং তেষাং প্রমাণমধিকূর্ব্বতাম্ ॥ ৮

মনুষ্যা বর্তমানান্ত যুগসঙ্খ্যাং শকেষিহ ।

দেবানুরপ্রমাণস্ত সপ্তসপ্তাঙ্গুলং ক্রমাৎ ॥ ৯

চতুরাশীতিকৈশ্চৈব কলিজৈরঙ্গুলৈঃ স্মৃতম্ ।

আপাদতলমস্তকো নবতালো ভবেৎ তু যঃ ॥

সংহৃত্যাজানুবাছশ্চ দৈবতৈরতিপূজ্যতে ।

গবাঞ্চ হস্তিনাঞ্চৈব মহিষস্বাবরান্য়নাম্ ॥ ১১

ক্রমেণৈতেন বিজ্ঞেয়ে হ্রাসবৃদ্ধৌ যুগে যুগে ।

প্রাণী সকল কেহ কেহ যুগমাত্রজীবী এবং

কেহ কেহ অত্যল্পকাল জীবী হয় । মনুষ্য,

পশু, পক্ষী, স্বাবর জঙ্গম সকলেরই আয়ু

যুগধর্ম্ম অনুসারেই নির্দিষ্ট হয় । কলিকালে

মানবগণের আয়ুর কোনও স্থৈর্য্য দেখা যায়

না বলিয়া স্মূলভাবে একশত বৎসর আয়ু

নির্ধাচন করা হয় । সত্যযুগে দেব, অশুর,

মনুষ্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ইহাদিগের

পরিমাণ এবং উচ্চতা তুল্যরূপই ছিল । অষ্ট-

বিধ দেবযোনির ঔন্নত্য যগ্নবত্যঙ্গুল ১১—৭ ।

অপর অষ্টবিধ দেবযোনি আছে, তাহা-

দিগের উন্নতি নবাস্ত্রলি প্রমাণ । দেব

যোনিগণের ইহাই স্বাভাবিক পরিমাণ ।

দেবতা ও অশুরগণের প্রমাণ সাত সাত

অঙ্গুলি । এই যুগসঙ্খ্যাকালে যে সকল

মনুষ্য বর্তমান,—ইহাদিগের প্রমাণ কলির

মানবাস্ত্রলির চতুরাশীতি অঙ্গুলি । আপাদ-

তল মস্তক নবতাল পরিমাণ, এবং আজানু-

লদ্বিতবাহ মানব দেবগণেরও পূজনীয় ।

গো, মহিষ, হস্তী, স্বাবর—সকলেরই যুগ

যট্ঠসপ্তত্যঙ্কলোৎসেধঃ পশুরা কক্কদো ভবেৎ
 অঙ্কলানামষ্টশতযুৎসেধো হস্তিনাঃ স্মৃতঃ ।
 অঙ্কলানাং সহস্রস্ত ত্ৰিচত্বারিংশদঙ্কলম্ ॥ ১৩
 শতার্দ্ধমঙ্কলানান্ত হুৎসেধঃ শাখিনাং পরঃ ।
 মানুষ্যস্ত শরীরস্ত সন্নিবেশস্ত যাদৃশঃ ॥ ১৪
 তন্নকশস্ত দেবানাং দৃষ্টতেহহয়দর্শনাৎ ।
 বুদ্ধ্যাতিশয়সংযুক্তো দেবানাং কায় উচ্যতে ॥ ১৫
 তথা নাতিশয়শ্চৈব মানুষ্যঃ কায় উচ্যতে ।
 ইত্যেব হি পরিক্রান্তা ভাবা যে দিব্যমানুষ্যাঃ
 পশুনাং পক্ষিণাঽথৈব স্বাবরাণাঞ্চ সর্বশঃ ।
 গাবোহজাশ্চ বিজ্ঞেয়া হস্তিনঃ পক্ষিণো মৃগাঃ
 উপযুক্তাঃ ক্রিয়াশ্চেতে যজ্ঞিয়ান্ধ্রহ সর্বশঃ ।
 যথাক্রমোপভোগাশ্চ দেবানাং পশুমূর্ত্তয়ঃ ॥ ১৬
 তেষাং রূপানুকূটৈশ্চ প্রমানেঃ স্থিরজঙ্গমাঃ ।
 মনোজৈস্তত্র তৈর্ভোগৈঃ সুখিনো হুপপেদিরে
 অথ সন্তঃ প্রবক্ষ্যামি সাধুনথ ততশ্চ বৈ ।

যুগে এই ক্রমেই আয়ুঃপরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি
 ঘটে। গোগণের ঔন্নত্যা, কক্কপর্ধ্যস্ত যট্ঠ-
 সপ্তত্যঙ্কল। হস্তীর উচ্চতা অষ্টশত
 অঙ্কলাবধি সহস্র অঙ্কল পর্য্যন্ত। মানুষ-
 শরীরের সন্নিবেশ যে প্রকার, দেবদেহেরও
 তজপই সংস্থান। এক বংশ হইতে উৎপন্ন
 বলিয়াই এমন ঐক্য দৃষ্ট হয়। তবে দেব-
 গণের দেহ অতিশয় বুদ্ধিযুক্ত। মানুষ্যকায়
 তাদৃশ নহে। দিব্য-মানুষ্যভাবসমূহ এই
 রূপ সাধন্যা-বৈধন্যযুক্ত। পশু পক্ষী, স্বাবর,
 জঙ্গম সকলেরই সংস্থান এইপ্রকার। গো,
 অজ, অশ্ব, হস্তী, পক্ষী ও মৃগ এ সকল পশু,
 ক্রিয়াসাধনের উপযুক্ত এবং সর্বথা যজ্ঞ-
 সাধন যোগ্য। পশুসমূহ যথাক্রমে দেব-
 গণের ভোগ্য। স্বাবর জঙ্গম সর্বভূতই
 ভোক্তা দেবগণের রূপ-প্রমাণাদির সাদৃশ্য
 লইয়া উৎপন্ন বলিয়া সেই সেই দেবতার
 ক্রীতিসাধক। দেবগণ সেই সমস্ত মনোজ্ঞ
 ভোগ্য উপভোগে সমধিক সুখী হইয়া
 থাকেন। ৮—১২। এক্ষণে সৎ এবং সাধু-

ব্রাহ্মণাঃ ক্রতিশদাশ্চ দেবানাং পশুমূর্ত্তয়ঃ ।
 সংযুক্ত্য ব্রাহ্মণা হস্তস্তেন সন্তঃ প্রচকতে ॥ ২০
 সামান্তেষু চ ধর্ম্মেষু তথা বৈশেষিকেষু চ ।
 ব্রহ্ম-কত্র-বিশৌ যুক্তাঃ শ্রোত-স্মার্ত্তেন কৰ্ম্মণা
 বর্ণাশ্রমেষু যুক্তস্ত সুখোদকস্ত স্বর্গতো ।
 শ্রোত-স্মার্ত্তো হিযো ধর্ম্মো জ্ঞানধর্ম্মঃ স উচ্যতে
 দিব্যানাং সাধনাৎ সাধুর্ব্রহ্মচারী গুরোহিতঃ ।
 কারণাৎ সাধনাচ্চৈব গৃহস্থঃ সাধুকচ্যতে ॥ ২৩
 তাপসশ্চ তথারণ্যে সাধুবৈপানসঃ স্মৃতঃ ।
 যতমানো যতিঃ সাধুঃ স্মৃতো যোগান্ত সাধনাৎ
 ধর্ম্মো ধর্ম্মগতিঃ শ্রোক্তঃ শব্দো হ্যেষ ক্রিয়ান্বকঃ
 কুশলাকুশলৌ চৈব ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্রবীৎ প্রভুঃ ॥
 অথ দেবাস্চ পিতর ঋষয়শ্চৈব মানুষ্যাঃ ।
 অয়ং ধর্ম্মো হুয়ং নেতি ক্রবতে মোনমূর্ত্তিনা ॥ ২২
 ধর্ম্মেতি ধারণে ধাতুর্মহত্বৈ চৈবমুচ্যতে ।
 আধারণে মহত্বৈ বর্ধিধর্ম্মঃ স তু নিকৃচ্যতে ॥
 তজ্জৈষ্টপ্রাপকো ধর্ম্ম আচার্য্যৈরুপদিষ্টতে ।

গণের বর্ণন করিতেছি। ব্রাহ্মণ ও ক্রতিশদ-
 সমূহ দেবগণের পশুমূর্ত্তয়। ইহাদিগের
 অন্তরে ব্রহ্ম বিজ্ঞমান; এ নিমিত্ত ইহাদিগকে
 সৎ বলে। ব্রাহ্মণ, ক্রিয়, বৈজ্ঞ—এই বর্ণ-
 ত্রয় শ্রোতস্মার্ত্ত বিধি অনুসারে সামান্ত ও
 বিশেষ ধর্ম্মে নিযুক্ত। বর্ণাশ্রমাচারপরায়ণ
 জনগণের স্বর্গসুখদায়ক শ্রোত-স্মার্ত্ত ধর্ম্ম
 জ্ঞানধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। গুরুহিত-
 কারী সদাচারপর ব্রহ্মচারী দিব্য তত্ত্ব সাধন
 করেন; এ নিমিত্ত গৃহস্থকেই সাধু বলা যায়।
 অরণ্য-বাসী বৈখানস তাপসদিগকেও সাধু
 বলে। যোগদ্বারা তত্ত্বলাভে যত্ববান্ যতিও
 সাধুশব্দবাচ্য। ক্রিয়ান্বক ধর্ম্মশব্দ, ধর্ম্মভাব-
 জ্ঞাপক। প্রভু ভগবান্ কুশল ও অকুশল
 উভয়বিধ ক্রিয়ামাত্রকেই ধর্ম্ম বলিয়াছেন।
 পরন্তু দেব, ঋষি ও মনুষ্যগণ অব্যাহতভাবে
 নিজ মত সমর্থনে অক্ষম হইয়াও “ইহা ধর্ম্ম
 নহে” এইরূপ বলিয়া থাকেন। ধর্ম্ম ধাতু
 ধারণার্থ ও মহত্বার্থবাচক। স্মৃতরাং আধারণ
 বা মহত্ব অর্থেই ধর্ম্মশব্দের প্রয়োগ হয়।

অধর্মশানিষ্টকল আচাধ্যানোপদিষ্টতে ॥ ২৮
বৃদ্ধাশালোলুপাশ্চৈব আশ্রয়বস্তো হৃদান্তিকাঃ ।
সম্যগ্বিনীতা যদবস্তানাচাধ্যান প্রচকতে ॥ ২৯
ধর্মজৈবিতো ধর্ম্যঃ শ্রোত-স্মার্ত্তো বিজ্ঞাতিভিঃ
দারায়িতোহাসম্বন্ধমিজ্য। শ্রোতস্ত লক্ষণম্ ॥ ৩০
স্মার্ত্তো বর্ণাশ্রমাচারো যমৈশ্চ নিয়মৈর্ভূতঃ ।
পূর্ব্বভ্যো বেদয়িত্বৈহ শ্রোতং সপ্তর্ষয়োহক্রবন্
ঋচো যজুঃধি সামানি ব্রহ্মাণোহঙ্গানি বৈ ঋতিঃ
মহন্তরস্তাতীতস্ত স্মৃতা তস্মদ্রববীৎ ॥ ৩১
তস্মাৎ স্মার্ত্তঃ স্মৃতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ
এবং বৈ বিবিধো ধর্ম্ম্যঃ শিষ্টাচারঃ স উচ্যতে ॥
শিষ্যার্থাতোশ্চ নিষ্ঠাস্তাচ্ছিষ্টশব্দং প্রচকতে ।
মহন্তরেষু যে শিষ্টা ইহ তিষ্ঠান্ত ধার্ম্মিকাঃ ॥ ৩৪
মহুঃ সপ্তর্ষয়ৈশ্চৈব লোকসন্তানকারিণঃ ।
তিষ্ঠন্তীহ চ ধর্ম্মার্থং তাক্ষিষ্টান্ সম্প্রচকতে ॥ ৩৫
তৈঃ শিষ্টৈশ্চলিতো ধর্ম্ম্যঃ হৃদ্যতে বৈ যুগে যুগে

ত্রয়ো বার্তা দণ্ডনীতিঃ প্রজাবর্ণাশ্রমেঙ্গমা ॥ ৩৬
শিষ্টৈরাচর্য্যতে যস্মাৎ পূর্ব্বৈশ্চৈব মহুক্ষয়ে ।
পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বৈর্ব্বত্বাচ্চ শিষ্টাচারঃ স শাস্বতঃ ॥
দানং সত্যং তপোহলোভো বিজ্ঞেজ্যা পূজনঃ
দমঃ ।
অষ্টৌ তানি চরিত্রাণি শিষ্টাচারস্ত লক্ষণম্ ॥ ৩৭
শিষ্টা যস্মাচ্চরন্ত্যনং মহুঃ সপ্তর্ষয়শ্চ হ ।
মহন্তরেষু সর্ব্বেষু শিষ্টাচারস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৯
বিজ্ঞেয়ঃ শ্রবণাচ্ছ্রোতঃ স্মরণাৎ স্মার্ত্ত উচ্যতে ।
ইজ্যা-বেদান্তকঃ শ্রোতঃ স্মার্ত্তো বর্ণাশ্রমাস্তকঃ
প্রত্যঙ্গানি প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্ম্যস্তেহ তু লক্ষণম্ ॥ ৪১
দৃষ্টানুভূতমর্থকং যঃ পৃষ্টো ন বিগৃহ্যতে ।
যথাভূতপ্রবাদস্ত ইত্যেতৎ সত্যলক্ষণম্ ॥ ৪২
ব্রহ্মচর্য্যং তপো মোনং নিরাস্তাহরত্বমেব চ ।
ইত্যেতৎ তপসো রূপং স্মরণোক্তং কুরাসদম্ ॥
পশূনাং জব্য-হবিষামৃক-সাম-যজুর্বা তথা ।

আচাধ্যগণ শিষ্যদিগকে ইষ্টপ্রাপক ধর্ম্মেরই
উপদেশ করেন ; অনিষ্টকলদায়ক অধর্ম্মের
উপদেশ করেন না । ষাঁহার। বৃদ্ধ, অলো-
লুপ, আশ্রয়ান, অদান্তিক, অশিক্ষিত ও মূ-
প্রকৃতি, তাঁহারাই আচাধ্যপদবাচ্য । ২০—২৯।
ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞাতিগণ শ্রোত ও স্মার্ত্ত, উভয়বিধ
ধর্ম্মই অমুঠেয়রূপে বিধান করিয়াছেন ।
বিবাহ, অগ্নিহোত্র ও যজন, ইহাই শ্রোত-
ধর্ম্মের লক্ষণ । যম, নিয়ম ও বর্ণাশ্রমাচার
স্মার্ত্ত ধর্ম্ম । সপ্তর্ষিগণ পূর্ব্বকল্পীয় ঋষিগণের
নিকট যাহা শ্রুত হইয়াছিলেন, পরকল্পারম্ভে
তাহাই বলিয়াছেন । এজন্য উহাকে ঋতি
বলে । মহু, অতীত মহন্তরাত্যন্ত ঋক্, যজুঃ,
সাম, বেদাঙ্গ, ঋতি,—এ সমস্ত স্মরণপূর্ব্বক
বলিয়াছেন । এ নিমিত্ত—তদুক্ত শাস্ত্রকে
স্মৃতি বলা যায় । মহু প্রবর্ত্তিত বর্ণাশ্রমাচারযুত
ধর্ম্মই স্মার্ত্ত ধর্ম্ম নামে খ্যাত । এই বিবিধ
ধর্ম্মই শিষ্টাচার নামে অভিহিত হয় । শিষ্য
ধাতু ক্ত প্রত্যয় দ্বারা শিষ্ট শব্দ নিস্পন্ন
হইয়াছে । মহন্তরে ষাঁহার। অবশিষ্ট
থাকেন, সেই লোক-বিস্তারক মহু ও সপ্তর্ষি

প্রভৃতি ধার্ম্মিকগণকে শিষ্ট বলা যায় । ইহা-
রাই যুগে যুগে বিচলিত ধর্ম্মকে ত্রয়ো, বার্তা,
দণ্ডনীতি ও বর্ণাশ্রমাচার প্রচার দ্বারা স্থাপিত
করেন । এক মহুর অবসানে অপর মহুর
আধিকার কালেও শিষ্ট পরম্পরাগত সাধু-
সম্মত যে আচার প্রচলিত থাকে, তাহাই
শাস্বত শিষ্টাচার । দান, সত্য, তপস্তা,
বিদ্যা, যজন, পূজন, দম ও অলোভ এই
আটটা শিষ্টাচারের লক্ষণ । সকল মহন্তরেই
শিষ্ট মহু ও সপ্তর্ষি প্রভৃতি উল্লিখিত দান
সত্যাদির অনুষ্ঠান করেন, এ নিমিত্ত উহা-
দিগকে শিষ্টাচার বলে । শ্রবণ নিমিত্ত
শ্রোত এবং স্মরণ হেতু স্মার্ত্ত নাম নির্ধাচিত
হইয়াছে । বেদমূলক যজন—শ্রোত ধর্ম্ম এবং
বর্ণাশ্রমাচারাস্তক—স্মার্ত্ত ধর্ম্ম । ৩০—৪০ ।
একণে ধর্ম্মের প্রত্যঙ্গলক্ষণ সকল বলি-
তেছি । দৃষ্ট বা অনুভূত বিষয়ের যথাযথ
কখনই সত্যের লক্ষণ । ব্রহ্মচর্য্য, জপ,
মোন ও উপবাস এসকল অতিশোভন হুস্তর
কর্ম্মই তপস্তা নামে অভিহিত । পশু, জব্য,

ঋত্বিজাঃ দক্ষিণায়ান্চ সংযোগো যজ্ঞ উচ্যতে ॥
 আশ্ববৎ সৰ্বভূতেষু যো হিতায় শুভায় চ ।
 বৰ্ভতে সততঃ হৃষ্টঃ ক্রিয়া শ্রেষ্ঠা দয়া স্মৃতা ॥৪৫
 আকুটোহভিহতো যজ্ঞ নাক্রোশেৎ প্রহরেনপি
 অহৃষ্টো বাহ্মনঃকায়েস্তিতিক্ষুঃ সা কমা স্মৃতা ॥
 ঋমিনা রক্ষ্যমাণানামুৎসৃষ্টানাক সত্ৰমে ।
 পরশ্চানামনাদানমনোভ ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ ৪৭
 মৈথুনস্তাসমাচারো জল্পনাচ্চিহ্ননাং তথা ।
 নিবৃত্তকৰ্ণচৰ্য্যক তদেতচ্ছমলক্ষণম্ ॥ ৪৮
 আশ্বার্থে বা পরার্থে বা ইন্দ্রিয়াগীহ যস্ত বৈ ।
 বিষয়ে ন প্রবৰ্ত্তন্তে দমস্তুতৎ তু লক্ষণম্ ॥৪৯
 পঞ্চান্নকে যো বিষয়ে কারণে চাষ্টলক্ষণে ।
 ন ক্রোধ্যত প্রতিহতঃ স জিতাশ্বা ভবিষ্যতি ॥
 যদ্যদষ্টভমং দ্রব্যং স্তায়েনৈবাগতক যৎ ।
 তদন্তঃপণবতে দেয়মিত্যেতদানলক্ষণম্ ॥ ৫১
 ঋতি-স্মৃতিভ্যাং বিহিতো ধর্মো বর্ণাশ্রমাস্থকঃ

শিষ্টাচারপ্রবৃদ্ধশ্চ ধর্মোহয়ং সাধুসম্মতঃ ॥ ৫২
 অপ্রবেষো হনিষ্টেষু ইষ্টে বৈ নাভিনন্দতি ।
 প্রীতি-তাপ-বিবাদানাং বিনিবৃতির্নিরুক্ততা ॥৫৩
 সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মণাং স্ত্যাসঃ কৃতানামকৃতৈঃ সহ ।
 কুশলাকুশলাভ্যাশ্চ প্রহাণং স্ত্যাস উচ্যতে ॥৫৪
 অব্যক্তাদি-বিশেষান্ত-বিকারেহস্মিন্ নিবৰ্ত্ততে
 চেতনাচেতনং জ্ঞাত্বা জ্ঞানে জ্ঞানী স উচ্যতে ॥
 প্রত্যক্ষানি তু ধর্ম্মস্তু চেতে তল্লক্ষণং স্মৃতম্ ।
 ঋষিভির্ধর্ম্মতত্ত্বজৈঃ পূর্বে স্বায়ত্ত্ববেহস্তরে ॥ ৫৬
 অত্র বো বর্ণধর্ম্ম্যামি বিধিঃ মনস্তরস্তু তু ।
 তথৈব চাতুর্হোত্রস্তু চাতুর্ঋণ্যস্তু চৈব হি ॥ ৫৭
 প্রতিমনস্তরকৈব ঋতিরস্তা বিধীয়তে ।
 ঋচো যজুঃ সামানি যথাবৎ প্রতিদৈবতম্ ॥৫৮
 বিধিস্তোত্রং তথা হোত্রং পূর্ববৎ সম্প্রবর্ত্ততে ।
 দ্রব্যস্তোত্রং গুণস্তোত্রং কৰ্ম্মস্তোত্রং তথৈব চ ॥
 তথৈবাভিজনস্তোত্রং স্তোত্রমেবং চতুর্বিধম্ ।
 মনস্তরেষু সর্কেষু যথা বেদান্তবন্তি হি ॥ ৬০

হবিঃ, ঋকৃ, সাম, যজু, ঋত্বিক্ ও দক্ষিণার
 সংযোগ ঘটিলে তাহাকে যজ্ঞ বলা যায় ।
 সৰ্বভূতের হিত-শুভ-সাধনার্থ যে হৃষ্টচিত্তে
 আশ্ববৎ ব্যবহার, উহা সৰ্বক্রিয়াশ্রেষ্ঠ দয়া
 নামে উক্ত হয় । কেহ আক্রোশ বা নিন্দাবাদ
 করিলেও যে জন তজ্জন্ত কায়মনোবাক্যে
 বিরক্ত না হইয়া আক্রোশ বা প্রহারাদি না
 করে, তাহাকে তিতিক্ষু এবং এই সহিষ্ণুতা-
 কেই তিতিক্ষা বলিয়া জানিবে । দ্রব্যস্বামী
 যাহা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক অথচ সত্ত্বমাদিবশে
 ত্যক্ত হইয়াছে, তাদৃশ পরদ্রব্য গ্রহণ না
 করাই অলোভ । কায়মনোবাক্যে মৈথুন-
 বর্জ্জাক্ষক ভ্রাক্ষচর্য্যই শম নামে উক্ত হয় ।
 আশ্বার্থ বা পরার্থ বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-
 নিগ্রহই দমের লক্ষণ । পঞ্চান্নক বিষয় এবং
 অষ্টলক্ষণ কারণে প্রণিহত হইয়াও যিনি
 ক্রুদ্ধ হইয়া না, তাঁহাকে জিতাশ্বা বলা যায় ।
 ৪১—৫০ । যাহা যাহা অভীষ্টতম এবং
 স্তায়ানুসারে অধিগত, তাদৃশ দ্রব্যসমূহ
 গুণবান্ জনে সম্প্রদান করিবে । ইহাকেই
 দান বলে । ঋতি-স্মৃতিবিহিত বর্ণাশ্রমাস্থক

ধর্ম্মই শিষ্টজনানুমোদিত সাধু-সম্মত ধর্ম্ম ।
 অনিষ্ট বিষয়ে ঘেমাভাব, ইষ্ট বিষয়ে অভি-
 নন্দনাভাব, প্রীতি তাপ ও বিবাদাদিতে
 অনাসক্তি, এ সকল বিরক্তের লক্ষণ । কৃত ও
 অকৃত কৰ্ম্মসমূহের স্ত্যাসকেই সন্ন্যাস বলে ।
 কুশল ও অকুশল বুদ্ধি বিসর্জনই স্ত্যাস শব্দ-
 বাচ্য । অব্যক্ততত্ত্বাবধি বিশেষতঃ পর্য্যস্ত
 চেতনাচেতন পদার্থসমূহ অবগত হইলে
 মানব, জ্ঞানী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ।
 পূর্বে স্বায়ত্ত্ব মনস্তরে ধর্ম্মতত্ত্ব ঋষিগণ
 ধর্ম্মের এই সকল প্রত্যক্ষ লক্ষণ বলিয়াছেন ।
 এক্ষণে বর্ণচতুষ্টয়ের হোমাদির বিধি সহ
 মনস্তর তত্ত্বকথা কহিতেছি । প্রতিমনস্তরেই
 ঋতি, ঋকৃ, যজুঃ, সাম, বিধি, দেবতা, স্তোত্র,
 হোম ইত্যাদি সমস্তই পূর্বমনস্তরবৎ যথাযথ
 প্রবর্ত্তিত হয় । দ্রব্যস্তোত্র, গুণস্তোত্র, কৰ্ম্ম-
 স্তোত্র, ও অভিজনস্তোত্র,—এই চতুর্বিধ
 ঋতি । প্রতিমনস্তরেই বেদ হইতে এই
 চতুর্বিধ স্তোত্র উদ্ভূত হইয়া থাকে ॥৫১—৬০ ॥

প্রবর্তয়ন্তি তেষাং বৈ ব্রহ্মস্রোতঃ পুনঃপুনঃ ।
 এবং মন্ত্রগুণানান্ত সমুৎপত্তিস্ততুর্কিধা ॥ ৬১
 অথর্কসংগৃহ্যজুঃসান্নাং বেদোহিহ পৃথক্ পৃথক্
 ঋষীণাং তপতাং তেষাং তপঃ পরমহুশ্চরম্ ॥ ৬২
 মজ্জাঃ প্রাহুর্ভবন্ত্যাদৌ পূর্কমবন্তরীয হ ।
 অসন্তোষান্ত্রয়াদুঃখান্নোহাচ্ছোকাচ্চ পঞ্চধা ॥ ৬৩
 ঋষীণাং তারকা যেন লক্ষণেন যদৃচ্ছয়া
 ঋষীণাং যাদৃশত্বং হি তদ্বক্ষ্যামীহ লক্ষণম্ ॥ ৬৪
 অতীতানাগতানাঞ্চ পঞ্চধা হার্ষকং স্মৃতম্
 তথা ঋষীণাং বক্ষ্যামি আর্ষস্তেহ সমুদ্ভবম্ ॥ ৬৫
 গুণসাম্যেন বর্তন্তে সর্বসম্প্রলয়ে তদা ।
 অবিভাগেন বেদানামনির্দেশ্যতমোময়ে ॥ ৬৬
 অবুদ্ধিপূর্ককং তদৈ চেতনার্থং প্রবর্ততে ।
 তেনাৰ্থং বুদ্ধিপূর্ককং চেতনেনাপ্যধিষ্ঠিতম্ ॥ ৬৭
 প্রবর্ততে যথা তে তু যথা মৎস্যাদকাবুভৌ ।
 চেতনাধিকৃতং সর্বং প্রাবর্তত গুণান্নকম্ ॥

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ক এই চারি বেদ হই-
 তেই চতুর্কিধ মন্ত্র প্রবৃত্ত হয় । আদিকালে
 পরম হুশ্চর তপঃপরায়ণ ঋষিগণের হৃদয়ে
 পূর্কমবন্তরীয মন্ত্র সকল প্রাহুর্ভূত হইয়া
 থাকে । তাঁহারা অসন্তোষ, ভয়, ক্রোধ, মোহ,
 ও শোকাদি যেকোন প্রবল বৃত্তি দ্বারা
 উত্তেজিত হইয়া অধ্যবসায় সহকারে তপস্বী
 করিতে থাকিলে তাঁহাদিগের জ্ঞানহেতু
 সেই মন্ত্রসমূহ স্বেচ্ছাক্রমে প্রাহুর্ভূত হয় ।
 ঋষিগণের লক্ষণ বলিতেছি । অতীত ও
 অনাগত আর্ষ সম্প্রদায় পঞ্চবিধ । ঋষি ও
 আর্ষের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।
 সর্বভূতের প্রলয় হইলে যখন প্রকৃতির
 গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ঘটে, তখন বেদ-বিভাগ
 থাকে না । সমস্তই অনির্দেশ্য তমোময়-
 রূপে অবস্থান করে । সেই সময়ে যে
 অবুদ্ধিপূর্কক চেতনার্থসমূহের প্রবৃত্তি হয়, এবং
 চেতনাধিষ্ঠিত জীবের যে বুদ্ধিপূর্কক প্রবৃত্তি
 হয়, এতদ্ব্যতীতই আর্ষ শব্দ বাচ্য । ইহা
 মৎস্যাদকবৎ আধারাদেয় ভাবে বিদ্যমান ।
 গুণান্নক জগৎ চেতনাধিষ্ঠিত থাকিয়াই প্রবৃত্ত

কার্য্য কারণভাবেন তথা হুশ্চ প্রবর্ততে ॥ ৬৮
 বিষয়ো বিষয়িত্বক্ তদা কর্ণপদান্নকৌ ।
 কালেন প্রাপণীয়েন ভেদাশ্চ কারণান্নকাঃ ॥ ৬৯
 সাংসিকিকাস্তদা বৃত্তাঃ ক্রমেণ মহদাদয়ঃ ।
 মহতোহসাবহকারস্তস্মাদুত্তেজিয়াণি চ ॥ ৭০
 ভূতভেদাশ্চ ভূতেভ্যো জজিরে তু পরম্পরম্
 সংসিকিকারণং কার্য্যং সদ্য এব বিবর্ততে ॥ ৭১
 যথোন্মুকো তু বিটপা এককালান্তবন্তি হি ।
 তথা প্রবৃত্তাঃ ক্ষেত্রজাঃ কালেনৈকেন কারণাৎ
 যথাক্কারে খদ্যোতঃ সহসা সম্প্রদৃশ্যতে ।
 তথা নিবৃত্তো হব্যাক্তঃ খদ্যোত ইব স জলন ॥
 স মহাত্মা শরীরস্থস্তত্রৈবেহ প্রবর্ততে ।
 মহতস্তমসঃ পারে বৈলক্ষণ্যাশ্চভাব্যতে ॥ ৭৪
 তত্রৈব সংস্থিতো বিদ্যাঃস্তপসাস্ত ইতি শ্রুতম্ ।
 বুদ্ধিবিবর্তিতস্তস্ম প্রাহুর্ভূতা চতুর্কিধা ॥ ৭৫
 জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং ধর্ম্মশোভা চতুষ্টয়ম্ ।
 সাংসিকিকান্ততৈতান অপ্রতীতানি তস্ম বৈ ॥

হয় । কাব্য-কারণভাবেই ইহার প্রবৃত্তি ।
 বিষয় ও বিষয়িত্ব অর্থপদ বাচ্য । কালই
 কারণান্নক মহাদি তত্ত্বসমূহকে ভেদাবস্থাপন্ন
 করে । মহৎ হইতে অহকার, তাহা হইতে
 হুশ্চ পঞ্চতন্মাত্র এবং সেই তন্মাত্র হইতে
 স্থূল ভূত জন্মে । অতঃপর স্থূলভূত সকল
 পরম্পর সংসর্গে বিবিধাকারে পরিণত হয় ।
 মূল কারণ পদার্থ এইরূপে সদ্যই বিবর্তিত
 হয়েন । ৬১—৭১ । উন্নক সাহায্যে যেমন
 একদাই বহু বৃক্ষ প্রকাশিত হয়, তজ্জপ,
 ক্ষেত্রজ সকলও কাল দ্বারা সহসা প্রবৃত্ত
 হইয়া থাকে । ক্ষেত্রজ সকল অব্যক্তা-
 কার ধারণ করিলে অহকারগত খদ্যোত-
 বৎ প্রতীয়মান হয় । সেই মহাত্মা ক্ষেত্রজ,
 শরীরস্থ হইয়া এই জগতে বিরাজমান,
 আবার স্তমহৎ তমোরশির পরপারেও
 অবস্থিত । ঐ স্থান তপস্বীর প্রাপ্য চরম
 ভূমি । সৃষ্টিকালে তিনি বর্জিত হইতে
 থাকিলে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্মময়
 চতুর্কিধ বুদ্ধি তখন তাঁহার প্রাহুর্ভূত হয় ।

মহান্ননঃ শরীরস্থ-চৈতন্ত্যাৎ সিদ্ধিকর্যতে ।
 পুৰি শেতে যতঃ পূৰ্ণং ক্ষেত্ৰজ্ঞানং তথাপি চ ॥
 পূৰে শয়নাৎ পুরুষঃ ক্ষেত্ৰজ্ঞানাৎ ক্ষেত্ৰজ্ঞ
 উচ্যতে ।
 যস্মাদ্ধৰ্ম্মাৎ প্রসূতে হি তস্মাৎ ধাৰ্ম্মিকস্ত সঃ
 সাংসিদ্ধিকে শরীরে চ বুদ্ধ্যাব্যক্তস্ত চৈতনঃ ।
 এবং বিবৃক্তঃ ক্ষেত্ৰজ্ঞঃ ক্ষেত্ৰং হনতিসিদ্ধিতঃ ॥
 নিবৃতিসমকালে তু পুৰাণং তদচৈতনম্ ।
 ক্ষেত্ৰজ্ঞেন পরিজ্ঞাতং ভোগ্যোগ্যং বিষয়ো মম
 ঋষির্হিংসাগতো ধাতুর্বিজ্ঞা সত্যং তপঃ ক্রতম্ ।
 এষ সন্নিচয়ো যস্মাদ্ধৰ্ম্মগুণস্ত ততত্বমিহিঃ ॥ ৮১
 নিবৃতিসমকালান্ন বুদ্ধ্যাব্যক্ত ঋষিষ্যম্ ।
 ঋষতে পরমং যস্মাৎ পরমর্ষিস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৮২
 গত্যাধ্বযতেৰ্থাতোৰ্ণাম নিবৃতিসমকালম্ ।
 যস্মাদেব স্বঃসুতস্তস্মান্ন ঋষিতা মতা ॥ ৮৩

সেখরাঃ স্বয়মুদ্ভূতা ব্রহ্মণো মানসাঃ স্মৃতাঃ ।
 নিবর্তমানৈস্তৈর্বুদ্ধ্যা মহান্ পরিগতঃ পরঃ ॥ ৮৪
 যস্মাদ্ধৰ্ম্মিঃ পরধেন সহ তস্মান্মহর্ষয়ঃ
 ঈশ্বরানাং স্মৃতাশ্চেষাং মানসাত্মোরসাত্চ বৈ ॥
 ঋষিস্তস্মাৎ পরধেন ভূতাদিঋষয়স্ততঃ ।
 ঋষিপুত্রা ঋষীকান্ত মৈথুনাদার্তসন্তবাঃ ॥ ৮৬
 পরধেন ঋষস্তে বৈ ভূতাদীনৃষিকান্ততঃ ।
 ঋষিকাণাং স্মৃতা যে তু বিজ্ঞেয়া ঋষিপুত্রকাঃ ॥
 ক্রত্বা ঋষিং পরধেন ক্রতাস্তস্মাদ্ধৰ্ম্মতত্বম্ ।
 অব্যক্তান্না মহান্না বাহকান্নান্না তথৈব চ ॥ ৮৮
 ভূতান্না চেন্দ্রিয়ান্না চ তেষাং তজ্জ্ঞানমুচ্যতে
 ইত্যেবমৃষিজ্ঞাতিস্ত পঞ্চা নাম বিক্রতা ॥ ৮৯
 ভৃগুর্মরীচিরজিষ্ঠ অঙ্গিরাস্ত পুলহঃ ক্রতুঃ ।
 মনুর্দক্ষো বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যশ্চাপি তে দশ ॥ ৯০
 ব্রহ্মণো মানসা স্মৃতে উৎপত্তাঃ স্বয়মীশ্বরাস্তাঃ ।

এগুলি তাঁহার স্বাভাবিক ; নবোন্মোচিত
 নহে। সেই মহান্নার শরীর চৈতন্তময়।
 তিনি পূরে অর্থাৎ প্রতিজীবের অন্তঃকরণে
 শয়ন করেন, এবং ক্ষেত্ৰসমূহ অবগত
 আছেন বলিয়া পূরে শয়নহেতু পুরুষ ও
 ক্ষেত্ৰজ্ঞান নিবন্ধন ক্ষেত্ৰজ্ঞ নামে উক্ত
 হইলেন। ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাববশে এই জগৎ
 প্রসব করেন বলিয়া তিনি ধাৰ্ম্মিক পদবাচ্য।
 অব্যক্ত চৈতন্যস্বক ক্ষেত্ৰজ্ঞ, বুদ্ধিমোহে
 ব্যক্ত হইলেন না। তিনি অনতিসিদ্ধিপূর্বকই
 ক্ষেত্ৰজ্ঞে আবিষ্ট হইয়া নিবৃতিসমকালে সেই
 পুৰাণ অচৈতন ক্ষেত্ৰদর্শনে “ইহা আমার
 ভোগ্য” এই প্রকার বোধগুক্ত হইলেন।
 ঋষি ধাতু হিংসা ও গতি অর্থের বাচক।
 ব্রহ্মজ্ঞান, সত্য, বিদ্যা, তপস্বী ও শাস্ত্রজ্ঞান
 যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই ঋষি। এই
 ঋষিই যদি নিবৃতিসমকালে বুদ্ধিমোহে পরম
 অব্যক্তে গমন করেন, তবে পরমর্ষি পদবাচ্য
 হইলেন। গমনার্থক ঋষি ধাতু হইতে নিম্পন্ন
 ঋষ শব্দ সর্বভূতের নিবৃতিস্থান-বোধক
 ॥ এবং ইনি স্বয়ং উদ্ভূত হইয়াছেন, এ নিমিত্তও
 ইহার ঋষিও অবগত হইয়া যায়। ১১—৮৩।

ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ ঈশ্বর হইতে স্বয়ংই
 উদ্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা নিবৃতি বুদ্ধিবশে
 মহৎতত্ত্বই আশ্রয় করিয়া বিজ্ঞমান। ঋষি
 শব্দে পরত্ব বুঝায়। ঈশ্বরের মানস ও ঈশ্বর
 সন্তানগণ সেই মহান্নকেই পরমরূপে অবলম্বন
 করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে পরমর্ষি বলা
 যায়। আর পরবর্তী বলিয়া মহৎতত্ত্বকেও
 ঋষি শব্দে অভিহিত করা হয়। ইহা হইতে
 উৎপন্ন জনগণও ঋষি-পদবাচ্য। ঋষিপুত্র-
 দিগকে ঋষিকে বলে। ইহারা মৈথুনধর্ম্মে
 গর্ভে জন্মলাভ করেন। পরত্বহেতু মহৎ-
 তত্ত্বকে আশ্রয় করেন বলিয়া ইহাদিগকে
 ঋষিক শব্দে অভিহিত করা হয়। ঋষিক-
 দিগের সন্ততিগণ ঋষিপুত্রক বলিয়া
 বিজ্ঞেয়। বাহারা ক্রত হইয়া ঋষিকে অর্থাৎ
 মহৎতত্ত্বকে পরবর্তী বলিয়া জ্ঞাত হইলেন,
 তাঁহারা ক্রতর্ষি। অমুক্তান্না, মহান্না, অহ-
 ক্তান্নান্না, ভূতান্না ও ইন্দ্রিয়ান্না, ঋষিজ্ঞাতি—
 এই পঞ্চবিধ। ইহাদিগের জ্ঞানগত পার্থক্য-
 বশতই এই নামভেদ হইয়াছে। ভৃগু,
 মরীচি, অজি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, মনু, দক্ষ,
 বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য, ঈশ্বরবৎ প্রভাবশালী এই

পৰাশ্রমৈৰ্বয়ো যশ্চাত্মান্তৰায়ংহৰ্ষঃ ॥ ১১
ঈশ্বরাণাং স্তুতান্তেষাম্ভবন্তান্ নিবোধত ।
কাব্যো বৃহস্পতিশ্চৈব কণ্ডপচ্যবনস্তথা ॥ ১২
উতথ্যো বামদেবশ্চ অগস্ত্যঃ কৌশিকস্তথা ।
কৰ্দ্দমো বালখিল্যশ্চ বিশ্ববাঃ শক্তিবৰ্দ্ধনঃ ॥ ১৩
ইত্যেতে ঋষয়ঃ প্রোক্তান্তপসা ঋষিতাং গতাঃ
তেষাংপূজানুযীকাত্ত গৰ্ভোৎপন্নান্ নিবোধত
বৎসরো নগ্নহৃশ্চৈব ভরদ্বাজশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
ঋষিদীৰ্ঘতমশ্চৈব বৃহচ্ছ্রুতঃ শরদ্বতঃ ॥ ১৫
বাজিশ্রবাঃ সূচিস্তশ্চ শাবশ্চ সপরাশরঃ ।
শুকী চ শৰ্ম্মপাশ্চৈব রাজা বৈশ্রবণস্তথা ॥ ১৬
ইত্যেতে ঋষিকাঃ সৰ্বে সত্যেন ঋষিতাং গতাঃ
ঈশ্বরা ঋষয়শ্চৈব ঋষিকা য়ে চ বিজ্ঞতাঃ ॥ ১৭
এবং মন্তকৃতঃ সৰ্বে কৃৎসনশ্চ নিবোধত ।
ভৃগুঃ কাশ্চপঃ প্রচেতা দধীচৌ হ্যাম্বানপি ॥ ১৮
উৰ্ব্বৌহথ জমদগ্নিশ্চ বেদঃ সারস্বতস্তথা ।
আষ্টিষেণশ্চ্যবনশ্চ পীতহব্যঃ সবেধসঃ ॥ ১৯
বৈণ্যঃপৃথুৰ্দিবোদাসো ব্রহ্মবান্ গৃৎস-শোনকো
একোনবিংশতির্হোতে ভৃগবো মন্তকৃতমাঃ ॥ ১০০

দশ জন, ব্রহ্মায় মানস পুত্র । ইহীরা পরত
ও ঋষিত উভয় ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া মহর্ষি পদ-
বাচ্য । ইহীরা ঈশ্বর-সন্তান । ইহাদিগের
পুত্র ঋষিদিগের বিবরণ শ্রবণ করুন । শুক্র,
বৃহস্পতি, কণ্ডপ, চ্যবন, উতথ্য, বামদেব,
অগস্ত্য, বিশ্বামিত্র, কৰ্দ্দম, বালখিল্য, বিশ্ববা,
শক্তিবৰ্দ্ধন,—ইহীরা তপঃপ্রভাবে ঋষিত্ব-
লাভ করিয়াছেন । ইহাদিগের ঔরস জাত
সন্তানগণের কথা শুনুন । বৎসর, নগ্নহৃ,
তেজস্বী, ভরদ্বাজ, দীৰ্ঘতমা, শরদ্বান্,
বাজিশ্রবা, সূচিস্ত, শাব্য পরাশর, শুকী ও
শৰ্ম্মপাদ,—ইহীরা বিখ্যাত ঋষিক । এই-
রূপ মন্তকৃৎসনগণের কথা শ্রবণ করুন ।
ভৃগু, কাশ্চপ, প্রচেতা, দৈর্ঘ্যবান্, দধীচি,
উৰ্ব্ব, জমদগ্নি, বেদ, সারস্বত, আষ্টিসেন,
চ্যবন, পীতহব্য, বেধস, বৈণ্য পৃথুরাজা,
দিবোদাস, ব্রহ্মবান্, গৃৎস ও শোনক,—
এই ঊনবিংশতি জন ভৃগুবংশীয় মুনি মন্ত-

অগ্নিরীশৈব ত্রিতশ্চ ভরদ্বাজৌহথ লক্ষণঃ
কৃতবাচস্তথা গর্গঃ স্মৃতিসঙ্কৃতিরেব চ ॥ ১০১
শুকবীতশ্চ মাঙ্কাতা অদ্রবীষস্তথৈব চ ।
যুবনাথঃ পুরুকুৎসঃ স্বশ্রবশ্চ সদন্তবান্ ॥ ১০২
অজমীঢ়োহস্বহাৰ্য্যশ্চ হ্যৎকলঃ কবিরেব চ ।
পৃষদশ্চৈব বিরূপশ্চ কাব্যশ্চৈবাপি মুগলঃ ॥ ১০৩
উতথ্যশ্চ শরদ্বাশ্চ তথা বাজিশ্রবা অপি ।
অপশ্চৌষঃ সূচিস্তশ্চ বামদেবস্তথৈব চ ॥ ১০৪
ঋষিজো বৃহচ্ছ্রুতঃ ঋষিদীৰ্ঘতমা অপি ।
কাকীবাশ্চ জয়জিংশৎ স্মৃতা হ্যগ্নিরসাং বরাঃ
এতে মন্তকৃতঃ সৰ্বে কাশ্চপাশ্চ নিবোধত ।
কণ্ডপঃ সহবৎসারো নৈকবো নিত্য এব চ ॥
অসিতো দেবলশ্চৈব যড়োতে ব্রহ্মবাদিনঃ ।
অজিরীক্ষস্বনশ্চৈব শাবান্তৌহথ গবিষ্ঠিরঃ ॥ ১০৭
কর্ণকশ্চ ঋষিঃ সিদ্ধস্তথা পূর্বাতিথিশ্চ যঃ ॥ ১০৮
ইত্যেতে ত্রয়য়ঃ প্রোক্তা মন্তকৃৎসনহৰ্ষয়ঃ ।
বসিষ্ঠশ্চৈব শক্তিশ্চ তৃতীয়শ্চ পরাশরঃ ॥ ১০৯
ততস্ত ইন্দ্রপ্রতিমঃ পঞ্চমশ্চ ভরদ্বশ্চ ॥
যষ্ঠশ্চ মিত্রাবকণঃ সপ্তমঃ কুণ্ডিনস্তথা ॥ ১১০
ইত্যেতে সপ্ত বিজ্ঞেয়া বাসিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ ।

কর্তা । ৮৪—১০০ । অগ্নিরা, ত্রিত, ভরদ্বাজ,
লক্ষণ, কৃতবাক্, গর্গ, স্মৃতি-সঙ্কৃতি, শুকবীত,
মাঙ্কাতা, অদ্রবীষ, যুবনাথ, পুরুকুৎস, স্বশ্রবা,
সদন্তবান্, অজমীঢ়, অস্বহাৰ্য্য, উৎকল, কবি,
পৃষদশ্চ, বিরূপ, কাব্য, মুগল, উতথ্য, শর-
দ্বান্, বাজিশ্রবা, অপশ্চৌষ, সূচিস্ত, বাম-
দেব, ঋষিজ, বৃহচ্ছ্রুত, দীৰ্ঘতমা এবং কাকী-
বান্, এই জয়জিংশৎ মুনি আগ্নিরসবংশীয়
জনগণमध्ये প্রধান । ইহীরাও সকলেই মন্ত-
কর্তা । অতঃপর কাশ্চপদিগের কথা শ্রবণ
করুন । কণ্ডপ, বৎসর, নৈকব, নিত্য,
অসিত ও দেবল,—ইহীরা ছয় জন ব্রহ্ম-
বাদী মুনি । অজি, অক্ষস্বন, শাবান্ত, গবি-
ষ্ঠির, কর্ণক ও পূর্বাতিথি,—এই ছয় জন
মহর্ষিও মন্তকর্তা । বসিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর,
ইন্দ্রপ্রতিম, ভরদ্বশ্চ, মিত্রাবকণ, কুণ্ডিন,—

বিশ্বামিত্রশ্চ গাণ্ডেয়ৌ দেবরাতস্তথা বলঃ ॥ ১১১

তথা বিষ্ণুধুচ্ছন্দা ঋষিচাত্তোহম্বমৰ্ষণঃ ।

অষ্টকো লোহিতশ্চৈব ভূতকৌলশ্চ সান্বুধিঃ ॥ ১১২

দেবশ্রবা দেবরতঃ পুরাণশ্চ ধনঞ্জয়ঃ ।

শিশিরশ্চ মহাতেজাঃ শালঙ্কায়ন এব চ ॥ ১১৩

ত্রয়োদশৈতে বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মিষ্ঠাঃ কৌশিকা বরাঃ

অগস্ত্যোহম্ব দৃঢ়হ্রায় ইন্দ্রবাহুস্তথৈব চ ॥ ১১৪

ব্রহ্মিষ্ঠাগস্ত্যৌ হেতে ত্রয়ঃ পরমকৌতুহলঃ ।

মরুর্বৈবম্বতশ্চৈব ঐলো রাজা পুরুরবাঃ ॥ ১১৫

কক্রিয়াণাং বরৌ হেতো বিজ্ঞেয়ৌ মন্ত্রবাদিনৌ

ভলন্দকশ্চ বাসান্বঃ সঙ্কীলশ্চৈব তে ত্রয়ঃ ॥ ১১৬

এতে মন্ত্রকৃতৌ জ্ঞেয়া বৈজ্ঞানাঃ প্রবরাঃ সদা ।

ইতি দ্বিনবতিঃ প্রোক্তা মন্ত্রা যৈশ্চ বহিষ্কৃতাঃ ॥

ব্রাহ্মণাঃ কক্রিয়া বৈজ্ঞা ঋষিপুত্রান্ নিবোধত ।

ঋষিকাণাং সূতা হেতে ঋষিপুত্রাঃ ক্ষতধ্বয়ঃ ॥

ইতি ত্রিমাৎশ্চ মহাপুরাণে মন্ত্রস্তরকল্পবর্ণনঃ

নাম পঞ্চচত্বারিংশদধিকশত-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৫ ॥

*এই সাত জন বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি। গাণ্ধিনন্দন বিশ্বামিত্র, দেবরাত, বল, মধুচ্ছন্দা, অম্বমৰ্ষণ, অষ্টক, লোহিত, ভূতকৌল, সান্বুধি, দেবশ্রবা, দেবরত, পুরাণ, ধনঞ্জয়, শিশির, মহাতেজা, শালঙ্কায়ন,—এই ত্রয়োদশ জন ব্রহ্মজ্ঞানী মুনি কৃষিকবংশীয়। অগস্ত্য, দৃঢ়হ্রায়, ইন্দ্রবাহু এই তিন জন ব্রহ্মিষ্ঠ কীর্তিমান ঋষি অগস্ত্যবংশীয়। বৈবম্বত মন্ত্র, ঐল রাজা পুরুরবা এই দুই জন কক্রিয়প্রধান মন্ত্রকর্তা। ভলন্দক, বাসান্ব, সঙ্কীল, বৈজ্ঞবংশীয় এই তিন জন প্রধান ব্যক্তি মন্ত্রকর্তা। ব্রাহ্মণ-কক্রিয়-বৈজ্ঞবংশীয় এই দ্বিনবতি সংখ্যক ঋষিপুত্র বিবিধ মন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহারা ঋষিকগণের সন্তান-ক্ষতঋষি পদবাচ্য। ১০১—১১৮।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ১৪৫

ষট্ চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ ।

কথং মৎশ্চেন কথিতস্তারকশ্চ বধো মহান ।

কস্মিন্ কালে বিনির্ভূতা কথেষ্মং স্মৃতনন্দন ॥ ১

অমুখকীরসিকুখা কথেষ্মমমৃতাস্তিকা ।

কর্ণাভ্যাং পিবতাং তৃপ্তিরস্মাকং ন প্রজায়তে

ইদং মূনে সমাখ্যাহি মহাবুদ্ধে মনোগতম্ ॥ ২

স্মৃত উবাচ ।

পৃষ্টম্ব মমুনা দেবো মৎশ্চরুশ্চৈ জনাৰ্দ্দনঃ ।

কথং শরবণে জাতো দেবঃ ষড়্ভবদনো বিভো

এতৎ তু বচনং ক্ষত্বা পার্শ্ববিশ্রামিতৌ জসঃ ।

উবাচ ভগবান্ শ্রীতো ব্রহ্মসুহৃৎসহস্রমতিম্ ॥ ৪

মৎশ্চ উবাচ ।

বজ্রাক্ষো নাম দৈত্যোহভূৎ তন্ত পুত্রশ্চ তারকঃ

সুরাহুধাসয়ামাস ধ্রুৱেভ্যাং স মহাবলঃ ॥ ৫

ততস্তে ব্রহ্মণোহভ্যাসং জগ্মুর্ভয়নিপীড়িতাঃ ।

ষট্ চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে স্মৃতনন্দন! ভগবান্ মৎশ্চ কিরূপে তারকাসুরের এই মহতী বধবার্তা ব্যক্ত করেন, এবং কোন্ কালেই বা উহা সমাপ্ত হইয়াছিল? ভবদীয় মুখরূপ কীরসিকু হইতে সমুখিত ঐ অমৃতময়ী কথা আমরা উভয় কর্ণ দ্বারা বহুবার পান করিতেছি; কিন্তু আমাদের পূর্ণ তৃপ্তি হইতেছে না। অর্থাৎ যতবার শুনি, তনিবার সাধ আর মিটে না। অতএব হে মহাবুদ্ধে! মূনে! আমাদের ঐ মনোবাহিত বিষয় ব্যক্ত করিয়া বলুন। স্মৃত বলিলেন,—রবিনন্দন মন্ত্র মৎশ্চরুশ্চৈ জনাৰ্দ্দনকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে বিভো! দেব ষড়্ভবন কিরূপে শরবণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? অমিত-তেজা রাজার এই কথা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীত হইয়া সেই মহামতি ব্রহ্মসুহৃৎ মন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন। ১—৪। মৎশ্চ কহিলেন, পুরাকালে বজ্রাক্ষ নামে এক দৈত্য ছিল। তারক নামে

ভীতাংশ জিহ্বাশান দৃষ্টা ব্রহ্মা ভেদ্যুবাচ হ ॥৬
সন্ত্যজ্ঞঃ ভয়ং দেবাঃ শঙ্করস্ত্যজ্ঞঃ শিভঃ ।
তুহিনাচলদৌহিত্যন্তঃ হনিম্যতি দানবম্ ॥ ৭
ততঃ কালে তু কস্মিংশ্চিদৃষ্টা বৈ শৈলজাঃ শিবঃ
স্বরেতো বহিবদনে ব্যস্রজ্ঞঃ কারণান্তরে ॥ ৮
তৎ প্রাপ্তঃ বহিবদনে রেতো দেবানতর্পয়ৎ ।
বিদাধ্য জঠরাণ্যেবামজীর্ণঃ নির্গতঃ মূনে ॥ ৯
পতিতঃ তৎ সরিষরে ততস্ত শরকাননে ।
তস্মাৎ তু স সমুদ্ভূতো গুহো দিনকরপ্রভঃ ॥১০
স সপ্তদিবসো বালো নিজরে তারকাসুরম্ ।
এবং ক্রহা ততো বাক্যং তমুচুখ্যমিসত্তমাঃ ॥১১
ঋষয় উচুঃ ।

অত্যাশ্চর্য্যবতী রম্যা কথং যঃ পাপনাশিনী ।
বিস্তরেণ হি নো ক্রহি যাথা তথেন শুব্রতাম্ ॥১২

ভাহার এক মহাবল পুত্র উৎপন্ন হয়। এই
তারক সুরগণকে স্ব স্ব পুরী হইতে উদ্ধার
করে। অনন্তর তথাভিভূত দেবগণ ব্রহ্মার
নিকট গমন করেন। ব্রহ্মা ভীত দেবগণকে
দেখিয়া বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা ভয়
পরিত্যাগ কর। হিমাচলের দৌহিত্র,—শঙ্ক-
রের শিষ্য পুত্র তোমাদিগের শত্রু সেই
দানবকে নিহত করিবেন। অনন্তর কাল-
ক্রমে একদা শিব শৈলজাকে দেখিয়া কোন
এক বিশেষ কারণে স্বীয় শুক্র, বহিবদনে
নিষ্ক্ষেপ করিলেন। ঐ শুক্র বহিবদন
প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত দেবকে তর্পিত করিল।
হে মূনে! পরে ঐ শুক্র দেবগণের অজীর্ণ
হইল। অতঃপর তাঁহাদের জঠর সকল
ভেদ করিয়া সুর-সরিষ-সলিলে পতিত হইল।
অনন্তর সে স্থান হইতে শরবণে উপনীত
হইল। এই শরবণগত সেই শুক্র হইতেই
দিবাকরহ্যতি গুহদেব আবির্ভূত হইলেন
এবং তিনি সপ্ত দিবসীয় বালক অবস্থায়ই
তারকাসুরকে নিহত করিলেন। ঋষিগণ
এই বৃত্তান্ত শুনিয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে সূত! এই পাপনাশিনী
বথা এবদিকে যেমন রমণীয়, অন্তদিকে

বজ্রাক্রো নাম দৈত্যেন্দ্রঃ কস্ত বংশোদ্ভবঃ পুরা
যস্তাত্তং তারকঃ পুত্রঃ সুরপ্রমথনো বলী ॥১৩
নির্ম্মিতঃ কো বধে চাত্তং তস্ত দৈত্যৈবরস্ত তু
গুহজয় তু কাৎ স্নেহেন অস্ম্যাকঃ ক্রহি মানদ ॥১৪
সূত উবাচ ।

মানসো ব্রহ্মণঃ পুত্রো দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ।
যষ্টিঃসোহজনয়ৎ কস্তা বৈরিণ্যামেব নঃ প্রতম্
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কস্তাপন্ন জ্যোদশ ।
সপ্তবিংশতি সোমায় চতস্রোহরিষ্টেনময়ে ॥ ১৬
যে বৈ বাহকপুত্রায় যে বৈ চাক্সিরসে তথা ।
যে কৃশাশ্বায় বিহুষে প্রজাপতিসুতঃ প্রভুঃ ॥১৭
অদিতির্দিতির্দহুর্বিষা হরিষ্টা সুরসা তথা ।
সুরভির্বিনতা চৈব ভাত্রা ক্রোধবশা ইরা ॥ ১৮
কজ্রুনিষ্ঠ লোকস্ত মাতরো গোম্ মাতরঃ ।
তাসাং সকাশাঙ্গোকানাং জন্মমহাবরাহ্মণাম্ ॥

তেমনি অতি আশ্চর্য্যবতী। অতএব আমরা
ইহার যথাযথ বৃত্তান্ত শ্রবণেচ্ছ হইয়াছি।
আমাদের নিকট ইহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন
পুরাকালে বজ্রাঙ্গ নামে যে দৈত্য ছিল;
যাহার পুত্র সুরবিমর্দী বলবান তারকাসুর
উৎপন্ন হয়। ঐ দৈত্যবর কাহার বংশে
জন্মগ্রহণ করে? এবং ঐ দৈত্যেন্দ্রের
বধের নিমিত্ত কোন্ বীর ব্যক্তি নির্ম্মিত
হইয়াছিলেন? হে মানদ! এই সকল
বিবরণ উপলক্ষে তুমি আমূলতঃ সমস্ত গুহ-
জয়-বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর।
৫—১৪। সূত বলিলেন,—আমরা শুনিয়াছি,
ব্রহ্মার মানস পুত্র দক্ষ প্রজাপতি ভাহার
বৈরিণীনাসী পত্নীর গর্ভে যষ্টি কস্তা উপাদান
করেন। তদাধ্যে দশটি ধর্ম্মকে, জ্যোদশটি
কস্তাপকে, সপ্তবিংশতিটি সোমকে, চাক্সিটি
অরিষ্টেনমিকে, তুইটি বাহকের পুত্রকে, তুইটি
অক্সিরাকে এবং তুইটি কস্তা বিধান কৃশা-
শ্বকে সম্প্রদান করেন। ঐ সকল কস্তা-
মধ্যে অদিতি, দিতি, দহু, বিষা, অরিষ্টা,
সুরসা, সুরভি, বিনতা, ভাত্রা ক্রোধবশা,
ইরা, কজ ও মূনি—ইহারাই ত্রিলোক-মাতা

জন্ম নানাপ্রকারাণি তাতোহিহন্তে দেহিনঃ স্মৃতাঃ
 দেবেভ্যোপেন্দ্রপুষ্কাতাঃ সর্বে তে দিতিজা মতাঃ
 দিতে: সকাশান্নোক্তাঃ হিরণ্যকশিপাদয়ঃ ।
 দানবাশ্চ দনো: পুত্রা গাবশ্চ সুরভীস্মৃতা: ॥
 পক্ষিণো বিনতাপুত্রা গরুড়প্রমুখা: স্মৃতা: ।
 নাগাঃ কক্কশ্মৃতা জেয়া: শেয়াশ্চাত্তেহপি জন্তব:
 ত্রৈলোক্যনাথ: শক্রস্ত সর্কায়মরগণপ্রভুম্ ।
 হিরণ্যকশিপুশ্চক্রে নীত্বা রাজ্যং মহাবল: ॥২৩
 তত: কেনাপি কালেন হিরণ্যকশিপাদয়: ।
 নিহতা বিষ্ণুনা সংখ্যে শেয়াশ্চেল্লেন দানবা:
 ততো নিহতপুত্রাতু দিতির্বরমযাচত ।
 ভর্তার: কশ্চপং দেব: পুত্রমন্ত: মহাবলম্ ॥২৫
 সমরে শক্রহস্তার: স তস্তা অদদাৎ প্রভু: ॥২৬
 নিয়মে বর্ত্ত হে দেবি সহস্র: শুচিমানসা ।

বধাণাং লপ্স্যসে পুত্রমিত্যুক্তা সা তথাকরোৎ
 বর্ত্তন্ত্য নিয়মে তস্তা: সহস্রাঙ্ক: সমাহিত: ।
 উপাসামাচরৎ তস্তা: সা চৈনমবধমন্তত ॥ ২৮
 দশবৎসরশেষস্ত সহস্রস্ত তদা দিতি: ।
 উবাচ শক্র: স্মৃতীতা বরদা তপসি স্থিতা ॥ ২৯
 দিতিকবাচ ।

পুত্রোত্তীর্ণত্বাং প্রায়ো বিদ্ধি মাং পাকশাসন ।
 ভবিষ্যতি চ তে ভ্রাতা তেন সার্কমিমাং শ্রিয়ম্
 ভূক্ষ্য বৎস যথাকামং ত্রৈলোক্যং হতকণ্টকম্
 ইত্যুক্তা নিদ্রাবিষ্টা চরণাক্রান্তমূৰ্দ্ধজা ॥ ৩১
 স্বয়ং সুষাপানিয়তা ভাবিনোহর্থস্ত গৌরবাৎ ।
 তৎ তু ব্রজং সমাসাচ্চ জঠরং পাকশাসন: ॥৩২
 চকার সপ্তধা গৰ্ভং কুলিশেন তু দেবব্রাহ্মণৈ: ।
 একৈকস্ত পুন: খণ্ডং চকার মঘবা তত: ॥ ৩৩

ও গোমাতা বলিয়া কীৰ্ত্তিতা। এই সকল
 লোক-মাতা হইতেই স্বাবর-জন্মমাধক বিবিধ
 লোকের জন্ম হইয়াছে এবং অন্তান্ত বহু
 দেহীও ঐ সকল লোক-মাতা হইতে প্রা-
 র্ভূত। দেবেন্দ্র, উপেন্দ্র ও পুষা প্রভৃতি
 দেবগণ অদিতি হইতে উৎপন্ন। দিতি
 হইতে হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যগণের
 জন্ম। দানবেরা দম্বর পুত্র, গোসকল
 সুরভিস্মৃত, গরুড়প্রমুখ পক্ষিগণ বিনতা-নন্দন
 এবং নাগগণ কক্কপুত্র বলিয়া বিদিত। এত-
 দ্ভিন্ন অন্তান্ত জন্তগণও ঐ সকল লোকমাতা
 হইতে উদ্ভূত হয়। মহাবল হিরণ্যকশিপু
 ত্রিলোকপতি সুরগণনাথক ইন্দ্রকে বিভাভিত
 করিয়া তদীয় রাজ্য ভোগ করিতে থাকে।
 অনন্তর কালক্রমে বিষ্ণু হিরণ্যকশিপু প্রভৃ-
 তিকে নিহত করেন। অন্তান্ত দানবেরা
 ইন্দ্রহস্তে সমরে নিধন প্রাপ্ত হয়। অনন্তর
 পুত্র নিহত হইলে দিতি অস্ত্র এক
 ইন্দ্রহস্তা মহাবল পুত্র লাভ করিবার জন্ত
 ভর্তা কশ্চপ দেবের নিকট প্রার্থনা করেন।
 প্রভু কশ্চপ তাঁহাকে পুত্রার্থ বর দান করেন
 এবং বলেন,—দেবি! তুমি সহস্রবর্ষ পর্যন্ত
 নিয়ম পালন করিয়া শুদ্ধ মানসে অবস্থান

কর, তাহা হইলেই অল্পকাল পুত্র লাভ
 করিতে পারিবে। কশ্চপ এই কথা কহিলে,
 দিতি তাহাই করিলেন। তিনি নিয়মাব-
 লম্বনে অবস্থান করিলে, সহস্রাঙ্ক আসিয়া
 অপ্রমত্তভাবে তাহার শুক্রাধা করিতে লাগি-
 লেন। দিতি ইন্দ্রের এই সেবাকার্য্যে অহু-
 মোদন করিলেন। ১৫—২৯। অনন্তর দশসহস্র
 বর্ষ অতীত হইলে তপস্বিনী দিতি প্রীত হইয়া
 ইন্দ্রকে কহিলেন,—হে পুত্র পাকশাসন।
 জানিবে—আমার অবলম্বিত ব্রতচর্যা আমি
 প্রায় সমাপ্ত করিয়াছি। তোমার এক ভ্রাতা
 হইবে। তুমি তাহার সহিত এই রাজ্যলক্ষী
 ভোগ কর। হে বৎস! তোমরা নিদ্রণ্টকে
 এই ত্রৈলোক্যসম্পদ যথেষ্ট ভোগ করিতে
 থাক। এই কথা কহিয়া দিতি নিদ্রাভি-
 ভূতা হইয়া পড়িলেন। তাহার কেশপাশ
 পাদ পর্যন্ত আসিয়া ছড়াইয়া পড়িল।
 তিনি ভাবী অর্থের শুক্রাধা নিবন্ধন অনিয়ত-
 ভাবে শয়ন করিয়া রাখলেন। তখন দেব-
 রাজ পাকশাসন ছিদ্ৰ পাইয়া তাহার জঠরে
 প্রবেশপূর্বক বজ্র দ্বারা তদীয় গর্ভ সপ্তধা
 ছেদন করিলেন। পরে সেই ছিন্ন গর্ভের
 এক এক খণ্ডকে পুনরায় সপ্ত সপ্ত খণ্ডে

সপ্তধা সপ্তধা কোপাৎ প্রাবুধ্যত ততো দিতিঃ ।
বিবুধ্যোবাচ মা শক্র ষাতয়েথাঃ প্রজ্ঞাং মম ॥
তচ্ছ্রুত্বা নির্গতঃ শক্রঃ স্থিত্বা প্রাঞ্জলিরব্রতঃ ।
উবাচ বাক্যং সন্তোষো মাতুর্বে বদনেব্রিতম্ ॥৩৫॥
শক্র উবাচ ।

দিবাস্পন্নপরা মাতঃ পাদাক্রান্তশিরোরুহা ।
সপ্ত সপ্তভিরেবাতস্তব গর্ভঃ কৃতো ময়া ॥৩৬॥
একোনপঞ্চাশৎ কৃত্য ভাগা বজ্রেন তে স্নুতাঃ
দাস্তামি তেষাং স্থানানি দিবি দৈবতপূজিতে ॥
ইত্যুক্তা সা তদা দেবী সৈবমজ্জিত্যভাষত ।
পুনশ্চ দেবী ভর্তারমুবাচাসিতলোচনা ॥৩৭॥
পুত্রং প্রজাপতে দেহি শক্রজৈতারমুর্জিতম্ ।
যো নাস্তশর্ৎস্বৈর্ধ্যত্বং গচ্ছেৎ ত্রিদিববাসিনাম্
ইত্যুক্তঃ স তথোবাচ তাং পত্নীমতিদুঃখিতাম্
দশবর্ষসহস্রাণি তপঃ কৃৎস্ব তু লম্প্যসে * ॥৪০॥

বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন । এই সময় দেবী
দিতি জাগরিত হইয়া সকোপে কহিলেন—
হে শক্র ! তুমি আমার প্রজ্ঞা বধ করিও
না । তৎস্বপ্নে শক্র তাঁহার জঠর হইতে
নির্গত হইয়া যুক্তকরে তদীয় সম্মুখে আসিয়া
দাঁড়াইলেন এবং ত্রাসাশ্রিত হইয়া মাতাকে
কহিলেন,—হে মাতঃ ! আপনি দিবানিড্রায়
আসক্ত হইয়াছিলেন ! আপনার কেশরাশি
চরণ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল ; এই জন্তই
আমি আপনার গর্ভ সপ্ত সপ্ত খণ্ডে ছেদন
করিয়াছি । সমষ্টিতে আপনার গর্ভ একোন-
পঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে । যাহা
হউক, হে দৈবত-পূজিতে ! আমি উহাদিগকে
স্বর্গধামে স্থান দান করিব । ইন্দ্র এই কথা
কহিলে দিতি বলিলেন—‘তথাস্থ’ । অনন্তর
অসিতাকী দিতি পুনর্বার ভর্তাকে বলি-
লেন,—হে প্রজাপতে ! আমাকে আর একটি
ইন্দ্রজৈতা উর্জিত পুত্র প্রদান করুন ।
সেই পুত্র যেন ত্রিদিববাসীদিগের অস্ত্রশস্ত্রের
বধ্য না হয় । দিতি এই কথা কহিলে, কস্তপ
তাঁহার সেই দুঃখিতা পত্নীকে কহিলেন—হে

বজ্রসারমণৈরঙ্গৈরচ্ছেদৈত্তারায়সৈদৃঢ়ৈঃ ।
বজ্রাঙ্কো নাম পুত্রস্তে ভবিতা পুত্রবৎসলে ॥৪১॥
সা তু লকবরা দেবী জগাম তপসে বনম্ ।
দশবর্ষসহস্রাণি সা তপো ঘোরমাচরৎ ॥ ৪২
তপসোহস্তে ভগবতী জনয়ামাস দুর্জয়ম্ ।
পুত্রমপ্রতিকর্শ্মাণমজ্জৈয়ঃ বজ্রহৃচ্ছিদম্ ॥ ৪৩
স জাতস্তত্র এবাকুৎ সর্বশস্ত্রাশ্রপারগঃ ।
উবাচ মাতরং ভক্ত্যা মাতঃ কিং করবাণ্যহম্ ॥
তমুবাচ ততো হৃষ্টা দিতির্দৈত্য্যধিপঞ্চ সা ।
বহবো মে হতাঃ পুত্রাঃ সহস্রাঙ্কেন পুত্রক ॥৪৫॥
তেষাং ত্বং প্রতিকর্তুং বৈ গচ্ছ শক্রবধায় চ ।
বাঢ়মিত্যেব তামুক্ত্বা জগাম ত্রিদিবং বলী ॥৪৬॥
বন্ধা ততঃ সহস্রাঙ্কং পাশেনামোঘবর্চসা ।
মাতুরন্তিকমাগচ্ছদ্ব্যাত্রঃ স্কৃজমৃগং যথা ॥ ৪৭

পুত্রবৎসলে ! যদি দশ বর্ষ যাবৎ তপস্তা
করিতে পার, তাহা হইলে বজ্রাঙ্ক নামে
একটী পুত্র লাভ করিতে পারিবে । ঐ পুত্রের
অঙ্গ সকল বজ্র-সারময়—স্নুতরাং অস্ত্রশস্ত্রেরও
অচ্ছেদ্য হইবে । ৩৮—৪১ । দেবী দিতি
এইরূপ বরলাভ করিয়া তপস্তার্থ বনগমন
করিলেন এবং দশসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ঘোরতর
তপোব্রতান করিলেন । তপস্তার অবসানে
ভগবতী দিতি এক দুর্জয় পুত্র প্রসব করি-
লেন । এই পুত্র অদ্রুতকর্শ্মা, অজ্জৈয় এবং
বজ্রাঘাতেও হুচ্ছেদ্য । পুত্র জন্মিবামাত্র
সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিল এবং
মাতাকে ভক্তিপূর্বক কহিল—মাতঃ ! আমায়
আদেশ করুন—আমি কি করিব ? দিতি
তখন হৃষ্ট হইয়া সেই দৈত্যবর পুত্রকে
বলিলেন—হে পুত্রক ! সহস্রাঙ্ক ইন্দ্র
আমার বহু পুত্র বিনষ্ট করিয়াছে । সেই
সকল পুত্রবধের প্রতিশোধ লইবার জন্ত
তুমি ইন্দ্রবধার্থ যাত্রা কর । বলী বজ্রাঙ্ক
তখন মাতার আদেশ পালনে প্রতিকৃত
হইয়া সত্তর স্বর্গধামে গমন করিল এবং স্বীয়
অমোঘবীৰ্য্য পাশাঙ্গ ধারী ইন্দ্রকে বন্ধন
করিয়া মাতার নিকট লইয়া আসিল । বোধ

* তপো ঘোরং সমাচরেতি পাঠঃ কাচিৎকঃ ।

এতন্মিহন্তরে ব্রহ্মা কণ্ঠপশ্চ মহাতপাঃ ।
 আগতো তত্র যজ্ঞাস্তাং মাতাপুত্রাবভীতকৌ ॥
 দৃষ্ট্বা তু তমুবাচৈদং ব্রহ্মা কণ্ঠপ এব চ ।
 মুঠৈনং পুত্র দেবেন্দ্রঃ কিমনেন প্রয়োজনম্ ॥
 অপমানো বধঃ প্রোক্তঃ পুত্র সস্তাবিতস্ত চ ।
 অশ্মধাকোহ যো মুক্তো বিদ্ধি তং মৃতমেব চ
 পরস্ত গৌরবান্মুক্তঃ শক্রণাং ভারমাবহেৎ ।
 জীবন্তেব মৃতো বৎস দিবসে দিবসে স তু ॥৫১
 মহতাঃ বশমায়াতে বৈরং নৈবাস্তি বৈরিণি ।
 এতচ্ছ্রুত্বা তু বজ্রাঙ্গঃ প্রণতো বাক্যমববীৎ ॥
 ন মে কৃত্যমনেনাস্তি মাতুরাজ্ঞা কৃত্য ময়া ।
 স্বঃ সুরাসুরনাথো বৈ মম চ প্রপিতামহঃ ॥৫৩
 করিষো বৃষচো দেব এষ মুক্তঃ শতক্রতুঃ ।

হইল, সিংহ যেন ক্ষুদ্র যুগকে ধরিয়া আনিল ।
 এই সময় ব্রহ্মা এবং মহাতেজা কণ্ঠপ উভয়ে
 —সেই নির্ভীক দিতি ও তৎপুত্র যে স্থানে
 অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় আগমন করি-
 লেন । ব্রহ্মা এবং কণ্ঠপ তখন সেই
 দৈত্যকে দেখিয়া কহিলেন,—পুত্র । এই
 দেবেন্দ্রকে পরিত্যাগ কর ; ইহা
 তোমার কি প্রয়োজন আছে ? পুত্র !
 বাহারা সম্মানিত ব্যক্তি, অপমানই তাঁহাদের
 বধ ! বিশেষতঃ আমাদের অমুরোধনাত্মক
 বাহার মুক্তি ঘটিল, তাহাকে একরূপ মৃত
 বলিয়াই জানিও । পরের গৌরবে যে ব্যক্তি
 মুক্ত হয়, সে তো শত্রুর ভারবাহক মধ্যেই
 গণ্য । বৎস ! তাদৃশ জন জীবিত থাকিলেও
 দিনে দিনে সে মৃত বলিয়াই প্রতিপন্ন ।
 আর এক কথা, বৈরী যদি মহতের বশীভূত
 হয়, তাহা হইলে তো তাহাতে আর বৈর-
 ভাব কিছু থাকেই না । দৈত্য বজ্রাঙ্গ এই
 কথা শুনিয়া প্রণিপাতপূর্বক বলিল,—এই
 ইন্দ্রে আমার কোনই প্রয়োজন নাই । আমি
 কেবল মাতৃ-আজ্ঞাই পালন করিয়াছি । হে
 দেব ! আপনি সুরাসুরগণের নাথ এবং
 আমারও আপনি প্রপিতামহ ; অতএব
 আপনার বাক্য আমি রক্ষা করিতেছি ।

তপসে মে রতিদেব নির্বিস্মকৈব মে ভবেৎ ॥
 বৎপ্রসাদেন ভগবান্নত্যাঙ্গা বিররাম সঃ ।
 তস্মিংস্তুষ্টীঃ স্থিতে দৈত্যে প্রোবাচৈদং
 পিতামহঃ ॥৫৫
 ব্রহ্মোবাচ ।
 তপস্বং ক্রুরমাপন্নো অশ্মচ্ছাসনসংস্থিতঃ ।
 অনয়া চিত্তশুদ্ধ্যা তে পর্য্যাপ্তং জন্মনঃ ফলম্ ॥
 ইত্যুত্থা পদ্মজঃ কস্তাঃ সমজ্জায়তলোচনাঃ ।
 তামস্মৈ প্রদদৌ দেবঃ পদ্মার্থং * পদ্মসম্ভবঃ ॥
 বরাজ্জীতি চ নামাস্তাঃ কৃত্বা যাতঃ পিতামহঃ ।
 বজ্রাঙ্কোহপি তয়া সার্কং জগাম তপসে বনম্
 উর্দ্ধবাহঃ স দৈত্যোল্লোহচরদক্ষসহস্রকম্ ।
 কালং কমলপত্রাঙ্কঃ শুদ্ধবুদ্ধির্মহাতপাঃ ॥ ৫৯
 তাবচ্চাবাশুণঃ কালং তাবৎ পঞ্চাশিমধাগাঃ ।

এই শতক্রতুকে মুক্ত করিলাম । হে দেব !
 তপস্তায় আমার রতি হউক এবং ভবৎ-
 প্রসাদে নির্বিস্ময়ে তাহা সুসম্পন্ন হউক ।
 হে ভগবন্ ! আপনার নিকট ইহাই আমার
 প্রার্থনা । বজ্রাঙ্গ এই কথা কহিয়া বিরত
 হইল । অনন্তর দৈত্যবর তুষ্টীস্তাব অব-
 লম্বন করিল । পিতামহ ব্রহ্মা তাহাকে
 কহিলেন,—তুমি আমাদের নির্দেশে অব-
 স্থান করিয়া কঠোর তপস্কা লাভ করিয়াছ ।
 তোমার এই চিত্তশুদ্ধি দ্বারাই তোমার জন্মের
 পর্য্যাপ্ত ফল হইয়াছে ৪২—৫৬ । পদ্মজন্মা
 ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া এক আয়ত-লোচনা
 কস্তা সৃষ্টি করিলেন এবং উহাকে বরাজ্জী
 নামে অভিহিত করিয়া পত্নীরূপে ব্যবহার
 করিবার জন্ত ঐ বজ্রাঙ্গ দৈত্যকে দান
 করিলেন । অনন্তর পিতামহ তথা হইতে
 প্রস্থান করিলেন । এদিকে বজ্রাঙ্গ দৈত্য
 সেই বরাজ্জী পত্নীর সহিত তপস্তার্থ বনে গমন
 করিল । বনে গিয়া দৈত্যবর উর্দ্ধবাহ হইয়া
 সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্তাচরণ করিল । ঐ
 মহাতপাঃ শুদ্ধবুদ্ধি কমল পত্রাঙ্ক বজ্রাঙ্গ দৈত্য

নিরাহারো ঘোরতপান্তপোরাশিরজায়ত ॥ ৬০ ॥
ততঃ সোহস্তর্জলে চক্রে কালং বর্ষসহস্রকম্ ।
জলাস্তরং প্রবিষ্টস্ত তস্ত পত্নী মহাব্রতা ॥ ৬১ ॥
তশ্চৈব তীরে সরসস্তপ্যাস্তী মৌনমাস্থি ত্রা ।
নিরাহার্য তপো ঘোরং প্রবিবেশ মহাত্ম্যতিঃ ॥
তস্তাং তপসি বর্তন্ত্যামিস্তচক্রে বিভৌষিকাম্
ভূত্বা হু মর্কটস্তর তদাশ্রমপদং মহান্ ॥ ৬৩ ॥
চক্রে বিলোলং নিঃশেষঃ তুদীঘটকরঙকম্ ।
ততস্ত মেঘরূপেণ কম্পং তস্তাকরোমহান্ ॥ ৬৪ ॥
ততো ভূজঙ্গরূপেণ বন্ধা চ চরণদ্বয়ম্ ।
অপাকর্ষৎ ততো দূরং ভ্রমংস্তস্তা মহৌমিমাম্ ॥
তপোবলাঢ্যা সা তস্তা ন বধ্যস্বং জগাম হ ।
ততো গোমায়ুরূপেণ তস্তাদৃশদাশ্রমম্ ॥ ৬৬ ॥
ততস্ত যেম্বরূপেণ তস্যাঃ ক্রেদয়দাশ্রমম্ ।

সহস্রবর্ষ অধোমুখে থাকিয়া—সহস্রবর্ষ পঞ্চাশি-
মধ্যে অবস্থিত হইয়া অনাহারে ঘোর তপস্তা
করিতে লাগিল। এইরূপে তাহার রাশি
রাশি তপঃ সঞ্চিত হইল। অনন্তর ঐ দৈত্য
সহস্র বর্ষ পর্যন্ত জলমধ্যে থাকিয়া তপস্তা
করিল। দৈত্য জলাস্তরে প্রবিষ্ট হইলে তদীয়
মহাব্রতা পত্নী, সেই জলাশয়ের তীরে
থাকিয়া মৌনাবলম্বনে তপস্তা করিতে
লাগিলেন। মহাপ্রভাবশালিনী দৈত্যপত্নী
অনাহারে থাকিয়া তীব্র তপস্তায় মগ্ন হইলেন।
তাহার তপোমুগ্ধান দর্শনে ইন্দ্র এক বিভৌ-
ষিকা সৃষ্টি করিলেন। তিনি এক প্রকাণ্ড
মর্কট হইয়া তত্রত্য আশ্রমপদে প্রবেশ-
পূর্বক বিলম্বিত তুদী-ঘট-ভাণ্ড নিঃশেষিত
করিলেন। অনন্তর মেঘরূপ ধারণ করিয়া
সেই আশ্রমপীড়া উৎপাদন করিলেন।
সর্বশেষে ভূজঙ্গরূপ ধারণপূর্বক সেই তপ-
স্বিনীর চরণদ্বয় বন্ধন করিলেন এবং মহৌ-
মণ্ডলের নানা দূর স্থানে ভ্রমণ করিতে
লাগিলেন। কিন্তু সেই দৈত্যপত্নী তপো-
বলে অধিতা বলিয়া তাহাকে তিনি বধ
করিতে পারিলেন না। অনন্তর গোমায়ুরূপ
ধারণ করিয়া তাহার আশ্রম দূষিত করি-

ভৌষিকাভিরনেকাভিস্তাঃ ক্রিষ্টান্ পাকশাসনঃ
বিররাম যদা নৈবঃ বজ্রাঙ্গমহিবী তদা ।
শৈলস্ত দৃষ্টতাং মন্ত্রা শাপং দাতুং ব্যবহিতা ॥
স শাপাভিমুখাং দৃষ্টা শৈলঃ পুরুষবিগ্রহঃ ।
উবাচ তাং বরারোহাং বরাদ্রীং ভীকচেতনঃ ॥
নাহং বরাদ্রনে দৃষ্টঃ সেব্যোহহং সর্বদেহিনাম্
বিভ্রমস্ত করোত্যেব কথিতঃ পাকশাসনঃ ॥ ৭০ ॥
এতস্মিন্নস্তরে জাতঃ কালো বর্ষসহস্রিকঃ ।
তস্মিন্ গতে তু ভগবান্ কালে কমলসম্ভবঃ ।
তুষ্ঠঃ প্রোবাচ বজ্রাঙ্গং তমাগম্য জলাশ্রয়ম্ ॥ ৭১ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

দদামি সর্বকামাংস্তে উত্তিষ্ঠ দিতিনন্দন ।
এবমুক্তস্তদোখায় দৈত্যেন্দ্রস্তপসাং নিধিঃ ।
উবাচ প্রাজ্ঞনির্বাক্যং সর্বলোকপিতামহম্ ॥ ৭২ ॥

লেন। পরে মেঘরূপ ধারণ করিয়া তদীয়
আশ্রম-মণ্ডল জলক্লিষ্ট করিয়া ফেলিলেন।
পাকশাসন এইরূপ নানা বিভৌষিকায় তাঁহার
ক্লেশ উৎপাদনপূর্বক যখন আর কিছুতেই
বিরত হইলেন না, তখন বজ্রাঙ্গপত্নী সেই
আশ্রমাধিষ্ঠান শৈলেরই ইহা দৃষ্টাভিপ্রায়
এইরূপ বুঝিয়া তাহাকে শাপদানে উদ্যত*
হইলেন। সেই শৈল তাঁহাকে শাপদানে উদ্যত
দেখিয়া পুরুষবিগ্রহ ধারণপূর্বক ভীতচক্রে
বরাদ্রী দৈত্যপত্নীকে বলিল,—হে বরা-
দ্রনে! আমি দৃষ্ট নহি, আমি সর্বপ্রাণীরই
সেব্য। পরন্তু পাকশাসন কুপিত হইয়াই
আপনার এইরূপ বিভ্রম উৎপাদন করি-
তেছেন। ৫৭—৭০। ইত্যবকাশে বর্ষ
সহস্র কাল পূর্ণ হইল। পরিমিত কাল
অতীত হইলে কমলজয়া ব্রহ্মা তুষ্ঠ
হইয়া জলমধ্যস্থ বজ্রাঙ্গসমীপে আগমন-
পূর্বক তাহাকে কহিলেন,—হে দিতিনন্দন!
তুমি জল হইতে উদ্ভূত হও। তোমাকে
আমি সর্বকাম প্রদান করিতেছি। ব্রহ্মা
এই কথা কহিলে, তপোনিধি দৈত্যবর
উদ্ভূত হইয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক নিখিল
লোকোপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিল,—হে দেব!

বজ্রাঙ্গ উবাচ ।

আনুরো মাভ মে ভাবঃ সন্ত লোকা মমাক্ষয়াঃ ।
তপস্তেব রতির্বেহন্ত শরীরস্তাভ বর্তনম্ ॥৭০
এবমব্ধি তং দেবো জগাম স্বকমালয়ম্ ।
বজ্রাক্রোহপি সমাপ্তে তু তপসি স্থিরসংযমঃ ॥৭১
আহারমিচ্ছন ভাৰ্য্যাং স্বাং ন দদর্শাশ্রমে স্বকে ।
ক্ষুধাবিষ্টঃ স শৈলস্ত গহনং প্রবিবেশ হ ॥৭২
আদাতুং ফলমূলানি স চ তস্মিন্ ব্যলোকয়ৎ
কদতী তাং প্রিয়াং দীনাং তন্তু প্রচ্ছাদিতাননাম
তাং বিলোক্য স দৈত্যেন্দ্রঃ প্রোবাচ

পরিসাস্বদন ॥৭৬

বজ্রাঙ্গ উবাচ ।

কেন তেহপকৃতং ভীক যমলোকং যিযাসুনা ।
কং বা কামং প্রযচ্ছামি শীঘ্রং মে ক্রহি ভামিনি
ইতি ক্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে বজ্রাক্রোপাপানং
নাম ষট্চছারিংশদধিকশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১৪৬ ॥

আমার অক্ষয় লোক সফল লাভ হউক ।
আমার যেন আশুরভাব হয় না । তপস্তায়
আমার রতি হউক । আমার দেহধারণের
কোনরূপ উপায় নিরূপিত হউক । ব্রহ্মা
'এবমন্ত' বলিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন ।
এদিকে তপস্তা অবসানে দৃঢ়সংযমী বজ্রাঙ্গ
বুড়ু হইয়া স্বীয় আশ্রমের দিকে দৃষ্টিপাত-
পূর্বক দেখিল,—সেখানে তাঁহার ভাৰ্য্যা
নাই । তখন বজ্রাঙ্গ ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া ফল-
মূল সংগ্রহার্থ শৈল-গহনে প্রবেশ করিল ।
সেখানে দেখিল,—কিঞ্চিদবশ্ঠনবতী তদীয়
ভাৰ্য্যা দীনভাবে রোদন করিতেছে ।
তদর্শনে দৈত্যেন্দ্র সাধনা দানপূর্বক বলিল,
—হে ভীক ! কোন্ যমালয়গমনাভিলাষী
ব্যক্তি তোমার অপকার সাধন করিয়াছে ?
হে ভামিনি ! শীঘ্র বল, আমি তোমায়
কোন্ অভিলাষ প্রদান করিব ? ৭১—৭৭ ।

ষট্চছারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তচছারিংশদধিকশততমোহধ্যায়.

বরাক্ষাউবাচ ।

ত্রাসিতাশ্রয়পবিত্রান্মি তাড়িতা পীড়িতাপি চ ।
যৌদ্ভেণ দেবরাজেন নষ্টনাথৈব কুরিশঃ ॥ ১
দুঃখপারমপশ্যন্তী প্রাণাংস্ত্যক্তুং ব্যবস্থিতা ।
পুত্রং মে তারকং দেহি দুঃখ-শোকমহার্ণবাৎ ।
এবমুক্তঃ স দৈত্যেন্দ্রঃ কোপব্যাকুললোচনঃ ।
শক্নোহপি দেবরাজস্ত প্রতিকর্তুং মহানুরঃ ॥৩
তপঃ কৰ্ত্তুং পুনর্দৈত্যো ব্যবশ্যন্ত মহাবলঃ ।
জাহ্ন তু তন্তু সঙ্কল্পং ব্রহ্মা ক্রুরতরং পুনঃ ॥৪
আজগাম তদা তত্র যজ্ঞাসৌ দিতিনন্দনঃ ।
উবাচ তস্মৈ ভগবান্ প্রভূর্মধুরয়া গিরা ॥৫
ব্রহ্মোবাচ ।

কিমগং পুত্র ভূয়স্তং নিয়মং ক্রুরমিচ্ছসি ।
আহার্যভিমুখো দৈত্যো তম্মো ক্রহি মহারত ॥৬
বাবদকসংগ্রেহে নিরাহারস্ত যৎ ফলম্ ।

সপ্তচছারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

বরাক্ষা বলিল,—আমি চণ্ডপ্রকৃতি দেব-
রাজ কর্তৃক অনাথার আয় বহু প্রকারে
ত্রাসিত, অপবিত্র, তাড়িত ও পীড়িত
হইয়াছি । আমি দুঃখের সীমা না দেখিতে
পাইয়া এক্ষণে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত
হইয়াছি । অতএব আমাকে দুঃখ-শোক-রূপ
মহার্ণব হইতে ত্রাণ করিতে পারে, এমন
এক পুত্র প্রদান করুন । পত্নী এই কথা
কহিলে, দৈত্যেন্দ্র বজ্রাঙ্গ কোপাকুল-
নেত্রে অবস্থান করিল । সেই মহানুর
দেবরাজের প্রতি প্রতিশোধ লইতে সক্ষম
হইলেও পুনরায় তপস্তা করিতেই উদ্যত
হইল । ১—৪ । অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা
তাহার ক্রুরতর সংকল্প জানিতে পারিয়া পুন-
রায় তৎসমীপে আগমন করিলেন এবং মধুর
বাক্যে তাহাকে সন্মোহন করিয়া বলিলেন,—
পুত্র ! পুনরায় কি জন্ত তুমি এই ক্রুর
নিয়ম আচরণ করিতে ইচ্ছা করিলে ? হে
মহাব্রত ! দৈত্য আহারকাণ্ডে উন্মূখ হইয়া

কণেনৈকেন তন্নভ্যং ত্যক্তাহারমুপস্থিতম্ ॥৭
ত্যাগো হ'প্রাপ্তকামানাং কামেভ্যো ন তথা
গুরুঃ

যথা প্রাপ্তং পরিত্যজ্য কামং কমললোচন ॥৮
ঐত্বেতৎ ক্রাণো বাক্যং দৈত্যঃ প্রাজ্ঞলিরব্রবীৎ
চিস্তয়ন্তপসা যুক্তো হৃদি ব্রহ্মমুখেরিতম্ ॥ ৯

বজ্রাঙ্গ উবাচ ।

উখিতেন ময়া দৃষ্টা সমাধানাৎ শুদাভয়া ।
মহিষী ভীষিতা দীনী রুদতী শাখিনস্তলে ॥১০
সা ময়োক্তা তু তবঙ্গী দ্যমানেন চেতসা ।
কিমেবং বর্তসে ভীকু বদ অং কিং চিকৌষসি ॥১১
ইতু্যক্তা সা ময়া দেব প্রোবাচ শ্রলিতাক্ষরম্
বাক্যং বাচস্পতে ভীতা তবঙ্গী হেতুসংহিতম্ ॥
বরাঙ্গুবাচ ।

ত্রাসিতাস্ম্যপবিদ্ধাস্মি কথিতা পীড়িতাস্মি চ ।

তুমি এক্ষণে এ কি করিতেছ ? দেখ, সহস্র
বর্ষ নিরাহার থাকিলে যে কল হয়, উপস্থিত
আহার ত্যাগ করিলে ক্ষণমাত্রেরই তাহা লভ্য
হইয়া থাকে । হে কমললোচন ! প্রাপ্ত
কাম পরিত্যাগ করা যতদূর কঠিন কাণ্ড্য,
অপ্রাপ্ত কামের পরিত্যাগ ততদূর গুরুতর
নহে । তপোনিষ্ঠ বজ্রাঙ্গ ব্রহ্মার এই কথা
শুনিয়া মনে মনে আলোচনা করিয়া যুক্তকরে
কহিল,—হে দেব ! আমি আপনার আজ্ঞায়
সমাধি হইতে উখিত হইয়া দেখিলাম,—
মদীয় মহিষী ভীষিত হইয়া দীনবদনে
বৃক্ষতলে বসিয়া রোদন করিতেছে । তাহা
দেখিয়া আমি হুঃখিত-হৃদয়ে সেই তবঙ্গীকে
জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে ভীকু ! তুমি
এখানে রহিয়াছ কেন ? তোমার কি
হইয়াছে ? তুমি কি করিতে ইচ্ছা
করিয়াছ ? আমার নিকট বল । হে
দেব ! আমি এই কথা কহিলে, সেই তবঙ্গী
মৎপত্নী ভীত হইয়া শ্রলিতাক্ষরে এই হেতু-
সঙ্গত বাক্য বলিল । বরাঙ্গী কহিল,
আমি চণ্ডপ্রকৃতি দেবরাজ কর্তৃক অনাথার
স্বায় বহু প্রকারে ত্রাসিত, অপবিদ্ধ, কথিত ও

রৌদ্ৰেণ দেবরাজেন নষ্টনাথৈব ভূরিশঃ ॥১২
হুঃখস্তাস্তমপশ্বন্তী প্রাণাস্ত্যক্তুং ব্যবহিতা ।
পুত্রং মে তারকং দৌহি হস্মাদ্দুঃখমহার্ণবাৎ ॥১৪
এবমুক্তস্ত সঙ্কল্লকস্ততাঃ পুত্রার্থমুদ্যতঃ ।
তপো ঘোরং করিষ্যামি জয়ায় ত্রিদিবোকসাম্
এতচ্ছূদ্বা বচো দেবঃ পদ্মগর্ভোত্তবস্তদা ।
উবাচ দৈত্যরাজানং প্রসন্নচতুরাননঃ ॥১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

অনঃ তে তপসা বৎস মা ক্লেশে হস্তরে বিশ ।
পুত্রস্তে তারকো নাম ভবিষ্যতি মহাবলঃ ॥১৭
দেবসৌমস্তিনীনাং ধর্ম্মিল্লস্তু বিমোক্ষণঃ ।
ইতু্যক্তো দৈত্যমাখস্ত প্রণিপত্য পিতামহম্ ॥১৮
আগত্যানন্দয়ামাস মহিষীঃ হর্ষিতাননঃ ।
তো দম্পতী কৃতার্থো তু জগতুঃ স্বাম্মং মুদা ॥
বজ্রাঙ্গোহাহিতঃ গর্ভং বরাঙ্গী বরবর্ণিনী ॥

পীড়িত হইয়াছি । আমি হুঃখের অন্তসীমা
দেখিতে না পাইয়া এক্ষণে প্রাণত্যাগে
প্রস্তুত হইয়াছি । আপনি আমাকে
দুঃখার্ণব হইতে পরিত্রাণকর একটা পুত্র
প্রদান করুন । পত্নী এই কথা কহিলে,
আমি ক্ষুব্ধ হইলাম এবং তাহাকে পুত্র দান
করিতে উত্তত হইয়া স্বর্গবাসীদিগকে জয়
করিবার নিমিত্ত এক্ষণে ঘোর তপস্তা করিব
বলিয়া স্থির করিলাম । ৫—১৫ । তখন
পদ্মজয়া চতুরানন ব্রহ্মা দৈত্যরাজের ঐ
কথা শুনিয়া প্রসন্নচিত্তে বলিলেন,—বৎস !
তোমার তপস্তা করিবার প্রয়োজন নাই,
তুমি এই হস্তর ক্লেশকর ব্যাপারে নিবিষ্ট
হইও না । আমি বলিতেছি, তারক নামে
তোমার এক মহাবল পুত্র উৎপন্ন হইবে ।
ঐ পুত্রের কার্য্যে সুরসৌমস্তিনীগণের কেশ-
কলাপ সদাই উন্মুক্ত রহিবে । পিতামহ এই
কথা কহিলে, দৈত্যপতি তাহাকে প্রণামপূর্ব্বক
হৃষ্টবদনে স্বীয় মহিষীর নিকট আসিয়া ভাবী
পুত্রপ্রাপ্তির কথায় তাহাকে আনন্দিত করিয়া
তখন পতিপত্নী উভয়েই কৃতকৃত্য হইয়া
সহর্ষে স্বীয় আশ্রমের দিকে গমন করিল ।

পূর্ণঃ বর্ষসহস্রক দধারোদর এব হি ॥২০॥
 ততো বর্ষসহস্রান্তে বরাদ্রী স্রব্বে স্রুতম্ ।
 জায়মানে তু দৈত্যৈস্তে তস্মিন্ লোকভয়ঙ্করে
 চ্চাল সকলা পৃথ্বী সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে ।
 চেলুর্নহীধরাঃ সর্কৈ ববুর্বাভাশ্চ ভীষণাঃ ॥২২॥
 জেপুর্জপ্যাং মুনিবরা নেতুর্ব্যালমগা অপি ।
 চন্দ্র-সূর্যা জহঃ কান্তিঃ সনৌহারা দিশৌহতবন
 জাতে মহাসুরে তস্মিন্ সর্কৈ চাপি মহাসুরাঃ
 আজয়ুর্হু ষিতাস্তত্র তথা চাসুরযোষিতঃ ॥২৪॥
 জগুর্হর্বসমাবিষ্টা ননৃতুশ্চাসুরাঙ্গনাঃ ।
 ততো মহোৎসবো জাতো দানবানাঃ

দ্বিজোত্তমাঃ ॥২৫॥

বিষন্নমনসো দেবাঃ সমহেন্দ্রাস্তদাতবন্ ।
 বরাদ্রী স্রুতং দৃষ্ট্বা হর্ষণোপূরিতা তদা ॥২৬॥
 বহু মেনে ন দেবেশ্চ-বিজয়স্ত তদৈব সা ।

অনন্তর দৈত্য ব্রজাঙ্গ পত্নীর গর্ভাধান
 করিলে, বরবর্ণিনী বরাদ্রী সেই গর্ভ পূর্ণ সহস্র
 বর্ষ পর্য্যন্ত উদরে ধারণ করিল। পরে
 বর্ষসহস্র অতীত হইলে বরাদ্রী এক পুত্র
 প্রসব করিল। সেই পুত্র—এক লোক-
 ভয়ঙ্কর দানবেশ্চ; সে জন্মিবামাত্র সমস্ত
 পৃথ্বী, সমস্ত সাগর, এবং সমস্ত মহৌধর
 কম্পিত হইল। ভীষণ বায়ু বহিতে লাগিল।
 মুনিগণ স্ব স্ব ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।
 হিংস্র জন্তুগণ উচ্চ নাদ করিয়া উঠিল।
 চন্দ্রসূর্য্য স্বীয় কান্তি পরিত্যাগ করিলেন।
 দিশাগুল নৌহারাচ্ছন্ন হইল। সেই মহাসুর
 ছুমিষ্ট হইবার পর অন্তান্ত মহাসুরেরা এবং
 অসুর-রমণীরা হুষ্ঠ হইয়া সেই স্থানে আগমন
 করিল। অতি হর্ষে আবিষ্ট হইয়া অসুরাঙ্গ-
 নারা গীত ও নৃত্য করিতে লাগিল। হে
 দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে অসুর-সমাজে
 তখন মহোৎসব হইতে লাগিল। ইন্দ্রাদি
 দেবগণ বিষন্নমনে কালাতিপাত করিতে
 লাগিলেন। তখন বরাদ্রী স্বীয় পুত্র দেখিয়া
 হর্ষতরে পরিপূর্ণ হইল এবং দেবেশ্চকে জয়
 কুরা বিশেষ আয়াস-সাধ্য বলিয়া মনে করিল

জাতমাত্রস্ত দৈত্যৈস্তত্রাকশচণ্ডবিক্রমঃ ॥২৭॥
 অভিষিক্তোহসুরৈঃ সর্কৈঃ কুজস্ত-মহিষাদিভিঃ
 সর্কাসুরমহারাজ্যে পৃথিবীতুলনকর্মৈঃ ॥ ২৮॥
 স তু প্রাপ্য মহারাজ্যং তারকো মুনিসন্তমাঃ ।
 উবাচ দানবশ্রেষ্ঠান যুক্তিযুক্তমিদং বচঃ ॥ ২৯॥
 ইতি ত্রীমাৎশ্চে মহাপুরাণে তারকোৎপত্তির্নাম
 সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৪৩॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

তারক উবাচ ।

‘‘অসুরাঃ সর্কৈ বাক্যং মম মহাবলাঃ ।
 ত্রেয়সে ক্রিয়তাং বুদ্ধিঃ সর্কৈঃ কৃত্যন্ত সবিধৌ
 বংশক্ষয়করা দেবাঃ সর্কেষামেব দানবাঃ ।
 অস্ম্যকং জাতিধর্ম্মৌ বৈ বিরুঢ়ং বৈরমক্ষয়ম্ ॥২
 বয়মদ্য গমিষ্যামঃ সুরাণাং নিগ্রহায় তু ।
 স্ববালবলমাত্রিতা সর্কৈ এবমসংশয়ঃ ॥ ৩

না। চণ্ডবিক্রম দৈত্যবর তারক জন্মিবামাত্র
 কুজস্ত ও মহিষ প্রভৃতি পৃথ্বী তোলনকর্ম
 অসুরেরা সকলেই তাহাকে সমস্ত অসুরমহা-
 রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। হে মুনিবরগণ!
 তারকাসুর সেই মহারাজ্য প্রাপ্ত হইয়া
 অন্তান্ত দানবশ্রেষ্ঠদিগকে বক্ষ্যমাণ যুক্তিযুক্ত
 বাক্য বলিতে লাগিল। ১৬—২৯।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়সমাপ্ত ॥১৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

তারক কহিল,—হে মহাবল অসুরগণ!
 আমার কথা শ্রবণ-কর, কার্য্য সম্পাদনবিষয়ে
 সকলেই তোমরা মঙ্গলের দিকে মতি স্থাপন
 কর। হে দানবগণ! জানিও—দেবগণের
 মধ্যে সকলেই আমাদের বংশোচ্ছেদ-
 কারী। এই জন্তই তাহাদের সহিত
 অচ্ছেদ্য শত্রুতা বন্ধমূল করা আমাদের
 জাতিগত ধর্ম্ম। একারণ সকলেই আমরা

কিন্তু না তপসা যুক্তো মন্তেহং সুরসঙ্গমম্ ।

অহমাদৌ করিষ্যামি তপো ঘোরং দিতেঃ সূতাঃ
ততঃ সুরান্ বিজেষ্যামো ভোক্ত্যামোহথ

জগল্লয়ম্ ।

স্থিরোপায়ো হি পুরুষঃ স্থিরজীৱপি জায়তে ॥৫
রক্ষিতুং নৈব শক্নোতি চপলচপলাঃ শ্রিয়ঃ ।

তচ্ছ্রদ্ধা দানবাঃ সৰ্বে বাক্যং তস্তাসুরস্ত তু ॥৬

সাধু সাধ্বিত্যবোচঃস্তে তত্র দৈত্য্যঃ সবিস্ময়াঃ
সোহগচ্ছৎ পারিযাত্তস্ত গিরেঃ কন্দরমুত্তমম্ ॥

সৰ্ব্বভুক্ষুসুমাকৌণং নানৌষধিবিদৌপিতম্ ।

নানাধাতুরসম্ভাবিত্রং নানাশুভাগৃহম্ ॥৮

গহনৈঃ সৰ্ব্বতো গঢ়ং চিত্তকল্পদ্রুমাশ্রয়ম্ ।

অনেকাকারবহুলং পৃথক্পক্ষিকুলাকুলম্ ॥৯

নানাপ্রশবণোপেতং নানাবিধজলাশয়ম্ ।

প্রাপ্য তৎকন্দরং দৈত্য্যচচার বিপুলং তপঃ ॥১০

নিরাহারঃ পঞ্চতপাঃ পত্রভূগৃবারিতোজনঃ ।

শতং শতং সমানান্ত তপাঃস্তেতানি

সোহকরোৎ ॥ ১১

ততঃ স্বদেহাহংকৃত্য কৰ্ষং কৰ্ষং দিনে দিনে ।

মাংসস্তায়ো জুহাবাসৌ ততো নিশ্চ্যাংসতাংগতঃ

তস্মিন্ নিশ্চ্যাংসতাং যাতে তপোরশিশ্রুমাগতে

জজলুঃ সৰ্ব্বভূতানি তেজসা তস্ত সৰ্ব্বতঃ ॥ ১৩

উদ্বিগ্নাশ্চ সুরাঃ সৰ্বে তপসা তস্ত ভীষিতাঃ ।

এতস্মিন্নস্তরে ব্রহ্মা পরমং তোষমাগতঃ ॥১৪

তারকস্ত বরং দাতুং জগাম ত্রিদশালয়াৎ ।

প্রাপ্য তং শৈলরাজানং স গিরেঃ কন্দরস্থিতম্

উবাচ তারকং দেবো গিরা মধুরয়া যুতঃ ॥১৫

ব্রহ্মোবাচ ।

পুল্লালং তপসা তেহন্ত নাস্ত্যসাধ্যং তবাধুনা ।

বরং কৃণীষ কচিরং যৎ তে মনসি বর্ততে ॥১৬

স্বীয় বাহুবল আশ্রয় করিয়া সুরগণের
নিগ্রহের জন্য নিশ্চয়ই যুদ্ধযাত্রা করিব ।

কিন্তু আমি মনে করি, তপস্তা না করিয়া

সুরগণের সহিত সঙ্গর্ষ করা যুক্তিযুক্ত

নহে । অতএব হে দৈত্যগণ ! আমি

অগ্রে ঘোর তপস্তা করি । পরে সুরগণকে

জয় করিব এবং এই জগল্লয় ভোগ করিব ।

একথা সঙ্গতই বটে যে, পুরুষ যদি অগ্রে

উপায় স্থির করিয়া লয়, তাহা হইলেই পরে

সে স্থির লক্ষ্য লাভ করিতে পারে । চপল

ব্যক্তি কদাচ চঞ্চল শ্রীকে রক্ষা করিতে

পারে না । তারকাসুর এই কথা কহিলে

তখন দানবেরা সকলেই তৎপ্রবণে সবিস্ময়ে

সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিল । অনন্তর

তারকাসুর সৰ্ব্ব ঋতুজাত কুসুম-সমাকীর্ণ

বিবিধ ওষধি-রাজিত পারিষাত্ত গিরির

উত্তম কন্দরে গমন করিল । ঐ কন্দর

নানাবিধ শুভাগৃহে সমাকুল ও বিবিধ ধাতু-

রসম্ভাবে চিত্রিত ; উহাতে বিচিত্র কল্পদ্রুম

সকল সুশোভিত ; উহা গভীর অরণ্যে

পারবৃত্ত, নানাকারে বিকৃত, নানাজাতীয়

বিহঙ্গমকুলে সমাকীর্ণ, নানা প্রশবণে অধিত

এবং বহুবিধ জলাশয়ে সমুদ্ভাসিত । দৈত্য

তারক ঐদৃশ কন্দর প্রাপ্ত হইয়া বিপুল

তপস্তাচরণ করিতে লাগিল । কখন

নিরাহারে থাকিয়া, কখন পঞ্চতপা করিয়া,

কখন বা পত্র বা বারি মাত্র ভক্ষণ করিয়া,

শত শত বৎসর তারকাসুর তপস্তা করিল ॥

অনন্তর দিন দিন স্বীয় দেহ হইতে এক এক

কৰ্ষ-পারমিত মাংস উৎকর্ষিত করিয়া অগ্নিতে

আর্হতি প্রদান করিতে লাগিল । এইরূপে

ক্রমে তাহার দেহ মাংসহীন হইয়া পড়িল । ১

—১২। তারক নিশ্চ্যাংস হইলে তাহার তপস্তা,

রাশি রাশি সঞ্চিত হইল । তখন তাহার

তপঃপ্রভাবে সৰ্ব্বপ্রাণী সৰ্ব্বথা প্রজ্জলিত হইতে

লাগিল । তদীয় তপস্তায় ভীত হইয়া

সকলেই সমুদ্রস্থ হইয়া পড়িলেন । এই

সময় ব্রহ্মা পরম পারতুষ্ট হইলেন । তিনি

তারকাসুরকে বরদান করবার জন্য দেব-

লোক হইতে যাত্রা করিলেন । অনন্তর

সেই শৈলবরে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা সেই

গিরিকন্দরস্থ তারকাসুরকে মধুর বাক্যে

বাললেন—হে পুত্র ! তোমার আর তপস্তার

প্রয়োজন নাই । এখন তোমার অসাধ্য কিছুই

ইত্যুক্তস্তারকো দৈত্যঃ প্রণম্যাম্ভুবং বিভূম্ ।

উবাচ প্রাজ্ঞলিভূত্বা প্রণতঃ পৃথুবিক্রমঃ ॥১৭

তারক উবাচ ।

দেব ভূতমনোবাস বেৎসি জন্তুবিচেষ্টিতম্ ।

কৃতপ্রতিকৃতাকাক্ষী জিগীষুঃ প্রায়শো জনঃ ॥

বয়ঞ্চ জাতিধর্ম্মেণ কৃতবৈরাঃ সহামরৈঃ ।

তৈশ্চ নিঃশেষিতা দৈত্যাঃ ক্রুরৈঃ সন্ত্যজ্য

ধর্ম্মিতাম্ ।

ভেষামহং সমুদ্বর্ত্তা ভবেয়মিতি মে মতিঃ ॥১৯

অবধ্যঃ সর্বভূতানামজ্ঞাণাঞ্চ মহোজসাম্ ।

স্মামহং পরমো হেষ বরো মম হৃদি স্থিতঃ ॥২০

এতন্মে দেহি দেবেশ নান্তো মে রোচতে বরঃ

তস্মাচ্চ ততো দৈত্যং বিরিকিঃ সুরনায়কঃ ॥২১

ন যুজ্যন্তে বিনা মৃত্যুং দেহিনো দৈত্যসন্তম ।

যতস্ততোহপি বরয় মৃত্যুং যস্মান্ন শঙ্কসে ॥২২

নাই। তুমি তোমার মনোবাঞ্ছিত বর গ্রহণ কর। ব্রহ্মা এই কথা कहিলে পৃথু-
বিক্রম তারকাসুর সেই আশ্রয়োনি প্রভুকে
প্রণত ও প্রাজ্ঞলি হইয়া कहিল,—হে দেব!
ভূতাস্তর্ধামিন্! আপনি সমস্ত প্রাণীরই
মনোভাব বিদিত আছেন। জগতের জনগণ
প্রায়শই জিগীষু হইয়া কৃতাপকারের
প্রতিকার করিতে প্রয়াসী হয়। আমরাও
জাতিধর্ম্ম অনুসারে অমরগণের সহিত
বন্ধবৈর হইয়াছি। ক্রুরস্বভাব দেবগণ
ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দৈত্যাদিগকে প্রায় নির্মূল
করিয়াছে। আমি মনে করি,—সেই
নির্মূলিতপ্রাণ অসুরদিগের আমিই একমাত্র
উদ্ধারকর্ত্তা হইব। আমি সর্বপ্রাণীর
এবং সমস্ত মহাস্থের অবধ্য হইব। এইরূপ
উত্তম বরলাভের বাসনাই আমার হৃদয়ে
বিরাজ করিতেছে। হে দেবেশ! আপনি
আমাকে ঐরূপ বরই প্রদান করুন। অন্য বর
আমার অভিপ্রেত নহে। তখন সুরনেতা
ব্রহ্মা সেই দৈত্যকে বলিলেন,—হে দৈত্য-
বর! দেহধারী মাঝেই মৃত্যুধর্ম্ম। মৃত্যুযোগ
ব্যতীত তাহাদের যখন চিরাবস্থান নাই,

ততঃ সঞ্চিন্ত্য দৈত্যোক্তঃ শিশৌর্বে সপ্তবাসরাং

বব্রে মহাসুরো মৃত্যুমবলেপনমোহিতঃ ॥২৩

ব্রহ্মা চাশ্মৈ বরং দত্ত্বা যৎকিঞ্চিন্ননসেপ্সিতম্ ।

জগাম ত্রিদিবং দেবো দৈত্যোহপি স্বকমালয়ম্

উত্তীর্ণং তপসস্তপ্ত দৈত্যং দৈত্যেশ্বরাস্তথা ।

পরিবক্রঃ সহস্রাঙ্কং দিবি দেবগণা যথা ॥২৫

তস্মিন্ মহতি রাজ্যেহে তারকে দৈত্যানন্দনে ।

ঋতবো মূর্ত্তিমন্তশ্চ স্বকালগুণবৃংহিতাঃ ॥২৬

অভবন্ কিঙ্করাস্তস্ত লোকপালশ্চ সর্বেশঃ ।

কাস্তিহৃত্যতিধৃতির্মেধা জীৱবেক্ষ্য চ দানবম্ ॥

পরিবক্রঃ সর্গাকীর্ণা নিশ্চিদ্ভাঃ সর্ব এব হি ।

কালান্তকবিলিপ্তাঙ্কং মহামুকুটভূষণম্ ॥২৮

রুচিরাজদনদ্ধাঙ্কং মহাসিংহাসনে স্থিতম্ ।

তখন তুমি যাহা হইতে সহজে মৃত্যুশঙ্কা নাই,

এমন কোন ব্যক্তির হস্তে তোমার মৃত্যু হই-

বার বরপ্রার্থনা করিয়া লও। তখন দৈত্যোক্ত-

কিঞ্চিং চিন্তা করিয়া গর্ভাঙ্ক হইয়া সপ্তবাসরীয়

শিশুর হস্তে নিজের মৃত্যু হইবার বর

প্রার্থনা করিল। প্রার্থনামাত্র ব্রহ্মা তাহার

তাদৃশ মনোভীষ্ট বর প্রদান করিয়া দেব-

লোকে গমন করিলেন। এদিকে বরপ্রাপ্ত

দৈত্যও নিজালয়ে প্রস্থান করিল। ১৩—২৪।

তারক তপস্তা সাজ করিয়া স্বভবনে উপস্থিত

হইলো, অন্তান্ত দৈত্যেশ্বরগণ তাহাকে আসিয়া

ঘেরিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল—স্বর্গে দেবগণ

যেন সহস্রাঙ্ককে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন।

সেই মহাসুর দৈত্যানন্দন তারক রাজপদে

প্রতিষ্ঠিত হইলে, তদীয় শাসনভয়ে ঋতুগণ

স্ব স্ব কালোচিত গুণে উপচিত হইয়া সকলেই

মূর্ত্তিমানভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

লোকপালগণ তারকের কিঙ্করকার্য্যে নিযুক্ত

হইলেন। কাস্তি, হ্যতি, ধৃতি, মেধা, ও জী

সেই দানবেশ্বরকে দেখিয়া স্ব স্ব গুণসমবায়

ভূষিত হইয়া অকপটভাবে তাহার সেবা

করিতে লাগিলেন। অসুরের সর্বাঙ্গ কাল-

গুণলেপনে বিলিপ্ত, মস্তক—মহামুকুটমণ্ডিত

এবং বাহু—সুন্দর অঙ্গদে সজ্জ। অসুর

বীজয়ন্ত্যাপ্রঃশ্রেষ্ঠা ভূশং মুঞ্চন্তি নৈব তাঃ ॥২২
চন্দ্রাকৌ দীপমার্গেষু ব্যজনেষু চ মারুতঃ ।
কৃতান্তোহগ্রেসরন্তস্ত বহুবুর্মুনিসন্তমাঃ ॥৩০
এবং প্রযাতি কালে তু বিততে তারকাসুরঃ ।
বভাবে সচিবান্ দৈত্যঃ প্রভৃতবরদর্শিতঃ ॥৩১
তারক উবাচ ।

রাজ্যেন কারণং কিং মে হনাক্রম্য ত্রিবিষ্টপম্
অনির্যাপ্য সুরৈর্বৈরং কা শাস্তিহৃদয়ে মম ॥৩২
ভুঞ্জতেহতাপি যজ্ঞাংশানমরা নাক এব হি ।
বিষ্ণুঃ শ্রিয়ং ন জহাতি তিষ্ঠতে চ গতভ্রমঃ ॥ ৩৩
স্বঃস্বাতিঃ স্বর্গনারীভিঃ পীড়্যন্তেহমরবরভাঃ ।
সোৎপলা মদিরামোদা দিবি ক্রীড়ায়নেষু চ ॥৩৪
লক্ । জয় ন যঃ কশ্চিদৃষটয়েৎ পৌরুষং নরঃ ।

স্বয়ং মহাসিংহাসনে সমাসীন । প্রধান প্রধান
অপ্সরাগণ সর্বদাই তাঁহাকে বীজন করিতে
লাগিল । কোন কালের জন্তই তাঁহাকে
ত্যাগ করিতে পারিল না । চন্দ্র ও সূর্য
সেই অসুরপুত্রে আলোকদান কার্যে, মারুত
ব্যজন-চালনে এবং কৃতান্ত তাহার সর্বকাৰ্য্যে
অগ্রগামী ভূত্বরূপে বিরাজ করিতে
লাগিলেন । এইরূপে বহুকাল অতীত
হইল । একদা তারকাসুর বরদর্শে দর্শিত
হইয়া তাহার সচিবদিগকে কহিল,—অহে
সচিবগণ ! আমি যদি স্বর্গই আক্রমণ না
করিলাম, তবে রাজ্য করিয়া আমার কল
কি হইল ? বৈর-নির্যাতন না করিয়া হৃদয়ে
আমার শাস্তি কৈ ? অসুরেরা স্বর্গে থাকিয়া
অদ্যাপি যজ্ঞাংশ ভোগ করিতেছে । বিষ্ণু
ক্ৰীকে পরিত্যাগ করে নাই, এখনও অকুতো-
ভয়ে অবস্থান করিতেছে । স্বর্গবাসিনী সুর-
সুন্দরীরা এখনও দেববল্লভদিগকে গাঢ়ানি-
দ্রনে পীড়িত করিতেছে ! এখনও তাহারা
মদিরাপানে ক্রীড়াগৃহসমূহে আমোদ উপ-
ভোগ করে ! এখনও তাহাদের হস্তে
লীলা-কমল সুশোভিত হইতেছে ! আমার
কথা এই যে, যে নর জয় লাভ করিয়া পৌরুষ

জয় তন্ত বৃথাভূতমজয়া তু বিশিষ্যতে ॥৩৫
মাতাপিতৃভ্যাং ন করোতি কামান্
বন্ধুনশোকান্ ন করোতি যো বা ।
কীর্ত্তিঃ হি বা নার্কীয়তে হিমাভাং
পুমান্ স জাতোহপি যুতো যতঃ মে ॥৩৬
তস্মাজ্জয়ায়ামরপুঙ্গবানাং
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীহরণায় নীভ্রম্ ।
সংযোজ্যতাং মে রথমষ্টচক্রং
বলঞ্চ মে দুর্জয়দৈত্যচক্রম্ ।
ধ্বজঞ্চ মে কাঞ্চনপট্টনঞ্চ
ছত্রঞ্চ মে মৌক্তিকজালবন্ধম্ ॥ ৩৭

তারকস্ত বচঃ শ্রুয়া গ্রসনো নাম দানবঃ ।
সেনানীদৈত্যরাজস্ত তথা চক্রে বলাধিতঃ ॥৩৮
আহত্যা ভেরৌঃ গন্তৌরাং দৈত্যনাহুয় সত্বরঃ ।
তুরগাণাং সহস্রেণ চক্রাষ্টকবিভূষিতম্ ॥৩৯
শুক্রাস্বরপরিহারং চতুর্থোজনবিস্কৃতম্ ।
নানাক্রীড়াগৃহযুতং গীতবাণমনোহরম্ ॥ ৪০

প্রকাশ না করে, তাহার সে জয় বৃথা ।
সে না জন্মিলেই বরং ভাল হয় । যে ব্যক্তি
পিতামাতার কামনা পূরণ না করে, বন্ধুদিগের
শোকাপনয়ন না করে, কিংবা শুভ কীর্ত্তি
উপার্জন না করে, সেই পুরুষ জীবিত থাকি-
লেও আমার মতে সে মৃত ॥২৫—৩৬। অতএব
অমরপুঙ্গবদিগকে জয় করিয়া ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী
আহরণ করিবার জন্ত আমার অষ্টচক্রযুক্ত
রথ যোজনা কর । ঐ রথে কাঞ্চনপট্টযুক্ত
ধ্বজ এবং মুক্তামালা-বেষ্টিত ছত্র স্থাপন
কর । নিখিল দুর্জয় দৈত্যমণ্ডল সৈনিকবেশে
আমার অলুগমন করুক । তারকাসুরের
আদেশবাক্য শ্রবণমাত্র দৈত্যরাজের সেনানী
গ্রসননামক জনৈক দানব সত্বর সেনাসমূহে
পরিবৃত হইল এবং গন্তৌর ভেরৌধ্বনি করিয়া
অস্ত্রাস্ত্র দানবদিগকে আহ্বান করিল । অষ্ট-
চক্রযুক্ত যুদ্ধরথে সহস্র তুরগ যোজিত হইল ।
ঐ সাংগ্রামিক রথ চতুর্থোজন বিস্তৃত শুক্রা-
ঘরে পরিবৃত, নানা ক্রীড়া-গৃহে আধিত, এবং
গীতবাদ্যে মনোহর হইয়া সুরনাদক শব্দ-

বিমানমিব দেবস্ত অসুরভর্তুঃ শতক্রতোঃ ।
 দশকোটিধরা দৈত্যা দৈত্যাস্তে চণ্ডবিক্রমাঃ ॥৪
 তেষামগ্রেসরো জন্তঃ কুজস্তোহনন্তরন্ততঃ ।
 মহিষঃ কুঞ্জরো মেঘঃ কালনেমিনিমিত্থা ॥৪২
 মথনো জন্তকঃ শুভ্রো দৈত্যোহস্ত্রা দশ নায়কঃ
 অস্ত্রেহপি শতশস্ত্রস্ত পৃথিবীদলনক্ষমাঃ ॥ ৪৩
 দৈত্যোহস্ত্রা গিরিবদ্রাণঃ সন্ত চণ্ডপরাক্রমাঃ ।
 নানায়ুধপ্রহরণা নানাশস্ত্রাস্ত্রপারগাঃ ॥৪৪
 তারকশাস্ত্রাবৎ কেতুঃ রোদ্রঃ কনকভূষণঃ ।
 কেতুনা মকরেণাপি সেনানীগ্রসনোহরিহা ॥৪৫
 পৈশাচঃ যন্ত বদনঃ জন্তস্তানৌদয়োমধম্ ।
 ধনুঃ বিধূতলাঙ্গুলঃ কুজস্তস্ত্রাভবদ্ধজে ॥ ৪৬
 মহিষস্ত তু গোমায়ঃ কেতোহৈমং তদাভবৎ ।
 ধ্বজকঃ ধ্বজে তু শুভ্রস্ত কৃষ্ণায়োময়মুচ্ছ্রিতম্ ॥
 অনেকাকারবিস্তাশাশ্চাত্তেষাস্ত ধ্বজান্তথা ।
 শতেন শীঘ্রবেগাণাং ব্যাঘ্রাণাং হেমমালিনাম্ ॥

ক্রতুর বিমানের স্তায় বিরাজিত হইল । দশ
 কোটি প্রচণ্ডবিক্রম প্রধান দৈত্য যুদ্ধার্থ যাত্রা
 করিল । জন্ত, কুজন্ত, মহিষ, কুঞ্জর, মেঘ,
 কালনেমি, নিমি, মথন, জন্তক ও শুভ্র—এই
 দশ দৈত্যশ্রেষ্ঠ ঐ বিশাল অসুর-বাহিনীর
 নায়ক হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল । এত-
 দ্রুত পৃথিবীদলনে সক্ষম অস্ত্র আরও
 শত শত পৰ্ব্বতপ্রমাণ প্রচণ্ডবিক্রম দানবেস্ত্র
 ঐ অসুর-বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-যাত্রা
 করিল । এই অসুরেরা সকলেই নানা
 আয়ুধধারী এবং নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র-প্রয়োগে
 পারদর্শী । তারকাসুরের রথোপরি এক
 কনকভূষিত ভয়ঙ্কর কেতু উচ্ছ্রিত হইল ।
 অস্ত্রান্ত্র দানবেস্ত্রগণের মধ্যে সেনাপতি
 গ্রসনের ধ্বজে মকর, জন্তের লোহময় পিশাচ-
 মুখ, কুজন্তের চঞ্চললাঙ্গুল গর্দভ, মহিষের
 হেমময় গোমায়, এবং শুভ্রাসুরের ধ্বজে
 কৃষ্ণায়ময় বাঘসাকৃতি কেতু সমুচ্ছ্রিত হইল ।
 অস্ত্রান্ত্র দানবদিগের বহুবিধ বহু ধ্বজ সূশো-
 ভিত হইল । সেনাপতি গ্রসনের রথে
 কিকিণীজাল-মালিত, হেম-ভূষিত শীঘ্রগামী

গ্রসনস্ত রথো যুক্তো কিকিণীজালমালিনাম্ ।
 শতেনাপি চ সিংহানাং রথো জন্তস্ত তুর্জয়ঃ ॥৪৯
 কুজন্তস্ত রথো যুদ্ধঃ পিশাচবদনৈঃ খট্রৈঃ ।
 রথস্ত মহিষস্তোদৈর্গজস্ত তু তুরঙ্গমৈঃ ॥৫০
 মেঘস্ত দ্বীপিভির্ভীমৈঃ কুঞ্জরৈঃ কালনেমিনঃ ।
 পৰ্ব্বতাভৈঃ সমারুঢ়ো নিমির্মতৈর্মহাগজৈঃ ॥৫১
 চতুর্দন্তগন্ধবন্তিঃ শিকিঠৈর্মেষভৈরবৈঃ ।
 শতহস্তায়তৈঃ কৃষ্ণে তুরঙ্গৈর্হেমভূষণৈঃ ॥ ৫২
 সিতচামরজ্বালেন শোভিতে দক্ষিণাং দিশম্ ।
 সিতচন্দনচাক্ষুঃ নানাপুষ্পশ্রাজোজ্জ্বলঃ ॥ ৫৩
 মথনো নাম দৈত্যোহস্ত্রঃ পাশহস্তো ব্যারাজত ।
 জন্তকঃ কিকিণীজালমালমুদ্রং সমাস্থিতঃ ॥ ৫৪
 কালশক্রমহামেষমারুঢ়ঃ শুভ্রদানবঃ ।
 অস্ত্রেহপি দানবা বীরা নানাবাহনগামিনঃ ॥৫৫
 প্রচণ্ডচক্রকর্ণাণঃ কুণ্ডলোকৌষভূষণাঃ ।

এক শত ব্যায় যোজিত হইল । জন্তা-
 সুরের তুর্জয় রথে এক শত সিংহ, কুজন্তের
 রথে পিশাচবক্র বহু ধনু, মহিষের রথে বহু
 উষ্ট্র, গজাসুরের রথে বহু তুরঙ্গ, মেঘের
 রথে ভীষণাকার বহু দ্বীপী, কালনেমির রথে
 অসংখ্য কুঞ্জর এবং নিমির রথে গিরিপ্রমাণ
 বহু মন্ত মহাগজ যোজিত হইল । দৈত্যগণ
 সেই সেই রথে আরোহণ করিল । উহাদের
 সমভিব্যাহারী গজগণ মদগন্ধশালী, চতুর্দন্ত-
 বিশিষ্ট, সুশিক্ষিত, শত হস্ত আয়ত ও মেঘের
 স্তায় ভীষণ এবং তুরঙ্গমগণ হেম-ভূষণে
 সমুচ্ছ্রল । ৩৭—৫৩ । মথননামক দৈত্যবর
 তাহার চাক্র অঙ্গ সিত চন্দনে চর্চিত করিয়া
 নানা পুষ্পমালায় মণ্ডিত হইয়া সিত চামর-
 নিচয়ে সুশোভিত রথে আরোহণপূর্বক
 দক্ষিণ দিকে পাশহস্তে বিরাজ করিল ।
 জন্তাসুর কিকিণী-জাল-মালিত উষ্ট্রপৃষ্ঠে
 আরোহণ করিল । শুভ্র দানব কৃষ্ণ ও শুক্ল
 বর্ণ মহামেষে আরুঢ় হইল । এতদ্বিত্ত অস্ত্রান্ত্র
 দানববীরগণ আরও বহুবিধ বহু বাহনে
 আরোহণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিল । সেই
 দৈত্যসৈন্যমধ্যস্থ মহাপুরগণ সকলেই প্রচণ্ড

নানাবিধোত্তরাসঙ্গা নানামাল্যবিভূষণাঃ ॥ ৫৬
নানাসুগন্ধিগন্ধাঢ্য নানাবন্দিজনস্তুতাঃ ।
নানাবাণ্যপরিষ্পন্দাশ্চাগ্রেসরমহারথাঃ ॥ ৫৭
নানার্শৌর্য্যকথাসক্তান্তস্মিন্ সৈন্তে মহাসুরাঃ
তদ্বলং দৈত্যাসিংহস্ত ভীমরূপং ব্যজায়ত ॥ ৫৮
প্রমত্ত-চণ্ডমাতঙ্গ-তুরঙ্গং রথসঙ্কুলম্ ।
প্রতস্থেহমরযুদ্ধায় বহুপত্তিপতাকিনম্ ॥ ৫৯
এতস্মিন্নস্তরে বায়ুর্দেবদূতোহহরালয়ে ।
দৃষ্ট্বা স দানববলং জগামেষ্টস্ব সংশিতুম্ ॥ ৬০
স গতা তু সভাং দিবাং মহেষ্টস্ব মহাস্বনঃ ।
শশংস মধ্যে দেবানাং তৎ কার্য্যং সমুপস্থিতম্
তচ্ছ্রুত্বা দেবরাজস্ত নিমীলিতবিলোচনঃ ।
বৃহস্পতিমুবাচেদং বাক্যং কালে মহাভূজঃ ॥ ৬১
ইষ্ট উবাচ ।

সম্প্রাপ্নোতি বিমর্দোহয়ং দেবানাং দানৈবৈঃ সহ

ও বিচিহ্নকর্মা । সকলেরই কর্ণে কুণ্ডল ও
মস্তকে উকীষ দেদীপ্যমান । তাহার নানা-
বিধ উত্তরীয় বস্ত্রে অধিত, নানা মালায় মণ্ডিত,
নানা সুগন্ধি দ্রব্যে গন্ধযুক্ত, বিবিধ বন্দি জন
কর্তৃক সংস্কৃত, নানাবিধ বাদ্যরবে পরি-
স্পন্দিত এবং বিবিধ বীরস্বব্যঞ্জক বাক্যা-
লাপে আসক্ত । এই দৈত্যগণ সকলেই
অগ্রগামী এবং সকলেই ‘মহারথ’ আখ্যায়
অভিহিত । এইরূপে সেই দৈত্যরাজের
সৈন্তবৃহৎ ভীষণাকারে বিরাজিত হইল ।
প্রচণ্ড মাতঙ্গ ও তুরঙ্গদল রণমদে মাতিয়া
উঠিল । অগণিত অসুরসৈন্ত, বহু পদাতি
পতাকাধারী ও রথসমূহে সঙ্কুল হইয়া অমর-
গণ সহ যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিল । এই সময়
অমরস্ব দেবদূত সেই ভীষণ দানব-বলের
যুদ্ধোত্তম দেখিয়া ইস্তের নিকট সেই সংবাদ
জানাইবার জন্য গমন করিলেন । তিনি মহাত্মা
মহেশ্বরের দিবা সভায় গমন করিয়া সমস্ত
দেব-সমক্ষে সেই উপস্থিত মহাকাব্য-বার্তা
নিবেদন করিলেন । দেবরাজ তচ্ছ্রবণে
নয়ন নিমীলিত করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে
বৃহস্পতিকে বলিলেন,—গুরো ! সম্প্রতি দেব

কার্য্য কিমত্র তদ্ব্রহ্ম নীতুপায়সমম্বিতম্ ॥ ৬৩
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং মহেশ্বস্ত গিরাংপতিঃ ।
ইতুবাচ মহাভাগো বৃহস্পতিরুদারধীঃ ॥ ৬৪
সামপূরুষা স্মৃতা নীতিশ্চতুরঙ্গাঃ পতাকিনীম্ ।
জিগীষতাং সুরশ্রেষ্ঠ স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ৬৫
সাম ভেদস্তথা দানং দণ্ডশ্চাচতুষ্টয়ম্ ।
নীতৌ ক্রমাদেশ-কাল-রিপুযোগ্যক্রমাদিদম্
সাম দৈত্যেযু নৈবাস্তি যতস্তে লক্ষসংশ্রয়াঃ ।
জাতিধর্ষণেণ বা ভেদা দানং প্রাপ্তিষি্রে চ কিম্
একোহভুতপায়ো দণ্ডোহত্র ভবতা যদি রোচতে
হর্জনেবু কৃতং সাম মহদ্যাতি চ বহুতাম্ ॥ ৬৬
ভয়াদিতি ব্যবস্থাস্তি ক্রুরাঃ সাম মহাস্বনাম্ ।
ঋজুতামার্য্যবুদ্ধিভঃ দয়ানীতিব্যতিক্রমম্ ॥ ৬৭

ও দানবগণের ভীষণ সজ্জা উপস্থিত ।
একপে আমাদের কর্তব্য কি, আপনি তাহার
নীতি-সঙ্গত উপায় ব্যক্ত করুন । উদারধী
গীষতি মহেশ্বরের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ ! তাহার
চতুরঙ্গবাহিনী জয় করিতে ইচ্ছা করেন,
তাঁহাদিগের পক্ষে সামপূরুষ নীতি অবলম্বন
করাই বিধেয় এবং ইহাই সনাতনী ব্যবস্থা ।
সাম, ভেদ, দান ও দণ্ড—নীতিশাস্ত্রে এই
চতুর্বিধ উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে । এই উপায়-
চতুষ্টয় দেশ, কাল ও রিপুর যোগ্যতা অনু-
সারে ক্রমশঃ প্রয়োগ করা কর্তব্য । ৬৪—৬৬।
তন্মধ্যে দৈত্যগণে সাম উপায় প্রযুক্ত হইতে
পারে না । কেন না, তাহার লক্ষ্যস্ব হই-
য়াছে । পরন্তু জাতীয় ধর্ম্মানুসারে তাহাদের
প্রতি ভেদনীতিও প্রযোজ্য হইবার নহে ।
তৎপরবর্তী উপায় দান—শ্রী-সম্পত্তিশালী
দৈত্যরাজে প্রযোজ্য হইলেও ফল কিছুই
নাই । তবে একমাত্র শেষ উপায় দণ্ড ।
তোমার যদি অভিপ্রেত হয়, উপস্থিত ক্ষেত্রে
তাহাই তোমার অবলম্বনীয় । হর্জনে প্রভূত
সাম প্রয়োগ করিলেও তাহা ব্যর্থ হইয়া
যায় । ক্রুর, হর্জনেরা মহাস্বগণের সাম-
প্রয়োগ দেখিয়া মনে করে যে, ঐ উপায়

মন্ত্ৰেণ দুৰ্জনা নিত্যং সাম চাপি ভয়োদয়াৎ ।
 তস্মাদুৰ্জনমাক্রান্তং শ্রেয়ান্ পৌরুষসংশ্রয়ঃ ॥ ৭০
 আক্রান্তে তু ক্রিয়া যুক্তা সতামেতন্নহাব্রতম্ ।
 দুৰ্জনঃ সূজনহায় কল্পতে ন কদাচন ॥ ৭১
 সূজনোহপি স্বভাবস্ত ত্যাগং বাঞ্ছেৎ কদাচন
 এবং মে বুধ্যতে বুদ্ধিৰ্ভবন্তোহত্র ধ্যবস্ততাম্ ॥
 এবমুক্তঃ সহস্রাঙ্ক এবমেবেতু্যবাচ তম্ ।
 কর্তব্যতাং স সঞ্চিন্ত্য প্রোবাচামরসংসাদি ॥ ৭২
 ইন্দ্র উবাচ ।

সাবধানেন মে বাচং শৃণুধ্বং নাকবাসিনঃ ।
 ভবন্তো যজ্ঞভোক্তারস্তৃষ্টাঙ্গানোহতিসাবিকাঃ ।
 যে মহিষ্যি স্থিতা নিত্যং জগতঃ পরিপালকাঃ ।
 ভবতচ্চানি মন্তেন বাধন্তে দানবেশ্বরঃ ॥ ৭৫

প্রযুক্তই অবলম্বিত হইয়াছে। সারল্য, আধাবুদ্ধি, দয়া এবং সাম এ সমস্তই দুৰ্জ-
 নেরা বিপক্ষ-পক্ষের ভয়ের কারণ বলিয়া
 মনে করে। অতএব দুৰ্জনকে আক্রমণ
 করিবার পক্ষে একমাত্র পুরুষকার অব-
 লম্বনই শ্রেয়স্কর। সজ্জনগণের ইহাই মহতী
 নীতি যে, শত্রুকে আক্রমণ করিয়া পরে যে
 কোন ক্রিয়া বা যে কোন উপায় অবলম্বন করা
 কর্তব্য। দেখ, দুৰ্জন কখন সূজন হয় না।
 পরন্তু যিনি সূজন, তিনি স্বীয় স্বভাবের
 পরিবর্তন কখন কখন কামনা করিয়া থাকেন।
 আমার বুদ্ধি-বিবেচনায় ইহাই আমি স্থির
 করিলাম। এক্ষণে তোমরা যেরূপ অধ্য-
 বসায় অবলম্বন করিতে হয় কর। বৃহস্পতি
 এই কথা কহিলে, সহস্রাঙ্ক বলিলেন,—হাঁ
 ইহাই সঙ্গত কথা বটে, এই বলিয়া তিনি
 কর্তব্যসম্বন্ধে চিন্তা করিলেন—করিয়া সেই
 সুর-সভাস্থ সুরগণকে বলিলেন,—হে স্বর্গ-
 বাসিগণ! আপনারা অবহিত হইয়া আমার
 কথা শ্রবণ করুন। আপনারা যজ্ঞভাগ-
 ভোজী, তৃপ্তাঙ্গা, এবং অতি সার্বিকপ্রকৃতি।
 নিত্যই আপনারা স্বীয় মহিমায় অবাস্তিত
 হইয়া জগতের পরিচালনকার্য্য করিতেছেন।
 দানবেশ্বরগণ অকারণ আপনাদিগকে উৎ-

তেষাং সামাদি নৈবাস্তি দণ্ড এব বিদীয়তাম্ ।
 ক্রিয়তাং সমরোদ্‌যোগঃ সৈন্তঃ সংযুক্ত্যতাং মম
 আধীযন্তাঙ্ক শস্ত্রাণি পূজ্যস্তামন্ত্রদেবতাঃ ।
 বাহনানি চ যানানি যোজয়ন্ত সহায়রাঃ ॥ ৭৭
 যমং সেনাপতিং কৃত্বা শীঘ্রমেবং দিবৌকসঃ ।
 ইতুক্তাঃ সমনহন্ত দেবানাং যে প্রধানতঃ ॥ ৭৮
 বাজিনামযুতেনাভৌ হেমঘণ্টাপরিকৃতম্ ।
 নানাশচ্যুগুণোপেতং সম্প্রাপ্তং সৰ্বদৈবতৈঃ ॥
 রথং মাতলিনা কৃপ্তং দেবরাজস্ত দুৰ্জয়ম্ ।
 যমো মহিষমাহ্বায় সেনাগ্রে সমবর্তত ॥ ৮০
 চণ্ডকিঙ্কববৃন্দেন সৰ্বতঃ পরিবারিতঃ ।
 কল্পকালোদ্ধতজালা-পূরিতাহরলোচনঃ ॥ ৮১
 হতাশনশ্চাগরুঢ়ঃ শক্তিহস্তো ব্যবহিতঃ ।
 পবনোহঙ্কুশপাণিস্ত বিস্তারিতমহাজবঃ ॥ ৮২

পীড়িত করিতেছে। ঐ সকল দানবদিগের
 প্রতি সামাদি উপায়ত্রয় প্রয়োগ করিলে কোনই
 ফল হইবে না। একমাত্র দণ্ডই তাহাদের
 উচিত ব্যবস্থা। অতএব আপনারা সেই দণ্ড-
 বিধি প্রয়োগ করুন। সমরায়োজন করুন
 এবং মদীয় সৈন্তবল একত্র করিয়া যুদ্ধার্থ
 প্রস্তুত হউন। শস্ত্র সকল গ্রহণ করুন, অস্ত্র-
 দেবতাদিগের পূজা করুন ও যানবাহনাদি
 যোজনা করুন। হে দেবগণ! আপনারা
 যমকে সেনাপতি করিয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ অগ্রসর
 হউন। ইন্দ্র এই কথা কহিলে, দেবগণ-মধ্যে
 প্রাধান্তক্রমে সমরসজ্জা আরম্ভ হইল। ৬৭—৭৮
 অযুত বাজিবাহিত হেমঘণ্টা-লব্ধিত নানা
 আশ্চর্য্যগুণমণ্ডিত এক দুৰ্জয় রথ দেবরাজের
 জন্ত সুসজ্জিত হইল। মাতলি উহার সারথ্য-
 কর্ত্ত্ব নিযুক্ত হইলেন। যমরাজ মহিষ-
 বাহনে আরোহণ করিয়া দেব সেনার অগ্রে
 উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রচণ্ডস্বভাব
 কিঙ্করদল তাঁহার চতুর্দিকে অবস্থান
 করিল। কল্পকালীন উদ্ধত অনল-শিখায়
 আপুরিত অশ্বরের স্তায় যমের নয়নদ্বয় ধক্
 ধক্ জ্বলিতে লাগিল। হতাশন, হস্তে শক্তি
 ধারণ করিয়া ছাগারোহণে সৈন্তমধ্যে অব-

ভূজগেহ্রসমাক্রান্তো জলেশো ভগবান্ শ্রময় ।
 নরযুক্তরথে দেবো রাক্ষসেশো বিঘচ্চরঃ ॥৮৫
 তীক্ষ্ণধ্বজাবৃত্তো ভীমঃ সমরে সমবস্থিতঃ ।
 মহাসিংহরবো দেবো ধনাধ্যক্ষো গদাযুধঃ ॥৮৬
 চন্দ্রাদিত্যাবস্থিতো চ চতুরঙ্গবলাধিতো ।
 রাজভিঃ সহিতান্তর্গুর্ধ্বর্ক্য হেমভূষণাঃ ॥ ৮৫
 হেমশীঠোত্তরাসঙ্গাশ্চিত্রবর্ষ্যরথায়ুধাঃ ।
 নাকপৃষ্ঠশিখণ্ডাশ্চ বৈদূর্য্যমকরধ্বজাঃ ॥ ৮৬
 জবারজোত্তরাসঙ্গা রাক্ষসা রক্তমূর্ধ্বজাঃ ।
 গৃধ্রধ্বজা মহাবীৰ্যা নির্ম্মলাঘোবিভূষণাঃ ॥ ৮৭
 মুঘলাসিগদাহস্তা রথে চোক্ষীষদংশিতাঃ ।
 মহামেষরবা নাগা ভীমোদ্ধাশনিহেতয়ঃ ॥৮৮
 যক্ষাঃ কৃষ্ণাশ্বরভূতো ভীমবাণধনুর্ধ্বরাঃ ।

স্থান করিলেন । পবন অঙ্কুশ ধারণ করিয়া
 মহাবেগ বিস্তারিত করিয়া দণ্ডায়মান হই-
 লেন । ভগবান্ বরুণদেব ভূজগেহ্রে
 আরোহণ করিলেন । কুবের নরযুক্ত রথে
 অবস্থিত হইলেন । ইহার হস্তে তীক্ষ্ণ খড়্গ
 ও ভীষণ গদা । ইনি সমরে সমুচ্চত হইয়া
 ঘোর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । চন্দ্র,
 সূর্য্য ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণ চতু-
 রঙ্গ বলে অধিত হইলেন । হেমভূষিত
 গন্ধর্ভগণ স্ব স্ব অধিপতিগণ সহ সমরে সমু-
 চ্চত হইল । এই সকল গন্ধর্ভ-সেনার পৃষ্ঠ-
 দেশে হেমময় উত্তরাসঙ্গ লঙ্ঘিত । উহা-
 দেব বর্ষ্য, রথ, ও আয়ুধ সকল বিচিত্র ।
 উহারা বৈদূর্য্যময় মকরাকৃতি ধ্বজসুহে
 সমন্বিত । মহাবীৰ্য্য রাক্ষসেরা গৃধ্রাকার
 ধ্বজধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল ।
 উহাদের কেশকলাপ রক্তবর্ণ, দেহ নির্ম্মল
 লোহালঙ্কারে ভূষিত এবং উত্তরীয় বস্ত্র জবা-
 কুম্ভমের জ্বায় রক্তবর্ণ । মহামেষরবিনাদী
 ভীষণ উচ্চা ও বজ্রাঙ্গধারী, মুঘল-অসি, ও
 গদাপাণি নাগগণ মন্তকে উকীষ বন্ধন করিয়া
 রথারোহণে সমরার্থ প্রস্তুত হইল । যক্ষগণ
 কৃষ্ণাশ্বর ধারণ করিয়া ভয়ঙ্কর ধনুর্ধ্বাণ
 গ্রহণপূর্ব্বক সমরে অবতীর্ণ হইল । উহাদের

তাম্রোল্লুখধ্বজা যৌজা হেমরত্নবিভূষণাঃ ॥ ৮৯
 দ্বীপিচন্দ্রোত্তরাসঙ্গাঃ নিশাচরবলং বভৌ ।
 গাধ্র পদ্মধ্বজপ্রায়মহিভূষণভূষিতম্ ॥ ৯০
 মুঘলাযুধহুস্ত্রেক্ষ্যং নানা প্রাণিমহারবম্ ।
 কিম্বরাঃ শ্বেতবসনাঃ সিতপত্রিপতাকিনঃ ॥৯১
 মন্তেভবাহন প্রায়ান্তীকৃতোমর-হেতয়ঃ ।
 মুক্তাজালপরিধারো হংসো রক্ততনির্ম্মিতঃ ॥৯২
 কেতুর্জলাধিনাথস্ত ভীমধুমধ্বজানলঃ ।
 পদ্মরাগমহারত্ববিটপং ধনদন্ত তু ॥ ৯৩
 ধ্বজঃ সমুচ্ছিতং ভাতি গন্তকামমিবাহরম্ ।
 বরুণে কাষ্ঠলোহেন যমস্তাসীন্নহাধ্বজঃ ॥ ৯৪
 রাক্ষসেশস্ত কেতোর্বে প্রেতস্ত মুখমাবভৌ ।
 হেমসিংহধ্বজো দেবো চন্দ্রার্ক্যমিতহ্যতী ॥৯৫
 কুন্তেন রত্নচিত্রেণ কেতুরশ্মিনয়োরভূৎ ।

ধ্বজরাজি তাম্রবর্ণ উল্লুখচিহ্নে লঙ্ঘিত হইতে
 লাগিল । উহাদের সর্ব্বগাত্রে হেমরত্নের
 বিভূষণ । উহারা দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর । তখন
 দ্বীপিচন্দ্রের উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিয়া বহু
 নিশাচর বিরাজিত হইল । উহাদের ধ্বজ
 গৃধ্রপত্রে লঙ্ঘিত, উহারা অস্থিভূষণে ভূষিত
 এবং মুঘলহস্তে অবস্থিত হইয়া সকলেরই
 ঘূর্ণরীক্ষ্য হইল । কিম্বরগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান
 করিয়া শ্বেত পত্রি-যুক্ত পতকা লইয়া তীক্ষ্ণ
 তীক্ষ্ণ তোমরাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক প্রায় সকলেই
 মন্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া রণাঙ্গনে অব-
 তীর্ণ হইল । মুক্তাজাল-জড়িত রক্ত-
 নির্ম্মিত এক হংস, জলধিনাথের কেতুরূপে
 প্রাতিভাত হইল । ধনাধিপতি কুবেরের
 পদ্মরাগাদি মহারত্নে মণ্ডিত বিটপাকার ধ্বজ-
 সমুচ্ছিত হইয়া যেন অন্ধরে গমনোন্ময় করি-
 যাই শোভিত হইল । যমের কাষ্ঠ ও লৌহময়
 বৃকচিহ্নিত মহাধ্বজ বিরাজিত হইল । ৯২—৯৪।
 রাক্ষসাধিপতির কেতু প্রেতের মুখাকারে
 প্রতিভাত হইল । অমিতপ্রভাব চন্দ্র ও সূর্য্য
 হেম-সিংহধ্বজে সুরোভিত হইলেন । অশ্বিনী-
 কুমারদ্বয়ের কেতু রত্নচিজিত কুন্ত দ্বারা উপ-

হেমমাতঙ্গরচিতং চিত্ররত্নপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৬
 ধ্বজঃ শতক্রতোরাঙ্গীং সিতচামরমণ্ডিতম্ ।
 সনাগ-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-মহোরগ-নিশাচরা ॥ ১৭
 সেনা সা দেবরাজস্ত হুর্জয়া ভুবনত্রয়ে ।
 কোটয়ন্তাস্ত্রয়স্ত্রিংশদৈবে দেবনিকায়িনাম্ ॥ ১৮

হিমাচলাভে সিতকর্ণচামরে
 সুবর্ণপদ্মামলসুন্দরস্ত্রজি ।
 কুতাভিরাগোজ্জ্বলকুঙ্কুমাক্ষরে
 কপোললীলালিকদম্বসঙ্কুলে ॥ ১৯
 স্থিতস্তদৈরাবতনামকুঞ্জরে
 মহাবলশ্চিত্রবিভূষণাদ্বরঃ ।
 বিশালবস্ত্রাঃশুভিতানভূষিতঃ
 প্রকীর্ণকেয়রভুজাগ্রমণ্ডলঃ ।
 সহস্রদৃশ্দিবসংসংস্কৃত-
 স্ত্রিবিষ্টপেহশোভত পাকশাসনঃ ॥ ১০০
 তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-বলৌষসঙ্কলা
 সিতাতপত্রধ্বজরাজিণালিনী ।

লক্ষিত হইতে লাগিল। শতক্রতু ইন্দ্রের
 ধ্বজ—সিত চামরে মণ্ডিত, হেম মাতঙ্গাকারে
 রচিত এবং চিত্র বিচিত্র রত্নরাজি দ্বারা খচিত
 হইল। যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মহোরগ, ও
 নিশাচরসহ সেই দেবরাজের সেনা তখন
 ত্রিভুবনে সাতিশয় হুর্জয় হইয়া উঠিল। এই
 দেবসেনাগণের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ত্রয়স্ত্রিংশৎ
 কোটি হইল। দেবরাজের গজ ঐরাবত—
 হিমাচলপ্রতিম, শ্বেতবর্ণ কর্ণ-চামরে শোভিত
 ও হেম পদ্মের অমল সুন্দর মালা-
 দামে মণ্ডিত। উহার অঙ্গরাগার্ব্ব বিলেপিত
 কুঙ্কুমাক্ষরে সর্বাঘর সমুজ্জ্বল এবং কপোল-
 দেশ লীলাবিলোল আলিকদম্ব সমাকুল।
 বিচিত্র ভূষণ ও অম্বর-ধর মহাবল দেবরাজ
 এহেন ঐরাবত-কুঞ্জরে সমাসীন হইলেন।
 তাঁহার ভুজাগ্রভাগে কেয়রভরণে সমুজ্জ্বল।
 তিনি বিশাল বস্ত্রাঃশু-বিতানে বিভূষিত।
 পাকশাসন সহস্রাক্ষ এইরূপে সুসজ্জিত ও
 সহস্র সহস্র বন্দী জনে সংস্কৃত হইয়া স্বর্গধামে
 বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন সেই

চমুচ সা হুর্জয়পত্রিসম্বতা
 বিভাতি নানায়ুধযোদ্ধন্তরা ॥ ১০১
 ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে রণযোজনং নামাষ্ট্র-
 চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৮ ॥

একোদশপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

সুরাসুরাণাং সমুদ্রস্তাস্মিন্নত্যস্তদাক্ষণে ।
 তুমুলোহতিমহানাসীং সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ১
 গর্জতাং দেব-দৈত্যানাং শঙ্খভেরৌরবেণ চ ।
 তুর্ধাণাকৈব নির্ঘোষৈর্ষাতঙ্গানাঞ্চ বৃহিতৈঃ ॥ ২
 ত্রৈষতাং হ্রয়বৃন্দানাং রথনৈমিস্থনেন চ ।
 জ্যাসোষণে চ শুরাণাং তুমুলোহতিমহানভূং ॥
 সমাসাঙোভয়ে সেনৈঃ পরস্পরজয়ৈষণাম্ ।
 রোষণোতিপরীতানাং ত্যক্তজীবিতচেতসাম্ ॥
 সমাসাণা তু তেহতোতাঃ প্রক্রমেণ বিলোমতঃ

দেববাহনৌ তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও বিবিধ সৈন্ত-
 সমূহে সঙ্কুল হইয়া শ্বেতাতপত্র ও শ্বেতধ্বজ-
 রাজি দ্বারা সুশোভিত হইল এবং
 বিবিধ আগ্রহ ও যোদ্ধাসমূহে হস্তর হইয়া
 উঠিল। ১৫—১০১ ।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

উনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—সেই অতি ভীষণ সমরে
 দেব ও দানব উভয়পক্ষীয় সৈন্তগণের মধ্যে
 তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। তখন দেব ও
 দানবগণ গর্জন করিতে লাগিল। শঙ্খ,
 ভেরী, ও তুর্ধা নিনাদ, মাতঙ্গগণের বৃহৎ,
 অশ্বসমূহের ত্রৈষারব, রথনৈমির নিম্নন এবং
 শুরসমূহের জ্যানির্ঘোষে ঐ তুমুল সংঘর্ষ
 আরও অতি তুমুল হইয়া উঠিল। তখন
 ক্রোধ-প্রদীপ্ত—মরণভয়ে একাতর—পরস্পর-
 জিগীষু দেব ও দানব সৈন্তগণ পরস্পর পর-
 স্পরের সম্মুখীন হইয়া অনুলোম ও বিলোম-

রথেনাসঙ্কপাদাতো রথেন চ তুরঙ্গমঃ ॥ ৫
 হস্তী পদাতিসংযুক্তো রথিনা চ কচ্ছিন্নখী ।
 মাতঙ্গেনাপরো হস্তী তুরঙ্গৈর্বহুভির্গজঃ ॥ ৬
 পদাতিরেকো বহুভির্গজৈর্মতৈশ্চ যুক্ত্যতে ।
 ততঃ প্রাসাশনি-গদা-ভিন্দপাল-পরশ্বধৈঃ ॥ ৭
 শক্তিভিঃ পট্টিশৈঃ শূনৈর্মুদগারৈঃ কুণৈর্গর্ভৈঃ ।
 চক্রৈশ্চ শঙ্খভিঃ চৈব তোমরৈরক্ষুশৈঃ সিতৈঃ ॥
 কর্ণি-নালীক-নারাচ-বৎসদস্তাধ্বচন্দ্রকৈঃ ।
 ভল্লৈশ্চ শতপত্রৈশ্চ শুকতুণ্ডৈশ্চ নির্ম্মলৈঃ ॥ ৯
 বৃষ্টিরত্যদুতাকার্য্য গগনে সমদৃশ্যত ।
 সম্প্রচ্ছাদ্য দিশঃ সর্ষাস্তমোমঘমিবাকরোৎ ॥ ১০
 ন প্রাজ্জায়ত তেহন্তোন্তঃ তস্মিন্স্থমসি সঙ্কুলে
 অলক্ষ্যং বিন্য়জন্তস্তে হেতিসজ্যাতমুদ্ধতম্ ॥ ১১
 পতিতং সেনয়োর্মধ্যে নিরীক্ষস্তে পরম্পরম্ ।
 ততো ধ্বজৈর্ভুজৈশ্ছত্রৈঃ শুরোভিঃ সঙ্কণ্ডলৈঃ

গজৈশ্চরতৈঃ পাদাতিভিঃ পতন্তিঃ পতিতৈরপি ।
 আকাশসরসো ভ্রষ্টৈঃ পঙ্কজৈরিব কুতুভা ॥ ১৩
 ভগ্নদন্তা ভিন্নকুস্তাশ্চিন্নদীর্ঘমহাকরাঃ ।
 গজাঃ শলনিভাঃ পেতুর্ধরাণ্যঃ কধিরাশ্ববাঃ ॥
 ভগ্নেবাদগুচক্রাঙ্কা রথাস্চ শকলৌকতাঃ ।
 পেতুঃ শকলতাঃ যাতাস্তুরঙ্গাস্চ সহস্রশঃ ॥ ১৫
 ততোহস্মগৃহদহন্তরা পৃথিবী সমজায়ত ।
 নগাশ্চ কধিরাবর্তা হর্ষদাঃ পিশিতাশিনাম্ ।
 বেতালাক্রৌড়মভবৎ তৎসঙ্কুলরণাজিরম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে দেবাস্তুরযুদ্ধঃ
 নামৈকোনপঞ্চাশদধিকশত-
 তমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৪৯ ॥

ক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল । কোথাও রথীর
 সহিত পদাতি, কোথাও রথসহ তুরঙ্গম,
 কোথাও পদাতিসহ হস্তী, কোথাও কোথাও
 রথীর সহিত রথী, কোথাও মাতঙ্গের সহিত
 অপর মাতঙ্গ, কচিং বহু তুরঙ্গসহ এক মাতঙ্গ
 এবং কোথাও কোথাও বা একমাত্র পদাতি-
 সহ বহু মত্ত গজের যুদ্ধারম্ভ হইল । অন-
 স্তর গগনমণ্ডলে প্রাস, অশনি, গদা, ভিন্দী-
 পাল, পরশ্বধ, শক্তি, পট্টিশ, শূল, মুদগর,
 কুনপা, গড়, চক্র, শঙ্খ, তোমর, অক্ষুশ,
 সিত কর্ণ, নালীক, নারাচ, বৎসদন্ত,
 অর্ধচন্দ্র, ভল্ল, শতপত্র ও নির্ম্মল শুকতুণ্ড
 প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্র-শস্ত্রবৃষ্টি দৃষ্ট হইতে
 লাগিল । অনবরত অস্ত্র-শস্ত্র ক্ষেপণে
 দিগ্ভগ্ন যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল ।
 সেই ভীষণ অন্ধকারে পরস্পর কেহই
 কাহাকে জানিতে পারিল না । সেনাগণ
 উদ্ধতভাবে অলক্ষ্য বাণজাল নিক্ষেপ
 করিতে লাগিল এবং উভয় পক্ষীয় সেনাদল-
 মধ্যে পতিত অস্ত্রশস্ত্র পরস্পর নিরীক্ষণ
 করিতে লাগিল । অনস্তর আকাশসরসী
 হইতে পরিভ্রষ্ট পঙ্কজরাজির স্রাব পতিত

ও পতনোত্তর ধ্বজ, ভুজ, ছত্র, সঙ্কণ্ডল
 মস্তক, গজ, তুরঙ্গ ও পাদাতসমূহে কুতল
 অচ্ছন্ন হইয়া গেল । শৈলাকার বৃহৎ বৃহৎ
 গজরাজি ভগ্নদন্ত, ভিন্নকুস্ত ও ছিন্নগুণ্ড
 হইয়া কধিরধারা ক্ষরণ করিতে করিতে
 ভূপতিত হইল । রথরাজির ঈষাদগু, চক্র
 ও অক্ষ ভগ্ন হইয়া গেল । সে সকল চূর্ণ
 বিচূর্ণ হইয়া ভুলুপ্তি হইতে লাগিল । সহস্র
 সহস্র তুরঙ্গ সেই রণাঙ্গনে ধও বিধও হইয়া
 গেল । অনস্তর পৃথিবী কধিরহুদে পরিণত
 হইয়া সর্ষাপ্রাণীর হস্তর হইয়া উঠিল । নদী
 সকল কধিরজলে পরিপূর্ণ হইয়া পিশিতাশ্ব-
 দিগের হর্ষোৎপাদন করিল । এইরূপে সেই
 সঙ্কুল রণাঙ্গন তখন বেতালদলের ক্রৌড়া-
 নিকেতন হইয়া উঠিল । ১১—১৬ ।

উনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৯ ॥

পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অথ গ্রসনমালোক্য যমঃ ক্রোধবিমূচ্ছিতঃ ।
ববর্ষ শরবর্ষণে বিশেষেণাগ্নিবর্ষসাম্ ॥১
স বিদ্ধো বহুভির্বাণৈঃ গ্রসনোহতি পরাক্রমঃ ।
কৃতপ্রতিকৃতাকাঙ্ক্ষো ধনুর্মানম্য ভৈরবম্ ॥২
শনৈঃ পঞ্চাভিরভূতৈঃ শরাণাং যমমর্দয়ন ।
স বিচিন্ত্য যমে বাণান্ গ্রসনস্ত্রাতিপোকসম্ ॥৩
বাণবৃষ্টিভিক্রগ্ৰাভির্মমো গ্রসনমর্দয়ন ।
কৃতান্তশরবৃষ্টিং তাং বিয়তি প্রতিসর্পিণীম্ ॥৪
চিচ্ছেদ শরবর্ষণে গ্রসনো দানবেশ্বরঃ ।
বিকলাং তাং সমালোক্য যমস্তাং শরসমুত্তম
স বিচিন্ত্য শরভ্রাতং গ্রসনস্তা রথং প্রতি ।
চিক্ষেপ মুদারং ঘোরং তরসা তস্তা চান্তকঃ ॥৫
স তং মুদারমায়ান্তমুৎপ্লুত্যা গগনান্বিতম্ ।
জগ্রাহ বামহস্তেন যাম্যং দানবনন্দনঃ ॥ ৭

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—অনন্তর যম, অসুর-
সেনানী গ্রসনকে দেখিয়া ক্রোধমুচ্ছিত হই-
লেন এবং অগ্নিশিখা বর্ষণের স্থায় দারুণ
শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অতি পরা-
ক্রান্ত গ্রসন বহু বাণে বিদ্ধ হইয়া প্রতিকার-
কামনায় স্বীয় ভৈরব ধনু আনত করিয়া
অভূতপঞ্চাশত শরে যমকে অর্দ্ধিত করিল।
যম গ্রসনের বাণবর্ষণ দর্শনে চিন্তিত হইয়া
পূর্বাশঙ্ক্য আরও প্রথর বাণবর্ষণে গ্রসনকে
শীড়িত করিতে লাগিলেন। কৃতান্ত-কৃত সেই
শরবর্ষণ আকাশে প্রসর্পিত হইলে দানবে-
শ্বর গ্রসন প্রতিক্রম শরবর্ষণে তৎসমস্ত
ছেদন করিয়া ফেলিল। যম স্বীয় বাণবৃষ্টি
বিকল হইল দেখিয়া অস্তান্ত বহু শর চিন্তা
করিলেন এবং অবিলম্বে গ্রসনের রথের
প্রতি এক ঘোর মুদার নিক্ষেপ করিলেন।
দানবনন্দন গ্রসন সেই যম-নিষ্কিপ্ত মুদার
বসমুখে আসিতে দেখিয়া লক্ষ প্রদানপূর্বক
তাহাকে শূন্তপথে বামহস্তে ধারণ করিল

তমেব মুদারং গৃহ যমস্তা মহিষঃ ক্রমা ।
পাতয়ামাস বেগেন স পপাত মহীতলে ॥৮
উৎপ্লুত্যাথ যমস্তান্মহিষান্নিপতিষ্যতঃ ।
প্রাসেন তাড়য়ামাস গ্রসনঃ বদনে দৃঢ়ম্ ॥৯
স তু প্রাসপ্রহারেণ মুচ্ছিতো ভ্রূপতঙ্গুবি ।
গ্রসনং পতিতং দৃষ্ট্বা জস্তো ভীমপরাক্রমঃ ॥১০
যমস্তা ভিন্দিপালেন প্রহারমকরোদ্ধৃদি ।
যমস্তেন প্রহারেণ সূত্রাব কধিরং মুখাৎ ॥১১
কৃতান্তমর্দিতং দৃষ্ট্বা গদাপাণির্ধনাবধিপঃ ।
বৃত্তো যক্ষাণু শতৈর্জন্তুং প্রভৃদ্যযৌ ক্রমা ॥১২
জন্তুঃ ক্রমা তমাঘাতঃ দানবানীকসংবৃতঃ ।
উবাচ প্রাজ্ঞো বাক্যম্ব যথা স্নিগ্ধেন ভাবিতম্ ॥
গ্রসনো লকসংজ্ঞোহথ যমস্তা প্রাহিণোদাদাম্ ।
মণিহেমপরিদ্ধারাং শুক্লোমরিবিমর্দিনীম্ ॥১৪
তামপ্রতিকাং সম্প্রাপ্য গদাং মহিসবাহনঃ ।
গদায়াং প্রতিঘাতার্থং জগদলনভৈরবম্ ॥১৫

এবং সেই মুদার গ্রহণ করিয়া সক্রোধে যম-
বাহন মহিষের প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহিষ
সেই মুদারাগাতেই মহীপৃষ্ঠে পতিত
হইল। যম তখন পতনোন্মুখ মহিষ হইতে
উৎপ্লুত হইয়া স্বীয় প্রাসায় দ্বারা গ্রসনাসুরের
বদনে সূদৃঢ় প্রহার করিলেন। অসুর
গ্রসন প্রাসপ্রহারে মুচ্ছিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে
পতিত হইল। গ্রসনকে পতিত দেখিয়া
ভীমপরাক্রম জস্তাসুর ভিন্দিপালদ্বারা যমের
হৃদয়ে প্রহার করিল। সেই প্রহারে যম
মুখবিবর হইতে অনবরত ক্রোধর বমন করিতে
লাগিলেন। ১০—১১। কৃতান্তকে অর্দ্ধিত দেখিয়া
গদাপাণি ধনেশ্বর শত শত যক্ষসেনায় পরি-
বৃত্ত হইয়া সক্রোধে জন্তসহ যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ
হইলেন। দানবসেনা-পরিবৃত্ত জস্তাসুর
ধনেশ্বরকে আসিতে দেখিয়া প্রাজ্ঞ
জনের স্থায় স্নিগ্ধ বাক্যে সম্ভাষণ করিল।
এদিকে গ্রসনাসুর চৈতন্ত লাভ করিয়া যমের
প্রতি এক মণি-হেমখচিত অরিঘাটিনী শুক্ল
গদা নিক্ষেপ করিল ; মহিসবাহন সেই
প্রতর্কিত গদা আসিতে দেখিয়া তাহার

দণ্ডং মুমোচ কোপেন জালামালাসমাকুলম্ ।
স গদাং বিয়তি প্রাপ্য ররাসানুধরো যথা ॥১৬
সজ্জটমভবৎ তাভ্যাং শৈলাভ্যামিব দুঃসহম্ ।
তাভ্যাং নিষ্পেষ-নিহ্নাদ-জড়ীকৃতদিগন্তরম্ ॥
জগদব্যাকুলতাং যাতং প্রলয়াগমশঙ্কয়া ।
ক্ষণাৎ প্রশান্তিনিহ্নাদং জলত্বকাসমাহিতম্ ॥১৮
নিষ্পেষণে ভয়োভীমমভূদগগনগোচরম্ ।
নিহ্নাতাথ গদাং দণ্ডস্ততো গ্রসনমূর্কনি ॥ ১৯
হুহা শ্রিয়মিবানর্থো, ত্বৃন্তস্তাপহৃদটঃ ।
স তু তেন প্রগরেণ দৃষ্টা সতিমিরা দিশঃ ॥২০
পপাত ভূমৌ নিঃসংজ্ঞো ভূমিরেণুবিভৃষিতঃ ।
ততো হাহারবো ঘোরঃ সেনরোক্তভয়েরভূৎ ॥
ততো মুহূর্তমাত্রেন গ্রসনঃ প্রাপ্য চেতনাম্ ।
অপশ্যৎ স্বাং তনুঃস্বস্তাং বিলোলাভরণান্বরাম্

স চাপি চিন্তয়ামাস কৃতে প্রতিকৃতিক্রিয়াম্ ।
মহিধে বজ্জনি পুংসি প্রভোঃ পরিতবোধিয়াঃ ॥
ময্যাশ্রিতানি সৈন্তানি জিতে ময়ি বিনাশিতা ।
অসম্ভাবিত এবাস্ত জনঃ স্বচ্ছন্দচেষ্টিতঃ ॥ ২৪
ন তু ব্যর্থণতোদঘুষ্টে-সম্ভাবিতধনো নরঃ ।
এবং সঙ্কিত্য বেগেন সমুত্তম্বো মহাবলঃ ॥ ২৫
মুদগরঃ কালদগ্ধাভঃ গৃহীত্বা গিরিসম্নিভঃ ।
গ্রসনো ঘোরসঙ্কল্পঃ সন্দ্রৌষ্টপুটচ্ছদঃ ॥ ২৬
রথেন হারিতো গচ্ছন্নাসসাদাস্তকং রণে ।
সমাসাচ্চ যমং যুদ্ধে গ্রসনো ভ্রাম্য মুদগরম্ ॥২৭
বেগেন মহতা রোদ্ভঃ চিক্কেপ যমমূর্কনি ।
বিলোক্য মুদগরঃ দীপ্তঃ যমঃ সম্ভ্রান্তলোচনঃ ॥
বঞ্চয়ামাস তুর্কিষঃ মুদগরং স মহাবলঃ ।
তন্নিম্নপত্নতে দূরং চণানাং ভীমকর্ষণাম্ ॥২৯

প্রতিরোধার্থ কোপভরৈ বিশ্বধ্বংসী ভীষণ
জালামালাকুল স্বীয় দণ্ড নিষ্কেপ করিলেন ।
ঐ দণ্ড আকাশপথে আশুরী গদা প্রাপ্ত
হইয়া অশ্রুদবৎ ভীষণ ধ্বনি করিল । তখন
শৈলদ্বয়ের স্তায় সেই উভয়দ্বয়ের দারুণ
সজ্জঘ উপস্থিত হইল । তাহাদের নিষ্পেষণ
ও নিহ্নাদে দিগ্দিগন্ত জড়ীকৃত হইয়া উঠিল ।
প্রলয়স্থচনার আশঙ্কায় সমগ্র জগৎ ব্যাকুল
হইয়া পড়িল । ক্ষণে ক্ষণে অস্ত নিহ্নাদ
প্রশান্ত হইতে লাগিল, আবার পর মুহূর্তেই
উজ্জল উজ্জয় গগনজন সমাচ্ছন্ন হইল ।
এইরূপে সেই মন্ত্রদ্বয়ের নিষ্পেষণে গগনতল
তখন ভীষণভাবে ধারণ করিল । অনন্তর
যমদণ্ড সেই আশুরী গদা বিধ্বস্ত করিয়া
গ্রসনাসুরের মস্তকে পতিত হইল । মনে
হইল, অনর্থ যেন তুর্জনের স্ত্রী অপহরণ
করিয়া পতিত হইল । তখন সেই গ্রসনাসুর
যমদণ্ড-প্রহারে দিক্ সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন
দেখিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল । তাহার
সংজ্ঞা লোপ পাইল । সে ধূলিজালে বিভূ-
ষিত হইল । এই সময় উভয়পক্ষীয় সেনা
মধ্যেই মহা হাহাকারধ্বনি উখিত হইল ।
অনন্তর গ্রসনাসুর মুহূর্ত পরেই চেতনা

প্রাপ্ত হইয়া দেখিল,—তাহার সর্বাঙ্গ বিধ্বস্ত
এবং আভরণ ও বস্ত্র সকল ইতস্ততঃ বিকিণ্ড,
তদর্শনে সে কৃতপরাজয়ের প্রতিকারার্থ
চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমার
স্তায় বিশিষ্ট পুরুষের উপরই প্রভুর জয়-
পরাজয় প্রতিষ্ঠিত । এই অশুরসেনা সকল
আমারই আশ্রয়ে অবস্থিত । আমি শত্রু
কর্তৃক জিত হইলেই ইহারাও বিনষ্ট হইবে ।
অসম্ভাবিত বা অযোগ্য লোক স্বেচ্ছাচারী হয়
হউক ; কিন্তু পূর্বে যে নর সম্ভাবিত বা যোগ্য
বলিয়া শত শত বার বৃথা উদ্ঘোষিত হইয়াছে,
প্রকৃত কাৰ্য্যকালে তাহার স্বেচ্ছাচারী না
হইয়া কর্তব্য পালন করাই সঙ্গত । মহাবল
গ্রসন এইরূপ চিন্তা করিয়া সবেগে উখিত
হইল । ১২—২৫ । সে কালদণ্ডপ্রতিম ঘোর
মুদগর গ্রহণ করিয়া কঠোর সংকল্পে স্বীয় ওষ্ঠ-
পুটচ্ছদ দংশনপূর্বক রথারোহণ সত্ত্বর সময়ে
অস্তক-সমীপে উপস্থিত হইল । গ্রসনাসুর
যুদ্ধক্ষেত্রে যমকে পাইয়া স্বীয় মুদগর ভ্রামিত
করিয়া মহাবেগে যমমস্তকে নিষ্কেপ করিল ।
মহাবল যম সম্ভ্রান্তনেত্রে সেই দীপ্ত তুর্কিষ
মুদগর অবলোকনপূর্বক তাহার পতনস্থান
হইতে অপত্নত হইলেন । যম অপত্নত

যাম্যানাঃ কিঙ্করাণাম্ সহস্রং নিম্পিপেষ হ ।
 ততস্তাঃ নিহতাঃ দৃষ্ট্বা ঘোরাঃ কিঙ্করবাহিনীম্ ॥
 অগমৎ পরমং ক্রোভঃ নানাপ্রহরণোচ্চতঃ ।
 গ্রসনস্ত সমালোক্য তাং কিঙ্করময়ীঃ চম্প ॥ ৩১
 মেনে যমসহস্রাণি সৃষ্টানি যমমায়ায়া ।
 নিগ্রাহ গ্রসনঃ সেনাং বিসৃজন্নস্তুবৃষ্টয়ঃ ॥ ৩২
 কল্লাস্তঘোরসঙ্কাশো বভূব ক্রোধমুর্চ্ছিতঃ ।
 কাংশ্চিদ্ধিভেদ শূলেন কাংশ্চিদ্ভাণৈরজ্জ্বলৈঃ ॥
 কাদ্শ্চিৎ পিপেষ গদয়া কাংশ্চ মুদারবৃষ্টিভিঃ
 কোটং প্রাসপ্রহরৈশ্চ দারুণৈস্তাড়িতাস্তদা ॥
 অপরে বহুশস্ত্র ললনুর্বাহ্মণ্ডলে ।
 শিলাভিরপরে জম্বুজ্বলৈর্মৈতৈর্নহোজ্জ্বলৈঃ ॥ ৩৫
 তস্তাপরে তু গাত্রেষু দশনৈরপ্যদংশয়ন্ ।
 অপরে মুষ্টিভিঃ পৃষ্ঠং কিঙ্করাঃ প্রহরন্তি চ ॥ ৩৬

অভিভূতস্তথা ঘোরৈর্গ্রসনঃ ক্রোধমুর্চ্ছিতঃ ।
 উৎসজ্য গাত্রঃ ভূপৃষ্ঠে নিম্পিপেষ সহস্রশঃ ॥
 কাংশ্চিৎস্থায় মুষ্টিভির্জয়ে কিঙ্করসংশয়ান্ ।
 স তু কিঙ্করযুদ্ধেন গ্রসনঃ শ্রমমানুবান্ ॥ ৩৮
 তমালোক্য যমঃ শ্রান্তঃ নিহতাক স্ববাহিনীম্ ।
 আজগাম সমুদ্যম্য দণ্ডং মহিষবাহনঃ ॥ ৩৯
 গ্রসনস্ত সমায়াস্তমাজয়ে গদযোরসি ।
 অচিস্তয়িত্বা তৎ কণ্ঠ্য গ্রসনস্তাস্তকোহরিহা ॥ ৪০
 জয়ে রথস্ত মুর্চ্ছিতান ব্যাভ্রান দণ্ডেন কোপনঃ
 স রথো দণ্ডমথিতৈর্বাণৈর্দৈত্যৈর্বিবৃষ্যতে ॥ ৪১
 সংশয়ঃ পুরুষস্তেব চিন্তং দৈত্যস্ত তদ্রথম্ ।
 সমুৎসজ্য রথং দৈত্যঃ পদাতিধরীণং গতঃ ॥ ৪২
 যমং ভূজাভ্যামাদাধ যোধয়ামাস দানবঃ ।
 যমোহপি শস্ত্রাণ্যুৎসজ্য বাহযুদ্ধেষবর্তত ॥ ৪৩

হইলে গ্রসনাসুর সহস্র সহস্র প্রচণ্ডস্বভাব
 ভীমকণ্ঠা যম-কিঙ্করদিগকে নিম্পিষ্ট করিতে
 লাগিল। সেই ঘোর কিঙ্কর-বাহিনীকে
 নিহত হইতে দেখিয়া যম পরম ক্ষুব্ধ হইলেন
 এবং তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত বিবিধ
 প্রহরণ লইয়া যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেন।
 গ্রসনাসুর সেই কিঙ্করময়ী মহাচমু অবলোকন
 করিয়া যমমায়ায় সৃষ্ট সহস্র সহস্র যম
 বলিয়াই মনে করিল। গ্রসন এইবার
 বিপক্ষ সেনা নিগৃহীত করিয়া অস্ত্রবর্ষণ
 করিতে লাগিল। সে ক্রোধমুর্চ্ছিত হইয়া
 কল্লাস্তকালবৎ ভীষণাকারে প্রতিভাত
 হইল। গ্রসন কতকগুলি কিঙ্করকে শূল
 দ্বারা ও কতকগুলিকে সরল বাণ দ্বারা ভেদ
 করিল এবং কতকগুলিকে গদা দ্বারা ও
 কতকগুলিকে মুদার বর্ষণে নিম্পিষ্ট করিল।
 কতকগুলি কিঙ্কর তখন দারুণ প্রাসান্নপ্রহারে
 তাড়িত হইল। অপর বহু কিঙ্কর গ্রসনের
 বাহ্মণ্ডলে লঙ্ঘিত হইল। অস্ত্র অনেকে
 শিলা ও মহোন্নত শূল দ্বারা প্রহার
 করিতে লাগিল। অপর কতিপয় যমকিঙ্কর
 দশন দ্বারা গ্রসনাসুরের গাত্রে দংশন
 করিতে লাগিল এবং অপর কতিপয়

কিঙ্কর মুষ্ট্যাঘাতে তদীয় পৃষ্ঠ জর্জরিত
 করিল। এইরূপে ঘোরাকার যমকিঙ্করগণ
 কর্তৃক অভিভূত হইয়া গ্রসনাসুর ক্রোধে
 জলিয়া উঠিল। সে তাহার গাত্র হইতে
 সেই সহস্র সহস্র কিঙ্করবাহিনীকে দূরে
 ফেলিয়া ভূপৃষ্ঠে নিম্পিষ্ট করিতে লাগিল।
 গ্রসন উখিত হইয়া কতকগুলি কিঙ্করকে
 মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত করিল। এইরূপে কিঙ্কর-
 যুদ্ধে সেই গ্রসনাসুর অত্যন্ত শ্রান্তহইল। ২৬
 —৩৮। মহিষবাহন যম তখন তাহাকে শ্রান্ত
 ও স্ত্রীয কিঙ্করবাহিনীকে বিধ্বস্ত দেখিয়া দণ্ড
 উদ্ধত করিয়া আগমন করিলেন। গ্রসন
 যমকে আসিতে দেখিয়া তদীয় পাদদ্বয়ে
 প্রহার করিল। অগ্নিমর্দন যম তাহা অগ্রাহ্য
 করিয়া কোপভরে দণ্ডদ্বারা তদীয় রথাগ্র-
 বর্তী ব্যাভ্রদিগকে নিহত করিলেন। তখন
 গ্রসনের রথ যমদণ্ড-মথিত ব্যাভ্রগণকর্তৃক
 অর্ধমাত্র আরুঠ হইতে লাগিল। দৈত্যের
 রথ তখন লোকের সংশয়াক্রষ্ট চিন্তের স্থায়
 প্রতিভাত হইল। অনন্তর দৈত্যবর স্ত্রী
 রথ পরিত্যাগপূর্বক ধরণীগত হইয়া পদাতি-
 রূপে অবস্থান করিল এবং যমসহ বাহ্মযুদ্ধ
 করিতে লাগিল। যমও সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রপরি-

গ্রাসনঃ কটীবৈশ্ণব যমঃ গৃহ বলোদ্ধতঃ ।
 ভ্রাময়ামাস বেগেন প্রচিন্তমিব সন্তমঃ ॥ ৪৪
 যমোহপি কণ্ঠেহবষ্টভ্য দৈত্যং বাহুযুগেন তু
 বেগেন ভ্রাময়ামাস সমুৎকম্য মহীতলাৎ ॥ ৪৫
 ততো মৃষ্টিভিরাজয় রুদ্ধয়ন্তৌ পরস্পরম্ ।
 দৈত্যোন্ত্যাতিকায়ত্বাৎ ততঃ শ্রান্তভুজৌ যমঃ ॥
 কক্ষে নিধায় দৈত্যস্ত মুখং বিশ্রান্তিমৈচ্ছত ।
 তমালক্ষ্য ততো দৈত্যঃ শ্রান্তমন্তকমোজসা ॥ ৪৭
 নিম্পিপেষ মহীপৃষ্ঠে বহুশঃ পার্শ্বপানিভিঃ ।
 যাবদযমস্ত বদনাৎ স্তম্ভাব কধিরং বহু ॥ ৪৮
 নিজ্জীবিতং যমঃ দৃষ্ট্বা ততঃ সন্ত্যজ্য দানবঃ
 জয়ং প্রাপ্যোদ্ধতং দৈত্যো নাদং মুক্তা মহাশ্বনঃ
 স্বয়ং সৈন্তং সমাসাচ্চ তন্তৌ গিরিরিবাচলঃ ।
 ধনাধিপস্ত জন্তেন সায়কৈর্মর্শভেদিভিঃ ।

ত্যাগ করিয়া বাহুদ্বয়ে প্রবৃত্ত হইলেন । সন্তম
 যেমন প্রসন্নচেতা ব্যক্তিকে ব্যাকুলভাবে
 ঘূর্ণিত করে, বলোদ্ধত গ্রাসন তেমান কটি-
 বস্ত দ্বারা যমকে বন্ধন করিয়া সবেগে বিঘ-
 ন্ত করিল । যমও বাহুযুগল দ্বারা কণ্ঠ গ্রহণ
 করিয়া দৈত্যকে মহীতল হইতে উদ্ধে আক-
 ষণপূর্বক বেগে ভ্রামিত করিলেন । অন-
 স্তর উভয়েই উভয়কে মৃষ্টি দ্বারা আঘাত
 করিতে লাগিল । দৈত্যোন্ত্য অতি প্রকাণ্ড-
 কায় ; এজন্ত যম মৃষ্টিপ্রহারে ভুজ অবসন্ন
 হওয়ায় দৈত্যের কক্ষে মন্তক রাখিয়া বিশ্রাম
 করিতে উত্তত হইলেন । তখন দৈত্য
 অন্তককে তথাবিধ শ্রান্ত দেখিয়া বল-
 পূর্বক তাঁহাকে মহীপৃষ্ঠে নিপাতিত করিয়া
 অজস্র পার্শ্ব এবং পানিপ্রহারে নিম্পিষ্ট
 করিতে লাগিল । যমের বদন হইতে বহু
 কধির ক্ষরিত হইল । দানব তখন যমকে
 নিজ্জীব দেখিয়া পরিত্যাগপূর্বক লংকট জয়-
 নাভে চিত্তোন্মাদে নিঃশব্দ করিল, এবং স্বীয়
 সৈন্তবৃহদ্বাধ্য আসিয়া অচল গিরির স্তায়
 অবস্থিত হইল । এই সময় জন্তাসুর জুড়
 হইয়া মর্শভেদী সায়ক নিক্ষেপে ধনাধিপতির

দিশোহবক্রুদ্বাঃ ক্রুদ্ধেন সৈন্তকোস্ত নিকৃন্তিতম্*
 ততঃ ক্রোধপরীতস্ত ধনেশো জন্তদানবম্ ॥ ৫১
 হৃদি বিব্যাধ বাণানাং সহস্রোণ্যগ্নিবর্চসাম্ ।
 সারথিক শতেনাজৌ ধ্বজঃ দশভিরেব চ ॥ ৫২
 হস্তৌ চ পঞ্চসপ্তত্যা মার্গনৈর্দশভির্ধ্বজঃ ।
 মার্গনৈর্বহিপত্রাক্ষৈস্তৈলধৌতৈরজিহ্মগৈঃ ॥ ৫৩
 সিংহমেকেন তং তৌকৈর্বিব্যাধ দশাভঃ শরৈঃ
 জন্তস্ত কশ্ম তদৃষ্ট্বা ধনেশস্ত্যাতিক্রুরম্ ॥ ৫৪
 হৃদি ধৈর্য্যং সমালম্ব্য কিঞ্চিৎসম্ভ্রান্তমানসঃ ।
 জগ্রাহ নিশিতান্ বাণাচ্ছক্রমশ্মবিভেদিনঃ ॥ ৫৫
 আকর্ণাকৃষ্টচাপস্ত জন্তঃ ক্রোধপরিপ্লুতঃ ।
 বিব্যাধ ধনদং তৌকৈঃ শরৈর্বকসি দানবঃ ॥ ৫৬
 সারথিকোস্ত বাণেন দৃঢ়েনাত্যাহনকৃদি ।
 চিচ্ছেদ জ্যামথেকেন তৈলধৌতেন দানবঃ ॥ ৫৭

সর্বাধিক অবক্রুদ্ধ করিল এবং তাঁহার সৈন্ত-
 বলও নিহত করিতে লাগিল । অনস্তর
 ধনাধিপতি জুড় হইয়া অগ্নিকল্প সহস্র বাণ-
 বর্ষণে জন্ত দানবের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন
 এবং শতশরে তাহার সারথি, দশ বাণে ধ্বজ,
 পঞ্চসপ্ততি বাণে হস্তদ্বয়, দশ বাণে ধ্বজ, এক
 বাণে সিংহ এবং বহিপত্রাক্ষিত তৈলধৌত
 অজিহ্ম তীক্ষ্ণ দশ শরে সেই তাহার সর্বাঙ্গ
 বিদ্ধ করিলেন । জন্তাসুর ধনেশের তাদৃশ
 অতি দুরূহ কশ্ম দেখিয়া কিঞ্চিৎ সম্ভ্রান্তমনে
 ধৈর্য্যাবলম্বন করিল এবং সন্তর মর্শভেদী
 নিশিত শর সকল গ্রহণ করিল । অনস্তর জন্ত
 স্বীয় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক জুড় হইয়া
 তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা ধনাধিপতির বকঃস্থল
 ভেদ করিল । ৩২—৫৬ । দানব তখন একটা
 সুদৃঢ় বাণে কুবেরের সারথির হৃদয় ভেদ
 করিল, একটা তৈলধৌত শরে তদীয় ধনুর্জ্যা

* ইতপরঃ-

তদৃষ্ট্বা কশ্ম দৈত্যস্ত ধনাধ্যক্ষঃ প্রতাপবান্ ।
 আকর্ণাকৃষ্টচাপস্ত জন্তমাজৌ মহাবলম্ ॥
 ইতি পদ্যমধিকং কচিচ্চ্যতে ।

ততঃ নিশিতৈবাণৈদাকর্ণৈর্মর্ষভেদিভিঃ ।
 বিব্যাধোরসি বিস্তেশঃ দশভিঃ ক্রুরকর্ষকৃৎ ॥
 মোহঃ পরমতো গচ্ছন্ দৃঢ়বিক্রো হি বিস্তপঃ ।
 স ক্কাণৈর্ধ্যমানস্য ধনুরাকৃষ্য ভৈরবম্ ॥ ৫০
 কিরন্ বাণসহস্রাণি নিশিতানি ধনাধিপঃ ।
 দিশঃ খং বিদিশো ভূমীরনৌকান্তসুরস্ত চ ॥ ৫১
 পুরয়ামাস বেগেন সঙ্ঘাৎ রবিমণ্ডলম্ ।
 জস্তোহপি পরমেকৈকং শরৈর্বহুভিরাহবে ॥ ৫২
 চিচ্ছেদ লঘুসঙ্ঘানো ধনেশস্তাতিপৌরুষান্ ।
 ততো ধনেশঃ সংক্রুদ্ধো দানবেস্ত্রস্ত কর্ষণা ॥ ৫৩
 ব্যধমৎ তস্ত সৈন্তানি নানাসায়কবৃষ্টিভিঃ ।
 তদৃষ্টা হুরুতঃ কর্ষ ধনাধ্যক্ষস্ত দানবঃ ॥ ৫৪
 গৃহীত্বা মুদগরং ভীমমায়সং হেমভূষিতম্ ।
 ধনদানুচরান্ যক্ষান্ নিম্পিপেষ সহস্রশঃ ॥ ৫৫
 তে বধ্যমানা দৈত্যেন মুঞ্চন্তো ভৈরবান্ রবান্
 রথঃ ধনপতেঃ সর্ষে পরিবার্য্য ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫৬

ছেদন করিল এবং সর্ষশেষে মর্ষভেদী
 নিশিত ভীষণ দশটী বাণে ধনাধিপতির বক্ষঃ-
 স্থল বিদ্ধ করিল। বিস্তাধিপতি শক্রশরে
 দৃঢ়বিক্র হইয়া অত্যন্ত মোহ প্রাপ্ত হইলেন
 এবং ক্কাণমধ্যেই ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভীষণ
 ধনু আকর্ষণ করিয়া সহস্র সহস্র নিশিত বাণ
 বিকিরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বেগে
 বাণ বর্ষণ করিয়া দিক্ বিদিক্, আকাশ, শক্র-
 সৈন্তাধিষ্ঠিত ভূমিভাগ এবং রবিমণ্ডল আচ্ছন্ন
 করিয়া সর্ব্বস্থান পরিপূরিত করিলেন। তখন
 জস্তাসুর বহু শর বর্ষণে ক্ষিপ্ৰহস্তে একে
 একে ধনাধিপতির সমস্ত শরই ছেদন
 করিল। তিনি দানবেস্ত্রের তাদৃশ কর্ষে ক্রুদ্ধ
 হইয়া বিবিধ সায়ক বর্ষণে তদীয় সৈন্তদল
 বিজ্ঞাবিত করিলেন। দানব জস্ত ধনাধিপতি-
 কৃত তাদৃশ হুরু কর্ষ নিরীক্ষণ করিয়া হেম-
 ভূষিত ভীষণ লৌহমুদগর গ্রহণপূর্ব্বক সহস্র
 সহস্র কুবেরানুচর যক্ষদিগকে নিম্পিষ্ট
 করিতে লাগিল। তাহার দৈত্য কর্তৃক
 তাড়িত হইয়া ভৈরব রব করিয়া সকলেই
 ধনপতির রথ বেঞ্জনপূর্ব্বক অবস্থান

দৃষ্ট। তানর্দিতান্ দেবঃ শূলং জগ্রাহ দাক্ষণম্ ।
 তেন দৈত্যসহস্রাণি সূদয়ামাস সহস্রঃ ॥ ৬৬
 ক্ষীয়মাণেষু দৈত্যেষু দানবং ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
 জগ্রাহ পরশুঃ দৈত্যো মর্দনং দৈত্যাবিধিষাম্
 স তেন শিতধারেণ ধনভর্তুর্নহারথম্ ।
 চিচ্ছেদ তিলশো দৈত্যো হাথুঃ শ্রিদ্ধমিবাহরম্
 পদাতিরথ বিস্তেশো গদামাদায় ভৈরবীম্ ।
 মহাবরবিমর্দেষু দৃষ্টশক্রবিনাশিনীম্ ॥ ৬৯
 অধ্বন্যাং সর্ব্বভূতানাং বহুবর্ষগণাচ্চিতাম্ ।
 নানানন্দনদিদ্ধাক্ষাং দিব্যপুষ্পবিবাসিতাম্ ॥ ৭০
 নির্ম্মলায়োময়ীং শুক্লীমমোঘাং হেমভূষণাম্ ।
 চিক্কেপ মুর্ধ্নি সংক্রুদ্ধো জস্তস্ত তু ধনাধিপঃ ॥ ৭১
 আয়াস্তীঃ তাং সমালোক্য তড়িৎসজ্বাত-
 মণ্ডিতাম্ ।

দৈত্যো গদাভিঘাতার্থং শস্ত্রবৃষ্টিং মুমোচ হ ॥ ৭২
 চক্রাণি কুণপান্ প্রাসান ভুত্তণ্ডীঃ পট্টশানপি ।
 হেমকেয়ুরনদ্ধাত্যাং বাহভ্যাং চণ্ডবিক্রমঃ ॥ ৭৩

করিল। ধনাধিপতি স্বীয় অনুচরদিগকে
 অদ্বিত হইতে দেখিয়া এক দাক্ষণ
 শূল গ্রহণ করিলেন এবং সহস্র সহস্র
 সহস্র দৈত্য-সৈন্ত বিদারিত করিতে
 লাগিলেন। দৈত্যগণ ক্ষয় পাইতে লাগিলে
 দানব জস্ত ক্রোধাক্ত হইয়া যক্ষাধিপগণের
 অর্দ্ধনক্ষম এক ভীষণ পরশু গ্রহণ করিল
 এবং ইন্দুর খেমন নিক্ত বস্ত্র ছেদন করে,
 তেমনি সেই শিতধার পরশু দ্বারা ধনপতির
 মহারথ তিল তিল পরিমাণে ছেদন করিয়া
 ফেলিল। ৫৭—৬৮। তখন ধনাধিপতি পদাতি-
 রূপে স্বীয় শক্রনাশিনী ভীষণ গদা গ্রহণ
 করিয়া কোপভরে জস্তাসুরের মস্তকে নিক্ষেপ
 করিলেন। কুবেরের ঐ গদা সর্ব্বপ্রাণীর
 অধ্বন্য, বহু বর্ষাবধি পুজিত, নানা চন্দনে
 চর্চিত, দিব্য পুষ্পে সুবাসিত এবং হেমভূষণে
 ভূষিত। উহা নির্ম্মল লৌহময়ী, শুক্লী ও
 অমোঘা। জস্ত দৈত্য ঐ তড়িৎপুঞ্জ-মণ্ডিত
 গদাকে আসিতে দেখিয়া তাহার অভিঘাত
 নিমিত্ত বহু শস্ত্র বর্ষণ করিল। সেই চণ্ডবিক্রম

ব্যখীকৃত্য তু তান্ সর্মানাশুধান দৈত্যবক্ষসি ।
 প্রফুরন্তী পপাতোগ্রা মহোদ্ধেবাজিকন্দরে ॥৭৪
 স তয়া নিহতো গাঢ়ং পপাত রথকুবরে ।
 শ্রোতোভিষ্ঠান্ত কধিরং সূত্ৰাব গতচেতসঃ ॥
 জন্তুস্ত নিহতং মত্বা কুজন্তো ভৈবরক্ষনঃ ।
 ধনাধিপন্ত সংক্রুদ্ধো বাক্যেনাতীব কোপিতঃ ॥
 চক্রে বাণময়ং জালং দিক্ষু যজ্ঞাধিপন্ত তু ।
 চিচ্ছেদ বাণজালং তদর্দ্ধচন্দ্রৈঃ শিতৈস্ততঃ ॥৭৭
 মুমোচ শরবৃষ্টিস্ত তৈশ্চ যক্ষাধিপো বলী ।
 স তং দৈত্যঃশরব্রাতঃচিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ
 ব্যখীকৃত্যস্ত তং দৃষ্ট্বা শরবৃষ্টিং ধনাধিপঃ ।
 শক্তিং জগ্রাহ হৃদ্বাং হেমঘণ্টাট্টহাসিনীম্ ॥৭৯
 বাহ্না রত্নকেয়র-কান্তিসমন্তানহাসিনা ।
 স তাং নিরূপ্য বেগেন কুজন্তায় মুমোচ হ ॥৮০

সা কুজন্তস্ত হৃদয়ং দারয়ামাস দারুণম্
 বিস্তেশঃ স্বল্পসত্ত্বস্ত পুরুষস্তাতিভাবিতা ॥ ৮১
 অথাস্ত হৃদয়ং ভিষা জগাম ধরণীতলম্ ।
 ততো মুহূর্তাদন্থে দানবো দারুণাকৃতিঃ ॥৮২
 জগ্রাহ পট্টিশং দৈত্যঃ প্রাংগুঃ শিতশিলৌম্বম্
 স তেন পট্টিশেনাজৌ ধনদন্ত স্তনাস্তরম্ ॥৮৩
 বাক্যেন তীক্ষ্ণরূপেণ মন্ত্রাস্তরাবসর্পিণা ।
 নির্বিভেদাভিজাতস্ত হৃদয়ং হৃজ্জনো যথা ॥৮৪
 তেন পট্টিশঘাতেন ধনেশঃ পরিমূর্চ্চিতঃ ।
 নিপপাত রথোপস্থে জর্জরে ধূর্বহো যথা ॥৮৫
 তথাগতস্ত তং দৃষ্ট্বা ধনেশং নরবাহনম্ ।
 খজ্ঞাস্থে নিষ্কৃতির্দেবো নিশাচরবলানুগঃ ॥৮৬
 অভিহুদ্রাব বেগেন কুজন্তং ভীমবিক্রমম্ ।
 অথ দৃষ্ট্বা তু হৃদ্বাং কুজন্তো রাক্ষসেশ্বরম্ ॥৮৭
 চোদয়ামাস সৈন্তানি রাক্ষসেন্দ্রবধং প্রতি ।

স দৃষ্ট্বা চোদিতাং সেনাং ভল্লনানাস্তভীষণাম্ ॥৮৮
 রথাদাপ্লুত্যা বেগেন ভূষণহ্রাতিভাষরঃ ।
 খড়্গেন কমলানীব বিকোশেনাদরত্রিষা ॥৮৯

স্বীয় বাহু দ্বারা সবেগে কুজন্তকে ব্রূক্ষ্য করিয়া
 সেই শক্তি নিষ্কেপ করিলেন । সেই শক্তি
 কুজন্তের দারুণ হৃদয় বিদৌর্ণ করিল এবং
 হৃদয় ভেদ করিয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল ।
 অনন্তর দারুণাকৃতি দানব মুহূর্তমাত্র অপ্রকৃ-
 তিস্থ হইয়া পরে এক উন্নত শিত শিলৌম্ব-
 শালী পট্টিশাস্ত্র গ্রহণ করিল এবং তাহার
 প্রহারে ধনাধিপতির স্তনাস্তর ভেদ করিল ।
 মনে হইল—হৃজ্জন যেন মন্ত্রাস্তরস্পর্শী তীক্ষ্ণ
 বাক্যে অভিজাত ব্যক্তির হৃদয় ভেদ করিল ।
 তখন ধনেশ্বর পট্টিশাঘাতে মূর্চ্চিত হইয়া
 জর্জর ধূর্বহের স্থায় রথোপরি পতিত হই-
 লেন । নরবাহন ধনপতিকে তদবস্থাপর
 দেখিয়া খজ্ঞাস্ত্রধারী নিষ্কৃতিদেব স্বীয় নিশাচর
 সৈন্তসহ সবেগে ভীম-বিক্রমে কুজন্তের অভি-
 মুখেদ্রাবিত হইলেন । অনন্তর কুজন্ত সেই
 হৃদ্বাং রাক্ষসেন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া তদীয়
 বধ-সাধনার্থ স্বীয় সৈন্তবল পরিচালিত করিল ।
 তখন ভূষণপ্রভায় ভাষ্যরাকৃতি নিষ্কৃতি সগর্ভ

দানব কনক-কেয়র-মণ্ডিত স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা
 চক্র, কুণপ, প্রাস, ভূশুভী ও পট্টিশাদি নানা
 অস্ত্র-শস্ত্র নিষ্কেপ করিতে লাগিল ।
 কিন্তু সেই কুবের-নিষ্কিপ্ত গদা গিরিকন্দর-
 স্ফুরিতা মহোদ্ধার স্থায় দৈত্যনিষ্কিপ্ত সমস্ত
 আয়ুধ ব্যর্থ করিয়া তাহার বক্ষস্থলে পতিত
 হইল । দৈত্যবর তখন গদাঘাতে গাঢ়াবদ্ধ
 হইয়া রথকুবরে পতিত হইল । তখন অচে-
 তন অবস্থায় তাহার বক্ষ হইতে শ্রোতোরূপে
 বহু কধির প্রবাহিত হইতে লাগিল । এই
 সময় ভৈরবনাদী কুজন্ত, জন্তুকে নিহত মনে
 করিয়া ধনাধিপের প্রতি ক্রুদ্ধ হইল এবং
 শক্রপক্ষের হৃদ্বাক্যে অতীব কুপিত হইল ।
 অনন্তর ঐ কুজন্ত মুহূর্তমধ্যে সর্বদিকে বাণ-
 ময় জাল রচনা করিল এবং তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ
 অর্দ্ধচন্দ্রবাণে যক্ষপতির সমস্ত বাণ ছেদন
 করিয়া ফেলিল । এদিকে বলবান যক্ষাধি-
 পতিও তৎপ্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন ।
 কিন্তু দৈত্য নিজ নিশিত শরনিকরে কুবে-
 রের সমস্ত শরজাল ছেদন করিল ।
 ধনাধিপতি স্বীয় শরবৃষ্টি ব্যর্থ হইল দেখিয়া
 হেমঘণ্টাট্টহাসিনী স্বীয় হৃদ্বাং শক্তি গ্রহণ
 করিলেন এবং রত্নকেয়রের কান্তি-সমুজ্জ্বল

চিচ্ছেদ রিপুবজ্রাণি বিচিহ্নাণি সমস্ততঃ ।
 তিষ্ঠাক্ষ পৃষ্ঠমধশ্চোৰ্দ্ধং দৌৰ্বাহৰ্ষহাসিনা ॥ ১০
 সন্দষ্টৌষ্ঠপুটোটোপ-ক্রকুটীবিবটাননঃ ।
 প্রচণ্ডকোপরক্তাক্ষো স্তকুস্তদানবান্ রণে ॥ ১১
 ততো নিঃশেষিতপ্রায়াং বিলোক্য
 স্বামনৌকিনীম্ ।
 মুক্তা কুজস্তো ধনদং রাক্ষসেন্দ্রমভিভবৎ ॥ ১২
 লক্ষসংজ্ঞোহথ জন্তস্ত ধনাধ্যক্ষপদাঙ্গুগান্ ।
 জীবগ্রহান্ স জগ্রাহ বন্ধা পাটৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১৩
 মূৰ্ত্তমস্ত তু রত্নানি বিবিধানি চ দানবাঃ ।
 বাহনানি চ দিব্যানি বিমানানি সহস্রশঃ ॥ ১৪
 ধনেনশো লক্ষসংজ্ঞোহথ ভামবস্থাং বিলোক্য তু
 নিব্বসন্ দৌৰ্বমুঞ্চক রোষাৎ ভাস্রবিলোচনঃ ॥ ১৫
 ধ্যাত্বাস্ত্রং গারুড়ং দিব্যং বাণং সঙ্ঘায় কার্পুকে ।
 মুমোচ দানবানীকে তং বাণং শত্রুদারণম্ ॥
 প্রথমং কার্পুকাৎ তস্ত নিশ্চৈরধুমরাজয়ঃ ।

ক্রকুটীভরে কুটিলানন ও অতিকোপে আরক্ত-
 নেত্রে হইয়া রথ হইতে লক্ষপ্রদানপূৰ্ব্বক
 সবেগে নিক্ষেপিত হুচ্ছ অসিপ্রহারে কমল-
 কুলের স্তায় তিষ্ঠাক্ষ, উৰ্দ্ধ, অধঃ ও পশ্চাৎ
 দিকৃস্থিত শত্রুগণের বিচিত্র বক্রসকল ছেদন
 করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাসি-
 ংহারে তাঁহার হস্তে বহু দানব বিনষ্ট হইল।
 অনন্তর কুজস্ত দানব দেখিল, তাহার নিজ
 সৈন্ত প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে ; তদর্শনে
 সে কুবেরকে পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসেন্দ্রের
 দিকে ধাবিত হইল। এদিকে জন্তাসুরও
 লক্ষসংজ্ঞ হইয়া ধনাধ্যক্ষের সহস্র সহস্র অল্প-
 চরদিগকে পাশ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া তাহা-
 দেয় জীবন সংহার করিল। এই সময়
 দানবেরা বিপক্ষ-পক্ষের বিবিধ রত্ন, বাহন ও
 দিব্য দিব্য বিমানশ্রেণী অপহরণ করিল।
 অনন্তর ধনপতি লক্ষসংজ্ঞ হইলেন—হইয়া
 স্বপক্ষীয় সেনাগণের তাড়ন অবস্থা অব-
 লোকনপূৰ্ব্বক দীর্ঘ উচ্চ শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া
 রোষভরে আরক্তনেত্রে দিব্য গারুড়াস্ত্র
 ধ্যান করিলেন এবং কার্পুকে শর সঙ্ঘা-
 ন

অনন্তরং ফুলিঙ্গানাং কোটয়ো দৌণ্ডবর্চসাম্ ॥
 ততো জ্বালাকুলং বোম চকারাঙ্গং সমস্ততঃ ।
 ততঃ ক্রমেণ হুক্ষারং নানারূপং তদাভবৎ ॥ ১৮
 অমূৰ্ত্তশ্চাভবল্লোকো হৃদ্যকারসমাবৃতঃ ।
 ততোহস্তরীক্ষে শংসস্তি তেজস্তে তু পরিকৃতম্
 কুজস্তস্তং সমালোচ্য দানবোহতিপরাক্রমঃ ।
 অভিহুত্বাব বেগেন পদাতির্ধনদং নদন ॥ ১০০
 অথাভিমুখমায়ান্তং দৈত্যং দৃষ্ট্বা ধনাধিপঃ ।
 বভূব সন্নমাবিষ্টঃ পলায়নপরাদ্রবঃ ॥ ১০১
 ততঃ পলায়তস্তস্ত মুকুটঃ রত্নমণ্ডিতম্ ।
 পপাত ভূতলে দৌণ্ডং রবিবিন্ধমবাস্তরাৎ ॥ ১০২
 শূরাণামভিজাতানাং ভর্তৃধ্যপস্মতে রণাৎ ।
 মৰ্ত্ত্যং সংগ্রামশিরসি যুক্তং তদ্বৃণাগ্রতঃ ॥ ১০৩
 ইতি ব্যবস্ত হুর্ধ্বা নানাশস্ত্রাশ্রপাণয়ঃ ।

করিয়া সেই শত্রুবিদারণ বাণ দানবসৈন্তমধ্যে
 নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার কার্পুক হইতে
 প্রথমে ধুমরাশি, অনন্তর কোটি কোটি প্রজ-
 লিত ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তৎপরে ঐ
 অস্ত্র সমগ্র ব্যোমমণ্ডল জ্বালামালায় আকুল
 করিয়া তুলিল। অনন্তর উহা নানা আকার
 ধারণ করিয়া ক্রমশঃ হুর্ধ্বার হইয়া উঠিল।
 সমস্ত লোক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।
 পরে সেই অস্ত্রতেজ অস্তরীক্ষে গিয়া আত্ম-
 প্রকাশ করিল। অতি পরাক্রমী কুজস্ত দানব
 সেই অস্ত্রতেজের বিষয় আলোচনা করিয়া
 সিংহনাদ করিতে করিতে সবেগে কুবেরাভি-
 মুখে ধাবিত হইল। ৬৯-১০০। অনন্তর ধনা-
 ধিপতি সেই দৈত্যকে নিজ অধিমুখে আসিতে
 দেখিয়া সসঙ্কমে পলায়মান হইলেন। তিনি
 পলায়নে উদ্যত হইলে তদীয় রত্নমণ্ডিত
 মুকুট অস্বরচ্যুত রবিবিন্ধের স্তায় মস্তক
 হইতে ভূতলে পতিত হইল। যক্ষপতি রণ-
 ক্ষেত্রে হইতে অপসৃত হইলে সঙ্ঘশোণপন্ন
 বীরগণ আপনাদের প্রভুর ভূষণ প্রাপ্তে
 সন্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত
 বলিয়া স্থির করিল। যযুৎসু যক্ষগণ এই-

যুগ্মসবঃ স্থিতা যক্ষা মুকুটঃ পরিবার্য তম্ ॥১০৪
অভিমানধনা বীরা ধনদন্ত পদাভুগাঃ ।

তানমৰ্ষাচ্চ সম্প্রেক্ষ্য দানবশ্চতুর্পৌরুষঃ ॥ ১০৫

ভুগুণ্ডী ভৈরবাকারঃ গৃহীত্বা শৈলগৌরবাম্
রক্ষিণো মুকুটস্থান্ নিষ্পিপেষ নিশাচরান্ ॥১০৬

তান্ প্রমথ্যাথ দহুজো মুকুটঃ তৎ স্বকে রথে
সমারোপ্যামররিপুর্জিত্বা ধনদমাহবে ॥১০৭

ধনানি রত্নানি চ মূর্তিমস্তি

তথা নিধানানি শরীরিণশ্চ ।

আদায় সর্বাণি জগাম দৈত্যো ।

জন্তঃ স্বসৈন্তং দহুজেন্দ্রসিংহঃ ।

ধনাধিপো বৈ বিনিকীর্ণমূৰ্দ্ধজো

জগাম দীনঃ সুরভর্তুরন্তিকম্ ॥১০৮

কুজস্তেনাথ সংসক্তো রজনীচরনন্দনঃ ।

মায়ামমোঘামাশ্রিত্য তামসীঃ রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১০৯

রূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া হস্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র
ধারণপূর্বক সেই প্রভুর মুকুট বেষ্টন করিয়া
অবস্থান করিল। অভিমানী বীরগণ ধনপতির
পদাভুগমন করিল। প্রচণ্ডবিক্রম দানব
তাহাদিগকে অমর্ষবশে অবলোকন করিয়া
এক শৈলবৎ গুৰ্ব্বী ভীষণ ভুগুণ্ডী গ্রহণ-
পূর্বক মুকুটরক্ষী নিশাচরদিগকে নিষ্পিষ্ট
করিতে লাগিল। সেই অমরারি, মুকুটরক্ষী-
দিগকে মথিত করিল, ধনপতির মুকুট স্বীয়
রথে আরোপিত করিল এবং বুদ্ধে ধনপতিকে
জয় করিয়া নানাবিধ ধন, রত্ন ও নিধি প্রভৃতি
গ্রহণপূর্বক সসৈন্তে প্রস্থান করিল। তখন
ধনাধিপতি বিকীর্ণকেশে দীনভাবে সুরপতির
সমীপে আগমন করিলেন। এদিকে রাক্ষস-
পতি নিষ্কণ্ঠি কুজস্তের সহিত যুদ্ধাসক্ত
হইয়া অমোঘ তামসী মায়া আশ্রয়পূর্বক এই
সমগ্র জগৎ তমোময় করিয়া সেই দৈত্য-
পতিকে মোহিত করিলেন। তখন সমগ্র
দানববল দৃষ্টিশক্তিহীন হইল। তাহারা তৎ-
কালে অন্ধকারে একপদও অগ্রসর হইতে
পারিল না। তাহাদের বাহন সকল প্রগাঢ়
নীহারে ও ভিমিরে আতুর হইয়া পড়িল।

মোহয়ামাস দৈত্যেন্দ্রঃ জগৎ কৃত্বা তমোময়ম্ ।

ততো বিকলনেত্রাণি দানবানাং বলানি তু ॥১১০

ন শেকুশ্চলিতুং তত্র পদাদপি পদং তদা ।

ততো নানাস্তবর্ষণে দানবানাং মহাচমু ॥১১১

জঘান ঘননৌহারতিমিরাতুরবাহনাম্ ।

বধ্যমানেষু দৈত্যেষু কুজস্তে মূঢ়চেতসি ॥১১২

মহিষো দানবেন্দ্রস্ত কল্লাস্তান্তোদগরিভঃ ।

অস্ত্রং চকার সাবিত্রয়ুদ্ধাসজ্বাতমণ্ডিতম্ ॥ ১১৩

বিজৃম্বত্যাথ সাবিদ্রে পরমাস্তে প্রতাপিনি ।

প্রণাশমগমৎ তীত্রং তমো ঘোরমনস্তরম্ ॥ ১১৪

ততোহস্ত্রং বিস্কুলিঙ্গাক্ষং তমঃ কুৎসং ব্যানশয়ৎ

প্রফুল্লারূপদ্যোঘং শরদৌবামলং সরঃ ॥১১৫

ততস্তমসি সংশাস্তে দৈত্যেন্দ্রাঃ প্রাপ্তচক্ষুঃ ।

চক্রুঃ ক্রুরেণ মনসা দেবানৌকৈঃ সহাদ্ভুতম্ ॥১১৬

শতৈশ্বরমর্ষানির্গুণৈর্ভুজঙ্গাস্ত্রং বিনোদিতম্ ।

অধাদায় ধনুর্ঘোরমিষুং শাশীবিষোপমান্ ॥১১৭

কুজস্তোহধাবত ক্ষিপ্ৰং রক্ষোরাজবলং প্রতি ।

রাক্ষসপতি তখন বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র-বর্ষণে

দানবদিগের সেই মহাবাহিনী বিনাশ করিতে

লাগিলেন। কুজস্ত মোহিত হইলে এবং

দানবগণ বিনষ্ট হইতে লাগিলে ঐ সময়

দানবেন্দ্র মহিষাসুর কল্লাস্তকালীন অস্ত্রো-

ধরের স্তাঘ আপতিত হইয়া শত শত উচ্চ-

সঙ্কুল সৌর অস্ত্র আবিষ্কার করিল। সেই

প্রতাপবান পরমোত্তম সাবিদ্র অস্ত্র প্রাহুর্ভূত

হইলে রণক্ষেত্রের সেই তীত্র অন্ধকার প্রনষ্ট

হইল। সেই বিস্কুলিঙ্গাক্ষিত তীক্ষ্ণ অস্ত্র সমগ্র

তমোরাশি নাশ করিলে রণক্ষেত্র সুপ্রকাশ

হইল; তাহাতে মনে হইল, শরতে যেন

অমল সরোবর অরুণাত কমলকূলে ! উৎফুল্ল]

হইয়া উঠিল। ১০১—১১৫। অনন্তর তমো-

রাশি প্রণাস্ত হইলে দৈত্যেন্দ্রগণ দৃষ্টিশক্তি

লাভ করিল এবং দেবসৈন্তসহ ক্রুরমনে

কঠোর কৰ্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা

অমর্ষবশে বহু অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। সেই

সকল অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ভুজঙ্গাস্ত্র প্রকটিত

হইল। অনন্তর কুজস্ত আশীবিষোপম আরও

রাক্ষসেন্দ্রস্তমায়ান্তঃ বিলোকা সপদাহুগঃ ॥১১৮॥
 বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈঃ ক্রুরাণীবিষভীষণৈঃ
 তদাদানঞ্চ সন্ধানং ন মোক্ষশ্যাপি লক্ষ্যতে ॥
 চিচ্ছেদাস্ত শবস্তাতান্ স্বপ্নৈররহিলাঘবাৎ ।
 ধ্বজং পরমভীক্ষেন চিত্রকর্ম্মামরদ্বিষঃ ॥ ১২০ ॥
 সারথিকাস্ত ভল্লেন রথনীভাদপাতয়ৎ ।
 কুজস্তঃ কর্ম্ম তদৃষ্টা রাক্ষসেন্দ্রস্ত সংযুগে ॥১২১॥
 রোষরক্তেক্ষণযুতো রথানাপ্লুতা দানবঃ ।
 খঙ্গাঃ জগ্রাহ বেগেন শরদধরনির্ম্মলম্ ॥ ১২২ ॥
 চর্ম্ম চোদয়থগেহু-দশকেন বিভূষিতম্ ।
 অভ্যজবদনে দৈত্যো রক্ষোহধিপতিমোজসা ॥
 তং রক্ষোহধিপতিঃ প্রাপ্তং মুকারেণাহনক্লদি ।
 স তু তেন প্রহারেণ ক্ষীণঃ সম্ভ্রান্তমানসঃ ॥১২৩॥
 তস্মাবচেষ্ঠো দনুজো যথা ধীরো ধরাধরঃ ।

ভীষণ ধনু গ্রহণ করিয়া সত্ত্বর রাক্ষসেন্দ্রস্তের
 দিকে ধাবিত হইল। রাক্ষসেন্দ্র তাহাকে
 আসিতে দেখিয়া স্বীয় অশুরচরণসহ ক্রুর
 আশীবিষবৎ ভীষণ নিশিত বাণসমূহে তদীয়
 গাত্র বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি কখন
 যে বাণসমূহ আদান, সন্ধান, বা মোচন করেন,
 তাহা তখন কিছুই লক্ষিত হইতে লাগিল
 না। অদ্ভুতকর্ম্মা রাক্ষসপতি অতি ক্ষিপ্ৰতার
 সহিত স্বীয় সূতীক্ষ্ম শরপ্রহারে অমরারির
 শরসমূহ ও ধ্বজরাজি ছেদন করিলেন এবং
 ভল্ল প্রহারে রথনীড় হইতে তদীয় সারথিকে
 পাতিত করিলেন। কুজস্ত দানব সমরে
 রাক্ষসেন্দ্রের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া রোষে
 আরক্তনেত্র হইল এবং রথ হইতে লক্ষ-
 প্রদানপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সবলে
 শারদাকাশবৎ নির্ম্মল খঙ্গা ও নবোদিত
 ইন্দুখণ্ডবৎ দশটি চন্দ্রক-চাক্রিত চর্ম্ম গ্রহণ
 করিল। অনন্তর সমরক্ষেত্রে সবলে
 রাক্ষসপতির দিকে ধাবিত হইল।
 রাক্ষসপতি তাহাকে আসিতে দেখিয়া মুকার-
 প্রহারে তদীয় হৃদয় আহত করিলেন। দান-
 বেন্দ্র সেই প্রহারে ক্ষীণ ও সম্ভ্রান্ত হইয়া
 ধীর ধরাধরের স্তায় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অব-

স মুহূর্ত্তং সমাপ্তস্তো দানবেন্দ্রোহতিদুর্জয়ঃ ।
 রথমাক্রহ জগ্রাহ রক্ষো বামকরেণ তু ।
 কেশেষু নিখাতিং দৈত্যো জাহ্নুনাক্রম্য ধিষ্ঠিতম্
 ততঃ খঙ্গেন চ শিরশ্ছেদুর্মৈচ্ছদমর্ষণঃ ।
 তস্মিন্ তদন্তরে দেবো বক্রণোহপাম্পতিক্রান্তম্
 পাশেন দানবেন্দ্রস্ত ববদ্ধ চ ভুজদ্বয়ম্
 ততো বদ্ধভুজঃ দৈত্যঃ বিফলীকৃতপৌরুষম্ ॥
 ভাভয়ামাস গদয়া দয়ামুৎসজ্য পাশধুক্ ।
 স তু তেন প্রহারেণ শ্রোতোভিঃ ক্ষতজং বমন
 দধার রূপং মেঘস্ত বিদ্যুন্মালিতাবৃতম্ ।
 তদবস্থাগতং দৃষ্টা কুজস্তঃ মহিষাসুরঃ ॥ ১৩০ ॥
 ব্যাবৃত্তবদনেহগাধে তাম্রমৈচ্ছৎ সুরাবুভো ।
 নিখাতিং বক্রণকৈব তীক্ষ্ণদংষ্ট্রোৎকটাননঃ ॥১৩১॥
 তাবতিপ্রায়মালক্ষ্য তস্মা দৈত্যস্মা দুষিতম্ ।
 তাভ্য রথপথং ভীরো মহিষস্ফাতিরংহসা ॥১৩২॥
 ভূপঃ ক্রতো জবাদগুভ্যাশুভাত্যাঃ ভয়বহ্নলৌ

স্থান করিল। অনন্তর অতিদুর্জয় দানব-
 নাথ মুহূর্ত্তপরে সমাপ্ত হইয়া রথারোহণ-
 পূর্ব্বক রাক্ষসকে বামকরে গ্রহণ করিল এবং
 জাহ্নুদ্বারা ভূতলগত নিখাতিকে কেশপাশে
 আকর্ষণ করিয়া অমর্ষণভরে খঙ্গা দ্বারা তদীয়
 মস্তক ছেদন করিতে অভিলাষী হইল। এই
 সময় জলপতি বক্রণদেব তদবস্থা দর্শনে স্বীয়
 পাশাস্ত্র দ্বারা দৈত্যেন্দ্রের বাহুদ্বয় বন্ধন
 করিয়া ফেলিলেন এবং সেই ব্যর্থপৌরুষ,
 বদ্ধভুজ দৈত্যবরকে নির্দয়ভাবে গদা দ্বারা
 প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই প্রহারে
 দৈত্য তখন প্রবাহাকারে ক্রোধরধার বমন
 করিতে লাগিল এবং ঐ অবস্থায় সে, বিদ্যু-
 ন্মালামণ্ডিত মেঘের আকার ধারণ করিল।
 তখন কুজস্তকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া তীক্ষ্ণদংষ্ট্র
 উৎকটানন মহিষাসুর সেই সুরদ্বয় নিখাতি
 ও বক্রণকে স্বীয় বিশালবিস্তৃত বদনে গ্রাস
 করিতে সমুত্তত হইল ॥১১৬—১৩১॥ দৈত্য
 মহিষের দৃষ্টে অতিপ্রায় অবগত হইয়া ঐ দেব-
 দ্বয় সত্ত্বর সভয়ে রথমার্গ পরিত্যাগ করি-
 লেন এবং অতি দ্রুতবেগে ভয়ব্যাকুল হইয়া

জগাম নিখাতিঃ ক্ষিপ্ৰঃ শরণং পাকশাসনম্ ॥
 জুহুত্ব মহিষো দৈত্যো বরুণং সমভিজ্ঞতঃ ।
 তমস্তকমুখাসক্তমালোক্য হিমবদ্ভূতিঃ ॥ ১৩৪
 চক্রে সোমাস্ত্রনিঃসৃষ্টং হিমসজ্জাতকটিকম্ ।
 বায়ব্যাক্ষাস্তমতুলং চন্দ্রশ্চক্রে দ্বিতীয়কম্ ॥ ১৩৫
 বায়ুনা তেন চন্দ্রেণ সংশুদ্ধেণ হিমেণ চ ।
 ব্যাধিতা দানবাঃ সর্ষে শীতোচ্ছিন্না বিপোরুযাঃ
 ন শেকুশ্চলিতুং পদ্ভ্যাং নান্ধাণ্যাদাতুমেব চ ।
 মহাহিমনিপাতেন শলৈশ্চন্দ্রপ্রচোদিতৈঃ ॥ ১৩৭
 গাত্ৰাণ্যসুরসৈন্তানামদহন্ত সমস্ততঃ ।
 মহিষো নিপ্পাঘত্ব শীতেনাকম্পিতাননঃ ॥ ১৩৮
 কক্ষাবালন্ত্য পাণিভ্যানুপবিষ্টো হৃধোমুখঃ ।
 সর্ষে তে নিপ্পাণীকারা দৈত্যাস্চন্দ্রমসা জিতাঃ
 রণেচ্ছাং দূরতস্ত্যক্তা তস্মুস্তে জীবিতার্থিনঃ ।
 তত্রাববীৎ কালনেমিদৈত্যান্ কোপেন দীপিতঃ

স্ব স্ব দিগ্বিভাগে প্রস্থান করিলেন । নিখাতি-
 দেব অবিলম্বে পাকশাসনের শরণাপন্ন হই-
 লেন । এদিকে জুহু মহিষ দৈত্য বরুণের
 অভিমুখে ধাবিত হইল । তখন চন্দ্রমা
 তাঁহাকে অন্তকমুখে পতনোন্মুখ দেখিয়া
 হিমসমূহ-কণ্টকিত স্বীয় সোমাস্ত্র আবিষ্কার
 করিলেন । অনন্তর দ্বিতীয় বারে তিনি
 তাঁহার অপ্রতিম বায়ব্যাস্ত্র প্রকাশ করিলেন ।
 চন্দ্র-প্রেরিত বায়ু ও সংশুদ্ধ হিমরাশি দ্বারা
 দানবেরা সকলেই ব্যাধিত হইল এবং শীতার্ভ
 হইয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল ।
 তাহার পাদচালন করিতে কিম্বা হস্ত-
 সাহায্যে অস্ত্র গ্রহণ করিতেও সক্ষম হইল
 না । চন্দ্র-প্রেরিত মহামহিমাশ্ৰে অসুর-
 সৈন্তগণের সর্বগাত্র অসহ যজ্ঞণায় দগ্ধ
 হইতে লাগিল । স্বয়ং মহিষাসুর শীতে
 কম্পিত-বদন হইয়া সর্ষধা নিশ্চেষ্ট হইয়া
 পড়িল । সে তখন হস্তদ্বয়ে রথকক্ষা অব-
 লম্বন করিয়া অধোমুখে উপবিষ্ট হইল ।
 দৈত্যগণ চন্দ্রমা কর্তৃক জিত হইয়া সকলেই
 প্রতিকারে অক্ষম হইয়া পড়িল এবং রণ-
 বাসনা দূরে পরিহার করিয়া স্ব স্ব জীবনার্থী

ভো ভোঃ শৃঙ্গারিণঃ শূরাঃ সর্ষে শস্ত্রাশ্রণারগা
 একৈকোহপি জগৎ সৰ্বঃ শক্রস্বয়িতুং ভুজৈঃ
 একৈকোহপি ক্রমা গ্রাস্তঃ জগৎ সৰ্বঃ চরাচরম্
 একৈকস্ত্রাণি পর্যাশ্রা ন সর্ষেহপি দিবৌকসঃ
 কলাঃ পুরয়িতুং যজ্ঞাৎ ষোড়শৌমতিবিক্রমাঃ ॥
 কিং প্রযাতাশ্চ তিষ্ঠধ্বং * সমরেহমরনির্জিতাঃ
 ন যুক্তমেতচ্ছরাণাং বিশেষাদৈত্যজয়নাম্ ।
 রাজা চান্তারিতোহস্মাকং তারকো লোকমারকঃ
 বিরতানাং রণদস্মাৎ জুহুঃ প্রাণান্ হরিস্ব্যতি
 শীতেন নষ্টশ্চ তয়ো ভ্রষ্টবাকৃপাটবাস্তথা ॥ ১৪৫
 মুকাস্তদাভবন্ দৈত্যা রণদগ্ননপঙ্ক্তয়ঃ ।
 তান্ দৃষ্ট্বা নষ্টচেতস্কান্ দৈত্যান্ শীতেন
 সাদিতান্ ॥ ১৪৬

হইয়া অবস্থিত হইল । তখন কোপোদগুণ
 কালনেমি দৈত্যগণকে সম্বোধন করিয়া
 কহিল,—ওহে শস্ত্রাশ্র-পারগ, শৃঙ্গারপটু, অসুর-
 গণ ! তোমরা এক এক জনেই ভুজ দ্বারা
 জগৎ তুলিত করিতে পার, এক এক জনেই
 সমস্ত চরাচর জগৎ গ্রাস করিতে সক্ষম ; ঐ
 নিখিল অসুরসৈন্ত অতিবিক্রম প্রকাশ্যকরিলেও
 তোমাদের এক এক জনেরও বীৰ্য্যবস্তার
 ষোড়শাংশের একাংশেরও সমকক্ষ হইতে
 পারে না । ১৩২—১৪২। অতএব তোমরা কেন
 পলাইতেছ ? কেনই বা সমরে অসুর-নির্জিত
 হইয়া বসিয়া আছ ? অসুরগণের—বিশেষতঃ
 দৈত্যবংশধরগণের পক্ষে এরূপ ব্যবহার
 একান্তই বিসদৃশ । যিনি আমাদের রাজা—
 লোকসংহারক তারক ; তিনি প্রচ্ছন্নভাবে
 অবস্থান করিতেছেন । এই রণক্ষেত্র হইতে
 অপক্রান্ত হইলে তিনিও স্বহস্তে সকলের
 প্রাণ সংহার করিবেন । কালনেমি এই সকল
 কথা কহিল, কিন্তু দৈত্যগণ তখন শীতে ক্ষতি-
 শক্তিহীন হইয়াছিল । তাহাদের বাকৃপটুতা
 লোপ পাইয়াছিল । তাহার মুকভাবে মাজ
 দগ্ননপঙ্ক্তির শব্দ করিতেছিল । কাজেই

* কিং অস্ত্রযজ্ঞান্তিষ্ঠধ্বমিতি কচিং পাঠঃ ।

মহা কালক্ষমং কার্য্যং কালেনেমির্মহাসুরঃ ।
 আশ্রিত্য দানবীং মায়াং বিতত্য স্বং মহাবপুঃ
 পুরয়ামাস গগনং দিশো বিদিশ এব চ ।
 নিশ্চয়মে দানবেল্লেশঃ শরীরে ভাস্করাযুতম্ ॥
 দিশশ্চ মায়ায়া চৈণ্ডঃ পুরয়ামাস পাবকৈঃ ।
 ততো জ্বালাকুলং সৰ্ব্বং ত্রৈলোক্যমভবৎ ক্ষণাৎ
 তেন জ্বালাসমুহেন হিমাংশুরগমচ্ছমম্ ।
 ততঃ ক্রমেণ বিভ্রষ্ট-শীতহৃদ্দিনমাবভৌ ॥ ১৫০
 তদ্বলং দানবেল্লাণাং মায়ায়া কালনেমিনঃ ।
 তদ্বদ্বা দানবানীকং লক্ষসংজ্ঞং দিবাকরঃ ।
 উবাচাক্ষণমুদ্রাস্তঃ কোপাল্লোকেকলোচনঃ ॥
 দিবাকর উবাচ ।

নয়াক্ষণ রথঃ শীঘ্রং কালনেমিরথো যতঃ ।
 বিমর্দন্তত্র বিষমো ভবিতা শূরসঙ্ক্ষয়ঃ ॥ ১৫১
 এষ জিতঃ শশাঙ্কোহত্র তদ্বলং বলমাশ্রিতম্ ।
 ইত্যুক্তশ্চোদয়ামাস রথং গুরুড়পূৰ্ব্বজঃ ॥ ১৫৩

কালনেমির কথা তাহার। শুনিতে পাইল না ।
 অনন্তর শীত-সাদিত দৈত্যদিগকে হতচেতন
 দেখিয়া মহাসুর কালনেমি তৎকালোচিত
 কার্য্য স্থির করিয়া লইল এবং দানবী মায়া
 আশ্রয় করিয়া স্বীয় দেহ বিস্তার করিল ।
 দানবেল্ল মায়াবলে স্বীয় দেহ দ্বারা সমস্ত
 গগন ও দিক্‌ বিদিক্‌ পূরিত করিয়া ফেলিল
 এবং অযুত ভাস্কর সৃষ্টি করিল । তাহার
 মায়ায় প্রচণ্ড পাবক সকল দিগ্‌মণ্ডল পরি-
 ব্যাপ্ত করিল । তখন ক্ষণমধ্যে সমস্ত
 ত্রৈলোক্য জ্বালামালায় আকুল হইল । সেই
 অনল-জ্বালার বিস্তারে হিমাংশু প্রশমিত
 হইলেন । ক্রমে কালনেমির মায়ায় দানব-
 বাহিনীর সেই শীতহৃদ্দিন কাটিয়া গেল ।
 লোকচক্ষু দিবাকর চকিতনেত্রে সেই দানব-
 সৈন্তদিগকে সংজ্ঞালাভ করিতে দেখিয়া
 স্বীয় সারথি অক্ষণকে বলিলেন,—হে অক্ষণ !
 শীঘ্র আমার রথ কালনেমির রথাভিমুখে
 পরিচালিত কর । ঐ স্থানে বীরজনের
 সংক্ষয়-কর ভীষণ বিমর্দ সজ্জাটিত হইবে ।
 ঐ দেখ, শশাঙ্ক সসৈন্তে কালনেমি কর্তৃক

প্রযত্নবিধুতৈরনৈঃ সিতচামরমালিভিঃ ।
 জগদৌপোহথ ভগবান্ জগ্রাহ বিবতঃ ধনুঃ ॥
 শরৌ চ ধৌ মহাভাগো দিব্যাবানীবিষহৃতাী ।
 সঞ্চারান্ত্রেণ সঙ্ঘায় বাণমেকং সসঙ্ক্ৰ সঃ ॥ ১৫৫
 দ্বিতীয়মিল্লজ্বালেণ যোজিতং প্রমুখোচ হ ।
 সঞ্চারান্ত্রেণ রূপাণাং ক্ষণাচ্চক্রে বিপর্য্যয়ম্ ॥
 দেবানাং দানবং রূপং দানবানাঞ্চ দৈবিকম্ ।
 মহা সুরান্ স্বকানেন জগ্রে ঘোরান্ত্রাল্লাঘবাৎ ॥
 কালনেমৌ কষাবিষ্টঃ কৃতান্ত ইব সঙ্ক্ষয়ে ।
 কাংশিচৎ খড়্গেন তীক্ষ্ণেণ কাংশিগ্নারাত্মুষ্টিভিঃ
 কাংশিদাদাভির্ঘোরোরাভিঃ কাংশিদৃঘোতৈঃ
 পরশধৈঃ ॥ ১৫৯

শিরাংসি কেষাঞ্চিদপাতয়চ্চ
 ভুজান্ রথান্ সারথীংশ্চোগ্রবেগঃ ।
 কাংশিচৎ পিপেস্তাথ রথস্ত বেগাৎ
 কাংশিচৎ ক্রুধা চোদ্ধতমুষ্টিপাতৈঃ ॥ ১৬০

পরাজিত হইয়াছেন । দিবাকর এই কথা
 কহিলে অক্ষণ শ্বেতচামরশোভী অশ্বদিগকে
 সমস্তে ধারণ করিয়া সূর্য্যরথ পরিচালিত
 করিলেন । জগৎপ্রদীপ মহাভাগ ভগবান্
 দিবাকর বিপুল ধনু গ্রহণ করিয়া আশীবিষ-
 প্রভ হুইটী দিব্য শর সঞ্চারান্ত্রে সঙ্ঘানপূৰ্ব্বক
 একটি বাণ বিপক্ষসৈন্তে নিক্ষেপ করিলেন
 এবং দ্বিতীয় বাণ ইল্লজ্বালে যোজিত করিয়া
 মোচন করিলেন । তখন সেই সঞ্চারান্ত্রে
 উভয় পক্ষীয় সৈন্তগণের রূপবিপর্য্যয়
 ঘটিল । ১৪৩-১৫৬ । দেবগণ দানবরূপ এবং
 দানবেরা দেবরূপধারণ করিল । তখন কাল-
 নেমি রোষাবিষ্ট হইয়া অশ্বপ্রয়োগের বিষম
 ক্ষিপ্ৰতায় স্বীয়সৈন্তদিগকে সুরসৈন্ত মনে করিয়া
 প্রলয়কালীন কৃতান্তের স্থায় সংহার করিতে
 লাগিল । কালনেমি কতকগুলিকে তীক্ষ্ণ
 খড়্গে, কতকগুলিকে নারাচ-বর্ষণে, কতক-
 গুলিকে বিষম গদাঘাতে ও কতকগুলিকে
 ভীষণ পরশপ্রহারে বিনষ্ট করিল । উগ্র-
 বেগে কালনেমি কতকগুলি সৈন্তের মস্তক
 পাতিত করিল । কতকগুলির ভুজ, রথ

স্বপ্নে বিনিহতান্ দৃষ্ট্বা নেমিঃ শ্বান্ দানবাধিপঃ
রূপং স্বপ্ন প্রপঞ্চস্ত হনুৱাঃ সুরধৰিতাঃ ॥ ১৬১
কালনেমী কষাবিষ্টস্তেষাং রূপং ন বুদ্ববান্ ।
নেমির্দৈত্যস্ত তান্ দৃষ্ট্বা কালনেমির্মুবাচ হ ॥ ১৬২
অহং নেমিঃ সুরো নৈব কালনেমে বিদস্ব মাম্
ভবতা মোহিতেনাজৌ নিহতান্যকুবিক্রম ॥ ১৬৩
দৈত্যানাং দশলক্ষাণি তুর্জয়ানাং সুরৈরিহ ।
সর্কাস্তবারণং মুঞ্চ ব্রাহ্মমস্তং ত্বর্যিতঃ ॥ ১৬৪
স তেন বোধিতো দৈত্যঃ সত্ত্বমাকুলচেতনঃ ।
যোজয়ামাস বাণং হি ব্রহ্মাস্ত্রবিহিতেন তু ॥ ১৬৫
মুমোচ চাপি দৈত্যোস্ত্রঃ স স্বয়ং সুরকণ্টকঃ ।
ততোহস্ততেজসা ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্
দেবানাঞ্চাভবৎ সৈন্তং সর্বমেব ভয়াবিতম্ ।

সঞ্চরাস্তঞ্চ সংশান্তং স্বয়মায়োধনে বভৌ ॥ ১৬৭
তাস্মিন্ প্রতিহতে স্বপ্নে ভ্রষ্টতেজা দিবাকরঃ ।
মহেন্দ্রজালমাগন্ত্য চক্রে স্বাং কোটিশস্ত্রম্ ।
বিস্কুর্জ্জৎকরসম্পাত-সমাক্রান্তজগত্ত্রয়ম্ ।
ততাপ দানবানৌকং গতমজ্জৌষশোণিতম্ ।
ততশ্চাবর্ষদনলং সমস্তাদতিসংহতম্ ।
চক্ষুঃষিঃদানবেন্দ্রাণাং চকারাঙ্কানি চ প্রভুঃ ।
গজানামগলন্নেদঃ পেতুশ্চাপ্যরবা ভুবি ।
তুরগা নিশসস্তশ্চ ঘর্ম্মার্তা রথিনোহপি চ ॥ ১৭১
ইতশ্চেতশ্চ সলিলং প্রার্থয়ন্তস্ত্রযাতুরাঃ ।
প্রচ্ছায়বিটপাংশৈশ্চ গিরীণাং গহ্বর্যাণি চ ॥
দাবাগ্নিঃ প্রজলংশৈশ্চ ঘোরার্চ্চির্দক্ষপাদপঃ ।
তোয়ার্থিনঃ পুরো দৃষ্ট্বা তোয়ং কল্লোলমানিনম্

ও সারথিদিগকে ছিন্নভিন্ন করিল এবং
কতকগুলিকে রথবেগে ও কতকগুলিকে
সকোপে প্রচণ্ড মুষ্টিঘাতে নিষ্পেষিত
করিল। দানবাধিপ কালনেমি এইরূপে
রণে স্বীয় সৈন্যদিগকেই নিহত করিল।
এই সময় সুরপীড়িত অসুরেরা পুনরায় স্ব
স্ব রূপ প্রাপ্ত হইল। কালনেমি ক্রোধা-
বিষ্ট হইয়া তাহাদের সেই রূপবিপর্যয়
বুঝিতে পারিল না। কিন্তু নেমি নামক
জনৈক দৈত্য তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া
কালনেমিকে কহিল;—ওহে কালনেমি!
আমি সুর নহি, আমি নেতি নামক দৈত্য,
আমার সহিত কথা কও। ওহে উক-
বিক্রম! সুরগণও যাহাদিগকে জয় করিতে
পারিত না, তুমি আজ মোহিত হইয়া
তাদৃশ দশ লক্ষ অসুর সৈন্য সময়ে
বিনষ্ট করিয়াছ। অতএব তুমি ত্বর্যিত
হইয়া এক্ষণে সর্কাস্ত্রহর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ
কর। সত্ত্বমাকুলচেতা দানবেন্দ্র কালনেমি,
নেমি দানব কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া তৎকালে
ব্রহ্মাস্ত্রবিধানে স্বীয় শরাসনে শর যোজনা
করিল এবং ঐ সুরকণ্টক দৈত্যোস্ত্র
অবিলম্বে ঐ অস্ত্র পারিত্যাগ করিল। তখন
সেই অস্ত্রতেজে সচরাচর ত্রৈলোক্য পরি-

ব্যাপ্ত হইল। সমগ্র দেবসৈন্য ভীত হইল,
এবং সুর্যের সেই সঞ্চরাস্ত্র আপনা হইতেই
শাস্ত হইয়া গেল। সঞ্চরাস্ত্র প্রতিহত হইলে
দেব দিবাকর ক্ষীণতেজা হইলেন। তৎ-
কালে তিনি এক বিষম ইন্দ্রজাল আশ্রয়
করিলেন—করিয়া স্বীয় দেহকে কোটি কোটি
ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহার বিস্কুর্জিত-
কর-নিকর-পাতে ত্রিজগৎ সমাক্রান্ত হইল।
তিনি দানবসৈন্যদিগের মজ্জা ও শোণিত-
রাশি শোষিত করিয়া তাহাদিগকে তাপিত
করিতে লাগিলেন। ১৫৭—১৬৩। অনন্তর
সুর্যের কর্তৃত্বে চতুর্দিক্ হইতে নিবিড়ভাবে
অনলবৃষ্টি হইতে লাগিল। জগৎপ্রভু দিবা-
কর দানবেন্দ্রগণের চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলি-
লেন। তাহার প্রভাবে গজগণের মেদো-
রাশি গলিতে লাগিল। তাহারা নিঃশব্দে
ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল, তুরগ
সকল মুহূর্ত্তে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে
লাগিল। রথিগণ ঘর্ম্মার্ত হইয়া পড়িল।
তাহারা ভূকায় কাতর হইয়া জলপ্রার্থনায়
ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল এবং
রণক্ষেত্র হইতে অপক্রান্ত হইয়া ছায়াবহল
বিটপ ও গিরিগহ্বরের দিকে ধাবিত হইল।
ঘোর দাবাগ্নি প্রজলিত হইয়া পাদপসকল

পুরঃস্থিতমপি প্রাপ্তং ন শেকুরবমর্দিতাঃ ।
 অপ্রাপ্য সলিলং ভূমৌ ব্যাত্তাস্থা গতচেতসঃ
 তত্র তত্র ব্যদৃশন্ত যুতা দৈত্যেশ্বরী ভূবি ।
 রথা গজাশ্চ পতিতাস্তরগাশ্চ সমাপিতাঃ ॥ ১৭৫
 স্থিতা বমন্তো ধাবন্তো গলজ্জকবসাস্থজঃ ।
 দানবানাং সহস্রাণি ব্যদৃশন্ত যুতানি তু ॥ ১৭৬
 সঙ্কয়ে দানবেস্ত্রাণাং তস্মিন্ মহতি বস্তিতে ।
 প্রকোপোদ্ভূততাত্রাঙ্কঃ কালনেমৌ কুশাতুরঃ ॥
 অভবৎ কল্পমেঘাভঃ সুরভূরিশতহৃদঃ ।
 গন্তীরাফোটিনির্হাদ-জগদ্ধদযটকঃ ॥ ১৭৮
 প্রচ্ছাদ্য গগনাতোগং রবিমায়াং ব্যানশয়ৎ ।
 শীতং ববর্ষ সলিলং দানবেস্ত্রবলং প্রতি ॥ ১৭৯
 দৈত্যাস্থাং বৃষ্টিমাসাদা সমশস্তাস্ততঃ ক্রমাৎ ।
 বীজাকুরা ইবান্নানাঃ প্রাপ্য বৃষ্টিং ধরাতলে ॥

দক্ষ করিয়া ফেলিল। জলপ্রার্থিগণ সম্মুখে
 কল্লোলমানিত জল দেখিয়াও অবসাদ-ক্রুষ্ট
 হইয়া সে জল প্রাপ্ত হইতে পারিল না।
 জল না পাইয়া তাহারা অচেতন
 অবস্থায় বিবৃতবদনে ভূ-লুপ্তিত হইতে
 লাগিল। ভূতলের সর্বত্র দৈত্যেশ্বরগণের
 যুতদেহ দৃষ্ট হইতে লাগিল। অসংখ্য রথ,
 গজ ও অশ্ব ভূপতিত হইল। কত গজাশ্ব
 কধির বমন করিতে করিতে ধাবিত হইল।
 তাহাদের দেহ হইতেও রক্ত ও বস্ম প্রভৃতি
 গলিত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র দানব
 যুতাবস্থায় দৃষ্ট হইল। এইরূপে দানবেস্ত্র-
 গণের সেই মহা সংক্ষয় উপস্থিত হইলে দানব
 কালনেমি অতিক্রোধে তাত্রাঙ্ক হইয়া প্রভূত
 শতহৃদা-শোভিত কল্পমেঘবৎ দেদীপ্যমান
 হইল। তদীয় গন্তীর আফোটি-নির্হাদে
 জগদ্ধাসীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল। সে, গগন-
 মণ্ডল প্রচ্ছাদিত করিয়া দিবাকর-মায়া তিরো-
 হিত করিল এবং দানবেস্ত্রদিগের সৈন্ত-
 সমূহোপরি শীতল জল বর্ষণ করিতে লাগিল।
 দৈত্যগণ সেই বৃষ্টিজল প্রাপ্ত হইয়া বর্ষাজল-
 প্রাপ্ত পারদ্রব বীজাকুরবৎ ক্রমশঃ সমাশস্ত

ততঃ স মেঘরূপী তু কালনেমিস্ হানুরঃ
 শস্মবৃষ্টিং ববর্ষোগ্রাং মেবানীকেষু দুর্জয়ঃ ॥ ১৮১
 তয়া বৃষ্ট্যা বাধ্যমানো দৈত্যোস্ত্রাণাং মর্থোজসাম্
 গতিং কাঞ্চ ন পশ্যন্তে গাবঃ শীতাদিত্য ইব ॥
 পরস্পরং ব্যলীয়ন্ত পৃষ্ঠেষু ব্যস্তপাণয়ঃ ।
 শ্বেষু চাপে ব্যলীয়ন্ত গজেষু তুরগেষু চ ॥ ১৮৩
 রথেষু হমরাস্ত্রস্তান্তত্র তত্র নিলিল্যিরে ।
 অপরে কৃকিতৈর্গাট্রেঃ স্বহস্তপিহিতাননাঃ ॥ ১৮৪
 ইতশ্চেতশ্চ সম্মাতা বভ্রুমূর্বে দিশো দশ ।
 এবংবিধে তু সংগ্রামে তুমুলে দেবসঙ্কয়ে ॥
 দৃশ্যন্তে পতিতা ভূমৌ শস্মভিন্নান্সসঙ্কয়ঃ ।
 বিভূজা ভিন্নমূর্দানস্তথা ছিন্নোরুজানবঃ ॥ ১৮৬
 বিপর্যাস্তরথাসন্ধা নিষ্পিষ্টধ্বজপত্তক্ৰয়ঃ ।
 নির্ভিন্নান্সস্তরঙ্গৈশ্চ গজৈশ্চাচলসন্নিভৈঃ ॥ ১৮৭

হইয়া উঠিল। তখন মহানুর দুর্জয় কাল-
 নেমি দেবসৈন্তোপরি মেঘের স্থায় প্রবর
 শস্মবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল। মহা-
 তেজা দৈত্যোস্ত্রগণের তাদৃশ শস্মবর্ষণে
 তাড়িত হইয়া দেবগণ শীতার্জ গো-সমূহের
 স্থায় আপনাদের গন্তব্য পথ দেখিতে পাই-
 লেন না। তাহারা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া
 পরস্পর পশ্চাদিকৈ পলায়ন করিতে লাগি-
 লেন। ভীত, ত্রস্ত সুরগণ স্ব স্ব চাপ, গজ,
 অশ্ব ও রথের অন্তরালে নিলীন হইলেন।
 অপর অনেকে কৃকিত-গাট্রে স্ব স্ব হস্ত দ্বারা
 মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া রহিলেন।
 ১৭০—১৮৪। দেবগণ সম্মান্ত-চিত্তে এইরূপে
 ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দশদিকের
 সর্বত্রই পরিভ্রমণ করিলেন। এইরূপ দেব-
 সংক্ষয়কর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে দেখা
 গেল—কোথাও সৈন্তগণ শস্মপ্রহারে অঙ্গসন্ধি
 সকল ভিন্ন হওয়ায় ভূপতিত হইয়াছে, কেহ
 কেহ ছিন্নভূজ, কেহ কেহ ভিন্নশির এবং
 কেহ কেহ ছিন্নজাহ্ন ও ছিন্নোরু হইয়া
 পতিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও রথাস্থ
 সকল বিপর্যাস্ত, ধ্বজশ্রেণী নিষ্পিষ্ট, তুরঙ্গ
 সকল নির্ভিন্ন এবং গিরিসন্নিভ গজগণ ভিন্ন-

অশ্রুতরক্তহৃদৈর্ভূমিবিবিক্তাবিক্তা বভৌ ।
 এবমাজৌ বলৌ দৈত্যঃ কালনেমির্ষহাসুরঃ ॥
 জয়ে মুহূর্তমাঞ্জেণ গন্ধর্বাণাং দশাযুতম্ ।
 যক্ষাণাং পঞ্চলক্ষাণি রক্ষসামযুতানি ষট্ ॥ ১৮৯
 জৌণি লক্ষাণি জয়ে স কিম্বরাণাং তরশ্বিনাম্ ।
 জয়ে পিশাচমুখানাং সপ্তলক্ষাণি নির্ভয়ঃ ॥ ১৯০
 ইতরেযামসংখ্যাতাঃ সুরজাতিনিকায়িনাম্ ।
 জয়ে স কোটীঃ সংক্ৰুদ্ধাশিত্রৈরস্রকোবিদঃ ॥
 এবং পরিভবে ভীমে তদা স্বমরসঙ্কয়ে ।
 সংক্ৰুদ্ধাবশ্বিনৌ দেবৌ চিত্রাস্রকবচোজ্জলৌ ॥
 জয়তুঃ সমরে দৈত্যং কৃতান্তানলসম্মিভম্ ।
 তমাসাশ্রুত্ব রণে ঘোরমেকৈকং যষ্টিভিঃ শটৈঃ ॥
 জয়ে মর্য্যাসু তীক্ষ্ণাগ্রৈরসুরং ভীমদর্শনম্ ।
 তাভ্যাং বাণপ্রহারৈঃ স কিঞ্চিদায়ন্তচেতনঃ ॥
 জগ্রাহ চক্রমষ্টারং তৈলধৌতং রণান্তকম্ ।
 তেন চক্রেণ সোহস্থিত্যাং চিচ্ছেদ রথকুবরম্

গাছ হইয়া ভুলুষ্ঠিত হইতেছে এবং নিহত
 গজ, অশ ও সৈন্তগণের প্রক্ষুত রক্তহৃদে সমগ্র
 যুদ্ধভূমি অতীব বিকৃতরূপে বিভাত হই-
 তেছে । এইরূপ সংগ্রাম-সংঘর্ষে মহাসুর
 কালনেমি মুহূর্তমধ্যে দশ অযুত গন্ধর্ব, পঞ্চ
 লক্ষ যক্ষ, ছয় অযুত রাক্ষস, তিন লক্ষ
 তরস্বী কিম্বর এবং সপ্ত লক্ষ প্রধান পিশা-
 চকে নির্ভয়ে অস্ত্রাঘাতে নিহত করিল ।
 এতদ্ভিন্ন সেই অস্ত্রকোবিদ কালনেমি ক্রুদ্ধ
 হইয়া সুরজাতীয় অন্তান্ত অসংখ্য কোটি
 যোদ্ধাকে যমসদনে প্রেরণ করিল । এই-
 রূপে সেই ভীষণ সুরসংখ্য ও দেবপক্ষের
 বিষম পরাজয় উপস্থিত হইলে বিচিত্র অস্ত্র
 ও বিচিত্র কবচে সমুজ্জ্বল—অশ্বিনীকুমারযুগল
 সমরে অবতীর্ণ হইয়া সেই কৃতান্ত ও বহি-
 প্রতিম দৈত্যকে শরাহত করিতে লাগিলেন ।
 তাঁহারা সেই অসুরের সম্মুখীন হইয়া এক
 এক জনে তীক্ষ্ণাগ্র যষ্টি যষ্টি শরে সেই ভীম-
 দর্শন অসুরের মর্য্যস্থল বিদ্ধ করিলেন ।
 তাঁহাদের বাণপ্রহারে কালনেমি কিঞ্চিৎ
 ক্লিষ্টচিত্ত হইয়া এক অষ্ট-অগ্রাবিত তৈলধৌত

জগ্রাহাথ ধনুর্দৈত্যঃ শরাংশানীবিষোপমান্ ।
 ববর্ষ ভিষজোর্মুর্দ্ধি সঙ্ঘাতাকাশগোচরম্ ॥ ১৯৬
 তাবপ্যাস্ত্রৈশ্চিচ্ছেদতুঃ শিতৈস্তৈর্দৈত্যসায়কান্
 তচ্চ কস্ম তয়োর্দৃষ্টৌ বিস্মিতঃ কোপমাবিশৎ
 মহতা স তু কোপেন সর্বায়াময়সাদনম্ ।
 জগ্রাহ মুদারং ভীমং কালদণ্ডবিভীষণম্ ॥ ১৯৮
 স ততো ভ্রাম্য বেগেন চিক্কেপাধিরথং প্রতি ।
 তন্ত মুদারমায়াস্তমালোক্যাদ্বরগোচরম্ ॥ ১৯৯
 ত্যক্তা রথৌ তু ভৌ বেগাদাপ্লুতৌ তরসাশ্বিনৌ
 তৌ রথৌ স তু নিষ্পন্য মুদারোহচলসম্মিতঃ
 দারয়ামাস ধরণীং হেমজালপরিধৃতঃ ।
 তস্ত কস্মাশ্বিনৌ দৃষ্টৌ ভিষজৌ চিত্রযোধিনৌ ॥
 বজ্রাস্ত্র প্রকুর্বাতে দানবেশ্রনিবারণম্ ।
 ততোবজ্রমঘং বর্ষং প্রাবর্তদতিদাকরণম্ ॥ ২০২

চক্র গ্রহণ করিল এবং সেই চক্রপ্রহারে
 অশ্বিনীকুমারযুগলের রথকুবর ছেদন করিয়া
 ফেলিল । অনন্তর দৈত্য স্বীয় ধনু ও আশী-
 বিষোপম শর সকল গ্রহণপূর্বক আকাশতল
 আছন্ন করিয়া সেই সুরদৈত্যযুগলের মস্তকে
 শরবর্ষণ করিতে লাগিল । তখন তাঁহারাও
 তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরপ্রহারে সেই সকল অসুর-
 সায়ক ছেদন করিলেন । কালনেমি তাঁহা-
 দের সেই বীরোচিত কস্ম দেখিয়া বিস্মিত ও
 কুপিত হইল । অনন্তর সে, মহাকোপে
 কালদণ্ডোপম সর্বাস্ত্রসংহারক এক অতি ভীষণ
 মুদার গ্রহণপূর্বক সবেগে ভ্রামণ করাইয়া
 তাহা সেই অশ্বযুগলের রথের প্রতি নিক্ষেপ
 করিল । তখন সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই
 ঘোর মুদারকে আকাশপথে আসিতে দেখিয়া
 রথ পরিত্যাগপূর্বক সবেগে লক্ষ দিয়া
 ভূতলে অবতরণ করিলেন । তখন সেই
 অচলাকার মুদার তাঁহাদের রথদ্বয় নিষ্পেষিত
 করিয়া ধরণীতল বিদৌর্ণ করিল । বিচিত্র-
 যোধী অশ্বিনীকুমারদ্বয় অসুরাস্ত্রের সেই
 অদ্ভুত কস্ম দেখিয়া তৎক্ষণাৎ দানবেশ্রের
 বল-নিরোধকম বজ্রাস্ত্র আবিষ্কার করিলেন ।
 তখন অতিদাকরণ বজ্রময় বাণবর্ষণ আরম্ভ

ঘোরবজ্রপ্রহারৈশ্চ দৈত্যৈশ্চ স পরিকৃতঃ ।
 রথো ধ্বজো ধ্বজচক্রং কবচঞ্চাপি কাঞ্চনম্ ॥
 ক্ষণেন তিলশো জাতং সর্বসৈন্তস্ব পশুতঃ ।
 তদৃষ্ট্বা হৃদয়ং কৰ্ম্ম সৌহৃদিভ্যাং ভীমবিক্রমঃ ॥
 নারায়ণাস্ত্রং বলবান্ মুমোচ রণমুদ্বিগ্নি ।
 বজ্রাস্ত্রং শময়ামাস দানবেল্লোহস্বতেজসা ॥ ২০৫
 তস্মিন্ প্রশান্তে বজ্রাস্ত্রে কালেনেমিরনস্তরম্ ।
 জীবগ্রাহং গ্রাহয়িতুমৰ্থিনো তু প্রচক্রমে ॥ ২০৬
 তাবদ্বিনো রণান্তীতো সহস্রাক্ষরথঃ প্রতি ।
 প্রয়াতো বেপমানো তু যদা শস্ত্রবিবৰ্জিতো ॥
 তথোরনুগতো দৈত্যঃ কালেনেমির্মহাবলঃ ।
 প্রাপেন্স্বস্ত্র রথং কুরো দৈত্যানীকপদানুগঃ ॥
 তং দৃষ্ট্বা সৰ্বভূতানি বিত্বেসুৰ্ব্বিহ্বলানি তু ।
 দৃষ্ট্বা দৈত্যাস্ত্র তৎ ক্রৌযাং সৰ্বভূতানি মেনিরে-
 পরাজয়ং মহেন্স্বস্ত্র সৰ্বলোকক্ষয়বহম্ ।
 চেলুঃ শিখরিণো মুখাঃ পেতুরুদ্ধা নভস্তলাৎ ॥

হইল। ঘোর বজ্রাস্ত্রপ্রহারে দৈত্যৈশ্চ কালনেমি বিচলিত হইল। দেখিতে দেখিতে সর্বসৈন্তের সমক্ষেই রথ, ধ্বজ, ধ্বজ, চক্র, ও কাঞ্চন-কুবর ক্ষণমধ্যেই তিল তিল প্রমাণে খণ্ডিত হইল। ভীম-বিক্রম দানব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সেই হৃদয় কৰ্ম্ম দেখিয়া রণাশ্রে নারায়ণাস্ত্র মোচন করিল। দানবেল্লের অস্ত্রভেজে বজ্রাস্ত্র প্রশমিত হইয়া গেল। বজ্রাস্ত্র প্রশান্ত হইলে অনন্তর কালনেমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জীবন-সংহারে সমুদ্রত হইল। তখন শস্ত্রহীন অশ্বিনীকুমারদ্বয় ভীত ও কম্পিত হইয়া রণ-ক্ষেত্রে হইতে ইন্দ্ররথ-সমীপে প্রয়াণ করিলেন। মহাবল কালনেমি দৈত্যসৈন্ত-সমভি-বাহারে তাঁহাদের অনুগমন করিতে করিতে ইন্দ্রের রথপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ক্রুর মহাসুরকে দেখিয়া সৰ্ব প্রাণী বিহ্বল ও বিতস্ত হইল। তাহার দৈত্য-কৃত সেই সেই ক্রুর কৰ্ম্ম দেখিয়া সৰ্বলোকের সংহার ও মহেন্স্বস্ত্র পরাজয় আশঙ্কা করিল। তৎকালে প্রধান প্রধান শৈলগণ বিচলিত

জগজ্জুর্জলদা দিশু হ্যকুতাশ্চ মহার্ণবাঃ ।
 তাং ভূতবিকৃতিং দৃষ্ট্বা ভগবান্ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ২১১
 ব্যবুধ্যতাহিপৰ্য্যাকে যোগনিদ্রাং বিহায় তু ।
 লক্ষ্মীকরযুগাজস্ব-লালিতাজি সুরোকহঃ ॥ ২১২
 শরদম্বরনৌলাজ-কান্তদেহচ্ছবিবর্জিতঃ ।
 কোষভোক্তাসিতোরশ্চো কান্তকেয়ুরভাস্বরঃ ॥
 বিমুগ্ধ সুরসঙ্কেতাং বৈনতেয়ং সমাহ্বয়ৎ ।
 অহতেহবস্থিতে তস্মিন্ নাগাবস্থিতবৰ্ম্মণি ॥
 দিবানানাস্ত্রতীক্ষ্ণার্চিরাক্ষহাগাং সুরান্ স্বয়ম্ ।
 তত্রাপশুত দেবেল্লমভিজ্ঞতমভিপ্লুতৈঃ ॥ ২১৫
 দানবেল্লৈর্নবান্তোদ-সচ্ছাট্যৈঃ পৌরুষোৎকটৈঃ
 যথা হি পুরুষা ঘোরৈরভাগৈর্যবংশশালিভিঃ ॥
 পরিত্রাণায়াশ্চকৃত স্ফেদ্রে কৰ্ম্ম নিশ্চলম্ ।

হইল। নভস্তল হইতে উদ্ধা সকল পতিত হইতে লাগিল। জলদজাল দিকে দিকে গজ্জন করিতে লাগিল এবং মহার্ণব সকল উদ্বেল হইয়া উঠিল। ঐদৃশ ভূতবিকৃতি দেখিয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ যোগনিদ্রা পরি-ত্যাগ পুরুষ শেষ পর্য্যাক্ষোপরি প্রবুদ্ধ হইয়া বসিলেন। লক্ষ্মীদেবী স্ত্রী কর-পদযুগে তদীয় অজি-পদ্য সংবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহচ্ছবি শরদম্বর ও নৌল-কমলবৎ কমলীয়। তিনি কমলীয় কেয়ুরে ভাস্বরাকার ধারণ করিতেছেন। কোষভ-মণি দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থল উদ্ভাসিত হই-তেছে ॥ ১৮৫—২১০ ॥ তিনি সুরগণের তাদৃশ সংক্ষেপের বিষয় বিবেচনা করিয়া বৈনতেয়কে আহ্বান করিলেন। আহ্বান করিবা-মাত্র গজাকৃতি গরুড় তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বিবিধ দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রের প্রভাপুঞ্জ সমুজ্জল হইয়া গরুড়ারোহণে সুরগণসমীপে আগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন,—নবনীরদ-প্রতিম প্রচণ্ড-পরাক্রম দানবেল্লগণ দেবে-ল্লকে সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে দেবসৈন্ত হতভাগ্য বংশধরগণকর্তৃক পরি-বেষ্টিত পুরুষগণের স্থায় প্রতিভাত হইতেছে।

অধাপশ্চন্ত দৈত্যৈঃ বিয়তি জ্যোতিমণ্ডলম্ ॥
 ক্ষুরস্তমুদগাদিস্থং সূর্য্যমুষ্ণদ্বিষা ইব ।
 প্রভাবং জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো দানবাস্তস্ত তেজসা ॥
 গরুড়াস্তমপশ্চন্ত কল্যাস্তানলসম্মিতম্ ।
 তমাশ্বিতঞ্চ মেঘৌষধ্যাতিমক্ষয়মচ্যুতম্ ॥ ২১৯
 তমালোক্যাসুরেন্দ্রাঃ হর্ষসম্পূর্ণমানসঃ ।
 অয়ং বৈ দেবসর্বস্বং জিতেহস্মিন নির্জিতাঃ
 সুরাঃ ॥ ২২০
 অয়ং স দৈত্যচক্রাণাং কৃতান্তঃ কেশবোহরিহা
 এনমশ্রিত্য লোকেষু যজ্ঞভাগভুজোহমরাঃ ॥
 ইত্যাশ্রুত্বা দানবাঃ সর্বে পরিবার্য্য সমন্ততঃ ।
 নিজস্ববিবিধৈরস্ত্রেস্তে তমায়াস্তমাহবে ॥ ২২২
 কালনেমিপ্রভৃতয়ো দশ দৈত্যা মহারথাঃ ।
 ষষ্ঠ্যা বিব্যাধ বাণানাং কালনেমির্জনার্দনম্ ॥
 নিমিঃ শতেন বাণানাং মধুনোহশীতিভিঃ শরৈঃ

অনন্তর দৈত্যগণ আকাশে এক জ্যোতি-
 র্মণ্ডল অবলোকন করিল। দেখিয়া বোধ
 হইল—যেন উদগাদিস্থ উষ্ণরশ্মি দিবাকর
 ক্ষুরিত হইতেছেন। তখন দানবেরা তাহার
 প্রভাব পরিজ্ঞাত হইতে সমুৎসুক হইল।
 অনন্তর তাহারা কালানলপ্রতিম গরুড়কেও
 দেখিতে পাইল। দেখিল, তরুণির নীরদ-
 প্রতিম অক্ষয় অচ্যুত অবস্থান করিতেছেন।
 তদর্শনে অসুরেন্দ্রগণের মন প্রহর্ষে পরিপূর্ণ
 হইল। তাহারা বলিতে লাগিল,—ওহে
 ঐ ব্যক্তিই দেবগণের সর্বস্ব। উহাকে জয়
 করিতে পারিলেই সুরগণ নির্জিত হইবে।
 ঐ অরিঘাতী কেশবই দৈত্যসমূহের কৃতান্ত-
 স্বরূপ। ঐ কেশবকেই আশ্রয় করিয়া অমর-
 গণ জগতে যজ্ঞভাগী হইয়াছে। দানবেরা
 সকলে এই কথা কহিয়া চারিদিক্ হইতে
 তাঁহাকে বেষ্টিনপূর্ব্বক তরুণির বিবিধ
 অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কাল-
 নেমি প্রভৃতি দশ জন মহারথ দৈত্য,
 কেশবকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল।
 তখন কালনেমি ষষ্ঠি বাণে জনার্দনকে বিদ্ধ
 করিল। নিমি শতবাণে, মখন অশীতি শরে,

জস্তকশ্চৈব সপ্তত্যা শুভো দশভিরেব চ ॥ ২২৪
 শেষা দৈত্যৈশ্বরাঃ সর্বে বিস্মৃমৈকৈকশঃ শরৈঃ
 দশভিশ্চৈব যন্তান্তেজস্রুঃ সগরুড়ং রণে ॥ ২২৫
 তেষামমৃষ্য তৎ কস্মি বিস্মৃদানবসুদনঃ ।
 এতৈকং দানবং জয়ে যদুভিঃ যদুভিরজিহ্মগৈঃ
 আকর্ণকৃষ্টৈর্ভূয়শ্চ কালনেমিগ্নিভিঃ শরৈঃ ।
 বিস্মুং বিব্যাধ হৃদয়ে ক্রোধাজ্জকুবিলোচনঃ ॥
 তস্তাশোভন্ত তে বাণা হৃদয়ে তপ্তকাঞ্চনাঃ ।
 ময়ুধানীব দীপ্তানি কোম্ভভেভ্যঃ ক্ষুটদ্বিষঃ ॥
 তৈর্বাণৈঃ কিঞ্চিদায়ন্তো হরির্জগ্রাহ মুদগরম্ ।
 সততং ভ্রাম্য বেগেন দানবায় ব্যসর্জজয়ৎ ॥ ২২৯
 দানবেস্তস্তমপ্রাপ্তং বিস্মৃত্যেব শতৈঃ শরৈঃ ।
 চিচ্ছেদ তিলশঃ ক্রুদ্ধো দর্শয়ন্ পাণিগাঘবম্ ॥
 ততো বিস্মুঃ প্রকুপিতঃ প্রাসং জগ্রাহ ভৈরবম্

জস্তক সপ্ততি বাণে, শুভ দশ বাণে, এবং
 অবশিষ্ট দৈত্যগণ সকলেই এক এক শরে
 বিস্মুকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা অতি
 যত্নের সহিত দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়া গরুড়কে
 ভেদ করিল। তখন দানবদলনকারী বিস্মু
 তাহাদিগের সেই ক্রুর কন্ঠের বিষয় বিবে-
 চনা করিয়া ছয় ছয় বাণে এক এক দানবকে
 নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায়
 শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তিনটা শরে
 কালনেমিকে বিদ্ধ করিলেন। ক্রোধে
 আরক্তনেত্র কালনেমি বিস্মুর হৃদয়দেশ বাণ-
 বিদ্ধ করিল। সেই সকল তপ্তকাঞ্চনময়
 বাণ তদীয় হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া কোম্ভভ হইতে
 নিষ্কাশিত ক্ষুট দীপ্ত ময়ুধমালার স্তায় প্রভি-
 ভাত হইতে লাগিল। হরি সেই সকল
 বাণপ্রহারে কিঞ্চিং ক্লিষ্ট হইয়া এক ভীষণ
 মুদগর গ্রহণপূর্ব্বক বেগে ভ্রামিত করিয়া
 সেই দানবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।
 দানবেস্ত সেই মুদগর শূন্তপথেই শত শত
 গ্রহণেরে তিল তিল পরিমাণে ছেদন করিয়া
 ফেলিল। অনন্তর বিস্মু কুপিত হইয়া এক
 ভৈরব প্রাসান্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং তাহা
 দ্বারা দৈত্যের হৃদয় গাঢ়-বিদ্ধ করিলেন।

তেন দৈত্যস্ত হৃদয়ং তাড়য়ামাস গাঢ়তঃ ॥২৩১
 কণেন লক্ষসংজ্ঞস্ত কালনেমিৰ্নহাসুরঃ ।
 শক্তিং জগ্রাহ তীক্ষ্ণাগ্রাঃ হেমবৰ্ণট্টহাসিনীম্ ॥
 তথা বামভুজং বিকোবিভেদ দিতিনন্দনঃ ।
 ভিন্নঃ শক্ত্যা ভুজস্তস্ত ঋতশোণিত আবভৌ
 পদ্মরাগময়েণেব কেশুরেণ বিভূষিতঃ ।
 ততো বিকুঃ প্রকুপিতো জগ্রাহ বিপুলং ধনুঃ ॥
 সপ্তদশ চ নারাচাংস্তীক্ষ্ণান্ মৰ্ম্মবিভেদিনঃ ।
 দৈত্যস্ত হৃদয়ং ষড়্ভিবিব্যাধ চ ত্রিভিঃ শরৈঃ
 চতুৰ্ভিঃ সারথিকাস্ত ধ্বজকৈকেন পত্রিণা ।
 স্বাভ্যাং জ্যা-ধনুযৌ চাপি ভুজং সব্যঞ্চ পত্রিণা
 স বিকো হৃদয়ে গাঢ়ং দৈত্যো হরিশিলীমুখৈঃ
 ঋতরক্তারুণপ্রাণ্ডঃ পীড়াকুলিতমানসঃ ॥২৩৭
 চকম্পে মাকুতেনৈব নোদিতঃ কিংকক্ৰমঃ ।
 তমাকম্পিতমালক্ষ্য গদাং জগ্রাহ কেশবঃ ॥২৩৮
 তাঞ্চ বেগেন চিক্বেপ কালনেমিরথং প্রতি ।

মহাসুর কালনেমি কণমধ্যেই লক্ষসংজ্ঞ
 হইয়া এক হেম-বর্ণট্টহাসিনী তীক্ষ্ণাঙ্গ শক্তি
 গ্রহণ করিল। দিতিনন্দন সেই শক্তি-
 প্রহারে বিকুর বাম ভুজ ভেদ করিল।
 শক্তি দ্বারা তদীয় ভুজ ভিন্ন ও রক্তপ্লুত
 হইয়া যেন পদ্মরাগময় কেশুর-কিরণেই বিভূ-
 ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর বিকু অতি
 কুপিত হইয়া এক বিপুল ধনু গ্রহণ করিলেন
 এবং তাহাতে পরমৰ্ম্মভেদী সপ্তদশ তীক্ষ্ণ
 নারাচ যোজনা করিয়া নয় শরে দৈত্যের
 হৃদয়, চারিশরে তাহার সারথি, এক শরে
 ধ্বজ, দুই শরে শিঞ্জিনী ও ধনু এবং অস্ত্র
 এক শরে তদীয় বাম ভুজ ভেদ করিলেন।
 দৈত্য কালনেমি হরির শরে হৃদয়ে গাঢ়-বিক
 হইয়া ঋত-রক্তধারায় অরুণাভা ধারণ
 করিল। তাহার মন বেদনায় অকুল হইয়া
 পড়িল। সে যেন মাকুতচালিত কিংক-
 ক্রমের স্থায় কম্পিত হইতে লাগিল। কেশব
 তাহাকে কম্পিত দেখিয়া গদা গ্রহণ করি-
 লেন এবং সবেগে কালনেমির রথের প্রতি

সা পপাত শিরস্তগ্রা বিপুল। কালনেমিনঃ ॥২৩৯
 সঞ্চূর্ণিতোত্তমাক্ষস্ত নিম্পিষ্টমুকুটোহসুরঃ ।
 ঋতরক্তৌঘরজ্ঞস্ত ঋতধাতুরিবাচলঃ ॥ ২৪০
 প্রাপতৎ স্বে রথে ভগ্নে বিসংজ্ঞঃ শিষ্টজীবিতঃ ॥
 পতিতস্ত রথোপস্থে দানবস্তাচ্যুতোহরিহা ॥
 স্মিতপূৰ্ব্বমুবাচেদং বাক্যং চক্রায়ুধঃ প্রভুঃ ।
 গচ্ছাসুর বিমুক্তোহসি সাম্প্রতং জীব নির্ভয়ঃ
 ততঃ স্বল্পেন কালেন অহমেব তবাস্তকঃ ।
 এতচ্ছূহা বচস্তস্ত সারথিঃ কালনেমিনঃ ।
 অববাহ রথং দূরমনয়ৎ কালনেমিনঃ ॥ ২৪৩
 ইতি ক্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে কালনেমিপরাজয়ো
 নাম পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫০ ॥

নিষ্কেপ করিলেন। ঐ বিপুল গদা কাল-
 নেমির মস্তকোপরি পতিত হইল। গদা-
 পতনে কালনেমির উত্তমাক্ষ চূর্ণ হইল।
 তাহার মুকুট নিম্পিষ্ট হইয়া গেল। ঐ অসুর
 তখন ঋত রক্তধারায় রঞ্জিত হইয়া ধাতু-
 রসস্রাবী গিরির স্থায় প্রতিভাত হইল।
 তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইল। অতিকষ্টে
 তাহার জীবনমাত্র অবশিষ্ট রহিল। সে
 অচেতন-অবস্থায় স্থায় ভগ্নরথে পতিত
 হইল। দানব রথোপরি পতিত হইলে
 অরি-নিশ্চয় চক্রপাণি ভগবান তখন ঈষৎ
 হাস্ত করিয়া কহিলেন,—হে অসুর! তুমি
 মুক্ত হইয়াছ। নির্ভয়ে গমন কর। গিয়া
 আশ্রয় জীবন রক্ষা কর। অনন্তর কিয়ৎকাল
 পরেই আমি তোমার অস্তক হইব। কেশ-
 বের এই কথা শুনিয়া কালনেমির সারথি
 রথ লইয়া দূরে পলায়ন করিল ॥২১১—২৪৩॥

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫০ ।

একপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

তং দৃষ্ট্বা দানবাঃ ক্রুদ্ধাশ্চক্ৰঃ সৈশ্চৈবলৈবুতাঃ
সরস্বা ইব মাঞ্চীক-হরণে সৰ্বতো দিশম্ ॥ ১
কৃষ্ণচামরজালাটো সুধাবিরচিতাক্ষরে ।
চিত্রপঞ্চপতাকে তু প্রভিরকরটামুখে ॥ ২
পৰ্বতাভে গজে ভীমে মদস্রাবিণি হৃদ্ধরে ।
আক্ৰম্যজৌ নিমির্দৈত্যো হরিং প্রত্যাঘযৌবলী
তস্তাসন দানবা রোদ্রা গজস্ত পদরক্ষিণঃ ।
সপ্তবিংশতিসাহস্রাঃ কিরীট-কবচোজ্জ্বলাঃ ॥ ৪

শস্তোহপি বিপুলং মেঘং সমাক্রম্যব্রজদ্রুণম্ ॥ ৫
অপরে দানবেস্তাস্ত যস্তা নানাস্তপাণয়ঃ ।
আজ্জ্বলুঃ সময়ে ক্রুদ্ধা বিষ্ণুমুক্তিষ্টকারিণম্ ॥ ৬
পরিষেণনিমির্দৈত্যো মথনো মুদগরেণ তু ।
শস্তঃ শূলেন তীক্ষ্ণেন প্রাসেন গ্রসনস্তথা ॥ ৭

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—তখন দানবগণ সক্রোধে নিজ নিজ বলে পরিবৃত হইয়া মধুহারী ব্যক্তিকে মধুমক্ষিকাগণের স্তায় সেই মধুহারী হরিকে চতুর্দিক্ হইতে বেষ্টিত করিল । নিমি নামক বলবান্ দৈত্য, পৰ্বতাভ, ভীম, উদ্ধত, মন্ত, মদস্রাবী, বিচিত্র পঞ্চ পতাকা-মণ্ডিত, সুধাকৃত বিদুজাল-শোভিত, কৃষ্ণচামরজাল-ভূষিত গজে আরোহণপূর্বক হরির অভিমুখে প্রস্থান করিল । সপ্তবিংশতি সহস্র কিরীট-কবচ-মণ্ডিত রোদ্র দানব তদীয় গজের পদ-রক্ষকরূপে তাহারই সহযাত্রী হইল । মথন দৈত্য অস্বারোহণে, জন্তক দানব উষ্ট্রে বাহনে এবং শস্ত বিপুল মেঘপৃষ্ঠে অবস্থিত হইয়া রণে প্রস্থান করিল । এতদ্বিত্ত্ব অপর দানব-গণও তখন বদ্ধপরিহর হইয়া নানা অস্ত্রশস্ত্র-হস্তে ক্রুদ্ধচিত্তে সেই সময়ক্ষেত্রে অক্রিষ্ট-কৰ্ম্মা বিষ্ণুকে প্রহার করিতে লাগিল । নিমি দৈত্য পরিঘ, মথন দানব মুদগর, শস্ত

চক্রেণ মহিষঃ ক্রুদ্ধো জন্তকঃ শস্ত্য মহারণে
জয়নূনারায়ণং সৰ্ব্বৈশেযান্তোষ্ট্রৈশ্চ মার্গণৈঃ ॥ ৮
তান্তস্ত্রাণি প্রযুক্তানি শরীরং বিবিশুর্হরেঃ ।
শুরজ্ঞানুপদিষ্টানি সচ্ছিবাস্ত্রাণ্যত্রাবিব ॥ ৯
অসম্ভ্রান্তো রণে বিষ্ণুরথ জগ্ৰাহ কার্ষুণ্যম্
শরাংশ্চানীবিষাকার্যাংস্তৈলবোধানজিহ্বগান্ ॥
ততোহভিসম্য দৈত্যাংস্তানাকর্ণাকৃষ্টকার্ষুকঃ ।
অভ্যদ্রবদ্রণে ক্রুদ্ধো দৈত্যানীকে তু শৌকবান্
নিমিঃ বিব্যাধ বিংশত্যা বাণানামগ্নিবর্চ্চসাম্ ।
মথনঃ দশভির্বাণৈঃ শস্তঃ পঞ্চভিরেব চ ॥ ১২
একেন মহিষং ক্রুদ্ধো বিব্যাধোরসি পত্রিণা ।
জন্তকঃ দ্বাদশভিস্তোষ্ট্রৈঃ সৰ্বাংশ্চৈকেশোহষ্টভিঃ
তস্ত তল্লাঘবং দৃষ্ট্বা দানবাঃ ক্রোধমুচ্ছিতাঃ ।
নর্দমানাঃ প্রযত্নেন চক্রুরত্যদুতং রণম্ ॥ ১৪
চিচ্ছেদাথ ধনুর্বিষ্ণোর্নিমির্ভগ্নেন দানবঃ

ভীকু শূল, গ্রসনাসুর প্রাস, মহিষ চক্র, ক্রুদ্ধ জন্ত শক্তি এবং অপরাপর দানবগণ ভীকু বাণ দ্বারা সেই মহারণে নারায়ণকে প্রহার করিতে লাগিল । শুরপদিষ্ট বাক্য যেমন সংশ্লিষ্যের কর্ণরঞ্জে প্রবেশলাভ করে, সেই সকল অস্ত্র-শস্ত্রও তজপ বিষ্ণুরীয়ে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল । বিষ্ণু তখন অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে ধনুর্ধারণপূর্বক কর্ণাস্ত পর্যাস্ত আকর্ষণ করিয়া আনীবিষাকার তৈলবোত, অকুটিলগামী বাণজাল বধণ করিতে করিতে সেই দৈত্য-দলের প্রতি ধাবিত হইলেন । ১—১১ । তিনি অগ্নিতুল্য তেজঃপ্রদীপ্ত স্ত্রিংশতি বাণে নিমি দানবকে, দশ শরে মথনকে এবং পঞ্চ সায়কে শস্তকে বিদ্ধ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে এক বাণে মহিষকে বন্ধস্থলে প্রহার করিলেন । তারপর দ্বাদশটা ভীকু বাণে জন্তকে আঘাতপূর্বক অস্ত্রাস্ত সকলকেই আট আট বাণে আহত করিলেন । দানবগণ বিষ্ণুর এবম্বিধ শীঘ্রকারিতা দর্শনে ক্রোধে মুচ্ছিত-প্রায় হইয়া গর্জন করিতে করিতে প্রযত্ন সহকারে মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিল । নিমি দানব তল্লাঘাতে বিষ্ণুর শরাসন ছেদন

সঙ্ঘামানঃ শরং হস্তে চিচ্ছেদ মহিষাসুরঃ ॥২৫
 পীড়য়ামাস গরুড়ঃ জন্তুস্তৌক্যে সায়কৈঃ ।
 ভূজং তস্তাহনকাঢ়ং শুভো ভূধরসরিভঃ ॥১৬
 ছিন্নে ধনুৰি গোবিন্দো গদাং জগ্রাহ ভীষণাম্
 তাং প্রাহিণোৎ স বেগেন মথনায় মহাহবে ॥১৭
 তামপ্রাপ্তাং নিমির্বাণৈশ্চিচ্ছেদ তিলশো রণে
 তাং নাশমাগতাং দৃষ্ট্বা হীনাগ্রে প্রার্থনামিব ॥১৮
 জগ্রাহ মুদগরং ঘোরং দিব্যরত্নপরিষ্কৃতম্ ।
 তং মুমোচাথ বেগেন নিমিমুদিশ্চ দানবম্ ॥১৯
 তমায়াস্তং বিয়তোব জ্ঞেয়ো দৈত্য্য স্তবায়ন ।
 গদয়া জন্তুদৈত্য্যস্ত গ্রসনঃ পট্টিশেন তু ॥২০
 শক্ত্যা চ মহিষো দৈত্য্যঃ স্বপক্ষজয়কাঙ্ক্ষয়া ।
 নিরাকৃতং তমালোক্য দুর্জনে প্রণয়ং যথা ॥২১
 জগ্রাহ শক্তিযুগ্মাগ্রামষ্টঘটোৎকটশনাম্ ।
 জন্তায় তাং সমুদিশ্চ প্রাহিণোজগ্ৰভীষণঃ ॥২২

করিয়া ফেলিল। নিষ্কেপ করিবার জন্ত বিষ্ণু
 যে বাণটী হস্তে লইয়াছিলেন, মহিষাসুর
 তাহা কর্তন করিল। জন্তু তীক্ষ্ণ বাণঘাতে
 গরুড়কে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ভূধর-
 সম শুভ অনুর বাণদ্বারা বিষ্ণুর বাহুদেশ
 গাঢ়রূপে বিদ্ধ করিল। ধনু ছিন্ন হইলে
 গোবিন্দ ভীষণ গদা লইয়া সবেগে মথনা-
 সুরের প্রতি নিষ্কেপ করিলেন। কিন্তু নিমি
 দৈত্য্য মধ্যপথেই বাণদ্বারা তিল তিল প্রমাণে
 উহা চ্ছেদন করিয়া ফেলিল। বিষ্ণু, হীন জন-
 সন্নিধানে প্রার্থনার স্তায় সেই গদাকে বিনষ্ট
 হইতে দেখিয়া এক দিব্য রত্নভূষিত মুদগর
 গ্রহণপূর্বক নিমি দানবের উদ্দেশে নিষ্কেপ
 করিলেন। সেই মুদগর আপতিত হইতে
 দেখিয়া স্বপক্ষের জয়াকাঙ্ক্ষী জন্তু গদা, গ্রসন
 পট্টিশ এবং মহিষদৈত্য্য শক্তি দ্বারা আকাশ
 পথেই উহাকে নিবারিত করিল। রণ-
 ভীষণ নারায়ণ তখন, দুর্জনে প্রণয়ের স্তায়
 সেই মুদগর নিরাকৃত হইল দেখিয়া অষ্টঘটো-
 উৎকট, অত্যাগ্ৰ, মহাশব্দশালী শক্তি লইয়া
 জন্তুর উদ্দেশে নিষ্কেপ করিলেন। ১২—২২।

তামনুরস্থাং জগ্রাহ গজো দানবনন্দনঃ ।
 গৃহীতাং তাং সমালোক্য শিক্ষামিব বিবেকিভিঃ
 দৃঢ়ং ভারসহং সারমস্তদাদায় কার্ষুকম্
 রৌদ্রাস্তমভিসন্ধায় তস্মিন্ বাণং মুমোচ হ ॥ ২৪
 ততোহনুতেজসা সর্কং ব্যাপ্তং লোকং চরাচরম্
 ততো বাণময়ং সর্কমাকাশং সমদৃশুত ॥ ২৫
 ভূদিশো বিদিশশ্চৈব বাণজালময়া বভূঃ ।
 দৃষ্ট্বা তদস্তমাহাশ্ব্যং সেনানৌ গ্রসনোহসুরঃ ॥২৬
 ব্রাহ্মণস্তং চকারানৌ সর্কাস্তবিনিবারণম্ ।
 তেন তৎ প্রশমং যাতং রৌদ্রাস্তং লোকঘনময়ম্
 অস্ত্রে প্রতিহতে তস্মিন্ বিষ্ণুর্দানবসুদনঃ ।
 কালদণ্ডাস্তমকরোৎ সর্কলোকভয়ঙ্করম্ ॥২৮
 সঙ্ঘায়মানে তস্মিন্ স্তমাকৃতঃ পক্ষযো ববৌ ।
 চকম্পে চ মহৌ দেবৌ দৈত্য্য ভিন্নধিযোহভবন
 তদস্তমুগ্রাং দৃষ্ট্বা তু দানবা যুক্তদৃশ্যদাঃ ।
 চক্ররস্তাণি দিব্যানি নানারূপাণি সংযুগে ॥ ৩০

কিন্তু দানবনন্দন গজ, আকাশপথেই সেই
 শক্তি গ্রহণ করিল। বিষ্ণু, বিবেকী জনগণের
 শিক্ষার স্তায় সহসা সেই শক্তিকে গৃহীত
 হইতে দেখিয়া সক্রোধে অপর এক ভারসহ,
 সারবান, দৃঢ় কার্ষুক গ্রহণপূর্বক রৌদ্রাস্ত
 সন্ধান করিয়া নিষ্কেপ করিলেন। সেই
 অস্ত্রের তেজে তখন চরাচর সর্কলোক পরি-
 ব্যাপ্ত হইল। আকাশ মণ্ডল বাণময় হইয়া
 পড়িল। পৃথিবী, দিক্, বিদিক্ সমস্তই তখন
 বাণজালময়বৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।
 দৈত্য্যসেনাপতি গ্রসনাসুর সেই অস্ত্রমাহাশ্ব্য
 দর্শনে সর্কাস্তনিবারক ব্রাহ্ম অস্ত্র সন্ধান
 করিল। তাহাতে সেই লোকক্ষয়কারী রৌদ্রাস্ত
 প্রশমিত হইল। সেই অস্ত্র প্রতিহত হইলে
 দানবসুদন বিষ্ণু সর্কলোক-ভয়ঙ্কর কালদণ্ডাস্ত্র
 যোজনা করিলেন। সেই অস্ত্র সন্ধানকালে
 পক্ষবায়ু প্রবাহিত, মেদিনী কম্পিত এবং
 দৈত্য্যগণ হতবুদ্ধি হইল। যুক্তদৃশ্য দানব-
 গণ, সেই উগ্র অস্ত্র নিবারণ-মানসে নানাবিধ
 দিব্য অস্ত্র সকল সন্ধান করিতে আরম্ভ

নারায়ণাশ্রমঃ গ্রাসনো গৃহীত্বা
চক্রং নিমিঃ স্বাস্ত্রবরং মুমোচ ।
ঐবীকমস্ত্রঞ্চ চকার জন্ত-
স্তংকালদগুস্ত্রনিবারণায় ॥ ৩১
যাবন্ন সন্ধানদশাং প্রয়াস্তি
দৈত্যেবরাশ্চান্ননিবারণায় ।
তাবৎ কণেনৈব জঘান কোটি-
দৈত্যেবরাশাং সগজান্ সহস্রান্ ॥ ৩২
অনন্তরং শান্তমভূৎ তদন্তঃ
দৈত্যাস্ত্রযোগেণ তু কালদগুম্ ।
শান্তং তদালোকা হরিঃ স্বশস্ত্রং
স্ববিক্রমে মন্যুপরীতমুত্তিঃ ॥ ৩৩
জগ্রাহ চক্রং তপনায়ুতাত-
যুগ্রারমান্নানমিব দ্বিতীয়ম্ ।
চিক্বেপ সেনাপত্যেহক্তিসঙ্ঘা
কণ্ঠস্থলং বজ্রককঠোরমুগ্রম্ ॥ ৩৪
চক্রং তদাকাশগতং বিলোক্য
সর্বাশ্বনা দৈত্যাবরাঃ স্ববীর্ঘ্যৈঃ ।
নাশরুবন্ বারয়িতুং প্রচণ্ডঃ
দৈবঃ যথা কৰ্ম্ম মুখা প্রপন্নম্ ॥ ৩৫

করিল । ২৩—৩০ । সেই কালদগুস্ত্র নিবা-
রণার্থ গ্রাসন দানব নারায়ণাশ্রম, নিমি স্বীয়
চক্র এবং জন্ত ঐবীক অস্ত্র নিক্ষেপ করিল ।
পরন্তু ঐ সকল অস্ত্র সন্ধান করিবার মধ্যেই
সেই কালদগুস্ত্র, অশ্ব-গজ সহ বহুকোটি
দৈত্যসৈন্য সংহার করিয়া ফেলিল । পরে
দৈত্যক্ষিপ্ত অস্ত্রে সেই কালদগু প্রশান্ত
হইল দেখিয়া হরি, স্বীয় বিক্রম প্রতিঘাত-
হেতু অতীব জুড় হইলেন এবং অযুত
তপন-সমুদ্ভূতি, উগ্র অরযুক্ত, বজ্রবৎ কঠোর
স্বীয় দ্বিতীয় মুর্ত্তিসম চক্র গ্রহণপূর্ব্বক দৈত্য-
সেনাপতির কণ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ
করিলেন । দৈত্যাবরণ সেই চক্রকে
আকাশপথে আসিতে দেখিয়া নিজ নিজ
বীর্ঘ্যাক্রমে তাহার নিবারণার্থ মহাযত্ন করিতে
লাগিল । পরন্তু কৰ্ম্ম দ্বারা দৈবের স্তায়
কোন ক্রমেই সেই প্রচণ্ড চক্রকে বারণ

তম প্রতর্ক্য জনয়ন্নজযাং
চক্রং পপাত গ্রাসনস্ত কণ্ঠে
দ্বিধা তু কৃৎস্না গ্রাসনস্ত কণ্ঠঃ
তদ্রক্তধারাকর্ণঘোরনাভি
জগাম ভূয়োহপি জনার্দনস্ত
পাণিঃ প্রবৃদ্ধানলতুল্যদীপ্তিঃ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে গ্রাসনবধো নামৈক-
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫১ ॥

বিপক্ষাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

তস্মিন্ বিনিহতে দৈত্যে গ্রাসনে লোকনায়কে
নির্ম্মধ্যাদমযুধ্যস্ত হরিণা সহ দানবাঃ ॥ ১
পাট্টিশৈর্ম্মষটলৈঃ পাট্টৈর্গদাভিঃ কুণ্ঠৈরপি ।
ভীক্ষাননৈশ্চ নারাটৈশ্চক্রৈঃ শক্তিভিরেব চ ॥ ২
তানস্তান দানবৈর্ম্মুক্তাঃ চিত্রবোধী জনার্দনঃ ।
একৈকং শতশ্চক্রৈঃ বাণৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥ ৩

করিতে সমর্থ হইল না । সেই অনির্কটনীয়
প্রভাব-সম্পন্ন, জলদনলসম দীপ্ত চক্র,
সবেগে ঘূর্জয় গ্রাসন দানবের কণ্ঠদেশে
পাতত হইয়া উহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া
পুনরায় রক্তাশ্লুতাবস্থায়ই জনার্দনের পাণি-
গত হইল । ৩১—৩৬ ।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫১ ।

বিপক্ষাশদধিক শততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—সেনাপতি গ্রাসনাশ্রম
নিহত হইলে পর, দানবদল উচ্ছৃঙ্খলভাবে
হরি সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । তাহার পাট্টিক,
মুঘল, পাশ, গদা, কুণপ, ভীক্ষুমুখ নারাট,
চক্র ও শক্তি প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র
গ্রহণ করিতে থাকিলে চিত্রবোধী জনার্দন
নিজ অগ্নিশিখাসম বাণ দ্বারা সেই সমস্ত

ততঃ কৌণায়ুধপ্রায়া দানবা ভ্রাস্তচেতসঃ ।

অস্পাদাদাতুমভবন ন সমর্থ্য যদা রণে ॥ ৪

তদা মৃতৈর্গৈজয়ৈর্জনাদিনমযোধয়ন

সমস্তাং কোটিশো দৈত্য্যঃ সন্ধতঃ

প্রত্যযোধয়ন ॥ ৫

বহু কৃষা রণঃ বিষ্ণুঃ কিঞ্চিক্ষাস্তভূজোহভবৎ ।

উবাচ চ গুরুশ্রুতং তস্মিন্ স্মৃতমূলে রণে ॥ ৬

গুরুশ্রুতং কচ্চিদশ্রাস্তমস্মিন্ রণি সাস্প্রতম্ ।

যদ্যশ্রাস্তোহসি তদ্যাহি মথনশ্চ রথং প্রতি ॥ ৭

শ্রাস্তোহস্তথ মুহূর্তং ত্বং রণাদপস্মতো ভব ।

ইত্যুক্তো গুরুভুস্তেন বিষ্ণুনা প্রতিবিষ্ণুনা ॥ ৮

আসাদ রণে দৈত্য্যঃ মথনং ঘোরদর্শনম্ ।

দৈত্য্যভিযুগং দৃষ্ট্বা শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্ ॥ ৯

জঘান ভিন্দিপালেন শিতবাণেন বক্ষসি ।

তৎপ্রহারমচিষ্ট্যৈব বিষ্ণুস্তস্মিন্ মহাহবে ॥ ১০

জঘান পঞ্চভির্বাণৈর্দার্জকৈস্তচ্চ শিলাশিতৈঃ ।

অস্ত্র-শস্ত্রের, প্রত্যেকটীকেই শত শত ভাগে ছেদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দৈত্যদল আয়ুধহীন হইয়া পড়িল। তখন অস্পাদাবে তাহারা উদ্ভ্রাস্তচিত্তে মৃত অবগজাদি দ্বারা জনাদিন সহ যুদ্ধ করিতে লাগিল। কোটি-কোটি দৈত্য তখন এইভাবেই জনাদিনের চতুর্দিকে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিল। সেই স্মৃতমূল রণস্থলে বিষ্ণু বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ শ্রান্ত হইলেন এবং গুরুকে বলিলেন,—হে গুরু! তুমি কি এখন পর্য্যন্ত পরিশ্রান্ত হও নাই? যদি শ্রান্ত না হইয়া থাক, তবে মথনাসুরের রথের দিকে গমন কর। আর যদি শ্রান্ত হইয়া থাক, তবে মুহূর্তকাল রণস্থল হইতে অপসৃত হও। প্রভাবশালী বিষ্ণু এইরূপ বলিলে গুরু ঘোরদর্শন মথনাসুরের সন্নিহিত হইল। সেই দৈত্য শঙ্খ-চক্র-গদাধর হরিকে অভিমুখাগত দর্শনে শাণিত ভিন্দিপাল দ্বারা তদীয় বক্ষস্থলে আঘাত করিল। সেই মহারণে বিষ্ণু সে প্রহার গ্রাহ্য না করিয়া সুশাণিত পঞ্চ বাণ দ্বারা তাহাকে আহত

পুনর্দণ্ডিত্বাঃ কষ্টৈস্তঃ ততাত্ত স্তনাস্তরে ॥ ১১

বিক্রো মর্শ্বশু দৈত্যোস্ত্রো হরিবানৈরকম্পত ।

স মুহূর্তং সমাপ্তশ্চ জগ্রে হ পরিঘঃ তদা ॥ ১২

জগ্রে জনাদিনাংপি পরিঘোণ্যিবর্চসা ।

বিষ্ণুস্তেন প্রহারেণ কিঞ্চিদাবুর্ণিতোহভবৎ ॥ ১৩

ততঃ ক্রোধবিরক্তাক্ষো গদাং জগ্রেহ মাধবঃ ।

মথনং সরথঃ বোষাঃ পিপিপেযাথ রোষতঃ ॥ ১৪

স পপাতাথ দৈত্যোস্ত্রঃ ক্ষয়কালেহচলো যথা

তস্মিন নিপতিতে ভূমৌ দানবে বৌধ্যশালিনি

অবসাদং যদুর্দৈত্যাঃ কদমে করিণো যথা ।

হতস্তেষু বিপন্নেষু দানবেষাতিমানিশু ॥ ১৬

প্রমোপাদ্রক্তনয়নো মহিমো দানবেশ্বরঃ ।

প্রত্যাঘ্যযৌ হারঃ রোজঃ স্ববাহুবলমাস্থিতঃ ॥

তীক্ষ্ণধারেণ শূলেণ মহিমো হরির্মদ্যন ।

শক্ত্যা চ গুরুভং বীরো মর্শ্বোহভ্যশ্ননুদী ॥

ততো ব্যাধুতা বদনং মহাচলগুহানিভম্ ।

গ্রন্থমৈচ্ছজগ্রে দৈত্য্যঃ সগুরুশ্রুতমচ্যুতম্ ॥ ১৮

করিয়া আকর্ণ আকৃষ্ট দশ বাণ দ্বারা তদীয় বক্ষস্থলে প্রহার করিলেন। ১—১১। হরির সেই বাণাঘাতে দৈত্যোস্ত্র কম্পিত হইল এবং মুহূর্তমাত্র বিশ্রাম করিয়া অগ্নিসমপ্রভ পরিঘ দ্বারা জনাদিনকে আঘাত করিল। সেই প্রহারে বিষ্ণুও কিঞ্চিৎ আধুর্নিত হইলেন। পরে মাধব ক্রোধরক্ত-নেত্রে গদা গ্রহণপূর্বক তদ্বারা মথনাসুরকে রথ সহিত পিপিষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন কল্লাস্তফালীন গিরবরের স্তায় সেই বৌধ্যবান দানবেশ্বর মথন, ভূপতিত হইলে পঙ্কময় মাতঙ্গবৎ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। দানবেশ্বর রোজ-মুর্তি মহিমান্বুর তখন সেই অভিমানী দানব-গণকে তাদৃশভাবে বিপন্ন দর্শনে কোপে রক্তলোচন হইয়া স্ববাহুবলগগ্রে হরির অভিমুখে প্রস্থিত হইল। সেই মাধব দৈত্য তীক্ষ্ণধার শূল দ্বারা হরিকে আহত করিয়া শক্তিপ্রহারে গুরুভের হৃদয় বিদ্ধ করিল। অতঃপর সেই দৈত্যবর, মহাগিরিগুহাসম বদন ব্যাদনপূর্বক গুরুভসহ বিষ্ণুকে গ্রাস

অর্থাচ্চাতোহপি বিজ্ঞায় দানবশ্চ চিকৌর্ষিতম্ ।
 বদনং পুরয়ামাস দিব্যৈর্দৈবৈর্মহাবলঃ ॥ ২০
 মহিষস্তাং সসৃজে বাণৌষং গরুড়ধ্বজঃ ।
 পিধায় বদনং দিব্যাদিব্যাস্তপরিমজ্জিতৈঃ ॥ ২১
 স তৈর্বানৈরভিহতো মহিসোহচলসন্নিভঃ ।
 পরিবর্তিতকায়োহধঃ পপাত ন মমার চ ॥ ২২
 মহিষং পতিতং দৃষ্ট্বা ভূমৌ প্রোবাচ কেশবঃ ।
 মহিষাসুর মন্তকঃ বধং নাস্তৈরিত্যর্হসি ॥ ২৩
 যোষিত্বধ্যাঃ পুরোক্তোহসি সাক্ষাৎ কমল

যোনিনা ।

উত্তিষ্ঠ জীবিতং রক্ষ গচ্ছান্মাং সঙ্গরাদ্ভ্রতম্
 তস্মিন পরাশুখে দৈত্যে মহিষে শুভদানবঃ ।
 সন্দল্লৌষ্ঠপুটঃ কোপাদ্ভ্রকুটীকুটিলাননঃ ॥ ২৫
 নিশ্বাস্য পাণিনা পাণিঃ ধনুঃপাদায় ভৈরবম্ ।
 সজ্যাং চকার স ধনুঃ শত্ৰাংশ্চানীবিষোপমান্ ॥

করিবার প্রয়াস প্রকাশ করিলে, মহাবল
 অচ্যুত বিষ্ণু সেই দানবের অভিপ্রায় বুঝিয়া
 দিব্যাস্ত্র দ্বারা তদীয় বদনবিবর পূর্ণ করিয়া
 কেলিলেন । ১২—২০ । গরুড়ধ্বজ হরি
 অভিমজ্জিত দিব্যাস্ত্ররাশি দ্বারা মহিষাসুরের
 বদনবিবর পূরিত করিয়া আরও বহু বাণ
 নিক্ষেপ করিলেন । সেই বাণসমূহে অভিহত
 হইয়া পর্বতসম-কায় মহিষাসুর বিপর্যস্ত
 শরীরে ভুতলে পতিত হইল ; পরন্তু মরিল
 না । কেশব তাহাকে তখন কহিলেন যে,
 হে মহিষাসুর ! আমা হইতে তোমার মৃত্যু
 হইবে না ; কারণ, পুরাকালে কমলযোনি
 সাক্ষাৎ হইয়া তোমাকে “তুমি রমণীর বধ্য
 হইবে” এই বর দিয়াছেন । অতএব তুমি
 উঠ, জীবন রক্ষা কর ; এ সংগ্রামভূমি হইতে
 সত্বর অপসৃত হও । মহিষ দৈত্য পরাশুখ
 হইলে শুভ দানব ক্রোধে অধর দংশনপূর্বক
 ক্রকুটি-কুটিল-মুখে করে করে নিক্ষেপ করিয়া
 ভৈরব শরাসন গ্রহণ করিল এবং তাহাতে
 জ্যারোপণপূর্বক আশীবিষসম শরসমূহ দ্বারা
 বিষ্ণুকে ও গরুড়কে বিদ্ধ করিতে লাগিল ।

স চিত্রযোধো দৃঢ়মুষ্টিপাত-
 স্ততস্ত বিষ্ণুঃ গরুড় দৈত্যঃ ।
 বাণৈর্জলদগ্নিশিখানিকানৈঃ
 ক্ষিপ্তৈরসংগৈঃ পরিঘাতহীনৈঃ ॥ ১৭
 বিষ্ণুশ্চ দৈত্যোস্ত্রশরাত্তোহপি
 ভূগুণ্ডাদায় কৃতান্ততুল্যাম্ ।
 তয়া ভূগুণ্ডা চ পিপেষ মেঘঃ
 শুভশ্চ পত্রঃ ধরণীধরাতম্ ॥ ২৮
 তস্মাদবপ্লুত্য হতাত্ত মেঘাদ-
 ভূমৌ পদাতিঃ স তু দৈত্যনাথঃ ।
 ততো মহীশ্বশ্চ হরিঃ শরৌঘান্
 মুমোচ কালানলতুল্যভাসঃ ॥ ২৯
 শরৈস্তিতস্তস্ত ভূজঃ বিভেদ
 ষড়্ভিচ্চ শীর্ষং দশভিচ্চ কেতুশ্চ ।
 বিষ্ণুর্বিহক্টেঃ শ্রবণাবসানঃ
 দৈত্যাস্ত্র বিব্যাধ বিবৃন্তনেত্রঃ ॥ ৩০
 স তেন বিক্কো ব্যাধতো বভূব
 দৈত্যোশুরেঃ বিজ্ঞতশোণিতৌষঃ ।
 ততোহস্ত কিঞ্চিচ্চলিতস্ত ধৈর্য্য-
 হ্বাচ শঙ্খাসুজশার্ঙ্গপাণিঃ ॥ ৩১
 কুমারিবধ্যোহসি রণং বিষ্ণু
 শুভাসুর স্বল্পতরৈরহোভিঃ ।

দৃঢ়মুষ্টি-চিত্রযোধো বিষ্ণু সেই শুভ দানবের
 জলদগ্নিশিখাসম প্রকাশমান অব্যর্থ অসংখ্য
 বাণ দ্বারা তাড়িত হইয়া যম-সম ভূগুণ্ডী দ্বারা
 শুভের বাহন মেঘটিকে ধরাতলে নিক্ষেপণ
 করিলেন । তখন দৈত্যনাথ শুভ সেই মেঘ
 হইতে সতসা লক্ষপ্রদানে ভুতলে পদাতিরূপে
 অবস্থান করিল । তদর্শনে হরি তৎপ্রতি
 কালানলতুল্য শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগি-
 লেন । তিনি বিবৃন্তনেত্রে কর্ণান্ত পর্য্যন্ত শরা-
 সন আকর্ষণপূর্বক তিন বাণে সেই দানবের
 ভূজদ্বয়, ছয় বাণে মন্তক এবং দশ বাণ দ্বারা
 রথকেতু বিদ্ধ করিলেন । দৈত্যেশ্বর শুভ
 সেই বাণাঘাতে ব্যাধিত ও ধৈর্য্যহীন হইল ;
 তাহার দেহ হইতে শোণিতদ্বারা ক্ষরিত
 হইতে লাগিল ! তখন শঙ্খ-পদ্ম-শার্ঙ্গপাণি

বধঃ ন মন্তোহঁসি চেহ মূঢ়
 যুথৈব কিং যুদ্ধসমুৎসুকোহসি ॥ ৩২
 জন্তো বচো বিষ্ণুখান্নিশম্য
 মিমিষ্ট নিম্পেষ্টমিঘৈব বিষ্ণুং ।
 গদামধোদম্য নিমিঃ প্রচণ্ডাঃ
 জঘান গাঢ়ং গরুড়ঃ শিরস্তঃ ॥ ৩৩
 জন্তোহপি বিষ্ণুঃ পরিষেণ মুৰ্দ্ধি
 প্রমুষ্টিরভৌঘবিচিত্তভাসা ।
 ভৌ দানবভাভ্যাং বিষমৈঃ প্রহারৈ-
 ন্নিপেতুৰ্জক্স্যাং ঘন-পাবকাভৌ ॥ ৩৪
 তৎ কৰ্ম্ম দৃষ্ট্বা দিতিজাশ্চ সৰ্কে
 জগজ্জুৰ্জক্সৈঃ কৃতসিংহনাদাঃ ।
 ধনুঃষি চাশ্ফোট্যা খুরাভিঘাতৈ-
 র্যদারয়ন্ ভূমিমপি প্রচণ্ডাঃ ।
 বাসাংসি চৈবাহুধবুঃ পরে তু
 দগ্ধাশ্চ শঙ্খানকগোমুখৌষান ॥ ৩৫
 অথ সংজ্ঞামবাপ্যাত্ত গরুড়োহপি সাকেশবঃ ।

বিষ্ণু তাহাকে কহিলেন যে,—হে শুভানুর !
 তুমি অল্প দিনমধ্যেই কুমারী-করে নিধন
 প্রাপ্ত হইবে ; আমার হস্তে তোমার সংহার
 হইবে না । অতএব মূঢ় ! তুমি বৃথা যুদ্ধার্থ
 সমুৎসুক হইতেছ কেন ? বিষ্ণুবদন-নির্গত
 এই বচন শ্রবণে জন্ত ও নিমি দানব অতিশয়
 ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে নিম্পেষ্ট করিবার অভি-
 প্রায়ে তদভিমুখে অগ্রসর হইল । নিমি
 এক প্রচণ্ডাকার গদা লইয়া তদ্বারা গরুড়কে
 মস্তকে আহত করিল । জন্তানুরও উজ্জল
 রত্নরাজি দ্বারা বিচিত্র কান্তিমান এক পরিঘ
 লইয়া বিষ্ণুর মস্তকে আঘাত করিল । দানব-
 সম্বন্ধে কৰ্জুক এবম্প্রকারে আহত হইয়া বিষ্ণু ও
 গরুড় উভয়ে মেঘ ও পাবকবৎ ভূতলে
 পতিত হইলেন । দিগ্ভিনন্দনগণ সকলেই
 সেই কৰ্ম্ম দর্শনে উচ্চ সিংহনাদ সহ গর্জন
 করিতে লাগিল । কেহ কেহ ধনুঃ অশ্ফোটন,
 কেহ বা বস্ত্র-সঞ্চালন, এবং অপর অনেকে
 শঙ্খ গোমুখাদি বাদন করিতে আরম্ভ করিল ।
 অতঃপর গরুড়ও কেশব সহ চৈতন্ত-লাভান্তে

পরাজুখো রণাৎ তস্মাৎ পলায়ত মহাজবঃ ॥ ৩৬
 ইতি ত্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে দেবানুরসংগ্রামে
 মথনাদিসংগ্রামো নাম ত্রিপঞ্চাশদধিক-
 শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ভমালোক্য পলায়ন্তঃ বিভ্রষ্টধ্বজকার্ষুকম্ ।
 হরিঃ দেবঃ সহস্রাঙ্কো মেঘে ভগ্নঃ হুরাহবে ॥ ১
 দৈত্যাত্মাশ্চ মুদিতান্ দৃষ্ট্বা কর্তব্যং নাধ্যগচ্ছত
 যান্নিকটে বিকোঃ সুরেশঃ পাকশাসনঃ ॥
 উবাচ চৈনং মধুরং প্রোৎসাহপরিবাহকম্ ।
 কিমেতিঃ ক্রৌড়সে দেব দানবৈবৃষ্টমানসৈঃ ॥ ৩
 তুর্জ্জনৈর্লঙ্করজ্জাস্ত পুরুষশ্চ কুতঃ ক্রিয়াঃ ।
 শক্তেনোপেক্ষিতো নীচো মন্ততে বলমান্ননঃ
 তস্মান্ন নীচঃ মতিমান্ দুর্গহীনঃ হি সন্ত্যজৈঃ ॥

সেই রণভূমি হইতে মহাবেগে পলায়ন
 করিলেন । ২১—৩৬ ।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫২

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

সূত কহিলেন,—সেই বিষম যুদ্ধে সহ-
 স্রাঙ্ক ইন্দ্র, ধ্বজ-কার্ষুক-ভ্রষ্ট বিষ্ণুকে পলায়ন
 করিতে দেখিয়া স্বপক্ষের পরাজয় স্থির করি-
 লেন । তিনি দৈত্যগণকে প্রমুদিত দর্শনে
 কর্তব্য নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না । পরে সুরে-
 শ্বর পাকশাসন ইন্দ্র, বিষ্ণুর নিকটবর্তী হইয়া
 তদীয় উৎসাহবর্জক এই মধুর বাক্য বলিলেন
 যে, হে দেব ! এই সকল হৃষ্টচেতা দানবগণের
 সহিত আপনি ক্রৌড়া করিতেছেন কেন ?
 তুর্জনগণ রজ্জ পাইলে সৎপুরুষবর্গের ক্রিয়া-
 সিদ্ধি হইবে কিরূপে ? সমর্থ ব্যক্তি উপেক্ষা
 করিলে নীচ জনেরা আপনাদিগকে বলবান্
 বলিয়া মনে করে । অতএব মতিমান্ জন

অথাগ্রেসরসম্পত্তা রথিনো জয়মাণুযুঃ ॥ ৫
কন্তে সখ্যভবজ্ঞাগ্রে হিরণ্যাকবধে বিভো ।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো বীৰ্য্যশালী মদোদ্ধতঃ ॥
ত্ভাং প্রাপ্যাপস্তমুরো বিষমঃ স্মৃতিবিভ্রমম্ ।
পূর্বেহপ্যতিবলা য়ে চ দৈত্যেস্ত্রাঃ সুরবিদ্বিষঃ
বিনাশমাগতাঃ প্রাপ্য শলভা ইব পাবকম্ ।
যুগে যুগে চ দৈত্যানাং ত্রমেবাস্তকরো হরে ॥ ৮
তথৈবাদ্যেহ ময়ানাং ভব বিক্ষো সমাজয়ঃ ।
এবমুক্তস্ততো বিষ্ণুর্ব্যবর্জিত মহাভূজঃ ॥
ঋক্ষা পরময়া যুক্তঃ সর্বভূতাত্ত্রাহরিহা ।
অথোবাচ সহস্রাক্ষঃ কালকমমধোকজঃ ॥ ১০
দৈত্যেস্ত্রাঃ স্বেৰ্বধোপাটৈঃ শক্যা হস্তংহি নাশতঃ
দুর্জয়স্তারকো দৈত্যো মুক্তা সপ্তদিনং শিশুম্
কশ্চিৎস্রীবধ্যতাং প্রাপ্তে বধেহতস্ত কুমারিকা

কর্তৃক দুর্গহীন শত্রু কদাচ পরিত্যাগ-যোগ্য
নহে । “রথিগণ সঙ্গীয় সৈন্ত-সামন্তের সাহা-
য্যেই জয়লাভ করেন !” একথাও আপনার
পক্ষে বলা অসম্ভব । দেখুন, হে বিভো !
হিরণ্যাক-বধসময়ে কোন ব্যক্তি আপনার
সহায় হইয়াছিল ? বীৰ্য্যশালী মদোদ্ধত
হিরণ্যকশিপু দৈত্য আপনার প্রাপ্ত হইয়া
স্মৃতিহীন হইয়াছে । এতস্তিন্ন পূর্বে আরও
কত অতি বলবান্ সুরবৈদ্য দৈত্যেস্ত্রাঃ
পাবকশর্পে শলভের স্থায় আপনার সংসর্গে
বিনাশ লাভ করিয়াছে । হে হরে ! যুগে
যুগে দৈত্যগণের তুমিই সংহার কর । হে
বিক্ষো ! অদ্য এ ক্ষেত্রেও তুমি এই ময়-
প্রায় আমাদিগের আশ্রয় হও । দেবরাজ
কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মহাভূজ, সুর-
শত্রুঘাতী সর্বভূতাত্ত্রয় বিষ্ণু তখন পরম
শোভা ধারণপূর্বক বর্জিত হইতে লাগি-
লেন । পরে অধোকজ বিষ্ণু সহস্রাক্ষকে
তৎকালোচিত এই বাক্য বলিলেন যে,—স্ব স্ব
বধোপায় ব্যতীত অস্ত্র কোন প্রকারে
দৈত্যেস্ত্রগণ হনন-যোগ্য নহে । দুর্জয়
তারক দৈত্য, সপ্তদিন-বয়স্ক বালক ভিন্ন
অপর কাহারও হস্তে নিহত হইবার নহে ।

জন্তু বধ্যতাং প্রাপ্তো দানবঃ ক্রুরবিক্রমঃ ॥
তন্মাদীর্ঘ্যেণ দিব্যেন জাহি জন্তুঃ জগজ্জরন্ ॥
অবধ্যঃ সর্বভূতানাং ত্ভাং বিনা স তু দানবঃ ॥
ময়া শুভেঃ রণে জন্তুঃ জগৎকণ্টকমুদ্রয় ।
তথৈকুণ্ঠবচঃ ক্রত্বা সহস্রাক্ষোহমরারিহা ॥ ১৪
সমাদিশং সুরান্ সর্সান্ সৈন্তস্ত রচনাঃ প্রতি
যং সারং সমলোকেষু বীৰ্য্যস্ত তপসোহপি চ
তদেকাদশক্রজাঃ চকারাগ্রেসরান্ হরিঃ ।
ব্যালভোগাঙ্গসন্নক্কা বলিনো নীলকঙ্করাঃ ॥ ১৬
চন্দ্রখণ্ডনুগুণালী-মণ্ডিতোকশিখণ্ডিনঃ ।
শূলজালাবলিগুপ্তা ভুজমণ্ডলভৈরবাঃ ॥ ১৭
পিঙ্গোভুজজটাজুটাঃ সিংহচর্ম্মাভূষণিণঃ ।
কপালীশাদয়ো ক্রত্বা বিজ্রাবিতমহাসুরাঃ ॥ ১৮
কপালী পিঙ্গলো ভীমো বিরূপাক্ষো বিলোহিতঃ

দৈত্যগণ কেহ স্রীবধ্য, কেহ বা কুমারী-
বধ্য । তন্মধ্যে ক্রুরবিক্রম জন্তু দানব
তোমার বধ্য হইয়াছে । ১—১২ । অতএব তুমি
দিব্য বীৰ্য্যপ্রভাবে সেই জগজ্জর-স্বরূপ জন্তু
দানবকে বধ কর । তুমি ব্যতীত অপর
সর্বভূতেরই সেই দানব অবধ্য । তুমি
আমা কর্তৃক রক্ষিত হইয়া জগৎকণ্টক জন্তু-
সুরকে হত্যা কর । অমরারিহর সহস্রাক্ষ,
বৈকুণ্ঠনাথের সেই কথা শ্রবণে সমস্ত সুর-
গণের প্রতি সৈন্তসজ্জা করিতে আদেশ
করিলেন । সর্বলোকমধ্যে ষাঁহারো বীৰ্য্য
ও তপস্তার সারস্বরূপ, সেই একাদশ
ক্রজকে তিনি সর্বসৈন্তের পুরোভাগে
স্থাপন করিলেন । সেই বলবান্ ক্রজগণের
কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, শরীর সর্পাতরুণে সমাচ্ছন্ন,
ললাটে চন্দ্রখণ্ড, গলে মুণ্ডমালাবলী এবং
শিরোভাগে সমুন্নত শিখা বিরাজমান ।
ঐহাদিগের জটাজুট পিঙ্গলবর্ণ ও উদ্ধতভাব-
ব্যঞ্জক । ভুজদণ্ড সকল ভীষণাকার এবং
সর্বশরীর হস্তঃ শূলের প্রভায় সমুজ্জল ।
ইহারা সকলেই সিংহচর্ম্মধারী । এই কপালী
প্রভৃতি ক্রজগণ দৈত্যদলকে বিজ্রাবিত
করিয়া তুলিলেন । এই ক্রজগণের নাম

অজেশঃ শাসনঃ শাস্তা শম্ভুচণ্ডো ক্রবন্তথা ॥
 এতে একাদশানন্তবলা রুদ্রাঃ প্রভাবিণঃ ।
 পালয়ন্তো বলশ্রাণঃ দারয়ন্তশ্চ দানবান্ ॥ ২০
 আপ্যায়য়ন্তগ্নিদশান্ গজ্জন্ত ইব চাশুদাঃ ।
 হিমাচলাভে মহতি কাঞ্চনাম্বুহ্রস্রজি ॥ ১
 প্রচলচ্চামরে হেম-ঘণ্টাসজ্জাতমণ্ডিতে ।
 ঐরাবতে চতুর্দন্তে মাতঙ্গৈহচলসংস্থিতে ॥ ২২
 মহামহজলশ্রাবে কামরূপে শতক্রতুঃ ।
 তসৌ হিমগিরেঃ শৃঙ্গে ভানুমানিব দৌশ্টিমান্ ॥
 তস্তারক্ষণং পণ্যং সব্যং মাক্রতোহমিতবিক্রমঃ ।
 জুগোপাপরময়িষ্য জ্ঞানাপুরিতদ্বিযুধঃ ॥ ২৪
 পৃষ্ঠরক্ষোহভবদ্বিযুঃ সসৈন্তস্ত শতক্রতোঃ ।
 আদিত্যো বসবো বিশ্বে মরুতশ্চাশ্বিনাবপি ॥ ২৫
 গন্ধর্বা রাক্ষসা যক্ষাঃ সক্রিয়-মহোরগাঃ ।
 নানাবিধাযুধাশ্চিত্রা দধানা হেমভূষণাঃ ॥ ২৬
 কোটিশঃ কোটিশঃ রুদ্রা বৃন্দাঃ চিহ্নোপলক্ষিতাঃ

বিশ্রাবয়ন্তঃ স্বাঃ কৌর্ভিঃ বন্ধিবৃন্দপুংসরাঃ
 চেকর্দৈত্যবধে হৃষ্টাঃ সহস্রাঃ সুরজাতয়ঃ ॥ ৭
 শতক্রতোঃ রমরনিকায়পালিতা
 পতাকিনী গজশতবাজিনাদিতা ।
 সিতাতপত্রধ্বজপটকোটিমণ্ডিতা
 বভূব সা দিতিসুতশোকবর্দ্ধিনী ॥ ২৮
 আয়ান্তোমবলোক্যাত্ম সুরসেনাঃ গজানুরাঃ ।
 গজরূপী মহাশ্ভোদ-সজ্জাতো ভাতি তৈরবঃ ॥ ২৯
 পরশ্বাযুধো দৈত্যো দংশিতোষ্ঠকসম্পূটঃ ।
 মমদ্র চরণে দেবাংশ্চিক্ষেপাত্মান্ কରେণ তু ॥ ৩০
 পরান্ পরশ্বনা জয়ে দৈত্যোল্লো রৌদ্রবিক্রমঃ
 তস্ত পাতয়তঃ সেনা যক্ষ গন্ধর্ব-কিরিরাঃ ॥ ৩১
 মুমুচুঃ সংহতাঃ সর্গে চিত্রশস্ত্রাস্ত্রসংহতিম্ ।
 পাশান্ পরশ্বাংশ্চক্রান্ ভন্দিপালান্ সমুদগরান্
 কুস্তান্ প্রাসানসৌস্তীকান্ মুদগরাংশ্চাপি হুঃসহান্
 তান্ সর্গান্ সোহগ্রসদৈত্য্যঃ কবলানিব যুধপঃ
 কোপাফালিতদৌর্বাগ্র-করাশ্ফোটেন পাতয়ন ।

যথা,—কপালী, পিঙ্গল, ভীম, বিরূপাক্ষ,
 বিনোহিত, অজেশ, শাসন, শাস্তা, শম্ভু, চণ্ড
 ও ক্রব। অনন্ত বল ও প্রভাবশালী এই
 একাদশ রুদ্র, সুরদৈত্যগণের পুরোভাগ
 পালনপূরক দানবদল-দলনসংকারে দেব-
 গণকে আপ্যায়িত করিয়া অশ্রুদবৎ গজ্জন
 করিতে করিতে প্রস্থিত হইলেন। শতক্রতু
 ঋষি, কাঞ্চন-কমলমালামণ্ডিত, চঞ্চল-চামর-
 শোভিত, হেম-ঘণ্টা-জাল-ভ্রামিত, চতুর্দন্ত,
 কামরূপী, হিমগিরি-সম, মদজলধারা-ক্ষরণ-
 কারী সুনহান ঐরাবত হস্তীতে আরুঢ় হইয়া
 হিমাচলশৃঙ্গে স্থায়ের তায় দৌশ্টি পাইতে
 লাগিলেন। ১০—২০। অমিতবিক্রম মাক্রত
 দেব সেই শতক্রতু ইন্দ্রের বাম ভাগ এবং
 জ্ঞানামাণ্ড্যপূর্ণ অগ্নিদেব দক্ষিণ ভাগ রক্ষা
 করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু সসৈন্তে তদীয়
 পৃষ্ঠদেশ রক্ষায় নিরত হইলেন। অশ্বিনী-
 কুমারদ্বয় এবং বসু, বিশ্বদেব, মরুৎ, গন্ধর্ব,
 রাক্ষস, যক্ষ, কিরর ও উরগগণ—সকলেই
 স্বর্ণালঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত এবং নানাবিধ
 বাচত্র চিহ্নযুক্ত আয়ুধ ধারণপূরক স্বয়ং কৌর্ভি

কথা কৌর্ভন করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে বন্ধিবৃন্দ
 দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া ইন্দ্রসহ দৈত্যবধার্থ
 যাত্রা করিলেন। শতক্রতু ইন্দ্রের সেই অমর-
 নিকর-পালিতা, শত শত গজবাজিনাদিতা,
 কোটি কোটি গেষ্ট ছত্র ও ধ্বজ দ্বারা মণ্ডিত
 সেই পতাকিনী তখন দিতিসুতগণের শোক-
 বিবর্দ্ধিনী হইল। ২৪—২৮। সুরসেনাকে
 এইভাবে আগ্রত হইতে দেখিয়া গজ-
 নামক অশুর, গজরূপ ধারণপূরক মহা-মেঘ-
 সজ্জাত-দম শোভা ধারণ করিল। সেই
 রৌদ্রবিক্রম তৈরব অশুর, পরশ্বব হস্তে
 অধর দংশনপূরক দেবগণের কাহাকেও
 পদাঘাতে মর্দিত, কাহাকেও করপ্রহারে
 দূরীকৃত এবং কাহাকেও বা পরশ্বাঘাতে
 নিহত করিতে লাগিল। তদর্শনে যক্ষ-
 গন্ধর্ব ও কিররগণ মিলিত হইয়া তৎপ্রতি
 পাশ, পরশ্ব, চক্র, ভন্দিপাল, মুদগর, কুস্ত,
 প্রাস, তীক্ষ্ণ অসি ও হুঃসহ মুদগরাদি বিবিধ
 অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।
 কিন্তু সেই দৈত্য, যুধপাত হস্তীর দ্বাস কবল

বিচোর-রণে দেবান্ হৃষ্টে ক্ষেয়া গজদানবঃ ॥৩৪
যস্মিন্ যস্মিন্ নিপতিতি সুরবৃন্দে গজাসুরঃ ।
তস্মিন্ যস্মিন্ মহাশব্দো হাহাকারকৃতোহভবৎ ॥
অথ বিজ্রবমাণঃ তদ্বলং প্রেক্ষ্য সমস্ততঃ ।
রুদ্রাঃ পরস্পরং প্রোচুরহঙ্কারোথিতাচিযঃ ॥
ভো ভো গৃহীত দৈত্যাস্তং মর্দিতেনং হতাস্রয়ম্
কর্ষিতেনং শিতৈঃ শূলৈর্ভগ্নতৈনঞ্চ মর্ষসু ॥ ৩৭
কপালী বাক্যমাকর্ষ্য শূলং শিতশিখামুগম্ ।
সম্মার্জ্য্য বামহস্তেন সংরস্তবিরুতেক্ষণঃ ॥ ৩৮
অধাবদ্রুতকূটীবক্রো দৈত্যোস্তাভিমুখে রণে ।
দৃঢ়েন মুষ্টিবন্ধেন শূলং বিষ্টভ্য নির্মূলম্ ॥ ৩৯
জঘান কুস্তদেশে তু কপালী গজদানবম্ ।
ততো দশাপি তে রুদ্রা নির্মূলান্যোময়ৈ রণে ॥
জঘ্নুঃ শূলৈশ্চ দৈত্যোস্তং শৈলবান্ ণমাহবে ।

গ্রহণের স্থায় অবলীলাক্রমে তৎসমস্তই গ্রাস
করিয়া ফেলিল। পরে সেই গজাসুর ক্রোধে
হুনিরীক্ষ্যমুষ্টি হইয়া দীর্ঘভুজ আফালনপূরক
দেবগণকে ইতস্ততঃ পাতিত করত রণস্থলে
বিচরণ করিতে লাগিল। সেই গজাসুর
তখন যে যে দেবদলमध्ये আপতিত হইতে
লাগিল, সেই সেই স্থলেই মহান্ হাহাকার
রব উথিত হইল। অনন্তর দেবসৈন্তগণকে
বিজ্রত দেখিয়া অহঙ্কারে স্মৃতিমান্ রুদ্রগণ
পরস্পর এই কথা বলিতে লাগিলেন যে,
ওহে, ওহে দেবগণ! তোমরা এই নিঃসহায়
দৈত্যোস্তকে ধারণপূরক মর্দন কর। ইহাকে
শানিতশূলে বিদ্ধ করিয়া আকর্ষণ কর।
ইহার মর্ষসমূহ ভঞ্জন কর। রুদ্রগণের এই
বাক্যশ্রাণে কপালী নামক রুদ্র, বাম করাগ্র
দ্বারা শানিত শূলাগ্র পরিমার্জিত করিয়া
ক্রোধবিস্ফারিত-নেত্রে ক্রুটী-কুটিলবক্র
সেই দৈত্যোস্তের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।
তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে নির্মূল শূল ধারণপূরক গজ-
দানবের কুস্তদেশে আঘাত করিলেন।
পরে অপর দশজন রুদ্রও শানিত লৌহময়
শূল সকলদ্বারা সেই শৈল-সম সমুন্নত-শরীর
দৈত্যবরকে গ্রহার করিতে লাগিলেন।

স্রুতশোণিতরজ্জু শিতশূলমুখাদিতঃ ॥ ৪১
বভৌ ককচ্ছবিদৈত্যাঃ শরদীবামলং সরঃ ।
প্রোৎফুল্লারুণনীলাজসজ্বাতঃ সর্বতো দিশঃ ।
ভস্মভ্রতহুচ্ছায়ৈ ক্রেত্রেহং নৈরিবাবৃতঃ ॥ ৪২
উপাশ্বিতাতিদৈত্যোহথ প্রচলৎকর্ণপল্লবঃ ॥ ৪৩
শত্ৰুং বিভেদ দশনৈর্নাভিদেবে গজাসুরঃ ।
দৃষ্ট্বা সক্রুদ্ধ রুদ্রাভ্যাং নব রুদ্রাস্ততোহভুতম্
ততক্ষুর্বিবধৈঃ শত্ৰুৈঃ শরীরমমরদ্বযঃ ।
নির্ভয়া বালনো যুদ্ধে রণভূমৌ ব্যবহিতাঃ ॥ ৪৫
মৃতং মর্ষমাশাচ্চ বনে গোমায়বো যথা ।
কপালিনং পরিত্যজ্য গতশ্চাসুরপুংসবঃ ॥ ৪৬
বেগেন কুপিতো দৈত্যো নব রুদ্রাভুপাদ্রবৎ ।
মর্মদ চরণাঘাতের্দন্তৈশ্চাপি করেণ চ ॥ ৪৭
স তৈশ্চমূলযুদ্ধেন ব্রহ্মমাসাদিগো যদা ।
তদা কপালী জগ্রাহ করং তস্তামরদ্বযঃ ॥ ৪৮

সেই সকল শূলাঘাতে গজাসুরের শরীর
হইতে অজস্র ধারায় শোণিত ফারত হইতে
লাগিলে চতুর্দিকে রুদ্রগণবেষ্টিত সেই স্তাম-
কাণ্ড দানববর শরৎকালীন প্রফুল্ল রক্ত ও
নীলকমলমাগা-মাণ্ডিত হংসগণাবৃত অমল সরো-
বরের স্থায় শোভা ধারণ করিল। ২১—৪২।
গজাসুর তাদৃশভাবে আহত হইয়া কর্ণ-
পল্লব সঞ্চালনপূরক সবেগে দশন দ্বারা শত্ৰুর
নাভিদেবে আঘাত করিল। তাহাকে দুই
জন রুদ্রসহ অভুতভাবে যুদ্ধাসক্ত দর্শনে
অপর রুদ্রগণ বিবিধ শস্ত্র দ্বারা সেই অমর-
বৈরীর শরীর, ক্রত-বিজ্রত করিতে লাগি-
লেন। শৃগালদল যেমন বনভূমে মৃত
মহিষকে বেষ্টন করিয়া থাকে, বলবান্ ও
ভয়হীন রুদ্রগণ তেমনভাবে রণভূমে গজা-
সুরকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। অতঃপর
কুপিত অসুরপুংসব কপালীকে পরিত্যাগ
করিয়া সবেগে অন্তাশ্চ রুদ্রগণের প্রতি
ধাবিত হইল এবং কর, চরণ ও দশনাঘাতে
রুদ্রগণকে মর্দিত করিতে লাগিল। তুমুল
যুদ্ধের পর সেই গজ দৈত্যবর যখন বিশেষ
শান্ত হইল, তখন কপালী রুদ্র সেই অমর-

ভ্রাময়ামাস বেগেন হস্তীৰ চ গজাসুরম্ ।
 দৃষ্ট্বা শ্রমাতুরং দৈত্যং কিঞ্চিৎকুরিতজীবিতম্ ।
 নিকৃৎসাহঃ রণে তস্মিন্ গত্যুদ্ধোৎসবোজ্জমম্ ।
 ততঃ পতত এবান্শ চৰ্ম্ম চোৎকৃত্য ভৈরবম্ ।
 শবৎসর্কাক্ষরভৌঘং চকারাশ্বরমান্বনঃ ॥ ৫০ ॥
 দৃষ্ট্বা বিনিহতং দৈত্যং দানবেন্দ্রা মহাবলাঃ ॥ ৫১ ॥
 বিজ্ঞেসুহৃৎকুব্জবুর্জমুর্নিপেতুচ্চ সহশ্রশঃ ।
 দৃষ্ট্বা কপালিনো রূপং গজচৰ্ম্মাশ্বরাবৃতম্ ॥ ৫২ ॥
 দিক্ষু ভূমৌ তমেবোগ্রং ক্রজঃ দৈত্যা ব্যলোকয়ন্
 এবং বিলুলিতে তস্মিন্ দানবেন্দ্রে মহাবলে ॥
 দ্বিপাধিক্রুতো দৈত্যোল্লো হতহৃন্দুভিনা ততঃ ॥
 কল্লাস্তাশ্বধরাভেণ হৃক্ষরেণাপি দানবঃ ॥ ৫৪ ॥
 নিমিরভ্যপতৎ তুণং সুরসৈস্তানি লোভয়ন ।
 যাং যাং নিমিগজো যাতি দিশং তাং তাং
 সবাহনাঃ ॥ ৫৫ ॥
 সন্ত্যজ্য হৃক্ষবুর্দেবা ভয়াৰ্ত্তাস্ত্যক্তহেতয়ঃ ।

গঞ্জন সুরমাতঙ্গা হৃক্ষবুস্তস্ত হস্তিনঃ ॥ ৫৬ ॥
 পলায়িতেষু সৈন্তেষু সুরাণাং পাকশাসনঃ ।
 তস্যো দিকৃপালকৈঃ সার্কমষ্টৈতিঃ কেশবেন চ ॥
 সম্প্রাপ্তো নিমিমাতঙ্গো যাবচ্ছক্রগজঃ প্রতি ।
 তাবচ্ছক্রগজো যাতো যুদ্ধে নাদং স ভৈরবম্
 প্রিয়মাণোহপি যত্নেন স রণে নৈব তিষ্ঠতি ।
 পলায়িতে গজে তস্মিন্নাক্রুতঃ পাকশাসনঃ ॥ ৫৯ ॥
 বিপরীতমুখোহবুধ্যাদানবেন্দ্রবলং প্রতি ।
 শতক্রহুস্ত বজ্রেন নিমিঃ বক্ষস্তাতাড়য়ৎ ॥ ৬০ ॥
 গদয়া দন্তিনশ্চাস্ত গণ্ডদেশেহহনদৃঢ়ম্ ।
 তৎপ্রহারমচিহ্ন্যব নিমিনির্ভয়পৌরুষঃ ॥ ৬১ ॥
 ঐরাবতঃ কটীদেশে মুদগারেণাতাতাড়য়ৎ ।
 স হতো মুদগারেণাথ শক্রকুঞ্জর আহবে ॥ ৬২ ॥
 জগাম পশ্চাচ্চরণৈর্ধরীণীং ভূধরাক্রুতিঃ ।
 লাঘবাৎ ক্ষিপ্রমুখায় ত্র্যতাহমরমহাগজঃ ॥ ৬৩ ॥
 রণাদপসসর্গাণ্ড ভীষিতো নিমিহস্তিনা ।

রিপুর করধারণপূর্বক অতিবেগে ঘুরাইতে
 লাগিলেন । তাহাতে ক্রমশঃ গজাসুর শ্রমা-
 তুর, নিকৃৎসাহ ও যুদ্ধোদ্যমহীন হইয়া পড়িল ।
 তাহার জীবনের অল্প ক্ষুরণ রহিল মাত্র । তদ-
 র্শনে কপালী উহাকে ছুতলে নিক্ষেপ করিলেন
 অতঃপর তাহার ভীষণ চৰ্ম্ম উৎকর্ষনপূর্বক
 স্বীয় বসনরূপে পরিধান করিলেন । তখন
 তাহার সর্কাবয়ব হইতে রুধিরধারা ক্ষরিতে
 লাগিল ॥ ৪৮—৫০ ॥ মহাবল দানবেন্দ্রগণ সেই
 যুদ্ধে গজাসুরকে বিনিহত দর্শনে ত্রাসবশে
 কেহ ধাবিত, কেহ ভূপতিত, কেহ বা ধীর-
 গমনে পলায়িত হইতে লাগিল । দৈত্যগণ
 তখন গজচৰ্ম্মাশ্বরাবৃত কপালী ক্রজের রূপ
 দর্শনে এমন ভীত হইল যে, দশদিকে সেই
 উগ্র ক্রজমূর্ত্তিই অবলোকন করিতে লাগিল ।
 মহাবল গজাসুর এইরূপে বিধ্বস্ত হইলে,
 নিমি দানব হস্তিপৃষ্ঠে আরুঢ় হইয়া কল্লাস্ত-
 কালীন জলদসম হৃক্ষর নামক দানবের সহিত
 হৃন্দুভিবাদ্যসহকারে সবেগে সুরসৈন্ত আলো-
 ডনপূর্বক সেই স্থানে আপতিত হইল ।
 নিমি দানবের গজরাজ যে যে দিকে যাইতে

লাগিল, দেবগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া শস্ত্রাঙ্গ পরি-
 ত্যাগপূর্বক তথা হইতে পলায়ন করিতে
 লাগিলেন । সেই হস্তীর গন্ধাসহিষ্ণু মাতঙ্গ-
 গণ পলায়নপর হইল । সুরসৈন্তগণ পলায়ন
 করিলে সুররাজ অষ্ট দিকৃপাল ও কেশবের
 সহিত রণস্থলে বিদ্যমান রহিলেন ॥ ৫১—৫৭ ॥
 নিমি দানবের সেই গজবর, সুরেন্দ্রগজের
 সন্নিহিত হইবামাত্র, সুরেন্দ্রগজাঘোর চীৎকার
 সহকারে পলায়ন করিতে লাগিল । বহু যত্ন
 করিলেও কিছুতেই সে নিবৃত্ত হইল না ।
 গজপৃষ্ঠস্থ সুরেন্দ্র তখন বিপরীতমুখে
 যাইতে যাইতে দানববল সহ যুদ্ধ করিতে
 লাগিলেন । তিনি বজ্রদ্বারা নিমিকে বক্ষঃস্থলে
 আহত করিয়া তদীয় হস্তীরও গণ্ডদেশে গদা
 দ্বারা দৃঢ় প্রহার করিলেন । পরন্তু ভয়হীন,
 পৌরুষবান নিমি দানব সেই প্রহার অগ্রাহ্য
 করিয়া মুদগরদ্বারা ঐরাবতের কণ্ঠদেশে
 প্রহার করিলে সুরেন্দ্রের ভূধরাক্রুতি কুঞ্জর
 ঐরাবত সেই আঘাতে পশ্চাৎ পদদ্বয় দ্বারা
 ধরণী অবলম্বন করিল । অমরবরের সেই
 গজরাজ লাঘববশতঃ অতিক্রান্ত উত্তিক্ত

ভূতো বায়ুববৌ কক্ষে বহুশকরপাংসু নঃ ॥ ৬৪
সম্মুখো নিমিত্তাক্ষো জবনাচলকম্পনঃ ।
ক্ষুরক্কে বভৌ শৈলো ঘনধাতুহৃদো যথা ॥ ৬৫
ধনেশোহপি গদাঃ গুব্বাঃ তস্ত দানবহাস্তিনঃ ।
চিক্ষেপ বেগাদৈত্যোস্ত্রে নিপপাতাস্ত মুর্ধনি
গজো গদানিপাতেন স তেন পরিমুর্চ্ছিতঃ ।
দন্তৈর্ভব্বা ধরাঃ বেগাৎ পপাতাচলসম্মিতঃ ॥ ৬৭
পতিতে তু গজে তস্মিন্ সিংহনাদো মহানভুৎ
সর্বতঃ সুরসৈন্তানাং গজবৃংহিতবৃংহিতৈঃ ॥ ৬৮
হ্রেষারবেণ চাখানাং গুণাফেট্টৈশ্চ ধ্বনিম্ ।
গজঃ তং নিহতং দৃষ্ট্বা নিমিষাপি পরাঙ্গুথম্ ॥
ঋহা চ সিংহনাদঞ্চ সুরাণামাতিকোপনঃ ।
জন্তো জজ্বাল কোপেন পীতাজ্য ইব পাবকঃ

হইয়া নিমিহস্তীর ভয়ে রণস্থল হইতে
সবেগে প্রস্থান করিল। অনন্তর বায়ুদেব
অতি পরুষাকারে মহাবেগে বহু ধূলিশকরা
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পবনদেবের
তাদৃশ বেগেও সেই অভিমুখবর্তী নিমি-
মাতক বিচলিত বা কম্পিত হইল না;
তাহার সর্বাঙ্গে রুধিরধারা ক্ষরিত হইতে-
ছিল। তখন সেই গজরাজ সিন্দুরহৃদ গিরি-
বৎ বিরাজিত হইল। তখন ধনেশ্বর অগ্র-
সর হইয়া সেই দানবগজের মস্তক লক্ষ্য
করিয়া সবেগে একটা গুরুতর গদা নিক্ষেপ
করিলেন। গদাঘাতে সেই অচলপ্রতিম
হস্তী জ্ঞানহীন হইয়া দস্ত দ্বারা ভূমি ভেদ-
পূর্বক পতিত হইল। নিমি দানব ও গজপৃষ্ঠ
হইতে লক্ষ্যপ্রদানে আত্মত্যাগ করিল। সেই
গজ পতিত হইলে সমগ্র দেবসৈন্য মধ্যে
মহান্ সিংহনাদ ও গজবৃংহিত ধ্বনি, অশ্ব-
গণের হ্রেষারব ও ধাতুকৌদিগের গুণ-টকা-
রাদি বিবিধ আনন্দধ্বনি প্রবৃত্ত হইল। সেই
গজ নিহত ও নিমি দানব পরাঙ্গুথ হইল
দেখিয়া এবং সুরগণের সেই সিংহনাদ শুনিয়া
অতি কোপন জন্তুদানব ঘৃতসংযোগে পাব-
কের স্তায় জলিয়া উঠিল। ৫৮—৭০। সে

স সুরান কোপরক্ষাক্ষো ধনুষ্যারোপ্যসায়কম্
তিষ্ঠতেভ্যত্রবীৎ ভাবৎ সারথীক্ষাপ্যচোদয়ৎ
বেগেন চলতস্তস্ত হ্রদ্বশ্চাত্তভবদৃহ্যতিঃ ।
যথাদিত্যসহস্রস্তাভাদিতস্তোদয়াচলে ॥ ৭২
পতাকিনা রথেনাজো কিকীজালমাণিনা ।
শশিগভ্রাতপত্রেণ স তেন স্তন্দনেন তু ॥ ৭৩
ঘটয়ন্ সুরসৈন্তানাং হৃদয়ং সমদৃশ্তত ।
তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য ধনুষ্যাহিতসায়কঃ ॥ ৭৪
শতক্রতুরদীনাত্মা দৃঢ়মাধস্ত কার্ষুকম্ ।
বাণঞ্চ তৈলধৌতাগ্রমর্দচ্ছমজিহ্মগম্ ॥ ৭৫
তেনাস্ত সশরং চাপং রণে চিচ্ছেদ বৃদ্ধহা ।
ক্ষিপ্ৰং সস্ত্যজ্য তচ্চাপং জন্তো দানবনন্দনঃ ॥
অন্তং কার্ষুকমাদায় বেগবস্তারসাধনম্ ।
শরাংশ্চানীবিষাকারান্তৈস্তলধৌতানজিহ্মগান্ ॥
শক্রং বিব্যাধ দশভির্জক্রদেশে তু পতিভিঃ ।
হৃদয়ে চ ত্রিভিঃচাপি দ্বাভ্যাঞ্চ কঙ্করৌষয়োঃ ।
শক্ৰোহপি দানবেস্ত্রায় বাণজালমপীদৃশম্ ।

কোপরক্ত-নেত্রে শরাসনে শর সজ্জানপূর্বক
সুরসৈন্যগণকে 'থাক, থাক' এই কথা বলিয়া
সারথীকে রথচালনে অনুমতি করিল।
জন্তাসুরের সেই রথ, বেগে গমন করিতে
থাকিলে তখন উহার শোভা উদয়াচলে
উদীয়মান আদিত্যসহস্রের প্রভার স্তায়
প্রতীত হইল। পতাকাশোভিত, কিকী-
জালমালা-মাণ্ডিত, শশিবৎ শ্বেতচ্ছত্র-ভূষিত
সেই রথবর অতঃপর সুরসৈন্তের হৃদয়া-
লোড়নপূর্বক দর্শনগোচর হইল। তাহাকে
আসিতে দেখিয়া অদীনাত্মা শতক্রতু
দৃঢ়মুষ্টিতে ধনুর্দ্ধারণপূর্বক একটা তৈল-
ধৌতাগ্র অর্ধচ্ছত্র বাণ সংযোজন করিয়া জন্তের
সশর ধনুর্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দানব-
নন্দন জন্ত, দুরায় অন্ত ধনুর্দ্ধারণপূর্বক
আনীবিষাকার তৈলধৌত বাণ লইয়া দশ-
বাণে ইন্দ্রের জক্রদেশ, তিনবাণে হৃদয়,
এবং দুইবাণে দুইকঙ্ক বিদ্ধ করিল। দেবে-
স্ত্র ও দানবেস্ত্রের প্রতি এই প্রকার বাণজাল

অপ্রাপ্তান্ দানবেস্তে শরান্ শক্রভুজৈরিতান্
চিচ্ছেদ দশধাক্রাশে শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ।

ততঃ শরজালেন দেবেস্তো দানবেশ্বরম্ ॥৮০

আচ্ছাদয়ত যন্তেন বর্ষাস্তিব ঘনৈর্নভঃ ।

দৈত্যোহপি বাণজালং তদ্ব্যধমং সারকৈঃ

শিতৈঃ ॥ ৮১

যথা বায়ুর্ঘনাটোপং পরিবার্য্য দিশো মুখে

শক্রোহথ ক্রোধসংরাস্তার বিশেষয়তে যদা ॥৮২

দানবেস্তঃ তদা চক্রে গন্ধর্ভাস্ত্রং মহাত্মম্ ।

তদ্ব্যতঃক্ৰস্যা ব্যাধুমভূদাগনগোচরম্ ॥৮৩

গন্ধর্ভনগরৈশ্চাপি নানা প্রাকারতোরণৈঃ ।

মুঞ্চন্তিরদ্ধুতাকারৈরশ্রুষ্টিং সমস্ততঃ ॥৮৪

অথাস্ত্রবৃষ্ট্যা দৈত্যানাং হস্তমানা মহাচমুঃ ।

জন্তং শরণমাগচ্ছদপ্রমেয়পরাক্রমম্ ॥ ৮৫

ব্যাকুলোহপি স্বয়ং দৈত্যঃ সহস্রাক্ষাস্তপীড়িতঃ

স্বরন্থ সাধুসমাচারং ভীতদ্রাণপরোহভবৎ ॥৮৬

নিষ্কেপ করিলেন; কিন্তু দানবেস্ত শক্র-
ভুজযুক্ত সেই সকল বাণের প্রত্যেক-
টিকে অগ্নিশিখা ম বাণদ্বারা আকাশপথেই
দশ দশ খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিল ।

দেবেস্ত তখন অতিপ্রযত্নে বর্ষাকালীন ঘনা-
বলীর স্তায় বাণবর্ষণে দানবেশ্বরকে সমা-
চ্ছাদিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু দেবেস্তও
স্বীয় শানিত বাণদ্বারা বায়ুবেগে ঘনাবলীবৎ
সম্মুখ ভাগেই সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করিতে
লাগিলেন । পরে দেবেস্ত যখন বহু বাণ
বর্ষণেও বিশেষ কিছুই করতে পারিলেন না,
তখন অতি ক্রোধে অদ্ভুত গান্ধর্ব্ব অস্ত্র
নিষ্কেপ করিলেন । তাহাতে আকাশমণ্ডল
আলোকিত এবং প্রাকার-তোরণমণ্ডিত শত
শত গন্ধর্ব্বনগরে পরিপূর্ণ হইয়া গেল । সেই
সকল নগর হইতে চতুর্দিকে ভূমল অশ্রুষ্টি
আরম্ভ হইল । তাহাতে দানবচমু হস্ত-
মান হইয়া অপ্রমেয় পরাক্রম জন্তাসুরের
শরণাপন্ন হইল । জন্ত দানব যদিও তখন
সহস্রাক্ষের অস্ত্রবর্ষণে পীড়িত ছিল, তথাপি
স'ধু সদাচার স্মরণ করিয়া ভীত-দ্রাণ মাননে

অথাস্ত্রং মোষণং নাম মুমোচ দিতিনন্দনঃ ।

তাতাহমোমুঘলৈঃ সক্ষমভবৎ পুরিতং জগৎ ॥৮৭

একপ্রহারকরণেরপ্রধৃত্যৈঃ সমস্ততঃ ।

গন্ধর্ব্বনগরং তেষু গন্ধর্ব্বাস্ত্রবিনির্ম্মিতম্ ॥ ৮৮

গান্ধর্ব্বাস্ত্রং সক্ষয়্য সুরসৈস্তেষু চাপরম্ ।

এতৈকেন প্রহারেণ গজানশ্বান মহারথান ॥৮৯

রথানশ্বান সোহহনৎ ক্ষিপ্ৰং শতশোহধসহস্রশঃ

ততঃ সুরাধিপাস্ত্রৈর্মহত্বক সমুদীরয়ৎ ॥ ৯০

সক্ষয়্যামানে ততস্ত্রাষ্ট্রে নিশ্চেক্রঃ পাবকার্চিষঃ ।

ততো যজ্ঞময়ান্ দিব্যানশ্বধান্ হুস্ত্রধর্ষণঃ ॥

তৈযদৈশ্বরভবদ্বন্ধমহত্বরীক্ষে বিতানকম্ ।

বিতানকেন তেনাথ প্রশমং মোষণে গতে ॥ ৯১

শৈলাস্ত্রং মুমুচে জন্তো যজ্ঞসজ্জাতগাভনম্ ।

ব্যামপ্রমাণৈরুপলৈস্ততো বর্ষমবর্ত্তত ॥ ৯২

স্রাষ্ট্রস্তা নির্ম্মিতাস্তাশ্চ যজ্ঞাণ তদনন্তরম্ ।

তেনোপলনিপাতেন গতানি তিলশস্ততঃ ॥৯৩

যজ্ঞাণি তিলশঃ কৃতা শৈলাস্ত্রং পরমুর্দ্ধসু ।

নিপপাতাতিবেগেনাদারয়ৎ পৃথিবীং ততঃ ॥ ৯৪

ততো বজ্রাস্ত্রমকরোং সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ।

মোষণ নামক অপর এক গান্ধর্ব্ব অস্ত্র নিষ্কেপ
করিল তাহাতে তখন সমগ্র জগৎ লৌহ মুঘলে
পূর্ণ হইয়া উঠিল । সেই মুঘলসকলের এক
এক প্রহারেই উক্ত গন্ধর্ব্বাস্ত্র-রচিত গন্ধর্ব্ব-
নগরসমূহ এবং অশ্ব গজ রথাদি সুরসৈন্ত-
সমূহ বিচূর্ণিত হইতে লাগিল । অনন্তর সুর-
পতি স্রাষ্ট্র অস্ত্র নিষ্কেপ করিলেন ১৭১—৯০ ।
ঐ অস্ত্র হইতে তখন অগ্নিশিখাকার কতগুলি
যজ্ঞময় দৃঢ় অস্ত্র আকাশে হিরাবহ হইল;
এবং তাহাতে একখানি বিতান সঙ্ঘট হইল ।
তাহাতে মুঘল বর্ষণ ব্যাহত হইয়া গেল ।
জন্ত দানব সেই যজ্ঞসংঘাত নাশাথ শৈলাস্ত্র
প্রয়োগ করিল । তাহাতে ব্যাম প্রমাণ
শিলাসমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল । তাহার
অঘাতে স্রাষ্ট্র অস্ত্র-রচিত যজ্ঞসকল চূর্ণ-
বিচূর্ণ তিলাকার ধারণ করিল । যজ্ঞসকল
চূর্ণ হইলে সেই শৈলাস্ত্র ত্রিপুসৈন্তের মস্তক
সকল এবং ভূমিতলও বিধ্বস্ত করিতে

তদোপলমগাবৰ্ণং ব্যাধীযাত সমস্ততঃ ॥ ১৬
ততঃ প্রশান্তে শৈলান্তে জন্তো ভূধরসন্নিভঃ ।
ঐষীকঃ স্তমকরো ভীতৌহতিপরাক্রমঃ ॥ ১৭
ঐষীকেনাগমরাশঃ বজ্রাস্তঃ শক্রবল্লভম্ ।
বিজ্জ্বলতাপ চৈবৌকে পরমাংসেহতিতুর্ধ্বরে ॥ ১৮
জজলুর্দেবসৈন্তানি সন্তাননগচ্ছানি তু ।
দহমানেষু নীচেষু তজসা সুরসন্তমঃ ॥ ১৯
আগ্নেয়মস্তুমকরো বলবান্ পাকশাসনঃ ।
তেনাস্ত্রেণ ততঃ সৈন্তমগ্রসং তদনন্তরম্ ॥ ১০০
তস্মিন্ প্রতিহতে চান্তে পাবকাস্তঃ ব্যজ্জ্বলত ।
জজাল কাযং জন্তস্ত সুরথঞ্চ সসারথিম্ ॥ ১০১
ততঃ প্রতিহতঃ নোহথ দৈত্যৈঃ প্রতিভানবান্
বারুণাস্তঃ মুমোচাথ শমনঃ পাবকার্চিষাম্ ॥ ১০২
ততো জলধির্যোম-সুরদিদ্যাম্নতাকুলৈঃ ।
গম্ভীরমুরজধ্বানৈরাপূরিতমিবাধরম্ ॥ ১০৩
করীশুকরতুল্যাভিজলধরাভিরধরাৎ ।
পতন্তীভিজগৎ সর্বং কণেনাপুরিতং বভৌ ॥

লাগিল। তখন সহস্রাঙ্ক দেবেন্দ্র বজ্রাস্ত
নিষ্ক্ষেপে সেই মহা শিলাবৃষ্টি নিবারণ করি-
লেন। ভয়হীন অতিপরাক্রম ভূধর-সন্নিভ
জন্ত দানব শৈলান্ত প্রশান্ত হইল দেখিয়া
ঐষীকাস্ত সন্ধান করিল। অতিতুর্ধ্ব ঐষীকাস্ত
তখন জলিত হইয়া বজ্রাস্তকে নিবারণপূর্বক রথ
গজ সহ সুরসৈন্তসমূহও প্রদীপিত করিয়া
তুলিল। বলবান্ পাকশাসন, সুরপতি
তখন নিজ সৈন্তগণকে অস্ত্রতেজে দহমান
দর্শনে আগ্নেয়াস্ত্র মোচন করিলেন। তাহাতে
ঐষীকাস্ত নিবারিত হইল এবং জন্ত দান-
বের শরীর, রথ ও সারথি সমস্ত জন্দিয়া
উঠিল। ঐষীকাস্ত প্রতিহত হইল দেখিয়া
প্রতিভাশালী জন্ত দানব সেই পাবকাস্ত
নিবারণ-মানসে বারুণাস্ত প্রয়োগ করিল।
তখন কণমাঞ্জে বিদ্যুন্মালা-মণ্ডিত মুরজসম
গম্ভীর ধ্বনিকারী মেঘমালা দ্বারা অধর-
তল সমাচ্ছন্ন হইল এবং করীশুকরসম
স্থল জলধারাपाতে অগ্নি নির্কাপিত ও সকল
স্থান পরিপূরিত প্রায় হইয়া উঠিল। সুর-

শাস্তমাগ্নেয়মস্তুং তৎ প্রবিলোক্য সুরাধিপঃ ।
বায়বাস্তুমকরো মেঘসজ্জাতনাশনম্ ॥ ১০৫
বায়ব্যাস্ত্রবলেনাথ নির্দ্ধূতে মেঘমণ্ডলে ।
বভূব বিমলঃ ব্যোম নীলোৎপলদলপ্রভম্ ॥
বায়ুনা চাতিঘোরেন কম্পিতান্তে তু দানবাঃ ।
ন শেকুস্তত্র তে স্বাতুঃ রণেহতিবলিনোহপি যে
তদা জন্তোহভবচ্ছলো দশযোজনবিস্তৃতঃ ।
মাক্রত প্রতিঘাতার্থঃ দানবানাং ভয়াপহঃ ॥ ১০৮
মুক্তনানায়ুধোদগ্গ-তেজোহভিজলিতক্রমঃ ।
ততঃ প্রশমিতে বায়ৌ দৈত্যৈঃ পর্বতাক্রান্তৌ
মহাশনৌ বজ্রমগ্রীং মুমোচাথ শতক্রতুঃ ।
হয়াশতা পতিতয়া দৈত্যাস্ত্রাচলরূপিণঃ ॥ ১১০
কন্দরাগি ব্যাধীযাস্ত সমস্তানি বারুণি তু ।
ততঃ সা দানবেন্দ্রস্ত শৈলমায়াস্ত্রবর্তত ॥ ১১১
নিবৃন্তশৈলমায়েহথ দানবেন্দ্রো মদোৎকটঃ
বভূব কুঞ্জরো ভীমো মহাশৈলসমাকৃতিঃ ॥ ১১২

পতি স্বীয় আগ্নেয় অস্ত্র প্রতিহত হইল দেখিয়া
সেই মেঘসজ্জাত-বিঘাতনার্থ বায়ব্যাস্ত্র মোচন
করিলেন। বায়ব্যাস্ত্র প্রভাবে মেঘমণ্ডল
নিরাকৃত হইলে আকাশমণ্ডল নীলোৎপল-
দলসম শোভা ধারণ করিল। অতি বল-
বান্ দানবগণও তখন সেই রণস্থলে স্থির
থাকিতে অসমর্থ হইয়া উঠিল। অতঃপর
অসুর-ভয়হারী দৈত্যবর জন্ত বায়ব্যাস্ত্রনিবা-
রণার্থ স্বয়ং দশযোজন-বিস্তৃত মহোরত পর্বত
কার ধারণ করিল। ১১—১০৮। উহা হইতে
নানাবিধ আয়ুধসমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল।
সেই পর্বতস্থ বৃক্ষরাজি নিজ তেজে জলিতে
লাগিল। দানবেন্দ্র জন্ত পর্বতাকার ধারণ
করিলে সেই বায়ু প্রশমিত হইয়া গেল।
তদদর্শনে দেবেন্দ্র দ্বারা সহকারে তত্ক্ষণে
এক বজ্রময় মহা অশ্বানি নিষ্ক্ষেপ করিলেন।
তাহাতে সেই দানবপর্বতের কন্দর ও
নিবাসীসমূহ বিলীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন সেই
মায়াশৈলরূপ দানবেন্দ্র নিজে অন্তর্হিত হইল;
এবং কণমাঞ্জে মদোৎকট মহাশৈলসম ভীম-
কায কুঞ্জরবীর ধারণপূর্বক সুরগণমধ্যে

স মমর্দ সুরানীকঃ দন্তৈশ্চাপ্যহনং সুরান্ ।
 বভঙ্গ পৃষ্ঠতঃ কাংশ্চিং করেণাবেষ্ট্য দানবঃ ।
 ততঃ কণমতস্তস্ত সুরসৈন্তানি বৃজ্জহা
 অস্ত্রং ত্রৈলোক্যদুর্ধ্বং নারসিংহঃ যুমোচ হ ॥১১৪
 ততঃ সিংহসহস্রাণি নিশ্চেকর্মহতেজসা ।
 কৃষ্ণদংষ্ট্রাট্টহাসানি ক্রকচাভনখানি চ ॥ ১১৫
 তৈর্বিপাটিতগাম্রোহসৌ গজমায়াং ব্যাপোধয়ৎ
 ততশ্চাশীবিষো ঘোরোহতবৎ কণশতাকুলঃ ।
 বিঘনিধাননির্দম্বং সুরসৈন্তং মহারথঃ ।
 ততোহস্ত্রং গাকুড়ং চক্রে শক্রশ্চাকুভুজস্তদা ।
 ততো গকুভুতস্ত্রাণ্যং সহস্রাণি বিনির্ঘূঃ ।
 তৈর্গকুভুস্তিরাসাত্ত জস্তো ভুজগরূপবান্ ॥১১৮
 কৃতস্ত থগুশো দৈত্যঃ সাস্ত মায়া ব্যনশ্চত ।
 মায়ায়াং ততো জস্তো মহাসুরঃ ॥
 চকার রূপমতুলং চন্দ্রাদিত্যপথানুগম্ ।
 বিরুদ্ধবদনো গ্রন্থমিষেব সুরপুঙ্গবান ॥ ১২০

কাহাকেও দস্তাঘাতে, কাহাকেও বা শুণ্ডা-
 ঘাতে নিপীড়িত করিয়া মর্দিত করিতে
 লাগিল। বৃজবিনাশন সুরেন্দ্র তখন তাহাকে
 তাদৃশভাবে সুরসৈন্ত মর্দন করিতে দেখিয়া
 ত্রৈলোক্য-দুর্ধ্ব নারসিংহ অস্ত্র প্রয়োগ করি-
 লেন। তাহাতে মস্তকেজে শত সহস্র সিংহ
 প্রাচুর্ভূত হইল। সেই সকল সিংহ কৃষ্ণবর্ণ
 কয়ালদংষ্ট্রাসম্পন্ন এবং ক্রকচসম নখর-
 ধারী। উহার। সেই মায়াগজের গাত্র ক্ষত-
 বিক্ষত করিল পরে সেই জন্তু দানব সে মূর্তি
 পরিহারপূর্বক শত কণাকুল ঘোর সর্পাকার
 ধারণ করিয়া বিষপূর্ণ নিশ্বাস দ্বারাই সুরসৈন্ত
 সমস্ত দম্বপ্রায় করিয়া তুলিল। তখন
 সুরেন্দ্র গাকুড় অস্ত্র মোচন করিলেন।
 তাহাতে শত সহস্র গকুড় উৎপন্ন হইয়া সেই
 সর্পরূপী জস্তাসুরকে থণ্ড থণ্ড করিয়া
 ফেলিল; সূতরাং সেই সর্পমায়াও বিনষ্ট
 হইয়া গেল। পরে জস্তাসুর, চন্দ্র-সূর্য-
 পথাচ্ছাদী ভীষণ মূর্তি ধারণপূর্বক সুরেন্দ্রকে
 গ্রাস করিবার মানসে বদন বিস্তার করিয়া
 অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার সেই আকাশ-

ততোহস্ত বিবিণ্ডবক্রং সমহারথকুঞ্জরাঃ ।
 সুরসেনাবিশভীমং পাতালোত্তানতালুকম্ ॥২২১
 সৈন্তেষু গ্রন্থমানেষু দানবেন বলীয়সা ।
 শক্রো দৈন্তং সমাপন্নঃ শ্রান্তবাহুঃ সবাহনঃ ॥২২২
 কর্তব্যতাং নাধ্যগচ্ছৎ প্রোবাচেনং জনার্দনম্
 কিমনস্তরমজাস্তি কর্তব্যস্তাবশেষিতম্ ॥ ১২৩
 যদাশ্রিত্য ঘটামোহস্ত দানবস্ত যুযুৎসবঃ ।
 ততো হরিকবাচেনং বজ্রায়ুধমুদারধীঃ ॥ ১২৪
 ন সাম্প্রতং রণস্ত্যাজ্যস্তয়া কাতরভৈরবঃ ।
 বর্ধস্বাণ্ড মহামায়ং পুরন্দর রিপুং প্রতি ॥১২৫
 মৈয়ৈব লক্ষিতো দৈত্যোহধিষ্ঠিতঃ প্রাপ্তপৌরুষঃ
 মা শক্র মোহমাগচ্ছ ক্ষি প্রমত্তঃ স্মর প্রভো ॥
 তরুঃ শক্রঃ প্রকুপিতো দানবঃ প্রতি দেবরাট্ ।
 নারায়ণাস্ত্রং প্রযতো যুমোচাসুরবক্ষসি ॥১২৭
 এতস্মিন্নস্তরে দৈত্যো।বরুতাস্তোহগ্রসং কণাং

পাতালবিস্তারী বদন-বিবরমধ্যে সুরসৈন্ত-
 গণ প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন। সেই বল-
 বান্ জন্তুকর্তৃক তাদৃশভাবে সৈন্তসমূহ কব-
 লিত হইতে থাকিলে শ্রান্তবাহু, দেবেন্দ্র
 স্বীয় বাহনসহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।
 কিন্তু তিনি তখন কর্তব্য নির্ধারণে অক্ষম
 হইয়া জনার্দনকে কহিলেন যে, হে জনার্দন!
 অতঃপর কর্তব্য কি? আর ত এমন কোন
 উপায়ই অবশিষ্ট নাই, যাহা দ্বারা এক্ষণে
 এই দানবসহ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যায়।
 দেবেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া উদারধী হরি
 সেই বজ্রধরকে কহিলেন যে, হে পুরন্দর!
 সাম্প্রতি তোমার এই ভীকুভয়বর্ধন রণস্থল
 পারিত্যাগ করা কর্তব্য নহে; পরন্তু মহা-
 মায়াবী এই দানবের প্রতি তুমি প্রভাব
 বিস্তার কর। ১০২-১২৫, হে শক্র! এক্ষণে এই
 দৈত্য আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে;
 তুমি ইত্যবসরে অস্ত্র স্মরণ কর। হে
 প্রভাববান্ ইন্দ্র! মোহাপন্ন হইও না
 দেবরাজ তখন অতি কুপিতমনে পবিজ্ঞভাবে
 জন্তু দানবের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাস্ত্র
 মোচন করিলেন। কিন্তু এই অল্পকাল

জ্যোতি লক্ষ্যণি গন্ধর্ব-কিন্নরোরগ-রাক্ষসান্ ॥
ততো নারায়ণাস্তং তৎ পপাতাসুরবক্ষসি ।
মহাস্তভিন্নহৃদয়ঃ সূত্ৰাব কধিরঞ্চ সঃ ॥ ১২২
রণাগারিমিবোদগারং তত্যাভ্যাসুরনন্দনঃ ।
ভদ্রস্ততেজসা তস্ত রূপং দৈত্যস্ত নাশিতম্ ॥
তত এবাস্তর্দধে দৈত্যো বিয়ত্যাছপলকিতঃ ।
গগনস্থঃ স দৈত্যোস্ত্রঃ শস্ত্রাসনমতীশ্রিয়ম্ ॥ ১৩১
মুমোচ সুরসৈন্তানং সংহারে কারণং পরম্ ।
প্রাসান্ পরশ্বধাশ্চক্রান্ বাণ-বজ্রান্ সমুদগরান্
কুঠারান্ সহ খড়্গৈশ্চ ভিন্দিপালান্যোঙড়ান্ ।
ববর্ষ দানবো রৌদ্রো হৃবক্ষ্যানক্ষয়ানপি ॥ ১৩৩
তৈরনৈবদানবৈর্মুক্তৈর্দেবানৌকেষু ভীষণৈঃ ।
বাহুভির্ধরুণিঃ পূর্ণা শিরোভিষ্চ সকুণ্ডলৈঃ ॥ ১৩৪
উরুভির্গজহস্তাভিঃ করৌল্লেখ্যচলোপদৈঃ ।
ভগ্নেষাদণ্ডচক্রাঢ়ৈশ্চ রথৈঃ সারথিভিঃ সহ ॥ ১৩৫
হুঃসংকারাভবৎ পৃথ্বী মাংসশোণিতকর্দমা ।

মধ্যেই সেই জন্ত দানব গন্ধর্ব কিন্নর ও উর-
গাদি তিন কোটি দেবসৈন্ত গ্রাস করিয়া
কেনিল। তার পর সেই নারায়ণ অস্ত্র
তদীয় বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। তাহাতে
তদীয় হৃদয়দেশ ভিন্ন হইয়া গেল। সে
বহু কধিরোদগার করিতে করিতে সেই
রণাগার হইতে অপসরণ করিল। নারায়-
ণাস্ততেজে তাহার সেই ভীষণ রূপ বিনাশিত
হইল। ১২৬—১৩০। সেই দৈত্য তখন
আকাশে অলক্ষিত থাকিয়া সুরসৈন্তগণের
সংহার মানসে শস্ত্রাস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল।
সে প্রাস, পরশ্বধ, চক্র, বাণ, বজ্র, মুদগর,
কুঠার, খড়্গা, ভিন্দিপাল, অয়োঙড় প্রভৃতি
অব্যর্থ অক্ষয় অস্ত্র সকল বর্ষণ করিতে
থাকিলে দানবযুক্ত সেই সমস্ত ভীষণ অস্ত্রের
আঘাতে দেবসৈন্তগণের বাহু, সকুণ্ডল
মস্তক, করিকর-সম উরু ও অচলোপম করৌল-
সমূহ দ্বারা ধরণী আবৃত হইয়া উঠিল।
কত ভগ্ন ঈবাদণ্ড, কত রথচক্র, কত অক্ষ,
কত রথ ও কত সারথি ইত্যাদি দ্বারা মাংস-
শোণিত-কর্দমময়ী রণভূমি তখন হুঃসংকার-

কধিরৌ ঘৃহদাবর্তা শররাশি-শিলোচ্চয়ৈঃ ॥
কবন্ধনৃত্যসঙ্কুলে অবদস্যকর্দমে ।
জগদ্রয়োপসংহৃতৌ সমে সমস্তদেহিনাম্ ॥ ১৩৭
শৃগাল-গৃধ্র-বায়সাঃ পরং প্রমোদমানবুঃ ।
কচিৎকিষ্টলোচনঃ শবস্ত রৌতি বায়সঃ ॥ ১৩৮
বিকুণ্ঠপীবরাজ্ঞাঃ প্রয়াস্তি জম্বুকাঃ কচিৎ ।
কচিৎ স্থিতোহতিভীষণঃ ষ্চকুচর্ষিতো বকঃ ॥
মৃতস্ত মাংসমাহরন্ শজাতয়শ্চ সংস্থিতাঃ ।
কচিদ্রুকো গজাস্রজঃ পপৌ নিলীয়ভাজ্ঞতঃ ॥
কচিৎ তুরঙ্গমণ্ডলৌ বিরুধ্যাতে শজাতিভিঃ ।
কচিৎ পিশাচজাতকৈঃ প্রপীতশোণিতাসবৈঃ ॥
স্বকামিনৌবুতৈর্জাতং প্রমোদমন্তসম্বটৈঃ ।
মমৈভদানয়াননং খুরোহয়মস্ত মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪২
করোহয়মজসন্নিভো মমাস্ত কণপূরকঃ ।

যোগ্যা হইয়া পড়িল। তদ্রূপে কধিরৌষ
আবর্তময় হৃদ এবং শবরাশি শিলোচ্চয়বৎ
প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন সেই
বসা-রক্ত-কর্দমস্রাবযুক্ত কবন্ধ-নৃত্য-সঙ্কুল,
ত্রিজগতের বিনাশক, সর্বপ্রাণীর ভয়োৎপাদক
রণভূমে শৃগাল, গৃধ্র ও বায়সগণ পরম প্রমোদ
প্রাপ্ত হইল। কোন স্থলে বায়স কোনও
শবোপরি উপবেশনপূর্বক রব করিতে
লাগিল। কোথাও জম্বুকগণ পীবর শরীরাস্ত্র
সমস্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল। কোন
স্থলে ভীষণাকার বক পক্ষী স্বকীয় চকুর
চর্চায় নিরত এবং কোথাও বা কুকুরগণ
মৃতমাংসাহরণে প্রবৃত্ত হইল। কোন স্থানে
কোন বৃক, অস্ত্ররাশিমধ্যে লুকায়িত থাকিয়া
মৃতগজের রক্তপান করিতে লাগিল।
১৩১—১৪০। কোন স্থানে সারমেয়গণ মৃত
অশ্বদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।
কোন স্থলে কামিনী-সম্বিত বিশাচজাতি
শোণিতাসবপানে প্রমোদমন্ত হইয়া বেড়া-
ইতে লাগিল। কোন পিশাচী তখন নিজ
পতিকের “আমার জন্ত ঐ মুখখানি আনয়ন
কর।” “ঐ খুরখানি আমার প্রিয়সাধক
হউক।” “ঐ পদ্মময় হস্তখানি আমার কণ-

সরোষমীকতেহপবা বপাঃ বিনা প্রিয়ং তদা ॥
 পরা প্রিয়ং হবাপরং স্নতোক্ষশোণিতাসবম্ ।
 বিকৃত্য শাবচর্ষ তৎপ্রবন্ধসান্নপন্নবম্ ॥ ১৪৪
 চকার যক্ষকামিনী তরুং কুঠারপাটিতম্ ।
 গজস্তু দন্তমাস্ত্রজং প্রগৃহ্য কুন্তসম্পূটম্ ॥ ১৪৫
 বিপাট্য মৌক্তিকং পরং প্রিয়প্রসাদমিচ্ছতে ।
 সমাস-শোণিতাসবং পপুষ্ট যজ্ঞ রাক্ষসাঃ ॥ ১৪৬
 যুতাককেশবাসিতং রসং প্রগৃহ্য পানিনা ।
 প্রিয়া বিমুক্তজীবিতং সমানয়াস্ংগাসবম্ ॥ ১৪৭
 ন পথ্যতাং প্রয়াতি মে গতং অশানগোচরম্ ।
 নরস্ত তজ্জহাত্যাসৌ প্রশস্ত কিমরাননম্ ॥ ১৪৮
 স নাগ এষ নো ভয়ং দধাতি মুক্তজীবিতঃ ।
 ন দানবস্ত শক্যতে ময়া তদেকয়াননম্ ॥ ১৪৯
 ইতি প্রিয়ায় বল্লভা বদন্তি যক্ষযোষিতঃ ।

ভূষণ হটক ।" এইরূপ বলিতে লাগিল ।
 কোন পিশাচী বস ভক্ষণ করিতে না
 পাইয়া সরোষে নিজ পতিকে বিনোদন
 করিতে লাগিল । কোন পিশাচী শবের
 চর্ষ আকর্ষণপূর্বক সান্ন পত্রপুটে সেই
 শবের শোণিতাসব গ্রহণ করিয়া স্বীয়
 পতিকে পান করাইতে লাগিল । কোনও
 যক্ষকামিনী পতিপ্রসাদ কামনায় কুঠারপাটিত
 তরুর ভাষ গজদন্ত গ্রহণ করিল এবং
 গজকুন্ত বিপাটিত করিয়া উত্তম মৌক্তিক
 সংগ্রহ করিল । এই ভাবে যক্ষ-রাক্ষসেরা
 মাংস-শোণিতাসব পান করিতে লাগিল ।
 কোন কিম্বরকামিনী নিজ পতির হস্তে ধারণ-
 পূর্বক কহিল,—হে কাস্ত ! সদ্যোমৃত জীবের
 নেত্র-কেশবাসিত শোণিতাসব রস লইয়া
 আইস । অশানগত প্রাণীর রস-রক্তাদিতে
 আমার তাদৃশ তৃপ্তি হয় না । সে এই
 বলিয়া প্রশংসাপূর্বক সেই কিম্বরকে বিস-
 র্জন করিল । সেই গজবর এখন জীবন-
 হীন হইয়াও আমাদিগের ভয়োৎপাদন
 করিতেছে । আমি একাকিনী এই গজের
 দিকে তাকাইতেও পারিতেছি না । যক্ষ
 রমণীরা পরস্পর স্ব স্ব পতিদিগকে এইরূপ
 নানা কথা কহিতে লাগিল । কতগুলি

পরে কপালপাণঃ পিশাচ-যক্ষ রাক্ষসাঃ ॥ ১৫০
 বনশ্চিদেহি দেহি মে মমাতিত্যগারিণঃ ।
 পরেহবতীয়া শোণিতাপগানু ধৌতমূর্তয়ঃ ॥
 পিতৃন প্রতর্প্য দেবতাঃ সমর্চয়ন্তি চামিষৈঃ ।
 গজোড়ুপে সুসংস্থিতান্তরস্তি শোণিতং হনম্ ॥
 ইতি প্রগাঢ়সঙ্কটে সুরাসুরে সুসঙ্গবে ।
 ভয়ং সমুজ্জ্বাভূর্জয়া ভটাঃ ক্ষুটন্তি মানিনঃ ॥
 ততঃ শক্ৰো ধনেশচ বক্রণঃ পবনোহনলঃ ।
 যমেহপি নিখা তিষ্ঠাপি দিব্যাস্ত্রাণি মহাবলাঃ ॥
 আকাশে মুমূচুঃ সর্ষে দানবানভিসম্ব্য তে ।
 অস্ত্রাণি ব্যর্থতাং জঘ্মুর্দেবানাং দানবান্ প্রতি ॥
 সংরম্ভেণাপ্যমৃধ্যস্ত সংহতাস্তমুলেন চ ।
 গতিং ন বিবিচ্ছাপি শ্রাস্তা দৈত্যাস্ত দেবতাঃ ॥
 দৈত্যান্ভিতিন্নসর্ষাক্ষা হৃকিঞ্চকরতাং গতাঃ ।
 পরস্পরং ব্যলীয়ন্ত গাবঃ শীতাদিতা ইব ॥ ১৫৭

পিশাচ যক্ষ-রাক্ষস যুত-নরকপাল ধারণ-
 পূর্বক 'দেও, দেও', আমার অধিক ভক্ষ্যের
 প্রয়োজন । এইরূপ বলিতে লাগিল । অপর
 কেহ কেহ মিলিত হইয়া সেই শোণিতনদী
 মধ্যে অবগাহন স্নানান্তে পিতৃতর্পণ করিয়া
 আমিষ দ্বারা দেবগণের অর্চনা কবিত্তে
 লাগিল । কেহ কেহ মৃত গজরূপ উড়ুপা-
 রোহণে সেই শোণিত নদী পার হইতে
 লাগিল । সেই সুরাসুর-সমরক্ষেত্র এইরূপ
 ভীষণাকার ধারণ করিলেও অতিমানী তুর্জয়
 বীরগণ ভয় পরিহারপূর্বক আশ্বেটন
 করিতে লাগিল । অতঃপর দেবরাজ,
 ধনেশ্বর, বক্রণ, পবন, অনল, যম, নিধতি,
 এই সকল মহাবল দিকপাল, দানবদলের
 উদ্দেশে বিবিধ দিব্যাস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ
 করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাঁহাদিগের
 সেই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র আকাশমণ্ডলেই ব্যর্থ
 হইয়া গেল । দেবগণ, সকলে মিলিত হইয়া
 কোপবশে তুমুল যুদ্ধ করিতে থাকিলেও
 সেই জন্ত দানবেরা গতি লক্ষ্য করিতে
 পারিলেন না । ক্রমে তাঁহারা দৈত্যাস্ত্রাঘাতে
 সর্ষাক্ষ কত-বিকৃত হওয়ায়, শীত-শীড়িত

তদবস্থান্ হরির্দৃষ্ট্বা দেবান্ শক্রমুবাচ হ ।
 ব্রহ্মাস্ত্রং স্মর দেবেশ্ব যস্তাবধো ন বিদ্যতে ।
 বিষ্ণুনা চোদিতঃ শক্রঃ সস্মারাস্ত্রং মহোজসম্
 সম্পূজিতং নিত্যমরাতিনাশনঃ
 সমাহিতং বাণময়িষ্মাতনে ।
 ধম্মযাজযো বিনিযোজ্য বুদ্ধিমা-
 নতুং ততো মন্ত্রসমাধিমানসঃ ॥ ১৫৯
 স মন্ত্রমুচ্চাৰ্য্য যতাস্তরাশয়ো
 বধায় দৈত্যাস্ত্র থিয়াতিসঙ্ঘা তু ।
 বিরুদ্যা কণাস্তমকুণ্ঠদৌধিতিং
 মুমোচ বীক্ষ্যাস্ত্রমার্ম্যমুখঃ ॥ ১৬০
 অথাস্মরঃ প্রেক্ষ্য মহাস্ত্রমাহিতং
 বিহায় মাণ্ডামবনৌ ব্যতিষ্ঠত ।
 প্রবেপমাণেন মুখেন শুষাতা
 বলেন গাত্রেণ চ সস্ত্রমাকুলঃ ॥ ১৬১
 ততস্ত তস্তাস্ত্রবরাতিমস্তিতঃ
 শরোহর্দ্ধচন্দ্র প্রতিমো মহারণে ।

গোসমূহের স্তায়, শ্রান্ত ও শক্তিহীন হইয়া
 পরস্পর পলায়ন-পর হইলেন। ভগবান্
 হরি দেবগণের তদবস্থা দর্শনে শক্রকে বলি-
 লেন,—হে দেবেশ্ব, কেহই যাহার অবধ্য
 নহে, তুমি সেই “ব্রহ্মাস্ত্র” স্মরণ কর। বিষ্ণুর
 আদেশে দেবেশ্বও তখন সেই মহোজস
 “ব্রহ্মাস্ত্র” স্মরণ করিলেন। বুদ্ধিমান্ দেবরাজ
 শক্রঘাতন মানসে সমাহিত চিত্তে স্বীয়
 অজয়া শরাসনে একটি সত্তত শক্র-
 নাশন উত্তম বাণ সংযোজনপূর্বক তাহাকে
 ব্রহ্মাস্ত্র-মন্ত্রে অতিমস্তিত করণার্থ স্থিরচিত্ত
 হইয়া দৈত্যবধ বাসনায় বুদ্ধি দ্বারা অভি-
 সন্ধানপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া কণপ্রাস্ত
 পর্যন্ত শরাসন আকর্ষণপূর্বক উর্দ্ধমুখে
 গগনমণ্ডল অবলোকন করিতে করিতে
 সেই জস্তাস্ত্ররোদ্দেশে অত্যাঙ্কুল বাণ
 নিক্ষেপ করিলেন। ১৪১—১৬০। অনন্তর
 জস্তাস্ত্র সেই মহাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল দেখিয়া
 মায়া পরিহারপূর্বক সস্ত্রমাকুল চিত্তে বলহীন
 গাত্রে, শুষ্ক মুখে, কম্পিত কায়ে ভূতলে

পুরুন্দরস্ত্রাসনবদ্ধ হঃ * গতে
 নবার্কেবিধং বপুষা বিড়ম্বয়ন্ ॥ ১৬২
 কিরীটকোটিকুটকান্তসঙ্কটঃ
 স্নগন্ধিনানাকুশুমাদিবাসিতম্
 প্রকৌর্ণধুমজলনাভমুর্দ্ধজঃ
 পপাত জস্তস্ত শিরঃ সকুণ্ডলম্ ॥ ১৬৩
 তস্মিন্ বিনিহতে জস্তে দানবেশ্বাঃ পরাস্থাঃ
 ততস্তে ভগ্নসঙ্করাঃ প্রযুর্ধ্বত্র তারকঃ ॥ ১৬৪
 তাং জস্তান্ সমালোক্য ঋষা রোষমগাৎ
 পরম্ ।
 স জস্তদানবেশ্বস্ত সুরৈ রণমুখে হতম্ ॥ ১৬৫
 সাবলেপঃ সসংরম্ভঃ সগর্ভঃ সপরাক্রমম্ ।
 সাবিকারমনাকারং তাং বকো ভাবমাবিশৎ ॥ ১৬৬
 স জৈত্রঃ রথমাস্থায় সহশ্রেণ গরুড়ভানম্ ।
 সংরম্ভাদানবেশ্বস্ত সুরৈ রণমুখে গতঃ ॥ ১৬৭
 সর্বাযুধপরিহারঃ সর্বাশ্রপরিরক্ষিতঃ ।
 ত্রৈলোক্যঋদিসম্পন্নঃ সুবিস্তৃতমহাননঃ ॥ ১৬৮

অবস্থিত হইল। তারপর সেই মহারণে
 অতিমস্তিত অর্দ্ধচন্দ্রাকার অস্ত্রবর দেবেশ্বের
 শরাসন হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া কান্তিছারা
 নবোদিগ রবিবিদ্যকে বিড়ম্বিত করিয়া
 জস্তাস্ত্রের কিরীট-কোটি-শোভিত স্নগন্ধি
 বিবিধ কুশুমে অধিবাসিত, সধুম বন্ধি
 সম প্রকৌর্ণ-কেশকলাপমণ্ডিত সকুণ্ডল শিরো-
 ভাগে পতিত হইল। ১৬১—১৬৩। দান-
 বেশ্ব জস্ত এইরূপে নিহত হইলে দৈত্য
 সৈন্তগণ ভগ্নমনে তারকাসুর-সন্নিধানে
 প্রস্থান করিল। সেই দানবগণকে জস্ত
 দর্শনে এবং সুরগণ কর্তৃক রণমুখে জস্ত
 দানবকে নিহত জানে, তারকাসুর অতীব
 কোপাধিত হইল। তখন সে গর্ভ, ক্রোধ,
 পরাক্রম ও অবজ্ঞাবশে এক অনির্কলনীয়
 আকার ধারণ করিল। সেই দানবেশ্ব তখন
 কোপবশে সহস্র গরুড়-যোজিত, সর্ববিধ
 অস্ত্রশস্ত্র-ভূষিত, ত্রৈলোক্যোপধাসম্পন্ন জয়-

রণায়াভ্যাপত্যং তুণং সৈন্তেন মহতা বৃতঃ ।
 জস্তাশ্বকতসর্কীজঃ ত্যাক্তৈরাবতদন্তিনম্ ॥ ১৬২
 সজ্জং মাতলিনা শুশ্রুঃ রথমিস্রোহভ্যাপত্যত ।
 তপ্তহেমপরিহারঃ মহারত্বে সমধিতম্ ॥ ১৭০
 চতুর্ধোজনবিন্দীর্ণং সিদ্ধং জ্বপরিষ্ঠতম্ ।
 গচ্ছক্ক-কিন্নরোদগীতমপ্সরোনৃত্যসঙ্কুলম্ ॥ ১৭১
 সর্কীয়ুধমসম্বাধঃ বিচিত্ররচনোজ্জলম্ ।
 তং রথং দেবরাজস্ত পরিবার্য্য সমস্ততঃ ॥ ১৭২
 দংশিতা লোকপালাস্ত তস্তুঃ সগরুড়ধ্বজঃ ।
 ততশ্চাল বস্তুধা ততো রুক্ষো মরুতবো ॥ ১৭৩
 ততোহমুখ্য উকূতাস্ততো নষ্টা রবিপ্রভা ।
 ততস্তমঃ সমস্ততঃ নাতোহদৃশ্যস্ত তারকাঃ ॥
 ততো জজলুরস্তাণি ততোহকম্পত বাহিনী ।
 একতস্তারকো দৈত্যঃ সুরসজ্জাশ্চ চৈকতঃ ॥
 লোকবসাদমেকত্র জগৎপালনমেকতঃ ।
 চরাচরাণি ভূতানি সুরাসুরবিভেদতঃ ॥ ১৭৬
 তদ্বিধাপ্যেকতাং যাৎ দদৃশুঃ প্রেক্ষকা ইব

যযন্ত কিংকিন্নোকেষু ত্রিষু মন্ত্রাস্বরূপে ॥
 তৎ তত্রাদৃশ্যদধিলং খিলীভূতবিভূতিকম্ ॥ ১৭৭
 অস্ত্রাণি তেজাংসি ধনানি ঐধ্যাং
 সেনাবলং বীৰ্য্যং পরাক্রমো চ ।
 সম্বোজসাং তন্নিকরং বভূব
 সুরাসুরাণাং তপসো বলেন ॥ ১৮৮
 অথাভিমুখমায়াস্তঃ নবভিন্তপর্কীভিঃ ।
 বাণৈরনলকল্পাগ্নৈর্বিভিহস্তারকং হৃদি ॥ ১৭৯
 স তানচিন্ত্য দৈত্যোদঃ সুরবানান্ গতান হৃদি
 নবভিন্তবভির্বাণৈঃ সুরান্ বিব্যাধ দানবঃ ॥ ১৮০
 জগদ্বরণসমুতৈঃ শৈল্যরিব পুরঃসরৈঃ ।
 ততোহচ্ছিন্নঃ শরভ্রাতঃ সংগ্রামে মুমূচুঃ সুরাঃ
 অনন্তরঞ্চ কাস্তানামশ্রুপাতমিবাশিশম্ ।
 তদপ্রাপ্তং বিয়তোব নাশয়ামাস দানবঃ ॥ ১৮২
 শরৈযথা কুচরিতৈঃ প্রখ্যাতং পরমাগতম্ ।
 সূনির্ম্মলং ক্রমাগাতং কুপুঃ স্বঃ মহাকুলম্ ॥
 ততো নিবার্য্য তদ্বাণজালং সুরভূজৈরিতম্ ।
 বাণৈর্ব্যোম দিশঃ পৃথ্বীঃ পুরয়ামাস দানবঃ ॥

শীল রথারোহণে মহাসৈন্তে সমাবৃত হইয়া
 বদন ব্যাদানপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত হইল ।
 ইন্দ্র তখন জস্তাশ্ব দ্বারা কত-বিন্ধত সর্কীজ
 ঐরাবত হস্তী পরিভ্যাগ করিয়া মাতলি-
 পরিচালিত রথে আরোহণ করিলেন । সেই
 রথ, তপ্ত হেমসমবর্ণ, মহারত্মণ্ডিত, সিদ্ধ-
 সজ্জসমধিত, সর্কীয়ুধযুক্ত, বিবিধ চিত্রে
 সুশোভিত এবং গচ্ছক্ক, কিন্নর ও অপ্সরা-
 দিগের নৃত্য-গীতসঙ্কুল । দেবরাজের সেই
 রথ বেষ্টন করিয়া গরুড়ধ্বজ বিকূর সহিত
 লোকপালগণ অবস্থিত হইলেন । এই সময়ে
 ভূ-কম্প হইল, রুক্ষ বায়ু বহিতে লাগিল এবং
 অমুখি সকল উৎফেল হইয়া উঠিল । রবিপ্রভা
 অস্তহিত হইয়া গেল । চতুর্দিক্ অন্ধকারে
 পূর্ণ হইল । কিন্তু তারকারাজ্যও প্রকাশ
 পাইল না । অস্ত্র সকল জ্বলিতে লাগিল
 এবং সুরবাহিনী কম্পিত হইয়া উঠিল ।
 এক দিকে জগতের অবসাদক তারক দৈত্য,
 অপর দিকে জগৎপালক দেবগণ অবস্থিত
 হইলে চরাচর ভূতবর্গ সুরাসুর ভেদে হই

পক্ষ হইলেও তখন একীভূত হইয়া প্রেক্ষক-
 বৎ দর্শন করিতে লাগিল । ত্রিলোকমধ্যে
 সর্ববস্তুরই গতি-প্রভাব প্রতিহত হইয়া
 পড়িল । সুরাসুরগণের তপোবলার্জিত
 অস্ত্র, শস্ত্র, তেজ, ধন, ধৈর্য্য, বীৰ্য্য, পরাক্রম,
 সৈন্তবল, সত্ত্ব ও ওজঃ প্রভৃতির তখন অপূর্ব্ব
 মিলন হইল । দেবগণ তখন অভিযুগাত
 তারকের হৃদয়দেশে অনলকল্প নগ্নী বাণ
 প্রহার করিলেন । তারক দানব, সেই
 বাণপ্রহার অগ্রাহ্য করিয়া জগৎসংহারকম
 শৈলসম নগ্নী বাণে সুরগণকে প্রতিবিদ্ধ
 করিল । অনন্তর সুরগণও কাস্তাগণের
 নিরস্তর অশ্রুধারাবৎ অবিচ্ছেদে শরজাল
 মোচন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুপুত্র
 যেমন কুচরিত্র দ্বারা ক্রমাগত সূনির্ম্মল
 প্রখ্যাত মহাকুলকে বিনষ্ট করে, তারকাসুরও
 তেমনি সেই দেবভূজ-যুক্ত বাণজালকে
 আকাশ-পথেই স্থায় বাণ দ্বারা নিবারিত
 করিয়া দিক্, পৃথ্বী ও আকাশমণ্ডল আচ্ছা-

চিচ্ছেদ পুঙ্খদেশেব স্বকৈঃ স্থানে চ লাঘবাৎ
বাণজালৈঃ স্ত্রীকৃষ্ণৈঃ কঙ্কবর্হিণরাজিতৈঃ ॥
কর্ণাস্তকৃষ্টৈর্বমলৈঃ সুবর্ণরজতোজ্জলৈঃ ।
শাস্ত্রার্থৈঃ সংশয়প্রাপ্তান্ যথার্থান্ বৈবিকল্পিতৈঃ
ততঃ শতেন বাণানাং শক্ৰং বিব্যাধ দানবঃ ।
নারায়ণঞ্চ সপ্তত্যা নবত্যা চ হতাশনম্ ॥ ১৮৭
দশভির্গাকৃতং মূর্ধ্নি যমং দশভিরেব চ ।
ধনদৈবৈব সপ্তত্যা বক্রণঞ্চ তথাষ্টভিঃ ॥ ১৮৮
বিংশত্যা নিষ্কৃতিং দৈত্যৈঃ পুনশ্চাষ্টাভিরেব চ
বিব্যাধ পুনরেকৈকং দশভির্দশভিঃ শরৈঃ ॥
তথা চ মাতলিং দৈত্যো বিব্যাধ ত্রিভিরাশুগৈঃ
গরুড়ঃ দশভিঃ চৈব স বিব্যাধ পতত্রিভিঃ ॥ ১৯০
পুনশ্চ দৈত্যো দেবানাং তিলশো নতপর্কভিঃ
চকার বর্ষজাতানি চিচ্ছেদ চ ধনুর্মি তু ।
ততো বিকবচা দেবা বিধমুদাঃ শরৈঃ ক্রুতাঃ ॥
অথান্যানি চাপানি তস্মিন্ সরোষা
রণে লোকপালা গৃহীত্বা সমস্তাং ।
শরৈরক্ষগৈর্দানবৈশ্চ ততক্ষু-
স্তদা দানবোহমর্ষসংরক্তনৈজঃ ॥ ১৯২

দিত করিয়া ফেলিল । সে, লাঘববশে দেব-
গণযুক্ত বাণসমূহকেও স্বীয় কর্ণাস্তাকৃষ্ট-
মুক্ত, বিমল, সুবর্ণরজতাদি-কঙ্কপত্রমণ্ডিত ও
সুতীক্ষ্ণাগ্র বাণদ্বারা শাস্ত্রার্থ-বিকল্প-বাদবশে
সংশয়িত তত্ত্ববাদের জ্বায় নিবারিত করিয়া
শত বাণে দেবেন্দ্রকে, সপ্ততি বাণে নারা-
য়ণকে, নবতি বাণে হতাশনকে, দশবাণে
বায়ুকে, সপ্ততি বাণে ধনপতিককে, অষ্টবাণে
বক্রণকে, অষ্টাবিংশতি বাণে নিষ্কৃতিককে
এবং দশবাণে মস্তকদেশে যমকে বিদ্ধ করিয়া
পুনরায় প্রত্যেককে দশ বাণে আঘাত
করিত। আর মাতলিকে তিন বাণে এবং
গরুড়কে দশবাণে বিদ্ধ করিল ॥ ১৮৪—১৯০ ॥
অতঃপর দৈত্যবর তারক নতপর্ক বাণবর্ষণে
দেবগণের বর্ষ ও কার্ষুক সমস্ত তিল তিল
করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিল । লোকপালগণ
তখন কবচহীন ও চাপশূন্য হইয়া সরোষে
অস্ত্র ধনুঃগ্রহণপূর্বক চতুর্দিক হইতে বাণবৃষ্টি

শরানগ্নিকল্পান্ ববর্ষামরাণাং
ততো বাণমাদায় কল্পানলাভম্ ।
জঘানোরসি ক্ষিপ্রমিন্দং সুবাহুং
মহেন্দ্রোহপাকম্পজ্রধোপহ এব ॥ ১৯৩
বিলোক্যাস্তরৌক্ষে সহস্রার্কাবিন্দং
পুনর্দানবো বিষ্ণুমুহুতবোধম্ ।
শরাত্যাং জঘানাং সমূলে সলীলং
ততঃ কেশবস্তাপতচ্ছার্কমগ্রে ॥ ১৯৪
ততস্তারকঃ প্রেতনাথঃ পৃষৎকৈ-
বসুং তস্ত সবে্যে স্মরন্ ক্ষুদ্রতাবম্ ।
শরৈরগ্নিকল্পৈর্জলেশস্ত কাযং
রণেহশৌষয়দুর্জয়ো দৈত্যরাজঃ ॥ ১৯৫
শরৈরগ্নিকল্পৈশ্চকারাশু দৈত্য-
স্তথা রাক্ষসান্ ভীতভীতান্ দিশাম্ ।
পৃষৎকৈশ্চ রুটৈকবিকারপ্রযুক্তং
চকারানিলং লালয়েবাসুরেশঃ ॥ ১৯৬
কণালকচিত্তাঃ স্বয়ং বিষ্ণু-শক্রা
নলাদ্যাঃ সূসংহত্য ভীতৈঃ পৃষৎকৈঃ

দ্বারা দানববরকে নিপীড়িত করিতে লাগি-
লেন । তাহাতে দানবেন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধচিত্তে
অমরগণের প্রতি অগ্নিকল্প বাণজাল মোচন
করিতে লাগিল । পরে কল্পান্তানলসম একটা
বাণ দ্বারা দ্রুতবেগে বাহুশালী দেবেন্দ্রের
বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল । তাহাতে মহেন্দ্র
কম্পিতকায়ে রথোপরি বসিয়া পড়িলেন ।
পরে দানবরাজ গগনগুলে সহস্র সূর্য্যসম
জ্বাতিসম্পন্ন, অতি বীর্য্যবান্ বিষ্ণুকে দর্শন-
পূর্বক লীলা সহকারে তদীয় অংশমূলে
হুইটী বাণ প্রহার করিল । তাহাতে কেশবের
হস্ত হইতে শার্ঙ্গ ধনুঃ স্থলিত হইয়া পড়িল ।
দুর্জয় দৈত্যপতি তারক, অনন্তর অগ্নিকল্প
শর দ্বারা প্রেতপতি যমকে ও বসুকে অংজ্ঞা
সহকারে প্রহারপূর্বক জলেশ্বরের শরীর
শোষণ করিতে লাগিল । পরে আরও
বিবিধ খরতর শরপ্রহারে রাক্ষসদিগকে
ভীত, চকিত ও দিকে দিকে বিভাঙিত
করিয়া রাক্ষ বাণাঘাতে বায়ুকেও বিপর্য্যস্ত

প্রচক্ৰঃ প্রচণ্ডেন দৈত্যেন সার্কঃ
মহাসমরঃ সঙ্গরপ্রাসকমম্ ॥ ১৯৭
অখানম্য চাপঃ হরিত্তীকবাণৈ
ইনং সারথিঃ দৈত্যরাজস্ত হৃদ্যম্ ।
ধ্বজঃ ধ্বমকেতুঃ কিরীটঃ মহেন্দ্রো
ধনেশো ধনুঃ কাঞ্চনানকপৃষ্ঠম্ ।
যমো বাহুদণ্ডঃ রথাকানি বায়ু-
নিশাচাঘ্রিণামৌধরস্তানি বর্ষ্য ॥ ১৯৮

দৃষ্ট্বা তদ্বুদ্ধমমরৈরুত্তমপরাক্রমম্ ।
দৈতানাথঃ কৃতং সংখ্যে স্ববাহুগবাঙ্কবঃ ॥ ১৯৯
মুমোচ মুদগরঃ ভীমঃ সহস্রাঙ্কায় সঙ্গরে ।
দৃষ্ট্বা মুদগরমায়ান্তমনিবার্যমথাস্বরে ॥ ২০০
রথাদাপ্তুত্যা ধরণীমগমং পাকশাসনঃ ।
মুদগরোহপি রথোপস্থে পপাত পুরুষধনঃ ॥ ২০১
স রথং চূর্ণয়ামাস ন মমার চ মাতলিঃ ।
গৃহীত্বা পট্টিশং দৈত্যো জঘানোরসি কেশবম্
স্বক্ষে গক্ৰান্তঃ সোহপি নিষসাদ বিচেতনঃ ।

করিয়া তুলিল। অতঃপর ঋণমাত্রেই বিষ্ণু-
শক্রানলাদি দেবগণ সচেতন হইয়া মিলিত-
ভাবে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণক্ষেপ দ্বারা সেই প্রচণ্ড
দানব সহ কল্লাস্তকাল-সম মহাসমর আরম্ভ
করিলেন। অতঃপর হারি, তীক্ষ্ণ বাণজাল
দ্বারা দৈত্যপতির সারথিকে আহত করিলেন;
অগ্নি তাহার ধ্বজ, মহেন্দ্র তাহার কিরীট, যম
ভদ্রীষ বাহুদণ্ড, বায়ু তাহার বর্ষ্য এবং ধনপতি
কাঞ্চন-মণ্ডিতপৃষ্ঠ শরাসনে আঘাত করিলেন।
দৈত্যপতি তারক তখন দেবগণের তাদৃশ
অকৃত্রিম পরক্রম দর্শনে সহসা জ্বই হস্তে
একটি ভীষণাকার মুদগর লইয়া সহস্রাঙ্কের
প্রতি সবেগে নিক্ষেপ করিল। দেবেশ্র
সেই ঘোর মুদগর আকাশপথে আপতিত হই-
তেছে, দেখিয়া রথ হইতে বক্ষপ্রদানপূর্বক
ধরণীতে অবস্থান করিলেন। সেই মুদগরও
অতি পুরুষশব্দে দেবেশ্ররথে পতিত হইয়া
তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল; কিন্তু মাতলি
কোনক্রমে রক্ষা পাইলেন। পরে দৈত্য-
রাজ এক পট্টিশ লইয়া চণবের বক্ষঃস্থলে

খড়্গেন রাক্ষসেন্দ্রস্ত নিচকর্ষ চ বাহনম্ ॥ ২০৩
যমক পাতয়ামাস ভূমৌ দৈত্যো ভূভুত্তিমা ।
বহিঃক ভিন্দিপালেন তাতয়ামাস মুর্ধনি ॥ ২০৪
বায়ুক দোভ্যামুৎক্ষিপ্য পাতয়ামাস ভূতলে ।
ধনেশক ধনুকোটা কুটয়ামাস কোপনঃ ॥ ২০৫
ততো দেবনিকায়ানামৈককং সমরে ততঃ ।
জঘানাস্তৈরসংনোদৈর্দৈত্যেন্দ্রোহমিতবক্রমঃ
লকসংক্রঃ ঋণাধ্বক্ষচক্রং জগাত তুর্কমম্ ।
দানবেশ্রবসাসিকং পিশিতাশনকোমুগম্ ॥ ২০৬
মুমোচ দানবেশ্রস্ত দৃঢ়ং বক্ষসি কেশবঃ ।
পপাত চক্রং দৈত্যস্ত হৃদয়ে ভাস্করহ্যতি ॥ ২০৮
বলীযাত ততঃ কায়ে নীলোৎপলমিবাস্মিণি ।
ততো বজ্রং মহেন্দ্রস্ত প্রমুখোচ্চাৰ্চিতঃ চিরম্ ।
যস্মিন্ জয়াশা শক্ৰস্ত দানবেশ্ররথে বভূবুঃ ।
তারকস্ত সূসম্প্রাপ্য শরীরং শৌর্যশালিনঃ ॥

আঘাতপূর্বক গক্ৰড়ের স্বক্ষেও তাহারই
আঘাত করিল। তাগাতে তাঁহার বিচেতন
হইয়া পড়িলেন। দৈত্যপতি খজাঘাতে
রাক্ষসরাজের বাহন ছেদন করিয়া ভূভুত্তী
দ্বারা যমকেও পাতিত করিল। ভিন্দি-
পালাঘাতে বহির মস্তকে প্রহারপূর্বক বায়ুকে
বাহুদ্বয় দ্বারা ধারণ করিয়া উৎক্ষেপণসহকারে
ভূতলে পাতিত করিল। অনন্তর কোপন
দৈত্যানন্দন, ধনপতিকে ধনুকোটি দ্বারা
ক্ষত বিক্ষত করিল। অমিতবক্রম দৈত্যবর
তারক, তারপর অপরপর দেবগণকেও
নানা শস্ত্রাস্ত্রপ্রহারে আহত করিতে
লাগিল। ১৯৯—২০৬। এদিকে বিষ্ণু ঋণমাত্রে
সংজ্ঞাভ করিয়া দানব-বসুলিষ্ট মাংসাশন-
লোলুপ হনিবার চক্র গ্রহণপূর্বক দানবেশ্রের
বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন।
ভাস্করহ্যতি বিষ্ণুচক্র, দৈত্যপতির হৃদয়ে
পতিত হইয়া প্রস্তরোপরি পতিত নীলোৎ-
পলের আয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর
যাহার প্রতি সূর্যপতির জয়াশা নিহিত ছিল,
দেবেশ্র সেই চিরপুজিত বজ্রাস্ত্র গ্রহণপূর্বক
দানবেশ্রের প্রতি মোচন করিলেন।

বানীৰ্ঘ্যাত বিকীৰ্ণার্চিঃ শতধা খণ্ডতাং গতম্ ।
 বিনাশমগমমুক্তং বায়ুনা সুরবক্ষসি ॥ ২১১
 জলিতং জলনাভাসমজ্জ্বলং কুলিশং যথা ।
 বিনাশমাগতং দৃষ্ট্বা বায়ুচাক্ষুশমাহবে ॥ ২১২
 কণ্ঠঃ শৈলেন্দ্রমুৎপাট্য পুষ্পিতক্রমকন্দরম্ ।
 চিক্কেপ দানবেন্দ্রায় পঞ্চযোজনবিস্তৃতম্ ॥ ২১৩
 মহীধরং তমাস্তং দৈত্যাঃ স্মিতমুখস্তদা ।
 জগ্ৰাহ বামহস্তেন বালকন্দুকলৌঘা ॥ ২১৪
 ততো দণ্ডং সমুদ্যমা কৃতান্তঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
 দৈত্যেন্দ্রঃ মুষ্টি চিক্কেপ ভ্রাম্য বেগেন দুৰ্জয়ঃ ॥
 মোহসুরস্তাপতমুষ্টি দৈত্যস্তঞ্চ ন বুদ্ধবান্ ।
 কল্লাস্তদহনালোকামজঘ্যাং জলনস্ততঃ ॥ ২১৬
 শক্তিঃ চিক্কেপ দুৰ্দ্ধৰাং দানবেন্দ্রায় সংযুগে ।
 নব শিরীষমালেব সাস্ত বক্ষ্যস্তরাজত ॥ ২১৭
 ততঃ খণ্ডাঃ সমাকৃষ্য কোপাদাকাশনির্মলম্ ।

বীৰ্য্যবান্ দানবেন্দ্রের শরীরে পতিত হইয়া
 কিরণমালা বিকিরণপূৰ্ব্বক শতধা ভগ্ন হইয়া
 গেল । বায়ুদেব জলিত জলন-সম অজ্জ্বল
 নিক্ষেপ করিলে, তাহাও কুলিশবৎ বিনাশ
 দশা প্রাপ্ত হইল । বায়ুদেব স্বীয় অজ্জ্বল ব্যর্থ
 হইল দেখিয়া সকোপে পুষ্পিত ক্রমকন্দরযুক্ত
 একটা পঞ্চযোজন-বিস্তৃত সুরহৎ শৈল উৎ-
 পাটনপূৰ্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন । কিন্তু দৈত্য-
 বর তারক সেই মহীধরকে আসিতে দেখিয়া
 সন্মিতমুখে বালকের কন্দুধারণবৎ বাম
 হস্তে ধারণ করিল । পরে দুৰ্জয় কৃতান্ত-
 দেব ক্রোধে মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া দণ্ড ভ্রামণ-
 পূৰ্ব্বক দৈত্যপতির মস্তক লক্ষ্য করিয়া
 সবেগে নিক্ষেপ করিলেন । সেই দণ্ড
 তারকাসুরের মস্তকে পতিত হইল বটে, কিন্তু
 দানব তাহা যেন জানিতেই পারিল না ।
 তার পর অগ্নিদেব সেই দানবেন্দ্রের উদ্দেশে
 কল্লাস্তকালীন অনলসম সমুজ্জ্বল অনিবার্য
 দুৰ্দ্ধৰ শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন । কিন্তু
 সেই শক্তি তদীয় বক্ষঃস্থলে নবশিরীষ
 কুসুমমালাবৎ শোভা পাইল । পরে নিৰ্ঘাত
 দেব কোষ হইতে উন্মোচনপূৰ্ব্বক আকাশ-

ভাসিতা সিতদিগ্ভাগং লোকপালোহপি নিৰ্ঘাতিঃ
 চিক্কেপ দানবেন্দ্রায় তন্ত মুষ্টি পপাত চ ।
 পতিতশ্চাগমৎ খণ্ডাঃ স নীভ্রাঃ শতখণ্ডতাং ॥
 জলেশজ্জ্বলদুৰ্দ্ধৰঃ বিষণাবকভৈরবম্ ।
 মুমোচ পাশং দৈত্যস্ত ভুজবদ্ধাভিলাষকঃ ॥ ২২০
 স দৈত্যভুজমাসাদ্য সর্পঃ সদ্যো ব্যপদ্যত ।
 ক্ষুটিতক্রকচক্র-দশনালির্নহাহমুঃ ॥ ২২১
 ততোহবিনৌ সমক্ৰঃ সসাধ্যাঃ সমহোরগাঃ
 যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধৰ্বা দিব্যানানাস্তপাণয়ঃ ॥ ২২২
 জয়দৈত্যেশ্বরং সর্ষে সন্তয় সুমহাবলাঃ ।
 ন চাস্তাণ্যস্ত সজ্জন্ত গাঙ্গে বজ্রাচলোপমে ॥ ২২৩
 ততো রথাদবপ্ত্য তারকো দানবাধিপঃ ।
 জঘান কোটিশো দেশান্ করপাক্টিভিরেব চ ॥
 হতশেষাণি সৈন্তানি দেবানাং বিপ্রহৃদযুঃ ।
 দিশো ভীতানি সন্ত্যজ্য রণোপকরণানি তু ॥

সম বিমল খণ্ডা লইয়া দানবেন্দ্রের প্রতি
 নিক্ষেপ করিলেন । সেই খণ্ডা, অসিত
 দিগ্ভাগল সমুদ্ভাসিত করিয়া দানবেন্দ্রের
 মস্তকে পতিত হইল ; কিন্তু পতনমাত্রেই
 শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল ! ২০৭—২১২ ।
 অনন্তর জলেশ্বর সেই দানবেন্দ্রের ভুজদ্বয়
 বন্ধন করণ-মানসে বিষাণ দ্বারা অতি
 ভয়ঙ্কর পাশ নিক্ষেপ করিলেন । পরন্তু
 সেই সর্প পাশও দৈত্যেন্দ্রের ভুজস্পর্শে
 বিপন্ন হইল । উহার ক্রকচসম ক্রুর দশন-
 রাজি ক্ষুটিত এবং হনুদশ বিদৌর্ণ হইয়া
 গেল । অতঃপর মহাবল অবিনৌকুমারদ্বয়,
 মরুৎ, সাধ্য, মহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধৰ্ব-
 গণ সকলে একত্র মিলিত হইয়া সেই দৈত্য-
 পতির প্রতি বিবিধ দিব্য অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ
 করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সে সমস্ত সেই
 দানবনাথের বজ্রাচলোপম অতি কঠিন
 শরীর ভেদ করিতে সমর্থ হইল না । তখন
 দানবাধিপতি তারক, রথ হইতে লক্ষপ্রদানে
 ছুতলে অবতীর্ণ হইয়া কর-পদ-প্রহারে
 কোটি কোটি দেবতাকে আঘাত করিতে
 থাকিলে অবশিষ্ট দেবগণ ভয়বশতঃ রণোপ-

লোকপালাস্ততো দৈত্যৈঃ। ববন্ধে স্মৃদান্ রণে
সকেশবান্ দৃঢ়ৈঃ পাঠৈঃ পশুমারঃ পশুনিব ॥২২৬॥

স ভূয়ো রথমাহ্বায় জগাম স্বকমাগমম্।

সিদ্ধগন্ধর্বসংঘুট্টে-বিপুলাচলমস্তকম্ ॥২২৭॥

জুয়মানো দিতিসুতৈরপ্সরোভিবিনোদিতঃ।

জৈলোক্যলক্ষ্মীস্তদেবে প্রাবিশৎ স্বপুং যথা ॥

নিষসাদাসনে পদ্মরাগরত্নবিনির্মিতে।

ততঃ কিরুর-গন্ধর্ব-নাগনারীবিনোদিতৈঃ।

কণং বিনোদমানস্ত প্রাণলমণিকুণ্ডলঃ ॥২২৯॥

ইতি জ্রীমাংশ্চ মহাপুরাণে তারকজয়লাভো
নাম ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমো

অধ্যায়ঃ ॥ ১৫৩ ॥

করণসমূহ পারহারপূর্বক দিকে দিকে পলায়ন
করিলেন। অতঃপর পশুঘাতী (কশাই)
যেমন পশুবধন করে, তেমনিভাবে কেশব
সহ লোকপালগণকে দৃঢ় পাশ দ্বারা বন্ধন-
পূর্বক সেই তারক পুনরায় নিজ রথে আরো-
হণ করিয়া স্বীয় আলয়ে—সিদ্ধ-গন্ধর্বনিনাদে
মুগ্ধরিত বিপুলাচল শৃঙ্গে প্রস্থান করিল।
তারকানুর যখন দিতিনন্দনগণে জুয়মান
এবং অপ্সরোবর্গে বিনোদিত হইয়া নিজপুরে
প্রবেশ করে, তখন বোধ হইল যেন,
জৈলোক্যলক্ষ্মীই তদ্রূপ স্বীয়াবাসে প্রবেশ
করিলেন। পরে চঞ্চলমণিকুণ্ডলধারী দৈত্য-
পতি তারক, পদ্মরাগ-রত্ননির্মিত উত্তমাসনে
উপবেশন করিলে কিরুর-গন্ধর্ব-নাগনারী-
গণ সানন্দমনে তাহাকে বিনোদিত করিতে
লাগিল। ২২০—২২৯।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ১৫৩।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

প্রাহুরাসীৎ প্রতীহারঃ শুভ্রনীলাং শুকাস্বরঃ।

স জাহ্নভ্যাং মহৌং গহা পিহিতান্তঃ স্বপাণিনা ॥

উবাচানাবিলং বাক্যমল্লান্ধরপরিস্কুটম্।

দৈত্যোজ্জ্বলকবুন্দানাং বিভ্রতঃ ভাস্বরং বপুঃ ॥ ২

কালনেমিঃ সুরান্ বন্ধাংচ্চাদায় দ্বারি তিষ্ঠতি।

স বিজ্ঞাপয়তি শ্রেয়ং ক বান্ধিতিরিতি প্রভো ॥

তন্নিশম্যাতবীদৈত্যঃ প্রতীহারস্ত ভাসিতম্।

যথেষ্টং স্বীয়তামেতিগৃহং মে ভুবনজয়ম্ ॥ ৪

কেবলং পাশবন্ধেন বিমুক্তৈরবিলম্বিতম্।

এবং কৃতে ততো দেবা দৃয়মানেন চেতসা ॥ ৫

জগুর্জগদ্বক্ৰঃ ভ্রুং শরণং কমলোদ্ভবম্।

নিবেদিতান্তে শক্রাণাং শিরোভির্ধরণং গতাঃ

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অতঃপর দৈত্যোজ্জ্বল বহু
ভাস্বরসম ভাস্বর-শরীরে উপবিষ্ট আছে,
এমন সময়ে বেত ও নীলবসনধারী প্রতী-
হারী আসিয়া জাহ্নবদ্বয় দ্বারা ভূতলাবলম্বন-
পূর্বক পাণিদ্বারা বদনাচ্ছাদন করিয়া অনা-
বিলভাবে স্বল্লান্ধরে পরিস্কুট বাক্য বলিল
যে, হে দৈত্যনাথ! কালনেমি, পাশ-বন্ধ সুর-
গণকে লইয়া দ্বারে অবস্থান করিতেছেন।
তিনি জানাইতেছেন যে, বান্ধিগণ কোথায়
থাকিবে? হে প্রভো! তদ্বিশয়ে আদেশ
করুন। প্রতীহারীর সেই কথা শুনিয়া
দৈত্যরাজ কহিল যে, এই ভিভুবনই আমার
গৃহস্বরূপ, সূতরাং বান্ধিগণ ইহার যেখানে
ইচ্ছা থাকুক কিন্তু অবিলম্বে তাহাদিগের পাশ
বন্ধন মোচন কর। দৈত্যপতির এই আদেশ,
কার্য্যে পরিণত হইলে দেবগণ অতিশয় পরি-
তপ্তচিত্তে জগদ্বক্ৰ কমলোদ্ভব ভ্রম্মার শরণ
গ্রহণ করাই কর্তব্য বিবেচনায় তদীয় ভবনে
গমন করিলেন। পরে শক্রাদি দেবগণ মস্তক
দ্বারা ধরনী-স্পর্শপূর্বক সমস্ত রক্তাস্ত নিবেদন

তুহুঃ স্পষ্টবর্ণার্থৈর্বচোভিঃ কমলাসনম্ ॥ ৬

দেবা উচুঃ ।

অমোকারোহস্তকুরায় প্রসূতো
বিশ্বাস্তানন্তভেদস্ত পূর্বম্ ।
সমুতস্থানন্তরঃ সৰ্বমূর্তে
সংহারেচ্ছান্তে নমো রুদ্রমূর্তে ॥৭
ব্যক্তিং নীহা স্বঃ বপুঃ স্বঃ মহিমা
তন্মাদগুণং স্বাভিধানাদচিন্ত্যঃ ।
জাবাপৃথিব্যোৰুর্দ্ধগুণধরাভ্যাং
হৃগাদম্মাং স্বং বিভাগং করোষি ॥৮
ব্যক্তং মেরৌ যজ্ঞনামুস্তবাতু-
দেবং বিদ্রুত্বং প্রণীতশ্চকাস্তি ।
ব্যক্তং দেবাজন্মনঃ শাস্তবন্ত
জ্যোন্তে মূৰ্দ্ধা লোচনে চন্দ্র সূর্য্যো ॥৯
ব্যালাঃ কেশাঃ শ্রোত্ররজ্জা দিশস্তে
পাদৌ ভূমিনাভিরজ্জে শয়জ্জাঃ ।
মায়াকারঃ কারণং ত্বং প্রসিদ্ধো
বেদৈঃ শাস্তো জ্যোতিষা ত্বং বিমুক্তঃ ॥১০

করিয়া স্পষ্টবর্ণার্গ বাক্য দ্বারা সেই কমলা-
সনের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ১—৬।
দেবগণ বলিলেন,—হে দেব ! আপনি এই
অশেষ ভেদবিশিষ্ট জগতের মূলোদ্ভূত
ওঙ্কার-স্বরূপ । আপনার সেই পূর্বতন
ওঙ্কার মূর্তিই এই বিশ্ববৃক্ষের অঙ্কুর ।
অতঃপর জগৎপালনার্থ আপনি সৰ্ব মূর্তি
অবলম্বন করিয়াছেন এবং অন্তকালে ইহার
সংহারহেতু আপনিই রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া
থাকেন । অতএব হে রুদ্রমূর্তি ভগবন্ !
আপনাকে নমস্কার । হে আচিন্ত্য ! আপনি
নিজ মহিমায় আত্মদেহকে অগুরূপে প্রকটিত
করিয়া উহাকে আবার বিভাগপূর্বক উর্দ্ধ ও
অধঃগুণ দ্বারা হ্যালোক ও ভুলোক রচনা
করিয়া থাকেন । হে দেব ! আপনি শাস্ত
ও জয়রহিত । হ্যালোক আপনার মস্তক ;
চন্দ্র-সূর্য—লোচনদ্বয় ; সর্পগণ—কেশ-
কলাপ, দিক্ সকল—কর্ণরজ্জদ্বয় ; ভূমি—
পদদ্বয় ; এবং সমুদ্র আপনার নাভিরজ্জ ।

বেদার্থেবু ভ্যাং বিরূপান্তি বুদ্ধা
হৃৎপদ্মাস্তঃসরিবিশ্বে পুরাণম্ ।
স্বামান্নানং লক্ষ্যযোগা গৃণন্তি
সাংখ্যার্থান্তাঃ সপ্ত সূক্ষ্মাঃ প্রণীহাঃ ॥ ১১
তাসাং হেতুর্ধাষ্টমৌ চাপি গীতা
তস্তাং তস্তাং গীয়সে বৈ অমন্তম্ ।
দৃষ্টৌ মূর্তিং স্থলসূক্ষ্মাং চকার
দেবৈর্ভাবাঃ কারণৈঃ কৈশ্চিৎকৃত্যঃ ॥ ১২
সমুত্থান্তে স্বত্ত এবাদিসর্গে
ভূয়স্তাং তাং বাসনাং তেহভ্যুপেয়ঃ ।
ত্বংসকলেনাস্তমায়্যাপ্তিগুঢ়ঃ
কালো মেঘো ধ্বস্তসংখ্যাবিকল্পঃ ॥ ১৩
ভাবাভাবব্যক্তিসংহারহেতু-
স্বং সোহনন্তস্তস্ত কর্তাসি চান্মন ।
যেহন্তে সূক্ষ্মাঃ সন্তি তেভ্যোহভিগীতঃ ।
স্থলা ভ বাচানৃতারশ্চ তেষাম্ ॥ ১৪

আপনি মায়াপ্রকটনকারী প্রসিদ্ধ কারণ-
স্বরূপ । বেদসমূহ আপনাকে শাস্ত ও
জ্যোতির্বিরহিত বলিয়া অবধারণ করিয়াছে ।
বুদ্ধগণ আপনাকে বেদার্থানুসারে হৃৎপদ্ম-
মধ্যে বিরাজিত পুরাণ পুরুষ বলিয়া স্থির
করেন ; সাংখ্যযোগী জনগণ আপনাকে
আত্মা বলিয়া উল্লেখ করেন । তাঁহারা যে
সপ্ত সূক্ষ্ম পদার্থ এবং তাহার কারণস্বরূপ
অষ্টম তমঃ,—এই অষ্টপুরের কল্পনা করেন,
আপনি সেই সকলেই বিদ্যমান ; অথচ
তাহারও পরবর্তী । আদিকালে আপনি
কোন অনির্কটনীয় কারণে স্বীয় মূর্তিকে স্থল
সূক্ষ্ম বিবিধ পদার্থরূপে পরিণত করেন ;
দেবাদি পদার্থসমূহ আপনা হইতেই উদ্ভূত
হইয়াছে এবং আপনার সঙ্কল্প অনুসারেই
তাহাদিগের সেই সেই বাসনা সমুৎপন্ন হই-
য়াছে । আপনি অনন্ত মায়া দ্বারা নিগূঢ় এবং
কল্পিত সংখ্যার অতীত, আপনিই জগতে
কালরূপ ও মেঘমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন ।
হে আত্মরূপী ভগবন্ ! আপনিই সদসংপদার্থ-
চয়ের সংহারের কারণ—সেই অনন্তরূপী

তেভ্যঃ স্থলৈস্তৈঃ পুরাণৈঃ প্রকীৰ্ত্তে

মৃতং ভব্যৈবমুভূতিভাজাম্ ।

ভাবে ভাবে ভাবিতং হা যুনক্তি

যুক্তং যুক্তং ব্যক্তিভাবান্নিরস্ত ।

ইখং দেবো ভক্তিভাজাঃ শরণ্য-

হ্যাতা গোপ্ত নো ভব'নতুমার্হিঃ ॥ ১৫

বিরিক্টিমমরাঃ শুভা ব্রহ্মণমবিকারিণম্ ।

তদ্বূৰ্ণনোভিরিষ্টার্থ-সম্প্রাপ্তিপ্রার্থনাস্ততঃ ॥ ১৬

এবং স্ততো বিরিক্টিং প্রসাদং পরমং গতঃ ।

অমরান বরদেনাহ বামহস্তেন নিদিগন্ ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

নারী যাতৰ্জ্জ্বকাক্সাং হনুস্তে ত্যক্তভূষণা ।

ন রাজতে তথা শক্ৰ স্নানবক্ত্র-শিরোকৃষ্ণা ॥ ১৮

হতাশন বিমুক্তোহপি ন ধ্যমেন বিরাজসে ।

ভস্মনৈব প্রতিচ্ছন্নো দধ্বনাবাশ্চরোষিতঃ ॥ ১৯

যমাময়ময়েনৈব শরীরে ত্বং বিরাজসে ।

কৰ্ত্তা । যাহা কিছু স্থূল, যাহা কিছু তদপেক্ষা
স্থূল এবং যাহা কিছু সেই সকল স্থূল পদার্থের ও
আবরক, আপনি তদপেক্ষাও স্থূল, সনাতন-
রূপে প্রতীত হইয়েন । আপনি সঙ্কল্পদ্বারা
প্রতিপদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অভিব্যক্ত
হইয়েন, এবং তত্ত্বপদার্থ হইতে নির্গত হইয়া
সে সকলের ব্যক্তভাবে নিরাস করিয়া
থাকেন । আপনি অনন্তমূর্ত্তি । আপনার
স্বভাবই এইরূপ । হে ভক্তজন-শরণ্য !
আপনি আমাদিগের জ্ঞাতা ও রক্ষিতা
হউন । ৭—১৫ । অমরগণ এইভাবে অবি-
কারী ব্রহ্মাকে স্তব করিয়া বাঞ্ছিতার্থপ্রাপ্তি
মানসে অবস্থিত রহিলেন । তগবান্ বিরিক্টি
এই প্রকারে স্তত হইয়া অতীব প্রসন্ন মানসে
অমরবর্গকে বামহস্ত দ্বারা নির্দেশ সহকারে
বলিতে লাগিলেন যে, হে শক্ৰ ! তোমার
শরীর, অক্সাং পতিশূণ্ডা, ত্যক্তভূষণা,
স্নানমুখী, কৃষ্ণকেশী রমণীয় শ্রায় নিতান্ত
কান্তিহীন হইয়াছে । হে হতাশন ! তুমি
বিমুক্ত হইয়াও চিরদগ্ধ দাবসম ভস্মাচ্ছন্নবৎ
ধূম দ্বারা শোভা পাইতেছ না ! হে যম !

দগ্ধস্নানদ্বনেনৈব হরুক্ষুঃ পদে পদে ॥ ২০

রজনীচরনাথোহপি কিং ভীত ইব ভাবসে ।

রাক্ষসেন্দ্র ক্কারাতে তুমরাতিশক্তো যথা ॥ ২১

তনুস্তে বরুণোচ্ছুকা পরীতস্তেব বহিনা ।

বিমুক্তকধিরং পাশং কণিভিঃ প্রতিলোকয়ন্ ॥

বাঘো ভবান্ বিচেতক্খং স্নিগ্ধৈরিব নির্জ্জিতঃ

কিং ত্বং বিভেষি ধনদ সম্রাট্টেব কুবেরতাম্ ॥

কুদ্রাস্তিশূলিনঃ সন্তো বদধ্বং বহুশূলতাম্ ।

ভবন্তঃ কেন তৎ ক্খিণ্ডং তেজস্ব ভবতামপি ॥

অকিঞ্চৎকরতাং যাতঃ করস্তে ন বিভাসতে ।

অলং নীলোৎপলাভেন চক্রেণ মধুসূদন ॥ ২৫

কিং ত্বয়াহুদরালীনভুবনং প্রবিলোকনম্ ।

কিয়তে স্তিমিতাক্ষেণ ভবতা বিশ্বতোমুখ ॥ ২৬

এবমুক্তাঃ সুরাস্তেন ব্রহ্মণা ব্রহ্মমূর্ত্তিনা ।

তোমাকে দেখিয়া বোধ হয় যেন, আময়ময়-
কায়ে দণ্ডাবলম্বনপূৰ্ণক অতি কষ্টেই তুমি
আগমন করিতেছ ! ওহে অরাতিশক্তি-
বিধাতা রাক্ষসেন্দ্র ! তুমি রাত্রিচরদিগের
নাথ হইয়াও অরাতি-কৃতবৎ ভীতভাবে
কথা কহিতেছ কেন ? হে বরুণ ! তোমার
পাশাস্ত্রের সর্পগণ কধির মোক্ষণ করি-
তেছে দেখিয়া কি তোমার তনু বহি-
পরীতবৎ শুষ্ক হইয়াছে ? হে পবন !
তোমাকে স্নিগ্ধ জন দ্বারা নির্জ্জিতবৎ
বিচেতন বোধ হইতেছে ! হে ধনদ ! তুমি
তোমার কুবেরই পরিহারপূৰ্ণক কি হেতু
ভীত হইতেছ ? হে কুদ্রগণ ! আপনারা
ত্রিশূলী হইয়াও কি নিমিত্ত বহু শূল-
পীড়িতবৎ ভাব প্রকাশ করিতেছেন ?
বলুন, আপনাদিগের সেই তেজ কোন ব্যক্তি
বিক্খিণ্ড করিল ? হে মধুসূদন ! আপনার
কর অকিঞ্চৎকর হইয়া পড়িয়াছে ; উৎ
আর পূৰ্ণবৎবিভাত হইতেছে না । অতএব
নীলোৎপলাভ চক্র ধারণে প্রয়োজন কি ?
হে বিশ্বতোমুখ ! আপনি স্তিমিত-নেত্রে
স্বকীয়োদরালীন ভুবন বিলোকন করিতেছেন
কেন ? ব্রহ্মমূর্ত্তি ব্রহ্মা কর্তৃক সুরগণ এইরূপ

বাচাঃ প্রধানভূতস্থায়াকৃতং তমচোদয়ন্ ॥ ২৭
অথ বিষ্ণুমুখৈর্দেবৈঃ স্বমনঃ প্রতিবোধিতঃ ।
চতুর্ধ্বং তদা প্রাহ চরাচরগুরুং বিভূম্ ॥ ২৮
ন তু বেৎসি চরাচরভূতগতং
ভবভাবমতীব মহামুচ্ছিতঃ প্রভবঃ ।
পুনরর্থিবচোহভিবিম্বিত-
শ্রবণোপমকৌতুকভাবকৃতঃ ॥ ২৯
ভূমনস্ত করোমি জগদ্রবতাং
সচরাচরগর্ভবিভিন্নগুণাম্ ।
অমরাসুরমেতদশেষমপি
অয়ি তুল্যমহো জনকোহসি যতঃ ।
পিতুরস্তি তথাপি মনোবিকৃতিঃ ।
সগুণো বিগুণো বলবানবলঃ ॥ ৩০
ভবতো বরলাভনিকৃতভয়ঃ
কুলিশাঙ্গসুতো দিতিক্রোহতিবলঃ ।
সচরাচরনির্মুখনে কিমিতি
কিতবস্ত কৃতো বিহিতো ভবতা ॥ ৩১

কিল দেব হয়া স্থি তয়ে জগতাং
মহদভূতচিত্রবিচিত্রগুণাঃ ।
অপি তুষ্টিকৃতঃ কৃতকামকলা
বিহিতা দ্বিজনাযক দেবগণাঃ ॥ ২২
অপি নাকমভূৎ কিল যজ্ঞভূজাঃ
ভবতো বিনিয়োগবশাৎ সততম্ ।
অপহৃত্য বিমানগণং স কৃতো
দিতিজেন মধ্যমকৃভূমিসমঃ ॥ ৩৩
কৃতবানসি সর্বগুণাতিশয়ঃ
যমশেষমহৌধররাজতয়া ।
সমামিঞ্জিতভাববোধিঃ স গিরি-
গগনেন সদোচ্ছ্রয়তাং হি গতঃ ॥ ৩৪
অধিবাসবিহার্যবিধাবুচিতো
দিতিজেন পবিত্রতশৃঙ্গতটঃ ।
পরিলুপ্তিতরত্বগুহানিবহো
বহুদৈত্যসমাস্রয়তাং গমিতঃ ॥ ৩৫
সুররাজ স তস্ত ভয়েন গতঃ
ব্যদধাদশরীর ইতোহপি বৃথা ।

উক্ত হইয়া বাগ্দিবর বায়ুকে প্রত্যুস্তর দানার্থ
ইঞ্জিত করিলেন। পরে বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণ
কর্তৃক প্রতিবোধিত হইয়া চরাচরগুরু বিভূ
চতুরাননকে বলিতে লাগিলেন যে, হে
অনন্ত! আপনি মহান এবং উচ্চপদস্থ। হে
চরাচরগর্ভ! আপনিই এই চরাচর জগৎকে
বিভিন্ন গুণে মণ্ডিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।
কিন্তু ভবের ভাবের কিছুমাত্র সংবাদ
রাখেন না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি
যে অর্থিজনের বচন শ্রবণার্থ শ্রবণপুট বিস্তার
করিয়াছেন, ইহা আপনার কৌতুহলেরই
পরিচায়ক। যদিও এই সুরাসুর সকলেই
আপনার নিকট তুল্য; কারণ, আপনিই
ইহাদিগের জনক; তথাপি সন্তানগণের
মধ্যে সগুণ, নির্গুণ ও বলবান, দুর্বল ভেদে
পিতারও মনোভাবের তারতম্য ঘটিয়া
থাকে। ১৬—৩০। বজ্রাঙ্গ দৈত্যের পুত্র
তারকাসুর আপনার নিকট বর লাভ করিয়া
অতিশয় বলবান ও ভয়হীন হইয়াছে।
আপনি সচরাচর জগতের মথনার্থ

তাহাকে কিতবরূপে বিধান করিয়াছেন। হে
দেব! দ্বিজনাযক! প্রসিদ্ধি আছে যে,
আপনি জগতের স্থিতিবিধানার্থ দেবগণকে
মহৎ অদ্ভুত চিত্র-বিচিত্র গুণমণ্ডিত, তুষ্টি-
বিধায়ক, কামকল-প্রদায়ক করিয়াছিলেন।
আপনারই বিনিয়োগবশে স্বর্গধাম যজ্ঞ-
ভাগী দেবগণের সতত অধিকৃত হইয়াছিল।
কিন্তু দৈত্য কর্তৃক বিমানগণ অপহৃত
হওয়ায় সেই স্বর্গ এক্ষণে মহা মরুভূমি-
সম হইয়াছে। আপনি যাহাকে সর্ব-
গুণাতিশয়া নিবন্ধন অশেষ গিরিগণের
রাজপদে স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই গিরি
এক্ষণে অন্তরে বাহিরে ও উচ্চতায় গগন-
সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। দানববর, তারক
উহার বিবিধ রত্নপূর্ণ গুহাসমূহ লুপ্তিত এবং
কুলিশাঘাতে শৃঙ্গতট ভগ্ন করিয়া সম্প্রতি
উহাকে স্বীয় বাসবিহারোপযোগী করিয়া লই-
য়াছে। বহু দানব উহাতে বস-বাস করে।
হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমরািগের চিরন্তন গিরিবর

উপযোগ্যতয়া বিবৃতং স্মৃতিঃ

বিমলভ্রুতিপূরিতিদ্বন্দ্বনম্ ॥ ৫৬

ভবতৈব বিনিশ্চিতমাদিযুগে

সুরহেতিসমূহমমুখমিদম্ ।

দিত্তিজ্ঞান শরীরমবাপ্য গতঃ

শতধা মতিভেদমিবাল্লমনাঃ ॥ ৩৭

আসারধুি ধ্বস্তাঙ্গ দ্বারস্থাঃ স্মঃ কদর্থিনঃ ।

লক প্রবেশাঃ কুরুগ বৎ তস্তামরদ্বিষঃ ॥ ৩৮

সভায়ামমরা দেব নিকৃষ্টেহপ্যপবেশিতাঃ ।

বেত্রহস্তৈরঙ্গলস্তস্ততোহপহসিতাঃ তৈঃ ॥ ৩৯

মগাধ্যাঃ সিদ্ধসর্কার্য ভবন্তঃ স্বল্পভাষিণঃ ।

চাটুযুক্তমথো কশ্ম হুমরা বহুভাষত ॥ ৪০

ভয় বশতই সেই দানবের বশুতা স্বীকার করিয়াছে। তাহার স্বরূপ এখন আর নাই বলিলেই হয়। আমাদিগের যাহা কিছু ধন ছিল, ভূধর তৎসমস্তই বাহির করিয়া দিয়াছে। অধুনা সেই বিমলভ্রুতি পরম রত্ন-রাজির কিরণে দশদিক্ পরিপূরিত হইতেছে। যুগের আদিতে আপনিই আমাদিগের হেতি-সমূহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন; এ যাবৎ-কাল তাহার ব্যবহার হয় নাই। পরন্তু সেই দিত্তিজের শরীর স্পর্শমাত্র তৎসমস্ত অল্পমনা মানবের মনের স্থায় শতধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। সেই অমরবৈরীর দ্বার-দেশে আমরা বর্ষাপাণ্ড দ্বারা ক্রিষ্টশরীরে অনেক লাঞ্ছনার পর পুরপ্রবেশে সমর্থ হই। দেবগণ তাহার সভায় যাইয়া নিকৃষ্ট-স্থানেই উপবেশন করিতে বাধ্য হইলেন। সেখানেও তাহার বেত্রধারী প্রতিহারীদিগের সঙ্গে বাক্যালাপ না করিলে উদ্ধার নাই। তাহাদিগের সহিত কথা না কহিলে তাহারা দেবগণকে এইরূপ উপহাস করিতে থাকে। “তোমরা মহামাত্র সিদ্ধ-সর্কার্য; কাজেই স্বল্পভাষী।” এই প্রকার বলিয়া উপহাস করিতে থাকে। দেবগণ ভয়ে ভয়ে চাটুযুক্ত বাক্যালাপ করিতে থাকিলেও আবার “অমর-গণ বেশী কথা কহিতেছে” বলিয়া তিরস্কার

সময়ং দৈত্যসিংহস্ত সশক্রস্ত তু সংস্থিতাঃ ।

বদতেতি চ দৈত্যস্ত প্রেয্যেবিস্মিতা বহু ॥ ৪১

ঋতবো মূর্ত্তিমন্তস্তমুপাসন্তে হর্হর্নশম্ ।

কৃতাপরাধসজ্জাসঃ ন ত্যজন্তি কাদচন ॥ ৪২

তস্ত্রৌহয়লয়ো পেতঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ ।

সু-গামুপধা নিত্যং গীয়তে তস্ত বেষ্মসু ॥ ৪৩

হস্ত কৃতোপকরণৈর্নির্জ্ঞানি শুক্লাঘবৈঃ ।

শরণাগতসন্ত্যাগী ত্যক্তসত্যপরিশ্রয়ঃ ॥ ৪৪

ইতি নিঃশেষমথবা নিঃশেষঃ বৈ ন শক্যতে ।

তস্তাবিনয়মাখ্যাতুং অষ্টা তত্র পরায়ণম্ ॥ ৪৫

ইতুক্তঃ স্বায়ত্ত্বদৈবঃ সুরৈর্দৈত্যবিচেষ্টিতে ।

সুরানুবাচ ভগবাংস্ততঃ স্মিতমুখাস্থজঃ ॥ ৪৬

ব্রহ্মোবাচ ।

অব্যাস্তারকো দৈত্যঃ সর্ষেরাপ সুরাসুরৈঃ ।

যশা বধ্যাঃ স নাভ্যাপি জাতস্তিহুবনে পুমান্ ॥ ৪৭

করে। কখন কখন নশ্ব করিয়া কোন কোন কর্মে নিয়োগ করে। দেবগণ এইভাবে সেই দৈত্যসমাজে, দৈত্যেতে ও সুরেন্দ্রের সমীপে দানবসেবকজন হইতে পরি ভব প্রাপ্ত হইতেছেন। ৩১-৪১। ঋতুগণ মূর্ত্তি-মন্ত হইয়া তাহার উপাসনা করে, ‘কখন কোন অপরাধ হয়’ এই ভয়ে কদাচ সে স্থান ত্যাগ করে না! তদীয় ভবনে সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর-গণ বিনামূল্যে প্রতিদিন তস্ত্রী-তাল-লয়-যোগে সুরের গান করিয়া থাকে। সেই দানব হস্তকার-বাদী ভিক্ষুকে ভিক্ষা প্রদান করে না এবং মিত্রজনের প্রতিও শুক লবু বিবেচনায় সম্মান করে। সে শরণাগত-ত্যাগকারী ও সত্যশ্রয়বজ্জী। তাহার হৃৎচরিত্রতা এই মাত্র কতক কহিলাম; সম্পূর্ণ বলা সাধ্যাত্ত নহে। তাহা কেবল বিধাতাই জানেন। দেবগণের স্তব দ্বারা স্মিত-বিক-শিতমুখাস্থজ, আত্মতু, ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণ-বর্ণিত দানবাচরণের কথা শুনিয়া ক্ষণপরে বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—তারক দৈত্য সমস্ত সুরাসুরগণের অবধ্য। যাহার বধ্য, সে পুরুষ এখনও ত্রিভুবনে জন্ম গ্রহণ

ময়া স বরদানেন চ্ছন্দয়িত্বা নিবারিতঃ ।
তপসঃ সাম্প্রতঃ রাজা ত্রৈলোক্যদহনান্নকাৎ ॥
স চ বব্রে বধং দৈত্যঃ শিশুতঃ সপ্তবাসরাৎ ।
স সপ্তদিবসো বালঃ শঙ্করাদ্যো ভবিষ্যতি ॥৪১
তারকশ্চ নিহন্তা স ভাস্করাভো ভবিষ্যতি ।
সাম্প্রতক্কাপ্যপত্নীকঃ শঙ্করো ভগবান্ প্রভুঃ ॥
যচ্চাহমুক্তবান্ যশ্চা হ্যন্তানকরতা সদা ।
উত্তানো বরদঃ পানিরেষ দেব্যাঃ সদৈব তু ॥৪২
হিমাচলশ্চ হুহিতা সা তু দেবী ভবিষ্যতি ।
তস্তাঃ সকাশাদ্যঃ শরীষ্মন্নর্যাং পাবকো যথা ॥
জনয়িষ্যতি তং প্রাপ্য তারকোহভিভবিষ্যতি
ময়াপ্যুপায়ঃ স কৃতো যথৈবং হি ভবিষ্যতি ॥৪২
শেষচাপ্যশ্চ বিভবো বিনশ্চেৎ তদনন্তরম্ ।
স্তোককালঃ প্রতীক্ষধ্বং নির্বিশঙ্কেন চেতসা ॥
ইত্যুক্তান্নিদশান্তেন সাক্ষাৎ কমলজন্মনা ।
জগ্মুস্তং প্রণিপত্যোশং যথাযোগং দিবৌকসঃ ॥

করেন নাই । সেই দানবরাজ ত্রৈলোক্যদহ-
নান্নক তপস্শা করিলে পর আমি তাহাকে বর
দানদ্বারা বাধ্য করিয়া সেই উগ্র তপস্শা হইতে
নিবারিত করিয়াছিলাম । সেই দৈত্যও আমার
নিকট সপ্তবাসরমাত্র-বয়স্ক বালক হইতে
মরণ বর লইয়াছে । শঙ্কর হইতে উৎপন্ন
ভাস্করাভ বালক জন্ম লাভ করিলে সপ্তবাসর
বয়স্ক হইয়া এই দানবকে নিহত করিতে
পারিবে । কিন্তু ভগবান্ প্রভু শঙ্কর সাম্প্রতি
অপত্নীক । পুর্বে যে আমি দেবীর উত্তান
হস্ততার উল্লেখ করিয়াছি, সেই দেবী হিমা-
চলের হুহিতারূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন ।
তাহার হস্ত সততই উত্তানভাবে বরদানে
রত রহিবে । ভগবান্ শরী, অরুণীতে পাব-
কের স্তায় সেই দেবীতে যে পুত্র উৎপাদন
করিবেন, তাহার নিকট তারকাসুর অভিভব
লাভ করিবে । তাহার অপরাপর পরিজন-
গণও তৎপরে বিনষ্ট হইবে । যাহাতে এ
কার্য্য হইতে পারে, আমিও তাহা করিয়াছি ।
তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে অল্পকাল প্রতীক্ষা কর ।
দেবগণ সাক্ষাৎ কমলজন্মা ব্রহ্মা কর্তৃক এই-

ততো গতেষু দেবেষু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
নিশাং সম্মার ভগবান্ স্বতনোঃ পূর্বসম্ভবাম্ ॥
ততো ভগবতী রাজিরূপতনুহে পিতামহম্ ।
তাং বিবিক্রে সমালোক্য ব্রহ্মোবাচ বিভাবরীম্
ব্রহ্মোবাচ ।
বিভাবরি মহৎ কার্য্যং বিবুধানামুপহিতম্ ।
তৎ কর্তব্যং ত্বয়া দেবি শৃণু কার্য্যশ্চ নিশ্চয়ম্ ॥
তারকো নাম দৈত্যোস্ত্রঃ সুরকেতুরনির্জিতঃ ।
তস্তাভাবায় ভগবান্ জনয়িষ্যতি চেৎসরঃ ॥৪২
সুতং স ভবিতা তশ্চ তারকস্তান্তকারকঃ ।
শঙ্করস্তাতবৎ পত্নী সতী দক্ষশ্রুতা তু যা ॥৪৩
সা মূতা কুপিতা দেবী কাম্যশ্চিৎ কারণান্তরে
ভবিতা হিমশৈলশ্চ হুহিতা লোকভাবিনী ॥ ৪১
বিরহেণ হরস্তস্তা মত্বা শূন্তং জগন্ত্রয়ম্ ।
তপস্তুন্ হিমশৈলশ্চ কন্দরে সিদ্ধসেবিতো ॥৪২

রূপ উক্ত হইয়া সেই প্রভুকে যথাযোগ্য
প্রণিপাতপূর্বক প্রস্থান করিলেন । দেবগণ
গমন করিলে পর লোকপিতামহ ভগবান্
ব্রহ্মা পূর্বকালে স্বশরীর হইতে সমুৎপন্ন
নিশাকে স্মরণ করিলেন । তখন ভগবতী
রাজি দেবী, পিতামহসমীপে সমুপস্থিত
হইলে ব্রহ্মা সেই বিভাবরীকে একান্তে
উপাগত দেখিয়া কহিলেন,—হে বিভাবরি !
সাম্প্রতি দেবগণের একটী মহৎ কৰ্ম্ম উপস্থিত
হইয়াছে । তাহা তোমারই করিতে হইবে ।
দেবি ! সেই কৰ্ম্ম-বিবরণ শ্রবণ কর ।
অপরাজিত তারক দৈত্য, সুরগণের ধুম-
কেতুবৎ পীড়াদায়ক হইয়াছে । তাহার
বিনাশার্থ ভগবান্ মহেশ্বর এক সম্মান উৎপা-
দন করিবেন । সেই মহেশ-পুত্রই তারকের
অন্তকারক হইবে । দক্ষতনয়া সতী দেবী
শঙ্করের পত্নী ছিলেন ; তিনি কোন কারণে
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; কিন্তু পরে তিনি
হিমাচলের লোকানন্দবিধায়িনী নন্দিনীরূপে
উৎপন্ন হইবেন ৪২—৪১ । ভগবান্ হর তদীয়
বিরহে জগৎত্রয় শূন্ত জান করিয়া হিমালয়ের
সিদ্ধ-সেবিত কন্দরে তাহারই জন্ম প্রতীক্ষা

প্রতীক্ষমানস্তজ্জন্ম কক্ষিৎ কালঃ নিবৎস্রতি ।
 তয়োঃ সূতপ্ততপসোৰ্ভবিতা যো মহাবলঃ ॥৬০
 স ভবিষ্যতি দৈত্যাস্ত তারকস্ত বিনাশকঃ ।
 জাতমাত্রা তু সা দেবী স্বল্পসংজ্ঞা চ ভামিনী ॥৬১
 বিরহোৎকণ্ঠিতা গাঢ়ঃ হরসঙ্গমলালসা ।
 তয়োঃ সূতপ্ততপসোঃ সংযোগঃ স্মাচ্ছুভাননে
 ততস্তাত্ত্বাস্ত জনিতঃ স্বল্পো বাকুলহো ভবেৎ
 ততোহপি সংশয়ো ভূয়স্তারকং প্রতি দৃষ্টতে
 তয়োঃ সংযুক্তয়োস্তস্মাৎ সুরতাসক্তিকারণে ।
 বিষম্বরা বিধাতব্যো যথা তাভ্যাং তথা শূণ্ ।
 গৰ্ভস্থানে চ তস্মাতুঃ শ্বেন রূপেণ রঞ্জয় ।
 ততো বিহায় শরীভ্যঃ বিশ্রান্তো নম্রপূরীকম্ ॥

কিয়ৎকাল তপস্তা করিতে থাকিবেন ।
 তাঁহার পতি-পত্নী সূতপ্ত-তপঃসম্পন্ন হইলে
 তাহাঁদিগের যে মহাবল সন্তান জন্মিবে,
 সেই তারকাসুরকে বিনাশ করিবে ।
 সেই ভামিনী গিরিসুতা জন্মিবামাত্রই
 কক্ষিৎ পূরীকান নিবন্ধন বিরহে উৎকণ্ঠিতা
 ও হরসঙ্গ-বিষয়ে লালসাবিত্তা হইয়া ঘোর
 তপশ্চরণ করিবেন । হে শুভাননে ! তাঁহার
 উভয়েই উত্তম তপস্তা করিলে পর তাঁহা-
 দিগের সংযোগ হইবে । ইহাতেও তারকা-
 সুরের জন্ম বিষয়ে সংশয় আছে । কারণ,
 মিলনের পর আবার তাঁহার উভয়ে
 সূতপস্তা করিলে অবশেষে তাহাঁদিগের
 যে পুত্র জন্মিবে, তাহা দ্বারাই তার-
 কের নিধন হইবে । নচেৎ নহে । অতএব
 বিবাহের পর যাহাতে সেই দেবী তপশ্চরণ
 করেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের সুরতব্যাপারে
 তুমি বিদ্র কৰিও । তাঁহাদিগের অল্প বাকু-
 কলহ ঘটিলেই দেবী তপশ্চরণে প্রবৃত্ত
 হইবেন । যেরূপ বিদ্র করিতে হইবে তাহা
 শ্রবণ কর । তুমি স্বীয় রূপ দ্বারা মেনকার
 গৰ্ভে প্রবেশ কর, করিয়া তন্মধ্যস্থ সন্তান
 সেই দেবীকে ক্রুবর্ণে রঞ্জিত করিও ।
 তারপর শঙ্কর বিবাহের পর তাঁহার সহিত
 বিশ্রান্ত হইয়া পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে কক্ষিৎ

ভৎসায়িষ্যতি তাং দেবীঃ ততঃ সা কুপিতা সতী
 প্রযাস্ততি তপশ্চৰ্ভুং ততস্মাৎ তপসে পুনঃ ॥৬২
 জন'ঘষ্যতি যঃ শরাদমিতদ্ব্যতিমণ্ডিতম্ ।
 স ভবিষ্যতি হস্তা বৈ সুরারীণামসংশয়ম্ ॥৬৩
 হুবাপি দানবা দেবি হস্তব্যা লোকহুর্জয়াঃ ।
 যাবচ্চ ন সতী দেহসংক্রান্তগুণসঞ্চয়া ॥ ৬৪
 তৎসঙ্গমেন তাবৎ দৈত্যান হস্তঃ ন শক্যসে ।
 এবং ক্রুতে তপস্তথা সৃষ্টিসংহারকারিণী ॥৬৫
 সমাপ্তনিয়মা দেবী যদা চোমা ভবিষ্যতি ।
 তদা স্বমেব তজ্জগৎ শৈলজা প্রতিপৎস্রতে ॥৬৬
 তদন্তবাপি সহজা সৈকানংশা ভবিষ্যতি ।
 রূপাংশেন তু সংযুক্তা সমুদায়া ভবিষ্যসি ॥৬৭
 একানংশেতি লোকস্তাং বরদে পুঞ্জয়সিতি ।
 ভেদৈবতবিধাকারৈঃ সৰ্গগা কামস যিনী ॥ ৬৮
 ওঙ্কারবজ্রা গায়ত্রী ত্রিমিতি ব্রহ্মবাদিভিঃ ।

ভৎসনা করিবেন ; তাহাতে দেবী প্রকুপিত
 হইয়া শঙ্করকে পরিহারপূরীক তপস্তার্থ
 প্রস্থান করিবেন । তাহার পর শঙ্কর হইতে
 তিনি যে সন্তান প্রসব করিবেন, সেই অমিত-
 দ্ব্যতি-মণ্ডিত কুমারই সুরারিবর্গের বিনাশক
 হইবেন । ৬২—৬৩ । হে দেবি ! তুমিও
 লোকহুর্জয় দানবদিগকে নিহত করিও ।
 কিন্তু যাবৎ পর্যন্ত সেই দেবীর দেহসংসর্গে
 তদীয় গুণগণ তোমাতে সংক্রামিত না হয় ;
 তাবৎ তুমি দৈত্যবিনাশে সমর্থ হইবে না ।
 এইরূপ কার্য্য অল্পকাল হইলে সেই সৃষ্টি-
 সংহারকারিণী দেবী তপস্তাচরণ করিয়া উমা
 নামে প্রসিদ্ধ হইবেন । তিনি যখন তপো-
 নিয়ম সমাপ্ত করিবেন, তখন সেই শৈল-
 তনয়া স্বীয় রূপই প্রাপ্ত হইবেন । তুমি রূপ
 ও অংশ দ্বারা উমাতে সংক্রান্ত হওয়া নিবন্ধন
 তোমার সেই মুক্তি একানংশা নামে প্রসিদ্ধা
 হইবে । হে বরদে ! লোকসকল তোমাকে
 একানংশা নামে পূজা করিবে । তুমি মর্ত্য-
 ধামে সৰ্বত্র বিচরণ করত নানা মুক্তিতেই
 পূজিত হইবে এবং লোকসকলের কাম
 সাধন করিবে । তোমাকে

আক্রান্তিরুজ্জিতাকারা রাজভিঃ মহাভূজৈঃ ॥
তুং ভূরিত্তি বিশাংমাতা শূদ্রেঃশৈবীতি পূজিতা
কান্তির্মুনীনামকোভ্যা দয়া নিয়মিনামিতি ॥৭৭
তুং মহোপায়সন্দোহা নীতির্নয়বিসর্পিণাম্ ।
পরিচ্ছিত্তিস্বর্থানাং তুমৌহা প্রাণিহৃচ্ছয়া ॥ ৭৮
তুং মুক্তিঃ সর্বভূতানাং তুং গতিঃ সর্বদেহিনাম্
তুং কীৰ্ত্তিমতাঃ কীৰ্ত্তিত্বঃ মূর্ত্তিঃ সর্বদেহিনাম্
রত্নিত্বঃ রত্নচিন্তানাং স্ত্রীত্বিত্বঃ হৃষ্টদর্শিনাম্ ।
তুং কান্তিঃ কৃতভূষণাং তুং শান্তিত্বঃ কৰ্ম্মণাম্
তুং ভ্রান্তিঃ সর্ববোধানাং তুং গতিঃ ক্রতুযাজিনাম্
জলধীনাং মহাবেলা তুং লীলা বিলাসিনাম্ ॥
সমুত্তিত্বঃ পদার্থানাং স্থিতিত্বঃ লোকপালিনী ।
তুং কালরাত্রির্নিঃশেষ ভুবনাবলিনাশিনী ॥৮২
প্রিয়কৰ্ণগ্রহনন্দদায়িনী তুং বিভাবরী ।
ইত্যনেকবিধেদেবি রূপৈলৌকে তুমচ্ছিত্তা ॥৮৩

ওঙ্কারমুখী গায়ত্রী, মহাভূজ রাজগণ উজ্জিতা
আক্রান্তি, বৈশ্বগণ মাতৃবৎ পালনী ভূমি,
এবং শূদ্রগণ তোমাকে শৈবীরূপে পূজা
করিবে । তুমি মানবগণের অকোভ্যা
কান্তি, নিয়মদিগের দয়া, নীতি-পরায়ণজন-
গণের মহোপায়রূপিণী নীতি এবং তুমিই
অর্থসমূহের পরিচ্ছিত্তি, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত-
রূপিণী । তুমি প্রাণীবর্গের হৃদয়শায়িনী স্পৃহা,
সর্বভূতের মুক্তি সর্বদেহীর গতি, কীৰ্ত্তিমান
গণের কীৰ্ত্তি, এবং তুমিই সমস্ত শরীর-
দিগের মূর্ত্তিস্বরূপ । তুমি রতচিত্ত ব্যক্তি-
দিগের রতি, হৃষ্টজনগণের স্ত্রীতি, ভূষিত-
দিগের কান্তি, এবং তুমিই কৰ্ম্মসমূহের
শান্তিরূপিণী ৭৭—৮০ । হে দেবি ! বোধ-
সমূহমধ্যে তুমিই ভ্রান্তিরূপে বিরাজমানা ।
ক্রতুযাগকারীদিগের তুমিই গতিরূপিণী ।
তুমি জলধিসকলের মহাবেলা, বিলাসী-
দিগের লীলা, পদার্থসমূহের সমুত্তি, এবং
তুমিই লোকপালিনী স্থিতি শক্তি । তুমিই
সকল ভুবননাশিনী কালরাত্রি ; তুমিই
প্রিয়কৰ্ণ গ্রহনন্দদায়িনী বিভাবরী । হে
দেবি ! ইত্যাদি অনেকবিধ রূপে সকল

যে হাঃ স্তোষ্যন্তি বরদে পূজয়িষ্যন্তি বাপি যে
তে সর্বকামান্ প্রাপ্ত নিয়তা নাত্ত সংশয়ঃ ॥৮৩
ইত্যুক্তা তু নিশা দেবী তথৈত্যাঙ্কা কৃতাজ্জলিঃ
জগাম হরিতা তুর্ণং গৃহং হিমগিরেঃ পরম্ ॥ ৮৫
তত্রাসীনাং মহাঃ শ্রেষ্ঠা রত্নভিত্তিসমাশ্রয়াম্ ।
দদর্শ মেনামাপাণ্ডু-চ্ছবিবক্রনরোকহাম্ ॥ ৮৬
দিক্চ্ছ্যামমুখোদগ-স্তনভারাবনামিতাম্ ।
মহৌষধিগণাবদ্ধ মস্তরাজনিষেবিতাম্ ॥ ৮৭
উদ্বহংকনকোরদ্ধ জীবরক্ষামহোরগাম্ ।
মণিদীপগণজ্যোতির্মহালোচনপ্রকাশিতে ॥ ৮৮
প্রকর্ণবহসিদ্ধার্ণবে মনোজ পরিবারকে ।
শুচিন্তঃশুকসমুদ্র-ভূষণাস্তমণোজ্জলে ॥ ৮৯
ধূপামোদমনোরম্যে সৰ্জ্জগন্ধোপযোগিকে ।
ততঃ ক্রমেণ 'দবমে গতে দূর' বিভাবরী ॥৯০
ব্যজ্জম্বত সুশোভকে ততো মেনামহাগৃহে ।
প্রসুপপ্রায়পুরুষে নিদ্রাভূতোপচারিকে ॥৯১

লৌকে তোমাকে অর্চনা করিবে । হে
বরদে ! যাহারা তোমার পূজা কিম্বা স্তব
করিবে, তাহারা নিয়ত সর্বকাম প্রাপ্ত হইবে
ইহাতে সংশয় নাই । নিশাদেবী অন্ধার
কথামুসারে কৃতাজ্জালকরে 'তাহাই করিব'
বলিয়া স্বারতগাত ক্ষণমাত্রে হিমগিরিপূরে
উপস্থিত হইলেন । সেখানে রত্নভিত্তিময় মহান্
হৈমাসনে সমাসীনা মেনাকে দেখিতে পাই-
লেন । দেখিলেন,—মেনার বদন-সরোজহ
আপাণ্ডুরচ্ছবি দেহযষ্টি ঈষৎশ্রামমুখ উন্নত
স্তনভারে অবনামিত । তিনি মহৌষধিগণ-
পূর্ণ মস্তরাজমণ্ডিত কনকাবৃত জীবরক্ষাকবচ
সংযুক্ত উরগাকৃতি হার ধারণ করিতেছেন ।
সেই ভবন মণিগণের আলোকমালায় সুপ্রকা-
শিত । উহার স্থানে স্থানে বহুবিধ সিদ্ধার্থ
মহৌষধি প্রকর্ণ এবং উহা স্বচ্ছ অংক-
রচিত ভূসজ্জাস্তরণে সমুজ্জল এবং সৰ্জ্জগন্ধ-
যুক্ত ধূপামেদে মনোরম । দিবাভাগ দূর-
গামী হইলে বিভাবরী ক্রমে ক্রমে মেনার
সুখময় মহাগৃহে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগি-
লেন । ক্রমে পুরুষ জন প্রসুপপ্রায়,

ফুটালোকে শশভূতি ভ্রান্তিরাত্রিবিহঙ্গমে ।
 রজনীচরভূতানাং সজ্জৈরারূঢ়ত্বরে ॥২২
 গাঢ়কণ্ঠগ্রহালয়-সুভগেষ্টজনে ততঃ ।
 কিকিঁদাকুলতাং প্রাপ্তে মেনানেত্রান্বজ্জঘ্নে ॥২৩
 আবিবেশ মুখে রাত্রিঃ সূচিরফুটসঙ্গমা ।
 জন্মদায়ী জগন্মাতৃঃ ক্রমেণ জঠরাস্তরে ॥২৪
 আবিবেশাস্তরং জন্ম মন্তমানা কপা তু বৈ ।
 অরঞ্জচ্ছবঃ দেব্যা গুহারণ্যে বিভাবরী ॥২৫
 ততো জগৎপতি প্রাণ হেতুহিমগিরিপ্রিয়া ।
 ব্রাহ্মে মুহূর্তে সুভগে ব্যাহৃত গুহারণ্যম্ ॥২৬
 তস্তান্ত জায়মানায়াং জন্তবঃ স্বর্ণজঙ্গমাঃ ।
 অভবন্ সূগিনঃ সর্পৈঃ সৰ্বলোকনিবাসিনঃ ॥২৭
 নারকণামপি তদা সূৰ্যঃ স্বৰ্গসমঃ মহৎ ।
 অভবৎ কুরসজ্জানাং চেতঃ শাস্তকং দেহিনাম্ ॥
 জ্যোতিষ্যামপি তেজস্বমভবৎ সুরতোন্নতা ।
 বনান্তিতাশ্চৌষধয়ঃ স্বাত্ত্ববন্তি ফলানি চ ॥২৯
 গন্ধবন্তি চ মালায়ানি বিমলকং নভোহভবৎ ।

নিদ্রোপচার সমাদি রচিত, শশধর ফুটালোক, রাত্রিকর বিহঙ্গগণের সঞ্চরণ, চহরাদি স্থান রজনীচর ভূতগণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন ও সুভগ প্রিয় দম্পতীজন গাঢ় কণ্ঠাশ্লেষে পরস্পর আবদ্ধ হইলে এবং মেনার নেত্রান্বজ্জঘ্ন কিকিঁদাকুলতা প্রাপ্ত হইলে, রাত্রিদেবী স্পষ্টরূপে মেনাসহ সঙ্গত হইয়া তদীয় মুখে আবিস্ট হইলেন। ক্রমে জঠরাস্তরে যাওয়া জন্মদায়িনী জগন্মাতার অন্ত্যস্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার ছবি রঞ্জনপূরক জগন্মাতার জন্মাপেক্ষা করিয়া রহিলেন। অতঃপর জগৎপতিপ্রাণহেতু হিমগিরি-প্রিয়া সুভগ ব্রাহ্ম মুহূর্তে কুমাররূপ অগ্নির অরণীকপিনী দেবীকে প্রসব করিলেন। তৎকালে সৰ্বলোকনিবাসী স্বাবর জঙ্গম প্রাণিগণ সকলেই স্তম্ভী হইয়াছিল। নরকবাসীগণেরও স্বৰ্গবাস সম মহৎ সুখ অমুদৃত হইয়াছিল। তখন কুর সর্পগণের চিত্ত শান্ত, জ্যোতিঃপদার্থচয় তেজস্বী, দেবভাবের উৎকর্ষ, বস্ত্র ফলৌষধি স্বাত্ত্ব, মালাসকল গন্ধবহন, নভোমণ্ডল বিমল,

মাকতশ্চ সূৰ্যস্পর্শো দিশাশ্চ সূমনোহরঃ ॥১০০
 তেন চোদ্রুতকণিত-পরিপাকগুণোজ্জ্বলাঃ ।
 অভবৎ পৃথিবী দেবী শালিমালাকুলাপি চ ॥
 তপাংসি দীর্ঘচৌর্ণানি মুনীনাং ভাবিতাঙ্গনাম্ ।
 তস্মিন্ গতানি সাকল্যং কালে নিশ্চলচেতসাম্
 বিস্মৃতানি চ শস্মাণি প্রাত্তর্ভাবং প্রপেদিরে ।
 প্রভাবস্তীর্থমুখ্যানাং তদা পুণ্যতমোহভবৎ ॥
 অন্তরীক্ষে সুরাশাসনং বিমানেষু সহস্রশঃ ।
 সমহেল্ল-হরি-ব্রহ্ম-বায়ু-বহ্নি-পুরোগমাঃ ॥১০৪
 পুষ্পবৃষ্টিং প্রমুচ্ছন্তস্মিঃ স্ব হিমভূধরে ।
 জগৎসকলমুখ্যাশ্চ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ১০৫
 মেরু প্রভৃতিষ্চাণি মুক্তিমন্তো মহাচলাঃ ।
 তস্মিন্ মহোৎসবে প্রাপ্তে দিব্য প্রভূতপাণয়ঃ ॥
 সরিতঃ সাগরাত্শেব সমাজগ্মুশ্চ সৰ্বশঃ ।
 হিমশৈলোহভবল্লোকৈ তথা সর্পৈশ্চরাচটৈঃ ॥
 সেব্যশ্চাপ্যভিগম্যাশ্চ স শ্রেষ্ঠাশ্চালোক্যমঃ ।
 অনুভূয়োৎসবং দেবা জগ্মুঃ স্থানালয়ান্ মুদা ॥

মাকত সূর্যস্পর্শ, দশদিক্ সূমনোহর এবং প্রকৃতি দেবী শালিমালাকুলা ও উদ্রুত-দলিত-পরিপক ওষধিচয়ের উপস্থিত তত্তৎগুণে সমুজ্জ্বলা হইয়াছিলেন। তৎকালে নিশ্চলান্তঃকরণ ভাবনাপরায়ণ মুনিগণের দীর্ঘচৌর্ণ তপস্তা সাকল্য লাভ করিয়াছিল। বিস্মৃত শস্ম সকল প্রাত্তর্ভাব প্রাপ্ত এবং প্রধান প্রধান তীর্থসমূহ পুণ্যবৃদ্ধিনিবন্ধন পুণ্যতম হইয়াছিল। ইন্দ্রোপেন্স, ব্রহ্মা, বায়ু, বহ্নি পুরঃসর দেবগণ অন্তরীক্ষে বিমানে অবস্থানপূরক হিমভূধরোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। তখন প্রধান প্রধান গন্ধর্বগণ হিমালয়ে যাইয়া গান করিতে আরম্ভ করিল; তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে অমরাবল নাচিতে লাগিল। ৮১—১০৫। মেরু প্রভৃতি মহামহীধরেরা মুক্তিমন্ত হইয়া নানা জব্য উপটোকন লইয়া সেই মহোৎসবে আগমন করিল। সমস্ত সরিৎ সাগরবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। ফলতঃ তখন সেই হিমশৈল সচরাচর লোকচয়ের সেবা, অভিগম্য ও শ্রেয়স্কর

দেব-গন্ধর্ব-নাগেন্দ্র-শৈলশীলাবনৌত্তমৈঃ ।
 হিমশৈলশ্রুতা দেবী স্বয়ংপুষ্কিকয়া ততঃ ॥১০২
 ক্রমেণ বুদ্ধিমানীতা লক্ষ্মীং বানলসৈবুধৈঃ ।
 তুক্রমেণ রূপসৌভাগ্যা-প্রবোধৈবনজয়ম্ ॥ ১১০
 অজয়ভূষণচাপি নিঃসাধারৈর্নগাশ্রজা ।
 এতস্মিন্নস্তরে শক্ৰো নারদঃ দেবসম্মতম্ ॥১১১
 দেবধিমথ সম্মার কার্যসাধনসহায়ম্ ।
 স্মৃতিং শক্ৰস্ত বিজ্ঞায় জাতান্ত ভগবান্ভদা ।
 আজগাম মুদা যুক্তো মহেন্দ্রস্ত নিবেশনম্ ।
 তং সুদৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষঃ সমুখায় মহাসনাৎ ॥ ১১২
 যথার্হেণ তু পাদ্যেন পূজয়ামাস বাসবঃ ।
 শক্ৰপ্রীতাং তাং পূজাং প্রতিগৃহ্য যথাবিধি ॥
 নারদঃ কুশলং দেবমপৃচ্ছৎ পাকশাসনম্ ।
 পৃষ্টে চ কুশলে শক্ৰঃ প্রোবাচ বচনং প্রভুঃ ॥
 ইন্দ্র উবাচ ।

কুশলস্তাক্ষরে তাবৎ সমুত্তে ভুবনজয়ে ।
 তৎফলোদ্ভবসম্পত্তৌ ত্বং ভবাতন্ত্রিতো যুনে
 হইয়াছিল। দেবগণ কিয়ৎকাল উৎসবানু-
 ভবাস্ত স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।
 অতঃপর হিমাচলনন্দনৌ ক্রমে ক্রমে অনলস
 বুধগণের লক্ষ্মীর আয় দেব গন্ধর্ব নাগেন্দ্র
 শৈল শীল ও পৃথিবী গুণের সহিত আপনা
 হইতেই উপচিত স্বাভাবিক রূপ, সৌভাগ্য
 ও বুদ্ধি দ্বারা ভুবনজয় জয় করিলেন
 এবং ভূষিত করিতে লাগিলেন। এই
 সময়ে দেবরাজ কার্যসাধন-চতুর দেবর্ষি
 নারদকে স্মরণ করিলেন। ভগবান্ নারদ
 শক্ৰের স্মৃতি জানিতে পারিয়া মুদিতচিত্তে
 শক্ৰনিবেশনে সমাগত হইলেন। সহস্রাক্ষ
 বাসব তাঁহাকে সুনয়নে দর্শন করিয়া মহাসন
 হইতে সমুখানপূর্বক যথার্থ পাদ্যাদি দ্বারা
 সম্মানিত করিলেন। নারদ, পাকশাসন শক্ৰ-
 সম্পাদিত সেই পূজা গ্রহণান্তে তাঁহাকে কুশল
 প্রশ্ন করিলেন। প্রভু দেবেন্দ্র, নারদের
 প্রশ্নোত্তরে বলিতে লাগিলেন যে, হে
 মুনিবর! ভুবনজয়ে কুশলের অঙ্কুরমাত্র
 উদ্ভূত হইয়াছে। তাহার ফলসম্পত্তি নিমিত্ত
 আপনি অত্যন্ত হউন। আপনি সকলই

বেৎসি চৈতৎ সমস্তং ত্বং তথাপি পরিচোদকঃ
 নিবৃতিং পরমাং যাতি নিবেদ্যার্থং সুহৃজ্জনে ॥
 তদযথা শৈলজা দেবী যোগং যান্নাৎ পিনাকিনা
 শীঘ্রং তদুত্তমঃ সর্বেষ্বস্মৎপক্ষেবিধায়তাম্ ॥১১৮
 অবগম্যার্থমখিলং তত আমন্ত্র্য নারদঃ ।
 শক্ৰঃ জগাম ভগবান্ হিমশৈলনিবেশনম্ ॥১১৯
 তত্র দ্বারে স বিপ্রেন্দ্রশ্চিত্তবেজলতাকূলে ।
 বন্দিতো হিমশৈলেন নির্গতেন পুরো যুনিঃ ॥
 সহ প্রবিশ্ত ভবনং ভুবো ভূষণতাং গতম্ ।
 নিবেদিতে স্বয়ং হৈমে হিমশৈলেন বিস্তুতে ॥
 মহাসনে মুনিবরো নিবসাদাতুলহ্যতিঃ ।
 যথার্থকার্যপাদ্যাক্ষ শৈলস্তুতস্মৈ স্তদেবযৎ ॥ ১২২
 মুনিম্ প্রতিজগ্ৰাহ তমর্ঘ্যং বিধিবৎ তদা ।
 গৃহীতর্ঘ্যং মুনিবরমপৃচ্ছৎ লক্ষ্ময়া গিরা ॥ ১২৩
 কুশলং তপসঃ শৈলঃ শনৈঃ ফুজ্জাননামুজঃ ।
 মুনিরপ্যজ্জিরাজানমপৃচ্ছৎ কুশলং তদা ॥ ১২৪

জানেন, তথাপি আমি আপনাকে প্রেরণ করি-
 তেছি। বস্তুতঃ সুহৃজ্জনসঙ্গিধানে কর্মবৃত্তান্ত
 নিবেদন করিলে কিঞ্চিৎ নিবৃত্তিলাভ হয়।
 যাহা হউক, এক্ষণে শৈলজা দেবী যাহাতে
 পিনাকপাবিসহ যোগ প্রাপ্ত হইলেন, আমা-
 দিগের পক্ষে আবলম্বে তদ্বিষয়ক সমুদ্যম করা
 কর্তব্য। পরে নারদ শক্ৰের নিকট সমস্ত
 কার্যতত্ত্ব বিজ্ঞাত হইয়া শক্ৰকে আমন্ত্রণ-
 পূর্বক হিমশৈলনিবেশনে প্রস্থান করিলেন।
 ১০৬—১১৯। তিনি চিত্র বেজলতাকুল দ্বার-
 দেশে উপস্থিত হইবামাত্র হিমালয় পুরমধ্য
 হইতে বহির্গত হইয়া অভিবাদনপূর্বক তাঁহাকে
 লইয়া ভূমণ্ডলের ভূষণস্বরূপ স্বীয় ভবনমধ্যে
 প্রবেশ করিলেন। হিমশৈল, বিস্তুত হৈম
 মহাসন নিবেদন করিলে অতুলহ্যতি নারদ
 তাহাতে উপবেশন করিলেন। পরে শৈল-
 বর, যথাযোগ্য পাদ্য অর্ঘ্য নিবেদন করিলে
 মুনিবর তাহা বিধিবৎ গ্রহণ করিলেন।
 নারদমুনি অর্ঘ্য গ্রহণ করিলে পর গিরিবর
 তাঁহাকে প্রফুল্লমুখকমলে শনৈঃ শনৈঃ মধুর
 বচনে তপস্তার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।
 মুনিও অজিরাজকে কুশল প্রশ্ন করিলেন।

নারদ উবাচ ।

অগ্নেহবতারিতাঃ সর্ষে সন্নিবেশে মহাগিরে ।
পৃথুঃ মনসা তুল্যঃ কন্দরাণাং তথাচল ॥ ১২৫
গুরুত্বং তে গনৌঘানাং স্বাবরাপতিরিচ্যতে ।
প্রসন্নতা চ তে যন্ত মনসোহপ্যধিকা চ তে ॥
ন লক্ষ্যামঃ শৈলেন্দ্র শিষ্যাত্তে কন্দরোদরাৎ ।
ন চ লক্ষ্মীস্তথা স্বর্গে কৃত্রাধিকতয়া দ্বিতা ॥ ১২৭
নানাতপোভির্মুনিভির্জলনার্কসম প্রভৈঃ ।
পাবনৈঃ পাবিতো নিত্যং ত্বৎকন্দরসমাশ্রিতঃ
অবমত্য বিমানানি স্বর্গবাস বঃ গিগণঃ ।
পিতৃগৃহ ইবাসন্ন দেব গন্ধর্ষ-কিন্নরাঃ ॥ ১২৯
অহো ধন্তোহসি শৈলেন্দ্র যন্ত তে কন্দরং হরঃ
অধ্যাস্তে লোকনাথোহপি সমাধানপরায়ণঃ ॥
ইত্যুক্তবতি দেবর্ষৌ নারদে সাদরং গিগা ।
হিমশৈলস্ত মহিষী মেনা মুনির্দৃঢ়কৃৎ ॥ ১৩১

সেই দেবর্ষি নারদ কহিলেন,—অহো গিরি-
বর! আপনি সমস্ত গুণগণই অবতারিত
করিয়াছেন! আপনার কন্দরসমূহের ও
মনের বিশালতা তুল্যরূপ। হে অচল!
স্বাবরগণের অপেক্ষাও আপনার গুণরাশির
গুরুত্ব অধিক। মন অপেক্ষাও আপনার
জলের প্রসন্নতা অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়।
আপনার কন্দরোদর সকলের শেষ যে
কোথায়, তাহা লক্ষিত হয় না। লক্ষ্মী দেবী
স্বর্গে অথবা আপনাতে কোথায় যে অধিক-
রূপে বিরাজমানা, তাহাও বুঝিতে পারি না।
আপনার কন্দরবাসী জলনার্ক-সম-তেজস্বী
নানাতপঃপরায়ণ পাবন মুনিগণ কর্তৃক
আপনি নিয়ত পাবিত হইতেছেন। দেব-
গন্ধর্ষ কিন্নরগণ স্বর্গবাসে বিরাজযুক্ত হইয়া
বিমানসমূহে অনাদরপূর্বক পিতৃগৃহের স্তায়
আপনাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন।
অহো শৈলেন্দ্র! লোকনাথ ভগবান্ হরও
তোমার কন্দর আশ্রয় করিয়া সমাধিপরায়ণ
হইয়া রহিয়াছেন! অতএব তুমি ধন্ত।
১২০—১৩০। দেবর্ষি নারদ সাদর বচনে এই-
রূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে শৈলেন্দ্রমহিষী

অনুযাতা হুহিতা তু স্বল্লিপঘিচারিকা ।
লজ্জা প্রণয়নম্রাক্ষী প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥ ১৩২
তত্র স্থিতো মুনিবরঃ শৈলেন সহিতো বশী ।
দৃষ্ট্বা তু তেজসো রাশিং মুনঃ শৈলপ্রিয়া তদা
ববন্দে গৃঢ়বদনা পাণিপদ্মকৃতাজলিঃ ।
তাং বিলোকা মহাভাগো মহর্ষিরমিতদ্যুতিঃ
অশীর্ভিরমৃতোদগাররূপাভিস্তাঃ ব্যবর্জয়ৎ ।
ততো বিস্মিতচিত্তা তু হিমবদগিরিপুত্রিকা ॥ ১৩৫
উদৈক্সন্নরদং দেবী মুনিমধুঃ ক্রুপণম্ ।
এহি বৎসেতি চাপ্যুক্তা ঋষিণা শিষ্যয়া গিগা ॥
কণ্ঠে গৃহীত্বা পিতরমুৎসঙ্গে সমুপাविशत् ॥
উবাচ মাতা তাং দেবীমভিবন্দয় পুত্রিকে ॥ ১৩৭
ভগবন্তং ততো ধন্তং পতিমাপ্যসি সম্বতম্ ।
ইত্যুক্তা তু ততো মাত্র বস্মাস্তপিহিতাননা ॥
কিঞ্চৎকম্পিতমূৰ্দ্ধা তু বাক্যং নোবাচ কিঞ্চন ।
ততঃ পুনরবাচেদং বাক্যং মাতা স্তুতাং তদা

মেনা দেবী মুনিদর্শনমানসে অনুগামিনী
তনয়াকে লইয়া স্বল্পসখী পারচারিকা সহ
লজ্জা-প্রণয়নম্রভাবে সেই নিবেশনে প্রবেশ
করিলেন। সেখানে বশী মুনিবর, শৈলের
সহিত অবস্থিত রহিয়াছেন, দেখিয়া মেনা
দেবী আবৃতবদনে পাণিপদ্মে অঞ্জলিবন্ধন
করিল। সেই তেজোরশি দেবর্ষিকে বন্দনা
করিলেন। অমিতদ্যুতি মহাভাগ মহর্ষি
তদর্শনে অমৃতোদগারস্বরূপ অশীর্ষাদ দ্বারা
তাহাকে সংবর্জিত করিলেন। গিরিনন্দিনী
অদ্ভুতরূপী নারদমুনিকে বিস্মিতচক্রে উদ্বী-
কণ করিতে থাকিলে ঋষি তাঁহাকে প্রিন্ধ
বাক্যে,—বৎসে! আইস, বলিয়া আহ্বান
করিলেন। তখন তিনি পিতার কণ্ঠ গ্রহণ-
পূর্বক তদয়ে উৎসঙ্গে উপবেশন করিলেন।
মাতা মেনাদেবী তাঁহাকে হে পুত্রিকে!
ভগবান্ দেবর্ষিকে অভিবন্দন কর, তাহা
হইলে অতিমত ধন্ত পতি লাভ করিতে
পারিবে; এই কথা বলিলে, তিনি বস্মাঙ্কলে
বদন পিধান করিয়া ঈষৎ মস্তকসঞ্চালন করি-
লেন; কোন কথাই বলিলেন না। তখন

বৎসে বন্দ' দেবর্ষিঃ ততে দাস্তামি তে শুভম্
রত্নকৌড়নকং রমাং স্থাপিতং যচ্চিরং ময়া ॥১৪
ইত্যুক্তা তু ততো বেগাহুঙ্কতা চরণৌ তদা ।
ববন্দে মুর্দ্ধি সঙ্কায় করপঙ্কজকুণ্ডলম্ ॥১৪১
কৃতে তু বন্দনে তস্তা মাতা সখিমুখেন তু ।
চোদয়ামাস শনৈকৈস্তস্তাঃ সৌভাগ্যশংসিনাম্ ॥
শরীরলক্ষণানাম্ বিজ্ঞানায় তু কৌতুকাৎ ।
স্রীশ্বভাবাদ্যদুহিতুশ্চিন্তাঃ হৃদি সমুৎপদন্ত ॥১৪৩
জ্যাহা তদীজিতং শৈলো মহিষা হৃদয়েন তু ।
অনুদগাণৌহকতিমনোরম্যমেতদুপস্থিতম্ ॥১৪
চোদিতঃ শৈলমহিষীসখ্যা মুনিবরস্তদা ।
স্থিতাননো মহাভাগো বাক্যং প্রোবাচ নারদঃ
ন জাতোহস্তাঃ পতির্ভদ্রে লক্ষণৈশ্চ বিবর্জিতা
উত্তানহস্তা সততং চরণৈর্বাভিচারিভিঃ ।
স্বচ্ছায়য়া ভবিষ্যোং কিমনুৎপদন্ত ভাষ্যতে ॥১৪৬

পুনরায় মাতা মেনা স্বীয় স্নাতাকে 'বৎসে!
দেবর্ষিকে বন্দনা কর, তাহা হইলে তোমাকে
চিররক্ষিত স্নাতাস্বর রত্ন কৌড়নক প্রদান
করিব', এই কথা বলিলেন। ৩১—১৪০। সেই
দেবী এইরূপ উক্ত হইয়া সবেগে উত্থান-
পূর্বক করকমল কোরকাকারে মস্তকোপরি
স্থাপন করিয়া মুনিবরের বন্দনা করিলেন।
বন্দনা করা হইলে তদীয় মাতা মেনাদেবী
স্রীশ্বভাব-সুলভ কৌতুকবশতঃ দুহিতার
হিতচিন্তা হৃদয়ে বহনপূর্বক শনৈঃ শনৈঃ স্বীয়
তনয়ার সৌভাগ্যসূচক শরীরলক্ষণসমূহ
জানিবার জন্ত সখীমুখে দেবর্ষি নারদকে
তদ্বিষয় প্রকাশার্থ প্রেরণা করিলেন। শৈল-
রাজ মহিষীর সেই ইচ্ছিত বুদ্ধিতে পারিয়া
মনে মনে ভাবিলেন, ইহা অতি রমণীয়
ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। মুনিবর মহা-
ভাগ নারদ, শৈলমহিষীর সখীকর্তৃক অনুকূল
হইয়া সান্ত্বনামুখে বলিলেন, হে ভদ্রে! এই
কস্তার 'বর' জন্ম গ্রহণ করে নাই এবং
কোন সুলক্ষণও ইহার নাই। এই কস্তা
সততই উত্তানহস্তা; ইহার স্বীয় ছায়ায়
চরণ ব্যভিচারী হইবে। ইহার সম্বন্ধে

ঋতৈহতং সম্ভাব্যবিদ্রো ধনস্তদৈর্ঘ্যো মহাবলঃ ।
নারদং প্রত্যাচাচাথ সাক্ষকার্ঠে মহাগিরিঃ ॥
হিমবাহুবাচ ।
সংসারস্তাতিদোষস্ত দুর্বিজ্ঞেয়া গতির্ষতঃ ।
সৃষ্টাংকাবশ্তভাবিত্তাং কেনাপ্যতিশয়াত্তনা ॥১৪৮
কল্ৰা প্রণীত। মর্যাদা স্থিত। সংসারিণামিয়ম্ ।
যো জায়তে হি বহৌজো জনিতুঃ স হুসার্ককঃ ॥
জনিতা চাপি জাতস্ত ন কচ্চিদতি যৎ স্কুটম্
স্বকর্ম্মণৈব জায়ন্তে বিবিধা ভূতজাতয়ঃ ॥১৫০
অগুজো হুগুজাজ্জাতঃ পুনর্জায়েত মানবঃ ।
মানুষ্যাজ সন্নীশ্যাপ্যঃ মনুষ্যহেন জায়তে ॥১৫১
তদ্যপি জাতৌ শ্রেষ্ঠায়াঃ ধর্ম্মস্তোৎকর্ষণেন তু ।
অপুল্জজ্ঞানিনঃ শেযাঃ প্রাণিনঃ সমুপস্থিতাঃ ॥
মনুষ্যস্তত্র জায়ন্তে যতো ন গৃহধর্ম্মিণঃ ।
ক্রমেণাশ্রমসম্প্রাপ্তিব্রহ্মচারিব্রতাদম্ ॥ ১৫৩
তস্ত কর্ত্ত্বনিয়োগেন সংসারো যেন বর্জিতঃ ।

আর কি অধিক বলিব? হিমালয় কহিলেন,
—এ সংসার দোষ বহুল, ইহার গতি অতি
দুর্বিজ্ঞেয়। এই সৃষ্টিপ্রবাহ অবশস্তাবী।
কোন এক অতিশয়ান্না কর্ত্ত্ব-পুরুষ আছেন;
তাঁহারই দ্বারা সংসারীদিগের এই মর্যাদা
প্রণীত হইয় প্রতীষ্ঠা লাভ করিয়াছে।
কারণ হইতে কার্যের যে উৎপত্তি হয়,
তাহাতে কারণের পার্থক্যতা কিছুই নাই।
সুতরাং পিতাও যে পুত্রের কেহই নহে,
তাহা সুস্পষ্টই বুঝা যায়। ভূতজাতিসমূহ
স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই জন্মিয়া থাকে।
১৪১—১৫০। অগুজ যোনি হইতে অগুজ
যোনিতেও গতি হয়, আবার মানুষযোনিতেও
জন্ম হয়। মানুষ যোনি হইতে সন্নীশ্যপ
যোনি, পুনরায় তাহা হইতে মানুষযোনি-
প্রাপ্তিও হইয়া থাকে। তন্মধ্যেও ধর্ম্মের
উৎকর্ষ অনুসারে উচ্চ উচ্চ যোনিতে জন্ম
লাভ হয়। ধর্ম্ম-তারতম্যেই জাতি ও
আশ্রমাদির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। মানুষ,
ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ইত্যাদি রূপে কোনও কর্ত্ত্ব

সংসারস্ত কুতো বুদ্ধিঃ সর্বৈ স্মার্যদতিগ্রহাঃ ।
 অতঃ কল্পা তু শাস্ত্রেষু স্মৃতলাভঃ প্রশংসিতঃ ।
 প্রাণিণাং মোহনার্থায় নরকত্ৰাণসংশ্রয়াৎ ॥ ১৫৫
 দ্বিধা বিরহিতা সৃষ্টির্জন্তুনাং নোপদদ্যতে ।
 স্ত্রীজাতিস্ত প্রকৃতৌব রূপণা দৈন্তভাষিণী ।
 শাস্ত্রালোচনসামর্থ্যমুক্ত্যুক্তং তানু বেধনা ।
 শাস্ত্রেষু ক্রমসন্দিগ্ধং বহুবারণং মহাকলম্ ।
 দশপুত্রসমা কস্তা যা ন স্ত্রীলোকবর্জিতা ॥ ১৫৭
 বাক্যমেতৎ কলভ্রষ্টং পুংসি গ্লানিকরং পরম্ ।
 কস্তা হি রূপণা শোচ্য পিতৃহৃৎখবিরুদ্ধনী ॥ ১৫৮
 যাপি স্ত্রী পূর্ণসর্বাঢ্যা পতি-পুত্র-ধনাদিভিঃ ।
 কিং পুনর্হৃৎগা হীনা পতি-পুত্র-ধনাদিভিঃ ॥ ১৫৯
 তৃকোক্তবান্ স্মৃত্যামে শরীরে দোষসংগ্রহম্
 অহো মুহ্যামি শুধ্যামি গ্লানি সৌদামি নারদ ॥
 অযুক্তমথ বক্তব্যমপ্রাপ্যমপি সাম্প্রতম্ ।

নিম্নোক্ত সংসার বুদ্ধি লাভ করিয়াছে ।
 সকলেই যদি পাপ-পুণ্যের চরমোৎকর্ষ লাভ
 করে, তবে সংসারের বুদ্ধি হইবে কিরূপে ?
 অতএব শাস্ত্রে যে নরক-ত্ৰাণের লোভ
 দেখাইয়া স্মৃত-লাভের প্রশংসা করা হইয়াছে,
 তাহা প্রাণিগণের মোহ জন্মাইবার জন্ত ।
 স্ত্রীজাতি ব্যতীত জীবসৃষ্টি হয় না । স্ত্রী-
 জাতি স্বভাববশেই দীনা ও দৈন্তভাষিণী ।
 বিধাতা তাহাদিগের শাস্ত্রালোচন-সামর্থ্য
 বিধান করেন নাই । শাস্ত্রে যাহা যাহা উক্ত
 হইয়াছে, তাহা সমস্তই অসন্দিগ্ধ । মহাকল
 কর্তৃক সকল বহুবারণই উপদিষ্ট হইয়াছে ।
 “যদি হৃৎশীলা না হয়, তাহা হইলে একটা
 কস্তা—দশটা পুত্রের তুল্য ।” এই বাক্য
 এক্ষণে পুরুষগণের পক্ষে কলভ্রষ্ট এবং
 পরম গ্লানিকর হইয়া উঠিয়াছে । কস্তা—যদি
 পতি-পুত্র-ধনাদিপূর্ণাও হয়, তথাপি দীনা,
 শোচ্য ও পিতার হৃৎখবিরুদ্ধনী । বিশেষতঃ
 কস্তা যদি হৃৎগা, হীনা পতিপুত্রধনাদি বর্জিতা
 হয়, তবে ত আর কথাই নাই । আপনিও
 বলিলেন যে, আমার কস্তার শরীরে বহু-
 দোষ বিদ্যমান । অহো নারদ ! এ কথায়

অনুগ্রহেণ মে চ্ছিচ্ছি হৃৎখং কস্তাশ্রয়ঃ মুনে ॥
 পরিচ্ছিন্নেহ প্যসন্দিগ্ধে মনঃ পরিভবাশ্রয়ম্ ।
 তৃক্কা মুক্কাতি নিক্কাতা কললোভাশ্রয়া শুভা ॥
 স্ত্রীণাং হি পরমং জন্ম কুলানামুভয়াশ্রয়নাম্ ।
 ইহামুত্র সুখায়োক্তং সংপতি প্রাপ্তিসংজ্ঞিতম্ ॥
 হৃৎগতঃ সংপতিঃ স্ত্রীণাং বিভণোহপি পতিঃ কিল
 ন প্রাপ্যতে বিনা পুত্রৈঃ পতির্নার্যা কদাচন ॥
 যতো নিঃসাধনো বর্ষ্যঃ পরিমাণোজ্জ্বলিতা রতিঃ
 ধনং জীবিতপর্যাপ্তং পতৌ নার্যাঃ প্রতিষ্ঠিতম্
 নির্ধনো হৃৎগো মূর্খঃ সর্বলক্ষণবর্জিতঃ ।
 দৈবতং পরমং নার্যাঃ পতিকৃত্তং সदैব হি ॥
 ত্রয়া চোক্তং হি দেবর্ষে ন জাতোহস্ত্রাঃ পতিঃ
 কিল ।
 এতদ্বোর্তাগ্যমতুলমসংখ্যং গুরু হৃৎসহম্ ॥ ১৬৭
 চরাচরে ভূতসর্গে যদঙ্গাপি চ নো মুনে ।

আমি মোহ, শোক, গ্লানি ও অবসাদ প্রাপ্ত
 হইতেছি । ১৫১—১৬০ । সাম্প্রতি অযুক্ত
 হইলেও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, হে
 নারদ ! হে মুনে ! আপনি অনুগ্রহপূর্বক
 আমার এই কস্তাবিষয়ক হৃৎখচ্ছেদন করুন ।
 সূনিরূপিত অসন্দিগ্ধ বিষয়েও আমার মন
 পরিভবাশ্রয় হইতেছে ! কললোভাশ্রয়ী
 অন্ততঃ অতিচতুরা তৃক্কাই মানুষকে অপ-
 হরণ করিয়া লইয়া যায় । স্ত্রীলোকের সং-
 পতি লাভ হইলেই পিতৃমাতৃকুল এবং
 স্বীয় জন্মের সাফল্য হয় । স্ত্রীলোকের
 সংপতি হৃৎগত । গুণহীন পতিও নারীদিগের
 পুণ্য ব্যতীত কদাচ লাভ হয় না । অযত্ন-
 সিক্ত ধর্ম, অপরিমিত রতি, জীবনোপযোগী
 ধন, নারীদিগের এ সকল পতিতেই প্রতি-
 ষ্ঠিত । নির্ধন, হৃৎগ, মূর্খ, সর্বলক্ষণহীন
 পতিও নারীদিগের সদাই পরম দেবতা ।
 হে দেবর্ষি নারদ ! আপনি কহিলেন যে,
 আমার কস্তার পতি জন্মে নাই । বস্ততঃ
 ইহা অতীব গুরু, অসংখ্য হৃৎসহ ও দ্বোর্তাগ্য ।
 হে মুনিবর । আপনি বলিলেন,—সেই পতি

ন স জাত ইতি ক্রমে তেন মে ব্যাকুলঃ মনঃ
মহুয্যদেবজাতীনাং শুভাশুভনিবেদকম্ ॥
লক্ষণং হস্তপাদাদৌ বিহিতৈলক্ষণৈঃ কিল ॥১৬৯
সেয়মুত্তানহন্তেতি যুগোক্তা মুনিপুঙ্গব ।
উত্তানহস্ততা প্রোক্তা যাবতামেব নিত্যদা ॥১৭০
শুভোদয়ানাং ধনাত্মাঃ ন কদাচিৎ প্রযচ্ছতাম্
স্বচ্ছায়াস্ত্রাশরণৌ স্বয়োকৌ ব্যভিচারিণৌ ॥
তত্রাপি ত্রেষসাং হাশা মূনে তু প্রতিভাতি নঃ ।
শরীরলক্ষণাচ্চাত্তে পৃথক্কলনিবেদিনঃ ॥১৭১
সৌভাগ্য-ধন-পুত্রায়ুঃ-পতিলাভানুশংসনঃ ।
তৈশ্চ সর্বৈর্বিহীনৈয়ঃ ভূম্যথ মুনিপুঙ্গব ॥ ১৭৩
অং মে সর্বং বিজানাসি সত্যবাগসি চাপ্যতঃ ।
মুহ্যামি মুনিশাদূল হৃদয়ং দৌর্য্যভীব মে ॥১৭৪
ইত্যুক্তা বিরতঃ শৈলো মহাভূঃখবিচারণাৎ ।
ঋত্বৈতদধিলং তস্মাচ্ছেলরাজমুখাপ্তজাৎ ।

চর্য্যচর ত্রৈলোকে অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করে
নাই । ইহাতেই আমার মন অতিশয়
ব্যাকুল হইয়াছে । মহুয্য দেবতাদি সকলেরই
হস্তে শুভাশুভপ্রাপক লক্ষণসমূহ বিদ্যমান
থাকে ; কিন্তু আপনি বলিলেন যে, এই
কক্ষা উত্তানহস্তা হইবে । শুভোদয়শালী,
ধন্য, দানপরায়ণ জনগণের হস্ত কদাপি এরূপ
উত্তান হয় না । আরও আপনি বলিয়াছেন
যে, ইহার চরণদ্বয় স্বচ্ছায়া দ্বারা ব্যভিচারী
হইবে । হে মুনিবর ! এ কথায়ও আমি নিরাশ
হইয়াছি । শরীরলক্ষণ সকল পৃথক্ পৃথক্
কল সূচনা করে । উহা দ্বারা পতি, পুত্র,
ধন, সৌভাগ্য, আয়ুঃ প্রভৃতির পরিমাণ
পাওয়া যায় । মুনিপুঙ্গব ! আপনি বলি-
লেন যে, আমার এই তনয়া সেই সমস্ত
শূলক্ষণবিহীনা । আপনি সত্যবাদী, আমার
সমস্ত অবস্থাও জ্ঞাত আছেন ; এই জন্যই
আমি মোহাবিষ্ট হইতেছি, এবং আমার
হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে ! শৈলরাজ
হিমালয় এই বলিয়া মহাভূঃখের বিচার হইতে
বিরত হইলেন । দেবগণ-প্রেরিত নারদমুনি
সেই শৈলরাজ মুখাপ্তজ-নির্গত এই সকল

স্মিতপুরুষম্বাচেনং নারদো দেবচোদিতঃ ॥১৭৫
নারদ উবাচ ।
হর্ষস্থানেহপি মহতি যদা হৃৎখং নিরূপ্যতে ।
অপরিচ্ছিন্নবাক্যার্থে মোহং যাসি মহাগিরে ॥
ইমাং শৃণু গিরং মতো রহস্ত্যপরিমিতাম্ ।
সমাহিতো মহাশৈল ময়োক্তস্ত বিচারণে ॥১৭৭
ন জাতোহস্তাঃ পতির্দেব্যা যন্নয়োক্তং হিমাচল
ন স জাতো মহাদেবো ভূত-ভব্য-ভবোত্তমঃ
শরণ্যঃ শাস্তঃ শান্তা শকরঃ পরমেশ্বরঃ ॥১৭৮
ব্রহ্মবিষ্ণুশ্রুতমুদয়ো জন্মমৃত্যুজরাদিতাঃ ।
তৈশ্চৈতে পরমেশস্ত সর্বৈ ক্রৌড়নকা গিরে ॥
আন্তে ব্রহ্মা তদিচ্ছাতঃ সমুত্তো ভুবনপ্রভুঃ ।
বিষ্ণুর্যুগে যুগে জাতো নানাজাতির্মহাতমুঃ ॥
মন্তসে মায়া জাতং বিষ্ণুকাপি যুগে যুগে ।
আত্মনো ন বিনাশোহস্তি স্বাবরাস্তেহপি কুধর
সংসারে জায়মানস্ত্রিযমাণস্ত দেহিনঃ ।

কথা শুনিয়া সস্মিতমুখে বলিতে লাগি-
লেন । ১৬১—১৭৫ । নারদ কহিলেন,—হে
মহাগিরিবর ! মহান্ হর্ষস্থানেও আপনি
হৃৎখবোধ করিতেছেন । আমার বাক্যের
অর্থনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া এরূপ ভ্রমগ্রস্ত
হইয়াছেন । হে মহাশৈল ! আমার নিকট
এই রহস্ত-নির্গত কথা শ্রবণ করুন ।
মহত্ত্ব বাক্যের তাৎপর্য্যবিচারে সমাহিত
হউন । হে হিমাচল ! ইহার পতি জন্মগ্রহণ
করেন নাই ; এই যে কথা আমি বলিয়াছি,
তাহার কারণ—ইহার পতি মহাদেব জাত
নহেন ; তিনিই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান জগ-
তের উদ্ভবহেতু । সেই শকর, সকলের শরণ্য,
শাস্ত, এবং তিনিই পরমেশ্বর । হে গিরি-
বর ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, মুনিগণ—সকলেই
তাঁহার ক্রৌড়নবৎ জন্ম-মৃত্যু-জরা দ্বারা
নিপীড়িত হইয়া থাকেন । ব্রহ্মা তাঁহারই
ইচ্ছানুসারে ভুবনের সৃষ্টিকার্য্য করিয়া
থাকেন । বিষ্ণু তাঁহারই ইচ্ছায় যুগে যুগে
নানাজাতীয় শরীর ধারণ করেন । বিষ্ণুর
এই সকল জন্মগ্রহণ, মায়া দ্বারা বিধিত ।
নচেৎ আত্মার বিনাশ নাই । হে কুধর !

নশ্বতে দেহ এবাত্ৰ নাস্তনো নাশ উচ্যতে ।
 ব্রহ্মাদিস্বাবরাস্তোহয়ং সংসারো যঃ প্রকীর্তিতঃ
 স জন্মমৃত্যুজরাধার্তো হবশঃ পরিবর্ততে ॥ ১৮৩
 মহাদেবোহচলঃ স্বাগূৰ্ণ জাতো জনকোহজরঃ
 ভবিষ্যতি পতিঃ সোহস্তা জগন্নাথো নিরাময়ঃ
 বহুভুজ ময়া দেবী লক্ষণৈর্বজ্জিতা তব ।
 শূণ্ণ তস্তাপি বাক্যস্ত সম্যক্লেদন বিচারণম্ ॥
 লক্ষণং দৈবিকো হৃদঃ শরীরাবয়বাত্মকঃ ।
 ন চায়ুর্জনসৌভাগ্য-পরিমাণপ্রকাশকঃ ॥ ১৮৪
 অনন্তস্তা প্রমেয়স্তা সৌভাগ্যস্তাস্তা ভূধর ।
 নৈবাকো লক্ষণাকারঃ শরীরে সংবিধীয়তে
 অতোহস্তা লক্ষণং গাত্রে শৈল নাস্তি মহামতে
 যথাহমুক্তবানহা হ্যস্তানকরতাং সদা ॥ ১৮৫
 উত্তানো বরদঃ পাণিরেষ দেব্যাঃ সৈদব তু ।
 সুরাসুরমুনিব্রাত-বরদেয়ং ভবিষ্যতি ॥ ১৮৬

সংসারে স্বাবরাস্ত যোনিতে জন্মলাভ করি-
 লেও আত্মার কদাচ বিনাশ নাই। ত্রিয-
 মাণ দেহাদিগের দেহই বিনষ্ট হয়; কিন্তু
 আত্মা বিনষ্ট হয় না। ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্ত এই
 সংসার, জন্ম-মৃত্যু-জরা দ্বারা আর্ভ হইয়া
 অবশভাবে পরিবর্তিত হইতেছে। সেই
 জগন্নাথ, নিরাময়, অচল, স্বাগু, অজর
 এবং জনক। তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই।
 তিনিই ইহার পতি হইবেন। আর আমি
 যে এই দেবীকে লক্ষণবজ্জিতা বলিয়াছি,
 তাহারও সম্যক্ তাৎপর্য্য শ্রবণ করুন।
 শরীরাবয়ব-গত লক্ষণ সকল দৈবিক চিহ্ন।
 ঐ সমস্ত দ্বারা আয়ু, ধন ও সৌভাগ্যাদির
 পরিমাণ প্রকাশ পায়। হে ভূধর! ইহার
 সৌভাগ্য অনন্ত ও অপ্রমেয়; সূতরাং
 শরীরগত লক্ষণদ্বারা তাহার প্রকাশ করা
 অসম্ভব বলিয়া শরীরে কোনও লক্ষণ করা
 হয় নাই। হে মহামতি শৈলরাজ! এই
 কারণেই ইহার গাত্রে কোনও লক্ষণ
 নাই। আর আমি যে দেবীর উত্তানকর-
 ত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কারণ
 এই যে, এই দেবীর পাণি, সুরাসুর-মুনি-

যথা প্রোক্তং তদা পাদৌ স্বচ্ছায়াব্যভিচারিণৌ
 অস্তাঃ শূণ্ণ মমাত্রাপি বাগ্ভুক্তিং শৈলসন্তম ॥
 চরণৌ পদদ্বয় স্বচ্ছায়াব্যভিচারিণৌ ।
 সুরাসুরাণাং নমতাং কিরীটমণিকান্তিভিঃ ॥১৯১
 বিচিত্রবর্ণৈর্ভাসন্তৌ স্বচ্ছায়াপ্রতিবিম্বিতৌ ।
 ভার্য্যা জগদ্গুরোহেযা বুধাঙ্কস্ত মহীধর ॥১৯২
 জননী লোকধর্ম্মান্ত সঙ্কুত ভূতভাবনৌ ।
 শিবেষং পাবনায়ৈব ত্বৎক্ষেত্রে পাবকহৃতিঃ ॥
 তদ্যথা শীঘ্রমেবৈষা যোগং যাদ্যাং পিনাকিনা ।
 তথা বিদেষং বিধিবৎ ত্বয়া শৈলেন্দ্রসন্তম
 অত্যন্তং হি মহৎ কার্য্যং দেবানাং হিমভূধর ॥
 সূত উবাচ ।

এবং ক্ষত্বা তু শৈলেন্দ্রো নারদাৎ সর্বমেব হি
 আত্মানং স পুনর্জাতং মেনে মেনাপতিস্তদা ॥
 নমস্কৃত্য বুধাঙ্কায় তদা দেবায় ধীমতে ।
 উবাচ সোহপি সংহৃষ্টো নারদস্ত হিমাচলঃ ॥
 হিমবানুবাচ ।

দুস্তরান্নরকাদেযোরাহুততোহস্মি ত্বয়া যুনে ।
 পাতালাদহমুদৃত্য সপ্তলোকাধিপঃ কৃতঃ ॥১৯৭

গণকে বরদানার্থ সতত উত্তানভাবেই
 থাকিবে। ওহে শৈলসন্তম! আমি যে
 ইহার পদদ্বয় স্বচ্ছায়াব্যভিচারী হইবে বলি-
 য়াছি, তদ্বিষয়েও আমার যুক্তিযুক্ত বাক্য
 শ্রবণ কর। তোমার ক্ষেত্রে এই লোক-
 ধর্ম্মের জননী ভূতভাবনৌ শিবা দেবী সঙ্কুত
 হইয়াছেন। অতএব হে শৈলেন্দ্রসন্তম
 নি যাহাতে অল্পকালেই পিনাকীর সহিত
 সংযুক্ত হইবেন, আপনি তদনুরূপ কার্য্য
 করুন। ওহে হিমভূধর! দেবতাদিগের
 একটি অতি মহৎ কর্ম্ম উপস্থিত। ১৭৬—১৯৪।
 সূত বলিলেন,—মেনাপতি শৈলরাজ হিমা-
 লয়, নারদের নিকট এই সকল কথা শুনিয়া
 আপনাকে যেন পুনরুৎপন্ন বলিয়াই মনে
 করিলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে ধীমান্ বুধধ্বজ
 শঙ্করকে নমস্কারপুষ্পক নারদকে বলিলেন,—
 হে-মুনিবর! আপনি আমাকে দুস্তর ঘোর
 নরক হইতে উদ্ধার করিলেন। আপনি

হিমাচলোহস্মি বিখ্যাতস্তয়া মুনিবরাধুনা ।
 হিমাচলে চলণাং প্রাপিতোহস্মি সমুন্নতিম্ ।
 আনন্দদিবসাহারি হৃদয়ঃ মেহধুনা যুনে ।
 নাধ্যবস্তুতি কৃত্যানাং প্রবিভাগবিচারণম্ ॥১৯৯
 যদি বাচামধীশঃ স্তাং তদৃশণানাং বিচারণে ॥
 ভবদ্বিধানাং নিয়তমমোঘঃ দর্শনং যুনে ।
 তবাস্মান্ প্রতি চাপল্যং ব্যক্তং মম মহামুনে ॥
 ভবন্তিরেব কৃত্যোহহং নিবাসায়াক্ষরপিণম্ ।
 মুনীনাং দেবতানাঞ্চ স্বয়ং কর্তৃপাি কন্যমম্ ॥২০২
 তথাপি বস্তন্তেকস্মিন্নাজ্ঞা মে সম্প্রদীয়তাম্ ।
 ইত্যুক্তবতি শৈলেন্দ্রে স তদা হর্ষনির্ভরে ॥২০৩
 তথাচ নারদো বাক্যং কৃতং সর্বমিতি প্রভো
 সুরকার্যে য এবার্থস্তবাপি স্মমহন্তরঃ ॥ ২০৪
 ইত্যুক্তা নারদঃ শীঘ্রং জগাম ত্রিদিবং প্রতি ।
 স গতা শক্রভবনমমরং সন্দদুর্শ ॥ ২০৫

আমাকে পাতালতল হইতে উদ্ধার করিয়া
 সপ্তলোকাধিপতি করিলেন ! হে মুনিবর !
 আমি হিমাচল বলিয়া বিখ্যাত ; পরন্তু আপনা
 কর্তৃক চলণশালিনী সমুন্নতি প্রাপিত হই-
 লাম । হে মুনে ! আজি এই আনন্দের
 দিনে আমার মন অস্থির হইয়া পড়িয়াছে ;
 আমি এক্ষণে কর্তব্য নির্ণয় করিতে পারি-
 তেছি না । আপনার গুণবিচারবিষয়ে
 আমার বাক্যসামর্থ্য কিছুই নাই । মুনিবর !
 ভবাদৃশ মহাজনের দর্শন, আমাদিগের পক্ষে
 নিয়তই অমোঘ ফলপ্রদ । এই জন্তই
 আমাদিগের এক্ষণে চাপল্য জন্মিয়াছে ।
 আমি পাপী হইলেও মুনি ও দেবগণের বাস
 নিমিত্ত আপনারাই আমাকে নিকষিত
 করিয়াছেন । যাহা হউক, আমাকে একটি
 বিষয়ে আজ্ঞা প্রদান করুন । সেই শৈল-
 বর হর্ষনির্ভর-মানসে এই কথা कहিলে,
 সেই নারদমুনি তখন তাঁহাকে বলিলেন,—
 পূর্বে যে সুরকার্যের কথা कहিলাম, উহা
 কেবল সুরগণের কার্য্য নহে ; কিন্তু উহা
 আপনারও একটি স্মমহৎ কার্য্য । নারদ
 এই বলিয়া অরিতগমনে ত্রিদিবধামে প্রতি-

ততোহভিরূপে স মুনিরূপবিষ্টো মহাসনে ।
 পৃষ্ঠঃ শক্রেণ প্রোবাচ হিমজাসংস্রাং কথাম্ ॥
 নারদ উবাচ ।
 সমুহ যৎ তু কর্তব্যং তন্ময়া কৃতমেব হি ।
 কিন্তু পঞ্চশরশ্চৈব সময়োহয়মুপস্থিতঃ ॥ ২০৭
 ইত্যুক্তো দেবরাজস্ত মুনিনা কার্য্যদর্শিনা ।
 চুতাকুরাস্ত্রং সম্মার ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥২০৮
 সংস্রুতস্ত তদা ক্ষিপ্রং সহস্রাক্ষেণ ধীমতা ।
 উপতস্থে রতিগুহঃ সবিলাসো কামধ্বজঃ ।
 প্রাহুর্ভূতস্ত তং দৃষ্ট্বা শক্রঃ প্রোবাচ সাদরম্ ॥
 শক্র উবাচ ।
 উপদেশেন বহুনা কিং ত্বাং প্রতি বদে প্রিয়ম্ ।
 মনোভবাসি তেন ত্বং বেৎসি ভূতমনোগতম্ ॥
 তদ্যথার্থকমেব ত্বং কুরু নাকসদাং প্রিয়ম্ ।
 শক্রয়ং যোজয় ক্ষিপ্রং গিরিপুত্র্য মনোভব ॥
 সংস্রুতো মধুনা চৈব ঋতুরাজেন হুর্জয় ॥ ২১১

গমন করিলেন । তিনি দেবরাজ শক্রেয় ভবনে
 গমনপূর্বক তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন ।
 সেখানে উত্তমাসনে উপবেশনপূর্বক ইন্দ্রের
 প্রমোদসারে মিহাচলনন্দিনী-বিবাহিণী কথা
 कहিতে লাগিলেন । নারদ कहিলেন,—
 মন্ত্রণা করিয়া যাহা কর্তব্য, তাহা আমি করি-
 য়াছি । কিন্তু এক্ষণে পঞ্চশরের কার্য্যই
 সমুপস্থিত । পাকশাসন দেবরাজ, কর্ত্ব-
 দর্শী মুনিবর কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া
 চুতাকুরাস্ত্র কন্দর্পকে স্মরণ করিলেন । ধীমান্
 সহস্রাক্ষ কর্তৃক স্মৃত হইবামাত্র মৌনকেতু
 কামদেব রতিসহ সবিলাসে সমাগত হই-
 লেন । শক্র তাঁহাকে প্রাহুর্ভূত দর্শনে সাদরে
 বলিলেন,—হে মনোভব ! তোমাকে আর
 কি উপদেশ দিব ? তুমি ত সর্বভূতেরই
 মনোগতভাব অবগত আছ । ১৯৫—২১০ ।
 অতএব যাগাতে স্বর্গবাসীদিগের যথার্থ প্রিয়
 সাধিত হয়, তুমি তাহা কর । হে হুর্জয়
 মদন ! তুমি ঋতুরাজ মধুর সহিত মিলিত
 হইয়া সত্ত্বর যাহাতে গিরিপুত্রী সহ শক্রেয়

ইত্যুক্তো মদনস্তেন শক্রেণ স্বার্থসিদ্ধয়ে ।
প্রোবাচ পঞ্চবাণোহথ বাক্যং ভীতঃশতক্রতুম্
কাম উবাচ ।

অনয়া দেবসামগ্র্যা মুনিদানবভীময়া ।
হঃসাধ্যাঃ শঙ্করো দেবঃ কিং ন বেৎসি
জগৎপ্রভো ।

তস্মৈ দেবস্মৈ বেৎস ত্বং করণস্ত্বং যদব্যয়ম্ ।
প্রায়ঃ প্রসাদঃ কোপোহপি সর্বোহি মহতাং
মহান ॥২১৪

সর্বোপভোগসারা হি স্তুন্দর্যাঃ স্বর্গসম্ভবাঃ ।
অধ্যাশ্রিতঞ্চ যৎসৌখ্যং ভবতা নষ্টচেষ্টিতম্ ।
প্রমাদাদথ বিভ্রষ্টেদৌশং প্রতি বিচিন্ত্যতাম্ ।
প্রাগেব চেহ দৃষ্টন্তে ভূতানাং কার্য্যসম্ভবাঃ ॥
বিশেষঃ কাঙ্ক্ষতাং শক্র সামান্যাদভ্রংশনং
কলম্ ।

শক্রেতদ্বচনং শক্রেস্তম্বাচামরৈর্যুতঃ ॥ ২১৭
শক্র উবাচ ।

বয়ং প্রমাণান্তে হত্র রতিকান্ত ন সংশয়ঃ ।

সন্দংশেন বিনা শক্তিরয়ঙ্কারস্ত নেষ্যতে ॥
কস্মচ্চিচ্চ কচিদৃষ্টং সামর্থ্যং ন তু সর্বতঃ ।
ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ কামঃ সখায়াং মধুমাত্রিতঃ ॥
রতিযুক্তো জগামাশু প্রস্তুত হিমভূতঃ ।
স তু তত্রাকরোচ্চিন্ত্যঃ কার্য্যাত্মোপায়পুঙ্খিকাম্
মহার্থা যে হি নিকম্পা মনস্তেষাং স্তুহুর্জয়ম্ ॥
তদাদাবেব সংকোভ্য নিয়তঃ স্তুজয়ো ভবেৎ
সংসিদ্ধিং প্রাপুযুষ্টেব পূর্বে সংশোধ্য মানসম্
কথঞ্চ বিবিধৈর্ভাবৈর্দেহাঙ্গগমনং বিনা ।
ক্রোধঃ ক্রুরতরাসঙ্গাদভ্রাবণেধ্যাং মহাসখীম্ ॥
চাপল্যমূর্খি বিশ্বস্তধৈর্য্যাধারাঃ মহাবলম্ ।
তামস্ত বিনযোক্ষ্যামি মনসো বিকৃতিং পরাম্
পিধায় ধৈর্য্যদ্বারাণি সন্তোষমপকৃষ্য চ ।
অবগন্তুং হি মাং তত্র ন কচ্চিদতিপণ্ডিতঃ ॥২২৪

প্রমাণ ; ইহাতে সংশয় নাই । দেখ, লোহ-
কারের অন্তর্নিহিত ব্যতীত অন্তশক্তি নাই !
কোনও ব্যক্তির কোন বিষয়ে সামর্থ্য দেখা
যায় ; কিন্তু সকলের সকল শক্তি দৃষ্ট হয়
না । দেবরাজ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া
কামদেব, সখা মধু এবং পত্নী রতির সহিত
আশু হিমাচলপ্রস্থে যাইয়া কার্য্যসাধন বিষ-
য়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ষাঁহার
মহার্থসাধনে উদযুক্ত এবং মহোদ্যমশালী,
তাকাদিগের মন স্তুহুর্জয় । পরন্তু প্রথমে
যদি তাঁহাদিগের কোভ উৎপাদন করা যায়,
তবে তাঁহারাও অবশ্য স্তুজয় হইয়া থাকেন ।
পূর্বে অনেকেই এই প্রণালীতে বিপক্ষের
মনঃপরিবর্তন ঘটাইয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া-
ছেন । বিবিধভাবে কোনমতে ঘেষ না
জন্মাইয়া লইলে ক্রোধ জন্মে না । আর ক্রোধ
ব্যতীত ক্রুরতর আসক্তিমূলক ঈর্ষ্যা হয়
না । সেই*চাপল্যশিরোবাসিনী মহাসখী
মহাবলা ধৈর্য্যবিনাশিনী ঈর্ষ্যাকে বিনিমোগ-
পূর্বক সেই মহাস্বার মনোবিকৃতি সাধন
করিব ? ২১১—২২০ । ধৈর্য্যদ্বারা আবৃত
করিয়া সন্তোষ আকর্ষণপূর্বক অবাস্তত পণ্ডিত
ব্যক্তি আমার প্রভাব জ্ঞাত হয় না বটে, কিন্তু

সংযোগ হয়, তাহা কর । স্বার্থসিদ্ধি নিমিত্ত
শক্রে কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পঞ্চবাণ
মদনদেব ভীতচিত্তে শতক্রতুকে বলি-
লেন,—হে জগৎপ্রভু দেব ! আমার এই
মুনি-দানব-ভয়জনক সামগ্রী দ্বারা দেব শঙ্ক-
রকে জয় করা হঃসাধ্য । ইহা কি আপনি
জানেন না ? সেই মহাদেবের অপ্রতিবিধেয়
কার্য্যকলাপ আপনি জ্ঞাত আছেন । মহাস্বা-
দিগের অল্পগ্রহ বা কোপ—প্রায়ই স্তুমহান
হইয়া থাকে । স্বর্গোপভোগ্যের সারস্বরূপ স্বর্গ-
সম্ভবা স্তুন্দরীগণ এবং অযত্নসিদ্ধ স্বর্গমুখ-
সমুদায়—যাহা আপনার আয়ত্ত আছে, তৎ-
সমস্তই সেই ঈশ্বরপ্রতি প্রমাদবশে বিনষ্ট
হইবে । হে শক্র ! পূর্বে বহুবার দেখা
গিয়াছিল যে, বিশেষ স্বার্থসাধন-কামনার
প্রাণিগণের কর্ম্মের দোষে সাধারণ কল-
ত্রংশও ঘটয়াছে । অমরবর্গসহ শক্রদেব
কামের এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—হে
রতিকান্ত ! তোমার এ বিষয়ে আমরাই

বিকল্পমাত্রাবস্থানে বৈরূপ্যং মনসো ভবেৎ ।
পশ্চাৎকৃৎক্রিয়ায়ন্ত-গন্তৌরাবর্তহস্তরঃ ॥ ২২৫
হরিয়ামি হরস্তাহং তপস্তস্ত স্থিরাত্মনঃ ।
ইন্দ্রিয়গ্রামমাবৃত্য রম্যসাধনসংবিধিঃ ॥ ২২৬
চিন্তয়মিত্তেতি মদনো ভূতভর্তৃস্তদাশ্রমম্ ।
জগাম জগতীসারং সরলক্রমবেদিকম্ ॥ ২২৭

নানাপুন্দ্রলতাজ্বলং গগনস্থগণেশ্বরম্ ॥
নিব্যগ্রবৃষভোদঘৃষ্ট-নীলশাঙ্কলসানুকম্ ।
তজ্রাপশ্চৎ ত্রিনেত্রস্ত রম্যং কঞ্চিদ্বিতীয়কম্ ॥
বীরকং লোকবীরেশমীশানসদৃশদ্রুতিম্ ।
যক্ষকুমকিঞ্জঙ্ক-পুঞ্জপিঙ্গজটাটম্ ॥ ২৩০
বেত্রপাণিনমব্যগ্রমুগ্রভোগীন্দ্রভূষণম্ ।
ততো নিমীলিতোদ্ভিজ্জ-পদ্মপত্রাভলোচনম্ ॥
প্রেক্ষমাণমুজ্জ্বলান-স্থিতনাগাগ্রলোচনম্ ।
ঋৎসরসসিংহেল-চক্ষুর্ললিতোত্তরীয়কম্ ॥ ২৩২

বিকল্পে অবস্থিত মনের বৈরূপ্য হইবেই ।
তারপর অতি হস্তর গন্তৌরাবর্ত মূলক্রিয়া
আরম্ভ হয় । অতএব আমি রমণীয় সাধন
সহযোগে হরের ইন্দ্রিয়গ্রাম আবৃত করিয়া
সেই স্থিরাত্মার তপস্তা অপহরণ করিব ।
মদন এইরূপ চিন্তা করিয়া ভূতপতির সেই
আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । ঐ আশ্রম জগ-
তের সারস্বরূপ । উহা সরল ক্রমরাজি-
বেষ্টিত, বেদিকায়ুক্ত, শান্ত প্রাণিগণে পরি-
পূর্ণ, নানা পুন্দ্রলতাজালে বিভূষিত ও স্থির-
চরপ্রাণিপুঞ্জে পরিমণ্ডিত । তত্রত্য গগনতলে
গণেশ্বরগণ বিরাজমান । নীল শাঙ্কলসানুতে
অবস্থিত বৃষভ শব্দ করিতেছে । কাম, সেখানে
দেখিলেন,—ত্রিনেত্রের দ্বিতীয় মুর্তিবৎ
রমণীয়াকৃতি, কুম্ভকুমকিঞ্জঙ্কপুঞ্জ-সমকাস্তি জটা-
জুটধর, বেত্রপাণি, উগ্র ভূজগভূষণ, ঐশান-
সদৃশ-দ্রুতি লোকবীরেশ বীরক বিরাজমান
রহিয়াছেন । অতঃপর কামদেব, ক্রমে
ক্রমে অগ্রসর হইয়া ঐষৎ-মুকুলিত পদ্মপত্রসম
নেত্র, সরল নাসাগ্র-বীক্ষণ-পরায়ণ, শঙ্করকে
দর্শন করিলেন । দেখিলেন,—ঠাঁহার স্বক্ষ-

শ্রবণাহিকণৌমুক্ত-নিখাসানলপিঙ্গলম্ ।
প্রেক্ষৎকপালপর্যন্ত-তুঙ্গলদ্বিজটাচয়ম্ ॥ ২৩৩
কৃতবাসুকিপথ্যক-নাভিমূলনিবেশিতম্ ।
অঙ্কালিন্ধপুচ্ছাগ্র-নিবন্ধোরগভূষণম্ ॥ ২৩৪
দদর্শ শঙ্করং কামঃ ক্রমপ্রাপ্তাস্তিকং শনৈঃ ।
ততো ভ্রমরঝঙ্কারমালদ্বিক্রমসানুকম্ ॥ ৩৩৫
প্রবিষ্টঃ কর্ণরঞ্জন ভবন্ত মদনো মনঃ ।
শঙ্করস্তমথাকর্ণ্য মধুরং মদনাশ্রমম্ ॥ ২৩৬
সম্মার দক্ষদুহিতাং দয়িতাং রক্তমানসঃ ॥ ২৩৭
ততঃ সা তস্ত শনৈকেন্তিরোভূষাতিনির্মলা ।
সমাধিতাবনা তত্বে লক্ষ্যাপ্রত্যক্ষরূপিণী ।
ততস্তন্ময়তাং যাতঃ প্রত্যাহপিহিতাশয়ঃ ॥ ২৩৮
বশিষ্টেন বুঝাধেশো বিকৃতিং মদনাস্তিকাম্ ।
ঐষৎকোপসমাবিষ্টো ধৈর্য্যমালম্ব্য ধূর্জটিঃ ॥
নিরাসে মদনস্থিত্যা যোগমায়াসমাবৃতঃ ।

দেশে সিংহচক্ষোত্তরীয় ললিতভাবে বিস্তৃত ।
উহা হইতে রস করণ হইতেছে । কর্ণ-
গত কর্ণিফণায়ুক্ত নিখাসানলে তদীয়
দেহ সমাবৃত । জটাজাল ভূতলস্থ কপাল ও
তুঙ্গীপাত্র পর্য্যন্ত বিলম্বিত । তিনি পথ্যকাকার
বাসুকির নাভিমূলে উপবিষ্ট এবং অঙ্কালি-
দ্বারা তদীয় পুচ্ছাগ্র ধারণ করিয়া অবস্থিত ।
উরগগণ ঠাঁহার সর্বশরীরে ভূষণাকারে
নিবদ্ধ । মদন ঠাঁহাকে দেখিয়া পরে সানু-
ক্রম-সমূহের ভ্রমরঝঙ্কারধ্বনি সহ কর্ণরঞ্জ-
পথে মহেশ্বরের মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।
অনন্তর ভগবান্ শঙ্কর সেই মদনাস্থিত
মধুর ঝঙ্কার শ্রবণে অল্পরক্তমানসে দয়িতা দক্ষ
দুহিতাকে স্মরণ করিলেন । ২২৪—২৩৭। তখন
ঠাঁহার সেই অতিনির্মলা সমাধিতাবনা শনৈঃ
শনৈঃ অলক্ষ্যভাবে তিরোভূতা হইল ।
মহেশ্বর অতঃপর তন্ময়তা অবলম্বনের চেষ্টা
করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কামদেব তদ্বিষয়ে
বিশ্ব ঘটাইতে লাগিলেন । তাহাতে ধূর্জটি
শঙ্কর জীয় বশিষ্টপুত্রে সেই মদনাস্তিক
বিকৃতি অবগত হইয়া ঐষৎ কোপাবিষ্ট-চিন্তে
ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্বক যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত
হইয়া মদনমর্যাদা নিবারণ বিষয়ে ঋতুপর

স তয়া মায়াবিষ্টো জজ্ঞান মদনস্ততঃ ॥ ২৪০ ॥
 ইচ্ছাশরীরো হুর্জ্জয়ো রোষদোষমহাশ্রয়ঃ ।
 হৃদয়ান্নির্গতঃ সৌম্য বাসনাব্যসনাশ্রয়কঃ ॥ ২৪১ ॥
 বহিঃস্থলং সমালস্য হ্যপতন্তৌ কামধ্বজঃ ।
 অল্পযাতোহথ হৃদ্যেন মিত্রেণ মধুনা সহ ॥ ২৪২ ॥
 সহকারভরো দৃষ্ট্বা যুহ্মাকৃতনিধুতম্ ।
 স্তবকং মদনো রম্যং হরবক্ষসি সত্ত্বরম্ ॥ ২৪৩ ॥
 যুমোচ মোহনং নাম মার্গণং মকরধ্বজঃ ।
 শিবস্ত হৃদয়ে শুদ্ধে নাশশালী মহাশরঃ ॥ ২৪৪ ॥
 পপাত পরুষপ্রাণ্ডঃ পুষ্পবাণো বিমোহনঃ ।
 ততঃ করণসন্দেহো বিদ্রুত হৃদয়ে ভবঃ ॥ ২৪৫ ॥
 বভূব ভূধরোপম্যধৈর্যোহপি মদনোম্মুখঃ ।
 ততঃ প্রভুত্বাভাবানাং নাবেশং সমপদ্যত ॥ ২৪৬ ॥
 বাহুঃ বহু সমাসাদ্য প্রভূত্বপ্রসবায়কম্ ।
 ততঃ কোপানলোদ্ভূত-ঘোরহুঙ্কারভীষণে ॥ ২৪৭ ॥
 বভূব বদনে নেত্র্যঃ তৃতীয়মনলাকুলম্
 ক্রজস্ত রৌজবপুষো জগৎসংহারভৈরবম্ ॥ ২৪৮ ॥

হইলেন । তাহাতে সেই মায়া দ্বারা আবিষ্ট হইয়া মদনদেব জলিয়া উঠিলেন । রোষ-দোষের মহান্ আশ্রয়স্বরূপ হুর্জ্জয় বাসনা-ব্যসনাশ্রয় কামরূপী মীনকেতু কামদেব তখন শক্তরের হৃদয় হইতে বহির্গত হইলেন । পরে প্রিয় মিত্র মধুর সহিত যাইতে যাইতে যুহ্মাকৃত-চালিত রম্য সহকারস্তবক দর্শনে সেই মকরধ্বজ সত্ত্বর হরবক্ষ লক্ষ্য করিয়া মোহননামক বাণ নিক্ষেপ করিলেন । সেই বিমোহক পরুষস্পর্শ মহাবাণ তখন শিবের শুদ্ধহৃদয়ে পতিত হইল । ভগবান্ হর ভূধরসম ধৈর্য্যশালী হইলেও তৎকালে সেই বাণদ্বারা হৃদয়ে বিদ্রু হইয়া কিঞ্চিৎ কামাকুল হইয়া পড়িলেন । কিন্তু প্রভুশক্তিপ্রভাবে সেই কামভাবে আবিষ্ট না হইয়াও তিনি উক্ত বাহু বিষয়সমূহ দর্শনে সকোপে ঘোর হুঙ্কার শব্দ করিলেন । তৎসহ তদীয় তৃতীয় নেত্রটী জলিত হইয়া ভীষণাকার ধারণ করিল । সেই রৌজমূর্ত্তি ক্রজের সেই জগৎসংহারভৈরব তৃতীয় নেত্র তখন

তদন্তিকণ্ঠে মদনে ব্যাফারয়ত ধুর্জ্জটিঃ ।
 তঃ নেত্রবিফুলিঙ্গেন ক্রোশতাং নাকবাসিনাম্
 গমিতো ভস্মসাৎ তুর্ণঃ কন্দর্পঃ কামিদর্পকঃ ।
 স তু তং ভস্মসাৎ কৃত্বা হরনেত্রোত্তবোহনলঃ
 ব্যজ্জন্তত জগদধুঃ জ্বালাহুঙ্কারঘম্ময়ঃ ।
 ততো ভবো জগদ্ধেতোর্ব্যভজ্জাতবেদসম্ ॥
 সহকারে মধৌ চন্দ্রে সূমনঃসু পরেষপি ।
 ভূধেবু কোকিলাশ্চেষু বিভাগেন স্মরানলম্ ॥
 স বাহ্যস্তরবিদ্বেন হর্যেণ স্মরমার্গণঃ ।
 রাগশ্নেহসমিকান্তর্থাৎসৌত্রহত্যাশনঃ ॥ ২৫০ ॥
 বিভক্তলোকসংকোভকরো হুঙ্কারজুস্তিতঃ ।
 সস্ত্রাপ্য শ্নেহসম্পৃক্তঃ কামিনাং হৃদয়ং কিল ॥
 জলত্যাহর্নিশং ভীমো হৃষ্টিকিৎস্তমুখায়কঃ ।
 বিলোক্য হরহুঙ্কার-জ্বালাভস্মকৃতঃ স্মরম্ ॥

অনলাকুল হইয়া উঠিল ॥ ২৪৮—২৪৮ ॥ ধুর্জ্জটি সেই নেত্রটি নিকটস্থ মদনের দিকে বিফারিত করিবামাত্র অমনি দেবগণ “হায়! হায়!” করিয়া উঠিলেন; কিন্তু সেই হরনেত্রানল-ফুলিঙ্গে সহসা কণমাঝেই সেই কামিজনের দর্পোৎপাদক কন্দর্প ভস্মী-ভূত হইলেন । হরনেত্রজ সেই অনল, তখন কামদেবকে ভস্মসাৎ করিয়া হুঙ্কার শব্দ সহকৃত জ্বালামালায় অতি ভীষণাকারে জগৎ দহনার্থই যেন প্রকাশ পাইতে লাগিল । অনন্তর ভগবান্ হর, জগতের শাস্তিবিধানার্থ সেই স্মরানলকে সহকার, বসন্ত, চন্দ্র, পুষ্প, ভ্রমর, ও কোকিলমুখে যথাক্রমে বিভাগপূর্ব্বক স্থাপন করিলেন । হর কর্তৃক অন্তরে বাহিরে অভিহত স্মর-দেবের সেই হুঙ্কার শব্দ, তখন রাগ-শ্নেহ-সমিক্ত হত্যাশনরূপে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া বিভক্ত কামায়ির আশ্রয়স্থলসমূহে অধি-ষ্ঠানপূর্ব্বক অতি ভীষণভাবে লোকসমূহের কোভকর হইল এবং কামিগণের সন্নেহ হৃদয় আশ্রয় করিয়া অহর্নিশ অতি ভীম হৃষ্টিকিৎস্তরূপে জলিতে লাগিল । অতঃপর রতি দেবী, হরের হুঙ্কার সহকৃত জ্বালা দ্বারা

বিলম্বাৎ রতিঃ ক্ষুরং বধুনা মধুনা সহ ।
ততো বিলম্ব্য বহুশো মধুনা পরিসাধিতা ॥
অগাম শরণং দেবমিন্দুমৌলিং ত্রিলোচনম্ ।
ভৃঙ্গানুযাতাং সংগৃহ্য পুষ্পিতাং সহকারজান্ ॥
লতাং পবিজ্ঞকস্থানে পাণৌ পরভূতাং সখীম্ ।
নির্কষ্য তু জটাজুটং কুটিলৈরনটেক রতিঃ ॥
উক্ল্য গাভ্রং শুভ্রেন হৃষ্টেন স্মরতশ্চনা ।
জানুভ্যামবনীং গহ্বা প্রোবাচেন্দ্রবিভূষণম্ ॥২৫৯
রতিরুবাচ ।

নমঃ শিবায়াস্ত নিরাময়ায়
নমঃ শিবায়াস্ত মনোময়ায় ।
নমঃ শিবায়াস্ত সুরার্চিতায়
ভূভ্যাং সদাভক্তরূপাপরায় ॥২৬০
নমো ভবায়ান্ত ভবোত্তবায়
নমোহস্ত তে ধ্বন্তমনোভিবায় ।
নমোহস্ত তে গুণমহাব্রতায়
নমোহস্ত মায়াগহনাশ্রয়ায় ॥ ২৬১

স্মরকে ভাস্মীভূত দর্শনে কামবন্ধু মধুর
সহিত অতি কক্ষণ বিলাপ করিতে লাগি-
লেন । তিনি কিয়ৎকাল বহু বিলাপান্তে
মধু কর্তৃক সাধিত হইয়া ইন্দুমৌলি ত্রিলো-
চনের শরণ লইলেন । তিনি পাণিতলে
পবিজ্ঞধারণচ্ছলে ভৃঙ্গানুসঙ্গিনী পুষ্পিতা সহ-
কারলতা এবং কোকিলা সখীকে লইয়া কুটিল
অলকাধারা জটাজুট বন্ধনপূর্বক শুভ্র, হৃষ্ট,
স্মরতশ্চ দ্বারা ধূসরিত-গাভ্রে জানুদ্বারা
অবনীতল স্পর্শ করিয়া ইন্দুমৌলি শঙ্করকে
বলিতে লাগিলেন । ২৪৮—২৫৯ । রতি বলি-
লেন,—হে নিরাময়, শিব ! আপনাকে নম-
স্কার । আপনি মনোময়, আপনাকে নম-
স্কার । আপনি সর্বসুরার্চিত ; আপনাকে
নমস্কার এবং হে ভক্তরূপাকর ! আপনি ভব-
শূন্য ; আপনাকে নমস্কার । মনোভব
আপনা কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে । আপনার
ব্রত অতি দৃঢ় । আপনাকে নমস্কার ;
নমস্কার । আপনি মায়াগহনাশ্রয়ী, আপনাকে

নমোহস্ত শর্করায় নমঃ শিবায়া
নমোহস্ত সিদ্ধায় পুরাতনায় ।
নমোহস্ত কালায় নমঃ কলায়
নমোহস্ত তে জ্ঞানবরপ্রদায় ॥২৬২
নমোহস্ত তে কালকলাতিগায়
নমো নিসর্গামলভূষণায় ।
নমোহস্তমেঘাঙ্ককমর্দকায়
নমঃ শরণ্যায় নমোহস্তায় ॥২৬৩
নমোহস্ত তে ভীমগণানুগায়
নমোহস্ত নানাভূবনাদিকর্ত্রে ।
নমোহস্ত নানাজগতাং বিধাত্রে
নমোহস্ত তে চিত্তফলপ্রদায়ক্রে ॥২৬৪
সর্ববাসানে হুবিনাশিনেত্রে
নমোহস্ত চিত্রাধরভাগভোক্ত্রে ।
নমোহস্ত ভক্তাভিমতপ্রদাত্রে
নমঃ সদা তে ভবসঙ্গহস্ত্রে ॥২৬৫

নমস্কার । আপনি শর্করূপী এবং শিব, আপ-
নাকে নমস্কার । আপনি পুরাতন সিদ্ধ,
আপনাকে নমস্কার । কালরূপী আপনাকে
নমস্কার ; হে কলায়ন ! আপনাকে নমস্কার ।
আপনি জ্ঞানবরপ্রদাতা আপনাকে নম-
স্কার । আপনি কালকলাতিবর্তিমুষ্টিধর,
আপনাকে নমস্কার । অমলম্বতাবই আপনার
ভূষণ ; অপরমেঘ বীৰ্য অঙ্ককাস্মরকে আপনি
মদিত করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার ।
আপনি শরণ্য ; আপনাকে নমস্কার । আপনি
অস্তগ ; আপনাকে নমস্কার । আপনার
অনুগামী গণগণ অতীব ভীষণ ; আপনাকে
নমস্কার । আপনি নানাভূবন রচনা করিয়া-
ছেন ; আপনাকে নমস্কার । আপনি নানা
জগতের বিধাতা ; আপনাকে নমস্কার ।
আপনি বিচিত্ররূপ ফল প্রদান করেন ;
আপনাকে নমস্কার । আপনিই সকলের অব-
সান ; আপনাকে নমস্কার । আপনি অবিদ্যে-
নেত্র, চিত্রাধরভাগভোক্তা, ভক্তাভিমত-
প্রদাতা, এবং ভবসঙ্গ হস্তী ; আপনাকে নমস্কার ।

অমন্তরূপায় সदैব তুভ্য-
 মসহকোপায় নমোহস্ত তুভ্যাম্ ।
 শশাকচিহ্নায় সदैব তুভ্য-
 মমেয়মানায় নমঃ স্ততায় ॥ ২৬৬
 কুষ্মেস্ত্রয়ানায় পুরাস্তকায়
 নমঃ প্রসিক্কায় মহৌষধায় ।
 নমোহস্ত ভক্তাভিমতপ্রদায়
 নমোহস্ত সর্কার্ত্তিহরায় তুভ্যাম্ ॥ ২৬৭
 চরাচরাচারবিচারবর্ষা-
 মাচার্যমুৎপ্রেক্ষিতভূতসর্গম্ ।
 আমিন্দুমৌলিঃ শরণং প্রপন্না
 প্রিয়াপ্রমেয়ঃ মহতাঃ মহেশম্ ॥ ২৬৮
 প্রযচ্ছ মে কামযশঃসমৃদ্ধিঃ
 পুনঃ প্রভো জীবতু কামদেবঃ ।
 প্রিয়ং বিনা ত্বাং প্রিয়জীবাত্ম
 স্বস্তোহপরঃ কো ভুবনৈবিস্থিতি ॥ ২৬৯
 প্রভুঃ প্রিয়ায়াঃ প্রসবঃ প্রিয়াণাঃ
 প্রণীতপর্যায়পরাপরাণঃ ।

নমস্কার । আপনি অনন্তরূপী ; আপনাকে সদা
 নমস্কার । আপনি অসহকোপ ; আপনাকে
 নমস্কার । আপনি শশাকচিহ্নধর ; আপ-
 নাকে সতত নমস্কার । আপনি অমেয়-মান
 ও স্তত ; আপনাকে নমস্কার । আপনি
 কুষ্মেস্ত্রয়ান, পুরাস্তক ও প্রসিক্কা মহৌষধ ;
 আপনাকে নমস্কার । আপনি ভক্তাভিমত-
 প্রদ এবং সর্কার্ত্তিনাশন ; আপনাকে নম-
 স্কার । আপনি চরাচরের আচারবিচারে
 সুচতুর আচার্য্য । ভূতসর্গ সমস্তই আপনি
 উৎপ্রেক্ষণ করিয়া থাকেন । আপনি মহৎ-
 সমূহেরও মহৎ, প্রিয়াপ্রমেয় এবং ইন্দুমৌলি,
 আমি আপনার শরণ প্রপন্ন হইলাম । আমাকে
 কামযশঃসমৃদ্ধি প্রদান করুন । হে প্রভো !
 কামদেব পুনরায় জীবিত হউন । সমস্ত
 ভুবনে আপনা ব্যতীত আমার প্রিয়ের
 জীবিত যোজনা করিতে কে পারে ? আপনি
 প্রিয় জনেরও প্রভু, প্রিয়সমূহের প্রসবহেতু,
 পরাপর অর্থনিচয়ের আপনিই পর্যায় প্রণ-

। স্বমেবমেকো ভুবনস্ত নাথো ।
 দয়ালুকন্মলিতভক্তভীতিঃ ॥ ২৭০
 ইথং স্ততঃ শঙ্কর ইভ্য ঈশো
 কৃষাকপির্ম্মথকাস্তয়া তু ।
 তুতোষ দোষাকরখণ্ডধারী
 উবাচ তৈনাং মধুরং নিরীক্য ॥ ২৭১
 শঙ্কর উবাচ ।
 ভবিতেনি চ কামোহয়ং কালাৎ
 কাস্তোহচিরাদপি ।
 অনঙ্গ ইতি লোকেষু স বিখ্যাতিঃ গমিস্যতি ॥
 ইত্যাঙ্ক শিরসা বন্দ্য গিরিশং কামবল্লভা ।
 জগামোপবনং রম্যং রতিস্ত হিমভূভূতঃ ॥ ২৭২
 করোদ চাপি বহুশো দীনা রম্যে স্থলে তু সা
 মরণব্যবসায়ং তু নিবৃত্তা সা হরাজয়া ॥ ২৭৩
 অথ নারদবাকোনৎচাদিতো হিমভূধরঃ ।
 কৃতভরণসংস্কারাঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলাম্ ॥ ২৭৪
 স্বর্ণপুষ্পকৃতাঙ্গীড়াঃ শুভ্রচীনাঃ শুকাবরাম্ ।
 সখীভাঃসংযুতাঃ শৈলো গৃহীত্বা স্বসুতাঃ ততঃ

য়ন করিয়াছেন । একমাত্র আপনিই ভুবনের
 নাথ, দয়ালু ও ভক্তভীতির উন্মূলক ॥ ২৭০—
 ২৭১। ঈশ, কৃষাকপি, নিশাকর-খণ্ডধারী, শঙ্কর,
 মন্মথকাস্ত্য কৰ্ত্তৃক এইরূপ স্তত হইয়া সন্তুষ্ট
 হইলেন এবং তাহাকে কহিলেন,—অচিরকাল
 মধ্যেই তোমার কাস্ত এই কামদেব উৎপন্ন
 হইয়া লোকে অনঙ্গ নামে বিখ্যাত হইবেন ।
 কামবল্লভা রতি দেবী মহেশ্বর কৰ্ত্তৃক এইরূপ
 উক্ত হইয়া সেই গিরিশকে মন্তক দ্বারা
 বন্দনাপূর্ব্বক হিমভূধরের রম্য উপবনে
 প্রস্থান করিলেন । তিনি সেখানে যাইয়া যদিও
 হরের আজ্ঞানুসারে মরণব্যবসায় হইতে
 নিবৃত্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তথাপি সেখানে
 দীনভাবে বহুকাল রোদন করিয়াছিলেন ।
 এদিকে নারদের উপদেশানুসারে হিমভূধর
 স্বীয় কস্তাকে আভরণ-ভূষিত, সংস্কারে সংস্কৃত
 ও শুভ যোগবৃদ্ধ দিবসে কৌতুক-মঙ্গল
 সাধনাতে শুভ চীনাংগকে সমাবৃত্ত করিয়া
 দুইটা সখীসহ তাঁহাকে লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে

অগাধ শুভযোগেন তদা সম্পূর্ণমানসঃ ।
স কাননাভ্যুপাক্রম্য বনাভ্যুপবনানি চ ॥২৭৭
দদর্শ রুদতীঃ নারীমপ্রভকর্যমহৌজসম্ ।
রূপেণাসদৃশীং লোকে রম্যেষু বনসাম্বু ॥ ২৭৮
কৌতুকেন পরামৃশ্ত তাত্ দৃষ্টা রুদতীঃ গিরিঃ ।
উপসর্গ্য ততস্তত্তানিকটে সৌহৃদ্যপৃচ্ছত ॥

হিমবাহুবাচ ।

কাসি কন্তাসি কল্যাণি কিমর্থকাপি রোদিষি ।
নৈতদল্লমহং মন্তে কারণং লোকসুন্দরি ॥ ২৮০
স। তন্ত বচনং শ্রুত্বা উবাচ মধুনা সহ ।
রুদতী শোকজননং শসতী দৈন্তবর্জনম্ ॥২৮১
রতিকবাচ ।

কামস্ত দয়িতাং ভাৰ্য্যাং রতিং মাং বিক্ৰি সূত্রত
গিরাবস্মিন্ মহাভাগ গিরিশস্তপসি স্থিতঃ ॥২৮২
তেন প্রত্যহরুষ্টেন বিস্ফাৰ্য্যালোক্য লোচনম্ ।
দক্ষোহসৌ ঋষকেতুস্ত মম কাস্তোহতিবল্লভঃ *

অহস্ত শরণং যাতা তং দেবং ভয়বিহ্বলা ।
শ্রুতবত্যাধ সংসৃত্য ততো মাংগিরিশৌহব্রবীৎ
তুষ্টৌহংকামদয়িতে কামোহয়ং তে ভবিষ্যতি
তুংস্ভতিকাপ্যধীমানো নরো ভক্ত্যা মদাশ্রয়ঃ ।
লপ্যতে কাক্ষিকতং কামং নিবর্ত মরণাদিতঃ ॥
প্রতীক্ষতী চ তদ্বাক্যমাশাবেশাদিভির্হাহম্ ।
শরীরং পরিরক্ষিষ্যে কক্ষিং কালং মহাত্ম্যতে
ইত্যুক্তস্ত তদা রত্যা শৈলঃ সন্তমভীষিতঃ ।
পাণাবাদায় হি সূতাং গন্তুমৈচ্ছৎ স্বকং পুরম্ ॥
ভাবিনোহবশ্তভাবিত্তাভাবিত্তা ভূতভাবিনী ।
লজ্জমানা সখিমুখৈকবাচ পিতরং গিরিম্ ॥২৮৮
শৈলহুহিতোবাচ ।

হৃভাগ্যেণ শরীরেণ কিং মমানেন কারণম্ ।
কথঞ্চ তাদৃশং প্রাপ্তং সূতঃ মে স পতির্ভবেৎ
তপোভিঃ প্রাপ্যতেহভীষ্টং নাসাধ্যং হি
তপস্ততঃ ।

শিবসন্নিধানে প্রস্থিত হইলেন। তাঁহার
বিবিধ কানন ও বন অতিক্রম করিয়া কিয়ৎ-
দূর গমনান্তে এক রম্য দেশে অসামান্য
তেজঃশালিনী, অসদৃশরূপবতী, রোদনপরা-
য়ণা নারীমূর্তি দর্শনে কৌতুকবশে তাহার
সন্নিহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অগ্নি!
কল্যাণি! তুমি কে? কি নিমিত্তই বা রোদন
করিতেছ? হে লোকসুন্দরি! ইহার কারণ
সামান্য বলিয়া আমার বোধ হয় না। সেই
কথা শুনিয়া রতি দেবী মধুর সহিত রোদন
করিতে করিতে শোকজনক দৈন্তবর্জক নিজ
বৃন্তাস্ত বলিতে লাগিলেন। রতি কহিলেন,—হে
সূত্রত! আপনি আমাকে কামদেবের দয়িতা
ভাৰ্য্যা বলিয়া অবধারণ করুন। হে মহা-
ভাগ! এই গিরিবরে মহেশ্বর তপস্যায় নিরত
ছিলেন; তদীয় তপোবিস্র সজ্বটন হেতু তিনি
তৃতীয় লোচন বিস্ফারিত করিয়া আমার
কান্ত মকরকেতুকে তস্মীভূত করিয়াছেন।

২৭১—২৮৩। অতঃপর আমি ভয়বিহ্বলচিত্তে
তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে স্তুতি দ্বারা
সন্তোষিত করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে
কহিলেন,—অগ্নি কামদয়িতে! আমি তোমার
প্রতি তুষ্ট হইয়াছি; কাম পুনরায় উদ্ধৃত
হইবেন। আর তোমার এই স্তুতি দ্বারা
যে জন আমাকে স্তব করিবে, সেও সমস্ত
কাম লাভ করিবে। তুমি মরণ হইতে
নিবৃত্ত হও। হে মহাত্ম্যতে! আমি তাঁহার
সেই বাক্যানুসারে কিঞ্চিৎকাল আশাব-
লম্বনে কোনরূপে শরীর রক্ষা করিব। শৈল-
রাজ হিমালয় রতির এই কথা শুনিয়া ভয়ে
ভীত হইলেন এবং ব্যস্ততা সহকারে কন্তাকে
হস্তে লইয়া নিজপুরে প্রতিগমনার্থ উদ্যম
করিলেন। তখন ভূতভাবিনী শৈলনন্দিনী
ভাববিষয়ের অবশস্তাবিতা হেতু সলজ্জ-
ভাবে সখী দ্বারা পিতা হিমগিরিকে কহি-
লেন,—আমার এই হৃভাগ্য শরীরে কি
প্রয়োজন? তিনি যে আমার পতি হইবেন,
আমার তাদৃশ সুখ লাভ হইবে, আমি এমন
কি স্নকৃত করিয়াছি! তপস্তা দ্বারা সকল

* বিমূঢ়্যাগ্নিশিখাজালং কামো ভস্মাবশেষিতঃ
ইতিপাঠান্তরং কচিদুপ্ততে ।

হৃৎগতঃ কুখ্য লোকো বহতে সতি সাধনে ॥
 জীবিতাদুর্ভগাক্ষেয়ো মরণং হতপশ্চতঃ ।
 তবিষ্যামি ন সন্দেহো নিয়মৈঃ শোষণে তনু-
 তপসি ব্রহ্মসন্দেহে উদ্যমোহর্থজিগীষয়া ।
 সাহং তপঃ করিষ্যামি যদহং প্রাপ্য ত্বলভা ॥
 ইত্যুক্তঃ শৈলরাজস্ত হুহিতাঃ স্নেহবিক্রবঃ ।
 উবাচ বাচা শৈলেন্দ্রো স্নেহগদাদবর্ণয়া ॥ ২১৩
 হিমবানুবাচ ।

উ মেতি চপলে পুত্রি ন ক্রমঃ তাবকং বপুঃ ।
 সোঢ়ঃ ক্লেশস্বরূপস্ত তপসঃ সৌম্যদর্শনে ॥ ২১৪
 ভাবীভব্যভিচার্য্যাপি পদার্থানি সর্দৈব তু ।
 ভাবিনোহর্থী ভবন্ত্যেব হঠেনানিচ্ছতোহপি বা
 তস্মান্ন তপসা তেহন্তি বালে কিঞ্চিৎপ্রয়োজনম্
 ভবনায়ৈব গচ্ছামশ্চিন্তয়িষ্যামি তত্র বৈ ॥ ২১৬

অভীষ্টই লাভ হয় । তপস্তার অসাধ্য কিছুই
 নাই । মনুষ্যগণ সাধনসামর্থ্য থাকিতেও কুখ্য
 হৃৎগত বহন করে । তপস্তা না করিয়া হৃৎগ
 জীবন ধারণ অপেক্ষা মরণই শ্রেয়ঃ । অতএব
 আমি তপস্তা-পরায়ণ হইয়া নিয়ম দ্বারা তনু-
 শোষণ করিব । তপঃপ্রভাবে শক্তিশালিনী
 হইয়া আমি যখন স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে
 সন্দেহশূন্য হইব, তখন স্বীয়াভিপ্রায় সাধনার্থ
 উদ্যম প্রকাশ করিব । অতএব আমি
 যাহাতে সর্বসাধারণের ত্বলভা হইতে পারি,
 তপস্তা করিব । ২৮৪—২৯২ ।

শৈলরাজ হিমালয়, হুহিতা কর্তৃক এইরূপ উক্ত
 হইয়া স্নেহবিক্রব-চিত্তে গদগদ বচনে বলি-
 লেন,—চপলে, পুত্রি! উ, মা অর্থাৎ তুমি
 এক্ষণ উদ্যম করিও না, তোমার শরীর
 তপস্তার যোগ্য নহে । তপস্তা ক্লেশস্বরূপ ;
 স্মৃতরাং সে ক্লেশ তোমার সহ্য হইবে না ।
 ভাবী বিষয় সকল অব্যভিচারী । ভাবী
 অর্থ সমস্ত অনিচ্ছায়ও হঠাৎ সম্পন্ন হইয়া
 থাকে । অতএব বালিকে ! তোমার
 তপস্তায় কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । এখন
 চল, আমরা স্বভবনেই গমন করি ; সেখানে
 যাইয়া কর্তব্য চিন্তা করিব । হিমালয় এই-

ইত্যুক্তা তু যদা নৈব গৃহায়াভ্যোতি শৈলজা ।
 ততঃ স চিন্তয়াবিষ্টো হুহিতাঃ প্রশংসঃ স চ ॥
 ততোহস্তরাক্ষে দিব্যা বাগ্ভৃকুবনভূতলে ।
 উ মেতি চপলে পুত্রি হযোক্তা তময়া ততঃ ॥
 উমেতি নাম তেনাস্তা ভুবনেষু ভবিষ্যতি ।
 সিদ্ধিঞ্চ মূর্ত্তিমতোযা সাধায়ষ্যতি চিন্তিতাম্ ॥
 ইতি শ্রুত্বা তু বচনমাকাশাৎ কাশপাণ্ডুরঃ ।
 অনুজায় স্মৃতাঃ শৈলো জগামাত স্বমন্দিরম্ ॥
 স্মৃত উবাচ ।

শৈলজাপি যযৌ শৈলমগম্যমপি দৈবতৈঃ ।
 সখীভ্যামনুযাতা তু নিয়তা নগরাজজা ॥ ৩০১
 শৃঙ্গঃ হিমবতঃ পুণ্যং নানাধাতুবিভূষিতম্ ।
 দিব্যপুষ্পলতাকীর্ণং সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতম্ ॥ ৩০২
 নানামৃগগণাকীর্ণং ভ্রমরোদঘুষ্টপাদপম্ ।
 দিব্যপ্রশবণোপেতং দীর্ঘকান্তিরলঙ্কৃতম্ ॥ ৩০৩
 নানাপক্ষিগণাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ ।
 জলজ-স্থলজৈঃপুটৈঃপ্রোৎফুল্লৈরুপশোভিতম্

রূপ বলিলেও যখন শৈলতনয়া কোন মতেই
 গৃহে কিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না,
 তখন হিমালয় গিরি, কিঞ্চিৎ চিন্তাবিষ্টচিত্তে
 হুহিতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।
 ইত্যবসরে এক ভুবনতলব্যাপিনী আকাশ-
 বাণী হইল যে, তুমি “চপলে পুত্রি ! “উ মা”
 এই বলিয়া তপশ্চরণে নিষেধ করিয়াছিলে,
 এইজন্ত সকল ভুবনে ইহার “উমা” নাম
 প্রসিদ্ধি লাভ করিবে । আর এই বালিকা
 চিন্তিতমায়ে মূর্ত্তিমতী সিদ্ধিসমূহ সাধন করি-
 বেন । সেই কাশপাণ্ডুর শৈলবর এই আকাশ-
 বাণী শ্রবণে স্মৃতাকে অনুমতি প্রদানান্তে স্বরায়
 স্বমন্দিরে প্রস্থান করিলেন । ২৯৩—৩০০ ।
 স্মৃত বলিলেন,—অতঃপর শৈলরাজনন্দিনীও
 সখীদ্বয়সহ এক মনোরম প্রদেশে গমন
 করিলেন । হিমবানের সেই শুদ্ধ প্রদেশ
 অতীব মনোহর, পুণ্যকর, নানা ধাতু-বিচিত্র,
 দিব্য পুষ্পলতাচ্ছন্ন, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বসেবিত,
 বিবিধ মৃগগণে সমাকীর্ণ, এবং চক্রবাকদি
 বিবিধ বিহঙ্গে উপশোভিত । উহার নানাস্থানে

চিত্রকন্দরসংস্থানঃ শুভাগৃহমনোহরম্ ।
 বিহঙ্গসজ্জবস্তুঃ কল্পপাদপসঙ্কটম্ ॥ ৩০৫
 তত্রাপস্তমহাশাখঃ শাখিনঃ হরিতচ্ছদম্ ।
 সর্বভূকুসুমোপেতঃ মনোরথশতোজ্জলম্ ।
 নানাপুষ্পসমাকীর্ণঃ নানাবিধকলাধিতম্ ।
 নতঃ সূর্যাস্ত রুচিভির্ভিন্নসংহতপল্লবম্ ॥ ৩০৭
 তত্রাশ্রয়াণি সন্ত্যজ্য ভূষণানি চ শৈলজা ।
 সংবীতা বস্ত্রলৈর্দৈব্যৈর্দর্ভনির্ম্মিতমেখলা ॥ ৩০৮
 ত্রিঃশাতপাটলাহারা বভূব শরদাং শতম্ ।
 শতমেকেন শীর্ণেন পর্ণেনাবর্তয়ৎ তদা ॥ ৩০৯
 নিরাহার্য শতং সাভূৎ সমানাং তপসাং নিধিঃ
 তত উদ্বেজিতাঃ সর্ষে প্রাণিনস্তত্তপোহয়িনা ॥
 ততঃ সন্মার ভগবান্ মুনীন সপ্ত শতক্রতুঃ ।
 তে সমাগম্য মনয়ঃ সর্ষে সমুদিতান্ততঃ ॥ ৩১১

পূজিতাশ্চ মহেন্দ্রেন পঞ্চজন্তুঃ প্রয়োজনম্ ।
 কিমর্থন্তু সুরশ্রেষ্ঠ সংস্মৃতাশ্চ বয়ং ত্বয়া ॥ ৩১২
 শক্রঃ প্রোবাচ শৃণু ভগবন্তঃ প্রয়োজনম্ ।
 হিমাচলে তপো ঘোরং তপাতে ভূধরাস্বজা ॥
 তস্তা অভিমতং কামং ভবন্তঃ কর্ত্তুমর্হথ ॥ ৩১৩
 ততঃ সমাপতন্ দেব্যা জগদর্থঃ হ্রদাধিতাঃ ।
 তথৈতু্যক্তা তু শৈলেন্দ্রঃ সিদ্ধসম্ভাতসেবিতম্
 উচুরাগত্য মুনয়স্তামথো মধুরাকরম্ ।
 পুত্রি কিং তে ব্যবসিতঃ কামঃ কমললোচনে ॥
 তাহুবাচ ততো দেবী সলজ্জা গোরবামুনীন ।
 তপস্ততো মহাভাগাঃ প্রাপ্য মৌনঃ ভবাদৃশান
 বন্দনায় নিযুক্তা ধীঃ পাবয়ত্যবিকল্পিতম্ ।
 প্রশ্নোন্মুখাস্তবতাং যুক্তমাসনমাদিতঃ ॥ ৩১৭
 উপবিষ্টাঃ শ্রমোন্মুক্তান্ততঃ প্রক্ষ্যথ মামতঃ ।

কত প্রফুল্ল জলজ স্থলজ কমলকুল, কত
 বিচিত্র কন্দর, মনোহর শুভাগৃহ, এবং বিহঙ্গ-
 সজ্জসেবিত কল্পপাদপসমূহ বিরাজমান ।
 তত্রত্য তরু-নিকরে ভ্রমরগণ নিরন্তর ঝঙ্কার
 করিতেছে । কত দিব্য প্রস্রবণ ও বিবিধ
 দীপিকাসমূহে উহা সমলঙ্কৃত । শৈলনন্দিনী
 সেই প্রদেশে যাইয়া একটী হরিতপত্র মহাশাখ
 তরুবর নিরীক্ষণ করিলেন । দেখিলেন,—
 সেই মহাশাখী সর্বভূকুসুম-সুশোভিত, নানা-
 পুষ্পাকীর্ণ, বিবিধ ফল-সমধিত ও মনোরথ-
 শতের স্তায় সমুজ্জ্বল । তরুপল্লবরাজ্যের
 মধ্যে সূর্য্যাকিরণ প্রবিষ্ট হওয়ায় সেই তরু-
 বরের প্রভাপটলে প্রভাকরকরও যেন পরা-
 জিত । গিরিভনয়া সেই তরুতলে বসন-
 ভূষণ পরিহারপুষ্পক বস্ত্রল পরিধান ও
 মেখলা ধারণ করিলেন । তিনি শতবর্ষ
 ত্রিসংখ্যায় জ্ঞান ও পত্রাহার দ্বারা, শতবর্ষ শীর্ণ
 পর্ণাশনে এবং শতবর্ষ নিরাহারে তপশ্চরণ
 দ্বারা অতিবাহিত করিলেন । এইভাবে
 তিনি তপোনিধি হইলেন । তাঁহার তপ-
 স্তেজঃপ্রভাবে সর্বপ্রাণী সমস্ত হইয়া উঠিল ।
 ৩০১—৩১০ । অনন্তর ভগবান্ শতক্রতু ইন্দ্র
 সপ্তর্ষিকে স্মরণ করিলেন । স্মৃতিমাত্র সপ্তর্ষি-

গণ মুদিত মনে সেই স্থানে সমাগমনপূর্ব্বক
 মহেন্দ্র কর্ত্তক পূজিত হইয়া তাঁহার নিকট
 স্মরণ করিবার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন ।
 বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ ! আমাদিগকে কি
 জন্ত স্মরণ করিয়াছেন ? শক্র কহিলেন,—
 আপনারা প্রয়োজন শ্রবণ করুন । ভূধরস্বতা
 হিমাচলে ঘোর তপশ্চরণ করিতেছেন ;
 আপনারা তাঁহার অভিমত কাম সাধন
 করুন । সপ্তর্ষিগণ ইন্দ্রের কথায় সমস্ত
 হইয়া অবিলম্বে জগতের হিতকর, দেবীর
 কৰ্ম্মসাধন-বিষয়ক হিমালয়ের সিদ্ধ-সম্ভাত-
 সেবিত সেই প্রদেশে উপস্থিত হইলেন এবং
 মধুর বচনে শৈলনন্দিনীকে কহিলেন,—
 অগ্নি কমললোচনে, পুত্রি ! তুমি কোন্
 কামনায় এবাধিধ ব্যবসায় করিতেছ ? দেবী
 তখন গোরববশে সেই মুনীগণকে সলজ্জ-
 ভাবে বালিলেন,—হে মহাভাগগণ ! ভবা-
 দৃশ মহাস্বর্ণগণের সন্নিধানে মৌনাবলম্বনই
 বিধেয় । আপনাদিগের দর্শনমাজেই বুদ্ধি,
 অবিকল্পিতভাবে বন্দনার্থ নিযুক্ত হইয়া
 আত্মাকে পবিত্র করে । আপনারা প্রমো-
 গ্নুঃ ; স্মৃতির প্রথমে আসন পরিগ্রহ করা
 উচিত । উপবেশনান্তে বিগতজন্ম হইয়া

ইত্যাশ্বা সা ততশ্চক্রে কৃতাসনপরিগ্রহান্ ॥
 সা তু তান্ বিধিবৎপূজ্যান্ পূজয়িত্বা বিধানতঃ
 উবাচাদিত্যসঙ্কশান্ মুনীন সন্ত সতী শনৈঃ ॥
 ত্যাশ্বা ত্রতাস্বকং যোনঃ মোনঃ জগ্ৰাহ ত্রীময়ম্
 ভাবঃ তস্তাস্ত্র মোনাস্ত্রঃ তস্তাঃ সপ্তর্ষয়ো যথা ॥
 গৌরবাধীনতাঃ প্রাপ্তাঃ পপ্রচ্ছস্তাঃ পুনস্তথা ।
 সাপি গৌরবগর্ভেণ মনসা চাক্রহাসিনী ॥ ৩২১
 মুনীন কাস্তকথালোকে প্রেক্ষ্য প্রোবাচ *

বাগ্ধম্ ।

ভগবন্তো বিজ্ঞানস্তি প্রাণিনাং মানসং হিতম্ ॥
 মনোবাগভিরত্যর্থং কন্দর্পং তে হি দেহিনঃ ।
 কেচিৎ তু নিপুণাস্তত্র ঘটস্তে বিবুধোদ্যমৈঃ ॥
 উপায়হর্ষতান্ ভাবান্ প্রাপ্নুবস্তি হতশ্রিতাঃ ।
 অপরে তু পরিচ্ছিন্না নানাকারাত্যাপকমাঃ ॥
 দেহান্তরার্থমারম্ভমাজয়ন্তি হিতপ্রদম্ ।
 মমত্বাকাশসমুত-পুষ্পদামবিভূষিতম্ ॥ ৩২৫
 বহ্যাস্মৃতং প্রাপ্তুকামা মনঃ প্রসরতে মুহঃ ।

পশ্চাৎ আমাকে যাহা হয় প্রণয় করিবেন ।
 দেবী এই বলিয়া সেই আদিত্যসম-তেজস্বী
 পূজ্য সন্ত মহর্ষিকে আসন পরিগ্রহ করাইয়া
 যথাবিধানে অর্চনা করিলেন । সেই দেবী
 তখন যদিও তপোময় মোন পরিহার করিয়া-
 ছিলেন; কিন্তু তখন আবার লজ্জাময় মোন
 অবলম্বন করিলেন । মহর্ষিগণ তাঁহার সেই
 ভাব বুঝিয়া গৌরবাধীন চিত্তে তাঁহাকে প্রণয়
 করিলেন । দেবী সেই কাস্ত-কথালপ-পর
 মহর্ষিগণকে মোন পরিহারপূর্বক বলিলেন,
 —আপনারা প্রাণিগণের মনোগত সমস্তই
 অবগত আছেন । মনোগত কামই বাক্য-
 মনের সুখসাধক । দেহিগণ কামলাভার্থই
 সন্তত যত্ন-পরায়ণ । কোন কোন নিপুণ প্রাণী
 তন্নিমিত্ত দৈব উপায় আশ্রয় করে ; অপরে
 দেহান্তরার্থ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিবিধ সুখসম্পাদক
 ক্রিয়াজুটানে তৎপর হয় । আমার মন

অহং কিম্ ভবং দেবং পতিং প্রাপ্তুঃ সমুদ্যতা ॥
 প্রকৃত্যেব হুয়াধর্ষং তপশ্চাস্তত্ত্ব সম্প্রতি ।
 সুরাসুরৈরনির্গীত-পরমার্থক্রিয়াশ্রয়ম্ ॥ ৩২৭
 সাম্প্রতক্কাপি নির্দগ্ধ-মদনং বীতরাগিণম্ ।
 কথমারাদয়েদীশং মাদুলী তাদৃশং শিবম্ ॥ ৩২৮
 ইত্যাশ্বা মুনয়স্তে তু স্থিরতাং মনসন্ততঃ ।
 জাতুমস্তা বচঃ প্রোচুঃ প্রক্রমাৎ প্রকৃতার্থকম্
 মুনয় উচুঃ ।

দ্বিবিধস্ত সুখং ভাবৎ পুত্রি লোকেষু ভাব্যতে
 শরীরস্তাস্ত্র সন্তোগৈশ্চৈতসশ্চাপি নির্বৃতিঃ ॥
 প্রকৃত্যা স তু দিখাসা ভীমঃ পিতৃবনেশয়ঃ ।
 কপালী ভিক্ষুকো নগ্নো বিরূপাক্ষঃ স্থিরক্রিয়ঃ
 প্রমত্তোন্নতকাকারো বীতৎসকৃতসংগ্রহঃ ।
 পতিনা তেন কস্তেহর্পো মূর্ত্তোনাখিলকাজ্জিতঃ*

কিন্তু আকাশকুসুমদাম-ভূষিত বহ্যাস্মৃত-
 প্রাপ্তি-কামনায়, মুহুর্ভূত ধাবিত হইতেছে ।
 স্বভাবতই হুয়াধর্ষ,—বিশেষতঃ সম্প্রতি
 তপশ্চাপবায়ণ ভবদেবকে আমি পতিক্রমে
 প্রাপ্তিনিমিত্ত উদ্যমবতী হইয়াছি । একেই
 তিনি সুরাসুরগণ কর্তৃক অনির্গীত পরমার্থ-
 ক্রিয়ার আশ্রয় ; তাহাতে আবার এক্ষণে
 মদনকে নির্দগ্ধ করিয়া বিরক্ত-চিত্তে অবস্থিত ।
 তাদৃশ শিবকে মাদুলী বালিকা কিরূপে আরা-
 ধনা করিবে ? মূনিগণ দেবীর এই কথা
 শুনিয়া তাঁহার মনের স্থিরতা পরীক্ষার্থ
 প্রক্রমাহুসারে প্রকৃতার্থ বচন বলী বিজ্ঞাস
 করিলেন । ৩১১—৩২৯ । মূনিগণ কহিলেন,
 —অয়ি পুত্রি ! লোকে হই ভাবে সুখভোগ
 হয়, এক—শরীরের সন্তোগ দ্বারা, অপর—
 মনের শান্তি দ্বারা । স্বভাবতই সেই শিব
 দিখাসা, ভীম, আশানশায়ী, কপালী, ভিক্ষুক,
 নগ্ন, বিরূপাক্ষ, স্থির (জড়) ক্রিয়াবান,
 প্রমত্তোন্নতাকার, বীতৎসসংগ্রহপর ও মূর্ত্ত
 অনর্থস্বরূপ । তাঁহা দ্বারা কোন অর্থ সাধন

* মুনীহাস্তকথালাপান্ প্রোবাচ প্রোজ-
 ক্যোতি কচিৎ পুস্তকে পাঠ্যঃ ।

* যতিনানেন কঃ স্বার্থো মূর্ত্তানর্থেন
 কাজ্জিতঃ ইতি কচিৎ পাঠ্যঃ ।

যদি হস্ত শরীরস্থ ভোগমিচ্ছসি সাম্প্রতম্ ।
তৎ কথং তে মহাদেবাস্ত্বয়ভাজো জুগুপ্সিতাৎ
অবদ্রক্তবসাত্যক্ত-কপালকৃতভূষণাৎ ।
যসংগ্রভূজঙ্গেন্দ্র-কৃতভূষণভীষণাৎ ॥ ৩৪
শ্মশানবাসিনো যৌদ্ধপ্রমথানুগতাৎ সতি ।
সুরেন্দ্রমুকুটব্রাত-নিবৃষ্টচরণোহরিহা ॥ ৩৫
হরিরস্তি জগদ্ধাতা ত্রীকান্তোহনন্তমুর্ত্তিমান্ ।
নাথো যজ্ঞভূজামস্তি তথেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ ॥ ৩৬
দেবতানাং নিধিস্থাস্তি জলনঃ সর্বকামকৃৎ ।
বায়ুরস্তি জগদ্ধাতা যঃ প্রাণঃ সর্বদেহিনাম্ ॥
তথা বৈশ্রবণো রাজা সর্কার্থমতিমান্ বিভূঃ ।
এভ্য একতমং কস্মিন্ন হং সম্প্রাপ্তুমিচ্ছসি ॥
উতান্তদেহসম্প্রাপ্ত্যা স্মৃৎ তে মনসেপ্সিতম্ ।
এবমেতৎ তবাপ্যত্র প্রভবো নাকসম্পদাম্ ।
অস্মিন্ নেহ পরত্রাপি কল্লানপ্রাপ্তয়ন্তব ॥ ৩৭
পিতুরেবাস্তি তৎ সর্বংসুরেভ্যো যন্ন বিদ্যাতে

অতন্তৎপ্রাপ্তয়ে ক্লেশঃ স বাপ্যত্রাকলন্তব ॥
প্রায়েণ প্রার্থিতো ভজে স্মৃন্তো হতিল্পভঃ ।
অন্ত তে বিধিযোগান্ত ধাতা কর্তাত্র চৈব হি ॥
স্মৃত উবাচ ।
ইতু্যক্তা সা তু কুপিতা মুনিবর্যেষু শৈলজা ।
উবাচ কোপরক্তাক্ষী স্কুরন্তির্দর্শনচ্ছদৈঃ ॥ ৩৪২
দেব্যাচ ।
অসদগ্রহস্ত কা প্রীতিব্যসনস্ত ক যজ্ঞাণা ।
বিপরীতার্থবোদ্ধারঃ সৎপথে কেন যোজিতাঃ
এবং মাং বেথ হৃস্প্রজাঃ হস্থানাসাদগ্রহপ্রিয়াম্
ন সাম্প্রতি বিচারোহস্ত ততোহহঙ্কারমানিনী
প্রজাপতিসমাঃ সর্কো ভবন্তুঃ সর্বদর্শিনঃ ।
নুনং ন বেথ তং দেবং শাশ্বতং জগতঃ প্রভুং
অজমৌশানমব্যক্তমমেয়মহিমোদয়ম্ ॥ ৩৪৬
আস্তাং তদ্বর্ষসম্ভাব-সদোদন্তাবদভূতঃ ।
বিহৃৎ ন হরির্বন্ধপ্রমুখা হি সুরেশ্বরঃ ॥ ৩৪৭

করিবে? তুমি যদি সাম্প্রতি এই শরীরের
ভোগ আকাঙ্ক্ষা কর, তবে তাহা সেই
মহাদেব হইতে হইতেই পারে না। কারণ,
তিনি ভয়হেতু ও জুগুপ্সিত-মুর্তি। ক্ষয়িত
রক্ত-বসা দ্বারা অভ্যক্ত কপাল পাত্র তাঁহার
ভূষণ। উগ্র নিশাসকারী ভূজঙ্গেন্দ্র তদীয়
ভূষণরূপে ধৃত হওয়ায় সেই মুর্তি আরও
ভীষণ-দর্শন। বিশেষতঃ তিনি ভয়ঙ্কর প্রমথ
অনুচরণসহ শ্মশানে বাস করেন। তাঁহার
চরণদ্বয় সুরেন্দ্রের মুকুটদ্বয় দ্বারা ঘর্ষিত হয়,
যিনি অরিঘাতী, জগদ্ধাতা, ত্রীকান্ত, অনন্ত-
মুর্তি, ও যজ্ঞেশ্বর সেই হরি আছে; পাক-
শাসন ইন্দ্র আছেন; দেবগণের নিধিস্বরূপ
সর্বকামদাতা অগ্নি আছেন; সর্বদেহীর
প্রাণরূপী জগদ্ধাতা বায়ু আছেন এবং সর্কার্থ-
শালী মতিমান্ বিভূ বৈশ্রবণ রাজা আছেন;
তুমি ইহাদিগের কাহাকেও পাইতে চাহ না
কেন? আর যদি দেহান্তরপ্রাপ্তি দ্বারা স্মৃৎ
কামনা করিয়া থাক, তবে তাহাতেও দেবগণই
সমর্থ। এই শিবের দ্বারা ইহ পর কোন
কালেই স্মৃথের সম্ভাবনা নাই। আর দেব-

গণের যাহা নাই, তোমার পিতার তাহাও
আছে; স্মৃতরাং তোমার পিতার কৃপায়
তৎসমস্তও অনায়াসেই লাভ হইতে পারে;
তজ্জন্ত তোমার ক্লেশ করা বুধ। ভজে!
অল্পমাত্র প্রার্থিতও প্রায়ই দুর্লভ হইয়া থাকে;
তুমি যে এই মনোরথ করিয়াছ, একমাত্র
বিধাতাই ইহার কর্তা। ৩৩০—৩৪১। স্মৃত
বলিলেন,—শৈলনন্দিনী, মুনিগণের এই কথা
শুনিয়া কুপিত হইলেন এবং কোপরক্ত-নেত্রে
স্কুরিতাধরে মুনিগণকে বলিতে লাগিলেন।
দেবী কহিলেন,—অসদগ্রহের প্রীতি কি?
ব্যসনের যজ্ঞাই বা কি? আপনারা সৎ-
পথে নিয়োজিত থাকিয়াও এমন বিপরীতার্থ
বুলিলেন কেন? আপনারা আমাকে এই-
রূপই হৃস্প্রজা ও অস্থানে অসদাগ্রহবতী বলিয়া
জানুন; আমার বিষয়ে কোন বিচার করি-
বার প্রয়োজন নাই। আমি অহঙ্কারিণী ও
মানিনী। আপনারা সকলে প্রজাপতিসম,
সর্বদর্শী; পরন্তু নিশ্চয়ই সেই শাশ্বত জগৎ-
প্রভু, অজ, অব্যক্ত, অমেয়-মহিমোদয়
ঈশানকে অবগত নহেন। হরি জ্ঞানী

যৎ তস্মৈ বিভবাত্ সোখং ভুবনেষু বিভূষিতম্ ।
 একটং সৰ্বভূতানাং তদপ্যত্র ন বেথ কিম্ ॥
 কশ্চৈতদগগনং মূৰ্ত্তিঃ কস্তাঘিঃ কস্ত মাক্রতঃ ।
 কস্ত কুঃ কস্ত বরুণঃ কস্তস্মাক্ৰবিলোচনঃ ॥ ৩৪৯ ॥
 কস্তার্চয়ন্তি লোকেষু লিঙ্গং ভক্ত্যা সুরাসুরাঃ
 যৎ ক্রবন্তীশ্বরং দেবা বিধীমাদ্যা মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৫০ ॥
 প্রভাবঃ প্রভবঐব তেষামপি ন বেথ কিম্ ।
 অদিতিঃ কস্ত মাতেশ্বরঃ কস্তাজ্জাতো জনাৰ্দ্দনঃ
 অদিতেঃ কস্তপাজ্জাতা দেবা নারায়ণাদয়ঃ ।
 মরীচেঃ কস্তপঃ পুত্রো হৃদিতির্দক্ষপুত্রিকা ॥ ৩৫১ ॥
 মরীচিশ্যাপি দক্ষশ্চ পুত্রৌ তৌ ব্রহ্মণঃ কিল ।
 ব্রহ্মা হিরণ্যমাৎ ত্বণাদিব্যাসিক্ৰিবিভূষিতাৎ ॥ ৩৫২ ॥
 কস্ত জাহ্নবকুক্ষ্যানাৎ প্রক্ষুকাঃ প্রাকৃত্যংশকাঃ
 প্রকৃতৌ তু তৃতীয়ায়াঃ মধুদ্বিজজননক্রিয়া ॥ ৩৫৩ ॥
 জাতা সসৰ্জ্জ যজ্ঞবৰ্গান্ বুদ্ধিপূৰ্ব্বান্ স্বকৰ্ম্মজান

সুরেশ্বরগণ ঈহাকে জ্ঞাত নহেন, তাঁহার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের তত্ত্বনিৰ্কাচনের চিন্তা নিফল । পরন্তু সৰ্বভবনে সৰ্বভূতমধ্যে তাঁহার খতই যে প্রকট প্রভাব রহিয়াছে, আপনারা তাহাও কি জানেন না? এই গগন, অগ্নি, মাক্রত, ভূমি, বরুণ,—এ সকল কাহার মূৰ্ত্তি? কোন্ দেব চন্দ্রাকলোচন? লোকে সুরাসুরগণ কাহার লিঙ্গ অর্চনা করে? বিধাতা, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও যজ্ঞান্ত মহর্ষিগণ ঈহাকে ঈশ্বর বলেন, এই জগৎ তাঁহারই প্রভাবে প্রভাবশালী; আপনারা ইহা জানেন না! অদিতি কাহার মাতা? জনাৰ্দ্দন কাহা হইতে জন্মিয়াছেন? কস্তপের সংযোগে অদিতি হইতেই নারায়ণাদি দেবগণের উৎপত্তি । কস্তপ মরীচির পুত্র । অদিতি দক্ষের কস্তা । মরীচি ও কস্তপ, ইহারা উভয়েই ব্রহ্মার পুত্র । ব্রহ্মা—দিব্যাসিক্রি-
 কুষিত হিরণ্যম অণু হইতে উৎপন্ন । কাহার ধ্যানপ্রভাবে প্রকৃত্যংশ ক্ষুদ্র হইয়া সেই অণুকারে প্রাকৃত্যুত হইয়াছিল? কাহার তৃতীয়া প্রকৃতিতে মধুঘাতীর উৎপত্তি হয়? কে এই স্বকৰ্ম্মজ যজ্ঞবৰ্গকে বুদ্ধিপূৰ্ব্বক সৃষ্টি

অজাতকোহভবদ্বৈধা ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ ॥
 যঃ স্বযোগেন সম্ভোভ্য প্রাকৃতং কৃতবানিদম্
 ব্রহ্মণঃ সিদ্ধসৰ্ব্বার্থমৈশ্বর্যলোককৰ্ত্তৃতাম্ ॥ ৩৫৬ ॥
 বিহুবিস্মাদয়ো যচ্চ স্বমহিমা সদৈব হি ।
 কৃতান্তং দেহমন্তাদৃক্ তাদৃক্ কৃত্বা পুনর্হরিঃ ॥
 কুরুতে জগতঃ কৃত্যমুত্তমাদমমধ্যমম্ ।
 এবমেব হি সংসারো যো জন্মমরণাশ্রকঃ ॥ ৩৫৮ ॥
 কৰ্ম্মণশ্চ ফলং হেতুর্নানারূপসমুদ্ভবম্ ।
 অথ নারায়ণো দেবঃ স্বকাং ছায়াং সমাশ্রয়ৎ ॥
 তৎপ্রেরিতঃ প্রকুরুতে জন্ম নানাপ্রকারকম্ ।
 সাপি কৰ্ম্মণ এবোক্তা প্রেরণী বিবশাস্তনাম্ ॥
 যথোন্মাদাদিচ্ছুষ্টস্ত মতিশ্চৈব হি সা ভবেৎ ।
 ইষ্টোন্তেব যথার্থানি বিপরীতানি মন্ত্যতে ॥ ৩৬১ ॥
 লোকস্ত ব্যবহারেষু সৃষ্টেষু সহতে সদা ।
 ধর্ম্মাধর্ম্মফলাবাঞ্ছৌ বিষ্ণুরেব নিবোধিতঃ ॥ ৩৬২ ॥
 অথানাদিত্যমস্তাস্তি সামান্তাৎ তু তদান্বন ।

করিয়াছেন? অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন না; তিনি নিজ মহিমার গুণকোভ ঘটাইয়া এই প্রাকৃত জগতের সৃষ্টি করেন । ব্রহ্মার সিদ্ধসৰ্ব্বার্থ ঐশ্বর্য ও লোককৰ্ত্তৃত্য বিদ্যমান । বিষ্ণু প্রভৃতি অপরাপর দেবগণ নিজ মহিমায় নানাকার ধারণ করিয়া জগতের বিবিধ উত্তম মধ্যম অধম কার্য সাধন করেন । জন্ম-মরণাশ্রক সংসার এইরূপই; কৰ্ম্মের ফলও এইরূপ নানাকারই সমুদ্ভূত হয় । দেব নারায়ণ স্বকীয় ছায়া সমাশ্রয়পূর্ব্বক তাহারই প্রেরণায় নানা প্রকার জন্ম গ্রহণ করেন । উহাই, বিবশাস্তা জনগণের কৰ্ম্ম-প্রেরণাশক্তি । উন্মাদের মতির তায় তদ্বারা আবিষ্ট প্রাণী, ইষ্ট বিষয়কেও অনিষ্ট বলিয়া এবং অনিষ্টকেও ইষ্ট বলিয়া অবধারণ করে । ৩৪২—৩৬১ । অতএব এই সৃষ্ট লোকব্যবহারে ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল বিষয়ে বিষ্ণুই একমাত্র কারণ । ইহার অনাদিত্য থাকিলেও সাধারণ দৃষ্টিতে কোন দেহেই ইহার দীর্ঘ জীবন দৃষ্ট হয় না । আপনারাও এই বিষ্ণুর অস্ত বা আদি দেখেন নাই । দোহগণের

ম হস্ত জীবিতং দীর্ঘং দৃষ্টং দেহে তু কুত্রচিৎ
ভবতিবস্তু নো দৃষ্টমন্তমগ্রমথাপি বা ।
দেহিনাং ধর্ম এবৈষ কচিচ্ছায়েৎ কচিন্মুয়েৎ ॥
কচিপার্ভগতো নশ্চেৎ কচিচ্ছীবেজ্জরাময়ঃ ।
কচিৎ সমাঃ শতং জীবৎকচিচ্ছাল্যে বিপত্ততে
শতায়ুঃ পুরুষো যন্ত সোহনন্তঃ স্বল্পজন্মনঃ ।
জীবতো ন ত্রিযত্যগ্রে তস্মাৎ সোহমর উচ্যতে
অদৃষ্টজন্মনিধনা হেবং বিষ্ণাদয়ো মতাঃ ।
এতৎ সংস্কৃষ্টমৈশ্বর্যং সংসারে কো লভেদিহ ॥
তত্র কয়াদিষোগাৎ তু নানাশ্চর্যস্বরূপিণ ।
তস্মাদিবশ্চরান্সর্গান্ মলিনান্শরভূতিকান্ ॥
নাহঃ ভদ্রাঃ কিলেচ্ছামি ঋতে শর্মাৎপিনাকিনঃ
স্থিতঞ্চ ভারতম্যেন প্রাণিনাং পরমস্থিদম্ ॥৩৬৯
ধীবলৈশ্বর্যকাব্যাদি-প্রমাণং মহতাং মহৎ ।
যস্মান্ন কিঞ্চিদপরং সর্বং যুস্মাৎ প্রবর্ততে ॥৩৭০
যন্তৈশ্বর্যমনাশ্চন্তং তমহং শরণং গতা ।
এষ মে ব্যবসায়শ্চ দীর্ঘোহতিবিপরীতকঃ ॥৩৭১

ধর্মই এই প্রকার যে, কোন স্থলে জন্মে
এবং কোন স্থলে মরে; কখন গর্ভেই নষ্ট
হয়, কদাপি জরামরণগ্রস্ত হইয়াও শতবর্ষ
জীবিত থাকে। কখন বা বাল্যেই মরণাপন্ন
হয়। শতবর্ষজীবী মানব, অল্পজীবী জন
অপেক্ষা অনন্ত শব্দে ব্যপদেশ্য। যাহা
অগ্রে জীবিত হইয়া অগ্রেই মৃত হয় না,
অমর শব্দে উহার উল্লেখ হয়। বিষ্ণু প্রভৃতি
দেবগণ এইরূপ অদৃষ্ট-জন্ম-মরণ। এবস্থিধ
বিশুদ্ধ ঐশ্বর্য, ইহ সংসারে কে লাভ করিতে
পারে? এই সংসার নানাশ্চর্যস্বরূপ। হে
ভদ্রগণ! সেই পিনাকী শর্ম ব্যতীত,
ইহাতে কয়াদি নিবন্ধন অল্পবিভূতি-সম্পন্ন
মলিন দিবশ্চরগণকে আমি কামনা করি না।
এই যে ভারতম্য-বুদ্ধি, সংসারে প্রাণিগণের
ইহাই বৈশিষ্ট্য। ষাঁহার বুদ্ধি, বল, ঐশ্বর্যাদির
পরিমাণ মহৎ অপেক্ষাও মহৎ, ষাঁহার পর
আর কিছু নাই, যাহা হইতে সমস্ত জগৎ
প্রবর্তিত, ষাঁহার ঐশ্বর্যের আদি অন্ত নাই,
আমি তাঁহারই শরণাগত। আমার এই

যাত বা তিষ্ঠতৈবাব মুনয়ো মধিধায়কাঃ ।
এবং নিশম্য বচনং দেব্যা মুনিবরাস্তদা ॥ ৩৭২
আনন্দাশ্চ পরীতাকঃ সম্বজ্জুস্তাঃ তপস্বিনীম্ ।
উচুশ্চ পরমপ্রীতাঃ শৈলজাঃ মধুরং বচঃ ॥৩৭৩
ঋষয় উচুঃ ।
অত্যদ্ভুতান্তহো পুত্রি জ্ঞানমুষ্টিরিবামলা ।
প্রসাদয়তি নো ভাবঃ ভবভাবপ্রতিশ্রয়াৎ ॥৩৭৪
ন তু বিদ্যো বয়ং তস্ত দেবশৈশ্বর্যমভূতম্ !
হ্রিস্চয়স্ত দৃঢ়তাং বেদুঃ বয়মহাগতাঃ ॥৩৭৫
অচিরাদেব তবাক্ষ কামন্তেহমং ভবিষ্যতি ।
কাদিত্যস্ত প্রভা যাতি রত্নেভ্যঃ ক হ্যতিঃ পৃথক্
কোহর্থো বর্ণালিকাব্যক্তঃ কথং যঃ গিরিশঃ
বিনা ।
যামো নৈকাভ্যুপায়েন তমত্যাগ্যিতুং বয়ম্ ॥৩৭৬
অস্মাকমপি বৈ সোহর্থঃ স্মৃতরাঃ হৃদি বর্ততে ।
অতস্তুমেব সা বুদ্ধির্ভতো নীতিস্তুমেব হি ॥৩৭৭

ব্যবসায় অতি দীর্ঘ ও বিপরীত। হে মুনিগণ!
আপনারা আমার উপদেশক; পরন্তু এক্ষণে
যাউন, বা থাকুন, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন
মুনিবরগণ দেবীর এবস্থিধ বচন শ্রবণে আন-
ন্দাশ্চ-প্রাবিত-নেত্রে তপস্বিনী শৈলনন্দিনীকে
আলিঙ্গনপূর্বক মধুর বাক্যে বলিতে লাগি-
লেন। ৩৬২—৩৭৩। মুনিগণ কহিলেন,—
পুত্রি! আহা! তুমি জ্ঞানমুষ্টিসম অমলা, অতি
অদ্ভুতরূপিণী! ভবভাবে তোমার এবস্থিধ
দৃঢ় নিশ্চয় দর্শনে আমাদিগের ভাব প্রসন্ন
হইয়াছে। আমরা প্রকৃত পক্ষেই সেই
দেবের অদ্ভুত ঐশ্বর্যতত্ত্ব জানিতে পারি
নাই। তোমার তপোনিশ্চয়ের দৃঢ়তা জানি-
বার নিমিত্তই আমরা এখানে আসিয়াছি।
তবক্ষি! অচিরকালমধ্যেই তোমার এই
কামনা সফল হইবে। আদিত্যের প্রভা
অন্তত্র যায় কি? রত্নের হ্যতি কি পৃথক
থাকে? বর্ণমালা ব্যতীত কোন অর্থ ব্যক্ত
আছে? তুমিই বা গিরিশ ব্যতীত কি
প্রকারে থাকিবে? এ বিষয় আমাদিগের
হৃদয়েও দৃঢ় নিহিত আছে। নীতি-বুদ্ধি-

মতো নিঃসংশয়ং কার্য্যং শঙ্করোহপি বিধাস্থতি
ইত্যাঙ্ক পূজিতা যাতা মুনয়ো গিরিকন্ধ্যা ॥
প্রযয়ুর্গিরিশং ভ্রষ্টং প্রস্থং হিমবতো মহৎ ।
গঙ্গানুপ্লাবিতান্নানং পিঙ্গবদ্ধজটাসটম্ ॥ ৩৮৭
ভৃঙ্গানুযাতপানিস্ব-মন্দারকুসুমশ্রজম্ ।
গিরেঃ সম্প্রাপ্য তে প্রস্থং দদৃশুঃ শঙ্করাশ্রমম্
প্রাশান্তাশেষসর্বৌষঃ নবস্তিমিতকাননম্ ।
নিঃশব্দাকোভসলিলপ্রপাতং সর্বতোদিশম্ ॥
তজ্জাপন্তঃস্ততো দ্বারি বীরকং বেত্রপানিনম্ ।
সপ্ত তে মুনয়ঃ পূজ্যা বিনীতাঃ কার্য্যগোরবাৎ
ঊর্চুর্মধুরভাষিণ্যা বাচা তে বাগ্মিনাং বরাঃ ।
ভ্রষ্টং বয়মিহায়াতাঃ শরণ্যং গণনায়কম্ ॥ ৩৮৮
জিলোচনং বিজানীহি সুরকার্য্যপ্রচোদিতাঃ ।
দ্বয়েব নো গতিস্তত্ত্বং যথাকালানতিক্রমঃ ॥ ৩৮৯
সাপ্রার্থনৈষা প্রায়েণ প্রতীহারময়ঃ প্রভুঃ ।

রুশিণী তুমিও যখন ঐদৃশ উত্তম করিয়াছ, তখন শঙ্করও অবশ্যই ইহার সমুচিত বিধান করিবেন। মূনিগণ এই বলিয়া গিরিজা-কর্তৃক পূজিত হইয়া গিরিশের দর্শন-মানসে গ্রহানপূর্ব্বক হিমবানের এক রম্য সাহুদেশে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—সেই প্রস্থ যেন, আত্মপ্লাবী জলধারারূপ পিঙ্গ জটাজুট ধারণ করিতেছে; এবং ভৃঙ্গসজ্জ-সংযুত হস্তে মন্দারকুসুমমালা ধারণ করিয়া আছে। মূনিগণ সেই প্রস্থে যাইয়া শঙ্করাশ্রম নয়ন-গোচর করিলেন। ৩৮৮—৩৮৯। সপ্তষিগণ দেখিলেন,—সেখানে অশেষ স্থাপদ প্রশান্ত, নব কাননসমূহ স্তিমিত, চতুর্দিকে অকোভ সলিলপ্রপাত নিঃশব্দ। ক্রমে দ্বারদেশে বেত্রপানি বীরককে দেখিয়া সেই পূজ্য বাগ্ম-বর মূনিগণ কার্য্যগোরবহেতু মধুরবচনে সেই গণেশ্বরকে কহিলেন,—হে গণনায়ক! আমরা সুরকার্য্য উদ্দেশেই শরণ্য জিলো-চনকে দর্শন করিতে এখানে আসিয়াছি। আপনি ইহা অবগত হউন। আমরাগের যাহাতে কালাতিক্রম না হয়, তাহাষয়ে আপ-নিই যথার্থ গতি। প্রভুই প্রায়শঃ প্রতীহার

ইত্যুক্তো মূনিভিঃ সৌহৃদ্য গোরবাৎ তানুবাচ
সঃ ॥ ৩৮৬
সমস্থাপ্রাপরাং সঙ্ক্যাং স্নাতুং মন্দাকিনীজলে ।
কণেন ভবিতা বিপ্রাস্তত্র ভক্ষ্যথ শূলিনম্ ॥ ৩৮৭
ইত্যাঙ্ক মুনয়স্তত্ত্বং তৎকালপ্রতীক্ষণঃ ।
গম্ভীরানুধরং প্রাবৃট্‌ত্বমিতাচ্চাতকা যথা ॥ ৩৮৮
ততঃ কণেন নিম্পন্ন-সমাধানক্রিয়াবিধিঃ ।
বীরাসনং বিভেদেশো মৃগচর্য্যনিবাসিতম্ ॥ ৩৮৯
অতো বিনীতো জাহ্নুভ্যামবলম্ব্য মহৌষ্যতম্
উবাচ বীরকো দেবঃ প্রণামৈকসমশ্রয়ঃ ॥ ৩৯০
সম্প্রাপ্তা মুনয়ঃ সপ্ত হ্যং ভ্রষ্টং দৌণ্ডতেজসঃ ।
বিভো সমাদিশ ভ্রষ্টমবগন্তুমিহাসি ।
তেহক্ৰবন্ দেবকার্ষ্যেণ তব দর্শনলালসাঃ ॥ ৩৯১
ইত্যাঙ্কো ধূর্জটিস্তেন বীরকেণ মহাশ্বনা ।
ক্রভঙ্গসংজ্ঞয়া তেষাং প্রবেশাজ্ঞাং দদৌ তদা

ময় হইয়া থাকেন; সুতরাং আপনার নিকটই আমরাগের এই প্রার্থনা করা উচিত। বীরক, মূনিগণের এই কথা শুনিয়া গোরব-বশে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া কহি-লেন,—বিপ্রগণ! ভগবান্ শঙ্কর মন্দা-কিনীজলে স্নান ও সঙ্ক্যাদি কার্য্য সমা-ধান করিলেই আপনারা তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। কণকাল অপেক্ষা করুন। মূনিগণ এই কথা শুনিয়া গম্ভীর অসুধরের প্রতীক্ষায় চাতকের স্তায় কালপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে বিভূ শঙ্কর স্নানাদি ক্রিয়া নিম্পাদনপূর্ব্বক মৃগচর্য্যোপরি বীরাসনে উপবেশন করিলে বীরক অগ্র-বর্তী হইয়া জাহ্নুদ্বয় দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে বলিলেন যে, বিভো! দৌণ্ডতেজা সপ্ত মহর্ষি আপ-নার দর্শনার্থ উপস্থিত; তাঁহারা বলিয়াছেন যে, দেবকার্য্য উদ্দেশেই তাঁহারা আপনার দর্শনার্থী। এ বিষয় আপনি অবগত হইয়া দর্শনাদেশ প্রদান করুন। ৩৮২—৩৯১। ভগবান্ ধূর্জটী বীরকের এই কথা শুনিয়া ক্রসংজ্ঞা দ্বারা মূনিগণের প্রবেশাজ্ঞা প্রদান

মূৰ্দ্ধকম্পেন তান্ সৰ্বান বীরকোহপি মহামুনীন
আজুহাব বিদূরস্থান্ দৰ্শনায় পিনাকিনঃ ॥৩১০
ত্বরাবদ্ধাৰ্দ্ধচূড়ান্তে লক্ষ্যমানাজিনাস্বরাঃ ।
বিবিধবেদিকাং সিদ্ধাং গিরিশস্ত বিভূতিভিঃ ॥
বদ্ধপাণিপুটশঙ্কিত-নাকপুষ্পোৎকরাস্ততঃ ।
পিনাকিপাদযুগলং যথা নাকনিবাসিনঃ ॥৩১৫
ততঃ স্নিগ্ধেক্ষিতাঃ শান্তা মুনয়ঃ শূলপাণিনা ।
মন্মথারিং ততো হৃষ্টাঃ সম্যক্ তুষ্টিবুরাদতাঃ ॥

অহো কুথার্থা বয়মেব সাম্প্রতং
সুরেশ্বরোহপ্যত্র পুরো ভবিষ্যতি ।
ভবৎপ্রসাদামলবারিসেকতঃ
ফলেন কাচিৎ তপসা নিযুজ্যতে ॥৩১৭
জয়ত্যসৌ ধন্ততরো হিমাচল-
স্তদাশ্রয়ং যন্ত সূতা তপস্রতি ।
স দৈত্যরাজোহপি মুহাকলোদয়ো
বিমূলিতাশেষসুরো হি তারকঃ ॥৩২৮

করিলে বীরকও মস্তকসঞ্চালন দ্বারা সেই
দূরস্থ মহামুনিগণকে পিনাকৌর দৰ্শনার্থ অহ্বান
করিলেন । পরে সেই মুনিগণ ত্বরা সহকারে
অৰ্দ্ধচূড়াকারে স্ব স্ব জটাজাল বন্ধনপূৰ্ব্বক গিরি-
শের তপঃসিদ্ধ বৌদিকাতে প্রবেশ করিলেন ।
তৎকালে তাঁহাদিগের অজিনাস্বর লক্ষ্যমান
হইতে লাগিল । তাঁহারা বদ্ধকরপুট দ্বারা
স্বর্গবাসি-প্রদত্ত স্বর্গীয় কুমুমরাশি অপসারণ-
পূৰ্ব্বক পিনাকৌর পাদযুগল বন্দনা করিলেন ।
তখন শূলপাণি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে মুনীগণের প্রতি
নিরীক্ষণ করিলে তাঁহারাও হৃষ্টচিত্তে সাদরে
সেই মন্মথারিকে সম্যক্ স্তব করিতে লাগি-
লেন । যথা—অহো ! আমরাই সম্প্রতি
সম্যক্ কুতার্থ হইয়াছি । সুরেশ্বর আমা-
দিগের পুরোভাগে অবস্থিত রহিয়াছেন ।
আপনার প্রসাদরূপ অমল বারিসেক অপেক্ষা
তপস্তার আর কি উত্তম ফল হইতে পারে ?
বাঁহারা সূতা আপনার জন্ত তপস্রা করিতে-
ছেন, সেই ধন্ততর হিমাচলের জয় । অশেষ
সুরগণের বিজ্ঞাবণকারী সেই দৈত্যরাজ
তারকেরও মহা কলোদয় দেখিতেছি ।

অদীয়মংশঃ প্রবিলোক্য কণ্ঠস্বাৎ
স্বকং শরীরং পরিমোক্ষাতে হি যঃ ।
স ধন্তধীলোকপিতা চতুৰ্ম্মুখো
হরিশ্চ যৎসম্ভববহির্দীপিতঃ ॥ ৩২০
অদজ্বিযুগ্মং হৃদয়েন বিভ্রতো
মহাভিতাপপ্রশমৈকহেতুকম্ ।
অমেব চৈকো বিবিধঃ ক্লুতক্রিয়ঃ
কিলেতি বাচা বিধুরৈবিত্যভ্যতে ॥৩০০
অথাচ্চ একস্তমবৈষি নাস্তথা
জগৎ তথা নিষ্কণ্ঠতাং তব স্পৃশেৎ ।
ন বেৎসি বা হুঃখমিদং ভবাস্বকং
বিহন্ততে তে খলু সৰ্বতঃ ক্রিয়া ॥৩০১
উপেক্ষসে চেজ্জগতামুপদ্রবঃ
দয়াময়স্বং তব কেন কথ্যতে ।
স্বযোগমায়ামহিমাশুভাশ্রয়ঃ
ন বিদ্যতে নিৰ্ম্মলভূতিগৌরবম্ ॥৩০২
বয়ঞ্চ তে ধন্ততরাঃ শরীরিণাঃ
যদীদৃশং স্বাং প্রবিলোকয়ামহে ।

যেহেতু সে তোমার অংশ দৰ্শনে কণ্ঠস্বহীন
হইয়া স্বীয় শরীর পরিহার করিবে । সেই
তারকাসুরের বুদ্ধিও ধন্ত, কারণ তাহারই
প্রভাবে অতিতপ্ত হইয়া লোকপিতা চতুৰ্ম্মুখ
এবং ভগবান্ হরিও দীপিত হইয়া মহা উত্তাপ-
প্রশমের একমাত্র হেতু—তোমার চরণযুগল
হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন । এক তুমিই বিবি-
ধাকারে বিবিধ কৰ্ম্ম করিতেছ ; মুঢ় মানবগণ
বিবিধ বাক্য দ্বারা পৃথকরূপে তোমার উল্লেখ
করে মাত্র । ৩২২—৪০০ । একমাত্র তুমিই
জগৎ সমস্ত অবগত আছ ; নচেৎ তোমাকে
নিষ্কণ্ঠতা স্পর্শ করে । অথবা এই হুঃখাস্বক
সংসার তুমি কিছুমাত্রই জান না ; কারণ
তোমার কোন ক্রিয়াই নাই । পরন্তু তুমি
যদি এই জগতের উপদ্রবে উপেক্ষা কর,
তবে তোমাকে দয়াময় বলা যায় কিরূপে ?
তুমি স্বীয় যোগমায়ামহিমাশ্রয়ে অবস্থিত
বলিয়া নিৰ্ম্মল বিভূতিগৌরবও তোমার
নাই ! এবাঁহা তোমাকে যে আমরা নয়ন-

অদর্শনং তেন মনোরথো যথা ।
 প্রযাতি সাকল্যভয়া মনোগতম্ ॥৪০৩
 জগদ্ধিধানৈকবিধো জগন্মুখে
 কস্মিন্যসেহতো বলভিচ্চরা বয়ম্ ।
 বিনেমুরিখং মুনয়ো বিন্ধ্যা তাং
 গিরং গিরীশকৃতিভূমিসন্নিধৌ ।
 উৎকৃষ্টকেদার ইবাবনীতলে
 সুবীজমৃষ্টিং সুফলায় কর্ষকাঃ ॥৪০৪

তেষাং ক্রমা ততো রম্যাং প্রক্রমোপক্রমক্রিয়ায়
 বাচং বাচস্পতিরিব প্রোবাচ স্মিতসুন্দরঃ ॥৪০৫
 শর্ষ উবাচ ।

জানে লোকবিধানস্ত কত্তা সংকাধ্যমুত্তমম্ ।
 জাতা প্রালেয়শৈলস্ত সঙ্কেতকনিরূপণাঃ ॥৪০৬
 সত্যমুৎকৃষ্টিতাঃ সর্ষে দেবকার্যার্থমুদ্যতাঃ ।
 তেষাং স্বয়ন্তি চেতাংসি কিন্তু কার্য্যং বিবক্ষিতম্
 লোকযাত্রানুগন্তব্য্য বিশেষেণ বিচক্ষণৈঃ ।

সেবন্তে তে যতো ধর্ম্মাং তৎপ্রামাণ্যাং পরে
 স্থিতাঃ ॥ ৪০৮
 ইতাক্তা মুনয়ো জগ্মুঃস্রিতান্ত হিমাচলম্ ।
 তত্র তে পূজিতান্তেন হিমশৈলেন সাদরম্ ।
 উচুর্মুনিবরাঃ শ্রীভাঃ স্বল্পবর্ণঃ স্বরাধিতাঃ ॥৪০৯
 মুনয় উচুঃ ।
 দেবো হুহিতরং সাক্ষাৎ পিনাকী তব মার্গতে
 তচ্ছৌভ্রং পাবয়ান্মানমাহত্যেবানলার্ণাণাং ॥৪১০
 কার্য্যমেতচ্চ দেবানাং সূচরং পরিবর্ততে ।
 জগৎকরণায়ৈষ ক্রিয়তাং বৈ সমুদ্যমঃ ॥ ৪১১
 ইতাক্তশ্চৈস্তদা শৈলো হর্ষাবিষ্টোহবদমুনীন
 অসমগোহভবদ্রকুমুত্তরং প্রার্থয়দ্বিবম্ ॥ ৪১২
 ততো মেনা মুনীন বন্দ্য প্রোবাচ স্নেহবিক্রবা ॥
 হুহিতুস্তান্ মুনীঃশৈব চরণাশ্রয়মর্থবিৎ ॥ ৪১৩
 মেনোবাচ ।
 যদর্থং হুহিতুর্জন্ম নেচ্ছন্ত্যপি মহাকলম্ ।

গোচর করিলাম, তাহাতে আমরাও ধন্ততর ।
 এক্ষণে আমরাদিগের প্রার্থনা এই যে, যাহাতে
 আমরাদিগের মনোরথের অদর্শন না ঘটে,
 যাহাতে মনোগত সকল হয়, এই বিপ্রবয়ম
 অবস্থায় জগতের শাস্তি-বিধানার্থ আপনি
 তাহাই করুন । আমরা বলঘাতী সুরেন্দ্রের
 চর । উৎকৃষ্ট কেদার-ক্ষেত্রে কর্ষকগণ যেমন
 সু-ফল লাভার্থ সুবীজমৃষ্টি বপন করে, সেই
 মুনিগণও গিরিশের কৃতিযোগ্য সন্নিহিত
 ভূভাগে থাকিয়া এই প্রকার বাক্য বিস্তার-
 পূর্বক প্রণাম করিলেন । ভগবান্ শর্ষ,
 সেই মুনিগণের রম্য প্রক্রম-সম্ভাষিত বাক্য
 শ্রবণান্তে স্মিত-সুন্দর মুখে বাচস্পতির শ্রায়
 প্রভাস্তরে বলিলেন,—লোকস্থিতি বিধানার্থ
 যে উত্তম সংকার্য উপািস্ত, আমি তাহা
 জ্ঞাত আছি ; হিমশৈলের একটা কত্তা জন্মি-
 যাচ্ছে ; আপনারা তাহারই বিষয়ে প্রস্তাব
 উত্থাপনার্থ সমুপস্থিত হইয়াছেন । দেব-
 কার্য্যার্থ সকলেই উৎকৃষ্টিত হইয়াছেন সত্য,
 কিন্তু চিত্ত স্বরাযুক্ত হইলেও কিঞ্চিৎ বিলম্ব
 ঘটিতেছে । বিবক্ষিত কার্য্য নিম্পত্তি বিষয়ে

সকলেরই—বিশেষতঃ বিচক্ষণ জনের পক্ষে
 লোকাচার প্রতিপালন আবশ্যক । বিচক্ষণেরা
 ধর্ম্মাচরণ করেন বলিয়া সাধারণ জনেরাও
 সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে । মুনিগণ এই
 কথা শুনিয়া ত্বরিতগতি হিমালয়ে গমনপূর্বক
 সেখানে হিমশৈলকর্তৃক সাদরে পূজিত
 হইয়া শ্রীতচিতে ব্যস্তভাবে অল্প কথায়
 কহিলেন,—পিনাকী স্বয়ংই তোমার কত্তার
 অবেষণ করেন ; অতএব তুমি সহর তাঁহাকে
 বহুসমক্ষে কত্তা সম্প্রদান করিয়া
 আত্মাকে পবিত্র কর । দীর্ঘকাল যাবৎ
 দেবগণের এই কার্য্য নিরূপিত রহিয়াছে ।
 তুমি জগতের উদ্ধার নিমিত্ত উদ্যম কর ।
 ৪০১—৪১১ । এই কথা শুনিয়া শৈলরাজ
 হর্ষাবিষ্ট-চিত্তে মুনিগণকে উত্তর বাক্য বলি-
 বার উদ্যম করিলেন ; পরন্তু কথা কহিতে
 পারিলেন না । মনে মনে শিবপ্রাপ্তির
 প্রার্থনা জানাইলেন । কার্য্যতত্ত্ব-চতুরা মেনা
 তখন সেই মুনিগণকে বন্দনাপূর্বক তাঁহা-
 দিগের চরণাশ্রয়ে কত্তাস্নেহক্রিয় হৃদয়ে
 বলিতে লাগিলেন । মেনা কহিলেন,—

তদেবোপস্থিতং সৰ্বং প্রক্ৰমেণৈব সাস্ত্রতম্ ॥ দতাক্ৰমজনজালা তপস্তেজোময়ী হ্যমা ॥৪২১
কুল-জন্ম-বয়ো-রূপ-বিভূত্যাঙ্কিতোহপি যঃ । প্রাচুস্তাঃ মুনয়ঃ স্নিগ্ধঃ সন্মান্তপথমাগতম্ ।
বরস্তস্তাপি ঠাহয় স্তুতা দেয়া হযাচতঃ ॥ ৪১৫ ॥ ম্যঃ প্রিয়ঃ মনোহারি মা রূপং তপসা দহ ॥
তৎসমস্ততপো ঘোরং কথং পুত্রী প্রযাত্ততি । প্রাতস্তে শঙ্করঃ পাণিমেব পুত্রি গ্রহীয্যতি ।
পুত্রীবাধ্যাদ্যদ্রাস্তি বিধেয়ং তদ্বিধীয়তাম্ ॥ যমধিতবস্তস্তে পিতরঃ পূৰ্বমাগতাঃ ॥ ৪২৩
ইত্যুক্তা মুনয়স্তে তু প্রিয়য়া হিমভূততঃ । পত্নী সহ গৃহং গচ্ছ বয়ং যামঃ স্বমন্দিরম্ ॥৪২৪
উচুঃ পুনরুদারার্থং নারীচিত্তপ্রসাদকম্ ॥ ৪১৭ ॥ ইত্যুক্তা তপসঃ সত্যং কলমন্তীতি চিন্ত্য সা ।
মুনয় উচুঃ । স্বরমাণা যযৌ বেষ্ম পিতৃর্দিব্যার্থশোভিতম্ ॥
ঐশ্বৰ্য্যমবগচ্ছ শঙ্করস্ত সুরাসুরৈঃ । সা তত্র রজনীং মেনে বর্ধাযুতসমাং সতী ।
আরাধ্যমানপাদাঙ্ক-গুণলত্যাং সুনীৰ্ব্বৃত্তৈঃ । হরদর্শনসজ্জাত-মহোৎকর্থা হিমাদ্রিজা ॥ ৪২৬
যন্তোপযোগি যজ্ঞপং সা চ তৎপ্রাপ্তয়ে চিরম্ । ততো মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মে তু তস্তাশ্চকুঃসুহৃৎপ্রিয়াঃ
ঘোরং তপস্ততে বালা তেন রূপেণ নিবৃত্তিঃ ॥ নানামঙ্গলসন্দোহান যথাবৎ ক্রমপূর্ব্বকম্ ॥ ৪২৭
যন্তদ্রব্যানি দিব্যানি নমিষ্যতি সমাপনম্ । দিব্যমগুনমঙ্গানাং মন্দিরে বহুমঙ্গলে ।
তত্র সাবহিতা তাবৎ তস্মাৎ সৈব ভবিষ্যতি ॥ উপাসত গিরিং মূর্ত্তা ঋতবঃ সার্ককামিকাঃ ॥৪২৮
ইত্যুক্তা গিরিণা সাক্ষিং তে যযুর্ভ্র শৈলজা ।

ঐহিকতার জন্ম মহা কলপ্রদ হইলেও যেজন্ত
জনগণ উহা কামনা করে না; আমার
পক্ষেও এক্ষণে প্রক্ৰমানুসারে তাহাই ষটি-
য়াছে । যে বয় কুল, জন্ম, বয়স, রূপ ও
ঐশ্বৰ্য্য-সমবিত হইয়াও কস্তানিমিত্ত প্রার্থনা
করে না, তাহাকে আত্মান করিয়া কস্তা দান
করা কর্তব্য । অতএব আমার পুত্রী
তপোমাত্র-সদল জনকে কি প্রকারে আশ্রয়
করিবে? পুত্রীর বাধ্যানুসারেই এ বিষয়ে
যাহা কর্তব্য, বিধান করুন । হিমগিরি-প্রিয়া
কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মুনীগণ নারী
চিত্তপ্রসাদক উদারার্থ বচনাবলী বিজ্ঞা
করিতে লাগিলেন । ৪১২—৪১৭ । মুনি
গণ কহিলেন,—শঙ্করের ঐশ্বৰ্য্যের কথা
বলিতেছি, অবগত হউন । সুরাসুরগণ
ঐহারই চরণকমলগুণল আরাধনা করিয়া
সুনীৰ্ব্বৃত্তিচিন্তে অবস্থান করেন । যে রূপ
যাহার উপযোগি, সে, সেই রূপ দ্বারাই সন্তুষ্ট
হয় । সেই জন্ত সেই বালিকাও ঐহাকেই
পাইবার জন্ত দীর্ঘকাল যাবৎ ঘোর তপস্যা
করিতেছেন । যে ব্যক্তি সেই দেবীর ব্রত
সকল সমাপিত করাইতে পারিবে, দেবী

তাহার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট থাকিবেন । এই
বলিয়া সেই মুনীগণ গিরিবরসহ শৈলনন্দিনী-
সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সেই সূর্য্যগ্নি-তেজো-
বিজয়ি-তপস্তেজোময়ী শুভা বালিকাকে
কহিলেন,—তোমার এই স্নিগ্ধ, রম্য, মনো-
হারী, প্রিয় রূপ, আর তপস্তাদ্বারা দাহ করিও
না । তোমার এই রূপ, এখন সকলেরই
সন্মানের পাত্র হইয়াছে । পুত্রি! এই
প্রাতঃকালে শঙ্কর তোমার পাণিগ্রহণ করি-
বেন । আমরা ইতঃপূর্বে আসিয়া তোমার
পিতার নিকট এ বিষয়ে প্রার্থনা করিয়াছি ।
এক্ষণে তুমি পিতার সহিত গৃহে গমন কর ।
আমরাও স্বস্থানে প্রস্থান করি । দেবী এই
কথা শুনিয়া ‘তপস্তার কল আছে’ এই
চিন্তা করিতে করিতে অবিলম্বে পিতার
দিব্যার্থ-মণ্ডিত ভবনে গমন করিলেন ।
সতী হিমাদ্রিনন্দিনী সেই রজনীকে হর-
দর্শনবিষয়ক উৎকর্থাবশে অগুণ্ড বর্ষ-সম
জ্ঞান করিলেন । অতঃপর ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত সময়ে
দেবীর প্রিয় সুহৃদগণ যথাযথ ক্রমানুসারে
তদীয় বিবিধ মঙ্গলাহুতানপূর্ব্বক বিবিধ
ভূষণে সর্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া ঐহাকে বহু
মঙ্গলদ্রব্যপূর্ণ মন্দিরে লইয়া গেল ।

বারবো বারিদাশাসন সন্মার্জনবিধৌ গিরে
 হর্ষ্যেযু ঐঃ স্বয়ং দেবী কৃতনানা প্রসাধন।
 কান্তিঃ সর্বেষু ভাবেষু ঋদ্ধিশ্চাত্তবদাকুল।
 চিন্তামণি প্রভৃতিযো রত্নাঃ শৈলং সমন্ততঃ ॥
 উপত্যক্ত্বর্নগাশ্চাপি কল্পকামমহাক্রমাঃ ।
 ওষধো মূর্তিমত্যশ্চ দিব্যৌষধিসমধিতাঃ ॥
 রাসাশ্চ ধাতবশ্চৈব সর্বৈ শৈলশ্চ কিকরাস্তাঃ ।
 কিকরাস্তশ্চ শৈলশ্চ ব্যাগ্রাশ্চাজ্জাহ্নবর্তিনঃ ॥
 নদাঃ সমুদ্রা নিখিলাঃ স্বাবরঃ জঙ্গমক যৎ ।
 তৎ সর্বং হিমশৈলশ্চ মহিমানমবর্জয়ৎ ॥ ৪৩৩
 অভবমুনয়ো নাগা যক্ষ-গন্ধর্ব-কিররাঃ ।
 শঙ্করশ্চাপি বিবুধা গন্ধমাদনপর্যন্তে ॥ ৪৩৪
 সর্বৈ মণ্ডনসম্ভারাস্তনুনির্মূলমুত্তরঃ ।
 শরশ্চাপি জটাজুটে চন্দ্রখণ্ডঃ পিতামহঃ ॥ ৪৩৫
 ববন্ধ প্রণয়োদার-বিস্ফারিতাবলোচনঃ ।
 কপালমালাং বিপুলাং চামুণ্ডা মূর্দ্ধাবদ্ধত ॥ ৪৩৬

তখন ঋতুগণ মূর্তিমন্ত হইয়া সেই গিরিবরের
 উপাসনা করিতে লাগিল। বায়ুগণ ও
 জলদেবী সন্মার্জনকাণ্ডে নিযুক্ত রহিল
 ঐদেবী স্বয়ং বিবিধ ভূষণে মণ্ডিত হইয়া
 বিরাজমানা হইলেন। সর্বভাবেই কান্তি
 বিদ্যমানা থাকিলেন। ঋদ্ধিও সেখানে
 আকুলভাবে অধিষ্ঠান করিলেন। চিন্তামণি
 প্রভৃতি রত্ন, কল্পক্রম ও কামক্রমাদি তরুগণ
 এবং প্রধান প্রধান গিরিগণ ও তথায় উপস্থিত
 হইয়া নানা কাম সম্পাদন করিতে লাগিল।
 মূর্তিমতী দিব্যৌষধি ও ওষধিগণ; বিবিধ
 রস, ধাতু, সকলেই ব্যগ্রভাবে সেই শৈলের
 আজ্জাহ্নবর্তী থাকিয়া কিকরকার্য্য করিতে
 লাগিল। ৪৩৮—৪৩২। নদী, সমুদ্র, স্বাবর
 জঙ্গম সকলেই আসিয়া তখন হিমশৈলের
 সর্দর্ভন করিতে লাগিল। যুনি, নাগ, যক্ষ,
 গন্ধর্ব, কিররগণ সহ দেবগণ সকলেই
 নির্মলাকারে মণ্ডিতদেহে গন্ধমাদন পর্যন্তে
 সমবেত হইলেন। পরে পিতামহ ব্রহ্মা,
 প্রণয়োদার-বিস্ফারিত-নেত্রে শঙ্করের জট-
 জুটে চন্দ্রখণ্ড বন্ধন করিয়া দিলেন।

উবাচ চাপি বচনং পুত্রং জনয় শঙ্কর ।
 যো দৈত্যোজ্জকুলং হতা মাং রক্তৈস্তপয়িষ্যতি ॥
 সৌরিজ লচ্ছিরোরত্নমুক্তকর্ণলোষণম্ ।
 ভূজগাভরণং গৃহ সজ্জং শস্ত্রাঃ পুরোহভবৎ
 শক্ৰো গজাজিনং তস্ত বসাত্যক্তাগ্রপল্লবম্ ।
 দধে সরভসং খিদিদ্বিস্তৌর্ণমুখপঙ্কজম্ ॥ ৪৩৯
 বায়শ্চ বিপুলং ভৌক্ষুশ্চ হিমগিরিপ্রভম্ ।
 বুধং বিভূষয়ামাস হরয়ানং মহৌজসম্ ॥ ৪৪০
 বিতেহুর্নয়নাস্তঃস্বাঃ শস্ত্রাঃ সূর্য্যানলেন্দবঃ ।
 স্বাঃ দ্ব্যতিং লোকনাথশ্চ জগতঃ কর্ম্মসাক্ষিণঃ ॥
 চিত্তাভ্যঙ্গ সমাধায় কপালে রজতপ্রভম্ ।
 মনুজাশ্বময়ীঃ মালামাববন্ধ চ পার্শ্বিনা ॥ ৪৪২
 প্রেতাধিপঃ পুরো দ্বারে সগদঃ সমবর্তত ।
 নানাকারমহারত্নভূষণং ধনদাস্ততম্ ॥ ৪৪৩
 বিহারোদগ্রসর্পৈশ্চকটকফন স্বপাণিনা ।

চামুণ্ডা দেবী মস্তকে বিপুল কপালমালা বন্ধন-
 পূর্বক করিলেন,—শঙ্কর! এমন একটা
 পুত্র উৎপাদিত হউক যে, আমাকে রক্ত
 দ্বারা তর্পিত করিতে পারবে। জনাধীন তখন
 উজ্জ্বল শিরোরত্ন-মণ্ডিত উগ্রমুখ ভূজগাভরণ
 লইয়া শঙ্কর সমীপস্থ হইলেন। সুররাজ
 শক্ৰ, বসাত্যক্ত-প্রান্ত (পাণ্ড) যুক্ত গজা-
 জিন হস্তে লইয়া ব্যাকুলভাবে স্বেদাক্রিয়
 বিস্তার মুখকমলে পুরোবর্তী হইলেন।
 বায়দেব মহেশ্বরের বাহন, বিপুল, ভৌক্ষু-
 শ্চ, হিমগিরিসম, মহাতেজস্বী বুধভট্টকে
 বিভূষিত করিলেন। ৪৩৩—৪৪০। লোকনাথ
 শঙ্কর নন্দনাস্তঃস্বা ও জগতের কর্ম্মসাক্ষী চন্দ্র,
 সূর্য্য ও অনল ইহারা নিজ নিজ দ্ব্যতি
 বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রেতপতি
 তখন মানুবাশ্বময়ী মালা কণ্ঠে ও বাহুতে
 বন্ধনপূর্বক এক হস্তে রজতকান্তি চিত্তাভ্যঙ্গ
 ও অপর হস্তে গদা লইয়া পুরদ্বারে দণ্ডায়-
 মান হইলেন। মহেশ্বর স্বয়ং ধনদ সমানীত
 নানাকার মহারত্নালঙ্কার-নিকর ও জলেশ-
 সমানীত স্বাঘ্রিপ্রস্থন-রচিত উত্তম মালা
 সকল পরিহারপূর্বক উগ্রসর্পবলয় হস্তে

কর্ণোত্তংসং চকারেশো। বাসুকিং তক্ষকং স্বয়ম্
জলাধীশাহতাং স্বাস্থ্যব্রহ্মনাবেষ্টিতাং পৃথক্ ।
ততস্ত তে গণাধীশা বিনয়াৎ তত্র বীরকম্ ॥
প্রোচুর্বাণ্ডাকৃতে ত্বং নো সমাবেদয় শূলিনে ।
নিষ্পন্নভরণং দেবং প্রসাধ্যেশং প্রসাধনৈঃ ॥
সপ্ত বারিধয়স্তস্মৈ কৰ্ত্তুং দৰ্পণবিভ্রমম্ ।
ততো বিলোকি তাবদানং মহাধুধিজলোদরে ॥
ধরামালিন্য জাহ্নুভ্যাং স্বাণুং প্রোবাচ কেশবঃ
শোভসে দেবং রূপেণ জগদানন্দদায়িনা ॥৪৪৮
মাতরঃ প্রেরয়ন্ কামবধুং বৈধব্যচিহ্নিতাম্ ।
কালোহর্যমিতি চালক্য প্রকারেজ্জিতসংজ্ঞয়া ॥
ততস্তাশ্চোদিতা দেবামুচুঃ প্রহসিতাননাঃ ।
রতিঃ পুরস্তব প্রাপ্তা। নাভাতি মদনোজ্জ্বলিতা
ততস্তাং সন্নিবার্যগ্রঃ বামহস্তাগ্রসংজ্ঞয়া ।
প্রয়াণে গিরিজাবজ্র-দৰ্শনোৎসুকমানসঃ ॥৪৫১

পরিধান করিলেন এবং বাসুকি ও তক্ষক
এই দুই নাগরাষ্ট্র দ্বারা কণ্বয়ে অবতংস
ধারণ করিলেন । অতঃপর গণেশ্বরগণ
স্ববিনয়ে বীরককে কহিলেন,—আপনি আমা-
দিগের কথা শব্দরূপে নিবেদন করুন । সমস্ত
আভরণ-নিষ্পন্ন হইয়াছে ; এক্ষণে তাঁহাকে
প্রসাধিত করিলেই হয় । সপ্ত বারিধি তখন
দৰ্পণকার্য্য সম্পাদনার্থ অধিষ্ঠান করিল ।
অনন্তর মহেশ্বর সাগরে আত্মাবলোকন
করিলে পর, কেশব দেব জাহ্নুদ্বারা ধরা-
বলখনপূর্ব্বক মহেশ্বরকে বলিলেন,—হে
দেব ! এই জগদানন্দ-মূর্তিতে আপনি সমধিক
শোভা পাইতেছেন । এই সময় মাতৃগণ
'সময়' বুঝিয়া ক্রসঙ্কেতে কামবধুকে প্রেরণা
করিলে, রতি দেবী মহেশ্বর সন্নিহিতা
হইলেন । তখন মাতৃগণ সাগরস্তবদনে
কহিলেন,—হে দেব ! আপনার সম্মুখে রতি
জ্বলিয়াছেন, কিন্তু মদন ব্যতীত ইহার
শোভা নাই । গিরিজানন-দৰ্শনোৎসুক-
মানস মহেশ সেই প্রয়াণকালে বাম-
হস্তাগ্র সঙ্কেতে আত্মসদানে তাহাদিগকে
নিবারণ করিলেন । ৪৪৮—৪৫১ । অতঃ-

ততো হরো হিমগিরিকন্দরাকৃতিঃ
সমুন্নতঃ যুগ্মগতিভিঃ প্রচোদয়ন্ ।
মহারুধঃ গণভূমুলাহিতেক্ষণঃ
স ভূধরানশানিরব প্রকম্পয়ন্ ॥ ৪৫২
ততো হরির্জ্যতপদপদ্ধতিঃ পুরঃ-
সরঃ শ্রমাদ্ভ্রম্যনিকরেণু বিশ্বমন্ ।
ধরারজঃ শব্দিতভূষণোহব্রবীৎ
প্রয়াত মা কুরুত পথোহস্ত সঙ্কটম্ ॥ ৪৫৩
প্রভোঃ পুনঃ প্রথমনিয়োগমুর্জয়ন্
সুতোহব্রবীদ্ভ্রুকুটিমুখোহপি বীরকঃ ।
বিয়ম্ভরা 'বিয়তি কিমস্তি কাস্তকং
প্রয়াত নো ধরগিধরা বিদূরতঃ ॥ ৪৫৪
'মহার্ণবঃ কুরুত শিলোপমং পয়ঃ
সুরধিষা গমনমহাতিবর্দ্ধমান ।
গণেশ্বরাস্চপলভয়া ন গম্যতাং
সুরেশ্বরৈঃ স্থিরমতিভিনিরীক্যতে ॥ ৪৫৫
ন ভূজিণা স্বতল্লমবেক্ষ্য নীয়তে
পিনাবিনঃ পৃথুমুখমণ্ডমগ্রভঃ ।

পর মহেশ্বর হিমগিরিশিখরাকৃতি সমু-
ন্নত মহারুধে আরোহণপূর্ব্বক গণগণকে
নেত্র-সঙ্কেতে যুগ্মগতি গমনাদেশ করিয়া
অশনি-বেগবৎ ভূধরকে কম্পিত করিয়া
যাইতে লাগিলেন । হরি জ্যতপদে চক্রমণ
জন্ত ধূলিধূসর ভূষণে শ্রমবশে ক্ষণকাল জম-
তলে বিশ্রমার্থ উপবিষ্ট হইয়া 'যাও, যাও,
পথে জনতা সঙ্কট করিও না' ইত্যাদি
আদেশ করিতে লাগিলেন । প্রভুপুত্র বীর-
কও ভ্রুকুটিমুখে বলিতে লাগিলেন,—ওরে
আকাশচারিগণ ! আকাশে কোন্ রম্য দ্রব্য
আছে যে, তোরা বিলম্ব করিতেছিস্ ! ওহে
ধরগীধরগণ ! তোমরা দূরে যাও না ! মহা-
ৰ্ণব সকল ! তোমরা স্ব স্ব জলরাশি শিলাসম
কর । ভূত-প্রেতগণ ! তোমরা পথের কৰ্দম
অপসারিত কর । গণেশ্বরগণ ! তোমরা
চপলভাবে যাইও না ; স্থিরমতি সুরেশ্বর-
গণ দেখিতেছেন । ভূকী যে পিনাকীর জন্ত
পৃথুমুখ ককাল লইয়া যাইতেছে, তাহাতে সে

বৃথা যম প্রকটিতদন্তস্তকোটরঃ
 ত্রয়াদ্বং বহসি বিহায় পঙ্করম্ ॥ ৪৫৬
 পদং ন যত্রথতুরগৈঃ পুরদ্বিবা
 প্রমুচ্যতে বহতরমাত্তসঙ্কলম্ ।
 অমী সুরাঃ পৃথগনুযায়িভিবৃতাঃ
 পদাতনো দ্বিগুণপথান্ হরপ্রিয়াঃ ॥ ৪৫৭
 স্ববাহনৈঃ পবনবিধুতচামরৈ-
 শ্চলক্ষজৈর্জজত বিহারশালিভিঃ ।
 সুরাঃ স্বকং কিমিতি ন রাগমুক্তিতঃ
 বিচার্যতে নিয়তলয়ত্রয়াভুগম্ ॥ ৪৫৮
 ন কিম্নরৈরভিতবিতুং হি শক্যতে
 বিভূষণপ্রচয়সমুদ্ভবো ধ্বনিঃ ।
 স্বজাতিকাঃ কিমিতি ন ষড়্ভুজমধ্যম-
 পৃথুস্বরং বহতরমত্র বক্ষ্যতে ॥ ৪৫৯
 নতানতানতনতনতানতাং গতাঃ
 পৃথক্কা সময়কৃতা বিভিন্নতাং ।
 বিশক্টিতাভবদতিভেদশীলিনঃ
 প্রয়াস্ত্যমী ক্রতপদমেব গোড়কাঃ ॥ ৪৬০

আর তাহার নিজের দেহের দিকে লক্ষ্য
 রাখিতেছে না। ওহে যমরাজ। আপনি
 একটি নরপঙ্কর না লইয়া যে দণ্ড ধারণ
 করিতেছেন, ইহা বৃথা! রথ-তুবগ ও মাতৃ-
 গণে সমাকুল হওয়ায় পিনাকী অতি ধীরে
 অগ্রসর হইতেছেন। ঐ সুরগণ পৃথক্
 পৃথক্ অনুযায়িত্রয়ে পরিবৃত্ত হইয়া যাইতে-
 ছেন। আর হরপ্রিয় প্রমথগণ ইতিমধ্যেই
 দ্বিগুণ পথ অতিবাহিত করিয়াছে। সুরগণ!
 তোমরা পবনবিধুত চামর চঞ্চলক্ষজ বিহার-
 শালী স্ব স্ব বাহনারোহণে যাও; তোমরা
 সঙ্গীতের উর্জিত রাগ তাল লয়াদির বিচার
 করিতেছ না কেন? ঐরসুরগণ ভূষণচয়ের
 ধ্বনি জয় করিতে সমর্থ হইতেছে না। স্ব
 জাত্যনুসারে ষড়্ভুজ মধ্যমাদি উচ্চ স্বরসমূহের
 আলাপ হইতেছে না কেন? গোড়কগণ,
 কালভেদানুসারে অতি তুর্লক্ষ্য পার্থক্য সম-
 স্ত ও প্রকটনপূরক নতানত, অনিত ও নত—
 এই জীবিত তানভেদ সহকারে সঙ্গীতা-

বিসংহতাঃ কিমিতি ন যান্নবাদয়ঃ
 স্বগীতৈর্কল্ললিতপদপ্রয়োগজৈঃ ।
 প্রভোঃ পুরো ভবতি হি যন্ত চাক্ততঃ
 সমুদগ ভার্থকমিতি তৎ প্রতীয়তে ॥ ৪৬১
 অমী পৃথগ্বিরচিতরম্যরাসকঃ
 বিলাসিনো বহুগমকস্বভাবকম্ ।
 প্রযুক্ততে গিরিশযশোবিসারিণঃ
 প্রকৌণকং বহতরনাগজাতয়ঃ ॥ ৪৬২
 অমী কথং ককুভি কথাঃ প্রতিক্ষণং
 ধ্বনস্তি তে বিবিধবধুবিমিশ্রিতাঃ ।
 ন জাতনো ধ্বনিমুরজাসমীরিতা
 ন মূর্চ্চিতাঃ কিমিতি চ মূর্চ্চনাম্বিকাঃ ॥ ৪৬৩
 শ্রুতিপ্রিয়ক্রমগতিভেদসাধনং
 ততাদিকং কিমিতি ন তুস্বরৈরিতম্ ।
 ন হন্ততে বহুবিধবাদ্যভদ্বরং
 প্রকৌণবীণামুরজাদি নাম যৎ ॥ ৪৬৪
 ইতীরিতে গিরিমবধানশালিনঃ
 সুরাসুরাঃ সপদি তু বীরকাজয়া ।
 নিয়ামিতাঃ প্রযবুরতীব হর্ষিতা-
 শ্চরাচরং জগদখিলং হৃপূরয়ন ॥ ৪৬৫
 ইতি স্তনৎককুভি রসমহাণবে
 স্তনদ্বনে বিদালিতশৈলকন্দরে ।

লাপ করিতে কবিতে ক্রতপদেই যাইতেছে।
 এই সুললিত স্বর, ললিতপদ, স্পষ্টার্থ সঙ্গীত-
 কারী মাজবাদিগণ কিজন্ত প্রভুর পুরোভাগে
 যাইতেছে না। এই বিলাসী নাগজাতরা
 গিরিশযশোবিস্তারক বহুগমকযুক্ত রম্য
 সারক পৃথক্ পৃথক্ প্রবর্তিত করিয়াছে।
 এদিকে অনবরত সুরাঙ্গনাগণের বিবিধ
 ধ্বনি শুনিতেছি কেন? সুরজাদিধ্বনিসহ
 নানাভাতি স্বরালাপ হইতেছে বটে, কিন্তু
 একটিও মূর্চ্চনা শুনিতেছি না। তুষ্ককৃত
 বিবিধ গাতিক্রমে দসাধক রাগাদি বা
 সুরজাদি বাজাভদ্বর হইতেছে না কেন?
 ৪৫২—৪৬৫। বীরক এইরূপ বলিলে তদীয়
 আজ্ঞানুসারে সুরাসুরগণ সাবধানে হরিত
 হইয়া চরাচর জগৎ পারপুরুষপূরক হইয়া-

জগত্যত্বে তুমুল ইবাকুলীকৃতঃ
 পিনাকিনা অরিতগতেন ভূধরঃ ॥ ৪৬৬
 পরিজলংকনকসহস্রতোরণঃ
 কচিগ্নিলম্বরকতবেশ্বেবেদিকম্ ।
 কচিৎ কচিৎবিমলবিদ্যুভূমিকং
 কচিগ্নলজ্জলধররম্যানিবারম্ ॥ ৪৬৭
 চলকজ প্রবরসহস্রমণ্ডিতং
 সুরজ্জমস্তবকবিকীর্ণচত্বরম্ ।
 সিংহাসিতাকর্ণকচিধাতুবর্ণকঃ
 শ্রিয়োমুজ্জলং প্রবিততমার্গগোপুরম্ ॥ ৪৬৮
 বিজুস্তিতা প্রতিসমধুমবারিতঃ
 স্নগচ্ছিতাঃ পুরপবনৈর্মনোহরম্ ।
 হরো মহাগিরিনগরং সমাসদং
 কণাদিব প্রবরসুরাসুরস্বতঃ ॥ ৪৬৯
 তং প্রবিশস্তমগাৎ প্রবিলোক্য
 ব্যাকুলতাং নগরং গিরিভর্ত্তুঃ ।

ব্যগ্রপুরজ্জিজনং জবিয়ানং
 ধাবিতমার্গজনাকুলরথায় ॥ ৪৭০
 হস্ত্যাগবাৎসগতামরনারী
 লোচননৌলসরোরুহমালাম্ ।
 স্প্রকটো সমদৃশ্যত কাচিৎ
 স্বাতরণাংস্তাবতানবিগুতা ॥ ৪৭১
 কাপ্যখিলীকৃতমণ্ডনভূষা
 ত্যক্তসখী প্রণয়া হরমৈকৎ ।
 কাচিৎবাচ কলং গতমানা
 কাতরতাং সখি মা কুরু মূঢ়ে ॥ ৪৭২
 দক্ষমনোভব এষ পিনাকী
 কাময়তে স্বয়মেব বিহর্তুম্ ।
 কাচিদপি স্বয়মেব পতন্তী
 প্রাহ পরাং বিরহশ্মলিতাজীম্ ॥ ৪৭৩
 মা চপলে মদনব্যতিষঙ্গঃ
 শঙ্করজং শ্বলনেন বদ ভম্ ।
 কাপি কৃতব্যবধানমদৃষ্টৌ
 যুক্তিবশাদ্গিরিশো হৃদয়মূঢ়ে ॥ ৪৭৪

গিরির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ।
 পিনাকী তখন অরিতভাবে গমন করিতে
 থাকিলে দিক্, মেঘ সমুদ্র ও শৈল কন্দরের
 তুমুলশব্দে জগৎ পরিপূর্ণ এবং হিমগিরি
 আকুলীকৃত হইল । অতঃপর হর, সুরাসুর-
 গণসহ কণমাঝে গিরিনগরে প্রবেশ করি-
 লেন । সেই নগরের কোন স্থান জাজ্জল্য-
 মান কনকতোরণসহস্রে সমুজ্জল, কোন স্থল
 মরকত শিলাগৃহ বেদিকাদি দ্বারা মণ্ডিত কচিৎ
 কচিৎ বিমল বৈদ্যুভূমি শোভমান এবং
 কোন স্থলে জলধররম্য নিবার প্রবাহিত ।
 চলক সমুচ্চ ধ্বজসহস্রে মণ্ডিত, সিত,
 অসিত, অকণাদি নানাবর্ণ ধাতুরাগে রঞ্জিত,
 সুবিস্তৃত পথ-গোপুরাদিযুক্ত সেই নগর নিজ
 ক্রীতে অতীব উজ্জ্বলাকার । উহার চত্বরে
 পরি সুরজ্জমকুসুমসমূহ বিকীর্ণ এবং গৃহ-
 সমূহ অপ্রতিম মনোহর পুরপবনামোদে
 সুবাসিত । মহেশ্বরকে প্রবেশ করিতে
 দেখিয়া গিরিরাজের সেই নগর শঙ্করদর্শন-
 সত্ত্বে ব্যাকুল ভাব ধারণ করিল ।

পুরজ্ঞীগণ ব্যগ্র হইলেন ; জনগণ সবেগে
 ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে লাগিল ; পথ
 সকল লোকে আকুল হইয়া পড়িল । কোন
 অমরনারী হস্ত্যাগবাৎস প্রকটভাবে অব-
 স্থানপূর্বক স্বীয় আভরণকিরণবিতানে
 নিগুঢ় থাকিয়াই জনগণের লোচননৌল-
 কমলমালা বিলোকন করিতে লাগিল । কোন
 কামিনী সমস্ত ভূষণে ভূষিতা হইয়া সখীপ্রণয়
 পরিহারপূর্বক হরদর্শনে নিবিষ্ট হইল ।
 কোনও গতমানা রমণী নিজ সখীকে কহিল,
 মূঢ়ে, সখি! কাতরতা করিও না । এই
 পিনাকী মনোভবকে দাহ করিয়াছেন, এখন
 আবাস স্বয়ংই বিহার করিতে চাহেন । কোন
 নারী স্বয়ং পড়িতে পড়িতে বিরহশ্মলিতাজী
 অপরাধকে কহিল,—চপলে! তুমি যেন শঙ্ক-
 রজ মদনবিকার বিষয়ক কোন কথা ভ্রম-
 ক্রমে প্রকাশ করিয়া ফেলিও না । কোন
 যুবতী ব্যবধান বশতঃ শঙ্করকে দেখিতে
 না পাইয়াও যুক্তিবলেই কহিল,—এই যে

এষ স যত্র সহস্রমখাদ্যা
নাকসদামধিপাঃ স্বয়মুভৈঃ ।
নামভিরিন্দুজটং নিজসেবা-
প্রাপ্তিকলায় নতাস্ত ঘটন্তে ॥ ৪৭৫

এষ ন চৈষ স এষ যদগ্রে
স্বর্ণপরীততরুঃ শশিমৌলী ।
ধাবতি বজ্রধরোহমররাজো
মার্গমমুঃ বিরূতাকরণায় ॥ ৪৭৬

এষ স পদ্মভবোহমুপেতা
প্রাণ্ডজটা-মৃগচর্মনিগূঢ়ঃ ।
সপ্রণয়ঃ করঘট্টিতক্রঃ
কিকিণ্বাচ মিতঃ শ্রুতিমূলে ॥ ৪৭৭

এবমভুং সুরনারিকুলানাং
চিন্তাবিসর্জলতা গুরুরাগাৎ ।

শঙ্করসংশ্রয়ণাদিগরিজায়া-
জন্মকলং পরমস্থিতি চোচুঃ ॥ ৪৭৮

ততো হিমগিরেবেশা বিশ্বকর্মানবেদিতম্ ।
মহানীলময়স্তম্ভঃ জলংকাঞ্চনকুট্টিমম্ ।
মুক্তাজালপরিষ্কারঃ জলিতৌষধিদীপিতম্ ।
ক্রীড়োজ্ঞানসহস্রাঢ্যঃ কাঞ্চনাবন্ধদীপিকম্ ॥ ৪৮০

শঙ্কর ; এই সেখানে ইন্দ্রাদি দেবগণ রহিয়া-
ছেন। নিজ নিজ নামোচ্চারণ সহ ইন্দু-
মৌলিকে প্রণাম করিয়া বাঞ্ছিত প্রাপ্তির
চেষ্টা করিতেছেন। কোন সৌমন্ত্রনৌ কহিল,
ও নয় ; ঐ শশিশেখর শঙ্কর ; যাহার অগ্রে
ঐ স্বর্ণক্রিয়তরু বজ্রধর অমররাজ অগ্রপথ
বিরূত করণার্থ ধাবন করিতেছেন। জটা-
ভার ও মৃগচর্ম নিগূঢ় ঐ যে, উনি পিতা-
মহ ব্রহ্মা। উনি ঐ চক্রপাণির সন্নিহিত
হইয়া সপ্রণয়ে তদীয় কর্ণমূলে কি যেন
কহিতেছেন। সুরনারীগণ এই ভাবে পর-
স্পর বলিতে লাগিল যে, শঙ্করসংশ্রয়ে
গিরিজার জন্ম পরম সফল হইল। অতঃপর
মহেশ্বপ্রমুখ দেবগণ, হিমগিরির বাসভবন
দর্শন করিলেন। তাঁহারা, সেই বিশ্বকর্ম্ম-
বিনির্মিত, মহানীলরত্ন স্তম্ভযুক্ত, জলংকাঞ্চন-
কুট্টিম, মুক্তাজালসজ্জিত, জলিত ওষধি-

মহেশ্বপ্রমুখাঃ সর্বৈ সুরা দৃষ্ট্বা তদদ্ভুতম্ ।
নেত্রাণি সফলাস্তম্ভ মনোভিরিতি তে দধুঃ ॥
বিমদকৌর্ণকেয়রা হরিণা দ্বারি যোধিতাঃ ।
কথঞ্চিং প্রমুখাস্তত্র বিবির্ণনাকবাসিনঃ ॥ ৪৮২
প্রণতেনাচলেন্দ্রেণ পূজিতোহথ চতুর্মুখঃ ।
চকার বিধিনা সর্বং বিধিমস্তপুরঃসরম্ ॥ ৪৮৩
শর্ক্রেণ পাণিগ্রহণমগ্নিসাক্ষিকমকৃতম্ ।
দাতা মহীভূতাং নাথো হোতা দেবশ্চতুর্মুখঃ ॥
বরঃ পশুপতিঃ সাক্ষাৎ কস্তা বিশ্বাঃপ্রণিস্থথা ।
চরাচরাণি ভূতানি সুরাসুরবরাণি চ ॥ ৪৮৫
তত্রাপোতে নিয়মতো হতবন্ ব্যগ্রঃমূর্ত্তয়ঃ ।
মুমোচাভিনবান সর্বাঙ্কশালীন রসোষধীঃ ॥
ব্যগ্রা ভু পৃথিবী দেবী সর্বভাবমনোরমা ।
গৃহীত্বা বরুণঃ সক্ষরভ্রাতৃত্বভরণানি চ ॥ ৪৮৭
পুণ্যানি চ পবিত্রাণি নানারত্নময়ানি ভূ ।
তস্মৈ সাতরণো দেবো হৃদয়ঃ সর্বদেহিনাম্ ॥
বনদশ্যাপি দিব্যানি হৈমান্তাভরণানি চ ।

দীপালোকিত, শতসহস্র উদ্যানাক্রীড়াঢ্য,
কাঞ্চনাবন্ধ-দীঘিকাশোভিত, অদ্ভুত গিরিভবন
দর্শনে মনে মনে ভাবিলেন যে, আমাদিগের
মনের ও নয়নের অদ্য সাফল্য ঘটিল।
৪৮৫—৪৮১। তখন হরি যাইয়া পুরদ্বার
রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাতে এমন
বিমদ উপস্থিত হইল যে, তাঁহাদি গের কেয়ুর-
সমূহ চণ বিচণ হইয়া যাইতে লাগিল।
অতঃপর অচলেন্দ্রে কর্তৃক অভিবাদিত হইয়া
পিতামহ চতুর্মুখ বিধিমস্তপুরসর সমস্ত কার্য
সম্পাদন করিলেন। শর্ক কর্তৃক অগ্নিসাক্ষাৎ-
কারে পাণিগ্রহণ কার্য অক্ষতরূপে সমাহিত
হইল। সেই বিবাহে দাতা মহীধরনাথ,
হোতা চতুরানন ব্রহ্মা, বর পশুপতি এবং
কস্তা সাক্ষাৎ বিশ্বাঃপ্রণিকৃপিতা। তথাপি
দর্শক চরাচর ভূতগণ কার্য গোঁরবসন্তমে
ব্যগ্রমূর্ত্তি হইয়া পড়িল। সর্ব ভাবমনোরমা
পৃথ্বীদেবী বিশিধ বনৌষধি ৫; শস্তশালি
সকল বিকিরণ করিতে লাগিলেন। বরুণদেব
পুণ্য মনোরম রত্ন ও বিবিধ রত্নাভরণ লইয়া

জাতরূপবিচিত্রাণি প্রযতঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ৪১১
 বায়ুববৌ সুরভি সুরসংস্পর্শনো বিভূঃ ।
 ছত্রমিন্দুকরোদগারঃ সুসিতঞ্চ শতক্রতুঃ ॥ ৪১২
 জগাহ মুদিতঃ সখী বাহুভির্বহুভূষণৈঃ ।
 জগুর্গন্ধর্বগাথাশ্চ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪১৩
 বাদয়ন্তোহতিমধুরং জগুর্গন্ধর্ব-কিন্নরাঃ ।
 মূর্ত্যাশ্চ ঋতবস্ত্রা জগুশ্চ ননৃতুশ্চ বৈ ॥ ৪১৪
 চপলাশ্চ গাণাস্তমূলোন্ময়ন্তো হিমাচলম্ ।
 উত্তিষ্ঠনু ক্রমশ্চাত্ত্র বিশ্বভূগুভগনেত্রহা ॥ ৪১৫
 চকারৌষাধিকং কৃত্যং পত্ন্যা সহ যথোচিতম্ ।
 দত্তার্থো গিরিরাজেন সুরবৃন্দেবিনোদিতঃ ॥
 অবসং তাং কপাং তত্র পত্ন্যা সহ পুরাস্বকং ।
 ততো গন্ধ দ্বীপীভেন নৃত্যেনাপ্সরসামপি ॥ ৪১৬
 ভূতিভিদেব-দৈত্যানাং বিবুদ্ধো বিবুধাধিপঃ ।
 আমন্ত্র্য হিমশৈলেন্দ্রঃ প্রভাতে চোময়া সহ ।

হরসমীপে অবস্থিত হইলেন । ধনদ দেবও
 বিবিধ বিচিত্র হেমাভরণহস্তে বিনীতভাবে
 উপস্থিত হইলেন । দেব শঙ্কর সেই সমস্ত
 আভরণাদি ধারণ করিয়া সর্বপ্রাণীর হর্ষ
 বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন । বিভূ বায়ু, সুরভি
 ও সুরসংস্পর্শ হইয়া বহিতে লাগিলেন । মাল্য-
 ধর শতক্রতু ইন্দ্র বহুভূষণভূষিত বাহু দ্বারা
 মুদিতচিত্তে ইন্দুকিরণস্রাবী সুরেত ছত্র
 ধারণ করিলেন । প্রধান প্রধান গন্ধর্বগণ
 গান এবং অপরাদল নৃত্য করিতে লাগিল ।
 গন্ধর্ব-কিন্নরগণ অতি মধুর গীতবাদ্য করিতে
 লাগিল । ঋতুগণও তখন মূর্তিমান হইয়া
 নৃত্য গীত আরম্ভ করিয়া দিল ৪৮২—৪৯২ ।
 চপল গণগণও নানাবিধ ভাব অবলম্বন করিয়া
 আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল । এইভাবে
 ক্রমে ক্রমে ভগনেত্রহারী হর, পত্নীসহ যাব-
 তীয় বৈবাহিক কার্য যথোচিত সমাধান করি-
 লেন । পুরহর, সেই রাত্রি সেখানে পত্নীসহ
 যাপন করিয়া প্রভাতে সেই বিবুধপতি শঙ্কর
 দেব-দৈত্যবর্গের ভূতিশব্দে প্রবুদ্ধ হইলেন ।
 পরে শৈলরাজকে আমন্ত্রণপূর্বক সদলবলে

জগাম মন্দিরগিরিঃ বায়ুবেগেন শৃঙ্গিণা ॥ ৪১৬
 ততো গতে ভগবতি নীললোহিতে
 সহোময়া রতিমলভর ভূধরঃ ।
 সবান্ধবো ভবতি চ কস্ত নো মনো
 বিহ্বলঞ্চ জগতি হি কস্তকাপিতুঃ ॥ ৪১৭
 জলমণিফটিকহাটকোৎকটঃ
 ফুটুহ্যতি ফটিকগোপুরং পুরম্ ।
 হরো গিরৌ চিরমমুকুলিতং তদা
 বিসর্জিতামরনিবহোহবিশং স্বকম্ ॥ ৪১৮
 তদোমাসহিতো দেবো বিজহার ভগাঙ্কিহা ।
 পুরোদ্যানেন্দ্ৰম্যোষু বিবিক্রেষু বনেষু চ ॥
 সুরভুক্তহৃদয়ো দেব্যা মকরাক্ষপুয়ঃসরঃ ।
 ততো বহুতিথে কালে সূতকামা গিরেঃ সূতা
 সখীভিঃ সহিতা ক্রীড়াং চক্রে কৃত্রিমপুল্লকৈঃ ।
 কদাচিদপক্ষতৈলেন গাত্রমভ্যজ্য শৈলজা ॥

নিজাবাসে যাত্রা করিলেন । অনন্তর নীল-
 লোহিত হর, উমাসহ প্রস্থান করিলে পর
 হিমভূধর সবান্ধবে বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন ।
 জগতে কোন্ কস্তার পিতাই বা এমন অব-
 স্থায় বিহ্বল না হইয়া পারে ? সেই গিরিবর
 তখন সমাগত সুরগণকে বিসর্জনপূর্বক
 স্বকীয় চিত্রাধ্যুষিত ফুটুহ্যতি, ফটিকগোপুর-
 শালী, জাজ্বল্যমান মণি-হাটক-ফটিকভূষিত
 পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । ৪১৩—৪১৮ ।
 এদিকে ভগনেত্রহর দেব মহেশ্বর, উমার
 সহিত সুরভুক্ত হৃদয়ে রম্য পুরোদ্যান ও
 বিবিধ বনাদিতে কামবিহার করিতে লাগি-
 লেন । ইহার পর বহুকাল অতীত হইলে
 গিরিনন্দিনী পুত্রকামনাবতী হইয়া সখীগণ
 সহ কৃত্রিম পুত্রক দ্বারা ক্রীড়াপরায়াণা হইলেন ।
 একদা শৈলজা গন্ধতৈলোষর্জন করিয়া মলা-
 পসারার্থ চূর্ণক (বেশম) দ্বারা গাত্রোষর্জন
 করেন । পরে গাত্র হইতে সেই চূর্ণপিষ্ট
 দ্বারা একটা গজানন পুত্তল নির্মাণ
 করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাকে গজা-
 জলে নিক্ষেপ করিলেন । সেই পুত্তলটী
 শিবাসখী জাহ্নবীতে পতিত হইয়া অবিলম্বে

চূর্ণৈকবর্ষতয়াস মলিনান্তরিতাং তনুম্ ।
 তদ্বর্ষনকং গৃহ রজশ্চক্রে গজাননম্ ॥ ৫০২
 পুত্রকং ক্রীড়ত্যৌ দেবী তৎকালিকপদমুদ্রাং ।
 জাহব্যাং শিবাসখ্যান্ততঃ সোহভূদব্রহ্মপুঃ ॥
 কায়েনাতিবিশালেন জগদাপুরয়ৎ তদা ।
 পুত্রোজ্যাবাচ তং দেবী পুত্রোজ্যাবাচ চ জাহবী ॥
 গাঙ্গেয় ইতি দেবৈশ্চ পুজিতোহভূদগজাননঃ ।
 বিনায়কাধিপত্যঞ্চ দদাবস্ত পিতামহঃ ॥ ৫০৫
 পুনঃ সা ক্রীড়নং চক্রে পুত্রার্থং বরবর্ণিনী ।
 মনোজ্ঞমক্ষুরং রুদ্রমশোকস্ত শুভাননা ॥ ৫০৬
 বর্দ্ধয়ামাস তৎকালি রুদ্রসংস্কারমঙ্গলা ।
 বৃহস্পতিমুখৈর্বিষ্টৈর্প্রদ্বিস্পতিপুরোগমৈঃ ॥ ৫০৭
 ততো দেবৈশ্চ মুনিভিঃ প্রোক্তা দেবী হিদিংবচঃ
 ভবানি ভবতী ভব্যা সমুতা লোকভূতয়ে ॥ ৫০৮
 প্রায়ঃ স্তুতফলো লোকঃ পুত্র-পৌত্রৈশ্চ লভ্যাতে
 অপুত্রাশ্চ প্রজাঃ প্রায়ো দৃশ্যন্তে দৈবহেতবঃ ॥

বৃহদাকার ধারণ করিয়া যেন জগৎ আপুরণো-
 জ্ঞত হইল। তখন দেবী তাহাকে ‘পুত্র’
 বলিয়া সম্বোধন করিলেন। গঙ্গাদেবীও
 তাঁহাকে তখন ‘পুত্র’ শব্দেই আহ্বান করি-
 লেন। তদবধি সেই গজানন ‘গাঙ্গেয়’ নামে
 খ্যাত হইলেন। পিতামহ তাঁহাকে গণাধিপত্য
 প্রদান করিলেন। তিনি দেবগণ-কর্তৃক পূজিত
 হইতে লাগিলেন। সেই বরবর্ণিনী দেবী
 পুনরায় পুত্রার্থ ক্রীড়াপরায়ণ হইলেন। শুভা-
 ননা উমাদেবী একটি অশোক-অক্ষুর রোপণ
 করিলেন। ক্রমে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া মনোজ্ঞ
 আকার ধারণ করিল। দেবী সংস্কার-মঙ্গলা-
 চার দ্বারা তাহাকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।
 ক্রমে উহা কিঞ্চিৎ বৃহদাকার প্রাপ্ত হইলে
 একদা বৃহস্পতিপ্রমুখ বিপ্র, মুনি ও দেবগণ
 তথায় সমাগত হইয়া দেবীকে কহিলেন,—
 ভবানি! আপনি ভবক্ষেমবিধায়িনী;
 লোকসকলের মঙ্গলবিধানার্থই আপনার
 জন্ম। লোক সকল পুত্ররূপ ফলেরই কামনা
 করিয়া থাকে। পুত্র-পৌত্রাদি দ্বারাই জনগণ
 জন্মসাক্ষ্য উপভোগ করে। আর প্রায়ই

অধুনা দর্শিতে মার্গে মর্যাদাং কাৰ্জুমহসি ।
 ফলং কিং ভবিতা দেবি কল্পিতৈশ্চকপুত্রকৈঃ ।
 ইত্যুক্তা হর্ষপূর্ণাকৌ প্রোবাচোমা শুভাং গিরম্
 দেব্যুবাচ ।
 এবং নিরুদকে দেশে যঃ কুপং কারয়েদ্বিধুঃ ।
 বিন্দো বিন্দো চ তোয়ন্ত বসেৎ সংবৎসরং দিবি
 দশকূপসমা বাপী দশবাপীসমো ব্রহ্মদঃ ।
 দশব্রহ্মদসমঃ পুত্রো দশপুত্রসমো জন্মঃ ।
 এষৈব মম মর্যাদা নিয়তা লোকভাবিনী ॥ ৫১২
 ইত্যুক্তাস্ত ততো বিপ্রা বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ।
 জগুঃ স্বমন্দিরাণ্যেব ভবানীং বন্দ্য সাদরম্ ॥
 গতেষু তেষু দেবোহপি শঙ্করঃ পর্বতাঙ্কজাম্
 পাণিনা লবমানেন শনৈঃ প্রাবেজ্যচ্ছুভাম্ ॥
 চিত্তপ্রসাদজননং প্রাসাদমহাগোপুরম্ ।
 লবমৌক্তিকদামানং মালিকাকুলবেদিকম্ ॥ ৫১৫

দেখা যায়, অপুত্র প্রাণিগণ সংসারবিরাগী
 হইয়া দেবভাব লাভার্থই যত্নপরায়ণ হইয়া
 উঠে। এক্ষণে সাধুজনাচরিত পথে একটি
 মর্যাদা বিধান করা আপনার কর্তব্য। দেবি!
 এই কল্পিত তরু-পুত্রক দ্বারা কি ফল? উমা
 দেবী; এই কথা শুনিয়া হর্ষপূর্ণনয়নে তাঁহা-
 দিগকে এই শুভ প্রত্যুত্তর করিলেন।
 ৪৯৯—৫১০। দেবী কহিলেন,—নিরুদক দেশে
 কুপ খনন করিলে তাহার এক এক বিন্দু
 জলের ফলে এক এক বৎসর স্বর্গবাস হয়।
 একটি বাপীতে দশকূপসম এবং একটি ব্রহ্মদে
 দশবাপী সদৃশ ফল হয়। একটি পুত্রে দশব্রহ্মদ
 সমান এবং একটি জন্মরোপণে দশপুত্র সম-
 তুল্য ফল হয়। আমি এই লোকহিতবিষয়িনী
 মর্যাদা স্থাপন করিলাম। বৃহস্পতি পুরো-
 গম বিপ্রগণ উমা কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া
 সেই ভবানীকে সাদরে বন্দনাপূর্বক স্ব স্ব
 স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা প্রতি-
 গমন করিলে পর দেব শঙ্কর শুভা পর্বত-
 নন্দিনীকে হস্তে ধারণপূর্বক শনৈঃ শনৈঃ
 প্রাসাদে প্রবেশ করাইলেন। সেই প্রাসাদ
 চিত্তপ্রসাদজনক ও গোপুরসমবিত। উহার

নিধৌ তকলধৌতঞ্চ ক্রৌড়াগৃহমনোরমম্ ।
 প্রকৌণ্ডকুসুমোদাম-মন্তালিকুলকুজিতম্ ॥ ৫১৬
 কিমরৌক্ষীভসঙ্গীত-গৃহান্তরিতাভিত্তিকম্ ।
 স্নুগন্ধিপসজ্যাত-মনঃপ্রার্থ্যমলকিতম্ ॥ ৫১৭
 ক্রৌড়য়ম্ময়রনারীভিবৃতং বৈ ততবাদিভিঃ ।
 হংসসজ্জাতসজ্জুষ্টং স্ফটিকস্তম্ভবেদিকম্ ॥ ৫১৮
 অনারতমতিপ্রীত্যা বহুশঃ কিম্নরাকুলম্ ।
 শুকৈর্ষজ্জাতিহস্তস্তে পদ্মরাগবিনির্মিতাঃ ॥ ৫১৯
 ভিত্তয়ো দাড়িমভ্রান্ত্যা প্রতিবিস্তিতমৌক্তিকাঃ
 তত্রাশ্রয়ক্রৌড়য়া দেবো বিহতুর্মুপচক্রমে ॥ ৫২০
 স্বেচ্ছেন্ননৌলভুভাগে ক্রৌড়নে যত্র ধিত্তিতৌ ।
 বপুঃসহায়তাং প্রাপ্তৌ বিনোদরসনিবৃত্তৌ ॥ ৫২১
 এবং প্রক্রৌড়তোস্তত্র দেবী-শঙ্করয়োস্তদা ।

প্রাহুর্ভবন্মহাশব্দস্তদগৃহোদরগোচরঃ ॥ ৫২২
 তচ্ছ্রুত্বা কৌতুকাদেবী কিমেতদিত শঙ্করম্ ।
 পপ্রচ্ছ তং শুভতত্ত্বহরং বিস্ময়পূরকম্ ॥ ৫২৩
 উবাচ দেবীং নৈততে দৃষ্টপূর্বং সুবিস্মিতে
 এতে গণেশাঃ ক্রৌড়ন্তে শৈলেহস্মিন্ মৎপ্রিয়াঃ
 সদা ॥ ৫২৪

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ নিয়মৈঃ ক্ষেত্রসেবনৈঃ ।
 যৈরহং তোষিতঃ পূর্বং ত এতে মনুজ্যোতমাঃ
 মৎসমীপমনুপ্রাপ্তা মম হৃদ্যাঃ শুভাননে ।
 কামরূপা মহোৎসাহা মহারূপগুণাধিতাঃ ॥ ৫২৬
 কস্মাভিবিস্ময়ং তেবাং প্রয়ামি বলশালিনাম্ ।
 সামরশ্রাস্ত জগতঃ সৃষ্টিসংহরণক্ষমাঃ ॥ ৫২৭
 ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শ্রু-গন্ধর্বৈঃ সকিম্বর-মহোরগৈঃ ।
 বিবর্জিতোহপ্যহং নিত্যং নৈতিবিরহিতো রমে
 হৃদ্যা মে চাক্রসর্ষাঙ্গান্ত এতে ক্রৌড়িতা গিরৌ
 ইত্যুক্তা তু ততো দেবী ত্যক্ত্বা তদ্বিস্ময়াকুলা

মহান শব্দ শ্রুত হইল! তাহা শুনিয়া শুভ-
 তনু দেবী কৌতুকবশে সবিস্ময়ে “ইহা কি?”
 বলিয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শঙ্কর
 তদন্তরে দেবীকে কহিলেন,—শুচিস্মিতে!
 ইহা তোমার দৃষ্টপূর্ব নহে; এই পূর্বতে
 আমার প্রিয় গণেশ্বরগণ ক্রৌড়া করিতেছে;
 তাহারই এই শব্দ শুনা গেল। শুভাননে!
 যে সকল মনুজ্যোতমগণ পূর্বে আমাকে
 তপশ্চা, ব্রহ্মচর্য, নিয়ম ও ক্ষেত্র সেবাদিধারা
 সন্তোষিত করিয়াছে, তাহারাই এক্ষণে আমার
 গণত্বলাভ করিয়া মদীয় প্রিয়ানুষ্ঠান করি-
 তেছে। ইহার কামরূপ, মহোৎসাহ, বল-
 শালী ও মহারূপগুণাধিত। আমি ইহা-
 দিগের কস্মৈ বিস্ময় প্রাপ্ত হই। ইহার
 অমরগণসহ সমগ্র জগতের সৃষ্টিসংহারে
 সক্ষম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, গন্ধর্ব, কিম্বর,
 মহোরগাদি ব্যতীত আমি নিত্য প্রীত
 থাকিতে পারি, কিন্তু ইহাদিগকে পরিহার
 করিয়া ক্ষণমাত্রও প্রীতিলাভ করি না।
 আমার প্রিয় এই চাক্রসর্ষাঙ্গ গণগণ পূর্বতো-
 পরি সতত ক্রৌড়া করিয়া থাকে। দেবী

মামাশ্বলে মৌক্তিক মালা সকল লঙ্ঘ-
 মাম। বেদিকাসমূহেও বিবিধ মালা বিল-
 স্থিত। ক্রৌড়াগৃহ সকল কলধৌত-স্বর্ণময়,
 অতীব মনোরম। চতুর্দিকে বিকৌণ্ড কুসুম-
 সমূহে মত্ত অলিকুল গুঞ্জনপরায়ণ। গৃহভিত্তি
 সকল কিম্বরগণের গীতধ্বনি দ্বারা মুখারত
 ও মনোরম অলঙ্কৃত স্নুগন্ধি ধূপামোদে
 পরিব্যাপ্ত। কোন কোন স্থলে যক্ষ নারীগণ
 বীণাদি-বাদন সহকারে ক্রৌড়া করিতে-
 ছেন। কিম্বরগণ নানাস্থানে অবিরত গীত-
 বাদ্য করিতেছে। কত হংস-নারসাদি পক্ষী
 বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে স্ফটিক-
 স্তম্ভ ও বেদিকা সকল বিরাজিত রহিয়াছে।
 কোন স্থলে পদ্মরাগবিনির্মিত ভিত্তিতে
 মৌক্তিক সকল প্রতিবিস্তিত হওয়ায় শুকগণ
 দাড়িম ভ্রমে চঞ্চুদ্বারা উহাতে অভিঘাত করি-
 তেছে। দেব-শঙ্কর সেই পুরমধ্যে অশ্রুক্রৌড়া-
 দ্বারা বিহারাভিলাষ করিলেন। তাঁহার উভয়ে
 এক স্বচ্ছ ইন্দ্রনৌলময় ভিত্তিতে উপবিষ্ট হইয়া
 ক্রৌড়া রসে সমাসক্ত হইলেন। মণিমাণ্ডিরে
 প্রতিবিম্ব উপতিত হওয়ায় তাঁহাদিগের
 সংখ্যাধিক্য বোধ হইতে লাগিল। ৫১১—৫২১।
 দেবী ও শঙ্কর এই ভাবে ক্রৌড়া করিতে
 থাকিলে সহসা সেই গৃহ মধ্যে একটা

গবাক্ষান্তর্যাসাত্ত প্রেক্ষতে বিশ্বিত্তাননা ।
 যাবন্তস্তে কৃশা দীর্ঘাঃ হ্রস্বাঃ স্তূলা মহোদরাঃ ॥
 ব্যাঘ্ৰেভবদনাঃ কেচিৎ কেচিৎ স্নেহাঃ ক্রুপিণঃ ।
 অনেকপ্রাণিকৃপাশ্চ জালাস্তাঃ কৃকপিঙ্গলাঃ ॥
 সোম্যা ভীমাঃ স্মিতমুখাঃ কৃকপিঙ্গলটাসটাঃ
 নানাবিহঙ্গবদনা নানাবিধমৃগাননাঃ ॥ ৫৩২
 কোশেয়চর্ম্মবসনা নগ্নাশ্চাস্ত্রে বিরুপিণঃ ।
 গোকর্ণা গজকর্ণাশ্চ বহুব্রহ্মকর্ণো দরাঃ ॥ ৫৩৩
 বহুপাদা বহুভূজা দিব্যানানাস্তপাণয়ঃ ।
 অনেককুশুম্পীড়া নানাব্যালবিভূষণাঃ ॥ ৫৩৪
 বৃত্তাননায়ুধধরা নানাকবচভূষণাঃ ।
 বিচিত্রবাহনাকৃতা দিব্যরূপা বিঘচ্চরাঃ ॥ ৫৩৫
 বীণাবাদ্যমুখোদযুক্তা নানাত্তানকনককৃপাঃ ।
 গণেশাংস্তাংস্তথা দৃষ্ট্বা দেবী প্রোবাচ শঙ্করম্ ॥

এই কথা শুনিয়া ক্রীড়াত্যাগপূরক বিশ্বয়াকুল-
 চিত্তে গবাক্ষদ্বারে যাইয়া সেই সকল কৃশ,
 দীর্ঘ, হ্রস্ব, স্তূল, মহোদর প্রভৃতি বিবিধাকার
 গণগণকে অবলোকন করিতে লাগিলেন ।
 ৫২২—৫৩০ । দেখিলেন,—উহার কেহ কেহ
 ব্যাঘ্র ও হস্তিসম মুখশালী, কেহ কেহ মেঘ ও
 অজসম রূপবান, কেহ কেহ অনেকপাণমান,
 কেহ কেহ জলিতমুখ, কেহ কেহ
 কৃকপিঙ্গলাকার । কেহ কেহ সোম্য, কেহ কেহ
 ভীম, কেহ কেহ স্মিতমুখ, কেহ কেহ পিঙ্গ-
 লটাজুটধর, কেহ কেহ বিবিধ বিহঙ্গাকার-
 মুখযুক্ত, কেহ কেহ নানাবিধ মৃগসম বদন-
 লম্বিত । উহার কেহ কেহ কোশেয়-
 বসনধারী, কেহ কেহ চর্ম্মাদ্রবধর, কেহ কেহ
 নগ্ন, কেহ কেহ বিরুতাকার । কেহ কেহ
 গোকর্ণসম কর্ণযুক্ত, কেহ কেহ গজকর্ণসদৃশ
 কর্ণবান । উহার অনেক বহুমুখ, বহুনেত্র,
 বহুদর, বহুপাদ ও বহুভূজ বিশিষ্ট । উহা-
 দিগের হস্তে নানাবিধ দিব্য আয়ুধ এবং
 অঙ্গে বিবিধ সর্পভূষণ । উহার অনেক
 নানাবিধ কবচমাণ্ডিত, দিব্যরূপ, ঠাকাল-
 গামৌ, বীণাদিবাত্ত ও নানাবিধ নৃত্যপরাগণ ।

দেবুবাচ ।

গণেশাঃ কতিসংখ্যাতাঃ কিং নামানঃ
 কিমাস্রকাঃ ।
 একৈকশো মম ক্রহি ধিষ্ঠিতা যে পৃথক্ পৃথক্
 শঙ্কর উবাচ ।
 কোটিসংখ্যা হাসংখ্যাতা নানাবিখ্যাতপৌরুষাঃ
 জগদাপূরিতং সর্কৈরেতিভীর্ভীমৈর্মহাবলৈঃ ॥ ৫৩৬
 সিন্ধুক্ষেত্রেষু রথ্যাসু জীর্ণোত্তানেষু বেশ্যাসু ।
 দানবানাং শরীরেষু বালৈরুন্নতকেষু চ ।
 এতৈ বিশন্তি মুদিতা নানাহারবিহারিণঃ ॥ ৫৩৭
 উন্মপাঃ কেনপায়ীশ্চ ধূমপা মধুপায়িনঃ ।
 রক্তপাঃ সর্ষভক্যাশ্চ বায়ুপা হস্থভোজনাঃ ॥ ৫৩৮
 গেঘ-নৃত্যোপহার্যশ্চ নানাবাদ্যরবপ্রিয়াঃ ।
 ন হোষাং বৈ অনন্তস্বাদগুণান বক্তুং হি শক্যতে
 দেবুবাচ ।
 মার্গব্রহ্মস্বরাসঙ্গঃ শুদ্ধাঙ্গো মুঞ্জমেখলী ।

সেই গণগণকে দেখিয়া দেবী তখন শঙ্করকে
 কহিলেন,—দেব ! গণেশ্বরগণ সংখ্যায়
 কত ? ইহাদিগের নাম কি ? ইহাদিগের
 স্বরূপ কি ? এই যে ইহার পৃথক্ পৃথক্
 রহিয়াছে, ইহাদিগের বিষয় এক এক করিয়া
 আমাকে বলুন । শঙ্কর কহিলেন,—বিবিধ
 বিখ্যাত-পৌরুষ গণগণ কোটিসংখ্য ;
 কিংবা সমুদয়ে অসংখ্য হইবে । এই সকল
 ভীম মহাবল গণগণ দ্বারা সমগ্র জগৎ
 আপূরিত । সিন্ধুক্ষেত্র, পথ, জীর্ণ-উত্তান,
 পরিভ্রান্ত ভবন, দানবশরীর, বালক, উন্নত,
 এই সমস্ত আশ্রয় করিয়া ইহার মুদিতমানসে
 নানাহারবিহারে কালতিপাত করে । উন্ম-
 পায়ী, কেনপায়ী, ধূমপায়ী, মধুপায়ী, রক্তপায়ী,
 বায়ুপায়ী, জলপায়ী, সর্ষভক্য,—ইত্যাদি
 বিবিধ শ্রেণীতে ইহার বিভক্ত এবং গীত,
 নৃত্য, অস্তান্ত বিবিধ বাদ্য, উপহার, ইত্যাদি
 বিবিধ উপচার দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পরিতোষ
 প্রাপ্ত হয় । অনন্ত বলিয়া ইহাদিগের গুণ
 বলিতে পারা যায় না । ৫৩১—৫৪১ । দেবী
 কহিলেন, ঐ যে মৃগচর্ম্মোত্তরীয়, শুদ্ধকায়, মুঞ্জ-

বামনেন চ শিকোন চপলো রঞ্জিতাননঃ ॥৫৪২
মৃগদংষ্ট্রো ছাৎপলানাং স্পন্দামো মধুরাকৃতিঃ ।
পাষণশকলোত্তান-কাস্ত্রতালপ্রবর্তকঃ ॥ ৫৪৩
অসৌ গণেশ্বরো দেব কিংনামা কিম্বরাঙ্গগঃ ।
য এষ গণগীতেষু দত্তকর্ণো মূৰ্ধ্ণুভঃ ॥ ৫৪৪
শৰ্ক উবাচ ।

স এষ বীরকো দেবি সদা মদহৃদয়প্রিয়ঃ ।
নানার্চ্যগুণাধারো গণেশ্বরগণার্চিতঃ ॥ ৫৪৫
দেবুবাচ ।
ঐদৃশস্ত স্মৃতস্তাস্তি মমোৎকর্থা পুরাস্কৃত
কদাহমীদৃশং পুত্রঃ দ্রক্ষ্যাম্যানন্দদায়িনম্ ॥ ৫৪৬
শৰ্ক উবাচ ।

এষ এব স্মৃতস্তেহস্ত নয়নানন্দহেতুকঃ ।
ত্বয়া মাত্ৰা কৃতার্থস্ত বীরকোহপি স্মমধ্যমে ॥
ইত্যুক্তা প্রেময়ামাস বিজয়াঃ হর্ষণোৎসুকা
বীরকানয়নায়ান্তে হৃহিতা হিমভূতঃ ॥ ৫৪৮

মেখলাধারী, মধুরাকৃতি, মৃগদংষ্ট্র, উৎপল-
মালাধারী, গণেশ্বর নয়নগোচর হইতেছেন ;
ঈহার মুখমণ্ডল রঞ্জিত, যিনি পাষণথণ্ড-
দ্বারা কাস্ত্রতাল-বাদনকারীদিগের প্রবর্তক-
রূপে পাষণথণ্ড বাদন করিতেছেন, ঈহার
শিখাটী বামভাগে দোলায়মান এবং যিনি
গণগণকৃত সঙ্গীতে মূৰ্ধ্ণুভঃ কর্ণ প্রদান
করিতেছেন, হে দেব ! উঁহার নাম কি ? শৰ্ক
কহিলেন, দেবি ! সেই এই বীরক। এই
গণেশ্বর আমার অতীব প্রিয়পাত্র। ঈহার
নানাবিধ আশ্চর্য্য গুণ আছে। গণেশ্বরগণ
ইহাকে সম্মান করিয়া থাকে। দেবী কহি-
লেন,—পুরাস্কৃত ! আমার এইপ্রকার
একটা পুত্রের নিমিত্ত উৎকর্থা রহিয়াছে।
কবে আমি এমন আনন্দদায়ক পুত্র দেখিতে
পাইব ? শৰ্ক কহিলেন, নয়নানন্দহেতু
এইটাই তোমার পুত্র হউক। স্মমধ্যমে !
তোমাকে মাতা পাইয়া বীরকও কৃতার্থ হইবে।
এই কথা শুনিয়া কোতুকবশে উৎসুকচিত্তা
শৈলতনয়া তখন বীরককে অবিগ্ৰহে লইয়া
আসিবার জন্ত বিজয়ার প্রতি আদেশ

সাধকহৃদয়গুজ্ঞা প্রাসাদদম্বরস্পৃশঃ ।
বিজয়োবাচ গণপং গণমধ্যে প্রবর্তিতা ॥ ৫৪৯
বিজয়োবাচ
এহি বীরক চাপল্যাৎ ত্বয়া দেবঃ প্রকোপিতঃ
কিমুত্তরং বদত্যর্থো নৃত্যরঙ্গে তু শৈলজা ॥৫৫০
ইত্যুক্তস্ত্যক্তপাষণ-শকলো মার্জিতাননঃ ।
আহুতস্ত তমোদ্ধুত-মূলপ্রস্তাবশংসকঃ ॥ ৫৫১
দেব্যাঃ সমীপমাগচ্ছাভিজয়াঙ্গগতঃ শনৈঃ ।
প্রাসাদশিখরাৎ ক্লম্বরক্তাঙ্গজমিভদ্রাতিঃ ॥ ৫৫২
তং দৃষ্ট্বা প্রজ্ঞতানল্প-স্বাক্ষরীপয়োধরা ।
গিরিজোবাচ সন্তোহং গিরী মধুরবর্ণয়া ॥ ৫৫৩
উমোবাচ ।

এহেহি যাতোহসি মে পুত্রতাং দেব-
দেবেন দন্তোহধুনা বীরক ॥ ৫৫৪
ইত্যেবমঙ্কে নিধায়াথ তং পর্য্যচুষৎ
কপোলে কলবাদিনম্ ॥ ৫৫৫

করিলেন। বিজয়া সত্তর গগনস্পর্শী
প্রাসাদ হইতে অবরোহণ করিয়া গণগণ-
মধ্যে যাইয়া সেই গণপতিকে কহিলেন,—
আইস বীরক ! তোমার চাপল্যে দেব
কোপিত হইয়াছেন। আর তোমাদিগের
এই নৃত্যরঙ্গ দেখিয়া শৈলনন্দিনীই বা কি
বলেন। ৫৪২—৫৫০। বীরক, এই কথা শুনিয়া
পাষণথণ্ডগুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক মুখমণ্ডল
মার্জনা করিয়া বিজয়ার নিকট আহ্বানের
প্রকৃত কারণ জানিবার জন্ত আলাপ করিতে
করিতে বিজয়ার সহিত শনৈঃ শনৈঃ দেবীর
সমীপে আগমন করিলেন। গিরিজা দেবী
তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া প্রাসাদশিখর
হইতে অবরোহণ করিলেন। স্নেহবশে
তখন তাঁহার ক্লম্বরক্তাঙ্গবৎ কান্তি প্রকাশ
পাইল এবং স্তনযুগলে অনল্প স্নেহদ্বারা দেখা
দিল। গিরিজা তখন মধুর বাক্যে কহি-
লেন,—বীরক ! এস, এস, আমার পুত্রতা
লাভ করিয়াছ ; তুমি এখনই দেবদেব
কর্তৃক দত্ত হইয়াছ। এই বলিয়া দেবী
তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া তদীয় কপালে চুষন

মুক্ত্যাপাত্রায় সম্রাজ্য গাজাণি ভূষয়ামাস ।
নিবে্যঃ স্বয়ং ভূষণৈঃ কিকিণী-মেখলা-নৃপুত্রৈ-
র্বাণিক্য-কেশর-হারৈরাকমূলভূষণৈঃ ॥ ৫৫৬

কামলৈঃ পল্লবোচ্চত্রিতৈশ্চাকর্ষিতৈর্ব্য-
মত্রোত্তমৈস্তস্ত শুভৈস্ততো ভূষিতিশ্চাকরো-
ম্মিশ্রসিদ্ধার্থকৈরঙ্গরক্ষাবিধিঃ ॥ ৫৫৭

এবমাদায় চোবাচ কৃত্বা শ্রঙ্গঃ মুক্ধি
গোরোচনাপত্রভঙ্গোজ্জ্বলৈঃ ॥ ৫৫৮

গচ্ছ গচ্ছাধুনা ক্রৌড় সার্কং গণৈরপ্রমত্তো
বস বভ্রবজ্জী শনৈর্ব্যালমালাকুলাঃ শৈলসানু-
ক্রমদন্তিভির্ভিন্নসারঃ পরে সঙ্গিনঃ ॥ ৫৫৯

জাহবীষং জলং ক্ষুদ্রতোয়াকুলং কূলং মা
বিশেধা বহব্যাজ্রহৃষ্টে বনে ॥ ৫৬০

বৎসাসংখ্যেযু হুগা গণেশেষেতন্মিন
বীরকে পুত্রভাবোপতৃষ্টান্তঃকরণা তিষ্ঠতু ॥ ৫৬১

করিতে লাগিলেন ; বীরকও কলস্বরে হুই
একটা কথা কহিতে লাগিলেন । দেবী
তাহার মস্তকোত্তরাণ করিয়া গাত্রসম্মার্জন-
পূর্ব্বক মাণিক্যাদি বহুমূল্য জব্যানির্ম্মিত
কিকিণী, মেখলা, হার, নৃপুত্র, কেশরাদি
দিব্য অলঙ্কারে তাহাকে বিভূষিত করিলেন ।
কামসম্পাদক চাক্র পল্লবোচ্চ, শুভসাধক
দিব্য মন্ত্রপুত্র রক্ষাকবচ, এবং প্রভূত ধাতু-
জব্যবিমিশ্র শ্বেতসর্ব্বপ দ্বারা সেই বীরকের
রক্ষা বিধান করিলেন । পরে গোরোচনা
ও রঞ্জিতপত্র দ্বারা বিরচিত মালা তদীয়
মস্তকে বিস্তারপূর্ব্বক কহিলেন,—যাও, এখন
যাইয়া কিছুকাল গণগণ সহ সাবধানে ক্রৌড়া
কর । কিয়ৎকাল সর্গমালাদি ধারণপূর্ব্বক
মলিন দেহে থাক । শৈল, সানু, ক্রম, দন্তী
কিহা তোমার সঙ্গিগণ তোমার নিকট পরা-
জিত হউক । এই জাহবী ; ইহার কূল
ক্ষুদ্রজলাকুল ; তুমি তাহাতে অবতরণ
করিত না । বহু ব্যাজ্রসঙ্কুল বনেও যাইও
না ॥ ৫৫১—৫৬০ । হুগা দেবী অসংখ্য গণগণ-
মধ্যে এই বীরকের প্রতি পুত্রভাবে
সন্তুষ্টান্তঃকরণে থাকুন । স্বকীয় পিতৃজন-

স্বস্ত পিতৃজনপ্রার্থিতঃ ভব্যমায়াতি-ভাবি-
শ্রসৌ ভব্যতা ॥ ৫৬২

সোহপি নিভৃত্য সর্ব্বগণৈঃ সম্রয়মাহ
বালহ-লীলারসাবিষ্টধীঃ ॥ ৫৬৩

এম মাত্রা স্বয়ং মে কৃতভূষণোহত্র এম
পটঃ পটলৈবিন্দুভিঃ সিদ্ধুবারস্ত পুষ্পৈরিয়ং
মালতীমিশ্রিতা মালিকা মে শিরস্তাহিতা ॥ ৫৬৪

কোহয়মাতোজঘারী গণস্তস্ত দান্তামি
হস্তাদিদং ক্রৌড়নম্ ॥ ৫৬৫

দক্ষিণং পশ্চিমং পশ্চিমাংশুরমুত্তরাং
পূর্ব্বমভ্যেত্য সখা যুতা প্রেক্ষতী তং গবা-
কান্তরাঘীরকং শলপুত্রী বহিঃক্রৌড়নং যজ্জগ-
মাতুরপ্যেষ চিত্তভ্রমঃ ॥ ৫৬৬

পুত্রলুকো জনস্তত্র কো মোহমায়াতি ন
স্বল্পচেতা জড়ো মাংসবিদ্রা ত্রসস্তাতদেহঃ ॥ ৫৬৭

দ্রষ্টুমভ্যস্তরং নাকবাসেগবৈরিন্দুমৌলিঃ
প্রবিষ্টেষু কক্ষান্তরম্ ॥ ৫৬৮

প্রার্থিত মঙ্গল কিয়ৎকাল পরেও প্রাপ্ত
হওয়া যায়, উহা ভাবিকালে সফল হইবেই ।
সেই গণেশ্বরও বালহলীলারসে আবিষ্টবুদ্ধি
হেতু গণগণ সহ মিলিত হইয়া সহান্তে
কহিতে লাগিল,—মাতা আমাদের স্বয়ং
এই সমস্ত ভূষণ পরাইয়া দিয়াছেন । এই
দেখ বহু, এবং পাটল বিন্দুযুক্ত সিদ্ধু-
বারপুষ্পমিশ্রিত মালতীমালা আমার
মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন । ঐ আতোদ্যা-
ধারী গণপতি কে ? উহাকে আমার
হস্ত হইতে এই ক্রৌড়নক প্রদান করিব ।
শৈলনন্দিনী সখী সহ দক্ষিণ হইতে পশ্চিম,
পশ্চিম হইতে উত্তর এবং উত্তর হইতে
পূর্ব্বদিকে গমনাগমনপূর্ব্বক গবাকান্তর হইতে
বহিঃক্রৌড়াপরায়ণ সেই বীরক পুত্রকে
দর্শন করিতে লাগিলেন । জগন্মাতারও
যখন এবাধিধ চিত্তভ্রম, তখন মাংস-মল-মূত্র
সন্ত্যাতময়, স্বল্পচেতা, অজ্ঞান, পুত্রলোভী,
মানবগণ যে এ বিষয়ে মুগ্ধ হয়, তাহাতে
আর দোষ কি ? ইন্দুমৌলিকে দর্শনার্থ

বাহনাত্যাবরোহ। গণাষ্টৈর্ঘতো লোক-
পালান্ধ্বর্ষতো হযং খড়্গো বিখড়্গকরো
নির্ম্মমঃ কৃতান্ত কস্ত কেনাহতো ক্রত মোনে
ভবন্তোহস্তদণ্ডেন কিং হুঃস্পৃহাঃ ॥ ৫৬৯

ভীমভূর্ত্যননে নাশ্তি কৃত্যঃ গিরৌ য
এষোহস্তজেন কিং বধ্যতে ॥ ৫৭০

মা বুধা লোকপালানুগচিত্ততা এবমেবৈ-
তদিত্যচূরন্মৈ তদা দেবতাঃ ॥ ৫৭১

দেবদেবানুগং বীরকং লক্ষণা প্রাহ দেবী
বনং পর্বতা নির্ভরাণ্যগ্নিদেব্যাত্তথো ভূতপা
নির্ঝরান্তোনিপাত্তেবু নিমজ্জত ॥ ৫৭২

পুষ্পজালাবনকেষু ধামশ্চপি শেত প্রভুস-
নানাদ্রিকুণ্ঠেষুগুণজ্জন্ত হে মারুতাস্ফোটসজ্জ-
পণাং কামতঃ ॥ ৫৭৩

লোকপালগণ সমাগত হইয়া অভ্যস্তরে
প্রবিষ্ট হইলে গণগণ তাহাদিগের বাহনাদিতে
আরোহণ ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি লইয়া আফোটন
করিয়া থাকে । বীরক কখনও লোকপাল-
গণের একখানি খড়্গ লইয়া “এই খড়্গ দ্বারা
কে দ্বিখণ্ডিত হইবে ? নির্ম্মম কৃতান্তকে
কে আহ্বান করিয়াছে ? বল ; চূপ করিয়া
থাকিলে বুঝিব, তোমারা এই অস্ত্রকে হুঃসহ
ভাবিয়া ভীত হইয়াছ । ভীমমূর্ত্তি আমি
থাকিতে এ গিরিতে এ সকল অস্ত্র দ্বারা
অস্ত্রজ ব্যক্তিরও কোন কৰ্ম্ম সাধিত হইবার
নহে ।” বীরক এইরূপ বলিতে থাকিলে
তখন দেবগণ—তাহাকে “বুধা লোকপাল-
গণের চিন্তাশ্রবর্ত্তনে প্রয়োজন নাই” এইরূপ
বলিয়া নিবর্ত্তিত করেন । ৫৬১—৫৭১ । দেবী
বীরককে দেবদেবের অনুগত দর্শনে সাব-
ধান করিয়া দিলেন যে, তুমি নির্ঝরোদকে
নান, দেবীপর্বতে বিহার এবং উপবনে
বিচরণ করিও । পুষ্পজালমণ্ডিত-ভবনে
পয়ন করিও । উত্তুঙ্গ অদ্রিকুণ্ডসমূহে মারুত
প্রবাহিত হইয়া আফোট শব্দ সহ গর্জ্জন
করিয়া থাকে । তুমি সেখানে যাইও না ।

কাঞ্চনোত্তুঙ্গশৃঙ্গাবরোহকিতৌ হেমরেণু-
করাঙ্গদ্ব্যতিং খেচরাণাং বনাধারিণি রম্যো
বহরূপসম্প্রাপ্তকরে গণাবাসিতং মন্দরকন্দরে
সুন্দরমন্দারপুষ্পপ্রবালাবুজে সিদ্ধনারীভিরা-
শীতরূপায়তঃ বিস্তৃতৈর্বেদ্রপাটৈরনুমেঘিভি-
বীরকং শৈলপুত্রী নিমেবান্তরাদশ্বরং পুত্রগুপ্তী
বিনোদাদার্বিনী ॥ ৫৭৪

সোহপি তাদৃকৃক্ষণাবাপ্তপুণ্যোদয়ো
যোহপি জন্মান্তরস্তান্মজ্জতঃ গতঃ ক্রৌড়তন্ত্রস্ত
তুষ্টিঃ কথং জায়তে যোহপি ভাবিজগদেধমা
তেজসঃ কল্পিতঃ প্রতিক্ষণং দিব্যগীতক্ষণো
নৃত্যলোলো গণেশঃ প্রণতঃ ॥ ৫৭৫

ক্ষণং সিংহনাদাকুলে গণ্ডশৈলে

স্বজজ্জ্বলালে বৃহৎসালতালে ।

ক্ষণং ফুল্লনানাতমালালিকালে

ক্ষণং বৃক্ষমূলে বিলোলোমরালে ॥ ৫৭৬

উত্তুঙ্গ কাঞ্চন শৃঙ্গ, কাঞ্চনময় নিষুভূমি, হেম-
রেণুক্ষরণকারী, উজ্জল কাষ্ঠি, গন্ধমাদন-
পর্বতের গুহাসমূহ নানাকার বহুমূল্য সম্পদে
পরিপূর্ণ । গণেশ্বরগণ সকলেই উহাতে
বাস করে । উহার নানাস্থান বিবিধ সুন্দর
মন্দারকুসুম পত্র পদ্মাদি দ্বারা সুশোভিত
এবং খেচরগণের বিহারভূমি । বীরক সেই
সকল স্থানে বিহার করিতেন ; সিদ্ধনারীগণ
তদীয় রূপায়ত পান করিতেন । শৈল-
নন্দিনীও নির্নিমেঘ বিস্তারিত নয়নে তাঁহাকে
অবলোকন করিতেন । ক্ষণকাল দেখিতে
না পাইলেই পুত্রস্নেহে বিনোদার্বিনী হইয়া
সেই বীরককে স্মরণ করিতেন । বীরকও
তখন স্বকীয় পুণ্যোদয় মনে করিতেন । এই
বীরকই ভাবি কালে দেবীর আশ্রয় প্রাপ্ত
হয়েন । ভাবিজগতের বিধাতা, তেজো-
দ্বারা ইহাকে কল্পিত করেন । ইনি প্রতি-
ক্ষণেই দিব্য-নৃত্য-গীতে আসক্ত এবং তন্নি-
মিত্ত গণেশ্বরগণের সন্ধানভাজন । সেই
বীরক, ক্ষণকাল সিংহনাদাকুল গণ্ডশৈলে, ক্ষণ-
কাল স্বজজ্বলালে ধর্ম্মির মধ্যে, ক্ষণকাল বৃহৎ

কণে স্বল্পপক্ষে জলে পঙ্কজাণ্ডে
কণঃ মাতুরক্কে শুভে নিফলক্কে ।

পরিজীড়িতে বাললীলাবিহারী
গণেশাধিপো দেবতানন্দকারী ।

নিকুঞ্জেষু বিদ্যাধরৈর্গীতশীলঃ

পিনাকীব লীলাবিলাসৈঃ সলীলঃ ॥ ৫৭৭

প্রকাশ্য ভুবনাতোগী ততো দিনকরে গতে ।

দেশান্তরং তদা পশ্চাদ্রমস্তাবনৌধরম্ ॥ ৫৭৮

উদয়াস্তে পুরা ভাবী যো হি চাস্তেহবনৌধরঃ

মিত্রহৃদয়ঃ সুদৃঢ়ঃ হৃদয়ে পরিচিস্ত্যতাম্ ॥ ৫৭৯

নিত্যমারাধিতঃ শ্রীমান্ পৃথুমূলঃ সমুন্নতঃ ।

নাকরোৎ সেবিতঃ মেকরুপহারঃ পতিষ্যতঃ ॥

জলেহপোষা ব্যবহেতি সংশ্রয়েতাখিলং বুধঃ ।

দিনান্তানুগতো ভানুঃ স্বজনহৃদয়পূরয়ৎ ॥ ৫৮০

সদ্যাবদ্ধাঞ্জলিপুটে মুনয়োহভিমুখা রবিম্ ।

শালভালাকুল বনে, কণকাল ফুল তমাল-
কাননে, কণকাল বৃক্ষমূলে, কণকাল বিলোম
মরালাঢ়া স্বল্পপঙ্ক পঙ্কজপূর্ণ জলে, কণকাল
মাতার নিফলক শুভ অক্কে অবস্থানপূর্ণক
বাললীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন । দেবতা-
নন্দকারী সেই গণেশ্বরাধীশ্বর বীরক, পিনা-
কীর শ্রায় লীলা-বিলাস সহকারে কখন কখন
নিকুঞ্জমধ্যে বিজ্ঞাধরগণসহ গান করিয়া
থাকেন । ভুবনমণ্ডল প্রকাশিত করিয়া
দিবাকর দেব এই সময়ে দেশান্তরে—অতি
দূরে—অন্ত ভূধরে গমন করিলেন ।

৫৭২—৫৭৮ । উদয় এবং অস্ত—এই দুইটির
একটা প্রথমে এবং অপরটা শেষকালে
সহায়তা করে বটে, পরন্তু ভাবিয়া দেখিলে
অন্ত মহীধরের হৃদয়েই সুদৃঢ় মিত্র বিজ্ঞমান
বলিয়া বুঝা যায় । নিত্য আরাধিত, শ্রীমান
স্বলমূল, সমুন্নত, মেকরুপতন কালে এমন
সেবকের কোনরূপ সহায়তা করিল না ।
জলেও এই রীতি বর্তমান । অতএব
বুদ্ধিমান মানব সকলেরই আশ্রয় লইবে ।
ভানু, দিনান্তের অঙ্গগামী হইয়া জলমধ্যে
বাইয়াও স্বজনগণের অভাব বোধ করেন

যাচন্ত্যাগমনঃ শীঘ্রং নিবার্য্যাম্মনি ভাবিতাম্ ।

।ঃ তমঃ

কুটিলস্তেব হৃদয়ে কালুষ্যঃ দুষ্পন্ননঃ ॥ ৫৮০

জলৎকণিকণারত্ন-দীপোদ্যোতিতভিত্তিকে ।

শয়নং শশিসম্মাত-শুভ্রবস্ত্রোত্তরচ্ছদম্ ॥ ৫৮১

নানারত্নহ্যাতিলসচ্ছকটাপবিভঙ্ককম্ ।

রত্নকিঙ্কণিকাজালং লক্ষ্মমুক্তাকলাপকম্ ॥ ৫৮২

কমনীয়চলল্লোল-বিতানাচ্ছাদিতাহরম্ ।

মন্দিরে মন্দসঞ্চারঃ শনৈর্গিরিশুভাযুতঃ ॥ ৫৮৩

তস্মৈ গিরিশুভাবাত-লতামৌলিতকঙ্করঃ ।

শশিমৌলিসিতজ্যোৎস্না-শুচিপূরিতগোচরঃ ॥

গিরিজাপ্যসিতাপান্দ্রী নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ ।

বিভাবর্যা চ সম্পূর্ণা বভূবাতিতমোময়ী ।

না । মুনিগণ সন্ধ্যাকালে রবির অভাব
নিবন্ধন হুঃখ সদরর্নপূর্ণক অভিমুখে থাকিয়া
রুতাঞ্জলিপুটে রবিনিকেটে তাঁহার পুনরায়
শীঘ্র প্রত্যাবর্তনার্থ প্রার্থনা করিয়া থাকেন ।
অতঃপর ক্রমে ক্রমে কুটিলের হৃদয়ে মনো-
দূষণকারী কালুষ্যের শ্রায় বিভাবরীর তমঃ-
প্রভাব রুদ্ধি পাইতে লাগিল । এমন সময়
শঙ্কর গিরিশুভাসহ শনৈঃ শনৈঃ মন্দপদ-
সঞ্চারে রম্য মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করি-
লেন । সেই মন্দির, জলন্ত কণিকণামণিদীপ
দ্বারা উদ্যোতিত ; উহার ভিত্তিতল শশি-
রাশিসম শুভ্রাস্তরগবস্ত্রে সমাচ্ছাদিত ।
উপরিভাগ কমনীয় বিতান দ্বারা সমাবৃত ।
সেই বিতানের উল্লোল অর্থাৎ কালরমালা
মুহূপবন হিল্লোলে সতত আন্দোলিত
তাহাতে রত্নকিঙ্কণীজাল সহ মুক্তাকলাপ
বিলম্বিত । নানার্মণিরত্নপ্রভা প্রতিকলিত
হইয়া উহা ইন্দ্রচাপের অনুরূপ করিতেছে
অতঃপর শঙ্কর, গিরিশুভার বাহুল্যবলম্বনে
মৌলিত লোচনে অবস্থান করিলেন ।
নীলোৎপলদলচ্ছবি, অসিতাপান্দ্রী, গিরিজা,
শশিমৌলির সিতজ্যোৎস্না দ্বারা উদ্ভাসিত
মন্দিরমধ্যে বিভাবরীসহ সম্পূর্ণ হইয়া
অতীব তমোময়াকার ধারণ করিলেন

তামুবাঃ ততো দেবঃ ক্রীড়াকেলিকলাগুতম্ ।
ইতি ক্রীমাংশ্চ মহাপুরাণে কুমারসম্ভবে চতুঃ-
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৪

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শরী উবাচ ।

শরীরে মম তবঙ্গি সিতে ভাস্তসিতহ্যতিঃ ।
ভুজঙ্গীবাসতা শুদ্ধা সংশ্লিষ্টা চন্দনে তরো ॥১
চন্দ্রাতপেন সম্পৃক্তা রুচিরান্বয়য়া তথা ।
রজনীবাসিতে পক্ষে দৃষ্টিদোষং দদাসি মে ॥
ইতু্যক্তা গিরিজা তেন মুক্তকণ্ঠা পিনাকিনা ।
উবাচ কোপরক্তাক্ষী ক্রকুটী হটিলাননা ॥ ৩
দেবুবাচ ।

স্বকৃতেন জনঃ সর্ষো জাতান পরিভূয়তে ।
অবশ্রমথ্যাং প্রাপ্নোতি যশুনঃ শশিমগুন ॥ ৪

দেব শঙ্কর তখন তাঁহাকে পরিহাস-
চ্ছলে কেলিকলাবিন্যাস সহকারে বলিতে
লাগিলেন । ৫৭২—৫৮৮ ।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৪

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

শরী কহিলেন,—হে তবঙ্গি ! চন্দন-
বৃক্ষে যেমন অসিতবর্ণা ভুজঙ্গী সংশ্লিষ্টভাবে
বিরাজ করে, আসিতহ্যতি তুমিও তেমনি
মদীয় সিত শরীরে প্রতিভাত হইতেছ ।
তুমি চন্দ্রাতপে ও রুচিরান্বয়ে সম্পৃক্ত হইয়া
অসিতপক্ষীয় রজনীর স্থায় আমার দৃষ্টিদোষ
প্রদান করিতেছ । তখন পিনাকী এই
কথা কহিলে গিরিজাও কণ্ঠহার উন্মুক্ত
করিলেন । তিনি কোপরক্ত-নেত্রে
ক্রকুটীকুটিলবদনে বলিলেন,—লোকে স্বকৃত
জড়তা দ্বারা অন্তলোককে পরাভূত করিতে
উদ্যত হয় বটে, কিন্তু হে শশিমগুন ! কাণ্ড-
গতিকে সে আপনিই অবশ্রম পরাভব প্রাপ্ত

তপোভির্দীর্ঘচরিতৈর্ধ্বজ প্রার্থিতবত্যহম্ ।

তস্তা মে নিয়তশ্বেষ হবমানঃ পদে পদে ॥ ৫
নৈবান্মি কুটিলা শরী বিষমা নৈব ধূর্জটে ।
সবিষমঃ গতঃ খ্যাতিং ব্যক্তং দোষাকরাশ্রয়াং
নাহং পুঙ্খোহপি দশনা নেত্রে চান্মি ভগবন্ত হি
আদিত্যশ্চ বিজ্ঞানাতি ভগবান্ দাদশাশ্বকঃ ॥
মূর্ধ্নি শূলং জনয়সি শ্বৈর্দৌষৈর্নামধিকিপন ।
যস্যং মামাহ কুর্কোতি মহাকালেতি বিকৃতঃ ॥ ৮
যাস্তাম্যাহং পরিত্যক্তা চান্মানং তপসা গিরিম্
জীবন্ত্যা নাস্তি মে কৃত্যং ধূর্তেন পরিত্যক্তয়া ॥১০
নিশম্য তস্তা বচনং কোপতীক্ষ্ণাকরং ভবঃ ।
উবাচাধিকসদ্বাস্তঃ প্রণয়েণেন্দুমৌলিনা ॥ ১০

শরী উবাচ ।

অগান্মজাসি গিরিজে নাহং নিন্দাপরস্তব ।
স্বভক্তিবুদ্ধ্যা কৃতবাংস্তবাহং নামসংশ্রয়ম্ ॥ ১১

হয় । যাহা হউক, আমি যে দীর্ঘকাল ধরিয়া
তপস্তা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, পদে
পদে আমার এই অবমাননা তাহারই নিয়ত
ফল । হে শরী ! আমি কুটিলা নহি ; হে
ধূর্জটে ! আমি বিষমাও নহি । তুমি
সবিষ হইয়া দোষাকরের আশ্রয়ে বিলকণ
খ্যাতি-সম্পন্ন হইয়াছ । আমি পুষ্যর
দশননহি এবং ভগেরও আমি নেত্র নহি ।
দাদশাশ্বা ভগবান্ আদিত্য তোমায় বিশেষ-
রূপই জানেন । তুমি নিজেই দোষী ;
নিজের দোষেই এখন আমাকে তিরস্কার
করিয়া মস্তকে শূল জমাইতেছ । তুমি নিজে
মহাকাল আখ্যায় অতিহিত, অথচ আমাকেই
কৃষ্ণ আখ্যায় অতিহিত করিতেছ । আমি
আর কি করিব ? তপোবনে জীবন বিসর্জন
করিবার জন্য শৈলশিখরে গমন করিব ;
কেমনা, ধূর্ত-পরিভূত জীবন দ্বারা আমার
আর কোনই প্রয়োজন নাই । ১—২ ।
ভগবান্ ইন্দুমৌলি গিরিজার সেই কোপ-
তীক্ষ্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যধিক সন্ত্রস্ত
সহিত প্রণয়পূর্বক বলিলেন,—অগ্নি গিরিজে ।
তুমি নগনন্দিনী বলিয়া আমি তোমার নিন্দা

বিকল্পঃ স্বহৃদিস্তেহপি গিরিজে নৈব কল্পনা ।
 যদ্যেবং কুপিতা ভীকৃৎ তবাহং ন বৈ পুনঃ
 নশ্ববাদৌ ভবিষ্যামি জহি কোপং শুচিস্মিতে ।
 শিরসা প্রণতচ্চাহং রচিতস্তে ময়াঞ্জলিঃ ॥ ১৩
 স্নেহেনাপ্যবমানেন নিন্দিতেনৈতি বিক্রিয়ায় ।
 তস্মান্ন জাতু কষ্টস্য নশ্বাস্পৃষ্টৌ জনঃ কিল ॥ ১৪
 অনেকৈশ্চাটুভির্দেবী দেবেন প্রতিবোধিতা ।
 কোপং তীত্রং ন ততাজ সতী মরুণি ঘটতা
 অবষ্টক্ৰমখান্ধ্যা বাসঃ শঙ্করপাণিনা ।
 বিপর্যস্তালকা বেগাদ্যাভূমৈচ্ছত শৈলজা ॥ ১৫
 তস্তা ব্রজন্ত্যাঃ কোপেন পুনরাহ পুরাত্নকঃ ।
 সত্যং সর্কৈরবয়বৈঃ স্তুতামি সদৃশী পিতৃঃ ॥ ১৬

করি নাই, কেবল তোমার ভক্তি বুঝিবার
 জন্যই তোমার ত্রিরূপ নাম নির্দোষ করি-
 যাছি। হে গিরিজে! দেখ, স্বহৃদিস্তে
 বিকল্প-কল্পনা করিতে নাই। অগ্নি ভীকৃৎ।
 তুমি যদি আমার কথায় কুপিত হইয়া থাক,
 তাহা হইলে আমি আর তোমার সমক্ষে
 পুনরায় কোন কথাই কহিব না বা আমি
 তোমার নশ্বভাষী হইব না; তুমি কোপ
 পরিত্যাগ কর। আমি মস্তক দ্বারা প্রণি-
 পাত করিতেছি এবং অঞ্জলি বন্ধন করিয়া
 বলিতেছি; তুমি আর কোপ করিও
 না। স্নেহগর্ভ কথা কহিলেও লোকে যখন
 অবমাননা বা নিন্দা আশঙ্কায় বিচলিত
 হইয়া উঠে, তখন কদাচ তাদৃশ কষ্ট লোকের
 নশ্ব-বাদী হওয়া কাহারও কর্তব্য নহে। এই
 বলিয়া দেবদেব অনেক চাটুবাক্যে দেবীকে
 প্রবোধিত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু
 মরুণী সতী কিছুতেই তাহার সেই তীত্র
 কোপ পরিত্যাগ করিলেন না। শঙ্কর
 স্বহৃদে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ধরিয়াছিলেন,
 কিন্তু শৈলজা তাহা সজোরে টানিয়া লইয়া
 বিপর্যস্ত-কেশে বেগে সে স্থান হইতে
 প্রস্থানোদ্যতা হইলেন। তিনি প্রস্থান
 করিলে, এইবার শঙ্কর কিঞ্চিৎ কোপের
 সহিত কহিলেন,—ঈ, তুমি যে সর্পপ্রকাবেই

হিমালয় শৃঙ্গৈস্তৈর্ষেষজালাকুলৈর্নভঃ ।
 তথা দ্রবগাহেভ্যো হৃদয়েভ্যাস্তবায়নঃ ॥ ১৮
 কাঠিন্ধ্যাক্ষমশ্চ্যেভ্যো বনেভ্যো বহুধা গতা ।
 কুটিনব্রহ্ম বস্তু ভ্যো হৃৎসেব্যাহং হিমাঙ্গপি ।
 সংক্রান্তং সর্পদৈবেতি ত্বয়সি হিমশৈলরাট ॥ ১৯
 ইতুক্তা সা পুনঃ প্রাহ গিরিশঃ শৈলজা তনা
 কোপকম্পিতমূর্ছা চ প্রক্ষুরদশনচ্ছদা ॥ ২০
 উমোবাচ ।

মা সমান্দোষনানেন নিন্দাত্তান গুণিনো
 জনান্ ।

তবাপি দৃষ্টসম্পর্কং সংক্রান্তং সর্পমেব হি ॥
 ব্যালেভ্যোহধিকজিহ্বাহং তস্মান্ন স্নেহবন্ধনম্
 হৃৎকালুষাৎ শশাক্ষাভু হৃদ্যোধিতং বুধাদপি ॥ ২২
 তথা বহু কিমুক্তেন অলং বাচ্য শ্রমেণ তে ।

তোমার পিতারই অনুরূপ হইতা; এ কথা
 সত্য বটে। দেখ, হিমালয়ের জলদজালা-
 কুল নভঃস্পর্শী শৃঙ্গগুলির ন্যায় তোমার
 অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিভাত। অপিচ তাহার
 দ্রবগাহ অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে তোমার
 আশ্রয়, তদীয় পাষণ-সমূহ হইতে তোমার
 কাঠিন্য, ত্বহতা বনভূমি হইতে তোমার বহু-
 ব্যাপকতা, সেখানকার পথসমূহ হইতে
 তোমার নোটিল্য এবং হিমালয়ের হিমরাশি
 হইতেই তোমার হৃৎসেব্যতা সংক্রামিত হই-
 যাছে। এক কথায় হিমগিরিরাজের সমস্ত গুণই
 সর্পদা তোমাতে সংক্রান্ত রহিয়াছে। ১০—১৯।
 গিরিশ এই কথা কহিলে, গিরিজা পুনরায়
 তাঁহাকে কোপ-কম্পিত-মস্তকে কহিলেন,—
 দেব! তুমি বুধা দোষারোপ করিয়া অস্তান্ত
 গুণী ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করিও না। মনে
 করিয়া দেখ, দৃষ্টসম্পর্কে তোমাতেও বহু
 দোষ সংক্রামিত হইয়াছে। সর্পসমূহ হইতে
 তোমাতে ঘোর কৌটিল্য আসিয়াছে। ভস্ম-
 সংসর্গেই তোমার স্নেহবন্ধন অস্থায়িত
 হইতেছে। কলঙ্কী চন্দ্র হইতেই হৃদয়-
 কালুষ্য ঘটিয়াছে এবং বুধ হইতেই তোমার
 হৃদ্যোধিত বা জড়তা জন্মিয়াছে। তোমার

শাশানবাসান্নিভীঃ নগ্নদ্বারং তব ত্রপা ॥ ২৩
নিম্বগ্নত্বং কপালিতাদিয়া তে বিগতা চিরম্ ।
ইত্যাশ্বা মন্দিরাং তন্মাত্রিজ্জগাম হিমাদিজ্জা ॥
তস্তাঃ ব্রজস্ত্যাং দেবেশগণৈঃ কিলকিলো ধ্বনিঃ
ক মাতর্গচ্ছসি ত্যাক্ষা রুদন্তো ধাবিতাঃ পুনঃ ॥
বিষ্টভ্য চরণৌ দেব্যা বীরকে বাস্পগদগদম্ ।
প্রোবাচ মাতঃ কিং ত্বং ক যাসি কুপিতাস্থরা
অহং আমল্লুযাপ্তামি ব্রজস্তীঃ শ্বেহবজ্জিতাম্ ।
নো চেৎ পতিষ্যে শিখরাং তপোনিষ্ঠে
হয়োজবিতঃ ॥

উগ্রায়া বদনং দেবী দক্ষিণেন তু পাণিনা ।
উবাচ বীরকং মাতা শোকং পুত্রক মা ক্রথাঃ ॥
শৈলাগ্রাং পতিতুং নৈব ন চাগন্তুং ময়া সহ ।
যুক্তং তে পুত্র বক্ষ্যামি যেন কার্যেণ তচ্ছণু ॥

সদৃশে আর বহু বাক্য ব্যয় করিয়া কি ফল
আছে? শাশানবাস নিবন্ধন তোমার
নিভীকতা হইয়াছে, এবং নগ্নত্ব নিমিত্ত
তোমার নির্লজ্জতা আসিয়াছে। তুমি
কপালী বলিয়া তোমার স্বণা কিছুতেই নাই
এবং দয়া ত তোমার চিরকালের জন্ত
চলিয়া গিয়াছে। হিমশৈলজা এই কথা
কহিয়া সেই মন্দির হইতে নিষ্কাশিত হইলেন।
তিনি চলিয়া গেলে শিখরচর প্রমথগণ
কিলকিল ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং ‘হে মাতঃ
আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়াছ?’
এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে তাহারা
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। বীরক
নামক প্রমথ দেবীর পাদদ্বয় ধরিয়া বাস্প-
গদগদ বাক্যে বলিল,—মাতঃ! কি হইয়াছে,
আপনি কুপিতমনে কোথায় যাইতেছেন?
আপনি নিঃশ্বেহ হইয়া গমন করিলে আমিও
আপনার অনুগমন করিব, নতুবা হে তপো-
নিষ্ঠে! তোমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমি
গিরিশিখর হইতে পতিত হইব। দেবী
তখন দক্ষিণপাণি দ্বারা বীরকের বদন
উত্তোলিত করিয়া কহিলেন,—পুত্র! তুমি
শোক করিও না। বৎস! শৈলাগ্র হইতে

রুকেতুত্বা হরেণাং নিন্দিতা চাপ্যনিন্দিতা ।
সাহং তপঃ করিষ্যামি যেন গৌরীহমাশ্রুযাম্ ॥
এষ স্ত্রীলম্পটো দেবো যাতায়াং মযানন্তরম্ ।
দ্বাররক্ষা হয়া কার্য্যা নিত্যং ব্রজাবেক্ষিণা ॥ ৩১
যথা ন কাচিৎ প্রবিশেদযোবিদজ্জ হরাস্তিকম্ ।
দৃষ্ট্বা পরস্মিন্চাত্ত বদেথা মম পুত্রক ॥ ৩২
শীঃমেব করিষ্যামি যথায়ুক্ৰমনস্তরম্ ।
এবমস্মিতি দেবীং স বীরকঃ প্রাহ সান্ত্রতম্ ॥
মাতুরাজ্ঞামিতাহ্লাদ-প্লাবিতাক্ষো গতজ্বরঃ ।
জগাম কক্ষ্যাং সন্দ্রষ্টুং প্রণিপত্য চ মাতরম্ ॥

ইতি স্ত্রীমাংস্তে মহাপুরাণে কুমারসম্ভবে
দেব্যাস্তপোহনুগমনং নাম পঞ্চপঞ্চাশ-
দধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫

পতন বা আমার অনুগমন ইহার একটীও
তোমার পক্ষে উচিত নহে। কেন নহে?
তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেখ, আমি
অনিন্দিতা হইলেও হর আমাকে কৃষ্ণ বলিয়া
নিন্দা করিয়াছেন। অতএব আমি তপস্তা
করিব—করিয়া গৌরীত্ব প্রাপ্ত হইব। ঐ
দেবদেব অতি স্ত্রীলম্পট; সেইজন্ত আমি
চলিয়া গেলে তুমি নিত্য নিত্য ব্রজাবেক্ষী
হইয়া দ্বাররক্ষা কার্য্য করিবে। দেখিবে—
কোনরূপে যেন কোন অপর রমণী হরের
সমীপে আসিতে না পারে। হে পুত্রক!
যদি ঐরূপ ঘটনা দেখিতে পাত, তাহা হইলে
আমাকে তাহা জানাইবে। আমি তাহার
উচিত ব্যবস্থা যাহা হয়, নীঘ্রই করিব।
তখন বীরক দেবীকে ‘তথাস্ত’ বাক্যে উত্তর
প্রদান করিলেন এবং মাতার আদেশরূপ
অমৃতাহ্লাদে প্লাবিতাঙ্গ হইয়া মাতাকে প্রণি-
পাতপূর্ব্বক তুষ্টমনে গৃহপ্রকোষ্ঠ পর্য্যবেক্ষ
করিবার জন্ত গমন করিলেন। ১০—৩৪।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৫

ষট্শকাংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

দেবীং সাপশ্চদাদ্ব্যস্তোঃ সখীং মাতৃবিভূষিতাম্ ।
কুসুমামোদিনীং নাম তস্মৈ শৈলশ্চ দেবতাম্ ॥১৥
সাপি দৃষ্ট্বা গিরিশুতাং শ্বেহবিক্রবমানসাম্ ।
ক পুত্রি গচ্ছসীত্যাচ্চৈরানিষ্টোবাচ দেবতাম্ ॥২৥
সাপি চাস্ত সৰ্ব্বমাচখ্যো শঙ্করাৎ কোপকারণম্ ।
পুনশ্চোবাচ গিরিজা দেবতাং মাতৃসম্মতাম্ ॥৩৥
উমোবাচ ।

নিত্যং শৈলাধিরাজশ্চ দেবতা হুমনিন্দিতে ।
সৰ্ব্বতঃ সন্নিধানং তে মম চাতীৰ বৎসলা ॥ ৪ ॥
অতস্তু তে প্রবক্ষ্যামি যদ্বিধেয়ং তদা ধিয়া ।
অন্তস্ত্রীসম্প্রবেশস্ত ত্বয়া রক্ষাঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৫ ॥
রহস্তত্র প্রযত্নেন চেতসাম্ সততং গিরৌ ।
পিলাকিনঃ প্রবিষ্টায়াং বক্তব্যং মে ত্বদ্বানন্বে ॥ ৬ ॥
ততোহহং সংবিধাশ্চামি যৎ কৃত্যং তদনন্তরম্

ষট্শকাংশদধিকশততম অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন,—সেই দেবী তখন দেখিলেন—সেই শৈলের অধিদেবতা কুসুমামোদিনী নামী স্বীয় মাতৃদেবী আগমন করিতেছেন । এদিকে সেই শৈলাধিদেবতাও গিরিশুতাকে দেখিয়াই শ্বেহবিক্রবমনে অলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—অয়ি পুত্রি কোথায় যাইতেছ ? তখন শৈলজাও শঙ্কর হইতে স্বীয় কোপকাণ্ডন সমস্তই ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—এবং পুনরায় সেই মাতৃসম্মতা শৈলদেবতাকে কহিলেন,—হে অনিন্দিতে ! তুমি শৈলাধিরাজের দেবতা, সৰ্ব্বত্রই তোমার নিত্য সন্নিধান এবং আমারও তুমি অতীত বৎসলা । এইজন্ত তোমার কর্তব্য সন্দেহে বলিয়া যাইতেছি । অন্তস্ত্রী যাহাতে পিনাকীর আবাসে নির্জনে প্রবেশ করিতে না পারে, তুমি সে বিষয়ে সতত সতর্ক চেষ্টা করবে । আর যদি কোন নারী প্রবেশ করে, তবে সে সংবাদ আমাকে প্রদান করবে । তাহার

ইত্যুক্তা সা তথৈত্বাক্তা জগাম স্বগিরিঃ শুভম্
উমাপি পিতৃকদ্যানং জগামাদিশুতা ক্রতম্ ।
অন্তরীক্ষং সমাবিশ্ত মেঘমালামিব প্রভা ॥ ৮ ॥
ততো বিভূষণাত্তস্ত বৃক্ষবন্ধলধারিনী ।
গ্রীষ্মে পঞ্চায়িসম্ভৃতা বর্ষাসু চ জলোষিতা ॥৯৥
বস্ত্রাহারা নিরাহারা শুকা স্বণ্ডিলশায়িনী ।
এবং সাধয়তী তত্র তপসা সংব্যবহিতা ॥ ১০ ॥
জাহ্নবা তু তাং গিরিশুতাং দৈত্যস্ত্রাস্ত্রান্তরে বলী
অন্ধকশ্চ সুতো দৃষ্টঃ পিতৃবধমহুস্মরন ॥ ১১ ॥
দেবান্ সৰ্ব্বান্ বিজিত্যাজৌ বকব্রাতারণোৎকটঃ
আর্ড্রানামান্তরপ্রেক্ষী সততং চন্দ্রমৌলিনঃ ॥ ১২ ॥
আজগামামরারিপুং পুংস্ ত্রিপুরঘাতিনঃ ।
স তত্রাগত্য দদৃশে বীরকং স্বার্যাবহিতম্ ॥
বিচিন্ত্যামীষরং দত্তং স পুরা পদ্মজয়নাম ।
হতে তদাক্ষকে দৈত্যো গিরিশেনামরধিষি ॥

পর যাহা কর্তব্য হয়, আমি করিব । পার্শ্বভী কুসুমামোদিনীকে এই কথা কহিলে, তিনি 'তথাস্ত' বলিয়া স্বীয় শৈলে প্রস্থান করিলেন । এদিকে উমা দেবীও পিতার উদ্যানে প্রবেশ করিলেন । মনে হইল অন্তরীক্ষস্থ মেঘমালায় যেন প্রভা প্রবেশ করিল । অনন্তর তিনি ভূষণ সকল পরিত্যাগ করিলেন, মাত্র বৃক্ষবন্ধল ধারণ করিয়া গ্রীষ্মে পঞ্চায়িতাপে সম্ভৃতা ও বর্ষায় জলমধ্যে অবস্থিত হইয়া কালতিপাত করিতে লাগিলেন । ১—৯ কখন বস্ত্রকলাহারে, কখন নিরাহারে তাহার কাল কাটিতে লাগিল । তাহার দেহ শুকা হইয়া গেল । তিনি স্বণ্ডিলে শয়ন করিতে লাগিলেন ; এইরূপে গিরিশুতা তথায় তপঃসাধনায় অবস্থিত হইলেন জানিতে পারিয়া অন্ধকনন্দন বকব্রাতা বলবান্ আড়ি নামক দৈত্য এই সময় তাহার পিতার বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবসৈন্ত পরাজয়পূষক ভগবান্ চন্দ্রশেখরের ছিত্রাষেধী হইয়া তদীয় পুরে আসিয়া উপস্থিত হইল । ঐ দৈত্য ত্রিপুরহরের পুরধারে আসিয়া দেখিল, স্বারে বীরক অবস্থান করিতেছেন । দেখিয়া

আড়িষ্টকার বিপুলং তপঃ পরমদাক্ষণম্ ।
তমাগত্যাববীদব্রজা তপসা পরিতোষিতঃ ॥
কিমাভে দানবশ্রেষ্ঠ তপসা প্রাপ্তুমিচ্ছসি ।
ব্রহ্মাণমাহ দৈত্যস্ত নিমৃত্যুত্মহং বৃণে ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ

ন কশিচ্চ বিনা মৃত্যুং নরো দানব বিদ্যতে ।
যতন্ততোহপি দৈত্যৈশ্চ মৃত্যুঃ প্রাপ্যঃ

শরীরিণা ॥ ১৭

ইত্যুক্তো দৈত্যসিংহস্ত প্রোবাচাঙ্গুজসম্ভবম্ ।
রূপস্ত পরিবর্তো মে যদা স্তাৎ পদ্মসম্ভব ॥ ১৮
তদা মৃত্যুর্মম ভবেদন্তথা অমরো হ্যহম্ ।
ইত্যুক্তস্ত তদোবাচ তুষ্টঃ কমলসম্ভবঃ ॥ ১৯
যদা দ্বিতীয়ো রূপস্ত বিবর্তন্তে ভবিষ্যতি ।
তদা তে ভবিতা মৃত্যুরন্তথা ন ভবিষ্যতি ॥ ২০
ইত্যুক্তোহমরতাং মেনে দৈত্যাস্তুর্মহাবলঃ ।

সে চিন্তাবিহীন হইল। পূর্বে গিরিশের হস্তে
অস্তক নিহত হইলে, ঐ আড়ি দৈত্য বিপুল
তপস্তা করিয়াছিল। ব্রহ্মা শেষে ঐ দৈত্যকে
বর দান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা উহার প্রতি
পরিভূষ্ট হইয়া আগমনপূর্বক বলেন যে, হে
দানবশ্রেষ্ঠ! তুমি তপস্তা করিয়া কি বর
লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? তাহাতে ঐ
আড়ি দানব ব্রহ্মার নিকট অমরত্ব প্রার্থনা
করে। ব্রহ্মা বলেন,—হে দানব! মৃত্যু
ব্যতীত কাহারই চির স্থায়িত্ব নাই। অতএব
হে দৈত্যৈশ্চ! দেহধারী মাত্রকেই মৃত্যুগ্রস্ত
হইতে হয়। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে ঐ
দৈত্যৈশ্চ পদ্মজন্মাকে বলিয়াছিল যে, হে
পদ্মঘোনে! আমার যখন রূপ-পরিবর্তন
ঘটিবে, তখনই যেন আমার মৃত্যু হয়।
অন্তথা আমি যেন অমর হইয়াই থাকি। সেই
দৈত্য ঐ সকল কথা কহিলে, কমলযোনি
তুষ্ট হইয়া বলেন যে, যখন তোমার দ্বিতীয়
রূপ-পরিবর্তন ঘটিবে, তখনই তোমার মৃত্যু
হইবে; অন্তথা তোমার মৃত্যু নাই। ব্রহ্মার
এই কথায় মহাবল দৈত্যানন্দন তখন ঐরূপ
অমরত্ব বরই যথেষ্ট মনে করিয়াছিল। এক্ষণে

তন্মিন্ কালে তু সংস্মৃত্য তবধোপায়মানঃ ॥
পরিহর্জুঃ দৃষ্টিপথং বীরকস্তান্তবৎ তদা ।
ভুজঙ্গরূপী রঞ্জেণ প্রবিবেশ দৃশঃ পথম্ ॥ ২২
পরিহৃত্য গণেশস্ত দানবোহসৌ সুহৃদ্বজয়ঃ ।
অলঙ্কিতো গণেশেন প্রবিষ্টোহথপুরাস্তকম্ ॥
ভুজঙ্গরূপং সম্ব্যজ্য বভূবাহ মহানুরঃ ।
উমারূপী ছলয়িতুং গিরিশং মুঢ়চেতনঃ ॥ ২৪
কৃদ্বা মায়াং ততো রূপমপ্রতর্ক্যমনোহরম্ ।
সর্ষাবয়বসম্পূর্ণং সর্ষাভিজ্ঞানসংবৃতম্ ॥ ২৫
কৃদ্বা মুখান্তরে দন্তান্ দৈত্যো বজ্রোপমান
দৃঢ়ান্ ।

তীক্ষ্ণাগ্রান্ বুদ্ধিমোহেন গিরিশং হস্তমুদ্যতঃ ॥
কৃত্তোমারূপসংস্থানং গতৌ দৈত্যৌ হরাস্তিকম্
পাপো রম্যাকৃতিশ্চিহ্ন-ভূষণাদ্বরভূষিতঃ ॥ ২৭
তং দৃষ্ট্বা গিরিশস্তষ্টস্তদালিন্য মহানুরম্ ।
মন্তমানো গিরিশুতাং সর্ষৈরবয়বাস্তরৈঃ ॥ ২৯
অপৃচ্ছৎ সাধু তে ভাবো গিরিপুত্রি ন কৃত্রিমঃ

ঐ আড়ি দৈত্য নিজের সেই বধোপায় বার্তা
শ্রবণ করিয়া বীরকের দৃষ্টিপথ পরিহার
কামনায় ভুজঙ্গরূপে গৃহীচ্ছিন্ন-পথে অলঙ্ক্য
প্রবেশ করিল। গণপতি বীরক দানবের
এই প্রবেশ ব্যাপার কিছুই জানিতে পারি-
লেন না। এদিকে দানব পুরাত্যস্তরে
প্রবেশপূর্বক ভুজঙ্গরূপ পরিত্যাগ করিল
এবং মুঢ়-বুদ্ধিবশতঃ উমারূপে গিরিশকে
ছলিবার জন্ত চেষ্টিত হইল। ঐ দানব মায়া
করিয়া সর্ষাঙ্গ-সম্পন্ন সর্ষা অভিজ্ঞানযুক্ত অত-
র্কিত মনোজ্ঞ উমারূপ ধারণ করিল। পুন-
বুদ্ধিমোহে মুখ মধ্যে করেকটা বজ্রোপ-
তীক্ষ্ণাগ্র দন্ত আবদ্ধ করিয়া গিরিশকে
বধ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। অন-
ন্তর অপূর্ব উমারূপ ধারণপূর্বক ঐ পাপাশয়
দৈত্য রম্যাকৃতি ও রম্য বসন ভূষণে সুসজ্জিত
হইয়া হরাস্তিকে উপস্থিত হইল। ১০—২৭।
হর সেই মহানুরকে উমাকৃতি দেখিয়া তুষ্ট
হইলেন এবং সর্বপ্রকারে তাহাকে উমা
বলিয়াই মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করি-

যা হং মদাশয়ঃ জ্ঞাত্বা প্রাপ্তেহ বরবর্ণিন ॥২৯
 ত্বয়া বিরহিতঃ শূন্যঃ মন্ত্রমানো জগজ্জয়ম্ ।
 প্রাপ্তা প্রসন্নবদনা যুক্তমেবংবিধঃ ত্বয়ি ॥ ৩০
 ইত্যুক্তো দানবেশ্বরঃ তদাভাষৎ স্ময়ঃশুনৈঃ
 ন চাবুধ্যদভিজ্ঞানং প্রায়স্ত্রিপুরঘাতিনঃ ॥ ৩১
 দেব্যাবাচ ।

যাতাম্যাহং তপশ্চতুঃ বাল্লভ্যায় তবাত্মনাম্ ।
 রতিশ্চ তত্র মে নাত্মনঃ ততঃ প্রাপ্তা বদন্তিকম্
 ইত্যুক্তঃ শঙ্করঃশঙ্কাংকাঞ্চিৎ প্রাপ্যাবধায়য়ৎ ।
 হৃদয়েন সমাধায় দেবঃ প্রহসিতাননঃ ॥ ৩৩
 কুপিতা ময়ি তবঙ্গী প্রকৃত্যা চ দৃঢ়ব্রতা ।
 অপ্ৰাপ্তকামা সম্প্রাপ্তা কিমেতৎসংশয়ো মম ॥
 ইতি চিন্ত্য হরস্তস্তা অভিজ্ঞানং বিধায়য়ন্ ।
 নাপশ্চদ্ব্যমপার্শ্বে তু তদঙ্গে পদ্মলক্ষণম্ ॥ ৩৫

লেন,—অয়ি শৈলনন্দিনি! সাধু সাধু;
 বুঝিলাম, তোমার প্রণয়ভাব কৃত্রিম নহে।
 কেননা, হে বরবর্ণিনি! তুমি আমার অভি-
 প্রায় অবগত হইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত
 হইয়াছ; তোমার বিরহে আমি এই ত্রিভুবন
 শূন্য বলিয়াই মনে করিতেছিলাম। তুমি
 প্রসন্নমুখে আবার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ!
 ইহা তোমার যোগ্য কার্য্যই হইয়াছে। হর
 এই কথা কহিলে, দানবেশ্বর উমারূপে ঈষৎ
 হাসিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—দেব! আমি
 তোমারই প্রেমলাভার্থ তাঁর তপস্চারণে
 গিয়াছিলাম; কিন্তু সেখানে আমার ভাল
 লাগিল না; সুতরাং আবার তোমারই
 নিকট কিরিয়া আসিলাম। এই কথা কহিলে
 শঙ্কর যেন কিকিৎ শঙ্কিত হইলেন এবং
 মনে মনে সন্দ্বিহান হইয়া প্রহর্ষবদনে হৃদয়
 মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন,—আমি
 জানি, তবঙ্গী দেবী উমা স্বভাবতই দৃঢ়ব্রতা;
 তিনি কোপভরে এখান হইতে চলিয়া গেলেন,
 এবং অপূর্ণমনোরথ হইয়া পুনরায় সহসা
 ফিরিয়া আসিলেন কেন? ইহাই এক্ষণে
 আমার সংশয়ের বিষয় হইতেছে। হর
 এইরূপ চিন্তা করিয়া উমার অভিজ্ঞানের

লোমাবর্তন্ত রচিতং ততো দেবঃ পিনাকধুক ।
 অবুধ্যদানবীঃ মায়ামাকারং গৃহয়ন্ততঃ ॥ ৩৬
 মেঢ়ে বজ্রাস্ত্রমাদায় দানবঃ তমহৃদয়ৎ ।
 অবুধ্যদ্বীরকো নৈব দানবেশ্বরঃ নিষুদিতম্ ॥৩৭
 হরেণ হৃদিতঃ দৃষ্ট্বা স্ত্রীরূপং দানবেশ্বরম্ ।
 অপরিচ্ছিন্নতত্ত্বার্থা শৈলপুত্রো স্তবেদয়ে ॥ ৩৮
 দূতেন মারুতেনান্ত গামিনা নগদেবতা ।
 শ্রদ্ধা বায়ুমুখাদেবী ক্রোধরক্তবিলোচনা ।
 অশপদ্বীরকং পুত্রঃ হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৩৯
 ইতি স্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে আড়িবধো নাম
 ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

বিষয় ভাবিলেন—এবং, তাহার বামপার্শ্বে
 দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন, তাহার অঙ্গে সেই
 প্রসিক্ত পদ্মলক্ষণ নাই। সেখানে এক
 সুরচিত লোমাবর্ত রহিয়াছে। তখন দেব
 পিনাকপাণি তাহা দানবী মায়া বলিয়া বুঝি-
 লেন এবং স্বীয় আকার গোপন করিয়া বজ্রাস্ত্র
 গ্রহণপূর্ব্বক মেঢ়দেশে প্রহার করিয়া সেই
 দানবকে বিনাশ করিলেন। বীরক সেই
 দানবেশ্বরের বধবার্ত্তা কিছুই জানিতে পারি-
 লেন না। ইতিমধ্যে হর কর্ত্তক স্ত্রীরূপধর
 দানবেশ্বরকে নিহত দেখিয়া প্রকৃত তত্ত্ব না
 জানিয়াই অবিলম্বে ক্রতগামী মারুত দূত
 দ্বারা শৈলপুত্রীর নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ
 করিলেন। দেবী শৈলজা বায়ুমুখে সেই
 বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে রক্তনেত্র হইলেন
 এবং ব্যথিত হৃদয়ে পুত্র বীরককে অভিশাপ
 প্রদান করিলেন। ২৮—৩৯।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৬৬॥

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ ।

মাতরং মাং পরিত্যজ্য যস্মাৎ ত্বং স্নেহবিক্রবাৎ
বিহিতাবসরঃ স্ত্রীণাং শঙ্করস্ত রহোবিধৌ ॥ ১
তস্মাৎ তে পুরুষা রুক্ষা জড়া হৃদয়বর্জিতা ।
গণেশ কারসদৃশী শিলা মাতা ভবিষ্যতি ॥ ২
নিমিস্তমেতদ্বিখ্যাতং বীরকস্ত শিলোদয়ে ।
সোহভবৎ প্রক্রমেণৈব বিচিত্রাখ্যানসংশ্রয়ঃ ॥ ৩
এবমুৎসৃষ্টশাপায়া গিরিপুত্র্যাস্তনস্তরম্ ।
নির্জ্জগাম মুখাৎ ক্রোধঃ সিংহরূপী মহাবলঃ ॥ ৪
স তু সিংহঃ করালাস্তো জটাজটিলকঙ্করঃ ।
প্রোক্তলহলাঙ্গুলো দংষ্ট্রোৎকটমুখাতটঃ ॥ ৫
ব্যাবস্তাস্তো ললজিহ্বাঃ কামকৃষ্ণিঃ শিরাদিবৃ ।
তস্তাস্তে বর্জিতুং দেবী ব্যবসৃত সতী তদা ॥ ৬
জাহ্নব মনোগতং তস্তা ভগবাংশ্চতুরাননঃ ।
থাগম্যোবাচ দেবেশো গিরিজাং স্পষ্টয়া গিরা

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—হে গণেশ ! যেহেতু
তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্নেহবিক্রব
বশতঃ শঙ্করের নির্জ্জনাবাসে স্ত্রীলোক আসি-
বার অবসর প্রদান করিলে, এই অপরাধে
এক পুরুষা, রুক্ষা, জড়া, হৃদয়বর্জিতা, কার-
তুল্যা শিলা তোমার মাতা হইবে। বীরকের
শিলা হইতে উৎপত্তি সম্বন্ধে নিমিস্ত এইরূপই
বিখ্যাত। এইরূপ প্রক্রম হইতেই বীরকের
বিচিত্র আখ্যান প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। যাহা
হউক, গিরিপুত্রী ঐরূপে শাপ প্রদান করিলে,
তাহার বদন হইতে এক সিংহরূপী মহাবল
ক্রোধ প্রাহুর্ভূত হইল। ঐ সিংহ করালচক্র
জটাজটিল কঙ্করশালী, দীর্ঘ লাঙ্গুল চালনে
তৎপর, দংষ্ট্রা দ্বারা উৎকট মুখতট শোভী,
বিবুতানন, লোলজিহ্বা ও কণকটি। দেবী
শৈলসুতা তখন সেই সিংহের মুখমধ্যে
প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার
মনোভিপ্রায় জানিয়া ভগবান্ চতুরানন
আগমনপূর্বক গিরিজাকে স্পষ্টবাক্যে

ব্রহ্মোবাচ ।

কিং পুত্রি প্রাপ্তকামাসি কিমলভ্যং দদামি তে
বিরম্যতামতিক্রেণাৎ তপসোহস্মান্নদাজয়া ॥ ৮
তচ্ছ্রুত্বোবাচ গিরিজা শুকং গৌরবগর্ভিতম্
বাক্যং বাচ্য চিরোদগৌর্ণবর্ণনির্গীতবাহ্বিতম্ ॥ ৯

দেবুবাচ ।

তপসা হৃদয়েরণাপ্তঃ পতিষে শঙ্করো ময়া ।
স মাং শ্রামলবর্ণেতি বহুশঃ প্রোক্তবান্ ভবঃ
শ্রামহং কাঞ্চনাকারা বাল্লভোয়ন * ৫ সংযুতা ।
ভর্তুর্ভূতপতেরঙ্গমেকতো নির্বিশেষহৃদবৎ ॥ ১১
তস্মাস্তদ্বাষিতং শ্রুত্বা প্রোবাচ কমলাসনঃ ।
এবং ভব ত্বং ভূষ্যত ভর্তুর্দেহাঙ্গধারিণী ॥ ১২
ততস্ততাজ ভৃঙ্গাঙ্গং ফুল্লনীলোৎপলত্বচম্ ॥ ১৩
অচা সা চাতবন্দীপ্তা ঘণ্টাহস্তা ত্রিলোচনা
নানাভরণপূর্ণাঙ্গী পীতকৌষেধধারিণী ॥ ১৪

বলিলেন, হে পুত্রি ! তুমি কি প্রাপ্ত হইতে
ইচ্ছা করিয়াছ ? তোমার কোন অলভ্য
বস্তু দান করিব ? আমার আদেশে তুমি
এই অতি ক্রেশকর তপস্তা হইতে বিরত
হও । ১—৮ । তৎশ্রবণে গিরিজা সেই গৌরব,
গর্ভিত শুক্রে চিরোদগৌর্ণ বর্ণে বাহ্বিত
বিষয় নির্গীত করিয়া কহিলেন, আমি হৃদয়
তপস্তা করিয়া শঙ্করকে পতিরূপে প্রাপ্ত
হইয়াছিলাম ; কিন্তু তিনি আমাকে শ্রামল-
বর্ণা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অতএব
আমি কাঞ্চনবর্ণা ও প্রণয়শালিনী হইয়া
ভর্তা ভূতপতির অঙ্গসঙ্গিনী হইতে ইচ্ছা
করিতেছি। তাঁহার সেই কথা শুনিয়া
কমলাসন কহিলেন,—‘এবমস্ত’ তুমি এইরূপ
হইয়া ভর্তার অঙ্গভাগিনী হইতে পারিবে।
ব্রহ্মা এই কথা কহিবামাত্র শৈলজা তখন
ভৃঙ্গাঙ্গ ও ফুল্লনীলোৎপলতুল্য স্বীয় দেহ-
অঙ্ক পরিত্যাগ করিলেন। সেই অঙ্ক হইতে
তৎকালে ঘণ্টাহস্তা, ত্রিলোচনা, নানা ভূষণ-
ভূষিতা, পীতকৌষেধধারিণী নিশাদেবী

লাবণ্যেনেতি পাঠান্তরম্

তামব্রবাৎ ততো ব্রহ্মা দেবীঃ নীলান্বজত্ৰিষম্
নিশে কুধরজাদেহসম্পর্কাৎ ত্বং যমাজ্জয়া ॥ ১৫
সম্প্রাপ্তা কৃতকৃত্যাহমেকানংশা পুরা হসি ।
য এব সিংহঃ প্রোদ্ধুতো দেব্যা ক্রোধাঘরাননে
স তেহস্ত বাহনঃ দেবি কেতো চান্ত মহাবলঃ ।
গচ্ছ বিদ্যাচলং তত্র সুরকার্য্যং করিষ্যসি ॥ ১৭
পঞ্চালো নাম যক্ষোহয়ং যক্ষলক্ষপদানুগঃ ।
দত্তস্তে কিঙ্করো দেবি যয়া মায়া শতৈর্ঘূতঃ ॥ ১৮
ইত্যুক্তা কোশিকী দেবী বিদ্যাশৈলং জগামহ
উমাপি প্রাপ্তসঙ্কল্পা জগাম গিরিশান্তিকম্ ॥ ১৯
প্রবিশন্তীতি তাং দ্বারি হৃৎকৃত্য সমাহিতঃ ।
ক্রোধে বীরকো দেবীঃ হেমবেত্রলতাধরঃ ॥ ২০
তামুবাচ চ কোপেন রূপাৎ তু ব্যভিচারিণীম্ ।
প্রয়োজনং ন তেহস্তীহ গচ্ছ যাবন্ন ভেৎসসি

দেব্যা রূপধরো দৈত্যো দেবং বধয়িতুং স্থিহ ।
প্রবিশ্ণো ন চ দৃষ্টোহসৌ স বৈ দেবেনষাতিতঃ
ঘাতিতে চাহমাজ্জপ্তো নীলকণ্ঠেন কোপি না ।
দ্বারেষু নাবধানং তে যস্মাৎ পঞ্চামি বৈ ততঃ
ভবিষ্যসি ন মদ্বাঃস্বে বধপুণ্যাণ্যনেকশঃ ।
অতন্তেহত্র ন দাস্তামি প্রবেশংগম্যতাং দ্রুতম্
ইতি ত্রীমাৎস্রে মহাপুরাণে বীরকশাপো নাম
সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৭

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

বীরক উবাচ

এবমুক্তা গিরিসুতা মাতা মে ন্নেহবৎসলা ।
প্রবেশং লভতে নাস্তা নারী কমললোচনে ॥ ১
ইত্যুক্তা তু তদা দেবী চিন্তয়ামাস চেতসা ।
ন সা নারীতি দৈত্যোহসৌ বায়ুর্মে যামভাষত

অতএব যাবৎ না আহত হও, এস্থান হইতে
প্রস্থান কর । দেবী শৈলপুত্রীর রূপ ধরিয়া
দেবদেবকে অর্চনা করিবার জন্ত এক দৈত্য
এখানে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল ; দেবদেব
তাহাকে জানিতে পারিয়া নিহত করিয়াছেন ।
সেই দৈত্য নিহত হইলে নীলকণ্ঠ কোপযুক্ত
আমায় আক্রমণ করিয়াছেন যে, দ্বাররক্ষায়
তোমার অবধান কিছুই দেখিতেছি না ।
অতএব দীর্ঘকালের জন্ত তুমি আমার দ্বার-
রক্ষার কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না ।
তাহার এই কথায় আমি সাবধান হইয়াছি ।
অতএব তোমাকে এখানে প্রবেশ করিতে
দিব না, তুমি শীঘ্র প্রস্থান কর । ১—২৪ ।
সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৭

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

বীরক বলিলেন,—হে কমললোচনে !
আমার মাতা ন্নেহবৎসলা গিরিসুতাই
এখানে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন ।
তদুত্তর অস্ত কোন নারীর এখানে প্রবেশা-

প্রাকুর্ভূতা হইলেন । ব্রহ্মা সেই নীলান্বজ-
কান্তি দেবীকে তখন বলিলেন,—হে নিশে !
তুমি আমার শৈলসুতার দেহসঙ্গভাবে কৃত-
কৃত্যতা লাভ করিয়াছ । তুমিই ভবিষ্যতে
একানংশা নামে বিখ্যাতা হইবে । এই যে
দেবীর ক্রোধ হইতে সিংহ সমুদ্ভূত হইয়াছে,
হে দেবি ! এই মহাবল সিংহ তোমারই
বাহন হইবে এবং তোমার ধ্বজচিহ্ন
হইয়া থাকিবে । তুমি বিদ্যাচলে যাও,
সেখানে গিয়া দেবকার্য্য সাধন করিবে ।
লক্ষ যক্ষানুচরসমভিষাহারী এই পঞ্চাল
নামক যক্ষকে তোমার কিঙ্কররূপে অর্পণ
করিলাম । হে দেবি ! তোমার এই কিঙ্কর
শত শত মায়ায় কুশল । ব্রহ্মা এই কথা
কহিলে, কোশিকী দেবী বিদ্যাচলে প্রস্থান
করিলেন । এদিকে উমা দেবীও অভীষ্ট
লাভ করিয়া হরাস্তিকে উপনীত হইলেন ।
তিনি যখন হরের গৃহে প্রবেশ করিতে
উদ্যত হইবেন, তখন দ্বাররক্ষক হেম-বেত্র-
যষ্টিধারী বীরক তাঁহার পথ রোধ করিয়া
দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার রূপগৌরবে তাঁহাকে
ব্যভিচারিণী আশঙ্কায় সকোপে কহিলেন,—
তোমার হেথায় কোনই প্রয়োজন নাই ;

পুথৈব বীরকঃ শপ্তো ময়া ক্রোধপরীতয়া ।
অকাৰ্য্যঃ ক্রিয়তে মূঢ়ৈঃ প্রায়ঃ ক্রোধসমীরিতৈঃ
ক্রোধেন নশ্ততে কীর্ত্তিঃ ক্রোধো হস্তি স্থিরাঃ
শ্রিয়ম্ ।

অপরিচ্ছিন্নতর্কার্থা পুত্রঃ শাপিতবত্যহম্ ।
বিপরীতার্থবুদ্ধীনাং সুলভো বিপদোদয়ঃ ॥ ৪
সাক্ষৈস্ত্যববাসেন্দঃ বীরকং প্রতি শৈলজা ।
লজ্জাসজ্জবিকারেণ বদনেনাসুজত্বিয়া ॥ ৫
দেব্যুবাচ ।

অহং বীরক তে মাতা মা তেহস্ত মনসো ভ্রমঃ ।
শঙ্করস্ত্যাম্মি দয়িতা সূতা তু হিমভূভূতঃ ॥ ৬
মম গাত্রচ্ছবিভ্রান্ত্যা মা শঙ্কঃ পুত্র ভাবয় ।
তুষ্টেন গৌরতা দত্তা মমেয়ং পদ্মজয়না ॥ ৭
ময়া শপ্তোহস্তবিদিতে বৃত্তান্তে দৈত্যনির্ম্মিতে
জ্ঞান্না নারীপ্রবেশন্ত শঙ্করে রহসি স্থিতে ॥ ৮

ধিকার নাই । বীরক এই কথা বলিলে
দেবী শৈলপুত্রী চিন্তা করিতে লাগিলেন,—
বায়ু আমাকে যে নারীর সংবাদ প্রদান
করিয়াছিল, বুঝিলাম—সে নারী নহে,
সে একটা দৈত্য । সূতরাং আমি ক্রোধাস্ত
হইয়া পুত্র বীরককে বুঝা অভিশপ্ত করিয়াছি ।
বস্তৃতঃ মূঢ়গণ জুড় হইয়াই প্রায়শঃ অকাৰ্য্য
করিয়া থাকে । দেখিতেছি, ক্রোধই কীর্ত্তি-
নাশক এবং ক্রোধই স্থির লক্ষ্মীর বিনাশক ।
আমি প্রকৃত তথ্য না জানিয়া প্রিয় পুত্রকে
অভিশপ্ত করিয়াছি । যাহাদের বুদ্ধিতে বিপ
বীতার্থ স্থান পায়, তাহাদের বিপদাগম
সুলভই বটে । শৈলজা এইরূপ চিন্তা
করিয়া লজ্জাজড়িত মুখাস্থজে বীরকের প্রতি
বলিলেন,—হে বীরক ! আমি তোমার
মাতা, তোমার মনোভ্রম অপগত হউক ।
আমিই হিমালয়-সূতা এবং শঙ্করের দয়িতা ।
পুত্র ! তুমি আমার গাত্রচ্ছবি দেখিয়া ভ্রমে
শঙ্কিত হইও না । পদ্মজয়া তপস্তায় তুষ্ট
হইয়া আমায় এই গৌরবর্ণতা দান করিয়া-
ছেন । দৈত্য-ঋটিত বৃত্তান্ত আমি বুঝিতে
পারি নাই । নির্জন স্থানে শঙ্করসমীপে

ন নিবর্ত্তয়িতুং শক্যঃ শাপঃ কিন্তু ব্রবীমি তে ।
শীঘ্রমেব্যাসি মানুষ্যাং স ত্বং কামসমবিত্তঃ ॥ ৬
শিরসা তু ততো বন্দ্য মাতরং পূর্ণমামসঃ ।
উবাচাচ্চিতিপূর্ণেন্দুহ্যতিক হিমশৈলজাম্ ॥ ১০

বীরক উবাচ ।

নতসুরাসুরমৌলিমিলন্যনি-
প্রচয়কান্তিকরালনখাক্ষিতে ।
নগসুতে শরণাগতবৎসলে
তব নতোহস্মি নতার্তিবিনাশিনি ॥ ১১
তপনমণ্ডলমণ্ডিতকঙ্করে
পৃথুসুবর্ণসুবর্ণনগহাতে ।
বিষভুজঙ্গনিষঙ্গবিভূষিতে
গিরিসুতে ভবতীমহমাশ্রয়ে ॥ ১২
জগতি কঃ প্রণতাভিমতং দদৌ
ঝটিতি সিদ্ধসুতে ভবতী যথা ।
জগতি কাঞ্চ ন বাহুতি শঙ্করো
ভুবনভূতনয়ে ভবতী যথা ॥ ১৩

নারী প্রবেশ করিল, এইরূপ সংবাদ অবগত
হইয়াই তোমাকে আমি অভিশাপ দিয়াছি ।
কিন্তু সে শাপ এক্ষণে নিবারণ করিবার
উপায় নাই । তবে আমি বলিতেছি, তুমি
শীঘ্রইমু মুখ্যতাব হইতে পূর্ণকাম হইয়া প্রত্যা-
বর্ত্তন করিবে । তখন বীরক হৃষ্টচিত্তে মন্তক
দ্বারা পূর্ণেন্দুহ্যতিসদৃশী মাতা হিমশৈলজাকে
বন্দনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ।
১—১০ । বীরক বলিলেন,—হে নগসুতে !
হে শরণাগতবৎসলে ! প্রণত সুরাসুরগণের
মৌলিস্থিত মিলিত অসিসমূহের কান্তিচ্ছটায়
তোমার নখাংগুরাজি সতত উপটিত হইয়া
থাকে । হে নতজনের আর্তিনাশিনি !
তোমার পাদপদ্মে আমি প্রণত হইতেছি ।
হে গিরিসুতে ! তোমার কঙ্ক তপন-মণ্ডলে
মণ্ডিত, প্রচুর সুবর্ণশালী সুমেক-শৈলবৎ ;
তুমি হ্যতিশালিনী এবং বিষভুজঙ্গময় নিষঙ্গ
তোমার বিভূষণ । আমি তোমার শরণ
লইলাম । হে সিদ্ধজন-সংস্কতে ! তোমার
স্তায় জগতে ঝটিতি প্রণতজনের অভিমত

বিমলযোগবিনিম্বিতহৃজ্জয়-
 স্বতত্ত্বতুল্যমহেশ্বরমণ্ডলে
 বিদলিতাক্ষকবান্ধবসংহতিঃ ।
 সুরবরৈঃ প্রথমং তুমতিষ্ঠিতা ॥ ১৪
 সিতসটাপটলোদ্ধতকঙ্করা-
 ভরমহামৃগরাজরথাস্থিতা ।
 বিমলশক্তিমুখানলপিঙ্গলা-
 যতভূজৌঘবিপিষ্টমহাসুরা ॥ ১৫
 নিগদিতা ভুবনৈরিত চণ্ডিকা
 জননি শুভ্র-নিশুভ্রনিষুদনী ।
 প্রণতচিহ্নিতদানবদানব-
 প্রমথনৈকরতিস্তুরসা ভূবি ॥ ১৬
 নিয়তি বায়ুপথে জননোজ্জ্বলে-
 হবনিতলে তব দেবি চ যদ্বপুঃ ।
 তদজিতেহপ্রতিমে প্রণমাম্যহং
 ভুবনভাবিনি তে ভববল্লভে ॥ ১৭

জলধয়ো ললিতোদ্ধতবৌচর্যো
 হতবহুতায়শ্চ চরাচরম্ ।
 ফণসহশ্রুতশ্চ ভুজঙ্গমা-
 শ্বদভিধাস্ততি ময্যভয়ঙ্করাঃ ॥ ১৮
 ভগবতি স্থিরভক্তজনাশ্রয়ে
 প্রতিগতো ভবতীচরণালয়ম্ ।
 করণজাতিমিহাস্ত মমোচলং
 হৃতিগবাশ্চিকলাশয়হেতুতঃ ।
 প্রশমমেহি মমাগ্নজবৎসলে
 নমোহস্ত তে দেবি জগন্নাথশ্রয়ে ॥ ১৯
 সূত উবাচ ।

প্রসন্নো তু ততো দেবী বীরকশ্চেতি সংস্কৃতা ।
 প্রাববেশ শুভঃ শুভুর্ভবনং ভূধরায়জ্ঞা ॥ ২০
 দ্বারস্থো বীরকো দেবান্ হরদর্শনকাজ্জিহ্বাঃ ।
 ব্যসজ্জয়ৎ স্বকান্তোব গৃহাণ্যাদরপূর্বকঃ ॥ ২১
 নাস্ত্যত্রাবসরো দেবা দেব্যা সহ বৃষাকপিঃ ।

বল কে দান করিতে পারে? হে ভূধর-
 নন্দিনি! শঙ্কর আপনাকে যেমন প্রার্থনা
 করেন, এজগতে সেরূপ আর কোন নারী-
 কেই তিনি কামনা করেন না। তুমি বিশাল,
 তুমি বিশালযোগবলে মহেশ্বরের অনুরূপ
 স্বীয় হৃজ্জয় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তদীয়
 মণ্ডলস্বরূপ হইয়াছ এবং সুরগণকর্তৃক
 সর্বোপায়ে অভিষিক্ত হইয়া তুমিই অক্ষকাম্বুরের
 বন্ধুবান্ধবদিগকে বিনষ্ট করিয়াছ। শুভ্র
 সটাপটলে যদীয় কঙ্করদেশ সমুন্নত হইয়াছে,
 তাদৃশ মহাসিংহরূপ মহারথের অবস্থান করিয়া
 থাক। তোমার নিশিত শক্তি অস্ত্রের
 মুখোদগীর্ণ অনলজালে পিঙ্গলাভ আয়ত
 ভুজসুহু দ্বারা তুমি মহাসুরদিগকে নিষ্পিষ্ট
 করিয়া থাক। হে জননি! ভুবনবাসী
 লোক সকল আপনাকেই শুভ্র ও নিশুভ্র
 নিষুদনী চণ্ডিকা নামে অভিহিত করে। তুমিই
 জগতে প্রণত জনগণের একমাত্র ধোয়
 দেবতা। উপদ্রবকারী দানবদলের দলনে
 তোমারই একাগ্রতা বিদ্যমান। হে দেবি!
 বায়ুপথে, আকাশে কিংবা জলনোজ্জ্বলে হুতলে

তোমার যে মূর্তি বিরাজমান, হে অজিতে!
 হে অতুলনীয়! ভুবনভাবিনি! ভব-
 বল্লভে! তোমার সেই মূর্তিকে আমি নম-
 স্কার করি। হে দেবি! লীলাসমুন্নতি
 বৌচিশালী জলাধিসকল, চরাচর জগতের
 হতাশ শিখাকুল এবং ফণাসহস্রধারী ভুজ-
 ঙ্গমদল, ইহারা তোমার নামোচ্চারণে আমার
 ভয়জনক হইতে পারে না। হে ভগবতি হে
 অবচল ভক্তিশালি-জনগণের আশ্রয়ভূতে!
 আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম।
 আমার প্রতি তোমার অক্ষয় করুণাধারা
 বহিত হউক। হে আগ্ন-বৎসলে! আমাকে
 ক্ষমা করিয়া তুমি শাস্ত্যাব অবলম্বন কর। হে
 ত্রিজগতের আধাররূপিণি! দেবি! তোমাকে
 আমার নমস্কার। ১১—১২। সূত কহি-
 লেন,—অনন্তর দেবী ভূধরসুতা বীরকের
 স্তবে প্রসন্ন হইয়া তৃতীয় শুভভবনে প্রবেশ
 করিলেন। এদিকে দ্বারস্থিত বীরক, হর-
 দর্শনকাজ্জিহ্বা দেবগণকে আদরপূর্বক স্ব স্ব
 ভবনে গমন করিতে বলিলেন। তিনি
 কহিলেন,—হে দেবগণ! এক্ষণে দেব-
 দর্শনের অবসর নাই। ভগবান্ বৃষাকপি

নিভৃতঃ ক্রীড়তীতৃত্যুঃ যযুস্তে চ যথাগতম্ ॥
 গতে বর্ষসহস্রে তু দেবাস্থরিতমানসঃ ।
 জলনং গোদয়ামানুর্জাতুং শঙ্করচেষ্টিতম্ ॥ ২৩
 প্রবিষ্ট জালরঞ্জন শুকরূপী হতাশনঃ ।
 দদৃশে শয়নে শর্কং রতং গিরিজয়া সহ ॥ ২৪
 দদৃশে তঞ্চ দেবেশো হতাশং শুকরূপিণম্ ।
 তযুবাচ মহাদেবঃ কিঞ্চিৎ কোপসমধিতঃ ॥ ২৫
 শর্মি উবাচ ।

যস্মাৎ তু ত্বংকৃতো বিঘ্নস্তস্মাদ্ভ্যুপপদ্যতে !
 ইত্যুক্তঃ প্রাজ্ঞনির্বহিরপিবদ্বীর্ঘ্যমাহিতম্ ॥ ২৬
 তেনাপূর্য্যত তান্ দেবাংস্তত্ত্বংকাযনিভেদতঃ ।
 বিপাট্য জঠরং তেনাং বীর্ঘ্যং মাহেশ্বরং ততঃ
 নিজ্জাস্তং তপ্তহেমাভং বিততে শঙ্করাশ্রমে ।
 তস্মিন্ সঙ্গো মহাক্ৰাতং বিমলং বভ্বোজনম্ ॥
 প্রোৎফুল্লহেমকমলং নানাবিহগনাদিতম্ ।

দেবীর সহিত নিভূতে ক্রীড়া করিতেছেন ।
 এই কথা कहিলে দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান
 করিলেন । অনন্তর বর্ষসহস্র অতীত হইলে
 দেবগণ শঙ্করের কার্য্যচেষ্টি জানিবার জন্ত
 হতাশনকে প্রেরণ করিলেন । হতাশন
 গবাঙ্ক দ্বাপা শুকরূপে প্রবেশ করিয়া দেখি-
 লেন,—শঙ্কর, শয়নে গিরিজাসহ রতিক্রীড়ায়
 আসক্ত রহিয়াছেন । তখন শঙ্করও শুক-
 রূপধারী হতাশনকে দেখিতে পাইলেন,—
 দেখিয়া কিঞ্চিৎ কোপসহকারে বলিলেন,—হে
 পাবক ! যেহেতু তুমি আমার কার্য্যে বিঘ্ন
 করিলে, এই কারণে তোমাতেই এই বীর্ঘ্য
 উপগত হইবে । শঙ্কর এই কথা कहিলে
 হতাশন তদীয় আহিত বীর্ঘ্য পান করিলেন ।
 অনন্তর তিনি সেই বীর্ঘ্য দ্বারা দেবগণকে
 আপূরিত করিলেন । পরে সেই মহেশ্বর-
 বীর্ঘ্য ঠাহাদের জঠর ভেদ করিয়া সুবিশাল
 শঙ্করাশ্রমে প্রতপ্ত হেমাঙ্করে নিজ্জাস্ত হইল ।
 তাহাতে সেখানে এক বহুযোজন-বিস্তৃত বিমল
 সরোবর সমুৎপন্ন হইল । ঐ সরোবরে প্রফুল্ল
 হেমকমল সুশোভিত হইল এবং নানাজাতীয়
 বিহঙ্গমেরা নিনাদ করিতে লাগিল । দেবী

তচ্ছ্রুত্বা তু ততো দেবী হেমকমলমাজলম্ ।
 জগাম কোতুকাবিষ্টা তৎ সরঃ কনকানুজম্ ॥ ২৭
 তত্র কৃত্বা জলক্রীড়াং তদভ্যকৃতশেখরা ॥ ৩০
 উপবিষ্টা ততস্তস্ত তীরে দেবী সখীবুতা ।
 পাতুক মা চ তন্তোয়ং স্বাহ্ নিশ্বলপঙ্কজম্ ॥ ৩১
 অপশ্যৎ কৃত্তিকাঃ স্নাতাঃ বড়ক্ৰদ্যতিসন্নিভম্ ।
 পদ্মপত্রে তু তদ্বারি গৃহীত্বোপস্থিতা গৃহম্ ॥ ৩২
 হর্ষাবুবাচ পশ্চামি পদ্মপত্রে স্থিতং পয়ঃ ।
 ততস্তা উচুরখিলং কৃত্তিকা হিমশৈলজাম্ ॥ ৩৩
 কৃত্তিকা উচুঃ ।

দাস্ত্রামো যদি তে গর্ভঃ সমুতো যো ভবিষ্যতি
 সোহস্মাকমপি পুত্রঃ স্তাদস্মন্নাম্না চ বর্ত্ততাম্ ।
 ভবেল্লোকৈবু বিখ্যাতঃ সর্কেষপি শুভাননে ॥ ৩৪
 ইত্যুক্তোবাচ গিরিধী কথং মদগাত্রসম্ভবঃ ।

পার্বতী সেই সরোবরের বৃত্তান্ত শ্রবণ
 করিয়া কোতুকাবিষ্ট হইলেন এবং সেই
 কনকানুজময় সরোবর-সমীপে গমন করি-
 লেন ॥ ২০—২১ ॥ সেখানে গিয়া জলক্রীড়া
 করিয়া তাহার পদ্ম লইয়া শিরোভূষণ করি-
 লেন এবং সেই সরোবরের স্বাহ্ জল পান
 করিবার লালসায় সখী সহ তাহার তীরে উপ-
 বিষ্ট হইলেন,—কৃত্তিকাগণ স্নান করিয়া সেই
 সরোবরের সূর্য্যসন্নিভ সমুজ্জ্বল জল
 পদ্মপত্রে লইয়া উপস্থিত হইলেন । তখন
 দেবী হর্ষবশে বলিলেন,—আমি এই পদ্ম-
 পত্রস্থ জল দেখিব । তচ্ছ্রবণে কৃত্তিকাগণ
 শৈল-নন্দিনীকে कहিল,—হে দেবি ! এই
 জল পান করিয়া আপনার যে গর্ভ উৎপন্ন
 হইবে, সে আমাদের পুত্র হইবে এবং
 আমাদের নামেই প্রখ্যাত হইবে । যদি
 এইরূপ হয়, তবে আমরা এই জল অর্পণ
 করিতে পারি । কৃত্তিকাগণ এই কথা
 कहিলে, গিরিজা कहিলেন,—মদীয় অঙ্গ-
 সমুৎপন্ন, সর্কাবয়বসমধিত পুত্র তোমাদের
 হইবে কি প্রকারে ? অনন্তর কৃত্তিকাগণ
 ঠাহাকে আবার कहিল,—দেবি ! আমরা
 যাহা कहিলাম, যদি তাহা হয়, তবে আমরা

সর্কৈরবয়বৈর্ঘৃক্তো ভবভীভ্যঃ সূতো ভবেৎ ॥

ততস্তাঃ কৃন্তিকা^১ উচুর্বিধান্তামোহস্ত বৈ বয়ম্

উত্তমাহুতমাহানি যদ্যেবন্ত ভবিষ্যতি ॥ ৩৯

উক্তা বৈ শৈলজা প্রাহ ভবষ্বেবমনিন্দিতাঃ ।

ততস্তা হর্ষসম্পূর্ণাঃ পদ্মপত্রস্থিতং পয়ঃ ॥ ৩৭

তন্তৈ দহন্তয়া চাপি তৎ পীতং ক্রমশো জলম্

পীতে তু সলিলে তস্মিংস্ততস্তস্মিন্ সরোবরে

বিপাটা দেব্যাশ্চ ততো দক্ষিণাঃ কৃষ্ণিযুগাতঃ

নিশক্রোমাছুতো বালঃ সর্বলোকবিতাসকঃ * ॥

প্রভাকরপ্রভাকরঃ প্রকাশকনকপ্রভঃ ।

গৃহীতনির্ম্মলোদগ্ৰ-শক্তি-শূলঃ ষড়াননঃ ॥ ৪০

দীপ্তো মারয়িতুং দৈত্যান কুৎসিতান

কনকচ্চবিঃ ।

এতস্মাৎ কারণাদেবঃ কুমারশ্চাপি সোহভবৎ

ইতি ক্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে কুমারসম্ভবো নামা-

ষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৮ ॥

ঐ পুত্রের অঙ্গ সকল অতীব উত্তম করিয়া

দিতে পারি। এই কথার উত্তরে—হিম

শৈল-সূতা বলিলেন,—অনিন্দিতাগণ! আচ্ছা,

তবে তাহাই হউক। তখন সেই কৃন্তিকাগণ

সেই পদ্মপত্রস্থিত জল সহর্ষে শৈলসূতাকে

সমর্পণ করিল। পার্শ্বতী ক্রমশঃ সেই জল

পান করিলেন। তিনি সেই জল পান

করিবার পর তাঁহার দক্ষিণ কৃষ্ণ ভেদ করিয়া

এক অদ্ভুতমূর্ত্তি বালক বহির্গত হইল।

বালকের দেহপ্রভায় সমস্ত লোক উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিল। বালক ষড়ানন হইলেন।

তাঁহার দেহ প্রভাকর-প্রভার ছায় প্রদীপ্ত ;

তদীয় বর্ণ প্রতপ্ত কাঞ্চনবৎ সমুজ্জ্বল। তিনি

নির্ম্মল, তীক্ষ্ণ শক্তি ও শূল ধারণ করিলেন।

তিনি স্বয়ং কনককান্তিরূপে কুৎসিত দৈত্য-

াদগকে মারিবার জন্ত দেদীপ্যমান। এই

জন্তই তাঁহার নাম কুমার। ৩০—৪১।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৮

একোনষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

বামং বিদ্যার্যনিজ্জাক্তঃসূতোদেব্যাঃ পুনঃশিশুঃ

স্কন্দাচ্চ বদনে বহুঃ শুক্রাৎ সূবদনোহরিহা

কৃন্তিকামেলনাদেব শাখাভিঃ সবিশেষতঃ ।

শাখাভিধাঃ সমাখ্যাতাঃ ষট্শু বক্ত্রেষু বিস্তুতাঃ

যতস্ততো বিশাখোহসৌ খ্যাতো লোকেষু

যগ্মুঃ ।

স্কন্দো বিশাখঃ ষড়্ভুক্তঃ কার্ত্তিকেয়শ্চ বিজ্ঞতঃ

চৈতস্ম বহুলে পক্ষে পঞ্চদশাং মহাবলৌ ।

সমুত্তাবর্কসদৃশৌ বিশালে শরকাননে ॥ ৪

চৈত্রশ্চৈব সিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং পাকশাসনঃ ।

বালকাভ্যাং চকারৈকং মদ্রা চামরভূতয়ে ॥ ৫

তস্মামেব ততঃ ষষ্ঠ্যামভিষিক্তো গুহঃ প্রভুঃ ।

সর্কৈবরমরসজ্জাতৈর্ভক্কৈক্রোপেন্দভাক্করৈঃ ॥ ৬

গন্ধমার্হল্যঃ শুভৈর্ঘৃপৈস্তথা ক্রীড়নৈকরপি ।

ছত্রৈশ্চামরজালৈশ্চ ভূষণৈশ্চ বিলেপনৈঃ ॥ ৭

উনষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—সেই অরিন্দম স্কন্দরাস্ত

কুমার জন্মিবার পূর্বে শুক্ররূপে বহুবদনে

নিষ্কিপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর ক্রমে শিশু-

রূপে দেবীর বামকক্ষ বিদারণ করিয়া নিজ্জাক্ত

হন। কুমার জন্মে কৃন্তিকাগণের মেলন,

বিশেষতঃ ছয় বক্ত্রে ছয়টি শাখার সমাবেশ

এই সকল কারণে তিনি স্কন্দ, বিশাখ,

ষড়ানন ও কার্ত্তিকেয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ

করেন। চৈত্র মাসের অমাবস্তা তিথিতে

বিশাল শরকাননমধ্যে অর্কপ্রতিম দুই মহা-

বল বালক জন্মগ্রহণ করে ; ঐ চৈত্র মাসেরই

শুক্রপক্ষীয় পঞ্চমীদিনে পাকশাসন অমর-

দিগের মঙ্গলের জন্ত ঐ উভয় বালককে

একীকৃত করেন। অনন্তর ষষ্ঠী তিথিতে

গুহ,—ব্রহ্মা, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও আদিত্যপ্রমুখ

দেবগণ কর্ত্তক গন্ধ, মালা, উত্তম ধূপ,

ক্রীড়োপকরণ, ছত্র, চামর, ভূষণ ও বিলেপন

* লোকশোকবিনাশক ইতি কচিং পাঠঃ ।

অভিষিক্তো বিবাহেন যাবৎ যগুণঃ প্রভুঃ ।
 সূতাম্যৈ দদৌ শক্রে দেবসেনেতিবিশ্রুতাম্
 পত্ন্যর্থং দেবদেবস্ত দদৌ বিষ্ণুস্তদায়ুধান্ ।
 যক্ষাণাং দশলক্ষানি দদাব্যৈ ধনাধিপঃ ॥ ১০
 দদৌ হতাশনস্তেজো দদৌ বায়ুশ্চ বাহনম্ ।
 দদৌ ক্রৌড়নকং বৃষ্টী কুকুটং কামরূপিনম্ ।
 ১১ এবং সুরাশ্চ তে সৰ্ব্বে পরিবারমহুস্তমম্ ॥ ১০
 দধ্মুর্দিতচেতস্বাঃ স্কন্দায়াদিত্যবর্চসে ॥ ১১
 জাহ্নভ্যামবনৌ স্থিত্বা সুরসজ্জাস্তমম্ভবন ।
 স্তোত্রেনোনেন বরদং যগুণং মুখ্যশঃ সুরাঃ ॥ ১২
 দেবা উচুঃ ।

নমঃ কুমারায় মহাপ্রভায়
 স্কন্দায় চ স্কন্দিতদানবায় ।
 নবাকং বহাদ্র্যতয়ে নমোহস্ত
 নমোহস্ত তে যগুণ কামরূপ ॥ ১৩
 পিনকনানভরণায় ভল্লৈ
 নমো রণে দারুণদারুণায় ।
 নমোহস্ত তেহর্কপ্রতিমপ্রভায়
 নমোহস্ত গুহায় গুহায় তুভ্যম্ ॥ ১৪

প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধি অভিষিক্ত হইলেন ।
 তখন সুরপতি শক্র তাঁহাকে দেবসেনা নামে
 এক বিখ্যাত বস্ত্রা প্রদান করিলেন । বিষ্ণু
 তাঁহাকে আয়ুধরাজি অর্পণ করিলেন এবং
 ধনাধিপ দশ লক্ষ যক্ষ, হতাশন তেজ, বায়ু
 বাহন ও বৃষ্টী ক্রৌড়নস্বরূপ একটি কামরূপী
 কুকুট প্রদান করিলেন । সুরগণ মুদিতচেতা
 হইয়া সকলে এইরূপে আদিত্যসন্নিভ কার্ত্তি-
 কেয়কে অহুস্তম পরিবার সকল প্রদান করি-
 লেন এবং নভজাহ্ন হইয়া উপবেশনপূর্বক
 সুরগণ সেই বরদ যগুণের সর্বতোভাবে এই
 রূপ স্তব করিতে লাগিলেন । ১০-১২ । যথা, হে
 কুমার, মহাপ্রভ, স্কন্দ, স্কন্দিতদানব ! আপ-
 নার কাঙ্ক্ষিত, নবোদিত সূর্য ও সৌদামিনীর
 স্তায় । হে কামরূপ, যগুণ ! আপনাকে নম-
 স্কার । হে অর্কপ্রতিমপ্রভাব ! আপনি বিবিধ
 ভূষণে ভূষিত, আমাদের পালয়িতা ও ভয়-
 করেরও ভয়ঙ্কর । হে রহস্তময় গুহ !

নমোহস্ত ত্রৈলোক্যভয়াপহায়
 নমোহস্ত তে বালকপাপহায় ।
 নমো বিশালামললোচনায়
 নমো বিশাখায় মহাব্রতায় ॥ ১৫
 নমো নমস্তেহস্ত নমো হরায়
 নমো নমস্তেহস্ত রণোৎকটায় ।
 নমো ময়ুরোজ্জলবাহনায়
 নমোহস্ত কেয়ুরবরায় তুভ্যম্ ॥ ১৬
 নমো ধৃতোদগ্ৰপতাকিনে নমো
 নমঃ প্রভাবপ্রণতায় তেহস্ত ।
 নমো নমস্তে বরবীৰ্য্যশালিনে
 ক্রিয়াপরাণাং ভবভব্যমূর্ত্তয়ে ॥ ১৭
 ক্রিয়াপরা যজ্ঞপতিঞ্চ স্তুত্বা
 বিরেমুরেব ভুমরাধিপাভাঃ ।
 এবং তদা হৃদ্বদনস্ত সেস্তা
 মুদা সূতুষ্টিশ্চ গুহস্ততস্তান্ ।
 নিরীক্ষ্য নেত্রৈরমলঃ সুরেশান্
 শক্রান্ হনিষ্যামি গতজরাঃ স্ব ॥ ১৮
 কুমার উবাচ ।

কং বঃ কামং প্রযচ্ছামি দেবতা ক্রত নির্বৃতাঃ ।

আপনাকে নমস্কার । হে নিখিল-ভুবন-ভয়া-
 পহারিন্ ! আপনি বালকবৎসল, আপনাকে
 নমস্কার ; আপনার লোচনদ্বয় আয়ত নির্মল
 হে বিশাখ ! হে মহাব্রত ! আপনাকে নমস্কার ।
 হে হর ! আপনি রণোৎকট, ময়ুর-বাহন,
 বরকেয়ুর ; আপনাকে নমস্কার । হে ধৃতো-
 দগ্ৰপতাকিন্ ! হে প্রভাবপ্রণত ! আপনাকে
 নমস্কার । হে বরবীৰ্য্যশালিন্ ! আপনি
 ক্রিয়াপরা যজ্ঞপতির ভব-ভব্য মূর্ত্তি-
 স্বরূপ ; আপনাকে নমস্কার । ক্রিয়াপরা যজ্ঞ-
 পতি অমরগণ ইন্দ্রের সহিত এই প্রকারে
 যজ্ঞানেনের স্তব করিয়া বিরত হইলে অনি-
 ন্দিতাঙ্গ গুহ তুষ্ট হইয়া হবসহকারে দেব-
 গণকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—হে দেব-
 গণ ! আপনারা নিক্ষেপে অবস্থান
 করুন । আমি আপনাদের শক্রকুল নির্মূল
 করিব । হে দেবগণ ! আপনাদিগের কোন

যদ্যপ্যসাধ্যং হৃদ্যং বো হৃদয়ে চিন্তিতং পরম্
ইত্যুক্তাশ্চ সুরাস্তেন স্তবা প্রণতমৌলয়ঃ ।

সর্ব এব মহাস্থানং শুভং তদগতমানসাঃ ॥ ২০ ॥

দৈত্যোস্তস্তারকো নাম সর্কামরকুলান্তরুঃ ।

বলবান্ হুর্জয়ো হুষ্ঠৌ দুরাচারৌহতিকোপনঃ

তমেব জহি হৃদ্যোহর্ষ এষোহস্মাকং ভয়াপহ

এবমুক্তস্তথেষ্ট্যুক্ষা সর্কামরপদারুগঃ ।

জগাম জগতাং নাথঃ স্ক্রয়মানোহমরেশ্বরৈঃ ॥ ২২ ॥

তারকস্ত বধার্থায় জগতঃ কণ্টকস্ত বৈ ।

ততশ্চ প্রেষয়ামাস শক্রো লকসমাশ্রয়ঃ ॥ ২৩ ॥

দূতং দানবসিংহস্ত পুরুষাকরবাদিনম্ ।

স তু গহ্বাত্রবৌদৈত্যং নির্ভয়ো ভীমদর্শনঃ ॥ ২৪ ॥

দূত উবাচ ।

শক্রস্তামাহ দেবেশো দৈত্যকেতো দিবস্পতিঃ

তারকাসুর তচ্ছুভা ঘট শক্যা যথেষ্টয়া ॥ ২৫ ॥

যজ্জগদলনাদাপ্তং কিস্বিষং দানব ত্বয়া ।

তস্তাহং শাসকস্তেহত রাজাশ্চি ভুবনত্রয়ে ॥ ২৬ ॥

ঋত্বৈতদুতবচনং কোপসংরক্তলোচনঃ ।

উবাচ দূতং হুষ্ঠাশ্চা নষ্টপ্রায়বিভূতিকঃ ॥ ২৭ ॥

তারক উবাচ ।

দুষ্টং তে পৌরুষং শক্র রণেষু শতশো ময়া ।

নিম্পদ্যাস তে লজ্জা বিঘাতে শক্র হৃদ্যতে ॥ ২৮ ॥

এবমুক্তে গতে দূতে চিন্তয়ামাস দানবঃ ।

নালকসংশ্রয়ঃ শক্রো বক্তুমিবং হি চাৰ্হতি ॥ ২৯ ॥

জিতঃ স শক্রো নোহকস্মাক্জায়তে সংশ্রয়াশ্রয়ঃ

নিমিত্তানি চ হুষ্ঠানি সোহপশুদুর্দৃষ্টেষ্টিতঃ ॥ ৩০ ॥

পাশুবর্ষমস্কৃপাতং গগনাদবনৌতলে ।

ভুজ-নেত্রগ্রকম্পক বক্রশোষণং মনোভ্রমম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রবণ করিয়া শক্তি অল্পসারে যেকণ ইচ্ছা

ব্যবহার কর ১৩০—২৫১ তিনি বলিয়াছেন, হে

দানব । এই জগৎ উৎপীড়িত করিয়া তুমি যে

পাপার্জন করিয়াছ, আমি ত্রিভুবনের রাজা,

অদ্য তোমায় সে পাপের শাস্তি প্রদান

করিব । দূতের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র

তারকাসুরের নেত্র কোপে আরক্ত হইল ।

সেই হুষ্ঠাশ্চা যেন স্বীয় বিভূতি বিনষ্ট করিতে

বসিয়াছে । ইলের উদ্দেশে দূতের নিকট

বলিল,—ওহে শক্র ! আমি রণক্ষেত্রে

শত শত বার তোমার পৌরুষ দেখিয়াছি ।

ওরে হৃদ্যতে ইল ! তোমার লজ্জামাত্র

নাই, তাই তোমার এই নির্লজ্জের জ্ঞায়

ব্যবহার । তারক এই কথা কহিলে দূত

প্রস্থান করিল । তখন দানব এইরূপ চিন্তা

করিতে লাগিল,—নিশ্চয়ই ইল, কোন অশ্রয়

লাভ করিয়াছে; নতুবা এরূপ বলিতে সে

কখনই সাহসী হইত না । সেই ইলকে

আমরা সম্পূর্ণরূপে জয় করিলাম, অথচ

সহসা কোথায় সে ইতিমধ্যে আশ্রয় লাভ

করিল ! সেই হুষ্ঠ-চেষ্ঠা-রত দানব এইরূপ

চিন্তা করিয়া অনন্তর অমঙ্গলজনক নিমিত্ত

সকলও প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল । সে

দেখিল,—গগন হইতে অনবরত মহৌতলে

অভিলষিত বিষয় পূরণ করিতে হইবে ?

তাহা স্বচ্ছন্দে বলুন; আপনাদের হৃদয়

বিষয় যদি অসাধ্যও হয়, যাহা আপনারা হৃদয়ে

চিন্তা করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই পূর্ণ করিব ।

সুরগণ ভগবান্ কাটিকের কর্তৃক এইরূপ

কথিত হইয়া প্রণতিপূরঃসর তদগত মানসে

মহাস্থা স্বতাননের স্তব করিয়া বলিলেন,—হে

ভীমাপহ ! তারক নামক দৈত্যপতি নিম্নলি

অমরকুলের স্বয় সাধন করিতেছে । সেই

হুষ্ঠ দুরাচার অত্যন্ত বলবান্, হুর্জয় ও নিতান্ত

কোপনস্বভাব । আপনি তাহার নিধন সাধন

করুন, ইহাই আমাদের একমাত্র অভি-

লষিত । দেবগণ এই কথা কহিলে জগ-

রাধ কুমারদেব 'তথাস্ত' বলিয়া সুরবরগণ

কর্তৃক স্তব হইয়া ভুবনকণ্টক তারকের বধের

নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন । তখন আশ্রয়

প্রাপ্ত ইল, দানবেশ তারকের নিকট এক

পুরুষতাবী দূত প্রেরণ করিলেন । ভীমা-

কার ইলদূত দানবেশের সমীপে উপস্থিত

হইয়া নির্ভয়ে বলিল,—হে দৈত্যকেতো

তারকাসুর ! স্বর্গাধিপতি ইল তোমার

নিকটে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, তুমি তাহা

স্বকাস্ত্রাবক্রপদ্বানাং স্তানভাক ব্যলোকয়ৎ ।
 ত্রুষ্ণাংশ্চ প্রাণিনো রৌদ্রান্ সোহপশুদুর্হবেদিনঃ
 তদাচেষ্ট্যেব দিতিজো স্তস্তচিন্তোহভবৎ কণাৎ
 যাবদগজঘটা-ঘণ্টা-রণৎকাররবোৎকটাম্ ॥ ৩৩
 তদ্বৎ তুরগসজ্জাত-ক্ষুরক্ষুরেণুপিঞ্জরাম্ ।
 চঞ্চলস্তন্দনোদগ্র ধ্বজরাজবিরাজিতাম্ ॥ ৩৪
 বিমানৈশ্চাত্তুতাকারৈশ্চলিতামরচামরৈঃ ।
 তাং ভূষণনিবদ্ধাঞ্চ কিন্নরোদগীতনাদিতাম্ ॥ ৩৫
 নানানাকতরুৎফুল কুসুমাপীড়ধারিণীম্ ।
 বিকোশাস্ত্রপরিফারং বর্ষনির্ম্মলদর্শনাম্ ॥ ৩৬
 বন্দ্যাদবুদ্ভুজতিরবাং নানাবাদ্যনিবাদিতাম্ ।
 সেনাং নাকসদাংদৈত্যঃপ্রাসাদস্থো ব্যলোকয়ৎ

রক্ত ও পাংসুরূপি হইতেছে । নেত্র ও বাহু
 স্পন্দিত হইতেছে । মুখশোভা ও মনোভ্রম
 ঘটতেছে । আরও দর্শন—তদীয় কামিনী-
 গণের মুখকমল স্তান হইয়া যাইতেছে । ও
 রৌদ্রপ্রকৃতি প্রাণিগণ অশিব ধ্বনি করি-
 তেছে । দৈত্যবর এই সকল বিষয়ে বিশেষ
 চিন্তিত না হইয়া কিছুকাল নিশ্চিন্তভাবে
 রহিল । অনন্তর দৈত্য স্ত্রী প্রাসাদে অব-
 স্থিত হইয়াই অদূরে নানা বাদ্য-‘ননাদিত
 বর্ষ-নির্ম্মলাকৃতি অসংখ্য দেববাহিনী দেখিতে
 পাইল । দেখিল,—দেবসেনাগণের সিংহ-
 নাদ সহ গজঘণ্টার ঘণ্টারণৎকার মিশ্রিত
 হইয়া এক অতি উৎকট ধ্বনি উথিত হই
 তেছে । তুরঙ্গম-সজ্জার খুরক্ষুর ভুরেণু-
 জাল সেনাসকল পিঞ্জরাতা ধারণ করি-
 যাচ্ছে । ঐ সৈন্তশ্রেণী চঞ্চল স্তন্দনস্থিত
 উদগ্র ধ্বজরাজি দ্বারা বিরাজিত হইতেছে ।
 অমরগণের চলিত চামর ও অদ্ভুতাকার
 বিমানশ্রেণী সেনাসমূহ মধ্যে বিরাজ করি-
 তেছে । কিন্নরগণ দলে দলে সঙ্গীতলাপে
 নিরত হইয়াছে এবং বন্দিগণ দেববৃন্দের
 বিবিধ স্ততিগাথা গান করিতেছে । ঐ সুর-
 সেনাগণ নাক-তরুণের নানাবিধ উৎফুল্ল
 কুসুমাপীড় ধারণ-পূর্ব্বক স্মৃশোভিত হই-
 তেছে । দৈত্যেন্দ্র তারক সেই বিপুল

চিন্তয়ামাস স তদা কিঞ্চিদুদ্ভাস্তমানসঃ ।
 অপূর্ব্বঃ কো ভবেদ্যোদ্ধা যো ময়া ন বিমি-
 র্কিতঃ ॥ ৩৮
 ততশ্চিন্তাকুলো দৈত্যঃ শুশ্রাব কটুকাশ্বরম্ ।
 সিদ্ধবন্দিভিকদ্বুষ্টিমিদং হৃদয়দারণম্ ॥ ৩৯
 (অথ গাথা,—)
 জয় অতুলশক্তিদৌধতিপিঞ্জর-
 ভুজদণ্ডচণ্ডরণরভস ।
 সুখদ কুমুদকাননবিকাসনেন্দো
 কুমার জয় দিতিজকুলমহোদধিবড়বানল ॥
 যগুথ মধুররবময়ুররথ
 সুরমুকুটকোটিঘটিতচরণ নবাকুরমহাসন ।
 জয় ললিতচূড়াকলাপনববিমলদল
 কমলকান্ত দৈত্যবংশঃসহদাবানল ॥ ৪১
 জয় বিশাখ বিভো জয় সকললোকতারক
 স্বন্দ জয় গৌরীনন্দন ঘণ্টাপ্রিয় ।

দেববাহিনী দেখিয়া কিঞ্চিৎ উদ্ভাস্ত-মনে
 চিন্তা করিতে লাগিল । ভাবিল,—একি
 হইল, কে এমন অপূর্ব্ব যোদ্ধা আবির্ভূত
 হইল, যাহাকে আমি সমরে পরাজয় করি
 নাই ! দৈত্য এইরূপে চিন্তাকুল হইলে,
 অদূরে সিদ্ধবন্দিগণের মুখোচ্চারিত ঈদৃশ
 হৃদয়বিদারক কর্কশাশ্বরময় স্তববাক্য শ্রবণ
 করিতে লাগিল ॥ ২৬—৩৯ ॥ যথা,—হে কুমার !
 তুমি অপ্রতিম শক্তিপ্রভায় পিঞ্জরস্বরূপ, এবং
 দৌর্দণ্ডবলে প্রচণ্ড রণে সূনিপুণ । তুমি জয়-
 যুক্ত হও । হে সুখরূপ কুমুদকাননের প্রকাশক
 ইন্দুরূপ ! হে দৈত্যাকুলরূপ মহার্ণবের
 বড়বানল ! তোমার জয় হউক । হে
 যগুথ ! হে মধুরনিবাদিন্ ! হে ময়ুররথে সমা-
 রুঢ় ! সুরগণের বোটি কোটি মুকুটঘটনে
 তোমার চরণ ও মহাসন সজ্জাত-নবাকুরবৎ
 প্রতিভাত হয় । তুমি সুরগণের বিলুলিত
 চূড়াকলাপরূপ নব বিমলদলশালী কমলের
 কান্তস্বরূপ এবং তুমিই দৈত্যবংশের হৃৎসহ
 দাবদাহনস্বরূপ । তোমার জয় হউক । হে
 বিশাখ ! হে বিভো ! হে সকললোকতারক !

প্রিয় বিশাখ বিভো ধৃতপতাকপ্রকৌণ-
পটল কনকভূষণভাসুর দনকরচ্ছায় ॥৪২
জয় জনিতসম্মলীলালুনাখিলারাতে জয়
সকললোকভারক দিতিজানুরবরতারকান্তক ।
স্কন্দ জয় বাল সন্তবাসর জয়
ভুবনাবলিশোকবিনাশন ॥ ৪৩
ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে দেবাসুরসংগ্রামে
রণোদ্যোগো নামৈকোনষষ্ঠ্যধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫২ ॥

ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

ঋত্বৈতৎ তারকঃ সর্বমুদযুগ্মং দেববন্দিভিঃ ।
সম্মার ব্রহ্মণো বাক্যং বধং বালানুপস্থিতম্ ॥১
স্বাখ্য ধর্ম্যং হবর্ম্ম্যঙ্গঃ পদাতিরপদানুগঃ ।

হে স্কন্দ ! হে গৌরীনন্দন ! হে বণ্টাপ্রিয় !
হে প্রিয়বিশাখ ! হে পতাকাপ্রকরধর ! হে
কনকভূষণ-গণে ভাসুর দিনকরপ্রভ ! তুমি
বারম্বার জয়যুক্ত হও । তুমি সম্মমসহকৃত
লীলাক্রমে অখিল অরাতির উন্মূলন কর্তা ।
তুমিই নিখিল লোকের ত্রাতা এবং তুমিই
দৈত্যগণের প্রধান অধিনায়ক তারকানুরের
সহকর্তা । তোমার জয় হউক । হে স্কন্দ ! হে
সন্তবর্ববয়স্ক বালকমূর্ত্তে ! হে ভুবনসমূহের
শোকবিনাশক ! তুমি বহুধা জয়যুক্ত
হও ॥ ৪০—৪৩ ॥

উনষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪২ ॥

ষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

স্মৃত কহিলেন,—তারকানুর দেববন্দি-
গণের উচ্চারিত তাদৃশ স্তববাক্য শ্রবণ
করিয়া মনে করিল,—পূর্বে ব্রহ্মা আমাকে
বর দিয়াছিলেন যে, বালকের হস্তে আমার
মৃত্যু হইবে । এক্ষণে দেখিতেছি, আমার

মন্দিরারির্জ্জগামাশু শোকগ্রস্তেন চেতসা ।
কালনেমিযুখা দৈত্য্যঃ সংরস্তাদ্ভ্রাণ্ডচেতসঃ ।
যোধা ধাবত গৃহীত যোজয়ধ্বং বহুধিনীম্ ॥৩
কুমারঃ তারকো দৃষ্টা বভাষে ভীষণাকৃতিঃ ।
কিং বাল যোদ্ধুকামোহসি ক্রৌড়াকন্দুকলীলয়া ॥
অযা ন দানবা দৃষ্টা যৎ সঙ্গরবিভীষকাঃ ।
বালহাদথ তে বুদ্ধিরেবং স্বল্পার্থদর্শিনৌ ॥ ৫
কুমারোহপি তমগ্রহং বভাষে হবয়ন পুরান ।
শুণু তারক শাস্ত্রার্থস্তব বৈব নিরূপ্যতে ॥ ৬
শাস্ত্রৈরর্থ্য ন দৃশ্যন্তে সময়ে নির্ভয়ে ভট্টৈঃ ।
শিশুহং মাবমংহা মে শিশুঃ কালভুজঙ্গমঃ ॥৭
হুশ্প্রেক্ষ্য ভাস্করো বালস্তথাহং হুর্জ্জয়ঃ শিশুঃ

সেই মৃত্যুকাল উপস্থিত । এই কথা স্মরণ
করিয়া দৈত্যরাজ বর্ম্মহীন-দেহে সঙ্গে কোন
অনুচর না লইয়াই একাকী পাদচায়ে শোক-
গ্রস্তমনে সত্তর স্বীয় মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত
হইল । এবং বলিতে লাগিল,—হে কাল-
নেমিপ্রমুখ দৈত্যগণ ! তোমরা সংরস্তবশে
ভ্রান্তচিত্ত হইয়াছ কেন ? হে আমার যোধ-
গণ ! তোমরা অস্ত্র গ্রহণ কর, ধাবিত হও
এবং অপুরবাহিনীদিগকে সম্মিলিত কর ।
তখন ভীষণাকৃতি তারক কুমারকে দেখিয়া
কহিল,—ওহে বালক ! তুমি কি যুদ্ধ করিতে
ইচ্ছা করিয়াছ ? আমার মতে কন্দুক দ্বারা
ক্রৌড়া করাই তোমার পক্ষে উচিত । তুমি
সমরভীষণ দানবদিগকে দেখ নাহি, তাই
বালকহুপ্রযুক্ত তোমার এরূপ অল্পার্থদর্শিনী
বুদ্ধি জন্মিয়াছে । ১—৫ । তখন কুমারও
তারককে অগ্রবস্তী দেখিয়া সমগ্র সুরসমাজকে
হষিত করত কহিলেন,—ওহে তারকানুর
শ্রবণ কর, তোমার নিকট শাস্ত্রার্থ নিরূপণ
করিতেছি । শস্ত্রব্যবসায়ীরা যথাকালে শাস্ত্রার্থ
দর্শন করিতে পারে না । আমার শিশুত্বের
প্রতি অবজ্ঞা করিও না । দেখ, কালভুজঙ্গম
শিশুই বটে, ভাস্কর বালক হইলেও
হুশ্প্রেক্ষ্য । এইরূপ আমি যে শিশু, আমিও
তোমার একান্ত হুর্জ্জয় । হে দৈত্য ! দেখ

অল্লাক্ষ্যো ন মন্ত্রঃ কিং সূক্ষ্মুরো দৈত্য দৃশ্যতে
কুমারে প্রোক্তবতোব্যং দৈত্যশ্চিক্ষেপ মুদগরম্
কুমারস্তং নিরস্তাথ বজ্রেনামোঘবর্চসা ॥ ১০
ততশ্চিক্ষেপ ইত্যেস্তো ভিন্দিপালময়োময়ম্ ।
করেণ তচ্চ জগ্রাহ কার্তিকেয়োহমরারিহা ॥ ১১
গদাং যুমোচ দৈত্যায় যগ্মুখোহপি খরস্বনাম্ ।
তয়া হতস্ততো দৈত্যশ্চকম্পেহচলরাড়িব ॥ ১২
মেনে চ তুর্জয়ং দৈত্যস্তদা যজ্জ্বদনং রণে ।
চিন্তয়ামাস বুধ্যা বৈ প্রাপ্তঃ কালো ন সংশয়ঃ ॥
কুপিতস্ত তমালোক্য কালনেমিপুরোগমাঃ ।
সর্ষে দৈত্যোশ্বরা জয়ঃ কুমারংরণদাক্রণম্ ॥ ১৩
স তৈঃ প্রহাটেরস্পৃষ্টো বুখাক্রেশো মহাত্মাতিঃ
রণশৌণ্ডাশ্চ দৈত্যোস্তাঃ পুনঃ প্রাটৈঃশিলীমুখৈঃ
কুমারঃ সামরং জয়বলিনো দেবকটকাঃ ।
কুমারস্ত ব্যথা নাভুদ্দৈত্যান্ননিহতস্ত তু ॥ ১৪

নাই কি, অল্লাক্ষ্যর মন্ত্র বিরূপ শক্তি ধরে ?
কুমার এই কথা কহিলে, দৈত্য প্রথমেই
তাঁহার প্রতি মুদগর অস্ত্র নিক্ষেপ করিল।
কুমার অমোঘবীৰ্য্য বজ্রদ্বারা সেই মুদগর
নিরস্ত করিলেন। অনন্তর দৈত্যোস্ত্র এক
লৌহময় ভিন্দিপাল নিক্ষেপ করিল।
অরিন্দম স্বন্দ তাহা কর দ্বারা গ্রহণ করি-
লেন এবং এক ভীষণনাদিনী গদা
দৈত্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্য
সেই গদাহত হইয়া গিরিবরের স্তায় কম্পিত
হইল এবং রণে ষড়াননকে তুর্জয় বলিয়া
মনে করিল। তখন সে মনে মনে চিন্তা
করিতে লাগিল,—আমার কাল নিশ্চয়ই পূর্ণ
হইয়াছে। এই সময় কালনেমিপ্রমুখ প্রধান
প্রধান দৈত্যগণ কুমারকে কুপিত দেখিয়া
চারিদিক্ হইতে অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিল।
কিন্তু মহাত্মাতি কার্তিকেয় অনায়াসেই সেই
সকল অস্ত্রপ্রহার ব্যর্থ করিলেন। তখন
রণশৌণ্ড দেবরিপু দৈত্যোস্ত্রগণ পুনরায়
প্রাস ও শিলীমুখাদি অস্ত্রশব্দবর্ষণে অমরগণ
সহ কুমারকে আহত করিতে লাগিল।
কুমার দৈত্যোস্ত্রে আহত হইলেও তাঁহার

প্রাণান্তকরণো জাতো দেবানাং দানবাহবঃ ।
দেবান্ নিপীড়িতান্ দৃষ্ট্বা কুমারঃ কোপমাবিশৎ
ততোহস্তৈর্বারয়ামাস দানবানামনীকিনীম্ ।
তৈরস্তৈর্নিপ্রতীকটৈরস্তাডিতাঃসুরকণ্টকাঃ ॥ ১৭
কালনেমিমুখাঃ সর্ষে রণাদাসন্ পরাশুখাঃ ।
বিদ্রুতেষধ দৈত্যোয়ু হতেষু চ সমস্ততঃ ॥ ১৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাদৈত্যস্তারকোহসুরনাযকঃ ।
জগ্রাহ চ গদাং দিব্যাং হেমজালপরিষ্কৃতাম্ ॥
জয়ে কুমারং গদয়া নিষ্টেজকনকাক্রদঃ ।
শর্টৈর্ষয়ুং চিটৈশ্চ চকার বিমুখং রণে ॥ ২০
দৃষ্ট্বা পরাশুখং দেবো মুক্তরক্তং স্ববাহনম্ ।
জগ্রাহ শক্তিং বিমলাং রণে কনকভূষণাম্ ॥ ২১
বাহনা হেমকেয়ুর-কচিরেণ ষড়াননঃ ।
ততো জবান্মহাসেনস্তারকং দানবাধিপম্ ॥ ২২
তিষ্ঠ তিষ্ঠ সূহৃবুকে জীবলোকং বিলোকয় ।
হতোহস্তা ময়া শত্র্যা স্মর শব্দঃ সুশিক্ষিতম্

কিছুমাত্র ব্যথাবোধ হইল না। ১৬—১৫। তখন
সেই দানব-যুদ্ধ বহু দেবসৈন্তের প্রাণক্ষয়কর
হইয়া উঠিল। দেবগণকে নিপীড়িত দেখিয়া
কুমার কুপিত হইলেন। অনন্তর অস্ত্রবর্ষণে
তিনি দানববাহিনীকে হতোজয় করিতে
লাগিলেন। তাঁহার অপ্রতিহত অস্ত্রপাতে
সুরকণ্টক সকল ভাঙিত হইল। কালনেমি-
প্রমুখ ভীষণ দানবগণ রণ হইতে পরাশুখ
হইল। চারিদিকেই দৈত্যসৈন্য নিহত হইতে
লাগিল। বহু দৈত্য পলায়ন করিল।
তদর্শনে অসুরনেতা মহাদৈত্য তারক ক্রুদ্ধ
হইয়া হেমজাল-মালিতা দিব্য গদা গ্রহণ
করিল এবং তাহা দ্বারা কুমারকে আহত
করিল। তদীয় বিচিত্র শর প্রহারে কুমার-
বাহন ময়ুর রণ হইতে বিমুখ হইল।
কুমার স্বীয় বাহনকে সমরে পরাশুখ দেখিয়া
হেম-কেয়ুর-কচির বাহদণ্ড দ্বারা এক কনক-
মণ্ডিতা বিমল শক্তি গ্রহণ করিলেন এবং
সেই মহাসেনাপতি কার্তিকেয় তখন দানবেশে
তারককে কহিলেন,—ওরে সূহৃবুকে!
তিষ্ঠ তিষ্ঠ। এই জীবলোক এ জন্মের মত

ইত্যাশ্বা চ ততঃ শক্তিঃ মুমোচ দিতিজং প্রতি
 সা কুমারভূজোৎসৃষ্টা তৎকেয়ুরবান্ধুগা ।
 বিভেদ দৈত্যহৃদয়ং বজ্রশৈলেন্দ্রকর্কশম্ ॥ ২৪
 গতানুঃ স পতাতোঋণাঃ প্রসয়ে ভূধরো যথা
 বিকর্ণমুকুটোকৌষো বিশ্বস্তাখিলভূষণঃ ॥ ২৫
 তস্মিন্ বিনিঃতে দৈত্যে ত্রিদশানাং মহোৎসবে
 নাভুৎ কশ্চিৎ তদা হুঃখী নরকেষপি পাপকৃৎ ॥
 অবস্তঃ যগুধঃ দেবাঃ ক্রৌড়ন্তশাঙ্গনামুতাঃ ।
 জগুঃ স্বানৈব ভবনান্ ভূরিধামান উৎসুকাঃ ॥
 দহুশ্চাপি বরং সর্বৈ দেবাঃ স্কন্দমুখঃ প্রতি ।
 তুষ্টাঃ সম্ভ্রান্তসর্বৈচ্ছাঃ সহ সিদ্ধৈস্তপোধনৈঃ
 দেবা উচুঃ ।

যঃ পঠেৎ স্কন্দসহস্রাং কথং মন্তো মহামতিঃ

দেখিয়া লও । অদ্য আমার এই শক্তি
 প্রহারে তুমি হত হইবে । অতএব যদি
 কোন সুশিক্ষিত অক্লান্ত থাকে, তবে তাহা
 এইবার স্মরণ কর । কুমার এই কথা
 কহিয়া দৈত্যবর তারকের প্রতি শক্তি
 নিক্ষেপ করিলেন । অনন্তর কুমার-কর
 নিক্ষিপ্ত তদীয় কেয়ুর-রবান্ধুনায়িনী সেই
 ভীষণ শক্তি দৈত্যের বজ্র ও শৈলেন্দ্রবৎ
 কর্কশ হৃদয় বিদ্ধ করিল । দৈত্যেন্দ্র গতানু
 হইয়া প্রলয়গলীন ভূধরের জায় ভূপৃষ্ঠে
 পতিত হইল । তাহার মস্তকস্থ মুকুট ও
 উকীষ বিকর্ণ হইল । দেহস্থ সমস্ত ভূষণ
 চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল । সেই দৈত্য
 নিহত হইলে, দেবগণ মধ্যে মহোৎসব প্রবৃত্ত
 হইল । তৎকালে কোন নরকস্থ পাপিষ্ঠ
 ব্যক্তিও হুঃখিত রহিল না । দেবগণ স্ব স্ব
 অঙ্গনাসহ ষড়াননকে স্তব করিতে করিতে
 বিবিধ ক্রৌড়া করিয়া পুলকপূর্ণ মনে স্ব স্ব
 প্রভূত তেজঃসম্পন্ন তবনাভিমুখে প্রস্থান
 করিলেন । তখন সমস্ত দেবই তুষ্ট ও
 পূর্ণ-মনোরথ হইয়া সিদ্ধ-তপোধনগণ সমভি-
 ব্যাহারে স্কন্দের উদ্দেশে বর প্রদান করি-
 লেন । দেবগণ কহিলেন,—যে মহামতি মর্ত্য
 ব্যক্তি, স্কন্দসহস্রিনী কথা পাঠ করিবে, শ্রবণ

বহ্নায়ুঃ স্তুতগঃ স্রীমান্ কান্তিমান্ শুভদর্শনঃ ।
 ভূতেভ্যো নির্ভয়শ্চাপি সগহঃ খবিবর্জিতঃ ॥ ৩০
 সঙ্ক্যামুপাস্ত যঃ পুষ্ণাং স্কন্দস্ত চরিতং পঠেৎ ।
 স মুক্তঃ কিম্বিধৈঃ সর্ষৈর্ষশধনপতির্ভবেৎ ॥ ৩১
 বালানাং ব্যাধিগুহীনাং রাজদ্বারক সেবতাম্ ।
 ইদং তৎ পরমং দিব্যং সর্বদা সর্বকামদম্ ।
 তদ্বাক্যে চ সামুজ্যং যগুধস্ত বজ্রেশ্বরঃ ॥ ৩২

ইতি স্রীমাৎশ্চে মহাপুরাণে তারকবধো নাম
 ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬০ ॥

একষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামো হিরণ্যকশিপোর্বধম্ ।
 নরদিংস্তমা মহাশ্মাং তথা পাপবিনাশনম্ ॥ ১
 সূত উবাচ ।

পুরা কৃতবুগে বিপ্রা হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ ।

শৃণুযাজ্ঞবল্ক্যেচাপি স ভবেৎকীর্তিমান্ নরঃ ॥ ২২
 করিবে, কিদা করাইবে, তাহার অতুল কীর্তি
 হইবে । সে দীর্ঘায়, শুভগ, স্রীমান, কান্তি-
 মান, প্রিয়দর্শন, সর্বদুঃখহীন ও সমগ্র ভূত-
 বর্গ হইতে নির্ভয় হইবে । যে ব্যক্তি প্রাতঃ-
 সঙ্ক্যা করিয়া স্কন্দচরিত পাঠ করে, তাহার
 সর্ব পাপ হইতে মুক্তি ঘটে এবং সে বিপুল
 বনের অধিপতি হয় । ব্যাধিগুক্ত বালক
 বা রাজদ্বারসেবী লোক, সকলের পক্ষেই
 এই স্বর্গীয় পরমোত্তম স্কন্দ-চরিত সর্বদা
 সর্বকামপ্রদ । এই চরিতপাঠক নর দেহান্তে
 ষড়াননের সামুজ্য প্রাপ্ত হয় । ১৬—৩২ ।

ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬০ ।

একষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—আমরা এখন হিরণ্য-
 কশিপু নামক দৈত্যদ্বয়ের বধবার্তা এবং
 কলুষনাশন নরসিংহের মহাশ্মা শ্রবণ করিতে
 ইচ্ছা করি ; তুমি তাহা বর্ণন কর । সূত

দৈত্যানাং দিপুরুষশ্চকার স মহৎ তপঃ ॥ ২
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ ।
জলবাসী সমভবৎ স্নানমৌনধৃতব্রতঃ ॥ ৩
ততঃ শম-দমাত্মাঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যেণ চৈব হি ।
ব্রহ্মা স্ত্রীতোহভবৎ তস্মৈ তপসা নিয়মেণ চ ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্তগবান্ স্বয়মাগম্য তত্র হ ।
বিমানেনার্কবর্ণেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥ ৫
আদিত্যৈর্বশুভিঃ সাতৈর্ধার্ককৃষ্ণৈর্দৈবতৈস্তথা ।
ক্ৰৌঞ্চৈর্বিশ্বসহায়ৈশ্চ যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগৈঃ ॥ ৬
দিগ্ভিতৈশ্চৈব বিদিগ্ভিশ্চ নদীভিঃ সাগরৈস্তথা
নক্ষত্রৈশ্চ মুহূর্তৈশ্চ খেচরৈশ্চ মহাগ্রহৈঃ ॥ ৭
দেবৈর্বক্ষসিভিঃ সাক্ষৈঃ সিন্ধৈঃ সপ্তর্ষিভিস্তথা ।
রাজর্ষিভিঃ পুণ্যাকৃষ্ণির্গন্ধর্কস্পরসাং গণৈঃ ॥ ৮
চরাচরশূরঃ স্ত্রীমান্ বৃতঃ সর্ষেদিবৌকসৈঃ ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যাং শ্রেষ্ঠো দৈত্যঃ বচনমব্রবীৎ ॥
স্রীতোহস্মি তব তরুণ তপসানেন সূত্রত ।

কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! পুরাকালে সত্য-
যুগে হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যগণের এক
আদিপুরুষ ছিল। সেই দৈত্যরাজ দশ
সহস্র, দশশতবর্ষ যাবৎ ক্রুতস্নান হইয়া
মৌনব্রত ধারণপূর্বক অাকর্ণ সলিলে
সাতিশয় তপস্থা করিয়াছিল। অনন্তর
তাহার ব্রহ্মচর্য্য, শম, দম, তপস্থা এবং
বিনয়ে ব্রহ্মা অতি স্রীত হইলেন। তখন
চরাচরশূর স্ত্রীমান্ ভগবান্ স্বয়ম্ভু প্রভাকর-
করবিনিন্দিত প্রদীপ্ত হংসযুক্ত বিমানে
আরোহণ করিয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত
হইলেন। জগৎপতি ব্রহ্মার সহিত তখন
সিদ্ধ, সাধ্য, ষাদশ আদিত্য, বসুগণ, মরুদ-
গণ, দেবগণ, বিশ্বসহায় ক্রুদগণ, যক্ষ, রাক্ষস,
পন্নগগণ, দিক্ ও বিদিক্ সকল, নদীনিচয়,
সাগরকুল, নক্ষত্রনিকর, মুহূর্ত সকল, আকাশ-
চর মহাগ্রহগণ, দেবগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, সপ্তর্ষি-
সকল, পুণ্যবান্, রাজর্ষিগণ, গন্ধর্ক ও অঙ্গরা
প্রভৃতি স্বর্গবাসিগণ আসিয়া উপস্থিতহইলেন।
ব্রহ্মবিদ্যব্য ব্রহ্মা তখন দৈত্যপতি হিরণ্য-
কশিপুকে বলিলেন,—হে সূত্রত। তোমার

বরং বরয় ভদ্রং তে যথেষ্টং কামমাশুহি ॥ ১০
হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।
ন দেবান্নুরগন্ধর্কান্ ন যক্ষোন্নরগরাক্ষসান্ ।
ন মানুষ্যান্ পিশাচান বা হন্যুর্মাং দেবসন্তম ॥ ১১
ঋষয়ো বা ন মাং শাট্টৈঃ শপেয়ুঃ প্রপিতামহ ।
যদি মে ভগবান্ স্রীতো বর এব বৃত্তো ময়া ॥
ন চান্নেগ ন শস্তুগ গিরিণা পাদপেন চ ।
ন শুক্রেণ ন চার্জ্জ্বেণ ন দিবা ন নিশাধবা ॥ ১৩
ভবেয়মহমেবার্কঃ সোমো বায়ুহৃতাননঃ ।
সলিলকাস্তরৌক্ষক নক্ষত্রাণি দিশো দশ ॥ ১৪
অহং ক্রোধশ্চ কামশ্চ বরুণো বাসবো যমঃ ।
ধনদশ্চ ধনাধ্যক্ষো যক্ষঃ কিম্পুরুষাধিপঃ ॥ ১৫
ব্রহ্মোবাচ ।
এতে দিব্যা বরাস্তাত ময়া দত্তান্তবাত্ততাঃ ।
সর্কান্ কামান্ সদা বৎস প্রাপ্যসে ত্বং ন
সংশয়ঃ ॥ ১৬

এই তপশ্চরণে আমি স্রীত হইয়াছি,
তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর গ্রহণ কর,—
করিয়া অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হও। হিরণ্য-
কশিপু বলিল,—হে দেবোত্তম! কি অমর,
কি অনুর, কি গন্ধর্ক, কি যক্ষ, কি পন্নগ,
কি রাক্ষস, আমি কাহারও বধ্য হইব না।
মানুষ্য এবং পিশাচ আমাকে হনন করিতে
পারিবে না। হে প্রপিতামহ! ঋষিগণ আমাকে
অভিসম্পাত করিবেন না। যদি আমার প্রতি
আপনি স্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমি
এইরূপই বর প্রার্থনা করিতেছি। অপিচ কি
অস্ত্র, কি শস্ত্র, কি পর্বত, কি পাদপ, কিছুতেই
আমার মৃত্যু হইবে না। রাজি কিম্বা দিবাতে
আমি মরিব না। কোন শুক, কি আর্জ্জ বস্তুতে
আমার মৃত্যু হইবে না। চন্দ্র, সূর্য্য, পবন,
হুতাশন এ সকল আমিই হইব। আমিই অন্ত-
রৌক্ষ, আমিই সলিল, আমিই নক্ষত্র, আমিই
দশাদিক্, আমিই কামক্রোধ, আমিই
কৃতান্ত, আমিই বাসব এবং কিম্পুরুষপাত
ধনাধ্যক্ষ কুবের আমিই হইব। ১—১৫। ব্রহ্মা
কহিলেন,—হে তাত! এই অদ্ভুত দিব্য বর

এবমুক্তা স ভগবান্ জগামাকাশ এব হি ।
বৈরাজঃ ব্রহ্মসদনঃ ব্রহ্মবিগণসেবিতম্ ॥ ১৭
ততো দেবাশ্চ নাগাশ্চ গন্ধৰ্ব্বা পুৰিতিঃ সহ ।
বরপ্রদানং কষ্টেহৈব পিতামহমুপস্থিতাঃ ॥ ১৮

দেবা উচুঃ ।

বরপ্রদানান্তগবন্ বাধিষ্যতি স নোহসুরঃ ।
তৎ প্রসাদাশ্চ ভগবন্ বধোহপ্যস্তবিচিন্ত্যতাম্ ।
ভগবন্ সৰ্বভূতানাংমাদিকৰ্ত্তা স্বয়ং প্রভুঃ ।
শ্রুত্বা হব্য-কব্যানামব্যাক্ত প্রকৃতিবুধঃ ॥ ২০
সৰ্বলোকহিতং বাক্যং কুত্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ
আশাসয়ামাস সুরান্ সুলীতৈর্বচনাস্তুভিঃ ॥ ২১
অবশ্যং ত্রিদশাস্তেন প্রাপ্তব্যং তপসঃ কলম্ ।
তপসোহহেহস্তু ভগবান্ বধং বিষ্ণুঃ করিষ্যতি

তোমাকে আমি প্রদান করিলাম । হে বৎস !
তুমি সৰ্বদা সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত হইবে ;
ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই । ভগবান্
ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া ব্রহ্মবিগণনিবেশিত স্বীয়
বৈরাজ্যধামে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন ।
অনন্তর হিরণ্যকশিপু বরপ্রাপ্তি সংবাদ
শ্রবণ করিয়া ঋষিগণের সহিত গন্ধৰ্ব্ব, নাগ
এবং অমরগণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । দেবগণ কহি-
লেন,—হে ভগবন্ ! সেই অসুরপতি
হিরণ্যকশিপু বরপ্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকেই
হনন করিবে ; অতএব হে ভগবন্ ! আপনি
প্রসন্ন হউন,—হইয়া শীঘ্র উহার বধোপায় চিন্তা
করুন । হে ভগবন্ ! আপনিই সমস্ত
প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনা হইতেই
হব্য কব্য প্রাকৃত হইয়াছে । আপনিই
অব্যাক্ত প্রকৃতি, আপনিই পণ্ডিত এবং
অপনি স্বয়মুৎপন্ন । তখন প্রজাপতি সেই
সৰ্বলোক-হিতকর বচন শ্রবণ করিয়া সুলীতল
জলরাশির স্তায় বাক্য প্রয়োগে দেবগণকে
সান্ত্বনা করিলেন । বলিলেন,—হে ত্রিদশ-
বাসী সকল ! সেই হিরণ্যকশিপু নিশ্চয়ই
তাহার তপস্তার অমুরূপ ফল পাইবে ।
পরে সেই সঞ্চিত তপস্তার অবসান ঘটিলে

তচ্ছূয়া বিবুধা বাক্যং সর্গে পঞ্চজজ্ঞয়নঃ ।
স্থানি স্থানানি দিব্যাণি বিপ্রা জগ্মুর্মুদাধিতাঃ ॥
লক্ষ্মণায়ে বরে চাথ সৰ্ব্বাঃ সোহবাস্ত প্রজাঃ ।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো বরদানেন দর্পিতঃ ॥ ২৪
আশ্রমেষু মহাভাগান্ স মুনীন শংসিতব্রতান্
সত্যধর্মপরান্ দান্তান্ ধর্ময়ামাস দানবঃ ॥ ২৫
দেবাঃস্ত্রিভুবনস্থান্চ পরাজিত্য মহাসুরঃ ।
ত্রৈলোক্যং বশমানীয় স্বর্গে বসতি দানবঃ
যদা বরমদোৎসুকশ্চোদিতঃ কালধর্ম্মতঃ ।
যজ্ঞিয়ানকরোদৈত্যানযজ্ঞিয়াশ্চ দেবতাঃ ॥ ২৭
তদাদিত্যাশ্চ সাধ্যাশ্চ বিধে চ বসবস্তথা ।
সেন্দ্রা দেবগণা যজ্ঞাঃ সিন্ধু-ঈজ-মহর্ষয়ঃ ॥ ২৮
শরণ্যঃ শরণং বিষ্ণুপুতন্ত্রুর্মহাবলম্ ।
দেবদেবঃ যজ্ঞময়ঃ বাসুদেবঃ সনাতনম্ ॥ ২৯

দেবা উচুঃ ।

নারায়ণ মহাভাগ দেবান্যুং শরণং গতাঃ ।

ভগবান্ বিষ্ণু তাহার বধ সাধন করিবেন ।
দেবগণ এবং বিপ্রগণ পদযোনি ব্রহ্মার সেই
কথা শ্রবণে আশ্রিত হইয়া স্বীয় দিব্য
বাস-ভবনে প্রস্থান করিলেন । এদিকে
সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বর লাভে
দর্পিত হইয়া লোকদিগকে উৎপীড়িত করিতে
লাগিল এবং আশ্রমপদে সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ
সংশ্লিষ্ট মহাভাগ মাননীয় মুনিদিগকে
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল । সেই মহা-
সুর ত্রিভুবনবাসী দেবগণকে পরাজয়
করিয়া সমগ্র ত্রৈলোক্য বলীভূত করিয়া
স্বর্গরাজ্যে বাস করিতে লাগিল । সে
যৎকালে বরমদে গর্ষিত হইয়া দৈত্যগণকে
যজ্ঞাংশভাগী এবং দেবগণকে যজ্ঞভাগ
হইতে বঞ্চিত করিল, তখন আদিত্য,
সাধ্য, বিশ্বদেব, বসু, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং
যক্ষ, সিন্ধু, ঈজ, ও মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া
শরণ্য, শরণ, মহাবল, দেবদেব, সনাতন,
যজ্ঞপুরুষ, বাসুদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন ।
১৬—২৯ । দেবগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ
নারায়ণ ! আমরা দেবগণ,—আপনার শরণা-

দ্রাঘ্য জহি দৈত্যৈঃ হিরণ্যকশিপুঃ প্রভো ॥
ত্বং হি নঃ পরমো ধাতা ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ
ত্বং হি নঃ পরমো দেবো ব্রহ্মাদীনাং সুরোত্তম
বিষ্ণুর্বাচ ।

ভয়ং ত্যজ্যমমরা অভয়ং বো দদাম্যহম্ ।
তথৈব ত্রিদিবঃ দেবাঃ প্রতিপত্তমাত্রিণম্ ॥৩২
এসোহহং সগণং দৈত্যং বরদানেন দর্পিতম্ ।
অবধ্যমমরেন্দ্রাণাং দানবেন্দ্রং নিহন্যাহম্ ॥ ৩৩
এবমুক্তা তু ভগবান্ বিসৃজ্য ত্রিদশেবরান্ ।
বধং সঙ্কল্পয়ামাস হিরণ্যকশিপোঃ প্রভুঃ ॥ ৩৪
সহায়ঞ্চ মহাবাহোরোক্তারং গৃহ্য সহরম্ ।
অথোক্তারসহায়ঞ্চ ভগবান্ বিসৃব্রব্যঃ ॥ ৩৫
হিরণ্যকশিপুস্থানং জগাম হিরণ্যবরঃ ।
তেজসা ভাস্করাকারঃ শশী কান্ত্যেব চাপরঃ ॥৩৬
নরশ্চ কৃত্বার্কিতম্ সংহৃত্বার্কিতম্ তথা ।

পর হইলাম । হে প্রভো ! দৈত্যৈঃ হিরণ্য-
কশিপুকে সংহার করুন । আমাদিগকে
পরিভ্রাণ করুন । আপনি আমাদিগের পরম
পিতা ; আপনি আমাদিগের পরম গুরু ।
হে সুরবর ! আপনি ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবেরই
পরম দেব । বিষ্ণু কহিলেন,—হে অমরগণ !
তোমরা ভয় ত্যাগ কর । আমি তোমাদিগকে
অভয় দান করিতেছি । হে দেবগণ ! অচি-
রেই তোমরা ত্রিদিবধাম প্রাপ্ত হইবে । এই
আমি অচিরেই বরদান-দর্পিত, অমরেন্দ্রগণের
অবধ্য দানবেন্দ্রকে তদীয় অনুচরগণ সহ
সংহার করিব । ভগবান্ বিষ্ণু এই বলিয়া
দেবগণকে বিদায় দিলেন এবং হিরণ্যকশি-
পুর বধবিধান সংকল্প করিলেন । অনন্তর
সেই মহাবাহু অব্যয় বিষ্ণু ওক্তারকে সহায়-
স্বরূপে গ্রহণ করিলেন । তাঁহার সহায়তা
পাইয়া তিনি হিরণ্যকশিপুর সমীপে গমন
করিলেন । তেজস্বিতায় তাঁহার দেহ ভাস্করা-
কর ধারণ করিল । কলিচ্ছটায় তিনি
বিতীর্ণ শশধরের স্তায় প্রতিভাত হইলেন ।
তাঁহার অর্কদেহ নরাকার এবং অর্ক সিংহা-

নারসিংহেন বপুষা পাণিঃ সংস্পৃশ্য পাণিনা ॥৩৭
ততোহপশ্যতবিস্তীর্ণাদিবাং রম্যাং মনোরমাম্
সর্বকামসুতাং শুভ্রাং হিরণ্যকশিপোঃ সভাম্ ॥
বিস্তীর্ণাং যোজনশতং শতমধ্যার্কমায়তাম্ ।
বৈহায়সীং কামগমাং পঞ্চযোজনবিস্তৃতাম্ ॥৩৮
জরশোকক্রমাপেতাং নিম্প্রকম্পাংশিবাং সুখাম্
বেশ্যহর্য্যবতীং রম্যাং জলস্তমিব তেজসা ॥৩৯
অন্তঃসলিলসংযুক্তাং বিহিতাং বিশ্বকর্মণা ।
দিব্যরত্নময়ৈর্বৈকৈঃ ফলপুষ্পপ্রদৈর্ঘুতাম্ ॥ ৪০
নীল-পীত-সিত-শ্রীমৈঃ ক্রৌঞ্চলোহিতকৈরপি ।
অবতানেনস্তথা শুভৈর্ঘনৈঃ শরীশতধারিভিঃ ॥ ৪১
সিতাভ্রঘনসঙ্কাশা প্রবন্তীব বাদ্ধৃত ।
রশ্মিবতী ভাস্বর্য চ দিব্যগন্ধমনোরমা ॥ ৪২
সুসুখা ন চ দুঃখা সা ন শীতা ন চ ঘর্ম্মদা ।
ন ক্ষুৎপিপাসেন্নানিং বা প্রাপ্যতাং প্রাপ্তবন্তিতে
নানারূপৈরুপকৃতাং বিচিত্রৈরতিভাস্বরৈঃ ।
স্তম্ভৈর্ন বিভূতা সা বৈ শাস্বতী চাক্ষুশা সদা ॥
অতি চন্দ্রা নৃধ্যঞ্চ শিখিনঞ্চ স্বরশ্রভা ।

কার হইল । তিনি নরসিংহ-দেহে পাণি-
দ্বারা পাণি স্পর্শ করিয়া অদূরে হিরণ্যকশিপুর
সভা সন্দর্শন করিলেন । দেখিলেন,—ঐ সভা
শতযোজন বিস্তীর্ণ, দিব্য রম্য, মনোজ্ঞ,
সর্বকাম-সমৃদ্ধ, বৈহায়সী, কামগামিনী, জরা-
শোক-ক্রমাপহা, নিম্প্রকম্পা, মঙ্গলাবহা, সুখ-
দায়িনী, নানা গৃহ হর্য্যবতী, প্রভাবে যেন
প্রজ্জ্বলিতা, অন্তঃসলিলা, বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিতা,
এবং ফল-পুষ্পপ্রদ দিব্য দিব্য রত্নময় পাদপ-
সমূহে সমাবৃতা ৩০—৪১। ঐ সভা নীল, পীত,
সিত, শ্রীম ও লোহিতবর্ণ বিতানসমূহে এবং
শত শত মঙ্গরীধারী গুল্মসমূহে সুশোভিত
হইয়া স্বেতাঙ্গি বিবিধ বর্ণময়ী মেঘমালার স্তায়
লঙ্কিত । উহা নানা রশ্মিময়ী, ভাস্বর্য, দিব্য
গন্ধ-মনোরমা, সুসুখাবহা, দুঃখহা, অশীতা ও
অঘর্ম্মদা । অসুরেরা সেই সভায় উপস্থিত
হইয়া কোনরূপ ক্ষুধা, পিপাসা বা গ্লানি প্রাপ্ত
হয় না । ঐ সভা বিবিধরূপে রূপিত এবং
বিচিত্র ভাস্বর স্তম্ভসমূহে বিধূত হইয়া অক্ষয়-

দীপাতে নাকপৃষ্ঠস্থা ভাসয়ন্তৌ ভাস্বরান ॥৪৬
 সর্বে চ কামাঃ প্রচুরা য়ে দিব্যা য়ে চ মনুষ্যাঃ
 রসযুক্তঃ প্রভৃতঞ্চ ভক্ষ্যভোজ্যমনস্তকম্ ॥ ৪৭
 পুণ্যগন্ধম্রজ্ঞচাত্র নিত্যপুষ্পকলক্রমাঃ ।
 উক্ষে নীতানি তেয় নি নীতে চোক্ষানি সন্ধি চ
 পুষ্পিতাগ্রা মহাশাখাঃ প্রবালারুধারিণাঃ ।
 লতাবিতানসঙ্করা নদীষু চ সরঃসু চ ॥ ৪৮
 বৃক্ষান্ বহুবিধাংস্তত্র যুগেলে দদৃশে প্রভুঃ ।
 গন্ধবন্তি চ পুষ্পানি রসবন্তি ফলানি চ ॥ ৪৯
 নাতিশীতানি নোক্ষানি তত্র তত্র সরাসি চ ।
 অপশ্যৎ সর্বতীর্থানি সভায়াং তত্র স প্রভুঃ ॥ ৫০
 নলিনৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ শতপদৈঃ সুগন্ধিণিঃ ।
 রক্তৈঃ কুবল্যৈর্নদীনাং কুমুদৈঃ সংবৃতানি চ ॥ ৫১
 সুকান্তৈর্ধার্ত্তরাষ্ট্রৈশ্চ রাজহংসৈশ্চ সুপ্রভৈঃ ।
 কারণ্ডবৈশ্চক্রবাকৈঃ সারসৈঃ কুরূদৈরপি ॥ ৫২

কারে প্রতিষ্ঠিত। এই স্বয়ম্ভূতা সভা চন্দ্র,
 সূর্য ও ময়ূরশোভা জয় করিয়া নাক-
 পৃষ্ঠে অবস্থানপূর্বক যেন বহু ভাস্বরকে
 উদ্ভাসিত করিয়াই দীপ্তি পাইতেছে। দিব্য
 মানুষ্য বিবিধ কামভোগ তথায় প্রচুর পরি-
 মাণে বিদ্যমান। রসযুক্ত প্রভৃত ভক্ষ্য-
 ভোজ্যাদি বস্তুসমূহের সে সভায় অনন্ত
 সমাবেশ। তথায় প্রচুর পবিত্র গন্ধ, মালা
 বিরাজমান এবং পাদপ সকল নিত্য
 নিত্য ফলপুষ্পে সুশোভন। সেই সভা-
 সন্নিহিত জলরাশি গৌণে নীতস্পর্শ এবং
 নীতকালে উৎস্পর্শ। তত্রত্য সরোবর ও
 নদীতীরস্থ তরুসমূহের প্রবালারুধারী
 মহাশাখা সকল পুষ্পিতাগ্র হইয়া বিরাজিত
 এবং লতাবিতানে আচ্ছাদিত। নরসিংহ
 দেব তথায় বহুবিধ বৃক্ষ, বহু স্রুতি কুমুম,
 বিবিধ রসাল ফল এবং নাতিশীতোষ্ণ সরো-
 বর সকল দর্শন করিলেন। তিনি আরও
 দেখিলেন,—এ সকল তীর্থ সুগন্ধি নলিন,
 পুণ্ডরীক, শতপত্র, রক্ত কুবল্য ও নীল
 কুমুদে পরিবৃত এবং সুন্দর ধার্ত্তরাষ্ট্র, প্রিয়-
 দর্শন রাজহংস, কারণ্ড, চক্রবাক, সারস,

বিমলৈঃ স্ফটিকাটৈঃশ্চ পাণ্ডুরচ্ছদনৈর্বিভৈঃ ।
 বহুহংসোপগীতানি সারসাতিকৃতানি চ ॥ ৫৪
 গন্ধবত্যাঃ শুভাস্তজ পুষ্টমঞ্জরীধারিণীঃ ।
 দৃষ্টেবান্ পর্বতাগ্রেষু নানাপুষ্পধরা লতাঃ ॥ ৫৫
 কেতকাশোক-সরলাঃ পুরাগ-তিলকার্জুনাঃ ।
 চূতা নীপাঃ প্রস্থপুষ্পাঃকদম্বা বকুলা ধবাঃ ॥ ৫৬
 প্রিয়ঙ্গু-পাটলারুক্ষাঃ শাল্মল্যাঃ সহস্রজ্ঞকাঃ ।
 শালান্তালান্তমালাশ্চ পঞ্চকাস্চ মনোরমাঃ
 তথৈবান্তে রারাজন্ত সভায়াং পুষ্পিতা ক্রমাঃ
 বিক্রমাশ্চ ক্রমাশ্চৈব জলিতাগ্রিসমপ্রভাঃ ॥ ৫৮
 স্বকবন্তাঃ সুশাগাশ্চ বহুতালসমুচ্ছ্রয়াঃ ।
 অর্জুনশোকবর্ণাশ্চ বহবাশ্চত্রকা ক্রমাঃ ॥ ৫৯
 বক্রণা বৎসনাভাশ্চ পনসাঃ সহ চন্দ্রনৈঃ ।
 নীপাঃ সুমনসশ্চৈব নিম্বা অশ্বথ-তিল্লুকাঃ ॥ ৬০
 পারিজাতাশ্চ লোদ্রাশ্চ মল্লিকা ভদ্রদারবঃ ।
 আমলকাস্তথা জম্বুগুচাঃ শৈলবালুকাঃ ॥ ৬১
 খর্জুর্যো নারিকেলশ্চ হরীতক-বিভীতকাঃ ।

কুরুর ও অত্যন্ত স্ফটিক-সন্নিভ পাণ্ডুরপক্ষ
 বিমল পক্ষিসহে সমাকুল। এই তীর্থ সকল
 বহু হংসে উপগীত এবং বহু সারস-রবে
 মুখরিত। নরসিংহদেব তথাকার পর্বতাগ্রে
 নানাপুষ্পধারিণী পুষ্ট মঞ্জরীশালিনী বিবিধ
 রম্য গন্ধবতী বহু লতা অবলোকন করিলেন।
 দেখিলেন,—সেই-সভাসন্নিধানে কেতকী,
 অশোক, সরল, পুরাগ, তিলক, অর্জুন,
 চূতা, নীপ, কদম্ব, বকুল, ধব, প্রিয়ঙ্গু, পাটল,
 শাল্মলী, হরদ্রক, শাল, তাল, তমাল ও
 পঞ্চক প্রভৃতি বিবিধ মনোরম ক্রমসমূহ এবং
 অত্যন্ত বহু পুষ্পিত পাদপ তথায় বিরাজ-
 মান। ৫২—৫৭। এতদ্ভিন্ন জলদগ্নিপ্রভ বিক্রম
 ও মহাশাখাসম্বিত তালতরুবৎ অত্যন্ত
 আরও কত যে বহু বিচিত্র ক্রমসমূহ তথায়
 বিরাজিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। অর্জুন,
 অশোক, বক্রণ, বৎসনাভ, পনস, চন্দন,
 নীল, সুমনস, নিম্ব, অশ্বথ, তিল্লুক, পারি-
 জাত, লোদ্র, মল্লিকা, ভদ্রদারু, আমলকী,
 জম্বু, লকুচ, শৈলবালুকা, খর্জুর, নারিকেল,

কালীয়ক, ক্রকাল, হিঙ্গু, পারিষাত্রকঃ ।
 মন্দারকুন্দলজাশ্চ পতঙ্গাঃ কুটজাস্থথা ।
 রক্তাঃ কুরুটকশ্চৈব নীলাশ্চাণ্ডকৃতিঃ সহ ॥
 কদম্বশ্চৈব ভব্যশ্চ দাড়িমা বীজপূরকাঃ ।
 সপ্তপর্ণাশ্চ বিশ্বাশ্চ মধুপৈরারুতাস্থথা ॥ ৬৪
 অশোকশ্চ তমালশ্চ নানাশৃঙ্গলতারুতাঃ ।
 মধুকাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ বহুবস্তোরগা ক্রমাঃ ॥ ৬৫
 লতাশ্চ বিবিধাকারাঃ পত্র-পুষ্প-ফলোপগাঃ ।
 এতে চান্তে চ বহুবস্তত্র কাননজা ক্রমাঃ ॥ ৬৬
 নানাপুষ্পফলোপেতা ব্যারাজস্ত সমস্ততঃ ।
 চকোরাঃ শতপত্রাশ্চ মন্তকোকিল-সারিকাঃ ॥
 পুষ্পিতাঃ পুষ্পিতাগ্রেণ সম্পতিস্ত মহাক্রমাঃ ।
 রক্তপীতাকরণান্তত্র পাদপাগ্রগতাঃ খগাঃ ॥ ৬৮
 পরম্পরমবেক্ষন্তে প্রহৃষ্টা জীবজীবকাঃ ।
 তস্তাং সভায়াং দৈত্যোক্তো হিরণ্যকশিপুস্তদা
 জীমহশ্চৈঃ পরিবৃত্তো বিচিহ্নাভরণাধরঃ ।

হরীতক, বিভীতক, কালীয়ক, ক্রকাল, হিঙ্গু,
 পারিষাত্রক, মন্দার, কুন্দলতা, পতঙ্গ, কুটজ,
 রক্ত কুরুটক, নীল অণ্ডক, কদম্ব, ভব্য,
 দাড়িম, বীজপূরক, সপ্তপর্ণ ও বিশ্ব, প্রভৃতি
 বিবিধ বৃক্ষরাজি, মঞ্জুল শুঙ্খনকারী মধুপ-
 মালায় মণ্ডিত রহিয়াছে এবং অশোক,
 তমাল, মধুক, সপ্তপর্ণ প্রভৃতি তীরজাত বিবিধ
 বৃক্ষ নানা শৃঙ্গ লতায় আরুত হইয়া উদ্যান-
 বাগীশ শোভা-সম্পাদন করিতেছে । এতদ্ব্য-
 তীত পত্র-পুষ্প-ফলোপধারিণী বিবিধ লতা ও
 কাননজাত ক্রম সকল নানা পুষ্প ফল-
 সুশোভিত হইয়া চতুর্দিকে বিরাজিত ।
 তথায় পুষ্প ও ফলভারে অবনত পাদপ-
 সমূহ পার্শ্বস্থ অন্ত পাদপে পতিত হইয়াছে
 এবং তত্পরি চকোর, শতপত্র, মন্ত
 কোকিলকুল ও সারিকা প্রভৃতি রক্ত পীতা-
 রূপবর্ণ বিবিধ বিহঙ্গমগণ কুঞ্জন করিতেছে ।
 জীব-জীবক-দম্পতি হর্ষভরে পরস্পর
 পরস্পরকে অনুরক্ষণ নিরীক্ষণ করিতেছে ।
 সভামধ্যে দৈত্যোক্ত হিরণ্যকশিপু আসীন ।
 তিনি সহস্র কমিনী পরিবেষ্টিত, তাঁহার

অনর্ঘ্যমণিবজ্রার্চিঃ-শিখাজলিতকুণ্ডলঃ ॥ ৭
 আসীনশ্চাসনে চিত্রে দশনস্বপ্রমাণতঃ ।
 দিবাকরনিভে দিব্যে দিব্যাস্তরণসংস্কৃতে ॥ ১১
 দিব্যগন্ধবহস্তত্র মারুতঃ সুসুধো ববৌ ।
 হিরণ্যকশিপুর্দৈত্য আন্তে জলিতকুণ্ডলঃ ॥ ১২
 উপচেক্ষর্ষহাদৈত্যঃ হিরণ্যকশিপুং তদা ।
 দিব্যতানেন গীতানি জগুর্গন্ধর্ষসন্তমাঃ ॥ ১৩
 বিশ্বাচৌ সহজতা চ প্রমোচেত্যভাবিতা ।
 দিব্যাখ সৌরভেয়ী চ সমীচৌ পুঞ্জিকস্থলৌ ॥ ১৪
 মিশ্রকেশী চ রম্ভা চ চিত্রলেখা শুচিস্মিতা ।
 চাক্রকেশী স্বতাচৌ চ মেনকা চৌকেশী তথা ॥ ১৫
 এতাঃ সহস্রশ্চাত্তা নৃত্য-গীতবিশারদাঃ ।
 উপতিষ্ঠন্তি রাজানং হিরণ্যকশিপুং প্রভুং ॥ ১৬
 তত্রাসীনং মহাবাহুং হিরণ্যকশিপুং প্রভুং ।
 উপাসতে দিতেঃ পুত্রাঃ সর্ষে লক্ষবরাস্থথা ॥
 তমপ্রতিমকর্ম্মাণঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ।
 বলিবিরোচনস্তত্র নরকঃ পৃথিবীমুতঃ ॥ ১৮

বসন ও আভরণ বিচিত্র ; মহামূল্য মণি-
 রত্নের প্রভায় তাঁহার কুণ্ডল উদ্দীপিত
 হইতেছে । তাঁহার বসিবার বিচিত্র আসন,
 দশহস্ত প্রমাণ, প্রতাকরপ্রভ, সুদিব্য আস্ত-
 রণে আচ্ছত । সুখময় মারুত হিম্মোল তথায়
 সুদিব্য গন্ধ বহন করিতেছে । জলিত-
 কুণ্ডল দৈত্য হিরণ্যকশিপু তথায় এই-
 রূপে বিরাজমান । ৫৮—১২ । আর গন্ধর্ষগণ
 সুদিব্য তানলয়-সম্পন্ন মধুর গীতিকায় মহা-
 দৈত্যের সন্তোষ বিধান করিতেছে এবং
 বিশ্বাচৌ, সহজতা, প্রমোচা, দিব্যা, সৌর-
 ভেয়ী, সমীচৌ, পুঞ্জিকস্থলৌ, মিশ্রকেশী, রম্ভা,
 চিত্রলেখা, শুচিস্মিতা, চাক্রকেশী, স্বতাচৌ,
 মেনকা, চৌকেশী ও অন্যান্য সহস্র সহস্র নৃত্য-
 গীত-বিশারদা অপরঃসৌমস্তিনীগণ তাঁহা-
 দেয় প্রভু রাজা হিরণ্যকশিপুর সেবা
 করিতেছে । আর অন্যান্য শত সহস্র লক্ষ-
 বর দিতিপুত্রগণ সকলে তথাসীন মহাবাহু
 অপ্রতিমকর্ম্ম সেই হিরণ্যকশিপুর উপা-
 সনায় নিরত রহিয়াছে । বলি, বিরোচন,

প্রহ্লাদো বিপ্রচিতিশ্চ গবিষ্ঠশ্চ মহাসুরঃ ।
 সুরহস্তা হৃৎখহস্তা সুনামা স্মৃতিবরঃ ॥ ৭৯
 ঘটোদরো মহাপাশ্বঃ ক্রথনঃ পিঠরস্তথা ।
 বিষ্ণুরূপঃ সুরূপশ্চ শ্ববলশ্চ মহাবলঃ ॥ ৮০
 দশগ্রীবশ্চ বালী চ মেঘবাসা মহাসুরঃ ।
 ঘটাস্তোহকম্পনশ্চৈব প্রজনশ্চৈন্দ্রতাপনঃ ॥ ৮১
 দৈত্যদানবসজ্জালন্তে সর্কে জলিতকুণ্ডলাঃ ।
 অগ্নিশো বাগ্নিনঃ সর্কে সর্দৈব চরিতব্রতাঃ ॥ ৮২
 সর্কে লঙ্কবরাঃ শূরাঃ সর্কে বিগতমৃত্যবঃ ।
 এতে চাত্তে চ বহবো হিরণ্যকশিপুঃ প্রভৃষ্ম ॥
 উপাসন্তে মহাত্মানঃ সর্কে দিব্যপরিচ্ছদাঃ ।
 বিমানৈববিধাকারৈর্ভ্রজমানৈরিবাগ্নিভিঃ ॥ ৮৪
 মহেন্দ্রবপুসঃ সর্কে বিচিত্রাঙ্গদবাহবঃ ।
 ভূষিতাঙ্গা দিতেঃ পুত্রাস্তমুপাসন্ত সর্কশঃ ॥ ৮৫
 তস্তাং সভায়াং দিব্যাগ্নামসুরাঃ পরিতোপমাঃ ।
 হিরণ্যবপুসঃ সর্কে দিবাকরসমপ্রভাঃ ॥ ৮৬
 ন ক্রতং নৈব দৃষ্টং হি হিরণ্যকশিপোর্যথা ।
 ঐশ্বর্য্যং দৈত্যসিংহস্ত যথা তস্তা মহাত্মনঃ ॥ ৮৭

পৃথিবীসূত, নরক প্রহ্লাদ, বিপ্রচিতি, মহাসুর, গবিষ্ঠ, সুরহস্তা, হৃৎখহস্ত, সুনামা, স্মৃতি, বর, ঘটোদর, মহাপাশ্ব, ক্রথন, পিঠর, বিষ্ণুরূপ, সুরূপ, শ্ববল, মহাবল, দশগ্রীব, বালী, মহাসুর মেঘবল, ঘটাস্ত, অকম্পন, প্রজন, ইন্দ্রতাপন প্রভৃতি বহু দৈত্য দানবগণ তাহাদের প্রভু মহাত্মা হিরণ্যকশিপু উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছে। ঐ সকল দৈত্যগণ সকলেই জলিতকুণ্ডল, অগ্নি, বাগ্নী, চরিতব্রত, লঙ্কবর, শূর, বিগতমৃত্যু ও সুদিব্য পরিচ্ছদে সুশোভিত, সকলেরই অনল তুল্য জাজগ্যমান বিবিধাকার বিমান, মহেন্দ্র তুল্য বপু, এবং বিবিধ অঙ্গদে উহা-দিগের বাহ্য বিভূষিত ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অশেষ আভরণে অলঙ্কৃত। ঐ পরিতোপম কনক-কাস্তি, আদিত্যসন্নিভ দিতিসুতগণ সকলেই তাহার উপাসনায় ব্যাপ্ত। সেই মহাত্মা দৈত্যসিংহ হিরণ্যকশিপুর যাদৃশ ঐশ্বর্য্য,

কনক-রজতচিত্রবেদিকায়াং
 পরিস্কৃতরত্নবিচিত্রবৌধিকায়াম্ ।
 স দদর্শ যুগাধিপঃ সভায়াং
 সুরচিতরত্নগবাক্ষশোভিতায়াম্ ॥ ৮৮
 কনকবিমলহারবিভূষিতাঙ্গঃ
 দিতিতনয়ঃ স যুগাধিপো দদর্শ ।
 দিবসকরমহাপ্রভঃ জলন্তঃ
 দিতিজসহস্রশটৈর্নিষেব্যমাণম্ ॥ ৮৯

ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণেনারসিংহপ্রাহৃতাবে
 একষষ্ট্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬১

দ্বিষষ্ঠ্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততো দৃষ্ট্বা মহাত্মানঃ কালচক্রমিবাগতম্ ।
 নরসিংহবপুশ্চরং ভাস্মাচ্ছন্নমবানলম্ ॥ ১
 হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রঃ প্রহ্লাদো নাম বৌধ্যবান্
 দিব্যেন চক্ষুষা সিংহমপশুদ্দেবমাগতম্ ॥ ২

এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য কেহ কখন দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। সেই যুগাধিপ সুবর্ণ ও রৌপ্যময় বেদিকায়ুক্ত, রত্নগচিত, বিচিত্র বৌধিকশোভিত, সুরচিত রত্নগবাক্ষময়ী, সভামধ্যে কনকময় বিমল হার দ্বারা বিভূষিতাঙ্গ, শত সহস্র দৈত্যনিষেবিত, আদিত্যভ, প্রদীপ-কাস্তি, দিতি-মন্দন হিরণ্যকশিপুকে দর্শন করিল। ৭০—৮৯।

একষষ্ট্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৬

দ্বিষষ্ঠ্যাধিকশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—অনন্তর কালচক্রের স্তায়, অথবা ভাস্মাচ্ছন্ন বহির স্তায় নরসিংহ দেহে আচ্ছন্ন সেই মহাত্মাকে সমাগত দেখিয়া হিরণ্যকশিপুর পুত্র বৌধ্যবান্ প্রহ্লাদ দিব্য নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল—ইনি প্রকৃত সিংহ নহেন, ইনি সেই দেবাধিপ হরি।

তং দৃষ্ট্বা কল্পশৈলাভমপূর্বাং তন্নুমাশ্রিতম্ ।
বিস্মিতা দানবাঃ সর্কে হিরণ্যকশিপুশ্চ সং ॥ ৩
প্রহ্লাদ উবাচ ।

মহাবাহো মহারাজ দৈত্যানামাদিসম্ভব ।
ন শ্রুতং ন চ নো দৃষ্টং নারসিংহমিদং বপুঃ ॥ ৪
অব্যক্তপ্রভবং দিব্যং কিমিদং রূপমাগতম্ ।
দৈত্যাস্তকরণং ঘোরং সংশতীব মনো মম ॥ ৫
অস্ত দেবাঃ শরীরস্থাঃ সাগরাঃ সরিতশ্চ যাঃ
হিমবান্ পারিষাত্ৰশ্চ যে চান্তে কুলপর্কতাঃ ॥ ৬
চন্দ্রমাশ্চ সনক্ষত্রৈরাদিত্যৈর্বসুভিঃ সহ ।
ধনদো বরুণশ্চৈব যমঃ শক্রঃ শচীপতিঃ ॥ ৭
মরুতো দেব-গন্ধর্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।
নাগা যক্ষাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা ভৌমবিক্রমাঃ ॥
ব্রহ্মা দেবঃ পশুপতির্নলাটস্থা ভ্রমাস্ত বৈ ।
স্বাবরাণি চ সর্বাণি জঙ্গমুনি তথৈব চ ॥ ৯
ভবাশ্চ সহিতোহস্মাভিঃ সর্কৈর্দৈত্যগণৈর্বৃতঃ

তখন সেই কনকগিরিনিভ অপূর্ব দেহধারী
হরিকে দেখিয়া স্বয়ং হিরণ্যকশিপু এবং
অস্তান্ত সমস্ত দানবই বিস্ময়াপন্ন হইল ।
প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দৈত্যগণের আদি-
সম্ভব মহাবাহু মহারাজ ! এই নারসিংহবপু
আমরা কখন দেখি নাই । এ হেন আকৃতির
কথা কখন আমরা শুনিও নাই । এ
অব্যক্ত প্রভব দিব্য নরসিংহমূর্তি কোথা
হইতে আসিল ? আমার মন যেন বলিয়া
দিতেছে যে, এই সিংহাকৃতি হইতেই দৈত্য-
গণের দাক্ষণ সংক্ষয় সম্ভটিত হইবে ।
দেখিতেছি, এই দেবদেহে দেবগণ অবস্থান
করিতেছেন এবং নদ-নদী, সাগর, হিমবান্
ও পারিপাত্ত গিরি, অস্তান্ত কুলাচল সকল,
চন্দ্রমা, নক্ষত্র, আদিত্য, বসু, ধনদ, বরুণ,
যম, ইন্দ্র, মরুদগণ, দেব, গন্ধর্ব্ব, তপোধন
ঋষি, নাগ, যক্ষ, পিশাচ, ভীষণ রাক্ষস
এবং দেব ব্রহ্মা ও অস্তান্ত চর অচর যে
কিছু জীব সমস্তই ঐ দেববরের লনাটে
অবস্থিত এবং ঘূর্ণমান । অপিচ, জম্বাদি
নিখিল দৈত্যগণ সহ আপনি, শত শত

বিমানশতসঙ্কীর্ণ তথৈব ভবতঃ সত্য ॥ ১০
সর্কং ত্রিভুবনং রাজন লোকধর্ম্মাশ্চ শাস্বতাঃ ।
দৃশুস্তে নারসিংহেহস্মিন্স্থখেদমখিলং জগৎ ॥
প্রজাপতিশ্চাত্ত মনুর্নরশ্চ
গ্রহাশ্চ যোগাশ্চ মহীকুশাশ্চ ।
উৎপাতকালশ্চ ধৃতির্মতিশ্চ
রতিশ্চ সত্যশ্চ তপো দমশ্চ ॥ ১২
সনৎকুমারশ্চ মহানুভাবো
বিশ্বে চ দেবা ঋষয়শ্চ সর্কে ।
ক্রোধশ্চ কামশ্চ তথৈব হর্ষো
ধর্ম্মশ্চ মোহঃ পিতরশ্চ সর্কে ॥ ১৬

প্রহ্লাদস্ত বচঃ শ্রুত্বা হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ ।
উবাচ দানবান্ সর্কান্ গণাশ্চ স গণাধিপঃ ॥ ১৪
মৃগেন্দ্রো গৃহ্যতামেব অপূর্বাং তন্নুমাশ্রিতঃ ।
যদি বা সংশয়ঃ কশ্চিদ্ধ্যতাং বনগোচরঃ ॥ ১৫
তে দানবগণাঃ সর্কে মৃগেন্দ্রং ভৌমবিক্রমম্ ।
পরিক্ষিপস্তো মুদিতাস্থাস্থামুরোজসা ॥ ১৬
সিংহনাদং বিমুচ্যাস্থ নরসিংহো মহাবলঃ ।

বিমানাকীর্ণ ভবদীয় সত্য, সমস্ত ত্রিভুবন
এবং সনাতন লোক ধর্ম্ম সমস্তই এই নার-
সিংহ দেহে দৃষ্ট হইতেছে । এই দেব দেহে
দেখিতেছি, অখিল জগৎই অবস্থিত ১০-১১ ।
ঐদেহে প্রজাপতি, মহাত্মা মনু, গ্রহগণ, যোগ-
সনু, মহীকুহদল, উৎপাতকাল, ধৃতি, মতি,
রতি, সত্য, তপস্যা, দম, মহানুভব সনৎ-
কুমার, বিশ্বদেবগণ, ঋষিগণ এবং কাম,
ক্রোধ, হর্ষ, ধর্ম্ম, মোহ ও পিতৃপুরুষগণ
সকলেই বিজ্ঞমান । প্রভু হিরণ্যকশিপু
প্রহ্লাদের এই কথা শুনিয়া সমস্ত দানব
বাহিনীকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা এই
অপূর্ব দেহধারী সিংহকে ধর । অথবা যদি
কোন সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ
বস্ত্রপণ্ডকে সংহার কর । তখন সেই দান-
বেরা সকলে মুদিতমনে ভৌমবিক্রম সিংহের
প্রতি কটুকি বর্ষণপূর্ব্বক স্ব স্ব প্রভাবে
তাহাকে আশিদ্ধ করিতে উত্তত হইল ।

বভূবু তাং সভাং সর্বাং ব্যাদিতাস্ত ইবাস্তকঃ
 সভায়াং ভজ্যমানায়াং হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্ ।
 চিক্কেপান্নাণি সিংহস্ত রোষাঘাতকুললোচনঃ ॥ ১৮
 সর্বাশ্রাণামথ জ্যেষ্ঠং দণ্ডমস্তং সুদারুণম্ ।
 কালচক্রং তথা ঘোরং বিষ্ণুচক্রং তথাপরম্ ॥ ১৯
 পৈতামহং তথাভূগং ত্রৈলোক্যদহনং মহৎ ।
 বিচিত্রামশনৌকৈব শুকার্দ্ভকাশানদ্বয়ম্ ॥ ২০
 রৌদ্রং তথোগ্রং শূলঞ্চ কঙ্কালং মুষলং তথা ।
 মোহনং শোষণকৈব সস্তাপনবিলাপনম্ ॥ ২১
 বাঘব্যং মথনকৈব কাপালমথ কৈঙ্করম্ ।
 তথাপ্রতিহতাং শক্তিং ক্রৌঞ্চমস্তং তথৈব চ ॥
 অস্তং ব্রহ্মশিরশ্চৈব সোমাস্তং শিশিরং তথা ।
 কম্পনং শাতনকৈব ভ্রাতৃকৈব সুভৈববম্ ॥ ২৩
 কালমুদারমক্ষোভ্যং তপনঞ্চ মহাবলম্ ।
 সংবর্তনং মাদনঞ্চ তথা মায়াধরং পরম্ ॥ ২৪
 গাঙ্ঘর্ষমস্তং দগ্নিতমসিরত্বঞ্চ নন্দকম্ ।
 প্রস্থাপনং প্রমথনং বারুণঞ্চাসমুত্তমম্ ।
 অস্তং পাণ্ডপতকৈব যস্তাপ্রতিহতা গতিঃ ॥ ২৫

অস্তং ব্রহ্মশিরশ্চৈব ব্রাহ্মমস্তং তথৈব চ ।
 নারায়ণাস্তমৈল্লঞ্চ সার্পমস্তং তথাভূতম্ ॥ ২৬
 পৈশাচমস্তমজিতং শোষণং শামনং তথা ।
 মহাবলং ভাবনঞ্চ প্রস্থাপন-বিকম্পনে ॥ ২৭
 এতান্নান্নাণি দিব্যানি হিরণ্যকশিপুস্তদা ।
 অশুভ্রবরসিংহস্ত দীপ্তস্তাগ্নেয়বাহুতিম্ ॥ ২৮
 অশ্বেঃ প্রজ্জ্বলিতৈঃ সিংহমাবুণোদস্তরোত্তমঃ ।
 বিবস্তান্ ঘর্ষসময়ে হিমবন্তমিবাংগুতিঃ ॥ ২৯
 স হমধানিলোকুতো দৈত্যানাং সৈন্তসাগরঃ ।
 ক্রণেন প্রাবয়্যামাস মৈনাকমিব সাগরঃ ॥ ৩০
 প্রাসৈঃ পাশৈশ্চ খড়্গৈশ্চ গদাভির্মূলৈস্তথা ।
 যজ্ঞৈরশনিভিশ্চৈব সান্নিভিশ্চ মহাজ্রমেঃ ॥ ৩১
 মুদারৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শিলোলুখলপর্কিতৈঃ ।
 শতদ্রৌভিশ্চ দীপ্তাভির্দৈতুগরি সুদারুণৈঃ ॥ ৩২
 তে দানবাঃ পাশগহীতহস্তা
 মহেন্দ্রতুণ্ডাশনিবজ্রবেগাঃ ।
 সমস্ততোহভূদ্যতবাহুকায়াঃ
 স্থিতান্ধিশীর্ষা ইব নাগপাশাঃ ॥ ৩৩

অনন্তর মহাবল নরসিংহ সিংহনাদ করিয়া
 ব্যাদিতবদন অন্তকের স্থায় সেট সমগ্র সভা
 ভঙন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন
 হিরণ্যকশিপু স্বীয় সভাগত বিদ্বস্ত হইতে
 দেখিয়া রোষে ক্ষোভে আকুলনেত্রে
 সিংহোপরি অস্ত-সমূহ নিক্ষেপ করিতে
 লাগিলেন । সর্বার মধ্যে প্রধান ও সুদারুণ
 দণ্ড, কালচক্র, ঘোর বিষ্ণুচক্র, ত্রৈলোক্য-
 দহনকম অত্যাগ্র পৈতামহ অস্ত, বিচিত্র
 অশনি, শুক ও আর্দ্ভভেদে আরও দ্বিবিধ
 বজ্র, প্রচণ্ড উগ্রশূল, কঙ্কাল, মুষল, মোহন,
 শোষণ, সস্তাপন, বিলাপন, বাঘব্য, মথন,
 কাপাল, কৈঙ্কর, অপ্রতিহত শক্তি, ক্রৌঞ্চ
 অস্ত, ব্রহ্মশিরা, সোমাস্ত, শিশির, কম্পন,
 শাতন, ভ্রাতৃ, সুভৈরব অক্ষোভ্য কালমুদার
 মহাবল তাপন, সম্বর্তন, মাদন, মায়াধর,
 গাঙ্ঘর্ষ, দগ্নিত অসিরত্ব, নন্দক, প্রস্থাপন,
 প্রমথন, উত্তম বারণ, অপ্রতিহত-গতি পাণ্ড-

পত, ব্রহ্মশিরা, ব্রাহ্ম-অস্ত, নারায়ণ, ব্রহ্ম,
 সার্প, পৈশাচ, অজিত, শোষণ, শামন, মহাবল
 ভাবন, প্রস্থাপন ও বিকম্পন, এই সকল
 দিব্য অস্ত তৎকালে নরসিংহের উপর নিক্ষিপ্ত
 হইল । তাহাতে মনে হইতে লাগিল যেন,
 প্রদীপ্ত পাবকের উপর আহুতি প্রদত্ত
 হইতে লাগিল । ১২—২৮। এইরূপে অনুরবর
 হিরণ্যকশিপু প্রজ্বলিত অস্তশস্ত্রে নরসিংহকে
 আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল । মনে হইল, সূর্য যেন
 নিদাঘকালে ত্রিমাচলকে অংশুজালে আবৃত
 করিল । অনন্তর দৈত্যসৈন্যরূপ সাগর
 যেন মুহূর্ত্তমধ্যে সিংহরূপ মৈনাককে প্রাবিত
 করিয়া ফেলিল । দৈত্যগণ তৎকালে
 প্রাস, পাশ, খড়্গ, গদা, মুষল, বজ্র, অশনি,
 আগ্রময় জমরাজ, মুদার, ভিন্দিপাল, প্রদীপ্ত
 শতদ্রৌ ও সুদারুণ দণ্ড প্রহার করিয়া
 নরসিংহ সহ ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিল ।
 মহেন্দ্রের অশনিবৎ ভীজবেগশালী দানবেরা

সুবর্ণমালাকুলভূষিতাঙ্গাঃ
 পীতাংকভোগবিভাবিতাঙ্গাঃ ।
 মুক্তাবলীদামসনাথকক্ষা
 হংসা ইবাভান্তি বিশালপক্ষাঃ ॥ ৩৪
 তেষাম্ব বায়ুপ্রতিমৌজসাং বৈ
 কেয়ুরমৌলীবলয়ৈকটানাম্ ।
 তান্ন্যস্তমাঙ্গান্তভিতো বিভান্তি
 প্রভাতস্বর্ঘ্যাংসমপ্রভাণি ॥ ৩৫
 ক্ৰিপান্তরুগ্রেজ্জালতৈর্মহাবলৈ-
 মহান্ত্রপুংগৈঃ সুসমাবৃত্তো বভৌ ।
 গিরির্ঘণা সন্ততবর্ষিভির্ঘনৈঃ
 কৃতাক্ষকারান্তরকন্দরো জটমৈঃ ॥ ৩৬
 তৈহন্তমানোহপি মহান্ত্রজালৈ-
 র্মহাবলৈর্দৈত্যগণৈঃ সমেতৈঃ ।
 নাকম্পতাজৌ ভগবান্ প্রতাপ-
 স্থিতঃ প্রকৃত্যা হিমবানিবাচলঃ ॥ ৩৭

সম্বাসিতাস্তেন নৃসিংহরূপিণা
 দিতেঃ সূতাঃ পাবকতুল্যতেজসা ।
 ভয়াধিচেনুঃ পবনোদ্ধৃতাঙ্গা
 যথোন্ময়ঃ সাগরবারসম্ভবাঃ ॥ ৩৮
 ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে নারসিংহপ্রাক্তভাবো
 নাম দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬২

ত্রিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

থরাঃ খরমুখাশ্চৈব মকরশীবিষাননাঃ ।
 ঈশামৃগনুখাশ্চাত্তে বরাহমৃগসংস্থিতাঃ ॥ ১
 বালস্বর্ঘ্যমুখাশ্চাত্তে ধূমকেতুমুখাস্থথা ।
 অর্দ্ধচন্দ্রাধ্বজাশ্চ অগ্নিদীপ্তমুখাস্থথা ॥ ২
 হংস কুকুটবজ্রাশ্চ ব্যাদিতাস্তা ভয়াবহাঃ ।

কম্পিত হইলেন না । পরন্তু পাবকতুল্য
 পাশহস্তে চারিদিক্ হইতে বাহ ও দেহ
 অভ্যুদ্যত করিয়া ত্রিশীর্ষ নাগপাশের স্তায়
 অবস্থিত হইল । দানবগণ সুবর্ণমালায়
 মণ্ডিতাঙ্গ, পীতবসনে সুসজ্জিত ও মুক্তাবলি-
 দামে সম্বিত হইয়া বিশালপক্ষ হংসসমূ-
 হের স্তায় প্রতিভাত হইতে লাগিল । সকল
 অশুরই বায়ুর স্তায় তেজস্বী এবং সকলেই
 কেয়ুর, বলয় প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত । প্রভাত-
 কালীন স্বর্ঘ্যাংসমূহের স্তায় তাহাদের
 উত্তমাঙ্গ সকল সুশোভিত হইতে লাগিল ।
 মহাবল অশুরেরা চতুর্দিক্ হইতে অত্যাগ্র
 প্রজ্বলিত অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপণ করিতে লাগিলে,
 নরসিংহ দেব তাহাদের সেই সকল মহান্ত্র-
 সমূহে সমাবৃত্ত হইয়া সদাবর্ষী মেঘ ও মহাভ্রম
 দ্বারা ঘনাক্ষরায়ুত কন্দরশালী গিরির স্তায়
 প্রতিভাত হইলেন । সম্মিলিত মহারথ
 দৈত্যগণ কর্তৃক মহান্ত্রজাল-বর্ষণে হস্তমান
 হইয়াও প্রতাপবান্ ভগবান্ নরসিংহ অটল
 হিমাচলের স্তায় স্বভাবতই সমরে কিঞ্চিন্মাত্রও

তেজস্বী দিতিসুতগণ তখন সেই নৃসিংহ-
 রূপধারী ভগবানের ভয়েই অত্যন্ত ভ্রাসা-
 য়িত হইয়া পড়িল । তাহাদের এত ভয় উপ-
 স্থিত হইল যে, তাহারা সাগরসমুদ্র পবন-
 স্কন্ধ তরঙ্গনিচয়ের স্তায় বিচলিত হইতে
 লাগিল । ২১—৩৮ ।

দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬২

ত্রিষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—যুদ্ধলিপ্ত দানবগণের
 মধ্যে কতকগুলির মুখ গদভের স্তায়, কতক-
 গুলির মকরের স্তায়, কতকগুলির আশী-
 বিবের স্তায়, কতকগুলির ঈশামৃগের স্তায়,
 কতকগুলির বরাহের স্তায়, কতকগুলির
 বালস্বর্ঘ্যের স্তায়, কতকগুলির ধূমকেতুর
 স্তায়, কতকগুলির অর্দ্ধচন্দ্রের স্তায়, এবং
 কতকগুলির মুখ হংস ও কুকুটের স্তায় ।
 এতদ্ভিন্ন কতকগুলি দানব অগ্নির স্তায় দীপ্ত-
 মুখ, কতকগুলি ব্যাদিতবদন, কতকগুলি

সিংহাস্তা লেলিহানাশ্চ কাক-গৃধ্রমুখাস্থা ॥
 বিজিহ্মস্বা বক্রগীষাস্তথোদ্ধামুগসংস্থিতাঃ ।
 মহাগ্রাহমুখাশ্চান্তে দানবা বলদর্পিতাঃ ॥ ৯
 শৈলসংবন্ধনস্তস্য শরীরে শরদৃষ্টিভিঃ ।
 অবধাস্ত যুগেন্দ্রস্য ন ব্যাধাঃ চক্রগ্রাহবে ॥ ৫
 এবং ভূয়োহপরান্ ঘোরানশ্রুজন্ দানবেশ্বরাঃ
 যুগেন্দ্রস্তোপরি ক্রুকা নিষসন্ত ইবোরগাঃ ॥ ৬
 তে দানবশরা ঘোরা দানবেশ্বসমৌরিতাঃ ।
 বিলয়ং জম্বুবাক্ষশে খদ্যোতা ইব পর্বতে ॥ ৭
 ততশ্চক্রাণি দিব্যানি দৈত্যাঃ ক্রোধসমস্থিতাঃ ।
 যুগেন্দ্রায়াশ্রয়ান্তা জলিতানি সমন্ততঃ ॥ ৮
 তৈরাসীদগগনং চক্রেঃ সম্প্রচন্দ্ৰিরিতস্ততঃ ।
 যুগাস্তে সম্প্রকাশস্তিষ্ঠন্তাদিত্যগ্রহৈরিব ॥ ৯
 তানি সর্বাণি চক্রাণি যুগেন্দ্রেণ মহান্বনা ।
 গ্রস্তান্যদৌর্ণানি তদা পাবকার্জিঃসমানি বৈ ॥ ১০
 তানি চক্রাণি বদনং বিশমানানি ভাষ্টি বৈ ।

সিংহানন, কতকগুলি লেলিহান, কতকগুলি
 কাক ও গৃধ্রমুখ, কতকগুলি বিজিহ্মক, কতক-
 গুলি মুখশীপ, কতকগুলি উদ্ধামুগ, কতকগুলি
 মহাগ্রাহবদন এবং কতকগুলি পরিতাকার ।
 ঐ দানবেরা সকলেই বলদর্পিত । তাহারা
 সেই অবধা যুগেন্দ্রের দেহে অজস্র শরদৃষ্টি
 করিতে লাগিল, কিন্তু শরাঘাতে তাহারা
 কিছুমাত্র ব্যথা জন্মাইতে পারিল না ।
 দানবেশ্বগণ ঐরূপে নিষসন্ত ক্রুদ্ধ উরগগণের
 স্থায় পুনর্বার আরও বহুতর দারুণ অন্ত্রশস্ত্র
 যুগেন্দ্রের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল ।
 দানবেশ্বগণের প্রেরিত ঐ সকল ভীষণ অস্ত্র,
 পর্বতে খজোতাবলীর স্থায় আকাশেই বিলয়
 প্রাপ্ত হইল । অনন্তর ক্রুদ্ধ দৈত্যবরগণ
 চারিদিক হইতে জ্বলিত দিব্য চক্রাঙ্গনিকর
 যুগেন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল ।
 যুগাস্তকালীন চন্দ্র ও সূর্য্যাদি গ্রহসমূহের
 স্থায় ঐ সকল সম্প্রজ্বলিত সম্প্রতিত চক্রচয়
 দ্বারা গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল । মহাত্মা
 যুগেন্দ্র সেই সকল পাবকতেজঃপ্রতিম
 চক্রাঙ্গ প্রাস করিয়া ফেলিলেন । সেই সকল

মেঘোদরদরীষেব চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহা ইব ॥ ১১
 হিরণ্যকশিপুদৈত্যো ভূয়ঃ প্রাস্রজদুর্জ্জিতাম্ ।
 শক্তিং প্রজ্জলিতাং ঘোরাঃ ধৌতশস্ত্রতাড়ৎ-

প্রভাম্ ॥ ১২

তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য যুগেন্দ্রঃ শক্তিযুজ্জল্যাম্
 হুঙ্কারেনৈব রৌদ্রেণ বভঙ্গ ভগবাস্তদা ॥ ১৩
 ররাজ ভয়া সা শক্তির্মুগেন্দ্রেণ মহীতলে ।
 সবিস্মুলিঙ্গা জলিতা মহোদ্ধেব দিবশ্চ্যুতা ॥ ১৪
 নারাচপাঙ্ক্তিঃ সিংহস্য প্রাপ্তা রেজে বিদূরতঃ ।
 নীলোৎপলপলাশানাং মালেবোজ্জলদর্শনা ॥ ১৫
 স গজ্জিহ্বা যথাস্থায়ঃ বিক্রম্য চ যথাস্থবম্ ।
 তৎ সৈন্তমুৎসারিতবাংস্থগাগ্রাণীব মাক্রতঃ ॥ ১৬
 ততোহশ্রুবর্ষং দৈত্যোদ্ধা ব্যাস্রজস্ত নভোগতাঃ
 নগমাদৈঃ শিলাখণ্ডৈর্গিরিশৃঙ্গৈর্বহা প্রভৈঃ ॥ ১৭
 তদশ্রুবর্ষং সিংহস্য মহমূর্কনি পাতিতম্ ।

অস্ত্র তদীয় বক্র প্রবেশোন্মুখ হইয়া মেঘো-
 দরদরীমধ্যে প্রবিষ্টে চন্দ্র ও সূর্য্যাদি গ্রহগণের
 স্থায় প্রতিভাত হইতে লাগিল । ১—১১ ।
 অনন্তর দৈত্য হিরণ্যকশিপু বিহ্বাসদৃশ
 প্রভাপুঞ্জধারী প্রজ্বলিত প্রকাণ্ড ঘোর শক্তি
 নরসিংহোপরি নিক্ষেপ করিল । ভগবান্
 যুগেন্দ্র সেই প্রদীপ্ত শক্তিকে আসিতে
 দেখিয়া এক প্রচণ্ড হুঙ্কারে তাহাকে ভয়
 করিলেন । সেই শক্তি আকাশ-চ্যুতা
 বিস্মুলিঙ্গ-যুতা জলিতা মহোদ্ধার স্থায়
 মহীপৃষ্ঠে বিরাজিত হইল । এই সময়
 নীলোৎপল-পলাশমালার স্থায় অগণিত
 উজ্জ্বলাকৃতি নারাচপাঙ্ক্তি সিংহোপরি পতিত
 হইল,—হইয়া তৎক্ষণাৎ দূরে গিয়া অবস্থান
 করিতে লাগিল । তখন যুগেন্দ্র গজ্জন ও
 যথারীতি বিক্রম প্রকাশ করিয়া মাক্রতকর্তৃক
 ভূগাগ্রসমূহের স্থায় হিরণ্যকশিপুর সৈন্তদল
 সমুৎসারিত করিলেন । তখন দৈত্যোদ্ধগণ
 নভোগত হইয়া শিলাখণ্ড ও মহোজ্জ্বল
 গিরিশৃঙ্গসমূহ দ্বারা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত
 হইল । সেই সকল শিলাখণ্ড যুগেন্দ্রের মহা-

দিশো দশ বিকীর্ণা বৈ খদ্যোত প্রকরা ইব ॥১৮
তদশ্মৌষৈদৈত্যগণাঃ পুনঃ সিংহমরিন্দমম্ ।
ছাদয়াৎক্ররে মেঘা ধারাভিরিব পর্বতম্ ॥১৯
ন চ তং চালয়ামাসুর্দৈত্যৌষা দেবসন্তমম্ ।
ভৌমবেগোহচলশ্চেষ্টঃ সমুদ্র ইব মন্দরম্ ॥ ২০
ততোহশ্ববর্ষে বিহতে জলবর্ষমনন্তরম্ ।
ধারাভিরক্ষমাত্রাভিঃ প্রাহরাসৌ সমস্ততঃ ॥ ২১
নভসঃ প্রচ্যুতা ধারাস্তিগ্ধবেগাঃ সমস্ততঃ ।
আবৃত্য সর্বতো ব্যোম দিশশ্চোপদিশস্তথা ॥
ধারা দিবি চ সর্বত্র বসুধায়াৎ সর্বশঃ ।
ন স্পৃশন্তি চ তা দেবঃ নিপতন্তোহনিশং ভুবি
বাহতো বরষূর্বধঃ নোপরিষ্টাচ্চ বরষুঃ ।
মৃগেন্দ্রপ্রতিরূপস্ত স্থিতস্ত বৃধি মায়য়া ॥ ২৪
হতেহশ্ববর্ষে তুমুলে জলবর্ষে চ শোষিতে ।
সোহস্রজ্ঞদানবো ময়ীমগ্নি-বায়ুসমৌরিতাম্ ॥২৫

মস্তকে পাতিত হইয়া খদ্যোতাবলীর স্তায়
দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। মেঘ
যেমন বারিধারাপাতে গিরিপ্রদেশ আশ্রুত
করে, তেমনি দৈত্যগণ অরিন্দম সিংহকে
তখন শিলাজাল বর্ষণে আচ্ছাদিত করিল।
মহাবেগে সমুদ্র যেমন গিরিবর মন্দরকে বিচা-
লিত করিতে পারে না, তেমনি সেই
দৈত্যেন্দ্রগণ সেই দেবসন্তমকে শিলাঘাতে
বিচালিত করিতে পারিল না। অনন্তর
সিংহ কর্তৃক সেই শিলাবৃষ্টি ব্যাহত হইলে
পর অজস্র বিপুল ধারায় চারিদিকে জল
বর্ষণ হইতে লাগিল। সেই সকল জলধারা
ভীতবেগে আকাশ হইতে চতুর্দিকে
বিচ্যুত হইয়া দিক্ বিদিক্, ব্যোম, সর্বস্থান
প্লাবিত করিল। আকাশ এবং ভূতলের সর্বত্র
অহনিশ অজস্র বারিধারা পতিত হইলেও
তাহারা সেই দেবের গাত্রস্পর্শও করিল না।
যুদ্ধে মায়াবলে মৃগেন্দ্রের সমকক্ষ দৈত্যেন্দ্রের
সেই শিলা ও জলবর্ষণ ব্যাহত ও শোষিত
হইলে সেই দানব পুনরায় অগ্নি ও বায়ু-
সমৌরিত মায়ী সৃষ্টি করিল। সহস্র ইন্দ্র জলদ-
গণের সাহায্যে মহতী জলবৃষ্টি করিয়া সেই

মহেন্দ্রেন্দ্রোষদেঃ সার্কঃ সহস্রাক্ষো মহাত্ম্যতিঃ ।
মহতা ভোয়বর্ষণে শময়ামাস পাবকম্ ॥ ২৬
তস্তাং প্রতিহতায়ান্ত মায়য়াং বৃধি দানবঃ ।
অস্রজদ্বোরসঙ্কশঃ তমস্তীত্রঃ সমস্ততঃ ॥২৭
তমসা সংবৃতে লোকে দৈত্যোষাতায়ুধেবু চ ।
স্বতেজসা পরিবৃত্তো দিবাকর ইবাবভৌ ॥ ২৮
ত্রিশিখাং ক্রকুটীকাস্ত দদৃশুর্দানবা রণে ।
ললাটস্থ্যং ত্রিশূলান্কাং গঙ্গাং ত্রিপথগামিব ॥ ২৯
ততঃ সর্বাসু মায়াসু হতাসু দিতিনন্দনাঃ ।
হিরণ্যকশিপুং দৈত্যং বিবর্ণাঃ শরণং যযুঃ ॥
ততঃ প্রজ্জলিতঃ ক্রোধাৎ প্রদহন্বিব তেজসা ।
তস্মিন্ ক্রুদ্ধে তু দৈত্যেন্দ্রেতমোহুতমহুজ্জগৎ
আবহঃ প্রবহৎচৈব বিবহোহথ হ্যদাবহঃ ।
পরাবহঃ সংবহৎ মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৩২
তথা পরিবহঃ ক্রীমানুৎপাতভয়শংসনাঃ ।
ইত্যেবং কৃতিতাঃ সপ্ত মরুতো গগনেচরাঃ ॥

মায়ী নির্মিত অগ্নিকে প্রশমিত করিয়া
ফেলিলেন। সেই মায়ী প্রতিহত হইলে
দানবেন্দ্র সমরে ঘোর তিমির সৃষ্টি করিল।
তখন প্রগাঢ় অন্ধকারে জগৎ পরিপূর্ণ হইল।
দানবেরা অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিল। কিন্তু
নরসিংহ দেব স্বীয় তেজে পরিবৃত্ত হইয়া
দিবাকরের স্তায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।
১২—২৮। দানবগণ সমরে তখন ত্রিশূলান্ধিতা
ত্রিপথগামিনীর স্তায় রণে তাঁহার ক্রকুটি
দর্শন করিল। তখন একে একে দৈত্য-
গণের সমস্ত মায়াই বিনষ্ট হইল, তখন
দৈত্যেন্দ্রগণ বিবর্ণ-বদনে সকলেই আসিয়া
দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর আশ্রয় গ্রহণ
করিল। ইহাতে হিরণ্যকশিপু ক্রোধে
প্রজ্জলিত এবং তেজে যেন সমস্ত দাহ
করিতে উদ্যত হইল। সেই দৈত্যরাজ
ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত জগৎ যেন তমোভূত
হইয়া উঠিল। অনন্তর আবহ, প্রবহ, বিবহ,
উদাবহ, পরাবহ, সংবহ ও পরিবহ নামক
মহাবল পরাক্রম উৎপাত ও ভয়সূচক ভীষণ
সপ্তবায়ু স্কন্ধ হইয়া গগনে প্রবাহিত হইতে

যে গ্রহাঃ সৰ্বলোকস্ত ক্ৰমে প্রাপ্তবন্তি বৈ ।
 তে সৰ্বৈ গগনে দৃষ্টা ব্যচরন্ত যথাসুখম্ ॥ ৩৪
 অন্তঃ গতে চাপ্যচরন্মার্গঃ নিশি নিশাচরঃ ।
 সগ্রহঃ সহ নক্ষত্রৈ রাকাপতিরন্নিদমঃ ॥ ৩৫
 বিবর্ণতাঞ্চ ভগবান্ গতো দিবি দিবাকরঃ ।
 কৃষ্ণঃ কবচ্চক্ৰ তথা লক্ষ্যতে সূর্যহৃদবি ॥ ৩৬
 অমুকচ্চাক্ষিবাং বৃন্দং ভূমিবৃতিবিভাবসুঃ ।
 গগনস্থশ্চ ভগবানভীক্ৰুঃ পরিদৃশ্যতে ॥ ৩৭
 সপ্ত ধূমনিভা ঘোরাঃ সূর্যা দিবি স্মৃতিভাঃ ।
 সৌম্যস্ত গগনস্থস্ত গ্রহাস্তিষ্ঠন্তি শৃঙ্গাঃ ॥ ৩৮
 বামে নক্ষত্রেণৈব স্থিতৌ শুক্রবৃহস্পতৌ ।
 শনৈশ্চরৌ লোহিতাঙ্গে জলনাক্ষসমদ্যতৌ ॥ ৩৯
 সমং সমধিরোহন্তঃ সৰ্বৈ তে গগনেচরাঃ ।
 শৃঙ্গাণি শনৈকৈর্ঘোরা যুগান্তাবর্তিনো গ্রহাঃ ॥ ৪০
 চন্দ্রমাশ্চ সনক্ষত্রৈর্গ্রহৈঃ সহ তমোমুদঃ ।
 চরাচরবিনাশায় রোহিণীঃ নাভ্যনন্দত ॥ ৪১
 গৃহতে রাহুণা চন্দ্র উদ্ধাভিরভিহন্ততে ।

লাগিল। সমস্ত জগতের সংহারকালে
 যে সকল গ্রহ প্রাপ্তবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই
 সকল গ্রহই গগনে যথায় দৃষ্ট হইতে
 লাগিল। অন্তরীক্ষে ভগবান্ দিবাকর
 বিবর্ণরূপ ধারণ করিলেন। গ্রহনক্ষত্রাদি
 সহ রাত্রিযোগে পূর্ণচন্দ্র ও তদবস্থাপন্ন হই-
 লেন। কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ কবচ্চ আকাশে দৃষ্টি-
 গোচর হইতে লাগিল। বিভাবসু ভূগত
 হইয়া তেজোরশি বিকিরণ করিতে লাগি-
 লেন। আবার গগনাক্ষনেও বারবার তিনি
 পরিদৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ধূমনিভ সপ্ত
 ঘোর সূর্য আকাশে উৎখিত হইলেন। গ্রহ-
 গণ গগনস্থ চন্দ্রের শৃঙ্গগত হইয়া অবস্থান
 করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র এবং বৃহস্পতি
 উভয়ে বাম ও দক্ষিণদিকে অবস্থিত হই-
 লেন। জলিত জলনাকৃতি শনৈশ্চর ও
 মঙ্গল এবং যুগান্তবর্তী অন্তান্ত গগনচর গ্রহ-
 গণ স্ব স্ব শৃঙ্গে অধিরোহণ করিলেন। তিমির-
 হর চন্দ্রমা গ্রহ-নক্ষত্রাদিসহ চরাচর বিনাশের
 জন্য রোহিণীকে অভিনন্দিত করিলেন না।

উদ্ধাঃ প্রজ্জলিতাশ্চহো বিচরন্তি যথাসুখম্ ॥ ৪২
 দেবানামপি যো দেবঃ সৌহৃদ্যবধত শোণিতম্
 অপতন্ গগনানুহুকা বিহ্যজ্ঞপা মহাস্বনাঃ ॥ ৪৩
 অকালে চ ক্রমাঃ সৰ্বৈ পুষ্পস্তি চ কলস্তি চ ।
 লতাশ্চ সকলাঃ সৰ্বা যে চাহর্দৈত্যনাশনম্ ॥ ৪৪
 কলৈঃ কলান্তজায়ন্ত পুষ্পৈঃ পুষ্পঃ তথৈব চ ।
 উন্মীলন্তি নিমীলন্তি হসন্তি চ ক্রদন্তি চ ॥ ৪৫
 বিক্রোশন্তি চ গন্তীরা ধূময়ন্তি জলন্তি চ ।
 প্রতিমাঃ সৰ্বদেবানাং বেদয়ন্তি মহন্তয়ম্ ॥ ৪৬
 গ্রাম্যৈঃ সহ সংসৃষ্টা গ্রাম্যাশ্চ যুগ-পক্ষিণঃ ।
 চত্বুঃ সূভৈরবং তত্র মহাযুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥ ৪৭
 নদ্যাশ্চ প্রতিকূলানি বর্হস্য কলুষোদকাঃ ।
 ন প্রকাশন্তি চ দিশো রক্তরেণুসমাকুলাঃ ॥ ৪৮
 বানস্পত্যো ন পূজ্যন্তে পূজনাহাঃ কথঞ্চন ।

চন্দ্র রাত্রিকর্জুক গ্রস্ত হইলেন ও উদ্ধাসমূহে
 অভিহত হইতে লাগিলেন। প্রজ্জলিত
 উদ্ধা সকল চন্দ্রমার উপর দিয়া যথেষ্ট বিচ-
 রণ করিতে লাগিল। দেবদেব শোণিত
 বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিহ্বাদাকার মহা-
 ধ্বনিশালিনী উদ্ধা গগন হইতে পতিত হইতে
 লাগিল। ক্রমসকল অকালে পুষ্পিত ও
 কলিত হইয়া উঠিল। লতারাজি ফলবতী
 হইল। এই সকল ব্যাপারে দৈত্যদিগের
 বিনাশস্থানা করিতে লাগিল। ফল দ্বারা
 কল এবং পুষ্প দ্বারা পুষ্প উপর হইতে
 লাগিল। গন্তীরাভূতি দেবপ্রতিমা সকল
 কখন উন্মীলিত ও কখন নিমীলিত হইতে
 লাগিল। কখন হাসিতে লাগিল, কখন
 কাঁদিতে লাগিল এবং কখন কখন
 আক্রোশ প্রকাশ করিয়া প্রধূমিত ও প্রজ্জ-
 লিত হইতে লাগিল ॥ ৪২—৪৬ ॥ গ্রাম্য যুগ-
 পক্ষী সকল আরণ্যদিগের সহিত মিলিত
 হইয়া একযোগে সেই মহাযুদ্ধে ভৈরব রব
 করিতে লাগিল। কলুষজলবাহিনী নদী
 সকল প্রতিকূল ভাবে বহিতে লাগিল।
 দিক্‌সমূহ রক্ত রেণুজালে রঞ্জিত হইয়া
 অপ্রকাশিত হইল। পূজনীয় বনস্পতিগণ

বায়ুবেগেন হস্তান্তে ভজ্যন্তে প্রথমন্তি চ ॥ ৪৯
যদা চ সৰ্বভূতানাং ছায়া ন পরিবৰ্ত্ততে ।
অপরাহুগতে সূৰ্য্যে লোকানাং যুগসঙ্কয়ে ॥
তদা হিরণ্যকশিপোর্দৈত্যস্তোপরি বেশ্মনঃ ।
ভাণ্ডাগারায়ুধাগারে নিবিষ্টমভবমধু ॥ ৫১
অসুরাণাং বিনাশায় সুরাণাং বিজয়ায় চ ।
দৃশ্যন্তে বিবিধোৎপাতা ঘোরা ঘোরনিদৰ্শনাঃ
এতে চান্তে চ বহবো ঘোরোৎপাতাঃসমুখিতাঃ
দৈত্যোদ্ভাস্ত বিনাশায় দৃশ্যন্তে কালনিৰ্ম্মিতাঃ ॥
মোদন্তাঃ কম্পমানায়াঃ দৈত্যোদ্ভেগ মহান্বনা ।
মহীধরা নাগগণা নিপেতুরমিতৌজসঃ ॥ ৫৪
বিষজ্জালাকুলৈর্বদৈক্ৰুৰ্ণিমুঞ্চন্তো হত্যাশনম্ ।
চতুঃশীৰ্ষঃ পঞ্চশীৰ্ষাঃ সপ্তশীৰ্ষাশ্চ পরগাঃ ॥ ৫৫
বাসুকিস্তম্বকশ্চৈব কর্কোটক-ধনঞ্জয়ো ।
এলামুখঃ কালিয়শ্চ মহাপদ্মশ্চ বৌধ্যবান্ ॥ ৫৬
সহস্রশীর্ষো নাগো বৈ হেমতালধ্বজঃ প্রভূঃ ।
শেষোহনন্তো মহাভাগোহুপ্রকম্প্যঃপ্রকম্পিতঃ

কুত্রাপি কোনরূপে পূজিত হইল না ।
তাহারা বায়ুবেগে বিহত, ভয় ও প্রণত হইয়া
পড়িল । এতদ্ভিন্ন সূর্য্য অপরাহুগত হইলেও
যৎকালে লোকদিগের ছায়া পরিবর্ত্তন
ঘটিল না, তাদৃশ যুগক্ষয়করকালে দানব
হিরণ্যকশিপুর ভাণ্ডাগারে ও আয়ুধাগারে
উপরিতন গৃহ হইতে মধু পতিত হইতে
লাগিল । এইরূপে অসুরগণের বিনাশ ও
সুরগণের বিজয়ের নিমিত্ত ঘোরদৰ্শন বিবিধ
উৎপাত সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল । দৈত্যো-
দ্ভেগ বিনাশের নিমিত্ত এইরূপ এবং অস্ত
আরও কালনিৰ্ম্মিত নানাবিব বহু উৎ-
পাত আবির্ভূত হইতে লাগিল । মহান্বনা
দৈত্যোদ্ভ হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে সঙ্গে মোদনী
কম্পিত হইতে লাগিলে অমিতপ্রভাব নাগ-
গণ ও মহীধরগণ নিপতিত হইতে লাগিল ।
চতুঃশীৰ্ষ পঞ্চশীৰ্ষ এমন কি সপ্তশীৰ্ষ নাগগণ
বিষজ্জালাকুল বদনাবলী দ্বারা হত্যাশন উদ্-
গিরণ করিতে লাগিল । বাসুকি, তম্বক,
কালিয়, মহাপদ্ম ও সহস্রশীৰ্ষ নাগ, হেমতাল-

দীপ্তাস্তম্বজ্জলস্থানি পৃথিবীধরণানি চ ।
তদা ক্রুদ্ধেন মহতা কম্পিতানি সমস্ততঃ ॥ ৫৮
নাগান্তেজোধরাশ্চাপি পাতালতলচারিণঃ ।
হিরণ্যকশিপোর্দৈত্যস্তদা সংস্পৃষ্টবান্ মহীম্ ॥ ৫৯
সন্দগ্ধৌষ্ঠপুটঃ ক্রোধাঘারাহ ইব পূৰ্ব্বজঃ ।
নদী ভাগীরথী চৈব সরযুঃ কোশিকী তথা ॥ ৬০
যমুনা স্বথ কাবেরী কৃষ্ণবেণী চ নিয়গা ।
সুবেণা চ মহাভাগা নদী গোদাবরী তথা ॥ ৬১
চর্ম্মধন্তী চ সিন্ধুশ্চ তথা নদনদীপতিঃ ।
কমলপ্রভবশ্চৈব শোণো মণিনিভোদকঃ ॥ ৬২
নৰ্ম্মদা শুভতোয়া চ তথা বেত্রবতী নদী ।
গোমতী গোকুলাকীর্ণা তথা পূৰ্ব্বসরস্বতী ॥ ৬২
মহী কালমহী চৈব তমসা পুষ্পবাহিনী ।
জম্বদ্বীপং রত্নবটং সৰ্ব্বরত্নোপশোভিতম্ ॥ ৬৪
সুবর্ণপ্রকটকৈব সুবর্ণাকরমণ্ডিতম্ ।
মহানদঞ্চ লোহিত্যং শৈল-কাননশোভিতম্ ॥
পত্ননঃ কোশকরণমৃষিবীরজনা করম্ ।
মাগধাশ্চ মহাগ্রামা মুড়াঃ শুকান্তথৈব চ ॥ ৬৬

ধ্বজ এবং মহাভাগ শেষ অনন্ত প্রমুখ
হুপ্রকম্প্য হইলেও তখন কম্পিত হইল ।
এইরূপে জলমধ্যস্থ পৃথ্বীধর দীপ্ত প্রাণিবৃন্দ
তৎকালে মহাক্রোধে চতুর্দিকে কম্পিত হইয়া
উঠিল । এতদ্ভিন্ন পাতালতলচারী তেজস্বী
নাগগণও মুহূৰ্ম্মহঃ কম্পিত হইতে লাগিল ।
দৈত্য হিরণ্যকশিপু তৎকালে মহীস্পর্শ করিল ।
৪৭—৫৯ । ৫৭, স্বীয় ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া
ক্রোধভরে আদি বরাহবৎ দণ্ডায়মান হইল ।
এই সময় ভাগীরথী, সরযু, কোশিকী, যমুনা,
কাবেরী, কৃষ্ণবেণী, চর্ম্মধন্তী, সুবেণা, গোদা-
বরী, নদ-নদীপতি সিন্ধু, মণিপ্রতিম জল-
শালী কমলোদ্ভব শোণ, শুভতোয়া নৰ্ম্মদা,
বেত্রবতী, গোকুলাকীর্ণা গোমতী, সরস্বতী,
মহী, কালমহী, তমসা ও পুষ্পবাহিনী প্রভৃতি
নদী, সৰ্ব্বরত্ন-মণ্ডিত রত্নবটাদিষ্টিত জম্বদ্বীপ,
সুবর্ণাকর-শোভিত, সুবর্ণপ্রকাশিত শৈল-
কাননশালী মহানদ লোহিত্য; ঋষি ও
বীরজনাধ্যুষিত কোশকরণ পত্নন; মাগধ,

সুখা মল্ল বিদেহাশ্চ মালবাঃ কাশিকোশলাঃ ।
 ভবনং বৈনতেয়শ্চ দৈত্যৈশ্চৈনাভিকম্পিতম্ ।
 কৈলাসশিখরাকারঃ যৎ কৃতং বিশ্বকর্ষণা ।
 রক্ততোয়ো মহাভীমো লোহিত্যো নাম সাগরঃ
 উদয়শ্চ মহাশৈল উজ্জ্বলতঃ শতযোজনম্
 সুবর্ণবেদিকঃ ক্রীমান্ মেঘপঙ্ক্তিনিষেবিতঃ ॥ ৬১
 ভ্রাজমানোহর্কসদৃশৈর্জাতরূপময়ৈর্দ্রুমৈঃ ।
 শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ ॥
 অয়োমুখশ্চ বিখ্যাতঃ পর্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ ।
 তমালবনগন্ধশ্চ পর্বতো মলয়ঃ শুভঃ ॥ ৭১
 সুরাষ্ট্রশ্চ সবাহ্লীকাঃ শূরাভীরাস্তথৈব চ ।
 ভোজাঃ পাণ্ড্যশ্চ বঙ্গশ্চ কলিঙ্গাস্ত্রালিঙ্গকা
 তথৈবোড্রাশ্চ পৌণ্ড্রাশ্চ বামচূড়াঃ সকেরলাঃ ।
 ক্ষোভিতাস্তেন দৈত্যেন সদেবাস্তাপ্সরোগণাঃ
 অগস্ত্যভবনৈকৈব যদগম্যং কৃতং পুরা ।
 সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘৈশ্চ বিপ্রকীর্ণং মনোহরম্ ॥ ৭৪
 বিচিত্রনানাবিহগং সুপুষ্পিতমহাদ্রুমম্ ।
 জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্গগনং বিলিখন্তি ॥ ৭৫

মহাশ্রম, মুড়, শুঙ্গ, সুক্ষ, মল্ল, বিদেহ, মালব,
 কাশি কোশল এবং বিশ্বকর্ষ-কৃত কৈলাস-
 শৃঙ্গসম বৈনতেয়নিকেতন ; এই সমস্তই
 দৈত্যৈশ্চ কর্তৃক কল্পিত হইল । রক্তবর্ণ
 জলশালী অতিভীষণ লোহিত সাগর
 শতযোজনসমুচ্ছিত সুবর্ণবেদিকাধিত মেঘসমূহ-
 সেবিত ক্রীমান্ মহান্ উদয়াশল, সূর্য্যপ্রতিম
 সুবর্ণময় দ্রুমসমূহে বিরাজিত, শাল তাল
 তমাল ও কর্ণিকারাদি নানা পুষ্পিত পাদপে
 শোভিত ধাতুমণ্ডিত বিখ্যাত অয়োমুখ গিরি,
 তমাল বনগন্ধাঢ্য শুভমলয়াচল এবং সুরাষ্ট্র-
 বাহ্লীক, শূর, আভীর, ভোজ, পাণ্ড্য, বঙ্গ,
 কলিঙ্গ, তাম্রলিঙ্গ, ওড্র, পৌণ্ড্র, বামচূড় ও
 কেরল, এবং দেব ও অপরোগণ সকলেই
 সেই দৈত্যকর্তৃক ক্ষোভিত হইল । পূর্বে
 যেখানে দুর্গম অগস্ত্যভবন ছিল, যাহার
 সর্বত্র সিদ্ধ ও চারণগণ বিচরণ করে, বিচিত্র
 বিহগ-নাদিত সুপুষ্পিত মহাদ্রুমরাজি যথায়
 বিরাজিত রহিয়াছে, যদীয় জাতরূপময় রবি-

চন্দ্র-সূর্য্যাত্তনক্কাশৈঃ সাগরাধুসমাবৃত্তৈঃ ।
 বিহ্যত্বান্ পর্বতঃ ক্রীমানায়তঃ শতযোজনম্ ॥
 বিহ্যতাং যত্র সজ্জাতা নিপাতান্তে নগোত্তমে
 ঋষভঃ পর্বতশ্চৈব ক্রীমান্ বুধভসংজিতঃ ॥ ৭৭
 কুঞ্জরঃ পর্বতঃ ক্রীমান্ যদ্রাগস্তাগুহং শুভম্ ।
 বিশালাক্ষশ্চ দুর্দ্ধবঃ সর্পানামালয়ঃ পুরী ॥ ৭৮
 তথা ভোগবতী চাপি দৈত্যৈশ্চৈনাভিকম্পিতাঃ
 মহাসেনো গিরিশ্চৈব পারিপাত্রশ্চ পর্বতঃ ॥ ৭৯
 চক্রবাংশ্চ গিরিশ্চৈষ্ঠো বারাহশ্চৈব পর্বতঃ ।
 প্রাগুজ্জ্যোতিষপুরকাপি জাতরূপময়ঃ শুভম্ ॥
 যশ্মিন্ বসন্তি দুষ্টায়া নরকো নাম দানবঃ ।
 মেঘশ্চ পর্বতশ্চৈষ্ঠো মেঘগন্তীরনিবনঃ ॥ ১০
 যষ্টিস্তত্র সহস্রানি পদতানান্ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 তরুণাদিত্যসন্ধাশো মেরুস্তত্র মহাগিরিঃ ॥ ৮২
 যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্বৈর্নিত্যং সেবিতকন্দরঃ ।
 হেমগর্ভো মহাশৈলস্তথা হেমসখো গিরিঃ ।
 কৈলাসশ্চৈব শৈলৈশ্চৈব দানবেশ্চৈব কম্পিতাঃ
 হেমপুংসরসঙ্ঘং তেন বৈথানসং সরঃ ॥ ৮৪
 কম্পিতং মানসকৈব হংসকারণবাকুলম্ ।

শশিসমুজ্জল শৃঙ্গসমূহ দ্বারা গগন যেন উল্লি-
 খিত হইতেছে এবং যথায় বিহ্যৎপুঞ্জ নিপতিত
 হইতেছে,—তাদৃশ বিহ্যৎশিষ্ট শতযোজনা-
 যত ক্রীমান্ বিহ্যত্বান্ গিরি এবং ঋষভ, বুধভ
 ও কুঞ্জরাখ্য অগস্ত্য-নিবাস অন্তান্ত গিরি-
 শ্রেণী, সর্পানিবাস দুর্দ্ধব বিশালাক্ষ শৈল ও
 ভোগবতী নদী এই সমস্তও তৎকালে
 দৈত্যৈশ্চৈব কম্পাধিত হইল । মহাসেন
 গিরি, পারিপাত্রপর্বত, গিরিশ্চৈষ্ঠ চক্রবান্,
 ও বারাহ পর্বত, দুষ্টায়া নরকাধিষ্ঠিত সুবর্ণময়
 শুভ প্রাগুজ্জ্যোতিষপুরী, মেঘগন্তীরনাদী
 পর্বতবর মেঘ, তত্রাধিষ্ঠিত অন্তান্ত যষ্টিসহস্র
 পর্বত, যক্ষ-রাক্ষ ও গন্ধর্ব-সেবিত তরুণা-
 দিত্য-সম মহাগিরি মেরু, মহাশৈল হেমগর্ভ ও
 হেমসম গিরি এবং শৈলশ্রেষ্ঠ কৈলাস এই সক-
 লও তখন দৈত্যৈশ্চ কর্তৃক বিচালিত হইল ।
 ৬০—৮৩ । হেমপদ্মপরিবৃত্ত বৈথানস-সরো-
 বর, হংসকারণবাকুল মানসসরোবর, ত্রিশূল

ত্রিশূরপর্কতশ্চৈব কুমারী চ সরিষরা ॥ ৮৫
তুষারচয়সহস্রো মন্দরশ্চাপি পর্কতঃ ।
উদীরবিন্দুশ্চ গিরিশ্চন্দ্রপ্রস্থস্তথাড্রিরাট্ ॥ ৮৬
প্রজাপতিগিরিশ্চৈব তথা পুষ্করপর্কতঃ ।
দেবাজপর্কতশ্চৈব তথা বৈ রেণুকো গিরিঃ ॥ ৮৭
ক্রৌঞ্চঃ সপ্তর্ষিশৈলশ্চ ধূম্রবর্ণশ্চ পর্কতঃ ।
এতে চান্তে চ গিরয়ো দেশা জনপদাস্তথা ॥ ৮৮
নভঃ সসাগরাঃ সর্বাঃ সৌহক্যপয়ত দানবঃ ।
কপিলশ্চ মহীপুত্রো ব্যাত্রাণশ্চৈব কম্পিতঃ ॥ ৮৯
খেচরশ্চ সতীপুত্রাঃ পাতালতলবাসিনঃ ।
গণস্তথা পরো রোজো মেঘনামাক্ষশাযুধঃ ॥ ৯০
উর্দ্ধগো ভৌমবেগশ্চ সর্ব এবাভিকম্পিতাঃ ।
গদৌ শূলী করালশ্চ হিরণ্যকশিপুস্তথা ॥ ৯১
জীমূতঘনসঙ্কাশো জীমূতঘননিবনঃ ।
জীমূতঘননির্বোধো জীমূত ইব বেগবান্ ॥ ৯২
দেবারিদিতিজো বীরো নৃসিংহঃ সমুপাভবৎ ।
সমুৎপত্য ততস্তীকৈর্মৃগৈশ্চৈব মহানৈধৈঃ ॥ ৯৩
তদোক্তারসহায়েন বিদার্য নিহতো যুধি ।

নামক গিরিবর, সরিষরা কুমারী, তুষীকৃত
তুষারচ্ছন্ন মন্দরাচল, গিরিশ্রেষ্ঠ উদীরবিন্দু
ও চন্দ্রপ্রস্থ, প্রজাপতিগিরি, পুষ্করপর্কত,
দেবাজগিরি, রেণুকশৈল, ক্রৌঞ্চ, সপ্তর্ষি ও
ধূম্রবর্ণপর্কত, এই সকল এবং অন্তান্ত আরও
বহুতর গিরি, দেশ, জনপদ, নদী ও সাগর-
সমূহ তৎকালে দৈত্যভরে কম্পিত হইল ।
কপিল, মহীপুত্র ব্যাত্রবান্, সতীপুত্র খেচরগণ,
পাতালবাসিগণ, অক্ষশাযুধ মেঘনামক রোজ-
গণ এবং উর্দ্ধগ ও ভৌমগ প্রভৃতি অন্তান্ত
গণগণ সকলেই তখন দৈত্যৈশ্চ হিরণ্য-
কশিপু চলনে কম্পিত হইল । ঐ সময়
হিরণ্যকশিপু গদা ও শূল হস্তে ধরিয়া
ভীষণ আকার ধারণ করিল । অন-
ন্তর ঐ জীমূতপ্রতিম, জীমূতনাদী, জীমূত-
নির্বোধী ও জীমূতবৎ বেগবান্ দেবারি
দানবেশ্চ নৃসিংহাভিমুখে ধাবিত হইল ।
তখন মৃগৈশ্চ সেই দৈত্যোপরি সমুৎপত্তি
হইলেন এবং ওক্তারের সহায়তায় তীক্ষ্ণ

মহী চ কালশ্চ শলী নভশ্চ
গ্রহাশ্চ সূর্য্যশ্চ দিশ্চ সর্বাঃ ।
নদ্যশ্চ শৈলাশ্চ মহার্ণবশ্চ
গতাঃ প্রসাদং দিতিপুত্রনাশাৎ ॥ ৯৪
ততঃ প্রমুদিতা দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।
তুষ্ণুর্নামতিদিবৈর্যাদিদেবং সনাতনম্ ॥ ৯৫
যৎ ত্রয়া বিহিতং দেব নারসিংহমিদং বপুঃ ।
এতদেবার্চ্চয়িয্যন্ত পরাবরবিদো জনাঃ ॥ ৯৬
ব্রহ্মোবাচ ।
ভবান্ ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ মহেশ্রো দেবসন্তমাঃ ।
ভবান্ কর্তা বিকর্তা চ লোকানাং প্রভবাব্যয়ঃ ॥
পরাক্ষ সিদ্ধাক্ষ পরঞ্চ দেবং
পরঞ্চ মজ্জং পরমং হবিশ্চ ।
পরঞ্চ ধর্ম্মং পরমঞ্চ বিশ্বং *
ত্বামাত্রগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৯৮
পরং শরীরং পরমঞ্চ ব্রহ্ম
পরঞ্চ যোগং পরামাঞ্চ বাণীম্ ।

প্রথর নখরানিকরে সেই দৈত্যৈশ্চকে বিদা-
রিত করিয়া নিহত করিলেন । সেই দৈত্য-
বর বিনষ্ট হইলে মহী, কাল, আকাশ, গ্রহ,
সূর্য্য, চন্দ্র, দিশ্চগুল, নদী, শৈল ও মহার্ণব
সকল প্রসন্ন হইল ৯৪—৯৪। অনন্তর দেব ও
তপোধন ঋষিগণ সেই সনাতন দেবদেবকে
তদীয় দিব্য নামনিচয় উচ্চারণ করিয়া
স্তব করিতে লাগিলেন । তাঁহারা কহি-
লেন,—হে দেব ! তুমি যে এই নারসিংহ
দেহ কল্পনা করিয়াছ, পরাবরজ জনগণ
তোমার ঐক্যপেরই পূজা করিয়া থাকেন ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—হে প্রভো ! আপনিই
ব্রহ্মা, রুদ্র ও মহেশ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেব
আখ্যায় অভিহিত এবং আপনিই কর্তা,
বিকর্তা ও লোকসমূহের প্রভব-ভূমি । পরম
পাণ্ডিত্য আপনাকেই পরম সিদ্ধি, পরম
দেব, পরম মজ্জ, পরম হবিঃ, পরম ধর্ম্ম, পরম
বিশ্ব, পরম শরীর, পরম ব্রহ্ম, পরম যোগ,

* পরমং যশ্চৈতি পাঠান্তরম্ ।

পরঃ রহস্তঃ পরমাং গতিঞ্চ
 স্বামাহরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৯৯
 এবং পরস্তাপি পরং পদং যৎ
 পরঃ পরস্তাপি পরঞ্চ দেবম্ ।
 পরঃ পরস্তাপি পরঞ্চ ভূতং
 স্বামাহরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ১০০
 পরঃ পরস্তাপি পরং রহস্তঃ
 পরঃ পরস্তাপি পরং মহত্ত্বম্ ।
 পরঃ পরস্তাপি পরং মহদ্ব্যং
 স্বামাহরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ১০১
 পরঃ পরস্তাপি পরং নিধানং
 পরঃ পরস্তাপি পরং পবিত্রম্ ।
 পরঃ পরস্তাপি পরঞ্চ দান্তং
 স্বামাহরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ১০২

এবমুক্তা তু ভগবান্ সৰ্বলোকপিতামহঃ ।
 স্বাহা নারায়ণং দেবং ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ ॥
 ততো নদংসু তুর্ঘ্যেযু নৃত্যন্তীষ্পরঃসু চ ।
 কীরোদন্তোত্তরং কূলং জগাম হরিরীশ্বরঃ ॥
 নারসিংহং বপুর্দেবঃ স্থাপয়িত্বা সুদীপ্তিমৎ ।
 পৌরাণং রূপমাস্বায় প্রযযৌ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ১০৫

পরম বাণী, পরম রহস্ত, পরম গতি ও পরম
 পুরাণ, পুরাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ।
 আপনিই পরাৎপর পরম পদ, পরাৎপর পর-
 দেব, পরাৎপর পরম ভূত, পরাৎপর পরম
 রহস্ত, পরাৎপর পরম মহত্ত্ব, পরাৎপর পরম
 মহৎ, পরাৎপর পরম নিধান, পরাৎপর পরম
 পবিত্র, পরাৎপর পরম দান্ত ও পরম পুরাণ
 পুরুষ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন ।
 লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে
 দেবদেব নারায়ণকে স্তুব করিয়া ব্রহ্মলোকে
 গমন করিলেন । তখন তুর্ঘ্য সকল নাদিত
 হইল, অঙ্গরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল ।
 ঈশ্বর হরি কীরাকির উত্তরকূলে গমন করি-
 লেন । তিনি তাহার সেই তাত্‌কালিক দীপ্ত
 নারসিংহরূপ তথায় স্থাপনপূর্বক পৌরাণরূপ
 পরিগ্রহ করিয়া গরুড়বাহনে প্রস্থিত হইলেন ।

অষ্টচক্রেণ যানেন ভূতযুক্তেন ভাস্বতা ।
 অব্যক্তপ্রকৃতির্দেবঃ স্বস্থানং গতবান্ প্রভুঃ ॥
 ইতি জীমাৎস্তে মহাপুরাণে হিরণ্যকশিপু-
 বধো নাম ত্রিষষ্ট্যধিকশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৩ ॥

চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ ।

কথিতং নরসিংহস্ত মাহাত্ম্যং বিস্তরেণ চ ।
 পুনস্তন্থৈব মাহাত্ম্যমন্ত্ৰীষিস্তরতো বদ ॥ ১
 পদ্মরূপমভূদেতৎ কথং হেমময়ং জগৎ ।
 কথঞ্চ বৈকবৌ সৃষ্টিঃ পদ্মমধ্যেহভবৎ পুরা ॥ ২
 স্মৃত উবাচ ।

ঋষা চ নরসিংহস্ত মাহাত্ম্যং রবিনন্দনঃ ।
 বিস্ময়োৎকল্লনঘনঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ কেশবম্ ॥ ৩
 মন্থকবাচ ।

কথং পাদ্রে মহাকল্পে তব পদ্মময়ং জগৎ ।
 জলাবগতশ্চেহ নাভৌ জাতং জনাধিন ॥ ৪

ভূতাবিত ভাস্বর অষ্টচক্রযুত যানারোহণে
 সেই অব্যক্তপ্রকৃতি দেবদেব স্বস্থানে
 প্রস্থান করিলেন । ৯৫—১০৬ ।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৩ ।

চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে স্মৃত ! তুমি
 বিস্তৃতরূপে নরসিংহের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি-
 যাছ এক্ষণে তাঁহার অস্তান্ত মাহাত্ম্য কথা
 বিস্তার করিয়া বল । কিরূপে এই জগৎ
 হেম পদ্মময় হইল এবং কিরূপেই বা সেই
 পদ্মমধ্যে পুরাকালে বৈকবৌ সৃষ্টি হইয়া-
 ছিল ? স্মৃত বলিলেন,—বৈবস্বত মন্থ
 নরসিংহের মাহাত্ম্যকথা শুনিয়া বিস্ময়ে
 উৎকল্লন-নেত্র হইলেন এবং পুনরায় কেশবকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন । মন্থ বলিলেন,—হে

প্রভাবাং পদ্মনাভস্ত স্বপতঃ সাগরাস্তসি ।
 পুরুষে চ কথং ভূতা দেবাঃ সর্গিণাঃ পুরা ॥ ৫
 এনমাধ্যাহি নিখিলং যোগং যোগবিদাঃ পতে
 শৃণ্বতস্তস্মৈ মে কীর্ত্তিঃ ন তৃপ্তিরূপজায়তে ॥ ৬
 কিয়তা চৈব কালেন শেতে বৈ পুরুষোত্তমঃ ।
 কিয়ন্তং বা স্থপিতি চ কোহস্ত কালস্ত সন্তবঃ ॥
 কিয়তা বাধ কালেন হ্যস্তিষ্ঠতি মহাযশাঃ ।
 কথকোথায় ভগবান্ সৃজতে নিখিলং জগৎ ॥
 কে প্রজাপত্যস্তাবদাসন্ পুরুঃ মহামুনে ।
 কথং নিশ্চিতবান্শেচৈব চিত্রং লোকং সনাতনম্
 কথমেকার্ণবে শৃন্তে নষ্টস্থাবরজঙ্গমে ।
 দধ্মদেবাস্থরনরে প্রনষ্টোরগরাক্ষসে ॥ ১০
 নষ্টানিলানলে লোকে নষ্টোকাশমহী তলে ।
 কেবলং গহ্বরীভূতে মহাভূতবিপর্যয়ে ॥ ১১
 বিভূর্নশাভূতপতির্মহাতেজা মহাকৃতিঃ ।

জনার্দিন! পাত্র মহাকর্মে কিরূপে জলার্ণব-
 গত ভবদীয় নাভিদেবে এই পদ্মময় জগৎ
 জন্মিয়াছিল? আপনি পদ্মনাভ; সাগর-
 জলে শয়ন করিলে ভবদীয় প্রভাবে কিরূপে
 দেব ও ঋষিগণ পুরাকালে পুরুষে অবস্থিত
 ছিলেন? হে যোগবিদগণের বরেণ্য! আপনি এই নিখিল যোগ কীর্ত্তন করুন।
 তদীয় কীর্ত্তি শ্রবণে মদীয় চরম তৃপ্তি হই-
 তেছে না। পুরুষোত্তম কোন্ কালে শয়ন
 করিয়া কত কাল পর্য্যন্ত শয়ান থাকেন?
 সেই কালের স্থিতি কি পরিমাণ? কিরূপে
 সেই ভগবান্ শয়ন হইতে উথিত হইয়া
 এই নিখিল জগৎ সৃজন করেন? হে
 মহামুনে! পুরাকালে কে কে প্রজাপতি
 ছিলেন? কিরূপে এই বিচিত্র সনাতন
 লোক নিশ্চিত হইল? যখন সুর, অসুর,
 নর সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল, উরগ ও বাক্ষস
 সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইল; অনিল, অনল,
 আকাশ ও মহীতল কিছুই রহিল ন, সকলই
 বিলুপ্ত হইল; সমস্ত মহাভূতের বিপর্যয়
 ঘটিল এবং ত্রিভুবনের সর্বস্থান যখন
 কেবল একটা বৃহৎ গহ্বরের স্থায় প্রতীত

আস্তু সুরবরশ্রেষ্ঠো বিধিমান্হায় যোগবিৎ ॥
 শৃণুয়াং পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্মরৈতদশেষতঃ ।
 বক্রুমর্হসি ধর্ম্মিষ্ঠ যশো নারায়ণাস্তকম্ ॥ ১৩
 ব্রহ্মা চোপবিষ্টানান্ ভগবান্ বক্রুমর্হসি ॥ ১৪
 মৎস্ত উবাচ ।
 নারায়ণস্ত যশসঃ শ্রবণে যা তব স্পৃহা ।
 তৎসংস্তাষ্যভূতস্ত স্মায়াং রবিকুলধ্বজ ॥ ১৫
 শৃণুখাদিপুরণেষু বেদেভ্য চ যথাক্রমম্ ।
 ব্রাহ্মণানাক বদতাং ব্রহ্মা বৈ সুমহাস্থনান্ ॥
 যথা চ তপসা দৃষ্ট্বা বৃহস্পতিনমহ্যতিঃ ।
 পরাশরস্মৃতঃ শ্রীমান্ গুরুদ্বৈপায়নোহব্রবীৎ ॥
 তৎ তেহং কথয়িষ্যামি যথাসক্তি যথাক্রতি ।
 যদ্বিজাতুং ময়া শক্যমৃষিমাভ্রোণ সন্তমাঃ ॥ ১৮
 কঃ সমুৎসহতে জাতুং পরং নারায়ণাস্তকম্ ।

হইল, তখন সেই মহাভূত-পতি মহাকৃতি
 মহাতেজা, যোগজ্ঞ, সুরবর-শ্রেষ্ঠ ভগবান্
 জনার্দিন কিরূপে কোন্ বিধি অবলম্বন করিয়া
 অবস্থান করেন? হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে ব্রহ্মন্!
 পরম ভক্তির সহিত আমি সেই নারায়ণাস্তক
 যশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি
 অশেষরূপে তাহা কীর্ত্তন করুন। হে ভগ-
 বন্! যাহারা ঐ যশোগাথা শ্রবণার্থ ব্রহ্মা
 সহকারে সমাদান, তাহাদিগের নিকট উহা
 বিবৃত করা আপনার একান্তই কর্তব্য ৷ ১—১৪ ৷
 মৎস্ত কহিলেন—হে রবিকুলনন্দন! নারায়ণের
 যশঃশ্রবণে তোমার স্পৃহা জন্মিয়াছে, ইহা
 বিবস্থানের বংশধর—তোমার উপযুক্তই হই-
 য়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে শ্রবণ কর,
 আমি বেদবাক্যে, আদি পুরাণসমূহে ও
 মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি
 এবং পরাশরনন্দন বৃহস্পতিপ্রতিম শ্রীমান্
 দ্বৈপায়ন গুরু যাহা তপোবলে প্রত্যক্ষ করিয়া
 বলিয়াছেন, আমি তৎসমস্ত তোমার নিকট
 যথাশক্তি ও যথাক্রম ব্যক্ত করিতেছি।
 আমি এবং ঋষিপ্রধানগণ যাহা জানিতে
 সক্ষম, সেই নারায়ণাস্তক পরমপদ অপর কে
 বিদিত হইতে পারে? যিনি বিশ্ববিধাতা

বিশ্বায়নশ্চ যদব্রহ্মা ন বেদয়তি তত্ত্বতঃ ॥ ১৯
 তৎ কৰ্ম্ম বিশ্ববেদানাং তদ্রহস্যং মহর্ষিনাম্ ।
 তদিজ্যং সৰ্ব্বযজ্ঞানাং তৎ তত্ত্বং সৰ্ব্বদর্শিনাম্ ।
 তদধ্যাত্মবিদাং চিত্ত্যং নরকঞ্চ বিকৰ্ম্মিণাম্ ॥ ২০
 অধিদৈবঞ্চ যদৈবমধিযজ্ঞঃ সূসংজ্ঞিতম্ ।
 তদ্বৃত্তমধিভূতঞ্চ তৎ পরং পরমর্ষিণাম্ ॥ ২১
 স যজ্ঞো বেদনির্দিষ্টস্তৎ তপঃ কবয়ো বিদুঃ ।
 যঃ কৰ্ত্তা কারকো বুদ্ধির্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ ॥ ২২
 প্রণবঃ পুরুষঃ শাস্ত্রা একশ্চেতি বিভাব্যতে ।
 প্রাণঃ পঞ্চবিধশ্চৈব ঋব অক্ষর এব চ ॥ ২৩
 কালঃ পাকশ্চ পক্তা চ দ্রষ্টা স্বাধায় এব চ ।
 উচ্যতে বিবিধৈর্দেবৈঃ স এবায়ং ন তৎপরম্ ॥
 স এব ভগবান্ সৰ্ব্বং করোতি রিকরোতি চ ।
 সোহস্মান্ কারয়তে সৰ্ব্বান্ সোহত্যোতি ব্যাকু-
 লীকৃতান ॥ ২৫

ব্রহ্মা, তিনিও তাহা তত্ত্বতঃ জানিতে সক্ষম
 নহেন। তাহাই সমস্ত বেদের রহস্য বা
 প্রতিপাদ্য এবং তাহাই পরমর্ষিগণের তপঃ-
 সাধ্য; তাহাই সৰ্ব্ব যজ্ঞের ইজ্য ও সৰ্ব্ব-
 দর্শাদিগণের তত্ত্ব; অধ্যাত্মবেদগণের তাহাই
 একমাত্র চিন্তনীয় এবং বিকৰ্ম্মাদিগণের তাহাই
 নরকস্বরূপ। এতদ্বিন্ন যাহা অধিদৈব,
 দৈব ও অধিভূত আখ্যায় নির্দিষ্ট, তাহাও
 সেই নারায়ণাখ্য পরমপদ বৈ আর কিছুই
 নহে। কবিগণ বলেন,—তিনিই বেদনির্দিষ্ট
 যজ্ঞ এবং তিনিই তপস্বী। অপিচ তিনি কৰ্ত্তা,
 কারক, বুদ্ধি, মন, ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রণব, পুরুষ,
 শাস্ত্রা, ও একমাত্ররূপে বিভাবিত। যিনি
 পঞ্চবিধ প্রাণ, ঋব, অক্ষর, কাল, পাক,
 পক্তা, দ্রষ্টা ও স্বাধায়াদি বিবিধ নামে
 অভিহিত হন, তিনিই সেই এই নারায়ণ
 দেব; তাঁহা অপেক্ষা আর প্রাধান্য কাহারও
 নাই। সেই ভগবান্ জনার্দনই সমস্ত সৃষ্টি
 ও সংহার করেন। তিনিই সকলের দ্বারা
 কার্য্য করাইয়া থাকেন এবং আমাদের
 অবসানে তিনিই একমাত্র সৰ্ব্বাতিক্রমী হইয়া
 অব্যাহত করেন। আমরা সেই আদ্য

যজ্ঞামহে তমেবাগ্নাং তমেবেচ্ছাম নির্বৃত্তাঃ ।
 যো বক্তা যচ্চ বক্তব্যং যচ্চাহং তদব্রবীমি বঃ
 জায়তে যচ্চ বৈ শ্রাব্যং যচ্চান্তং পরিজন্ম্যতে
 যাঃ কথ্যশ্চৈব বর্ত্তন্তে শ্রুতয়ো বাধ তৎপরঃ ।
 বিশ্বঃ বিশ্বপতিষ্চ স তু নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ২৭
 যৎ সত্যং যদমৃতমক্ষরং পরং যৎ
 যদ্বৃত্তং পরমমিদঞ্চ যদ্বিষ্যৎ ।
 যৎ কিকিচ্চরমচরং যদস্তি চান্তং
 তৎ সৰ্ব্বং পুরুষবরং প্রভুঃ পুরাণঃ ॥ ২৮
 ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভবপ্রাহৃত্যবে
 চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৪ ॥

পঞ্চষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্য উবাচ ।

চত্বাৰ্যাঃ সহস্রাণি বর্ষাণাম্ কৃতং যুগম্ ।
 তস্মা ভাবচ্ছতী সন্ধ্যা দ্বিগুণা রবিনন্দন ॥ ১
 যত্র ধর্ম্মশ্চতুস্পাদস্ত্রধর্ম্মঃ পাদবিগ্রহঃ ।

পুরুষকেই পূজা করি এবং নির্দ্বিত হইয়া
 তাঁহাকেই লাভ করিতে অভিলাষী হই।
 যিনি বক্তা, যাহা বক্তব্য, যাহা আমি বলি,
 যাহা শুনা যায়, যাহা শ্রাব্য, এবং যাহা
 জন্মনার বিষয়ীভূত, অপিচ যে সকল কথা
 বা শ্রুতি আছে, সকলই সেই নারায়ণাখ্যক;
 সেই নারায়ণই বিশ্ব এবং বিশ্বপতি নামে
 প্রসিদ্ধ। যাহা সত্য, যাহা অমৃত, যাহা পরম
 অক্ষর, যাহা ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান, এবং
 যাহা কিছু চরাচর বা অপরাপর বস্তু বিদ্য-
 মান, তৎসমস্তই সেই পুরুষপ্রবর পুরাণ প্রভু
 নারায়ণ। ১৫—২৮।

চতুঃষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৪।

পঞ্চষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

মৎস্য কহিলেন,—হে রবিশুভ! বৃত্ত
 যুগের পরিমাণ চারিসহস্র বর্ষ এবং তাহার

অধর্মনিরতাঃ সন্তো জায়ন্তে যত্র মানবাঃ ॥ ২
 বিপ্রাঃ স্থিতা ধর্মপরা রাজবৃত্তৌ স্থিতা নৃপাঃ ।
 কৃষ্যামভিরতা বৈশ্বাঃ শূদ্রাঃ শুশ্রূষবঃ স্থিতাঃ ॥
 তদা সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ ধর্মশ্চৈব বিবর্দ্ধতে ।
 সন্তিরাচরিতং কর্ম ক্রিয়তে খ্যায়তে চ বৈ ॥ ৪
 এতৎ কার্ত্তয়ুগং বৃহত্তং সর্বেষামপি পার্থিব ।
 প্রাণিনাং ধর্মসম্ভানামপি বৈ নীচজন্মনাম ॥ ৫
 জৌণি বর্ষসহস্রাণি ত্রেতাযুগমিহোচ্যতে ।
 তস্মৈ তাবচ্ছতী সঙ্খ্যা দ্বিগুণা পরিকীৰ্ত্ত্যতে ॥ ৬
 দ্বাত্যামধর্ম্যঃ পাদাভ্যাং ত্রিভির্ধর্ম্যো ব্যবস্থিতঃ
 যত্র সত্যঞ্চ সত্বঞ্চ ত্রেতাধর্ম্যো বিধীয়তে ॥ ৭
 ত্রেতায়াং বিরুতিঃযান্তি বর্ণাশ্বেতে ন সংশয়ঃ *
 চাতুর্ধর্ম্যশ্চ বৈকৃত্যাদ্যান্তি দৌর্ধর্ম্যমাশ্রমাঃ ॥ ৮
 এষা ত্রেতাযুগগতিবিচিত্রা দেবনির্মিতা ।
 দ্বাপরশ্চ তু যা চেষ্টা তামপি শ্রোতুমর্হসি ॥ ৯

সঙ্খ্যা আটশত বর্ষ । ঐ যুগে ধর্ম চতুস্পাদ
 এবং অধর্ম একপাদ । স্বধর্মনিষ্ঠ মানবগণ
 এই যুগে জন্মগ্রহণ করে এবং ব্রাহ্মণগণ
 সকলেই ধর্মতৎপর, রাজগণ প্রজারঞ্জে
 নিরত, বৈশ্বগণ কৃষিকার্যে আসক্ত ও শূদ্র-
 গণ জিবর্ণের শুশ্রূষাপরায়ণ হয় । তৎকালে
 সত্য, শৌচ, ধর্ম, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে
 থাকে । সাধুলোকের আচরিত কর্ম অস্তান্ত
 লোকে আচরণ করে এবং তাহাই সর্বত্র
 বিখ্যাত হইয়া পড়ে । হে পার্থিব ! কৃত-
 যুগীয় ধর্মাসক্ত বা নীচযোনি প্রাণিগণের
 বৃত্তান্ত এইরূপই । ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিন-
 সহস্র বর্ষ এবং উহার সঙ্খ্যা ছয়শত বর্ষ
 বলিয়া নির্দিষ্ট । এই যুগে দুই পাদ অধর্ম
 এবং তিনপাদ ধর্ম ব্যবস্থিত । এই যুগে
 সত্য এবং সত্ব বিশিষ্ট ধর্মরূপে বিখ্যাত ।
 ত্রেতায় বর্ণ সকল বিরুতি প্রাপ্ত হয় । চতু-
 র্বর্ণের বিরুতি ঘটিলে, বর্ণসমূহ দুর্বল হইয়া
 পড়ে । ইহাই ত্রেতাযুগে দেবনির্মিত বিচিত্র
 গতি । এক্ষণে দ্বাপরের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ।

। বর্ণা লোভেন সংযুতা ইতি কচিৎ পাঠঃ

দ্বাপরং হে সহস্রে তু বর্ণাণাং রবিনন্দন ।
 তস্মৈ তাবচ্ছতী সঙ্খ্যা দ্বিগুণা যুগমুচ্যতে ॥ ১০
 তত্র চার্পপরাঃ সর্বে প্রাণিনো রজসা হতাঃ ।
 সর্বে নৈকৃতিকাঃ ক্ষুদ্রা জায়ন্তে রবিনন্দন ॥ ১১
 দ্বাত্য্যং ধর্ম্যঃ স্থিতঃ পদ্ভ্যামধর্ম্যদ্বিভিকৃষিতঃ
 বিপর্যয়াচ্ছনৈর্ধর্ম্যঃ ক্ষয়মেতি কলৌ যুগে ॥ ১২
 ব্রাহ্মণ্যভাবশ্চ ততো তথোৎসুক্যং বিনীর্ধ্যতে
 ব্রতোপবাসান্ত্যজ্যস্তে দ্বাপরে যুগপর্য্যয়ে ॥ ১৩
 তথা বর্ষসহস্রস্ত বর্ণাণাং হে শতে অপি ।
 সঙ্খ্যয়া সহ সংখ্যাতং ত্রুরং কলিযুগং স্মৃতম্ ॥
 যত্রাধর্ম্যশ্চতুস্পাদঃ স্ত্রাধর্ম্যঃ পাদবিগ্রহঃ ।
 কামিনস্তমসাচ্ছরা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ১৫
 নৈবাতিসাধ্বিকঃ কশ্চিন্ন সাধূর্ন চ সত্যবাক্ ।
 নাস্তিকা ব্রহ্মভক্তা বা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ১৬
 অহঙ্কারগৃহীতাশ্চ প্রক্ষীণস্নেহবন্ধনাঃ ।
 বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তি সর্বে কলৌ যুগে ॥
 আশ্রমাণাং বিপর্য্যাসঃ কলৌ সম্প্রিবর্ত্ততে ।

হে রবিসুত ! দ্বাপরযুগের পরিমাণ দুই
 সহস্র বর্ষ । উহার সঙ্খ্যা চারিশত বর্ষ ।
 এই যুগের প্রাণিগণ সকলেই রজোগুণাহত
 ও স্বার্থপর এবং সকলেই হিংসা-পরায়ণ ও
 ক্ষুদ্রচেতা । দ্বাপরে অধর্ম তিনপাদ এবং
 ধর্ম দুইপাদ । অনন্তর এই যুগবিপর্য্যয়ে
 যখন কলিযুগ উপস্থিত হয়, তখন ঐ দ্বিপাদ
 ধর্মও ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়া যায় । অনন্তর
 ব্রাহ্মণ্যভাব লোপ পায় এবং লোকের উৎসাহ
 উদ্ধম শিথিল হইয়া পড়ে । দ্বাপরযুগের
 বিপর্য্যয়ে ব্রত এবং উপবাসাদি পরিত্যক্ত
 হইয়া থাকে । ১—১৩ । পরে কলিযুগের উপ-
 স্থিতি হয় । এই ত্রুর কলিযুগের পরিমাণ—
 সহস্র বর্ষ ও সঙ্খ্যা দুইশত বর্ষ । এ যুগে
 অধর্ম চতুস্পাদ এবং ধর্ম মাত্র একপাদ ।
 মানবগণ তমোগুণাচ্ছন্ন ও কামাসক্ত হইয়া
 জন্মগ্রহণ করে । কলিযুগের মানবেরা
 অহঙ্কারে পরিপূর্ণ এবং জীবগণের প্রতি
 স্নেহ-বন্ধনহীন । ব্রাহ্মণেরা শূদ্রসদৃশ । কলিতে
 আশ্রয়সমূহের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে এবং

বর্ণানাকৈব সন্দেহো যুগান্তে রবিনন্দন ॥ ১৮
 বিদ্যাদ্বাদশসাহস্রীঃ যুগাখ্যাং পূৰ্বনির্ধিতাম্ ।
 এবং সহস্রপথ্যন্তঃ তদহর্ষাক্ষমুচ্যতে ॥ ১৯
 ততোহহনি গতে তস্মিন্ সৰ্বেষামেব জীবিনাম্
 শরীরনির্বাতিং দৃষ্ট্বা লোকসংহারবুদ্ধিতঃ ॥ ২০
 দেবতানাঞ্চ সৰ্ব্বাণাং ব্রহ্মাদীনাং মহীপতে ।
 দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ যক্ষ-রাক্ষস-পক্ষিণাম্ ॥
 গন্ধৰ্ব্বাণামপ্সরসাং ভূজঙ্গানাঞ্চ পার্থিব ।
 পৰ্ব্বতানাং নদীনাঞ্চ পশূনাকৈব সন্তম ।
 তিৰ্য্যগ্ঘোনিগতানাঞ্চ সরানাম্ কৃমিণাং তথা ॥
 মহাত্মতপতিঃ পঞ্চ হুত্বা ভূতানি ভূতকৃৎ ।
 জগৎসংহারার্থায় কুরুতে বৈশং মহৎ ॥ ২৩

ভূত্বা সূর্য্যাক্ষমুখী চাদদানো
 ভূত্বা বায়ুঃ প্রাণিনাং প্রাণজালম্ ।
 ভূত্বা বহ্নির্নির্দহন সৰ্বলোকান
 ভূত্বা মেঘো ভূয় উগ্রোহপ্যবধৎ ॥ ২৪
 ইতি জীমাৎস্তে মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভব-
 প্রাগ্ভর্তাবে পঞ্চষষ্ঠ্যধিকশততমো-

অধ্যায়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

ষট্ ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্য উবাচ ।

ভূত্বা নারায়ণো যোগী সৰ্বমুত্তিবিভাবনুঃ ।
 গভস্তিভিঃ প্রদীপ্তাভিঃ সংশোষয়তি সাগরান্
 ততঃ পীত্বাৰ্ণবান্ সৰ্বান্ নদীঃ কৃপাংশ্চ সৰ্বশঃ
 পক্ষতানাঞ্চ সলিলং সৰ্ব্বমাদায় রশ্মিভিঃ ॥ ২
 ভিত্ত্বা গভস্তিভিশ্চৈব মহীঃ গত্বা রসাতলাৎ ।
 পাতালজলমাদায় পিবতে রসমুত্তমম্ ॥ ৩
 মূত্ৰাস্বক্ৰেদমন্তচ্চ যদন্তি প্রাণিষু ক্রবম্ ।
 তৎ সৰ্বমরবিন্দাক্ষ আদত্তে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪
 বায়ুশ্চ ভগবান্ ভূত্বা বিধূষানোহখিলং জগৎ ।
 প্রাণাপানসমানাদ্যান্ বায়ুনাকর্ষতে হরিঃ ॥ ৫
 ততো দেবগণাঃ সৰ্বা ভূতান্তেব চ যানি হ ।
 গন্ধো ব্রাণ শরীরঞ্চ পৃথিবীঃ সংশ্রিতা গুণাঃ ॥
 জিহ্বা রসশ্চ স্নেহশ্চ সংশ্রিতাঃ সলিলে গুণাঃ ।
 রূপং চক্ষুবিপাকশ্চ জ্যোতিরেবাশ্রিতা গুণাঃ ॥
 স্পর্শঃ প্রাণশ্চ চেষ্টা চ পবনে সংশ্রিতা গুণাঃ ॥

ষট্ ষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

মৎস্য কহিলেন,—সৰ্বমুত্তি যোগী নারায়ণ
 বিভাবনু হইয়া প্রদীপ্ত গভস্তিজালে সাগর
 সকল শোষণ করেন । অনন্তর অৰ্ণব সকল,
 নদীনীচয় ও কৃপ সকল পান করিয়া রশ্মি-
 যোগে গিরিসমূহের ও সমস্ত জল গ্রহণ করেন
 এবং গভস্তিজালে মহীতল ভেদ করিয়া
 রসাতলে গমনপূৰ্ব্বক তথা হইতে জল লইয়া
 উত্তম রস পান করিয়া থাকেন । হে কমলাক্ষ !
 প্রাণিদেহে মূত্র, রক্ত, ক্রেদ এবং অন্তান্ত যে
 কিছু জলীয় বস্তু আছে, তৎসমস্তই সেই
 পুরুষোত্তম গ্রহণ করিয়া থাকেন । সেই
 ভগবান্ বায়ু হইয়া অখিল জগৎ কম্পাষিত
 করেন এবং প্রাণিগণের দেহস্থ প্রাণ, অপান
 ও সমানাদি বায়ুসমূহকে আকর্ষণ করিয়া
 থাকেন । অনন্তর সমস্ত দেব ও সমস্ত ভূত,
 বিনাশিত হয় । গন্ধ, ব্রাণ ও শরীর পৃথি-
 বীতে, জিহ্বা, রস ও স্নেহ সলিলে, রূপ,
 চক্ষু ও বিপাক ভেজে, স্পর্শ, প্রাণ ও চেষ্টা

যুগান্তে বিস্তর বর্ণসঙ্কর প্রাগ্ভূত হয় ।
 চতুর্ভুগের পরিমাণ সৰ্ব-সমেত দ্বাদশ সহস্র
 বর্ষ । এই দ্বাদশ সহস্রবর্ষে দৈব এক
 সহস্রবর্ষ হয় । এই দিব্য সহস্র বর্ষই ব্রহ্মার
 একদিন বলিয়া নির্দিষ্ট । হে মহীপতে !
 ব্রহ্মার একদিনের অবসান হইলেই মহাত্ম-
 তপতি ভগবান্ সমস্ত জীবের শরীরনির্বাতি
 দেখিয়া লোকসংহার-কামনায় ব্রহ্মাদি সমস্ত
 দেবতা এবং সমস্ত দৈত্য, দানব, যক্ষ,
 রাক্ষস, পক্ষী, গন্ধৰ্ব্ব, অপ্সরা, ভূজঙ্গ, পৰ্ব্বত,
 নদী, পুণ্ড্র, তিৰ্য্যক্ঘোনিগত বিবিধ প্রাণী ও
 কৃমিসহস্রীয় ভূতপঞ্চক হরণ করিয়া জগৎ
 সংহারের নিমিত্ত এক অতি মহৎ ক্রয়সাধন
 করেন । তিনি সূর্য্য হইয়া প্রাণিগণের দৃষ্টি-
 যুগল গ্রহণ, বায়ু হইয়া প্রাণসমূহ হরণ, বহ্নি
 হইয়া সৰ্ব লোক দহন, এবং মেঘ হইয়া
 জলবর্ষণ করেন । ১৪—২৪ ।

পঞ্চষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৫ ।

শব্দঃ শ্রোত্রঞ্চ খাত্তেব গগনে সংশ্রিতা গুণাঃ ।
লোকমায়া ভগবতা মুহূর্ত্তেন বিনাশিতা ।
মনো বুদ্ধিঞ্চ সর্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি যঃ শ্রুতঃ
তং বরেণ্যং পরমেষ্ঠী হৃষীকেশমুপাশ্রিতঃ ।
ততো ভগবতস্তস্মৈ রশ্মিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ১০
বায়ুনাক্রম্যমাণানু ক্রমশাখানু চাশ্রিতঃ ।
তেষাং সর্গবর্ণোদ্ভূতঃ পাবকঃ শতধা জ্বলন ॥ ১১
অদহচ্চ তদা সর্গং বৃত্তং সংবর্ত্তকোহনলঃ ।
সপৰ্বতক্রমানু গুণান্ লতাবল্লীস্থণানি চ ॥ ১২
বিমানানি চ দিব্যানি পুরাণি বিবিধানি চ ।
যানি চাশ্রয়ীণ্যানি তানি সর্বাণি সোহদহৎ ॥ ১৩
ভস্মীকৃৎ ততঃ সর্গান্ লোকান্ লোকগুরুহরি
ভূয়ো নির্ঝাপয়ামাস যুগান্তেন চ কর্মণা ॥ ১৪
সহস্রবৃষ্টিঃ শতধা ভূত্বা কৃষ্ণে মহাবলঃ ।
দিব্যতোয়েন হবিষা তপ্তপ্রাণাস মেদিনীম্ ॥ ১৫
ততঃ কৌরনিকায়েন স্বাহুনা পরমাস্তসা ।
শিবেন পুণ্যেন মহৌ নির্ঝাণমগমৎ পরম্ ॥ ১৬

পবনে, এবং শব্দ শ্রোত্র ও আকাশ গগনে
বিলয় প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ পুরুষোত্তম
মুহূর্ত্ত মধ্যেই সমস্ত লোকমায়া বিনাশ
করেন। যিনি সকলের মন, বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ
বলিয়া প্রসিদ্ধ বিভূ বিভাবন্তর রশ্মিজালে
পরিবেষ্টিত হইয়া পরমেষ্ঠী তখন সেই বরেণ্য
হৃষীকেশকে গিয়া আশ্রয় করেন। বায়ু-
প্রবাহে ক্রমশাখা সকল আক্রান্ত হইলে
তাঁহাদিগের সজ্জর্ঘ্যে সমুৎপন্ন হতাশন
শতধা প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমস্ত দগ্ধ করেন।
ঐ অনল সঙ্কটক আখ্যায় অভিহিত হয়।
ঐ সম্বর্ত্তক অনল পৰ্বত, পাদপ, গুল্ম, লতা,
বল্লী, তৃণ, দিব্য বিমান, দিব্য দিব্য পুরী
ও যে কিছু আশ্রয় স্থান—সমস্তই দগ্ধ করিয়া
ফেলে। লোকগুরু হরি এইরূপে সমস্ত
লোক ভস্মীভূত করিয়া পুনরায় ঐ অনল
নির্ঝাপিত করেন। মহাবল কৃষ্ণ স্বয়ং সহস্র-
বৃষ্টি হইয়া দিব্য জলে ও দিব্য হবির্বর্ষণে
পৃথিবীকে তপিত করেন। অনন্তর কৌরো-
পম স্তুত্বাহু, পবিত্র মজ্জাবহ পরম জলধারায়

তেন রোধেন সঙ্করা পয়সাং বর্ষতো ধরা ।
একর্ণবজ্রলীভূতা সর্গসববিবর্জিতা ॥ ১৭
মহাসত্ত্বাৰ্পি বিভূঃ প্রবিষ্টান্তমিতৌজসম্ ।
নষ্টার্কপবনাকাশে হৃন্মৈ জগতি সংবৃত্তে ॥ ১৮
সংশোধমাশ্রনা কৃৎস্না সমুদ্রানপি দেহিনঃ ।
দগ্ধা সংপ্রাভা চ তথা স্থপিত্যেকঃ সনাতনঃ ॥ ১৯
পৌরাণঃ রূপমান্বায় স্থপিত্যমিতবিক্রমঃ ।
একর্ণবজ্রলব্যাঙ্গী যোগী যোগমুপাশ্রিতঃ ॥ ২০
অনেকানি সহস্রাণি যুগান্তেকর্ণবাস্তসি ।
ন চৈনং কশ্চিদব্যক্তং ব্যক্তং বেদিতুমর্হতি ॥ ২১
কশ্চৈব পুরুষো নাম কিংযোগঃ কশ্চ যোগবান্
অসৌ কিয়ন্তঃ কালঞ্চ একর্ণববিধিঃ প্রভুঃ ।
করিয়াতীতি ভগবানিতি কশ্চিন্ন বৃধ্যতে ॥ ২২

মহীমণ্ডল পরম নির্ঝাণ প্রাপ্ত হয়। ১—১৬ ।
অজস্র জলবর্ষণে সমগ্র ধরা আচ্ছন্ন হইয়া
যায়। সর্গত্র একর্ণবজ্রলে পরিব্যাপ্ত হয় এবং
পৃথিবী তখন সর্গপ্রকার প্রাণি-বর্জিত হইয়া
পড়ে। মহাসত্ত্ব সকল অমিতপ্রভাব বিভূর
দেহে প্রবিষ্ট হয়। অর্ক, আকাশ, কিংবা
পবন কিছুই কোথাও থাকে না, জগৎ অতি
হৃন্মাবস্থায় অবস্থান করে। এইরূপে সেই
একমাত্র সনাতন দেব নিজেই সমস্ত সং-
শোধিত করেন—করিয়া, পরে সামুদ্রিক
প্রাণীদিগের দহন-প্রাবন সাধনপূর্বক শয়ন
করিয়া থাকেন। সেই অমিতবিক্রম দেব
পৌরাণিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াই শয়ন
করেন। তিনি যোগী, যোগাশ্রয় করিয়াই
একর্ণবজ্রলে শয়ান হন। একর্ণবজ্রলে
শয়ান অবস্থায় তাঁহার বহু সহস্র যুগ যাপিত
হয়। তাঁহাকে ব্যক্ত বা অব্যক্ত কোন
অবস্থাতেই কেহ বিদিত হইতে পারে না।
কে সেই পুরুষোত্তম? কোন্ যোগ তাঁহার
অবলম্বনীয়? কেনই বা তিনি যোগাবলম্বী?
কিজন্ত কত কালই বা তিনি একর্ণবজ্রলে
শয়ান থাকিয়া ভবিষ্যতে কি করিবেন?
এ সকল তত্ত্ব কেহই বুঝিতে পারে না।

ন দ্রষ্টা নৈব গমিতা ন জ্ঞাতা নৈব পার্শ্বগঃ ।

তন্ত ন জায়তে কিঞ্চিৎ তমূতে দেবসন্তমম্ ॥২৩॥

নভঃ ক্রিতিং পবনমগঃ প্রকাশঃ

প্রজাপতিং ভুবনধরং সুরেশ্বরম্ ।

পিতামহং ঋতিনিলায়ং মহামুনিঃ

প্রশাম্য ভূয়ঃ শয়নং হরোচয়ৎ ॥ ২৪

ইতি স্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভবপ্রাহুর্ভাবে
ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬৬॥

সপ্তষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

মৎস্য উবাচ ।

এবমেকার্ণবীভূতে শেতে লোকে মহাত্মাতিঃ

প্রচ্ছান্ত সলিলেনোষ্যোহংসো নারায়ণস্তদা ॥১॥

মহতো রজসো মধ্যে মহার্ণবসরঃসু বৈ ।

বিরজকঃ মহাবাহুমক্ষয়ং ব্রহ্ম যং বিজুঃ ॥ ২

তিনি না দ্রষ্টা, না গমিতা, না জ্ঞাতা, না পার্শ্বগ, কিছুই নহেন। সেই দেবশ্রেষ্ঠ ব্যতীত তাঁহার নিজের তত্ত্ব বা অভিপ্রেত বিষয় অস্ত্রে কেহই জানে না। অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজেকে জানেন, তদ্ব্যতীত অস্ত্রের তাঁহাকে জানিবার অধিকার নাই। ক্রিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, প্রজাপতি ভুবন-বিধাতা সুরেশ্বর বেদাধার পিতামহ ও মহামুনি প্রভৃতিকে প্রশান্ত করিয়া পুনরায় তিনি শয়ন কল্পনা করেন। ১৭—২৪।

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৬ ।

সপ্তষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

মৎস্য কহিলেন,—এইরূপে সমগ্র লোক একার্ণবপ্রায় হইলে সেই মহাত্মাতি নারায়ণ তখন জলধার। পৃথিবীকে সমাচ্ছাদনপূর্বক হংসরূপে তাহাতে শয়ন করিয়া থাকেন। সেই মহারজোরশিমধ্যে মহার্ণব-সরোবরে শয়ান অক্ষয় মহাবাহু পুরুষই ব্রহ্মপদ-বাচ্য।

আত্মরূপপ্রকাশেন তমসা সংবৃতঃ প্রভুঃ ।

মনঃ সার্বিকমাধায় যত্র তৎ সত্যমাসত ॥ ৩

যাথাতথ্যং পরং জ্ঞানং ভূতং তদব্রহ্মণা পুরা ।

রহস্তারণ্যকোদ্দিষ্টং যচ্চোপনিষদং স্মৃতম্ ॥৪॥

পুরুষো যজ্ঞ ইত্যেতদৃষৎ পরং পরিকীর্তিতম্

যশান্তঃ পুরুষাখ্যঃ স্তাত্‌ স এষ পুরুষোত্তমঃ ॥৫॥

যে চ যজ্ঞকরা বিপ্রা যে চর্ষিক ইতি স্মৃতাঃ ।

অস্মাদেব পুরা ভূতা যজ্ঞেভ্যঃ ঋগতাং তথা

ব্রহ্মাণং প্রথমং বক্তৃত্বদগাতারঞ্চ সামগম্ ।

হোতারমপি চাক্ষর্যুঃ বাহুভ্যামস্বজৎ প্রভুঃ ॥৬॥

ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণাচ্ছংসি প্রস্তোতারঞ্চ সর্ষপঃ ।

তো মিত্রাবরুণৌ পৃষ্ঠাৎ প্রতিপ্রস্তারমেব চ ॥৭॥

উদরাৎ প্রতিহর্তারং পোতারঞ্চৈব পার্শ্বিব ।

অচ্ছাবাকমখৌকতাং নেষ্টারঞ্চৈব পার্শ্বিব ॥৮॥

পাণিভ্যামথ চার্ষৌধ্রং সূত্রক্ষ্যঞ্চ জাহুতঃ ।

গ্রাবস্ততন্ত পাদাভ্যাংমুন্নেতারঞ্চ যাজুযম্ ॥৯॥

এই প্রভু আত্মরূপপ্রকাশে তমোরাশি বিদ্রিত করিয়া মনোমধ্যে সার্বিক ভাব অবলম্বন করেন। ইহাই তাঁহার সত্যভাব। ইনিই যথাতথ পরম জ্ঞানমুর্তি। ইহা হইতেই আদিকালে ব্রহ্মা উদ্ভূত হইলেন। ইনিই আরণ্যকের রহস্ত এবং উপনিষদের উদ্দেশ্য বলিয়া নিরূপিত। যিনি যজ্ঞ পুরুষ এবং যিনি তাহার পরবর্তী পুরুষ, আর যিনি পুরুষোত্তম-পদবাচ্য—তিনিই সেই পরম পুরুষোত্তম। এই যজ্ঞপুরুষ হইতেই পুরাকাল যজ্ঞকর বিপ্রগণ ও ঋত্বিকবর্গ প্রাহুর্ভূত হইয়াছেন। ইনি প্রথমে মুখ হইতে ব্রহ্মাকে এবং বাহু হইতে উদগাতা, সামগ, হোতা ও অক্ষর্যু—ইহাদিগকে সৃষ্টি করেন। সেই পরব্রহ্মের পৃষ্ঠ হইতে মিত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসি, প্রস্তোতা ও প্রতিপ্রস্তোতা উৎপন্ন হইলেন। হে পার্শ্বিব! তাঁহার উদর হইতে প্রতিহর্তা ও পোতা এবং ঔরুধয় হইতে অচ্ছাবাক ও নেষ্টা, পাণিধয় হইতে আর্ষৌধ্র, জাহু হইতে সূত্রক্ষ্য, এবং পাদ-যুগল হইতে উন্নেতা ও জাহুয সমংপন্ন

এবমেবৈষ ভগবান্ যোড়শৈব জগৎপতিঃ ।
 প্রবক্তৃন্ সৰ্বযজ্ঞানামৃতিজোহমৃজগন্তমান্ ॥ ১১
 তদেষ বৈ বেদময়ঃ পুরুষো যজ্ঞসংস্থিতঃ ।
 বেদাশ্চৈতন্যয়াঃ সৰ্বৈ সাঙ্গোপনিষদক্রিয়াঃ ॥ ১২
 অপিত্যেকার্ণবে চৈব যদাশ্চধ্যমভূৎ পুরা ।
 ঋয়ন্তাঃ তদ্যথা বিপ্রা মার্কণ্ডেয়কুতূহলম্ ॥ ১৩
 গীর্ণো ভগবতস্তস্ম কৃষ্ণাবেব মহামুনিঃ ।
 বহুবর্ষসহস্রায়ুস্তশ্চৈব বরতেজসা ॥ ১৪
 অটন্তীর্থপ্রসঙ্গেন পৃথিবীতীর্থগোচরান্ ।
 আশ্রমাণি চ পুণ্যানি দেবতায়তনানি চ ॥ ১৫
 দেশান্ রাষ্ট্রাণি চিত্রাণি পুরাণি বিবিধানি চ ।
 জপ-হোমপরঃ শাস্ত্রস্তপো ঘোরং সমাস্থিতঃ ॥
 মার্কণ্ডেয়স্ততস্তস্ম শনৈর্বক্তাদ্বিনিঃস্থতঃ
 স নিজ্রামন্ ন চান্মানং জানীতে দেবমায়ায়া ॥
 নিজ্রম্যাপ্যস্তু বদনাদেকার্ণবমথো জগৎ ।

হইয়াছে । ১—১০ । ভগবান্ জগৎপতি
 এই যোড়শসংখ্যক সৰ্বযজ্ঞীয় বিধিবক্তা
 উত্তম ঋষিকৃষ্ণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন । সেই
 বেদময় পুরুষই যজ্ঞে অধিষ্ঠিত । সাঙ্গোপ-
 নিষদ ক্রিয়াম্বক বেদ সকলও এই পুরুষময় ।
 ইনি পুরাকালে যখন একার্ণবে শয়ান ছিলেন,
 তখন যে আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, হে
 বিপ্রগণ ! মার্কণ্ডেয়ের সেই কোতূহলোদ্দীপক
 বিবরণ শ্রবণ করুন । ভগবান্ মার্কণ্ডেয়
 মুনিকে গলাধঃকরণ করিলে পর ভগবদ্বর-
 প্রভাবে বহুসহস্রবর্ষজীবী সেই মুনি ভগ-
 বানের কৃষ্ণিমধ্যেই বিচরণ করিতে লাগি-
 লেন ! তিনি তীর্থ পর্য্যটনপ্রসঙ্গে সেই
 কৃষ্ণিমধ্যে পৃথিবীর বিবিধ তীর্থ, আশ্রম,
 পুণ্য দেবায়তন, বিচিত্র নানাদেশ, রাষ্ট্র ও
 বিবিধ পুরাদিতে পরিভ্রমণপূর্বক শাস্ত্র চিন্তে
 জপহোমাস্ত্রাঠান সহ ঘোর তপস্শাচরণ
 করেন । অতঃপর মার্কণ্ডেয় মুনি ভগবানের
 মুখ হইতে বহির্গত হইলেন । কিন্তু নারা-
 য়ণোদরমধ্যে তাঁহার প্রবেশ বা তথা হইতে
 নির্গম, দেবমায়াবশে কিছুই তিনি তখন
 বুঝিতে পারেন নাই । তিনি ভগবানের

সর্বতত্ত্বমসাক্ষঃ মার্কণ্ডেয়োহথবৈক্ষত ॥ ১৮
 তন্ত্রোৎপন্নং ভয়ং তীর্থং সংশয়চ্চান্ধজীবিতৈ
 দেবদর্শনসংস্রষ্টো বিশ্বয়ঃ পরমং গতঃ ॥ ১৯
 চিন্তয়ন্ জনমধ্যাহ্নে মার্কণ্ডেয়োহথবৈক্ষত ।
 কিং হু স্তান্মম চিন্তেয়ং মোহঃ স্বপ্নোহমৃভূয়তে
 ব্যক্তমন্ততমো ভাবন্তেষাং সম্ভাবিতো মম ।
 ন হৌদশং জগৎ ক্লেশমযুক্তং সত্যমহতি ॥ ২১
 নষ্টচন্দ্রার্কপবনে নষ্টপর্বতভূতলে ।
 কতমঃ শ্রাদ্ধং লোক ইতি চিন্তামবস্থিতঃ ॥ ২২
 দদর্শ চাপি পুরুষং স্বপন্তং পর্বতোপমম্ ।
 সলিলেহর্দ্রমথো ময়ঃ জীমূতমিব সাগরে ॥ ২৩
 জলন্তমিব তেজোভির্গোয়ুক্তমিব ভাস্করম্ ।
 শর্কর্যাং জাগ্রতমিব ভাসন্তং শ্বেন তেজসা ॥ ২৪
 দেবং ভ্রষ্টুমিহায়াতঃ কো ভবানিতি বিশ্বয়াৎ ।
 তথৈব স মুনিঃ কৃষ্ণিং পুনরেব প্রবেশিতঃ ॥ ২৫

মুখ হইতে বহির্গত হইয়া সমগ্র জগৎ তমোময়
 একার্ণবাকার দর্শনে অতীব ভীত হইলেন ;
 তাঁহার আত্মজীবনে সংশয় জন্মিল । জন-
 মধ্যে থাকিয়া মার্কণ্ডেয় তখন চিন্তা করিতে
 লাগিলেন এবং নারায়ণদর্শন স্মরণ হওয়ায়
 তাঁহার একটু আনন্দও জন্মিল ; তিনি
 তাহাতে বিস্মিত হইলেন ।—ভাবিলেন—
 আমার এ চিন্তা কি বৃথা ? আমার কি মোহ
 হইল, না স্বপ্ন দেখিতেছি ! আমি যে জগতের
 ভাববৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিতেছি, ইহা সত্য
 নহে ; জগতের একরূপ অযোগ্য ক্লেশের
 সম্ভাবনা নাই । ১১—২১ । চন্দ্র, অর্ক, পবন
 নাই, পর্বত বা ভূতল নাই । ইহা কোন্
 লোক ? তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,
 এমন সময়ে সাগরে ভাসমান মেঘের স্তায়
 অথবা জলোপরি অর্দ্ধনিমগ্ন-শরীরে ভাসমান
 পর্বতের স্তায় এক নিদ্রিত পুরুষকে দেখিতে
 পাইলেন । সেই পুরুষ, কিরণমালী সূর্য্যের
 স্তায় তেজোরাশি দ্বারা সমুজ্জল, এবং
 রাজিকালে জাগ্রৎ পুরুষের স্তায় স্বীয় তেজে
 প্রকাশমান । ইহা দেখিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি
 যেমন সেই পুরুষের তত্ত্বনিশ্চয়ার্থ নিকটস্থ

সম্ভাবিষ্টঃ পুনঃ কুক্ষিঃ মার্কণ্ডেয়োহতিবিস্ময়ঃ ।
 তথৈব চ পুনর্ভূয়ো বিজানন্ স্বপ্নদর্শনম্ ॥ ২৬
 স তথৈব যথা পূর্বে যো ধরামটেতে পুরা ।
 পুণ্যতীর্থজলোপেতাঃ বিবিধান্নাশ্রমাণি চ ॥ ২৭
 ক্রতুভির্ধর্মমানাংশ্চ সমাপ্তবরদক্ষিণান্ ।
 অপস্তদেবকুক্ষিস্থান যাজ্ঞকাঙ্কতশো বিজান্ ॥
 সদ্ব্রুতমাস্থিতাঃ সর্বৈ বর্ণা ব্রাহ্মণ-পূর্ব্বকাঃ ।
 চত্বারশ্চাশ্রমাঃ সম্যগ্‌যথোদিতা ময়া তব ॥ ২৮
 এবং বর্ষশতং সাগ্রং মার্কণ্ডেয়শ্চ ধীমতঃ ।
 চরতঃ পৃথিবীং সর্বাঃ ন কুক্ষ্যন্তঃ সমীক্ষিতঃ ॥
 ততঃ কদাচিদপ্য বৈ পুনর্ব্রজাধিনিঃসৃতঃ ।
 গুপ্তং তুগ্ৰোধশাখায়াং বালমেকং নিরৈকত ॥
 তথৈবৈকাগ্ণবজ্রলে নীহারেণাবৃতাহরে ।
 অব্যাগ্রঃ ক্রৌড়তে লোকে সস ভূতাববর্জিতে ॥

হইলেন, অমনি পুনরায় সেই পুরুষের কুক্ষি-
 মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলেন। তখন তিনি
 কুক্ষিমধ্যে থাকিয়াও কিছুই বুঝিতে না
 পারিয়া পুনরায় বিস্মিত ভাবে স্বপ্নদর্শন-
 বৎ বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি
 পূর্ব্বের স্মার্য সেই কুক্ষিমধ্যে থাকিয়া পুণ্য
 তীর্থ ও আশ্রমাদিপরিত্যক্তা পৃথিবী পর্য্যটন
 আরম্ভ করিলেন। দেখিলেন,—শত শত
 যাজক, বিপুলদক্ষিণাবিত বিবিধ ক্রতু সম্পা-
 দন করিতেছেন। আমি পূর্ব্ব যেরূপ
 যেরূপ বলিয়াছি, মার্কণ্ডেয় দেখিলেন,—সেই
 কুক্ষিমধ্যে পুনরায় তদনুরূপ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-
 চতুষ্টয় সদাচারপরায়ণ, এবং আশ্রম-
 চতুষ্টয় অব্যাহতরূপে বর্ত্তমান। এই ভাবে
 ধীমান্ মার্কণ্ডেয়ের সেই কুক্ষিমধ্যে সম্পূর্ণ
 শত বর্ষ অতীত হইল। কিন্তু তিনি এত
 কাল বিচরণ করিয়াও সেই নারায়ণকুক্ষির
 অন্ত দেখিতে পাইলেন না। তার পর
 আবার কিয়ৎকাল অতীত হইলে তিনি
 পুনরায় নারায়ণবদন হইতে বহির্গত হইয়া
 এক বিপুল বটবৃক্ষশাখায় শয়ান বালক-
 মূর্ত্তি দর্শন করিলেন ॥ ২২—৩১ ॥ দেখিলেন,—
 গগনমণ্ডল নীহার দ্বারা সমাচ্ছন্ন ও তলভাগ

স মুনিবিস্ময়াবিষ্টঃ কোতুহলসমম্বিতঃ ।
 বালমাদিত্যসঙ্কাশং নাশক্লোদভিবৌক্ষিতুম্ ॥ ৩৩
 স চিস্তয়ন্তুতৈধকাস্তে স্থিত্বা সলিলসন্নিধৌ ।
 পূর্ব্বদৃষ্টমিদং মন্ত্রে শক্তিতো দেবমায়য়া ॥ ৩৪
 অগাধসলিলে তস্মিন্ মার্কণ্ডেয়ঃ সুবিস্ময়ঃ ।
 প্রবন্তুখাতিমগমস্তয়াং সজ্জন্তলোচনঃ ॥ ৩৫
 স তস্মৈ ভগবানাহ স্বাগতং বালযোগবান্ ।
 বভাষে মেঘতুলোন স্বরেণ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩৬
 মা ভৈবৎস ন তেহব্যমিহৈবায়াহি মেহস্তিকম্ ।
 মার্কণ্ডেয়ো মুনিজ্ঞাহ বালং তং শ্রমপীড়িতঃ ॥ ৩৭
 মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
 কো মাঃ নান্না কৌর্ভয়তি তপঃ পরিভবন্ মম ।
 দিব্যং বর্ষসহস্রাখ্যং ধর্ম্মযাত্রব মে বৎস ॥ ৩৮
 ন হ্যেষ বঃ সমাচারো দেবেষ্যপি মমোচিতঃ ।

জলময় একসাগরাকারে পরিণত। জগতের
 কৃত্রাপি কোন প্রাণীই নাই; এমত অবস্থায়
 সেই বালক অব্যাগ্রভাবে ক্রৌড়া করিতেছে।
 ইহা দেখিয়া সেই মুনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া
 কোতুহল বশতঃ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করি-
 বার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সেই আদিত্যসঙ্কাশ
 বালককে বৌক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না।
 তখন তিনি জলমধ্যে স্থিরভাবে ভাসিতে
 ভাসিতে ভাবিতে লাগিলেন যে, বোধ হয়
 দেবমায়াবশেই আমি এই সমস্ত ভ্রম দর্শন
 করিতেছি। পূর্ব্বও ইহাই দেখিয়াছিলাম।
 মার্কণ্ডেয় সেই অগাধ জলরাশিতে ভাসিতে
 ভাসিতে এইরূপ ভাবনায় ক্রমে বিস্মিত,
 শঙ্কিত, আর্ত ও ভয়চকিত-নেত্র হইলেন।
 তখন সেই বালকবেশধর ভগবান্ পুরুষোত্তম
 মেঘসম গম্ভীরস্বরে সেই মুনিকে স্বাগত
 প্রহ্নপূর্ব্বক কহিলেন,—বৎস! ভয় নাই,
 এখানে আমার কাছে আইস। শ্রমপীড়িত
 মার্কণ্ডেয় মুনি সেই বালককে কহিলেন,—কে
 আমার তপস্তার অবমাননা করিয়া মদীয়
 নামোচ্চারণ করিয়া ডাকিতেছে? ইহাতে
 আমার দিব্য সহস্র বর্ষব্যাপী বয়সের অব-
 মান ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তোমরা

মাং ব্রহ্মাপি হি দেবেশো দীর্ঘায়ুরিতি ভাষতে
কন্তপে। ঘোরমাসাদ্য মামদ্য ত্যক্তজীবিতঃ ।
মার্কণ্ডেয়েতি মাংসুকা মৃত্যুমৌক্তিমহতি ॥ ৪০
এবমাত্যত তং ক্রোধান্নার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ।
তথৈব ভগবান্ হৃয়ো বভাসে মধুসূদনঃ ॥ ৪১

শ্রীভগবান্নবাচ ।

অহং তে জনকো বৎস হৃষীকেশঃ পিতা গুরুঃ
আয়ুঃপ্রদাতা পৌরানঃ কিং মাং ত্বং নোপসর্পি-
মাং পুত্রকামঃ প্রথমং পিতা তেহঙ্গিরসো মুনিঃ
পূর্বমারাধয়ামাস তপস্তীব্রং সমাশ্রিতঃ ॥ ৪৩
ততস্ত্বাং ঘোরতপসা প্রাবৃণোদমিতৌজসম্ ।
উক্তবানহমাশ্রুত্বং মহর্ষিমমিতৌজসম্ ॥ ৪৪
কঃ সমুৎসহতে চাত্তো যো ন ভূতাত্মকাত্মজঃ ।
জঙ্ঘমেকার্ণবগতং ক্রীড়ন্তং যোগবর্ধনাম্ ॥ ৪৫

দেবতা হইলেও আমার প্রতি তোমাদিগের
এমন ব্যবহার উচিত নহে। দেবেশ ব্রহ্মাও
আমাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া সম্ভাষণ করেন।
অদ্য কাহার এমন ঘোর তপোবল হইয়াছে
কিহা জীবনত্যাগে অভিলাষ জন্মিয়াছে
যে, আমাকে ‘মার্কণ্ডেয়’ বলিয়া উল্লেখ
করিয়া মৃত্যুকে দেখিতে চায়? ৩২—৪০। মহা-
মুনি মার্কণ্ডেয় ক্রোধবশে সেই বালকরূপী
ভগবান্কে এইরূপ কহিলে ভগবান্ মধু-
সূদন পুনরায় বলিলেন,—বৎস! আমি
তোমার জন্মদাতা, পিতা, গুরু, আয়ুঃপ্রদাতা,
হৃষীকেশ পুরাণপুরুষ। আমার নিকট
আসিতেছ না কেন? তোমার পিতা
আঙ্গিরস মুনি পূর্বে পুত্রকামনায় তীব্র তপস্তা
দ্বারা আমার আরাধনা করেন। তাহাতে
আমি বরদানোত্তম হইলে ঘোর তপঃফলে
তিনি এক অমিততেজা পুত্র প্রার্থনা করিলে
আমি আমার আশ্রয় সেই অমিততেজা
ঋষিকে সেইরূপই বর দিয়াছিলাম। তাহা-
তেই তোমার উৎপত্তি। আমি ভূতাত্মক।
আমার অংশ ব্যতীত অপর কোন নর
যোগপ্রভাবে একার্ণবে আমার ক্রীড়াপন্ন

ততঃ প্রহৃষ্টবদনো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ।
মূর্দ্ধি বদ্ধাঙ্গলিপুটো মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ ॥ ৪৬
নাম-গোত্রো ততঃ প্রোচ্য দীর্ঘায়ুলোকপুজিতঃ
তত্শৈব ভগবতে ভক্ত্যা নমস্কারমধাকরোৎ ॥ ৪৭
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ইচ্ছয়ং তত্ত্বতো মায়ামিমাং জাতুং তবানঘ ।
যদেকার্ণবমধ্যস্থঃ শেষে ত্বং বালকরূপবান্ ॥ ৪৮
কিংসংজ্ঞশ্চৈব ভগবন্ লোকে বিজ্ঞায়সে প্রভো!
তর্কয়ে ত্বাং মহাত্মানং কো হন্তঃ স্বাত্মমহতি ॥ ৪৯

শ্রীভগবান্নবাচ ।

অহং নারায়ণো ব্রহ্মন্ সর্বভূঃ সর্বনাশনঃ ।
অহং সহস্রশীর্ষাট্যৈর্যঃ পটৈরভিসংজ্ঞিতঃ ॥ ৫০
আদিত্যবর্ণঃ পুরুষো মথৈ ব্রহ্মময়ো মথঃ ।
অহমগ্নির্হব্যবাহো যাদসাং পতিরব্যয়ঃ ॥ ৫১
অহমিত্রপদে শক্রো বর্ষাণাং পরিবৎসরঃ ।
অহং যোগী যুগাখ্যশ্চ যুগান্তাবর্ত্ত এব চ ॥ ৫২
অহং সর্বাণি সত্ত্বানি দৈবতান্ত্রখিলানি তু ।

বালকমূর্ত্তি দেখিতে সমর্থ হয়? তৎপ্রবণে
মহাতপা, দীর্ঘায়ু, লোকপুজিত মার্কণ্ডেয়
মুনি, বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে মস্তকে ব্রহ্মলি-
বন্ধনপূর্বক ভক্তিসহকারে নিজ নাম গোত্র
উল্লেখ করিয়া সেই ভগবানের উদ্দেশে
নমস্কার করিলেন। পরে মার্কণ্ডেয় কহি-
লেন,—হে অনঘ! আপনার এই মায়া
যথাযথ জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি
একার্ণবমধ্যে বালকরূপে শয়ন করিয়া
থাকেন। হে প্রভো! ভগবন্! লোকে
আপনি কোন্ নামে বিদিত হইবেন? আপ-
নাকে মহান্ আত্মা বলিয়াই বোধ হয়।
নচেৎ এমত অবস্থায় আর কে থাকিতে
পারে? ৪১—৪৯। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—
ব্রহ্মন্! আমিই সর্বভূতের উদ্ভবহেতু ও সংহার
কর্ত্তা। সহস্রশীর্ষাদ বাক্যদ্বারা বেদে আমারই
উল্লেখ আছে। আমিই আদিত্যবর্ণ পুরুষ,
যজ্ঞে ব্রহ্মময় মথ, হব্যবাহ অগ্নি, এবং অব্যয়
যাদঃপতি। আমি ইত্রপদে শক্র; বর্ষমধ্যে
পরিবৎসর; আমি যোগী, যুগাখ্য এবং

ভুজ্ঞানামহং শেষস্তাক্ষ্যৈঃ । বৈ সৰ্বপক্ষিণাম্ ॥
 কৃতান্তঃ সৰ্বভূতানাং বিশেষাং কালসংজ্ঞিতঃ ।
 অহং ধৰ্ম্মস্তপশ্চাহং সৰ্বাশ্রমনিবাসিনাম্ ॥ ৫৪
 অহংকৈব সরিদিব্যা কীরোদশ্চ মহাৰ্ণবঃ ।
 যৎ তৎ সত্যঞ্চ পরমমহমেকং প্রজাপতিঃ ॥ ৫৫
 অহং সাংখ্যমহং যোগোহপ্যহং তৎ পরমং পদম্
 অহমিজ্য ক্রিয়া চাহমহং বিদ্যাধিপঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৬
 অহং জ্যোতিরহং বায়ুরহং ভূমিরহং নভঃ ।
 অহমাপঃ সমুদ্রাশ্চ নক্ষত্রাণি দিশো দশ ॥ ৫৭
 অহং বর্ষমহং সোমঃ পৰ্জ্জন্তোহহমহং রবিঃ ।
 কীরোদসাগরে চাহং সমুদ্রে বড়বামুখঃ ॥ ৫৮
 বহ্নিঃ সংবর্তকো ভূত্বা পিবন্তোয়ময়ং হবিঃ ।
 অহং পুরাণঃ পরমং তথৈবাতং পরায়ণম্ ॥ ৫৯
 অহং ভূতস্ত ভব্যস্ত বর্তমানস্ত সম্ভবঃ ।
 যৎকিঞ্চিৎ পশ্যসে বিপ্র যচ্ছৃণোষি চ কিঞ্চন ॥
 যজ্ঞোকে চাহুভবসি তৎ সৰ্বং মামনুস্মর ।
 বিপ্রঃ সৃষ্টং ময়া পূৰ্বং সৃজ্যকাৰ্য্যাপি পশু মাম্

বুগান্তাবর্ত । আমিই সৰ্ব প্রাণী এবং আমিই
 অখিল দেবতা । আমি ভুজ্ঞমধ্যে শেষ,
 পক্ষিমধ্যে গরুড়, সৰ্বভূতের কৃতান্ত,
 জগতের কাল, এবং আমিই সৰ্ব আশ্রম-
 বাসীদিগের ধৰ্ম্ম ও তপস্যা । আমি দিব্য
 সরিৎ ও কীরোদ মহাৰ্ণব । যাহা পরম
 সত্য, আমিই সেই প্রজাপতি । আমি
 সাংখ্য, আমি যোগ, আমিই সেই
 পরম পদ । আমি ইজা, আমি ক্রিয়া,
 আমিই বিজ্ঞাধিপ । আমি জ্যোতিঃ, আমি
 বায়ু, আমি ভূমি, আমি আকাশ, আমি জল
 এবং আমিই সমুদ্র সকল । আমি নক্ষত্র, দিক্,
 বৃষ্টি, সোম, মেঘ, রবি ও কীরোদসাগরশাখা
 এবং আমিই লবণসাগরস্থ বাড়বানল ।
 আমিই সম্ভবক বহ্নিজ্বলে তোয়ময় হবিঃ পান
 করিয়া থাকি । আমি পরম পুরাণ এবং
 পরায়ণ । ভূত, ভব্য ও বর্তমান—সকলই
 আমা হইতে উদ্ভূত হয় । বিপ্র ! তুমি লোকে,
 যাহা কিছু শুনিতে পাও, দেখিতে পাও বা
 অনুভব করিয়া থাক তৎসমস্ত আমিই ।

যুগে যুগে চ অক্ষ্যামি মার্কণ্ডেয়াখিলং জগৎ ।
 তদেতদখিলং সৰ্বং মার্কণ্ডেয়াবধারয় ॥ ৬২
 শুক্লবর্মম ধর্ম্মাশ্চ কৃষ্ণো চর স্মৃৎ মম ।
 মম ব্রহ্মা শরীরস্থো দেবৈশ্চ ঋষিভিঃ সহ ॥ ৬৩
 ব্যক্তমব্যক্তযোগং মামবগচ্ছাস্মরষিষম্ ।
 অহমেকাক্ষরো মন্ত্রন্যাক্ষরশ্চৈব তারকঃ ।
 পরস্রিবর্গাদোক্তারস্রিবর্গার্থনিদর্শনঃ ॥ ৬৪
 এবমাদিপুরণেশো বদন্তেব মহামতিঃ ।
 বক্তৃমাহুতবানান্ত মার্কণ্ডেয়ং মহামুনিম্ ॥ ৬৫
 ততো ভগবতঃ কৃষ্ণিং প্রবিষ্টো মুনিসত্তমঃ ।
 স তস্মিন স্মৃথমেকান্তে শুক্লবর্মং সমব্যয়ম্ ॥ ৬৬
 যোহহমেব বিবিধতন্ত্রং পরিশ্রিতো
 মহাৰ্ণবে ব্যাপগতচন্দ্র-ভাক্ষরে ।
 শনৈশ্চরন্ প্রভুরপি হংসসংজ্ঞিতো-
 হস্যজং জগদ্বিরহিতকালপর্যায় ॥ ৬৭
 ইতি শ্রীমাৎশ্রো মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভবপ্রা-
 ভাবে সপ্তষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৭ ॥

আমি পূর্বে বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছিলাম এক্ষণেও
 সৃষ্টি করিতেছি, আবাব পরেও সৃষ্টি করিব ।
 হে মার্কণ্ডেয় ! আমি যুগে যুগেই এইরূপ
 অখিল জগতের সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়া
 থাকি । মার্কণ্ডেয় ! তুমি এই সকল কথা
 স্থিররূপে মনে রাখিও । আর ধৰ্ম্ম শ্রবণার্থ
 আমার কৃষ্ণিমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্মৃথে
 বিচরণ কর । ব্রহ্মা,—দেবতা ও ঋষিগণসহ
 আমারই শরীরে অবস্থিত । আমাকে অব্যক্ত
 যোগ অথচ ব্যক্ত ও অস্মরদেবী বলিয়া
 অবগত হও । আমি একাক্ষর অথচ ত্র্যক্ষর,
 ধর্ম্মার্থ কামসাধক অথচ মুক্তিদায়ক তারক
 ওক্তার আমিই । সেই মহাজ্ঞানময় পুরাণ পুরুষ
 এই কথা বলিতে বলিতেই সহসা মহামুনি
 মার্কণ্ডেয়কে মুগ্ধদ্বারা গ্রাস করিলেন । মুনি-
 সত্তম মার্কণ্ডেয় ভগবানের কৃষ্ণিমধ্যে
 তরোপদেশ শ্রবণ মানসে একান্তে অবস্থান-
 পূর্বক এইরূপ ‘হংস’ ধ্বনি শুনিতে পাইলেন
 যে, হংসসংজ্ঞক আমিই মহাৰ্ণবে চন্দ্র-ভাক্ষর
 বিরহিত কালে সমর্থ হইয়াও শনৈঃ শনৈঃ

অষ্টমট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

আপবঃ স বিভূর্ভূত্বা চারয়ামাস বৈ তপঃ ।
ছাদয়িষ্যাম্বে দেহং যাদসাং কুলসম্ভবম্ ॥ ১
ততো মহাশ্রাতিবলো মতিং লোকস্ত সর্জনে ।
মহতাং পঞ্চভূতানাং বিশ্বে বিশ্বমচিন্তয়ৎ ॥ ২
তস্ত চিন্তয়মানস্ত নিরীক্যতে সংস্থিতেহর্ণবে ।
নিরীক্যশে তোয়ময়ে স্তম্বে জগতি গহ্বরে ॥ ৩
ঐষৎ সত্ত্বকোভয়ামাস মোহর্ণবং সলিলাশ্রয়ঃ ।
অনন্তরোন্মিতিঃ স্তম্ভমব ছিদ্ৰমভূৎ পুরা ॥ ৪
শব্দং প্রতি তদোভূতো মারুতশ্ছিদ্ৰসম্ভবঃ ।
স লঙ্কান্তরমক্ষোভ্যো ব্যবর্দ্ধত সমীরণঃ ॥ ৪
বিবর্দ্ধতা বলবতা বেগাধিক্ষোভিতোহর্ণবঃ
তস্তারবস্তা ক্ষুদ্রস্ত তাম্রমুদ্রসি মস্থিতে ।
কৃৎবর্জ্য সমভবৎ প্রভুর্বেশানরো মহান ॥ ৬

বিচরণ করিয়া পুনরায় বিবিধ শরীর পরি-
গ্রহপূর্বক জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকি । ৫০—৬৭ ।

সপ্তমট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৭ ।

অষ্টমট্যধিকশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত কহিলেন,—সেই জলবাসী মহা-
পুরুষ জলমধ্যেই তপস্বী করিতে লাগিলেন ।
তখন হইতেই জলজন্তুগণের বংশানুবন্ধ ঘটে ।
পরে সেই অতিবল মহাত্মা লোকসৃষ্টি কামনা
করিয়া পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টি বিশ্বের চিন্তা
করিতে থাকিলেন । তখন সহসা সেই
নিরীক্য নিরীক্য অর্ণবমধ্যে স্তম্ভ জগতের
গহ্বরোদ্ভব হইল । ভগবান্ সেই অর্ণবকে
তখন ঐষৎ ক্ষোভিত করেন, তাহাতে উন্মি
জন্মিলে স্তম্ভ ছিদ্ৰ প্রকাশ পাইল । সেই
ছিদ্রাকাশ অভিহত হইলে শব্দ ও বায়ু
জন্মিল । তখন অক্ষোভ্য বায়ু অবকাশ
পাইয়া বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে ; এ নিমিত্ত
সমুদ্রও তরঙ্গায়িত হয় । ক্ষুদ্র সমুদ্রের জল-
রাশি মণ্ডিতপ্রায় হইলে তাহা হইতে মহান

ততঃ স শোষয়ামাস পাবকঃ সলিলং বহু ।
ক্ষয়াজ্জলনিধেচ্ছিদ্ৰমভবদ্বিস্তুতং নভঃ ॥ ৭
আশ্রতেজোদ্ভবাঃ পুণ্য্য আপোহমৃতরসোপমাঃ
আকাশঃ ছিদ্ৰসম্ভূতঃ বায়ুরাকাশসম্ভবঃ ॥ ৮
আভ্যাং সজ্জর্গণোভূতং পাবকং বায়ুসম্ভবম্ ।
দৃষ্ট্বা প্রীতো মহাদেবো মহাভূতবিশ্রাবনঃ ॥ ৯
দৃষ্ট্বা ভূতানি ভগবান্লোকসৃষ্ট্যর্থমুত্তমম্
ব্রহ্মণো জন্মসহিতং বলরূপো ব্যাচিন্তয়ৎ ॥ ১০
চতুর্যুগাভিসংখ্যাতে সহস্রযুগপর্য্যয়ে
বহুজন্মবিশুদ্ধাশ্র-ব্রহ্মণেহ নিকচ্যতে ॥ ১১
যৎ পৃথিব্যাং দ্বিজেন্দ্রাণাং তপসা ভাবিতাশ্চনাম্
জ্ঞানং দৃষ্ট্বা বিগ্ধার্থে যোগিনাং যাতি মুখ্যতাম্
সং যোগবস্তং বিজ্ঞায় সম্পূর্ণৈর্পর্য্যামুত্তমম্ ।
পদে ব্রহ্মণি বিশেষঃ স্তম্বোজ্জয়ত যোগবিৎ ॥ ১৩
ততস্তস্মিন মহাতোয়ে মহীশো হরিরচ্যুতঃ ।
স্বয়ং ক্রীড়ঃচ বিধিবন্যোদতে সর্বলোককৃৎ ॥ ১৪
পদ্মং নান্দ্র্যাদ্ভবকৈকং সমুৎপাদিতবাংস্তদা ।
সহস্রপর্ণং বিরজং ভাস্করাভং হিরণ্যম্ ॥ ১৫

বৈশ্বানর বহি সমুৎপন্ন হয় । সেই বহি
বহু জল শোষণ করিয়া ফেলিলে সেই
একাংশের জলক্ষয় নিবন্ধন পুরোক্ত ছিদ্ৰ
বিস্তৃত হইয়া বিপুল গগনাকার ধারণ
করিল । সেই বিস্তৃত আশ্রতেজঃসম্ভূত
জল সকল অমৃত-রসোপম হইল । আকাশ
ছিদ্ৰ হইতে সম্ভূত, এবং আকাশ হইতে
বায়ু সমুৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া মহাভূত
ভাবনাকারী ভগবান্ লোকসৃষ্টি নিমিত্ত
ব্রহ্মার জন্ম এবং অপর নানাকার চিন্তা
করিতে লাগিলেন । ১—১০ । পৃথিবীতে
বিশুদ্ধাত্মা তপঃপ্রভাববান্ যোগী দ্বিজেন্দ্র-
গণের যে মুখ্য জ্ঞান দৃষ্ট হয়, তাদৃশ জ্ঞানবান্
যোগবলশালী, সর্বৈর্পর্য্য-সমধিত এবং বহু
জন্ম দ্বারা বিশুদ্ধ আশ্রয় কোন জীবকে
সেই চতুর্যুগাব্দক এক এক যুগের সহস্র
যুগান্তে বিশ্ব নির্মাণার্থ ব্রহ্মপদে নিয়োগ
করেন । সেই মহাতীর্থ মহার্ণবে মহীশ
সর্বলোক-কর্তা অচ্যুত হার স্বয়ংই বিহার

হুতাশনজলিতশিখোজ্জ্বলংপ্রভ-
মুপস্থিতং শরদমলার্কতেজসম্ ।
বিরাজতে কমলমুদারবর্চসঃ
মহান্ননস্তরুহচাকদর্শনম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমাৎস্ত মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভবপ্রা-
ভাবে পদ্মোদ্ভবো নামাষ্টষষ্ঠ্যধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৮ ॥

একোনসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

অথ যোগবতাং শ্রেষ্ঠমহজ্জুরিতেজসম্ ।
স্রষ্টারঃ সর্বলোকানাং ব্রহ্মাণং সর্বতোমুখম্ ॥ ১
যস্মিন্ হিরণ্যয়ে পদ্মে বহুযোজনবিস্তৃতে ।
সর্বতেজোগুণময়ং পার্শ্বিরৈলক্ষণৈর্নৃতম্ ॥ ২
তচ্চ পদ্মং পুরাণজাঃ পৃথিবীরূপমুত্তমম্ ।
নারায়ণসমুদ্ভূতং প্রবদন্তি মহর্ষয়ঃ ॥ ৩

যারা কিয়ৎকাল আনন্দানুভব করিয়া
নাভিদেবে একটা হিমল ভাস্করাত হিরণ্যয়
সহস্রপত্রযুক্ত পদ্ম উদ্ভাবন করেন। সেই
মহান্নর রোমসম দর্শনীয় সেই পদ্ম, হুতা-
শনের জাজ্বল্যমান শিখার সমান, এবং
অমল শারদীয় সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল। সেই
উদারকান্তি অরবিন্দ প্রাভূত হইয়া শোভা
পাইতে লাগিল। ১১—১৬।

অষ্টষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৮ ॥

উনসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত কাহলেন,—অতঃপর পরমেশ্বর
সেই বহুযোজন-বিস্তৃত পার্শ্ববিলক্ষণাবৃত,
সর্বতেজোগুণময় হিরণ্যয় পদ্মমধ্যে সর্বতো-
মুখ, সর্বলোকস্রষ্টা, ভূরিতেজা, যোগিশ্রেষ্ঠ
ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন। পুরাণজ জনগণ
সেই নারায়ণ-সমুদ্ভূত উত্তম পদ্মকে পৃথিবী

যা পদ্মা সা রসা দেবী পৃথিবী পরিচক্ষ্যতে ।
যে পদ্মসারগুরুবস্তান্ দিব্যান্ পর্বতান্ বিদুঃ ॥
হিমবস্তঞ্চ মেরুঞ্চ নীল নিষধমেব চ ।
কৈলাসং মুগ্ধবস্তঞ্চ তথাত্মং গন্ধমাদনম্ ॥ ৫
পুণ্যং ত্রিশিখরকৈব কাশ্যং মন্দরমেব চ ।
উদয়ং পিঞ্জরকৈব বিদ্যাবস্তঞ্চ পর্বতম্ ॥ ৬
এতে দেবগণানাঞ্চ সিদ্ধানাঞ্চ মহান্ননাম্ ।
আশ্রয়াঃ পুণ্যশীলানাং সর্বকামকলপ্রদাঃ ॥ ৭
এতেষামন্তরে দেশো জম্বুদ্বীপ ইতি স্মৃতঃ ।
জম্বুদ্বীপস্ত সংস্থানং যজিয়া যত্র বৈ ক্রিয়া ॥ ৮
এভ্যো যৎ স্রবতে ত্যোং দিব্যামৃতরসোপমম্
দিব্যাস্তীর্ণশতাধারাঃ সুরম্যাঃ সরিতঃ স্মৃতাঃ
স্মৃতানি যানি পদ্মস্ত কেসরাণি সমস্ততঃ ।
অসংখ্যেয়াঃ পৃথিব্যাস্তে বিধে বৈ ধাতুপর্বতাঃ
যানি পদ্মস্ত পর্ণানি ভূরীণি তু নরাধিপ ।
তে হুর্গমাঃ শৈলচিত্তাঃ স্নেহদেশা বিকল্পিতাঃ ॥
যান্ত্রধোভাগপর্ণানি তে নিবাসান্ত ভাগশঃ ।

বলিয়া বর্ণন করেন। যিনি পদ্মা, তিনিই
রসা ও পৃথিবী দেবী। পদ্মসারভূত গুরুত্ব
যাহাদিগের আছে, তাহাদিগকেই দিব্য
পর্বত বলা যায়। হিমবান্, মেরু, নীল,
নিষধ, কৈলাস, মুগ্ধবান্, গন্ধমাদন, পুণ্য-
শিখর, মনোরম মন্দর, উদয়, পিঞ্জর ও বিদ্য
এই সকল পর্বত দেবগণের ও পুণ্যশীল
সিদ্ধ মুনিজনের আশ্রয় এবং সর্বকামকল-
প্রদ। এই সকল পর্বতের অন্তরে যে দেশ
আছে, তাহা জম্বুদ্বীপ নামে খ্যাত। জম্বু-
দ্বীপের সংস্থান পূর্বে বলিয়াছি। এই জম্বু-
দ্বীপেই যজিয় ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠিত হইয়া
থাকে। এই সকল পর্বত হইতে যে সমস্ত
দিব্য অমৃতোপম জলধারা ক্রিয়িত হয়, তৎ-
সমস্তই দিব্য দিব্য শত শত তীর্থের আধার
সুরম্য সরিৎ বলিয়া জ্ঞাতব্য। সেই পদ্মের
কেশরসমূহই চতুর্দিকে অবস্থিত ধাতুপর্বত
সমস্ত। হে নরাধিপ! সেই পদ্মের পত্র-
সমুদয়ই শৈলমালাসকুল স্নেহদেশসকল।
৫—১১। হে রাজন! সেই পদ্মের অধো-

দৈত্যানামুরগাণাঞ্চ পতঙ্গানাঞ্চ পার্থিব ॥১২

তেষাং মহার্ণবো যত্র তদ্রসেন্যভিসংজ্ঞিতম্ ।

মহাপাতককৰ্ম্মাণো মজ্জন্তে যত্র মানবাঃ ॥১৩

পদ্মশান্তরতো যত্রদেবার্ণবগতা মহী ।

প্রোক্তাথ দিক্ষু সর্ষাসু চহ্মারঃ সলিলাকরাঃ ॥

এবং নারায়ণস্তার্থে মহী পুঙ্করসম্ভবা ।

প্রাহুর্ভাবোহপায়ং তস্মান্নায় পুঙ্করসংজ্ঞিতঃ ॥১৫

এতস্মাৎ কারণাৎ তজ্জৈঃ পুরাণৈঃ পরমধিভিঃ

যাজ্ঞিকৈর্বেদদৃষ্টাষ্টম্বর্ষজৈ পদ্মবিধিঃ স্মৃতঃ ॥১৬

এবং ভগবতা তেন বিশেষাৎ ধারণাবিধিঃ ।

পর্কতানাং নদীনাঞ্চ হ্রদানাঞ্চৈব নির্মিতঃ ॥১৭

বিভূস্তথৈবাপ্রতিমপ্রভাঃ

প্রভাকরাভো বরুণাসিতহ্র্যতিঃ ।

শনৈঃ স্বয়ম্ভুঃ শয়নং স্বজং তদা

জগন্ময়ং পদ্মবিধিঃ মহার্ণবে ॥ ১৮

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভবপ্রাহুর্ভাবে

একোনসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৮

ভাগস্থ পত্র সমুদয় বিভাগানুসারে দৈত্য,

উরগ ও পতঙ্গাদির বাসস্থান । উক্ত

দৈত্যাতির বাসস্থানের সন্নিহিত সাগর রস

নামে অভিহিত হয় । মহাপাতকীরা তাহাতে

মজ্জন করিয়া থাকে । সেই পদ্মাকার মহী-

মণ্ডলের চতুর্দিকে চারিটি সাগর বর্তমান ।

নারায়ণের চিন্তামাত্র এই প্রকার পুঙ্করাকার

মহী প্রাহুর্ভূতা হয় ; এ নিমিত্ত এই প্রাহু-

র্ভাবকে পুঙ্কর নামে অভিহিত করা হইয়া

থাকে । এই জন্তই বেদতত্ত্বজ্ঞ যাজ্ঞিক

পুরাণ পরমধিগণ যজ্ঞকার্য্যে পদ্ম অঙ্কিত

করিয়া থাকেন । সেই ভগবান্ এই ভাবে

পর্কত, নদী ও হ্রদাদিসম্বিত জগতের

ধারণাবিধি ব্যবস্থা করিলেন । সেই অপ্রতিম-

প্রভাব প্রভাকরাভ তেজস্বী তমালসম অসিত-

হ্র্যতি বিভূ স্বয়ম্ভু পদ্ম বিধানান্তে সেই মহার্ণব-

মধ্যে পুনঃ শয়ন করেন ॥১২—১৮ ॥

উনসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৬৯॥

সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

বিস্তপসি সমুত্তো মধূর্নাম মহানুরঃ ।

ভেতনৈব চ সহোদুত্তো রজসা কৈটভস্ততঃ ॥ ১

তো রজস্তমসৌ বিস্বসমুত্তো তামসৌ গণৌ ।

একার্ণবে জগৎ সর্ষং ক্ষোভয়ন্তৌ মহাবলৌ ॥২

দিব্যরক্তাঙ্করধরৌ শ্বেতদীপ্তাগ্রদংষ্ট্রিণৌ ।

কিরীট-কুণ্ডলোদগ্ৰৌ কেয়ুর-বলয়োচ্ছলৌ ॥ ৩

মহাবিক্রমতাত্ত্বাকৌ পীনোরক্ষৌ মহাভুজৌ ।

মহাগিরৈঃ সংহননৌ জঙ্গমাবিব পর্কতৌ ॥ ৪

নবমেঘপ্রতীকাশাবাদিত্যসদৃশাননৌ ।

বিহ্বাদাভৌ গদাগ্রাভ্যাং করাত্যামতিভীষণৌ ॥

ভৌ পাদয়োস্ত বিস্তাসাহংকিপস্তাবিবার্ণবম্ ।

কম্পয়ন্তাবিব হরিং শয়নং মধুসূদনম্ ॥ ৬

ভৌ তত্র বিচরন্তৌ স্ম পুঙ্করে বিশ্বতোমুখম্ ।

যোগিনাং শ্রেষ্ঠমাসাদ্য দীপ্তং দদৃশুস্তদা ॥ ৭

নারায়ণসমাজাতং স্বজন্তমখিলাঃ প্রজাঃ ।

সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

মৎস্ত কহিলেন,—সেই স্বয়ম্ভু যোগনিজা-
বলধন করিলে তদীয় 'তপোবিশ্বস্বরূপ রজ-
স্তমোময় মধু ও কৈটভনামক অনুরঘয়
একদা সমুৎপন্ন হয় । তাহার দিব্য রক্তা-
ঙ্করধারী, শ্বেতদীপ্ত উন্নত দংষ্ট্রাসম্পন্ন,
কিরীট-কুণ্ডল-কেয়ুর-বলয়াদি নানালঙ্কারে
সমুজ্জল, তাম্রনেত্র, পীনবক্ষ, মহাভুজ, মহা-
গিরিসম-কায, নবমেঘ-সঙ্কশ এবং আদিত্য-
সম সমুজ্জলানন । জঙ্গম পর্কতদ্বয়-সম সেই
মহাবল দৈত্যদ্বয়, বিহ্বাদাভ গদাহস্তে অতি-
ভীষণাকারে সেই একাৰ্ণবে সমগ্র জগতের
ক্ষোভ উৎপাদনপূর্বক পাদবিস্তাসে যেন
অনুধিকে উৎক্লিষ্ট এবং শয়ন মধুসূদন
হরিকে কম্পিত করিয়া বিচরণ করিতে
করিতে সেই পুঙ্করমধ্যবর্তী বিশ্বতোমুখ,
যোগিশ্রেষ্ঠ, দীপ্তদেহ ব্রহ্মাকে অবলোকন
করিল । তাহার দেখিল,—ব্রহ্মা, তখন
নারায়ণের আদেশানুসারে মনঃসকল ছাড়

দৈবতানি চ বিশানি মানসানসুরানৃষীন্ ॥ ৮
 ততস্তাবুচুস্তত্র ব্রহ্মাণমসুরোত্তমো ।
 দীপ্তৌ মুমূর্ষু সংক্রুদ্ধৌ রোষব্যাকুলিতেকণৌ
 কথং পুঙ্গবমধ্যস্থঃ সিতোকীষচতুর্ভুজঃ ।
 আধায় নিয়মং মোহাদাস্তে ত্বং বিগতজ্বরঃ ॥ ১০
 এহাগচ্ছাবয়োর্যুদ্ধং দেহি ত্বং কমলোদ্ভব ।
 আবাত্যাং পরমীশাভ্যামশক্তস্তমিহার্ণবে ॥ ১১
 তত্র কণ্ঠোদ্ধবস্তভ্যাং কেন বাসি নিযোজিতঃ ।
 কঃ স্রষ্টা কচ্চ তে গোপ্তা কেন নাম্না বিধীয্যে
 ব্রহ্মোবাচ ।
 এক ইত্যাচ্যতে লোকৈরবিচিন্ত্যঃ সহস্রদৃষ্ ।
 তৎসংযোগেন ভবতোঃ কস্মৈ নামাবগচ্ছতাম্ ॥
 মধু-কৈটভাবুচুস্তঃ ।
 নাবয়োঃ পরমং লোকে কিঞ্চিদস্তি মহামতে ।
 আবাত্যাং ছাত্ততে বিশ্বং তমসা রজসাথ বৈ ॥
 রজস্তমোময়বাবামৃষীণামবিলজ্জিতৌ ।

দেব, অসুর ও ঋষি প্রভৃতি বিবিধ প্রজা সৃষ্টি
 করিতেছেন। তদর্শনে সেই মুমূর্ষু অসুরো-
 ত্তমঃ তখন সংক্রুদ্ধ, দীপ্ত ও রোষব্যাকুল-
 নয়নে ব্রহ্মাকে কহিল,—এই পুঙ্গবমধ্যে
 মোহবশে নিয়মাবলম্বনে অব্যাকুলভাবে
 অবস্থিত সিত উকীষধারী চতুর্ভুজ তুমি কে ?
 ওহে কমলোদ্ভব! আইস, আমাদিগকে
 যুদ্ধ দান কর। আমরা মহাশক্তিশালী;
 আমাদিগের সহিত যদি তুমি যুদ্ধ করিতে
 আপনাকে অসমর্থ মনে কর, তাহা হইলে
 তোমার কাহা হইতে উদ্ভব? কে তোমাকে
 এই কার্যে নিয়োগ করিয়াছে? তোমার
 স্রষ্টা কে? রক্ষকই বা কে? তোমার নামই
 বা কি? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দান
 কর। ১—১২। ব্রহ্মা কহিলেন—অবিচিন্ত্য
 সহস্রদৃষ্ ঈশ্বর এক বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ।
 তোমরা দেখিতেছি হুইজন; অতএব
 তোমাদিগের কর্ম ও নাম জানিতে চাই।
 মধুকৈটভ কহিল,—ওহে মহামতে! আমরা
 রজস্তমোময়রা এই বিশ্বকে আচ্ছাদন করিয়া
 থাকি। আমরা রজস্তমোময়। আমরা ঋষি-

ছাত্তমানৌ ধর্মশীলৌ হস্তয়ো সর্বদেহিনাম্ ॥ ১৬
 আবাত্যামুহতেলোকো হৃদরাত্যাং যুগে যুগে
 আবামর্থশ্চ কামশ্চ যজ্ঞঃ স্বর্গপরিগ্রহঃ ॥ ১৬
 সুখং যত্র যুদা যুক্তঃ যত্র স্ত্রীঃ কৌর্তিরেব চ ।
 যেমাং যৎ কাঙ্ক্ষতকৈব তত্তদাবাং বিচিন্তয় ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

যদ্বাদযোগবতো দৃষ্টা যোগঃ পূর্বঃ মযার্জিতঃ
 তং সমাধায় গুণবৎ সত্ত্বকাস্মি সমাশ্রিতঃ ॥ ১৮
 যঃ পরো যোগমতিমান্ যোগাধ্যঃ সর্বমেব চ ।
 রজসস্তমসশ্চৈব যঃ স্রষ্টা বিশ্বসত্ত্ববঃ ॥ ১৯
 ততো ভূতানি জায়ন্তে সান্নিহানৌত্তরাণি চ ।
 স এব হি যুবাং নাশে বশী দেবো হনিষ্যতি ॥
 স্বপ্নেব ততঃ স্ত্রীমান্ বহুযোজনবিস্তৃতম্ ।
 বাহুং নারায়ণো ব্রহ্ম কৃতবানাম্রমায়যা ॥ ২১
 কৃষ্যমাণৌ ততস্তস্মৈ বাহুনা বাহুশালিনঃ ।
 চেয়তুস্তৌ বিগলিতৌ শূকুনাবিব পীবরৌ ॥ ২২

গণেরও অবিলম্বে ও হস্তর এবং সর্ব
 দেহিগণের ধর্ম ও স্বভাব আমরাই
 আচ্ছাদন করিয়া থাকি। আমরা অতি
 হৃঃসহ; আমরাই যুগে যুগে এই সকল
 লোক বহন করি। অর্থ, কাম, যজ্ঞ, স্বর্গ,
 পরিগ্রহ এবং সুখ, আনন্দ, স্ত্রী, কৌর্তি ও
 অপরাপর যাহা কিছু বাঞ্ছিত পদার্থ, তৎ
 সমস্তই আমরা। তুমি ইহা অবগত হও।
 ব্রহ্মা কহিলেন,—আমি পূর্বে যত্র সহকারে
 যে, যোগ অর্জন করিয়াছি, এক্ষণে যোগদৃষ্টি
 দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া সেই যোগ
 পরিহারপূর্বক গুণবৎ সত্ত্ব আশ্রয় করি-
 য়াছি। যিনি পর, যোগমতিমান্, যোগপদ-
 বাচ্য, বিশ্বোৎপাদক ও বশী; নাশ হইতে
 সান্নিহাদি ভূতবৃন্দ উদ্ধৃত হয়; যিনি রজস্তমো-
 গুণেরও স্রষ্টা; সেই সর্বমুর্তি দেবই
 তোমাদিগকে বিনাশিত করিবেন। ১৩—২০।
 এ দিকে সেই স্ত্রীমান্ বলবান্ নারায়ণ, তখন
 শয়ান থাকিয়াই মায়া দ্বারা নিজ বাহু, বহু
 যোজন বিস্তার করিয়া সেই অসুরদ্বয়কে
 আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই

ততস্তাবাহতুর্গত্বা তদা দেবং সনাতনম্ ।

পদ্মনাতঃ হৃষীকেশঃ প্রণিপত্য হিতাবুভো ॥২৩॥

জানীবন্তাঃ বিশ্বযোনিঃ স্বামেকং পুরুষোত্তমম্ ।

অমাব্যং পাহি হেতুর্থমিদং নো বুদ্ধিকারণম্ ॥২৪॥

অমোঘদর্শনঃ সত্ত্বং যতন্তাঃ বিশ্ব শাস্তম্ ।

ততস্তামাগতাবাবামভিতঃ প্রসমীক্ষিতুম্ ॥ ২৫ ॥

তদিচ্ছামো বরং দেব ব্রহ্মোহুত্মরিন্দম ।

অমোঘদর্শনোহসি ব্রহ্ম নমস্তে সমিতিগুয় ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কিমর্থঃ হি ক্রতং ক্রথ বরং হসুরসন্তমো ।

দস্তায়ুকৌ পুনর্ভূয়ো রহো জীবিতুমিচ্ছথঃ ॥২৭॥

মধু-কৈটভাবৃচতুঃ

যস্মিন্ ন কশ্চিৎপুত্বান্ দেব তস্মিন্ প্রভো বধম্ ।

তমিচ্ছাবো বধৈকৈব ব্রহ্মো নোহস্তু মহাব্রত ॥

অসুরদ্বয় তখন স্কলকায়*পক্ষিগুণলের স্তায়
বিগলিত-কায়ে সেই সনাতন, হৃষীকেশ,
পদ্মনাত দেবের সমীপস্থ হইয়া প্রণিপাত-
পূর্বক কহিল,—আমরা জানি, আপনি বিশ্ব-
যোনি, একমাত্র পুরুষোত্তম । আপনি আমা-
দিগকে পালন করেন । আমরা যে এ কথা
বলিতেছি, তাহার একটি কারণ আছে ।
আপনি শাস্ত সত্ত্ব ; আপনার দর্শন
অমোঘ । আপনার দর্শনার্থ আমরাও উপ-
স্থিত হইয়াছি ; অতএব আমাদিগকে আপ-
নার বর দান করা কর্তব্য । হে যুদ্ধবিজ্ঞেতা
নারায়ণ ! আপনি অমোঘদর্শন ; আপনার
নিকট আমরা অল্পত বর প্রার্থনা করি ।
আপনাকে নমস্কার । শ্রীভগবান্ কহিলেন,—
হে অসুরসন্তমদ্বয় ! তোমরা কি বর চাও,
সত্ত্ব বর । তোমাদের জীবিত কাল
শেষ হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে আবার
কৌশলে জীবিত থাকিবার অভিলাষ
করিতেছ কেন ? মধু-কৈটভ কহিল,—
প্রভো ! যেখানে অপর কেহ মরণাপন্ন
হয় নাই, সেই স্থানে আমরা তোমা হইতে
বধ কাশনা করি । হে মহাব্রত দেব ! আমা-

শ্রীভগবানুবাচ ।

বাচঃ যুবাস্ত প্রবরো ভবিষ্যৎকালসম্ভবে ।

ভবিষ্যতো ন সন্দেহঃ সত্যমেতদব্রবামি বাম্

বরং প্রদায়াথ মহাসুরাত্যাঃ

সনাতনো বিশ্ববরঃ সুরোত্তমঃ ।

রজস্তমোবর্গভবায়নৌ যমৌ

মমস্থ তাবুকতলেন বৈ প্রভুঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে পদ্মোক্তবপ্রাহৃতাবে

সপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭০ ॥

একসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

স্থিত্বা চ তস্মিন্ কমলে ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যাং বরঃ ।

উর্দ্ধবাহুর্মহাতেজাস্তপো ঘোরং সমাশ্রিতঃ ॥ ১ ॥

প্রজলন্নিব তেজোভির্ভাভিঃ স্বাভিস্তমোহুদঃ ।

বভাসে সর্বধর্ম্মাস্তঃ সহস্রাঃ সুরিরাংস্তভিঃ ॥ ২ ॥

অথান্ত্রুপমাস্থায় শতুর্নারায়ণোহব্যয়ঃ ।

দিগকে এই বর দান করুন । ভগবান্
কহিলেন,—তোমরা আগামী কালে প্রবর
শক্তিমান হইবে । আমি তোমাদিগকে ইহা
সত্যই বলিলাম । এই বলিয়া সেই সনা-
তন, বিশ্বধর, সুরোত্তম প্রভু নারায়ণ তখন-
সেই রজস্তমোবর্গের উত্তবহেতু মহাসুর-
দ্বয়কে স্বীয় উর্দ্ধতলে স্থাপনপূর্বক মন্থন
করিতে লাগিলেন । ২১—৩০ ।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭০ ।

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত কহিলেন,—ব্রহ্মবিদগণের প্রধান,
মহাতেজা ব্রহ্মা, পূর্বোক্ত পদ্মमध्ये উর্দ্ধবাহু
হইয়া ঘোর তপস্তা আরম্ভ করিলেন ।
তিনি তখন সর্বধর্ম্মাশ্রয় সহস্রাং স্বর্ঘ্যের
স্তায় স্বীয় তেজে তমোরাশি দূরীকৃত
করিয়া যেন জলিতে লাগিলেন । অতঃ-

অজগাম মহাতেজা যোগাচার্যো মহাযশাঃ ॥
 সাংখ্যাচার্যো হি মতিমান্ কপিলো ব্রাহ্মণো বরঃ
 উভাবপি মহাত্মানৌ শুব্রস্তৌ ক্ষেত্রতৎপরৌ ॥৪
 তৌ প্রাপ্তবৃচ্ছতন্ত্র ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ।
 পরাবরবিশেষজ্ঞৌ পূজিতৌ চ মহর্ষিভিঃ ॥ ৫
 ব্রহ্মাশ্বদৃঢ়বন্ধশ্চ বিশালো জগদাস্থিতঃ ।
 গ্রামণীঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মা ত্রৈলোক্যপূজিতঃ ॥
 তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মাভ্যাহুতযোগবিৎ ।
 জ্ঞানীমান্ কৃতবীল্লোকান্ যথেষৎ ব্রহ্মণঃ শ্রুতিঃ
 পুত্রঞ্চ শস্তবে চৈকং সমুৎপাদিতবানৃষিঃ ।
 তন্তাগ্রে বাগ্‌যতন্তস্থৌ ব্রহ্মাণমজমবায়ম্ ॥ ৬
 সোৎপন্নমাত্রৌ ব্রহ্মাণমুক্তবান্ মানসঃ সুতঃ ।
 কিং কুর্মস্তুব সাহায্যং ব্রবীতু ভগবানৃষিঃ ॥ ৭
 ব্রহ্মোবাচ ।

য এষ কপিলো ব্রহ্ম নারায়ণময়স্তথা ।
 বদতে ভবতন্তবৎ তৎ কুরুষ মহামতে ॥ ১০

পর নিখিল মঙ্গলনিধান অবায় নারায়ণ,
 রূপান্তর ধারণ করিয়া মহাতেজা মহাযশা
 যোগাচার্য্যরূপে ব্রাহ্মণ-প্রধান মতিমান্
 সাংখ্যাচার্য্য কপিলের সহিত মিলিত
 হইয়া শুব্র পাঠ করিতে করিতে সেই স্থানে
 আগমন করিলেন। সেই পরস্পরবিশে-
 ষজ্ঞ মহর্ষি-পূজিত উভয় মহাত্মা তখন
 অমিতৌজা ব্রহ্মাকে কহিলেন,—বিশাল
 জগৎ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত, ব্রহ্মাশ্বজন-
 রূপ দৃঢ় বন্ধন-সম্বদ্ধিত, ত্রৈলোক্য-পূজিত
 ব্রহ্মাই সর্বভূতের নিষ্কাশকর্তা। তাঁহাদিগের
 এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা তখন স্বীয় যোগশক্তি
 আহুত করিয়া ব্রহ্মশ্রুতি অনুসারে এই
 লোকত্রয় নিষ্কাশন করেন। তিনি পরে
 একটা মঙ্গলাচারসম্পন্ন পুত্র উৎপাদন
 করেন। ব্রহ্মার সেই মানস পুত্র তখন
 উৎপত্তিমাতেই অজ অবায় ব্রহ্মার অগ্র-
 ভাগে বাহুসংযমপূর্বক অবস্থিত হইয়া
 কহিলেন,—আপনার কোন্ সাহায্য করিব?
 হে ভগবন্! তাহা বলুন। ১—২। ব্রহ্মা
 কহিলেন,—হে মহামতে! এই যে ব্রহ্ম-

ব্রহ্মণস্তদধ্বন্ত তদা ভূয়ঃ সমুখিতঃ ।
 শুক্রধূরশ্চি যুবয়োঃ কিং কেরামি কৃতাজ্ঞাভিঃ ॥১১
 শ্রীভগবানুবাচ ।
 যৎ সত্যমক্ষরং ব্রহ্মরপ্তাদশবিধস্ত তৎ ।
 যৎ সত্যং যদৃতাং তৎ তু পরং পদমহুস্মর ॥ ১২
 এতদ্বচো নিশ্চয়ৈব যযৌ স দিশমুত্তরাম্ ।
 গত্বা চ তত্র ব্রহ্মহমগমজ্জ্ঞানতেজসা ॥১৩
 ততো ব্রহ্মা ভুবং নাম দ্বিতীয়মসৃজৎ প্রভুঃ ।
 সঙ্কল্পয়িত্বা মনসা তমেব চ মহামনাঃ ॥ ১৪
 ততঃ সোহথাব্রবীদ্বাক্যং কিং কেরামি পিতামহ
 পিতামহসমাজাতো ব্রহ্মাণঃ সমুপাস্থিতঃ ॥ ১৫
 ব্রহ্মাভ্যাসস্ত কৃতবান্ ভুবশ্চ পৃথিবীং গতঃ ।
 প্রাপ্তশ্চ পরমং স্থানং স তয়োঃ পার্শ্বমাগতঃ ॥১৬
 তস্মিন্নপি গতে পুত্রে তৃতীয়মসৃজৎ প্রভুঃ ।

হরূপ নারায়ণ ও কপিল মুনি রহিয়াছেন,
 ইহারা তোমাকে যে তত্ত্ব উপদেশ করেন,
 তুমি তাহাই পালন কর। তখন সেই পুত্র,
 সেই নারায়ণ ও কপিলের সন্নিহিত হইয়া
 কৃতাজ্ঞাকরে কহিলেন। আপনাদিগের
 কোন্ কাহ্য করিতে হইবে? আমাকে
 তাহা আদেশ করুন,—শ্রীভগবান্ বলি-
 লেন,—ব্রহ্মন্! যাহা সত্য অক্ষয় বলিয়া
 কথিত হয়, উহা অষ্টাদশবিধ! যাহা
 সত্য, তাহাই পরমপদ! তুমি তাহার
 অনুসরণ কর। এই কথা শুনিয়াই সেই
 ব্রহ্মনন্দন উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন!
 তিনি জ্ঞানতেজঃপ্রভাবে ক্রমে ব্রহ্মহ লাভ
 করিলেন। অনন্তর মহামনাঃ ব্রহ্মা মনে
 মনে সঙ্কল্প করিয়া ভুব নামে দ্বিতীয় পুত্র
 সৃষ্টি করিলেন। সেই পুত্র তখন পিতামহ
 ব্রহ্মাকে কহিলেন,—আমি কি করিব? পরে
 ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে সেই ভুব, পৃথি-
 বীতে যাইয়া সেই দুই সাংখ্যাযোগাচার্য্য-
 সমীপে বেদাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে
 কালান্তরে পরম স্থান লাভ করিলেন।
 এই পুত্রও এইভাবে গত হইলে পর বিহু
 ব্রহ্মা, তৃতীয় পুত্র সৃষ্টি করেন। এই পুত্র

সাংখ্যপ্রভৃতিকুশলং ভূভুবঃ নামতো বিভূম্ ॥১৭
গোপতিত্বং সমাসাদ্য তয়োরেবাগমকতিম্ ।
এবংপুত্রান্নমোহপ্যেতে উক্তাঃ শস্তোৰ্হাস্থনঃ
তান্ গৃহীত্বা সূতাস্তস্ত প্রযাতঃস্বার্জিতাংগতিম্
নারায়ণশ্চ ভগবান্ কপিলশ্চ যতীশ্বরঃ ॥১৮
যং কালংতো গতো মূকো ব্রহ্মা তংকালমেবহি
ততো ঘোরতমং ভুয়ঃ সংশ্রিতঃ পরমং ব্রতম্ ।
ন রেমেহথ ততো ব্রহ্মা প্রভুরেকস্তপশ্চরন্ ।
শরীরাত্ তাত ততো ভাৰ্য্যা সমুৎপাদিতবান্
শুভাম্ ॥২১

তপসা তেজসা চৈব বৰ্চসা নিয়মেন চ ।
সদৃশীমান্ননো দেবীঃ সমৰ্থাঃ লোকসর্জনে ॥ ২২
তয়া সমাহিতস্তত্র রেমে ব্রহ্মা তপশ্চরন্ ।
ততো জগাদ ত্রিপদাং গায়ত্রীং বেদপূজিতাম্ ।
স্বজন্ প্রজানাং পতন্তঃ সাগরাংশ্চাস্বজিভূঃ ।
অপর্য্যট্টশ্চব চতুরো বেদান্ গায়ত্রিসম্ভবান্ ॥২৪
আস্থানঃ সদৃশান্ পুত্রানস্বজ্ঞৈ পিতামহঃ ।

বিশ্বে প্রজানাং পতয়ো যেভ্যো লোকা
বিনিঃসৃত্যঃ ॥ ২৫
বিশেষঃ প্রথমং তাবন্মহাতাপসমান্বজম্ ।
সৰ্গমজ্জহিতং পুণ্যং নান্না ধৰ্ম্মং স সৃষ্টবান্ ॥২৬
দক্ষং মরীচিমজ্জিহ্ব পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
বসিষ্ঠং গৌতমকৈব ভৃগুমজ্জিরসং মনুঃ ॥ ২৭
অঐবাস্তুতমিত্যেতে জ্ঞেয়াঃ পৈতামহর্ষয়ঃ ।
ত্রয়োদশগুণং ধৰ্ম্মমালভন্ত মহর্ষয়ঃ ॥ ২৮
অদিতির্দিতির্দহুঃ কালা অনায়ুঃ সিংহিকা মুনিঃ
তাম্রা ক্রোধাথ সুরসা বিনতা কঙ্করেব চ ॥২৯
দক্ষস্তাপত্যমেতা বৈ কন্তা দ্বাদশ পার্শ্বিব ।
মরীচেঃ কন্তপঃ পুত্রস্তপসা নিৰ্ম্মিতঃ কিন ॥ ৩০
তন্মৈ কন্তা দ্বাদশান্তা দক্ষস্তাঃ প্রদদৌ তদা ।
নক্ষত্রাণি চ সোমায় তদা বৈ দত্তবানৃষিঃ ॥ ৩১
রোহিণ্যাদীনি সৰ্ব্বাণি পুণ্যানি রবিনন্দন ।
লক্ষ্মীৰ্কৃতভী সাধ্যা বিশেষা চ মতা শুভা ॥৩২
দেবী সরস্বতী চৈব ব্রহ্মণা নিৰ্ম্মিতাঃ পুরা ।

সাংখ্যপ্রভৃতি বিষয়ে কুশল এবং ইহার নাম
ভূভুব। ইনিও জ্ঞানলাভ করিয়া পূৰ্ব্বতন দুই
ভ্রাতার স্থায় গতি প্রাপ্ত হইলেন। মহাত্মা
বিধাতা ব্রহ্মার এইরূপ তিনটি পুত্রের বিবরণ
কথিত হইল। ভগবান্ নারায়ণ এবং যতী-
শ্বর কপিল এই প্রকারে ব্রহ্মার পুত্রত্ৰয় লইয়া
স্বোপার্জিত গতি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর
ভীহারী তখন প্রস্থান করিলে ব্রহ্মাও তখনই
পুনরায় পরমব্রত সহ ঘোরতম তপস্তা
আরম্ভ করিলেন। ১০—২০। প্রভু ব্রহ্মা
একাকী তপস্তা করিয়াও কিছুমাত্র শান্তি লাভ
করিতে পারিলেন না। পরে তিনি তপস্তা,
তেজ, কান্তি ও নিয়ম ইত্যাদি দ্বারা আত্ম-
সদৃশী এবং লোকসৃষ্টি-সমৰ্থা এক শুভা ভাৰ্য্যা
উৎপাদন করিলেন। তপঃপরায়ণ ব্রহ্মা সেই
ভাৰ্য্যা সহ বিহার করিতে লাগিলেন। অতঃ-
পর তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে
বেদ-পূজিতা ত্রিপদা গায়ত্রী এবং তদনন্তর
প্রজাপতিগণ, সাগর সকল, ও গায়ত্রী
হইতে বেদচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিলেন। পিতা-

মহ ব্রহ্মা যে, আত্মসদৃশ বিশ্ব প্রজাপতিগণকে
উৎপাদন করেন, সেই প্রজাপতিগণ হইতেই
এই লোকসকল প্রাচুর্য্য লাভ করিয়াছে।
ব্রহ্মা প্রথমে মহাতাপস, সৰ্গমজ্জের শুভ কল-
সম্পাদক, পুণ্যজনক বিশেষ ধৰ্ম্মনামক পুত্র
সৃষ্টি করেন। পরে দক্ষ, মরীচি, অজি,
পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বসিষ্ঠ, গৌতম, ভৃগু,
অজিরা ও মনু এই সকল পুত্র উৎপাদন
করেন। এই অদ্ভুতাকার মহর্ষিগণ ত্রয়োদশ
গুণশালী ধৰ্ম্মের অনুসরণ করিলেন।
অদিতি, দিতি, দহু, কালা, অনায়ু, সিংহিকা,
মুনি, তাম্রা, ক্রোধা, সুরসা, বিনতা ও কঙ্ক-
হে পার্শ্বিব! এই দ্বাদশ কন্তা, দক্ষের
সন্তান। মরীচির তপঃপ্রভাবে কন্তপ উৎপন্ন
হইলেন। ২১—৩০। দক্ষ সেই কন্তপকে স্বীয়
দ্বাদশটি কন্তা সম্প্রদান করেন। হে রবিনন্দন!
দক্ষ, ভীহারী অপর রোহিণ্যাदि নক্ষত্রনামী
সপ্তবিংশতি পুণ্যা কন্তা, সোমকে সম্প্রদান
করেন। হে রাজন্! কৰ্ম্মদশী ব্রহ্মা কর্তৃক
পূৰ্ব্বনিৰ্ম্মিত লক্ষ্মী, মরুভতী, সাধ্যা, শুভা

এতাঃ পঞ্চ বরিষ্ঠা বৈ সুরশ্রেষ্ঠায় পার্শ্বিব ॥ ৩৩
 দত্তা ভদ্রায় ধর্মায় ব্রহ্মণা দৃষ্টকর্মণা ।
 যা রূপাধিবতী পত্নী ব্রহ্মণঃ কামরূপিণী ॥ ৩৪
 সুরভিঃ সা হিতা ভূহা ব্রহ্মাণঃ সমুপস্থিতা ।
 ততস্তামগমদব্রহ্মা মৈথুনং লোকপুজিতঃ ৩৫
 লোকসর্জনহেতুজ্ঞো গবামর্থায় সন্তমঃ ।
 জজিরে চ সূতাস্তস্তাঃ বিপুল্য ধূমসম্মিতাঃ ॥ ৩৬
 নক্তসম্ব্যাদ্রসম্ব্যাদ্রাঃ প্রাদহংস্তিগ্নতেজসঃ ।
 তে রুদন্তো দ্রবন্ত্যশ্চ গর্হদন্তঃ পিতামহম্ ॥ ৩৭
 রোদনাদ্রবণাট্টেব রুদ্রা ইতি ততঃ স্মৃতাঃ ।
 নিখতিশ্চৈব শমুর্বে তৃতীয়াচাপরাজিতাঃ ॥ ৩৭
 মৃগব্যাধঃ কপদী চ দহনোহথ ধরশ্চ বৈ ।
 অহিরব্রধশ্চ ভগবান্ কপালী চাপি পিজ্জলঃ ॥ ৩৯
 সেনানীশ্চ মহাতেজা রুদ্রাশ্চৈকাদশ স্মৃতাঃ ।
 তস্তামেব সুরভ্যাঞ্চ গাবো যজ্ঞেশ্বরাস্চ বৈ ॥ ৪০
 প্রকৃষ্টাশ্চ তথা মায়াঃ সুরভ্যাঃ পশবোহক্ষরাঃ
 অজাশ্চৈব তু হংসাশ্চ তথৈবায়তমুক্তমম্ ॥ ৪১
 ওষধ্যাঃ প্রবরায়াশ্চ সুরভ্যাস্তাঃ সমুখিতাঃ ।
 ধর্ম্মান্মন্যস্তথা কামং সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত

ভবঞ্চ প্রভবঞ্চৈব হৌশঞ্চাসুরহং তথা ।
 অরুণঞ্চাক্রনিট্টঞ্চৈব বিশ্বাবসু-বলঞ্চবো ॥
 হবিষ্যঞ্চ বিতানঞ্চ বিধান-শমিতাবপি ।
 বৎসরশ্চৈব ভূতিঞ্চ সর্বাশ্চ সুরনিমুদনম্ ॥ ৪৪
 সুপর্ক্সাণং বৃহৎকাশ্চিঃ সাধ্যা লোকনমস্কৃতা ।
 তমেবানুগতা দেবী জনয়ামাস বৈ সুরান্ ॥ ৪৫
 ধরং বৈ প্রথমং দেবং দ্বিতীয়ং ধ্রুবমব্যয়ম্ ।
 বিশ্বাবসুং তৃতীয়ঞ্চ চতুর্থং সোমমৌষধম্ ॥ ৪৬
 ততোহনুরূপমাপঞ্চ যমস্তস্মাদনন্তরম্ ।
 সপ্তমঞ্চ তথা বায়ুমষ্টমং নিখতিং বসুম্ ॥ ৪৭
 ধর্ম্মশ্রাপত্যমেতদ্রে সূদেব্যাং সমজায়ত ।
 বিশ্বদেবাস্চ বিশ্বায়াং ধর্ম্মাজ্জাতা ইতি ঋতিঃ
 দক্ষশ্চৈব মহাবাহুঃ পুরুষশ্চন এব চ ।
 চাক্ষুষশ্চ মনুশ্চৈব তথা মধু-মহোরগৌ ॥ ৪৯
 বিশ্রান্তকবপূর্বালো বিকস্কশ্চ মহাযশাঃ ।
 গরুড়শ্চাতিসরোজা সাক্ষরপ্রতিমদ্যাতিঃ ॥ ৫০
 বিশ্বান্ দেবান্ দেবমাতা বিশেষাজনয়ৎ সূতান্
 মরুত্বতী মরুত্বতো দেবানজনয়ৎ সূতান্ ॥ ৫১
 অগ্নিং চক্ষুঃ রবিজ্যোতিঃ সাবিত্রং মিত্রমেব চ ।

বিশেষা এবং দেবী সরস্বতী,—এই বরিষ্ঠা
 পঞ্চ কস্তা, সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে সম্প্রদান করেন ।
 ব্রহ্মার অর্ধরূপবতী কামরূপিণী পত্নী, হিত-
 সাধিনী সুরভিরূপে ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত
 হইলেন । লোকসৃষ্টির হেতুজ্ঞ লোকপুজিত
 ব্রহ্মা গোসৃষ্টির অভিলাষে তৎসহ মৈথুনাসক্ত
 হইলেন । তাহাতে বিপুলকায় ধূম-সম্মিত
 সন্ধ্যামেষসম্ব্যাদ্র, তিগ্নতেজা পুরুগণ উৎপন্ন
 হইলেন । তাঁহারা জন্মিয়াই ইতস্ততঃ বিকৃত
 হইল এবং ব্রহ্মাকে ভৎসনাপূর্বক রোদন
 করিতে লাগিলেন । রোদন নিবন্ধন তখন
 তাঁহাদিগকে রুদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত করা
 হয় । নিখতি, শমু, অপরাজিত, মৃগ-
 ব্যাধ, কপদী, দহন, ধর, অহিরব্রধ, কপালী,
 পিজ্জল, মহাতেজাঃ সেনানী, এই একাদশ
 রুদ্রের নাম कहिलाम । ৩১—৪০ । সেই
 সুরভিতেই যজ্ঞসাধন গো সকল, অজ
 হংসাদি অপরাপর পশু সমস্ত ও বিবিধ ওষধি-

চয় সমুৎপন্ন হয় । ধর্ম্ম হইতে লক্ষ্মী কামকে
 প্রসব করেন । সাধ্যগণ সাধ্যার নন্দন ।
 ভব, প্রভব, ঐশ, অসুরহ, অরুণ, আকুণি,
 বিশ্বাবসু, বল, ধ্রুব, হবিষ্য, বিতান, বিধান,
 শমিত, বৎসর, ভূতি ও সর্বাশ্চ সুর-নিমুদন
 সুপর্ক্স,—ইহাদিগকে লোকনমস্কৃতা কাশ্চি-
 মতী সাধ্যা প্রসব করেন । ধর্ম্ম হইতে
 সূদেবী দেবী ধর, ধ্রুব, বিশ্বাবসু,
 সোম, আপ, যম, বায়ু ও নিখতি এই অষ্ট
 বসু প্রসব করেন । ধর্ম্ম হইতে বিশ্বার
 গর্ভে বিশ্বদেবগণের জন্ম হয় । এইরূপ
 ঋতি আছে । দক্ষ মহাবাহু পুরুষশ্চন,
 চাক্ষুষ মনু, মধু, মহোরগ, বিশ্রান্তকবপুঃ,
 বাল, মহাযশাঃ বিকস্ক, এবং সাক্ষরসমদ্যাতি
 অতি বলবান্ গরুড়, ইহারা বিশ্বদেব;
 বিশ্বা হইতে ইহাদিগের উদ্ভব হয় । ৪১—৫০ ।
 মরুত্বতী দেবী মরুত্বৎ নামক দেবগণকে
 প্রসব করেন । অগ্নি, চক্ষু, রবি, জ্যোতিঃ,

অমরঃ শরবৃষ্টিং স্নকর্ষকং মহাভূজম্ ॥ ৫২
বিরাজকৈব বাচকং বিশ্বাবসুমতিং তথা ।
অশ্বমিত্রং চিত্তরশ্মিং তথানিষধনং নৃপ ॥ ৫৩
হৃষন্তং বাড়বকৈব চারিত্রং মন্দপন্নগম্ ।
বৃহন্তং বৈ বৃহজপং তথা বৈ পুতনারুগম্ ॥ ৫৪
মরুদ্বতী পুরা জজ্ঞে এতান্ বৈ মরুতাং গগান্
অদितिঃ কশ্চপাজ্জজ্ঞে আদিত্যান্ দ্বাদশৈব হি
ইন্দ্রো বিষ্ণুর্ভগন্তৃষ্টা বরুণো অধ্যমা রবিঃ ।
পুষা মিত্রশ্চ ধনদো ধাতা পর্জন্ত এব চ ॥ ৫৬
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যা বরিষ্ঠান্নিদিবোকসঃ ।
আদিত্যস্ত সন্ন্যস্তাং জজ্ঞাতে হৌ সূতো বয়ো
তপঃশ্রেষ্ঠৌ গুণিশ্রেষ্ঠৌ ত্রিদিবস্তাপি সন্মতো ।
দহুস্ত দানবান্ জজ্ঞে দিতির্দৈত্যান্ ব্যাজায়ত
কালো তু বৈ কালকেয়ানসুরান্ রাক্ষসাংশ্চ বৈ
অনাযুষায়াস্তনয়া ব্যাধয়ঃ সুমহাবলাঃ ॥ ৫৯
সিংহিকা গ্রহমাতা বৈ গন্ধর্ব্বজননী মুনিঃ ।
তাত্ৰা অপরসাং মাতা পুণ্যানাং ভারতোদ্বব ॥
ক্রোধায়াঃ সর্বভূতানি পিশাচাশ্চৈব পার্থিব ।
জজ্ঞে যক্ষগণাশ্চৈব রাক্ষসাশ্চ বিশাম্পতে ॥

চতুষ্পদানি সন্মানি তথা গাবস্ত সৌরভাঃ ।
সুপর্দান্ পক্ষিণশ্চৈব বিনতা চাপ্যজায়ত ।
মহীধরান্ সর্বনাগান্ দেবী কদ্রব্যজায়ত ।
এবং বুদ্ধিঃ সমগমন্ বিশ্বে লোকাঃ পরন্তপ ॥ ৬৩
তদা বৈ পৌকরো রাজন্ প্রাহুর্ভাবো মহাস্বনঃ
প্রাহুর্ভাবঃ পৌকরস্তে ময়া দ্বৈপায়নোন্নতঃ ॥ ৬৪
পুরাণঃ পুরুষশ্চৈব ময়া বিষ্ণুর্হরিঃ প্রভুঃ ।
কথিত্বেন্তেহনুপূর্বেণ সংস্কৃতঃ পরমর্ষিভিঃ ॥ ৬৫
যশ্চৈদমগ্র্যং শৃণুয়াৎ পুরাণং
সদা নরঃ পর্কসু গৌরবেণ ।
অবাধ্য লোকান্ স হি বীতরাগঃ
পরত্র চ স্বর্গকলানি ভুজেত ॥ ৬৬
চক্ষুষা মনসা বাচ কৰ্ম্মণা চ চতুর্ধিধম্ ।
প্রসাদয়তি যঃ কৃৎসং তং কৃৎসোহনুপ্রসাদতি ॥
রাজা চ লভতে রাজ্যমধনশ্চোত্তমং ধনম্ ।
ক্ষীণায়ুর্লভতে চায়ুঃ পুত্রকামঃ সূতং তথা ॥ ৬৮
যজ্ঞা বেদান্তথা কামান্তপাংসি বিবিধানি চ ।
প্রাপ্নোতি বিবিধং পুণ্যং বিষ্ণুভক্তো ধনানি চ
যদ্ব্যং কাময়তে কিঞ্চিৎ তত্তল্লোকেশ্বরান্দবেৎ

সাবিত্র, মিত্র, অমর, শরবৃষ্টি, স্নকর্ষ, বিরটি, বাক, বিশ্বাবসুমতি, অশ্বমিত্র, চিত্তরশ্মি, নিষধন, হৃষন্ত, বৃহজপ ও পুতনারুগ, এই মরুদগণকে মরুদ্বতী দেবী প্রসব করেন। অদिति দেবী কশ্চপের ঔরসে দ্বাদশ আদিত্য উৎপাদন করেন। ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, তৃষ্টা, বরুণ, অধ্যমা, রবি, পুষা, মিত্র, ধনদ, ধাতা ও পর্জন্ত এই দ্বাদশ আদিত্য, স্বর্গবাসীদিগের মধ্যে বরিষ্ঠ। সন্ন্যস্তীর গর্ভে আদিত্যের তপঃশ্রেষ্ঠ, গুণিপ্রধান, সুর-সন্মানিত দুইটি পুত্র জন্মে। দহু দানবগণকে প্রসব করেন। দিতি হইতে দৈত্যগণের উৎপত্তি। কালো হইতে কালকেয় অসুর ও রাক্ষসগণ সমুৎপন্ন। ব্যাধিসমূহ অনাযুষ্যার তনয়। সিংহিকা গ্রহগণের জননী। মুনি হইতে গন্ধর্ব্বগণ জন্মিয়াছে। হে নৃপ! তাত্ৰা অপরাদিগকে প্রসব করিয়াছেন। ৫১—৬০। ক্রোধা হইতে

পিশাচ, যক্ষ ও রাক্ষসাদি সঞ্চারিত। গো প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুগণ সুরভির সন্তান। হে পরন্তপ! ভগবানের সেই পৌকর-প্রাহু-ভাবকালে এই ভাবে প্রজা সকল বুদ্ধি পাইয়াছিল। এই আমি দ্বৈপায়নোক্ত পুরাতন পৌকর বৃত্তান্ত কহিলাম এবং তৎসহ পুরাণপুরুষ বিষ্ণুর মহিমাও কীর্তন করিলাম। এই পুরাণ-বৃত্তান্ত পরমর্ষিগণের সংস্কৃত। যেনর সর্বদা—বিশেষতঃ পর্ক-দিনে এই শ্রেষ্ঠ পুরাণ পাঠ করে, সে সংসাররাগমুক্ত হইয়া পরকালে অমৃতম স্বর্গভোগে সমর্থ হয়। যে জন চক্ষু, মন, বাক্য ও কৰ্ম্মদ্বারা কৃৎসকে প্রণিপাত করে, কৃৎসও তৎপ্রতি প্রসন্ন হয়েন। তাহার কলে রাজা রাজ্য, অধম জন উত্তম ধন, ক্ষীণায়ু আয়ু এবং পুত্রহীন মানব পুত্র প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞ, বেদ, কাম, বিবিধ তপস্তা, ধন, ও অস্ত্র নানারূপ পুণ্য—বিষ্ণুভক্তজন এ সকল

সর্বং বিহায় য ইমং পঠেৎ পৌকরকং হরেঃ ॥ ৭০ ॥
প্রাহুর্ভাবং নৃপশ্রেষ্ঠ ন তস্তা হৃদভং ভবেৎ ।
এষ পৌকরকো নাম প্রাহুর্ভাবো মহাত্মনঃ ।
কীর্তিতস্তে মহাভাগ বাসস্ত্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভবপ্রাহ-
র্ভাবো নামৈকসপ্তত্যাধিকশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১৭১ ॥

বিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

মৎস্য উবাচ

বিষ্ণুং শৃণু বিষ্ণোশ্চ হরিত্বক কৃতে যুগে
বৈকুণ্ঠত্বক দেবেষু কৃষ্ণত্বক মাতৃবেষু চ ॥ ১ ॥
ঈশ্বরস্ত হি তস্মৈনা কৰ্ম্মণাং গহনা গতিঃ
সম্প্রত্যতীতান্ তব্যাশ্চ শৃণু রাজন যথাতথম
অব্যক্তো ব্যাকুলিত্বেন্নো য এষ ভগবান্ প্রভুঃ
নারায়ণো হনস্তাত্মা প্রভবোহব্যয় এব চ ॥ ৩ ॥
এষ নাবায়ণো ভূত্বা হরিরাসীৎ সনাতনঃ ।

লাভ করে। লোকেশ্বর হরির সন্নিধানে
যাহা যাহা কামনা করা যায়, তৎসমস্তই লাভ
হয়। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অপরাপর সমস্ত পরিহার
পূর্বক যে ব্যক্তি ভগবানের এই পৌকর
বিবরণ পাঠ করে, তাহার কোনও অন্ত
হয় না। হে মহাভাগ! ব্যাসবাক্য ও
ঋতিনিদর্শন অনুসারে সেই মহাত্মা হরির
পৌকর প্রাহুর্ভাব কথিত হইল। ৬১—৭১।

একসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭১

বিসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—সত্যযুগে বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব,
হরিত্ব, দেবগণমধ্যে বৈকুণ্ঠত্ব এবং মাতৃব-
মধ্যে কৃষ্ণত্ব লাভের বিবরণ শ্রবণ করুন।
সেই ঈশ্বরের কৰ্ম্মগতি অতীব গহন। সম্প্রতি
অতীত ও ভাবী বৃত্তান্ত সকল যথাযথ
শ্রবণ করুন। অমিতাত্মা নারায়ণই উৎপত্তি-
প্রলয়ের নিদান। সনাতন হরি নারায়ণরূপে

ব্রহ্মা বায়ুশ্চ সোমশ্চ ধর্ম্মঃ শক্রো বৃহস্পতিঃ ॥ ৪ ॥
অদিতেরপি পুত্রত্বং সমেত্য রবিনন্দন।
এষ বিষ্ণুরিতি খ্যাত ইন্দ্রস্তাবরজো বিভুঃ ॥ ৫ ॥
প্রসাদজং হস্ত বিভোরদিত্যাঃ পুত্রকারণম্।
বধার্থং সুরশক্রণাং দৈত্য-দানব-রাক্ষসাম্ ॥ ৬ ॥
প্রধানাত্মা পুরা হেয ব্রহ্মাণমসৃজৎ প্রভুঃ।
সৌহৃদ্যজৎ পূর্বপুরুষঃ পুরাকল্পে প্রজাপতীন
অসৃজমানবাংস্তত্র ব্রহ্মবংশাননুসৃতান্।
তেভ্যোহভবমহাত্মভ্যো বহুধা ব্রহ্ম শাশ্বতম্
এতদাশ্রয়ভূতস্ত বিষ্ণোঃ কৰ্ম্মানুকীৰ্ত্তনম্।
কীৰ্ত্তনীয়স্ত লোকেশু কীৰ্ত্ত্যমানঃ নিবোধ মে ॥
বৃন্তে বৃহদবধে তত্র বর্ত্তমানে কৃতে যুগে।
আসীৎ ত্রৈলোক্যবিখ্যাতঃ সংগ্রামস্তারকাময়ঃ
যত্র তে দানবা ঘোরাঃ সর্পে সংগ্রামহুর্জয়াঃ।
স্রাস্তি দেবগণান্ সর্বান সহজ্ঞোরগরাক্ষসান্ ॥ ১১ ॥
তে বধ্যমানা বিমুখা ক্ষীণপ্রহরণা রণে।

সৃষ্টিকৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মা, বায়ু, সোম, ধর্ম্ম,
শক্র, ও বৃহস্পতি প্রভৃতি আকারে এবং অদি-
তির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। হে রবিনন্দন!
সেই অদিতিনন্দনের নাম—বিষ্ণু। বিভু বিষ্ণু
ইন্দ্রের কনিষ্ঠ। অদिति পুত্রকামনায় তপস্তা
করিলে তাহাতে তুষ্ট হইয়াই সেই ভগবান,
সুরশক্র দৈত্য-দানব-রাক্ষসদিগের বধ কাম-
নায় তাঁহার পুত্র হইয়া গ্রহণ করেন। এই
ভগবান প্রধানাত্মা হইয়া প্রথমে ব্রহ্মাকে
সৃষ্টি করেন। সেই ব্রহ্মা পুরাকল্পে প্রজা-
পতিগণকে উৎপাদন করেন। সেই প্রজা-
পতিগণ মানবাদি ভূতচয়ের স্রষ্টা। সেই
প্রজাপতিগণ দ্বারা শাশ্বত অথও ব্রহ্ম বহুধা
বিভক্ত হইয়াছেন। এইরূপেই অনন্তম
ব্রহ্মবংশের বিস্তার হইয়াছে। আশ্রয়ভূত
বিষ্ণুর কীৰ্ত্তনীয় চরিত্রবিবরণ আমি কীৰ্ত্তন
করিতেছি; আপনি শ্রবণ করুন। ১—১১।
সত্যযুগে বৃত্তাস্তুর নিহত হইলে পর ত্রৈলোক্য-
বিখ্যাত তারকাময় সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে
সংগ্রামহুর্জয় ঘোর দানবগণ, যক্ষ ও উরগ
রাক্ষসাদির সহিত দেবগণকে বিষম প্রহার

জ্যোতঃ মনসা জগ্মদেবং নারায়ণং প্রভুম্ ॥১২
এতশ্চিরন্তরে মেঘা নির্ঝাণাক্ষারবর্চসঃ ।
সার্কচন্দ্রগ্রহগণং ছাদয়ন্তো নভস্তলম্ ॥ ১৩
বেণুবিদ্যাদাগণোপেতা ঘোরনির্হাদকারিণঃ
অন্তোন্তবেগাভিহতাঃ প্রববুঃ সপ্ত মাক্রতাঃ ॥
দীপ্ততোয়াশনিঘনৈর্বজ্রবেগানলানিলৈঃ ।
রবৈঃ সূৰ্যোদৈরকুণ্ডপাতৈর্দহমানমিবান্দরম্ ॥১৫
তত উদ্ধাসহস্রাণি নিপেতুঃ খগতাত্তপি ।
দিব্যানি চ বিমানানি প্রপতন্ত্যংপতন্ত ৮ ॥১৬
চতুর্ঘৃগান্তে পর্যায়ে লোকানাং যন্তয়ং ভবেৎ ।
অরূপবন্তি রূপাণি তস্মিন্নুংপাতলক্ষণে ॥ ১৭
জাতঞ্চ নিম্প্রভং সর্বং ন প্রাপ্তায়ত কিঞ্চন ।
তিমিরৌঘপরিষ্কিপ্তা ন রেজুচ্চ দিশৌ দশ ॥
বিশেষ রূপিণী কালী কালমেঘাবগুষ্ঠিতা ।
জ্যোতঃ ভাত্যভিভূতাক্ষা ঘোরেন তমসা বৃতা ॥

করিতে থাকিলে দেবগণ ক্ষৌণশস্ত্র ও প্রহার-
জর্জরিত হইয়া মনে মনে দেব নারায়ণের
শরণ লইলেন। এই সময়ে চন্দ্রাদি গ্রহ
নক্ষত্রসহ আকাশমণ্ডল নির্ঝাণাক্ষারবর্ণ
মেঘজালে সমাচ্ছাদিত হইয়া গেল। সপ্ত-
বিধ মাক্রত তখন বিদ্যাদবিকাশ সহ ঘোর
গর্জনকারী মেঘমণ্ডল পরিচালন দ্বারা
পরস্পর অভিহত হইয়া মহাবেগে বহিতে
লাগিল। দীপ্ত জলধারা, অশনি-নিপাত,
মেঘগর্জন ও অতি বেগবান্ অনল-সম-
্পর্শী বায়ু দ্বারা সূর্য্যের উৎপাতপূর্ণ গগন-
তল যেন তখন দহমান হইতে লাগিল।
যেমন চতুর্ঘৃগান্তে লোকসকলের ভয়োৎপত্তি
হয়, তখনও তাদৃশ ভয় উপস্থিত হইল।
আকাশ হইতে জলন্ত উদ্ধা সকল ভূপতিত
এবং বিমানসমূহ নিপতিত ও উৎপতিত
হইতে লাগিল। সেই উৎপাত সময়ে রূপ-
বান্ পদার্থেয় রূপহীন এবং সমস্তই যেন
নিম্প্রভ হইয়া পড়িল; কিছুতেই চিনিবার
উপায় রহিল না। তিমিরাবৃত হইয়া দশদিক্
অপ্রকাশ হইয়া গেল। কালমেঘাবগুষ্ঠিতা
কালীদেবী স্বীয় রূপে বিচরণ করিতে আরম্ভ

তান্ ঘনৌঘান্ সতিমিরান্ দোভ্যামাক্ষিপ্য
স প্রভুঃ ।
বপুঃ সন্দর্শয়ামাস দিব্যং কৃষ্ণবপুর্হরিঃ ॥ ২০
বলাহকাজ্ঞননিভঃ বলাহকণ্ডনকৃৎসনম্ ।
তেজসা বপুষা দৈব কৃষ্ণং কৃষ্ণমিবাতলম্ ॥ ২১
দীপ্তপীতান্দরধরং তপ্তকাক্ষনভূষণম্ ।
ধূমাক্ষকারবপুষং যুগান্তাগ্নিমিবোখিতম্ ॥ ২২
চতুর্দিশুণপীনাসং কিরীটচ্ছন্নমুদ্রজম্ ।
বভৌ চামোকরপ্রথ্যৈরায়ুর্ধৈরুপশোভিতম্ ॥ ২৩
চন্দ্রার্ককিরণোদ্যোতং গিরিকূটমিবোচ্ছিতম্ ।
নন্দকানন্দিতকরং শরাসীবিষধারিণম্ ॥ ২৪
শক্তিচিত্রকলোদগ্র-শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্ ।
বিষ্ণুশৈলং ক্রমামূলং ত্রীবৃক্ষং শার্ঙ্গশৃঙ্গিণম্ ॥২৫
ত্রিদশোদারকলদং স্বর্ণদ্বীচাক্রপন্নবম্ ।
সর্বলোকমনঃকান্তং সর্বসত্ত্বমনোহরম্ ॥ ২৬

করিলেন। ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত হইয়া
গগনতলও শোভাহীন হইয়া পড়িল। ১০—১১
এই সময়ে প্রভু হরি, তিমিররাশি সহ সেই
মেঘজাল সমুৎসারিত করিয়া স্বীয় দিব্য কৃষ্ণ-
বর্ণ শরীর প্রদর্শন করিলেন। সেই শরীর
বলাহকও অজ্ঞননিভ; উহার রোমরাজিও
বলাহক সম; তেজঃ ও আকার দ্বারা উহা
কৃষ্ণ-অচলের স্থায় শোভমান। সেই দেবের
পরিধান দীপ্ত পীতান্দর, উহা যুগান্তাগ্নিসম
দীপ্যমান। তিনি চতুর্দিশ বলিয়া তাঁহার
অংসদেশে দ্বিগুণ পীন, কিরীট দ্বারা কেশ-
রাশি সমাবৃত; অঙ্গে তপ্তকাক্ষনবর্ণ অলঙ্কার।
তিনি ধূমাক্ষন্ন যুগান্তাগ্নিবৎ শোভাসম্পন্ন।
স্বর্ণসম সমুজ্জ্বল আয়ুধ সকল তিনি ধারণ
করিতেছেন। তাহাতে তিনি চন্দ্র-সূর্য্যকিরণো-
দ্ভাসিত উন্নত গিরিকূটের স্থায় প্রতীয়মান
হইতেছেন। তাঁহার হস্তে নন্দক খড্গ, আশী-
বিষতুল্য বাণ, শক্তি, ভীষণ চিত্রকল, শঙ্খ,
চক্র ও গদাদি বিবিধ অস্ত্র বিরাজিত। সেই
বিষ্ণু একটা আশ্চর্য্য মহাশৈলস্বরূপ। উহা
দেবগণের উদার কলদায়ক। ক্রমা উহার মূল,
ত্রী উহার বৃক্ষ, শার্ঙ্গ—শৃঙ্গ, স্বর্ণদ্বীগণ—চাক্র

নানাবিমানবিটপং তোয়দামুমধুশ্রবম্ ।
 বিজ্ঞাহঙ্কারসারাদ্যং মহাভূতপ্ররোহণম্ ॥ ২৭
 বিশেষপট্টৈর্নিচিৎ গ্রহ-নক্ষত্রপুষ্পিতম্ ।
 দৈত্যলোকমহাস্কন্ধং মর্ত্যালোকে প্রকাশিতম্
 সাগরাকারনিহাদং রসাতলমহাশ্রবম্ ।
 যুগেন্দ্রপাশৈবিততং পক্ষজন্তুনিষেবিতম্ ॥ ২৮
 শীলার্থচারুগন্ধাঢ্যং সর্বলোকমহাদ্রুমম্ ।
 অব্যক্তানন্তসলিলং ব্যক্তাহঙ্কারফেনিলম্ ॥ ৩০
 মহাভূততরঙ্গোঘং গ্রহ-নক্ষত্রবৃন্দম্ ।
 বিমানগকতব্যাপ্তং তোয়দাডম্বরাকুলম্ ॥ ৩১
 জন্তুমৎসজনাকীর্ণং শৈলশঙ্খকুলৈর্গুণম্ ।
 ত্রৈলোক্যবিষয়াবর্ত্তং সর্বলোকতিমিঙ্গিলম্ ॥ ৩২
 বীরবৃক্ষলতাগুল্মং ভূজগোৎকৃষ্টশৈবলম্ ।
 দ্বাদশার্কমহাদ্বীপং কুদ্রৈকাদশপত্তনম্ ॥ ৩৩
 বসন্তপর্বতোপেতং ত্রৈলোক্যাস্তোমহোদধিম্
 সঙ্খ্যাসংখ্যোর্নিসলিলং সুপর্ণানিলসেবিতম্ ॥ ৩৪

দৈত্যরক্ষোগণগ্রাহং যক্ষোরগবাকুলম্ ।
 পিতামহমহাবীৰ্য্যং সর্বস্বীয়ত্বশোভিতম্ ॥ ৩৫
 স্ত্রী-কীৰ্ত্তি-কান্তি-লক্ষ্মীভিন্দীভিকৃপশোভিতম্
 কালযোগী মহাপর্ব-প্রলয়োৎপত্তিবেগিনম্ ॥ ৩৬
 তন্তু যোগমহাপারং নারায়ণমহার্ণবম্ ।
 দেবাধিদেবং বরদং ভক্তনানাং ভক্তিবৎসলম্ ॥
 অনুগ্রহকরং দেবং প্রশান্তিকরণং শুভম্ ।
 হৃদয়ধরং যুক্তং সুপর্ণধ্বজসেবিতং ॥ ৩৮
 গ্রহচন্দ্রারচিত্তে মন্দরাক্ষবরারুতে ।
 অনন্তরশ্মিভির্গুণ্ডে বিস্তীর্ণে মেরুগহ্বরে ॥ ৩৯
 তারকাচিহ্নকুসুমৈঃ গ্রহনক্ষত্রবন্ধুরে ।
 ভৈষ্মভয়দং ব্যোমি দেবা দৈত্যপরাজিতাঃ ॥ ৪০
 দদৃশুস্তে স্থিতং দেবং দিব্যে লোকময়ে রথে ।
 তে কৃতান্তলয়ঃ সর্বৈঃ দেবাঃ শত্রুপুরোগমাঃ ॥
 জয়শব্দং পুরস্কৃত্য শরণ্যং শরণং গতাঃ ।
 স তেবাং তাং গিরং ক্ষত্রা বিষ্ণুদৈবতদৈবতম্

পল্লব, বিবিধ বিমান—বিটপ ও মেঘ-জল—
 মধুশ্রাব। উহা সর্বলোকের মনঃপ্রীতিসাধক
 ও সর্বজীব-মনোহর। বিজ্ঞা ও অহঙ্কার
 উহার সার, মহাভূতচয় উহার প্ররোহ, চিত্রিত
 বিশেষক উহার পত্র, গ্রহ-নক্ষত্র উহার পুষ্প,
 এবং দৈত্যলোক উহার মহাস্কন্ধ-স্বরূপ।
 সেই বিষ্ণু-গিরি মর্ত্যালোকে প্রকাশমান।
 সাগরাকার গর্জনশীল, রসাতলশ্রবী, সেই
 বিষ্ণু, সর্বলোকের হিতকর মহাতরুসম পশু
 পক্ষ্যাদি নাদা প্রাণী কর্তৃক নিবেবিত। শীল
 ও অর্থই উহার চারু গন্ধস্বরূপ। ২০—৩০।
 অব্যক্ত অনন্তভাবে যাগর সলিল, বাহ্য ব্যক্ত
 অহঙ্কার দ্বারা ফেনিল, মহাভূতরূপ তরঙ্গে
 বাহ্য ব্যাপ্ত, গ্রহনক্ষত্ররূপ বৃন্দে বাহ্য যুক্ত,
 বিমানরূপ পক্ষিব্যাপ্ত, তোয়দাডম্বরে সমাকুল,
 জনপ্রাণিরূপ মৎস্যযুক্ত, শৈলরূপ শঙ্খসজ্জা
 সমাবৃত, গুণত্রয়ের পরিণামরূপ আবর্ত্ত-
 সমবিত, লোকসমূহরূপ তিমিঙ্গলসঙ্কুল, বীর-
 জনরূপ বৃক্ষ লতা ও গুল্মে পূর্ণ, ভূজগরূপ
 শৈবালবিশিষ্ট, দ্বাদশার্করূপ মহাদ্বীপ-সদৃ-
 শ, এতাদেশ রুদ্ররূপ পত্তনসহিত, অষ্ট-

বশুরূপ পর্বতযুক্ত, সঙ্খ্যারূপ অসংখ্য উর্দ্ধি-
 মালাঢ্য, সুপর্ণরূপ অনিলদ্বারা সেবিত।
 দৈত্য-রাক্ষসরূপ মহাগ্রাহ-সমবিত, উরগ-
 যক্ষরূপ মৎস্যযুক্ত, পিতামহরূপ মহাবীৰ্য্যশালী,
 রমণীকর রত্ন-সমবিত, স্ত্রী-কীৰ্ত্তি-কান্তি লক্ষ্মী-
 প্রভাতিকর নদীগণ দ্বারা উপশোভিত,
 বিভিন্নকাল-যোগ-মহাপর্বাতির উৎপত্তি-লয়-
 রূপ মহাবেগবান এবং বাহ্য যোগরূপ মহাতীর-
 যুক্ত; সেই ত্রৈলোক্যাত্মক নারায়ণরূপ মহা-
 র্ণব দর্শনে দেবগণ আশ্বস্ত হইলেন। দৈত্য-
 পরাজিত দেবগণ—সেই দেবাধিদেব, ভক্তবরদ
 ভক্তিপ্রিয়, অনুগ্রহকারী, শান্তিদায়ক দেবকে
 কেশরিচালিত, গন্ধদ্বিজ, চন্দ্রসুখাদি গ্রহ-
 গণ দ্বারা রচিত, মন্দরনির্মিত অক্ষসংযুক্ত,
 অনন্ত রশ্মিমান মেরুগহ্বরসম বিস্তীর্ণ, এবং
 তারকারূপ বিচিত্র কুসুমব্যাপ্ত, গ্রহ-নক্ষত্র
 দ্বারা বন্ধুর, গগনমণ্ডলে স্থিত উত্তম দিব্য
 লোকময় রথে সমারুঢ় দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেব-
 গণ কৃতান্তলিকরে জয় শব্দ উচ্চারণপূর্বক
 সেই শরণাগতবৎসল প্রভুর শরণাগত
 হইলেন। দেবদেব বিষ্ণু তাঁহাদিগের সেই

মনশ্চক্রে বিনাশায় দানবানাং মহামুধে ।
 আকাশে তু স্থিতো বিষ্ণুৰ্ত্তমং বপুর্নাস্থিতঃ ॥
 উবাচ দেবতাঃ সর্বাঃ সপ্রতিজ্ঞমিদং বচঃ
 শান্তিং ব্রজত ভদ্রং বো মা ভৈষ্ট মরুতাং গণাঃ
 জিতা মে দানবাঃ সর্বে ত্রৈলোক্যং পরিগৃহ্যতাম
 তে তস্মৈ সত্যসঙ্কস্তু বিষ্ণোর্বাক্যেন তোষিতাঃ
 দেবাঃ প্রীতিং সমাজগুঃ প্রাপ্তামৃতমিবোত্তমম্ ।
 ততস্তমঃ সংহতং তর্ষিনেনশ্চ নলাহকাঃ ॥ ৪৬
 প্রববুশ শিবা বাতাঃ প্রশান্তাশ্চ দিশো দশ ।
 শুদ্ধপ্রভাণি জ্যোতীঃষি সোমশ্চক্ৰুঃ প্রদক্ষিণম্
 ন বিগ্রহং গ্রহাশ্চক্ৰুঃ প্রশান্তাশ্চাপি সিদ্ধবঃ ।
 বিরজস্তাভবনু মার্গা নাকবর্গাদয়স্বয়ঃ ॥ ৪৮
 যথার্থমুহঃ সরিতো নাপি চুকুভিরেহর্ণবাঃ ।
 আসনু শুভানোল্লিখ্যাপি নরাণামন্তরাশ্বসু ॥ ৪৯
 মহর্ষয়ো বীতশোকা বেদান্ত্বেচ্চৈরধীয়ত ।

জয়শব্দ শ্রবণে দানবগণের বিনাশ সাধনার্থ
 অভিপ্রায় করিয়া পূর্বোল্লিখিত আকাশস্থ সেই
 বিষ্ণু উত্তম দেহ ধারণ করিয়া সমস্ত দেবগণের
 উদ্দেশে প্রতিজ্ঞা সহকারে এই কথা कहিলেন,
 —হে দেবগণ ! তোমরা শান্ত হও, ভয় করিও
 না। আমি সমস্তদানবদিগকে জয় করি-
 য়াছি। দেবগণ সত্যসঙ্ক বিষ্ণুর সেই
 কথা শুনিয়া উত্তম অমৃত প্রাশনে যেমন
 তৃপ্তি হয়, তদ্রূপ তৃপ্তি লাভ করিলেন।
 অতঃপর সেই তমোরাশি বিনষ্ট, ও
 মেঘমালা অপসারিত হইল দশদিক্ শান্ত-
 ভাব ধারণ করিল। সুখস্পর্শ বায়ু
 প্রবাহিত হইতে লাগিল। জ্যোতিঃ-
 পদার্থনিচয় শুদ্ধকান্তি ধারণ করিল। সোম
 প্রদক্ষিণাবর্ত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গ্রহ-
 গণের বিবাদ ধামিয়া গেল। সমুদ্র শান্ত
 হইল। পঞ্চসমূহ পরিষ্কার এবং ত্রিবিধ দেবগণ
 সমুজ্জ্বলাকার প্রাপ্ত হইল। সরিৎ সকল
 যথাপথে প্রবাহিত হইল। অর্ণবসকল ক্ষোভ-
 হীন এবং নরগণের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণ
 প্রশস্তভাবে লাভ করিল। মহর্ষিগণ শোক-
 শূন্যমানসে উচ্চরবে বেদাধ্যয়ন করিতে

যজ্ঞেষু চ হবিঃপাকং শিবমাপ চ পাবকঃ ॥ ৫০
 প্রবৃত্তধর্ম্মাঃ সংবৃত্তা লোকা মুদিতমানসাঃ ।
 বিকোদন্তপ্রতিজ্ঞস্তু ঋষ্যারিনিধনে গিরম্ ॥ ৫১
 ইতি শ্রীমাৎস্কো মহাপুরাণে তারকাময়সংগ্রামে
 দ্বিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭২ ॥

ত্রিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

মৎস্ত উবাচ

ততো ভয়ং বিষ্ণুবচঃ ঋষা দৈত্যাস্ত দানবাঃ ।
 উত্তোগং বিপুলং চতুর্ভুজায় বিজয়ায় চ ॥ ১
 ময়স্তু কাঞ্চনময়ং ত্রিনদ্রায়তমক্ষয়ম্ ।
 চতুশ্চক্ৰং সুবিপুলং সুকল্লিতমহাযুগম্ ॥ ২
 কিক্কিণীজালনির্ঘোষং দ্বীপিচর্ম্মপরিদ্রুতম্ ।
 রুচিরং রত্নজালৈশ্চ হেমজালৈশ্চ শোভিতম্ ॥ ৩
 ঈহাযুগগণাকীর্ণং পক্ষিপঙ্ক্তিবিরাজিতম্ ।
 দিব্যাশ্চতুর্গীরধরং পয়োধরবিনাদিতম্ ॥ ৪

লাগিলেন। পাবকও যজ্ঞে শুভ আহুতি
 সকল গ্রহণ করিতে লাগিলেন। লোকে
 ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইল। শত্রুবিনাশ বিষয়ে
 বিষ্ণুর সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণে লোক-
 সকলও আনন্দরসে পরিপ্লুত হইল। ৩০-৫১।

দ্বিসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭২

ত্রিসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়

মৎস্ত कहিলেন,—বিষ্ণুর সেই ভয়ঙ্কর
 বাণী শ্রবণে দৈত্য ও দানবগণ যুদ্ধে বিজয়-
 কামনায় বিপুল উদ্যোগ করিতে লাগিল।
 তখন ময়দানব,—কাঞ্চনময়, ত্রিনদ্র আয়ত,
 অতি দৃঢ়, চতুশ্চক্ৰযুক্ত, অতি বিপুল, মহাযুগ-
 শালী, কিক্কিণীজাল দ্বারা শব্দায়িত, দ্বীপি-
 চর্ম্মাবৃত, রত্নজালমণ্ডিত, হেমজাল-শোভিত,
 ঈহাযুগগণে আকীর্ণ, বিবিধ বিহঙ্গশ্রেণী-বিরাজিত,
 দিব্যাশ্চতুর্গীর-সমাবৃত, মেঘসম ধ্বনি-

স্বকং রথবরোদারঃ স্থপস্থং গগনোপমম্ ।
 গদা-পরিঘসম্পূর্ণঃ মুষ্টিমস্তমিবার্ণবম্ ॥ ৫
 হেম-কেয়ুর-বলয়ঃ স্বর্ণমণ্ডলকুবরম্ ।
 সপতাক্ষধ্বজোপেতং সাদিত্যমিব মন্দরম্ ॥ ৬
 গজেন্দ্রাভোগবপুষঃ কচিৎ কেসরিবর্চসম্ ।
 যুক্তযক্ষসহশ্রেণ সমুদ্রানুদনাদিতম্ ॥ ৭
 দীপ্তমাকাশগং দিবাং রথং পররথাক্রমম্ ।
 অধ্যতিষ্ঠদ্রণাকাক্ষী মেকং দীপ্ত ইবাংশুমান্
 তার উৎকোশবিস্তারং সর্ষং হেমময়ং রথম্ ।
 শৈলাকারমসদ্বাধঃ নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ॥ ৮
 কার্ণায়সময়ং দিবাং লোহেযাবদ্ধকুবরম্ ।
 তিমিরোদগারিকিরণং গজ্জন্তমিব তোয়দম্ ॥ ১০
 লোহজ্বালেন মহতা সগবাক্ষেণ দংশিতম্ ।
 আয়টৈঃ পরিঘৈঃ পূর্ণং ক্ষেপণীয়ৈশ্চ মুদগৈঃ ॥
 প্রাটৈঃ পাটৈশ্চ বিতটৈর্নবসংযুক্তকণ্টকৈঃ ।
 শোভিতং ত্রাসঘটনৈশ্চ তোমরৈশ্চ পরশধৈঃ ॥
 উদাস্তং দ্বিমতাং হেতোর্দ্বিতীয়মিব মন্দরম্ ।
 যুক্তং ধরসহশ্রেণ সৌহৃদ্যারোহদ্রথোত্তমম্ ॥ ১৩

কারী, উত্তম অক্ষযুক্ত, সাধু তলবিশিষ্ট
 গগনোপম, গদাপরিঘ-পরিপূর্ণ, হার-কেয়ুর-
 বলয়াদি-ভূষিত, কনকমণ্ডল কুবরযুক্ত সপতাক
 ধ্বজ-শালী, সাদিত্য মন্দরগিরিসম সমুন্নত,
 এবং কচিৎ গজেন্দ্রতুল্য কচিৎ বা কেশরি-
 কান্তি বহু অক্ষসমবিত, সমুদ্র অনুদনসমনাদী,
 পররথ-ভঞ্জনকারী, দীপ্ত, ও আকাশগামী
 এক মহারথে, মেকগিরিতে অংশুমানের
 স্থায় আরোহণ করিল। তার অনুর,—
 ঘোরধ্বনিকারী, হেমময়, শৈলাকার, অপ্রা-
 ত-হতগতি নীলাঞ্জনচয়োপম, কৃষ্ণ লোহময়,
 দিব্য, লোহ-ঈষা ও কুবরযুক্ত, তিমির-
 বিস্তারি-কিরণবিকিরণকারী, মেঘনম-গভীর-
 রাবী, মহৎ লোহ জালদ্বারা সমাবৃত-গবাক্ষ-
 যুক্ত, আয়স পরিঘ ক্ষেপণীয় মুদগ প্রাস
 পাশ, দীর্ঘ-দীর্ঘ নবকণ্টক, তোমর, ও
 ভীতিজনক কুঠার দ্বারা পরিপূরিত, সহস্র-
 ধরসংযুক্ত, অপর মন্দরগিরিসম উত্তম রথে
 শক্রবিনাশার্থ আরোহণ করিল। ১—১৩।

বিরোচনস্ত সংক্রুদ্ধো গদাপাণিরবস্থিতঃ ।
 প্রমুখে তস্ত সৈন্তস্ত দীপ্তশৃঙ্গ ইবাচলঃ ॥ ১৪
 যুক্তং রথসহশ্রেণ হযগ্রীবস্ত দানবঃ ।
 স্তন্দনং বাহয়ামাস সপতানীকমর্দনঃ ॥ ১৫
 বায়তং কিকুসাহসং ধনুর্বিষ্কারয়ন্ মহৎ ।
 বরাহঃ প্রমুখে তস্থৌ সপ্ররোহ ইবাচলঃ ॥ ১৭
 ধরস্ত বিষ্করন্ দর্পান্নেত্রাভ্যাং রোষজং জলম্
 সুরদন্তোষ্ঠনয়নং সংগ্রামং সৌহৃদ্যাকাক্ষত ॥
 তৃপ্তা তৃপ্তগজং ঘোরং যানমান্বায় দানবঃ ।
 ব্যাহিতং দানববৃহৎ পরিচক্রাম বীর্ঘ্যবান্ ॥ ১৮
 বিপ্রচিন্তিস্মৃতশ্চেব শ্বेतকুণ্ডলভূষণঃ ।
 শ্বेतঃ শ্বेतপ্রতীকাশো যুদ্ধায়াভিমুখে স্থিতঃ ॥
 আরষ্টৌ বলিপুত্রশ্চ বরিষ্ঠৌহুদ্রিশিলাযুধঃ ।
 যুদ্ধায়াভিমুখস্তস্থৌ ধরাধববিকম্পনঃ ॥ ২০
 কিশোরস্তভিসংহর্ষাৎ কিশোর ইতি চোদিতঃ
 সবলা দানবাত্শ্চব সন্নহস্তে যথাক্রমম্ ॥ ২১

বিরোচন দানব জুদ্ধচিত্তে গদাহস্তে দীপ্ত-
 শৃঙ্গ অচলের স্থায় সেই সেনাদলের প্রমুখে
 অবস্থিত হইল। অরিবর্গের অনীকমর্দন-
 ক্ষম হযগ্রীব দানব সহস্র রথ সহ স্বীয় মহান্
 রথ বাহিত করিল। সহস্রকিকুপরিমিত
 দীর্ঘ ধনুর্বিষ্কারপূর্বক বরাহ দানব শৃঙ্গ-
 বান্ অচলের স্থায় সৈন্তসম্মুখে অগ্রসর
 হইতে লাগিল। ধর দানব নেত্রযুগল দ্বারা
 রোষজ জল ক্ষরণ করিতে করিতে দণ্ডোষ্ঠ-
 নয়ন সুরণ সহকারে যুদ্ধ-কামনা করিতে
 লাগিল। বীর্ঘ্যবান্ তৃপ্তা দানব অষ্ট গজ-
 যোজিত রথে আরোহণ করিয়া দানববৃহৎ
 সজ্জিত-করিবার অভিপ্রায়ে পরিক্রমণ করিতে
 লাগিল। বিপ্রচিন্তিস্মৃত শ্বेतদানব, শ্বेतকুণ্ডল
 ধারণপূর্বক যুদ্ধার্থ অভিমুখে অবস্থান করিল।
 বলিপুত্র বরিষ্ঠ অরিষ্টানুর পর্তত শিলাদি
 দ্বারা যুদ্ধ করিবার জন্ত ধরাধর সকল বিক-
 ম্পিত করিয়া রণাভিমুখে অগ্রসর হইল।
 কিশোর দানব কিশোরসম উৎসাহ সহকারে
 যুদ্ধার্থ উদ্যত হইয়া দেত্যসৈন্তমধ্যে স্বর্ঘ্য-
 বৎ দীপ্ত পাইতে লাগিল। অপরাপর

অভবদৈত্যসৈন্তস্ত্র মধ্যে রবিরিবোধিতঃ ।
 লক্ষ্মন নবমেঘাভঃ প্রলম্বদর ভূষণঃ ॥ ২২
 দৈত্যব্যাহগতো ভাতি সনোহার ইবাংলুমান্ ।
 স্বভানুরাস্ত্রযোধী তু দশনোষ্ঠেক্ষণাযুধঃ ॥ ২৩
 হসন্তিষ্ঠতি দৈত্যানাং প্রমুখে স মহাগ্রহঃ ।
 অস্ত্রে হয়গতাস্ত্রত্র গজকক্ষগতাঃ পরে ॥ ২৪
 সিংহ-ব্যাহগতাচ্চাস্ত্রে বরাহক্ষেপু চাপরে ।
 কেচিৎ খরোষ্ট্রযাতারঃ কেচিচ্ছাপদবাহনাঃ ॥ ২৫
 পতিনস্তপরে দৈত্যা ভীষণা বিকৃতাননাঃ ।
 একপাদাৰ্দ্ধপাদাশ্চ ননূতর্যুদ্ধকাজ্জিগঃ ॥ ২৬
 আশ্ফেটিয়ন্তো বহবঃ ক্ষেড়ন্তুশ্চ তথাপরে ।
 হৃষ্টশাৰ্দূলনির্বোধা নেহুর্দানবপুষ্কবাঃ ॥ ২৭
 তে গদাপরিঘৈরুগ্রৈঃ শিলা-মুসলপাণয়ঃ ।
 বাহুভিঃ পরিঘাকারৈস্তর্জয়ন্তি স্ম দেবতাঃ ॥ ২৮
 পাতৈশ্চ প্রাটৈশ্চ পরিঘৈস্তোমরাঙ্কুশপা ট্টৈশ্চ
 চিক্রীড়ন্তে শতদ্বীভিঃ শতধারৈশ্চ মুদগৈরৈঃ ॥
 গণ্ডশৈলৈশ্চ শৈলৈশ্চ পরিঘৈশ্চোত্তমায়ৈসৈঃ ।

কলবান্ দানবগণও যথাযোগ্য সজ্জিত
 হইতে লাগিল । ১৪—২১ । নবমেঘাভ
 লক্ষ্মনর প্রলম্ব অঙ্গরাধি দ্বারা ভূষিত
 হইয়া দৈত্যসৈন্তমধ্যে নৌহারাবৃত রবির
 স্তায় শোভা পাইতে লাগিল । মুখ-
 দ্বারা যুদ্ধকারী মহাগ্রহ রাহু দানব, হস্ত
 করিতে করিতে দশন ওষ্ঠ ও নয়নরূপ অস্ত্র
 বিকাশপূর্বক দৈত্যসৈন্তের পুরোভাগে
 অবস্থান করিল । অপরাপর দৈত্যগণ,—
 হস্তী, অশ্ব, সিংহ, ব্যাঘ্র বরাহ, ভল্লুক, খর,
 উষ্ট্র ও স্বাপদ ইত্যাদি বিবিধ যানারোহণে
 যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল । অপরাপর এক
 পাদ, অৰ্দ্ধপাদ, বিকৃতানন, ভীষণ দৈত্য-
 পতিগণ যুদ্ধকামনায় নৃত্য, আশ্ফেট, সিংহ-
 নাদ ইত্যাদি দ্বারা হৃষ্টাচন্তে গদা, পরিঘ,
 শিলা ও মুসলাদি উগ্র আয়ুধ এবং পরিঘা-
 কার বাহু প্রদর্শনপূর্বক দেবগণকে তর্জন
 করিতে লাগিল । পাশ, প্রাস, পরিঘ,
 তোমর, অঙ্কুশ, পট্টিশ, শতদ্বী, শতধার,
 মুদগর, গণ্ডশৈল, শৈল, আয়সপরিঘ ও চক্রাদি

চক্রৈশ্চ দৈত্যপ্রবরাশ্চকুরানন্দিতং বলম্ ॥ ৩০
 এতদানবসৈন্তং তৎ সসং যুদ্ধমদোৎকটম্ ।
 দেবানভিমুখে তসৌ মেঘানৌকমিবোদ্ধতম্ ॥ ৩১
 তদদ্ভুতং দৈত্যসহস্রগাঢ়ং
 বায়ুগ্নিশৈলান্দুদতোয়কল্পম্ ।
 বলং রণৌঘাভ্যুদয়েহভ্যুদৌর্ণং
 যুগ্মসম্মোত্তমিবাভাসে ॥ ৩২
 ইতি ত্রীমাংশ্রে মহাপুরাণে তারকাময়-
 সংগ্রামে ত্রিসপ্তত্যধিকশততমো-
 হধ্যায়ঃ ॥ ১৭৩ ॥

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মংশ্র উবাচ ।

ঋতস্তে দৈত্যসৈন্তস্ত্র বিস্তরো রবিনন্দন ।
 সুরাণামপি সৈন্তস্ত্র বিস্তরং বৈকবং শৃণু ॥ ১
 আদিত্যা বসবো রুদ্রা আশ্বিনো চ মহাবলৌ ।
 সবলাঃ সানুগাশ্চৈব সন্নহন্ত যথাক্রমম্ ॥ ২
 পুরুহুতস্ত পুরতো লোকপালঃ সহস্রদৃক্ ।

দ্বারা দৈত্যগণ সৈন্তদিগকে আনন্দিত
 করিতে লাগিল । সেই মেঘানৌকবৎ উদ্ধত,
 যুদ্ধমদোৎকট দানবদল, দেবগণের অভিযুখে
 অবস্থিত হইল । দৈত্যসহস্রসঙ্কুল, অদ্ভুত
 বায়ু-অগ্নি শৈল-অশ্বদ-জলসম দানবদল, যুদ্ধার্থ
 অভ্যুদ্যত হইয়া সেই রণস্থলে উন্নতবৎ
 প্রতীয়মান হইতে লাগিল । ২২—৩২ ।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৩ ।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় ।

মংশ্র কহিলেন,—হে রবিনন্দন ! আপনি
 দৈত্যসৈন্তগণের বিবরণ শুনিলেন ; এক্ষণে
 সুরসৈন্তগণের বিষয় শ্রবণ করুন । আদিত্য,
 বসু ও রুদ্রগণ স্ব স্ব অঙ্গুগামী সৈন্তসহ
 যথাক্রমে যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন ।
 সহস্রলোচন লোকপালক ইন্দ্র মহারথা-

গ্রামণীঃ সৰ্বদেবানাংমাকরোহ সুরাধিপম্ ॥ ৩
 মধ্যে চান্দ্র রথঃ সৰ্বপক্ষিপ্রবররংহসঃ ।
 সূচাকচক্রচরণো হেমবজ্রপরিহৃতঃ ॥ ৪
 দেব-গন্ধৰ্ব-যক্ষৌষৈরনুযাতঃ সহস্রশঃ ।
 দীপ্তিমান্ভঃ সদৃশ্চ ব্রহ্মবিভরভিষ্টুতঃ ॥ ৫
 বজ্রবিস্ফুৰ্জিতোদ্ধুতৈৰ্বিহাদিত্রাঘ্ণোদিতৈঃ ।
 যুক্তো বলাহকগণৈঃ পৰ্বতৈরিব কামগৈঃ ॥ ৬
 যমাক্রুতঃ স ভগবান্ পর্যোতি সকলং জগৎ ।
 হবিধানেষু গায়ন্তি বিপ্রা মথমুখে স্থিতাঃ ॥ ৭
 স্বর্গে শক্রানুযাতেষু দেবতুর্ঘ্যানিনাদিষু ।
 সূন্দর্যঃ পরিনৃত্যন্তি শতশোহম্পরসাং গণাঃ
 কেতুনা নাগরাজেন রাজমানো যথা রবিঃ ।
 যুক্তো হয়সহস্রৈশ্চ মনো-মাক্রুতরংহসা ॥ ৯
 স স্তন্দনবরো ভাতি শুভ্রো মাতলিনা তদা ।
 কুৎসঃ পারবৃত্তো মেরুভীক্ষরশ্চৈব তেজসা ॥ ১০
 যমস্ত দণ্ডমুদ্যম্য কালযুক্তশ্চ মুদারম্ ।

রোহণে সৰ্বদেবগণের পুরোভাগে বিরাজিত
 হইয়া সুরশক্রাদিগের বিনাশার্থ সজ্জিত হই-
 লেন। তাঁহার সেই রথ, গরুড়সম বেগ-
 গামী, চাক্রচক্রযুক্ত, স্বর্ণ-হীরকাদি দ্বারা ঋচিত,
 দেব-গন্ধৰ্ব-যক্ষসহস্রে অনুগত, শত সহস্র
 দীপ্তিমান্ সদৃশ ব্রহ্মবিগণে অভিষ্টুত এবং
 বজ্রনির্ঘোষ, বিহ্বাদিকাশ ও ইন্দ্রচাপ-সমর্পিত
 পৰ্বতোপম কামগামী বলাহকগণ দ্বারা পরি-
 বেষ্টিত। উহাতে আরোহণ করিয়া ভগবান
 ইন্দ্র সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলে,
 তখন যজ্ঞপ্রবৃত্ত বিপ্রগণ তাঁহাকে বিবিধ
 স্তুতি করেন। তৎকালে দেবকুর্ঘ্য সকল
 বাদিত হইতে লাগিল এবং শত সহস্র
 স্বর্গীয় অম্পরা সূন্দরীগণ নৃত্য করিতে
 লাগিল। নাগরাজ দ্বারা বিরাজমান
 রবির স্তায়, সুদীর্ঘ ধ্বজ দ্বারা শোভ-
 মান, মনোমাক্রুতগামী সহস্র অশ্ব-
 যোজিত, মাতলিপরিচালিত সেই রথবর,
 ভাস্করতেজঃপরিব্যাপ্ত মেরুগিরিবৎ শোভা
 পাইতে লাগিল। ১—১০। যম দেব কাল
 সহ মুদার ও দণ্ড উত্তত করিয়া সিংহনাদে

তহৌ সুরগণানীকে দৈত্যান্ নাদেন ভীষয়ন
 চতুর্ভিঃ সাগরৈর্ঘূক্তো লেলিহানৈশ্চ পন্নগৈঃ ।
 শঙ্খযুক্তাঙ্গদধরো বিভ্রং তোয়ময়ঃ বপুঃ ॥ ১২
 কালপাশান্ সমাবিধান্ হরৈঃ শশিকরোপমৈঃ ।
 বায়োরিতৈজলাকারৈঃ কুর্কস্ লীলাঃ সহস্রশঃ
 পাণ্ডুরোদ্ধুতবসনঃ প্রবালরুচিরান্দধঃ ।
 মণিশ্রামোত্তমবপুহরিভারার্ণিতৌ বরঃ ॥ ১৪
 বক্রণঃ পাশধুম্রাঘো দেবানীকস্ত তস্থিবান্ ।
 যুদ্ধবেলামভিলষন ভিন্নবেল ইবার্ণবঃ ॥ ১৫
 যক্ষ-রাক্ষসসৈন্তেন গুহ্যকানাং গণৈরপি ।
 যুক্তশ্চ শঙ্খ-পদ্মাভ্যাং নিধীনামধিপঃ প্রভুঃ ॥ ১৬
 রাজরাজেশ্বরঃ স্রীমান্ গদাপাণিরদৃশ্যত ।
 বিমানযোধী ধনদো বিমানে পুষ্পকে স্থিতঃ ॥ ১৭
 স রাজরাজঃ শুভেতে যুদ্ধাধী নরবাহনঃ ।
 উষ্ণাণমাস্থিতঃ সংখ্যে সাক্ষাদিব শিবঃ স্বয়ম্
 পূৰ্বপক্ষঃ সহস্রাক্ষঃ পিতুরাজস্ত দক্ষিণঃ ।
 বক্রণঃ পশ্চিমং পক্ষমুত্তরং নরবাহনঃ ॥ ১৯
 চতুৰ্ভ যুক্তাশ্চত্রারো লোকপালা মহাবলাঃ ।

দৈত্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগি-
 লেন। সাগরচতুষ্টয় ও লেলিহান পন্নগগণ
 সহ মিলিত হইয়া শঙ্খ-যুক্তাঙ্গদধারী, মণি-
 শ্রাম জলময়দেহ, মনোহর মাল্যদামভূষিত,
 বক্রণদেব, পাণ্ডুর বসন ও প্রবাল-সমকান্তি
 অঙ্গদ দ্বারা ভূষিত হইয়া বায়ুচালিত জলা-
 কার ও শশিকিরণোপম অশ্বযুক্ত রথারোহণে
 পাশহস্তে দেবসৈন্তমধ্যে অবস্থিত হইয়া কাল-
 পাশ আফালনপূৰ্বক যুদ্ধকালপ্রতীক্ষায়
 উদ্বেল সাগরবৎ শোভা পাইতে লাগিলেন।
 নিধিপতি প্রভু রাজরাজেশ্বর, স্রীমান্, নর-
 বাহন, বিমানযোধী কুবেল,—যক্ষ, রাক্ষস,
 গুহ্যকগণ ও শঙ্খ পদ্মাদি সহ মিলিত হইয়া
 পুষ্পকরথে আরোহণপূৰ্বক যুদ্ধকামনায়
 বিরাজমান হইলেন। শিব তখন স্বয়ং
 একটা মহাবৃষতে আরোহণ করিলেন। এই
 দেবসৈন্তের পূর্বভাগ সহস্রাক্ষ, দক্ষিণ
 যম, পশ্চিম দিক্ বক্রণ এবং উত্তরাংশ
 কুবেল রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই চারি

স্থানু দিক্ স্বরক্ষন্ত তন্ত দেববলন্ত তে ॥ ২০
 সূর্য্যঃ সপ্তাশ্বযুক্তেন রথেনামিতগামিনা ।
 শ্রিয়া জাজল্যমানেন দীপ্যমানৈশ্চ রশ্মিভিঃ
 উদয়াস্তগচক্রেণ মেরুপর্ব্বতগামিনা ।
 ত্রিদিবদ্বারচক্রেণ তপতা লোকমব্যয়ম্ ॥ ২২
 সহস্ররশ্মিযুক্তেন ভ্রাজমানেন তেজসা ।
 চচার মধ্যে লোকানাং দ্বাদশান্বা দিনেশ্বরঃ ॥
 সোমঃ শ্বেতহয়ে ভ্রাতী স্তন্দনে শীতরশ্মিবান্ ।
 হিমবতোঃপূর্ণাভির্ভাতিরাহ্লাদয়ন্ জগৎ ॥ ২৪
 তম্ভপুগানুগতং শিশিরাংস্তং দ্বিজেশ্বরম্ ।
 শশচ্ছায়াঙ্কিততনুং নৈশস্ত তমসঃ ক্ষয়ম্ ॥ ২৫
 জ্যোতিষামীশ্বরং ব্যোমি রসানাং রসদং প্রভুম্
 ওষধীনাং সহস্রাণাং নিধানমমৃতস্ত চ ॥ ২৬
 জগতঃ প্রথমং ভাগং সৌম্যং সত্যময়ং রথম্ ।
 দদৃশুর্দানবাঃ সোমং হিমপ্রহরণং স্থিতম্ ॥ ২৭
 যঃ প্রাণঃ সর্ব্ভূতানাং পঞ্চধা ভিদ্যতে নৃবৃ ।
 সপ্তধাতুগতো লোকাংশ্রীন্ দধার চচার চ ॥ ২৮
 যমাস্তরয়িকর্ত্তারঃ সর্ব্বপ্রভবমীশ্বরম্ ।

লোকপাল, কর্ত্তক দেবসৈন্তের চতুর্দিক্
 রক্ষিত হইতে লাগিল । ১১—১০ । দ্বাদশান্বা
 দিবাকর সূর্য্য, — সপ্তাশ্ব যোজিত, অমিত-
 গামী, স্রীমান্, রশ্মিজালে দীপ্যমান, মেরু-
 প্রদক্ষিণকারী, উদয়াস্তগামী ও স্বর্গদ্বার-
 সম চক্রশালী, তেজে জাজল্যমান, লোক-
 সস্তাপক, স্বীয় রথে আরোহণপূর্ব্বক বিচরণ
 করিতে লাগিলেন । শীতরশ্মিবান্ সোমদেব,
 শ্বেতাশ্ব-যুক্ত রথারোহণে হিমজলপূর্ণ কিরণ
 দ্বারা জগতের আহ্লাদোৎপাদন করিতে
 লাগিলেন । দৈত্যগণ দেখিল—নক্ষত্রগণানু-
 গত, শশাঙ্কতনু, নৈশ তমোরাশিনাশক,
 জ্যোতিঃপতি, গগনচারী, রসাল ওষধি-
 সকলের রসদাতা, অমৃতনিধান, দ্বিজরাজ,
 শিশিরাংস্ত তখন জগতের এক অংশ
 সৃশ, সত্যময়, সৌম্যদর্শন রথোপরি
 হিমপ্রহরণ ধারণ করিয়া অবস্থিত হইতে
 লাগিলেন । যিনি প্রাণিগণের পঞ্চ প্রাণ-
 রূপী, যিনি সপ্ত ধাতুগত হইয়া লোকত্রয়

সপ্তস্বরগতো যশ্চ নিত্যং গীর্ভিকদীর্ঘ্যতে ॥ ২৯
 যঃ বদন্ত্যন্তমং ভূতঃ যঃ বদন্ত্যশরীরিণম্ ।
 যমাহরাকাশগমং শীঘ্রগং শব্দযোগিনম্ ॥ ৩০
 স বায়ুঃ সর্ব্ভূতায়ুক্কৃতঃ শ্বেন তেজসা ।
 ববৌ প্রব্যথয়ন্ দৈত্যান্ প্রতিলোমং সতোয়দঃ
 মক্ৰতো দিব্যাগচ্ছর্কৈর্বিদ্যাধরগণৈঃ সহ ।
 চিক্রৌদুরসিভিঃ শুভ্রৈর্নিধুৈকৈরিব পন্নগৈঃ ॥ ৩২
 যজন্তঃ সর্পপত্যস্তৌত্রতোয়ময়ঃ বিষম্ ।
 শরভূতা দিবীজ্ঞাণাং চেকর্য্যাত্তাননা দিবি ॥ ৩৩
 পক্ষতৈশ্চ শিলাশৃঙ্গৈঃ শতশশৈব পাদপৈঃ ।
 উপতস্থুঃ সুরগণাঃ প্রহর্ষুঃ দানবে বলে ॥ ৩৪
 যঃ স দেবো হৃষীকেশঃ পন্ননাভস্ত্রিবিক্রমঃ ।
 যুগান্তে কৃষ্ণবর্ণাভো বিখ্যন্ত জগতঃ প্রভুঃ ॥ ৩৫
 সর্ব্বযোনিঃ স মধুহা হব্যভুক্ ক্রতুসংস্থিতঃ ।
 ভূম্যাপোব্যোমভূতান্বা শ্রামঃ শাস্তিকরোহরিহা
 অরিস্রমমরাদীনাং চক্রং গৃহ্য গদাধরঃ ।

ধারণ করেন, যিনি অগ্নির উৎপাদক, সর্ব্ভূ-
 তেরই পরম্পরাসদৃশে জনক ও ঐশ্বর্য্য-
 শালী, যিনি সপ্তবিধ স্বরাকারে দক্ষীত দ্বারা
 উদীরিত হইয়, ষাঁহাকে উত্তম ভূত, অশ-
 রীরী, আকাশগামী, শীঘ্রগ, ও শব্দযোজনা-
 কারী বলা যায়, সর্ব্ভূতের আয়ুঃস্বরূপ সেই
 বায়ুদেব জলদজালসহ প্রবল ভাবে প্রতি-
 কূলবাহী হইয়া দৈত্যদলের পীড়া জন্মাইতে
 লাগিলেন । ২১—৩১ । সুরগণ তখন গন্ধর্ব্ব-
 বিজ্ঞাধরগণ সহ নির্য্যোকমুক্ত সর্পসম স্তম্ভ
 অসিনিচয় সঞ্চালন দ্বারা ক্রীড়া করিতে
 লাগিলেন । সর্পরাজগণ ভীতজলময় বিষ-
 দ্বারা ক্ষরণ করত ব্যাদিতমুখে শরদ্বারা-
 কারে অহরতলে বিচরণ করিতে লাগি-
 লেন । অপরাপর সুরগণ শত শত পর্ব্বত,
 শিলা, শৈলশৃঙ্গ, পাদপাদি লইয়া দানবদল-
 দলনার্থ সমুচ্চত হইলেন । যুগান্তকালে
 কৃষ্ণবর্ণাভ, সমগ্র জগতের প্রভু, সর্ব্বযোনি,
 মধুসুদন, হব্যভুক্, ক্রতুসংস্থিত, ভূম্যাদি
 পঞ্চভূতের আয়ুঃস্বরূপ, শাস্তিদাতা, অরি-
 ঘাতী, গদাধর, মহাবল, গরুড়ধ্বজ, বিষ্ণু,

অৰ্কঃ নগাদিবোদ্যন্তমুত্তমোত্তমতেজসা ॥ ৩৭
 সবোমালদ্য মহতীঃ সৰ্বাসু রবিনাশিনীম্ ।
 কয়েণ কালীঃ বপুৰা শক্রকালপ্রদাং গদাম্ ॥
 অশ্বেভুজৈঃ প্রদীপ্তাভৈৰ্ভুজগারিধ্বজঃ প্রভুঃ ।
 দধারায়ুধজাতানি শাৰ্ঙ্গাদীনি মহাবলঃ ॥ ৩৯
 স কস্তপস্তাস্ত্রভুবঃ দ্বিজঃ ভুজগভোজনম্ ।
 পবনাধিকসম্পাতং গগনকোভণং খগম্ ॥ ৪০
 ভুজগেশ্লেণ বদনে নিবিষ্টেন বিরাজিতম্ ।
 অমৃতারন্তনির্মুক্তং মন্দরাজিমিবোচ্ছিতম্ ॥ ৪১
 দেবাসু রবিমর্দেষু বহুশো দৃঢ়বিক্রমম্ ।
 মহেশ্লেণামৃতস্থার্থে বজ্ৰেণ কৃতলক্ষণম্ ॥ ৪২
 শিখিনং বলিনকৈব তপ্তকুণ্ডলভূষণম্ ।
 বিচিত্রপত্রবসনং ধাতুমস্তমিবাচলম্ ॥ ৪৩
 ক্ষীতক্রোডাবলধেন শীতাংশুসমতেজসা ।
 ভোগিভোগাবসিক্তেন মণিরত্নেন ভাষ্যত ।
 পক্ষাভ্যাং চাক্রপত্রাভ্যামাবৃত্য দিবি নীলয়া ।
 যুগান্তে সেন্সচাপাভ্যাং তোয়দাভ্যামিবাহরম্ ॥
 নীল-লোহিত-পীতাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ।
 কেতুবেষপ্রতিচ্ছন্নং মহাকাশনিকেতনম্ ॥ ৪৬
 অরুণাবরজং জীমানাকুহ সমরে বিভূঃ ।

দক্ষিণকরে সুরবৈরিনাশক উদীয়মান রবিসম
 দ্যুতিমান্ চক্র এবং বামকরে সৰ্বদৈত্য-
 মর্দিনী কুবেরা মহতী গদা ও অপরাপর হস্তে
 শাৰ্ঙ্গাদি আয়ুধসমূহ ধারণ করিলেন । ৩২—৩৯
 পরে তিনি কস্তপাস্ত্রজ, ভুজগভোজী, পবনা-
 ধিকগামী, গগনকোভণ, আকাশচারী, বদন-
 নিবিষ্ট ভুজগ দ্বারা শোভমান, অমৃতমহনাস্তে
 সমুচ্ছিত মন্দরগিরিসদৃশ সমুন্নত, দেবাসুর
 যুদ্ধে বহুবার প্রদর্শিতবিক্রম, অমৃতাহরণ-
 কালে ইন্দ্রবজ্রাঘাতে চিহ্নিতকায়, শিখাবান,
 বলবান, তপ্তকাঞ্চন-কুণ্ডলভূষণ, বিচিত্রপত্র-
 বসন, স্বর্ণময় গিরিসম, চন্দ্রসমকাস্তি ক্ষীত
 ক্রোড়ে অবস্থিত কণিকার্মাণ দ্বারা সমুজ্জ্বল,
 যুগান্তকালীন ইন্দ্রধনুযুক্ত মেঘময় সদৃশ
 চাক্রপত্র পক্ষযুগল বিস্তারে নভোমণ্ডল
 আবৃত করিয়া বিরাজিত, নীল-লোহিত-পীত
 পতাকানিকরদ্বারা অলঙ্কৃত, মহাকাশ,

সুবর্ণস্বর্ণবপুৰা সুপর্ণং খেচরোত্তমম্ ॥ ৪৭
 তমস্বদেবগণা মুনয়শ্চ সমাহিতাঃ ।
 গীৰ্ভিঃ পরমমজ্জাভিশ্চত্বৈরুশ্চ জনাৰ্দ্দনম্ ॥ ৪৮
 তদৈশ্বর্যবশংলিষ্টং বৈবস্বতপুরুঃসরম্ ।
 দ্বিজরাজপরিষ্কিপ্তং দেবরাজবিরাজিতম্ ॥ ৪৯
 চন্দ্রপ্রভাভিবিপুলং যুদ্ধায় সমবর্তত ।
 স্বস্ত্যস্ত দেবেভ্য ইতি বৃহস্পতিরভাষত ।
 স্বস্ত্যস্ত দানবানীকে উশনা বাক্যমাদদে ॥ ৫০
 ইতি জীমাৎস্ত মহাপুরাণে তারকাময়সংগ্রামে
 চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

মৎস্য উবাচ ।

ভাভ্যাং বলাভ্যাং সঙ্কল্পে তুমুলো বিগ্রহস্তদা
 সুরাণামসুরাণাঞ্চ পরস্পরজয়ৈষণাম্ ॥ ১
 দানবা দৈবতৈঃ সার্কিং নানাপ্রহরণোজতাঃ ।

অরুণাভুজ, সুবর্ণবর্ণ, খেচরোত্তম, সুপর্ণ
 আরোহণপূৰ্ব্বক রণস্থলে অগ্রসর হইলেন ।
 দেবগণ ও সমাহিতচেতা মুনীগণ তাঁহার
 অনুসরণপূৰ্ব্বক পরম মজ্জময় বাণীদ্বারা সেই
 জনাৰ্দ্দনকে স্তব করিতে লাগিলেন । কুবের,
 যম, চন্দ্র, ইন্দ্রাদি সহিত সেই দেবসৈন্য তখন
 চন্দ্রকিরণসমুদ্ভাসিত হইয়া যুদ্ধনিমিত্ত প্রস্তু-
 নোত্তম করিলে বৃহস্পতি “দেবগণের স্বস্তি
 হউক” এই কথা উচ্চারণ করিলেন । তখন
 দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ও দানবসৈন্য-প্রস্থান-
 কালে “দানবগণের স্বস্তি হউক” এই কথা
 কহিলেন । ৪০—৫০ ।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৪।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

মৎস্য কহিলেন,—অতঃপর সেই পরস্পর
 জঘাতিলাসী দেবদানব সৈন্যের তুমুল সমর
 আরম্ভ হইল । দানবদল নানাবিধ প্রহরণ

সমায়ুর্ধ্ব্যমানা বৈ পর্বতা ইব পর্বতৈঃ ॥ ২
তৎ সুরাসুরসংযুক্তং যুদ্ধমত্যদ্ভুতং বভৌ ।
ধর্ম্মাধর্ম্মসমায়ুক্তং দর্পেণ বিনয়েন চ ॥ ৩
ততো রথৈবিপ্রযুক্তৈরুবার্ণৈশ্চ প্রচোদিতৈঃ ।
উৎপত্তিশ্চ গগনমসিহস্তৈঃ সমস্তহঃ ॥ ৪
ক্ষিপ্যমাণৈশ্চ মুঘলৈঃ সম্পত্তিশ্চ সায়কৈঃ ।
চাঁপৈর্বিফার্ষ্যমাণৈশ্চ পাত্যমানৈশ্চ মুদগারৈঃ ॥ ৫
তদযুদ্ধমভবদেবারং দেব-দানবসঙ্কুলম্ ।
জগতস্তাসজজননং যুগসংবর্তকোপমম্ ॥ ৬
হস্তমুক্তৈশ্চ পরিঘৈবিপ্রযুক্তৈশ্চ পর্বতৈঃ ।
দানবাঃ সমরে জয়দেবানিস্তপুরোগমান্ ॥ ৭
তে বধ্যমানা বলিভির্দানবৈর্জয়কাজ্জিহ্বিতৈঃ ।
বিষগ্নবদনা দেব জগ্মুরাতিং পরাঃ যুধে ॥ ৮
তেহস্তশূলপ্রমথিতাঃ পুরিঘৈর্ভিন্নমস্তকাঃ ।
ভিন্নোরস্কা দিতিসুতৈর্বেমু রক্তং ব্রণৈর্বহ ॥ ৯
বেষ্টিতাঃ শরজালৈশ্চ নির্যত্নাশ্চাসুরৈঃ ক্রুতাঃ
প্রবিষ্টা দানবীঃ মায়াং ন শেকুস্তে বিচেষ্টিতুম্

লইয়া পর্বতসমূহসহ অপর পর্বতচয়ের স্তায়
যুদ্ধ করিতে লাগিল। ধর্ম্মাধর্ম্ম-সমায়ুক্ত
দেব-দানবগণের দর্প ও বিনয় সহকারে
প্রবর্তিত সেই যুদ্ধ অতি অদ্ভুত হইয়াছিল।
পরিচালিত রথ, বিচরণশীল হস্তী, উল্লম্বন-
কারী অসিধারী, ক্ষিপ্যমাণ মুঘল, পতনশীল
বাণ, বিফার্ষ্যমাণ ধনু ও পাত্যমান মুদগারাদি
দ্বারা দেব-দানবগণের সঙ্কুলভাবে প্রবৃত্ত
সেই যুদ্ধ তখন যুগান্তসম জগতের ত্রাসজনক
হইয়া উঠিল। দানবগণ, পর্বত ও পরিঘ-
দ্বারা ইত্যাদি দেবগণকে প্রহার করিতে
লাগিল। দেবগণ, সেই যুদ্ধে জয়োন্মাদী
দৈত্যাদনকর্তৃক তাদৃশভাবে আহত হইয়া
বিষগ্নবদনে পরম আর্তি প্রাপ্ত হইলেন।
ঠাঁহার দৈত্যগণের শূলাদি অস্ত্রের আঘাতে
মাথত, পরিঘপ্রহারে ভিন্নমস্তক ও বিদীর্ণ-
বক্ষস্থল হইয়া বহল রক্ত বমন করিতে
লাগিলেন। দানবগণ ঠাঁহাদিগকে শরজাল
দ্বারা জড়ীভূত করিয়া ফেলিল। দেবগণ
দানবী মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া

অস্তং গতিমিবাতীতি নিপ্রাণসদৃশাকৃতি ।
বলং সুরাণামসুরৈর্নিপ্রাণসদৃশাধুঃ কৃতম্ ॥ ১১
দৈত্যচাপচ্যুতান্ ঘোরাংশ্ছিবা বজ্রেণ তাহরান্
শক্রো দৈত্যবলং ঘোরং বিবেশ বহলোচনঃ ॥
স দৈত্যপ্রমুখান্ হস্তা তদানববলং মহৎ ।
তামসেনাস্তজালেন তমোভূতমথাকরোৎ ॥ ১৩
তেহস্তোস্তং নাববুধ্যস্ত দেবানাং বাহনানি চ ।
ঘোরেণ তমসাবিষ্টাঃ পুরুহুতস্ত তেজসা ॥ ১৪
মায়াশাটপর্বমুক্তান্ত যত্নবস্তঃ সুরোত্তমাঃ ।
বপুর্গব দৈত্যসিংহানাং তমোভূতান্তপাতয়ন্ ॥
অপধ্বস্তা বিসংক্রান্ত তমসা নীলবর্চসঃ ।
পেতুস্তে দানবগণাশ্ছিন্নপক্ষা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ১৬
তদ্বনৌভূতদৈত্যোস্তমদ্বকার ইবার্ণবে ।
দানবং দেবকদনং তমোভূতমিবাভবৎ ॥ ১৭
তদাস্তজয়হামায়াং ময়স্তাং তামসীং দহন্ ।
যুগান্তোদ্যোতজননীং স্তোমোর্ষেণ বহিনা ॥

পাড়িতে লাগিলেন। ১—১০। দেবসৈন্য তখন
অসুরগণ কর্তৃক নিপ্রাণ ও আয়ুধ-হীন
হইয়া প্রাণবিরাহত ও অস্তগতবৎ প্রতীয়-
মান হইল। তদর্শনে দেবরাজ সহস্র-
লোচন শক্র, বজ্রদ্বারা দৈত্যচাপচ্যুত বাণ-
জাল ছেদনপূর্বক দৈত্যসৈন্যমধ্যে প্রবেশ
করিলেন। পরে তিনি সম্মুখস্থ দৈত্য-
দিগকে নিহত করিয়া তামস অস্ত্রজাল দ্বারা
রণস্থল তমোব্যাপিত করিয়া ফেলিলেন।
তখন দৈত্যগণ ইন্দ্রভোজে—ঘোরাঙ্ককারে
আবিষ্ট হইয়া দেবগণকে, বাহনসমূহকে-
কিবা আপনাদিগকেও চিনিয়া লইতে
অসমর্থ হইয়া পড়িল। দেবগণ তখন মায়া-
শাশ হইতে মুক্ত হইলেন এবং সমস্তে
দৈত্যগণের তমোব্যাপ্ত দেহ সকল পাতিত
করিতে লাগিলেন। তমঃপ্রভাবে নীলকান্তি
দানবগণ, দেবগণকর্তৃক শস্ত্রাদিপ্রহারে
বিধ্বস্ত ও বিসংক্রান্ত হইয়া ছিন্নপক্ষ পর্বতবৎ
পতিত হইতে লাগিল। সেই বনাদ্বকার-
সাগরমধ্যে দেব-দানবগণের সেই যুদ্ধ অতি-
শয় তুল্ক্য হইয়া পড়িল। অনন্তর ময় দানব,

স। দদাহ ততঃ সৰ্বান্ মায়া ময়বিকল্পিতা ।
 দৈত্যাস্তাদিত্যাবপুষঃ সদ্য উত্তস্তুরাহবে ॥ ১৯
 মার্যামৌৰ্বীঃ সমাসাদ্য দহমানা দিবৌকসঃ ।
 ভেজিরে চেষ্ট্রবিষয়ঃ শীতাংশুঃ সলিলপ্রদম্ ॥
 তে দহমানা হৌৰ্ষেণ বহ্নিনা নষ্টচেতসঃ ।
 শশঃসুৰ্বজ্জিহ্বাঃ দেবাঃ সন্তপ্তাঃ শরণৈষণিণঃ ॥ ২১
 সন্তপ্তে মায়ায়া সৈন্তে হন্তমানে চ দানবৈঃ ।
 চোদিতো দেবরাজেন বরুণো বাক্যমব্রবীৎ ॥
 উৰ্কো ব্রহ্মর্ষিজঃ শক্র তপস্তপে সুদাক্ষণম্ ।
 উৰ্কঃ স পূৰ্বতেজস্বী সদৃশো ব্রহ্মণো গুণৈঃ ॥
 তং তপস্তমিবাদিত্যং তপসা জগদব্যয়ম্ ।
 উপতস্তুৰ্মুনিগণা দিব্যা দেবর্ষিভিঃ সহ ॥ ২৪
 হিরণ্যকশিপুশ্চৈব দানবো দানবেশ্বরঃ ।
 ঋষিঃ বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ পুরা পরমতেজসম্ ॥ ২৫
 উচুৰ্দ্ধৰ্ষয়ন্তস্ত বচনঃ ধর্ম্মসংহিতম্ ।

যুগান্তানলসম অতুজ্জল, উৰ্কনির্ম্মিত বহ্নি-
 ময় মায়াবিস্তার দ্বারা সেই তামসী মায়া
 নিরাকৃত করিয়া কেলিল । ময়কৃত সেই মায়া
 দেবসৈন্ত দাহ করিতে লাগিল । তখন
 অনুরগণ আদিত্যসম সমুজ্জল দেখে যুদ্ধার্থ
 উদ্বিগ্ন হইল । দেবগণ সেই উৰ্কী মায়া দ্বারা
 দহমান হইয়া ইন্দ্রের নিকট এবং জলপ্রদ
 চেষ্ট্রের সন্নিহিত হইলেন । ১১—২০ । সেই
 দেবগণ উৰ্কায়িতে দহমান ও নষ্টজ্ঞান হইয়া
 সন্তপ্ত-দেহে শরণলাভার্থ ইন্দ্রকে সেই মায়া
 বৃত্তান্ত কহিলেন । মায়া দ্বারা সৈন্তগণ সন্তপ্ত
 ও হন্তমান হইতেছে' দেখিয়া দেবরাজ
 বরুণকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে তত্বতরে
 বরুণ কহিলেন,—হে শক্র! উৰ্ক নামক
 ব্রহ্মর্ষিনন্দন পুরাকালে সুদাক্ষণ তপশ্চরণ
 করেন । সেই উৰ্ক-ঋষি অতিশয় তেজস্বী ও
 গুণগণে ব্রহ্মার সদৃশ ছিলেন । সেই মহাত্মা
 তপস্তেজঃপ্রভাবে আদিত্যবৎ জ্যোতির্ম্ময়
 হইয় উঠিলে দিব্য মুনি ও দেবর্ষিগণ তৎ-
 সমীপে সমাগত হইলেন । দানবেশ্বর
 হিরণ্যকশিপুও তথায় সমুপস্থিত হইলেন ।
 তাঁহারা সেই ঋষিকে স্ব স্ব অভিপ্রায় বিজ্ঞা-

ঋষিবংশেষু ভগবংশ্চিরমূলমিদং পদম্ ॥ ২৬
 একস্মিনপত্যশ্চ গোত্রায়াস্তো ন বর্ত্ততে ।
 কৌমারঃ ব্রতমাশ্রায় ক্রেশমেবানুবর্ত্তসে ॥ ২৭
 বহ্নি বিপ্র গোত্রাণি মুনীনাং ভাবিতান্মনাম্ ।
 একদেহানি ত্রিষ্ঠম্বি বিবিক্তানি বিনা প্রজাঃ ॥ ২৮
 এবমুচ্ছিন্নমূলৈশ্চ পুত্রৈর্নো নাস্তি কারণম্ ।
 ভবাস্ত তপসা শ্রেষ্ঠো প্রজাপতিসমহৃতিঃ ॥ ২৯
 তত্র বর্ত্তস্ব বংশায় বর্দ্ধয়ান্মনাম্ ॥
 ত্রয়া ধর্ম্মোহজ্জিতন্তেন দ্বিতীয়াং কুরু বৈতনম্
 স এবমুক্তো মুনিভিহৌৰ্কো মর্ম্মসু তাড়িতঃ ।
 জগর্হ তানৃষিগণান্ বচনঞ্চৈদমব্রবীৎ ॥ ৩১
 যথায়ং বিহিতো ধর্ম্মো মুনীনাং শাস্ততস্ত সঃ ।
 আৰ্হং বৈ সেবতঃ কর্ম্ম বস্তমূলকলাশিনঃ ॥ ৩২
 ব্রহ্মযোনৌ প্রস্তুতস্ত ব্রাহ্মণস্তান্নদর্শিনঃ ।

পিত করিলেন । ব্রহ্মর্ষিগণ সেই উৰ্কঋষিকে
 ধর্ম্মার্থসংহিত এই কথা বলিলেন,—হে ভগ-
 বন! ঋষিবংশমধ্যে আপনার এই ব্যব-
 সায মূলচ্ছেদী । আপনি বংশের একমাত্র
 সন্তান, পরন্তু অনপত্য ; বংশরক্ষার্থে অপর
 কেহই নাই । আপনি কৌমার ব্রত অব-
 লম্বন করিয়া কেবলমাত্র ক্রেশভাগীই
 হইতেছেন । হে বিপ্র! ভাবিতান্মা মুনি-
 গণের কত কত বংশ কেবলমাত্র একদেহেই
 পর্য্যবসিত হইয়াছে,—সন্তান না থাকায়
 জনসঙ্গহীন সংসারবহির্ভূতবৎ লক্ষিত হই-
 তেছে । এই ভাবে যদি মূলচ্ছেদ হয়,—
 বংশবৃদ্ধি না হয়, তবে আমরাদিগের পুত্র দ্বারা
 কোন প্রয়োজন নাই । আপনি তপস্তা দ্বারা
 প্রজাপতি-সমহৃতি হইয়াছেন ; শ্রেষ্ঠ লাভ
 করিয়াছেন । অতএব বংশবৃদ্ধি নিমিত্ত যত্ন
 করুন ; আত্মা দ্বারা আত্মাকে বর্দ্ধিত করুন ।
 আপনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিহার করিয়াছেন ;
 এক্ষণে দ্বিতীয় শরীরোৎপাদন করুন ।
 ২১—৩০ । মুনিগণ কর্ত্তক এই সকল বাক্যে
 মর্ম্মস্থলে তাড়িত হইয়া উৰ্ক, সেই ঋষিগণকে
 নিন্দাপূর্ব্বক এই কথা কহিলেন,—ব্রহ্মবংশ-
 প্রস্তুত আত্মদর্শী ব্রাহ্মণ, যদি বস্ত্র মূল-

ব্রহ্মচর্য্যং সূচরিতং ব্রহ্মাণমপি চালায়েৎ ॥ ৩৩
জনাণাং বৃত্তয়ন্তিস্যো যদগৃহাশ্রমবাসিনাম্ ।
অশ্বাক্ষং বয়ং বৃত্তিবনাশ্রমনিবাসিনাম্ ॥ ৩৪
অব্ভক্ষ্য বায়ুভক্ষ্য দন্তোলুখলিনস্তথা ।
অশ্বকুট্টা দশতপাঃ পঞ্চাতপসহাশ্চ যে ॥ ৩৫
এতে তপসি তিষ্ঠন্তি ব্রতৈরপি সূতৃকরৈঃ ।
ব্রহ্মচর্য্যং পুরস্কৃত্য প্রার্থয়ন্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩৬
ব্রহ্মচর্য্যাদব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণত্বং বিধীয়তে ।
এবমাহঃ পরে লোকে ব্রহ্মচর্য্যবিদো জনাঃ ॥ ৩৭
ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতং ধৈর্য্যং ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতং তপঃ ।
যে স্থিতা ব্রহ্মচর্য্যেষু ব্রাহ্মণা দিবি সংস্থিতাঃ ॥
নাস্তি যোগঃ বিনা সিদ্ধির্ন বা সিদ্ধিঃ বিনা যশঃ
নাস্তি লোকে যশোমূলং ব্রহ্মচর্য্যং পরং তপঃ
যো নিগৃহেষ্ট্রিগ্রামং ভূতগ্রামক পঞ্চকম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যং সমাধন্তে ক্রিমতঃ পরমং তপঃ ॥ ৪০

কলাশনপূর্ব্বক আর্ধধর্ম্মের অনুষ্ঠান সহকারে
যথাযথ-রূপে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করে, তাহা
হইলে সে ব্রহ্মাকেও বিচালিত করিতে পারে ।
গৃহস্থগণের ত্রিবিধ বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে ;
পবিত্র আমরা বনবাসী, আমাদিগের অপর
শ্রেষ্ঠ বাস্তবই অবলম্বনীয় । জলভক্ষ, বায়ু-
ভক্ষ, দন্তোলুখলিক (কেবল দন্তসাহায্যে
ভোজনকারী), অশ্বকুট্ট (প্রস্তরমাত্রদ্বারা
পিষ্ট দ্রব্যভোজী), দশতপাঃ, পঞ্চতপা ইহারা
সকলেই সূতৃকর ব্রতাবলম্বনে তপস্তাচরণে
নিরত থাকেন এবং ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা পরমগতি
কামনা করেন । ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই ব্রাহ্মণের
ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় । ব্রহ্মচর্য্যতত্ত্বাভিজ্ঞ
মহাজনগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন । ব্রহ্ম-
চর্য্যে ধৈর্য্য অবস্থিত ; আর ব্রহ্মচর্য্যেই তপস্তা
প্রতিষ্ঠিত । যাহারা ব্রহ্মচর্য্যে অবাস্তত, সেই
ব্রাহ্মণগণ স্বর্গবাসী হয়েন । যোগ ব্যতীত
সিদ্ধি নাই, সিদ্ধি বিনা ফল নাই ; এবং
লোকে যশোমূল ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা তপস্তাও
আর নাই । ভূতপঞ্চক ও ইন্দ্রিয়গ্রাম
নরোধপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিলে, তাহা
অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ তপস্তা কি আছে ?

অযোগে কেশধরণমসঙ্কল্পব্রতক্রিয়া ।
অব্রহ্মচর্য্যে চর্য্যা চ জয়ং স্ত্রীকল্পসংকল্পকম্ ॥ ৪১
ক দারাঃ ক চ সংযোগঃ ক চ ভাববিপর্য্যয়ঃ ।
নখিয়ং ব্রহ্মণা সৃষ্টো মনসা মানসী প্রজা ॥ ৪২
যদ্যন্তি তপসো বৌধ্যং যুগ্মাকং বিদিতাস্থনাম্ ।
স্বজন্মঃ মানসান্ পুত্রান্ প্রাজাপত্যোন কল্পণা
মনসা নিশ্চিন্তা যোনিরাধাতব্যা তপস্বিত্তিঃ ।
ন দারযোগো বীজং বা ব্রতমুতং তপস্বিনাম্
যদিদং লুপ্তধর্ম্মার্থং যুগ্মাভিরিহ নির্ভয়েঃ ।
ব্যাহতং সন্তিরত্যর্থমসন্তিরিব মে মতম্ ॥ ৪৩
বপুদৌগ্ধান্তরায়ানমেতৎ কৃদ্বা মনোময়ম্ ।
দারযোগঃ বিনা শক্যো পুত্রমাস্ততনুকহম্ ॥ ৪৪
এবমাত্মানমাত্মা মে দ্বিতীয়ঃ জনমিধ্যতি ।
বন্তেনানেন বিধিনা দধক্ষন্তমিব প্রজাঃ ॥ ৪৭

৩১—৪০ । যোগ ব্যতীত কেশ ধারণ,
সঙ্কল্প বিনা ব্রতচরণ, আর ব্রহ্মচর্য্য তির
তপচরণ,—এই তিনটী দম্ভময় বলিয়া উল্লেখ-
যোগ্য । দারাই বা কোথায় ? সংযোগই
বা কোথায় ? আর ভাবব্যত্যয়ই বা
কোথায় ?—এসকলের অত্যন্ত তারতম্য ।
ব্রহ্মা ত মনোদ্বারাই এই মানসী প্রজা-
সৃষ্টি করিয়াছেন । আপনারা বিদিতাস্থা ; আপনা-
দিগের যদি তপোবৌধ্য থাকে, তবে প্রাজা-
পত্য কক্ষ্মারূপে মানস পুত্র সকল সৃষ্টি
করুন । তপস্বীদিগের পক্ষে মনে মনে
যোনি কল্পনা করিয়া তাহাতেই আধান করা
উচিত ; তাহাদিগের পক্ষে দারসংযোগ বা
যোগিতে বীজাধান বিহিত হয় নাই । আপ-
নারা সাধু হইয়াও এই যে ধর্ম্মার্থলোপী কথা
কহিলেন, ইহাতে আপনাদিগকে অসৎ
বলিয়াই মনে করি । আমি আমার অগ্রসরকার
প্রভাবে শরীর প্রদীপিত করিয়া দ্বৈতমধ্যে
ব্যতীতই আত্মদেহজ পুত্র সৃষ্টি করিব ।
আমার আত্মা এই ভাবে দ্বিতীয় আত্মাকে
সৃষ্ট করবে । এই বিধান অনুসারেই এমন
এক সন্তান উৎপাদন করিব যাহাকে কেবিলে
বোধ হইবে, সে যেন প্রজাগণকে দাহ

উর্কস্ত তমসাবিষ্টো নিবেশ্যোক্তং হতাশনে ।
 মমহৈকেন দর্শেণ স্মৃতস্ত প্রভবারণিম্ ॥ ৪৮
 তন্তোক্তং সহসা তিস্রা জ্ঞানামালী হনিহনঃ ।
 জগতো দহনাকাক্ষী পুত্রোহগ্নিঃ সমপদ্যত ॥ ৪৯
 উর্কস্তোক্তংনির্ভির্ভদ্রা ঔর্কো নামাস্তকোহনলঃ
 দিব্যক্লিষ্টব লোকাঃস্ত্রীন্ অজ্ঞে পরমকোপনঃ ॥
 উৎপন্নমাত্রশ্চোবাচ পিতরং ক্রীণয়া গিরা ।
 কৃধা মে বাধতে তাত জগন্তক্যোত্যজস্য মাম্
 ত্রিদিবারোহিতিজ্জলৈর্ভূতমাণো দিশো দশ ।
 নির্ভহন্ সর্বভূতানি ববুধে সোহস্তকোহনলঃ ॥
 এতদ্বিরক্তরে ব্রহ্মা মুনিমূর্কঃ সভাজয়ন্ ।
 উবাচ বার্য্যতাং পুত্রো জগন্তশ্চ দয়াং কুরু ॥ ৫০
 অস্তাপত্যস্ত তে বিপ্র করিষ্যে স্থানমুত্তমম্ ।
 তথ্যমেতচ্চঃ পুত্র শৃণু ত্বং বদতাং বর ॥ ৫১

করিতে উচ্চত। এই বলিয়া উর্ক ঋষি
 তপঃপরায়ণ হইলেন এবং হতাশনে নিজ
 উর্ক স্থাপনপূর্বক একগাছি কুশদ্বারা মন্থন
 করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার
 পুত্রের অরুণিধরূপ সেই উর্ক হেদ করিয়া
 ইহনহীন জ্ঞানামালী জগতের দাহনাকাক্ষী
 অগ্নিরূপী এক পুত্র উৎপন্ন হইল। উর্কের
 উর্ক ভেদ করিয়া তাহার জন্ম হয়, এ
 নিমিত্ত তাহার নাম ঔর্কী হয়। সেই অগ্নি
 তিন লোকের দহনেচ্ছু বলিয়া প্রতীয়মান।
 অগ্নি জন্মিয়াই ক্রীণকণ্ঠে কহিল,—হে তাত!
 কৃধা আমার পীড়া জন্মাইতেছে; আমাকে
 ত্যাগ করুন। আমি জগৎ ভক্ষণ করি।
 অস্তকরূপী সেই অনল ত্রিদিবগামী শিখা
 দ্বারা ভূতমাণ হইয়া জগৎ দগ্ধ করিতে
 করিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রহ্মা তখন
 সেই মুনির সন্নিধানে সমাগত হইলেন এবং
 কহিলেন,—হে বিপ্র! পুত্রকে নিবারণ
 করুন। জগতের প্রতি দয়া করুন। আপ-
 নার এই সন্তানের উত্তম স্থান ব্যবস্থা করি-
 তেছি। পুত্র! আমার এই বাক্য সত্য
 বলিয়া জানিও। হে বাণ্ণিবর! তুমি
 আমার এই কথা শুন। ৪১—৪৪। উর্ক

উর্ক উবাচ ।

ধস্তোহম্যম্নগৃহীতোহস্মি যমেহদ্য

ভগবাহিনোঃ ।

মতিমেতাং দদাতীহ পরমাত্মগ্রহায় বৈ ॥ ৫৫
 প্রভাতকালে সম্প্রাপ্তে কাঙ্ক্ষিতব্যো সমাগমে
 ভগবঃস্তপিতঃ পুত্রঃ কৈর্হৈব্যো প্রাপ্যতে সুখম্
 কুত্র চাস্ত নিবাসঃ স্ত্রাষ্টোজনং বা কিমাত্মকম্ ।
 বিধাস্ততীহ ভগবান বীৰ্য্যতুল্যঃ মহৌজসঃ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

বড়বানুখেহস্ত বসতিঃ সমুদ্রে বৈ ভবিষ্যতি ।
 মম যোনির্জলং বিপ্র তস্ত পীতবতঃ সুখম্ ॥ ৫৬
 যজ্ঞাহমাস নিয়তং পিবন্ বারিময়ং হবিঃ ।
 তদ্বিস্তব পুত্রস্ত বিস্বজামালয়ঞ্চ তৎ ॥ ৫৭
 ততো যুগান্তে ভূতানামেষ চাহঞ্চ পুত্রক ।
 সহিতৌ বিচরিস্যাবো নিম্পুত্রাণামুণাপহঃ ॥ ৬০
 এষোহগ্নিরস্তকালে তু সলিলানী ময়া কৃতঃ ।
 দহনঃ সর্বভূতানাং সদেবানুর-রক্ষসাম্ ॥ ৬১

কহিলেন, অদ্য আমি ধস্ত হইলাম! অম্ন-
 গৃহীত হইলাম। কারণ, অদ্য ভগবান এই
 শিশুর প্রতি পরম অম্নগ্রহপ্রকাশে এই
 সদ্ভুক্তি প্রদান করিতেছেন। হে ভগবন্!
 প্রভাতকালে যখন ভোজনেচ্ছা জন্মিবে, তখন
 কোন্ হব্য দ্বারা আমার এই পুত্রের তৃপ্তি-
 সুখোৎপত্তি হইবে? ইহার নিবাস কোথায়?
 কাৰ্য্যই বা কি?—ইত্যাদি বিষয় এই মহা-
 তেজস্বী পুত্রের যেন অম্নরূপ করিয়াই
 বিধান করেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—সমুদ্র-মধ্যে
 বড়বানুখে ইহার বাস হইবে। হে বিপ্র!
 আমার জন্মক্ষেত্রে জল পান করিয়াই ইহার
 সুখলাভ হইবে। আমি যেখানে জল-
 ময় হবিঃ পান করিয়া নিয়ত বাস করি,
 সেই জলই ইহার খাদ্য হইবে। হে পুত্রক!
 পরে যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে ইনি ও
 আমি উভয়ে পৃথিবী পর্য্যটনপূর্বক নিম্পুত্র-
 গণের পিতৃক্লেশ বিনাশার্থ বিচরণ করিব।
 এই অগ্নিকেই আমি অস্তকালীন সলিল-
 পায়ী ও দেব অম্নুর-রক্ষ-রাক্ষসাদি সর্ব-

এবমস্থিতি তং সোহয়িঃ সংবৃতজ্ঞানমণ্ডলঃ ।
প্রবিবেশার্ণবমুখং প্রক্ৰিপ্য পিতরি প্রভাস ॥৬॥
প্রতিযাতস্ততো ব্রহ্মা যে চ সর্কে মহর্ষয়ঃ ।
উর্কস্তায়েঃ প্রভাঃ জ্যোত্বা স্বাঃ স্বাঃ

গতিমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৬৩

হিরণ্যকশিপুর্দৃষ্টা তদা তন্মহদভ্যুতম ।
উচ্চৈঃ প্রণতসর্কাজ্ঞো বাক্যমেতদ্ব্যচ হ ॥৬৪॥
ভগবন্নভ্যুতমিদং সংবৃত্তং লোকসাক্ষিকম্ ।
তপসা তে মুনিশ্রেষ্ঠ পরিতুষ্টঃ পিতামহঃ ॥৬৫॥
অহন্ত তব পুত্রস্ত তব চৈব মহাব্রত ।
ভৃত্য ইত্যবগন্তব্যঃ সাধ্যো যদিহ কৰ্ম্মণা ॥৬৬॥
তন্মাং পশু সমাপন্নং তবৈবারাধনে রতম্ ।
যদি সীদে মুনিশ্রেষ্ঠ তবৈব স্তাৎ পরাজয়ঃ ॥৬৭॥
উর্ক উবাচ ।

ধস্তোহম্যন্নগৃহীতোহ্যম্ম যন্ত তেহহং গুরুঃ
স্থিতঃ ।

ভূতের দহনার্থ নিয়োগ করিলাম । ব্রহ্মা
এইরূপ বলিলে সেই উর্ক ব্রহ্মবাক্যে
“তথাস্ত” বলিয়া অন্নমোদন করিলেন । তখন
সেই পুত্র পিতৃশরীরে জ্যেষ্ঠ প্রভা স্থাপন
করিয়া অবিলম্বে জ্ঞানামালা-রহিত দেহে
অর্ণবমধ্যে প্রবেশ করিলেন । পরে ভগবান্
ব্রহ্মা ও মহর্ষিগণ সেই উর্কনির্মিত অগ্নির
প্রভাব অবগত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান
করিলেন । ৫৫—৬৩ । হিরণ্যকশিপু তখন
উর্কের এবস্থি অদ্ভুত প্রভাব দর্শনে সাষ্টাঙ্গ
প্রণিপাত করিয়া এই বাক্য কহিল,—ভগ-
বন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার তপস্যায় পিতামহ
ব্রহ্মা যে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, লোকসাক্ষাতে
একার্থ্য অতি অদ্ভুত । হে মহাব্রত! আমি
কিন্তু আপনার ভৃত্য; ইহাই আপনি
আমাকে মনে করিবেন । যে কৰ্ম্ম আমার
সাধ্য, তাহা আমি করিব । অতএব আমাকে
অতঃপর আপনারই আরাধনায় রত দেখিতে
পাইবেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি যদি অব-
সন্ন হই, তবে তাহা আপনারই পরাজয় ।
৬৪—৬৭ । উর্ক কহিলেন,—ধন্ত হইলাম;

নাশ্তি মে তপসামেন ভগ্নমদ্যেহ ভূব্রত ॥ ৬৮॥
তামেব মায়াং গৃহীষ মম পুত্রেণ নির্মিতাম্ ।
নিরিন্দ্রনামগ্নিময়ীং হৃদ্বীং পাবকৈরগ্নি ॥ ৬৯॥
এষা তে স্বস্ত বংশস্ত বংশগারিবিনিগ্রহে ।
সংরক্ষত্যাঙ্গপক্ষক বিপক্ষক প্রধর্ষতি ॥ ৭০॥
এবমস্থিতি তাং গৃহ প্রণম্য মুনিপুত্রবন্ ।
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টঃ কৃতার্থো দানবেশ্বরঃ ॥৭১॥
এষা হৃদ্বীষহা মায়া দেবৈরগ্নি হুরাসদা ।
উর্কেণ নির্মিতা পূর্বাং পাবকেনোর্কহুহুনা ॥ ৭২॥
তস্মিংশ্চ ব্যাখিতে দৈত্যৈর্নিবীৰ্য্যৈষা ম সংশয়ঃ
শাপো হস্তাঃ পুরা দত্তঃ সৃষ্টা যেনৈব ভেজসা
যজ্ঞেযা প্রতিহস্তব্য কৰ্ত্তব্যো ভগবান্ স্মরী ।
দৌষতাং মে সখা শক্ৰ তোম্বষোনির্নিশাকরঃ ।
তেনাহং সহ সঙ্গম্য ষাদোভিশ্চ সমাবৃতঃ ।
মায়ামেতাং হনিব্যামি ত্বং প্রসাদান সংশয়ঃ ॥৭৩॥
ইতি ত্রীমাংশ্চে মহাপুরাণে তারকাময়সংগ্রামে
পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৫ ॥

আমি তোমার গুরুপদে অবস্থিত হইয়া
অন্নগৃহীত হইলাম । হে ভূব্রত! অস্ত
আর আমার এ তপস্যার নিমিত্ত কোন ভয়
রহিল না । তুমি আমার পুত্র-নির্মিতা সেই
নিরিন্দ্রনা, অগ্নিময়ী ও পাবকাপেক্ষাও হৃদ্বী
মায়া গ্রহণ কর । এই মায়া তোমার বংশের
বংশবর্তিনী থাকিয়া বৈরিনিগ্রহ করিবে ।
স্বপক্ষ রক্ষা ও বিপক্ষদমন ইহার কার্য্য ।
৬৮—৭০ । দানবেশ্বর হিরণ্যকশিপু, “তাহাই
হউক” বলিয়া সেই মায়া লইয়া মুনিবরকে
প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ত্রিদিবধামে প্রস্থান
করিলেন । পুরাকালে উর্কতনয় পাবক-
রূপী উর্ককর্ত্তৃক এই হৃদ্বীষহ মায়া নির্মিত
হইয়াছিল । দেবগণ উহাকে পরিত্যজ
করিতে সমর্থ নহেন । এক্ষণে হিরণ্যকশিপু
নাই বলিয়া নিশ্চয়ই এই মায়া পূর্বাপেক্ষা
হীনবীৰ্য্য হইয়াছে । বিশেষতঃ যিনি ভেজ-
প্রভাবে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে
শাপ প্রদান করিয়াছেন । হে শক্ৰ! যদি
ইহাকে প্রতিহত করিতে হয়, যদি আপনি

ষট্ সপ্তত্যাধিক শততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্য উবাচ ।

এবমস্থিতি সংক্ৰষ্টে শক্রজিৎশবর্কনঃ ।
সন্দিদেশাগ্রতঃ সোমঃ যুদ্ধায় শিশিরাযুধম্ ॥ ১
গচ্ছ সোম সহায়ত্বং কুরু পাশধরস্ত বৈ ।
অসুরাণাং বিনাশায় জয়ার্থঞ্চ দিবৌকসাম্ ॥ ২
ত্বং মন্তুঃ প্রতিবীৰ্য্যশ্চ জ্যোতিষাঞ্চৈবৈশ্বর্যঃ
ত্বদ্বয়ং সর্বলোকেষু রসং রসবিদো বিহুঃ ॥ ৩
ক্ষয়-বুদ্ধী তব ব্যক্তে সাগরস্তেব মণ্ডলে ।
পরিবর্তন্তহোরাত্র্যং কালং জগতি যোজয়ন্ ॥ ৪
লোকচ্ছায়াময়ং লক্ষ্য তবাক্ষঃ শশসন্নিভঃ ।
ন বিহুঃ সোম দেবাপি যে চ নক্ষত্রযোনয়ঃ ॥ ৫

সুখী হইতে চাহেন, তবে আমার সঙ্গে তোম-
য়োনি নিশাকরকে দিউন; আমি তাঁহার
সহিত মিলিত হইয়া জলচরগণ সহ আপনার
প্রসাদে এই মায়াকে বিনাশিত করিব ।
ইহাতে সংশয় নাই । ৭১—৭৫ ।

পঞ্চসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৫

ষট্ সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

মৎস্য কহিলেন,—দেবগণের আনন্দ-
বিধায়ক শক্র “এবমস্ত” বলিয়া হৃষ্টচিত্তে
অগ্রবর্তী শিশিরাযুধ সোমকে যুদ্ধার্থ আদেশ
করিলেন । বলিলেন,—ওহে সোম! অসুর-
গণের বিনাশ ও আমাদিগের জয় নিমিত্ত
তুমি পাশধরের সহায়তা কর । তুমি আমা
অপেক্ষাও বীৰ্য্যবান, এবং জ্যোতিষ্য পদার্থ-
চয়ের ঈশ্বরেশ্বর । সর্বলোকে রসসমূহ ত্বদ্বয়;
সর্ববিদ জনগণ ইহা বিদিত আছেন । সাগ-
রের জায় তোমার মণ্ডলেও ক্ষয়বৃদ্ধি দৃষ্ট
হয় । তুমি জগতে পরিবর্তিত হইয়া অহোরাত্র
কালবিভাগ করিয়া থাক । তোমার শশ-
সন্নিভ ক্রোড়দেশে লোকচ্ছায়াময় অক্ষ বিজা-
মান । হে সোম! তোমার ত্বং দেবগণ
কিবা নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণ অবগত নহেন ।

হমাদিত্যপথাদূর্জঃ জ্যোতিষাঞ্চোপরি স্থিতঃ ।
তমঃ প্রোৎসার্য মহসা ভাসয়ন্তাখিলং জগৎ ॥ ৬
শ্বেতভানুহিমন্তুর্জ্যোতিষামধিপঃ শশী ।
অধিকৃৎ কালযোগাত্মা ইষ্টৌ যজ্ঞশ্চ সৌহব্র্যঃ
ওষধীশঃ ক্রিয়াযোনিরজ্রযোনিরনুষ্ঠাভাঃ ।
শীতাংশুঃ অমৃতাদারাক্ষপলঃ শ্বেতবাহনঃ ॥ ৮
ত্বং কান্তিঃ কান্তিবপুষাঃ ত্বংসোমঃ সৌমপায়িনাম্
সৌম্যস্তং সর্বভূতানাং তিমিরব্রহ্মক্ষর্যাহু ৯
তদগচ্ছ ত্বং মহাসেন বরুণেন বরুধিনা
শময় দ্বাসুরোঃ মায়াং যয়া দহ্যাম সংযুগে ॥ ১০
সোম উবাচ ।

যন্মাং বদসি যুদ্ধার্থে দেবরাজ বরপ্রদ ।
এবং বর্ষামি শিশিরং দৈত্যমায়াপকর্ষণম্ ॥ ১১
এতান্ মচ্ছীতনিদ্রয়ান্ পশুস্ত হিমবেষ্টিতান্ ।
বিমায়ান্ বিমদাংশ্চৈব দৈত্যসিংহান্ মহাবে ॥
তেষাং হিমকরোৎসৃষ্টাঃ সপাশা হিমবুষ্টয়ঃ ।
বেষ্টয়ন্তি স্ম তান্ ঘোরান্ দৈত্যান্ মেঘগণা ইব

তুমি আদিত্যপথের উর্দ্ধে জ্যোতির্গণের
উপরে অবস্থান কর । আর নিজ তেজে তমো-
রাশি প্রোৎসারণপূর্বক অখিল জগৎ উদ্ভা-
সিত করিয়া থাক । তুমি শ্বেতভানু, হিম-
ন্তু, জ্যোতির্গণপতি, শশধর, কালবিভাগ-
কারী, প্রিয় ও অব্যয় যজ্ঞস্বরূপ । তুমি ওষ-
ধীশ, ক্রিয়াযোনি, অজ্রযোনি, অনুক্ষর্য্য,
শীতাংশু, অমৃতাদার, চপল, এবং শ্বেতবাহন ।
কান্তিমানগণের তুমি কান্তি; সৌমপায়ী-
দিগের সোম; সর্বভূত মধ্যে তুমিই সৌম্য,
এবং তুমি তিমিরব্রহ্ম, ও ব্রহ্মগণের রাজা ।
অতএব হে সেনাপতি সোম! বরুণশালী
বরুণসহ তুমি যাও; যাইয়া যাহা দ্বারা এই
সংগ্রামস্থলে আমরা পীড়িত হইতেছি, সেই
মায়াকে হাণ্ড প্রশমিত কর । ১—১০ । সোম
কহিলেন,—হে বরপ্রদ, দেবরাজ! আমাকে
যে যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন,—আমি যাইয়া
এমন শিশির বর্ষণ করিব যে, তাহাতে
দৈত্যমায়া নিরাকৃত হইয়া যাইবে । আপনি
দেখুন,—আমি এই দৈত্যসিংহদিগকে এই

তো, পাশ-শীতাংশধরো বরুণেন্দু মহাবলো ।
জগতুর্হিমপাঠৈশ্চ পাশপাঠৈশ্চ দানবান্ ॥ ১৪
দ্বাবস্থানাথো সমরে তো পাশহিমযোধিনো ।
মুখে চেতুর্ভ্রুশ্চোত্তিঃ স্ক্রুকাবিষ মহার্ণবো ॥ ১৫
তাভ্যামাপ্রাবিতং সৈন্তং তদানমবদৃশত ।
জগৎ সংবর্তকাস্তোদৈঃ প্রবিষ্টৈরিব সংবৃতম্ ॥
তাবুগতাস্থনাথো তু শশাঙ্কবরুণাবুভো ।
শময়ামাসতুর্নায়ঃ দেবো দৈত্যোল্লুনির্মিতাম্ ॥
শীতাংশজালনির্দ্দ্বাঃ পাঠৈশ্চ স্পন্দিতা রণে ।
ন শেকুশ্লিতুং দৈত্য্য বিশিরক্কা ইবাজয়ঃ ॥ ১৬
শীতাংশনিহতাস্তে তু দৈত্য্যাস্তোরহিমাঙ্গিতাঃ ।
হিমাঙ্গাবিতসর্সাক্ষা নিক্রয়ণ ইবায়য়ঃ ॥ ১৭
তেষাস্ত দিবি দৈত্য্যানাং বিপরীতপ্রভাণি বৈ ।
বিমানানি বিচিহ্নাণি প্রপতন্ত্যুৎপতন্তি চ ॥ ২০
তান্ পাশহস্তগ্রাধিভাংছাদিতাক্ষীতরশ্মিভিঃ ।

যুদ্ধে হিমবেষ্টিত, শীত নির্দ্দ্ব, মায়াহীন ও মদ-
শূন্ত করিতেছি । সেই শীতাংশ ও পাশধর
মহাবল চন্দ্র ও বরুণ, হিম বর্ষণ ও পাশ
পাতন দ্বারা সেই ঘোর দানবগণকে বিনা-
শিত করিতে লাগিলেন । মেঘের বারি
বর্ষণের স্থায় তাঁহাদিগের পাশ ও হিম বর্ষণে
দৈত্যগণবেষ্টিত ও জড়ীভূত হইয়া পড়িতে
লাগিল । সেই পাশহিমযোধী অস্থনাথ-
দ্বয় স্ক্রুক সাগরযুগসম সমরক্ষেত্রে বিচ-
রণ করিতে লাগিলে দানবসৈন্ত তাঁহাদিগের
দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সংবর্তকান্নাবিত জগ-
তের স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ।
শশাঙ্ক ও বরুণ এই অস্থনাথদ্বয় দৈত্যোল্লু-
নির্মিত সেই মায়া প্রশমিত করিলেন । দৈত্য-
গণ সেই শীতাংশজাল দ্বারা নির্দ্দ্ব এবং পাশ
দ্বারা বদ্ধ হইয়া শূন্যহীন শৈলমালার স্থায়
অচল হইয়া পড়িল । দৈত্যগণ শীতাংশসলিল
দ্বারা আক্রান্ত ও হিমপ্রাবিত হইয়া উন্মাহীন
অগ্নির সদৃশ হইল । দৈত্যগণের বিচিত্র
বিমানসমূহ প্রভাহীন হইয়া উৎপত্তিত নিপ-
তিত হইতে লাগিল । আকাশস্থ মায়াবী ময়-
দানব সেই দৈত্যদিগকে শীতকিরণে জড়ী-

ময়ো দদর্শ মায়াবী দানবান্ দিবি দানবঃ ॥ ২১
স শিলাজালবিততাং খড়্গচক্ষাট্টহাসিনীম্ ।
পাদপোৎকটকূটাগ্রাং কন্দরাকৌর্ণকাননাম্ ॥ ২২
সিংহব্যাগ্রগণাকৌর্ণাং নদন্তির্গজযুধৈঃ ॥
ঐহামৃগগণাকৌর্ণাং পবনাবূর্ণিতক্রমাম্ ॥ ২৩
নির্মিতাং শ্বেন যত্নেন কুজিতাঃ দিবিঃ কামগাম্ ।
প্রথিতাং পার্শ্বতীং মায়াময়জগৎ স সমস্ততঃ ॥ ২৪
সাসিশদৈঃ শিলাবর্ধৈঃ সম্পতন্তি চ পাদপৈঃ ।
জঘান দেবসজ্জাঃ দানবাঃ শাপ্যজীবয়ৎ ॥ ২৫
নৈশাকরী বাক্রণী চ মায়েহন্তর্দধতুস্ততঃ ।
অসিভিচ্চায়সগণৈঃ কিরন্ দেবগণান্ রণে ॥ ২৬
সাশ্মযজ্ঞায়ুধঘনা ক্রমপর্কিতসকটা ।
অভবদেবারসকারা পৃথিবী পর্কতৈরিব ॥ ২৭
অশ্বানাং প্রহতাঃ কেচিচ্ছিলাভিঃ শকলীকৃতাঃ ।
নানিক্রক্কো ক্রমগণৈর্দেবোহদৃশত কচ্চন ॥ ২৮
তদপধ্বস্তধনুযঃ ভগ্নপ্রহরণাবিলম্ ।
নিপ্রত্নঃ সুরানীকঃ বর্জয়িত্বা গদাধরম্ ॥ ২৯

ভূত ও পাশ দ্বারা প্রথিত দর্শনে সহসা চতু-
র্দিকে খড়্গা-চক্ষ দ্বারা অট্টহাস্তময়ী, সিংহব্যাগ্র-
গণাকৌর্ণা, কুজনশালিনী, কামগামিনী, পাদ-
পোৎকটকূটাগ্রযুক্তা, কন্দরকাননবতী, শিলা-
জালবিততা, গজযুধ-নাদিতা, ঐহামৃগগণ-
পরিব্যাপ্তা, পবনাবূর্ণিততরুযুতা, স্বীয় যত্নে
নির্মিতা, প্রথিতা পার্শ্বতী মায়া ময়জন করিল ।
তখন সশব্দ অসি-শিলা-পাদপবর্ষণে দেবগণ
হতাহত এবং দানবগণ উজ্জীবিত হইতে
লাগিল । ১১—২৫ । অতঃপর চান্দ্রী ও বাক্রণী
মায়াদ্বয় অন্তর্হিত হইল । দেবগণের উপর অসি
ও আগ্রসাদি বর্ষণ চলিতে লাগিল । অশ্বযজ্ঞ
ও আগ্র দ্বারা গহনা ও ক্রম-পর্কিত দ্বারা
সকটা হইয়া দেবসেনা তখন যোঁরসকার
হইল । কেহ কেহ উপলম্বিতে নিষ্পিষ্ট, কেহ
কেহ প্রস্তরপাতে বিখণ্ডিত এবং কেহ কেহ
বা তরুবর্ষণে নিতান্ত নিক্রুদ্ধ হইয়া পড়িল ;
কোন দেবতাই আর দৃষ্টিগোচর হইলেন
না । দেবগণের শরাসনাদি প্রহরণসমূহ
বিধ্বস্ত হইয়া গেল । একমাত্র গদাধর

স হি যুদ্ধগতঃ স্রীমানৌশানোহশ্ব বিকম্পতঃ ।
সহিষ্ণুত্বাজগৎস্বামী ন চুক্রোধ গদাধরঃ ॥৩০॥
কালজঃ কালমেঘাতঃ সমীক্ষন্ কালমাহবে ।
দেবানুর্ধ্ববিমর্দন্ত জষ্টেকামস্তদা হরিঃ ॥৩১॥
ততো ভগবতা দৃষ্টৌ রণে পাবক-মারুতো ।
জোদিতৌ বিকুবাক্যোন তৌ মায়ামপকর্ষতাং ॥
ভাভ্যামুদজাতবেগাভ্যাং প্রবুদ্ধাভ্যাং মহাহবে ।
দহ্য সা পার্শ্বতী মায়া ভস্মীভূতা ননাশ হ ॥৩৩॥
সোহনিলোহনলসংযুক্তঃ সোহনলচ্চানিলাকুলঃ
দৈত্যসেনাঃ দদহতুর্ধুগাশ্চেধিব মুচ্ছিতৌ ॥ ৩৪
বায়ুঃ প্রধাবিতস্তত্র পশ্চাদগ্নিস্ত মারুতম্ ।
চেরতুর্দানবানীকে ক্রৌড়স্তাবনিলানলৌ ॥ ৩৫
ভস্মাবয়বভূতেষু প্রপতৎস্বৎপতৎসু চ ।
দানবানাং বিমানেষু নিপতৎসু সমস্ততঃ ॥৩৬॥
বাতক্কাপবিক্রেষু কৃতকর্ম্মণি পাবকে ।

ব্যতীত আর সমস্ত দেবগণ নিম্প্রযত্ব হইয়া
পড়িলেন । সেই স্রীমান্ ঈশান জগৎপতি
গদাধর সহিষ্ণুত্ববশতঃ সেই রণস্থলে অবস্থিত
ধাকিয়াও ক্রুদ্ধ হইলেন না; পরন্তু সেই
কালজ কালমেঘাত ভগবান্ সেই রণে
যোগ্য কালপ্রতীক্ষায় ধাকিয়া সেই দেবানুর-
যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন । ১৬—৩১ ।
পরে সেই ভগবান্ পাবক ও মারুতকে
আদেশ করিলে তাঁহারা উভয়ে রণস্থলে
ঘাইয়া সেই মায়া নিরাকৃত করিতে লাগিলেন ।
তাঁহারা উদজাত ও প্রবুদ্ধবেগে রণস্থলে বিচ-
রণ করিতে থাকিলে সেই পার্শ্বতীমায়া ভস্মী-
ভূত হইয়া বিনাশ পাইল । সেই অনিল ও
অনল পরস্পর মিলিত হইয়া যুগান্তকালসম
প্রবলবেগে দৈত্য সৈন্তগণের বিনাশ সাধনে
তৎপর হইলেন । বায়ু প্রবলবেগে প্রবা-
হিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিও ছুটিলেন;
এই ভাবে সেই অনিলানল যেন দৈত্য-
সৈন্তমধ্যে ক্রৌড়া করিতে লাগিলেন । তখন
দানবগণের বিমান সকল ভস্মীভূত, নিপ-
তিত ও উৎপতিত হইতে লাগিল । অগ্নি
লম্বিত প্রবল বাত্যাবশে সেই পার্শ্বতী

মায়াবন্ধে নিবৃতে তু স্তৃধমানে গদাধরে ॥৩৭॥
নিম্প্রযত্রেষু দৈত্যেষু জৈলোক্যে যুক্তবন্ধনে ।
সম্প্রহষ্টেষু দেবেষু সাধু সান্নিহি সর্কশঃ ॥ ৩৮
জয়ে দশশতাক্ষন্ত দৈত্যানাঞ্চ পরাজয়ে ।
দিস্থ সর্কানু শুকানু প্রবৃন্তে ধর্ম্মবিস্তরে ॥৩৯॥
অপার্বতে চন্দ্রমসি স্বস্থানহে দিবাকরে ।
প্রকৃতিহ্নেষু লোকেষু ত্রিষু চারিভবন্ধম্ ॥৪০॥
যজ্ঞমানেষু ভূতেষু প্রশান্তেষু চ পাপানু ।
অভিন্নবন্ধনে যুতো হুয়মানে হতাশনে ॥ ৪১
যজ্ঞশোভিষু দেবেষু স্বর্গার্থঃ দর্শয়ৎসু চ ।
লোকপালেষু সর্কেষু দিস্থ সংযানবর্তিষু ॥ ৪২
ভাবে তপসি সিদ্ধানামভাবে পাপকর্ম্মণাম্ ।
দেবপক্ষে প্রযুদিতৈ দৈত্যপক্ষে বিষীদতি ॥৪৩॥
ত্রিপাদবিগ্রহে ধর্ম্মে অধর্ম্মে পাদবিগ্রহে ।
অপার্বতে মহাধারে বর্তমানে চ সৎপথে ॥ ৪৪
লোকে প্রবৃন্তে ধর্ম্মেষু স্ত্রধর্ম্মেছাত্মমেষু চ ।

মায়া নিরাকৃত হইয়া গেল । দেবগণ গদা-
ধরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । জৈলোক্য
যুক্তবন্ধন হইল । দৈত্যগণ কিংকর্তব্য-
বিমূঢ় হইয়া পড়িল । দেবগণ সকলেই
“সাধু সাধু” বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগি-
লেন । সহস্রাক্ষের জয় ও অনুরদিগের
পরাজয় হইলে তখন দিকৃসমূহের বিত্ত্বি,
বিবিধ ধর্ম্মের প্রবৃতি, চন্দ্রের স্থানান্তরে
গমন, দিনকরের স্বস্থানাবস্থান, লোকসকলের
চরিত্রপ্রিয়তা ও প্রকৃতিহতা, যজ্ঞাদি কর্ম্মা-
রন্ত, পাপের প্রশমন, হতাশন হুয়মান, এবং
যত্নর জ্যেষ্ঠাভ্যুত্থানে প্রচার আরম্ভ
হইল । যজ্ঞস্থলে দেবগণ শোভাযুক্ত হইয়া
স্বর্গ ও অর্থ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । লোক-
পালগণ স্ব স্ব দিকে বিচরণ করিতে লাগি-
লেন । সিদ্ধগণের তপস্যার প্রভাব ও পাপ
কর্ম্মের অভাব ঘটিল । দেবপক্ষ প্রযুদিত হই-
লেন । দৈত্যপক্ষ বিপদগ্রস্ত হইল । ধর্ম্ম
ত্রিপাদ ও অধর্ম্ম একপাদ হইল । নরকপথ-
হার ক্রুদ্ধ, ও ধর্ম্মপথ প্রসারিত হইল । লোক
সকল ধর্ম্মে প্রবৃত্ত, ও আত্মম সকল ধর্ম্মময়

প্রজারক্ষণযুক্তেষু ভ্রাজমানেষু রাজসু ॥ ৪৫
প্রশান্তকন্মবে লোকে শান্তে তমসি দানবে ।
অগ্নি-মাক্রতয়োস্তত্র বৃন্তে সংগ্রামকর্ষণি ॥ ৪৬
তন্ময়া বিপুলা লোকান্তান্ত্যাং তজ্জয়কুং ক্রিয়া
পূর্বং দৈত্যভয়ং যস্য মাক্রত্যাগ্নিকৃতং মহৎ ॥ ৪৭
কালনেমীতি বিখ্যাতো দানবঃ প্রত্যদৃশ্তত ।
ভাক্ররাকারমুকুটঃ শিজ্জিতাতরণাক্রদঃ ॥ ৪৮
মন্দরাজি প্রতীকাশো মহারজতপর্বতঃ ।
শতপ্রহরণোদগ্ৰঃ শতবাহুঃ শতাননঃ ॥ ৪৯
শতশীর্ষঃ স্থিতঃ স্রীমান্ শতশৃঙ্গ ইবাচলঃ ।
পক্ষে মহতি সংবুদ্ধো নিদাঘ ইব পাবকঃ ॥ ৫০
ধূম্রকেশো হরিৎশ্রবঃ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাননঃ
জৈলোক্যাস্তরবিস্তারি ধারয়ন্ বিপুলং বপুঃ ॥
বাহতিভলয়ন্ ব্যোম ক্রিপন্ পদ্ভ্যাং মহৌধরান্
ইরয়ন্ মুখনিখাসৈসৃষ্টিযুক্তান্ বলাহকান্ ॥ ৫২
তির্ধ্যগায়তরজাকং মন্দরোদগ্ৰবর্চসম্ ।

হইল । রাজগণ প্রজারক্ষণে তৎপর ও
দীপ্তিমান্ হইলেন । লোক প্রশান্তকন্মবে ও
দানবগণ শান্ততমস হইল । অগ্নি ও মাক্রত
উভয়ে সেই রণস্থলে রণে প্রবৃত্ত হইলে
লোক সকল তন্ময় হইয়া গেল ; ভীহার্য
যুদ্ধ জয় করিলেন । অতঃপর অগ্নি-
মাক্রতকৃত সেই ভয়ের বিষয় অবগত হইয়া
কালনেমি নামক দানব আসিয়া উপস্থিত
হইল । সেই ভাক্ররাকারমুকুটধারী, শিজ্জিত-
বলয়াদিভূষিত, মন্দরাজল-সম সমুন্নত, কাঞ্চন-
পর্বতসদৃশ, শতবাহু, শতমুখ, শতপ্রহরণ-
ধর, শতশীর্ষ স্রীমান্ দানব শতশৃঙ্গ গিরি-
বরের স্তায় শোভমান । মহাসৈন্ত লইয়া
নিদাঘকালীন পাবকের স্তায় সেই ধূম্রকেশ,
হরিৎশ্রবঃ, সন্দষ্টৌষ্ঠপুট দৈত্য, বিপুল বপু-
ষায়া জৈলোক্যাস্তরের বিস্তারিত সমাচ্ছাদন,
বাহুধার্য গগনতল আবরণ, পদযয় দ্বারা
ভূধর সকল বিক্ষেপণ ও মুখ-নিখাস দ্বারা
সৃষ্টিযুক্ত বলাহকগণকে অপসারণ করিতে
করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল । সেই
মন্দরাজলভূষ্য উগ্রমুষ্টি দানব যেন দেব-

দিধকস্তমিবায়াস্তং সর্বান দেবগণান্ যুধে ॥ ৫৩
তজ্জয়ন্তং সুরগণাং ছাদয়ন্তং দিশো দশ ।
সংবর্তকালে ভূষিতং দৃষ্টং যত্নমিবোখিতম্ ॥
সুতলে নোচ্ছুরবতা বিপুলাজ্জলিপর্ষণা ।
লম্বাতরণপূর্ণেন কিকিচ্ছলিতকর্ষণা ॥ ৫৫
উচ্ছিতেনাগ্রহস্তেন দক্ষিণেন বপুযতা ।
দানবান্ দেবনিহতাস্তুষ্টিষ্ঠমিতি ক্রবন্ ॥ ৫৬
তং কালনেমিঃ সমরে দ্বিষতাং কালচেষ্টিতম্ ।
বীক্ষন্তে অসুরাঃ সর্বৈ ভয়বিজ্ঞস্তলোচনাঃ ॥
তং বীক্ষন্তি অসুতানি ক্রমন্তঃ কালনেমিনম্ ।
ত্রিবিক্রমং বিক্রমন্তঃ নারায়ণমিবাপরম্ ॥ ৫৮
সোহত্য়াজ্জয়পূরঃপাদমাক্রত্যাঘূর্ণিতাঘরঃ ।
প্রক্রামন্নসুরো যুদ্ধে জাসয়ামাস দেবতাঃ ॥ ৫৯
স ময়েনাসুরেষ্মৈশ্চ পরিষজন্ততো রণে ।
কালনেমির্বভো দৈত্যঃ সবিকুরিব মন্দরঃ ॥ ৬০

গণকে দাহ করিতে কামনা করিয়াই
যাইতে যাইতে সুরগণকে তর্জন করত
বাণজালে দশ দিক্ সমাচ্ছাদন করিতে
লাগিল । সে তখন প্রলয়কালীন সমুখিত
ভূষিত যত্নর স্তায় প্রতীক্ষমান হইতে
লাগিল । ৩২—৫৫ । সেই শত্রুবর্গের কাল-
বিধায়ক, কালনেমি, যাহার তলদেশ সমুন্নত
ও অজ্জলিপর্কসকল বিপুল, যাহা লক্ষিত
আভরণে মণ্ডিত ও কক্ষকরণ জন্ত কিঞ্চিৎ
চঞ্চল, সেই অতীব স্থূল, দক্ষিণ হস্তাগ্র
উল্লোলনপূর্বক দেবগণাহত দানবদিগকে
“উখিত হও” বলিয়া সমরে সমাগত
হইলে তাহাকে দেখিয়া সুরগণ সকলেই ভয়-
বিজ্ঞস্ত-লোচন হইলেন । সর্বভূতই তখন
বিক্রমকারী ত্রিবিক্রম নারায়ণের স্তায়
সেই কালনেমিকে বীক্ষণ করিতে লাগিল ।
সেই অসুর তাহার অত্যাশ্রিত পূর্বপদ-ক্ষেপ-
জনিত বায়ুদ্বারা অধরতল আবর্জিত করিয়া
রণস্থলে বিচরণ করিতে থাকিলে দেবগণ
অতিশয় জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন । অসুরেষ্মৈ-
ময় দানব তাহাকে আলিঙ্গন করিল ।
তখন সেই কালনেমি, বিজ্ঞ সহ মন্দরগিরিযৎ

অথ বিবাহিরে দেবাঃ সৰ্বে শক্রপুৰোগমাঃ ।
কালনেমিঃ সমায়াস্তং দৃষ্ট্বা কালমিবাপরম্ ॥ ১
ইতি ক্রীমাংশ্চ মহাপুরাণে তারকাময়মুদ্রা
মৃৎসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্য উবাচ ।

দানবানামনীকেষু কালনেমির্মহানুরঃ ।
ব্যবহৃত মহাতেজাস্তপাস্তে জলদো যথা ॥ ১
তং ত্রৈলোক্যাস্তরগতং দৃষ্ট্বা তে দানবেশ্বরঃ ।
উত্তমরূপরিশ্রান্তাঃ পীতামৃতমমৃতমম্ ॥ ২
তে বীতভয়সম্ভ্রাসা ময়-তারপুৰোগমাঃ ।
তারকাময়সংগ্রামে সততং জিতকাশিনঃ ॥ ৩
রেজুরাযোধনগতা দানবা যুদ্ধকাজ্জিগঃ ।
মত্তমভ্যাসতাং তেষাং ব্যাহক পরিধাবতাম্ ॥ ৪
প্রেক্ষতাঞ্চাভবৎ ক্রীতির্দানবঃ কালনেমিনম্ ।

শোভা পাইতে লাগিল। সেই দ্বিতীয়
কালতুল্য কালনেমিকে আসিতে দেখিয়া
শক্রাদি দেবগণ সকলে নিতান্ত ব্যথিত
হইয়া পড়িলেন । ৫৫—৬১ ।
মৃৎসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৭ ॥

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

মৎস্য কহিলেন,—মহাতেজা মহানুর
কালনেমি, সেই দানবানৌকমধ্যে গ্রীষ্মপ-
গমে জলদের স্তায় বুদ্ধি পাইতে লাগিল। ময়-
তার প্রমুখ দানবেশ্বরগণ ত্রৈলোক্যমধ্যবর্তী
কালনেমিকে দেখিয়া পীতামৃতবৎ অপরি-
শ্রান্তভাবে গাজোখান করিল এবং ভয়-ক্রাস
পরিহারপূর্বক জয়োজাস সহকারে সেই
তারকাময় সংগ্রামে যুদ্ধ কামনায় বিবিধ
মন্ত্রণা ও ব্যূহ বিস্তারাদি করিতে লাগিল।
সকলেই কালনেমি দানবকে দেখিয়া ক্রীতি-
লাভ করিল। ময়দানবের মুখ্য যোদ্ধারা

যে তু তত্র ময়স্তাসন মুখ্য যুদ্ধপুরঃসরাঃ ॥ ৫
তে তু সৰ্বে ময়ঃ ত্যক্তা হস্তা যোদ্ধৃগুপহিতাঃ
ময়স্তারো বরাহশ্চ হযগ্রীবশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৬
বিপ্রচিন্তিসুতঃ শ্বেতঃ ধন-লম্বাবুভাবপি ।
অগ্নিষ্টো বলিপুত্রশ্চ কিশোরাত্মস্তথৈব চ ॥ ৭
স্বর্ভানুশ্চামরপ্রখ্যো বক্রযোধী মহানুরঃ ।
এতেহনুবোদিনঃ সৰ্বে সৰ্বে তপসি সুস্থিতাঃ ॥ ৮
দানবাঃ কৃতিনো জগ্মুঃ কালনেমিঃ তমুদ্রতম্ ।
তে গদাভির্ভুগুণ্ডীভিশ্চক্রৈরথ পরশধৈঃ ॥ ৯
কালকল্পৈশ্চ মুষলৈঃ ক্ষেপণীয়ৈশ্চ মুদগৈঃ ।
অশ্বাভিশ্চাদ্রিসদৃশৈর্গণ্ডশৈলৈশ্চ দারুণৈঃ ॥ ১০
পট্টিশৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ পরিঘৈশ্চোত্তমায়সৈঃ ।
ঘাতনৌভিঃ সুগুৰ্বীভিঃ শতদ্রীভিস্তথৈব চ ॥ ১১
যুগৈর্ঘট্টৈশ্চ নিধুগৈর্ভৈর্মাগ্নৈরুগ্রভাঙিতৈঃ ।
দৌর্ভিশ্চায়তদৌপ্তৈশ্চ প্রাসৈঃ পাটৈশ্চ মুর্ছনৈঃ
ভূজদ্ববক্রৈর্লেলিহানৈর্বিসর্পাভিশ্চ শায়কৈঃ ।
বজ্রৈঃ প্রহরণীয়ৈশ্চ দৌপ্যমানৈশ্চ তোমরৈঃ ॥ ১২
বিকোশৈরসিভিস্তীক্ষ্ণৈঃ শূলৈশ্চ শিতনির্মলৈঃ
দৈত্যৈঃ সন্দীপ্তমনসঃ প্রগৃহীতশরাসনাঃ ॥ ১৩
ততঃ পুরস্কৃত্য তদা কালনেমিঃ মহাহবে ।

ময়ের নিকট হইতে হস্তচিন্তে আসিয়া কাল-
নেমির সহিত যোগদান করিল। ময়, তার,
বরাহ, বীৰ্য্যবান, হযগ্রীব, বিপ্রচিন্তিসুত শ্বেত,
অগ্নিষ্ট, বলিপুত্র, কিশোর, মুখ্যযোধী, দেবোপম
মহানুর স্বর্ভানু, এই সমস্ত অন্তবিদ, তপস্তা-
শালী, কৃতী দানবগণ সেই উদ্রত কাল-
নেমির অমুগামী হইল। গদা, ভুগুণ্ডী,
চক্র, পরশ, কালকল্প মুষল, ক্ষেপণীয় মুদগর,
শৈলসদৃশ পাষণ, দারুণ গণ্ডশৈল, পট্টিশ,
ভিন্দিপাল, উত্তম আয়স পরিঘ, গুৰ্বী ঘাতনৌ,
শতদ্রী, যুগ, যজ্ঞ, নিক্ষিপ্ত উগ্র বাণ, আয়ত
দৌপ্ত বাহু, প্রাস, পাশ, মুর্ছন, ভূজদ্ববক্র,
লেলিহান সর্পসম সারক, প্রহরণীয় বজ্র,
দৌপ্যমান তোমর, কোষনিধুক্ত তীক্ষ্ণ অসি,
শাণিত নির্মল শূল ইত্যাদি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র
লইয়া দৈত্যগণ সন্দীপ্ত মনে শরাসন গ্রহণ-
পূর্বক কালনেমিকে অগ্রবর্তী করিয়া অবস্থিত

সা দীপ্তশশ্বপ্রবরা দৈত্যানাং ককচে চমুঃ ॥১০
 দ্যৌর্নিমীলিতসৈর্জা ঘনা নীলাবুদাগমে ।
 দেবতানামপি চমুর্মুদে শক্রপালিতা ॥ ১৬
 উপেভাসিতকৃকভাভ্যাং তারাভ্যাং চন্দ্র-স্বর্ঘ্যয়োঃ
 বায়ুবেগবতী সৌম্যা তারাগণপতাকিনী ॥১৭
 তোয়দাবিক্রবসনা গ্রহনকত্রহাসিনী ।
 যমেন্দ্রবকণৈশ্চ গুণা ধনদেন চ ধীমতা ॥ ১৮
 সম্পদীপ্তাগ্নিনয়না নারায়ণপরায়ণা ।
 সা সমুদ্রৌষসদৃশী দিব্যা দেবমহাচমুঃ ॥ ১৯
 ররাজাস্রবতী ভীমা যক্ষ-গন্ধর্ব্বশালিনী ।
 তয়োচ্ছোস্তদানীশ্চ বভূব স সমাগমঃ ২০
 দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সংযোগো যথা স্তাদ্ভুগপর্ধ্যয়ে
 তদ্ভুগ্ধমভবদ্বোরং দেব-দানবসঙ্কুলম্ ॥ ২১
 ক্রমাপরাক্রমপরং দর্পশ্চ বিনয়শ্চ চ ।
 নিশ্চক্রমুর্বলাভ্যাস্ত ভীমান্তত্র সুরাসুরাঃ ॥২২
 পূর্বাপরভ্যাং সংরক্কাঃ সাগরাভ্যামিবাবুদাঃ ।
 তাভ্যাং বলাভ্যাং সংহ্রষ্টাশ্চেক্ষন্তে দেব-

দানবাঃ ॥ ২৩

বনাভ্যাং পার্শ্বতীয়াভ্যাং পুষ্পিতাভ্যাং যথা
 গজাঃ ।

হইল । তখন সেই দীপ্তশশ্বপ্রবরা দৈত্য
 নীলমেঘসমাগমে সমাবৃত্তাঙ্গ আকাশমণ্ডলের
 স্তায় মনোরম শোভা ধারণ করিল । শক্র-
 পালিতা, সিতকৃকবর্ণা, চন্দ্র-স্বর্ঘ্যাদি-শালিনী,
 বায়ুবেগবতী, সৌম্যা, তারাগণ-পতাকিনী,
 জলদরূপ বসনাবৃত্তা, যম ইন্দ্র ধনদ ও বক্র-
 গাদিহারা প্রতাপালিতা, দীপ্তাগ্নিনয়না, নারা-
 যণ-পরায়ণা, যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-শালিনী, সমুদ্রতরঙ্গ-
 সদৃশী, ভীমা, দিব্যা, অস্ত্রবতী, মহতী দেব-
 সেনাও সবিশেষ শোভা পাইতে লাগিল ।
 ১—২০ । সেই উভয় চমু যুগাস্তকালীন
 দ্যাবাপৃথিবীর স্তায় সম্মিলিত হইল ।
 দেবদানবগণের বিনয় ও দর্প সহকারে ক্রমা-
 ও পরাক্রম-বিশিষ্ট ঘোর সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ
 হইল । কুপিত সুরাসুরগণ তখন ভীষণাকারে
 সবল পূর্বাপর সাগর হইতে অশ্রুদবৎ
 নিষ্কাশ্য হইতে লাগিল । দেব-দানব-সৈন্য

সমাজস্বস্তহে । ভেরীঃ শব্দান্ দধু রনেকশঃ ॥
 স শব্দো দ্যাং ভুবং ধ্বং দিশশ্চ সমপূরয়ৎ ।
 জ্যাঘাততলনির্ঘোষো ধহুযাং কুজিতানি চ ॥২৫
 ক্রন্দুভীনাঞ্চ নিনদে দৈত্যমস্তর্দ্ধধুঃ স্বনম্ ।
 তেহস্তোত্তমভিসম্পেতুঃ পাতয়ন্তঃ পরম্পরম্ ॥
 বভগ্জুর্জাহতিবাহুন্ স্বন্দমন্তে যুযুৎসবঃ ।
 দেবান্ত চাশনিং ঘোরং পরিঘাংচ্চোত্তমায়সান্
 নিস্ত্রিংশান্ সমুজুঃ সংখ্যে গদা শুক্লীশ্চ দানবাঃ
 গদানিপাতৈর্ভগ্নাঙ্গা বাটৈশ্চ শকলীকৃতাঃ ॥২৮
 পরিপেতুর্ভূশং কেচিৎ পুনঃ কেচিৎ তু জয়িরে
 ততো রথৈঃ সতুরগৈর্বিমানৈশ্চাত্তগামিভিঃ ॥২৮
 সমীযুস্তে সুরক্কা রোষাদস্তোত্তমাহবে ।
 সংবর্ত্তমানাঃ সমরে সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাননাঃ ॥ ৩০
 রথা রথৈর্নিক্রিয়াস্তে পাদাতাশ্চ পদাতিভিঃ ।
 তেষাং রথানাং তুমুলঃ স শব্দঃ শব্দবাহিনাম্ ॥

পুষ্পিত বনমধ্যে পার্শ্বতীয় গজবৎ হৃষ্টচিত্তে
 বিচরণ করিতে লাগিল । উভয় সৈন্যমধ্যে
 ভেরী ও শব্দাদি বাদ্য হইতে লাগিল । সেই
 শব্দ ভূ, আকাশ, স্বর্গ, সমস্তই পূরিত
 করিল । জ্যাঘাত, তলনির্ঘোষ, ধহু
 ধ্বনি, ক্রন্দুভিনাদ, ইত্যাদি শব্দে দৈত্য-
 গণের গর্জনশব্দ অন্তর্হিত হইয়া গেল ।
 তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অতিক্রম
 হইয়া কেহ কাহাকেও পাতিত, কেহ বাহুঘা-
 কাহারও বাহু ভগ্ন এবং কেহ কেহ বা স্ব-
 যুদ্ধে লিপ্ত হইতে লাগিল । দেবগণ ঘোর
 অশনি, উত্তম আয়স পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, শুক্লী
 গদা, ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা দানবদলকে
 প্রহার করিতে লাগিলেন । তখন কেহ কেহ
 গদাপাতে বিধ্বস্তাঙ্গ এবং কেহ বা বাণঘা-
 তাবিধ্বিত হইতে লাগিল । কেহ কেহ বিষম
 প্রহারে পতিত, কেহ বা অপরকে দারুণরূপে
 আহত করিতে লাগিল । সেই যুদ্ধস্থলে
 তখন উভয় পক্ষই রথ, অশ্ব, ও আশুগামী
 বিমান লইয়া সরোষে সদন্তে সন্দষ্টৌষ্ঠপুটে
 পরস্পর সম্মুখীন হইল । ২১—৩০ । তখন
 রথ সকল রথ দ্বারা ও পদাতিগণ পদাতি

নভোনভচ্চ হি যথা নভৈশ্চজলদননৈঃ ।
 বভক্ত রথান্ কেচিৎ কেচিৎ সম্পাটিতা রথৈঃ
 সম্বাধমন্তে সম্ভাষ্য ন শেকুচলিতুঃ রথান্ ।
 অস্তোত্তমন্তে সময়ে দোৰ্ভ্যাযুৎকিপ্যদংশিতাঃ
 সহানুমানাতরুণা অস্ত্রস্তত্রাপি চর্শ্বণঃ ।
 অত্নৈরন্তে বিনির্ভিরা বেধু রক্তঃ হতা যুধি ॥৩৪
 কল্পজলানাং সদৃশা জলদানাং সমাগমে ।
 তৈরশ্রবশপ্রথিতঃ কিশোৎকিশুগদাবিলম্ ।
 দেব-দানবসঙ্করুঃ সঙ্কলং যুদ্ধমাবভৌ ।
 তদানবমহামেষঃ দেবায়ুধবিরাজিতম্ ॥ ৩৬
 অস্তোত্তবাণবর্ষণে যুদ্ধহুর্দিনমাবভৌ ।
 এতশ্চিরন্তরে কুরুঃ কালনেমিঃ স দানবঃ ॥৩৭
 ব্যবকৃত সমুদ্রোষৈঃ পূৰ্ণমাণ ইবানুদঃ ।
 তন্ত বিদ্যাচ্চলাপীড়ৈঃ প্রদীপ্তাশনিবর্ষণঃ ॥৩৮
 গাটৈর্নাগগিরিপ্রখ্যা বিনিপেতুর্বালাহকাঃ ।

ক্রোধাশ্রিতসত্ত্বস্ত্র ভ্রুভেদবেদবর্ষণঃ ॥ ৩৯
 সায়িকুলিঙ্গপ্রতাপা মুখাশ্রিপে তুর্যর্চিবঃ ।
 তিৰ্য্যগ্ধ্বক গগনে বহুদন্ত বাহবঃ ॥ ৪০
 পৰ্বতাদব নিষ্ফাস্তাঃ পক্ষান্তা ইব পরগাঃ ।
 সোহস্ত্রজালৈর্বহবৈধৈর্ধ্বজৈঃ পরিষেরপি ॥ ৪১
 দিব্যমাকাশমাবব্রে পৰ্বতৈরুচ্ছিতৈরিব ।
 সোহনিলোকতবসনস্তম্বৌ সংগ্রামলালসঃ ॥৪২
 সঙ্ঘাতপগ্রস্তশিলঃ সাক্ষায়েকরিরিবাচলঃ ।
 উরুবেগপ্রমথিতঃ শৈলশৃঙ্গাপ্রপাদপৈঃ ॥ ৪৩
 অপাতদ্দেবগণান্ বজ্রৈর্গেব মহাগিরীন ।
 বহুভিঃ শস্ত্র-নিশ্চঃশৈশ্চহস্তিভিন্নশিরোরুহাঃ ॥
 ন শেকুচলিতুঃ দেবাঃ কালনেমিহতা যুধি ।
 মুষ্টিভিনিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ তু বিদগৌকতাঃ
 যক্ষ-গন্ধর্বপতয়ঃ পেতুঃ সহ মহোরগৈঃ ।
 তে চ বিভ্রাণিতা দেবাঃ সমরে কালনেমিনা ।

কর্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া গেল। শ্রাবণ-ভাদ্র
 মাসের জলদজালবৎ সেই সকল রথ গভীর
 শব্দ সহ বাহিত হইতে লাগিল। কেহ তৎ-
 সমস্ত রথ ভঞ্জন করিতে লাগিল, কেহ কেহ
 বা রথচাপনেই নিশ্চিষ্ট হইয়া গেল। কেহ
 বা রথ দ্বারা কুরু হইয়া চলিতে অক্ষম হইল।
 কোন কোন দানব কাহাকেও বাহুদ্বয় দ্বারা
 উৎক্ষেপণপূর্বক সংহার করিতে লাগিল। কেহ
 কেহ বা অস্ত্রাঘাতে নির্ভিন্ন হইয়া বর্ষাকালীন
 বর্ষণকারী জলদবৎ বহল কধির বমন করিতে
 লাগিল। দেব-দানবগণের তখন অস্ত্র-শস্ত্র-
 প্রহার ও গদানিক্ষেপাদি দ্বারা তৎকালিক যুদ্ধ
 অতি সঙ্কলভাবে হইতে লাগিল। উভয়
 পক্ষে বাণ-বর্ষণ হইতে থাকিলে সেই যুদ্ধ
 তখন হুর্দিনবৎ প্রতীক্ষমান হইতে লাগিল।
 দানবগণ সেই হুর্দিনের মেঘ এবং দেবগণের
 অস্ত্রসমূহ ইন্দ্রধনুর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইল।
 এই সময়ে মহানুর কালনেমি, কুরু হইয়া
 সমুদ্রদ্বারা পূৰ্ণমাণ মেঘবৎ বৃদ্ধি পাইতে
 লাগিল। তাহার বিদ্যাৎসদৃশ চঞ্চল মকুটে
 ও মহাগিরিসম গাজে ঠেকিয়া প্রদীপ্তাশনিবর্ষ
 মেঘগণ নিপতিত হইতে লাগিল। সে

ক্রোধবশে ক্রুটি-কুটিলমুখে নিবাস ত্যাগ
 করিতে থাকিলে মুখ হইতে স্বেদজলসহ
 অগ্নিস্কুলিঙ্গ-সমবিত্ত বহ্নিশিখা সকল নির্গত
 হইতে লাগিল। তাহার বাহ সকল তিৰ্য্যক
 ও উর্দ্ধদিকে গগনতলে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।
 তাহাতে বোধ হইল যেন, পৰ্বত হইতে
 পঞ্চমুখ সর্পসকল বাহির হইতেছে। ৩১—৪০।
 বহুবিধ অস্ত্রজাল, ধনু ও পরিঘদায়ী সেই
 কালনেমি পৰ্বতবৎ দিব্য আকাশ অচ্ছাদিত
 করিল। সংগ্রামাভিলাষী সেই দানবের
 আবরণ বসন বায়ুদ্বারা চালিত হইতে
 থাকিলে তখন বোধ হইল যেন মেরুপৰ্বতের
 শিলাভাগ সঙ্ঘাতপে সমাক্রান্ত হইয়াছে।
 সেই দানব, উরুবেগদ্বারা প্রমথিত শৈলশৃঙ্গ
 ও পাদপ দ্বারা দেবগণকে, বজ্র দ্বারা মহা-
 গিরিগণের স্তায় পাতিত করিতে লাগিল।
 দেবগণ সেই রূপে কালনেমি কর্তৃক অস্ত্রশস্ত্র-
 প্রহারে ছিন্ন-ভিন্ন,—চলিতে অসমর্থ হইয়া
 পড়িলেন। যক্ষ-গন্ধর্ব-ভুজগ-পতিগণ, কেহ
 মুষ্টিঘাতে ভগ্ন, কেহ বা অস্ত্রাঘাতে বিধ্বস্ত
 হইয়া কুতলে পড়িতে লাগিলেন। দেবগণ
 কালনেমির এবিধ বিক্রম দর্শনে ভয়ে

ন শেক্ষুর্নবস্তোহপি যত্নঃ কর্তুং বিচেষ্টসঃ ।
 তেন শত্রুঃ সহস্রাকঃ স্পন্দিতঃ শরবদ্ধনৈঃ ॥৪৭
 ঐরাবতগত্যঃ সংখ্যে চলিতুং ন শশাক হ ।
 নির্জলাভোদসদৃশো নির্জলার্ববসপ্রভঃ ॥ ৪৮
 নির্বাপারঃ কৃতস্তেন বিপাশো বরুণো যুধে ।
 রণে বৈশ্রবণস্তেন পরিষৈঃ কামরূপিণা ॥৪৯
 বিত্তদোহপি কৃতঃ সংখ্যে নির্জিতঃ কালনেমিনা
 যমঃ সর্বহরস্তেন যত্ন্য প্রহরণো রণে ॥৫০
 যাম্যামবহাং সন্ত্যজ্য ভীতঃ বাঃ দিশমাবিশৎ
 স লোকপালানুসার্য কৃত্বা তেষাঞ্চ কৰ্ম্ম তৎ
 দিস্থ সর্কানু দেহং স্বং চতুর্দ্ধা বিদধে তদা ।
 স নক্ষত্রপথং গত্বা দিব্যং স্বর্ভানুদর্শনম্ ॥৫১
 জহাং লক্ষ্মীং সোমস্ত তৎকালং বিষয়ং মহৎ ।
 চালয়ামাস দীপ্তাংস্তঃ স্বর্গদ্বারাং স ভাস্করম্ ॥৫২
 সায়নকালং বিষয়ং জহাং দিনকৰ্ম্ম চ ।
 সোহগ্নিঃ দেবযুধং দৃষ্ট্বা চকারানুযায়ম্ ॥৫৩

বিজ্ঞাত হইয়া কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন ।
 ইচ্ছা থাকিলেও কোন প্রতিক্রিয়াই করিতে
 সমর্থ হইলেন না । কালনেমি সহস্রাক ইন্দ্রকে
 শরবদ্ধনে জড়ীভূত করিল ; ইন্দ্র, ঐরাবত-
 পৃষ্ঠে নিস্পন্দ হইয়া পড়িলেন । বরুণ তৎকর্তৃক
 রণক্ষেত্রে নির্জলাবুদ-সদৃশ কিংবা নির্জলাবুধি-
 তুল্য নিশ্চেষ্ট ও পাশহীন হইলেন ।
 ধনদ বৈশ্রবণ সেই কামরূপী কালনেমির
 পরিঘপ্রহারে পরিভূত হইলেন । সর্বহর,
 যত্ন্যপ্রহরণ যমও কালনেমি কর্তৃক স্বীয় দশা-
 বিপর্যায় হওয়ায় ভীতচিতে নিজ দিকে পলা-
 য়ন করিলেন । তখন কালনেমি লোকপাল-
 গণকে নিরাকরণপূর্বক নিজদেহ চারিভাগে
 বিভক্ত করিয়া চতুর্দিকে স্থাপন করত
 ভীহাদিগের কর্ম্মসকল করিতে লাগিল ।
 দিব্য নক্ষত্র পথে যাইয়া গ্রাহ যাহা কবলিত
 করণার্থ নিরন্তর লক্ষ্য করিয়া থাকে,
 চন্দ্রের সেই লক্ষ্মী ও রাজ্য কালনেমি
 অপহরণ করিল । দীপ্তাংস্ত ভাস্করকে
 স্বর্গদ্বার হইতে চালিত করিয়া তাঁহার
 'সায়ন' বিষয় এবং দিনকার্য্য নিজায়ত্ত করিল ।

বায়ুঞ্চ তরসা জিত্বা চকারানুযায়ম্ ।
 স সমুদ্রান্ সমানীয সর্কান্চ সরিতো বলাৎ ॥৫৪
 চকারানুযুধে বীর্ধ্যাদেহভূতান্চ সিদ্ধবঃ ।
 অপঃ স্ববশগাঃ কৃত্বা দিবিজা যান্চ ভূমিজাঃ ।
 স স্বয়ভূরিবাতাতি মহাভূতপতির্বিধা ।
 সর্কলোকময়ো দৈত্যঃ সর্কভূতভয়াবহঃ ॥ ৫৫
 স লোকপালৈকবপুষ্টত্বাদিত্যগ্রহানুবান্ ।
 স্থাপয়ামাস জগতীং সুপ্তপ্তাঃ ধরনীধরৈঃ ॥৫৬
 পাবকানিলসম্পাতো ররাজ হুধি দানবঃ ।
 পারমেষ্ঠ্যে স্থিতঃ স্থানে লোকানাং
 প্রভবোপমে ।
 তং তুষ্ণুর্দৈত্যগণা দেবা ইব পিতামহম্ ॥ ৫৭
 ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে তারকাময়যুদ্ধ-
 নাম সপ্তসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭৭॥

দেবযুধ অগ্নিকে দেখিয়া নিজ মুখে নিষ্কেপ
 করিল । বায়ুকেও সবলে জয় করিয়া আশ্র-
 বনীভূত করিল । সেই দানব সমস্ত সাগর
 ও সরিৎসমূহকে বীর্ধ্যবশে আনয়ন করিয়া
 নিজ মুখে প্রক্ষেপপূর্বক আশ্রসাৎ করিল ।
 সেই সর্কলোকব্যাপী, সর্কভূতভয়াবহ কাল-
 নেমি, দিবিজ ভূমিজ সর্কবিধ জন স্ববনীভূত
 করিয়া মহাভূতপতি স্বয়ভূর স্বায় প্রতিভাত
 হইতে লাগিল । সে লোকপাল ও চন্দ্রাদি-
 ত্যাদি-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পর্বত-রক্ষিত
 জগতীকে সুস্থিরভাবে স্থাপন করিল ।
 পাবকযুক্ত-অনিলসম তেজস্বী সেই কাল-
 নেমি দানব, লোকশৃষ্ঠার স্বায় পরমেষ্ঠিপদে
 অবস্থিত হইলে দেবগণ যেমন পিতামহকে
 স্তব করেন, তজ্জপ দৈত্যগণ তাহাকে স্তব
 করিতে লাগিল । ৪১—৫২ ।

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৭

অষ্টমপুত্ৰাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

মৎস্য উবাচ ।

পঞ্চ তং নাভ্যবর্তন্ত বিপরীতেন কর্ণণা ।
বেদো ধর্ম্যঃ ক্ষমা সত্যং ক্রীশ্চ নারায়ণাশ্রয়া ॥১
স তেবামমুপস্থানাং সক্রোধো দানবেশ্বরঃ ।
বৈষ্ণবং পদমঘিচ্ছন্ যযৌ নারায়ণান্তিকম্ ॥২
স দদর্শ সুপর্ণস্বঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্ ।
দানবানাং বিনাশায় ভ্রাময়ন্তঃ গদাং শুভাম্ ॥৩
সজ্জাভ্যোদসদৃশং বিদ্যৎসদৃশবাসসম্ ।
স্বাক্রুতঃ স্বর্ণপক্ষাঢ্যঃ শিখিনঃ কাঞ্চপং খগম্ ॥৪
দৃষ্ট্বা দৈত্যবিনাশায় রণে স্বহৃদবস্থিতম্ ।
দানবো বিষ্ণুমক্ৰোভ্যং বতাষে লুকমানসঃ ॥
অয়ং স ত্রিপুরস্মাকং পূর্বেষাং প্রাণনাশনঃ ।
অর্ণবাবাসিনশ্চৈব মধোর্বে কৈটভস্ত চ ॥ ৬
অয়ং স বিগ্রহোহস্মাকমশাম্যঃ কিল কথ্যতে ।

অষ্টমপুত্ৰাধিক শততম অধ্যায় ।

মৎস্য কহিলেন,—সেই কালনেমির
বিপরীত কর্ণহেতু বেদ, ধর্ম্য, ক্ষমা, সত্য ও
নারায়ণাশ্রিতা ক্রী,—এই পঞ্চ তাহার আয়ত্ত
হইল না। নচেৎ অপর সকলই বশীভূত
হইল। সেই দানবেশ্বর ইহাদিগের অমুপ-
স্থিতি হেতু জুড় হইয়া বৈষ্ণব পদ গ্রহণাভি-
লাষে নারায়ণসমীপে প্রস্থান করিল। সে
দেখিল,—শঙ্খ-চক্রগদাধর হরি, সুপর্ণোপরি
আক্রুত থাকিয়া দানবগণের বিনাশার্থ মহতী
গদা ভ্রামণ করিতেছেন। তাঁহার পরিধান
বস্ত্র বিদ্যৎসদৃশ; স্বয়ং তিনি সজ্জা জলদ-
তুল্য। তাঁহার বাহন কঞ্চপনন্দন গরুড়
পক্ষী, স্বর্ণবর্ণ-পক্ষধর ও শিখাবান। লোভে
দানব কালনেমি অক্ৰোভ্য বিষ্ণুকে দৈত্য-
বিনাশার্থ রণস্থলে সুস্থভাবে অবস্থিত
দেখিয়া কহিল,—এই সেই আমাদিগের পূর্ব-
তনগণের প্রাণনাশী বৈরী। এ অর্ণববাসী
মধু ও কৈটভকেও বিনাশ করিগাছে।
ইহার জন্তই আমাদিগের এই বিগ্রহ নিরুত্ত

আনেন সংযুগেষজ্ঞা দানবা বহবো হতাঃ ॥ ৭
অয়ং স নিস্কর্ণো লোকে স্ত্রীবাণনিরপজ্ঞপঃ ।
যেন দানবনারীণাং সীমস্তোদ্ধরণং কৃতম্ ॥ ৮
অয়ং স বিষ্ণুর্দেবানাং বৈকুণ্ঠশ্চ দিবৌকসাম্ ।
অনন্তো ভোগিনামপ্য, স্পর্শাত্তঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৯
অয়ং স নাথো দেবানামস্মাকং ব্যথিতাস্ত্রনাম্
অস্ত্র ক্রোধঃ সমাসাদ্য হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥১০
অস্ত্র ছায়াযুপাশ্রিত্য দেবা মধুমুখে জিতাঃ ।
আজ্যং মহর্ষিভির্দত্তমম্মুবাশ্চি ত্রিধা ভুতম্ ॥ ১১
অয়ং স নিধনে হেতুঃ সর্বেষামমরদিষাম্ ।
যস্য চক্রে প্রবিষ্টানি কুলান্তস্মাকমাহবে ॥ ১২
অয়ং স কিল যুদ্ধেষ্ণু সুরার্থে ত্যক্তজীবিতঃ ।
সবিতুস্তেজসা তুল্যঃ চক্রঃ ক্ষিপতি শক্রম্ ॥১৩
অয়ং স কালো দৈত্যানাং কালভূতঃ সমাশ্রিতঃ
অতিক্রান্তস্য কালস্য ফলং প্রাপ্যতি কেশবঃ
দিত্যেদানীং সমক্ষং মে-বিষ্ণুরেষ সমাগতঃ ।

হইবে না; বলা যায়। অদ্যও এই যুদ্ধে
অনেকেই ইহার হস্তে নিহত হইয়াছে। যে,
দানবনারীগণের সীমস্ত বিনাশ করিয়াছে, এই
সেই স্ত্রী ও বালকের প্রতিও নির্দয়, নির্লজ্জ
বিষ্ণু। এই বিষ্ণুই স্বর্গবাসীদিগের বৈকুণ্ঠ,
সর্পকুলের অনন্ত এবং জলশায়ী থাকিয়া
স্বয়ম্ভুরও আভ্যুপেক্ষায় পরিব্যক্ত। এ দেবগণের
নাথ ও আমাদিগের পীড়াদায়ক। ইহারই
ক্রোধে হিরণ্যকশিপু নিহত হইয়াছে।
১—১০। ইহারই সহায়তায় দেবগণ মহর্ষি-
দত্ত ত্রিবিধ ভুত হবি ভোজনে সমর্থ
হয়। অমরবৈরিগণের সকলেরই নিধন
বিষয়ে এই বিষ্ণুই হেতু। আমাদের বংশ
যুদ্ধস্থলে ইহারই চক্রে বিলীন হইয়াছে। এ
দেবগণের জন্ত প্রাণত্যাগ করিতেও প্রস্তুত।
এই বিষ্ণু রণক্ষেত্রে স্বর্ঘ্যতুল্য তেজঃশালী
চক্র শক্রগণের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া থাকে।
দৈত্যগণের কালস্বরূপ সেই কেশব এই কাল-
রূপে অবস্থিত রহিয়াছে; পরন্তু এক্ষণে
অতীত কালের সমুচিত ফল পাইবে। বাঃ!
বিষ্ণু আমার সহিত অক্স যুদ্ধার্থ উপস্থিত!

অদ্য মহাহনিম্পিষ্টো মামেব প্রণমিষ্যতি ॥ ১৫
 যান্ত্রাণ্যপচিতিং দিষ্ট্যা পূর্বেষামদ্য সংকুগে ।
 ইমং নারায়ণং হৃদা দানবানাং ভয়াবহম্ ॥ ১৬
 ক্ষিপ্রমেব হনিষ্যামি রণেহমরগণাংস্ততঃ ।
 জাত্যন্তরগতো হ্যেব বাধঃ ত দানবান্ মুখে ॥ ১৭
 এষোহনন্তঃ পুরা ভূহা পদ্মনাভ ইতি শ্রুতঃ ।
 জঘানৈকার্ণবে ঘোরে তাবুভৌ মধুকৈটভৌ ॥
 বিধাভূতং বপুঃ কুহা সিংহশার্কিং নরশ্চ চ ।
 পিতরং মে জঘানৈকো হিরণ্যকশিপুঃ পুরা ॥ ১৯
 শুভং গর্ভমধস্তেনমদিতিদেবতারণিঃ ।
 ত্রীণ লোকানুজ্জহারেকঃ ক্রমমাগমিষ্যতি ক্রমৈঃ
 ভূয়শ্বিনানীঃ সংগ্রামে সম্প্রাপ্তে তারকাময়ে ।
 মম্বা সহ সমাগম্য স দেবো বিনশিষ্যতি ॥ ২১
 এবমুক্তা বহুবিধং ক্ষিপন্ নারায়ণং রণে ।
 বাগ্ভির প্রতিক্রপাভির্ভুক্মেবাভ্যরোচয়ৎ ॥ ২২
 ক্ষিপ্যম গোহসুরেন্দ্রেণ ন চূকোপ গদাধরঃ ।

আমার বাহু দ্বারা নিম্পিষ্ট হইয়া অগ্ন আমাকে
 প্রণাম করিতে বাধ্য হইবে । আহা ! অগ্ন
 আমি এই দানব-ভয়ঙ্কর নারায়ণকে নিহত
 করিয়া পূর্বপুরুষগণের আনুগ্য লাভ করিব ।
 তার পর অতি অল্পকালেই অপরাপর সুর-
 গণকে বিনাশ করিব । পরন্তু এই বিষ্ণু
 জন্মান্তর লাভ করিয়াও দৈত্যগণের হিংসা
 করিয়া থাকে । পূর্বে এই অনন্তরূপী বিষ্ণু
 পদ্মনাভ হইয়া একাৰ্ণবে সেই মধু ও কৈটভকে
 নিহত করিয়াছে । অর্দ্ধসিংহ ও অর্দ্ধ মানুষা-
 কার পরিগ্রহ করিয়া একাকী আমার পিতা
 হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছে । দেব
 মাতা অদिति দেবী ইহাকে শুভ গর্ভে ধারণ
 করিলেন ; এ বামনরূপে জন্মিয়া বিক্রমব্রজে
 ত্রিলোক জয় করিয়া স্বায়ত্ত করিয়াছিল ।
 ১১—২০ । কিন্তু এই তারকাময় সংগ্রামে
 আমার সহিত সঙ্গত হইয়া সেই বিষ্ণুদেব
 ইন্দ্রানীং বিনষ্ট হইবে । কালনেমি দানব
 এইরূপ নানা কথা বলিয়া হুঃসহ বাক্যে
 বিষ্ণুকে নিন্দা করিতে করিতে যুদ্ধোদ্যত
 হইল । গদাধর সেই কালনেমির নিন্দা-

কমাবলেন মহতা সন্মিতক্কেদমব্রজীৎ ॥ ২৩
 অন্নং দর্পবলং দৈত্য স্থিরমক্রোধজং বলম্ ।
 হতশ্চঃ দর্পজৈর্দৌষেহিহ্মা যদ্বাষসে কমান্ ॥ ২৪
 অধীরশ্চঃ মম মতো ধিগেতৎ তব বাধনম্ ।
 ন যত্র পুরুষাঃ সন্তি তত্র গর্জন্তি যোষিতঃ ॥ ২৫
 অহং হ্যং দৈত্য পশ্যামি পূর্বেষাং মার্গগামিনম্
 প্রজাপতিকৃতং সেতুং ভিষ্মা কঃ শস্তিমান্ ব্রজেৎ
 অগ্ন হ্যং নাশয়িষ্যামি দেবব্যাপরঘাতকম্ ।
 শ্বেষু শ্বেষু চ স্থানেষু স্থাপয়িষ্যামি দেবতাঃ ॥ ২৬
 এবং ক্রবতি বাক্যস্ত মুখে শ্রীবৎসধারিণি ।
 জহাস দানবঃ ক্রোধাক্রান্তাশ্চক্রে সহায়ধানি ॥ ২৭
 স বাহুশতযুদ্যম্য সর্ষাপগ্রহণং রণে ।
 ক্রোধাদ্বৃণরক্তাক্ষো বিষ্ণুঃ বক্ষস্ততাড়য়ৎ ॥ ২৮
 দানবাশ্চাপি সমরে ময়তারপুরোগমাঃ ।
 উদ্ধতায়ুধনিহ্নিংশা বিষ্ণুমভ্যজবন্ রণে ॥ ৩০

বাক্যে কম্পাঙবলে কুপিত না হইয়া সহাস্ত-
 মুখে কহিলেন,—ওহে দৈত্য ! দর্পের বল
 অতি সামান্য ; অক্রোধজ বলই স্থির দৃঢ় ।
 তুমি দর্পজ দোষই হইবে ; যেহেতু কম্বা
 বিসর্জন করিয়া নানা হুসীক্য বলিতেছ ।
 আমার বোধ হয়, তুমি নিতান্ত অধীর ;
 তোমার এই বাক্যবলে ধিক্ ! যেখানে
 পুরুষ না থাকে, সেইখানেই ত্রীলোকের
 তর্জন গর্জন করিয়া থাকে । হে দৈত্য !
 আমি দেখিতেছি, তুমি তোমার পূর্বপুরুষ-
 দিগের অহুগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছ ; প্রজাপতি-
 কৃত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কোনজন শস্তিমান্
 হইতে পারে ? তুমি দেবব্যাপারঘাতী ;
 অদ্য আমি তোমাকে বিনাশ করিয়া দেব-
 গণকে স্ব স্ব স্থানে পুনঃস্থাপন করিব । সেই
 রণক্ষেত্রে শ্রীবৎসধারী হরি এইরূপ বলিতে
 থাকিলে সেই দানব হস্তদ্বারা আয়ুধসমূহ
 উত্তোলনপূর্বক হস্ত করিতে করিতে অতি
 ক্রোধে রক্তনেত্রে সশস্ত্র শত বাহু উত্তোলন
 করিয়া বিষ্ণুকে বক্ষঃস্থলে তাড়িত করিল ।
 ময় তার প্রমুখ দৈত্যগণ নিহ্নিংশাদি অস্ত্র

স তাত্যমানোহতিবলৈর্দৈত্যৈঃ সংক্রান্তায়ুধৈঃ
ন চ্চাল ততো যুদ্ধে কম্পমান ইবাচলঃ ॥ ৩১
সংসক্তস্ত সুপর্ণেন কালনেমৌ মহাসুরঃ ।
সর্বপ্রাণেন মহতীং গদামুত্তম্য বাহতিঃ ॥ ৩২
ঘোরাং জলন্তীঃ মুমুচে সংরক্তো গরুড়োপরি ।
কর্ণণা তেন দৈত্যস্ত বিষ্ণুর্বিস্ময়মাবিশং ॥ ৩৩
যদা তেন সুপর্ণস্ত পাতিতা মুর্দ্ধি সা গদা ।
সুপর্ণঃ ব্যথিতঃ দৃষ্ট্বা কৃতঞ্চ বপুরাস্থনঃ ॥ ৩৪
ক্রোধসংরক্তনয়নো বৈকুণ্ঠচক্রমাদদে ।
ব্যবর্জিত স বেগেন সুপর্ণেন সমং বিভূঃ ॥
ভূজাচ্চাত্ত ব্যবর্জিত্ত ব্যাধুবন্তো দিশো দশ ।
প্রদিশষ্টৈব খং গাং বৈ পুরয়ামাস কেশবঃ ॥ ৩৬
ববুধে চ পুনর্লোকান ক্রান্তকাম ইবোজসা ।
তর্জনায়াসুরেন্দ্রাণাং বর্জমানং নভস্তলে ॥ ৩৭
অবয়ষ্টৈব গজদ্বীপে বৈবর্জমানম্ ।
সর্বান কিরীটেন লিহন্ সাব্ভ্রমদ্রমহটৈঃ ॥ ৩৮

সকল লইয়া বিষ্ণুর প্রতি ধাবিত হইল ।
২১—৩০ । বিষ্ণু সেই যুদ্ধে অতিবল দৈত্য-
দলকর্তৃক বিবিধ প্রহরণে প্রহৃত হইয়াও
অচলবৎ অকম্পিত ভাবে অবস্থিত রহিলেন ।
মহাসুর কালনেমি বাহ দ্বারা গদা উদ্যত
করিয়া অতি বেগে যাইয়া সুপর্ণ সহ সংসক্ত
হইয়া সংরক্তচিত্তে ঘোর জলন্তী সেই মহতী
গদা গরুড়োপরি পাতিত করিল । কালনেমি
সুপর্ণের মস্তকে যে গদাপ্রহার করিল ।
তদর্শনে বিষ্ণু বিস্মিত হইলেন । বৈকুণ্ঠ দেব
তখন সুপর্ণকে ব্যথিত এবং আপনাকেও কত-
বিকৃত দর্শনে ক্রোধ-সংরক্ত-নয়নে চক্র
গ্রহণ করিলেন । সেই বিভূ সবেগে সুপর্ণ
সহ বুদ্ধি পাইতে লাগিলেন । তাঁহার হস্তদ্বয়
বুদ্ধি পাইয়া দশদিক্ আচ্ছাদন করিয়া
ফেলিল । কলতঃ কেশব তখন স্বীয় দেহ দ্বারা
কুষ্মণ্ডল নভস্তল সকলই সমাবৃত করিলেন ।
তিনি যেন তখন লোকাক্রমণার্থী বুদ্ধি পাইতে
লাগিলেন । অনুরগণের ভয় প্রদর্শনার্থ
বর্তমান সেই মধুসূদনকে শ্বশি ও গজদ্বীপ
স্তব করিতে লাগিলেন । সেই হরি, কিরীট

পদ্ম্যাক্রম্য বসুধাঃ দিশঃ প্রচ্ছাত্ত বাহতিঃ ।
স সূর্য্যকরতুল্যাভঃ সহস্রারমরিক্ষম্ ॥ ৩৯
দৌণ্ডাগ্নিসদৃশঃ ঘোরঃ দর্শনেন সুদর্শনম্ ।
সুবর্ণরেণুপর্ধ্যস্তঃ বজ্রনাভঃ ভয়াপহম্ ॥ ৪০
মেদোহস্বিমজ্জাকর্ষিতৈঃ সিক্তঃ দানবসন্ততৈঃ ।
অস্থিতীযপ্রহরণঃ ক্ষুরপর্ধ্যস্তমণ্ডলম্ ॥ ৪১
অশ্রামমালাবিততং কামগং কামরূপিণম্ ।
শ্বয়ং শ্বয়ম্ভুবা সৃষ্টং ভয়দং সর্ববিধিষাম্ ॥ ৪২
মহর্ষিরোষৈরাবিষ্টং নিত্যমাহবদর্পিতম্ ।
ক্ষেপণাদ্যস্ত মুহুন্তি লোকাঃ সন্ধানুজ্জন্মাঃ ॥ ৪৩
ক্রবাদানি চ ভূতানি তৃপ্তিঃ যান্তি মহামুধে ।
তদপ্রতিমকর্ষোগ্রঃ সমানঃ সূর্য্যাবর্জসা ॥ ৪৪
চক্রমুত্তম্য সমরে ক্রোধদৌণ্ডো গদাবরঃ ।
স মুকুন দানবঃ তেজঃ সমরে যেন তেজসা ॥ ৪৫
চিচ্ছেদ বাহুঃ চক্রোণ জীর্ধরঃ কালনেমিনঃ ।

দ্বারা সাত্র অদ্বরতল উল্লেখন, পদদ্বয় দ্বারা
বসুধাকে আক্রমণ এবং বাহুদ্বয় দ্বারা দিক্
সকল প্রচ্ছাদনপূর্ব্বক সূর্য্যসম সমুজ্জল,
সহস্র অরবুত, দৌণ্ডাগ্নিসদৃশ, ঘোরদর্শন
সুদর্শন চক্র গ্রহণ করিলেন । ঐ চক্রের
প্রান্তভাগ সুবর্ণকাকার্য্যে খচিত, এবং
নাভিদেশ হীরকমণ্ডিত উগ্র অগ্নিশিখা
ও ভয়নিবারক । ৩১—৪০ । ঐ চক্রের
প্রান্তভাগ ক্ষুরসম ধারবুত । ঐ চক্র দানব-
গণের অস্বিমজ্জা-কর্ষিতৈঃ সিক্ত, মালাদাম-
ভূষিত, কামগামী, কামরূপ, ও সর্ব শত্রুর
ভয়প্রদ । শ্বয়ং শ্বয়ম্ভু ঐ চক্র সৃজন করিয়া-
ছেন । মহর্ষিগণের রোষসমূহ উহাতে
বিরাজিত । যুদ্ধে ঐ চক্র নিয়ত দর্পিত ।
রণস্থলে উহা নিক্ষেপ করিলে স্বাবর জন্ম
লোকসকল দগ্ধ হইয়া যায়, এবং মাংসাশী
জীবগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে । গদাধর,
জীর্ধর সেই অপ্রতিম কর্ণনাথক উগ্র সূর্য্য-
তেজঃসদৃশ উজ্জ্বল চক্র সমুত্তম করিয়া
ক্রোধদৌণ্ডকায়ে সেই সমরক্ষেত্রে স্বীয় তেজে
দানবতেজ অপহরণপূর্ব্বক সেই কালনেমির
বাহু সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন । পরে

উচ্চ বক্রশতঃ ঘোরঃ সান্নিপূর্ণাটহাসি বৈ ॥৪৬
তস্ত দৈত্যস্ত চক্রেণ প্রমথ্য বলাদ্ধরিঃ ।
স ছিন্নবাহুবিশিরা ন প্রাকম্পত দানবঃ ॥ ৪৭
কবছোহবস্থিতঃ সংখ্যে বিশাখ ইব পাদপঃ ।
সংবিতত্য মহাপক্ষৌ বায়োঃ কৃদ্বা সমঃ জবন্
উরসা পাতয়ামাস গরুড়ঃ কালনেমিনম্ ।
স তস্ত দেহো বিমুখো বিবাহুশ্চ পরিভ্রমন্ ॥৪৮
নিপপাত দিবং ত্যক্তা ক্ষোভয়ন্ ধরণীতলম্ ।
তান্মিন্ নিপতিতে দৈত্যে দেবাঃ সর্ধিগণাস্তদা ॥
সাধু সাধ্বিতি বৈকুণ্ঠঃ সনোতাঃ প্রত্যপুজয়ন্ ।
অপরে যে তু দৈত্যাস্ত যুদ্ধে দৃষ্টপরাক্রমাঃ ॥৪৯
তে সর্কে বাহুভির্ব্যাপ্তা ন শেকুশ্চলিতুং রণে ।
কাংশ্চৎ কেশেষ্ণ জগ্রাহ কাংশ্চৎ কঠেষু পীড়য়
চকষ কস্তচিহ্নভূঃ মধ্যেহগৃহাদধাপরম্ ।
তে গদা-চক্রনির্দম্বা গ্নাতসহা গতাসবঃ ॥ ৫০

হরি সবলে সেই দানবের অগ্নিপূর্ণ শত মুখও
চক্রাঘাতে মথিত করিলেন। কিন্তু সেই
দানব তখন ছিন্নবাহু ও মস্তকহীন হইয়াও
কবছাকারে রণক্ষেত্রে শাখাশূন্ত পদপবৎ
অবস্থান করিতে লাগিল। অতঃপর গরুড়
পক্ষী স্বীয় পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া বায়ুসম
বেগে বক্ষস্থলদ্বারা সেই কালনেমিকে পাতিত
করিল। কালনেমির বাহুহীন মস্তক-শূন্ত
সেই দেহ দ্ব্যলোক ত্যাগপূর্বক ভ্রমণ করিতে
করিতে জগৎ ক্ষোভিত করিয়া পতিত হইল।
সেই কালনেমি পতিত হইলে দেব ও ঋষি-
গণ মিলিত হইয়া “সাধু সাধু” বলিয়া
বৈকুণ্ঠকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।
৪১—৫০। রণক্ষেত্রে অপর যত পরাক্রম-
শালী দানব ছিল, তাহারাও তখন বিষ্ণু
কর্তৃক বাহুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া গমনাগমনে
অসমর্থ হইল। বিষ্ণু তাহাদিগের কাহাকেও
কেশে গ্রহণ করিলেন; কাহাকেও কঠে ধরিয়া
পীড়ন করিলেন; কাহারও মুখে ধরিয়া
আকর্ষণ করিলেন; অপর কাহাকেও মধ্যদেশ
ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। তাহারা বিষ্ণুর
চক্র গদাদি প্রহারে নির্দম্ব হইয়া ছিন্ন ও

গগনাদ্ভ্রষ্টসর্পিঙ্গা নিপেতুর্ধরণীতলে ।
তেষু দৈত্যেষু সর্কেষু হতেষু পুরুষোত্তমঃ ॥৫১
তসৌ শক্রপ্রিয়ঃ কৃদ্বা কৃতকর্ম্মা গদাধরঃ ।
তান্মিন্ বিমর্দে সংগ্রামে নিবৃন্তে তারকাময়ে ॥৫২
তং দেশমাজগামাত্ত ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
সর্কৈর্ব্রহ্মর্ষিভিঃ সার্কঃ গঙ্ঘর্বাঙ্গরসাং গণৈঃ ॥৫৩
দেবদেবো হরিঃ দেবঃ পুজয়ন্ বাক্যমব্রবীৎ ।
কৃতং দেব মহৎ কর্ম্ম সুরাণাং শল্যমুদ্ধতম্ ।
বধেনানেন দৈত্যানাং বয়ঞ্চ পরিতোষিতাঃ ॥৫৪
যোহয়ং ত্বয়া হতো বিকো কালনেমৌ মহাসুরঃ
অমেকোহস্ত যুধে হস্তা নাস্তঃ কশ্চন বিদ্যতে
এষ দেবান্ পরিতবন্ লোকাংশ্চ সসুরান্সুরান্
ঋষীণাং কদনং কৃদ্বা মামপি প্রতি গর্জতি ॥৫৫
তদনেন তবাগ্রেণ পরিতুষ্টৌহস্মি কর্ম্মণা ।
যদয়ং কালকল্পস্ত কালনেমৌ নিপাতিতঃ ॥ ৬০

ভগ্নাঙ্গে গগনতল হইতে ভূতলে পতিত হইতে
লাগিল। এইভাবে সেই দৈত্যগণ হতা-
হত হইল; দেব গদাধর শক্রের প্রিয়াসুতান
সম্পাদন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।
সেই তারকাময় সংগ্রাম নিবৃত্ত হইলে সেই
স্থলে দেবদেব লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত
ব্রহ্মর্ষি, গঙ্ঘর্বা ও অপ্সরোগণের সহিত
সমাগত হইয়া হরিকে অর্চনাপূর্বক এই বাক্য
কহিলেন,—হে দেব! আপনি মহৎ কর্ম্ম
করিয়াছেন। সুরগণের শল্য উদ্ধার হই-
য়াছে। এই দৈত্যগণের বধে আমরা
সকলেই পরিতুষ্ট হইয়াছি। বিকো! আপনি যে, এই কালনেমি মহাসুরকে বিনাশ
করিয়াছেন, একমাত্র আপনিই এই দানবের
হস্তা; অপর কেহই ইহার হস্তা ছিল
না। এই দানব দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়া
সুরাসুর লোকসকলের উৎসেগ বিধানপূর্বক
ঋষিগণের প্রতি নানা অভ্যাচার করিত
এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়াও গর্জন
করিত। অতএব আপনি যে কালনেমিকে
নিহত করিয়াছেন, আপনার এই মহৎ কর্ম্মে
আমরা অতীব পরিতুষ্ট হইয়াছি। ৫১—৬০।

তদাগচ্ছত ভজঃ তে গচ্ছাম দিবমুত্তমম্ ।
 ব্রহ্মবধ্বাং তত্রহাঃ প্রতীকস্তে সদাগতাঃ ॥৬
 ককাবঃ তব দান্তামি বরং বরবতাং বর ।
 সুরেশ্বৰ চ দৈত্যেবু বরাণাং বরদো ভবান্ ॥৭
 নিধ্যাতয়েতভ্রৈলোক্যং ক্ষীতঃ নিহতকণ্টকম্
 অশ্বিনেব মুখে বিকো শক্রায় সুমহাশ্বন ॥ ৬৩
 এবমুক্তো ভগবতা ব্রহ্মণা হরিরবায়ঃ ।
 দেবাক্ষকমুখান্ সৰ্ব্বানুবাচ শুভয়া গিরা ॥৬৪
 বিষ্ণুৰবাচ ।

শৃণু ত্রিদশাঃ সৰ্ব্বৈ যাবন্তোহত্র সমাগতাঃ ।
 শ্রবণাবহিতৈঃ শ্রোত্রৈঃ পুরস্কৃত্য পুরন্দরম্ ॥৬৫
 অশ্বাতিঃ সমরে সৰ্ব্বৈ কালনেমিমুখা হতাঃ ।
 দানবা বিক্রমোপেতাঃ শক্রাদপি মহন্তরাঃ ॥৬৬
 অশ্বিন্ মহতি সংগ্রামে দৈত্যেয়ো দ্বৌ
 বিনিঃসৃতৌ ।

চিরোচনশ্চ দৈত্যৈশ্চ সৰ্ভানুশ্চ মহাগ্রহঃ ॥৬৭
 স্বাঃ দিশং ভজতাং শক্রো দিশং বরুণ এব চ
 যাম্যাঃ যমঃ পালয়তামুত্তরাঞ্চ ধনাধিপঃ ॥ ৬৮

অতএব এক্ষণে আসুন, আমরা প্রতিগমন
 করি ; সেখানে সজ্জস্থলে ব্রহ্মবিগণ আপনার
 প্রতীক্য করিতেছেন । হে বরদাত্তবর !
 আপনি সুরাসুরগণের বরদাত্তা ; আপনাকে
 আমি আর কোন্ বর প্রদান করিব ?
 বিকো ! এই যুদ্ধস্থলেই এই নিহতক সমুদ্র
 ত্রৈলোক্যরাজ্য মহাত্মা শক্রকে অর্পণ
 করুন । ভগবান্ অব্যয় হরি ব্রহ্মা কর্তৃক
 এইরূপ উক্ত হইয়া শক্রাদি সমস্ত দেবগণকে
 এই শুভবাক্যে কহিলেন,—এস্থলে উপস্থিত
 ইত্যাদি দেবগণ সকলেই সাবধানে শ্রবণ
 করুন । আমরা সমরে কালনেমিপ্রমুখ
 ইত্যাদিক বিক্রমশালী দানবগণকে নিহত
 করিয়াছি । এই মহাসংগ্রামে দৈত্যৈশ্চ
 চিরোচন ও মহাগ্রহ সৰ্ভানু—এই ত্ৰি দানব
 পালয়ন করিয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছে । অত-
 এব শক্র পূৰ্ব্বদিক্, বরুণ পশ্চিমদিক্, যম
 দক্ষিণদিক্ এবং ধনদ উত্তরদিক্ প্রতিপালনে

ঋকৈঃ সহ যথাযোগঃ গচ্ছতাকৈব চন্দ্রমাঃ ।
 অকমত্বমুখে সূর্য্যো ভজতাময়নৈঃ সহ ॥ ৬৯
 আজ্যভাগাঃ প্রবর্তন্তাঃ সদন্তরতিপূজিতাঃ ।
 হুয়ন্তাময়য়ো বিটপ্রবেদদৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ॥ ৭০
 দেবান্চাপায়িত্বোহমেন স্বাধ্যায়েন মহর্ষিঃ ।
 শ্রাদ্ধেন পিতরশ্চৈব তৃপ্তিঃ যাস্তু যথাসুখম্ ॥৭১
 বায়ুচরতু মার্গস্থস্থিধা দৌপাতু পাবকঃ ।
 ত্রীংশ্চ বর্ণাংশ্চ লোকাঃস্ত্রীঃস্তপয়ংশ্চাঋজৈকর্ষণৈঃ
 ক্রতবঃ সম্প্রবর্তন্তাঃ দৌকণীয়েদ্বিজাতিভিঃ ।
 দক্ষিণাশ্চোপপাদ্যস্তাং যাজ্ঞিকৈভ্যঃ পৃথক্
 পৃথক্ ॥৭২

গাস্তু সূর্য্যো রসান্ সোমো বায়ুঃ প্রাণাংশ্চ
 প্রাণিষু
 তর্পয়ন্তঃ প্রবর্তন্তাঃ সৰ্ব্ব এব স্বকৰ্ম্মাভিঃ ॥ ৭৪
 যথাবদানুপূৰ্ণেণ মহেন্দ্রময়দ্বোক্তবাঃ ।
 ত্রৈলোক্যমাত্রঃ সৰ্ব্বাঃ সমুদ্রঃ যাস্তু সিদ্ধবঃ ॥৭৫

নিযুক্ত হউন । চন্দ্রমাও নক্ষত্রগণসহ যথা-
 স্থানে প্রস্থান করুন । সূর্য্য ঋতু ও অয়ন-
 গণসহ অদ ভজনা করুন । সদন্তগণকর্তৃক
 অভিপূজিত হইয়া আজ্যভাগ সকল প্রব-
 ত্তিত হউক । বিপ্রগণ বেদদৃষ্ট বিধানে
 যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে অগ্নিতে আহুতি সকল প্রদান
 করুন ৬১—৭০ । অগ্নিশেষ দ্বারা দেবগণ,
 স্বাধ্যায় দ্বারা মহর্ষিগণ ও শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃগণ
 যথাযোগ্য তৃপ্তি লাভ করিতে থাকুন ।
 বায়ু যথোপযুক্তভাবে বিচরণ করুন ; আর
 পাবক, ত্রিবিধভাবে দৌপ্যমান হইয়া আশ্র-
 ণে তিন লোকের ও তিন বর্ণের তৃপ্তি-
 বিধান করিতে থাকুন । দৌকণীয় দ্বিজাতি-
 গণ কর্তৃক ক্রতু সকল প্রবর্তিত হউক ;
 যাজ্ঞিকদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দক্ষিণা প্রদত্ত
 হউক । রবি প্রাণগণের পৃথিবী, সোম রস
 এবং বায়ু প্রাণ সকল যোজনা সহকারে, সৰ্ব্ব-
 ভূতের তৃপ্তি সাধনপূৰ্ব্বক স্ব স্ব কৰ্ম্মে নিরত
 হউন । মহেন্দ্র মলয়াদি অচল সকল
 হইতে সমুৎপন্ন লোকমাতা নদীগণ যথাবৎ
 আনুপূর্ব্বক্রমে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত

দৈত্যেভ্যন্ত্যজ্যতাঃ ভীশ শান্তিঃ ব্রজত

দেবতাঃ ।

শ্রুতি বোহন্ত গমিষ্যামি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্
স্বগৃহে স্বর্গলোকে বা সংগ্রামে বা বিশেষতঃ ।
বিশ্রস্তো বো ন মন্তব্যোঃ নিত্যং ক্ষুদ্রা হি

দানবাঃ ॥ ৭৭

ছিদ্রেষু প্রহরাস্ত তে ন তেষাং সংস্থিতির্হ বা
সৌম্যানামুজ্জ্বলানাম্ভবতামার্জবং ধনম্ ॥ ৭৮
এবমুক্তা সুরগণান্ বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
জগাম ব্রহ্মণা সার্কং স্বলোকস্ত মহাযশাঃ ॥ ৭৯
এতদাশ্চর্য্যমভবৎ সংগ্রামে তারকাময়ে ।
দানবানাক্ষ বিকোশ্চ যমাংস্তুঃ পরিপৃষ্ঠবান্ ॥ ৮০

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে পদ্মোদ্ভবপ্রাছ-
র্ভাবসংগ্রহো নামাষ্টসপ্তত্যধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৮ ॥

একোনাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

শ্রুতঃ পদ্মোদ্ভবস্তাত বিস্তরেণ হৃষ্যেরিতঃ ।
সমাসান্ধবমাহান্য্য তৈরবস্ত বিধীয়তাম্ ॥ ১
সূত উবাচ ।

তস্তাপি দেবদেবস্ত শৃগুধ্বং কস্ম চোত্তমম্ ।
আসৌদৈত্যোহস্তকো নাম ভিন্নাঙ্গনচয়োপমঃ
তপসা মহতা যুক্তো হবধ্যস্মিদিবৌকসাম্ ।
স কদাচিন্মহাদেবং পার্কীত্য সহিতঃ প্রভুম্ ॥ ২
ক্রীড়মানঃ তদা দৃষ্টো হর্ষুঃ দেবৌ প্রচক্রমে ।
তস্ত যুদ্ধঃ তদা ঘোরমভবৎ সহ শঙ্কনা ॥ ৩
আবন্ত্যে বিষয়ে ঘোরে মহাকালবনঃ প্রতি ।
তস্মিন্ যুদ্ধে তদা রুদ্রাশ্চাক্ষেনাতিপীড়িতঃ ॥ ৪
সুযুবে বাণমত্যাগং নাম্না পাণপতং হি তৎ ।
রুদ্রবাণবিনির্ভেদাঙ্গধিরাদক্ষকস্ত তু ॥ ৫
অন্ধকাশ্চ সমুৎপন্নঃ শতশোহধ সহস্রশঃ ।

হউন । হে দেবগণ ! আপনারা দৈত্যভয়
পরিহার করুন, শান্তি প্রাপ্ত হউন । আপনা-
দিগের মঙ্গল হউক, আমি সনাতন ব্রহ্ম-
লোকে প্রস্থান করি । দানবগণ অতি
ক্ষুদ্রাশয় ; অতএব আপনারা স্বগৃহে, স্বর্গে
রণক্ষেত্রে সাবধানে বাসিবেন । ইহারা
অবকাশ পাইলেই দেবগণকে প্রহার করিয়া
থাকে, ইহাদিগের কুত্ৰাপি স্থায়ী অব-
স্থান নাই । আপনারা সৌম্য, ও সরলান্তঃ-
করণ ; আপনাদিগের সরলতাই পরম ধন ।
সেই সত্যপরাক্রম মহাযশা বিষ্ণু, দেব-
গণকে এই বলিয়া ব্রহ্মার সহিত নিজলোকে
প্রস্থান করিলেন । তুমি যে আমাকে
তারকাময় সংগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলে, বিষ্ণু ও দানবগণের সেই আশ্চর্য্য
বৃত্তান্ত এই কথিত হইল । ৭১—৮০ ।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৮

উনাশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে তাত ! আমরা
ভবৎকথিত পদ্মোদ্ভববৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে
শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সংক্ষেপে তৈরব-
তবের মাহাত্ম্য কীর্তন কর । সূত কহিলেন,
—সেই দেবদেবের উত্তম কস্ম শ্রবণ করুন ।
পুরাকালে অন্ধক নামে এক ভিন্নাঙ্গন-পুঞ্জ-
প্রতিম দৈত্য ছিল । ঐ দৈত্য মহা-
তপস্তায় অধিত ও ত্রিদিববাসীদিগের
অবধ্য ছিল । একদা অন্ধক দেখিল,—
পার্কীতীসহ মহাদেব ক্রীড়া করিতেছেন ;
তদর্শনে সে, দেবী শৈলমুতাকে হরণ
করিবার চেষ্টা করে ; তাহাতে হরের সহিত
তৎকালে তাহার ঘোর যুদ্ধ হয় । আবন্ত্য-
দেশে মহাকাল নামে এক অরণ্য আছে,
সেই অরণ্যমধ্যেই ঐ দারুণ যুদ্ধ ঘটে ।
যুদ্ধে রুদ্রদেব অন্ধকাসুর কর্তৃক নিভান্ত
নিপীড়িত হইয়া পাণপত নামে এক অত্যাধ-
বাণ সৃষ্টি করেন । সেই রুদ্রবাণে নির্ভিন্ন
অন্ধকের করিত কধির হইতে শত শত

তেষাং বিদ্যাধ্যয়ানাং কথিরাদপরে পুনঃ ॥ ১ ॥
 বহুব্রহ্মকা ঘোরা যৈর্যাপ্তমখিলং জগৎ ।
 এবং মায়াবিনং দৃষ্ট্বা তঞ্চ দেবস্তদাঙ্ককম্ ।
 পানার্ধমঙ্ককাস্ত সোহসৃজয়াতরস্তদা ॥ ৮ ॥
 মাহেশ্বরী তথা ব্রাহ্মী কোমারী মালিনী তথা ॥
 সৌপনী হৃদ বায়ব্যা শাক্রী বৈ নৈঋতী তথা ।
 সৌরী সৌম্যা শিবা দূতী চামুণ্ডা চাধ বাক্রণী ॥
 বারাহী নারসিংহী চ বৈষ্ণবী চ চলচ্ছিতা ।
 শতানন্দা ভগানন্দা পিচ্ছলা ভগমালিনী ॥ ১১ ॥
 বলা চাতিবলা রক্তা সুরভীমুখমণ্ডিকা ।
 মাতৃনন্দা সুনন্দা চ বিভালী শকুনী তথা ॥ ১২ ॥
 রৈবতী চ মহারক্তা তথৈব পিলপিচ্ছিকা ।
 জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী অপরাঞ্জিতা ॥ ১৩ ॥
 কালী চৈব মহাকালী দূতী চৈব তথৈব চ ।
 সূভগা হৃভগা চৈব করালী নন্দিনী তথা ॥ ১৪ ॥
 অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব মারী বৈ মৃত্যুরেব চ ।
 কর্ণমোটী তথা গ্রাম্যা উলুকী চ ঘটোদরী ॥ ১৫ ॥

সহস্র সহস্র অঙ্ককের আবির্ভাব হয়। সেই সকল অঙ্কক বিদ্যারিত হইলে তাহাদের কথিরাধারা হইতেও আবার অপরাপর বহু-সংখ্যক ঘোরাকার অঙ্কক উৎপন্ন হয়। সেই সকল অঙ্ককানুরে এই নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সেই অঙ্ককানুরকে এইরূপ মায়াবী দেখিয়া দেবদেব তদীয় কথিরা প্রবাহ পান কথিবার জন্ত তৎকালে বহুসংখ্যক মাতৃগণকে সৃষ্টি করিলেন। ১—৮। সেই সমস্ত মাতৃগণের নাম যথা—মাহেশ্বরী, ব্রাহ্মী, কোমারী, মালিনী, সৌপনী, বায়ব্যা, শাক্রী, নৈঋতী, সৌরী, সৌম্যা, শিবা, দূতী, চামুণ্ডা, বাক্রণী, বারাহী, নারসিংহী, বৈষ্ণবী, চলচ্ছিতা, শতানন্দা, ভগানন্দা, পিচ্ছলা, ভগমালিনী, বলা, অতিবলা, রক্তা, সুরভী-মুখ-মণ্ডিকা, মাতৃনন্দা, সুনন্দা, বিভালী, শকুনী, রৈবতী, মহারক্তা, পিল-পিচ্ছিকা, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাঞ্জিতা, কালী, মহাকালী, দূতী, সূভগা, হৃভগা, করালী, নন্দিনী, অদিত, দিত, মারী মৃত্যু,

কপালী বজ্রহস্তা চ পিশাচী রাক্ষসী তথা ॥
 ভুগুণ্ডী শাক্রী চণ্ডা লাক্সলী কুটভী তথা ॥ ১৬ ॥
 খেটা সুলোচনা ধূম্রা একবীরা করালিনী ।
 বিশালদর্শা ত্রুণী শ্রামা ত্রিজটী কুকুটী তথা ॥ ১৭ ॥
 বৈনাযকী চ বৈতালী উন্নতোহুহরী তথা ।
 সিদ্ধিঞ্চ লেলিহানা চ কেকরী গর্দভী তথা ॥ ১৮ ॥
 ক্রকুটী বহুপুঞ্জী চ প্রেতযানা বিভ্রম্বিনী ।
 ক্রৌঞ্চা শৈলমুখী চৈব বিনতা সুরসা দম্বা ॥ ১৯ ॥
 উষা রক্তা মেনকা চ সলিলা চিত্ররূপিনী ।
 স্বাহা স্বধা বহট্কারা ধৃতিজ্যোষ্ঠা কপাঙ্গিনী ॥ ২০ ॥
 মায়া বিচিত্ররূপা চ কামরূপা চ সঙ্গমা ।
 মুখৈবলা মঙ্গলা চ মহানাসা মহামুখী ॥ ২১ ॥
 কুমারী রোচনা ভীমা সদাহাসা মহোদ্ধতা ।
 অলঙ্কারী কালপণী কুন্তকণী মহাসুরী ॥ ২২ ॥
 কোশিনী শঙ্খিনী লম্বা পিঙ্গলা লোহিতামুখী ।
 ঘটোরবাথ দংষ্ট্রালা রোচনা কাকজ্যিক্ষিকা ॥ ২৩ ॥
 গোকর্ণিকা জম্বিকা মহাগ্রীবা মহামুখী ।
 উদ্যামুখী ধূমশিখা কম্পিনী পরিকম্পিনী ॥ ২৪ ॥
 মোহনা কম্পনা ফেলা নির্ভয়া বাহশালিনী ।

কর্ণমোটী, গ্রাম্যা, উলুকী, ঘটোদরী, কপালী, বজ্রহস্তা, পিশাচী, রাক্ষসী, ভুগুণ্ডী, শাক্রী, চণ্ডা, লাক্সলী, পুটভী, খেটা, সুলোচনা, ধূম্রা, একবীরা, করালিনী, বিশালদর্শা ত্রুণী, শ্রামা, ত্রিজটী, কুকুটী, বৈনাযকী, বৈতালী, উন্নতোহুহরী, সিদ্ধি, লেলিহানা, গর্দভী, ক্রকুটী, বহুপুঞ্জী, প্রেতযানা, বিভ্রম্বিনী, ক্রৌঞ্চা, শৈলমুখী, বিনতা, সুরসা, দম্বা, উষা, রক্তা, মেনকা, সলিলা, চিত্ররূপিনী, স্বাহা, স্বধা, বহট্কারা, ধৃতি, জ্যোষ্ঠা, কপাঙ্গিনী, মায়া, বিচিত্ররূপা, কামরূপা, সঙ্গমা, মুখৈবলা, মঙ্গলা, মহানাসা, মহামুখী, কুমারী, রোচনা, ভীমা, সদাহাসা, মহোদ্ধতা, অলঙ্কারী, কালপণী, কুন্তকণী, মহাসুরী, কোশিনী, শঙ্খিনী, লম্বা, পিঙ্গলা, লোহিতামুখী, ঘটোরবা, দংষ্ট্রালা, রোচনা, কাকজ্যিক্ষিকা, গোকর্ণিকা, অজ-মুখিকা, মহাগ্রীবা, মহামুখী, উদ্যামুখী, ধূম-শিখা, কম্পিনী, পরিকম্পিনী, মোহনা,

সর্পকর্ণ তথৈকাক্ষী বিশোকা নন্দিনী তথা ॥
জ্যোৎস্নামুখী চ রতসা নিকৃষ্টা রক্তকম্পনা ।
অবিকারা মহাচিত্রা চন্দ্রসেনা মনোরমা ॥ ২৬
অদর্শনা হরৎপাপা মাতঙ্গী লক্ষ্মেমলা ।
অবালা বঞ্চনা কালী প্রমোদা লাক্ষ্মীাবতী ॥ ২৭
চিত্তা চিত্তজলা কোণা শান্তিকাঘবিনাশিনী ।
লক্ষ্মণী লক্ষ্মণী বিসটা বাসচূর্ণিনী ॥ ২৮
অলম্বী দীর্ঘকেশী চ সূচিরা সুলক্ষ্মী শুভা
অয়োমুখী কটুমুখী ক্রোধিনী চ তথাসনী ॥ ২৯
কুটুম্বিকা মুক্তিকা চ চন্দ্রিকা বলমোহিনী ।
সামান্ধা হাসিনী লক্ষা কোবিদারী সমাসবী ॥ ৩০
কঙ্কণী মহানাদা মহাদেবী মহোদরী ।
হুকারী রক্তসুসটা রক্তেশী ভূতভামরী ॥ ৩১
পিণ্ডজিহ্বা চলজ্জালা শিবা জ্ঞানামুখী তথা ।
এতান্ধাচাচ দেবেশঃ সোহস্রজন্মাতরস্তদা ॥
অঙ্ককানাং মহাধোরাঃ পপুস্তকধিরং তদা ।

ততোহঙ্ককাস্রজঃ সর্বাঃ পরাঃ তৃপ্তিমুগতাঃ
তান্ধ তৃপ্তান্ধ সন্ততা ভূয় এবাঙ্ককপ্রজাঃ ।
অদ্বিতৈশ্বের্বহাদেবঃ শূল-মুদগরপাণিভিঃ ॥ ৩৪
ততঃ স শঙ্করো দেবদ্বন্দ্বকৈর্যাকুলীকৃতঃ ।
জগাম শরণং দেবং বাসুদেবমজং বিভূম্ ॥ ৩৫
ততঃ ভগবান্ বিষ্ণুঃ সৃষ্টবান্ শুক্রেবতীম্ ।
যা পপৌ সকলং তেষামঙ্ককানামস্রক্ কণাৎ ॥
যথা যথা চ কধিরং পিবন্ত্যঙ্ককসন্তবম্ ।
তথা তথাধিকং দেবৌ সংশ্যতি জনাধিপ ॥ ৩৭
পীয়মানে তথা তেষামঙ্ককানাং তথাস্রজি ।
অঙ্ককাস্ত ক্রয়ং নীতাঃ সর্কে তে ত্রিপুরারিণা ॥
মূলান্ধকঙ্ক বিক্রম্য তদা শরীরিলোকধুক্ ।
চকার বেগাচ্ছুলাগ্রে স চ তৃপ্তাব শঙ্করম্ ॥ ৩৯
অঙ্ককম্ মহাবীৰ্য্যস্তম্ তৃপ্তোহভবদ্রবঃ ।
সামীপ্যং প্রদদৌ নিত্যং গণেশস্তং তথৈব চ

হইল । ১—৫০ । মাতৃকাগণ তৃপ্ত হইলে
পুনরায় অঙ্কক-প্রজা সকল প্রাজুর্ভূত হইল ।
তাহারা শূল ও মুদগর হস্তে মহাদেবকে
আক্রমণ করিল । অনন্তর শঙ্কর অঙ্কক-
বংশধরগণ কর্তৃক আক্রান্ত ও ব্যাকুলীকৃত
হইয়া ভগবান্ বাসুদেবের শরণাপন্ন হই-
লেন । তখন ভগবান্ বিষ্ণু শুক্রেবতী নামে
এক দেবীমূর্তি সৃষ্টি করিলেন । তিনি সৃষ্ট
হইবামাত্র তৎকণাৎ অঙ্ককদিগের সমস্ত
শোণিত পান করিয়া কেলিলেন । সেই
দেবী যেমন যেমন অঙ্ককদিগের শোণিত-
রাশি পান করিতে লাগিলেন, অমনি তিনি
শুক হইতে লাগিলেন । এইরূপে সেই দেবী
কর্তৃক অঙ্ককদিগের সমস্ত শোণিতরাশি পীত
হইলে ত্রিপুরারি নবজাত অঙ্ককদিগকে
সম্পূর্ণরূপে সংহারদশায় উপনীত করিলেন ।
অনন্তর ত্রিলোকধারী শরীর প্রকৃত অঙ্ককা-
সুরকে আক্রমণ করিয়া সবেগে শূলাগ্রে
উৎখাপিত করিলে, মহাবীৰ্য্য অঙ্কক শঙ্করকে
স্তব করিতে লাগিল । অঙ্ককাস্রয়ের স্তবে
ভগবান্ ভব পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে
স্বীয় সামীপ্য ও গণেশত্ব প্রদান করিলেন ।

কম্পনা, খেলা, নির্ভয়া, বাহুশালিনী, সর্পকর্ণী
একাক্ষী, বিশোকা, নন্দিনী, জ্যোৎস্নামুখী,
রতসা, নিকৃষ্টা, রক্তকম্পনা, অবিকারা,
মহাচিত্রা, চন্দ্রসেনা, মনোরমা, অদর্শনা,
হরৎপাপা, মাতঙ্গী, লক্ষ্মেমলা, অবালা,
বঞ্চনা, কালী, প্রমোদা, লাক্ষ্মীাবতী, চিত্তা,
চিত্তজলা, কোণা, শান্তিকা, অঘবিনাশিনী,
লক্ষ্মণী লক্ষ্মণী, বিসটা, বাসচূর্ণিনী, অলম্বী,
দীর্ঘকেশী, সূচিরা, সুলক্ষ্মী, শুভা, অয়োমুখী,
কটুমুখী, ক্রোধিনী, অশনি, কুটুম্বিকা, মুক্তিকা,
চন্দ্রিকা, বলমোহিনী, সামান্ধা, হাসিনী, লক্ষা,
কোবিদারী, সমাসবী, কঙ্কণী, মহানাদা,
মহাদেবী, মহোদরী, হুকারী, রক্তসুসটা,
রক্তেশী, ভূতভামরী, কুণ্ডজিহ্বা, চলজ্জালা,
শিবা, এবং জ্ঞানামুখী, এই সকল ও
অন্যান্য আরও বহু মাতৃকা তৎকালে
দেবদেব শঙ্কর কর্তৃক সৃষ্ট হইলেন ।
মাতৃকাসমূহের আকৃতি তখন অতীব ঘোরা-
কারে প্রতিভাত হইতে লাগিল । তাহারা
অঙ্ককসমূহের কধিরধারা পান করিতে লাগি-
লেন । কধিরপানে তাঁহাদের পরম পরিতৃপ্তি

ততো মাতৃগণাঃ সৰ্বৈঃ শঙ্করং বাক্যমব্রুবন ।
ভগবন্ ভক্তঘিষ্যামঃ স দেবানুসুমাহুযান্ ।
তৎপ্রসাদাঙ্কগৎ সৰ্বাঃ শুভমুজ্জাতুমহসি ॥ ৪১

শঙ্কর উবাচ ।

ভবভীতিঃ প্রজাঃ সৰ্বা রক্ষণীয়া ন সংশয়ঃ ।
তস্মাদ্ ঘোরান্ভিপ্রাণায়নঃ শীঘ্রনিবৰ্ত্যতাম্ ॥
ইত্যেবং শঙ্করেনোক্তমনাদৃত্য বচস্তদা ।
ভক্তয়ামাশুরত্যাগ্রাটৈরলোক্যঃ সচরাচরম্ ॥ ৪৩
ত্রৈলোক্যে ভক্ত্যমাণে তু তদা মাতৃগণেন বৈ
নৃসিংহমূৰ্ত্তিঃ দেবেশঃ প্রদধৌ ভগবাক্তিবঃ ॥ ৪৪
অনাদিনিধনং দেবং সৰ্বলোকভবোদ্ভবম্ ।
দৈত্যেন্দ্রবক্ষোকধির চৰ্চ্চিত্তাগ্রমহানখম্ ॥ ৪৫
বিদ্যাজিহ্বঃ মহাদংষ্ট্রঃ সুর্যকেশরকটকম্ ।
কল্লাস্তমাক্রান্তক্ষুকং সপ্তার্ণবসমশ্বনম্ ॥ ৪৬
বজ্রভীক্ষনখং ঘোরমাকর্ণব্যাদিতাননম্ ।

এই সময় পূর্বসৃষ্ট মাতৃগণ সকলেই শঙ্করকে
কহিলেন,—ভগবন্! আমরা আপনার অমু-
গ্ৰহে সমগ্র দেব, অশুর ও মানুষদিগকে
এমন কি সমস্ত জগৎটাকেই ভক্ষণ করিব;
আপনি আমাদের অমুজ্জা প্রদান করুন।
ভগবান্ শঙ্কর কহিলেন,—সমস্ত প্রজা
মণ্ডলকে রক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য
কৰ্ম্ম; সুতরাং তোমরা এই ভীষণ সঙ্কট
হইতে শীঘ্রই মনকে নিবর্তিত কর। শঙ্কর
এই কথা কহিলেন; কিন্তু মাতৃগণ তাঁহার
কথায় আস্থা স্থাপন করিলেন না। তাঁহারা
অতি ভীষণ মূৰ্ত্তি ধারণ করিয়া এই চরাচর
ত্রৈলোক্যকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।
মাতৃগণ ত্রৈলোক্য-ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে,
ভগবান্ শিব তখন দেবদেব নৃসিংহমূৰ্ত্তিকে
এইরূপে ধ্যান করিলেন;—সেই নৃসিংহদেব
অনাদিনিধন ও নিখিল লোকের উৎপত্তি-
কারণ। দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর হৃদয়-
কধিরে তদীয় মহানখাঙ্গ চৰ্চ্চিত্ত হইতেছে।
তিনি বিদ্যাজিহ্ব, মহাদংষ্ট্র ও সুরিত-কেশর-
কটকে সমাকুল। কল্লাস্তকালীন বায়ু-বিক্ষুক
সপ্ত জলধির গভীর নির্ঘোষের জ্বায় তাঁহার

মেকটৈলপ্রভীকাশমুদয়াক্ষসমেক্ষণম্ ॥ ৪৭
শিমাঙ্গিশিখরাকারঃ চাক্রদংষ্ট্রোজ্জলাননম্ ।
নখনিঃসৃতরোষাগ্নি-জ্বালাকেশরমাণিনম্ ॥ ৪৮
বজ্রাঙ্গদং সুমুকুটং হার-কেয়রভূষণম্ ;
শ্রোণীশূত্রেণ মহতা কাঞ্চনেন বিরাজিতম্ ॥ ৪৯
নীলোৎপলদলশ্রামং বাসোযুগবিভূষণম্ ।
তেজসাক্রান্তসকল-ব্রহ্মাণ্ডাগারসঙ্কুলম্ ॥ ৫০
পবনং ভ্রাম্যমাণানাং হত্ভব্যবহার্চ্চয়াম্ ।
আবর্তসদৃশাকাটৈরঃ সংযুক্তং দেহলোমভৈঃ ॥ ৫১
সৰ্বপুষ্পবিচিত্রাঙ্ক ধারয়ন্তঃ মহাশঙ্কম্ ।
স ধাতমাজ্ঞো ভগবান্ প্রদদৌ তস্মাদর্শনম্ ॥
যাদৃশেনৈব রূপেণ ধাতো রুদ্রেণ ধীমতা ।
তাদৃশেনৈব রূপেণ ত্ব্নিরীক্ষ্যেণ দৈবতৈঃ ॥ ৫৩

সিংহনাদ পরিষ্কৃত হয়। তাঁহার নখর-
রাজি বজ্রের জ্বায় তীক্ষ্ণ ও ভয়াবহ এবং
মুখবিবর কর্ণ পর্যন্ত ব্যাদিত। তাঁহার
আকৃতি মেকটৈলবৎ এবং নয়নদ্বয় উদ্য-
দাদিত্যানিত; তাঁহার সুন্দর অথচ ভীষণ
দংষ্ট্রা, মেকশৃঙ্গবৎ প্রতিভাত হইয়া বদন-
মণ্ডল বিদ্যোতিত করিতেছে। তাঁহার নখর-
নিকর হইতে রোষাগ্নি-শিখা নিঃসৃত হই-
তেছে। সেই শিখাদীপিত কেশর-মালায়
তিনি মণ্ডিত রহিয়াছেন। তিনি হীরকা-
ঙ্গদধারী, মুকুট-মণ্ডিত, হার কেয়র-ভূষিত
এবং কাঞ্চনময় বিশাল শ্রোণিশূত্রে বিরা-
জিত। তাঁহার আকার নীলোৎপলবৎ শ্রামল
এবং তিনি বহুযুগে বিভূষিত। তদীয় তেজে
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডাগার আক্রান্ত হইতেছে।
তাঁহার দেহলোম-জাত পবনবেগে আভূতি-
প্রাপ্ত হতাশন শিখাসকল ভ্রামিত হই-
তেছে। তাহাদের আবর্ততুল্য আকারে
তিনি অধিত রহিয়াছেন এবং সকল কুসুম-
চিত্রিত মহতী মালা তিনি ধারণ করিতে-
ছেন। ভগবান্ নরসিংহদেব শঙ্কর কর্তৃক
এইরূপে ধ্যাত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার
ইগোচর হইলেন। ধীমান্ রুদ্র যেরূপে
তাঁহাকে ধ্যান করিলেন; ভগবান্ নরসিংহ

প্রণিপত্য তু দেবেশং তদা তুষ্টিব শঙ্করঃ ॥৫৪
শঙ্কর উবাচ ।

নমস্তেহং জগন্নাথ নরসিংহবপুর্ধর ।
দৈত্যানাথস্বজ্ঞাপূর্ণ-নখশক্তিবিরাজিত ॥ ৫৫
ততঃ সকলসংলগ্ন-হেমপিঙ্গলবিগ্রহ ।
নতোহস্মি পদ্মনাভ ত্বাং সুরশক্ত জগদ্গুরো
কল্পাস্তোদনির্ধোষ স্বর্ধ্যাকোটিসমপ্রভ ।
সহস্রযমসংক্রোধ সহস্রেন্দ্রপরাক্রম ॥ ৫৭
সহস্রধনদক্ষৌত সহস্রবরুণাস্বক ।
সহস্রকালরচিত সহস্রনিয়তেন্দ্রিয় ॥ ৫৮
সহস্রভূবর্ধৈর্ধ্য সহস্রানন্ত মুক্তিমান ।
সহস্রেন্দ্রপ্রতিম সহস্রগ্রহবিক্রম ॥ ৫৯
সহস্রকজ্রতেজস্ব সহস্রব্রহ্মসংস্কৃত ।
সহস্রবাহুবর্গোগ্র সহস্রাস্ত্রনিরাক্ষণ ।
সহস্রযজ্ঞমথন সহস্রবধমোচন ॥ ৬০
অঙ্ককশ্ব বিনাশায় যাঃ সৃষ্টা মাতরো ময়া ।

তথাবিধ দেব-ভূনিরীক্ষ্য রূপেই প্রাহুর্ভূত
হইলেন। তখন শঙ্কর প্রণিপাতপূর্বক সেই
দেবেশকে স্তব করিতে লাগিলেন। শঙ্কর
কহিলেন,—হে জগন্নাথ! হে নরসিংহ দেহ-
ধারিন্! হে দৈত্যানাথ-শোণিত-পরিপ্লুত নখ-
প্রভায় সমুজ্জ্বল! হে সকল দেহলগ্ন শোণিত
নিচয়ে হিমপিঙ্গল-বিগ্রহ-শালিন্! হে পদ্ম-
নাভ! হে জগদ্গুরো! হে সুরেন্দ্র! তোমায়
নমস্কার করি। হে কল্পাস্ত-মেঘভূত্য
নির্ধোষকারিন্! হে কোটিস্বর্ধ্যসমপ্রভ!
হে সহস্রযমপ্রতিম ত্রুকৃষ্ণুতি! হে সহস্র
ইন্দ্রসম পরাক্রমশালিন্! হে সহস্র ধনদবৎ
সমৃদ্ধিসম্পন্ন! হে সহস্র বরুণাস্বক! হে
সহস্র কালরচিত! সহস্র শত্রুনিয়ামক!
হে সহস্র ভূমিবৎ ধৈর্য্যশালিন্! হে সহস্র
অনন্তমুর্তিধারিন্! হে সহস্র সুধাকরহাতে!
হে সহস্র গ্রহ-বিক্রম! হে সহস্র কজ্রসম
তেজঃসম্পন্ন! হে সহস্র ব্রহ্মসংস্কৃত! হে
সহস্র বাহুসমূহে সমুদৌপ্ত! হে সহস্রমুখ
ও সহস্রনেত্র! হে সহস্র যজ্ঞমথন! হে
সহস্র বধ-মোচন! আমি অঙ্ককাসুরের

অনাদৃত্য তু মহাকাং ভক্ষয়ন্ত্যস্ত তাঃ প্রজাঃ
কুহা তাস্চ ন শক্তোহহং সংহর্তুমপরাজিত ।
শ্বয়ঃ কুহা কথং তাসাং বিনাশমভিকারয়ে
এবমুক্তঃ স রুদ্রেণ নরসিংহবপুর্ধরঃ ।
সসর্জ দেবো জিহ্বারাস্তদা বাণীধরীঃ হরিঃ ।
হৃদয়াচ্চ তথা মায়া গুহ্যাচ্চ ভবমালিনী ।
অস্থিভ্যশ্চ তথা কালী সৃষ্টা পূর্বঃ মহাশ্বনা ॥
যয়া তদ্রাধিরং পীতমঙ্ককানাং মহাশ্বনাম্ ।
যা চান্মিন্ কথিতা লোকে নামকঃ শুকরেবতী
দ্বাত্রিংশতাতরঃ সৃষ্টা গাত্রেভ্যশ্চ'ক্রণী ততঃ ।
তাসাং নামানি বক্ষ্যামি তানি মে গদতঃ শৃণু
সর্বাস্তাস্ত মহাভাগ! ষষ্ঠাকণী তথৈব চ ।
ত্রৈলোক্যমোহিনী পুণ্য! স সর্বসত্ত্ববশঙ্করী ॥ ৬৭
তথা চ চক্রহৃদয়া পঞ্চমী ব্যোমচারিণী ।
শাঙ্খিনী লেখিনী চৈব কালসঙ্কর্ষণী তথা ॥ ৬৮

বিনাশের জন্ত পূর্বে যে মাতৃগণকে সৃষ্টি
করিয়াছিলাম, তাঁহারা এক্ষণে আমার
বাক্যে ইত্যাদর হইয়া এই জগৎসারী প্রজা-
গণকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।
হে অপরাজিত! আমি তাঁহাদিগকে
সৃষ্টি করিয়াছি; কিন্তু সংহার করিতে
পারিতেছি না, কেননা,—নিজেই উৎ-
পাদন করিয়া নিজেই তাহাদিগের বিনাশ
করি কিরূপে? রুদ্র এই কথা কহিলে নর-
সিংহদেহধারী হরি তখন স্বীয় জিহ্বা হইতে
দেবো বাণীধরীকে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে
তাঁহার হৃদয় হইতে মায়া, গুহ্য হইতে ভব-
মালিনী, এবং অস্থি হইতে কালী সৃষ্ট হই-
লেন। এই কালীই বিশালদেহ অঙ্কক-
দিগের শোণিত পান করিয়াছেন। ইনিই
জগতে শুকরেবতী নামে অভিহিতা। অন-
ন্তর চক্রধারী হরির গাত্র হইতে দ্বাত্রিংশৎ
মাতৃকা প্রাহুর্ভূত হইলেন। সেই সকল মাতৃ-
কার নাম বালতোহি; শ্রবণ কর। ৩৪-৬৬।
তাঁহারা সকলেই মহাভাগ্যবতী। তাঁহা-
দের নাম যথা—ষষ্ঠাকণী, ত্রৈলোক্যমোহিনী,
সর্বসত্ত্ববশঙ্করী, চক্রহৃদয়া, ব্যোমচারিণী,

ইত্যোতাঃ পৃষ্ঠগা রাজন্ বাণীশামুচরাঃ স্মৃতাঃ
 সঙ্ঘনী তথাশ্বখা বীজভাবাপরাজিতা ॥ ৬৯
 কল্যাণী মধুদংষ্ট্রী চ কমলোৎপলহস্তিকা ।
 ইতি দেব্যষ্টকং রাজন্ মায়াশুচরমুচ্যতে ॥ ৭০
 অজিতা স্মৃদ্ধদয়া বুদ্ধা বেশাশ্বদংশনা ।
 নৃসিংহটৈত্তরবা বিদ্যা গুরুস্বহৃদয়া জয়া ॥ ৭১
 ভবমালিন্দ্ৰমুচরা ইত্যষ্টৌ নৃপ মাতরঃ ।
 আকর্ণনী সন্তটা চ তথৈবোত্তরমালিকা ॥ ৭২
 জালামুখী ভৌষনিকা কামধেনুশ্চ বালিকা ।
 তথা পদ্মকরা রাজন্ রেবতামুচরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৩
 অষ্টৌ মহাবলাঃ সর্বা দেবগাত্রসমুদ্ভবাঃ ।
 ত্রৈলোক্যসৃষ্টি-সংহার-সমর্থাঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ৭৪
 তাঃ সৃষ্টমাত্রা দেবেন ক্রুদ্ভা মাতৃগণস্ত তু ।
 প্রধাবিতা মহারাজ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণাঃ ॥ ৭৫
 অবিসম্বৃতমং তাসাং দৃষ্টিতেজঃ সূদারুণম্ ।
 তমেব শরণং প্রাপ্তা নৃসিংহো বাক্যমববীৎ ॥

ও শচ্চিনী, লেখিনী কামসঙ্ঘর্ষিনী । হে
 রাজন্! এই সকল মাতৃকা বাণীশামুচরী ও
 ও পৃষ্ঠগামিনী বলিয়া বিখ্যাতা । সঙ্ঘনী,
 অশ্বখা, বীজভাবা, অপরাজিতা, কল্যাণী,
 মধুদংষ্ট্রী ও কমলোৎপল-হস্তিকা । হে
 রাজন্! এই অষ্ট মাতৃকা মায়াশুচরী
 বলিয়া অভিহিতা । অজিতা, স্মৃদ্ধদয়া,
 বুদ্ধা, বেশাশ্বদংশনা, নৃসিংহটৈত্তরবা, বিদ্যা,
 গুরুস্বহৃদয়া, ও জয়া এই অষ্টমাতৃকা ভব-
 মালিনীর অমুচরী বলিয়া বিদিতা । আক-
 র্ণনী, সন্তটা, উত্তরমালিকা, জালামুখী, ভৌষ-
 নিকা, কামধেনু, বালিকা, ও পদ্মকরা । হে
 রাজন্! এই অষ্টমাতৃকা রেবতীর অমু-
 চরী বলিয়া বিখ্যাতা এবং সকলেই মহাবলা ।
 সর্বসমেত এই ষাট্ৰিশং মাতৃকাই দেববর
 হরির গাত্র হইতে সমুদ্ভূতা । উহারা সক-
 লেই ত্রৈলোক্যের সৃষ্টি ও সংহার কার্যে
 সমর্থ । ঐ মাতৃকাগণ হরি কর্তৃক সৃষ্ট
 হইবামাত্র ক্রোধ-বিস্ফারিত-নেত্রে ধাবিত
 হইলেন । উহাদের অতি দারুণ দৃষ্টিতেজ
 একান্তই অসহ্য । উহাদিগকে দেখিয়া জগৎ

যথা মনুষ্যাঃ পশবঃ পালয়ন্তি চিরাৎ স্মৃতান্ ।
 জয়ন্তি তে তথৈবাশু যথা বৈ দেবতাগণাঃ ॥ ৭৭
 ভবভ্যস্ত তথা লোকান্ পালয়ন্ত ময়েরিতাঃ
 মনুজৈশ্চ তথা দেবৈর্ষজ্জন্মঃ ত্রিপুরান্তকম্ ॥ ৭৮
 ন চ বাধা প্রকর্তব্য্যা যে তক্তাগ্নিপুরান্তকে ।
 যে চ মাং সংস্মরন্তীহ তে চ রক্ষ্যাঃ সদা নরাঃ
 বলিকর্ম্ম করিষ্যন্তি যুযাকং যে সদা নরাঃ ॥ ৭৯
 সর্বকামপ্রদান্তেষাং ভবিষ্যধ্বং তথৈব চ ॥ ৮০
 উচ্ছাসনাদিকং যে চ কথয়ন্তি ময়েরিতম্ ।
 তে চ রক্ষ্যাঃ সদা লোকা রক্ষিতব্যং মদাসনম্
 রৌদ্রীকৈব পরাং মুক্তিং মহাদেবঃ প্রদান্ততি ।
 যুযুপ্যা মহাদেবাস্তত্ত্বজ্ঞঃ পরিরক্ষথ ॥ ৮২
 ময়া মাতৃগণঃ সৃষ্টৌ সৌহৃদ্যং বিগতসাম্বসঃ ।
 এষ নিত্যং বিশালাক্ষ মদৈব সহ রংস্ততে ॥ ৮৩

সংহারোদ্যত মাতৃকাগণ নৃসিংহদেবের
 শরণাপন্ন হইলেন । নৃসিংহদেব তাহা-
 দিগকে বুঝাইয়া বলিলেন,—জগতে মনুষ্য
 ও পশুগণ চিরদিন ধরিয়া তাহাদের
 সন্তান সন্ততিদিগকে রক্ষা করিয়া আসি-
 তেছে । দেবগণের স্তায় তাহারা
 এক্ষণে সকলেই সর্বোৎকর্ষে বিরাজিত
 হউক । তোমরাও আমার প্রেরণায়
 লোকদিগকে রক্ষা করিতে থাক । দেব ও
 মনুষ্যাগণ ত্রিপুরারিদেবকে পূজা করুন,
 তোমরা ত্রিপুরারি দেবের ভক্তদিগকে কোন
 বাধা প্রদান করিও না । যে সকল নর
 আমাকে স্মরণ করে, তাহাদিগকে তোমরা
 সর্বদা রক্ষা করিও । যে সকল লোক
 সর্বদা তোমাদিগকে পূজোপহার প্রদান
 করিবে, তোমরা তাহাদিগের সর্ব কাম-
 প্রদা হইবে । যাহারা মদৌরিত উচ্ছাস-
 নাদির কথা কহিবে, তাহারাও তোমাদের
 রক্ষণীয় হউক । আমার আসনও তোমরা
 রক্ষা করিবে । মহাদেব রৌদ্রী নারী এক
 পরমা মুক্তি প্রদান করিবেন, তোমরা মহা-
 দেবীপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকেও
 রক্ষা করিবে । আমি যে এই মাতৃগণকে

যদা সার্কং তথা পূজাং নরৈভ্যশ্চৈব লক্ষ্যথ
পৃথক্ পুজিতা লোটকঃ সৰ্বান কামান্ প্রদাস্তথ
তুকাং সম্পূজয়িত্যন্ত যে চ পূজার্হিনো জনাঃ ।
তেষাং পুজপ্রদা দেবৌ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮৫
এবমুक्ता তু ভগবান্ সৰ্ব মাতৃগণেন তু ।
জালামালাকুলবপুস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ৮৬
তত্র তীর্থং সমুৎপন্নং কৃতশৌচোঁত যজ্ঞভূতঃ ।
তত্রাপি পূজ্যো দেবো জগদার্তিহরো হরঃ ॥
রৌদ্রস্ত মাতৃবর্গস্ত দম্বা ক্রদন্ত পার্থিব ।
রৌদ্রাঃ দিব্যাঃ তহুঃ তত্র মাতৃমধ্যে ব্যবস্থিতঃ
সপ্ত তা মাতরো দেব্যাঃ সার্কিনারীনরঃ শিবঃ ।
নিবেশ্ত রৌদ্রং তৎ স্থানং তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥
স মাতৃবর্গস্ত হরস্ত মূর্ত্তি-
যদা যদা যাতি চ তৎসমীপে ।

সৃষ্টি করিয়াছি, এই বিশালনয়ন মাতৃমণ্ডল
আমারই সহিত ক্রীড়া করিবেন । তোমরা
আমার সাহিত লোকপূজা প্রাপ্ত হইবে ।
আর যদি নরগণ তোমাদিগকে পৃথক্ভাবে
পূজা করে, তবে তাহাদিগকে সৰ্বক্ষম
প্রদান করিবে । যে সকল লোক পুত্রার্থী
হইয়া শুক দেবীকে পূজা করিবে, সেই দেবী
নিশ্চয়ই তাহাদিগের পুত্রদায়িনী হইবেন ।
জালামালাকুল-কলেবর ভগবান্ নরসিংহদেব
দেব এই কথা কহিয়া মাতৃগণদ্বয় তৎক্ষণাৎ
অন্তহিত হইলেন । উঁহার অন্তর্দ্বানস্থানে এক
তীর্থ উৎপন্ন হইল । ঐ তীর্থ অভিজ্ঞদিগের
নিকট কৃতশৌচ আখ্যায় বিখ্যাত হইল ।
জগৎপীড়াহর আদিদেব হর সেই তীর্থে
স্বসৃষ্ট মাতৃকাগণকে স্বীয় দিব্য রৌদ্র
মূর্ত্তি প্রদান করলেন—করিয়া সেই মাতৃকা-
গণমধ্যেই অবস্থিত হইলেন । অনন্তর
সার্ক নারী-নর হর সেই সপ্ত মাতৃকাগণকে
সেই রৌদ্রস্থানে নিবেশিত করিয়া তৎক্ষণাৎ
অন্তর্দ্বান করিলেন । হর সৃষ্ট মাতৃকাগণের
মূর্ত্তি তখন হইতে যে যে সময়ে তাঁহার
এবং দেবেশ্বর নৃসিংহ-মূর্ত্তির সন্নিহিত হইতে

দেবেশ্বরস্তাপি নৃসিংহমূর্ত্তেঃ
পূজাং বিধত্তে ত্রিপুরাঙ্ককারিঃ ॥ ৯০
ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণেহঙ্কবধো
নামৈকোনাশীত্যাধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭২ ॥

অশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

ঋতোহঙ্কবধঃ সূত যথাবৎ ব্রহ্মদৌরিতঃ ।
বারাণস্তা মহাহ্মাঃ শ্রোতুমিচ্ছাম সাম্প্রতম্ ॥
ভগবান্ পিঙ্গলঃ কেন গণদ্বং সমুপাগতঃ ।
অন্নদহক সম্প্রাপ্তো বারাণস্তাং মহাহ্মাতিঃ ॥ ২
ক্ষেত্রপালঃ কথং জাতঃ প্রিয়ত্বক কথং গতঃ ।
এতদিচ্ছাম কথিতং শ্রোতুং ব্রহ্মসুত স্বয়া ॥ ৩
সূত উবাচ ।

পৃথুধ্বং বৈ যথা লেভে গণেশদ্বং স পিঙ্গলঃ ।
অন্নদহক লোকান ১ঃ স্থানং বারাণসী দ্বিহ ॥ ৪

লাগিল, ত্রিপুরাঙ্কহর হর সেই সেই সময়েই
তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন । ৬৭—২০ ।

উনাশীত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ১৭২

অশীত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত ! আপনি
যে অঙ্কক-বধ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন ; তাহা
আমরা শ্রবণ করিয়াছি । অধুনা আমরা
বারাণসী-মাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করি ।
ভগবান্ পিঙ্গল কি প্রকারে গণদ্ব লাভ
করেন, কি প্রকারে ঐ মহাহ্মাতি বারাণসী-
ধামে অন্নদান-কর্ত্ত্ব প্রাপ্ত হন, এবং কি
প্রকারেই বা তিনি ক্ষেত্রপাল ও পিঙ্গলদ্ব
প্রাপ্ত হইলেন ? হে ব্রহ্মসুত ! এই সকল
আমরা আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি ।
সূত বলিলেন,—যে প্রকারে ঐ পিঙ্গল
গণেশদ্ব, লোকসমূহের অন্নদহ, ও বারাণসী-

পূর্ণভদ্রপুত্রঃ স্রীমানাসৌদম্ভকঃ প্রতাপবান্ ।
 হরিকেশ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মণ্যো ধার্মিকশ্চ হ ॥
 তস্ত জন্মপ্রভৃত্যেব শরে ভক্তিরহস্তম্ ।
 তদাসৌ তন্নমস্কারস্তা ঠিত্ত্বংপরায়ণঃ ॥ ৬
 আসীনশ্চ শয়ানশ্চ গচ্ছন্তস্তদ্বনুব্রজন্ ।
 ভুঞ্জানোহথ পিবন্ বাপি ক্রতমেবাখিচিন্তয়ৎ ॥
 তমেবং যুক্তমনসঃ পূর্ণভদ্রঃ পিতাববাৎ ।
 ন ত্যাং পুত্রমহং মন্তে হৃজ্জাতো যন্তুমন্তথা ॥
 ন হি যক্ষকুণীনানামেতদবৃত্তং ভবতাত ।
 শুদ্ধকা বত যুগং বৈ স্বভাবাৎ ক্রুরচেতসঃ ॥ ৯
 ক্রব্যাদাশ্চৈব কিংভক্ষা হিংসালীলাশ্চ পুত্রক ।
 মৈবং কাৰীর্ন তে বৃত্তিরেবং দৃষ্টা মহাশ্বনা ॥
 স্বয়ম্ভুবা যথা দৃষ্টা ত্যক্তব্যা যদি নো ভবেৎ ।
 আশ্রমাস্তরজং কস্মৈ ন কুর্য্যগৃহিণস্ত তৎ ॥ ১১

পুরী লাভ করিয়াছেন তাহা আপনারা শ্রবণ
 করুন । হরিকেশ নামক এক মহাপ্রতাপী যক্ষ
 ছিল । ঐ যক্ষ, পূর্ণভদ্রের তনয় । সে অতীব
 সৌন্দর্য্যশালী, ব্রহ্মণ্যনিষ্ঠ ও ধার্মিক ছিল ।
 জন্মাবধি তাহার অল্পতম হরভক্তি হয় ।
 সে সর্বদাই হর-নমস্কার-তৎপর, হর-গতপ্রাণ
 ও হরপরায়ণ হইয়া থাকিত এবং উপবেশন,
 শয়ন, গমন, দণ্ডায়মান, অনুব্রজন, ও পান
 এমন কি ভোজন অবস্থাতেও একমাত্র
 হরকেই অনুধ্যান করিত । একদা তাহার
 পিতা তাহাকে বলিলেন,—আমি তোমাকে
 পুত্র বলিয়া মনে করি না ; তুমি হৃজ্জাত,
 যেহেতু তুমি অস্ত্র প্রকার হইয়া পড়িয়াছ ।
 যক্ষবংশধরগণের কদাচ ওরূপ ধর্ম্ম নহে ।
 তোমরা শুদ্ধক, তোমাদিগের স্বভাবতই
 ক্রুরচেতা হওয়া উচিত । হে পুত্রক !
 ক্রব্যাদগণ কদাহারী ও হিংসালীই হয় ।
 অতএব তুমি আর এরূপ করও না ।
 মহাত্মা স্বয়ম্ভু তোমার এরূপ ধর্ম্ম বিধান
 করেন নাই । ভগবান স্বয়ম্ভু আমাদিগের
 যেরূপ ধর্ম্ম বিধান করিয়াছেন ; সে ধর্ম্ম
 আমাদিগকে যদি পরিত্যাগ করিতেও হয়,
 তথাপি আমরা গৃহী—আমাদিগের পক্ষে

হিংসা মনুষ্যভাবক কস্মতিব্রিবিধৈশ্চর ।
 যৎ ক্রমেবং বিমার্গস্বে মনুষ্যাজ্জাত এব চ ॥ ১
 যথাবাবিবিধং তেষাং কস্মৈ তজ্জাতিসংশয়ম্ ।
 ময়াপি বিহিতং পশু কঠৈস্তত্ত্বাত্ত্ব সংশয়ঃ ॥ ১৩
 সূত উবাচ ।

এবমুক্তা স তং পুত্রং পূর্ণভদ্রঃ প্রতাপবান্ ।
 উবাচ নিজ্রমন্ ক্রিপ্রংগচ্ছ পুত্র যথেষ্টসি ॥ ১৪
 ততঃ স নির্গতস্ত্যক্তা গৃহং সম্বন্ধিনস্তথা ।
 বারাগসীঃসমাসাদ্য তপস্তপে অহুশ্চরম্ ॥ ১৫
 স্বাপ্নুভূতো হনিমিষঃ শুদ্ধকাষ্ঠোপলোপমঃ ।
 সন্নয়ম্যোস্ত্রিগ্রামমবতিষ্ঠত নিশ্চলঃ ॥ ১৬
 অথ তন্ত্বেবমনিশং তৎপরস্ত তদাশিষঃ ।
 সহস্রমেকং বর্ষণাং দিব্যমপ্যভ্যবর্তত ॥ ১৭
 বন্যীকেন সমাক্রান্তো ভক্ষ্যমাণঃ পিপীলিকৈঃ ।

আশ্রমাস্তর-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কখনই
 কর্তব্য নহে । অতএব তুমি মনুষ্যভাব
 উপেক্ষা করিয়া স্বধর্ম্ম আচরণ কর । তুমি
 বিমার্গগামী হইয়াছ ; সুতরাং তোমাকে মনুষ্য-
 জাত বলিয়াই মনে করি । অতএব দেখ,
 আমিও মনুষ্যজাতি-সংশয়ীয়ায় বিবিধ কস্মৈর
 অনুষ্ঠান করিতেছি ; এ বিষয়ে সংশয় মাত্র
 নাই । ১—১৩ । সূত বলিলেন,—প্রতাপবান্
 পূর্ণভদ্র পুত্রকে এই কথা কহিয়া গহ্বর বহির্গত
 হইলেন এবং যাত্রাকালে পুত্রকে বলিলেন,—
 পুত্র ! তোমার যথায় ইচ্ছা গমন কর ।
 পূর্ণভদ্র এই কথা কহিলে পুত্র হরিকেশ গৃহ ও
 স্বজন-পরিজন সকলই পরিত্যাগ করিয়া বারা-
 নসীধামে উপস্থিত হইল এবং তথায় অহুশ্চর
 তপস্তা করিতে লাগিল । তপশ্চরণে ঐ যক্ষ
 স্বাপ্নুপ্রায়, নির্ণিমেষ, শুদ্ধকাষ্ঠ ও উপলব্ধের
 স্তায় দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম
 নিয়মনপূর্ব্বক নিশ্চিত চিন্তে তপশ্চরণ করিতে
 লাগিল । অনন্তর নিরন্তর তপশ্চরণ করিতে
 করিতে সেই তপঃপরায়ণ যক্ষের দিব্য সহস্র
 বৎসর অতীত হইয়া গেল । ঐ অবস্থায়
 তাহার গাত্রে বন্যীককূপ উদগত হইল

বজ্রসূচীমুখৈস্তীকৈर्विद्यमानस्तैश्च ॥ ১৮
নির্মাংসকধিরত্বক্ ৫ কুন্দশঙ্খেন্দুসপ্রভঃ ।
অস্থিশেষোহতবচ্ছর্যঃ দেবঃ বৈ চিস্তয়ন্নপি ॥ ১৯
এতস্মিন্নন্তরে দেবী বিজ্ঞাপয়ত শঙ্করম্ ॥ ২০

দেবু্যবাচ ।

উদ্যানং পুনরেবেদং জুইমিচ্ছামি সর্বদা ।
ক্ষেত্রস্ত দেব মাহাশ্মাৎ শ্রোতুং কোতুহলংহিমে
যতশ্চ প্রিয়মেতৎ তে তথাস্ত ফলমুত্তমম্ ॥ ২১
ইতি বিজ্ঞাপিতো দেবঃ সর্বাণ্য পরমেশ্বরঃ ।
শর্কঃ পৃষ্টো যথাতথ্যমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ২২
নির্জ্জগাম ৫ দেবেশঃ পার্শ্বত্যা সহ শঙ্করঃ ।
উজ্জানং দর্শয়ামাস দেব্যা দেবঃ পিনাকধ্বক্ ॥ ২৩
দেবদেব উবাচ ।

প্রোৎফুল্লনানাবিধগুণ্যশোভিতঃ
লতাপ্রতানাবনীতং মনোহরম্ ।
বিরূঢ়পুষ্পৈঃ পরিতঃ প্রিয়সুভিঃ
সুপুষ্পিতৈঃ কণ্টকিতৈশ্চ কেতকৈঃ ॥ ২৪

পিপীলিকাগণ নিরন্তর তাহাকে দংশন করিতে
লাগিল এবং তীক্ষ্ণ সূচীমুখ বজ্রকীটগণ সর্বদা
তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল । তখন
তাহার দেহ হইতে মাংস, কধির ও ত্বক্ সকল
অপগতপ্রায় হইল । সেই কুন্দ-শঙ্খেন্দু-
সঙ্কাশ তপস্চারী যক্ষ শঙ্করকে ভাবনা করিয়া
অস্থিমাत्रে অবশিষ্ট হইল । এমন সময়
দেবী পার্শ্বতী ভগবান্ শঙ্করকে নিবেদন
করিলেন,—হে দেব ! পুনরায় সর্বদাই আমার
উদ্যান দেখিতে সাধ হয় । আর ক্ষেত্রমাহাশ্মা
তনিতো আবার পরম কোতুহল হয় ।
যেহেতু আপনার ইহা প্রিয়তম, অতএব
ইহার ফল উত্তম । ভগবান্ শঙ্কর শঙ্করী
কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া যথায়
উত্তর প্রদান করিলেন এবং পার্শ্বতীর সহিত
বহির্গত হইয়া তাঁহাকে উজ্জান পরিদর্শন
করাইতে লাগিলেন,—হে দেবি ! দেখ, দেখ,
ঐ উদ্যান কি সুন্দর ! কি মনোরম ! উহা কত
বিবিধ ফুল গুণজালে সুশোভিত হইতেছে,
কত লতাপ্রতানে উহা যেন অবনত হইয়া

তমালগুণ্মিচিৎ সুগন্ধিভিঃ
সর্গাণকটৈর্বকুলৈশ্চ সর্গশঃ ।
অশোক-পুরাগবরৈঃ সুপুষ্পিতৈ-
দ্বিরেকমালাকুলপুষ্পসকলৈঃ ॥ ২৫
কচিং প্রফুল্লাদুজরেণুজংষিতৈ-
বিহঙ্গমৈশ্চাকুলপ্রণাদিভিঃ
বিনাদিতং সারসমণ্ডনাদিভিঃ
প্রমত্তদাত্যহকটৈশ্চ বস্ত্রভিঃ ॥ ২৬
কচিচ্চ চক্রাহ্বরবোপনাদিতং
কচিচ্চ কাদম্বকদম্বকৈর্বৃতম্ ।
কচিচ্চ কারণ্ডবনাদনাদিতং
কচিচ্চ মন্তালিকুলাকুলীকৃতম্ ॥ ২৭
মদাকুল্যভিস্তমরাজ্ঞানভি-
নিষেবিতং চাকুসুগন্ধিপুষ্পম্ ।
কচিং সুপুষ্পৈঃ সহকারবৃক্ষৈ-
র্লতোপগটৈস্তিলকজ্রমৈশ্চ ॥ ২৮

রহিয়াছে । সুপুষ্পিত প্রিয়সু ও কণ্টকিত
কেতকী সকল উহার স্থানে স্থানে সুশোভিত
হইতেছে । উহার ফোন কোন স্থান সুগন্ধি
তমালগুণ্মে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং অধি-
কাংশ স্থানই কর্ণিকার, বকুল, অশোক ও পুরা-
গাদি অসংখ্য সুপুষ্পিত পাদপে সুশোভিত
হইতেছে । ঐ সকল পাদপের কুসুমসমূহ
দ্বিরেক-মালায় সমাকুল রহিয়াছে । কোথাও
বিহঙ্গমেরা প্রফুল্ল পঙ্কজসমূহের রেণুজালে
রঞ্জিত হইয়া সুমধুর কলকলনাদ করিতেছে ।
সারস, মরাল, ও প্রমত্ত দাত্যহগণের
মনোজ্ঞনাদে স্থানান্তর নিনাদিত হইতেছে ।
কোথাও চক্রবাক নিনাদ তুলিয়াছে ।
কোথাও কাদম্ব-কদম্ব বিচরণ করিতেছে ।
কোথাও কারণ্ডব রবে মুখরিত হইতেছে এবং
কোথাও কোথাও প্রমত্ত অলিকুলে আকুলী-
কৃত হইয়াছে ১১৪—২৭ । ঐ সুন্দর সুগন্ধি
পুষ্পময় উপবন মদাকুলিত অমরবধূগণকর্তৃক
নিষেবিত হইতেছে । উহার কোথাও
লতালিঙ্গিত সহকার ও তিলক জ্রম সকল

প্রগীতবিদ্যাধর-সিক-চারণঃ

প্রমত্তনৃত্যাপন্নসং গণাকুলম্ ।

প্রবৃষ্টনানাবিধপক্ষিসেবিতঃ

প্রমত্তহারীতকুলোপনাদিতম্ ॥ ২১

মৃগেশ্রনাদাকুলসম্মাননৈঃ

কচিৎ কচিদ্বন্দ্বকদম্বকৈশ্চ টৈঃ ।

প্রকুলনানাবিধচারুপদৈঃ

সরস্বটীকৈরুপশোভিতঃ কচিৎ ॥ ৩১

নিবিড়নিচুলনৌলঃ নীলকণ্ঠাভিরামঃ

মদমুদিতবিহঙ্গব্রাতনাদাভিরামম্ ।

কুসুমিততরুশাখানীলমস্তম্বিরেফঃ

নবকিশলয়শোভাশোভিতপ্রান্তশাখম্ ॥

কচিচ্চ দান্তিকতচাকবৌধঃ

কচিচ্চতালিজিহ্বতচাকবুককম্ ।

কচিচ্চিলাশালসগামিবহিঃ

নিষেবিতঃ কম্পুরুষব্রজৈঃ কচিৎ ॥ ৩২

পারাবতধ্বণিবিকৃজিতচাকবুদৈঃ

রত্নভৈঃ সিতমনোহরচাকবুদৈঃ ।

আকীর্ণপুষ্পনিকুরম্ববিমুক্তহাটৈঃ

বিভ্রাজিতঃ ত্রিদেশদেবকুলৈরনৈকৈঃ ॥ ৩৩

ফুলোৎপলাশুকসহস্রবিতানযুক্তৈঃ

স্তোম্যশটৈঃ সমমুশোভিতদেবমার্গম্ ।

মার্গাস্তরাগলিতপুষ্পবিচিত্রভক্তি-

সম্বন্ধশ্রুবিটপৈবিতৈগৈরুৎ ॥ ৩৪

তুঙ্গাট্রনৌলপুষ্পস্তবকভরনত-

প্রান্তশাখৈরশোভৈ-

বস্তালিব্রাতগীতকৃতমুখজননৈ-

ভাসিতান্তর্বনোজঃ ।

রাত্রৌ চন্দ্রশ্চ ভাসা কুসুমিতভিলকৈ-

রেকতাং সম্প্রস্রাতঃ

প্রস্তুতি হইয়া প্রতিভাত হইতেছে। ঐ দেখ, উহার স্থানে স্থানে বিদ্যাধর, সিক, ও চারণেরা গান করিতেছে, প্রমত্ত অপ্সরো-গণ নৃত্য করিতেছে, হুই-পুই নানাবিধ বিহঙ্গগণে নিষেবিত হইতেছে; এবং প্রমত্ত হারীতসমূহে নিনাদিত হইতেছে। কোথাও সিংহগর্জন শ্রুত হইতেছে; তাহাতে মৃগস্বসকল ভয়ব্যাকুলিত-মনে ধাবিত হইতেছে এবং কোথাও কোথাও সরোবর-তট সকল বিবিধ ফুল মনোজ্ঞপঙ্কজে পরি-শোভিত হইয়া উদ্যানশোভা সম্পাদন করি-তেছে। ঐ দেখ, উদ্যানের কোন অংশ নিবিড় নিচুলকূলে নীলবর্ণ, নীলকণ্ঠকূলে রমণীয় এবং মদমুদিত বিহঙ্গমকূলের মধুর নিনাদে মনোজ্ঞ হইয়াছে! ঐ দেখ, কুসুমিত তরুশাখা-সমূহে মদমত্ত মধুকরকুল নীলীন রহিয়াছে এবং নব নব কিশলয়শোভায় প্রান্ত-প্রসারিত শাখা সকল সুশোভিত হইতেছে। কোথাও দন্তিগণ সুন্দর ব্রতী-রাজি বিকৃত করিতেছে। কোথাও লতা-রাজি সুন্দর সুন্দর তরুলিকে আলিঙ্গন

করিতেছে। কোথাও ময়ূরেরা বিলাসভরে মন্দ মন্দ গমন করিতেছে এবং কোথাও দলে দলে কম্পুরুষেরা বিচরণ করিতেছে। ঐ উদ্যানস্থ ক্রোড়শৈলের অভ্রংলিহ সুন্দর শৃঙ্গগুলি পারাবত-রবে মুখ্যরিত হইতেছে। উহার শৃঙ্গ সুন্দর মনোজ্ঞরূপে বিভাসিত হইয়া রহিয়াছে এবং কত পুষ্পসমূহের বিচ্ছুরিত হাসে সমাকীর্ণ হইতেছে। উহা-দিগকে দেখিলে মনে হয় যেন বহু ত্রিদিববাসী আসিয়া উদ্যানশোভা সম্পাদন করিতেছেন। ২৮—৩৩। ঐ দেখ, ঐ উদ্যান-মধ্যস্থ দেববিহারমার্গ সকল সহস্র সহস্র ফুল উৎপল-বিতান-মাণ্ডিত জলাশয়-সমূহে সমুদ্ভাসিত হইতেছে এবং মার্গাস্তর হইতে আগত পুষ্পসমূহের বিচিত্র ভক্তিমায় সম্বন্ধ গুল্ম, বিটপ ও তৃণপরি উপবিষ্ট বিহঙ্গসমূহে বিরা-জিত হইতেছে। কত সমুদ্ভূত মনোজ্ঞ অশোকসমূহ মত্ত মধুকরবৃন্দের সজীতবকারে ধ্বননমুখ উৎপাদন করিয়া উদ্যানমধ্যে সুশো-ভিত হইতেছে। উহাদের প্রান্ত শাখাসকল নীলবর্ণ পুষ্পস্তবকতরে অবনত রহিয়াছে। রাত্রিযোগে অজ্ঞাত কুসুমিত ভিলকসকল চন্দ্রকিরণসহ একত্ৰা প্রাপ্ত হইতেছে।

ছায়াপুস্তপ্রদুর্ভিতহরিনগ্ননা-

লুপ্তদর্ভাকুরাগ্রম্ ॥ ৩৫

হংসানাং পক্ষপাতপ্রচলিতকমল-

খচ্ছবিস্তীর্ণতোয়ং

তোয়ানাং তীরজাতপ্রবিকচকদলী-

বাটনৃত্যম্ময়ম্ ।

মায়ূরৈঃ পক্ষচন্দ্রৈঃ কচিদপি পতিতৈ-

রঞ্জিতস্রা প্রদেশং

দেশে দেশে বিকর্ণ প্রমুদিতবিলস-

মন্তহারীতবৃক্ষম্ ॥ ৩৬

সারঙ্গৈঃ কচিদপি সেবিতপ্রদেশং

সঙ্কমঃ কুসুমচয়ৈঃ কচিদ্ধিচিহ্নৈঃ ।

হুস্তাভিঃ কচিদপি কিররাস্রনাভিঃ

কৌবাভিঃ সমধুরগীতবৃক্ষখণ্ডম্ ॥ ৩৭

সংস্রষ্টৈঃ কচিৎপুলিগুপকৌণপুষ্প-

রাবাসৈঃ পরিবৃতপাদুপঃ মুনীনাম্ ।

আ মূলাং কলনিচিহ্নৈঃ কচিদ্ভিশাটল-

কভুজৈঃ পনসমহীকহৈরুপেতম্ ॥ ৩৮

ফল্লাতিমুক্তকলতাগৃহসিকলীলঃ

সিন্ধাদিনাকনকনুপুরনাদরম্যম্ ।

রম্যং প্রিয়দূতকুমঞ্জরিসক্তভৃঙ্গঃ

ভৃঙ্গাবলৌষ্ম শ্লিথিতাধুকদম্বপুষ্পম্ ॥ ৩৯

পুষ্পোৎকরানিলাবিঘ্নতপাদপাগ্র-

মগ্রেসরো ভুবি নিপাতিতবংশগুণ্ডম্ ।

গুণ্ডাস্তরপ্রভৃতিলীনমৃগীসমূহঃ

সংমুহতাঃ তনুভূতামপবর্ণদাতৃ ॥ ৪০

চন্দ্রাংগজালধবলৈস্তিলকৈর্মনোজৈঃ

সিন্দূর-কুঙ্কম-কুসুমভিত্তৈরশোকৈঃ ।

চামৌকরাতনিচয়ৈরথ কর্ণিকারৈঃ

ফল্লারবিন্দরচিতং সুবিশালশাটৈঃ ॥ ৪১

কচিদ্ভজতপর্ণাটৈঃ কচিদ্ধিঙ্গমসন্নিভৈঃ ।

কচিৎ কাঞ্চনসঙ্কাশৈঃ পুষ্পরাচিতভূতলম্ ॥ ৪২

ঐ উদ্যানস্থ তরুচ্ছায়ায় প্রসুপ্ত হরিনগণ প্রবুদ্ধ হইয়া দর্ভাকুর সকল চর্ষণ করিতেছে। হংসগণের পক্ষপাতে অজ্ঞাত্য জলাশয় সমূহের কমলকুল প্রচলিত ও খচ্ছ জল বিক্ষিপ্ত হইতেছে। তোয়াশয়সমূহের তীরজাত সুশোভিত কদলীবনে ময়ূরেরা নৃত্য করিতেছে। ময়ূরগণের পক্ষচন্দ্র-পাতে কোথাও কোথাও ভূতল রঞ্জিত হইতেছে এবং স্থানে স্থানে প্রমোদিত মন্ত হারীত-যুত বৃক্ষসকল বিকর্ণ রহিয়াছে। ঐ উদ্যানের কোথাও সারঙ্গদল বিচরণ করিতেছে। কোন স্থান বিচিত্র কুসুমচয়ে আচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং কোথাও কোথাও বা প্রমত্ত প্রহুট কিররবধূগণ সুমধুর সঙ্গীতে সমাসক্ত হইয়া তরুখণ্ডসকল মুখরিত করিতেছে। উহার কোন কোন স্থানে মুনীগণের উপলিগু ও পুষ্পসমাকৌণ আশ্রমসকল পরস্পর সংস্রষ্টভাবে বিরাজ করিতেছে। ঐ আশ্রমসমূহের মধ্যে মধ্যে

বহু পাদপ সুশোভিত হইতেছে। ঐ দেখ, উদ্যানমধ্যে কত উদ্ভৃঙ্গ পনসবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। উহাদের আপাদ-মস্তক কল-সমূহ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঐ উদ্যানস্থ প্রদুর্ভিতমুক্ত লতা-গৃহে সিন্ধাগণ কেলি করিতেছেন। সিন্ধবধূগণের কনকনুপুর-নাদে উহা কতই রমণীয় হইয়াছে। ঐ দেখ, প্রিয়দূতকুর মঞ্জরীসমূহে ভৃঙ্গদল বিলীন রহিয়াছে এবং ঐ সকল ভৃঙ্গসমূহোপরি অল্প ও কদম্ব পুষ্প পতিত হইতেছে। ঐ দেখ, পুষ্প-বিকিরণকারী পবনপ্রবাহে ঐ উদ্যানস্থ পাদ-পাগ্র সকল বিঘ্নিত হইতেছে। কত বংশ-গুণ্ডা ভূপতিত রহিয়াছে। গুণ্ডাস্তরসমূহে মৃগীসমূহ বিলীন রহিয়াছে। ঐ উদ্যান যেন মুক্ত দেহিগণকে অপবর্ণ দানে অল্পগৃহীত করিতেছে। ঐ স্থানে সুধাংগুর অংগজাল-বৎ ধবল মনোজ্ঞ তিলক, সিন্দূর, কুঙ্কম ও কুসুমভিত্ত অশোক এবং চামৌকরাত কর্ণিকার সকল সুশোভিত হইতেছে। কোথাও ফল্লারবিন্দু সমূহ শোভা-সম্পাদন করিতেছে। ঐ উদ্যান-ভূমি কচিৎ রজতবর্ণাত, কচিৎ বিজ্রমসন্নিভ, এবং কাঞ্চনসঙ্কাশ কুসুমসমূহে

পুন্নাগেষু দ্বিজগণবিক্রমঃ
রক্তাশোকস্তবকভরনতম্ ।
রম্যোপাস্তঃ শ্রমহরপবনঃ
ফুল্লাজ্জেষু ভ্রমরবিলসিতম্ ॥ ৪৩
সকলভুবনভর্তা লোকনাথস্তদানীঃ
তুহিনশিখরিপুল্ল্যাঃ সাক্ষিমিষ্টৈর্গণৈশ্চ ।
বিবিধতরুবিশালঃ মন্তহৃষ্টান্তপুষ্প-
মুপবনভররম্যঃ দর্শ্যমাস দেব্য : ॥ ৪৪
দেবুবাচ ।

উদ্যানং দর্শিতং দেব শোভয়া পরয়া যুতম্ ।
ক্ষেত্রস্ত তু গুণান্ সর্গান্ পুনর্বক্তুমিহাহসি ॥ ৪৫
অস্ত ক্ষেত্রস্ত মাহাত্ম্যমবিমুক্তস্ত তৎ তথা ।
ঐহাপি হি ন মে তৃপ্তিরতো ভূয়ো বদস্ব মে ॥
দেবদেব উবাচ ।
ইদং গুহ্যতমং ক্ষেত্রং সদা বারাগসী মম ।
সর্বেষামেব ভূতানাং হেতুর্যোক্ষস্ত সর্গদা ॥ ৪৬

সমাচিত হইতেছে । ঐ দেখ, ঐ উদ্যানস্থ
পুন্নাগপুষ্পে পক্ষিগণ রব করিতেছে ।
রক্তবর্ণ অশোক-স্তবকভরে উহা যেন
আনত হইতেছে । উহার উপান্তভূমি রম-
ণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে । উহার
মধ্য দিয়া শ্রমহর পবন প্রবাহিত হই-
তেছে । এবং ঐ উদ্যানস্থ ফুল্ল পদ্মদলে
ভ্রমরদল বিলসিত হইতেছে । এইরূপে
তৎকালে সকল ভুবনভর্তা লোকনাথ প্রিয়
গণেশগণ সহ দেবী হিমশৈলনন্দিনীকে সেই
নানা তরুমণ্ডিত মন্ত হৃষ্ট অনাপুষ্পগণ-
শোভিত রম্য উপবনভূমি দর্শন করাইলেন ।
দেবী কহিলেন,—হে দেব ! আপনি আমায়
পরম শোভাযুক্ত উদ্যানভূমি দেখাইলেন ।
একপে পুনরায় অবিমুক্তক্ষেত্রের গুণসমূহ
আমার নিকট প্রকাশ করুন । এই অবি-
মুক্ত ক্ষেত্রের সেই অমূল্য মাহাত্ম্য শ্রবণ
করিয়া আমার তৃপ্ত শেষ হয় না । অতএব
পুনরায় তাহা কীৰ্ত্তন করুন । দেবদেব বলি-
লেন,—এই পরম গুহ্যতম বারাগসী ক্ষেত্র

অশ্বিন্ সিদ্ধাঃ সদা দেবি মদীয়ঃ ব্রতমাস্থিতাঃ
নানালিঙ্গধরা মিতাঃ মম লোকাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥
অভ্যাস্ত্যস্ত পরং যোগং মুক্তাস্থানো
জিতেন্দ্রিয়াঃ ।

নানাবৃক্ষসমাকীর্ণে নানাবিহগকুজিতে ॥ ৪৭
কমলোৎপলপুষ্পাট্যে সরোভিঃ সমলকৃতে ।
অপ্সরোগণগন্ধর্ব্বৈঃ সদা সংসেবিতে শুভে ॥
রোচতে মে সদা বাসো যেন কার্ষ্যেণ তচ্ছ-
মন্ননা মম ভক্তকৃৎ ময়ি সর্গাপিতক্রিয়ঃ ॥ ৪৮
যথা মোক্ষমিহাপ্নোতি হস্তত্র ন তথা কচিৎ ।
এতন্মম পুরং দিব্যং গুহ্যদুগুহ্যতরং মহৎ ॥ ৪৯
ব্রহ্মাদয়ন্ত জ্ঞানন্তি যেহপি সিদ্ধা মুমুক্শবঃ ।
অতঃ প্রিয়তমং ক্ষেত্রং তস্মাচ্ছেহ রতির্মম ॥ ৫০
বিমুক্তং ন ময়া যস্মান্মোক্ষ্যতে বা কদাচন ।
মহৎ ক্ষেত্রমিদং তস্মাদবিমুক্তমিদং স্মৃতম্ ॥ ৫১
নৈমিষেহধ কুরুক্ষেত্রং গঙ্গাধারে চ পুংসরে ।

সর্ব ভূতের মোক্ষের হেতুভূত । হে দেবি !
এই স্থানে মদীয় ব্রতাবলম্বী সিদ্ধগণ, এবং
মম লোকাভিকাঙ্ক্ষী নানা লিঙ্গধারী সাধুগণ
সর্বদা পরম যোগ অভ্যাস করেন । যোগ-
প্রভাবে তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া মুক্ত হইয়া
ধাকেন । এই নানা তরুসমাকীর্ণ, নানা
পক্ষি-নিবাসিত, কমলোৎপলশালী সরসী-
সুহে সমলকৃত, সদা অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব-সেবিত
শুভ ক্ষেত্রে যে জন্ত সর্গদা আমি বাস
করিতে ইচ্ছা করি, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ
কর । এই ক্ষেত্রে মন্ননা মন্তকৃগণ
আমাতে সর্ব ক্রিয়া সমর্পণ করিয়া যেকপে
মোক্ষলাভ করেন, অন্তত্র কৃত্যপি সেরূপ
মোক্ষলাভ ঘটে না । আমার এই পুরী
গুহ্য হইতেও অতি গুহ্যতর । ইহা ব্রহ্মাদি
দেব ও অপরাপর মুমুক্শগণ সকলেই জানেন ।
এই ক্ষেত্র অতি প্রিয়তম, সেই জন্তই
সর্গদা আমার ইহাতে রতি ১৩৪—৫৩ আমি
কখন ইহা পরিত্যাগ করি নাই, বা করিবও
না ; সেইজন্ত ইহার নাম অবিমুক্ত । লোক
সকল নৈমিষ, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাধার ও পুংসর

গ্নানাং সংসেবিতাষাপি ন মোক্ষঃপ্রাপাতে যতঃ
ইহ সম্প্রাপ্যতে যেন তত এতদ্বিশিষ্যতে ।
প্রয়াগে চ ভবেন্নোক্ষ ইহ বা মৎপরিগ্রহাৎ ॥
প্রয়াগাদপি তীর্থাগ্ৰাদিদমেব মহৎ স্মৃতম্ ।
জৈগীষব্যঃ পরাং সিদ্ধিং যোগতঃ স মহাতপাঃ
অন্ত ক্ষেত্রস্ত মাহাশ্রাদ্ধক্ৰিয়া চ মম ভাবনাৎ ।
জৈগীষব্যো মহাশ্রেষ্ঠে যোগিনাং স্থানমিষ্যতে
ধ্যায়তস্তত্র মাং নিত্যং যোগাগ্নিদীপ্যতে ভূশম্
কৈবল্যং পরমং যাতি দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৫০
অব্যক্তলিঙ্গৈর্মুনিভিঃ সর্বসিদ্ধাস্তবেদিভিঃ ।
ইহ সম্প্রাপ্যতে মোক্ষো দুর্লভো দেব-দানবৈঃ
তেভ্যশ্চাহং প্রযচ্ছামি ভোগৈশ্বৰ্য্যমমুত্তমম্ ।
আশ্বনশ্চৈব সাযুজ্যমীপিতং স্থানমেব চ ॥ ৫১
কুবেরস্ত মহাযক্ষস্তথা সৰ্ব্বার্চিতক্রিয়ঃ ।
ক্ষেত্রসংবসনাদেব গণেশস্তমবাপ হ ॥ ৫২
সংবর্তো ভবিতা যশ্চ সোহপি তক্ত্যা মমৈব তু

ইহৈবারাধ্য মাং দেবি সিদ্ধিং যান্ততামুত্তমাম্
পরশরসুতো যোগী ঋষিৰ্যাসো মহাতপাঃ ।
ধৰ্ম্মকর্তা ভবিষ্যশ্চ বেদসংস্থাপ্রবর্তকঃ ॥ ৫৪
রংস্ততে সোহপি পদ্মাক্ষি ক্ষেত্রেহশ্বিন্

মুনিপুঙ্গবঃ ।

ব্রহ্মা দেবধিভিঃ সার্কং বিষ্ণুর্বাযুর্দিবাকরঃ ॥ ৫৫
দেবরাজস্তথা শক্ৰো যেহপি চান্দ্রে দিবৌকসঃ
উপাসতে মহাত্মানঃ সৰ্কে মামেব সুব্রতে ॥ ৫৬
অন্তেহপি যোগিনঃ সিদ্ধাশ্বরূপা মহাব্রতাঃ ।
অনন্তমনসো ভূত্বা মামিহোপাসতে সদা ॥ ৫৭
অলক্শ পুরীমেতাং মৎপ্রসাদাদবাপ্যতি ।
স চৈনাং পূর্ববৎ কৃত্বা চাতুর্ধন্যাশ্রমাকুলাম্ ॥
শ্রীতাং জনসমাকীর্ণাং ভক্ত্যা স সূচিরং নৃপঃ
ময়ি সৰ্ব্বার্চিতপ্রাণো মামেব প্রতিপৎস্ততে ।
ততঃ প্রভৃতি চার্কাক্ষি যেহপি ক্ষেত্রনিবাসিনঃ ।
গৃহিণো লিঙ্গিনো বাপি মন্ত্ৰজা মৎপরায়ণাঃ ॥

তীর্থে গ্নান বা ঐ সফল তীর্থের সেবা
করিয়া যে ফল প্রাপ্ত না হয়, এই বারাণসীতে
তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই
বারাণসীর বিশেষত্ব। প্রয়াগ ধামেও মোক্ষ
হয়। এখানেও আমাকে শরণ লইলে মোক্ষ-
লাভ ঘটে; তথাপি তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রয়াগ হইতে
এই ক্ষেত্রই প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ। জৈগী-
ষব্য নামে এক মহাতপা ঋষি ছিলেন।
তিনি আমাকে ভক্তি ও ভাবনা করিয়া ভূপো-
বলে এই ক্ষেত্রমাহাত্ম্যেই পরম সিদ্ধি লাভ
করেন। ঐ জৈগীষব্য যোগিগণের গম্য
স্থান প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।
তিনি এই ক্ষেত্রে নিত্য আমার ধ্যান করেন।
ধ্যামবলে তাঁহার যোগাগ্নি উদ্দীপিত হয়।
দেবদুর্লভ পরম কৈবল্য তিনি লাভ করেন।
সর্বসিদ্ধাস্তবেদী অব্যক্তলিঙ্গ মুনিগণ এই
স্থানেই দেব-দানব-দুর্লভ মোক্ষ লাভ করেন।
আমি তাঁহাদিগকে অমুত্তম ভোগৈশ্বৰ্য্য,
আশ্বসাযুজ্য ও ইষ্টস্থান প্রদান করিয়া
থাকি। মহাযক্ষ কুবের আমাতে সর্বক্রিয়া
সমর্পণ করেন—করিয়া ক্ষেত্রবাসকলে

গণেশস্থ প্রাপ্ত হন। সম্বর্ত ঋষি এইখানেই
আমার প্রতি ভক্তিমান হইয়া আমাকে আরা-
ধনা করিয়া ভাবী কালে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত
হইবেন। পরাশরনন্দন মহাতাপা ব্যাস
ঋষি—যিনি ভবিষ্যতে ধৰ্ম্মকর্তা ও বেদ-
সংস্থানপ্রবর্তক হইবেন, হে পদ্মাক্ষি!
তিনিও এই ক্ষেত্রে বিহার করিবেন। হে
সুব্রতে! দেবধিগণসহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বায়ু,
দিবাকর, দেবরাজ ইন্দ্র, এবং অস্ত্রান্ত সুর-
বৃন্দ ও অপরাপর মহাত্মগণ সকলেই আমাকে
উপাসনা করিয়া থাকেন। অন্ত যে সকল ছর-
রূপী, মহাব্রতাচারী, সিদ্ধ যোগিগণ আছেন,
তাঁহারাও অনন্তমনে এই স্থানে আমাকে
উপাসনা করেন। ৫৪—৬৭। রাজা অলক
আমারই প্রসাদে এই পুরী প্রাপ্ত হইবেন।
তিনি পূর্বের স্তায় এই পুরীকে জনাকীর্ণ
সুসমৃদ্ধ ও চাতুর্ধনিক আশ্রমসম্পন্ন করিয়া
আমার প্রতি চিরকাল ভক্তি রাখিয়া এবং
আমাতেই সর্বপ্রাণ সমর্পণ করিয়া অন্তে
আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন। হে চার্কাক্ষি!
সেই সময় হইতে ক্ষেত্রবাসী, গৃহী ও

মৎপ্রসাদাভিজিহ্বাস্তি মোক্ষং পরমতুর্লভম্ ।
 বিষয়াসক্তচিত্তোহপি ভ্যক্তধর্ম্মরত্নবর্জিতঃ ॥ ৭১
 ইহ ক্ষেত্রে মৃতঃ সোহপি সংসারং ন পুনর্বিশেৎ
 যে পুনর্নির্ম্মমা ধীরাঃ সব্বদ্বা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ ॥
 ত্রতিনশ্চ নিরারম্ভাঃ সর্কেষ তে ময়ি ভাবিতাঃ ।
 দেহভক্ষং সমাসাদ্য ধীমন্তঃ সসবর্জিতাঃ ।
 গতা এব পরং মোক্ষং প্রসাদান্নম সুব্রতে ॥
 জন্মান্তরসহশ্বেষু যুগ্মন যোগমবাগ্নুযাৎ ।
 তমিহৈব পরং মোক্ষং মরণাদধিগচ্ছতি ॥ ৭৪
 এতৎ সত্কেপতো দেবি ক্ষেত্রস্তাস্ত মহৎ কলম্
 অবিসৃক্তস্ত কথিতং ময়া তে শুভমুত্তমম্ ॥ ৭৫
 অতঃ পরতরং নাস্তি সিদ্ধিশ্চ মহেশ্বরি ।
 এতদ্ব্যুৎপত্তি যোগজা যে চ যোগেশ্বর্য ভুবি ॥
 এতদেব পরং স্থানমেতদেব পরং শিবম্ ।
 এতদেব পরং ব্রহ্ম এতদেব পরং পদম্ ॥ ৭৭
 বারাণসী তু ভুবনজয়সারভূতা
 রম্যা সদা মম পুরী গিরিরাজপুত্রি ।

লিঙ্গী সকলেই মৎস্তক ও মৎপরায়াণ হইয়া
 মৎপ্রভাবে পরম তুর্লভ মোক্ষ প্রাপ্ত
 হইবে। যাহারা বিস্ত বিষয়ে আসক্ত ও
 ধর্ম্মানুরাগ-বর্জিত, তাদৃশ নরও এই ক্ষেত্রে
 দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় আর সংসারে
 প্রবেশ করে না। হে সুব্রতে! যাহারা
 নির্বম, ধীর, সব্বদ্ব, জিতেন্দ্রিয়, ত্রতাচারী,
 নিরারম্ভ, সঙ্গ-বর্জিত, ও মদেকনিষ্ঠ, সেই
 সকল ধীসম্পন্ন পুরুষেরা দেহান্তে পরম মোক্ষ
 প্রাপ্ত হন। সহস্র সহস্র জন্মে যোগানুষ্ঠান
 করিয়া যে যোগকল মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়,
 সেই পরম মোক্ষ এই স্থানে দেহত্যাগমাত্রেই
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দেবি! এই অবি-
 মুক্ত ক্ষেত্রের অতি শুভতম মহাকলের বিসম
 সংক্ষেপে তোমার নিকট কীর্তন করিলাম।
 হে মহেশ্বরি! এই ক্ষেত্রাপেক্ষা সিদ্ধিশ্চ,
 পরতর স্থান আর নাই। যাহারা যোগজ ও
 যোগেশ্বর বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ, তাঁহারা
 এই ক্ষেত্রতর সম্যক অবগত আছেন। এই
 অবিমুক্ত ক্ষেত্রই পরম স্থান। ইহাই পরম

অত্রাগতা বিবিধতৃকৃতকারিণোহপি
 পাপকর্ম্মাধিরজসঃ প্রতিভাস্তি মর্ত্য্যঃ ॥ ৭৮
 এতৎ স্মৃতং প্রিয়তমঃ মম দেবি নিত্যং
 ক্ষেত্রং বিচিত্রতরু-গুণ্য-লতাসুপ্পমম্ ।
 অশ্বিন্ মৃতাস্তমুভূতঃ পদমাগ্নুবন্তি
 মূর্খাগমেন রহিতাপি ন সংশয়োহত্র ॥ ৭৯
 স্মৃত উবাচ ।

এতন্নিরন্তরে দেবো দেবীঃ প্রাহ গিরীন্দ্রজাম্
 দাতুং প্রসাদাদ্বক্ষ্যাম বরং ভক্তায় ভামিনি ॥
 ভক্তো মম বরারোহে তপসা হতকিঞ্চিৎ ।
 অহো বরমসৌ লক্ষমশ্বেতো ভুবনেশ্বরি ॥ ৮১
 এবমুক্তা ততো দেবঃ সহ দেব্য জগৎপতিঃ ।
 জগাম যক্ষে যত্রান্তে কুশো ধমনিসম্ভতঃ ॥ ৮২
 ততস্তঃ শুভকং দেবী দৃষ্টিপাটৈর্বিরৌকভী ।
 শ্বেতবর্ণং বিচক্ষ্মাণং স্নায়ুবদ্ধাঙ্গিপঞ্জরম্ ।

শিব, ইহাই পরম ব্রহ্ম এবং ইহাই পরম
 পদ। হে গিরিরাজ-নন্দিনি! আমার
 পুরী বারাণসী সর্বদাই রমণীয়া ও ভুবন-
 জয়ের সারভূতা। যে সকল মূর্ত্য ব্যক্তি
 বিবিধ তৃকৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এখানে
 থাকিয়া তাহারাও পাপকর্মে ব্রজোহীন
 হইয়া বিরাজ করিতে থাকে। হে দেবি! এই
 বিচিত্র তরু, গুণ্য, লতা, ও সুপ্প-শোভিত
 ক্ষেত্র আমার নিত্য প্রিয়তম বলিয়া
 বিখ্যাত। এই স্থানে মৃত হইয়া মানুষেরা
 পরমপদ প্রাপ্ত হয় এবং এ ক্ষেত্রে কাহার
 কোন কুশাস্ত্রটিও সংশয় থাকে না। ৭৭—৭৯।
 স্মৃত বলিলেন,—এই সময় দেবদেব প্রসন্ন
 হইয়া ভক্ত যক্ষকে বরদান করিতে উদ্যত
 হইলেন,—হইয়া গিরীন্দ্রনন্দিনী দেবীকে
 কহিলেন,—হে বরারোহে! হে ভামিনি!
 এই যক্ষ তপস্তায় নিম্পাপ হইয়াছে। অহো!
 এই ভক্ত আমার নিকট হইতে একপে বর-
 লাভ করিবে। দেবদেব জগৎপতি এই
 কথা কহিয়া দেবীসহ যথায় সেই ধমনীসম্ভত,
 কৌণদেহ যক্ষ তপস্তা করিতেছিল, সেই
 স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর দেবী সেই

দেবী প্রাহ তদা দেবং দর্শয়ন্তী চ শুভকম্ ।
সত্যং নাম ভবাতুগ্ৰো দেবৈরুজ্জ্বল শকর ॥ ৮৪
ঐদৃশে চাস্ত তপসি ন প্রযচ্ছসি যদ্বরম্ ।
অত্র ক্ষেত্রে মহাদেব পুণ্যে সম্যগুপাসিতে ।
কথমেবং পরিক্লেপঃ প্রাপ্তো যক্ষকুমারকঃ ।
শীঘ্রমস্ত বরং যচ্ছ প্রসাদাৎ পরমেশ্বর ॥ ৮৬
এবং মবাদয়ো দেব বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ।
কৃষ্টাষা চাথ তুষ্টাষা সিদ্ধিস্তুভয়তো ভবেৎ ।
ভোগপ্রাপ্তিস্তথা রাজ্যমন্তে মোক্ষঃ সদাশিবো
এবমুক্তস্ততো দেবঃ সহ দেব্যো জগৎপতিঃ ।
জগাম যক্ষো যত্রাস্তে কুশো ধমনিসম্বতঃ ॥ ৮৮
তং দৃষ্ট্বা প্রণতং ভক্ত্যা হরিকেশং বুধধ্বজঃ ।
দিব্যং চক্ষুরদাৎ তস্মৈ যেনাপশুৎ স শকরম্ ॥

বেতবর্ণ বিচক্ষা প্রায়ুবর্ক অস্থিপঞ্জকশালী
শুভকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পরে দেব-
দেবকে দেখাইয়া বলিলেন,—হে শকর !
দেবগণ তোমাকে যে উগ্রনামে অভিহিত
করিয়া থাকেন ; তোমার এ নাম প্রকৃতই
যোগ্য বটে । কেন না, এই যক্ষ ঐদৃশ
কঠোর তপস্তায় নিরত রহিয়াছে ;
তথাপি তুমি তাহাকে এখনও বরদান কর
নাই । হে মহাদেব ! এই পুণ্যক্ষেত্রে
সম্যক উপাসনা করিয়াও এই যক্ষকুমার
কি জন্ত এরূপ ক্লেপ ভোগ করিতেছে ? হে
পরমেশ্বর ! আপনি শীঘ্র ইহাকে অল্পগ্রহ-
পূর্বক বরদান করুন । দেখুন—মবাদি
পরমর্ষিগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন যে, শিব
কৃষ্ট বা তুষ্ট যাহাই কেন হউন না, তাঁহার
উভয়বিধ রূপ হইতেই সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত ।
ভোগপ্রাপ্তি, রাজ্যলাভ ও অস্তে মোক্ষ-
সমাগম সদাশিব হইতেই ঘটিয়া থাকে ।
দেবী এই কথা কহিলে জগৎপতি দেবদেব
তখন দেবী সহ সেই তপস্বী যক্ষ-সন্নিধানে
গমন করিলেন । বুধধ্বজ সেই হরিকেশাখ্য
যক্ষকে ভক্তিতরে প্রণত দেখিয়া তাহাকে
দিব্য দৃষ্টি দান করিলেন । সে, সেই দৃষ্টিপাতি-

অথ যক্ষস্তদাদেশাজ্জৈনৈরুদীয়ান্য চক্ষুযী ।
অপশুৎ সগণং দেবং বুধধ্বজমুপস্থিতম্ ॥ ৯০
দেবদেব উবাচ ।
বরং দদামি তে পূর্বং ত্রৈলোক্যে দর্শনং তথা
সাবর্ণ্যঞ্চ শরীরস্ত পশু মাং বিগতজ্বরঃ ॥ ৯১
সূত উবাচ ।
ততঃ স লক্ষা তু বরং শরীরেণাক্তেন চ ।
পাদয়োঃ প্রণতস্তস্মৈ কৃষা শিরসি চাঞ্জলিম্ ॥
উবাচাথ তদা তেন বরদোহস্মীতি চোদিতঃ ।
ভগবন্ ভক্তিমব্যগ্রাং স্বয়ানন্তাং বিধৎসু যে ॥
অন্নদত্তঞ্চ লোকানাং গাণপত্যং তথাক্ষয়ম্ ।
অবিমুক্তঞ্চ তে স্থানং পশ্চেষ্টং সর্বদা যথা ॥ ৯৪
এতদিচ্ছামি দেবেশ ততো বরমমুত্তমম্ ॥ ৯৫
দেবদেব উবাচ ।
জরা-মরণসম্বৃত্যঃ সর্বরোগবিবর্জিতঃ ।

বলে শকরকে অবলোকন করিল । অনন্তর
যক্ষ শিবাদেশে ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় উন্মী-
লন করিয়া সম্মুখে সগণ বুধধ্বজকে
দর্শন করিল । দেবদেব বলিলেন,—
তোমাকে আমি পূর্বে ত্রৈলোক্য দর্শনে
সক্ষমতারূপ বরদান করিতেছি ; পরে তুমি
শরীরের সাবর্ণ্য বরও গ্রহণ কর—করিয়া
বিগতজ্বর হইয়া আমাকে অবলোকন কর ।
সূত বলিলেন,—অনন্তর সেই যক্ষ অক্ষত
দেহে বরলাভ করিয়া মন্তকে অঞ্জলি বন্ধন-
পূর্বক দেবদেবের পদযুগ্মে প্রণত হইয়া
রহিল । পরে সে শিব কর্তৃক “আমি বরদাতা
উপস্থিত হইয়াছি” এই বাক্যে প্রেরিত হইয়া
তৎকালে বলিল,—ভগবন্ ! আপনাতে
আমার অব্যগ্র অনন্ত ভক্তি হউক । এই-
রূপ বরই আমাকে দান করুন । অপিচ
যাহাতে আমি লোকসমূহের অন্নদাতৃত্ব, ও
অক্ষয় গাণপত্য লাভ করিয়া ভবদীয় ক্ষেত্র
এই অবিমুক্ত নিত্য প্রত্যক্ষ করিতে পারি,
হে দেবেশ ! আমি আপনার নিকট হইতে
এইরূপ অমুত্তম বরও পাইতে ইচ্ছা করি ।
দেবদেব কহিলেন,—তুমি সর্বজন-পুজিত

ভবিষ্যসি গণাধ্যক্ষো ধনদঃ সৰ্বপূজিতঃ ॥ ৯৬
অজ্ঞেয়শ্চাপি সৰ্বেষাং যোগৈশ্বর্য্যঃ সমাশ্রিতঃ
অন্নদশ্চাপি লোকেশ্যঃ ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি
মহাবলো মহাসম্রাট্ৰক্ষণ্যো মম চ প্রিয়ঃ ।
ত্ৰ্য্যক্ষশ্চ দণ্ডপাণিশ্চ মহাযোগী তথৈব চ ॥ ৯৮
উদ্ভ্রমঃ সম্রমশ্চৈব গণৌ তে পরিচারকৌ ।
তবাক্ষয়া করিষ্যোতে লোকেশ্যোদ্ভ্রমসম্রমৌ ॥

শ্রুত উবাচ ।

এবং স ভগবান্ধ্বং যক্ষং কৃত্বা গণেশ্বরম্ ।
জগাম বামদেবেশঃ সহ তেনামরেশ্বরঃ ॥ ১০০
ইতি জীমাংশ্বে মহাপুরাণে বারানসীমহাশ্রমায়
দণ্ডপাণিবরপ্রদানং নামানীত্যধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮০ ॥

গণাধ্যক্ষ ধনদ হইবে। তোমার জরা-মরণ
ধাকিবে না। তুমি সৰ্বরোগ হইতে মুক্ত
হইবে এবং যোগৈশ্বর্য্য আশ্রয় করিয়া সৰ্ব-
লেরই তুমি অজ্ঞেয় হইবে। লোকদিগকে
অন্নদান করিবে এবং এই ক্ষেত্রপাল হইয়া
রহিবে। তুমি মহাবল, মহাসম্রাট্ৰক্ষণ্য,
ত্রিনেত্র, দণ্ডপাণি, ও মহাযোগী হইয়া আমার
প্রিয়তম হইবে। উদ্ভ্রম ও সম্রম নামে দুই
জন গণ তোমার পরিচারক হইবে। তোমার
আজ্ঞায় তাহারা লোকের উদ্ভ্রম ও সম্রম
বিধান করিবে। শ্রুত বলিলেন,—এইরূপে
সেই ভগবান্ বামদেবেশ সেই যক্ষকে তথায়
গণেশ্বরপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সহিত
প্রস্থান করিলেন। ৮০—১০০ ।

অনীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮০ ॥

একানীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রুত উবাচ ।

ইমাং পুণ্যোত্তবাং নিত্যং কথ্যং পাপপ্রণাশিনাম্
শৃণুত্ব ঋষয়ঃ সৰ্বৈঃ স্মৃতিভাষ্যপোষনাঃ ॥ ১
গণেশ্বরপতিং দিব্যং রুদ্রহূল্যপরাক্রমম্ ।
সনৎকুমারো ভগবান্ পৃচ্ছতে নন্দিকেশ্বরম্ ॥ ২
ক্রহি শুভং যথাতত্ত্বং যত্র নিত্যং ভাঃ স্থিতঃ ।
মাহাত্ম্যং সৰ্বভূতানাং পরমাত্মা মহেশ্বরঃ ॥ ৩
ঘোররূপঃ সমাহার্য হৃদয়ং দেব-দানবৈঃ ।
আত্মতসংপ্রবং যাবৎ স্থাপুত্বো মহেশ্বরঃ ॥ ৪
নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

পুরা দেবেন যৎ প্রোক্তং পুরাণং পুণ্যমুত্তমম্ ।
তৎ সৰ্বং সম্প্রবক্ষ্যামি নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ॥ ৫
ততো দেবেন তুঃষ্টেন উমায়াঃ প্রিয়কামায়া ।
কথিতং ভুবি বিখ্যাতং যত্র নিত্যং স্ময়ং স্থিতঃ
রুদ্রাঙ্গাদিসনগতা যেকশৃঙ্গে যশস্বিনৌ ।

একানীত্যধিক শততম অধ্যায়

শ্রুত বলিলেন,—বিশুদ্ধাত্মা, তপোধন
ঋষিগণ সকলেই এই পাপহারিণী পুণ্য-জননী
নিম্মকথা শ্রবণ করুন। গণাধিপতি নন্দিকে-
শ্বর রুদ্রের স্তায় পরাক্রমশালী। ভগবান্
সনৎকুমার তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন
যে, ভগবান্ ভব, সৰ্বভূতের পরমাত্মা ও
মহেশ্বর; দেবদানবেরা যাদৃশ রূপ ধারণ
করিতে পারে না, তিনি তথাবিধ ঘোর রূপ
ধারণ করিয়া প্রলয় পর্য্যন্ত স্থাপুরূপে অব-
স্থান করিতেছেন। সেই মহেশ্বর যে স্থানে
নিত্য বিরাজ করেন, তুমি সেই শুভতত্ত্ব
আমার নিকট যথার্থ কীর্তন কর। নন্দিকে-
শ্বর কহিলেন,—পুরাকালে দেবদেব নিজেই
যে পবিত্র উত্তম পুরাণ কীর্তন করিয়াছেন,
আমি মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তৎসমস্তই
বলিব। দেবদেব তুষ্টি হইয়া উমাদেবীর
প্রিয়কামনায় সেই জগৎপ্রসিদ্ধ পুরাণ-
প্রস্তাব কীর্তন করেন। অনন্তর যেকশৃঙ্গো-
পরি রুদ্রের অর্দ্ধাঙ্গনে উপবিষ্টা বসন্তিনী

মহাদেবঃ ততো দেবী প্রণতা পরিপূচ্ছতি । ৭
ভগবন্ দেবদেবেশ চন্দ্রার্ককৃতশেখর ।
ধর্মঃ প্রজহি মর্ত্যানাং ভূবি চবোর্ক্রেতসাম্ ।
জপ্তং দত্তং হতকেষ্টং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।
ধ্যানাদ্যয়নসম্পন্নং কথং ভবতি চাক্ষয়ম্ । ৯
জন্মান্তরসহস্রেষু যৎ পাপং পূর্বসঞ্চিতম্ ।
কথং তৎ ক্ষয়মায়ান্তি তন্মমচক্ষু শঙ্কর । ১০
যস্মিন্ ব্যবস্থিতো ভক্ত্যা ত্ব্যাসে পরমেশ্বর ।
ব্রতানি নিয়মাস্টৈব আচারো ধর্ম এব চ । ১১
সর্বসিদ্ধিকরং যত্র হৃদযাগতিদায়কম্ ।
বক্তুমর্হসি তৎ সর্বং পরং কোতুহলং হি মে ।
মহেশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমম্ ।
সর্বক্ষেত্রেষু বিখ্যাতমবিযুক্তং প্রিয়ং মম । ১৩
অষ্টষষ্টিঃ পুরা প্রোক্তা স্থানানাং স্থানমুত্তমম্ ।

উমাদেবী প্রণত হইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্ ! দেবদেবেশ ! হে চন্দ্র-মৌলে ! মর্ত্যবাসীদিগের এবং ভূতলস্থ উর্দ্ধরেতাগণের ধর্ম কি, তাহা আপনি বলুন । হে শঙ্কর ! জপ, দান, হোম, তপস্শ্রা, ধ্যান ও অধ্যয়ন প্রভৃতি অল্পাধিক ধর্ম কর্তব্য সকল কি প্রকারে অক্ষয় হইয়া থাকে, এবং কিরূপেই বা পূর্বতন সহস্র সহস্র জন্মসঞ্চিত পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; আপনি সে সকল প্রকাশ করিয়া বলুন । হে পরমেশ্বর ! আপনি যে স্থানে থাকিয়া ভক্তের প্রতি তুষ্ট থাকেন, এবং যে স্থানে ব্রত, নিয়ম, সদাচার ও অস্ফাট ধর্ম অল্পাধিক হইলে, সর্বসিদ্ধি ও অক্ষয় গতি প্রদান করেন, হে দেব ! আমার তাহা শুনিবার জন্য বড়ই কোতুহল হইয়াছে ; অতএব আপনি বলুন । ১—১২। মহেশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! শ্রবণ কর, আমি অতি গুহ্যতম বৃত্তান্ত বলিতেছি । সমস্ত ক্ষেত্রমধ্যে বিখ্যাত অবিযুক্ত ক্ষেত্রই আমার বিশেষ প্রিয়তম । পূর্বে অষ্টষষ্টিংখ্যক উত্তম স্থানের কথা কীর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বায়ান্বীতানই অতি উত্তম । সাক্ষাৎ

যত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং ক্রতুঃ কৃতিবাসাঃ স্বয়ং
যত্র সরিহিতো নিত্যমবিযুক্তো নিরন্তরম্ ।
তৎ ক্ষেত্রং ন ময়া মুক্তমবিযুক্তং ততঃ স্মৃতম্ ।
অবিযুক্তে পরা সিদ্ধিরবিযুক্তে পরা গতিঃ ।
জপ্তং দত্তং হতকেষ্টং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ১৩
ধ্যানমধ্যয়নং দানং সর্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ।
জন্মান্তরসহস্রেষু যৎ পাপং পূর্বসঞ্চিতম্ । ১৭
অবিযুক্তং প্রবিষ্টস্ত তৎ সর্বং ব্রজতি করম্ ।
অবিযুক্তায়িনা দত্তময়ো তুল্যমিবাহিতম্ । ১৮
ব্রাহ্মণাঃ কজিয়া বৈশ্ণবাঃ শূদ্রা বৈ বর্ণসঙ্করাঃ ।
কুমি-শ্লেচ্ছাচ যে চান্ত্রে সঙ্কীর্ণাঃ পাপঘোনয়ঃ ।
কীটাঃ পিপীলিকাষ্টৈব যে চান্ত্রে যুগ-পক্ষিণাঃ ।
কালেন নিধনং প্রাপ্তা অবিযুক্তে শৃণু প্রিয়ে ১৯
চন্দ্রার্কমৌলিনঃ সর্বে ললাটাকা বুধধ্বজাঃ ।
শিবে মম পুরে দেবি জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ।

কৃতিবাস ক্রতু তথায় অবস্থান করেন । অবি-
যুক্ত ক্ষেত্রে নিত্যই তাঁহার সরিধান ।
আমি—ক্রতুদেব কখনই ঐ ক্ষেত্র মুক্ত
(অর্থাৎ পরিত্যাগ) করি না, এই জন্য
উহা অবিযুক্ত নামে প্রখ্যাত হই-
য়াছে । অবিযুক্ত ক্ষেত্রে পরম সিদ্ধি এবং
অবিযুক্ত ক্ষেত্রেই পরম গতি প্রাপ্ত হওয়া
যায় । জপ, দান, হোম, তপস্শ্রা, ধ্যান ও
অধ্যয়ন ইত্যাদি যে কিছু কর্তব্য ঐ ক্ষেত্রে
অল্পাধিক করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া
থাকে । পূর্বতন সহস্র জন্ম-সঞ্চিত পাপ
অবিযুক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই বিনষ্ট
হইয়া যায় । মানবের যত কিছু পাপ অল্পাধিক
থাকুক, অনলে তুলরাশির ন্যায় তৎসমস্তই
অবিযুক্ত-পাবকে দগ্ধ হইয়া থাকে । হে
প্রিয়ে ! ব্রাহ্মণ, কজিয়, বৈশ্ণব, শূদ্র বা বর্ণ-
সঙ্করগণ কিবা কুমি, শ্লেচ্ছ বা অন্য কোন
সঙ্কীর্ণ পাপযোনি অথবা কীট হউক, পিপী-
লিকা হউক বা অপরাপর যুগ-পক্ষীই হউক,
কালক্রমে অবিযুক্তক্ষেত্রে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে
তাহারা যেরূপ গতি প্রাপ্ত হয়, বলিতেছি
শ্রবণ কর । হে দেবি । মর্দীয় শিবময় পুরী

অকামো বা সকামো বা হপি তির্থাগুগতোহপি ব
 অবিমুক্তে ভ্রাজ্জান্ প্রাণান্ মম লোকে মহীষভে
 অবিমুক্তং বদ। গচ্ছেৎ কদাচিৎ কালপথায়ান্ ।
 অশ্বনা চরণৌ বদ্ধা তেঁত্রৈব নিধনং ব্রজেৎ ॥
 অবিমুক্তং গতো দেবি ন নির্গচ্ছেৎ ততঃ পুনঃ
 সৌহপি মৎপদমাপ্নোতি নাত্র কার্য্য। বিচারণা
 বস্ত্রপ্রদং কুড্রকোটিং সিদ্ধেশ্বরমহালয়ম্ ।
 গোকর্ণং কুড্রকর্ণকং সুবর্ণাকং তেঁথৈব চ ॥ ২৫
 অমরকং মহাকালং তথা কায়াবরোহণম্ ।
 এতানি হি পবিত্রাণি সান্নিধ্যাৎ সঙ্ক্যাযোর্দ্রয়োঃ
 কালিঙ্করবনকৈব শঙ্কুকর্ণং স্থলেশ্বরম্ ।
 এতানি চ পবিত্রাণি সান্নিধ্যাক্চি মম প্রিয়ে ।
 অবিমুক্তে বরারোহে ত্রিসঙ্ক্যাং নাত্র সংশয়ঃ ॥
 হরিশ্চন্দ্রঃ পরমঃ শুভঃ শুভমাত্মাতকেশ্বরম্ ।
 জলেশ্বরঃ পরমঃ শুভঃ শুভং ত্রীপর্কতঃ তথা ॥
 মহালয়ঃ তথা শুভঃ কুমিচণ্ডেশ্বরঃ শুভম্ ।

অবিমুক্তে মৃত্যুপ্রাপ্ত সর্বপ্রাণীই চন্দ্রাঙ্কি-
 মৌলি, ললাট-নেত্র ও বৃষধ্বজ হইয়া থাকে ।
 অকাম হউক, সকাম হউক, বা তির্থাগু্যোনিগত
 হউক, অবিমুক্তে প্রাণত্যাগ করিলে সকলেই
 মদীয় লোকে বিহার করিয়া থাকে । মানব
 কদাচিৎ কালব্যত্যয়ে অবিমুক্ত ক্ষেত্রে গমন
 করিলে প্রস্তরে চরণ বন্ধন করিয়াও তাহার
 তথায় মরণপ্রাপ্তি মঙ্গলাবহ । হে দেবি !
 যে ব্যক্তি অবিমুক্ত হইতে কদাচ বহির্গত হয়
 না, সেও মদীয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে
 সংশয় নাই । বস্ত্রপ্রদ, কুড্রকোটি,
 সিদ্ধেশ্বর, মহালয়, গোকর্ণ, কুড্রকর্ণ, সুবর্ণাক,
 অমর, মহাকাল ও কায়াবরোহণ উভয় সঙ্ক্যা
 আমার সান্নিধ্য বশতঃ এই সকল স্থান অতীব
 পবিত্র । ১০—২৬ । হে প্রিয়ে ! কালিঙ্কর
 বন, শঙ্কুকর্ণ ও স্থলেশ্বর, আমার সান্নিধ্য-
 বশতঃ এই সকল স্থানও পবিত্রতম । হে
 বরারোহে ! অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আমি ত্রিসঙ্ক্যাই
 সন্নিহিত আছি । পরম শুভ হরিশ্চন্দ্র, গোপ-
 নীয় আমাতকেশ্বর, পরম শুভ জলেশ্বর,
 গোপনীয় জীপর্কত, গোপনীয় মহালয়, পবিত্র

শুভাতিশুভঃ কেদারঃ মহাতৈরবমেব চ ॥ ২৭
 অষ্টাবেতানি স্থানানি সান্নিধ্যাক্চি মম প্রিয়ে ।
 অবিমুক্তে বরারোহে ত্রিসঙ্ক্যাং নাত্র সংশয়ঃ ॥
 যানি স্থানানি ঋয়ন্তে ত্রিমু লোকেষু সুব্রতে ।
 অবিমুক্তস্ত পাদেষু নিত্যং সন্নিহিতানি বৈ ॥ ৩১
 অথোক্তরাং কথাং দিব্যামাবিমুক্তস্ত শোভনে ।
 স্বন্দো বক্ষ্যতি মাহাত্ম্যম্বীণাং ভাবিতাঙ্কনাম্
 ইতি ত্রীমাৎস্তে মহাপুরাণেহবিমুক্তমাহাত্ম্যে
 একাশীত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৮১ ॥

দ্ব্যশীত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥

সূত উবাচ ।

কৈলাসপৃষ্ঠমাসীনঃ স্বন্দঃ ব্রহ্মবিদ্যাং বরম্ ।
 পপ্রচ্ছ স্বয়ং সর্বে ননকাদ্যন্তপোধনঃ ॥ ১
 তথা রাজর্ষয়ঃ সর্বে যে ভক্তাঃ মহেশ্বরে ।
 ক্রীত্ব ত্বং স্বন্দ ভূলোকে যত্র নিত্যং ভবঃ স্থিতঃ

কুমিচণ্ডেশ্বর, এবং শুভাতিশুভ কেদার ও
 মহাতৈরব, এই অষ্টস্থানে নিত্যই আমার
 সন্নিধান । অবিমুক্তে ত্রিসঙ্ক্যাই আমি
 সন্নিহিত । হে সুব্রতে ! ত্রিলোকে যে সকল
 স্থানের কথা শুনা যায়, অবিমুক্তের পাদ-
 দেশেই তৎসমুদায়ের নিত্য সন্নিধান । হে
 শোভনে ! অনন্তর অবিমুক্ত সঙ্কীয় অপর
 যে দিব্য কথা ও ভাবিতাঙ্ক্য ঋষিগণের
 মাহাত্ম্যবৃত্তান্ত আছে, স্বন্দ তাহা প্রকাশ
 করিয়া বলিবেন । ২৭—৩২

একাশীত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮১ ।

দ্ব্যশীত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—একদা সনকাদি তপোধন
 ঋষিগণ ও মহেশভক্ত অস্ত্রাজ রাজর্ষিগণ
 কৈলাসপৃষ্ঠে সমাসীন ব্রহ্মজ্ঞপ্রধান স্বন্দকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে স্বন্দ ! ভগবান্ ভব
 ভূলোকমধ্যে যথায় নিত্য অবস্থিত আছেন,

স্বন্দ উবাচ ।

মহাত্মা সর্বভূতাত্মা দেবদেবঃ সনাতনঃ ।
ঘোররূপঃ সমাহ্বায় হৃদয়ং দেব-দানবৈঃ ॥ ৩
আভূতসংগ্ৰবং যাবৎ স্বাগুভূতঃ স্থিতঃ প্রভুঃ ।
গুহ্যানাং পরমং গুহ্যমবিমুক্তমিতি স্মৃতম্ ॥ ৪
অবিমুক্তে সঙ্গা সিদ্ধির্বিজ্ঞা নিত্যং ভবঃ স্থিতঃ ।
অশ্রু ক্ষেত্রস্ত মহাত্ম্যং যজ্ঞরূপীশ্বরেণ তু ॥
স্থানান্তরং পবিত্রঞ্চ তীর্থমাশ্রয়তনং তথা ।
ঋশানসংস্থিতং বেষ্মা দিব্যমন্তর্হিতঞ্চ যৎ ॥ ৬
ভূলোকেনৈব সংযুক্তমন্তরীক্ষে শিবালয়ম্ ।
অযুক্তান্ত ন পশ্যন্তি যুক্তাঃ পশ্যন্তি চেতসা ॥ ৭
ব্রহ্মচর্যব্রতোপেতাঃ সিদ্ধা বেদান্তকোবিদাঃ ।
আ দেহপতনাদযাবৎ তৎ ক্ষেত্রং যো ন মুঞ্চতি
ব্রহ্মচর্যব্রতৈঃ সম্যক্ সুমাগিষ্টং মধৈর্ভবেৎ ।
অপাপাত্মা গতিঃ সর্বা যা তু ক্রা চ ক্রিয়াবতাম্
যন্তত্র নিবসেদ্বিপ্ৰোহসংযুক্তাত্মা সমাহিতঃ ।

আপনি তাহা ব্যক্ত করুন । স্বন্দ কহিলেন,—
সর্বভূতাত্মা মহাত্মা সনাতন দেবদেব—দেব
দানব-দুর্লভ ভীষণরূপ ধারণ করিয়া আশ্র-
লয় স্বাগুভূত হইয়া অবস্থান করিতেছেন ।
অবিমুক্ত অতি গুহ্যতম ক্ষেত্র । সেখানে
সদাই সিদ্ধি বিরাজিত, ভগবান্ ভব সেই
ক্ষেত্রেই নিত্য অবস্থিত । এই ক্ষেত্রের
মহাত্ম্য স্বয়ং ঈশ্বর যাহা কহিয়াছেন, তাহা
এই,—উহার প্রত্যেক স্থান পবিত্র ও পবিত্র
তীর্থায়তনে শোভিত । ঐ স্থানস্থিত ঋশানে
এক দিব্য ভবন আছে, উহা সক-
লের অদৃশ্য ; অথচ ভুলোকের সহিত
সংযুক্ত । তথায় অন্তরীক্ষে শিবালয় প্রতি-
ষ্ঠিত । অযোগী সে আলয় দেখিতে পায় না,
ঐহারা যোগী, ব্রহ্মচর্যপরাশ্রয়-বেদান্তকোবিদ,
ঐহাদেবেরই তাহা প্রত্যক্ষ হয় । যে ব্যক্তি
দেহ থাকিতে, কখনই ঐ ক্ষেত্র পরিত্যাগ
করে না, সম্যক্ ব্রহ্মচর্যব্রতে কিংবা সম্যক্
যজ্ঞাক্ষতানে যে কল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার
সেই কলই ঘটিয়া থাকে এবং সে নিষ্পাপ
হইয়া সর্ববিধ সদৃগতি প্রাপ্ত হয় । ১—২ ।

ত্রিকালমপি ভুঞ্জানো বায়ুতক্ষসমো ভবেৎ ॥ ১০
নিমেষমাত্রমপি যো হবিমুক্তে তু ভক্তিমান্ ।
ব্রহ্মচর্যসমাযুক্তঃ পরমং প্রাপ্নুয়াৎ তপঃ ॥ ১১
যোহত্র মাসং বসেকৌরো লঘু হরো জিহ্বেত্রিয়ঃ
সম্যক্ তেন ব্রতং চাপঃ দিব্যং পাশুপতং মহৎ
জন্ম-মৃত্যুভয়ং তীৰ্ণা স যাতি পরমাং গতিম্ ।
নৈঃশ্রেয়সীং গতিং পুণ্যাং তথা যোগগতিং

ব্রজেৎ ॥ ১৩

ন হি যোগগতির্দিব্য্য জন্মান্তরশতৈরপি ।
প্রাপ্যতে ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং প্রভাবাক্ষরমশ্রুত তু
ব্রহ্মহা যোহভিগচ্ছেৎ তু অবিমুক্তঃ কদাচন ।
তস্মা ক্ষেত্রস্ত মহাত্ম্যাদব্রহ্মহত্যা নিবর্ততে ॥ ১৫
আ দেহপতনাদযাবৎ ক্ষেত্রং যো ন বিমুক্তি
ন কেবলং ব্রহ্মহত্যা প্রাক্কৃত্য চ নিবর্ততে ।
প্রাপ্য বিবেচনং দেবং ন সা ভূয়োহতিজায়তে

ঐ ক্ষেত্রে অযোগী ও অসমাহিতচিত্ত ব্রাহ্মণ
ত্রিসন্ধ্যা আহার করিয়া বাস করিলেও অনি-
লানী তপস্বীর তুল্য হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি
ভক্তিমান্ হইয়া অবিমুক্তে নিমেষমাত্র কালও
ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ হয়, তাহার পরম তপঃকল
লাভ হইয়া থাকে । যে ধীর ব্যক্তি জিহ্বে-
ত্রিয় ও স্বল্পাহারী হইয়া একমাস যাবৎ ঐ
ক্ষেত্রে বাস করে, তৎকর্তৃক স্বর্গীয় মহা-
পাশুপতব্রত সম্যক্ অল্পাশ্রিত হইয়া থাকে ।
তাহার জনন-মরণ ভয় থাকে না । তাহার
পরম নৈশ্রেয়সীগতি ও পুণ্য যোগগতি লাভ
হয় । শত জন্মেও দিব্য যোগগতি প্রাপ্তি
ঘটে না ; কিন্তু এই ক্ষেত্রের মহাত্ম্যে
এবং ভগবান্ শঙ্করের প্রভাবে তাহা
প্রাপ্ত হওয়া যায় । যদি কোন ব্রহ্ম-
হত্যাকারী কদাচিৎ অবিমুক্ত ক্ষেত্রে
গমন করে তবে ক্ষেত্রমহাত্ম্যে তাহার
ব্রহ্মহত্যা পাপ নিবৃত্ত হইয়া থাকে । যে
ব্যক্তি দেহপাত না হওয়া পর্যন্ত অবিমুক্ত
ক্ষেত্র পরিত্যাগ না করে, ক্ষেত্রমহাত্ম্যে
তাহার কেবল ইহ জন্মকৃত নহে—পূর্ব
জন্মকৃত ব্রহ্মহত্যাও নিবৃত্ত হইয়া থাকে ।

অনন্তমানসো ভূহা যোহবিমুক্তঃ ন মুকতি ॥ ১৭
 তন্ত দেবঃ সদা তপ্তঃ সর্কান্ কামান্ প্রযচ্ছতি
 ছারং যৎ সাংখ্যযোগানাম্ স তত্র বসতি প্রভুঃ
 সগণো হি ভবো দেবো ভক্তানামনুকম্পযা ।
 অবিমুক্তঃ পরঃ ক্ষেত্রমবিমুক্তে পরা গতিঃ ॥ ১৮
 অবিমুক্তে পরা সিদ্ধিরবিমুক্তে পরঃ পদম্ ।
 অবিমুক্তঃ নিষেবেত দেবর্ষিগণসেবিতম্ ।
 যদৌচ্ছেন্নানবো ধীমান্ ন পুনর্জায়তে কচিৎ ॥
 মেরোঃ শক্তো গুণান্ বক্তুং ধীপানাঞ্চ তথৈব
 সমুদ্রাণাঞ্চ সর্কেষাং নাবিমুক্তস্ত শক্যতে ।
 অন্তকালে মনুষ্যাণাং ছিত্তমানেনম্ মর্শ্মনু ॥ ২২
 বায়ুনা প্রেৰ্যমাণানাং স্মৃতির্নৈবোপজায়তে
 অবিমুক্তে হস্তকালে ভক্তানামৌষধঃ স্বয়ম্ ॥ ২৩
 কর্ম্মতিঃ প্রেৰ্যমাণানাং কর্ণজাপং প্রযচ্ছতি ।

ঐ ব্যক্তি বিবেচনায় দেবকে প্রাপ্ত হইয়া পুন-
 রায় আর জন্ম লাভ করে না। যে ব্যক্তি
 অনন্তমানে অবিমুক্ত ক্ষেত্রে অবস্থান করে,
 কদাচ তাহা পরিত্যাগ করে না, তাহার প্রতি
 দেবদেব তুষ্ট হন,—হইয়া সর্বকাম প্রদান
 করিয়া থাকেন। যাহা সাংখ্যযোগের ছার-
 স্বরূপ, ভগবান্ ভবদেব ভক্ত জনের প্রতি
 অনুকম্পার্থ তথায় প্রথম সহ বাস করিয়া
 থাকেন। অবিমুক্তই পরম ক্ষেত্র, অবিমুক্তই
 পরম গতি। অবিমুক্তে প ম সিদ্ধি, অবি-
 মুক্তেই পরম পদ। নানা দেবর্ষিগণ-সেবিত
 অবিমুক্ত ক্ষেত্রেই বাস করিবে। তথায়
 বাস করিয়া মানব ইচ্ছা করিলে আর তাহার
 পুনর্জন্ম লাভ হইবে না। ১০—২০। সুমেরু,
 ধীপসমূহ, এমন কি সাগর সকলেরও
 গুণ বর্ণন করিতে পারা যায়; কিন্তু অবি-
 মুক্ত ক্ষেত্রের গুণ বর্ণনে আমি সক্ষম নহি
 প্রাণান্তকালে মনুষ্যদিগের মর্শ্ম সকল বায়ু-
 প্রেরিত হইয়া ছিন্ন হইতে থাকে, তখন
 তাহাদের স্মৃতি শক্তিও লোপ পায়; কিন্তু
 এই অবিমুক্তক্ষেত্রে কর্ম্মকালে যে সকল
 ভক্তজনের প্রাণান্তকাল উপস্থিত হয়, স্বয়ং
 ঈশ্বর তাহাদিগের কর্ণে তারক ব্রহ্ম নাম

মণিকর্ণাং ত্যজন্ দেহং গতিমিষ্টাং ব্রজে মরঃ
 ঈশ্বরপ্রে রিতো যাতি চম্পাপামকৃতান্নভিঃ ।
 অশাশ্বতমিদং জ্ঞাত্বা মনুষ্যঃ বহুকিঞ্চিদম্ ॥ ২৫
 অবিমুক্তঃ নিষেবেত সংসারভয়মোচনম্ ।
 যোগক্ষেমপদং দিব্যং বহুবিশ্ববিনাশনম্ ॥ ২৬
 বিদ্বৈশ্চালোভ্যমানোহপি যোহবিমুক্তঃ ন মুকতি
 স মুকতি জরাং মৃত্যুং জন্ম চৈতদশাশ্বতম্ ।
 অবিমুক্তপ্রসাদাৎ তু শিবসামুদ্র্যামানুয়াৎ ॥ ২৭
 ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণেহবিমুক্তমাহাশ্বো
 দ্ব্যনীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮২ ॥

ত্রাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

দেবুবাচ ।

হিমবন্তঃ গিরিঃ ত্যক্তা মন্দরং গঙ্গমাদনম্ ।
 কৈলাসং নিষধকৈব মেরুপৃষ্ঠঃ মহাত্মাতি ॥ ১
 রম্যঃ ত্রিশিখরকৈব মানসঃ স্তুমহাগিরিম্

প্রদান করিয়া থাকেন। মণিকর্ণিকায় দেহ
 ত্যাগ করিলে মানব ইষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে। অকৃতান্না ব্যক্তিগণ যে গতি প্রাপ্ত
 হয় না, ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া মানব সেই গতি
 লাভ করিয়া থাকে। এই মনুষ্যালোক
 অনিত্য ও বহু-পাপে পরিপূর্ণ। ইহা বুঝিয়া
 এই সংসার-ভয় মোচন যোগক্ষেম-পদ, বহু-
 বিশ্বহর, দিব্য অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সেবা করাই
 কর্তব্য। যে ব্যক্তি বহু বিষে আকুল
 হইয়াও অবিমুক্তক্ষেত্র পরিত্যাগ না করে,
 সে জরা মরণ ও এই অনিত্য জন্ম পরিহার
 করিতে পারে। অধিক কি, অবিমুক্তপ্রসাদে
 তাহার শিবসামুদ্র লাভ ঘটে। ২১—২৭।

দ্ব্যনীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮২ ।

ত্রাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ঃ

দেবী কহিলেন,—হে দেব! হিমালয়,
 মন্দর, গঙ্গমাদন, কৈলাস, নিষধ, মহাত্মাতি
 মেরুপৃষ্ঠ, রম্য ত্রিশিখর, স্তুমহাগিরি মানস,

দেবোত্তানানি রম্যানি নন্দনং বনম্বেব চ ॥২
সুৰহানানি মুখ্যানি তীৰ্থান্ভায়তনানি চ ।
তানি সৰ্বাণি সন্ত্যজ্য অবিমুক্তে রতিঃ কথম্ ॥
কিমজ্জ সুমহৎ পুণ্যং পরং শুভং বদন্ত মে ।
যেন ত্বং রমসে নিত্যং ভূতসম্পদগুণৈর্ঘূতঃ ॥৪
কেত্বস্ত প্রবরত্বঞ্চ যে চ তজ্জ নিবাসিনঃ ।
তেষামহুগ্রহঃ কশ্চিৎ তৎ সৰ্বং ক্রহি শকর ॥৫
শকর উবাচ ।

অত্যদুভয়মিহ প্রমত্তং যৎ ত্বং পৃচ্ছসি ভামিনি ।
তৎ সৰ্বং সম্ভবক্যামি তন্মে নিগদতঃ শুনু ॥৬
বারাণস্তাং নদৌ পুণ্যা সিদ্ধ-গন্ধৰ্বসেবিতা ।
প্রবিষ্টা ত্রিপথা গঙ্গা তস্মিন্ কেত্রে ময়া প্রিয়ে ॥
মামেব জীতিসম্ভট্টা কুন্তিবাসিনঃ সুন্দরি ।
সৰ্বৈবাক্ষৈব স্থানানাং স্থানং তৎ তু যথাধিকম্
তেন কাৰ্য্যেণ সুশ্রোণি তস্মিন্ স্থানে রতিৰ্ভবম্ ।
তস্মিন্ লিঙ্গে চ সারিধ্যাং মম দেবি সুরেশ্বরী ॥

রম্য রম্য দেবোদ্যান, নন্দনবন, প্রধান প্রধান
দেবস্থান, এবং যাবতীয় পুণ্যতীর্থ ও আয়তন
পরিভ্রমণ করিয়া অবিমুক্ত কেত্রে আপনার
অমুরাগ কেন ? এখানে এমন কি শুভতম
মহাপবিত্রতা আছে, যাহার জন্ত আপনি
ভূতসমৃদ্ধিগুণে অধিত হইয়া নিত্য এই
স্থানে রমণ করিতেছেন ? হে শকর ! ঐ
কেত্রেই শ্রেষ্ঠতা এবং তথায় যাহারা বাস
করেন, তাঁহাদের প্রতি আপনার কিরূপ
অহুগ্রহ এ সকল আমার নিকট প্রকাশ করিয়া
বলুন । শকর কহিলেন,—হে ভামিনি !
তোমার এ প্রশ্ন অতি অপূৰ্ণ ; যাহা হউক,
আমি যে সকল বলিতেছি শ্রবণ কর । হে
প্রিয়ে ! মদীয় কেত্রে বারাণসীধামে সিদ্ধ-
গন্ধৰ্বসেবিত পবিত্র নদী ত্রিপথগা গঙ্গা
প্রবাহিতা হইতেছেন । হে সুন্দরি ! ঐ
ত্রিপথগা আমার প্রতি জীতিমতী ; এইজন্ত
হে সুশ্রোণি ! সকল স্থানের মধ্যে সেই
স্থানেই আমার বিশেষ অমুরাগ ১১-১২ তথায়
আমার কুন্তিবাসাধ্য লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে ।
হে সুরেশ্বরী ! সেই লিঙ্গে আমার সদাই

কেত্বস্ত চ প্রবক্যামি গুণান্ গুণবতাং বরে ।
যান্ ক্ৰত্বা সৰ্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্ৰ সংশয়ঃ
যদি পাপো যদি শঠো যদি বাধাশ্রিকো নরঃ ।
মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যো হবিমুক্তঃ বজ্জেদ্ যদি
প্রলয়ে সৰ্বভূতানাং লোকে হাবর-জঙ্গমে ।
ন হি ত্যাক্যামি তৎ স্থানং মহাগণশতৈবুতঃ ।
যত্র দেবাঃ সগন্ধৰ্বাঃ সযকোরগয়াকসাঃ ।
বভ্রুঃ মম মহাভাগে প্রবিশন্তি যুগকয়ে ॥১৩
তেষাং সাক্ষাদহং পূজাং প্রতিগৃহ্নামি পার্শ্বতি ।
সৰ্বভূতহোত্তমং স্থানং মম প্রিয়তমং ভক্তম্ ॥১৪
ধন্যঃ প্রবিষ্টাঃ সুশ্রোণি মম ভক্তা বিজাতয়ঃ ।
মন্ত্ৰুতিপরমা নিত্যং যে মন্ত্ৰভাষ্যন্তে তে নরাঃ ॥১৫
তস্মিন্ প্রাণান্ পরিত্যজ্য গচ্ছন্তি পরমাং
গতিম্ ।
সদা যজতি কুর্জেণ সদা দানং প্রযচ্ছতি ॥১৬
সদা তপস্বী ভবতি অবিমুক্তস্থিতো নরঃ ।

সরিধান । হে গুণশালিনীদিগের বরণ্যে !
একপে আমি ঐ কেত্রেই গুণসমূহ বর্ণন
করিতেছি । ঐ সকল গুণ শ্রবণে নিশ্চয়ই
সৰ্ব পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । পানী
হউক, শঠ হউক, বা অধাশ্রিক হউক,
মানব অবিমুক্তে গমন করিলে সৰ্ব পাপ
হইতেই মুক্ত হয় । সৰ্বপ্রাণীর প্রলয় বা
চরাচর লোকের বিনাশ ঘটিলেও আমি ঐ
কেত্রে পরিভ্রমণ করি না । আমার প্রধান
প্রধান পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া, আমি ঐ
কেত্রেই অবস্থান করি । হে মহাভাগে ! দেব,
গন্ধৰ্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণ যুগকয়ে
আমারই বক্ত্রে প্রবেশ করেন । হে
পার্কতি ! আমি তাঁহাদিগের সাক্ষাতে ঐ
কেত্রে পূজা প্রতিগ্রহ করি । ঐ স্থান আমার
অতি প্রিয়, অতি শুভ ও অতি শুভ ।
হে সুশ্রোণি ! মদীয় ভক্ত বিজাতীগণ
তথায় প্রবেশ করিয়া ধন্ত হইয়া থাকেন ।
যে সকল লোক নিত্য নিত্য আমার প্রতি
ভক্তিমান, তাঁহারা ঐ কেত্রে প্রাণ পরিভ্রমণ-
পূৰ্বক পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

যো মাং পূজয়তে নিত্যং তস্য তুধ্যাম্যহং প্রিয়ে
সৰ্বদানানি যো দত্তাৎ সৰ্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।

সৰ্বতীৰ্থাভিষিক্তঃ স প্রপদ্যেত মামিহ ॥ ১৮

অবিমুক্তঃ সদা দেবি যে ব্রজন্তি স্মৃতিচিহ্নিতাঃ ।

তে তীৰ্থভীহ স্মরণি ব্রজন্তাশ্চ ত্রিবিষ্টপে ॥ ১৯

মৎপ্রসাদাতু তে দেবি দীব্যন্তি শুভলোচনে ।

হৃদ্রাশ্চৈব হৃদ্বৰ্ণা ভবন্তি বিগতজরাঃ ॥ ২০

অবিমুক্তঃ শুভং প্রাপ্য মন্ত্রজ্ঞাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ।

নির্কৃতপাপবিমলা ভবন্তি বিগতজরাঃ ॥ ২১

পার্বত্যাচ ।

দক্ষযজ্ঞদ্বয়া দেব মৎপ্রিয়ার্থে নিষুদিতঃ ।

অবিমুক্তগুণানন্ত ন তৃপ্তিরিহ জায়তে ॥ ২২

ঈশ্বর উবাচ ।

ক্রোধেন দক্ষযজ্ঞস্ত্বৎপ্রিয়ার্থে বিনাশিতঃ ।

মহাপ্রিয়ে মহাভাগে নাশিতোহয়ং বরাননে ॥ ২৩

অবিমুক্তে যজ্ঞস্তে তু মন্ত্রজ্ঞাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ।

যে নর অবিমুক্তে অবস্থান করে, তাহার সৰ্বদা কুদ্রষ্টক দ্বারা যজ্ঞ করা হয়, সৰ্বদা তাহার দান করা হয় এবং সৰ্বদাই তাহার তপস্বিজনোচিত কাৰ্য্য করা হয় । অগ্নি প্রিয়ে ! যে জন নিত্য আমার পূজা করে, আমি তাহার সন্তোষ বিধান করি । যে জন এই স্থানে থাকিয়া দান করে, যজ্ঞ করে এবং অজ্ঞাত্য সৰ্বতীৰ্থে গমন করে, সে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হয় । হে দেবি ! যে ব্যক্তি নিশ্চিতচিত্ত হইয়া এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আগমন করে, সে মদীয় ভক্ত হইয়া সুরপুর সদৃশ এই ক্ষেত্রে বাস করে । হে সুলোচনে ! মানবেন্দ্র এই ক্ষেত্রে বাস করিয়া মৎপ্রসাদে দীপ্তি পাইয়া থাকে এবং তাহার বিগতজর হইয়া হৃদ্রাশ্চ ও হৃদ্বৰ্ণ হয় । মদ-ভক্তগণ যদি নিঃশঙ্কিত-চিত্তে আমার এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার নিধৃতপাপ, উজ্জ্বলজ্যোতিষ্ক, ও বিগতজর হইয়া থাকে ॥ ১০—২১। পার্বতী বলিলেন,— হে দেব ! আপনি আমার প্রিয় বিধান নিমিত্ত দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছেন ; অতএব অল্প-

ন তেষাং পুনরানুত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ২৪

দেব্যুবাচ ।

হর্লভাশ্চ গুণা দেব অবিমুক্তে তু কীর্তিতাঃ ।

সৰ্বাস্তান্ মম তন্মেন কথয়স্ব মহেশ্বর ॥ ২৫

কৌতুহলং মহাদেব হৃদিস্বং মম বর্ততে ।

তৎ সৰ্বং মম তন্মেন আখ্যাহি পরমেশ্বর ॥ ২৬

ঈশ্বর উবাচ ।

অক্ষয়া হমরাশ্চৈব হৃদহাশ্চ ভবন্তি তে ।

মৎপ্রসাদাৎসরোরোহে মামেব প্রবিশন্তি বৈ ॥ ২৭

ক্রহি ক্রহি বিশালাক্ষি কিমন্তুচ্ছোতুমহসি ॥ ২৮

দেব্যুবাচ ।

অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে অহো পুণ্যমহো গুণাঃ ।

ন তৃপ্তমধিগচ্ছামি ক্রহি দেব পুনর্গুণান্ ॥ ২৯

গ্রহপূৰ্বক পুনরায় অমিয় অবিমুক্তমাহাত্ম্য শ্রবণ করান । ইহা যতবার শ্রবণ করি, আমার তৃপ্তি শেষ হইতেছে না । ঈশ্বর বলিলেন,— হে বরাননে ! হে মহাভাগে ! হে প্রিয়-তমে ! তোমার প্রিয় বিধান জন্ত আমি ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষযজ্ঞ নাশ করিয়াছিলাম । শ্রবণ কর,—যে সকল ভক্ত অনন্তমনা হইয়া এই অবিমুক্তক্ষেত্রে আমার পূজা করে, কল্পকোটি শতকাল পরেও তাহাদের আর সংসারে আসিতে হয় না । দেবী কহিলেন,—হে মহেশ্বর ! অবিমুক্ত ক্ষেত্রে হর্লভ গুণ সকল কীর্তন করিলেন বটে ; কিন্তু উহা পুনরায় ষথামর্থ কীর্তন করিয়া আমার হৃদয়ের কৌতুহল নিবারণ করুন । ঈশ্বর কহিলেন,—হে বরারোহে ! যাহারা অবি-অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আমার সহিত তোমার পূজা করে, তাহার অক্ষয় অমরযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং আমার প্রসাদে তাহার আমার শরীরে প্রবেশ করিয়া আমার স্বরূপ হইয়া থাকে । হে বিশালাক্ষি ! বল, বল, আর কি শুনিতে তোমার ইচ্ছা হইতেছে ? দেবী বলিলেন,—এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে পুণ্য অদ্ভুত, এবং ইহার মহিমাও আশ্চর্য-জনক ! আমি পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও তৃপ্তি লাভ

ঈশ্বর উবাচ ।

মহেশ্বর বরারোহে শৃণু তাত্ত্বমম শ্রিয়ে ।
অবিমুক্তে গুণা যে তু তথাস্তানপি তচ্ছৃণু ॥৩০
শাকপর্ণাশন দাস্তাঃ সস্ত্রকাল্যা মরীচিপাঃ ।
দন্তোলুখলিনচ্চাস্তে অশ্বকুটাস্তথাপরে ॥৩১
মাসি মাসি কুশাগ্ৰেণ জলমাশ্বাদয়ন্তি বৈ ।
বৃক্ষমূলনিকৈতান্চ শিলাশয্যাস্তথাপরে ॥৩২
আদিত্যবপুসঃ সর্করৈ জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ
এবঃ বহুবৈধৈর্ধর্মৈরন্তজ চরিতব্রতাঃ ॥৩৩
ত্রিকালমপি ভুঞ্জান্না যেষাবিমুক্তনিবাসিনঃ ।
তপশ্চরন্তি বাস্তজ কলাং নারহন্তি ষোড়শীম্ ।
যেষাবিমুক্তে বসন্তীহ স্বর্গে প্রতিবসন্তি তে ॥৩৪
মৎসমঃ পুরুষো নাস্তি ত্বৎসমা নাস্তি যোষিতাম্
অবিমুক্তসমং ক্ষেত্রং ন ভুতং ন ভবিষ্যতি ॥৩৫
অবিমুক্তে পরো যোগো হ্যবিমুক্তে পরা গতিঃ

করিতে পারিতেছি না ; আপনি পুনরায়
আমায় বলুন । ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহে-
শ্বর ! হে বরারোহে ! হে প্রিয়ে ! অবিমুক্ত
ক্ষেত্রের অন্ত প্রকার মহিমা শ্রবণ কর ।
যাহারা শাক-পর্ণ মাত্র আহার করে, যাহারা
দমনশীল, সস্ত্রকাল্য, মরীচিপ, দন্তোলুখলী,
অশ্বকুট এবং যাহারা মাসে মাসে কুশাগ্ৰে
করিয়া মাত্র জলবিন্দু আশ্বাদন করে,
বৃক্ষমূল বাহাদের আশ্রয়ভূত হইয়াছে, শিলা
যাহাদের শয্যাশ্বরূপ, যাহারা আদিত্যাভি-
মুখে অবস্থিত, জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়
ও পূরোক্ত প্রকার বহু ধর্ম—যাহারা
অন্ত্র আচরণ করিয়াছে, তাহারা অবিমুক্ত-
ক্ষেত্রবাসী ত্রিকালভোজীদিগের ষোড়শ-
অংশের একাংশেরও যোগ্য নয় । এমন
কি, যাহারা অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাস করে,
তাহারা স্বর্গেই বাস করিয়া থাকে । হে
প্রিয়ে ! দেখ, যেমন আমার সমান পুরুষ
নাই, তোমার সমান রমণী নাই, তেমনি
অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সমান তীর্থও নাই এবং
কখন হইবেও না ॥২২—৩৫। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে
পরম যোগ, পরম গতি, এবং পরম মুক্তি সর্বদা

অবিমুক্তে পরো মোক্ষঃ ক্ষেত্রং নৈবাভি

তাদৃশম্ ॥৩৬

পরং শুভং প্রবক্ষ্যামি তবেন বরবর্ণিনি ।
অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে যত্নঃ হি ময়া পুরা ॥৩৭
জন্মান্তরশতৈর্দেবি যোগোহয়ং যদি লভ্যতে
মোক্ষঃ শতসহস্রৈশ্চ জন্মনা লভ্যতে ন বা ॥৩৮
অবিমুক্তে ন সন্দেহো মন্ত্রতঃ কৃতনিশ্চয়ঃ ।
একেন জন্মনা সোহপি যোগঃ মোক্ষঞ্চ বিদ্যতি
অবিমুক্তে নরা দেবি যে ব্রজন্তি স্তুনিশ্চিতাঃ ।
তে বিশস্তি পরং স্থানং মোক্ষং পরমহর্ষভম্ ॥৩৯
পৃথিব্যামীদৃশং ক্ষেত্রং ন ভুতং ন ভবিষ্যতি ।
চতুর্ধ্বতঃ সদা ধর্মো ভাস্মিন্ সন্নিহিতঃ শ্রিয়ে ।
চতুর্গামপি বর্ণানাং গতিস্ত পরমা স্মৃতা ॥৪০
দেবুবাচ ।

ঐশ্বর্য গুণান্তে ক্ষেত্রস্ত ইহ চান্ত্রজ য়ে প্রভো ।
বদন্ত ভুবি বিপ্রেত্যাঃ কং বা যজৈর্ধজন্তি তে ॥

বিরাজ করিতেছে ; এরূপ ক্ষেত্র আর
কোথাও নাই । হে বরবর্ণিনি ! আমি
যাহা পূর্বে কীর্তন করিয়াছি, ঐ সকল পরম
শুভ তত্ত্বও পুনরায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর । শতজন্মেও যদি কেহ এই অবিমুক্ত-
ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে, তবে তাহার যে তখন
শত সহস্র জন্মের জন্য মোক্ষ হইবেই তাহা
কি আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে ?
মোক্ষ হয়, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই ।
অনন্ত-চিন্ত মদন্ত এক জন্মেই যোগ ও
মোক্ষ এই উভয় লাভ করিয়া থাকে । হে
দেবি ! যে নর একমনা হইয়া অবিমুক্ত-
ক্ষেত্রে গমন করে, সে ব্যক্তি পরম লোক
এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । পৃথিবীতে এরূপ
ক্ষেত্র ছিল না ও হইবেও না । হে প্রিয়ে !
ধর্ম, তথায় সর্বদা চতুর্ধ্বত হইয়া বাস করি-
তেছেন । চতুর্বর্ণের পরম গতি ঐ স্থানেই
বিরাজিত । দেবী বলিলেন,—হে প্রভো !
আপনার অবিমুক্ত ক্ষেত্রের ইহলোক ও
পরলোকসদ্ব্যবহার মাহাত্ম্য সকল শ্রবণ
করিলাম । অধুনা বিপ্রেতগণ যজ্ঞাদি দ্বারা

ঈশ্বর উবাচ ।

ইজ্যয়া চৈব মন্ত্রেণ মামেব হি যজন্তি যে ।
 ন তেবাং ভয়মন্তীতি ভবঃ ক্লেশঃ যজন্তি যঃ ॥
 অমন্ত্রো মন্ত্রকো দেবি দ্বিবিধো বিধিকৃত্যতে ।
 সাংখ্যকৈবাধ যোগেন দ্বিবিধো যোগ উচ্যতে
 সৰ্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকমহিতঃ ।
 সৰ্বথা বৰ্ত্তমানোহপি স যোগী ময়ি বৰ্ত্ততে ॥৪৫
 আশ্বোপম্যেন সৰ্বত্র সৰ্বক ময়ি পশুতি ।
 তন্ত্ৰাহং ন প্রপশ্যামি স চ মে ন প্রপশুতি ॥৪৬
 নির্গুণঃ সত্ত্বগো বাপি যোগেন কথিতো ভূবি ।
 সত্ত্বগৈশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো নির্গুণো মনসঃ পরঃ ॥৪৭
 এতৎ তে কথিতং দেবি যন্মাং ত্বং পরিপূচ্ছসি
 দেবুবাচ ।

যা ভক্তিশ্রিবিধা প্রোক্তা ভক্তানাং বহুধা স্বয়া
 তামহং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ কথয়স্ব মে ॥ ৪২

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু পার্শ্বতি দেবেশি ভক্তানাং ভক্তিবৎসলে ।
 প্রাপ্য সাংখ্যক্য যোগকং হৃৎখ্যক্য নিয়জ্জতি ॥৫০
 সদা যঃ সেবতে ভিক্কাং ততো ভবতি রক্তিতঃ
 রক্তনাৎ তন্ময়ো ভূত্বা লীয়েতে স তু ভক্তিমান্ ।
 শাস্ত্রাণাম্ বরারোহে বহুকারণদর্শিনঃ ।
 ন মাং পশুতি তে দেবি জ্ঞানবাক্যবিবাদিনঃ ॥৫১
 পরমার্থজ্ঞানতৃপ্তা যুক্তা জানন্তি * যোগিনঃ ।
 বিদ্যয়া বিদিতাশ্চানো যোগেন চ দ্বিজাতয়ঃ ॥৫২
 প্রত্যাহারেণ শুদ্ধায়া নাস্তথা চিন্তয়েচ্চ তৎ ।
 তুষ্টিং পরমাং প্রাপ্য যোগং মোক্ষং পরং তথা
 ত্রিভির্গুণৈঃ সমাযুক্তো জ্ঞানবান্ পশুতীহ মাম্
 এতৎ তে কথিতং দেবি কিমন্তুহ্যেতদুৎসাহসি ।

ইচ্ছা করি। ঈশ্বর কহিলেন,—হে ভক্ত-
 গণের ভক্তিবৎসলে! জ্ঞান ও যোগ-
 অবলম্বন করিলে মানবের হৃৎখের অবসান
 হয়। যে ভক্তিমান্ মানব সৰ্বত্যাগী হইয়া
 সৰ্বদা ভিক্কা ধর্ম্ম আচরণ করেন, তিনি
 পরম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন
 এবং পরমানন্দময়ত্ব নিবন্ধন তিনি তন্ময়ত্ব
 প্রাপ্ত হইয়া ঐ পরমানন্দে লীন হইয়া যান।
 হে বরারোহে! ঐহারা কেবল শাস্ত্রেরই
 বহু কারণ দর্শন করিয়া জ্ঞান-বাক্যে বিবাদ
 করিয়া থাকেন, হে দেবি! ঐহারা কদাপি
 আমাকে দেখিতে পান না। ঐহারা পরমার্থ-
 জ্ঞানে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, ঐহারা যুক্ত,
 পরম যোগী, এবং জ্ঞান দ্বারা ঐহারা যোগ
 ও আশ্রয় স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন;
 ঐহারাই আমাকে জানিতে পারেন।
 যিনি প্রত্যাহার অর্গৎ নিরুত্তি দ্বারা শুদ্ধাশ্রয়
 হইয়াছেন, পরমাত্মাকে যিনি আশ্রয় হইতে
 অন্তথা ভাবনা করেন না, তিনি পরম
 তুষ্টি, পরম যোগ ও পরম ক্ষেত্র প্রাপ্ত হন
 এবং গুণত্রয়ে অধিত হইয়া পরম জ্ঞান লাভ
 করত আমার দর্শন করিয়া থাকেন।

* পশুতীতি পাঠান্তরম্ ।

কাহার পূজা করিবেন, তাহা ববুন।
 ঈশ্বর বলিলেন,—যাহারা ইজ্য বা মন্ত্র দ্বারা
 আমার পূজা করবে; তাহাদের কোন
 প্রকার ভয় নাই; যেহেতু তাহারা ভবের
 পূজা করবে। হে দেবি! অমন্ত্র ও মন্ত্র
 এই দুই প্রকার বিধ এবং জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ
 এই দ্বিবিধ যোগ। যে ব্যক্তি দ্বৈত জ্ঞান-
 রহিত হইয়া সৰ্বভূতস্থিত আমাকেই ভাবনা
 করে, সে ভিন্ন হইলেও আমাতেই বৰ্ত্ত-
 মান বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি সৰ্বত্র
 আশ্রয়লাভ দেখে এবং সমস্তই আমাতে
 নিরীকণ করে, আমি সৰ্বদাই তাহার
 নিকট বর্ত্তমান এবং সেও সৰ্বদা আমার
 সাক্ষাতে বিদ্যমান। এই পৃথিবীতলে
 নির্গুণ ও সত্ত্ব এই দ্বিবিধ যোগ কথিত
 হইয়া থাকে। সত্ত্ব জ্ঞানগোচর ও নির্গুণ
 মনোরণ অগোচর। হে দেবি! তুমি যাহা
 জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা তোমার নিকট
 কহিলাম ৩৬—৪৮। দেবী বলিলেন—আপনি
 ভক্তদিগের যে ত্রিবিধ ভক্তির কথা উল্লেখ
 করিলেন; তাহা আমি তত্ত্বতঃ জানিতে

কুয় এব বরারোহে কথয়িষ্যামি শ্রুততে ॥ ৫৫
তৎ পবিত্রমথবা যচ্চাপি হৃদি বর্ততে ।

তৎ সৰ্বং কথয়িষ্যামি শৃণুৈকমনাঃ প্রিয়ে ॥ ৫৬
দেবুবাচ ।

অক্ষপং কৌদৃশং দেব যুক্তাঃ পশন্তি যোগিনঃ ।
পশন্ত মে সংশয়ং ক্রাহি নমস্তে শ্রুতসত্তম ॥ ৫৭

ঈশগবাহুবাচ ।

অমূৰ্ত্তৈব মূৰ্ত্তক জ্যোতীরূপং হি তৎ স্মৃতম্
তন্তোপলক্ষিমবিচ্ছিন্ন যত্নঃ কার্ধ্যো বিজ্ঞানতা ॥
গুণৈবিসৃক্তো হুতাস্মা এবং বক্তুঃ ন শক্যতে ।
শক্যতে যদি বক্তুঃ বৈ দিব্যৈবধ্বশতৈর্ন বা ॥ ৫৯
দেবুবাচ ।

কিন্দ্ৰমাণস্ত তৎ ক্ষেত্রং সমস্তাং সৰ্ব্বভৌদিশম্
যত্র নিত্যং স্থিতো দেবো মহাদেবো গণৈর্যুতঃ
ঈশ্বর উবাচ ।

ঐযোজনস্ত তৎ ক্ষেত্রং পূৰ্ব্ব-পশ্চিমতঃ স্মৃতম্

অৰ্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণং তৎ ক্ষেত্রং দক্ষিণোত্তরম্
বারাণসী তদীয়া চ যাবস্ক্রনদী তু বৈ ।

ভীষ্মচণ্ডিকমারভ্য পৰ্ব্বতেশ্বরমাস্তকে ॥ ৬২
গণা যজ্ঞাবতিষ্ঠন্তি সারযুক্তা বিনায়কাঃ ।

কুমাওরাজঃ শস্তোশ্চ জয়ন্তশ্চ মদোৎকটাঃ ॥
সিংহ-ব্যাঘ্রমুখাঃ কেচিদ্ধিকটাঃ কুজ-বায়নাঃ ।

যত্র নন্দী মহাকালশ্চ গুণটো মহেশ্বরঃ ॥ ৬৪
দণ্ডচণ্ডেশ্বরশ্চৈব ঘণ্টাকর্ণো মহাবলঃ ।

এতে চাস্তে চ বহবো গণাশ্চৈব গণেশ্বরঃ ॥ ৬৫
মহোদরা মহাকায়্য বজ্র-শক্তিধরাস্তথা ।

রক্ষন্ত সততং দেবি হবিমুক্তঃ তপোবনম্ ।
ঘারে ঘারে চ তিষ্ঠন্তি শূল-মুদগরপাণয়ঃ ॥ ৬৬
সুবর্ণশৃঙ্গীঃ রৌপ্যধূরাঃ চেলাজিনপয়স্বিনীম্ ।

বারাণস্তান্ত যো দত্তাং ত্রিবর্ণাং কঙ্কলোচনে ॥
গাং দত্তা তু বরারোহে ব্রাহ্মণে বেদপারগে ।

আসপ্তমং কুলং তেন তারিতং নাত্র সংশয়ঃ ॥

হে দেবি! এই ত তোমার নিকট পরম
তব কীৰ্ত্তন কার্য্যম, তুমি আর অপর কি
ওনিতে ইচ্ছা কর, তাহা বল। হে
শ্রুততে! আমি তাহা বলিতেছি। শুহ,
পবিত্র, অথবা যাহা হৃদয়ে নিহিত আছে,
তৎ সমস্তই আমি প্রকাশ করিতেছি,—
হে প্রিয়ে! তুমি অনন্তমনা হইয়া শ্রবণ কর।
দেবী বলিলেন,—হে দেব! যুক্ত যোগিগণ
আপনার কৌদৃশ রূপ দর্শন করেন, আমার এ
বিষয়ে সংশয় আছে, হে শ্রুতসত্তম! তোমার
আমার নমস্কার। তুমি আমার সংশয়
নিরাস কর। ভগবান্ কহিলেন,—আমার
জ্যোতীরূপ মূৰ্ত্ত ও অমূৰ্ত্তরূপে প্রখ্যাত।
বিজ্ঞান নৈরূপের উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক
হইয়া বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিবেন। আমি
গুণবিসৃক্ত হুতাস্মা, আমার রূপমাহাত্ম্য আমি
বলিতে অক্ষম। মনে হয়, দিব্য শত বর্ষেও
যুঝি তাহা বর্ণিবার শক্তি নাই। ৪৮—৫২।
দেবী কহিলেন,—তথায় গুণময় দেবদেব
মহাদেব নিত্য অবস্থিত সেই ক্ষেত্রের
চারিদিকে প্রমাণ কত? ঈশ্বর কহি-

লেন,—ঐ ক্ষেত্র পূর্ব ও পশ্চিম দিকে
ঐযোজন এবং দক্ষিণোত্তর দিকে অৰ্দ্ধ-
যোজন বিস্তীর্ণ। ভীষ্মচণ্ডিকা হইতে
আরম্ভ করিয়া পৰ্ব্বতেশ্বরের নিকটে শুক্ল
নদী পর্য্যন্ত মদীয় বারাণসী পুরী প্রখ্যাত।
তথায় সম্যক্ নিযুক্ত বিনায়কগণ অবস্থান
করেন এবং কুমাওরাজ জয়ন্ত ও সিংহ-ব্যাঘ্র-
বদন, বিকট, মদোৎকট, কুজ ও বায়নাকৃতি
বহু শিবাহুয়ের তথায় অবস্থিত। চণ্ডঘণ্ট
মহেশ্বর মহাকাল নন্দী এবং মহাবল ঘণ্টাকর্ণ
ইত্যাদি ও অস্তান্ত বহু গণ ও গণাধিপতি-
গণ তথায় বিরাজমান। ইহাদের কেহ
কেহ মহোদর, কেহ কেহ মহাকায় এবং
কেহ কেহ বজ্র ও শক্তি-ধর। হে দেবি!
উহার সৰ্ব্বদাই অবিসৃক্তাখ্য তপোবন রক্ষা
কারয়া থাকে। ঐ গণসমূহ শূল ও মুদগর
হস্তে ঘারে ঘারে অবস্থান করিতেছে। হে
কঙ্কলোচনে! যে ব্যক্তি বারাণসী-ধামে
সুবর্ণশৃঙ্গী, রৌপ্যধূরা, বৎস অজিন ও হৃদ-
বতী ত্রিবর্ণা গাতী বেদপারগ ব্রাহ্মণকে
দান করে; হে বরারোহে! তাহার সপ্তম

যো দদ্যাদব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ তস্মিন্ ক্বেত্রে

বরাননে

কনকং রজতং বস্ত্রমন্নান্নং বহুবিস্তরম্ ।

অক্ষয়কাব্যয়কৈব স্নাতাঃ তস্মৈ সুলোচনে ॥৬৯

শৃণু তত্বেন তীর্থস্ত বিভূতিঃ ব্যাষ্টিমেব চ ।

তত্র স্নাত্বা মহাভাগে ভবন্তি নীরুজা নরাঃ ॥৭০

দশানামম্মেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।

তদবাপ্নোতি ধর্ম্মাস্নাত্বা তত্র স্নাত্বা বরাননে ॥ ৭১

বহু স্নাত্তে চ যো দদ্যাদব্রাহ্মণে বেদপারগে ।

শুভাঃ গতিমবাপ্নোতি অগ্নিবৈষ্ণব দীপাতে ॥

বারাণসী-জাহ্নবীভ্যাং সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে ।

দব্রাহ্মণ বিধানেন ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥৭৩

এতৎ তে কথিতং দেবি তীর্থস্ত কলমুত্তমম্ ॥৭৪

উপবাসস্ত যঃ কুত্वा বিপ্রান্ সন্তর্পয়েন্নরঃ ।

সৌভাগ্যমশেষং যজ্ঞস্ত ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥

একাহারস্ত যন্তিষ্ঠেন্নাসং তত্র বরাননে ।

যাবজ্জীবকৃতং পাপং সহসা তস্মৈ নশ্তি ॥৭৬

কুল পর্যন্ত তারিত হয়, সন্দেহ নাই। হে সুলোচনে! যে ব্যক্তি কনক, রজত, বস্ত্র, ও অন্নাদি যে কিছু বস্তু দান করে, তাহার উহা অক্ষয় ও অব্যয় হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ তীর্থের বিভূতি ও ব্যাষ্টি যথাযথ শ্রবণ কর। হে মহাভাগে! তথায় স্নান করিয়া নরগণ নীরোগ হয়। ধর্ম্মাস্নাত্বা নর, তথায় স্নানমাত্র দশানামম্মেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কন্ম হোক্, অন্ন হোক্ দান করিতে পারে, তাহার শুভগতি লাভ হয়। সে অগ্নির স্নায় দীপ্তি পাইতে থাকে। বারাণসী এবং জাহ্নবীর লোকবিশ্রুত সঙ্গমস্থলে যে ব্যক্তি বিধিপূর্বক অন্নদান করে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। হে দেবি! এই আমি তথাকার উত্তম তীর্থকল বলিলাম। যে ব্যক্তি উপবাস করিয়া পান-ভোজনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের তৃপ্তি সাধন করে, তাহার সৌভাগ্যনি যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে বরাননে ৥৬০—৭৫। ঐক্ষেত্রে যে ব্যক্তি এক মাসকাল যাবৎ এক-

অগ্নিপ্রবেশং যে কুর্য়্যাবিমুক্তে বিধানতঃ

প্রবিশন্তি মুখং তে মে নিঃসন্দিগ্ধং বরাননে ॥৭৭

দশসৌবর্ণিকং পুষ্পং যোহবিমুক্তে প্রবচ্ছতি ।

অগ্নিহোত্রফলং ধূপে গন্ধদানে তথা শৃণু ।

ভূমিদানেন তৎ তুল্যং গন্ধদানফলং স্মৃতম্ ॥৭৮

সম্বার্কজনে পঞ্চশতং সহস্রমমুলেপনে ।

মালয়া শতসাহস্রমনস্তং গীতবাত্ততঃ ॥ ৭৯

দেবাবাচ ।

অত্যাভূতমিদং দেব স্থানমেতৎ প্রকীর্তিতম্ ।

রহস্ত্যং শ্রোতুমিচ্ছামি যদর্থং ত্বং ন মুকসি ॥ ৮০

ঈশ্বর উবাচ ।

আসীৎ পূর্বে বরারোহে ব্রহ্মণস্ত শিরো বরম্

পঞ্চমং শৃণু সূত্রোণ জাতং কাঞ্চনমপ্রভম্ ॥৮১

জলং তৎ পঞ্চমং শীর্ণং জাতং তস্মৈ মহাস্থনঃ ।

তদেবমব্রবীদেবি জগ্ন্য জ্ঞানামি তে হংসম্ ॥৮২

হারে অবস্থান করে, তাহার যাবজ্জীবন কৃত পাপ সহসা নষ্ট হয়। হে বরাননে! যে মানব অবিমুক্তক্ষেত্রে বিধানানুসারে অগ্নিপ্রবেশ করে, সে আমারই মুখে প্রবেশ করিয়া থাকে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে ব্যক্তি অবিমুক্ত ক্ষেত্রে দশ সৌবর্ণিক পুষ্প প্রদান করে, সে অগ্নিহোত্রফল প্রাপ্ত হয় এবং ধূপ ও গন্ধ দান করিলে, ভূমিদানতুল্য ফল পাইয়া থাকে। ঐ ক্ষেত্রে মার্জন করিলে মানব পঞ্চশত অগ্নিহোত্রফল, অমুলেপন করিলে সহস্র অগ্নিহোত্র ফল মালা দান করিলে শত সহস্র ফল এবং গীত-বাদ্য করিলে অনন্ত ফল লাভ করিয়া থাকে। দেবী বলিলেন,—হে দেব! আপনি অভূত-রূপে এই স্থানমাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন। আপনি যে জন্ত এই স্থান পরিত্যাগ করেন না; আমি সেই রহস্ত্য শুনিতে ইচ্ছা করি। ঈশ্বর বলিলেন,—হে বরারোহে! পূর্বে ব্রহ্মার পঞ্চম শির হইয়াছিল। হে সূত্রোণি! মহাত্ম্য ব্রহ্মার ঐ পঞ্চম শির প্রঅঙ্গিত হইত। হে দেবি! ব্রহ্মার ঐ পঞ্চম মস্তক একদা আমাকে বলিল যে, আমি তোমার জগ্ন্য-

ততঃ কোধপন্নীতেন সংরক্তনয়নেন চ ।
বামাঙ্কুঠনখাগ্ৰেণ ছিন্নঃ তস্ত শিরো ময়া ॥ ৮৩
ব্রহ্মোবাচ ।

যদা নিরপরাধস্ত শিরশ্ছিন্নঃ ত্বয়া মম ।
তস্মাচ্ছাপসমায়ুক্তঃ কপালী ত্বং ভবিষ্যসি ।
ব্রহ্মহত্যাঙ্কুলো ভূত্বা চর তীর্থানি ভূতলে ॥ ৮৪
ততোহহং গতবান্ দেবি হিমবন্তঃ শিলোচ্চয়ম্
তত্র নারায়ণঃ স্ত্রীমান্ ময়া ভিক্ষাং প্রযাচিতঃ ॥
ততস্তেন স্বকং পার্শ্বং নখাগ্ৰেণ বিদারিতম্ ।
সবতো মহতী ধারা তস্ত রক্তম্ নিঃসৃত্য ॥ ৮৫
প্রযাতা সাত্ত্বিকস্তীর্ণা যোজনানীকৃতং তদা ।
ন সম্পূর্ণং কপালস্ত ঘোরমদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৮৬
দিব্যং বর্ষসহস্রম্ সা চ ধারা প্রবাহিনী ।
প্রোবাচ ভগবান্ বিষ্ণুঃ কপালং কুত ঈদৃশম্ ॥
আশ্চর্য্যভূতং দেবেশ সংশয়ো হৃদি বর্ততে ।

বৃহত্তম অবগত আছি। অনন্তর আমি
তাঁহার কথায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাম হস্তের
অঙ্কুঠ নখাগ্র দ্বারা ঐ শির ছিন্ন করিয়া
ফেলিলাম। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে হর !
যেহেতু আপনি নিরপরাধ আমার শিরচ্ছেদ
করিলেন; অতএব আপনি আমার শাপ-
প্রভাবে কপালী হইবেন এবং ব্রহ্মহত্যাঙ্কুল
হইয়া ভূতলে আপনি তীর্থভ্রমণ করিবেন।
হে দেবি! অনন্তর আমি শিলাময় হিমালয়
শৈলে গমন করি। সেইখানে ভগবান্
নারায়ণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করি।
তখন তিনি নিজ নখাগ্র দ্বারা পার্শ্ব বিদারণ
করেন, তাহাতে তাঁহার শরীর হইতে
মহতী রক্ত-ধারা প্রবাহিত হয়। ঐ অতি
বিস্তীর্ণা ধারা যোজনানীকৃত ব্যাপিয়া প্রবাহিত
হয়; কিন্তু আমার এই ঘোর অদ্ভুতদর্শন
কপাল ঐ রক্তে পূর্ণ হইল না। ৭৫—৮৭।
তখন ঐ ধারা দিব্য বর্ষসহস্র যাবৎ প্রবাহিত
হইতে লাগিল। ভগবান্ বিষ্ণু তখন বলি-
লেন,—এ কি প্রকার কপাল? হে দেবেশ!
এই কপাল আশ্চর্য্যভূত দোষিতোহি। এ জন্ত
আমার মনে সংশয় জন্মিয়াছে। হে দেব!

কুতশ্চ সম্ভবো দেব সর্কঃ মে ক্রহি পৃচ্ছতঃ ।
দেবদেব উবাচ ।
ঋতমস্ত হে দেব কপালস্ত তু সম্ভবঃ ।
শতং বর্ষসহস্রাণাং তপস্তপ্ত্বা সূদারুণম্ ॥ ৯০
ব্রহ্মাস্তজহৃৎপুদিব্যমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ।
তপসশ্চ প্রভাবেণ দিব্যং কাঞ্চনসন্নিভম্ ॥ ৯১
জনৎ তৎ পঞ্চমং লীৰ্ণং জাতং তস্ত মহাস্তনঃ ।
নিকৃন্তঃ তন্ময়া দেব তদ্বিদং পশু দুর্জয়ম্ ॥ ৯২
যত্র যত্র চ গচ্ছামি কপালং তত্র গচ্ছতি ।
এবমুক্তস্ততো দেবঃ প্রোবাচ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৯৩
শ্রীভগবান্নুবাচ

গচ্ছ গচ্ছ স্বকং স্থানং ব্রহ্মণস্ত্বং প্রিয়ং কুরু ।
তস্মিন্ স্থাস্তি ভদ্রং তে কপালং তস্ত তেজসা
ততঃ সর্কানি তীর্থানি পুণ্যান্ভায়তনানি চ ।
গতোহস্মি পৃথুলশ্রোণি ন কচিৎ প্রত্যতিষ্ঠত ॥
ততোহহং সমুদ্রপ্রাপ্তো হবিষ্মুক্তে মহাশয়ে ।
অবস্থিতঃ স্বকে স্থানে শাপশ্চ বিগতো মম ॥

কোথা হইতে কি প্রকারে আপনার এই
কপালের উৎপত্তি হইল, আপনি এ সকল
আমায় বলুন। দেবদেব বলিলেন,—হে
দেব! এই কপাল-সম্ভব বৃহত্তম শ্রবণ
করুন। ভগবান্ ব্রহ্মা শত সহস্রবর্ষ সূদা-
রুণ তপশ্চরণ করিয়া দিব্য, কাঞ্চন-সন্নিভ,
লোমহর্ষণ অদ্ভুত বপু সৃজন করেন। ঐ
মহাস্তার শরীরজাত পঞ্চম শির জলিতে-
ছিল, হে দেব! তখন আমি ঐ দুর্জয়
শির ছেদন করিলাম। তদবধি আমি
যেখানে যেখানে গমন করি, ঐ কপালও
সেই সেইস্থানে গমন করিয়া থাকে।
ইহা শুনিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম বলিলেন,—
হে দেব! আপনি স্বীয় স্থানে গমন করিয়া
ব্রহ্মার প্রিয়ানুষ্ঠান করুন। তাঁহার তেজঃ-
প্রভাবে এই কপাল সেইস্থানেই থাকিবে।
হে পৃথুলশ্রোণি! অনন্তর আমি সর্বতীর্থ
ও পুণ্য আয়তনে গমন করি; কিন্তু
কোথাও অবস্থান করি নাই। অতঃপর
অবিমুক্তকেতু প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থান

বিস্ময়াদাৎ স্মৃষ্ণোণি কপালং তৎ সহস্রধা ।
 ক্ষুটিতং বহুধা জাতং স্বপ্নলকং ধনং যথা ॥ ১৭
 ব্রহ্মহত্যাপহং তীর্থং ক্ষেত্রমেতন্ময়া কৃতম্ ।
 অশানমেতচ্ছত্রং মে দেবানাং বরবর্ণিনি ॥ ১৮
 কালো কৃত্বা জগৎ সৰ্বং সংহরামি সৃজামি চ ।
 দেবেশি সৰ্বগুহ্যাণাং স্থানং প্রিয়ত্তমং মম ॥ ১৯
 মন্ত্ৰভাঙ্গত্বে গচ্ছন্তি বিষ্ণুভক্তাস্তথৈব চ ।
 যে ভক্তা ভাস্করে দেবি লোকনাথে দিবাকরে
 তজ্জ্যোতিষ্যন্ত্যজেন্দ্রেহং মামেব প্রবিশেৎ তু সঃ
 দেব্যুবাচ ।

অত্যদুভয়মিদং দেব যত্নকং পদ্মযোনিনা ।
 ত্রিপুরাস্তকরস্থানং গুহ্যমেতন্মহাত্ম্যতে ॥ ১০১
 সন্নিধানাৎ তু তে সৰ্বৈ কলাঃ নাইস্তি ষোড়শীম্
 যত্র তিষ্ঠতি দেবেশো যত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ॥ ১০২
 গঙ্গা তীর্থসহস্রাণাং তুল্যা ভবতি বা ন বা ।

করিলাম। শাপও আমার বিগত হইল।
 স্মৃষ্ণোণি! আর সেই কপালও বিষ্ণুপ্রসাদে
 সহস্রধা ক্ষুটিত হইয়া স্বপ্ন-লক ধনের স্থায়
 বহু বিকৃত হইল। পরে আমি এই ক্ষেত্র
 ব্রহ্মহত্যাপহ তীর্থরূপে পরিণত করিলাম।
 হে বরবর্ণিনি! ইহা অশান হইলেও আমার
 ও দেবগণের প্রিয়। আমি কাল হইয়া
 এই জগৎ সংসার রক্ষা করিয়া থাকি।
 হে দেবেশি! মদীয় এই স্থান যাবতীয়
 গুহ্য বিষয়ের গুহ্যতম। ঐ স্থানে মন্ত্ৰক ও
 বিষ্ণুভক্তগণ গমন করিয়া থাকেন। হে দেবি!
 ভাস্কর-ভক্ত ব্যক্তিও যদি আমার ক্ষেত্রে
 জ্ঞান পরিত্যাগ করে, তবে সে মদীয় দেহেই
 প্রবেশ করিয়া থাকে। ১৮—১০০। দেবী বলি-
 লেন,—হে দেব! ভগবান্ পরমোনি যাহা
 বলিয়াছেন, তাহা অতি অদ্বিত। হে মহাত্ম্যতে!
 এই ত্রিপুরাস্তকর মহৎ স্থান অতীব গুহ্য।
 ভবদীয় সন্নিধান বশতঃ অন্তান্ত তীর্থ সকল
 এই স্থানের ষোড়শাংশের একাংশেরও
 যোগ্য নয়। এই ক্ষেত্রে ভগবান্ শঙ্কর
 ও শঙ্করী বাস করিতেছেন। গঙ্গা
 সহস্রতীর্থ সম হইলেও ঐ ক্ষেত্রের তুল্য

যমেব ভক্তির্দেবেশ যমেব গতিরুত্তমা ॥ ১০৩
 ব্রহ্মাদীনাং তে দেব গতিরুত্তমা সনাতনী ।
 শ্রাব্যতে যদি জাতীনাং ভক্তানাং হৃদকম্পয়া ॥
 ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে বিষ্ণুভক্তমাহাত্ম্যে
 ত্র্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৩ ॥

চতুর্দশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

মহেশ্বর উবাচ ।

সেবিতং বহুভিঃ সিদ্ধৈরপুনর্ভবকাজ্জিতিঃ ।
 বিদিত্বা তু পরং ক্ষেত্রমবিমুক্তনিবাসিনাম্ ॥ ১
 তদগুহ্যং দেবদেবস্ত তৎ তীর্থং তৎ তপোবনম্
 পরং স্থানম্ তে যান্তি সম্ভবন্তি ন তে পুনঃ ॥ ২
 জ্ঞানে বিহিতনিষ্ঠানাং পরমানন্দমিচ্ছতাম্ ।
 যা গতির্বিহিতা সন্তিঃ সাবিমুক্তে যতন্ত তু ॥ ৩
 ভবন্ত প্রীতিরতুলা হাবিমুক্তে হৃদয়তমা ।

হয় কিনা সন্দেহ। হে দেব! আপনিই
 ভক্তিস্বরূপ, আপনিই উত্তম গতি। হে
 দেব! আপনি ব্রহ্মগাদিরও অল্পতম সনা-
 তনৌ গতি; যেহেতু আপনি অল্পগ্রহপূর্বক
 দ্বিজাতি ভক্তগণকে এই ক্ষেত্রমাহাত্ম্য শ্রবণ
 করাইলেন। ১০১—১০৪।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্দশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

মহেশ্বর কহিলেন,—বহু সিদ্ধ ও অপুন-
 র্ভবকাজ্জী সাধুগণ যাহার সেবা করেন,
 দেবদেবের সেই ক্ষেত্রই অতি গুহ্য।
 তাহাই তীর্থ এবং তাহাই তপোবন। অবি-
 মুক্তবাসীদিগের অধিষ্ঠিত সেই পরম
 ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিদিত হইয়া নরগণ পরম
 স্থান প্রাপ্ত হয়। তাহাদের আর পুনর্জন্ম
 হয় না। জ্ঞাননিষ্ঠ পরমানন্দ-পিপাসু সাধু-
 গণের যে গতি বিহিত আছে, অবিমুক্তে যত-
 ব্যাক্তর সেই গতিই হইয়া থাকে। অবিমুক্ত

অসংখ্যং ফলং তত্র হৃদয়া চ গতির্ভবেৎ ॥৪
পরঃ শুভঃ সমাখ্যাতঃ শাশানমিতি সংজ্ঞিতম্
অবিমুক্তং ন সেবন্তে বঞ্চিতান্তে নরা ভুবি ॥৫
অবিমুক্তং স্থিতৈঃ পুণ্যৈঃ পাণ্ডুভির্বাযুনে রিতৈঃ
অপি দৃষ্টতকর্মাণো যান্তস্তি পরমাং গতিম্ ॥৬
মেরু মন্দরমাত্মোহপি রাশিঃ পাপস্ত কৰ্মণঃ ।
অবিমুক্তং সমাসাদ্য তৎ সৰ্বং ব্রজতি কদম্ ॥
শাশানমিতি বিখ্যাতমবিমুক্তং শিবালয়ম্ ।
তদুচ্ছং দেবদেবস্ত তৎ তীর্থং তৎ তপোবনম্
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা নারায়ণপুরোগমাঃ ।
যোগিনশ্চ তথা সাধ্যা ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৯
উপাসতে শিবং মুক্তা মন্ত্রজা মৎপরায়ণাঃ ।
যা গতির্জ্ঞানতপসাং যা গতির্যজ্ঞযাজিনাম্ ।
অবিমুক্তে মৃতানান্ত সা গতির্বিহিতা শুভা ॥১০
সংহর্তারশ্চ কৰ্ত্তারশ্চ স্মিন্ ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥১১

ক্ষেত্রে ভগবান্ ভবের অল্পম ও অল্পতম
প্রীতি বর্তমান । সূতরাং তথায় সংখ্যাতীত
ফললাভ ও অক্ষয় গতি নিশ্চিতই হয় ।
অবিমুক্ত অতি শুভ স্থান ; উহা শাশান-
সংক্রায় অভিহিত বলিয়া যে সকল নর উহার
সেবা করিতে পরামুখ হয়, ভূতলে তাহারা
প্রকৃতই বঞ্চিত হইয়া থাকে । অবিমুক্তস্থিত
বায়ুচালিত পুণ্য পাণ্ডুস্পর্শে অতি দৃষ্টত-
কর্ম্মারাও পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
লোকের পাপকর্ম্মসমূহ যদি মেরু বা মন্দরের
স্তায় অতিমাত্র সুবিপুলও হয়, তথাপি
অবিমুক্তে আসিলে তৎসমস্ত কর্ম্মপ্রাপ্ত হয় ।
শাশানাখ্যায় অভিহিত শিবালয় অবিমুক্ত
দেবদেবের অতি শুভস্থান তীর্থ এবং উহা
অতি পুণ্য তপোবন । তথায় জীবমুক্ত
মন্ত্রজ ও মৎপরায়ণ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুপ্রমুখ
দেবগণ, যোগিগণ ও সাধ্যগণ সর্বদাই
ভগবান্ সনাতন শিবের উপাসনা করিয়া
থাকেন । জ্ঞানতপস্বী কিংবা যজ্ঞযাজী-
দিগের যে গতি বিহিত আছে, অবিমুক্তে
মৃত ব্যক্তিগণের সেই শুভ গতিই বিহিত
হইয়া থাকে ১—১০। জগতের কৰ্ত্তা ও সংহর্তা

সম্রাট্‌বিরাগয়া লোকা জায়ন্তে হপুনর্ভবাঃ ।
মহর্জনস্তপশ্চৈব সত্যলোকস্তথৈব চ ॥ ১২
মনসঃ পরমো যোগো ভূত-ভব্য-ভবস্ত চ ।
ব্রহ্মাদিহাবরাস্তস্ত যোনো সাংখ্যাদি-মোক্ষয়োঃ
যেহবিমুক্তং ন মুঞ্চন্তি নরাস্তে নৈব বঞ্চিতাঃ ।
উত্তমং সর্বতীর্থানাং স্থানানামুত্তমঞ্চ যৎ ॥ ১৪
ক্ষেত্রানামুত্তমত্বেব শাশানানাং তথৈব চ ।
তটাকানঞ্চ সর্বেষাং কুপানাং শ্রোতসাং তথা ।
শৈলানামুত্তমত্বে তৎ তড়াগানাং তথোত্তমম্ ।
পুণ্যকুস্তবভট্টশ্চ হবিমুক্তস্ত সেব্যতে ॥ ১৬
ব্রহ্মণঃ পরমং স্থানং ব্রহ্মণাধ্যাসিতঞ্চ যৎ ।
ব্রহ্মণা সেবিতং নিত্যং ব্রহ্মণা চৈব রক্ষিতম্ ॥
অত্রৈব সপ্তভুবনং কাঞ্চনো মেরুপর্বতঃ ।
মনসঃ পরমো যোগঃ প্রীত্যর্থং ব্রহ্মণঃ স তু ॥

ব্রহ্মাদি সুরগণ ও সম্রাট্‌ বিরাট্‌ প্রভৃতি
লোকগণ অবিমুক্ত ক্ষেত্রে গিয়া পুনর্জন্ম-
হীন হন । মহঃ, জন তপ ও সত্যলোক-
বাসী এবং ভূত, ভাবী ও বর্তমান ব্রহ্মাদি
হাবরাস্ত সমস্ত জীব কিংবা মোক্ষোপযোগী
সাংখ্যযোগনিষ্ঠ সাধকসম্প্রদায় সকলেই
এই ক্ষেত্রে পুনর্জন্ম জয় করিয়া থাকেন ।
যে সকল নর অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরিত্যাগ না
করে, তাহারাই সংসারে প্রকৃত প্রভাবিত
হয় না । অবিমুক্ত ক্ষেত্র—সর্বতীর্থ মধ্যে
উত্তম, নিম্নলিখিত মধ্যে প্রধান স্থান, ক্ষেত্র
সমূহের মধ্যে উত্তম ক্ষেত্র, শাশান সকলের
মধ্যে পবিত্র শাশান এবং যে কিছু তট, কুপ
ও প্রবাহ আছে, তন্মধ্যে সর্বোত্তম, শৈল-
কূলের মধ্যে উত্তম শৈল ও তড়াগনিচয়ের
মধ্যে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ তড়াগস্থানীয় । যাহারা
ভবভক্ত পুণ্যার্থা পুরুষ, তাহারাই ঐ অবিমুক্ত
পুরী সেবা করিবার যোগ্য । ঐ ক্ষেত্র ব্রহ্মার
পরমস্থান, ব্রহ্মার বাসভূমি, ব্রহ্মা কর্তৃক
সেবিত এবং ব্রহ্মা কর্তৃক রক্ষিত । ব্রহ্মার
প্রীতির নিমিত্ত এইখানেই সপ্তভুবন, এই
খানেই কাঞ্চনময় সূমেরু গিরি, এবং এই-
খানে মনের অতীত পরম যোগ । ব্রহ্মা এই

ব্রহ্মা তু তত্র ভগবাংস্ত্রিসন্ধ্যাক্ষেপ্তে স্থিতঃ ॥
 পুণ্যং পুণ্যতমং ক্ষেত্রং পুণ্যকুণ্ডির্নিষেবিতম্ ॥
 আদিত্যোপাসনং কৃৎস্না বিপ্রাশ্চামরতাং গতাঃ
 অস্তেহপি যে ত্রয়ো বর্ণা ভবভক্তা সমাহিতাঃ
 অবিমুক্তে তন্তু ত্যক্তা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্
 অষ্টৌ মাসান্ বিহারন্ত যতীনাঃ সংযতাস্থ্যাম্
 একত্র চতুর্যো মাসান্ মাসৌ বা নিবসেৎ পুনঃ
 অবিমুক্তে প্রবিষ্টানাং বিহারন্ত ন বিদ্যতে ॥
 ন দেহো ভবিতা তত্র দৃষ্টং শাস্ত্রে পুরাতনে ।
 মোক্ষো হসংশয়ন্তত্র পঞ্চদশ গতিস্ত বৈ ॥ ২০
 স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতা যান্ত ভবভক্তাঃ সমাহিতাঃ ।
 অবিমুক্তে বিমুক্তান্তা যান্তান্ত পরমাং গতিম্ ॥
 অস্তা বাঃ কামচারিণাঃ স্ত্রিয়ো ভোগপরায়ণাঃ
 কালেন নিধনং প্রাপ্তা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্
 যত্র যোগশ্চ মোক্ষশ্চ প্রাপ্যতে দুর্লভো নরৈঃ

অবিমুক্তং সমাসাদ্য নান্দগচ্ছেৎ তপোবনম্
 সর্গাঙ্কনা তপঃ সেবাং ব্রাহ্মণৈর্নাজ সংশয়ঃ ।
 অবিমুক্তে বসেদযজ্ঞ মম তুলো ভবেন্নরঃ ॥
 যতো ময়া ন মুক্তং হি 'অবিমুক্তং ততঃ স্মৃতম্ ।
 অবিমুক্তং ন সেবন্তে মুঢ়া যে তমসাবৃতাঃ ॥ ২৮
 বিগ্নত্রয়েতসাং মধ্যে তে বসন্তি পুনঃপুনঃ ।
 কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ দমন্তস্তোহতিমৎসরঃ
 নিদ্রা তস্ত্রা তথালস্তুং পৈশুণ্ডমিতি তে দশ ।
 অবিমুক্তে স্থিতা বিগ্নাঃ শক্রেণ বিহিতাঃ স্বয়ম্
 বিনায়কোপসর্গাশ্চ সততঃ মুর্খী তিষ্ঠতি ।
 পুণ্যমেতদ্ববেৎ সর্গং ভক্তানাং মনুস্কম্পয়া ॥ ৩১
 পরং গুহ্যমিতি জ্ঞাত্বা ততঃ শাস্ত্রানুদর্শনাৎ ।
 ব্যাহতং দেবদেবৈশ্চ মুনিভিস্তদ্বদর্শিভিঃ ॥ ৩২
 মেদসা বিপ্লুতা ভূমিরবিমুক্তা তু বর্জিতা ।
 পুতা সমভবৎ সর্গা মহাদেবেন রক্ষিতা ॥ ৩৩

ক্ষেত্রে ত্রিসন্ধ্যায় অবস্থান করেন। এই
 পুণ্য হইতেও পুণ্যতম ক্ষেত্র পুণ্যকারী-
 দিগেরই নিষেবিত। এইখানে থাকিয়া
 আদিত্যের উপাসনাপূর্বক বিপ্রগণ অমরত্ব
 প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের বর্ণব্রহ্মও মৎ-
 প্রতি ভক্তিমুক্ত হইয়া অবিমুক্ত ক্ষেত্রে তন্তু
 ত্যাগপূর্বক পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
 সংযতাস্থ্য যতিগণের বিহার অষ্টমাসব্যাপী।
 তাঁহারা যদি এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ
 করিয়া চারিমাস বা একমাস মাত্র বাস
 করেন, তাহা হইলেই আর তাঁহাদিগের
 বিহার বিদ্যমান থাকে না। প্রাচীন শাস্ত্রে
 দেখা গিয়াছে, এখানে আসিয়া নর মৃত্যু-
 মুখে পতিত হইলে নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ
 করে, তাহার আর দেহ প্রাপ্তি হয় না। ভব-
 ভক্তিরতা পতিব্রতা স্ত্রীগণ এই অবিমুক্ত-
 ক্ষেত্রেই মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়।
 অস্তান্ত যে সকল কামচারিণী ভোগাসক্ত
 রমণী আছে, তাহারাও এই ক্ষেত্রে যথাকালে
 মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে পরম গতি লাভ করিয়া
 থাকে। নরগণ যেখানে দুর্লভ যোগ ও
 মোক্ষ লাভ করিতে পারে, সেই অবিমুক্ত

ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া অতঃ কোন তপোবনে
 গমন করাই কর্তব্য নহে। ব্রাহ্মণেরা সর্ব-
 প্রাণে এই স্থানেই তপোব্রতান করিবেন।
 যে ব্যক্তি অবিমুক্তে বাস করে, সে
 আমারই তুল্য হইয়া থাকে। আমি এই
 স্থান মুক্ত করি না, এই জন্ত ইহা অবিমুক্ত
 নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। যাহারা তমোগুণে
 আচ্ছন্ন মুঢ়লোক, তাহারা এই অবিমুক্ত
 ক্ষেত্রের সেবা করে না। ১১—২৮। তাহারা
 বিষ্ঠা, মূত্র ও শুক্র মধ্যে পুনঃপুনঃ বাস করিয়া
 থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ব, মাৎসর্য,
 নিদ্রা, তস্ত্রা, আলস্তু ও পৈশুণ্ড প্রভৃতি
 ইন্দ্রবিহিত এই দশটি বিগ্ন অবিমুক্তে অব-
 স্থিত। এতদ্বিন্ন প্রধানতঃ বিনায়কদিগের
 উপসর্গও অনেক আছে। কিন্তু দেবদেব
 ও তদ্বদশী মুনিগণ শাস্ত্রালোচনা করিয়া এই
 স্থানকে পরম গুহ্য ও পবিত্র জানিয়া বলিয়া-
 ছেন যে, ভক্তগণের প্রতি ভগবানের অক-
 কম্পাবশতঃ সমস্তই পুণ্যময় হইয়া থাকে।
 পুরাকালে মধু-কৈটভের মেদে মেদিনী পরি-
 প্লুতা হইয়াছিল, কিন্তু এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে
 সেই মেদঃস্পর্শ হয় নাই। মহাদেব কর্তৃক

সংস্কারস্তেন ক্রিয়তে ভূমিরন্তর স্থিতিঃ ।
 যে ভক্ত্যা বরদং দেবমক্ষরঃ পরমং পদম্ ॥ ৩৪
 দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-বক্ষ্য-মহোরগাঃ ।
 অবিমুক্তমুপাসন্তে তন্নিষ্ঠান্তংপরায়ণাঃ ॥ ৩৫
 তে বিশন্তি মহাদেবমাজ্যাহ্নতিরিবানলম্ ।
 তং বৈ প্রাপ্য মহাদেবমৌর্যধাষিতং শুভম্ ॥
 অবিমুক্তং কৃতার্থোহস্মিত্যাত্মানমুপলভাতে
 ঋষিদেবাসুরগণৈর্জপতোমপরায়ণৈঃ ॥ ৩৬
 যতিভির্বোক্ষকামৈশ্চ হাবিমুক্তং নিবেদ্যতে ।
 নাবিমুক্তে মৃতঃ কশ্চিন্নরকং যাতি কিম্বদী ॥ ৩৭
 ঈশ্বরানুগৃহীতা হি সর্বে যান্তি পরাং গতিম্ ।
 দ্বিযোজনমধার্কক তৎ ক্ষেত্রং পূর্বপশ্চিমম্ ॥ ৩৮
 অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণং দক্ষিণোত্তরতঃ স্মৃতম্ ।
 বাণাশৌ তদৌরা চ বাবজুরুনদৌ তু বৈ ॥ ৩৯
 এষ ক্ষেত্রস্ত বিস্তারঃ প্রোক্তো দেবেন ধীমতঃ

সুসজ্জিতা হইয়া এই সমস্ত পুরীই পুত হইয়া
 ছিল। এই জন্ত পণ্ডিতগণ এই অবিমুক্ত
 ভিন্ন অস্ত্র ভূমিরই সংস্কার করিয়া থাকেন।
 যে সকল দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস
 কিম্বা মহোরগ, তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হইয়া
 অবিমুক্তে আগমনপূর্বক ভক্তির সহিত বরদ
 অক্ষর পরমপদ দেবদেবের উপাসনা করে,
 তাহারা সকলেই অনলে আজ্যাহ্নতির স্থায়
 মহাদেবে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই ঈশ্বর-
 ধাষিত শুভ অবিমুক্তে আগমন করিয়া মহা-
 দেবকে প্রাপ্ত হইলে লোক আত্মাকে কৃতার্থ
 বলিয়া মনে করে। ঋষি, দেব, অসুর, ও
 জপ-হোম পরায়ণ মুমুকু যতিগণ এই অবি-
 মুক্ত ক্ষেত্রের সেবা করিয়া থাকেন। এই
 ক্ষেত্রে পাপী জন মৃত হইলে নরকে গমন
 করেন না। ঈশ্বরানুগৃহীত হইয়া সকলেই
 পরম গতি প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষেত্র পূর্ব ও
 পশ্চিম দিকে সার্ক দ্বি-যোজন বিস্তীর্ণ এবং
 দক্ষিণ ও উত্তর দিকে অর্দ্ধযোজন আয়ত।
 শুক্ল নদী পর্যন্ত এই শিবপুরী বাণাশৌর
 বিস্তার। ধীমান দেবদেব স্বয়ংই এই
 বিস্তারের কথা কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। তন্নিষ্ঠ

লজ্জা যোগক মোক্ষক কাঙ্ক্ষস্তো জ্ঞানমুক্তম্ ।
 অবিমুক্তং ন মুঞ্চন্তি তন্নিষ্ঠান্তংপরায়ণাঃ ।
 তস্মিন্ বসন্তি যে মর্ত্যা ন তে শোচ্যাঃ কদাচন
 যোগক্ষেত্রং তপঃক্ষেত্রং সিদ্ধ-গন্ধর্ববসেবিতম্
 সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা নাবিমুক্তসমা ভূবি ॥ ৪০
 ভূর্লোকে চান্তরীক্ষে চ দিবি তীর্থানি যানি চ ।
 অতীত্য বর্ততে চান্তদবিমুক্তং প্রভাবতঃ ॥ ৪১
 যে তু ধ্যানং সমাসাদ্য মুক্তাঙ্গানঃ সমাহিতাঃ ।
 সন্নিয়মোদ্রিগগ্রামং জপন্ত শতকুজ্রিয়ম্ ॥ ৪২
 অবিমুক্তে হিতা নিত্যং কৃতার্থান্তে দ্বিজাতয়ঃ
 ভবভাক্তং সমাসাশ্রয়মন্তে তু সূনিশ্চিতাঃ ॥ ৪৩
 সংহত্য শক্তিতঃ কামান্ বিষয়েভ্যো বহিঃ হিতাঃ
 শক্তিতঃ সর্বতো মুক্তাঃ শক্তিতত্ত্বপসি হিতাঃ
 করণানৌহ চাঙ্গানমপুনর্ভবভাবিতাঃ ।
 তং বৈ প্রাপ্য মহাঙ্গানমৌর্যং নির্ভয়াঃ হিতাঃ ॥

ও তৎপরায়ণ জনগণ এই অবিমুক্ত
 প্রাপ্ত হইয়া অমৃতম যোগ ও মোক্ষ কামনার
 আর কদাচ ইহা পরিত্যাগ করেন না।
 ঐখানে যে সকল মর্ত্যবাসী বাস করে,
 তাহারা কদাচ শোকাহ হয় না। এই অবি-
 মুক্ত সিদ্ধক্ষেত্র, যোগক্ষেত্র এবং সিদ্ধ ও
 গন্ধর্বগণ কর্তৃক সেবিত; এই ভূতলস্থ কি
 সরিৎ, কি সাগর, কি শৈল, কোন কিছুই
 অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সমান নহে; ভূর্লোকে,
 অন্তরীক্ষে, কিম্বা স্বর্গে যে সকল তীর্থ আছে,
 এই অবিমুক্ত স্থায় প্রভাবে তৎসমস্তই অতি-
 ক্রম কমিয়া বর্তমান। ২৯—৪৪। যে সকল দ্বিজ
 নিত্য অবিমুক্তে থাকিয়া ধ্যানযোগে মুক্তাঙ্গ
 ও সমাহিত অবস্থায় ইন্দ্রিগ্রাম নিরোধ-
 পূর্বক শতকুদৌষ মন্ত্র জপ করেন, তাহারা
 কৃতার্থ হইয়া থাকেন। বাহারা যথাশক্তি
 বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক এই স্থানে
 যথাসাধ্য সর্ব ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত
 ও নিশ্চিন্তচিত্তে তপস্তায় সমাসক্ত হইলে,
 তাহারা ভবভক্তি লাভ করিয়া মহাপুণ্যে
 বিহার করিয়া থাকেন। বাহারা ইন্দ্রিগ্রাম
 নিরোধপূর্বক পুনর্জন্ম পরিহার কামনার

ন ভেবাং পুনরাবৃতিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ।
 অবিমুক্তে তু গৃহস্থে ভবেন বিভূনা স্বয়ম্ ॥ ৪৯
 উৎপাদিতঃ মহাক্ষেত্রঃ সিধ্যস্তে যত্র মানবাঃ ।
 উদ্দেশ্যমাত্রঃ কথিতা অবিমুক্তগুণাস্তথা ॥ ৫০
 সমুদ্রস্তেব রত্নানামবিমুক্তস্ত বিস্তরম্
 মোহনং ভক্তভক্তানাং ভক্তানাং ভক্তিবর্ধনম্ ॥
 মুঢ়াস্তে তু ন পশ্যন্তি স্থানানমিতি মোহিতাঃ ।
 হস্তমানোহপি যো বিদ্বান বসেদ্বিষ্মশতৈরপি ॥
 স যাতি পরমং স্থানং যত্র গত্বা ন শোচতি ।
 জন্ম-মৃত্যু-জরামুক্তঃ পরং যাতি শিবালয়ম্ ॥
 অপুনর্বরণানাং হি সা গতির্লোককাক্ষিণাম্
 যাং প্রাপ্য কৃতকৃত্যঃ স্তাদিতি মন্ত্রেত পণ্ডিতঃ
 ন দানৈর্ন তপোভিবা ন যজ্ঞৈর্নাপি বিদ্যায়া ।
 প্রাপ্যতে গতিরিত্তা যা হবিমুক্তে তু লভ্যতে

নানাবর্ণা বিবর্ণাশ্চ চণ্ডালা য়ে জুগুপ্সিতাঃ ।
 কিংবদ্যৈঃ পূর্ণদেহাশ্চ প্রকট্টৈঃ পাতকৈস্তথা ॥ ৫১
 ভেষজঃ পরমঃ তেষামবিমুক্তঃ বিহবুধাঃ ।
 জাতান্তরসহস্রেষু হবিমুক্তে ত্রিযেত যঃ ॥ ৫২
 ভক্তো বিবেচয়ে দেবে ন স ক্রোধোহভিজায়তে
 যত্র চেষ্টেঃ হতঃ দন্তঃ তপস্তপ্তঃ কৃতঞ্চ যৎ ॥ ৫৩
 সক্ষমকয়মেতান্মরবিমুক্তে ন সংশয়ঃ ।
 কালেনোপরতা যাস্তি ভবে সাযুজ্যমক্ষয়ম্ ॥ ৫৪
 ক্লেশা পাপসহস্রাণি পশ্যাৎ সম্ভাপমেত্য বৈ ।
 যোহবিমুক্তে বিযুজ্যেত স যাতি পরমাং গতিম্
 উত্তরং দক্ষিণঞ্চাপি অঘনং ন বিকল্পয়েৎ ।
 সর্বস্তেষাং শুভঃ কালো হবিমুক্তে ত্রিযন্তি যে
 ন তত্র কালো মীমাংস্তুঃ শুভো বা যদিবাশুভঃ
 তস্মৈ দেবস্তু মাহাত্ম্যস্থানমদ্রুতকর্ম্মণঃ ।

এই স্থানে তপোনিষ্ঠ হম, তাঁহার। মহাত্মা, মহানীয ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে অবস্থান করেন। শতকোটি কল্পেও তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম লাভ হয় না। ভগবান্ ভব স্বয়ং তাঁহাদিগকে সাদরে এই অবিমুক্তক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই মহাক্ষেত্র সাক্ষাৎ ভগবানের উৎপাদিত। এখানে মানবেরা সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রস্থ রত্ন-রাশির ত্যায়, এই আমি সংক্ষেপতঃ অবিমুক্ত ক্ষেত্রের গুণগণ বর্ণন করিলাম। ইহা অন্তঃকরণের মোহবর্দ্ধক এবং ভক্তগণের মহাসিদ্ধি-দাতা। যাহারা মূর্থ, তাহারাই ইহাকে স্থান মনে করিয়া মোহিত হয়। যে বুদ্ধ ব্যক্তি শত শত বিঘ্নে ব্যাহত হইয়াও এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেখানে গিয়া তাঁহাকে আর শোক করিতে হয় না, তিনি জন্ম-মৃত্যু ও জন্মরহিত হইয়া পরম শিবলোকে গমন করেন। যাহারা পুনর্জন্ম-জিগীষু মুমুক্শু পুরুষ, তাঁহাদিগের পক্ষেও ঐ গতি প্রশস্ত। পণ্ডিতগণ মনে করেন, ঐ গতি পাইয়াই লোক কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। অবিমুক্তক্ষেত্রে যে ইষ্ট গতি লভ হয়, দান,

তপস্শা, যজ্ঞ বা বেদাধ্যয়ন দ্বারাও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নানা বর্ণ ও বিবর্ণ এমন কি চণ্ডালাদি জুগুপ্সিত জাতি—বহু পাতকে, বহু হুকার্য্যে পূর্ণদেহ হইলেও তাহাদের পক্ষে এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রই পরম ভেষজ। ইহাই পণ্ডিতগণের মত। সহস্র জাতান্তর মধ্যেও যদি কেহ এই অবিমুক্তে প্রাণ ত্যাগ করে, তবে বিবেচনায় দেবে ভক্তিমান্ ঐ নর পুনরার আর জন্মগ্রহণ করে না। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে অপ, হোম, দান, তপস্শা বা অন্ত যে কোন সংকর্ম্ম সকলই নিশ্চয় অক্ষয় হইয়া থাকে। জন-গণ এখানে কাল কবলিত হইয়া ভগবান্ ভবের অক্ষয় সাযুজ্য লাভ করে। যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র পাপ কার্য্য করিয়া পশ্চাৎ সন্তপ্ত হয়,—হইয়া অবিমুক্তে গমনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করে, তাহারও পরম গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অবিমুক্তে যাহারা প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের পক্ষে উত্তরায়ণ কিবা দক্ষিণায়ন ইত্যাদি কোন কালকাল বিচার নাই। তাঁহাদের পক্ষে সকল কালই শুভজনক হইয়া থাকে। যিনি সকলের নাম, যিনি সকলের

সর্বেষামেব নাথস্ত সর্বেষাং বিভূনা বরম্ ॥৬২
 ক্ষম্বেদং স্বয়ং সর্বে ক্ষম্বেদন কথিতং পুরা ।
 অবিমুক্তাশ্রমঃ পুণ্যঃ ভাবয়ৎ করণৈঃ শুভৈঃ
 ইতি শ্রীমাৎশ্চে মহাপুরাণেহবিমুক্তমাহাশ্রমঃ
 নাম চতুর্দশীত্যাধিকশততমো-
 হধ্যায়ঃ ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

অবিমুক্তে মহাপুণ্যে আস্তিক্যঃ শুভদর্শনাঃ ।
 বিশ্বস্য পরমং জগদ্বৈবগগাদনিন্দনাঃ ॥ ১
 উচুস্তে হৃষ্টমনসঃ স্বন্দং ব্রহ্মবিদাং বরম্ ।
 ব্রহ্মণো দেব পৌত্রস্তং ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মণঃ প্রিয়ঃ ॥
 ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিদব্রহ্মা ব্রহ্মেন্দ্রে ব্রহ্মলোককৃৎ
 ব্রহ্মকৃৎব্রহ্মচারী ব্রং ব্রহ্মাদির্ব্রহ্মবৎসলঃ ॥ ৩
 ব্রহ্মতুল্যোত্তরকরো ব্রহ্মতুল্য নমোহস্ত তে ।

ঈশ্বর, সেই অদ্ভুতকর্মা দেবদেবেয়ই এই
 মাহাশ্রম স্থান । ঋষিগণ পুরাকালে স্বন্দ-
 কথিত এই পুণ্য রূপান্ত্র গ্রহণ করিয়া
 সমস্ত ইন্দ্রিয়যোগে সেই পুণ্য অবিমুক্তা-
 শ্রমের বিষয়ই ভাবিতে লাগিলেন ॥৬২—৬৩॥

চতুর্দশীত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চাশীত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

শ্রুত কহিলেন,—মহাপুণ্য ভূমি অবিমুক্ত
 ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আস্তিক্যবুদ্ধিশালী
 ভাবিতাশ্রম শুভদর্শন ঋষিগণ ঐ মহাপুণ্য-
 জনক আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরম বিশ্বাস-
 পন্ন হইয়া সহকারে হর্ব গগাদ বাক্যে ব্রহ্ম-
 বিদগণের বরণ্য স্বন্দকে কহিলেন—হে
 দেব, আপনি ব্রহ্মার পৌত্র, ব্রহ্মণ্য,
 ব্রহ্মপ্রিয়, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মা, ব্রহ্মেন্দ্র,
 ব্রহ্মলোককর্তা, ব্রহ্মকৃৎ, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মাদি,
 ব্রহ্মবৎসল, ব্রহ্মতুল্য, উত্তরকর ও ব্রহ্মতুল্য,

স্বয়ং ভাবিতাশ্রমঃ ক্ষম্বেদং পাবনং মহৎ ॥
 তবন্ত পরমং জাতং বজ্রজ্ঞানমুত্তমমুত্তে ।
 স্বস্তি তেহস্ত গমিষ্যামো তুলোকং শঙ্করালয়ম্
 যত্রাসৌ সর্বভূতান্না স্থাপুতৃতঃ স্থিতঃ প্রভুঃ ।
 সর্বলোকহিতার্থায় তপশ্চ্যুগ্রে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬
 সংযোজ্য যোগেনাশ্রয়ানং রৌদ্রীং তত্ত্বমুপাশ্রিতঃ
 শুভকৈরাস্তভূতস্ত আশ্রতুল্যগুণৈর্নৃতঃ ॥ ৭
 ততো ব্রহ্মাদিত্তিদেবৈঃ সিদ্ধৈশ্চ পরমর্ষিভিঃ ।
 বিজ্ঞপ্তঃ পরম্য ভক্ত্যা ব্রং প্রসাদাপণেশ্বর ॥ ৮
 বস্তমিচ্ছাম নিয়তমবিমুক্তে স্তুনিশ্চিতাঃ ।
 এবংগুণে তথা মর্ত্যা হবিমুক্তে বসন্তি যে ॥ ৯
 ধর্মশীলা জিতক্রোধা নির্দ্বন্দ্বা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ।
 ধ্যানযোগপরঃ শিষ্টিঃ গচ্ছন্তি পরমাব্যয়াম্ ॥
 যোগিনো যোগসিদ্ধাশ্চ যোগমোকশদং বিভূম্
 উপাসতে ভক্তিযুক্তাঃ শাস্তা যোগগতিং গতঃ

আপনাকে আমরা নমস্কার করি । যাহা
 জানিলে মোক্ষলাভ করা যায়, আমরা সেই
 পরম তব পরিজ্ঞাত হইয়াছি, আপনার
 মঙ্গল হউক, আমরা এক্ষণে তুলোকহ
 শঙ্করালয়ে গমন করিব । তথায় সেই সর্ব-
 ভূতান্না ভগবান্ স্থাপুত্রে অবস্থান করিতে-
 ছেন । তিনি সকল লোকের হিতের নিমিত্ত
 উগ্র তপস্যায় বর্তমান । সেই শঙ্কর যোগ-
 বলে আশ্রিতে আশ্রাকে যোজিত করিয়া
 রৌদ্রী তত্ত্ব ধারণ করিতেছেন । আশ্রতুল্য
 গুণশালী শুভকগণে তিনি পরিবৃত্ত রহিয়া-
 ছেন । অনন্তর ব্রাহ্মণাদি দেবগণ, সিদ্ধগণ,
 ও পরম ঋষিগণ আসিয়া পরম ভক্তি সহ-
 কারে জানাইলেন,—হে গণেশ্বর ! আমরা
 ভবদীয় প্রসাদে নিয়ত অবিমুক্ত ক্ষেত্রে
 বাস করিতে ইচ্ছা করি । এইরূপ গুণসম্পন্ন
 অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যে সকল মনুষ্য বাস করে,
 তাহার ধর্মশীল, জিতক্রোধ, নির্দ্বন্দ্ব, নিয়তে-
 ন্দ্রিয় ও ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া পরম অব্যয় সিদ্ধি
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১—১০॥ যোগসিদ্ধ যোগি-
 গণ হেথায় ভক্তিযুক্ত শাস্ত ও যোগগতি
 প্রাপ্ত হইয়া যোগ-মোকশদা বিভূকে উপা-

স্থানং শুভং শ্রাদ্ধানানাং সৰ্ব্বেষামেতদুচ্যতে ।
 ন হি যোগাদৃতে মোক্ষঃ প্রাপ্যতে ভূবি মানবৈঃ
 অবিমুক্তে তু বসতাং যোগো মোক্ষস্ত সিধ্যতি
 অনেন জন্মনৈবেহ প্রাপ্যতে গতিকৃতমা ॥ ১০
 অবিমুক্তে নিবসতা ব্যাসেনামিত্তেজসা
 নৈব লভা কচিদ্ভিক্ষা ভ্রমমাণেন যত্নতঃ ॥ ১১
 ক্ষুধাবিষ্টস্ততঃ ক্রুদ্ধোহচিন্তয়চ্ছাপমুত্তমম্ ।
 দিনং দিনং প্রাতঃ ব্যাসঃ বয়স্যং যোহবতিষ্ঠতি
 কথং মমেনং নগরং ভিক্ষাদোষাক্তত্বদম্ ।
 বিপ্রো বা কল্লিষো বাপি ব্রাহ্মণী বিধবাপি বা ॥
 সংস্কৃতাসংস্কৃতা বাপি পবিপকাঃ কথং হু মে ।
 ন প্রযচ্ছন্তি বৈ লোকা ব্রাহ্মণান্শযাকারকম্ ॥ ১২
 এষাং শাপং প্রদাম্যমি তীর্থস্থ নগরস্থ তু ।
 তীর্থকাতীর্থতাং বাতু নগরং শাপয়ামাহম্ ॥ ১৩

সনা করিয়া থাকেন । সমস্ত শ্রাদ্ধানমধ্যে
 এই অবিমুক্ত কেত্রই শুভ স্থান বলিয়া
 কীৰ্ত্তিত । ভূতলে যোগ ব্যতীত মানবেরা
 মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু অবিমুক্ত কেত্রে
 যাহারা বাস করে, তাহাদের যোগ এবং
 মোক্ষ উভয়ই হইয়া থাকে । লোকে এক
 জন্মেই এখানে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয় ।
 একদা অমিত্তেজা মহাত্মা ব্যাস এই
 অবিমুক্তে বাস করিয়াছিলেন । তিনি বহু
 ভ্রমণ করিয়া এখানকার কোথাও ভিক্ষা লাভ
 করিতে পারেন নাই । তখন তিনি ক্ষুধা-
 বিষ্ট ও অতি ক্রুদ্ধ হইয়া এই নগরের প্রতি
 কঠোর শাপের বিষয় চিন্তা করিতে লাগি-
 লেন । ব্যাস এক এক দিন করিয়া প্রায়
 ছয়মাস কাল কানীতে বাস করেন । তিনি
 চিন্তা করিলেন,—কেন এই নগর ভিক্ষা-
 দোষে হতপ্রায় হইল । এখানে কি ব্রাহ্মণ,
 কি কল্লিষ, কি ব্রাহ্মণী, কি বিধবা, কি সংস্কৃতা,
 কি অসংস্কৃতা নারী, কি বৃদ্ধা স্ত্রী, কোন
 লোকই ত আমাকে ভিক্ষা দান করিতেছে
 না । ব্রাহ্মণের পক্ষে ভিক্ষা না পাওয়া ত
 বড়ই আশ্চর্য্যের কথা । অতএব আমি
 এই সকল লোক ও এই নগর বা তীর্থের

মা ভূং ত্রিপৌরুষী বিদ্যা মা ভূং ত্রিপৌরুষঃ
 ধনম্ ।
 মা ভূং ত্রিপৌরুষঃ সখং ব্যাসো বারানসীঃ
 শপন ॥ ১২

অবিমুক্তে নিবসতাং জনানাং পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ।
 বিশ্বং সৃজামি সৰ্ব্বেষাং যেন সিদ্ধির্ন বিজ্ঞতে ॥
 ব্যাসচিন্তঃ তদা জাহ্না দেবদেব উমাপতিঃ ।
 ভীতভীতস্তদা গৌরীং তাং প্রিয়াং পথ্যভাষত
 শূনু দেবি বচো মহৎ বাদৃশং প্রত্যাশ্বিতম্ ।
 কৃকটৈষপায়নঃ কোপাচ্ছাপং দাতুং সমুচ্চতঃ ॥ ২২
 দেব্যুবাচ ।

কিমৰ্থং শপতে ক্রুদ্ধো ব্যাসঃ কেন প্রকোপিতঃ
 কিং কৃতং ভগবন্তস্ত যেন শাপং প্রযচ্ছতি ॥ ২৩
 দেবদেব উবাচ ।

অনেন শূতপস্তপ্তঃ বহুং বর্ষণান্ প্রিয়ে ।

প্রতি অভিশাপ প্রদান করিব । এই তীর্থ
 অতীর্থ হউক, এ নগর অপবিত্র হউক,
 এখানকার লোকদিগের বিজ্ঞা তিন পুরুষ-
 গামিনী, ধন তিন পুরুষস্বামী, বা মিত্রতা
 তিন পুরুষব্যাপিনী না হউক, এই অবিমুক্তে
 যে সকল পুণ্যকৰ্ম্মী লোক বাস করে, আমি
 এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া তাহাদিগের
 বিশ্ব উৎপাদন করিব । আমার এই শাপে
 তাহারা হেথায় সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে না ।
 দেবদেব উমাপতি তখন ব্যাসের অভিপ্রায়
 জানিতে পারিয়া ভীতভীত ভাবে প্রিয়া
 গৌরী দেবীকে বলিলেন,—হে দেবি ! যে
 ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, শ্রবণ কর । মহর্ষি
 কৃকটৈষপায়ন কোপভরে কানী ও কানীবাসীর
 প্রতি শাপ প্রদানে সমুদ্যত হইয়াছেন । দেবী
 কহিলেন,—কে ব্যাসের কোপ জন্মাইল ?
 কেন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দানে সমুদ্যত
 হইলেন ? কে ভগবন ! কে তাঁহার কি করি-
 যাছে যে, তিনি হঠাৎ শাপ প্রদান করিতে-
 ছেন ? ১১—২৩ দেবদেব কহিলেন—প্রিয়ে ।
 এই ব্যাসদেব বহুবর্ষ যাবৎ কঠোর তপ

মৌনিনা ধ্যানযুক্তেন দ্বাদশাদান্ বরাননে ॥২৪
ততঃ কৃধা স্তম্ভাভ্যামিত্যুমাগতঃ ।
নৈবাস্ত কেনচিদ্ধিকা গ্রাসার্কমপি ভামিনি ॥২৫
এবং ভগবতঃ কাল আসৌষাণ্মাসিকো মুনোঃ
ততঃ ক্রোধপরীতাস্থা শাপং দাস্ততি সৌহৃদনা
যাবন্নৈষ শপেৎ তাবদুপায়স্তত্র চিন্ত্যতাম্ ।
কৃষ্ণৈষপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রিয়ে ॥২৬
কোহস্ত শাপায় বিভেতি হপি সাক্ষাৎ পিতামহ
অদৈবং দৈবতং কুর্ধ্যাদেবকাপ্যপদৈবতম্ ॥ ২৮
আবাস্ত মান্বযৌ ভূহা গৃহস্থাবিহবাসিনৌ ।
তস্ত তপ্তিকরোঃ ভিক্ষাং প্রযচ্ছাবো বরাননে
এবমুক্তা ততো দেবি দেবেন শম্বুনা তদা ।
ব্যাসস্ত দর্শনং দত্ত্বা কৃহা বেষস্ত মান্বযম্ ॥ ৩০
এহেহি ভগবন্ সজো ভিক্ষাং গ্রাহয় সত্তম ।

অশ্বদগৃহে কদাচিত্ স্ৰঃ নাগতোহসি মহামুনে ॥
এতচ্ছ্রুত্বা শ্রীতমনা ভিক্ষাং গ্রহীতুমাগতঃ ।
ভিক্ষাং দত্ত্বা তু ব্যাসায় যদ্রসামমুতোপমাম্ ॥
অনান্দাদিতপূর্বা সা ভিক্ষিতা মুনিনা তদা ।
ভিক্ষাং ব্যাসস্ততো ভুক্ত্বা চিন্তয়ন্ হৃষ্টমানসঃ ॥
ববন্দে বরদং দেবং দেবীক গিরিজাং তদা ।
ব্যাসঃ কমলপত্রাক ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৪
দেবো দেবী নদী গঙ্গা মিষ্টমন্নং শুভা গতিঃ ।
বারাণশ্যঃ বিশালাক্ষি বাসঃ কস্ত ন রোচতে ॥
এবমুক্তা ততো ব্যাসো নগরীমবলোকয়ন্ ।
চিন্তয়ানস্ততো ভিক্ষাং হৃদয়ানন্দকারিণীম্ ॥ ৩৬
অপশ্ৰুৎ পুরতো দেবং দেবীক গিরিজাং তদা
গৃহপ্রাঙ্গণস্থিতং ব্যাসং দেবদেবোহব্রবীদ্বিদম্ ॥৩৭
ইহ ক্ষেত্রে ন বস্তব্যং ক্রোধনস্তং মহামুনে ।
এবং বিশ্বমাপন্নো দেবং ব্যাসোহব্রবীষচঃ ॥

করিয়াছেন। হে বরাননে! ইনি ধ্যান-
যোগে মৌনী হইয়া দ্বাদশবর্ষ যাপন করিয়া-
ছেন। অনন্তর ক্ষুধার উদ্বেক হওয়ায় ইনি
ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন; কিন্তু হে
ভামিনি! কেহই ইহাঁকে অর্কগ্রাস মাত্র ভিক্ষাও
প্রদান করে নাই। এইরূপে ঐ ভগবান
ব্যাসদেবের ছয়মাস অতিবাহিত হইয়াছে।
অনন্তর এক্ষণে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদানে
সমুদ্যত হইয়াছেন; অতএব যে পর্য্যন্ত ইনি
না শাপ দান করেন, তাবৎ একটা উপায়
চিন্তা কর। হে প্রিয়ে! কৃষ্ণৈষপায়ন
ব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়াই জানিও।
ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কে না ইহাঁর
অতিশাপ হইতে ভীত হইয়া থাকে? ইনি
অদৈবকেও দৈব করিতে পারেন এবং
দৈবকেও ইহাঁর অদৈব করিবার ক্ষমতা
আছে। তাই বলিতেছি, হে বরাননে!
আমরা উভয়ে এখানে মান্বষাকারে গৃহস্থ
হইয়া এই ব্যাসদেবের তপ্তিকরী ভিক্ষা
প্রদান করি। দেব শম্বু এই কথা
কহিলে দেবী মান্বষবেশে ব্যাসকে দেখা
দিয়া বলিলেন,—ভগবন্! আশ্বন, আশ্বন,

আসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করুন। হে মহামুনে!
আপনি আমাদের গৃহে কখনই আগমন
করেন নাই। ব্যাস এই কথা শুনিয়া শ্রীত-
চিন্তে ভিক্ষা লইবার জন্য গমন করিলেন।
দেবী ব্যাসকে যদ্রসামমুতী স্তম্ভাসম ভিক্ষা
প্রদান করিলেন। মুনিস্বর ব্যাস তখন সেই
অনান্দাদিতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব তৈক্ষ জব্য তক্ষণ
করিলেন। ভোজনের পর ব্যাস হৃষ্টমনে
ভাবিতে লাগিলেন,—বারাণসীতে দেব
আছেন, দেবী আছেন, নদী গঙ্গা আছেন,
মিষ্ট অন্ন আছে, অস্ত্রে শুভগতি হইবার
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে; সুতরাং এখানে বাস
কর। কাহার না অভিপ্রের্ত্তাহইবে? ২৪-৩৫।
ব্যাস এই বলিয়া নগর দর্শন করিতে করিতে
সেই হৃদয়াহ্লাদকরী ভিক্ষার বিষয় চিন্তা
করিলেন এবং সম্মুখেই গিরিজা ও গিরিজা-
পতিকে দেখিতে পাইলেন। তখন দেবদেব
গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত ব্যাসকে বলিলেন,—হে মহা-
মুনে! তুমি অতি ক্রোধনশ্চাব; সুতরাং
এ ক্ষেত্রে তুমি বাস করিতে পারিবে না।
ব্যাস এই কথায় বিশ্বমাপন্ন হইয়া দেবদেবকে

ব্যাস উবাচ ।

চতুর্দশাম্বাষ্টিয়াং প্রবেশং দাতুমর্হসি ।
 এবমাবিত্যহুজায় তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ৩৯
 ন তদগৃহং ন সা দেবী ন দেবো জায়তে কচিৎ
 এবং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতঃ পুরা ব্যাসো মহাতপাঃ
 জাহা ক্ষেত্রগুণান্ সৰ্বান্ স্থিতস্তনৈব পার্বতঃ
 এবং ব্যাসং স্থিতং জাহা ক্ষেত্রং শংসন্তি
 পণ্ডিতাঃ ॥ ৪১
 অবিসৃক্তগুণানাস্ত কঃ সমর্থো বদিষ্যতি ।
 দেব-ব্রাহ্মণবিদ্বিষ্টা দেবভক্তিবিড়ম্বকাঃ ॥ ৪২
 ব্রহ্মরাস্ত কৃতরাস্ত তথা নৈকৃতিকাস্ত যে ।
 লোকদ্বিষো গুরুদ্বিষস্তীর্থায়তনদূষকাঃ ॥ ৪৩
 সদা পাপরতাশ্চৈব যে চান্তে কুংসিতা ভূবি ।
 তেষাং নাস্তীতি বাসো বৈ স্থিতোহসৌ
 দণ্ডনায়কঃ ॥ ৪৪

বলিলেন,—আপনার নিয়ম যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা—চতুর্দশী এবং অষ্টমীদিনে আমাকে আপনি এ স্থানে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিন। দেবদেব ব্যাসের প্রার্থনায় ‘তথাস্ত’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ব্যাস দেখিলেন,—সেখানে সে গৃহ নাই এবং সেই দেবী বা দেবও নাই। তাঁহার। কেথায় গেলেন, কিছুই তিনি বুঝিলেন না। এইরূপে সেই ত্রৈলোকা-বিখ্যাত মহাতপা বেদব্যাস অবিযুক্ত ক্ষেত্রের গুণাগুণ সমস্তই বিদিত হইয়া সেই ক্ষেত্রের পার্শ্বেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্যাসের এইরূপ অবস্থানের কথা জানিতে পারিয়া বৃধগণ এই ক্ষেত্রের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক অবিযুক্ত ক্ষেত্রের গুণরাশি বর্ণন করিতে কে সমর্থ হয়? যাহারা দেব ও ব্রাহ্মণদ্বিষ, দেবভক্তি-হীন, ব্রহ্মর, কৃতর, নৈকৃতিক, লোকদ্বিষ, গুরুদ্বিষ, তীর্থস্থানদূষক, সতত পাপবৃত্ত, বা নিতান্ত কদাকার, এই অবিযুক্ত ক্ষেত্রে তাহাদিগের বাস করিবার অধিকার নাই। এই ক্ষেত্ররক্ষার্থ দণ্ডনায়ক নিযুক্ত রাখিয়া-

রক্ষণার্থং নিযুক্তং বৈ দণ্ডনায়কমুত্তমম্ ।
 পূজয়িত্বা যথাশক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিধূপটকৈঃ ॥ ৪৫
 নমস্কারং ততঃ কৃত্বা নায়কস্ত তু মন্ত্রবিৎ ।
 সৰ্ববর্ণায়ুতে ক্ষেত্রে নানাবিধসম্রায়ুপে ॥ ৪৬
 ঈশ্বরাস্ত্রগৃহীতা হি গতিং গানেশ্বরীং গতাঃ ।
 নানারূপধরা দিব্যা নানাবেশধরাস্তথা ॥ ৪৭
 সুরা বৈ যে তু সৰ্বৈ চ তন্নিষ্ঠান্তংপরায়ণাঃ ।
 যদিচ্ছন্তি পরং স্থানমক্ষয়ং তদবাধুযুঃ ॥ ৪৮
 পরং পুরং দৈবপুরাধিশিষ্যতে
 তদন্তরং ব্রহ্মপুরং পুরং স্থিতম্ ।
 তপোবলাদৌশ্বরযোগনির্মিতং
 ন তৎ সমং ব্রহ্মদিবোকসালয়ম্ ।
 মনোরমং কামগমং স্থানাময়-
 মতীত্য তেজাসি তপাসি যোগবৎ ॥ ৪৯
 অধিষ্ঠিতস্ত তৎস্থানে দেবদেবো বিরাজতে ।
 তপাসি যানি তপ্যন্তে ব্রতানি নিয়মান্ত যে ॥
 সৰ্বতীর্থান্তিষেকস্ত সৰ্বদানফলানি চ ।

ছেন। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এই সৰ্ববর্ণপরিবৃত্ত নানা সম্রায়ুপাণিত ক্ষেত্রে যথাশক্তি গন্ধপুষ্প ধূপাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা ও নমস্কার করিবেন। এইরূপ করিলে সকলেই ঈশ্বরাস্ত্র-গৃহীত হইয়া গানেশ্বরী গতি প্রাপ্ত হন। যে সকল দেবতা তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হইয়া যাদৃশ পরম স্থান পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তথাবিধ অক্ষয় পদই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই পুরী দেবপুরী অপেক্ষা বিশিষ্ট। ইহার উত্তরাংশ ব্রহ্মপুরী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠরূপে অবস্থিত। ঈশ্বরের তপস্তা ও যোগবলে ইহা নির্মিত। ব্রহ্মালয় বা অন্ত কোন দেবালয়ও ইহার তুল্য নহে। ইহা মনোরম, কামগম ও যোগসম্পন্ন। এই শ্রেষ্ঠ পুরী সমস্ত তেজ ও সমস্ত তপঃপ্রভাব অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। ৩৬—৪৯। স্বয়ং দেবদেব এই স্থানে অবস্থিত ও বিরাজিত। যে সকল তপস্তা, যে কিছু ব্রহ্মনিয়ম, যত কিছু তীর্থস্থান ও দান কল্প,

সর্বযজ্ঞেযু যৎ পুণ্যমবিমুক্তে তদাধুয়াৎ ॥ ৫১
অতীতঃ বর্তমানঞ্চ অজ্ঞানাজ্ঞানতোহপি বা
সৰ্বঃ তস্মৈ চ যৎ পাপং ক্ষেত্রং দৃষ্ট্বা বিনশ্চতি ॥
শাষ্টৈর্দীপ্তৈস্তপস্তপ্তৈঃ যৎকিঞ্চিদ্রুদ্যসংজ্ঞিতম্ ।
সৰ্বঞ্চ তদবাপ্নোতি অবিমুক্তে জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫২
অবিমুক্তঃ সমাসাদ্য লিঙ্গমর্চয়তে নরঃ ।
কল্পকোটিশতৈশ্চাপি নাস্তি তস্মৈ পুনৰ্ভবঃ ॥ ৫৩
অমরা হৃদয়াশ্চৈব ক্রীড়ন্তি ভবসন্নিধৌ ।
ক্ষেত্রতীর্থোপনিষদমবিমুক্তং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪
অবিমুক্তে মহাদেবমর্চয়ন্তি স্তবন্তি বৈ ।
সৰ্বপাপবিনির্মুক্তান্তে তিষ্ঠান্ত্যজরামরাঃ ॥ ৫৫
সৰ্বকামাশ্চ যে যজ্ঞাঃ পুনরারুতিকাঃ স্মৃতাঃ ।
অবিমুক্তে মৃত্যু য়ে চ সৰ্বৈ তে হনিবৰ্ভকাঃ ॥ ৫৬
গ্রহ-নক্ষত্র-ভাৱাণাং কালেন পতনাস্তয়ম্ ।
অবিমুক্তে মৃত্যুনাশ্চ পতনং নৈব বিদ্যতে ॥ ৫৭

কল এবং সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠান-জনিত যে সকল
পুণ্য—সমস্তই এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রাপ্ত
হওয়া যায়। এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র দর্শন
করিলে মানবের অতীত, বর্তমান, অজ্ঞানকৃত
বা জ্ঞানকৃত সমস্ত পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে।
শাস্ত্র ও দান্ত ব্যক্তিগণ যাহা কিছু ধর্ম
সংজ্ঞিত কার্য্য করেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ
অবিমুক্ত ক্ষেত্রে তৎসমস্তই প্রাপ্ত হন। যে
নর অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গার্চনা
করেন, শতকল্প কোটি কালেও তাঁহার আর
পুনর্জন্ম হয় না; অমর ও অক্ষয় হইয়া ভব-
সন্নিধানে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই অবি-
মুক্ত ক্ষেত্র ক্ষেত্রতীর্থের উপনিষদ স্বরূপ,
ইহাতে কিঞ্চিৎকিছুও সংশয় নাই। যাহারা
অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মহাদেবের অর্চনা ও স্তব
করেন, তাঁহারা সৰ্বপাপ-নির্মুক্ত হইয়া অজ
ও অব্যয়রূপে পরিণত হন। মানব সৰ্বকাম-
প্রদ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াও পুনরারুতি হইতে
নিষ্কৃতি পায় না; কিন্তু অবিমুক্ত ক্ষেত্রে
যাহারা মৃত হন, তাঁহারা পুনরারুতিবর্জিত
হইয়া থাকেন। কালবশে গ্রহ, নক্ষত্র ও
ভাৱাগণের পতন অবশ্যজ্ঞাবী, কিন্তু অবি-

কল্পকোটিসহস্রৈশ্চ কল্পকোটিশতৈরপি ।
ন তেবাং পুনরারুতিমৃতা যে ক্ষেত্র উত্তমৈঃ ॥ ৫৮
সংসারসাগরে ঘোরৈ ভ্রমন্তঃ কালপর্য্যয়াৎ ।
অবিমুক্তং সমাসাদ্য গচ্ছন্তি মণিকর্ণিকাম্ ॥ ৬০
জাহ্নবী কলিযুগং ঘোরং হাহাভূতমচেতনম্ ।
অবিমুক্তং ন মুকন্তি কৃতার্থাস্তে নরা ভূবি ॥ ৬১
অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্ত যদি গচ্ছেৎ ততঃ পুনঃ ।
তদা হসন্তি ভূতানি অস্ত্রোত্তমঃ করতালিনম্ ॥ ৬২
কামক্রোধেন লোভেন গ্রাস্তা যে ভূবি মানবাঃ
নিষ্ক্রমন্তে নরা দেবি দণ্ডনায়কমোহিতাঃ ॥ ৬৩
জপ-ধ্যান-বিহীনানাং জ্ঞানবর্জিতচেতসাম্ ।
ততো দুঃখহতানাঞ্চ গতিব্যাধাণসী নৃণাম্ ॥ ৬৪
তীর্থানাং পঞ্চকং সারং বিশেষানন্দকানেন ।
দশাধমেধং লোলার্কঃ কেশবো বিন্দুমাধবঃ ॥ ৬৫

মুক্ত ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির কদাপি পতন
সম্ভব নহে। যে নর ঐ উত্তম অবিমুক্ত ক্ষেত্রে
মৃত হয়, তাহার কল্পকোটি শত বা কল্পকোটি
সহস্রকালেও পুনরারুতি বটে না। মানব
ঘোর সংসার-সাগরে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া
কালে যদি অবিমুক্তে আসিয়া মণিকর্ণিকায়
গমন করে এবং ঘোর কলিকালে মানবের
শোচনীয় চিত্তবৃত্তির বিষয় পর্যালোচনা
করিয়া অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরিত্যাগ না করে,
তাহা হইলে তাহারা সিদ্ধমনোরথ হইয়া
বিরাজ করে। যদি কোন ব্যক্তি অবিমুক্ত-
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পুনরায় তথা হইতে
নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে অপরাপর জীবগণ
করতালি প্রদান করিয়া তাহাকে উপহাস
করিয়া থাকে। যে সকল মানব ভূতলে কাম,
ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতিতে অত্যন্ত আসক্ত,
তাহারাই দণ্ডনায়ক কর্তৃক মোহিত হইয়া
অবিমুক্ত ক্ষেত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ৫০-৬০।
জপ, ধ্যান, ও জ্ঞান-বর্জিত ব্যক্তিগণের
এবং দুঃখোপহত নরগণের, ব্যাধাণসী পুরীই
একমাত্র গতি। বিশেষরূপে আনন্দ-কানন-
স্বরূপ এই অবিমুক্তে পাঁচটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে,
যথা—দশাধমেধ, লোলার্ক, কেশব, বিন্দু-

পঞ্চমী তু মহাশ্রেষ্ঠা প্রোচ্যতে মণিকর্ণিকা ।
 এভিষ্ঠ ভৌৰ্ণবর্ষোশ্চ বর্ণাতে হবিমুক্তকম্ ॥৬৬
 এক এব প্রভাবোহস্তি ক্ষেত্রস্ত পরমেশ্বর ।
 একেন জন্মনা দেবি মোক্ষঃ পশুন্ত্যনুতমম্ ॥৬৭
 এতর্থে কথিতঃ সর্বঃ দেবো দেবেন ভাষিতম্
 অবিমুক্তস্ত ক্ষেত্রস্ত তৎ সর্বং কথিতং দ্বিজাঃ
 ইতি জীমাংস্তে মহাপুরাণেহবিমুক্তমাহাভ্যাসঃ
 নাম পঞ্চাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮৫॥

ষড়্শীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

মহাভ্যাসবিমুক্তস্ত যবাবৎ কথিতং হুয় ।
 ইদানীং নর্ষদায়াস্ত মহাভ্যাসঃ বদ সত্তম ॥১
 যজ্ঞোক্তারস্ত মহাভ্যাসঃ কপিলাসঙ্গমস্ত চ ।
 অমরেশস্ত চৈবার্হাভ্যাসঃ পাপনাশনম্ ॥২
 কথং প্রলয়কালে তু ন নষ্টা নর্ষদা পুরা ।

মাধব, ও মণিকর্ণিকা । এই সকল ভৌৰ্ণ-
 শ্রেষ্ঠ ছায়াই অবিমুক্ত ক্ষেত্র বর্ণিত হইয়া
 থাকে । হে পরমেশ্বর ! এই ক্ষেত্রের এই
 এক মহান প্রভাব যে, নর এই ভৌৰ্ণের সেবা
 করিয়া এক জন্মেই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
 হে দ্বিজগণ ! দেবীর প্রতি দেবভাবিত
 এই অবিমুক্ত-মহাভ্যাস আপনাদের নিকট
 কীৰ্ত্তন করিলাম । ৬৪ - ৬৮ ।

পঞ্চাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৫ ।

ষড়্শীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সত্তম ! আপনি
 অবিমুক্ত ক্ষেত্রের মহাভ্যাস যথাযথ কীৰ্ত্তন
 করিয়াছেন, অধুনা ঋগ্বেদ প্রসঙ্গে পাপ-
 বিনাশী ওক্তারেশ্বর, কপিলাসঙ্গম ও অমরেশ-
 মহাভ্যাস কীৰ্ত্তিত হয়, আপনি সেই নর্ষদা
 ভৌৰ্ণের পাপহর মহাভ্যাস কীৰ্ত্তন করুন ।
 আমার জিজ্ঞাস্ত এই যে, পূর্বে প্রলয়ে নর্ষদা-

মার্কণ্ডেশ্বর ভগবান্ ন বিনষ্টস্তদা কিল ।
 ত্রয়োক্তং তদ্বদং সর্বং পুনবিস্তরতো বদ ॥ ৩
 সূত উবাচ ।

এতদেব পুরা পৃষ্টে পাণ্ডবেন মহাশ্রনা ।
 নর্ষদায়াস্ত মহাভ্যাসঃ মার্কণ্ডেশ্বো মহামুনিঃ ॥৪
 উগ্ৰেণ তপসা যুক্তো বনস্থো বনবাসিনা ।
 পৃষ্টে পূর্বাঃ মহাগাথাঃ ধর্ম্মপুত্রেন ধীমতা ॥৫
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

শ্রুতা মে বিবিধা ধর্ম্মাশ্চৎপ্রসাদাদ্বিজোত্তম ।
 ভূয়শ্চ শ্রোতুমচ্ছামি তন্মে কথয় সুব্রত ॥ ৬
 কথমেবা মহাপুণ্যা নদী সর্বত্র বিস্তৃতা ।
 নর্ষদা নাম বিখ্যাতা তন্মে ব্রুহি মহামুনে ॥ ৭
 মার্কণ্ডেশ্বর উবাচ

নর্ষদা সরিতাঃ শ্রেষ্ঠা সর্বপাপপ্রণাশিনী
 তারযেৎ সর্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৮
 নর্ষদায়াস্ত মহাভ্যাসঃ পুরাণে যময়া শ্রুতম্ ।

নষ্ট হইল না কেন ? এবং কেনই বা সেই
 সময় ভগবান্ মার্কণ্ডেশ্বর জীবিত রহিলেন ?
 আপনি পূর্বে যেকপ বলিয়াছেন, অধুনা ইহাও
 পুনর্বার সেইরূপ সবিস্তর বর্ণন করুন । সূত
 কহিলেন,—পুরাকালে পাণ্ডবদমন মহাশ্রা যুধি-
 ষ্ঠির মহামুনি মার্কণ্ডেশ্বরের নিকট এই নর্ষদার
 মহাভ্যাস জিজ্ঞাসা করেন । ধীমান্ ধর্ম্মপুত্র
 যখন বনে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়েই
 একদা ভীষ্ম তপস্শাচারী মার্কণ্ডেশ্বর মুনিকে ঐ
 পূর্বতন মহাগাথা কীৰ্ত্তন করিতে বলেন ।
 যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! আমি
 ভবদীয় প্রসাদে বিবিধ ধর্ম্ম ব্যাখ্যাই শ্রবণ
 করিয়াছি । এক্ষণে পুনরপি শুনিতে ইচ্ছা
 করি ; হে সুব্রত ! আপনি আমার নিকট
 আমার ধর্ম্মপ্রস্তাব করুন । হে মহামুনে !
 এই মহাপাবনী নর্ষদা নদী কিরূপে সর্বত্র
 বিস্তৃত হইল, আপনি তাহা বলুন । ১—৭ ।
 মার্কণ্ডেশ্বর বলিলেন,—নর্ষদা নদীশ্রেষ্ঠা এবং
 সর্বপাপহরা । নর্ষদা স্থাবর অস্থাবর সর্ব
 ভূতকেই উদ্ধার করিয়া থাকেন । হে মহা-
 রাজ ! আমি পুরাণশাস্ত্রে নর্ষদা-মহাভ্যাস

তদেতন্নি মহারাজ তৎ সৰ্বং কথয়ামি তে ॥ ৯
পুণ্য কনথলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী ।
গ্রামে বা যদি বারিণ্যে পুণ্য সৰ্বত্র নৰ্মদা ॥ ১০
ত্রিভিঃ সারস্বতং ত্র্যয়ং সপ্তাহেন তু যামুনম্ ।
সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দৰ্শনাদেব নার্মদম্ ॥ ১১
কলিঙ্গদেশে পশ্চাৰ্দ্ধে পৰ্বতেহমরকণ্টকে ।
পুণ্য চ ত্রিষু লোকেষু রমণীয়া মনোরমা ॥ ১২
সদেবাসুরগন্ধৰ্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ
তপস্তপ্তা মহারাজ সিদ্ধিঞ্চ পরমাং গতাঃ ॥ ১৩
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ নিয়মহো জিতেন্দ্রিয়ঃ
উপোষ্য রজনীমেকাং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্
জলেশ্বরে নরঃ স্নাত্বা পিণ্ডং দত্ত্বা যথাবিধি ।
পিতরস্তস্মৈ তপাস্তি যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥ ১৪
পৰ্বতস্ত সমস্তাং তু কড়কোটিঃ প্রতিষ্ঠিতা ।
স্নাত্বা যঃ কুরুতে তত্র গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ১৫

যেৰূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই তোমার
নিকট বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর । গঙ্গা
কনথলে পুণ্যদায়িনী, সরস্বতী কুরুক্ষেত্রেই
পাবনী, কিন্তু নৰ্মদা কি গ্রাম, কি অরণ্য,
সৰ্বস্থানেই পাবনী । সরস্বতীর সলিল তিন-
দিনে পবিত্র করে, যমুনার জল সপ্তাহকালে
পাপ-হর, আর গঙ্গা সদ্যঃপাবনী ; কিন্তু
নৰ্মদা-জল দৰ্শনমাত্রেই পাপহর । কলিঙ্গ-
দেশের পূর্বাৰ্দ্ধে এবং অমরকণ্টক নামক
পৰ্বতে এমন কি এই ত্রৈলোক্যেই নৰ্মদা
পুণ্যদায়িনী, রমণীয়া এবং মনোজ্ঞা । হে
মহারাজ ! এই সমস্ত দেশে বহু দেব,
অসুর, গন্ধৰ্ব ও তপোধন ঋষিগণ এই
নৰ্মদাতীরে তপশ্চরণ করিয়া পরমা সিদ্ধি
লাভ করিয়াছেন । নৰ্মদায় স্নান করিয়া যে জন
জিতেন্দ্রিয়াবস্থায় নিয়মস্থ হইয়া একরাত্রি
তাহার তীরে অবস্থান করে, তাহার শত-
কুল উদ্ধার পাইয়া থাকে । যে জন জলেশ্বরে
স্নান করিয়া যথানিয়মে পিণ্ডদান করে,
তাহার পিতৃগণ যাবৎকাল এই জনগণ-পরি-
ব্যাণ্ড জগন্মণ্ডল বৰ্ত্তমান থাকে, তাৎকাল
পরিভূক্ত হন । সেই পৰ্ব্বতের চতুর্দিকে

প্রীতস্তস্মৈ ভবেচ্ছৰ্ষো কড়কোটিৰ্ন সংশয়ঃ ।
পশ্চিমে পৰ্বতস্তাপ্তে স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১৭
তত্র স্নাত্বা শুচিভূত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
পিতৃকাৰ্য্যঞ্চ কুৰ্বীত বিধিবিরয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮
ভিলোদকেন তত্রৈব তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ।
আসপ্তমং কুলং তস্মৈ স্বর্গে মোদেত পাণ্ডব ॥ ১৯
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণ স্বর্গলোকে মহীয়তে ।
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণে সিদ্ধ-চারণসেবিতৈঃ ॥ ২০
দিব্যগন্ধানুলিপ্তঞ্চ দিব্যালঙ্কারভূষিতঃ ।
ততঃ স্বর্গাৎ পরভ্রষ্টো জায়তে বিপুলে *কূলে
ধনবান্ দানশীলশ্চ ধার্ম্মিকশ্চৈব জায়তে ।
পুনঃ স্মরতি তৎ তীৰ্থং গমনং তত্র যোচতে ।
কুলানি তারয়েৎ সপ্ত কড়লোকং স গচ্ছতি ॥

কড়কোটি প্রতিষ্ঠিত, যে জন তথায় স্নান
করিয়া গন্ধ মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা অর্চনা
করে, তাহার প্রতি সেই শৰ্ম কড়কোটি
প্রীত হইয়া থাকেন ; ইহাতে সংশয় নাই ।
সেই পৰ্ব্বতের অন্তে পশ্চিম প্রদেশে স্বয়ং
মহাদেব বিরাজ করিতেছেন ; সেইখানে
স্নান করিয়া, শুচি, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী
হইয়া যথাবিধানে পিতৃকাৰ্য্য করিতে হয় ।
হে পাণ্ডব ! সেইখানে যে ব্যক্তি ভিলোদক
দ্বারা পিতৃদেবগণের তর্পণ করে, তাহার
সপ্তমকুল ষষ্টিসহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস
করে । ঐ ব্যক্তি নিজে অপ্সরোগণে পরি-
বৃত্ত, ও সিদ্ধ-চারণ-নিষেবিত স্বর্গলোকে
অবস্থান করে । তৎপরে দিব্য গন্ধে বিলে-
পিত ও দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া,
স্বর্গলোক হইতে পতিত হইবার পর বিমল
কূলে জন্মগ্রহণ করে ; পরে ধনবান্, দান-
শীল ও ধার্ম্মিক হয় এবং সেই তীৰ্থ আবার
তাহার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয় । তখন পুন-
র্বার সে সেই তীৰ্থে গমন করে এবং পরে
সপ্তকুল উদ্ধার করিয়া অন্তে কড়লোকে
গমন করিয়া থাকে । ৮—২২ । হে রাজেন্দ্র ।

যোজনানাং শতং সাগ্ৰং জয়তে সরিগুপ্তমা ॥২৩॥
 বিস্তারেন তু রাজেন্দ্র যোজনবয়মায়তা ।
 যষ্টিভৌগসহস্রাণি যষ্টিভৌগট্যস্তথৈব চ ॥ ২৪
 সৰ্গং তস্মৈ সমস্তাৎ তু তিষ্ঠতামরকণ্টকে ।
 ব্রহ্মচারী শুচিৰ্ভূত জিতক্রোধো জিতোদ্বেগঃ ।
 সৰ্গহিংসানিবৃত্তস্ত সৰ্গভূঃ হিহিতে রতঃ ।
 পরং সৰ্গসমাচারো যন্ত প্রাণান্ পবিত্যজ্যেৎ ॥
 তস্মৈ পুণ্যফলং রাজান শৃণুধাবহিতো মম ।
 শতং বর্ষসহস্রাণাং স্বর্গে মোদতে পাণ্ডব ॥ ২৬
 অপ্সরোগণসকীর্ণে সিদ্ধ-চারণসেবিতৈঃ ।
 দিব্যাগন্ধাভুলিপ্তৈঃ দিব্যপুষ্পোপশোভিতঃ ।
 ক্রীড়তে দেবলোকস্থে দৈবতৈঃ সহ মোদতে
 ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টে রাজা ভবতি বৌধ্যবান্
 গৃহস্ত লভতে বৈ স নানারত্নবিভূষিতম্ ।
 স্তম্ভৈর্মণিময়ৈর্দৈব্যৈর্বজ্রবৈদূষ্যভূষিতঃ ॥ ১০
 আলেখ্যসহিতঃ দিব্যং দাসী-দাসসংযতম্ ।
 মন্ত্রমাতঙ্গশব্দৈশ্চ হযানানং ত্রেষিতেন চ ॥ ১১

কৃত্যতে তস্মৈ তদ্বারমিস্তস্মৈ ভবনং যথা ।
 রাজরাজেশ্বরঃ স্রীমান্ সৰ্গস্রীজনবল্লভঃ ॥২২॥
 তস্মিন্ গৃহে উষিত্বা তু ক্রীড়াভোগসমব্রিতে ।
 জীবৈর্দ্বর্ষশতং সাগ্ৰং সৰ্গরোগবিবর্জিতঃ ॥ ২৩
 এবং ভোগো ভবেৎ তস্মৈ যো যুতোহমরকণ্টকে
 অয়ো বিষজলে বাপি তথা চৈব হনাশকে ॥ ২৪
 অনিবর্তিকা গতিস্তস্মৈ পবনস্তাস্মৈ যথা ।
 পতনং কুরুতে যন্ত অমরেশে নরাধিপ ॥ ২৫
 কস্তানাং ত্রিসহস্রাণি একৈকস্তাপি চাপরে ।
 তিষ্ঠন্তি ভুবনে তস্মৈ প্রেবণং প্রার্থয়ন্তি চ ॥
 দিব্যভোগৈঃ সুসম্পন্নঃ ক্রীড়তে কালমক্ৰমম্
 পৃথিব্যামাসমুদ্রায়ামৌদ্রশো নৈব জায়তে ।
 যাদৃশোহয়ং নৃপশ্রেষ্ঠ পরমতেহমরকণ্টকে ॥২৭॥
 তাবৎ তীর্থস্ত বিজ্ঞেয়ং পরমতস্মৈ তু পাশ্চমে ।
 হৃদো জলেধরো নাম ত্রিন্ লোকেষু বিজ্ঞতঃ ॥
 তত্র পিণ্ডপ্রদানেন সঙ্কোপাসনকর্মণা ।

আমরা শুনিয়াছি, ঐ সরিষরা নর্মদা শতাধিক যোজন দীর্ঘ এবং যোজনবয় বিস্তৃত । তজ্জাত্য অমরকণ্টক পরমতের চতুর্দিকে যষ্টিকাটি, যষ্টিগহস্র তীর্থ বিরাজিত । যে ব্রহ্মচারী শুচি, ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়বর্জযী, সর্ববিধ হিংসাবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত, সমস্ত প্রাণীর হিতে নিরত, এবং সর্বজনে সমদশী হইয়া সেই তীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করে, হে রাজন! অমি তাহার পুণ্যফল বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর । হে পাণ্ডব! সেই ব্যক্তি দিব্য চন্দনে অঞ্জলিপ্ত এবং দিব্য কুসুমেরে সুশোভিত হইয়া, অপ্সরোগণে সমাকীর্ণ, সিদ্ধ-চারণ-সেবিত স্বর্গলোকে শত সহস্র বর্ষ বাস করে । সে স্বর্গে গিয়া দেবগণের সহিত বিহার করিতে থাকে । অনন্তর সে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বৌধ্যশালী রাজা হয়, এবং দিব্য মণিগণ-খচিত, বজ্র-বৈদূষ্য-ভূষিত স্তম্ভময়, বিবিধ রত্নোজ্জ্বল গৃহে বাস করে । তাহার দ্বারদেশ দিব্য আলেখ্য অঙ্কিত ও দাসদাসীগণে পরিবৃত্ত, হইয়া মন্ত

মাতঙ্গগণের বৃহণে, এবং হয়নিচয়ের হ্রোষারবে, ইন্দ্রভবনের দ্বার সর্বদা সংক্ষুব্ধ হয় । পরে সেই স্রীমান্ রাজরাজেশ্বরও সমস্ত স্রীজনের একমাত্র বল্লভ হইয়া, বিবিধ ক্রীড়াভোগসমব্রিত সেই প্রাসাদে বাস করত সর্বরোগবিবর্জিত-দেহে একশতাধিক বর্ষকাল জীবিত থাকে । অমরকণ্টকে মৃত ব্যক্তির এইরূপই ভোগ-সুখ হয় । কি অগ্নি, কি বিষ, কি জল, সর্বদাই সে, আকাশদেশে পবনের দ্বার অব্যাহতগতিতে বিচরণ করে । হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি অমরেশে পতিত হয়, তাহার ভবনে ত্রিসহস্র কস্তা অবস্থিত হইয়া তাহার আগমন প্রার্থনা করে ॥২৩—২৬॥ এইরূপে সে দিব্য ভোগসমূহে অধিত হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত ক্রীড়া করিতে থাকে এবং আসমুদ্র ধরণীমণ্ডলে তাহার সদৃশ ভোগশালী ব্যক্তি কেহই থাকে না । হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অমর কণ্টক পরমতে যত যত তীর্থ আছে, উহার পশ্চিমভাগেও তত তীর্থ বিরাজমান রহিয়াছে । সেইখানে জলেধর নামে ত্রিলোকবিপ্রস্ত এক ব্রহ্ম

পিতরো দশ বর্ষাণি তর্জিতাস্ত ভবন্তি বৈ ॥৩৯
দক্ষিণে নর্মদাকূলে কপিলেতি মহানদী ।
সকলার্জুনসঙ্ঘা নাতিদূরে ব্যবস্থিতা ॥ ৪০
সাপি পুণ্য মহাভাগা ত্রিষু লোকেষু বিস্তৃতা ।
তত্র কোটিশতং সাগ্রং তীর্থানাস্ত যুধিষ্ঠির ॥৪১
পুরাণে ঋগ্বেদে রাজন সর্ষং কোটিগুণং ভবেৎ
তস্তান্তরৈ তু যে ব্যুকাঃ পতিতাঃ কালপর্যায়্যাৎ
নর্মদাতোয়সংস্পৃষ্টান্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্
দ্বিতীয়া তু মহাভাগা বিশল্যকরনী শুভা ॥ ৪৩
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা বিশল্যো ভবতি কণাৎ
তত্র দেবগণাঃ সর্ষে সক্ষিন্নর-মহোরগাঃ ॥ ৪৪
যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্বা ঋষয়শ্চ তপোধন্যঃ ।
সর্ষে সমাগতাস্তত্র পর্ষতেহমরকটকে ॥ ৪৫
তৈশ্চ সর্ষেঃ সমাগম্যামুনিভিশ্চ তপোধনৈঃ ।
নর্মদামাশ্রিতা পুণ্য বিশল্যা নাম নামতঃ ॥৪৬

আছে । সেই স্থানে পিণ্ডদান এবং সন্ত্য-
বন্দনাদি ক্রিয়া করিলে, পিতৃগণ দশ বর্ষ
যাবৎ পরিতৃপ্ত থাকেন । নর্মদার দক্ষিণকূলের
অনতিদূরে অর্জুনবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন কপিলা নামে
এক মহানদী আছে । সেই মহাভাগা নদী
পুণ্যদায়িনী, এবং ত্রিলোক-বিস্তৃতা । হে
যুধিষ্ঠির ! পুরাণাদি শাস্ত্রে আমরা শুনিতে
পাই, সেইখানে কোটিশত দীর্ঘাকার তীর্থ
আছে এবং তাহার প্রত্যেকেই কোটিগুণ ফল
দান করে । কালপর্যায়ক্রমে সেই নদীর
তীরদেশে যে সকল পাদপত্রেরী নিপতিত
হয়; নর্মদার জলস্পর্শে তাহারাও অতি
উত্তমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আর
তথায় বিশল্যকরনী নামে এক মহা-
ভাগা, শুভদায়িনী, নদী আছে, সেই তীর্থে
স্নান করিয়া কণমাতেই মানব বিশল্য
হয় । অমরকটক পর্ষতে সমস্ত দেবগণ,
কিন্নর, মহাসর্প, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব ও
তপোধন ঋষিগণ সর্ষদা বিব্রাজ করেন ।
তপোধন মুনিগণ আসিয়া পুণ্য বিশল্যা-
নদী নর্মদার সেবা করিয়া থাকেন । সেই

উৎপাদিতা মহাভাগা সর্ষপাপপ্রণাশিনী ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ
উপোষ্য ব্রহ্মনোমেকাং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্
কপিলা চ বিশল্যা চ ঋগ্বেদে রাজসস্তুম ॥ ৪৮
ঈশ্বরেণ পুরা প্রোক্তে লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজরশ্মমেধকলঃ লভেৎ ॥৪৯
অনাশকন্ত যঃ কুর্যাৎ তস্মিন্স্থীর্থে নরাধিপ ।
সর্ষপাপবিশুদ্ধাত্মা রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ৫০
নর্মদায়ান্ত রাজেন্দ্র পুরাণে বদ্যমা শ্রুতম্ ।
যত্র যত্র নরঃ স্নাত্বা চার্ষমেধকলঃ লভেৎ ॥ ৫১
যে বসন্তান্তরে কূলে রুদ্রলোকে বসন্ত তে ।
সরস্বত্যাঞ্চ গঙ্গায়াং নর্মদায়াং যুধিষ্ঠির ॥ ৫২
সমং স্নানঞ্চ দানঞ্চ যথা মে শঙ্করোহব্রবীৎ ।
পরিত্যজতি যঃ প্রাণান্ পর্ষতেহমরকটকে ॥

মহাভাগ্যশালিনী নদী নিখিল হ্রিতহারিণী-
রূপেই উৎপাদিত হইয়াছেন । হে রাজন !
তথায় নর ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় অবস্থায়
স্নান করিয়া এবং একরাত্রি উপবাসী থাকিয়া
শতকুল উদ্ধার করিয়া থাকে । হে নৃপবর !
কপিলা ও বিশল্যা এই দুই নদীর বিষয়
আমরা শুনিয়াছি । পুরাকালে ঋগ্বেদে
লোকগণের হিতকামনায় উহাদের নাম ও
মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন । মানব তথায়
স্নান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ
করিয়া থাকে । হে নরাধিপ ! ঐ তীর্থে
যে ব্যক্তি উপবাস করে, সে সর্ষপাপ হইতে
মুক্তাত্মা হইয়া রুদ্রলোকে উপনীত হইয়া
থাকে । রাজেন্দ্র ! পুরাণে নর্মদার মাহাত্ম্য
আমি এইরূপ শুনিয়াছি যে, উহার যে যে
স্থানেই স্নান করা যাউক, সেই সেই স্থানেই
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় । নর্মদার
উত্তরকূলে যাহারা বাস করে, তাহারা রুদ্র-
লোকে বাস করিতে পারে । হে যুধিষ্ঠির !
সরস্বতী, গঙ্গা, ও নর্মদা এই তিন নদীই
তুল্য । উহাদের জলে স্নান করিয়া দানাদি
করিলে তাহাও তুল্য ফলপ্রদ হয় । ইহাই
শঙ্কর আমায় বলিয়াছেন । অমরকটক

বর্ষকোটিশতঃ সাগ্রঃ কল্পলোকে মহীয়তে ।
 নর্মদায়া জলং পুণ্যং কেনোন্মিতিরলঙ্কৃতম্ ॥
 পবিত্রং শিরসা বন্দ্যং সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 নর্মদা চ সদা পুণ্যা ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ॥ ৫৫
 অহোরাত্রোপবাসেন মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ।
 এবং রম্যা চ পুণ্যা চ নর্মদা পাণ্ডুনন্দন ॥ ৫৬
 জয়াণামপি লোকানাং পুণ্যা হেবা মহানদৌ ।
 বটেধ্বরে মহাপুণ্যে গঙ্গাধ্বরে তপোবনে ॥ ৫৭
 এতেষু সর্বস্থানেষু দ্বিজাঃ স্যুঃ সংশিতব্রতাঃ ।
 ক্ষতং দশগুণং পুণ্যং নর্মদোদধিসঙ্গমে ॥ ৫৮

ইতি স্রীমাৎশ্রে মহাপুরাণে নর্মদামাহাষ্যে
 বড়নীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৬

পর্যন্তে যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে
 শতকোটি বর্ষ কল্পলোকে বিহার ক'রনা
 থাকে। নর্মদা নদীর কেনোন্মিমালায় উৎপত্ত
 পুণ্য পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিলে, সম
 পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সদাপাবনী
 নর্মদা ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপাশ্রয় সঙ্কমা ।
 মানব নর্মদাতীরে অহোরাত্র উপবাস
 করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া
 থাকে। হে পাণ্ডুনন্দন! এইরূপে নর্মদা
 অতি রম্যা ও পবিত্রা । এই মহানদী
 লোকত্রয়ের পাবনী । মহাপুণ্য বটেধ্বর,
 গঙ্গাধ্বর ও তপোবন এই সকল স্থানে দ্বিজ-
 গণ সর্বদা সংশিতব্রত হইয়া থাকিবেন ।
 নর্মদা সহিত জলধির সঙ্গম যথায়
 ঘটিয়াছে, তুনিয়াছি—এ স্থান দশগুণাধিক
 পুণ্যপ্রদ । ৩৭—৫৮ ।

বড়নীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৬ ।

সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

নর্মদা তু নদীশ্রেষ্ঠা পুণ্যাং পুণ্যতমা হিতা ।
 মুনিভিঃ মহাভাগৈর্বিভক্তা মোক্ষকাজিক্রিতিঃ ॥ ১
 যজ্ঞোপবীতমাত্মানি প্রবিভক্তানি পাণ্ডব ।
 তেষু স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
 জলেশ্বরং পরং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিষ্ণুতম
 তস্মোৎপত্তিঃ কথ্যতঃ শৃণু ত্বং পাণ্ডুনন্দন ॥ ৩
 পুরা মুনিগণাঃ সর্বৈ সেন্দ্রাশ্চৈব মরুদগণাঃ ।
 জ্বাস্ত তে মহাত্মানং মহাদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৪
 জ্বাস্তস্তে তু সম্প্রাপ্তা যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ।
 বিজ্ঞাপয়ন্তি দেবেনাং সেন্দ্রাশ্চৈব মরুদগণাঃ ।
 ভয়োবিগ্না বিকপাক্ষং পরিভ্রাযস্ব নঃ প্রভো ॥ ৫
 ভগবানুবাচ ।

সাগরস্থ সুরশ্রেষ্ঠাঃ কিমর্থমিহ চাগতাঃ ।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নদীশ্রেষ্ঠা নর্মদা
 পুণ্য হইতেও পুণ্যতম, এবং হিতদায়িনী ।
 সেই নর্মদা মুক্তিকামী মহাভাগ মুনিগণে
 সর্বদা নিষেবিতা । হে পাণ্ডব! সেই নর্মদা-
 দার জলরাশি যজ্ঞোপবীতাকারে প্রবাহিত
 হইতেছে। হে রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তি সেই
 সলিলে স্নান করে, সে সর্ববিধ পাপরাশি
 হইতে বিমুক্ত হয়। হে পাণ্ডুনন্দন! জলে-
 শ্বর নামে ত্রিলোকবিখ্যাত অপর এক তীর্থ
 আছে, আমি তাহার উৎপত্তি-বিবরণ বলি-
 তোছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে মুনিগণ এবং
 ইন্দ্রসহ মরুদগণ, মহাত্মা মহাদেবকে স্তব
 করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মহাদেবের
 স্তব করিতে করিতে মহেশ্বরের নিকটে
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভয়াকুল-
 চিত্ত সর্বাসব মরুদগণ, দেবাধিপতি বিরূ-
 পাককে বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি
 আমাদিগকে পরিভ্রাণ করুন। ভগবানু বলি-
 লেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ সকল! আপনাদের

কিং হুঃখং কো হু সন্তাপঃ কুতো বা ভয়মাগতম্
কথয়ধ্বঃ মহাভাগা এবমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।

এবমুক্তান্তে ক্রদ্রেণ কথয়ন শংসিতব্রতাঃ ॥ ৭

ঋষয় উচুঃ ।

অতিবীৰ্য্যো মহাঘোরো দানবো বলদর্পিতঃ ।
বাণো নামোতি বিখ্যাতো যন্ত বৈ ত্রিপুরং পুরম্
গগনে সততঃ দিব্যং ভ্রমতে তন্ত তেজসা ।

ততো ভীতা বিরূপাক্ষ হামেব শরণং গতাঃ ॥

দ্রাঘন্ত মহতো হুঃখাৎ হুঃ হি নঃ পরমা গতিঃ ।

এবং প্রসাদঃ দেবেশ সসৈবাং কর্তুমর্হসি ॥ ১০

যেন দেবাঃ সগন্ধর্ভাঃ সুশ্রমেধস্তি শকর ।

পরাঃ নির্বৃতিমায়াস্তি তৎ প্রভো কর্তুমর্হসি ॥ ১১

ভগবানুবাচ ।

এতৎ সর্বং করিষ্যামি মা বিষাদঃ গমিস্যথ ।

সুখে আগমন হইয়াছে ত ? আপনারা কি
নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন ? আপনাদের
কি হুঃখ উপস্থিত হইয়াছে এবং কিই বা
সন্তাপ এবং কাহা হইতেই বা আপনাদের ভয়
উপাগত হইয়াছে ? হে মহাত্মা সকল ! আমি
তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনারা তাহা
আমার নিকট বলুন। তখন সংশিতব্রত
মুনিগণ ক্রদকর্ষক এইরূপে উক্ত হইয়া বলিতে
লাগিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—বাণ নামে
এক বলদর্পিত, অতি বীৰ্য্যবান্ ভীষণ দানব
আবির্ভূত হইয়াছে। সে ত্রিপুরপুরে বাস
করিত। তাহার সেই দিব্য পুর সর্বদাই
স্বীয়তেজে গগনে ভ্রমণ করিতেছে। ভয়-
বিহ্বল দেবগণ তখন ক্রদকে কহিলেন,—হে
বিরূপাক্ষ ! আমরা আপনারই শরণাপন্ন হই-
লাম। আপনি আমাদের মহাহুঃখ হইতে
পরিজ্ঞাপন করুন। আপনিই আমাদের একমাত্র
পরমগতি। হে দেবেশ ! আমাদের সকলের
প্রতি প্রসন্ন হউন। যাহাতে দেব ও গন্ধর্ব-
সমাজ সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতে পারে ; হে
প্রভো ! হে শকর ! আপনি তাহাই করুন।
ভগবান্ কহিলেন,—আমি সমস্তই সুসম্পন্ন
করিব, তোমরা বিব্রত হইওনা। তোমাদের

অচিরেণৈব কালেন কুৰ্য্যাৎ গৃহং সুখাবহম্ ॥ ১২

আশান্ত স তু তান্ সর্বান নশ্বদাতটমাত্রিতঃ ।

চিন্তয়ামাস দেবেশস্তম্বঃ প্রতি মানদ ॥ ১৩

অথ কেন প্রকারেণ হস্তব্যঃ ত্রিপুরং ময়া ।

পরং সন্ধিস্ত্য ভগবান্ নারদকাস্মরৎ তদা ।

স্মরণাদেব সম্প্রাপ্তো নারদঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ১৪

নারদ উবাচ ।

আজ্ঞাপয় মহাদেব কিমর্থক স্মৃতো হৃদম্ ।

কিং কার্য্যন্ত ময়া দেব কর্তব্যং কথয়ন্ত মে ॥ ১৫

ভগবানুবাচ ।

গচ্ছ নারদ তৈজস যত্র তৎ ত্রিপুরং মহৎ ।

বাণস্ত দানবেশস্ত শীঘ্রং গতা চ তৎ কুরু ॥ ১৬

তা ভর্তৃদেবতাস্তত্র স্ত্রিয়শ্চাপ্রসঙ্গঃ সমাঃ ।

তাসাং বৈ তেজসা বিপ্র ভ্রমতে ত্রিপুরং দিবি

তত্র গতা তু বিপেস্ত মতিমন্তাং প্রচোদয় ।

দেবস্ত বচনং শ্রুত্বা মুনিস্তরিতবিক্রমঃ ॥ ১৮

যাহাতে সুখ হয়, সে ব্যবস্থা আমি অচিরেই
করিয়া দিব। হে মানদ ! দেবদেব এইরূপে
ভাঁহাদিগকে আশস্ত করিয়া নশ্বদাতট-
উপবেশনপূর্বক ত্রিপুর-বিনাশের বিষয় চিন্তা
করিতে লাগিলেন। ১২—১৩। তিনি ভাবিলেন,
—আমি কি প্রকারে ত্রিপুর ধ্বংস করি।
এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ তখন নারদকে
স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র নারদ আসিয়া
উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—হে,
মহাদেব ! কিজন্ত আমায় স্মরণ করিয়াছেন,
আজ্ঞা করুন। আমি কি কার্য্য করিব,
তাহা আমায় বলুন। ভগবান্ কহিলেন,—
হে নারদ ! শীঘ্র তুমি দানবেশ বাণের
পুরে গমন কর, গিয়া আমার কথিত বিষয়
সম্পাদন কর। সেই বাণপুরে অপ্সরার
স্তম্ভ সুন্দরী বহু রমণী বিরাজ করিতেছে।
সেই রমণীরা সকলেই পতিপ্রাণা। তাহা-
দিগের তেজঃপ্রকর্ষেই সর্বদা সেই বাণপুর
ত্রিপুর আকাশে ভ্রমণ কারিতেছে। হে
বিপ্র ! তুমি তথায় গিয়া সেই সকল রমণীর
মাত অন্তপথে পরিচালিত কর। দেবদেবের

স্রীণাং হৃদয়নাশায় প্রবিষ্টন্তঃ পুরং প্রতি ।

শোভতে যৎ পুরং দিব্যং নানারত্নোপ-

শোভিতম্ ॥ ১০

শতযোজনবিস্তীর্ণং ততো দ্বিগুণমায়তম্ ।

ততোঃপশ্চাদ্ধি তত্রৈব বাণস্ত বলদর্পিতম্ ॥ ১১

মণি-কুণ্ডল-কেয়ুর-মুকুটেন বিরাজিতম্ ।

হারদোরনুবর্ণৈশ্চ চন্দ্রকান্তবিভূষিতম্ ॥ ১২

রশনা তস্ত রত্নাঢ্য বাহু কনকমণ্ডিতৌ ।

চন্দ্রকান্ত-মহাবজ্র মণি বিক্রমভূষিতে ॥ ১৩

ষাটশাক্ষ্যতিনিভে নিবিষ্টঃ পরমাসনে ।

উখিতো নারদঃ দৃষ্ট্বা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ ॥ ১৪

বাণ উবাচ ।

দেবর্ষে ত্বং স্বয়ং প্রাপ্তো অর্থ্যাং পাদ্যাং নিবেদয়ে

সৌভতিবাদ্য যথাস্তায়ঃ ক্রিয়তাং কিং দ্বিজোত্তম

চিরাৎ ক্রমাগতো বিপ্র স্বীয়তামিদমাসনম্ ।

বাক্য শুনিয়া তখন সেই নারদ মুনি অরিত-
গতি রমণীবৃন্দের হৃদয়ভেদের জন্ত সেই
পুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—সেই
পুর শতযোজন বিস্তীর্ণ ও বিস্তার অপেক্ষা
দ্বিগুণতর আয়ত। সে পুরে বলদর্পিত
বাণাসুর বিরাজিত। মণি, কুণ্ডল, কেয়ুর
ও মুকুটাদি অলঙ্কারনিকরে তাহার সর্বাঙ্গ
বিমণ্ডিত। চন্দ্রকান্তমণিময় উত্তম সুবর্ণ-
হার তদীয় কণ্ঠদেশে বিলম্বিত। তাহার
বাহুস্থ কনককটকে বিভূষিত এবং রশনা-
গুচ্ছ রত্নরাজি দ্বারা বিরাজিত। সেই
বাণাসুর যে উত্তম আসনে বসিয়া আছে,
ঐ আসন ষাটশ দিবাকরের স্তায় সমুজ্জ্বল
এবং উহা চন্দ্রকান্ত, হীরকখণ্ড, নানা মহামণি
ও বিবিধ বিক্রম-সমূহে সমুদ্ভাসিত। মহা-
বল দানবেন্দ্র স্বীয় নারদকে দেখিয়া
উখিত হইল এবং সবিনয়ে বলিল,—হে
দেবর্ষে! আপনি অজ্ঞ স্বয়ং সমাগত হইয়া-
ছেন; আপনাকে পাদ্য, অর্থ্য নিবেদন
করিতেছি। এই বলিয়া তাঁহাকে যথাবিধি
অভিবাদনপূর্বক বাণাসুর আবার বলিল,—
হে দ্বিজোত্তম! কি করিতে হইবে, আদেশ

এবং সম্ভাবয়িত্বা তু নারদঃ ঋষিসত্তমম্ ।

তস্ম ভাষ্য মহাদেবৌ হনৌপম্যা তু নামতঃ ॥

অনৌপম্যোবাচ ।

গবন্ মাংসুযে লোকে কেন ভূষ্যতি কেশবঃ *

ব্রতেন নিয়মেনাথ দানেন তপসাপি বা ॥ ১৫

নারদ উবাচ ।

তিলবেদুঃখো যো দদ্যাৎত্রাক্ষণে বেদপায়গে ।

সসাগর-বন-দ্বীপা দত্তা ভবতি মেদিনী ॥ ১৬

স্বর্ধ্যাকোটীপ্রতীকাশৈর্ব্যমানেঃ সার্ককামিকৈঃ ।

মোদতে সূচিরং কালমক্ষয়ং কৃতশাসনম্ ॥ ১৭

আত্মামলকপিপ্পানি বদরানি তথৈব চ ।

কদম্ব-চম্পকশোক-পুরাগবিবিধক্রমান্ ।

অশ্বখ-পিপ্পলাশ্চৈব কদলী বট দাড়িমান্ ।

পিচুমর্দং † মধুকঞ্চ উপোষ্য স্রী দদাতি যা ॥

স্তনৌ কপিখসদৃশাবরূ চ কদলীসমৌ ।

করুন। আপনি অজ্ঞ বহুদিনের পর আসি-
লেন, দয়া করিয়া এই আসনে উপবেশন
করুন। বাণ এইরূপ সম্ভাষণ করিবার
পর তদীয় ভাষ্য মহাদেবৌ অনৌপম্যা ঋষি-
নারদকে কহিলেন,—ভগবন্! এই মর্ত্য-
লোকে ভগবান্ কেশব কি করিলে তুষ্ট
হইয়া থাকেন। তাঁহার তুষ্টি জন্মাইতে পারে,
এমন ব্রত, নিয়ম, দান বা তপস্যা কি আছে?
নারদ বলিলেন,—যে ব্যক্তি বেদপায়গ
ব্রহ্মণকে তিলবেদু দান করে, তাহার পক্ষে
এই সসাগর, বনদ্বীপশালিনী সমগ্র মেদিনীই
দান করা হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি সার্ককামা-
ষিত কোটি দিবাকর-দ্যোতিত বিমান-বিহারে
অনন্ত কাল স্বর্গ-সুখ অমুভব করিয়া থাকে।
১৪-১৮। যে স্রী উপবাস করিয়া আত্ম, আমলক
কপিখ, বদর, কদম্ব, চম্পক, অশোক, পুরাগ,
অশ্বাশ্ব নানাক্রম, অশ্বখ, পিপ্পল, কদলী,
বট, দাড়িম, পিচুমর্দ ও মধুক প্রভৃতি বৃক্ষ
দান করে, তাহার কপিখতুল্য স্তনদ্বয়

* ভগবন্ কেন ধর্ম্মেণ দেবাত্মব্যক্তি নারদ
ইতি পাঠান্তরঃ কচিদৃষ্টতে ।

‡ মুচকুন্দমিত কচিৎ পাঠঃ ।

অশ্বখে বন্দনীয়ো চ পিচুমর্দে স্নগন্ধিনী ॥ ৩১
চম্পকে চম্পকাভা স্তাদশোক শোকবর্জিতা ।
মধুকে মধুরং বক্তি বটে চ মুহগাজিকা ॥ ৩২
বদরী সর্ষদা স্রোণাঃ মহাসৌ ভাগ্যদায়িনী ।
কুকুটী ককটী চৈব দ্রব্যাস্তী ন শস্ততে ॥ ৩৩
কন্দমিশ্রকনক মঞ্জরীপূজনং তথা ।
অনগ্নিপকমগ্নক পকান্নানামভক্ষণম্ ॥ ৩৪
এলানাক পরিভ্যাগঃ সঙ্ক্যামোনং তথৈব চ ।
প্রথমং ক্ষেত্রপালস্ত পূজা কার্য্যা প্রযত্নতঃ ॥ ৩৫
তজ্জা ভবতি বৈ ভর্তা মুখপ্রেক্ষঃ সদানঘে ।
অষ্টমী চ চতুর্থী চ পঞ্চমী দ্বাদশী তথা ॥ ৩৬
সংক্রান্তিবিষুবৈচ্চৈব দিনচ্ছিদ্রমুখং যথা ।
এতাংস্ত দিবসান্ দিব্যানুপবাসস্তি যাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
তাসাম্ ধর্মযুক্তানাং স্তূর্গবাসো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭
কলিকালুযানিষ্ঠুস্তাম্ সর্কুপাপবিবর্জিতাম্ ।
উপবাসরতাং নারীং নোপসর্পতি তাঃ যমঃ ॥ ৩৮

ও কদলীতুল্য উরুদ্বয় হয়। অশ্বখদানে তৎ-
সদৃশ বন্দনীয়ো, পিচুমর্দে স্নগন্ধিনী, চম্পকে
চম্পকাভ এবং অশোক দানে শোক-
হীনা হইয়া থাকে। মধুক দানে রমণী
সর্ষদা মধুরভাষিনী হয় এবং বটদানে মুহ-
গাজী হইয়া থাকে। বদরী সর্ষদা স্রোণের
মহাসৌভাগ্যদায়িনী হয়। কুকুটী ও ককটী
প্রভৃতি স্থীলোকের পক্ষে দান করা প্রশস্ত
নহে। এইরূপে কন্দমিশ্র কনকমঞ্জরীর
ছায়া পূজা, অনগ্নিপক অন্ন, পকান্নসমূহের
অভক্ষণ, কলসমূহের পরিভ্যাগ, ও সঙ্ক্যা-
কালে মৌনভাবে অবস্থান অপ্রশস্ত।
প্রথমত যত্নের সহিত ক্ষেত্রপালের পূজা
করিতে হয়। হে অনঘ! এইরূপে অর্চনা-
কারিণী রমণীর ভর্তা সর্ষদাই তাহার মুখা-
পেক্ষী হইয়া থাকে। অষ্টমী, চতুর্থী, পঞ্চমী,
দ্বাদশী, বিষ্ণুসংক্রান্তি, প্রভৃতি দিব্য দিবসে
যে সকল রমণী উপবাস করে, সেই সকল
ধর্মচারিণী রমণীর স্বর্গবাস সুনিশ্চিত।
তাহারা কলিকাল হইতে নির্মুক্ত হয়। কোন
পাপই তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

অনোপযোগ্যোবাচ ।

অশ্বংকুঠেন পুণ্যেন পুরাজন্মকুঠেন বা ।
ভবদাগমনং কুঠং কিঞ্চিৎ পৃচ্ছাম্যহং ব্রতম্ ॥
অস্তি বিদ্যাবলিনাম বলিপত্নী যশস্বিনী ।
বশ্র্মমাপি বিপ্রেস্ত্র ন তুষ্যতি কদাচন ॥ ৪০
বশ্রোহপি সর্ককালং দৃষ্ট্বা চাপি ন পশ্চতি ।
অস্তি কুষ্ঠোনসী নাম ননান্দা সাপকারিণী ॥ ৪১
দৃষ্ট্বা চৈবাকুলীভঙ্গং সদা কালং করোতি চ ।
দিব্যেন তু পথা যাতি মম সৌখ্যং কথং বদ ॥
উষরে ন প্ররোহস্তি বীজাকুরাঃ কথঞ্চন ।
যেন ব্রতেন চৌর্ণেন ভবন্তি বশগা মম ।
তদ্ব্রতং ক্রহি বিপ্রেস্ত্র দাসতাবং ব্রজামি তে
নারদ উবাচ ।
যদেতৎ তে ময়া পূর্কং ব্রতমুক্তং শুভাননে ।
অনেন পার্কতৌ দেবী চৌর্ণেন বরবার্ণিনি ॥ ৪২

কৃতান্ত কখনই উপবাস-নিষ্ঠা রমণীর সমোপ-
বর্তী হয় না। অনোপম্যো কহিলেন,—অশ্ব-
দায় পুরাজন্মকুঠ পুণ্যকলে আপনার শুভা-
গমন হইয়াছে, অতএব কিঞ্চিৎ শুভব্রত
সদৃশে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করি; হে
বিপ্রেস্ত্র! বিদ্যাবলিনারী যশস্বিনী বলি-
পত্নী আমার বশ্র্ম। তিনি কখনই আমার
প্রতি পরিতুষ্ট নহেন। আমার যিনি বশ্র, তিনি
আমাকে দেখিয়াও দেখেন না। কুষ্ঠো-
নসী নামে আমার এক ননান্দা আছে, সে
সর্ষদাই পাপকারিণী। কুষ্ঠোনসী আমাকে
দেখিয়া সর্ষদাই অকুলীভঙ্গ করে। অতএব
আপনি বলুন, কিরূপে সে সুপথ অবলম্বন
করে এবং আমারই বা সুখ কিরূপে হইতে
পারে? জানি আমি, উষর-ক্ষেত্রে কখনই
বীজপ্ররোহ হয় না। অতএব যেরূপ ব্রতা-
চরণে উহার আমার বলীভূত হয়, আপনি
সেইরূপ ব্রতই করিতে আমাকে আদেশ
করুন। হে বিপ্রেস্ত্র! আমি আপনার দাসতাব
গ্রহণ করিতেছি। ২২-৪৩। নারদ কহিলেন,—
হে বরবার্ণিনি! হে সুমুখি! আমি পূর্ক
তোমার নিকট যে, এই ব্রতের কথা কহিয়া,

শঙ্করস্ত শরীরস্থা বিফোল্লম্মৌস্তথৈব চ ।
 সাবিজ্ঞৌ ব্রহ্মণশ্চৈব বশিষ্ঠস্তাপারুদ্ধতৌ ॥ ৪২
 এতেনোপোষিতেনেহ ভৰ্ত্তা স্বাস্থ্যতি তে বশে
 ক্রম-বশুরমৌশ্চৈব মুখবদ্ধো ভবিষ্যতি ॥ ৪৩
 এবং ক্রম্বা তু স্মৃশোণি যথেষ্টং কৰ্ত্তুমহসি
 নারদস্ত বচঃ ক্রম্বা রাজ্ঞৌ বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৭
 প্রসাদং কুরু বিপ্রেন্দ্র দানং গ্রাহ্যং যথেষ্পিতম্
 সুবর্ণ-মণি-রত্নানি বস্ত্রাণ্যাতরগানি চ ॥ ৪৮
 তব দাস্তাম্যহং বিপ্র যচ্ছান্তদপি ত্বলভম্ ।
 প্রগৃহাণ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ক্রীয়েতাং হরি-শঙ্করৌ ॥ ৪৯
 নারদ উবাচ ।
 অন্তশ্চৈ দীপ্যতাং ভদ্রে কৌণ্ডবৃন্তিষ্ঠ যো দ্বিজঃ ।
 অহস্ত সৰ্বসম্পন্নো মন্তুজিঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ৫০
 এবং তাঙ্গাং মনো হৃদ্বা সৰ্বাসান্ত পতিব্রতাঃ ।
 জগাম ভরতশ্রেষ্ঠ স্বকীয়ঃ স্থানকং পুনঃ ॥ ৫১

এই ব্রত আচরণ করিয়াই দেবী পার্শ্বতী
 শঙ্করের শরীরস্থা হইয়াছেন। এইরূপে
 ইহারই কলে লক্ষ্মী বিষ্ণুর, সাবিজ্ঞৌ ব্রহ্মার
 এবং অরুদ্ধতৌ বশিষ্ঠের দেহবাসিনী হন।
 এইরূপে উপবাস করিতেই ভৰ্ত্তা তোমার
 বশে থাকিবেন এবং তোমার শ্রদ্ধা ও বশুরের
 মুখবদ্ধ হইবে। হে স্মৃশোণি! তুমি এই
 ব্রত-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট ইহা আচরণ
 করিতে পার। নারদের কথা শুনিয়া রাজ্ঞী
 বলিলেন,—বিপ্রেন্দ্র! প্রসন্ন হউন। আমি
 যথেষ্ট সুবর্ণ, মণি, রত্ন, বস্ত্র, আভরণাদি
 এবং অন্ত যে কিছু ত্বলভ বস্তু আছে, তৎ-
 সমস্ত আপনাকে দান করিব। আপনি গ্রহণ
 করুন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভবৎকৃত প্রতিগ্রহের
 কলে হরি ও শঙ্কর ক্রীত হউন। নারদ
 কহিলেন,—হে ভদ্রে! যাহার বৃত্তিকর্য হই-
 য়াছে, ঈদৃশ অন্ত কোন ব্রাহ্মণকে তুমি দান
 কর। আমি সৰ্বসম্পন্ন, আমাকে যাত্র ভক্তি
 কর। তাহাই যথেষ্ট হইবে। হে ভরত-
 শ্রেষ্ঠ! নারদ এইরূপে সেই সকল পতিব্রতা
 রমণীর মনোহরণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান
 করিলেন। ত্রিপুরবাসিনী রমণীগণের চিত্ত

ততো হৃদষ্টৈবদয়া অন্ততো গতমানসাঃ ।
 পুরে ছিদ্ৰঃ সমুৎপন্নঃ বাণস্ত তু মহাশ্বনঃ ॥ ৫২
 ইতি ক্রীমাৎশ্চে মহাপুরাণে নৰ্ম্মদামাহারো
 সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৭ ॥

অষ্টাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

যন্মাং পৃচ্ছ'স কৌন্তেয় তন্মে কথয়তঃ শৃণু ।
 এতস্মিন্নস্তরে কদো নৰ্ম্মদাতটমাশ্রিতঃ ॥ ১
 নাম্না মাহেশ্বরং স্থানং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
 তাম্ভন স্থানে মহাদেবোহচিস্তয়ৎ ত্রিপুরে বধম্
 গাণ্ডীবং মন্দরং কৃদ্বা গুণং কৃদ্বা চ বাসুকিম্ ।
 স্থানং কৃদ্বা তু বৈশাখং বিষ্ণুং কৃদ্বা শরোত্তমম্
 শল্যে চাঘ্নিঃ প্রতিষ্ঠাপ্য যুধে বাঘ্যং সমর্পয়ন্ ।
 ইয়াংচ চতুরো বেদান্ সৰ্বদেবমঘং রথম্ ॥ ৪
 অতীষবোহশ্বিনো দেবাবক্ষো বজ্রধরঃ স্বয়ম্ ।

অস্তদিকে ধাবিত হইল, তাহার অপ্রসন্নচিত্তে
 কাল কাটাইতে লাগিল। এইরূপে মহাশ্বা
 বাণের পুরে ছিদ্ৰ উৎপন্ন হইল। ৪৪—৫২।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৭।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে কৌন্তেয়! তুমি
 আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা
 বলিতেছি; শ্রবণ কর। ইত্যবসরে রুদ্ৰ
 নৰ্ম্মদাতট আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে-
 ছিলেন। তাঁহার আশ্রিত স্থান—মাহেশ্বর
 নামে ত্রিভুবনে প্রখ্যাত হইয়াছিল। ঐ
 স্থানে থাকিয়া মহাদেব ত্রিপুরবধের বিষয়
 চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি মন্দরকে গাণ্ডীব
 করিয়া, বাসুকিকে গুণ, বৈশাখ রূপে
 অবস্থান ও বিষ্ণুকে উত্তম শররূপে নিক-
 পণপৃষক শল্যে অগ্নিকে স্থাপন ও শরযুধে
 বাঘকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর বেদ-
 চতুষ্টয়কে অশ্ব করিয়া এক সৰ্বদেবময় রথ

স তস্মাজ্জাং সমাদায় তোরণে ধনদঃ স্থিতঃ ॥৫
যমস্ত দক্ষিণে হস্তে বামে কালস্ত দাক্ষণঃ ।
চক্রে স্বয়ংকোট্যন্ত গন্ধর্বা লোকবিক্ষতাঃ ॥ ৬
প্রজাপতী রথশ্রেষ্ঠে ব্রহ্মা চৈব তু সারথিঃ ।
এবং কুহা তু দেবেশঃ সর্বদেবময়ঃ রথম্ ॥ ৭
সোহতিষ্ঠৎ স্বাগুচ্ছৃতস্ত সহস্রপরিবৎসরান ।
যদা ত্রীণি সমেতানি অন্তরীক্ষে স্থিতানি বৈ ।
ত্রিপর্কানি ত্রিশলোন তদা তানি ব্যভেদয়ৎ ।
শরঃ প্রচোদিতস্তেন ক্রদেণ ত্রিপুরঃ প্রতি ॥৮
ভ্রষ্টেভ্যোঃ স্থিযো জাতা বলং তাসাঃ ব্যাশীৰ্য্যত
উৎপাতান্ত পুরে তস্মিন প্রাহুর্ভূতাঃ সহস্রশঃ ॥
ত্রিপুরস্ত বিনাশায় কাশ্মরীভবংস্তদা ।
অটগমং প্রমুঞ্চন্তি হযাঃ কাঠময়াস্তদা ॥ ১১
নিমেনোন্মেষণকৈব কুণ্ঠন্তি চিত্তরূপিণঃ ।
স্বপ্নে পশুন্তি গান্ধারীং রক্তাদরবিচ্ছিন্নতম ॥১২

প্রস্তুত করিলেন । অগ্নিনীকুমারদ্বয় ঐ অশ্ব-
চতুষ্টয়ের রশ্মি এবং স্বয়ং বজ্রধর ঐ রথের
অক্ষ হইলেন । সাক্ষাৎ ধনদ মহাদেবের
আজ্ঞা লইয়া রথতোরণে অবস্থান করিলেন ।
যম দক্ষিণ হস্তে এবং দাক্ষণ কাল ভাহার
বামদিকে রহিলেন । কোটি কোটি অমর ও
লোকবিক্ষত গন্ধর্বগণ ঐ রথচক্রে অবস্থান
করিতে লাগিলেন । প্রজাপতি ব্রহ্মা ঐ রথ-
শ্রেষ্ঠে সারথ্য কর্ষে নিযুক্ত হইলেন ।
দেবদেবেশ এইরূপে সর্বদেবময় রথ প্রস্তুত
করিয়া সহস্র বর্ষ যাবৎ স্বাগুরূপে অবস্থান
করিলেন । অনন্তর তৎকালে অন্তরীক্ষে
পুরজয় সম্মিলিত হইয়া অবস্থিত হইল । তখন
ত্রিশূল দ্বারা ক্রুদ্ধ উহাদিগকে ভেদ করি-
লেন । ক্রুদ্ধ ত্রিপুরের প্রতি এক শর নিক্ষেপ
করিলেন । তাহাতে তদ্রূপে স্রীগণ প্রভাবহীন
হইল । তাহাদিগের বল বিনীর্ণ হইয়া গেল ।
সহস্র সহস্র উৎপাত পুরমধ্যে প্রাহুর্ভূত হইল ।
ত্রিপুর ধ্বংসের নিমিত্ত তৎকালে কাঠময় হয়
সকল কালরূপ ধারণ করত অটহাস্ত করিতে
লাগিল । চিত্র-লিখিত প্রাকৃষ্টি সকল
নিমেষ-উন্মেষ করিতে লাগিল । পুরবাসীরা

স্বপ্নে তু সর্বৈ পশুন্তি বিপরীতানি ধানি তু ।
এতান্ পশুন্তি উৎপাতাঃস্তত্র স্থানে তু যৈ
জনঃ ॥১৩
তেষাং বলক বুদ্ধিচ্চ হরকোপেণ নান্বিতে ।
ততঃ সান্বর্তকো বায়ুর্গুগান্তপ্রতিমো মহান ॥১৪
সমীরিতোহনলস্তেন উত্তমাজ্জেন ধাবতি ।
জলন্তি পাদপান্ত্রস্ত পতন্তি শিখরাণি চ ॥ ১৫
সর্বতো ব্যাকুলীভূতঃ হাহাকারমচেতনম্ ।
ভগ্নোদ্যানানি সর্কানি কিপ্রং তৎ প্রত্যভজ্যত
তেনৈব পীড়িতঃ সর্বঃ জলিতঃ ত্রিশিখৈঃ শরৈঃ
ক্রমাচ্চারামখণ্ডানি গৃহাণি বিবিধানি চ ॥ ১৭
দশদিশু প্ররতোহয়ং সমিক্কো হব্যাহনঃ ।
মনঃশিলানাং পুঞ্জানি দিশো দশ বিভাগশঃ ॥
শিখাশটৈরনেকৈস্ত প্রজ্জ্বালিতাশনঃ ।

স্বপ্নযোগে আপনাকে রক্তাদরধারী দেখিতে
লাগিল । যে কিছু বিপরীত, যাহা কিছু
অসঙ্গত, তৎসমস্তই স্বপ্নে তাহার প্রত্যক্ষ
করিল । বলা বাহুল্য, যাহারা সেই মহেশ্বর
স্থানে থাকিয়া এই সকল উৎপাত দর্শন করে,
হরকোপে তাহাদিগের বল-বুদ্ধি নষ্ট হইয়া
যায় । যাহা হোক, অনন্তর গুগান্তপ্রতিম
সহস্রকাণ্ড মহান বায়ু ত্রিপুর-পুরে বহিতে
লাগিল । অগ্নি বায়ুকর্তৃক বিচালিত হইয়া
উর্দ্ধদিকে ধাবিত হইল । পাদপ সকল
প্রজ্বলিত হইতে লাগিল । শিখরসমূহ
পতিত হইল । চারিদিক্ আকুল করিয়া এক
বিষম হাহাকার উত্থিত হইতে লাগিল ।
উদ্যান বাটিকা সকল ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া
গেল । ১—১৬ । এইরূপে সেই ত্রিপুর মহা-
ভয় হইল । মহাদেব সকলকেই পীড়িত করিয়া
তুলিলেন । ত্রিশিখ শরে সমস্ত প্রজ্বলিত
হইল । ক্রম, আরাম খণ্ড ও বিবিধ গৃহ-
বলী জলিতে লাগিল । সুপ্রদীপ্ত হব্য-
বাহন সর্বদিকেই ধাবিত হইলেন । হতাশন
শত শত শিখা বিস্তার করিয়া দশদিকে
প্রজ্বলিত হইল । তাহাতে পুণ্ড পুণ্ড
মনঃশিলা ভগ্নীভূত হইয়া গেল । সমস্ত

সৰ্বং কিংকবৰ্ণাতঃ জলিতঃ দৃষ্টতে পুরম্ ॥১১৥
 গৃহাদৃগৃহান্তরং নৈব গন্তঃ ধূমেন শক্যতে ।
 হরকোপানলৈর্দগ্ধঃ কন্দমানঃ সূক্ষ্মধিতম্ ॥২০৥
 প্রদীপ্তং সৰ্বতোঃ দিক্ দৃষ্টতে ত্রিপুরং পুরম্ ।
 প্রাসাদশিখরাভ্রাণি বানীধাস্ত সহস্রশঃ ॥ ২১৥
 নানামণিবিচিত্রাণি বিমানাস্তপ্যনেকধা ।
 গৃহাণি চৈব রম্যাণি দৃষ্টে দীপ্তবহ্নিনা ॥ ২২৥
 ধাবন্তি ক্রমযণ্ডে বনভীষু তথা জনাঃ ।
 দেবাগারেষু সৰ্ব্বেষু প্রজলন্তঃ প্রধাবিতাঃ ॥২৩৥
 কন্দন্তি চানলপ্লুত্ৱৈঃ কদন্তি বিবিধৈঃ শ্বৈরঃ ।
 দৃষ্টে দানবাস্তৱ্য শতশোহিৎ সহস্রশঃ ॥ ২৪৥
 হংস-কারণবাকীণা নলিতঃ সহপঙ্কজাঃ ।
 দৃষ্টেহনলদগ্ধানি পুরোদ্যানানি দীর্ঘিকাঃ ॥২৫৥
 অগ্নানপঙ্কজচ্ছরা বিস্তীর্ণা যোজনায়তাঃ ।
 গিরিকূটনিভাস্তত্র প্রাসাদা রত্নভূষিতাঃ ॥ ২৬৥
 পতন্ত্যনলনির্দগ্ধা নিস্তোয়া জলদা ইব ।

পুরই প্রজলিত হইয়া কিংকবর্ণোভা ধারণ করিল। এত ধূম নির্গত হইতে লাগিল যে, গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইবারও কমতা রহিল না। হরকোপানলে দগ্ধ হওয়ার সৰ্ব্বত্র করণ কন্দনধ্বনি উথিত হইল। সৰ্ব্বদিকেই ত্রিপুরপুর অগ্নিদীপ্ত হইয়া দগ্ধ হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র প্রাসাদশিখর বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল। নানামণি-চিত্রিত বিমান-শ্রেণী ও রম্য রম্য গৃহাবলী দীপ্তানলে দগ্ধ হইয়া গেল। লোকসকল ক্রমযণ্ড ও বনভীষমূহের দিকে ধাবিত হইল। কতকগুলি লোক জলিতগাজে দেবাগারান্তিমুখে ধাবিত হইল। অগ্নিদগ্ধ হইয়া লোকসকল উচ্চৈঃশ্বরে কন্দন করিতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র দানব দগ্ধ হইতে লাগিল। হংস, কারণব ও পঙ্কজরাজি-রাজিত বহু সরসী অগ্নিদগ্ধ হইল। বহু শত পুরোদ্যান ও অগ্নানপঙ্কজচ্ছর যোজনায়ত দীর্ঘিকা সকল অনলে দগ্ধ হইতে দৃষ্ট হইল। রত্নভূষিত গিরিকোটিনিভ প্রাসাদ সকল নির্জল জলদগ্ধের ভাষ অগ্নিশিখার দগ্ধ হইল।

বরদ্রাবালবৃদ্ধেব গোবৃ পক্ষিবৃ বাজিবৃ ॥ ২৭৥
 নির্দগ্ধো ব্যাদহ্বহির্হরকোপেন প্রেরিতঃ ।
 সহস্রশঃ প্রবৃদ্ধাশ্চ স্তম্বাশ্চ বহবো জনাঃ ॥ ২৮৥
 পুত্রমালিন্য তে গাঢ়ং দহন্তে ত্রিপুরারিণা ।
 অথ তন্মিন্ পুরে দীপ্তে স্থিরাশ্চাপরসোপমাঃ
 অগ্নিজ্বালাহতাস্তত্র হততনু ধরণীতলে ।
 কাচিচ্ছ্যামা বিশালাক্ষী মুক্তাবলিবিভূষিতা ॥৩০৥
 ধূমেনাকুলিতা সা তু পতিতা ধরণীতলে ।
 কাচিৎ কনকবর্ণাভা ইন্দ্রনীলবিভূষিতা ॥ ৩১৥
 ভর্তারং পতিতং দৃষ্ট্বা পতিতা তস্ত চোপরি ।
 কাচিদাদিত্যসঙ্কাশা প্রমুগ্ধা চ গৃহে স্থিতা ॥৩২৥
 অগ্নিজ্বালাহতা সা তু পতিতা গতচেতনা ।
 উথিতো দানবস্তত্র খড়াগস্তো মহাবলঃ ।
 বৈশ্বানরহতঃ সোহপি পতিতো ধরণীতলে ॥৩৩৥
 মেঘবর্ণাপরা নারী হারং কেয়ুরভূষিতা ॥ ৩৪৥
 শ্বেতবস্ত্রপরোধানা বালাঃ স্তম্বাঃ স্তম্বাপয়ৎ ।

হরকোপপ্রেরিত নির্দগ্ধ বহি এইরূপে বরদ্রাবী, বাল, বৃদ্ধ, গো, পশু, পক্ষী ও অশ্বসমূহ দগ্ধ করিল। বহুলোক প্রমুগ্ধ ছিল, অগ্নির উত্তাপে তাহারা প্রমুগ্ধ হইল। কত লোক পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ত্রিপুরানলে দগ্ধ হইল। সেই দীপ্তপুরে অপসার স্তায় সুন্দরী রমণীরা অগ্নিজ্বালায় বিহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। কোন স্ত্রীমাতা মুক্তাবলীমালিতা বিশাল-নয়না রমণী ধূমাকুলিত হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। কোন কানকবর্ণা ইন্দ্রনীল-মণ্ডিতা রমণী স্বীয় ভর্তাকে পতিত দেখিয়া তত্ক্ষণে পতিত হইল। কোন আদিত্যবর্ণা রমণী স্তম্বাবস্থায় গৃহে ছিল, অগ্নিজ্বালায় আক্রান্ত হইয়া সে অচেতনভাবে পড়িয়া রহিল। কোন মহাবল দানব তখন খড়া-হস্তে উথিত হইল; কিন্তু বৈশ্বানর-তাপে দগ্ধ হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। ১৭—৩৩।
 অপর কোন শ্বেতাশ্বর-শোভিতা হার-কেয়ুর-ধারিণী মেঘবর্ণা নারী স্বীয় বালককে স্তম্বপায় করাইতেছিল, সে বালককে দগ্ধ হইতে

দহন্তঃ বালকঃ দৃষ্ট্বা ক্রদন্তে মেঘশব্দবৎ ॥ ৩৫
এবং স তু দহন্তঃ হরক্রোধেন প্রেরিতঃ ।
কাচিচ্চন্দ্রপ্রভা সৌম্যা বজ্রবৈদূর্য্যভূষিতা ॥ ৩৬
সুতমালিন্দা বেপথী দক্ষা পততি ভূতলে ।
কাচিৎ কুন্দেন্দুবর্ণাভা যা শয়ানা গৃহে স্থিতা ॥ ৩৭
গৃহে প্রজ্জলিতে সা তু প্রতিবুদ্ধা শিখাদ্বিতা ।
পতন্তী জলিতঃ সর্বঃ হা সুতো মে কথং গতঃ
সুতং সন্দগ্ধমালিন্দা পতিতা ধরণীতলে ।
আদিত্যাদয়বর্ণাভা লক্ষ্মীবদনশোভনা ॥ ৩৯
দ্বরিতা দহমানা সা পতিতা ধরণীতলে ।
কাচিৎ সুবর্ণবর্ণাভা নীলরত্নকিঙ্করভূষিতা ॥ ৪০
ধূমেবাকুলিতা সা তু প্রসুপ্তা ধরণীতলে ।
অস্তাগৃহীতহস্তা তু সখি দহন্তি বালিকা ॥ ৪১
অনেকদিগ্ধরত্নাঢ্যা দৃষ্ট্বা দহনমোহিতা ।
শিরসি হৃঞ্জালিং কুত্ৰা বিজ্ঞাপয়তি পাবকম্ ॥ ৪২

ভগবন্ যদি বৈরং তে পুরুষেষুপকারিষু ।
দ্বিঘঃ কিমপরাধ্যন্তে গৃহপত্নয়কৌকিলাঃ ॥ ৪৩
পাপ নির্দয় নির্লজ্জ কন্তে কোপঃ দ্বিঘঃ প্রতি ।
ন দাক্ষিণ্যং ন তে লজ্জা ন সত্যং শৌর্য্যবর্জিত
অনেন হ্যপসর্গেণ তুপালভ্যং শিখিত্বদাৎ ।
কিং ত্বয়া ন স্মৃতং লোকে হবধ্যাঃ শত্রুযোষিতঃ
কিন্তু তুভ্যং গুণা হেতে দহনোৎসাদনং প্রতি
ন কারুণ্যং দয়া বাপি দাক্ষিণ্যং ন দ্বিঘঃ প্রতি ।
দয়াঃ কুর্ষন্তি স্নেহাংপি দহন্তীঃ বৌদ্ধ্য যোষিতম্
স্নেহানামপি কষ্টোহসি হর্নিবারো হৃচেষ্টনঃ ॥ ৪৭
এতে চৈব গুণাভ্যন্তঃ দহনোৎসাদনং প্রতি ।
আসামপি হৃষাচার জ্ঞাণাঃ কিং তে নিপাতনে ॥
হৃষ্টে নিম্নং নির্লজ্জ হতাশিন্ মন্দভাগ্যক ।
নিরাশত্বং হৃষাবাস বলাদহসি নির্দয় ॥ ৪৯

করিল,—ভগবন্! যদি আপনার বৈরিতা থাকে, তবে অপকারী পুরুষদিগের প্রতিই আপনার তাহা আচরণীয়। আমরা রমণী—গৃহপত্নয়ের কৌকিলস্বরূপ। আমরা আপনার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি? ৩০—৪৩। রে পাপ! রে নির্দয়! রে নির্লজ্জ পাবক! জ্ঞীলোকের প্রতি তোমার কোপ কিসের? রে শৌর্য্যহীন! তোমার দাক্ষিণ্য নাই, লজ্জা নাই, বা, সত্য-নিষ্ঠা নাই। এইরূপ ক্রমে সেই রমণী অগ্নিকে তিরস্কার করিল এবং আবার বলিল,—রে নির্লজ্জ! তুমি কি শুন নাই যে, শত্রুকামিনীরা সকলেরই অবধ্য। কিন্তু দহন উৎসাদন সম্বন্ধে তোমার এই সকল গুণ যে, জ্ঞীলোকের প্রতি তোমার কারুণ্য নাই, দয়া নাই, দাক্ষিণ্য নাই। দেখ, জ্ঞীলোককে দক্ষ হইতে দেখিয়া স্নেহগণও দয়া করিয়া থাকে। কিন্তু বড়ই কষ্টের বিষয়, তুমি অচেতন অথচ হৃদ্বাক্ত হইয়া স্নেহাপেক্ষাও অধম হইয়াছ। রে হৃষা-চার! এই সকল জ্ঞীলোকের নিপাতনে তোমার এত আগ্রহ কেন? রে হৃষ্ট! রে নিম্ন! রে নির্লজ্জ! রে হতাশিন্! রে

দেখিয়া মেঘধরনিবৎ ক্রন্দন করিতে লাগিল। এইরূপে সেই হরক্রোধ-প্রেরিত বহি সমুদয় পুর দক্ষ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন চন্দ্র-সমানবর্ণা বজ্রবৈদূর্য্য-ভূষিতা সুন্দরী যুবতী স্বীয় পুত্র আলিঙ্গন করিয়া কাদিতে কাদিতে অগ্নিদক্ষ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কোন কুন্দেন্দু-সমানকান্তি কামিনী গৃহে শয়ান ছিল, গৃহ প্রজ্জলিত হইলে, জাগরিত ও হতাশ-শিখায় দক্ষ হইয়া সমস্তই অগ্নিজালায় পরি-ব্যাপ্ত দেখিল, দেখিয়া—‘হা আমার পুত্র কোথায় গেল!’ বলিয়া কাদিতে কাদিতে অগ্নিদক্ষ পুত্রকে আলিঙ্গন করত ভূপতিত হইল। কোন সূর্য্যসমানপ্রভা, লক্ষ্মীর স্তায় প্রকল্পবদনা রমণী দ্বরিতপদে প্রস্থিত ও অগ্নিদক্ষ হইয়া ভূপতিত হইল। কোন কাঞ্চন-কান্তি নীলরত্নরাজিতা রমণী ধূমসমূহে আকুল হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে প্রসুপ্ত অবস্থায় রহিল। কোন কামিনী সখী কর্তৃক গৃহীতহস্ত ও দহন-জালায় মোহিত হইয়া বলিল—সখি! ঐ দেখ, আমার বহু রত্নভূষিত বালিকা দক্ষ হইতেছে। এই বলিয়া মস্তকে অঞ্জলি বহনপূর্ব্বক পাবকের নিকট নিবেদন

এবং বিলপমানাত্মা জলদ্যুশ্চ বহুস্তপি ।

অন্তাঃ ক্রোশন্তি সংক্ৰুদ্ধা বালশৌকেন

মোহিতাঃ ॥৫০

দহতে নির্দয়ো বহিঃ সংক্ৰুদ্ধঃ পুরুষশ্রবৎ ।

পুষ্করিণ্যাং জলং দম্বং কূপেষুপি তথৈব চ ॥৫১

অস্মান্ সন্দহ্ন স্নেহঃ স্বেং কাং গতিং প্রাপয়িষ্যসি

এবং প্রলপতাঃ তাসাং বহ্নিধ্বজেনমব্রবীৎ ॥৫২

অগ্নিকবাচ ।

স্ববশেনৈব যুগ্মাকং বিনাশন্তু করোম্যহম্ ।

অহমাদেশকর্তা বৈ নাহং কর্তাস্ম্যবুগ্রহম্ ॥৫৩

কৃত্তক্রোধসমাবিষ্টো বিবিশামি যথেষ্টয়া ।

ততো বাণো মহাতেজাস্ত্রিপুংস্ব বৌক্ষ্য দৌপিতম্

সিংহাসনস্থঃ প্রোবাচ হৃৎ দেবৈর্বিবিনাশিতঃ ।

অগ্নসর্বৈহুঁরাচাটৈরীশ্বরশ্চ নিবেদিতম্ ॥৫৫

অপরীক্ষ্য ত্বং দম্বঃ শক্রেণ মহাস্তনাম্ ।

যক্ষভাগ্য! রে হুঁরাবাস! রে নিরাশ!

তুই নির্দয় হইয়া সবলে সকলকেই দম্ব

করিতে প্রবৃত্ত হইলি। এইরূপে সেই সকল

রমণীরা বহু বিলাপ করিতে লাগিল। অস্ত

অনেক রমণী স্মৃতশোকে মোহিত হইয়া

সঙ্কোচে অগ্নির প্রতি আক্রোশ প্রকাশ

করিয়া বলিল,—নির্দয় বহ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া

চির শক্লর স্থায় দম্ব করিতেছে। ওরে

স্নেহ পাবক! তুই পুষ্করিণী ও কূপসমূহেরও

জল দম্ব করিয়াছিস্। এক্ষণে আমাদিগকে

দম্ব করিয়া কোন্ অবস্থায় লইয়া যাইবি?

সেই সকল স্ত্রীলোকেস্ব। এইরূপ প্রলাপ

করিতে লাগিলে, বহ্নি বলিলেন,—আমি

আত্মবশে তোমাদিগকে বিনাশ করিতেছি

না। আমি মাত্র আদেশ-প্রতিপালক।

অহুগ্রহ করিবার কর্তা আমি নহি।

আমি কৃত্তক্রোধে সমাবিষ্ট হইয়াই যথেষ্ট

বিচরণ করিতেছি। অনন্তর মহাতেজা

বাণাসুর ত্রিপুংস্ব অগ্নি-শিখায় দৌপিত

দেখিয়া সিংহাসনে সমাসীন হইয়াই বলিল,—

অহো! অগ্নবীৰ্য্য হুঁরাচার দেবগণ! মহে-

শ্বরের নিকট আবেদন করিয়া আমাকে

নান্তঃ শক্লন্ত মা হন্তঃ বর্জয়িষ্য ত্রিলোচনম্ ।

উখিতঃ শিরসা কৃৎস্না লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম্ ।

নির্গতঃ স পুরদ্বারাং পরিত্যজ্য স্নহৎসুতান্ ।

ইত্যানি যান্ত্রনর্ঘাণি স্ত্রিয়ো নানাবিধাস্তথা ।

গৃহীত্বা শিরসা লিঙ্গং গচ্ছন্ গগনমণ্ডলম্ ॥৫৮

স্ববংশং দেবদেবেশং ত্রিলোকাধিপতিং শিবম্

ত্যাক্ত্বা পুরী ময়া দেব যদি ব্যাধ্যোহস্মি শক্লয়

ত্বং প্রসাদান্নহাদেব মা মে লিঙ্গং বিনস্তুতু ।

অর্চিতং হি ময়া দেব ভক্ত্যা পরময়া সদা ॥৬০

ত্বৎকোপাদ্যদি ব্যাধ্যোহহং তদিদং মা বিনস্তুতু

শ্লাঘ্যমেতন্মহাদেব ত্বৎকোপাদহনং মম ॥৬১

প্রতিজ্ঞায় মহাদেব ত্বৎপাদনিরতো হুহম্ ।

তোটকচ্ছন্দসা দেবং স্তোমি স্বেং পরমেশ্বর ॥৬২

বিনাশ করাইল। কিন্তু মহাত্মা শক্লর কোন

বিচার না করিয়াই 'আমায় দম্ব করিলেন।

বাস্তবিক ত্রিলোচন ব্যতীত আমাকে মারিবার

অন্ত কাহারও শক্তি নাই। এই বলিয়া

বাণাসুর তখন স্ত্রী মস্তকে ত্রিভুবনেশ্বর-

নামক শির্বালঙ্গ লইয়া উখিত হইল এবং

বকু, পুত্র, মহার্য্য রত্ন ও নানাবিধ রমণীসমস্ত

পরিভ্যাগ করিয়া পুরদ্বার হইতে নিজ্জান্ত

হইল। পরে গগনপথে প্রস্থান করিয়া

ত্রিলোকাধিপতি দেবদেব শিবকে স্তব

করিতে লাগিল। বলিল,—হে শক্লর।

আমি স্ত্রী পুরী পরিভ্যাগ করিয়াছি;

আমি যদি প্রকৃতই বধ্য হই, তাহা হইলে

আমার প্রার্থনা—হে মহাদেব! তোমার

প্রসাদে আমার এই অর্চনীয় লিঙ্গ যেন

বিনষ্ট হয় না। হে দেব! আমি পরম

ভক্তির সহিত সর্বদাই ইহাকে অর্চনা করিয়া

থাকি। ৪৪—৬০। তোমার কোপে আমি নষ্ট

হই, ক্রান্ত নাই; কিন্তু এই লিঙ্গটী যেন নষ্ট

হয় না। হে মহাদেব! তোমার কোপে দহনে

আমায় দম্ব করে, সে ত আমার শ্লাঘ্য

কথা। কিন্তু মহাদেব! প্রার্থনা করি, প্রতি-

জ্ঞয়ে আমি যেন তোমার পাদপদ্মে একনিষ্ট

হইয়া থাকিতে পারি। হে পুরমেশ্বর!

শিবশঙ্করশর্কহরায় নমো
ভব ভৌম মহেশ্বর সর্ব নমঃ
কুসুমায়ুধদেহবিনাশকর
ত্রিপুরাস্তক অঙ্ককশূলধর ॥৬৩
প্রমদাপ্রিয় কাস্ত বিভক্ত নমঃ
সসুরাসুরসিদ্ধগণৈর্মমিত।
হয়-বানর সিদ্ধ গজেন্দ্রমুখ-
দতিভাষদদীর্ঘবিশালমুখ ॥৬৪
উপলক্ষ্যমশক্য তরৈরসুরৈঃ
প্রথিতোহস্মি চ বাহুশঠৈর্বহতিঃ।
প্রণতোহস্মি ভবঃ ভবভক্তিরত-
শলচন্দ্রকলাকুল দেব নমঃ ॥৬৫
ন চ পুত্র-কলত্র-হয়াদি ধনঃ
মম তু তদসুস্মরণঃ শরণম্।
ব্যথিতোহস্মি তু বাহুশঠৈর্বহতি-
গমিতা চ মহানরকস্ত গতিঃ ॥ ৬৬
ন নিবর্ততি জন্ম ন পাপমতিঃ
শুচিকর্ম নিবন্ধমপি ত্যজতি।

আমি তোটকচ্ছন্দে তোমার স্তব করিতেছি।
হে শিব, শঙ্কর, শর্ক,হর, ভব, ভৌম, মহেশ্বর!
সর্ব! নমঃ। হে কুসুমায়ুধ-দেহবিনাশন,
ত্রিপুরাস্তক, অঙ্কক-শূলধর! হে প্রমদাপ্রিয়,
কাস্ত, বিভক্ত, তোমায় নমস্কার। হে সুরা-
সুর-সিদ্ধগণের নমস্কৃত! হে হয়, বানর, সিদ্ধ
ও গজেন্দ্র অপেক্ষাও অতি ভাষর, অতি
দীর্ঘ অতি বিশাল মুখশালিন! অসুরেরা
তোমার তত্ত্ব জানিতে পারে না। তুমি
শত শত বাহু দ্বারা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। হে
চলচন্দ্রকলাকুল দেবদেব! আমি তোমার প্রতি
ভক্তিমান হইয়া তোমার পদপ্রান্তে প্রণত
হইতেছি। পুত্র, কলত্র, ধন ও অশ্বাদি
বাহনে আমার প্রয়োজন নাই। তোমার
অসুস্মরণই আমার একমাত্র কারণ।
আমি ব্যথিত হইয়াছি; শত শত
বাহু দ্বারা আমি মহানরকের পথে উপনীত
হইয়াছি। আমার জন্ম নিবৃত্ত হইতেছে
না। আমার পাপমতি শাস্ত্রসিদ্ধ পবিজ্ঞ

অসুক্ষ্মপতি বিভ্রমতি ত্রসতি
মম চৈব কুক্ষ্ম নিবারয়তি ॥৬৭
যঃ পঠেৎ তোটকং দিব্যং প্রযতঃ শুচিমানসঃ।
বাণশ্চেব যথা ক্রদ্রাস্তস্তাপি বরদো ভবেৎ ॥৬৮
ইমং স্তবং মহাদিব্যং শ্রদ্ধা দেবো মহেশ্বরঃ।
প্রসন্নস্ত তদা তস্ত স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ ॥৬৯
মহেশ্বর উবাচ।
ন ভেতব্যঃ ত্বয়া বৎস সৌবর্ণে তিষ্ঠ দানব।
পুত্র-পৌত্র-সুহৃদ্বন্ধু-ভাৰ্য্যাভৃত্যজ্ঞৈঃ সহ ॥ ৭০
অদ্য প্রভৃতি বাণ স্বমবধ্যস্মিদশৈরপি।
ভূয়স্তস্ত বরো দন্তো দেবদেবেন পাণ্ডব ॥ ৭১
অক্ষয়শ্চাব্যয়ো লোকে বিচরন্বাক্তোভয়ঃ।
ততো নিবারয়ামাস ক্রদ্রঃ সপ্তশিখং তদা ॥ ৭২
তৃতীয়ঃ রক্ষিতঃ তস্ত পুরং তেন মহাননা।
ভ্রমৎ তু গগনে দিব্যং ক্রদ্রভেজঃপ্রভাবতঃ ॥৭৩

কর্ম পরিত্যাগ করিতেছে—করিয়া কপিত,
ভ্রান্ত, ও ত্রস্ত হইতেছে। আমার কুক্ষ্ম
আমায় সর্ব সৎকর্ম হইতে নিবারিত করি-
তেছে। যে ব্যক্তি শুদ্ধমনে এই দিব্য তোটক
পাঠ করে, বাণের স্তায় তাহার প্রতিও
ক্রদ্রদেব বরপ্রদ হইয়া থাকেন। ৬১—৬৮।
বাণকৃত এই দিব্য স্তোত্র দেব মহেশ্বর শ্রবণ
করিয়া তৎপ্রতি তৎকালে প্রসন্ন হইলেন
এবং সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—
বৎস! তোমার ভয় নাই। হে দানব!
তুমি পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ, বন্ধু, ভাৰ্য্যা ও ভৃত্য-
জন সহ স্বীয় সৌবর্ণপুরে অবস্থান কর।
হে বাণ! অদ্য হইতে তুমি দেবগণের
অবধ্য হইলে। হে পাণ্ডব! দেবদেব
পুনরাপি বাণকে বরদান করিলেন যে, হে
বাণ! তুমি অক্ষয়, অব্যয় ও অকৃতোভয়
হইয়া জগতে বিচরণ কর। এই বলিয়া
তখন ক্রদ্রদেব সপ্তশিখ হতাশনকে নিবারণ
করিলেন। অনন্তর মহাত্মা ক্রদ্র বাণাসুরের
তৃতীয় পুর রক্ষা করিলে ক্রদ্রের ভেজঃ-
প্রভাবে সেই দিব্যপুং গগনে ভ্রমণ করিতে

এবম্ ত্রিপুরং দধুঃ শঙ্করেণ মহাস্থনা ।
 জালামালা প্রদীপ্তং তৎ পতিতং ধরণীতলে ॥৭৪॥
 একং নিপতিতং তত্র জীর্ণশৈলে ত্রিপুরাস্তকে ।
 দ্বিতীয়ং পতিতং তন্মিন্ পরীতেহমরকণ্টকে ॥
 দৃষ্টবু তেবু রাজেন্দ্র ক্রুদ্ধকোটিঃ প্রতিষ্ঠিতা ।
 জলং তদপতৎ তত্র তেন জালেশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥
 উর্দ্ধেন প্রস্থিতাস্তস্ত দিব্যজালা দিবং গতাঃ ।
 হাহাকারস্তদা জাতো দেবাসুরকৃতো মহান ॥৭৭॥
 শরমস্তস্তয়ক্রোধো মাহেশ্বরপুরোত্তমো ।
 এবং বৃত্তং তদা তন্মিন্ পরীতেহমরকণ্টকে ॥
 চতুর্দশাখ্যং ভুবনং স ভুক্তা পাণ্ডুনন্দন ।
 বর্ষকোটিসহস্রস্ত ত্রিশংকোট্যস্তথাপরাঃ ॥৭৯॥
 ততো মহীতলং প্রাপ্য রাজা ভবতি ধার্মিকঃ
 পৃথিবীমেকচ্ছত্রেণ ভূভেদে স তু ন সংশয়ঃ ॥৮০॥

লাগিল। এইরূপে মহাশয় শঙ্কর কর্তৃক
 ত্রিপুরদধু হয়। সেই দধু পুরত্রয়ের মধ্যে
 এক পুর জালা-মালায় প্রদীপ্ত হইয়া ও
 ধরণীতলে ত্রিপুরাস্তক জীর্ণশৈলে পতিত
 হয়। আর দ্বিতীয়পুর অমরকণ্টকপর্বতে
 পতিত হইয়াছিল। তে রাজেন্দ্র! সেই
 সকল পুর দধু হইলে তথায় ক্রুদ্ধকোটি
 প্রতিষ্ঠিত হয়। জলিত পুর পতিত হওয়ায়
 ক্রুদ্ধকোটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া উহা
 জালেশ্বর নামে বিখ্যাত হয়। ঐ জালেশ্বরের
 উর্দ্ধ দিক্ দিয়া প্রস্থিত হইয়া বহু দিবা জালা
 স্বর্ণপথে গমন করিয়াছিল। এইজন্য তখন
 দেব ও অসুরগণের মধ্যে এক মহা হাহাকার
 উপস্থিত হয়। ক্রুদ্ধদেব উত্তম মাহেশ্বরপুরে
 সেই জালাদীপ্ত শর স্তম্বিত করিয়াছিলেন।
 সেই অমরকণ্টক পর্বতে পুরাকালে এই
 সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল। তে পাণ্ডুনন্দন!
 এবম্বিধ অমরকণ্টকে যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধকোটির
 অর্চনা করে, সে একসহস্র ত্রিশকোটি বর্ষ
 চতুর্দশ ভুবন ভোগ করিয়া পরে মণীতলে
 আসিয়া এক ধার্মিক রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ
 করে, পৃথিবীতে তাহার একচ্ছত্র আধিপত্য
 হয়, সে সার্বভৌমিক রাজভোগ ভোগ করে,

এবং পুণ্যো মহারাজ পরীতোহমরকণ্টকঃ ।
 চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে তু গচ্ছেদ্যোহমরকণ্টকম্ ॥
 অশ্বমেধাদশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।
 স্বর্গলোকমবাপ্নোতি দৃষ্ট্বা তত্র মহেশ্বরম্ ॥ ৮২
 ব্রহ্মহত্যা গমিষ্যন্তি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে ।
 তদেবং নিখিলং পুণ্যং পরীতেহমরকণ্টকে ॥ ৮৩
 মনসাপি স্মরেদ্যন্তঃ গিরিসমরকণ্টকম্ ।
 চান্দ্রায়ণশতং সাগ্রং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৪
 ত্রয়াণামপি লোকানাং বিখ্যাতোহমরকণ্টকঃ ।
 এষ পুণ্যো গিরিশ্রেষ্ঠঃ সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতঃ ॥ ৮৫
 নানাফলতাকীর্ণো নানাপুষ্পোপশোভিতঃ ।
 যুগ-ব্যাঘ্রসহস্রৈস্ত সেব্যমানো মহাগিরিঃ ॥
 যত্র সন্নিহতো দেবো দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা চেন্দ্রো বিদ্যাধরগন্ধৈঃ সহ ॥ ৮৭
 ঋষিভিঃ কিম্বরেয্যৈকনিত্যমেব নিষেবিতঃ ।
 বায়ুকিঃ সহিতস্তত্র ক্রীড়তে যন্নগোত্তমো ॥ ৮৮

সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! পূর্ববর্ণিত অমর-
 কণ্টক পর্বত এইকপই পুণ্যজনক। যে
 ব্যক্তি চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণযোগে অমরকণ্টকে
 গমন করে, মগধিগণ বলেন,—তাহার
 অশ্বমেধ অপেক্ষা দশগুণ অধিক ফল লাভ
 হয়। তথায় মহেশ্বরদর্শনে স্বর্গলোক লাভ
 হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে অমর-
 কণ্টক-যাত্রী ব্যক্তির ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপও
 বিদূরিত হইয়া যায়। এইরূপে অমর-
 কণ্টকে সমস্তই পুণ্যময় হইয়া থাকে। সেই
 অমরকণ্টক পর্বতকে মনে মনেও যে ব্যক্তি
 স্মরণ করে, তাহার নিশ্চয় শত চান্দ্রায়ণের
 ফল লাভ হয়। অমরকণ্টক পর্বত তিন
 লোকেই প্রসিদ্ধ। এই পবিত্র গিরিবর
 সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণে সেবিত নানা, ফলতায়
 আকীর্ণ, নানা কুসুম সমুদ্ভাসিত ও যুগ-
 ব্যাঘ্রাদি নানা জন্তুগণে নিষেবিত। তথায়
 দেবী মহেশ্বরী সহ দেব মহেশ্বর সদাই সন্নি-
 হিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ
 এবং বিদ্যাধর, ঋষি, বিদ্বয় ও যক্ষগণ
 কর্তৃক নিত্য ঐ নগোত্তম নিষেবিত।

প্রদক্ষিণন্ত যঃ কুর্যাৎ পর্বতেঃ অমরকণ্টকে ।
 গোপুত্রীকন্ত যন্তস্ত কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
 তত্র জ্ঞানেশ্বরঃ নাম তীর্থং সিদ্ধনিষেবিতম্ ।
 তত্র স্নাত্বা দিবং যাস্তি যে মৃতান্তেহপুনর্ভবাঃ ॥
 জ্ঞানেশ্বরে মহারাজ যন্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ
 চন্দ্রদ্বীপরাগেযু তস্তাপি শৃণু যৎ কলম্ ॥১১
 সর্বকর্ম্মবিনির্মুক্তো জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ।
 রুদ্রলোকমবাপ্নোতি যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥ ১২
 অমরেশ্বরদেবন্ত পর্বতন্ত উভে তটে ।
 তত্র তা ঋষিকোট্যন্ত তপস্তপ্যন্তি সূত্রত ॥ ১৩
 সমস্তাদ্ব্যোজনক্ষেত্রো গিরিচ্চামরকণ্টকঃ ॥১৪
 অকামো বা সকামো বা নশ্বদাযাঃ শুভে জলে
 স্নাত্বা তৈর্ষুচ্যতে পার্শ্বে রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥
 ইতি শ্রীমাৎশ্চে মুহাপুরাণে নশ্বদামাহাশ্চে
 অষ্টাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮৮॥

স্বয়ং বাহুকি তাঁহার সহচরগণ সহ সতত
 ঐ শৈলবরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন । ৬৯—৮৮।
 যে ব্যক্তি অমরকণ্টক গিরি প্রদক্ষিণ করে,
 তাহার পুণ্ডরীকযন্ত্রের কল লাভ হয়।
 তত্রত্য সিদ্ধ-নিষেবিত জ্ঞানেশ্বর তীর্থে স্নান
 করিয়া মানবেরা স্বর্গ গমন করে এবং তথায়
 মরিয়া আর জন্ম গ্রহণ করে না। মহারাজ !
 চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণদিনে যে ব্যক্তি জ্ঞানেশ্বরে
 প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার যে কল হয়,
 শ্রবণ করুন। ঐ ব্যক্তি সর্বকর্ম্ম হইতে
 নির্মুক্ত হইয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্পন্ন হয়।
 পরে কল্পকালাবধি রুদ্রলোকে সুখভোগ
 করে। হে সূত্রত ! অমরকণ্টক পর্বতে-
 উভয় তটে কোটি কোটি ঋষি তপস্তা করিয়া
 থাকেন। চারি দিকে একযোজন ক্ষেত্র
 লইয়াই অমরকণ্টক গিরি বিরাজিত। মানব
 অকাম হউক বা সকাম হউক, নশ্বদার
 শুভ জলে স্নান করিয়া সর্বপাপ হইতে
 মুক্ত হয়;—হইয়া রুদ্রলোকে প্রয়াণ করিয়া
 থাকে । ৮৯—১৫ ।

অষ্টাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৮ ।

একোনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

পৃচ্ছন্তি তে মহাত্মানো মার্কণ্ডেয়ঃ মহামুনিম্ ।
 যুধিষ্ঠিরপুরোগান্তে ঋষয়ঃ তপোধনাঃ ॥ ১
 আখ্যাহি ভগবন্ তথ্যং কাবেরীসঙ্গমো মহান
 লোকানাঞ্চ হিতার্থীয় অস্মাকঞ্চ বিবৃদ্ধয়ে ॥ ২
 সদা পাপরতা যে চ নরা হৃদ্ধতকারিণঃ ।
 মৃত্যুন্তে সর্বপাপেভ্যো গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ।
 এতদিচ্ছাম বিজ্ঞাতুং ভগবন্ বক্তুমহঁসি ॥ ৩
 মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
 শ্রুত্ববহিতাঃ সর্বে যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ।
 অস্তি বীরো মহাযজ্ঞঃ কুবেরঃ সত্যবিক্রমঃ ॥
 ইদং তীর্থমহুপ্রাপ্য রাজা যজ্ঞাধিপোহভবৎ ।
 সিদ্ধিঃ প্রাপ্তো মহারাজ তন্মে নিগদন্তঃ শৃণু ॥৫
 কাবেরী নশ্বদা যত্র সঙ্গমো লোকবিক্রমঃ ।
 তত্র স্নাত্বা শুচিভূত্বা কুবেরঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৬
 তপোহতপ্যত যক্ষেন্দ্রো দিব্যং বর্ষশতং মহৎ ॥

উননবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—যুধিষ্ঠির-সমীপস্থ মহাত্মা
 তপোনিধি ঋষিগণ মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে
 বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি মহা-
 তথ্যময় কাবেরীসঙ্গম-বিবরণ কীর্ত্তন করুন
 হে ভগবন্! আপনি নিখিল লোকের হিত
 ও আমাদের উন্নতি বিধান নিমিত্ত যে স্থান
 প্রাপ্ত হইলে পাপ-নিরত হৃদ্ধতকারী নরগণ
 সর্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরম পদ
 প্রাপ্ত হয়, সেই কাবেরীর মাহাত্ম্য বর্ণন করুন,
 আমরা শুনিতে একান্ত ইচ্ছা করি। মার্ক-
 ণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠিরসম্বিহিত ঋষি-
 গণ! আপনারা সকলে অবহিত হইয়া শ্রবণ
 করুন। মহাবীর প্রভূত যজ্ঞাহুতাভ্য সত্য-
 বিক্রম কুবের এই তীর্থ প্রভাবে রাজ্য
 ও যজ্ঞাধিপত্য লাভ করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত
 হন। যেখানে লোকবিক্রম কাবেরী ও
 নশ্বদার সঙ্গম, ঐ স্থানে যক্ষেন্দ্র কুবের
 স্নান করিয়া শুচিভাবে দিব্য সহস্র বৎসর

তন্তু তুষ্টো মহাদেবঃ প্রদাতুঃ বরমুত্তমম্ ॥ ৭
ভো ভো যক্ষ মহাসম্ বরঃ ক্রটি যথেষ্পিতম্ ।
ক্রটি কার্যং যথেষ্টম্ যদা মনসি বর্ততে ॥ ৮
কুবের উবাচ ।

যদি তুষ্টোহসি মে দেব যদি দেয়ো বরো মম ।
অদ্যপ্রভৃতি সর্বেষাং যক্ষাণামধিপো ভবে ॥ ৯
কুবেরস্ত বচঃ শ্রুত্বা পরিতুষ্টো মহেশ্বরঃ ।
এবমস্ত ততো দেবস্তজ্জৈবাস্তরধীয়ত ॥ ১০
সৌমপি লকুবরো যক্ষঃ শীঘ্রং যক্ষকুলং গতঃ ।
পুজিতঃ স তু যক্ষৈশ্চ হৃতিবিক্রান্ত পার্শ্বিবা ॥ ১১
কাবেরীসঙ্গমঃ তত্র সর্কপাপপ্রণাশনম্ ।
যে নরা নাভিজানন্তি বক্তিতান্তে ন সংশয়ঃ ॥
তস্মাৎ সর্কপ্রযত্নেন তত্র স্নায়ীত মানবঃ ।
কাবেরী চ মহাপুণ্য নর্ম্মদা চ মহানদী ॥ ১২
তত্র স্নাত্বা তু রাজৈস্ত হর্ষয়েদবৃষতধ্বজম্ ।
অশ্বমেধকলং প্রাপ্য ক্রতুলোকে মহীয়তে ॥ ১৪

মহৎ তপশ্চরণ করেন। ভগাবান্ মহাদেব
ভাঁহার তপশ্চায় তুষ্ট হইয়া ভাঁহাকে বলি-
লেন,—হে মহাসম্ যক্ষ! তুমি যথোচিত বর
এবং যাহা আমার মনের অভিলাষিত, তাহা
প্রার্থনা কর । ১—৮ । কুবের বলিলেন,—হে
দেব! যদি আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া
ধাকেন এবং যদি আমাকে বর প্রদান করা
আপনার অভিলাষিত হয়, তাহা হইলে
আমায় যক্ষাধিপত্য প্রদান করুন। অনন্তর
মহেশ্বর ‘এবমস্ত’ বলিয়া কুবেরের বাক্য
অনুমোদন করত তৎক্ষণাৎ অস্তহিত হই-
লেন। যক্ষও বর লাভান্তে সঙ্গর স্বীয় সমাজে
গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যক্ষগণ কর্তৃক
রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া যক্ষাধিপত্য লাভ
করিলেন। তখন হইতে ঐ স্থানেই সর্কপাপ-
নাশন কাবেরী-সঙ্গম তাঁর হয়। যে নর ঐ
তীর্থবিবরণ বিজ্ঞাত নহে, সে নিশ্চিতই
বিকৃত। স্মৃতরাং মানব সর্কপ্রযত্নে তথায় স্নান
করিবে। কাবেরী ও নর্ম্মদা মহাপুণ্য নদী। হে
রাজৈস্ত! মানবেরা ঐ তীর্থে স্নান করিয়া
বৃষতধ্বজের অর্চনা করিবেন। এরূপ করিলে

অগ্নিপ্রবেশঃ যঃ কুর্যাদ্যশ্চ কুর্যাদনাশকম্ ।
অনিবর্ত্য গতিস্তন্ত যদা মে শঙ্করোহব্রবীৎ ॥
সেব্যমানো বরস্বীতিঃ ক্রোড়তে দিবি ক্রতবৎ ॥
যষ্টিবর্ষসহস্রাণি যষ্টিকোট্যন্তধাপরাঃ ॥ ১৬
মোদতে ক্রতুলোকেষু যত্র তত্রৈব গচ্ছতি ।
পুণ্যক্ষমাৎ পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ ॥
ভোগবান্ দানশীলশ্চ মহাকুলসমুদ্ভবঃ ।
তত্র পীত্বা জলং সম্যক্ চান্দ্ৰায়ণফলং লভেৎ ॥
স্বর্গং গচ্ছন্তি তে মর্ত্যা যে পিবন্তি শুভং জলম্
গঙ্গা-যমুনয়োর্বধ্যে যৎ ফলং প্রাপ্তুয়াররঃ ।
কাবেরীসঙ্গমে স্নাত্বা তৎ ফলং তন্ত জায়তে ॥
এবমাদি তু রাজৈস্ত কাবেরীসঙ্গমে মহৎ ।
পুণ্যং মহৎ ফলং তত্র সর্কপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২০
ইতি স্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে নর্ম্মদামাহাশ্চ
একোনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৯ ॥

ভাঁহার অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হইয়া ক্রতুলোকে
পুজিত হন। স্বয়ং শঙ্কর বলিয়াছেন,—
যে ব্যক্তি এই স্থানে অগ্নিপ্রবেশ বা অন-
শনব্রত করে, তাহার পুনরাবৃতি ঘটে
না। ইহা শঙ্কর স্বয়ং বলিয়াছেন। অপিচ
তিনি বরাঙ্গী জীগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া
ক্রতুর স্তায় স্বর্গে বিহার করিয়া থাকেন,
এবং যষ্টি সহস্র বর্ষ বা যষ্টি কোটি বর্ষকাল
যাবৎ ক্রতুলোকে বাস করিয়া আমোদপ্রাপ্ত
হন। এমন কি তিনি যথেষ্ট বিচরণ করিতে
পারেন। পরে পুণ্য ক্ষম হইলে ভোগবান্,
দানশীল ও মহাকুল-সমুদ্ভব ধার্মিক রাজা
হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ঐ কাবেরী-নর্ম্মদা
সঙ্গমের জলপান করিলে চান্দ্রায়ণ-ফল প্রাপ্ত
হওয়া যায় এবং স্বর্গধাম লাভ ঘটিয়া থাকে।
নর গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে যে ফল প্রাপ্ত হয়,
কাবেরীসঙ্গমেও সেই ফলই পাইয়া থাকে।
হে রাজৈস্ত! এই ত সর্কপাপ-প্রণাশন
মাহফল-জনক পুণ্যতম কাবেরী-সঙ্গম-
মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম। ১—২৫ ।
উননবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৯ ।

নবত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

নার্মদে চোত্তরে কূলে তীর্থং যোজনবিস্তৃতম ।
মত্রেণরৈতি বিখ্যাতং সৰ্বপাপহরং পরম্ ॥ ১
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ দৈবতৈঃ সহ মোদতে ।
পঞ্চবৰ্ষসহস্রাণি ক্রৌড়তে কামরূপধৃক্ ॥ ২
গৰ্জ্জনক ততো গচ্ছেদ্যত্র মেঘচয়োখিতঃ ।
ইন্দ্রজিন্নাম সম্প্রাপ্তস্তস্ত তীর্ণপ্রভাবতঃ ॥ ৩
মেঘনাদং ততো গচ্ছেদ্যত্র মেঘান্নগৰ্জ্জিতম্
মেঘনাদো গণস্তত্র পরমাং গণতাং গতঃ ॥ ৪
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র তীর্থমাত্মাতকেশ্বরম্
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোসহস্রকলং লভেৎ
নৰ্মদোত্তরতীরে তু তীর্থন্ত বিজ্ঞতং ভবেৎ ।
তস্মিন্স্থীর্থে নরঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ
সৰ্বান্ কামানবাপ্নোতি ননসা যে বিচিস্তিতাঃ ।
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র ব্রহ্মাবর্তমিতি স্মৃতম্

নবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নার্মদার উত্তরকূলে
যোজন-বিস্তৃত মত্রেণরনামক সৰ্বপাপহর
বিখ্যাত তীর্থ আছে। হে রাজন্! নর
তাহাতে স্নান করত পঞ্চবৰ্ষ সহস্র যাবৎ
কামরূপী হইয়া দেবতাগণের সহিত ক্রৌড়া
করিয়া থাকে। তাহার পরেই গৰ্জ্জনতীর্থ।
ঐ তীর্থ হইতেই মেঘনিচয় উখিত হইয়াছে
এবং উহারই প্রভাবে ইন্দ্রজিৎ ‘ইন্দ্রজিৎ’
এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর
মেঘনাদ তীর্থ। ঐ তীর্থে নিরন্তর মেঘ-
নিচয় গৰ্জ্জন করে। মেঘনাদনামক গণ-
সকল ঐ স্থানে গণন প্রাপ্ত হইয়াছে। হে
রাজেন্দ্র! অনন্তর আত্মাতক তীর্থে গমন
করিতে হয়। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া নরগণ
গো-সহস্রদান-কললাভ করেন। নার্মদার উত্তর
তীরে বিজ্ঞত তীর্থ। উহাতে স্নান করিয়া
নর পিতৃতর্পণ করিবে। ইহার কলে নর
যাবন্তীয় অভিলষিত প্রাপ্ত হয়। হে
রাজেন্দ্র! ইহার পর মানব ব্রহ্মাবর্ত তীর্থে

তত্র সন্নিহিতো ব্রহ্মা নিত্যমেব সুধিষ্ঠির ।
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৮
ততোহগারেশ্বরং গচ্ছেন্নিয়তো নিরতাশনঃ ।
সৰ্বপাপবিনির্মুক্তো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র কপিলাতীর্থমুত্তমম্ ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ কপিলাদানমাপ্নুয়াৎ ॥
গচ্ছেৎ করজতীর্থন্ত দেববিগণসেবিতম্ ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোলোকং সমবাপ্নুয়াৎ
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র কুণ্ডলেশ্বরমুত্তমম্ ।
তত্র সন্নিহিতো রুদ্রস্তিষ্ঠতে হ্যময়া সহ ॥ ১২
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র হ্যবধ্যস্তিদৈশ্বর্যমি ।
পিপ্ললেশং ততো গচ্ছেৎ সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র রুদ্রলোকে মহীয়তে ।
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র বিমলেশ্বরমুত্তমম্ ॥
তত্র দেবশিলা রম্যা চেশ্বরেণ বিনির্মিতা ।
তত্র প্রাণপরিত্যাগাজুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫
ততঃ পুন্ডরীণীং গচ্ছেৎ তত্র স্নানং সমাচরেৎ

গমন করিবে। ঐ তীর্থে ব্রহ্মা নিরন্ত
সন্নিহিত। মানব উহাতে স্নান করিয়া ব্রহ্ম-
লোকে পুজিত হয়। অনন্তর অগারেশ্বর
তীর্থ। এই তীর্থে গমন করিয়া লোক
নিষ্পাপ হইয়া রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। হে
রাজেন্দ্র! ইহার পর কপিলা তীর্থে গমন
করিবে। কপিলাস্থানে মানব কপিলা-দান-
জন্ত ফল প্রাপ্ত হয়। অনন্তর করজতীর্থে
গমন করিবে। এই তীর্থ দেববিগণ-সেবিত।
ইহাতে স্নান করিয়া লোক গোলোক-ধাম
প্রাপ্ত হয়। তারপর কুণ্ডলেশ্বর তীর্থ।
এই স্থানে উমার সহিত রুদ্রদেব সদা
সন্নিহিত। এই তীর্থে স্নান করিলে মানব
দেবগণেরও অবধ্য হয়। এই তীর্থের পর
পিপ্ললেশ্বর তীর্থ। ইহা সৰ্বপাপ-নাশন। ১—
১৩। এখানে স্নান করিলে লোক রুদ্রলোকে
পুজিত হয়। তারপর বিমলেশ্বর তীর্থ। এই
তীর্থে ঐশ্বর দেবশিলা নির্মাণ করিয়াছেন।
এখানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে রুদ্রলোক-
প্রাপ্ত হয়। অনন্তর পুন্ডরীণী তীর্থ। এখানে

স্নাতমাত্রে নরস্তত্র হীনাভ্যাসনং লভেৎ ১১
 নর্ষদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা ক্রতুদেহাধিনিঃসৃত।
 তারয়েৎ সর্ষভূতানি স্বাবরাণি চরাণি চ ১৭
 সর্ষদেবাধিদেবেন স্বৌষরেণ মহাস্থনা।
 কথিতা ঋষিসম্ভেভ্যো হস্তাকঞ্চ বিশেষতঃ।
 মুনিভিঃ সংসৃত্য হেমা নর্ষদা প্রবরা নদী।
 ক্রতুদেহাধিনিষ্ক্রান্তা লোকানাং হিতকাম্যয়া ১১১
 সর্ষপাপহরা নিত্যং সর্ষদেবনমস্কৃত।
 সংসৃত্য দেব-গন্ধর্বৈরপ্সরোভিস্তথৈব চ ২০
 নমঃ পুণ্যজলে হৃদ্যে নমঃ সাগরগামিণি।
 নমস্তে পাপশমনি নমো দেবি বরাননে ২১
 নমোহস্ত তে ঋষিগণ-সিদ্ধসেবিতৈ
 নমোহস্ত তে শঙ্করদেহিনিঃসৃতে।
 নমোহস্ত তে ধর্মভূতাং বরপ্রদে
 নমোহস্ত তে সর্ষপবিত্রপাবনে ২২
 যদ্বিৎ পঠতে স্তোত্রং নিত্যং ব্রহ্মাসমধিতঃ।
 ব্রাহ্মণো বেদমাপ্নোতি কত্রিষো বিজয়ী ভবেৎ
 বৈশ্বস্ত লভতে লাভঃ শূদ্রশ্চৈব শুভাং গতিম্

জান করিতে হয়। জানমাত্রে মানব ইন্ড্রের
 অর্ধাসনভাগী হইয়া থাকে। নদীশ্রেষ্ঠা,
 নর্ষদা ক্রতুদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন।
 ইনি চরাচর ভূতনিচর উদ্ধার করেন। এ
 কথা সর্ষদেবাদিদেব ঈশ্বর ঋষিসমূহকে—
 বিশেষতঃ আমাদিগকে কৌর্জন করিয়া-
 ছেন। এই সরিষরা নর্ষদা মুনিগণ
 কর্তৃক স্তুত হইয়াছেন। ইনি লোক-
 হিত-কামনার ক্রতুদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত
 হইয়াছেন। ইনি সর্ষপাপহরা, এবং নিত্য
 দেব, গন্ধর্ব ও অঙ্গরোপণ কর্তৃক সংসৃত।
 হে পুণ্যজলে, আছে, সাগরগামিণি, পাপ-
 নাশনি, বরাননে, দেবি নর্ষদে! তোমাকে
 নমস্কার। হে ঋষিগণ-সিদ্ধ-সেবিতৈ! হে
 শঙ্করদেহ-নিঃসৃতে! হে বরপ্রদে! হে
 সর্ষপাবনি! তোমাকে আমাদের নমস্কার।
 যে মানব নিত্য ব্রহ্মাসম্পন্ন হইয়া এই স্তব
 পাঠ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ হইলে বেদ, কত্রিষ
 হইলে বিজয়, বৈশ্ব হইলে লাভ, ও শূদ্র

অর্থাধী লভতে স্বর্গঃ * স্মরণাদেব নিত্যশঃ।
 নর্ষদাং সেবতে নিত্যং স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ।
 তেন পুণ্য নদৌ জ্যেষ্ঠা ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ২৫
 ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে নর্ষদামাহাভ্যো
 নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১১০।

একনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তদাপ্রভৃতি ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
 সেবন্তে নর্ষদাং রাজন্ রাগ-ক্রোধবিবর্জিতাঃ
 চুধিষ্টির উবাচ
 কশ্মিন্ নিপতিতং শূলং দেবস্ত তু মহীতলে।
 তত্র পুণ্যং সমাখ্যাৎ হৃদয়বানুনি সত্তম ২
 মার্কণ্ডেয় উবাচ।
 শূলভেদমিতি খ্যাতং তীর্থং পুণ্যতমং মহৎ।
 তত্র স্নাত্বাচ্চয়েন্দেবং গোমহত্মফলং লভেৎ ১৩

হইলে শুভ গতি প্রাপ্ত হইয়েন। অধী ব্যক্তি
 এই তীর্থ স্মরণমাত্র অর্থ প্রাপ্ত হইয়া
 থাকেন। দেব মহেশ্বর স্বয়ং নিত্য নর্ষদা-
 তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। এই
 জন্তই এই সরিষরা ব্রহ্মহত্যা-পাপাপহারিণী
 হইয়াছেন। ১৪—২৫।

নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১০।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! সেই
 হইতে রাগ-ক্রোধ-বিবর্জিত ব্রহ্মাদি ঋষি-
 গণ নর্ষদার সেবা করিয়া থাকেন। চুধিষ্টির
 বলিলেন,—হে মুনি সত্তম! মহীতলে কোন্
 স্থানে দেব শূলপাণির শূল পতিত হইয়া-
 ছিল এবং সেই স্থানের পুণ্যই বা কি প্রকার,
 তাহা কৌর্জন করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—
 শূলভেদ নামে এক মহৎ তীর্থ আছে, এ

* অর্থাধী লভতে স্বর্গমিতি কচিং পাঠঃ।

ত্রিরাত্রিঃ কারয়েদ্যন্ত তস্মিন্স্তৌর্থে নরাধিপ ।
 অর্চয়িত্বা মহাদেবঃ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৪
 ভোমেশ্বরঃ ততো গচ্ছেন্নারদেবরমুত্তমম্ ।
 আদিত্যেশঃ মহাপুণ্যং তথা স্মৃত-মধুষ্রবম্ ॥ ৫
 নন্দিকেশঃ পতিবজ্র্য পর্যাপ্তঃ জন্মানঃ কলম্ ।
 বক্রণেশঃ ততঃ পশ্চেৎ স্বতন্ত্রেশ্বরমেব চ ।
 সর্বতীর্থকলং তস্ত পঞ্চায়তনদর্শনাৎ ॥ ৬
 ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র যুদ্ধঃ যত্র সুসাধিতম্
 কোটিতীর্থস্ত বিখ্যাতমশ্রুয়া যত্র মোহিতাঃ ॥ ৭
 যত্রৈব নিহতা রাজান্ দানবা বলদর্পিতাঃ ।
 তেষাং শিরাঃশৃঙ্গহুস্ত সর্বে দেবাঃ সমাগতাঃ
 তৈস্ত সংস্থাপিতো দেবঃ শূলপাণির্বৃষধ্বজঃ ।
 কোটিবিনিহতা তত্র তেন কোটীশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥ ৯
 দর্শনাৎ তস্ত তীর্থস্ত সন্দেহঃ স্বর্গমাক্রহেৎ ।
 যদা বিশ্লেষণ ক্ষুদ্রত্নায়জ্ঞঃ কীলেন যজ্ঞিতম্ ॥ ১০

তীর্থে জ্ঞান করিয়া দেব শক্তরের পূজা করিতে
 হয়। ইহাতে গো-সহস্র দানের কল
 পাওয়া যায়। ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি ত্রিরাত্রি
 বাস করিয়া শক্তরের পূজা করে; তাহার
 পুনর্জন্ম হয় না। তারপর সোমেশ্বর তীর্থে
 গমন করিতে হয়। তদনন্তর নারদেশ্বর,
 তদনন্তর আদিত্যেশ, তদনন্তর মধুষ্রব,
 তদনন্তর নন্দিকেশ, তদনন্তর বক্রণেশ ও
 তদনন্তর স্বতন্ত্রেশ্বর তীর্থে গমন করিবে।
 ঐ সকল তীর্থের পঞ্চায়তন দর্শন নিবন্ধন
 সর্বতীর্থ-কল প্রাপ্তি হয়। অনন্তর মানব
 কোটিতীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থে যুদ্ধ-
 বিদ্যা সিদ্ধ হয় এবং অশুরগণ তথায়
 বৃদ্ধ হইয়াছে। ঐ স্থানে বলদর্পিত দানবগণ
 নিহত হইয়াছিল। দেবগণ নিহত দানবগণের
 মস্তকসকল গ্রহণ করিয়া ঐ স্থানে আগমন
 করেন এবং তাঁহারা ঐ স্থানে শূলপাণি
 বৃষধ্বজকে স্থাপন করেন। ঐ তীর্থে কোটি-
 সংখ্যক দানব নিহত হয়, এই জন্তই উহার
 নাম কোটিতীর্থ হইয়াছে। ঐ তীর্থ দর্শন
 করিলে মানব সশরীরে স্বর্গ গমন করে। যখন
 হইতে হীনচেতা ইন্দ্র বজ্রদ্বারা স্বর্গমার্গ রোধ

তদপ্রভৃতি লোকানাং স্বর্গমার্গো নিবারিতঃ ।
 সন্মতঃ ক্রীকলং জক্ষ্মা কৃতা চৈব প্রদক্ষিণম্ ॥ ১১
 পার্শ্বতঃ সহদোপস্ত শিরসা চৈব ধারয়েৎ ।
 সর্বকামসুসম্পন্নো রাজা ভবতি পাণ্ডব ॥ ১২
 মৃতো রুদ্রহৃদমাপ্নোতি ততোহসৌ জায়তে পুনঃ
 স্বর্গাদেত্য ভবেদ্রাজা রাজ্যংকৃতা দিব্য ব্রহ্মেৎ
 বহুনেত্রঃ ততঃ পশ্চেৎ জয়োদস্তাস্ত মানবঃ ।
 স্নাতমাত্রো নরস্তত্র সর্বযজ্ঞকলং লভেৎ ॥ ১৪
 ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র তীর্থঃ পরমশোভনম্
 নরাণাং পাপনাশায় হৃগন্ত্যেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ১৫
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজান্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে *
 কার্ত্তিকস্ত তু মাসস্ত কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী ॥ ১৬
 যতেন স্নাপয়েদেবঃ সমাধিস্থো জিতেশ্বরঃ ।
 একবিংশকুলপেতো ন চ্যবেদৈশ্বর্যাং পদাৎ ॥
 ধেনুপানহ-চ্ছলে দদ্যাক্ষ ঘৃতকদলম্ ।

করেন, তখন হইতেই লোকসকলের স্বর্গ-
 দ্বার নিবারিত হইয়াছে। হে রাজেন্দ্র!
 মানব সম্মত ক্রীকল ভক্ষণ করিয়া প্রদক্ষিণ-
 পূর্বক মস্তকে পার্শ্বতীয় মহাদীপ ধারণ
 করিবে। ইহাতে মানব সকল অভিলষিত
 প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পর রুদ্র প্রাপ্ত হয়।
 অনন্তর স্বর্গচ্যুত হইয়া ভূতলে জন্ম গ্রহণ
 করিয়া রাজা হয়। পরে আবার স্বর্গে
 গমন করে। অনন্তর মানস জয়োদশীতে
 বহুনেত্র তীর্থ দর্শন করিবে। ঐ তীর্থে জ্ঞান-
 মাত্র মানব সর্বযজ্ঞকল প্রাপ্ত হয়। ১-১৪।
 তার পর নর পাপনাশন অগন্ত্যেশ্বর তীর্থে
 গমন করিবে। ঐ তীর্থে মানব জ্ঞান করিলে
 ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। কার্ত্তিক মাসের
 কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে সমাধিস্থ জিতেশ্বর
 মানব তত্রত্য দেবকে স্মৃত দ্বারা জ্ঞান
 কর ইবেন। এরূপ করিলে একবিংশ পুরুষ
 পর্যন্ত ঈশ্বর-পদ হইতে স্বলিত হইতে
 হয় না। ঐ তীর্থে নর ধেনু, উপানহ, ছত্র,
 ঘৃতকদল ও ভক্ষ্য দ্রব্য বিপ্রগণকে দান

* মৃত্যুতে ব্রহ্মহত্যেতি পাঠঃ কাচিৎকঃ ।

ভোজনকৈব বিপ্রাণাং সৰ্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ
 ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র বলাকেশ্বরমুত্তমম্ ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ সিংহাসনপতিৰ্ভবেৎ ॥১১০
 নৰ্ম্মদাদক্ষিণে কুলে তীৰ্থং শক্ৰস্ত বিষ্ণুতমম্ ।
 উপোষ্য রজনীমেকাং স্নানং তত্র সমাচরেৎ ॥১২০
 স্নানং কৃৎবা যথাস্থায়মৰ্চ্চয়েচ্চ জনার্দনম্ ।
 গোসহস্রকলং তস্ত বিষ্ণুলোকং স গচ্ছাত ॥১২১
 ঋষিতীৰ্থং ততো গচ্ছেৎ সৰ্পপাণহরং নৃণাম্ ।
 স্নানমাত্ৰো নরস্তত্র গোসহস্রকলং লভেৎ ॥১২২
 দেবতীৰ্থং ততো গচ্ছেদ্রক্ষণা নিৰ্ম্মিতং পুরা ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১২৩
 অমরকণ্টকং গচ্ছেদমরৈঃ স্থাপিতং পুরা ।
 স্নাতমাত্ৰো নরস্তত্র ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২৪
 ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র বাণেশ্বরমুত্তমম্ ।
 তৎ পঞ্চায়তনং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ॥ ২৫
 ঋণতীৰ্থং ততো গচ্ছেদৃণেভ্যো মুচ্যতে ধ্রুবম্
 বটেশ্বরং ততো দৃষ্ট্বা পর্যাগুপ্তং জয়নঃ কলম্ ॥

করিবেন। এই সকল দান কোটিগুণ ফল-
 প্রদ হইয়া থাকে। অনন্তর বলাকেশ্বর
 তীর্থে যাইতে হয়। সেখানে স্নান করিলে
 সিংহাসনের অধিকারী হয়। নৰ্ম্মদার
 দক্ষিণ তীরে শক্ৰের বিষ্ণুতম এক তীর্থ
 আছে। ঐ স্থানে একরাত্রি উপবাসী
 থাকিয়া স্নান এবং জনার্দনের অর্চনা
 করিলে মানব গোসহস্র দানের ফললাভ
 করত বিষ্ণুলোকে গমন করে। অনন্তর নর
 সৰ্পপাতকনাশন ঋষিতীর্থে গমন করিবে।
 ঐ তীর্থে স্নান মাത്രে মানব গোসহস্রফল
 লাভ করে। পরে ব্রহ্মনিৰ্ম্মিত দেবতীর্থে
 গমন করিয়া লোক সকল স্নান করিবে এবং
 তাহার ফলে ব্রহ্মলোক লাভ করিবে।
 অনন্তর অমরকণ্টকতীর্থে গমন করিবে। ঐ
 তীর্থে স্নান করিলে নর ব্রহ্মলোকে পূজিত
 হয়। অনন্তর বাণেশ্বর তীর্থ। ঐ তীর্থের
 পঞ্চায়তন দর্শন করিলে মানব ব্রহ্মহত্যা-
 পাতক হইতে নিষ্কৃতি পায়। তাহার পর
 ঋণতীর্থে গমন করিলে ঋণ হইতে মুক্তি

ভীমেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ সৰ্ব্বব্যাদিবিনাশনম্
 স্নাতমাত্ৰো নরো রাজন্ সৰ্ব্বহুঃখৈঃ প্রমুচ্যতে
 ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র তুরাসঙ্গমমুত্তমম্ ।
 তত্র স্নাত্বা মহাদেবমৰ্চ্চয়ন্ সিদ্ধিমাণুয়াৎ ॥ ২৮
 সোমতীৰ্থং ততো গচ্ছেৎ পশ্চোচ্চৈশ্বর্যমুত্তমম্ ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥
 তৎক্ষণাদিব্যাদেহহঃ শিববন্দ্যোদতে চিরম্ ।
 যষ্টিবর্ষসহস্রাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৩০
 ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র পিতৃলেশ্বরমুত্তমম্ ।
 অহোরাত্রোপবাসেন ত্রিরাত্রফলমাণুয়াৎ ॥ ৩১
 তস্মিন্স্থিতীর্থে তু রাজেন্দ্র কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি
 যাবন্তি তস্তা রোমাণি তৎপ্রসূতিকুলেষু চ ॥
 তাবদ্বর্ষসহস্রাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।
 যন্ত প্রাণপরিভ্যাগঃ কুৰ্য্যাৎ তত্র নরাধিপ ॥৩৩
 অক্ষয়ং যোদতে কালং যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ ।
 নৰ্ম্মদাতটমাত্রিত্য তিহৈয়ুর্ধ্বজ মানবাঃ ॥ ৩৪

লাভ করা যায়। তার পর বটেশ্বর তীর্থ।
 এখানে পর্যাগুপ্তরূপে জন্মের ফল পাওয়া
 যায়। তাহার পর সৰ্ব্বব্যাদিনাশন ভীমেশ্বর
 তীর্থে গমন করিবে। এখানে গমন করিলে
 নর সকল দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে।
 অনন্তর অমুত্তম তুরাসঙ্গ তীর্থে যাইতে হয়।
 এখানে স্নানান্তে মহাদেবের অর্চনা করিলে
 নর সিদ্ধি লাভ করে। অতঃপর সোম তীর্থ।
 এখানে মানব চন্দ্র দর্শন করিয়া থাকে।
 এই তীর্থে ভক্তিপূর্বক স্নান করিলে মানব
 দিব্য দেহ লাভ করিয়া শিবের স্তায় প্রভাব-
 যুক্ত হয় এবং যষ্টিসহস্র বর্ষ ব্রহ্মলোকে পূজিত
 হয় ১১৫—৩০। অতঃপর পিতৃলেশ্বর তীর্থের
 কথা; এখানে অহোরাত্র উপবাস করিলে
 ত্রিরাত্র উপবাসের ফল পায়। অধিকন্তু
 এখানে যে লোক কপিলা দান করে, সে
 সবৎসা কপিলায় যতগুলি লোম, তত বৎসর
 ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। হে নরাধিপ! এখানে
 যে ব্যক্তি প্রাণ পরিভ্যাগ করে, যাবৎ
 চন্দ্র দিবাকর সে ব্যক্তির অক্ষয় লোক
 লাভ হয়। যে মানব নৰ্ম্মদাতটে বাস করে,

তে মৃত্যুতাঃ স্বর্গমায়াস্তি সন্তঃ স্মৃতিনো যথা ।
 সুরেশ্বরঃ ততো গচ্ছেন্নাম্বা কর্কোটকেশরম্ ॥
 গঙ্গাবতরতে তত্র দিনে পুণ্যে ন সংশয়ঃ ।
 নন্দিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
 তুষ্যতে তস্ত নন্দীশঃ সোমলোকে মহীয়তে ।
 ততো দ্বীপেশ্বরঃ গচ্ছেদ্ব্যাসতীর্থং তপোবনম্
 নিবর্তিতা পুরা তত্র ব্যাসভীতা মহানদৌ ।
 হুঙ্কারিতা তু ব্যাসেন দক্ষিণেন ততো গতা ॥
 প্রদক্ষিণন্ত যঃ কুর্যাৎ তস্মিন্স্থলীর্থে নরাধিপ ।
 অক্ষয়ং মোদতে কালং যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ ॥
 ব্যাসস্তস্ত ভবেৎ প্রীতঃ প্রাপ্নুয়াদৌপিতং ফলম্
 সূত্রেণ বেষ্টিয়িত্বা তু দ্বীপো দেয়ঃ সবেদিকঃ ॥৪০
 ক্রৌড়ন্তি হক্ষয়ং কালং যথা ক্রদন্তথৈব চ ।
 ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র ঐরগুতীর্থমুত্তমম্ ॥
 সঙ্গমে তু নরঃ স্নাত্বা মুচ্যতে সর্বপাপহতকৈঃ ।
 ঐরগুত্রিষু লোকেষু বখ্যাতা পাপনাশিনৌ ॥

ঐ স্মৃতি ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করে ।
 অতঃপর কর্কোটকেশর নামক সুরেশ্বর তার্থে
 গমন করিবে । ঐ তীর্থে পুণ্যদিনে গঙ্গাব-
 তরণ হয় । তাহার পর নন্দিতীর্থ ।
 এই তীর্থে স্নান করিলে স্নানকারীর প্রতি
 নন্দীশ্বর প্রীত হন এবং সে সোমলোকে
 পূজিত হয় । অতঃপর দ্বীপেশ্বর তীর্থ । ঐ
 স্থানে ব্যাসতীর্থ ও তপোবন আছে । পূর্বে
 মহানদী নর্মদা ব্যাস হইতে ভীত হইয়া ঐ
 স্থান হইতে নিবর্তিত হন । ঐ সময় ব্যাস
 তাঁহার প্রতি হুঙ্কার করেন । হুঙ্কারের
 ফলে তিনি দক্ষিণদিকে প্রবাহিতা হন । যে
 ব্যক্তি ইহাকে প্রদক্ষিণ করে, সে যাবৎচন্দ্র-
 দিবাকর অক্ষয় লোকে বাস করে । ব্যাস
 তাহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং সে অক্ষয় লোক
 লাভ করিয়া অভিলষিত ফলপ্রাপ্ত হয় । ঐ
 স্থানে বেদিকার সহিত সূত্রবেষ্টিত দ্বীপ
 প্রদান করিলে মানব ক্রদবৎ অক্ষয় লোকে
 ক্রৌড়া করে । হে রাজন! অনন্তর ঐরগু
 তীর্থে গমন করিতে হয় । ইহার সঙ্গমে স্নান
 করিয়া মানব নিধিল পাতক হইতে মুক্তিলাভ

অথবা যজ্ঞে মাসি শুক্লপক্ষে তু চাষ্টমী ।
 তচির্ভূত্বা নরঃ স্নাত্বা সোপবাসপন্নায়নঃ ॥ ৪৩
 ব্রাহ্মণং ভোজয়েদেকং কোটিভবতি ভোজিতা
 মৃত্তিকাম্ শিরসি স্থাপ্য হবগাহ চ বৈ জলম্ ॥
 নর্মদাদোকসম্মিশ্রং মুচ্যতে সর্বকিঞ্চিৎ ॥
 প্রদক্ষিণন্ত যঃ কুর্যাৎ তস্মিন্স্থলীর্থে নরাধিপ ॥
 প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন সপ্তদ্বীপা বমুহুরা ।
 ততঃ সুবর্ণমলিলে স্নাত্বা দশা হু কাঞ্চনম্ ॥৪৬
 কাঞ্চনেন বিমানেন ক্রদ্রলোকে মহীয়তে ।
 ততঃ স্বর্গাচ্যুতঃ কাশ্যাজা ভবতি বীৰ্যবান্
 ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র হীকুনজান্ত সঙ্গমম্ ।
 ত্রৈলোক্যবিক্রান্তং দিব্যং তত্র সন্নিহিতঃ শিবঃ
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গাণপত্যমবাধুয়াৎ ।
 স্বন্দতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
 তৎ তীর্থং ত্রিবিধং পাপং স্নানমাত্রাধ্যাপোহতি
 লিঙ্গসারং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
 গোসহস্রফলং তস্ত ক্রদ্রলোকে মহীয়তে ।

করে । পাপনাশিনী ঐরগু ত্রিলোকে
 বিদিত । আশ্বিনমাসীয় শুক্লাষ্টমীতে শুচি
 হইয়া যে ব্যক্তি উপবাসান্তে একটি মাত্র ব্রাহ্মণ
 ভোজন করায়, তাহার কোটি ব্রাহ্মণ ভোজ-
 নের ফললাভ হয় । এইস্থানের মৃত্তিকা মস্তকে
 লেপন করিয়া জগৎ অবগাহন করিলে সর্ব
 পাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায় । যে ব্যক্তি
 ঐ স্থান প্রদক্ষিণ করে, তাহার সপ্তদ্বীপা
 বমুহুরা প্রদক্ষিণের ফল হয় । অনন্তর
 সুবর্ণমলিল তীর্থে কাঞ্চনদান ও স্নান করিয়া
 লোক কাঞ্চন-বিমানে ক্রদ্রলোকে পূজিত
 হয় । তাহার পর কাল ক্রমে স্বর্গাচ্যুত হইয়া
 রাজা ভূতলে হয় ৷৩১—৪৭৷ এই তীর্থের পর
 ইকুনদীর ত্রৈলোক্য-বিক্রান্ত সঙ্গমে যাইবে ।
 এখানে সাক্ষাৎ শিব সন্নিহিত । এখানে স্নান
 করিলে নর গাণপত্য লাভ করে । অতঃ-
 পর সর্বপাপনাশক স্বন্দতীর্থে গমন করিবে ।
 এই তীর্থে স্নানমাত্রে ত্রিবিধ পাপ নষ্ট হয় ।
 অতঃপর লিঙ্গসার তীর্থ । এখানে স্নান
 করিলে লোক গো-সহস্র দানফল লাভ করিয়া

ভক্ততীর্থং ততো গচ্ছেৎ সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 তত্র গতা তু রাজেন্দ্র স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।
 সপ্তজন্মকৃতৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২
 বটেধ্বং ততো গচ্ছেৎ সৰ্বতীর্থমমৃতমম্ ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গো-সহস্রকলং লভেৎ
 সঙ্গমেশং ততো গচ্ছেৎ সৰ্বদেবনমস্কৃতম্ ।
 স্নানমাত্রারম্ভতঃ চেষ্টত্বং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৫৪
 কোটিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সৰ্বপাপহরং পরম্
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ
 তত্র তীর্থং সমাসাদ্য দত্তা দানন্ত যো নরঃ ।
 তস্মৈ তীর্থপ্রভাবেণ সৰ্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥
 অথ নারী ভবেৎ কাচিং তত্র স্নানং সমাচরেৎ
 গৌরীতুল্যা ভবেৎ সাপি ত্রিল্পপত্নী ন সংশয়ঃ
 অঙ্গারেশং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
 স্নাতমাত্রো নরস্তত্র রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৫৮
 অঙ্গারকচতুর্থাঙ্ক স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।
 অক্ষয়ং মোদতে কালং শুচিঃ প্রযতমানসঃ ॥ ৫৯
 অযোনিসম্ভবে স্নাত্বা ন পশ্চেদ্যোনিসম্ভটম্ ।

রুদ্রলোকে পূজিত হয়। তাহার পর সৰ্ব-
 পাপ-হর ভক্ততীর্থ। এখানে স্নান করিয়া
 নর সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ
 করে। তদনন্তর সৰ্বতীর্থময় অমৃতম বটে-
 ধ্বতীর্থ। এখানে স্নান করিলে নর গো-সহস্র
 দানকল প্রাপ্ত হয়। ইহার পর সৰ্বদেব-
 নমস্কৃত সঙ্গমেশ তীর্থ। এখানে অবগাহন
 করিলে মানব ইন্দ্র লাভ করে। তাহার
 পর সৰ্বপাপহর কোটিতীর্থ। এখানে অব-
 গাহন করিলে রাজ্যলাভ হয়। ইহাতে
 সংশয় নাই। যে নর এই তীর্থে দান করে,
 তীর্থপ্রভাবে তাহার ঐ দান কোটিগুণ ফল-
 দায়ক হয়। কোন নারী যদি এই তীর্থে
 স্নান করে, তাহা হইলে ঐ নারী গৌরীতুল্য
 রূপবতী হইয়া ত্রিল্পপত্নী হয়। অতঃপর
 অঙ্গারেশ তীর্থ। এখানে স্নান করিয়া
 মানব রুদ্রলোকে পূজিত হয়। অঙ্গারক-
 চতুর্থীতে এখানে স্নান করিলে নর অনন্তকাল
 অক্ষয় লোকে বসতি করে। আর যিনি

পাণ্ডবেশত তত্রৈব স্নানং তত্র সমাচরেৎ ॥ ৬০
 অক্ষয়ং মোদতে কালমবধ্যগ্নিদৈশরপি ।
 বিষ্ণুলোকং ততো গতা ক্রীড়তে ভোগসংবৃত্তঃ
 তত্র ভূকা মহাভোগান্ মর্ত্যরাজোহভিজায়তে
 কঠেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ তত্র স্নানং সমাচরেৎ
 উত্তরায়ণসম্প্রাপ্তো যদিচ্ছেৎ তস্মৈ তত্তরেৎ ।
 চন্দ্রভাগং ততো গচ্ছেৎ তত্র স্নানং সমাচরেৎ
 স্নাতমাত্রো নরো রাজন্ সৌমলোকে মহীয়তে
 ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র তীর্থং শক্রস্ত
 বিষ্ণুতম্ ॥ ৬৪
 পূজিতং দেবরাজেন দেবৈরপি নমস্কৃতম্ ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ দানং দত্তা তু কাঞ্চনম্
 অথবা নীলবর্ণাভং বৃষভং যঃ সমুৎসজেৎ ।
 বৃষভস্ত তু রোমাণি তৎপ্রস্তুতিকুলেষু চ ॥ ৬৬
 তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নরো হরপুত্রে বসেৎ ।
 ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি বীৰ্যবান্
 অশ্বানাং শ্বেতবর্ণানাং সহস্রাণাং নরাধিপ ।
 স্বামী ভবতি মর্ত্যেষু তস্মৈ তীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ৬৮

অযোনিসম্ভব তীর্থে স্নান করেন, তাঁহাকে
 আর যোনিসম্ভট দেখিতে হয় না। ঐ স্থানেই
 পাণ্ডবেশ তীর্থ। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া নর
 অনন্তকাল যাবৎ ত্রিদশগুণের অবধ্য হইয়া
 থাকে এবং পরে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া
 নানাভোগ উপভোগ করত মর্ত্যরাজরূপে
 পরিণত হয়। অতঃপর কঠেশ্বর তীর্থ; এই
 তীর্থে উত্তরায়ণে স্নান করিয়া মানব যাহা ইচ্ছা
 করে, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৮—৬৩।
 তাহার পর চন্দ্রভাগা তীর্থ; এখানে
 স্নানমাত্র নর সমলোকে পূজিত হয়।
 তদনন্তর নর শক্র-বিষ্ণুত তীর্থে গমন
 করিবে। এই তীর্থ দেবরাজ ও দেবগণ
 কর্তৃক নমস্কৃত। এখানে স্নান, কাঞ্চনদান
 ও নীলবর্ণ বৃষদান করিলে বৃষ ও বৃষ-
 প্রস্তুতির যতগুলি রোম, তত সহস্র বৎসর
 কাল যাবৎ মানব হরপুত্রে বাস করে। তদ-
 নন্তর স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে বীৰ্যবান্ রাজা
 হয়, এবং ঐ তীর্থপ্রভাবে সহস্র শ্বেতবর্ণ

ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র ব্রহ্মবর্তমন্তমম্ ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ
উপোষ্য ব্রজনৌমেকাং পিণ্ডং দত্ত্বা যথাবিধি ।
কন্তাগতে তথাদিত্যে অক্ষয়ঃ স্নানরাধিপ ॥ ৭০
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র কপিলাতীর্থমুত্তমম্ ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ বপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি
সম্পূর্ণপুথিবং দত্ত্বা যৎ কলং তদবাণুয়াৎ ।
নশ্বদেহং পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥
তত্র স্নাত্বা নরো রাজেন্দ্রমধেকলং লভেৎ ।
নশ্বদাদক্ষিপে কূলে সঙ্গমেধরমুত্তমম্ ॥ ৭১
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ সর্বযজ্ঞকলং লভেৎ ।
তত্র সর্বোদ্যতো রাজা পৃথিব্যামেব জায়তে
সর্বলক্ষণসম্পূর্ণঃ সর্বব্যাদিবিবর্জিতঃ ।
নার্ষদে চোত্তরে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্ ॥
আদিত্যায় ণনং দিব্যমীশ্বরেণ তু ভাষিতম্ ।
তস্ত তীর্থপ্রভাবেণ দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ৭২
দরিদ্রা ব্যাধিনো যে তু যে তু হৃদ্ধতর্কায়ণঃ

মুচ্যন্তে সর্বপাপোভ্যাঃ সূর্যালোকন্ত যান্তি তে
মাঘমাসে তু সম্ভ্রান্তে শুক্লপক্ষস্ত সপ্তমী ।
বসেনায়তনে তত্র নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭৩
ন জরা-ব্যাধিতো মুকো ন চাক্ষো বধিরোহধব-
শুভগো রূপসম্পন্নঃ স্ত্রীনাং ভবতি বল্লভঃ ॥ ৭৪
এবং তীর্থং মহাপুণ্যং মার্কণ্ডেয়েন ভাষিতম্ ।
যে ন জানন্তি রাজেন্দ্র বক্তিতান্তে ন সংশয়ঃ ॥
গর্গেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র স্বর্গলোকমবাণুয়াৎ ॥ ৮১
মোদতে স্বর্গলোকস্থে যাবদিত্তাশ্চতুর্দশ ।
সমীপতঃ স্থিতং তস্ত নাগেশ্বরতপোবনম্ ॥ ৮২
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র নাগলোকমবাণুয়াৎ ।
বহির্ভির্নাগকন্তাভিঃ ক্রৌড়তে কালমক্ষয়ম্ ॥ ৮৩
কুবেরভবনং গচ্ছেৎ কুবেরো যত্র সংস্থিতঃ ।
কালেশ্বরং পরং তীর্থং কুবেরো যত্র ভোষিতঃ
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র সর্বসম্পদমাপুয়াৎ ॥

অশ্বের স্বামী হয়। অনন্তর ব্রহ্মবর্ত তীর্থ ।
এই তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃদেবগণকে
তর্পণ করিতে হয় এবং সূর্য্য কন্তারাশিগত
হইলে একরাত্র উপবাস করিলে মানবের
ঐ সমস্ত কষ্ট অক্ষয় হইয়া থাকে। হে
রাজেন্দ্র ! অনন্তর কপিলাতীর্থ । এই তীর্থে
স্নান করিয়া যে ব্যক্তি কপিলা দান করে, সে
সম্পূর্ণ পৃথিবীদানের ফললাভ করে। অতঃ-
পর নশ্বদেহ তীর্থ । এখানে স্নান করিয়া
মানব অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হয়। নশ্বদার
দক্ষিণকূলে উত্তম মঙ্গলেশ্বর তীর্থ । ঐ তীর্থে
মানব স্নান করিয়া সর্বযজ্ঞফল লাভ করে
এবং পরে পৃথিবীতে সর্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন সর্ব-
ব্যাদি-বিবর্জিত সর্বাতিশয়ী রাজা হইয়া
জন্মগ্রহণ করে। নশ্বদার উত্তর কূলে পরম
শোভনীয় এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে
আদিত্য-আয়তন বিদ্যমান। ইহা স্বয়ং ঈশ্বর
কর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ তীর্থপ্রভাবে দত্ত
বস্তু অক্ষয় হইয়া থাকে। দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত
ও হৃদ্ধতকারী ব্যক্তিগণ এই তীর্থমহিমা

সর্ব পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সূর্য্য-
লোকে গমন করিয়া থাকে। মাঘী শুক্ল
সপ্তমীতে যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় ও
নিরাহার হইয়া তত্রত্য আয়তনে বাস
করে, সে কদাপি জরাগ্রস্ত, ব্যাদি-
পীড়িত, মুক, অন্ধ বা বধির হয় না।
পরন্তু সুরূপ ও শুভগ হইয়া রমণীরঞ্জন
হয়। ভগবান্ মার্কণ্ডেয় এই তীর্থ কীর্ত্তন
করিয়াছেন। ইহা যে ব্যক্তি অবগত নহে,
সে একান্তই বঞ্চক; এই বিষয়ে বিদ্যুন্মাত্র
সন্দেহ নাই! ৬৪-৮০। হে রাজেন্দ্র ! তাহার
পর গর্গেশ্বর তীর্থ । এই তীর্থে স্নানমাত্র
নর স্বর্গলোকলাভ করে; এবং স্বর্গস্থ হইয়া
চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল পর্য্যন্ত তথায়
আমোদ প্রাপ্ত হয়। ঐ গর্গেশ্বর তীর্থের
নিকটেই নাগেশ্বর তীর্থ আছে। এখানে
স্নান করিয়া নর নাগলোক প্রাপ্ত হয় এবং
অগ্নিকল্প নাগকন্তাগণের সহিত অনন্ত-
কাল ক্রৌড়া করিয়া থাকে। অতঃপর
মানব কুবেরভবন ও কালেশ্বর তীর্থে
গমন করিবে। ঐ তীর্থদ্বয়ে কুবের

ততঃ পশ্চিমতো গচ্ছেন্মাক্তালায়মুত্তমম্ ॥ ৮৫ ॥
 তত্র যাত্রা তু রাজেন্দ্র শুচির্ভূষা সমাহিতঃ ।
 কাকনন্ত ততো দদ্যাদযথাক্রি শ্রুত্বুদ্ভিমান ॥
 পুষ্পকেন বিমানেন বায়ুলোকং স গচ্ছতি
 যমতীর্থে ততো গচ্ছেন্মাক্তমাসে যুধিষ্ঠির ॥ ৮৭ ॥
 কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং নানং তত্র সমাচরেৎ ।
 নক্তভোজ্যং ততঃ কুর্ধ্যান্ন পশ্চেদ্যোনিসকটম্
 অহল্যাভীর্থে ততো গচ্ছেৎ নানং তত্র

সমাচরেৎ ।

শ্রাতমাত্রো নরন্তত্র হৃৎসরোভিঃ প্রমোদতে ॥
 অহল্যা চ তপস্তপ্তা তত্র মুক্তিমুপাগতা ।
 চৈত্রমাসে তু সম্প্রাপ্তে শুক্লপক্ষে চতুর্দশী ॥ ৯০ ॥
 কামদেবদিনে তন্মিহ্নহল্যাং যন্ত পূজয়েৎ ।
 যত্র যত্র নরোৎপন্নো নরন্তত্র প্রিয়ো ভবেৎ ॥
 শ্রীবল্লভো ভবেচ্ছ্রীমান্ কামদেব ইবাশ্রয়ঃ ।
 অযোধ্যান্ত সমাসাদ্য তীর্থে রামস্ত বিষ্ণুতম ॥

বিব্রাজিত । কালেশ্বর তীর্থে মানব কুবেরকে
 ভূষ্ট করিয়া তথায় নান করিবে । নান
 করিলে নর সর্বসম্পৎ প্রাপ্ত হয় । তাহার
 পশ্চিমে মাক্তালায় তীর্থ । এই তীর্থে নান
 করিয়া মানব তথায় যথাক্রি শ্রুত্ব দান
 করিবে । এরূপ করিলে পুষ্পকবিমানে
 আরোহণ করিয়া বায়ুলোকে গমন করে ।
 হে যুধিষ্ঠির ! অতঃপর মানব মাঘ মাসে যম-
 তীর্থে গমন করিবে । তথায় কৃষ্ণপক্ষীয়
 মাঘী চতুর্দশীতে নান ও নক্ত ভোজন
 করিলে যোনিসকট দেখিতে হয় না । তাহার
 পর মানব অহল্যাভীর্থে গমন করিবে ।
 এখানে নানমাত্র মানব অপ্সরাগণের সহিত
 প্রমোদিত হয় । অহল্যা এই তীর্থে তপশ্চরণ
 করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন । যে ব্যক্তি
 চৈত্রমাসীয় শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে কামদেব-
 বাসরে এই স্থানে অহল্যাদেবীর পূজা
 করে, সে যে যে স্থানে জনসমাগম
 আছে, সেই সেই স্থানেই পূজিত হয়
 এবং শ্রীবল্লভ, শ্রীমান ও দ্বিতীয় কন্দর্পের
 ছায় রূপবান হইয়া থাকে । অনন্তর

শ্রাতমাত্রো নরন্তত্র সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 সোমতীর্থে ততো গচ্ছেৎ নানং তত্র সমাচরেৎ
 শ্রাতমাত্রো নরন্তত্র সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 সোমগ্রহে তু রাজেন্দ্র পাপক্ষয়করং নৃণাম্ ॥ ৯৪ ॥
 ত্রৈলোক্যবিশ্রুতঃ রাজন্ সোমতীর্থে মহাকলম্
 যন্ত চান্ধ্যাণং কুর্ধ্যাৎ তন্মিহ্নস্তীর্থে নরাধিপ ॥
 সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সোমলোকং স গচ্ছতি ।
 অগ্নিপ্রবেশেহধ জলে অথবাপি হনাশকে ॥ ৯৬ ॥
 সোমতীর্থে যতো যন্ত নাসৌ মর্ত্যোহভিজায়তে
 শুভতীর্থে ততো গচ্ছেৎ নানং তত্র সমাচরেৎ
 শ্রাতমাত্রো নরন্তত্র গোলোকেষু মহীয়তে ।
 ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র বিষ্ণুতীর্থমমুত্তমম্ ॥ ৯৮ ॥
 যোধনৌপুয়মাধ্যাতং বিষ্ণুস্থানমমুত্তমম্ ।
 অশ্রুরা যোধিতান্তত্র বাসুদেবেন কোটিশঃ ॥ ১০০ ॥
 তত্র তীর্থে সমুৎপন্নং বিষ্ণুঃ স্ত্রীতো ভবেদিহ ।
 অহোরাত্রোপবাসেন ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥
 ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র তামসেশ্বরমুত্তমম্ ।

মানব অযোধ্যাস্থিত রামচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত
 বিখ্যাত তীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থে
 নানমাত্র নর সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ
 করে । সোমগ্রহ তীর্থ নরগণের সর্বপাপ-
 হর এবং উহা ত্রৈলোক্য বিশ্রুত ও মহা-
 ফলপ্রদ । হে নরাধিপ ! যে ব্যক্তি এই
 তীর্থে চান্ধ্যাণ-ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সেই
 ব্যক্তি সর্বপাপনির্মুক্ত হইয়া সোমলোকে
 গমন করিয়া থাকে । যদি কোন ব্যক্তি
 সোমতীর্থে অগ্নিপ্রবেশে, জলে বা অপ-
 মৃত্যুতেও মরে, তাহা হইলেও তাহাকে আর
 মর্ত্যভূমে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । অন-
 ন্তর নর শুভতীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থে
 নানমাত্র নর গোলোকে পূজিত হয় । অন-
 ন্তর অমুত্তম বিষ্ণুতীর্থ ; অশ্রুরগণ এই তীর্থে
 বাসুদেব কর্তৃক কোটি কোটি বার রক্ষিত
 হইয়াছে । এই তীর্থ সেবা করিলে ভগবান্
 বিষ্ণু প্রীত হন । এখানে অহোরাত্র উপ-
 বাস করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ অপনোত হয় ।
 অতঃপর মানব উত্তম তামসেশ্বর তীর্থে

হরিণী ব্যাধসজ্জা পতিতা যত্র সা যুগী ॥১০০
জলে প্রক্ষিপ্তগাত্রা তু অন্তরীকং গতা চ সা ।
ব্যাধো বিস্মিতচিস্তস্ত পরং বিস্ময়মাগতঃ ॥ ১০
তেন তাপেশ্বরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র ব্রহ্মতীর্থমনুত্তমম্ ॥
অমোহকমিতি খ্যাতং পিতৃশৈচবাত্র তর্পয়েৎ ।
পৌর্ণমাস্তামমায়ান্ত শ্রাদ্ধং কুর্ধ্যাদযথাবিধি ॥১০৪
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ পিতৃপিণ্ডস্ত দাপয়েৎ
গজরূপা শিলা তত্র তোয়যথো প্রতিষ্ঠিতা ॥১০৫
তস্তান্ত দাপয়েৎ পিণ্ডং বৈশাখ্যাস্ত বিশেষতঃ
তৃপ্যন্তি পিতরস্তত্র যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী ॥
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র সিদ্ধেশ্বরমনুত্তমম্ ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গণপত্যস্তিকং ব্রজেৎ
ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র লিঙ্গো যত্র জনাৰ্দ্দনঃ ।
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥
নৰ্ম্মদাদক্ষিণে কূলে ত্রৈলোক্যং পরমশোভনম্ ।

গমন করিবে। এই তীর্থে একদা এক
হরিণী ব্যাধ হইতে ভয় পাইয়া, ব্যাকুলভাবে
জলে পতিত হয়। পরে ঐ জন
হইতে আকাশমার্গে গমন করে। ব্যাধ
তাহা দেখিয়া অতীব পরিতপ্ত হয়। এই
জন্ত ইহার নাম তাপেশ্বর তীর্থ। এরূপ
তীর্থ হয় নাই, হইবেও না। ইহার পর
ব্রহ্মতীর্থ; এই তীর্থ সেবা করিলে মোহ
অপগত হয়। এখানে মানবমাত্রেয়ই
জ্ঞান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ ও অমাবস্থা
পূর্ণিমায় যথাবিধি শ্রাদ্ধীয় পিণ্ড প্রদান করা
বিধেয়। ঐ স্থানে গজরূপা শিলা জলমধ্যে
প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাতেই পিণ্ড প্রদান
করিতে হয়। এখানে পিণ্ড প্রদান করিলে,
পিতৃগণ মেদিনীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ
করেন। তাহার পর সিদ্ধেশ্বর তীর্থ। এই
তীর্থে জ্ঞান করিয়া মানব গাণপত্যলাভ করে।
অনন্তর নর যেখানে জনাৰ্দ্দন লিঙ্গ বিদ্যমান,
ঐ তীর্থে যাইবে। এই তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া
মানব বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। নৰ্ম্মদার
দক্ষিণ কূলে যে পরম শোভন তীর্থ আছে,

বামদেবঃ স্বয়ং তত্র তপোহতপ্যত বৈ মহৎ ॥
দিব্যং বর্ষসহস্রস্ত শঙ্করং পূর্ণ্যুপাসত ।
সমাধিভঙ্গদক্ষান্ত শঙ্করেন মহাস্থনা ॥ ১১০
শ্বেতপর্বা, যমশৈব হতাশঃ শুক্রপর্বাণি ।
এতে দক্ষান্ত তে সর্বে কুসুমেশ্বরসংহিতাঃ ॥
দিব্যাবর্ষসহস্রেন তুষ্টস্তেষাং মহেশ্বরঃ ।
উময়া সহিতো রুদ্রস্তুষ্টস্তেষাং বরপ্রদঃ ॥ ১১২
মোক্ষদিত্বা তু তান্ সন্নান্ নৰ্ম্মদাতটমাশ্রিতঃ
ততস্তীর্থপ্রভাবেণ পুনর্দেবস্বমাগতাঃ ॥ ১১৩
তৎপ্রসাদান্নহাদেব তীর্থং ভবতু চোত্তমম্ ।
অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণং ক্ষেত্রং দিগ্ধু সমন্ততঃ ॥ ১১৪
তস্মিন্স্থীর্থে নরঃ স্নাত্বা চোপবাসপরায়ণঃ ।
কুসুমায়ুধরূপেণ রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ১১৫
বৈশ্বানরো যমশৈব কামদেবস্তথা মরুৎ ।
তপস্তপ্ত্বা তু রাজেন্দ্র পরাং সিদ্ধিমবাগ্নুয়ঃ ॥১১৬
অক্কোলস্ত সমীপে তু নাতিদূরে তু তন্ত বৈ ।
জ্ঞানং দানঞ্চ তত্রৈব ভোজনং পিণ্ডপাতনম্ ॥
অগ্নিপ্রবেশেহথ জলে অথবা তু হনাশকে ।

ঐ তীর্থে বামদেব স্বয়ং সহস্র তপোহুষ্ঠান
করেন। শ্বেতপর্বা, যম, হতাশ ও শুক্রপর্বা
ইহারা দিব্য সহস্র বর্ষ এখানে ভগবান্
শঙ্করের আরাধনা করেন। পরে সমাধি-
ভঙ্গ দোষে ইহারা দক্ষ হইলে উমাদেবীর
সহিত ভগবান্ শঙ্কর তখন ইহাদের প্রতি
তুষ্ট হন এবং ইহাদিগকে নৰ্ম্মদাতটে আশ্রয়
দেন। অনন্তর ইহারা তীর্থপ্রভাবে মুক্তি
লাভ করিয়া পুনরায় দেবত্ব প্রাপ্ত হন।
এবং বলেন,—হে ভগবন্! হর! আপনার
প্রসাদে এই স্থান তীর্থরূপে পরিণত হউক।
ইহাদের প্রার্থনায় ঐ স্থান তীর্থ হইল।
ঐ তীর্থে নরগণ উপবাসপরায়ণ হইয়া জ্ঞান
করিলে কন্দর্পকাস্তি হইয়া রুদ্রলোকে পূজিত
হয়। ৮১—১১৫। বৈশ্বানর, যম, কামদেব
ও মরুৎ, ইহারা সকলে ঐ তীর্থে তপস্তপ্ত
করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অক্কোল
তীর্থের অনতিদূরে যে মানব জ্ঞান, দান,
ভোজন ও পিণ্ডদান করে; অথবা যদি ঐ

অনিবর্তিকা গতিস্তস্ত মৃতস্তামুত্র জায়তে ।
 ত্র্যম্বকেণ তু তোয়েন যশ্চকং শ্রপয়েন্নরঃ ।
 অকোলমূলে দধা তু পিণ্ডৈকৈব যথাবিধি ॥১১২॥
 তুপ্যন্তি পিতরস্তস্ত যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ ।
 উত্তরে ত্বয়নে প্রাপ্তে স্বতন্মানং করোতি যঃ ॥
 পুরুষো বাধ স্ত্রী বাপি বসেদায়তনে শুচিঃ ।
 সিদ্ধেশ্বরস্ত দেবস্ত প্রাতঃ পূজাং প্রকল্পয়েৎ ॥
 স যাং গতিম্বাপ্নোতি ন তাং সর্গৈর্নহামথৈঃ ।
 যদাবতীর্ণঃ কালেন রূপবান্ শুভগো ভবেৎ ॥
 মর্ত্যে ভবতি রাজা চ আসমুদ্রাস্তগোচরে ।
 ক্ষেত্রপালঃ ন পশ্যেৎ তু দণ্ডপাণিঃ মহাবলম্ ॥
 বুধা তস্ত ভবেদ্যাত্রা হৃদষ্টা কর্ণকুণ্ডলম্ ।
 এবং তীর্থকলঃ স্ত্রাতা সর্বে দেবাঃ সমাগতাঃ
 মুকন্তি কুসুমৈর্বৃষ্টিং তেন তৎ কুসুমেশ্বরম্ ॥
 ইতি জীমাংশ্বে মহাপুরাণে নন্দ্যদামাহার্যে
 একনবত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১১১

দিনবত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ভার্গবেশং ততো গচ্ছেদ্রয়ো যত্র জনার্দনঃ ।
 অমৃতৈশ্চ মহাযুদ্ধে মহাবলপরাক্রমৈঃ ॥ ১
 হুঙ্কারিতাঃ দেবেন দানবাঃ প্রলয়ং গত্যাঃ ।
 তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২
 শুক্রতীর্থস্ত চোৎপত্তিঃ শৃণু ত্বং পাণ্ডনন্দন ।
 হিমবাচ্ছথরে রম্যে নানাধাতুবিচিহ্নিতে ॥ ৩
 তরুণাদিত্যসঙ্কাশে তপ্তকাক্ষনসপ্রভে ।
 বজ্রফটিকসোপানে চিত্রপট্টশিলাতলে ॥ ৪
 জাম্বুনদময়ে দিব্যে নানাপুষ্পোপশোভিতে ।
 তত্রাসীনঃ মহাদেবঃ সর্ষপঃ প্রভুমব্যয়ম্ ॥ ৫
 লোকানুগ্রহকর্তারং গণবৃন্দৈঃ সমাবৃতম্ ।
 স্বন্দ নন্দ-মহাকালৈর্বীরভক্তগণাদিভিঃ ।
 উময়া সহিতঃ দেবঃ মার্কণ্ডিঃ পর্যাপৃচ্ছত ॥ ৬
 দেবদেব মহাদেব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবসংস্কৃত

দিনবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,— হে রাজেন্দ্র ! যেখানে
 মহাযুদ্ধে মহাবল-পরাক্রম দানবগণের ভয়ে
 জনার্দন রণে ভঙ্গ দিয়াছিলেন এবং যেখানে
 দেবগণ কর্তৃক হুঙ্কারিত হইয়া অমৃতগণ
 প্রলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই তীর্থে স্নান
 করিলে নর সর্ষপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে ।
 হে পাণ্ডনন্দন ! তুমি শুক্রতীর্থের উৎপত্তি-
 বিবরণ শ্রবণ কর । একদা মার্কণ্ডি নানা
 পুষ্পশোভিত, জাম্বুনদময় বিবিধ শিলাপট্ট-
 শোভিত, ফটিক-সোপান-রাজি-রাজিত, তপ্ত
 কাক্ষনপ্রভ, তরুণাদিত্য-সঙ্কাশ, নানা ধাতু-
 বিচিহ্নিত হিমালয়ের রমণীয় শিখরে ভগবান্
 শম্বুকে উমার সহিত উপবিষ্ট অবলোম
 করিয়া সেই লোকানুগ্রহকর্তা, গজবৃন্দে
 সমাবৃত, স্বন্দ, নন্দী, মহাকাল ও বীরভক্ত
 প্রভৃতি গণ-পরিবেষ্টিত, সর্ষপ অব্যয় প্রভু
 দেবদেবকে প্রণিপাতপূরঃসর প্রণয় করিলেন,
 —হে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও ইন্দ্রসংস্কৃত দেবদেব

স্থানে অগ্নিপ্রবেশে, জলে বা অস্ত্র কোন
 প্রকারে অপমৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহা হইলেও
 তাহার আর পুনরাবৃতি হয় না । যে ব্যক্তি
 ত্র্যম্বক তীর্থের তোয় দ্বারা চক্রপাক করে
 ও অকোলমূলে যথাবিধি পিণ্ড প্রদান
 করে, তাহার পিতৃলোকগণ যাবৎ চন্দ্র-
 দিবাকর তুষ্ণিলাভ করেন । যে ব্যক্তি
 উত্তরায়ণে স্বতন্মান করে, সে পুরুষ বা স্ত্রী
 যাহাই হউক, তাহার তীর্থবাস ঘটে । যে
 ব্যক্তি প্রাতঃকালে সিদ্ধেশ্বর দেবের পূজা
 করে, সে যে গতি প্রাপ্ত হয়, নিখিল যজ্ঞ
 দ্বারাও সে গতি পাওয়া যায় না এবং ঐ ব্যক্তি
 কালে যখন মর্ত্যভূমে জন্মগ্রহণ করে, তখন
 রূপবান্ শুভগ ও আসমুদ্র ক্ষিতীশ্বর হইয়া
 জন্মে । যাহারা ক্ষেত্রপাল, মহাবল দণ্ডপাণি,
 ও কর্ণকুণ্ডল দর্শন করেন নাই, তাঁহাদের
 জন্ম বুধা । দেবগণ এবাধিধ তীর্থকল শ্রবণ
 মানসে সমাগত হইয়া ঐ স্থানে পুষ্পবৃষ্টি
 করেন, সেই জন্ত ঐ তীর্থের নাম
 হইয়াছে কুসুম-শেখর । ১১৬—১২৪
 একনবত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১১ ।

সংসারভয়ভীতোহহং সুখোপায়ং ব্রবোহি মে ।
ভগবন্ ভূতভব্যোশ সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ।
তীর্থানাং পরমং তীর্থং তদ্বদন্ত মহেশ্বর ॥ ৮
ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু বিপ্র মহাপ্রাজ্ঞ সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ !
স্নানায় গচ্ছ সুভগ ঋষিসত্ত্বৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৯
মহাজিকশ্রুপাশৈব যাজ্ঞবল্ক্যোশনোহসিরাঃ ।
যমাপস্তম্বসংবর্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতৌ ॥ ১০
নারদো গোতমশ্চৈব দেবন্তে ধৰ্ম্মকাজ্ঞিনঃ ।
গঙ্গাঃ কনকলং পুণ্যং প্রয়াগং পুষ্করং গয়াম্ ॥ ১১
কুরুক্ষেত্রং মহাপুণ্যং রাহুগ্রস্তে দিবাকরে ।
দিবা বা যদি বা রাত্ৰৌ শুক্লতীর্থং মহাকলম্ ॥
দৰ্শনাৎ স্পর্শনাচ্চৈব স্নানাদানান্য তপোজপাৎ
হোমার্চৈবোপবাসাচ্চ শুক্লতীর্থং মহাকলম্ ॥ ১৩
শুক্লতীর্থং মহাপুণ্যং নৰ্ম্মদায়াং ব্যবস্থিতম্ ।
চাণক্যো নাম রাজর্ষিঃ সিদ্ধিঃ তত্র সমাগতঃ ॥ ১৪
এতৎ ক্লেত্রং সুবিপুলং যোজনং বৃন্তসংস্থিতম্

মহাদেব ! আমি সংসার-ভয়ে নিতান্ত ভীত
হইয়াছি । আপনি আমাকে এই সংসার-
ভয়-বিনাশের সুধকর উপায় বলিয়া দিউন ।
হে ভগবন্ ভূত-ভব্যোশ ! আপনি আমার
নিকট তীর্থ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৰ্বপাপ-
প্রণাশন তীর্থের বিষয় কৌতুহল করুন । ঈশ্বর
বলিলেন,—হে সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ
বিপ্র ! আপনি সেই ঋষি-সত্তম-সেবিত
তীর্থস্নান করিবার নিমিত্ত গমন করুন । ঐ
তীর্থ ধৰ্ম্মকাজ্ঞী মনু, অত্রি, কশ্যপ, যাজ্ঞবল্ক্য,
উশনা, অজ্জিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত,
কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, নারদ ও গোতম
প্রভৃতি ঋষিগণ সেবা করিয়া থাকেন । গঙ্গা,
কনকল, পবিত্র প্রয়াগ, পুষ্কর, গয়া ও কুরু-
ক্ষেত্র এই সকল তীর্থ মহাপুণ্যপ্রদ । সূর্য্য
গ্রহণে দিবা বা রাত্ৰিতে যদি কেহ শুক্লতীর্থ
দৰ্শন, স্পর্শন বা উহাতে স্নান, দান, তপ,
জপ, হোম ও উপবাস করে, তবে সে মহাকল
প্রাপ্ত হয় । মহাপুণ্য শুক্লতীর্থ নৰ্ম্মদার
অবস্থিত । ঐ স্থানে চাণক্য সিদ্ধিলাভ করেন ।

শুক্লতীর্থং মহাপুণ্যং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৫
পাদপাদ্রোণ দৃষ্টেন ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ।
জগতীদৰ্শনাচ্চৈব ক্রণহত্যাং ব্যাপোহতি ॥ ১৬
অহং তত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ তিষ্ঠামি হ্যময়া সহ ।
বৈশাখে চৈত্রমাসে তু কুরুক্ষেত্রে চতুর্দশী ॥ ১৭
কৈলাসাক্ষাপি নিষ্কম্য তত্র সন্নিহিতো হুহম্ ।
দৈত্য-দানব-গন্ধৰ্ব্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরাস্তথা ॥ ১৮
গণাশ্চাপ্সরসো নাগাঃ সৰ্বে ক্লেবাঃ সমাগতাঃ
গগনস্থাস্ত তিষ্ঠন্তি বিমানেনঃ সার্বকামিকৈঃ ॥ ১৯
শুক্লতীর্থস্থ রাজেন্দ্র হাগতা ধৰ্ম্মকাজ্ঞিনঃ ।
রজকেন যথা বস্ত্রং শুক্লং ভবতি বারিণা ॥ ২০
আজন্মজনিভং পাপং শুক্লং তীর্থং ব্যাপোহতি ।
স্নানং দানং মহাপুণ্যং মার্কণ্ডে ঋষিসত্তম ॥ ২১
শুক্লতীর্থং পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি
পূর্বে বয়সি কৰ্ম্মাণি কৃদ্বা পাপানি মানবঃ ॥ ২২
অহোরাত্রোপবাসেন শুক্লতীর্থে ব্যাপোহতি ।

এই তীর্থক্ষেত্র সুবিপুল ও যোজনব্যাপী ।
শুক্লতীর্থ অতি পুণ্যস্থান এবং সৰ্বপাপবিনা-
শন । ১—১৪ । বৃক্ষাগ্রে থাকিয়াও যদি কেহ
ঐ তীর্থ দৰ্শন করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা-পাতক
বিনষ্ট হয় । ঐ স্থানের মৃত্তিকা দৰ্শন হইলেও
ক্রণহত্যা-জনিত পাপ নষ্ট হয় । হে ঋষিশ্রেষ্ঠ !
আমি উমার সহিত ঐ স্থানে সৰ্বদা বাস করি ।
বৈশাখ এবং চৈত্রমাসীয় কুরুচতুর্দশীতে
কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া আমি ঐ স্থানে
আসিয়া বাস করি এবং দেব, দানব, গন্ধৰ্ব্ব,
সিদ্ধ, বেদবিদ্যাধরগণ, অঙ্গরা ও নাগগণ ঐ
শুক্লতীর্থে মিলিত হইয়া অবশেষে গগনে
অবস্থান করত সার্বকামিক বিমানে বিচরণ
করেন । রজক যেমন মলিন বস্ত্র শুক্ল
করিয়া দেয়, তেমনি শুক্লতীর্থ, আজন্ম-
জনিত পাপ বিনষ্ট করে । হে মার্কণ্ডে
ঋষিসত্তম ! এখানে স্নান দান মহাপুণ্য-
জনক । শুক্ল তীর্থ হইতে উৎকৃষ্ট তীর্থ
কখন ছিল না ও হইবেও না ! মানবগণ
পূর্ববয়সে যে সকল পাপাচরণ করে, ঐ
সকল পাপ শুক্লতীর্থে অহোরাত্র উপবাসে

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ যজ্ঞৈর্দামেন বা পুনঃ ॥ ২৩
 দেবার্চনেন যা পুষ্টির্ন সা ক্রতুশ্চৈতরপি ।
 কার্তিকস্ত তু মাসস্ত কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী ॥ ২৪
 যুজেন ন্নাপয়েদেবমুপোষা পরমেশ্বরম্ ।
 একবিশকুলোপেতো ন চ্যবেদৈশ্বর্যং পদাৎ
 শুক্লতীর্থে মহাপুণ্যম্বিসিকনিষেবিতম্ ।
 তত্র ন্নাহা নরো রাজন্ ন পুনর্জন্মভাগ্ ভবেৎ
 ন্নাত্বা বৈ শুক্লতীর্থে তু হর্ষয়েদৃষভধ্বজম্ ।
 কপালপুরণং কৃৎবা তুয়াতাত্র মহেশ্বরঃ ॥ ২৭
 অর্চনারৌশ্বরং দেবং পটে ভক্ত্যা লিপাপয়েৎ ।
 শঙ্খ-তুর্ধ্যানিনাদৈশ্চ ব্রহ্মঘোষৈশ্চ নন্দৈঃ ॥ ২৮
 জাগরং কারয়েৎ তত্র নৃত্য-গীতাদিমঙ্গলৈঃ ।
 প্রভাতে শুক্লতীর্থে তু ন্নানং বৈ দেবতর্কনম্
 আচাৰ্য্যান্ ভোজয়েৎ পঞ্চাচ্ছিবরতশর'ন
 শুচীন ।
 দক্ষিণাঞ্চ যথাশক্তি বিস্তশাঠ্যং বিবর্জয়েৎ ॥

বিনষ্ট হয় । তপ, ব্রহ্মচর্য যজ্ঞ ও দান এ
 সকল অল্পঠান করিয়া মানব যে ফল প্রাপ্ত
 না হয়, মাত্র শুক্লতীর্থে দেবার্চন করিলেই
 তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কার্তিক মাসের
 কৃষ্ণচতুর্দশীতে যে ব্যক্তি ঘৃত দ্বারা দেব
 মহেশ্বরকে স্নান করায়, সে ব্যক্তি একবিশতি
 কুল-বিশিষ্ট হইয়া কদাচ ঐশ্বর্য পদ হইতে
 বিচলিত হয় না । শুক্ল তীর্থ ঋষি-সিক-
 নিষেবিত ও মহাপুণ্যক । এখানে স্নান
 করিলে নর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না । মানব
 শুক্লতীর্থে স্নান করিয়া ঘৃষভধ্বজের অর্চনা
 করিবে এই স্থানে কপাল পুরণ করিয়া
 মহেশ্বরকে তুষ্ট করিতে হয় । নর অর্চ-
 নারৌশ্বর দেবকে ভক্তিপূর্বক পটে লিখাইয়া
 শঙ্খ-তুর্ধ্য-নিদাদ ও ব্রহ্মঘোষ সহকরে
 পূজা করিবে । অনন্তর নৃত্য-গীতাদি দ্বারা
 জাগরণ করিবে ! প্রভাতে শুক্লতীর্থে
 স্নান অর্চন সমাধা করিয়া শিবব্রত-
 পরায়ণ শুচি আচাৰ্য্যকে ভোজন করা-
 ইবে । যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে । বিস্ত-

প্রদক্ষিণং ততঃ কৃৎবা শট্টৈর্দেবাস্তিকং ব্রজেৎ
 এবং বৈ কুরুতে যন্ত তস্মৈ পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩১
 দিব্যযানং সমাক্রটো গীষমানোহপ্সরোগণৈঃ ।
 শিবতুল্যবলোপেতস্তিষ্ঠত্যাভূতসংপ্রবম্ ॥ ৩২
 শুক্লতীর্থে তু যা নারী দদাতি কনকং শুভম্ ।
 যুজেন ন্নাপয়েদেবং কুমারকাপি পূজয়েৎ ॥ ৩৩
 এবং যা কুরুতে ভক্ত্যা ভক্ত্যাঃ পুণ্যফলং শৃণু
 মোদতে শর্কলোকহা যাবদিত্রাশ্চতুর্দশ ॥ ৩৪
 পৌর্ণমাস্তাং চতুর্দশাং সংক্রান্তৌ বিবুবে তথা ।
 স্নাত্বা তু সোপবাসঃ সন বিজিতাত্মা সমাহিতঃ
 দানং দত্তাদ্যধাশক্ত্যা স্ত্রীরেতাঃ হরি শঙ্করৌ
 এবং তীর্থপ্রভাবেণ সর্গঃ ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ৩৬
 অনাথঃ দুর্গতঃ বিপ্রঃ নাথবন্তমথাপি বা ।
 উদ্বাহয়তি যস্তার্থে তস্মৈ পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩৭
 যাবৎ তজ্জোমসংখ্যা চ তৎ শ্রুতিকুলেষু চ ।

শাঠ্য করিবে না । অনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া
 আস্তে আস্তে দেবসম্মুখানে গমন করিবে ।
 যে ব্যক্তি এরূপ করে, তাহার পুণ্যফল
 শ্রবণ করুন । তিনি শিবতুল্য হইয়া আ-ভূত
 সংপ্রব কাল স্বর্গবাস করেন । যখন তিনি
 স্বর্গে গমন করেন, তখন দিব্যযানে সজ্জীত-
 নিপুণা অপ্সরাগণ কর্তৃক সোবিত হন । যে
 নারী শুক্ল তীর্থে কনক দান করে এবং ঘৃত
 দ্বারা দেবকে স্নপন ও কুমারের অর্চনা করে,
 তাহার পুণ্যের কথা শ্রবণ করুন । ঐ নারী
 চতুর্দশ ইন্দ্ৰের অধিকার কাল যাবৎ শিব-
 লোকে আনন্দ উপভোগ করে । ১৬—৩৪ ।
 পূর্ণিমা, চতুর্দশী সংক্রান্তি ও বিবুবে দিনে যে
 ব্যক্তি উপবাসী থাকিয়া ইন্দ্ৰিয় দমনপূর্বক ঐ
 তীর্থে যথাশক্তি দান করে, হরি-হর তাহার
 প্রতি প্রসন্ন হন । এইরূপ তীর্থপ্রভাবে
 সকল কর্মই ঐ স্থানে অক্ষয় হইয়া থাকে ।
 অনাথ হউক বা সনাথ হউক, যে ব্যক্তি
 ঐ তীর্থে দুঃখবশ্ত ব্রাহ্মণ বালকের বিবাহ কর্ম
 সম্পন্ন করিয়া দেয়, তাহার পুণ্য ফল শ্রবণ
 কর । ঐ বিবাহপ্রদাতা ব্যক্তির ও তাহার

ভাবৰ্ষসংহস্যানি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৩৮
ইতি ত্ৰিমাংসে মহাপুৰাণে নৰ্মদামাহাত্ম্যে
ত্ৰিৱৰ্ত্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৯২ ॥

ত্ৰিৱৰ্ত্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ

মাৰ্কণ্ডেয় উবাচ

ততস্ত্বনৱকং গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।
স্নাতমাত্ৰো নৱস্তত্র নৱকঞ্চ ন পশুতি ॥ ১
তস্তা তীৰ্থস্থ মাহাত্ম্যং শৃণু ত্বং পাণ্ডুনন্দন ।
তস্মিন্স্থৌৰ্ধ্বে তু রাজেন্দ্র যন্তাস্থৌনি বিনিক্ষিপেৎ
বিলম্বং যান্তি সৰ্ব্বাণি ৰূপবান্ জায়তে নরঃ ।
গৌতীৰ্থস্থ ততো গতা সৰ্ব্বপাপাং প্রমুচ্যতে ॥২
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র কপিলাতীৰ্থমুত্তমম্
তত্র গতা নরো রাজান্ গোসহস্রকলং লভেৎ ॥
জ্যৈষ্ঠমাসে তু সম্ভ্রাণ্ডে চতুৰ্দশাং বিশেষতঃ ।
তত্রোপোষ্য নরো তক্ত্যা কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি

প্রসূতি কুলেৰ গাত্ৰে যতগুলি ৰোম আছে,
তত সহস্ৰ বৰ্ষ সে শিবলোকে পূজিত
হয় । ৩৫—৩৮ ।

ত্ৰিৱৰ্ত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৯২ ।

ত্ৰিৱৰ্ত্যধিক শততম অধ্যায় ।

মাৰ্কণ্ডেয় কহিলেন—অনন্তৰ নৱ অনৱক
স্থানে গমন কৰিবে; তথায় গিয়া স্নান
কৰিলে, আৰু কখনই নৱক দৰ্শন কৰিতে
হয় না। হে পাণ্ডুনন্দন! সেই তীৰ্থমাহাত্ম্য
শ্রবণ কৰ। হে রাজেন্দ্র! ঐ তীৰ্থে যাহাৰ
অস্থিপঞ্জৰ নিক্ষেপ কৰা যায়, তাহাৰ সৰ্ব
পাপ বিলয় প্ৰাপ্ত হয়। সে নৱ ৰূপবান্
হইয়া জন্মগ্ৰহণ কৰে; তৎপরে গৌতীৰ্থ-
গমনে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়।
অনন্তৰ হে রাজান্! উত্তম কপিলাতীৰ্থে
গমন কৰা কৰ্তব্য। তথায় একবাৰ গিয়া নৱ
গোসহস্ৰ দানেৰ ফললাভ কৰে। বিশেষতঃ
জ্যৈষ্ঠমাসীয় চতুৰ্দশী দিনে তথায় উপবাস

স্বতেন দীপং প্রজাল্য স্বতেন স্নাপয়েচ্ছিবম্ ।
সম্বতং ত্ৰীকলং জঙ্ঘা দধা চাস্তে প্রদক্ষিণম্ ॥
ঘণ্টাভরণসংযুক্তাং কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি ।
শিবতুল্যবলো হুয়া নৈবাসৌ জায়তে পুনঃ ॥
অঙ্গারক দিনে প্ৰাণ্ডে চতুৰ্থ্যাং বিশেষতঃ ।
পূজয়েৎ তু শিবং তক্ত্যা ব্ৰাহ্মণেভ্যশ্চ ভোজনম্
অঙ্গারকনবম্যাক্ষ অমায়াক্ষ বিশেষতঃ ।
স্নাপয়েৎ তত্র যত্নেন ৰূপবান্ সুভগো ভবেৎ ॥
স্বতেন স্নাপয়েন্নিক্ষং পূজয়েন্তক্তিতো বিজান্ ।
পুষ্পকেন বিমানেন সহস্ৰৈঃ পৰিবারিতঃ ॥১০
শৈবং পদমবাপ্নোতি যত্র চাভিমতং ভবেৎ ।
অক্ষয়ং মোদতে কালং যথা কুদ্ভন্তধৈব সঃ ॥১১
যদা তু কৰ্ম্মসংযোগান্মৰ্ত্যালোকমুপাগতঃ ।
রাজা ভবতি ধৰ্ম্মিষ্ঠো ৰূপবান্ জায়তে কুলে
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র ঋষিতীৰ্থমমুত্তমম্ ।
তুণবিন্দুৰ্নাম ঋষিঃ শাপদক্ষো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৩

কৰিয়া যে নৱ কপিলা ধেনু দান কৰে, বা
ঘৃত দ্বাৰা প্ৰদীপ জালিয়া ঘৃত দ্বাৰা শিবকে
স্নান কৰায় এবং স্বয়ং সম্বত ত্ৰীকল ভক্ষণ-
পূৰ্বক দেবদেবকে প্ৰদক্ষিণ কৰে, সে ব্যক্তি
অন্তে শিবতুল্য হইয়া পুনৰায় আৰু সংসাৰে
জন্মগ্ৰহণ কৰে না। যে ব্যক্তি মঙ্গলবাৰে
বিশেষতঃ চতুৰ্থী তিথিতে ভক্তিৰ সহিত
শিবপূজা কৰিয়া, ব্ৰাহ্মণভোজন কৰায়, অপিচ
মঙ্গলবাৰগুজনবমী কিম্বা অমাবস্তায় তাঁহাকে
সযত্নে স্নান কৰায়, সে ব্যক্তি জন্মান্তরে ৰূপবান্
ও ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে। ১ - ১৩। যে ব্যক্তি
স্বত দ্বাৰা শিবলিঙ্গের স্নপন ও অৰ্চন কৰিয়া
ভক্তিৰ সহিত ব্ৰাহ্মণদিগকে ভোজন কৰায়,
সে সহস্ৰ সহস্ৰ পুষ্পকবিমানে পৰিচাৰিত
হইয়া শৈবপদে উপনীত হয়—হইয়া
অক্ষয়কাল কুদ্ভেৰ ভায় ইচ্ছামূৰূপ বিহাৰ
কৰে, অনন্তৰ যখন কৰ্ম্মবশে মৰ্ত্যালোকে
উপস্থিত হয়, তখন এক ধাৰ্ম্মিক ও
ৰূপবান্ রাজা হইয়া মহাকূলে জন্ম গ্ৰহণ
কৰে। হে রাজেন্দ্র! অনন্তৰ ঋষিতীৰ্থে
গমন কৰিতে হয়। তথায় তুণবিন্দু নামে

ততীর্থস্ত প্রভাবেণ শাপমুক্তোহভবদ্বিজঃ ।
 ততো গচ্ছৎ তু রাজেন্দ্র গন্ধেশ্বরমহুত্তমম্ ॥১৪
 শ্রাবণে মাসি সম্প্রাপ্তে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী ।
 শ্রাতমাত্রে নরস্তত্র কুজলোকে মহীয়তে ॥ ১৫
 পিতৃণাং তর্পণং কৃৎস্না মৃত্যুতে চ ঋণতয়াৎ ।
 গন্ধেশ্বরসমীপে তু গঙ্গাবদনমুত্তমম্ ॥ ১৬
 অকামো বা সকামো বা তত্র শ্রদ্ধা তু মানবঃ ।
 আজন্মজনিতেঃ পাপৈর্ঘৃণাতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৭
 তত্র তীর্থে নরঃ শ্রাদ্ধা ব্রজেঐষ যত্র শঙ্করঃ ।
 সর্বদা পর্বদিবসে শ্রানং তত্র সমাচরেৎ ॥ ১৮
 পিতৃণাং তর্পণং কৃৎস্না অশ্বমেধফলং লভেৎ ।
 প্রয়াগে যৎ ফলং দৃষ্টং শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ১৯
 তদেব নিখিলং দৃষ্টং গঙ্গাবদনসঙ্কমে ।
 তৈশ্চৈব পশ্চিমে স্থানে সমীপে নাতিদূরতঃ ॥২০
 দশাশ্বমেধজননং ত্রিষু লোকেষু বিষ্ণুভ্যম্ ।

এক ঋষি শাপদত্ত হইয়া অবস্থান করিয়া-
 ছিলেন, পরবর্তী কালে ঐ তীর্থপ্রভাবে তিনি
 শাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। হে
 রাজেন্দ্র! অনন্তর অমুত্তম গন্ধেশ্বর-তীর্থে
 গমন করিতে হয়। সেখানে শ্রাবণ-
 মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী দিনে শ্রান করিবা-
 মাত্র নর কুজলোকে পূজিত হইয়া থাকে।
 তথায় পিতৃতর্পণ করিলে ঋণতর্য হইতে মুক্ত
 হওয়া যায়। গন্ধেশ্বর তীর্থের সমীপে উত্তম
 গঙ্গাবদন তীর্থ অবস্থিত। মানব অকাম
 হউক, বা সকাম হউক তথায় শ্রান করিলে
 আজন্মসঞ্চিত পাপ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত
 হইয়া থাকে। ঐ তীর্থে শ্রান করিলে নর
 শঙ্করাধিষ্ঠিত স্থানে গমন করিতে পারে।
 অতএব সর্বদা সর্ববিধ পর্বদিনে তথায় শ্রান
 করা সকলেরই কর্তব্য। তথায় পিতৃগণের
 তর্পণ করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ
 হয়। মহাত্মা শঙ্কর প্রয়াগধামে যে ফল
 দেখিয়াছেন, গঙ্গাবদন-সঙ্কমে তৎসমস্তই
 দৃষ্ট হয়। ঐ তীর্থের পশ্চিমদিকে অনতি-
 দূরে দশাশ্বমেধজনন নামে এক জিলোক-

উপোষ্য রজনীমেকাঃ মাসি ভাদ্রপদে তথা ॥২১
 অমায়াঞ্চ নরঃ শ্রাদ্ধা ব্রজেতে যত্র শঙ্করঃ ।
 সর্বদা পর্বদিবসে শ্রানং তত্র সমাচরেৎ ॥২২
 পিতৃণাং তর্পণং কৃৎস্না চাশ্বমেধফলং লভেৎ ।
 দশাশ্বমেধাৎ পশ্চিমতো ভৃগুর্ভ্রাক্ষণসত্তমঃ ॥২৩
 দিব্যাং বর্ষসহস্রস্ত ঈশ্বরং পূর্ণ্যুপাসত ।
 বশ্মাকবেষ্টিতশ্চাসৌ পক্ষিণাঞ্চ নিকেতনঃ ॥ ২৪
 আশ্রয্যাং সূমহজ্জাতমুমায়াঃ শঙ্করস্ত চ ।
 গৌরী পপ্রচ্ছ দেবেশং কোহয়মেবস্ত সংস্থিতা
 দেবো বা দানবো বাথ কথয়ন্ত মহেশ্বর ॥ ২৫
 মহেশ্বর উবাচ ।

ভৃগুর্নাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষীণাং প্রবরো মুনিঃ ।
 মাং ধ্যায়তে সমাধিস্থো বরং প্রার্থয়তে প্রিয়ে
 ততঃ প্রহসিতা দেবী ঈশ্বরং প্রত্যভাষত ।
 ধূমবৎ তচ্ছ্রীষা জাতা ততোহত্মাপি ন তুষ্যসে

বিশ্রুত তীর্থ আছে, তথায় ভাদ্রমাসে এক-
 রাত্রি উপবাস করিয়া অমাবস্তায় শ্রান
 করিলে নর শঙ্করাবাসে গমন করিতে পারে।
 ঐ তীর্থে সমস্ত পর্বদিনেই শ্রান করা কর্তব্য।
 তথায় পিতৃতর্পণ করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের
 ফললাভ হয়। দশাশ্বমেধের পশ্চিমে ভ্রাক্ষণ-
 সত্তম ভৃগু দিব্য সহস্রবর্ষ পয়স্কৃত ঈশ্বরের
 উপাসনা করেন। দীর্ঘ কাল তপস্তা করায়
 তাঁহার সর্বাঙ্গ বশ্মাক-মুক্তিকায় বেষ্টিত হইয়া-
 ছিল। তাঁহার মস্তকস্থ জটায় পক্ষিগণ কুলায়
 নিশ্চয় করিয়াছিল। ১০—২৪। তাঁহার ঈদৃশ
 কঠোর তপস্যায় উমা ও শঙ্কর উভয়েই
 অত্যন্ত আশ্রয়ার্থিত হন। তখন গৌরী
 দেবদেবকে জিজ্ঞাসা করেন,—হে মহেশ্বর।
 কে এই ব্যক্তি একপভাবে তপোনিষ্ঠ
 হইয়াছেন? ইনি দেব কিংবা দানব, তাহা
 আমার নিকট ব্যক্ত করুন। মহেশ্বর কহি-
 লেন,—হে প্রিয়ে! দ্বিজশ্রেষ্ঠ ও ঋষিশ্রেষ্ঠ
 ভৃগুমুনি সমাধিস্থ হইয়া আমার ধ্যান করিতে-
 ছেন এবং আমার নিকট হইতে বর প্রার্থনা
 করিতেছেন। অনন্তর দেবী হস্ত করিয়া
 ঈশ্বরকে কহিলেন,—ইহঁার শিখা ধূমাকার

১২

হুয়ারাধোহসি তেন ত্বং নাত্র কার্ধ্যা বিচারণা
মহেশ্বর উবাচ ।

ন জানাসি মহাদেবি ত্বয়ং ক্রোধেন বেষ্টিতঃ ।
দর্শয়ামি যথাতথ্যং প্রত্যয়ং তে কয়োমাহম্ ।
ততঃ স্মৃতোহথ দেবেন ধর্মরূপো বৃষস্তদা ।
স্মরণাৎ তস্ত দেবস্ত বৃষঃ শীঘ্রমুপস্থিতঃ
বদন্ত মাহুযীং বাচমাদেশো দীপ্যতাং প্রভো ॥
ভগবানুবাচ ।

বন্যাকং ত্বং খননেনং বিপ্রং ভূমৌ নিপাতয়
যোগস্থত ততো ধ্যানম্ ভৃগুস্তেন নিপাতিতঃ ॥
তৎকর্ণাৎ ক্রোধসম্প্রপ্তো হস্তমুৎক্ৰিপ্য সোহংশপৎ
এবং স ভাষমাণস্ত কুত্র গচ্ছসি ভো বৃষ ।
অদ্যাহং সম্প্রকোপেন প্রলয়ং ত্বাং নয়ে বৃষ ॥ ৩১
ধর্মিতস্ত তদা বিপ্রচাস্তরীক্ষং গতৌ বৃষম্ ।
আকাশে প্রেক্ষতে বিপ্রঃ এতদদ্ভুতমুত্তমম্ ॥ ৩২

হইয়াছে । তথাপি এখনও তোমার তৃষ্টি হয়
নাই ? যাহা হোউক, বুঝিলাম—তুমি নিতান্তই
হুয়ারাধ্য, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই ।
মহেশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! তুমি জান না,
ইনি বড় ক্রুদ্ধস্বভাব, যদি বিশ্বাস না হয়, তবে
তোমার প্রত্যয়ার্থ যথাতথ্য প্রদর্শন করি-
তেছি ! এই বলিয়া দেবদেব তখন তদীয়
ধর্মরূপ বৃষকে স্মরণ করিলেন, স্মরণমাত্র
সদয় বৃষ আসিয়া উপস্থিত হইল । বৃষ
মাহুযবাক্যে বলিল,—হে প্রভো ! আমার
আদেশ প্রদান করুন । ভগবান্ বলিলেন,
এই আক্ষিপ বন্যাকবেষ্টিত হইয়াছেন । এই
বন্যাকগুলি খনন করিয়া ইহাকে ভূপাতিত
কর । ভগবানের আদেশ প্রতিপালিত
হইল । ভৃগু যোগাবস্থায় ছিলেন ; বৃষ-
কর্তৃক বন্যাক-খননে তিনি নিপাতিত হইলেন,
এই ব্যাপারে ভৃগু তদ্বৎই ক্রোধোদীপ্ত
হইলেন,—হইয়া অবিলম্বে হস্তোত্তোলনপূর্বক
তাহাকে শাপদানে উদ্যত হইয়া কহিলেন,—
ওহে বৃষ ! অদ্য আমি ক্রোধভরে তোমার
সংহার-সাধন করিব । ভার্গব কর্তৃক এই-
রূপে ধর্মিত হইয়া বৃষত তখন আকাশপথে

তত্র প্রহসিতে রুদ্র ঋষিরগ্রে ব্যবস্থিতঃ ।
তৃতীয়লোচনং দৃষ্ট্বা বৈলক্ষ্যাত্ পতিতো ভুবি
প্রণম্য দণ্ডবদ্ধুমৌ তুষ্টিব পামেশ্বরম্ ॥ ৩৩
প্রণিপত্য ভূতনাথঃ
ভবোদ্ভবঃ স্বামহং দিব্যরূপম্ ।
ভবাতীতো ভুবনপতে
প্রভো হু বিজ্ঞাপয়ে কিঞ্চিৎ ॥ ৩৪
ভৃগুগণিকরান্ বক্তুং
কঃ শক্নো ভবতি মাহুযো নাম ।
বাসুকিরপি হি কদাচিদ্বদনসহস্রং ভবেদ্বদন্ত ॥
তত্রা তথাপি শঙ্করভুবনপতে ত্বংস্ততো মুখরঃ
বদতঃ কমন্ত ভগবন্
প্রসাদ মে তব চরণপতিতস্ত ॥ ৩৬
সবঃ রজস্তমস্ঃ স্থিত্যৎপত্যোর্বিনাশনে দেব

প্রস্থান করিল । দ্বিজবর ভার্গব সেই
বৃষভকে আকাশে অবলোকন করিলেন ;
করিয়া বিশেষ বিস্ময়াপন্ন হইলেন । তখন
রুদ্র ঋষির অগ্রে দাঁড়াইয়া হাস্ত করিলেন,—
ঋষিবর ত্রিনেত্রকে সম্মুখে দেখিয়া লজ্জায়
ভূপতিত হইলেন । তিনি ভূতলে দণ্ডবৎ
পতিত হইয়া মহেশ্বরকে প্রণামপূর্বক স্তব
করিতে লাগিলেন । ২৫—৩৩ । বলিলেন,—
হে ভুবনপতে । প্রভো ! তুমি সংসারের
অতীত পুরুষ । তুমি ভূতনাথ, ভবোদ্ভব ও
দিব্যরূপধর, তোমাকে আমি প্রণিপাত করিয়া
কিঞ্চিৎ বিষয় বিজ্ঞাপন করিতেছি । কে
আছে এমন মনুষ্য—যে, তোমার নিখিল গুণ
বর্ণন করিতে পারে ? বাসুকির স্তায় যদি
কাহার কখন সহস্র বদন হয়, তথাপি হে
ভুবনপতে ! হে শঙ্কর ! কেহই তোমার
গুণের স্তুতি করিতে মুখর হইতে সাহসী
হয় না । কিন্তু হে ভগবন্ ! আমি তোমার
স্তব করিতে উদ্যত ও ভবৎপদে পতিত
হইয়াছি, আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও ।
আমার এই প্রগল্ভতা ক্ষমা কর ।
হে দেব ! তুমি সব, রজ, তম, এই ত্রিবিধ
গুণে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাক ।

ত্বাং মুক্তা ভুবনপতে ভুবনেশ্বর নৈব দৈবতঃ
কিঞ্চিৎ ॥ ৩৭

যম-নিয়ম-যজ্ঞ-দান-বেদান্ত্যাসাশ্চ ধারণা যোগঃ
ঋত্বক্কে: সৰ্ব্বমিদং নারহতি হি কলাসহস্রাংশম্
উচ্ছিষ্টরসরসায়নখজ্জাগ্জনপাতুকাবিবরসিক্ৰিবা
চিহ্নং ভবব্রতানাদৃশ্চাতি চেহ জন্মনি প্রকটম্
শাঠ্যেন নমতি যদ্যপি দদাসি ত্বংভূতিমিচ্ছতো
দেব ।

ভক্তিৰ্ভবভেদকরৌ মোক্ষায় বিনির্মিতা নাথ ॥
পরদায়-পরম্বরতঃ পরপরিভবতঃখ-শোক-
সন্তপ্তম্ ।

পরবদনবীক্ষণপরং পরমেশ্বর মাং পরিব্রাহি ॥
মিথ্যাভিমানদগ্ধঃ ক্ষণভঙ্গুরবিভববিলসন্তম্ ।
ক্রুরং কুপথ্যাভিমুখং পতিতং মাং পাহি দেবেশ

হে ভুবনেশ্বর ! তুমি ব্যতীত অপর দৈবত
কিছুই নাই। যম, নিয়ম, যজ্ঞ, দান, বেদা-
ন্ত্যাস, ধারণা কিছা যোগ, এ সকল
ভবজ্ঞতির সহস্রাংশের একাংশেরও তুল্য
নহে। উচ্ছিষ্ট রস, রসায়ন, খজা, অজ্ঞান, ও
ও বিবর-সিক্রি প্রভৃতি ইহ জন্মে পাশুপত-
ব্রতীদিগের প্রকট চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে
দেব ! তোমার যদি কেহ শাঠ্য করিয়াও নম-
স্কার করে, আর সে যদি ত্রৈশ্বর্ধ্যাভিলাষী
হয়, তাহা হইলে, তুমি তাহাকেও তাহার
অতীষ্ট দান কর। অপিচ হে নাথ !
তাদৃশ লোকের মোক্ষের নিমিত্ত তুমি
ভবভেদকরৌ ভক্তিও তাহার উৎপাদন
করিয়া থাক। হে ঈশ্বর ! আমি পরদায়
ও পরধনে নিরত রহিয়াছি। পরপরি-
ভব-জনিত গুণশোকে সর্বদাই আমি সন্তপ্ত
ও সতত পরমুখাপেক্ষী হইয়া অবস্থান
করিতেছি। হে পরমেশ ! আমায় তুমি
পরিজ্ঞাপ কর। হে দেবেশ ! আমি
মিথ্যাভিমাণে দগ্ধ হইতেছি, ক্ষণবিনশ্বর
বিষয়বিভবে বিলসিত হইতেছি, ক্রুর
আমি—কুপথ্যের লালসা পোষণ করিতেছি !
পতিত আমি, আমায় তুমি রক্ষা কর।

দীনে বিজগণস্তার্থে বজ্জজনেনৈব দৃশিতা হাশা
ত্বকা তথাপি শঙ্কর কিং মূঢ়ঃ মাং বিভ্রম্যতি ॥
ত্বকাং হরস্ব শীঘ্রঃ লক্ষ্মীঃ প্রদৎস্ব যাবদাসিনীঃ
নিত্যম্ ।

ছিদ্ধি মদ-মোহপাশানুত্তারয় মাং মহাদেব ॥৪৪
ককণাভ্যুদয়ঃনাম স্তোত্রমিদংসৰ্ব্বসিক্রিদংদিব্যম্
যঃপঠতি ভক্তিযুক্তস্তত্ত্বতুষো দৃষ্টগোৰ্ধনা চ শিবঃ
ঈশ্বর উবাচ ।

অহং তুঃষ্টোহস্মি তে বৎস প্রার্থয়শ্বেপ্সিতংবরম্
উময়া সহিতো দেবো বরং তস্তা হৃদ্যপয়ৎ ॥৪৬
ভৃগুরুবাচ ।

যদি তুঃষ্টোহসি দেবেশ যদি দেহো বরো মম ।
কদ্বেদৌ ভবেদেবমেতৎ সম্পাদয়স্ব মে ॥ ৪৭
ঈশ্বর উবাচ ।

এবং ভবতু বিপ্রেন্দ্র ক্রোধস্থানং ভবিষ্যতি ।

দরিদ্র স্বজাতিগণে অথবা আমার বজ্জ-
বর্গে আমি কোনই আশা পোষণ করিতেছি
না, তথাপি হে শঙ্কর ! ত্বকা আমাকে মুক্ত
করিয়া কেন বিভ্রম্যত করিতেছে ? হে মহা-
দেব ! শীঘ্র আমার ত্বকা হরণ কর। আমায়
নিত্যস্থায়িনী লক্ষ্মী দান কর, আমার
মদমোহ পাশ ছেদন করিয়া ফেলো,
আমাকে সংসার হইতে উদ্ধার কর।
এই ভার্গবোক্ত সৰ্ব্ব-সিক্রিপ্রদ বিদ্যা স্তোত্র
ককণাভ্যুদয় নামে অভিহিত। যে ব্যক্তি
ভক্তিযুক্ত হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, ভৃগুর
স্তায় তাহার প্রতিও শিব তুষ্ট হইয়া থাকেন।
৩৪—৪৫। ঈশ্বর কহিলেন,—হে বৎস ভার্গব !
আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। তুমি
ঈপ্সিত বর গ্রহণ কর। এই বলিয়া দেবদেব
উমার সহিত একযোগে তাঁহাকে বরদান
করিতে উদ্রত হইলেন। ভৃগু কহিলেন,—হে
দেবেশ ! যদি তুমি তুষ্ট হইয়া থাক, আমাকে
বর দেওয়াই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়,
তাহা হইলে এই স্থান রুদ্রবেদৌ বলিয়া
নিরূপিত হউক। আপনি আমাকে এইরূপই
বর দান করুন। ঈশ্বর বলিলেন,—‘তথাস্থ’

ন পিতাপুত্রয়োশ্চৈব ত্রৈকমত্যাঃ ভবিষ্যতি ।
তদাপ্রভৃতি ব্রহ্মাণা সর্বদেবাঃ সাক্ষিন্নরাঃ
উপাসতে ভৃগোস্তীর্থং তুষ্টিম যত্র মহেশ্বরঃ ॥৪৯
দর্শনাৎ তস্মা তীর্থস্ত সদ্যাঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ।
অবশাঃ শ্রবশা বাপি ত্রিগন্তে যত্র জন্তবঃ ॥ ৫০
গুহ্যতিগুহ্য শ্রুগতিস্তেবাঃ ত্রিনিঃসংশয়ঃ ভবেৎ
এতৎ ক্ষেত্রং সুবিপুলং সর্বপাপ প্রণাশনম্ ॥ ৫১
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেহপুনর্ভবাঃ ।
উপানহৌ চ চ্ছত্রঞ্চ দেয়মন্নঞ্চ কাঞ্চনম্ ॥ ৫২
ভোজনঞ্চ যথাশক্ত্যা হৃদয়ঞ্চ তথা ভবেৎ ।
স্বর্ঘ্যোপরাগে যো দত্তাদানকৈব যথেষ্টয়া ॥৫৩
দায়মানস্ত তদানমক্ষয়ং তস্মা তন্তুবেৎ ।
চন্দ্র-স্বর্ঘ্যোপরাগেষু যৎ ফলস্বমরকটকে ॥৫৪
তদেব নিখিলং পুণ্যং ভৃগুতীর্থে ন সংশয়ঃ ।
করন্তি সর্বদানানি যত্র-দান-তপঃক্রিয়াঃ ॥ ৫৫

বিপ্রেন্দ্র ! ইহা তোমারই ক্রোধস্থান হইবে ।
এখানে পিতাপুত্রের মধ্যে ত্রৈকমত্যা হইবে
না । যাহা হউক, তদবধি সাক্ষিন্নর ব্রহ্মাদি
দেবগণ ভৃগুতীর্থের উপাসনা করেন । ঐ
তীর্থে মহেশ্বর তুষ্ট হইয়াছিলেন । ঐ তীর্থ
দর্শনমাত্রে মানব সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ
করে । স্বাধীন অবস্থাতেই হউক বা পরাধীন
অবস্থাতেই হউক, যদি কেহ এখানে মৃত্যু-
মুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার গুহ্যতি-
গুহ্য গতি হইয়া থাকে । এই ক্ষেত্র সুবিপুল
ও সর্বপাপ-হর । এই তীর্থে যে স্নান করে,
সে স্বর্গগমন করে, আর যে ব্যক্তি এখানে
মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাকে সংসারে জন্ম
গ্রহণ করিতে হয় না । এই ক্ষেত্রে উপানহ,
চ্ছত্র, অন্ন, কাঞ্চন ও খাদ্য দান করিলে
তাহা অক্ষয় ফলজনক হয় । যে নর এই
ক্ষেত্রে স্বর্ঘ্যগ্রহণে ইচ্ছাপূর্বক দান করে,
তাহার দায়মান ঐ দান অক্ষয় ফলপ্রদ হয় ।
অমর কণ্টকতীর্থে চন্দ্র-স্বর্ঘ্য গ্রহণে যে ফল
হয়, ভৃগুতীর্থেও তাহাই হইয়া থাকে ।
ইহাতে সংশয় নাই । হে যুধিষ্ঠির ! নিখিল
দান, যজ্ঞ, তপ ও অন্তান্ত পুণ্য ক্রিয়া সকল

ন করেৎ তু তপস্তপ্তং ভৃগুতীর্থে যুধিষ্ঠির ।
যস্ম বৈ তপসোগ্রেন তুষ্টেনৈব তু শম্ভুনা ॥৫৬
সান্নিধ্যং তত্র কথিতং ভৃগুতীর্থে নরাধিপ ।
প্রথ্যাতঃ ত্রিষু লোকেষু যত্র তুষ্টো মহেশ্বরঃ ॥
এবম্ বদতে দেবো ভৃগুতীর্থমমুত্তমম্ ।
ন জানন্তি নরা মৃত্যু বিষ্ণুমায়াবিমোহিতাঃ ॥ ৫৭
নশ্মদায়াঃ স্থিতং দিব্যং ভৃগুতীর্থং নরাধিপ ।
ভৃগুতীর্থস্ত মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি নরঃ কচিৎ ॥
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ।
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র গৌতমেশ্বরমুত্তমম্
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নুপবাসপরায়ণঃ ।
কাঞ্চনেন বিমানেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৬১
ধৌতপাপং ততো গচ্ছেৎ ক্ষেত্রং যত্র বুধেণ তু
নশ্মদায়াঃ কৃতং রাজন্ সর্বপাতকনাশনম্ ॥৬২
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যাং বিমুক্তি ।
তস্মিন্স্থীর্থে তু রাজেন্দ্র প্রাণত্যাগংকরোতি যঃ
চতুর্ভুজস্বিনেত্রশ্চ শিবতুল্যবলো ভবেৎ ।
বসেৎ কল্যাণং সাগ্রং শিবতুল্যপরাক্রমঃ ॥৬৪

বরং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভৃগুতীর্থে অমুষ্টিত
তপ কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না । মহাত্মা ভৃগুর
উগ্র তপস্তায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শম্ভু ঐ
ভৃগুতীর্থে অবস্থিত । ভগবান্ মহেশ্বর ঐ
ভৃগুতীর্থে তুষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ ।
হে দেব ! এইজন্যই উহার নাম ভৃগুতীর্থ
হইয়াছে । হে নরাধিপ ! ২৮ ব্যক্তিগণ
বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া নশ্মদায় যে ভৃগুতীর্থ
আছে, তাহা জানিতে পারে না । যে
নর কচিৎ ভৃগুতীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে
পাপমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে ।
৪৬—৫৯ । অনন্তর গৌতমেশ্বর তীর্থ । এই
তীর্থে স্নান করিয়া উপবাসী থাকিলে মানব
ব্রহ্মলোকে পূজিত হয় । ইহার পর ধৌত-
পাপ তীর্থ । এই তীর্থ নশ্মদায় মধ্যে বুধ-
কর্তৃক অধ্যুষিত । মানব ঐ তীর্থে স্নান
করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয় । ঐ
তীর্থে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, সে চতু-
র্ভুজ, ত্রিনেত্র ও শিবতুল্য বলশালী হইয়া

কালেন মহতা প্রাপ্তঃ পৃথিব্যামেকরাড্ভবেৎ
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র ঐরগুতীর্থমুত্তমম্ ॥৬৫॥
প্রয়াগে যৎ কলং দৃষ্টং মার্কণ্ডেয়েন ভাবিতম্ ।
তৎ কলং লভতে রাজ্ঞান্নানমাত্রো হি মানবঃ
মাসি ভাদ্রপদে চৈব শুক্লপক্ষে চতুর্দশী ।
উপোষ্য রজনীমেকাং তস্মিন্ স্নানং সমাচরেৎ
যমদূতৈর্ন বাধ্যত কুড্ললোকং স গচ্ছতি ॥৬৭॥
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র সিদ্ধো যত্র জনার্দনঃ
হিরণ্যদীপেতি বিখ্যাতং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥৬৮॥
তত্র স্নাত্বা নরো রাজ্ঞান্ ধনবান্ রূপবান্ ভবেৎ
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র তীর্থং কং গলং মহৎ
গরুড়েন তপস্তপ্তং তস্মিন্ স্তীর্থে নরা ধপ ।
প্রখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু যোগিনৌ হুত্ব তিষ্ঠতি
ক্রৌড়তে যোগিভিঃ সাক্ষং শিবেন সঃ নৃত্যতি ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজ্ঞান্ কুড্ললোকে মনীয়তে ॥
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র হংসতীর্থমুত্তমম্ ।

অমৃত কল্পকাল বাস করে, পরে সে
শিবতুল্য পরাক্রমী হইয়া কালে পৃথিবীতে
একচ্ছত্র রাজা হইয়া জয়গ্রহণ করে । অন-
ন্তর ঐরগুতীর্থ ; মহাভাগ মার্কণ্ডেয় প্রয়াগ
তীর্থের যে সকল কল কীর্তন করিয়াছেন,
এই ঐরগুতীর্থে স্নানমাত্র ঐ সকল কলই
লাভ করা যায় । যে মানব ভাদ্রমাসের
শুক্লপক্ষীয় চতুর্দশীতে স্নান করি-
য়া রাজিকালে উপবাসী থাকে, সে যমদূতের হাত হইতে
পরিত্রাণ পায় এবং কুড্ললোকে গমন করে ।
অনন্তর হিরণ্যদীপ নামক সকল সর্বপাপ-
নাশন বিখ্যাত তীর্থ । এই তীর্থে জনার্দন
সাক্ষাৎ বিরাজিত । মানব এখানে স্নান
করিলে ধনবান্ ও রূপসম্পন্ন হয় । অতঃপর
কনখল তীর্থ । হে নরাধিপ ! এই কনখলে
গরুড় তপস্তা করিয়াছিলেন । ইহা
অতি প্রসিদ্ধ । এই তীর্থে এক যোগিনী
আছেন । ঐ যোগিনী যোগিগণের সহিত
ক্রৌড়া ও শিবের সহিত নৃত্য করিয়া
থাকেন । ঐ তীর্থে স্নান করিয়া নর কুড্ল-
লোকে পুজিত হয় । অতঃপর মানব অমু-

হংসাস্ত্র বিনির্মুক্তা গতা উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৭২॥
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র সিদ্ধো যত্র জনার্দনঃ
বারাহং রূপমাস্থায় অর্চিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥৭৩॥
বরাহতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দ্বাদশীম্ বিশেষতঃ ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি নরকং ন চ পশুতি ॥৭৪॥
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র চন্দ্রতীর্থমুত্তমম্ ॥
পৌর্ণমাস্যঃ বিশেষেণ স্নানং তত্র সমাচরেৎ ॥
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র চন্দ্রলোকে মনীয়তে ।
দক্ষিণেন তু তীরেণ কস্তাতীর্থন্ত বিজ্ঞাতম্ ॥৭৬॥
শুক্লপক্ষে তৃতীয়ায়াঃ স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।
প্রণিপত্য তু চেশানং বলিস্তেন প্রসাদতি ॥৭৭॥
হরিশ্চন্দ্রপুং দিব্যমস্তরীক্ষে চ দৃশ্যতে ।
শক্রধ্বজে সমাবৃতে সূপ্তে নাগারিকেন ॥৭৮॥
নশ্বদাসলিলৌঘেন তরুণং সংপ্রাবয়িষ্যতি ।
অস্মিন্ স্থানে নিবাসঃ শ্রাদ্ধিযুঃ শঙ্করমব্রবীৎ
দীপেশ্বরে নরঃ স্নাত্বা লভেদ্বহ্ন সূবর্ণকম্ ।

স্তম হংসতীর্থে গমন করিবে । এখানে
হংসগর্গবিনির্মুক্ত হইয়া উর্দ্ধগমন করিয়াছে ;
ইহাতে সংশয় নাই । ইহার পর বরাহ
তীর্থ । এই তীর্থে প্রত্যক্ষসিদ্ধ জনার্দন
বরাহবপু অবলম্বন করিয়া পুজিত হন । নর
বরাহতীর্থে স্নান করিলে বিশেষতঃ দ্বাদশী
তিথিতে স্নানের ফলে বিষ্ণু-লোক প্রাপ্ত
হয়, তাহাকে নরক দর্শন করিতে হয়
না । অতঃপর অমুত্তম চন্দ্রতীর্থ ; মানব
এখানে স্নানমাত্র চন্দ্রলোকে পুজিত হয় ।
এই তীর্থে পূর্ণিমায়া স্নান করিলে অধিক
ফলপ্রদ হয় । নশ্বদার দক্ষিণ তীরে
কস্তাতীর্থ । এখানে শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ায়া স্নান
করিতে হয় । পরে চেশানকে প্রণাম করিলে
বলি প্রসন্ন হন ॥৭০—৭৭॥ এখানে অস্তরীক্ষে
হরিশ্চন্দ্র-পুং দৃষ্ট হইয়া থাকে । হরিশ্চন্দ্র
শক্রধ্বজ প্রবর্তিত হইলে নশ্বদা-সলিল-রাশি
দ্বারা তরুনিচয় আশ্রয়িত হয় । এই স্থানে
বাস করিলে এই সকল দেখিতে পাওয়া
যায়,—এ কথা বিষ্ণু ও শঙ্করকে বলিয়াছেন ।
মানব দীপেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া বহ্ন সূবর্ণ

ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র কস্তাতীর্থে স্নানম্ ।
 স্নাতমাজ্ঞো নরস্তত্র দেব্যাঃ স্থানমবাগ্নুয়াৎ ।
 দেবতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্বতীর্থমুত্তমম্ ॥৮১
 তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র দৈবতৈঃ সহ মোদতে ।
 ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র শিখিতীর্থমুত্তমম্ ॥৮২
 যৎ তত্র দীযতে দানং সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ
 অপরপক্ষে স্নাত্বা স্নানং তত্র সমাচরেৎ ॥৮৩
 ব্রাহ্মণং ভোজয়েদেকং কোটিভবতি ভোজিতা
 ভুঙ্তীর্থস্ত রাজেন্দ্র তীর্থকোটিব্যবস্থিতা ॥৮৪
 অকামো বা সকামো বা তত্র স্নানং সমাচরেৎ
 অবমেধমবাগ্নোতি দৈবতৈঃ সহ মোদতে ॥৮৫
 তত্র সিদ্ধিঃ পরাং প্রাপ্তো ভুঙ্ত মুনিপুঙ্গবঃ ।
 অবতারঃ কৃতস্তত্র শঙ্করেণ মহাশ্বনা ॥৮৬
 ইতি জীমাৎশ্চে মহাপুরাণে নর্যদামাহাশ্চো
 ত্রিনবত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১২৩॥

লাভ করে । ঐ তীর্থ দর্শনের পর মানবগণ
 সুসঙ্গম কস্তাতীর্থে যাইবে । এখানে স্নান-
 মাজ্ঞো নর দেবীর স্থান প্রাপ্ত হয় । উহার
 পর সর্ব তীর্থশ্রেষ্ঠ দেবতীর্থ । এখানে
 স্নান করিলে দেবগণের সহিত আমোদ প্রাপ্ত
 হয় । ইহার পর অমুত্তম শিখিতীর্থ । এই
 তীর্থে যাহা দান করা যায়, ঐ সমস্ত বস্তু
 কোটিগুণ ফলদায়ক হয় । এখানে অপর-
 পক্ষের স্নানই প্রশস্ত । একটা ব্রাহ্মণ ভোজন
 করাইলে, কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল হয় ।
 হে রাজেন্দ্র ! ভুঙ্তীর্থে কোটিতীর্থ অব-
 স্থিত । নিকাম ভাবেই হউক আর সকাম-
 ভাবেই হউক, ভুঙ্তীর্থে স্নান করা উচিত ।
 তাহাতে মানব অবমেধ-ফল লাভ করে ও
 দেবগণের সহিত আমোদ প্রাপ্ত হয় । মুনি-
 পুঙ্গব ভুঙ্ত ঐ তীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়া-
 ছিলেন । ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার অবতাররূপে
 সম্পাদন করেন । ৭৮—৮৬ ।

ত্রিনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২৩॥

চতুর্নবত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র অঙ্কুশেশ্বরমুত্তমম্ ।
 দর্শনাৎ তস্ত দেবস্ত মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ১
 ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র নর্যদেবরমুত্তমম্ ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজান্ স্বর্গলোকে মহীয়তে
 অবতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
 স্নাতগো দর্শনীয়শ্চ ভোগবান্ জায়তে নরঃ ॥৩
 পিতামহঃ ততো গচ্ছেদ্ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা ।
 তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা পিতৃপিণ্ডস্ত দাপয়েৎ
 তিল-দর্ভবিমিশ্রস্ত হৃদকং তত্র দাপয়েৎ ।
 তস্ত তীর্থপ্রভাবেণ সর্বং ভবতি চাক্ষরম্ ॥ ৫
 সাবিজ্ঞীতীর্থমাসাচ্চ যন্ত স্নানং সমাচরেৎ ।
 বিধুয় সর্বপাপাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৭
 মনোহরং ততো গচ্ছেৎ তীর্থং পরমশোভনম্
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজান্ পিতৃলোকে মহীয়তে ॥

চতুর্নবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অতঃ-
 পর উত্তম অঙ্কুশেশ্বর তীর্থে যাইবে ।
 অঙ্কুশেশ্বর শিবের দর্শনে মনুষ্য সর্বপাতক
 হইতে মুক্ত হয় । রাজেন্দ্র ! তথা হইতে
 নর্যদেবরে যাইবে । ইহা উত্তম তীর্থ ।
 রাজান্ ! সেখানে স্নান করিলে নর স্বর্গলোকে
 সম্মানিত হইয়া থাকে । পরে অবতীর্থে
 যাইবে । সেখানে স্নান করিলে মানব স্নাতগ,
 দর্শনীয় এবং ভোগবান্ হয় । তারপর
 পিতামহ তীর্থে যাইবে । পুরাকালে পিতা-
 মহ ব্রহ্মা এই তীর্থ নির্মাণ করিয়াছেন ।
 মনুষ্য সেখানে ভক্তি সহকারে স্নান করিয়া
 পিতৃপিণ্ড দান এবং তিল-দর্ভ-মিশ্রিত হৃদক
 দ্বারা তর্পণ করিলে সেই তীর্থের প্রভাবে
 তৎসমস্ত অক্ষয় ফলদায়ক হয় । সাবিজ্ঞী
 তীর্থে যাইয়া যে জন স্নান করে, সে সর্বপাপ
 পরিহার করিয়া ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হইয়া
 থাকে । অতঃপর অতি সুন্দর মনোহর
 তীর্থে যাইবে । রাজান্ ! তথায় স্নান করিয়া

ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র মানসঃ তীর্থযুক্তমম্
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ কুড্রলোকে মহীয়তে ॥৮
ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র কুঞ্জতীর্থমমৃতমম্ ।
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥৯
যান্ যান্ কাময়তে কামান্ পশু-পুত্র-ধনানি চ
প্রাপুয্যৎ তানি সৰ্বাণি তত্র স্নাত্বা নরাধিপ ॥১০
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র ত্রিদেশজ্যোতি-
বিশ্ৰুতম্

যত্র তা ঋষিকন্তাস্ত তপোহতপ্যস্ত সূত্রতাঃ ॥
ভৰ্ত্তা ভবতু সৰ্বাসামোশ্বরঃ প্রভুরব্যয়ঃ ।
প্রীতস্তাশাং মহাদেবো দগুরুপধরো হরঃ ॥ ১২
বিকৃতাননবীতং সূরভী তীর্থমুপাগতঃ ।
তত্র কন্তাং মহারাজ বরয়ন্ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩
কন্তাম্বেষেবরয়তঃ কন্তাদানং প্রদীয়তাম্ ।
তীর্থং তত্র মহারাজ ঋষিকন্তোতি বিশ্ৰুতম্ ॥১৪
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

নর পিতৃলোকে সসন্মানে বাস করিতে
পারে। তথা হইতে মানস তীর্থে যাইবে।
উহা উত্তম তীর্থ। সেখানে স্নান করিয়া
মানব কুড্রলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়।
রাজেন্দ্র! তার পর অমৃতম কুঞ্জতীর্থে
যাইবে। এই তীর্থ সৰ্বপাপনাশক বলিয়া
লোকজন্মে বিখ্যাত। সেখানে স্নান করিলে
পশু পুত্র ধনাদি, এমন কি, হে নরাধিপ!
মমুষ্য যাহা যাহা কামনা করে, তৎসমস্তই
প্রাপ্ত হয়। ১—১০। রাজেন্দ্র! অনন্তর
বিখ্যাত ত্রিদেশ-জ্যোতি তীর্থে যাইবে।
ঐ স্থানে সেই সূত্রত ঋষিকন্তাগণ “আমা-
দিগের সকলেরই অব্যয় প্রভু ঈশ্বর ভৰ্ত্তা
হউন” এই কামনা করিয়া তপস্বী করিয়া-
ছিলেন। তাহাতে মহাদেব প্রীত হইয়া
বিকৃতাকার বিকৃতানন দণ্ডা ব্রহ্মচারিক্রূপে
সেই তীর্থে আসিয়া সেই কন্তাগণকে বরণ
করেন। তিনি ঋষি-সন্ন্যাসানে “কন্তা দান
করুন” বলিয়া কন্তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।
হে মহারাজ! সেই হইতে ঐ তীর্থ ঋষিকন্তা
নামে খ্যাত হইয়াছে। সেখানে স্নান করিলে

ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র স্বর্ণবিন্দু স্থিতি স্মৃতম্
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ হুর্গতিং ন চ পশ্চতি ।
অপ্সরেশং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
ক্রৌড়তে নাগলোকেশো হৃষ্মদৈঃ সহ মোদতে
ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র নরকং তীর্থমমৃতমম্
তত্র স্নাত্বা চর্চয়েদেবং নরকঞ্চ ন পশ্চতি ।
ভারভূতিং ততো গচ্ছেৎ উপবাসপরো জনঃ ॥১৮
এতৎ তীর্থং সমাসাদ্য চাবতারস্ত শাস্তবম্ ।
অর্চয়িত্বা বিরূপাক্ষং কুড্রলোকে মহীয়তে ॥১৯
আশ্বিন্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ভারভূতো মহান্ননঃ ।
যত্র তত্র মৃতস্তাপি ক্রবৎ গাণেশ্বরী গতিঃ ॥২০
কার্ত্তিকস্ত তু মাসস্ত হর্চয়িত্বা মহেশ্বরম্ ।
অশ্বমেধাদশগুণং প্রবদন্তি মনৌষিগঃ ॥ ২১
দীপকানাং শতং তত্র দ্ব্যুতপূর্ণস্ত দাপয়েৎ ।
বিমানৈঃ সূর্যাসঙ্কটেশ্বর্ষজতে যত্র শঙ্করঃ ॥ ২২
দূনভং যঃ প্রযচ্ছেৎ তু শঙ্ককুন্দেন্দ্রসপ্রভম্ ।

নর সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। রাজেন্দ্র!
তথা হইতে স্বর্ণবিন্দু তীর্থে যাইবে। সেখানে
স্নান করিলে মানব হুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।
পরে অপ্সরেশ তীর্থে যাইয়া স্নান করিবে।
তাহাতে মানব নাগলোকে থাকিয়া অপ্সরো-
গনসহ ক্রৌড়ামোদে কালাতিপাত করিতে
পারে। হে মহারাজ! তথা হইতে নরক-
তীর্থে যাইবে। উহা উত্তম তীর্থ। সেখানে
স্নানান্তে দেবার্চনা করিলে নরক দর্শন হয়
না। মানব ঐ স্থান হইতে ভারভূতি তীর্থে
যাইবে। এখানে উপবাসী থাকিয়া স্নানান্তে
শঙ্কর অবতার বিরূপাক্ষের অর্চনা করিলে
কুড্রলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়।
এই তীর্থের যে কোন স্থানে মরণ
ঘটিলেও গণেশ্বর প্রাপ্তি হয়; ইহাতে
সংশয় নাই। ১১—২০। কার্ত্তিক মাসে সেই
মহেশ্বরের অর্চনা করিলে অশ্বমেধ অপেক্ষা
দশ গুণ অধিক ফললাভ হয়। মনৌষিগণ
এইরূপ বলেন। সেখানে দ্ব্যুতপূর্ণ শত দীপ
দান করিলে সূর্যাসদৃশ সমুজ্জল বিমানে
আরোহণপূর্বক শঙ্করসান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়।

বৃষযুক্তেন যানেন রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৩
 ধেনুমেকান্ত যো দদ্যাৎ তস্মিন্স্থীর্থে নরাধিপ
 পায়সঃ মধুসংযুক্তঃ ভক্ষ্যাদি বিবিধানি চ ॥ ২৪
 যথাশক্ত্যা চ রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ
 তস্মৈ তীর্থপ্রভাবেণ সৰ্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥
 নৰ্ম্মদায়া জলং পীত্বা হর্ষদ্বিত্বা বৃষধ্বজম্ ।
 দুর্গতিঞ্চ ন পশুন্তি তস্মৈ তীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ২৬
 হংসযুক্তেন যানেন রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ।
 যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ হিমবাংশ্চ মহোদধিঃ ॥ ২৭
 গঙ্গাদ্যাঃ সরিতো যাবৎ তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে
 অনাশকন্ত যঃ কুর্যাৎ তস্মিন্স্থীর্থে নরাধিপ ॥
 গর্ভবাসে তু রাজেন্দ্র ন পুনর্জায়তে পুমান্ ।
 ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র আষাঢ়ীতীর্থমুত্তমম্
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজেন্দ্রশ্রাদ্ধাসনং লভেৎ ॥
 দ্বিত্বাস্তীর্থং ততো গচ্ছেৎ সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
 তত্রাপি স্নাতমাত্রস্ত ক্রবৎ গাণেশ্বরী গতিঃ ।

যে ভক্ত সেখানে শঙ্খ-কুন্দ-চন্দ্রসম বৃষত দান
 করে, সে বৃষযুক্ত যানারোহণে রুদ্রলোকে
 গমনে সমর্থ হয় । হে নরাধিপ! সেই
 তীর্থে যে জন একটী ধেনু দান করিয়া মধু-
 যুক্ত পায়স এবং যথাশক্তি অপরাপর ভক্ষ্য
 সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, সেই তীর্থ-
 প্রভাবে সে তৎসমস্ত কার্যের কোটিগুণ
 ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই স্থানে নৰ্ম্মদার
 জল পান ও বৃষধ্বজের অর্চনা করিলে
 মানব সেই তীর্থমাহাত্ম্যে দুর্গতি প্রাপ্ত
 হয় না । সে হংস-সেবিত যানারোহণে রুদ্র-
 লোকে যায় । যাবৎকাল চন্দ্র, সূর্য, হিমা-
 লয়, সমুদ্র ও গঙ্গাদি সরিৎ সকল বিद्यমান
 থাকিবে, তাবৎ কাল যাবৎ সে স্বর্গলোকে
 বাস করিতে পারে । নরাধিপ! সেই
 তীর্থে যদি কেহ অনশনব্রত অবলম্বন
 করে, তবে সে পুনরায় আর গর্ভবাস প্রাপ্ত
 হয় না । রাজেন্দ্র! সেখান হইতে উত্তম
 আষাঢ়ীতীর্থে যাইবে । রাজন্! সেখানে স্নান
 করিয়া ইন্দ্রের অর্ধাসনভাগী হইয়া থাকে ।
 পরে সৰ্বপাপ-নাশক জ্বীতীর্থে যাইবে ।

ঐরগ্নী-নৰ্ম্মদযোশ্চ সঙ্গমং লোকবিশ্রুতম্ ॥ ৩১
 তচ্চ তীর্থং মহাপুণ্যং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 উপবাসপরো ভূত্বা নিত্যব্রতপরায়ণঃ ॥ ৩২
 তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যা
 ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র নৰ্ম্মদোদধিসঙ্গমম্ ॥ ৩৩
 জামদগ্ন্যামিত খ্যাতিং সিদ্ধো যত্র জনার্দিনঃ ।
 যত্রেষ্টা বহুতিথ্যৈজেরিন্দ্রো দেবোধিপোহভবৎ ॥
 তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র নৰ্ম্মদোদধিসঙ্গমে ।
 ত্রিগুণধামমেষু ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩৫
 পশ্চিমশ্রোদধেঃ সঙ্কৌ স্বর্গদ্বারবিষট্টনম্ ।
 তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধ-চারণাঃ ॥ ৩৬
 আরাধয়ন্তি দেবেশং ত্রিসঙ্খ্যং বিমলেশ্বরম্ ।
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥
 বিমলেশপরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
 তত্রোপবাসং কৃত্বা যে পশুন্তি বিমলেশ্বরম্ ॥ ৩৮

সেখানে স্নান মাত্র করিলেই গণেশ্বর
 নিশ্চিত । ২:—৩০ । ঐরগ্নী ও নৰ্ম্মদার
 সঙ্গমস্থল লোকবিখ্যাত তীর্থ । উহা
 মহাপুণ্য প্রদ ; সৰ্বপাপ-নাশক । রাজেন্দ্র!
 নিত্য ব্রতপরায়ণ মানব উপবাসী থাকিয়া
 সেখানে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে
 মুক্ত হইয়া থাকে । রাজেন্দ্র! সেখান হইতে
 নৰ্ম্মদা সহ উদধির যেখানে সঙ্গম ঘটিয়াছে,
 সেই জামদগ্ন্য তীর্থে যাইবে । ঐ স্থানে
 জনার্দিন সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । ঐ স্থানেই
 বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্র, দেবগণের অধি-
 পাত হইয়াছেন । রাজন্! সেই নৰ্ম্মদোদধি-
 সঙ্গমে স্নান করিলে মানব অশ্বমেধের ত্রিগুণ
 অধিক ফললাভ করিতে পারে । পশ্চিম সাগ-
 রের সঙ্গমস্থলে স্বর্গদ্বারবিষট্টন নামে তীর্থ
 আছে । সেখানে দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ ও
 ঋষিগণ, ত্রিসঙ্খ্য তত্ত্বাত্ম্য বিমলেশ্বর সিদ্ধির
 আরাধনা করিয়া থাকে । রাজন্! সেই
 তীর্থে স্নান করিলে তাহার ফলে রুদ্রলোকে
 বাস করিতে সক্ষম হয় । বিমলেশ অপেক্ষা
 উত্তম তীর্থ হয় নাই, হইবেও না । সেখানে
 উপবাসী থাকিয়া যে নর বিমলেশ্বরকে দর্শন

সপ্তজন্মকৃতং পাপং হিত্বা যাস্তি শিবালয়ম্ ।
 ততো গচ্ছেৎ তু রাজেন্দ্র কোষিকৌতীর্থমুত্তমম্
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজরূপবাস্পরাধণঃ ।
 উপোষ্য ব্রহ্মনৌমেকাং নিম্নতো নিম্নতাশনঃ ॥৪০॥
 এতস্তীর্থপ্রভাবেণ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ।
 সৰ্ব্বতীর্থার্থভিষেকস্ত যঃ পশ্চেৎ সাগরেম্বরম্ ॥
 যোজনাভ্যন্তরে তিষ্ঠন্নাবর্জে সংস্থিতঃ শিবঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা সৰ্ব্বতীর্থানি দৃষ্টান্তেব ন সংশয়ঃ ॥৪২॥
 সৰ্ব্বপাপবিনির্মুক্তো যত্র ক্রদ্রঃ স গচ্ছতি ।
 নৰ্ম্মদাসঙ্গমং যাবদ্যাবচ্চামরকণ্টকম্ ॥ ৪৩
 অত্রান্তরে মহারাজ তীর্থকোটো দশ স্মৃতাঃ
 তীর্থাঃ তীর্থান্তরং যত্র ঋষিকোটিনিষেবিতম্ ॥
 সান্নিহোত্রৈশ্চ বিদ্বন্তিঃ সর্বের্ধ্যানপরাধণৈঃ ।
 সেবিতানেন রাজেন্দ্র ত্বীপিতার্থপ্রদায়িকা ॥৪৫॥
 যজ্ঞিদং বৈ পঠেন্নিত্যং শৃণুয়াৎপি ভাবতঃ ।
 তস্ম তীর্থানি সৰ্ব্বানি হতিষিঞ্চন্তি পাণ্ডব ॥ ৪৬
 নৰ্ম্মদা চ সদা শ্রীতা ভবেদৈ নাত্র সংশয়ঃ ।

করে, সে সপ্তজন্মকৃত পাপ পরিহার করিয়া
 শিবালয় প্রাপ্ত হয় । রাজেন্দ্র ! তার পর
 কোষিকৌতীর্থ নামে যে উত্তম তীর্থ আছে,
 সেখানে যাইয়া নর উপবাসী থাকিয়া প্রানান্তে
 নিম্নতাচন্তে নিম্নতাশনে একরাত্র বাস করিলে
 ঐ তীর্থের মাহাত্ম্যে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে
 মুক্ত হয় । যে জন সাগরেম্বরকে দর্শন করে,
 সে সৰ্ব্বতীর্থ-প্রানের ফল লাভ করে
 সাগরেম্বরকে দর্শন করিলে সৰ্ব্বতীর্থ দর্শ-
 নের ফলপ্রাপ্তি হয় । সে সৰ্ব্বপাপমুক্ত
 হইয়া ক্রজলোকে গমন করিতে পারে ।
 নৰ্ম্মদাসঙ্গমাবধি অমরকণ্টক তীর্থ পর্য্যন্ত
 দশকোটি তীর্থ আছে । কোটিসংখ্যক ঋষি
 সেখানে একতীর্থ হইতে তীর্থান্তরে নিরন্তর
 যাতায়াত করিয়া থাকেন । অগ্নিহোত্রপরা-
 ধণ বিদ্বান্ ধ্যানসাধনপর ঋষিগণ এই সকল
 তীর্থ সেবা করিয়া থাকেন । রাজেন্দ্র ! এই
 সমস্ত তীর্থ বাহিতার্থদায়ক । হে পাণ্ডব !
 যে জন এই তীর্থমাহাত্ম্য সমগ্ররূপে পাঠ বা
 শ্রবণ করে, সে সৰ্ব্বতীর্থ-প্রানের ফল প্রাপ্ত
 হয় । তাহার প্রতি নৰ্ম্মদা, ক্রজদেব এবং

শ্রীতস্তস্ত ভবেজ্জদ্রো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ॥৪৭॥
 বক্ষ্যা চৈব লভেৎ পুত্রান্ হৃদগা শ্রুতগা ভবেৎ
 কস্ত লভেত ভর্তারং যশ্চ বাঞ্ছেৎ তু যৎ ফলম্
 তদেব লভতে সৰ্ব্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৮
 ব্রাহ্মণো বেদমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ
 বৈশ্যস্ত লভতে লাভঃ শূদ্রঃ প্রাপ্নোতি সদগতিম্
 মূৰ্খস্ত লভতে বিজ্ঞাঃ ত্রিসঙ্খ্যং যঃ পঠেন্নরঃ ।
 নরকঞ্চ ন পশ্চেৎ তু বিয়োগঞ্চ ন গচ্ছতি ॥ ৫০
 ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে নৰ্ম্মদামাহাত্ম্যং নাম
 চতুর্নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২৪॥

পঞ্চনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য স রাজেন্দ্র ওঙ্কারস্তাভিবর্ণনম্ ।
 ততঃ পপ্রচ্ছ দেবেশঃ মৎস্বরূপঃ জলার্ণবে ॥১
 মনুর্কবাচ ।

ঋষীণাং নাম-গোত্রাণি বংশাবতরণং তথা ।
 মহামুনি মার্কণ্ডেয় সদা শ্রীত হইয়া থাকেন ।
 সংশয় নাই । বক্ষ্যা, পুত্র লাভ করে, হৃদগা
 শ্রুতগা হয়, কস্তা মনোমত পতি লাভ করে ।
 ফলতঃ যে যাহা কামনা করে, সে তাহাই
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এ বিষয়ে বিচার করা
 অনাবশ্যক । ইহা পাঠে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞান
 লাভ করে, ক্ষত্রিয় বিজয়ী হয়, বৈশ্য বাণিজ্যে
 সমধিক লাভ করিতে পারে এবং শূদ্র
 সদগতি প্রাপ্ত হয় । যদি ত্রিসঙ্খ্য পাঠ
 করে, তাহা হইলে মূৰ্খও বিদ্বান্ হয় । কদাপি
 তাহার ইষ্টবিয়োগ হয় না এবং সে নরক
 দর্শনও করে না ॥৩১—৫০॥

চতুর্নবত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২৪॥

পঞ্চনবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—সেই রাজেন্দ্র মনু
 ওঙ্কারের এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া পুনরায়
 মৎস্বরূপী দেবেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
 ভগবন্ ! ঋষিগণের নাম, গোত্র, বংশ-

প্রবরাণাঃ তথা সাম্যমসাম্যং বিস্তরাধদ ॥ ২
মহাদেবেন ঋষয়ঃ শপ্তাঃ স্বায়ত্ত্ববাস্তরে ।
তেষাং বৈবস্বতে প্রাপ্তে সন্তবঃ মম কীৰ্ত্তয় ॥ ২
দাক্ষায়ণীনাঞ্চ তথা প্রজাঃ কীৰ্ত্তয় মে প্রভো ।
ঋষীণাঞ্চ তথা বংশং ভৃগুবংশবিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ৪

মৎস্ত উবাচ ।

মৰুতরেহস্মিন্ সম্প্রাপ্তে পুৰুষঃ বৈবস্বতে তথা ।
চরিত্রং কথ্যতে রাজন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৫
মহাদেবস্ত শাপেন ত্যক্তা দেহং স্বয়ং তথা ।
ঋষয়শ্চ সমুদ্ভূতাচ্যুতে শুক্রে মহাত্মনঃ ॥ ৬
দেবানাং মাতরো দৃষ্ট্বা দেবপত্ন্যস্তথৈব চ ।
স্বনঃ শুক্রং মহারাজ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৭
তচ্ছূহাব ততো ব্রহ্মা ততো জাতা হতাশনাং
ততো জাতো মহাতেজা ভৃগুশ্চ তপসাং নিধিঃ
অঙ্গারেষুঙ্গরা জাতো হির্চিভ্যোহত্রিস্তথৈব চ
মরীচিভ্যো মরীচিস্ত ততো জাতো মহাতপাঃ

বিবরণ ও প্রবরসমূহের সাম্য অসাম্য—
ইত্যাদি বিষয় সকল এক্ষণে শুনিতে বাসনা
করি। আপনি তৎসমস্ত বিস্তারক্রমে বলুন।
স্বায়ত্ত্বব মৰুতরে ঋষিগণ মহাদেব কর্তৃক
অভিশপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা যে বৈবস্বত
মৰুতরে সমুৎপন্ন হইলেন, তাঁহাদিগের সেই
সন্তবরুস্তান্ত আমাকে বলুন। প্রভো! আর
দক্ষতনয়াদিগের সন্তান-বিবরণ, ঋষিদিগের
বংশ, ভৃগুবংশ-বিস্তার,—ইত্যাদি বৃত্তান্তও
আমায় নিকট বর্ণন করুন। মৎস্ত কহি-
লেন,—এই মৰুতরে এবং পুৰুষতন বৈবস্বত
মৰুতরে পরমেষ্ঠী-ব্রহ্মার যাহা চরিত্র বিবরণ,
আমি তৎসমস্তই বলিতেছি। সেই মহাত্মার
শুক্ৰচ্যুতি ঘটিলে মহাদেবের শাপে ঋষিগণ
দেহত্যাগ করিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন।
দেবমাতা ও দেবপত্নীগণ দর্শনে পরমেষ্ঠী
ব্রহ্মার শুক্রকরণ হয়; তিনি সেই শুক্র
গোপন করেন। তাহাতে হতাশন হইতে
ঋষিদিগের জন্ম হয়। প্রথমে তপোনিধি ভৃগু
সমুৎপন্ন হইলেন। অঙ্গার হইতে অগ্নিরা,
অর্চিঃ (শিখা) হইতে অত্রি, মরীচি

কেশশ্চ কপিশো জাতঃ পুলস্ত্যশ্চ মহাতপাঃ ।
কৈশৈঃ প্রলম্বৈঃ পুলহস্ততো জাতো মহাতপাঃ
বসুধাং সমুৎপন্নো বসিষ্ঠশ্চ তপোধনঃ ।
ভৃগুঃ পুলোম্যস্ত সূতাং দিব্যাং ভার্য্যামবিন্দত
যজ্ঞামস্ত সূতা জাতা দেবা দ্বাদশ যাজ্ঞিকাঃ ।
ভুবনো ভৌবনশ্চৈব সূজস্তঃ সূজনস্তথা ॥ ১২
ক্রতুর্বসুশ্চ মূর্ধা চ ত্যাজ্যশ্চ বসুদশ্চ হ ।
প্রভবচাব্যয়শ্চৈব দক্ষোহথ দ্বাদশস্তথা ॥ ২৩
ইত্যেতে ভৃগবো নাম দেবা দ্বাদশ কীৰ্ত্তিতাঃ
পৌলম্যং জনয়ন্ বিপ্রান্ দেবানাস্ত কনৌযসঃ
চ্যবনস্ত মহাভাগমাণ্ডুবানং তথৈব চ ।
আণ্ডুবানাস্তজশ্চৌর্কো জমদগ্নিস্তদাঙ্গজঃ ॥ ১৫
ওর্কো গোত্রকরস্তেষাং ভার্গবাণাং মহাত্মনাম্
তত্র গোত্রকরান্ বক্ষ্যে ভৃগোর্বে দীপ্ততেজসঃ
ভৃগুশ্চ চ্যবনশ্চৈব আণ্ডুবানস্তথৈব চ ।
ওর্কশ্চ জমদগ্নিশ্চ বাৎস্তো দণ্ডির্নড়াযনঃ ॥ ১৭
বৈগায়নো বীতিহব্যঃ পৈলশ্চৈবাজ শৌনকঃ ।
শৌনকায়নজীবন্তি-কান্দোজাঃ পার্শ্বনিস্তথা ॥

(কিরণ) হইতে মহাতাপস মরীচি, কেশ-
ভাগ হইতে কপিশকায় মহাতপাঃ পুলস্ত্য,
কেশের লম্বিত ভাগ হইতে অতিতাপস
পুলহ, আর অগ্নির বসু (সার) ভাগ হইতে
বসিষ্ঠ মহর্ষি সমুৎপন্ন হইলেন। ১—১০। ভৃগু,
পুলোমার দিব্যা কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ
করেন। তদীয় গর্ভে তাঁহার যাজ্ঞিক দ্বাদশ
সন্তানোৎপত্তি হয়। ভুবন, ভৌবন, সূজস্ত,
সূজন, ক্রতু, বসু, মূর্ধা, ত্যাজ্য, বসুদ,
প্রভব, অব্যয় এবং দক্ষ;—এই দ্বাদশ
দেবতা! ভৃগুনন্দন। ভৃগু ইহার পর
পৌলোমীতে দেবগণের কনিষ্ঠ বিপ্রদিগকে
উৎপাদন করেন। ভৃগুর পুত্র চ্যবন ও
আণ্ডুবান। আণ্ডুবানের পুত্র ওর্ক; ওর্কের
পুত্র জমদগ্নি। মহাত্মা ভার্গবাদিগের ওর্কই
গোত্র-প্রবর্তক। ভৃগুবংশের গোত্রপ্রব-
র্তক ঋষিগণের উল্লেখ করিতেছি। ভৃগু,
চ্যবন, আণ্ডুবান, ওর্ক, জমদগ্নি, বাৎস্ত,
নড়াযন, বৈগায়ন, বীতিহব্য, পৈল, শৌনক,

বৈহীনরিবিক্রপাক্ষে রোহিত্যাগ্ননিরেব চ । বাগায়নিচ্চান্নমতিঃ পূর্ণিমাগতিকোহসকৃৎ ।
 বৈশ্বানরিস্তথা নীলো লুকঃ সার্বণিকচ সঃ ॥ ১১ ॥ সামান্তেন যথা তেষাং পঠৈতে প্রবরা মতাঃ ॥
 বিষ্ণুঃ পৌরোহপি বালাকিরৈলিকোহনস্তভাগিন ভৃগুশ্চ চ্যবনশ্চৈব আপ্তুবানস্তথৈব চ ।
 মৃগ-মার্গেয়-মার্কণ্ড-জবিনো বৌতিনস্তথা ॥ ২০ ॥ ঔষশ্চ জমদগ্নিচ পঠৈতে প্রবরা মতাঃ ॥ ২১ ॥
 যুগ-মাণ্ডব্য মাণ্ডুক-কেনপাঃ স্তনিতস্তথা । অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি শৃণু ত্তান্ ভৃগুহান ।
 স্থলপিণ্ডঃ শিখাবর্ণঃ শর্করাক্তস্তথৈব চ ॥ ২১ ॥ জমদগ্নিবিদশ্চৈব পৌলস্ত্যা বৈজভূৎ তথা ।
 জালধিঃ সৌধিবঃ কৃত্যঃ কুৎসোহস্তো ঋষিশ্চোভয়জাতশ্চ কায়নিঃ শাকটায়নঃ ।
 মোদগলায়নঃ । ঔক্লেয়া মাকুতশ্চৈব সর্কেষাং প্রবরাঃ শুভাঃ
 মাঙ্কায়নো দেবপতিঃ পাণ্ডুরোচিঃ সগালবঃ ॥ ২২ ॥ ভৃগুশ্চ চ্যবনশ্চৈব আপ্তুবানস্তথৈব চ ।
 সাকৃত্যচাতকিঃ সার্বিষজপিণ্ডায়নস্তথা । পরস্পরমবৈবাহা ঋষাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৩২ ॥
 গার্গ্যায়ণো গায়নশ্চ ঋষির্গার্হায়ণস্তথা ॥ ২৩ ॥ ভৃগুদাসো মার্গপথো গ্রাম্যায়ণি-কটায়নৌ ।
 গোষ্ঠায়নো বাত্শায়নো বৈশম্পায়ন এব চ । অঃ স্তদ্বিত্বাঃ বিধিনৈকশিঃ কপিষেব চ ॥ ৩৩ ॥
 বৈকশিনিঃ শর্করবো যাজ্ঞেয়িত্রিকায়ণিঃ ॥ ২৪ ॥ আষ্টিষেণো গার্গভিঃ কাক্দিমায়নিরেব চ ।
 লালটির্নাকুলিশ্চৈব লোক্শিণ্যোপরিমণ্ডলৌ । আশ্বায়নিস্তথাক্রুপঃ পঞ্চাৰ্ঘেয়াঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
 আলুকিঃ সৌচকিঃ কোৎসস্তথাস্তঃ পৈঙ্গলায়নিঃ ভৃগুশ্চ চ্যবনশ্চৈব আপ্তুবানস্তথৈব চ ।
 সাত্যায়নির্মালায়নিঃ কোটিলিঃ কোচহস্তিকঃ । অষ্টিষেণস্তথাক্রুপঃ প্রবরাঃ পঞ্চ কীর্তিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
 সৌহসোক্তিঃ সকৌবাকিঃ কৌসিচ্চান্নমসিস্তথা । পরস্পরমবৈবাহা ঋষাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
 নৈকজিহ্বো জিহ্বকশ্চ ব্যাধাজ্যো লোহবৈরিণঃ যন্ধো বা বীতিহব্যো বা মথিতস্ত তথা দমঃ ॥
 শারদাতিক-নেতিয্যো লোলাক্ষিশ্চলকুণ্ডলঃ ॥ ২ ॥

শৌনকায়ন, জীবন্তি, কাঙ্কোজ, পার্কণি, বৈহীন-
 নরি, বিক্রপাক্ষ, রোহিত্যাগ্নি, বৈশ্বানরি,
 নীল, লুক, সার্বণিক, বিষ্ণু, পৌর, বালাকি,
 ঐলিক, অনন্তভাগিন, মৃগ, মার্গেয়, মার্কণ্ড,
 জবিন, বৌতিন, যুগ, মাণ্ডব্য, মাণ্ডুক,
 কেনপ, স্তনিত, স্থলপিণ্ড, শিখাবর্ণ, শার্ক-
 রাক্ষি, জালধি, সৌধিক, কৃত্য, কুৎস,
 মোদগলায়ন, মাঙ্কায়ন, দেবপতি, পাণ্ডুরোচি,
 গালব, সাকৃত্য, চাতকি, সর্পি, যজ্ঞপিণ্ডায়ন,
 গার্গ্যায়ণ, গায়ন, গার্হায়ণ, গোষ্ঠায়ন, বাৎস্তা-
 যন, বৈশম্পায়ন, বৈকশিনি, শর্করব, যাজ্ঞেয়ি,
 ত্রিকায়ণি, লোলাটি নাকুলি, লোক্শিণ্য
 উপরিমণ্ডল, আলুকি, সৌচকি, কোৎস,
 পৈঙ্গলায়নি, সত্যায়নি, মালায়নি, কোটিলি,
 কোচহাস্তিক, সৌহসোক্তি, কোচাক্ষি, কৌসি,
 চান্দ্রমসি, নৈকজিহ্ব, ব্যাধাজ্য, লোহবৈরিণ,
 শরদৈতিক, নেতিয্য, লোলাক্ষি, চলকুণ্ডল,

বাগায়নি, অনুমতি, পূর্ণিমাগতিক এবং অস-
 কৃৎ । এই সকল গোত্রের সাধারণতঃ পাঁচটি
 প্রবর আছে । যথা,—ভৃগু, চ্যবন, আপ্তুবান,
 ঔষ, ও জমদগ্নি ১১—২১ । অতঃপর অপর-
 পর ভৃগুপ্রধানগণের বিবরণ বলিতেছি,
 আপনি শ্রবণ করুন । জমদগ্নি, বিদ, পৌলস্ত্য,
 বৈজভূৎ, উভয়জাত, কায়নি, শাকটায়ন, এই
 সকল ঋষি বংশের ঔক্লেয় ও মাকুত এই
 দ্বিবিধ শুভ প্রবর । ভৃগু, চ্যবন, আপ্তুবান,
 এই তিনি ঋষি গোত্রে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ
 ভৃগুদাস, মার্গপথ, গ্রাম্যায়ণি, কটায়ন, আপ-
 স্তম্বি, বিদ, নৈকশি ও কপি, এ সকল ঋষিও
 পরস্পর অবিবাহ । আষ্টিষেণ, গার্গভি, কাক্দি-
 মায়নি, আশ্বায়নি ও অক্রুপি, এই পঞ্চ আৰ্ঘেয়
 কীর্তিত হয় । ভৃগু, চ্যবন, আপ্তুবান, আষ্টি-
 ষেণ, ও অক্রুপি, এই পাঁচটি ইহাদিগের
 প্রবর । এই সকল ঋষিবংশ পরস্পর
 বিবাহ যোগ্য নহে । যন্ধ, বীতিহব্য, মথিত,

জৈবন্ত্যায়নির্মোক্ত পিলিষ্টেব চসিস্থা ।
 ভাগিলো ভাগবিস্তিষ্ঠ কৌশাপিস্থ কাশ্চপিঃ
 বালপিঃ শ্রমদাগেপিঃ সৌরাস্তিস্থস্তৈব চ ।
 গার্গীষস্থ জাবালিস্থ পৌর্য্যায়নো হৃষিঃ ॥
 গ্রামদশ তৈথেতেষাং ত্র্যার্ষেযাঃ প্রবরা মতাঃ
 ভৃগুশ্চ বীতিহব্যশ্চ তথা রৈবসনৈবসো ॥৩৯
 পরস্পরমবৈবাহা ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
 শালায়নিঃ শাকটাক্ষো মৈত্রেয়ঃ খাণ্ডবস্তথা ॥৪০
 দ্রোণায়নো রৌদ্ৰা য়াপিশলী চাপি কায়নিঃ ।
 হংসজিহ্বস্তৈথেতেষাং ত্র্যার্ষেযাঃ প্রবরা মতাঃ
 ভৃগুশ্চৈব বধ্যাশ্চো দিবোদাসস্তৈব চ ।
 পরস্পরমবৈবাহা ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥৪২
 একায়নো যাজ্ঞপতির্ব্রহ্মস্পত্যস্তৈব চ ।
 প্রত্যহশ্চ তথা সৌরিশ্চৌক্ষির্বৈ কাদ্মায়নিঃ ॥
 তথা গৃৎসমদো রাজন্ সিনকশ্চ মহানৃষিঃ ।
 প্রবরাশ্চ তথোক্তানামার্ষেযাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥
 ভৃগুগৃৎসমদশ্চৈব আর্ষাবেতো প্রকীর্তিতো ।
 পরস্পরমবৈবাহা ইত্যেতে পরিকীর্তিতাঃ ॥৪৫
 এতে তবোক্তা ভৃগুবংশজাতা
 মহানুভাবা নৃপগোত্রকারাঃ ।

দম, জৈবন্ত্যায়নি, মোক্ত, পিলি, চলি,
 ভাগিল, ভাগবিস্তি, কৌশাপি, কাশ্চপি, বালপি,
 শ্রমদাগেপি, সৌর, তিষি, গার্গীষ, জাবালি,
 পৌর্য্যায়নি, ও গ্রামদ, ইহাদিগের আর্ষেয়
 প্রবর যথ,—ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস ।
 এ সকল ঋষিবংশও পরস্পর অবিবাহ ।
 শালায়নি, শাকটাক্ষ, মৈত্রেয়, খাণ্ডব, দ্রোণা-
 য়ন রৌদ্ৰায়ণ, আপিশলি, কায়নি, ও হংস-
 জিহ্ব ; ইহাদিগের ত্রিবিধ আর্ষেয় প্রবর বলি-
 তেছি । ভৃগু, বধ্যাশ্চ ও দিবোদাস । এই সকল
 ঋষিবংশও পরস্পর বিবাহ বিধান নাই ।
 একায়ন, যাজ্ঞপতি, মৎস্তগন্ধ, প্রত্যহ, সৌরি,
 চৌক্ষি, কাদ্মায়নি, গৃৎসমদ ও মহাঋষি
 সনক,—এই সমস্ত আর্ষেয় প্রবরে পরস্পর
 বিবাহ নিষিদ্ধ । ভৃগু ও গৃৎসমদ—এই
 দুইটা অধীগোত্র । এই সকল গোত্রে পর-
 স্পর বিবাহ বিধান নাই । হে নৃপ । এই

এবং নানা পরিকীর্তিতেন
 পাপং সমগ্রং বিজহাতি জন্তুঃ ॥ ৪৬

ইতি ত্রীমাৎস্তমহাপুরাণেভৃগুবংশপ্রবরকীর্তনঃ
 নাম পঞ্চনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৫

ষষ্ণবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

মরীচিচিনয়া রাজন্ সুরূপা নাম বিষ্ণতা ।
 ভাৰ্ঘ্যা চাক্ষিরসো দেবাস্তস্তাঃ পুত্রা দশ স্মৃতাঃ
 আত্মায়ুর্দমনো দক্ষঃ সদঃ প্রাণস্তৈব চ ।
 হবিষ্মাশ্চ গবিষ্ঠশ্চ ঋতঃ সত্যশ্চ তে দশ ॥ ২
 এতে চাক্ষিরসো নাম দেবাবৈ সোমপায়িনঃ ।
 সুরূপা জনয়ামাস ঋষীন্ সর্বেষ্বানিমান্ ॥ ৩
 বৃহস্পতিং গৌতমঞ্চ সংবর্তৃষ্মিষুস্তমম্ ।
 উত্থাং বামদেবঞ্চ অজন্তমুযিজং তথা ॥ ৪
 ইত্যেতে ঋষয়ঃ সর্বে গোত্রকারাঃ প্রকীর্তিতাঃ

আপনার নিকট ভৃগুবংশের বিবরণ বর্ণন
 করিলাম । এই সকল মহানুভাব ঋষিগণ
 গোত্র প্রবর্তন করিয়াছেন । প্রাণিগণ ইহা-
 দিগের নাম কীর্তনেও সমগ্র পাপ হইতে
 মুক্ত হয় । ৩১—৪৬ ।

পঞ্চনবত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৫।

ষষ্ণবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত কহিলেন,—রাজন্ ! মরীচির সুরূপা
 নামী কন্তা অক্ষিরার পত্নী । তিনি দশ
 আক্ষিরস দেবগণ প্রসব করেন । যথা,—
 আত্মা, আয়ু, দমন, দক্ষ, সদ, প্রাণ, হবিষ্মান,
 গবিষ্ঠ, ঋত ও সত্য । আক্ষিরস নামক এই
 দেবগণ সোমপায়ী । সুরূপা এই সর্বেশ্বর
 ঋষিদিগকে উৎপাদন করেন । যথা,—
 বৃহস্পতি, গৌতম, সংবর্তৃ, উত্থা, বামদেব,
 অজন্ত ও ঋষিজ । এই সকল ঋষি—গোত্র-
 প্রবর্তক । ইহাদিগের বংশে অপর যে সকল

তেষাং গোত্রসমুৎপন্নান্ গোত্রকারান্ নিবোধমে
উতথ্যো গোতমশ্চৈব তৌলেঘোহভিজিতস্তথা
সার্বনেমিঃ সলোগাক্ষিঃ ক্ষীরঃ কোষ্টিকিরেব চ
রাহকর্ণিঃ সৌপুর্নশ্চ কৈরাতিঃ সামলোমকিঃ ।
ঔষজ্জিতির্ভার্গবতো হ্য্যযিশ্চৈরীড়বস্তথা ॥ ৭
কারোটকঃ সজীবী চ উপবিন্দু-সুত্রেয়িণো ।
বাহিনীপতিবৈশালী ক্রোষ্টা চৈবাকৃণায়নিঃ ॥ ৮
সোমোহজায়নিকানোরু কোশল্যাঃ পার্শ্ববস্তথা
রৌহিণ্যায়নিরেবায়ী মূলপঃ পাণ্ডুরেব চ ।
কপাবিশ্বকরোহরিশ্চ পারিকারায়িরেব চ ।
জ্যার্ষেয়াঃ প্রবরশ্চৈব তেষাঞ্চ প্রবরান্ শৃণু ॥
অঙ্গিরাঃ স্রবচোতথ্য উশিজ্জশ্চ মহানৃষিঃ ।
পরম্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১১
আজ্ঞেয়ায়নি-সৌবেষ্ট্যায়নিবেশ্চ শিলাহুলিঃ ।
বালিশায়নিশ্চকৈশ্চৈব বরাহির্বাঙ্কলিস্তথা ॥ ১২
সৌটিশ্চ তৃণকর্ণক প্রাবহিষ্চাশ্বলায়নিঃ ।
বারাহীর্বাহিসাদী চ শিখাগ্রীবিস্তথৈব চ ॥ ১৩
কারকিশ্চ মহাকাপিস্তথা চোড়পতিঃ প্রভূঃ ।
কোচকিধর্মিতশ্চৈব পুষ্পাধেবিস্তথৈব চ ॥ ১৪
সোমতর্জিব্রহ্মতবিঃ সালভির্বালভিস্তথা ।

গোত্রকার জন্মিয়াছেন, শ্রবণ কর । উতথ্য,
গোতম, তৌলেয়, অভিজিত, অর্জুনেমি,
লোগাক্ষি, ক্ষীর, কোষ্টিকি, রাহকর্ণি,
সৌপুর্ন, কৈরাতি, সামলোমকি, ঔষজ্জিতি,
ঐরীড়ব, কারোটক, জীবী, উপবিন্দু, সুত্রেয়ী,
বাহিনীপতি, বৈশাখ, ক্রোষ্টা, আকৃণায়নি,
সোম, অজায়নি, কানোরু, কোশল্য, পার্শ্বব,
রৌহিণ্যায়নি, একায়নি, মূলপ, পাণ্ডু, কপাবিশ্ব-
কর, অগ্নি, ও পারিকারায়নি । ইহাদিগের
আর্ষেয় প্রবর তিনটি ; যথা,—অঙ্গিরা, স্রবচ,
উতথ্য, ও মহানৃষি উশিজ । ইহাদিগের
বংশে পরম্পর বিবাহ বিধান নাই । ১—১১ ।
আজ্ঞেয়ায়নি, সৌবেষ্ট্য, অগ্নিবেশ্চ, শিলাহুলি,
বালিশায়নি, একশী, বরাহি, বাঙ্কলি, সৌটি,
তৃণকর্ণি, প্রাবহি, আশ্বলায়নি, বরাহি, বহি-
সাদী, শিখাগ্রীবি, কারকি, মহাকাপি, উডু-
পতি প্রভু, কোচকি, ধর্মিত, পুষ্পাধেবি, সোম-

দেবরায়ির্দেবহানিহারিকর্ণিঃ সরিহ্ববিঃ ॥ ১৫
প্রাবেপিঃ সাদ্যসুগ্রীবিস্তথা গোমেদগন্ধিকঃ ।
মৎস্তাচ্ছাদ্যো মূলাহরঃ কলাহারস্তথৈব চ ॥ ১৬
গাজ্জোদধিঃ কৌরুপতিঃ কৌরুক্ষেত্রিস্তথৈব চ ॥ ১৭
নাম্যকির্জৈত্যজোণিক জৈহ্নসায়নিরেব চ ॥ ১৮
আপস্তম্বির্মৌল্লবৃষ্টির্মার্ষ্টাপঙ্গলিরেব চ ।
পৈলশ্চৈব মহাতেজাঃ শালভায়নিরেব চ ॥ ১৮
দ্ব্যাখ্যেয়ো মাক্রতশ্চৈবাং জ্যার্ষেয়াঃ প্রবরো নৃপ
অঙ্গিরাঃ প্রথমস্তেষাং দ্বিতীয়শ্চ বৃহস্পতিঃ ॥ ১৯
তৃতীয়শ্চ ভরদ্বাজঃ প্রবরাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
পরম্পরমবৈবাহ্য ইত্যেতে পরিকীর্তিতাঃ ॥ ২০
কাণায়নাঃ কোপচয়াস্তথা বাৎস্ততরায়ণাঃ ।
ভ্রাষ্ট্রকুন্ডাষ্ট্রপিণ্ডী চ লস্ত্রাণিঃ সায়কায়নিঃ ॥ ২১
ক্রোষ্টাক্ষী বহুবীতি চ তালকৃষ্ণধূরাবহঃ ।
লাবকৃদগালবিদগাথো মূর্কটিঃ পৌলকায়নিঃ ॥ ২২
স্কন্দসশ্চ তথা চক্রী গার্গ্যাঃ শ্রামাঃ নিস্তথা ।
বালাকিঃ সাহরিশ্চৈব পঞ্চার্ষেয়াঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥
অঙ্গিরাশ্চ মহাতেজা দেবাচার্যো বৃহস্পতিঃ ।

তবি, সালভি, বালভি, দেবরায়, দেবহানি,
হারিকর্ণ, সরিহ্ববি, প্রাবেপি, সাদ্যসুগ্রীবি,
গোমেদ, গন্ধিক, মৎস্তাচ্ছাদ্য, মূলাহর, কলা-
হার, গাজ্জোদধি, কৌরুপতি, কৌরুক্ষেত্রি,
নাম্যকি, জৈত্যজোণি, জৈহ্নসায়নি, আপস্তম্বি,
মার্ষ্টাপঙ্গলি, মহাতেজা পৈল,
শালভায়নি, দ্ব্যাখ্যেয় এবং মাক্রত,—এই
সমস্ত ঋষিবংশের আর্ষেয় প্রবরতম যথা,—
প্রথম অঙ্গিরা, দ্বিতীয় বৃহস্পতি, এবং তৃতীয়
ভরদ্বাজ । এই সকল বংশে পরম্পর বিবাহ
বিধান নাই । ১২—২০ । কাণায়ন, কোপচয়,
বাৎস্ততরায়ণ, ভ্রাষ্ট্রকৃৎ, রাষ্ট্রপিণ্ডী, লস্ত্রাণি,
সায়কায়নি, ক্রোষ্টাক্ষ, বহুবীতি, তালকৃৎ,
ধূরাবহ, লাবকৃৎ, গালবিদ, গাথী, মূর্কটি,
পৌলকায়নি, স্কন্দস, চক্রী, গার্গ্য,
শ্রামায়নি, বালাকি, ও সাহরি । এই
সকল ঋষিবংশের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটি ;
যথা,—মহাতেজা অঙ্গিরা, দেবাচার্য বৃহস্পতি,

ভরদ্বাজস্তথা গর্গঃ সৈত্যশ্চ ভগবানুষিঃ ॥ ২৪
 পরম্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
 কপীতরঃ স্বস্তিতরো দাক্ষিঃ শক্তিঃ পতঞ্জলিঃ ॥
 ভৃগুসির্জসসন্ধিঃ বিন্দুর্নাদিঃ কুসীদকিঃ ।
 উর্ধ্ব বাজকেশী চ বৌষড়িঃ শংসপিস্তথা ॥ ২৬
 শালিশ্চ কলশীকর্ষ ঋষিঃ কারৌরয়স্তথা ।
 কাট্যো ধাত্তায়নিশ্চৈব ভাবান্তায়নিরৈব চ ॥ ২৭
 ভারদ্বাজিঃ সৌবুধিঃ লম্বী দেবমতিস্তথা ।
 ত্র্যার্বেয়োহভিমতশ্চৈবাং প্রবরো ভূমিপোত্তম
 অঙ্গিরা দমবাহশ্চ তথা চৈবাপ্যরুক্ষয়ঃ ।
 পরম্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ২৯
 পরম্পরায়ণ্যপর্ণী লৌকির্গাংগ্যহরিস্তথা ।
 গালবিশ্চৈব ত্র্যার্বেয়ঃ সর্কেষাং প্রবরো মতঃ ॥
 অঙ্গিরাঃ সন্ধুতিশ্চৈব গৌরবীতিস্তথৈব চ ।
 পরম্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৩১
 কাত্যায়নো হরিতকঃ কৌৎসঃ পিস্তস্তথৈব চ ।
 হস্তিদাসো বাৎস্তায়নির্নাজির্মৌলিঃ কুবেরণিঃ ॥
 ভৌমবেগঃ শাশ্বদর্ভিঃ সর্কে ত্রিপ্রবরাঃ স্মৃতাঃ ।
 অঙ্গিরা বৃহদশ্চ জীবনাপ্তস্তথৈব চ ॥ ৩৩

ভরদ্বাজ, গর্গ ও ভগবান্ সৈত্য ঋষি । এই
 সবল ঋষিবংশ পরম্পর বিবাহযোগ্য নহে ।
 কপীতর, স্বস্তিতর, দাক্ষি, শক্তি, পতঞ্জলি,
 ভৃগুসি, জলসন্ধি, বিন্দু, মাদি, কুসীদক, উর্ধ্ব,
 রাজকেশী, বৌষড়ি, শংসপি, শালি, কলশীকর্ষ,
 কারৌরয়, কাট্য, ধাত্তায়নি, ভাবান্তায়নি,
 ভারদ্বাজি, সৌবুধি, লম্বী, ও দেবমতি । হে
 ভূমিপোত্তম ! হাদিগের আর্বেয় প্রবরত্ৰয়
 যথা,—অঙ্গিরা, দমবাহ ও উরুক্ষয় । এই
 সকল বংশেও পরম্পর বিবাহ হইতে পারে
 না । পরম্পরায়ণি, অপর্ণি, লৌকি, গাংগ্য-
 হরি ও গালবি, এ সকল ঋষিবংশেও আর্বেয়
 প্রবর তিনটি ; যথা,—অঙ্গিরা, সন্ধুতি ও
 গৌরবীতি । এই সকল গোত্রেও পরম্পর
 বিবাহ বিধান দৃষ্ট হয় না । ২১—৩১ ।
 কাত্যায়ন, হরিতক, কৌৎস, পিজ, হস্তিদাস,
 বাৎস্তায়নি, মাজি, মৌলি, কুবেরণি, ভৌম-
 বেগ ও শাশ্বদর্ভি—এ সকল ঋষিবংশে তিনটি

পরম্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
 বৃহদ্রুখো বামদেবস্তথা ত্রিপ্রবরা মতাঃ ॥ ৩৪
 অঙ্গিরা বৃহদ্রুখশ্চ বামদেবস্তথৈব চ ।
 পরম্পরমবৈবাহ্য ইত্যেতে পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৩৫
 কুৎসগোত্রোত্তবশ্চৈব তথা ত্রিপ্রবরা মতাঃ ।
 অঙ্গিরাশ্চ সদন্যশ্চ পুরুকুৎসস্তথৈব চ ।
 কুৎসাঃ কুৎসৈরবৈবাহ্য এবমাহঃ পুরাতনঃ ॥
 রথীতরাণাং প্রবরান্ভ্যার্বেয়াঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
 অঙ্গিরাশ্চ বিরূপশ্চ তথৈব চ রথীতরঃ ।
 রথীতরা হবৈবাহ্য নিত্যমেব রথীতরৈঃ ॥ ৩৭
 বিষ্ণুদিক্শিঃ শিবমতির্জতুণঃ কর্ণস্তথা ।
 পুত্রবশ্চ মহাতেজাস্তথা বৈরপরায়ণঃ ॥ ৩৮
 ত্র্যার্বেয়োহভিমতশ্চৈবাং সর্কেষাং প্রবরো নৃপ
 অঙ্গিরাশ্চ বিরূপশ্চ বৃষপর্কহতথৈব চ ।
 পরম্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৩৯
 সাত্যমুগ্রির্নহাতেজা হিরণ্যস্তম্বি-মুদগলৌ ।
 ত্র্যার্বেয়ো হি মতশ্চৈবাং সর্কেষাং প্রবরো নৃপ

করিয়া প্রবর ; যথা—অঙ্গিরা, বৃহদ্রু ও
 জীবনাপ্ত । এই সকল ঋষিবংশও পরম্পর
 বিবাহযোগ্য নহে । বৃহদ্রুখ ও বামদেব,
 এই দুই ঋষিবংশও প্রবরত্ৰয়-যুক্ত । সেই
 প্রবরত্ৰয় যথা—অঙ্গিরা, বৃহদ্রুখ ও বাম-
 দেব । এই সকল ঋষিবংশেও পরম্পর
 বিবাহ বিহিত নহে । কুৎসগোত্রজ বিজ-
 গণও প্রবরত্ৰয়যুক্ত । প্রবরত্ৰয় যথা,—অঙ্গিরা,
 সদন্য ও পুরুকুৎস । এই কুৎস-গোত্রীয়-
 গণের কুৎসবংশে বিবাহ হইতে পারে না ।
 পুরাতনগণ এইরূপ বলেন । রথীতর-
 দিগেরও তিনটি আর্বেয় প্রবর ; যথা,—
 অঙ্গিরা, বিরূপ ও রথীতর । রথীতরদিগের
 রথীতরবংশে বিবাহ বিধান নাই । বিষ্ণু-
 দিক্শি, শিবমতি, জতুণ, কর্ণ, মহাতেজা,
 পুত্রব, বৈরপরায়ণ ;—এ সকল ঋষিদিগেরও
 আর্বেয় প্রবর তিনটি ; যথা,—অঙ্গিরা, বিরূপ
 ও বৃষপর্ক । এই সকল ঋষিবংশও পরম্পর
 বিবাহযোগ্য নহে । মহাতেজা সাত্যমুগ্রি,
 হিরণ্যস্তম্বি, মুদগল ; এ সকল ঋষিবংশও

অঙ্গিরা মৎস্যদত্ত মৃদাল মহাতপাঃ ।
 পরস্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৪১
 হংসজিহ্বা দেবজিহ্বা হৃদ্রিজিহ্বা বিরাড়পঃ
 অপাণ্ড্রয় অশ্বযুশ্চ পরশাস্তা বিমোদগলাঃ ॥ ৪২
 ত্র্যার্ষেয়াভিমতাঃ স্তেবাঃ সর্কেবাঃ প্রবরাঃ শুভাঃ
 অঙ্গিরাশ্চৈব তাণ্ডিচ মৌদগলাশ্চ মহাতপাঃ ॥
 পরস্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
 অপাণ্ড্রশ্চ শুকশ্চৈব তৃতীয়ঃ শাকটায়নঃ ।
 ততঃ প্রাগাধমা নারী মার্কণ্ডে মরণঃ শিবঃ ॥
 কটুর্কটপশ্চৈব তথা নারায়ণো দ্ব্যমিঃ
 শ্রামায়নশ্চৈবৈবাঃ ত্র্যার্ষেয়াঃ প্রবরাঃ শুভাঃ
 অঙ্গিরাশ্চাজমীঢ়শ্চ কট্যশ্চৈব মহাতপাঃ ।
 পরস্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৪৬
 তিস্তিরিঃ কপিভূশ্চৈব গার্গ্যশ্চৈব মহানৃষিঃ ।
 ত্র্যার্ষেয়ো হি মতস্তেবাঃ সর্কেবাঃ প্রবরঃ শুভাঃ
 অঙ্গিরাশ্চ তিস্তিরিশ্চৈব কপিভূশ্চ মহানৃষিঃ ।
 পরস্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৪৮
 অথ ঋক-ভরদ্বাজৌ ঋষিবান্ মানবস্তথা ।

ঋষির্ভৈরবরশ্চৈব পঞ্চার্ষেয়াঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৪৯
 অঙ্গিরাঃ সত্তরদ্বাজশ্চৈব চ বৃহস্পতিঃ ।
 ঋষিমিত্রবরশ্চৈব ঋষিবান্ মানবস্তথা ।
 পরস্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৫০
 ভরদ্বাজো হতঃ শৌকঃ শৈশিরেয়শ্চৈব চ ।
 ইত্যেতে কথিতাঃ সর্কে দ্ব্যামুশ্যায়ণগোত্রজাঃ
 পঞ্চার্ষেয়াস্তথা হেমাঃ প্রবরাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
 অঙ্গরশ্চ ভরদ্বাজশ্চৈব চ বৃহস্পতিঃ ॥ ৫২
 মৌদগলাঃ শৈশিরশ্চৈব প্রবরাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥
 পরস্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৫৩

এতে তবোক্তাঙ্গিরসস্ত বংশে
 মহানুভাবা ঋষিগোত্রকারাঃ ।
 যেযাস্ত নানা পরিকীর্তিতেন
 পাপং সমগ্রং পুরুষো জহাতি ॥ ৫৪

ইতি ত্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে প্রবরাশ্চকীর্তনে-
 হঙ্গিরোবংশকীর্তনং নাম ষষ্ঠত্যাধিকশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৬ ॥

আর্ষেয় প্রবর তিনটি; যথা—অঙ্গিরা,
 মৎস্যদত্ত, মহাতপা মৃদাল। এ সকল
 ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ বিধান নাই।
 ৩২—৪১। হংসজিহ্বা, দেবজিহ্বা, অগ্নি-
 জিহ্বা, বিড়াড়প, অপাণ্ড্রয়, অশ্বযু, পরশাস্তা,
 বিমোদগল; এ সকল ঋষিবংশেও আর্ষেয়
 প্রবরত্রেয় যথা,—অঙ্গিরা, তাণ্ডি ও মহাতপা
 মৌদগলা। এই সকল বংশেও পরস্পর
 বিবাহ নিষিদ্ধ। অপাণ্ড্র, শুক, শাকটায়ন,
 প্রাগাধমা নারী, মার্কণ্ড, মরণ, শিব, কটু,
 মরুটপ, নাড়ায়ন, শ্রামায়ন। এ সকল ঋষি-
 বংশও ত্রিবিধ আর্ষেয় প্রবর বিশিষ্ট। প্রবর
 যথা,—অঙ্গিরা, আজমীঢ়, ও মহাতপা কঠা;
 এ সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহযোগ্য
 নহে। তিস্তিরি, কপিভূ, মহাঋষি-গার্গ্য—
 ইহাদিগের বংশও আর্ষেয় প্রবরত্রেয়যুক্ত।
 অঙ্গিরা, তিস্তিরি, ও কপিভূ; এই তিনটি
 প্রবর। এই সমস্ত বংশেও পরস্পর বিবাহ-
 বিধান নাই। ঋক, ভরদ্বাজ, ঋষিবান্,

মানব ও মৈত্রেয়, এই পঞ্চ আর্ষেয় গোত্র।
 অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বৃহস্পতি, মিত্রবর,
 ঋষিবান্ ও মানব;—এসমস্ত ঋষিবংশে
 পরস্পর বিবাহ অবিহিত। ৪২—৫০। ভর-
 দ্বাজ, হত, শৌক, ও শৈশিরেয়; ইহারা
 সকলে দ্ব্যামুশ্যায়ণ-গোত্রজ। ইহাদিগেরও
 আর্ষেয় প্রবর পাঁচটি যথা,—অঙ্গিরা, ভর-
 দ্বাজ, বৃহস্পতি, মৌদগলা ও শৈশির। এই
 সকল ঋষিগোত্রে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ।
 রাজন্! আমি এই আপনার নিকট আঙ্গি-
 রসবংশীয় মহানুভাব গোত্রপ্রবর্তক মহর্ষি-
 গণের বিবরণ বর্ণন করিলাম। ইহাদিগের
 নামাশ্চকীর্তনে পুরুষ সমস্ত পাপ পরিহার
 করিতে সমর্থ হয়। ৫১—৫৪।

ষষ্ঠত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৬।

সপ্তমবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

অত্রিবংশসমুৎপন্নান্ গোত্রকারান্ নিবোধ মে ।
কৰ্দ্ধমায়নশাথেয়াস্তথা শারায়ণাশ্চ যে ॥ ১
উদালকিঃ শোণকর্ণিরথো শৌক্ৰতবশ্চ যে ।
গৌরগ্রীবো গৌরজিনস্তথা চৈত্রায়ণাশ্চ যে ॥ ২
অৰ্দ্ধপণ্য বামরথ্যা গোপনাস্তকিবিন্দবঃ ।
কর্ণজিহ্বো হরপ্রীতিলৈঙ্গানিঃ শাকায়নিঃ ॥ ৩
ভৈলপশ্চ সটবলেয়ো অত্রিগৌণীপতিস্তথা ।
জলদো ভগপাদশ্চ সৌপুস্পশ্চ মহাতপাঃ ॥ ৪
ছন্দোগেষস্তথৈতেষাং ত্র্যার্ষেয়াঃ প্রবরা মতাঃ
স্ত্রাবাশ্চ তথাক্রিচ আৰ্চনানশ্চ এব চ ॥ ৫
পরম্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
দাক্ষিণিঃ পর্ণবিশ্চ উৰ্ণনাভিঃ শিলাদিনিঃ ॥ ৬
বীজবাপী শিরীষশ্চ মোক্তকেশো গবিষ্টিরঃ ।
ভলন্দনস্তথৈতেষাং ত্র্যার্ষেয়াঃ প্রবরা মতাঃ ॥ ৭
অত্রিগবিষ্টিরশ্চৈব তথা পূৰ্ণাতিথিঃ স্মৃতঃ ।

সপ্তমবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

মৎস্ত-কহিলেন,—একণে অত্রিবংশজ
গোত্রপ্রবর্তক ঋষিদিগের বিবরণ আমার
নিকট শ্রবণ করুন । অত্রিগোত্র প্রধানতঃ
কৰ্দ্ধমায়ন ও শারায়ণ,—এই দুই শাখায়
বিত্ত । উদালকি, শোণকর্ণি, রথ, শৌক্ৰ-
তর, গৌরগ্রীব, গৌরজিন, চৈত্রায়ণ, অৰ্দ্ধ-
পণ্য, বামরথ্যা, গোপন, তকিবিন্দু, কৰ্ণ-
জিহ্ব, হরপ্রীতি, লৈঙ্গানি, শাকায়নি,
ভৈলপ, বৈলেয়, অত্রি, গোণীপতি,
জলদ, ভগপাদ, সৌপুস্প, এবং ছন্দোগেষ ;
এই সকল মহাবিশ্বংশে আর্যেয় প্রবর তিনটি ;
যথা—স্ত্রাবা, অত্রি ও অর্চনানশ । এই
সকল ঋষিবংশে পরম্পর বিবাহ নিষিদ্ধ ।
দাক্ষি, বলি, পর্ণবি, উৰ্ণনাভ, শিলাদিনি,
বীজবাপী, শিরীষ, মোক্তকেশ, গবিষ্টির,
ও ভলন্দন ;—এই সকল ঋষিবংশেও
আর্যেয় প্রবর তিনটি ; যথা,—অত্রি, গবি-
ষ্টির, ও পূৰ্ণাতিথি । এ সকল ঋষিবংশেও

পরম্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৮
অত্রৈয়পুত্রিকাপুত্রানন্ত উৰ্দ্ধঃ নিবোধ মে ।
কালেয়াশ্চ সবায়েয়া বামরথ্যাস্তথৈব চ ॥ ৯
ধাত্রৈয়াশ্চৈব মৈত্রৈয়াশ্চ্যার্ষেয়াঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
অত্রিশ্চ বামরথ্যশ্চ পৌত্রশ্চৈব মহানৃষিঃ ।
পরম্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১০
ইত্যত্রিবংশপ্রভবাস্তবোক্তা
মহানৃভাবা নৃপ গোত্রকারাঃ ।
যেষাস্ত নাম্য পরিকীৰ্ত্তিতেন
পাপং সমগ্রং পুরুষো জহাতি ॥ ১১
ইতি ত্রীনাংশে মহাপুরাণে প্রবরাষ্ট্রকীৰ্ত্তনে-
হত্রিবংশাষ্ট্রকীৰ্ত্তনং নাম সপ্তমবত্যাধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৭ ॥

অষ্টমবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ

অত্রৈবোপায়ঃ বংশঃ তব বক্ষ্যামি পার্শ্বিৎ ।
অত্রৈঃ সোমঃ স্মৃতঃ ত্রীমাংস্তস্ত বংশোক্তবো নৃপ

পরম্পর বিবাহ বিধান নাই । ১০ ।
অতঃপর অত্রৈয় তনয়দিগের বিবরণ বলি-
তেছি, আমার নিকট আপনি তাহা শ্রবণ
করুন । কালেয়, বালেয়, বামরাস্ত, ধাত্রৈয়,
ও মৈত্রৈয় । সকল ঋষিবংশেও তিনটি
প্রবর ; যথা,—অত্রি, বামরথ্যা, ও পৌত্রি ।
এই সকল ঋষিবংশেও পরম্পর বিবাহ
বিহিত নহে । হে নৃপ ! অত্রিবংশজ মহা-
নৃভব গোত্রপ্রবর্তক মহাবিশ্বংশের বিবরণ
কহিলাম । নরগণ ইহাদিগের নাম কীৰ্ত্তন
করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইতে
পারে । ১—১১ ।

সপ্তমবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৭ ।

অষ্টমবত্যাধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত কহিলেন,—হে পার্শ্বিৎ । একণে
তোমাকে অত্রির বংশান্তর-বিবরণ বলি-

বিশ্বামিত্রস্ত তপসা ব্রাহ্মণ্যং সমবাপ্তবান্ ।
 তস্ত বংশমহং বক্ষ্যে তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ২
 বিশ্বামিত্রো দেবরাতস্তথা বৈরুতিগালবঃ ।
 বভুগুঃ শলঙ্কঃ হুভয়শ্চায়তায়নঃ ॥ ৩
 শ্রামায়না যাজ্ঞবল্ক্য জাবালাঃ সৈন্ধবায়নাঃ ।
 বাভ্রব্যশ্চ করীষাশ্চ সংশ্রুত্যা অথ সংশ্রুতাঃ ॥
 উলূপা ঔপহাবাশ্চ পয়োদজনপাদপাঃ ।
 ধরবাচো হলয়মাঃ সাধিতা বাহুকৌশিকাঃ ॥ ৫
 ত্র্যার্ষেয়াঃ প্রবরাস্তেষাং সর্বেষাং পরিকীর্তিতাঃ
 বিশ্বামিত্রো দেবরাত উদ্দালশ্চ মহাযশাঃ ॥ ৬
 পরম্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
 দেবশ্রবাঃ স্নজাতেয়া সৌম্যকাঃ কারুকায়ণাঃ ॥ ৭
 তথা বৈদেহরাতা যে কুশিকাশ্চ নরাদিপ
 ত্র্যার্ষেয়োহভিমতস্তেষাং সর্বেষাং প্রবরঃ শুভঃ
 দেবশ্রবা দেবরাতো বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ ।
 পরম্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৯
 ধনঞ্জয়ঃ কপদেয়ঃ পরিকূটশ্চ পার্থিব ।

তেছি। অত্রিয় পুত্র স্রীমান সোম । হে
 নৃপ! তাঁহারই বংশে সমুৎপন্ন বিশ্বামিত্র,
 তপস্তাপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইলেন।
 আমি তাঁহার বংশবৃত্তান্ত বলিতেছি, আপনি
 শ্রবণ করুন। প্রথমে বিশ্বামিত্র; তৎ-
 পুত্র দেবরাত, এই ক্রমে—বৈরুতিগালব,
 বভুগু, শলঙ্ক, অভয়, আয়তায়ত, শ্রায়ন,
 যাজ্ঞবল্ক্য, জাবাল, সৈন্ধবায়ন, বাভ্রব্য, করী-
 ষাশ, সংশ্রুত্যা সংশ্রুত, উলূপ, ঔপহাব,
 পয়োদজন পাদপ, ধরবাকু, হলয়ম, সাধিত
 ও বাহুকৌশিক;—এ সকল বংশেও
 আর্যেয় প্রবর তিনটি; যথা,—বিশ্বামিত্র,
 দেবরাত, ও মহাযশা উদ্দাল। এ সকল
 ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহযোগ্য নহে।
 দেবশ্রব, স্নজাতেয়, সৌম্যক, কারুকায়ণ,
 বৈদেহরাত, এবং কুশিক; এই সকল বংশেও
 আর্যেয় প্রবর তিনটি; যথা,—দেবশ্রবা,
 দেবরাত, এবং বিশ্বামিত্র। এ সমস্ত ঋষি
 বংশেও পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। ১—৯।
 ধনঞ্জয়, কপদেয়, পরিকূট, এবং পাণিনি;

পাণিনিশ্চৈব ত্র্যার্ষেয়াঃ সৰ্ব্ব এতে প্রকীর্তিতাঃ
 বিশ্বামিত্রস্তথা দ্যশ্চ মাধুচ্ছন্দস এব চ ।
 ত্র্যার্ষেয়াঃ প্রবরা হোতে ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ
 বিশ্বামিত্রো মধুচ্ছন্দাস্তথা চৈবামমৰ্ষণঃ ।
 পরম্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১২
 কামলায়নিজশ্চৈব অশ্বরথ্যস্তথৈব চ ।
 বজ্রলশ্চাপি ত্র্যার্ষেয়াঃ সর্বেষাং প্রবরো মতঃ
 বিশ্বামিত্রশ্চাশ্বরথো বজ্রলশ্চ মহাতপাঃ ।
 পরম্পরমবৈবাহ্য ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১৪
 বিশ্বামিত্রো লোহিতশ্চ অষ্টকঃ পুরণস্তথা ।
 বিশ্বামিত্রঃ পুরণশ্চ তয়োদ্যৌ প্রবরৌ স্মৃতো ॥ ১৫
 পরম্পরমবৈবাহ্যঃ পুরণাশ্চ পরম্পরম্ ।
 লোহিতা অষ্টকশ্চৈবাং ত্র্যার্ষেয়াঃ পরিকীর্তিতা
 বিশ্বামিত্রো লোহিতশ্চ অষ্টকশ্চ মহাতপাঃ ।
 অষ্টকা লোহিতৈর্নিত্যমবৈবাহ্যঃ পরম্পরম্ ॥ ১৭
 উদয়গুঃ ক্রমকশ্চ ঋষিচোদাবহিস্তথা ।
 শাট্যায়নিঃ করীয়াশী শালকায়নি-লাবকৌ ।
 মোজায়নিশ্চ ভগবাংস্ত্র্যার্ষেয়াঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥

এ সকল বংশেও আর্যেয় প্রবর তিনটি;
 যথা,—বিশ্বামিত্র, আশ্র ও মাধুচ্ছন্দস। ইহা-
 রাই আর্যেয় প্রবর। বিশ্বামিত্র, মধুচ্ছন্দ,
 অমমৰ্ষণ;—এ সকল ঋষিবংশে পরস্পর
 বিবাহ বিধান নাই। কামলায়নিজ, অশ্ব-
 রথ্য এবং বজ্রল। এ সকল বংশেও
 আর্যেয় প্রবর তিনটি; যথা,—বিশ্বামিত্র,
 অশ্বরথ ও মহাতপা বজ্রল। এ সকল
 ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ অবিধেয়।
 বিশ্বামিত্র, লোহিত, অষ্টক, এবং পুরণ
 ঋষির বংশে দুইটি প্রবর; যথা—বিশ্বা-
 মিত্র ও পুরণ। পুরণবংশ পরস্পর বিবাহ-
 যোগ্য নহে। লোহিত ও অষ্টক ঋষির বংশে
 আর্যেয় প্রবর তিনটি; যথা—বিশ্বামিত্র,
 লোহিত ও মহাতপা অষ্টক। অষ্টক ও
 লোহিত বংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই।
 উদয়গু, ক্রমক, উদাবহি, শাট্যায়নি, শাল-
 কায়নি, করীয়াশী, লাবকি, এবং ভগবান্
 মোজায়নি। ইহাদিগের বংশেও আর্যেয়

খিলিখিলিস্থাবিদ্যো বিশ্বামিজন্তুত্বৈব চ ।

পরম্পরমবৈবাহা ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ১৯

এতে তবোক্তাঃ কুশিকা নরেন্দ্র

মহাহুত্বাঃ সততং হিজেন্দ্রাঃ ।

যেষান্ত নাশ্য পরিকীর্তিতেন

পাপং সমগ্রং পুরুষো জহাতি ॥ ২০

ইতি স্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে প্রবরাহকীর্তনে

বিশ্বামিজবংশানুবর্ণনং নামাষ্ট্রনবত্যাধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯৮ ॥

নবনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

মরীচেঃ কণ্ঠপঃ পুত্রঃ কণ্ঠপস্ত তথা কুলে ।

গোত্রকারানুগীন বক্ষ্যে তেষাং নামানি মে শৃণু

আশ্রায়ণিঋষী'গণো মেঘকী রিটকায়নাঃ ।

উদগ্রজা মাঠরাশ্চ ভোজা বিনয়লক্ষণাঃ ॥ ২

শালাহলেয়াঃ কৌরিষ্টাঃ কণ্ঠকাশ্চানুরায়ণাঃ ।

প্রবর তিনটী, যথা,—খিলিখিলি; অবিদ্যা, এবং বিশ্বামিজ । এ সকল ঋষিবংশেও পরম্পর বিবাহ অবিহিত । হে নরেন্দ্র ! আপনার নিকট এই কুশিকবংশীয় ঋষিগণের বিবরণ বর্ণনা করিলাম । ইহাদিগের নাম কীর্তনেও মানব সমগ্র পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে । ১০—২০ ।

অষ্টনবত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৮ ॥

নবনবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত কহিলেন,—মরীচির পুত্র কণ্ঠপ ; কণ্ঠপবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষিদিগের নাম ও বিবরণ বলিতেছি ; আপনি শ্রবণ করুন । আশ্রায়ণি, ঋষি, গণ, মেঘকী রিটকায়ন, উদগ্রজ, মাঠর, ভোজ, বিনয়লক্ষণ, শালাহলেয়, কৌরিষ্ট, কণ্ঠক, আনুরায়ণ,

মন্দাকিন্তাঃ বৈ যুগয়াঃ শ্রোতনা ভোতপায়নাঃ দেবযানা গোময়ানা হৃদ্যছায়ান্তয়াশ্চ যে ।

কাত্যায়নাঃ শাক্রায়ণাঃ বর্হিযোগগদায়নাঃ ॥ ৪

ভবনন্দির্দ্বহাচক্রিদাক্ষপায়ণ এব চ ।

যোধয়ানাঃ কার্ত্তিবয়ো হস্তিদানান্তুত্বৈব চ ॥ ৫

বাৎস্তায়না নিকৃতজা হ্যাম্বলায়নিনস্তথা ।

প্রাগায়ণাঃ পৈলমৌলিরাশ্ববাতায়নান্তথা ॥ ৬

কৌবেয়কাস্চ শ্রাকার্য অগ্নিশর্ম্মায়ণাশ্চ যে ।

মেঘপাঃ কৈকরসপান্তথা চৈব তু বভ্রবঃ ॥ ৭

প্রাচেয়ো জ্ঞানসংজ্ঞেয়া আগ্না প্রাসেব্য এব চ

শ্রামোদরা বৈবশপান্তথা চৈবোদলায়নাঃ ॥ ৮

কাষ্ঠাহারিণমারীচা আজিহায়নহাস্তিকাঃ ।

বৈকর্ণেয়াঃ কাণ্ডপেয়াঃ সাসিসাহারিতায়নাঃ ॥ ৯

মান্তগিনশ্চ ভৃগবস্ত্যার্ষেয়াঃ পরিকীর্তিতাঃ ।

বৎসরঃ কণ্ঠপশ্চৈব নিধুবশ্চ মহাতপাঃ ॥ ১০

পরম্পরমবৈবাহা ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ।

অতঃপরঃ প্রবক্ষ্যামি হ্যাম্বুযায়ণগোত্রজান্ ॥

অনস্থয়ো নাকুরয়ঃ স্নাতপো রাজবর্তপঃ ।

শৈশিরোদবহিঃশ্চৈব সৈরজ্ঞোরোপসেবকিঃ ॥ ১২

মন্দাকিন্তা, যুগয়া, শ্রোতনা, ভোতপায়ন, দেব-যান, গোময়ান, অহৃদ্য, অভয়, কাত্যায়ন, শাক্রায়ণ, বর্হিযোগ, গদায়ন, ভবনন্দি, মহা-চক্রী, দাক্ষপায়ণ, বোধয়ান, কার্ত্তিবয়, হস্তি-দাস, বাৎস্তায়ন, নিকৃতজ, আম্বলায়নিন, প্রাগায়ণ, পৈলমৌলি, আশ্ববাতায়ন, কৌবে-রক, শ্রাকার, অগ্নিশর্ম্মায়ণ, মেঘপ, কৈক-রসপ, বভ্রব, প্রাবেয়, জ্ঞান সংজ্ঞেয়, আগ্ন, প্রাসেব্য, শ্রামোদর, বৈবশপ, উদলায়ন, কাষ্ঠাহারিণ, মরীচ, আজিহায়ন, হাস্তিক, বৈকর্ণেয়, কাণ্ডপেয়, সাসিসাহ, অরিতায়ন এবং মান্তগিন ভৃগুগণ তিন আর্যের প্রবর-যুক্ত । ইহাদিগের প্রবর যথা—বৎসর, কণ্ঠপ, এবং মহাতপা নিধুব । এ সমস্ত ঋষিবংশে পরম্পর বিবাহ বিধান নাই । অতঃপর হ্যাম্বুযায়ণগোত্রজ ঋষিগণের বৃত্তান্ত বলিতেছি । ১—১২ । অনস্থয়, নাকুরয়, স্নাতপ, রাজবর্তপ, শৈশিরোদবহি, সৈরজ্ঞী

যামুনিঃ কাক্রুপিক্রাকিঃ সজ্জাতদ্বিস্তথৈব চ ।
 দিবাবষ্টাষ ইত্যেতে ভক্ত্যা জ্যেষ্ঠাশ্চকামুপাঃ ।
 জ্যার্ষ্যেষ্ঠ তথৈবৈষাং সর্বেষাং প্রবরাঃ শুভাঃ
 বৎসরঃ কশ্চপশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ মহাতপাঃ ॥ ১৪
 পরম্পরমবৈবাহা ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
 সংযাতিশ্চ নভশ্চোভৌ পিঙ্গল্যোহথ জলঙ্করঃ
 ভূজাতপূরঃ পৃথ্যশ্চ কৰ্দমো গর্দভীমুখঃ ।
 হিরণ্যবাহু-কৈরাতাবুভৌ কামুপ-গোভিলৌ ॥
 কুলহো বুধকণ্ডশ্চ যুগকেতুস্তথোত্তরঃ
 নিদাঘ-মহ্মণৌ ভৱন্তা মহাত্তঃ কেৱলাশ্চ যে ॥
 শাণ্ডিল্যো দানবশ্চৈব তথা বৈ দেবজাতয়ঃ ।
 পৈঙ্গল্যাদিঃ সপ্রবরা ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১৮
 জ্যার্ষ্যেষ্ঠাভিমতাশ্চৈষাং সর্বেষাং প্রবরাঃ শুভাঃ
 অসিতো দেবলশ্চৈব কশ্চপশ্চ মহাতপাঃ ।
 পরম্পরমবৈবাহা ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১৯

ঋষিপ্রধানস্ত চ কশ্চপশ্চ

দাক্ষায়ণীভ্যঃ সকলং প্রস্তুতম্ ।

জগৎসমগ্রং মহুসিংহ পুণ্যং

কিং তে প্রবক্ষ্যাম্যহমুত্তরন্ত ॥ ২০

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে প্রবরাহকীর্তনে
 কশ্চপবংশবর্ণনং নাম নবনবত্যাধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৯ ॥

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

বসিষ্ঠবংশজান্ বিপ্রান্ নিবোধ বদতো মম ।
 একাৰ্ঘ্যেস্ত প্রবরো বাসিষ্ঠানাং প্রকীর্তিতঃ ॥ ১
 বসিষ্ঠা এব বাসিষ্ঠা অবিবাহা বসিষ্ঠজৈঃ ।
 ব্যাঘ্রপাদা ঔপগবা বৈরুবাঃ শাঙ্কলায়নাঃ ॥ ২
 কপিষ্ঠলা ঔপলোমা অলকাস্চযষ্ঠাঃ কঠাঃ ।
 গোপায়না বোধপাশ্চ দাকব্য হুধ বাহকঃ ॥ ৩
 বালিশয়াঃ পালিশয়াস্ততো বাসুগ্রহ্মশ্চ যে ।
 আপস্থগাঃ শীতবৃন্তান্তথা ব্রাহ্মপুংয়েয়কাঃ ॥ ৪
 লোমায়নাঃ স্বস্তিকরাঃ শাণ্ডিলিগৌড়িনিস্তথা ।
 বাহোড়লিশ্চ স্মৃনাস্চোপারুদ্বিস্তথৈব চ ॥ ৫
 চৌলিবৌলির্ব্রহ্মবলঃ পৌলিঃ শ্রবস এব চ ।
 পৌড়বো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ একাৰ্ঘ্যে মহর্ষয়ঃ ।
 বসিষ্ঠ এষাং প্রবরা অবৈবাহাঃ পরম্পরম্ ॥ ৬

য়নীতে ঋষিপ্রধান কশ্চপকর্তৃক এই সমগ্র
 জগৎ উৎপাদিত হইয়াছে । এই বংশ-বিব-
 রণ পুণ্যজনক । অতঃপর অপর কোন
 বৃন্তান্ত বলিব । ১১—২০ ।

নবনবত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৯ ॥

দ্বিশততম অধ্যায় ।

রৌপসেবকি, যামুনি, কাক্রু পিক্রাকি, সজ্জা-
 তদ্বিষ্ণুও দিবাবটাষ ; ইহঁরা সকলেই কামুপ
 গোত্রজ । ইহাদিগের সকলেরই আৰ্ঘ্যে প্রবর
 তিনটি করিয়া ; যথা—বৎসর, কশ্চপ, মহা-
 তপা বসিষ্ঠ, ইহঁদিগের বংশ পরম্পর বিবাহ
 যোগ্য নহে । সংযাতি, নভ, পিঙ্গল, জল-
 ঙ্কর, ভূজাতপূর, পৃথ্য, কৰ্দম, গর্দভীমুখ,
 হিরণ্যবাহু, কৈরাত, কামুপ, গোভিল, কুলহ,
 বুধকণ্ড, যুগকেতু, উত্তর, নিদাঘ, মহ্মণ,
 ভৱন্ত, কেবল, শাণ্ডিল্য দানব ও দেবজাতি ।
 এই প্রবর সহ পৈঙ্গল্যাদি ঋষিগণের কথা
 कहিলাম । ইহঁদিগেরও ১ বংশে আৰ্ঘ্যে
 প্রবর তিনটি । অসিত, দেবল ও মহাতপা
 কশ্চপ ; ইহঁদিগের বংশে পরম্পর বিবাহ
 বিধান নাই । হে মহুসিংহ রাজন ! দাক্ষা-

মৎস্ত कहিলেন,—বসিষ্ঠবংশজ বিপ্র-
 গণের বিবরণ আমার নিকট শ্রবণ করুন ।
 বসিষ্ঠগণ এক আৰ্ঘ্যে প্রবর-বিশিষ্ট । বসিষ্ঠ
 বংশীয় বাসিষ্ঠগণের স্ববংশে বিবাহ অবিহিত ।
 ব্যাঘ্রপাদ, ঔপগব, বৈরুব, শাঙ্কলায়ন,
 কপিষ্ঠল, ঔপলোম, অলক, চযষ্ঠ, কঠ, গোপা-
 যন, বোধপ, দাকব্য, বাহক, বালিশয়,
 পালিশয়, বাসুগ্রহি, আপস্থণ, শীতবৃন্ত, ব্রাহ্ম-
 পুংয়েয়ক, লোমায়ন, স্বস্তিকর, শাণ্ডিলি,
 গৌড়িনি, বাহোড়লি, স্মৃনাস, উপারুদ্বি, চৌলি,
 বৌলি, ব্রহ্মবল, পৌলি, শ্রবণ, পৌড়ব,
 যাজ্ঞবল্ক্য ; এই সমস্ত বংশে একমাত্র বসিষ্ঠ
 আৰ্ঘ্যে প্রবর । এ সকল বংশ পরম্পর

শৈলালয়ো মহাকর্ণঃ কোরব্যঃ ক্রোধিনস্তথা ॥ ৭
কপিঞ্জল্য বালখিল্য ভাগবিস্তায়নাশ্চ যে ।
কৌলায়নঃ কালশিখঃ কোরকৃষ্ণাঃ সুরায়ণাঃ ॥ ৮
শাকাহাধ্যাঃ শাকধিয়ঃ কাধা উপলপাশ্চ যে ।
শাকায়না উহাকাস্চ অথ মাষশরাবয়ঃ ॥ ৯
দাকায়না বালবয়ো বাকয়ো গোরথাস্তথা ।
লম্বায়নাঃ শ্রামবয়ো যে চ কোড়োদরায়ণাঃ ॥ ১০
প্রলম্বায়নাশ্চ ঋষয়ঃ উপমন্তবঃ এব চ ।
সাংখ্যায়নাশ্চ ঋষয়স্তথা বৈ বেদশৈবকঃ ॥ ১১
পালঙ্কায়ন উদগাহা ঋষয়শ্চ বলেক্ষবঃ ।
মাতৈয়া ব্রহ্মবলিনঃ পর্ণাগারিস্তথৈব চ ॥ ১২
ত্র্যার্বেয়োরোহতিমতশ্চৈবাং সর্ষেবাং প্রবরস্তথা ।
ভিগীবসুর্বশিষ্ঠশ্চ ইন্দ্র প্রমদিরৈব চ ॥ ১৩
পরস্পরমবৈবাহা ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
ঔপস্থলাস্বস্থলয়ো পালো হালো হলশ্চ যে ॥ ১৪
মাধ্যান্দিনো সাক্ষতয়ঃ পৈপ্ল্লাদিবিচক্ষুঃ ।
ত্রৈশূঙ্গায়ণসৈবকঃ কুণ্ডিনশ্চ নরোত্তম ॥ ১৫
ত্র্যার্বেয়াভিমতশ্চৈবাং সর্ষেবাং প্রবরাঃ শুভাঃ
বসিষ্ঠ-মিত্রাবরুণৌ কুণ্ডিনশ্চ মহাতপাঃ ॥ ১৬
পরস্পরমবৈবাহা ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ।

বিবাহযোগ্য নহে । ১—৭ । শৈলালেয়, মহাকর্ণ, কোরব্য, ক্রোধিন, কপিঞ্জল, বালখিল্য ভাগবিস্তায়ন, কৌলায়ন, কালশিখ, কোরকৃষ্ণ, সুরায়ণ, শাকহাধ্যা, শাকধী, কাধ, উপলপ, শাকায়ন, উহাক, মাষশরাবি, দাকায়ন, বালাবি, বাকি, . গোরথ, লম্বায়ন, শ্রামবি, কোড়োদরায়ণ, প্রলম্বায়ন, উপমন্তব, সাংখ্যায়ন, বেদশৈবক, পালঙ্কায়ন, উদগাহ, বলেক্ষু, মাতৈয়, ব্রহ্মবলী, এবং পর্ণাগারি, এসকল ঋষি বংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই । ইহাদিগের সকলেরই অর্ষেয় প্রবর তিনটি । যথা,—ভিগীবসু, বশিষ্ঠ, ও ইন্দ্র-প্রমদি । এই সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ বিধান নাই । ঔপস্থল, স্বস্থল, পাল, হাল, হল, মাধ্যান্দিন, সাক্ষতি, পৈপ্ল্লাদি, বিচক্ষু, ত্রৈশূঙ্গায়ণ, সৈবক, কুণ্ডিন, এই সকল বংশে আর্ষেয় প্রবর তিনটি ; যথা,—বসিষ্ঠ,

শিবকর্ণো বয়শ্চৈব পাদপশ্চ তথৈব চ ॥ ১৭
ত্র্যার্বেয়োরোহতিমতশ্চৈবাং সর্ষেবাং প্রবরস্তথা ।
জাতুকর্ণো বসিষ্ঠশ্চ তথৈবাজিষ্ঠ পার্শ্বি ।
পরস্পরমবৈবাহা ঋষয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১৮
বসিষ্ঠবংশেহতিহিতা ময়ৈতে
ঋষিপ্রধানাঃ সততং দ্বিজেন্দ্রাঃ ।
যেযাস্ত নাস্মা পরিকীর্তিতেন
পাপং সমগ্রং পুরুষো জহাতি ॥ ১৯
ইতি ক্রীমাংস্তে মহাপুরাণে প্রবরাহকীর্তনে
বসিষ্ঠগোত্রাহুবর্ণনং নাম দ্বিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০০ ॥

একাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

মৎস্ত উবাচ .

বসিষ্ঠস্ত মহাতেজা নিমেষে পূর্নপুরোহিতঃ ।
বভূবুঃ পার্শ্বিবেশ্রেষ্ঠ যজ্ঞাস্তস্মৈ সমস্ততঃ ॥ ১
শ্রান্তান্না পার্শ্বিবেশ্রেষ্ঠ বিশশ্রাম তদা শুকঃ ।

মিত্রাবরুণ এবং কুণ্ডিন । এ সমস্ত ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ অবিহিত । শিবকর্ণ, বয়, পাদপ ;—এ সমস্ত ঋষিবংশেও অর্ষেয় প্রবর তিনটি ; যথা,—জাতুকর্ণ, বসিষ্ঠ, এবং অজি । এ সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ বিধান নাই । হে রাজন ! এই আমি আপনার নিকট বসিষ্ঠবংশীয় প্রধান প্রধান ঋষিদিগের বিবরণ বর্ণন করিলাম । ইহাদিগের নাম কীর্তনেও মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ৮—১৯ ।

দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০০ ॥

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে পার্শ্বিবেশ্রেষ্ঠ ! মহাতেজা বসিষ্ঠ পূর্বে নিমিরাজার পুরোহিত ছিলেন । নিমিরাজ বিবিধ যজ্ঞাহুষ্ঠান করিয়াছিলেন । বসিষ্ঠ সেই সমস্ত যজ্ঞ করিয়া অমবশতঃ কিম্বৎকাল

তং গন্ধা পার্শ্ববশ্রেষ্ঠো নিমিষচনমব্রবীৎ ॥ ১
 ভগবন্ যষ্টমিচ্ছামি তন্মাং যাজন্ন মাং চিরম্ ।
 তমুবাচ মহাতেজা বসিষ্ঠঃ পার্শ্ববোত্তমম্ ॥ ২
 কথিং কালং প্রতীক্শ্ব তব যজ্ঞেঃ সুসন্তমৈঃ ।
 শ্রান্তোহস্মি রাজন্ বিজ্ঞম্য যাজ্ঞরিয়ামি তে নৃপ
 এবমুক্তঃ প্রত্যাচ বসিষ্ঠঃ নৃপসন্তমঃ ।
 পারলৌকিকার্থো তু কঃ প্রতীক্শ্বতুমুৎসহৎ
 ন চ মে সৌহৃদং ব্রহ্মন্ কৃতান্তেন বলৌঘসা ।
 ধর্ম্মার্থো হুয়া কার্য্য চলং যস্মাদ্ধি জীবিতম্
 ধর্ম্মপথোদনো জন্তুর্ভোহপি সুখমশ্নুতে
 যঃ কার্য্যমদ্য কুর্স্বীত পূর্বাদ্ভে চাপরাহ্নিকম্ ॥ ৭
 ন হি প্রতীক্শ্বতে মৃত্যুঃ কৃতকাস্ত ন বা কৃতম্
 ক্ষেত্রাপণগৃহাসক্তমন্ত্রাগতমানসম্ ॥ ৮
 বৃকীবোরণমাস্তা যত্ন্যরাদায় গচ্ছতি ।
 নৈকান্তেন প্রিয়ঃ কশ্চিদ্বেদ্যশ্চাস্ত ন বিদ্যাতে ॥

বিজ্ঞাম করিতে লাগিলেন। নিমিরাজ
 তাঁহার বিকট যাইয়া পুনরায় কহিলেন,—
 ভগবন্! আমি যাগ করিতে ইচ্ছা করি। অত-
 এব আমাকে দীর্ঘকালব্যাপী যাজন করুন।
 মহাতেজা বসিষ্ঠ সেই পার্শ্ববোত্তম নিমিকে
 কহিলেন,—রাজন্! আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছি,
 অতএব কিয়ৎদিবস বিজ্ঞাম করিয়া আপ-
 নাকে যাজন করিব। নিমিরাজ কহিলেন,
 পারলৌকিক কার্য্যে কোন্ ব্যক্তি প্রতীক্ষা
 করিতে চাহে? ব্রহ্মন্! বলবান্ কৃত-
 স্তের সহিত কিছু আমার সম্ভাব নাই যে, সে
 আমাকে আক্রমণ করিবে না। জীবন
 নিতান্ত চঞ্চল; এজন্ত ধর্ম্মকর্ম্মে হুয়া করাই
 উচিত। ধর্ম্মরূপ ওদন পথ্য করিলে জীব-
 গণ মরণান্তেও সুখ লাভ করিয়া থাকে।
 আগামি-দিনকর্তব্য কর্ম্ম অদ্যই করা উচিত
 এবং অপরাহ্নকৃত্য পূর্বাদ্ভেই করা ভাল,
 অভীষ্ট কার্য্য করা হউক কিংবা না হউক,
 মৃত্যু ভঙ্কস্ত প্রতীক্ষা করেনা। প্রাণিগণ
 ক্ষেত্র, বিপণি, গৃহ বা অন্ত্র—যে কোন
 স্থানেই থাকুক না কেন, বৃকী কর্তৃক যুগশিঙর
 দ্বায় মৃত্যু তাহাদিগকে লইয়া গ্রহান করে।

আয়ুষ্যে কর্ম্মণি কীণে প্রসহ্য হরতে জনম্
 প্রাণবায়োচ্চলত্বঞ্চ হুয়া বিদিতমেব চ ॥ ১০
 যদজ্জীব্যাতে ব্রহ্মন্ কণমাত্রঃ তদমৃতম্ ।
 শরীরঃ শাশ্বতঃ মন্ত্রে বিদ্যাভ্যাসে ধনার্জ্জনে
 অশাশ্বতং ধর্ম্মার্থো যুগবানস্মি সঙ্কটে ।
 সৌহৃদং সন্তৃতসন্তারো ভবনুলমুপাগতঃ ॥ ১২
 ন চেদ্যাজ্ঞসে মাং হুমন্তং যান্তামি যাজকম্ ।
 এবমুক্তস্তদা তেন নিমিনা ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥ ১৩
 শশাপ তং নিমিঃ ক্রোধাদিদেহত্বং ভবিষ্যসি ।
 ব্রাহ্মণং মাং হং সমুৎসৃজ্য যস্মাদমন্তং দ্বিজোত্তমম্
 ধর্ম্মজ্ঞস্ত নরেন্দ্র ত্বং যাজকং কর্তুমিচ্ছসি ।
 নিমিস্তঃ প্রত্যাচাচ ধর্ম্মকার্য্যরতস্ত মে ॥ ১৫

এই মৃত্যুর কেহ একান্ত প্রিয় বা ঘৃণপাত্র
 নাই; আয়ুঃসাধক কর্ম্ম কীণ হইলে এই
 মৃত্যু বলপূর্ব্বক জনগণকে লইয়া যায়।
 আপনি প্রাণবায়ুর চঞ্চলতা অবগত আছেন,
 ব্রহ্মন্! প্রাণীরা যে এমনত অবস্থায় কণ-
 মাত্রও জীবিত থাকে, ইহাই আশ্চর্য্য।
 ১—১০। বিদ্যাভ্যাস ও ধনউপার্জন সময়ে
 শরীরকে চিরস্থায়ী বলিয়া মনে করি; পরন্তু
 ধর্ম্মকর্ম্মে উহা অত্যল্পকালস্থায়ী জ্ঞান করিয়া
 থাকি। এখন আমার সঙ্কট কাল উপস্থিত।
 আমি মনে মনে যজ্ঞবিষয়ক সঙ্কল্প করিয়াছি
 বলিয়া যাবৎ তাহা নিষ্পাদন করিতে না পারি,
 তাবৎ আত্মাকে যুগবান্ বোধ করিতেছি।
 আমি সমস্ত দ্রব্য সম্ভার আয়োজন করিয়া
 আপনার নিকট আসিয়াছি; যদি আপনি
 আমাকে যাজন না করেন, তবে আমি অস্ত্র
 যাজকের নিকটে যাইব। নিমিকর্তৃক এইরূপ
 উক্ত হইয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ, তখন সক্রোধে
 সেই নিমিকে কহিলেন,—যেহেতু তুমি ধর্ম্মজ্ঞ
 হইয়াও পরিশ্রান্ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া
 অপর ঋত্বিক বরণ করিতে চাহিতেছ;
 অতএব “তুমি বিদেহ হও” এই বলিয়া
 অভিশাপ প্রদান করিলেন। তখন নিমি-
 রাজ সেই বসিষ্ঠকে কহিলেন,—আদি ধর্ম্ম
 কর্ম্ম করিবার জন্ত উৎসুক হইয়াছি;

বিধঃ কয়োষি নাশ্চেন যাজনঞ্চ যথেষ্টসি ।
 শাপং দদাসি যস্মাৎ স্বং বিদেহোহুধ ভবিষ্যসি
 এবমুক্তে তু তৌ জাতৌ বিদেহৌ ষিঙ্গ-পার্শ্বিবৌ
 দেহহীনৌ তয়োজীবৌ ব্রহ্মাণমূপজগ্নাতুঃ ॥১৭
 তাবাগতো সমীক্ষ্যথ ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ।
 অস্তপ্রভৃতি তে স্থানং নিমিজীব দদাম্যহম্ ॥ ১৮
 নেত্রপদ্মস্থ সর্কেবাং স্বং বসিষ্যসি পার্শ্বিব ।
 স্বংসদ্বদ্যৎ তথা তেবাং নিমেষঃ সন্তবিষ্যতি ॥
 চালয়িস্যন্তি তু তদা নেত্রপদ্মাণ মানবাঃ ।
 এবমুক্তে মনুষ্যাণাং নেত্রপদ্মস্থ সন্ধঃ ॥২০
 জগাম নিমিজীবন্ত বরদানাং স্বয়ম্ভুবঃ ।
 বসিষ্ঠজীবঃ ভগবান্ ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ॥ ২১
 মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্রৌ বসিষ্ঠ স্বং ভবিষ্যসি ।
 বসিষ্ঠেতি চ তে নাম তত্রাপি চ ভবিষ্যতি ॥২২
 জন্মষয়মতীতঞ্চ তত্রাপি স্বং স্মরিষ্যসি ।

কিন্তু আপনি তাহাতে বিস্ম করিতেছেন ;
 আমি যে অস্ত্র কাহারও দ্বারা যজ্ঞ করাইব,
 তাহাতেও আপনি অমত করিলেন ; আবার
 শাপও দিলেন ; সুতরাং আপনিও বিদেহ
 হইবেন। নিমি এই বলিলে ক্রণমাত্রেই
 সেই বসিষ্ঠ ও নিমি উভয়েই দেহহীন
 হইলেন ! পরে তাঁহাদিগের দেহশূন্য জীবন-
 স্বয় ব্রহ্মার সমীপে বাইয়া উপস্থিত হইল ।
 ব্রহ্মা তাহাদিগকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন,—
 হে নিমিজীব ! অদ্যাবধি আমি তোমাকে
 আশ্রয়স্থান দান করিতেছি ; হে পার্শ্বিব !
 অতঃপর তুমি সকলের নেত্রপদ্মে বাস
 করিবে। তোমার সঙ্কল্পবশতই মানবগণ
 নিমেষযুক্ত হইবে। সকলেই নেত্রপদ্মের
 চালনা করিবে। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে
 নিমিজীব, ব্রহ্মার আদেশে মানবগণের
 নেত্রপদ্ম আশ্রয় করিল। ১১—২০ । অনন্তর
 ভগবান্ ব্রহ্মা বসিষ্ঠজীবকে কহিলেন,—
 হে বসিষ্ঠ ! তুমি মিত্রাবরুণের পুত্ররূপে
 উৎপন্ন হইবে। সে জন্মেও তোমার বসিষ্ঠ
 নামেই প্রসিদ্ধি হইবে এবং তুমি অতীত
 জন্মষয় স্মরণে সমর্থ হইবে ! এই সময়েই

এতদ্বিধেব কালে তু মিত্রশ্চ বরুণস্তথা ॥ ২৩
 বদধ্যাত্রমাসাদ্য তপস্তেপত্বরব্যয়ম্ ।
 তপস্ততোস্তয়োরেবঃ কদাচিমাধবে ঋতৌ ॥ ২৪
 পুন্পিভক্ষমসংস্থানে শুভে দয়িতমাক্রতে ।
 উর্ধ্বশী তু বরারোহা কুর্কতী কুসুমোচ্চয়ম্ ॥২৫
 সূক্ষ্মরক্তবসনা তম্বোদৃষ্টিপথং গতা ।
 তাং দৃষ্টেদুসুখীঃ সূক্তঃ নীলনীরঙ্গলোচনাম্ ॥
 উভৌ চুক্ষুভতুর্দেবৌ তদ্রূপপরিমোহিতৌ ।
 তপস্ততোস্তয়োবীর্ঘ্যমশ্বলচ্চ যুগাসনে ॥ ২৭
 কল্পং রেতস্ততো দৃষ্টৌ শাপভীতো পরস্পরম্ ।
 চক্রতুঃ কলসে শুক্রং তোয়পূর্ণে মনোরমে ॥ ২৮
 তস্মাদৃষিবরৌ জাতৌ তেজসাশ্রাতমৌ ভুবি ।
 বসিষ্ঠচাপ্যগস্ত্যশ্চ মিত্রাবরুণয়োর্ধ্বয়োঃ ॥ ২৯
 বসিষ্ঠতুপযেমেহুধ ভগিনীঃ নারদস্ত তু ।
 অরুন্ধতীঃ বরারোহাং তস্তাং শক্তিমজীজনং
 শক্ত্রেঃ পরাশরঃ পুত্রস্তস্ত বংশং নিবোধ মে ।

মিত্র ও বরুণ বদরিকাশ্রমে যাইয়া কৃষ্ণর
 তপস্তরণে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা বসন্ত-
 কালে মধুর মাক্ত প্রবাহিত, পুন্পিভ ক্ষম-
 মণ্ডিত আশ্রমে তাঁহারা তপস্তা করিতেছেন,
 এমন সময়ে সূক্ষ্ম বসনপরিধানা বরারোহা
 উর্ধ্বশী কুসুমচয়ন করিতে করিতে তাঁহা-
 দিগের দৃষ্টিপথাগত হইলেন। সেই দেবষয়
 নীলনীরজনয়না চন্দ্রাননা সূক্ত উর্ধ্বশীকে
 দেখিয়া তদীয় রূপমোহে ক্ষুভিত হইলেন।
 সেই তপঃপরায়ণ দেবষয়ের যুগচন্দ্রাসনো-
 পরি বীর্ঘ্য স্থানিত হইল। তাঁহারা শুক্রকরণ-
 হেতু পরস্পর শাপভয়ে সেই শুক্র লইয়া
 জলপূর্ণ মনোহর কলশে স্থাপন করিলেন।
 তাহাতে সেই কলশ-মধ্যে অপ্রতিমতেজঃ-
 সম্পন্ন দুই ঋষিবর সমুৎপন্ন হইলেন। সেই
 মিত্র ও বরুণের বীর্ঘ্যে বসিষ্ঠ ও অগস্ত্য ঋষির
 জন্ম হয়। বসিষ্ঠ, নারদের ভগিনী অরুন্ধ-
 তীকে বিবাহ করেন। সেই বরারোহার গর্ভে
 তাঁহার শক্তি নামক পুত্র জন্মে। ২১—৩০ ।
 শক্তির পুত্র পরাশর। ইহার বংশ-বিবরণ

বস্ত্র দৈপায়নঃ পুত্রঃ স্বয়ং বিষ্ণুরজায়ত ॥ ৩১
 প্রকাশো জনিতো যেন লোকে ভারতচন্দ্রমাঃ
 পরাশরস্ত তস্ত ত্বং শৃণু বংশমহত্তমম্ ॥ ৩২
 কাণ্ডশয়্যো বাহনপো জৈক্লপো ভৌমতাপনঃ ।
 গোপালিরেষাং পঞ্চম এতে গোরাঃ পরাশরাঃ
 প্রপোহয়া বাহুময়াঃ খ্যাতেষাঃ কোতুজাতয়ঃ ।
 হর্যাকিঃ পঞ্চমো হোষাঃ নৌল জ্যেষ্ঠাঃ পরাশরাঃ
 কার্কাযনাঃ কপিমুখাঃ কাকেয়হা জপাতয়ঃ ।
 পুঙ্করঃ পঞ্চমশ্চৈবাং কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠাঃ পরাশরাঃ ॥ ৩৫
 শ্রাবিষ্ঠায়ন-বালেয়াঃ শ্রায়ষ্টাশ্চোপয়াশ্চ যে ।
 ইষৌকহস্তশ্চৈতে বৈ পঞ্চ ধেতাঃ পরাশরাঃ ॥ ৩৬
 বাটিকো বাদরিশ্চৈব স্তম্বা বৈ ক্রোধনায়নাঃ ।
 কৈমিরেষাং পঞ্চমস্ত এতে শ্রামাঃ পরাশরাঃ ॥
 খল্যায়না বার্কায়নাষ্টৈলেয়াঃ খলু যুথপাঃ ।
 তান্তিরেষাং পঞ্চমস্ত এতে ধূম্রাঃ পরাশরাঃ ॥ ৩৮
 পরাশরাণাং সর্কেষাং জ্যার্ষেয়ঃ প্রবরো মতঃ ।
 পরাশরশ্চ শক্ৰিশ্চ বসিষ্ঠশ্চ মহাতপাঃ ।
 পরম্পরমবৈবাহা সর্ক এতে পরাশরাঃ ॥ ৩৯

শ্রবণ কর। পরাশরের পুত্র দৈপায়ন
 স্বয়ং বিষ্ণুই দৈপায়নরূপে জন্ম গ্রহণ করেন।
 এই দৈপায়নই লোকে ভারতরূপ চন্দ্রের
 প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পিতা পরা-
 শরের অমৃতম বংশবিবরণ শ্রবণ কর।
 কাণ্ডশয়, বাহনপ, জৈক্লপ, ভৌমতাপন, এবং
 গোপালি, এই পাঁচজন গোর পরাশর-
 সংজায় অভিহিত। প্রপোহর, বাহুময়,
 খ্যাতেয়, কোতুজাতি, ও হর্যাকি, এই পাঁচ-
 জন নৌল-পরাশর। কার্কাযান, কপিমুখ,
 কাকেয়হ, জপাতি ও পুঙ্কর, ইহার পাঁচজন
 কৃষ্ণপরাশর। শ্রাবিষ্ঠায়ন, বালেয়, শ্রায়ষ্ট,
 উপয়, ইষৌকহস্ত;—ইহার পাঁচজন কৃষ্ণ-
 পরাশর। বাটিক, বাদরি, স্তম্ব, ক্রোধা-
 যন, ও কৈমি, এই পাঁচজন শ্রাম-পরাশর।
 খল্যায়ন, বার্কায়ন, তৈলেয়, যুথপ, ও তান্তি,
 এই পাঁচজন ধূম্র-পরাশর। এই সমস্ত
 পরাশরবংশের আর্যেয় প্রবর তিনটি,—
 যথা,—পরাশর, শক্ৰ, ও বসিষ্ঠ। এই

উক্তান্তবৈতে নৃপ বংশমুখ্যাঃ
 পরাশরাঃ সূর্য্যসমপ্রভাবাঃ ।
 যেযান্ত নায়। পরিকীৰ্ত্তিতেন
 পাপঃ সমগ্রঃ পুরুষো জহাত ॥ ৪০

ইতি ক্রীমাংশ্চ মহাপুরাণে প্রবরাহকীৰ্ত্তনে
 পরাশরবংশবর্ণনং নামৈকাধিকাবিশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০১ ॥

দ্ব্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্য উবাচ ।

অতঃ পরমগন্ত্যস্ত বন্যে বংশোদ্ভবান্ দ্বিজান্
 অগন্ত্যয়ঃ করন্তয়ঃ কোশল্যাঃ শকটান্তথা ॥
 স্রমেধসো ময়োভুবন্তথা গাঙ্কারকায়নাঃ ।
 পোলন্ত্যাঃ পোলহাশ্চৈব ক্রতুবংশভবান্তথা ॥
 জ্যার্ষেয়াভিমতাশ্চৈবাং সর্কেষাং প্রবরাঃ শুভাঃ
 অগন্ত্যশ্চ মহেন্দ্রশ্চ ঋষিশ্চৈব ময়োভুবঃ ॥ ৩
 পরম্পরমবৈবাহা স্বয়য়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।

সকল পরাশর বংশে পরম্পর বিবাহ বিধান
 নাই। হে নৃপ! এই আমি আপনায়
 নিকট সূর্য্যসম প্রভাববান্ পরাশরবংশের
 বিবরণ বর্ণন করিলাম। ইহাদের নাম
 কীৰ্ত্তনে নরগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত
 হইয়া থাকে। ৩১—৪০।

একাধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০১।

দ্ব্যধিকাবিশততম অধ্যায়।

মৎস্য কহিলেন,—অতঃপর অগন্ত্যের
 বংশোৎপন্ন দ্বিজগণের বিবরণ বলিতেছি।
 যথা,—করন্ত, কোশল্যা, শাকট, স্রমেধ,
 ময়োভু এবং গাঙ্কারকায়ন; পোলন্ত্য, পোলহ
 ও ক্রতুবংশীয় দ্বিজগণ—অগন্ত্যবংশীয় বলিয়া
 বিখ্যাত। ইহাদিগের সকলেরই তিনটি
 আর্যেয় প্রবর যথা,—অগন্ত্য, পৌর্ণমাস ও
 পারণ। ইহাদিগের মধ্যেও পরম্পর বিবাহ-

পৌৰ্ণমাসাঃ পার্ণাশ্চ ত্ৰ্যর্ষেয়াঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
অগস্ত্যঃ পৌৰ্ণমাশ্চ পার্ণাশ্চ মহাতপাঃ ।
পরম্পরমবৈবাহাঃ পৌৰ্ণমাশ্চ পার্ণৈঃ ॥ ৫
এবমুক্তো ঋষীণাম্ বংশ উত্তমপৌরুষঃ ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কিং ভবানন্ কথ্যতাম্
মম্বকবাচ ।

পুলহস্ত পুলস্ত্যস্ত ক্রতোশ্চৈব মহামনঃ ।
অগস্ত্যস্ত তথা চৈব কথং বংশস্তদুচ্যতাম্ ॥ ৭
মৎস্ত উবাচ ।

ক্রতুঃ শ্বশনপত্যোহভূদ্ভাজনং বৈবশ্বতেহস্তরে ।
ইধ্ববাহং স পুত্রহে জগ্ৰাহ ঋষিসত্তমঃ ॥ ৮
অগস্ত্যপুত্রং ধর্ম্মজমাগস্ত্যাঃ ক্রতবস্ততঃ ।
পুলহস্ত তথা পুত্রাস্থশ্চ পৃথিবীপতে ॥ ৯
ভেষাজ্জন্ম বক্ষ্যামি উত্তরজ যথাবিধি ।
পুলহস্ত প্রজ্ঞাং দৃষ্ট্বা নর্হিতীতমনাঃ স্বকাম ॥
অগস্ত্যজং দৃঢ়াস্তস্ত পুত্রহে বৃতবাংস্ততঃ ।
পৌলহাশ্চ তথা রাজরাগস্ত্যাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
পুলস্ত্যাবশস্ততান্ দৃষ্ট্বা রক্ষঃসমুদ্ভবান্ ।

যোগ্যতা নাই। অগস্ত্য, পৌৰ্ণমাস এবং
মহাতপা পার্ণের বংশ; এই তিন বংশেও
পরম্পর বিবাহ হয় না। রাজন্! আপনার
নিকট এই ঋষিবংশ কীৰ্ত্তন করিলাম।
অতঃপর আর কোন বিষয় কহিব? বলুন।
১—৬। মম্ব কহিলেন,—পুলহ, পুলস্ত্য,
এবং মহাম্মা ক্রতুর বংশ—অগস্ত্য-বংশগত
হইল কি প্রকারে? এক্ষণে তাহাই আমাকে
বলুন। মৎস্ত কহিলেন, রাজন্! বৈবশ্বত
মবস্তরে ক্রতু অনপত্য ছিলেন। সেই
ঋষিসত্তম অগস্ত্যপুত্র ইধ্ববাহকে পুত্রহে বরণ
করেন। তদবধি, ক্রতুবংশ অগস্ত্যবংশান্ত-
র্গত হইয়াছে। হে মহাপাল! পুলহের
তিনটি পুত্র; পশ্চাৎ তাহাদিগের জন্মবৃত্তান্ত
বলিব। পুলহ ঋষি সন্তানোৎপাদন করিয়া
কীৰ্ত্তিলাভ করিতে পারিলেন না; পরে
তিনি অগস্ত্যের পুত্র দৃঢ়াশ্বকে পুত্রহে বরণ
করিলেন। রাজন্! সেইজন্ত পুলহসন্তান-
গণ অগস্ত্যবংশভুক্ত বলিয়া উক্ত হয়।

অগস্ত্যস্ত সূতঃ ধীমান পুত্রহে বৃতবাংস্ততঃ ॥
পৌলস্ত্যশ্চ তথা রাজরাগস্ত্যাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ
সগোত্রাদিমে সর্বে পরম্পরমনবধাঃ ॥ ১৩
এতে ভবোক্তাঃ প্রবরা বিজানাঃ
মহামুভাবা নৃপ বংশকারাঃ ।
এষান্ত নাম্না পরিকীৰ্ত্তিতেন
পাপং সমগ্রং পুরুষো জহাতি ॥ ১৪

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে প্রবরানুকীৰ্ত্তনে
ত্ৰ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০২ ॥

ত্ৰ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

অগ্নিন্ বৈবশ্বতে প্রাপ্তে শৃণু ধর্ম্মস্ত পার্শ্বিব ।
দাক্ষায়ণীভ্যঃ সকলং বংশং দৈবতমুত্তমম্ ॥ ১
পক্ষতাদিমহার্জুর্গণরৌরাণি নরাধিপ ।
অরুহত্য প্রস্থতানি ধর্ম্মাধৈবশ্বতেহস্তরে ॥ ২
অষ্টৌ চ বসবঃ পুত্রাঃ সোমপাশ্চ বিভোস্তথা ।

পুলস্ত্যঋষি তাঁহার সন্তানগণকে রাক্ষস হইতে
দেখিয়া ভূষিত হইলেন; পরে অগস্ত্যের
একটি পুত্রকে নিজ পুত্রহে বরণ করেন।
তদবধি তাঁহার বংশও অগস্ত্যবংশান্তর্ভূত
হয়। সগোত্রহেতু ইহাদিগের বংশমধ্যেও
পরম্পর বিবাহ বিধান নাই। হে নৃপ! অগ-
স্ত্যের বংশজাত মহামুভাব বংশপ্রবর্তক-
দিগের বিবরণ বর্ণন করিলাম। ইহাদিগের
নাম কীৰ্ত্তনেও জনগণ সমগ্র পাপ পরিহার
করে। ১—১৪

ত্ৰ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০২।

ত্ৰ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত কহিলেন,—বৈবশ্বত করে দাক্ষা-
য়ণীদিগের গর্ভে ধর্ম্মের ঘে বংশবিস্তার
হয়, হে নরাধিপ! তাহার বিবরণ শ্রবণ
করুন। বৈবশ্বত মবস্তরে অরুহতীর গর্ভে
ধর্ম্ম হইতে সোমপায়ী, অষ্টবসু সমুৎপন্ন

ধরো ঋবশ্চ সোমশ্চ আপশ্চৈবানলানিলো ॥৩
 প্রতুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোহস্তৌ প্রকীর্তিতাঃ ।
 ধরশ্চ পুত্রো জ্বিণঃ কালঃ পুত্রো ঋবশ্চ তু ॥৪
 কালস্তাবয়বানাস্ত শরীরানি নরাধিপ ।
 মূর্তিমস্তি চ কালানি সপ্তাহতান্তশেষতঃ ॥ ৫
 সোমশ্চ ভগবান্ বর্চাঃ শ্রীমাংশাপশ্চ কীর্ত্যতে
 অনেকজন্মজননঃ কুমারজন্মলশ্চ তু ॥ ৬
 পুরোজবাশ্চানিলশ্চ প্রত্যাষশ্চ তু দেবলঃ ।
 বিশ্বকর্মা প্রভাসশ্চ ত্রিংশানাং স বর্চকিঃ ॥ ৭
 সমীহিতকরাঃ প্রোক্তা নাগবীথ্যাঙ্গমো নব ।
 লম্বাপুত্রঃ স্মৃতো ঘোবো ভানোঃ পুত্রাশ্চ তানবঃ
 গ্রহকর্ণাশ্চ সর্বেষামন্তেষাঞ্চামিতৌজসাম্ ।
 মক্ৰত্যাং মক্ৰহস্তঃ সর্বে পুত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥৯
 সঙ্কল্লায়াশ্চ সঙ্কল্লস্তথা পুত্রঃ প্রকীর্তিতঃ ।
 মুহূর্তাশ্চ মুহূর্তায়াঃ সাধ্যাঃ সাধ্যাস্মৃতাঃ স্মৃতাঃ
 মনোর্মহশ্চ প্রাণশ্চ ন রোষা নোচ বীৰ্য্যবান্ ।
 চিত্তহার্যোহয়নশ্চৈব হংসো নারায়ণস্তথা ॥ ১১
 বিভূশ্চাপি প্রভুশ্চৈব সাধ্যা দ্বাদশ কীর্তিতাঃ
 বিশ্বায়াশ্চ তথা পুত্রা বিশ্বেদেবাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

হয়েন। ধর, ঋব, সোম, আপব, অনল, অনিল, প্রত্যাষ ও প্রভাস; এই অষ্টবনু। ধরের পুত্র জ্বিণ। ঋবের পুত্র কাল। মূর্তিমান্ কালবিষয় সকল কালের সম্ভান। সোমের পুত্র বর্চা। আপের সম্ভান শ্রীমান্। অনলের পুত্র অনেকজন্মজনন। অনিলের পুত্র পুরোজবা। প্রত্যাষের পুত্র দেবল। প্রভাসের পুত্র বিশ্বকর্মা। ইনি দেবগণের বর্চকি (ছুতার)। নাগবীথ্যাঙ্গি নয়টি সম্ভান সমীহিত-সাধক। লম্বার পুত্র ঘোষ, তাহার পুত্রগণ ভানব নামে প্রসিদ্ধ। ১—৮। মক্ৰহস্তীতে মক্ৰহস্তগণের এবং গ্রহনক্ষত্রাদি অন্তান্ত জ্যোতিঃপদার্থের উৎপত্তি। সঙ্কল্লায় সম্ভান সঙ্কল। মুহূর্তায় পুত্র মুহূর্তগণ। সাধ্যায় সম্ভান সাধ্যগণ। ভানু, মনু, প্রাণ, রোষ, নীচ, বীৰ্য্যবান্ চিত্তহার্য, অয়ন, হংস, নারায়ণ, বিভূ, ও প্রভূ, এই দ্বাদশ জন সাধ্য। ইহার সাধ্যায় সম্ভান। বিশ্বাপুত্র-

ক্রতুর্দক্ষো বনুঃ সত্যঃ কালকামো মুনিস্তথা ।
 কুরজো মনুজো বীজো রোচমানশ্চ তে দশ ॥
 এতাবহুজন্তব ধর্মবংশঃ
 সঙ্ক্ষেপতঃ পার্শ্ববংশমুখ্য ।
 ব্যাসেন বক্তুং ন হি শক্যমস্তি
 রাজন্ বিনা বর্ষশতৈরনেকৈঃ ॥ ১৪
 ইতি শ্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে ধর্মবংশবর্ণনে
 ধর্মপ্রবরাঙ্ককীর্তনঃ নাম ত্র্যধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৩ ॥

চতুরধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

মৎস্ত উবাচ ।

এতদ্বংশভবা বিপ্রাঃ শ্রাদ্ধেভোজ্যাঃ প্রযত্নতঃ
 পিতৃণাং বল্লভং যশ্মাদেমু শ্রাদ্ধং নরেশ্বর ॥ ১
 অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি পিতৃভির্থাঃ প্রকীর্তিতাঃ
 গাথাঃ পার্শ্ববংশাদূল কাময়ন্তিঃ পুরে যুগে ॥ ২

গণের নাম বিশ্বদেবগণ। ক্রতু, দক্ষ, বনু, সত্য, কালকাম, মুনি, কুরজ, মনুজ, বীজ, ও রোচমান; এই দশজন বিশ্বদেব। হে পার্শ্ববংশেশ্বর মুখ্য, রাজন্! আপনার নিকট ধর্মের বংশাববরণ এই কথিত হইল। মহারাজ! ব্যাস ব্যতীত বহুশত বর্ষেও অপর কেহ ইহার সম্পূর্ণ উল্লেখ করিতে সমর্থ হন না। —১৪।

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৩।

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত কহিলেন,—হে নরেশ্বর! এই ধর্মবংশীয় বিপ্রদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করা-ইতে হয়। এই সকল ব্রাহ্মণদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে পিতৃলোকের সমধিক তৃপ্তি হইয়া থাকে। অতঃপর পিতৃলোকের গীত গাথার উল্লেখ করিতেছি। নিজ বংশীয়-দিগের প্রদত্ত পিতৃ জল প্রাপ্তি কামনা

অপি স্তাৎ স কুলেহস্মাকং যো নো দত্তা।-

জলাঞ্জলিষ ।

নদীষু বহতোয়ান্ন নীতলাসু বিশেষতঃ ॥ ৩

অপি স্তাৎ স কুলেহস্মাকং যঃ শ্রাদ্ধং নিত্যম।-

চরেৎ ।

পয়ো-মূল-কলৈর্ভক্ষ্যন্তিলভোয়েন বা পুনঃ ॥

অপি স্তাৎ স কুলেহস্মাকং যো নো দত্তাৎ

ত্রয়োদশীষ ।

পায়সং মধু-সর্পির্ভ্যাং বর্ষান্ন স চ মধান্ন চ ॥ ৫

অপি স্তাৎ স কুলেহস্মাকং খড়্গমাংসেন যঃ

সকৃৎ ।

শ্রাদ্ধং কুর্ধ্যাৎ প্রযত্নেন কালশাকেন বা পুনঃ ॥

কালশাকং মহাশাকং মধু মুস্তন্নমেব চ ।

বিষাণবর্জিতা যো খড়্গা আনুর্ধ্যাঃ তদশীমহি ॥ ৭

গয়ায়াঃ দর্শনে রাধোঃ খড়্গমাংসেন যোগিনাম্

ভোজয়েৎ কঃ কুলেহস্মাকং ছায়ায়াঃ কুণ্ডরস্ত চ ।

পিতৃপুরুষেরা এই গাথার উল্লেখ করিয়াছেন ।

যথা—আমাদিগের বংশে কি এমন সন্তান জন্মিবে, যে আমাদিগকে সামান্য জলে,— বিশেষতঃ পুণ্যতীর্থে নদীতে জলাঞ্জলি দান করিবে? আমাদিগের বংশে কি এমন সন্তান হইবে, যে হুঙ্ক, কল, মূল, অস্তান্ত তক্ষ্য, তিল, ও জলাদি দ্বারা আমাদিগকে প্রতিদিন শ্রাদ্ধ দান করিবে! আমাদিগের বংশে কি এমন সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, যে বর্ষাকালে মঘানক্ষত্রে ত্রয়োদশীতে স্নতমধুবুক্ত পায়স দান করিবে! আমাদিগের কুলে এমন সন্তান জন্মিবে কি?—যে, খড়্গ মাংস কিম্বা কালশাক দ্বারা সমস্ত একদিনও আমাদিগকে শ্রাদ্ধ করিবে। কালশাক, মহাশাক, মধু, মুস্তন্ন এবং বিষাণবর্জিত খড়্গা মাংস, এ সকল আমরা স্মৃতিস্থিতিকাল পর্যন্ত ভোজন করিয়া থাকি। আমাদিগের কুলজাত কোন ব্যক্তি আমাদিগকে গয়াধামে চন্দ্রস্মৃতিগ্রহণ-কালে শ্রাদ্ধ দান দ্বারা যোগিগণকে ভোজন করাইবে! আমাদিগের বংশে এমন কেহ জন্মিবে?—যে আমাদিগের গজচ্ছায়া

আকল্পকালিকী তৃপ্তিস্তেনাস্মাকং ভবিষ্যতি ।

দাতা সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবিষ্যতি ॥ ১০

আত্মতসংপ্রবং কালং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।

যদেতৎ পঞ্চকং তস্মাদেकेनापि च यः सदा ।

তৃপ্তিং প্রাপ্যাম চানন্তাং কিং পুনঃ সর্বসম্পদা

অপি স্তাৎ স কুলেহস্মাকং দত্তাৎ কৃকাজিনঞ্চ যঃ

অপি স্তাৎ স কুলেহস্মাকং কশিৎ পুরুষসত্তমঃ

প্রস্থয়মানাং যো ধেমুঃ দদ্যাদব্রাহ্মণপুত্রবে ॥ ১২

অপি স্তাৎ স কুলেহস্মাকং বৃষভঃ যঃ সমুৎ-

স্বজেৎ ।

সর্ববর্ণবিশেষেণ শুক্রনীলং বৃষং তথা ॥ ১৩

অপি স্তাৎ স কুলেহস্মাকং যঃ কুর্ধ্যাক্ষুদ্রদ্বাষিতঃ

সুবর্ণদানং গোদানং পৃথিবীদানমেব চ ॥ ১৪

অপি স্তাৎ স কুলেহস্মাকং কশিৎ পুরুষসত্তমঃ

যোগকালে, শ্রাদ্ধ দান করিবে? যাহাতে আমাদিগের কল্পকালব্যাপী তৃপ্তি হইতে পারে। এইরূপ শ্রাদ্ধদাতা সর্বলোকে কল্পান্ত পর্যন্ত কামচারী হইয়া সুখভোগে সমর্থ হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই। এই যে পাঁচটি শ্রাদ্ধের উল্লেখ করিলাম; যে কোন ব্যক্তি ইহার যে কোন প্রকার শ্রাদ্ধ করিয়া, তাহাতে পিতৃগণের অনন্তকাল যাবৎ তৃপ্তি সাধন হয়। বিশেষ উপচার দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে যে কত তৃপ্তি হয়, তাহার কথা আর কি বলিব? ১—১০। আমাদিগের বংশে কি এমন সন্তান জন্মিবে?—যে, আমাদিগকে কৃকাজিন দান করিবে। আমাদিগের কুলে কি এমন পুরুষ সত্তম সমুৎপন্ন হইবে?—যে, আমাদিগের উদ্দেশে সদ্ব্রহ্মাণকে প্রস্থয়মানা গাভী দান করিবে। আমাদের কুলে এমন কেহ জন্মিবে কি? যে আমাদিগের উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ— বিশেষতঃ শুক্র বা নীল বৃষ দান করিবে। আমাদের বংশে কি এমন সন্তান হইবে?—যে, আমাদিগের উদ্দেশে শ্রদ্ধা সহকারে সুবর্ণ, গো. বা পৃথিবী দান করিবে। আমাদিগের বংশে কি এমন কোন বংশ-

কুশারামতভাগানাং বাপীনাং যশ্চ কারকঃ ॥১৫

অপি জ্ঞাৎ স কুলেহম্মাকং সর্বভাঃষণ যো
হরিম্ ।

অখায়াজ্জরণং বিষ্ণুং দেবেশং মৎস্তদনম্ ॥১৬

অপি নঃ স কুলে জ্ঞাৎ কণ্ঠিহিহান্ বিচক্ষণঃ
ধর্মশাস্ত্রাণি যো দত্তাচ্ছিন্ধিমা বিজ্ঞামপি ॥ ১৭

এতাবহুতং তব ভূমিপাল

শ্রাদ্ধস্ত কল্মষ মুনিসম্প্রদীষ্টম্ ।

পাপাপহং পুণ্যবিবর্জনক

লোকেষু মুখ্যত্বকরং তথৈব ॥ ১৮

ইতি জীমাংস্তে মহাপুরাণে পিতৃগাথাকীর্তনঃ

নাম চতুরধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০৪॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

মন্ত্রকবাচ ।

প্রস্থ্যমানা দাতব্যা ধেনুর্জ্ঞানপুঙ্গবে ।

বিধিনা কেন ধর্মজ্ঞ দানং দত্তাচ্চ কিং কলম্ ॥

ধন সমুৎপন্ন হইবে?—যে, আমাদিগের
উদ্দেশ্যে কূপ, উদ্যান, ভূগাগ ও সরোবর
প্রতিষ্ঠা করিবে। আমাদিগের কুলে এমন কেহ
করিতে কি? যে, সর্বপ্রকারে দেবেশম ধনুদন
মুক্তিদাতা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইবে। আমা-
দিগের বংশে এমন বিদ্বান বিচক্ষণ সম্ভান
করিতে কি?—যে, বিদ্বান জনে যথাবিধি
ধর্মশাস্ত্র সম্প্রদান করিবে। হে ভূপাল!
আপনার নিকট এই মুনিগণাদিষ্ট শ্রাদ্ধকল্প
কহিলাম। ইহা পাপহর, পুণ্যকর ও লোক-
মধ্যে মুখ্যত্ব-বিধায়ক। ১১—১৮।

চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২০৪॥

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মন্ত্র কহিলেন,—হে ধর্মজ্ঞ! কোন
বিদ্বান অজ্ঞসারে ভ্রাক্ষণকে প্রস্থ্যমানা ধেনু
দান করিতে হয়? আর ঐ দানের কলমই

মৎস্ত উবাচ ।

অর্ণশুকীং রোপ্যধুরাং মুক্তানাঙ্গলভূষিতাম্ ।

কাংস্তোপদোহনাং রাজন্ সর্বৎসাং বিজপুঙ্গবে

প্রস্থ্যমানাং গাং দত্তা মহৎ পুণ্যকলং লভেৎ ।

যাবৎসো যোনিগতো যাবদগর্ভঃ ন মুঞ্চতি ॥৩

তাবৎ পৃথিবী জেয়া সশৈল-বন-কাননা ।

প্রস্থ্যমানাং যো দত্তাচ্ছিন্ধুং দ্রবিশংযুতাম্ ॥ ৪

সসমুদ্ভুতা তেন সশৈল-বন-কাননা ।

চতুরস্তা ভবেদস্তা পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

যাবন্তি ধেনুরোমাণি বৎসস্ত চ নরাধিপ ।

তাবৎসংখ্যং যুগগণং দেবলোকে মহীয়তে ॥

পিতৃন পিতামহাংস্তেচ ব তথৈব প্রপিতামহান ।

উদ্ধারিত্যাসন্দেহাশ্রয়কাকুরিদক্ষিণঃ ॥ ৭

ধৃত-ক্ষীরবহাঃ কল্যা দধি-পায়সকর্দমাঃ ।

যত্র তত্র গতিস্তস্ত জমাশ্চৈষিতকামদাঃ

বা কি? মৎস্ত কহিলেন,—রাজন্! প্রস্থ্য-
মানা গাভীকে অর্ণশুক, রোপ্যধুর, মুক্তা-
নাঙ্গলাভরণে বিভূষিত করিয়া কাংস্ত দোহন-
পাত্রসহ সদ্ব্রাক্ষণকে দান করিলে মহৎ পুণ্য-
কল লাভ হয়। বৎস যাবৎকাল গাভীর

যোনিগত থাকে, যাবৎ গর্ভ ত্যাগ না হয়,

গাভী তৎকালে শৈল-বন-কাননবতী পৃথি-
বীর তুল্য। যে মানব ধনরত্ন সহ প্রস্থ্য-
মানা গাভী দান করে, তৎকর্তৃক শৈল-বন-
কানন সহিত। চতুঃসাগরাবৃত্তা পৃথি-
বীই প্রদত্ত হয়; এ বিষয়ে সংশয় নাই।

১—৬। হেনরাধিপ! ধেনুর ও বৎসের

যে পরিমাণ ঘোম, ততযুগ যাবৎ দাতা

মানব দেবলোকে সম্মানের সহিত বাস

করিয়া থাকে। ইহাতে প্রচুর দক্ষিণা-
দান করা কর্তব্য। প্রচুর দক্ষিণাদাতা—পিতা,

পিতামহ, প্রপিতামহ—এই তিন পুরুষকেই

নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে; সন্দেহ

নাই। যেখানে স্তূত ও ক্ষীরবাহিনী কৃত্রিম

সরিৎ প্রবাহিত হয়, যেখানে দধি ও ঘৃথের

কর্দম বিদ্যমান, যেখানে তরুগণ বাহিত কল

দান কবে, দাতার সেই স্থানে গতি হইয়া

গোলোকঃ স্থলভস্তস্ত ব্রহ্মলোকঃ পার্থিব ॥৮
 স্ত্রিয়শ্চ তং চন্দ্রসমানবক্রাঃ
 প্রভপ্তজাধুনদভুল্যক্রাণাঃ ।
 মহানিতহাস্তধুবন্তমধ্যা
 ভজন্ত্যজস্রঃ নলিনাভনেত্রাঃ ॥ ৯
 ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে ধেনুদানং নাম
 পঞ্চাধিক দ্বিশততমোহ অধ্যায়ঃ ॥ ২০৫ ॥

ষড়্ধিক দ্বিশততমোহ অধ্যায়ঃ ।

মহুরুবাচ ।

কৃষ্ণাজিন প্রদানস্ত বিধিকালো মমানঘ ।
 ব্রাহ্মণক তথাচক্ৰ তত্র মে সংশয়ো মহান ॥ ১
 মৎস্ত উবাচ ।
 বৈশাখী পৌর্ণমাসী চ গ্রহণে শশি-সূর্য্যয়োঃ ।
 পৌর্ণমাসী তু যা মাঘে আষাঢ়ী কার্ত্তিকী তথা
 উত্তরায়ণদ্বাদশী বা তস্তাং দত্তং মহাকলম্ ।
 আহিতায়িষিজে যন্ত তদেয়ং তস্ত পার্থিব ॥৩

ধাকে । হে পার্থিব ! তাহার পক্ষে গোলোক
 স্থলভ এবং সে ব্রহ্মলোকও লাভ করিতে
 পারে । সেখানে তাহাকে ভগ্ন জাধুনদ-
 সুবর্ণবর্ণা চন্দ্রসমানাননা ; নলিন-নয়না, বর্জুল-
 কীর্ণ মধ্যশালিনী, বিশালনিতম্বিনী, রমণী-
 গণ নিরন্তর ভজনা করে । ১—২ ।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৫ ।

ষড়্ধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মহু কহিলেন,—হে অনঘ ! আমাকে
 কৃষ্ণাজিন দানের বিধান, কাল ও সম্প্রদানীয়
 ব্রাহ্মণের বিশেষ বিবরণ বলুন । এ বিষয়ে
 আমার মহান সংশয় আছে । মৎস্ত কহি-
 লেন,—চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ, বৈশাখ, মাঘ,
 আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা, কিংবা
 উত্তরায়ণদ্বাদশীতে কৃষ্ণাজিন দানে বিশেষ
 ফল হয় । হে রাজন ! আহিতায়ি
 ব্রাহ্মণকে উহা দান করা উচিত । যে

যথা যেন বিধানেন তন্মে নিগদন্তঃ শৃণু ।
 গাময়েনোপলিপ্তে তু শুচৌ দেশে নরাধিপ ॥
 আদাবেব সমাস্তীর্ধ্য শোভনং বস্ত্রমাবিকম্ ।
 ততঃ সশৃঙ্গং সধূরমাস্তরেৎ কৃষ্ণমার্গকম্ ॥ ৫
 কর্তব্যং কৃষ্ণশৃঙ্গং তদ্রোপ্যদন্তং তথৈব চ ।
 লাক্সলং মৌক্তিকৈর্যুক্তং তিলচ্ছদ্রং তথৈব চ ॥
 তিলৈশ্চ শিথিতং কৃষ্ণা বাসসাচ্ছাদয়েচ্ছুচিঃ ।
 সুবর্ণনাভং তৎ কুর্ধ্যাদলকুর্ধ্যাবিশেষতঃ ॥ ৭
 রত্নৈর্গন্ধৈর্ঘ্রখাশক্ত্যা তস্ত দিম্মু চ বিস্তসেৎ ।
 কাংশপাত্রাণি চচারি তেষু দদ্যাদযথাক্রমম্ ॥৮
 মৃগ্যেষু চ পাত্রেষু পূর্বাদিষু যথাক্রমম্ ।
 স্নাতং ক্ষীরং দধি ক্ষৌদ্রমেবং দদ্যাদযথাবিধি ॥
 চম্পকস্ত তথা শাখামব্রণং কুস্তমেব চ ।
 বাহোপস্থানকং কৃষ্ণা শুভচিত্তাঃ নিবেশয়েৎ ॥
 সূক্ষ্মবস্ত্রং শুভং পীতং মার্জ্জনার্থং প্রযোজয়েৎ ।
 তথা ধাতুময়ীঃ পাত্রীঃ পাদযোস্তস্ত দাপয়েৎ ।
 যানি কানি চ পাপানি ময়া লোভাৎ কৃতানি বৈ

প্রকারে যে বিধানে উহা দান করিতে হয়,
 আমি তাহা বলিতেছি ; আপনি শ্রবণ
 করুন । হে নরনাথ ! গোমরোপলিপ্ত
 শুচিভূতগে একখানি মেঘলোমজ বস্ত্র আন্ত-
 রণপূর্ব্বক তত্পরি সশৃঙ্গ, সধূর, কৃষ্ণাজিন
 স্থাপন করিবে । উহার শৃঙ্গে বর্ণ, দন্তে
 রোপ্য, লাক্সলে মৌক্তিক এবং শিখাভাগে
 তিল বিস্তাস করিয়া উপরিভাগেও তিল
 ছড়াইয়া দিবে । পরে পবিজ বস্ত্র দ্বারা উহা
 আচ্ছাদন করিবে । উহার নাভিতে সুবর্ণ
 দিবে এবং বিশেষরূপে উহাকে অলঙ্কৃত
 করিবে । চতুর্দিকে রত্ন ও গন্ধদ্রব্য সকল
 বিস্তাস করা কর্তব্য । চতুর্দিকে চারিটি
 কাংশপাত্র স্থাপন করিবে । আর পূর্ব্বদি
 দিকে মৃগ্যপাত্র যথাক্রমে স্নাত, ক্ষী, দধি ও মধু
 দ্বারা পূর্ণ করিয়া স্থাপনান্তে একটি অস্তর কুস্ত
 ও একটি চম্পকশাখা উহার পূর্ব্বদিকে স্থাপন
 করিবে । মার্জ্জনার্থ একখানি সূক্ষ্ম বেত বস্ত্র
 দিবে । পাদদ্বয়ে ধাতুময় একটি পাত্র
 বিস্তাস করিবে । ১—১১ । ‘আমি লোভ-

লৌহপাত্ৰাদিদানেন প্রণশস্ত মমাতু বৈ ॥ ১২
 তিলপূৰ্ণং ততঃ কৃত্বা বামপাদে নিবেশয়েৎ ।
 যানি কানি চ পাপানি কণৌশানি কৃত্তানি চ ॥
 কাংস্তপাত্ৰপ্রদানেন তানি নশস্ত মে সদা ।
 মধুপূৰ্ণং তৎ কৃত্বা পাদে বৈ দক্ষিণে স্তসেৎ ॥
 পরাপবাদপৈশুস্তাদৃশা মাংসস্ত ভক্ষণাৎ ।
 তজ্জোখিতক মে পাপং তাম্রপাত্ৰাৎ প্রণশস্তু ॥
 কস্তানুভাঙ্গবাকৈব পরদারভিক্ষণাৎ ।
 রৌপ্যপাত্ৰপ্রদানাদ্ধি ক্ৰিপ্ৰং নাশং প্রযাতু মে
 উৰ্দ্ধপাদে দ্বিমে কার্যো তাম্রস্ত রজতস্ত চ ।
 জয়জয়সহস্বেষু কৃতং পাপং কুব্ধিনা ॥ ১৭
 সুবর্ণপাত্ৰদানাৎ তু নাশয়াত জনাৰ্দ্দন ।
 হেম-মুক্তা-বিজয়ক দাড়িমং বোজপূরকম্ । ১৮
 প্রশস্তপাত্রে শবণে যুগ্মে শৃঙ্গটকানি চ ।
 এবং কৃত্বা যথোক্তেন সৰ্ব্বশাকফলানি চ ॥ ১৯

তৎপ্রতিগ্রহবিধিধানাহিতাগ্নির্বিজোক্তমঃ ।
 স্নাতো বস্ত্রযুগচ্ছয়ঃ স্বশক্ত্যা চাপ্যলকৃতঃ ॥ ২০
 প্রতিগ্রহস্ত তন্তোক্তঃ পুচ্ছদেশে মহোপতে ।
 তত এবং সমীপে তু মস্ত্রমেনমুদীরয়েৎ ॥ ২১
 কৃষ্ণঃ কৃষ্ণগলো দেবঃ কৃষ্ণাজিনধরস্তথা ।
 তদানাক্লুতপাপস্ত প্রীততাং বুধভক্ষকঃ ॥ ২২
 অনেন বিধিনা দত্তা যথাবৎ কৃষ্ণমার্গকম্ ।
 ন স্পৃশ্তোহসৌ বিজো রাজঃশ্চিতিযুগসমো
 হি সঃ ॥ ২৩
 তং দানে শ্রাদ্ধকালে চ দূরতঃ পরিবৰ্জয়েৎ ।
 শৃগুগাং প্রেষ্য তং বিপ্রং মঙ্গলশ্রানমাচরেৎ ॥
 পূৰ্ণকুন্তেন রাজেন্দ্র শাখয়া চম্পকস্ত তু ।
 কৃত্বাচাৰ্য্যশ্চ কলশঃ মস্ত্রেনানেন মুৰ্দ্ধনি ॥ ২৫
 আপ্যায়ন্ত সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ঋচা সংশ্রাপ্য ষোড়শ ।
 অহতে বাসদী বীত আচাভ্যুঃ শুচিতামিমাং ॥

যশে যে কোন পাপ করিয়াছি, এই লৌহ-
 পাত্ৰ দানের কালে সে সকল আশু বিনষ্ট
 হউক ।' এই মন্ত্রে ঐ পাত্ৰ দান করা
 বিহিত । অতঃপর তিলপূর্ণ কাংস্তপাত্ৰ সেই
 কৃষ্ণাজিনের বামপাদে বিস্তার করিয়া 'আমি
 কেবল শুনা কথায় নির্ভর করিয়া যে কোন
 পাপ করিয়াছি, এই কাংস্তপাত্ৰ প্রদানে তৎ-
 সমস্ত বিনষ্ট হউক ।' এই মন্ত্রে দান করিবে ।
 দক্ষিণপাদে মধুপূর্ণপাত্ৰ বিস্তার করিয়া 'আমার
 পরাপবাদ, খলতা ও বুধা মাংসভক্ষণজনিত
 দোষ এই তাম্রপাত্ৰদানমাহাত্ম্যে অপগত
 হউক ।' এই মন্ত্রে দান করিবে । কস্তা
 কিংক গাভীর নিমিত্ত মিথ্যা কথন ও
 পরদারধ্বংসজন্য পাপ সকল এই রৌপ্যপাত্ৰ
 প্রদানে সমস্ত বিনষ্ট হউক । উৰ্দ্ধপাদদ্বয়ে
 তাম্র ও রজতপাত্ৰদ্বয় বিস্তার করিবে ।
 "হে জনাৰ্দ্দন ! সহস্র সহস্র জন্মে কুব্ধিবশে
 যত পাপ করিয়াছি, সুবর্ণপাত্ৰ দানকালে
 তৎসমস্ত বিনষ্ট হউক ।" এই মন্ত্রে সুবর্ণ
 পাত্ৰ দান করিতে হয় । প্রশস্ত হেম,
 মুক্তা, বিজয়, দাড়িম ও বোজপূরক উহার
 শবণ দেশে স্থাপন করিবে । যুগ্মে শৃঙ্গটক

দান করিবে । এইরূপে যথোক্ত বিধানে 'বিবিধ
 শাক, মূল ও ফলাদি সঞ্চিত করিয়া দান
 করিবে । প্রতিগ্রহকারী আহতায়ি সদ-
 ব্রাহ্মণ শ্রানপূৰ্ব্বক বস্ত্রবস্ত্র পরিধান করিয়া
 শক্ত্যনুরূপ অলঙ্কৃত হইয়া এই দান গ্রহণ
 করিবেন । ১২—২০ । রাজন্ ! কৃষ্ণাজিনের
 পুচ্ছদেশে প্রতিগ্রহ করা বিহিত ।" পুচ্ছদেশে
 আসিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে । এই কৃষ্ণা-
 জিন দানকালে কৃষ্ণ, কৃষ্ণকণ্ঠ, কৃষ্ণাজিনধর
 শব্দর আমার প্রতি শ্রীত হউন ।" হে মহা-
 রাজ ! এই বিধান অনুসারে কৃষ্ণাজিন
 দান করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে আর স্পর্শ
 করিতে নাই ; কারণ, সে চিতার যুগ্মের স্তায়
 অস্পৃশ্য । অপর দ্বব্য দানকালে কিম্বা
 শ্রাক বিষয়ে সেই ব্রাহ্মণকে দূরে পরিহার
 করিবে । নিজ ভবন হইতে সেই ব্রাহ্মণকে
 বিদায় করিয়া দিয়া চম্পকশাখায়ুক্ত পূর্ণ-
 কুন্তোদকে মঙ্গলশ্রান করিতে হয় । আচাৰ্য্য
 সেই কলসটি লইয়া "অপ্যায়ন্ত" ও "সমুদ্র
 জ্যেষ্ঠা" ইত্যাদি ষোড়শ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক
 যজমানের মস্তকে অভিষেক করিবেন ।

তবাসঃ কুন্তসহিতঃ নৌদ্বা ক্ষেপ্যং চতুস্পথে ।
 কুন্তেনানেন যা তুষ্টির্ন সা শক্যা অরৈরগ্নি ॥২৭
 বভূঃ হি নৃপতিশ্রেষ্ঠ তথাপ্যুদ্দেশতঃ শৃণু ।
 সমগ্রভূমিদানস্ত ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ২৮
 সর্বান লোকান্চ জয়তি কামচারী বিহঙ্গবৎ ।
 আভূতসংপ্রবং যাবৎ স্বর্গমাপ্নোতাসংশয়ম্ ॥২৯
 ন পিতা পুত্রমরণং বিয়োগং ভাৰ্য্যা সহ ।
 ধনদেশপরিভ্যাগং ন চৈবেহাশ্রুয়াৎ কচৎ ॥৩০
 কৃৎসেপিতং কৃৎসুগস্ত চর্য
 দ্বা দ্বিজেন্দ্রাষ সমাহিতাঙ্গা ।
 যথোক্তমেতন্নরণং ন শোচেৎ
 প্রাপ্নোত্যভীষ্টং মনসঃ ফলং তৎ ॥ ৩১
 ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে কৃৎসজিনপ্রদানং
 নাম ষড়ধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০৬॥

পরে অচ্ছিন্ন বসনদ্বয় পরিধান করিয়া
 আচমন করিবে । এইরূপ করিলে
 দাতার পবিত্রতা লাভ হয় । কুন্তসহ সেই
 বস্ত্রদ্বয় লইয়া যাইয়া চতুস্পথে ক্ষেপণ
 করিবে । হে নৃপতিপ্রার! এই কার্য
 করিলে যে তুষ্টিদায়ক পুণ্য সাধিত হয়,
 অন্নগণও তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারেন
 না । তথাপি আমি সংক্ষেপে তোমাকে এই
 মাত্র বলিতেছি যে, সেই দাতা সমগ্র ভূমি-
 দানের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয় এবং কাম-
 চারী বিহঙ্গবৎ সর্বলোকে সম্মানে বিচরণ
 করত কল্পকাল যাবৎ স্বর্গস্থ উপভোগ
 করিয়া থাকে । আমি নিঃসংশয়ে বলিতেছি,
 যে, সেই মানব ইহকালে কদাচ পিতা, পুত্র,
 পত্নী, ধন ও দেশাদি বিয়োগজনিত ক্লেশ
 অনুভব করে না । যে মানব সমাহিত
 মনে এই বিধানে সদ্ভ্রাত্ম্যে কৃৎসের অভিমত
 কৃৎসুগচর্য দান করে, সে কদাপি শোকগ্রস্ত
 হয় না; পরন্তু তাহার সর্ব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ
 হয় । ২১—৩১ ।

ষড়ধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৬ ।

সপ্তাধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

মমুক্রবাচ ।

ভগবন শ্রোতুমিচ্ছামি বুযন্তস্ত চ লক্ষণম্ ।
 কুষোৎসর্গবিধিকৈব তথা পুণ্যভয়ং মহৎ ॥ ১
 মৎস্ত উবাচ ।
 ধেনুমান্দৌ পরীক্ষেত স্নানীলাঞ্চ গুণাধিতাম্ ।
 অব্যঙ্গ্যমপরিষ্কৃষ্টাং জীববৎসামরোগিণীম্ ॥ ২
 স্নিগ্ধবর্ণাং স্নিগ্ধখুরাং স্নিগ্ধশৃঙ্গীং তথৈব চ ।
 মনোহরাকৃতিং সৌম্যাং সুপ্রমাণামহুঙ্কতাম্ ॥ ৩
 আবর্জৈর্দক্ষিণাবর্জৈর্বৃক্তাং দক্ষিণতন্তথা ।
 বামাবর্জৈর্বামতন্ত বিস্তীর্ণজঘনাং তথা ॥ ৪
 যুহুসংহততাম্রোষ্ঠীং রক্তগ্রীবাসুশোভিতাম্ ।
 অশ্রামদীর্ঘা ক্ষুটিতা রক্তজিহ্বা তথা চ বা ॥ ৫
 অস্রানাবিলনেত্রা চ শকৈরবিরলৈর্দৃঢ়ৈঃ ।
 বৈদূর্যমধুবর্ণৈশ্চ জলবুদ্‌দসন্নিভৈঃ ॥ ৬
 রক্তস্নিগ্ধৈশ্চ নয়নৈস্তথা রক্তকনৌনিকৈঃ ।
 সপ্ত চতুর্দশদন্তা তথা বা শ্রামতালুকা ॥ ৭
 বড়ুরতা সুপার্শ্বকুঃ পৃথুপঞ্চসমায়তা ।

সপ্তাধিক বিংশততম অধ্যায়ঃ ।

মমু কহিলেন,—ভগবন! আমি বুযোৎ-
 সর্গের বিধান সহ বুয়ের লক্ষণ ও উহার
 মহৎ পুণ্যকল অনিতে কামনা করি । মৎস্ত
 কহিলেন,—প্রথমতঃ ধেনু পরীক্ষা করিবে ।
 স্নানীলা, গুণাধিতা অবিকৃতাক্ষা, অহরুলা,
 জীববৎসা, অরোগিণী, স্নিগ্ধবর্ণা, স্নিগ্ধশৃঙ্গী,
 স্নিগ্ধখুরযুতা, মনোহরাকৃতি, সুদৃঢ়া, মধ্যম-
 প্রমাণা, অহুঙ্কত, আবর্জযুক্তা; বিশেষতঃ
 দক্ষিণ পার্শ্বে দক্ষিণাবর্জযুক্তা, বামপার্শ্বে
 বামাবর্জযুক্তা, যুহু সংহত তাম্রোষ্ঠবতী
 রক্তগ্রীবা, শোভাধিতা, এবং যাহার জিহ্বা
 কৃৎসবর্ণ নহে, পরন্তু উহা আরক্ত ও অক্ষুটিত,
 যাহার নেত্র অস্র দ্বারা আবৃত নহে, যাহার
 খুরমধ্যে বিস্তৃত অংশের ব্যবধান অল্প,
 যাহার নয়ন বৈদূর্য ও মধুবর্ণ, জলবুদ্‌দসদৃশ,
 রক্ত-স্নিগ্ধ ও রক্ত তারাবিশিষ্ট, যাহার সাতটি
 করিয়া চতুর্দশটি দন্তোদগম হইয়াছে, যাহার

অষ্টায়তশিরগ্রীবা যা রাজন্ সা সুলক্ষণা ॥৮
মম্বকবাচ ।

যদুন্নতাঃ কে ভগবন্ কে চ পঞ্চ সমায়তাঃ ।
আয়তাশ্চ তথৈবাত্তৌ ধেনুনাং কে শুভাবহাঃ ॥
মৎস্ত উবাচ ।

উরঃ পৃষ্ঠঃ শিরঃ কৃকী শ্রোগী চ বসুধাধিপ ।
যদুন্নতানি ধেনুনাং পূজয়ন্তি বিচক্ষণাঃ ॥ ১০
কর্ণৌ নেত্রে ললাটঞ্চ পঞ্চ ভাস্করনন্দন ।
সমায়তানি শস্ত্রে পুচ্ছঃ সাস্ত্রা চ সন্ধিনী ॥ ১১
চহরশ্চ স্তনা রাজন্ জেয়া হস্তৌ মনৌষিভিঃ ।
শিরো-গ্রীবায়ত্যাশ্চৈতে ভূমিপাল দশ স্মৃতাঃ ॥
তন্তাঃ স্মৃতঃ পরীক্ষেত বুযভঃ লক্ষণাধিতম্ ।
উন্নতকৃক্ককুদমুজ্জলাঙ্গুলকম্বলম্ ॥ ১৩
মহাকটিতটক্কঃ বৈদূর্যমণিলোচনম্ ।
প্রবালগর্ভশৃঙ্গাঃ সূদীর্ঘপৃথুবালধিম্ ॥ ১৪
নবাষ্টাদশসংখ্যেবা ভীক্কাটৈর্দর্শনৈঃ শুভৈঃ ।

মল্লিকাঙ্কশ্চ মোক্তব্যো গৃহেহপি ধনধান্যদঃ ।
বর্ণতস্ত্রাশ্রকপিলো ব্রাহ্মণস্ত প্রশস্ততে ।
শ্বেতো রক্তশ্চ কৃষ্ণশ্চ গৌরঃ পাটল এব চ ॥ ১৬
শৃঙ্গিনস্ত্রাপৃষ্ঠশ্চ শবলঃ পঞ্চবালকৈঃ ।
পৃথুকর্ণো মহাক্কঃ শ্লক্ষুরোমা চ যো ভবেৎ ।
রক্তাক্কঃ কপিলো যশ্চ রত্নশৃঙ্গলো ভবেৎ ॥
শ্বেতোদরঃ কৃষ্ণপার্শ্বো ব্রাহ্মণস্ত তু শস্ততে ।
শ্লক্ষো রক্তেন বর্ণেন কত্রিয়স্ত প্রশস্ততে ॥ ১৮
কাঞ্চনাভেন বৈশ্যস্ত কৃষ্ণেনাপাশ্রাজয়নঃ ।
যশ্চ প্রাগায়তে শৃঙ্গে ক্রমুখাভিমুখে সদা ॥ ১৯
সক্কেষামেব বর্ণানাং সমঃ সন্মার্থসাধকঃ ।
মার্জ্জারপাদঃ কপিলো ধন্তঃ কপিলপিঙ্গলঃ ॥ ২০
শ্বেতো মার্জ্জারপাদস্ত ধন্তো মণিনিভেক্ষণঃ ।
করটঃ পিঙ্গলশ্চৈব শ্বেতপাদস্তথৈব চ ॥ ২১
সর্ষপাদসিতো যশ্চ ক্షিপাদশ্চৈব এব চ ।
কপিঞ্জলনিতো ধন্তস্তথা তিত্তিরিসম্নিভঃ ॥ ২২

তানুদেণ স্ত্রামবর্ণ, যাহার পার্শ্ব ও উরুদেশ
সুদৃশ, এবং যাহার ছয় স্থান উন্নত, পঞ্চ স্থান
সম-আয়ত ও অষ্ট স্থান আয়ত, সেই ধেনুই
সুলক্ষণা । মম্বকহিলেন—ভগবন্ ধেনুদিগের
কোন ছয় স্থান উন্নত ? কোন পঞ্চ স্থানই বা
সমায়ত ? আর কোন অষ্ট স্থান শুভাবহ ?
১—২ । মৎস্ত কহিলেন,—বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, মস্তক,
কৃকী, শ্রোগী,—হে রাজন্ ! ধেনুদিগের এই
ছয় স্থান উন্নত হইলে বিচক্ষণ জনগণ
উহার প্রশংসা করিয়া থাকেন । হে ভাস্কর-
নন্দন ! কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয় ও ললাট,—এই
পঞ্চ স্থান সম-আয়ত হইলে তাহা প্রশস্ত ।
আর পুচ্ছ, সাস্ত্রা, সন্ধিদ্বয় ও চারিটি স্তন,—
এই অষ্ট স্থান এবং মস্তক ও গ্রীবা—সমষ্টিতে
এই দশ স্থান আয়ত হইলে তাহা প্রশংসা-
যোগ্য । উহার বৎসেরও লক্ষণ বিচার করা
বিধেয় । উহাও সুলক্ষণ হওয়া আবশ্যক । ঐ
বুষের স্বক্ক, ও কবুদ উন্নত ; লাদুল ও গল
কবল সরল ; কটিতট ও স্বক্কদেশ বিশাল,
নয়ন বৈদূর্যমণিতুল্য ; শৃঙ্গাথ প্রবালগর্ভসম
এবং পুচ্ছলোম সূদীর্ঘ ও স্থল ; নয়টি করিয়া

অষ্টাদশটি দন্ত সুদৃশ, এবং নেত্রদ্বয় মল্লিকা-
কুমুমসম হওয়া প্রশস্ত । এতাদৃশ বুয
উৎসর্গ করা কর্তব্য । তাত্র ও কপিলবর্ণ বুয
ব্রাহ্মণের পক্ষে উৎসর্গ করা প্রশস্ত ।
শ্বেত, রক্ত, গৌর, কৃষ্ণ, কপিল, পাটল-
বর্ণ তাত্রপৃষ্ঠ, শবল কিংবা বিবিধবর্ণ, বিশাল-
কর্ণ, মহাক্ক, চিক্কণরোমা, রক্তলোচন; রক্ত-
শৃঙ্গ, রক্তস্তন, শোভাদর, কৃষ্ণপার্শ্ব ; এবদ্বিধ
লক্ষণাধিত বুয দান করা ব্রাহ্মণের পক্ষে
প্রশস্ত । শ্লক্ষ ও রক্তবর্ণ বুয কত্রিয়ের,
কাঞ্চনাভ বুয বৈশ্যের এবং কৃষ্ণবর্ণ বুয
শূদ্রের দান করা কর্তব্য । যাহার শৃঙ্গদ্বয়
সম্মুখভাগে ভ্রুর দিকে অগ্রসর, সেই বুয
সকল বর্ণেরই দানকার্যে প্রশংসনীয় । যাহার
পাদ চতুষ্টয় মার্জ্জারপাদ সদৃশ, যাহার বর্ণ
কপিল, কিংবা কপিল-পিঙ্গল সেইবুয দাতার
পরমোৎকর্ষ-সাধক । যে বুয শ্বেত বা পিঙ্গল,
যাহার পাদভাগ শ্বেতবর্ণ, যাহার নেত্র মণিসম
সমুজ্জ্বল, উহাকে ধন্ত বলা যায় । যাহার দুই
বা চারিপাদই শ্বেতবর্ণ, এবং যাহা কপিঞ্জল
বা তিত্তিরিতুল্য, তাহাকে করট বলা যায় ।

আকর্ণমূলশ্বেতস্ত মুখং যন্ত প্রকাশতে ।

নন্দীমুখঃ স বিজ্ঞেয়ো রক্তবর্ণো বিশেষতঃ ॥২০

শ্বেতস্ত জঠরং যন্ত ভবেৎ পৃষ্ঠঞ্চ গোপতেঃ ।

বৃষতঃ স সমুজ্জাধ্যঃ সততং কুলবর্ধনঃ ॥ ২৪

মল্লিকাপুষ্পচিত্রশ্চ ধন্তো ভবতি পুঙ্গবঃ ।

কর্মলৈর্মণ্ডলৈশ্চাপি চিত্রো ভবতি ভাগ্যদঃ ॥

অতসীপুষ্পবর্ণশ্চ তথা ধন্ততরঃ স্মৃতঃ ।

এতে ধন্তাস্তথাধন্তান কীর্ত্তয়িষ্যামি তে নৃপ ॥

রুক্ষতাধোষ্ঠবদনা রুক্ষশৃঙ্গশফাশ্চ যে ।

অব্যক্তবর্ণা হৃষাশ্চ ব্যাঘ্রসিংহনিভাশ্চ যে ॥ ২৭

ধাজ্জ-গৃধ্রসবর্ণাশ্চ তথা মুষকসন্নিভাঃ ।

কৃষ্ঠাঃ কাণাস্তথা খঞ্জাঃ কেকরাক্ষাস্তথৈব চ ॥২৮

বিষমশ্বেতপাদাশ্চ উদ্ভ্রাস্তনয়নাস্তথা ।

নৈতে বৃষাঃ প্রমোক্তব্যান চ ধার্য্যাস্তথা গৃহে

মোক্তব্যানাঞ্চ ধার্য্যানুং ভূয়ো বক্ষ্যামি লক্ষণম্

স্বস্তিকাকারশৃঙ্গাশ্চ তথা হেমঘৌষনিম্বনাঃ ॥ ৩

মহাপ্রমাণাশ্চ তথা মন্ত্রমাতঙ্গগামিনাঃ ।

যাহার কর্ণমূলাবধি মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ, বিশেষতঃ যাহার গাত্র রক্তবর্ণ, তাহাকে নান্দী-মুখ বলে। যাহার জঠর ও পৃষ্ঠদেশ শ্বেতবর্ণ, উহাকে সমুজ্জ বলে। এই বৃষ বংশ-রুদ্ধিকর। মল্লিকাপুষ্পসম বিচিত্রবর্ণ বৃষ, দাতার ধনধান্ত রুদ্ধি করে। পদ্মসম মণ্ডলশাগী বৃষ ভাগ্যবর্ধক। আতসীপুষ্প-সবর্ণ বৃষ স্মৃদ্ধিবর্ধক। এই আমি প্রশস্ত বৃষের কথা कहিলাম; হে নৃপ! অতঃপর নির্দিষ্ট বৃষের লক্ষণ বলিতেছি। যাহার তালু, ওষ্ঠ ও বদন রুক্ষবর্ণ, শৃঙ্গ ও খুর রুক্ষ, বর্ণ অপরিস্ফুট, আকার হৃষ, কিম্বা যে বৃষ ব্যাঘ্র বা সিংহাকার-ভয়ঙ্কর, কাক বা গৃধ্র সবর্ণ, মুষিকসমান, কক্ষাক্ষম, কাণ, খঞ্জ, কেকর, বিষমপাদ, শ্বেতপাদ ও উদ্ভ্রাস্তনয়ন, ইত্যাদি কুলক্ষণযুক্ত বৃষ উৎসর্গ করিবে না; কিম্বা গৃহে প্রতিপালনও করিবে না। উৎসর্গযোগ্য ও গৃহে পালনোপযোগী বৃষের লক্ষণ পুনরায় বলিতেছি। ১০—৫০। যাহার শৃঙ্গষয় স্বস্তিকাকার, নিম্বন মেঘরাবসম, প্রমাণ বৃহৎ, গমন মন্ত্রমাতঙ্গসদৃশ, ঔন্নত্য

মহোরক্ষা মহোজ্জায়া মহাবলপরাক্রমাঃ ।

শিরঃ-কর্ণৌ ললাটঞ্চ বালধিশ্চরণাস্তথা ॥ ৩১

নেত্রে পার্শ্বে চ কৃকানি শস্তস্তে চন্দ্রভাসিনাম্

শ্বেতাশ্চেতানি শস্তস্তে কৃকান্ত তু বিশেষতঃ ॥

ভূমৌ কর্বতি লাক্সলং প্রলম্বস্থলবালধিঃ ।

পুরস্তাহৃদ্যতো নৌলো বৃষস্তশ্চ প্রশস্ততে ॥৩২

শক্তিধ্বজপতাকাঢ্যা যেবাং রাজী বিরাজতে ।

অনুজ্জাহন্ত তে ধন্তাশ্চিহ্নসিদ্ধিজয়াবহাঃ ॥ ৩৪

প্রদক্ষিণং নিবর্তন্তে হৃদয়ং যে বিনিবর্তিতাঃ ।

সমুন্নতশিরোগ্রীবীবা ধন্তাস্তে মুখবর্ধনাঃ ॥ ৩৫

রক্তশৃঙ্গাগ্রনয়নঃ শ্বেতবর্ণো ভবেদ্যদি ।

শকৈঃ প্রবালসদৃশৈর্নাস্তি ধন্ততরস্ততঃ ॥ ৩৬

এতে ধার্য্যাঃ প্রযতেন মোক্তব্যান যদি বা বৃষাঃ

ধারিতাশ্চ তথা মুক্তা ধন-ধান্তপ্রবর্ধনাঃ ॥ ৩৭

চরণানি মুখং পুচ্ছং যন্ত শ্বেতানি গোপতেঃ ।

অধিক, উন্নতস্থল বিশাল, বল-পরাক্রম অত্যধিক, তাদৃশ বৃষ প্রশস্ত। মস্তক, কর্ণ, ললাট, পুচ্ছলোম, পদ সকল, নেত্র ও পার্শ্বদেশ কৃকবর্ণ হওয়া শ্বেত-বৃষের পক্ষে প্রশস্ত। আর কৃকবর্ণ বৃষের এতৎসমস্ত শ্বেতবর্ণ হইলে প্রশস্ত বলিয়া জ্ঞাতব্য। যাহার পূর্ব ভাগ উন্নত, লাক্সল ভুবিলম্বিত, পুচ্ছলোম প্রলম্ব ও স্থূল, তাদৃশ নৌলবৃষ সবিশেষ প্রশস্ত। যে সকল বৃষের গাত্রে শক্তি-ধ্বজ-পতাকাদি চিহ্ন বিদ্যমান, সেই বৃষ, বিচিত্র সিদ্ধিও জয়াবহ। গমনে বাধা ঘটিলে যে বৃষ প্রদক্ষিণ ক্রমে নিবর্তিত হয়, এবং যাহাদিগের শিরোগ্রীবীবা সমুন্নত, তাদৃশ মুখবর্ধনকারী বৃষসমূহই ধন্ত। যাহার শৃঙ্গাগ্র ও নয়ন রক্তবর্ণ, এবং গাত্র শ্বেতবর্ণ, খুর সকল প্রবালসমবর্ণ, তদপেক্ষা ধন্ততর বৃষত আর নাই। এই সকল লক্ষণযুক্ত বৃষ গৃহে প্রতিপালন করা কর্তব্য, কিম্বা উৎসর্গ করা উচিত। ইহাদিগকে গৃহে পালনই করুক আর উৎসর্গই করুক—ইহারা ধন-ধান্তবর্ধক। যে বৃষের মুখ, পুচ্ছ ও চরণচতুষ্টয় শ্বেতবর্ণ, এবং গাত্র লাক্সারস-সমান বর্ণ

লাক্ষারসসর্বশ্চ তং নীলমিতি নির্দিশেৎ ॥৩৮
 বুধ এব স যোক্তব্যো ন সঙ্ঘার্ষ্যো গৃহে ভবেৎ
 তদর্থমেষ চরতি লোকে গাথা পুরাতনী ॥৩৯
 এষ্টব্য বহবঃ পুত্রা যন্তেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ
 গৌরীকাপ্যুৎসেৎকন্তাঃ নীলং বা বুধমুৎসেৎ
 এবং বুধঃ লক্ষণসম্মুখঃ
 গৃহোক্তবঃ ক্রৌতমথাপি রাজন্ ।
 মুক্তা ন শোচেন্নরণঃ মহাত্মা
 মোক্ষং গতচ্চাহমতোহতিথ্যাস্তে ॥ ৪১

ইতি ক্রীমাৎস্রে মহাপুরাণে বুধতলক্ষণং নাম
 সপ্তাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৭ ॥

অষ্টাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

স্মৃত উবাচ ।

ততঃ স রাজা দেবেশঃ পপ্রচ্ছামিতবিক্রমঃ ।
 পতিব্রতানাং মাহাত্ম্যং তৎসদ্ব্যং কথামপি ॥১
 মমুক্ষুবাচ ।

পতিব্রতানাং কা শ্রেষ্ঠা কয়া মৃত্যুঃ পরাজিতঃ ।

তাহাকে নীলবুধ বলিয়া নির্দেশ করা হয় ।
 এই নীল বুধকে গৃহে রাখিতে নাই । ইহাকে
 উৎসর্গ করাই কর্তব্য । এ বিষয়ে লোকে
 এই গাথা প্রচলিত আছে যে, বহু পুত্র
 কামনা করা কর্তব্য । কারণ, তাহাদিগের
 মধ্যে কোন জন অবশ্যই গৌরী কন্তাদান,
 কিম্বা নীলবুধ উৎসর্গ করিবে । রাজন্ !
 গৃহজাত কিম্বা ক্রৌত এবদ্বিধ লক্ষণাযিত
 বুধোৎসর্গ করিলে মহাত্মা মানব কদাচ
 শোকাব্রতব করে না । এই নিমিত্তই আমি
 এ বিষয় বলিতেছি । ৩১—৪১ ।

সপ্তাদিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৭ ।

অষ্টাদিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

স্মৃত কহিলেন,—অতঃপর সেই অমিত-
 বিক্রম রাজা সেই দেবেশ্বরসন্নিধানে পতি-
 ব্রতাদিগের মাহাত্ম্য ও তৎসদ্ব্যয় অপরাপর
 নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । মমুক্ষু কহি-

নামসঙ্কীর্ণনং কন্তাঃ কীর্তনীয়ঃ সদা নরৈঃ
 সর্বপাপক্ষয়করামদানীঃ কথয়ন্ত যে ॥ ২

মৎস্য উবাচ ।

বৈলোমাঃ ধর্ম্মরাজোহপি নাচরত্যথ যোষিতাম্
 পতিব্রতানাং ধর্ম্মজ্ঞ পূজ্যাত্মন্যপি তাঃ সদা ॥
 অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ ।
 যথা বিমোক্ষিতো ভর্তা মৃত্যুপাশগতঃ স্থিরা ॥
 মন্ড্রেষু শাকলো রাজা বভূবামপিতিঃ পুরা ।
 অপুত্রস্তপ্যমানোহসৌ পুত্রাখী সর্বকামদাম্ ॥
 আরাধয়তি সাবিজীং লক্ষিতোহসৌ

দ্বিজোত্তমৈঃ ।

সিদ্ধার্থকৈর্হুয়মানাঃ সাবিজীঃ প্রত্যহং দ্বিজৈঃ
 শতসংখ্যৈশ্চতুর্থাংশ দশমাসাগতে দিনৈঃ ।

কালে তু দর্শয়ামাস স্বাং তনুং মমুজেন্দ্রম্ ॥

সাবিজবোচ ।

রাজন্ ভক্তোহসি মে নিত্যং দাস্ত্যসি স্বাং
 স্মৃতাং সদা ।

লেন,—পতিব্রতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা কে ?
 মৃত্যুকে কোন্ রমণী পরাজিত করিয়াছিল ?
 নরগণের পক্ষে কোন নারীর নাম কীর্তন
 করা কর্তব্য ? কাহার বিবরণ সর্বপাপ-
 হর ? ইদানীং আমাকে এতৎসমস্ত
 বৃত্তান্ত বলুন । মৎস্য কহিলেন,—পতিব্রতা
 রমণীগণের প্রতিক্লাচরণ করিতে যমরাজও
 সাহস করেন না । হে ধর্ম্মজ্ঞ ! পতিব্রতা-
 গণ ধর্ম্মরাজেরও সতত সন্মাননীয় । এবিষয়ে
 তোমাকে একটি পাপনাশন উপাখ্যান বলি-
 তেছি । পূর্বে এক নারী মৃত্যুপাশগত পতিকে
 পরিজ্ঞাপ করিয়াছিল । তুমি মনোযোগ
 সহকারে শ্রবণ কর । পুরাকালে মন্ডদেশে
 অম্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁহার
 পুত্র না হওয়ায় তিনি পুত্রকামনায় সর্বকামদা
 সাবিজীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন । বহু
 ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতিনিধিরূপে অগ্নিতে প্রতি-
 দিন যেত সর্বপ দ্বারা শত শত হোম আরম্ভ
 করিলেন । এইরূপে দশমাস অতীত হইলে
 সাবিজী দেবী সেই রাজাকে দর্শন প্রদান
 করিলেন । সাবিজী কহিলেন,—রাজন্ !

তাং দত্তাং মৎপ্রসাদেন পুত্রীং প্রাপ্যসি
শোভনাম্ ॥ ৮
এতাবহুকা সা রাজ্যঃ প্রণতশ্চৈব পার্শ্বিব ।
জগামাদর্শনং দেবী যথা বৈ নৃপ চক্ৰা ॥ ৯
মালতী নাম তস্তাসৌদ্রাজ্যঃ পত্নী পতিব্রতা ।
সুধুবে তনয়াঃ কালে সাবিজ্ঞৌমিব রূপতঃ ॥ ১০
সাবিজ্ঞাহুতয়া দত্তা তক্রপসদৃশী তথা ।
সাবিজ্ঞৌ চ ভবত্বেষা জগাদ নৃপতির্দ্বিজান্ ॥ ১১
কালেন যৌবনং প্রাপ্তা দদৌ সত্যবতে পিতা
নারদস্ত ততঃ প্রাহ রাজানঃ দীপ্ততেজসম্ ॥ ১২
সংবৎসরেণ কীণায়ুর্ভবিস্যতি নৃপাত্মজঃ ।
সক্লং কস্তাঃ প্রদীয়ন্তে চিস্তয়িত্বা নরাধিপ ॥ ১৩
তথাপি প্রদদৌ কস্তাং দ্যুমৎসেনান্নজ্ঞে শুভে
সাবিজ্ঞ্যপি চ ভর্তারমাসাজ নৃপমন্দিরে ॥ ১৪
নারদস্ত তু বাক্যেন দ্যুমতেনৈন চেতসা ।
শুক্রবাং পরমাং চক্রে ভর্তৃ-শুভরয়োর্বনে ॥ ১৫

ভূমি আমার নিয়ত ভক্ত, অতএব তোমাকে আমি প্রসন্ন হইয়া একটি শোভনা কস্তা দান করিতেছি । সেই দেবী এই বলিয়া বিদ্যা-তের স্তায় সহসা সেই ধ্রুত রাজার অদৃষ্ট হইলেন । ১—৯ । অনন্তর কিয়ৎকালান্তে সেই রাজার মালতী নামী পত্নী সাবিজ্ঞৌসদৃশ একটি রূপবতী কস্তা প্রসব করিলেন । “আহুতিতুঃ! সাবিজ্ঞৌ কর্তৃক প্রদত্তা, এবং রূপেও সাবিজ্ঞৌর তুল্যা বলিয়া ইহার নামও “সাবিজ্ঞৌ” হউক । রাজা এই কথা কহিলেন, কালক্রমে সেই কস্তা যৌবনপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাহাকে সত্যবানের করে সম্প্রদান করেন । অতঃপর একদা দেবর্ষি নারদ আসিয়া সেই দীপ্ততেজা রাজাকে কহিলেন,—“তোমার জামাতা সংবৎসর মধ্যেই অন্মায় হইয়া মরণাপন্ন হইবে । সেই নর-পতি “কস্তা একবারই প্রদত্তা হয়” ইহা চিন্তা করিয়া সেই দ্যুমৎসেনান্নজ সত্যবানের সহিত নিজ কস্তাকে বিদায় দিলেন । সাবিজ্ঞৌও নারদের সেই কথা ভাবিয়া পরিতপ্ত চিন্তে স্বীয় মন্দিরে কালাতিপাত করিতে

রাজ্যাদ্ভ্রষ্টঃ সভার্বাশ্চ নষ্টেচকূর্ণরাধিপঃ ।
ন * তুতোষ সমাসাজ রাজপুত্রীং তথা স্তুষাম্
চতুর্থেহহনি মর্তব্যং তথা সত্যবতা দ্বিজাঃ ।
শুভরেণাত্মহুজাতা তদা রাজসুতাপি সা ॥ ১৭
চক্রে ত্রিরাজ্যঃ ধর্ম্মজা প্রাপ্তে তস্মিন্শুভা দিনে
দাকু-পুষ্প ফলাহারী সত্যবাংশ্চ যযৌ বনম্ ॥
শুভরেণাত্মহুজাতা যাচনাওদ্রভীকণা ।
সাবিজ্ঞ্যপি জগামার্ভা সহ ভর্তা মহম্বনম্ ॥ ১৯
চেতসা দ্যুমতেনৈন গৃহ্যমানা মহম্বনম্ ।
বনে পপ্রচ্ছ ভর্তারং ক্রমাংচাসদৃশাংস্তথা ॥ ২০
আশ্বাসয়ামাস স রাজপুত্রীং
ক্রান্তাং বনে পদ্মবিশালনেত্রীম্ ।
সন্দর্শনেনাথ ক্রমদ্বিজানাং
তথা মৃগাণাং বিপিনে নৃধীরঃ ॥ ২১
ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে সাবিজ্ঞ্যপাখ্যানে
সাবিজ্ঞৌবনপ্রবেশো নামাষ্টাদিকদ্বিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৮ ॥

লাগিলেন । তদীয় শুভর রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পত্নীপুত্র সহ বনে বাস করিতেছিলেন ; সাবিজ্ঞৌ বনমধ্যে তাঁহাদিগের অতিশয় সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন । সেই অন্ধ রাজা বনমধ্যে তাদৃশী রাজপুত্রীকে বধু পাইয়া প্রীতলাভ করিতে লাগিলেন । পরে যখন সত্যবানের মৃত্যুর চারি দিন মাত্র বাকী আছে, তখন রাজার আদেশ অনুসারে সত্যবানের সহিত সেই সাবিজ্ঞৌ “সাবিজ্ঞা-ব্রতাহুতান দ্বারা তিন দিন উপবাসে অতি-বাহিত করিলেন । পরে চতুর্থ দিনে পিতার আদেশে যখন সত্যবান কাঠ মূল ফলাদি আহরণার্থ মনমধ্যে গমন করেন, তখন সাবিজ্ঞৌও তৎসহ যাইবার জন্য শুভরসমীপে প্রার্থনা করেন । রাজা প্রার্থনাতত-তরে তাহাতে অনুমোদন করিলেন । পরে সাবি-জ্ঞৌও আর্ন্তভাবে মহাবনে সত্যবানের সম্মুখ-সরণ করিলেন । তিনি পরিতপ্ত চিন্তে মনো-ভাব গোপন করিয়া পতিকে বিসদৃশ তক্র-

নবাধিকত্রিংশততমোই ধ্যায়ঃ ।

সত্যবাহুব্যাচ ।

বনেহস্মিন শাখলাকীর্ণে সহকারঃ মনোহরম্ ।
নেত্রোপাংশুখং পশু বসন্তঃ রতিবর্দ্ধনম্ ॥ ১
বনেহপ্যশোকং দৃষ্ট্বৈনং রাগবন্তঃ সুপুষ্পিতম্
বসন্তো হসতীবায়ং মামেবায়তলোচনে ॥ ২
দক্ষিণে দক্ষিণেনৈতাং পশু রমাং বনস্থলীম্
পুষ্পিতৈঃ কিংকটকৈর্যুক্তাং জলিতানলসপ্রতৈঃ ॥
সুগন্ধিকুসুমামোদো বনরাজিবিবর্ণিতঃ ।
করোতি বায়ুর্দাক্ষিণ্যমাবয়োঃ ক্রমনাশনম্ ॥ ৪
পশ্চিমেণ বিশালাক্ষি কর্ণিকাটৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ ।
কাঞ্চনেণ বিভাত্যেযা বনরাজী মনোরমা ॥ ৫
অতিযুক্তলতাজাল-কন্ধমার্গা বনস্থলী ।

গুণের বিষয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে
লাগিলেন। নরবর সত্যবান, সেই বনে
বিবিধ ক্রম ও পশুগণ দর্শনে ভীতাক্রান্ত
পশ্চাদ্ভ্রমেণ সেই রাজপুত্রীকে সান্নিধ্য দান
করিতে লাগিলেন। ১০—২১।

অষ্টাধিকত্রিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৮ ।

নবাধিকত্রিংশততম অধ্যায় ।

সত্যবান্ কহিলেন,—ঐ দেখ, শাখ-
লাকীর্ণ বনমধ্যে নেত্র ও নাসিকার
শুখাবহ, রতিবর্দ্ধন মনোহর সহকারতক
বিরাজমান। অগ্নি আয়তলোচনে! ঐ
রাগবান্ সুপুষ্পিত আশোকবৃক্ষ দেখিয়া
আমার বোধ হয় যেন, বসন্তই এইরূপে
আমাকে উপহাস করিতেছে। হে সরলে
সাবিত্রি! এই দক্ষিণ দিকের পুষ্পিতা, রম্যা
বনস্থলীর দিকে দৃষ্টিপাত কর। দেখ,
উহা জলিতানল-সমকাস্ত কিংকটকুসুম-
সমাধৃত ও সুগন্ধিকুসুমে সুরভিত! হে
বিশালাক্ষি! পশ্চিম দিকে ঐ দেখ, সুপুষ্পিত
কর্ণিকার কুসুমপ্রভায় ঐ বনরাজি যেন
কাঞ্চনময়ী হইয়া মনোহরণ করিতেছে।

রম্যা সা চাক্ষরীকৌ কুসুমোৎকরং ভূষণা ॥ ৬
মধুমন্তালিকাঙ্কারবাঞ্জন বরণাণি ।

চাপাকৃষ্টিং করোতীব কামঃ পার্শ্ব জিহ্বাংসয়া ॥

ফলান্দ্ভাদলসম্বন্ধ-পুংস্কোকিলবিনাদিতা ।

বিভাতি চাক্ষুতিলকা স্মিতৈব্যা বনস্থলী ॥ ৮

কোকিলশূতশিখরে মঞ্জরীরেণুপিঞ্জরঃ ।

গদিতৈব্যাক্ততাং যাতি কুলীনৈশ্চেষ্টিতৈরিব ॥ ৯

পুষ্পরেণুবিলিঙাকৌ প্রিয়ামমুসরন বনে ।

কুসুমং কুসুমং যাতি ক্জন কামী শিলীমুখঃ ॥ ১০

মঞ্জরীঃ সহকারস্ত কাস্তাবজ্ঞাপীড়িতাম্ ।

স্বদদে বহুপুষ্পেঃপি পুংস্কোকিলযুবা বনে ॥ ১১

কাকঃ প্রসূতাং বৃক্ষাগ্রে স্বামেকাগ্রেণ চঞ্চুনা ।

কাকীং সম্ভাবয়ত্যেব পক্ষাচ্ছাদিতপুত্রিকাম্ ॥

ভূভাগং নিয়মাসাদ্য দয়িতাসহিতো যুবা ।

নাহারমপি চাদতে কার্মাক্রান্তঃ কপিঞ্জলঃ ॥ ১৩

ঐ দেখ, ঐ অতিযুক্ত-লতাজাল-দ্বারা
কন্ধমার্গা, বিবিধ কুসুম-ভূষিতা বন-
স্থলী সর্বত্র কেমন সুন্দর দেখাইতেছে;
বোধ হয় ঐ গুণবতী বনস্থলী মধুমন্ত
ভৃঙ্গবৃক্ষারচ্ছলে আমাকে যেন আঘাত-
করণার্থ কামের ধনু আকর্ষণ করিতেছে।
এই সকল কল-ভোজনাসক্ত, পুংস্কোকিলের
শব্দে শব্দায়মানা, চাক্ষুতিলকা বনস্থলী
তোমারই স্মায় শোভা পাইতেছে। কোকিল-
গণ মঞ্জরীরেণু দ্বারা পিঞ্জরিতকায়, চ্যুত-
তরুপরি অবস্থানপূর্বক কুলীনগণের স্মায়
কেবলমাত্র শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত হইতেছে।
কামী ভ্রমর ক্জন করিতে করিতে পুষ্প-
রেণুবিলিঙাকী প্রিয়ার অনুসরণপূর্বক এক
কুসুম হইতে কুসুমান্তরে যাইতেছে।
১—১০। দেখ, এই বনে বহুপুষ্প ধাবি-
লেও পুংস্কোকিল যুবা একটীমাত্র সহকার-
মঞ্জরী লইয়া কাস্তার স্মায় তাহাকে
উপভোগ করিতেছে! ঐ দেখ, বৃক্ষাগ্রে
কাক, নবপ্রসূতা, পক্ষাচ্ছাদিত-পুত্রী, কাকীকে
নিজ চঞ্চুর অগ্রভাগ দ্বারা আপ্যায়িত
করিতেছে। ঐ দেখ, যুবা কপিঞ্জল পক্ষী,

কলবিষম্ভ রময়ন্ প্রিয়োৎসবঃ সমাহিতঃ ।
 যুত্বুৎবিশালাক্ষি উৎকণ্ঠয়তি কামিনঃ ॥ ১৪
 বৃক্ষশাখাঃ সমারুতঃ শুকোহয়ঃ সহ ভার্যয়া ।
 ভয়েন লম্বয়ন্তাং কয়োতি সফলামিব ॥ ১৫
 বনেহত্র পিশিতান্বাদতৃপ্তো নিদ্রামুপাগতঃ ।
 শেতে সিংহযুবা কান্তা চরণান্তরগামিনী ॥ ১৬
 ব্যাঘ্রয়োর্মিথুনং পশু শৈলকন্দরসংস্থিতম্ ।
 যয়োর্নৈত্রপ্রভালোকে শুভা ভিন্নেব লক্ষ্যতে ॥
 স্ময়ং বীপী প্রিয়াং লেটি জিহ্বাগ্রেন পুনঃপুনঃ
 স্ত্রীতিমায়াতি চ তয়া লিহমানঃ স্বকান্তয়া ॥ ১৮
 উৎসঙ্গতমূর্দ্ধানং নিদ্রাপহতচেতসম্ ।
 জন্তুকরণতঃ কান্তং সুখযতোব বানরী ॥ ১৯
 ছমো নিপতিতাঃ রামাংমার্জারো দার্শতোদরো
 নখদন্তেদশতোয় ন চ পীড়য়তে তথা ॥ ২০

দয়িতা, সহিত নিয়ত্ভূভাগে যাইয়া কামাকুল
 চিত্তে আহার গ্রহণেও বিরত রহিয়াছে ।
 হে বিশালাক্ষি ! ঐ দেখ, চটক পক্ষী নিজ
 প্রিয়ার উৎসঙ্গে থাকিয়া পুনঃপুনঃ রমণ দ্বারা
 কাম্যদিগকে উৎকণ্ঠিত করিতেছে । ঐ
 শুক পক্ষী ভার্য্যা সহ বৃক্ষশাখায় উপবেশন
 করিয়া দেহভারে বৃক্ষশাখাকে অবনামিত
 করায়, ঐ শাখা ফলবান বলিয়াই প্রতীত
 হইতেছে । ঐ দেখ, মাংসান্বাদ তৃপ্ত সিংহ-
 যুবা, নিজ প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া কেমন
 নিদ্রা যাইতেছে । ঐ দেখ শৈলকন্দর-
 মধ্যে ব্যাঘ্রদম্পতি রহিয়াছে ; উহাদিগের
 নৈত্রপ্রভায় শুভামধ্য সুপ্রকাশ হইয়াছে ।
 ঐ বীপী, জিহ্বাগ্রদ্বারা নিজ প্রিয়াকে পুনঃ-
 পুনঃ লেহন করিতেছে ! এবং স্ময়ং প্রিয়া
 কর্তৃক লিহমান হইয়া স্ত্রীতি অনুভব করি
 তেছে ! ঐ দেখ, বানরী স্বীয় ক্রোড়ে মস্তক
 রাখিয়া নিদ্রিত কান্তকে তদীয় দেহের কীট
 উদ্ধার করিয়া কতই না সুখিত করিতেছে ! ঐ
 দেখ, মার্জারী ভূমিতে লুপ্তিত হইয়া স্বীয়
 উদর প্রদর্শন করিতেছে, আর মার্জার
 তাহাকে নখদন্ত দ্বারা দংশন করিতেছে,
 বটে ; কিন্তু তাহাতে মার্জারীর পীড়া জন্মাই-

শশকঃ শশকৌ চোভে সংস্রুপ্তে পীড়িতে ইমে
 সংলীনগাত্রচরণে কর্ণেব্যক্তিমুপাগতে ॥ ২১
 স্নানসরসি পদ্মাটো নাগান্ত মদনপ্রিয়ঃ ।
 সম্ভাবয়তি তবস্রোঃ মৃণালকবলঃ প্রিয়াম্ ॥ ২২
 কান্তপ্রোধসমুখ্যতৈঃ কান্তমার্গানুগামিনী ।
 কয়োতি কবলং মুস্তেবরারৌ পোতকানুগা ॥ ২৩
 দৃঢ়াক্ষসন্ধির্মহিষঃ কদমাক্ততমুর্বনে ।
 অমুত্রজতি ধাবন্তীঃ প্রিয়ানুকৃতমুৎসুকঃ ॥ ২৪
 পশু চার্কসি সারঙ্গঃ স্বং কটাকবিভাবনৈঃ ।
 সভার্য্যং মাং হি পশুস্তং কোতুহলসমবিতম্ ॥
 পশু পশ্চিমপাদেন রোহী কণ্ঠযতে সুখম্ ।
 স্নেহার্জভাবাৎ কর্ণন্তী ভর্তারং শৃঙ্গকোটিনা ॥ ২৬
 দ্রাগিমাং চমরীঃ পশু সিতবালামগচ্ছতীম্ ।
 অথাস্তে চমরঃ কামী যাক্ষ পশুতি গন্ধিতঃ ॥ ২৭
 আতপে গবয়ঃ পশু প্রকৃষ্টং ভার্য্যয়া সহ ।

তেছে না । ১১—২০ । ঐ দেখ, শশক ও
 শশকৌ উভয়ে কেমন গাত্র-পদাদি লুচ্ছাশিত
 করিয়া নিদ্রা যাইতেছে ? পরন্তু উহাদিগের
 কর্ণদর্শনেই উহাদিগকে জানিতে পারা
 যাইতেছে । কামাকুল করিবর পদ্মাকর
 সরোবরে স্নানান্তে মৃণালকবল লইয়া নিজ
 পত্নীর সম্ভাবনা করিতেছে । ঐ দেখ, বরাহ
 স্বীয় শিশু সম্ভান লইয়া পতির অঙ্গুগমপূর্বক
 পাতর নাসিকা দ্বারা সমুদ্রত মুখা তক্ষণ
 করিতেছে । ঐ দেখ, দৃঢ়াক্ষসন্ধি, কদমাক্ত-
 তমুর্ মহিষ উৎসুক হইয়া ধাবমানা প্রিয়ার
 অঙ্গুগমন করিতেছে । অগ্নি চাকগাজি !
 দেখ, ঐ মৃগ, কোতুহলযুক্ত হইয়া বটাক্ষ
 দ্বারা তোমার সহিত আমাকে দেখি-
 তেছে । দেখ, ঐ রোহী মৃগী স্নেহার্জ-
 চিত্তে শৃঙ্গাগ্র দ্বারা নিজ পতিকে আকর্ষণ
 করিতেছে ; আর কখন বা পশ্চাৎ পদ দ্বারা
 তাহার মুখকণ্ঠয়ন করিতেছে । দেখ দেখ,
 ঐ সিতরোমা চমরী স্থির হইয়া রহিয়াছে ;
 আর কামী চমর তাহার নিকটে আসিয়া
 গন্ধিতভাবে আমাকে দেখিতেছে । ঐ
 দেখ, গবয় কেমন আতপে ভার্য্যাসহ শয়ন

রোমহনঃ প্রকূৰ্ণাণঃ কাকঃ ককুদি বারয়ন্ ॥২৮

পশ্চাজঃ ভাৰ্ঘ্যা সার্কিঃ স্তস্তাগ্রচরণদ্বয়ম্ ।

বিপুলে বদরীক্কে বদরাশনকাম্যায়া ॥ ২৯

হংসঃ সভাৰ্ঘ্যঃ সরসি বিচরণঃ সুনিস্কলম্ ।

সুমুক্তশ্চেন্দ্রবিহস্তু পশু বৈ শ্রিয়মুদহন ॥ ৩০

সভাৰ্ঘ্যচক্রবাকোহয়ং কমলাকরমধ্যগঃ ।

করোতি পদ্মিনীঃ কাস্তাঃ সুপুষ্পামিব সুন্দরি ॥

ময়া কলোচ্চয়ঃ সূক্তং যয়া পুষ্পোচ্চয়ঃ কৃতঃ ।

ইদ্বনং ন কৃতং সূক্তং তৎ করিষ্যামি সাম্প্রতম্

দ্বমস্ত সরসস্তীরে ক্রমচ্ছায়াঃ সমাশ্রিতা ।

কণমাত্রঃ প্রতীকশ্চ বিষমশ্চ চ ভামিনি ॥ ৩৩

সাবিত্র্যবাচ ।

এবমেতৎ করিষ্যামি মম দৃষ্টিপথস্থম্ ।

দূরং কাস্ত ন কৰ্ত্তব্যো বিভেম গহনে বনে ॥

মৎস্য উবাচ ।

ততঃ স কাষ্ঠানি চকার তস্মিন

বনে তদা রাজসুতাসমক্ষম্ ।

করিয়া রোমহন করিতেছে; এবং ককুদো-
পরি উপবিষ্ট কাককেও নিবারণ করিতেছে ।
ঐ দেখ, ঐ ছাগ বিপুল বদরীতরু স্বন্ধে বদর
ভক্ষণ কামনায় অগ্রচরণ বিস্তৃত করিয়া
প্রিয়াসহিত কেমন অবস্থিত রহিয়াছে । ঐ
দেখ, মেঘযুক্ত চন্দ্রবিহসম সূত্রী সুনিস্কল হংস,
নিজ প্রিয়াসহ কেমন বিচরণ করিতেছে !
২১—৩০। সুন্দরি । ঐ দেখ, কমলাকর সরো-
বর মধ্যে সভাৰ্ঘ্য চক্রবাক অবস্থানপূৰ্বক
কাস্তাকে যেন পদ্মিনীরূপে প্রতিভাত করি-
তেছে । হে সূক্ত ! আমিকল চয়ন করিয়াছি,
তুমিও পুষ্পচয়ন করিয়াছ; কিন্তু কাষ্ঠসংগ্রহ করা
হয় নাই । অতএব এক্ষণে আমি কাষ্ঠ সংগ্রহ
করি । ভামিনি ! তুমি সরোবরতীরে ক্রমচ্ছায়া
আশ্রয়পূৰ্বক কিয়ৎকাল আমার প্রতীক্ষায়
বিশ্রাম কর । সাবিত্রী কহিলেন,—আচ্ছা,
আমি তাহাই করিতেছি; কাস্ত ! তুমি
আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া দূরে যাইও
না; এই গহনবনে আমি ভয় পাইব ।
মৎস্য কহিলেন,—পরে সত্যবান সেই রাজ-

তস্তা হৃদ্রে সরসস্তদানীঃ

মেনে চ সা তঃ যতমেব রাজন্ ॥ ৩৫

ইতি জীমাংশ্চে মহাপুরাণে সাবিত্র্যপাধ্যানে

বনদর্শনং নাম নবাবধিকদ্বিশত-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৯ ॥

দশাবধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্য উবাচ ।

তস্ত পাটয়তঃ কাষ্ঠং জজ্ঞে শিরসি বেদনা ।

স বেদনার্তঃ সঙ্গম্য ভাৰ্ঘ্যাং বচনমববীৎ ॥ ১

আয়াসেন মমানেন জাতা শিরসি বেদনা ।

তমশ্চ প্রবিশায়ীব ন চ জানামি কিঞ্চন ॥ ২

স্বহংসঙ্গে শিরঃ কৃতা স্বপ্তুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ।

রাজপুত্রীমেবমুক্তা তদা সুষাপ পার্শ্ববঃ ॥ ৩

তদ্বৎসঙ্গে শিরঃ কৃতা নিদ্রাবিললোচনঃ ।

পতিব্রতা মহাভাগা ততঃ সা রাজকন্তকা ॥ ৪

সুতার সমক্ষেই তখন কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে
লাগিলেন । রাজন্ ! সাবিত্রী তাঁহার অদূরে
সরোবরতীরে থাকিয়া তখন সত্যবানকে
যতই বিবেচনা করিতে লাগিলেন । ৩১—৩৫ ।

নবাবধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৯ ॥

দশাবধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্য কহিলেন,—কাষ্ঠপাটন করিতে
করিতে সহসা সত্যবানের শিরঃপীড়া উপ-
স্থিত হইল । তিনি বেদনায় অস্থির হইয়া
প্রিয়াসমীপে যাইয়া কহিলেন,—এই পরি-
শ্রম করিয়া আমার শিরোবেদনা জন্মিয়াছে ।
আমি যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছি, কিছু-
রই উপলক্ষি করিতে পারিতেছি না । এক্ষণে
তোমার ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন
করিতে ইচ্ছা করি । হে পার্শ্বব ! সত্য-
বান রাজপুত্রীকে এই কথা কহিয়া তাহার
উৎসঙ্গে মস্তক স্থাপনপূৰ্বক নিদ্রাবিল-লোচনে
শয়ন করিলেন । তারপর সেই মহাভাগা

দদর্শ ধর্মরাজন্ত যয়ং তং দেশমাগতম্ ।
 নীলোৎপলদলস্ত্রীমঃ পীতাস্বরধরঃ প্রভুম্ ॥ ৫
 বিদ্যাম্লতানিবদ্ধাঙ্গঃ সতোয়মিব তোয়দম্ ।
 কিরীটেনার্কবর্ণেন কুণ্ডলৈশ্চ বিরাজিতম্ ॥ ৬
 হারভারাগিভোরক্ষঃ তথাঙ্গদবিভূষিতম্ ।
 তথাম্বুগম্যমানঞ্চ কালেন সহ মৃত্যুনা ॥ ৭
 স তু সম্প্রাপ্য তং দেশং দেহাৎ সত্যবতস্তদা
 অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ পাশবন্ধঃ বশং গতম্ ॥ ৮
 আকৃষ্য দক্ষিণামাশাং প্রযযৌ সত্বরং তদা ।
 সাবিত্র্যপি বরারোহা দৃষ্ট্বা তং গতজীবিতম্ ॥
 অম্বুব্রাজ গচ্ছন্তং ধর্মরাজমতঙ্গিতা ।
 কৃতাজলিকবাচাং হৃদয়েন প্রবেপতা ॥ ১০
 ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমম্
 শুকশুক্রযা চৈব ব্রহ্মলোকং সমম্মুতে ॥ ১১
 সর্গে তস্তাদৃতা ধর্ম্মা যন্তৈতে ত্রয় আদৃতাঃ ।
 অনাদৃতাশ্চ যন্তৈতে সর্গাস্তস্তাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥

পতিব্রতা রাজনন্দিনী সাবিত্রী ক্ষণকাল পরে
 দেখিলেন,—ধর্ম্মরাজ সেই প্রদেশে আগমন
 করিতেছেন। সেই প্রভু ধর্ম্মরাজ নীলোৎ-
 পলসম স্ত্রীমবর্ণ, ও পীতাস্বরধর; যেন বিদ্য-
 ম্লতানিবদ্ধাঙ্গ সতোয় তোয়দাকার! তিনি
 অর্কবর্ণ কিরীট ও কুণ্ডল দ্বারা বিরাজিত।
 তাঁহার বক্ষঃস্থলে হারভার বিলম্বিত।
 বাহুতে অঙ্গদ বিভূষিত। মৃত্যু ও কাল
 তাঁহার অম্বুগমন করিতেছেন। সেই ধর্ম্ম-
 রাজ ক্রমে সেই প্রদেশে আসিয়া সত্যবানের
 দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে পাশবন্ধন-
 পূর্বক বশীভূত করিয়া আকর্ষণ করত গইয়া
 চলিলেন। বরারোহা সাবিত্রী সত্যবান্কে
 জীবনহীন দর্শনে সাবধানে ধর্ম্মরাজের অম্বু-
 গমন করিতে লাগিলেন। পরে কিয়দূর
 যাইয়া প্রকম্পিত হৃদয়ে কৃতাজলি করে
 কহিতে লাগিলেন,—মাতৃভক্তি দ্বারা ইহ-
 লোক, পিতৃভক্তি দ্বারা মধ্যম লোক,
 এবং শুক শুক্র দ্বারা ব্রহ্মলোক
 ভোগ হয়। ১—১১। পরন্তু এই তিন-
 টিরই যিনি পালন করে, তৎকর্তৃক সর্বধর্ম্মই

যাবৎ ত্রয়স্তে জীবৈমুক্তাবরান্ধঃ সমাচরেৎ ।
 তেষাঞ্চ নিত্যং শুক্রযা কুর্ধ্যাৎ প্রিয়হিতৈরতঃ
 তেষামম্বুপরোধেন পারতন্ত্র্যং যদাচরেৎ ।
 তত্তরিরিবেদয়েৎ তেভ্যো মনো-বচন কর্ম্মভিঃ ।
 ত্রিষা প্যতেষু কৃত্যং হি পুরুষস্ত সমস্ততে ॥ ১৪
 যম উবাচ ।

কৃতেন কামেন নিবর্তয়াত
 ধর্ম্মো ন তেভ্যোহপি হি উচ্যতে চ ।
 মমোপরোধস্তব চ ক্রমঃ স্ত্যং
 তথাধূনা তেন তব ব্রবীমি ॥ ১৫
 শুকপুঞ্জারতিভক্তা বৃঞ্চ সাধ্বী পতিব্রতা ।
 বিনিবর্তন্ত ধর্ম্মজ্ঞে গ্লানির্ভবতি তেহধূনা ॥ ১৬
 সাবিত্র্যবাচ ।
 পতির্হি দৈবতং জ্ঞীণং পতিরেব পরায়ণম্ ।

সমাদৃত হয়; আর এই তিনটি যাহার নিকট
 অনাদৃত, তাহার সকল ক্রিয়াই নিফল।
 যাবৎ মাতা, পিতা, ও শুক, ইহার
 তিনজন জীবিত থাকেন, তাবৎ অপর কোন
 ধর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই; কেবল প্রতি-
 দিন তাহাদিগেরই প্রিয় হিতাচরণ সহকারে
 শুক্রযা করা কর্তব্য। তাহাদিগের কোন
 ক্রেশ অম্বুবিধা না হয় এমন ভাবে
 যাহা স্বাধীন ইচ্ছায় কর্ম্ম-মনোবাক্যে করা
 যায়, তাহাও তাহাদিগকে নিবেদন করিবে।
 মাতা, পিতা ও শুক এই তিন জনের
 সম্বন্ধেই জনগণের এইরূপ ব্যবহার
 করা কর্তব্য। যম কহিলেন,—তুমি আমার
 সহিত যে কামনায় আসিতেছ, তাহা পরি-
 ত্যাগ কর। সেই মাতা, পিতা, ও শুক
 সেবা অপেক্ষা যে অপর কোন উত্তম কর্ম্ম
 নাই, তাহা সত্য। আমি উপরোধ
 করিতেছি; তোমারও অনর্থক ক্রান্তি
 হইতেছে; এজন্যই তোমাকে নিবর্তিত
 হইতে বলি। অঘি ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি সাধ্বী
 পতিব্রতা। তুমি শুকসেবায় মনোনিবেশ-
 পূর্বক নিবর্তিত হও। বৃথা তোমার ক্রেশ
 হইতেছে। সাবিত্রী কহিলেন,—নারীগণের

অল্পগম্যঃ স্নিগ্ধা সাধব্যা পতিঃ প্রাণধনেশ্বরঃ ।
 মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং স্নুতঃ
 অমিতস্ত চ দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ ॥
 নীরতে যত্র ভর্তা মে স্বয়ং বা যত্র গচ্ছতি ।
 যত্রাপি তত্র গচ্ছব্যং যথাশক্তি সুরোত্তম ॥ ১৯
 পতিমাদায় গচ্ছন্তমল্পগন্তমহং যদা ।
 ত্বাং দেব ন হি শক্যামি তদা তক্যামি
 জীবিতম্ ॥ ২০

মনস্বিনী তু যা কাচিৎসৈব ব্যাক্ষরদ্বিভা ।
 মুহূর্তমপি জীবিত মণ্ডনার্হা হুমণ্ডিতা ॥ ২১

যম উবাচ ।

পতিব্রতে মহাভাগে পরিতুষ্টোহস্মি তে শুভে
 বিনা সত্যবতঃ প্রাণৈশ্বরং বরয় মা চিরম্ ॥ ২২
 সাবিক্র্যবাচ ।

বিনষ্টচক্ষুষো রাজ্যং চক্ষুষা সহ কারয় ।
 চূড়ারাহ্ষ্ট্রস্ত ধর্ম্যজ্ঞ শব্দরস্ত মহান্বনঃ ॥ ২৩

পতিই দেবতা ; পতিই পরম আশ্রয় ।
 সাধবী স্ত্রীর পক্ষে সেই প্রাণধনেশ্বর পতির
 অল্পগমন করাই কর্তব্য । পিতা পরিমিত
 দান করেন, ভ্রাতাও পরিমিত দান করেন,
 পুত্রও পরিমিতই দান করে ; পরন্তু অমিত-
 দাতা পতির পূজা কোন্ রমণী না করে ?
 আমার ভর্তা যেখানে নীত হয়েন, কিম্বা
 স্বয়ংই যেখানে গমন করেন, হে সুরোত্তম !
 আমারও যথাশক্তি সেখানে যাওয়া কর্তব্য ।
 হে দেব ! আপনি আমার পাতকে লইয়া
 যাইতেছেন, আমি যখন আপনার অল্পগমন
 করিতে অক্ষম হইব, তখন প্রাণ পরিত্যাগ
 করিব । মনস্বিনী মণ্ডনার্হা কোন্ রমণী
 ‘বিধবা’ শব্দে নিন্দিতা—অমণ্ডিতা হইয়া
 মুহূর্তকালও জীবিত থাকিতে পারে ?
 ১২—২১ । যম কহিলেন,—শুভে, মহাভাগে,
 পতিব্রতে ! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট
 হইয়াছি, অতএব তুমি আমার নিকট সত্য-
 বানের প্রাণ ব্যতীত অপর বর গ্রহণ কর ।
 বিলম্ব করিও না । সাবিক্রী কহিলেন,—হে
 ধর্ম্যজ্ঞ ! আমার রাজ্যচ্যুত অন্ধ মহান্বন

যম উবাচ ।

দূরে পথে গচ্ছ নিবর্ত ভদ্রে
 ভবিষ্যতীদং সকলং স্বরোক্তম্ ।
 মমোপরোধস্তব চ ক্রমঃ স্তাৎ
 তথাধুনা তেন তব ব্রবীমি ॥ ২৪

ইতি ত্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে সাবিক্র্যপাখ্যানেন
 প্রথমবরলাভো নাম দশাধিকাদ্বিশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১০ ॥

একাদশাধিকাদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সাবিক্র্যবাচ ।

কৃতঃ ক্রমঃ কুতো হুঃখং সন্তিঃ সহ সমাগমে ।
 সত্যং তস্মায় মে গ্লানিস্বৎসমৌপে সুরোত্তম ॥
 সাধুনাং ব্যাপ্যসাধুনাং সন্ত এব সদা গতিঃ ।
 নৈবাসত্যং নৈব সত্যমসন্তো নৈবমান্বনঃ ॥ ২
 বিবাগ্নি সর্প-শস্ত্রেভ্যো ন তথা জায়তে ভয়ম্ ।

শব্দরের চক্ষুর সহিত যাহাতে পুনরায় রাজ্য
 লাভ হয় তাহা করুন । যম কহিলেন,—
 ভদ্রে ! তুমি বহুদূর পথে আসিয়া পড়িয়াছ ;
 যাও, তোমার প্রার্থিত এতৎ সমস্তই হইবে ।
 তোমার শ্রম হইতেছে, এজন্ত আমি এই
 উপরোধ বাক্য বলিতেছি । ২২—২৪ ।

দশাধিকাদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১০ ॥

একাদশাধিকাদ্বিশততম অধ্যায় ।

সাবিক্রী কহিলেন,—সাধুজন সহ সাধু
 মানবের সমাগম ঘটিলে শ্রমই বা কোথায় ?
 —আর হুঃখই বা কোথায় ? হে সুরোত্তম !
 আপনার নিকটে থাকায় আমার কোন
 ক্লান্তি হয় নাই । কি সাধু, কি অসাধু,—
 সজ্জনগণ সকলেরই সদা গতিস্বরূপ । আর
 অসৎ জনগণ না অসতের, না সতের কিম্বা না
 আপনার,—কাহারই কোন হিতকর হয় না ।
 বিষ, অগ্নি, সর্প ও শস্ত্র,—এ সমস্ত হইতেও
 ভৈরব ভয় হয় না ;—পরন্তু অকারণে

অকারণ-জগদৈবরি খলৈভ্যো জায়তে যথা ।
সন্তঃ প্রাণানপি ত্যক্তা পরার্থং কুর্ষতে যথা ।
তথাসন্তোহপি সন্ত্যজ্য পরপীড়ানু তৎপরঃ ।
তাজত্যস্থনয়ঃ লোককৃৎনবদ্যন্ত কারণাৎ ।
পরোপঘাতশক্তাস্তং পরলোকং তথা সন্তঃ ॥ ৫
নিকায়েষু নিকায়েষু তথা ব্রহ্মা জগদৃগুরুঃ ।
অসতামুপঘাতায় রাজানং জ্ঞাতবান্ স্বয়ম্ ॥ ৬
নরান্ পরীক্ষয়েজ্জাজ্ঞা সাধুন্ সম্মানয়েৎ সদা ।
নিগ্রহকাসতাং কুর্ঘ্যাৎ স লোকে লোকজিতমঃ ।
নিগ্রহেণাসতাং রাজা সতাক্ষ পরিপালনাৎ ।
এতাবদেব কর্তব্যং রাজ্ঞা স্বর্গমভীপ্সনা ॥ ৮
রাজকৃত্যং হি লোকেষু নাস্ত্যন্তজ্জগতীপতে ।
অসতাং নিগ্রহাদেব সতাক্ষ পরিপালনাৎ ॥ ৯
রাজভিষ্ঠাপ্যশাস্তানামসতাং শাসিতা ভবান্ ।
তেন ত্রয়ধিকো দেবো দেবেভ্যঃ প্রতিভাসি মে

জগদৈবরী খল হইতে যেমন ভয় হয় । সাধু-
গণ যেমন প্রাণের মায়া পরিহারপূর্বক
পরোপকারার্থ যত্নবান্ হইলেন, অসজ্জনগণও
তেমনি ভাবে প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া পরপীড়া
দানার্থ উত্তম করিয়া থাকে । এই তুলোক-
বাসী যাহার জন্ত প্রাণ পর্য্যন্ত ত্বণবৎ পরি-
ত্যাগ করে, পরোপঘাতী হ্রস্ব গোকেরা
সেই পরলোকের এবং পরলোকবাদীদিগেরও
প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে । এইজন্ত জগদৃ-
গুরু ব্রহ্মা স্থানে স্থানে অসজ্জীবগণের উপ-
ঘাতার্থ এক একজন রাজা সৃষ্টি করিয়াছেন ।
রাজার পক্ষে নরগণের পরীক্ষা ও সাধুগণের
সম্মাননা এবং অসদগণের নিগ্রহ করা সতত
কর্তব্য । ইহলোকে তিনিই লোকবিজয়ীদিগের
প্রধান বলিয়া গণ্য হইলেন । স্বর্গাভিলাষী
রাজার পক্ষে অসতের নিগ্রহ এবং সাধুর
পরিপালন,—এই দুইটা কার্যই কর্তব্য । হে
মহুরাজ ! লোকে অসতের নিগ্রহ ও সতের
পালন অপেক্ষা রাজার কর্তব্য অপর কিছুই
নাই । রাজারাগ ও যাহাদিগের শাসন
করিতে পারেন নাই, আপনি তাহাদিগের
শাসনকর্তা । এই নিমিত্তই দেবগণ মধ্যে

জগৎ তু ধার্যতে সন্তিঃ সতামগ্র্যাস্তথা ভবান্
তেন ত্রয়মুযান্ত্যা মে ক্রমো দেব ন বিদ্যতে
যম উবাচ ।
তুষ্টোহস্মি তে বিশালাক্ষি বচনৈর্ধর্মসঙ্গতৈঃ ।
বিনা সত্যবতঃ প্রাণাদ্বরং বরয় মা চিরম্ ॥ ১২
সাবিত্র্যবাচ ।
সহোদরাণাং ভ্রাতৃণাং কাময়ামি শতং বিভো ।
অনপত্যঃ পিতা প্রীতিং পুত্রলাভাৎ প্রযাতু মে
তামুবাচ যমো গচ্ছ যথাগতমনিন্দিতে ।
ঔর্দ্ধদেহিকার্ধ্যেষু যত্নঃ ভর্তুঃ সমাচর ॥ ১৪
নাহুগন্তময়ং শরুত্বয়া লোকান্তরং গতঃ ।
পতিব্রতাসি তেন হং মুহূর্ত্তং মম যান্তসি ॥ ১৫
গুরুশ্রবণাদ্বদ্রে তথা সত্যবতো মহৎ ।
পুণ্যং সমর্জিতং যেন নয়াম্যেনমহং স্বয়ম্ ॥ ১৬
এতাবদেব কর্তব্যং পুরুষেণ বিজ্ঞানতা ।
মাতুঃ পিতৃশ্চ গুরুশ্চ গুরোশ্চ বরবর্ণিনি ॥ ১৭

আপনি প্রধান বলিয়া প্রতিভাত হইলেন ।
১—১০ । সাধুগণই জগৎ ধারণ করিতে-
ছেন; আপনি সাধুদিগের অগ্রগণ্য; হে
দেব ! এই নিমিত্তই আপনার অমুগমনে
আমার কিছুমাত্র ক্রেশ বোধ হইতেছে না ।
যম কহিলেন,—হে বিশালাক্ষি ! আমি
তোমার ধর্মসঙ্গত কথায় পরিতুষ্ট হইয়াছি ।
অতএব তুমি সত্যবানের প্রাণ ব্যতীত অপর
বরগ্রহণ কর; বিলম্বে প্রয়োজন নাই । সাবিত্রী
কহিলেন,—প্রভো ! আমি এক শত সহো-
দর ভ্রাতা কামনা করি । আমার অপুত্রক
পিতা পুত্রলাভ করিয়া প্রীত হউন । যমরাজ
কহিলেন,—অনিন্দিতে ! তুমি যথাস্থানে
যাও; ভর্তার ঔর্দ্ধদেহিক কার্যে যত্নবতী
হও । তোমার লোকান্তরগামী পতির অমু-
গমন করা সাধ্যায়ত্ত নহে; তুমি পতিব্রতা;
সেইজন্ত অল্পমাত্র পথ অমুগমনে সমর্থ ।
ভদ্রে ! এই সত্যবান্, গুরুশ্রবণের ফলে
মহৎ পুণ্য অর্জন করিয়াছেন, সেইজন্ত
ইহাকে আমি স্বয়ং লইয়া যাইতেছি । জ্ঞান-
বান্ পুরুষের এই পর্য্যন্তই কর্তব্য । বর-
বর্ণিনি ! মাতা, পিতা ও গুরু গুরুশ্রবণ

তোষিতঃ ত্রয়মেতচ্চ সদা সত্যবতা বনে ।
 পুঞ্জিতঃ বিজিতঃ স্বর্গস্থানােন চিরং শুভে ॥১৮
 তপসা ব্রহ্মচর্যেণ অগ্নিশ্রদ্ধয়া শুভে ।
 পুরুষাঃ স্বর্গময়াস্তি গুরুশ্রদ্ধয়া তথা ॥ ১৯
 আচার্য্যশ্চ পিতা তৈব মাতা ভ্রাতা চ পুত্রজঃ ।
 নার্ত্তেনাপাবমস্তব্যা ব্রাহ্মণা ন বিশেষতঃ ॥২০
 আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ
 মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিঃ ভ্রাতা বৈ মূর্ত্তিরান্ননঃ ॥
 জন্মনা পিতরো ক্ৰেশং সহেতে সন্তবে নৃণাম্ ।
 ন তস্মা নিষ্কৃতিঃ শক্যা কৰ্ত্ত্বং বর্ষশতৈরপি ॥২২
 তয়োনিত্যং প্রিয়ং কুর্ধ্যাদাচার্য্যাস্ত তু সৰ্বদা ।
 তেষেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সৰ্বং সমাপ্যতে ॥২৩
 তেষাং ত্রয়াণাং শুক্রয়া পরমং তপ উচ্যতে ।
 ন চ তৈরনন্তজাতো ধনুমন্তং সমাচরেৎ ॥ ২৪
 ত এব হি ত্রয়ো লোকান্ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ ।
 ত এব চ ত্রয়ো বেদান্তথৈবোক্তাস্থয়োহগ্রয়ঃ ॥
 পিতা বৈ গার্হপত্যোহগ্নিমাতা দক্ষিণতঃ স্মৃতঃ

যারা এই সত্যবান্ সন্তোষসাধন করিয়াছেন ।
 স্মৃতরাঃ ইহঁদের সহিত তুমিও স্বর্গজয় করি-
 য়াছ । হে শুভে ! তপস্শা, ব্রহ্মচর্য্য, অগ্নিসেবা
 এবং গুরুশ্রদ্ধা,—এই কয়টি যারাই পুরুষ-
 গণ স্বর্গগমনে সমর্থ হয় । ১১—১৯ ।
 আচার্য্য, পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং
 বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ; আর্ত্ত অবস্থায়ও ইহঁ-
 দিগের অবমাননা করা কর্তব্য নহে । আচার্য্য
 ব্রহ্মার মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি, মাতা
 পৃথিবীর আর ভ্রাতা আশ্বারই রূপান্তর ।
 নরগণের জন্মকালে মিতা মাতা যে ক্ৰেশ
 সহ করেন, শতশত বর্ষেও তাহার নিষ্কৃতি
 করিতে পারা যায় না । পিতামাতার এবং
 আচার্য্যের সৰ্বদা প্রিয়-হিতাচরণ করিবে ।
 ইহঁারা তিনজন তুষ্ট থাকিলেই সমগ্র তপস্শা-
 সাধন হয় । এই তিনের শুক্রযাই পরম
 তপস্শা । ইহঁাদিগের অন্তজা ব্যতীত অন্য
 কোন ধর্ম্মাচরণ করাও কর্তব্য নহে । ইহঁারা
 তিনজনই তিন লোক, ইহঁারাই তিন আশ্রম,
 ইহঁারাই তিন বেদ, এবং ইহঁারাই তিন

গুরুব্রাহ্মণীয়শ্চ সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী ॥ ২৬
 ত্রিষু প্রমাদাতে নৈষ ত্রীন্ লোকান্ জয়তে গৃহী
 দীপ্যমানঃ স্ববপুষা দেববদ্বিবি মোদতে ॥২৭
 কৃতেন কামেন নিবর্ত্ত ভদ্রে
 ভবিষ্যতীদং সকলং যয়োক্তম্ ।
 মমোপরোধস্তব চ ক্রমঃ স্তাৎ
 তথাধুনা তেন তব ব্রবীমি ॥ ২৮
 ইতি ত্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে সাবিত্র্যপাখ্যানে
 দ্বিতীয়বরলাভো নার্মৈকাদশাধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১১॥

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সাবিত্র্যবাচ ।

ধস্তার্জ্জনে সুরশ্রেষ্ঠ-কুতো য়ানিঃ ক্রমস্তথা ।
 হংপাদমূলসেবা চ পরমং ধর্ম্মকারণম্ ॥ ১
 ধস্তার্জ্জনং তথা কার্য্যং পুরুষেণ বিজানতা ।

অগ্নি । পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষি-
 ণাগ্নি, এবং গুরু আহবনীয় অগ্নি ; ইহঁারা
 তিনজন এই তিন অগ্নিস্বরূপ, স্মৃতরাঃ
 অতীব গৌরবের পাত্র । যে গৃহস্থ এই
 তিনের পরিচর্য্যায় অবহেলা না করে, সে
 লোকত্রয় জয় করিয়া দীপ্যমান দেহে স্বর্গ-
 ধামে আমোদে কালাতিপাত করিতে পারে ।
 ভদ্রে ! তোমার অতিপ্রায় ত্যাগ কর,
 তোমার প্রার্থিত এ সকলই সকল হইবে ।
 তোমার কষ্ট হইতেছে ; সেই জন্য আমি
 তোমাকে ফিরিয়া যাইতে উপরোধ করি-
 তেছি । ২০—২৮ ।
 একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২১১ ।

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

সাবিত্রী কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ ! ধস্তা-
 র্জ্জনে শ্রম-ক্ৰেশ কোথায় ? বিশেষতঃ আপ-
 নার পাদমূলসেবা পরম ধর্ম্মসাধন । জ্ঞান-

তল্লাভঃ সর্বলাভেভ্যো যদা দেব বিশিষ্যতে
ধর্মশার্থশ্চ কামশ্চ ত্রিবর্গো জন্মনঃ ফলম্ ।
ধর্মহীনস্ত কামার্থো বক্ষ্যাসুতসমৌ প্রভো ॥
ধর্মাদর্থস্তথা কামো ধর্মালোকদ্বয়ং তথা ।
ধর্ম একোহমুখ্যাতোয়নং যত্র কচনগামিনম্ ॥ ৪
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্তকি গচ্ছতি ।
একো হি জায়তে অন্তরেক এব বিপদ্যতে ॥ ৫
ধর্মস্তমুখ্যাতোকো ন সুহৃদ চ বান্ধবাঃ
ক্রিয়-সৌভাগ্য-লাবণ্যং সর্বং ধর্মেণ লভ্যতে
ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রশর্কেন্দু-যমার্কগ্যানিলাস্তসাম্ ।
বসুধিধনদাদানান্যে যে লোকাঃ সর্বকামদাঃ ॥ ৭
ধর্মেণ তানবাপ্নোতি পুরুষঃ পুরুষাস্তক ।
মনোহরাণি ছৌপানি বর্ষাণি সুসুখানি চ ॥ ৮
প্রয়াস্তি ধর্মেণ নরাস্তথৈব নরগণ্ডিকাঃ ।
নন্দনাদানি মুখ্যানি দেবোদানানি যানি চ ॥
তানি পুণ্যেন লভ্যন্তে নাকপৃষ্ঠং তথা নরৈঃ ।

বান্ মানবের পক্ষে ধর্মার্জন করা নিয়ত
কর্তব্য ; কারণ, ধর্মলাভ, অপর সমস্ত লাভ
অপেক্ষা বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হয় । ধর্ম, অর্থ,
ও কাম, এই ত্রিবর্গই জন্মলাভের ফল । হে
প্রভো ! ধর্মহীন জনের অর্থ ও কাম, বক্ষ্যা-
সুত-সদৃশ । ধর্ম হইতে অর্থ এবং ধর্ম
হইতেই কাম লাভ হইয়া থাকে । ধর্মদ্বারা
লোকদ্বয় ভোগ হয় । জীব যেখানেই যাউক
না কেন, একমাত্র ধর্মই তাহার অমুগমন
করিয়া থাকে ; সুহৃদ্ কিম্বা বান্ধবগণ, কেহই
তাহার অমুগমন করিতে পারে না ।
ক্রিয়াকৌশল, সৌভাগ্য, লাবণ্য—সমস্তই
ধর্ম হইতে লাভ হয় । হে পুরুষাস্তক !
ব্রহ্মা, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, শর, চন্দ্র, যম, সূর্য,
আগ্নি, অনিল, বরুণ, বশু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়,
এবং ধনদ প্রভৃতির সর্বকামদ লোক সকল
ধর্মদ্বারাই লাভ হয় । নরগণ ধর্মদ্বারাই
মনোহর ছৌপ, সুখকর বর্ষ এবং রমণীয়
বিহারস্থানসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । স্বর্গীয়
নন্দনাদি মুখ্য দেবোদান সকলও পুণ্যদ্বারাই
প্রাপ্ত হওয়া যায় । ১—২ । বিচিত্র বিমান,

বিমানানি বিচিত্রাণি তথৈবাপ্সরসঃ শুভাঃ ।
তৈজসানি শরীরোণি সদা পুণ্যবতাং ফলম্ ।
রাজ্যং নৃপতিপূজা চ কামসিদ্ধির্ভোগপিতা ॥
সংস্কারাণি চ মুখ্যানি ফলং পুণ্যস্ত দৃষ্টতে ।
কল্প-বৈদূর্যদণ্ডানি চণ্ডাংসুসদৃশানি চ ॥ ১২
চামরাণি সুরাধ্যক্ষ ভবন্তি শুভকর্মণাম্ ।
পূর্ণেন্দুমণ্ডলাভেন রত্নাঃ শুকবিকারিনা ॥ ১৩
ধর্ম্যতাং যাতি চ্ছত্রেণ নরঃ পুণ্যেন কর্মণা ।
জয়-শম্বস্বরৌষেণ সূত-মাগধনিশ্বনৈঃ ॥ ১৪
বরাসনং সত্ত্বারং ফলং পুণ্যস্ত কর্মণঃ ।
বরান্নপানং গীতঞ্চ নৃত্যমালামুলেপনম্ ॥ ১৫
রত্ন-বস্ত্রাণি মুখ্যানি ফলং পুণ্যস্ত কর্মণঃ ।
রূপোদার্যগুণোপেতাঃ স্থিরশ্চাতিমনোহরাঃ ॥
বাসঃ প্রাসাদপৃষ্ঠেষু ভবন্তি শুভকর্মণঃ ।
সুবর্ণকিকিণী-মিশ্র-চামরাপীড়ধারিণঃ ॥ ১৭
বহন্তি তুরগা দেব নরঃ পুণ্যেন কর্মণা ।
তস্ত দ্বারাণি যজনং তপো দানং দমঃ ক্রমা ॥ ১৮
ব্রহ্মচর্যং তথা সত্যং ছৌর্যমুগমণং শুভম্ ।

সুন্দরী অম্পরা, তৈজশালী শরীর, এ
সকল পুণ্যবান জনগণই লাভ করিয়া থাকে ।
রাজ্য, রাজপূজা, কামসিদ্ধি, এবং বিশিষ্ট
অভ্যুদয়, এ সকল পুণ্যদ্বা দিগেরই দেখা
যায় । পুণ্যকর্ম্ম নরগণেরই স্বর্ণ-রৌপ্যদণ্ড,
সূর্য্যসমসমুজ্জল চামর সকল এবং রত্ন-বসন-
রচিত পূর্ণেন্দুমণ্ডলসম ছত্র তাঁহাদিগেরই
মস্তকে দৃষ্ট হইয়া থাকে । সূত-মাগধগণের
স্ততিবাদ, জয়ধ্বনি ও শম্বাদিমঙ্গলশব্দে
পুণ্যদ্বা মানবই অভিনন্দিত হয় । পুণ্যদ্বা-
দিগেরই মহামূল্য আসন ও ত্ত্বারাদি ব্যব-
হার ঘটিয়া থাকে । উত্তম অন্ন-পানীয়, নৃত্য,
গীত, মালা, অমুলেপন, রত্ন, বস্ত্র,—এসকল
পুণ্যেরই ফল । পুণ্যবান্ মানবেরই রূপ ও
উদার্য-গুণোপেত অতি মনোহর রমণীন্দ্র-
সভোগ ও প্রাসাদপৃষ্ঠে বাস লাভ হয় । হে
দেব ! পুণ্যকর্ম্ম মানবকেই সুবর্ণকিকিণী-
মিশ্রিত চামরাপীড়ধর তুরঙ্গগণ বহন করে ।
যজন, তপস্তা, দান, দম, ক্রমা, ব্রহ্মচর্য,

স্বাধ্যায়সেবা সাধুনাঃ সহবাসঃ সুরার্কনম্ ॥ ১৯
 গুরুগাঠৈব গুরুষা ব্রাহ্মণানাক পূজনম্ ।
 ইন্দ্রিয়গাণাঃ জয়কৈব ব্রহ্মচর্যমমংসরম্ ॥ ২০
 তস্মাদ্ধর্ম্যঃ সদা কার্যো নিত্যমেব বিজানতা ।
 ন হি প্রতীক্যতে মৃত্যুঃ কৃতমশ্ব ন বা কৃতম্ ॥
 বাল এব চরেক্ষ্মমনিত্যং দেব জীবিতম্ ।
 কো হি জানাতি কস্তাদ্য মৃত্যুরেবাপতিম্যতি
 পশ্চতোহপ্যন্ত লোকন্ত মরণং পুরতঃ স্থিতম্
 অমরস্তেব চরিতমত্যাশ্চর্য্যং সুরোত্তম ॥ ২৩
 যুবতাপেক্ষয়া বালো বৃদ্ধতাপেক্ষয়া যুবা ।
 মৃত্যোরুৎসঙ্গমাক্রুতঃ স্ববিরঃ কিমপেক্ষতে ॥ ২৪
 তত্রাপি পিণ্ডতদ্রাণঃ মৃত্যুনা তস্মাৎ কা গতিঃ ।
 ন ভয়ং মরণকৈব প্রাণিনামভয়ং কচিৎ ॥
 তত্রাপি নির্ভয়াঃ সন্তঃ সদা স্কৃতকারণাঃ ॥ ২৫

যম উবাচ ।

তুষ্টোহস্মি তে বিশালাক্ষি বচনৈর্ধর্ম্যসঙ্গতৈঃ ।
 বিনা সত্যবতঃ প্রাণান্ বরং বরয় মা চিরম্ ॥ ৫৬
 সাবিত্র্যবাচ ।

বরয়ামি ত্বয়া দত্তং পুত্রাণাং শতমোরসম্ ।
 অনপত্যস্ত লোকেষু গতিঃ কিম ন বিদ্যতে ॥
 যম উবাচ ।

কুতেন কামেন নিবর্ত্ত ভদ্রে
 ভবিষ্যতীদং সফলং যথোক্তম্ ।
 মমোপরোধস্তব চ ক্রমঃ স্মাৎ
 তথাধুনা তেন তব ব্রবীমি ॥ ২৮

ইতি শ্রীমাৎশ্চে সাবিত্র্যপাখ্যানে তৃতীয়বর-
 লাভো নাম দ্বাদশাধিকদ্বিশততমো-
 অধ্যায়ঃ ॥ ২১২

সত্য, তীর্থভ্রমণ, বেদাধ্যয়ন, সাধুসঙ্গ,
 দেবার্চন, ব্রাহ্মণ-সন্মানন, ইন্দ্রিয়-বিজয়,
 এবং মৎসরহীনতা,—এইগুলি সেই ধর্ম্মের
 লক্ষণ । ১০—২০ । অতএব জ্ঞানবান্ মান-
 বের পক্ষে নিয়ত ধর্ম্মসেবা কর্তব্য । কারণ,
 এ ব্যক্তির অতীত্পিত কার্য সম্পাদিত
 হউক, আর নাই হউক, মৃত্যু তজ্জন্ত কিছু-
 মাাত্র প্রতীক্ষা করে না । দেহ এবং জীবন
 অনিত্য ; সুতরাং বাগ্যকালেই ধর্ম্মাচরণ
 করা বিধেয় ; কে জানে, কোন্ দিন কাহার
 মৃত্যু হইবে ? মৃত্যু লোক সকলকে অগ্রাহ
 করিয়াই সম্মুখবর্তী হয় । হে সুরোত্তম !
 তথাপি মর্ত্যগণের যে অমরসম আচরণ,—
 ইহা অতীব আশ্চর্য্য । যুবাকে দেখিয়া
 বালক, এবং বৃদ্ধকে দেখিয়া যুবা মৃত্যুকে
 দূরবর্তী বিবেচনা করিতে পারে বটে ; পরন্তু
 মৃত্যুর উৎসঙ্গাক্রুত বৃদ্ধব্যক্তি কাহার অপেক্ষায়
 থাকে ? মরণান্তে নরকযাতনা ভোগ
 করিতে হয় ; কিন্তু পিণ্ডদান হইলে তাহা
 হইতে পরিভ্রাণ পাওয়া যায় । সকলই মৃত্যু-
 ভয়ে ভীত, কুত্রাপি অতয় নাই ; কিন্তু
 পুণ্যাশ্রা সাধুদিগের সেই মরণান্তেও কোন

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সাবিত্র্যবাচ ।

ধর্ম্মাধর্ম্মবিধানজ্ঞ সর্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ।
 ত্বমেব জগতো নাথঃ প্রজাসংযমনো যমঃ ॥ ১

ভয় থাকে না । যম কহিলেন,—বিশালাক্ষি !
 তোমার ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে আমি অতীব তুষ্ট
 হইলাম । অতএব সত্যবানের প্রাণ ব্যতীত
 অপর বর গ্রহণ কর । বিলম্বে প্রয়োজন
 নাই । সাবিত্রী কহিলেন,—আমি এই প্রার্থনা
 করি যে, আমার গর্ভে সত্যবানের ঔরস এক
 শত পুত্র হউক ; যেহেতু লোকে অনপত্য
 ব্যক্তির গতি নাই বলিয়া শুনিতে পাই । যম
 কহিলেন,—ভদ্রে ! তুমি ইহাঁর অল্পগমন বুদ্ধি
 পরিত্যাগ কর, তোমার প্রার্থিত সমস্তই
 সম্পন্ন হইবে ! তোমার ক্রেশ হইতেছে
 দেখিয়া তোমাকে এরূপ বলিতেছি । ২১—২৮ ।
 দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

সাবিত্রী কহিলেন,—হে ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিধা-
 নজ্ঞ, সর্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তক প্রজাসংযমকারী

কর্মণামমুরূপেণ যস্মাদ্ভবয়সে প্রজাঃ ।
 তস্মাৎ প্রোচ্যসে দেব যম ইত্যেব নামতঃ ॥২॥
 ধর্ম্মেণেমাঃ প্রজাঃ সর্বা যস্মাদ্ভবয়সে প্রভো ।
 তস্মাৎ তে ধর্ম্মরাজেতি নাম স্তির্নিগদাত্যে ॥৩॥
 স্কৃতং দৃকতকোভে পুরোধায় যদা জনাঃ ।
 স্বংসকাশং মৃত্যু যান্তি তস্মাৎ স্বং মৃত্যুকচাসে ।
 কালঃ কলার্কঃ কলয়ন্ সর্বেষাং স্বং হি তিষ্ঠসি
 তস্মাৎ কালেতি তে নাম প্রোচ্যতে তবদর্শিতি
 সর্বেষামেব কৃত্বানং যস্মাদন্তকরো মহান ।
 তস্মাৎ 'মমন্তকঃ প্রোক্তঃ সর্বদেবৈর্বহাহাতে ॥
 বিবস্বতস্তং তনয়ঃ প্রথমঃ পরিকৌর্তিতঃ ।
 তস্মাদ্ভববস্তুতো নাম সর্বিলাকেষু কথ্যসে ॥৭॥
 আয়ুষ্যে কর্ম্মণি কীণে গৃহসি প্রসভং জনম্ ।
 তদা স্বং কথ্যসে লোকে সর্বিপ্রাণহরেতি বৈ ॥
 তব প্রসাদাদ্ভেবেশ ত্র্যম্বুধর্ম্মো ন নশ্চতি ।
 তব প্রসাদাদ্ভেবেশ ধর্ম্মে তিষ্ঠন্তি জন্তবঃ ।

যমরাজ! আপনি প্রজাগণের কর্ম্মরূপ
 শাসন করেন। হে দেব! এই নিমি-
 ত্তই আপনাকে যম নামে অভিহিত
 করা হয়। হে প্রভো! আপনি ধর্ম্মদ্বারা
 এই লোক সকল রঞ্জন করেন,
 এজন্ত সাধুগণ আপনাকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া
 থাকেন। জনগণ মরণানন্তর আপনারই
 সমীপে স্কৃত ত দৃকত স্থাপন করিয়া যায়;
 এজন্ত আপনাকে মৃত্যু বলে। আপনি
 কলার্কমাত্র কালও প্রজাগণের কলন বা
 শাসন হইতে বিরত নহেন, এজন্ত তবদর্শি-
 গণ আপনাকে কাল বলেন। আপনি সর্ব-
 কৃতেরই মহান অন্তকর; হে মহাত্মাতে!
 সেই জন্ত আপনি অন্তক নামে আখ্যাত
 হইলেন। আপনি বিবস্বান দেবের প্রথম
 পুত্র; এজন্ত বৈবস্বত নামে সর্বলোকে উক্ত
 হইলেন। আয়ুষ্য কর্ম্ম সকল কীণ হইলে
 আপনি বলপূর্ব্বক জনগণকে গ্রহণ করেন,
 এজন্ত আপনি লোকে সর্বিপ্রাণহর নামে
 কীর্তিত। হে দেব! আপনারই
 প্রসাদে ত্র্যম্বুধর্ম্ম বিলুপ্ত হয় না; আপনারই

তব প্রসাদাদ্ভেবেশ স্করো ন প্রজায়তে ॥১॥
 সত্যং সদা গতির্দেব স্বমেব পরিকৌর্তিতঃ ।
 জগতোহস্ত জগন্নাথ মর্যাদাপরিপালকঃ ॥ ১০ ॥
 পাহি মাং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ হুঃখিতাঃ শরণাগতাম্ ।
 পিতরো চ তথৈবাস্ত রাজপুত্রস্ত হুঃখিতৌ ॥১১॥
 যম উবাচ ।

স্তবেন ভক্ত্যা ধর্ম্মজ্ঞে ময়া তুষ্টেন সত্যবান্ ।
 তব ভর্ত্তা বিমুক্তোহস্ম্যং লব্ধকামা ব্রজাবলে ॥
 রাজ্যং কৃত্বা স্বয়া সার্কং বর্ষণাং শতপঞ্চকম্ ।
 নাকপৃষ্ঠমথাকুহ্ম ত্রিদশৈঃ সহ রংস্ততে ॥ ১৩ ॥
 অগ্নি পুত্রশতকাপি সত্যবান্ জনয়িষ্যতি ।
 তে চাপি সর্বে রাজানঃ ক্ষত্রিয়ান্দিদশোপমাঃ
 মুখ্যস্ত্র্যমপুত্রাখ্যা ভবিষ্যন্তি হি শাশ্বতাঃ ।
 পিতৃশ্চ তে পুত্রপতং ভবিতা তব মাতরি ॥১৫॥

প্রসাদে প্রাণীরা ধর্ম্মপথে থাকে; এবং
 আপনারই প্রসাদে জনসমাজে স্করতাবের
 প্রাপ্তর্ভাব হয় না। হে দেব! আপনি সাধু-
 গণের সদাগতি; হে জগন্নাথ! আপনি
 জগতে মর্যাদাপরিপালক। হে ত্রিদশশ্রেষ্ঠ!
 আমি হুঃখিতা, আপনার শরণাগতা; আমার
 পতি—এই রাজপুত্রেরও পিতা মাতা অসহায়;
 অতএব আমাকে পরিত্যাগ করুন। ১—১১।
 যম কহিলেন,—অগ্নি ধর্ম্মজ্ঞে! তোমার
 ভক্তিতে এবং স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি,
 সেই জন্ত তোমার পতি এই সত্যবানকে
 পরিত্যাগ করিলাম। হে অনিন্দিতে!
 তোমার মনোরথ পূর্ণ হইল; অতএব এক্ষণে
 তুমি ষথাস্থানে যাও। এই সত্যবান,
 তোমার সহিত পঞ্চশতবর্ষ যাবৎ রাজ্য
 পালন করিয়া দেহান্তে স্বর্গে যাইয়া সুরগণ
 সহ বিহার করিতে পারিবে। সত্য-
 বানের ঔরসে তোমার গর্ভে একশত
 পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাঁহারাও সকলে
 চিরজীবী প্রজাপালক দেবোপম রাজা
 হইবেন। তোমার সেই সকল পুত্রই একত
 পুত্রপদবাচ্য হইবে। আর তোমার মাতার
 গর্ভে তোমার পিতারও একশত পুত্র জন্মিবে।

মালব্যাঃ মালবা নাম শাৰতাঃ পুত্র-পৌত্রিণঃ
ভ্রাতরন্তে ভবিষ্যন্তি কত্রিয়ান্নিশোপমাঃ ॥১৬
স্তোত্রোৎপাদেন ধৰ্ম্মজ্ঞে কল্যামুখায় যন্ত মাম্ ।
কৌৰ্ণাধিযাতি তস্তাপি দৌৰ্ঘ্যম্যুৰ্ভবিষ্যতি ॥ ১৭
মৎস্ত উবাচ ।

এতাবহুত্বা ভগবান্ যমন্ত

প্রমুচ্য তং রাজসুতং মহাত্মা ।

অদর্শনং তত্র যমো জগাম

কালেন সার্কঃ সহ মৃত্যুনা চ ॥ ১৮

ইতি ত্রিমাংসে মহাপুরাণে সাবিত্র্যপাখ্যানে
সত্যবজ্জীবিতলাভো নাম ত্রয়োদশাধিক-
দিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৩ ॥

চতুর্দশাধিকদিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

সাবিত্রী তু ততঃ সাধ্বী জগাম বরবর্ণিনী ।

যথা যথাগতেনৈব যত্রাসৌ সত্যবান্ মৃতঃ ॥ ১

সেই মালবীগর্ভজ চিরজীবী সন্তানগণ
ও ভ্রাতাদিগের পুত্র পৌত্রাদি মালব নামে
বিখ্যাত হইবে । তোমার ভ্রাতারাও দেবে-
পম সুপ্রভাব কত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে
অগ্নি ধৰ্ম্মজ্ঞে ! যে মানব প্রত্যয়ে গাত্রো-
থানান্তে তোমার কৃত এই স্তোত্র দ্বারা
আমায় ভক্তি করিবে, কিম্বা এই প্রসঙ্গের
আলোচনা করিবে, সে দৌৰ্ঘ্য প্রাপ্ত হইবে ।
মৎস্ত কহিলেন,—মহাত্মা ভগবান্ যম এই
কথা বলিয়া সেই রাজপুত্রকে পরিত্যাগ-
পূর্বক কাল ও মৃত্যুর সহিত অদৃষ্ট হইয়া
গেলেন ১২—১৮ ।

ত্রয়োদশাধিক দিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২১৩॥

চতুর্দশাধিক দিশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত কহিলেন,—অতঃপর বরবর্ণিনী
সাধ্বী সাবিত্রী যেখানে মৃত সত্যবান্ ছিলেন
তথায় প্রত্যাগমনপূর্বক ভর্তার মন্তকটি

স্বা সমাসাদ্য ভর্তারঃ তন্তোৎসঙ্গগতঃ শিরঃ ।
কৃত্বা বিবেশ তথঙ্গী লম্বমানো দিবাকরে ॥ ২
সত্যবানাপ নিধু ক্তা ধৰ্ম্মরাজাচ্ছনৈঃ শনৈঃ ।
উন্মীলয়ত নেত্রাভ্যাং প্রাক্ষুরচ্চ নরাধিপ ॥ ৩
ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণঃ প্রিয়াং বচনমব্রবীৎ ।
কানৌ প্রয়াতঃ পুরুষো যো মামপ্যপকর্ষতি ॥৪
ন জানামি বরারোহে কশ্যাসৌ পুরুষঃ শুভে
বনেহস্মিন্ চাক্রসর্গাস্তি সুপ্তস্ত চ দিনং গতম্
উপবাসপরিশ্রান্তা হুঃখিতা ভবতী মম্বা ।
অস্মদুহ্মদয়েনাচ্চ পিতরৌ হুঃখিতৌ তথা ।
জঙ্ঘীমচ্ছাম্যহং সুজ্ঞ গম্যে ত্বরিতা ভব ॥ ৬
সাবিত্র্যবাচ ।

আদিত্যোহস্তমুপ্রাপ্তে যদি তে কচুতঃপ্রভো!
আশ্রমন্ত প্রয়াস্তাবঃ যত্রয়ো হৌনচ্ক্ষুষৌ ॥ ৭
যথারুতঞ্চ তত্ৰৈব তব নক্ষ্যে যথাস্রমে ।

পূর্ববৎ নিজ উৎসঙ্গে স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট
হইলেন । তখন দিবাকর দেব অন্তগমনো-
ন্মুখ হইয়াছেন । সত্যবান্ও ধৰ্ম্মরাজ কর্তৃক
পরিত্যক্ত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ স্পন্দিত হইতে
লাগিলেন এবং নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলেন ।
হে নরনাথ ! তিনি সজীব হইয়া প্রিয়া সাবি-
ত্রীকে কহিলেন,—যে পুরুষ আমাকে আকর্ষণ
করিতেছিল, সেই পুরুষ কোথায় গেল ?
শুভে ! সে পুরুষ কোথায় গেল, আমি
তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । অগ্নি
চাক্রসর্গাস্তি ! এই বনমধ্যে আমি ঘুমাইয়া-
ছিলাম । এদিকে দিবা অবসানপ্রায় হইয়াছে ।
আমার জন্ত তুমি উপবাসে ক্রান্ত হইয়াছ ।
কত কষ্টই বোধ করিতেছ । আমার
নির্কৃদ্ধিতায় অচ্চ পিতা মাতাও কত
হুঃখই বোধ করিতেছেন । হে সুজ্ঞ !
একণে পিতা মাতাকে দেখিতে ইচ্ছা করি ।
অতএব ঘাইবার জন্ত সত্বর হও । সাবিত্রী
কহিলেন,—আদিত্য অন্তগামী হইয়াছেন ;
প্রভো ! আপনার যদি অতিপ্রায় হয়, তবে
আশ্রমে যাই । যত্র শান্ততী চক্ষুহীন ;
সুতরাং সেখানে ঘাইয়াই যথার্থ কৃত্য বলিব

এতাবক্ষ্যে তত্কারং সহ তল্ল । তদা যযৌ ॥ ৮
 আসসাদাশ্রমকৈব সহ তল্ল । নৃপাশ্রমজা ।
 এতশ্চিরেব কালে তু লব্ধচক্ষুর্হীপতিঃ ॥ ৯
 হ্যামৎসেনঃ সভাধ্যক্ষ পর্য্যতপাত ভার্গব ।
 প্রিয়পুল্লমপশ্চন্ বৈ স্মৃদাকৈবোধ কর্ষিতান্ ১০
 আশ্রান্তমানস্ত তথা স তু রাজা তপোধনৈঃ ।
 দদর্শ পুত্রমায়ান্তং স্মৃষয়া সহ কাননে ॥ ১১
 সাবিজী তু বরারোহা সহ সত্যবতা তদা ।
 ববন্দে তজ্জ রাজানং সভাধ্যাক্ষত্রপুঙ্গবম্ ॥ ১২
 পরিষক্তস্তদা পিতা সত্যবান্ রাজানন্দনঃ ।
 অভিবাদ্য ততঃ সর্কান বনে তস্মিন্স্থপোধনান্
 উবাগ তজ্জ তাং রাজিয়ুযিতিঃ সর্গধর্ম্মবিৎ ।
 সাবিজ্যপি জগাদাধ যথাস্তুতমনিদিতা ॥ ১৪
 ব্রতঃ সূম্যপয়ামাস তস্মামেব যথা নিশি ।
 ততস্তুর্ধোপ্রিয়ামাস্তে সর্গৈস্তুস্তস্ত তুপতেঃ ॥ ১৫
 আজগাম জনঃ সর্কো রাজ্যার্থায় নিমন্ত্রণে ।

বিজ্ঞাপয়ামাস তদা তত্র প্রকৃতিশাসনম্ ॥ ১৬
 বিচক্ষুর্ভবে নৃপতে যেন রাজ্যং পুরা হৃতম্ ।
 অমাত্যৈঃ সহতো রাজা ত্বাংকশ্মিন্ পুরে নৃপঃ
 এতচ্ছ্রুত্বা যযৌ রাজা বলেন চতুরজিগীষা ।
 লেভে চ সকলং রাজ্যং ধর্ম্মরাজারোহণনঃ ॥ ১৮
 ভ্রাতৃণাম্ শতং লেভে সাবিজ্যপি বরাজনা ।
 এবং পবিরতা সাধ্বী পিতৃপক্ষং নৃপাশ্রমজা ॥ ১৯
 উজ্জহার বরারোহা ভর্তৃপক্ষং ভট্টেব চ ।
 মোক্ষয়ামাস ভর্তারং যুত্যাশ্রমগতং তদা ॥ ২০
 তস্মাৎ সাধ্ব্যঃ শ্রিয়ঃ পূজ্যাঃ সততং দেববরৈরৈঃ
 তাশাং রাজন্ প্রসাদেন ধার্যতে বৈ জগজ্জয়ম্
 তাশাস্ত্র বাক্যং ভবতীহ মিথ্যা
 ন জাতু লোকেষু চরাচরেষু ।
 তস্মাৎ সদা তাঃ পরিপূজনীয়াঃ
 কামান্ সমগ্রানাভিকামধানেঃ ॥ ২২

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে সাবিজ্যপাখ্যান-
 সমাপ্তর্নাম চতুর্দশাধিকর্ষিত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৪

এই বলিয়া নৃপনন্দিনী সাবিজী পতির সহিত
 আশ্রমভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই সম-
 য়েই মহীপতি হ্যামৎসেন, পত্নীসহ চক্ষুলাভ
 করিলেন। হে শৌনক! তিনি তখন প্রিয়
 পুত্রকে ও হৃষিনী স্মৃষাকে দেখিতে না পাইয়া
 পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ১—১০।
 আশ্রমস্থ তাপসগণ তাঁহাকে আশ্বাস দান
 করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে হ্যামৎসেন
 স্মৃষার সহিত পুত্রকে আগমন করিতে দেখিতে
 পাইলেন। বরারোহা সাবিজী এবং সত্য-
 বান্ তখন সেই ক্ষত্রিয়পুঙ্গব সভাধ্যক্ষ মহা
 রাজকে বন্দনা করিলেন। রাজা কর্তৃক
 সত্যবান্ আলিঙ্গিত হইয়া অপরাপর মুনি-
 দিগকেও অভিবাদন করিলেন। সর্ক-
 ধর্ম্মবিৎ সত্যবান্ অতঃপর সে রাজি সেই
 আশ্রমেই বাস করিয়াছিলেন। অনি-
 দিতা সাবিজীও সেই রাজিতেই স্বীয়
 ব্রত যথাযথ সমাপন করিলেন। অনন্তর
 রাজির চতুর্ধ্বাম অতীত হইলে রাজার
 পূর্বভ্রম লোকজন সৈন্ত সামন্ত সকলে
 রাজাকে পুনরায় রাজ্যদানার্থ আসিয়া উপ-

স্থিত হইল এবং কহিল যে, হে রাজন্!
 আপনি নেত্রহীন হইলে, যে আপনার রাজ্য
 অপহরণ করিয়াছিল, অমাত্যগণ তাহাকে
 নিহত করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি সেই
 রাজ্যে রাজা হউন। রাজা এই কথা শুনিয়া
 সেই চতুরঙ্গ সৈন্তসহ প্রস্থানপূর্বক বাইয়া
 মহাত্মা ধর্ম্মরাজের অহুগ্রহে স্বীয়রাজ্য প্রাপ্ত
 হইলেন। কালক্রমে পাতিব্রতা, সাধ্বী, বরা-
 জনা সাবিজী একশত পুত্র লাভ করিলেন।
 সেই নৃপনন্দিনী তদীয় পিতৃকুল ও পতি-
 কুল,—উভয় কুলই উজ্জার করেন এবং যুত্যা
 পাশগত নিজ পতিকেকেও রক্ষা করেন। অত-
 এব নরগণের পক্ষে সাধ্বী ত্রীদিগকে সতত
 দেবতার স্তায় অর্চনা করা কর্তব্য। রাজন্!
 সেই সাধ্বীদিগের প্রসাদেই এই জগৎ
 ধৃত রহিয়াছে। এই চরাচর যোকরভেদে
 সেই সাধ্বীদিগের বাক্য মিথ্যা হয়না;
 সেই জন্তই সর্গকামাভিলাষী যানবেয়

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

মহুৰ্বাচ ।

রাজ্যোহভিবিভক্তমাত্ত্ব কিং হু কৃত্যতমং ভবেৎ
এতয়ে সৰ্ব্বমাত্ত্ব সম্যগ্ধেতি যতো ভবান্ ॥১

মৎস্ত উবাচ ।

অভিবেকার্জশিরসা রাজা রাজ্যাবলোকিনা ।
সহায়বরণং কাৰ্য্যং তত্র রাজ্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥২
যদপারতরং কৰ্ম্ম তদপোকেন তৃপ্তম্ ।

পুরুষেণাসত্যেন কিম্ব রাজ্যং মহোদয়ম্ ॥ ৩
তস্মাৎ সহায়ান বরণেৎ কুলীনান্ নৃপতিঃ স্বয়ম
শূরান্ কুলীনজাতীয়ান্ বসযুক্তান্ যাবিতান্ ॥

রূপ-সম-গুণোপেতান্ সজ্জনান্ কময়্যাবিতান্ ।
ক্ৰেশকমান্ মহোৎসাহান্ ধৰ্ম্মজ্ঞান্ প্রিয়বদান্
হিতোপদেশকালজ্ঞান্ স্বামিত্ত্বান্ যশোহৰ্খিনঃ

পক্ষে তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করা
কর্তব্য । ১১—২২ ।

চতুর্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২২৪॥

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মহু কহিলেন,—রাজা অভিষিক্ত হইলে
তাঁহার তদানীন্তন কর্তব্য কি? এই বিষয়
আমাকে সম্পূর্ণ বলুন; যেহেতু, আপনি
সকল তব্ব সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। মৎস্ত
কহিলেন,—অভিবেকার্জ-মস্তক রাজা, রাজ্য
পরিদর্শনার্থ সহায় ও পারিষদ করিবেন; কারণ,
সহায় ও পারিষদগণের উপরই রাজ্যের
প্রতিষ্ঠা নিহিত। অসহায় পুরুষের পক্ষে
অতি সাধারণ কার্য্য সম্পাদন করাও হুসাধ্য;
অবিশাল রাজ্যের কথা আর কি বলিব?
এইজন্য নৃপতি কুলীন, জীমান, বলবান্ ও
সহায়বান্ জনগণকে স্বীয় সহায়রূপে বরণ
করিবেন। সহায়গণ রূপ, বল, গুণ, সাধুতা,
কমা, ক্ৰেশসহিষ্ণুতা, উৎসাহ ও ধৰ্ম্মজ্ঞান-
সম্পন্ন হওয়া আবশ্যিক। প্রিয়ভাবী, হিতোপ-
দেষ্টা, কালজ্ঞ, প্রভুভক্ত ও যশোলিপ্ত,

এবংবিধান সহায়গণে শুভকৰ্ম্মস্থ যোজয়েৎ ।

গুণহীনানপি তথা বিজায় নৃপতিঃ স্বয়ম্ ।

কৰ্ম্মস্বৈব নিযুক্তো যথাযোগ্যেভু ভাগশঃ ॥ ৭

কুলীনঃ শীলসম্পন্নো ধৰ্ম্মক্ৰেদবিশারদঃ ।

হস্তশিক্ষাবশিকানু কুশলঃ শক্তভাবিতঃ ॥ ৮

নিমিত্তে শকুনে জ্ঞাতা বেত্তা চৈব চিকিৎসিতে

কৃতজ্ঞঃ কৰ্ম্মণাং শূরস্তথা ক্ৰেশসহো যজ্ঞঃ ॥ ৯

বাহুতব্ধিধা-জ্ঞঃ কল্পসারবিশেষাবৎ ।

রাজা সেনাপতিঃ কাৰ্য্যো ব্রাহ্মণঃ কজ্জিয়োহথবা

প্রাংতঃ পুরুষো দক্ষশ্চ প্রিয়বাদী ন চোদ্ধতঃ

চিন্তাগ্রাংশ্চ সৰ্ব্বেষাং প্রতীহারো বিধীয়তে ॥ ১১

যথোক্তবাদী দূতঃ স্তাদ্দেশভাবাবিশারদঃ ।

শক্তঃ ক্ৰেশসহো বাগ্মী দেশ-কালবিভাগবিৎ

বিজ্ঞাতদেশ-কালশ্চ দূতঃ স স্তান্মহীকিতঃ ।

বক্তা নয়ন্ত যঃ কালে ন দূতো নৃপতেৰ্ত্তবেৎ ॥

প্রাংশবো ব্যায়তাঃ শূরা দূতভক্তা নিরাকুলাঃ ।

রাজা তু রক্ষিণঃ কাৰ্য্যাস্তদা ক্ৰেশসহা হিতাঃ

সহায়দিগকে শুভকৰ্ম্মে নিয়োগ করা কর্তব্য ।

রাজা পরীক্ষা দ্বারা গুণহীন জনগণ-

কেও জানিয়া বিভাগক্রমে যথাযোগ্য কৰ্ম্মে

নিয়োগ করিবেন। কুলীন, শীলবান্,

ধৰ্ম্মক্ৰেদ-পারদর্শী, হস্তী ও অশ্ব বিষয়ে

শিক্ষিত, মধুরভাবী, প্রাকৃতিক লক্ষণ-

দর্শনে শুভাশুভ জ্ঞানবান্, চিকিৎসাভিজ্ঞ,

কৃতজ্ঞ, সকল কার্য্যে অচতুর, ক্ৰেশসহিষ্ণু,

সরলচেতা, বাহুবিধান-তব্ধজ, আত্যন্তরিক

সারাসার-নির্বাচনপটু, ব্রাহ্মণ অথবা কোন

কজ্জিয়কে সেনাপতি করা রাজার কর্তব্য ।

১—১০। উন্নতকায, পুরুষ, চতুর, প্রিয়বাদী,

অমুক্তত, সৰ্ব্ব চিন্তাগ্রাহী, ব্যক্তিকে প্রতীহার

করা বিধেয়। যথোক্তবাদী, বিবিধ দেশ-

ভাবা-বিশারদ, সমর্থ, ক্ৰেশসহিষ্ণু, বাগ্মী,

দেশকালবিভাগে পারদর্শী, দেশকালজ্ঞ

এবং যোগ্যকালে নীতি অনুসারে বক্তা

ব্যক্তি নৃপতির দূত হইবার যোগ্য। দীর্ঘা-

কার, আরতকায, শূর, প্রভুভক্ত, অব্যা-

কুল, সৰ্ব্বদা ক্ৰেশসহিষ্ণু ও হিতকারী ব্যক্তিঃ

অনাহার্যোহনৃশংসশ্চ দৃঢ়ভক্তিশ্চ পার্থিবে ।
 তাঙ্গুলধারী ভবতি নারী বাপ্যথ তদগুণা ॥১৫
 ষাড্গুণ্যবিধিতব্রজো দেশভাষাবিশারদঃ ।
 সাক্ষিবিগ্ৰহিকঃ কার্যো রাজ্য নম্রবিশারদঃ ॥
 কৃতাকৃতজ্ঞো ভৃত্যানাং জ্ঞেয়ঃ স্তাদেশরক্ষিতা
 আয়-ব্যয়জ্ঞো লোকজ্ঞো দেশোৎপত্তিবিশারদঃ ।
 সুরূপস্তরূপঃ প্রাণ্ডুর্দৃঢ়ভক্তিঃ কুলোচিতঃ ।
 শূরঃ ক্লেশসহশ্চৈব খড়গধারী প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৮
 শূরশ্চ বলযুক্তশ্চ গজাবরথকোবিদঃ ।
 ধনুর্ধারী ভবেজ্ঞাজ্ঞঃ সর্বক্লেশসহঃ শুচিঃ ॥১৯
 নিমিত্তশকুনজ্ঞানী হয়শিক্ষাবিশারদঃ ।
 হয়ায়ুর্দৈবতব্রজো ভুবো ভাগবিচক্ষণঃ ॥ ২০
 বলাবলজ্ঞো রথিনঃ হিরদৃষ্টিঃ প্রিয়বদনঃ ।
 শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ সারথিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২১

দিগকে রাজ্য রক্ষক রাখিবেন। যে জন
 লোভলীন, সুশীল ও রাজ্যের প্রতি দৃঢ় অমু-
 রক্ত, এমন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে তাঙ্গুলধারণ
 কার্যে নিযুক্ত করা কর্তব্য। নীতিশাস্ত্রোক্ত
 ষাড্গুণ অর্থাৎ সন্ধি, বিগ্ৰহ, যান, আসন,
 বৈধীভাব ও আশ্রয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ,
 ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্ব দান করিবেন। বিবিধ দেশ-
 ভাষাভিজ্ঞ এবং ভৃত্যবর্গের কৃত ও অকৃত
 কর্ম সকলের বোধকম আঃ লোকের প্রকৃতি-
 দেশ ও শস্ত্রোৎপত্তি বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান-
 বান ব্যক্তি দেশরক্ষক হইবার যোগ্য।
 সুরূপ, তরুণবয়স্ক, দীর্ঘকায়, রাজ্যের প্রতি
 দৃঢ় অমুরক্ত, সংকুল-সমুত্ত, শূর, ও ক্লেশ-
 সহিষ্ণু মানবকে খড়গধারি-পদে নিযুক্ত
 করিতে হয়। শূর, বলবান্ অথ-রথ-গজাদি-
 যানগমনে পটু, সর্বক্লেশসহিষ্ণু ও পবিত্র
 ব্যক্তি রাজ্যের ধনুর্ধারী হইবে। প্রাকৃতিক
 লক্ষণ দর্শনে শুভাশুভ-বোধকম, অশিক্ষা-
 বিশারদ, অহায়ুর্দৈব-তত্ত্বজ্ঞ, পৃথিবীর স্থান-
 পরিচয়বান্, রথীর বলাবলজ্ঞ, হিরদৃষ্টি,
 প্রিয়ভাষী, শূর, ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি রাজ্যের
 সারথি হইবার যোগ্য। ১১—২১। লোভ-

অনাহার্যঃ শুচির্দক্ষচিকিৎসিতবিদ্যাঃ বরঃ ।
 স্থপশাস্ত্রবিশেষজ্ঞঃ স্থদাধ্যক্ষঃ প্রশস্তভে ॥ ২২
 স্থপশাস্ত্রবিধানজ্ঞাঃ পরাভেদ্যাঃ কুলোদ্গতাঃ ।
 সূর্যে মহানসে ধার্য্যঃ কৃত্তকেশনখা নরাঃ ॥২৩
 সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদঃ ।
 বিপ্রমুখাঃ কুলীনশ্চ ধর্ম্মাধিকরণো ভবেৎ ॥২৪
 কার্য্যাস্তথাবিধানস্তজ্ঞে দ্বিজমুখ্যঃ সভাসদঃ ।
 সর্বদেশাঙ্করাভিজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ২৫
 লেখকঃ কথিতো রাজ্যঃ সর্বাধিকরণেষু বৈ ।
 নীর্বোধোপেতোন স্তুসম্পূর্ণানসমশ্লেণিগতান্ সমান
 আস্তরান্ বৈ লিখেদ্যন্ত লেখকঃ স বরঃ স্মৃতঃ
 উপায়বাক্যকুশলঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ২৭
 বহুবর্ধবক্তা চান্নেন লেখকঃ স্তাদ্ব্যপোস্তম ।
 পুরুষাস্তরতত্ত্বজ্ঞাঃ প্রাশংসবচ্যাপ্যলোচুপাঃ ॥ ২৮
 ধর্ম্মাধিকারিণঃ কার্য্য্য জনা দানকরা নরাঃ ।
 এবংবিধানস্তথা কার্য্য্য রাজ্য্য দৌবারিকা জনাঃ
 লোহবস্ত্রাজিনাদীনাং রত্নানাঞ্চ বিধানবিৎ ।

রহিত, শুচি, দক্ষ, চিকিৎসাশাস্ত্রাভিজ্ঞ, পাক-
 শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, ব্যক্তিকে প্রধান পাকাধ্যক্ষ করা
 কর্তব্য। সংকুলজাত, পাকশাস্ত্রজ্ঞ, বিশ্বস্ত,
 ব্যক্তিরাই পাকশালের কার্যে নিযুক্ত হইবে;
 তাহার কেশনখাদি ধারণ করিবে না। শত্রু-
 মিত্রে তুল্য ব্যবহারী, ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ,
 কুলীনশ্চেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মাধিকরণে নিয়োগ
 করিবে। এই প্রকার দ্বিজগণকেই সভাসদ
 করা কর্তব্য। সর্বদেশীয় অঙ্করাভিজ্ঞ, সর্ব-
 শাস্ত্রবিশারদ, ব্যক্তিকেই রাজ্য সর্বজ্ঞ লেখক-
 পদে নিয়োগ করিবেন। যাহার অক্ষয়-
 সমূহের মাত্রা সকল স্তুসম্পূর্ণ, সমশ্লেণীতে
 সমান আকারে সমাস্তরালে নিস্তব্ধ হয়,
 সেই ব্যক্তি প্রকৃষ্ট লেখক। উপায়ে ও বাগ-
 বিজ্ঞাসে কুশল, সর্বশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, অন্নবাক্যে
 বহু অর্থের প্রকাশক মানব রাজ্যের লেখক
 হইবার যোগ্য। রাজন্! জনগণের ধর্ম্মা-
 ভিজ্ঞ, দীর্ঘকায়, অলোভ, ও দাতা জন-
 গণকে ধর্ম্মাধিকরণে নিয়োগ করা কর্তব্য।
 রাজ্য এইরূপ লক্ষণসম্পন্ন জনগণকে দৌবা-

বিজ্ঞাতা কৃত্তসারাগামনাহাৰ্য্যঃ শুচিঃ সদা ॥ ৩০
 নিপুণশ্চ প্রমত্তশ্চ ধনাধ্যক্ষঃ প্রকৌৰ্ণিতঃ ॥ ৩১
 আয়দ্বারেষু সৰ্কেষু ধনাধ্যক্ষসমা নরাঃ ।
 ব্যয়দ্বারেষু চ তথা কৰ্ত্তব্য্যো পৃথিবীক্ষিতা ॥ ৩২
 পরম্পরাগতো যঃ স্তাদষ্টাঙ্গে সূচিকিৎসিতে ।
 অনাহাৰ্য্যঃ স বৈদ্যাঃ স্তাদ্ব্যাক্ষা চ কুলোদ্গতঃ
 প্রাণাচার্য্যঃ স বিজ্ঞেয়ো বচনঃ তস্ত ভূভুজা ।
 রাজন রাজ্যে সদা কাৰ্য্যং যথা কাৰ্য্যং পৃথগ্জ্ঞনৈঃ
 হস্তিশিক্ষাবিধানজ্ঞো বনজাতিবিশারদঃ ।
 ক্ৰেশক্ষমস্তথা রাজ্ঞো গজাধ্যক্ষঃ প্রশস্ততে ॥
 ঐতৈরেব গুণৈর্গুজ্ঞঃ স্বাসনশ্চ বিশেষতঃ ।
 গজারোহী নরেন্দ্রস্ত সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু শস্ততে ॥ ৩৬
 হরশিক্ষাবিধানজ্ঞশ্চিকিৎসিতবিশারদঃ ।
 অশ্বাধ্যক্ষো মহীভৰ্ত্তুঃ স্বাসনক প্রশস্ততে ॥ ৩৭
 অনাহাৰ্য্যশ্চ শূরশ্চ তথা প্রাজঃ কুলোদ্গতঃ ।
 হর্গাধ্যক্ষঃ স্মৃতো রাজ্ঞ উদ্ব্যক্তঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু ॥ ৩৮

বান্ধবিদ্যাবিধানজ্ঞো লঘুহস্তো জিতব্রহ্মঃ ।
 দৌৰ্ঘদশী চ শূরশ্চ স্থপতিঃ পরিকৌৰ্ণিতঃ ॥ ৩৯
 যজ্ঞমুক্তো পাণিমুক্তো বিমুক্তো মুক্তধারিতে ।
 অস্ত্রাচার্য্যো নিক্রমগঃ কুশলশ্চ বিশিষ্যতে ॥ ৪০
 বৃদ্ধঃ কুলোদ্গতঃ সূক্তঃ পিতৃপৈতামহঃ শুচিঃ ।
 রাজ্যমন্তঃপুরাধ্যক্ষো বিনীতশ্চ তথেষ্যতে ॥ ৪১
 এবং সপ্তাধিকারেষু পুত্রবাঃ সপ্ত তে পুরে ।
 পরীক্ষ্য চাধিকাৰ্য্যো ন্য রাজ্যে সৰ্কেষু কৰ্ম্মসু
 স্থাপনাজাতিতত্ত্বজ্ঞাঃ সততঃ প্রতিজ্ঞাশ্রিত্য ॥ ৪২
 রাজঃ স্তাদায়ুধাগারে দক্ষঃ কৰ্ম্মসু চোদ্যতঃ ।
 কৰ্ম্মাণ্যপরিমেয়াণি রাজ্ঞো নৃপকুলোদহ ॥ ৪৩
 উত্তমাদমমধ্যানি বুদ্ধা কৰ্ম্মাণি পার্শ্বিণঃ ।
 উত্তমাদমমধ্যেষু পুরুষেষু নিযোজয়েৎ ॥ ৪৪
 নরকৰ্ম্মবিপর্য্যাসাজাজা নাশমবাগ্নুয়ৎ ।
 নিয়োগে পৌরুষঃ ভক্তিঃ ক্রতুঃ শৌৰ্য্যঃ কুলঃ
 নয়ম্ ॥ ৪৫

রিক পদে নিয়োগ করিবেন। লৌহ, বস্ত্র
 অজিন ও রত্নাদির বিধান, উৎকর্ষণকৰ্ম্ম,—ও
 মূল্যের ভারতম্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ, লোভ-
 হীন, পবিত্র, নিপুণ ও সাবধান মানবকে ধনা-
 ধ্যক্ষপদে নিয়োগ করা কৰ্ত্তব্য ৥ ২২—৩১ ।
 সৰ্ব্ব অৰ্থের আয়ব্যয় ব্যাপারেও এবিধ লোক
 নিয়োগ করিবেন। অষ্টাঙ্গ চিকিৎসাশাস্ত্রে
 অভিজ্ঞ, লোভরহিত, ধর্ম্মাশ্রা, সদ্বংশীয়,
 কুলপরম্পরাগত চিকিৎসক ব্যক্তিকেই বৈদ্য
 রাখিবেন। রাজ্য সাধারণ মানবের স্তায়
 সেই বৈদ্যের কথা পালন করিয়া চলিবেন।
 কারণ, সেই বৈদ্যই রাজ্যের প্রাণাচার্য্য।
 হস্তিশিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, বিবিধ বনজাতির
 তত্ত্বাভিজ্ঞ, এবং ক্ৰেশ সহিষ্ণু মানব রাজ্যের
 গজাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য।
 রাজ্যের সঙ্গী গজারোহী মানবও এই সমস্ত
 গুণযুক্ত এবং বিশেষতঃ স্থিরমনা ও সৰ্ব্বকৰ্ম্মে
 সুদক্ষ হইবে। অশ্বশিক্ষা বিষয়ে কুশল,
 অশ্বদিগের চিকিৎসাভিজ্ঞ ও স্থিরাসন মানব
 রাজ্যের অশ্বাধ্যক্ষ হইবে। লোভহীন, শূর,
 প্রাজ, সংকুলজাত, এবং সৰ্ব্ব কৰ্ম্মে উদ্যম-

বান্ধ ব্যক্তি হর্গাধ্যক্ষ হইবে। বান্ধবিদ্যা-
 ভিজ্ঞ, লঘুহস্ত, শ্রমশূন্য, দৌৰ্ঘদশী, ও শূর
 ব্যক্তিকে স্থপতিপদে নিয়োগ করিতে হয়।
 যজ্ঞমুক্ত, পাণিমুক্ত, বিমুক্ত, মুক্তধারিত,
 ইত্যাদিরূপ অস্ত্রচালনা বিষয়ে অব্যগ্র ও
 কৌশলশালী মানব অস্ত্রাচার্য্য হইবার যোগ্য
 ৩২—৪০। বৃদ্ধ, সংকুলসম্মত, মধুরভাষী পিতৃ
 পিতামহাদি ক্রমে কাৰ্য্যকারী, সদাচারী এবং
 বিনীতব্যক্তি রাজাদিগের অন্তঃপুরাধ্যক্ষ হই-
 বার যোগ্য। রাজ্যরপক্ষে এই সপ্তবিধ কাৰ্য্যে
 পরীক্ষা করিয়া এই প্রকার সপ্তবিধ লোক
 নিয়োগ করা কৰ্ত্তব্য। রাজনিযুক্ত জনগণের
 সৰ্ব্বকাৰ্য্যে সাবধান ও নিয়োজিত কাৰ্য্যের
 তত্ত্বাভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। রাজ্যের অস্ত্রা-
 গারেও দক্ষ ও উদ্যমশীল লোক নিয়োগ
 করা উচিত। রাজকাৰ্য্যের পরিমাণ করা
 যায় না। পরন্তু রাজ্য উত্তম মধ্যম ও
 অধম কৰ্ম্ম সকল বিভাগানুসারে উত্তম
 মধ্যম ও অধম জনে বিস্তৃত করিবেন।
 কৰ্ম্ম-নিয়োগের ব্যত্যয় বশে রাজ্য নাশ
 প্রাপ্ত হইবে। নিয়োগ, পৌরুষ, অজ্ঞরক্তি,

জ্ঞান্য বৃত্তিবিধাতব্য পুরুষাণাং মহীকিতা ।
পুরুষান্তরবিজ্ঞানঃ তত্ত্বসারনিবন্ধনাৎ ॥৪৬
বহুভির্ভ্রময়েৎ কাম্যঃ রাজা মজ্জা পৃথক্ পৃথক্ ।
মজ্জিণামপি নো কুৰ্য্যান্মজ্জিমজ্জপ্রকাশনম্ ॥ ৪৭
কচির কস্ত বিখ্যাসো ভবতীহ সদা নৃণাম্ ।
নিশ্চয়স্ত সদা মজ্জে কার্য্য একেন সুরিণা ॥৪৮
ভবেষা নিশ্চয়াবাপ্তিঃ পরবুদ্ধ্যাপজীবনাৎ ।
একশ্চৈব মহীভর্তুর্ভূয়ঃ কার্য্যো বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৯
ব্রাহ্মণান্ পর্য্যাপাসীত জয়ীশাস্ত্রমুনিশ্চিতান্ ।
নাসচ্ছাস্ত্রবতো মুঢ়ান্তে হি লোকস্ত কণ্টকাঃ ॥
বুদ্ধান্ হি নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ

শুচীন ।

তেভ্যঃ শিক্ষেত বিনয়ঃ বিনীতাস্থা চ নিত্যশঃ
সমগ্রাং বশগাং কুৰ্য্যাৎ পৃথিবীঃ নাজ্জ সংশয়ঃ
বহুবো বিনয়ান্ভ্রষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ ।

শাস্ত্রজ্ঞান, শৌৰ্য্য, কুল ও নীতিবোধ,
এ সমস্ত বিবেচনা করিয়া রাজা লোকদিগের
বেতন নির্ধারিত করিবেন । অপর কেহ জানিতে
না পারে, এমন ভাবে প্রকৃত তত্ত্বাবিকার-
কামনায় রাজা, বহু মজ্জার সহিত পৃথক্
পৃথক্ ভাবে মজ্জা করিবেন । এক মজ্জি-
সহ মজ্জান্তে সে কথা অপর মজ্জীকে
জানাইবেন না । কাহাকেও সর্বদা বিশ্বাস
করিবেন না । একজন বিচক্ষণ মজ্জী লই-
য়াই সমস্ত বিষয়ে প্রকৃত কর্তব্য নির্ধারিত
করিবেন । বহু ব্যক্তির বুদ্ধি লইবেন না ;
অনেকের বুদ্ধি লইলে রাজার কর্তব্য কার্য্যে
হির নিশ্চয় না হইবারই সম্ভাবনা ; কারণ,
বহু ব্যক্তি বিবিধ মত প্রকটিত করিয়া থাকে ।
জয়ীশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের উপাসনা করি-
বেন ; পরন্তু অসংশয়জ্ঞ মুঢ়দিগের সঙ্গ করি-
বেন না ; কারণ, তাহারাই লোকের কণ্টক-
স্বরূপ ॥৪১—৫০। নিয়ত বেদবিদ্ শুচি বৃদ্ধ
জনের সেবা করিবেন । তাহাদিগের নিকট
বিনয় শিক্ষা করিবেন এবং নিয়ত বিনয়ী
হইবেন । বিনয়ী রাজা সমগ্র পৃথিবীই
বশীভূত করিতে পারেন । পূর্বে অনেকানেক

বনস্থষ্টৈব রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে ।
ত্রৈবিজ্ঞেভ্যাম্রয়ীঃ বিদ্যাৎ দণ্ডনীতিক শাস্ত্রতীন্
আবৌক্ষিকীষ্মান্নবিজ্ঞাঃ বার্তারস্তাশ্চ লোকতঃ
ইন্দ্রিয়গাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্বিবানিশম্ ।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্বাপয়িতুঃ প্রজাঃ
যজ্ঞেত রাজা বহুভিঃ ক্রতুভিঃ সর্দাকণৈঃ ।
ধর্ম্মার্থকৈব বিপ্রৈস্ত্যো দত্তাভোগান্ ধনানি চ
সাংবৎসরিকমাতৈশ্চ রাষ্ট্রোদাহারয়েৎশলিম্ ।
স্বাৎ স্বাধ্যায়পরো লোকে বর্জেত পিতৃবন্ধুবৎ
আবুজানান্ শুক্ককুলাদ্ভিজ্ঞানান্ পূজকো ভবেৎ ॥
নৃপাণামক্ষয়ো হ্যেষ বিধির্ব্রাহ্মোহতিধীমতে ॥
ভতন্তেনানবা মিজা হরন্তি ন বিনশ্চতি ।

তস্মাজাজ্ঞা বিধাতব্যো ব্রাহ্মো বৈ হৃক্ষয়ো

বিধিঃ ॥ ৫৮

সমোত্তমাধমে রাজা হ্যাহম পালয়েৎ প্রজাঃ ।

রাজা বিনয়শূন্য হওয়ায় সাজ্জের রাজ্য ভ্রষ্ট
হইয়াছেন ; আবার বিনয়শূণ্যে কত বনবাসী
রাজাও রাজ্য লাভ করিয়াছেন । ত্রৈবিদ্যা-
গণ হইতে জয়ী বিদ্যা, শাস্ত্রতী দণ্ডনীতি,
আবৌক্ষিকী, আশ্রবিদ্যা,—এ সকল এবং
সাধারণ লোক হইতে বার্তা সমস্ত জ্ঞাত
হইবেন । ইন্দ্রিয় জয় নিমিত্ত নিয়ত যোগা-
ভ্যাস করিবেন । জিতেন্দ্রিয় রাজাই প্রজা-
গণকে বশে রাখিতে পারেন । উত্তম দক্ষিণা-
সম্পন্ন বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান, এবং ধর্ম্মার্থ বিপ্র-
জনে বিবিধ ভোগ্য ধনাদি দান করিবেন ।
বিশুদ্ধ কর্ম্মচারী দ্বারা রাজ্য হইতে সাংবৎ-
সারিক উপঢৌকন সকল সংগ্রহ করাইবেন ।
রাজা বেদাধ্যায়ন-পর হইবেন এবং প্রজা-
গণের প্রতি পিতৃ-বন্ধুসম ব্যবহার করিবেন ।
শুক্ককুল হইতে প্রত্যাগত বিজগণের যথা-
যোগ্য সম্মাননা করিবেন । রাজগণের
পালনীয় এই অক্ষয় বিধি, ব্রহ্ম কর্তৃক প্রব-
র্ত্তিত হইয়াছে । রাজা এই বিধি প্রতিপালন
করিলে চৌর, দুষ্ট ও শত্রু প্রভৃতির প্রভাব
তিরোহিত হয় । এজন্ত রাজার এই বিধান
সর্বদা পালনীয় । রাজা বিবেচনাম্বসারে

ন নিবৰ্জেত সংগ্রামাৎ ক্রাভঃ ত্রতমহুশ্চরন ।
 সংগ্রামেষুনিবৰ্জিতঃ প্রজানাং পরিপালনম্ ।
 শুক্রাণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞাং নিঃশ্রেয়সং পরম্ ॥
 রূপণানাঞ্চ বৃদ্ধানাং বিধবানাঞ্চ পালনম্ ।
 যোগক্ষেমঞ্চ বৃত্তিঞ্চ তথৈব পরিকল্পয়েৎ ॥ ৬১
 বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং তথা কার্য্যং বিশেষতঃ ।
 স্বধৰ্ম্মপ্রচ্যুতান্ রাজা স্বধৰ্ম্মে স্থাপয়েৎ তথা ।
 আশ্রমেষু তথা কার্য্যমগ্নং তৈলঞ্চ ভোজনম্ ।
 শ্রমমেবানয়েজাজ্ঞা সংকৃতান্ নাবমানয়েৎ ॥ ৬৩
 তাপসে সৰ্ব্বকার্য্যাণি রাজ্যমাশ্বানমেব চ ।
 নিবেদয়েৎ প্রযত্নেন দেববচ্চিরমৰ্চয়েৎ ॥ ৬৪
 যে প্রজ্ঞে বেদিতব্যো চ স্বজ্ঞৌ বক্রা চ মানবৈঃ
 বক্রাঃ জ্ঞাত্বা ন সেবেত প্রতিবাধেত চাগতাম্
 নাস্তু চিহ্নঃ পরো বিন্দ্যাধিন্দ্যাচ্ছিত্রঃ পরস্ত তু

উত্তম মধ্যম অধম জনগণের স্ব স্ব অনুরূপ
 কার্য্যে নিয়োগ করিয়া প্রজা পালন করিবেন ।
 ক্ষত্রধৰ্ম্ম অরণপূৰ্ব্বক কদাচ সংগ্রাম হইতে
 নিমুক্ত হইবেন না । সংগ্রাম হইতে অনি-
 রুক্তি, প্রজাবর্ণের প্রতিপালন ও ব্রাহ্মণগণের
 শুক্রাণা—এই কয়টি রাজাদিগের পরম মঙ্গল-
 সম্পাদক । ৫১—৬০ । হ্রবস্থাপন, বৃদ্ধ ও
 বিধবাগণের প্রতিপালন—ইহাদিগের যোগ-
 ক্ষেম ও বৃত্তি বিধান করিবেন । বিশেষ
 যত্নে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা করিবেন । যাহারা
 স্বধৰ্ম্মচ্যুত, তাহাদিগকে পুনরায় স্বধৰ্ম্মে
 স্থাপন করিবেন । আশ্রমবাসীদিগের জন্ত
 তৈল, অন্ন ও পাত্র সকল স্বয়ংই আনাইয়া
 দিবেন । সংকৃত জনের অসম্মান করিবেন
 না । তাপসদিগকে রাজ্য এবং আশ্রা
 পর্য্যন্তও নিবেদন করিবেন ;—দেববৎ
 পূজা করিবেন । মানবগণের দ্বিবিধ বুদ্ধি
 শিক্তি হয়—একটি সরল, অপরটি কুটিল ।
 কুটিল বুদ্ধি শিক্ষা করিয়া তাহার ব্যবহার
 করিবে না ; পরন্তু পরকীয় কুটিল বুদ্ধির
 কার্য্য দর্শনে স্বীয় কুটিল বুদ্ধি দ্বারা তাহা
 ব্যাখ্যাত করিবেন । রাজা আশ্রাচ্ছিত্র অপরকে
 জানিতে দিবেন না ; কিন্তু পরচ্ছিত্র সৰ্ব্বথা

গৃহেৎ কুৰ্য্য ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবরমাশ্বনঃ ॥ ৬৬
 ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ ।
 বিশ্বাসাত্তয়মুৎপন্নং মূলানপি নিকৃন্ততি ॥ ৬৭
 বিশ্বাসয়েচাপ্যপন্নং তদ্বত্বতেন হেতুনা ।
 বকবচ্চিস্তদেদর্শান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ ॥ ৬৮
 বৃকবচ্চাপি লুপ্তেত শশবচ্চ বিনিক্টিপেৎ ।
 দৃঢ়প্রহারী চ ভবেৎ তথা শূকরবম্বুপঃ ॥ ৬৯
 চিত্রাকারশ্চ শিথিবদ্দৃঢ়ভক্তস্তথা শবৎ ।
 তথা চ মধুরাভাষী ভবেৎ কোকিলবম্বুপঃ ॥ ৭০
 কাকশক্চী ভবেন্নিত্যমজ্ঞাতবসতিং বসেৎ ।
 নাপরীক্ষিতপূৰ্ব্বঞ্চ ভোজনং শয়নং ব্রজেৎ ।
 বস্ত্রং পুষ্পমলঙ্কারং যচ্চাস্তমহুজ্ঞোত্তম ॥ ৭১
 ন গাংহেজ্জনসম্বাধঃ ন চাজ্ঞাতজলাশয়ম্ ।
 অপরীক্ষিতপূৰ্ব্বঞ্চ পূৰ্ব্বমৈরাগ্ধকারিভিঃ ॥ ৭২
 নারোহেৎ কুঞ্জরং ব্যালাং নাদাস্তং তুরগং তথা
 নাবিজ্ঞাতাং স্ত্রিয়ং গচ্ছেন্নবদেবোৎসবে বসেৎ

জ্ঞাত হইবেন । কুৰ্ম্মের স্থায় অল্প গোপন
 করিবেন ; আশ্রাচ্ছিত্র সৰ্ব্বথা লুকায়িত রাখি-
 বেন । অবিশ্বস্ত জনে বিশ্বাস করিবেন না ।
 বিশ্বস্ত জনেও অত্যন্ত বিশ্বাস করা কর্তব্য
 নহে ; বিশ্বাস হইতে যদি ভয়োৎপত্তি হয়,
 তবে সমূলে বিনাশ ঘটে । প্রকৃত কারণ
 প্রদর্শনপূৰ্ব্বক অপরের বিশ্বাস উৎপাদন
 করিবেন । বকের স্থায় অর্থচিন্তা ও সিংহের
 স্থায় বিক্রম প্রদর্শন করিবেন । রাজা বৃকবৎ
 পলায়ন, শশবৎ সঞ্চয়, শূকরবৎ দৃঢ় প্রহারী,
 ময়ূরবৎ বিচিত্রাকার, সারমেয়বৎ কর্তব্য-
 পরায়ণ, কাকবৎ শক্তিত, এবং কোকিলবৎ
 মধুরভাষী হইবেন । অস্ত্রের অজ্ঞাত-
 ভাবে বাস করিবেন । পূৰ্বে কেহ পরীক্ষা
 করিয়া না দেখিলে ভোজন, শয়ন, কিম্বা
 বসন ভূষণ প্রভৃতি কিছুই ব্যবহার করিবেন
 না । হে মহুজ্ঞোত্তম ! বিশ্বস্ত পুরুষগণ কর্তৃক
 পূৰ্বে পরীক্ষিত না হইলে জনতা মধ্যে কিম্বা
 অজ্ঞাত জলাশয়ে প্রবেশ করিবেন না ।
 ৬১—৭২ । হুষ্ঠ কুঞ্জরে কিম্বা অদান্ত তুর-
 জমে আরোহণ করিবেন না । অবিজ্ঞাতা

নরেন্দ্রলক্ষ্য। ধর্মজ্ঞ জ্ঞাতা যন্তো ভবেন্নৃপঃ ।
সদৃশ্যাস্ত তথা পুষ্ঠীঃ সততঃ প্রতিমানিতাঃ ।
রাজা সবারাঃ কর্তব্যঃ পৃথিবীং জেতুমিচ্ছত ।
যথার্থকাপ্যন্তুভূতো রাজা কর্ম্মনু যোজয়েৎ ॥ ৭৭ ॥
ধর্মিষ্ঠান ধর্ম্মকার্য্যেযু শূরান সংগ্রামকর্ম্মনু ।
নিপুণানর্থকৃত্যেযু সর্ম্মজৈব তথা শুচীন ॥ ৭৮ ॥
জীযু বণ্ডং নিযুক্তীত তীক্ষ্ণং দারুণকর্ম্মনু ।
ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ নয়ে চ রবিনন্দন ॥ ৭৯ ॥
রাজা যথার্থং কুর্ধ্যাক্ষ উপধাতিঃ পরীক্ষণম্ ।
সমভী/তাপদান ভূত্যান কুর্ধ্যাক্ষন্তবনেচরান ॥
তৎপাদাশেষিণো যন্তাংস্তদধ্যক্ষাংস্ত কারয়েৎ ।
এবমাদীনি কর্ম্মাণি নূপৈঃ কার্য্যাণি পার্থিব ॥ ১০০ ॥
সর্ম্মথা নেম্যাতে রাজ্যস্তৌক্ষ্ণ্যপকরণক্রমঃ ।
কর্ম্মাণি পাপসাধ্যানি যানি রাজ্যো নরাধিপ ॥ ১০১ ॥
সন্তস্তানি ন কুর্নস্তি স্তম্মাৎ তানি ত্যজেন্নৃপঃ ॥

রমণীর সঙ্গ কিংবা দেবোৎসব স্থানে বাস
করিবেন না। রাজা রাজচিহ্নধারী, আর্জ-
জ্ঞাপকারী ও সংযমশালী হইবেন। পৃথিবী-
জয়ান্তিলাষী রাজা সাধু ভূত্যাগিকে সতত
ভরণ, পোষণ ও সম্মানন করিবেন। ধর্ম্মঠকে
ধর্ম্মকার্য্যে, শূরগণকে যুদ্ধব্যাপারে, নিপুণ-
জনগণকে অর্থ-ব্যবহারে, সচরিত্রদিগকে
সর্ম্ম কার্য্যে, ক্রীবেকে জীজনসমীপে, তীক্ষ্ণ-
প্রকৃতি ব্যক্তিকে, দারুণকর্ম্মে এবং হে রবি-
নন্দন! সচরিত্র ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সাধন
ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন উপঢৌকন দ্বারা পরীক্ষা
করিয়া নিয়োগ করিবেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ
ভূত্যাগিকে প্রশস্ত বনবাসী সন্ন্যাসী সাজা-
ইয়া তাহার সাহায্যে গুপ্তভাবে তথ্য সংগ্রহ
করিবেন। এই শ্রেণীর অধ্যক্ষগণ দ্বারা
ইহাদিগের কার্য্যকলাপের সন্ধান লইবেন।
হে রাজন্! এই প্রকার কার্য্য সকল রাজার
কর্তব্য। রাজার পক্ষে তীক্ষ্ণপ্রকৃতি বা উগ্রকর্মা
হওয়া নিতান্ত অসুচিত। হে নৃপ! রাজার সে
কতকগুলি পাপকর্ম্ম করিতে হয়, সাধুগণ যে
সকল অসুখোদন করেন না; অতএব রাজারও

নেম্যাতে পৃথিবীশানাং তৌক্ষ্ণ্যপকরণক্রিয়া ॥ ৮১ ॥
যন্মিন কর্ম্মণি যন্ত স্তাধিশেষেণ চ কৌশলম্ ।
তন্মিন কর্ম্মণি তং রাজা পরীক্ষ্য বিনিযোজয়েৎ
পিতৃপৈতামহান ভূত্যান সর্ম্মকর্ম্মনু যোজয়েৎ
বিনা দানাদকৃত্যেযু পরীক্ষাং শকুতান্তরান্ ।
নিযুক্তীত মহাভাগ তন্ত তে হিতকারিণঃ ॥ ৮৩ ॥
পররাজগৃহাৎ প্রাপ্তান জনসংগ্রহকাম্যয়া ।
হুষ্ঠান বাপ্যথবাহুষ্ঠানান্তরীত প্রযত্নতঃ ॥ ৮৪ ॥
হুষ্ঠং বিজ্ঞায় বিশ্বাসং ন কুর্ধ্যাৎ তত্র ভূমিণঃ ।
বুধিঃ তন্তাপি বর্জেত জনসংগ্রহকাম্যয়া ॥ ৮৫ ॥
রাজা দেশান্তরপ্রাপ্তং পুরুষং পূজয়েদ্ভূষণম্ ।
মমায়ং দেশসম্প্রাপ্তো বহুমানেন চিত্তয়েৎ ॥ ৮৬ ॥
কাম্যং ভূত্যাৰ্জনং রাজা নৈব কুর্ধ্যান্নরাধিপ ।
ন চ বা সংবিভক্তাংস্তান ভূত্যান কুর্ধ্যাৎ কথঞ্চন

তৎসমস্ত বর্জন করা কর্তব্য। মহৌপতিগণ
তীক্ষ্ণাচার পরায়ণ হইলে প্রজাগণের
বিরক্তি উপন্ন হয়। ১০—৮১। যে কর্ম্মে বাহার
সবিশেষ নৈপুণ্য আছে, রাজা পরীক্ষা করিয়া
তাৎকালে সেই কর্ম্মে নিয়োগ করিবেন। পিতৃ-
পিতামহাদি ক্রমে যাহারা ভূত্যা, তাহাদিগকে
সকল কর্ম্মেই নিয়োগ করা যাইতে পারে।
জ্ঞাতিসহচরী কর্ম্ম ব্যতীত অপর কর্ম্মে স্বীয়
বন্ধুদিগকে নিয়োগ করিবেন। হে মহাভাগ!
এরূপ করিলে রাজার হিত সাধন হয়।
রাজা, জনসংগ্রহবাসনার অপর রাজসংসার
হইতে সমাগত ব্যক্তিদিগকে—তাহারা হুষ্ঠই
হউক, আর অহুষ্ঠই হউক, যত্নসহকারে
আশ্রয় দান করিবেন। হুষ্ঠ বলিয়া জানিতে
পারিলে তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস করিবেন
না; পরন্তু তাহাদিগকে যথাযোগ্য বৃত্তি দান
করিবেন। লোকদিগকে বাধ্য রাখিবার
জন্তই এরূপ করা উচিত। ভিন্ন দেশীয়
লোক নিজ দেশে আসিলে—এ ব্যক্তি
ইচ্ছা করিয়া আমার দেশে আসিয়াছে, ইহা
তাবিয়া বহু মানপুরুষের তাহার সংকার
করিবেন। রাজা স্বয়ং উদ্বেগী হইয়া ভূত্যা
সংগ্রহ করিবেন না; কিংবা নিজ ভৃত্য যুদ্ধেও

শত্রুবোহগ্নিবিষং সর্পৌ নিদ্রিঃশ ইতি চিন্তয়েৎ ।
 তৃত্য মম্বজশর্দূল কথিতান্ত তথৈকতঃ ॥ ৮৮
 তেষাং চারৈশ্চ চারিভ্যং রাজা বিজায় নিত্যশঃ ।
 গুণিনাং পূজনং কুর্য়ান্নির্গুণানাঞ্চ শাসনম্ ।
 কথিতাঃ সততঃ রাজান্ রাজান্চারচক্ষুষঃ ॥ ৮৯
 যুগে দেশে পরে দেশে জ্ঞানশীলান্ বিচক্ষণান্
 অনাহার্যান্ ক্লেশসহান্ নিযুক্তীত তথা চরান্ ॥
 জনস্তাবদিতান্ সৌম্যান্ তথাজ্ঞাতান্ পরস্পরম্
 বণিজো মম্বজশলান্ সংবৎসর-চিকিৎসকান্ ।
 তথা প্রজাজিতাকারান্চারান্ রাজা নিয়োজয়েৎ
 নৈকস্ত রাজা শ্রদ্ধাযাজ্ঞানস্তাপি স্মৃত্যযিতম্ ।
 যয়োঃ সম্বন্ধমাজ্ঞায় শ্রদ্ধাযান্নপাতস্তদা ॥ ৯২
 পরস্পরস্তাবদিতৌ যদি স্তাতাঞ্চ তাবুভৌ ।

পরস্পর বিভাগ হইতে দিবেন না । হে
 মম্বজশর্দূল! শত্রু, অগ্নি, বিষ, সর্প, ও
 ধৃত্য এক দিকে এবং প্রকৃপিত তৃত্য এক-
 দিকে; রাজা ইহা বুঝিয়া সাবধানে থাকি-
 বেন । গুণচর দ্বারা তাহাদিগের ক্রিয়া-
 কলাপ প্রতিদিন জ্ঞাত হইয়া রাজা গুণি-
 গণের সম্মান ও নির্গুণগণের শাসন করি-
 বেন । রাজন! চরেরাই রাজগণের চক্ষু-
 স্বরূপ; ইহা সতত কথিত হয় । ৮২—৮৯ ।
 কি নিজ দেশে, কি পরদেশে, সর্বত্র লোভ-
 হীন, ক্লেশসহিষ্ণু, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান্ চরগণের
 নিয়োগ করিবেন । চরগণ পরস্পর পর-
 স্পরের পরিচিত, সাধারণের অজ্ঞাত, এবং
 সৌম্যাকৃতি হওয়া আবশ্যক । তাহারা বণিক,
 মন্ত্রী, দৈবজ্ঞ, চিকিৎসক ও সন্ন্যাসীর বেশে
 বিচরণ করিবে ।—রাজা একজন চরের কথা
 শ্রীতিকর হইলেও তাহাতে বিশ্বাস করিবেন
 না । দুই জনের নিকট জানিয়া তাহাদিগের
 পরস্পর সম্বন্ধ বিচারপূর্বক সন্দেহ হেতু না
 থাকিলে তবে বিশ্বাস করিবেন । যদি তাহারা
 দুইজন পরস্পরের অবিদিত হয়, অর্থাৎ
 পরস্পর যে একই তথ্যের অল্পসম্বন্ধে
 ব্যাপৃত হইয়াছিল, এরূপ ধারণা যদি তাহা-
 দের না থাকে, তবেই তাহাদিগের কথা

তস্মাজ্ঞান প্র যত্নেন গুণান্চারান্ নিয়োজয়েৎ
 চারাপামপি যত্নেন রাজা কার্যং পরীক্ষণম্ ।
 রাগাপরাগৌ তৃত্যানাং জনস্ত চ গুণাগুণান্ ।
 সর্বং রাজাং চরায়ন্তং তেষু যত্নপরো ভবেৎ ॥ ৯৪
 কর্ম্মণা কেন মে লোকে জনঃ সর্বোহম্মুরজ্যতে
 বিরজ্যতে কেন তথা বিজ্ঞেয়ঃ তন্নহীকিতা ।
 বিরাগজনকং লোকে বর্জনীয়ং বিশেষতঃ ॥ ৯৫
 তথা চ রাগপ্রভবা হি লক্ষ্মী-
 রাজাং মতা ভাস্করবংশচন্দ্র ।
 তস্মাৎ প্রযত্নেন নরেন্দ্রমুখ্যঃ
 কার্বেয়াহম্মুরাগো ভুবি মানবেষু ॥ ৯৬

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে রাজাং সহায়-
 সম্পত্তির্নাম পঞ্চদশাধিকাবিশত-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৫ ॥

বিশ্বাসযোগ্য । অতএব রাজা অপর গুণচর
 দ্বারা সেই চরগণেরও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে
 পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন । তৃত্যদিগের
 অমুরাগ-বিরাগ ও জনগণের গুণাগুণ,
 এতৎ সমস্তই চর দ্বারা রাজার আয়ত্ত হয়;
 এজন্য চরবিষয়ে সর্বেশেষ যত্নপর হওয়া
 কর্তব্য । ‘কোন কর্ম্মে লোক সকল বিরম্ব
 এবং কোন কর্ম্মেই বা অমুরক্ত হইবে,’
 রাজা, এতদ্বিষয় বিবেচনাপূর্বক লোকবিরাগ-
 জনক কর্ম্মসকল যত্নসহকারে বর্জন করিবেন ।
 হে ভাস্করবংশ-চন্দ্র, মহারাজ! রাজাদিগের
 লোকাহ্মুরাগ হইতেই লক্ষ্মী লাভ হয়; অত-
 এব তুতলে গুণবান রাজগণ যাহাতে
 লোকাহ্মুরাগ বৃদ্ধি পায়, তাদৃশ কার্য সকল
 করিবেন । ৯০—৯৬ ।

পঞ্চদশাধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৫

ষোড়শাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

মৎস্ত উবাচ ।

যথা ন বর্জিতব্যঃ স্মারনো রাজ্যোহমুজীবিনা
তথা তে কথয়িষ্যামি নিবোধ গদতো মম ॥ ১
রাজা যত্নে বদেৎকাক্যং শ্রোতব্যং তৎ প্রযত্নতঃ
আকিণ্য বচনং তস্ত ন বক্তব্যং তথা বচঃ ॥
অমুহুং প্রিয়ং তস্ত বক্তব্যং জনসংসদি ।
রনোগতস্ত বক্তব্যমপ্রিয়ং যজ্ঞিতং ভবেৎ ॥ ৩
পরার্থমস্ত বক্তব্যং সমে চেতসি পার্শ্বিবা ।
স্বার্থঃ সুকৃতির্বক্তব্যো ন স্বয়ং কথকন ॥ ৪
কার্য্যাপতিপাতঃ সর্গেষু রক্ষিতব্যঃ প্রযত্নতঃ ।
ন চ হিংস্রং ধনং কিকিঁরিশুভেন চ কৰ্ম্মণি ॥ ৫
নোপেক্ষ্যস্তস্ত মানস তথা রাজ্ঞঃ প্রিয়ো ভবেৎ
রাজ্ঞশ্চ ন তথা কার্য্যং বেশ-ভাষিত-চেষ্টিতম্
রাজলীলা ন কৰ্ত্তব্য্য তদ্বিধিষ্টক বর্জয়েৎ ॥

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত কহিলেন,—হে মহুরাজ ! এক্ষণে
রাজার অমুজীবীদিগের কৰ্ত্তব্য বলিতেছি ;
তুমি আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর । রাজা
যাহা বলিবেন, অমুজীবী ব্যক্তি যত্ন সহকারে
তাহা শ্রবণ করিবে ; কদাচ রাজার কথায়
কাথা দিয়া কোন কথা কহিবে না । লোক-
সমক্ষে রাজার অমুকুল প্রিয়বাক্য বলিবে ;
আর যদি অপ্রিয় হিতবাক্য বলিতে হয়,
তবে তাহা একান্তেই বলিবে । রাজার চিন্ত
যখন সুস্থ, তখন পরকীয় বিষয় বলিবে ; কিন্তু
নিজের কোন বিষয় বলিতে হইলে আত্মীয়
দ্বারা বলাইবে, স্বয়ং কদাচ বলিবে না ।
কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মের বাহাতে কোন ক্ষতি না হয়,
তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিবে । কোন কার্য্যে
নিযুক্ত হইয়া ধনের অপব্যয় করিবে না ।
রাজদত্ত সম্মানে উপেক্ষা করিবে না ।
বাহাতে রাজার প্রিয় হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে
যত্ন করিবে । রাজার বেশ, ভাষা, বা
ক্রিয়াকলাপের অমুকরণ করিবে না ; বাহা
রাজার অপ্রিয়, তাহা বর্জন করিবে । জ্ঞান-

রাজ্ঞঃ সমোহধিকো বা ন কার্য্যো বেশো

বিজ্ঞানতা ॥ ১

দ্যুতাদিষু তথৈবান্তং কৌশলস্ত প্রদর্শয়েৎ ।
প্রদর্শ্য কৌশলকান্ত রাজানন্ত বিশেষয়েৎ ॥ ৮
অন্তঃপুরজনাধ্যক্ষকৈবৈরিদৃষ্টৈরিরাকৃষ্টৈঃ ।
সংসর্গং ন ব্রজেভ্রাজন্ বিনা পার্শ্ববশাসনাৎ ॥
নিঃস্নেহতাঞ্চাবমানং প্রযত্নেন তু গোপয়েৎ ।
যচ্চ শুভং ভবেদ্রাজ্যো ন তন্মোকে প্রকাশয়েৎ
নূপেণ শ্রাবিতং যৎ স্তাষাচ্যাবাচ্যং নূপোস্তম ।
ন তৎ সংশ্রানয়েন্মোকে তথা রাজ্যোহপ্রিয়ো

ভবেৎ ॥ ১১

আজ্ঞাপ্যমানে বাস্তাস্থিন্ সমুখায় স্বরাষিতঃ ।
কিমহং করবাণীতি বাচ্যো রাজা বিজ্ঞানতা ॥
কার্য্যাবস্থাঞ্চ বিজ্ঞায় কার্য্যমেব যথা ভবেৎ ।
সততং ক্রিয়মাণেহস্মিন্ লাঘবস্ত ব্রজেদৃষ্ণবম্
রাজ্ঞঃ প্রিয়ানি বাক্যানি ন চাত্যর্থং পুনঃপুনঃ ।

বান্ মানব, রাজার তুল্য অথবা তদপেক্ষা
উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য করিবে না ; কিন্তু দ্যুত-
ক্রীড়াদিতে রাজা অপেক্ষা সমধিক কৌশল
প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বকীয় বিশেষত্ব প্রকটন
করিবে । রাজনু ! রাজার অমুমতি ব্যতীত
অন্তঃপুরজনাধ্যক্ষ, বৈরী, দূত, ও নিরাকৃত
জনগণ সহ কদাচ সংসর্গ করিবে না । নিজের
প্রতি রাজার স্নেহভাব কিছা অবমান যত্ন
সহকারে গোপন করিবে ; রাজার গোপনীয়
কথা লোকে প্রকাশ করিবে না । ১—১০ ।
রাজা, বাচ্য অবাচ্য যাহাই বলুন না
কেন, লোকমধ্যে তাহা প্রকাশ করিবে না ;
কারণ, ওরূপ করিলে রাজার অপ্রিয় হইতে
হয় । জ্ঞানবান্ ব্যক্তি—রাজা কহায়ও
প্রতি আদেশ করিলে তৎকালে দ্বারা সহ-
কারে গাত্ৰোত্থানপূর্ব্বক “আমি কি করিব ?”
এই কথা বলিবেন । ইহা অবশ্য কার্য্য-
বস্থা বুঝিয়াই করিতে হয় ; নচেৎ সর্ব্বদা
ওরূপ করিলে হেয় হইতে হয় । রাজার
প্রিয় বাক্যও পুনঃপুন বলিবে না ; অধিক

ন হান্তনীলম্ ভবেন্ন চাপি ভুকুটীমুখঃ ॥ ১৪
নাতিবক্তা ন নির্বক্তা ন চ মাৎসরিকস্তথা ।
আত্মসম্ভাবিতশ্চৈব ন ভবেৎ তু কথঞ্চন ॥ ১৫
হৃৎতানি নয়েন্তস্মৈ ন তু সকৌর্ভয়েৎ কচিৎ ।
বহ্নমহ্নমলঙ্কারং রাজ্ঞা দত্তম্ ধারয়েৎ ॥ ১৬
ঔদার্যোণ ন তদ্দেয়মস্তস্মৈ ভূতিমিচ্ছতা ।
তত্রৈবোপাসনং কার্য্যং দিবা স্বপ্নঃ ন কারয়েৎ
নানির্দিষ্টে তথা দ্বারে প্রবিশেৎ তু কথঞ্চন ।
ন চ পশ্চেৎ তু রাজ্ঞানমযোগ্যাস্তু চ ভূমিষু ॥
রাজ্ঞস্ত দক্ষিণে পার্শ্বে বামে চোপবেশেতদা ।
পুরস্তাচ্চ তথা পশ্চাদাসনম্ বিগহিতম্ ॥ ১৭
ভৃষ্টাং নিপীবনং কাসং ক্রোশং পর্য্যস্তিকাম্রয়ম্
ভুকুটিং বাস্তমুদগারং তৎসমীপে বিবর্জয়েৎ ॥
স্বয়ং তত্র ন কুস্বীত স্বগুণাখ্যাপনং বৃধঃ ।
স্বগুণাখ্যাপনে যুক্তা পরমেব প্রযোজয়েৎ ॥
হৃদয়ং নির্মূলং কৃত্বা পরাং ভক্তিযুগাপ্রিতৈঃ

হাস্তনীল কিম্বা ভুকুটী-ভীষণানন হইবে
না। অতিবক্তা, অবক্তা, মৎসরবান্ কিম্বা
আত্মসংকর্ষখ্যাপক হইবে না। রাজার
হৃদয় কুত্রাপি প্রকাশ করিবে না। রাজ-
দত্ত বস্ত্র, অস্ত্র, অলঙ্কারাদি ধারণ করিবে।
পরম্ভ, মঙ্গলকামী মানব ঔদার্য্যবশতঃ তৎ-
সমস্ত অপরকে দান করিবে না। নিয়ত
রাজার উপাসনা করিবে। দিবাভাগে নিজা
যাইবে না। অনির্দিষ্ট দ্বারে কখনও প্রবেশ
করিবে না। রাজা অযোগ্যস্থানে থাকিলে
ঔহাকে অবলোকন করিবে না। রাজার
বাম বা দক্ষিণ ভাগে উপবেশন করাই
কর্তব্য ; সম্মুখে বা পশ্চাদিকে উপবেশন
গহিত। ভৃষ্টা, নিপীবন, কাম, ক্রোধ, ভুকুটী,
বমন, উদগার, এবং অর্দ্ধশায়িত ভাবে বা
ঠেসান দিয়া উপবেশন,—এসকল কার্য্য
রাজসমীপে বর্জ্যনীয়। ১১—২০। স্বয়ং স্বগুণ
খ্যাপন করিবে না; স্বগুণাখ্যাপনার্থ অপর
ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিবে। রাজার
অমুজীবীগণকে নির্মূলান্তঃকুরণে সাবধানে
সতত রাজার প্রতি অমুরক্ত থাকিতে হয়।

অমুজীবীগণৈর্ভাব্যঃ নিত্যং রাজ্ঞামতপ্রিতৈঃ ॥
শাঠ্যং লোল্যঞ্চ পৈশুণ্যং নাস্তিক্যং ক্ষুদ্রতাত্ত্বা
চাপল্যঞ্চ পরিত্যজ্যং নিত্যং রাজ্ঞোহমু-
জীবিত্তিঃ ॥ ২৩
ঋতিবিদ্যাশুশীলৈশ্চ সংযোজ্যত্বানমাস্তনা ।
রাজসেবাং ততঃ কুর্য্যাত্ততয়ে ভূতিবর্জনীম্ ॥ ২৪
নমস্কার্য্যাঃ সদা চাস্ত পুত্র-বল্লভ মন্ত্রিণঃ ।
সচিবৈশ্চাস্ত বিশ্বাসো ন তু কার্য্যঃ কথঞ্চন ॥ ২৫
অপৃষ্টশ্চাস্ত ন ক্রয়ঃ কামঃ ক্রয়ঃ তথা যদি ।
হিতং তথ্যঞ্চ বচনং হিতৈঃ সহ স্তুনিচ্চিতম্ ॥ ২৬
চিত্তৈক্যবাস্ত বিজ্ঞেয়ং নিত্যমেবামুজীবিনা ।
ভর্তুরারাদনাং কুর্য্যচ্চিত্তজ্ঞো মানবঃ সূখম্ ॥ ২৭
রাগাপরাগৌ চৈবাস্ত বিজ্ঞেয়ৌ ভূতিমিচ্ছতা ।
তাজ্জৈবিরক্তো নৃপতী রক্তো বৃন্তিস্ত কারয়েৎ
বিরক্তঃ কারয়েন্নাসং বিপক্ষাত্মদয়ং তথা ।
আশাবর্জনকং কৃত্বা ফলনাশং করোতি চ ॥ ২৮
অকোপোহপি সক্রোপাতঃ প্রসন্নোহপি চ নিফলঃ

রাজার অমুজীবীগণ, শঠতা, খলতা, নাস্তি-
কতা, ক্ষুদ্রতা, চপলতা, ও লুপ্ততা সর্ব্বথা
পরিত্যাগ করিবে। বেদ বিদ্যা ও সাধুতা
দ্বারা আত্মসংযমপূর্ব্বক মঙ্গলকামনায় মঙ্গল-
বর্দ্ধিনী রাজসেবা করা কর্তব্য। রাজার
পুত্র, প্রিয়জন কিম্বা মন্ত্রীদিগকে সদা নম-
স্কার করিবে। রাজাকে কিম্বা তদীয় মন্ত্রি-
বর্গকেও বিশ্বাস করিবে না। জিজ্ঞাসিত
না হইয়া কোন কথা করিবে না। যদি কহিতে
হয়, তবে হিতকারী জনগণসহ স্তুনিরূপিত
হিতকর সত্য বাক্য বলিবে। অমুজীবী
মানব নিয়ত রাজার মনে ভাব পরিত্যাগ
হইবে ; মনোভাবজ্ঞ বক্তি অনায়াসে
ভক্তার আরাধনা করিতে পারে। শুভকামী
নর রাজার অমুরাগ-বিরাগের প্রতি লক্ষ্য
রাখিয়া চলিবে। রাজা বিরক্ত হইলে
পরিত্যাগ, এবং অমুরক্ত হইলে বৃন্তি বিধন
করিয়া থাকেন। রাজা বিরক্ত হইলে
বিপক্ষের অত্যাচার এবং স্বপক্ষের অনিষ্টপাত
করিয়া থাকেন ; আশা বাড়াইয়া শেষে ফল

বাক্যঞ্চ সমদং বক্তি বৃতিচ্ছেদং কয়োতি বৈ ॥
 প্রদেশবাক্যমুদিতো ন সত্তাবয়তেহন্তথা ।
 আরাধনান্ন সর্কান্ন শূণ্ডবচ্চ বিচেষ্টতে ॥ ৩১
 কথান্ন দোষঃ কিপতি বাক্যভঙ্গং কয়োতি চ
 লক্ষ্যতে বিমুখশ্চৈব গুণসকীর্ণনেহপি চ ॥ ৩২
 দৃষ্টিঃ কিপতি চান্ত্র্যত্র ক্রিয়মাণে চ কৰ্ম্মণি ।
 বিরক্তলক্ষণকৈতচ্ছূণু রক্তস্ত লক্ষণম্ ॥ ৩৩
 দৃষ্টা প্রসন্নো ভবতি বাক্যং গৃহ্নাতি চাদরাৎ ।
 কুশলাদিপরিপ্রস্নং সম্প্রযচ্ছতি চাসনম্ ॥ ৩৪
 বিবিক্তদর্শনে চান্ত্র্য রহস্তেনং ন শক্যতে ।
 জায়তে হৃষ্টবদনঃ শ্রুত্ব তস্ত তু তৎকথাম্ ॥ ৩৫
 অপ্রিয়ান্যপি বাক্যানি তদ্বক্তাভিনন্দতে ।
 উপায়নঞ্চ গৃহ্নাতি স্তোত্রমপ্যাদরাৎ তথা ॥ ৩৬
 কথাস্তরেষু স্মরতি প্রহৃষ্টবদনস্তথা ।
 ইতি রক্তস্ত বর্তব্যঃ সেবা রবিকুলোদহ ॥ ৩৭

প্রদান করেন না ; কোপহেতু না থাকিলেও
 সকোপের স্থায় ও প্রসন্ন থাকিয়াও
 অপ্রসন্নবৎ সমদ বাক্য ব্যবহার—এমন
 কি বৃতিচ্ছেদও করিয়া থাকেন । ২১—৩০ ।
 বিরক্ত নৃপতি অপর্যাপয়ের কথায় সন্তোষ
 প্রকাশ করেন ; পরন্তু বিরাগভাজন অমু-
 জীবীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে
 থাকেন । তাহার কথায় দোষ প্রকটন ও
 অবাস্তব কথারস্ত করেন । কোন কৰ্ম্ম করিতে
 থাকিলে তৎকালে অন্তদিকে লক্ষ্য করেন ।
 এ সকলই বিরক্তের লক্ষণ । এক্ষণে অমু-
 রক্তের লক্ষণ শ্রবণ করুন । যাহার দর্শনে
 রাজা প্রসন্নতাবাবলম্বন, সাদরে বাক্য গ্রহণ,
 আগন দান ও কুশল প্রণাদি করেন ; গুণাব-
 স্থান কালেও যাহাকে দেখিয়া শঙ্কিত না হইয়েন,
 যাহার কথা শুনিয়া হৃষ্টবদন হইয়েন, যাহার
 অগ্রিয় বাক্যেও অভিনন্দন করেন, যৎপ্রদত্ত
 সামান্ত উপঢৌকনও সাদরে গ্রহণ করেন,
 কথা প্রসঙ্গে যাহাকে প্রফুল্লমুখে স্মরণ করেন,
 রাজা সেই ব্যক্তির প্রতি অমুরক্ত । অমুরক্ত
 ব্যক্তি মহত্ত্ব বিধানে রাজসেবা করিবে ।

মিত্রং ন চাপৎসু তথা চ ভৃত্য
 ভজন্তি যে নির্ভণমপ্রমেরম্ ।
 বিজুং বিশেষণ চ তে ব্রজন্তি
 সুরেন্দ্রধামামরবৃন্দভূষ্টম্ ॥ ৩৮
 ইতি জীমাংস্তে মহাপুরাণে রাজধর্মেহমুজীব-
 বর্তনং নাম ষোড়শাধিকদ্বিশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৬ ॥

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

রাজা সহায়সংযুক্তঃ প্রভূতযবসেদ্ধনম্ ।
 রম্যমানতসামন্তঃ মধ্যমং দেশমাবসেৎ ॥ ১
 বৈশ্ব-শূদ্রজনপ্রায়মনাহার্য্যং তথাপরঃ ।
 কিঞ্চিদব্রাহ্মণসংগুপ্তং বহুকৰ্ম্মকরং তথা ॥ ২
 অদেবমাতৃকং রম্যমমুরক্তজনাধিতম্ ।
 কঠোরপীড়িতঞ্চাপি বহুপুস্পকলং তথা ॥ ৩

কেবল আপৎকাল বলিয়া নহে, যাহারা নির-
 স্তর মিত্রের সহায়তা করে ; আর যে
 সকল ভৃত্য সর্বদা নির্ভণ হইয়াও শক্তিমান
 প্রভুর অনুবর্তন করে, তাহারা অমরবৃন্দ-
 সেবিত সুরেন্দ্রধামেও গমন করিতে সমর্থ
 হয় । ৩১—৩৮ ।

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২১৬ ।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত কহিলেন,—মধ্যদেশই রাজার
 বাসযোগ্য । যেখানে কাষ্ঠ ও ঘাসাদি প্রচুর
 পরিমাণে বিদ্যমান, সামস্ত রাজগণ যথায় বসি-
 ছুত, যেখানে বৈশ্ব শূদ্র জাতির বাহুল্য,
 যেখানে অল্প ব্রাহ্মণের বাস, যেখানে বহু
 কৰ্ম্মকারের নিবাস, যেখানে প্রজাগণ অমুরক্ত,
 যেখানে বহু পুস্প কল বর্তমান, যাহা পর-
 সৈন্তের অগম্য, যাহা রম্য, যাহা ব্যাত্র-সরী-
 স্পহীন, যাহা তক্ষর-বর্জিত, নদীমাতৃক, এবং
 যাহা কর্তার প্রপীড়িত নহে, তাহা

অগম্যঃ পরচ্ক্রোশাঃ তদ্বাসগৃহমাপদি ।
সমহঃখমুখং রাজ্যং সত্ততং শ্রিয়মাহিতম্ ॥ ৪
সন্ন্যাসপবিত্রীনঞ্চ ব্যাভ্র-তঙ্করবর্জিতম্ ।
এবংবিধঃ যথালভঃ রাজ্য বিঘ্নমাবসেৎ ॥ ৫
তত্র হুর্গং নৃপঃ কুর্ধ্যাৎ যন্মামেকতমং বুধঃ ।
ধনুহুর্গং মহীহুর্গং নরহুর্গং তথৈব চ ॥ ৬
বার্কৈকৈবাহুহুর্গঞ্চ গিরিহুর্গঞ্চ পার্শ্বিণি ।
সর্কেবামেব হুর্গাণাং গিরিহুর্গং প্রশস্ততে ॥ ৭
হুর্গঞ্চ পরিধোপেতং বপ্রাট্টালকসংযুতম্ ।
শতস্রীয়স্রযুধ্যৈশ্চ শতশ্চ সমাবৃতম্ ॥ ৮
গোপুরং সকপাটঞ্চ তত্র স্তাৎ সূমনোহরম্ ।
সপতাকং গজাক্রটো যেন রাজ্য বিশেষং পুরম্
চতুষ্পাশ্চ তথা তত্র কার্য্যাস্বায়তবীথয়ঃ ।
একস্রিংস্তত্র বীথ্যাগ্রে দেববেশ্য ভবেদৃঢ়ম্ ॥
বীথ্যাগ্রে চ দ্বিতীয়ে চ রাজবেশ্য বিধীয়তে ।
ধর্ম্মাধিকরণং কার্য্যং বীথ্যাগ্রে চ তৃতীয়কে ॥ ১১
চতুর্থে তথ বীথ্যাগ্রে গোপুরঞ্চ বিধীয়তে ।
আয়তং চতুরস্রং বা বৃত্তং বা কারয়েৎ পুরম্ ॥

হুঃখ-সমর্ষিত যথালব্ধ দেশে রাজ্য, স্বকীয়
সহায় সহিত বাস করিবেন। বুদ্ধিমান
রাজ্যে ঐরূপ দেশে যত্নবিধ হুর্গের যে
কোনরূপ হুর্গ নির্মাণ করাইবেন। ধনুহুর্গ,
মহীহুর্গ, নরহুর্গ, বৃক্ষহুর্গ, জলহুর্গ ও গিরিহুর্গ,
এই ছয় হুর্গ মধ্যে গিরিহুর্গই প্রশস্ত।
হুর্গের চতুর্দিকে পরিখা, প্রাকার ও অট্টা
লিকা নির্মাণ করাইবেন। চতুর্দিকে শতস্রী
ও অপরাপর যত্ন সকল বহনরূপে স্থাপন
করাইবেন। পুরদ্বার অতি মনোহর কবাট
দ্বারা সুশোভিত করিবেন। রাজ্য পতাকাযুক্ত
হস্তীতে আরোহণপূর্বক সেই দ্বার দিয়া
পুর প্রবেশ করিবেন। চারিটা আয়ত বাধি
(পথ) প্রস্তুত করাইবেন। ঐ সকল বীথির
প্রথমটির অগ্রভাগে দেবগৃহ নির্মাণ করাই-
বেন। ১—১০। দ্বিতীয় বীথি অগ্রভাগে
রাজভবন, তৃতীয় বীথির অগ্রভাগে ধর্ম্মাধি-
করণ, এবং চতুর্থ বীথির অগ্রভাগে পুরদ্বার
নির্মাণ করাইবেন। রাজপুর আয়ত, চতুরস্র,

যুক্তিহীনঃ ত্রিকোণঞ্চ যবমধ্যং তথৈব চ ।
অর্ধচন্দ্রপ্রাকারঞ্চ বজ্রাকারঞ্চ কারয়েৎ ॥ ১৩
অর্ধচন্দ্রঃ প্রাশংগতি নদীতীরেষু তদ্বসম্ ।
অস্ত্রং তত্র ন কর্তব্যং প্রবত্শেন বিজ্ঞানতা ॥ ১৪
রাজ্য কোশগৃহং কার্য্যং দক্ষিণে রাজবেশ্মনঃ ।
তস্তাপি দক্ষিণে ভাগে গজস্থানং বিধীয়তে ॥ ১৫
গজানাং প্রাশুখী শালা কর্তব্য্য বাপ্যদশুখী ।
আগ্নেয়ে চ তথা ভাগে আয়ুধাগারমিষ্যতে ॥ ১৬
মহানসঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞ কর্ত্তশালাস্তথাপরাঃ ।
গৃহং পুরোধসঃ কার্য্যং বামভো রাজবেশ্মনঃ ॥ ১৭
মজ্জিবেদবিদাটৈব চিকিৎসাকর্কুরেব চ ।
তজ্জৈব চ তথা ভাগে কোষ্ঠাগারং বিধীয়তে ॥
গবাং স্থানং তথৈবাত্র তুরগাণাং তথৈব চ ।
উত্তরাভিমুখা শ্রেণী তুরগাণাং বিধীয়তে ॥ ১৯
দক্ষিণাভিমুখা বাধ পরিশিষ্টে গর্হিতাঃ ।
তুরগান্তে তথা ধার্য্যাঃ প্রদীপৈঃ সার্করাজিকৈঃ
কুক্কটান্ বানরাংশ্চৈব মর্কটান্ চ বিশেষতঃ ।

বৃত্তাকার, যুক্তিহীন, ত্রিকোণ, যবমধ্য, অর্ধ-
চন্দ্রাকার, অথবা বজ্রাকৃতি করা কর্তব্য।
তন্মধ্যে নদীতীরস্থ অর্ধচন্দ্রাকার পুরই
প্রশস্ত। জ্ঞানবান রাজ্য নদীতীরে অস্ত্রবিধ
পুর নির্মাণ করাইবেন না। রাজভবনের
দক্ষিণদিকে কোশগৃহ, এবং তাহারও দক্ষিণে
গজস্থান করা কর্তব্য। গজগণের বাসশালা
পূর্বমুখী বা উত্তরমুখী করা উচিত। অগ্নি-
কোণে আয়ুধাগার, পাকশালা এবং কর্ত্তশালা
নির্মাণ করাইবেন। রাজভবনের বামভাগে
মজ্জী, বেদজ, চিকিৎসক ও পুরোহিতের
বাসগৃহ নির্মাণ করান কর্তব্য। বামভাগেই
কোষ্ঠাগারও করাইতে হয়। গোশালা,
এবং অশ্বশালাও এই বামদিকেই কর্তব্য।
অশ্বশালা উত্তরাভিমুখী অথবা দক্ষিণাভিমুখী
হওয়া আবশ্যক; অস্ত্রমুখী হওয়া ভাল নহে।
অশ্বশালায় সমস্ত রাজ্য প্রদীপ জালিবে;
অশ্বগণ তাহাতে বাস করিবে। ১১—২০।
অবহিতৈষী রাজ্য অশ্বশালায় কুক্কট, বানর,

ধারয়েদধর্মানানু সৰ্বৎসাং ধেনুমেব চ ॥ ২১ ॥
 অজ্ঞান্চ ধাৰ্য্য্য যত্নেব তুরগাণাং হিতৈষিণ্য
 গোগজাবাদিশালানু তৎপূরীষন্ত নির্গমঃ ॥ ২২ ॥
 অন্তঃ গতে ন কৰ্ত্তব্যো দেবদেবে দিবাকরে ।
 তত্র তত্র যথাস্থানং রাজা বিজায় সারথীন ॥ ২ ॥
 দত্তাদাবসথস্থানং সৰ্কেষামহুপূৰ্ণশঃ ।
 যোধানাং শিল্পিনাংকৈব সৰ্কেষামবিশেষতঃ ॥ ২৪ ॥
 দত্তাদাবসথান হুর্গে কালমজ্জবিদাং শুভান ।
 গোটেবজ্ঞানবৈজ্ঞান্যং গজবৈজ্ঞান্যং তথৈব চ ॥ ২৫ ॥
 আহ্নয়েত ভূশং রাজা হুর্গে হি প্রবলা ক্রজঃ ।
 কুলীলবানাং বিপ্রাণাং হুর্গে স্থানং বিধীয়তে ॥
 ন বহুনাযতো হুর্গে বিনাকার্য্যং তথা ভবেৎ ।
 হুর্গে চ তত্র কৰ্ত্তব্য নানা প্রহরণাধিতাঃ ॥ ২৭ ॥
 সহস্রঘাতিনো রাজ্যৈস্তত্র রক্ষা বিধীয়তে ।
 হুর্গে দ্বারাণি শুশ্রুণিকার্য্যাণ্যপি চ ভূভুজা ॥ ২৮ ॥
 সঞ্চয়চ্চাত্র সৰ্কেষামায়ুধীনাং প্রশস্ততে ।
 ধনুবাং ক্লেপণীঘানাং তোমরাণাঞ্চ পার্শ্বিব ॥ ২৯ ॥
 শরাণামথ খড়্গানাং কবচানাং তথৈব চ ।
 লগুড়ানাং শুভানাঞ্চ হুড়ানাং পরিঘৈঃ সহ ॥ ৩০ ॥

মৰ্কট, ছাগ ও সৰ্বৎসা ধেনু স্থাপন করাইবেন ।
 দেবদেব দিবাকর অন্তঃগমন করিলে অশ্ব, গজ
 ও গোশালা হইতে মল-মুত্রাদি বহিনিক্ষেপ
 করা অকৰ্ত্তব্য । রাজা সেই সেই স্থানে
 সারথিদিগের যথাযোগ্য বাসস্থান প্রদান
 করিবেন । যোদ্ধা, শিল্পী, কালজ্ঞ ও মন্ত্র-
 দিগের উত্তম বাসস্থান দিবেন । এতস্ত্রির
 গোটেবজ্ঞ, অশ্ববৈজ্ঞ ও গজবৈজ্ঞ হুর্গমধ্যে
 রাখিবেন ; কারণ হুর্গে রোগের প্রাক্তর্ভাব
 হইয়া থাকে । হুর্গে ভ্রাক্ষণ ও চারণগণের
 বাসস্থান থাকিবে । কার্য্য ব্যতীত হুর্গমধ্যে
 বহুলোক সমাগম অবিধেয় । সহস্রবীরঘাতী
 নানাপ্রহরণধারী বীরগণ হুর্গরক্ষা কার্য্যে
 নিযুক্ত থাকিবে । হুর্গের কয়েকটি শুভ দ্বারও
 থাকা আবশ্যক । ২১—২৮ । হুর্গ মধ্যে ধনু,
 বাণ, ক্লেপণী, তোমর, খড়্গ, লগুড়, শুড়,
 হুড়, পরিঘ, প্রস্তর, মুদগর, ত্রিশূল, পিটশ,

অশ্বনাঞ্চ প্রভৃতানাং মুদগরাণাং তথৈব চ ।
 ত্রিশূলানাং পট্টশানাং কুঠারানাঞ্চ পার্শ্বিব ॥ ৩১ ॥
 প্রাসানাঞ্চ সশূলানাং শত্ৰুনীনাঞ্চ নরোত্তম ।
 পরাধ্বানাং চক্রাণাং বর্ষাণাং চর্ম্মভিঃ সহ ॥ ৩২ ॥
 কুদাল-রজ্জু বেত্রাণাং পীঠকানাং তথৈব চ ।
 তুবাণাটিকৈব দাত্ৰাণামস্ত্রাণাঞ্চ সঞ্চয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
 সৰ্কেষাং শিল্পিতাণানাং সঞ্চয়চ্চাত্র চেব্যতে ।
 বাদিদ্রাণাঞ্চ সৰ্কেষামোবধীনাং তথৈব চ ॥ ৩৪ ॥
 যবসানাং প্রভৃতানামিহনন্য চ সঞ্চয়ঃ ।
 শুভস্ত সৰ্কৈতলানাং গোরসানাং তথৈব চ ॥ ৩৫ ॥
 বসানামথ মজ্জানাং স্নায়ুনামহিতিঃ সহ ।
 গোচর্ম্মপটহানাঞ্চ ধাত্তানাং সৰ্কৈতস্তথা ॥ ৩৬ ॥
 তথৈবাত্রপটানাঞ্চ যব-গোধূময়োরাপি ।
 রত্নানাং সৰ্কৈবস্ত্রাণাং লোহানামপ্যশেষতঃ ॥ ৩৭ ॥
 কলায়-মুদগ-মাষাণাঞ্চণকানাং তিলৈঃ সহ ।
 তথা চ সৰ্কৈশস্তানাং পাংগোময়য়োরাপি ॥ ৩৮ ॥
 শণ-সর্জরসং ভূজ্জঃ জতু লাক্ষা চ টকণম্ ।
 রাজা সঞ্চিনুয়াদুর্গে যচ্চাত্তদপি কিঞ্চন ॥ ৩৯ ॥
 কুস্তাচাশীবিষৈঃ কার্য্যা ব্যালসিংহাদয়স্তথা ।
 মৃগাশ্চ পক্ষিপট্টব রক্ষ্যান্তে চ পরম্পরম্ ॥ ৪০ ॥
 স্থানানি চ বিরুদ্ধানাং সুশুশ্রুণি পৃথক্ পৃথক্ ।

কুঠার, প্রাস, শূল, শক্তি, পরাধ্ব, চক্র
 প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র, এবং বর্ষ, চর্ম্ম, কুদাল,
 রজ্জু, বেত্র, পীঠ, তুবা, দাত্র, অজ্রি,
 বিবিধ শিল্পিজব্য, বাদিদ্র, অস্ত্র, নানাবিধ
 বস্ত্র, রত্ন, লোহ, ওষধি, ঘাস, কাঠ, শুড়,
 সৰ্কৈবিধ তৈল, হুড়, বসা, মজ্জা, স্নায়ু, অহি,
 গোচর্ম্ম, পটহ, ধাত্ত, যব, গোধূম, কলায়,
 মুদগ, মাষ, চণক, তিল, অপর সৰ্কৈবিধ শস্ত্র,
 ধূলি, গোময়, শণ, ধূনা, ভূজ্জপত্র, জতু,
 লাক্ষা, টকণ, ইত্যাদি নানাবিধ জব্য সস্ত্রার
 প্রচুররূপে সঞ্চয় করা রাজার কৰ্ত্তব্য ।
 হুর্গমধ্যে বিবিধ সর্পবিষপূর্ণ কুড়, সিংহাদি বিক
 জন্ত, মৃগ এবং শুকপক্ষীকেও রক্ষা করিবেন ।
 ২১—৪০ । পরস্পর বিরুদ্ধ জব্যসমূহের
 রক্ষণস্থান সকল যত্নপূর্বক পৃথক্ পৃথক্

কর্তব্যানি মহাভাগ যত্নেন পৃথিবীকৃতা ॥ ৪১
উক্তানি চাপ্যমুক্তানি রাজজবাণ্যশেষতঃ ।
মুক্তানি পূরে কুৰ্য্যাজ্জনানান্ হিতকাম্যয়া ॥ ৪২
জীবকৰ্ণভকাকোলমামলক্যাটকমকান্ ।
শালপর্ণী পূৰ্ণিপর্ণী মুদগপর্ণী তথৈব চ ॥ ৪৩
মাষপর্ণী চ মদনৈষ শারিবে যে বলাজয়ম্ ।
বারা বসন্তী বুয্যা চ বৃহতী কণ্টকারিকা ॥ ৪৪
শুক্লী শ্ৰুটিকী জ্যোতী বষাভূদৰ্ত্তরেণুকা ।
মধুপর্ণী বিদার্ষ্যে যে মহাকীরা মহাতপাঃ ॥ ৪৫
ধ্বনঃ সহদেবাহ্বা কটুকৈরগুণং বিযা ।
পর্ণী শতাহ্বা মৃদীকা কন্ত-খৰ্জ্জুর-যষ্টিকাঃ ॥ ৪৬
শুক্ৰাতিশুক্ৰকাশ্যাহ্বাতিচ্ছত্রবীরগাঃ ।
ইন্দুরিন্দুবিকারান্ত কানিতাদ্যান্ত সত্তম ॥ ৪৭
সিংহী চ সহদেবী চ বিধেদেবান্বরোধকম্ ।
মধুকং পুষ্পহংসাখ্যা শতপুষ্পা মধুলিকা ॥ ৪৮
শতাবরী-মধুকে চ পিঙ্গলং তালমেব চ ।
আম্রশুণ্ডা কটুকলাখ্যা দার্কিকা রাজনীৰ্ধকী ॥
রাজসৰ্প-ধাত্তাকম্বাখ্যোক্তা তথোৎকটা ।
কালশাকং পদ্মবীজং গোবল্লী মধুবল্লিকা ॥ ৫০
শীতপাকী কলিজাকী কাকজিহ্বাকপুষ্পিকা ।

সুসংকীৰ্ত্তিত করা কর্তব্য । জনগণের হিত-
কামনায় যে সকল রাজজব্য উক্ত হইল
এবং যাহা উক্ত হয় নাই, রাজা নিজপুরে
তৎসমস্তই সাবধানে রক্ষা করিবেন । জীবক,
জ্বন্তক, কাকোলা, আমলকী, বাসক, শাল-
পর্ণী, পূৰ্ণিপর্ণী, মুদগপর্ণী, মাষপর্ণী, শারিবাষ্ময়,
বলাজয়, বারা, বসন্তী, বুয্যা, বৃহতী, কণ্টকারি,
শুক্লী, শ্ৰুটিকী, জ্যোতী, বর্ষা, দৰ্ভ, রেণুকা,
মধুপর্ণী, বিদারীষ্ময়, মহাকীরা, মহাতপা, ধ্বন,
সহদেবা, কটুক, এরগু, বিষা, পর্ণী, শতাহ্বা,
মৃদীকা, কন্ত, খৰ্জ্জুর, যষ্টিমধু, শুক্র, অতি-
শুক্ৰ, কাশ্যর্ষা, ছত্র, অতিচ্ছত্র, বীরগ, ইন্দু,
ইন্দুবিকার কানিতাদি, সিংহী, সহদেবী,
মধুক, পুষ্পহংস, শতপুষ্পা, মধুলিকা, শতা-
বরী, মধুক, অশ্বখ, তাল, আম্রশুণ্ডা, কটু-
কল, দার্কিকা, রাজনীৰ্ধকী, রাজসৰ্প, ধাত্তাক,
কম্বাখ্যোক্তা, উৎকটা, কালশাক, পদ্মবীজ,

পৰ্বতত্ৰপুসো চৌভো শুভ্রাতকপুনৰ্ভবে ॥ ৫১
কসেককা তু কাশ্মীরী বিষ-শালুক কেসরম্ ।
তুষধাত্তানি সৰ্ব্বাণি শমীধাত্তানি চৈব হি ॥ ৫২
কৌরং কৌজং তথা তক্রং তৈলং মজ্জা বসা স্বতম্
নীপশ্চাৰিষ্টেকাকোড়বাত্তাসোমবাণকম্ ॥ ৫৩
এবমাদৌনি চান্তানি বিজ্ঞেয়ো মধুরো গণঃ ।
রাজা সন্ধিহুয়াং সৰ্বং পুরে নিরবশেষতঃ ॥ ৫৪
দাড়িমাত্তাকো চৈব তিস্তিড়ীকাল্লবেতসম্ ।
ভব্য-কৰ্ককু-লকুচ-করমর্দ-করুমকম্ ॥ ৫৫
বীজপূরক-কণ্ডুরে মালতী রাজবন্ধুকম্ ।
কোলকষ্মপর্ণানি যম্মোরাত্তায়োরপি ॥ ৫৬
পারাবতং নাগরকং প্রাচীনাক্রকমেব চ ।
কপিখামলকং চূক্রকলং দন্তশঠম্ চ ॥ ৫৭
জাহবং নবনীতঞ্চ সৌবীরককুষোদকে ।
সুরাসবঞ্চ মজ্জানি মণ্ড-তক্র-দধৌনি চ ॥ ৫৮
শুক্ৰানি চৈব সৰ্ব্বাণি জ্ঞেয়মাম্লগণং বিজ ।
এবমাদৌনি চান্তানি রাজা সন্ধিহুয়াং পুরে ॥ ৫৯
সৈন্ধবোদ্ভিদপাঠেয়-পাক্যসামুদ্রলোমকম্ ।
কুপ্য-সৌবৰ্চ্চল-বিড়ং বালকেয়ং যবাহ্বকম্ ॥

গোবল্লী, মধুবল্লী, শীতপাকী, কলিজাকী,
কাকজিহ্বা, উরুপুষ্পিকা, পৰ্বত, ত্রপুষ, শুভ্রা,
পুনৰ্ভব, কসেককা, কাশ্মীরী, বিষ, শালুক,
নাগকেসর, সৰ্ববিধ তুষ, ধাত্ত, শমীধাত্ত,
তুধ, মধু, তক্র, তৈল, মজ্জা, বসা, স্বত, নীপ,
অরিষ্টক, অকোট, বাতাত্ত, সোম ও বাণক,
ইত্যাদি যাবতীয় মধুরগণ, রাজা নিজপুরে
সংগ্ৰহ করিয়া রাখিবেন । ৪১—৫৪ । দাড়িম,
আত্মাতক, তিস্তিড়ী, অল্লবেতস, ভব্য, বদরী,
লকুচ, করমর্দ, করুমক, বীজপূর কণ্ডুর,
মালতী, রাজবন্ধুক, কোলকষ্ম, সৰ্ববিধ পর্ণ,
আত্মাতক, পারাবত, নাগরক, প্রাচীনাক্রক,
কপিখ, আমলক, চূক্রকল, দন্তশঠ, জম্বু,
নবনীত, সৌবীরক, কুষোদক, সুরা, আসব,
সৰ্ববিধ মদ্য, মণ্ড, তক্র, দধি, এবং যাবতীয়
শুক্ৰজব্য, এ সমস্ত অম্লগণ, রাজা এবাদিধ
অপরাপর জব্য সকল নিজপুরে সঞ্চয়
করবেন । সৈন্ধব, উদ্ভিদ, পাঠেয় পাক্য,

ঔষং কায়ং কালভক্ষ্য বিজ্ঞেয়ো লবণো গণঃ
 এবমাদীনি চান্তানি রাজা সন্ধিহুয়াং পুরে ॥ ৬১
 পিঙ্গলী-পিঙ্গলীমূল-চব্য চিজক-নাগরম্ ।
 কুবেরকং মরিচকং শিগ্র-ভল্লাভ-সর্বপাঃ ॥ ৬২
 কুষ্ঠাজমোদাকিনিহীহিঙ্গুমূলকধাতুকম্ ।
 কারবীকুকিকা যাজ্য্য অশ্বখা কালমালিকা ॥ ৬৩
 কনিজ্জ্বকোহপ লণ্ডনং ভৃগুপং সুরসং তথা ।
 কায়হা চ বয়ঃহা চ হরিতালং মনঃশিলা ॥ ৬৪
 অমৃত্য চ রুদন্তী চ রোহিৎ কুঙ্কমং তথা ।
 জয়া এরণ্ডকাণ্ডীরং শল্লকী হজ্জিকা তথা ॥ ৬৫
 সর্ষপিত্তানি মুত্রাণি প্র যো হরিতকানি চ ।
 কলানি চৈব হি তথা শৃঙ্গৈলা হিঙ্গুপত্রিকা ॥ ৬৬
 এবমাদীন চান্তানি গণঃ কটুকসংজিতঃ ।
 রাজা সন্ধিহুয়াদুর্গে প্রযত্নেন নৃপোত্তম ॥ ৬৭
 মুস্তং চন্দনহ্রীবের-কৃতমালকদারবঃ ।
 হরিজানলদৌলীর-নক্তমাল-কদম্বকম্ ॥ ৬৮
 দূর্কা পটোলকটুকা দন্তী তৃকুপত্রকং বচা ।
 কিরাতভিষ্ঠ-ভূতুঘী বিষা চাতিবিষা তথা ॥ ৬৯

তালীশপত্র-ভগবঃ সপ্তপর্ণ-বিককতাঃ ।
 কাকোদ্রঘরিকা দিব্যাস্থা চৈব সুরোত্তবা ॥ ৭০
 বড়গ্রহা রোহিণী মাংসী পর্ণট্টাধ দন্তিকা ।
 রসাজনং ভৃগুরাজং পতঙ্গী পরিপেলব ॥ ৭১
 হৃৎশর্শাণ্ডকণী কামা ভ্রামাকং গন্ধনাকুলী ।
 রূপপর্ণী ব্যাভ্রনথং মজ্জিষ্ঠা চতুরঙ্গলা ॥ ৭২
 রস্তা চৈবাকুরাফোতা তালানফোতা হরেণুকা ।
 বেত্রাগ্র-বেতসম্বদৌ বিষণী লোত্রপুষ্পিণী ॥ ৭৩
 মালতীকরকুণ্ডাথ্য্য্য রুচিকা জীবিতা তথা ।
 পর্ণিকা চ শুভ্রটী চ স গণস্তিষ্ঠসংজকঃ ।
 এবমাদীন চান্তানি রাজা সন্ধিহুয়াং পুরে ॥ ৭৪
 অভয়ামলকে চোভে তথৈব চ বিভীতকম্ ॥ ৭৫
 প্রিয়ঙ্গু ধাতকীপুষ্পং মোচাথ্য্য চার্জুনাসনাঃ ।
 অনন্তা ত্রী তুবরিকা শ্রোণাকং কটুকলং তথা ॥
 ভূর্জপত্রং শিলাপত্রং পাটলাপত্রলোমকম্ ।
 সমঙ্গাভিবৃত্তামুদ-কার্পাসগৈরিকাজনম্ ॥ ৭৭
 বিক্রমং সমধুচ্ছিষ্টং কুন্তিকা কুমুদোৎপলম্ ।
 স্ত্রোগ্রোধোদ্রঘরাধখকিংগকঃ শিংশপ্প শমী ॥ ৭৮

সামুদ্র, লোমক, কুপ্য, সৌবর্চল, বিড়, বাল-
 কের, যবাধ্য, ঔর্ধ্ব, কায়, কালভক্ষ্য; এ
 সকল লবণগণ । রাজা পুরমধ্যে লবণগণ
 সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন । পিঙ্গলী, পিঙ্গলী-
 মূল, চব্য, চিজক, নাগর, কুবেরক, মরিচ,
 শিগ্র, ভল্লাভ, সর্বপ, কুড়, অজমোদা,
 কিনিহী, হিঙ্গু, মূলক, ধাতাক, কারবী,
 কুকিকা, যাজ্য, অশ্বখা, কালমালিকা,
 কনিজ্জ্বক, লণ্ডন, ভৃগু, সুরস, কায়হা,
 বয়ঃহা, হরিতাল, মনঃশিলা, অমৃত্য, রুদন্তী,
 রোহিৎ, কুঙ্কম, জয়া, এরণ্ড, কাণ্ডীর, শল্লকী,
 হজ্জিকা, সর্ষপ, পিত্ত ও মূত্র, হরিতক, অপর
 বিবিধ কল, শৃঙ্গৈলা, হিঙ্গুপত্রিকা, ইত্যাদি
 অপর্যাপন্ন জব্য কটুগণ । রাজা পুরমধ্যে
 ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন । মুস্ত, চন্দন,
 হ্রীবের, কৃতমালক, দারুহরিজা, হরিজা, নলদ,
 উল্লীর, নক্তমাল, কদম্বক, দূর্কা, পাটলি,
 কটুক, দন্তী, তৃকুপত্রী, বচা, চিরতা, ভূতুঘী,
 বিষা, অতিবিষা, তালীশপত্র, ভগবঃ, সপ্ত-

পর্ণ, বিককত, কাকোদ্রঘরিকা, দিব্যা, সুরো-
 ত্তবা, বড়গ্রহা, রোহিণী, জটামাংসী, পর্ণট্ট,
 দন্তী, রসাজন, ভৃগুরাজ, পতঙ্গী, পরিপেলব,
 হৃৎশর্শা, অন্তরুঘ, কামা, ভ্রামাক, গন্ধ-
 নাকুলী, রূপপর্ণী, ব্যাভ্রনথ, মজ্জিষ্ঠা, চতু-
 রঙ্গলা, রস্তা, অকুরা, আফোতা, তালানফোতা,
 হরেণুকা, বেত্রাগ্র, বেতস, হুঘী, বিষণী,
 লোত্রপুষ্পিণী, মালতী, করকুণ্ডা, রুচিকা,
 জীবিতা, পর্ণিকা, শুভ্রটী; ইত্যাদি ভিত্ত-
 গণ । রাজা এই সকল এবং অন্যান্য
 জব্য সম্ভারও সংগ্রহ করিয়া পুরে রাখা
 করিবেন । ৫৫—৭৪ । হরিতকী, আম-
 লকী, কুম্যামলকী, বিভীতক, প্রিয়ঙ্গু,
 ধাতকীপুষ্প, মোচ, অর্জুন, অশন, অনন্তা,
 কামিনী, তুবরিকা, শ্রোণাক, কটুকল,
 ভূর্জপত্র, শিলাপত্র, পাটলাপত্র, লোমক,
 সমঙ্গা, ভিবৃত্তা, মূল, কার্পাস, গৈরিক, অজম,
 বিক্রম, মধুচ্ছিষ্ট, কণ্ডিকা, কুমুদ, উৎপল,
 স্ত্রোগ্রোধ, উদ্রঘর, অধখ, কিংগক, শিংশপ

প্রিয়াল-পীলু-কাসারি-শিরীষাঃ পদ্মকং তথা
 বিষোহগ্নিমহঃ প্রক্ষ-শ্রামাকঞ্চ বকো ঘনম্ ॥৭২॥
 রাজাদনং করীরঞ্চ ধাত্তকং প্রিয়কস্তথা ।
 কঙ্কোলাশোকবদরাঃ কদম্ব খদিরদ্বয়ম্ ॥ ৮০ ॥
 এষাং পত্রাণি সারাণি মূলানি কুসুমানি চ ।
 এবমাদীনি চান্তানি কষায়াথো গণো মতঃ ॥
 প্রযত্নেন নৃপশ্রেষ্ঠ রাজা সঞ্চিহুয়াং পুরে ।
 কীটান্চ মারণে যোগ্যা ব্যঙ্গত্যাঃ তথৈব চ ॥
 বাতধূমাধুমাৰ্গাণাং দূষণানি তথৈব চ ।
 ধার্য্যাণি পার্থিবৈহুর্গে তানি বক্ষ্যামি পার্থিব ॥
 বিবাণাং ধারণং কথ্যং প্রযত্নেন মহীভূজা ।
 বিচিহ্নাশ্রাদা ধার্যা বিষস্ত শমনাস্তথা ॥ ৮৪ ॥
 রক্ষোভূত-পিশাচাঃ পাপঘ্নাঃ পুষ্টিবর্জনাঃ ।
 কলাবিদম্চ পুরুষাঃ পুরে ধার্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৮৫ ॥
 ভীতান্ প্রমত্তান্ কুপিতাঃস্তথৈব চ বিমানিতান্
 কুভৃত্যান্ পাপশীলান্চ ন রাজা বাসয়েৎ পুরে
 যদায়ুধাটোলচয়োপপন্নঃ
 সমগ্রধাত্তোষধিসম্প্রযুক্তম্ ।

শমী, প্রিয়াল, পীলু, কাসারি, শিরীষ, পদ্মক,
 বিষ, অগ্নিমহ, প্রক্ষ, শ্রামক, বক, ঘন, রাজা-
 দন, করীর, ধাত্তক, প্রিয়ক, করকাল, অশোক,
 বদর, কদম্ব, খদিরদ্বয়, এই সমস্ত পত্র,
 সার, মূল, পুষ্প, এই সকল কষায়গণ । রাজা
 এই সমস্ত সমস্ত সংগ্রহ করিবেন । মারণ ও
 ব্যঙ্গভাসাধন বিবিধ কীট এবং বায়ু, ধূম, জল
 ও পথের দোষোৎপাদক দ্রব্য সম্ভার হুর্গ
 মধ্যে রক্ষা করিবেন । ইহার বিবরণ
 বলিতেছি । রাজা প্রযত্নসহকারে বিবিধ
 বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন । বিচিহ্ন গুণ
 শালী বিবিধ বিষনাশক, অঙ্গদ, রাক্ষস ও
 কুত পিশাচাদি নিবারক, পাপঘাতক ও পুষ্টি
 বদ্ধক বিবিধ দ্রব্য হুর্গমধ্যে সঞ্চয় করা
 নৃপতির বিশেষ কর্তব্য । হুর্গমধ্যে নৃত্য
 স্ত্রীতাদি কলাশাস্ত্রাভিহ্ন লোক ধাকাও
 আবর্তক । ভীত, প্রমত্ত, কুপিত, বিমানিত,
 পাণিষ্ট, এবং কুভৃত্যাদিগকে রাজা পুরমধ্যে
 বাস করাইবেন না । নৃপতি সর্বদা যজ্ঞ,

বণিগুজনৈশ্চাবৃতমাবসেত

হুর্গং সুগুপ্তং নৃপতিঃ সতৈব ॥ ৮৭ ॥

ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে পুররক্ষাবিধানঃ
 নাম সপ্তদশাধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৭॥

অষ্টাদশাধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ

মহুরবাচ ।

রক্ষোহানি বিষয়ানি যানি ধার্য্যাণি কুভূজা ।
 অগদানি সমাচক্ষ তানি ধর্মভূতাঃ বর ॥ ১ ॥

মৎস্ত উবাচ ।

বিশাটকী যবকারঃ পাটলা বাহ্লিকোষণাঃ ।
 ত্রীপনী শলকীযুক্তো নিকথঃ প্রোক্ষণং পরম ॥
 সবিষং প্রোক্ষিতং তেন সদ্যো ভবতি নিষ্কিষম্
 যব-সৈন্ধব-পানীয়-বস্ত্র-শয্যাসনোদকম্ ॥ ৩ ॥
 কবচান্তরণং ছত্রং বালব্যুজ্জনবেশ্যনাম্ ।
 শেলুঃ পাটলাতিবিষা শিঞ্চ মুকী পুনর্নবা ॥ ৪ ॥
 সমঙ্গাবুষমূলঞ্চ কপিথবুষশোণিতম্ ।

আয়ুধ, ও অটলচয়যুক্ত, ধাত্ত, ওষধি প্রভৃতি
 দ্রব্যপরিপূর্ণ এবং বণিকুজনে সমাবৃত
 পুরমধ্যে বাস করিবেন । ১৫—১৩ ।

সপ্তদশাধিক বিংশতম অধ্যায় সমাপ্ত । ২১৭ ।

অষ্টাদশাধিক বিংশতম অধ্যায় ।

মহু কহিলেন,—যে সমস্ত রক্ষোহ ও
 বিষয় দ্রব্য রাজার হুর্গে রক্ষা করা কর্তব্য,
 হে ধার্মিকবর ! তৎসমস্ত ঔষধের বিবরণ
 আমার নিকট বর্ণন করুন । মৎস্ত কহিলেন ;
 —বিষ, অটকী, যবকার, পাটলা, বাহ্লিক,
 উষণ, ত্রীপনী ও শলকী, এই সমস্ত দ্রব্যের
 কাথ দ্বারা বিষাক্ত যব, সৈন্ধব, পানীয়, বস্ত্র,
 শয্যা, আসন, উদক, কবচ, আভরণ, ছত্র ও
 চামর ব্যজনাди দ্রব্য প্রোক্ষিত হইলে সমস্তই
 নিষ্কিষ হয় । শেলু, পাটলা, অতিবিষা, শিঞ্চ,
 মুকী, পুনর্নবা, সমঙ্গাবুষমূল কপিথ, বুষশোণিত,

মহাদন্তশঠঃ তদ্বৎ প্রোক্ষণং বিষনাশনম্ ॥ ৫
লাক্ষ্যপ্রিয়ঙ্গুমঞ্জিষ্ঠা সমমেলা হরেণুকা ।
যষ্টিমধু মধুরা চৈব বজ্রপিত্তেন কল্লিতাঃ ॥ ৬
নিখনেন্দোগাবিষাণস্বঃ সপ্তরাত্রং মহীতলে ।
ততঃ কৃদ্ধা মণিঃ হেমা বজ্রং হস্তেন ধারয়েৎ ॥
সংস্পৃষ্টঃ সবিষঃ তেন সজো ভবতি নির্বিষম্ ।
মনোহস্যং শমীপত্রং তুঘ্রিকা শ্বেতসর্বপাঃ ॥ ৮
কপিথকুটমঞ্জিষ্ঠাঃ পিত্তেন ব্রহ্মকল্লিতাঃ ।
ওনো গোঃ কপলায়াশ্চ সৌম্যাক্ষিপ্তোহপরো
গদঃ ॥ ৯

বিষজিৎ পরমঃ কার্ধ্যং মণিরত্নঞ্চ পূর্ববৎ ।
তুঘ্রিকা জতুকা চাপি হস্তে বদ্ধা বিষাপহা ॥ ১০
হরেণুমাংসী মঞ্জিষ্ঠা রজনী মধুকা মধু ।
অক্ষত্বক্ সুরসং লাক্ষা ঋপিত্তং পূর্ববদ্বি ॥ ১১
বাদিজাণি পতাকাশ্চ পিষ্টৈরেতৈঃ প্রলেপিতাঃ
জত্বা দৃষ্ট্বা সমাত্রায় সজো ভবতি নির্বিষঃ ॥ ১২
জ্যায়ণং পঞ্চলবণং মঞ্জিষ্ঠা রজনীষয়ম্

এবং মহাদন্ত শঠ ; এ সকল জব্যের কাথদ্বারা
প্রোক্ষণ করিলেই বিষ বিনাশ হয় । লাক্ষা,
প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, এলা, রেণুকা, যষ্টিমধু, মধুরা,
এসকল জব্য নকুলপিত্তসহ মিশাইয়া পুঙ্গপাত্রে
ভূমধ্যে সপ্তরাত্র প্রোধিত রাখিবে । পরে
হৈম মণি-মধ্যে পুরিয়া হস্তে ধারণ করিবে ।
এই প্রক্রিয়ায় সংস্পৃষ্ট বিষদোষ সদ্যঃ
বিনষ্ট হয় । মানাহ্বা, শমীপত্র, তুঘ্রিকা, শ্বেত-
সর্বপ, কপিথ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, এ সকল জব্য,
কুকুর ও কপিলাগাভীর পিত্ত দ্বারা মিশাইবে ।
এই সৌম্যাক্ষিপ্ত নামক মহৌষধ সর্ব-
বিষ-প্রতিষেধক । এতত্ত্বিষ বিষনাশক নানা
মণিরত্ন ও মূষিকা বা জতুকা হস্তে ধারণ করা
কর্তব্য । ১—১০ । রেণুকা, জটামাংসী,
হরিজা, মধুক, মধু, অক্ষত্বক্, সুরসা, লাক্ষা,
ও কুকুরপিত্ত, এই সমস্ত একত্রিত করিয়া
ভদ্রারা পটহাদি বাদিত্র ও পতাকা সকল
প্রলেপিত করিবে । সেই সমস্ত দর্শন, ভ্রাণ
ও বাদ্য শব্দ শ্রবণে, সদ্য বিষ নাশ হয় ।
জ্যায়ণ, পঞ্চলবণ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিজা, দাক্ষহরিজা,

মৃন্মৈলা ত্রিবৃত্তাপত্রং বিড়ঙ্গানীশ্রবাকনী ॥ ১৩
মধুকঃ বেতসঃ কোজঃ বিবাণে চ নিধাপয়েৎ ॥
তন্মাত্রকাষুনা মাত্রঃ প্রাণ্ডভঃ যোজয়েৎ ততঃ
ভুজঃ সর্জয়সোপেতং সর্বপা এলবালুকৈঃ ॥ ১৪
সুবেগা তঙ্করসুরো কুসুমৈরজ্জুনস্ত তু ।
ধূপো বাসগৃহে হস্তি বিষঃ স্বাবরজ্জমম্ ॥ ১৬
ন তত্র কীটা ন বিষঃ দদুর্মা ন সরীসৃপাঃ ।
ন কৃত্যা কণ্ঠ্যাকাপি ধূপোহয়ং যত্র দহতে ॥ ১৭
কল্লিতৈশ্চন্দনকীর-পলাশজমবদগৈঃ ।
মূর্কৈলাবালুসরসা-নাকুলীততুলীয়কৈঃ ॥ ১৮
কাথঃ সর্বৌদকার্যেযু কাকমাচীঘূতো হিতঃ ।
রোচনাপত্রনেপালীকুসুমৈস্তিলকানু বহন ॥ ১৯
বিষৈর্ন বাধ্যতে স্তাচ্চ নর-নারী-নৃপপ্রিয়ঃ ।
চূর্ণৈর্হরিজামঞ্জিষ্ঠা-কিণিহীকপনিষজৈঃ ॥ ২০
দিশ্বং নির্বিষতামেতি গাত্রঃ সর্ববিষাদিতম্ ।
শিরীষস্ত কলঃ পত্রঃ পুষ্পঃ শুভ্রলম্বেব চ ॥ ২১
গোমুত্রঘূষ্টো হৃগদঃ সর্বকণ্ঠকরঃ স্মৃতঃ ।
একবীর মহৌষধ্যঃ শৃণু চাতঃ পরং নৃপ ॥ ২২

মৃন্মৈলা, ত্রিবৃত্তাপত্র, বিড়ঙ্গ, ইশ্রবাকনী,
মধুক, বেতস, কোজ,—এ সকল জব্য শূঙ্গ-
মধ্যে রাখিয়া উকললে পাক করিবে । শ্বেত-
ধূপ, সর্বপ, এলবালুকা, সুবেগা, তঙ্কর, সুর,
ও অজ্জুনপুষ্প; এ সকল একত্রিত করিয়া বাস-
গৃহে ধূপ দান করিলে স্বাবর জজম যাবতীয়
বিষ বিনষ্ট হয় । এই ধূপ প্রদোষে সেই স্থানে
কীট, বিষ, ভেক, সরীসৃপ, কিছা কৃত্যাও
থাকে না । চন্দন, হুড়, পলাশত্বক্, মূর্কী,
এলবালুকা, সরসা নাকুলী, তুলীয়ক,
এবং কাকমাচীর কাথ সর্ববিধ বিষদোষে
হিতকর । গোরোচনা পত্র, নেপালী, কুসুম
ও তিলক ;—এসকল জব্য ধারণ করিলেও
বিষদোষ নষ্ট হয় । আর উহার কলে নরনারী
নৃপতির প্রিয় হইয়া থাকে । হরিজা, মঞ্জিষ্ঠা,
কিণিহী, পিঙ্গলী ও নিষ দ্বারা গাত্র প্রলেপ
দিলে সর্ব বিষদোষ নাশ হয় । ১১—২০ ।
শিরীষের পত্র, পুষ্প, কল, শুভ্র ও মূল,
গোমুত্রদ্বারা মর্দনপূর্বক প্রলেপ দিলে

বহু কৰ্কোটকী রাজনবিক্রান্তা তথোৎকটা
শতমূলী সিতানন্দা বলা মোচা পটোলিকা ॥২৫
সোমাপিত্তা নিশা চৈব তথা দম্বকহা চ যা ।
হলে কমলিনী যা চ বিশালী শঙ্খমূলিকা ॥২৬
চণ্ডালী হস্তিমগধা গোহজাপনী করন্তিকা ।
রক্তা চৈব মহারক্তা তথা বহির্শিখা চ যা ॥ ২৭
কোশাতকী নক্তমালঃ প্রিয়ালক সুলোচনী ।
বাক্ষী বসুগন্ধা চ তথা বৈ গন্ধনাকুলী ॥ ২৮
ঈশ্বরী শিবগন্ধা চ জামলা বংশনালিকা ।
জতুকালী মহাশেতা শেতা চ মধুষ্ঠিকা ।
বজ্রকঃ পারিভ্রজ্ঞ চ তথা বৈ সিন্ধুবারক ।
জীবানন্দা বসুচ্ছিত্রা নতনাগরকটিকা ॥ ২৯
নালক জালী জাতী চ তথা চ বটপত্রিকা ।
কার্ত্তবীর্যঃ মহানীলা কুম্ভকর্কঃসপাদিকা ॥ ৩০
মণ্ডুকপর্ণী বারাহী চৈব তথা তণ্ডুলীয়কে ।
সর্পাকী লবলী জাকী বিশ্বরূপা সূখাকরা ॥ ৩১
রজাপহা বুদ্ধিকরী তথা চৈব তু শল্যদা ।
পত্রিকা রোহিণী চৈব রক্তমালা মহোষধী ॥৩২
তথামলকবন্দাকঃ জামা চিত্রকলা চ যা ।

সৰ্ব বিধবিষদোষ দূরীকৃত হয় । হে এক-
বীর, রাজন! অতঃপর মহোষধির বিবরণ
বলিতেছি ; অবগত করন । বহু, কার্কোটকী,
বিক্রান্তা, উৎকটা, শতমূলী, সিতা, আনন্দা,
বলা, মোচা, পটোলিকা, সোমা, পণ্ড, হরিজা,
দম্বকহা, হলপদ্ম, বিশালী, শঙ্খমূলিকা,
চণ্ডালী, হস্তিমগধা, গোপর্ণী, অজপর্ণী,
করন্তিকা, রক্তা, মহারক্তা, বহির্শিখা, কোশা-
তকী, নক্তমাল, প্রিয়াল, সুলোচনী, বাক্ষী,
বসুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, ঈশ্বরী, শিবগন্ধা,
জামলা, বংশনালিকা, জতুকালী, মহাশেতা,
শেতা, যজ্ঞমধু, বজ্রক, পারিভ্রজ, সিন্ধুবারক,
পারিভ্রজ, জীবানন্দা, বসুচ্ছিত্রা, নাগর,
কটকারি, নাল, জালী, জাতী, বট-
পত্র, সুবর্ণ, মহানীলা, কুম্ভক, হংসপাদী,
মণ্ডুকপর্ণী, বারাহী, বিবিধ তণ্ডুলীয়ক,
সর্পাকী, লবলী, জাকী, বিশ্বরূপা, সূখাকরা,
রজাপহা, বুদ্ধিকরী, শল্যদা, পত্রিকা, রোহিণী,

কাকোলী কীরকাকোলী পীলুপর্ণী তথৈব চ ॥
কেশিনী কুশিকালী চ মহানাগা শতাবরী ।
গরুড়ী চ তথা বেগা জলে কুমুদিনী তথা ॥৩৩
হলে চোৎপলিনী যা চ মহাকুমলতা চ যা ।
উন্মাদিনী সোমরাজী সর্ষপতানি পার্শ্বিষ ॥ ৩৪
বিশেষায়রকতাদোনি কীটপক্ষঃ বিশেষতঃ ।
জীবজাতাশ্চ মনয়ঃ সর্কৈ ধার্ষ্যঃ প্রযত্নতঃ ॥৩৫
রক্ষোয়ান্ত বিষয়া চ কৃত্যাবেতালনাশনাঃ ।
বিশেষায়রনাগাঃ গোখরোষ্ট্রমমুস্তবাঃ ॥ ৩৬
সর্প-তিত্তির-গোমায়-বসুমণ্ডকজাশ্চ যে ।
সিংহব্যাভ্রকর্কমার্জার-দীপিবানরসস্তবাঃ ।
কপিঞ্জলা গজা বাজিমহিষৈশ্চৈবভবাশ্চ যে ॥ ৩৭
ইত্যেবমেতৈঃ সকলৈরুপেতঃ
দ্রব্যৈশ্চ সর্কৈঃ স্বপুংসু সুরকিতম্ ।
রাজা বসেৎ তত্র গৃহঃ সুগভঃ
গুণাবিতঃ লক্ষণসুপ্রযুক্তম্ ॥ ৩৮
ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণেহংগদাধ্যায়ো নামা-
ষ্টাদশাধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৮ ॥

রক্তমালা, আমলক, বন্দাক, জামা, চিত্রকলা,
কাকোলী, কীরকাকোলী, পীলুপর্ণী, কেশিনী,
কুশিকালী, মহানাগা, শতাবরী, গরুড়ী,
বেগা, জলকুমুদিনী, হলোৎপল, মহাকুমি-
লতা, উন্মাদিনী, সোমরাজী, এবং হে
পার্শ্বিষ! সর্কবিধ রত্ন, বিশেষতঃ মরকতাদি,
নানাবিধ কীটজ মণি ও প্রাণিজ মণি, ইত্যাদি
রক্ষোয়, বিষয় ও কৃত্যানাশক বস্তুরাজ্য
ধারণ করা কর্তব্য ॥২১—৩৫॥ নর, কুম্ভর, গো,
অশ্ব, উষ্ট্র, সর্প, তিত্তিরি, গোমায়, অজ ও
মণ্ডুক, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মার্জার, দীপী,
বানর, কপিঞ্জল, গজ, বাজি, মহিষ ও হরিণ,
ইত্যাদিজাত বিবিধ দ্রব্য সস্তার দ্বারা পরি-
পূর্ণ, সর্কসুলক্ষণযুক্ত, সুরকিত, গুণাবিত
অতিগভ পুরমধ্যে রাজা বাস করি-
বেন ॥ ৩৬—৩৮ ॥

অষ্টাদশাধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২১৮॥

একোনিবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মহুৰুবাচ ।

রাজরক্ষারহস্তানি যানি দুর্গে নিধাপয়েৎ ।

কারয়েষা মহীভর্তা ক্রহি তবানি তানি চ ॥ ১

মৎস্ত উবাচ ।

শিরিসোত্ৰদ্বয়শমী বীজপুরং স্তুতপ্লুতম্ ।

হৃদযোগঃ কথিতো রাজন্ মাসার্কস্ত পুরাতনৈঃ

কশেকরকলমূলানি ইক্ষুমূলং তথা বিষম্ ।

দুর্গাকীরত্বতৈর্ভগুঃ সিদ্ধোহয়ং মাসিকঃ পরঃ ॥

নয়ং শস্ত্রহতং প্রাপ্তো ন তন্ত মরণং ভবেৎ ।

কন্যাষবেণুনা তত্র জনয়েৎ তু বিভাবনুয ॥ ৪

গৃহে ত্রিপরসব্যস্ত ক্রিয়তে যত্র পার্শ্বিবা ।

নাভ্যোহগ্নির্জ্বলন্তে তত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা

কার্পাসান্ধ্রা ভুজঙ্গস্ত তেন নির্যোচনং ভবেৎ ।

সর্পনির্কাসনে ধূপঃ প্রশস্তঃ সততং গৃহে ॥ ৬

সামুজ্জৈসদ্ধবযবা বিত্যাঙ্গা চ মৃত্তিকা ।

তয়াহুলিষ্ঠং যদেব নারিনা দহতে নৃপ ॥ ৭

উনবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মহু কহিলেন,—রাজার রক্ষাবিষয়ে আর
যাহা যাহা স্থাপন বা সম্পাদন করিতে হয়,
তৎসমস্ত রহস্তবিষয় আমাকে বলুন ।
মৎস্ত কহিলেন,—শিরীষ, উত্থর, শমী,
বীজপুর,—এ সকল দ্রব্য স্তুতপ্লুত করিয়া
অর্কমাসান্তে ভক্ষণ করিতে হয় । কশেকর
কল ও মূল, ইক্ষুমূল, বিষ, দুর্গা, এ সকল
দ্রব্য হৃদ ও স্তুত দ্বারা মণ্ডাকারে পাক করিয়া
একমাস অন্তে ব্যবহার্য্য । এ সকল ঔষধ
ব্যবহারে শস্ত্রহত ব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ
করিতে পারে । বিচিত্র বেণু দ্বারা অগ্নি প্রজা-
লন পূর্বক তাহা লইয়া অপসব্য ক্রমে তিন
বার প্রদক্ষিণ করিলে সেখানে অপর অগ্নি
জলিবে না ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।
কার্পাস-মিশ্রিত ভুজঙ্গাঙ্গি জ্বালাইয়া ধূপ
দান করিলে গৃহ হইতে সর্প সকল দূরীভূত
সামুজ্জ ও সৈদ্ধব লবণ, যব ও বিত্যাং-
পাতদ্রব্য মৃত্তিকা, এ সকল একত্র করিয়া যে
গৃহ লেপন করা হয়, তাহা অগ্নি দ্বারা

দিবা চ দুর্গে রক্ষ্যোহগ্নিবাতি বাতে বিশেষতঃ

বিশাচ্চ রক্ষ্যো নৃপতিস্তত্র যুক্তিং নিবোধ মে

ক্রৌড়ানিমিত্তং নৃপতিধারয়েনয়ুগপক্ষিণঃ ।

অয়ং বৈ প্রাক্ পরীক্ষিত বহৌ চান্ততরেষু চ

বস্ত্রং পুষ্পমলভারং ভোজনান্ধানং তথা ।

নাপরীক্ষিতপূর্বক স্পৃশেদপি মহামতিঃ ॥ ১০

শ্রাচ্চাসৌ বক্রসস্তপ্তঃ সোধেগক নিরীকতে ।

বিষদোহথ বিক দন্তং যচ্চ তত্র পরীকতে ॥ ১১

অন্তোত্তরীয়ো বিমনাঃ স্তম্ভকুড্যান্তিস্তথা ।

প্রচ্ছাদয়তি চান্মানং লজ্জতে অরতে তথা ॥ ১২

ভুবং বিলিখতি গ্রীবাং তথা চালয়তে নৃপ ।

কণ্ঠয়তি চ মূর্দ্ধানং পরিলোড়্যাননং তথা ॥ ১৩

ক্রিয়াসু অরিতো রাজন্ বিপরীতানপি ক্রবন্ ।

এবমাদৌনি চিহ্নানি বিষদন্ত পরীক্ষয়েৎ ॥ ১৪

সমীপৈবিক্ষিপেদহৌ তদন্নং স্বরম্বাধিতঃ ।

ইন্দ্রায়ুধসবর্ণস্ত রুকং স্ফোটসমবিতম্ ॥ ১৫

একাবর্তস্ত দুর্গচ্ছি ভৃশং চটচটায়তে ।

তদ্বৃমসেবনাজ্জন্তোঃ শিরোরোগস্ত জায়তে ॥

দ্রব্য হয় না । দিবাতাগে, বিশেষতঃ বায়ু-
প্রবহনকালে দুর্গমধ্যে অগ্নি রাখিবে ।
নৃপতি বিষ হইতেও রক্ষণীয় । পরন্তু তাহার
উপায় বলিতেছি শ্রবণ করুন, রাজা ক্রৌড়া
নিমিত্ত যুগ ও পক্ষীদিগকে ধারণ করিবেন ।
প্রথমতঃ বহিতে বা অস্ত কোনরূপে অন্ন
পরীক্ষা করণ আবশ্যক । অপরীক্ষিত অন্নাদি
স্পর্শ করাও অসুচিত । ১—১০ । বিষদাতা
মানব বিষপরীক্ষাকালে স্নানমুখ, উষেগবান,
চঞ্চলদৃষ্টি, বিমনা, অন্তোত্তরীষ, কুড্যানিসম
স্তম্ভিত, লজ্জিত ও অরাতুস্ত, হয় । সে
তখন ছবিলেখন, গ্রীবাচালন, মস্তককণ্ঠয়ন,
মুখমার্জন, এবং অকরণীয় কার্য্যও ব্যস্ত
সমস্ত হয় । রাজা এই সকল চিহ্ন দ্বারা বিষ-
দাতাকে লক্ষ্য করিবেন । বিষমিশ্র অন্ন
অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে উহা ইন্দ্রায়ুধ-
সমবর্ণ, রুক, স্ফোটযুক্ত, একাবর্ত ও দুর্গচ্ছ-
বিশিষ্ট হয়, এবং উহা হইতে চটচটা শব্দ
উৎপন্ন হয় । উহার ধূম সেবনেও প্রাণ-

সবিসেহে বিলীয়ন্তে ন চ পার্শ্ব মক্ষিকাঃ ।
 নিলীনাশ্চ বিপদন্তে সংসৃষ্টে সবিসে তথা ॥ ১৭
 বিরজ্যতি চকোরস্ত দৃষ্টিঃ পার্শ্ববসন্তম ।
 বিকৃতঞ্চ শরো যান্তি কোকিলস্ত তথা নৃপ ॥ ১৮
 গতিঃ শ্লথতি হংসস্ত ভৃঙ্গরাজশ্চ কুজতি ।
 ক্রোকে মদমখাভ্যোতি কুকবাকুবিরোতি চ ॥
 বিকোশতি শুকো রাজন্ সারিকা বমতেততঃ
 চামৌকরোহন্ততো যাত মৃত্যুং কারণবন্তথা ॥
 মেহতে বানরো রাজন্ গ্রায়তে জীবজীবকঃ ।
 হৃষ্টরোমা ভবেষকঃ পৃষতশ্চৈব রোদতি ॥ ২১
 হর্বম্যাতি চ শিখী বিষসন্দর্শননৃপ ।
 অন্নঞ্চ সবিসং রাজশ্চিরেণ চ বিপদ্যতে ॥ ২২
 তদা ভবতি নিঃশ্রাব্যঃ পক্ষপূর্য্যষিতোপমম্ ।
 ব্যাপন্নরসগন্ধঞ্চ চন্দ্রিকাভিস্তথাযুতম্ ॥ ২৩
 ব্যঞ্জনানান্ত শুক্লং জবাণাং বৃদ্ধদোষবঃ ।
 সসৈন্ধবানাং জবাণাং জায়তে কেনমালিতা ॥

গণের শিরোরোগ জন্মিয়া থাকে। হে রাজন্! বিষাক্ত অন্ন মক্ষিকাও উপবেশন করে না। আর যদি উহাতে উপবিষ্ট হয়, তবে অবিলম্বেই মরিয়া যায়। সবিস অন্ন দর্শনে চকোরের দৃষ্টিবিকার, কোকিলের শর-বিকার, এবং হংসের গতিশ্লথন ঘটে। বিষ দর্শনে ভৃঙ্গরাজ কুজন করিতে থাকে; ক্রোঞ্চ মদমত্ত হয়; কুকুট রব করিতে থাকে এবং শুক পক্ষী চিংকার, সারিকা বমন, চামৌকর অন্তর্জ গমন, এবং কারণব মৃত্যুলাভ করিয়া থাকে। বানর প্রস্রাব করিতে থাকে; জীব-জীবক গ্রানিযুক্ত হয়; নকুলের রোমবিকার ঘটে; পৃষতমৃগ রোদন এবং ময়ূর বিষ দর্শনে হৃষ্ট হইয়া থাকে। হে রাজন্! বিষমিশ্রিত অন্ন দীর্ঘ কালান্তে বিকৃত হইয়া পক্ষ কালীয় পূর্য্যকৃত সম প্রভাৱ হইয়া থাকে। তখন উহার রস ও গন্ধ থাকে না। উহাতে চন্দ্রিকা সকল দৃষ্ট হয় ১১—২৩। বিষমিশ্রিত ব্যঞ্জন শুক্লতাব প্রাপ্ত হয়, জবপদার্থ বৃদ্ধদোষ হয় এবং লবণাক্ত জব্যের কেনিলতা দৃষ্ট হয়।

শস্ত্ররাজশ্চ তাম্রা স্তারীলা চ পয়সস্তথা ।
 কোকিলাভা চ মগ্নস্ত তোমস্ত চ নৃপোত্তম ॥
 খাণ্ডান্নস্ত তথা কৃষ্ণা কপিলা কোদ্রবস্ত চ ।
 মধুশ্রীমা চ তক্রান্ত নীলা পীতা তথৈব চ ॥ ২৬
 মৃতশ্চোদনসন্ধাণা কপোতাভা চ মন্তনঃ ।
 হরিতা মাক্ষিকস্তাপি তৈলস্ত চ তথাক্রণা ॥ ২৭
 কলানামপ্যপকানাং পাকঃ কিপ্রং প্রজায়তে ।
 প্রকোপশ্চৈব পকানাং মাল্যানাং ম্লানতা তথা
 মৃত্যুতা কঠিনানাং স্তান্মৃদূনাঞ্চ বিপর্য্যয়ঃ ।
 স্তান্মাণাং রূপদলনং তথা চৈবোত্তিরজতা ॥ ২৯
 শ্রামমণ্ডলতা চৈব বস্ত্রাণাং বৈ তথৈব চ ।
 লোহানাঞ্চ মণীনাঞ্চ মলপঙ্কোপদিম্বতা ॥ ৩০
 অল্পুলেপনগন্ধানাং মাল্যানাঞ্চ নৃপোত্তম ।
 বিগন্ধতা চ বিজ্ঞেয়া তথা রাজন্ জলস্ত তু ॥ ৩১
 দন্তকাষ্ঠভৃচ্চ শ্রামান্তহুসবাস্তথৈব চ ।
 এবমাদীনি চিহ্নানি বিজ্ঞেয়ানি নৃপোত্তম ॥ ৩২
 তস্মাদ্রাজা সদা তিষ্ঠেন্নশিমজ্জৌষধাগদৈঃ ।
 উট্টৈঃ সংরক্ষিতো রাজা প্রমাদপরিবর্জকঃ ॥ ৩৩

বিষযোগে শস্ত্র সকল তাম্রাভ, ত্রুক্ষ সকল নীলাভ, মদ্য ও জল কোকিলাভ, খাণ্ডান্ন কৃষ্ণাভ, কোদ্রব কপিলাভ, তক্র মধু-শ্রীমাভ নীলবর্ণ বা পীতপ্রভ হয়। মৃত জলাভ, মন্ত কপোতাভ, মাক্ষিক হরিদ্বর্ণ, এবং তৈল অক্রণাভ হয়। অপক ফল সকল বিষ সংসর্গে অল্পকাল মধ্যেই পরিপক হইয়া উঠে; আর পক ফল সকল বিকৃত হইতে থাকে। মাল্য সকল ম্লান হয়। কঠিন জব্য মৃত এবং মৃদুজব্য কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়। বিষযোগে স্তান্ম বসনসমূহের সৌন্দর্য্যনাশ, শ্রামলতা প্রভৃতি বর্ণব্যত্যয় এবং লৌহ ও মণিসমূহের মালিনতা ঘটয়া থাকে। রাজন্! জল, অল্পুলেপন ও গন্ধ মাল্যাাদিও বিষযোগে বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয়, দন্তকাষ্ঠভৃচ্চ শ্রামবর্ণতা লাভ করে; এবং উহার ক্ষীণতা ঘটয়া থাকে। হে নৃপোত্তম! এই প্রকার চিহ্ন সকল লক্ষ্য করা কর্তব্য। এইজন্ত রাজাও উক্ত মণি ময় ওষধি ও ওষধি সকল দ্বারা

প্রজাতরোহীলমিহাবনৌশ-

স্তজ্ঞকশজাষ্ট্রমুপৈতি বুদ্ধিম্

তস্মাৎ প্রযত্নেন নৃপস্ত রক্ষাঃ

সর্বেণ কার্য্য্য রবিবংশচত্ৰ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে রাজধর্মে রাজ-

রক্ষা নামৈকোনবিংশত্যাধিকদ্বিশত-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১২ ॥

বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

রাজন্ পুত্রস্ত রক্ষা চ কর্তব্য্য পৃথিবৌকিতা ।

আচাৰ্য্যশ্চাত্ত কর্তব্য্যো নিত্যযুক্তশ্চ রক্ষিভিঃ ॥

ধর্ম্মকামার্থশাস্ত্রাণি ধর্ম্মর্ষেদঞ্চ শিক্ষয়েৎ ।

রথে চ কৃষ্ণয়ে চৈনং ব্যায়ামং কারয়েৎ সদা ॥

শিল্পানি শিক্ষয়েচ্চৈনং নাস্তৌ মিথ্যা প্রিয়বদেৎ

শরীররক্ষাব্যাজেন রক্ষিণৌহস্ত নিয়োজয়েৎ

সর্বদা সাবধানে সুরক্ষিতভাবে থাকিবেন ।

রাজাই প্রজারক্ষার মূল ; সেই রাজা রক্ষা

পাইলে রাজ্যের বৃদ্ধি ঘটে, হুতরাং সক-

লেরই সর্বদা সর্বপ্রযত্নে রাজ্যের রক্ষা বিধান

কর্তব্য । ২৪—৩৪ ।

উনবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

বিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত কহিলেন,—রাজন্! রাজা, স্বীয়

পুত্রকেও সাবধানে রক্ষা করিবেন । তাহার

জন্ত বিবস্ত রক্ষী এবং আচাৰ্য্য নিয়োগ

করিবেন । রাজপুত্রকে ধর্ম্ম-অর্থ কামশাস্ত্র,

ধর্ম্মর্ষেদ, রথ-কৃষ্ণাদি যানারোহণ ও অপর

বিবিধ ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । রাজা

পুত্রকে শিল্প শিক্ষা করাইবেন । রাজকুমার

যাহাতে নিতান্ত সত্যবাদী না হয়েন, যাহাতে

কিহি প্রয়োজনানুরূপ মিথ্যা প্রিয়বাক্য বলেন,

তাদৃশভাবেই তাঁহাকে শিক্ষা দান করি-

বেন । তাঁহার শরীর রক্ষাচ্ছলে কতগুলি

ন চান্ত সঙ্গো দাতব্যঃ কুতলুকাবমানিতৈঃ ।

তথাচ বিনয়েদেনং যথা যৌবনগোচরে ॥ ৪

ইন্দ্রিয়ের্নাপকৃষ্যোত সতাং মার্গাৎ সূতর্গমাৎ ।

গুণাধানমশক্যস্ত যন্ত কর্ত্বুঃ স্বভাবতঃ ॥ ৫

বহুনং তন্ত কর্তব্যং গুপ্তদেশে সুখাংবিতন্ ।

অবিনীতকুমারঃ হি কুলমাত্ত বিনীধ্যতে ॥ ৬

অধিকারেষু সর্বেষু বিনীতঃ বিনিযোজয়েৎ ।

আদৌ স্বল্পে ততঃ পশ্চাৎ ক্রমেণাথ মহৎস্বপি ॥

মৃগয়াপানমক্ষাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ পৃথিবৌপতিঃ ।

এতাংস্ত সেবমানান্ত বিনষ্টাঃ পৃথিবৌকিতাঃ ॥ ৮

বহবো নৃপশাদূল তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ।

বৃথাটনং দিবাস্তপ্নঃ বিশেষেণ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৯

বাকৃপাকৃষ্যং ন কর্তব্যং দণ্ডপাকৃষ্যমেব চ ।

পরোক্ষনিন্দা চ তথা বর্জ্জনীয়্য মহৌকিতা ॥ ১০

অর্থস্ত দূষণং রাজা বিপ্রকারঃ বিবর্জ্জয়েৎ ।

অভিভাবকস্বরূপ রক্ষী নিয়োজিত করিবেন ।

কুত, লুক ও অবমানিত জনসহ রাজতনয়ের

সংসর্গ যাহাতে না ঘটে, তজপ ব্যবস্থা করি-

বেন । এমন শিক্ষা দিবেন, যাহাতে রাজ-

পুত্র যৌবনকালে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সূতর্গম সং-

পথ হইতে বিচ্যুত না হয়েন । উপদেশাদি

দ্বারা যাহাকে সদৃশগশালী করিতে না পারা

যায়, তাহাকে সুখোপচারযুক্ত গুপ্তস্থানে

আবদ্ধ করিয়া রাখা কর্তব্য । যে কুলের

বালক অবিনীত, তাহা অতি অল্পকালেই

উচ্ছিন্ন হইয়া যায় । সকল অধিকারেই

শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে নিয়োগ করিবেন ।

প্রথমে অল্প কার্য্যে নিয়োগ করিয়া ক্রমে ক্রমে

উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় । ভূপতি

মৃগয়া, পান ও অক্ষক্রৌড়া বর্জ্জন করিবেন ।

এই সকলের সেবা করিয়া কত নৃপতি

যে বিনষ্ট হইয়াছেন, হে রাজন্! তাঁহা-

দিগের সংখ্যা করা যায় না । বৃথা ভ্রমণ

ও দিবানিজ্ঞা সর্বথা পরিহার্য্য । পক্ষ

বাক্য ব্যবহার করিতে নাই । কঠোর দণ্ড

দানও রাজ্যের অকর্তব্য । অগমকে নিন্দাও

বর্জ্জনীয়্য । ১-১০ । অর্থের দূষণ এবং

অর্থানাং দূষণকৈকং তথার্থেষু চ দূষণম্ ॥ ১১
 প্রাকারানাং সমুচ্ছেদো দুর্গাদীনাং সংক্রিয়া ।
 অর্থানাং দূষণং প্রোক্তং বিপ্রকৌর্ণভূমেব চ ॥ ১২
 অদেশকালে যদানমপাত্রে দানমেব চ ।
 অর্থেষু দূষণং প্রোক্তমসংকল্পপ্রবর্তনম্ ॥ ১৩
 কামঃকোথো মদো মানো লোভো হর্ষস্তথৈব চ
 এতে বর্জ্যাঃ প্রযত্নেন সাদরং পৃথিবীকৃতা ॥
 এতেষাং বিজয়ঃ কৃতা কার্যো ভূতাজয়ন্ততঃ
 কৃতা ভূতাজয়ঃ রাজা পৌরান জানপদান জয়ে
 কৃতা চ বিজয়ঃ তেষাং শত্রুনা বাহ্যঃ স্ততো জয়েৎ
 বাহ্যশ্চ বিবিধা জেয়াশ্চ স্যাভ্যন্তরকৃত্রিমাঃ ॥ ১৬
 গুরুবস্তে যথাপূর্যঃ তেষু যত্নপরো ভবেৎ ।
 পিতৃপৈতামহঃ মিত্রমমিত্রঞ্চ তথারিপোঃ ॥ ১৭
 কৃত্রিমঞ্চ মহাভাগ মিত্রং ত্রিবিধমুচ্যতে ।
 তথাপি চ গুরুঃ পূর্যঃ ভবেৎ তত্রাপি চাদৃতঃ ॥
 স্বাম্যমাত্যো জনপদো দুর্গং দণ্ডস্তথৈব চ ।

কোশো মিত্রঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞ সপ্তাঙ্গঃ রাজ্যমুচ্যতে ॥
 সপ্তাঙ্গস্তাপি রাষ্ট্রাস্ত মূলঃ স্বামী প্রকীর্তিতঃ ।
 তন্মূলত্যাং তথাগণানাং স তু রক্ষাঃ প্রযত্নতঃ ।
 যত্নরক্ষা কর্তব্য্যা তথা তেন প্রযত্নতঃ ।
 অস্টেভ্যো যন্তৈ ধকস্ত্র জোহমাচরতেহন্নধীঃ ॥ ২১
 বধস্তস্ত তু কর্তব্যঃ শীঘ্রমেব মহীকৃতা ।
 ন রাজা মৃতনা ভাব্যং মৃত্যুহি পরিভূয়তে ॥ ২২
 ন ভাব্যং দারুণেনাতি ভীক্ষাহবিজতে জনঃ ।
 কালে মৃত্যৌ ভাবতি কালে ভবতি দারুণঃ ॥ ২৩
 রাজা লোকদ্বয়াপেক্ষী তস্ত্র লোকদ্বয়ং ভবেৎ ।
 ভূত্যাঃ সহ মহীপালঃ পরীহাণং বিবর্জয়েৎ ॥ ২৪
 ভূত্যাঃ পরিভাষ্যত্বীহ নৃপঃ ধর্ম্মবশং গতম্ ।
 ব্যসনানি চ স স্যাপি ভূপতিঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ২৫
 লোকসংগ্রহণার্থায় কৃতকব্যাসনৌ ভবেৎ ।
 শৌণ্ডিরস্ত্র নরেন্দ্রস্ত্রানত্যমুক্তিঞ্চ চেতসঃ ॥ ২৬
 জনা বিরাগমাঃ স্তি সদা হুঃসেব্যভাবতঃ ।

অর্থবিষয়ক দূষণ এই দ্বিবিধ অর্থদোষ নৃপতির
 পরিভাষ্য । প্রাকার রক্ষা, দুর্গাদির সংস্কার,
 ও বিভিন্ন স্থান হইতে অর্থসমূহের একত্রী-
 করণ,—এ সকলের অভাব, আর অযোগ্য
 দেশে, কালে বা পাত্রে দান,—এসকল অর্থের
 দূষণ । আর অসং-কল্পীয় অর্থবিষয়ক দূষণ ।
 মদ, অহঙ্কার, লোভ, ও হর্ষ,—নৃপতির এ
 সমস্ত সমস্তে পরিহার করা কর্তব্য । এই সকল
 দোষ জয় করিয়া রাজা ভূতাদিগকে আয়ত্ত
 করিতে যত্নবান হইবেন । ভূতাজয় হইলে
 পৌর ও নগরবাসীদিগকে আয়ত্ত করণার্থ
 প্রযত্নপরায়ণ হইবেন । ইহাদিগকে জয়
 করিয়া পরে বহিঃশত্রুদিগকে জয় করিবার
 জন্ত উদ্যম করিবেন । বাহ্য শত্রু—ভুল্য,
 আভ্যন্তর ও কৃত্রিম-ভেদে অনেকবিধ ।
 তন্মধ্যে পূর্য পূর্য ক্রমে গুরুত্ব বিবেচনা
 করিয়া তাহাদিগের প্রতি যত্নবান হইবেন ।
 হে মহাভাগ ! মিত্র ত্রিবিধ ; যথা,—পিতৃ-
 পৈতামহ মিত্র, শত্রুর শত্রু এবং কৃত্রিম
 অর্থাৎ কার্য্য বশতঃ হিতার্থী । ইহার
 মধ্যে পূর্য পূর্যকৈক শ্রেষ্ঠ । স্বামী, অমাত্য,

জনপদ, দুর্গ, গুপ্ত, কোষ, ও মিত্র,—রাজ্য
 এই সপ্তাঙ্গযুক্তঃ । সপ্তাঙ্গ রাজ্যের রাজাই
 মূল । এজন্ত সর্বধা রাজাকে রক্ষা করা
 কর্তব্য ১১—২০ । রাজাও অপর ছয় অঙ্গের
 যথাশক্তি রক্ষা করিবেন । এই সপ্তাঙ্গ মধ্যে
 কেহ কোন অঙ্গের জোহ করিলে সেই মূঢ়
 মানবকে রাজা অবিলম্বে বধ করিবেন ।
 রাজা নিতান্ত যত্ন হইবেন না ; কারণ, যত্ন
 ব্যক্তি পরিভব প্রাপ্ত হয় । কিন্তু অতি দারুণ-
 প্রকৃতিও হইবেন না ; কারণ, ভীক্ষু রাজা
 হইতে সকলেই উদ্ভিগ্ন হইয়া থাকে । লোক-
 দ্বয়ে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যে রাজা, সময়ে যত্ন
 এবং সময়ে ভীক্ষু হইবেন, তাহার উভয়
 লোকই আয়ত্ত হয় । রাজা ভূতাজন সহ
 পরিহাসাদি বর্জন করিবেন ; কারণ, পরি-
 হাসাদি করিলে রাজাকে ভূত্যাগণ অবজ্ঞা
 করিয়া থাকে । রাজা সমস্ত ব্যসনই পরি-
 বর্জন করিবেন ; পরন্তু লোকদিগকে বলীভূত
 করিবার জন্ত সময়ে সময়ে কপট ব্যসনা-
 সজ্জ হইবেন । গর্কিত ও নিয়ত উদ্ভতচিত্ত
 রাজার হুঃসেব্য নিবন্ধন তৎপ্রতি জনগণ

শ্রিতপূৰ্ণাভিতাষী স্তাৎ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠমহীপতিঃ ।
 বধ্যোষপি মহাভাগ ভূকৃটিঃ ন সমাচরেৎ ।
 ভাব্যং ধৰ্ম্মভূতাং শ্রেষ্ঠ স্থললক্ষ্যেণ ভূভুজা ॥২৮॥
 স্থললক্ষ্যস্ত বশগা সৰ্বা ভবতি মেদিনী ।
 অদীৰ্ঘস্থত্ৰস্ত ভবেৎ সৰ্বকৰ্ম্মস্থ পার্শ্ববঃ ॥ ২৯ ॥
 দীৰ্ঘস্থত্ৰস্ত নৃপতেঃ কৰ্ম্মহানিকৰ্ণং ভবেৎ ।
 রাগে দৰ্পে চ মানে চ দ্রোহে পাপে চ কৰ্ম্মণি
 অপ্রিয়ে চৈব কৰ্ত্তব্যো দীৰ্ঘস্থত্ৰঃ প্রশস্ততে ।
 রাজ্ঞা সংবৃতমস্ত্রেণ সদা ভাব্যং নৃপোক্তম ॥ ৩১ ॥
 তস্তাসংবৃতমস্ত্ৰস্ত রাজ্ঞঃ সৰ্বাপদো ব্রবন্ ।
 কৃতান্তে চ তু কাৰ্য্যাণি জ্ঞায়ন্তে যন্ত ভূপতেঃ ॥
 নারকানি মহাভাগ তস্ত স্যাৎসুখা বশে ।
 মন্ত্ৰমূলং সদা রাজ্যং তস্মান্নমন্তঃ সুরক্ষিতঃ ॥৩৩॥
 কৰ্ত্তব্যঃ পৃথিবীপাটৈৰ্ভ্রতৈদভয়াৎ সদা ।
 মন্ত্ৰবিৎসাধিতো মন্ত্ৰঃ সম্পত্তীনাং সুখাবহঃ ॥৩৪॥
 মন্ত্ৰচ্ছলেন বহবো বিনষ্টাঃ পৃথিবীক্ষিতঃ ।
 আকটৈরিরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন চ ॥

বিস্তৃত হয়। মহীপতি সকলের সহিতই
 সহাস্তবদনে বাক্যালাপ করিবেন। হে
 মহাভাগ! বধ্য জনের প্রতিও ভূকৃটি করি-
 বেন না। দানশীল হইবেন; কারণ, বদান্ত
 রাজার সমগ্র মহীমণ্ডলই বশীভূত হইয়া
 থাকে। রাজা সকল কৰ্ম্মেই কিপ্রকারী
 হইবেন। দীৰ্ঘস্থত্র নরপতির কৰ্ম্মহানি হয়,
 ইহাতে সংশয় নাই। রাগ, দৰ্প, অভিমান,
 দ্রোহ, পাপকৰ্ম্ম ও অপ্রিয়কৰ্ম্ম অহুষ্ঠান সময়ে
 দীৰ্ঘস্থত্রী ব্যক্তি প্রশংসাহ। রাজা সতত
 মন্ত্ৰণা গোপন করিবেন। রাজার মন্ত্ৰণা
 প্রকাশ পাইলে অশেষ বিপদ ঘটে। যে
 রাজার কৃত কৰ্ম্ম সকল অপরে জানিতে
 পারে, পরন্তু অহুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম জানিতে পারে
 না; সমগ্র বসুমতী সেই রাজার বশীভূত
 থাকে। রাজ্যই মন্ত্ৰণামূলক; অতএব
 সৰ্ব্বথা মন্ত্ৰণা গোপন করিয়া রাখিবেন।
 মন্ত্ৰণাকুশল মন্ত্ৰিগণকৃত মন্ত্ৰণা সুখসম্পত্তি
 সাধক। কুট মন্ত্ৰণাকলে অনেকানেক
 ভূপতি বিনষ্ট হইয়াছেন। আকর, ইজিত,

নেত্রবক্রবিকটৈরশ্চ গৃহ্যতেহন্তর্গতঃ মনঃ ।
 নমস্ত কুশলস্তস্ত বশে সৰ্বা বসুমতী ॥ ৩৬ ॥
 ভবতীহ মহীপালে সদা পার্শ্ববনন্দন ।
 নৈকস্ত মন্ত্ৰয়েন্নমন্তঃ রাজা ন বহতিঃ সহ ॥ ৩৭ ॥
 নারোহেদ্বিমমাং নাবমপরীক্ষিতনাবিকৌ ।
 যে চাস্ত ভূমিজয়িনো ভবেয়ুঃ পরিপহিনঃ ।
 তানানয়েদ্বশে সৰ্বান সামাদিতিকপত্রমৈঃ ।
 যথা ন স্তাৎ কৃনীতাবঃ প্রজানামনবেক্ষয়া ॥
 তথা রাজ্ঞা প্রকর্তব্যং স্বরাষ্ট্রং পরিরক্ষতা ।
 মোহাজাজ্ঞা স্বরাষ্ট্রং যঃ কৰ্ম্ময়তানবেক্ষয়া ॥ ৪০ ॥
 সোহচিরাদ্ভ্রততে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবাঙ্কবঃ
 ভূতো বৎসো জাতবলঃ কৰ্ম্মযোগ্যো যথা ভবেৎ
 তথা রাষ্ট্রং মহাভাগ ভূতং কৰ্ম্মসহং ভবেৎ ।
 যো রাষ্ট্রমন্ত্ৰগৃহ্নাতি রাজ্যং স পরিরক্ষতি ॥

গতি, চেষ্টা, বাক্য ও মুখ-নেত্রাদির বিকার,
 —এ সকল দ্বারা অন্তর্গত মন লক্ষিত
 হইয়া থাকে। ২১—৩৫। হে রাজন্! মন্ত্ৰণা-
 কুশল রাজার মমগ্র পৃথিবীই বশীভূত হয়।
 রাজা একাকী কিম্বা বহু জনের সহিতও
 মন্ত্ৰণা করিবেন না। যাহার নাবিক
 পরীক্ষিত নহে, অথবা যে তরণি দোষ-
 বতী, রাজা তাহাতে আরোহণ করি-
 বেন না। অপর যে সকল রাজা বিপক্ষতা-
 চরণ করে, ভূপতি তাহাদিগকে সাম-
 দানাদি উপায় দ্বারা বশীভূত করিবেন।
 রাজ্যরক্ষণ তৎপর রাজা, অনবধানভাবে
 যাহাতে প্রজাগণের দৌৰ্ভাগ্য না ঘটে,
 সৰ্ব্বপ্রযত্নে তাহার বিধান করিবেন। যে
 রাজা মোহ বশতঃ স্বীয় রাষ্ট্রকে হ্রাস
 করিয়া ফেলেন, তিনি অচিরকাল মধ্যেই
 রাজ্যভ্রষ্ট এবং সবাঙ্কবে বিনষ্ট হইবেন।
 বৎসকে পোষণ করিলে সে যেমন, বঃ বান্
 হইয়া কাষা সাধনকর্ম হয়, হে মহাভাগ!
 রাজ্যকে সেইরূপ ভাবেই তরণ পোষণদ্বারা
 কৰ্ম্মকর্ম করিবেন। যিনি রাজ্যের প্রতি
 সদয় ব্যবহার করেন, তিনিই একতপকে
 রাজ্যের রক্ষক; তাহার সেই সদব্যব-

সম্ভাতমুপজীবৎ তু বিদ্যতে স মহৎ কলম্ ।
 রাষ্ট্রাঙ্কিরণ্যঃ ধাত্তক মহো রাজা সুরক্ষিতাম্
 মহতা তু প্রযত্নেন স্বরাষ্ট্রস্ত চ রক্ষিতা ।
 নিত্যং শ্বেভ্যঃ পরেভ্যশ্চ যথা মাতা যথা পিতা
 গোপিতানি সদা কুর্যাৎ সংযতানীশ্রিয়াণ চ ।
 অজস্রমুপযোক্তব্যঃ কলং তেভ্যস্তথৈব চ ॥৪১
 সর্বং কৰ্শ্বেদমায়ত্তং বিধানৈ দৈবমামুবে ।
 তমোদৈবমচিন্ত্যাক পৌরুষে বিদ্যতে ক্রিয়া ॥৪২

এবং মহোঃ পালয়তোহস্ত ভৰ্ত্তু-
 লোকানুরাগঃ পরমো ভবেত্তু ।
 লোকানুরাগপ্রভবা চ লক্ষ্মী-
 লক্ষ্মীবতশ্চাপি পরা চ কীর্তিঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মৎস্তপুরাণে রাজবংশানু-
 কীর্তনে বিংশত্যাধিকদ্বিশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২০ ॥

হার-কলে রাজ্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠে ; সুতরাং
 সেই রাজা মহৎফল লাভে সমর্থ হইয়া
 থাকেন । স্বরাষ্ট্ররক্ষক রাজা সর্বপ্রযত্নে
 রাজ্যমধ্যে সুবর্ণ, ধাত্ত, ভূমি,—এ সকল
 উত্তমরূপে রক্ষা করত ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত
 করিবেন । পিতা মাতা যেমন সন্তান রক্ষণ
 করেন, রাজাও তজ্ঞপ আত্মীয় ও পর হইতে
 ইশ্রিয়গণকে সংযত ও সুরক্ষিত করিবেন ;
 কোনরূপে ইশ্রিয়বৃত্তিচয় প্রা টিচ করিবেন
 না ; পরন্তু ইশ্রিয়গণ-সাহায্যে অনবরত
 বিবিধ ফল উপভোগ করিবেন । এই
 জগতের সকল বিষয়ই দৈব ও মানুষ্য বিধা-
 নের আয়ত্ত । তন্মধ্যে দৈব অচিন্ত্যপ্রভাব ;
 ভবিষ্যে কিছুমাত্র নির্দোষন করা যায় না ।
 পরন্তু মানবসাধ্য পুরুষকার দ্বারাই কৰ্ম্মাশক্তি
 দৃষ্ট হইয়া থাকে । মহত্ব এই বিধান অনু-
 সারে মহীমণ্ডল পালন করিতে থাকিলে, সেই
 রাজার প্রাতি লোক সকলের পরম অনুরাগ
 জন্মে ; সেই লোকানুরাগ হইতেই লক্ষ্মীর
 উদ্ভব হয় এবং লক্ষ্মীবান্ রাজারই কীর্তি
 বিস্তৃত হইয়া থাকে । ৩৬—৪৭

বিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২২০॥

একবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মহুরুবাচ ।

দৈবে পুরুষকারে চ কিং জ্যায়ত্তদ্রবৌহি মে ।
 অত্র মে সংশয়ো দেব ছেদুর্মহন্তশেষতঃ ॥ ১
 মৎস্ত উবাচ ।

নম্বেব কৰ্ম্ম দৈবাধ্যাং বিদ্ধি দেহান্তরার্জিতম্ ।
 তস্মাৎ পৌরুষমেবেহ শ্রেষ্ঠমাহর্মনীষিণঃ ॥ ২
 প্রতিকূলং তথা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্ততে ।
 মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যমুখানশালিনাম্ ॥ ৩
 যেষাং পূরুতঃ কৰ্ম্ম সাধিকং মহুজোত্তম ।
 পৌরুষেণ বিনা তেষাং কেবাধিকৃষ্টতে কলম্
 কৰ্ম্মণা প্রাপ্যতে লোকে রাজসস্ত তথা কলম্
 কৃচ্ছ্রেণ কৰ্ম্মণা বিদ্ধি তামসস্ত তথা কলম্ ॥ ৫
 পৌরুষেণাপ্যতে রাজন্ প্রার্থিতব্যঃকলং নরৈঃ
 দৈবমেব বিজানন্তি বরাঃ পৌরুষবর্জিতাঃ ॥ ৬
 তস্মাৎ ত্রিকালং সংযুক্তং দৈবস্ত সফলং ভবেৎ

একবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মহু কহিলেন,—হে দেব ! দৈব ও পুরুষ-
 কার, এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? এ
 বিষয়ে আমার সংশয় আছে, আপনি সে সংশয়
 সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া দিউন । মৎস্ত কহি-
 লেন,—দেহান্তরার্জিত কৰ্ম্মকেই দৈব বলিয়া
 জানিবে । সুতরাং মনীষিগণের মতে পুরুষ-
 কারই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দিষ্ট । দৈব যদি প্রতি-
 কূল থাকে, তবে তাহা পৌরুষবলেই নষ্ট
 করা যায় । হে মানুষ্যপ্রবর ! যাহারা নিত্য
 উখানশীল ও মঙ্গলাচারযুক্ত এবং যাহাদিগের
 পূরুতঃ সমস্ত কৰ্ম্মই সাধিকতায় পরিপূর্ণ,
 তাদৃশ পুরুষদিগের মধ্যেও পৌরুষ বিনা
 কল প্রাপ্তি কাহারও দেখা যায় না । লোকে
 রাজসভাবে কৰ্ম্ম করিয়া তদনুরূপ কল পায়,
 আর তামসভাবে কৰ্ম্ম করিয়া অতি কষ্টে কল
 লাভ করিয়া থাকে । পরন্তু হে রাজন্ !
 জানিয়া রাখ, পৌরুষ দ্বারা নরগণ সমস্ত
 প্রার্থিতব্য কলই প্রাপ্ত হয় । যাহারা পৌরুষ-
 বর্জিত পুরুষ, তাহারা দৈবকে প্রধান

পৌরুষং দৈবসম্পত্ত্যা কালে কলতি পার্শ্বি ৷ ১

দৈবং পুরুষকারঞ্চ কালঞ্চ পুরুষোত্তম ।

অন্যমেতদ্ব্যমুখ্যন্ত পিণ্ডিতঃ স্তাৎ কলাবহম্ ॥

কুবের্বৃষ্টিসমায়োগাদৃষ্টান্তে কলসিদ্ধয়ঃ ।

তাৎ কালে প্রদৃষ্টান্তে নৈবাকালে কথঞ্চন ॥ ২

তন্মাৎ সর্গদেব কর্তব্যঃ সধর্ম্মঃ* পৌরুষং নৈরঃ

বিপত্তাবপি যন্তেহ পরলোকে ধ্রুবং কলম্ ॥ ১০

নালসাঃ প্রাপ্তবস্ত্যর্থান্ ন চ দৈবপরায়ণাঃ ।

তন্মাৎ সর্গপ্রযত্নেন আচরেক্ষর্ষমুত্তমম্ † ॥ ১১

ত্যাঙ্কালসান্ দৈবপরান্ মনুষ্যা-

মুখান্ মুক্তান্ পুরুষান্ হি লক্ষ্মীঃ ।

অধিষ্য যজ্ঞাদবুণ্যাম্রপেত্র

তন্মাৎ সদোখানবতা হি ভাব্যম্ ॥ ১২

ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে দৈবপুরুষকার-

বর্ণনং নাটমকবিশত্যাধিকদ্বিশত-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২১ ॥

বলিয়া মনে 'করে ; 'সুতরাং কালক্রমে তাহা-
দিগের নিকট দৈবই সকল হয় । হে পার্শ্বি !
দৈবসম্পদে পুরুষকার কালক্রমে সফল হইয়া
থাকে । ১—৭। হে পুরুষপ্রবর ! দৈব, পুরুষকার
ও কাল, এই তিনটি পদার্থ একত্র হইয়া
মানুষের কলাবহ হইয়া থাকে । বৃষ্টিযোগ
ঘটিলেই কৃষির কলসিদ্ধি হইতে দেখা যায় ।
পরন্তু তাহাও কাল-সাপেক্ষ ; অকালে কথ-
নই তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না । অতএব
লোকদিগের সর্বদাই ধর্ম্মসঙ্গত পুরুষকার
প্রয়োগ করা কর্তব্য । পৌরুষ প্রয়োগে
ইহকালে কাহারও বিপত্তি ঘটিলেও পর-
কালে তাহার কলনাত নিশ্চিতই । অলস-
অকর্ম্মণ্য লোকেরা কখন ইষ্টার্থ প্রাপ্ত হইতে
পারে না । একান্ত দৈবপরায়ণ লোকও অর্থ-
লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে । অতএব সর্ব
প্রযত্নে উত্তম ধর্ম্মাচরণ করাই কর্তব্য । যে
সকল পুরুষ আলস্য ত্যাগ করত সতত
উত্থানশীল হইয়া দৈব ও পুরুষকার-পরায়ণ

* সর্গদেবমিতি পাঠান্তরম্ ।

† পৌরুষে যজ্ঞমাচরেনিতি বা পাঠান্তরম্

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মহুরুবাচ ।

উপায়াংস্বং সমাচক্ষ সামপূর্বান্ মহাত্ম্যতে ।

লক্ষণঞ্চ তথা তেবাং প্রয়োগঞ্চ সুরোত্তম ॥ ১

মৎস্ত উবাচ ।

সাম ভেদস্তথা দানং দণ্ডঞ্চ মহুজেশ্বর ।

উপেক্ষা চ তথা মায়ী ইন্দ্রজালঞ্চ পার্শ্বি ॥ ২

প্রয়োগাঃ কথিতাঃ সপ্ত তয়ে নিগদন্তঃ শৃণু ।

দ্বিবিধং কথিতং সাম তথ্যকাতথ্যমেব চ ॥ ৩

তত্রাপ্যতথ্যং সাধুনাযাক্রোশায়ৈব জায়তে ।

তত্র সাধুঃ প্রযত্নেন সামসাধ্যো নরোত্তম ॥ ৪

মহাকুলীনা ঋজবো ধর্ম্মনিষ্ঠা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।

সামসাধ্যা ন চাতথ্যং তেষু সাম প্রযোজয়েৎ ॥

তথ্যং সাম চ কর্তব্যং কুলশীলাদিবর্ণনম্ ।

হয়, হে নৃপবর ! লক্ষ্মী তাহাদিগকে যত্নের
সহিত অন্বেষণ করিয়া বরণ করেন । অত-
এব সদা উত্থানশীল হওয়াই কর্তব্য । ৮—১২।
একবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২১

দ্বাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মহু কহিলেন,—হে মহাত্ম্যতে ! সামপূর্ব
উপায় সকল, তাহাদের লক্ষণ ও প্রয়োগ-
প্রকার বর্ণন করুন । মৎস্ত কহিলেন,—
হে মহুজাধিপ ! সাম, ভেদ, দান, দণ্ড,
উপেক্ষা, মায়ী ও ইন্দ্রজাল, এই সপ্ত
প্রয়োগ কথিত হইয়া থাকে । আমি ঐ
সকলই বলিতেছি, শ্রবণ করুন । সাম দ্বিবিধ
—তথ্য ও অতথ্য । তন্মধ্যে সাধুদিগের
প্রতি অতথ্য সাম আক্রোশেরই কারণ হয় ।
সুতরাং সাধুজনের প্রতি তথ্য সামই
প্রযোজ্য ; তাদৃশ সাম দ্বারাই তাহার বশ্য
হইয়া থাকেন । মহাকুলীন, সরল-প্রকৃতি, ধর্ম্ম-
নিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণ সাম দ্বারাই বশীকৃত
হয়েন; কিন্তু তাহাদের প্রতি অতথ্য সাম কদাচ
প্রযোজ্য নহে । ১—৫ । তথ্য সাম প্রয়োগের

তথা তত্ত্বচারাণাঃ কৃতানাকৈব বর্ণনম্ ॥ ৬
 অনন্যৈব তথা যুক্ত্যা কৃ : জ্ঞাথ্যাপনং স্বকম্ ।
 এবং সারা চ কৰ্তব্যং বশগা ধৰ্ম্মতৎপরাঃ ॥ ৭
 সারা যত্নপি রক্ষাসি গৃহীতীতি পরা ক্রতিঃ ।
 তথাশ্যেতদসাধনাং প্রযুক্তং নোপকারকম্ ॥ ৮ ।
 অতিশক্তিমিত্যেব পুরুষঃ সামবাদিনম্ ।
 অসাধবো বিজানন্তি তস্মাৎ তৎ তেষু বর্জয়েৎ
 যে শুদ্ধবংশা রাজবঃ প্রণীতা
 ধৰ্ম্মে স্থিতাঃ সত্যপরা বিনীতাঃ ।
 ভেষামসাধ্যাঃ পুরুষাঃ প্রদীপ্তা
 মানোরতা যে সততঞ্চ রাজন্ ॥ ১০ ।

ইতি জ্ঞিমাৎস্তে মহাপুরাণে রাজধৰ্ম্মে
 সামবোধো নাম ষাভিংশত্যাধিকবিশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২২ ॥

প্রণালী যথা,—কুলশীলাদি ও কৃত উপকার-
 সমূহের বর্ণন এবং স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ,
 ইত্যাদি প্রকারে সাম প্রয়োগ করিয়াই ধৰ্ম্ম
 তৎপর ব্যক্তিদিগকে বলীভূত করিতে হয় ।
 যদিও ক্রতি আছে যে, সামপ্রয়োগে রাক্ষস-
 দিগকেই লোকে বশ করিয়া থাকে, তথাপি
 ইহা অসাধুদিগের প্রতি কদাচ প্রযোজ্য
 নহে । কেননা, সেরূপ ক্ষেত্রে সামপ্রয়োগে
 উপকার কিছুই নাই । সামবাদী পুরুষ-
 দিগকে অসাধুগণ নিতান্ত শক্তিত বলিয়াই
 মনে করে ; অতএব অসাধুজনে উহা সর্বাধা
 পরিত্যজ্য । হে রাজন্ ! যাহারা সৎশ-
 ক্ত, সরলপ্রকৃতি, ধৰ্ম্মিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ, বিনীত,
 ও সতত মানোরত, তাদৃশ পুরুষেরাই সাম-
 সাধ্য বলিয়া নির্দিষ্ট । অর্থাৎ ঐ প্রকার
 লোকদিগের প্রতি সাম প্রয়োগেই সুফল
 কলিয়া থাকে ॥ ৬—১০ ।

ষাভিংশত্যাধিকবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২২২

ত্রয়োবিংশত্যাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ

মৎস্ত উবাচ ।

পরস্পরস্ত যে হৃষ্টাঃ ক্রুকা ভীতাবমানিতাঃ ।
 তেষাং ভেদঃ প্রযুক্তো ভেদসাধ্যা হি তে মতাঃ
 যে তু যেনৈব দোষেণ পরস্মাদাপরাধ্যতি ।
 তে তু তদোষপাতেন ভেদনীয়া ভূতঃ ততঃ ॥ ২
 আত্মীয়ঃ দর্শয়েদোষঃ পরস্মাদর্শয়েন্তয়ম্ ।
 এবং হি ভেদয়েদ্বিজান যথাবদ্বশমানয়েৎ ॥ ৩
 সংহতা হি বিনা ভেদঃ শক্রেণাপি স্মৃহঃসহাঃ ।
 ভেদমেব প্রশংসন্তি তস্মান্নয়বিশারদাঃ ॥ ৪
 স্বমুখেনাশ্রয়েন্তেদং ভেদং পরমুখেন চ ।
 পরীক্ষ্য সাধু মন্তেত ভেদং পরমুখাচ্ছূতম্ ॥ ৫
 সতঃ স্বকার্যমুদ্दिष्टं কুশলৈর্ধে হি ভেদিতাঃ ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিকবিশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত কহিলেন,—যাহারা পরস্পর ক্রুক,
 হৃষ্ট, ভীত বা অবমানিত হয়, তাহাদিগের
 প্রতি ভেদ প্রয়োগ কর্তব্য ; নীতিজ্ঞগণের
 মতে তাদৃশ লোকেরাই ভেদসাধ্য । যাহারা
 যেরূপ দোষে পরের নিকট অপরাধী হয়,
 তাহাদিগকে তাদৃশ দোষপাতেই ভেদ
 করা নীতিসঙ্গত । ভেদ্য ব্যক্তিকে তাহার
 নিজের দোষ ও পর হইতে তাহার ভয়-
 সম্ভাবনা দেখাইবে । এইরূপে ক্রমে ভেদ
 জন্মাইবে এবং ভিন্ন হইবার পর তাহাদিগকে
 যথাযথ বশে আনয়ন করিবে । যাহারা একতা-
 নুত্রে আবদ্ধ থাকে, ভেদ ব্যতীত তাহা-
 দিগের সহিত পারিঘা উঠা অসম্ভব । বলা
 বাহুল্য, দেবেস্ত্রের স্তায় ব্যক্তিও তাহাদিগের
 প্রভাব সহ করিতে অক্ষম । এইজন্য
 নীতিবিদগণ ভেদকেই প্রশংসা করিয়া
 থাকেন । ভেদ্য ব্যক্তির স্বীয় মুখে বা পর-
 মুখে ভেদবাক্তা শ্রবণ করিয়া পরে ভেদায়
 করিবে ; পরের মুখে যে ভেদকথা শুনা
 যাইলে, তাহা নিজে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া
 তবে তাহাতে অহুমোদন করিবে । ১—৫ ।
 সত সত স্বীয় কার্য উদ্ধারের জন্ত সুনিপুণ

ভেদিতান্তে বিনির্দিষ্টো নৈব রাজ্যার্থবাদিভিঃ ॥ ৬
অন্তঃকোপো বহিঃকোপো যঃ স্তাতাঃ

মহীক্ষিতাম্ ॥ ৭

অন্তঃকোপো মহাঃস্তম্ভ নাশকঃ পৃথিবীক্ষিতাম্
সামন্তকোপো বাহুস্ত কোপঃ প্রোক্তো মহীভূঃ
মহিষী যুবরাজাভ্যাং তথা সেনাপতেনূপ ॥ ৮
অমাত্য-মন্ত্রিণাঞ্চৈব রাজপুত্রে তথৈব চ ।
অন্তঃকোপো বিনির্দিষ্টো দারুণঃ পৃথিবীক্ষিতাম্
বাহুকোপে সমুৎপন্নৈঃ স্তম্ভৈঃ পি পার্শ্বৈঃ ।
তদন্তম্ভ মহাভাগ নীলমেব ভয়ী ভবেৎ ॥ ১০
অপি শত্রুসম্যো রাজা অন্তঃকোপেন নশ্বতি ।
সোহন্তকোপঃ প্রযত্নেন তস্মাদ্রক্ষ্যো মহাভূতা
পরতঃ কোপমুৎপাদ্য ভেদেন বিজিগীষুণা ॥ ১২
জাতীনাং ভেদনং কার্যং পরেষাং বিজিগীষুণা

রক্ষ্যৈশ্চৈব প্রযত্নেন জ্ঞাতিভেদস্তথাস্থনঃ ।
জ্ঞাতয়ঃ পরিতপ্যন্তে সততং পরিতাপিতাঃ ॥ ১৩
তথাপি তেষাং কর্তব্যং সুগম্ভীরেণ চেতসা ।
গ্রহণং দান-মানাভ্যাং ভেদন্তেভো ভয়ঙ্করঃ
ন জ্ঞাতিমমুগৃহস্তি ন জ্ঞাতিং বিশ্বসন্তি চ ।
জ্ঞাতিভির্ভেদনীয়াস্তরিপবন্তেন পার্শ্বৈঃ ॥ ১৫
ভিন্না হি শক্যা রিপবঃ প্রভূতাঃ
স্বল্পেন সৈন্তেন নিহন্তমাভ্যো
সুসংহতানাং হি তদন্ত ভেদঃ
কার্যো রিপুণাং নয়শাস্ত্রবিভিঃ ॥ ১৬
ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে রাজধর্ম্মে ভেদ-
প্রশংসা নাম ত্রয়োবিংশত্যাধিক দ্বিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৩ ॥

নীতিজ্ঞগণ যাহাদিগকে • ভেদিত করিয়া
লয়েন, রাজা তাহাদিগকে প্রকৃত ভেদিত
বলিয়া স্থির করিবেন না । রাজ্যে অন্তঃ
কোপ ও বহিঃকোপ উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে
অন্তঃকোপকেই প্রধান বলিয়া স্থির
করিতে হয় ; কেননা, অহ্যঃকোপই রাজ্য-
দিগের বিনাশের কারণ হইয়া থাকে ।
সামন্ত নরপালদিগের যে কোপ, তাহা রাজার
পক্ষে বাহুকোপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ।
মহিষী, যুবরাজ, সেনাপতি, অমাত্য, মন্ত্রী ও
রাজপুত্রদিগের যে কোপ, তাহাই রাজ্যের
আভ্যন্তরিক কোপ বলিয়া নির্দিষ্ট । মহী-
পতিদিগের পক্ষে এই কোপ অতি ভীষণ
হইয়া থাকে । রাজ্যের বহির্ভাগের কোপ
যতই প্রবল হউক, রাজ্যের আভ্যন্তরিক
অবস্থা যদি উত্তম থাকে, তাহা হইলে বাহু
কোপ জয় করিতে রাজাকে বিশেষ আয়াস
স্বীকার করিতে হয় না । তাদৃশ রাজা
নীলই জয়ী হইতে পারেন । রাজা ইন্দ্রতুলা
পরাক্রমী হইলেও অন্তঃকোপে বিনষ্ট হইয়া
পড়িতে পারে । অতএব যাহাতে অন্তঃকোপ
উৎপন্ন না হয়, সে বিষয়ে রাজার বিশেষ
দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । ভেদ প্রয়োগে বিজিগীষু

রাজা পর দ্বারা কোপ জন্মাইয়া শত্রুপক্ষীয়
জ্ঞাতিবর্গের ভেদ উৎপাদন করিবেন ।
পরন্তু নিজের জ্ঞাতিভেদ যাহাতে না ঘটে,
তাহা যত্নের সহিত দেখিবেন । যদি জ্ঞাতিগণ
পরিতাপানলে সর্বদাই দগ্ধ হইতে থাকে,
তথাপি ধীরচিত্তে দান ও মান প্রয়োগে
জ্ঞাতিদিগকে গ্রহণ করা রাজার পক্ষে
কর্তব্য । কেন না, জ্ঞাতিভেদ রাজার পক্ষে
বড়ই ভয়ঙ্কর ব্যাপার । রিপুপক্ষ যে সকল
জ্ঞাতিকে বিশ্বাস করে না, বা অগ্রগ্ৰহ করে
না, রাজগণ সেই সকল জ্ঞাতিদ্বারাই বিপক-
দিগের ভেদ জন্মাইবেন । ভেদ-ভিন্ন
হইলে স্বল্পসৈন্ত দ্বারাও প্রভূত রিপুসৈন্ত
অনায়াসে নিহত করা যায় । অতএব নীতিজ্ঞ-
গণ সুসংহত রিপুদিগের প্রতি ভেদপ্রয়োগই
করিবেন । ৬—১৬ ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্বিংশত্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

সর্বেষামপ্যাপায়ানাং দানং শ্রেষ্ঠতমং মতম্
সুদন্তেনেহ ভবতি দানেনোত্তমলোকজিৎ ॥
ন সোহস্তু রাজন্ দানেন বশগো যো ন
জায়তে ।

দানেন বশগা দেবা ভবন্তীহ সদা নৃণাম্ ॥ ২
দানমেবোপজীবন্তি প্রজাঃ সর্বা নৃপোত্তম ।
প্রিয়ো হি দানবান্ লোকেসর্বৈশ্চোপজায়তে
দানবানচিরৈণেব তথা রাজা পরান্ জয়েৎ ।
দানবান্বেব শক্রোতি সংহতান্ ভেদিতুং পরান্
যজ্ঞপালকগন্তীরাঃ পুরুষাঃ সাগরোপমাঃ ।
ন গৃহ্ণন্তি তথাপ্যেতে জায়ন্তে পক্ষপাতিনঃ ॥ ৫
অন্তজাপি কৃতং দানং কয়োত্যন্তান্ যথা বশে
উপায়েভ্যঃ প্রশংসন্তি দানং শ্রেষ্ঠতমং জনাঃ ॥
দানং শ্রেয়স্করং পুংসাং দানং শ্রেষ্ঠতমং পরম্

চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

মৎস্ত কহিলেন,—যত কিছু উপায়
আছে, তন্মধ্যে দানই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া
নির্দিষ্ট। দান যদি সুপ্রযুক্ত হয়, তবে
তদ্বারা উভয় লোকই জয় করা যায়। হে
রাজন্! দান দ্বারা বশীভূত না হয়, এমন
লোক কেহই নাই। দান দ্বারা দেবগণও
নরগণের বশীভূত হইয়া থাকেন। হে নৃপো-
ত্তম! প্রজাগণ দান দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ
করে। দানশালী ব্যক্তি সকলেরই প্রিয়
হইয়া থাকে। দানশীল রাজা অচির-
কাল মধ্যেই পরপক্ষীয়দিগকে জয় করিতে
পারেন। পুরুষেরা যতই অলুক্রব্ধভাব,
সাগরবৎ গন্তীরাশয় বা প্রতিগ্রহ-পরানু-
বৃত্তি, দান প্রয়োগে তাহারা পক্ষপাতী
হইয়া থাকে। ১—৫। দান অন্তঃ প্রযুক্ত হইলে,
অন্ত লোকও বশীভূত হয়। এই জন্তই
লোকে দানই সমস্ত উপায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া
প্রশংসিত। দানই পুরুষদিগের শ্রেয়স্কর

দানবান্বেব লোকেষু পুত্রস্বৈ দ্রিয়তে সদা ॥ ৭

ন কেবলং দানপরা জয়ন্তি
ভূলোকমেকং পুরুষপ্রবীরাঃ ।
জয়ন্তি তে রাজানুরেল্ললোকঃ
সুহৃজ্জয়ং যো বিবুধাধিবাসঃ ॥ ৮

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে রাজধর্মে দান-
প্রশংসা নাম চতুর্বিংশত্যধিক দ্বিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

মৎস্ত উবাচ ।

ন শক্যা য়ে বশে কর্তুং পুণ্যক্রিতয়েন তু ।
দণ্ডেন তান্ বশীকৃত্যাদিত্যো হি বশকৃৎনাম্ ॥ ১
সম্যক্ প্রণয়নং তস্ত তথা কার্য্যঃ মহীকিতা ।
ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ অসহায়েন ধীমতা ॥ ২
তস্ত সম্যক্ প্রণয়নং যথা কার্য্যঃ মহীকিতা ।

এবং দানই শ্রেষ্ঠতম। জগতে দানশীল
লোকই সর্বদা সকলের পুত্রস্থানীয়রূপে
পরিগণ্যীয় হইয়া থাকে। তাই বলিয়া
কেবল দানশীল হইলেই ভূলোক জয় করা
যায় না; প্রকৃষ্ট পৌরুষ বা বীরদেহও
বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। পুরুষ-
প্রবীরগণ কেবল ভূলোক নহে, বিবুধা-
ধুষিত সুহৃজ্জয় অনুরেল্ললোকও জয় করিতে
সক্ষম হইয়া থাকেন। ৬—৭ ।

চতুর্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত বলিলেন,—সাম, দান ও ভেদ,
এই উপায়ত্রয় অবলম্বন করিয়াও যাহাদিগকে
বশে আনয়ন করা যায় না, দণ্ড দ্বারাই
তাহাদিগকে বাধ্য করিবে; কেননা, দণ্ডেই
মানুষ বশে আসিয়া থাকে। ধীমান্ রাজগণ
সহায় হইয়া, শাস্ত্রানুসারে সম্যক্ প্রকারে
সেই দণ্ডের প্রয়োগ করিবেন। মহীপতি-

বানপ্রস্থাস্ত ধর্মজ্ঞান নিশ্চয়ান্ নিস্পরিগ্রহান্ ।
 স্বদেশে পরদেশে বা ধর্মশাস্ত্রবিশারদান্ ।
 সমীক্ষ্য প্রণয়েদগুণং সর্বং দণ্ডে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৪
 আশ্রমী যদি বা বর্ণী পূজ্যো বাথ গুরুর্নহান্ ।
 নাদণ্ডো নাম স্নাত্তোহস্তি যঃ স্বধর্ম্মেণ তিষ্ঠতি
 অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাস্তৈচবাণ্যদণ্ডয়ন্
 ইহ রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টো নরকঞ্চ প্রপদ্যতে ॥ ৬
 তস্মাজাজ্ঞা বিনীতেন ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারতঃ
 দণ্ডপ্রণয়নং কার্য্যং লোকানুগ্রহকাময়া ॥ ৭
 যত্র জ্ঞানো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাণহা ।
 প্রজাস্তজ্ঞ ন মুহুস্তি নেতা চেৎ সাধু পশুতি ॥ ৮
 বাল-বৃদ্ধাতুর যতি-দ্বিজ-স্বী-বিধবা যতঃ ।
 মাৎস্তস্ত্রায়েন ভক্ষ্যন্ন যদি দণ্ডঃ ন পাতয়েৎ
 দেবদৈত্যোন্নয়নগণাঃ সর্বৈ ভূত-পতঞ্জিণঃ ।

গণ যেরূপে সেই দণ্ডের সম্যক্ প্রয়োগ
 করিবেন, তাহা এই,—নিজ দেশে
 হউক, আর পরদেশেই হউক, কে বান-
 প্রস্থাপ্রমী, কে ধর্ম্মজ্ঞ, কে নিশ্চয়, কে
 নিস্পরিগ্রহ, কে ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশারদ, এই সকল
 সম্যক্রূপে নিরীক্ষণ করিয়া দণ্ড প্রয়োগ
 করিবেন; যেহেতু দণ্ডেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ।
 স্বধর্ম্মে অবস্থিত, আশ্রমী, বর্ণপ্রমাচারশীল,
 পূজ্য, গুরু, কিংবা মহান ব্যক্তি রাজার
 দণ্ডাই নহেন । যে রাজা নিরপরাধের
 প্রতি দণ্ড বিধান করেন এবং সাপরাধের
 দণ্ড দেন না, তিনি ইহকালে রাজ্যভ্রষ্ট
 হইয়া অস্ত্রে নরকে গমন করিয়া থাকেন;
 অতএব নিখিললোকের হিতকামনায় বিনীত
 অবনীপতি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দণ্ড প্রণয়ন
 করিবেন । যেখানে সাধুদর্শী নেতা থাকেন
 এবং জ্ঞান, লোহিতাক্ষ দণ্ড প্রচারিত হয়,
 তথায় প্রজাগণ মুহমান হয় না । যেখানে দণ্ড
 না থাকে তথায় বাল, বৃদ্ধ, যতি, দ্বিজ ও
 বিধবা স্ত্রী, ইহারা মাৎস্তস্ত্রায়ে অর্থাৎ বৃহৎ
 মাৎস্ত যেরূপ ক্ষুদ্রকে হিংসা করে, বলবানের
 হস্তে তাহারাও তজ্জপ নিগৃহীত হয় । দেব,
 দৈত্য, উন্নয়নগণ, যাবতীয় প্রাণী এবং পক্ষী

উৎক্রাময়েয়ূর্মর্যাদাঃ যদি দণ্ডঃ ন পাতয়েৎ ॥
 এব ব্রহ্মাতিশাপেষু সর্বপ্রহরণেষু চ ।
 সর্ববিক্রমকোপেষু ব্যবসায়ে চ তিষ্ঠতি ॥ ১১
 পূজ্যস্তে দণ্ডিনো দেবৈর্ন পূজ্যস্তে বৃহত্তি নঃ ।
 ন ব্রহ্মাণঃ বিধাতারং ন পূর্বার্য্যমণাবপি ॥ ১২
 যজ্ঞস্তে মানবাঃ কেচিৎ প্রশান্তান্ সর্বকর্ম্মনু ।
 ক্রতুময়িক্ শক্রঞ্চ সূর্যাচন্দ্রমসৌ তথা ॥ ১৩
 বিষ্ণুং দেবগণাঃশান্তান্ দণ্ডিনঃ পূজয়ন্তি চ ।
 দণ্ডঃ শান্তি প্রজাঃ সর্বা দণ্ড এবান্তিরকতি ॥
 দণ্ডঃ সূপ্তেষু জাগর্তি দণ্ডঃ ধর্ম্মং বিহবুধাঃ ।
 রাজদণ্ডভয়াদেব পাপাঃ পাপং ন কুর্তে ॥ ১৫
 যমদণ্ডভয়াদেকে পরম্পরভয়াদপি ।
 এবং সাংসিদ্ধিকে লোকে সর্বং দণ্ডে প্রতিষ্ঠিতম্
 অস্ত্রে তমসি মজ্জৈয়ুর্ধদি দণ্ডঃ ন পাতয়েৎ ॥ ১৭
 যস্মাদদণ্ডো দময়তি অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ত্যপি ।

ইহাদিগের প্রতি দণ্ড পাতিত না হইলে
 ইহারা মর্যাদা অতিক্রম করিবে । ১—১০ ।
 এই দণ্ড,—ব্রহ্মশাপ, সর্ববিধ প্রহরণ, এবং
 সর্বপ্রকার বিক্রম, কোপ ও ব্যবসায়ে অব-
 স্থান করিয়া থাকে, সেই দণ্ডধারী ব্যক্তিই
 দেবগণের পূজ্য; পরন্তু অদণ্ডদাতা পূজ্য
 নহেন । যেমন জনগণ যাবতীয় কার্য্যে
 প্রশান্ত ব্রহ্মা, বিধাতা, পুমা, অর্ধ্যমা প্রভৃতি
 শান্ত দেবতার উপাসনা করে না পরন্তু ব্রহ্ম,
 অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, বিষ্ণু, এবং অন্যান্য
 উগ্র দেবগণকে পূজা করেন, দণ্ডবিধাতাও
 তজ্জপ সকলের নিকট পূজা পাইয়া থাকেন ।
 দণ্ডই প্রজাগণকে শাসন করে, দণ্ডই
 সকলকে রক্ষা করে, দণ্ডই সূপ্ত ব্যক্তিকে
 জাগাইয়া দেয় এবং দণ্ডকেই বিদ্বান্গণ ধর্ম্ম
 বলিয়া থাকেন । পাণিগণ মধ্যে কেহ যমদণ্ড
 ভয়ে, কেহ বা রাজদণ্ড ভয়ে আবার কেহ
 কেহ বা যমদণ্ড ও রাজদণ্ড এই উভয় হই-
 তেই ভীত হইয়া, পাপাচরণ করে না, অস্ত্র
 কেহ বা দণ্ডপ্রাপ্ত না হইয়া পাশে নিমজ্জিত
 হয় । এইরূপ পরম্পর সাংসিদ্ধিক সংসারে
 দণ্ডেই সমস্ত অবস্থিত । গুরুতকারীকে দণ্ড-

দমনাদ্গুনাট্টেব তস্মাদ্গুঃ বিহুবুধাঃ ॥ ১৭

দণ্ডস্ত ভীতস্ত্রিংশঃ সমেতৈ-

র্ভাপো ধৃতঃ শূলধরস্ত যজ্ঞে ।

দস্তঃ কুমারে ধ্বজিনীপতিত্বঃ

বরং শিশূনাঞ্চ ভয়াবলস্ত ॥ ১৮

ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে রাজধর্ম্মে দণ্ড-

প্রশংসা নাম পঞ্চবিংশত্যধিকাবিশত-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৫ ॥

ষড়্বিংশত্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

দণ্ডপ্রণয়নার্থীয় রাজা সৃষ্টঃ স্বয়মুবা ।

দেবভাগানুপাদায় সর্বভূতাদিগুণ্ডয়ে ॥ ১

তেজসা যদমুং কন্ঠিগ্নৈব শক্নোতি বীজিতুম্ ।

ততো ভবতি লোকেষু রাজা ভাস্করবৎ প্রভুঃ

যদাস্ত দর্শনে লোকঃ প্রসাদমুপগচ্ছতি ।

বিধান এবং অদণ্ড অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপা-
ততঃ কোন পাপ কার্য্য করে নাই, ভবিষ্যতে
করিতেও পারে, দণ্ডভয়ে তাহাকে সংযত
করা, এই উভয় কার্য্যের জন্য পণ্ডিতগণ
ইহাকে দণ্ড নামে অভিহিত করেন। দণ্ড-
ভয়ে ভীত হইয়া দক্ষযজ্ঞে সমবেত দেবগণ
পিনাকীকে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন, দণ্ডভয়েই
কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিত্ব প্রদত্ত হয় এবং
দণ্ডভয়েই বল, বালকদিগকে বর প্রদান
করেন। ১১—১৮ ।

পঞ্চবিংশত্যধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৫

ষড়্বিংশত্যধিকাবিশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত বলিলেম,—নিখিল প্রাণীর রক্ষা,
দেবগণের স্ব স্ব যজ্ঞভাগ নিরূপণ ও দণ্ড-
প্রণয়ন জন্য স্বয়মু ব্রহ্মা রাজাকে স্বজন
করিয়াছেন। যিনি স্বীয় ভেজে আদিত্য-
তুল্য হুনিরীক্ষ্য, লোকে তিনিই প্রভু বা রাজা
বলিয়া কথিত হন। চন্দ্রদর্শনে যেরূপ নয়না-

নয়নানন্দকারিত্বাৎ তদা ভবতি চন্দ্রমাঃ ॥ ৩

যথা যমঃ প্রিয়ষেব্যো প্রাপ্তে কালে প্রযচ্ছতি

তথা রাজা বিধাতব্যঃ প্রজাস্তৃদ্ধি যমত্রতম্ ॥ ৪

বক্রণেন যথা পার্শৈবন্ধ এব প্রদৃষ্টতে ।

তথা পাপান্ নিগল্লীয়াদ্ব্রতমেতদ্ধি বাক্ষণম্ ॥

পরিপূর্ণঃ যথা চন্দ্রঃ দৃষ্টা হব্যতি মানবঃ ।

তথা প্রকৃতয়ো যস্মিন্ স চন্দ্রপ্রতিমো নৃপঃ ॥ ৬

প্রতাপযুক্তস্তেজস্বী নিত্যং স্তাৎ পাপকর্ম্মম্ ।

দৃষ্ট-সামন্ত-হিংস্রেশু রাজায়েষব্রতে স্থিতঃ ॥ ৭

যথা সর্গাণি ভূতানি ধরা ধারয়তে স্বয়ম্ ।

তথা সর্গাণি ভূতানি বিভ্রতঃ পার্শ্বৈবব্রতম্ ॥ ৮

ঈন্দ্রশার্কস্ত বাতস্ত যমস্ত বক্রণস্ত চ ।

চন্দ্রস্তায়েঃ পৃথিব্যাশ্চ তেজোব্রতং নৃপশ্রেয়ং

বার্ষিকান্শচ হুরো মাসান্ যথেক্সোহপ্যথ বর্গতি

নন্দ বার্কিত হয়, প্রজাগণ রাজদর্শনেও
তজ্জপ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যম
যেরূপ যথোপযুক্ত কার্য্যে লোক সকলকে
প্রিয় অথবা ঘেয প্রদান করেন, তজ্জপ রাজাও
যমব্রতাবলম্বী হইয়া প্রজাদিগের শাসন-
সংরক্ষণ করিবেন। বক্রণ যেমন জোহকারীকে
পাশ দ্বারা আবদ্ধ করেন, নৃপতিও তজ্জপ
পাপিগণকে নিগ্রহ করিবেন; ইহাই বাক্ষণ
ব্রত। পূর্ণচন্দ্রদর্শনে মানব যেরূপ দৃষ্ট হয়,
তজ্জপ প্রজাকুল যে রাজাকে দর্শন করিয়া
আহ্লাদিত হয়, সেই নৃপই চন্দ্রপ্রতিম। ১—৬।
রাজা পাপকারীর নির্যাতন জন্য প্রতাপযুক্তও
তেজস্বী হইবেন এবং হিংসাপরাধণ দৃষ্টশ্রুতাব
সামন্তগণকে অগ্নির স্তায় দগ্ধ করিবেন; ইহাই
আয়েষ ব্রত। এই অগ্নিব্রতে সতত অব-
স্থান করা রাজার কর্তব্য। ধরিত্রী যেরূপ
স্বয়ং প্রাণিগণকে ধারণ করেন, রাজাও সেই-
রূপ প্রাণিগণকে ভরণ পোষণাদি করিবেন;
ইহাই পার্শ্বব্রত। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, বায়ু,
বক্রণ, অগ্নি, পৃথিবী—ইহাদের যে তেজো-
ব্রত, রাজা সতত তাহা আচরণ করিবেন।
একগুণে এই সকল ব্রত-বিবরণ বলা যাইতেছে,
যথা—ইন্দ্র যেরূপ বৎসরের চারি মাস বারি

তথাভিবর্ষেৎ যঃ রাজ্যঃ কামমিত্তব্রতঃ স্মৃতম্
অষ্টৌ মাসান যথাদিত্যস্তোমঃ হরতি রশ্মিভিঃ
তথা হরেৎ করং রাষ্ট্রান্ধিত্যমর্কব্রতঃ হি তৎ ।
প্রবিশ্ত সর্ষভুতানি যথা চরতি মাক্রতঃ ।

তথা চারৈঃ প্রবেষ্টব্যং ব্রতমেতদ্ধি মাক্রতম্ ।

ইতি ক্রীমাংশ্চ মহাপুরাণে রাজধর্ম্মে ষড়্-
বিংশত্যাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

নিক্ষেপ্যস্ত সমং মূল্যং দণ্ডো নিক্ষেপভূক্ তথা
বস্ত্রাদিকসমস্তস্ত তদা ধর্ম্মো ন হৌষতে ॥ ১
যো নিক্ষেপং নাপন্নতি যশ্চানিক্ষেপ্য যাচতে ।
তাবুভৌ চৌরবচ্ছান্তৌ দাপ্যো বা দ্বিগুণং ধনম্ ।

বর্ষণ করেন, রাজাও নিয়মিতরূপে তদ্রূপ
প্রজাদিগের অভিলষিত প্রদান করিবেন;
ইহাই রাজার ইন্দ্রব্রত । সূর্য্য যেরূপ স্বীয়রশ্মি
দ্বারা আট মাস পৃথিবীর রস শোষণ করেন,
তদ্রূপ রাজাও প্রজাগণের নিকট হইতে
নিয়মিতরূপে কর গ্রহণ করিবেন; ইহাই
অর্কব্রত । নিখিল প্রাণীর অন্তরে প্রবিষ্ট
হইয়া বায়ু যেরূপ বিচরণ করেন, চর দ্বারা
রাজাও তদ্রূপ প্রজাগণের মনোভাব বিদিত
হইবেন; ইহা রাজার বায়ুব্রত । ১—১২ ।

ষড়্বিংশত্যাধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২২৬

সপ্তবিংশত্যাধিকবিশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত বলিলেন,—বস্ত্রাদি যাবতীয় গচ্ছিত
বস্তুর উপভোগকারীকে রাজা তদুদ্বস্তর
সমান মূল্য দণ্ড করিবেন; ইহাতে তিনি
ধর্ম্মচ্যুত হইবেন না । যে গচ্ছিত বস্তুর
প্রত্যর্পণ করে না এবং যে ব্যক্তি গচ্ছিত
না রাখিয়া কোন বস্তুর দাবী করে, সেই
উভয় ব্যক্তিই চোরের স্তায় শাস্ত অথবা

উপধাতিষ্ঠ যঃ কশ্চিৎ পরজব্যঃ হরেন্নরঃ ।
সংহায়ঃ স হস্তব্যঃ প্রকামঃ বিবিধৈর্বৈধৈঃ ॥ ৩ *
যো যাচিতং সমাদায় ন তদুদ্বস্তাদ্যধাক্রমম্ ।
স নিগৃহ্য বলাদাপ্যো দণ্ডো বা পূর্ব্বসাহসম্ ।
অজ্ঞানাদ্যপি বা কুর্য্যাৎ পরজব্যস্ত বিক্রমম্ ।
নির্দোষো জ্ঞানপূর্ব্বস্ত চৌরবদ্ব্যমর্হতি ॥ ৫
মূল্যমাদায় যো বিজ্ঞাঃ শিল্পঃ বা ন প্রযচ্ছতি ।
দণ্ডাঃ স মূল্যং সকলং ধর্ম্মজেন মহৌকিতা ।
দ্বিজৈ ভোজ্যৈ তু সস্ত্রাণ্ডে প্রতিবেশ্য-

ভোজনম্ ।

হিরণ্যমাষকং দণ্ডাঃ পাপেনাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥ ৭
আমন্ত্রিতো দ্বিজো যন্ত বর্ত্তমানশ্চ য়ে গৃহে ।
নিকারণং ন গচ্ছেদ্যঃ স দাপ্যোহষ্টশতং দমম্
প্রতিকৃত্য প্রদাতারং সুবর্ণং দণ্ডয়েদ্বিগুণং ॥ ৯

রাজা তাহাদিগের প্রার্থিত বস্তুর দ্বিগুণ
ধন দণ্ড করিবেন । বহু সঙ্গিনহায়ে যে ব্যক্তি
পরধন হরণ করে, রাজা সাহায্যকারীর
সহিত তাহাকে বধ করিবেন অথবা তাহার
ইচ্ছানুসারে যে কোন কঠোর শাসন করিতে
পারেন । যে ব্যক্তি কোন একটা দ্রব্য
চাহিয়া লইয়া যথাকালে উহা দ্রব্যস্বামীকে
প্রত্যর্পণ না করে, রাজা বলপূর্ব্বক তাহাকে
নিগ্রহ করিয়া তাহার পূর্ব্বসাহস দণ্ড করিবেন ।
অজ্ঞানপূর্ব্বক পরজব্য বিক্রমকারী নির্দোষ
হইবে । যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক ঐরূপ করে,
সে চোরের স্তায় শাস্ত হইবে । মূল্য গ্রহণ
করিয়া যে ব্যক্তি দ্বিত্তা বা শিল্প প্রদান না
করে, ধর্ম্মজ রাজা তাহাকে সেই মূল্য দণ্ড
করিবেন । প্রতিবেশীকে ভোজন না করাইয়া
যে জন দ্বিজগণকে ভোজন করায়, তাহার
দ্বিজভোজনে পুণ্য না হইয়া পাপই হইবে,
পরন্তু তাহার একমাষা সুবর্ণ দণ্ড হইবে ।
দ্বিজাতি নিমন্ত্রিত হইয়া নিজগৃহে উপস্থিত
হইলে বিনা কারণে তাহার প্রত্যাখ্যানকারী
অষ্টশত দম দণ্ড্য হইবে । কোন বস্ত্র প্রদানে

ভৃত্যচাক্ষাঃ ন কুৰ্যাদযো দৰ্পাৎ কৰ্ম যথো-
 দিতম্ ।
 স দণ্ডঃ কুৰ্য্যদ্যন্তো ন দেয়কাস্ত বেতনম্ ।
 সংগৃহীতং ন দক্ষাদযঃ কালে বেতনমেব চ ।
 অকালে তু ত্যজেদ্ভৃত্যংদণ্ড্যঃ স্তাচ্ছতমেব চ
 যো গ্রাম-দেশ-শস্তানঃ কৃষা সত্যেন সংবিদম্
 বিসংবদেয়রো লোভাৎ তং ব্রাহ্মণিপ্রবাসয়েৎ
 ক্রীড়া বিক্রীয় বা কিকিদ্ যন্তেহাহুশয়ো তবেৎ
 সোহন্তর্দশাহাৎ তৎসাম্যং দস্তাচ্চৈবাদদৌত বা
 পরেণ তু দশাহন্ত ন দস্তায়েব দাপয়েৎ ।
 আদদাদদৈব রাজা দণ্ড্যঃ শতানি যট্ ॥ ১৪
 যন্ত দোষবতীং কস্তামনাধ্যায় প্রযচ্ছতি ।
 তন্ত কুৰ্য্যাদ্রূপো দণ্ডঃ স্বয়ং যদ্রবতিঃ পণান্ ॥১৫
 অকষ্টেবেতি যঃ কস্তাং ক্রয়াদোষণে মানবঃ ।

স শতঃ প্রাপ্যাদণ্ডং তন্ত দোষমদর্শয়ন্ ॥ ১৬
 যন্তস্তাং দর্শয়িত্তাত্তাং বোতুঃ কস্তাং প্রযচ্ছতি
 উত্তমঃ তন্ত কুসীত রাজা দণ্ড সাহসম্ ॥ ১৭
 বরো দোষাননাধ্যায় যঃ কস্তাং বরয়েদিহ ।
 দস্তাপ্যদস্তা সা তন্ত রাজা দণ্ড্যঃ শতযয়ম্ ॥১৮
 প্রদায় কস্তাং যোহন্তস্মৈ পুনস্তাং সম্প্রযচ্ছতি
 দণ্ডঃ কার্য্যো নরেন্দ্রেণ তন্তাপ্যুত্তমসাহসঃ ॥১৯
 সত্যভারেণ বা বাচা যুক্তঃ পণ্যমসংশয়ম্ ।
 লুক্কো হন্তত্র বিক্রেতা যট্ শতঃ দণ্ডমর্হতি ॥২০
 হুহিতুঃ শুকবিক্রেতা সত্যভারাৎ তু সন্ত্যজেন
 দ্বিগুণং দণ্ডয়েদেনমিতি ধর্ম্মো ব্যবহিতঃ ॥২১
 মূল্যৈকদেশং দদ্বা তু যদি ক্রেতা ধনং ত্যজেৎ
 স দণ্ড্যো মধ্যমঃ দণ্ডঃ তন্ত পণ্যস্ত মোক্ষণম্ ।
 হুহাক্ষেয়ঞ্চ যঃ পালো গৃহীত্বা ভক্তবেতনম্ ।

অঙ্গীকার করিয়া তাহা অর্পণ না করিলে রাজা
 তাহার স্তবর্ণ দণ্ড করিবেন । কোন কার্য্যে
 আদিষ্ট হইয়া দর্পবশত ভৃত্য যদি সে আজ্ঞা
 প্রতিপালন না করে, তবে সে অষ্টকঞ্চল দণ্ডিত
 হইবে এবং সে তাহার বেতন পাইবে না ।
 যে ব্যক্তি ভৃত্যের নিকট সংগৃহীত বস্তু প্রত্য-
 র্ণণ বা যথাকালে তাহার বেতন অর্পণ না
 করে অথবা অসময়ে ভৃত্যকে পরিত্যাগ
 করে, তাহার এক শত কঞ্চল দণ্ড হইবে ।
 যে ব্যক্তি সত্যপূর্ব্বক গ্রাম, দেশ এবং
 শস্ত্রের বিভাগ করিয়া দিয়া লোভবশত
 পুনরায় মিথ্যা কথা বলে, তাহাকে রাজা
 রাজ্য হইতে নির্কাসিত করিবেন । কোন
 বস্তু ক্রয় অথবা বিক্রয় করিলে তৎকালে যদি
 ক্রীতবস্তুর বা বিক্রয়-মূল্যের অবশেষ থাকে,
 তবে দশদিনের মধ্যে উহার আদান প্রদান
 করিবে; যদি দশ দিনের মধ্যে ঐরূপ
 আদান প্রদান না হয়, তাহা হইলে
 রাজা ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে ছয় শত
 কঞ্চল দণ্ড করিবেন । যে ব্যক্তি কস্তার
 দোষ গোপন করিয়া কস্তা প্রদান করে,
 রাজা তাহার যদ্রবতি পণ দণ্ড করিবেন ।
 “এই কস্তা ভাল নহে” এইরূপ বলিয়া

যে মানব কস্তার দোষ কৌতূহল করে, ঐ
 দোষ সপ্রমাণ করিতে না পারিলে সে শত
 পণ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে । যে ব্যক্তি এক
 কস্তাকে দেখাইয়া বিবাহকালে অপর কস্তা
 সম্প্রদান করে রাজা তাহার উত্তমসাহস দণ্ড
 করিবেন । বর স্বীয় দোষ গোপন করিয়া যদি
 কোন কস্তার পাণপীড়ন করে, তবে তাহার
 দ্বিশতপণ দণ্ড হইবে আর ঐ কস্তা দস্তা
 হইলেও অদস্তার স্থায় হইবে । একবার এক
 জনকে কস্তা প্রদান করিয়া যেজন পুনরায় অন্য
 ব্যক্তিকে কস্তা প্রদান করে, রাজা তাহারও
 উত্তম সাহস দণ্ড করিবেন । “আমি এই
 দ্রব্য তোমাকে নিশ্চয় বিক্রয় করিব” এইরূপ
 সত্য করিয়া লোভ বশতঃ যে ব্যক্তি পুনরায়
 অন্যত্র বিক্রয় করে, সে ছয় শতপণ দণ্ডনীয় ।
 ১—২০ । যে পণ গ্রহণ করিয়া কস্তা বিক্রয়
 করে, এবং সত্য করিয়া তাহা পালন করে না,
 রাজা তাহাকে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড
 করিবেন, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা । মূল্যের
 কিছু অংশ বায়না প্রদান করিয়া ক্রেতা যদি
 পণ্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে
 মধ্যম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ঐ পণ্য পরিত্যাগ
 করিবে । গোপালনের উপযুক্ত বেতন গ্রহণ

শতং দত্তাঃ শতং রাজা সুবর্ণকাপারকিতা ॥২০
দত্তং দত্তা তু বিব্রমেৎ বামিতঃ কৃতলক্ষণঃ ।
বন্ধঃ কার্কাষ্টৈঃ পাটেশস্ত কক্ষকরো ভবেৎ
ধনুঃশতপন্নীনাং গ্রামস্ত তু সমস্ততঃ ।
ষিঙণং জিঙণং বাপি নগরস্ত তু কক্ষয়েৎ ॥২১
বুতিং তজ্জ প্রকৃষ্মীত যামুট্টো নাবলোকয়েৎ ।
ছিদ্রং বা বারয়েৎ সর্বং বশুকরমুখাঙ্গুগম ॥২২
যজ্ঞাপরিবৃত্তং ধাত্তং বিহিংস্র্যঃ পশবো যদি ।
ন তজ্জ কারয়েদগুং নৃপতিঃ পত্তরকিণে ॥ ২৩
অনির্দ্দিশাহাং গাং সূতাং বুং দেবপত্তং তথা ।
ছিদ্রং বা বারয়েৎ সর্বং ন দত্তা মম্বরবরীং
অবোধস্তথা বিনষ্টস্ত দণাংগং দণ্ডমহতি ।
পাল্যস্ত পালকস্বামী বিনাশে কজিয়স্ত তু ॥২৪
ভক্সিহোপবিষ্টস্ত যিঙণং দণ্ডমহতি ।

বিশং দত্তাদিগুণং বিনাশে কজিয়স্ত তু ॥২০
গৃহং তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বাপি সমাহরন ।
শতানি পঞ্চ দত্তাঃ তাদজ্ঞানাদিগতো দমঃ ॥ ২১
সীমাবন্ধনকালে তু সীমান্তং যো হি কারয়েৎ ।
সেবং সঃ জ্ঞানদদা তু জিহ্বাচ্ছেদনখাপুবাৎ ॥
অথেনামপি যে দত্তাৎ সংবিনং বাধিগচ্ছতি ।
উত্তমং সাহসং দত্তা ইতি শাস্ত্রবোধবদ্যৎ ॥
বর্ণানামানুপূৰ্ণেণ জ্ঞানামবিশেষতঃ ।
অকাৰ্ধাকারিণঃ সৰ্ম্মান প্রায়শ্চিত্তানি কারয়েৎ
অসত্যান প্রমাণ্য স্থা শূদ্রহত্যা ব্রতং চরেৎ ॥
দানেন চ ধেনৈকং সর্গাদীনামশক্যবন ॥ ২৩
এতৎকং স চরেৎ কুরুং বিজঃ পাশাপন্নতয়ে ।
কলদানাক বুধাংগং ছেদনে জপ্যমকুণতম্ ॥

করিয়া যে গোপাল গাভীর হৃদ্য দোহন করে
না, বা গোরক্ষণ করে না রাজা তাকে
শত সুবর্ণ দণ্ড করিবেন। দণ্ডদান করিয়া
নৃপতি বিরত হইবেন। অতঃপর রাজা কর্তৃক
কৃতটিক্ অপরাধী লোহশৃঙ্খলে আবদ্ধ
হইয়া রাজাদিষ্ট কার্যে নিযুক্ত হইবে।
গ্রামের বহির্ভাগে শত ধনু-বিস্তৃত কারাগৃহ
নিৰ্ম্মাণ করিতে হয়, আর নগরে কারাগৃহ
নিৰ্ম্মাণ করিতে হইলে উহার বিস্তৃতি যিঙণ
বা জিঙণ হইবে। ঐ কারাগৃহের বেটন
এরূপ হইবে যে, উষ্ট্র তাহার অভ্যন্তর অব-
লোকন করিতে না পারে, এবং শূকর বা
কুকুর প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ দ্বিগুণ
তাহাতে না থাকে। বুতি দ্বারা অনাবৃত
ক্ষেত্রের শস্ত যদি পত্তগণ নষ্ট করে, তবে
রাজা সেই পত্তপালকের দণ্ড করিবেন না।
মহু বলিয়াছেন,—প্রসবের পর দশ দিন
অভিজ্ঞান হয় নাই, এরূপ গাভী, এবং দেব-
তোদেপে উৎসৃষ্ট বুয়,—ক্ষেত্রাদির পথ বন্ধ
সহেও শস্ত নষ্ট করিলে পত্তপালক দণ্ড-
নীয় হইবে না, ইহা ভিন্ন অন্য প্রকারে
কজিয়স্যমীর শস্ত নষ্ট করিলে পত্তপালক ও
পত্তস্যমীর বিনাশিত পট্টের দণ্ডগণ দণ্ড

হইবে। পত্তসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া
ইচ্ছাপূৰ্ব্বক পত্ত দ্বারা শস্ত নাশ করাইলে
উহার যিঙণ দণ্ড হইবে। আর বৈশ্ব
কর্তৃক কজিয়স্যমি শস্তের বিনাশ সাধিত
হইলে তাহার দশগুণ দণ্ড হইবে। গৃহ,
তড়াগ, উজ্জান, ক্ষেত্র—জানপূৰ্ব্বক এই
সকল হরণ করিলে পত্তগণত, অজ্ঞানপূৰ্ব্বক
করিলে বিশত দম দণ্ড হইবে। সীমা
নির্দ্দেশ সময়ে যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন
করে এবং অন্তকে সীমা লঙ্ঘনের পরামর্শ
প্রদান করে, তাহার জিহ্বা ছেদন দণ্ড।
শপথ করিয়া যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনকারীর
পরামর্শ সমর্থন করে, শাস্ত্রব-মহু বলিয়াছেন,
তাহার উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। অকাৰ্ধাকারী
ব্রাহ্মণ, কজিয় কিংবা বৈশ্ব এই বর্ণের অধি-
শেষ ক্রমে আত্মপূৰ্ব্বিক প্রায়শ্চিত্ত বিধান
করিবে। ২১—৩৪। কোন স্থা যদি কপটতাপূৰ্ব্বক
কাহাকে বধ করে, তবে সে শূদ্রহত্যার বিধিত
পাপনাশক ব্রত আচরণ করিবে। সর্গদ্বির
বধে বিজগণ যদি ধনদানে প্রায়শ্চিত্ত করিতে
অসমর্থ হন, তাহা হইলে ঐ পাপকর কাম্যার
এক একটী কুরু ব্রত আচরণ করিলে
কলবানুদ্রক এবং গুহ, বন্দী, লক্ষ্য, পুণি

কল-বল্লী-লতানাঞ্চ পুষ্পিতানাঞ্চ বীক্ৰধাম্ ।
 অহিমতাঞ্চ সন্ধানাং সহস্রশ্চ প্রমাণণে ।
 পূৰ্ণে বান্ধবব্ৰাহ্মণ্যং শূদ্রহত্যাভ্রতং চরেৎ ॥ ৩৭
 কিকিৎসেয়ঞ্চ বিপ্রাঞ্চ ব্রহ্মাদহিমতাং বধে ।
 অনন্তর্যৈকৈব হিংসরাং প্রাণায়ামৈর্বিভুধ্যতি ।
 অন্নাদিজ্ঞানং সন্ধানাং রসজ্ঞানাঞ্চ সঞ্চয়ঃ ।
 ফল-পুষ্পোদগতানাঞ্চ দ্রুতপ্রাণো বিশোধনম্
 কুষ্ঠানামোষধীনাঞ্চ জাতানাঞ্চ স্বয়ং বনে ।
 কুখাচ্ছেদেন গচ্ছেত দিনমেকং পয়োব্রতী ।
 এতৈর্ভৈরপোহং স্তাদেনো হিংসামমুদ্রবম্ ।
 স্তেয়কুরুপহর্ষণাং ক্ষয়তাং ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৪১
 ধাত্মান্নধনচৌর্যাণি কুহা কামাদ্বিজোত্তমঃ ।
 সজাতীয়গৃহাদেব কচ্ছাদেনে বিভুধ্যতি ॥ ৪২
 মল্লয্যাণাস্ত হরণে স্ত্রীণাং ক্ষেত্র-গৃহস্ত তু ।
 কুপ-বাপী-জলানাস্ত শুক্লিচ্চান্ময়ণং স্মৃতম্ ॥ ৪৩
 দ্রব্যাপামল্লদার্যাণাং স্তেয়ং কুহান্তবেশ্যতঃ ।
 চরেৎ সান্তপনং কচ্ছুঃ তন্নিধাত্যবিভুধ্যয়ে ॥ ৪৪

বীক্ৰধু-ছেদনে শতধকৃ জপ বিধেয় । অহি-
 বিশিষ্ট জন্তু সহস্রসংখ্যক বা শকটপ্রমাণ বধে
 পাণনাশকামনায় শূদ্রহত্যা ব্রত আচরণ
 করিবে । অহিবিশিষ্ট প্রাণিবধে ব্রাহ্মণকে
 কিকিৎসনান এবং অহিহীন প্রাণিবধে
 প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধ হইবে । অন্নাদি-জ্ঞাত,
 সমস্ত রসজ্ঞাত এবং ফল ও পুষ্পজ্ঞাত কীট-
 বধে দ্রুতভোজন করিয়া শুক্লিচ্চান্ময়ণ করিবে ।
 কুখণে জ্ঞাত কিংবা বনে স্বয়ংজ্ঞাত ওষধির
 ব্রুখচ্ছেদনে একদিন পয়োব্রত আচরণ
 করিবে । এই সকল দ্বারা হিংসাজ্ঞানিত পাপ
 বিহীন হইবে । এক্ষণে স্তেয়াদিসমুদ্ভূত
 পাপনাশক উত্তম ব্রতসকল শ্রবণ কর ।
 সমান জাতীয় গৃহ হইতে কোন দ্বিজোত্তম
 ইচ্ছাপূরক দ্রব্য, অন্ন এবং ধন চুরি করিয়া
 অর্ককচ্ছু আচরণে শুক্লিচ্চান্ময়ণ করিবে । পুরুষ,
 স্ত্রী, ক্ষেত্র, গৃহ, কুপ, বাপী এবং জলহরণে
 চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে । অস্ত্রের গৃহ
 হইতে অন্ন মূল্যের দ্রব্য হরণ করিয়া
 বিষ্ঠাদি নির্মিত কচ্ছু সান্তপন আচরণ করিলে

ভক্য-ভোজ্যাপহরণে যানশয্যাসনস্ত তু ।
 পুষ্প মূল-ফলানাস্ত পঞ্চগবাং বিশোধনম্ ॥ ৪৫
 তুণ-কাষ্ঠ-ক্রমাণাস্ত শুক্লানস্ত শুভ্রস্ত চ ।
 চৈলচর্ম্মাযাণাস্ত দ্বিরাত্র স্তাদভোজনম্ ॥ ৪৬
 মণি মুক্ত-প্রবালানাং তাত্রস্ত রক্ততস্ত চ ।
 অয়কাস্তোপমানাঞ্চ দ্বাদশাহঃ কণায়ত্তুক ॥ ৪৭
 কার্পাস-কীটজোর্ণানাং দ্বিশপৈকশতস্ত চ ।
 পক্ষিপক্ষৌষধীনাঞ্চ রজ্জ্বাষ্টৈব ত্র্যহং পথঃ ।
 এতৈর্ব তৈরপোহস্তি পাপং স্তেয়কৃতং দ্বিজঃ ।
 অগম্যাগমনীয়স্ত ব্রতৈরেতিরপানুদেৎ ॥ ৪৯
 শুক্লতল্লবতং কুখ্যাচ্ছেতঃ সিন্ধুা স্বয়োনিসু ।
 সখাঃ পুত্রস্ত চ স্ত্রীষু কুমারীষু স্ত্যজাসু চ ॥ ৫০
 পিতৃষু স্ত্রীষু ভগিনী স্বস্ত্রীয়াং মাতৃয়েব চ ।
 মাতৃশ্চ ভ্রাতৃস্বার্থায়াং গতা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৫১
 এতাঃ স্ত্রিয়স্ত ভাৰ্য্যার্থে নোপগচ্ছেৎ তু
 বুদ্ধিমান্ ।

পাপ বিনষ্ট হইবে । ভক্য, ভোজ্য, যান,
 শয্যা, আসন, পুষ্প, মূল এবং ফল হরণে
 পঞ্চগব্যপানেই বিশোধন হইবে । তুণ,
 কাষ্ঠ, বৃক্ষ, শুক্লান, শুভ্র, বস্ত্র, চর্ম্ম এবং
 আমিষ হরণে দ্বিরাত্র উপবাস কর্তব্য ।
 মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাত্র, রক্তত, লৌহ, কাংস্ত
 এবং প্রস্তর হরণ করিয়া দ্বাদশ দিন অন্ন-
 কণা ভোজন করিবে । কার্পাস, কীট-জাত
 উণা, দ্বিশক কি একশক-বিশিষ্ট জন্তু, পক্ষী,
 গচ্ছ, ওষধি এবং রজ্জ্ব চুরি করিলে দিনত্রয়
 হুঙ্কপান করিয়া থাকিবে । ৩৫—৪৮ । দ্বিজাতি
 এইরূপ ব্রতা রণ করিয়া চৌর্য্যজনিত পাপের
 প্রায়শ্চিত্ত করিবে । এক্ষণে অগম্যাগমন সম্ব-
 দ্ধীয় পাপবিনাশক ব্রতাদির বিষয় কথিত
 হইতেছে । পরযোনিতে রেতঃসেক করিয়া
 শুক্লতল্লবত অর্থাৎ শুক্ল দারগমনের জন্ত
 বিহিত পাপনাশক ব্রতচরণ করিবে । সখা
 বা স্ত্রী, পুত্রবধূ, অন্ত্যজ, কুমারী, যাসত্বত ও
 পিতৃভুজ ভগিনী, কিংবা মাতা ও ভ্রাতার মাতা
 স্ত্রী গমন করিয়া চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবে ।

জাতীনাঞ্চ শ্রিয়ো যান্ত পতিভারগতাশ্চ যাঃ ॥
 অমাহুযৌ পুরুষে হ্যদকাযামযোনিষু ।
 রেতঃ সিক্তা জলে চৈব কঙ্কুঃ সান্তপনং চরেৎ
 মৈথুনঞ্চ সমালোক্য পুংসি যোষিতি বা দ্বিজঃ ।
 গোযানেহম্প্ৰ দিবা চৈব সবাসাঃ শ্রানমাচরেৎ
 চাণালান্ত্যগ্নিযো গতা ভূকা চ প্রতিগৃহ চ ।
 পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্ত গচ্ছতি
 বিপ্রহৃষ্টাঃ শ্রিয়ং ভর্তা নিকৃষ্টাদেবকবেশানি ।
 যৎ পুংসঃ পরদারেষু ভট্টেনাং চারয়েদব্রতম্ ॥
 সা চেৎ পুনঃ প্রহস্যেতু সদৃশেনোপমজ্ঞতা ।
 কঙ্কুঃ চাত্মায়ণকৈব তৎ তস্তাঃ পাবনং শ্রুতম্ ॥
 যঃ করোত্যেকরাজ্ঞেণ বৃষলীসেবনং দ্বিজঃ ।
 তদেকভৃগু * অপেরিত্যঃ জিত্তিবর্ধেবাপোহতি
 এষা পাপকৃতামুক্তা চতুর্থামপি নিকৃতিঃ ।
 পতিতৈঃ সস্ত্রবৃক্তানামিমাং শৃণুত নিকৃতিম্ ॥

জাতি স্ত্রী, পতিত জনের অল্পগতা স্ত্রী ও
 ঋতুমতী স্ত্রী ও যোগগ্রস্ত নারী—বুদ্ধিমান
 মানব এই সকলকে কদাচ ভাষ্যাক্রমে গ্রহণ
 করিবেন না । জলে রেতঃসেক করিয়া কঙ্কু-
 সান্তপন করিবে ; স্ত্রী-পুরুষের মৈথুন অব-
 লোকন, গোযান এবং জলে কিংবা দিবসে
 রেতঃসেক করিলে বস্ত্রসহ শ্রান করিবে ।
 ব্রাহ্মণ অজ্ঞানপূর্বক চাণাল ও অন্ত্যজ স্ত্রী-
 গমন, তদগৃহে ভোজন এবং তাহার নিকট
 প্রতিগ্রহ করিলে পতিত হয়, আর জ্ঞানপূর্বক
 করিলে তজ্জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
 বিপ্র কর্তৃক দূষিত স্ত্রীকে তাহার স্বামী এক
 নির্জন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, আর
 পরদারে যে পুরুষের অভিলাষ তাহাকেও
 ঐরূপ করিবে । সেই স্ত্রী যদি পুনরায় কোন
 পরপুরুষকর্তৃক প্ররোচিত হইয়া দূষিত হয়,
 তবে কঙ্কুচাত্মায়ণেই তাহার পবিত্রতা সাধিত
 হইবে । যে দ্বিজ একরাজি বৃষলীসেবন
 করে, প্রতিদিন একভৃগু হইয়া এক বৎসর
 জপ করিলে সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে ।

* তদুভক্যভৃগুগিতে পাঠঃ কাচিৎকঃ ।

সংবৎসরেণ পতিতি পতিভেন সহাচরন্ ॥
 রাজনাধ্যাপনাদ্যোনাদহুযানানাসনাৎ ॥ ৬০
 যো যেন পতিভেনৈবাঃ সংসর্গঃ যাতি মানবঃ ।
 স ভট্টৈব ব্রতং কুর্ধ্যাৎ তৎসংসর্গবিভক্তয়ে ॥ ৬১
 পতিতস্তোদকং কাষ্যাং সপিঠৈর্বাঙ্কটৈঃ সহ ।
 নিন্দিতহেহনি সায়াহ্নে জাতিভির্ভৃকসমিধৌ ।
 দাসী ঘটমপাৎ পূর্ণঃ পর্য্যন্তেৎ প্রেতবৎ সদা ।
 অহোরাত্রমুপাসারন্ নাশৌচঃ বান্ধবৈঃ সহ ।
 নিবর্তয়েন্নস্তম্মাৎ তু সস্তাষণ সহাসনম্ ।
 দায়াদন্ত প্রমাণঞ্চ যাত্রামেবঞ্চ লৌকিকীন্ ॥ ৬৩
 জ্যেষ্ঠাভাবান্নিবর্তেত জ্যেষ্ঠাভাবঞ্চ যৎ পুনঃ
 জ্যেষ্ঠাংশঃ প্রাপ্নুয়াচ্চাত্ম যবীয়ান্ গণতোহধিকঃ
 স্থাপিতাঞ্চাপি মর্যাদাং যে ভিন্দুঃ পাপকর্ষিণঃ

পাপাচারণকারী চারিবর্ণেরই এই নিকৃতি
 কথিত হইল, এক্ষণে পতিভের সহিত সংসর্গ-
 জনিত পাপের নিকৃতি শ্রবণ কর । রাজন,
 অধ্যাপন, যৌনসম্বন্ধ, ভোজন, অল্পগমন, ও
 একাসনে উপবেশন,—পতিভের সহিত এক
 বৎসর এই সকল আচরণ করিলে পতিত
 হয় । ইহার মধ্যে পতিভের সহিত যে বৈরূপ
 নিন্দিত সংসর্গই করুক না কেন, সেই মানব
 সংসর্গ-দোষ শুদ্ধির জন্য তদুদ্ ব্রতচরণ
 করিবে ; কিন্তু সে প্রেতের ভায়ই থাকিবে ।
 নিন্দিত-দিনের সায়াহ্নসময়ে পতিভের সপিঠ
 জাতিবান্ধবগণ গুরুসমীপে তাহার উদকক্রিয়া
 করিবে । তাহার দাসী তৎস্রীতির নিমিত্ত
 নৈঋত কোণে একটি জলপূর্ণ ঘট নিক্ষেপ
 করিবে, বান্ধবগণ অহোরাত্র উপবাসী
 থাকিবে এবং তাহারাই প্রেতের অশৌচ
 গ্রহণ করিবে না । পতিভের বান্ধবগণ
 তৎসহ সস্তাষণ, একাসনে উপবেশন ও
 একত্র বিচরণ করিবে না । ঐ পতিত যে
 তাহাদের জাতি, ইহাও প্রকাশ করিবে
 না, ইহাই লৌকিক নিয়ম । ৪৯—৬৪ ।
 জ্যেষ্ঠাভাবে যেরূপ জ্যেষ্ঠের ভাগপ্রাপ্তির
 নিবৃতি হয়, তদ্রূপ গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পতিত
 ব্যক্তির জ্যেষ্ঠাংশ কনিষ্ঠ প্রাপ্ত হইবে ।

সর্বে পৃথগ্‌দণ্ডীয়া রাজাঃ প্রথমসাহসম্ ॥ ৬৬
 শতঃ ত্রাঙ্কণমাক্রান্ত কত্রিয়ো দণ্ডমহতি ।
 বৈশ্ত্রাঙ্ক বিশতঃ রাজান্ শূদ্রস্ত বধমহতি ॥ ৬৭
 পঞ্চাশদ্বীক্ষিণো দণ্ড্যঃ কত্রিয়স্তাভিশংসনে ।
 বৈশ্ত্রাঙ্কপাৰ্দ্ধপঞ্চাশচ্ছ্রে দ্বাদশকো দমঃ ॥ ৬৮
 কত্রিয়স্তাপুণ্ড্রীষৈশ্চঃ সাহসং পুনয়েব চ ।
 শূদ্রঃ কত্রিয়মাক্রান্ত জিহ্বাচ্ছেদনমাণুযাৎ ॥ ৬৯
 পঞ্চাশৎ কত্রিয়ো দণ্ড্যস্তথা বৈশ্ত্রাঙ্কশংসনে ।
 শূদ্রে চৈবার্দ্ধপঞ্চাশৎ তথা ধর্মো ন হীয়তে ॥ ৭০
 বৈশ্ত্রাঙ্কাক্রোশনে দণ্ড্যঃ শূদ্রশ্চোত্তমসাহসম্ ।
 শূদ্রাক্রোশে তথা বৈশ্ত্রাঙ্কঃ শতার্দ্ধঃ দণ্ডমহতি ॥ ৭১
 সবর্ণীক্রোশনে দণ্ড্যস্তথা দ্বাদশকং স্মৃতম্ ।
 বাবদেয়ুচনীয়েষু কদেব দ্বিগুণং ভবেৎ ॥ ৭২
 একজাতির্দ্বিজাতিস্ত বাচ্য দাক্ষণ্য কিপন ।
 জিহ্বায়াঃ প্রাপুয্যাচ্ছেদং জঘন্তং প্রথমো হি সঃ

নাম-জাতি-গৃহঃ তেষামভিজ্যোৎক্রেণ কুর্ততঃ ।
 নিকৈপ্যোহমোদয় শঙ্করলম্বাশ্চ দণ্ডাঙ্গুলঃ ।
 ধর্মোপদেশঃ শূদ্রস্ত বিজ্ঞানমভিকুর্ততঃ ।
 তন্তবাসেচয়েৎ তৈলং বস্ত্রে জ্যোত্রে চ পার্ধিবঃ
 জতিং দেশঞ্চ জাতিঞ্চ কৰ্ম্ম শরীরমেব চ ।
 বিতথঞ্চ ক্রবন্ দণ্ড্যো রাজা দ্বিগুণসাহসম্ ॥ ৭৬
 যন্ত পাতকসংযুক্তঃ কিপেঘর্গাস্তরং নরঃ ।
 উত্তমং সাহসং দণ্ড্যঃ পাত্যস্তান্মন যথাক্রমম্ ॥
 রাজ্যো নিবেশনিয়মং বিতথঃ যাতি বৈ মিথঃ ।
 সর্বে দ্বিগুণদণ্ড্যান্তে বিপ্রলস্তান্মন তু ॥ ৭৮
 প্রীত্যা মদ্যাস্তাভিহিতং প্রমাদেনাথবা বদেৎ ।
 ভূয়ো ন চৈবং বক্ষ্যামি স তু দণ্ডার্দ্ধতাপ্তবেৎ
 কাণং বাপ্যথ বা খজ্জমচ্ছকাপি তথাবিধম্ ।
 তথ্যোনাপি ক্রবন্ দাপ্যো দণ্ড্যঃ কাৰ্য্যপণং ধনম্
 মাতরং পিতরং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং স্বগুরং শুকম্

মধ্যাঙ্গা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে, যে পাপকারীরা
 উহার ভেদ করে, রাজা সেই ভেদকারীদিগের
 প্রত্যেকের প্রথম সাহস দণ্ড করিবেন ।
 কত্রিয়, ব্রাহ্মণের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করিলে
 শত, বৈশ্ত্রাঙ্ক বিশত এবং শূদ্র বধদণ্ড প্রাপ্ত
 হইবে, আর ব্রাহ্মণ কত্রিয়কে রুঢ়বাক্য করিলে
 পঞ্চাশৎ, বৈশ্ত্রাঙ্ক প্রতি করিলে পঞ্চাশতি
 এবং শূদ্রের প্রতি করিলে দ্বাদশ দম দণ্ড
 প্রাপ্ত হইবেন । বৈশ্ত্রাঙ্ক, কত্রিয়ের প্রতি কটু-
 বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রথম সাহস দণ্ড এবং
 শূদ্র কত্রিয়ের প্রতি করিলে জিহ্বাচ্ছেদনরূপ
 দণ্ড প্রাপ্ত হইবে । বৈশ্ত্রাঙ্ক নিন্দায় কত্রিয়ের
 পঞ্চাশৎ, এবং শূদ্রের প্রতি ঐরূপ নিন্দায়
 কত্রিয়ের পঞ্চাশতি দণ্ড ; ইহাতে ধর্মের
 উপগাধা ঘটিবে না । বৈশ্ত্রাঙ্ক কটুক্তিতে
 শূদ্রের উত্তমসাহস এবং শূদ্রের প্রতি কটু
 বলিলে বৈশ্ত্রাঙ্ক শতার্দ্ধ দণ্ড হইবে এবং সমান
 জাতির পরস্পর রুঢ়ভাবে দ্বাদশ দণ্ড কথিত
 হয় । কলহকালে যে ব্যক্তি অকথ্যভাবে
 প্রয়োগ করে, তাহারও দ্বিগুণ দণ্ড হইবে ।
 বিজ্ঞেয়জাতি যদি বিজ্ঞাতর প্রতি দাক্ষণ্য
 বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ইহা প্রথমপরাধ

হইলে উত্তম সাহস এবং বিজ্ঞাপরাধ
 হইলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ দণ্ড হইবে ।
 নাম, জাতি ও গৃহের কথা উল্লেখপূর্বক যে
 দ্রোহ করে, অঙ্গুল দ্বাদশাঙ্গুল লৌহ শঙ্কু
 তাহার মুখে নিক্ষেপ করিবেন । শূদ্র
 বিজ্ঞগণকে ধর্মোপদেশ করিলে রাজা তাহার
 মুখে ও কাণে তন্তুতৈল সেচন করিবেন
 জতি, দেশ, জাতি এবং কার্য্যিককার্য্য সম্বন্ধে
 গ্লানি করিলে রাজা দ্বিগুণ সাহস দণ্ড
 করিবেন । পাতকী ব্যক্তি ব্রাহ্মণাদি অস্ত্র
 বর্ণের প্রতি কটুক্তি করিলে রাজা যথা-
 ক্রমে তাহার উত্তম সাহসাদি দণ্ড করি-
 বেন । যাগরা রাজনির্দিষ্ট বিধির অতিক্রম
 করিবে বা রাজার প্রতি বিরোধোক্তি করিবে,
 তাহার সকলেই দ্বিগুণ সাহস দণ্ড হইবে ।
 ৬৫—৭৮ । “আমি প্রীতিবশতঃ বা প্রমাদেতু
 বলিয়াছি” যে, এইরূপ স্বীকার করবে, রাজা
 তাহাকে “পুনরায় আর কখনও বলিব না”
 এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া পূর্বোক্ত দণ্ডের
 অর্দ্ধদণ্ড করিবেন । কাণ, খজ কিংবা অস্ত্রের
 প্রতি জ্ঞানপূর্বক কটুক্তি করিলে তাহার এক
 কাৰ্য্যপণ দণ্ড । মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা,

আক্রোশয়ন শতং দণ্ড্যঃ পহানকার্ধ্যয়ন তুরোঃ
 গুরুবর্জ্যন্ত মানার্হঃ যো হি মার্গঃ ন বহুতি । *
 স দাশ্যঃ কৃকসং রাজতন্ত পাপন্ত শাস্তয়ে ॥
 একজাতিবিজাতিস্ত যেনাজেনাপরাধুয়াং ।
 তদেব ছেদয়েৎ তন্ত কিমমেবাবিচারয়ন ॥ ৮০
 অবনিষ্ঠীবতো দর্পাদ্বাবোষ্ঠৌ ছেদয়েদ্বৃষঃ ।
 অবমুজয়তো যেদ্রমপশবযতো গুদম ॥ ৮৪
 সহাসনমতিপ্রোঙ্গু কংকটস্তাপকটমঃ ।
 কট্যাং কৃতাকো নির্কান্তঃ ক্ষিণং বাপ্যন্ত কটরৈঃ
 কেশেযু গৃহুতো হস্তঃ ছেদয়েদবিচারয়ন ।
 পাদয়োর্মাসিকারাক গ্রীবায়াং ঘৃষণেযু চ ॥ ৮৬
 কৃগুন্তেদকঃ শতং দণ্ড্যো লোহিতস্ত চ দর্পকঃ
 মাংসভেদ্য চ বরিকান নির্কান্তকৃষ্ণভেদকঃ ॥ ৮৭
 অঙ্গভঙ্গকরস্তাকং তদেবাপহরেয়ম্ ॥

দণ্ডপাকব্যাক্রদণ্ড্যঃ সমুখানব্যয়ঃ তথা ॥ ৮৮
 অর্ধপাদকরঃ কার্য্যো গোগজাবোষ্ট্রযাতকঃ ।
 পশুহৃদ্রমৃগাণ্যক তিসায়াং বিত্তণো দমঃ ॥ ৮৯
 পক্ষাশক ভবেদণ্ড্যভৈব মৃগ-পক্ষিবুঃ ।
 কৃমি-কোটেষু দণ্ড্যঃ স্ত্রাজতন্ত চ যাবকম্ ॥ ৯০
 তন্তাহুরূপং মূল্যক প্রদত্যাং বাবিনে তথা ।
 ব-বামিকানাং সকলং শেবাণাং দণ্ডয়েব তু ॥
 বৃকস্ত সকলং হিবা সুবর্ণং দণ্ডমহতি ।
 দ্বিগুণং দণ্ডয়েচ্চৈনং পথি সৌমি জলাশয়ে ॥ ৯২
 ছেদনাদকলস্তাপি মধ্যমঃ সাহসঃ স্মৃতম্ ।
 গুহ্র-বল্লী-লতানাং সুবর্ণন্ত চ যাবকম্ ॥ ৯৩
 বৃথাছেদৌ তৃণস্তাপি দণ্ড্যঃ কার্ষাপণং ভবেৎ ।
 ত্রিভাগং কৃকলা দণ্ড্যঃ প্রাণিনস্তাভনে তথা ॥
 দেশ-কালানুরূপেণ মূল্যং রাজা জ্ঞমাদিবুঃ ।
 তৎসামিনস্তথা দণ্ড্যো দণ্ডমুক্তস্ত পার্শ্ববি ॥ ৯৫

যত্তর, গুরু, ইহাঁদিত্তিগর প্রতি রূঢ় বাক্য
 বলিলে বা ইহাঁদের পথ রোধ করিলে
 শত কার্ষাপণ দণ্ড । গুরুতির অন্ত মাস্ত
 ব্যক্তির পথ প্রদান না করিলে, তাহার
 পাপশাস্তির নিমিত্ত এক কৃকস দণ্ড
 করিবেন । যে কোন জাতি, বিজাতির
 নিকট যে অঙ্গ দ্বারা অপরাধ করিবে, বিনা
 বিচারে রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন
 করিয়া দিবেন । দর্পসহকারে নিষ্ক্রিবন,
 প্রোষ বা বাতকর্ষ করিলে যথাক্রমে রাজা
 তাহার ওষ্ঠ, মেত্র ও কংকটের ছেদনরূপ দণ্ড
 করিবেন । নিকট ব্যক্তি উৎকটের সহিত
 একাসনে উপবেশন করিতে অভিপ্রায়
 করিলে রাজা তাহার কটাদেশে, একটী চিহ্ন
 করিয়া তাহাকে নির্কাসিত করিবেন, অথবা
 তাহার পশ্চাদ্ভাগ ছেদন করিয়া দিবেন ।
 নীচব্যক্তি উৎকটের হস্ত, পদ, নাসিকা,
 গ্রীবা কিংবা ঘৃষণ ধারণ করিলে বিনা
 বিচারে রাজা তাহার হস্তছেদন করিবেন ।
 চর্ম্মভেদ করিয়া রক্ত বাহির করিলে শত
 দণ্ড, মাংসভেদ করিলে ছয় নিক এবং

অস্থি ভাঙ্গিয়া দিলে রাজা তেতাকে
 নির্কাসিত করিবেন । অঙ্গ ভঙ্গ করিলে
 যে অঙ্গ দ্বারা উহা কৃত হইয়াছে রাজা
 তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন । অতি-
 যোগ উপস্থিত করিবার ব্যয়সহ দণ্ডপাকব্য-
 কারী দণ্ডনীয় হইবে । গো, গজ, অশ্ব,
 এবং উষ্ট্র বিনষ্ট করিলে তাহার একখানি
 পা কাটিয়া দিবেন, আর ক্ষুদ্র পশু ও মৃগ
 বধে দ্বিগুণ দম, ক্ষুদ্র মৃগ, ও পক্ষী বধ
 করিলে পক্ষাশ এবং কৃমি, কীট বধ করিয়া
 একমাঝা রজত দণ্ডনীয় হইবে এবং ঐ পশু-
 স্বামীকে তাহার যোগ্য মূল্য প্রদান করিবে ।
 এক্ষণে অস্তান্ত দণ্ডের বিষয় কৌতুক করি-
 তোছি । কলবান বৃকছদনে সুবর্ণদণ্ড দিবে ।
 ঐ বৃক যদি কোন সীমা, পথ বা জলাশয়
 সমীপে থাকে, তবে ঐ বৃক ছেতার দ্বিগুণ
 দণ্ড । অকল বৃকের ছেদনে মধ্যম সাহস,
 গুহ্র, বল্লী ও লতা ছেদনে একমাঝা সুবর্ণ;
 বিনা প্রয়োজনে তৃণছেদনে কর্ষাপণ, এবং
 প্রাণীদগের তাড়নে তিনভাগ কৃকল দণ্ড-
 নীয় হইবে । বৃকাদির ছেদনে রাজা দেশ-
 কালানুসারে উহার উচিত মূল্য দণ্ড করি-

যজ্ঞাভিবৰ্ত্ততে যুগ্যং বৈগুণ্যং প্রাজকন্ত তু ।
তত্র স্বামী তবেদগো নাপ্তশ্চেৎ প্রাজকো

ভবেৎ ॥ ১৬

প্রাজকন্ত ভবেদগোঃ প্রাজকো দণ্ডমৰ্হতি ।
নাপ্তি দণ্ডং তত্ৰাপি তথা বৈ হেতুকরকঃ ॥ ১৭

দ্রব্যাপি যো হরেদমন্ত জানতোহজানতো-

হপি বা ।

স তন্তোৎপাদয়েৎ তুষ্টিঃ রাজো দণ্ডাৎ ততো

দমম্ ॥ ১৮

যজ্ঞ রজ্জুঃ ঘটং কৃপাকরেডিন্দ্র্যাক্ত তাং প্রপাম
স দণ্ডং প্রাপ্ত্বান্নাযঃ তচ্চ সন্ত্রতিপাদয়েৎ ॥ ১৯
ধাত্তং দশভ্যঃ কুন্তেভ্যো হরতোহত্যধিকং বধঃ
শেবেহপ্যেকাদশগুণং তন্ত দণ্ডং প্রকল্পয়েৎ ॥
তথা তক্ষ্যাম্পানানাং ন তথাপ্যধিকে বধঃ ।
সুবর্ণ-রজতাদীনামুত্তমানাঞ্চ বাসসাম্ ॥ ১০১
পুরুষাণাং কুলীনানাং নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ ।

বেদম এবং ঐ ব্যক্তি রাজদত্ত দণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া বৃক্ষস্বামীকেও বৃক্ষমূল্য প্রদান করিবে। হে পার্শ্বিব ! অপারগ চালকের শৈথিল্যে যদি বৃক্ষ-যুগ্য স্থানচ্যুত হয়, তবে বৃক্ষস্বামী দণ্ডনীয়, আর সারথি নিপুণ হইলে সারথিরই দণ্ড হইবে ; পরন্তু সারথি যদি ঐরূপ বিকল হওয়ার হেতু প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহার দণ্ড হইবে না। জ্ঞানপূর্ব্বকই হউক আর অজ্ঞান বশতই হউক, যে যাহার দ্রব্যহরণ করিবে, সে রাজার নিকটে দণ্ড দিয়া দ্রব্যস্বামীর সন্তোষ সম্পাদন করিবে। যে ব্যক্তি কুপ হইতে ঘট বা রজ্জু হরণ করে, কিংবা কুপাদি ভাজিয়া দেয়, সে একমাষা সুবর্ণ প্রদান করিয়া ঐ কুপাদি-স্বামীর সন্তোষ বিধান করিবে। দশ কলসীর অধিক ধাত্ত হরণ করিয়া বধ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, ইহা হইতে কল অপহৃত হইলে অপহৃত দ্রব্যের একাদশ গুণ দণ্ড পরি-কল্পিত হইবে। তক্ষ্য, অন্ন, পাম, হরণেও ঐরূপ দণ্ড ; কিন্তু বহনদণ্ড বিহিত নহে। সুবর্ণ, রজত, উত্তম বস্ত্র, কুলীন পুরুষ,

মহাপশুনাং হরণে শত্ৰুণামোবধন্ত চ ॥ ১০২

মুখ্যানাংকৈব রত্নানাং হরণে বধমহতি ।

দগ্না কীর্ত্ত তক্রন্ত পানীয়ন্ত রসন্ত চ ॥ ১০৩

বেণুবৈদলভাণানাং লবণানাং তথৈব চ ।

মুন্নয়ানাঞ্চ সর্কেষাং বৃন্দো তন্ময় এব চ ॥ ১০৪

কালমাসাদ্য কার্ষ্যঞ্চ রাজা দণ্ডং প্রকল্পয়েৎ ॥

গোষু ভ্রাক্ষণসংস্থানু মহিষীষু তথৈব চ ॥ ১০৫

অর্ধাপহারকশ্চৈব সতঃ কার্যোহর্কপাদকঃ ।

সূত্র-কার্পাস-কিণানাং গোময়ন্ত শুভ্রন্ত চ ॥ ১০৬

মৎস্তানাং পক্ষিপাণ্ডৈব তৈলস্য চ ঘৃতস্য চ ।

মাংসস্য মধুনশ্চৈব যজ্ঞান্ত্রবস্ত্রসম্ভবম্ ॥ ১০৭

অস্ত্রেষাং লবণাদীনাং মদ্যানামোদনস্য চ ।

পক্সানানাঞ্চ সর্কেষাং তন্মূল্যাদ্বিগুণো দমঃ ॥

পুষ্পেষু হরিতে ধাত্তে গুণ্য বজ্রী-লতানু চ ।

অন্নেষু পরিপূর্ণেষু দণ্ডঃ স্তাৎ পঞ্চমাষকম্ ।

পরিপূর্ণেষু ধাত্তেষু শাক-মূল-ফলেষু চ ॥ ১০৮

নিরবয়ে শতং দণ্ড্যঃ সাবয়ে দ্বিশতং দমঃ ।

যেন যেন যথাঙ্গেন স্তেনোহস্ত্রেষু বিচেষ্টতে ॥

বিশেষতঃ কুলীন স্ত্রী, প্রধান পণ্ড, শত্রু, ওষধি এবং শ্রেষ্ঠ বস্ত্র হরণে বধদণ্ড প্রাপ্ত হইবে। দধি, কীর, ঘোল, পানীয়, রস, বংশ, কলায়, ভাণ্ড, লবণ, সকল রকম মুন্নয় বস্ত্র, মুক্তিকা, এবং তন্ম, এই সকলের অপহর্ত্তাকে রাজা যথাকালে দণ্ডিত করিবেন। ভ্রাক্ষণের বাড়ী হইতে গো, মহিষী, এবং অর্থ অপহরণ করিলে রাজা তৎক্ষণাৎ অপহর্ত্তার পাদার্ক ছেদন করিবেন। সূত্র, কার্পাস, আসব, গোময়, শুভ্র, মৎস্ত, পক্ষী, তৈল, ঘৃত, মাংস, মধু, লবণ, মজ, তণ্ডুল ও সর্ববিধ পক্স এই সকল অপহরণ করিলে অপহৃত দ্রব্যের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ১০২-১০৮। পুষ্প, হরিতধাত্ত, গুণ্য, বজ্রী, লতা, এবং প্রভূত তণ্ডুল এই সকলের অপহর্ত্তা পঞ্চমাষক দণ্ড হইবে। প্রভূত ধাত্ত, শাক, মূল, ফল এই সকলের অপহরণকর্ত্তা যদি সম্ভানহীন হয়, তবে শত দণ্ড, আর পুত্র-বান হইলে দ্বিশত দম। যে যে অঙ্গ হারা

তত্তদেব হরেৎ তন্ত প্রত্যাদেশায় পার্শ্বঃ ।
 দ্বিজোহধ্বগঃ কীর্ণবৃদ্ধির্ধাবিকৃৎ ৫ মূলকে ॥
 ত্রপুলেকীককৌ ৫ চ তাবয়াজ্ঞঃ কলেচ্ ৫ ।
 তথা ৫ সর্ষধাত্তানাং মুষ্টিগ্রাহেণ পার্শ্বঃ ॥ ১১২
 শাকে শাকপ্রমাণেন গৃহমাণে ন হুয়াতি ।
 বানস্পত্যং কলং মূলং দার্কীয়ার্থঃ তথৈব ৫ ॥
 তৃণং গোহত্যবহারার্থমন্তেষং মন্থরত্রবীৎ ।
 অদেববাটিজং পুশ্পং দেবতার্থং তথৈব ৫ ॥ ১১৪
 আদদানঃ পরকেজ্ঞায় দণ্ডঃ দাতুমর্হতি ।
 শক্তিণং নধিনং রাজান্ দংষ্ট্রিণঞ্চ বধোক্ততৎ ॥
 যো হস্তায় স পাপেন লিপ্যতে মন্থজেবর ।
 গুরুঃ বা বালবৃদ্ধঃ বা ভ্রাক্ষণঃ বা বহুজ্ঞতম্ ॥
 আততায়িনমায়ান্তং হস্তাদেবাবিচারয়ন্ ।
 নাভতায়িবধে দোষো হস্তর্তৃণতি কশ্চন ॥ ১১৭
 প্রকাশং বা প্রকাশং বা মুহ্যন্তং মন্থ্যমুচুতি ।

গৃহকেজ্ঞাতিহস্তায়গম্যাত্তিগামিনঃ ॥ ১১৮
 অগ্নিদো গরদশ্চৈব তথা চাত্ত্যাত্তায়ুধঃ ।
 অভিচারন্ত কুর্যাপো রাজগামি ৫ পৈশ্চনন্ ॥
 এতে হি কথিতা লোকে ধর্মজ্ঞৈরাততায়িনঃ ।
 তিস্ককোহপ্যথবা নারী যোহপিবাশ্চাত্ত্যকুলবঃ
 প্রবিশেৎ প্রতিষিদ্ধন্ত প্রাপ্তুর্ধাদ্বিগণং দমঃ ।
 পরস্রীণান্ত সন্তাবে তৌর্থেহরণ্যে গৃহেহপি বা ।
 নদীনাঈব সন্তেদৈঃ স সংগ্রহণমাপ্তুয়াৎ ।
 ন সন্তাবেৎ পরস্রীভিঃ প্রতিষিদ্ধঃ সমাচরেৎ ॥
 প্রতিষিদ্ধে সমাতাষ্য স্তবর্ণং দণ্ডমর্হতি ।
 নৈষাচারনদারেষু বিধিরাশ্চোপজীবিসু ॥ ১২০
 সজ্জয়ন্তি মন্থযোস্তা নিগূঢ়ং বা চরন্ত্যত ।
 কিঞ্চিদেব তু দাপ্যঃ স্তাৎ সন্তাবেণাপচারয়ন্ ॥
 প্রেষ্যাসু চৈব সর্বাসু গৃহপ্রজ্ঞিতাসু ৫ ।
 যোহকামাং দুষয়েৎ কস্তাং স সন্তো বধমর্হতি ॥

চুরি বা চুরির চেষ্টা করে, রাজাদেশে চোরের
 সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিবে । পথে
 চলিতে চলিতে কোন বৃদ্ধিহীন দ্বিজ যদি
 পরকেজ্ঞ হইতে হই খানি ইক্ষু বা হুইটি মূল
 গ্রহণ করেন, ত্রপু ও হুইটি ফুটি বা কিছু ফল
 আর সকল ধাত্তের এক এক মুষ্টি গ্রহণ
 করেন, তবে রাজা তাহার পূর্ববৎ দণ্ড
 বিধান করিবেন । হে পার্শ্ব ! মুষ্টি প্রমাণ
 শাকি গ্রহণ করিয়া দ্বিজ দণ্ডনীয় হইবেন না ।
 বানস্পতির কল, মূল, অগ্নির জন্ত কাঠ,
 ও গোর জন্ত তৃণ গ্রহণ,—হে পার্শ্ব ! মন্থ
 বলিষাছেন, এই সকলকে চুরি বলা যায় না ।
 প্রতিষ্ঠিত দেবতাহীন বাটী হইতে দেবো
 দ্দেশে পুশ্প চয়ন করিলে—উহা অস্ত্র কেজ্ঞ
 হইতে আনীত হইলেও আনয়নকারী দণ্ডিত
 হইবে না । হে রাজন্ ! মারিতে উত্তম শূদ্র,
 নধী, এবং দংষ্ট্রীকে যে ব্যক্তি বধ করে,
 হে মন্থজেবর ! সে পাপলিপ্ত হইবে না ।
 গুরুই হউক, বা বালক, বৃদ্ধ, বা বেদ-জ্ঞান-
 সম্পন্ন ভ্রাক্ষণই হউক, আততায়ীকে সমীপা-
 গত দেখিয়া বিনা বিচারে তাহাকে বধ
 করিবে, কেননা আততায়িবধে হননকারীর

কোনও দোষ হয় না । প্রকাণ্ডেই হউক,
 আর গোপনেই হউক, কেজ্ঞ ও দারাপ-
 হারক, অগম্যগমনকারী, অগ্নিদ, গরদ,
 মারপার্থ অশ্বোত্তোলনকারী, অবিচার-পরায়ণ,
 রাজার প্রতি পৈশ্চন্দ্রকাটী, এবং সর্ষধা
 ক্রোধন ও দৈন্তবৃদ্ধ,—সংসারে ধর্মজগণ ইহা-
 দিগকেই আততায়ী বলিয়া থাকেন । তিস্কক
 অথবা নারী কিংবা হু-নীল, ইহার প্রতিষিদ্ধ
 হইয়া কোথাও প্রবেশ করিলে দ্বিগণ দণ্ড
 প্রাপ্ত হইবে । তৌর্থে, অরণ্যে বা গৃহে পরস্রী
 সহ সন্তায়ণ করিলে বা নদীসন্তেদ করিলে
 তাহার প্রতি সংগ্রহণ নামক দণ্ড প্রযুক্ত
 হইবে । পরস্রীসহ আলাপ করা বিধেয়
 নহে, বিশেষতঃ প্রতিষিদ্ধ হইয়াও যদি
 আলাপ করে, তবে সে স্তবর্ণ দণ্ড প্রাপ্ত
 হইবে । কিন্তু যে সকল স্রী নৃত্যাদি দ্বারা
 জীবিকা অর্জন করে, তাহাদের সহিত ঐরূপ
 সন্তায়ণ বা তাহার সহিত গোপনে বিচরণ,
 অথবা তাহার প্রতি পরিহাস বা ক্য প্রয়োগ
 করিলে সামান্ত মাত্র দণ্ডিত হইবে ; কারণ
 উহার আশ্রয় দান দ্বারা জীবিকা-মির্জাহ
 করে ॥ ১১৮-১২০ ॥ সকল ব্রহ্মসে প্রোক্ত

সকামাঃ দ্ব্যমাণস্ত প্রাপ্তুয়াদ্বিশতং দময় ।

যশ্চ সকারকস্তত্র পুরুষঃ স তথা ভবেৎ ॥১২৬

পারদারিকবন্ধণো যোহপি স্তাদবকাশঃ ।

বলাৎ সন্দুযয়েদ্ব্যম পরতরীয়াং নরঃ কচিৎ ।

বধো নতো ভবেৎ তস্ত নাপরাধো ভবেৎ

ত্রিঘাঃ ।

রজতভীষণং য়া কস্তা নগৃহে প্রতিপদ্যতে ॥১২৮

অদণ্ডা সা ভবত্ৰাজা বরযন্তী পতিঃ স্বয়ম্ ।

স্বদেশে কস্তকাং দদ্যু তামাদায় তথা ব্রজেৎ ।

পরদেশে ভবেদ্বধ্যঃ স্ত্রীচোরঃ স যতো ভবেৎ

অত্রবাঃ মৃতপণ্ডিত সংগুরুরাপরাধাতি ॥ ১৩০

সদ্রব্য্য' তাং সংগ্রহীতা দণ্ডস্ত কিপ্রমর্হতি ।

উৎকৃষ্টঃ য়া ভজেৎ কস্তা দেয়া তন্তৈব সাতবেৎ

যচ্চাস্তং সেবমানাক সংযতাং বাসয়েদগৃহে ।

উত্তমাং সেবমানস্ত জঘন্তো বধমর্হতি ।

জঘন্তমুত্তমা নারী সেবমানা তর্থেব চ ॥ ১৩২

হইতে প্রব্রজিত অকামা কস্তাকে যে ব্যক্তি দ্বিষিত করে সে বধদণ্ড প্রাপ্ত হইবে। আর সকামাকে দ্বিষিত করিলে বিশত দমদণ্ড হইবে। যে ইহার সহায় হইবে বা সুর্যোগ দেখাইয়া দিবে, সেও পারদারিকের তুল্য দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। কোনও লোক যদি রাগপূর্বক পুরস্কৃতিকে দ্বিষিত করে, তাহারও বধদণ্ড; কিন্তু স্ত্রীর হইতে কোন দোষ ঘটিবে না। তৃতীয় 'বার রজোদর্শনের পর কস্তা গৃহাগত হইয়া স্বয়ং যাহাকে বরণ করিবে, রাজ্যকর্তৃক সে দণ্ডিত হইবে না। স্বদেশে কস্তা সম্প্রদান করিয়া তাহাকে পুনরায় গ্রহণপূর্বক যে অন্তদেশে চলিয়া যায়, সে স্ত্রী-চোর; অতএব তাহার বধদণ্ড বিহিত। অলঙ্কারাদি দ্রব্যবিহীন কোন স্ত্রীকে গ্রহণ করিলে অপরাধ নাই, কিন্তু অলঙ্কারাদি দ্রব্যযুক্ত হইলে সত্বর দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। কস্তা যদি স্বয়ং কোন উৎকৃষ্ট পাত্রকে ভজন্য করে, তবে ঐ কস্তা তাহাকে প্রদান করিবে, কেননা অতীষ্ট পাত্রের সম্প্রদান করিয়া তাহাকে গৃহে রাখিয়া দিলেই

তর্ক্যারঃ লজ্জয়েদ্ব্যম্বা ত্রী জাতিভির্বলদর্পিতা ।

তাক্ নিকাসয়েত্রাজা সংস্থানে বহসংস্থিতে ।

হস্তাধিকারঃ মলিনাং শিশুযাজোপজীবিনৌদ্ ।

বাসয়েৎ শৈবিরীকৈঃ নিত্যং সর্বপর্ণপাতিদ্বিষিতাং ।

জ্যায়সা দ্বিষিতা নারী যুগুনঃ সমবাপুয়াৎ ।

বাসন্ত মলিনং নিত্যং শিখাং সম্প্রাপুয়াদ্যশ ।

ব্রাহ্মণঃ কজিয়ো বৈষ্ঠঃ কজবিহীশূত্রযোষিতঃ ।

ব্রহ্মণ দাপ্যো ভবেত্রাজা দণ্ডমুত্তমসাহসম্ ।

বৈষ্ঠাগমে চ বিপ্রস্ত কজিয়স্তাস্তাজাগমে ।

মধ্যমঃ প্রথমঃ বৈষ্ঠো দণ্ডঃ শূত্রাগমাতবেৎ ।

শূত্রঃ সর্বপর্ণাগমেন শতং দণ্ডো মরীকিতা ।

বৈষ্ঠস্ত বিত্তণঃ ব্রাহ্মণ কজস্ত বিত্তণঃ তথা ।

ব্রাহ্মণস্ত ভবেদণ্ডান্তথা ব্রাহ্মণস্ততুর্ভগম্ ।

অণ্ডপানু ভবেদণ্ডাঃ স্তুণ্ডপানুধিকো ভবেৎ ॥

কস্তা সংযত থাকিবে। জঘন্ত ব্যক্তি উত্তমা নারীকে ভজন্য করিয়া বধদণ্ড প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ উত্তম নারীও জঘন্তকে সেবা করিয় তদ্রূপ দণ্ডাই হইয়া থাকে। জাতিগণের বলে দর্পিত হইয়া যে নারী স্বামীকে লজ্জন করে, রাজা তাহাকে দূর করিয়া দিবেন। সর্ব কর্তৃক দ্বিষিতা স্ত্রীকে সকল বিষয়ে অধিকারচ্যুত ও মলিনা করিয়া রাখিবে এবং সেই শৈবিরীকে আহার মাত্র প্রদানে নিত্য নিজ আবাসে বাস করাইবে। কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক দ্বিষিতা নারীর মন্তক যুগুন করিয়া দশটি শিখা রাখিয়া দিবে এবং সর্বদা তাহার পরিধানে মলিন বসন থাকিবে। ব্রাহ্মণ, কজিয় এবং বৈষ্ঠ যথাক্রমে কজিয়, বৈষ্ঠ এবং শূত্র-স্ত্রী গমন করিলে রাজা তাহার উত্তমসাহস দণ্ড করিবেন। বিপ্রের বৈষ্ঠাগমেন, কজিয়ের অস্ত্যজাগমেন মধ্যম সাহস এবং বৈষ্ঠের শূত্রাগমেন প্রথম সাহস দণ্ড হইবে ॥১২৬-১৩৭। হে রাজন! সর্বপর্ণাগমেন রাজ্য-শূত্রের শত, বৈষ্ঠের তাহার বিত্তণ, কজিয়ের বিত্তণ এবং ব্রাহ্মণের চতুর্ভগ দণ্ড করিবেন। অস্বায়বীন্য নারী গমন করিলে যে দণ্ড বিহিত আছে,

মাতা পিতৃষশা ঋণমাতুলানী পিতৃব্যজা ।
 পিতৃব্য-সখি-শিষ্যস্তৌ ভগিনী তৎসখী তথা ।
 ভ্রাতৃত্বার্থ্যাগমে পুত্রোদগত দ্বিগুণে তবেৎ ।
 ভাগিনেয়ী তথা চৈব রাজপত্নী তথৈব চ ।
 তথা প্রব্রজিতা নারী বর্ণোৎকৃষ্টা তথৈব চ ।
 ইত্যগম্যাস্ত নির্দিষ্টান্তাস্ত গমনে নরঃ ।
 শিরস্তোৎকর্ষণং কৃৎস্না তত্ত্ব বধমর্হতি । ১৪২
 চণ্ডালীক ঋণালীক গচ্ছন্ বধমবাগ্নুয়াৎ ৷ ১৪৩
 তির্ধ্যগৃধোনিক গোবর্জ্যামৈধুনং যো নিবেবতে
 বশনং প্রাপ্নুয়াৎ তস্তান্ত ববসোলকম্ ৷ ১৪৪
 সুবর্ণক ভবেদগুণ্য গাং ব্রজন মল্লজোন্তম ।
 বেস্তাগামী দ্বিজো দগুণ্য বেস্তান্তকসমং পণম্
 গৃহীয়াৎ যেতনং বেস্তা লোভাদমস্ত গচ্ছতি ।
 বেতনং দ্বিগুণং দত্তাদগুণং দ্বিগুণং তথা ৷ ১৪৬
 অন্তরুদিশ্চ যো বেস্তাঃ নয়েদমস্ত কারয়েৎ ।

তত্ত্ব দগুণ্য তবেস্তাজন সুবর্ণক চ মাষকম্ ।
 নীহা ভোগার যো দদ্যাৎদাপ্যো দ্বিগুণবেতনম্
 রাজস্ক দ্বিগুণং দগুণ্য তথা ধর্মো ন হীরতে ৷ ১৪৮
 বহুনাং ব্রজতামেকাং সর্কে তে দ্বিগুণং দমম্ ।
 দধ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ সর্কে দগুণ্য দ্বিগুণং পেরম্ ।
 ন মাতা ন পিতা ন স্ত্রী ন ঋণগৃহাভ্যমানবাঃ
 অন্তোন্তঃ পতিতাস্ত্যাজ্য ত্যাগে দগুণ্যঃ
 শতানি যুঃ ৷ ১৫০
 পতিতা গুরবস্ত্যাজ্য ন তু মাতা কথকন ।
 গর্ভধারণপোষাত্যাং তেন মাতা গরীয়সী ৷ ১৫১
 অধীমানোহপ্যনধ্যায়ৈ দগুণ্যঃ কার্ষাপণত্রয়ম্ ।
 অধ্যাপকস্ক দ্বিগুণং তথাচারস্ক সজ্ঞানে ৷ ১৫২
 অমুক্তস্ক ভবেদগুণ্যঃ সুবর্ণস্ক চ কৃকলম্ ।
 ভার্য্যা পুত্রস্ক দাসস্ক শিষ্যো ভ্রাতা চ সৌদরঃ
 কৃতাপরাধান্তর্জ্যঃ স্য রজ্জ্বা বেণুদলেন বা ।

স্বীয় আশ্রিতা নারীগমনে তদপেক্ষা অধিক
 দণ্ড হইবে। পিতৃষশা, মাতৃষশা, ঋণভী,
 মাতুলানী, পিতৃব্যকস্তা, পিতৃব্যসখী,
 শিষ্যের পত্নী, ভগিনী, ভগিনীর সখী এবং
 ভ্রাতৃত্বার্থ্যা-গমনে পুরোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ
 দণ্ডনীয় হইবে। ভাগিনেয়ী, রাজপত্নী,
 প্রব্রজিতা এবং বর্ণোৎকৃষ্টা, ইহারা অগম্যা
 বলিয়া নির্দিষ্ট; যে ব্যক্তি এই সকলে উপগত
 হয়, তাহার শির ছেদন করিয়া তাহাকে বধ
 কার্যে। চণ্ডালী কিংবা কুকুরতোজী চণ্ডাল-
 পত্নী গমনেও বধদণ্ড বিহিত। গোক ভিন্ন
 তির্ধ্যগৃধোনি গমন করিলে তাহার মস্তক-
 হুণ্ডনই দণ্ড; পরন্তু ঐ পণ্ডকে আহারীয়
 ঐদাম করা বিধেয়। হে মল্লজাধিপ! গোক
 গমনে রাজা তাহার সুবর্ণ দণ্ড করিবেন।
 বেস্তাগমন করিয়া বিপ্র বেস্তান্তকের সমান
 দণ্ড দিবেন; বেস্তা যদি বেতন গ্রহণ করিয়া
 লোভবশত অস্ত্র গমন করে, তবে ঐ
 বেস্তা তকের দ্বিগুণ প্রত্যর্পণ করিবে, অধিক
 তকের দ্বিগুণ তাহার দণ্ড হইবে। এক-
 জনের উদ্দেশে বেস্তানয়ন করিয়া যদি ঐ
 বেস্তাকে অন্তের উপভোগের নিমিত্ত নিমুক্ত

করা হয়, তাহা হইলে ঐ নিয়োগকর্তার এক-
 মাষা সুবর্ণ দণ্ড হইবে। বেস্তাকে আনয়ন
 করিয়া উপভোগ না করিলে, দ্বিগুণ শুদ্ধ
 দিতে হইবে, এবং রাজাও তাহার দ্বিগুণ দণ্ড
 করিবেন। ইহাতে ধর্মের অপলাপ ঘটিবে
 না। বহু ব্যক্তি একটী বেস্তাতে উপগত
 হইলে প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ শুদ্ধ দিতে হইবে।
 পরন্তু রাজাকর্তৃক সকলেই পৃথক্ পৃথক্ দ্বিগুণ
 দম দণ্ডনীয় হইবে। মাতা, পিতা, স্ত্রী,
 পুরোহিত ও যজমান পতিত হইলে পরম্পর
 ত্যাজ্য নহেন, ত্যাগ করিলে ছয়শত সুবর্ণ
 দণ্ড বিহিত। পতিত ভুক্ষণ ত্যাজ্য নহেন।
 পরন্তু মাতা অত্যন্ত পাপ কর্ম করিলেও
 কদাচ তাহাকে ত্যাগ করিবে না, কেননা
 তিনি গর্ভধারণ ও পোষণ করেন; একান্ত
 তিনি সকলের ষ্ট্রেট ৷ ১৩৮-১৫১ ৷ নিরীক্ষা দিনে
 অধ্যয়ন কার্যের তিন কাহণ এবং অধ্যাপকের
 তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। আচার পরি-
 ত্যাগেও পুরোক্ত তিন কাহণ দণ্ড বিহিত।
 যে স্থলে দণ্ড জব্যের উল্লেখ নাই, তথায়
 সুবর্ণ কৃকলসই বুঝিতে হইবে। ভার্য্যা, পুত্র,
 দাস, দাসী, শিষ্য, বৈমাত্রেয়াদি ভ্রাতা, এবং

পৃষ্ঠভক্ত শরীরস্ত নোস্তমাত্রঃ কথঞ্চন ॥ ১৫৪
 অতোহস্তথা প্রহরতঃ প্রাপ্তং স্ভাচোরকিবিষম
 দ্যুতিং সমাহ্বয়ংষ্টৈব যো নিষিক্তং সমাচরেৎ ॥
 প্রহরঃ বা প্রকাশঃ বা সাদৃত্যঃ পার্শ্ববেচ্ছয়া
 বাসাংসি কলকৈঃ স্তকৈর্নির্বিজ্যাস্রজকঃ শনৈঃ
 অতোহস্তথা হি কুর্ব্বন্ত দণ্ড্যঃ স্ভাক্ষরমাম্বকম্
 রক্ষাখাধকৃষ্টৈষ্টৈব প্রদেয়ং যৈবিলুপ্যতে ॥
 কর্ণকৈভ্যোহর্ষমাদায় যঃ কুর্ধ্যাৎ করমস্তথা ।
 তস্ত সর্গমমাদায় তং রাজা বিপ্রবাসয়েৎ ॥ ১৫৮
 যে নিযুক্তাঃ স্বকার্ষেবু হস্ত্যঃ কার্য্যাণি কাৰ্য্যাণাম্
 নিযুগাঃ ক্রুরমনসঃ সর্গে কৰ্ম্মাপরাধিনঃ ॥ ১৫৯
 ধনোন্মদা পচ্যমানাস্তান্ নিঃস্বান্ কারয়েন্নৃপঃ ।
 কুটশাসনকর্তৃংস্ প্রকৃত্তীনাঞ্চ দুষকান্ ॥ ১৬০
 স্ত্রী-বাল-ব্রাহ্মণস্ স্ভ বধ্যাদ্বিট্টসেবিনস্তথা ।

সোদয় ইহার। অপরাধ করিলে ইহাদিগকে
 রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া বংশদণ্ড দ্বারা
 শাসন করিবে এবং পৃষ্ঠে আঘাত করিবে;
 পরন্তু উত্তমাত্র মন্তকাঁদিতে কদাচ আঘাত
 করিবে না; ইহার অস্তথা করিলে শাসন-
 কারী চোরবৎ দণ্ডনীয় হইবে। প্রকাশে বা
 গোপনে নিষিক্ত যে ভাবেই হউক, দ্যুত
 বা সমাহ্বয় অর্থাৎ কুকুট যুদ্ধাদি অস্ত্রাশয়
 করিলে, রাজা ইচ্ছানুসারে তাহার
 দণ্ড করিবেন। রজক মনোজ্ঞ কাষ্ঠ
 কিংবা শিলাফলকে বস্ত্র পরিষ্কার করবে,
 না করিলে একমাসা পুর্ব্ব দণ্ডনীয় হইবে।
 আদায়কারী ব্যক্তি ক্রমকগণের নিকট
 হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া রাজকর প্রদান
 না করিলে বা অধিকৃত ব্যক্তি রক্ষককে
 দেয় কর না দিলে রাজা তাহার যাবতীয়
 ধন সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া তাহাকে নির্ধা-
 নিত করিবেন। কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি
 নিয়োগ কর্ত্তার কার্য্য নষ্ট করে, তবে রাজা
 তাঁর ক্ষোভ দ্বারা তাপিত করিয়া সেই সকল
 স্ত্রীপাশ্বীন, কৰ্ম্মাপরাধী ক্রুরমনা ব্যক্তিগণকে
 নির্ধন করিবেন। প্রজাপীড়ক, কুটশাসন-
 কারী, স্ত্রী, বালক, ব্রাহ্মণ, এই সকলের হনন

অমাত্যঃ প্রাড়ুবিবাকো বা যঃ কুর্ধ্যাৎ
 কাৰ্য্যমস্তথা ॥ ১৬১
 তস্ত সর্গমমাদায় তং রাজা বিপ্রবাসয়েৎ ।
 ব্রহ্মস্পৃশ্চ সুরাপাশ্চ তস্করো গুরুতল্লগঃ ॥ ১৬২
 এতান্ সর্গান্ পৃথগ্গাণ্ড্যস্তান্নমহাপাতকিনো নরান্
 মহাপাতকিনো বধ্যা ব্রাহ্মণস্ত বিবাসয়েৎ ॥
 কৃতাচরুঃ স্বদেশাচ্চ শূণু চৈহ্মারুঃ ততঃ ।
 গুরুতল্লগে ভগঃ কার্য্যঃ সুরাপানে সুরাধ্বজঃ ॥
 স্তেনে তু স্বপদং তদ্বদব্রহ্মহণ্যাশিরাঃ পুমান্ ।
 অসন্ত্যাব্যা হসন্তোজ্যা অসংবাহ্য বিশেষতঃ ॥
 ত্যক্তব্যাস্চ তথা রাজন্ জ্যাতি সহ ক-বাস্তবৈঃ
 মহাপাতকিনো বিস্তমাদায় নৃপাতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬৬
 অঙ্গু প্রবেশয়েদগুং বক্রণায়োপপাদয়েৎ ।
 সহোঢ়ং ন বিনা চোরং সাতয়েদ্রিষিকো নৃপঃ ॥
 সহোঢ়ং সোপকরণং সাতয়েদ্রিষিকো নৃপঃ ॥

কারী এবং যাহারা বিঠাভোজী ইহাদিগকে
 রাজা বধ করিবেন। অমাত্য হউন বা প্রাড়ু-
 বিবাকই হউন, ইহার অস্তথাচরণ করিলে
 তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক তাহা-
 দিগকে নির্ধাসিত করিবেন। ব্রহ্মস্পৃশী, সুরাপায়ী,
 তস্কর ও গুরুতল্লগ এই সকল মহাপাতককে
 বধ করিবেন, কিন্তু মহাপাতকিগণ বধ্য
 হইলেও ব্রাহ্মণকে বধ করিবেন না, পরন্তু
 একটী চিহ্ন করিয়া দিয়া তাহাকে স্বদেশ হইতে
 নির্ধাসিত করিবেন। ১৫২—১৬০। অনন্তর
 চিহ্নকৃতি কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর। গুরু-
 তল্লগের ভগাকার, সুরাপায়ীর সুরাধ্বজ,
 তস্করের কুকুরপদ ও ব্রাহ্মঘাতীর কবচ চিহ্ন
 করিবে। হে রাজন্। অসম্বদ্ধপ্রলাপী,
 অভোজ্যভোজী এবং অবিবাহ্যর পাণিগ্রহণ-
 কারী ব্যক্তিগণ জাত, কুটুম্ব, ও বাহুব-
 কর্ত্তক ত্যাজ্য হইবে। মহাপতি স্বয়ং মহা-
 পাতকীর সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া বক্রণের
 উদ্দেশ্যে তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিবেন।
 সপত্নীক চোরকে ধার্মিক রাজা আঘাত
 করিবেন না, পরন্তু অপহৃত উপকরণ-
 সহ ধৃত হইলে বিনা বিচারেই তাহাকে

গ্রামেষপি চ যে কেচিচ্ছোরাণাং ভক্ষ্যদায়কাঃ
ভাণ্ডাবকাশদাষ্টৈব সর্বাঃস্তানপি বাতয়েৎ
রাষ্ট্রেযু রাজ্যাধিকৃতাঃ সামন্তাষ্টৈব দূষকাঃ ॥১৬৯
অভ্যাবাতেষু মধ্যাহ্নাঃ কিপ্রং শাস্তান্ত চোরবৎ
গ্রামঘাতে মঠাভঙ্গে পথি যোবাভিমর্দনে ॥১৭০
শক্তিতো নাভিধাবন্তো নির্দাস্তাঃ সপরিচ্ছদাঃ
রাজ্যঃ কোশাপহর্ষুঃশ্চ প্রতিকূলেষু সংস্থিতান্ ॥
অরীণামুপকর্ষুঃশ্চ বাতয়েদ্বিবর্ধৈবৈবৈঃ ।
শক্তিংকৃত্বা তু যে চৌর্যংরাজ্ঞো কুর্নন্তি তত্বরাঃ
তেষাং হিবা নৃপো হস্তো ভীকৃশূলে নিবেশয়েৎ
তড়াগভেদকং হস্তাদপ্সু শুদ্ধবধেন তু ॥ ১৭৩
যন্ত পূর্যঃ নিবিল্টং স্তাৎ তড়াগস্তোদকং হরেৎ
আগমফাপ্যাপাঃ ভিন্দ্যাৎ সদাপ্যঃ পূর্বশাসনম্

আঘাত করিবেন । গ্রাম মধ্যে যদি কেহ
চোরকে ভক্ষ্য প্রদান করে এবং কোথায়
চুরি করা সুবিধা এই সুযোগ দেখাইয়া দেয়,
রাজা তাহাকেও আঘাত করিবেন । রাজার
অধিকৃত রাষ্ট্র মধ্যে কোন সামন্ত যদি ছুট
হইয়া উঠে বা মধ্যাহ্নসময়েও অভিঘাত উপস্থিত
হইলে রাজা সত্বর মধ্যাহ্নকেই চোরের স্তায়
শাসন করিবেন । গ্রামে কোন উপদ্রব উপ-
স্থিত হইলে গৃহাদির পতনে, এবং পথে
কাহারও দ্বারাকোন রমণী আক্রান্ত হইলে
যাহারা সেই সকল উপদ্রব নিবারণ জন্য
শক্তি অল্পসারে তৎপ্রতি ধাবিত না হয়,
রাজা তাহাদিগকে সপরিচ্ছদ নির্দাসিত করি-
বেন । রাজার ধনাপহরণ, প্রতিকূলে
অভ্যুত্থান, শত্রুর সাহায্য এই সকল করিলে
রাজা বিবিধ আঘাত দ্বারা তাহার হিংসা
করিবেন । মন্ত্রণাপূরক রাজ্যে যে চোর
চুরি করিবে, রাজা তাহার হস্তদ্বয়
ছেদন করিয়া তাহাকে ভীকৃ শূলে আরো-
পিত করিবেন এবং তড়াগজলে নিক্ষেপ
করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে তাহাকে
বধ করিবেন । তড়াগাদির পূর্য সঞ্চিত
জলের অপহরণ বা নুতন সংস্থিত জলের

কোঠাগারায়ুধাগার-দেবাগারবিত্তেদকান্ ।
সমুৎপূজেদ্রাজমার্গে যন্তমধ্যমনাশপি ।
স হি কার্ষাপণং দণ্ড্যন্তৎ সমেধ্যাক শোধয়েৎ ॥
পাপান্ পাপসমাচারান্ বাতয়েচ্ছীভ্রমেব চ ॥
অজঙ্গমোহথবা বৃক্কো গর্ভিণী বাল এব চ ।
পরিভাষণমহন্তি ন চ শোধ্যমিতি স্থিতিঃ ॥ ১৭৭
প্রথমং সাহসং দণ্ড্যো যন্ত মিথ্যা চিকিৎসতে ।
পরুষে মধ্যমং দণ্ডমুত্তমঞ্চ তথোত্তমৈ ॥ ১৭৮
ছত্রস্ত ধ্বজ-যটীনাং প্রতিমানাক ভেদকাঃ ।
প্রীতকুর্নাস্ততঃ সর্বে পঞ্চ দণ্ড্যাঃ শতানি চ ॥
অদৃষিতানাং দ্রব্যানাং দূষণে ভেদনে তথা
মণীনামপি ভেদনে দণ্ড্যঃ প্রথমসাহসম্ ॥ ১৮০
সমক বিষমকৈব কুরুতে মূল্যতোহপি বা ।
সমাপুয়াৎ স বৈ পূর্যঃ দমমধ্যমমেব চ ॥ ১৮১

ভেদ করিলে তাহার পূর্য সাহস দণ্ড
হইবে । কোঠাগার, যুদ্ধাগার বা দেবাগার
ভেদকারী, পাপশীল ও পাপাচরণকারী,
রাজা ইহাদিগকে শীঘ্রই শাসন করিবেন ।
অনাপৎকালে রাজপথে যে ব্যক্তি
অপবিত্র পদার্থ নিক্ষেপ করে, তাহার
এক কাহণ দণ্ড হইবে এবং রাজা তদ্বারা
উহা পরিষ্কার করাইয়া লইবেন । চলিতে অস-
মর্থ, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও বালক—ইহারা এইরূপ
করিলে রাজা বাক্য দ্বারা তাহাদের শাসন
করবেন পরন্তু তদ্বারা শোধন করাইবেন
না । মিথ্যা চিকিৎসাকারীর প্রথম সাহস,
নিন্দিত চিকিৎসায় মধ্যম এবং চিকিৎসা
বিষয়ে অত্যন্ত অপকারকারীর উত্তম সাহস
দণ্ড হইবে । ছত্র, ধ্বজ, যটী এবং প্রতিমা
ভঙ্গ করিলে ভঙ্গকারী দ্বারা উহা নির্দ্বাপ
করাইয়া তার পর তাহার পঞ্চশত সুবর্ণ
দণ্ড করবেন ॥ ১৬৩—১৭৯ ॥ অদৃষিত দ্রব্যের
দূষণ বা ভেদন কিংবা মণিরজাদির ভেদন
করিলে প্রথম সাহস দণ্ড হইবে । দ্রব্য-
দির মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধি করিলে সে
যথাক্রমে পূর্য ও মধ্যম দমপ্রাপ্ত হইবে ।

বহুনানি চ সর্বাণি রাজমাগে নিবেশয়েৎ ।
 কৰ্ষভো যত্র দ্বিত্তন্তে বিকৃত্যঃ পাপকারিণঃ ।
 প্রাকারস্ত চ ভেস্তারঃ পরিখাণাঞ্চ ভেদকম্ ।
 দ্বারাণাঞ্চৈব ভেস্তারঃ কিপ্রং নির্কাসয়েৎপুৰাৎ
 মূলকর্ষাভিচারেযু কর্তব্যো দ্বিশতো দমঃ ।
 অবীজবিক্রয়ী যন্ত বীজোৎকর্ষকশ্চৈব চ ॥১৮৪
 মধ্যাদাতেদকচ্চাপি বিকৃতঃ বধমাণুয়াৎ ।
 সর্ষসঙ্করপাপিষ্ঠং হেমকারং নরাধিপ ॥ ১৮৫
 অস্ত্রায়ে বর্ষমানঞ্চ ছেদয়েন্নবশঃ সুরৈঃ ।
 জব্যাদায় বণিজামনর্ষণেবকচ্ছতাম্ ॥ ১৮৬
 জব্যাণাং দুষকো যন্ত প্রতিচ্ছন্নস্ত বিক্রয়ী ।
 মধ্যমঃ প্রাপুয়াদগুং কূটকর্তা তথোত্তমম্ ॥১৮৭
 রাজা পৃথক্ পৃথক্ কুর্ঘাদগুংকৌত্তমসাহসম্ ।
 শাস্ত্রাণাং যজ্ঞতপসাং দেশানাং ক্ষেপকো নরঃ
 দেবতানাং সতীনাঞ্চ * উত্তমঃ দণ্ডমহীতি ।
 একস্ত দণ্ডপাক্ষ্যে বহুনাং দ্বিগুণো দমঃ ॥১৮৯

সকল প্রকার বধবহুনাং দণ্ড রাজ-
 পথেই নির্কাসিত করিবে। কুৎসিত-
 কর্ণকারী বা পাপকারীর উপদেষ্টা, এবং
 প্রাকার, পরিখা ও দ্বারাভেদক ব্রাহ্মণকে
 নির্কাসিত করিবে। বনৌকরণ আভিচারাদি
 করিলে দ্বিশত পুণ্য দণ্ড হইবে। কুৎসিত
 বীজের বিক্রয় কর্তৃক ও সৌমাভেদক—
 ইহাদিগকে বিকৃতরূপে বধ কারিবে। হে
 রাজন! সকল প্রকার মিশ্র পাপকারী হেমকার
 এবং অস্ত্রায়রূপে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগকে সুর
 দ্বারাঞ্চ ও যন্ত করিয়া কর্তন করা কর্তব্য।
 বণিকের নিকট জব্য গ্রহণ করিয়া, মূল্য না
 দিয়া উহা আটক রাখিলে, কিংবা ঐ জব্য
 দুষিত বা গোপনে বিক্রয় করিলে মধ্যম-
 সাহস দণ্ড প্রাপ্ত হইবে; আর কূটকাণ্ডের
 উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। শস্ত্র, যজ্ঞ, তপস্যা,
 দেশ, দেবতা এবং সাক্ষী স্ত্রী ইহাদের নিন্দায়
 উত্তমসাহস দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। বহুব্যক্তি
 একের দণ্ড-পাক্ষ্য করিলে দ্বিগুণ দম, যাহা

কলহো যদগতো দাপ্যো দণ্ডস্ত দ্বিগুণস্ততঃ ।
 মধ্যমঃ ব্রাহ্মণং রাজা বিষয়াবিপ্রদাসয়েৎ ॥ ১০
 লণ্ডনঞ্চ পলাতক শূকরং গ্রামকুকূটম্ ।
 তথা পঞ্চনখং সর্ষং ভক্ষ্যাদন্তং তু ভক্ষয়েৎ ॥
 বিবাসয়েৎ কিপ্রমেব ব্রাহ্মণং বিষয়াৎ স্বকাৎ ।
 অভক্ষ্যভক্ষণে দণ্ড্যঃ শূদ্রো ভবতি কৃকলম্ ।
 ব্রাহ্মণ-কজ্রিয়-বিশাঃ চতুর্দ্বিগুণং শ্রুতম্ ।
 যঃ সাহসং কারয়তি স দণ্ড্যো দ্বিগুণং দমম্ ॥
 যজ্ঞেবমুক্তাহং দাতা কারয়েৎ স চতুর্ভগম্ ।
 সন্দিষ্টজ্ঞাপ্রদাতা চ সমুদ্রগৃহভেদকঃ ॥ ১১৪
 পঞ্চাশৎপণিকো দণ্ডস্তত্র কার্যো মহীকিতা ।
 অস্পৃষ্টকাস্পৃশমার্থ্যো হহয়োগ্যোহযোগ্যকর্ষক
 পুংস্বহর্তা পশূনাঞ্চ দাসীগর্ভাবনাশকৃৎ ॥ ১১৫
 শূদ্র-প্রব্রজিতানাঞ্চ দৈবে পৈত্রো চ ভোজকঃ ॥
 অত্রজন্ বাঢ়মুক্তা তু তপৈব চ নিমন্ত্রণে ।
 এতে কাষাপণশতং সর্ষে দণ্ড্যা মহীকিতা ॥

হইতে কলহের প্রথম উদ্ভব হয়, তাহারও দণ্ড
 হইবে। অনন্তরকারী পর পর দ্বিগুণ বা
 মধ্যম সাহস দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, ব্রাহ্মণ হইলে
 স্বদেশ হইতে তাহার নির্কাসন দণ্ডই বিধেয়।
 লণ্ডন, গৃধ্রন, শূকর, গ্রামকুকূট, সকল প্রকার
 পঞ্চনখ এবং অস্ত্রান্ত অভক্ষ্য ভক্ষণকারী
 ব্রাহ্মণকে রাজা নীল্রই স্বরাজ্য হইতে নির্কাস-
 ন কারবেন। অভক্ষ্যভক্ষণে শূদ্রের এক
 কৃকল, ব্রাহ্মণ, কজ্রিয় এবং বৈশ্যেঃপ্রযথাক্রমে
 উহার চারি, তিন ও দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। যে
 ব্যক্তি অভক্ষ্য ভক্ষণে উৎসাহিত করে,
 তাহার দ্বিগুণ দম দণ্ড ১৮০—১৯৩। যে আমি
 দাতা, এই বলিয়া অভক্ষ্য ভক্ষণে উৎসাহিত
 করে, তাহার চতুর্ভগ। দাতা দ্বারা আদিষ্ট
 ব্যক্তি দান না কারিলে, এবং সমুদ্র কিংবা গৃহ
 ভেদ করিলে মহীপতি তাহার পঞ্চাশৎ পণ
 দণ্ড কারবেন। পুত ব্যক্তি অস্পৃষ্টস্পর্শন
 কিংবা অক্ষম ব্যক্তি হঃসাধ্যকর্মে হস্তক্ষেপ
 করিলে এবং পশুর পুংস্ব বিনাশ, দাসীর
 গর্ভ নাশ ও প্রব্রজিত শূদ্রের দৈব ও
 পৈত্রকার্যে ভোজন করিলে এবং নিমন্ত্রণ

হুঃখোংপাদি গৃহে জ্রায়ঃ কিপন্ দণ্ড ককসন্ ।
 পিতাপুত্রবিরোধে চ সাক্ষিণাঃ দ্বিশতো দমঃ ।
 স্ত্রীরস্তু তথাধাঃ স্ত্রাং তস্তাপ্যষ্টেশতো দমঃ ।
 তুল্যশাসনমানানাং কুটুম্বানকস্তু চ ।
 এতিশ্চ ব্যবহৃত্য চ স দণ্ডো দমমুত্তমম্ ॥১৯৯
 বিষান্নিদাঃ পতি-গুরু-নিজাপত্য প্রমাপণীম্ ।
 বিকর্ণনাসিকাং ব্যোজীঃ কুহা গোভিঃ প্রমাপয়ে
 গ্রামস্ত দাহকা যে চ যে চ ক্ষেত্রস্ত বেষ্মনঃ ।
 রাজপত্ন্যভিগামৌ চ দত্তব্যাস্তে কটাপ্নিনা ॥২০১
 উনং ব্যাপ্যধিকঞ্চাপি লিখেদ্যো রাজশাসনম্
 পারদারিকচোরং বা মুঞ্চতো দণ্ড উত্তমঃ ॥২০২
 অভিক্ষেপ্য দ্বিজং দ্ব্যা দণ্ড উত্তমসাহসম্ ।
 ক্ষত্রিয়ং মধ্যমং বৈশ্য প্রথমং শূদ্রমর্দ্ধকম্ ॥২০৩
 মৃত্যুং ধনবিক্রেতুর্গুরুঃ তাড়য়তস্তথা ।
 রাজযানানারোহুর্দণ্ড উত্তমসাহসঃ ॥ ২০৪

যো মন্তে তাজিতোহস্মীতিজ্ঞায়েনাপিপরাজিতঃ
 তম্যাস্তঃ পুনর্জিত্বা দণ্ডয়েদ্বিগুণং দমম্ ॥২০৫
 অহ্মানকরো মধ্যঃ স্তাদনাহ্মানে তথাহ্ময়ন্ ।
 দণ্ডিকস্তু চ যো হস্তাদভিগুরুঃ পলায়েতে ॥২০৬
 হীনঃ পুরুষকারেণ তং দণ্ড্যাদাভিকো ধনম্ ।
 প্রেষ্যাপরাধাং প্রেষ্যস্ত স দণ্ড্যাস্তর্দ্ধমেব চ ॥
 দণ্ডার্থং নিয়মার্থঞ্চ নীয়মানেষু বন্ধনম্ ।
 যদি কশ্চিৎ পলায়েত দণ্ড্যাস্তর্দ্ধমেব চ ॥
 অনিন্দিতে বিবাদে তু নখরোমাবতারণম্ ।
 কারয়েদ্যঃ স পুরুষো মধ্যমঃ দণ্ডমর্হতি ॥২০৯
 বন্ধনঞ্চাপ্যবধ্যস্ত বলাশ্রোচয়তে তু যঃ ।
 বধ্যং বিমোচয়েদ্যস্ত দণ্ড্যদ্বিগুণভাগুতবেৎ ॥
 হৃদ্ব্যবহারগাং সত্যানাং দ্বিগুণো দমঃ ।
 স্ত্রাত্তা ত্রিশদ্বিগুণো দণ্ডঃ প্রক্ষেপ্য উদকেভবেৎ
 অল্পদণ্ডেহধিকঃ কৃষ্যাধিপুলে চালমেব চ ॥

স্বীকার করিয়া গমন না করিলে রাজা
 শত কাহন করিয়া দণ্ড বিধান করিবেন ।
 গৃহে পীড়াজনক জ্রব্য নিষ্ক্ষেপকারীর এক
 ককস দণ্ড এবং পিতা-পুত্রের কলহে সাক্ষ্য
 প্রদানকারীর দ্বিশত দম বিহিত । কোন
 মাত্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিলে তাঁহার অষ্টশত
 দণ্ড হইবে । তুল্যদণ্ডের পরিমাণে কুট-
 কারীর পুরুষ দণ্ড, ইহাদিগের সহিত ব্যব-
 হারকারীও উত্তম সাহস দণ্ডে দণ্ডিত হইবে ।
 বিষ দানে নিজ স্বামী, গুরু এবং অপত্যকে
 বধ করিলে, তাহার কর্ণ, নাসা এবং গুঠ
 ছেদন করিয়া গোকুর সহিত বীধিয়া তাহাকে
 বধ করিবে । গ্রাম, ক্ষেত্র এবং গৃহ দাহ
 কিংবা রাজপত্ন্যগমন করিলে উৎকট
 আগ্নেতে তাহাদিগকে দহ্য করিবে । লঘুই
 হউক বা গুরুই হউক, রাজাদেশলিখন-
 কারী যদি পারদারিক বা চোরকে মুক্ত করে,
 তবে তাহার উত্তম সাহস দণ্ড হইবে, ঐ
 ব্যক্তি ক্ষত্রিয় হইলে মধ্যম, বৈশ্য হইলে
 প্রথম সাহস, আর শূদ্র হইলে তদর্দ্ধ । মৃতের
 অঙ্গসংলগ্ন বস্তুর বিক্রেতা, গুরুর তাড়না-
 কারী ও রাজার যান এবং আসনারূত ব্যক্তির

উত্তম সাহস দণ্ড হইবে । স্ত্রায়পূর্বক পরা-
 জিত হইয়াও যে ব্যক্তি নিজকে আমি অজ্ঞেয়,
 ঐরূপ মনে করে, রাজা তাহাকে আসিতে
 দেখিয়া পুনর্বার জয় করিবেন এবং তাহার
 দ্বিগুণ দম দণ্ড করিবেন । সম্মুখে আসিতে
 আদেশ করিলে যে আটসে না, বা খিনা
 আক্রমণ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, অভিযুক্ত
 হইয়া দণ্ডদাতার হস্ত হইতে যে পলায়ন
 করে এবং যাহার পুরুষকারহীন, দণ্ডধর এই
 সকলের ধনদণ্ড করিবেন । প্রেষ্য ব্যক্তি
 প্রেষ্যাপরাধে অর্দ্ধ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে । দণ্ডার্থ
 বা শিষ্টাঙ্গ প্রদান জন্ত আবদ্ধ হইয়া যদি কেহ
 পলায়ন করে, তবে তাহার আটগুণ দণ্ড
 হইবে । শিষ্টতার সহিত বিবাদ করিলেও
 তাহার নখ এবং চোখ উপড়াইয়া দিবে
 এবং এই কার্য্যে উৎসাহদাতার মধ্যম সাহস
 দণ্ড হইবে । বিবাদে অবধ্যের বন্ধন বৈল-
 পূর্বক অবধ্যের মোচনকারীর দ্বিগুণ দণ্ড
 হইবে । বিচার কার্য্যে অমনোযোগী বিচারক
 দিগের দ্বিগুণ দম দণ্ড হইবে । রাজা
 তাহার ত্রিশগুণ দণ্ড করিয়া জলে
 নিষ্ক্ষেপ কাববেন । অল্পাপরাধে অধিক

উনাধিকন্তু তং দণ্ডং সন্তোষ্য দদ্যাৎ স্বকাদৃগৃহাৎ , অষ্টাবিংশত্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ
যাবানবধ্যস্ত বধে তাবান্ বধ্যস্ত রক্ষণে ।

অর্থশো নৃপতের্দুঃস্থস্তথা বধ্যস্ত মোক্ষণে ॥ ২১৩

ব্রাহ্মণং নৈব হস্তাৎ তু সৰ্ব্বপাপেষ্ববস্থিতম্ ।

প্রবাসয়েৎ স্বকাদ্রাষ্ট্রাৎ সমগ্রধনসংযুতম্ ॥ ২১৪

ন জাতু ব্রাহ্মণঃ বধ্যাৎ পাতকহৃদিকং ভবেৎ ।

বস্ত্রাৎ তস্মাৎ প্রযত্নেন ব্রহ্মহত্যাং বিবৰ্জয়েৎ ॥

অদণ্ডান দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ডাংশৈচ বাপ্যদণ্ডয়ন্

অযশো মহদাপ্নোতি নরককাধিগচ্ছতি ॥ ২১৬

জ্ঞাপরাধং পুরুষস্ত রাজা

কালং তথা চানুমতঃ দ্বিজানাম্ ।

দণ্ডেযু দণ্ডং পরিকল্পয়েৎ তু

যো যস্ত বৃদ্ধঃ স সমীক্ষ্য কুৰ্য্যাৎ ॥ ২১৭

ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে রাজধর্ম্মে দণ্ড-

প্রণয়নং নাম সপ্তবিংশত্যধিকত্রিশত-

বা অত্যন্তাপরাধে অল্প দণ্ডকারী সভাগণ
ঋয় গৃহ হইতে এইরূপ নানাধিক দণ্ডের
পূরণ করিবেন। বধ্যের অবধে, অবধ্যের
বধে এবং বধ্যকে ছাড়িয়া দিলে রাজার
অধর্ম্ম হয়। সর্ববিধ পাপে অবস্থিত হই-
লেও ব্রাহ্মণ বধ্য নহে, রাজা সমস্ত ধনসম্পত্তি
সহ তাহাকে ঋয় রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত
করিয়া দিবেন। কদাচ ব্রাহ্মণকে বধ করিবেন
না, ব্রাহ্মণের বধে অত্যন্ত পাতক সঞ্চিত হয়,
অতএব সর্ব প্রযত্নে ব্রহ্মহত্যা পরিত্যাগ
করিবে। অদণ্ডকে দণ্ড প্রদান এবং অপ-
রাধীকে মুক্ত করিয়া রাজা ইহকালে মহা
অযশ প্রাপ্ত হন এবং অন্তিমের নরকে গমন
করিয়া থাকেন। রাজা মানবের অপরাধ
জাত হইয়া যথোপযুক্ত সময়ে ব্রাহ্মণের অহু-
মতি গ্রহণপূর্ব্বক যে যে রূপ অপরাধ করিলে,
স্বয়ং তাহা দেখিয়া দণ্ড ব্যক্তির দণ্ড বিধান
করিবেন। ১১৪—২১৭।

সপ্তবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ২২৭ ॥

মহুরুবাচ ।

দিব্যাস্তরীক্ষভোমেযু যা শান্তিরভিধীয়তে ।

তামহং শ্রোতুমিচ্ছামি মহোৎপাতেষু কেশব ॥

মৎস্ত উবাচ ।

অখাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ত্রিবিধামদ্রুতাদিষু ।

বিশেষণে তু ভোমেযু শান্তিঃ কাথ্যা তথা ভবেৎ

অভয়া চাস্তরীক্ষেষু সৌম্যা দিব্যেষু পার্থিব

বিজিগীষুঃ পরং রাজন্ ভূতিকাশ্চ যো ভবেৎ

বিজিগীষুঃ পরানৈবমভিযুক্তস্তথা পরৈঃ

তথাভিচারশঙ্কায়াঃ শত্রুণামভিনাশনে ॥ ৪

ভয়ে মহতি সম্প্রাপ্তে অভয়া শান্তিরিষ্যতে ।

রাজযশ্মাভিভূতস্ত ক্ষতকৌশল চাপ্যথ ॥ ৫

সৌম্যা প্রশস্তে শান্তির্যজ্ঞকামস্ত চাপ্যথ ।

ভূকম্পে চ সমুৎপন্নে প্লীপ্তে চান্নকয়ে তথা ॥ ৬

অতিপুষ্ট্যামনাবুষ্ট্যাং শলভানাং ভয়েষু চ ।

প্রমত্তেষু চ চৌরেষু বৈকবৌ শান্তিরিষ্যতে ॥ ৭

অষ্টাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়

মহু বলিলেন,—দিব্য, আস্তরীক্ষ এবং
ভোম মহোৎপাত উপস্থিত হইলে, যে সকল
শান্তি করিতে হয়, হে কেশব! আমি তাহা
শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। মৎস্ত উত্তর
করিলেন,—অনন্তর অদ্রুতাদি উপস্থিত
হইলে, যে ত্রিবিধ শান্তি বিহিত, বিশেষতঃ
ভোম মহোৎপাতে যে শান্তি করিতে হয়,
আমি সে সকল বলিতেছি। হে পার্থিব!
আস্তরীক্ষ উৎপাতে অভয়াও দিব্য উৎপাতে
সৌম্যা শান্তি জানিবে। হে রাজন্! যিনি
অত্যন্ত জয়েচ্ছ, ঐশ্ব্যকামী, শত্রুজয়াভি-
লাষী, অপর কর্তৃক অভিযুক্ত, তিনি অভয়া
শান্তি করিবেন এবং অভিচার ক্রিয়ার
ভয় হইলে, শত্রুনাশনে বা মহাভয় উপস্থিত
হইলে, অভয়া শান্তি কর্তব্য। রাজযশ্মাদ্বারা
অভিভূত, যজ্ঞকামী এবং ক্ষত দ্বারা কৌশ-
লদেহ ব্যক্তিগণের পক্ষে সৌম্যা শান্তি
প্রশস্ত। ভূকম্প, ওর্তিক, অতিরিক্ত, অনাবৃষ্টি

পশুনাং মারণে প্রাপ্তে নরাণামপি দারুণে ।
 তুতেষু দৃষ্টমানেষু যৌদ্রী শান্তিস্থেয্যতে ॥৮
 বেদনাশে সমুৎপন্নে জনে জাতি চ নাস্তিকে ।
 অপূজ্যপূজনে জাতে ব্রাহ্মী শান্তিস্থেয্যতে ॥
 ভাবযাত্যাভবেক চ পরচক্রভয়েহপি চ ।
 স্বরাষ্ট্রভেদেহরিবধে যৌদ্রী শান্তিঃ প্রশস্ততে ॥
 ত্র্যচাতিরিক্তে পবনে ভক্ষ্য সর্গবিগাধিতে ।
 বৈকুণ্ঠে বাতজে ব্যাধৌ বায়বী শান্তিঃ ॥৯
 গন্যরুষ্টিভয়ে জাতে প্রাপ্তে বিকৃতিবধণে ।
 জলাশয়বিকারেষু বাকুণী শান্তিরিষ্যতে ॥ ১২
 অভিশাপভয়ে প্রাপ্তে ভার্গবী চ তথৈব চ ।
 জাতে প্রসববৈকৃত্যে প্রাজাপত্য মহাভুজ ॥১৩
 উপহরণাঃ বৈকৃত্যে ত্বাষ্ট্রী পার্থিবনন্দন ।
 বালানাং শান্তিকামস্ত কোমারী চ তথা নৃপ ॥১৪
 কুৰ্য্যাচ্ছান্তিমথাগ্নেয়ীং সম্প্রাপ্তে বহুবৈকুণ্ঠে ।

এবং শলভজনিত ভয়, কিংবা প্রমত্ত চোর-
 গণের উপদ্রব উপস্থিত হইলে বৈকুণ্ঠী
 শান্তি ইষ্ট । পশু ও মনুষ্যগণের দারুণ মরণ
 দেখা দিলে এবং ভৌতিক উৎপাত পরিদৃষ্ট-
 মান হইলে যৌদ্রী শান্তি বিধেয় । বেদের
 অপলাপ কিংবা নাস্তিকগণের প্রাণভাব হইলে
 অথবা অপূজ্যগণ পূজিত হইতে থাকিলে
 ব্রাহ্মী শান্তি কথিত হয় । অভিশেক কালে
 পররাষ্ট্রভয়ের সম্ভাবনা হইলে অথবা স্বীয়
 রাষ্ট্রভেদে কিংবা শত্রুবধে যৌদ্রী শান্তি
 প্রশস্ত । তিন দিনের অধিক কাল প্রবল
 বায়ু বহিলে, সকল ভক্ষ্য বস্তু বিকৃত হইয়া
 দূষিত হইলে কিম্বা, বাতজ ব্যাধি উপস্থিত
 হইলে বায়বী শান্তি কর্তব্য । অনারুষ্টি, অদ্বা-
 ভাদিকবধণ, বা জলাশয়ের বিকার দৃষ্ট হইলে
 বাকুণী শান্তি ইষ্ট । হে মহাবাহো ! অভি-
 শাপ ভয় প্রাপ্ত হইলে ভার্গবী, এবং প্রসব-
 বৈকৃত্য ঘটিলে প্রাজাপত্য শান্তি জানিবে ।
 হে পার্থিবনন্দন ! শাক সবুজী প্রভৃতি
 বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইলে ত্বাষ্ট্রী শান্তি
 জানিবে । হে নৃপ ! শিশুদিগের শান্তি
 কামনায় কোমারী শান্তি এবং বহুবিকৃতি,

আজ্ঞাতঙ্গ তু সজ্ঞাতে তথা ভৃত্যাদিনক্ষয়ে
 অথানাং শান্তিকামস্ত তদ্বিকারে সমুখিতে ।
 অথানাং কাময়ানস্ত গান্ধকী শান্তিরিষ্যতে ॥১৫
 গজানাং শান্তিকামস্ত তদ্বিকারে সমুখিতে ।
 গজানাং কাময়ানস্ত শান্তিরাদিরসী ভবেৎ ॥১৬
 পিশাচাদিভয়ে জাতে শান্তির্বে নৈকুণ্ঠী স্মৃতা ।
 অপমৃত্যুভয়ে জাতে হুঃস্বপ্নে চ তথা স্মৃতে ॥১৭
 যাম্যাস্তু কারয়েচ্ছান্তিঃ প্রাপ্তে তু নরকে তথা
 ধননাশে সমুৎপন্নে কোবেরী শান্তিরিষ্যতে ।
 বৃক্ষাণাঞ্চ তথার্থানাং বৈকুণ্ঠে সমুপস্থিতে ।
 ভূতিকাশস্তথা শান্তিঃ পার্গবীঃ প্রতিযোজয়েৎ
 প্রথমে দিনযামে চ রাত্রৌ বা মনুজোত্তম ।
 হস্তে স্থাতৌ চ চিত্রায়ামাদিত্যে চাশ্বিনে তথা ॥
 অর্ধ্যগ্নি সৌম্যজাতেষু বায়ব্যাস্তুভূতেষু চ ।
 দ্বিতীয়ে দিনযামে তু রাত্রৌ চ রবিনন্দন ॥২২
 পুষ্যাগ্নেয়ে বিশাখাস্তু পিতৃ্যাস্তু ভরগীষু চ ।
 উৎপাতেষু তথা ভাগ্যে আগ্নেয়ীঃ তেষু কারয়েৎ

আজ্ঞাতঙ্গ, ভৃত্যক্ষয় প্রভৃতি সংঘটিত হইলে
 আশ্বিন শান্তি করিতে হইবে । অথ বিকৃত
 হইলে তাহার শান্তির জন্ত এবং অথ প্রাণি
 কামনায় গান্ধকী শান্তি ইষ্ট । হস্তী বিকৃত
 হইলে তাহার শান্তি কামনায় বা হস্ত-প্রাণি
 কামনায় আদ্রিসী শান্তি করিতে হইবে ।
 পিশাচাদিভয়ে নৈকুণ্ঠী শান্তি জানিবে ।
 অপমৃত্যু, হুঃস্বপ্ন, এবং নরক প্রাণি ভয়ে
 যাম্য শান্তি বিধেয় । ধননাশভয়ে কোবেরী
 এবং বৃক্ষ, অর্থ প্রভৃতির বিকৃতি উপস্থিত
 হইলে ঐশ্বর্য্য কামী ব্যক্তি পার্থিবী শান্তির
 অনুষ্ঠান করিবে । ১—২০ । হে মনুজোত্তম !
 দিবসের কিম্বা রাত্রির প্রথম যামে হস্তা,
 স্বাতী, চিত্রা অথবা অশ্বিনী নক্ষত্রে সূর্য্যের
 গমনকালে বায়বাদগে অঙ্কিত উপস্থিত হইলে
 দিবসের বা রাত্রির দ্বিতীয় যামে পুষ্যা,
 বিশাখা কিংবা ভরগী নক্ষত্রে সূর্য্যগমন
 করিলে এবং আগ্নেয় দার্শন্য্যকে অঙ্কিত
 উপস্থিত হইলে আগ্নেয়ী শান্তি করিবে ।

তৃতীয়ে দিনযামে চ রাত্রে চ রবিনন্দন ।
 রোহিণ্যাং বৈকবে ত্রাস্তে বাসবে বৈশ্বদেবতে
 জ্যেষ্ঠাশ্বিনাঞ্চ তথ মৈত্রে যে ভবন্ত্যঙ্কুতাঃ কচিৎ
 ত্রৈলোক্যে তেষু প্রযোক্তব্য্য শান্তী রবিকুলোহহ ॥
 চতুর্থো দিব্যাম চ রাত্রে চা রবিনন্দন ।
 শান্তি পোষ্যাক্ষা চ ত্র্যম্বক ইন্দ্রাশ্বিনা চ দাক্ষিণ্যে ॥ ২৮
 মূলে বকঃ দৈবতো যো ভবন্ত্যঙ্কুতাস্তথা ।
 বারুণী তেষু কষ্টব্য্য মহা শান্তির্মণীকৃতা ॥ ২৭
 মিত্রমণ্ডলবেলাসু যে ভবন্ত্যঙ্কুতাঃ কচিৎ ।
 তত্র শান্তিঃ স্বয়ং কার্যং নিমিস্তেষু চ নাস্তথা ।
 নির্নিমিস্তকৃতা শান্তির্নিমিস্তেনোপযুক্ত্যতে ॥ ২৮

বাণপ্রহার্য ন ভবন্তি যদ্বদ-
 রাজন্ নৃণাং সম্বহনৈরুত্তমানাম্ ।
 দৈবোপঘাতা ন ভবন্তি তদ্বদ-
 ধর্ম্মাস্তানাং শান্তিপরাযণগণাম্ ॥ ২৯

ইতি জীমাৎশ্চে মহাপুরাণেহদ্ব্যুতশান্তি-
 নামাষ্টাবিংশতাদিকবিশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৮ ॥

হে রবিনন্দন! দিবসের বা রাত্রির
 তৃতীয় যামে রোহিণী কিংবা জ্যেষ্ঠানক্ষত্রগত
 সূর্য্যে ঈশানকোণে পূর্বদিকে ও অগ্নিকোণে
 অদ্ব্যুত উপস্থিত হইলে ত্রৈলোক্য শান্তি প্রয়োগ
 করিবে। হে রবিনন্দন! দিবসের বা
 রাত্রির চতুর্থ যামে অশ্লেষা, পুশ্যা, আর্দ্রা
 বা মূলানক্ষত্র গত সূর্য্যে পশ্চিমদিকে অদ্ব্যুত
 উপস্থিত হইলে রাজা মহাশান্তির অনুষ্ঠান
 করিবেন। মধ্যাহ্নকালে অদ্ব্যুত উপস্থিত
 হইলে জুইটী শান্তি করিতে হইবে। নির্নি-
 মিস্তে শান্তি বিধেয় নহে, কেননা নিমিস্তহীন
 শান্তি বিফল হইয়া থাকে। বর্ষ্মারূত কুপ-
 তির দ্বেহে যেমন বাণবিদ্ধ হয় না, তজপ
 হে রাজন্! ধর্ম্মাস্তা শান্তি-পরাযণগণেরও
 বদাচ দৈবোপঘাত উপস্থিত হয় না ॥ ২১—২৯

অষ্টাবিংশতাদিক বিশততম অধ্যায়
 সমাপ্ত । ২২৮ ।

একোনিত্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায় ।

মহুরুবাচ ।

অদ্ভুতানাং ফলং দেব শমনক তথা বন ।
 ত্বং হি বেৎসি বিশালাক্ষ জ্যেয়ং সর্বমশেষতঃ ॥

মৎস্তা উবাচ ।

অত্র তে বর্ণিষ্যামি যত্বাচ মহাতপাঃ ।
 অহ্ময়ে বৃদ্ধগর্গস্ত সর্বধর্ম্মভূতাং বরঃ ॥ ২
 সরস্বতাং সুখাসীনঃ গর্গঃ শ্রোতসি পার্থিব ।
 পপ্রচ্ছাসৌ মহাতেজা অত্রির্মুনিজনাপ্রথম ॥ ৩
 অত্রিুরুবাচ ।

নশ্রুতাং পূর্বরূপাণি জনানাম্ কথয়ন্ত মে ।
 নগরাণাং তথা রাজ্ঞাং ত্বং হি সর্বং বদন্ত মাম্ ॥
 গর্গ উবাচ ।

পুরুষাপচারান্নিত্যতমপরজ্যস্তি দেবতাঃ
 ততোহপরগাদ্দেবানামুপসর্গঃ প্রবর্ততে ॥ ৫
 দিব্যাস্তরীক্ষভৌমক জিবিধঃ সম্ভবীর্জিতম্ ।
 গ্রহক্ষৈবকৃতং দিব্যমাস্তরীক্ষং নিবোধ মে ॥ ৬

উনিত্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায় ।

মহু বলিলেন,—হে দেব! অদ্ভুতের
 ফল এবং তাহার উপশমোপায় বলুন ।
 হে বিশালাক্ষ! আপনিই অশেষরূপে সে
 সকল অবগত আছেন। মৎস্ত বলিলেন,—
 সকল ধর্ম্মিকগণের শ্রেষ্ঠ মহাতপাঃ বৃদ্ধ গর্গ,
 অত্রি মুনিকে এ বিষয় যাহা বলিয়াছেন,
 আমি তোমার নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি ।
 হে পার্থিব! ঐ মহাতেজা অত্রি সরস্বতী-
 নদীতটে সুখোবিষ্ট জনপ্রিয় গর্গকে
 জিজ্ঞাসিলেন। অত্রি কহিলেন,—নাশোন্মুখ
 মহুনা, নগর এবং রাজার পূর্ববস্থা আমার
 নিকট কীর্তন করুন। গর্গ উত্তর করিলেন,
 —পুরুষের নিয়ত অপচারে দেবগণ কষ্ট
 হন। অনন্তর দেবগণ কষ্ট হইলে উপসর্গ
 উপস্থিত হইয়া থাকে। এই উপসর্গ ত্রিবিধ
 কথিত হয়,—দিব্য, আস্তরীক্ষ ও ভৌম!
 তন্মধ্যে গ্রহ ও নক্ষত্র বিকৃত হইলে দিব্য ও

উৎপাতো দিশাঃ দাহঃ পরিবেষন্তথৈব চ ।
 গন্ধর্জনগরৈধৈব বৃষ্টিশ্চ বিকৃতা তু যা ॥৭
 এবমাদৌনি লোকেহ্মরাষ্ট্ররৌক্ষঃ বিনির্দ্দিশেৎ
 চর-স্থিরভবো ভৌমো ভূকম্পশ্চাপি ভূমিজঃ ॥
 জলাশয়ানাং বৈকৃত্যং ভৌমঃ তদপি কৌর্ভিতম্
 ভৌমে ব্লক্ষ্যমানঃ জেয়ঃ চিরেণ চ বিপচাতে ॥
 অভ্রকঃ মধ্যফলদঃ মধ্যকালফলপ্রদম্ ।
 অদ্ভুতে তু সমুৎপন্নৈ যদি বৃষ্টিঃ শব্দা ভবেৎ ॥
 সপ্তাহান্তান্তরে জেয়মদ্ভুতং নিফলং ভবেৎ ।
 অদ্ভুতস্ত বিপাকশ্চ বিনা শাস্ত্যা ন দৃষ্টতে ॥ ১১
 ত্রিভবৈধৈস্তথা . জেয়ঃ সূক্ষ্মভয়কারকম্ ।
 রাজ্যঃ শরীরে লোকে চ পুরদ্বারে পুরোহিতে
 পাকমাণ্ডিতে পুত্রৈব তথা বৈ কোশবাহনে ।
 ঋতুসভাবাদ্রাজ্যে ভবন্ত্যদ্ভুতসংজ্ঞতাঃ ॥১৩
 শুভাবহান্তে বিজ্ঞেয়াস্তাশ্চ মে গদতঃ শৃণু ।
 বজ্রাশনি-মহৌকম্প-সঙ্ঘাতানিঘাতনিশ্বনাঃ ॥১৪

পরিবেষ-রজো-ধূম-রক্তাকীর্ণমরোদয়াঃ ।
 জ্যোতির্মকরেন্নেহো বহণঃ সকলজন্মঃ ।
 গো-পাক-মধুবৃষ্টিশ্চ শুভানি মধু মাধবে ॥১৫
 ঋকোৎপাতকলুষঃ কপিলার্কে নুমণ্ডলম্ ॥১৬
 কৃকবেতঃ তথা পীতঃ ধূসরধ্বান্তগোহতম্ ।
 রক্তপুষ্পারণং সাক্ষ্যং নভঃ ক্ষুদ্র ববোপমম্ ॥ ১৭
 সারিতাক-ধূসংশোষণঃ দৃষ্টো গ্রীষ্মে শুভঃ বাদেৎ
 শক্রাঘ্রপত্রীবেষঃ বিহ্বল্কাধরোহণম্ ॥১৮
 কম্পোদর্ভনবৈকৃত্যং হসনং দারণঃ ক্রিতেঃ ।
 নদ্যোদগানসরসাং বিধূন-ভরণ-প্রবাহঃ ॥১৯
 শৃঙ্গশাক বরাহাণাং বর্ষাসু শুভমিষ্যতে ।
 শীতানিলতুষারহঃ নর্দনঃ-মৃগ পক্ষিপাম্ ॥২০
 রক্ষো ভূত-পিশাচানাং দর্শনং বাগমাহুযী
 দিশো ধূমাককারাশ্চ সনতো-বন-পর্জতাঃ ॥২১
 উচ্চেঃ সূর্য্যোদয়াস্তৌ চ হেমন্তে শোভনাঃ
 স্মৃতাঃ ।

আন্তরীক্ষ উপদ্রব ইয় জানিবে । উৎপাত, দিগ্-
 দাহ, কিংবা মণ্ডল দ্বারা চল ও সূর্য্যের পরি-
 বেষ্টন, আকাশে গন্ধ বনগর দর্শন ও বিকৃতরূপে
 বৃষ্টিবর্ষণ ইত্যাদি লোকে আন্তরীক্ষ উপসর্গ
 বলিয়া নির্দ্দিষ্ট । স্বাবর ও জঙ্গম জনিত, ভূমি
 হইতে জাত ভূকম্পন এবং জলাশয়ের বিকৃতি
 এই সকল ভৌম । ভৌম উপসর্গ অল্প ফলদ
 এবং অল্প কালেই উহা বিপাক প্রাপ্ত হয়; আন্ত-
 রীক্ষ উপদ্রব মধ্য-ফলদ, অর্থাৎ মধ্যকালে
 ফল প্রদান করে; অদ্ভুত সাংপন্ন হইলে
 যদি শুভ বৃষ্টিপাত হয়, তবে সপ্তাহ
 মধ্যেই উহা নিফল হইয়া যায় । বিনা
 শাস্তিতে অদ্ভুতর বিপাক দৃষ্ট হয় না ।
 কখনও মহাভয়কর উপদ্রব তিন বৎসর কাল
 বিস্তমান থাকে । রাজ্যের শরীরে, সাধারণ
 মানবে, পুরদ্বারে বা পুরাদিতে, পুত্রে
 কিংবা কোষস্থানে ইহা বিপাক প্রাপ্ত হয় ।
 ঋতুর স্বভাবে যে সকল উপদ্রব সমুদ্ভূত
 হইয়া থাকে, হে রাজেন্দ্র ! সে সকল শুভা-
 বহ জানিবে । তুমি আমার নিকট এই
 সকল শ্রবণ কর । অশনিপতন, ভূকম্প,

সঙ্ঘাসময়ে বজ্রনির্ঘোষ, সূর্য্য-চন্দ্র-মণ্ডল
 বেষ্টন, রজঃ ও ধূমোদগম, উদয় এবং অস্ত-
 সময়ে রক্তমসূর্য্য; বৃক্ষ ভগ্ন হইয়া রসক্ষরণ,
 ফলবান বৃক্ষের বাহুল্য এবং গো, পক্ষী ও
 মধুর বৃদ্ধি—বসন্ত ঋতুতে এই সকল শুভা-
 বহ । ১—১৮। কলুষকর নক্ষত্র ও উৎপাত,
 কপিলবর্ণ, সূর্য্যমণ্ডল সঙ্ঘাতকালীন অকাশ—
 যেত, কৃক, পীত, ধূসর, অন্ধকার,
 লোহিত, রক্ত পুষ্পের স্থায় অরুণ, ক্ষুদ্রার্ণব-
 সদৃশ এবং নদীনিচয়ের জল শুষ্ক হইয়া
 যাওয়া, গ্রীষ্ম ঋতুতে এই সকল দেখিয়া
 ইহা শুভাবহ বলিয়া কৌর্ভন করিবে । ইন্দ্রাঘ্র
 পরিধি, উচ্চ এবং বিহ্বাতে প্রাহর্জাব, কল্প,
 উদর্ভন, বিকৃত হাস, ক্রিতির দারণ, নদী
 ও সরোবরের অল্পজলতা, সেতু প্রভৃতির
 কম্পন, শৃঙ্গী জন্তু এবং বরাহ—বর্ষা ঋতুতে
 এই সকল শুভশাস্তী । শীতল বায়ু, হিম,
 মৃগ ও পক্ষিগণের নর্দন, রক্ষোভূত-পিশাচ-
 দর্শন, দৈববাণী, আকাশ, বন ও পর্জত
 সহ ঐ দিক্ সকল ধূমাককার, উচ্চে
 সূর্য্যোদয় ও অস্ত, এই সকল হেমন্ত ঋতুতে

দিব্যস্ত্রীৰূপগন্ধৰ্ব-বিমানাদ্ভুতদৰ্শনম্ ॥২২
 গ্রহ-নক্ষত্র-তারাবাং দৰ্শনং বাগমাসুখী ।
 গীতবাদিত্তিনিৰ্বোধো বন-পৰ্বত সান্নয়ু ।
 শস্ত্রবুদ্ধী রসোৎপত্তিঃ শরৎকালে শুভঃ স্মৃতাঃ
 হিমপাতানিলোৎপাত-বিক্রপাদ্ভুতদৰ্শনম্ ॥২৪
 কৃষ্ণাঙ্গনাভমাকালং তায়োকপাতপিঞ্জরম্ ।
 চিত্রগভোদ্রবঃ স্ত্রীষু গোহজামৃগপক্ষিব ।
 পত্রাঙ্কুরলতানাকং বিকারাঃ শিশিরে শুভাঃ ॥ ২৫
 ঋতুঋতাবেন বিনাদ্ভুতশ্চ
 জাতশ্চ দৃষ্টশ্চ তু নীরমেব ।
 যথাগমঃ শান্তিরনন্তরস্ত
 কাৰ্ঘ্য যথোক্তা বসুধাধিপেন ॥২৬
 ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণেহ্দ্ভুতশাস্তি-
 কোৎপত্তির্নামৈকোনত্রিংশদধিকদ্বিশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৯ ॥

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ

দেবভার্গাঃ প্রনৃত্যন্তি বেপশ্চে প্রজলন্তি চ ।
 বমস্তায়িং তথা ধূমঃ স্নেহঃ রক্তং তথা বসাম্ ॥১
 শোভন জানিবে । দিব্য স্ত্রী, গন্ধৰ্ব, বিমানে
 অদ্ভুত দৰ্শন, গ্রহ-নক্ষত্র-তারার দৰ্শন,
 দৈববাণী, বন পৰ্বত ও পৰ্বত সান্নদেশে
 গীত বাদ্যধ্বনি, শস্ত্র বুদ্ধি ও রসের উৎপত্তি,
 শরৎ ঋতুতে শুভাবহ । শিশির পতন, বায়ুর
 উৎপাত, বিক্রপ অদ্ভুত দৰ্শন, কৃষ্ণাঙ্গনভিত্ত
 পিঞ্জরবৎ নভোমণ্ডল, নক্ষত্রোৎপাত,
 স্ত্রী এবং গো-অঙ্গ-অশ্ব-মৃগ ও পক্ষীর বিচিত্র
 গভোদ্রব, পত্রাঙ্কুর ও লতার বিকার—শিশির
 ঋতুতে শুভ । ঋতুঋতাব ভিন্ন দৃষ্ট অদ্ভুত
 সমুদ্ভূত হইলে, বসুধাধিপ শাস্ত্রানুসারে
 সহর যথোক্ত শাস্তি বিধান করিবেন ॥১৬—২৬
 উনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২২৯॥

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

গর্গ কহিলেন,—দেবপ্রতিমাসমূহ নৃত্য
 করিলে; কল্পিত বা প্রজলিত হইলে,

আরটন্তি রূপন্তোতাঃ ত্রিবিদ্যাস্তি হসন্তি চ ।
 উত্তিষ্ঠন্তি নিষীদন্তি প্রধাবন্তি ধমন্তি চ ।
 ভূরূতে বিক্ষিপন্তে বা কোষপ্রহরণধ্বজান ।
 অবাঙ্কুখা বৈ ভবন্তি স্থানাং স্থানং ভ্রমন্তি চ ॥৩
 এবমাত্মা হি দৃষ্টান্তে বিকারাঃ সহসোখিতাঃ ।
 লিঙ্গায়তনবিপ্রেসু তত্র বাসঃ ন রোচয়েৎ ॥৪
 রাজ্ঞো বা ব্যসনং তত্র স চ দেশো বিনশ্চতি ।
 দেবযাত্রাসু চোৎপাতান দৃষ্ট্বা দেশভয়ং বদেৎ
 পিতামহস্ত হর্ষোষু তত্র বাসঃ ন রোচয়েৎ ।
 পশুনাং রুদ্রজং জেয়ং নৃপাণাং লোকপালজম্ ॥
 জেয়ং সেনাপতীনাঞ্চ যৎ স্ত্রীং স্বন্দবিশাখজম্
 লোকানাং বিষ্ণুবশীজ-বিশ্বকর্মান্মুদ্রবম্ ॥৭
 বিনায়কোদ্রবঃ জেয়ং গণানাং যে তু নায়কঃ ।
 দেবপ্রেষ্যামুপপ্রেষ্যা দেবস্ত্রীভিনূপস্থিয়ঃ ॥৮
 বাসুদেবোদ্রবঃ জেয়ং গ্রহাণামেব নাস্তথা ।

অগ্নি, ধূম, স্নেহ, রক্ত বা বস। বমন
 করিলে, বিচরণ বা রোদন করিলে,
 ঘর্ম্মাক্ত হইলে, হাসিলে, উঠিলে, বসিলে,
 প্রধাবিত হইলে, ভীতি প্রদর্শন বা ভোজন
 করিলে, কোষ প্রহরণ ধ্বজ ইত্যন্ত
 বিক্ষিপ্ত করিলে, নীচমুখ হইলে, একস্থান
 হইতে অন্তত্র গমন করিলে,—লিঙ্গ, আয়-
 তন বা বিপ্রে সহসা এই সকল বিকার পরি-
 দৃষ্ট হইলে সেখানে বাস করবে না । এই
 সকল বিকারে হয় রাজার বিপদ না হয় রাজ্য
 বিনষ্ট হইবে । দেবযাত্রায় উৎপাত দেখিলে
 দেশভয় জানিবে । তথায় পিতৃপিতামহের
 প্রতিষ্ঠিত আবাস হইলেও সেখানে বাস
 করবে না । পশুদিগের উপদ্রব রুদ্রজ
 জানিবে, নৃপগণের লোকপালজ, সেনাপতি
 সমূহের স্বন্দ-বিশাখজ, সাধারণ মানুষের বিষ্ণু
 বসু ইত্য ও বিশ্বকর্মান্মুদ্র এবং গণনায়কগণের
 উপদ্রব বিনায়কজ বলিয়া বুঝিতে হইবে ।
 দেবপ্রেষ্য হইতে নৃপপ্রেষ্যাগণ এবং দেবস্ত্রীগণ
 কর্তৃক নৃপ রমণীগণ উপদ্রুত হইয়া থাকেন ।
 ১—৮। গ্রহদিগের এই সকল উপদ্রব নিঃশং-

দেবতানাং বিকারেষু শ্রুতিবেদ্য পুরোহিতঃ ॥

দেবতার্চ্ছান্ত গচ্ছা বৈ স্নানমাচ্ছাদ্য ভূষয়েৎ ।

পূজয়েচ্চ মহাভাগ গন্ধমাল্যান্নসম্পদা ॥১৮

মধুপর্কেণ বিধিবৎপতিষ্ঠেদনস্তরম্ ।

পুরোধা জুতয়াবহৌ সপ্তরাত্রমতজ্জিতঃ ॥১৯

বিপ্রাশ্চ পূজ্যা মধুরান্নপানৈঃ

সদক্ষিণং সপ্তদিনং নরেষু ।

প্রাপ্তেহষ্টমেহহি ক্রিতি-গোপ্রদানৈঃ

সকাঞ্চনৈঃ শান্তিমূপৈতি পাপম্ ॥২০

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণেহুতশাস্তাবর্চনাধি-

কারো নাম ত্রিংশদধিকদ্বিশত-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

অনগ্নিদীপ্যতে যত্র রাষ্ট্রে যন্ত নিরিক্ষনঃ ।

ন দীপ্যতে চেক্ষনবান্ তজ্জাষ্ট্রং পীড়্যতে নৃপৈঃ

সম্ বাসুদেবোক্তব বলিয়া জানিবে । দেবতা-
গণের বিকার ভাব উপস্থিত হইলে বেদবিৎ
পুরোহিত দেবমন্দিরে গমন করিয়া প্রতিমাকে
স্নান ও আচ্ছাদন করাইয়া ভূষিত করিবেন
এবং হে মহাভাগ ! গন্ধ মাল্য অন্ন প্রভৃতি
উপহার দ্বারা প্রতিমার পূজা করিবেন ।
অনন্তর অতজ্জিত পুরোহিত মধুপর্ক দ্বারা
বিধিবৎ অর্চনা করিয়া সপ্তরাত্র আগ্নিতে
আহুতি প্রদান করিবেন ; সপ্তমদিনে
দক্ষিণাসহ মধুর অন্ন পানাদি দ্বারা বিপ্র-
গণকে পূজা করিবেন এবং হে নরেষু !
অষ্টম দিনে সুবর্ণসহ ভূমি ও গোপ্রদান দ্বারা
বিপ্রগণ অর্চিত হইলে পাপ উপশমিত
হইবে । ১—১২ ।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

গর্গ কহিলেন,—ঋত্বাক্ষ রাজ্য বিনা
অগ্নিতে দগ্ধ হয়, যেস্থান নিরিক্ষন,

প্রজ্জলেদপু মাংসং বা তথার্জং বাপি কিঞ্চন ।

প্রাকারঃ তোরণং দ্বারং নৃপবেশ্য পুরালয়ম্ ॥২

এতানি যত্র দীপ্যন্তে তত্র রাজ্যো ভয়ং ভবেৎ

বিহ্যতা বা প্রদহন্তে তদাপি নৃপতের্ভয়ম্ ॥৩

অনৈশানি তমাংসি স্যুর্বাণি পাংশুরজাংসি চ ।

ধূমশ্চানগ্নিজ্যো যত্র তত্র বিন্দ্যান্নহাতরম্ ॥৪

তড়িৎ অনভ্রে গগনে ভয়ং স্তাদৃক্বর্জিতে ।

দিবা সত্যরে গগনে তথৈব ভয়মাদিশেৎ ॥৫

গ্রহনক্ষত্রবৈরুভ্যে তারাবিষমদর্শনে ।

পুরবাহনযানেষু চতুষ্পাদযুগপক্ষিষু ॥ ৬

আয়ুধেষু চ দৌণ্ডেষু ধমায়ুশ্চ তথৈব চ ।

নির্গম্যুশ্চ কোশাচ্চ সংগ্রামভয়মুলো ভবেৎ ।

বিনাগ্নিং বিস্কুলিক্লেপ্ত দৃষ্টন্তে যত্র কুজটিং ।

যতাবাচ্ছাপি পূর্ধ্যন্তে ধনুর্বি বিরুতানি চ ॥৮

যেখানে অগ্নি প্রজ্জলিত হয় না, অপর নৃপ
কর্তৃক সেই রাজ্য লীড়িত হইয়া থাকে ।
যেস্থানে জলে মাংস দগ্ধ হয়, অথবা
রাজ্যের কোন অংশ পুড়িয়া যায়, কিংবা
প্রাকার, তোরণ, দ্বার, রাজগৃহ ও দেবা-
লয় যেখানে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ ভূপতির ভয়
হইয়া থাকে । বিহ্যৎ-অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও
সেখানে রাজ্যের ভয় হয় । পাংশু ও রজঃ
দ্বারা যেখানে দিনেও রাজ্যের মত অস্তকার
হয়, বিনা অগ্নিতে যেখানে ধূম দেখা যায়,
সেস্থানে মহাভয় উপস্থিত বুঝিতে হইবে ।
দিবসে আকাশ নক্ষত্রবৃক্ক হইলে তাহাও
মহাভয়ের সূচক হইয়া থাকে । গ্রহ ও
নক্ষত্রগণ বিরুত-ভাবাপন্ন হইলে ; তারা-
গণ বিষমরূপে মর্দিত হইতে থাকিলে ; পুর,
বাহন, যান,—এ সকলে চতুষ্পদ যুগ ও
পক্ষিগণ পারদৃষ্ট হইলে ; প্রদীপ্ত অস্ত্র শস্ত্র
সকল মলিন হইলে, কোষগার হইতে ধন রত্ন
অপসৃত হইতে থাকিলে, বুঝিতে হইবে, লীড়্যই
ভূমূলসংগ্রাম উপাস্ত হইবে । ১-৭ । বিনা
অনলে যেখানে সেখানে অগ্নিস্কুলিক অব-
লোকিত হইলে, ৮ যতাব হইতে ১৩ হইয়া,

বিকারশাস্ত্রাধাণাঃ স্তাৎ তত্র সংগ্রামাদিশেৎ ।
ত্রিরাত্রোপোষিতস্তাত্র পুরোধাঃ সুসমাহিতঃ ॥১০॥
সমাহিতঃ কীরবুক্ষাণাঃ সর্বপৈশ্চ যুতেন চ ।

হোমঃ কুর্ঘ্যাদগ্নিমন্ত্রৈর্ব্রাহ্মণাঃ সৈব ভোজয়েৎ ॥

দত্বাৎ সুবর্ণক তথা বিজ্ঞেভ্যো

গাটৈশ্চ বহ্নাণি তথা ভুবক

এবং কৃতে পাপমুপৈতি নাশঃ

যদগ্নিবৈকৃত্যভবঃ বিজ্ঞেস্ত ॥ ১১ ॥

ইতি ক্রীমাৎশ্চে মহাপুরাণেৎকৃতশাস্ত্রাবগ্নি-
বৈকৃত্যং নানৈকাত্মশদধিকাবিশত-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩১ ॥

ষাত্রিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

পুরেষু যেষু দৃষ্টস্তে পাদপা দেবচৌদিতাঃ ।
কদম্বো বা হসম্বো বা শবম্বো বা রসান্ বহ্নু
অরোগা বা বিনা বাতঃ শাখাঃ মুকুল্যথ ক্রমাঃ

যহু সকল আপুরিত হইলে, আয়ুধ সকল
বিকার-ভাবাপন্ন হইলে,—সংগ্রামের সূচক
হইয়া থাকে । এই সকল উৎপাত উপস্থিত
হইলে সুসমাহিত পুরোধিত ত্রিরাত্র উপবাসী
ধাকিয়া কীরবুক্ষের সমিধ ও সর্বপ দ্বারা অগ্নি
মন্ত্রে হোম কারবেন এবং ব্রাহ্মণ ভোজনও
করাইতে হইবে । বিজগণকে সুবর্ণ, গো,
বহু, 'হুমি দান করিতে হইবে, এইরূপ
কারলেই হে বিজ্ঞেস্ত ! অগ্নিবিকৃত পাপ নাশ
প্রাপ্ত হইবে । ৮—১১ ।

একত্রিংশদধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষাত্রিংশদধিকাবিশততম অধ্যায় ।

গর্গ বলিলেন,—পুরমধ্যে যে সকল
দেবাধিষ্ঠিত পাদপ দৃষ্ট হয়, উহার হান্ত,
রোদন বা বহু রস করণ করিলে, বিনা বায়ুতে
বা বিনা রোগে শাখা ভঙ্গ হইলে

কলং মূলং তথা কালং দর্শয়ন্তি ত্রিহাধনাঃ ॥ ২ ॥
পুষ্পবৎ স্বং দর্শয়ন্তি কলং পুষ্পং তথাস্তরে ।

কীরং স্নেহং তথা রক্তং মধু তোয়ং শবন্তি চ

শয্যস্তারোগাঃ সহসা শুকা রোগস্তি বা পুনঃ

উত্তিষ্ঠন্ত্যেহ পতিতাঃ পতাস্ত চ তথোন্মিতাঃ ॥ ৪ ॥

তত্র বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মন্ বিপাকং কলমেব চ ।

রোদনে ব্যাধিমভ্যেতি হসনে দেশবিভ্রমম্ ॥ ৫ ॥

শাখা প্রপতনং কুর্ঘ্যৎ সংগ্রামে যোবপাতনম্

বালানাং মরণং কুর্ঘ্যাদ্বালানাং বালপুষ্পতা ॥ ৬ ॥

স্বরাষ্ট্রেভেদং কুরুতে কলপুষ্পমথাস্তরে ।

কম্বঃ সর্বত্র গোক্ষীরে স্নেহে হৃর্ত্তকলক্ষণম্ ॥

বাহনাপচয়ং মস্ত্রে রক্তে সংগ্রামাদিশেৎ ।

মধুশ্রাবে ভবেদ্যাদির্জনশ্রাবে ন সর্ষতি ॥ ৮ ॥

অরোগশোষণং ত্রেয়ং ব্রহ্মন্ হৃর্ত্তকলক্ষণম্ ॥

শুক্ষেষু সস্ত্রঃ স্ত্রাৎ বোধ্যমন্নক হীয়তে ॥ ৯ ॥

উথানে পতিতানাক ভয়ং ভেদকরং ভবেৎ ॥

এবং তিন বৎসরের বৃক্ষ অকালে ফলে ফুলে
পরিশোভিত হইলে, বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে কোন
কোনটী বা পুষ্পবৎ স্বায় কল-পুষ্প ধারণ
করিলে অথবা কীররস, রক্ত, মধু কিম্বা জল-
করণ করিলে ; বিনা রোগে শুক হইলে ;
সহসা শুক হইয়া পুনরায় অকুরিত হইলে ;
একবার পড়িয়া গিয়া উঠিলে কিংবা উঠিয়া
পড়িলে ; এ বিষয়ের পরিণামে যেরূপ কলা-
ফল হয়, হে ব্রহ্মন্ ! তোমার নিকট তাহা
বলিতেছি । রোদনে ব্যাধি সমুদ্ভূত হয়, হাস্তে
দেশনাশ, শাখাপতনে বৃক্ষে যোবপতন,
বালবৃক্ষ পুষ্পিত হইলে বালকের মরণ এবং
কল-পুষ্পাঘাত হইলে স্বরাষ্ট্রে ভেদ ঘটিয়া ।

থাকে । গো ক্ষীর করণ করিলে সর্বত্র কম্ব,
ও স্নেহ করণে হৃর্ত্তক লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়
এবং মদ্যে বাহন নাশ ও রক্তকরণে বৃক্ষ
ব্যাধিয়া থাকে । মধুশ্রাবে মহাব্যাধি, জল-
শ্রাবে অনারুষ্টি হয় । হে ব্রহ্মন্ ! রোগহীন
শোষণে হৃর্ত্তক লক্ষণ জানিতে হইবে ।
শুকবৃক্ষের পুনরায় অকুরোদগমে বোধ্যের
এবং স্নেহের হানি হয়, পতিত বৃক্ষের পুনরু-

স্থানাং স্থানন্ত গমনে দেশভঙ্গস্তথা ভবেৎ ।
অলংঘ্যপি চ বৃক্ষেষু কদংঘ্যপি ধনক্ষয়ম্ ।
এতং পুজিতবৃক্ষেষু সৰ্বং রাজ্ঞো বিপত্ততে ।
পুষ্পে কলে বা বিকৃতে রাজ্ঞো মৃত্যুঃ

তথাदिशेत् ।

অন্তেষু চৈব বৃক্ষেষু বৃক্ষোৎপাতেষতন্ত্রিতঃ ।
আচ্ছাদয়িত্বা তং বৃক্ষং গন্ধমাল্যৈर्वিকূষয়েৎ ।
বৃক্ষোপরি তথা চ্ছত্রং কুৰ্ব্ব্যাৎ পাপপ্রশান্তয়ে ।
শিবমভ্যর্চয়েদেবং পশুঞ্চানৈব নিবেদয়েৎ ।
রুদ্রভ্য ইতি বৃক্ষেষু হস্তা রুদ্রং জপেৎ ততঃ ।

মধ্বাজ্যধুস্তেন তু পায়সেন

সম্পূজ্য বিপ্রাংশ্চ ভুবঞ্চ দত্তাৎ ।

গীতেন নৃত্যেন তথার্চয়েৎ তু

দেবং হরং পাপবিনাশহেতোঃ ॥ ১৫

ইতি জীমাংশ্চ মহাপুরাণেহদ্ধৃতশাস্ত্রো বৃক্ষোৎ-
পাতপ্রশমনং নাম ত্রয়সিংশদধিকবিশত-
তমোধ্যায়ঃ ॥ ২০২ ॥

খানে ভেদকর ভয় হয়, একস্থান হইতে
অন্তত্র গমনে দেশভঙ্গ, বদল দধ হইতে
থাকিলে এবং রোদন করিলে ধনক্ষয় হইয়া
থাকে । বৃক্ষের কল বা পুষ্প বিকৃত হইলে
রাজার মরণ হয়; দেবপুজিত তরু হইতে
রাজার এই সকল বিপদ ঘটে; অতএব
অতন্ত্রিত রাজা ঐরূপ এবং অস্তান্তরূপ
উৎপাতযুক্ত বৃক্ষকে আচ্ছাদন করিয়া গন্ধ-
মাল্য দ্বারা বিকূষিত করিবেন এবং পাপ-
শাস্তির নিমিত্ত বৃক্ষোপরি একটি ছত্র নিম্নায়
করিয়া দিবেন । তথায় শিবপূজা করিবেন
এবং রুদ্র উদ্দেশে একটি পশু উৎসর্গ করিয়া
দিবেন । “রুদ্রভ্যঃ” এই মন্ত্রে বৃক্ষে
আর্হতি প্রদান করিয়া অনন্তর রুদ্রমন্ত্র জপ
করিবেন । পাপ বিনাশের জন্ত মধু ও ঘৃত-
যুক্ত পায়স দ্বারা জাম্বগণের পূজা, করিয়া
ঊহাদগকে কুমিধান করিতে হইবে ।
অনন্তর গীত নৃত্য দ্বারা মহাদেবের অর্চনা
করিবেন । ১—১৫ ।

ত্রয়সিংশদধিকবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০২

ত্রয়সিংশদধিকবিশততমোধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিহর্ভিকাদি ভয়ং মতম্ ।
অনুতো তু দিবানন্তা বৃষ্টির্জেষা ভয়ানকা ॥ ১
অনন্ত্রে বৈকুণ্ঠাচৈব বিজেষ্য রাজমৃত্যবে ।
শীতোক্তানাং বিপর্যাসে নৃপাণাং ত্রিপুঞ্জং ভয়ম্
শোণিতং বর্ষতে যত্র তত্র শস্তুভয়ং ভবেৎ ।
অঙ্গার-পাংশুবর্ষেষু নগরং তদ্বিনশ্ততি ॥ ৩
মজ্জাহ্নিনেহমাংসানাং জনমারভয়ং ভবেৎ ।
কলং পুষ্পং তথা ধাতুং পরেণাতিভয়া তু ॥ ৪
পাংশুজন্তুপলানঞ্চ বর্ষতো যোগজং ভয়ম্ ।
ছিদ্রে বায়প্রবর্ষণে শস্ত্রানাং ভীতিবর্দ্ধনম্ ॥ ৫
বিরজস্কে রবৌ ব্যভ্রে যদা ছায়া ন দৃশ্যতে
দৃশ্যতে তু প্রতীপা বা তত্র দেশভয়ং ভবেৎ ॥
নিরভ্রে বাথ রাজ্ঞো বা শ্বেতং যাম্যোত্তরেণ তু
ইন্দ্রায়ুধং তথা দৃষ্ট্বা উদ্ধাপাতং তত্ধৈব চ ॥ ৭

ত্রয়সিংশদধিকবিশততম অধ্যায় ।

গর্গ বলিলেন,—অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি—
হর্ভিকাদি ভয়ের কারণ । বর্ষাঋতু ভিন্ন
অন্য কালে অবিশ্রাম বৃষ্টি ভয়কাণ
জানিবে । বিনা মেঘে বিকৃত-ভাব দেখা
দিলে রাজার মৃত্যু এবং শীত ও গ্রীষ্মের
বিপর্যায় ঘটিলে রাজার ত্রিপুঞ্জ উপাশ্রিত
হইয়া থাকে । যেখানে শোণিত বৃষ্টি হয়,
তথায় শস্তুভয় এবং অঙ্গার ও ধূলি বর্ষণে
সে নগর বিনষ্ট হইয়া থাকে । মজ্জা অহ্নি,
স্নেহ, এবং মাংসবর্ষণে মারাত্মক হয়; কল,
পুষ্প এবং ধাতু বর্ষণ অতীব ভয়ের কারণ
হইয়া থাকে । পাংশু, প্রাণী, ও প্রস্তর
বর্ষণে যোগজ ভয় এবং অন্ন-বর্ষণে শস্ত্র-
নাশভয় বর্দ্ধিত হয় । আকাশে নির্মল সূর্য
বিদ্যমান থাকিলেও যদি ছায়া দৃষ্ট না হয়,
অথবা যখন প্রতিকূল ছায়া পরিদৃষ্টমান হয়,
তখন দেশভয় হইয়া থাকে । ১—৭ ।
মেঘহীন রাজ্যে রায়কোণে শ্বেতবর্ণ এবং

দিগ্‌দাহ-পরিবেষো চ গঙ্‌গানগরঃ তথা ।
 পরচক্রভয়ং ক্রয়াদ্‌দেবোপদ্রবমেব চ ॥ ৮
 সূর্য্যাস্ত-পৰ্জ্জন্ত-সমীরণানাম্
 যাগস্ত কার্যো বিধিবদ্ধিজৈল ।
 ধনানি গোঃ কাঞ্চনদক্ষিণা চ
 দেয়া বিজ্ঞানামঘনাশহেতোঃ ॥ ৯

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে হৃতশাস্তৌ বৃষ্টি-
 বৈকৃতিপ্রশমনং নাম অষ্টাংশদধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১-৩ ॥

চতুঃশ্লিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

নগরাদপসর্পন্তে সমীপমুপঘাতি চ ।
 নম্রো হৃদপ্রশবাণি বিরাস্ত ভবন্তি চ ॥
 বিবর্ণং কলুষং তপ্তং ক্ষেণবজ্রস্তমজ্জলম্
 মেহং কীরঃ সুরাঃ রক্তং বহন্তে বাকুলোদকাঃ
 যগ্নাসাত্যন্তরে তত্র পরচক্রভয়ং ভবেৎ ।

ইন্দ্রধনু, উদ্বাপাত, দিগ্‌দাহ, সূর্য্যাস্ত
 মণ্ডলবেষ্টিত ও গঙ্‌গা নগর, এই সকল
 দেবোপদ্রব নদীর পররাষ্ট্রভয় বুঝিবে ।
 এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে বিধি-
 পূর্ব্বক সূর্য্য, চন্দ্র, পৰ্জ্জন্ত এবং বায়ুর যাগ
 করিতে হইবে । তে দ্বিজৈল । পাপশাস্তির
 নিমিত্ত কাঞ্চন দক্ষিণায় সজ্জিত বিবিধ
 ধন ও গো, ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে
 হইবে । ৭—৯ ।

অষ্টাংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুঃশ্লিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

গর্গ বলিলেন,—নদী, হৃদ, প্রশবণ, ইত্যরা
 নগর হইতে দূরে অপস্থত কিংবা নগরের
 সমীপে আগত হইলে এবং জল বিকৃত
 হইলে, জল—বিবর্ণ, মলিন, উষ্ণ, ক্ষেণবজ্র,
 জন্তুসঙ্কুল ও বালুকামিশ্রিত হইলে কিংবা
 জলে মেহ, কীর, সুরা ও রক্ত এই সকল

জলাশয়া নদন্তে বা প্রজ্জলন্ত কথঞ্চন ॥ ৩
 বিমুক্তস্তি তথা ব্রহ্মন জলাধুমরজাংসি চ ।
 অথাতে বা জলোৎপত্তিঃ সূর্য্য বা জলাশয়াঃ
 সঙ্গীতশব্দাঃ শ্রায়ন্তে জনমারভয়ং ভবেৎ ।
 দিব্যমন্তোময়ং সর্পির্ধৃতৈলাবসেচনম্ ॥ ৫
 জপ্তব্যা বাকুণা মন্ত্রাষ্টান্ত চ হোমো জলে ভবেৎ
 মধ্বাজ্যযুক্তং পরমায়মত্র
 দেয়ং বিজ্ঞানং দ্বিজভোজনার্গম্ ।
 গাবশ্চ দেয়াঃ সিতবস্ত্রযুক্তা
 স্তবোধকুস্তাঃ সলিলাঘশান্ত্য ॥ ৭

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে হৃতশাস্তৌ সলিলা-
 শয়বৈকৃতিং নাম চতুঃশ্লিংশদধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥

প্রবাহিত হইতে থাকিলে ছয়মাসের মধ্যে
 সেস্থানে পররাষ্ট্রভয় উপস্থিত হইবে । জলা-
 শয় সকল নাদ করিলে বা সহসা প্রজ্জলিত
 হইয়া উঠিলে এবং অগ্নি, ধূম, ধূলি নির্গম্য
 করিলে; যেখানে খাত নাই, তথায় জনোৎ-

অথবা জলাশয়ে সঙ্গীতশব্দ শ্রুত হইলে, হে
 ব্রহ্মন! তথায় মারীভয় উপস্থিত হয় ।
 এই সকল উপদ্রবে দিব্য জলসহ স্নাত, মধু,
 ও তৈল জলাশয়ে সেচন করিবে এবং বাকুণ
 ময় জপ ও জলে আত্মা প্রদান করিবে
 সলিলের কাণ্ডব্যশান্তি কামনায় ব্রাহ্মণভে জন
 জন্তু মধুযুক্ত গুরু পরমায় প্রদান করিবে
 এবং খেতবস্ত্র সমধিত গো ও জলপূর্ণ কুস্ত
 দান করিতে হইবে । ১—৭ ।

চতুঃশ্লিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

অকালপ্রসবান্যথাঃ কালাতীতপ্রজাস্থথা ।
বিকৃতপ্রসবানৈশ্চ যুগ্মসম্প্রসবাস্থথা ॥ ১
অমাহুযা হতুগাশ্চ সঞ্জাতবাসনাস্থথা ।
হীনাস্তা অধিকাস্তাশ্চ জায়ন্তে যদি বা স্ত্রিয়ঃ ॥ ২
পশবঃ পাক্ষীগণৈশ্চ তথৈব চ সরীসৃপাঃ ।
বিনাশঃ তস্মৈ দেশস্ত কুলস্ত চ বিনির্দেশেৎ ॥
বিবাসয়েৎ তান নৃপতিঃ স্বরাষ্ট্রাৎ
স্ত্রিয়শ্চ পূজ্যাশ্চ ততো দ্বিজেন্দ্রাঃ ।
কশ্চেচ্ছকৈর্ভ্রাক্ষাতর্পণক
লোকে ততঃ শাস্তিমুপৈতি পাপম্ ॥ ৪
ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণেহঁদ্রুতশাস্তৌ স্ত্রী-
প্রসববৈকৃত্যং নাম পঞ্চত্রিংশদধিক-
বিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

যান্তি যানান্তযুক্তানি যুক্তান্তপি ন বাস্তি চ ।
চোথমানানি তত্র স্থানহন্তয়হঁপস্থিতম্ ॥ ১
বাদ্যমানা ন বাদ্যন্তে বাদ্যন্তে চাত্যনাহতাঃ ।
অলাশ্চ চলন্ত্যেব ন চলন্তি চলানি চ ॥ ২
আকাশে তৃঘ্যনাদশ্চ গীত-গন্ধর-নিশ্বনাঃ ।
কাষ্ঠদক্কাকুঠারাদিবিকারঃ কুরুতে যদি ॥ ৩
গাবো লাক্সনসজ্জশ্চ স্ত্রিয়ঃ স্ত্রী চ বিঘাতয়েৎ ।
উপস্করাদিবিকৃতৌ ঘোরঃ শব্দভয়ঃ ভবেৎ ॥ ৪
বাযোশ্চ পূজাঃ দ্বিজ শকুভিশ্চ
কৃষা নিযুক্তাশ্চ জপেচ্চ মন্ত্রান ।
দত্তাৎ প্রভূতঃ পরমাম্রমত্র
সদক্ষিণং তেন শমোহস্ত ভূয়াৎ ॥ ৫
ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণেহঁদ্রুতশাস্তাবুপস্কর-
বৈকৃত্যং নাম ষট্‌ত্রিংশদধিকবিংশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৬ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় ।

গর্গ বলিলেন,—নারীগণ যদি অকালে
কিংবা কালাতিক্রম করিয়া প্রসব করে, অথবা
একবারেই প্রসব করে না বা একসঙ্গে যমজ
প্রসব করে এবং যদি অমাহুযাকার, গ্রীবা-
হীন, মৃত, হীনাস্ত, অধিকাস্ত সম্ভান প্রসূত
হয়; পশু, পক্ষী সরীসৃপগণও যদি ঐরূপ
প্রসব করিতে থাকে, তবে সেই দেশ এবং
তৎকুলের বিনাশ নির্দেশ করিবে। এ
উপজবে নৃপতিকর্তৃক ঐ সকল স্থায় রাষ্ট্র
হইতে নিষ্কাশিত হইগণ পূজিত এবং
ব্রাহ্মণগণ তর্পিত হইলে পাপ উপশামিত
হইবে। ১—৪

পঞ্চত্রিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ২৩৫

ষট্‌ত্রিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় ।

গর্গ বলিলেন,—যখন যান সকল বিপ-
জ্ঞভাবে গমন করে এবং নিয়ত হইয়াও
সমভাবে গমন করে না, তখন মহাভয় উপ-
স্থিত হইবে। যখন বাদ্যসমূহ তাড়মান হইয়াও
বাজে না, কখন বা বিনা আঘাতেও বাজিয়া
উঠে; অলা চলিয়া যায়, আবার চলও
বিচলিত হয় না; আকাশে তৃঘ্যনাদ ও
গন্ধরগীত-নিশ্বন ক্ষত হয়; কাষ্ঠ, দাক্ষী ও
কুঠারের বিকৃতি উপস্থিত হয়, গোগণ গাতী-
দিগকে লাক্সন দ্বারা আঘাত করে এবং
শাবকাদির উপস্করের বিকৃতি বিঘটিত
হয়, তখন ভীষণ শব্দভয় উপস্থিত হইবে
জানিবে। এই উপজবে শকুদ্বারা বায়ুর
পূজা করিতে হইবে এবং হোষজ! যথা-
বিধি মন্ত্র জপ এবং সদক্ষিণ প্রভূত পরমাম্র
দান করিলেই ইহার শান্তি হইবে। ১—৫।
ষট্‌ত্রিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ২৩৬

সপ্তত্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

প্রবিশন্তি যদা গ্রামমারণ্যমৃগপক্ষিণঃ ।
অরণ্যং যাস্তি বা গ্রাম্যঃ স্থলঃ সাস্তি জলোত্তবাঃ
স্থলজাশ্চ জলং যাস্তি ঘোরং বাশস্তি নির্ভয়াঃ
রাজঘারে পুরঘারে শিবা চাপ্যশিবপ্রদা ॥ ২
দিবা রাজিকরা বাপি রাজাবপি দিবাচরাঃ ।
গ্রাম্যাস্ত্যজন্তি গ্রামক শৃঙ্গতাং তন্ত নিদ্দেশেৎ
দীপ্তা বাশস্তি সন্ধ্যায় মণ্ডলানি চ কুবতে ।
বাশস্তি বিশ্বয়ঃ যত্র তদাপ্যোতৎ যত্র নভেৎ
প্রদোষে কুক্কটো বাশেৎক্লেমস্তে বা কাকিলঃ
অকৌদয়েহকাভিমুখী শিবা রৌহিঃ ক্লেমঃ বদেৎ
গৃহং কপোতঃ প্রবিশেৎ কুবাপাদো ন কু গৌরতে
মধু বা মক্ষিকাঃ কুর্যাম্ ত্রাপ্যপাত্তেভি বৎ ॥ ৬

সপ্তত্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায়ঃ ।

গর্গ কহিলেন,—বন মৃগপক্ষিগণ
যখন গ্রামে প্রবেশ করিতে থাকে, আর
গ্রাম্য-মৃগপক্ষীরা অরণ্যে প্রবেশ করে।
জীববিবহ স্থল আশ্রয় করে, স্থলচরগণ
জলে প্রবেশ করে, অণ্ডভক্ষণীরা সকল
রাজঘরে এবং পুরঘারে নির্ভয় ঘোর রব
করিতে আরম্ভ করে, রাজিকরা প্রাণিগণ
দিবালোকে বাস করে, দিবাচরা রাজিতে
বিচরণ করিতে থাকে এবং গ্রাম্য পক্ষী সকল
যখন গ্রাম পরিভ্রমণ করে, তখন নুিকিতে
হইবে—সমস্ত শব্দ হইবে। অরণ্য যখন
গ্রাম্যপক্ষী সকল প্রদীপ্ত ও মণ্ডলানি হইয়া
সন্ধ্যাকালে রব করিতে থাকিবে এবং যে
সময়ে বিকৃত শব্দ করিবে, তখনও পুণ্ড্রক
কল কলিবে। প্রদোষ সময়ে কুক্কট বিকট
শব্দ করিলে, কোকিল হাসিলে এবং সূর্যোদয়
সময়ে শিবাগণ সূর্যমুখ হইয়া রোদন করি-
লেও ভীতি উপস্থিত হইবে। পারাবত
যদি গৃহে প্রবেশ করে, অগ্নি যদি মন্তকে
পতিত হয়, গৃহাভ্যন্তরে মক্ষিকা বা মধু-
চক্র নির্মাণ করে, তবে সেই গৃহপতির মৃত্যু

প্রাকারদ্বারগেহেষু ভোরণাপনবীধিষু ।
কেতুচ্ছত্রায়ুধাদ্যেযু ক্রব্যাদং প্রপতেদৃষদি ।
জায়ন্তে বাথ বশ্মীকা মধু বা স্তন্দতে যদি ।
স দেশো নাশমায়াতি রাজা চ ত্রিযতে তথা ॥
মুখকান্ শলতান দৃষ্ট্বা প্রভূতং ক্ষুভয়ঃ তবেৎ ।
কাষ্ঠোন্মূকান্শিশূকাত্যাঃ শানো মর্কটবেদনাঃ ॥
ভূর্তিকবেদনা জেয়া কাকা ধান্তমুখা যদি ।
জনানভিভবন্তীহ নির্ভয়া রণবোদনঃ ॥ ১০
কাকো মৈথুনসক্তশ্চ বেতশ্চ যদি দৃষ্টতে ।
রাজা বা ত্রিযতে তত্র স চ দেশো বিনশতি ॥
উলুকো দৃষ্টতে যত্র নৃপ ঘারে তথা গৃহে ।
জেয়ো গৃহপতেমৃত্যুর্থননাশস্তথৈব চ ॥ ১২
মৃগপক্ষিবিকারেষু কুর্যাদ্ধোমঃ সদক্ষিণম্ ।
দেবাঃ কপোতা ইতি ন জপ্তব্যঃ পক্ষভির্জৈঃ
গাবশ্চ দেয়া বিধিবদ্ভিজানাঃ
সকাকনা বস্ত্রগুণোত্তরীয়াঃ ।

হইবে। প্রাকার দ্বার, গৃহ, ভোরণ, পণ্য-
বীথি, কেতু, ছত্র এবং আয়ুধ এই সকলে
যদি অগ্নি পতিত হয় এবং যদি বশ্মীক (উই)
জন্মে বা মধু ক্ষরিত হয়, তাহা হইলে সেই
দেশ নষ্ট বা রাজার মৃত্যু হইবে। অত্যন্ত
ইন্দুর বা পতঙ্গ দৃষ্ট হইলে ক্ষুধাজনিত পীড়া
হইবে; কাষ্ঠ, দন্ধকাষ্ঠ, অস্থি এবং শৃঙ্গযুক্ত
কক্কর দৃষ্ট হইলে বানরগণের পীড়া, আর
যদি মুখে ধাতু আছে এইরূপ কাক দেখিতে
পাওয়া যায়, ও রণবিদগণ নির্ভয়ে সমস্ত
লোক অভিভব করে, তবে ভূর্তিক পীড়া
হইয়া থাকে ১১—১০। মৈথুনাসক্ত বেত কাক
দেখিলে রাজা কিংবা সেই দেশ বিনাশ
প্রাপ্ত হয়। যেখানে নৃপঘারে কিংবা গৃহে
উলুক দেখা যাইবে, সেই নৃপতির ধননাশ
ও তাহার মৃত্যু হইবে। এইরূপ মৃগপক্ষীর
বিকার উপস্থিত হইলে সদক্ষিণ ভৌম শাস্তি
করিলে আর পাঁচ জন ব্রাহ্মণ দ্বারা “দেবাঃ
কপোতাঃ” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করাইবে এবং
ব্রাহ্মণদিগকে বিধিপূর্বক স্নান ও উত্তরীয়া

এবং কৃতে শাস্তিমুপৈতি পাপঃ
মুগৈর্দ্বিজৈর্বা বিনিবেদিতঃ যৎ ॥ ১৪

ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণেহুত্তরশাস্তো
মৃগপক্ষিবৈকৃত্যঃ নাম সপ্তত্রিংশদধিক-
বিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ

গর্গ উবাচ ।

প্রাসাদ-তোরণাটোল দ্বার-প্রাকার-বেশ্যনাম্ ।
নির্নিবৃত্ত পতনং দৃঢ়ানাং রাজমৃত্যবে ॥ ১
রজসা বাধ ধূমেন দিশো যত্র সমাকুলাঃ ।
আদিত্যচন্দ্রতারাশ্চ বিবর্ণা ভয়বুদ্ধয়ে ॥ ২
ব্রাক্ষসা যত্র দৃষ্টান্তে ব্রাক্ষণাশ্চ বিধর্ম্মিণঃ ।
ঋতবশ্চ বিপর্যাস্তা অপূজ্যঃ পূজ্যতে জনৈঃ ॥
নক্ষত্রাণি বিয়োগীনি তন্মহত্ত্বলক্ষণম্ ।
কেতুদযোপরাগৌ চ চিহ্নঃ বা শশি-সূর্য্যয়োঃ
গ্রহর্কবিকৃতির্ধ্বজ তত্রাপি ভয়মাদিশেৎ ॥

সহ যুগ্মবস্ত্র প্রদান করিবে । এইরূপ করিলে
মৃগ-পক্ষি-সূচিত পাপসমূহ উপশমিত
হইবে । ১১—১৪ ।

সপ্তত্রিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টত্রিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় ।

গর্গ বলিলেন,—দৃঢ় প্রাসাদ, তোরণ,
অটালক, দ্বার, প্রাচীর বা গৃহ, বিনা কারণে
এই সকলের পতন হইলে রাজার মৃত্যু হইবে
বুঝিবে । ধূলী ও ধূম দ্বারা যেখানে দিক্
সকল সমাচ্ছন্ন হইবে এবং সূর্য্য, চন্দ্র, তারা
বিবর্ণ হইবে, সেখানে ভীতি উপস্থিত হইয়া
থাকে । যেখানে বিধর্ম্মী ব্রাক্ষণ, বিপর্যাস্ত
ঋতু, অপূজ্যের পূজা, নক্ষত্রপতন, এবং
ব্রাক্ষস পরিলক্ষিত হইবে, সেখানে মরণলক্ষণ
উপস্থিত জানিবে । সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহণ, কেতুর
উদয়, চন্দ্র সূর্য্যে ছিড়, গ্রহনক্ষত্রের বিরুদ্ধি,

শ্মিয়শ্চ কলহায়স্তু বালা নিরস্তি বালকান ॥৫
ক্রিয়ানুচিতানাঞ্চ বিচ্ছিন্তির্ধ্বজ জায়তে ।
হুয়মানস্ত যত্রাগ্নিদৌপ্যতে ন চ শাস্তিবু ॥ ৬
পিপীলিকাশ্চ ক্রব্যাণা যান্তি গোস্বরতস্তথা ।
পূর্ণকুম্ভাঃ স্রবন্তে চ হবির্বা বিপ্রনুপ্যতে ॥ ৭
মঙ্গল্যাশ্চ গিরো যত্র ন ঋয়স্তু সমস্ততঃ ।
কবথুর্বাধতে বাধ প্রহসন্তি নদন্তি চ ॥ ৮
ন চ দেবেষু বর্ত্তন্তে যথাবদব্রাক্ষণেষু চ ।
মন্দঘোষণাণ বাজানি বাদ্যস্তু বিশ্বরাণি চ ॥ ৯
শুক-মিত্রাধিবো যত্র শক্রপূজারতা নরাঃ ।
ব্রাক্ষণান্ অহুদো মাত্তান্ জনো যত্রাবমস্ততে
শাস্তিমঙ্গলহোমেষু নাস্তিক্যঃ যত্র জায়তে ।
রাজা বা ত্রিযতে তত্র স দেশো বা বিনশতি ॥
রাজো বিনাশে সম্প্রাপ্তে নিমিত্তানি নিবোধমে
ব্রাক্ষণান্ প্রথমং দ্বেষ্টি ব্রাক্ষণৈশ্চ বিকৃত্যতে ॥
ব্রাক্ষণাণি চাদন্তে ব্রাক্ষণাশ্চ জিহ্বাসতি ।

এই সব দৃষ্ট হইলে ভয় উপস্থিত হইবে ।
যেখানে নারীগণ কলহপরায়ণ, বালকগণ বাল-
ঘাতী, বিহিত ক্রিয়ার ত্যাগ ও শাস্তিকার্য্যে
হুয়মান অগ্নি দৌপ্তহীন হয় এবং উত্তর দিক্
হইতে পিপীলিকাগণ অনলে প্রবেশ করে,
জলপূর্ণ কুম্ভের জল ক্ষরণ ও স্রুত বিলুপ্ত হয়,
যথায় চারিদিকে মঙ্গলকর বাক্য শুনিতে
পাওয়া যায় না এবং যেখানে পীড়াদায়ক হয়,
কিংবা জনগণ উচ্চ হাস্ত ও নাদ করে, ব্রাক্ষণ
ও দেবগণ অধিষ্ঠিত থাকে না, বাদ্য সকল
মন্দ ও কর্কশ ধ্বনি করে, মানবগণ শুক-মিত্র-
দ্বেষ্টা ও শক্রপূজা-পরায়ণ হয় এবং যেখানে
জনগণ ব্রাক্ষণ, অহুদ ও মাত্ত ব্যক্তির অব-
মাননা করে এবং শাস্তি ও মঙ্গলকর হোমে
বুদ্ধির উদয় হয়, সেখানে রাজা বা সেই
নাস্তিক্য দেশের বিনাশ হইবে । রাজার
বিনাশ উপস্থিত হইলে যে সকল লক্ষণ দেখা
দেয়, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । রাজা
প্রথমে ব্রাক্ষণের প্রতি ঘৃণা করিয়া থাকেন,
তারপর ব্রাক্ষণকর্তৃক উৎপীড়িত হন,—হইয়া
ব্রাক্ষণের ধন হরণ করেন,—ব্রাক্ষণের হিংসা-

ন চ স্মরতি কৃতোষু যাচিতঞ্চ প্রকৃত্যতি ॥১০
রমতে নিন্দয়া তেবাং প্রশংসাং নাভিনন্দতি ।
অপূৰ্ণস্ত করঃ সোভাৎ তথা পাতয়তে জনে ॥
এতেষভ্যর্চয়েচ্ছক্ৰং সপত্নীকং দ্বিজোত্তম ।
ভোজ্যানি চৈব কার্য্যানি সুরাণাং বলয়ন্তথা ।
সন্তো বিপ্রাশ্চ পূজ্যাঃ স্তুতেভো দানঞ্চ
দীয়তাম্ ॥ ১৫

গাবশ্চ দেয়া দ্বিজপুত্রবেভ্যো
ভুবন্তথা কাঞ্চনমহরাণি ।
হোমশ্চ কার্যোহমরপূজনঞ্চ
এবং কৃতে পাপমুপৈতি শাস্তিম্ ॥ ১৬

ইতি ত্রিমাংস্তে মহাপুরাণেহুতশাস্তাবুৎ-
পাঠপ্রশমনং নামাষ্ট্রিংশদধিকদ্বিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

ভিলাষী হন, খায়ে কর্তব্যে তাঁহার মন নিবিড়
থাকে না, কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে কুপিত
হন, এবং এই সকলকে নিন্দা করেন, পরন্তু
অভিনন্দন করেন না; প্রজ্ঞাদিগকে নিপাতন
করিয়া লোভবশত নূতন নূতন করগ্রহণ
করেন। হে দ্বিজোত্তম! এই সকল উৎপাত
উপস্থিত হইলে শরীর সহিত শচীপতির
পূজা করিবে, দেবতাদিগের উদ্দেশে ভক্ষ্য
বলি সকল উৎসর্গ করিতে হইবে এবং সাধু
দ্বিজগণকে পূজা করিয়া তাহাদিগকে বিবিধ
দান করিবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে গো, ভূমি,
সুবর্ণ ও বস্ত্র প্রদান এবং দেবতাদিগের পূজা
ও হোম করিতে হইবে; এইরূপ অহুষ্ঠিত
হইলে পাপ বিদূরিত হইয়া সর্বত্র শান্তি
দেখা দিবে। ১২—১৬।

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৮

একোনচত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

মহুরুবাচ ।

গ্রহযজ্ঞঃ কথং কার্যো লক্ষহোমঃ কথং নৃপৈঃ ।
কোটিহোমোহপি বা দেব সৰ্বপাপপ্রণাশনঃ ॥
ক্রিয়তে বিধিনা যেন যদুষ্টৈঃ শাস্তিচিন্তকৈঃ ।
তৎ সৰ্বং বিস্তরাদেব কথয়স্ব জনার্দন ॥ ২
মৎস্ত উবাচ ।

ইদানীং কথয়িষ্যামি প্রসঙ্গাদেব তে নৃপ ।
রাজাঃ ধর্মপ্রসক্তেন প্রজানাঞ্চ হিতেপ্সুনা ॥৩
গ্রহযজ্ঞঃ সদা কার্যো লক্ষহোমসমবিতঃ ।
নদীনাং সঙ্গমে চৈব সুরাণামগ্রতন্তথা ॥ ৪
সুযমে ভূমিভাগে চ দৈবজ্ঞাধিষ্ঠিতো নৃপঃ ।
শুক্লা চৈব ঋত্বিগৃভিঃ স্ক্রীং ভূমিঃ পরীক্ষয়েৎ
খনেৎ কুণ্ডঞ্চ তত্রৈব সুযমং হস্তমাজকম্ ।
দ্বিগুণং লক্ষহোমে তু কোটিহোমে চতুর্গুণম্ ॥
যুগ্মাশু ঋত্বিজঃ প্রোক্তা অষ্টৌ বৈ বেদপারগাঃ
কন্দ-নৃপ-কলাহার্য দধি-কীরশিনোহপি বা ॥

উনচত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মহু বলিলেন,—নৃপগণ কিরূপ বিধানে
গ্রহযজ্ঞ, লক্ষ হোম এবং সৰ্বপাপ-বিনাশক
কোটি হোম করিবেন? হে জনার্দন!
শান্তকামী নৃপগণ, যে বিধানে যথাদৃষ্ট ঐ
সকল ক্রিয়ার অহুষ্ঠান করিবেন, বিস্তার
পূরক সে সকল বলুন। মৎস্ত কহিলেন,—
হে নৃপ! সম্প্রতি তোমার প্রশ্নানুসারে আমি
বলিতেছি। প্রজাহিত-কামনায় ধর্মরত হইয়া
লক্ষ হোমসমবিত গ্রহযজ্ঞ রাজগণের সর্বদা
কর্তব্য। দেবতার সমক্ষে, নদীসঙ্গমে, সমান
ভূমিভাগে, শুক ও পুরোহিতগণের সহিত
মিলিত হইয়া দৈবজ্ঞদিগের নির্দেশক্রমে
রাজা যজ্ঞভূমি পরীক্ষা করিবেন এবং
তথায় চারিদিকে সমান হস্ত পরিমাণে
একটি কুণ্ড করিবেন; লক্ষ হোমে দ্বিগুণ
ও কোটি হোমে কুণ্ড উহার চতুর্গুণ
জানিবে। ঋত্বিক হই জন অথবা বেদ-
পারগ আট জন হইবে। তাহার কন্দ,

বেজাঃ নিধাপয়েচ্চেব রত্নানি বিবিধানি চ ।
সিকতাপরিবেষাশ্চ ততোহগ্নিক সমিক্ষয়েৎ ॥৮
গায়ত্র্যা দশসাহস্রঃ মানস্তোকেন বড়ুগ্নঃ ।
জিংশদগ্ৰেণাদিমন্ত্রেণ চ চত্বারো বিষ্ণুদৈবতঃ ॥৯
কুম্ভাট্টেজ্জুহ্বাৎ পঞ্চ কুম্ভমাট্টেজ্জ্ব যোড়শ ।
হোতব্যা দশসাহস্রঃ বাদৈরজ্ঞাতবেদসি ॥ ১০
জিহ্মে মন্ত্ৰেণ হোতব্যাঃ সহস্রাণি চতুর্দশ ।
শেষাঃ পঞ্চসহস্রাশ্চ হোতব্যা জিহ্মদৈবতৈঃ ॥১১
হুত্বা শতসহস্রং পুণ্যপ্লানং সমাচরেৎ ।
কুন্তেঃ যোড়শসংজ্ঞেষু সহিরণৈঃ স্রুমঙ্গলৈঃ
পাপয়েদযজমানস্ত ততঃ শান্তিভাবয়তি ।
এবং কুন্তে তু যৎকিঞ্চিদগ্ৰেহপীড়াসমুদ্ভবম্ ॥১৩
তৎ সৰ্বং নাশমায়াতি দ্বা বৈ দক্ষিণাঃ নৃপ ।
তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন প্রধানা দক্ষিণা স্মৃতা ॥১৪
হস্ত্যশ্বরথযানানি ভূমিবস্তুগাণি চ ।
অনড়দগোশতং দত্তাদাবিজাতৈকৈব দক্ষিণাম্ ॥ ১৫

মূল বা অথবা দধি-কীরভোজী হইয়া থাকিবেন! অনন্তর তাঁহাদের দ্বারা বেদীতে বিবিধ রত্ন নিক্ষেপ করিতে হইবে, অতঃপর বালি দ্বারা বেদীর প্রাচীর বেটন করাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্বালন করিবেন। তারপর গায়ত্রী দ্বারা দশসহস্র, “মানস্তোকেন” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ষষ্টিসহস্র, নবগ্রহমন্ত্রে জিংশ, বিষ্ণুদৈবত মন্ত্রে চারি, কুম্ভাণ্ড দ্বারা পাঁচ, পুষ্প দ্বারা যোড়শ এবং বদরী (কুল) দ্বারা হস্তাশনে দশসহস্র হোম করাইবেন। অনন্তর লক্ষ্মীর মন্ত্রে চতুর্দশ সহস্র এবং অবশেষে ইন্দ্রদৈবত মন্ত্র দ্বারা পাঁচ হাজার আহুতি দিতে হইবে। তার পর এক লক্ষ আহুতি প্রদান করিয়া পুণ্য প্লান আচরণ করিবে। স্রুবর্ণযুক্ত যোড়শ কলস জল দ্বারা যজমানকে স্নান করাইলে শান্তি হইবে। হে নৃপ! দক্ষিণা দানপূর্বক এই ক্রিয়ার সম্যক সমাপ্তিবিধান করিলেই গ্রহপীড়া প্রভৃতি যে কিছু উৎপাত, তৎসমস্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; অতএব দক্ষিণাদানকে সকল প্রকারেই ষেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। এই যজ্ঞে

যথাবিভবসারস্ত বিতশাঠাং ন কারয়েৎ ।
মাসে পূর্ণে সমাপ্তস্ত লক্ষহোমো নরাধিপ ॥১৬
লক্ষহোমস্ত রাজেন্দ্র বিধানঃ পরিকীৰ্ত্তিতম্
ইদানীং কোটিহোমস্ত শৃণু হুঃ কথয়াম্যহম্ ॥১৭
গঙ্গাহটেহথ যমুনা-সরস্বত্যৌ নরেন্দ্র ।
নর্মদা দেবিকায়াশ্চ তটে হোমো বিধীয়তে ॥১৮
তত্রাপি ঋত্বিজঃ কার্য্যা রবিনন্দন যোড়শ ।
সকলহোমে তু রাজ ব দত্তাধিপ্রেহথবা ধনম্ ॥১৯
ঋত্বিগাচার্য্যসহিতৈ দীক্ষাং সাংবৎসরোঃ স্থিতঃ
চৈত্রে মাসে তু সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে বা বিশেষতঃ
প্রারম্ভঃ করণীয়ো বা বৎসবঃ বৎসরঃ নৃপ ।
যজমানঃ পথোভক্ষী কলানী চ তথানঘ ॥২১
যবাদিব্রাহ্মণো মাষান্তিলাশ্চ সহ সর্বপৈঃ ।
পালাশাঃ সমিধঃ শস্তা বসোর্ধারা তথোপরি ॥
মাসেহথ প্রথমে দত্তাদ্ভিগুভ্যঃ কীরভোজনম্

হস্তী, অশ্ব, রথ, যান, ভূমি, যুগ্মবস্ত্র ও শত গোরু পুরোহিতকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। ১—১৫। বিভাবানুরূপ দান করা বিধেয়, বিতশাঠ্যকরাচ করিবে না। হে নরাধিপ! একমাস পূর্ণ হইলেই এই লক্ষহোম সম্পূর্ণ হইবে। লক্ষ হোম বিধান কীর্ত্তন করিলাম, হে রাজেন্দ্র! সম্প্রতি কোটিহোমের বিষয় আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে নরেন্দ্র! গঙ্গাতীরে, যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গমে কিবা নর্মদা ও দেবিকা-সঙ্গমস্থলে এই হোম করিতে হইবে। হে রবিনন্দন! লক্ষ হোমকার্য্যেও ষোল জন পুরোহিত বরণ করিবে এবং সর্ববিধ হোমেই দ্বিজগণকে ধনদান করিবে। চৈত্রমাসে বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে আরম্ভ করিয়া ঋত্বিক ও আচার্য্যের সহিত সংবৎসরকাল দীক্ষিত থাকিবে; অথবা প্রত্যেক বৎসরেই ইহার আরম্ভ করিবে। হে অনঘ! যজমান হৃদ্য কিংবা ফল আহার করিয়া থাকিবে। যবাদি, ব্রাহ্মি, মাষকলায়, সর্বপ, তিল এবং পলাশ সমিধই এই হোমে প্রযুক্ত। বন্ধুদ্বারা

দ্বিতীয়ে কুশরাঃ দণ্ড্যাক্ষর্যকামার্থসাধনৌ ॥ ২৩
 তৃতীয়ে মাসি সংঘাবো দেবো বৈ রবিনন্দন ।
 চতুর্থে মোদকা দেয়া বিপ্রাণাঃ প্রীতিমাবহন ॥
 পঞ্চমে দধিভুক্ত্য যষ্ঠে বৈ শকুতোজ্ঞনম্ ।
 পূর্ণাশ্চ সপ্তমে দেয়া হৃষ্টমে স্তুতপূজকাঃ ॥ ২৫
 বষ্টোদানঞ্চ নবমে দশমে যবযষ্টিকা ।
 একাদশে সমাশ্চ ভোজনং রবিনন্দন ॥ ২৬
 দ্বাদশে হুধ সম্প্রাপ্তে মাসে রাকুলোদহ ।
 ষড়্রসৈঃ সহ ভৈক্ষ্যশ্চ ভোজনং সাক্ষিকামিকম্
 দেয়া দ্বিজানাং রাজেন্দ্র মাসি মাসি চ দক্ষিণাঃ
 অহত্বাঙ্গাঃ সংবীতো দিনাক্ষিঃ হোমযেচ্ছুচিঃ ॥
 তস্মাৎ সদোখিতৈর্ভাব্যং যজমানৈঃ সহ দ্বিজৈঃ
 ইন্দ্রাদিন্দ্রুরাণাঞ্চ প্রীণনং সাক্ষিকামিকম্ ।
 কুহা সুরাণাং রাজেন্দ্র পণ্ডিতসমযিতম্ ।
 সর্ষদানানি দেবানামগ্নিষ্টোমঞ্চ কারয়েৎ ॥
 এবং কুহা বিধানেন পূর্ণাহুতিঃ শতে শতে ।

প্রদানও কর্তব্য । প্রথম মাসে পুরোহিত
 গণকে কৌর ভোজন করাইবে, দ্বিতীয়ে
 ধর্ম্যকামার্থসাধক কুশর ও তৃতীয়ে যবঃ
 প্রদান করিতে হইবে । চতুর্থে মোদক-
 দানে দ্বিজগণের প্রীতি সমাধান করিবে ।
 পঞ্চমে দধি এবং যষ্ঠে ছাতু ভোজন করা-
 ইবে । সপ্তমে পিষ্টক, অষ্টমে স্তুত-নির্ম্মিত
 পিষ্টক, নবমে যষ্টি ধাতুর তড়ুল, দশমে
 যষ্টিক যব এবং দশমমাসে মাষকলায় দ্বারা
 ভোজন করাইবে । অনন্তর দ্বাদশ মাস
 সম্পূর্ণ হইলে সর্ষবিধ কামপ্রদ ষড়্রস-
 বুক্ত ভক্ষ্য দ্বারা ভোজন করাইবে এবং হে
 রাজেন্দ্র ! প্রত্যেক মাসেই ব্রাহ্মণদিগকে
 দক্ষিণা প্রদান করিবে । মধ্যাহ্ন সময়ে পবিত্র
 বসনে সংবীত হইয়া হোম করিবে, হোম
 সময়ে ছিন্নবাস পরিধান বিধেয় নহে ।
 ২৩—২৮ । সূতরাং দ্বিজগণ সহ যজ্ঞজান
 সর্ষদা অবাহিত হইয়া থাকিবেন । এইরূপে
 ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রীতিসাধন করিলে
 সর্ষকামনা সিদ্ধ হয় । হে রাজেন্দ্র ! সুর-
 গণের উদ্দেশে পণ্ডবধ ও বিবিধ দান করিয়া

সহস্রে দ্বিগুণা দেয়া যাবচ্ছতসহস্রকম্ ॥ ৩১
 পুরোভাশস্ত তঃ সাধ্যো দেবতার্থে চ দ্বিজৈঃ
 যুক্তো বসন্ মানবৈশ্চ পুনঃ প্রাপ্তার্চনান্ দ্বিজান্
 প্রীণাধিহা সুরান্ সন্ধান পিতৃনেব ততঃ ক্রমাৎ
 কুহা শাস্ত্রবিধানেন পিতৃনাঞ্চ সমর্পণম্ ॥ ৩৩
 সমাপ্তৌ তস্তু হোমস্ত বিপ্রাণামধ দাক্ষিণ্যম্ ।
 সমাক্ষেব তুলাং কুহা বর্ধা শিক্যদ্বয়ং পুনঃ ॥ ৩৪
 আশ্বানং ভোলয়েৎ তত্র পত্নীকৈব দ্বিতীয়কাম্
 সুবর্ণেন তথাশ্বানং রজতেন তথা প্রিয়াম্ ॥ ৩৫
 ভোলয়িত্বা দদেদ্রাজা বিত্তশাঠ্যবিবর্জিতঃ ।
 দদেচ্ছতসহস্রং রূপ্যশ্চ কনকশ্চ চ ॥ ৩৬
 সর্ষস্বঃ বা দদেৎ তত্র রাজহৃদকলং লভেৎ ।
 এবং কুহা বিধানেন বিপ্রাঃস্তাশ্চ বিসর্জয়েৎ
 প্রীরতাং পুণ্ডরীকাস্থঃ সর্ষযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ ।

অগ্নিষ্টোমের অন্তর্গত করিবে । এইরূপ
 করিয়া বিধিপুঙ্ক পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে ।
 শত হোমে দ্বিশত, সহস্রে তাহার দ্বিগুণ ;
 লক্ষ হোম পর্য্যন্ত এইরূপ দ্বিগুণিত পূর্ণাহুতি
 হইবে । পূর্ণাহুতির ইহাই বিধি । অন-
 ত্তর দ্বিজগণ দেবতাদিগের প্রীতির জন্য
 পুরোভাশ প্রদান করিয়া মানবগণসহ
 যুক্তভাবে বাস করত দেবগণের পূজা
 করিবেন । তার পর সকল দেবগণের
 ভূতিসাধন করিয়া ক্রমে পিতৃগণেরও
 প্রীতিসাধন করিবেন । অনন্তর যথাশাস্ত্র
 পিতৃগণকে পিতৃ সমর্পণ করিয়া হোম সমাপ্ত
 করিবে । ঐ সমাপ্তি কালে বিপ্রগণকে দক্ষিণা
 প্রদান করিতে হয় । অনন্তর একটি তুলাপণ্ড
 উত্তোলিত করিবে এবং তাহাতে দুইটি শিক্য
 বন্ধনপুঙ্ক রাজা সুবর্ণ দ্বারা স্বীয় শরীর
 এবং রজত দ্বারা পত্নীর ওজন করিবেন ।
 তুলিত হইবার পর বিত্তশাঠ্য-বিবাক্ত রাজা
 সুবর্ণ কিংবা রজত নির্ম্মিত লক্ষ ছত্র প্রদান
 করিবেন । এই যজ্ঞে সর্ষ দান করিলে রাজ-
 স্ত্র-যাগকল লাভ হইবে । যথাবিধি এইরূপ
 কাধ্য করিয়া সেই সকল যজ্ঞদৌক্যত দ্বিজ-
 গণকে বিদায় দিবেন । অনন্তর ইহা পাঠ

তস্মিন্ভ্যে জগৎ তুষ্টিং প্রীণিতং প্রীণিতং ভবেৎ,
এবং সর্ষোপঘাতে তু দেব-মানুষকারণে
ইহং শান্তিস্তব্যাখ্যাতা যান্ কুহা সুরভী ভবেৎ
ন শোচেজ্জন্মধরণে কুতাকুতবিচারণে ।
সমভীরেবু যৎ স্নানং সর্ষযজ্ঞেবু যৎ ফলম্ ।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি কুহা যজ্ঞজয়ঃ নৃপ ॥ ৪০

ইতি জীমাংস্তে মহাপুরাণে গ্রন্থযজ্ঞবিধায়ঃ
নামৈকোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশত-
তমোহিধ্যায়ঃ ॥ ২৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহিধ্যায়ঃ ।

মহুরুবাচ ।

ইদানীং সর্ষধর্ম্মজ্ঞ সর্ষশাস্ত্রবিশারদ ।
যাজ্ঞাকালবিধানং মে কথয়স্ব মহীশক্তাম্ ।
মৎস্ত উবাচ ।

যদা মন্তেত নৃপতিরাক্রন্দেন বলীয়সা ।

করিবেন,—সর্ষযজ্ঞের পর পুণ্ডরীকাক্ষ হরি
প্রীত হউন, তান তুষ্টি হইলে জগৎ তুষ্টি এবং
সেই হরি তৃপ্ত হইলেই জগৎ তৃপ্ত । যাহা
করিলে সর্ষবিধ শান্তি হয়, দেবমানুষ-কৃত
যাবতীয় উৎপাতে যাহা কর্তব্য, এই আমি
তোমার নিকট তাহা কৌতুহল করিলাম । এই
যাগত্ৰয়কারী জন্ম বা মরণে শোক প্রাপ্ত হয়
না, উচিতানুচিত বিচারে মুখ্যমান হয় না
এবং যাবতীয় যজ্ঞ ও সর্ষবিধ তীর্থস্নানে
যে ফল কথিত হইয়াছে, সেই ফল প্রাপ্ত
হয় । ২৯—৪০ ।

উনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ২৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মহু জিজ্ঞাসিলেন,—হে সর্ষশাস্ত্র-বিশা-
রদ ! হে সর্ষধর্ম্মজ্ঞ ! সম্প্রতি রাজগণের
যুদ্ধযাজ্ঞাকালবিধান বলুন । মৎস্ত বলি-

পাকি প্রোহাতিভূতোহরিস্তদা যাজ্ঞাং প্রযোজয়েৎ
যোহান্ মহা প্রভূতাংচ প্রভূতক বলং মম ।
মূলরক্ষাসমর্থোহস্মি তদা যাজ্ঞাং প্রযোজয়েৎ ।
অনুদ্বপাকি নৃপতির্ন তু যাজ্ঞাং প্রযোজয়েৎ ।
পাকি প্রোহাধিকং শৈল্য মূলে নিকিপ্য চ ত্রৈলোক্যে
চৈত্র্যাং বা মার্গশীর্ষ্যাং বা যাজ্ঞাং যায়ান্নরাধিপঃ
চৈত্র্যাং পশ্চেক্ষ নৈদাঘঃ হস্তি পুষ্টিক শারদীম্
এতদেব বিপর্ষ্যন্তং মার্গশীর্ষ্যং নরাধিপঃ ।
শক্রোবা ব্যসনে যায়ান্ কাল এব সুহৃদন্তঃ ॥ ৬
দিব্যান্তরীকাক্ষিতৈজ্ঞকংপাতেঃ পীড়িতঃ পরম্
বড়কপীড়াসম্পত্তং পীড়িতক তথা গ্রহেঃ ॥ ৭
জলন্তী চ তথৈবোকা দিশং যাক প্রপত্ততে ।
ভূকম্পোকা দিশং যতি যাক কেতুঃ প্রহরতে
নির্ঘাতন্ত পতেদ্যজ্ঞ তাং যায়ান্নরাধিপঃ ।

লেন,—রাজা যখন দেখিবেন,—দাক্ষ যুদ্ধ
উপস্থিত হইয়াছে, এবং সামন্তগণ কর্তৃক শত্রু
পরভূত হইয়াছে, সেই সময় যুদ্ধযাজ্ঞা করি-
বেন । যখন দেখিবেন,—নিজের প্রভূত ঘোষ
ও বল সঞ্চিত এবং নিজে মূল রক্ষা করিতে
সমর্থ, তখন যুদ্ধযাজ্ঞা করিবেন । যত সংখ্যক
সামন্ত, তাহা হইতেও অধিকবল মূল রক্ষায়
জন্ত নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধে যাওয়াই বিধেয় ;
পরন্তু সামন্তগণ যাহার বশীভূত নহে, তিনি
কদাচ যুদ্ধযাজ্ঞা করিবেন না । রাজা ত্রৈ-
কি-বা অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধযাজ্ঞা করিবেন ;
তন্মধ্যে চৈত্রে যখন অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইবে
আর শরতের যখন অবসান হইয়া আসিবে,
সেইসময়ই যাজ্ঞা করা বিধেয় । এতদন্তর কাল
ব্যতীত অগ্রহায়ণ মাসেও যুদ্ধযাজ্ঞা প্রশস্ত ।
অথবা যে সময় দিব্য, আন্তরীক ও ভৌম
প্রভৃতি উৎপাতে শত্রুগণ অত্যন্ত পীড়িত,
হস্তপদভঙ্গাদি বড়বিধ ইন্দ্রিয়বিকলতায় সম্বৃত্ত
এবং গ্রহগণ কর্তৃক উপক্রান্ত হইয়া সাতিশয়
বিপন্ন হয়, নৃপতি তখনই যুদ্ধযাজ্ঞা করিবেন ;
কেমনা এইরূপ সময় বড়ই হৃদয় ১—৬ । আর
যেদিকে জলন্ত উকা কিংবা বজ্র পতিত হইবে,
ভূকম্পে উকা উখিত হইবে ও যেদিকে কেতু

স বলব্যসনোপেতাং তথা হুতিকপীড়িতম্ ॥২
 সন্তাত্তরকোপক কি প্রঃ প্রায়াদরিঃ নৃপঃ ।
 ক্রামাকীকবহ্নং বহ্নকঃ তথাবিলম্ ॥১০
 নাস্তিকঃ ভিন্নমধ্যাদং তথামঙ্গলবাদিনম্ ।
 অপেতপ্রকৃতকৈব নিঃসারক তথা জয়েৎ ॥১১
 বিধিষ্টনায়কঃ সৈন্তঃ তথা ভিন্নঃ পরম্পরম্ ।
 ব্যসনাশক্তনৃপতিঃ বলঃ রাজ্যভিযোজয়েৎ ॥১২
 সৈনিকানাং ন শস্ত্রাণি ক্ষুরস্ত্যজানি যত্র চ ।
 হুঃস্বপ্নানি চ পশু স্ত বলং তদভিযোজয়েৎ ॥ ১৩
 উৎসাহবলসম্পন্নঃ স্বাহুরক্তবলস্তথা ।
 তুষ্টিপুষ্টবলো রাজা পরানভিমুখো ব্রজেৎ ॥ ১৪
 শরীরক্ষুরণে ধন্তে তথা হুঃস্বপ্ননাশনে ।
 নিমিত্তে শকুনে ধন্তে জাতে শক্রপুংঃ ব্রজেৎ

উদিত হইবে, রাজা সেই দিকেই যুদ্ধযাত্রা করিবেন । শক্রকূলে যখন পীড়া ও হুতিক দেখা দিবে, এবং ক্রোধপরবশ হইয়া যখন তাহার আশ্রবিচ্ছেদ ঘটাইতে থাকিবে, রাজা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থ প্রস্থিত হইবেন । যে রাজ্যে যুকা (ছাড়গোকা) মক্ষিক প্রভৃতি কীটের অত্যন্ত প্রাণ্ড্যব, দেশ গর্ভ ও কৰ্দ্দম-ময়, লোকসকল নাস্তিক, অমঙ্গলভায়ী, মধ্যাদ-ভক্তকারী, স্বীয় স্বীয় স্বভাবপরিত্যাগী এবং বহুধাপতি বলহীন হয়, সে রাজ্যের রাজাকে সশস্ত্র জয় করিবেন । যে রাজার সেনাপতি সৈন্তগণের উপর বিধিষ্ট, বাহার সৈন্তগণের পরস্পর একতা নাই, এবং যিনি ব্যস-নাসক্ত ভূপতি, তাহাকে পরাজয় করিবেন । বাহার সৈন্তগণের অস্ত্রশস্ত্র নাই ও যাহাদের অঙ্গ স্পন্দিত হয়, এবং বাহার হুঃস্বপ্ন দর্শন করে, রাজা এতাদৃশ বিপক্ষ সৈন্তের সহিত অভিযান করিবেন । আর যখন দেখিবেন,— স্বীয় সৈন্ত উৎসাহাধিত, অমুরক্ত যোধগণ ছুটি পুষ্ট, নরপতি তখন শক্রদিগের অভিযুখে যুদ্ধার্থ গমন করিবেন । শরীরের শুভ অঙ্গ কম্পিত বা হুঃস্বপ্ননাশক কোন লক্ষণ লক্ষিত হইলে এবং শুভশংসী মধুরবাকু শিখিকুল অমুরক্ত হইলে রাজা শক্রপুং জয় করিতে

অক্ষয়ে যট্টম্ শুভকবু গ্রহেবহুশুণেবু চ ।
 প্রমুখকালে শুভে জাতে পরান যাযান্নরাধিগঃ ॥
 এবম্ভ দৈবসম্পন্নস্তথা পৌরুষসংযুতঃ ।
 দেশকালোপপন্নাস্ত যাত্রাঃ কুর্ধ্যান্নরাধিগঃ ॥১৭
 ত্রলে নক্রম্ নাগস্ত তস্তাপি সজলে বশে ।
 উলুকস্ত নিশি ধ্বজকঃ স চ তস্ত দিব্য বশে ॥
 এবং দেশক কালক জাহা যাত্রাঃ প্রযোজয়েৎ
 পদাতিনাগবহ্নাং সেনাঃ প্রাবৃষি যোজয়েৎ ॥
 হেমন্তে শিশিরে চৈব রথবাজিসমাকুলাম্ ।
 খরোষ্ট্রবহ্নাং সেনাং তথা গ্রীষ্মে নরাধিগঃ ।
 চতুরস্রবলোপেতাঃ বসন্তে বা শরজায ॥ ২০
 সেনাপদাতিবহ্না যস্ত স্ত্রাৎ পৃথিবীপতেঃ ॥২১
 আভযোজ্যো ভবেৎ তেন শক বিবমমাপ্রিতঃ
 গম্যো রুকারুতে দেশে স্থিতঃ শ... তথৈব চ
 কিঞ্চিপক্ষে তথা যাদ্ধ বহ্ননাগো নরাধিগঃ ।

উদ্যোগী হইবেন । জন্ম, সম্পৎ, ক্ষেম প্রভৃতি ছয়টি নক্ষত্র শুভ ও গ্রহগণ অমুরক্ত থাকিলে এবং প্রমুখগণনা দ্বারা যুদ্ধকাল শুভ বলিয়া স্থির হইলে রাজা শক্রের সম্মুখীন হইবেন । দেবাচিনাদির দ্বারা দৈব-সম্পদযুক্ত হইয়া দেশকাল বিবেচনাপূর্বক স্বীয় পুরুষকার অবলম্বন করিয়া নৃপতির যুদ্ধ-যাত্রা করা বিধেয় । যেমন—হস্তী জলে কুস্তীরের আয়ত্ত, কুস্তীর আবার স্থলে হস্তীর আয়ত্ত, রাহিতে কাক উলুকের নিকট এবং দিবসে উলুক কাকের নিকট অভিভূত হয়; তদ্রূপ দেশ কাল বিবেচনা-পূর্বক রাজা যখন আপনাকে প্রবল বোধ করিবেন তখন যুদ্ধযাত্রা করিবেন । বর্ষাকালে অনেক পদাতি সেনা ও হস্তী, হেমন্তে ও শিশিরে অশ্ব ও রথবহ্নল সেনা, গ্রীষ্মকালে গর্দভ, ও উল্লবহ্নল সেনা এবং বসন্ত ও শরৎঋতুতে রাজা কেবল চতুরঙ্গ-বল নিয়োজিত করিবেন । ১—২০ । যে ভূপতির বহু পদাতি সৈন্ত থাকে, তিনি অরিগণকে বিবমরূপে আক্রমণ করিতে সমর্থ হন । শক্রগণ রুকারুত দেশ আশ্রয় করিলে অথবা সেই দেশ অঙ্গ কৰ্দ্দমযুক্ত

রথায় ভলো যাযাচ্চক্ৰং সমপথস্থিতম্ ॥ ২৩

তমাশ্রয়ন্তো বহুসান্তাংস্ত রাজা প্রপূজয়েৎ ।

পরোষ্টোবহলো রাজা শক্রবর্দ্ধন সংস্থিতঃ ॥ ২৪

বহুদনশোভতিযোজ্যোহরিস্তথা প্রারুণি ভূভুজা

স্থিপাতযুতে দেশে স্থিতঃ সৌম্যেহতিযোজয়েৎ

যবসেদ্ধনসংযুক্তঃ কালঃ পার্থিব হৈমনঃ ।

শরদ্বসন্তো ধর্ম্মজ্ঞ কালো সাধারণো স্মৃতো ॥ ২৬

বিজ্ঞায় রাজা হিতদেশকালো

দৈবঃ ত্রিকালক তথৈব বুধ্যা ।

যাযাৎ পরং কালবিদাঃ মতেন

সকিস্তা সার্কঃ দ্বিজমহাবিভিঃ ॥ ২৭

ইতি স্রীমাৎসে মহাপুরাণে যাত্রানিমিত্তকাল-

যোজ্যচিন্তা নাম চত্রারিংশদধিক-

বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪০ ॥

থাকিলে রাজা তথায় বহু হস্তী সহ গমন

করিবেন; আর শক্র সকল পথে অবস্থিত

হইলে সেখানে রথ ও অশ্ববহন সেনা

সমভিব্যাহারে গমন করিতে হইবে। যে

সকল সৈনিক রাজাকে অবলম্বন করিয়া

থাকিবে, তাঁহাদিগকে দানমানাদি দ্বারা

সম্মানিত করিবেন। বর্ষাকালে বহু উষ্ট্র ও

গর্দভসহ যুদ্ধ যাত্রা করিয়া যদি রাজা বন্দী

হন, তথাপি শত্রুর সহ যুদ্ধ করিবেন; কেননা

ইহাতে তাঁহার যুক্ত পাইবারই সম্ভাবনা।

রাজা দৈব, এবং ভূত, ইবিষ্যৎ, বর্তমান এই

ত্রিকাল অবগত হইয়া সময়বেদিগণের

মতানুসারে মনুজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে

হিতকর দেশ-কাল বিবেচনাপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা

করিবেন ॥ ২১—২৭ ॥

চত্রারিংশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪০

একচত্রারিংশদধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মন্ত্রকবাচ ।

কৃহি মে ত্বং নিমিত্তানি অশুতানি শুতানি চ

সর্ব্বধর্ম্মভূতাঃ শ্রেষ্ঠ ত্বং হি সর্ব্ববিদ্যাসে ॥ ১

মৎস্ত উবাচ ।

অঙ্গদক্ষিণভাগে তু শস্তং প্রক্ষুরণং ভবেৎ ।

অথ শস্তং তথা বামে পৃষ্ঠস্ত হৃদয়স্ত চ ॥ ২

মন্ত্রকবাচ ।

অস্থানাং স্পন্দনকৈব শুভাশুভবিচেষ্টিতম্ ।

তন্মে বিস্তরতো কৃহি যেন স্তাৎ তদ্বিদো ভুবি

মৎস্ত উবাচ ।

পৃথ্বীলাভো ভবেন্মুর্দ্ধি ললাটে রবিনন্দন ।

স্থানং বিরুদ্ধিমাঘাতি জ্ঞানসোঃ প্রিয়সঙ্গমঃ ॥ ৪

ভূতালক্লিষ্টাচ্চিদেবে দৃশ্যপান্তে ধনাগমঃ ।

উৎকর্থাপগমো মধ্যে দৃষ্টঃ রাজন্ বিচক্ষণৈঃ ॥

দৃশ্যক্লেবে সঙ্গরে চ জয়ং শীঘ্রমবাগ্নুয়াৎ ।

যোমিষ্টোগোহপাজ্জদেশে অবপান্তে প্রিয়জ্ঞতিঃ

একচত্রারিংশদধিক বিশততম অধ্যায় ।

মন্ত্র বলিলেন,—হে ধার্ম্মিকপ্রেষ্ঠ! আপনি

সম্ভাবদ্ বলিয়া কথিত হন, আপনি আমার

নিকট শুভ ও অশুভ নিমিত্ত সকল কৌতুহল

করুন। মৎস্ত কহিলেন,—সাধারণতঃ

শরীরের দক্ষিণভাগ কম্পনই প্রশস্ত, তদ্-

ভিন্ন পৃষ্ঠ ও হৃদয়ের বামভাগ স্পন্দনও

শুভ। মন্ত্র প্রথ্ন করিলেন,—শুভাশুভ-

স্বক অঙ্গস্পন্দনের বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক

আমার নিকট কৌতুহল করুন,—যাহাতে এ

সংসারে আমি বিশেষরূপে ঐ সকল বিষয়

অবগত হইতে পারি। মৎস্ত উত্তর কর-

লেন,—স্বপ্নে মন্তক কম্পিত হইলে পৃথিবী-

লাভ, ললাট কম্পিত হইলে ভূমিগুদ্ধি এবং

ক্র ও নাসিকা স্পন্দিত হইলে সুহৃৎসঙ্গম

লাভ হইয়া থাকে। নয়ন কম্পনে মৃত্যু,

নয়নসমীপে ধনাগম ও নয়নমধ্যে উৎকর্থা

হয়। বিচক্ষণ পাণ্ডুতপণ ইহা প্রত্যক্ষ

করিয়াছেন। ১—৫। স্বপ্নে দৃষ্টিরোধে সমস্ত

নাসিকায়ঃ স্রীতিসৌখ্যঃ প্রজাপতিরধরোষ্ঠজৈ
কঠে তু ভোগলাভঃ স্রাষ্টোগবুদ্ধিরধাঃসযোঃ
সুহৃৎস্নেহস্ত বাহুভ্যাং হস্তে চৈব ধনাগমঃ ।
পৃষ্ঠে পরাজয়ঃ সন্ধ্যা জয়ো বক্ষঃস্থলে ভবেৎ
কৃকিভ্যাং স্রীতিরাদিত্যে স্রিযাঃ প্রজননঃ স্তনে
স্থানভ্রংশো নাভিদেহে অস্ত্রে চৈব ধনাগমঃ ॥
জাহ্নুসঙ্ঘো পটরঃ সত্ত্বির্বলবত্তিৰ্ভবেষুণ
দিশৈকদেশনাশোহিৎ জজ্ঞাভ্যাং রবিনন্দন ॥
উত্তমঃ স্থানমাপ্নোতি পত্যাং প্রক্ষুরণাশ্রুণ ।
সলাতকাধগমনঃ ভবেৎ পাদতলে নৃপ ॥ ১১
লাহনঃ পিটকৈব জেয়ঃ ক্ষুরণবৎ তথা ।
বিপর্যয়েণ বিহিতঃ সর্কঃ স্রীণাং কলাগমঃ ॥ ১২
অপ্রশস্তে তদা বামে তুপ্রশস্তঃ বিশেষতঃ ।
দক্ষিণেহপি প্রশস্তেহস্মৈ প্রশস্তঃ স্রাধিশেষতঃ

সহর জয়লাভ ; অপাক্রদেশে কম্পন হইলে
স্রীসন্তোগ, কর্ণমধ্যে প্রিষজবণ, নাসিকায়
স্রীতিসৌখ্য, অধরে ও ওষ্ঠে সন্ততিপ্রাপ্তি,
কঠে ভোগলাভ, হৃদয়ে ভোগবুদ্ধি, বাহু-
ভয়ে সুহৃৎস্নেহ, হস্তে ধনাগম, পৃষ্ঠে সন্তাঃ
পরাজয় এবং বক্ষস্থল কম্পিত হইলে জয়
হইয়া থাকে । কৃকিভয় কম্পনে স্রীতি স্রুচিত
হয় । স্তনে স্রীর গর্ভদক্ষার, নাভিদেহে
স্থানচ্যুতি, নাভিমধ্যে ধনাগম, ও জাহ্নুসন্ধি
স্পন্দিত হইলে বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি
হইয়া থাকে । হে রবিনন্দন ! জজ্ঞায় স্পন্দিত
হইলে দেশাংশের নাশ, ও পদযয়ে প্রক্ষুরণে
উত্তমস্থান লাভ হয় । হে নৃপ । পদতলে
কম্পিত হইলে পথগমন লাভজনক হইয়া
থাকে এবং উহাতে উত্তম বেশভূষা ও উপ-
ভোজন জব্যাদিও প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
এই যে অক্ষক্ষুরণের কথা বলা হইল, এই
সকল শুভাশুভ লক্ষণ পুরুষগণেরই বুঝিতে
হইবে । স্রীগণের ইহার বিপরীত । সেই
বিপরীত লক্ষণ এই—পুরুষের যে প্রশস্ত
অঙ্গের ক্ষুরণে লাভ, নারীর তাহাতে হানি
এবং যে অঙ্গের ক্ষুরণে পুরুষের অশুভ,
স্রীর তাহা শুভ । এই যে শুভাশুভ লক্ষণ

অতোহস্তথা সিদ্ধি প্রভক্ষনাং তু
ক স্র শস্ত্রস্ত চ নিদিতস্ত ।
অনিষ্টচিহ্নোপগমে দ্বিজানাং
কার্যঃ সুবর্ণেন তু তর্পণঃ স্রাৎ ॥ ২৪

ইতি স্রীমাৎস্রে মহাপুরাণে যাত্রানিমিত্তক-
দেহস্পন্দনং নাট্যমকচছারিংশদধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪১ ॥

— — —

দ্বিচছারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মহুরুবাচ ।

স্বপ্রাখ্যানং কথং দেব গমনে প্রতাপহিতে ।
দৃষ্টান্তে বিবিধাকারং কথং তেবাং কলং ভবেৎ
মৎস্ত উবাচ ।

ইদানীং কথয়িষ্যামি নিমিত্তং স্বপ্রদর্শনে
নাভিঃ বিনাক্তগাত্রেষু তৃণবৃক্ষসমুদ্ভবঃ ॥ ২
চূর্ণনং মূর্ধ্নি কাংস্তানাং মুণ্ডনং নগ্নতা তথা ।
মলিনাশ্রুধারিঃসমভাসঃ পঙ্কদগ্নিতা ॥ ৩
উচ্চাৎ প্রশতনটকৈব দোলায়োরহণমেব চ ।

কথিত হইল, ইহা নিশ্চয়ই বলিবে ; অতএব
যখন অনিষ্টের সম্ভাবনা হইবে, তখন সুবর্ণ
ছারা দ্বিজগণের স্রীতি সাধন করিতে
হইবে । ৬—২৪ ।

একচছারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়
সমাপ্ত । ২৪১ ।

দ্বিচছারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মহু বলিলেন,—হে দেব ! যাত্রার কাল
ও স্বপ্ন সকল বিবিধাকার দৃষ্ট হয়, ঐ সকল
যাত্রা ও স্বপ্নের ফল কিরূপ, আপনি সেই
সকল কীর্তন করুন । মৎস্ত উত্তর করিলেন,—
সম্ভ্রান্তি স্বপ্রদর্শনের ফল বলিতেছি । নাভি
ব্যতীত শরীরের অন্তস্থানে তৃণ বৃক্ষাদির
উৎপত্তি, মস্তকে কাংস্ত চূর্ণ-লেপন, শিরো-
মুণ্ডন, নগ্নতা, মলিনাশ্রু-পরিধান, কর্ণম-

অৰ্জুনঃ পৰলোহনাং হযমা মপি মায়ণম্ ॥৪
রক্তপুষ্পক্রমাণাং মণ্ডলস্ত তথৈব চ ।
বরাহকৃৎস্নোহ্রোণাং তথা চারোহণক্রিয়া ॥৫
তক্ষণঃ পাক্ষমৎস্তানাং * তৈলস্ত কুসরস্ত চ ।
নৰ্ত্তনং হসনকৈব বিবাহো গীতমেব চ ॥৬
তস্ত্রীবাভবিহীনানাং বাস্তানামভিবাদনম্ ।
স্রোতোহবগাহগমনং স্নানং গোময়বারিণা ॥৭
পঞ্চোদকেন চ তথা মহীতোয়েন চাপ্যথ ।
মাতুঃ প্রবেশো জঠরে চিতারোহণমেব চ ॥৮
শক্রধ্বজাভিপতনং পতনং শশি-সূর্য্যোয়োঃ ।
দিব্যাস্তরীক্ষভৌমাণামুৎপাতানাং দৰ্শনম্ ॥৯
দেব-বিজাতি-ভূপাল-গুরুণাং ক্রোধ এব চ ।
আলিঙ্গনং কুমারীণাং পুরুষাণাং মৈথুনম্ ॥১০
হানিশ্চৈব স্বগাত্রাণাং বিরেকবমনক্রিয়া ।
দক্ষিণাশাভিগমনং ব্যাধিনাভিভবস্তথা ॥১১
ফলাপহানিশ্চ তথা পুষ্পহানিস্তথৈব চ ।
গৃহাণাকৈব পাতশ্চ গৃহসম্মার্জনং তথা ॥ ১২
ক্রীড়া পিশাচ-ক্রব্যাদ-বানরক্কনৈররপি ।
পরাদভিভবশ্চৈব তস্মাক্ষ ব্যসনোদ্ভবঃ ॥ ১৩

লেপন, অভ্যঙ্গ, উচ্চস্থান হইতে পতন, দোলায় আরোহণ, দক্ষলৌহলাভ, অঙ্গগণের মায়ণ; রক্তপুষ্পশ্রেণী, বরাহ, তল্লুক, গর্দভ, উষ্ট্র প্রভৃতিতে আরোহণ; পক্ষী, মৎস্ত, তৈল ও বিচুড়ীতক্ষণ; নৰ্ত্তন, হসন, বিবাহ, গীত; তস্ত্রীবাভ-বিহীন অন্ত্রবাভ-বাদন; স্রোতে অবগাহন বা ভাসিয়া যাওয়া; গোময়-জল, শঙ্খোদক বা মৃত্তিকারসে স্নান; মাতার উদরে প্রবেশ, চিতারোহণ; শশি, ধ্বজ, চন্দ্র ও সূর্য্যের পতন এবং দিব্য, আস্তরীক্ষ ও ভৌম উৎপাতদর্শন; দেব, বিজ, ভূপাল ও গুরুর ক্রোধ; কুমারীগণ সহ আলিঙ্গন, পুংমৈথুন, স্বীয় অঙ্গের হানি, বিরেকন, বমন, দক্ষিণাদিকে গমন, ব্যাধি দ্বারা পীড়া, ফল-পুষ্পহানি, গৃহপতন, গৃহসম্মার্জন; পিশাচ, রাক্ষস, বানর, তল্লুক এবং মনুষ্যাগণের

পৰমাংসানামিতি পাঠান্তরম্ ।

কাষায়বস্ত্রধারিত্বং তথং ব্রীক্রীড়নং তথা ।
স্নেহপানাবগাহো চ রক্তমালাভূলেপনম্ ॥১৪
এবমাদীনি চাস্তানি হৃৎস্বপ্নানি বিনির্দিশেৎ ॥
এবাং সম্বন্ধনং ধন্তং ছয়ঃ প্রস্থাপনং তথা ॥১৫
কঙ্কস্নানং ত্রিতৈর্হোমো ব্রাহ্মণানাং পূজনম্ ।
ভৃতিশ্চ বান্দুদেবস্ত তথা তন্তৈব পূজনম্ ।
নাগেজ্রমোক্ষধ্ববণং জেয়ঃ হৃৎস্বপ্ননাশনম্ ॥ ১৬
স্বপ্নান্ত প্রথমে যামে সংবৎসরবিপাকিনঃ ॥ ১৭
ষড়্ভির্হাসৈর্দ্বিতীয়ে তু ত্রিভির্হাসৈস্কৃতীয়কে ।
চতুর্থে মাসমাত্রেন পশ্চতো নাত্র সংখয়ঃ ॥ ১৮
অরুণোদয়বেলায়াং দশাহেন কলং ভবেৎ ॥
একস্মাং যদি বা রাত্রৌ শুভং বা যদি বাস্ততম্
পশ্চাদ্ভুক্তম্ যন্তত্র তন্ত পাকং বিনির্দিশেৎ ॥
তস্মাচ্ছোভনকে স্বপ্নে পশ্চাৎ স্বপ্নো ন শক্ততে
শৈল-প্রাসাদ-নাগাশ-বৃষভারোহণং হিতম্ ।
ক্রমাণাং শ্বেতপুষ্পাণাং গমনে চ তথা বিজ ॥

সহিত ক্রীড়া এবং অন্ত্র হইতে অতিভব—
স্বপ্নে এই সকল দৃষ্ট হইলে বিপদ উপ-
স্থিত হইবে। কাষায় বস্ত্র পরিধান, ব্রীগণ-
সহ ক্রীড়ন, স্নেহ দ্রব্য পান ও তাহাতে
অবগাহন, রক্তমালা ও রক্তাভূলেপন
ধারণ, এই সকল এবং অন্ত্রান্ত্র সমুদায়
হৃৎস্বপ্ন বলিয়া জানিবে। এই সকল স্বপ্নের
কীর্তন এবং পুনরায় স্বপ্নান্ত্রে নিদ্রা বিধেয়।
কঙ্ক (খইল) দ্বারা স্নান, তিল দ্বারা হোম,
ব্রাহ্মণগণের পূজা, বান্দুদেবের ভৃতি ও
পূজা এবং গজমোক্ষণ বৃত্তান্ত ধ্ববণ এই
সমস্ত হৃৎস্বপ্ননাশন জানিবে। ১—১৬।
রাত্রির প্রথম যামে দৃষ্ট স্বপ্নের সংবৎ-
সরে, দ্বিতীয় যামে ছয় মাসে, তৃতীয়ে
তিন মাসে, চতুর্থ যামের স্বপ্নকল
এক মাসে এবং অরুণোদয় বেলায় স্বপ্ন
দৃষ্ট হইয়া দশ দিনে ফলিয়া থাকে। এক
রাত্রিতে শুভ অন্ত্র হইটী স্বপ্ন দৃষ্ট হইলে
শেষে যেটী দেখিবে তাহারই ফল হইবে;
অন্তএব শুভস্বপ্ন দেখিয়া আর সে রাত্রিতে
নিদ্রা বাইবে না। হে বিজ! পরিত, প্রাসাদ,
২৭

ক্রমভূগোত্তরো নাভৌ তথৈব বহুবাহতা ।
 তথৈব বহুশীর্ষত্রং কলিতোত্তর এব চ ॥ ২২
 সুতক্রমালাধারিত্বং সুতক্রাধরধারিতা ।
 চন্দ্রার্কাভারপ্রাণঃ পরিমার্জ্জনমেব চ ॥ ২৩
 শক্রধ্বজাঙ্গিনসঞ্চ তদুচ্ছ্রায়ক্রিয়া তথা ।
 ভূম্যামুখীনাং গ্রাসনঃ শক্রগাঞ্চ বধক্রিয়া ॥ ২৪
 জঘো বিবাদ দূতে চ সংগ্রামে চ তথা বিজ
 ভক্ষণকার্জ্যমাংসানাং মৎস্তানাং পায়সস্ত চ ॥ ২৫
 দর্শনং কধিরস্তাপি স্নানং বা কধিরেণ চ ।
 সূরা কধির-মত্যানাং পানং কীরস্ত চাথবা ২৬
 অস্ত্রৈর্বা বেষ্টনঃ ভূমৌ নির্মূলং গগনং তথা ।
 মুখেন দোহনং শস্ত্রং মহিষীণাং তথা গবাম্ ॥
 সিংহীনাং হস্তিনীনাঞ্চ বড়বানাং তথৈব চ ।
 প্রসাদো দেববিপ্রেভ্যো গুরুভ্যশ্চ তথা শুভঃ
 অস্তসা অতিষেকস্ত গবাঃ শূদ্রাশ্রিতেন বা ।
 চন্দ্রাভ্রষ্টেন বা রাজন্ জেযো রাজ্যপ্রদো
 হি সঃ ॥ ২৭
 রাজ্যাতিষেকস্ত তথা ছেদনঃ শিরসস্তথা ।

মরণং বহিদাহস্ত বহিদাহো গুণাদিহ ॥ ৩০
 ল'কশ্চ রাজ্যালিঙ্গানাং তদ্বীবাভ্যাবাদনম্ ।
 তথৈ দকানাং ভরণং তথা বিষমলজ্বনম্ ॥ ৩১
 হস্তিনী বড়বানাঞ্চ গবাঞ্চ প্রসবো গৃহে ।
 আরোহণমথাখানাং রোদনঞ্চ তথা শুভম্ ॥ ৩২
 বরস্রীণাং তথা লাভস্তথালিঙ্গনমেব চ ।
 নিগাভৈর্ভবন্ধনং ধন্তং তথা বিষ্ঠালুপনম্ ॥ ৩৩
 জীবতাং ভূমিপালানাং সুহৃদামপি দর্শনম্ ।
 দর্শনং দেবতানাঞ্চ বিমলানাং তথাস্তসাম্ ॥ ৩৪
 শুভাশ্রুতৈতানি নরশ্চ দৃষ্ট্বা
 প্রাপ্নোত্যয়ত্নাদৃক্ণবমর্থলাভম্ ।
 স্বপ্নানি বৈ ধর্ম্মভূতাঃ বরিত্ত
 ব্যাধেবিমোক্ষঞ্চ তথাতুরোহপি ॥ ৩৫
 ইতি শ্রীমাৎশ্বে মৎস্যপুরাণে যাত্রানিমিত্তে
 স্বপ্নাধ্যায়ো নাম দ্বিচত্বারিংশাদধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪২ ॥

হস্তী, ঘৃষ এবং শ্বেতপুষ্প-রক্ষারোহণ স্বপ্নে
 শুভ । নাভিতে রক্ষ ও ত্বণের উদ্ভব,
 আপনাকে বহুবাহ ও বহুশীর্ষ দর্শন, কলবান
 উত্তিদের উদ্ভব, শুক মালা ও জীর্ণ বস্ত্রধারণ,
 চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রের গ্রহণ; পরিমার্জন,
 শক্রধ্বজসহ আলিঙ্গন, শক্রধ্বজোত্তোলন,
 ভূমি ও সমুদ্রের গ্রাস করণ, শক্রগণের বধ,
 হে বিজ! এই সকল স্বপ্নদর্শনে বিবাদ,
 দ্যুতক্রৌড়া ও সংগ্রামে জয় হইয়া থাকে ।
 কাঁচা মাংস, মৎস্ত ও পায়স ভক্ষণ, কধির
 দর্শন বা কধিরে স্নান, সূরা, কধির, মদ্য
 কিংবা কীর পান, নাভী দ্বারা ভূমির বেষ্টন,
 নির্মূল গগন এবং মুখ দ্বারা মহিষী, সিংহী,
 গো, হস্তী ও বড়বা দোহন, বিপ্র এবং গুরুর
 নিকট হইতে অমুগ্র লাভ ও স্বপ্নে শুভ
 বলিয়া জানিবে । হে রাজন্! স্বপ্নে গো-
 পৃষ্ঠাধিত বা চন্দ্র হইতে করিত জল দ্বারা
 আপনাকে অতিষিক্ত দর্শন রাজ্যপ্রদ হইয়া
 থাকে । রাজ্যাতিষেক, শিরচ্ছেদন, বহিদাহে

মরণ, গৃহদাহ, তদ্বীবাভ্যাবাদন, রাজকীয় চিহ্ন-
 লাভ, এই সকল স্বপ্ন রাজ্যপ্রাপ্তির সূচক ।
 জল হইতে উদ্ভরণ, বিষম লজ্বন, গৃহে হস্তী,
 গো, এবং বড়বার প্রসব, অশ্বারোহণ, অশ্ব-
 দোহন এই সকল স্বপ্ন শুভ । বরস্রী লাভ
 ও তৎসহ আলিঙ্গন, শূঙ্খল দ্বারা বন্ধন,
 গাত্রে বিষ্ঠা লেপন, জীবিত ভূমিপতি ও
 সুহৃদ দর্শন, দেবতা ও বিমল জল দর্শন,
 এই সকল স্বপ্ন শুভদায়ক হয় । মানবগণ
 এই সকল শুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়া বিনাষত্রে
 নিশ্চতই অর্থলাভ করে এবং পীড়িত
 ব্যক্তিও এই সকল শুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়া
 ব্যাধিবমুক্ত হইয়া থাকে । ১৭—৩৫ ।

দ্বিচত্বারিংশাদধিক দ্বিশততম অধ্যায়
 সমাপ্ত । ২৪২ ।

ত্রিচছারিং শদধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মন্ত্রকবাচ ।

গমনং প্রতি রাজ্যান্ত সমুখাদর্শনে চ কিম্ ।
প্রশস্তাঃশ্চৈব সম্ভাষ্য সর্কানন্তাঃশ্চ কৌতুহ ॥ ১
মৎস্ত উবাচ ।

ঔষধানি ত্রযুক্তানি ধাত্ত্ব কৃষ্ণক যন্তবেৎ ।
কার্পাসশ্চ তৃণং রাজন্ শুকঃ গোময়মেব চ ॥ ২
ইক্ষনক তথাক্ষায়ং শুভ্রঃ তৈলং তথাশতম্ ।
অভ্যক্তং মলিনং মুণ্ডং তথা নগ্নক মানবম্ ॥ ৩
মুক্তকেশঃ কৃষ্ণার্জক কাষায়াহরধারিণম্ ।
উন্নতকং তথা সৰ্বং দীনকাঞ্চ নপুংসকম্ ॥ ৪
অয়ঃপঙ্কস্তথা চর্ম্ম কেশবন্ধনমেব চ ।
তথৈবোদ্ধতসারাগি পিণ্যাকাদীন যানি চ ॥ ৫
চণ্ডাল-বপচাশ্চৈব রাজবন্ধনপালকাঃ ।
বধকাঃ পাপকর্ম্মাণো গর্ভিণী স্ত্রী তথৈব চ ॥ ৬
তুৰ-ভস্ম-কপালান্ধি-ভিন্নভাণানি যানি চ ।
রক্তানি চৈব ভাণানি মৃতং শাস্ত্রিকমেব চ ॥ ৭
এবমাদীন চান্তানি অশস্তান্তভিদর্শনে ।
অশস্তো বাহনশ্চ ভিন্নভৈরবজজ্জরঃ ॥ ৮

ত্রিচছারিং শদধিক বিশততম অধ্যায়ঃ ।

মন্ত্র বলিলেন,—রাজগণের যাত্রাসময়ে সমুখে কি কি বস্তুর দর্শন প্রশস্ত, এই সকল কৌতুহ করুন । মৎস্ত কহিলেন,—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঔষধি সকল, কৃষ্ণধাত্ত, কার্পাস, তৃণ, শুক গোময়, কাষ্ঠ, অক্ষয়, শুভ্র, তৈল, এই সকল যাত্রাকালে দৃষ্ট হইলে অশুভ হইয়া থাকে । অভ্যঙ্গমুক্ত, মলিন মস্তক, উন্নত মাথায়, মুক্তকেশ, যোগপীড়িত ব্যক্তি, কাষায়বস্ত্র-পরিধায়ী লোক, উন্নত শ্রাণী, দীন, নপুংসক, উদ্ধতরস পিণ্যাকাদি, চণ্ডাল, কুকুরভোজী চণ্ডাল, বধবন্ধনকারী রাজ-কর্ম্মচারী, ষাভুক, পাপ কর্ম্মকারী, গর্ভিণী স্ত্রী, তুৰ, ভস্ম, কপাল, অন্ধি, ভঙ্গভাণ, রক্তভাণ, মৃত শৃঙ্গী, জন্ত এই সকল দর্শনে অশুভ জানিবে । ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সমুখাগত অপ্রশস্ত শব্দ ও ভগ্ন বর্জ্যাদির ভৈরব রব শুভ; কিন্তু

পুরতঃ শব্দ এহীতি শস্ত্রে ন তু পৃষ্ঠতঃ ।
গচ্ছতি পশ্চাক্ষর্যজ পুরস্তাৎ তু বিগর্হিতঃ ॥ ৯
ক যাসি তিষ্ঠ মা গচ্ছ কিং তে তত্র গতস্ত তু ।
অন্তে শব্দাশ্চ যেহনিষ্টান্তে বিপত্রিকরা অপি ॥
ধ্বজাদিব তথা স্থানং ক্রব্যাদানাম্ বিগর্হিতম্ ।
স্থলনং বাহনানাঞ্চ বস্ত্রসঙ্গস্তথৈব চ ॥ ১১
নির্গতস্ত তু দ্বারাদৌ শিরসশ্চাত্তাতিতা ।
ছত্রধ্বজানাং বস্ত্রাণাং পতনঞ্চ তথাশতম্ ॥ ১২
দৃষ্টে নিমিত্তে প্রথমমঙ্গল্যাবিনাশনম্ ।
কেশবঃ পূজ্যোদ্ধান স্তবেন মধুহৃদনম্ ॥ ১৩
দ্বিতীয়ে তু ততোদৃষ্টে প্রভোপে প্রাবশেদগৃহম্
অথেষ্টানি প্রবক্ষ্যামি মঙ্গল্যানি তথানঘ ॥ ১৪
বৈতাঃ সূমনসঃ শ্রেষ্ঠাঃ পূর্ণকৃন্তান্তথৈব চ ।
জলজাঃ পাক্ষণশ্চৈব মাংস-মৎস্তাশ্চ পার্শ্বিণি ॥
গাবস্তরঙ্গমা নাগা বৃদ্ধ একঃ পশুজ্ঞঃ ।
ত্রিদশাঃ সূহৃদো বিপ্রা জলিতশ্চ হতাশনঃ ॥ ১৬

ঐ শব্দ পশ্চাদ্ দিক্ হইতে আসিলে অশুভ হইয়া থাকে । হে ধর্ম্মজ ! যদি সমুখ হইতে ‘গচ্ছ’ অর্থাৎ যাও, কেহ এই কথা বলে তাহা শুভ, উহা পশ্চাৎ হইতে কথিত হইলেও শুভ নহে । ‘কোথা যাও ?’ যাইও না, থাক, সেখানে গিয়া কি হইবে ? এই সকল কথা এবং অন্তান্ত অনিষ্টকর শব্দ, সকল বিপজ্জনক । ধ্বজাদির উপরে ব্রাহ্মসের অধিষ্ঠান, যাত্রাসময়ে নিষিদ্ধ । বাহননিচয়ের স্থলন, বস্ত্ররাশি, যাত্রাকারীর দ্বারদেশে অন্তের মস্তক কুটন এবং ছত্র ধ্বজ ও বস্ত্র সকলের পতন অশুভ ১১—১২ । যাত্রা সময়ে এই সকল অমঙ্গল কারণ দর্শন করিয়া প্রথমে কেশবের পূজা করিয়া পরে মধুহৃদনের স্তব করিবে । দ্বিতীয়বারেও ঐরূপ প্রতিকূল দর্শন ঘটিলে গৃহে প্রবেশ করিবে । হে অনঘ ! অনন্তর ইষ্ট মঙ্গল্যের বিষয় বলিতেছি;—উত্তম পূর্ণকৃত, জলজীব পক্ষীর মাংস, মৎস্ত এবং গো, অশ্ব, হস্তী, বৃদ্ধ অজ, দেবতা, সূহৃদ, ব্রাহ্মণ, প্রজলিত হতাশন, বেস্তা,

বিকোৱিধানীঃ মাহাশ্চাঃ পুনব্ভুমিহাহসি ।
 কথং স বামনো ভূত্বা ববন্ধ বলিদানবন্ ।
 ক্রমতঃ কৌশলঃ রূপমাসীল্লোকত্রয়ে হরেঃ ॥ ২
 সূত উবাচ ।
 এতদেব পুরা পৃষ্টং কুরুক্ষেত্রে তপোধনঃ ।
 শৌনকস্তীৰ্থযাত্রায়াঃ বামনায়তনে পুরা ॥ ৩
 যদা সময়ভেদিস্তং দ্রৌপদ্যাঃ পার্শ্বিণঃ প্রতি
 অৰ্জুনেন কৃতং তত্র তীৰ্থযাত্রাঃ তদা যযৌ ॥ ৪
 ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে বামনায়তনে স্থিতঃ ।
 | স বামনঃ তত্র অৰ্জুনো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫
 অৰ্জুন উবাচ ।

কিং নিমিস্তময়ং দেবো বামনাকৃতিরিজ্যতে ।
 বরাহরূপী ভগবান্ কস্মাৎ পুজ্যোহভবৎ পুরা
 কস্মাচ্চ বামনস্যোদমিষ্টং ক্ষেত্রমজায়ত ॥ ৬
 শৌনক উবাচ ।
 বামনস্য চ বক্ষ্যামি বরাহস্য চ ধীমতঃ ।

বিস্তারপূৰ্ব্বক বৰ্ণন করিয়াছেন, এক্ষণে পুন-
 রায় বিষ্ণুর মাহাশ্চা কীৰ্ত্তন করুন ।
 ভগবান্ বিষ্ণু কি নিমিস্ত বামনরূপ ধারণ
 করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা হরির বামন-
 ত্ব হু ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়া লোকত্রয় পরিব্যাপ্ত
 হইয়াছিল? সূত বলিলেন,—পুরাকালে
 কুরুক্ষেত্রে তীৰ্থযাত্রা সময়ে অৰ্জুন বামনায়-
 তনে তপোধন শৌনকের নিকট ইহা জিজ্ঞাসা
 করিয়াছিলেন । অৰ্জুন যখন দ্রৌপদী-
 সহ সহবাসনিয়মলভ্যন করিয়া যুধিষ্ঠিরের
 প্রতি পাপাচরণ করেন, তৎপাপ কালনার্থ
 অৰ্জুন তখন তীৰ্থযাত্রা করিয়াছিলেন । ধৰ্ম্ম-
 ভূমি কুরুক্ষেত্রে বামনবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল,
 অৰ্জুন তথায় উপস্থিত হইয়া বামনমূৰ্ত্তি
 সন্দর্শনপূৰ্ব্বক শৌনকের নিকট এই কথা
 বলিয়াছিলেন । অৰ্জুন বলিলেন,—কি
 জন্ত এই দেব বামনাকৃতি হইয়াছেন, আর
 কি হেতুই বা বরাহরূপী ভগবান্ পূজ্য হইয়া-
 ছেন, আর কি নিমিস্তই বা এই ক্ষেত্র বামন-
 দেবের প্রিয় হইয়াছে? শৌনক উত্তর
 করিলেন,—হে কুরুনন্দন! ধীমান্ বামন-

ভ্যাকৃতিবিস্তরঃ ভূয়ো মাহাশ্চাঃ কুরুনন্দন ॥ ৭
 পুরা নিবারিতে শক্রে সুরেবু বিজিতেবু চ ।
 চিন্তয়ামাস দেবানাঃ জননী পুনকন্ডবন্ ॥ ৮
 অদিতির্দেবমাতা চ পরমঃ হুশ্চরঃ তপঃ ।
 ভীষ্মঃ চচার বৰ্ধাণাঃ সহস্রং পৃথিবীপতে ॥ ৯
 আরাধনায় কৃষ্ণস্ত বাগ্ম্যতা বায়ুভোজনা * ।
 দৈতৈরানিরাকৃতান দৃষ্ট্বা ভনয়ান্ কুরুনন্দন ॥ ১০
 যথাপুত্রাহমস্মীতি নির্বেদাৎ প্রণতা হরিন্ ।
 তুষ্টাব বাগ্ম্ভিরিষ্টাভিঃ পরমার্থাববোধিনী ।
 দেবদেবঃ হৃষীকেশঃ নন্দা সৰ্গগতঃ হরিন্ ॥ ১১
 অদিতিকবাচ ।

নমঃ স্মৃতাৰ্ত্তিনাশায় নমঃ পুঙ্করমালিনে ।
 নমঃ পরমকল্যাণ-কল্যাণায়দিবেধসে ॥ ১২
 নমঃ পঙ্কজনেজায় নমঃ পঙ্কজনাভয়ে ।
 শ্রিয়ঃ কান্তায় দান্তায় পরমার্থায় চক্রিণে ॥ ১৩

দেব এবং বরাহদেবের মাহাশ্চা পুনর্বার
 সংক্ষেপে তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিতেছি ।
 পুরাকালে সুরগণ সহ শক্রে অনুরগণ কর্তৃক
 পরাজিত হইলে দেবজননী অদिति পুনর্বার
 সৃষ্টিকামনায় চিন্তা করিলেন । হে পৃথিবী-
 পতে! দেবমাতা অদिति সহস্র বৎসর
 ধরিয়া অতি ভীষ্ম তপশ্চরণ করেন । হে
 কুরুনন্দন! স্বীয় ভনয়গণকে অনুরগণ-
 কর্তৃক পরাভূত দেখিয়া অদिति বাক্যসংযমন-
 পূৰ্ব্বক বায়ুমাত্র আহার করিয়া কৃষ্ণের আরা-
 ধনা করিতে লাগিলেন । “আমার পুত্রলাভ
 যথা হইয়াছে” এইরূপ মনে করিয়া তিনি
 নির্বেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং পরমার্থভক্ত্যা
 দেবমাতা অদिति সৰ্গগত দেবদেব হৃষীকেশ
 হরিকে প্রণামপূৰ্ব্বক অৰ্ঘ্যযুক্ত বাক্য দ্বারা
 তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । ১—১১ ।
 অদिति বলিলেন,—হে স্মরণাঙ্গিনাশন-
 কমলমাল্যধারী হরি, তোমাকে নমস্কার,
 তুমি আদিদেব, তুমি স্বেষ্ট কল্যাণেরও
 কল্যাণ, তুমি পয়নেত্র, তোমার নাভি পঙ্কজ-
 বাতাহারা হৃভোজনেতি কচিং পাঠঃ ।

নমঃ পঞ্চজসতি-সমুস্তবায়ান্বয়োনয়ে ।
 নমঃ শঙ্খাসিহস্তায় নমঃ কনকরৈতসে ॥ ১৪
 তথান্বজ্ঞানবিজ্ঞান-যোগিচিস্ত্যান্বযোগিনে ।
 নিৰ্ভগান্বাবিশেষায় হরয়ে ব্রহ্মরূপিনে ॥ ২৫
 জগৎ প্রতিষ্ঠিতং যত্র জগতা যো ন দৃশ্যতে ।
 নমঃ স্থলাভিস্থান্বায় তন্মৈ দেবায় শঙ্খিনে ॥ ১৬
 যং ন পশ্যন্তি পশ্যন্তো জগদপ্যাখিলং নরাঃ ।
 অপশ্যন্তি জগত্যত্র স দেবো হৃদি সংস্থিতঃ ॥ ১৭
 যন্নিরন্নং পয়শ্চৈব নশ্যন্তৈব্যাখিলং জগৎ ।
 তন্মৈ সমস্তজগতামাধারায় নমো নমঃ ॥ ১৮
 আক্তঃ প্রজাপতিপতিৰ্যঃ প্রভুনাং পতিঃ পরঃ ।
 পতিঃ সুরাণাং যন্তুত্মৈ নমঃ কৃণায় বেধসে ॥ ১৯
 যঃ প্রবৃন্তৌ নিবৃন্তৌ চ ইদ্যতে কৰ্ম্মভিঃ স্বকৈঃ
 স্বর্গাপবর্গকলনো নমস্তুত্মৈ গদাভূতে ॥ ২০

যশ্চিস্ত্যমানো মনসা সদাঃ পাপং ব্যপোহতি ।
 নমস্তুত্মৈ বিত্তকায় পরায় হরিবেধসে ॥ ২১
 যং বৃদ্ধা সৰ্ব্বকৃতানি দেবদেবেশমব্যয়ম্ ।
 ন পুনর্জন্ম মরণে প্রাপ্নুবন্তি ননামি তম্ ॥ ২২
 যো যজ্ঞে যজ্ঞপরমৈরিজ্যতে যজ্ঞসংজিতঃ ।
 তং যজ্ঞপুরুষং বিষ্ণুং নমামি প্রভুমৌশ্বরম্ ॥ ২৩
 গীয়তে সৰ্ববেদেষু বেদবিদ্বিবিদাঃ পতিঃ ।
 যন্তুত্মৈ বেদবেদ্যায় বিষ্ণুবে জিহুবে নমঃ ॥ ২৪
 যতো বিশ্বং সমুৎপন্নং যশ্চৈব লয়মেব্যতি ।
 বিশ্বাগমপ্রতিষ্ঠায় নমস্তুত্মৈ মহান্বনে ॥ ২৫
 ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপধ্যন্তঃ যেন বিশ্বমিদং ততম্ ।
 মায়াজালং সমুত্তত্ত্বমুপেন্নমঃ নমাম্যহম্ ॥ ২৬
 যন্ত তোয়স্বরূপস্যো বিভর্তাখিলমৌশ্বরঃ ।
 বিশ্বং বিশ্বপতিং বিষ্ণুং নমামি প্রজাপতিম্

সদৃশ, তোমাকে নমস্কার। হে জীপতে, হে দান্ত, হে পরমার্থ! হে চক্রিন! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে আন্বয়োনৈ! তোমার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইয়াছেন। তোমার হস্তে শঙ্খ এবং অসি শোভা পাইতেছে, তুমি কনকরেতাঃ, তোমাকে নমস্কার। হে আন্বযোগিন! হে যোগচিস্ত্য! হে আন্বজ্ঞান! হে বিজ্ঞানসম্পন্ন। হে নির্ভগ! হে অবিশেষ! হে হরে! হে ব্রহ্মরূপিন! তোমাকে নমস্কার। এই জগৎ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, অথচ জগৎ যাহাকে দেখিতে পায় না, আমি সেই অতিস্থল অতি সূক্ষ্ম, শঙ্খ-ধারী দেব হরিকে নমস্কার করি। এই অখিল জগৎ এবং জ্ঞানিগণও যাহাকে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেনা, হৃদিস্থিত হইলেও জ্ঞানীরা যাহাকে দেখিতে সমর্থ হয় না; যাহাতে অন্ন, জল, নদীসকল, এবং অখিল জগৎ প্রতি-ষ্ঠিত আছে, আমি সেই সমস্ত জগতের আধার জীকৃৎকে বারবার নমস্কার করি। যিনি প্রজাপতির পতি, যিনি প্রভুরও প্রভু, যিনি স্রষ্টা এবং দেবতাদিগের প্রভু সেই বিধাতা জীকৃৎকে নমস্কার। প্রকৃতি এবং

নিবৃতি বিষয়ে যিনি স্ব স্ব কৰ্ম্ম দ্বারা উপাসিত হন, স্বর্গ ও অপবর্গ-ফলদাতা সেই গদাধরকে নমস্কার। মন দ্বারা যাহাকে চিন্তা করিলে পাপ সকল সদ্য দূরীভূত হয়, আমি সেই বিত্তক প্রধান বিধাতা হরিকে নমস্কার করি। ১২—২১। যে দেবদেবেশ অব্যয় হরিকে জানিতে পারিলে প্রাণিনিবহ পুনরায় জন্ম-মরণ প্রাপ্ত হয় না, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যজ্ঞে যিনি স্রষ্টা যজ্ঞ দ্বারা অর্চিত হন, সেই যজ্ঞ নামধেয় যজ্ঞপুরুষ প্রভু ঈশ্বর বিষ্ণুকে নমস্কার করি। বেদবিদগণ কর্তৃক যিনি সকল বেদে বেদপতি বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন এবং যিনি বেদ-বেত্তা, সেই জিহু বিষ্ণুকে নমস্কার। এই বিশ্ব যাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহাতে পুনর্বার লয় প্রাপ্ত হইবে, যিনি এই বিশ্বকে শালন করিয়াছেন, সেই মহান্বা হরিকে নমস্কার। ব্রহ্মাদি স্তদ্ব্যপধ্যন্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যিনি বিস্তার করিয়াছেন, মায়া-জাল ছিন্ন করিবার অন্ত আমি সেই উপে-ক্টকে নমস্কার করি। যে ঈশ্বর জলরূপে সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই

যমারাধ্য বিত্তেন মনসা কর্মণা গিরা ।

তরন্ত্যবিদ্যামখিলাং তমুপেন্দ্রং নমাম্যহম্ ॥ ২৮ ॥

বিবাদ ভোষ-রোষাদৈর্ঘ্যোহজ্ঞঃ সুখ-দুঃখজৈঃ

নৃত্যাত্মিলভূতহস্তমুপেন্দ্রং নমাম্যহম্ ॥ ৩০ ॥

মূর্ত্তং তমোহসুরময়ং তদ্ব্যধিনিহন্তি যঃ ।

রাত্রিজং সূর্য্যরূপীব তমুপেন্দ্রং নমাম্যহম্ ॥ ৩০ ॥

কপিসাদিশ্বরূপেহো যচ্চাজ্ঞানময়ং তমঃ ।

হস্তি জ্ঞানপ্রদানেন তমুপেন্দ্রং নমাম্যহম্ ॥ ৩১ ॥

যন্তাখিলী চন্দ্র-সূর্য্যৌ সর্বলোকভূতাত্তম্য ।

পশ্চতঃ কর্ম সততমুপেন্দ্রং তং নমাম্যহম্ ॥ ৩২ ॥

যশ্মিন সর্বৈশ্বরে সর্বং সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ।

নানুতং তমজং বিষ্ণুং নমামি প্রভবাব্যয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

যচ্চৈতৎ সত্যমুক্তং মে ভূয়াংশাতো জনাৰ্দ্দনঃ

সত্যেন তেন সকলাঃ পূর্য্যন্তাং মে মনোরথাঃ

শৌনক উবাচ

এবং স তঃ স ভগবান্ বাসুদেব উবাচ তাম্ ।

অদৃষ্টঃ সর্বভূতানাং তস্তাঃ সন্দর্শনে স্থিতঃ ।

ঐভগবানুবাচ ।

মনোরথাঃসমদিতে যানিচ্ছন্ত্যভিবাহিতান্ ।

তাংসু প্রাপ্যসি ধর্ম্মজ্ঞে মৎপ্রসাদান সংশয়ঃ

শৃণুয সুমহাভাগে বরো যন্তে হৃদি স্থিতঃ ।

তমাশু ত্রিধিতাং কামং শ্রেয়ন্তে সন্তবিষ্যতি ।

মদর্শনং হি বিকলং ন কদাচিত্তবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥

অদিতিক্রবাচ ।

যদি দেব প্রসন্নঃ মন্তব্যো ভক্তবৎসল ।

ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ পুত্রস্তদন্ত মম বাসবঃ ॥ ৩৮ ॥

হতং রাজ্যং হতাশান্ত যজ্ঞভাগা মহানুরৈঃ ।

হ্রিষি প্রসন্নো বরদে তান্ প্রাপ্নোতু সূতো মম ।

হতং রাজ্যং ন দুঃখায় মম পুত্রস্ত কেশব ।

সাপত্তাদায়নিভ্রংশো বাধাং নঃ কুরুতে হৃদি ॥

প্রজাপতি বিশ্বপতি বিষ্ণুকে নমস্কার করি

বিশুদ্ধ মন, কর্ম এবং বাক্য দ্বারা ঋতাকে

আরাধনা করিলে নিখিল অবিদ্যা তিরোহিত

হয়, আমি সেই উপেন্দ্রকে নমস্কার করি ।

যিনি সকল প্রাণীতে অবস্থিত হইয়া সুখ-দুঃখ

হইতে সমুৎপন্ন বিবাদ, সন্তোষ, রোষ, প্রভৃতি

দ্বারা নৃত্য করেন, আমি সেই উপেন্দ্রকে

নমস্কার করি । সূর্য্য যেরূপ সঙ্ককার হরণ

করেন, তজপ যিনি তমোময় অসুরগণকে

নিধন করিয়াছেন, আমি সেই উপেন্দ্রকে

নমস্কার করি । কপিলরূপে জ্ঞান প্রদান

করিয়া যিনি অজ্ঞানময় অন্ধকার দূর করিয়া

ছেন, আমি সেই উপেন্দ্রকে নমস্কার করি ।

চন্দ্র সূর্য্য ঋতাহার দুইটি চক্ষু এবং তদ্বারা যিনি

নিখিল লোকের শুভাশুভ কর্ম সতত নিরী-

ক্ষণ করেন, আমি সেই উপেন্দ্রকে নমস্কার

করি । ২২—৩২ । যে সর্বশ্বর বিষ্ণুতে

মৎকথিত সমুদয় সত্য বিরাজিত, মিথ্যা

কিছুই নাই, আমি সেই অজ্ঞ অব্যয়

বিশ্বপ্রভাব বিষ্ণুকে নমস্কার করি । যেহেতু

আমি সত্য বিষয় সকল কীৰ্ত্তন করিলাম,

হে জনাৰ্দ্দন ! সেই সত্য দ্বারা আমার

মনোরথ সকল পূর্ণ হউক । শৌনক বলি-

লেন,—অদিতি কর্তৃক এইরূপে সংকত হইয়া

সর্বভূতের অদৃষ্ট ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে

দর্শনদানপুষ্টক বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞে

অদিতে ! যাহা যাহা তোমার মনোরথ, তৎ

সমস্তই তুমি প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয়

নাই । হে সুমহাভাগে ! তুমি শ্রবণ কর,—

তোমার হৃদিস্থ খণ্ডিলযিত বর সত্ত্বর প্রার্থনা

কর, তোমার মঙ্গল হইবে, আমার দর্শন

কদাচিত্ বিকল হয় না অদিতি বলিলেন,—

হে ভক্তবৎসল দেব ! যদি আমার ভক্তিতে

আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার

পুত্র ইন্দ্র ত্রৈলোক্যের অধিপতি হউক ।

সম্প্রতি আমার পুত্রের রাজ্য ও যজ্ঞভাগ

অসুরগণ অপহরণ করিয়াছে, আপনি প্রসন্ন

হইয়া এইরূপ বরদান করুন, যেন আমার

পুত্র পুনরায় রাজ্য এবং যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত

হয় । হে কেশব ! অসুরগণ রাজ্য

হরণ করিয়াছে, ইহাতেই যে কেবল

আমি দুঃখিত হইয়াছি এমন নয়, আমার

জনন শত্রুকর্তৃক পরাজিত এবং

শ্রীভগবানুবাচ ।

কৃতঃ প্রসাদো হি ময়া তব দেবি যথেষ্টিতঃ ।
স্বাংশেন চৈব তে গৰ্ভে সন্তাবয়ামি কন্তপাৎ
তব গৰ্ভসমুদ্ভূতস্তত্ত্বস্তে যে অরারয়ঃ ।

তানহং নিহমিষ্যামি নিবৃত্তা তব নন্দিনি ॥ ৪২

অদিতিকুবাচ ।

প্রসীদ দেবদেবেশ নমস্তে বিশ্বভাবন ।

নাহং ভায়ুদরে দেব বোঢ়ুং শক্যামি কেশব ॥

যশ্বিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ বিশ্বঃ যো বিশ্বঃ স্বয়মৌবরঃ ।

তমহং নোদরেণ স্বাং বোঢ়ুং শক্যামিহর্করম্ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সত্যমাখ মহাভাগে ময়ি সৰ্বমিদং জগৎ ।

প্রতিষ্ঠিতং ন মাং শক্ণা বোঢ়ুং সেন্সা দিবোকসঃ

কিঞ্চহং সকলান্নো কান স দেবাসু রমামুয ন্ ।

জগমান্ স্বাবরান্ সৰ্বাঃ স্বাধ দেবি সকন্তপান্

বান্ধববিশোন হইয়া স্বর্গ পর্যন্ত পরি-
ত্যাগ করিয়াছে, ইহাই আমার হৃৎক ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে দেবি ! তোমার

ইচ্ছানুসারে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন

হইয়াছি, এক্ষণে আমি স্বীয় অংশ দ্বারা

কন্তপ হইতে তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ

করিব । হে নন্দিনি ! তুমি নিবৃত্তা হও,

তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া অনুরগণের

নিধন সাধন করিব । ৩৩—৪২ । অদिति

বলিলেন,—হে দেবদেবেশ ! হে বিশ্ব-

ভাবন ! তুমি প্রসন্ন হও, তোমাকে

নমস্কার । হে কেশব ! আমি তোমাকে

উদরে বহন করিতে সমর্থ হইব না ।

স্বাধাতে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, যিনি স্বয়ং বিশ্বরূপ

ঈশ্বর, সেই হর্কর তোমাকে আমি উদরে

ধারণ করিতে কখনই সমর্থ হইব না ।

ভগবান্ বলিলেন,—আমাতে নিখিল জগৎ

প্রতিষ্ঠিত, ইহা তুমি সত্যই বলিয়াছ, ইন্দের

সহিত সমস্ত দেবগণ আমাকে বহন করিতে

সমর্থ হয় না ; কিন্তু হে দেবি ! আমি কন্তপ

সহ সকল লোক, দেবতা, অসুর, মানুষ,

জিহ্মিল স্বাবর ধারণ করিয়া থাকি, তোমার

ধারণিষ্যামি ভজঃ তে তদলং সম্মেণ তে ॥ ৪৫

ন তে গ্রানির্ন তে খেদো গৰ্ভস্থে ভবিতা ময়ি

দাক্ষ্যায়ণ প্রসাদং তে করোম্যষ্টৈঃ সুহৃদভ্য

গৰ্ভস্থে ময়ি পুত্রাণাং তব যোহর্যর্ভবিষ্যতি ।

তেজসন্তস্ত হানিঞ্চ কারযো মা ব্যাধাং কৃথাঃ ॥

শৌনক উবাচ

এবমুক্তা ততঃ সদ্যো যাতোহস্তর্জানমৌবরঃ ।

সাপি কালেন তং গৰ্ভমবাণ কুরুসন্তম ॥ ৩৩

গৰ্ভস্থিতে ততঃ কৃকো চচাল সকলা ক্রিতিঃ ।

চকম্পিরে মহাশৈলাঃ কোভঃ জঘ্নুস্তথাব্যয়ঃ ॥

যতো যতোহদতির্থাতি দদাতি ললিতং পদম্

ততস্ততঃ ক্রিতিঃ খেদান্ননাম বনুধাধিপ ॥ ৫১

দৈত্যানাংমথ সন্মেষাং গৰ্ভস্থে মধুহৃদনে ।

বভূব তেজসাং হানির্খণ্ডোক্তং পরমেষ্টিনা ॥ ৫২

ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে বামনপ্রাহৃত্তাবে

দীপ্তবরপ্রদানং নাম চতুস্তহারিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৪ ॥

মঙ্গল হউক, তুমি ইহার জন্ত ব্যস্ত হইও না ।

আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া তোমার কোন-

রূপ লানি বা খেদ হইবে না । হে দাক্ষা-

য়ণ ! অস্ত্রের পক্ষে আমার যে প্রসন্নতা

একান্ত হৃদয়, তাহা তুমি লাভ করিয়াছ ।

আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করিলে তোমার

পুত্রগণের যে সকল শত্রু সমুদ্ভূত হইবে,

মদৌষ তেজোদ্বারা তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত

হইবে । তুমি হৃৎক করিও না । শৌনক

বলিলেন,—হে কুরুসন্তম ! হরি এই কথা

বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইলেন । অদি-

তিও গর্ভ ধারণ করিলেন । কৃষ্ণ অদিতির

গর্ভে প্রবিষ্ট হইলে বনুধা প্রচলিত হইয়া

উঠিল, মহা শৈল সকল কাঁপিতে লাগিল,

সমুদ্র কোভ প্রাপ্ত হইল । হে বনুধাধিপ !

অদिति যে দিকে যাইতে লাগিলেন, তাঁহার

মুহুমুদ পাদবিক্ষেপে খেদ বশত ক্রিতি

যেন সেই দিকে অবনামিত হইতে লাগিল ।

অনন্তর মধুহৃদন গর্ভস্থ হইলে তিনি অদি-

তিকে যেরূপ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহাতে

পঞ্চচছারিং শদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ ।

নিন্তেজসোহনুয়ান দৃষ্টা সমন্তাননুরেশ্বরঃ ।

প্রহ্লাদমথ পপ্রচ্ছ বলিরাগ্নিতামহম্ ॥ ১

বলিরুবাচ ।

তাত নিন্তেজসো দৈত্যা নির্দম্বা ইব বহিনা ।

কিমেতে সহসৈবাদ্য ব্রহ্মদগুহতা ইব ॥ ২

অরিষ্টং কিং নু দৈত্যানাং কিং কৃত্যা বৈরি-
নির্মিতা ।

নাশায়ৈষা সমুদ্ভূতা যযা নিন্তেজসোহনুরাঃ ॥ ৩

শৌনক উবাচ ।

ইতি দৈত্যপতির্ধীরঃ পৃষ্ঠঃ পৌত্রেণ পার্শ্বিবা ।

চিরং ধ্যাত্বা জগাদৈনমনুরেশ্বরঃ বলিঃ তদা ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

চলন্তি গিরয়ো ভূমির্দ্বহাতি সহজাং ধৃতিম্ ।

তদীয় তেজে দৈত্যগণ যেন নিন্তেজ হইতে
লাগিল । ৪০—৫২ ।

চতুশছারিং শদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চচছারিং শদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

শৌনক বলিলেন,—অনন্তর অনুরেশ্বর
বলি দৈত্যগণকে তেজোহীন দর্শন করিয়া
স্বীয় পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
তাত! এই অনুরগণ সহসা যেন অগ্নি
দ্বারা দক্ষীভূত হইয়া নিন্তেজ হইয়া পড়িয়াছে,
আজ ইহারা যেন ব্রহ্মদগুহতের স্তায়
উপলক্ষিত হইতেছে, ইহার কারণ কি?
দৈত্যদিগের তবে কি কোন অরিষ্ট উপস্থিত
হইয়াছে? অথবা যদ্বারা ইহাদের তেজ
নষ্ট হইতে পারে, ইহাদের নাশের নিমিত্ত
কি বৈরিগণ কর্তৃক তদ্রূপ কোন কৃত্যা নির্মিত
হইয়াছে? শৌনক বলিলেন,—হে পার্শ্বিবা!
পৌত্র বলি কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া
দৈত্যপতি ধীর প্রহ্লাদ অনেককণ চিন্তা
করিয়া তাঁহাকে বলিলেন । প্রহ্লাদ বলি-

সর্কে সমুজাঃ স্তুতিভা দৈত্যা নিন্তেজসঃ কৃত্যঃ

স্বর্ঘ্যোদয়ে যথা পূর্কঃ তথা গচ্ছন্তি ন গ্রহাঃ ।

দেবানাক পরা লক্ষ্মীঃ কারণৈরনুমীয়তে ॥ ৬

মহদেতয়হাবাহো কারণং দানবেশ্বর ।

ন হ্রস্মিতি মন্তব্যং ত্বয়া কার্ধ্যং সুরাধিন ॥ ৭

শৌনক উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা দানবপতিঃ প্রহ্লাদঃ সোহনুরোত্তমঃ

অত্যন্তভক্তো দেবেশঃ জগাম মনসা হরিম্ ॥

স ধ্যানযোগং কৃত্বাথ প্রহ্লাদঃ সূমনোহরম্ ।

বিচারয়ামাস ততো যতো দেবো জনাধিনঃ ॥ ৯

স দদর্শোদরেহদিত্যাঃ প্রহ্লাদো বামনাকৃতিম্

অন্তঃস্থান্ বিভ্রতঃ সপ্ত লোকানাং প্রজাপতিম্

তদন্তঃস্থান্ বসূন্ রুদ্রানধিনো মকুতস্তথা ।

লেন,—গিরিনিকর প্রচলিত হইয়া উঠি-
য়াছে, বসুধা স্বাভাবিকী ধৃতি ত্যাগ
করিতেছেন, সমুদ্রসকল স্তুতিত হইতেছে,
এবং দৈত্যগণ দিন দিন তেজোহীন
হইতেছে । স্বর্ঘ্যদেব পূর্কদিকে উদ্ভিত
হইলে অস্তান্ত গ্রহগণ তাঁহার অনুগমন
করিতেছে না, এই সকল কারণে আমার
অনুমান হইতেছে, দেবতাদিগের প্রতিই
লক্ষ্মী প্রসন্না হইয়াছেন । হে মহাবাহো! হে
দানবেশ্বর! ইহাকে তুমি সামান্ত হর্লক্ষণ মনে
করিও না । হে সুরাধিন! দৈত্যদিগের
তেজোহানির ইহাই তুমি প্রধান কারণ
জানিবে । শৌনক বলিলেন,—সেই অনু-
রোত্তম বিকৃতভক্ত প্রহ্লাদ দৈত্যপাতকে এই
কথা বলিয়া মন দ্বারা দেবেশ হরিকে চিন্তা
করিলেন । অনন্তর সেই প্রহ্লাদ সূম-
নোহর ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া জনাধিন
কোথায় আছেন, তাহার অবেষণ করিতে
লাগিলেন । তিনি আদি প্রজাপতি বাম-
নাকৃতি হরিকে অদিতির উদরে সন্দর্শন
করিলেন । তিনি আরও দেখিলেন,—
সেই হরি যেন সপ্তলোক ধারণ করিয়া-
ছেন, এবং তাঁহার অন্তরে বসুগণ, রুদ্রগণ,

সাধ্যান্বিধাঃস্তথাদিত্যান্ গন্ধৰ্বৌরগরাক্সান
বিরোচনঃ স্বতনয়ঃ বলিকাশুরনায়কম্ ।
জন্তুঃ কুজন্তুঃ নরকঃ বাণমন্তাঃস্তথাসুরান্ ॥১২
স্বাভ্যাসমুখীঃ গগনঃ বায়ুমন্তো হতাশনম্ ।
সমুদ্রান্ বৈ ক্ষমসরিৎসরাংস চ পশুন্ মৃগান্ ॥
বয়োমহুব্যানখিলাঃস্তথৈব চ সরীসৃগান্ ।
সমস্তলোকশৃষ্টারঃ ব্রহ্মাণঃ ভবমেব চ ।
এহ-নক্ষত্র নাগাংশ্চ দক্ষাদ্যাংশ্চ প্রজাপতীন্ ।
স পশুন্ বিশ্বয়াবিষ্টে প্রকৃতিস্বঃ কণাৎ পুনঃ ।
প্রহ্লাদঃ প্রাহ দৈত্যোস্তঃ বলিং বৈরোচনিং তদা
প্রহ্লাদ উবাচ ।

বৎস জাতং ময়া সৰ্বং যদর্থং ভবতামিযম্ ।
তেজসো হানিকৃৎপর্য তচ্ছুং ইমশেষতঃ ॥১৬
দেবদেবো জগদ্যোনিরযোনির্জগদাদিকৃৎ ।
অনাদিয়াদিবিশ্বস্ত বরেণ্যো বরদো হরিঃ ॥১৭
পরম্পরাণাং পরমং পরঃ পরবতামপি ।
প্রমাণঞ্চ প্রমাণানাং সন্তলোকগুরোৰ্গুরুঃ ॥ ১৮

অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদগণ, সাধ্যগণ,
বিষদেবগণ, আদিত্যগণ, গন্ধৰ্বগণ, উরগগণ,
ব্রাহ্মসগণ, নিজ তনয় বিরোচন, অশুরনায়ক
বলি, জন্তু, কুজন্তু, নরক, বাণ, অন্তান্ত
অশুরগণ, স্বীয় আত্মা, পৃথিবী, আকাশ,
বায়ু, জল, হতাশন, সমুদ্র সকল, বৃক্ষ, সরিৎ,
সরোবর, এবং পশু, মৃগ, অখিল মানুষ,
অখিল সরীসৃপ, নিখিল লোকের সৃষ্টা ব্রহ্মা
ঈশান, এহগণ, নক্ষত্রগণ, পক্ষতসমূহ,
এবং দক্ষাদি প্রজাপতি তথায় অবস্থান
করিতেছেন। সেই প্রহ্লাদ এই সকল সন্দ-
র্শন করিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন এবং কণ-
কাল মধ্যে পুনঃ প্রকৃতিস্ব হইয়া বিরোচন-
পুত্র বলিকে বলিলেন। ১—১৫। প্রহ্লাদ
বলিলেন,—বৎস! যে জন্তু তোমাদিগের
তেজোহানি হইয়াছে, আমি তাহা জানিতে
পারিয়াছি, তুমি বিস্তারপূৰ্ব্বক তাহা শ্রবণ
কর। দেবদেব, জগৎযোনি, অযোনিজ,
জগতের আদিকৃৎ, অনাদি, বিশ্বের আদি,
বরেণ্য, বরদ, হরি, শ্রেষ্ঠ, পর হইতে পরম,

প্রভুঃ প্রভুণাং পরমঃ পরাণা-
মনাদিমধ্যে ভগবাননন্তঃ ।
ত্রৈলোক্যমশেন সনাথমেস
কর্তুঃ মহাত্মা দিতিজোহবতীর্ণঃ ॥ ১৯
ন তস্ত ক্রজো ন চ পদ্যযোনি-
র্নেস্তো ন সৃষ্যোন্মর্যৌচিমুখাঃ ।
জানন্তি দৈত্যাধিপ যৎস্বরূপং
স বাসুদেবঃ কলয়াবতীর্ণঃ ॥ ২০
যোহসৌ কলাংশেন নৃসিংহরূপী
জঘান পুৰুষং পিতরং মমেশঃ ।
যঃ সৰ্বযোগী শমনো নিবানঃ ।
স বাসুদেবঃ কলয়াবতীর্ণঃ ॥ ২১
যমক্ষরং বেদাবদো বিদিত্বা
বিশান্ত যং জ্ঞানী বৃত্তগাপঃ ।
যস্মিন প্রবিষ্টো ন পুনর্ভবান্ত
তং বাসুদেবং প্রণমামি নিত্যম্ ॥ ২২
ভূতান্তশেষাণি যতো ভবন্তি
যথোশ্রয়ন্তোয়নিধেরজসম্ ।

পরবানেরও পর, প্রমাণেরও প্রমাণ, সন্ত-
লোক গুরুর গুরু, প্রভুদিগের প্রভু, শ্রেষ্ঠ
হইতেও শ্রেষ্ঠতম, অনাদি-মধ্য, ভগবান
অনন্ত ত্রৈলোক্যকে তাঁহার একাংশ দ্বারা
সনাথ করিবার জন্ত আদ্যাতগর্ভে আবি-
র্ভূত হইয়াছেন। হে দৈত্যাধিপ! ক্রজ,
পদ্যযোনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সৃষ্য, চন্দ্র, মর্যৌচিপ্রমুখ
ঋষিগণ ঋহাংস্বরূপ জানিতে অসমর্থ, সেই
বাসুদেব অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।
যে ঈশ কলাংশ দ্বারা নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া
আমার পিতার বধসাধন করিয়াছিলেন, যিনি
সর্বযোগবিৎ, শমন এবং আশ্রয়, সেই বাসু-
দেব কলাংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বেদ-
বিদগণ ঋহাংসকে জানিতে পারিয়া জ্ঞানবলে
বিগতগাপ হইয়া অক্ষর ব্রহ্মপদে প্রবিষ্ট
হন, ঋহাংসে প্রবেশ করিলে পুনর্জন্ম লাভ
হয় না, আমি সেই বাসুদেবকে নিত্য প্রণাম
করি। যাহা হইতে সমুদ্রের উর্দ্ধমালার
স্তায় অজস্র প্রাণিনিচয় সমুদ্ভূত হইতেছে,

লয়ঞ্চ যস্মিন্ প্রলয়ে প্রয়াস্তি
তং বাসুদেবং প্রণমাম্যচিন্ত্যম্ ॥ ২৩
ন যন্ত রূপং ন বল-প্রভাবৌ
ন যন্ত ভাবঃ পরমন্ত পুংসঃ ।
বিজ্ঞায়তে শব্দ-পিতামহাদৈত্য
ন্তং বাসুদেবং প্রণমাম্যজস্রম্ ॥ ২৪
রূপন্ত চক্ষুঃগ্রহণে বগিষ্ঠা
স্পর্শে গ্রহীত্বৌ রসনা রসন্ত ।
শ্রোত্রঞ্চ শব্দগ্রহণে নড়াণাং
প্রাণঞ্চ শব্দগ্রহণে নিযুক্তম্ ॥ ২৫
যেনৈকদংষ্ট্রাগ্রাসমুক্তভেদঃ
ধরাচলান ধারয়তীহ সর্বান ।
যস্মিন্ চ শেতে সকলং জগচ্চ
তমৌশমাদ্যং ঐণতোহস্মি বিষ্ণুম্ ॥ ২৬
ন জ্ঞাণ চক্ষুঃ-শ্রবণাদিভিঃ
সর্কেষরো বেদিতুমক্ষমাস্মা ।
শক্যন্তমৌভ্যং মনসৈব দেবঃ
গ্রাহ্যঃ নতো হহং হরিশোভিতারম্ ॥ ২৭
অংশাবতীর্ণেন চ যেন গর্ভে
হুতানি তেজাংসি মহাপুরাণাম্ ।

প্রলয়কালে বাঁহাতে লীন হইতেছে, আমি সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি। যে পরম পুরুষের বল, প্রভাব ও ভাব, শিব-ব্রহ্মাদি জানিতে অক্ষম, আমি সেই বাসুদেবকে অজস্র প্রণাম করি। মানবগণের রূপগ্রহণের জন্ত তাঁহার চক্ষু, স্পর্শ করিবার জন্ত হৃদয়, রসগ্রহণে রসনা, শব্দগ্রহণ জন্ত কর্ণ এবং গন্ধগ্রহণের জন্ত নাসিকা নিযুক্ত আছে; যিনি একটীমাত্র দস্তের অগ্রভাগ দ্বারা বসুন্ধরার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, যিনি নিখিল অচল ধারণ করিতেছেন, বাঁহাতে তাবৎ জগৎ শায়িত আছে, আমি সেই আত্ম ঈশ বিষ্ণুকে প্রণাম করি। নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির দ্বারা যে অক্ষমাস্মা সর্কেষরকে জানিতে পারা যায় না, একমাত্র সেই মনো-গ্রাহ্য পূজ্য দেব ঈশা হরিকে আমি নমস্কার করি। যিনি অংশরূপে আদিতিগর্ভে অব-

নমামি তং দেবমনন্তমৌশ-
মশেষসংসারতরোঃ কুঠারম্ ॥ ২৮
দেবো জগদ্যোনিরয়ং মহাস্মা ।
স যোড়শাংশেন মহাসুরেষ্ম ।
স দেবমাতুর্জঠরং প্রবিষ্টৌ
হুতানি বন্তেন বলাঘপুংষি ॥ ২৯
বলিক্রবাচ ।

ভাত কোহয়ং হরিনাম যতো নো ভয়মাগতম্
সন্তি মে শতশো দৈত্য্য বাসুদেববলাধিকাঃ
বিপ্রচিন্তিঃ শিবিঃ শঙ্কুরয়ঃ শঙ্কুস্তথৈব চ ।
অয়ঃশিরাশ্চাবশিরা ভঙ্ককারী মহাহনুঃ ॥ ৩১
প্রতাপঃ প্রঘসঃ শুভ্রঃ কুকুরন্ত সুহর্জয়ঃ ।
এতে চান্তে চ মে সন্তি দৈতেয়া দানবাস্তথা
মহাবলা মহাবীৰ্য্য্য ভূতারোদ্ধরণ ক্ষমাঃ ।
এষামৈককশঃ কৃষ্ণো ন বীৰ্য্যার্কেন সন্মিতঃ ।
শৌনক উবাচ ।

পৌত্রৈস্তত্ত্বচঃ ক্রত্বা প্রহ্লাদো দৈত্যপুঙ্গবঃ ।

তীর্ণ হইয়া মহাসুরদিগের ভেজ হরণ করিয়াছেন, আমি সেই অশেষ সংসার-তরুর কুঠারস্বরূপ দেব ঈশ অনন্তকে প্রণাম করি। হে মহাসুরেষ্ম! সেই এই মহাস্মা জগদ্যোনি দেব যোড়শাংশ দ্বারা দেব-মাতা অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া ভোমা-দিগের বল ও বপুঃ হরণ করিয়াছেন। ১৬—২৯। বলি বলিলেন,—হে ভাত! বাসুদেব হইতে অধিক বলশালী শত শত দৈত্য ত আমার রহিয়াছে, বাঁহা হইতে আমাদিগের ভীতি উপস্থিত এই হরিনাম-ধারী কে? ঐ দেখুন,—বিপ্রচিন্তি, শিবি, শঙ্কু, অয়ঃশঙ্কু, এবং অয়ঃশিরা, অবশিরা, ভঙ্ককারী, মহাহনু, প্রতাপ, প্রঘস, শঙ্কু ও সুহর্জয় কুকুর, এই সকল এবং অন্তান্ত বহু দৈত্য দানব আমার আছে। ইহারা সকলেই ভূতারোদ্ধরণক্ষম মহাবল, মহাবীৰ্য্য। বল-বীৰ্য্যে কৃষ্ণ ত ইহাদের একজনেরও সমকক্ষ নহে। শৌনক বলিলেন,—পৌত্রের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া দৈত্যপুঙ্গব প্রহ্লাদ বৈকুণ্ঠ-

ধিগগিত্যাহ স বলিঃ বৈকুণ্ঠক্ষেপবাদিনম্ ॥৩৪

প্রহ্লাদ উবাচ ।

বিনাশমুণয়াস্তত্ত্বি মন্ত্রে দৈত্যেয়-দানবাঃ ।

যেষাং ভূমীদৃশো রাজা হুর্কুন্ধিরবিবেকবান ॥৩৫

দেবদেবং মহাভাগং বাহুদেবমজঃ বিভূম্ ।

স্মৃতে পাণসকলঃ কোহন্ত এবং বদিষ্যতি ॥

য এতে ভবতা প্রোক্তাঃ সমস্তা দৈত্যদানবাঃ

সত্রক্ষাকান্তথা দেশাঃ স্বাবরানন্তভূময়ঃ ॥৩৬

কুকাহক জগচ্ছেদং সাদ্রি-ক্রম-নদৌ-নদম্ ।

সমুদ্র-বীপ-লোকাশ্চ ন সমঃ কেশবস্ত হি ॥৩৮

বস্তাতিবন্দ্যবন্দ্যস্ত ব্যাপিনঃ পরমাত্মনঃ ।

একাংশেন জগৎ সর্বং কন্তমেবং প্রবক্ষ্যতি ॥

মন্ত্রে বিনাশাভিমুখং হ্যমেকমবিবেকিনম্ ।

কুবুদ্ধিমজ্জিতাত্মানং বুদ্ধানাং শাসনাতিগম্ ।

শোচ্যোহং যন্ত মে গেহে জাতস্তব পিতাধমঃ

যন্ত ভূমীদৃশুঃ পুত্রো দেবদেবস্ত নিন্দকঃ ॥৪১

তিষ্ঠেহা হি সংসার-সমুদ্র-তাম্বিনাশিনী ।

নিন্দাকারী বলিকে ধিক্ ধিক্ এই কথা বলিয়া উঠিলেন। প্রহ্লাদ বলিলেন,—তোমার মত বিবেকহীন হুর্কুন্ধি যাহাদের রাজা, আমার মনে হয়, সেই দৈত্যদানবগণ নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তোমার মত পাপকামী ভিন্ন দেবদেব মহাভাগ অজু বিভু বাহুদেবকে অস্ত্র কে আর এইরূপ বলিয়া থাকে? তুমি যাহাদের কথা বলিলে, সেই এই দৈত্যদানবগণ, ব্রহ্মার সহিত দেবগণ, স্বাবর সকল, অশেষ ভূমি, ভূমি আমি, এই জগৎ, পর্বতসহ বৃক্ষ, নদী, নদ, সমুদ্র, বীপ, সমুদ্রলোক, ইহার। কেহই কেশবের সমান নহে! যে অতিশয় পূজ্য সর্বব্যাপী পরমাত্মার একাংশে এই তাবৎ জগৎ প্রতিষ্ঠিত, বিনাশাভিমুখে প্রধাবিত, অবিবেকী, কুবুদ্ধিসম্পন্ন অভিজাতাত্মা বুদ্ধগণের, শাসন-লঙ্ঘনকারী তোমা ভিন্ন কে তাঁহাকে এইরূপ বলিতে সমর্থ হয়? ৩০—৪০।
দেবদেব বিষ্ণুর নিন্দাকারী তুমি যাহার পুত্র, সেই অধম যে আমার গৃহে জন্মলাভ করি-

কৃষ্ণে ভক্তিরহং তাবদবেক্ষ্যে ভবতা ন কিম্

ন মে প্রিয়তমঃ কৃকাদপি দেহো মহাত্মনঃ ।

ইতি জানাত্যয়ং লোকো ন ভবান্ দিত্তিজাধম

জানরপি প্রিয়তরং প্রাণেভ্যোহপি হরিঃ মম ।

নিন্দাং করোষি তন্ত ভূমকুর্কুন্ গোৱবং মম ॥৪

বিরোচনস্তব গুরুগুরুস্তস্তাপ্যহং বলে ।

মমাপি সর্বজগতাং গুরুর্নারায়ণো গুরুঃ ॥৪৫

নিন্দাং করোষি যন্তাস্মিন্ কৃষ্ণে গুরুগুরুগুরু

যন্তাৎ তন্তাদিতৈশ্বৰ্য্যাদচিত্রাদভ্রশংমেঘ্যসি ॥৪৬

মম দেবো জগন্নাথো বলে তাবজ্জনর্দনঃ ।

ভবত্বমুপেক্ষ্যন্তে প্রীতিমানস্ত মে গুরুঃ ॥ ৪৭

এতাবন্মাত্রমপ্যেবং নিন্দিতাত্ত্বিজগদগুরুঃ ।

নাবোকৃতং ত্বয়া যন্তাৎ তন্তাচ্ছাপং দদামি তে

যথা মে শিরসচ্ছেদাদিদং গুরুতরং বচঃ ।

যাছে, ইহা আমার মহাশোক-কারণ হই-
য়াছে। কৃষ্ণে ভক্তি থাকিলেই সংসারের
যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হয়, আমি ইহাই দেখিয়া
থাকি; কি আশ্চর্য্য! তুমি ইহা দেখিতেছ
না? এই সকল লোকই ইহা জানে যে,
মহাত্মা কৃষ্ণ হইতে আমার এই দেহও
প্রিয়তম নহে। হে দৈত্যধম! তুমি ইহা
জান না। হরি আমার প্রাণ হইতেও
প্রিয়তর; অতএব তুমি ইহা জানিয়াও
আমার গোৱব না করিয়া সেই হরির
নিন্দা করিতেছ? হে বলে! তোমার গুরু
বিরোচন, তাঁহার গুরু। আমি তুমি জানিও
—সকল জগতের এবং আমার গুরু সেই
নারায়ণ হরি। যেহেতু তুমি তোমার গুরু
গুরু তাঁর গুরু ত্রিকৃষ্ণকে নিন্দা করিতেছ,
অতএব আঁচরে তুমি ঐশ্বর্য্যাবস্ক হইবে।
হে বলে! আমাবর্জক তুমি উপেক্ষিত হই-
লেই মদীয় গুরু দেব জনর্দন জগন্নাথ
আমার প্রতি প্রীতিমান হইবেন। যেহেতু
তুমি ত্রিজগদগুরু হরিকে এইরূপ নিন্দা
করিলে, অতএব তোমাকে আমি শাপ
প্রদান করিতেছি। তুমি নিশ্চয় জানিও,
আমার শিরচ্ছেদ অপেক্ষা বিকৃতিশূন্য

যয়োক্তমচ্যুতাক্ষেপি রাজ্যভ্রষ্টস্তথা পত ॥৪১
যথা চ কৃকাম পরং পরিজ্ঞাণং ভবাবগে ।
তথাচিরেণ পশ্চেষৎ ভবন্তঃ রাজ্যবিচ্যুতম্ ॥৫০
শোনক উবাচ ।

ইতি দৈত্যপতিঃ ক্রহা গুরোর্বচনমপ্রিয়ম্ ।
প্রসাদয়ামাস গুরুং প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ ॥ ৫১
বলিকুবাচ ।
প্রসাদ তাত মা কোপং কুরু মোহহতে ময়ি ।
বলাবলেপমন্তেন ময়ৈতদ্বাক্যমৌরিতম্ ॥৫২
মোহোপহতবিজ্ঞানঃ পাপোহহং দিতজ্ঞোক্তম ।
যচ্ছণ্ডোহস্মি হুরাচারস্তৎ সাধু ভবতা কৃতম্ ॥
রাজ্যভ্রংশং বসুভ্রংশং সম্প্রাপ্যামৌতি ন অহম্
বিষণ্ণোহস্মি যথা তাত তবৈবাবিনয়ে কৃতে ॥৫৪
ত্রৈলোক্যরাজ্যমৈশ্বর্যমন্তরা নাতিহর্নভম্ ।

বাক্য আমার অসম্ভব । তুমি সেই বিষ্ণু-
নিন্দা করিয়াছ, অতএব তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হও,
তোমার পতন হউক । মহারণে পরিজ্ঞাণ-
কর্ম কৃকাম আর কেহ নাই, সেই কৃক-
নিন্দাকারী তোমাকে যেন অচিরে রাজ্যচ্যুত
ও পতিত দোষতে পাই । ৪:—৫০ । শোনক
বলিলেন,—দৈত্যপতি বলি শিতামহের
এই অপ্রিয়বাণী শ্রবণ করিয়া পুনঃপুনঃ
প্রণিপাতপূর্বক তাহার প্রসন্নতা লাভে
যত্নবান্ হইলেন । বলি বলিলেন,—আমি
মোহে অভিভূত ও বলগর্ষে উন্মত্ত হইয়া
এইরূপ গাঙ্কত বাক্য বলিয়াছি, আপনি
আমার প্রতি কোপ করবেন না, হে তাত !
আপনি প্রসন্ন হউন । আমি মোহে হতজ্ঞান
হইয়া পাপাচরণ করিয়াছি, অতএব হে
দিতজ্ঞোক্তম ! আপনি যে হুরাচার আমাকে
অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, ইহা উত্তমই
হইয়াছে । আপনার প্রতি আবনয় ব্যবহার
করিয়া যেরূপ খেদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে
হে তাত ! আমি যে রাজ্য এবং ধনভ্রষ্ট হইব
ইহাতে তাত বিষয় নাই । রাজ্য কিংবা
ঐশ্বর্য অথবা অন্ত কোন লাভ আমি অধিক-
তর হর্নভ মনে করি না, কিন্তু সংসারে আপ-

সংসারে হর্নভান্তে তু গুরবো যে ভববিধাঃ ।
তৎ প্রসাদ ন মে কোপং কর্ত্ত্বমর্হসি দৈত্যপ ।
অংকোপদৃষ্ট্যা তাতাহং পরিতপ্যে ন শাপতঃ
প্রহ্লাদ উবাচ ।
বৎস কোপো ন মোহেন জনিতন্তেন তে ময়া
শাপো দত্তো বিবেকশ্চ মোহেনাপদত্তো মম ।
যদি মোহেন মে জ্ঞানং ন কিস্তং স্তান্মহানুর
তৎ কথং সর্গগং জ্ঞানং হরিং কিঞ্চিচ্ছপাম্যহম্
যোহয়ং শাপো ময়া দত্তো ভবতোহনুরগুজব ।
ভাব্যমেতেন নুনং তে তস্মাত্মা ত্বং বিষাদ বৈ
অন্ত প্রভৃতি দেবেশে ভগবত্যচ্যুতে হরৌ ।
ভবেথা ভক্তিমানৌশে স তে ত্রাতা ভবিষ্যতি
শাপং প্রাপ্যাস্থ মাং বীর সংস্মরেথাঃ স্মৃতক্ৰয়া
তথা তথা যতিব্যোহহং ত্রেয়সা যোজ্যাসে যথা
এবমুক্তা স দৈত্যেন্দ্রং বিররাম মগমাতঃ ।

নার মত গুরুই হর্নভ । অতএব হে দৈত্য-
পতে ! আপনি আমার প্রতি কোপ করবেন
না, আপনি প্রসন্ন হউন । হে তাত ! আমি
আপনার শাপ হইতেও আপনার কোপ-
দৃষ্টিতেই অধিকতর পরিতপ্ত হইতেছি ।
প্রহ্লাদ বলিলেন,—বৎস ! আমি তোমার
প্রতি কোপ করি নাই, মোহবশেই আমার
বিবেক বিলুপ্ত হইয়াছে । দেখ, মোহ-
প্রযুক্ত যদি আমার বুদ্ধি বিকলিতই না
হইবে, তবে ‘হরি সর্গগ অর্থাৎ তিনি
তোমাতেও বিজ্ঞান রহিয়াছেন’ ইহা জানি-
য়াও কেন আমি শাপ প্রান করিলাম ? যাহা
হউক, আমি তোমাকে যে অভিশাপ প্রদান
করিয়াছি, হে অনুরগুজব ! তাহা নিশ্চয়ই
ফলিবে, কিন্তু বিষাদ প্রাপ্ত হইও না । কারণ,
অন্ত হইতে ভগবান্ অচ্যুত দেবেশ হারিতে
তুমি ভক্তিমান্ হইবে, ইহাতেই তুমি
তোমাকে পরিজ্ঞাণ করবেন । তুমি বৎ-
কর্ত্ত্বক অভিশপ্ত হইয়াছ বলিয়াই আমাকে
সম্বদা স্মরণ করবে, তোমার যাহাতে মঙ্গল
হয়, আমিও তজ্জন্ত সম্বদা যত্নবান্ থাকিবে ।
মহামতি প্রহ্লাদ অনুররাজ বলিকে এই

অজায়ত স গোবিন্দো ভগবান্ বামনাকৃতিঃ ॥
 অবতীর্ণে জগন্নাথে তস্মিন্ সর্কীয়রেখরে ।
 দেবাচ্চ মুমূর্ষুঃখং দেবমাতাদিতিস্তথা ॥ ৬৩
 ববুবাঁতাঃ সূৰ্য্যম্পর্শা বিরজস্বভূতভঃ ।
 ধর্ম্মে চ সর্কীকৃতানাং তদা মতিরজায়ত ॥ ৬৪
 নোষেগচ্চাপ্যতুং তত্র মনুজেন্দ্রানুরেখপি ।
 তদাদি সর্কীকৃতানাং কুম্যদ্রদিবৌকসাম্ ॥ ৬৫
 তং জাতমাত্রং ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 জাতকর্মাণিকঃ কৃৎবা কৃষ্ণঃ দৃষ্ট্বা চ পার্থিব ।
 তুটীষ দেবদেবেশমুদীর্ণাটীকৈব শূন্যতাম্ ॥ ৬৬
 ব্রহ্মোবাচ ।

জয়াশেষ জয়াশেষ জয় সর্কীয়কাস্কক ।
 জয় জয়জরাপেত জয়ানন্ত জয়াচ্যুত ॥ ৬৭
 জয়াজিত জয়ামেঘ জয়াব্যক্তস্থিতে জয় ।
 পরমার্থার্থ সর্কীকৃত জ্ঞানজ্ঞেয়ান্নিনিঃসৃত ॥ ৬৮

সকল কথা বলিয়া বিরত হইলেন । এদিকে
 যথাকালে ভগবান্ গোবিন্দ বামনবপু ধারণ
 করিয়া জয়গ্রহণ করিলেন । নিখিল দেবগণের
 ঈশ্বর জগন্নাথ হইয়া অবতীর্ণ হইলে দেবমাতা
 অদ্বিতি এবং দেবগণ হুঃখবিমুক্ত হইলেন ।
 তখন সূৰ্য্যম্পর্শ বায়ু বহিতে লাগিল, আকাশ
 রজোহীন হইল, প্রাণিসকলের ধর্ম্ম মতি
 জন্মিল । হে মনুজেন্দ্র ! তখন মর্ত্য, আকাশ
 এবং স্বর্গবাসী নিখিল প্রাণীর—এমন কি
 অনুরগণের পর্য্যন্তও কোন উদ্বেগ রহিল
 না । ৫১—৬৫ । ভগবান্ বামন জয়গ্রহণ
 করিবামাত্র লোকপিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া
 জাতকর্মাণি সমাধা করিলেন । হে পার্থিব !
 তিনি দেবদেবেশ কৃষ্ণকে সন্দর্শন করিয়া
 ঋষিগণসমক্ষে তাঁহার স্তব করিতে লাগি-
 লেন । ব্রহ্মা কহিলেন,—হে আগোশ ! হে
 অজয়ে ! হে সর্কীয়কাস্কক ! তুমি জয়যুক্ত হও !
 হে অচ্যুত ! হে অনন্ত ! তুমি জরাজয়-
 যুক্ত, তোমার জয় হউক । তুমি অজিত,
 তুমি অমেঘ, হে সর্কীকৃত ! তোমার স্বরূপ
 অব্যক্ত, তুমি পরমার্থেরও অর্থ, তুমি জ্ঞান-
 জেয়, তুমি আত্মাতে সর্কীকৃত বিচরণ কর,

জয়াশেষ জগৎসাক্ষিন্ জগৎকর্ত্তৃজগদুত্তরো ।
 জগতোহস্ত জয়াশেষ চ স্থিতো পালয়িতুং জয়
 জয় শেষ জয়াশেষ জয়াখিলহৃদিস্থিত ।
 জয়াদিমধ্যান্ত জয় সর্কীকৃতাননিধে জয় ॥ ৭০
 মুমূর্ষুভিরনির্দেশ্য স্বয়ংদৃষ্টে জয়েশ্বর ।
 যোগিনাং মুক্তিকলদ দমাদিগুণভূষণ ॥ ৭১
 জয়াতিশ্রুত হর্জ্জৈয় জয় স্থল জগন্ময় ।
 জয় স্থলাতিশ্রুত হুং জয়াতীন্দ্রিয় সেল্লিয় ॥ ৭২
 জয় স্বমায়াযোগস্থ শেবভোগশায়কর ।
 জয়েকদংষ্ট্রপ্রাস্তাগ্র-সমুদ্রতবশুদ্ধর ॥ ৭৩
 নৃকেশরিন জয়ায়াতি-বক্ষঃস্থলবিদারণ ।
 সাম্প্রতং জয় বিখ্যান্ জয় বামন কেশব ॥ ৭৪
 নিজমায়াপটচ্ছন্ন জগন্মূর্ত্তে জনাদন ।
 জয়াচিস্ত্য জয়ানেকস্বপিকবিধ প্রভো ॥ ৭৫

তোমার জয় হউক । হে, জগৎসাক্ষিন্, হে
 জগৎপ্রভো ! হে জগদুত্তরো ! তোমার
 অন্ত নাই, তুমি জয়যুক্ত হও । তুমি জগ-
 তের পালনকর্ত্তা, তুমি শেষ, তুমিই অশেষ,
 তুমি অখিল জগতের হৃদিস্থ, তুমিই আদি,
 তুমিই মধ্য, এবং তুমিই অন্ত, হে সর্কীকৃত-
 নিধে ! তোমার জয় হউক । মুমূর্ষুগণ
 তোমাকে নির্দেশ করিতে সমর্থ হন না, তুমি
 স্বয়ং দৃষ্টে, তুমি যোগীগণের মুক্তিকলদাতা,
 শমদমাদি তোমার ভূষণস্বরূপ, হে ঈশ্বর !
 তুমি জয়যুক্ত হও । তুমি স্থল, তুমি স্থল,
 তুমি হর্জ্জৈয়, তুমি অতিস্থল, তুমি অতি স্থল,
 তুমি ইন্দ্রিয়যুক্ত, তুমি ইন্দ্রিয়াতীত, হে
 জগন্ময়, তোমার জয় হউক । তুমি স্বয়
 মায়াযোগে অবস্থিত, তুমি শেবনাগশায়ী,
 হে অঘোর । তুমি একটা মাত্র দন্তের দ্বা-
 ভাগ দ্বারা বশুধার উদ্ধার করিয়াছ, হে
 নরশ্রেষ্ঠ ! তুমি শক্রগণের বক্ষঃস্থল বিদারণ
 করিয়াছ, হে বিখ্যান্ ! হে বামন ! হে
 কেশব ! সাম্প্রতি তুমি জয়যুক্ত হও । হে
 জনাদন ! জগৎ তোমার মুর্ত্তি অথচ নিজ
 মায়াপটে আবৃত হইয়া তুমি কখন একরূপ,
 কখন বহুরূপী ; সুতরাং তুমি চিন্তাতীত, হে

বর্জ্য বক্তিতাশেষ-বিকার প্রকৃতে হরে ।
জযোষা জগতামীশে সংস্থিতা ধর্মপদ্ধতিঃ ॥৭৬
ন ত্র্যমহং ন চেশানো নেত্রাত্মাদিশা হরে ।
ন জাতুমীশা মুনয়ঃ সনকাদ্যা ন যোগিনঃ ॥৭৭
অমায়াপটসংবীতে জগত্যজ জগৎপতে ।
কস্যং বেৎসুতি সর্বেশ অংপ্রসাদং বিনা নরঃ
অমেবারাধিতো যেন প্রসাদসুখং প্রভো ।
স এব কেবলো দেব বেত্তি ত্বাং নেতরে জনাঃ
নন্দীশ্বরেরেশান প্রভবঃ স্বভাবন * ।
প্রভবায়ান্ত বিশ্বস্ত বিশ্বাত্মন পৃথুলোচন ॥ ৮০

শৌনক উবাচ

এবং ততো হৃষীকেশঃ স তদা বামনাকৃতিঃ ।
প্রহস্ত ভাবগন্তীরমুবাচাজসমুদ্ভবম্ ॥ ৮১
ততোহহং ভবতা পূর্বমিল্লিতৈঃ কণ্ঠপেন চ

প্রভো! তোমার জয় হউক। প্রকৃতির
বিকার বশে অশেষরূপে তুমি বর্জিত হইয়া
থাক। হে হরে! তুমি বুদ্ধি প্রাপ্ত হও।
হে জগৎপতে! তোমাতে ধর্মপদ্ধতি সকল
সংস্থিত রহিয়াছে। হে হরে! আমি ব্রহ্মা,
ঈশান, ইন্দ্রাদি দেবগণ, ঋষিগণ এবং সন-
কাদি যোগিগণ আমরা কেহই তোমাকে
অবগত হইতে পারি না। তোমার প্রসন্নতা
ভিন্ন হে জগৎপতে! হে সর্বেশ! তোমার
মায়াপটাস্বর এ জগতে কোন্ মানব
তোমাকে জানিতে সমর্থ হয়? হে প্রসন্ন-
বদন প্রভো! তোমাকে যে আরাধনা
করে, হে দেব! সে-ই কেবল তোমাকে
জানিতে পারে, অপর কেহ তোমাকে
জানিতে পারে না। এই বিশ্ব সৃষ্টির জন্ত
তুমি স্বয়ং সমুদ্ভূত হইয়াছ, হে পৃথুলোচন!
হে বিশ্বাত্মন! হে নন্দীশ্বরের ঈশ্বর ঈশান!
তুমি এক্ষণে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হও। ৬৭—৮০।
শৌনক বলিলেন,—সেই বামনাকৃতি হৃষী-
কেশ এইরূপ তত হইয়া গন্তীরভাবে
হাস্তপূর্বক পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে এই

ময়া চ বঃ প্রতিজ্ঞাতমিল্লন্ত ভুবনজয়ম্ ॥ ৮২
ভূয়শ্চাহং ততোহদিত্যা তস্তাশ্চাপি প্রতিজ্ঞতব
যথা শক্রায় দাস্তামি ত্রৈলোক্যং হতকণ্ঠকম্ ॥
সোহহং তথা করিষ্যামি মধেন্দ্রো জগতঃপতিঃ
ভবিষ্যতি সহস্রাক্ষঃ সত্যমেবদব্রবীমি বঃ ॥ ৮৩
ততঃ কৃষ্ণাজিনং ব্রহ্মা হৃষীকেশায় দত্তবান্ ।
যজ্ঞোপবীতং ভগবান্ দদৌ তস্মৈ বৃহস্পতিঃ ॥
আষাঢ়মদদাদগুং মরীচৈর্ব্রহ্মণঃ সূতঃ ।
কমণ্ডলুং বশিষ্ঠশ্চ কোশং বেদমখ্যাজিরাঃ ॥ ৮৬
অক্ষসুত্রঞ্চ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ সিতবাসসী ।
উপতস্থশ্চ তং বেদাঃ প্রণবস্তরভূবণাঃ ॥ ৮৭
শাস্ত্রাণ্যশেষাণি তথা সাংখ্যযোগোক্তয়শ্চ যঃ
স বামনো জটী দণ্ডী ছত্রী ধৃতকমণ্ডলুঃ ॥ ৮৮
সর্বদেবময়ো ভূপ বলৈরধ্বরমভ্যাগাৎ ।
যত্র যত্র পদং ভূয়ো ভূভাগে বামনো দদৌ ॥
দদাতি ভূমিবিবরং তত্র তত্রাতীপীড়িতা ।

কথা कहিলেন,—আমি ইতঃপূর্বে ইন্দ্রাদি
দেবগণ, কণ্ঠপ এবং তোমাকর্তৃক তত হইয়া
ইন্দ্রের ভুবনজয় প্রাপ্তির জন্ত প্রতিজ্ঞত
হইয়াছিলাম, পুনরপি অদিতি কর্তৃক তত
হইয়া আমি ইন্দ্রের নিকটক ত্রিভুবন প্রাপ্তির
বিষয় প্রতিজ্ঞত হইয়াছি। আমি সত্যই
বলিতেছি, আজ আমি ইন্দ্রকে জগৎপতি
করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব।
অনন্তর ব্রহ্মা বামনকে কৃষ্ণাজিন, ভগবান্
বৃহস্পতি যজ্ঞোপবীত, ব্রহ্মপুত্র মরীচী পলাশ-
দণ্ড, বশিষ্ঠ কমণ্ডলু, অজিরা বেদ, পুলহ
অক্ষসুত্র ও পুলস্ত্য বেতবস্ত্রযুগল প্রদান
করিলেন, তখন প্রণবস্তরভূষণ সামাদিবেদ
ও বেদশাখা সকল এবং সাংখ্য ও
যোগশাস্ত্র তাঁহাকে দত্ত করিতে লাগিল।
হে রাজন্! জটী দণ্ড ছত্র এবং কমণ্ডলু-
ধারী সর্বদেবময় সেই বামন, বলির যজ্ঞে
গমন করিলেন। তিনি যে যে ভূমিভাগে
পা কেলিতে লাগিলেন, তাঁহার পদতরে
তথায় এক একটি গর্ত হইতে লাগিল।

স বামনো জড়গতিমুহু গচ্ছন্ সপর্ষতাম্ ।
সাক্ষিষাপবতাং সন্ধ্যাং চালয়ামাস মে দনৌম্ ॥
ইতি জীমাংস্তে মহাপুরাণে বামন প্রাহ্তাবে
বামনোৎপত্তির্নাম পঞ্চচছারিংশদধিক-
বিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৫ ॥

ষট্চছারিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ

সপর্ষতবনামুকাঃ দৃষ্ট্বা সঙ্কোচাতিতাং বলিঃ ।
পপ্রচ্ছোশনসং শুদ্ধং প্রাণিপতা কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১
আচাৰ্য্য কোভমায়াতা সাক্ষীভূত্বনা মহৌ ।
কস্মাচ্চ নানুরান্ ভাগান্ প্রাতঃগৃহস্থি বহুধঃ
ইতি পৃষ্টোহথ বলিনা কাব্যো বেদবিদাঃ বঃ
উবাচ দৈত্য্যাধিপতিং চিরং ধ্যাহ্বা মহামতিঃ ॥ ২
অবতৌর্ণো জগদুযোনিঃ কস্তপস্ত গৃহে হরিঃ ।
বামনেনেহ রূপেণ জগদাশ্চা সনাতনঃ ॥ ৪
স এষ যজ্ঞমায়াতি তব দানবপুঙ্গব ।

জড়গতি বামনের মুহুমুদ গতিতেও শৈল,
সকুদ এবং স্বাপসহ মেদিনী প্রচলিত হইতে-
ছিল । ৮১—২০ ।

পঞ্চচছারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষট্চছারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন,—সঠৈল বনভূমিকে
সংকোচিত দেখিয়া কৃতাঞ্জলি বলি, পবিত্র
শুক্লাচাৰ্য্যকে প্রণামপূৰ্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন,—
আচাৰ্য্য! কিজন্ত কাননভূমি ও সাগরসহ
ধরা কোভ প্রাপ্ত হইয়াছে? আবার কিজন্তই
বাহুতাপন আনুরভাগ গ্রহণ করিতেছেন
না? বলি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বেদবিৎ-
গণের শ্রেষ্ঠ মহামনাঃ শুক্লাচাৰ্য্য কিছুক্ষণ
চিন্তা করিয়া দৈত্য্যাধিপতি বলিকে বলিলেন,
—জগদাশ্চা সনাতন হরি বামনাকৃতি পরিগ্রহ
করিয়া কস্তপের গৃহে অবতৌর্ণ হইয়াছেন ।
হে দানবশ্রেষ্ঠ! তিনি তোমার যজ্ঞে আগ-

তৎপাদিস্তাসবিকোভাতিয়ং প্রচলিতা মহৌ ।
কম্পন্তে গিরয়শ্চামৌ ক্ষুভিতো মকরাগণঃ ॥ ৫
নৈনং ভূতপতিং ভূমঃ সমথা বোচুমীশ্বরম্ ।
সদেবানুর-গচ্ছন্ধ্যা যক্ষ-রাক্ষস-কিন্নরা ॥ ৬
অনেনৈব ধুতা ভূমরাপোহঃ পবনো নভঃ ।
ধারয়ত্যাখিলান দেবো মৰাদীংস্ত মহানুর ॥ ৭
ইয়মেব জগদ্ভেতোৰ্মায়া কৃষ্ণস্ত গহ্বরৌ ।
ধাৰ্য্য-ধারকতাবেণ যথা সম্পাভূতঃ জগৎ ॥ ৮
তৎসন্নিধানাদনুরা ভাগাঃ নানুরোত্তম ।
ভূজতে নানুরান্ ভাগানমৌ তেনৈব চাশ্রয়ঃ ॥ ৯
বলিকবাচ ।

ধন্তোহঃ কৃতপুণ্যশ্চ যন্মে যজ্ঞপতিঃ স্বয়ম্ ।
যজ্ঞমভ্যাগতো ব্রহ্মন মন্তঃকোহন্তোহধিকঃপুমান্
যং যোগিনঃ সদা যুক্তঃ পরমাশ্চানমব্যয়ম্ ।
জহুমিচ্ছান্ত দেবেশং স মেহধরমুপেষ্যতি ॥ ১১

মন করিতেছেন, তাহারই পদ ভরে মেদিনী
প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে । গিরি কম্পিত
এবং সমুদ্র বিকোচিত হইয়াছে । দেব,
অনুর, গচ্ছন্ধ্যা, যক্ষ, রাক্ষস এবং কিন্নরগণ
সহ মিলিত হইয়াও এই ভূতপতি ঈশ্বর
বিষুকে বহন করিতে সমর্থ হইতেছেন না ।
হে মহানুর! ইনি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া
আছেন বলিয়াই এই পৃথিবী অনল, জল,
আকাশ, সমীরণ এবং নিখিল মৰাদিকে
ধারণ করিয়া আছেন । যিনি ধাৰ্য্য-ধারক-
রূপ এই জগৎকে পীড়িত করিতেছেন, সেই
গহন কৃষ্ণমায়াই জগতের কারণ; হে
অনুরোত্তম! সেই মায়া সন্নিহিত বলিয়া
অনুরগণ ভাগাঃ হইতেছে না এবং
হুতাপনও সেই মায়ামোহিত অনুরগণের
যজ্ঞভাগ ভোজন করিতেছেন না । বলি
বলিলেন,—ব্রহ্মন! স্বয়ং যজ্ঞপতি যখন
আমার যজ্ঞে আগমন করিতেছেন, তখন আমি
ধন্ত, আমি পুণ্যকর্য্য; আমি হইতে আর
কে শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছে? যুক্ত যোগিগণ
সৰ্বদা যে অব্যয় পরমাশ্চাকে দর্শন করিতে
ইচ্ছা করেন, তিনি আমার যজ্ঞে আগমন

হোতা ভাগ প্রদোহরক যমুদগাতা চ গায়তি ।
তমধ্বরেবরং বিষ্ণুং মন্তঃ কোহন্ত উপৈব্যাতি
সর্কেবরেশ্বরে কৃকো মদধ্বরমুপাগতে ।

যমুদা কাব্য কর্তব্যঃ তন্মমাদেইমহিসি ॥ ১৩

শুক্ৰ উবাচ ।

যজ্ঞভাগভূজো দেবা বেদ প্রামাণ্যাতোহনুর ।
তুয়া তু দানবা দৈত্য্য মধভাগভূজঃ কৃতাঃ ॥ ১৪
অম্বক দেবঃ সৰ্ব্বঃ করোতি স্থিত-পালনম্ ।
বিস্তৃষ্টৈরহু চারেন স্বামতি প্রজাঃ প্রভুঃ ॥ ১৫
অনুকৃতে ভাবিতা নুনং দেবো বিষ্ণুঃ স্থিতো
স্থিতঃ ।

বিদিতৈতন্মহাভাগ কুরু যত্নমনাগতম্ ॥ ১৬
তুয়া হি দৈত্যাধিপতে স্বল্পকেহপি হি বশ্চনি ।
প্রতিজ্ঞা ন হি বোচ্য বাচ্যঃ সম বৃথাকলম্

করিবেন । ১—১১ । ইনি যজ্ঞের হোতা
ও ভাগ প্রদ, ইনিই উদগাতা এবং গায়ক,
অহো! আমা হইতে ভাগ্যবান আর কে
আছে যে, যজ্ঞ আমি সেই যজ্ঞপতি সাক্ষাৎ
বিষ্ণুরই অর্চনা করিব। সেই সর্কেবরেশ্বরও
ঈশ্বর কৃক আমার যজ্ঞে আগমন করিলে, হে
শুক্ৰ! আমি কি করিব, তাহা আমাকে
আদেশে করুন। শুক্ৰ বলিলেন,—হে
অনুর! বেদ প্রমাণানুসারে দেবগণই যজ্ঞ
ভাগ ভোজন করিয়া থাকেন, তুমি স্বীয়
বীৰ্য্যবলেই দৈত্যদানবদিগকে যজ্ঞভাগভোজী
করিয়াছ। এই দেব কৃক সর্কভূতস্থ
হইয়া রক্ষণ-পালন করিয়া থাকেন এবং
প্রলম্বকালে এই প্রভুই প্রজাগণকে গ্রাস
করেন। হে মহাভাগ! তোমার যজ্ঞে
যদি এই বিৎ স্থান পান, তাহা হইলে
ইনি প্রবল হইবেন। ইহা জানিয়া যাহা
এখনও উপস্থিত হয় নাই, তাবিষয়ে
চিন্তা কর। হে দৈত্যাধিপতে! ইনি স্বয়ং
বস্ত প্রার্থনা করিলেও তুমি নিষ্ফল স্বীকার
বাক্য বলিও না, হে মহানুর! এই কৃক
দেবতাদিগের বৃদ্ধি কামনার তোমার যজ্ঞে

নালং দাতুমহং দেব দৈত্য্য বাচ্যং তুয়া বচঃ ।

কৃকস্ত দেবভূত্যর্থঃ প্রবৃত্তস্ত মহানুর ॥ ১৮

বলিকবাচ ।

অস্মন্ কথমহং ক্রয়ামস্তেনাপি হি যাচিতঃ ।

নাস্তীতি কিমু দেবেন সংসারাসৌধহারিণা ॥ ১৯

অতোপবাসৈববিবিধৈঃ প্রতিসংগ্রাহতে हरिः ।

স চেদ্বক্ষ্যতি দেহীতি গোবিন্দঃ কিমতোহধিকম্

যদর্থমুপহারাত্যাস্তপঃশৌচশুণ্যবিতৈঃ ।

যজ্ঞাঃ ক্রিয়ন্তে দেবেশঃ স মাং দেহীতি বক্ষ্যতি

তৎ সধ্ব স্কৃতং কৰ্ম তপঃ স্কটরিতং মম ।

যমুদা দত্তমৌশেণঃ স্বয়মাদান্ততে हरिः ॥ ২২

নাস্তি নাস্তীত্যহং বক্ষ্যে তমপ্যাগতমৌশরম্ ।

যদা বঞ্চামি তং প্রাপ্তং বৃথা তজ্জন্মনঃ ফলম্ ॥

যজ্ঞেহাস্মিন যদি যজ্ঞেশো যাচতে মাং জনাৰ্দ্দনঃ

নিজমূর্দ্ধানমপ্যাত্র তদাস্তাম্যবিচারিতম্ ॥ ২৪

আগমন করিতেছেন; অতএব হে দৈত্য!
ইনি কিছু প্রার্থনা করিলে তুমি বলিবে—“হে
দেব! আমার কিছু দিবার সামর্থ্য নাই।”
বলি বলিলেন,—অস্মন্! একজন সাধারণ
লোকে কিছু প্রার্থনা করিলেও আমার ‘নাই’
একথা বলা উচিত হয় না, তাহাতে সংসার-
কলুষনাশন হরির প্রার্থনায় আর কি বলিব?
বিবিধ অতোপবাসাদি দ্বারা ষাঁহার পূজা
করিতে হয়, সেই গোবিন্দ ‘দাও’ বলিয়া
আমার নিকট যাক্তা করিবেন, ইহা হইতে
অধিক কি আর হইতে পারে? ষাঁর জন্ত
যজ্ঞের উপহার সকল আহুত শুচি হইয়া
ষাঁহার জন্ত তপস্তা এবং ষাঁর তুষ্টির জন্ত যজ্ঞ
অনুষ্ঠিত হয় সেই দেবেশ আমাকে ‘দাও’ এই
কথা বলিবেন! ইহা কি কম ভাগ্যের কথা!
নিশ্চয়ই আমি কত স্কৃত করিয়াছি, কত
তপস্তা করিয়াছি, কত স্কটরিত আচরণ করি-
য়াছি, কেননা যজ্ঞে মৎ প্রদত্ত বস্ত সেই স্বয়ং
হরিই গ্রহণ করিবেন। সেই স্বয়ং সমাগত
বামনকে আমি “নাই নাই” বলিয়া বকনা
করিব! করিলে আমার জন্ম বিফল
হইবে। যদি যজ্ঞপতি জনাৰ্দ্দন এই যজ্ঞে

নাত্তোতি যময়া নো ক্রমন্তেষামপি যাচতাম্ ।
 বক্ষ্যামি কথমারাতে তদনভাস্তমচ্যুতে ॥ ২৫
 শ্লাঘ্য এব হি বীরগণং দানাদাপৎসমাগমঃ ।
 নাবাধকারি যদানং তদমঙ্গমগবৎ স্মৃতম্ ॥ ২৬
 মদ্রাজ্যে নানুখী কশ্চিন্ন দরিদ্রো ন চাতুরঃ ।
 নাত্ত্বিতো ন চোদ্বিগ্নো ন অগাদিবিবর্জিতঃ ॥
 হৃষ্টভট্টঃ স্নগচ্ছিত্ত তৃপ্তঃ সর্বসুখাধিতঃ ।
 জনঃ সর্বো মহাভাগ কিমুতাহঃ সদা সুখী ॥ ২৮
 এতাবিশিষ্টপাত্রোহয়ং দানবীজফলং মম ।
 বিদিতং ভৃগুশার্দূল ময়েতৎ ত্বং প্রসাদ : ॥ ২৯
 এতদ্বিজানতো দানবীজং পতাত দেভরো ।
 জনাঙ্গনমহাপাত্রে কিং ন প্রাপ্তং ততো ময়া ॥ ৩০
 মন্তো দানমবাপ্যেণো যদি পুত্রাত দেবতাঃ ।

আমার নিকট যাক্সা করেন, আমি
 ভাল মন্দ বিচার না করিয়াই নিজ মন্তক
 পর্যন্তও তাঁহাকে প্রদান করিব। অত
 কেহ কিছু যাক্সা করিলেও আমি “নাই নাই”
 একথা কখন বলি নাই, আর ‘নাই’ বলা
 আমার অনভ্যাস; অতএব সেই স্বয়ং সমাগত
 বিষ্ণুকে কেমন করিয়া “নাই” একথা কহিব?
 ১২—২৫। দান হইতে কোন বিপদ হওয়া
 বীরগণের শ্লাঘ্য; বাধাবিহীন দানই অম-
 কলের জন্ত হইয়া থাকে। আমার রাজ্যে
 কেহ অনুখী, দরিদ্র, বা আতুর নাই এবং
 কেহ ভূষণশূন্য বা উদ্বিগ্ন কিম্বা মাল্য ভূষণ-
 হীনও নাই; সকলেই হৃষ্ট, তুষ্ট, সকলেই
 সুনিদ্র, তৃপ্ত, এবং সুখ-সমর্ষিত। হে মহা-
 ভাগ! সকলেই সদা সুখী, আমার কথা
 আর কি কহিব? ইনিই দানের উপযুক্ত
 পাত্র; ইহাকে সেবিলেই আমার সেই দান
 সকল। হে ভৃগুশার্দূল! আপনারই অমু-
 গ্রহে ইহা আমি বিদিত আছি। হে গুরো!
 ইহা জানিয়া আমার দান যদি এই উপযুক্ত
 পাত্র জনাঙ্গনে অর্পিত হয়, তাহা হইলে
 আমি কি না প্রাপ্ত হইলাম? আর
 ইনি আমার নিকট দান পাইলেই যদি
 দেবভাগণ বর্দ্ধিত হন, তবে দানীয়

উপভোগাদশগুণং দানং শ্লাঘ্যতমং মম ॥ ৩১
 মৎপ্রসাদপরো নুনং যজ্ঞেনারাধিতো হরিঃ ।
 তেনাভ্যোতি ন সন্দেহো দর্শনাত্তপকারকঃ ॥ ৩২
 অথ কোপেন চাত্তোতি দেবভাগোপরোধিনম্
 মাং নিহন্তমনাশ্চৈব বধঃ শ্লাঘ্যতরোহচ্যুতঃ ॥
 তন্ময়ং সম্মমেবেদং না প্রাপ্যং যন্ত বিজতে ।
 স মাং যাচিছুমভ্যোতি নানুগ্রহমুতে হরিঃ ॥ ৩৪
 যঃ সৃজত্যানুভূঃ সর্বকোভৈসেবাং চ সংহরেৎ ।
 স মাং হন্তঃ হৃষীকেশঃ কথং যত্নং করিস্যতি ॥
 এতদ্বিদিহা ন গুরো দানবিস্রকরেন চ ।
 ত্বয়া ভাব্যং জগন্নাথে গোবিন্দে সমুপাস্মতে ॥
 শৌনক উবাচ ।

ইত্যেবং বদতস্তস্ত সস্ত্রাপ্তঃ স জগৎপতিঃ ।
 সর্বদেবমম্মোহচিশো মায়াবামনরূপধৃক্ ॥ ৩৭
 চং দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটান্তঃপ্রবিষ্টমশ্রুয়াঃ প্রভূম্ ।

বস্তুর উপভোগেই আমার দানকল দশগুণ
 বর্দ্ধিত হইবে। তাঁহার অনুগ্রহেই আজ
 নিশ্চয়ই আমি তাঁহার আরাধনা করিতে
 সমর্থ হইব, কেননা দর্শন দানে আমার উপ-
 কার সাধন মানসে তিনি আসিতেছেন,
 সন্দেহ নাই। আর যদি তিনি কোপপূর্বকই
 আগমন করেন এবং দেবভাগহারী আমার
 নিধন অভিলাষেই আইসেন, তাহা হইলেও
 বিষ্ণু হইতে আমার বিনাশ শ্লাঘ্যতর। এই
 সকলই বিষ্ণুময়। তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই নাই,
 সেই হরি আমার নিকট যাচঞা করিতে
 আসিতেছেন, ইহা আমার প্রতি অনুগ্রহ
 তিন্ন কি বলিব? সেই আশ্রয়োনি সকল
 সৃজন করেন এবং মনে করিলে সমস্তই হরণ
 করিতে পারেন, সেই হৃষীকেশ আমার বধের
 জন্ত কেন যত্ন করিবেন? হে গুরো! এসকল
 জানিয়া গুনিয়া আপনি সমুদিত জগন্নাথ
 গোবিন্দকে দান দিতে বাধা করিবেন না।
 ২৬—৩৬। শৌনক বলিলেন,—বলি এই-
 রূপ বলিতেছেন, এমন সময় সেই জগৎপতি
 সর্বদেবময় অচিন্ত্য মায়াবামন-বিগ্রহধারী
 হরি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাগস্থানে

জন্মঃ সভাসদঃ ক্ষোভঃ তেরসা তস্ত নিম্প্রভাঃ
 জেপুশ্চ মুনয়ন্তত্র যে সমেতা মহাধ্বরে ।
 বলিষ্ঠেচবাধিলং জন্ম মেনে সফলমায়নঃ ॥ ৩৯
 ততঃ সজ্জোভমাপন্নো ন কশ্চিৎ কিঞ্চিহুস্তবান
 প্রত্যেকং দেবদেবেশং পূজয়ামাস চেতসা ॥ ৪০
 অথানুরপতিং প্রহ্বঃ দৃষ্ট্বা মুনিবরাংশ্চ তান্ ।
 দেবদেবপতিঃ সাক্ষী বিমূৰ্খবানরূপধৃক্ ॥ ৪১
 তুষ্টাব যজ্ঞবহ্নিক যজমানমথর্জিঃ ।
 যজ্ঞকর্মাধিকারস্থান্ সদস্তান্ দ্রব্যদম্পদঃ ॥ ৪২
 ততঃ প্রসন্নমখিলং বামনং প্রতি তৎক্ষণাৎ ।
 যজ্ঞবার্টিস্থিতং বীরঃ সাধু সাধ্বিত্যদোরয়ন ॥ ৪৩
 স চার্ঘ্যমাদায় বলিঃ প্রোদ্ধৃতপুলকস্তদা ।
 পূজয়ামাস গোবিন্দং প্রাহ চেদং মহাসুরঃ ॥ ৪৪
 বলিরূবাচ ।
 সুবর্ণরত্নসজ্জাতং গজাশ্বমামতং তথা ।
 স্নিয়ো বস্ত্রাণ্যলঙ্কারান্ধ্বা গ্রামাংশ্চ পুঙ্গবান্ ॥

সেই ঈশকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সভাসদ
 অনুরগণ ক্ষোভপ্রাপ্ত হইল এবং তাঁহার
 তেজে তাহার নিম্প্রভ হইয়া গেল । সেই
 মহাযজ্ঞে যে সকল ঋষি সমবেত হইয়া
 ছিলেন, তাঁহার জপ করিতে লাগিলেন এবং
 বলির জন্ম ও নিজ নিজ জন্ম সফল মনে
 করিলেন । অনন্তর সংক্ষোভপ্রাপ্ত জনগণ
 মধ্যে কেহই কিছু কহিল না, সকলেই মনে
 মনে দেবদেবেশ জনার্দনকে পূজা করিতে
 লাগিল । অনন্তর দেবদেবপতি বামনবপু
 সর্ষসাক্ষী বিষ্ণু, অনুরপতি বলি এবং মুনি-
 গণকে বিনয়নত্ৰ দর্শন করিয়া যজ্ঞমান যজ্ঞ-
 বহ্নিকে স্তব করিয়া পরে যজ্ঞকর্মাধি-
 কারী ঋষিকৃ সদস্ত প্রভৃতিরও স্তব
 করিলেন । তৎপর যজ্ঞভূমিস্থিত বামনের
 প্রতি সকলেই প্রসন্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ
 বীর বলি “সাধু সাধু” এই কথা বলিয়া উঠি-
 লেন । সেই পুলককম্পিত মহাসুর বলি
 অর্ঘ্য আনয়নপূর্বক পূজা করিয়া গোবিন্দকে
 জিজ্ঞাসিলেন । বলি বলিলেন,—সুবর্ণরত্ন-
 নৈচয়, অসংখ্য গজ অশ্ব, উত্তমা জ্ঞী, বস্ত্র,

সর্ষসং সকলানুর্ক্ষ্যঃ ভবতো বা যদিপ্তিতম্ ।
 তদদামি বৃগুশ্চ যঃ যেনাথৌ বামনঃ প্রিয়ঃ ॥ ৪৬
 শৌনক উবাচ
 ইত্যাঙ্কো দৈত্যপতিনা জীতিগর্ভাবিতং বচঃ ।
 প্রাহ সন্মিতগম্ভীরং ভগবান্ বামনাকৃতিঃ ॥ ৪৭
 বামন উবাচ ।
 ময়ান্নিশরণার্থায় দেহি রাজন্ পদত্বরম্ ।
 সুবর্ণ-গ্রাম-রত্নানি তদর্খিত্যঃ প্রদীয়তাম্ ॥ ৪৮
 বলিরূবাচ ।
 ত্রিভিঃ প্রয়োজনং কিং তে পাদৈঃ পদবতাং বর
 শতং শতসহস্রাণাং পদানাম্ মার্গতাং ভবান্ ॥
 বামন উবাচ ।
 ধর্মবুদ্ধা দৈত্যপতে কৃতকৃত্যোহস্মি তাবতা ।
 অস্তেষামর্থিনাং বিত্তমোহিতং দাস্ততে ভবান্ ॥
 শৌনক উবাচ
 এতচ্ছ্রুত্বা তু গদিতং বামনস্ত মহাশ্বনঃ ।
 দদৌ তৈশ্চ মহাবাহুব্রীমানায় পদত্বরম্ ॥ ৪৯
 পাণৌ তু পতিতে ভোয়ে বামনোহভূদবামনঃ
 সর্ষদেবময়ং রূপং দর্শয়ামাস তৎক্ষণাৎ ॥ ৫০
 অলঙ্কার, এবং সমৃদ্ধ গ্রাম বা সমস্ত পৃথিবী,
 এই সকল অ বা আপনার যাহা প্রিয়, প্রার্থনা
 করুন, আমি আপনাকে তাহা দান করিব ।
 দৈত্যপতি এইরূপ বলিলে বামনাকৃতি ভগবান
 ঈশং হস্ত ও গান্ধীর্ঘ্যযুক্ত স্নেহপূর্ণ বাক্যে
 বলিতে লাগিলেন । বামন বলিলেন,—আমি
 ব্রাহ্মণ, হে রাজন্ ! আমাকে পদত্বর ভূমি প্রদান
 করুন । সুবর্ণ, রত্ন, গ্রামাদি, যাহা প্রার্থনা
 করে, তাহাদিগকেই দেওয়া কর্তব্য । বলি
 বলিলেন,—হে মহাযোদ্ধা ! ত্রিপাদ ভূমিতে
 আপনার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? শত
 বিঘা সহস্রপদ ভূমি আপনি প্রার্থনা করুন ।
 বামন বলিলেন,—হে দৈত্যপতে ! ধর্ম-
 বুদ্ধিতে ঐ ত্রিপাদভূমি দ্বারাই কৃতকৃত্য
 হইব, অন্তান্ত প্রার্থাদিগকে তাহাদের ঈশ-
 সিত প্রদান করুন । শৌনক কহিলেন,—
 মহাশ্বা বামনের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 মহাবাহু বলি তাঁহাকে ত্রিপাদ ভূমি প্রদান
 করিলেন । বলিকর্তৃক তাঁহার হস্তে দানকল

চন্দ্র-স্বর্ঘ্যো চ নয়নে দ্যৌর্মুখ্যো চরণৌ ক্রিতিঃ ।
পাদাঙ্গুলাঃ পিশাচাশ্চ হস্তাঙ্গুলাশ্চ শুভকাঃ ॥
বিশ্বেদেবাশ্চ জাহ্নুহা জজ্জ্ব সাধ্যাঃ সুরোত্তমাঃ
যক্ষা নথেষু সন্তুতা রেখাশ্চাপ্সরসন্তথা ॥৫৪
দৃষ্টৌ ঋক্ষাণ্যশেষাণি কেশাঃ স্বর্ঘ্যাংশবঃ

প্রভোঃ ।

ভারকা রোমকুপাণি রোমাণি চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৫৫
বাহবো বিদিশস্তস্ত দিশঃ শ্রোত্রে মহাশ্বনঃ ।
অধিনৌ শ্রবণে তস্ত নাসা বায়ুর্মহাশ্বনঃ ॥ ৫৬
প্রসাদশ্চন্দ্রমা দেবো মনো ধর্ম্মঃ সমাশ্রিতঃ ।
সত্যং তস্তাভবদ্বাণী জিহ্বা দেবৌ সরস্বতী ॥৫৭
ঐবাদিতির্দেবমাতা বিদ্যাশ্চন্দ্রলয়ন্তথা ।
শ্রগদ্বারমভূমৈত্রং বৃষ্টা পৃষা চ বৈ ভ্রুবো ॥ ৫৮
মুখং বৈশ্বানরশ্চাস্ত বুধগৌ তু প্রজাপতিঃ ।
হৃদয়ঞ্চ পরং ব্রহ্ম পুংস্বঃ বৈ কণ্ঠপো মুনিঃ ॥৫৯
পৃষ্ঠেহস্ত বসবো দেবা মরুতঃ সর্গসন্ধিম্ ।
সর্বলুকানি দশনা জ্যোতীঃষি বিমলপ্রভাঃ ॥

পাতিত হইলে সর্গদেবময় বামন বর্দ্ধিত হইলেন,—তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। চন্দ্র স্বর্ঘ্য তাঁহার নয়নদ্বয়, হ্যালোক—যক্ষক, পৃথিবী—চরণদ্বয়, পিশাচগণ—পদাঙ্গুলী এবং শুভকগণ, তাঁহার হস্তাঙ্গুলী। সেই বিষ্ণুর জাহ্নুতে দেবগণ, জজ্জ্বাতে সুরোত্তম সাধ্যগণ, নখরনিকরে যক্ষগণ ও নয়নে নক্ষত্রগণ অবস্থিত, তদীয় রেখা সকল অপ্সরোগণ ও কেশ সকল স্বর্ঘ্যকিরণ। সেই মহাশ্বার রোমকুপ ভারকা, মহর্ষিগণ রোম, বাহসমূহ বিদিক্, দিক্সকল শ্রোত্র, অধিনৌকুমার শ্রবণযুগল, নাসিকা বায়ু। চন্দ্রমা তাঁহার প্রসন্নতা, মন ধর্ম্ম, বাণী সত্য, জিহ্বা সরস্বতী এবং ঐবাদেণ দেবমাতা আদিতি, তাঁহার বলয়া বিদ্যা, শ্রগদ্বার মৈত্রী, বৃষ্টা এবং পৃষা তাঁহার ক্রয়ুগল। তাঁহার মুখ বৈশ্বানর, বুধদ্বয় প্রজাপতি, পরব্রহ্ম হৃদয় এবং কণ্ঠপমুনি পুংস্ব। ইহার পৃষ্ঠ দেশে বসুগণ, সান্ধ-সমূহে মরুদগণ এবং স্র কুসকল দশন, গ্রহ

বক্ষ-স্থলে মহাদেবো বৈর্ঘ্যো চান্ত মগাণ্যঃ ।
উদরে চান্ত গন্ধর্ঘাঃ সন্তুতাশ্চ মহাবলাঃ ॥ ৬১
লক্ষ্মীর্মৈধা ধৃতিঃ কাশ্টিঃ সর্গবিজ্ঞাশ্চ বৈ কটিঃ ।
সর্বজ্যোতীঃষি জানৌহি তস্ত তৎ পরমং মহঃ ॥
তস্ত দেবাধিদেবস্ত তেজঃ প্রোচ্ছুতমুৎসম্ ।
স্তনৌ কুক্ষৌ চ বেদাশ্চ উদরঞ্চ মহামথাঃ ॥৬৩
ইষ্টয়ঃ পশুবক্তাশ্চ দ্বিজানাং বাক্ষিতানি চ ।
তস্ত দেবময়ং রূপং দৃষ্টৌ বিকোর্মহাবলাঃ ॥ ৬৪
উপাসর্পস্ত দৈত্যোদ্ভাঃ পতঙ্গা ইব পাবকম্ ।
প্রমথ্য সর্গানসুরান্ পাদহস্ততলেবিভূঃ ॥৬৫
কুহা কপং মহাকায়ং জহারাশ্চ স মেদিনীম্ ।
তস্ত বিক্রমতো ভূমিং চন্দ্রাদিত্যৌ স্তনাস্তরে ।
নাভৌ বিক্রমমাণস্ত সন্ধিদেশস্থিতাবুভৌ ।
পরং বিক্রমতস্তস্ত র'ভূমলে প্রভাকরৌ ॥ ৬৭
বিকোরাস্তাং মহীপাল দেবপালনকর্ম্মণি ।
জিহ্বা লোকত্রয়ং কুংস্বঃ হ্রা চাসুরপুঙ্গবান ॥

নক্ষত্রাদি বিমল কাস্তি। ৩৭—৬০। ইহার বক্ষ-স্থলে মহাদেব, বৈর্ঘ্যো মহামুদ্র ও উদরে মগ-বল গন্ধর্গগণ। লক্ষ্মী, মৈধা, ধৃতি, কাশ্টি এবং যাবতীয় বিদ্যা তাঁহার কটিদেশ এবং গ্রহ ও নক্ষত্রগণ তাঁহার পরম বল। তখন সেই দেবাদিদেব বামনের উত্তম তেজ সমুদ্ভূত হইল। দ্বিজগণ দেখিলেন—যেন তাহার স্তন এবং কুক্ষি বেদ, উদর মহাময় ও দৃষ্টিসকল পশুবদ্ধ। সেই বিষ্ণুর দেবময় রূপ দর্শন করিয়া মহাবল অসুরশ্রেষ্ঠগণ পতঙ্গগণের অগ্নিপ্রবেশের ভায় উপসর্পিত হইতে লাগিল। সেই বিভূ বামন বিপুল কলেবর ধারণ করিয়া হস্ত ও পদতল দ্বারা অসুরকুল মন্থনপূর্বক মেদিনীকে আয়ত্ত করিলেন। দেবতাগণের রক্ষা নিমিত্ত তাঁহার শরীর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে চন্দ্র-স্বর্ঘ্য তাহার স্তনস্থানে পতিত হইল। তারপর তিনি যখন নাভিদেশ হইতে চরণ বাহির করিলেন, হে মহীপাল! তখন ঐ চন্দ্র স্বর্ঘ্য তাঁহার হাঁটুতে এবং তিনি আরও বিক্রম করিলে চন্দ্র-স্বর্ঘ্য জাহ্নুযুগল স্পর্শ করিল। উক্তব্রহ্ম বিষ্ণু লোবত্রয়

পুৰন্দরায় ত্রৈলোক্যং দদৌ বিষ্ণুককক্রমঃ ।

সুতলং নাম পাতালমধস্তাধসুধাতলাৎ ॥ ৬৯

বলেদন্তঃ ভগবতা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।

অথ দৈত্যেশ্বরঃ প্রাহ বিষ্ণুঃ সর্কেশ্বরেশ্বরঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

৷৳ স্বয়া সলিলং দন্তঃ গৃহীতং পাণিনা ময়া ।

কল্পপ্রমাণং তস্মাৎ তে ভবিষ্যত্যাযুক্ততমম্ ॥

বৈবস্বতে তথাভীতে বলে মধস্তরে হৃথ ।

সাবর্ণিকে তু সম্প্রাপ্তে ভবানিস্ত্রো ভবিষ্যতি

সাম্প্রতং দেবরাজায় ত্রৈলোক্যং সকলং ময়া ।

দন্তঃ চতুর্ধুগাণাঞ্চ সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ ॥ ৭৩

নিয়ন্তব্য্য ময়া সর্কেষে যে তস্তা পরিপস্থিনঃ ।

তেনাহং পরয়া ভক্ত্যা পূৰ্ণমারাদিতো বলে ॥

সুতলং নাম পাতালং ত্বমাঙ্গা মনোরমম্ ।

বসাসুর মমাদেশং যথাবৎ পরিপালয়ন্ ॥ ৭৫

ভজ দিব্যবনোপেতে প্রসাদদশতসঙ্কুলে ।

জয় এবং নিখিল মহাসুরগণকে নিধন করিয়া

পুৰন্দরকে ত্রৈলোক্য রাজ্য প্রদান করি-

লেন । তারপর ভগবান্ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু বসুধা-

তলের অধোদেশে সুতল নামক পাতালে

বলির বাসস্থান নির্দেশ করিলেন । অনন্তর

সর্কেশ্বর বিষ্ণু দৈত্যেশ্বর বলিকে এই কথা

বলিলেন । ভগবান্ বলিলেন,—তুমি যে

দানজল আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছ, তাহা

আমি গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে তুমি কল্পকাল

উত্তম আয়ু প্রাপ্ত হও এবং হে বলে !

অনন্তর বৈবস্বত মবস্তর অতীত হইলে সাব-

র্ণিক মবস্তরে তুমি ইস্ত্র হইবে । সম্প্রতি

চতুর্ধুগের একসপ্ততির কিঞ্চিদধিক কালের

জন্ত আমি দেবরাজকে ত্রৈলোক্যরাজ্য

প্রদান করিয়াছি । হে বলে ! তুমি পূৰ্বে

পরম ভক্তিসহকারে আমার আরাধনা করি-

য়াছ, এক্ষন্ত আমি সতত তোমার শত্রুগণের

নিয়মন করিব । হে অসুর ! তুমি সুতল

নামক মনোরম পাতালে গমনপূৰ্ব্বক যথাবিধি

আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়া বাস

কর । হে মহাসুর ! দিব্য বনরাজি-বিরাজিত,

প্রাণ্ডুপদ্যসরসি শবচ্ছকনরিধরে ॥ ৭৬

সুগন্ধিধূপ-স্বস্ব-বরাভরণভূষিতঃ ।

স্বকৃচ্ছন্দনাদিমুদিতো গেঘনৃত্যমনোরমে ॥ ৭৭

পানারভোগান্ বিবিধানুপভৃজ্জ মহাসুর ।

মমাজ্ঞয়া কালমিমং তিষ্ঠ স্বং সততং যুতঃ ॥ ৭৮

যাবৎ সূরৈশ্চ বিটৈশ্চ ন বিরোধঃ করিষ্যসি ।

তাবদেতান্ মহাভোগানবাপ্যসি মহাসুর ।

যদা চ দেব-বিপ্রাণাং বিরোধঃ স্বং করিষ্যসি ।

বন্ধিষ্যসি তদা পাশা বাকুণাস্ত্যামসংশয়ম্ ॥ ৮০

এতদ্বিদিহা ভবতা ময়াজ্ঞপ্তমশেষতঃ ।

ন বিরোধঃ সূরৈঃ কার্যো বিটৈঃ প্রবা দৈত্যসত্তম

শৌনক উবাচ

ইত্যেবমুক্তো দেবেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।

বলিঃ প্রাঃ মহারাজ প্রণিপত্য মুদা যুতঃ ॥ ৮২

বলিকুবাচ ।

তত্রাসতো মে পাতালে ভগবন্ ভবদাজ্ঞয়া ।

শত শত প্রাসাদ পরিশোভিত, প্রসুটিত

কমলমালায় উদ্ভাসিত, সরোবর-মণ্ডিত শুদ্ধ-

জলশাবী সরিধরে পরিবৃত্ত, মনোরম নৃত্য-

গীতে মুখরিত সেই পাতালতলে, তুমি

সুগন্ধি ধূপ, মালা, বস্ত্র ও বরাভরণে ভূষিত

হইয়া অন্ন পানীয় প্রভৃতি বিবিধ ভোগ্য

উপভোগ কর । তুমি সতত আমার আজ্ঞায়

অবস্থিত হইয়া মদাদিষ্টে কাল তথায় বাস

কর । যে পর্য্যন্ত দ্বিজ ও দেবগণ তোমার

সহিত বিরোধ উপস্থিত না করেন, হে

মহাসুর ! তাবৎকাল পর্য্যন্ত তুমি এই মহা-

ভোগ্য বস্তু সকল প্রাপ্ত হইবে । ৭১—৭২ ।

যখনই তুমি দেবাদ্বিজগণের বিরোধ করিবে,

তখনই নিঃসংশয় বক্রণপাশে তুমি আবদ্ধ

হইবে । হে দৈত্যসত্তম ! আমার এই

আদেশ অমোঘরূপে অবগত হইয়া তুমি কদাচ

দেব কিংবা দ্বিজগণের বিরোধ করিও না ।

শৌনক কহিলেন,—মহারাজ ! প্রভবিষ্ণু

বিষ্ণু দেব বামন কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বলি

হর্ষ সহকারে প্রণামপুরঃসর বলিতে লাগি-

লেন । বলি বলিলেন,—ভগবন্ ! আমি

কিং ভবিষ্যত্বাপাদানমুপভোগোপপাদকম্ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

দানান্তবিধিদত্তানি ব্রহ্মান্তশ্রোত্রিযাণি চ ।

হতান্ত্রকর্যা যানি তানি দাস্তন্তি তে কলম্ ।

অদক্ষিণান্তথা যজ্ঞাঃ ক্রিয়াশ্চাবিধিনা কৃতঃ ।

কলানি তব দাস্তন্তি অধোভাস্ত্রহানি চ ॥ ৮৫

শৌনক উবাচ

বলৈর্বরমিমং দত্ত্বা শক্রায় ত্রিদিবং তথা ।

ব্যাপিনা তেন রূপেণ জগামাদর্শনং हरिः ॥ ৮৬

প্রশশাস যথাপূর্বমিহৈল্লৈলোক্যপূজিতঃ ।

সিষেবে চ পরান্ কামান্ বলিঃ পাতালসংস্থিতঃ

ইহৈব দেবদেবেন বন্ধোহসৌ দানবোত্তমঃ ।

দেবানাং কার্য্যকরণে ভূয়োহপি জগতি স্থিতঃ

সম্বন্ধী তে মহাভাগ হারকায়্যঃ ব্যবস্থিতঃ ।

দানবানাং বিনাশায় ভারাবতরণায় চ ॥ ৮৭

যাতো যত্নকূলে কুরুণা ভবতঃ শক্রনিগ্রহে ।

সহায়ভূতঃ সারথ্যং করিষ্যতি বলামুজঃ ॥ ৯০

এতৎ সৰ্বং সমাখ্যাতং বামনস্ত চ ধীমতঃ ।

অবতারং মহাবীর শ্রোতুমিচ্ছোস্তবান্ধুন ॥ ৯১

অৰ্জুন উবাচ ।

শ্রুতবানিহ তে পৃষ্টং মহাশ্রাং কেশবস্ত চ ।

গঙ্গাধারমিতো যান্তাম্যমুজ্ঞাং দেহি মে বিভো

স্মৃত উবাচ ।

এবমুক্তা যযৌ পার্শ্বো নৈমিষং শৌনকো গতঃ

ইত্যেতদেবদেবস্ত বিকোর্নাহাশ্রম্যমুত্তমম্ ।

বামনস্ত পঠৈদৃশ্যন্ত সৰূপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৩

বলি-প্রহ্লাদসংবাদং মন্ত্রিতং বলি-শুক্রয়োঃ ।

বলৈর্বিক্রোশ্চ কথিতং যঃ শ্রুয়িষ্যতি মানবঃ ॥ ৯৪

নাথয়ো ব্যাধয়স্তস্য ন চ মোহান্ধুলং মনঃ ।

ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ পুংসস্তস্ত কদাচন ॥ ৯৫

চূতরাজ্যো নিজং রাষ্ট্র্যমিষ্টাণ্ডিকঞ্চ বিয়োগবান্

অবাপ্নোতি মহাভাগো নরঃ শ্রুত্বা কথামিমাং

ইতি শ্রীমাৎশ্রু মহাপুরাণে বামনপ্রার্থিতাবো

নাম ষট্চত্বারিংশদধিকর্ষিত-

তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৬ ॥

পাতালে অবস্থান করিয়া আপনার আশ্রয়

কি প্রকারে উপভোগোপপাদক উপাদান

সকল প্রাপ্ত হইবে? ভগবান্ উত্তর করি-

লেন,—অবিধিপূর্বক দান, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ-

হীন ব্রাহ্ম, ব্রহ্মবিরহিত হবন, অদক্ষিণ যাগ,

বিধিহীন ক্রিয়া, ব্রতপরিভ্যাগপূর্বক অধ্যয়ন

এইরূপ ক্রিয়াচরণকারীর কৰ্ম্মই তে মাকে

কল বিতরণ করিবে। শৌনক কহিলেন,

—বলিকে এইরূপ বর এবং ইল্লকে ত্রিলোক

প্রদান করিয়া हरि তাঁহার সৰূপব্যাপী রূপের

সহিত অন্তর্হিত হইলেন। ত্রিলোক পূজিত

ইল্ল পূর্ববৎ লোক সকল শাসন এবং বলিও

পাতালে থাকিয়া পরম ভোগসহ উপভোগ

করিতে লাগিলেন। দেবগণের যত্নেষ্টিয়া

ঐ বলি দেবদেব কর্তৃক এই জগতে বদ্ধ

হইয়া অবস্থিত রহিলেন। হে মহাভাগ!

আপনার সুহৃৎ কুরু ভূতাবতরণ ও

দানবদিগের বিনাশের জন্য হারকায়

অবস্থান করিতেছেন। হে মহাবীর অৰ্জুন!

তোমাদের বৈরিনিগ্রহ-কামনায় বলামুজ

ভগবান্ কুরু যত্নকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া-

ছেন তোমাদের সহায়ভূত হইয়া সারথ্য

করিবেন; তুমি যে ধীমান্ বামনের অব-

তারবিবয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছলে এই

আমি ঐ সকল বিষয় সম্যক্ প্রকার বলি-

লাম। অৰ্জুন বলিলেন,—হে বিভো! আমি

বিষ্ণুমাহাত্ম্য বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া আপ-

নার নিবট তৎসমস্ত শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে

অনুমতি করুন,—আমি এস্থান হইতে

গঙ্গাধারে গমন করিব। স্মৃত কহিলেন,—

এরূপ বলিয়া অৰ্জুন গমন করিলে শৌনক

নৈমিষারণ্যে প্রস্থিত হইলেন। দেবদেব

বামন বিষ্ণুর এই উত্তম মাহাত্ম্য যে মানব

পাঠ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

বলি-প্রহ্লাদ সংবাদ, বলি ও শুক্রের মন্ত্রণা,

বলি এবং বিষ্ণুর কথা—যে মানব শ্রবণ করে,

হে দ্বিজগণ! কদাচ তাহার আধি, ব্যাধি ও

মন কখন মোহসমাকুল হয় না। এই

সপ্তচত্বারিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

প্রার্থিতান্ পুরাণেষু বিকোরমিততেজসঃ
সতাং কথয়তাং বিপ্র বারাহ ইতি ন ঞ্জতম্ ॥ ১
জানে ন তত্ত চরিতং ন বিধিঃ ন চ বিস্তরম্ ।
ন কৰ্ম্ম গুণসংখ্যানং ন চাপ্যন্তঃ মনোবিণঃ ॥ ২
কিমাশ্রকো বরাহোহসৌ কিংমূর্তিঃ কাস্ত দেবত
কিপ্ৰমাণঃ কিপ্ৰভাবঃ কিং বা তেন পুরা কৃতম্
এতমে শংস তবেন বারাহঃ ঞ্জতিবিস্তরম্ ।
বর্ধাইক সমেতানাং দ্বিজাতীনাং বিশেষতঃ ॥ ৪
শৌনক উবাচ ।

এতৎ তে কথ্যম্যমি পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ।
বহাবরাহচরিতং কৃকস্তাঙ্ক তকৰ্ম্মণঃ ॥ ৫

সকল কথা শ্রবণ করিয়া মহাভাগ মানব
রাজ্যচ্যুত হইয়াও নিজ রাজ্য প্রাপ্ত
হন! বিব্রহী হইলেও প্রিয়জন লাভ
করেন । ৮০—৯৬ ।

ষট্চত্বারিংশদধিকবিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তচত্বারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন বলিলেন,—হে দ্বিজ! পুরাণ
শাস্ত্রে অমিততেজা বিষ্ণুর প্রার্থিতাব বিবরণ
কৌত্তি হইয়াছে। হে বিপ্র! সেই সকল
সাধু কথা-প্রসঙ্গে বরাহ অবতার কথা
আমরা শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু সেই
মনীষার চরিত বিস্তার, বিধি, কৰ্ম্ম ও
অশেষ গুণনিচয় শ্রবণ করি নাই; ঐ
বরাহদেবের স্বরূপ কি, মূর্তি কিরূপ, ইনি
কোন দেবতা, ইহার অমাণ কি, প্রভাব
কি, তিনি পুরাকালে কি কার্য্যই করি-
য়াছিলেন? ইহা আমার নিকট—বিশেষতঃ
এই সমবেত দ্বিজাতীগণ মধ্যে শ্রোতব্য
বিস্তৃত বরাহবতার কথা কৌতুহল করুন।
শৌনক বলিলেন,—অদ্বৈতকৰ্ম্মা কৃকর এই
ব্রহ্মসম্মিত পুরাতা বরাহচরিত কথা তোমার

যথা নারায়ণো রাজন্ বারাহঃ বপুরাশ্বিতঃ ।
দংষ্ট্রয়া গাং সমুদ্রস্থামুজ্জহারারিমর্দনঃ ॥ ৬
ছন্দোগীর্ভিকদারাতিঃ ঞ্জতিভিঃ সমলকৃতঃ ।
মনঃপ্রসন্নতাং কৃহা নিবোধ বিজয়াধুনা ॥ ৭
ইদং পুরাণং পরমং পুণ্যং বেদৈচ সন্মিতম্ ।
নানাশ্রুতিসমায়ুক্তং নাস্তিকায় ন কৌতুহ্যেৎ ॥ ৮
পুরাণং বেদমখিলং সাংখ্যং যোগক বেদ যঃ ।
কাংস্মে'য়ন বিধিনা প্রোক্তং সৌখ্যার্থং বৈ
বদিস্যতি ॥ ৯
বিষেদেবাস্তথা সাধ্যা কুদ্রাদিত্যাস্তথাশ্বিনৌ ।
প্রজানাং পতয়শ্চৈব সপ্ত চৈব মহর্ষয়ঃ ॥ ১০
মনঃসকলজাশ্চৈব পূর্জজা ঋষয়স্তথা ।
বসবো মরুতশ্চৈব গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষসাঃ ॥ ১১
দৈত্যাঃ পিশাচা নাগাশ্চ ভূতানি বিবিধানি চ ।
ব্রাহ্মণাঃ ঞ্জিয়া বৈশ্ণাঃ শূদ্রা স্নেহাশ্চ যে ভুবি
চতুষ্পদানি সর্বাণি তির্ধ্যগুণোনিশতানি চ ।
জঙ্গমানি চ সন্ধানি যচ্চান্তজীবসংজিতম্ ॥ ১৩
পূর্ণে যুগসহস্রে তু ব্রাহ্মেহহনি তথাগতে ।

নিকট কৌতুহল করিব। হে রাজন্! উদার
বেদবাক্য ও ঞ্জতি দ্বারা সমলকৃত অরি-
মর্দন নারায়ণ যে প্রকারে বরাহশরীর ধারণ
করিয়া দম্ভদ্বারা সাগর হইতে বনুক্ষরার
উদ্ধার করিয়াছিলেন, হে বিজয়! সম্মতি
মন প্রসন্ন করিয়া তাহা তুমি ধারণা কর।
বেদ-সম্মিত বিবিধ ঞ্জতিসম্বন্ধিত এই পরম
পুত পুরাণ নাস্তিক সমীপে কদাচ কৌতুহলীয়
নহে এবং যিনি নিখিল বেদ, সাংখ্য যোগ ও
অমোঘ সৌখ্য অবগত আছেন, তাঁহার
নিকটই এই পুরাণ কৌতুহল করা বিধেয়।
১—৯। বিষেদেবগণ, সাধ্যগণ, কুদ্রগণ,
আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রজাপতি,
সপ্ত মহর্ষি, কামসমূহ, আদি ঋষিগণ, বনুগণ,
মরুদগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষরাক্ষসগণ, দৈত্যগণ,
পিশাচনিচয়, নাগগণ, বিবিধ ভূতনিবহ,
ব্রাহ্মণ, ঞ্জিয়, বৈশ্ণ এবং শূদ্রসমূহ, যাবতীয়
চতুষ্পদ, শতশত তির্ধ্যগুণোনি, জঙ্গম প্রাণী
এবং অন্তান্ত জীবনামধ্যে যে কিছু এই

নিৰ্দ্ধাণে সৰ্বভূতানাং সৰ্বোৎপাতসমুদ্ভবে ॥ ১৪
 হিরণ্যরেতাশ্চিশিখন্ততো ভূত্বা বুধাকপিঃ ।
 শিখাতিৰ্কিধময়ো কানশোষয়ত বাহুনা ॥ ১৫
 দহমানান্ততন্তু ভেজোরাশিভিরুপগতৈঃ ।
 বিবৰ্ণবর্ণা দম্বাজা হতার্চিস্তিরাননৈঃ ॥ ১৬
 সাক্ষোপনযদো বেদা ইতিহাসপুরোগমাঃ ।
 সৰ্ববিদ্যাঃ ক্রিয়াশ্চৈব সৰ্বধৰ্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ১৭
 ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃৎস্না প্রভবং বিশ্বতোমুখম্ ।
 সৰ্বদেবগণৈশ্চৈব জয়ন্ত্রিশং তু কোটয়ঃ ॥ ১৮
 ভাস্মরহনি সস্ত্রান্তে তং হংসং মহদক্ষরম্ ।
 প্রবিশন্তি মহাত্মানঃ হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ১৯
 তেষাং ভূয়ঃ প্রবৃত্তানাং নিধনোৎপত্তিকৃত্যতে ।
 যথা সূর্য্যন্ত সততমুদয়াস্তমনে ইহ ॥ ২০
 পুণে যুগসহস্রান্তে কল্লো নিঃশেষে দৃশ্যতে ।
 যস্মিন্ জীবকৃতং সৰ্বৈ নিঃশেষঃ সমাভূত ॥ ২১
 সংজ্ঞাত্য লোকানখিলান্ সদেবানুন্নয়মান্ ।
 কৃৎস্না স্ত্রুসংস্থানং ভগবানান্ত একো জগদুত্তরঃ

জগতে দেখিতেছ; সহস্র যুগায়ক
 ব্রহ্ম দিবসের অবসানে ইহারা সকলেই
 নির্ধাণ প্রাপ্ত। যাবতীয় উৎপাতসমূহ
 সমুদ্ভূত হইলে, হিরণ্যরেতা ব্রহ্মা পি ত্রিশিখ
 হহয়া শিখাভ্রয় দ্বারা ঐ লোক-কলকে বিধ-
 যিত ও বহিষ্কারা দক্ষ করেন। অনন্তর তাহার
 ভেজোরাশি সমুদ্ভূত কিরণময় অগ্নিমুখে
 ঐ সকল লোক দহমান হইয়া জলিতাপ
 ও বিবর্ণ হয়। তখন পুণ্যসমূহ সাক্ষ
 উপনিষদ, বেদ, যাবতীয় বিদ্যা, সৰ্বধৰ্ম্মপরা-
 য়ণ সকল ক্রিয়া এবং ত্রিশ কে টি দেবতার
 ব্রহ্মাকে অগ্নে করিয়া সেই সৰ্বদিকে মুখযুক্ত
 মহাত্মা, মহদক্ষর, নারায়ণ প্রভু হংস হরিতে
 প্রবিষ্ট হন। সতত সূর্য্যের যেরূপ উদয়
 ও অস্ত হয়, তেমনি পুনঃপুন প্রবর্তমান ঐ
 লোক সকলের উৎপত্তি ও বিনাশ তোমার
 নিকট কীৰ্ত্তন করিতেছি। সহস্র যুগ যখন
 পূর্ণ হয়, তৎকালে জীবকৃত কার্য্য সকলও
 নিঃশেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহার ও
 তখন নিঃশেষ প্রায় হয়। তখন একমজি

স স্রষ্টা সৰ্বভূতানাং কল্লাস্তেষ্ণু পুনঃপুনঃ ।
 অব্যয়ঃ শাস্বতো দেবো যন্ত সৰ্বমিদং জগৎ ॥
 নষ্টোককিরণে লোকে চন্দ্রগ্রহবিবৰ্জিতে ।
 তাত্ত্বধূমাগ্নিপবনে ক্ষৌণযজ্ঞবষট্ক্রিয়ে ॥ ২৪
 অপাক্ষিগণসম্পাতে সৰ্বপ্রাণিহরে পথি ।
 অমর্যাদাকুলে রৌদ্রে সৰ্বতন্তুমসাবৃতে ॥ ২৫
 অদৃশ্তে সৰ্বলোকেহস্মিন্নভাবে সৰ্বকৰ্ম্মণাম্ ।
 প্রশান্তে সৰ্বসম্পাতে নষ্টে বৈরপরিগ্রহে ॥ ২৬
 গতে স্বভাবসংস্থানে লোকে নারায়ণাত্মকে ।
 পরমেষ্ঠী হৃষীকেশঃ শয়নাগোপচক্রমে ॥ ২৭
 পীতবাসা লোহিতাক্ষঃ কৃষ্ণে জীমূতসন্নিভঃ ।
 শিখাসহস্রবিকচ-জটাভারং সমুদ্রহন ॥ ২৮
 জীবৎসলক্ষণধরং রক্তচন্দনভূষিতম্ ।
 বক্ষো বিভ্রমহাবাঃ স বিষ্ণুরিব ভোয়দঃ ॥ ২৯
 পুণ্ডরীকসহশ্রোণ সগন্ধা শুভভে শুভা ।

জগদুত্তর ভগবান্ সুর, অসুর ও মানুষ সহ
 অখিললোক সংহারপূৰ্ব্বক স্তব্যবস্থা করিয়া
 বিরাজিত হন। এই সমুদয় জগতের যিনি
 কর্তা, সেই অব্যয় সনাতন দেব কল্লাস্ত-
 কালে যাবতীয় জীবের সৃষ্টি বিধান করিয়া
 থাকেন। যৎকালে এই লোকে তপন নষ্ট-
 কিরণ ও চন্দ্রগ্রহ অস্তহিত হন, পবনদেব
 অগ্নি এবং ধূম ত্যাগ করিতে থাকেন, যজ্ঞ
 ও বষট্ক্রিয়া সকল ক্ষৌণ হইয়া আইসে,
 পথ প্রভৃতি পক্ষ্যাদি প্রাণিশূন্ত হয়, রৌদ্রগণ
 অমর্যাদাসকুল হন, দিক্‌সকল অন্ধকারাবৃত
 হইতে থাকে এবং ক্রিয়া কলাপের অভাবে
 লোক সকল অদৃশ্য হয়, পরস্পর বৈরতাব
 পরিহার করিয়া সকলেই প্রশান্ততাব ধারণ
 করে এবং নিখিল লোক নারায়ণস্বরূপ স্বভাব-
 সংস্থানে সংস্থিত হয়, তখন পরমেষ্ঠী হৃষীকেশ
 শয়ন জন্ত উপক্রম করেন। ১০-২৭। জীমূত-
 কান্তি রক্তনয়ন পীতবাসা কৃষ্ণ শিখাসহস্ররূপ
 জটাভার ধারণ করেন। সেই মহাবাহু বিষ্ণু
 তখন রক্তচন্দনে ভূষিত হইয়া বক্ষে জীবৎস-
 লক্ষণ ধারণপূৰ্ব্বক মেঘের স্তায় শোভা পাইতে
 লাগিলেন। কমল সহস্র নির্মিত মালা ইহার

পত্নী চান্ত স্বয়ং লক্ষ্মীর্দেহমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥৩০
ততঃ স্বপ্নিতি শাস্ত্রাণ্য সৰ্বলোকে স্তুতাবহঃ ।
কিমপ্যমিতযোগাচ্ছা নিদ্রাসোগমুপাগতঃ ॥৩১
ততো যুগসহস্রে তু পূৰ্ণে স পুরুষোত্তমঃ
স্বয়মেব বিভূৰ্ভূতা বুধ্যতে বিবুধাধিপঃ ॥৩২
ততশ্চিন্তয়তে ভূয়ঃ সৃষ্টিং লোকস্ত লোককৃৎ ।
নরান্ দেবগণাংশ্চৈব পারমেষ্ঠ্যৈন কৰ্ম্মণা ॥৩৩
ততঃ সাক্ষিস্থয়ন্ কাৰ্য্যং দেবেষু সমিতিজ্ঞয়ঃ ।
সম্ভবঃ সৰ্বলোকস্ত বিদধাতি সত্যং গতিঃ ॥৩৪
কৰ্ত্তা চৈব বিকৰ্ত্তা চ সংহৰ্ত্তা বৈ প্রজাপতিঃ ।
নারায়ণঃ পরং সত্যং নারায়ণঃ পরং পদম্ ॥৩৫
নারায়ণঃ পরো যজ্ঞো নারায়ণঃ পরা গতিঃ ।
স স্বয়ম্ভুরিতি জ্ঞেয়ঃ স সৃষ্টা ভুবনাধিপঃ ॥৩৬
স সৰ্বমিতি বিজ্ঞেয়ো হেম যজ্ঞঃ প্রজাপতিঃ ।
যবেদিতব্যস্মিন্দৈশ্বন্তদেব পরিকৌৰ্ভ্যতে ॥৩৭
যৎ তু বেদ্যং ভগবতো দৈবা অপি ন তবিত্বঃ
প্রজানাং প্রভয়ঃ সৰ্বৈঃ স্বয়ম্ভু সহামরৈঃ ॥৩৮

নাস্তান্তমধিগচ্ছন্তি বিচিবন্ত ইতি ঋতিঃ ।
যদন্ত পরমং রূপং ন তৎ পশ্যন্তি দেবতাঃ ॥৩৯
প্রাহুর্ভাবে তু যজ্ঞপং তদর্চন্তি দিবৌকসঃ ।
দর্শিতং যদি তেনৈব তদবেক্ষন্তি দেবতাঃ ॥৪০
যন্ন দর্শিতবানেষ কন্তদবেষ্টুমীহতে ।
গ্রাম্যাণাং সৰ্ব্বভূতানামগ্নি-মাক্রতয়োগতিঃ ॥৪১
তেজসন্তপসশ্চৈব নিধানমমৃতস্ত চ ।
চতুরাশ্রমধর্ম্মেণ চাতুর্হোত্রফলভাগীঃ ॥৪২
চতুঃসাগরপর্য্যন্ত চতুর্ভূগনিবর্তকঃ ।
তদেব সংহত্য জগৎ কৃতা গর্ভস্থমাস্থনঃ ।
মুমোচাণ্ডং মহাযোগী ধৃতং বর্ষসহস্রকম্ ॥৪৩
স্বরাসুর-বিজ-ভুজগাপ্সরোগণৈ-
র্জমৌষধি-কিত্তিধর-যজ্ঞ-গুহ্যকৈঃ ।
প্রজাপতিঃ ঋতিভিরসঙ্কুলং তদা
স বৈ সৃজজ্জগদিদমাস্থনা প্রভুঃ ॥৪৪
ইতি ত্রীমাংশ্চ মহাপুরাণে বরাহ-প্রাহুর্ভাবে
সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৭

গলদেশে শোভিত হইল, পত্নী স্রীদেবী
ইহার দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে
লাগিলেন। অনন্তর শাস্ত্রাণ্য সৰ্বলোকস্তুতাব-
হ অমিত যোগাচ্ছা হরি কি এক অপূৰ্ণ
নিদ্রাযোগ উপগত হইয়া শয়ন করিলেন।
তারপর যুগসহস্র পূর্ণ হইলে সেই পুরুষো-
ত্তম বিবুধাধিপ স্বয়ংই বিভূ হইয়া প্রতিবোধিত
হইলেন। তদনন্তর লোককৃৎ হরি পুনরপি
লোকসৃষ্টি চিন্তা করিলেন এবং পারমেষ্ঠ্য
কৰ্ম্মদ্বারা দেব ও মানবগণ সৃষ্টি করিলেন।
তৎপর সাধুগণের গতিদাতা সমিতিজ্ঞয় হরি
সৰ্বলোকের সৃষ্টিবিধান করিলেন। তিনিই
কর্ত্তা, বিকর্ত্তা, সংহৰ্ত্তা এবং প্রজাপতি।
তিনি নারায়ণ, পরম সত্য। নারায়ণই পরম
পদ ও ঐশ্বর্য যজ্ঞ। তিনিই পরম গতি, স্বয়ম্ভু,
সৃষ্টা ও ভুবনাধিপ। তাহাকেই সকলে সৰ্ব
বলিয়া জানে এবং তিনিই যজ্ঞ ও প্রজাপতি।
দেবগণ তাঁহাকেই বেদিতব্য বলিয়া কৌৰ্ত্তন
করেন। ভগবানের যাহা বেদিতব্য, দেব-
গণও তাহা জানিতে স্বর্থ হন না। প্রজা-

পতি এবং অমরগণ সহ ঋষি সকল তন্ন তন্ন
করিয়াও তাঁহার অন্ত পান না, ঋতিতে
এই কথাই উক্ত আছে। ইহার পরম-
রূপ দেবগণ দর্শন করিতে সমর্থ নহেন।
ইনি প্রাহুর্ভূত হইলে ইহার যে রূপ প্রস্ফুরিত
হয়, সর্গবাসীরা তাহারই পূজা করিয়া
থাকেন। তিনি যদি স্বয়ং দেখা দেন, তবেই
দেবগণ তাহাকে দেখিতে পান। আর যদি
ইনি স্বয়ং কাহারও দর্শনপথে উদ্ভিত না
হন, তবে কাহার সাধ্য ইহাকে অবেষণ
করে? ইনি সকল গ্রাম্য প্রাণী এবং অগ্নি ও
মাক্রতের গতি; ইনিই তেজ, তপ এবং
অমৃতের নিধান, ইনিই চতুরাশ্রমধর্ম্মের
নিয়ন্তা এবং চাতুর্হোত্রফলভাগী; চতুঃসাগর
পর্য্যন্ত ইহার মর্যাদা, এবং ইনিই চতুর্ভূগ-
নিবর্তক। এই মহাযোগীই সমস্ত জগৎ
আদানপূৰ্ব্বক স্বীয় গর্ভে স্থাপন ও সহস্র
বৎসর ধারণ করিয়া এক অণু প্রসব করেন।
তখন সেই প্রভু প্রজাপতি স্বর, অস্বর, বিজ,
ভুজগ, অঙ্গরোগণ, বৃক্ষ, ওষধি, পর্বত, বক্ষ,

অষ্টচত্বারিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

জগদগমিদং পূৰ্ণমাসৌদিব্যং হিরণ্ময়ম্ ।
প্রজাপতেরিয়ং মূর্তিঃ সত্যায়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥১
তৰ্জু বর্ষসহস্রান্তে বিভেদোর্জমুখং বিভূঃ ।
লোকসর্জনহেতোস্ত বিভেদাধোমুখং নৃপ ॥২
ভূয়োহষ্টধা বিভেদাণ্ডং বিষ্ণুর্বে লোকজন্মকুৎ
চকার জগতশ্চত্র বিভাগং স বিভাগকুৎ ॥৩
যচ্ছিত্তমূৰ্জমাকাশং বিবরাক্রান্ততাং গতম্ ।
বিহিতং বিশ্বযোগেন যদধস্তদ্রসাতলম্ ॥৪
যদগমকয়োং পূৰ্ণং দেবো লোকচিকৌষধ্যা ।
তত্র যৎ সলিলং স্করণং সোহভবৎ কাঞ্চনো
গিরিঃ ॥৫

শুভকগণ সহ এই জগৎ সৃজন করেন,
তৎকালে এ জগতে শ্রুতি বিদ্যমান
ছিল না । ২৮—৪৪ ।

সপ্তচত্বারিংশদধিকবিশততম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকবিশততম অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন,—পূৰ্ণকালে এই জগৎ
হিরণ্ময় অণুরূপে বিরাজিত ছিল । ঐ অণুই
প্রজাপতি মূর্তি ; ইগাই বৈদিকী শ্রুতি । বর্ষ
সহস্রান্তে সেই অণু বিভূকর্জুক উৰ্জমুখে বিভিন্ন
হয় । হে নৃপ ! তারপর লোক সৃষ্টির নিমিত্ত
সেই বিভূ আবার অধোমুখে তাহা ভেদ
করেন । সৃষ্টিবিধাতা বিভাগকুৎ বিষ্ণু পুনরাপি
ঐ অণু অষ্টধা বিভক্ত করিয়া জগতের বিভাগ
বিধান করেন । অনন্তর বিশ্বযোগ বিহিত
উৰ্জদিকের যে ছিদ্র, তাহা বিবরাকারে পরি-
ণত হইয়া আকাশ এবং অধোদিগের ছিদ্র
দ্বারা পাতাল হইল । লোক সৃষ্টির
নিমিত্ত দেব বিষ্ণু পূৰ্ণে যে অণু নির্মাণ
করিয়াছিলেন, তাহাতে যে জল করিত হয়,
তাহাই কাঞ্চনগিরিরূপে পরিণত হইল ।

শৈলৈঃ সহস্রৈর্বহতী মেদিনী বিষমাতবৎ ॥৬
তৈশ্চ পৰ্ব্বতজালৌঘৈর্বহঘোজনবিকৃতৈঃ ।
পীড়িতা গুরুভিদেবী ব্যাথিতা মেদিনী তদা ॥৭
মহামতে ভূরিবলং দিব্যং নারায়ণাস্বকম্ ।
হিরণ্ময়ং সমুৎসৃজ্য তেজো বৈ জাতরূপিণম্ ॥৮
অশক্তা বৈ ধারয়িতুমধস্তাং প্রাবিশৎ তদা ।
পীড়্যমানা ভগবতস্তেজসা তস্ত সা ক্ৰিড়িঃ ॥৯
পৃথ্বীঃ বিশস্তীঃ দৃষ্ট্বা তু তামধো মধুসূদনঃ ।
উদ্ধারার্থং মনশ্চক্রে তস্তা বৈ হিতকাময়া ॥১০
ভগবানুবাচ ।

মন্তেজ এষা বসুধা সমাসাদ্য তপস্বিনী ।
রসাতলং প্রবিশতি পক্ষে গৌরিব হর্ষলা ॥১১

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

ত্রিবিক্রমায়ামিত্রবিক্রমায়
মহাবরাহায় সুরোত্তমায় ।
শ্রীশার্ঙ্গ-চক্রাঙ্গ-দাদধরায়
নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ ॥১২

তারপর সহস্র সহস্র শৈল সমুদ্ভূত হইল ।
বহু সহস্র ঘোজন বিকৃত সেই শৈলরাজি
দ্বারা মেদিনী বিষম ও তাহাদের গুরুভারে
অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পৃথ্বীদেবী ব্যাথিতা
হইল । ভূরিবল দিব্য নারায়ণাস্বক কাঞ্চন-
ময় হিরণ্ময় তেজ পরিভাগ করিয়া
তখন ভগবন্তেজে পীড়্যমানা পৃথ্বী-দেবী
তেজোধারণে অশক্ত হইয়া অধোদিকে
প্রবেশ করিলেন । সেই ধরিত্রীকে
অধোদিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দেব-
বর মধুসূদন তাঁহার হিতকামনায় তাঁহাকে
উদ্ধার করিবার মনন করিলেন । ভগবান
বলিলেন,—এই তপস্বিনী বসুধা আমার
তেজ আদান করিয়া পক্ষে পতিতা হর্ষলা
গাভীর স্বায় রসাতলে প্রবেশ করিতেছেন ।
১—১১ । পৃথ্বী কহিলেন,—হে ত্রিবিক্রম ! হে
অমিত বিক্রম ! হে মহাবরাহ ! হে সুরো-
ত্তম ! তুমি শম্ব, চক্র, অসি ও গদাধার
করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার, হে দেববর ! তুমি

তব দেহাজ্জগাজ্জাতং পুঙ্করদ্বীপমুখিতম্ ।
ব্রহ্মাণমিহ লোকানাং ভূতানাং শাস্ত্ৰং বিদ্মঃ ॥
তব প্রসাদাদেবোহিহং দিবং ভুক্তে পুরন্দরঃ ।
ওব ক্রোধাক্ষি বলবান্ জনার্দন জিতো বলিঃ ॥
ধাতা বিধাতা সংহর্তা হুয়ি সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
মুহুঃ কৃতান্তোহধিপতিজলনঃ পবনো ধনঃ ॥ ১৫
বর্ণাশ্চাশ্রমধৰ্ম্মাশ্চ সাগরাস্তরবো জলম্ ।
নত্বেধৰ্ম্মশ্চ কামশ্চ যজ্ঞা যজ্ঞশ্চ চ ক্রিয়াঃ ॥ ১৬
বিদ্যা বেদাঞ্চ সৰ্বঞ্চ হ্রীঃ স্ত্রীঃ কৌতুহীতঃ কমা
পুরাণং বেদবেদাঞ্চ সাংখ্য-যোগো ভবাতবো
জন্মমঃ স্বাবরকৈব ভবিষ্যঞ্চ ভবচ্চ যৎ ।
সৰ্বং তচ্চ ত্রিলোকেষু প্রভাবোপহিতং তব ॥
ত্রিদশোদারফলদঃ স্বৰ্গস্বীচাক্রপন্নবঃ ।
সৰ্বলোকমনঃকান্তঃ সৰ্বস্বমনোহরঃ ॥ ১৭
বিমানানেকবিটপন্তোয়দাশ্রয়শ্রবঃ ।
দিব্যালোকমহাক্ষকঃ সত্যত্বলাকপ্রশাখবান্ ॥ ২০

সাগরাকারনিৰ্ঘাসো রসাতলজলাশ্রয়ঃ ।
নাগেন্দ্রপাদপোপেতে জন্তুপক্ষিনিষেবিতঃ ॥ ২১
শীলাচারার্থগঙ্ধজঃ সৰ্বলোকময়ো দ্রুমঃ ।
দ্বাদশার্কময়দ্বীপো কুজৈকাদশপত্তনঃ ॥ ২২
বসুষ্ঠোলসংযুক্তৈরলোক্যান্তোমহোদধিঃ ।
সিন্ধুসাধ্যোঽশ্বকলিলঃ সুপর্ণানিলসেবিতঃ ॥ ২৩
দৈত্যলে কমহাগ্রাহো রক্ষোয়গবমাকুলঃ ।
পিতামহমহাদৈর্ঘ্যঃ স্বৰ্গস্বীরত্বভূষিতঃ ॥ ২৪
ধী-স্ত্রী-হ্রী-কান্তভিনিত্যনদৌভিরূপশোভিতঃ
কালযোগমহাপৰ্শ-প্রয়াগগতিবেগবান্ ॥ ২৫
ত্বং স্বযোগমহাবীৰ্য্যো নারায়ণ মহাৰণবঃ ।
কালো ভূহা প্রসন্নভিরন্তিলদায়সে পুনঃ ॥ ২৬
ত্বয়া সৃষ্টোহস্ম্যো লোকাস্তেইব প্রতিসংস্ৰতাঃ ।
বিশস্তি যোগিনঃ সৰ্কে ত্বামেব প্রতিযোজিতাঃ
যুগে যুগে যুগান্তাগ্নিঃ কালমেঘো যুগে যুগে ।

বনঃ—তোয়দ মেঘ তাহার মধুশাব দিব্য
লোক মহাক্ষক, সত্যলোক প্রশাখা, সাগর
নিৰ্ঘাস, রসাতল জলাশ্রয় আলবাল,
ঐরাবত পাদপ, নিখিল প্রাণিগণ পক্ষী; এবং
তুমিই শীল আচার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গন্ধবৃক্ষ
সৰ্বলোকময় মহাদ্রুম । তুমি ত্রৈলোক্যরূপ
মহোদধি; দ্বাদশ আদিত্য উহার দ্বীপ,
একাদশ কুজ পত্তন, অষ্টবসু অচল, সিন্ধু
ও সাধ্যগণ ঐ মহোদধির উর্ষি, উহা
সুপর্ণানিলে সেবিত, দৈত্যগণ, উহার
কুন্তীর, মৎস্যকুল উরগ ও রক্ষঃ, পিতামহ
মহাদৈর্ঘ্য, স্বৰ্গ, স্বীরূপ রত্নসমূহে উহা ভূষিত;
উহা বুদ্ধি লক্ষ্মী লেজ্জা ও কৌতুহলিনী
নদীসমূহের দ্বারা নিত্য উপশোভিত ।
কালযোগ উহার মহাপৰ্শ, প্রকৃষ্ট যাগ
উহার গতি । হে নারায়ণ! তুমি নিজ
যোগবলেই বলীয়ান, তুমি কাল হইয়া
সচ্ছ সলিল দ্বারা আহ্লাদিত করিয়া থাক ।
১২—২৬ । তুমি লোকত্রয়ের সৃষ্টি করিয়া
থাক এবং তুমি উহার সংহার কর । যোগি-
গণ তোমাকর্তৃক প্রযোজিত হইয়া তোমাতেই
প্রবেশ করিয়া থাকেন । প্রতিযুগেই

প্রসন্ন হও । তোমার দেহ হইতে জগৎ
জন্মিয়াছে, পুঙ্কর দ্বীপ তোমার দেহোৎপন্ন ।
তোমার শরীর হইতে সমুৎপন্ন ব্রহ্মা ইহ-
লোকে প্রাণিগণের মধ্যে সনাতনত্ব প্রাপ্ত
হইয়াছেন । তোমার অন্তর্গতই দেব পুর-
ন্দর স্বৰ্গ উপভোগ করিতেছেন এবং
হে জনার্দন ! তোমারই কোপে পতিত
হইয়া বলবান্ বলি বিজিত । তুমি ধাতা
বিধাতা এবং সংহর্তা, তোমাতেই সৰ্ব-
জগৎ প্রতিষ্ঠিত । মনু, অধিপতি যম,
অনল, পবন, মেঘ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, আশ্রম-
ধৰ্ম্ম, সাগর, তরু, জল, নদী, ধৰ্ম্ম, কাম,
যজ্ঞ সকল, যজ্ঞ ক্রিয়া, বিদ্যা, বেদ, প্রাণী,
লজ্জা, লক্ষ্মী, কৌত্তি, ধৃতি, কমা, পুরাণ, বেদ,
বেদাঙ্গ, সাংখ্য, যোগ, জন্ম, মরণ, জন্ম,
স্বাবর এবং যাহা ভবিষ্য, ভব্য, ত্রিলোকে
এই সকল তোমার প্রভাবেই উপহত ।
তুমি ত্রিদশগণের উদার ফলপ্রদ এবং স্বর্গীয়
রমণীগণের মনোজ্ঞ; নিখিল লোকের তুমি
মনোদীপক ও সকল প্রাণীর তুমি মন হরণ
করিয়া থাক । তুমি একটি আকাশময় মহা-

মহাভারাবতারায় দেব হং হি যুগে যুগে ॥ ২৮
 হং হি শুক্রঃ কৃতযুগে ত্রেতায়াঃ চম্পকপ্রভঃ ।
 ষাপরে রক্তসঙ্কাশঃ কৃষ্ণঃ কলিযুগে ভবান্ ॥ ২৯
 বৈবর্ণ্যমভিধংসে হং প্রাপ্তেষু যুগসন্ধিষু ।
 বৈবর্ণ্যং সর্ষধর্ম্মাণামুৎপাদয়সি বেদবিৎ ॥ ৩০
 ভাসি বাসি প্রতপসি ত্বং চাসি বিচেষ্টসে ।
 জুধ্যসি কান্তিমায়াসি হং দীপয়সি বর্ষসি ॥ ৩১
 হং হ্যস্তসি ন নির্ঘাসি নির্দাপয়সি জাগ্রসি ।
 নিঃশেষয়সি ভূতানি কালো ভূত্বা যুগক্ষয়ে ॥ ৩২
 শেষমাত্মনমালোক্য বিশেষয়সি হং পুনঃ ।
 যুগান্তায়াবলৌঢ়েষু সর্ষভূতেষু কিংকন ॥ ৩৩
 যাতেষু শেখো ভবসি তস্মাচ্ছেষোহসি কীর্তিতঃ
 চ্যবনোৎপত্তিযুক্তেষু ব্রহ্মেন্দ্রবক্রণাদিষু ॥ ৩৪
 যস্মান্ চ্যবসে স্থানাৎ তস্মাৎ সঙ্কীৰ্ত্ত্যসেহচ্যুত
 ব্রহ্মাণমিল্লক্ণ যমঃ ক্রুদ্রঃ বক্রণমেব চ ॥ ৩৫

কালায় ও মহামেশ সমুদ্ভূত হয়, হে দেব !
 তুমি ভারাবতরণের জন্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ
 হও । তুমি সত্যযুগে শুক্রবর্ণ, ত্রেতায় চম্পক-
 কান্তি, ষাপরে রক্তপ্রভ, এবং কলিযুগে
 কৃষ্ণ । যুগসন্ধি সমাগত হইলে, তুমি
 বৈবর্ণ্য প্রাপ্ত হও এবং ধর্ম্মসমূহেরও
 বৈবর্ণ্য উপস্থিত হয় । তুমি দীপ্তি
 পাইতেছ, বিচরণ করিতেছ, তাপ দিতেছ,
 রক্ষা করিতেছ, যতযুক্ত হইতেছ, ক্রোধ
 করিতেছ, খ্যাতি প্রাপ্ত হইতেছ, প্রদীপিত
 করিতেছ, বর্ষণ করিতেছ, হাসিতেছ,
 স্থির হইয়া আছ, জাগ্রৎ রহিয়াছ, যুগাব-
 বসানে কাল হইয়া প্রাণী সমস্তকে নিঃশেষ
 করিতেছ । যুগান্ত সময়ে প্রাণিনিচয় অনলে
 দগ্ধীকৃত হইলে আপনাকে শেষ দর্শন
 করিয়া পুনর্বার একরূপ বিশিষ্ট হইয়া
 থাক । সমস্ত চলিয়া গেলে তুমিই মাত্র
 অবশিষ্ট থাক ; এজন্ত লোকে তোমাকে
 শেষ নামে কীর্তন করে । ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বক্রণ
 ইহাদেয় উৎপত্তি ও চ্যুতি আছে, কিন্তু তুমি
 স্বহাম হইতে বিচলিত হও না, এজন্ত তুমি
 অচ্যুত বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাক । ব্রহ্মা,

নিগূহ্য হরসে যস্মাৎ তস্মাকুরিরিহোচ্যসে ।
 সম্মানয়সি ভূতানি বপুষা যশসা জিয়া ॥ ৩৬
 পবেণ বপুষা দেব তস্মাচ্চাসি সনাতনঃ ।
 যস্মাদব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চোগ্রতেজসঃ ॥ ৩৭
 ন তেহত্বত্ত্বধিগচ্ছন্তি তেনানন্তত্বমুচ্যসে ।
 ন ক্লীয়সে ন ক্ষয়সে কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৩৮
 তস্মাৎ তমক্ষরত্বাচ্চ বিকুরিতোব কীর্ত্যসে ।
 বিষ্টকঃ যৎ ত্বয়া সর্ষঃ জগৎ স্বাবর-জন্মম ॥
 জগদ্বিষ্টস্তনাট্টেব বিকুরেবেতি কীর্ত্যসে ।
 বিষ্টভ্যাতিষ্টসে নিত্যঃ ত্রৈলোক্যঃ সচরাচরম্
 যক্ষ-গন্ধর্ব্বনগরং অমহদ্ব্যুতপন্নগম্ ।
 ব্যাপ্তং ভূয়েব বিশতা ত্রৈলোক্যঃ সচরাচরম্
 তস্মাদিকুরিতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪১
 নারা ইভ্যচ্যুতে হ্যাপো ঋষীভস্তত্ত্বদর্শিতঃ ।
 অয়নং তন্তু তাঃ পূর্ব্বঃ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ।
 যুগে যুগে প্রনষ্টাঃ গাং বিকো বিন্দসি তত্ত্বতঃ

ইন্দ্র, যম, ক্রুদ্র, এবং বক্রণ ইহাদিগকে
 নিগ্রহ করিয়া হরণ কর, অতএব ইহলোকে
 তুমি হরি বলিয়া অভিহিত । তুমি সর্ষ-
 প্রাণীকে বপুঃ, যশঃ ও কান্তি দ্বারা সম্মানিত
 কর, হে দেব ! এজন্ত তুমি নিজ পরম
 বপু দ্বারা সনাতন । ব্রহ্মাদিদেব ও উগ্র-
 তেজা ঋষিগণ তোমার অস্ত পান না, এজন্ত
 তুমি অনন্ত নামে কীর্তিত । তুমি শত কল্প-
 কোটিকালেও ক্লীণ হও না, বিচলিত হও না,
 অতএব অবিচলতাহেতু তুমি বিকু বলিয়া
 কীর্তিত । তুমি স্বাবর-জন্মমাক্ষক জগৎকে
 বিষ্টক করিয়া রাখিয়াছ, এই জগদ্ বিষ্টস্তন-
 জন্তও তুমি বিকু নামে কথিত । সচরাচর,
 ত্রৈলোক্যকে বিষ্টক করিয়া তুমি নিত্য অব-
 স্থিত, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বনগর, মহাপ্রাণ পন্নগ-
 গণ, এবং চরাচরসহ ত্রৈলোক, তোমাকেই
 আশ্রয় করিয়া পরিব্যাপ্ত ; এজন্ত ব্রহ্মা স্বয়ংই
 বিকু বলিয়া তোমাকে কীর্তন করেন । ২৭-৪১।
 তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ জলকে মারণ বলিয়া থাকেন
 এবং সেই জলই পূর্বে তোমার অধিষ্ঠান
 হইয়াছিল, এজন্ত তুমি নারায়ণ । হে

গোবিন্দেতি ততো নামা প্রোচ্যতে ঋষিভিস্তথা
হৃষীকণীশ্চিঘাণ্যাহুস্তত্ত্বজ্ঞানবিশারদাঃ ॥ ৪৪
ঈশিতা চ হমেতেষাং হৃষীকেশস্তথোচ্যসে ।
বসন্তি ত্বয়ি ভূতানি ব্রহ্মাদানি গুণক্ষয়ে ॥ ৪৫
ত্বং বা বসসি ভূতেষু বাসুদেবস্তথোচ্যসে ।
সঙ্কর্ষণসি ভূতানি কল্পে কল্পে পুনঃপুনঃ ॥ ৪৬
ততঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তস্তত্ত্বজ্ঞানবিশারদৈঃ ।
প্রতিবাহেন তিষ্ঠন্তি সদেবাসু রাক্ষসাঃ ॥ ৪৭
প্রবিভাঃ সর্ষধর্মাণাং প্রত্যাশ্বস্তেন চোচ্যসে ।
নিরোদ্ধা বিদ্যাতে যস্মান্ন তে ভূতেষু কশ্চন ॥
অনিরুদ্ধস্ততঃ প্রোক্তঃ পূর্বমেব মহর্গিভিঃ ।
যৎ ত্বয়া ধার্যতে বিশ্বং ত্বয়া সংহ্রিয়তে জগৎ ॥
ত্বং ধারয়সি ভূতানি ভুবনং ত্বং বিভর্ষি চ ।
যৎ ত্বয়া ধার্যতে কিঞ্চিৎ তেজসা চ বলেন চ
মহা হি ধার্যতে যস্মান্নাদ্যুতং ধারয়ে ত্বয়া ।
ন হি ত্বিহ দ্যাতে ভূতৈঃ ত্বয়া যস্মাত্ত্বং ধার্যতে ॥ ৫১

বিবেশ! যুগে যুগে প্রনষ্ট বেদ সকল তোমা
হইতে প্রাপ্ত হন বলিয়া ঋষিগণ তোমাকে
গোবিন্দ নামে অভিহিত করেন । তত্ত্বজ্ঞান-
বিশারদগণ বিষয়েন্দ্রিয়কে হৃষীক কহেন,
তুমি ঐ হৃষীকের ঈশ, তজ্জন্তু তুমি হৃষীকেশ
নামে কীৰ্ত্তিত । যুগক্ষয়ে ব্রহ্মাদি প্রাণিসকল
তোমাতেই বাস করেন, কিংবা তুমি সকল
প্রাণীতে বাস কর, এজন্তু তুমি বাসুদেব
বলিয়া কীৰ্ত্তিত । প্রতিকল্পে পুনঃপুনঃ তুমি
প্রাণিনিচয়কে আকর্ষণ করিয়া থাক, তত্ত্বজ্ঞান-
বিশারদগণ ইহা হইতে তোমার সঙ্কর্ষণ নাম
নিরূপণ করেন । দেব, অসুর, রাক্ষস, সকলেই
নিজ নিজ বাহ মধ্যে অবস্থিত, তুমি সকল
ধর্মের জ্ঞাতা, অতএব তুমি প্রহ্লাদ নামে
কথিত । প্রাণিনিচয়ে তোমা হইতে আর অপর
কেহ নিরোদ্ধা নাই ; অতএব মহর্ষিগণ কর্তৃক
তুমি অনিরুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ । তুমি বিশ্ব ধারণ
করিয়াছ, তুমি আবার হরণ করিবে, তুমিই
প্রাণিগণকে ধারণ কর এবং ত্রিভুবনও তুমিই
ধারণ করিয়া থাক । তুমি তেজ ও বলদ্বারা
যাহা কিছু ধারণ করিতেছ, তাহাই আমি

হুমেব কুরুষে দেব নারায়ণ যুগে যুগে ।
মহাভারাবতরণং জগতো হিতকাম্যয়া ॥ ৫২
তবৈব তেজসাক্রান্তাঃ রসাতলতলং গতাম্ ।
দ্বায়স্ব মাং সুরশ্রেষ্ঠ ত্বামেব শরণং গতাম্ ॥ ৫৩
দানবৈঃ পীড়্যমানাহং রাক্ষসৈশ্চ দুর্য়ভিঃ ।
ত্বামেব শরণং নিত্যমুপযামি সনাতনম্ ॥ ৫৪
তাবল্লোহন্তি ভয়ং দেব যাবন্ন ত্বাং ককৃদ্ভিনম্ ।
শরণং যামি মনসা শতশোহপ্যুপলক্ষয়ে ॥ ৫৫
উপমানং ন তে শক্রাঃ কর্তুং সেন্সা দিবৌকসঃ
তত্ত্বং ত্বমেব তদ্বৎসি নিরুত্তরমতঃ পরম্ ॥ ৩৬
শৌনক উবাচ ।

ততঃ প্রীতঃ স ভগবান্ পৃথিব্যে শার্ঙ্গ-চক্রধৃক্
কামমস্তা যথাকামমতিপূরিতবান্ হরিঃ ॥ ৫৭
অব্রবীচ্চ মহাদেবি মাধবীং স্তবোক্তমম্ ।
ধারয়িষ্যতি যো মর্ত্যো নাস্তি তন্ত পরাভবঃ ॥

ধারণ করি, কেননা তুমি ধারণ না করিলে
আমার ধারণ-সামর্থ্য থাকে না । এমন
প্রাণী দেখি না,—যাহা তোমাকর্তৃক ধৃত হয়
নাই ! হে নারায়ণ ! তুমিই প্রতিযুগে জগ-
তের হিতকামনায় গুরুভারাবতরণ করিয়া
থাক । আমি তোমারই তেজে আক্রান্ত
হইয়া রসাতলেরও তলে গমন করিতেছি,
হে সুরশ্রেষ্ঠ ! আমাকে জ্ঞান কর, আমি
তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । দুর্য়ভা
রাক্ষস এবং দানবগণকর্তৃক আমি পীড়্যমান,
তুমি সনাতন, আমি তোমার নিত্য শরণাগত
হই । তুমি ককূদী, হে দেব ! আমি যে
পর্যন্ত না মনে মনে তোমার শরণাগতা হই-
তেছি, তাবৎ কালই আমার শত শত ভয়
বিজ্ঞান । ইন্দ্রাদি দেবতাগণও তোমার উপ-
মার বস্ত ধুঞ্জিয়া পান না, তোমার উপমার
বস্ত তুমিই এবং তাহা তুমিই জ্ঞান ! অতএব
আমি ইতঃপর নিরুত্তর হইলাম । ৪২—৫৬ ।
শৌনক কহিলেন,—অনন্তর সেই শার্ঙ্গ-চক্র-
ধারী ভগবান্ হরি পৃথিবীর প্রতি প্রীত হইয়া
যথেষ্টরূপে তাহার অভীষ্ট পূরণ করিলেন ।
বলিলেন,—হে মহাদেবি ! তোমার এই

লোকান্নিকণ্ঠযাংষ্টেব বৈকবান্ প্রতিপৎসতে
 এতদাশ্চধ্যসর্গস্বঃ মাধবীয়াং স্তবোত্তমম্ ॥ ৫০
 অধীতবেদঃ পুরুষো মুনিঃ শ্রীতমনা ভবেৎ ॥ ৫১
 মা ভৈর্ধর্যণি কল্যাণি শান্তিঃ ব্রজমমাগতঃ ।
 এষ হ্যমুচিতঃ স্থানং প্রাপয়ামি মনীষিতম্ ॥ ৫২
 শৌনক উবাচ ।

ততো মহাত্মা মনসা দিব্যাং রূপমচিস্তয়ৎ ।
 কিং হু রূপমহং কুহা উক্রেয়ং ধরামিমাম্ ॥ ৫২
 জলক্রীড়াকৃতিস্তম্ভাঘাৱাহং বপুরাস্থিতঃ ।
 অধুষ্যং সর্গভূতানাং বাহুদ্বয়ং ব্রহ্ম সংস্থিতম্ ॥ ৫৩
 শতযোজনবিস্তীর্ণমুচ্ছ্রিতং দ্বিগুণং ততঃ ।
 নীলজ্যোতসক্লেশং মেঘস্তনিতনিস্থনম্ ॥ ৫৪
 গিরিসংহননং ভীমং শ্বেতভীক্কাগ্রদংষ্ট্রিনম্ ।
 বিহ্যদগ্নিপ্রভীকাশমাদিত্যাসমতেজসম্ ।
 পীনোন্নতকটীদেশে বুধলক্ষণপুঞ্জিতম্ ।

মাধুৰ্য্যময় উত্তম স্তব যে মানব ধারণ করিবে,
 তাহার পরাভব হইবে না এবং সে কলুষহীন
 বৈকবলোক সকল প্রাপ্ত হইবে । এই স্তবের
 সমস্তই আশ্চর্য্য ও মাধুৰ্য্যময় । ইহা স্তবোত্তম,
 ইহা শ্রবণ করিলে মানব অধীতবেদ ও মুনি-
 গণ শ্রীতমনা হইবেন । হে কল্যাণি ধর্যণি !
 তোমার ভয় নাই, তুমি মৎস্যসন্ধানে শান্ত
 প্রাপ্ত হইবে ; এই আমি তোমার অভিনীত
 উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করিতেছি । শৌনক
 কহিলেন,—অনন্তর মহাত্মা মনে মনে দিব্য-
 রূপ চিন্তা করিতে করিতে ভাবিলেন,—এখন
 কোনরূপ ধারণ করিয়া এই ধরাকে উদ্ধার
 করি ? জলক্রীড়ায় অভিনীত করিয়া সেই হরি
 শূকরশরীর পরিগ্রহ করিলেন । তাঁহার সেই
 শরীর সাত যোজন বিস্তৃত ও দ্বিগুণ উচ্ছ্রিত ।
 তিনি সকল প্রাণীর অধুষ্য এবং বাহুদ্বয় ব্রহ্মে
 অবস্থিত । নীল মেঘের স্তায় তাঁহার প্রভা
 ও মেঘগর্জনের স্তায় নিশ্বন । তাঁহার পক্ষত-
 সদৃশ ভীম বপুঃ, তাঁহার দন্ত শ্বেত ও
 ভীক্কাগ্র । তাহার তেজঃ আদিত্যতুল্য, বিহ্বাৎ
 ও অগ্নির স্তায় দীপ্তি, কটীদেশ পীনোন্নত,

রূপমাশ্রয় বিপুলং বারাহমজিতো হরিঃ ॥ ৫৫
 পৃথিব্যাক্করণায়ৈব প্রবিবেশ রসাতলম্ ।
 বেদপাদো যুপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তশ্চিহ্নতীমুখঃ ॥ ৫৬
 অগ্নিজিহ্বো দন্তলোমা ব্রহ্মবীর্ঘো মহাতপাঃ ।
 অহোরাত্রৈক্ষণধরো বেদাস্ত্রকৃতিভূষণঃ ॥ ৫৭
 আজ্যনাসঃ স্রবাতুগুঃ সামঘোষস্থনো মহান্ ।
 সত্যধর্ম্মময়ঃ শ্রীমান্ কশ্ম্ববিক্রমসংক্রমঃ ॥ ৫৮
 প্রার্য্যশ্চতনথো ঘোরঃ পশুজাহ্নুর্ম্বধাকৃতিঃ ।
 উদগাত্রজো হোমলিঙ্গো বীজোষধিমহাফলঃ ॥ ৫৯
 বেদান্তরাগ্না যজ্ঞাহ্নিবিকৃতিঃ সোমশোণিতঃ ।
 বেদস্কন্ধো হবর্গন্ধো হব্য-কব্যবিভাগবান্ ॥ ৬০
 পথংশকাহো দ্রাতিমান্ নানাদীক্ষাভিরাবৃতঃ ।
 দীক্ষণাহ্নদয়ো যোগী মহাসত্রময়ো মহান্ ॥ ৬১
 উপাক্ষোষ্ঠকচকঃ প্রবর্গ্যাবর্তভূষণঃ ।
 নানাক্ষন্দোগাতিপথো গুহোপানিষদাসনঃ ।
 ছায়াপত্রীসহায়ো বৈ মণিশুভ ইবোচ্ছ্রিতঃ ॥ ৬২

তিনি বুধলাঞ্ছন ও সকলের পূজ্য । পৃথি-
 বীর উদ্ধারকামনায় অজিত হরি এইরূপ
 রূপ ধারণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ কর-
 লেন । সেই ব্রহ্মলীর্ঘ মহাতপা বিষ্ণুর বেদ-
 সকল পাদ, যুপ দংষ্ট্রা, যজ্ঞ দন্ত, যজ্ঞকুণ্ড
 মুখ, অগ্নি জিহ্বা, লোম দর্ভ, অহোরাত্র চক্ষু-
 র্ধ্ব, বেদাস্ত্র কণভূষণ, আজ্য নাসিকা, স্রব-
 তুগু এবং সামধ্বনি তাঁহার বিপুল স্তন ।
 তিনি ধর্ম্ম সত্যময়, শ্রীমান্ ; কশ্ম্ব বিক্রম
 তাঁহার উদ্যম । প্রার্য্যশ্চত তাঁহার ঘোর-
 তর নথ, পশু ভীষণাকার জাহ্নু, উদগাতা
 যজ্ঞ, হোম লিঙ্গ এবং যজ্ঞের মহাফল—বীজ
 ও ঔষধি ॥ ৫৭—৬০ । বেদি তাঁহার অন্তরাগ্না,
 যজ্ঞ অহ্নিবিকার, সোম শোণিত, বেদ স্কন্ধ,
 স্তব গন্ধ এবং তিনি হব্যক্য-বিভাগকারী ।
 বিবিধ দীক্ষায় অধিত সেই দ্রাতিমান্ই
 সকল অধয়ের আদিভূত । দক্ষিণা তাঁহার
 হৃদয় । তিনি মহাপ্রভাবময় মহাযোগী । উপা-
 বর্গ্য তাঁহার ওষ্ঠাগ্র, প্রবর্গ্য সকল ভূষণ, বেদ
 সকলই তাঁহার গমনের পথস্বরূপ, এবং গুহ
 উপনিষদসমুহ তাঁহার আসন । ছায়া তাঁহার

রসাতলতলে মগ্নাঃ রসাতলতলং গতাম্ ।
 প্রভুলোকহিতার্থায় দংষ্ট্রাগ্রগোজ্জহার তাম্ ॥
 ততঃ স্বস্থানমানীয় বরাহঃ পৃথিবীধরঃ ।
 স্মৃশ্য চ পূৰ্ব্বং মনসা ধারিতাকং বসুন্ধরাম্ ॥ ৫
 ততো জগাম নির্ঝাণং মেদিনী তন্ত ধারণাং ।
 চকার চ নমস্কারং তস্মৈ দেবায় শস্তবে ॥ ১৬
 এবং যজ্ঞবরাহেণ ভূত্বা ভূতধিতার্বিনা
 উদ্ধৃতা পৃথিবী দেবী সাগরানুগতা পুরা ॥ ১৭
 অথোদ্ধৃতা ক্রিতিঃ দেবো জগতঃ স্থাপনেচ্ছয়া
 পৃথিবী প্রবিভাগায় মনশ্চক্রে হৃদয়ে ক্রমঃ ॥ ১৮
 রসাং গতামবনিমচন্ত্যাবক্রমঃ
 সুরোত্তমঃ প্রবরবরাহরূপধৃক্ ।
 বুধাকপিঃ প্রসভমধৈকদংষ্ট্রয়া
 সমুদ্ররুদ্ধরণিমতুল্যপৌরুষঃ ॥ ১৯
 ইতি জীমাৎশ্চ মহাপুরাণে বরাহপ্রাক্তর্ভাবো
 নামাষ্টচত্বারিংশদধিকবিংশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৮ ॥

পত্নী এবং তিনি মণি-শৃঙ্গের স্থায় উচ্ছ্রিত ।
 রসাতলগতা ও রসাতলমগ্না পৃথিবীকে
 লোকহিত নিমিত্ত এই প্রভূহ দংষ্ট্রাগ্রভাগ-
 দ্বারা উদ্ধার করেন । অনন্তর বসুমতীকে
 স্বস্থানে আনয়ন করিয়া পৃথিবীর বরাহ তাহাকে
 ত্যাগ করিলেন ; কিন্তু মন দ্বারা ধারণ করিয়া
 রহিলেন । তদনন্তর মেদিনীদেবী বিভূকর্তৃক
 বিধৃতা হইয়া শাস্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং
 সেই দেব শস্ত্রকে নমস্কার করিলেন । পুরা
 কালে এইরূপে বারিধিবারি-গতা বসুমতী
 লোকহিতার্থী যজ্ঞবরাহ কর্তৃক উদ্ধৃতা হইয়া-
 ছিলেন । অনন্তর কমললোচন জগতের
 স্থিতি নিমিত্ত বসুন্ধরার উদ্ধার করিয়া পৃথ-
 বীর প্রবিভাগ করিতে মনন করিলেন ।
 অতুল্যপৌরুষ অচিন্ত্যাবক্রম সুরোত্তম
 বুধাকপি অতুল্য বরাহরূপ ধারণ করিয়া
 রসাতলগতা সেই ধরনীকে এইরূপে দংষ্ট্রাগ্র-
 ভাগদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন । ১১—১৯ ।
 অষ্টচত্বারিংশদধিক বিংশতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একোদশাংশদধিকবিংশতমোহধ্যায়ঃ

স্বয়ং উচুঃ ।

নারায়ণস্ত মহাত্ম্যং শ্রুত্বা সূত যথাক্রমম্ ॥ ১
 ন তৃপ্তির্জায়তে হ্যকমতঃ পুনরিহোচ্যতাম্ ॥ ১
 কথং দেবা গতাঃ পূৰ্ব্বমমরত্বং বিচক্ষণাঃ ।
 তপসা কৰ্ম্মণা বাপি প্রসাদাৎ কন্ত তেজসা ॥ ২
 সূত উবাচ ।
 যত্র নারায়ণো দেবো মহাদেবশ্চ শূলধৃক্ ।
 তত্রামরত্বে সৰ্ব্বেষাং সহায়ো তত্র তৌ স্মৃতৌ
 পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে হতান্ত শতশঃ সুরাঃ ।
 পুনঃ সঞ্জীবনীঃ বিদ্যাং প্রযোজ্য ভৃগুনন্দনঃ ॥
 জীবাপয়তি দৈত্যেস্তান্ যথা সৃণোষিতানি ব
 তন্ত তুষ্টেন দেবেন শক্রেণ মহাত্মনা ।
 মৃতসঞ্জীবনী নাম বিদ্যা দত্তা মহাপ্রভা ॥ ৫
 তাস্ত মহেশ্বরীঃ বিজ্ঞাঃ মহেশ্বরমুখোদগতাম্ ॥
 ভার্গবে সংস্থিতাঃ দৃষ্ট্বা যুগধুঃ সৰ্বদানবাঃ ।
 ততোহমরত্বং দৈত্যানাং কৃতং শুক্রেণ ধীমতা

উনপঞ্চাশদধিক বিংশতম অধ্যায় ।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসিলেন,—হে সূত ! যথা-
 ক্রমে নারায়ণমহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও আমরা
 তৃপ্তির পার পাইলাম ন, অতএব পুনরায়
 বলুন । কিরূপ কৰ্ম্ম, তপস্তা বা কাহার
 প্রসাদে বা কাহার তেজে বিচক্ষণ দেবগণ
 পূৰ্ব্বকালে অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন ? সূত
 কহিলেন,—যে সময়ে দেব বিষ্ণু এবং শূল-
 ধারী মহাদেব অমরসকলের সহায় হইয়া-
 ছিলেন, তখন দেবগণ অমরত্ব লাভ করেন ।
 পুরাকালে দেবাসুরযুদ্ধে শতশত সুরগণ
 নিহত হইতেন ; কিন্তু ভৃগুনন্দন সঞ্জীবনৌষধ
 প্রয়োগপূর্বক মৃত দৈত্যেস্তগণকে সৃণো-
 খিতের স্থায় পুনর্জীবিত করিতেন । মহাত্মা
 দেবশক্ত ভার্গবের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে
 এই মহাপ্রভাশালিনী মৃতসঞ্জীবনী নামী বিদ্যা
 প্রদান করেন । ১—৫ । মহেশ্বরমুখোদিত সেই
 মহেশ্বরী বিদ্যা শুক্রেণ্য বিদিত আছে,ন,
 জ্ঞানীরা দায়ক্ সকল সময়ে প্রযুক্ত হইল এবং

যা নাতি সৰ্বলোকানাং দেবানাং সৰ্বরক্ষসাম্
ন নাগানামুদীপাক ন চ ব্রহ্মেশ্ববিষ্ণু ॥ ৮
তাং লক্ষা শঙ্করাঙ্কুরঃ পরাঃ নিৰ্বৃতিমাগতঃ ।
ভক্তো দৈবানুরো ঘোরঃ সময়ঃ সুমহানত্ম ॥
তত্র দেবৈর্হিতান দৈত্যান শুক্রে বিদ্যাবলেন চ
উখাপয়তি দৈত্যোস্তান লীলধৈব বিচক্ষণঃ ॥ ১
এবংবিধেন শক্রে বৃহস্পতিকৃদারবীঃ ।
হস্তমানান্ততো দেবাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ।
বিষমবদনাঃ সর্পে বভূবুর্বিবলেন্দ্রিয়াঃ ।
ততঃশ্রেষু বিষমেষু ভগবান্ কমলোদ্ভবঃ ।
মেরুপৃষ্ঠে সুরেন্দ্রাণামিদমাহ জগৎপতিঃ ॥ ১২
ব্রহ্মোবাচ ।

দেবাঃ শৃণুত মমাক্যং ততঃধৈব নিরূপ্যতাম্ ।
ক্ষিপতাং দানবৈঃ সার্কঃ সখামত্র প্রবর্ত্যতাম্ ।
ক্রিয়তামমৃতোদ্যোগো মধ্যতাং কীরবারিধিঃ
সহায়ং বরুণং কৃত্বা চক্রপাণির্বিবোধ্যতাম্ ॥ ১৪
মহানং মন্দরং কৃত্বা শেষেনেত্রেণ বেষ্টিতম্ ।

ধীমান্ শুক্ৰ যুদ্ধহত দৈত্যদিগকে জীবিত
করিতে লাগিলেন । যাহা নিখিল লোক, সুর,
রাক্ষস, নাগ, ঋষিগণ, ব্রহ্মা, চন্দ্র এবং বিষ্ণু ও
লাভ করিতে পারেন নাই, শুক্ৰ শঙ্করসমীপে
সেই বিজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় নিৰ্বৃত
প্রাপ্ত হইলেন । ঘোর সুমহান্ দেবানুর
সময় প্রবৃত্ত হইলে, তখন বিচক্ষণ ভৃগুনন্দন
মৃতসঞ্জীবনী বিজ্ঞাবলে দেবগণ কর্তৃক নিহত
অশুরসেনা সকলকে অবলোক্যক্রমে জীবিত
করিতে লাগিলেন । এইরূপ ঘটিলে ইন্দ্র,
উদারগুদ্ধি বৃহস্পতি ও হস্তম্নন অন্তান্ত
বিষমবদন দেবগণ, সকলেই বিবলেন্দ্রিয়
হইলেন । অনন্তর দেবগণ বিবাদপ্রাপ্ত
হইলে মেরুপৃষ্ঠস্থিত জগৎপতি কমলোদ্ভব
ব্রহ্মা সুরেন্দ্রদিগকে এই কথা কহিলেন,—
দেবগণ! আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহার
উপায় বিধান করুন । আপনারা ক্ষিপ্ত দানব-
দিগের সহিত সখ্যস্থাপন করুন । চক্রপাণিকে
প্রবোধিত করিয়া আপনারা কীরবারিধিকে
মদনপূর্বক বরুণকে সহায় করিয়া অমৃতের

দানবেন্দ্রে বলিঃ খামী স্তোককালং নিবেত্ততাম্
প্রার্থিতাং কুর্ষ্বরূপন্ত পাতালে বিষ্ণুরব্যয়ঃ ।
প্রার্থিতাং মন্দরঃ শৈলো মহাকাধ্যঃ প্রবর্ত্যতাম্ ।
তক্ষু হা বচনং দেবা জগদ্রানবমন্দ্রিরম্ ।
অলং বিরোধেন যয়ং ভূত্যাশ্রব বলেহধুনা ॥
ক্রিয়তামমৃতোদ্যোগো রিয়তাং শেষেনেত্রেণ
তদ্য গোৎপাদিতে দৈত্য অমৃতেশ্বমৃতমহনে ॥
ভবিষ্যামোহমরাঃ সর্পে ৭ প্রসাদান্ন সংশয়ঃ ।
এবমুক্তস্তদা দেবৈঃ পরিতুষ্টেঃ স দানবঃ ॥১১
যথা বদত তে দেবাস্থখা কাধ্যঃ ময়াধুনা ।
শক্রেহমেক এবাত্ত মথিতুঃ কীরবারিধিম্ ।
আহরিসোহমৃতং দিব্যমমৃততায় বোহধুনা ॥২০
সুদূরাদাশ্রয়ং প্রাপ্তান্ প্রণতানপি বৈরিণঃ ॥২১

জন্ত উদ্যোগ করুন ।, এই ব্যাপারে মন্দ-
রকে মহনদণ্ড ও শেষ নাগকে তাহার বেষ্টন
করিতে হইবে । অচিরকালের জন্ত দান-
বেন্দ্রবলিকে এই কার্যের প্রভুরূপে গ্রহণ করা
উচিত হইতেছে এবং পাতালস্থিত কুর্ষ্বরূপ-
ধারী অব্যয় বিষ্ণু এবং মন্দরশৈলকে মহন-
কার্যের সহায় হইবার জন্ত প্রার্থনা করুন ।
ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ
পাতালে বলিসমীপে গমন করিলেন এবং
তাহাকে বলিলেন,—হে বলে! আর
বিরোধে প্রয়োজন নাই, আমরা তোমার
অমুগত হইলাম । সম্প্রতি অমৃত লাভের
উদ্যোগ করিতে হইবে; অতএব শেষ-
নাগকে এই কার্যে ব্রতী কর । অমৃতমহনে
তোমা কর্তৃক এইরূপে অমৃত 'সমুৎপন্ন
হইলে তোমার প্রসাদেই আমরা সকলে
অমরত্ব লাভ করিব । ইহাতে সংশয় নাই ।
দেবগণ কর্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া সেই
দানব পারিতুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—হে
দেবগণ! আপনারা যাহা বলিতেছেন,
সম্প্রতি আমি তাহাই করিব । আমি
একাকীই কীরবারিধিকে মহন করিতে সমর্থ,
অবশ্যই আমি আপনাদিগকে অমর করিবার
জন্ত দিব্য অমৃত আহরণ করিব । ৬—২০ ।

যো ন পূজয়তে তত্কা। প্রেত্য চেহ বিনস্ততি ।
পালয়িষ্যামি বঃ সর্বানধুনা স্নেহমাহিতঃ ॥২২॥
এবমুক্তা স দৈত্যৈস্ত্রো দেবৈঃ সহ যযৌ তদা
মন্দরং প্রার্থয়ামাস সহায়স্তে ধরাধরম্ ॥ ২৩
মহো ভব স্বমস্মাকমধুনামৃতমহুনে ।
সুরাসুরাণাং সর্বেষাং মহৎ কার্য্যমিদং জগৎ ।
তথোতি মন্দরঃ প্রাহ যজ্ঞাধারো ভবেন্মম ।
যত্র হিহা ভ্রমিষ্যামি মধিষ্যে বরুণালধম্ ॥২৫॥
কল্মাভাং নেত্রকার্ষ্যে যঃ শক্তঃ স্ত্রাবেষ্টেনে মম
ততস্ত নিৰ্গতো দেবৌ কুৰ্ম্ম-শেষৌ মহাবলৌ ।
বিকোর্ভাগৌ চতুর্থীশাক্ষরণ্যা ধারণে স্তিতৌ ।
উচতুর্গঙ্গসংযুক্তঃ বচনঃ শেষ-কচ্ছপৌ ॥২৭॥
কুৰ্ম্ম উবাচ ।

ত্ৰৈলোক্যধারণেনাপি ন গ্লানির্মম জায়তে ।

বহু দুরাগত শত্রুগণও যদি প্রণত হইয়া
আশ্রয় গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি ভক্তিপূৰ্ব্বক
তাহাকে পূজা না করে, সে ইহপর উভয়
কালেই নাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব সম্প্রতি
আমি স্নেহযুক্ত হইয়া আপনাদিগকে পালন
করিব। এই কথা বলিয়া সেই দৈত্যরাজ
দেবগণসহ গমন করিলেন এবং মন্থন ব্যপারে
সহায় হইবার জন্ত ধরাধর মন্দরকে প্রার্থনা
করিলেন। বলিলেন,—সম্প্রতি তুমি আমা-
দের এই অমৃতমহনকার্ষ্যে মন্থনদণ্ড হও,
অধিক বলিব কি, সুরাসুরগণের ইহা একটা
মহাকাৰ্য্য জানিবে। মন্দার “তথাস্তু”
বলিয়া তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিলেন
এবং বলিলেন,—যদি এরূপ একটা আধার
পাই যে, যাহার উপর অবাস্তব হইয়া আমি
সুরিতে পারি, তাহা হইলেই আমি সমুদ্র
মন্থন করিতে সমর্থ হইব। আপনারা শেষ
নাগকেও বেষ্টনকার্ষ্যে নিযুক্ত করুন, কেননা
তিনিই আমার বেষ্টনে সমর্থ। অনন্তর
মহাবল কুৰ্ম্ম ও শেষ দেব নিৰ্গত হইলেন।
বিকূর অংশ সেই শেষ ও কুৰ্ম্ম ধরনীধারণে
অবাস্তব হইয়া গর্ভযুক্ত এই বাক্য বলিলেন।
কুৰ্ম্ম কহিলেন,—ত্ৰৈলোক্যধারণ করিয়াও

কিমু মন্দরকাং স্ত্রোদ্যুটিঃ সগরিভাদিহ ॥২৮॥
শেষ উবাচ ।

ব্রহ্মাণ্ডবেষ্টনেনাপি ব্রহ্মাণ্ডমথনেন বা ।
ন মে গ্লানিৰ্ভবেদেহে কিমু মন্দরবর্তনে ॥২৯॥
হৃষ্ট উৎপাটি তং শৈলং তৎকলাং কীরসাগরে
চিক্বেপ লীলয়া নাগঃ কুৰ্ম্মশাধঃ স্থিতস্তদা ॥৩০॥
নিরাধারং যদা শৈলং ন পেকুর্দেবদানবঃ ।
মন্দর-ভ্রামণং কৰ্ত্তুঃ কীরেদমথনে তদা ॥৩১॥
নারায়ণনিবাসং তে জগুর্বনিসমবতাঃ ।
যজ্ঞান্তে দেবদেবেশঃ স্বঃসেব জনাৰ্দ্দনঃ ॥৩২॥
তত্রপশ্যন্ত তং দেবং সিতপদ্ম শ্রুতং শুভম্ ।
যোগিনিজ্ঞানানরতং পীতবাসসমচ্যুতম্ ৩৩
হারকেয়ুরনাক্রম্যাহপৰ্য্যাক্ষসংস্থিতম্ ।
পাদপদ্মন পদ্মায়াঃ স্পৃশন্তং নাভিমণ্ডলম্ ॥
স্বপক্ষ্যরনেনাথ বীজ্যমানং গরুড়ম্ভা ।
সুয়মানং সমস্তাচ্চ সিদ্ধ-চারণ-কিররৈঃ ॥ ৩৪
আয়্যটৌৰ্মুৰ্ত্তিমস্তচ্চ সুয়মানং সমস্ততঃ ।

আমার গ্লানি জন্মে না, এই ঘুটিকা তুল্য
মন্দরের কথা কি কহিব? শেষ বলি-
লেন,—ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টন বা মথনেও আমার
দেহে গ্লানি হয় না, মন্দরবেষ্টনের কথা কি?
অনন্তর শেষ নাগ মন্দরকে অবলীলাক্রমে
উত্থাপন করিয়া কীরসাগরে নিক্ষেপ করি-
লেন। কুৰ্ম্ম তখন অধোভাগে অবস্থিত হই-
লেন। ২১—৩০। সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হইলে
তখন আশ্রয়হীন মন্দর শৈলকে ঘুরাইতে
অসমর্থ হইয়া ইন্দ্র ও বলিগ্রন্থ দেবদানবগণ
যেখানে স্বঃ দেবদেব জনাৰ্দ্দন অবস্থিত, সেই
নারায়ণনিবাস বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।
তাঁহারা দেখিলেন,—সেই বেতপদ্মস্থিতি পীত-
বাসা শুভ অচ্যুত দেব যোগিনিজ্ঞান নিরত
রহিয়াছেন, তাহার অঙ্গি হার-কেয়ুর
মণ্ডিত। তিনি সর্পপর্য্যকে অবস্থিত। তিনি
পাদপদ্ম দ্বারা পদ্মার নাভিমণ্ডল স্পর্শ
করিয়া রহিয়াছেন। গরুড় তাঁহাকে কীর
পক্ষ দ্বারা বীজ্য করিতেছেন। চারিদিকে
সিদ্ধ, চারণ ও কিম্বরগণ তাঁহার স্বর্বে প্রস্তুত

সব্যবাহুপদানং তং তুহুবুর্দেব দানবাঃ ।
 কৃতাজলিপুটঃ সর্পে প্রণতাঃ সর্পতোদিশম্ ॥
 দেব-দানবা উচুঃ ।
 নমো লোকত্রয়াধ্যক্ষ তেজসা জিতভাস্কর ।
 নমো বিষ্ণো নমো জিষ্ণো নমস্তে কৈটভার্দ্দন
 নমঃ সর্গক্রিয়াকর্ত্রে জগৎপালয়তে নমঃ ।
 ক্রতুরূপায় সর্বায নমঃ সংহারকারিণে ॥ ৩৮
 নমঃ শূলমুখাধুষ্য নমো দানবঘাতিনে ।
 নমঃ ক্রমদ্বয়াক্রান্ত-ত্রৈলোক্যাভাবায় চ ॥ ৩৯
 নমঃ প্রচণ্ডদৈত্যোস্ত কুলকালমহানল ।
 নমো নাতিভুদোদ্ধুত-পদ্মগর্ভমহাচল ।
 পদ্মভূত মহাভূত কল্রে হল্রে জগৎপ্রিয় ।
 জনিতা সর্পলোকেশ ক্রিয়াকারণকারিণে ॥ ৪১
 অমরারবিনাশায় মহাম্মরশালিনে ।

রহিয়াছেন। মূর্তিমান্ আমায় সকল ইচ্ছন্তঃ
 তাঁহার স্তব করিতেছে। তিনি স্বীয় বাহ
 উপাধান করিয়া শয়ান রহিয়াছেন।
 দেবদানবগণ তখন অঞ্জলি বন্ধনপুষ্পক
 প্রদত্ত হইয়া সকলদিকে তাঁহার স্তব করিতে
 লাগিলেন। দেবদানবগণ বলিলেন,—হে
 লোকত্রয়াধ্যক্ষ! স্বীয় তেজে তুমি ভাস্করকে
 জয় করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। হে বিষ্ণো!
 হে জিষ্ণো। হে কৈটভার্দ্দন! তোমায় নম-
 স্কার। তুমি যাবতীয় স্বজন ক্রিয়া সম্পাদন
 করিয়া থাক, তুমি জগৎপালন কর, তোমাকে
 নমস্কার। হে ক্রতুরূপ! হে সর্প! হে সংহার-
 কারিন! তোমায় নমস্কার। তুমি শূলমুখে ও
 অধুষ্য! হে দানবঘাতিন! তোমাকে নমস্কার।
 তুমি সৃষ্টিস্থিতি ও সংহারাতীত, তোমাতেই
 ত্রিলোক লীন হয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি
 প্রচণ্ড দৈত্যকুলের কালানল তুল্য, তোমায়
 নমস্কার। তোমার নাতিভুদ হইতে পদ্ম-
 গর্ভ মহাচল সমুদ্ভূত হইয়াছে, তুমি মহাভূত
 পদ্মবোনির হর্ভা ও কর্তা। হে জগৎপ্রিয়!
 তোমায় নমস্কার। তুমি নিখিললোক স্বজন
 করিয়াছ, তুমি সকল লোকের ঈশ, তুমিই
 ত্রিলোনিভানিচর নির্দ্বাণ কর, অরক্ষক বিনাশ

লক্ষ্মীমুখাঙ্গমধুপ নমঃ কীৰ্ত্তিনিবাসিনে ॥ ৪২
 অম্মাকমমরহায় ত্রিধতাং ত্রিধতাময়ম্ ।
 মন্দরঃ সর্পশৈলানামমুতাহুতবিস্কৃতঃ ॥ ৪৩
 অনন্তবলবাহুভ্যামবরৈভ্যেকপাণিনা ।
 মথ্যতামমুতং দেব স্বধা-স্বাহার্থকামিনাম্ ॥ ৪৪
 ততঃ শ্রদ্ধা স ভগবান্ স্তোত্রপুংসঃ বচন্তদা ।
 বিহায় যোগেন্দ্রিঃ তামুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ৪৫
 ত্রিঃগবায় ১।৬ ।
 আগতঃ বিবুধাঃ সর্পে কিমাগমনকারণম্ ।
 যস্মাৎ কার্যাদিহ প্রাপ্তাস্তদ্রুত বিগতজরাঃ ॥
 নারায়ণেনৈবমুক্তাঃ প্রোচুস্তত্র দিবোকসঃ ।
 অমরহায় দেবেশ মথ্যমানে মহোদধৌ ॥ ৪৭
 যথামুতং দেবেশ তথা নঃ কুরু মাধব ।
 ত্বয়া বিনা ন তচ্ছক্যমস্মাভিঃ কৈটভার্দ্দন ॥ ৪৮
 প্রাপ্তুঃ তদমুতং নাথ তাতাহাগ্রে ভব নো বিভো।

নিমিত্ত তুমিই মহাসমরের অনুষ্ঠান করিয়া
 থাক। হে কীৰ্ত্তিনিবাসন! তুমি কমলার মুখ-
 কমলমধু পান কর, তোমাকে নমস্কার।
 তুমি এক্ষণে আমাদিগকে অমর করিবার
 জন্ত অমুতাহুত যোজন বিস্কৃত সর্পশৈল-
 শ্রেষ্ঠ মন্দরকে ধারণ কর। তোমার ভূজ-
 বল অনন্ত, হে দেব! তুমি এক হস্ত দ্বারা
 ভূধর ধারণ করিয়া স্বাহাস্বার্থকামী দেব-
 গণের জন্ত অমুত মধুন কর। ৩১—৪৪।
 ভগবান্ মধুসূদন এইরূপে স্তব হইয়া
 তখন যোগেন্দ্রা পারতাগ করিলেন, এবং
 তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন। ভগবান্
 বলিলেন,—দেবগণ! আপনাদের শুভাগমন
 হইয়াছে ত? আপনা! যে কার্যের জন্ত
 আগমন করিয়াছেন, বিগতজর হইয়া তাহা
 বলুন। নারায়ণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া
 দেবগণ বলিলেন,—হে দেবেশ! আমাদের
 অমরহলাভের জন্ত মহোদধি মাখত হই-
 তেছে, অতএব মাধব! যেভাবে আমাদের
 অমরহলাভ হইতে পারে, আপনি তাহার
 উপায় বিধান করুন। হে কৈটভার্দ্দন! আপনি
 ভিন্ন আমাদের শুভা সম্পন্ন হইবে না। হে

ইত্যুক্তশ্চ ততো বিষ্ণুর প্রধুবোহরিমদনঃ ॥ ৪৯ ॥
জগাম দেবৈঃ সহিতো যত্রাসৌ মন্দরাচলঃ ।
বেষ্টিতো ভোগিভোগেন ধৃতশ্চামর-দানবৈঃ ॥
বিষভীতাস্ততো দেবা যতঃ পুচ্ছঃ ততঃ স্থিতাঃ
মুখতো দৈত্যাসজ্জা সৈংহিকেশ্বরপুরঃসরাঃ ॥ ৫১ ॥
সহস্রবদনকশ্য শিরঃ সব্যোন শাণিনা ।
দক্ষিণেন বলিদেহং নাগস্তাকৃষ্টবাস্তথা ॥ ৫২ ॥
দধারামৃতমস্থানং মন্দরং চাককন্দরম্ ।
নারায়ণঃ স ভগবান্ ভূজগুগ্ধয়েন তু ॥ ৫৩ ॥
ততো দেবাসুরৈঃ সর্ষেজয়শব্দ পুরঃসরম্ ।
দিব্যং বর্ষণতঃ সাত্ৰং মথিতঃ কীরসাগরঃ ॥ ৫৪ ॥
ততঃ শ্রাস্তাঃ হে সর্ষে দেবা দৈত্যাপুরঃসরাঃ
শ্রাস্তেষু তেষু দেবেন্দ্রে মেঘো ভূহাশূলীকরান্
ববর্ষামৃতকল্পাস্তান্ ববৌ বায়ুশ্চ নীতলঃ ।
ভগ্নপ্রায়েষু দেবেষু শাস্তেষু কমলাসনঃ ॥ ৫৬ ॥
মথ্যতাং মথ্যতাং সিদ্ধীরিত্যবাচ পুনঃপুনঃ ।

নাথ ! হে বিভো ! আপনি অগ্রে থাকিলেই
আমরা অমৃত প্রাপ্ত হইব । অপ্রধুষ্য অরি-
মদন বিষ্ণু এইরূপ কথিত হইয়া যেখানে সেই
মন্দরশৈল অবস্থিত, দেবগণ সহ তথায় গমন
করিলেন । তখন মহাশৈল মন্দর ভোগি
ভোগে বেষ্টিত এবং সুর ও অসুরগণ বর্জক
বিধৃত হইল । দেবগণ বিষভীত হইয়া
নাগের যে দিকে পুচ্ছ, সেই দিক্ ধারণ
করিলেন এবং রাহুপুরঃসর অসুরগণ মুখের
দিকে রহিল । বলি, বামহস্তে শেষ নাগের
সহস্র বদন শির এবং দক্ষিণহস্তদ্বারা তাহার
শরীর আকর্ষণ করিয়া রহিলেন ভগবান্
নারায়ণ ভূজগুগ্ধয়ে চাককন্দর মন্দরকে মস্থন-
দগুরুপে ধারণ করিলেন । দেবাসুরগণ তখন
জয়শব্দ পুরঃসর দিব্য শত বর্ষ ধরিয়া কীর
মহোদধি মস্থন করিলেন । অসুরপুরঃসর
সুরগণ শ্রাস্ত হইলে মেঘরূপী ইন্দ্র তখন
অমৃতকল্প বারিকণা বর্ষণ করিলেন, তৎকালে
সুশীতল বায়ু বহিতে লাগিল । দেবগণ
শ্রাস্ত ও ভগ্নপ্রায় হইলে কমলাসন ব্রহ্মা
“তোমরা সাগরে গমন কর” পুনঃপুনঃ এই

অবশ্যমুদযোগবতাঃ শ্রীরপারা ভবেৎ সদা ॥ ৫৭ ॥
ব্রহ্মপ্রাৎসাহিত্য দেবা যমন্তুঃ পুনরমুধিষু ।
ভ্রাম্যমাণেততঃ শৈলে যোজনায়ুতশেখরে ॥ ৫৮ ॥
নপেতুর্হাস্তযুধানি বরাহ-শরভাদয়ঃ ।
স্বাপদায়ুতলক্ষ্যণ তথা পুষ্পকলা জঘাঃ ॥ ৫৯ ॥
ততঃ ফলানাং বৌর্যেণ পুষ্পৌষাধরসেন চ ।
কীরমমুধিজং সর্বং দধিরূপমজায়ত ॥ ৬০ ॥
ততঃ সর্বজীবেষু চূর্ণতেষু সহস্রশঃ ।
তদমৃমেদসোৎসর্গাধারুণী সমপদ্যত ॥ ৬১ ॥
বারুণীগন্ধমাত্রায় মুমূর্হদেবদানবাঃ ।
তদাস্বাদেন বলিনো দেবদৈত্যাদয়োহভবন্ ॥
ততোহতিবেগাজ্জগৃহ্নাংগেল্লং সর্বতোহনুভাঃ
মস্থানং মস্থযষ্টিস্ত মেঘস্তত্রাচলোহভবৎ ॥ ৬৩ ॥
অভবচ্চাগ্রতো বিমূর্ভুজমন্দরবন্ধনঃ ।
স বাসুকিকণালগ্নপাণিঃ কৃষ্ণো ব্যরাজত ॥ ৬৪ ॥

কথা বলিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা কর্তৃক উৎ-
সাহিত, অত্যন্ত উদ্যমশীল, সুরাসুরগণের
তৎকালে অপর শ্রী দেখা দিল, তাহার
পুনরপি সমুদ্রমস্থন করিতে লাগিলেন ।
অনন্তর যোজনায়ুত বিকৃত সেই মহাশৈল
ভ্রাম্যমাণ হইলে তাহা হইতে হস্তযুগ ও
বরাহ শরভাদি পড়িতে লাগিল । অমৃত
লক্ষ স্বাপদ এবং পুষ্পকলসমর্ষিত বৃক্ষসকল
পতিত হইল ; সেই ফলের সারাংশে—পুষ্প
ওষধির রসে কীরসাগর দধি-মহোদধিতে
পরিণত হইল । তার পর সহস্র সহস্র জীব
চূর্ণিত হইতে থাকিলে তাহাদের রস ও মেদো
দ্বারা উহা সুরাসাগরাকার প্রাপ্ত হুষ্টি হইল ।
সেই সুরাগন্ধ আভ্রাণ করিয়া সুরাসুরগণ
সাতিশয় আমোদিত হইল এবং তাহার
অস্বাদে মহাবল দেব ও দৈত্যগণ মহাবল-
শালী হইয়া উঠিল । ৪৫—৬২ । অনন্তর
অসুরগণ সকলদিক্ হইতে মহাবেগে সেই
নগেল্ল মন্দরকে ধারণ করিল । বিষ্ণু অগ্র-
সর হইয়া নীলোৎপলযুক্ত বিকৃত ব্রহ্মাণ্ডের
স্তায় স্বায় ভূজ দ্বারা মস্থনযষ্টিরূপ সেই
মন্দর পর্ষত ধারণ করিলেন এবং বাসুকির

যথা নীলোৎপলৈর্ঘূক্তো ব্রহ্মদণ্ডোহতিবিস্তৃতঃ
 ধ্বনির্বেষসহস্রত জলধেৰুখিতস্তদা ॥ ৬৫
 ভাগে দ্বিতীয়ে মেষবানাদিত্যস্ত ততঃ পরম্ ।
 ততো কুজা মহোৎসাহা বসবো গুহ্যকাদয়ঃ ॥ ৬৬
 পুরতো বিপ্রচিহ্নিষ্ঠ নমুর্চর্জ-শব্দশো ।
 ধিমূর্কা বহুদংষ্ট্রে চ সৈন্যহিকেয়ো বলিস্তথা ॥ ৬৭
 এতে চান্তে ন বহবো মুখভাগমুপস্থিতাঃ ।
 মমহুঃসুস্থিঃ দৃষ্টা বহুভেজোনিভূষিতাঃ ॥ ৬৮
 বহুবাজ মহাঘোষো মহামেষরবোপমঃ
 উদধেৰ্নধ্যমানস্ত মন্দরেন সুরাসুরৈঃ ॥ ৬৯
 তত্র নানাজলচরা বিনির্ধূতা মহাদ্রিণা ।
 বিলম্ব সমুপাজগ্মুঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৭০
 বাকুগানি চ সূতানি বিবিধানি মহীধরঃ ।
 পাতালতলবাসীনি বিলম্ব সমুপানয়ৎ ॥ ৭১
 তস্মিন্ চ ভ্রাম্যমাণেহদ্রৌ সংদ্রষ্টাশ্চ পরস্পরম্
 স্তপতন্ পতগোপেভ্যঃ পরিতাপ্রাণ্যহাক্রমাঃ
 তেষাং সংঘর্ষণাচ্চাগ্নিরর্জির্ভিঃ প্রজলন মুকঃ ।

কণার উপর হস্ত স্তম্ভ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন । তৎকালে জ-ধি হইতে সহস্র মেঘতুল্য রব উখিত হইল । তখন বাসুকির দ্বিতীয় ভাগে ইন্দ্র, তার পর আদিত্য, তৎপর মহোৎসাহসম্পন্ন কুজ, বসু ও গুহ্যকগণ ; এবং প্রথম ভাগে বিপ্রচিহ্নি, নমুচি, বৃহ, শব্দ, ধিমূর্কা, বহুদংষ্ট্রে, রাহু, বলি ও অন্তান্ত বহু সুরাসুরগণ মুখসমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই সময় সুরাসুরগণ কর্তৃক মন্দর দ্বারা মধ্যমান মহোদধি হইতে মহামেষরবতুল্য এক মহাশব্দ উখিত হইল । সে সময় মহাশৈল মন্দর কর্তৃক নিষ্পীড়িত শত সহস্র জলচর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল । পাতালতলবাসী বিবিধ জলচর প্রাণিগণ মহীধর কর্তৃক নিষ্পীড়িত হইয়া সম্মিলয়ে প্রবেশ করিল । সেই বর্তমান মন্দর-পর্বত দ্বারা পরস্পর নিষ্পীষ্ট হইয়া পর্বতের অগ্রভাগ হইতে পক্ষিগণসহ বৃক্ষ সকল নিপতিত হইল । তখন পর্বতের ঘর্ষণে সমুখিত অগ্নি কিরণরাশি দ্বারা মুহ-

বিদ্যান্তিরিব নীলাভমাবুণোন্নয়নঃ গিরিম্ ।
 দদাহ কৃষ্ণরাশৈশ্চব সিংহাশৈশ্চব বিনিঃসৃতান
 বিগতাস্তানি সন্ধানি সন্ধানি বিবিধানি চ ॥ ৭৪
 তমগ্নিমমরশ্চেষ্টঃ প্রদহন্তমিতস্ততঃ ।
 বারিণা মেঘজেনৈস্তঃ শময়ামাস সন্নতঃ ॥ ৭৫
 ততো নানারসাস্তত্র স্তম্ভবুঃ সাগরাস্তসি ।
 মহাক্রমাণাং নির্ঘাসা বহুশ্চোষধীরসাঃ ॥ ৭৬
 তেষামমৃতবীর্ঘ্যাণাং রসানাং পয়সেব চ ।
 অমরহং সুরা জগ্মুঃ কাঞ্চনচ্ছবিসন্নিতাঃ ॥ ৭৭
 অথ তস্ত সমুদ্রস্ত তজ্জাতমুদকং পয়ঃ ।
 রসাস্তরবিমিশ্রিত ততঃ কীরাদভূদমৃতম্ ॥ ৭৮
 ততো ব্রহ্মাণমাসীনং দেবা বচনমব্রুবন ।
 শ্রান্তাঃ স্ম স্তম্ভশঃ ব্রহ্মন নোত্তবত্যমৃতকং যৎ ॥ ৭৯
 ক্তে নারায়ণাং সর্গে দৈত্যে দেবোত্তমানস্তথা
 চিরায়িতমিদকাপি সাগরস্ত তু মন্বনম্ ॥ ৮০

ধুহুপ্রজলিত হইতে লাগিল এবং বিদ্যুৎ যেমন স্বীয় প্রভায় নীল আকাশ আলোকিত করে, ঐ অগ্নিও তদ্রূপ মন্দরকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল । পর্বতবাসী যে সকল দন্তী ও সিংহ প্রভৃতি জীবগণ বহির্গত হইতেছিল, ঐ বহিতে দগ্ধ হইয়া একে একে সমস্তই মৃত্যুমুখে পতিত হইল । একপে চতুর্দিক দগ্ধ হইতে থাকিলে অমরপ্রবর পুরন্দর তৎক্ষণাৎ মেঘবারি দ্বারা সেই অনল নির্মাপিত করিলেন । অনন্তর বহুবিধ ওষধি বৃক্ষের নির্ঘাস ও অন্তান্ত নানাবিধ রস সাগরবারিতে ক্ষরিত হইতে লাগিল । সেই অমৃতবীর্ঘ্য রস-জল দ্বারা কাঞ্চনকাস্তি-সন্নিভ সুরগণ অমরহ লাভ করিলেন । অনন্তর সেই সমুদ্রজাত জল অস্ত রসসহ বিমিশ্রিত হইয়া কীরে পরিণত হইল এবং তার পর তাহা হহতে স্রুত সমুদ্রভূত হইল । তৎপরে সুরগণ সমাসীন ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন,—ব্রহ্মন! আমরা অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি, কিন্তু অমৃত ত, উদ্ভূত হইল না ; আমাদের মনে হয়,—বিশু ভিন্ন সমস্ত সুরোদয় ও দৈত্যগণ সূচিরকাল

ভূতো নারায়ণঃ দেবঃ ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ।
 বিধৎস্বৈষাং বলং তু বিকো ভবানেব পরায়ণম্ ॥
 বিষ্ণুর্বাচ ।
 বলং দদামি সর্বৈষাং কঠৈশ্চ তদ্যে সমাহিতাঃ ।
 সূত্যাভাং ক্রমশঃ সর্বৈর্নন্দয়ঃ পরিবর্ত্যতাশ্চ ॥
 ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণেহব্রতমস্থনে একোন-
 পঞ্চাশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪০ ॥

পঞ্চাশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা বলিনস্তে মহোদধৌ ।
 তৎপরঃ সহিতা ভূত্বা চক্রিরে ভূশমাকুলম্ ॥ ১
 ততঃ শতসহস্রাণ্ডসমান ইব সাগরাৎ ।
 প্রসন্নাতঃ সমুৎপন্নঃ পৌমঃ শীতাণ্ডকজলঃ ॥
 শ্রীমন্নন্তরমুৎপন্নো দ্বুতাৎ পাণ্ডুরবাসিনী ।
 সুরাদেবী সমুৎপন্নো তুরগঃ পাণ্ডুরস্তথা ॥ ৩

সাগর মস্থন করিয়াও অমৃত প্রাপ্ত হইবে
 না । অনন্তর ব্রহ্মা, দেব নারায়ণকে বলিলেন,
 হে বিকো ! দেবতাদিগের বল বিধান
 করুন ; কেননা, এ কার্য্য আপনাই অধীন ।
 বিষ্ণু বলিলেন,—বাঁহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত
 হইয়া ফুক হইয়াছেন, আমি তাহাদিগকে
 বল প্রদান করিতেছি ; ইহারা এক্ষণে সকলে
 মিলিয়া মন্দরকে পরিচালন করুন ॥ ৬৩—৮২ ॥

উনপঞ্চাশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪০ ॥

পঞ্চাশদধিক বিশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—মহাবল সুরগণ নারায়ণ-
 বাক্য শ্রবণ করিয়া মহোদধিতীরে গমন করি-
 লেন, এবং সকলে একত্র মিলিত হইয়া সেই
 জলরাশিকে সাতিশয় আকুলিত করিলেন ।
 অনন্তর প্রশস্তকান্তি স্বর্ঘ্য তুল্য উজ্জল
 শীতাণ্ড চন্দ্র সাগর হইতে সমুদ্ভূত
 হইলেন । তারপর দ্বুতাক্তি হইতে পাণ্ডুর

কৌন্তভশ্চ মণির্দিব্যশ্চোৎপন্নোহমৃতসম্ভবঃ ।
 ময়ীচিবিকচঃ শ্রীমান্ নারায়ণ-উরোগতঃ ॥ ৪
 পারিজাতশ্চ বিকচ-কুসুমস্তবকাঞ্চিতঃ ।
 অনন্তরমপস্তঃস্তে ধূমম্বয়সম্মিতম্ ।
 আপুরিতদিশাং ভাগং হুঃসহঃ সর্বদেহিনাম্ ॥ ৫
 তমাত্রায় সুরাঃ সর্বৈ মূচ্ছিতাঃ পরিলম্বিতাঃ ॥
 উপাविशश्चितটে शिरः संगृह्ण पाणिना ।
 ततः क्रमेण हर्षारः सोहनलः प्रत्यावृत्तः ॥
 आलामालाकुलाकारः समस्ताद्येषोवर्चिषा ।
 तेनाग्निना परिक्रिप्ताः प्रायशश्च सুরासुराः ॥
 दम्भाष्टापार्कदम्भाश्च बभ्रुः सकला दिशः ।
 प्रधाना देव-दैत्याश्च ভৌষিতান্তেন বহিনা ॥
 অনন্তরঃ সমুদ্ভূতান্ত্রাড্ ভূতজাতয়ঃ ।
 কৃকসর্পা মহাদঃষ্ট্রা রক্তাশ্চ পবনাশনাঃ ॥ ১০

বসনধারিণী লক্ষ্মী, সুরাদেবী, পাণ্ডুর তুরগ,
 এবং দিব্য অমৃততুল্য শ্রীতিজনক, কৌন্তভ-
 মণি সমুৎপন্ন হইল । ঐ শ্রীমান্ প্রদীপ্ত-
 কিরণ কৌন্তভমণিকে নারায়ণ বক্ষে ধারণ
 করিলেন । তৎপর স্তবকাচিত প্রকৃতি পারি-
 জাত-কুসুম সমুদ্ভূত হইল । অনন্তর-দেবা-
 সুরগণ দেখিলেন,—দেহধারিগণের হুঃসহ
 আকাশসদৃশ ধূম যেন সমস্ত দিক পুরিত
 করিয়া ফেলিয়াছে । ১—৫ । সেই ধূম
 আত্মা করিয়া দেবগণ মূচ্ছিত ও লম্বমান
 হইয়া পড়িলেন এবং সকলেই মাথায় হাত
 দিয়া সেই সাগরতীরে উপবিষ্ট হইলেন ।
 তারপর ক্রমে সেই ধূম হর্ষার অনলে পরি-
 ণত হইল এবং চারিদিকে ভৌষণ কিরণমালা
 বিস্তার করিয়া সমস্ত লোক আকুল করিয়া
 তুলিল । সুরাসুরগণ প্রায়ই সেই অনলে
 বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিলেন,—কেহ দম্ব এবং
 কেহ বা অর্ক-দম্ব হইয়া সকল দিকে পরিভ্রমণ
 করিতে লাগিলেন । প্রধান প্রধান দেব ও
 দৈত্যগণ সেই অনলে অত্যন্ত ভীতিপ্রাপ্ত
 হইলেন । অনন্তর সেই কালানল হইতে
 ভূতজাতীয় সর্প, কৃকসর্প, মহাদঃষ্ট্রাবিশিষ্ট

বেত-পীতাস্থা চান্তে তথা গোনসজাতয়ঃ ।
 মশকঃ ভ্রমরা দংশা মক্ষিকাঃ শলভাস্থা ॥ ১১
 কর্ণশল্যাঃ কুকলাসা অনেকাষ্টৈব বভ্রুযুঃ ।
 প্রাণিনো দধি ভ্রুণো রৌদ্রাস্থা হি বিষজাতয়ঃ ॥
 শর্ক্বহালাহলামুস্ত-বৎসকক্কুভ-স্বগাঃ ।
 নীলপদ্মাদয়শ্চান্তে শতশো বহভেদিনঃ ।
 যেবাং গঞ্জন দহন্তে গিরিশৃঙ্গাণ্যপি ক্রতম্ ॥
 অনন্তরং নীলরসৌষভ-
 তিরাঙ্কনাভঃ বিষমং বসন্তম্ ।
 কামেন লোকান্তরপুরকণে
 কেশৈশ্চ বহি প্রাতিমৈজলভিঃ ॥ ১৪
 সুবর্ণ-মুক্তাকলভূষিতাঙ্গঃ
 কিরীটিনঃ পীতহুঙ্কলজুষ্টম্ ।
 নীলোৎপলাভঃ কুসুমৈঃ কৃতার্ঘ্যঃ
 গর্জন্তমন্তোদধরভীমবেগম্ ॥ ১৫
 অজ্ঞানুরন্তোনিধিমধ্যসংস্থঃ
 সবিশ্রবঃ দেহিতদ্রাশ্রয়ঃ তম্ ।

সর্প, ব্রজবর্ণ সর্প, পবনানী সর্প এবং বেত
 পীত প্রভৃতি নানা বর্ণের অন্তান্ত সর্প ও
 গোনসজাতীয় সর্প সমুদ্ভূত হইল। মশক,
 ভ্রমর, দংশ, মক্ষিকা, পতঙ্গ, কর্ণশল্যা, কুক
 লাস এবং দস্ত্রোসম্পন্ন আরও অন্তান্ত বহুবিধ
 ভয়ানক প্রাণী ইত্যন্তঃ পরভ্রমণ করিতে
 লাগিল। তারপর শর্ক্ব, হলাহল, মুস্ত,
 বৎস, কক্কু, ভস্মগ এবং ভেদনকারী নীল
 পদ্মাদি অন্তান্ত শত শত বিষজাতি সমুদ্-
 ভূত হইল। এই সকল বিষের গন্ধে গিরি-
 শৃঙ্গ সকলও অতিক্রান্ত দক্ষ হইয়া যায়। অন-
 তর সাগরমধ্যে শরীরগণের মহাভয়প্রদ
 এক মূর্তি পরিলক্ষিত হইল, তাহার দেহকান্তি
 নীলরস, তুঙ্গ ও অঞ্জনপর্কিতসদৃশ; সে
 বিষম বাস পরিত্যাগ করিতেছে। তাহার
 শরীর দ্বারা লোক সকল আকৃষ্ট হইয়াছে,
 এবং তাহার কেশকলাপ অনলতুল্য জাজল্য-
 মান। তাহার সুবর্ণ-মুক্তাকলে অঙ্গসকল
 কুচিত, পরিধানে পীতবস্ত্র, মস্তকে কিরীট,
 কলেবর কমলকান্তি; বিবিধ কুসুমে সজ্জিত

বিলোক্য তং ভীষণমুগ্রনেত্রঃ
 ভূতাস্ত বিদ্রেশ্বরথাপি সর্ক্রে ॥ ১৬
 কেচিৎখিলোকৈব্য গতা হুতাবঃ
 নিঃসংজ্ঞতাক্ষপ্যপটরে প্রপন্নাঃ ।
 বেদুর্মুখেভ্যোহপি চ কেনমন্তে
 কেচিৎ হবাপ্তা বিষমামবস্থাম্ ॥ ১৭
 বাসেন তস্ত নিদ্রদ্বাস্ততে বিষ্ণিশ্রদানবাঃ ।
 দক্ষাদারনিভা জাতা যে ভূতা দিব্যরূপিণঃ ।
 ততস্ত সন্তমাদ্বিকৃন্তুমুবাচ সুরাস্বকম্ ॥ ১৮
 শ্রীভগবানুবাচ ।
 কো ভবানন্তকপ্রথাঃ কিমিচ্ছসি কুতোহপি চ ।
 কিং কুত্বা তে প্রিয়ঃ জায়েদেবমাচক্ষ মেধিলম্
 তচ্চ তস্ত বচঃ শ্রুত্বা বিকোঃ কালঃ প্রিসন্নিভঃ ।
 উবাচ কালকূটঃ তিরহুন্মু ভনিম্বনঃ ॥ ২০
 কালকূট উবাচ ।
 অহং হি কার্টুকূটোখ্যো বিমোহনুধিসমুদ্ভবঃ ।
 যদা তীব্রতরামধৈঃ পরস্পরবিষমিভিঃ ॥ ২১

ও ঐ মূর্তি সমুদ্রমধ্যে ভীষণ শব্দ করিতে
 লাগিল। সাগরমধ্যস্থিত সেই ভীষণ উগ্র-
 নেত্র মূর্তি অবলোকন করিয়া প্রাণিগণ অতি-
 মাত্র বিজ্ঞাসিত হইল, কেহ বা তাহাকে
 দেখিয়া বিকল হইয়া পড়িল, অপর কেহ
 বিপন্ন ও বিনুগ্ধচেতন হইল। কালারও মুখ
 হইতে কেন বমন হইতে লাগিল, আবার কেহ
 বা বিষম অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তাহার
 নিশ্বাসে বিষ্ণু ইন্দ্র ও দানবগণ দম্ব হইতে
 লাগিলেন, এবং দিব্যরূপ প্রাণিগণ দম্ব হইয়া
 একবারে অঙ্গার হইয়া গেল। অনন্তর
 সুরগণের হিতকামিনায় বিষ্ণু তাহাকে বলি-
 লেন,—কে আপনি অন্তকসদৃশ? আপনি
 কি অভিলাষ করিতেছেন এবং কোথা
 হইতে আসিলেন? কি করিয়া আপ-
 নার গ্রিহাভ্যুত্থান করিব? আমাকে সে সমস্ত
 বলুন ॥ ১৬—২০ ॥ বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া
 সেই কালানলনিভ কালকূট, হুঙ্কতির জ্বা-
 শব্দ করিয়া কহিলেন,—আমার নাম কাল-
 কূট বিষ, যখন জলধি ও শৈলের তীব্রতর

সুৱাসুৱৈৰ্ব্যধিতো হৃদ্ধান্তোনিধিরমুতঃ ।
সমুতোহয়ং তদা সক্ষান্ হন্তঃ দেবান্ সদানবান্
সক্ষানিহ হনিষ্যামি কণমায়েণ দেহিনঃ ।
মা মাং প্রসত বৈ সর্কে যাত বা গিরিশান্তিকম্
অদ্বৈতত্বমঃ তস্ত ততো ভীতাঃ সুৱাসুৱাঃ ।
ব্রহ্মবিষ্ণু পুৱঙ্কতা গতাংস্তে শঙ্করাস্তিকম্ ।
নিবেদিতান্ততো ষাঃশেষে গণেশঃ সুৱাসুৱাঃ
অমৃতাতাঃ শিবেনাথ বিবর্তগিরিশান্তিকম্ ॥২৫
মন্দরস্ত শুভাঃ হৈম্যঃ মুক্তামালাবিভূষিতাম্ ।
সুশ্রুতমণিসোপানাং বৈদূষ্যাস্তমগুতাম্ ॥২৬
তত্র দেবাসুৱৈঃ সর্কৈর্জাহ্নুভির্ধরীং গটতঃ ।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃদ্ধা ইদং স্তোত্রমুদাহৃতম্ ॥২৭
দেব-দানবা উচুঃ ।

নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে ।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় ধ্বিনে ॥ ২৮

আকর্ষণে পরস্পর বিষর্ষণ হইতেছিল, হে
বিষ্ণো! তখন আমি জলধি হইতে সমুদ্ভূত
হইয়াছি। সুরগণের অদ্ভুত কীরসাগর
মন্ডনকালে দেবগণের বধের জন্য আমি
উদ্ভূত হইয়াছি। আমি কণকাল মধ্যে
দেহধারিগণের বধ সাধন করিব; হয় তোমরা
আমাকে গ্রাস কর, অথবা শঙ্করাস্তিকে
গমন কর। অনন্তর দেবাসুরগণ তাহার
এই সকল কথা শুনিয়া অতীব ভীত হই-
লেন, এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে অগ্রে করিয়া
শঙ্করসমীপে গমন করিবেন। তার পর সুৱা-
সুরগণ শঙ্করের দ্বারস্থ হইয়া গণেশসমীপে
ভাঁহাদের শিব-সন্নিধানে আগমনাভিলাষ
নিবেদন করিলে শিবের আজ্ঞায় ভাঁহারা
তথায় প্রবেশ করিবেন। মুক্তামালা-বিভূষিত
মন্দরপর্বতের হেমময় শুভায় শিবের বাস-
স্থান, সেই স্থান বৈদূষ্যাস্তমগুত এবং
সুশ্রুতমণি-রত্নবিনির্মিত সোপানশ্রেণী দ্বারা
সুশোভিত। দেবাসুরগণ তথায় গমন করি-
লেন এবং জাহ্নুদ্বারা ধরনী অবলম্বনপূর্বক
ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া এই স্তব করিতে
লাগিলেন। দেবদানবগণ বলিলেন, হে বিরূ-

নমস্তিশূলহস্তায় দণ্ডহস্তায় ধ্বজটে ।
নমস্তৈলোক্যনাথায় তুতগ্রামশরীরিণে ॥ ২৯
নমঃ সুৱারিহস্তে চ সোমায়্যাক্ষাচক্ষুষে ।
ব্রহ্মণে চৈব কৃদ্ধায় নমস্তে বিরূপাণিণে ॥ ৩০
ব্রহ্মণে বেদরূপায় নমস্তে দেবরূপাণিণে ।
সাংখ্যযোগায় তুতানাং নমস্তে শঙ্কবায় তে ।
ময়ধাত্ববিনাশায় নমঃ কালকয়ঙ্কর ।
রংহসে দেবদেবায় নমস্তে চ সুরোত্তম ॥ ৩১
একবোধায় সর্কায় নমঃ পিতৃকপর্দিনে ।
উমাভক্ত্রে নমস্তভ্যং যজ্ঞত্রিপুরঘাতিনে ॥ ৩২
শুদ্ধবোধপ্রবুদ্ধায় মুক্তকৈবল্যরূপাণিণে ।
লোকত্রয়বিধাত্রে চ বরুণে স্ত্রাঘ্নিকৃপাণিণে ॥ ৩৩
ঋগ্‌যজুঃসামবেদায় পুরুষায়েশ্বরায় চ ।

পাক! হে দিব্যচক্ষু, আপনার হস্তে পিনাক,
বজ্র ও ধনু শোভা পাইতেছে, আপনাকে
নমস্কার। হে ধ্বজটে! আপনার হস্তে ত্রিশূল
ও দণ্ড দ্বারা মণ্ডিত, আপনি ত্রিলোকেব নাথ,
নিখিল প্রাণীই আপনার শরীর, আপনাকে
নমস্কার। ২১—২৯। আপনি অসুরগণের
শত্রুকুল নির্মূল করিয়াছেন, আপনার
নয়নে অগ্নি, তন্ত্র এবং সূর্য্য বিরাজিত।
হে ব্রহ্মন্! হে কৃজ! আপনি বিরূপাণী,
আপনাকে নমস্কার। আপনি বেদ ও
দেবধরূপ, আপনি সাংখ্যযোগ, আপনি
তুতগণের মঙ্গলবিধায়ক। হে ব্রহ্মন্! আপ-
নাকে নমস্কার। আপনি কামদেবের দেহ
ভক্ষ্যভূত করিয়াছেন, আপনি লোক ও কাল
কয়ঙ্কর। হে সুরোত্তম! দেবদেব আপনাকে
নমস্কার। আপনি একমাত্র বীর, আপনি
দক্ষযজ্ঞ ও ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়া-
ছেন, হে উমাপতি! স্ত্রে সর্ক! হে পিতৃ-
কপর্দিন! আপনাকে নমস্কার। আপনি
হইতে বিগুহ্য জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে,
আপনিই নীলাণমুক্তিধরূপ! ও লোকত্রয়-
বিধায়ক; বরুণ, ইন্দ্র এবং অগ্নি বরুণ
আপনাকে নমস্কার। আপনি কৃষ্ণ, হৃষ্ণ,

অগ্নায় চৈব চোগায় বিপ্রায় ক্ষতিচক্ষুষে ॥ ৩৭
 রজসে চৈব সত্যায় তমসে তিমিরান্বনে ।
 অনিত্যানিত্যাত্যবায় নমো নিত্যচরান্বনে ॥ ৩৮
 ব্যক্তায় চৈবাব্যক্তায় ব্যক্তাব্যক্তায় বৈ নমঃ ।
 ভক্তানামাৰ্জিনাশায় প্রিয়নারায়ণায় চ ॥ ৩৯
 উমাপ্রিয়ায় শৰ্ভায় নন্দিবজ্রাকৃতিায় চ ।
 ঋতু-মহন্ত-কল্পাধ পক্ষ-মাস-দিনান্বনে ॥ ৪০
 নানারূপায় সুগায় বরুণপৃথুদত্তিনে ।
 নমঃ কমলহস্তায় দিখাসায় শিখণ্ডিনে ॥ ৪১
 ধ্বনিনে রথিনে চৈব যতয়ে ব্রহ্মচারিনে ।
 ইত্যেবমাদিচরিতৈঃ স্তুতং তু ভ্যাং নমো নমঃ ॥
 একং সুরাসুতৈঃ স্বাপুঃ স্তুতস্তোষমুপাগতঃ ।
 উবাচ নাক্যং ভীতানাম্ শিতাবিতস্তভাক্ষরম্
 শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

কিমৰ্থমাগতা ক্রুত গ্রাসপ্লানমুখাশুজাঃ ।

সাম, এই বেদব্রহ্ম, আপনি পুরুষ, আপনি ঈশ্বর, আপনি অগ্না, আপনি উগ্রা, আপনি বেদচক্ষু বিপ্র, আপনাকে নমস্কার। আপনি সব, রজ এবং তমোময়, অন্ধকারও আপনায়ই একটী রূপ, অনিত্য ও নিত্যভাবেও আপনি। হে নিত্যচরান্বন! আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং আপনি ব্যক্তাব্যক্ত, আপনি ভক্তগণের হৃৎক বিনাশ করিয়া থাকেন, আপনি নারায়ণের প্রিয়, আপনাকে নমস্কার। আপনি উমাপ্রিয়, আপনি নন্দীর বজ্রে বিরাজিত, আপনিই ঋতু, মহন্তর, কল্প, পক্ষ, মাস এবং দিন হে শৰ্ভ! আপনাকে নমস্কার। আপনার অনন্তরূপ, আপনি সুগী। আপনার স্তব বরুণ ও পৃথু। হে কমলহস্ত! হে দিগম্বর হে শিখণ্ডন! আপনাকে নমস্কার। আপনি ধবী, রথী, যতি, এবং ব্রহ্মচারী। আপনি এই সকল চরিত দ্বারা স্তুত, আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার। শঙ্কর এইরূপে ভীত দেবাসুরগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ঈশ্বর হস্তসংকারে এই স্তুতাক্ষরমুক্ত নাক্য

কিং বাতীষ্টং নদামাদ্য কামং প্রকৃত মা গিরম্
 ইত্যুক্তান্তে তু দেবেন প্রোচুস্তং সসুরাসুরাঃ
 সুরাসুরা উচুঃ ।

অনুভাব্যে মহাদেব মধ্যমানে মহোদধৌ ।
 বিষমদুতমুদুতং লোকসঙ্কসকারকম্ ॥ ৪৩
 স উবাচাথ সর্বেষাং দেবানাং ভয়কারকঃ ।
 সর্বান বা ভক্ৰিয়ামি অথবা মা পিবন্ত বা ॥ ৪৪
 তমশক্তা বয়ং গ্রন্থং সোহস্মান শক্তো বলোৎকটঃ
 এষ নিবাসমাগ্রেণ শতপর্কসমভ্যাতিঃ ॥ ৪৫
 বিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃ কৃতস্তেন যমশ্চ বিষমাস্তবান্ ।
 মুচ্ছিতাঃ পতিতাস্চাত্তে বিপ্রনাশং গতঃ পরে
 অর্ধোহনর্ধক্রিয়াঃ যাতি হর্ভগাণাঃ যথা বিভো
 হর্মলানাক সঙ্কল্পো যথা ভবতি চাপদি ॥ ৪৭

বলিলেন। শঙ্কর বলিলেন,—বলুন, আপনার কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? দেখিতেছি, ত্রাসে যেন আপনাদের মুখপদ্ম পরিপ্লান হইয়াছে, আজ আপনাদের কি অভীষ্ট আমাকে প্রদান করিতে হইবে? তাহা ব্যক্ত করুন, বলিব করিবেন না। শঙ্কর এইরূপ বলিলে অসুর সহ সুরগণ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০—৪২। দেবাসুরগণ বলিলেন,—হে মহাদেব! অমৃত নিমিত্ত মহোদধি মথিত হইলে লোকসঙ্কসকারক অদুত বিষ সমুদুত হইয়াছে। সেই দেবাসুরগণের ভয়দ বিষ উদুত হইয়াই বলিয়া উঠিল—“হে দেবাসুরগণ! হয় আমাকে ভক্ষণ কর, নতুবা আমি তোমাদিগকে গ্রাস করিব।” আমরা তাহাকে ভক্ষণ করিতে অসমর্থ; কিন্তু সেই উৎকটবল কালকূট আমাদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ। সেই উৎকটবীৰ্য্য কালকূট নিবাসমাগ্রে বিষ্ণুকে কৃকবর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে এবং যম প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণকে বিবে অর্জরিত করিয়াছে। কেহ কেহ মুচ্ছিত ও পতিত হইয়াছে, অপর কত শত ব্যক্তি প্লাপ পর্যন্ত হারাইয়াছে। হে বিভো! হর্ভগগণের অর্ধ যেরূপ অনর্থের কারণ হয়, বিপদকালে হর্মল-

বিষমেতৎ সমুদ্ভূতঃ তস্মাৎসমুতকাজ্জয়া ।
অস্মান্তয়াম্মোচয় স্বং গতিংক পরায়ণম্ ॥ ৪৯
তচ্চানুকম্পী ভাবজ্ঞো ভুবনাদৌশরো বিভূঃ ।
যজ্ঞাগ্রভূক্ সৰ্ব্বহবিঃ সোম্যঃ সোমঃ স্মরাস্তরুৎ
স্বমেকো নো গাতর্দেব গীর্ধাণগণশশ্বকৃৎ ।
রক্ষাস্বান্ ভক্ষসক্সাদ্বিকৃপাক্ বিষজরাৎ ॥
তচ্ছ হা ভগবানাহ ভগনেত্রাস্তরুভবঃ ॥ ৫১
দেবদেব উবাচ ।

ভক্ষয়িষ্যাম্যহং ঘোরং কালকূটং মহাবিবম্ ।
তথাভ্রম্যপি যৎ কৃত্যং কচ্ছসাধ্যং সুরাসুরাঃ ।
তচ্চাপি সাধ্যয়িষ্যামি তিষ্ঠধ্বং বিগতজরাঃ ॥ ৫২
ইত্যুক্তা কষ্টরোমাণো বাস্পগদগদকণ্ঠিনঃ ।
আনন্দাশ্রপরীতাকাঃ সনাথা ইব মেনিরে ।
সুরা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্গে সমাশ্রুতাঃ সূমানসাঃ ॥

গণের সকল যেরূপ ঐশ্বর্য হইয়া যায়, অমৃত
মহন করিতে গিয়া আমাদের ভাগ্যে তরুণ
বিবোধপতি হইয়াছে । সম্মুখ আপনি
আমাদিগকে এই ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন ।
আপনি আমাদের পরমগতি । এ কার্য
আপনারই অধীন । বিশেষতঃ আপনি
ভরুগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া
থাকেন । আপনি ভাবজ্ঞ, ঈশ্বর, বিভূ, যজ্ঞাগ্র-
ভূক্, নিঃখল হবি, সোম্য, সোম, কামাদ-
নাশন ও দেবগণের মঙ্গলকারক । হে দেব !
আপনিই আমাদের একমাত্র গতি । হে বিরূ-
পক ! আপনি এই বিষপান করিয়া বিষজর
হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন । সেই সকল
ভুতিবাদ শ্রবণ করিয়া ভগনেত্রহর ভগবান্
দেবদেব ভব বলিলেন,—হে সুরাসুরগণ !
আমি এই ঘোর কালকূট মহাবিষ ভক্ষণ করিব
এবং অস্ত্রাস্ত্র কার্যমধ্যে কোন কার্য অব-
শিষ্ট থাকিলে তাহাও আমি সম্পাদন করিব ।
আপনারা বিগতজর হইয়া অবস্থান করুন ।
ত্রিপুরারি এইরূপ বলিলে ব্রহ্মাদি দেবগণের
আনন্দে শরীর রোমাকিত হইল । বাস্পে কণ্ঠ
গদগদ হইয়া উঠিল, আনন্দাশ্র বহিয়া লোচন
পরিপ্লাবিত করিল । তাঁহারা সমাশ্রুত হই-

ততোহব্রজদ্রুতগতিনা কক্লুহিনা
হরোহবরে পবনগতির্জগৎপতিঃ ।
প্রধাবিতৈরশুরসুরেন্দ্রনাথকৈঃ
স্ববাহনৈর্বাচলিতভুভ্রচামরৈঃ ।
পুরঃসরৈঃ স তু শুভভে শুভাশ্রমৈঃ
শিবো বশী শিখিকাপশোর্জকূটকঃ ॥ ৫৪
আসাদ্য হৃদ্যসিদ্ধুঃ তং কালকূটং বিবং বভঃ ।
ততো দেবো মহাদেবো বিলোক্য বিবমং বিষম্
ছায়াস্থানকমাস্থায় সৌহৃদিপবনামপাণিনা ॥ ৫৫
পীয়মানে বিবে তাস্মিন্শুভো দেবা মহাসুরাঃ
জগুশ্চ ননুতৃচাপি সিংহনাদাশ্চ পুঙ্কলান্ ।
চক্ৰুঃ শক্রমুখাদ্যাশ্চ হিরণ্যাক্ষাদয়স্তথা ॥ ৫৭
স্ববস্তৃশ্চৈব দেবেণং প্রসন্নাস্তাতংস্তদা ।
কণ্ঠদেশে ততঃ প্রাপ্তে বিবে দেবমথাক্রবন্ ॥
বিরিক্ণপ্রমুখা দেবা বলিপ্রমুখতোহসুরাঃ ।
শোভতে দেব কণ্ঠস্তে গাত্রে কুন্দানিতপ্রভে ॥

লেন । তাঁহাদের মন প্রসন্ন হইল এবং তাঁহারা
যেন আজ সনাথ হইলেন । অনন্তর জগৎ-
পতি হর শীত্ৰগামী বুধে আরোহণ করিয়া
পবনগতিতে অধরপথে গমন করিলেন ।
দেবনায়কগণও তখন স্ব স্ব বাহনে আরুঢ়
হইয়া শুভ্র চামর বীজন করিতে করিতে অগ্রে
অগ্রে যাইতে লাগিলেন । ত্রিনয়নের তৃতীয়
নয়নোখিত অনলে তদীয় উর্দ্ধ জটা কপিধ্বজ
ধারণ করিল । তৎকালে সেই শিব এইরূপে
শোভিত হইয়াছিলেন । অনন্তর দেব মহা-
দেব হৃদ্যসিদ্ধুতে গমন করিয়া সেই কালকূট
মহাবিষ দর্শন করিলেন এবং ছায়াস্থানে
অবস্থানপূর্বক বামহস্তে করিয়া সেই বিষ
পান করিলেন । তৎপর তিনি বিষ পান
করিলে হিরণ্যাক্ষাদি অসুরগণ ও পুরন্দর-
প্রমুখ দেবগণ গীত নৃত্য করিয়া ভীষণ সিংহ-
নাদ করিলেন এবং দেবেশ ঈশানকে স্তব
করিয়া সকলেই প্রসন্ন হইলেন । অনন্তর
নীলকণ্ঠের কণ্ঠদেশে সেই মহাবিষ শোভিত
হইলে বলিপ্রমুখ দৈত্য ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ
মহাদেবকে বলিলেন,—আপনার শরীর

ভূতমালানিতং কঠেহপাটৈবাস্ত বিসং তব ।
ইত্যাভ্যঃ শঙ্করো দেবস্তথা গ্রাহ পুরাস্কৃতং ।
নীতে বিষে দেবগণান্ বিমূঢ়্য
গতো হরো মন্দরশৈলমেব ।
তন্নিম্ন গতে দেবগণাঃ পুনস্তঃ
মমহুঃস্রজিঃ বিবিধপ্রকারৈঃ ॥ ৬১

ইতি স্রীমাংস্তে মহাপুরাণেহমৃতমহনে কাগ-
কৃটোৎপত্তির্নাম পঞ্চাশদধিকাবিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫০ ॥

একপঞ্চাশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

মধ্যমানে পুনস্তন্নিম্ন জলধৌ সমদৃষ্টত ।
ধ্বস্তরিঃ স ভগবানায়ুর্ধ্বদপ্রজাপতিঃ ॥ ১
মদিয়া চায়তাকী সা লোকচিন্তপ্রমাধিনী ।
ততোহমৃতক সুরতিঃ সর্বভূতভয়াপহা ॥ ২

কুন্দকুম্ভ-সন্নিভ । এই ভ্রমরশ্রেণী-সন্নিভ
বিষ আপনার কঠদেশেই শোভা পাইতেছে ।
অতএব হে দেব ! এই বিষ আপনার কঠ-
দেশে থাকুক । দেবগণ ঐরূপ বলিলে
ত্রিপুরারিও তাহাই হইবে বলিয়া স্বীকার
করিলেন । বিষপানানন্তর হর দেবগণকে
পরিত্যাগ করিয়া মন্দরশৈলে প্রস্থান করি-
লেন । তিনি প্রস্থিত হইলে দেবগণও
পুনরায় বিবিধরূপে সাগরমহন করিতে
লাগিলেন । ৪০—৬১ ।

পঞ্চাশদধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫০

একপঞ্চাশদধিকাবিশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—পুনরায় সেই মহোদধি
অধিক হইলে আয়ুর্ধ্বদপ্রণেতা ভগবান্
ধ্বস্তরি দেখা দিলেন, এবং লোকচিন্ত-প্রম-
াধিনী আয়তলোচনা মদিয়া, অমৃত ও
সর্বভূতভয়নাশিনী সুরতি সমুদ্ভূত হইলেন ।

জগ্রাহ কমলাং বিকুঃ কোমলভক মহামণিम् ।
গজেন্দ্রকং সহস্রাক্ষো হযরত্বক ভাস্করঃ ॥ ৩
ধ্বস্তরিঞ্চ জগ্রাহ লোকারণ্যপ্রবর্তকম্ ।
ছত্রং জগ্রাহ বরুণঃ কুণ্ডলে চ শচীপতিঃ ॥ ৪
পারিজাততরুং বায়ুর্জগ্রাহ মুদিতস্তথা ।
ধ্বস্তারিস্ততো দেবো বপুঃ স্মরতিষ্ঠত ॥ ৫
শেতঃ কমণ্ডলুঃ বিভ্রদমৃতং যত্রাতিষ্ঠতি ।
এতদত্যঙ্কুতং দৃষ্ট্বা দানবানাং সমুখতঃ ॥ ৬
অমৃতার্থে মহানাদো মমোদ্যমতি জল্পতাম্ ।
ততো নারায়ণো মায়ামাহুতো মোহিনীঃ প্রভুঃ
ত্রীরূপমতুলং কৃতা দানবানাভিনংস্থতঃ ।
ততস্তদমৃতং তস্তৈ দহন্তে মুঢ়চেতনাঃ ।
স্নিগ্ধৈ দানব দৈতেয়াঃ সর্কৈ তদগতমানসাঃ ॥
অথাত্মানি চ মুখ্যানি মহাপ্রংসরানি চ ।
প্রগৃহ্যভ্যজবন্ দেবান্ সাহিত্য দৈত্যদানবাঃ ॥
ততস্তদমৃতং দেবো বিমূঢ়ানায় বীৰ্যবান্ ।

অনন্তর বিকু,কোমলভাষা মহামণি ও লক্ষ্মীকে,
ইন্দ্র, গজেন্দ্র ঐরাবত ও হযরত্ব উচ্চলবাকে,
এবং ভাস্কর নিখিল লোকের আরোগ্য,
প্রবর্তক ধ্বস্তরিকে গ্রহণ করিলেন । বরুণ
ছত্র, বায়ু কুণ্ডলধর এবং শচীপতি পারিজাত-
তরু গ্রহণ করিলেন । অস্তান্ত সকলেই আমোদ
প্রাপ্ত হইল । অনন্তর দেব ধ্বস্তরি দিব্য
বপু ধারণ ও শেত কমণ্ডলু হস্তে করিয়া
অমৃতভাণ্ড গ্রহণপূর্বক উপস্থিত হইলেন
তখন “আমি ইহা লইব, আমার এই বস্তু”
ইত্যাদিরূপ মহাকোলাহল উপস্থিত হইল ।
দৈত্যগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ
করিয়া অমৃত গ্রহণের জন্য সিংহনাদ করিয়া
উঠিল । অনন্তর প্রভু নারায়ণ মোহিনীমায়া
অবলম্বন করিয়া ত্রীরূপ ধারণপূর্বক দানবগণ-
সমীপে উপস্থিত হইলেন । মুঢ়চেতা অসুর-
গণের মন মোহিনীমূর্তিতে আকৃষ্ট হইল;
তাহারা ঐ অমৃতপাত্র মোহিনীর নিকটে
রাখিয়া প্রধান প্রধান অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক
দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ প্রধাবিত হইল । ১—২।
অনন্তর অসুরগণের সাহিত দেবগণের মহা-

অহাঃ দানবেল্লভ্যো নরেন সহিতঃ প্রভুঃ ॥ ১
ততো দেবগণাঃ সর্কে পপুস্তদমৃতং তদা ।
বিক্ষোঃ সকাশাং সম্ভাষ্য সংগ্রামে তুমুলে সতি
ততঃ পিবন্তু তৎকালং দেবেষু তমৌপিতম্
রাহুর্বিদুধরূপেণ দানবোহুপ্যপিবৎ তদা ॥ ১২
তন্ত কণ্ঠমহু প্রাপ্তে দানবস্তামুতে তদা ।
আখ্যাভঃ চন্দ্র-সূর্য্যভ্যাং সুরাণাং হিতকামায়া
ততো ভগবতা তন্ত শিরশ্ছিন্নমলকৃতম্ ।
চক্রায়ুধেন চক্রেণ পিবতোহমৃতমোজসা ॥ ১৪
তচ্ছিন্নশূদ্রপ্রতিমং দাবনস্ত শিরো মহৎ ।
চক্রেণোৎকৃষ্টমপতচ্চালয়ন্ বসুধাতলম্ ॥ ১৫
ততো বৈরবানর্কস্বঃ কতো রাহুযুগেণ বৈ ।
শাখতচন্দ্র সূর্য্যভ্যাং প্রসম্ভাষ্যাপ বাধতে ॥
বিহায় ভগবাংস্চাপ জ্বরূপমতুলং হরিঃ ।
নানাপ্রহরণৈর্ভীমৈর্দানবান্ সমকম্পয়ৎ ।
প্রাসাঃ সুবিপুলাস্তীক্ষ্ণাঃ পতন্তুঃ সহস্রশঃ ॥ ১৭

সময় বাধিলে, বীৰ্য্যবান্ প্রভু বিষ্ণু সেই
অমৃত লইয়া আসিলেন, এবং দেবগণ তাহা
পান করিতে লাগিলেন । দেবগণ যখন
অমৃত পান করেন, তৎকালে রাহু সুররূপ
ধারণ করিয়া তাঁহাদের সহিত অমৃত পান
করিতেছিল । দেবগণের হিতকামনায় চন্দ্র
এবং সূর্য্য এ রহস্য ব্যক্ত করিলেন । ভগবান্
হরি এই ব্যাপার দর্শন করিয়া—অমৃত রাহুর
কণ্ঠদেশ প্রাপ্ত হইতে না হইতে মহাবল
চক্রাস্ত্র দ্বারা রাহুর অলঙ্কৃত মস্তক
ছেদন করিয়া ফেলিলেন । অনন্তর দানবের
সেই শৈলশিখরোপম মহামস্তক চক্রদ্বারা
ছিন্ন হইয়া পতিত হইল । ঐ মস্তকের
পতনে মহীতল বিগলিত হইল । অমৃত
পানকৃত রাহু অমর হইল । এই বৈর-
নিবন্ধন অভ্যাপ সেই রাহু চন্দ্র সূর্য্যকে
প্রাস করিয়া থাকে । তৎপর ভগবান্
হরি নিরুপম জ্বরূপ পরিহার করিয়া বিবিধ
ভীষণ অস্ত্র দ্বারা দানবগণকে প্রকাম্পিত
করিলেন । তখন শত সহস্র সুবিশাল তীক্ষ্ণ

তেহসুরাশ্চক্রনির্ভিরা বমস্তো কধিরং বহ ।
অসি-শক্তি-গদাভিরা নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ১৮
ভিন্নানি পট্টিশেষাপি শিরাসি বৃধি দারুণৈঃ ।
তপ্তকাঞ্চনমালায়ানি নিপেতুরনিশং তদা ॥ ১৯
কধিরেণাবলিগুদা নিহতাস্ত মহাসুরাঃ ।
অজীণামিব কুটানি ধাতুরক্তানি শেরতে ॥ ২০
ততো হলাহলাশ্বদঃ সমভূব সমন্ততঃ ।
অস্ত্রোস্তাচ্ছিন্দতাঃ শস্ত্রেরাতিভ্যো লোহিতায়তি
পরিঘেষ্টায়সৈঃ পাতৈঃ সন্নিকর্ষেষ্ট যুষ্টিভিঃ ।
নিয়তাঃ সমরেহস্ত্রোস্তাঃ শকো দিবমিবাস্পৃশৎ
ছিন্দি ভিক্ষ প্রধাবেতি পাতয়াতিসরেতি বৈ ।
বিশ্রয়ন্তে মহাঘোরাঃ শব্দাস্তত্র সমন্ততঃ ॥ ২৩
এবং সূতুমুলে যুদ্ধে বর্ত্তমানে মহাভয়ে ।
নর-নারায়ণৌ দেবৌ সমাজগত্বেহবম্ ॥ ২৪
তত্র দিব্যং ধনুর্দৃষ্টৌ নরস্ত ভগবানপি ।

প্রাসাস্ত্র পতিত হইতে লাগিল ; অসুরগণ
চক্রাস্ত্রে নির্ভিন্ন হইয়া সাতিশয় রক্ত বমন
করিতে আরম্ভ করিল এবং অসি, শক্তি,
ও গদাদ্বারা ভিন্ন হইয়া ধরণীতলে পতিত
হইল । দারুণ পট্টিশাস্ত্রে কোন কোন অসুরের
তপ্তকাঞ্চননিভ মালাভূষিত শির ছিন্ন হইয়া
পাতত হইতে লাগিল । নিহত মহাসুর-
গণেরও দেহ কধিরে আপ্ত হইয়া ধাতুদ্বারা
রঞ্জিত শৈল শিখরবৎ শাস্রিত হইল ।
অনন্তর পরস্পর অবিরাম শস্ত্রপ্রহার চলিতে
 থাকিলে, ক্রমে সন্ধ্যা সমুপাগত হইল । তখন
চারিদিকে হলাহলাধ্বনি সমুথিত হইল ।
কেহ কেহ লৌহ পরিঘদ্বারা পরস্পর আঘাত
করিতে লাগিল, অপর কেহ কেহ বা সন্নিকর্ষ
বশত পরস্পর যুষ্টিগঘাত করিল । যুদ্ধে
পরস্পর আঘাতকারীদিগের মধ্যে এইরূপ
এক আকাশম্পর্শী শব্দ উথিত হইল যে,
ছেদন কর, ভেদন কর, প্রধাবিত হও, নিপা
তন কর ও অগ্রসর হও । চারিদিকে এইরূপ
মহাভয়কর শব্দ ক্ষত হইতে লাগিল । ১০-২৩
এইরূপ মহাভয়কর সূতুমুল সময় আরম্ভ
হইলে নর ও নারায়ণ দেবদ্বয় যুদ্ধস্থানে সমা-

চিন্তয়ামাস বৈ চক্রং বিকুর্দানবসন্তমান ॥ ২৫

ততোহবরাচ্চিন্তিতমাত্মাগতঃ

মহাপ্রভঃ চক্রমমিজনানশনম্ ।

বিভারগোষ্ঠস্যামকুর্চমণ্ডলং

সুদর্শনং ভীষ্মসমুদ্বিক্রমম্ ॥ ২৬

তদাগতঃ অলিতহৃতাশনপ্রভঃ

ভয়করং করিকরবাহুরচ্যুতঃ ।

মহাপ্রভঃ দহকুল-দৈত্যদারণঃ

তথোজ্জ্বলজলনসমানবিগ্রহম্ ॥ ২৭

ব্রহ্মোচ বৈ তপনমুদগ্ৰবেগবান্

মহাপ্রভঃ ত্রিপুনগরাবদারণম্ ।

সংবর্তকজলনসমানবর্চসং

পুনঃপুনর্ন্যাপতত বেগবৎ তদা ॥ ২৮

ব্যদারয়দিত্তিতনয়ান্ সহস্রশঃ ।

করেব্রিতং পুরুষবরেণ সংযুগে ।

দহৎ কচিচ্ছুন ইবানিলেব্রিতঃ

প্রসহ্য তানসুরগণানকৃন্তত ॥ ২৯

গত হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু তখন নরের হস্তে দিব্য ধ্বজদর্শন করিয়া দানবদিগের বধের নিমিত্ত স্বীয় চক্রকে চিন্তা করিলেন। চিন্তিত হইবামাত্র সেই সুদর্শন চক্র আকাশ-পথে আসিতে লাগিল। সেই মণ্ডলাকার চক্রের প্রভা সূর্য্যতুল্য সমুজ্জ্বল। তাহার গতি অপ্রতিহত এবং সেই ভীষণ মহাপ্রভা-শালী সুদর্শন শক্রনাশনে সমর্থ; ও তাহার বিক্রম অসহ্য। তখন সুদর্শন করিকরতুল্য বিশালবাহু বিষ্ণুর সমীপাগত হইয়া হতাশনের ভায়ে প্রঅলিত হইল। অচ্যুত বিষ্ণু তখন সেই দৈত্যকুলবিদারণ মহাপ্রভাশালী ভয়কর চক্র গ্রহণ করিলেন। তৎকালে ঐ চক্র বেন অত্যাচ্ছল শরীরধারী হতাশনের ভায়ে প্রতীতমান হইতে লাগিল। ঐ সুদর্শন ত্রিপুনগর-বিদারণে সমর্থ, প্রলয়কালীন সংবর্তাগ্নিসমান তেজঃসম্পন্ন এবং অত্যন্ত প্রভাবিশিষ্ট। তখন বেগশালী বিষ্ণু দানব-দিগের প্রতি ঐ সুদর্শন নিক্ষেপ করিলেন। সময়ে পুরুষপ্রায় হরির কর

প্রবেষিতং বিয়তি মুহঃ কিতৌ তদা

পপৌ রণে কধিরময়ং পিশাচবৎ ।

অথাসুরা গিরিভিরদৌনমানসা

মুহর্মুহঃ সুরগণমর্দয়ঃস্তথা ॥ ৩০

মহাচলা বিগলিতমেঘবর্চসঃ

সহস্রশো গগনমহাপ্রপা নিঃ ।

অথাসুরা ভরজননাঃ প্রপেদিরে

সপাদপা বহুবিধমেঘরূপিণঃ ॥ ৩১

মহাদ্রঘঃ প্রবিগলিতাগ্রসানবঃ

পরম্পরং জ্রতমভিপত্য ভাস্বরাঃ ।

• ততো মহৌ প্রচলিতসাদ্রিকাননা

মহোধরাঃ পবনহতাঃ সমন্ততঃ ॥ ৩২

পরম্পরং ভ্রশমভিগর্জিতং মুহু

রণাজিরে ভ্রশমভিসম্প্রবর্ততে ।

হইতে চক্র মুক্ত হইয়া অতীব বেগভরে অসুরদিগের উপর নিপতিত হইল এবং সহস্র সহস্র দিত্তিতনয়কে বিদারিত করিল। কোথাও পবন-প্রেরিত বহুর ভায়ে দম্ব করিতে লাগিল, কোথাও অসুরগণকে আক্রমণ করিয়া ছেদন করিতে লাগিল, কখন আকাশে উথিত হইয়া ভীষণ অগ্নি-শিখা বর্ষণ করিতে লাগিল, আবার কখনও বা কিত্তিতলে পতিত হইয়া পিশাচবৎ সময়ে দৈত্যগণের শোণিত পান করিতে লাগিল। অনন্তর অদৌনমনা অসুরগণ গিরিধারা সুর-গণকে মুহর্মুহঃমর্দন করিতে লাগিল। তৎকালে বিবিধ বৃক্ষরাজিসহ সহস্র সহস্র মহাচল সকল অশ্বরপথে পতিত হইতে লাগিল এবং ঐ গুরুভার গিরিনিকর মেঘকান্তি বিকুরণ করিয়া যেন বহুবিধ মেঘরূপ ধারণ করিল। ২৪-৩১। কোথাও পর্বতের অগ্র ও সাহুদেশ চূর্ণিত হইতে লাগিল, কোথাও পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে পর্বতগণ প্রদৌণ্ড হইয়া উঠিল। অনন্তর অরণ্য ও সাগরসহ ধরিত্রী দেবী প্রচলিত হইলেন এবং ভীষণ পবনাঘাতে চারিদিকে মহোধর সকল পতিত হইতে লাগিল। যুদ্ধকালে দেবাসুরগণ পরস্পর

নরন্ততো বরকনকাগ্রভূষণৈ-
 র্বেষুভিঃ পবনপথং সমাবৃণোৎ ॥ ৩৩
 বিদারয়ন্ গিরিশিখরাণি পত্রিভি-
 র্হাতয়ে সুরগণবিগ্রহে তদা ।
 ততো মহীঃ লবণজলঞ্চ সাগরঃ
 মহাসুরাঃ প্রবিবিণ্ডরদিভাঃ সুরৈঃ ॥ ৩৪
 বিয়দন্তঃ জলিতহতাশনপ্রভঃ
 সুদর্শনঃ পরিকুপিতঃ নিশাম্য চ ।
 ততঃ সুরৈবিজয়মবাণ্য মন্দরঃ
 স্রমেব দেশং গমিতঃ সুপুজিতঃ ॥ ৩৫
 বিনাদয়ন্ স্বদিশমুপেতা সর্কশ-
 স্ততো গতাঃ সলিলধরা যথাগতম্ ।
 ততোহমৃতং সুনিহিতমেব চক্রিরে
 সুরাঃ পরাং মুদমভিগম্য পুঙ্কলাম্ ।
 দহন্ত তং নিধিমমৃতস্ত রক্ষিতুং
 কিরীটিনে বলিভিরধামরৈঃ সহ ॥ ৩৬
 ইতি জীমাংস্তে মহাপুরাণেহমৃতমম্বনঃ
 নানৈকপঞ্চাশদধিকদ্বিশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

প্রাসাদভবনাদিনাং নিবেশং বিস্তরাবদ ।
 কুৰ্ঘ্যাৎ কেন বিধানেন কচ্চ বাস্তবদাকৃতঃ ১
 সূত উবাচ ।
 ভৃগুরজির্বসিষ্ঠশ্চ বিশ্বকর্মা ময়ন্তথা ।
 নারদো নগ্নজিহ্বেষ বিলালাকঃ পুরন্দরঃ ২
 ব্রহ্মা কুমারো নন্দীশঃ শৌনকো গর্গ এব চ ।
 বাসুদেবোহনিকঙ্কশ্চ তথা শুক্র-বৃহস্পতৌ ৩
 অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতা বাস্তবশ্রোণদেশকাঃ ।
 সংক্ষেপেণোপদিষ্টম্ মনবে মৎস্করূপিণা ৪
 তদিদানৌঃ প্রবক্ষ্যামি বাস্তবশ্রমমুত্তমম্ ।
 পুরাক্কবধে ঘোরে ঘোররূপস্ত শূলিনঃ ৫
 ললাটশ্বেদসলিলমপতন্তুবি ভীষণম্ ।
 করালবদনং তস্মাদ্ভূতমুদ্ভূতমুৎপন্নম্ ৬

একত্র হইয়া উহার রক্ষাতার কিরীটীর
 নিকট অর্পণ করিলেন । ৩২—৩৬ ।

একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ২৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রূপ
 বিধানে প্রাসাদ-ভবনাদির সন্নিবেশ করিতে
 হয় এবং কেই বা বাস্তব বলিয়া অভিহিত
 হয়? এই সমস্ত বিস্তারপূর্বক কীর্তন করুন ।
 সূত উত্তর করিলেন,—ভৃগু, অত্রি, বসিষ্ঠ,
 বিশ্বকর্মা, ময়, নারদ, নগ্নজিহ্ব, বিশালাক,
 পুরন্দর, ব্রহ্মা, কার্তিকেয়, নন্দীশ্বর, শৌনক,
 গর্গ, বাসুদেব, অনিকঙ্ক, শুক্র এবং বৃহস্পতি
 এই অষ্টাদশ জন বাস্তবশ্রোণদেশী বলিয়া
 কথিত । মৎস্করূপী বিষ্ণু সংক্ষেপে মম্বর
 নিকট ইহা কীর্তন করিয়াছিলেন । আমি
 এই অমুত্তম বাস্তবশ্র আশ্রয়াদেব নিকট
 বলিতেছি । পুরাকালে ত্রয়ঙ্কর অঙ্ককাসুর-
 বধে পরিত্রাস্ত ঘোররূপী শূলীর ললাট

মুহূর্ভুঃ ভীষণ গর্জন করিয়া যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত
 হইলেন । তখন নর কনকদ্বারা ভূষিতাগ্র
 মহাবাণ দ্বারা বায়ুপথ আচ্ছাদিত করিলেন
 এবং এই প্রলম্বব্যাপার দর্শনে সুরগণ ভীত
 হইলে বাণদ্বারা গিরিশিখর ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া
 ফেলিলেন । অনন্তর সুরপীড়িত অসুরগণ
 ভীতিগ্রস্ত হইয়া কেহ লবণজলধিতে কেহ বা
 ভূমিতে প্রবেশ করিল । অতঃপর জলিত
 হতাশনপ্রভ আকাশগত সুদর্শন প্রশমিত
 হইলে দেবগণ বিজয়লাভ করিয়া বিবিধরূপে
 মন্দরের পূজাপূর্বক তাহাকে নিজস্থানে
 স্থাপন করিলেন এবং সকলে বিবিধ নাদ
 করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন ।
 দেবগণও যথাস্থানে গমন করিল । দেবগণ
 এইরূপে অমৃতের রক্ষা বিধান করিয়া পরম
 আনন্দিত হইলেন এবং বলবান দেবগণসহ

গ্রাসমানমিবাকাণঃ সপ্তদ্বীপাঃ বসুন্ধরাম্ ।
 ততোহন্ধকানাঃ কধিরমপিবৎ পতিতঃ কিতৌ
 তেন তৎসময়ে সৰ্বং পতিতং যম্মহৌতলে ।
 তথাপি কৃষ্ণিমগমন্ত তদুত্তং যদা তদা ॥ ৯
 সদাশিবস্ত পুরতন্তপশ্চক্রে সুদারুণম্ ।
 ক্ষুধাবিষ্টস্ত তদুত্তমার্হত্বং জগতীজয়ম্ ॥ ১০
 ততঃ কালেন সন্তুষ্টো ভৈরবস্তস্ত চাহ বৈ ।
 বরঃ কৃণীষ তদ্রং তে যদভীষ্টং তবানঘ ॥ ১১
 তদুবাচ ততো কৃত্ব তং জৈলোকাগ্রসনক্ষমম্ ।
 তবামি দেবদেবেশ তথৈত্যাঙ্কঞ্চ শূলিনা ॥ ১২
 ততস্তৎ ত্রিদিবং সৰ্বং ভূমণ্ডলমশেষতঃ ।
 বদেহেনাস্তরীক্ষঞ্চ কন্ধানং প্রপতদ্ভূবি ॥ ১৩
 ভীতভীতৈস্ততো দেবৈর্বরুণা চাধ শূলিনা ।
 দানবান্সুররক্ষোভিরবষ্টকং সমস্ততঃ ॥ ১৪

হইতে ভীষণ শ্বেদজল পৃথিবীতে পতিত
 হয় এবং তাহা হইতে এক করালবদন অদ্ভুত
 প্রাণী প্রাহুর্ভূত হয়। ঐ প্রাণী আবির্ভূত
 হইয়াই যেন সপ্তদ্বীপ সহ বসুন্ধরা ও
 আকাশ গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তার
 পর সে ক্রিতিতলে অবতীর্ণ হইয়া সময়ে যে
 সকল অন্ধকগণ পতিত হইয়াছিল, তাহাদের
 কধির পান করিল। অনন্তর ঐ কধির-
 পামেও অতৃপ্ত শিবশ্বেদজ প্রাণী জগদ্রয় আহ-
 রণ মানসে শিরের উদ্দেশে সুদারুণ তপস্কা
 করিল। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে
 ভৈরব সন্তুষ্ট হইয়া, সেই ক্ষুধাবিষ্ট প্রাণীকে
 বলিলেন,—হে অনঘ! তোমার মঙ্গল
 হউক, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।
 ঐ প্রাণী প্রার্থনা করিল,—আমি যাহাতে
 ত্রিলোক গ্রাস করিতে সমর্থ হই, হে দেব-
 দেবেশ! আপনি তাহা করুন। শিব তখন
 ‘তথাস্থ’ বলিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্তর
 ঐ জীব স্বীয় দেহ দ্বারা সমগ্র স্বর্গ, অন্তরীক্ষ
 এবং ভূমণ্ডল অবরোধ করিয়া পৃথিবীতে
 পতিত হইল। তখন ভীত চকিত দেব,
 দানব অসুর, রক্ষঃ, ব্রহ্মা এবং শূলী তাহাকে
 চারিদিকে অবষ্টান্ত করিলেন। ১—১৪।

যেন যত্রৈব চাক্রান্তঃ স তত্রৈবাবসৎ পুনঃ।
 নিবাসাৎ সৰ্বদেবানাং বাস্তরিত্যভিধীয়তে ॥ ১৫
 অবষ্টকাস্ত তেনাপি বিজ্ঞপ্তাঃ সৰ্বদেবতাঃ ।
 প্রসীদধ্বঃ সুরাঃ সৰ্ষে যুগ্মাভির্নিচলীকৃতঃ ॥ ১৬
 স্বাস্তাম্যহং কিমাকারো হুবষ্টকো হৃধোমুখঃ ।
 ততো ব্রহ্মাদিভঃ প্রোক্তঃ বঃ সমধ্যে তু যো

বলিঃ ॥ ১৬

আহারো বৈবদেবাস্তে নুনমস্মিন্ ভবিষ্যতি ।
 বাস্তপূজামকুর্য্যাস্তবাহারো ভবিষ্যতি ॥ ১৭
 অজ্ঞানাৎ তু কৃতো যজ্ঞস্তবাহারো ভবিষ্যতি
 যজ্ঞোৎসবাদৌ চ বনিস্তবাহারো ভবিষ্যতি ॥
 এবমুক্তস্ততো হৃষ্টঃ স বাস্তরভবৎ তদা ।
 বাস্তযজ্ঞঃ স্মৃতস্তস্মাৎ ততঃপ্রভৃতি শাস্তয়ে ॥ ১৮
 ইতি ত্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে বাস্তভূতোক্তবো
 নাম দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমো-
 দধ্যায়ঃ ॥ ২৫২ ॥

ঐ জীব যে স্থানে আক্রান্ত হইয়াছিল,
 সেইখানেই থাকিয়। গেল এবং ঐ
 দেবভাগ্যের বাসন্তেতুই তখন উহা বাস্ত
 বলিয়া অভিহিত হইল। অনন্তর সেই
 শিবশ্বেদজ জীব অবরুদ্ধ হইয়া দেবগণ-
 সমীপে নিবেদন করিল,—আপনারা আমার
 গতিশঙ্করোধ করিয়াছেন। হে সুরগণ!
 আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি অবষ্টান্তিত
 হইয়া অধোমুখে কি করিয়া থাকিব? অনন্তর
 ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিলেন,—বাস্তমধ্যে যে
 বলি প্রদত্ত হইবে এবং বৈবদেব ক্রিয়ায় যে
 বলি প্রদত্ত হইবে, উহা নিশ্চয়ই তোমার
 আহাররূপে কল্পিত হইবে। যে, বাস্ত পূজা
 না করিবে, সে এবং অবিধিপূর্বক যে যাগ কৃত
 হইবে, তাহাও তোমার আহার বলিয়া
 গণ্য হইবে। এমন কি, সাধারণ যজ্ঞোৎস-
 বাদিতেও যে বলি কল্পিত হইবে, তাহাও
 তোমার আহারীয় হইবে। দেবগণ এইরূপ
 বলিলে, বাস্ত তখন হৃষ্ট হইল এবং তদবধি

ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

- অথাভঃ সম্প্রবক্ষ্যামি গৃহকালবিনির্ঘম্ ।
যথা কালঃ শুভঃ স্ত্রীয়া সদা ভবনমারভেৎ ॥
চৈত্রে ব্যাধিমবাপ্নোতি যো গৃহং কারয়েন্নরঃ ।
বৈশাখে ধেনু-রত্নানি জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুং তথৈব চ ॥
আষাঢ়ে ভৃত্য-রত্নানি পশুবর্গমবাধুয়াৎ ।
শ্রাবণে ভূতলাভস্ত হানিং ভাদ্রপদে তথা ॥ ৩
পত্নীনাশোহৰ্ষিনে বিন্দ্যাং কার্তিকে ধনধান্যকম্
মার্গশীর্ষে তথা ভক্ৰং পৌষে তক্ষরভো ভয়ম্
লাভঞ্চ বহুশো বিন্দ্যাং মাঘে বিনির্দ্দেশেৎ
ফাল্গুনে কাঞ্চনং পুত্রানি কালবলঃ স্মৃতম্ ॥
অশ্বিনৌ রোহিণী মূলস্তরাত্তয়মৈন্দবম্ ।
স্বাতী হস্তোহনুরাধা চ গৃহরস্তে প্রশস্ততে ॥ ৬
আদিত্য-ভৌমবর্জ্যাস্ত সর্কে বারাঃ শুভাবহাঃ
বর্জ্যঃ ব্যাঘাতশূলেচ্চ ব্যতীপাততিগণয়োঃ ॥

শান্তিকামনায় বাস্তব্যাগের অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল । ১৪—১৯ ।

ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—যে শুভকালে গৃহরস্ত করিতে হয়, অনন্তর সেই গৃহনির্মাণের কাল কৌতন করিতেছি । যে ব্যক্তি চৈত্র মাসে গৃহরস্ত করে, সে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, বৈশাখে গৃহরস্ত করিলে ধেনু-রত্ন লাভ হয়, জ্যৈষ্ঠে মৃত্যু, আষাঢ়ে ভৃত্যরত্ন ও পশুসমূহ প্রাপ্তি, শ্রাবণে মৃত্যু, ভাদ্রে হানি, আশ্বিনে পত্নীনাশ, কার্তিকে ধনহানি, অগ্রহায়ণে অন্ন, পৌষে তক্ষরভয়, মাঘে বহুবিধ লাভ, এবং ফাল্গুনে সুবর্ণ ও পুত্র লাভ হইয়া থাকে; ইহাই কালের বল জানিবে । গৃহরস্তে অশ্বিনী, রোহিণী, মূল, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফাল্গুনী ও মৃগশিরা নক্ষত্রই প্রশস্ত এবং রবি ও মঙ্গলবার ভিন্ন

বিক্রান্ত-গণ্ড-পরিঘ-বজ্রযোগেষু কারয়েৎ ।

যেতে মৈত্রেয়ঃ মাহেন্দ্রে গাঙ্করীভিজিতি

রৌহিনে ॥ ৮

তথা বৈরাজ সাবিত্রে মুহূর্ত্তে গৃহমারভেৎ ।

চন্দ্রাদিত্যবলং লজ্জা শুভলগ্নং নিরীকয়েৎ ॥ ৯

স্তম্ভোচ্ছাদ্যাদি কর্তব্যমন্তঃ তু পরিবর্জয়েৎ ।

প্রাসাদেষেবমেবং স্ত্রাং কূপ-বাপীষু চৈব হি ॥

পূৰ্ণঃ ভূমঃ পরীক্ষিত পশ্চাৎ প্রকল্পয়েৎ ।

যেতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা চৈবানুপূৰ্ণাঃ ॥

বিপ্রাণেঃ শস্ত্রতে ভূমিরতঃ কার্যঃ পরীক্ষণম্

বিপ্রাণাঃ মধুরানাদা কটুক কজ্জিয়ন্ত তু ॥ ১২

তিক্তা কষায়া চ তথা বৈশ্ণব-শূদ্রেষু শস্ত্রতে ।

অরতিমাত্রে বৈ গর্ত্তে স্বলুপ্তে চ সর্কশঃ ॥ ১৩

স্বতমামশরাবস্থং কৃদ্বা বর্ত্তিতুং যম্ ।

জালয়েদুপরীক্ষার্থং তৎপূৰ্ণং সর্কাদিমুখম্ ॥ ১৪

সকল বারই শুভাবহ । ইহাতে ব্যাঘাত, শূল, ব্যতীপাত ও অতিগণ্ডযোগ পরিত্যাগ এবং বিক্রান্ত, গণ্ড, পরিঘ ও বজ্রযোগ গৃহরস্তে গ্রহণ করা বিধেয় । প্রথমে রবি ও চন্দ্রশুদ্ধি দেখিয়া পরে শুভলগ্ন হির করিবে, অন্তান্ত কার্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্তম্ভারোপণ করিবে । ইহাই হইল প্রাসাদারস্তের বিধি । কূপ, বাপী প্রভৃতি আরস্ত করিতে হইলে পূর্বে ভূমি পরীক্ষা করিয়া পরে বাস্ত কল্পনা করিবে । ব্রাহ্মণাদি জাতির খেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি পরপর প্রশস্ত, অতঃপর যাহা পরীক্ষা করিতে হইবে বলিতেছি । ব্রাহ্মণের মধুর, কজ্জিরের কটুক, বৈশ্ণবের তিক্ত এবং শূদ্রের কষায়-স্বাদ মৃত্তিকায়ুক্ত ভূমিই প্রশস্ত । এইরূপে ভূমি পরীক্ষিত হইলে অরতিবিস্তৃত একহাত মাত্র একটি গর্ত্ত করিবে এবং ঐ গর্ত্তের সমস্ত স্থান লেপন করিতে হইবে । ১—১৩ । অনন্তর একখানি কাঁচা শরাবে স্বত রাখিয়া ভূমিপরীক্ষার জন্ত চারিদিকে চারিটা বার্ড জালিয়া দিবে । যদি পূর্বাঙ্ক

দীপ্তৌ পূৰ্ণাদি গৃহীয়াৰ্চনামমুপকৰ্ষণঃ ।
 বাস্তবঃ সামুহিকো নাম দীপ্যতে সৰ্ব্বতঃ সঃ ॥১৬॥
 শুভদঃ সৰ্ববৰ্ণানাং প্রাসাদেষু গৃহেষু চ ।
 রত্নমাভ্রমধোগৰ্ভে পরীক্ষ্যং খাতপূরণে ॥ ১৬
 অধিকে জিয়মাপ্রোতি নানে হানিঃ সমে সমম্
 কালকুণ্ঠেহথবা দেশে সৰ্ববীজানি বাপয়েৎ ॥
 ত্রি-পক্ষ-সপ্তরাত্রে চ যত্রারোহন্ত তান্তপি ।
 জ্যোতীশ্চমা কনিষ্ঠা ভূবৰ্জ্জনীয়তরা সদা ।
 পক্ষগব্যৌষধিজলেঃ পরীক্ষিত্বা চ সেচয়েৎ ।
 একাশীতিপদং কৃত্বা রেখাতিঃ কনকেন চ ॥ ১১
 পশ্চাৎ পিঠেন চালিণ্য সূত্রেণালোডা সৰ্ব্বতঃ
 দশ পূৰ্ণায়তা লেখ্য দশ চৈবোত্তরায়তাঃ ॥ ২
 সৰ্ববাস্তবিতাগেষু বিজ্ঞেয়া নবকা নব ।

প্রজলিত হয়, তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত ;
 এইরূপে চারিটি বর্তি দ্বারা বৈজ্ঞাদির আত্ম-
 পুষ্কিক ভূমির প্রশস্ততা নিরূপণ করিবে ।
 আর সমস্ত দিক্ প্রজলিত হইলে উহা
 প্রাসাদ কিংবা গৃহায়ন্তে সকল বর্ণেরই শুভদ
 এবং উহা সামুহিক বাস্তব নামে অভিহিত
 হইয়া থাকে । তারপর রত্ন (মৃষ্টিবদ্ধ
 কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত একহাত) মাত্র গর্ত খনন
 করিয়া খনিত মৃত্তিকা দ্বারা তাহা পূরণ
 করিবে । যদি মৃত্তিকা অধিক হয় তবে সেই
 ভূমিতে গৃহাদি নির্মাণে সীলাভ হয় ; মৃত্তিকা
 কমিয়া গেলে হানি এবং সমান থাকিলে
 সম । তৎপরে কাল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া
 তাহাতে সৰ্ববিধ বীজ বপন করিবে । যদি
 ত্রি পক্ষ কিংবা সপ্ত রাত্রিমধ্যে সকল বীজ
 অকুরিত হইয়া বৃহৎ গাছ হয়, তবে সেই
 ভূমি উত্তম, এবং ক্ষুদ্র হইলে তাহা অবশ্য
 বৰ্জ্জনীয় । এবাধিধ পরীক্ষা শেষ হইলে
 পক্ষগব্য ও ঔষধিজলে ভূমি সেচন করিয়া
 সুবর্ণ দ্বারা রেখা দিয়া একাশীতি পদ
 করিবে । অনন্তর সকল স্থান সূত্র দ্বারা
 আলোড়ন এবং পিষ্ট (পিটুলী) দ্বারা
 লেপন করিবে । পূৰ্ণদিকে আয়ত দশটি
 এবং উত্তরায়ত দশটি রেখা করিতে হইবে ।
 সৰ্ববিধ বাস্তবিতাগেই এই উত্তয়দিকে নয় নয়

একাশীতিপদং কৃত্বা বাস্তবং সৰ্ববাস্তবম্ ॥ ২১
 পদস্থান পূজয়েদেবাংস্ত্রিংশৎপক্ষদশৈব তু ।
 দ্বাত্রিংশদ্বাত্তঃ পূজ্যাঃ পূজ্যাশ্চাত্ত্রয়োদশ ॥
 নামতস্তান প্রবক্ষ্যামি স্থানানি চ নিবোধত ।
 ঐশানকোণাদিষু তান পূজয়েদ্বিষা নরঃ ॥২৩
 শিখৌ চৈবাপ পঙ্কজৌ জয়ন্তঃ কুলিশায়ুঃ
 সূৰ্য্য-সত্যৌ ভূশশ্চৈব আকাশৌ বায়ুরেব চ ॥
 পুষা চ বিতথশ্চৈব গৃহকৃত্তয়মাবুভৌ ।
 গন্ধৰ্বৌ ভৃঙ্গরাজশ্চ যুগাঃ পিতৃগণস্তথা ॥ ২৫
 দৌবারিকোঃ খ সুর্য্যৌবঃ পুষ্পদন্তা জলাধিপঃ
 অশুরঃ শোষ-পাপৌ চ যোগোহহিমুখ্য এব চ
 ভল্লাটঃ সোম-সর্পৌ চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথা ॥
 বহির্দ্বাত্রিংশদেতে তু তদন্তত ততঃ শৃং ॥ ২৭
 ঐশানাদিচতুর্কোণে সংস্থিতান পূজয়েদ্বিধঃ ।
 আপটশ্চৈবাপ সাবিত্রৌ জয়ো রুদ্রস্তথৈব চ ॥২৮
 মধ্যে নবপদে ব্রহ্মা তস্তাষ্টৌ চ সমীপগান ।
 সাধ্যানেকান্তরান বিজ্ঞাৎ পূৰ্ণাগান নামতঃশৃণু

(১ ১) একাশীতিপদ বাস্তব জানিবে । সকল
 বাস্তবতেই বাস্তবদ্য ব্যক্তি একাশীতি পদ করিয়া
 সেই সেই পদস্থিত দ্বাত্রিংশৎ ও পক্ষদশ এবং
 বহির্দিকে দ্বাত্রিংশৎ ও মধ্যে ত্রয়োদশ দেব-
 তার অর্চনা করিবেন । সেই সকল অর্চনীয়
 দেবতার নাম ও পূজার স্থান কৌর্জন কর-
 তেছি ১১৪—২৩ শিখৌ, পঙ্কজ, জয়ন্ত, কুলি-
 শায়ুধ, সূৰ্য্য, সত্য, ভূগ, আকাশ, বায়ু, পুষা,
 বিতথ, গৃহকৃত্ত, যম, গন্ধৰ্ব, ভৃঙ্গরাজ, যুগ,
 পিতৃগণ, দৌবারিক, সুর্য্যৌব, পুষ্পদন্ত, জলা-
 ধিপ, অশুর, শোষ, পাপ, যোগ, অহিমুখ্য,
 ভল্লাট, সোম, সর্প, অদিতি ও দিতি—বহি-
 র্ভাগমানের এই দ্বাত্রিংশৎ দেবতাকে ঐশান-
 কোণে স্থত দ্বারা পূজা করিতে হয় । তাহার
 পর বিধান ব্যক্তি ঐশানাদি চতুর্কোণস্থিত যে
 সকল দেবতার পূজা করিবেন, বলিতেছি
 অবগত করুন । আপ, সাবিত্রী, জয়, রুদ্র, ব্রহ্মা
 এবং সমীপস্থ অষ্ট দেবতা—এই ত্রয়োদশ
 দেবতাকে নবপদে পূজা করিতে হইবে ।
 অনন্তর পার্শ্বস্থিত যে সকল সাধ্যগণের

অধ্যমা সবিতা চৈব বিবস্বান বিবুধাধিপঃ ।
মিত্রোহথ রাজযক্ষা চ তথা পৃথ্বীধরঃ স্মৃতঃ ॥৩৮॥
অষ্টমশাপবৎসন্ত পরিতো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ।
আপশ্চৈবাপবৎসন্ত পর্জন্তোহগ্নির্দিতস্তথা ॥৩৯॥
পদিকানাস্ত বর্গোহয়মেবং কোণেষশেষতঃ ।
তন্মধ্যে তু বহির্বিংশদ্বিপদাস্তে তু সর্বশঃ ॥৩৯২॥
অধ্যমা চ বিবস্বান্চ মিত্রঃ পৃথ্বীধরস্তথা ।
ব্রহ্মণঃ পরিতো দিকু ত্রিপদাস্তে তু সর্বশঃ ॥৩৯৩॥
বংশানিদানৌ বক্ষ্যামি ঋজুনপি পৃথক্ পৃথক্
বায়ুঃ যাবৎ তথা রোগাৎপিতৃভাঃ শিখিনঃ পুনঃ
মুখ্যাদভূশঃ তথা শোষাদ্বিতথঃ যাবদেব তু ।
সুগ্রীবাদদিতিং যাবন্মৃগাৎ পর্জন্তমেব চ ॥ ৩৯৪॥
এতে বংশাঃ সমাখ্যাতাঃ কচিচ্চ জয়মেব তু ।
এতেষাং যন্ত সম্পাতঃ পদং মধ্যং সমং তথা
মন্ম চৈতৎ সমাখ্যাতঃ ত্রিশূলঃ কোণগঞ্চ যৎ ।
স্তম্ভঃ স্ত্র্যাসেযু বর্জ্যানি তুলাবিধিসু সর্বদা ॥৩৯৫॥

পূজা করিতে হয় তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর,—
অধ্যমা, সবিতা, বিবস্বান, বিবুধাধিপ, মিত্র,
রাজযক্ষা, পৃথ্বীধর এবং আপবৎস এই অষ্ট
দেবতা পূর্বদিকে পূজ্য । অতঃপর আপ,
আপবৎস, পর্জন্ত, অগ্নি ও দিত অগ্নিকোণ-
সমীপে ইহাদিগের পূজা বিধেয় । কোণ
সকলে পদস্থ দেবগণের ইহাই পূজাবিধি ।
অধ্যমা, বিবস্বান, মিত্র, পৃথ্বীধর,—ইহারা
বিংশমধ্যে ও বাহিরে এবং পূর্বও দক্ষিণদিকে
ত্রিপদস্থ দেবগণ পূজিত হইবেন । সম্প্রতি
সরলভাবে পৃথক্ পৃথক্ বংশ বলিতেছি ।
বায়ু হইতে রোগ পর্যন্ত, পিতৃগণ শিখী
পর্যন্ত, এইরূপ মুখ্য হইতে ভূশ, শেষ হইতে
বিতথ, সুগ্রীব হইতে অদিতি, মৃগ হইতে
পর্জন্ত পর্যন্ত—ইহারাই বংশ বলিয়া বিখ্যাত,
কোথাও আবাস মৃগ হইতে জয় পর্যন্ত
বংশ কথিত হয় । পদমধ্যে ইহাদিগের যে
পতন, তাহাই পদ, মধ্য ও সম নামে অভি-
হিত হয় এবং মধ্য ত্রিশূল ও কোণগ
আখ্যায়ও ইহারাই আখ্যাত ; স্তম্ভস্তাস ও
তুলাদি বিধিতে এই সকল সর্বদা বর্জনীয় ।

কৌলোচ্ছিষ্টোপঘাতাদি বর্জয়েদ্ব্যভূতো জনঃ ।
সর্বত্র বাস্তর্নির্দিষ্টো পিতৃবৈশ্বানরায়তঃ ॥ ৩৮০॥
মূর্জস্তগ্নিঃ সমাদিত্যৌ মুখে চাপঃ সমাশ্রিতঃ ।
পৃথ্বীধরোহধ্যমা চৈব স্তনরোস্তাবধিষ্ঠিতৌ ॥৩৮১॥
বক্ষঃস্থলে চাপবৎসঃ পূজনীয়ঃ সদা বৃধৈঃ ।
নেত্রয়োর্দিতি-পর্জন্তো স্রোত্রেহদিতিজয়ন্তকৌ
সর্পেস্ত্রাবৎসংস্রোতু পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ ।
সূর্য্যাসোমাদয়স্তদ্বাহোঃ পঞ্চ চ পঞ্চ চ ॥ ৪১০॥
কুজশ্চ রাজযক্ষা চ বামহস্তে সমাশ্রিতৌ ।
সাবিত্রঃ সবিতা তদ্বদন্তঃ দক্ষিণমাস্রিতৌ ॥৪১১॥
বিবস্বানথ মিত্রশ্চ জঠরে সংব্যবস্থিতৌ ।
পুষা চ পাপযক্ষা চ হস্তয়োর্মণিবন্ধনে ॥ ৪১২॥
তথেষ্বানুরশোষৌ চ বামপার্শ্বে সমাশ্রিতৌ ।
পার্শ্বে তু দক্ষিণে তদ্বদ্বিতথঃ সগৃহকৃতঃ ॥ ৪১৩॥
উর্কোহধ্যমাসুপৌ স্রোত্রে জাহ্নবীর্গন্ধর্বপুন্সকৌ
জজ্ঞয়োভূশসুগ্রীবৌ ফিকুস্রো দৌবারিকৌ
মৃগঃ ॥ ৪১৪॥

জয়শকৌ তথা মেঘে পাদয়োঃ পিতরস্তথা ।
মধ্যে নবপদে ব্রহ্মা হৃদয়ে স তু পূজ্যতে ॥ ৪১৫॥

১৪—৩৭। সর্বত্রই পিতৃগণ ও বৈশ্বানরায়ত
বাস্তর্নির্দিষ্ট করিবে এবং কৌল, উচ্ছিষ্ট ও
উপঘাতাদি যতপূর্বক পরিবর্জন করিবে ।
এই বাস্ত পুরুষের মস্তকে অগ্নি অধিষ্ঠিত
মুখে চাপ, স্তনদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত পৃথ্বীধর ও
অধ্যমা এবং পণ্ডিতপণ বক্ষস্থলে আপ-
বৎসের পূজা করিবেন । নেত্রদ্বয়ে দিত ও
পর্জন্ত, কর্ণে জয়ন্তক, কঙ্কদেশে সর্প ও ইন্দ্র
যতপূর্বক পূজ্য বাহুদ্বয়ে রবিসোমাদি, বামহস্তে
কুজ ও রাজযক্ষা, দক্ষিণবাহুতে সাবিত্র এবং
সবিতা, উদরে বিবস্বান ও কৈত্র, হস্তদ্বয়ের
মণিবন্ধে পুষা এবং অধ্যমা, বামপার্শ্বে অনুর
ও শেষ, দক্ষিণপার্শ্বে গৃহকৃত সহ বিতথ, উর্ক-
দ্বয়ে যম এবং অম্বুপতি, জাহ্নবীদ্বয়ে গন্ধর্ব এবং
পুন্সক, জজ্ঞাদ্বয়ে ভূশ ও সুগ্রীব, তন্নয়নাগে
দৌবারিক ও মৃগ, মেঘে জয় এবং শক এবং
পাদদেশে পিতৃগণ, মধ্যনবপদে ও হৃদয়ে ব্রহ্মা,

চতুঃষষ্টিপদে ব.স্তঃ প্রাসাদে ব্রহ্মণা স্মৃতঃ ।
 ব্রহ্মা চতুঃষষ্টিপদে কোণে বর্জপদাস্তথা ॥ ৪৭
 বহিঃকোণেষু বাস্তো তু সার্ব্বাশ্চাত্তদ্যসংস্থিতাঃ
 বিংশতিষিপদাশ্চৈব চতুঃষষ্টিপদে স্মৃতাঃ ॥ ৪৮
 গৃহায়ন্তেষু কণ্ঠতঃ স্বাম্যক্ষে যত্র জায়তে ।
 শল্যস্তপনয়েৎ তত্র প্রাসাদে ভবনে তথা ॥ ৪৯
 শল্যঃ ভয়দং যত্রাদশল্যঃ শুভদায়কম্ ।
 হীনাধিক্যস্তাং বাস্তোঃ সৰ্ব্বথা তু বিবৰ্জয়েৎ
 নগরগ্রামদেশেষু সৰ্ব্বত্রৈবঃ বিবৰ্জয়েৎ ।
 চতুঃশালং ত্রিশালঞ্চ দ্বিশালঞ্চৈকশালকম্
 নামতস্তান্ প্রবক্ষ্যামি স্বরূপেণ দ্বিজোত্তমাঃ ।

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে একাশীতিপদবাস্ত-
 নিৰ্ণয়ো নাম ত্রিপঞ্চাশদধিকাবিশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫০ ॥

— — —

এই নিয়মে পূজা করিতে হয় । প্রাসাদে চতুঃ-
 ষষ্টিপদ বাস্ত বিজ্ঞেয় । ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন,
 ঐ চতুঃষষ্টিপদে ব্রহ্মা চতুঃষষ্টিপদ, কোণে অর্দ্ধপদ,
 বাস্তর বহিঃকোণে সার্ব্বপদ, চতুঃষষ্টিপদে এই
 বিংশতিষিপদ জানিবে । গৃহায়ন্ত করিলে যদি
 স্বামীর অঙ্গে কণ্ঠতি জন্মে, তবে বুঝিতে হইবে
 ব.স্ততে শল্য আছে, শল্যযুক্ত বাস্তই ভীতি-
 প্রদ এবং অশল্য বাস্ত শুভ, অতএব প্রাসাদ
 ভবন হইতে ঐ শল্য অপনয়ন করিবে ।
 কোন অঙ্গ হীন অথবা কোন অঙ্গ অধিক—
 কি নগর, কি গ্রাম, কি দেশ—সৰ্ব্বত্রই তাদৃশ
 বাস্ত পরিত্যাগ করিবে । হে দ্বিজোত্তমগণ!
 চতুঃশাল, ত্রিশাল, দ্বিশাল ও একশাল
 বাস্তরও স্বরূপ নাম বলিতেছি, শ্রবণ
 করুন । ৫৮—৫১ ।

ত্রিপঞ্চাশদধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫০ ॥

চতুঃপঞ্চাশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

চতুঃশালং প্রবক্ষ্যামি স্বরূপং নামতস্তথা ।
 চতুঃশালং চতুর্দ্বারৈরনির্দৈর্যঃ সীতোমুখম্ ॥ ১
 নাস্তা তৎ সৰ্ব্বতোভদ্রং শুভং দেব-নৃপালয়ে ।
 পশ্চিমদ্বারহীনঞ্চ নন্দ্যাবর্তং প্রচক্রেত ।
 দক্ষিণদ্বারহীনস্ত বর্জমানমুদাহৃতম্ ।
 পূর্বদ্বারবিহীনং তৎ স্বাস্তকং নাম বিক্রতম্ ॥ ৩
 কচকঞ্চোত্তরদ্বারবিহীনং তৎ প্রচক্রেত ।
 সৌম্যশালাবিহীনং যৎ ত্রিশালং ধন্তকঞ্চ তৎ
 কেমবুদ্ধিকরং নৃণাং বহুপুত্রকলপ্রদম্ ।
 শালয়া পূর্বয়া হীনং স্নুকেত্রমিতি বিক্রতম্ ॥ ৫
 ধন্তং যশস্তমায়ুধ্যং শোকমোহবিনাশনম্ ।
 শালয়া সাম্যয়া হীনং যদ্বিশালস্ত শালয়া ॥ ৬
 কুলক্ষয়করং নৃণাং সৰ্ব্বব্যাদিতয়াবহম্ ।
 হীনং পশ্চিময়া যৎ তু পূর্বকরং নাম তৎ পুনঃ ॥

চতুঃপঞ্চাশদধিকাবিশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—চতুঃশাল বাস্তর স্বরূপ
 ও নাম বলিতেছি,—চতুঃশাল বাস্তকে
 চারিটি দ্বার ও অনিন্দ (আলিশা) দ্বারা
 পরিবেষ্টিত করিতে হইবে । রাজভবন বা
 দেবালয় চতুঃশাল কৃত হইলে উহার নাম
 সৰ্ব্বতোভদ্র এবং উহা শুভ ; পশ্চিমদিকে
 দ্বারহীন হইলে উহা নন্দ্যাবর্ত বলিয়া কথিত,
 দক্ষিণদিকে দ্বারহীন হইলে বর্জমান, পূর্ব-
 দিকে দ্বারহীন হইলে স্বাস্তক এবং উত্তরদিকে
 দ্বারহীন হইলে কচক বলিয়া কথিত হইয়া
 থাকে । শালা সকল পরস্পর একটু অসমান
 হইলে তাহাকে ত্রিশাল বলা হয় । ঐ ত্রিশাল
 মানবদিগের ধন্ত, মঙ্গলবুদ্ধিকর এবং বহু
 পুত্রদ হয় । যাহার পূর্বদিক্ গৃহহীন, তাহা
 স্নুকেত্র বলিয়া বিক্রত । ঐ স্নুকেত্রও যশ ও
 আয়ুবর্ধক এবং শোকমোহ-বিনাশক । যাহার
 গৃহস্থল বৃহৎ ও দক্ষিণদিক্ গৃহশূন্য, তাহা
 মানবদিগের কুলক্ষয়কর ও সৰ্ব্বব্যাদিতয়া-
 বহ । যাহার পশ্চিমদিকে গৃহ নাই, তাহার

মিত্র-বন্ধুন্ সুতান্ হস্তি তথা সৰ্গভয়াবহম্ ।
 যাম্যাপরাভ্যাং শালাভ্যাং ধনধান্যফলপ্রদম্ ॥
 ক্ষেমবৃদ্ধিকরং নৃণাং তথা পুত্রফলপ্রদম্ ।
 যমশ্রুধ্যাং বিজ্ঞেয়ং পশ্চিমোত্তরশালিকম্ ॥১০
 রাজাগ্নিভেদং নৃণাং কুলক্ষয়করঞ্চ যৎ ।
 উদকপূৰ্বে তু শালেহ দগুণ্যে যত্র তদ্ববেৎ
 অকালমৃত্যুভয়দং পরচক্রভয়ারহম্ ।

• ধনাধ্যাং পূৰ্ব-যাম্যভ্যাং শালাভ্যাং
 যদ্বিশালিকম্ ॥ ১১

• তচ্ছত্রভয়দং নৃণাং পরাভবভয়াবহম্ ।
 চুম্বী পূৰ্বাপরাভ্যাং সা ভবেমৃত্যুশূচনী ॥১২
 বৈধব্যদায়কং স্রীগামনেকভয়কারকম্ ।
 কার্যমুত্তর-যাম্যভ্যাং শালাভ্যাং ভয়দং নৃণাম্
 সিদ্ধার্থবজ্রবর্জ্যানি বিশালানি সদা বুধৈঃ ।
 অথাভঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ভবনং পৃথিবীপতেঃ ॥১৪

:-

নাম পঞ্চম । ঐ শালা মিত্র, বন্ধু ও সুত
 বিনষ্ট করে এবং বিবিধ ভয় জন্মায় । পশ্চিম
 দিকে হুইখানি গৃহ দ্বারা যে শালা নির্মিত হয়,
 তাহা মানবগণকে ধনধান্য-সম্পন্ন করে এবং
 মঙ্গলযুক্ত ও পুত্রফল প্রদান করিয়া থাকে ।
 পশ্চিম ও উত্তর দিকে গৃহযুক্ত শালার নাম
 যমশ্রুধ্যা । উহা রাজা ও অগ্নি হইতে ভয়
 প্রদান এবং কুলক্ষয় করিয়া থাকে । উত্তর
 ও পূৰ্বদিকে যে গৃহ নির্মিত হয়, তাহার
 নাম দগুণ্য, এইরূপ শালা অকালমৃত্যু
 উপস্থিত করে এবং অস্ত্র রাজা হইতে
 ভয়প্রদান করিয়া থাকে । পূৰ্ব ও দক্ষিণ-
 দিকে বিশাল গৃহ দ্বারা শালা নির্মিত হইলে
 তাহাকে ধনাধ্য বলা হয়, উহা মানবগণের
 শত্রুভয়দ ও পরাভবকারী । পূৰ্ব ও পশ্চিম
 দিকে চুম্বী (উনোন) থাকিলে উহা মৃত্যুর
 সূচনা করে এবং স্রীগণের বৈধব্যদায়ক ও
 নানাবিধ ভয়জনক হয় । উত্তর দক্ষিণদিকে
 হুইখানি গৃহ থাকিলে উহা মানবের ভয়দ
 হয় । সিদ্ধার্থ ও বজ্রযুক্ত বিশাল গৃহ সকল
 পণ্ডিতগণ সৰ্বদা পরিত্যাগ করিবেন । অন-
 ক্ষর রাজভবন কিরূপ হইবে, তাহা বলি-

পঞ্চপ্রকারঃ তৎ প্রোক্তমুত্তমাদি বিভেদতঃ ।
 অষ্টোত্তরং হস্তশতং বিস্তরশ্চোত্তমো মতঃ ॥১৫
 চতুর্হস্তেষ্ণু বিস্তারো হীয়তে চাষ্টতিঃ কঠৈঃ ।
 চতুর্থাংশাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চাংশি নিগদ্যতে ॥ ১৬
 যুবরাজস্ত বক্ষ্যামি তথা ভবনপঞ্চকম্ ।
 যদুভিঃ যদুভিস্তথানীতি হীয়তে তত্র বিস্তরীং
 ত্র্যাংশেন চাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চাংশি নিগদ্যতে ।
 সেনাপতেঃ প্রবক্ষ্যামি তথা ভবনপঞ্চকম্ ॥১৮
 চতুঃষষ্টিং বিস্তারীং যদুভিঃ যদুভিস্ত হীয়তে
 পঞ্চাশেতেষু দৈর্ঘ্যঞ্চ যদুভাগেনাধিকং ভবেৎ
 মন্ত্রিণামথ বক্ষ্যামি তথা ভবনপঞ্চকম্ ।
 চতুঃচতুর্ভির্হীনা স্ত্রীং করষষ্টিপ্রবিস্তরে ॥ ২০
 অষ্টাংশেনাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চাংশি নিগদ্যতে ।
 সামন্তামাত্যলোকানাং বক্ষ্যে ভবনপঞ্চকম্ ॥২১
 চত্বারিংশং তথাষ্টৌ চ চতুর্ভির্হীয়তে ক্রমাৎ ।
 চতুর্থাংশাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চাশেতেষু শস্ততে ॥২২

তেছি । উত্তমাদি ভেদে উহা পাঁচ প্রকার
 কথিত হয়, তন্মধ্যে অষ্টোত্তর শত হস্তবিস্তৃত
 ভবনই উত্তম । ১—১৫ । অস্ত্র চারি প্রকার
 ভবনের বিস্তৃতি ক্রমে আট হাত করিয়া
 কম হইবে ; কিন্তু পাঁচপ্রকার ভবনেরই চারি
 অংশের অধিক দৈর্ঘ্য কথিত হয় । ঐরূপ
 যুবরাজের উত্তমাদিভেদে ভবনপঞ্চকের
 কথা বলিতেছি । যুবরাজের ভবন যদুভিঃ
 হস্ত বিস্তৃত এবং অপরাষ্ট্রলি ক্রমে ছয় হাত
 করিয়া কম হইবে ; কিন্তু ঐ ভবনপঞ্চকেরও
 বিস্তার হইতে দৈর্ঘ্য অধিক নির্দিষ্ট হইয়াছে ।
 সেনাপতির পঞ্চপ্রকার ভবনের বিষয় অভি-
 হিত হইতেছে । সেনাপতির ভবন চতুঃষষ্টি-
 হস্ত বিস্তৃত এবং ছয় হাত ক্রমবদ্ধ ; এই পাঁচ
 প্রকার গৃহেরই দৈর্ঘ্য ছয় ভাগের অধিক
 হইবে । অনন্তর মন্ত্রিভবনপঞ্চক বলিতেছি,—
 উহা ষষ্টিহস্ত বিস্তৃত এবং চতুর্হস্ত ক্রমবদ্ধ ।
 এই ভবনপঞ্চকেরই দৈর্ঘ্য অষ্টাংশ অধিক ।
 সামন্ত ও অমাত্যদিগের গৃহপঞ্চকের কথা
 বলিতেছি,—ঐ সকল গৃহ অষ্টচত্বারিংশং
 হস্ত বিস্তৃত, চতুর্হস্ত ক্রমবদ্ধ, চতুর্থাংশ অধিক

শিল্পিনাং কঙ্করীনাঞ্চ বেস্তানাং গৃহপঞ্চকম্ ।
 অষ্টাবিংশতি করণাস্ত বিহীনং বিস্তরে ক্রমাৎ
 দ্বিগুণং দৈর্ঘ্যমেবোক্তং মধ্যমেমেবমেব তৎ ।
 দূতীকর্ণাঙ্ককাদীনাং বক্ষ্যে ভবনপঞ্চকম্ ॥২৪
 চতুর্থাংশাধিকং দৈর্ঘ্যং বিস্তারো দ্বাদশৈব তু ।
 অর্ধাঙ্ককরহানিঃ স্তাষিষ্টায়াং পঞ্চশঃ ক্রমাৎ ॥
 দৈবজ্ঞ-গুরুবৈদ্যানাং-সভাস্তাং পুরোধসাম্ ।
 তেষামপি প্রবক্ষ্যামি তথা ভবনপঞ্চকম্ ॥ ২৬
 চত্বারিংশৎ তু বিস্তারাক্ততুর্ভিহীযতে ক্রমাৎ ।
 পঞ্চশ্চেতেষু দৈর্ঘ্যঞ্চ ষড়্ভাগেনাধিকং ভবেৎ ॥
 চতুর্ধ্বপত্র বক্ষ্যামি সামান্তং গৃহপঞ্চকম্ ।
 ষাট্রিংশতিকরণাস্ত চতুর্ভিহীযতে ক্রমাৎ ॥২৮
 আ ষোড়শাদিতি পরং নূনমন্তেহবসামিনাম্ ।
 দশাংশেনাষ্টভাগেন ত্রিভাগেণাথ পাদিকম্ ॥
 অধিকং দৈর্ঘ্যমিত্যাহত্ৰীক্ষণাদেঃ প্রশস্ততে ।
 সেনাপতের্নৃপস্তাপি গৃহয়োঃ স্তরেণ তু ॥ ৩০

দীর্ঘ কথিত । শিল্পী, কঙ্করী ও গণিকাগণের
 গৃহপঞ্চকের বিষয় বলিব,—এ সকল গৃহ
 অষ্টাবিংশতি হস্ত বিস্তৃত এবং দ্বিহস্ত করিয়া
 ক্রমহ্রস্ব, উহাদের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ, ইহা মধ্যম
 ভবনেও বুদ্ধিতে হইবে । দূত ও পরিবারা-
 দির ভবনপঞ্চক বলিতেছি,—উহার বিস্তৃতি
 দ্বাদশ হস্ত এবং দৈর্ঘ্য চারি অংশ অধিক ।
 এই গৃহপঞ্চকের ও বিস্তৃতি সার্কিহস্ত ও ক্রম-
 হ্রস্ব হইবে । দৈবজ্ঞ, গুরু, বৈজ্ঞ, সভাস্তার
 ও পুরোধিত, ইহাদিগেরও ভবনপঞ্চক
 বলিতেছি,—এ সকল ভবনের বিস্তার চত্বা-
 ংশৎ হস্ত এবং উহার চতুর্হস্ত করিয়া ক্রমহ্রস্ব
 ও এই পাঁচ প্রকারেরই ষষ্ঠভাগ অধিক
 দীর্ঘ হইবে । ব্রাহ্মণাদি চারিঘণের সামান্ত
 গৃহপঞ্চক বলিতেছি, এই সকল গৃহ ষাট্রিংশৎ
 হস্ত বিস্তৃত ও চারি হাত করিয়া ক্রমহ্রস্ব এবং
 অন্ত্যাবসাদীদিগের গৃহ ষোড়শ হস্ত পর্যন্ত
 অথবা তাহা হইতে নূন হইবে । উহার
 দৈর্ঘ্য দশ, অষ্ট, তিন বা চারিভাগ হইবে ।
 এই যে দৈর্ঘ্যের বিষয় উক্ত হইল,
 ব্রাহ্মণাদি প্রাতি সম্বন্ধেই ইহা প্রশস্ত ।

নৃপবাসগৃহঃ কার্য্যং ভাণ্ডাগারঃ তথৈব চ ।
 সেনাপতের্নৃপস্তাপি চাতুর্ধ্বপত্র চাত্তরে ।
 বাসায় চ গৃহং কার্য্যং রাজপূজোষু সর্বদা ॥৩১
 অন্তরপ্রভবাণাঞ্চ স্থপিতৃগৃহমিতি ॥
 তথা হস্তপত্রাদর্শং গদ্যং বনবাগিনাম্ ॥ ৩২
 সেনাপতের্নৃপস্তাপি সপ্তত্যা সহিতেহধিতে ।
 চতুর্দশহস্তে ব্যাসে শালাস্তাসঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥
 পঞ্চত্রিংশতিতে তাম্রলিন্দঃ সমুদাহৃতঃ ।
 তথা ষট্রিংশদন্তা তু সপ্তাঙ্গুলসমবিতা ॥ ৩৪
 বিপ্রস্ত মহতী শালা ন দৈর্ঘ্যং পরতো ভবেৎ
 দশাঙ্গুলাধিকা তদ্বৎ কত্রিয়স্ত ন বিদ্যতে ॥৩৫
 পঞ্চত্রিংশৎকরা বৈশ্ণে অঙ্গুলানি ত্রয়োদশ ।
 তাবৎকটৈব শূদ্রস্ত যুতা পঞ্চদশাঙ্গুলৈঃ ॥ ৩৬
 শালায়াস্ত ত্রিভাগেণ যন্তাঃ প্রৌথিকঃ ভবেৎ
 সৌকীযং নাম তদ্বাস্ত পশ্চাচ্ছেয়োচ্ছুরং ভবেৎ
 পার্শ্বয়োর্বীথিকা যত্র সাবৃষ্টস্তং তদ্ব্যচ্যতে ।

রাজধানী ও সেনাপতির গৃহের মধ্যেই
 রাজা বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং
 ভাণ্ডারগৃহও ইহার মধ্যেই স্থাপিত
 হইবে । ১৬—৩০ । সেনাপতির গৃহের চারি-
 দিকে সর্বদা রাজপূজ্য ব্রাহ্মণাদি চতুর্ধ-
 ণের বাস হইবে । এতদ্বারা অন্তান্ত জাতি
 ও বনোচরগণের শয়নগৃহ পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ
 বলিয়া কথিত হয় । নৃপ ও সেনাপতির শয়ন-
 গৃহ সপ্ততি হস্ত দৈর্ঘ্য-সমবিত, উহার চতুর্দশ
 হস্তদূরে ব্যাস এবং পঞ্চত্রিংশৎ হস্ত মধ্যে
 অলিন্দ সংস্থাপিত করিবে, ইহাই শালাস্তাস
 বিধি কথিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণগৃহ—সপ্তাঙ্গুলা-
 বিত ষট্রিংশৎ হস্ত দীর্ঘ । উক্ত পরিমাণ
 পরিভাগ করিয়া ব্রাহ্মণ কখন শালানির্মাণ
 করিবেন না । ঐরূপ কত্রিয়গৃহের দৈর্ঘ্য
 দশাঙ্গুলাধিক ষট্রিংশৎ হস্ত এবং বৈশ্ণব
 ত্রয়োদশাঙ্গুলাধিক পঞ্চত্রিংশৎ হস্ত । শূদ্রের
 হস্তপরিমাণ পূর্বরূপ । কিন্তু পঞ্চদশাঙ্গুল
 অধিক । শালা ত্রিভাবিত্ত হইলে প্রথম
 ভাগে যাহার পথ, এবং পশ্চাৎভাগ সুন্দর ও
 উন্নত, তাহার নাম সৌকীয । যাহার পার্শ্ব

সমস্তাদীধিকা যত্র স্নুহিতঃ তদিত্যোচ্যতে ॥৩৮
 ওতদং সর্বমেতৎ স্ফাচ্চাতুর্ধ্বণ্যে চতুর্ধ্বম্ ।
 বিস্তরাৎ বোড়শো ভাগস্তথা হস্তচতুষ্টিম্ ॥
 প্রথমো ভূমিকোঙ্ক্ষায় উপরিষ্টাৎ প্রহীয়তে ।
 দ্বাদশাংশেন সর্বাস্থ ভূমিকাস্থ তথোঙ্ক্ষয়ঃ ॥৪০
 পকেষ্টকা ভবেদ্ধিত্তিঃ বোড়শাংশেন বিস্তরাৎ
 দারবৈরপি কল্প্যা স্ফাৎ তথা মৃন্ময়ভিত্তিকা ॥
 গর্ভমানেন মানস্ত সর্ববাস্তবু শস্মতে ।
 গৃহব্যাসস্ত পঞ্চাশদষ্টাদশভিরঙ্গুলৈঃ ॥ ৪২
 সংযুতো দ্বারবিদস্তো দ্বিগুণশোঙ্ক্ষয়ো ভবেৎ ।
 দ্বারশাখাস্থ বাহন্যমুঙ্ক্ষায়করসম্মিতঃ ।
 অঙ্গুলৈঃ সর্ববাস্তবনাং পৃথুৎ শস্মতে বৃধৈঃ ।
 উদ্বহরোত্তমানঞ্চ তদর্দ্ধাৰ্দ্ধং প্রবিস্তরাৎ ॥ ৪৪
 ইতি ক্রীমাংশে মহাপুরাণে বাস্তবিদ্যাস্থ গৃহ-
 মাননির্ণয়ো নাম চতুঃপঞ্চাশদধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫৪ ॥

পথ প্রতিষ্ঠিত, তাহার নাম সাবষ্টম্, এবং
 বাহার চারিদিকেই পথাতি তাহার নাম
 স্নুহিত, এই চতুর্ধ্ব শালাই ব্রাহ্ম-
 ণাদি চতুর্ধ্বের ওতপ্রদ । ক্ষুদ্র ভূমিতে
 যে সকল শলা নির্মিত হইবে উহার
 প্রথম উচ্চতা ভূমির বিস্তার অপেক্ষা
 হস্তচতুষ্টিম্ব অধিক বোড়শাংশের একাংশ ;
 তৎপর উপর দিকে ক্রমে হ্রস্ব হইয়া সকল
 ভূমিরই উচ্চতা দ্বাদশাংশের একাংশ হইবে ।
 ভূমির ভিত্তি পক ইষ্টকদ্বারা নির্মিত হইবে
 এবং উহার পরিমাণ ভূমির বিস্তারের
 বোড়শাংশের একাংশ । যদি দারদ্বারা
 মুক্তিকান্তি কল্পিত হয়, তবে গৃহমধ্যাংশ
 যে পরিমাণ, ভিত্তি ঠিক তাহার সমান হইবে;
 এইরূপ বাস্তবই প্রশস্ত । গৃহপরিধিতে পঞ্চাশৎ
 অঙ্গুলি বিস্তার ও অষ্টাদশ অঙ্গুলি বেধ
 করিয়া বিকল্প সংযোজিত করিবে এবং
 উচ্চতা হইবে উহার দ্বিগুণ । ইহাতে বহু
 সংখ্যক গবাক নির্মিত হইবে এবং তাহার
 উচ্চতা হইবে এক হস্ত । বেধ-পরিমাণ
 সর্বত্রই অঙ্গুলিমাণে নির্ণেয় । গৃহের লীঘ-

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ ।

অথাহঃ সপ্তাবক্ষ্যামি স্তম্ভমাননির্ণয়ম্ ।
 কৃহা স্বভবনোঙ্ক্ষায়ং সদা সপ্তগুণং বৃধৈঃ ॥ ১
 অশীত্যংশঃ পৃথুৎ স্ফাদগ্রেণাবত্তণৈঃ সহ ।
 কচকচতুরস্রঃ স্ফাৎ অষ্টাশ্চো বজ্র উচ্যতে ॥
 দ্বিবজ্রঃ বোড়শাশ্চ দ্বাত্রিংশাশ্চ প্রণী-
 নকঃ ॥
 মধ্যপ্রদেশে যন্তস্তো বৃত্তো বৃত্ত ইতি স্মৃতঃ ॥৩
 এতে পঞ্চ মহাস্তম্ভাঃ প্রশস্তাঃ সর্ববাস্তবু ।
 পদ্মবলী-লতাকুস্ত-পত্র-দৰ্পণরূপিতাঃ ॥ ৪
 স্তম্ভস্ত নবমাংশেন পদ্মকুস্তাস্তরাণি তু ।
 স্তম্ভতুল্যা তুলা প্রোক্তা হীনা চোপতুলা ততঃ
 ত্রিভাগেণেহ সর্বত্র চতুর্ভাগেণ বা পুনঃ ।
 হীনং হীনং চতুর্থাংশাৎ তথা সর্বাস্থ ভূমিবু ॥৬

ভাগে পূর্বোক্ত পরিমাণের অর্দ্ধ বা তদর্দ্ধ
 উদ্বহর কাঠ বিস্তৃত করিবে । ৩১—৪৪ ।

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়
 সমাপ্ত ॥ ২৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

সূত্র কহিলেন,—অতঃপর স্তম্ভপ্রমাণাদি
 কহিতেছি । বুদ্ধিমান মানব স্বীয় ভবনের
 উচ্চতার সপ্তগুণ করিয়া তাহার অশীতি
 অংশ পরিমাণ উক্ত স্তম্ভের শূলতা করিবেন ।
 চতুরস্র স্তম্ভকে কচক, অষ্টাশকে বজ্র,
 বোড়শাশকে দ্বিবজ্র, দ্বাত্রিংশাশকে প্রণী-
 নক এবং মধ্যপ্রদেশে বৃত্তাকার স্তম্ভকে
 বৃত্তসংজ্ঞায় অভিহিত করা হয় । এই পঞ্চ-
 বিধ মহাস্তম্ভ সর্ববাস্তবতেই প্রশস্ত । সেই
 সকল স্তম্ভে, পদ্ম, লতা, বল্লী, কুস্ত, পত্র ও
 দৰ্পণ সকল চিত্রিত করা কর্তব্য । পদ্ম ও
 কুস্ত সকলের অন্তর-ব্যবধান—স্তম্ভের নব-
 মাংশ । স্তম্ভতুল্য পরিমাণেই তুলা ভাগ
 এবং তদপেক্ষা তিন বা চারি অংশ ন্যূন

বাসগেহানি সৰ্বেষাং প্রবেশে দক্ষিণেন তু ।
 দ্বারানি তু প্রবক্ষ্যামি প্রশস্তানীহ যানি তু ॥ ৭
 পূৰ্বেণেশ্রং জয়ন্তঞ্চ দ্বারং সৰ্বত্র শস্যতে ।
 যাম্যঞ্চ বিতথৈব দক্ষিণেন বিহুৰ্ব্বাঃ ॥ ৮
 পশ্চিমে পুষ্পদন্তঞ্চ বাকুণঞ্চ প্রশস্যতে ।
 উত্তরেণ তু ভল্লাটং সৌম্যন্ত শুভদং ভবেৎ ॥
 তথা বাস্তু সৰ্বত্র বেধঃ দ্বারস্ত বৰ্জয়েৎ ।
 দ্বারে তু রথায় বিদ্ধে ভবেৎ সৰ্বকুলক্ষয়ঃ ॥
 তরুণাদ্বেষবাহুলাং শোকঃ পঙ্কেন জায়তে ।
 অপস্মারো ভবেন্ন্যনং কৃপবেধেন সৰ্বদা ॥ ১১
 ব্যথা প্রসবণেন স্যাৎ কৌলেনাশ্রিত্যং ভবেৎ
 বিনাশো দেবতাবিদ্ধে স্তম্ভেন শ্রীকৃতঃ ভবেৎ
 গৃহভৰ্জুর্বিনাশঃ স্যাৎগৃহেণ চ গৃহে কৃতঃ ।
 অমেধ্যাবন্ধরৈবিদ্ধে গৃহীণী বন্ধকী ভবেৎ ॥ ১৩
 তথা শত্রুভয়ং বিন্দ্যাদস্ত্যাজস্যা গৃহেণ তু ।
 উচ্ছ্রায়াদ্বিগ্ণাং ভূমিঃ তাস্কা বেধো ন জায়তে
 স্বয়মুদবাটিতে দ্বারে উন্মাদো গৃহবাসিনাম্ ।

প্রমাণে উপতুলা নিৰ্ম্মাণ করিবে। সৰ্বত্রই
 এই নিয়ম জ্ঞাতব্য। বাসগৃহের যে যে
 দিকে যে সকল দ্বার করিতে হয়, তাহা
 বলিতেছি। পূৰ্বদিকে ইন্দ্র ও জয়ন্ত, দক্ষিণে
 যাম্য ও বিতথ, পশ্চিমে পুষ্পদন্ত ও বাকুণ
 এবং উত্তরদিকে ভল্লাট ও সৌম্য নামক
 দ্বারই প্রশস্ত; মণীষিগণ একরূপ বলেন।
 ১—২। বাস্তব দ্বার যাহাতে বেধযুক্ত না
 হয়, তাহাযে মনোযোগ রাখিবে। পথ
 দ্বারা দ্বারবেধ ঘটিলে কুলক্ষয়, অভিনব-
 রচিত ভূবেধে জনবিষেধ, পঙ্কবেধে শোক,
 কৃপবেধে অপস্মার, প্রসবণবেধে অনিষ্টাপাত,
 কীলকবেধে অগ্নিভয়, দেবতাবেধে বিনাশ,
 স্তম্ভবেধে শ্রীকৃত ক্লেশ, গৃহবেধে গৃহপতির
 নাশ, অপবিত্র দ্রব্যাদি দ্বারা বেধ
 ঘটিলে গৃহীণীর বন্ধ্যতা এবং অস্ত্যাজ গৃহ
 দ্বারা ভবনদ্বার বেধ ঘটিলে শত্রুভয় সমুৎপন্ন
 হয়। ভবনের উচ্চতা অপেক্ষা দ্বিগুণ ভূমির
 পর আর বেধদোষ থাকে না। যে ভবনের
 দ্বার আপনা হইতেই উন্মুক্ত হয়, সে গৃহবাসী

স্বয়ং বা পিহিতে বিজাৎ কুলনাশং বিচক্ষণঃ ॥
 মানাধিকে রাজভয়ং ন্যানে তদ্বরতো ভবেৎ ।
 দ্বারোপরি চ যদ্বারঃ তদন্তকং স্মৃতম্ ॥ ১৬
 অধ্বনো মধ্যদেশে তু অধিকো দস্য বিস্তরঃ
 বজ্রন্ত সঙ্কটং মধ্যো সদ্যো ভৰ্জুর্বিনাশনম্ ॥ ১৭
 তথাস্ত্রপীড়িতং দ্বারং বহুদোষকরং ভবেৎ ।
 মূলদ্বারাং তথাস্ত্রং তু নাধিকং শোভনং ভবেৎ
 কুন্তজীর্ণবল্লোভির্মূলদ্বারন্ত শোভয়েৎ ।
 পূজয়েচ্চাপি তরিত্যং বলিনা চাক্তোদকৈঃ ।
 ভবনস্ত্র বটঃ পূর্বে দিগুভাগে সার্বকামিকঃ ।
 উহুস্বরস্তথা যাম্যো বাকুণ্যাং পিঙ্গলঃ শুভঃ ॥ ২০
 প্রকশ্চোত্তরতো ধন্তো বিপরীতাস্ত্বসিদ্ধয়ে ।
 কণ্টকী কীরবৃক্ষচ অসনঃ সফলো দ্রুমঃ ॥ ২১
 ভাৰ্য্যাহানো প্রজাহানো ভবেতাং ক্রমশস্তদা ।
 ন চিন্দ্যাদ্যদি তানন্তানন্তরে স্থাপয়েচ্ছুতান্

জনগণ উন্মাদ হয়, এবং যাহার দ্বার আপনা
 হইতেই অবরুদ্ধ হয়, সে গৃহ কুলনাশক।
 দ্বার যদি পরিমাণাপেক্ষা অধিক হয়, তবে
 তাহাতে রাজভয়, এবং ন্যূন হইলে তদ্বর-
 ভয় ঘটে। দ্বারের উপর যে দ্বার, তাহা
 অন্তকমুখ-তুল্য। পশ্চিমধ্যে অতিবিস্তৃত দুৰ্গম
 ভবন বজ্রসদৃশ, উহা অল্পকাল মধ্যেই ভর্তার
 বিনাশ সাধন করে। অপর কোন কিছু
 দ্বারা আক্রান্ত দ্বার বহুদোষাকর। মূল
 দ্বার হইতে অপর দ্বার সকল অধিকরূপে
 সজ্জিত করিবে না। কুন্ত ও জীর্ণ লতাদি
 দ্বারা প্রধান দ্বার শোভিত করিতে হয়।
 প্রতিদিন অকৃত ও জল দ্বারা এই মুখ্য
 দ্বারের অর্চনা করা কর্তব্য। ১০—১১।
 ভবনের পূৰ্বদিকে বট বৃক্ষ থাকিলে সৰ্ব-
 কাম সিদ্ধি হয়। দক্ষিণে উহুস্বর, পশ্চিমে
 অশ্বথ এবং উত্তরে প্রক বৃক্ষ থাকিলে সেই
 ভবন গৃহকে ধন্ত করে। ইহার বিপরীতো
 বিপরীত ফল ঘটে। উক্ত পূৰ্বাদি দিকে
 যথাক্রমে কণ্টকী, কীরবৃক্ষ, অসন ও
 সরল ক্রম থাকিলে ভাৰ্য্যা ও প্রজাহান হইয়া
 থাকে। ঐরূপ বৃক্ষ থাকিলে যদি তাহা

পুরাণাশোক-বকুল-শমী-ভিলক-চম্পকান্ ।
দাড়িমো-পিপ্লগৌ-দ্রাক্ষাস্থথা কুসুমমণ্ডপান্ ॥২৩
জম্বীর-পূগ-পনস-ক্রম-কেতকাভি-
জাতী-সরোজ-শতপত্রিক-মল্লিকাভিঃ ।
যম্মারিকেল-কদলী-দলপাটলাভি-
যুক্তঃ তদত্র ভবনঃ শ্রীযম্মাতনোতি ॥ ২৪
ইতি শ্রীমাৎশ্চে মহাপুরাণে বাস্তবিত্তান্ত্র বেদ-
পরিবৰ্জনং নাম পঞ্চপঞ্চাশদধিকবিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

উদগাদিপ্লবং বাস্ত সমানশিখরং তথা ।
পন্নীক্য পূর্ববৎ কুর্ধ্যাৎ স্তম্ভোচ্ছ্রায়ং বিচক্ষণঃ
ন দেব-ধূর্ত-সচিব-চক্ৰারাগাঃ সমন্ততঃ ।
কারয়েত্তবনং প্রাক্তো হুঃখ-শোকভয়ং ততঃ ॥২

কাটিয়া না কেলে, তবে ঐ সকল বৃক্ষের মধ্যে
মধ্যে অপরূপর শুভ বৃক্ষ রোপণ করা
কর্তব্য । পুরাণ, অশোক, বকুল, শমী,
ভিলক, চম্পক, দাড়িম, পিপ্লগৌ, দ্রাক্ষা এবং
কুসুমমণ্ডপ,—এ সকল শুভদায়ক । জম্বীর,
পূগ, পনস, কেতকী, জাতী, সরোজ, শত-
পত্র, মল্লিকা, নারিকেল, কদলী, পাটলী,—এ
সকল বৃক্ষ থাকিলে সেই ভবনে শ্রীযুক্তি
হইয়া থাকে । ২০—২৪ ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ষট্‌পঞ্চাশদধিকবিশততম অধ্যায় ।

সূত কনিলেন,—বিচক্ষণ মানব প্রথমতঃ
পন্নীক্য করিয়া পূর্ববৎ স্তম্ভ ও উচ্চতাদগুস্ত
ক্রম সম-শিখর ও উত্তরান্নয় করিয়া বাস্ত
নিৰ্ম্মাণ করিবে । দেবতা, ধূর্ত, সচিব ও
চক্ৰের সন্নিহিত স্থানে প্রাক্ত ব্যক্তি ভবন
নিৰ্ম্মাণ করিবে না; কারণ, উহাতে হুঃখ-
শোক-ভয় হয় । চতুর্দিকেই কিয়ৎ পারমাণ

তন্ত্র প্রদেশাচ্ছহারস্তথোৎসর্গোহগ্রতঃশুভঃ ।
পৃষ্ঠতঃ পৃষ্ঠভাগস্ত সব্যাবর্তঃ প্রশস্ততে ॥ ৩
অপসব্যো বিনাশায় দক্ষিণে লীৰ্ষস্তুথা ।
সৰ্বকামকলো নৃণাং সম্পূর্ণো নাম নামতঃ ॥ ৪
এবং প্রদেশমালোক্য যত্নেন গৃহমারভেৎ
অথ সাংবৎসরপ্রাক্তে মূহূর্তে শুভলক্ষণে ॥ ৫
রত্নে পরি শিলাং কুর্হা সৰ্ববীজসমধিতাম্ ।
চতুর্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ স্তম্ভং কারয়িত্বা সুপুঞ্জিতম্ ॥ ৬
শুক্লাবরধরঃ শিল্লিরহিতো বেদপারগঃ ।
স্থাপিতং বিত্তমেন্তদ্বৎ সর্কৌষধিসমধিতম্ ॥ ৭
নানাক্তসমোপেত্য বস্ত্রালঙ্কারসংযুতম্ ।
ব্রহ্মঘোষণে বাঞ্ছেন গীতমঙ্গলনিশ্চিনৈঃ ॥ ৮
পায়সং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ হোমস্ত মধুসর্পিষা ।
বাস্তোপ্পতে প্রতিজানীহি মন্ত্রেণানেন সৰ্বদা
সুত্রপাতে তথা কার্য্যমেবং স্তম্ভোদয়ে পুনঃ ।

ভূভাগ ত্যাগ করিয়া ভবন নির্মাণ করা
কর্তব্য । সম্মুখভাগ বৃক্ষাদি দ্বারা অনাচ্ছন্ন
হওয়া আবশ্যক; পরন্তু পৃষ্ঠভাগ বৃক্ষাদি দ্বারা
সমাবৃত করাই কর্তব্য । উক্ত ভূভাগের
দক্ষিণাংশে ভবন নির্মাণে বিনাশ ঘটে;
কারণ, দক্ষিণাংশ বাস্তর লীৰ্ষস্বরূপ । অত-
এব বামভাগেই ভবন করা প্রশস্ত; কারণ,
বামভাগরচিত ভবনে নরগণের সৰ্বকাম-কল-
সিদ্ধি হয় । এই প্রকার মনোরম প্রদেশ
দেখিয়া যত্র সহকারে গণকনির্দিষ্ট শুভ
মূহূর্তে গৃহনিৰ্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইবেন । চারি
জন ব্রাহ্মণ লইয়া রত্নোপরি সৰ্ববীজযুক্তা
শিলা স্থাপন করিয়া একটি স্তম্ভ নির্মাণ-
পূর্বক তাহার অর্চনা করাইবেন । ১—৬ ।
শিল্লিব্যতীত কেবলমাত্র শুক্লাবরধারী
বেদপারগ ব্রাহ্মণ সর্কৌষধি দ্বারা
স্তম্ভকে স্নান করাইবেন এবং অক্ষত
ও বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে সংযুক্ত করিয়া
মঙ্গল গীতবাদিত্র ও বেদধ্বনি সহকারে
উহা রোপণ করিবেন । অনন্তর দ্বিজগণকে
পায়স ভোজন করাইয়া “বাস্তোপ্পতে প্রতি
জানীহি” এই মন্ত্রে মধু ও সূত দ্বারা হোম

দ্বারবংশোদ্ধয় তদ্বৎ প্রবেশসময়ে তথা ॥ ১০ ॥
 বস্ত্রশশমনে তদ্বদ্ব্যজ্ঞপঞ্চ পঞ্চধা ।
 ঐশানে সূত্রপাতঃ স্তম্ভারোপণম্ ॥
 প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্বাণীত বাস্তোঃ পদবিলেখনম্ ।
 তর্জুনী মধ্যমা চৈব তথাকৃষ্টম্ দক্ষিণে ॥ ১২ ॥
 প্রবাল-রত্ন-কনককলং পিষ্ট্বা কৃতোদকম্ ।
 সর্ববাস্তবিতাগেষু শস্তং পদবিলেখনে ॥ ১৩ ॥
 ন ভস্মাকারকাঠেন নথশস্ত্রেণ চর্ম্মভিঃ ।
 ন শূকান্ধিকপাটৈশ্চ কচিচ্ছাণ্ড বিলেখনেৎ ॥ ১৪ ॥
 এতির্বিলাষিতং কুর্বাদ্দুঃখ-শোক ভয়াদিকম্ ।
 যদা গৃহপ্রবেশঃ স্তাচ্ছিন্নো তত্রাপি ল কয়েৎ ॥
 স্তম্ভসূত্রাদিকং তদ্বচ্ছূভাত্তকলপ্রদম্ ।
 আদিত্যাতিমুখং রোতি শকুনিঃ পরুষঃ যদি ॥
 ভূল্যকালং স্পৃশেদঙ্গং গৃহভর্ত্তুর্ধদাশ্বনঃ ।
 বাস্তবে তদ্বিজানীয়ান্নরশল্যং ভয়প্রদম্ ॥ ১৭ ॥
 অকনানন্তরং যত্র হস্ত্যবস্থাপদং ভবেৎ ।

করিবেন । স্তম্ভারোপণ, সূত্রপাত, দ্বারবংশোদ্ধয় এবং গৃহপ্রবেশ সময়ে এই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে বাস্তবদোষোপশমনের জন্ত পঞ্চধা বাস্তব্যজ্ঞ বিহিত । প্রথমে ঐশান কোণে সূত্রপাত করিয়া অগ্নিকোণে স্তম্ভারোপণ করিতে হইবে, তারপর প্রদক্ষিণ করিয়া বাস্তপদ বিলেখন করিবে । দক্ষিণ হস্তে তর্জুনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা প্রবাল, রত্ন এবং কনকপিষ্ট উদক দ্বারা উপসিক্ত বস্ত্র বিলেখন করাই প্রশস্ত । নথ, অস্ত্র চর্ম্ম, ভগ্ন, দক্ষ কাঠ, শূকান্ধি এবং কপাল কদাচ এই সকল দ্বারা বাস্ত বিলেখন করিবে না । ইহা দ্বারা বাস্ত বিলেখিত হইলে দুঃখ শোকাদি ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে । অতএব গৃহপ্রবেশ সময়ে শিল্পী এই সকল বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন । গৃহপ্রবেশ কালে স্তম্ভসূত্রাদি স্তম্ভ লক্ষণসম্পন্ন হইবে এবং তৎকালে যদি শকুনি সূর্য্যমুখ হইয়া অমঙ্গল রবিরে কিংবা গৃহস্থামীর শরীর স্পর্শ করে, তবে বুঝিতে হইবে—বাস্তব অঙ্গে হস্তী, অশ্ব কিংবা অন্ত

তদঙ্গসমস্তবং বিন্দ্যাৎ তত্র শল্যং বিচক্ষণঃ ॥ ১৮ ॥
 প্রসার্য্যমাণে সূত্রে তু বা গোমায়ুর্বিলম্বতে ।
 তৎ তু শল্যং বিজানীয়াৎ ধরশকেহতিভৈরবে
 যদৌশানে তু দিগ্ভাগে মধুরং রোতি বায়সঃ ।
 ধনং তত্র বিজানীয়াস্তাগে বা স্যাম্যধিষ্ঠিতে ॥ ২০ ॥
 সূত্রচ্ছেদে ভবেন্মৃত্যুর্বাধ্যিঃ কৌলে ত্বধোমুখে
 অঙ্গারেষু তথোন্মাদং কপালেষু চ সন্ধ্যমম্ ॥ ২১ ॥
 কশ্মূল্যেযু জানীয়াৎ পৌশ্চল্যং স্ত্রীষু বাস্তবিৎ ॥
 গৃহভর্ত্তুর্গৃহস্থাপি বিনাশঃ শিল্পিসম্ভবে ॥ ২২ ॥
 স্তম্ভে স্কন্ধচ্যুতে কুস্ত্রে শিরোরোগঃ বিনির্দ্দিশেৎ ॥
 কুস্ত্রাপহারে সর্বস্ত কুলস্থাপি ক্ষয়ো ভবেৎ ॥
 মৃত্যুঃ স্থানচ্যুতে কুস্ত্রে ভগ্নে বন্ধঃ বিহবুধাঃ ।
 করসংখ্যাবিনাশে তু নাশং গৃহপতের্ব্বিহঃ ॥ ২৪ ॥
 বৌজৌষধিবিহীনে তু ভূতেভ্যো ভয়মাদিশেৎ ॥
 ততঃ প্রদক্ষিণেনান্তান্ স্তম্ভে স্তম্ভান্ বিচক্ষণঃ

কোন হিংস্রজন্তুর ভীতিজনক শল্য আছে সূত্র প্রসারিত হইলে যদি ঐ সূত্র কুকুর বা শূগালে লজ্জন করে, বা তৎকালে গর্দিত ভৈরব রব করে, তবে তথায় শল্য আছে বুঝিতে হইবে এবং ঐশান কোণে মধুর কাক-রব শ্রুত হইলে বুঝিতে হইবে—উহার কোন দিকে ধন প্রাপ্তি রহিয়াছে । সূত্র ছিন্ন হইলে মৃত্যু, অধোমুখ কৌলকে ব্যাধি, অঙ্গারে, উন্মাদ পীড়া এবং কপাল থাকিলে সন্ধ্যম ও কশ্মূল্যে স্ত্রী মৃত্যুরিত হইবে । শিল্পীর সময় ঘটিলে গৃহস্থামী বা গৃহের বিনাশ, স্তম্ভ কিংবা কুস্ত্র স্কন্ধচ্যুত হইলে শিরোরোগ এবং কুস্ত্র অপহৃত হইলে সমস্ত কুল বিনষ্ট হইয়া থাকে । ১—২৩ । পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—ঐ কুস্ত্র স্থানচ্যুত হইলে মৃত্যু এবং ভগ্ন হইলে বন্ধন হয় । করসংখ্যা বিপর্য্যস্ত হইলে গৃহপতির বিনাশ জানিবে এবং বৌজৌষধি বিহীন হইলে ভূতগণ হইতে ভয় হয় । অপ্রদক্ষিণ বিস্তৃত স্তম্ভ ভয়জনক, অতএব স্তম্ভোপদ্রবনাশক সকল প্রকার রক্ষা বিধান করিয়া বিচক্ষণ বাস্তবিদ প্রদক্ষিণ ক্রমেই বাস্তবিস্তাস করিবেন । স্তম্ভ

যশ্চাভ্যকরঃ ঘৃণাং যোজিতা হুপ্রদক্ষিণম্ ।
 রক্ষাং কুর্মাতি যত্নেন স্তম্ভোপজবনাশিনীম্ ॥২৬
 তথা কলবতীঃ শাখাং স্তম্ভোপরি নিবেশয়েৎ
 প্রাণদকৃৎপ্রবণং কুর্ধ্যাদ্ভিষুতস্ত ন কারয়েৎ ॥ ২৭
 স্তম্ভং বা ভবনং বাপি দ্বারং বাসগৃহং তথা ।
 দিগ্মুচে কুলনাশঃ স্তারঃ চ সংবর্জয়েদগৃহম্ ॥২৮
 যদি সংবর্জয়েদগৃহং সর্বদিক্ বিবর্জয়েৎ ।
 পূর্বেণ বর্জিতং বাস্তু কুর্ধ্যাদ্ভিষুতানি সর্বদা
 দক্ষিণে বর্জিতং বাস্তু মৃত্যবে স্তার সংশয়ঃ ।
 পশ্চাৎবিবর্জ্যঃ যদ্বাস্তু তদর্থক্ষয়কারকম্ ॥ ৩০
 বর্জ্যপিতং তথা সৌম্যে বহুসস্তাপকারকম্ ।
 আগ্নেয়ে যত্র বুদ্ধিঃ স্তাৎ তদগ্নিভয়দং ভবেৎ ॥
 বর্জিতং ব্রাহ্মসে কোণে শিশুক্ষয়করং ভবেৎ ।
 বর্জ্যপিতস্ত বায়বো বাতব্যাধিপ্ৰকোপকৃৎ ॥৬২
 ত্রিশাস্ত্রামরহানিঃ স্তাদ্ভাস্তো সংবর্জিতে সদা ।
 ঈশানে দেবতাগারঃ তথা শাস্তিগৃহং ভবেৎ ॥
 মহানসং তথাগ্নেয়ে তৎপার্শ্বে চোত্তরে জলম্ ।
 গৃহস্তোপকরঃ সর্বঃ নৈঋত্যে স্থাপয়েদ্বিধুঃ ॥৩৪
 বধস্থানং বহিঃ কুর্ধ্যাৎ স্নানমণ্ডপমেব চ ।

প্রাণদকৃৎপ্রবণ করিতে হইবে ; কিন্তু দিগ্-
 ভ্রম কদাচ করিবে না এবং স্তম্ভের উপরি-
 ভাবে কলযুক্ত একটি পদব বিস্তৃত করিবে ।
 স্তম্ভ, ভবন, গৃহ, দ্বার কিংবা বাসগৃহ এই
 সকলে দিগ্ভ্রম ঘটিলে কুলনাশ হয় এবং
 ঐ গৃহের কখনও অসমান ভাবে দিগ্ভ্রম
 বুদ্ধি করিবে না, বাড়াইতে হইলে
 সকল দিকেই সমভাবে বাড়াইবে । পূর্ব-
 দিকে বাস্তু বর্জিত হইলে বৈর, দক্ষিণদিকে
 মৃত্যু, পশ্চাদ্ভিক্ অর্থক্ষয়, সম্মুখে বহুসস্তাপ
 প্রাপ্তি, অগ্নিকোণে অগ্নিভয়, নৈঋতকোণে
 শিশুক্ষয়, বায়ুকোণে বাতব্যাধিপ্ৰকোপ
 এবং ঈশান কোণে বর্জিত হইলে অরহানি
 হইয়া থাকে । বাস্তুর কোণে দেবগৃহ, শাস্তি-
 ভবন ও পাকশালা প্রতিষ্ঠিত করিবে । ঐরূপ
 অগ্নিকোণে ও তৎপার্শ্বে জলাশয় এবং পণ্ডিত
 ব্যক্তি গৃহোপকর সকল নৈঋত কোণে
 স্থাপন করিবেন । স্নানমণ্ডপ ও বধস্থান

ধনধান্তক বায়বো কৰ্ম্মশালাং ততো বহিঃ ।
 এবং বাস্তবিশেষঃ স্তাদ্গৃহভর্তুঃ শুভাবহঃ ॥৩৫
 ইতি ত্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে বাস্তুবিজ্ঞা-গৃহ-
 নির্ণয়ো নাম ষট্‌পঞ্চাশদধিকদ্বিশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫৬

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

অথাভঃ সম্ভবক্ষ্যামি দার্বাহরণমুত্তমম্ ।
 ধনিষ্ঠাপঞ্চকং যুক্তা বিষ্ট্যাণিকমভঃ পরম্ ॥ ১
 ততঃ সাংবৎসরাদিষ্টে দিনে যাম্যদ্বনং বুধঃ ।
 প্রথমং বলিপূজাঞ্চ কুর্ধ্যাদ্ভুক্ষস্ত সর্বদা ॥ ২
 পূর্বোত্তরেণ পতিতং গৃহদাক্ষ প্রশস্ততে ।
 অত্থথা ন শুভং বিন্দ্যাৎবাম্যোপরি নিপাতনম্
 ক্ষীরবৃক্ষোক্তং দাক্ষ ন গৃহে বিনিবেশয়েৎ ।
 কৃতাদিবাংসং বিহগৈরনিলানলশীড়িতম্ ॥ ৪

বহির্ভাগে করিতে হইবে এবং বায়ুকোণে
 ধনধান্তের গৃহ, ও বহির্দিকেই কৰ্ম্মস্থান হইবে,
 এই সকল বিধানে বাস্তু ব্যবস্থিত হইলে
 গৃহস্থামীর শুভ হইয়া থাকে । ২৪—৩৫ ।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়
 সমাপ্ত ॥ ২৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

সূত কহিলেন,—অনন্তর উত্তম দাক্ষ
 আহরণের কথা কীর্ত্তন করিতেছি । ধনিষ্ঠাদি
 পাঁচটি নক্ষত্র এবং বিষ্ট্যাণিক করণ পরিত্যাগ
 করিয়া বৎসরের কোন একটি শুভ দিনে
 বিদ্বান ব্যক্তি অরণ্যে গমন করিবেন এবং
 তারপর প্রথমে বৃক্ষের বালি পূজাদি করি-
 বেন । পূর্বোত্তর দিকে যে বৃক্ষ পতিত
 হয়, গৃহকার্য্যে উহা শুভ ; কিন্তু দক্ষিণদিকে
 পতিত বৃক্ষ শুভাবহ নহে । ক্ষীর-বৃক্ষোৎ-
 পন্ন, বিহগগণ কর্তৃক অধারিত, বারিহ

গজাবকয়ক তথা বিহারির্বাতশীড়িতম্ ।
 অর্জুণকঃ তথা দাক ভয়কঃ তথৈব চ ॥ ৫
 চৈত্যাদেবালঘোৎপন্নঃ নদীসঙ্গমজঃ তথা ।
 শ্মশানকূপনিলয়ঃ তড়াগাদিসমুদ্ভবম্ ॥ ৬
 বর্জয়েৎ সর্বথা দাক যদীচ্ছেদ্বিপুলান্ শ্রিয়ম্ ।
 তথা কণ্টকিনো বৃক্ষান নীপ নিম্ব-বিভীতকান্
 শ্লেয়াতকানান্ন হ্রদান বর্জয়েদগৃহকর্ম্মণি ।
 অশনশোক-মধুক-সর্জ্জশালাঃ শুভাবহাঃ ॥ ৮
 চন্দনঃ পনসঃ ধন্তঃ সুরদারহরিদ্রবঃ ।
 ষাভ্যামেকেন বা কুর্ঘ্যাৎ ত্রিভির্বা ভবনং শুভম্
 বহুভিঃ কারিতং যস্মাদনেকভয়দং ভবেৎ ।
 একৈব শিংষপা ধন্তা জীপনৌ তিন্দুকৌ তথা ।
 এতা নান্নসমায়ুক্তাঃ কদাচিচ্ছুভকারকাঃ ॥ ১০
 স্তন্দনঃ পনসস্তদ্বৎ সরলার্জুনপদ্মকাঃ ॥ ১১
 এতে নান্নসমায়ুক্তা বাস্তুকার্য্যকল প্রদাঃ ।
 তক্ৰচ্ছেদে মহাপীতে গোধা বিন্দ্যাষিচক্ষণঃ ॥

কিংবা বায়ু দ্বারা যাহা ভিন্ন বা ছিন্ন হইয়াছে,
 এরূপ দাক গৃহে প্রবিষ্ট করিবেন না । যাহা
 গজ দ্বারা ভয়, বজ্রনির্ঘোষে ভিন্ন বা অর্জু-
 ণক দ্বারা নিজে ভয় হইয়া শুকাইয়া যায়,
 যাহা চৈত্য, দেবালয়, নদীসঙ্গম, শ্মশানকূপ,
 তড়াগাদিতে জাত, বিপুল বিভবকামীর এই
 সকল দাক বিশেষভাবে বর্জনীয় । নীপ,
 নিম্ব, বিভীতক, শ্লেয়ায়ক, আম্র এবং
 কণ্টকী বৃক্ষ গৃহকার্য্যে বর্জনীয় । অশন,
 অশোক, মধুক, সর্জ্জ, শালা এ সকল শুভা-
 বহ । চন্দন ও পনস প্রশংসনীয় । দেবদারু
 ও হরিদ্র ইহাদের এক, বা দুই কিবা তিনটি
 দ্বারা গৃহ নিৰ্ম্মিত হইলে শুভ হইয়া থাকে,
 কিন্তু ইহার অধিক দাক দ্বারা গৃহাদি কৃত
 হইলে তাহা হইতে ভয় সমুদ্ভূত হয় ।
 শিংষপা, জীপনৌ, তিন্দুকৌ, ইহার যে কোনটি
 দ্বারা গৃহ নিৰ্ম্মাণ শুভ ; কিন্তু অস্ত্র দাকের
 সহিত মিলিত হইয়া গৃহ নিৰ্ম্মিত হইলে,
 ইহার কদাচ শুভ ফল দান করে না ।
 ১—১০ । এরূপ স্তন্দন, পনস, সরল, অর্জুন
 এবং পদ্মক দাক অস্ত্রের সহিত মিলিত হইলে

মাজ্জিষ্ঠবর্ণে ভেকঃ স্ত্রান্নীলে সর্পাদি নির্দিশেৎ
 অরুণে সরটেং বিভ্রানুক্রান্তে শুকমাদিশেৎ ॥
 কপিলে মুষকান্ বিভ্রাৎ খড়্গাভ জলমাদিশেৎ
 এবংবিধঃ সগর্ভস্ত বর্জয়েদ্বাস্তুকর্ম্মণি ॥ ১৪
 পূর্ষক্চিরস্ত গৃহীয়াত্তিমিত্তশকুনৈঃ শুভৈঃ ।
 ব্যাসেন গুণিতে দৈর্ঘ্যে অষ্টাভির্কৈ দ্বতে তথা
 যচ্ছেষমায়তং বিন্দ্যাভিষ্টভেদং বদামি বঃ ।
 ধ্বজো ধুমন্ত সিংহস্ত বৃষভঃ খর এব চ ॥ ১৬
 হস্তী ধ্বজ্জন্ত পুন্নাগাঃ করশেবা ভবন্ত্যমী ।
 ধ্বজঃ সর্বমুখো ধন্তঃ প্রত্যগুদ্বারো বিশেষতঃ
 উদযুখো ভবেৎ সিংহঃ প্রাযুখো বৃষভো ভবেৎ
 দক্ষিণাভিমুখো হস্তী সপ্তাভিঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ১৮
 একেন ধ্বজ উদ্দিষ্টম্ভিতিঃ সিংহঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 পঞ্চাভির্বৃষভঃ প্রোক্তো বিকোণস্থান্চ বর্জয়েৎ
 তমেবাষ্টগুণং কুত্বা করদংশিং বিচক্ষণঃ ।
 সপ্তাবিশাহুতে ভাগে ঋকং বিভ্রাষিচক্ষণঃ ॥ ২০

বাস্তুকার্য্যে শুভদায়ক হয় না । বিচক্ষণ ব্যক্তি
 ছিন্ন তরু ভূপাতিত হইলে গোধা তাহাকে
 বলিয়া জানিবেন । মাজ্জিষ্ঠার স্ত্রায় বর্ণকে
 ভেক, নীলবর্ণকে সর্প, অরুণে সরট, মুক্তান্তে
 শুকাদি, কপিলে মুষিক, এবং খড়্গাভ বৃক্ষের
 ছেদকে জলচ্ছেদ বলিয়া বুঝিবেন ; এবং
 দ্বিধ সগর্ভ বৃক্ষ বাস্তুকার্য্যে বর্জনীয় ; কিন্তু
 পূর্ষ ছিন্ন শুভ লক্ষণযুক্ত বৃক্ষদিগকে গ্রহণ
 করা যাইতে পারে । বৃক্ষের দৈর্ঘ্যকে পরিমি-
 ত্ত পরিমাণ দ্বারা গুণ করিয়া তাহাকে আট
 দিয়া ভাগ করিবে, ইহাতে যাহা অবশিষ্ট
 থাকিবে, ঐ অবশিষ্ট অংশের আট প্রকার
 ভেদ আপনাদের নিকটে বলিতেছি । ধ্বজ,
 বৃষ, সিংহ, বৃষভ, গর্ভস্ত, হস্তী, ও কাক, যথা-
 ক্রমে এক হইতে সাত পর্য্যন্ত অবশিষ্ট
 করাত্ত্বের ইহা এক একটা নাম বুঝিতে
 হইবে । এতদ্ব্যতীত ধ্বজ সকলদিকে, বিশে-
 সতঃ বাস্তুর পশ্চিমদ্বারে সর্ববিধ অর্থ সং-
 ধায়ক ও ধন্ত ; সিংহ উত্তরদিকে, বৃষভ পূর্ষ-
 দিকে এবং হস্তী দক্ষিণদিকে শুভ ; এই
 সপ্তসংস্থান কীৰ্ত্তন করিলাম । পুনরায় ঐ

অষ্টেতিভাজিতে ঋক্ষে যঃ শেষঃ স ব্যয়ে মতঃ
ব্যয়াদিকং ন কুর্মীত যতো দোষকরং ভবেৎ ।
আয়াধিকে ভবেচ্ছান্তিরিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ

কৃড়াগ্রতো দ্বিজবরানথ পূর্ণকুন্তঃ
দধ্যাক্তভ্রাতৃদলপুষ্পকলোপশোভম্ ।
কৃষ্ণা হিরণ্যবসনানি তদা দ্বিজৈভ্যো
মঙ্গল্যশান্তিনিলায় গৃহং বিশেষং তু ॥২২॥
গৃহোক্তহোমবিধিনা বলিকৰ্ম্ম কুৰ্য্যাৎ
প্রাসাদবাস্তশমনে চ বিধিৰ্হ উক্তঃ ।
সম্পূর্ণয়েদ্বিজবরানথ ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ
শুক্লাশ্বরঃ স্বভবনং প্রবিশেৎ সধূপম্ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে বাস্তবিজ্ঞান-
কৌর্টনঃ নাম সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিংশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫৭ ॥



কররাশিকে অষ্ট দ্বারা গুণ এবং সপ্তবিংশ
দ্বারা বিভাগ করিয়া বিচক্ষণ বাস্তনিপুণ মানব
ঋক্ষ বিনির্গম করিবেন, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে
তাহার নাম ব্যয়, ঐ ব্যয়সংখ্যা অধিক হইলে
অশুভ হইয়া থাকে; অতএব ব্যয়াদিক্য
কর্তব্য নহে। ভগবান্ হরি বলিয়াছেন,—
আয়াধিক্যেই শান্তি হইয়া থাকে। পূৰ্ব্বকথিত
নিয়মে বাস্ত নির্ণীত হইলে অগ্রে শ্রেষ্ঠ দ্বিজ
সহ দধি, অক্ষত, আত্মপন্নব, পুষ্প ও কল
দ্বারা উপশোভিত পূর্ণকুন্ত সংস্থাপিত
করিবে; অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে হিরণ্যবসনাদি
প্রদান করিয়া মঙ্গলালয় শুভনিলয়ে প্রবেশ
করিবে। তৎপরে প্রাসাদ ও বাস্তদোষ-
শমনোচিত বেদোক্ত হোমাদি দ্বারা বলি
সমাধা করিয়া বিবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা
দ্বিজগণের ভূক্তিসাধন করিবে এবং গৃহ-
কর্ত্তা শুক্লাশ্বর পরিধান করিয়া ধূপামোদিত
পুরে প্রবেশ করিবেন। ১১—২৩।

সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

ক্রিয়াযোগঃ কথং সিধ্যেদগৃহস্থাদিষু সৰ্বদা ।
জ্ঞানযোগসহস্রাক্ষি কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥১॥

শ্রুত উবাচ ।

ক্রিয়াযোগঃ প্রবক্ষ্যামি দেবতার্চানুকীৰ্ত্তনম্ ।
ভুক্তি-মুক্তিপ্রদং যস্মান্নান্নম্নোকেষু বিভজ্যে ॥২॥
প্রতিষ্ঠায়াঃ সুরাণাস্ত দেবতার্চানুকীৰ্ত্তনম্ ।
দেবযজ্ঞোৎসবকপি বন্ধনাদ্যেন মুচ্যতে ॥৩॥
বিকোন্তাবৎ প্রবক্ষ্যামি যাদৃগুরুপং প্রশস্ততে
শঙ্খ-চক্রধরঃ শাস্ত্রং পদ্মহস্তঃ গদাধরম্ ॥৪॥
ছত্রাকারঃ শিরস্তস্ত কপ্তগৌবঃ শুভেক্ষণম্ ।
তুঙ্গনাসং শুভিকর্ণং প্রশান্তোকভূজক্রমম্ ॥৫॥
কচিদষ্টভূজঃ বিভ্রাজতুর্ভূজমথাপরম্ ।
দ্বিভূজশ্চাপি কর্তব্যো ভবনেষু পুরোধসা ॥৬॥

অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিংশততম অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন,—সহস্র জ্ঞান যোগ
হইতে কৰ্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, ঐ
কৰ্ম্মযোগ গৃহস্থের বিরূপে সিদ্ধ হইবে? শ্রুত
উত্তর করিলেন,—যে কৰ্ম্মযোগ ইহলোকে
সকল সিদ্ধির উপায়, যাহা ভিন্ন উপায়ান্তর
নাই, সেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ দেবতার্চন ও নাম-
কীৰ্ত্তনরূপ কৰ্ম্ম-যোগ কহিতেছি। যে কৰ্ম্ম-
যোগ দ্বারা ভববন্ধন ছিন্ন হয়, দেবপ্রতিমা
প্রতিষ্ঠা, দেবগণের অর্চন, তাঁহাদের নাম
কীৰ্ত্তন এবং দেবযজ্ঞোৎসবই সেই কৰ্ম্মযোগ
জানিবেন। তন্মধ্যে বিষ্ণুর যেরূপ রূপ
প্রশস্ত, সেইরূপ বিষ্ণুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাবিসয়ক
কথাই কীৰ্ত্তন করিতেছি। বিষ্ণু শঙ্খ-চক্র-
ধারী, পদ্মহস্ত এবং গদাধর হইবেন। তাঁহার
মস্তক ছত্রাকার, নয়ন প্রশান্ত এবং গ্রীবা
কপ্তুর স্তায়, বর্ণ শুভির স্তায়, নাসিকা,
উচ্চ হস্ত ও বক্ষ প্রশস্ত হইবে। তাঁহাকে
কখন অষ্টভূজ, কখন বা চতুর্ভূজ করিয়া
পুরোহিত দ্বারা ভবনাদিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে
হইবে। ১—৬। ঐ দেব বিষ্ণুর অষ্ট

দেবশাস্ত্রভূজশাস্ত্র যথাস্থানং নিবোধত ।
 খড়্গো গদা শরঃ পদ্মং দিব্যং দক্ষিণতো হরেঃ
 ধনুশ্চ খেটকৈব শঙ্খ-চক্রে চ বামতঃ ।
 চতুর্ভুজস্ত বক্ষ্যামি যথৈবাবুধসংস্থিতিঃ ॥ ৮
 দক্ষিণেন গদা-পদ্মং বাস্তুদেবস্ত কারয়েৎ ।
 বামতঃ শঙ্খ-চক্রে চ কর্তব্যো ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৯
 রুকাবতারে তু গদা বামহস্তে প্রশস্ততে ।
 যথেষ্টয়া শঙ্খ-চক্রে চোপরিষ্ঠোৎ প্রকল্পয়েৎ ॥
 অধস্তাৎ পৃথিবী তস্ত কর্তব্য্য পাদমধ্যতঃ ।
 দক্ষিণে প্রণতং তদ্বদাক্রমন্তঃ নিবেশয়েৎ ॥ ১১
 বামতস্ত ভবেন্নক্ষত্রোঃ পদ্মহস্তা শুভাননা ।
 গরুড়ানগ্রতো বাপি সংস্থাপ্যো ভূতিমিচ্ছতা ॥
 শ্রীশ্চ পুষ্টিশ্চ কর্তব্যো পার্শ্বয়োঃ পদ্মসংযুতে ।
 তোরণকোপরিষ্ঠোৎ তু বিজাধরসমধিতম্ ॥ ১৩
 দেবত্বশ্রুতিসংযুক্তং গন্ধর্ব্বমিথুনাধিতম্ ।
 পত্রবল্লীসমোপেতং সিংহ-ব্যাঘ্রসমধিতম্ ॥ ১৪
 তথা কল্পনতোপেতং শ্ববন্তিরমরেশ্বরেঃ ।

বাহুর কোথায় কি থাকিবে, তাহা কথিত হই-
 তেছে। শঙ্খ, গদা, শর, ও দিব্য পদ্ম
 হরির দক্ষিণদিকে স্থাপিত হইবে এবং বাম
 দিকে ধনু, খেটক, শঙ্খ এবং চক্র থাকিবে।
 এক্ষণে চতুর্ভুজের আয়ুধসংস্থান বলিতেছি,
 বিভবকামী মানব, বাস্তুদেবের দক্ষিণে গদা ও
 পদ্ম এবং বামে চক্র ও শঙ্খ বিস্তার করিবেন
 কিম্বা উপরদিচ্ছ হইতে ঐ শঙ্খ ও চক্র যথেষ্ট
 কল্পিত হইতে পারে। অধোদিকে তাঁহার
 পাদমধ্যে পৃথিবীর বিস্তার করিতে হইবে
 এবং দক্ষিণদিকে প্রণত গরুড় অবস্থিত হই-
 বেন। শুভাননা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী তাঁহার
 বামভাগে থাকিবেন, অথবা ঐরথ্যাভিকাঙ্ক্ষী
 ব্যক্তি গরুড়কে সম্মুখে এবং পদ্মসংযুক্ত শ্রী ও
 পুষ্টি দেবীকে উভয় পার্শ্বে সংস্থাপিত করি-
 বেন। তাঁহার মন্দির, তোরণদ্বার বিজাধরসম-
 ধিত, দেবত্বশ্রুতি-নিদানযুক্ত, গন্ধর্ব্বমিথুনাধিত,
 পত্রবল্লী দ্বারা পরিবেষ্টিত, সিংহ-ব্যাঘ্রবিভূ-
 ষিত এবং কল্পনভিকা দ্বারা উপশোভিত
 হইবে। ঐ দ্বারের ইতস্ততঃ অমরনিকর

এবংবিধো ভবেদ্বিকোদ্রিভাগেণাস্ত পীঠিকা ।
 নবতালপ্রমাণাস্ত দেব-দানব-কিন্নরাঃ ।
 অতঃপরঃ প্রবক্ষ্যামি মানোমানং বিশেষতঃ ॥
 জালাস্তরপ্রাবষ্টানাং ভানুনাং যজ্ঞজঃ স্মৃটম্ ।
 ত্রসরেণুঃ স বিজ্ঞেয়ো বালাগ্রং তৈরধাষ্টতিঃ ॥
 তদষ্টকেন লিখ্যা তু যুকা লিখ্যাষ্টকৈর্মতা ।
 যবো যুকাষ্টকং তদ্বদষ্টতিস্তৈস্তদঙ্গুলম্ ॥ ১৮
 স্বকীয়ান্গুলিমানেন মুখং শ্রাদ্ধাদশাঙ্গুলম্ ।
 মুখ্যমানেন কর্তব্য্য সর্বাঘবকল্পনা ॥ ১৯
 সৌবর্ণী রাজতী বাপি তাম্রী রত্নময়ী তথা ।
 শৈলী দাক্ষময়ী চাপি লোহসজ্জময়ী তথা ॥ ২০
 রীতিকাধাতুযুক্তা বা তাম্রকাংস্তময়ী তথা ।
 শুভদাক্ষময়ী বাপি দেবতার্কা প্রশস্ততে ॥ ২১
 অঙ্গুষ্ঠপর্কাদারভ্য বিতস্তিধাবদেব তু ।
 গৃহেষু প্রতিমা কার্য্যা নাথিকা শস্ততে বুধৈঃ ॥
 আষোড়শা তু প্রাসাদে কর্তব্য্য নাথিকা ততঃ

বিবিধ শ্রুতিগাথা গাহিতে থাকিবেন। এই-
 রূপে বিষ্ণুবিগ্রহ বিনির্মিত হইবে এবং তাঁহার
 পীঠিকা ত্রিভাগে বিভক্ত হইবে। দেব,
 দানব, কিন্নর ইহার নবতাল প্রমাণ হইবে।
 এক্ষণে উচ্চ, নীচ, স্থূল, বর্জুল প্রভৃতি পরি-
 মাণের নির্ণয় করিতেছি। ভাহুর কিরণ
 মধ্যগত যে স্পষ্ট রজ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম
 ত্রসরেণু। ঐ ত্রসরেণুর আটটিতে এক
 বালাগ্র, বালাগ্রের অষ্টসমষ্টিতে লিখ্যা,
 লিখ্যাষ্টকায় এক যুকা, যুকাষ্টে এক যব এবং
 তাহার আটটিতে এক অঙ্গুলি, ইহাই শাস্ত্র-
 সম্মত প্রমাণ। স্বীয় অঙ্গুলির দ্বাদশটিতে
 এক মুখ্য—এই মুখ্য মানেই দেবতাদিগের
 অবঘব সকল কল্পনা করিতে হইবে। ১—১৯।
 সূবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রত্ন, পাষাণ, দাক্ষ, লোহ
 অথবা রীতিকা ধাতু, মিশ্র তাম্র ও কাংস্ত
 কিম্বা শোভন দাক্ষ এই সকল দ্রব্য দ্বারা
 নির্মিত দেবপ্রতিমাই প্রশস্ত। অঙ্গুষ্ঠের
 পর্ক হইতে আরম্ভ করিয়া বিতস্তি পর্যন্ত
 পরিমাণ প্রতিমা, গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবে;
 পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—ইহা হইতে

মধ্যে্যাস্তমকনিষ্ঠা তু কার্যা বিস্তারসারতঃ ॥২৩
 দ্বারোচ্ছ্রাযস্তা যন্মানমষ্টধা তৎ তু কারয়েৎ ।
 ভাগমেকং ততস্ত্যক্তা পরিশিষ্টন্ত যন্তবেৎ ॥২৪
 ভাগদ্বয়েন প্রতিমা ত্রিভাগীকৃত্য তৎ পুনঃ ।
 পীঠিকা ভাগতঃ কার্যা নাভিনোচা নচোচ্ছ্রিতা
 প্রতিমামুখমানেন নব ভাগানি প্রকল্পয়েৎ ।
 চতুরঙ্গুলা ভবেদগ্রীবা ভাগেন হৃদয়ঃ পুনঃ ॥২৬
 নাভিস্তম্রাদধঃ কার্যা ভাগেনৈকেন শোভনা
 নিয়মে বিস্তরহে চ অঙ্গুলং পরিমৌর্ত্তিতম্ ॥ ২৭
 নাভেরধস্তথা মেট্রং ভাগেনৈকেন কল্পয়েৎ ।
 দ্বিভাগেনায়তং বৃহ জাহ্ননী চতুরঙ্গুলে ॥ ২৮
 জলে দ্বিভাগে বিপাতিতে পাদৌ চ চতুরঙ্গুলৌ
 চতুর্দশাঙ্গুলস্তদ্ব্যমৌলিরশ্ম প্রকৌর্ত্তিতঃ ॥ ২৯
 উর্দ্ধমানমিদং প্রোক্তং পৃথুহক নিবোধত ।

বৃহৎ প্রতিমা গৃহে প্রশস্ত নহে। প্রাসাদে
 প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা-পরিমাণ ষোড়শ বিতস্তি
 পর্যন্ত, কিন্তু কদাচ ইহার অধিক করিবে না।
 প্রতিমার উত্তম মধ্যম এবং অধম এই তেদ-
 ত্রয় বিভবানুসারেই জানিতে হইবে। যে
 যে পরিমাণ উচ্চতা, প্রথমে তাহাকে অষ্টধা
 বিভক্ত করিয়া একভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক
 অবশিষ্ট সাত ভাগ গ্রহণ করিবে এবং উহার
 হইভাগে প্রতিমা সংস্থাপন ও অবশিষ্টাংশকে
 তিনভাগ করিয়া উহার প্রথম ভাগে
 পীঠিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অতিনীচও
 হইবে না বা অতি উচ্চও হইবে না।
 প্রতিমার মুখ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য মানকে নয়
 ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার চারি অঙ্গুলিমাণে
 গ্রীবা, তাহার নিম্নে একভাগে হৃদয়, এবং
 তন্নিম্নের একভাগে শোভন নাভি বিস্তার
 করিবে। কি নিম্ন-বিস্তার, কি উর্দ্ধ-বিস্তার,
 সর্বত্রই অঙ্গুলি দ্বারা পরিমাণ নির্ণয়
 করিতে হইবে। নাভির অধোদিকে
 একভাগে মেট্র, হইভাগে উন্নত উরুদ্বয়,
 চারি অঙ্গুলিতে জাহ্নদ্বয়, হইভাগে জঙ্ঘা-
 দ্বয়, চারি অঙ্গুলিতে পাদদ্বয় এবং
 মৌলি হইবে—চতুর্দশ অঙ্গুলিতে। ইহা

সর্বাবয়বমানেষু বিস্তারঃ শূণ্ডিত দ্বিজাঃ ॥ ৩০
 চতুরঙ্গুলং ললাটঃ স্তাদুর্দ্ধঃ নাসা তথৈব চ ।
 দ্ব্যঙ্গুলং হৃদয়ঃ ওষ্ঠঃ স্তাঙ্গুলসম্বিতঃ ॥ ৩১
 অষ্টাঙ্গুলে ললাটে চ তাবন্মাত্রৈ কবৌ মতে ।
 অর্দ্ধাঙ্গুলা ক্রবোর্ধে মধ্যে ধনুর্বিবানতা ॥ ৩২
 উন্নতাগ্রা তবেৎ পার্শ্বে রজ্জ্বা তীক্ষ্ণা প্রশস্ততে ।
 অক্ষিপী দ্ব্যঙ্গুলায়ামে তদর্দ্ধকৈব বিস্তরে ।
 উন্নতোদরমধ্যে তু রক্তান্তে শুভলক্ষণে ॥ ৩৩
 তারকাধ্বজবিভাগেন দৃষ্টিঃ স্তাৎ পঞ্চভাগিকা ।
 দ্ব্যঙ্গুলস্ত ক্রবোর্ধে নাসামূলমধাঙ্গুলম্ ।
 নাসাগ্রবিস্তরং তদ্বৎ পুটদ্বয়মধানতম্ ॥ ৩৪
 নাসাপুটবিলং তদর্দ্ধাঙ্গুলমুদাহৃতম্ ।
 কপোলে দ্ব্যঙ্গুলে তদ্বৎ কর্ণমূলান্নিনির্গতে ॥
 হৃদয়মঙ্গুলং তদ্বদ্বিস্তারো দ্ব্যঙ্গুলো ভবেৎ ।
 অর্দ্ধাঙ্গুলা ক্রবো রাজ্যী প্রণালিসদৃশী সমা ॥ ৩৫
 অর্দ্ধাঙ্গুলসমস্তদ্ব্যন্তরোষ্ঠস্ত বিস্তরে ।
 নিম্পাবসদৃশঃ তদ্বন্নাসাপুটদলং ভবেৎ ॥ ৩৬

প্রতিমার দৈর্ঘ্যপরিমাণ কথিত হইল, এখন
 অবয়বনিচয়ের বিস্তার মান শ্রবণ করুন।
 নাসিকার উর্দ্ধে ললাট চতুরঙ্গুল, হৃদ
 দ্ব্যঙ্গুল, ওষ্ঠ একাঙ্গুল, ললাটবিস্তার
 অষ্টাঙ্গুল মধ্যেই ক্রবয়, ক্রলেক্ষা অর্দ্ধা-
 ঙ্গুল ঐ ক্রলেক্ষার মধ্যভাগ ধনুর্বিবানতা
 আনত, অগ্রভাগ উন্নত এবং উহা একপ
 ভাবে নির্মাণ করিবে যেন উহা তীক্ষ্ণ ও
 মুহুগুণযুক্ত হয়। লোচনদ্বয় দ্ব্যঙ্গুলায়াম,
 বিস্তার তাহার অর্দ্ধ, মধ্য রক্তান্ত ও উন্নত
 এবং শুভলক্ষণাবিত ২০—৩৩। ঐ নয়নমান
 তারকামানের পাঁচগুণ হইলেই শোভমান
 হইয়া থাকে। ক্রমধ্য দ্ব্যঙ্গুল, নাসামূল
 এবং নাসাগ্র একাঙ্গুল এবং নাসাপুট দুই
 আনত। নাসাপুটদ্বয়ের রজ্জ্ব অর্দ্ধাঙ্গুল।
 কর্ণমূল হইতে কপোলদ্বয় দ্ব্যঙ্গুল, হৃদয়
 অগ্রভাগ দ্ব্যঙ্গুল, প্রণালিসদৃশ ক্ররাজী অর্দ্ধা-
 ঙ্গুল, উন্নতোষ্ঠ ও অবরোষ্ঠ অর্দ্ধাঙ্গুল এবং
 উভয় দিকে সমান নাসাপুটদল নিম্পাব সদৃশ,

হৃকণী জ্যোতিষল্যে তু কর্ণমূল্যং যড়ঙ্গলৈ ।
 কর্ণৌ তু ক্রসমৌ জ্যেষ্ঠাবৃদ্ধস্ত চতুরঙ্গলৌ ॥
 দ্ব্যঙ্গলৌ কর্ণপাশৌ তু মাত্রামেকান্ত বিস্তৃতৌ ।
 কর্ণয়োঃ পরিস্ঠাচ্চ মস্তকং দ্বাদশাঙ্গলম্ ॥ ৪০ ॥
 ললাটো পৃষ্ঠতোহর্ধেকেন প্রোক্তমষ্টাদশাঙ্গলম্
 ষট্টিত্রিংশদঙ্গলচ্চান্ত পরিণাহঃ শিরোগতঃ ॥ ৪১ ॥
 সেকেশনিচয়ো যন্ত দ্বিচত্বারিংশদঙ্গলঃ ।
 কেশান্তাদঙ্গলকা তদ্বদঙ্গলানি তু ষোড়শ ॥ ৪২ ॥
 গ্রীবামধ্যপরিণাহশ্চতুর্বিংশতিকঙ্গলঃ ।
 অষ্টাঙ্গলা ভবেদগ্রীবা পৃথুত্বেন প্রশস্ততে ॥
 স্তন-গ্রীবাস্তরং প্রোক্তমেকতালং স্বল্পত্বা ।
 স্তনয়োঃ স্তরং তদ্বদাদশাঙ্গলমিষ্যতে ॥ ৪৪ ॥
 স্তনয়োর্মণ্ডলং তদ্বদ্ব্যঙ্গলং পরিকীর্তিতম্ ।
 চূচুকৌ মণ্ডলস্তাস্তর্ধবমাত্রাবুভৌ স্মৃতৌ ॥ ৪৫ ॥
 দ্বিতালঞ্চাপি বিস্তারাদক্ষঃ স্বলমুদাহৃতম্ ।
 কক্ষং যড়ঙ্গলৈ প্রোক্তে বাহুমূল-স্তনাস্তরে ॥ ৪৬ ॥
 চতুর্দশাঙ্গলৌ পাদাবঙ্গষ্ঠৌ তু ত্রিঙ্গলৌ ।
 পঞ্চাঙ্গলপরিণাহমঙ্গষ্ঠাগ্রং তথোন্নতম্ ॥ ৪৭ ॥
 অঙ্গুষ্ঠকসমা তদ্বদাঘ্রায়া স্তাং প্রদেশিনী ।

হৃকণী জ্যোতিষরাকার, কর্ণমূল যড়ঙ্গল, কর্ণদ্বয় ক্রস স্তায়। উহার দৈর্ঘ্য হইবে চতুরঙ্গলী। কর্ণপাশ দ্ব্যঙ্গল, এবং একমাত্রা বিস্তৃত। কর্ণের উপর দিকে মস্তক দ্বাদশাঙ্গল, ললাট হইতে পৃষ্ঠের অর্দ্ধাংশ পর্যন্ত অষ্টাদশাঙ্গল এবং মস্তক পর্যন্ত বিস্তৃতি ষট্টিত্রিংশদঙ্গল। কেশসমূহ দ্বিচত্বারিংশদঙ্গল ও কেশের শেষাংশ হইতে হস্ত পর্যন্ত মোড়শাঙ্গল। গ্রীবার মধ্যবিস্তৃতি চতুর্বিংশতি অঙ্গলি এবং গীবাবিস্তার অষ্টাঙ্গল হইবে। স্তন এবং গ্রীবার মধ্যদেশ একতাল পরিমাণ, ইহা স্বল্পত্ব মন্ত বলিরাছেন। ঐ স্তনাস্তর দ্বাদশাঙ্গল, স্তনমণ্ডল দ্ব্যঙ্গল, চূচকমণ্ডল যবপরিমাণ এবং বক্ষোবিস্তৃতি দ্বিতাল পরিমাণ। বাহুমূল হইতে স্তন পর্যন্ত কক্ষদ্বয় যড়ঙ্গল, পাদদ্বয় চতুর্দশাঙ্গল, অঙ্গুষ্ঠ ত্র্যঙ্গল, অঙ্গুষ্ঠাগ্র উন্নত এবং পঞ্চাঙ্গল, বিস্তার-সমবিত। তর্জনী অঙ্গুষ্ঠা-

তস্তাঃ ষোড়শভাগেন হীয়তে মধ্যমাঙ্গলী ॥ ৪৮ ॥
 অনামিকাষ্টভাগেন কনিষ্ঠা চাপি হীয়তে ।
 পরিত্রয়েণ চাঙ্গল্যো গুল্ফকৌ দ্ব্যঙ্গলকৌ মতো-
 পার্শ্বির্দ্ব্যঙ্গল মাত্রান্ত কলরোচ্চঃ প্রকীর্তিতঃ ।
 দ্বিপদাঙ্গুষ্ঠকঃ প্রোক্তঃ পরিণাহশ্চ দ্ব্যঙ্গলঃ ॥ ৫০ ॥
 প্রদেশিনীপরিণাহস্তাঙ্গলঃ সমুদাহৃতঃ ।
 কস্তমা চাষ্টভাগেন হীয়তে ক্রমশো দ্বিজাঃ ॥ ৫১ ॥
 অঙ্গুলেনোচ্চয়ঃ কার্যো হঙ্গুষ্ঠস্ত বিশেষতঃ ।
 তদর্ধেকেন তু শেষাণামঙ্গলীনাং তথোচ্চয়ঃ ॥ ৫২ ॥
 জঙ্ঘাগ্রে পরিণাহস্ত অঙ্গলানি চতুর্দশ ।
 জঙ্ঘামধ্যে পরিণাহস্তদেবাস্তাদশাঙ্গলঃ ॥ ৫৩ ॥
 জাহ্নমধ্যে পরিণাহ একবিংশতিরঙ্গলঃ ।
 জানুছ্যঘোহঙ্গলঃ প্রোক্তো মণ্ডলস্ত ত্রিঙ্গলম্
 উরুমধ্যে পরিণাহো হস্তাবিংশতিকঙ্গলঃ ।
 একত্রিংশোপরিষ্ঠাচ্চ বুধণৌ তু ত্রিঙ্গলৌ ।
 দ্ব্যঙ্গলঞ্চ তথা মেদ্রং পরিণাহঃ যড়ঙ্গলঃ ।
 মণিবন্ধাদধো বিদ্যাং কেশরেখাস্তথৈব চ ॥ ৫৬ ॥
 মণিবোষপরিণাহশ্চতুরঙ্গল ইষ্যতে ।
 বিস্তরেণ ভবেৎ তদ্বৎ কটিরষ্টাদশাঙ্গলা ॥ ৫৭ ॥
 দ্বাবিংশতি তথা স্ত্রীণাং স্তনৌ চ দ্বাদশাঙ্গলৌ

মানের সমান দীর্ঘ। মধ্যমাঙ্গলী তর্জনীও ষোড়শাংশের একাংশ অধিক। কনিষ্ঠাঙ্গলী অনামিকা হইতে অষ্টাংশ পরিমিত এবং পরিত্রয়াবৃত। গুল্ফদ্বয় দ্ব্যঙ্গল, পার্শ্বদ্বয় দ্ব্যঙ্গল, কিন্তু গুল্ফ হইতে এককলা অধিক। অঙ্গুষ্ঠের বিস্তৃতি দ্ব্যঙ্গল এবং প্রদেশিনীর ত্র্যঙ্গল। হে দ্বিজগণ! কনিষ্ঠা উহা হইতে অষ্টাংশ ন্যূন। ৩৪—৫১। অঙ্গুষ্ঠার উচ্চতা একাঙ্গল, অপরূপের অঙ্গুলিগুলি তাহার অর্ধ। জঙ্ঘাগ্রবিস্তৃতি ষোড়শাঙ্গল, মধ্য ষোড়শ, জাহ্নমধ্য একবিংশতি, জাহ্নর উচ্চতা এক এবং মণ্ডল তিন অঙ্গল। উরুমধ্য অষ্টাবিংশতি, উহার উপর একত্রিংশৎ, বুধণ তিন, মেদ্র হই এবং উহার বিস্তৃতি ছয় অঙ্গলি, মণিবন্ধের অধোদিকে কেশরেখা ও মাণকোষের বিস্তৃতি চতুরঙ্গল। কটিবিস্তার অষ্টাদশ, স্ত্রী প্রতিমা হইলে দ্বাবিংশ; স্তন দ্বাদশ, নাভি-

নাতিমধ্যপরীণাহো দ্বিচত্বারিংশদঙ্গলঃ ॥ ৫৮
পুরুষে পঞ্চপঞ্চাশৎ কট্যাংকৈব তু বেষ্টনম্ ।
কক্ষয়োকপরিষ্টোক্তু কক্ষো প্রোক্তো বড়ঙ্গুলো
অষ্টাঙ্গলান্ত বিস্তারে গ্রীবাংকৈব বিনির্দেশেৎ ।
পরীণাহে তথা গ্রীবাং কলা দ্বাদশ নির্দেশেৎ
আয়ামো ভুজয়োস্তদ্বিচত্বারিংশদঙ্গলঃ ।
কাৰ্ধাস্ত বাহুশিখরং প্রমাণে ষোড়শাঙ্গলম্ ॥
উৰ্দ্ধং যদ্বাহুপৰ্য্যন্তং বিদ্যাদষ্টাঙ্গলং শতম্ ।
তৈধোকাঙ্গলহীনস্ত দ্বিতীয়ঃ পৰ্ব উচ্যতে ॥ ৬২
বাহুমধ্যে পরীণাহো ভবেন্দষ্টাদশাঙ্গলঃ ।
ষোড়শোক্তঃ প্রবাহুঃ ষট্ কলোহগ্রকরো মতঃ
সপ্তাঙ্গলং করতলং পঞ্চ মধ্যাঙ্গলী মতা ।
অনামিকা মধ্যমায়াঃ সপ্তভাগেন হীয়তে ॥ ৬৪
তস্তাঃ পঞ্চভাগেন কনিষ্ঠা পরিহীয়তে ।
মধ্যমায়াঃ হোনা বৈ পঞ্চভাগেন তর্জুনী ॥ ৬৫
অঙ্গুষ্ঠস্তর্জুনীমূলদধঃ প্রোক্তান্ত তৎসমঃ ।
অঙ্গুষ্ঠপরিণাহন্ত বিজ্জেষচ্চতুরঙ্গলঃ ॥ ৬৬
শেবাণামঙ্গুনানান্ত ভাগো ভাগেন হীয়তে ।
মধ্যমাপরমধ্যান্ত অঙ্গুলদ্বয়মায়তম্ ॥ ৬৭
যবো যবেন সর্বাঙ্গাঃ তস্তান্তস্তাঃ প্রহীয়তে ।
অঙ্গুষ্ঠপরমধ্যান্ত তর্জুন্তাঃ সদৃশং ভবেৎ ॥ ৬৮

মধ্য দ্বিচত্বারিংশৎ । পুরুষ হইলে কটবন্ধন
পঞ্চাশৎ । কক্ষের উপরে স্বল্প বড়ঙ্গুল,
গ্রীবা আট, উহার দৈর্ঘ্য দ্বাদশ কলা । ভুজ-
দ্বয়ের আয়াম দ্বিচত্বারিংশৎ, বাহুর লম্বমান
পরিমাণ ষোড়শ, বাহুর উর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত
দ্বাদশ, দ্বিতীয় পর্ব উহা হইতে একাঙ্গুল
কম, বাহুমধ্যে অষ্টাদশ, প্রবাহু ষোড়শ,
অগ্রকর ষট্ কলা, করতল ও মধ্যাঙ্গুল পঞ্চা-
ঙ্গুল পরিমাণ হইবে । অনামিকা মধ্যমামানের
সপ্তমাংশ, কনিষ্ঠা তাহার পঞ্চভাগ, এবং
মধ্যমা হইতে তর্জুনী পঞ্চভাগ কম । তর্জুনী
মূলের অধোদিক হইতে অঙ্গুষ্ঠ সমানাংশ,
এবং দীর্ঘ চতুরঙ্গুল । অবশিষ্টগুলি পরস্পর
এক এক ভাগ কম । মধ্যমার পরমধ্যভাগ
অঙ্গুলদ্বয় আয়ত, কিন্তু এক এক যব কম ।

যবদ্বয়াদিকং তদ্বনগ্রপর্ব উদাহৃতম্ ।
পর্বাঙ্কে তু নখান বিদ্যাদঙ্গলীযু সমস্ততঃ ॥ ৬৯
শ্রিফঃ শ্রুফঃ প্রকৃষ্যৌত ঐষজ্জন্তং তথাগ্রতঃ ।
নিম্নপৃষ্ঠং ভবেন্মধ্যে পার্শ্বতঃ কলযোগ্যজ্জিতম্ ॥ ৭০
তৈধৈব কেশবল্লীরঃ কঙ্কোপরি দশাঙ্গলা ।
স্থিরঃ কাৰ্ধাস্ত তবঙ্গাঃ স্তনোকৃজঘনাধিকাঃ ॥ ৭১
চতুর্দশাঙ্গলায়ামনুচরং নাম নির্দেশেৎ ।
নানাতরঙ্গসম্পন্নঃ কিকিৎসকৃতুজাততঃ ॥ ৭২
কিকিদীর্ঘং তদেজ্জকমলকাবলিকৃতম্ ।
নাসা গ্রীবা ললাটঞ্চ সার্কিমজ্জং ত্রিয়ঙ্গলম্ ॥ ৭৩
অধার্দাঙ্গলবিস্তারঃ শস্ততেহধরপন্নবঃ ।
অধিকং নেত্রযুগল চতুর্ভাগেণ নির্দেশেৎ ।
গ্রীবাবলিষ্ঠ কর্তব্য্য কিকিদর্দাঙ্গলোচ্চুরা ॥ ৭৪
এবং নারীযু সর্বাঙ্গু দেবানাং প্রতিমানু চ ।
তব চালমিদং প্রোক্তং লক্ষণং পাপনাশনম্ ॥
ইতি জীমাংশ্চ মণাপুরাণে দেবার্চানকীর্তনে
প্রমাণানুকীর্তনং নামাষ্টপঞ্চাশদধিক-
দিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫৮ ॥

অঙ্গুষ্ঠ পরমধ্য তর্জুনীর সমান ; কিন্তু অগ্র
পর্ব যবদ্বয় অধিক । সকল অঙ্গুলীরই অগ্র
পর্বের অর্দ্ধভাগ নখরাজি-বিরাজিত এবং
উহা শ্রিফ যুহ ও অগ্রভাগে ঐষৎ রক্তাভ
হইবে । মধ্যদিকে নিম্নপৃষ্ঠ সন্নিবিষ্ট ও
পার্শ্ব এক কলা উচ্চ হইবে । কেশবল্লী
স্বল্পদেশে দশাঙ্গুল লম্বমান থাকিবে । গ্রী-
প্রতিমার স্তন, উরু এবং জঘন অধিক ঘন
হইবে, উদর হইবে চতুর্দশাঙ্গুল এবং ভুজ
সকল বিবিধ ভূষণে ভূষিত ও যুহ হইবে ।
গ্রীবাদেশ কিকিৎ দীর্ঘ এবং উত্তম অলকা-
বলী-সমাধিত । নাসা, গ্রীবা ও ললাট সার্কি
ত্র্যাঙ্গুল এবং অধরপন্নব অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমাণ
হইবে । নয়নযুগল চতুর্ভাংশের কিকিদিক
এবং গ্রীবাবলি অর্দ্ধাঙ্গুলের কিকিৎ অধিক
উচ্চ হইবে । শ্রীদেবতার প্রতিমার বিষয়
এই তোমার নিকট বিস্তারপূর্বক যথাযথ

একোনবষ্টাধিক দ্বিশততমোহ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দেবাকারান বিশেষতঃ
দশভালঃ স্মৃতো রামো বলির্বৈরোচনিস্তথা ॥ ১
বারাহো নারসিংহস্ত সপ্তভালস্ত বামনঃ ।
মৎস্ত কৃষ্ণো চ নির্দিষ্টৌ যথোক্তো বহুভুবা ॥ ২
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি কদ্রাত্তাকারমুত্তমম্ ।
স পীনোক-ভুজ কঙ্কতপ্তকাকনসপ্রভঃ ॥ ৩
চক্রোহর্করশ্লিসজ্জাতস্তল্লাভিত্তজটো বিভূঃ ।
জটামুকুটধারী চ দ্যষ্টবর্ষাকৃতিস্ত চ সঃ ॥ ৪
বাহু বারণবস্ত্রাভৌ বৃত্তজ্যে ক্রমগুণঃ ।
উর্দ্ধকেশস্ত কর্তব্যো দীর্ঘাঘতাবলোচনঃ ॥ ৫
ব্যাক্রচর্ম্যপরীধানঃ কটিস্থত্রঃ স্যামিতিতঃ ।
হার-কেয়ুরসম্পন্নো ভুজঙ্গভারণস্তথা ॥ ৬

কীৰ্ত্তন করিলাম । এই সকল প্রাতিমালকণ
পাপনাশক জানিবে । ৫২—৭৫ ।

অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫৮ ॥

উনবষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন,—অনন্তর দেবমুণ্ডির বিষয়
বিশেষরূপে বলিতেছি । ত্রক্ষা বলিয়াছেন,
—রাম, বিরোচনতনয় বলি, বরাহ এবং
নারসিংহ, ইহারা দশভাল প্রমাণ হইবেন ;
কিন্তু বামন হইবেন সপ্তভালপ্রমাণ ; মৎস্ত
ও কৃষ্ণমূর্তি যেরূপ করিলে স্মৃতির হয়, তাহাই
শাস্ত্রে নির্দিষ্ট । অতঃপর কদ্রের আকার
বলিতেছি,—ভাঁহার উক পীন এবং ভুজ ও
কঙ্কতপ্তকাকনের স্তায় প্রভাবিত হইবে ।
সেই বিভূর জটাজুট ওত্র অর্করশ্লিসমূহের
স্তায় এবং চক্রাভিত হইবে ; তিনি জটামুকুট-
ধারী হইবেন এবং ভাঁহার আকৃতি হইবে
ষোড়শবর্ষীয় যুবক সদৃশ । ভাঁহার বাহুদ্বয়,
হস্ত-বস্ত্রতুলা, জল্যা ও উকমণ্ডল সুগোল,
কেশকলাপ উর্দ্ধমুখ, লোচন সুবিশাল এবং
স্নায়ত ; ভাঁহার পরিধানে ব্যাক্রচর্ম, কটিদেশ

বাহুবঙ্গাপি কর্তব্যো নানাঃ পশুযুগ্মিতাঃ ।

পীনোকগণ্ডকলকঃ কুণ্ডলাভ্যাম কৃতঃ ॥ ৭

আজ্ঞানুলম্ববাহস্ত সৌম্যমূর্তিঃ পুশোত্তমঃ ।

খেটকঃ বামহস্তে তু খড়্গাধিকৈব তু দক্ষিণে ॥ ৮

শক্তিঃ দণ্ডঃ ত্রিশূলক দক্ষিণেযু নিবেশয়েৎ ।

কপালঃ বামপার্শ্বে তু নাগঃ খট্টাঙ্গমিব চ ॥ ৯

একস্ত বরদণো হস্তস্তথা কবলয়েৎ পরঃ ।

বৈশাখস্থানকং কুহ্মা নৃত্যাতিনয়সংস্থিতঃ ॥ ১০

নৃত্যান দশভুজঃ কার্যো গজচর্ম্মপরস্তথা ।

তথা ত্রিপুরদাহে চ বাহবঃ ষোড়শৈব তু ॥ ১১

শঙ্খঃ চক্রঃ গদা শাস্ত্রঃ ধনুঃ তদ্বাদিকা ভবেৎ

তথা ধনুঃ পিনাকস্ত শরো বিষ্ণুময়স্তথা ॥ ১২

চতুর্ভুজোহষ্টবাহবী জ্ঞানযোগেশ্বরো মতঃ ।

তীক্ষ্ণনাসাগ্রদশনঃ করালবদনো মহান ॥ ১৩

সূত্রত্রয়সমবিত, বক্ষঃস্থলে হার বিলম্বিত,

কর্ণে কেয়ুর পরিশোভিত এবং ভাঁহার ভূষণ

হইবে ভুজঙ্গগণ । ভাঁহার বাহুনিচয় নানা-

ভূষণে ভূষিত করিতে হইবে এবং পীন উক-

মণ্ডল কুণ্ডল দ্বারা অনলুত হইবে । ভাঁহার

বাহুদ্বয় অজ্ঞানুলম্বিত হইবে । তিনি পুশো-

ত্তম সৌম্যমূর্তি হইবেন । ভাঁহার বামহস্তে

খেটক ও দক্ষিণ হস্তে খড়্গা থাকিবে এবং

শক্তি, দণ্ড ও ত্রিশূল দক্ষিণপার্শ্বে বিস্তারিত

করিতে হইবে এবং বামপার্শ্বে কপাল, নাগ,

এবং খট্টাঙ্গ রক্ষিত হইবে । তিনি যখন

বুধাকৃতি হইয়া নৃত্যাতিনয়ে নিযুক্ত থাকিবেন,

তখন ভাঁহার দ্বিহস্ত ; এক হস্তে তিনি বরদান

করিবেছেন, ভাঁহার অপর হস্তে হার-

বলয় । তিনি যখন নৃত্য করিবেন, তখন

ভাঁহার গজচর্ম্মযুক্ত দশভুজ জানিবে ।

ত্রিপুরদাহ কালে ভাঁহার ষোড়শবাহ মূর্তির

আবির্ভাব হয় । শঙ্খ, চক্র, গদা, শাস্ত্র, ধনুঃ,

পিনাক ও বিষ্ণুময় শর এই সকল অষ্টবাহ

মূর্তির অষ্ট হস্তে থাকিবে । ১১-১২। তিনি জ্ঞান-

যোগেশ্বর মূর্তিতে কখন অষ্টবাহ, কখন বা

চতুর্ভুজ হইবেন । যখন ও নানাগ্র তীক্ষ্ণ,

তৈরবঃ শক্ততে লোকে প্রত্যায়তনসংহিতঃ ।
ন মূলীয়তনে কার্ধো তৈরবস্ত ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৪
মারসিংহো বরাহো বা তথাস্তেহপি ভয়ঙ্করাঃ
নাধিকাজ্ঞা ন হীনাঙ্গাঃ কর্তব্য্য দেবতাঃ কচিৎ
স্মিনং স্মাতয়েন্নুনা করালবদনা তথা ।
অধিকা শিল্পিনং হস্তাং কৃশা চৈবান্নাশিনৌ ॥
কৃশোদরী তু হৃতিক্ষং নির্দ্রাংসা ধননাশিনৌ ।
বক্রনাশা তু হৃৎপায় সঙ্কিপ্তাজী ভয়ঙ্করী ॥ ১৭
চিপিটা হৃৎখশোকায় অমেত্রা নেত্রনাশিনৌ ।
হৃৎখদা হীনবক্রা তু পাণি-পাদকৃশা তথা ॥ ১৮
হীনাঙ্গা হীনজঙ্ঘা চ ভ্রমোন্মাদকরৌ নৃণাম্ ।
শুকবক্রা * তু রাজানং কটিহীনা চ য়া ভবেৎ ।
পাণি পাদবিহীনৌ যো জায়তে মারকো মহান
জঙ্ঘা-জাহ্নুবিহীনা চ শত্রুকল্যাণকারিণী ॥ ২০
পুত্রমিত্রবিনাশায় হীনবক্ৰঃস্থলা তু য়া ।

বদন ভীষণ ও করাল,—ইহা তাঁহার তৈরব
মুষ্টি, এই মুষ্টি যে কোন আয়তনে প্রতিষ্ঠিত
হইতে পারে । তৈরব, নারসিংহ, বরাহ এবং
অস্ত্রান্ত ভয়ঙ্কর মুষ্টি মূলীয়তনে কদাচ প্রতি-
ষ্ঠিত করিবে না। কোন দেবতাকেই
অধিকাজ্ঞ বা হীনাঙ্গ করিবে না, হীনাঙ্গা ও
করালমুখী প্রতিমা গৃহপাণ্ডকে বিনাশিত করে ।
অধিকাজ্ঞা মুষ্টি শিল্পীকে এবং কৃশাজ্ঞা অর্থ
বিনাশ করে । কৃশোদরী হৃতিক্ষ আনয়ন
করে এবং মাংসহীনা ধননাশ করিয়া থাকে ।
বক্রনাশা হৃৎখদাত্তী, সংকিপ্তাজী ভয়ঙ্করী,
চিপিটা হৃৎখশোকপ্রদা, নেত্রহীনা নেত্র
নাশিনী, এবং বক্রহীনা ও কৃশ-হস্তপদ মুষ্টি
হৃৎখদা হয় । হীনাঙ্গা বিশেষতঃ হীনজঙ্ঘা
মুষ্টিমানবের ভ্রমোন্মাদকরী ও শুকবক্রা
বা কটিহীনা রাজপীড়াদায়িনী, যে সকল মুষ্টির
হস্ত পদ নাই, তাহারা ভীষণ মহামারী
উপস্থাপিত করে এবং জঙ্ঘা কিংবা জাহ্নু-
বিহীনা হইলে শত্রুর জীবুন্ধি সাধিত করিয়া

সম্পূর্ণায়ববা বা তু আয়ুর্লক্ষীপ্রদা নদা ॥ ২১
এবং লক্ষণমাসাদ্য কর্তব্যঃ পরমেশ্বরঃ ।
সুয়মানঃ সুরৈঃ সর্গৈঃ সমস্তাদর্শয়েতবম্ ॥ ২২
শক্রেণ নন্দিনা চৈব মহাপালেন শক্তরম্ ।
প্রণতা লোকপালাস্ত পার্শ্বে তু গণনায়কঃ ॥ ২৩
নৃতাদভুঙ্গরিটিশ্চৈব ভূত-বেতালসংহৃতাঃ ।
সর্গে হৃষ্টাস্ত কর্তব্য্যঃ স্তবস্তঃ পরমেশ্বরম্ ॥ ২৪
গন্ধর্ব বিদ্যাধর-কিররীপা-
মখাপ্সরো-গুহক-নায়কানাম্ ।
গণৈরনৈকৈঃ শতশো মহেষ্ট্রৈ-
র্মুনিপ্রবৌরৈরপি নম্যমানম্ ॥ ২৫
ধৃতাক্ষহৃষ্টৈঃ শতশঃ প্রবাল-
পুষ্পোপহার প্রচয়ঃ দর্দভিঃ ।
সংসুয়মানং ভগবন্তমীড্যঃ
নেত্রজয়েণামরমর্ত্যপূজ্যম্ ॥ ২৬

ইতি জীমাংস্তে মহাপুরাণে প্রতিমালক্ষণে
একোনষষ্ঠ্যধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫৯ ॥

থাকে ; বক্ৰহস্তশূন্য হইলে পুত্রমিত্র বিনাশ
করে । সর্গায়বপূর্ণা মুষ্টিই আয়ু ও লক্ষ্য-
প্রদা ; অতএব বিহিত লক্ষণানুসারে পর-
মেশ্বর পূর্ণমুষ্টিই নির্মাণ করিবে । ঐ
মুষ্টির চারিদিকে দেবগণ স্তব করিতে করিতে
ভবকে দর্শন করেন ; ইন্দ্র, নন্দী বিষ্ণু ইহারা
প্রণত হইয়া থাকিবেন, অষ্টলোকপাল ও
গণনায়কগণ পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান থাকিবেন,
এবং বেতালগণ সহ ভূতগণ ইত্যন্তঃ নৃত্য
করিতে করিতে স্তব সহকারে পরমেশ্বকে
দর্শন করিবেন । গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, কিরর,
অপ্সরা, গুহক, অনেক গণনায়ক, শত শত
মুনিপ্রবর এবং মহেষ্ট্র, ইহারা ইত্যন্তঃ প্রণত
হইয়া যেন অমর ও মর্ত্যপূজ্য সুয়মান ভগ-
বান্ জিনয়নকে অক্ষহস্ত দ্বারা বিধৃত প্রবাল
পুষ্পোপহার প্রদান করিতেছেন ॥ ১৩—২৬ ॥
উনষষ্ঠ্যধিকবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫৯

বর্ষাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অধুনা সৰ্ব্বাংক্যামি অৰ্দ্ধনারীশ্বরং পরম্ ।
অৰ্দ্ধেন দেবদেবস্ত নারীরূপং সুশোভনম্ ॥ ১
ঐশার্কে তু জটাতাগো বালেন্দুকলয়া যুতঃ ।
উমার্কেচোপি দাতব্যৌ সৌমন্ত-তিলকাবুভৌ ॥ ২
বান্শুকিং দক্ষিণে কর্ণে বামে কুণ্ডলমাদিশেৎ ।
বালিকা চোপরিষ্ঠাতু কপালং দক্ষিণে করে ।
ত্রিশূলং বাপি কর্তব্যং দেবদেবস্ত শূলিনঃ ॥ ৩
বামতো দৰ্পণং দস্তাতুংপলন্ত বিশেষতঃ ।
বামবাহুচ কর্তব্যং কেয়ুর-বলয়াশ্বতঃ ॥ ৪
উপবীতক কর্তব্যং মণিমুক্তাময়ং তথা ।
স্তনভারং তথার্কে তু বামে পীনং প্রকল্পয়েৎ ।
পর্যর্কমুজ্জলং কুর্ধ্যাচ্ছোণ্যার্কে তু তথৈব চ ॥ ৬
লিঙ্গাৰ্দ্ধমুৰ্দ্ধগং কুর্ধ্যাদব্যালাজিনকুতাস্বরম্ ।
বামে লম্বপরীধানং কটিনুত্রয়্যাবৃতম্ ॥ ৭
নানারত্নসমোপেতং দক্ষিণে ভুজগাবৃতম্ ।

বর্ষাধিক বিশততম অধ্যায়ঃ ।

সূত কহলেন,—অধুনা দেবদেবের পরম
অৰ্দ্ধনারীশ্বর মূর্তির বিষয় বলিতেছি । তাঁহার
অর্দ্ধাংশে সুশোভন নারীরূপ বিরাজিত ।
উহার অর্দ্ধাংশ ঐশমূর্তিতে বালচন্দ্রকলযুক্ত
জটাতার এবং যে অর্ধে উমামূর্তি, তাহাতে
সৌমন্ত ও তিলক অর্পণ করিতে হইবে ।
ঐ মূর্তির দক্ষিণ কর্ণ বান্শুকি দ্বারা ও
বামকর্ণ কুণ্ডল দ্বারা মণ্ডিত করিবে ।
কণ্ঠে মাল, দেবদেব শূলীর দক্ষিণ করে
কপাল বা ত্রিশূল এবং বামদিকে উৎপল ও
দৰ্পণ অর্পিত হইবে । কেয়ুর বলয়দ্বারা তাঁহার
বামবাহু বিভূষিত হইবে এবং মণিমুক্তাময়
উপবীত বধাস্থানে বিস্তৃত করিবে । বামার্কে
পীন স্তনভার এবং পরার্কে উজ্জল পীনশ্রোণী
কল্পিত করিবে । শাৰ্দূলচর্ম্মাবৃত লিঙ্গাৰ্দ্ধ
উৰ্দ্ধগ করিবে, বামভাগ নানারত্ন সমাধৃত
লম্বমান কটিনুত্রয়্যাবৃত এবং দক্ষিণভাগ

দেবস্ত দক্ষিণং পাদংপদ্মোপরি হুসংস্থিতম্ ॥
কঙ্কির্দুর্কে তথা বামং ভূষিতং নূপুরেণ তু ।
রত্নৈবিভূষিতান্ কুর্ধ্যাদঙ্গুলীষঙ্গুলীরকান্ ॥ ৯
সালককং তথা পাদং পার্শ্বত্যা দর্শয়েৎ সদা ।
অৰ্দ্ধনারীশ্বরশ্চোদং রূপমাশ্রয়দাহতম্ ॥ ১০
উমামহেশ্বরস্তাপি লক্ষণং শূন্যতঃ স্থিজাঃ ।
সংস্থানস্ত তথোর্বক্যে লীলাললিতবিভ্রমম্ ॥ ১১
চতুর্ভুজং দ্বিবাহুং বা জটাতারেন্দুভূষণম্ ।
লোচনত্রয়সংযুক্তমুন্মৈককক্ষপাশিনম্ ॥ ১২
দক্ষিণেনোৎপলং শূলং বামে কুচভরে করম্ ।
ঔপচর্ম্মপরীধানং নানারত্নোপশোভিতম্ ॥ ১৩
সুপ্রতিষ্ঠং সুবেশকং তথার্কেদুর্কুতাননম্ ।
বামে তু সংস্থতা দেবী তস্তোঃপ্রো বাহুগৃহিতা
শিরোভূষণসংযুক্তৈরলকৈর্লালতাননা ।
সবালিকা কর্ণবতী ললাটাতলকোজ্জলা ॥ ১৪
মণিকুণ্ডলসংযুক্তা কর্ণিকাভরণা কচিৎ ।

ভুজগবেষ্টিত হইবে । দেবদেবের দক্ষিণ-
পাদ পদ্মোপরি সংস্থাপিত থাকিবে । উহারই
কিছু উর্ধ্বে বামপাদ নূপুর দ্বারা ভূষিত হইবে
এবং রত্ন দ্বারা ভূষিত করিয়া অঙ্গুলিসকলে
অঙ্গুরীয়ক বিস্তৃত করিতে হইবে । পার্শ্বতীর
পাদদ্বয় অলক দ্বারা রঞ্জিত করিবে । ইহাই
অৰ্দ্ধনারীশ্বরের রূপ বর্ণিত হইল । ১—১০ ।
অধুনা লীলাললিত-বিভ্রম উমামহেশ্বরের
সংস্থান লক্ষণাদি কথিত হইতেছে । উমা-
মহেশ্বরের চতুর্ভুজ বা দ্বিবাহু হইবে এবং
জটাতার চন্দ্রভূষণে বিভূষিত করবে । উহার
চিন্টা নয়ন । একখানি হস্ত উমার দক্ষিণ
কক্ষে ব্রহ্ম এবং দক্ষিণদিকে পদ্ম ও শূল
কল্পিত হইবে । মহেশ্বরের বামকর উমার
কুচোপরি রক্ষিত থাকিবে, ঐ মূর্তির পরিধানে
নানারত্ন-খচিত বাস্ত্রাঘর, অবস্থান মনোরম
ও মুখাৰ্দ্ধ অৰ্দ্ধচন্দ্র মণ্ডিত এই মূর্তির বাম-
ভাগে উমা দেবী বিরাজিত এবং উমার
উরুতে বামদেবের বামবাহু রক্ষিত থাকিবে
লতিত-অলকাবলীদ্বারা উমার শিরোভূষণ
ললাটে উজ্জল ত্রিশূল, ক্ষতিযুগল মণিকুণ্ডল

হারকেয়ুবহুনা হরবজ্রাবলোকিনো ॥ ১৬
বামাসং দেবদেবস্ত স্পৃশন্তী লৌলয়া ততঃ ।
দক্ষিণস্ত বহিঃ কৃতা বাহুঃ দক্ষিণতন্তথা ॥ ১৭
স্কন্ধং বা দক্ষিণে কুক্ষৌ স্পৃশন্ত্যঙ্গুলৈজৈঃ

কটিং ।

বামে তু দৰ্পণং দদ্যাৎপলং বা স্পৃশোভনম্ ।
কটিসূত্রায়ৈকৈব নিতম্বে স্তাৎ প্রলম্বকম্ ।
জয়া চ বিজয়া চৈব কার্তিকৈয়-বিনায়কৌ ॥ ১৯
পার্শ্বয়োদর্শয়েৎ তত্র তোরণে গণগুহকান্ ।
মালা-বিন্যাধরাঃ স্তম্বদ্বীণাবান্পরোগণঃ ॥ ২০
এতজ্ঞপমুমেণস্ত কৰ্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা ।
শিব-নারায়ণং বক্ষ্যে সৰ্পপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২১
বামার্কে মাধবং বিদ্যাদক্ষিণে শূলপাণিনম্ ।
বাহুদ্বয়ক কৃষ্ণস্ত মণিকেয়ুৰ্ভূষিতম্ ॥ ২২

মণ্ডিত এবং কটিং কটিং কর্ণিকার আভরণে ।
বিভূষিত এবং তিনি যেন হারকেয়ুরে পরি-
শোভিত হইয়া অনিমেষলোচনে ত্রিলো-
চনের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন । উমা-
দেবী লৌলাবশতঃ দেবদেবের বামাংশ স্পর্শ
করিতেছেন এবং তাঁহার দক্ষিণবাহু মহে-
শ্বরের দক্ষিণপার্শ্ব অতিক্রম করিয়া যেন বাহ-
গত হইয়া পড়িয়াছে এবং তিনি কখন
নখররাজি দ্বারা স্কন্ধ দেশ স্পর্শ করিতে-
ছেন ; আবার কখন বা ঐ স্কন্ধদেশ
কুক্ষিমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন । ঐ
মূর্ত্তির বামভাগে স্পৃশোভন উৎপল বা
দৰ্পণ অর্পিত হইবে এবং নিতম্বদেশে কটি
সূত্রজয় লম্বমান থাকিবে । উভয় পার্শ্বে
জয়া, বিজয়া, কার্তিকৈয়, বিনায়ক এবং
তোরণদ্বারে গুহকগণ, মালাধারী বিজাদ্বর-
গণ এবং বীণাপাণি অপ্সরোগণ দণ্ডায়মান
থাকিবে । ঐশ্বৰ্যাভিলাষী মানব উমা-
মহেশ্বরে এইরূপ মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিবেন ।
অধুনা সৰ্পপাপনাশন শিব-নারায়ণলক্ষণ
কীৰ্ত্তন করিতেছি । ঐ মূর্ত্তির বামার্কে
মাধব এবং দক্ষিণার্কে শূলপাণি থাকিবেন ;
মাধবের বাহুদ্বয় মণিকেয়ুরে শোভিত হইবে

শঙ্খ-চক্রধরঃ শান্তমারজ্জ্বালিবিক্রমম্ ।
চক্রস্থানে গদাং বাপি পাণৌ দদ্যাৎগদাভূতঃ ॥
শঙ্খকৈবেতরে দজ্জাৎ কট্যর্কঃ ভূষণোজ্জ্বলম্ ।
পীতবস্ত্রপরীধানং চরণং মণিভূষণম্ ॥ ২৪
দক্ষিণার্কে জটাতারমর্কেন্দুকতভূষণম্ ।
ভূজঙ্গহারবলয়ঃ বরদং দক্ষিণং করম্ ।
দ্বিতীয়ঞ্চাপি কুর্বাণীত ত্রিশূলবরধারিণম্ ।
ব্যালোপবীতসংযুক্তঃ কট্যর্কঃ কৃষ্ণিবাসনম্ ॥ ২৬
মণি-রত্নৈশ্চ সংযুক্তঃ পাদং নাগবিভূষিতম্ ।
শিব-নারায়ণশৈবং কল্পয়েজ্ঞপমুক্তমম্ ॥ ২৭
মহাবরাহং বক্ষ্যামি পদ্মহস্তঃ গদাধরম্ ।
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাগ্রাঘোণাস্তং মেদিনীবামকূর্ণরম্ ॥ ২৮
দংষ্ট্রাগ্রেনোদ্ধতাং দান্তাং ধরণীমুৎপলাধিতাম্ ।
বিস্ময়োৎকৃষ্টবদনামুপরিষ্ঠাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৯
দক্ষিণং কটিসংযুক্ত করং তস্তাঃ প্রকল্পয়েৎ ।

এবং তাহাতে চক্র ও শঙ্খ বিস্তার করিতে
হইবে । তাঁহার প্রশান্ত অঙ্গুলিসকল রক্তাভ
হইবে । গদাধরকরে চক্রস্থানে গদা বা
তাহার বিপরীত দিকে শঙ্খ বিস্তার ও করা
যাইতে পারে । ঐ শিবনারায়ণের কটি-
দেশ উজ্জ্বল, পরিধান পীতবস্ত্র, চরণ মণি-
ভূষিত, দক্ষিণার্কে অর্কেন্দুকলা দ্বারা ভূষিত ও
জটাতার সমন্বিত । তদীয় দক্ষিণ কর বরদ
এবং ভূজঙ্গবলয় বেষ্টিত হইবে । এতদুত্তির
দ্বিতীয় বাহু ত্রিশূলাধিত, কটিদেশ ব্যাজ্জহার-
বেষ্টিত, স্কন্ধদেশে সর্পোপবীত লম্বিত এবং
পাদদ্বয় মণিরত্ন-সংযুক্ত ও নাগভূষিত করিতে
হইবে । এইরূপেই শিব-নারায়ণের অঙ্গসকল
কল্পিত হইবে । ১১—২৭ । এক্ষণে মহাবরাহরূপ
বলিতেছি । সেই পদ্মহস্ত বরাহ কর দ্বারা
গদাধারণ করিয়াছেন, তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা উৎ-
পলাধিত সর্পসহা ধরণীর উদ্ধার করিয়া বাম
কূর্ণরে রক্ষা করিয়াছেন ; তাঁহার মুখ তীক্ষ্ণ
দংষ্ট্রাবিশিষ্ট এবং বদন সকল বিস্ময়োৎ-
কৃষ্ট—উপরদিক হইতে বরাহের এইরূপই
রূপ কল্পিত হইবে । বাম সঙ্খিতে তাঁহার
দক্ষিণ হস্ত অবস্থিত থাকিবে এবং দক্ষিণ

কৃশ্মোপরি তথা পাদমেকং নাগেন্দ্রমুদ্রনি ॥ ৩০ ॥
 সংস্কৃত্যমানং লোকেশং সমস্তাং পরিকল্পয়েৎ
 নারসিংহ কৰ্ত্তব্যং ভূজাষ্টকসমৰিভম্ ॥ ৩১ ॥
 রৌদ্রং সিংহাসনং তদ্বিধিদারিতমুখেক্ষণম্ ।
 স্তম্ভপীনসটাকং দারয়ন্তঃ দিতেঃ সূতম্ ॥ ৩২ ॥
 বিনির্গতাত্তজালকং দানবঃ পরিকল্পয়েৎ ।
 মসন্তঃ কধিরঃ ঘোরঃ কুকুটীবদনেক্ষণম্ ॥ ৩৩ ॥
 যুধ্যমানস্ত কৰ্ত্তব্যঃ কচিং করণবন্ধনৈঃ ।
 পরিব্রাজন্তেন দৈত্যেন তর্জ্যমানো মুহূৰ্ত্ততঃ ॥ ৩৪ ॥
 দৈত্যঃ প্রদর্শয়েৎ তত্র খড়্গাখোটকধারিণম্ ।
 কুরমানং তথা বিকৃতং দর্শয়েদমরাধিপৈঃ ॥ ৩৫ ॥
 তথা ত্রিবিক্রমং বক্ষ্যে ব্রহ্মাণ্ডক্রমণোষণম্ ।
 পাদপার্শ্বে তথা বাহুপারিষ্ঠাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৩৬ ॥
 অধস্তাধামনং তদ্বৎ কল্পয়েৎ স কমণ্ডলুং ।
 দক্ষিণে ক্ষুদ্রাকাং দত্তানুখং দীনং প্রকল্পয়েৎ ॥
 ভূদারধারিণং তদ্বলিঃ তস্ত চ পার্শ্বতঃ ।

পদ কৃশ্মোপরি ও বামপদ নাগেন্দ্রমস্তকে স্তম্ভ
 থাকিবে। তিনি লোকেশগণ কর্ত্তক ইত্যন্ত
 স্কৃত্যমান হইবেন। অতঃপর নারসিংহ মূর্ত্তি
 কথিত হইতেছে এই নারসিংহ অষ্ট
 বাহুবিশিষ্ট ও রৌদ্র সিংহাসন-সম্বিত হইবেন
 এবং তাঁহার মুখশোভা ভীষণাকার হইবে।
 তিনি যেন আকর্ণ বিস্তৃত পীন সটাকারা
 দিতিস্নাতকে বিদৌর্ণ কারতেছেন, তাহাতে
 যেন ঐ দানবের নাড়ী সকল বাহির হয়
 পড়িতেছে ও কুকুটীভাষণ-মুখ নরসিংহ কর্ত্তক
 বিদারিত দানব মুখদারা যেন কধির বমন
 করিতেছে। তিনি নখায়ুধ দ্বারা যুদ্ধ কারয়া
 পরিব্রাজ্য খড়্গাখোটকধারী দম্ভগণকে যেন
 মুহূৰ্ত্ত তর্জ্যন করিতেছেন এবং অমরাধিপ
 ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তাঁহার স্তব কহিতেছেন।
 অনন্তর ব্রহ্মাণ্ড আক্রমণকারী উদ্ধত ত্রিবিক্রম-
 রূপ বর্ণন করিতেছি। এই মূর্ত্তির উপর দিক্
 হইতে পাদপার্শ্বে বাহু হইবে এবং অধোদিকে
 কমণ্ডলুধারী বামন দণ্ডায়মান থাকিবেন। ঐ
 বামনের দক্ষিণ হস্তে একটী ক্ষুদ্র ছত্র প্রদান
 করিতে হইবে এবং উহার মুখখানি দীন-

বন্ধনধারী কৃষ্ণভঃ গুরুভঃ স্তম্ভ দর্শয়েৎ ॥ ৩৮ ॥
 মৎস্তরূপং তথা মৎস্তং কৃষ্ণং কৃষ্ণাকৃতিং স্তম্ভেৎ
 এতংরূপস্ত ভগবান্ কার্ষ্যো নারায়ণো हरिः ॥ ৩৯ ॥
 ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরঃ কৰ্ত্তব্যঃ স চতুর্ভুজঃ ।
 হংসাকৃৎ কচিং কার্ষ্যঃ কচিচ্চ কমলাসনঃ ॥ ৪০ ॥
 বর্ণতঃ পদ্মগর্ভাত্ততুর্ভুজঃ শুভেক্ষণঃ ।
 কমণ্ডলুং বামকরে ঋবং হস্তে তু দক্ষিণে ॥ ৪১ ॥
 বামে দণ্ডধরং তদ্বৎ ঋবকাপি প্রদর্শয়েৎ ।
 মুনিভির্দেবগন্ধর্বৈঃ স্কৃত্যমানং সমস্ততঃ ॥ ৪২ ॥
 কৃষ্ণাণমিব লোকাংস্ত্রীন্ শুক্লাধরধরং বিভূম্ ।
 যুগচর্ম্মধরকাপি দিব্যযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥ ৪৩ ॥
 আজ্যস্থালীং স্তম্ভেৎ পার্শ্বে বেদাংস্ত চতুরঃ পুনঃ ।
 বামপার্শ্বেহস্ত সাবিত্রীং দক্ষিণে চ সরস্বতীম্ ॥
 অগ্রে চ ঋষয়স্তদ্বৎ কার্ষ্যঃ পৈতামহে পদে
 কার্ত্তিকেয়ঃ প্রবক্ষ্যামি তক্রণাদিত্যসপ্রভম্ ॥
 কমলোদয়বর্ণাভং কুমারং স্কুমারকম্ ।

ভাবাপন্ন হইবে ও তৎপার্শ্বে ভূদারধারী
 বলিকে গুরুভ যেন বন্ধন করিতেছে।
 অধুনা এতদ্বিত্ত মৎস্ত, মৎস্তের স্তায় ও কৃষ্ণ,
 কৃষ্ণাকার, ইত্যাদিরূপে ভগবান্ হরির শরী-
 রাদি নিৰ্ম্মাণ করিবে। ২৮—৩৯। ব্রহ্মাকে কম-
 ণ্ডলুধারী, চতুর্ভুজ, হংসাকৃৎ অথবা কোথাও
 কমলাসন কারয়া নিৰ্ম্মাণ করিবে। তাঁহার বর্ণ
 পদ্মগর্ভনম, চারি বাহু এবং আকৃতি মনোরম
 হইবে। তাঁহার বাম করে কমণ্ডলু, দক্ষিণে
 ঋব, এবং অপর দুই হস্তের ও বাম দক্ষিণ-
 ক্রমে দণ্ড ও ঋব প্রদান করিবে। মুনি ও
 গন্ধর্বগণ কর্ত্তক সেই শুক্লাধর ও যুগচর্ম্মধারী
 দিব্য যজ্ঞোপবীতাবৃত লোকত্রয়স্রষ্টা বিভূ ব্রহ্মা
 হতস্তত স্তম্ভ হইতেছেন; এবং তাঁহার পার্শ্বে
 চারি বেদ ও আজ্যস্থালী বিস্তৃত আছে।
 তাঁহার বামপার্শ্বে সাবিত্রী দেবী, দক্ষিণে
 সরস্বতী, এবং অগ্রে ঋষিগণ অবস্থিত থাকি-
 বেন। এক্ষণে কার্ত্তিকেয়ের রূপ বর্ণিত
 হইতেছে। কার্ত্তিকেয় তক্রণ আদিত্যসম
 প্রভাবিশিষ্ট। তাঁহার বর্ণ পদ্মগর্ভনম এবং
 তিনি স্কুমার কুমাররূপ হইবেন। তিনি

দণ্ডকৈশীরকৈর্যুক্তঃ ময়ূরবরবাহনঃ ॥ ৪৬
 স্থাপয়েৎ খেট্টনগরে ভূজান্ দাদশ কারয়েৎ ।
 চতুর্ভুজঃ খর্ষটে স্তাহনে গ্রামে দ্বিবাহকঃ ॥ ৪৭
 শক্তিঃ পাশস্তথা খড়্গাঃ শরঃ শূলঃ তথৈব চ ।
 বরদৈশ্চকহস্তঃ স্তাদথ চাত্তয়দো ভবেৎ ॥ ৪৮
 এতে দক্ষিণতো জেয়াঃ কেয়ূর-কটকোজ্জলাঃ
 ধ্বজঃ পতাকা মুষ্টিচ তর্জনী তু প্রসারিতা ॥ ৪৯
 খেটকঃ তাম্রচূড়কঃ বামহস্তে তু শস্ততে ।
 দ্বিভুজস্ত করে শক্তির্বামে স্তাৎ কুকুটোপরি ॥
 চতুর্ভুজে শক্তি-পাশৌ বামতো দক্ষিণে ত্ৰিাশিঃ
 বরদোহস্তয়দো বাপি দক্ষিণঃ স্তাৎ তুরীয়কঃ
 বিনায়কঃ প্রবক্ষ্যামি গজরাক্ষঃ ত্রিলোচনম্ ।
 লম্বোদরঃ চতুর্ভাঃ ব্যালঘজ্যোপবীতিনম্ ।
 স্মতকর্ণঃ বৃহত্তুণ্ডমেকদংষ্ট্রঃ পৃথুদরম্ ।
 স্বদন্তঃ দক্ষিণকরে উৎপলপুষ্পপরে তথা ॥ ৫০
 মোদকঃ পরশুতৈব বামতঃ পরিকল্পয়েৎ ।

ময়ূরবাহন এবং দণ্ড ও চীরযুক্ত হইবেন ।
 বনে বা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইলে কাটিকৈয়-
 মুষ্টিকে দ্বিবাহ, ক্ষুদ্রনগরে চতুর্ভুজ এবং স্বাঘ
 ইষ্টনগরে দাদশবাহ করিয়া প্রতিষ্ঠিত
 করিতে হইবে । ইহার কেয়ূর-কটকোজ্জল
 হস্তে শক্তি, পাশ, খড়্গা, শর, শূল, বর ও
 অভয় দক্ষিণদিক্ হইতে জানিতে হইবে এবং
 বাম দিকে ধ্বজ, পতাকা, মুষ্টি, প্রসারিত
 তর্জনী, খেটক এবং তাম্রচূড় থাকিবে ।
 দ্বিভুজ মুষ্টির দক্ষিণ করে শক্তি এবং বাম করে
 ময়ূরোপরি বিস্তৃত থাকিবে এবং চতুর্ভুজ
 মুষ্টির বামদিকে শক্তি ও পাশ এবং দক্ষিণে
 একহস্তে অসি ও চতুর্থ হস্তে বর-অভয়
 শোভিত হইবে । অধুনা বিনায়কের বিষয়
 কীর্তন করিতেছি । ইহার তিনটি নয়ন,
 মুখখানি হস্তীর মত, উদর শূল ও লম্বমান
 চারিবাহ, সর্প উপবীত, কাকর্ণ-সদৃশ আকৃ-
 ক্ত কণ এবং ইনি বৃহত্তুণ্ড ও একদন্ত
 জানিবে । ইহার দক্ষিণদিকের হস্তে মোদক
 এবং তরির হস্তে পদ্ম ও বামদিকের এক হস্তে

বৃহৎ কিঞ্চিদনঃ পীনকঙ্কাজ্জি পাণিকম্ ।
 যুক্তস্ত ঋদ্ধি-বুদ্ধিত্যামধস্তামুখকাষিতম্ ॥ ৫১
 কাভ্যায়ন্তাঃ প্রবক্ষ্যামি রূপং দশভুজং তথা ॥
 জয়াণামপি দেবানামমুকারামুকারিনীম্ ।
 জটাজুটসমায়ুক্তামর্কেন্দ্রকৃতশেখরাম্ ॥ ৫২
 লোচনজয়সংযুক্তাঃ পূর্ণেশুসদৃশাননাম্ *
 অন্তসৌপ্পবর্ণাভাঃ † সুপ্রতিষ্ঠাঃ সুলোচনাম্
 নবযৌবনসম্পন্নাঃ সর্বাভরণভূষিতাম্ ।
 সূচাকদশনাঃ তদ্বৎ পীনোন্নতগম্বোধরাম্ ।
 ত্রিভঙ্গহানসংস্থানাঃ মহিষাসুরমর্দিনীম্ ।
 ত্রিশূলঃ দক্ষিণে দস্তাৎ খড়্গাঃ চক্রঃ ক্রমাদধঃ ‡
 তীক্ষ্ণবাণঃ তথা শক্তিঃ বামতোহপি নিবোধত
 খেটকঃ পূর্ণচাপকঃ পাশমঙ্গলমেব চ ॥ ৫৩

লডুক ও অপর হস্তে পরশু বিস্তৃত করিতে
 হইবে । ইহার স্বক, অজি এবং হস্ত সকল
 পীন ও বৃহৎ বলিয়া মুখ চকল ; ইহার বাহন
 মুখিক । ইনি ঋদ্ধি-বুদ্ধি-যুক্ত ৪০—৫১ একপে
 কাভ্যায়নীর রূপ বর্ণন করিতেছি । কাভ্যায়নীর
 দশভুজা । অঙ্গাদি বিষয়ে ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
 শিব, এই দেবতাত্রয়ের অস্ত্রের অমুকরণ
 করিয়াছেন । ইহার শিরোদেশে জটাজুট
 এবং অর্কচক্র বিরাজিত, মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ
 এবং লোচনজয়যুক্ত ; অন্তসৌকুম্যের স্তায়
 ইহার বর্ণ, গঠন সূঠাম এবং নয়ন মনোরম ।
 ইহার যৌবনোত্তর বপুঃ বিবধ ভূষণে
 ভূষিত, দন্তনিচয় চাক্র, পয়োধর পীন ও
 উন্নত ; ইনি ত্রিভঙ্গভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা হইয়া
 মহিষাসুরকে মর্দন করিতেছেন । একপে
 ইহার দশ হস্তের অঙ্গবস্তার বলিতেছি,—
 দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ; এইরূপ ক্রমে অধো-
 দিকে খড়্গা, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ, শক্তি এবং বাম

* লোচনজয়সম্পন্নাঃ পূর্ণেশুসদৃশাননামিতি
 কচিং পাঠ্যঃ ।

† সজ্জাশামিতি পাঠ্যঃ কাচিংকঃ ।

‡ তথৈব চেতি পাঠ্যঃ কচিদ্রুততে ।

ঘণ্টাঃ বা পরন্তঃ বাপি * বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ
অধস্তান্নহিঃ তদ্বিংশিরকং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৬১
শিরশ্ছেদোত্তবং তদ্বদানবং খড়্গপাণিনম্ ।
হৃদি শূলে ন নির্ভিন্নং নির্ঘাদনবিভূষিতম্ ॥ ৬২
রক্তরক্তীকৃতাক্ষক রক্তবিস্মুরিতেক্ষণম্ ।
বেষ্টিতঃ নাগপাশেন ক্রকুটীভীষণাননম্ ॥ ৬৩
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশক তুর্গয়া ।
বমজ্জ্বিরবক্রক দেব্যাঃ সিংহঃ প্রদর্শয়েৎ ॥ ৬৪
দেব্যাক্ষ দক্ষিণঃ পাদঃ সমঃ সিংহোপরি স্থিতম্
কিকির্দুর্কঃ তথা বামমুষ্ঠঃ মহিষোপরি ॥ ৬৫
কুম্ভমানক তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ ।
ইদানীং সুররাজস্ত রূপং বক্ষ্যে বিশেষতঃ ॥ ৬৬
সহস্রনয়নঃ দেবঃ মন্তবারণসংস্থিতম্ ।
পৃথুক-বক্ষো-বদনঃ সিংহরুদ্রঃ মহাভুজম্ ॥ ৬৭
কিরীটকুণ্ডলধরঃ পীবরোরুভুজেক্ষণম্ ।

দিকে খেটক, পূর্ণচাপ, পাশ, অকুশ, ঘণ্টা ও
শরন্ত বিস্তৃত হইবে। নিম্নে শিরোহীন
মহিষাসুর এবং তাহা হইতে উদ্ধৃত খড়্গহস্ত
দানব বিভূষিত। এই দানবের হৃদয় শূলবিন্দু;
তাহা হইতে বহু নাড়ী বহির্গত হইয়া তাহার
কুম্ভরূপে বিকাশ পাইতেছে এবং তাহার
অঙ্গ সকল রক্তদ্বারা আরক্ত ও যেন তাহার
চক্ষু হইতে রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এই
ক্রকুটী ভীষণমুখ দানব নাগপাশদ্বারা বেষ্টিত
ও তুর্গাদেবী সপাশ বামহস্ত দ্বারা উহার কেশ
পাশ ধারণ করিয়া আছেন এবং এই দানব
কধির বমন করিতেছে। এক সিংহ বিস্তৃত
হইবে। এই সিংহের উপর দেবীর দক্ষিণপাদ
অবস্থিত থাকিবে, উহারই কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে
দেবীর বামামুষ্ঠ নির্দিষ্ট হইবে। এবং অমর-
নিকর ইত্যন্ত সেই দেবীকে স্তব করিতে
থাকিবেন। অধুনা সুররাজের রূপ বর্ণন
বিশেষরূপে করিতেছি। তাঁহার সহস্র নয়ন,
তিনি মন্তবস্ত্রীয় উপর সংস্থিত; তাঁহার উরু
ও বক্ষঃ স্থূল; রুদ্র সিংহ-রুদ্রসম এবং বাল

* চাপীতি বা পাঠঃ ।

বজ্রোৎপলধরঃ তদ্বদানাতরণভূষিতম্ ॥ ৬৮
পূজিতঃ দেব-গন্ধর্ভৈরপ্সরোগণসেবিতম্ ।
ছত্র-চামরধারিণ্যঃ স্ত্রিয়ঃ পার্শ্বে প্রদর্শয়েৎ ॥ ৬৯
সিংহাসনগতকাপি গন্ধর্ভগণসংযুতম্ ।
ইন্দ্রাণীঃ বামতস্তাত্ত কুর্ধ্যাৎপলধারিণীম্ ॥ ৭০
ইতি ক্রীমাৎস্ত মহাপুরাণে প্রতিমালক্ষণে
যষ্টাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬০ ॥

একষষ্ঠাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

প্রভাকরস্ত প্রতিমামিদানীং পুণ্ড্র বিজাঃ ।
রথস্থঃ কারয়েদেবং পদ্মহস্তঃ সুলোচনম্ ॥ ১
সস্তাষকৈকচক্রক তুং তস্ত প্রকল্পয়েৎ ।
মুকুটেন বিচিজেণ পদ্মগর্ভসমপ্রভম্ ॥ ২

বিশাল। এই সুররাজ কিরীটকুণ্ডলমণ্ডিত,
স্থূলবক্ষ, দীর্ঘবাহু এবং দিব্যদৃষ্টিম্পন্ন;
উহার হস্তে বজ্র এবং উৎপল থাকিবে। তিনি
বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইবেন। এই দেব ইন্দ্র
—দেব, গন্ধর্ভ ও অপরোগণ কর্তৃক সেবিত,
ছত্র-চামরধারিণী কামিনীগণ দ্বারা অতি-
নন্দিত এবং গন্ধর্ভগণ উহার সিংহাসন সন্নি-
ধানে অবস্থিত; আর তাঁহার বামে উৎপল-
হস্তা শচীদেবী উপবিষ্ট রহিয়াছেন ॥ ১৬—৭০।

যষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬০ ॥

একষষ্ঠাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

সূত কহিলেন,—হে বিজগণ! এক্ষণে
প্রভাকরের প্রতিমা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ
করুন। এই দেব রথস্থ ও পদ্মহস্ত হইবেন—
এবং উহার লোচন সুলোচন হইবে।
উহার রথে সপ্ত অশ্ব ও একটি চক্র কল্পিত
হইবে। পদ্মগর্ভ-সমপ্রভ বিচিত্র মুকুট

নানাতরগভ্বাত্যাং ভূজাত্যাং ধৃতপুংসু ।
 কহং পুংসু তে তু নীলমৈব ধৃতো সদা ॥ ৩ ॥
 চোলকচ্ছবপুংসু কচিচ্চিচ্ছব দর্শয়েৎ ।
 বহুগুণমোপেতং চরণৌ তেজসাবৃতৌ ॥ ৪ ॥
 প্রতীহারৌ চ কর্তব্যৌ পার্শ্বয়োদিতি-পিতৃলৌ
 কর্তব্যৌ খড়্গহস্তৌ তৌ পার্শ্বয়োঃ পুরুষাবৃতৌ
 লেখনীকৃতহস্তক পার্শ্বে ধাতারমব্যয়ম্ ।
 নীনাং দেবগণৈর্গুরুমেঘং কুর্য়াদিবা করম্ ॥ ৫ ॥
 অরুণঃ সারথিচান্দ্র পদ্মিনীপত্রসন্নিভঃ ।
 অংখৌ সুবলয়গ্রীবাবস্ত্রৌ তস্ত পার্শ্বয়োঃ ॥ ৬ ॥
 ভূজকরজুতিবন্ধাঃ সপ্তাংগা রশ্মিসংযুতাঃ ।
 পদ্মহং বাহনহং বা পদ্মহস্তঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭ ॥
 বহুশলকং বক্ষ্যে সর্বকামফলপ্রদম্ ।
 দীপ্তং সুবর্ণবপুসমর্কচন্দ্রোদয়েন স্থিতম্ ॥ ৮ ॥
 বালার্কসদৃশং তস্ত বদনঞ্চাপি দর্শয়েৎ ॥ ৯ ॥

উহার শিরোদেশে শোভিত হইবে এবং
 হস্তদ্বয়ে পদ্মদ্বয় বিস্তৃত থাকিবে । ঐ মূর্তি
 বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইবেন । তিনি বীলা-
 বর্ণতঃ স্বহৃদদেশেও হুইটী পুংসু ধারণ করি-
 য়াছেন এবং উহার সর্বাংগে বহুগুণাচ্ছাদিত
 হইবে ; এই মূর্তি কদাচিৎ চিত্রপটেও অঙ্কিত
 করিয়া লওয়া যাইতে পারে, ইহার চরণদ্বয়
 যেন তেজোদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ।
 ইহার পার্শ্বে দন্তী ও পিতৃল নামে হুইটী
 প্রতিহারী বিরাজিত থাকিবে এবং ঐ পার্শ্ব
 প্রতিহারিদ্বয়ের হস্তে শঙ্খ শোভিত হইবে ।
 লেখনীহস্ত পদ্মযোনি এবং অস্ত্রাস্ত্র বিবিধ
 দেবগণ প্রভাকরের পার্শ্বে বিরাজিত থাকি-
 বেন । এইরূপ ভাবেই প্রভাকরের প্রতিমা
 প্রস্তুত হইবে । পদ্মপত্রপ্রভ অরুণ ইহার
 সারথি । ঐ সারথির পার্শ্বে শোভন ও সুদীর্ঘ-
 গ্রীব অংখ এবং ঐ অংখ ভূজকরজু দ্বারা
 সংযত হইবে । এই মূর্তি পদ্মবাহন ও পদ্ম-
 হস্ত হইবেন । একপদে সর্বকাম-ফলপ্রদ
 অগ্নিমূর্তির লক্ষণ বলিতেছি । উহার শরীর
 উজ্জল সুবর্ণবর্ণ, আসন অর্কচন্দ্রাকার এবং
 বদন বালার্কসদৃশ হইবে । তিনি যজ্ঞোপবীত

যজ্ঞোপবীতিনঃ দেবং লবকূর্চধরং তথা ॥ ১০ ॥
 কমণ্ডলুং বামকরে দক্ষিণে স্বকম্পজকম্ ।
 জালাবিতানসংযুক্তমজবাহনমুজ্জলম্ ॥ ১১ ॥
 কুণ্ডলং বাপি কুর্ক্বোত মুর্দ্ধি সপ্তশিখাধিতম্ ।
 তথা যমং প্রবক্ষ্যামি দণ্ড-পাশধরং বিকৃতম্ ॥ ১২ ॥
 মহামহিমমাকুটং কৃষ্ণাঙ্গনচয়োগমম্ ।
 সিংহাসনগতঞ্চাপি দীপ্তাগ্নিসমলোচনম্ ॥ ১৩ ॥
 মহিষশিচ্ছত্রপুস্তকরাগাঃ কিঙ্করাস্তথা ।
 সমস্তাদর্শয়েৎ তস্ত সৌম্যাসৌম্যানু সুরাসুরান্
 রাক্ষসেন্দ্রঃ তথা বক্ষ্যে লোকপালক নৈঋতম্
 নরাকুটং মহামায়ং রক্ষোতিবহতিবৃতম্ ॥ ১৪ ॥
 খড়্গহস্তং মহানীলং কজ্জলাচলসন্নিভম্ ।
 নরযুক্তবিমানহং পীতাতরগভ্বিতম্ ॥ ১৫ ॥
 বরুণকং প্রবক্ষ্যামি পাশহস্তং মহাবলম্ ।
 শঙ্খফটিকবর্ণাভং সিতহারাদ্বারাবৃতম্ ॥ ১৬ ॥
 অশাসনগতং শাস্তং কিরীটাক্রদধারিণম্ ।

ও লবকূর্চধারী হইবেন । উহার বামকরে
 কমণ্ডলু । দক্ষিণকরে অকম্পজ, তিনি জালা-
 মালাসমুজ্জল অজবাহন হইবেন অথবা
 ইহাকে সপ্তশিখাসমাবৃত মস্তক-বিশিষ্ট করিয়া
 কুণ্ডলমধ্যেই স্থাপিত করিবে । সপ্তাংগি যমের
 রূপ বর্ণন করিতেছি । ঐ বিকৃত যম দণ্ডপাশধর
 হইবেন এবং কৃষ্ণাঙ্গন-নিভ মহামহিম ইহার
 বাহন হইবে । সিংহাসন ইহার আসন ও
 নয়ন প্রদীপ্ত অগ্নির জ্বায় হইবে । ইহার
 চারিদিকে চিত্রপুস্তক, ভয়ঙ্কর কিঙ্কর, শাস্ত ও
 উগ্র অনুরসকল এবং মহামহিম বিকৃষিত
 হইবে । ১—১৪ । অধুনা লোকপাল রাক্ষসেন্দ্র
 নৈঋতের রূপ কীর্তন করিতেছি,—ঐ মহা-
 মায়াবী নৈঋত নরাকুট এবং বহুরূপঃ পরিবৃত
 হইবে, উহার বর্ণ কজ্জলাচল-সম ঘোর নীল
 হইবে ও হস্তে খড়্গ বিস্তৃত থাকিবে । এই
 নৈঋত পীতাতরগভ্বিত হইবে ও উহার
 বাহন নরযুক্ত যান হইবে । অতঃপর বরুণ-
 রূপ বলিতেছি,—ঐ মহাবল পাশহস্ত বরুণ
 শঙ্খ ফটিকের জ্বায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া বেতপার
 ও বেতবস্ত্রে আবৃত হইবেন । ইহার বাহন

বায়ুরূপং প্রবক্ষ্যামি ধূম্রস্ত মৃগবাহনম্ ॥ ১৮
 চিত্রাধরধরং শান্তং যুবানং কৃষ্ণিতকবদ্য
 মৃগাধিকৃতং বরদং পতাকা-স্বজসংযুতম্ ॥ ১৯
 কুবেরক প্রবক্ষ্যামি কুণ্ডলাভ্যামলকৃতম্ ।
 মহোদরং মহাকায়ং নিধ্যষ্টকসমগ্নিতম্ ॥ ২০
 ওষ্টকৈর্বহতিধূম্রং ধনব্যয়করৈস্তথা ।
 হার-কেয়ুরচিত্তং সিতাধরধরং সদা ॥ ২১
 গদাধরক কৰ্ণবাং বরদং মুকুটাবতম্ ।
 নরযুক্তবিমানম্বেবং স্রোতা চ কারয়েৎ ॥ ২২
 তর্ধৈবেশং প্রবক্ষ্যামি ধবলং ধবলেকণম্ ।
 ত্রিশূলপাণিনং দেবং ত্র্যক্ষং যুগতং প্রভুম্ ॥
 মাতৃগণং লক্ষণং বক্ষ্যে যথাবদমুপূর্ষশঃ ।
 ত্র্যক্ষাণী ত্র্যক্ষসদৃশী চতুর্বিভ্রা চতুর্ভুজা ॥ ২৪
 হংসাধিকৃতা কৰ্ণব্যাসাক্ষসূত্র-কমণ্ডলুঃ ।
 মহেশ্বরস্ত রূপেণ তথা মাহেশ্বরী মতা ॥ ২৫
 জটায়ুকুটংযুক্তা যুগ্মা চন্দ্রশেখরা ।

কপাল-শূল-খট্वा-বরদাঢ্যা চতুর্ভুজা ॥ ২৬
 কুমাররূপা কোমারী ময়ূরবরবাহনা ।
 রক্তবস্ত্রধরা তদ্বজ্রলশক্তিধরা মতা ॥ ২৭
 হার-কেয়ুরসম্পন্ন ককবাকুধরা তথা ।
 বৈকবী বিকুসদৃশী গরুড়ে সমুপস্থিতা ॥ ২৮
 চতুর্ভুজা বরদা শঙ্খ-চক্র-গদাধরা ।
 সিংহাসনগতা বাপি বালকেন সমন্বিতা ॥ ২৯
 বারাহীক প্রবক্ষ্যামি মহাবোপার্য সংস্থিতাম্ ।
 বরাহসদৃশী দেবী শিরশ্চামরধারিণী ॥ ৩০
 গদাচক্রধরা তদ্বদানবেশ বনাশিনী ।
 ইন্দ্রাণী মল্লসদৃশী বজ্র-শূল-গদাধরাম্ ॥ ৩১
 গজাসনগতাং দেবীং লোচনৈর্বহ ভর্ষিতাম্ ।
 তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং দিব্যাতরনভূষিতাম্ ॥ ৩২
 তীক্ষ্ণখণ্ডাধরাং তদ্বদ্বক্ষ্যে যোগেশ্বরীমিমাং ।
 দীর্ঘজিহ্বামূর্ধ্বকেশীমহিষৈশ্চৈশ্চ মণ্ডিতাম্ ॥ ৩৩
 দংষ্ট্রাকরালবদনাং কুর্ধ্যষ্টৈষেব কুশোদরীম্ ।

মীন । ক্রীট, অঙ্গ ও গদা ইহার ভূষণ
 হইবে । অনন্তর বায়ুরূপ বলিতেছি,—
 ইহার বর্ণ ধূমের স্তায় এবং মৃগ বাহন
 হইবে । এই কৃষ্ণিতক শান্ত যুবা পতাকা-
 স্বজযুত মৃগাধিকৃত বরদ বায়ু চিত্রাধরধর
 হইবেন । এক্ষণে কুবেররূপ কহিতেছি,—এই
 মহোদর মহাকায় অষ্ট নিবিবিশিষ্ট কুবের,
 কুণ্ডলদ্বয় দ্বারা মণ্ডিত হইবেন এবং ইনি
 যেন বহু গুহক-পরিবেষ্টিত হইয়া ধনব্যয়
 করিতেছেন । এই হারকেয়ুর-শোভিত বেত-
 বজ্রধারী কুবেরের হস্তদ্বয় গদা ও বরদযুক্ত
 হইবে । ইহার মস্তকে মুকুট প্রদান করিতে
 হইবে এবং ইহার নরযুক্ত বিমান আনিতে
 হইবে । অধুনা ঈশানের রূপ বর্ণিত হই
 তেছে । এই প্রভু ধবলদেব ধবল দৃষ্টি
 বিশিষ্ট, ত্রিশূলপাণি, ত্রিনয়ন, এবং যুগতবাহন
 হইবেন । ১৫—২০ । এক্ষণে মাতৃগণের
 আত্মপুর্ষিক ষাণ্মথ রূপ কহিতেছি । ত্র্যক্ষাণী
 ত্র্যক্ষা স্তায় চতুর্ভুজ, চতুর্ভুজা, হংসাধিকৃতা
 এবং কমণ্ডলু ও অক্ষসূত্র সমন্বিত হইবেন ।
 মাহেশ্বরী—মহেশ্বররূপা, জটায়ুকুটংযুক্তা,

যুগাকৃতা, চতুর্ভুজা হইবেন এবং তাঁহার
 শিরোদেশ শশিশোভিত এবং হস্ত, কপাল,
 শূল, খট্वा বরযুক্ত হইবে । কোমারী
 কুমাররূপা, ময়ূরবাহনা, রক্তবস্ত্রধরা, শূল-
 শক্তিধারিণী, কুকুটবাহনা, ও হারকেয়ুর-
 ভূষিতা হইবেন । বৈকবী বিকুসদৃশী,
 গরুড়াকৃতা ও চতুর্ভুজা হইবেন, তাঁহার
 হস্তনিচয়ে যথাক্রমে বর, শঙ্খ, চক্র, ও গদা
 বিভূষিত হইবে । ইহাকে সিংহাসনাস্থিতা
 ও বালক-সমন্বিতা করা যাইতে পারে ।
 বারাহী—বরাহরূপা ও মহিষবাহনা হইবেন
 ইহার মস্তকে চামর বিস্তৃত হইবে ।
 ইনি গদা ও চক্রধারিণী এবং দানবেশগণের
 বিনাশকারিণী । ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রসদৃশী, বজ্র,
 শূল, ও গদাধারিণী, বহু নয়নসমন্বিতা এবং
 গজাসনে উপবিষ্টা । ইহার তপ্ত কাঞ্চনের
 স্তায় বর্ণ, এবং ইনি দিব্য আতরনভূষিতা
 ভূষিতা । সম্প্রতি তীক্ষ্ণখণ্ডাধারিণী যোগে-
 স্বরীর রূপ বর্ণন করিতেছি । ইহার জিহ্বা
 দীর্ঘ, কেশ উর্দ্ধগ, এবং ইনি অহিভূষণে
 ভূষিত । এই কুশোদরী যোগেশ্বরীর দস্ত-

কপালমালিনীঃ দেবীঃ মুণ্ডমালাবিভূষিতা ॥ ৩৪
কপালঃ বামহস্তে তু মাংসশোণিত পুরিতম্ ।
মস্তিকাক্ষক বিভ্রাণাঃ শক্তিকাঃ দক্ষিণে করে
গৃধ্রা বায়সহা বা নির্ঘাংসা বিনতোদরী ।
করালবদনা তদ্বৎ কর্তব্য্যা সা ত্রিলোচনা ॥ ৩৬
চামুণ্ডা বহুবচা বা বীপিচর্ম্মধরা ভূতা ।
দ্বিধাঙ্গাঃ কালিকা তদ্বদ্রাসতহা কপালিনী ॥ ৩৭
সুরকুপ্পাতরুণা বর্জনীধ্বজসংযুতা ।
বিনায়কক কুস্বীত মাতৃগাম্যন্তিকে সদা ॥ ৩৮
বীরেশ্বরশ্চ ভগবান্ বৃষাক্রটো জটাধরঃ ।
বীণাহস্তত্রিশূলী চ মাতৃগামগ্রতে ॥ ৩৯
ত্রিধাঃ দেবীঃ প্রবক্ষ্যামি নবে বয়সি সংস্থিতাম্
সুযৌবনাঃ পীনগণ্ডাঃ রক্তোজীং কৃষ্ণতক্রবম্ ।
পীনোরতস্তনতটাঃ মণিকুণ্ডলধারিণীম্ ।

যারা বদনমণ্ডল অর্থাৎ করাল হইয়াছে ।
ইহার বক্ষঃস্থল মুণ্ড ও কপালমালায় উজ্জ্বল
হইয়াছে এবং বামকরে মস্তিক ও মাংস-
শোণিত-পূর্ণ আরও একটা কপালও রহি-
য়াছে । ইহার দক্ষিণ করে শক্তি শোভিত
হইতেছে । এই দেবী যোগেশ্বরী গৃধ্র বা
কাকবাহিনী । ইহার শরীর মাংসহীন ও
সর্বত্র অসমান । ইহার বদন অতি ভীষণ
এবং জিনয়ন-সমবিত । ইনি যখন চামুণ্ডা
মুষ্টি পরিগ্রহ করেন, তখন ইহার পরিধানে
ব্যাজ্রচর্ম্ম এবং হস্তে ঘটা শোভিত হয় ।
আর যখন কালিকামুষ্টি পরিগ্রহ করেন
তখন ইনি দ্বিগুণাঙ্গা, রাসভবাহিনী ও
কপালধারিণী হন এবং বর্জনীধ্বজ ও
রক্তপুষ্পাতরুণা হইয়া থাকেন । এই সকল
মাতৃকাগণের সন্নিধানে বিনায়কগণের বিভ্রাস
করিতে হইবে । জটাধারী ও বৃষাক্রট
ভগবান্ বীরেশ্বর মাতৃগণের সম্মুখ-
ভাগে বীণা ও ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান থাকি-
বেন । ২৪—৩৯ । লক্ষ্মীর মুষ্টি—যথা;—
তিনি নবীনা, সুযৌবনা, পীনগণ্ডা, রক্তোজী,
কৃষ্ণতক্রবতা, পীনোরত-স্তন-তটা,

সুমণ্ডলঃ মুখঃ তস্তাঃ শিরঃ সীমন্তকুণ্ডল ॥ ৪০
পদ্মশক্তিকশৈলৈর্বা ভূষিতাঃ কুণ্ডলালকৈঃ ।
কঙ্কুকাবদ্ধগাজী চ হারকুসৌ পদ্মোদরৌ ॥ ৪২
নাগহস্তোপমৌ বাহু কেয়ুর-কটকোচ্ছলৌ ।
পদ্মং হস্তে প্রপাতব্যঃ ক্রীকলং দক্ষিণে ভুজে
মেখলাতরুণাঃ তদ্বৎ তপ্তকাক্ষনসপ্রভা ॥
নানাতরুণসম্পন্নঃ শোভনাবরধারিণীম্ ॥ ৪৪
পার্শ্বে তস্তাঃ ত্রিরঃ কার্ঘ্যাচ্চামরব্যপ্রপাণয়ঃ ।
পদ্মাসনোপবিষ্টা তু পদ্মসিংহাসনস্থিতা ॥ ৪৫
করিভ্যাং নাপ্যমানাসৌ ভৃঙ্গারাত্যামনেকশঃ
প্রকালয়ন্তৌ করিণৌ ভৃঙ্গারাত্যাঃ তথাপরৌ ॥
সু.মানা চ লোকেশৈস্তথা গন্ধর্ব্ব-ওহকৈঃ ।
তথৈব যাক্ষিণী কার্ঘ্যা সিদ্ধাসুরনিষেবিতা ॥ ৪৭
পার্শ্বয়োঃ কলশৌ তস্তান্তোরণে দেব-দানবাঃ
নাগাশ্চৈব তু কর্তব্য্যাঃ খড়্গা-খেটকধারিণঃ ॥ ৪৮
অধস্তাং প্রকৃতিস্তেযাং নাভেরুর্দ্বস্ত পৌকষী ।

ও মণিকুণ্ডল-ধারিণী । তাঁহার বদন সুশো-
ভিত, এবং মস্তক সীমন্তকুণ্ডিত । তিনি
পদ্ম, শক্তিক, শঙ্খ, কুণ্ডল ও অলক দ্বারা
অলঙ্কৃত । তাঁহার গাত্র কঙ্কুকা দ্বারা আবৃত,
তাঁহার পদ্মোদরের কুণ্ডল হার । তাঁহার
বাহুগল—হস্তি-হস্তোপম ও কেয়ুর-কটকে
প্রভাবিত । তাঁহার বাম হস্তে পদ্ম ও
দক্ষিণ হস্তে ক্রীকল বিরাজিত । তিনি
মেখলাতরুণা ; তপ্ত-কাক্ষনের দ্বারা তাঁহার
কান্তি । তিনি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত
এবং মনোহরবসনা । তাঁহার উত্তর পার্শ্বে
চামর-ব্যজনকারিণী জ্রোগণ বিরাজ করি-
তেছে । তিনি পদ্ম-সিংহাসনোপরি পদ্মাসনে
উপবিষ্টা । হস্তিধর তাঁহাকে ভৃঙ্গার-বারি
দ্বারা অজয় ব্রান করাইতেছে । অপর
হস্তিগল ভৃঙ্গার-বারি দ্বারা তাঁহাকে প্রকা-
লন করিতেছে । লোকেশ গন্ধর্ব্ব ও ওহক-
গণ তাঁহাকে নিরন্তর স্তব করিতেছেন ।
তাঁহার সমীপে সিদ্ধাসুর-নিষেবিত যাক্ষিণী
বিরাজিতা । ৪০—৪৭ । তাঁহার তোরণ-পার্শ্বে,
পূর্ণ কলস ও খড়্গা-খেটকধারী দেব-দানব ও

কপাশ মুক্তি কর্তব্য বিজিহ্বা বহবঃ সমাঃ ॥ ৫১ ॥
 পিশাচা রাক্ষসাস্চৈব ভূত-বেতালজাতয়ঃ ।
 নির্দ্বাঃসাস্চৈব তে সৰ্ব্বৈ রৌদ্ৰা বিকৃতরূপিণঃ ॥
 ক্ষেত্রপালশ্চ কর্তব্যো জটিলো বিকৃতাননঃ ।
 দিধাসা জটিলান্তবক্ষুগোমায়ুনিষেবিতঃ ॥ ৫২ ॥
 কপালঃ বামহস্তে তু শিরঃ কেশসমাবৃতম্ ।
 দক্ষিণে শক্তিকায়ঃ দন্তাদম্বরকয়কারিণীম্ ॥ ৫৩ ॥
 অখাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দ্বিভূজঃ কুসুমায়ুধম্ ।
 পার্শ্বে চাশ্বমুখং তস্ত মকরধ্বজসংযুতম্ ॥ ৫৪ ॥
 দক্ষিণে পুষ্পবাণঞ্চ বামে পুষ্পময়ধনুঃ ।
 ক্রীতিঃ স্ত্রীদক্ষিণে তস্ত ভোজনোপকরণাশ্রিতম্ ।
 রতিশ্চ বামপার্শ্বে তু শয়নঃ সারসাস্থিতম্ ।
 পটশ্চ পটধ্বজৈব খরঃ কামাতুরস্তথা ॥ ৫৫ ॥
 পার্শ্বতো জলবাণী চ বনং নন্দনমেব চ ।
 সূশোভনশ্চ কর্তব্যো ভগবান্ কুসুমায়ুধঃ ॥ ৫৬ ॥
 সংস্থানমীষধ্বজঃ স্ত্রীদ্বিমুখশ্চিত্তবজ্রকম্ ।

নাগগণ অবস্থিত । ঐ নাগগণের অধো-
 দেশে প্রকৃতি, নাভির উর্দ্ধদেশে পৌরুষী
 এবং তাহাদের মস্তকে ফণা । তাহারা
 বিজিহ্বা এবং বহু পিশাচ, রাক্ষস, ভূত ও
 বেতালগণ ঐ লক্ষ্মীদেবীর তোরণে অব-
 স্থিত । তাহারা নির্দ্বাঃস, ভয়ানক এবং
 বিকৃতদর্শন হইবে । ঐ তোরণ-সমীপে ক্ষেত্র-
 পাল সংস্থাপিত করিবে । উহারা বিকৃতানন
 জটিল, দিধাসা ও শৃগাল-কুকুরপরিবেষ্টিত ।
 তাহাদের হস্তে কপাল, ও মস্তক কেশ-
 পরিপূর্ণ । দেবীর দক্ষিণে অম্বরকয়কারিণী
 শক্তি নিধান করিবে । অনন্তর কুসুমায়ুধের
 রূপ বলিতেছি । তিনি দ্বিভূজ ; তাহার পার্শ্বে
 মকরধ্বজ-সংযুক্ত অশ্বমুখ । তাহার দক্ষিণ-
 হস্তে পুষ্পবাণ ও বাম করে পুষ্পময়ধনু ।
 তাহার দক্ষিণে ভোজ-নোপকরণাশ্রিতা ক্রীতি
 ও বামপার্শ্বে রতি । তাহার পার্শ্বে সারসাস্থিত
 শয্যা । তাহার পার্শ্বে পট, পটাহ, খর, কামা-
 তুর, জলবাণী ও নন্দনবন অবস্থিত ।
 ভগবান্ কুসুমায়ুধ উত্তমরূপে সূশোভিত
 এবং তাহার সংস্থান ইষৎ বক্র । তাহার

এতদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ প্রতিমালক্ষণং যথা ।
 বিস্তরেণ ন শক্যোতি বৃহস্পতিরপি বিজ্ঞাঃ ॥ ৫৭ ॥
 ইতি ক্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে দেবতার্চাহু-
 কীৰ্ত্তনে প্রতিমালক্ষণং নামৈকবষ্ট্যাধিক-
 বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬১ ॥

দ্বিষষ্ঠ্যাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

নৃত উবাচ ।

পীঠিকালক্ষণং বক্ষ্যে যথাবদম্বুপূৰ্ণকঃ ।
 পীঠোচ্ছ্রায়ঃ যথাবচ্চ ভাগান যোড়শ কারযেৎ
 ভূমাবেকঃ প্রবিষ্টঃ স্ত্রীচতুর্ভির্ভগতী মতা ।
 বৃত্তো ভাগস্তথৈকঃ স্ত্রীদ্বিতঃ পটলভাগতঃ ॥ ২ ॥
 ভাগৈস্ত্রিভিঃস্তথা কঠঃ কণ্টপটাপ্রভাগতঃ
 ভাগাভ্যামূৰ্দ্ধপটশ্চ দ্বৈষভাগেণ পট্টিকা ॥ ৩ ॥
 প্রবিষ্টঃ ভাগমেকৈকং জগতী যাবদেব তু ।
 নির্গমস্ত পুনস্তস্ত যাবদা শেষপট্টিকা ॥ ৪ ॥

আনন বিস্ময়-স্মিত শোভিত । হে বিজগণ !
 এই আমি প্রতিমা লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম ।
 বৃহস্পতিও এ বিষয় বিকৃতরূপে বর্ণন কারতে
 সক্ষম নহেন । ৪৮—৫৭ ।

একবষ্ট্যাধিকবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬১ ॥

দ্বিষষ্ঠ্যাধিক বিশততম অধ্যায় ।

নৃত বলিলেন,—একশ্রেণে যথাযথ পীঠিকা-
 লক্ষণ আহুপূৰ্ণক কীর্ত্তন কারিতেছি ; অবশ
 করুন । পীঠোচ্ছ্রায় যথাযথ যোড়শভাগ করিবে
 তন্মধ্যে প্রথম ভাগ ভূমি-প্রবিষ্ট হইবে ।
 তদূর্দ্ধ চারিভাগ জগতী বলিয়া কীর্ত্তিত,
 তদূর্দ্ধ এক ভাগ বৃত্তসংল্লক, তদূর্দ্ধ পটল
 ভাগাভ্যাসারে একভাগ বৃত্ত, তদূর্দ্ধ ত্রিভাগ
 কঠ, তদূর্দ্ধ অপর ত্রিভাগে কণ্টপট, তদূর্দ্ধ
 ভাগদ্বয় উর্দ্ধপট, এবং শেষভাগ পট্টিকা নামে
 অভিহিত । ঐ পীঠের জগতী পর্য্যন্ত এক
 একটা ভাগ প্রবিষ্ট ; অর্থাৎ মৃতিকায় প্রোথিত
 হইবে । আর শেষ পট্টিকা পর্য্যন্ত অবশিষ্ট

বারির্নির্গমনার্থন্ত তত্র কার্যঃ প্রণালকঃ ।
 পীঠিকানাঙ্ক সর্বাসামেতৎ সামান্তলক্ষণম্ ॥ ৫
 বিশেষান দেবতাভেদান শৃংখলং বিজসন্তমাঃ ।
 স্বাণ্ডিলা বাধ বাপী বা যক্ষী বেদী চ মণ্ডলা ॥ ৬
 পূর্ণচন্দ্রা চ বজ্রা চ পদ্মা বার্কশলী তথা ।
 ত্রিকোণা দশমী তাসাং সংস্থানং বা নিবোধত
 স্বাণ্ডিলা চতুরশ্রা তু বজ্রিকা মেখলাদিভিঃ ।
 বাপী বিমেখলা জ্যেষ্ঠা যক্ষী চৈব ত্রিমেখলা ॥ ৮
 চতুরশ্রায়তা বেদী ন তাং লিঙ্গেষু যোজয়েৎ ।
 মণ্ডলা বর্তুলা যা তু মেখলাভির্গণপ্রিয়া ॥ ৯
 বজ্রা বিমেখলা মধ্যে পূর্ণচন্দ্রা তু সা ভবেৎ ।
 মেখলাত্রয়সংযুক্তা বজ্রশ্রা বজ্রিকা ভবেৎ ॥ ১০
 ষোড়শাশ্রা ভবেৎ পদ্মা কিঞ্চিদ্ব্যতীত তু মূলতঃ
 তথৈব ধনুয়াকার্য সার্কচন্দ্রা প্রশস্ততে ॥ ১১
 ত্রিশূলসদৃশী ততঃ ত্রিকোণা হার্কচন্দ্রো মতা ।
 প্রাণ্ডদকুপ্রবণা ততঃ প্রবর্ত্তা লক্ষণাষিতা ॥ ১২
 পরিবেষ্য ত্রিভাগেণ নির্গমঃ তত্র কারয়েৎ

ভাগ সমুদয়—নির্গম; অর্থাৎ বাহিরে থাকিবে। ঐ শেষপট্টিকায় বারি নির্গমার্ধ প্রণালী করা কর্তব্য। পীঠিকাসমুদয়ের এই সামান্ত লক্ষণ নিরূপিত হইল। হে বিজসন্তমগণ! অতঃপর দেবতাভেদে পীঠবিশেষ গ্রহণ করুন। স্বাণ্ডিলা, বাপী, যক্ষী, বেদী, মণ্ডলা, পূর্ণচন্দ্রা, বজ্রা, পদ্মা, বার্কশলী ও ত্রিকোণা, এই দশ প্রকার পীঠ। ইহাদের সংস্থান গ্রহণ করুন। স্বাণ্ডিলা—চতুরশ্রা ও মেখলাবজ্রিত; বাপী—বিমেখলা; যক্ষী—ত্রিমেখলা; বেদী—চতুরশ্রা ও আঘতা; ইহাতে লিঙ্গ স্থাপনা করিবে না। মণ্ডলা মেখলাবজ্রিত বলিয়া গণ্যপ্রিয়। পূর্ণচন্দ্রার মধ্যে হুইনী মেখলা থাকিবে এবং উহা রঞ্জিত হইবে। বজ্রা বা বজ্রিকা মেখলাত্রয় সংযুক্তা ও বজ্রা হইবে। পদ্মা—ষোড়শাশ্রা ও মূলে কিঞ্চিদ্ব্যতীত হইবে। বার্কচন্দ্রা ধনুয়াকার; ত্রিকোণার অর্ধেকাংশ ত্রিশূলাকার; পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ প্লব, প্রবর্ত্ত ও মূললক্ষণাষিত

বিস্তারঃ তৎপ্রমাণঞ্চ মূলে চাগ্রে তথোদ্ধিতঃ ।
 জলমার্গাৎ কর্তব্যত্রিভাগেণ স্নশোভনঃ ।
 লিঙ্গস্ফাৰ্দ্ধবিভাগেণ হোল্যেন সমাধিষ্ঠিতা ॥ ১৪
 মেখলা তালিভাগেণ খাতকৈব প্রমাণতঃ ।
 অথবা পাদহীনন্ত শোভনং কারয়েৎ সদা ॥ ১৫
 উত্তরস্থং প্রণালক প্রমাণাদিহং কারয়েৎ ।
 স্বাণ্ডিলায়ামথারোগ্যঃ ধনঃ ধাত্তঞ্চ পুঙ্কলম্ ॥ ১৬
 গোপ্রদা চ ভবেদ্যক্ষী বেদী সম্পৎপ্রদা ভবেৎ
 মণ্ডলায়াং ভবেৎ কীৰ্ত্তির্বরদা পূর্ণচন্দ্রিকা ॥ ১৭
 আয়ুঃপ্রদা ভবেদ্বজ্রা পদ্মা সৌভাগ্যদা ভবেৎ
 পুত্রপ্রদার্কচন্দ্রা স্ত্রাং ত্রিকোণা শক্রনাশিনী ॥ ১৮
 দেবস্ত যজ্ঞনার্থন্ত পীঠিকা দশ কীৰ্ত্তিতাঃ ।
 শৈলে শৈলময়ীঃ দজ্ঞাং পার্শ্বিবে পার্শ্ববীঃতথা
 দাক্ষজৈ দাক্ষজাঃ কুর্ধ্যান্নিশ্রে মিশ্রাঃ তথৈব চ ।
 নান্নমোহিঃ কর্তব্য্য সদা শুভকলেপ্যুভিঃ ॥ ১৯
 অর্চায়ামসমং দৈর্ঘ্যং লিঙ্গায়ামসমং তথা ।

হইবে। ইহার তিনভাগ পরিধি বাহিরে থাকিবে এবং মূলে, অগ্রে ও উর্ধ্বে ঐ পরিমাণ বিস্তৃতি থাকিবে। ত্রিভাগে স্নশোভন জলমার্গ রাখিবে। ১—১৩। পীঠ লিঙ্গার্ক-পারিমিত স্থলতা বিশিষ্ট হইবে এবং লিঙ্গের তিনভাগ প্রমাণ মেখলাখাত করিতে হইবে। অথবা পাদহীন খাত করিবে। খাত স্নশোভন হওয়া আবশ্যক। পীঠের উত্তর ভাগে প্রণালী করিবে। স্বাণ্ডিলা, আয়োগ্য ও পুঙ্কল ধন-ধাত্ত দান করে। যক্ষী—গো-প্রদা, বেদী—সম্পৎপ্রদা, মণ্ডলা—কীৰ্ত্তিদায়িনী, পূর্ণচন্দ্রা—বরদা, বজ্রা—আয়ুঃ-প্রদা, পদ্মা—সৌভাগ্যপ্রদা, বার্কচন্দ্রা—পুত্র-প্রদা, এবং ত্রিকোণা—শক্রনাশিনী। দেব-পূজার্থ এই দশপ্রকার পীঠিকা কীৰ্ত্তিত হইল। দেবতা শিলাময় হইলে, শৈলময়ী পীঠিকা করিতে হইবে। ঐরূপ পার্শ্বিবে দেবতা হইলে পীঠিকা পার্শ্ববী, দাক্ষময়ী, দাক্ষময়ী, ও মিশ্রে মিশ্রা হইবে। শুভ-কলেপ্য ব্যক্তিগণ কদাচ ইহার স্মরণ

যন্ত দেবন্ত বা পত্নী তাং পীঠে পরিকল্পয়েৎ ।
এতৎ সৰ্বং সমাখ্যাতং সমাসাৎ পীঠলক্ষণম্ ॥

ইতি ত্রিমাংসে মহাপুরাণে দেবতার্চন-
কৌতুকে পীঠিকানুকীৰ্ত্তনং নাম দ্বিষষ্টি-
বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২৬২॥



ত্রিষষ্ঠ্যধিকবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অখাতঃ সস্ত্রাবক্ষ্যামি লিঙ্গলক্ষণমুত্তমম্ ।
সুসিদ্ধঞ্চ সুবর্ণঞ্চ লিঙ্গং কুৰ্য্যাৎবিচক্ষণঃ ॥ ১
প্রাসাদস্ত প্রমাণেন লিঙ্গমানং বিধীয়তে ।
লিঙ্গমানেন বা বিভাৎ প্রাসাদঃ শুভলক্ষণম্ ॥ ২
চতুরস্রে সম্যে গৰ্ভে ব্রহ্মহৃৎ নিপাতয়েৎ ।
বামেন ব্রহ্মহৃৎ অৰ্চা বা লিঙ্গমেব চ ॥ ৩
প্রাণস্তরেণ লীনস্ত দক্ষিণাপরম্বাধিতম্ ।
পুরস্তাপরদিগ্ভাগে পূৰ্ব্বেদ্বারং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪
পূৰ্বেণ চাপরং দ্বারং মাহেষ্ট্রং দক্ষিণোত্তরম্ ।

করিবেন না। যে দেবতার যিনি পত্নী,
তাহাকে সেই দেবতার পীঠে কল্পনা করিতে
হইবে। সংক্ষেপে এই পীঠ-লক্ষণ পরি-
কীৰ্ত্তিত হইল। ১—২১।

দ্বিষষ্টিধিকবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৬২॥

ত্রিষষ্ঠ্যধিকবিংশতিতম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—অধুনা অল্পত্তম লিঙ্গ-
লক্ষণ বলিতেছি; শ্রবণ করুন। বিচক্ষণ
ব্যক্তি সুব্রহ্ম ও সুবর্ণবর্ণ লিঙ্গ করিবেন।
প্রাসাদ-পরিমাণ অল্পসারে লিঙ্গমান বিহিত।
অথবা লিঙ্গমান অল্পসারে প্রাসাদ করিলে
শুভলক্ষণ হয়। চতুরস্র সমান গৰ্ভে ব্রহ্ম-
হৃৎ নিপাতিত করিবে। ব্রহ্মহৃৎের বামে
অৰ্চা বা লিঙ্গ বিধান করিবে। পুরের
অপর দিগ্ভাগে পূৰ্ব্বেদ্বার কল্পিত হইবে।
উহা দক্ষিণাধিত ও দৈশানে লীন হইবে
পূৰ্ব্বেদ্বারে অপর দক্ষিণোত্তর বিকৃত মাহেষ্ট্র

দ্বারঃ বিভজ্যা পূৰ্ব্বস্ত একবিংশতিভাগিকম্ ॥ ৫
ততো মধ্যগতং জাহ্নবা ব্রহ্মহৃৎ প্রকল্পয়েৎ ।
তদ্ব্যৰ্দ্ধস্ত ত্রিধা কৃত্বা ভাগকোত্তরতন্ত্রাজ্যেৎ ॥ ৬
এবং দক্ষিণতন্ত্রাজ্য ব্রহ্মহৃৎ প্রকল্পয়েৎ ।
ভাগাৰ্দ্ধেন তু যম্লিকং কার্য্যং তদ্বিহ শত্বতে ॥ ৭
পঞ্চভাগবিভক্তে বা ত্রিভাগে জ্যেষ্ঠমুচ্যতে ।
ভাজিতে নবধা গৰ্ভে মধ্যমং পঞ্চভাগিকম্ ॥ ৮
একস্মিন্নেব নবধা গৰ্ভে লিঙ্গানি কারয়েৎ ।
সমস্রুজং বিভজ্যাথ নবধা গৰ্ভভাজিতম্ ॥ ৯
জ্যেষ্ঠমৰ্দ্ধং কনীয়োহৰ্দ্ধং তথা মধ্যমমধ্যমম্ ।
এবং গৰ্ভঃ সমাখ্যাতস্ত্রিভাগৈর্ভাগৈর্বিভাজয়েৎ ॥
জ্যেষ্ঠস্ত ত্রিবিধং জ্যেষ্ঠং মধ্যমং ত্রিবিধং তথা ।
কন্তসং ত্রিবিধং তদ্ব্যম্লিকভেদা নষ্টেব তু ॥ ১১
নাভ্যৰ্দ্ধমষ্টভাগেন বিভজ্যাথ সমং বুধৈঃ ।
ভাগত্রয়ং পারিত্যজ্য বিকৃতং চতুরস্রকম্ ॥ ১২
অষ্টোত্রং মধ্যমং জ্যেষ্ঠং ভাগং লিঙ্গস্ত বৈ ক্রবন্
বিকীর্ণে চেৎ ততো গৃহ কোণাভ্যাংলাহ্ময়েদুধঃ

দ্বার হইবে। পূৰ্ব্বেদ্বার একবিংশতি ভাগে
বিভক্ত করিয়া মধ্যভাগে ব্রহ্মহৃৎ কল্পনা
করিবে। উহার অৰ্দ্ধভাগকে তিন ভাগ
করিয়া উত্তর দিকে একভাগ পরিভাগ
করিবে। ঐরূপ দক্ষিণ দিকে পরি-
ভাগ করিয়া ব্রহ্মহৃৎ কল্পনা করিবে।
ভাগাৰ্দ্ধে লিঙ্গ কল্পনা করাই প্রশস্ত।
অথবা পঞ্চভাগ বা ত্রিভাগে লিঙ্গ কল্পনা
করিলে তাহাকে জ্যেষ্ঠ বলে। গৰ্ভকে
নয় ভাগ করিলে পঞ্চম ভাগ মধ্যম হয়।
ঐ এক ভাগকেই আবার নয় ভাগ করিয়া
উহাতে লিঙ্গ স্থাপন করিবে। এইরূপে
গৰ্ভভাগ সমস্রুজে বিভক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ,
কনিষ্ঠ ও মধ্যম এই তিনটী স্থল ভাগে
বিভক্ত করিবে। ত্রিবিধ জ্যেষ্ঠ, ত্রিবিধ মধ্যম
ও ত্রিবিধ কনিষ্ঠ—এইরূপে লিঙ্গভেদও
নয়প্রকার। ১—১১। বিধান ব্যক্তি লিঙ্গের
নাভির অৰ্দ্ধদেশ সমভাবে অষ্টভাগ করিয়া
ভাগত্রয় পরিভাগানন্তর চতুরস্র বিকৃত
করিবেন এবং ঐ লিঙ্গের মধ্যম ভাগ স্ফীত

অষ্টাংশং কারয়েৎ তদ্বর্দ্ধমপ্যেবমেব তু ।
 ষোড়শাশ্লোকতঃ পশ্চাৎবর্ত্তুলং কারয়েৎ ততঃ ॥
 আয়াম্যং তন্ত দেবন্ত নাভ্যাং বৈ কুণ্ডলোকৃতম্
 মাহেশ্বরঃ ত্রিভাগন্ত উর্দ্ধবৃত্তবহ্নিতম্ ॥ ১৫
 অধস্তাদব্রজভাগন্ত চতুরশ্রো বিধীয়তে ।
 অষ্টাশ্রো বৈকবো ভাগো মধ্যস্তন্ত উদাহৃতঃ ॥
 এবং প্রমাণসংযুক্তং লিঙ্গং বুদ্ধিপ্রদং ভবেৎ ।
 তথাস্তদপি বক্ষ্যামি গর্ত্তমাণং প্রমাণতঃ ॥ ১৭
 গর্ত্তমাণ প্রমাণেন যল্লিঙ্গমুচিতং ভবেৎ ।
 চতুর্ক। তদ্বিজ্যাথ বিকৃত্তন্ত প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৮
 দেবতায়তনে সূত্রং ভাগত্রয়বিকল্পিতম্ ।
 অধস্তাচ্চতুরশ্রন্ত অষ্টাশ্রং মধ্যভাগতঃ ॥ ১৯
 পূজ্যভাগন্ততোহর্দ্ধন্ত নাভিভাগন্তথোচ্যতে ।
 আয়ামে যন্তবেৎ সূত্রং নাহন্ত চতুরশ্রকে ॥ ২০
 চতুরশ্রাঙ্কঃ পরিত্যজ্য অষ্টাশ্রন্ত হু যদ্ভবেৎ ।
 তস্তাপ্যঙ্কঃ পরিত্যজ্য ততো বৃত্তন্ত কারয়েৎ ।

হইবে । অনন্তর বিকীর্ণাংশ গ্রহণ করিয়া
 কোণদ্বয়ে লাক্ষিত করিবে । এই প্রকারে
 উর্দ্ধভাগও অষ্টাশ্র করিবে । পশ্চাৎ ষোড়-
 শাশ্লী কৃত ভাগ বর্ত্তুলাকারে পরিণত
 করিবে । ঐ দেবতার নাভির দৈর্ঘ্য কুণ্ডলী
 কৃত হইবে এবং মাহেশ্বর ত্রিভাগ উর্দ্ধবৃত্ত-
 ভাবে অবস্থিত থাকিবে । উহার অধোদিকে
 ব্রজভাগ চতুরশ্র কল্পনা করিবে । মধ্যম
 বৈকব ভাগ অষ্টাশ্র বলিয়া উদাহৃত হই-
 য়াছে । এইরূপ প্রমাণবিশিষ্ট লিঙ্গ বুদ্ধিপ্রদ
 হইয়া থাকে । অতঃপর অন্য প্রকার গর্ত্ত-
 মান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন । যে হেতু
 গর্ত্তমান-প্রমাণেও লিঙ্গ রচিত হয় ।
 লিঙ্গ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া বিকৃত্ত
 কল্পনা করিবে এবং দেবতায়তনে সূত্র
 দ্বারা ভাগত্রয় কল্পনা করিবে । লিঙ্গের
 অধোভাগ চতুরশ্র, ও মধ্যভাগ অষ্টাশ্র ।
 ইহার উপরিভাগকে পূজ্যভাগ ও নাভিভাগ
 বলা যায় । আয়াম ও পরিণাহের চতুরশ্রে
 যে প্রমাণ হইবে এবং চতুরশ্রের অর্দ্ধ পরি-
 ত্যাগ করিয়া অষ্টাশ্রের যাহা থাকিবে ; তাহা

শিরঃ প্রদক্ষিণঃ তন্ত সঙ কিণ্ডঃ মূলতো ভ্রসেৎ
 জ্যেষ্ঠপূজ্যং ভবেল্লিঙ্গমধস্তাদ্বিপুলঞ্চ যৎ ॥ ২২
 শিরসা চ সদা নিয়ঃ মনোজ্ঞঃ লক্ষণাবিতম্ ।
 সৌম্যন্ত দৃশ্যতে যন্তু লিঙ্গং তদ্বুদ্ধিদং ভবেৎ ॥
 অথ মূলে চ মধ্যো তু প্রমাণে সর্কিতঃ সমম্ ।
 এবংবিধন্ত যল্লিঙ্গং ভবেৎ তৎ সার্কিকামিকম্ ॥
 অস্তথা যন্তবেল্লিঙ্গং তদসৎ সম্প্রচকতে ।
 এবং রত্নময়ঃ কুর্য্যাৎ স্ফাটিকং পার্শ্বিৎ তথা ।
 শুভং দাক্ষময়ঞ্চাপি যদ্বা মনসি রোচতে ॥ ২৫
 ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে দেবতার্চাহ-
 কীর্ত্তনং নাম ত্রিষষ্ট্যাধিকাবিশত-
 তমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ২৬০ ॥

চতুঃষষ্ঠ্যাধিকাবিশততমোঃ অধ্যায়ঃ

অথ য উচুঃ ।

দেবতানামধেভাসাং প্রতিষ্ঠাবিধিমুক্তমম্ ।
 বদ সূত যথাস্তাং সর্বেষামণ্যশেষতঃ ॥ ১

রও অর্ধেক পরিত্যাগ করিয়া কৃত্ত কারিবে ।
 অনন্তর শিরোভাগ প্রদক্ষিণাকার ও মূল
 দেশ সংক্ষিপ্ত করিবে । লিঙ্গ জ্যেষ্ঠ-পূজ্য ও
 তাহার অধোদেশ এবং মস্তক সর্কিতা নিয়,
 মনোজ্ঞ ও সুলক্ষণাবিত হইবে । যে লিঙ্গ
 দেখিতে সৌম্যাকৃতি, তাহা বুদ্ধিপ্রদ হয় ।
 লিঙ্গের মূল ও মধ্যদেশের প্রমাণ সমান
 হইবে । এইরূপ লিঙ্গই সর্কিকামপ্রদ । অন্য
 প্রকার হইলে তাহা অমঙ্গলপ্রদ বলিয়া অতি-
 হিত হয় । উক্ত প্রকার পরিমাণে লিঙ্গ—রত্ন-
 ময়, স্ফটিকময় ও দাক্ষময় । যাহার যেমন
 ইচ্ছা, তিনি তেমনি কারবেন । ১২—২৫ ।

ত্রিষষ্ট্যাধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬০ ॥

চতুঃষষ্ঠ্যাধিকাবিশততম অধ্যায়ঃ ।

অধিগণ বলিলেন,—হে সূত ! অতঃপর
 আপনি পুরোক্ত দেবতাগণের উত্তম প্রতিষ্ঠা-

সূত উবাচ ।

অখাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি প্রতিষ্ঠাবিধিসুতমম্ ।
 কুণ্ড-মণ্ডপ-বেদীনাং প্রমাণঞ্চ যথাক্রমম্ ॥ ২
 চৈত্রে বা কাৰ্ত্তিকে বাপি জ্যৈষ্ঠে বা মাঘবে তথা
 মাঘে বা সৰ্বদেবানাং প্রতিষ্ঠা শুভদা ভবেৎ
 প্রাপ্য পক্ষঃ শুভঃ শুক্লমতীতে দক্ষিণায়নে ।
 পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া সপ্তমী তথা ॥ ৪
 দশমী পৌর্ণমাসী চ তথা শ্রেষ্ঠা ত্রয়োদশী ।
 আশ্ব প্রতিষ্ঠা বিধিবৎ কৃত্য বহুকলা ভবেৎ ॥ ৫
 আষাঢ়ে হে তথা মূলমুত্তরাষাঢ়মেষ চ ।
 জ্যেষ্ঠা-শ্রবণ-রোহিণ্যঃ পূৰ্ব্বা ভাদ্রপদা তথা ॥ ৬
 হস্তাশ্বিনী রেবতী চ পুষ্যা মৃগশিরাস্তথা ।
 অম্বরাধা তথা স্বাতী প্রতিষ্ঠাদয়ু শস্তুতে ॥ ৭
 বুধো বৃহস্পতিঃ শুক্রহর্যোহপ্যেতে শুভগ্রহাঃ
 এভিন্নিরীক্ষিতং লগ্নং নক্ষত্রঞ্চ প্রশস্তুতে ॥ ৮
 গ্রহ-তারাবলং লজ্জা গ্রহপূজাং বিধায় চ ।
 নিমিত্তং শকুনং লজ্জা বর্জয়িত্বাদিত্যাদিকম্ ॥ ৯
 শুভযোগে শুভস্থানে ক্রুরগ্রহবিবর্জিতে ।

বিধি আমাদের নিকট কীর্তন করুন। সূত বলিলেন,—অধুনা আমি উত্তম প্রতিষ্ঠা-বিধি এবং কুণ্ড, মণ্ডপ, ও বেদীর পরিমাণ যথাক্রমে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মাঘ, কাৰ্ত্তিক, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে সৰ্বদেবতার প্রতিষ্ঠা-কর্ম শুভদায়ক হয়। দক্ষিণায়ন অতীত হইলে, শুভ শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, পৌর্ণমাসী, ও শ্রেষ্ঠা ত্রয়োদশীতে সত্তর হইয়া প্রতিষ্ঠা-বিধি যথাবিধি সম্পন্ন করিলে, তাহা বহু ফলজনক হয়। পূৰ্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, মূল্য, পূৰ্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, হস্তা, অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, মৃগশিরা, অম্বরাধা, স্বাতী,—এই সকল নক্ষত্র প্রতিষ্ঠা-কার্যে প্রশস্ত। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র—ইহার শুভগ্রহ, ইহাদের যোগে নিরূপিত লগ্ন নক্ষত্রও প্রশস্ত। গ্রহ ও তারাবল লভ করিয়া গ্রহপূজাতে নিমিত্ত শকুন অবলোকন-পূর্বক অমৃতাদি বর্জনপুরসর শুভযোগে

লগ্নে থাকে প্রকুর্য্যিত প্রতিষ্ঠাদিকমুত্তমম্ ॥ ১০
 অয়নে বিষুব তদ্বৎ বড়শীতিমুখে তথা ।
 এতেষু স্থাপনং কার্য্যং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ১১
 প্রজ্ঞাপত্যো তু শয়নং যেতে তুথাপনং তথা ।
 মুহূর্ত্তে স্থাপনং কুর্য্যাৎ পুনর্বারাং বিচক্ষণঃ ॥ ১২
 প্রাসাদস্তোতরে বাপি পূর্বে বা মণ্ডপো ভবেৎ
 হস্তান্ শোড়শ কুর্য্যিত দশ দ্বাদশ বা পুনঃ ॥ ১৩
 মধো বেদিকয়া যুক্তঃ পরিষ্কৃষ্টঃ সমস্ততঃ ।
 পঞ্চ সপ্তাপি চতুরং করান কুর্য্যিত বেদিকাম্
 চতুর্ভিত্তোরনৈর্ঘ্যুক্তো মণ্ডপঃ স্তাচ্চতুর্মুখঃ ।
 পঞ্চদ্বারং ভবেৎ পূর্বঃ যাম্যে চৌহদ্বারং ভবেৎ
 পশ্চাদপ্তথষটিতং নৈয়গ্রোধং তথোত্তরে ।
 ভূমৌ হস্তপ্রবিষ্টানি চতুর্হস্তানি চোদ্ধয়ে ॥ ১৭
 স্পর্শলিপ্তং তথা স্পৃশ্যং ভূতলং স্ত্রীং স্পৃশোভনম্
 বস্ত্রৈর্নানাবিধৈশ্চত্বৎ পুষ্পপল্লবশোভিতম্ ॥ ১৭
 কটৈঃস্বং মণ্ডপং পূর্বং চতুর্দ্বারেযু বিস্তসেৎ ।

শুভ স্থানে ক্রুরগ্রহ-বর্জিত লগ্নে ও নক্ষত্রে প্রতিষ্ঠাদি ক্রিয়া বিধেয়। অয়ন, বিষুব, ও বড়শীতিমুখে বিধিদৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা স্থাপনকার্য্য প্রশস্ত। বিক্ষণ ব্যক্তি প্রাজ্ঞাপত্য শয়ন ও শুক্ল উত্থাপনে ত্র্যাক্ষ মুহূর্ত্তে স্থাপনকার্য্য করিবেন। প্রাসাদের উত্তর বা পূর্বভাগে ষোড়শ, দ্বাদশ বা দশহস্ত-পরিমিত মণ্ডল করিবে। ১ — ১৩। ঐ মণ্ডলের মধ্যভাগে সাত, পাঁচ বা চারিহাত প্রমাণ বেদিকা করিবে। ঐ বেদী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে। মণ্ডপের চতুর্দিকে তোরণবিশিষ্ট চারিটা মুখ কর্ণাভ হইবে। উহার পূর্ব-তোরণ পঞ্চতরু-নির্ম্মিত, দক্ষিণ-তোরণ উদ্বদ্বতরু নির্ম্মিত, পশ্চিম-তোরণ অশ্বতরু-নির্ম্মিত এবং উত্তর তোরণ ন্যাগ্রোধ তরু-নির্ম্মিত হইবে। তোরণ উচ্চতায় চতুর্হস্ত পরিমিত এবং নিম্নে এক হস্ত পরিমিত প্রোথিত হইবে। বেদিকার ভূমি স্পর্শলিপ্ত ময়ূর্ণ ও স্পৃশোভিত এবং নানাবিধ বস্ত্র ও পুষ্প পল্লব দ্বারা মনোজ্ঞ করিবে। এই প্রকারে মণ্ডপ নির্মাণ

অব্রণান্ কলশানষ্টৌ জলংকাঞ্চনগর্ভিতান্ ॥ ১৮ ॥
 চূতপল্লবসঞ্জনান্ সিতবস্ত্রযুগাবিতান্ ।
 সর্কৌষধিকলোপেতাংশ্চন্দনোদকপুরিতান্ ॥ ১৯ ॥
 এবং নিবেশ্য তদ্যঃকর্ত গন্ধধূপার্চনাদিভিঃ ।
 ধ্বজাদিরোহণং কার্য্যং মণ্ডপস্থ সমস্ততঃ ॥ ২০ ॥
 ধ্বজাংশ্চ লোকপালানাং সর্কদৈব নিবেশয়েৎ
 পতাকা জলদাকার্য্য মধ্যো স্তান্মণ্ডপস্থ তু ॥ ২১ ॥
 গন্ধধূপাদিকং কুর্ধ্যাৎ সৈঃ সৈর্মন্দিরেন্নুক্রমাৎ ।
 বলিঞ্চ লোকপালৈস্তাঃ স্বয়ং স্ত্রেন নিবেদয়েৎ ॥ ২২ ॥
 উর্দ্ধে ব্রহ্মণে দেয়স্তুধস্তাচ্ছৈব বামুকেঃ ।
 সংহিতায়াস্তু যে মন্ত্রাস্তদৈবত্যাঃ ঋতৌ স্মৃতাঃ
 তৈঃ পূজা লোকপালানাং কর্তব্য্যা চ সমস্ততঃ ।
 ত্রিরাত্রমেকরাত্রং বা পঞ্চরাত্রমথাপি বা ॥ ২৪ ॥
 অথবা সপ্তরাত্রস্ত কার্য্যং স্ত্রাদধিবাসনম্ ।
 এবং সতোরণং কুত্বা অধিবাসনমুত্তমম্ ॥ ২৫ ॥
 তস্তাপ্যন্তরতঃ কুর্ধ্যাৎ স্নানমণ্ডপমুত্তমম্ ।
 তদর্কেন ত্রিভাগেণ চতুর্ভাগেণ বা পুনঃ ॥ ২৬ ॥

করিয়া উহার চতুর্দ্বারে ছিদ্ররহিত চন্দনোদক-
 পুরিত অষ্ট কলশ সংস্থাপন করিবে। ঐ
 কলশাষ্টক কাঞ্চন-গর্ভ, চূত-পল্লবাচ্ছাদিত,
 সিতবস্ত্রযুগলাবিত ও সর্কৌষধিকলোপেত
 করিবে। এই প্রকারে কলশ সুসজ্জিত ও
 মণ্ডপ-মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া তন্মধ্যে
 গন্ধ-ধূপাদি ও চতুর্দিকে ধ্বজাদি প্রদান
 করিবে। লোকপালদিগের ধ্বজা মণ্ডপের
 সর্কদিকে সন্নিবেশিত করিবে। মণ্ডপমধ্যে
 জলদাকার পতাকা উচ্ছিত করিবে। অন-
 স্তর স্ব স্ব মন্ত্র দ্বারা গন্ধ ধূপাদি ও বলিপ্রদান
 করিয়া যথাক্রমে লোকপালগণের পূজা
 বিধান করিবে। উর্দ্ধে ব্রহ্মার ও অধো-
 দিকে বামুকির পূজা করিবে। সংহিতা ও
 ঋতিতে লোকপালদিগের যে সকল মন্ত্র
 কীর্তিত আছে, সেই সেই মন্ত্রেই তাহাদের
 পূজা করা কর্তব্য। সপ্তরাত্র, পঞ্চরাত্র,
 ত্রিরাত্র বা একরাত্র অধিবাস করা বিধেয়।
 এই প্রকারে তোরণ নির্মাণ ও অধিবাস কর্তব্য
 সমাধা করিয়া অর্দ্ধাংশে, ত্রিভাগে ও চতু-

অনীয় লিঙ্গমর্চাঃ বা শিল্পিনঃ পূজয়েদুধঃ ।
 বস্ত্রাভরণরতৈশ্চ যেহপি তৎপরিচারকঃ ॥ ২৭ ॥
 কমধ্বমিতি তান্ ব্রাহ্মদ্বয়জমানোহপ্যতঃ পরম্
 দেবং প্রস্তরপে কুত্বা নেত্রজ্যোতিঃ প্রকল্পয়েৎ
 অক্ষৌরুদ্ধরণং বক্ষ্যে লিঙ্গস্তাপি সমাস্ততঃ ।
 সন্মতস্ত বলিং দদ্যাৎ সিদ্ধার্থং স্মৃত-পায়সৈঃ ॥ ২৯ ॥
 শুক্রপুষ্পৈরলঙ্কৃত্য স্মৃতশুগুণং ধূপিতম্ ।
 বিপ্রাণাংকার্চনং কুর্ধ্যাদদ্যাচ্ছক্যা চ দক্ষিণাম্
 গাং মহীং কনককৈব স্থাপকায় নিবেদয়েৎ ।
 লক্ষণং কারয়েন্তু কুত্বা মন্ত্রোপায়েন বৈ বিজঃ ॥
 ও নমো ভগবতে তুভ্যং শিবায় পরমাত্মনে ।
 হিরণ্যরেতসে বিক্ষো বিশ্বরূপায় তে নমঃ ॥ ৩২ ॥
 মন্ত্রোহয়ং সর্কদেবানাং নেত্রজ্যোতিঃসপি স্মৃতঃ
 এবমামন্ত্র্য দেবেশং কাঞ্চনেন বিলম্বয়েৎ ॥ ৩৩ ॥
 মঙ্গল্যানি চ বাদ্যানি ব্রহ্মদ্বোষং সঙ্গীতকম্ ।

র্ভাগে মণ্ডপস্থান সম্পন্ন করিবে। ১৪—২৬ ।
 অনস্তর পণ্ডিত ব্যক্তি লিঙ্গ বা অর্চা আনয়ন
 করিয়া বস্ত্র, আভরণ ও রত্ন দ্বারা শিল্পী
 ও তৎপরিচারকবর্গের পূজা করিবেন।
 অতঃপর যজ্ঞমান ‘কমধ্বঃ’ বলিয়া তাহা-
 দিগকে বিসর্জন দিবেন এবং দেবমূর্তিকে
 আন্তর্যগোপরি স্থাপন করিয়া তাহার নেত্র-
 জ্যোতিঃ সম্পাদন করিবেন। অতঃপর
 লিঙ্গের নেত্রোদ্ধারের কথা সংক্ষেপে
 বলিতেছি,—সিদ্ধার্থ, স্মৃত ও পায়স দ্বারা
 চতুর্দিকে বলি প্রদান করিবে। বিপ্রগণকে
 শুক্র পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া স্মৃত-শুগু-
 ণাদি দ্বারা অর্চনাপূর্বক যথার্থক্তি দক্ষিণা
 দান করিবে। স্থাপককে গো, ভূমি ও
 সুবর্ণ প্রদান করিবে। অনস্তর বিপ্র বক্ষ্য-
 মান মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্বক অঙ্কন করাই-
 বেন। মন্ত্র,—যথা;—হে ভগবন! বিক্ষো!
 আপনিই শিব, পরমাত্মা, হিরণ্যরেতা ও
 বিশ্বরূপ; আপনাকে নমস্কার।” এই মন্ত্র
 সাধারণ দেবগণেরই চতুর্দানের নিমিত্ত
 কীর্তিত হইয়াছে। এইরূপে দেবেশের
 আমন্ত্রণ করিয়া কাঞ্চন দ্বারা বিলিখন

বুদ্ধার্থং কারয়েষিষানমঙ্গল্যবিনাশনম্ ॥ ৩৪
 লক্ষণোদ্ধরণং বক্ষ্যে লিঙ্গস্ত সূসমাহিতঃ ।
 ত্রিধা বিভজ্য পূজ্যাস্থাং লক্ষণং স্তাষিভাজকম্
 লেখ্যত্রয়স্ত কৰ্তব্যং যবাষ্টান্তরসংযুতম্ ।
 ন সূলং ন কৃশং তদ্বয়ং বক্রং ছেদবর্জিতম্ ॥ ৩৬
 নিম্নঃ যবপ্রমাণেন জ্যেষ্ঠলিঙ্গস্ত কারয়েৎ ।
 সূক্ষ্মাত্ততস্ত কৰ্তব্যম্ যথা মধ্যমকে স্তম্বে ॥ ৩৭
 অষ্টভুক্তং ততঃ কৃৎস্না ত্যক্তা ভাগত্রয়ং বুধঃ ।
 লবয়েৎ সপ্তরেখাং পার্শ্বয়োৰ্ভুক্তয়োঃ সমাঃ ॥ ৩৮
 তাবৎ প্রসঙ্গয়েষিষান্ যাবদ্ভাগচতুষ্টয়ম্ ।
 ত্রায়্যতে পঞ্চভাগোর্ধ্বঃ কারয়েৎ সঙ্গমং ততঃ
 রেখয়োঃ সঙ্গমে তদ্বৎ পৃষ্ঠে ভাগদ্বয়ং ভবেৎ ।
 এবমেতৎ সমাখ্যাতং সমাসাল্লক্ষণং ময়া ॥ ৪০
 ইতি ত্রিমাংশে মহাপুরাণে প্রতিষ্ঠামুকীৰ্তনং
 নাম চতুঃষষ্টিাধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬৪ ॥

করিবে। বিধান ব্যক্তি বুদ্ধির নিমিত্ত
 অমঙ্গলবিনাশন মঙ্গল বাণ ও সঙ্গীত ব্রহ্ম-
 ঘোষ করাইবেন। অতঃপর সূসমাহিত
 হইয়া লিঙ্গের লক্ষণোদ্ধার কীৰ্তন করিতেছি।
 প্রতিমাকে তিন ভাগ করিলেই চিরুণ্ডলি
 বিভাজক হইবে। অষ্ট যবগর্ত ধ্রুমাণ
 অবকাশ-বিশিষ্ট প্রতিমায় তিনটি রেখা
 করিবে। ঐ রেখাত্রয়—সূল, কৃশ ও বক্র
 হইবে, ছেদযুক্ত হইবে না। কিন্তু জ্যেষ্ঠ
 লিঙ্গের নিম্নরেখা যব-প্রমাণ করিবে। মধ্যম
 রেখা নিম্ন রেখা হইতে সূক্ষ্ম হইবে। তৎপরে
 আয় ও আটভাগ করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি
 তিন ভাগ পরিত্যাগ করিবেন এবং অবশিষ্ট
 সাতটি রেখা উভয় পার্শ্বে লঙ্ঘিত করিবেন।
 বিধান ব্যক্তি ভাগচতুষ্টয় যাবৎ রেখা
 লঙ্ঘিত করিবেন। পঞ্চমভাগের উর্দ্ধ পর্য্যন্ত
 রেখা ভ্রমণ করাইবে। ইহাতে রেখা সঙ্গম
 হইবে। রেখাভ্রমণের সঙ্গমস্থলে পৃষ্ঠদেশে
 দুইটি ভাগ হইবে। সংক্ষেপে এই লক্ষণ
 কথিত হইল। ২৭—৪০।

চতুঃষষ্টিাধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিাধিক বিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অতঃপরঃ প্রবক্ষ্যামি মূর্তিপানাস্ত লক্ষণম্ ।
 স্থাপকস্ত সমাসেন লক্ষণং শৃণুত বিদ্বাঃ ॥ ১
 সর্বাযয়বসম্পূর্ণো বেদমন্ত্রবিশারদঃ ।
 পুরাণবেত্তা তত্ত্বজ্ঞো দত্তলোভবিবর্জিতঃ ॥ ২
 কৃষ্ণসারময়ে দেশে উৎপন্নস্ত শুভাকৃতিঃ ।
 শৌচাচারপরো নভাঃ পাষণ্ডকুলনিষ্পৃহঃ ॥ ৩
 সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ব্রহ্মোপেক্ষহরপ্রিয়ঃ ।
 উগাপোহার্থতত্ত্বজ্ঞো বাহুশাস্ত্রস্ত পারগঃ ॥ ৪
 আগাধ্যস্ত ভবোন্নিত্যঃ সন্ন্যাসোষবিবর্জিতঃ ।
 মূর্তিপাশ্চ বিজ্ঞাশ্চৈব কুলীন ঋজবস্তথা ॥ ৫
 দ্বাত্রিংশৎ ষোড়শাথাপি অষ্টৌ বা ক্রতি-
 পারগাঃ ।
 জ্যেষ্ঠ-মধ্য-কনিষ্ঠেষু মূর্তিপা বঃ প্রকীৰ্তিতাঃ ॥
 ততো লিঙ্গমখার্চ্যে বা নীত্বা ন্মনমগুপম্ ।
 গীতমঙ্গলশব্দেন ন্মনং তত্র কারয়েৎ ॥ ৭
 গঙ্গাব্যকষায়েণ মূর্তিৰ্ভস্মোদকেন বা ।

পঞ্চষষ্টিাধিক বিংশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—অধুনা মূর্তিপাল্লক্ষণ
 কীৰ্তন করিতেছি—শ্রবণ করুন। হে বিজ-
 গণ! প্রথমতঃ সংক্ষেপে স্থাপক-লক্ষণ শ্রবণ
 করুন। আচার্য্য সর্ব দোষ-বিবর্জিত হইবেন
 এবং পূর্ণাযয়ব, বেদজ্ঞ, পুরাণবিৎ, তত্ত্বজ্ঞ,
 অদান্তিক, নির্লোভ, কৃষ্ণসারময় দেশে উৎ-
 পন্ন, শুভাকৃতি, শৌচাচারপর, পাষণ্ডকুল-
 নিষ্পৃহ, শত্রু মিত্রে সমতাবাপন্ন, ব্রহ্মোপেক্ষ-
 হর-প্রিয়, উগাপোহার্থ তত্ত্বজ্ঞ ও বাহুশাস্ত্র-
 নিপুণ হইবেন। মূর্তিপ বিজ্ঞ কুলীন এবং
 সরল-স্বভাব-সম্পন্ন হইবেন। মূর্তিপ বিজ্ঞ
 বজ্রিশ, ষোড়শ বা অষ্টসংখ্যক হওয়া
 আবশ্যক। ইহাদের এই তেদজ্ঞ জ্যেষ্ঠ,
 মধ্যম, ও কনিষ্ঠরূপে কীৰ্তিত হয়। অনন্তর
 লিঙ্গ বা অর্চ্য ন্মনমগুপে আনয়ন করিয়া
 গীত ও মঙ্গল শব্দ দ্বারা ন্মন করাইবে। পঞ্চ-
 গব্য, পঞ্চকষায়, মূর্তিকা, ও ভস্মোদক দ্বারা

শৌচং তব প্রকুব্বীত বেদমন্ত্রচতুষ্টয়াং ॥ ৮
সমুজ্জ্যেষ্ঠমন্ত্রেণ আপো দিব্যেতি চাপরঃ ।
যাসাং রাজ্যেতি মন্ত্রস্ত আপোহিষ্ঠেতি চাপরঃ ।
এবং নাপ্য ততো দেবং পূজ্য-গন্ধাঙ্ঘ্রিলেপনৈঃ
প্রচ্ছাদ্য বহ্নয়ুগ্মেণ অভিবস্ত্রত্যাগাদতম্ ॥ ১০
উত্থাপয়েৎ ততো দেবমুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে ।
অমুরজ্যেতি চ তথা রথে তিষ্ঠতি চাপরঃ ॥ ১১
রথে ব্রহ্মরথে চাপি যুতাঃ শিল্পগণেন তু ।
আরোপ্য চ ততো বিদ্বানাকুঞ্চে প্রবেশয়েৎ
ততঃ প্রাক্তীর্থা শয্যায়াং স্থাপয়েচ্ছনকৈবুধঃ ।
কুশানাস্তীর্থা পুষ্পানি স্থাপয়েৎ প্রাঙ্গুধঃ ততঃ
ততস্ত নিদ্রাকলণং বস্ত্র-কাঞ্চনসংযুতম্ ।
শিরোভাগে তু দেবস্ত জপয়েৎ নিধাপয়েৎ ॥
আপোদেবীতি মন্ত্রেণ আপোহস্মান্মাতরোহপি
ততো হুকুলপট্টেষ্ট চ্ছাদ্য নেত্রোপধানকম্ ॥ ১৫
দগ্ধাচ্ছরসি দেবস্ত কৌশেয়ঃ বা বিচক্ষণঃ ।

বেদমন্ত্র চতুষ্টয় উচ্চারণপূর্বক উহার শৌচ
বিধান করিবে। মন্ত্রচতুষ্টয় যথ',—‘সমুজ্জ্যেষ্ঠ’
ইত্যাদি, “অপোদিব্য্য” ইত্যাদি,
“যাসাং রাজ্য”, ইত্যাদি ও “অপোহিষ্ঠা”,
ইত্যাদি—এই মন্ত্রচতুষ্টয়ে যথাক্রমে পঞ্চ-
গব্যাদি চারিটি বস্ত্র দ্বারা লিঙ্গের শৌচ
বিধান করিবে। এইরূপে স্নান করাইয়া
গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা বিধানান্তে
বহ্নয়ুগ্মে আচ্ছাদন করিবে এবং ‘উত্তিষ্ঠ
ব্রহ্মণস্পতে’ ইত্যাদি মন্ত্রে লিঙ্গকে উত্থাপিত
করিয়া অমুরজ্য’ ও ‘রথে তিষ্ঠ’ ইত্যাদি
মন্ত্রদ্বয়ে রথে আরোপণপূর্বক ‘আকুঞ্চে’
ইত্যাদি মন্ত্রে প্রবেশ করাইবে। পরে
শয্যা পাতিয়া তাহাতে কুশ ও পুষ্প আন্তরণ-
পূর্বক পূর্বমুখ করিয়া মুক্তি স্থাপন করিবে।
অনন্তর ‘আপো দেবী’ ও ‘আপোহস্মান্
মাতরোহপি’ ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া বহ্ন-
কাঞ্চনসংযুক্ত নিদ্রা-কলশ দেবমস্তকে নিহিত
করিবে এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি হুকুল পট্ট দ্বারা
দেবমূর্তির নেত্রোপধান আচ্ছাদন করিয়া
তাহার শিরোদেশে কৌশেয় বস্ত্র প্রদান

মধুনা সার্পঘাত্যজ্য পূজ্যসিদ্ধার্থকন্ততঃ ॥ ১৬
আপ্যায়বেতি মন্ত্রেণ বা তে কজ্জ শিবোতি চ ।
উপবিষার্চয়েদেবং গন্ধপুষ্পৈঃ সমস্তভঃ ॥ ১৭
সিতং প্রতিসরং দগ্ধাঘাইস্পত্যতি মন্ত্রতঃ ।
হুকুলপট্টৈঃ কার্পাটৈর্ন নাচট্টৈরথাপি বা ॥ ১৮
প্রচ্ছাদ্য দেবং সর্বত্র ছত্র-চামর-দর্পণম্ ।
পার্শ্বতঃ স্থাপয়েৎ তত্র বিতানং পুষ্পসংযুতম্ ।
রত্নাঙ্কোবদযুক্তজ গৃহোপকরণানি চ ।
ভাজনানি বিচিহ্নাণ শরনাস্তাসনানি চ ॥ ২০
অভিহা শূরম ত্রেণ যথা বিভবতো তসেৎ ।
কীরঃ ক্ষৌদ্রঃ স্বতঃ তদ্ব্যক্ত্য-ভোজ্যায়পায়সৈ
ষড়্বিধৈশ্চ রসৈস্তদ্বৎ সমস্তাং পরিপূজয়েৎ ।
বলিঃ দদ্যাৎ প্রযত্নেন মন্ত্রেণানেন তুরিশঃ ॥ ২২
দ্রাব্যকং যজামহে ইতি সর্বতঃ শনকৈর্ভূবি ।
মুর্তিমান্ স্থাপয়েৎ পশ্চাৎ সর্বদিক্ বিচক্ষণঃ ॥
চতুরো দ্বারপালাংশ্চ দ্বারেষু বিনিবেশয়েৎ ।
ঋত্বিক্ পাবমানক্ সোমস্বক্ স্নমজ্জলম্ ॥ ২৪
তথা চ শান্তিকাধ্যায়মিত্রস্বক্ তথৈব চ ।

করিবে ও মধুসর্পি দ্বারা স্নান করাইয়া সিদ্ধা-
র্থক দ্বারা পূজনানন্তর ‘আপ্যায়’ ইত্যাদি
ও ‘বা তে কজ্জ শিব’ ইত্যাদি মন্ত্রে গন্ধ-পুষ্প
দ্বারা সর্বতোভাবে দেবের পূজা করিবে। ১
—১৭। ‘বাইস্পত্য’ ইত্যাদি মন্ত্রে বস্ত্রসূত্র
প্রদান করিবে। বিবিধ চিত্রযুক্ত কার্পাস বস্ত্রে
দেবতাকে আবৃত করিয়া তাহার পার্শ্বে ছত্র,
চামর, দর্পণ ও পুষ্পসংযুক্ত বিতান স্থাপন
করিবে এবং তথায় আরও রত্ন, ওষধি,
গৃহোপকরণ, বিচিহ্ন ভাজন, শয্যা ও আসন
প্রভৃতি বিভবায়ুসারে স্থাপন করিবে।
কীর, মধু, স্বত ও অমৃত্য বড়বিধ রসযুক্ত
ভজ্য ভোজ্যায় পায়সাদি দ্বারা সর্বথা দেব-
তার পূজা করিবে। অনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি
‘দ্রাব্যকং যজামহে’ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়্বর্ষক
চতুর্দিকে তুরি বলি প্রদান করিয়া দেবমূর্তি
স্থাপন করিবেন এবং বহুচবিপ্র চারিটি দ্বার-
পাল দ্বারে সম্মিবেশিত করিয়া পূর্বদিকে পবিত্র
ঋত্বিক, পাবমানস্বক স্নমজ্জল্য সোমস্বক,

রকোয়ক তথা সূক্তঃ পূৰ্ণিতো বহুচো জপেৎ
 রৌদ্রঃ পুরুষসূক্তক শ্লোকাদ্যায় সন্তক্ৰিয়ম্ ।
 তথৈব মণ্ডলাধ্যায়মধ্বৰ্য্যাদিক্ৰিণে জপেৎ ॥২৬
 বামদেবঃ বৃহৎসাম জ্যেষ্ঠসাম রথন্তরম্ ।
 তথা পুরুষসূক্তক কজসূক্তঃ সশাস্তিকম্ ॥ ২৭
 ভাকৃগানি চ সামানি ছন্দোগঃ পশ্চিমে জপেৎ
 অধৰ্শাজিরসঃ তদব্রীলঃ রৌদ্রঃ তথৈব চ ॥২৮
 তথাপরাজিতা দেবী সপ্তসূক্তঃ সরৌদ্রকম্ ।
 তথৈব শাস্তিকাধ্যায়মধৰ্শা চোত্তরে জপেৎ ॥২৯
 শিরঃস্থানে তু দেবস্ব স্থাপকো হোমমাসরেৎ ।
 শাস্তিকৈঃ পোষ্টিকৈস্তদ্ব্যবস্থৈবাস্ত্রৈতপূৰ্ণিকৈঃ ॥
 পলাশোহুদ্ররাবখা অপামার্গঃ শমী তথা ।
 হ্রা সহস্রমৈকৈকং দেবঃ পাদে তু সংস্পৃশেৎ
 ততো হোমসহশ্ৰেণ হ্রা হ্রা ততস্ততঃ ।
 নাতিমধ্যঃ তথা বক্ষঃ শিরোচাপ্যালভেৎ পুনঃ
 হস্তমাজ্জেষু কুণ্ডেষু মূৰ্দ্ধিপাঃ সৰ্ব্বতো দিশম্ ।
 সমেখলেষু তে কুৰ্য্যাদোনিবন্ধেষু চাদরাৎ ॥৩০

শাস্তিকাধ্যায়, ইন্দ্রসূক্ত ও রকোয় সূক্ত জপ
 করিবেন। অধ্বৰ্য্য দক্ষিণদিকে রৌদ্র পুরুষ-
 সূক্ত, সন্তক্ৰিয় শ্লোকাদ্যায় ও মণ্ডলাধ্যায়
 পাঠ করিবেন; ছন্দোগ ব্রাহ্মণ পশ্চিম
 দিকে বামদেব, বৃহৎসাম, জ্যেষ্ঠসাম, রথন্তর,
 পুরুষসূক্ত, সশাস্তিক কজ সূক্ত, ভাকৃও
 ও সাম জপ করিবেন এবং অধৰ্শা উত্তর-
 দিকে অধৰ্শাজিরস, নীল, রৌদ্র, অপরাজিতা
 ও সপ্তসূক্ত সরৌদ্রক শাস্তিকাধ্যায় পাঠ
 করিবেন। অনন্তর স্থাপক ব্যক্তি দেবতার
 শিরঃস্থানে ব্যাহতিপূৰ্ণক শাস্তিক ও পোষ্টিক
 যন্ত্রে হোম করিবেন। পলাশ, উহুদ্র,
 অশ্বখ, অপামার্গ ও শমী—ইহাদের সহস্র
 কাষ্ঠিকায় এক একটা করিয়া হোম করিয়া
 দেবতার পাদস্পর্শ করিবেন। এই প্রকার
 প্রত্যেক বার সহস্র হোম করার পর দেব
 তার নাতি, মধ্য, বক্ষঃ, ও শিরোদেশ
 স্পর্শ করিবেন এবং হস্তমাজ্জ যোনিবন্ধ
 সমেখল কুণ্ডোপরি যন্ত্রের সহিত চতুর্দিকে
 মূৰ্দ্ধিপ বিজগণ হোমকরবেন। পরে

বিতস্তিমাভা যোনিঃ স্ত্রাপগজোষ্ঠসদৃশী তথা ।
 আয়তা ছিদ্রসংযুক্তা পার্শ্বতঃ কলযোজ্জিতা ॥
 কুণ্ডাৎ কলাহুসারেণ সৰ্ব্বতশ্চতুরঙ্গুলা ।
 বিস্তারেনোজ্জয়ো তদ্ব তুরঙ্গা সমা ভবেৎ ॥৩১
 বেদীভিত্তঃ পরিতাজ্য জ্যোদশাভিরঙ্গুলৈঃ ।
 এবং নবসু কুণ্ডেষু লক্ষণকৈব দৃষ্টতে ॥ ৩২
 আয়েয়-শাক্র যাম্যেযু হোতব্যমুদগাননৈঃ ।
 মূৰ্দ্ধিপা লোকপালেভ্যো মূৰ্দ্ধিতাঃ ক্রমশস্তথা ॥
 তথা মূৰ্দ্ধাধিদেবানাং হোমঃ কুৰ্য্যাদ্ সমাহিতঃ
 বসুধা বসুরেতাশ্চ যজমানো দিবাকরঃ ॥ ৩৩
 জলং বায়ুস্তথা সোম আকাশচাষ্টমঃ স্মৃতঃ ।
 দেবশ্চ মূৰ্দ্ধয়ন্তষ্টাবেতাঃ কুণ্ডেষু সংস্মরেৎ ॥৩৪
 এতাসামাধিপান্ বক্ষ্যে পবিত্রান্ মূৰ্দ্ধিনামতঃ ।
 পৃথ্বীং পাতি চ শর্বশ্চ পতপচ্যায়মেব চ ॥৩৫
 যজমানং তথৈবোগ্রো রুদ্রচাদিত্যমেব চ ।
 ভবো জলঃ সদা পাতি ঋয়মৌশান এব চ ॥৩৬

উহাতে গজোষ্ঠ-সদৃশী বিতস্তি-পরিমিত
 যোনি নির্মাণ করিবে। উহা আয়ত, ছিদ্র-
 সংযুক্ত ও উভয় পার্শ্বে শিল্প কাথ্যকৃষিত
 হইবে। ঐ যোনি কুণ্ড হইতে চতুর্দিকে
 চারি অঙ্গুলি উচ্চ, ও বিস্তৃত করিবে। ঐ
 অংশ চতুরঙ্গ ও শিল্পকাথ্য মনোজ্ঞ হইবে।
 বেদীভিত্তের জ্যোদশাঙ্গুল ব্যবধানে এই
 প্রকার অপর নগ্নী কুণ্ড করিতে হয়; সকল
 কুণ্ডেরই লক্ষণ এইরূপ ১১-—৩৬। অনন্তর
 আচমনপূৰ্ণক সমাহিত হইয়া পূৰ্ণ, অগ্নি ও
 দক্ষিণ দিকে লোকপাল, দেবমূৰ্দ্ধি সকল ও
 মূৰ্দ্ধাধিপ দেবতাগণের ক্রমশঃ হোম করিবেন।
 বসুধা, বসুরেতা, যজমান, দিবাকর, জল,
 বায়ু, সোম ও আকাশ—এই আটটি দেব-
 মূৰ্দ্ধি কুণ্ডে স্মরণ করিবে। অতঃপর ইহা-
 দের অধিদেবতা কীৰ্ত্তন করিতেছি,—শর্ব
 সৰ্ব্বদা পৃথিবী পালন করিতেছেন। এইরূপ
 পতপ—অগ্নি, উগ্র—যজমান, রুদ্র—আদিত্য
 ভব—জল, ঋশান—বায়ু, মহাদেব—চন্দ্র
 ও ভীমমূৰ্দ্ধি আকাশ পালন করিতেছেন।

মহাদেবস্তথা চক্ষুঃ ভীষ্মচাকাশমেব চ ।
 সৰ্বদেবপ্রতিষ্ঠানু মূর্তিপা হোত এব চ ৪১
 এতেভ্যো বৈদিকৈৰ্বৈশ্বখান্বঃ হোমমাচরেৎ ।
 তথা শান্তিঘটং কুৰ্ব্যাৎ প্রতিকূণ্ডেযু সন্ন্যসেৎ
 শতান্তে বা সহস্রান্তে সম্পূৰ্ণাহুতিরিষ্যতে ।
 সমপাদঃ পৃথিব্যাস্ত প্রশান্তাস্তা বিনিক্ষিপেৎ ॥
 আহুতীনস্ত সম্পাতঃ পূৰ্ণকূণ্ডেযু বৈ স্তসেৎ ।
 মূলমধ্যোক্তমাস্তেযু দেবঃ তেনাবসেচয়েৎ ॥৪৫
 স্থিতঞ্চ স্থাপয়েৎ তেন সম্পাতাহুতিবারিণা ।
 প্রতিষামেষু ধূপস্ত নৈবেদ্যং চন্দনাদিকম্ ॥৪৬
 পুনঃপুনঃ প্রকুর্কীত হোমঃ কার্য্যঃ পুনঃপুনঃ ।
 পুনঃপুনশ্চ দাতব্য্য যজ্ঞমানেন দক্ষিণা ॥ ৪৭
 সিতবনৈশ্চ তে সৰ্বৈ পূজনীয়াঃ সমস্ততঃ
 বিচিত্রৈর্হেমকটকৈর্হেমসূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ ॥ ৪৮
 বাসোভিঃ শয়নীয়ৈশ্চ প্রতিষামে চ শক্তিতঃ ।
 ভোজনঞ্চাপি দাতব্য্য যাবৎ স্তাদধিবাসনম্ ॥
 বলিগ্নিসঙ্ক্যং দাতব্যো ভূতেভ্যঃসৰ্ব্বতোদিশম্
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পূৰ্ব্বঃ শেষান্ বর্ণাশ্চ
 কামতঃ ॥ ৫০

রাজ্ঞো মহোৎসবঃ কার্ধ্যো নৃত্যগীতকমঙ্গলৈঃ ।

সকল দেবপ্রতিষ্ঠাতেই ইহারা মূর্তিপ বলিয়া
 কীৰ্ত্তিত। বৈদিক মন্ত্রে যথাশক্তি হোম
 করিবে। প্রতিকূণ্ডে শান্তিঘট স্থাপন করিবে।
 শত বা সহস্র হোমের পর পূর্ণাহুতি দিবে।
 সমপদ হইয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে এবং
 ঐ সকল আহুতি পূৰ্ণকূণ্ডোপরি নিক্ষিপ্ত
 হইবে। ইহাতে দেবতার মূল, মধ্য ও
 উত্তমঙ্গ সেচিত হইবে। এই আহুতি-বারি
 দ্বারা তদন্ত কল্পিত দেবতাগণকে স্নান
 করাইবে। প্রতিষামে পুনঃপুনঃ ধূপ, নৈবেদ্য
 ও চন্দনাদি প্রদান ও হোম করা কর্তব্য এবং
 পুনঃপুনঃ দক্ষিণা দেওয়া বিধি। সিতবস্ত্র,
 বিচিত্র হেম-কটক, হেম সূত্র, অঙ্গুলীয়ক, বাস,
 ও শয্যা দ্বারা প্রতিষামে যথাশক্তি পূজা
 করিবে। অধিবাস শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ভক্ষ্য-
 ভোজ্য প্রদান করিবে। ভূতগণকে বলি
 প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণ ও অপরাপর জন-

সদা পূজ্যাঃ প্রযত্নেন চতুর্ধীকর্ষ্য যাবজ্জা ॥ ৫১
 ত্রিরাত্রমেকরাত্রঃ বা পঞ্চরাত্রমথাপি বা ।
 সপ্তরাত্রমথো কুৰ্ব্যাৎ কচিৎ সন্তোহধিবাসনম্
 সৰ্ব্বযজ্ঞকলো যস্মাদধিবাসোৎসবঃ সদা ॥ ৫২
 ইতি ত্রীমাৎস্তে মহাপুরাণেহধিবাসনবিধির্নাম
 পঞ্চষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

নৃত উবাচ ।

কুত্বাধিবাসং দেবানাং শুভং কুৰ্ব্যাৎ সমাহিতঃ
 প্রাসাদস্তানুরূপেণ মানং লিঙ্গম্ বা পুনঃ ॥ ১
 পুষ্পোদকেন প্রাসাদং প্রোক্ষ্য মন্ত্রযুতেন তু ।
 পাতয়েৎ পক্ষসূত্রস্ত দ্বারসূত্রং তথৈব চ ॥ ২
 আশ্রয়েৎ কিঞ্চিদৌশানীং মধ্যং জাহ্না দিশঃবুধঃ
 ঐশানীমাত্রিতং দেবঃ পূজয়ন্তি দিবৌকসঃ ॥ ৩
 আয়ুরারোগ্যকলদমথোত্তরসমাত্রিতম্ ।

গণকে ভোজন করাইবে। নৃত্য-গীত ও
 মঙ্গল কর্ম দ্বারা মহা মহোৎসবে রাজি যাপন
 করিবে এবং সপ্তরাত্র, পঞ্চরাত্র, ত্রিরাত্র
 বা একরাত্র অধিবাসন করিবে। কখন
 কখন সদ্যও অধিবাসন করা বিধি আছে।
 এই অধিবাসবিধি সৰ্বদা সৰ্ব্বযজ্ঞকল-
 প্রদ। ৩৭—৫২।

পঞ্চষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৬৫

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

নৃত বলিলেন,—মানব সমাহিতচিত্তে
 দেবতাদিগের শুভ অধিবাস কর্ম সমাধা
 করিয়া প্রাসাদ-পরিমাণ অনুসারে লিঙ্গমান
 নিরূপণ করিবেন। অভিমাত্রিত পুষ্পোদক
 দ্বারা প্রাসাদ প্রোক্ষণপূর্বক পক্ষ-সূত্র ও
 দ্বার-সূত্র পাতিত করিবেন। পণ্ডিত ব্যক্তি
 মধ্য জাহ্নে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঐশান দিক্
 আশ্রয় করিবেন; যেহেতু দেবগণও ঐশান-
 দিক্স্থিত দেবের পূজা করিয়া থাকেন। উক্ত

ততঃ তাদিত্তং প্রোক্তমন্তথাহাপনঃ বুধঃ ৪
 অথঃ কুর্শশিলা প্রোক্তা সদা ব্রহ্মশিলাধিকা ।
 উপর্যবহিতা তস্তা ব্রহ্মভাগাধিকা শিলা ৫
 ততঃ পিণ্ডিকা কার্য্যা পুরোক্তৈর্নামলক্ষণৈঃ
 ততঃ প্রকাশিতাং কৃত্বা পঞ্চগব্যেন পিণ্ডিকাম্
 কষায়তোয়েন পুনর্ব্রহ্মযুক্তেন সর্ষতঃ ।
 দেবভার্চ্যায়ঃ মন্ত্রঃ পিণ্ডিকাসু নিয়োজয়েৎ ৭
 তত উথাপ্য দেবেশমুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণেতি চ ।
 আনীয় গৰ্ভভবনং শীঠান্তে স্থাপয়েৎ পুনঃ ৮
 অর্ঘ্যপাদ্যাণিকং তত্র মধুপর্কং প্রযোজয়েৎ ।
 ততো মুহূর্তঃ বিধম্য ব্রহ্মভাসং সমাচরেৎ ৯
 বজ্র-মৌক্তিক-বৈদূষ্য-শঙ্খ-ফটিকমেব চ ।
 পুষ্পরাগেন্দ্রনীলঞ্চ নীলং পূর্বাদিদিকৃক্রমাৎ ১০
 তালকঞ্চ শিলাবজ্রমঙ্গনং শ্রামমেব চ ।
 কাকী কানী সমাকীকং গৈরিককাদিতঃ ক্রমাৎ
 গোধূমঞ্চ যবং তদ্বৎ তিলমুদাং তথৈব চ

দিক্ স্থাপিত লিঙ্গ, আয়ু, আরোগ্য, ও শুভফল-
 প্রদ এবং মন্ত্র দিকে স্থাপিত হইলে অন্তত-
 দায়ক হয় । লিঙ্গের অধোদেশে কুর্শশিলা
 স্থাপন করিবে । উহা ব্রহ্মশিলা হইতেও
 গরীয়সী । ব্রহ্মভাগাধিকা শিলা, কুর্শশিলার
 উপরিভাগে অবস্থিত হইবে । অনন্তর
 পুরোক্ত নাম ও লক্ষণ দ্বারা পিণ্ডিকা করিয়া
 উহা পঞ্চগব্য ও অভিমন্ত্রিত কষায় বারি দ্বারা
 উত্তমরূপে প্রকাশন করিবে । দেবপ্রতিমা
 ভ্রম মন্ত্র দ্বারা উহা স্থাপিত করিবে । অনন্তর
 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণ' ইত্যাদি মন্ত্রে দেবতাকে উথা-
 পিত করিয়া গৰ্ভভবনে আনয়নপূর্বক শীঠান্তে
 স্থাপন করিবে এবং পাভার্গ্যাदि ও মধুপর্ক
 প্রদান করিবে । অতঃপর মুহূর্তকাল বিজ্ঞা-
 মের পর তাহাতে ব্রহ্ম প্রদান করিবে এবং
 বজ্র, মৌক্তিক, বৈদূষ্য, শঙ্খ, ফটিক, পুষ্প-
 রাগ, ইন্দ্রনীল ও নীল, এই সকল দ্রব্য
 পূর্বাদিক্রমে প্রদান করিবে । তালক, শিলা-
 বজ্র, অঙ্গন, শ্রাম, কাকী, কানী, মাকিক ও
 গৈরিক—এই সকল দ্রব্য আদি হইতে
 আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ প্রদান করিবে ।

নীবারমথ শ্রামাকং সর্ষপং ত্রীহিমেব চ ১২
 ব্রহ্ম ক্রমেণ পূর্বাদি চন্দনং ব্রহ্মচন্দনম্ ।
 অগুরুকাঙ্গনকাপি উদীরঞ্চ ততঃ পরম্ ১৩
 বৈকবীঃ সহদেবীঞ্চ লক্ষণাঞ্চ ততঃ পরম্ ।
 স্বর্লোকপালনায়া তু স্তম্বেদোকারপুষ্পকম্ ১৪
 সর্ষবীজানি ধাতুশ্চ ব্রহ্মভোষধয়ন্তথা ।
 কাঞ্চনং পদ্মরাগন্তু পারদং পদ্মমেব চ ১৫
 কুর্শং ধরাং বুধং তত্র স্তম্বে পূর্বাদিতঃ ক্রমাৎ
 ব্রহ্মস্থানে তু দাতব্য্যাঃ সংহতাঃ সূত্রাঃ পরস্পরম্
 কনকং বিক্রমং তাম্রং কাংশ্চৈকৈবারকূটকম্ ।
 ব্রজতং বিমলং পুষ্পং লোহকৈব ক্রমেণ তু ১৬
 কাঞ্চনং হরিভালঞ্চ সর্ষভাৎকাপি নিকিপেৎ
 দত্তাধীজোষধিস্থানে সহদেবীং যবানপি ১৭
 স্ত্রাসমস্তানতো বক্ষ্যে লোকপালাঙ্ককানিহ ।
 ইন্দ্রস্ত মহসা দীপ্তঃ সর্ষদেবাধিপো মহান ১৮
 বজ্রহস্তো মহাসব্রহ্মনৈশ্চ নিত্যং নমো নমঃ ।
 আগ্নেয়ঃ পুরুষো ব্রহ্মঃ সর্ষদেবময়ঃ শিখী ১৯

গোধূম, যব, তিল, মুদা, নীবার, শ্রামাক,
 সর্ষপ, ও ত্রীহি—এই সকল দ্রব্যও পূর্বাদি-
 ক্রমে স্তম্বে করিবে । চন্দন, ব্রহ্মচন্দন,
 অগুরু, অঙ্গন ও উদীর এই সকল দ্রব্য এবং
 বৈকবী, সহদেবী ও লক্ষণা—ইহাদিগকেও
 স্বর্লোকপালনামে ওকার উচ্চারণ করিয়া,
 বিস্তার করিবে । ১—১৪ । সর্ষপ্রকার বীজ,
 ধাতু, ব্রহ্ম, ওষধি, কাঞ্চন, পদ্মরাগ, পারদ,
 পদ্ম, কুর্শ, ধরা ও বুধ, এই সমুদয়কে পূর্বাদি-
 ক্রমে বিস্তৃত করিবে । ব্রহ্মস্থানে দাতব্য
 বস্তু পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে । কবক,
 বিক্রম, তাম্র, কাংশ্চ, পিত্তল, ব্রজত, বিমল
 পুষ্প ও লোহ, কাঞ্চন ও হরিভাল,—এই
 দ্রব্যগুলি অপর সকল দ্রব্যের অভাব হই-
 হইলেও, প্রদান করিতে হইবে ।
 ও ওষধির অভাবে সহদেবী ও যব প্রদান
 করিবে । অতঃপর লোকপালাঙ্ক স্ত্রাস-
 মন্ত্র সকল কীর্তন করিতেছি—যথা, মহান
 সর্ষদেবাধিপতি মহাসব্র বজ্রহস্ত ইন্দ্র, সর্ষদা
 তেজো দ্বারা দীপ্ত ; তাহাকে নিত্য নমস্কার ।

ধুমকেতুরনাথ্যন্ত্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ।
 যমচোৎপলবর্ণাভঃ কিরীটী দণ্ডধৃক্ সদা ॥ ২১
 ধর্মসাক্ষী বিভূত্বা ত্যৈ নিত্যং নমো নমঃ
 নিখতি পুমান্ কৃষ্ণঃ সর্বরক্ষোহধিপো মহান্
 খড়্গহস্তো মহাসত্ত্ব্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ।
 বরুণো ধবলো বিষ্ণুঃ পুরুষো নিয়গাধিপঃ ॥ ২৩
 পাশহস্তো মহাবাহুত্ব্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ।
 বায়ুশ্চ সর্ববর্ণো বৈ সর্বগত্বহঃ শুভঃ ॥ ২৪
 পুরুষো ধ্বজহস্তশ্চ ত্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ।
 গৌরো যশ্চ পুমান্ সৌম্যঃ সর্বৌষধিসমবিতঃ
 নক্ষত্রাধিপতিঃ সৌমন্ত্যৈ নিত্যং নমো নমঃ
 ঐশানপুরুষঃ শুক্রঃ সর্ববিজ্ঞাধিপো মহান্ ॥ ২৬
 শূলহস্তো বিরূপাক্ষত্ব্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ।
 পদ্মযোনিশ্চ তুর্ভুতির্বেদবাসঃ পিতামহঃ ॥ ২৭
 যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চ তুর্ভুজত্ব্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ।

৫

সর্বদেবময় শিখী ধুমকেতুবেৎ অনাধ্বা
 রকুবর্ণ আগ্নেয় পুরুষকে আমি নিত্য নম-
 স্কার করি। যম—উৎপলবর্ণাভ, কিরীটী,
 সদা দণ্ডধৃক্, কর্মসাক্ষী ও বিভূত্বা;
 তাঁহাকে আমার নিত্য নমস্কার। নিখতি
 কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব রাক্ষসাধিপ, মহত্ত্বম্পন্ন, খড়্গ-
 হস্ত এবং মহাসত্ত্ব; তাঁহাকে আমি নিত্য
 নমস্কার করি। বরুণদেব—ধবল, বিষ্ণু-
 স্বরূপ, পুরুষশ্রেষ্ঠ, নিয়গাধিপ, তাঁহার হস্তে
 পাশ, এবং তিনি মহাবাহু। তাঁহাকে আমি
 নিত্য নমস্কার করি। বায়ু—সর্ববর্ণ, সর্ব-
 গত্ব বহন করেন,—মঙ্গলময় পুরুষশ্রেষ্ঠ,
 তাঁহার হস্তে ধ্বজ বিরাজমান; তাঁহাকে
 আমার নিত্য নমস্কার। সৌম—গৌরবর্ণ,
 সৌম্যাকৃতি, তিনি সর্বদা ওষধিগণে সমাবৃত,
 এবং নক্ষত্রগণের অধিপতি; তাঁহাকে
 আমার নিত্য নমস্কার। ঐশান-পুরুষ—শুক্র-
 বর্ণ, সর্ববিদ্যার অধিপতি ও মহান্; তাঁহার
 হস্তে সর্বদা শূল বিরাজিত এবং তিনি
 বিরূপাক্ষ; তাঁহাকে আমার নিত্য নমস্কার।
 পদ্মযোনি—চতুর্ভুতি, বেদ তাঁহার বাস
 স্বরূপ, তিনি পিতামহ, এবং তিনি যজ্ঞা-

যোহসাবনস্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।
 পুষ্পবন্ধারয়েনুর্দ্ধিত্বৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ ২৮
 ওঙ্কারপূরক্যে ত্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ ২৯
 মজ্জাঃ স্রুয়াঃ সর্বকার্য্যণাং বুদ্ধি-পুঙ্খসম্পদাঃ ।
 স্রাসং কৃত্বা তু মজ্জাণাং পায়সেনাহুলেপিতম্ ॥
 পটেনাচ্ছাদয়েচ্ছত্রং শুক্রে নোপরি যত্নতঃ ।
 তত উত্থাপ্য দেবেশমিষ্টদেশে তু শোভনে
 ক্রবা দ্যৌর্যতি মজ্জেন যজ্ঞোপরি নিবেশয়েৎ
 ততঃ হিরীকৃতস্ত্রাশ্চ স্তং দধা তু মস্তকে ॥ ৩২
 ধ্যাওয়া পরমসত্ত্বাবাদেবদেবক্ নিষ্কলম্ ।
 দেবব্রতং তথা সৌম্যং ক্রতুহু ক্রতু তথৈব চ ॥ ৩৩
 আত্মানমায়রং কৃত্বা নানাভরণভূষিতম্ ।
 যশ্চ দেবশ্চ যজ্ঞপং তদ্ব্যানে সংস্মরেৎ তথা ॥
 অতসৌপুস্পসঙ্কাশং শম্ব-চক্র-গদাধরম্ ।
 সংস্থাপয়ামি দেবেশং দেবো কুত্বা জনার্দনম্
 ত্র্যক্ষকং দশবাহকং চত্বার্কিকৃতশেখরম্ ।

ধ্যাক ও চতুর্ভুজ; তাঁহাকে আমি নিত্য
 নমস্কার করি। যিনি অনন্তরূপে এই চরা-
 চর ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রাহিয়াছেন, এবং
 যিনি পুষ্পবৎ পৃথীকে মস্তকে ধারণ করেন,
 তাঁহাকে আমার নিত্য নমস্কার। ১৫—২৮ ।
 সকল কার্য্যেরই দান ও বলিনিবেদন বিষয়ে
 এই মন্ত্রগুলি ওঙ্কার উচ্চারণপূর্বক পঠনীয়;
 এই সকল মন্ত্র বুদ্ধি ও পুত্র বলপ্রদ। এই মন্ত্র
 সকল দ্বারা স্রাসকার্য্য সমাধা করিয়া শুক্রপট
 দ্বারা পায়সাহুলিগু খড় আচ্ছাদন করিবে।
 অনন্তর ‘ক্রবা দ্যৌ’ ইত্যাদি মন্ত্রে দেবেশকে
 উত্থাপিত করিয়া শোভিত ইষ্ট যজ্ঞোপরি
 স্থাপন করিবে। পরে হিরীকৃত দেবের
 মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া তাঁহার ক্রীতিবিধা-
 যক দেবদেব, নিষ্কল, দেবব্রত, সৌম ও ক্রতু-
 হু ক্রতু ধ্যানপূর্বক আপনাকে নানা আভরণ-
 ভূষিত ঐশ্বররূপে ভাবনা করিয়া যে দেবতার
 যেমন রূপ, ধ্যানের সময় আপনাকে তদ্রূপ
 চিন্তা করিবে। যথা; আমি দেবস্বরূপ হইয়া
 অতসৌপুস্পসঙ্কাশ, শম্ব-চক্র-গদাধর, তগ-
 বান্ জনার্দনকে সংস্থাপন করিতেছি। আমি

গণেশঃ বৃষসংহৃৎ স্থাপয়ামি ত্রিলোচনম্ ॥ ৩৬
 বিধিঃ সংস্কৃতঃ দেবঃ চতুর্ভুজঃ জটাধরম্ ।
 শতাম্বুজঃ মহাবাহুঃ স্থাপয়াম্যবুজোত্তমম্ ॥ ৩৭
 হস্তাক্ষিরণং শান্তমপ্সরোগণসংযুতম্ ।
 পদ্মহস্তঃ মহাবাহুঃ স্থাপয়ামি দিবাকরম্ ॥ ৩৮
 দেবমজ্জাস্তথা রৌদ্রান্ ক্রুদ্ধান্ স্থাপনে জপেৎ
 বিষ্ণোস্ত বৈষ্ণবাংস্তৎস্বাক্ষান বৈ ব্রহ্মণো বুধঃ
 সৌরঃ সূর্য্যস্ত জপ্তব্যাস্তথাস্তেযু তদাশ্রয়াঃ ।
 বেদমজ্জপ্রতিষ্ঠা তু যস্মাদানন্দদায়িনী ॥ ৪০
 স্থাপয়েদ্যন্ত দেবেশং তং প্রধানং প্রকল্পয়েৎ ।
 তস্ত পার্শ্বস্থিতানন্তান্ সংস্মরেৎ পরিবারিতঃ
 গণং নন্দি-মহাকালং বৃষং ভৃঙ্গিরিটিং শুভম্ ।
 দেবীং বিনায়ককৈব বিষ্ণুং ব্রহ্মাণমেব চ ॥ ৪২
 ক্রুৎ শক্রং জয়ন্তকং লোকপালান সমস্ততঃ ।
 তথৈবাপ্সরসঃ সর্বা গন্ধর্ব্বগণ-শুভকান্ ॥ ৪৩
 যো যজ্ঞ স্থাপ্যতে দেবস্তস্ত তান্ পরিতঃ স্মরেৎ

জ্যক্ষ, দশবাহু চতুর্ভুজ-শেখর গণেশ ও বৃষসংহৃ ত্রিলোচনকে সংস্থাপন করিতেছি। ঋষিগণ কর্তৃক সংস্কৃত, দেব, জটাধারী, চতুর্ভুজ, মহাবাহু অবুজোত্তম পিতামহকে আমি সংস্থাপন করি। সহস্রাক্ষিরণ, শান্ত অপ্সরোগণসংযুত, পদ্মহস্ত, মহাবাহু দিবাকরকে আমি স্থাপন করি। ক্রুদ্ধ-সংস্থাপনে দেবমজ্জ ও রৌদ্র মজ্জ জপ করিবে। বিষ্ণুস্থাপনে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্ম মজ্জ জপ করিবে এবং সূর্য্যস্থাপনে সৌর মজ্জ জপ করিবে। এইরূপ যখন যে দেবতা সংস্থাপিত হইবে, তখন তদেবতা-ব্রিত মজ্জ জপ করবে। যেহেতু বেদ-মজ্জে প্রতিষ্ঠা আনন্দদায়িনী। যে দেবতা স্থাপন করিবে, তাঁহাকেই প্রধানরূপে কল্পনা করিবে এবং তাঁহার পার্শ্বে অন্তান্ত পরি-বারিত দেববৃন্দকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। গণ, নন্দি, মহাকাল, বৃষ, ভৃঙ্গি-রিটি, শুভ, দেবী, বিনায়ক, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ক্রুৎ, শক্র, জয়ন্ত, লোকপাল, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, ও শুভাক—এই সকল দেবতা প্রভৃতিকে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠাস্থানে প্রতিষ্ঠাপ্য দেবের চতু-

আবাহয়েৎ তথা ক্রুৎ মজ্জেনানেন যত্নতঃ ॥ ৪৪
 যন্ত সিংহা রথে যুক্তা ব্যাঘ্রকৃতাস্তথোরগাঃ ।
 ঋষয়ো লোকপালাশ্চ দেবঃ স্কন্দস্তথা বুধঃ ॥ ৪৫
 প্রিয়ো গণো মাতরশ্চ সোমো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ
 নাগা যক্ষাঃ সগন্ধর্ব্বা যে চ দিব্যা নভশ্চরাঃ ॥
 তমহম্বক্ষমৌশানং শিবং ক্রতুমুদ্যাপতিম্ ।
 আবাহয়ামি সগণং সপত্নীকং বৃষধ্বজম্ ॥ ৪৭
 আগচ্ছ ভগবন্ ক্রজ্জাগ্রহায় শিবো ভব ।
 শাস্বতো ভব পূজাং যে গৃহাণ ত্বং নমো নমঃ ॥
 ওঁ নমঃ শ্রাগতং ভগবতে । নমঃ ওঁ নমঃ
 সোমায় সগণায় সপরিবারায় প্রতিগৃহ্নাতু
 ভগবন্ মজ্জপুতমিদং সর্ব্বমর্ধ্যাপাদ্যমাচমনীয়-
 মাসনং ব্রহ্মণাভিহিতং নমো নমঃ শ্রাহা ॥ ৪৯
 ততঃ পূর্য্যাহঘোমেণ ব্রহ্মঘোষৈশ্চ পুঙ্কলৈঃ ।
 স্থাপয়েৎ তু ততো দেবং দধি-ক্ষীর-স্বতেন চ
 মধু-শর্করয়া তদ্বৎ পুষ্পগন্ধোদিকেন চ ।

দিকে স্মরণ করিতে হইবে। ঐরূপ বক্ষ্য-মাণ মজ্জে ক্রুদ্ধের আবাহন করিতে হইবে; যথা,—যাহার রথে সিংহ ও ব্যাঘ্র সর্ব্বদা যুক্ত রহিয়াছে এবং ভূত, উরগ, ঋষি, লোকপাল, দেব, স্কন্দ, বৃষ, প্রিয় গণ, মাতৃ, সোম, বিষ্ণু, পিতামহ, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও দিব্য নভশ্চর-গণ যাহার পারিষদ, আমি সেই সগণ সপত্নীক বৃষধ্বজ ঈশান মঙ্গলময় উদ্যাপনকে আবাহন করিতেছি। ২২—৪৭। হে ভগবন্! ক্রুৎ! অহুগ্রহ করিয়া আগমন করুন, এবং আমার মঙ্গলবিধান করুন। হে ভব! আপনি শাস্বত পুঙ্কল; আপনি আমার পূজা গ্রহণ করুন, আপনাকে আমি নমস্কার করি। হে ভগবন্! আপনার শুভাগমন হউক, হে সোম! আপনি সগণ ও সপরিবারে মজ্জ-পুত ও ব্রহ্মাভিনন্দিত এই সকল পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও আসন গ্রহণ করুন। আপনাকে আমি নমস্কার করি। অনন্তর দধি, হৃত, ক্ষীর, স্বত, মধু, শর্করা ও পুষ্প-গন্ধোদক প্রদান করিয়া সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলধ্বনি ও ব্রহ্মঘোষপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাপ্য দেবতাকে স্নান

শিবধ্যানৈকচিত্তম্ মজ্জানেন্তানুদীরয়েৎ ॥ ৫১

যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদেতি । ততো বিরাড়-
জায়ত ইতি চ । সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইতি চ ।
অভিঃ স্বা শূর নো নম ইতি চ । পুরুষ
এবেদং সৰ্বমিতি । ত্রিপাদদূৰ্দ্ধমিতি । যেনেদং
ভূতমিতি । নত্বা অবীন্ত ইতি ॥ ৫২
সৰ্বাংশৈস্তান প্রতিষ্ঠানু মজ্জান জপ্ত্বা পুনঃপুনঃ
চতুঃকুহ্মা স্পৃশেদভির্মূলমধ্যে শিরস্তপি ॥ ৫৩
স্থাপিতে তু ততো দেবে যজমানোহথ মূর্তিপম্
আচার্য্যং পূজয়েন্ত ক্রিয়া বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥ ৫৪
দীনান্ধকুপণাংস্তদ্বদ্যে চান্তে সমুপস্থিতাঃ ।
ততস্ত মধুনা দেবং প্রথমেহহনি লেপয়েৎ ॥ ৫৫
হরিদ্রয়াথ সিদ্ধার্থৈর্দ্বিতীয়েহহনি তরতঃ ।
চন্দনেন য়েবৈস্তত্বৎ তৃতীয়েহহনি লেপয়েৎ ॥
মনঃশিলা-প্রিয়কুভ্যাং চতুর্থেহহনি লেপয়েৎ ।
সৌভাগ্যশুভদং বীজ্যাল্পনং ব্যাধিনাশনম্ ॥
পরং ক্রীতিকরং নৃণামেতদ্বৈদবিদো বিতুঃ ।

করাইবে এবং শিবধ্যান-পরায়ণ হইয়া এই
সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিবে ; যথা,—‘যজ্ঞা-
গ্রতো দূর’মিত্যাদি, ‘বিরাড়জায়ত’ ইত্যাদি
‘সহস্রশীর্ষা’ ইত্যাদি, ‘অভিত্বাশূর’ ইত্যাদি,
‘পুরুষ এবেদ’মিত্যাদি, ‘ত্রিপাদদূৰ্দ্ধ’মিত্যাদি,
‘যেনেদং ভূত’মিত্যাদি ও ‘নত্বা অবীন্ত,
ইত্যাদি । প্রতিষ্ঠা কার্য্যে এই সকল মন্ত্র
পুনঃপুনঃ জপ করিয়া চারিবার করিয়া
দেবতার মূল, মধ্য ও শিরোদেশ জল দ্বারা
স্পর্শ করিবে । অতঃপর দেবতা স্থাপিত
হইলে, যজমান মূর্তিপ আচার্য্য ও সমুপস্থিত
দীন অন্ধ প্রভৃতি অন্তান্ত জনগণকে বস্ত্রা-
লঙ্কার-ভূষণ দ্বারা পূজা করিয়া প্রথমাদন-
প্রতিষ্ঠাপিত দেবতাকে মধু দ্বারা লিপ্ত
করিবে । এইরূপ দ্বিতীয় দিনে হরিদ্রা,
তৃতীয় দিনে চন্দন ও চতুর্থ দিনে মনঃশিলা
প্রিয়কু দ্বারা দেবতাকে লেপন করিবে ।
যেহেতু বেদবিৎগণ লেপনকে মানবগণের
সৌভাগ্যশুভপ্রদ, ব্যাধিনাশন ও পরম
ক্রীতি-কর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

কৃষ্ণাঙ্গনং তিলং তদ্বৎ পঞ্চমেহপি নিবেদয়েৎ
যষ্ঠে তু সস্তুতং দদ্যাক্ষন্দনং পদ্মকেশরম্ ।
রোচনাঙ্করুপ্পাস্ত সপ্তমেহহনি দাপয়েৎ ॥ ৫৯
যত্র সন্তোহধিবাসঃ স্তাৎ তত্র সৰ্বাঃ নিবেদয়েৎ
স্থিতঃ ন চালয়েদেবমন্তথা দোষভাগ্ভবেৎ ॥
পুরয়েৎ সিকতাভিঃ নিশ্চিদ্ৰং সৰ্বতো ভবেৎ
লোকপালস্ত দিগ্ভাগে যন্ত সঞ্চলতে বিভূঃ ॥
তন্ত লোকপতেঃ শান্তির্দেয়াশ্চৈমাচ দাক্ষিণাঃ
ইন্দ্রায়াভরণং দদ্যাৎ কাঞ্চনকান্নাবস্তবান্ ॥ ৬২
অগ্নে সুবর্ণমেব স্তাদ্যমন্ত মহিষং তথা ।
অজ্ঞক কাঞ্চনং দদ্যাৎ নৈঋতং রাক্ষসং প্রতি ॥
বরুণং প্রতি মুক্তানি সপ্তভূতানি প্রদাপয়েৎ ।
রীতিকং বায়বে দদ্যাৎ বৃষ্ণুগ্ণে সাপ্ততম্ ॥ ৬৪
সোমায় ধেনুর্দাতব্য্য রজতং সরুবাং শিবে ।
যন্তাং যন্তাং সঞ্চলনং শান্তিঃ স্তাৎ তত্র তত্র তু
অন্তথা তু ভবেদেবারং ভয়ং কুলবিনাশনম্ ।

ঐ প্রকার পঞ্চমদিনে কৃষ্ণাঙ্গন ও তিল, যষ্ঠ
দিনে সস্তুত চন্দন ও পদ্মকেশর, সপ্তম দিনে
রোচনা, অঙ্কর ও পুষ্প প্রদান করিবে ।
যেখানে সদ্য অধিবাস হইবে, সেখানে এই
সকল দ্রব্য একবারেই দেওয়া হইবে ।
স্থাপিত দেবতাকে চালিত করিবে না, করিলে
দোষভাগী হইবে । দেবতা স্থাপনের পর
যদি কোন স্থানে ছিদ্র থাকে, তাহা বালুকা
দ্বারা ছিদ্ররাহিত করিবে । স্থাপিত দেবতা
যে লোকপালের দিকে সঞ্চালিত থাকিবেন,
সেই লোকপালের শান্তি এবং বক্ষ্যমাণ
প্রকার দাক্ষিণ্য দিবে—যথা ; ইন্দ্রকে আভ-
রণ, অগ্নিকে সুবর্ণ, যমকে মহিষ, নৈঋতকে
ছাগল ও কাঞ্চন, বরুণকে সপ্তভূত মুক্তা,
বায়ুকে বৃষ্ণুগণের সহিত রীতিক, সোমকে
ধেনু, ও শিবকে রুষের সহিত রজত প্রদান
করিবে । যে যে লোকপালের দিকে দেবতা
চালিত হইবে, সেই সেই লোকপালের
শান্তি আবদ্ধক । ইহার অন্তর্থাচরণ করিলে
বংশবিনাশন ও ঘোর ভয় উপস্থিত হইয়া

অচলং কারয়েৎ তস্মাৎ সিকতাভিঃ সুরেশ্বর ॥

অন্নং বস্ত্রঞ্চ দাতব্যং পুণ্যাহজয়মঙ্গলম্ ।

ত্রিশঞ্চসপ্তদশ বা দিনানি স্নান্যহোৎসবঃ ॥ ৬৭

চতুর্থেহহি মহান্নানং চতুর্থীকৰ্ম্ম কারয়েৎ ।

দক্ষিণা চ পুনস্তদ্বক্ষ্যেতা তত্রাতিভক্তিতঃ ॥ ৬৮

দেবপ্রতিষ্ঠাবিধিরেষ তুভ্যঃ

নিবেদিতঃ পাপবিনাশহেতোঃ ।

বস্মান্নুষ্ঠৈঃ পূৰ্ব্বমনস্তমুস্ত-

মনেকবিদ্যাধরদেবপূজ্যম্ ॥ ৬৯

ইতি স্নান্যহোত্রে মহাপুরাণে প্রতিষ্ঠাঃ কৌৰ্ভনঃ

নাম ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬৬ ॥

সপ্তষষ্ঠ্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অখাতঃ সস্ত্রবক্ষ্যামি দেবপ্রপন্নমুদমম্ ।

অৰ্ঘ্যস্তাপি সমাসেন শৃণু ত্বং বিধিসুত্তমম্ ॥ ১

দধ্যাক্তকুশাগ্রাণি কীরং দূৰ্ব্বা তথা মধু ।

থাকে । এইজন্ত স্থাপিত দেবতাকে বালুকা দ্বারা নিশ্চল করিয়া আঁটিয়া দিতে হয় । দশ, সাত, পাঁচ, বা তিন দিন পধ্যস্ত অন্ন, বস্ত্র ও পুণ্যাহ জয় মঙ্গল অর্থাৎ কৌৰ্ভন, রামায়ণ কথকতা প্রভৃতি মঙ্গলগীতিকা প্রবর্তনে মহোৎসব করিতে হয় । চতুর্থ দিনে মহা-স্নান, ও চতুর্থ কৰ্ম্ম করিবে এবং ভক্তিপূর্বক পুনরায় দক্ষিণা প্রদান করা উচিত । পাপ বিনাশের জন্য দেবতা-প্রতিষ্ঠাবিধি এই আমি তোমাকে বলিলাম । পণ্ডিতগণ এই বিভাধর-দেব-পূজিত অসীম বিবয় পূর্বে কৌৰ্ভন করিয়াছেন । ৪৮—৬৯ ।

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬৬

সপ্তষষ্ঠ্যধিকাবিশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—অধুনা দেবতাস্থাপন-বিধি ও উত্তম অর্ঘ্যবিধি কৌৰ্ভন করিতেছি শ্রবণ করুন । দধি, অকত, কুশাগ্র, কীর,

যবাঃ সিদ্ধার্থকান্ত ষট্‌ষ্ট্যজোহর্ঘ্যঃ কলৈঃ সহ ॥ ২

গজাবয়ব্যাবশ্রীক-বরাহোৎখাতমণ্ডলাৎ ।

অগ্ন্যাগারাত্ তর্ঘ্বা তীর্থাদ্রজ্ঞানোমণ্ডলাদপি

কুন্তে তু মৃত্তিকাং দস্তাভুক্তাসীতি মজ্জবিৎ ।

শরো দেবীভ্যাপাং মজ্জমাপোহিষ্ঠেতি বৈ তথা

সাবিত্র্যাদায় গোমূত্রং গন্ধদ্বারৈতি গোময়ম্ ।

আপ্যায়শ্চেতি চ কীরং দধিক্রাবণেতি বৈ দধি

তেজোহসীতি স্মৃতং তদেবস্তু হেতি চোদকম্

কুশামিশ্রং ক্রিপেদ্বদ্বান্ পঞ্চগব্যং তবেৎ ততঃ

আপ্যায় পঞ্চগব্যেন দগ্না শুক্লেন বৈ ততঃ ।

দধিক্রাবণেতি মজ্জেন আপয়েদ্রজ্ঞবায়িনা ॥ ৭

কুশান্তসা ততঃ স্নানং দেবস্তু হেতি কারয়েৎ ।

ফলোদকেন চ স্নানময় আয়াহি কারয়েৎ ॥ ৮

ততস্ত গন্ধতোয়েন সাবিত্র্যা চাভিমজ্জয়েৎ ।

ততো ঘটসহশ্রেন সহস্রাক্ষেন বা পুনঃ ॥ ৯

তস্তাপ্যাক্ষেন বা কুর্ঘ্যাৎ সপাদেন শতেন বা ।

চতুষ্টয়া ততোহক্ক্ষেন তদক্ষাক্ষেন বা পুনঃ ॥ ১০

চতুর্ভিরথবা কুর্ঘ্যাদযটানামন্নবিস্তবান্ ।

সৌবর্ণৈ রাজতৈর্বাপি তাম্রৈর্বা রীতিকোত্তরৈঃ

দূৰ্ব্বা, মধু, যব, ও সিদ্ধার্থক, ফলের সহিত এই আটটা দ্রব্য, অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য বলিয়া কৌৰ্ভিত । মজ্জবিৎ ব্যক্তি, গজ, অশ্ব, রথ, বশ্রীক, বরাহ কর্তৃক উৎখাত স্থান, অগ্ন্যাগার, তীর্থ, এবং গজাবাস ও গোনিবাস স্থান হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া ‘উদ্ধৃতাঙ্গি’ এই মজ্জ কুন্তে প্রদান করিবেন । তৎপরে ‘শরো দেবী’ ও ‘আপোহিষ্ঠা মজ্জ জল, গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র, ‘গন্ধদ্বার’ মজ্জ গোময়, ‘আপ্যায়ম্’ মজ্জ কীর, ‘দধিক্রাবণো মজ্জ দধি, ‘তেজোহসি’ মজ্জ স্মৃত, ও ‘তদেবস্তু’ এই মজ্জ উদক পোধান করিবেন । এই সকল একত্র করিয়া ভাহাতে কুশক্ষেপ করিতে হইবে । এইরূপে পঞ্চগব্য প্রস্তুত হয় । অনন্তর পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া ‘দধিক্রাবণো’ এই মজ্জ শুদ্ধ দধি দ্বারা এবং ‘দেবস্তু দ্বা’ এই মজ্জ কুন্তজল দ্বারা স্নান করাইবে, ‘অগ্নি আয়াহি’ এই মজ্জ ফলোদক দ্বারা ও গায়ত্রী পড়িয়া গন্ধতোয়

কাংস্তবা পার্শ্বৈববাণি নপনঃ শক্তিতো ভবেৎ
সহদেবী বচা ব্যাত্তী বলা চতিবলা তথা ॥ ১২
শম্পুপ্পী তথা সিংহী হৃষ্টমী চ সুবর্চলা ।
মহৌষধাষ্টকং হেতুস্বাহ্মানেষু যোজয়েৎ ॥ ১৩
বব-গোধূম-নীবার-তিল-স্ত্রীমাক শালয়ঃ ।
প্রিয়ঙ্গবো ব্রৌহ্মশ্চ স্নানেষু পরিকল্পিতাঃ ॥ ১৪
শুক্কিকং পদ্মকং শম্পুপ্পং কমলং তথা ।
জীবৎসং দর্পণং শুভ্রস্নান্যাবর্তমথাষ্টকম্ ॥ ১৫
এতানি গোময়ৈঃ কুর্ধ্যান্মৃদা চ শুভয়া ততঃ ।
পঞ্চবর্ণাদিকঃ তদ্বৎ পঞ্চবর্ণং রজস্তথা ॥ ১৬
দূর্ধ্বাঃ কৃষ্ণাভিলান্ দদ্যাদ্রীরাজনবিধির্নিতঃ ।
এবং নীরাজনং কৃৎস্না দদ্যাদ্যচমনং বুধঃ ॥ ১৭
মন্দাকিনীভ্য যদ্বারি সর্ষপাপাহং শুভম্ ।
ততো বহুগুণং দদ্যাদ্যশ্লেণানেন যত্নতঃ ॥ ১৮
দেবস্বজসমায়ুক্তে যজ্ঞদানসমযুক্তিভে ।

৪

দ্বারা স্নান করাইবে। পরে সুবর্ণনির্মিত, রজতনির্মিত, তাম্রনির্মিত, রৌতিকনির্মিত, কাংস্ত বা পার্শ্বব সহস্র, তদর্ক পঞ্চশত, তদর্ক সার্কিষিত, সপাদ শত, চতুঃষষ্টি, তদর্ক ষাট্রিশং, তদর্কর্ক অষ্ট অথবা অন্নবিস্তবান্ ব্যক্তি মাত্র চারিটী ষট দ্বারা দেবতার স্নান কার্য সম্পন্ন করিবে। সহদেবী, ব্যাত্তী, বলা, অতিবলা, শম্পুপ্পী, সিংহী, ও সুবর্চলা—এই আটটি ওষধি মহাস্নানে আবশ্যক হয়। বব, গোধূম, নীবার, তিল, স্ত্রীমাক, শালি, প্রিয়ঙ্গু, ও ব্রৌহ্ম এই সকল বস্তু স্নানে পরিকল্পিত করিবে। শুক্কিক, পদ্মক, শুভপদ্ম, কমল, জীবৎস, দর্পণ, ও নন্দ্যাবর্ত—এই আটটি বস্তু, গোময়, শুভ-মুক্তিকা, পঞ্চবর্ণাদি, পঞ্চবর্ণরজ, দূর্ধ্বা ও কৃষ্ণ তিল—এই সমুদয় বস্তু নীরাজন-কার্যে প্রদান করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি এই প্রকারে নীরাজনবিধি শেষ করিয়া সর্ষপাপহর শুভ মন্দাকিনী-দ্বারি আচমনীয়ার্থ প্রদান করিবেন। তার পর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে যত্নপূর্বক বহুগুণল প্রদান করিবেন। মন্ত্র, যথা;—হে দেব! আপনার এই বহুগুণল দেবনির্মিত

সর্ববর্ণে শুভে দেব বাসিনী তে বিনির্মিতে ॥ ১৯
ততশ্চ চন্দনং দদ্যাৎ সমং কর্পূর-কুঙ্কুমৈঃ ।
ইমমুচ্চারয়েন্নমঃ দর্ভপাণিঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২০
শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ
ময়া নিবেদিতান্ গচ্ছান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্
চত্বারিংশং ততো দীপান্ দদ্যাট্টেব প্রদক্ষিণান্
অঃ সূর্য্যচন্দ্রজ্যোতীঃবি বিদ্যাদ্রিস্তথৈব চ ।
তুমেব সর্ষজ্যোতীঃবি দীপোহয়ঃ প্রতিগৃহ্যতাম্
ততশ্চেন্নে মস্ত্রেন ধূপং দদ্যাৎবিচক্ষণঃ ॥ ২৩
বনস্পাতরসো দিব্যো গচ্ছাট্যো গচ্ছ উত্তমঃ ।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোহয়ঃ প্রতিগৃহ্যতাম্
ততস্ত্বাতরং দদ্যাদ্যশ্চুয়ায় তে নমঃ ।
অনেন বিধিনা কৃৎস্না সপ্তরাত্রং মহোৎসবম্ ॥ ২৫
দেবকুন্তৈস্ততঃ কুর্ধ্যাদ্যজমানোহভিষেচনম্ ।
চতুর্ভিরষ্টভির্বাণি দ্বাত্ত্যামেকেন বা পুনঃ ॥ ২৬
সপঞ্চরত্নকলশৈঃ সিতবস্ত্রাভিবেষ্টিতৈঃ ।

সূত্র দ্বারা প্রস্তুত, যজ্ঞ-দান-সমযুক্ত, বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট এবং পরম রমণীয় ইহা আপনি গ্রহণ করুন। ১১—১২। অনন্তর কর্পূর ও কুঙ্কুমের সহিত চন্দন দান করিবে। দর্ভপাণি হইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে; যথা;—হে দেব! আপনার শরীর এবং চেষ্টা আমরা জানিতে পারি না। আমরা নিবেদিত এই গচ্ছ গ্রহণ করিয়া লেপন করুন। অতঃপর চত্বারিংশং দীপ প্রদান করিবে। মন্ত্র—যথা;—হে দেব! তুমিই চন্দ্রসূর্য্যের জ্যোতি, তুমি বিদ্যাদ্রি এবং তুমি সকলের দীপ্তি; তুমি আমার এই দীপ গ্রহণ কর। অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিচক্ষণ ব্যক্তি ধূপ দান করিবেন। মন্ত্র যথা,— এই বনস্পতিরস উত্তম সুদিব্য গচ্ছাট্য; আমি ভক্তিসহকারে নিবেদন করিতেছি, আপনি এই ধূপ গ্রহণ করুন। অতঃপর ‘মহাশুয়ায় তে নমঃ’ এই মন্ত্রে আভরণ প্রদান করিবে। এই প্রকারে সপ্তরাত্র মহোৎসব সাঙ্গ করিয়া যজমান, দেবকুন্ত-জলে অভিষেক করিবেন। আটটি, চারিটি,

দেবস্তাং হেতি মন্ত্ৰেণ সান্না চাধর্কণেন চ ॥ ২৭
 মন্ত্ৰিবেকে চ যে মন্ত্ৰা নবগ্রহমন্ত্ৰে স্মৃতাঃ ।
 পিতৃহরধরঃ সান্না দেবান্ সম্পূজ্য যত্নতঃ ॥ ২৮
 হাপকং পূজয়েন্তু ক্রিয়া বহ্নালঙ্কারভূষণৈঃ ।
 যজ্ঞতাণ্ডানি সর্বাণি মণ্ডপোপস্করাদিকম্ ॥ ২৯
 যজ্ঞান্তদপি তদোহে তদাচার্যায় দাপয়েৎ ।
 সূ প্রসঙ্গে তুর্যো যস্মাৎ তৃত্যন্তে সর্গদেবতাঃ
 নৈতদ্বিশীলেন চ দাস্তিকেন
 ন লিজিনা স্থাপনমাত্র কার্যম্ ।
 বিপ্রেণ কার্যং ক্রতিপারগেণ
 গৃহস্থধর্ম্মাভিরতেন নিতাম্ ॥ ৩১
 পার্শ্বাণং যজ্ঞ করোতি ভক্ষ্য
 বিহায় বিপ্রান্ ক্রতিধর্ম্মবুকান ।
 গুরুং প্রতিষ্ঠাদিষু তজ্জ নুনং
 কুলক্ষয়ঃ স্তাদচিরাদপূজাঃ ॥ ৩২
 স্থানং পিশাটৈঃ পরিগৃহ্যতে বা
 অপূজ্যতাং যাত্যচিরেণ লোকৈঃ ।

হইল, বা একটি অথবা সিত বস্ত্রাবৃত পঞ্চ-
 রত্ন কলস দ্বারা 'দেবস্তাং' এই মন্ত্ৰে অথবা
 সান্ন বা আধর্কণ মন্ত্ৰ প্রয়োগে এবং নব-
 গ্রহযোগে অভিষেকের যে মন্ত্ৰ উক্ত
 হইয়াছে, সেই সকল মন্ত্ৰ দ্বারা দেবতার
 স্নানবিধি সম্পন্ন করিবে। অনন্তর স্নান
 করিয়া সিতাবৃত ধারণপূর্বক যজ্ঞ সহকারে
 দেবপূজা সমাধা করিয়া নিখিল যজ্ঞীয়
 দ্রব্য ও মণ্ডপোপকরণাদি অস্ত্রান্ত্র যাহা
 কিছু সেই গৃহে থাকিবে, তৎসমস্তই
 আচার্য্যকে প্রদান করিবে। যেহেতু গুরু-
 জন সন্তুষ্ট হইলেই, দেবগণও সন্তুষ্ট
 হন। দাস্তিক, ভূশীলও লিজী অর্থাৎ ছদ্ম-
 বেলী সাধু দ্বারা স্থাপন কার্য না করাইয়া
 ক্রতিপারগ ও গৃহস্থ-ধর্ম্মাভিরত বিপ্র দ্বারা
 করাইবে। ক্রতি-ধর্ম্মবুক বিপ্র ও গুরুকে
 পরিভ্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক
 পামণীকে প্রতিষ্ঠাকার্য্যে ব্রতী করে, তাহার
 কুল ক্ষয় হয় এবং সকলে তাহার নিন্দা করে
 এবং প্রতিষ্ঠাস্থান পিশাটজন কর্তৃক অধিকৃত

বিপ্রৈঃ কৃতং যচ্ছ্রুতমং কুল স্তাৎ
 অপূজ্যতাং যাতি চিরক কালম্ ॥ ৩৩
 ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে দেবতাস্নানং নাম
 সপ্তষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৭ ॥

অষ্টষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

প্রাসাদাঃ কৌদৃশাঃ সূত কর্তব্য্য ভূতিমিচ্ছতা
 প্রমাণং লক্ষণং তদ্বদ্বদ বিস্তরতোহধুনা ॥ ১
 সূত উবাচ ।

অথাভঃ সম্প্রবক্ষ্যাম প্রাসাদবিধিনির্গমম্ ।
 বাস্তৌ পর্য্যাক্তে সমাগ্ণবাস্তদেহবিচক্ষণঃ ॥ ২
 বাস্তুপশমনং কুর্ধ্যাৎ সমাস্তবলিকর্ম্মণা ।
 জীর্ণোদ্ধারে তথোগানে তপ্তা নবেশনে ॥ ৩
 নব প্রাসাদভবনে প্রাসাদপরিব নৈ ।
 দ্বারাভবর্তনে তদ্বৎ প্রাসাদেষু গৃহেষু চ ॥ ৪

হয়,লোকে তাহার নিন্দা করে, কিন্তু যে ব্যক্তি
 সুবিজ্ঞ বিপ্র দ্বারা কার্য্য সমাধা করায়, তাহার
 বংশের মঙ্গল হয় এবং চিরকাল ব্যাপিয়া
 লোকে তাহার যশোগান করে। ২০—৩৩ ।
 সপ্তষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৭ ॥

অষ্টষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! উন্নতিশীল
 ব্যক্তিগণ প্রাসাদ কিরূপ করিবে? অধুনা
 আপান তাহার প্রমাণ ও লক্ষণ বিস্তররূপে
 কৌতুহল করুন। সূত বলিলেন,—অধুনা
 আমি প্রাসাদ-নির্গমবিধি কৌতুহল করিতেছি ;
 আপনারা শ্রবণ করুন। বাস্ত উত্তমরূপে
 পর্য্যাক্ত হইলে বিচক্ষণ ব্যক্তি সমিধ্
 প্রদান ও বলিকর্ম্ম দ্বারা বাস্তুপশমন করি-
 বেন। জীর্ণোদ্ধার করিলে, অথবা উদ্যান,
 গৃহনিবেশন, নৃতন প্রাসাদ-ভবন, প্রাসাদ-
 পরিবর্তন, দ্বারাভবর্তন, প্রাসাদ ও গৃহ

বাস্তুপশমনং কুৰ্যাৎ পূৰ্বমেব বিচক্ষণঃ ।

একশীতিপাণ্ডিত্যে লিখ্য বাস্তবমধ্যে চ পৃষ্ঠতঃ ॥ ৫

হোমস্থিমেথল কার্যঃ কুণ্ডে হস্তপ্রমাণকে ।

যতৈঃ কৃষ্ণান্তিলস্তদ্বৎ সমিতিঃ কীরবৃক্ষজঃ ॥

পালাশৈঃ খাদিতৈশ্চাপি মধুসর্পিঃসমষ্টিতঃ ।

কুশদূর্ধ্বায়ৈবাপি মধুসর্পিঃসমষ্টিতৈঃ ॥ ৭

কার্ষ্যস্ত পঞ্চতিবিশ্বেবিশ্ববৌজৈরথাপি বা ।

হোমাস্তে ভক্ষ্যভোজ্যৈস্ত বাস্তবদেশে

বলিং হরেৎ ॥ ৮

তদ্ব্যবশেষযেনৈবেদ্যমেবং দদ্যাৎ ক্রমেণ তু

ঐশান্যোণে স্বতান্নস্ত শিথিনে বিনিবেদয়েৎ ॥ ৯

ওদনং সফলং দদ্যাৎ পর্জন্তায় হুতারিতম্ ।

জয়ায় চ ধ্বজান্ পীতান্ পৈষ্টং কুর্ষ্যক সন্নাসেৎ

ইন্দ্রায় পঞ্চরত্নানি পৈষ্টক কুলিশং তথা ।

বিতানকঞ্চ সূর্য্যাসু ধূম্রং শক্তং তথৈব চ ॥ ১১

সত্যায় স্বতগোধূমং মৎস্তং দদ্যাৎ ভূশায় চ ।

শক্লীচাক্ষরিকায় দদ্যাৎ শক্তুঃ চ বায়বে ॥ ১২

লাজাঃ পুষ্কৈ তু দাতব্য্য বিতথৈ চণকৌদনম্

গৃহকৃতায় মধ্বন্নং যমায় পিশিতৌদনম্ ॥ ১৩

গন্ধৌদনঞ্চ গন্ধর্বৈ ভূঙ্গরাজস্ত ভূঙ্গিকাম্

করিলে পূর্বে বাস্তুপশমন করিবে। বাস্তব-
মধ্যে বা পৃষ্ঠে হস্তপ্রমাণ ও ত্রিমেথল কুণ্ডে
যব ও কৃষ্ণান্তিল, কীরবৃক্ষজ, পালাশ, খাদির,
মধু-সর্পি-সমষ্টিত ও কুশ-দূর্ধ্বায়ুক্ত সমিধ্বারা
হোম করিবে। পাঁচটা বিশ্ব বা তাহার বৌজ
এবং অন্তান্ত ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা হোমাস্তে
বালি প্রদান করিবে। ঐরূপ
ক্রমানুসারে, বিশেষ নৈবেদ্য প্রদান করিবে।
ঐশান্যোণে অগ্নিকে স্বতান্ন ও পর্জন্তকে
হুতারিত সফল ওদন দান করিবে। জয়কে
পীতবর্ণ ধ্বজ ও পিষ্টনির্মিত কুর্ষ্য প্রদান
করিবে এবং ইন্দ্রকে পঞ্চরত্ন ও পিষ্টময়
কুলিশ প্রদান করিবে। এইরূপে সূর্য্যকে
বৃষবর্ণবিতান ও শক্তু, সত্যকে স্বতগোধূম,
ভূশকে মৎস্ত, অস্তরীক্ষকে শক্লী, বায়ুকে
শক্তু, পূর্ণকে লাজ, বিতথকে চণকৌদন,
গৃহকৃতকে মধুমিশ্র অন্ন, যমকে পিশিতৌদন,

মৃগায় যাবকং দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ কুসরা মতা ॥ ১৪

দৌবারিকৈ দন্তকাষ্ঠং পৈষ্টং কৃষ্ণাবলিং তথা ।

সুগ্রীবৈ পুষ্পকং দদ্যাৎ পুষ্পদন্তায় পায়সম্ ॥

কুশস্তম্বেন সংযুক্তং তথা পদ্মঞ্চ বাক্রণম্ ।

পিষ্টং হিরণ্ময়ং দদ্যাৎ নুন্নায় সুরা মতা ॥ ১৬

স্বতলডুকান্শ্চ রোগায় নাগে পুষ্পফলানি তু

সার্পর্শুণ্যায় দাতব্যং মুপৌদনমতঃ পরম্ ।

ভল্লাটস্থানকে দত্তাৎ সোমায় স্বতপায়সম্ ॥ ১৮

ভগায় শালিকং পিষ্টমদিভ্য পোলিকান্তথা ।

দিভ্য তু পুরিকা দদ্যাৎ দিত্যেবং বাহুভো বলিঃ

ক্ষীরং যমায় দাতব্যমাপবৎসায় বৈ দধি ।

সাবিত্রে লডুকান্ দত্তাৎ সমরীচং কুশৌদনম্

সাবিতুর্গুপ্পাংস্ত জয়ায় স্বতচন্দনম্ ।

বিবস্বতে পুনর্দদ্যাৎ রক্তচন্দনপায়সম্ ॥ ২১

হরিতালৌদনং দদ্যাৎ ইন্দ্রায় স্বতসংযুতম্ ।

স্বতৌদনঞ্চ মিত্রায় রুদ্রায় স্বতপায়সম্ ॥ ২২

আমং পঞ্চং তথা মাংসং দেয়ং স্রাজ্যজযন্ত্রণে ।

পৃথ্বীধরায় মাংসানি কুম্ভাণানি চ দাপয়েৎ ॥ ২৩

গন্ধর্বগণকে গন্ধৌদন, ভূঙ্গরাজকে ভূঙ্গিকা,
মৃগীগণকে যাবক, পিতৃগণকে কুসরা, দৌবা-
রিককে দন্তকাষ্ঠ ও পিষ্টময় তৃকবলি,
সুগ্রীবকে পুষ্পক, পুষ্পদন্তকে পায়স, বক্র-
ণকে কুশস্তম্ব-সংযুক্ত পদ্ম, অনুরগণকে
হিরণ্ময় পিষ্টক ও সুরা, শেষকে স্বতৌদন,
পাপযন্ত্রাকে যবার, রোগকে স্বততুল নাগকে
পুষ্প ও ফল, মুখ্যকে সর্পি, ভল্লাট স্থানে
মুপৌদন, সোমকে পায়স, ভগকে শালি,
অদিতিতে পিষ্ট ও পোলিকা, এবং দিতিকে
পুরিকা প্রদেয়; এই সমুদয় বাহু বলি ১১—১২।
এইরূপ যমকে ক্ষীর, আপবৎসকে দধি, সাবি-
ত্রে লডুক ও সমরীচ কুশৌদন, সাবিতাকে
গুপ্প, জয়কে স্বতচন্দন এবং বিবস্বতকে
পুনরায় রক্তচন্দন ও পায়স দিবে। ইন্দ্রকে
স্বতসংযুক্ত হরিতালৌদন, মিত্রকে স্বতৌদন,
রুদ্রকে পায়স, রাজযন্ত্রাকে অপক ও পক
মাংস এবং পৃথ্বীধরকে মাংস ও কুম্ভাণ প্রদান

শকরাপায়সং দদ্যাদধ্যাস্তে পুনরেষ হি ।
 পঞ্চগব্যং যবাংশ্চৈব তিলাক্কতময়ং চক্রম্ ॥২৪
 ভক্ষ্যঃ ভোজ্যক্ বিবিধঃ ব্রহ্মণে বিনিবেদয়েৎ
 এবং সম্পূজিতা দেবাঃ শান্তিং কুর্নুন্তি তে সদা
 সর্ষেভ্যঃ কাঞ্চনং দদ্যাদব্রহ্মণে গাং পশাস্বনৌম্
 রাক্ষসীনাং বলিদেষৌ আপি যাদৃগৃথ্যা শূনু ॥
 মাংসৌদনং স্নাতং পদ্মকেশরং কৃধিরাবিতম্ ।
 ঈশানভাগমাম্রিত্য চরকৌ বিনিবেদয়েৎ ॥ ২৮
 মাংসৌদনক কৃধিরং হরিদ্রৌদনমেব চ ।
 আগ্নেয়ৌ দিশমাম্রিত্য বিদারৌ বিনিবেদয়েৎ ॥
 দধ্যৌদনং সক্রধিরমস্থিতৈশ্চ * সংযুতম্ ।
 পীতরক্তং বলিং দদ্যাৎ পুতনাট্যৈ সরাক্ষসে ॥
 বায়ব্যাং পাপরাক্ষসে মৎস্যমাংসং সুরাসবম্
 পায়সঞ্চাপি দাতব্যং স্বনায়। সর্ষতঃ ক্রমাৎ ॥৩০
 নমস্কারান্তস্থক্তেন প্রণবাদ্যেন সংযুতঃ ।
 ততঃ সর্ষৌবধীশ্নানং যজ্ঞমানস্ত কারয়েৎ ॥৩১
 বিজান্ স্পৃজয়েত্তক্ত্যা যে চান্তে গৃহমাগতাঃ ।

করিবে। অর্ঘ্যমাকে পুনরায় শকরা ও
 পায়স দিবে। ব্রহ্মাকে পঞ্চগব্য, যব, তিলা-
 ক্কতময় চক্র ও বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য বিনিবেদন
 করিবে। দেবগণ এইরূপে পূজিত হইয়া
 শান্তিবিধান করেন। সকলকে কাঞ্চন ও
 ব্রহ্মাকে পশুস্বনৌ গাভী দান করিবে।
 রাক্ষসীদিগকে যেরূপ বলি দিতে হইবে,
 তাহা বলিহেতু, শ্রবণ করুন। চরকীকে
 ঈশানাদিকে মাংসমিশ্রিত অন্ন এবং স্নাত ও
 কৃধিরাবিত পদ্মকেশর প্রদান করিবে, বিদা-
 রীকে অগ্নিকোণে মাংসমিশ্রিত অন্ন এবং
 কৃধির ও হরিদ্রামিশ্রিত ওদন দিবে, সরাক্ষস
 পুতনাকে অস্থিগুরু সক্রধির দধিমিশ্রিত
 অন্ন ও পীতরক্ত বলি দান করিবে। বায়ুকোণে
 পাপরাক্ষসকে মৎস্য মাংস এবং সুরাসব ও
 পায়স ক্রমাগুসারে চতুর্দিকে প্রদান করিবে।
 অনন্তর প্রণবাদি নমস্কারান্ত মন্ত্রে যজ-
 মানের সর্ষৌবধি শ্নান সম্পন্ন করিবে।

এতদ্বাস্তুপশমনং কৃৎবা কৰ্ম্ম সমারভেৎ ॥ ৩২
 প্রাসাদভবনোচ্চান প্রারম্ভে বিনিবর্তনে ।
 পুরবেশ্য প্রবেশেষু সর্ষদোষাপহৃত্যে ॥ ৩৩
 রক্ষোহুপাবমানেন স্থক্তেন ভবনাদিকম্ ।
 নৃত্যমঙ্গলবাদ্যেন কুর্ধ্যাদব্রাহ্মণবাচনম্ ॥ ৩৪
 অনেন বিধিনা যন্ত প্রতিসংবৎসরং যুধঃ ।
 গৃহে বায়তনে কুর্ধ্যাৎ স হুঃখমবাশুযাৎ ॥ ৩৫
 ন চ ব্যাধিভয়ং তন্ত ন চ বন্ধুধনক্ষয়ঃ ।
 জীবৈর্দ্বর্ষশতং শর্গে কল্পমেকঞ্চ তিষ্ঠতি ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে বাস্তদোসোপ-
 শমনং নামাষ্টষষ্ঠ্যধিকদ্বিশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬৮ ॥

অপরাপর গৃহাগত দ্বিজগণকে সম্মানিত
 করিবে। এই প্রকারে বাস্তুপশমন কৰ্ম্ম
 সমাধা করিয়া প্রাসাদ, ভবন ও উচ্চানের
 প্রারম্ভে, বিনিবর্তনে, পুরপ্রবেশ ও গৃহ-
 প্রবেশ করিতে হইলে, সকল দোষ বিনাশের
 জন্ত রক্ষোহু ও পাবমান-স্থক্ত পাঠপূর্বক
 নৃত্য ও মঙ্গলবাগ্যপুঃসর, ব্রাহ্মণবাচন
 করিবে। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রতিবৎসর
 গৃহ বা আয়তনে উক্তরূপ কৰ্ম্ম প্রবর্তিত
 করেন, তিনি কোন প্রকার হুঃখ প্রাপ্ত হন
 না এবং তাঁহার ব্যাধিভয় বা বন্ধু ধন-ক্ষয়
 হয় না। অধিকন্তু তিনি বর্ষশতকাল জীবিত
 থাকিয়া এক কল্পকাল যাবৎ শর্গে বাস
 করেন। ২০—৩৬।

অষ্টষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একোনসপ্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এবং বাহুবলিং কৃতা ভজেৎ যোড়শভাগিকম্
তস্ত মধ্যে চতুর্ভিঃ ভাগৈর্গর্ভস্ত কারয়েৎ ॥ ১
ভাগদ্বাদশকং সার্কং ততস্ত পরিকল্পয়েৎ ।
চতুর্দিশু তথা জেয়ং নির্গমন্ত ততো বৃধেঃ ॥ ২
চতুর্ভাগেণ ভিত্তীনাযুজ্জায়ঃ স্তাৎ প্রমাণতঃ ।
দ্বিগুণঃ শিখরোজ্জায়ো ভিত্ত্যুজ্জায়প্রমাণতঃ ॥ ৩
শিখরার্কস্ত চার্কেন বিধেয়া তু প্রদক্ষিণা ।
গর্ভসূত্রদ্বয়কাগ্রে বিস্তারো মণ্ডপস্ত তু ॥ ৪
আয়তঃ স্তাৎ ত্রিভির্ভাগৈর্গর্ভদ্রুতঃ সূশোভনঃ
পঞ্চভাগেন সমুজ্জায় গর্ভমাণঃ বিচক্ষণঃ ॥ ৫
ভাগমেকং গৃহীত্বা তু প্রাগ গ্রীবাং কল্পয়েদ্বুধঃ ।
গর্ভসূত্রসমাত্মাগাদগ্রতো মুখমণ্ডপঃ ॥ ৬
এতৎ সামান্তমুদ্দিষ্টং প্রামাণ্যেন্দ্রলক্ষণম্ ।
তথাস্তম্ প্রবক্ষ্যামি প্রাসাদং লিঙ্গমানতঃ ॥ ৭
লিঙ্গপূজাপ্রমাণেন কর্তব্যং পীঠিকা বৃধেঃ ।

উনসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—এই প্রকারে বলিবিধা
নাঙ্গে বাহুকে যোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া
উহার মধ্য চারিভাগে গর্ভ বল্লনা করিবে ।
এবং ঐ কল্পিত গর্ভ সার্ক দ্বাদশ ভাগে
বিভক্ত করিবে । অনন্তর বিদ্বন্ ব্যক্তি ঐ
গৃহের চতুর্দিকে দ্বার কল্পনা করিবেন । কল্পিত
গৃহের একচতুর্থাংশ ভিত্তির উচ্চায়, ভিত্তি-
প্রমাণের দ্বিগুণ শিখরের উচ্চতা এবং
শিখরার্ক পরিমাণের অর্ধ পরিমাণ প্রদক্ষি-
ণার মান হইবে । গর্ভসূত্রদ্বয়ের অগ্রে
মণ্ডপ আয়ত হইবে এবং ঐ আয়তংশ
ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া ভদ্রাসনে সূশোভিত
করিবে । বিচক্ষণ ব্যক্তি গর্ভমান পঞ্চভাগে
বিভক্ত করিয়া উহার একাংশে প্রাকগ্রীব
কল্পনা করিয়া গর্ভসূত্রের মুখমণ্ডপ রচনা
করিবেন । প্রাসাদের এই সামান্ত লক্ষণ
কীৰ্ত্তিত হইল । লিঙ্গ-মানানুসারে অপর লক্ষণ
লিখিত হইতেছে ;—বিদ্বান্ ব্যক্তি লিঙ্গ-

পিণ্ডিকার্ক বিভাগঃ স্তাৎ তন্মানেন তু ভিত্তয়ঃ
বাহুভিত্তিপ্রমাণেন উৎসেধস্ত ভবেৎ পুনঃ ।
ভিত্ত্যুজ্জায়ঃ তু দ্বিগুণঃ শিখরস্ত সমুজ্জয়ঃ ॥ ৯
শিখরস্ত চতুর্ভাগাৎ কর্তব্যং চ প্রদক্ষিণা ।
প্রদক্ষিণার্কস্ত সমুজ্জয়তো মণ্ডপো ভবেৎ ॥ ১০
তস্ত চার্কেন কর্তব্যং স্ত্রতো মুখমণ্ডপঃ
প্রাসাদার্গরগতো কার্ঘ্যো কপালো গর্ভমানতঃ ॥
উর্দ্ধং ভিত্ত্যুজ্জায়ঃ তস্ত মঞ্জরীস্ত প্রকল্পয়েৎ ।
মঞ্জর্যাচার্কভাগেন শুকনাসাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১২
উর্দ্ধং তথার্কভাগেণ বেদীবন্ধো ভবেদিহ ।
বেজাশোপরি যচ্ছেষঃ কণ্ঠচামলসারকঃ ॥ ১৩
এবং বিভজ্য প্রাসাদং শোভনঃ কারয়েদ্বুধঃ
অথাস্তম্ প্রবক্ষ্যামি প্রাসাদস্তেহ লক্ষণম্ ॥ ১৪
গর্ভমানপ্রমাণেন প্রাসাদং শৃণুত দিজাঃ ।
বিভজ্য নবধা গর্ভং মধ্যে স্তান্নিকপীঠিকা ॥ ১৫
পাদাষ্টকস্ত কচিরং পার্শ্বতঃ পরিকল্পয়েৎ ।
মানেন তেন বিস্তারো ভিত্তীনাস্ত বিধীয়তে ॥

পূজার উপযোগী পীঠিকা প্রস্তুত করাই-
বেন ; পীঠিকার অর্দ্ধাংশে বিভাগ কল্পনা
করিয়া উক্ত অর্দ্ধাংশ-মানে ভিত্তি রচনা
করিবে এবং বাহু ভিত্তিপ্রমাণে উৎসেধ
হইবে । শিখরোজ্জায় ভিত্তির উচ্চতার
দ্বিগুণ করিবে । শিখরের চতুর্ভাগ-পরিমিত
প্রদক্ষিণা হইবে । প্রদক্ষিণাসম-পরিমাণ
সমুখবর্তী মণ্ডপ, এবং উক্ত মণ্ডপার্কপরি-
মিত মুখমণ্ডপ হইবে । গর্ভ মানানুসারে
প্রাসাদ হইতে দুইটি কপাল নিঃসৃত করিবে,
ভিত্ত্যুজ্জায়ের উপরি গৃহের মঞ্জরী পরিকল্পিত
হইবে । মঞ্জরীর অর্দ্ধাংশে শুকনাস, তাহার
উপরিভাগে বেদীবন্ধ এবং শেষাংশে বেদীর
অমলসার কণ্ঠ রচনা করিবে । পুনরায় অস্ত
প্রকার গর্ভমান প্রমাণে প্রাসাদ-লক্ষণ বলি-
তেছি,—শ্রবণ করুন । বাহুগর্ভ নবধা বিভক্ত
করিয়া তাহার মধ্যদেশে লিঙ্গপীঠিকা প্রস্তুত
করিবে ১১-১৫ । ঐ পীঠিকার পার্শ্বদেশ পাদা
ষ্টকপরিমিত ও মনোজ্ঞ হইবে । ভিত্তির
বিস্তারও ঐ পাদাষ্টক-পরিমিত হইবে এবং

পাদং পঞ্চগুণং কৃত্বা ভিত্তীনাযুক্তয়ো ভবেৎ ।
 স এব শিখরস্তাপি দ্বিগুণঃ স্ত্রাৎ সমুচ্চয়ঃ ॥১৭
 চতুর্দ্ধা শিখরং তজ্জা অর্দ্ধভাগদ্বয়মু তু ।
 শুকনাসং প্রকৃষ্যত তৃতীয়ে বেদিকা মতঃ ॥১৮
 কণ্ঠমামলসারস্ত চতুর্থে পরিকল্পয়েৎ ।
 কপালয়োঃ সংহারো দ্বিগুণোহত্র বিধীয়তে ।
 শোভনৈঃ পত্রবল্লীভিরণ্ডকৈশ্চ বিভূষিতঃ ।
 প্রাসাদোহয়ং তৃতীয়স্ত ময়া তুভ্যঃ নিবেদিতঃ
 সামান্তমপরং তদ্বৎ প্রাসাদঃ শৃণুত দ্বিজাঃ ।
 ত্রিভেদং কারয়েৎ ক্ষেত্রং যত্র তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ
 রথাক্ষেপ্তেন যানেন বাহুভাগবিনির্গতঃ ।
 নেমৌ পাদেন বিস্তীর্ণা প্রাসাদং স্ত্রাৎ সমস্ততঃ
 গর্ভস্ত দ্বিগুণং কুখ্যাৎ তন্ত মানং ভবেদিহ ।
 স এব ভিত্তেকংসেধো দ্বিগুণঃ শিখরো মতঃ ॥
 প্রাগুগ্রীবঃ পঞ্চভাগেন নিকাসস্তস্ত চোচ্যতে
 কারয়েচ্ছবিয়ং তদ্বৎ প্রাকারস্ত ত্রিভাগতঃ ॥২৪

ভিত্তির উচ্চায় পঞ্চগুণিত পাদ-পরিমিত
 হইবে। শিখর, ইহার দ্বিগুণ পরিমাণে
 উচ্ছিত হইবে। শিখরকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত
 করিয়া তাহার অর্দ্ধভাগদ্বয়ে শুকনাস ও
 তৃতীয়াংশে বেদিকা প্রস্তুত করিবে এবং
 চতুর্থভাগে অমলসার কণ্ঠ নিশ্চিত হইবে।
 এই লক্ষণে কপালমান দ্বিগুণিতরূপে নির্ণীত
 হইয়াছে। প্রাসাদ, পত্রবল্লীপ্রভৃতি দ্বারা
 সুশোভিত হইবে। হে দ্বিজগণ! তৃতীয়
 প্রাসাদ লক্ষণ এই কীৰ্ত্তিত হইল। অপর
 সামান্ত প্রাসাদ-লক্ষণ কহিতেছি,—আপ-
 নারা শ্রবণ করুন। যে ক্ষেত্রে দেবতা
 থাকিবেন, ঐ ক্ষেত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত
 করিয়া ঐ পরিমাণেই বাহুভাগ-বিনির্গত
 রথাক্ষ প্রস্তুত করিবে। নেমৌ পাদপরিমাণে
 বিস্তীর্ণ এবং প্রাসাদ—চতুর্দ্ধিকে অবাস্তত
 হইবে। গর্ভ, নেমি-পরিমাণের দ্বিগুণ হইবে
 এবং গর্ভমান যত হইবে, ঐ পরিমাণই
 ভিত্তির উৎসেধ হইবে; ভিত্তি—উৎসেধের
 দ্বিগুণ শিখর-পরিমাণ জানিবে। পঞ্চভাগে
 প্রাগুগ্রীব হইবে। ইহার নিকাসন কীৰ্ত্তিত

প্রাগুগ্রীবঃ পঞ্চভাগেন নিকাসণবিশেষতঃ ।
 কুখ্যায়া পঞ্চভাগেন প্রাগুগ্রীবে কণ্ঠমূলতঃ ॥২৫
 স্থাপয়েৎ কনকং তত্র গর্ভাশ্চে দ্বারমূলতঃ ।
 এবস্ত ত্রিবিধং কুখ্যাঃ জ্যেষ্ঠ-মধ্য-কনিষ্ঠয়স্ম ॥ ২৬
 লিঙ্গমানামুভেদেন রূপভেদেন বা পুনঃ ।
 এতে সমাসতঃ প্রোক্তা নামতঃ শৃণুতাধুনা ॥২৭
 মেরু-মন্দর কৈলাস-কুস্ত-সিংহ-মৃগাস্তথা ।
 বিমানচ্ছন্দকস্তদ্বচ চুরশস্তথৈব চ ॥ ২৮
 অষ্টাশ্বঃ ষোড়শাশ্ব চ বর্তুলঃ সর্বভদ্রকঃ ।
 সিংহাশ্তো নন্দনশ্চৈব নন্দিবর্দ্ধনকস্তথা ॥ ২৯
 হংসো বৃষঃ সুবর্ণেশঃ পদ্মকোহথ সমুদ্রগকঃ ।
 প্রাসাদা নামতঃ প্রোক্তাবিভাগঃ শৃণুত দ্বিজাঃ ॥
 শতশৃঙ্গচতুর্দ্ধারো ভূমিকোষোড়শোচ্ছিতঃ ।
 নানাবিচিত্রশিখরো মেরুঃ প্রাসাদ উচ্যতে ॥৩১
 মন্দরো দ্বাদশ প্রোক্তঃ কৈলাসো নবভূমিকঃ ।
 বিমানচ্ছন্দকস্তদ্বদনে কশিখরাননঃ ॥ ৩২
 স চাষ্টভূমিকস্তদ্বৎ সপ্তভূমিকস্তদ্বদনঃ ।

হইতেছে। প্রাকার ত্রিভাগে ভবির এবং
 নিকাসণ-বিশেষে পঞ্চভাগে প্রাগুগ্রীব
 করিবে। পঞ্চভাগে কণ্ঠমূলে প্রাগুগ্রীবদ্বয়
 করিতে হয়। দ্বারমূলে গর্ভমধ্যে সুবর্ণ
 স্থাপন করিবে। প্রাসাদ এইপ্রকার রূপভেদে
 বা লিঙ্গভেদে জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ এই ত্রিবিধ
 হইয়া থাকে। সংক্ষেপে এই প্রাসাদ-কীৰ্ত্তন-
 বিধি কথিত হইল, অধুনা নামতঃ শ্রবণ
 করুন। মেরু, মন্দর, কৈলাস, কুস্ত, সিংহ,
 মৃগ, বিমান, ছন্দক, চতুরশ, অষ্টাশ্ব, ষোড়শাশ্ব,
 বর্তুল, সর্বভোদ্রক, সিংহাশ্ব, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধ-
 নক, হংস, বৃষ, সুবর্ণেশ, পদ্মক, ও সমুদ্র-
 গক,—হে দ্বিজগণ! প্রাসাদের এই সকল
 নাম কথিত হইল। অতঃপর বিভাগ শ্রবণ
 করুন। ১৬—৩০। শতশৃঙ্গ, চতুর্দ্ধার, ও
 ষোড়শ ভূমিকোচ্ছিত নানা বিচিত্র-শিখর
 প্রাসাদকে মেরু বলে। মন্দর দ্বাদশ
 ভূমিকা, কৈলাস নবভূমিক এবং বিমান ও
 ছন্দক অনেক শিখরানন হইবে। নন্দি-
 বর্দ্ধন—অষ্টভূমিক, বা সপ্তভূমিক করিতে হয়

বিষাণকসমাযুক্তো নন্দনঃ স উদাহৃতঃ ॥ ৩০
 ষোড়শাংশসমাযুক্তো নানারূপসমবিতঃ ।
 অনেকশিখরস্বত্বং স র্ত্তোভদ্র উচ্যতে ॥ ৩৪
 চিত্রশালাসমোপেতো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চভূমিকঃ ।
 বলভীচ্ছন্দকস্তদনেকশিখরাননঃ ॥ ৩৫
 বুয্যোচ্ছায়তলো মণ্ডলচ্যববর্জিতঃ ।
 সিংহঃ সিংহারুতির্জ্যেয়ো গজো গজসমস্তথা ॥ ৩৬
 কুস্তঃ কুস্তারুতিস্তদভূমিকানবকোচ্ছয়ঃ ।
 অঙ্গুলীপুটসংস্থানঃ পঞ্চাশকবিভূষিতঃ ॥ ৩৭
 ষোড়শাংশঃ সমস্তাচ্চ বিজ্ঞেয়ঃ স সমদগকঃ ।
 পার্শ্বাংশচন্দ্রশালেনহস্ত উচ্ছায়ো ভূমিকাদ্রয়ম্ ।
 তথৈব পদ্মকঃ প্রোক্ত উচ্ছায়ো ভূমিকাদ্রয়ম্ ।
 ষোড়শাংশঃ স বিজ্ঞেয়ো বিচিত্রশিখরঃ শুভঃ ॥
 যুগরাজস্ত বিখ্যাতচন্দ্রশালো বিভূষিতঃ ।
 প্রাগ্গ্ৰীবেষণ বিশালেন ভূমিকাসু ষট্শততঃ ॥ ৪৪
 অনেকচন্দ্রশালচ গজঃ প্রাসাদ ইষাতে ।
 পর্য্যস্তগৃহরাজো বৈ গরুড়ো নাম নামতঃ ॥ ৪১
 সপ্তভূম্যঙ্কয়ন্তদ্রশালাত্রয়াবিতঃ ।

নন্দন বিষাণসংযুক্ত, ষোড়শাংশবিশিষ্ট ও
 নানারূপসমবিত । সর্বতোভদ্রের অনেক-
 গুলি শিখর থাকিবে এবং উহা চিত্রশালা-
 সমুপেত ও পঞ্চভূমিক হইবে । বলভী-
 চ্ছন্দক অনেকশিখর ও অনেক আনন
 বিশিষ্ট । মণ্ডল—বুয্যোচ্ছায় তুল্য এবং
 অব্যবর্জিত । সিংহ—সিংহারুতি, গজ—
 গজারুতি, কুস্ত—কুস্তারুতি এবং নব ভূমিকা
 সদৃশ উচ্ছিত । সমদগক—অঙ্গুলীপুট-
 সংস্থান, পঞ্চাশক-বিভূষিত ও ষোড়-
 শাংশ । উহার পার্শ্বদ্বয়ে চন্দ্রশালা করিবে
 ঐ চন্দ্রশালের পরিমাণ ভূমিকাদ্রয় হইবে
 পক্ষকের উচ্ছায় ভূমিকাদ্রয় । উহা ষোড়-
 শাংশ ও বিচিত্রশিখরশালী । যুগরাজ বিখ্যাত
 চন্দ্রশাল-বিভূষিত ও বিশাল প্রাগ্গ্ৰীব দ্বারা
 উন্নত । গজ প্রাসাদ অনেক চন্দ্রশাল-
 বিশিষ্ট । গরুড় নামক প্রাসাদ গৃহরাজ
 হইতেও শ্রেষ্ঠ । ইহার উচ্ছায় সপ্তভূমিকা-
 পরিমিত । ইহাতে তিনটি চন্দ্রশালা ও বড়-

ভূমিকাষড়শীতি বাহুতঃ সর্বতো ভবেৎ ॥ ৪২
 তথাস্তো গরুড়স্তদুচ্ছায়াদশভূমিকঃ ।
 ভূমিকাবোড়শাংশস্ত ভূমিদ্রয়মধ্যমিকঃ ॥ ৪৩
 পদ্মতুল্যপ্রমাণেন ত্রিভূমিক ইতি স্মৃতঃ ।
 পঞ্চাশকো দ্বিভূমিক গর্ভে হস্তচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪৪
 বুয্যো ভবতি নাম্নায়ং প্রাসাদঃ সার্বকামিকঃ ।
 সপ্তকাঃ পঞ্চকশ্চৈব প্রাসাদা বৈ ময়োদিতাঃ ॥
 সিংহাস্তেন সমা জ্ঞেয়া যে চাস্তে তৎপ্রমাণকাঃ
 চন্দ্রশালৈঃ সমোপেতাঃ সর্বৈ প্রাগ্গ্ৰীবসংযুতাঃ
 ঐষ্টকা দারবাশ্চৈব শৈলা বা সূ্যঃ সতোরণাঃ
 মেরুঃ পঞ্চাশকস্তঃ স্তান্মন্দরঃ পঞ্চদ্বীনকঃ ।
 চত্বারিংশৎ তু কৈলাসচতুর্দ্বিংশদ্বিমানকঃ ॥ ৪৬
 নন্দিবর্দ্ধনকস্তদ্বদ্বাত্রিংশৎ সমুদাহৃতঃ ।
 ত্রিংশতা নন্দনঃ প্রোক্তঃ সর্বতোভদ্রকস্তথা ॥
 বর্জুলঃ পদ্মকশ্চৈব বিংশকস্ত উদাহৃতঃ ।
 গজঃ সিংহস্ত কুস্তস্ত বলভীচ্ছন্দকস্তথা ॥ ৪৭
 এতে ষোড়শহস্তাঃ সূ্যচত্বারো দেববল্লভাঃ ।

নীতিসংখ্যক ভূমিকা বহিঃপ্রদেশে চতুর্দিকে
 থাকিবে । অষ্ট প্রকার গরুড় নামক প্রাসাদ
 —দশভূমিক উচ্ছায়, ষোড়শাংশ ও ইহা পূর্বা-
 পেক্ষা ভূমিকাদ্রয়ে অধিক । ত্রিভূমিক প্রাসাদ
 পদ্মতুল্যপ্রমাণ । পঞ্চাশক, দ্বিভূমিক এবং
 হস্তচতুষ্টয় পরিমিত বুয্য নামক প্রাসাদ সর্ব-
 কামপ্রদ । পাঁচ সাতটি প্রাসাদের বিষয় মাত্র
 কীর্তিত হইল । ৩১—৪৫ । অতএব অন্তান্ত
 তৎপ্রমাণ প্রাসাদ সকল হিংসান্ত সম
 জানিবে । সকল প্রাসাদই চন্দ্রশালাযুক্ত ও
 প্রাগ্গ্ৰীববিশিষ্ট হইবে । প্রাসাদ—ইষ্টক-
 নির্মিত, দারু-নির্মিত বা শিলানির্মিত হইবে ।
 প্রাসাদে তোরণ থাকিবে । মেরু—পঞ্চাশৎ
 হস্ত-পরিমিত ; মন্দর পঞ্চচত্বারিংশৎ হস্ত-
 পরিমিত ; কৈলাস—চত্বারিংশৎ হস্তপরি-
 মিত, বিমানক—চতুর্দ্বিংশৎ হস্ত-পরিমিত,
 নন্দিবর্দ্ধনক—দ্বাত্রিংশৎ হস্তপরিমিত ; নন্দন
 —ত্রিংশৎ হস্তপরিমিত এবং সর্বতোভদ্র—
 বর্জুলাকার, পদ্মকবিশিষ্ট ও বিংশতি-হস্ত-
 পরিমিত জানিবে । গজ, কুস্ত, সিংহ ও

কৈলাসো যুগরাজশ্চ বিমানচ্ছন্দকে। মতঃ ॥ ৫০ ॥

এতে দ্বাদশহস্তাঃ স্ত্যুরেভ্যামিহ মমতব ।
গরুড়োহষ্টকরো জেরো হংসো দশ উদাহৃতঃ ।
এবমেতে প্রমাণেন কর্তব্যাঃ শুভলক্ষণাঃ ।
যক্ষ-রাক্ষস-নাগানাং মাতৃহস্তান্ প্রশস্ততে ॥ ৫১ ॥
তথা মেঘাদয়ঃ সপ্ত জ্যেষ্ঠাদিভ্যে শুভাবহাঃ ।
শ্রীরুকাদিযন্তাদৌ মধ্যমস্ত প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৫২ ॥
তথা হংসাদয়ঃ পঞ্চ কন্তসে শুভদা মতাঃ ।
বলভীচ্ছন্দকে গোম্বী জটামুকটধারিণী ॥ ৫৩ ॥
বরদাভয়দা তদ্বৎ সাক্ষস্বকমণ্ডলুঃ ।
গৃহে তু ব্রহ্মমুকুটো উৎপলাঙ্কুশধারিণী ।
বরদাভয়দা চাপি পূজনীয়া সতর্কক ॥ ৫৪ ॥
তপোবনহামিতরাং তাস্ত সসুজয়েদ্বধঃ ।
দেব্যাং বিনায়কস্তচ্ছন্দলভীচ্ছন্দকে শুভঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি জৈমিন্যে মহাপুরাণে প্রাসাদানু-
কীৰ্ত্তনং নামৈকোনসপ্তত্যধিকাবিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫২ ॥

— — —

বলভীচ্ছন্দক, ইহার সকলেই ষোড়শ হস্ত-
পরিমিত ও দেবগণের প্রিয়। কৈলাস,
যুগরাজ ও বিমানচ্ছন্দক ইহার দ্বাদশ হস্ত ।
গরুড়নামক প্রাসাদ আট হাত ; ও হংস-
নামক প্রাসাদ দশ হাত, ইহার এইরূপ
প্রমাণবিশিষ্ট হইলে শুভদায়ক হয়। যক্ষ,
রাক্ষস এবং নাগদিগের মাতৃহস্ত প্রশস্ত ।
মেরু প্রভৃতি সাতটি প্রাসাদে জ্যেষ্ঠ লিঙ্গ
স্থাপন শুভদায়ক। শ্রীরুকাদি অষ্ট
প্রাসাদ মধ্যম বলিয়া প্রকীর্তিত ; হংসাদি
পঞ্চ প্রাসাদ কনিষ্ঠ শুভদ ; বলভীচ্ছন্দক
প্রাসাদে জটামুকটধারিণী, বরদা, অভয়দা,
অক্ষ সূত্রকমণ্ডলুধারিণী, গোম্বী শুভদায়িনী
হন এবং গৃহ নামক প্রাসাদে ব্রহ্মমুকুট,
উৎপলাঙ্কুশধারিণী বরদা, অভয়দা, তপো-
বনহা, সতর্ককা গোম্বী দেবীই পূজ-
নীয়। ৫৬—৫৬ ।

ঊনসপ্তত্যধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তত্বিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ

সূত্র উবাচ ।

অথাভঃ সপ্তক্যামি মণ্ডপানাঙ্ক লক্ষণম্ ।
মণ্ডপ প্রবরান্ বক্ষ্যে প্রাসাদানুরূপতঃ ॥ ১ ॥
বিবিধা মণ্ডপাঃ কাথ্যা জ্যেষ্ঠ-মধ্য-কনিষ্ঠসঃ ।
নামতস্তান্ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং বসন্তমাঃ ॥ ২ ॥
পুষ্পকঃ পুষ্পভদ্রশ্চ সূত্রতোহমৃতনন্দনঃ ।
কৌশল্যো বুদ্ধিসন্ধীর্ণো গজভদ্রো জয়াবহঃ ॥ ৩ ॥
শ্রীবৎসো বিজয়শ্চৈব বাহুকীর্ত্তিঃ ক্ষতিজয়ঃ ।
যজ্ঞভদ্রো বিশালশ্চ সুরিষ্টে শত্রুমর্দনঃ ॥ ৪ ॥
ভাগপঞ্চো নন্দনশ্চ মানবো মানভদ্রকঃ ।
সুগ্রীবো হরিতশ্চৈব কর্ণিকারঃ শতর্জিকঃ ॥ ৫ ॥
সিংহশ্চ শ্রামভদ্রশ্চ সূত্রভদ্রশ্চ তথৈব চ ।
সপ্তবিশতিরাখ্যাতা লক্ষণাঃ শৃণুত্ব দ্বিজাঃ ॥ ৬ ॥
স্তম্ভা যত্র চতুঃষষ্টিঃ পুষ্পকঃ সমুদাহৃতঃ ।
দ্বিষষ্টিঃ পুষ্পভদ্রশ্চ ষষ্টিঃ সূত্রত উচ্যতে ॥ ৭ ॥
অষ্টপঞ্চাশকশ্চ ষট্ কথ্যতেহমৃতনন্দনঃ ।
কৌশল্যঃ ষট্ চ পঞ্চাশচ্চতুঃপঞ্চাশতা পুনঃ ॥ ৮ ॥

সপ্তত্যধিকাবিশততম অধ্যায় ।

সূত্র বলিলেন,—অতঃপর আমি মণ্ডপ-
লক্ষণ ও প্রাসাদানুরূপ মণ্ডপপ্রবর সকল
কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে ঋষি-
সন্তমগণ ! জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ ভেদে বিবিধ
মণ্ডপ আছে। আমি এই সকলের নামোচ্চৈখ
করিতেছি ; শ্রবণ করুন। পুষ্পক, পুষ্পভদ্র,
সূত্রত, অমৃতনন্দন, দৌশল্য, বুদ্ধিসন্ধীর্ণ,
গজভদ্র, জয়াবহ, শ্রীবৎস, বিজয়, বাহুকীর্ত্তি,
ক্ষতিজয়, যজ্ঞভদ্র, বিশাল, সুরিষ্ট, শত্রুমর্দন,
ভাগপঞ্চ, নন্দন, মানব, মানভদ্রক, সুগ্রীব,
হরিত, কর্ণিকার, শতর্জিক, সিংহ, শ্রামভদ্র,
ও সমুদ্র, হে—দ্বিজগণ ! এই সপ্তবিশতি
সংখ্যক মণ্ডপ কথিত হইল। অমৃত-
তাহাদের লক্ষণ শ্রবণ করুন। 'পুষ্পকে
চতুঃষষ্টি স্তম্ভ থাকিবে। এইরূপ 'পুষ্পভদ্রে
দ্বিষষ্টি, সূত্রতে ষষ্টি, অমৃতনন্দনে অষ্টপঞ্চা-
শৎ, কৌশল্যে ষট্ পঞ্চাশৎ, বুদ্ধিসন্ধীর্ণে

নায়া তু বুদ্ধিসমীপো বিহীনো গজতটকঃ ।
জয়াবৎ পক্ষাশঙ্কুবৎ সন্তবিহীনঃ ॥ ১০
বিজয়ন্তবিহীনঃ স্তাৎ কৌত্তিভ্যৈব চ ।
বাত্যামেব প্রহীয়েত ততঃ ক্ষতিজয়োহপরঃ ॥
চত্বারিংশদ্যজ্ঞত্বন্তবিহীনো বিশালকঃ ।
ষট্টিংশৈব স্নিগ্ধৈঃ বিহীনঃ শক্রমর্দনঃ ॥ ১১
দ্বাত্রিংশতাগপকস্ত ত্রিংশত্তির্দননঃ স্মৃতঃ ।
অষ্টাবিংশমানবস্ত মানভজো বিহীনকঃ ॥ ১২
চতুর্বিংশন্ত স্ত্রীণ্যেব দাবিংশো হবিতো মতঃ
বিংশতিঃ কর্ণিকারঃ স্তাদষ্টাদশ শতর্দিকঃ ॥ ১৩
সিংহো ভবোদ্ধীনশ্চ স্ত্রীমভদ্রো বিহীনকঃ ।
সুভদ্রস্ত তথা প্রোক্তো দ্বাদশস্তস্তস্যুতঃ ॥ ১৪
মণ্ডপাঃ কথিতাস্তাঃ যথাবল্লভাঃ ॥
ত্রিকোণঃ বৃহদ্বাক্ত হষ্টকোণঃ দ্বিগুণতমঃ ॥ ১৫
চতুর্কোণস্ত কর্ণব্যং সংস্থানং মণ্ডপস্ত তু ।
রাজ্যঞ্চ বিজয়শ্চৈব আয়ুর্বর্দ্ধনমেব চ ॥ ১৬
পুত্রলাভঃ ত্রিঃ পুষ্টিম্বিকোণাদক্রমাস্তবেৎ ।
এবম্ ভূতদাঃ প্রোক্তাশ্চাত্তথা বস্তুভাবহাঃ ॥ ১৭

চতুঃষষ্টিপদং কৃৎয়া মধ্যে দ্বারঃ প্রকল্পয়েৎ ।
বিস্তারাদ্বিকোণোদ্ধারঃ তত্রিংশাগঃ কটিভবেৎ ॥
বিস্তারাকৌ ভবেদগর্ভো তিস্তয়োহস্তাঃ সমকৃতঃ
গর্ভগাদেন বিস্তারঃ দ্বারঃ ত্রিংশমায়তম্ ॥ ১১
তথা বিংশবিস্তারগমুখস্তদ্ব্যবঃ ॥
বিস্তারপাদপ্রতিমং বাহন্যং শাখয়োঃ স্মৃতম্ ॥
ত্রিপকসমুদ্যতঃ শাখাভির্দ্বারমিষ্যতে ।
কনিষ্ঠমধ্যমং জ্যেষ্ঠং যথাযোগঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১২
অঙ্গুলানাং শতং সার্কং চত্বারিংশৎ তথোদ্রতম্
ত্রিংশবিশেষোত্তরকোণস্তত্ত্বমুত্তমমেব চ ॥ ১৩
শতকানীতিসহিতং বাতনির্গমনে ভবেৎ ।
অধিকং দশভিত্ত্বৎ তথা বোড়শাভঃ শতম্ ॥
শতমানং তৃতীয়ঞ্চ নবত্যাশী ভিত্ত্বৎ ॥
দশ দ্বারানি চৈতানি ক্রমেণোক্তানি সর্গদা ॥ ১৪
অস্তানি বর্জ্যনীয়ানি মনসোচ্ছাদানি তু ।
দ্বারবেধং প্রযত্নেন সধবাস্তু বর্জ্যয়েৎ ॥ ১৫
বৃককে গত্রমিহারস্তত্ত্বকূপধ্বজাদপি ।

হয় ১—১৭ । গৃহমধ্যে চতুঃষষ্টিপদ-পরিমাপ
দ্বার কল্পনা করিবে । ইহার উদ্ধার-বিস্তারের
দ্বিংশ এবং কটি তাহার তৃতীয়ংশ-পরিমিত,
গর্ভ বিস্তারার্দ্ধ-পরিমিত এবং চতুর্দিকে তিস্তি
দ্বার । গর্ভচতুর্থাংশের ত্রিংশ আয়ত, বিংশ
বিস্তারগমুখ ও উদ্ভব-নির্মিত হইবে । শাখা-
দ্বয়ের বিস্তৃতি দ্বার-বিস্তৃতির পাদপ্রমাণ
হইবে । তিন পাঁচ, সাত, ও নয়টা শাখা
দ্বারা দ্বার প্রস্তুত হইবে । কনিষ্ঠ, মধ্যম,
ও জ্যেষ্ঠ—দ্বারের এই তিন প্রকার ভেদ
বল্লনা করিবে । প্রধান দ্বার এক শত সার্ক
চত্বারিংশ অঙ্গুল অরত হইবে ও অস্ত—
মধ্যম ও উত্তম পক্ষাশং অঙ্গুলি-পরিমিত ।
বাতনির্গমন-দ্বার অশীত্যাধিক শত, দশাধিক
শত ও বোড়শাধিক শত অঙ্গুলি পরিমাণ
হইবে, নবাত বা অশীতি সংখ্যার সহিত
শত অঙ্গুল তৃতীয় দ্বারের পরিমাণ । অস্ত
এই দশ দ্বারের কথা বলা হইল । মনের
উদ্বিগ্নজনক অস্ত প্রকার দ্বার বর্জ্যনীয়
সর্ব বাস্তবেই মন সহকারে দ্বারবেধ বর্জন

কৃত্যবজ্রেন বা বিদ্ধং দ্বারং ন শুভদং ভবেৎ ।
 ক্ষয়ন্ত হুর্গতিশ্চৈব প্রবাসঃ ক্ষুভয়ং তথা ।
 দৌৰ্ভাগ্যং বহুতনং রোগো দারিद्र্যং কলহং তথা ।
 বিরোধস্তাৰ্ধনাশস্ত সৰ্ব্বং বেদান্তভবেৎ ক্রমাৎ ।
 পূৰ্বেণ কলিনো বৃক্ষাঃ কৌরবৃক্ষান্ত দক্ষিণে ॥
 পশ্চিমেণ জলং ত্রৈলোক্যং পশ্চোৎপলবিভূষিতম্ ।
 উত্তরে সরলৈস্তালৈঃ শুভা স্তাৎ পুষ্পবাটিকা
 সৰ্ব্বভুক্ত জলং ত্রৈলোক্যং স্থিরমগ্নিষমেব চ ।
 পার্শ্বভুক্ত্যপি কৰ্ত্তব্যং পরিবাসনিকানয়ম্ ॥ ৩০ ॥
 যামো ভূপোবনস্থানমুত্তরে মাতৃকাগৃহম্ ।
 মহানসং ভূধায়েষে নৈঋতৌহম্ব বিনায়কম্ ॥ ৩১ ॥
 বাক্ষণে শ্রীনিবাসস্ত বায়বো গৃহমালিকা ।
 উত্তরে যজ্ঞশালা তু নির্মাল্যস্থানমুত্তরে ॥ ৩২ ॥
 বাক্ষণে সোমদেবত্যো বলিনিৰ্দ্ধরণং স্মৃশ্বম্ ।
 পুরতো বৃষভস্থানং শেষে স্তাৎ কুম্ভমাযুধঃ ॥ ৩৩ ॥
 জলং বাপি তথৈশানে বিষ্ণুস্ত জলশাযাপি ।
 এবমায়তনং কুর্গ্যাৎ কুণ্ডমণ্ডপসংযুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥

করিবে । ১৮—২৫ । বৃক্ষলোপভ্রমিযুক্ত,
 শুভাধিত, কুপসংবিহিত, কুড়া-শব্দযুক্ত দ্বার
 শুভদায়ক নহে । ক্ষয়, হুর্গতি, প্রবাস,
 ক্ষুভয়, দৌৰ্ভাগ্য, বহুতন, রোগ, দারিद्र্য,
 কলহ, বিরোধ ও অৰ্ধনাশ—এই সকল
 দোষ দ্বার-বেধ হইলে সজ্জাটিত হয় ।
 পূৰ্বে কলবান বৃক্ষ, দক্ষিণে কৌরবৃক্ষ,
 পশ্চিমে বিবিধ উৎপল-শোভিত উৎকৃষ্ট
 জল এবং উত্তরে সরল ও তালতরু থাকিলে
 পুষ্পবাটিকা মঙ্গলপ্রদা হয় । বাস্তব সৰ্ব-
 দিগে স্থির ও স্থির ত্রৈলোক্য জল এবং পার্শ্ব
 দেশে পরিবাসাদির আলয়, দক্ষিণে সোম
 রত্ন, উত্তরে মাতৃকাগৃহ, অগ্রে য পাক-শাল,
 নৈঋতে বিনায়ক স্থান, বাক্ষণে শ্রীনিবাসাম
 বায়বো গৃহমালিকা, উত্তরে যজ্ঞশালা ও
 নির্মাল্যস্থান, বাক্ষণে সোমাদি দেবতাদিগের
 বর্গনির্ধারণ স্থান, সম্মুখে বৃষভস্থান এবং
 সৰ্ব্বলোকে কুম্ভমাযুধ স্থান নির্দেশ করবে ।
 অথবা ঈশানে জল ও জলশায়ী বিষ্ণু থাকি-
 বে—এই প্রকারে কুণ্ড-মণ্ডপ-সংযুক্ত

ঘণ্টাবিভানকসভোরণচিহ্নযুক্তঃ
 নিত্যোৎসবপ্রমুদিতেন জনেন সার্কম্ ।
 যঃ কারয়েৎ সুরগৃহং বিবিধধ্বজ
 শ্রীস্তং ন মুকতি সদা দিবি পূজ্যতে চ ॥ ৩৫ ॥
 এবং গৃহার্চনাবধাবাপ শক্তিতঃ স্তাৎ
 সংস্থাপনং সকলমজ্ঞবধানযুক্তম্ ॥ ৩৬ ॥
 ইতি শ্রীমাৎস্ক মহাপুরাণে প্রাসাদমুকৌর্ভনং
 নাম সপ্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭০ ॥

একসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

পুরোবংশস্থতা সূত সভবষো নিবেদিতঃ ।
 সূর্য্যবংশে নৃপা যে তু ভবিষ্যন্তি হি তান্ বদ
 তথৈব যাদবে বংশে রাজানঃ কীর্ত্তিবর্ধনাঃ ।
 কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি তানপীহ বদস্ব নঃ ॥ ২ ॥
 বংশান্তে জাতয়ো যাশ্চ রাজ্যং প্রাপ্যান্তি
 সূত্রতাঃ ।

আয়তন নির্দেশ করিবে । যে ব্যক্তি নিত্য
 উৎসবপ্রা জনগণের সহিত ঘণ্টা, ভোরণ,
 বিতান, ধ্বজ ও বিবিধ বিচিত্র চিহ্নযুক্ত সুর-
 গৃহ স্থাপন করেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে
 পরিত্যাগ করেন না, তিনি স্বর্গে পূজিত হন ।
 এই গৃহার্চনাবিধি মধ্যে শক্তি অল্পস্বারে
 সকল মজ্ঞ বধানযুক্ত সংস্থাপন বিধি কীর্ত্তিত
 হইল । ২৬—৩৬ ।

সপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭০ ।

একসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঋষগণ বলিলেন—হে সূত ! আপনি
 ভবিষ্য বৃত্তান্তের সহিত পুরুবংশ কীর্ত্তন
 করিয়াছেন । অধুনা সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের
 বংশবিবরণ বর্ণন করুন, এবং কলিযুগে
 হইবংশে যে সকল কীর্ত্তিবর্ধন রাজা জন্ম
 গ্রহণ করিবেন ও তাগাদের অবর্ত্তমানে
 যে সকল শুভবৃত্ত জ্ঞাতিগণ রাজ্য পাবেন

ঐহি সঙক্ষেপতস্তাশাং যথাভাব্যমব্রুক্রমাৎ ॥ ৩

স্মৃত উবাচ ।

বৃহৎসলস্ত দায়াদো বীরো রাজা হ্যব্রুক্রমাৎ ।

উব্রুক্রমাৎ স্মৃতচাপি বৎসজ্রোহো মহাযশাঃ ॥ ৪

বৎসজ্রোহাৎ প্রতিব্যোমস্তস্ত পুত্রো দিবাকরঃ
তন্তৈব মধ্যদেশে তু অযোধ্যানগরৌ শুভা ॥ ৫

দিবাকরস্ত ভবিতা সহদেবো মহাযশাঃ ।

সহদেবাচ্চ ভবিতা ঋবাহো বৈ মহামনাঃ ॥ ৬

তস্ত ভাব্যো মহাভাগঃ প্রতীপাশ্চ তৎস্মৃতঃ
প্রতীপাশ্চ স্মৃতচাপি স্প্রতীপো ভবিষ্যতি ॥ ৭

মক্ৰদেবঃ স্মৃতস্তস্ত স্মনকত্রস্ততোহতবৎ ।

কিন্নরাবঃ স্মনকত্রাভবিষ্যতি পরস্তপঃ ॥ ৮

কিন্নরাবাদস্তরীক্ষো ভবিষ্যতি মহামনাঃ ।

সুবেণচাস্তরীক্ষাচ্চ স্মমিত্রচাপ্যমিত্রজিৎ ॥ ৯

স্মমিত্রজো বৃহদ্রাজো বৃহদ্রাজস্ত বীৰ্য্যবান ।

পুত্রঃ কৃতঞ্জয়ো নাম ঋষ্মিকৃশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ১০

কৃতঞ্জয়স্মৃতো বিদ্বান্ ভবিষ্যতি রণেজয়ঃ ।

ভবিতা সঞ্জয়চাপি বীরো রাজা রণেজয়াৎ ॥ ১১

সঞ্জয়স্ত স্মৃতঃ শাক্যঃ শাক্যচ্ছকৌদনো নৃপঃ ।

শকৌদনস্ত ভবিতা সিদ্ধার্থঃ পুঙ্কলঃ স্মৃতঃ ॥ ১২

প্রসেনজিততো ভব্যঃ স্মৃদকো ভবিতা ততঃ ।

স্মৃদকো কুলশো ভাব্যঃ কুলশাৎ সুরথঃ স্মৃতঃ

স্মমিত্রঃ স্মরধাজ্জাতো অন্তস্ত ভবিতা নৃপঃ ।

এতে চৈকাকবঃ প্রোক্তা ভবিষ্যা যে কলৌযুগে

বৃহৎসলাশ্ববায়ো তু ভবিষ্যাঃ কুলবর্ধনাঃ ।

অত্রানুবংশলোকোহয়ং বিপ্রগীতঃ পুত্রাভ্যুতৈঃ

ইক্ষাকুণাময়ং বংশঃ স্মমিত্রাস্তো ভবিষ্যতি ।

স্মমিত্রঃ প্রাপ্য রাজানং সংহাং প্রাপ্ন্যতি বৈ

কলৌ ॥ ১৬

ইত্যেবং মানবো বংশঃ প্রাগেব সমুদাহৃতঃ ।

অত উক্ৰঃ প্রবক্ষ্যামি মাগধা যে বৃহদ্রথাঃ ॥ ১৭

পূর্বেণ যে জরাসন্ধাৎ সহদেবাবয়ু নৃপাঃ ।

অতীতা বর্তমানাস্চ ভাবয়াম্যশ্চ নিবোধত ॥ ১৮

সংগ্রামে ভারতে বৃন্তে সহদেবে নিপাতিতো

তৎপুত্র—শকৌদন ; তৎপুত্র—সিদ্ধার্থ ;

তৎপুত্র—প্রসেনজিৎ ; তৎপুত্র—স্মৃদক ;

তৎপুত্র—কুলশ ; তৎপুত্র—সুরথ ; তৎ-

পুত্র—স্মমিত্র । এতদ্ব্যতীত আরও বহু-

রাজা এই সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন ।

ইহারা সকলেই এই কলিযুগে ঐকাকব

আখ্যায় প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়া বৃহৎসলাশ্ববায়ো

সূর্য্যবংশের বংশধররূপে জন্মগ্রহণ করেন ।

১—১৪ । পুরাতনবাব্দ বিপ্রগণ এই

সূর্য্যবংশীয়দিগের একটি শ্লোক কীৰ্ত্তন করিয়া-

ছেন যে, ইক্ষাকুকুলাদিগের এই বংশ স্মমিত্র

পর্য্যন্তই বিস্তৃত হইবে । এই বংশ রাজা

স্মমিত্রকে পাইয়াই বিশ্রাম লাভ করিবে ।

পূর্বে মানব বংশ এইরূপই কীৰ্ত্তিত হই-

য়াছে । অতঃপর মহারথ মাগধগণের বংশ-

বর্ধন করিতেছি । এই মাগধ নৃপাতাং বৃহৎ-

সহদেবাবয়ু জরাসন্ধ হইতে জন্মগ্রহণ

করেন । ইহাদিগের বংশের মধ্যে বীরাণ্য

অতীত, বর্ধকাল বা ভাব্য তাঁহাদের

বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি—শ্রবণ করুন ।

একদা ভারত-যুদ্ধে অধিরাজ সহদেব

করিবেন, এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের যাহা
ঘটিবে, এই সকল বিষয় যথাক্রমে আমাদের
নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন । স্মৃত বলি-
লেন,—বৃহৎসলের দায়াদ রাজোপাধিধারী
বীর উব্রুক্রম । তৎপুত্র মহাযশা বৎসজ্রোহ ;
তৎপুত্র—প্রতিব্যোম ; তৎপুত্র—দিবাকর ;
এই মহাভারত মধ্যদেশে অযোধ্যা নামী
শোভমানা নগরী ছিল । দিবাকরপুত্র,—
অতুলকীর্ত্তি সহদেব ; তৎপুত্র মহামনা
ঋবাহ ; তৎপুত্র—মহাভাগ ভাব্য ; তৎপুত্র
প্রতীপাশ্চ ; তৎপুত্র—স্প্রতীপ ; তৎপুত্র—
মক্ৰদেব ; তৎপুত্র—স্মনকত্র ; তৎপুত্র—
কিন্নরাশ্চ ; তৎপুত্র—অন্তরীক্ষ , তৎপুত্র—
স্মমিত্র ও সুবেণ ; স্মমিত্র-তনয়—বৃহদ্রাজ ;
বৃহদ্রাজের বীৰ্য্যবান পুত্র—কৃতঞ্জয়, তিনি
পরম ঋষিক । কৃতঞ্জয় তনয়—রণে-
জয় ; তৎপুত্র—সঞ্জয় ! তৎপুত্র—শাক্য ;

সোমাবিস্তৃত দায়াদৌ রাজ্যভূং স গিরিব্রজে
পঞ্চাশতং তথাষ্টৌ চ সমা রাজ্যমকারয়ৎ ।
ঋতব্রবাক্ততুঃষষ্টিঃ সমান্তস্তাবয়েহতবৎ ॥ ২০ ॥
অপ্রতীপৌ চ ষট্‌ত্রিংশৎ সমা রাজ্যমকারয়ৎ ।
চত্বারিংশৎ সমান্তস্ত নিরমিত্রো দিবং গতাঃ ॥
পঞ্চাশতং সমাঃ বট্‌ চ সুবক্ষঃ প্রাপ্তবান মহীম্
বৃহৎকন্যা ত্রয়োবিংশতকঃ রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ২২ ॥
সেনাজিৎ সম্প্রযাত্ত চ ভূক্তা পঞ্চাশতঃ মহীম্ ।
ঋতব্রবাক্ত বর্ষাণি চত্বারিংশত্তবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥
অষ্টাবিংশতিবর্ষাণি মহীঃ প্রাপ্যতি বৈ বিভুঃ
অষ্টপঞ্চাশতং বট্‌ চ রাজ্যে স্থাস্ততি বৈ শুচিঃ
অষ্টাবিংশৎ সমা রাজা কেমো ভোক্ত্যতি বৈ
মহীম্ ।

অমুত্রতশ্চতুঃষষ্টিঃ রাজ্যং প্রাপ্যতি বীর্ষবান্
পঞ্চত্রিংশতিবর্ষাণি সুনৈত্রো ভোক্ত্যতে মহীম্
ভোক্ত্যতে নিবৃত্তৈশ্চৈমমষ্টপঞ্চাশতং সমাঃ ॥ ২৪ ॥
অষ্টাবিংশৎ সমা রাজ্যং ত্রিনৈত্রো ভোক্ত্যতে
ততঃ ।

চত্বারিংশৎ তথাষ্টৌ চ দ্ব্যমৎসেনো ভবিষ্যতি
ত্রয়স্বিংশৎ তু বর্ষাণি মহীনেত্রঃ প্রকাশ্যতে ।
ষাট্‌ত্রিংশৎ তু সমা রাজা হৃদ্যস্ত ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥
রিপুঞ্জয় বর্ষাণি পঞ্চাশৎ প্রাপ্যতে মহীম্ ।

বিনিপাতিত হইলে, তাঁহার সোমাবি-
নামক এক দায়াদ গিরিব্রজে রাজা হন।
তিনি পাঁচশত আট বৎসর কাল
রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে ঋতব্রবা
চতুঃষষ্টি বৎসর, অপ্রতীপ পঞ্চত্রিংশৎ
বৎসর, নিরমিত্র চত্বারিংশৎ বৎসর, সুরক্ষ
পাঁচশত অষ্ট বৎসর, বৃহৎকন্যা ত্রয়োবিংশতি
বৎসর, সেনাজিৎ পঞ্চাশত বৎসর, ঋতব্রব
চত্বারিংশৎ বৎসর; বিভু অষ্টাবিংশতি
বৎসর, শুচি চতুঃষষ্টিবৎসর, কেম অষ্টা-
বিংশতি বৎসর, অমুত্রত ষষ্টি বৎসর সুনৈত্র
পঞ্চবিংশতি বৎসর, নিবৃত্তি অষ্টপঞ্চাশৎ
বৎসর, ত্রিনৈত্র অষ্টাবিংশতি বৎসর, দ্ব্যমৎ-
সেন চত্বারিংশৎ বৎসর, মহীনেত্র ত্রয়স্বিংশৎ
বৎসর, অচল ষাট্‌ত্রিংশৎ বৎসর, এবং

ষাট্‌ত্রিংশতি নৃপা হোত ভবিষ্যন্তো বৃহদ্রথাঃ ॥
পূর্ণঃ বর্ষসহস্রস্ত তেষাং রাজ্যং ভবিষ্যতি ।
জয়তাঃ ক্ষত্রিয়ানাঞ্চ বালকঃ পুলকো ভবেৎ ॥

ইতি ত্রীমাৎস্রে মৎস্যপুরাণে রাজবংশায়-
কৌর্ভনে একসপ্তত্যধিকদ্বিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭১ ॥

দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

বৃহদ্রথেন তীতেষু বীতিহোত্রেষু বসন্তিষু ।
পুলকঃ স্বামিনঃ হরা স্বপুত্রমভিষেক্যতি ॥ ১ ॥
মিবতাঃ ক্ষত্রিয়ানাঞ্চ বালকঃ পুলকোদ্ভবঃ ।
স বৈ প্রণতসামন্তো ভবিষ্যো ন চ ধর্ম্মতঃ ॥ ২ ॥
ত্রয়োবিংশৎ সমা রাজা ভবিতা স নরোত্তমঃ ।
অষ্টাবিংশতিবর্ষাণি পালকো ভবিতা নৃপঃ ॥ ৩ ॥
বিশাখযুগো ভবিতা ত্রিপঞ্চাশৎ তথা সমাঃ ।

রিপুঞ্জয় পঞ্চাশৎ বৎসর কাল রাজ্য শাসন
করেন। এই ষাট্‌ত্রিংশৎ জন মহারথ এই
বংশে রাজা হইয়াছিলেন। পূর্বে সহস্র
বর্ষ ইহাদের রাজ্য ছিল। পুলক—বিজয়ী
ক্ষত্রিয়বালক ছিলেন। ১৫-৩০ ।

একসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭১ ॥

দ্বিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন,—বৃহদ্রথ ও বীতিহোত্র-
গণ পরলোক প্রাপ্ত হইলে পুলক তদানৌত্তম
নিজ প্রভু মহাপালকে হত্যা করিয়া স্বয়ং
পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। পুলক-
তনয় কপটাচারী, ক্ষত্রিয়-সন্তান বলিয়া
তিনি ধর্ম্মানুসারে সমস্তসমূহের প্রণামার্থ
হইতে পারেন নাই। ঐ কুপাল ত্রয়ো-
বিংশতি বৎসরমাত্র রাজ্যশাসন করেন।
এইরূপে রাজা পালক অষ্টাবিংশতি বৎসর,
বিশাখযুগ ত্রিপঞ্চাশৎ বৎসর এবং সূর্যপে

একবিংশৎ সমা রাজা সূর্য্যকন্ত ভবিষ্যতি ॥ ৪
 বারাগস্তাঃ সূতং স্থাপ্য ঋষিষ্যতি গিরিব্রজম্ ।
 শিশুনাকন্ত বর্ষাণি চত্বারিংশত্তবিষ্যতি ॥ ৫
 কাকবর্ণঃ সূতস্তস্ত বড়বিংশৎ প্রাপ্যতেমহীম্
 বট্টজিংশট্চৈব বর্ষাণি ক্ষেমধামা ভবিষ্যতি ॥ ৬
 চতুর্বিংশৎ সমাঃ সোহপি হেমজিৎ প্রাপ্যতে
 মহীম্ ।

অষ্টাবিংশতিবর্ষাণি বিজ্ঞাসেনো ভবিষ্যতি ॥ ৭
 ভবিষ্যতি সমা রাজা নব কাথায়নো নৃপঃ ।
 ভূমিমিত্রঃ সূতস্তস্ত চতুর্দশ ভবিষ্যতি ॥ ৮
 অজ্ঞাতশক্রর্তবিতা সপ্তবিংশৎ সমা নৃপঃ ।
 চতুর্বিংশৎ সমা রাজা বংশকন্ত ভবিষ্যতি ॥ ৯
 উদাসী ভবিতা তস্মাৎ ত্রয়স্বিংশৎ সমা নৃপঃ ।
 চত্বারিংশৎ সমা ভাব্যো রাজা বৈ নন্দিনবর্দ্ধনঃ
 চত্বারিংশৎ ত্রয়শ্চৈব মহানন্দী ভবিষ্যতি ।
 ইত্যেতে ভবিতারো বৈ দশ যৌ শিশুনাকজা
 শতানি ত্রীণি পূর্ণানি ষষ্টিবর্ষাধিকানি তু ।

শিশুনাকা ভবিষ্যন্তি রাজানঃ ক্রতুবন্ধবঃ ॥ ১২
 এতৈঃ সার্কং ভবিষ্যন্তি যাবৎ কলিনৃপাঃ পরে

একবিংশতি বৎসর রাজ্য শাসন করেন ।
 ইনি স্বীয় তনয়কে বারাগসীর রাজসিংহাসনে
 অধিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং গিরিব্রজের সিংহাসনে
 অধিষ্ঠিত ছিলেন । শিশুনাক চত্বারিংশৎ
 বৎসর রাজ্য শাসন করেন । তৎপুত্র কাস-
 নগ বড়বিংশতি বৎসর । ক্ষেমধামা বট্ট-
 জিংশৎ, ক্ষেমজিৎ চতুর্বিংশতি বৎসর,
 বিজ্ঞাসেন অষ্টাবিংশতি বৎসর, কাথায়ন নয়
 বৎসর, তৎপুত্র ভূমিমিত্র চতুর্দশ বৎসর,
 অজ্ঞাতশক্র সপ্তবিংশতি বৎসর, বংশদ—
 চতুর্বিংশতি বৎসর, উদাসী—ত্রয়স্বিংশৎ
 বৎসর, নন্দিবর্দ্ধন—চত্বারিংশৎ বৎসর এবং
 মহানন্দী—ত্রিচত্বারিংশৎ বৎসর রাজ্য
 পালন করেন । ষাটজন রাজা শিশু-
 নাক-তনয় । এই ক্রতুবন্ধু শিশুনাকগণ
 পূর্ণ ত্রিংশত পঞ্চাষষ্টি বৎসর পৃথিবী
 শাসন করেন । পরে ইহাদের সহিত
 কলিনৃপতিগণ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন ।

তুল্যকালঃ ভবিষ্যন্তি সর্কে হেতে মহীকন্তঃ
 চতুর্বিংশৎ তথৈকাকাঃ পাকালঃসপ্তবিংশতিঃ
 কাশেয়াস্ত চতুর্বিংশদষ্টাবিংশৎ তু হৈহয়ঃ ॥ ১৩
 কলিঙ্গাশ্চৈব দ্ব্যজিংশদশকাঃ পকাবংশতিঃ ।
 কুরবশ্চাপি ষড়্ভুবিংশদষ্টাবিংশৎ মৈথিলাঃ ॥ ১৪
 শূরসেনাস্থরোবংশদ্বীতিহোজ্ঞাশ্চ বিংশতিঃ ।
 এতে সর্কে ভাবিষ্যন্তি এককালঃ মহীকন্তঃ ।
 মহানন্দিসূতশ্চাপি শূদ্রায়াঃ কলিকাংশজঃ ।
 উৎপৎস্ততে মহাপদ্মঃ সর্ককজ্ঞাস্তকো নৃপঃ ॥ ১৫
 ততঃপ্রভাত রাজানো ভাবিষ্যঃ শূদ্রযোনয়ঃ ।
 একরাই স মহাপদ্মো একচ্ছত্রো ভবিষ্যতি ॥
 অষ্টাশীতি তু বর্ষাণি পৃথিব্যাক ভবিষ্যতি ।
 সর্ককজ্ঞমথোৎসাদ্য ভাবনার্থেন চোদিতঃ ॥ ১৬
 স্ককরাতিশূতা হস্তৌ সমা দ্বাদশ তে নৃপাঃ ।
 মহাপদ্মস্ত পথ্যায়ে ভবিষ্যন্তি নৃপাঃ ক্রমাৎ ॥ ১৭
 উদায়িষ্যতি কোটিল্যঃ সমাদ্বাদশতিঃ সূতান্ ।
 ভূক্কা মহীঃ বর্ষণতঃ ততো মোধ্যান্ গামিষ্যতি

এই মহাপালগণ সকলেই সম-সাময়িক ।
 ১—১৩ । চতুর্বিংশতি জন ঐক্যক, সপ্ত-
 বিংশতি পাকাল, চতুর্বিংশতি কাশেয়, অষ্ট-
 বিংশতি হৈহয়, দ্ব্যজিংশৎ কলিঙ্গ, পক-
 বিংশতি অশ্বক, ষড়্ভুবিংশতি কুর, অষ্টা-
 বিংশতি মৈথিল, ত্রয়োবংশতি শূরসেন ও
 বিংশতি জন বীতিহোজ,—ইহারা সকলে
 তুল্যকালে পৃথিবী পালন করেন । মহাপদ্ম
 নামক মহানন্দিতনয় শূদ্রাগর্ভে কলির
 অংশরূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ইনি এক-
 জন মহান্ সর্ককজ্ঞাস্তকারী নৃপতিরূপে পরি-
 গত হন । এই মহাপদ্মের পর হইতেই
 ক্রতয়গণ শূদ্রযোনি হইলেন । ঐ মহাপদ্ম
 ভবিষ্যৎ ঔরশ্যভাভাবে ক্রতয়কুল মধিত
 কারিয়া সসাগরা ধরার একমাত্র একচ্ছত্র
 রাজা হইয়া অষ্টাশীতি বৎসর পৃথিবী
 সন্তোষ করেন । অনন্তর মহাপদ্ম-বংশ-
 সন্তৃত অষ্ট জন স্ককরাতি তনয় ক্রমাহ-
 সারে দ্বাদশ বর্ষমাত্র রাজত্ব করেন ।
 কোটিল্য তাঁহাদের নিকট হইতে রাজ্য

ভবিতা শতবর্ষা চ তন্ত পুত্রস্ত বহু সমাঃ ।
 বৃহদ্রথ বর্ষাণি তন্ত পুত্রস্ত সপ্ততিঃ ॥ ২২
 বহুজিংশৎ তু সমা রাজা ভবিতা শক এব চ ।
 সন্তানঃ দশ বর্ষাণি তন্ত নপ্তা ভবিষ্যতি ॥ ২৩
 রাজা দশরথোহষ্টৌ তু তন্ত পুত্রো ভবিষ্যতি
 ভবিতা নব বর্ষাণি তন্ত পুত্রস্ত সপ্ততিঃ ॥ ২৪
 ইত্যোতে দশ মৌর্যাস্ত যে ভোক্ত্যন্তি
 বশুদ্রায় ॥

সপ্তজিংশচ্ছতঃ পূর্ণঃ তেভ্যঃ শুক্লান্ গমিষ্যতি
 পুণ্ডরিকস্ত সেনানীকৃত্য স বৃহদ্রথান্ ।
 কারয়িষ্যতি বৈ রাজ্যং বহুজিংশতিসমা নৃপঃ ॥
 ভবিষ্যতি বশুজ্যেষ্ঠঃ সপ্ত বর্ষাণি বৈ নৃপঃ ।
 বশুমিত্রস্তথা ভাব্যো দশ বর্ষাণি বৈ ততঃ ॥ ২৭
 ততোহন্তকঃ সমে হে তু তন্ত পুত্রো ভবিষ্যতি
 ভবিষ্যতি সমান্তরাৎ ত্রীণ্যেবং স পুলিন্দকঃ ॥
 ভবিতা বজ্রমিত্রস্ত সমা রাজা পুনর্ভবঃ ।

উদ্ধার করিয়া শতবর্ষ ভোগ করেন ।
 অনন্তর ঐ রাজ্য মৌর্যগণের অধিকারে
 আসে । ইহার পর শতবর্ষা রাজা হন ।
 তদীয় পুত্র ছয় বৎসর রাজত্ব করেন ।
 বৃহদ্রথ মাত্র বৎসর রাজত্ব করেন । কিন্তু
 তদীয় পুত্র—সপ্ততি বৎসর রাজ্য শাসন
 করার পর শক রাজা বহুজিংশৎ বৎসর
 রাজ্য করেন । তাঁহার সন্তানগণ সপ্ততি
 বৎসর পৃথী পালন করেন । এই-
 রূপে দশরথ আট বৎসর, তৎপুত্র—নয়
 বৎসর, এবং তদীয় পুত্র সপ্ততিবৎসর রাজ্য
 শাসন করেন । এই দশজন রাজা মৌর্যবংশ-
 সন্মুখ । ইহারা সকলেই পূর্ণ একশত বহু-
 জিংশৎ বৎসর পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন ।
 অনন্তর সেনানী পুণ্ডরিক বৃহদ্রথগণকে উদ্ধার
 করিয়া তাঁহাদিগকে শুদ্ধ প্রদান করেন এবং
 বহুজিংশৎ বৎসর রাজ্য শাসন করান ।
 বশুজ্যেষ্ঠ নৃপ সপ্তবর্ষ রাজ্য পালন করেন ।
 এইরূপে বশুমিত্র—দশ বৎসর, অন্তক হুই
 বৎসর এবং তদীয় পুত্র পুলিন্দক তিন
 বৎসর রাজ্য করেন । তৎপরে বজ্রমিত্র

ষাতিংশৎ তু সমান্তাগঃ সমভাগাৎ ততো নৃপঃ
 ভবিষ্যতি স্নাতস্ত দেবভূমিঃ সমা দশ ।
 দশৈতে বশুদ্রারাজানো ভোক্ত্যন্ত্যাম্ বশুদ্রায়
 শতং পূর্ণং শতে হে চ ততঃ শুক্লান্ গমিষ্যতি
 অমাত্যো বশুদেবস্ত প্রসহ্য হবনৌ নৃপঃ ॥ ৩১
 দেবভূমিমথোৎসাদ্য শৌক্যস্ত ভবিতা নৃপঃ ।
 ভাবিষ্যতি সমা রাজা নব কাণায়নো নৃপঃ ॥ ৩২
 ভূমিমিত্রঃ স্নাতস্ত চতুর্দশ ভবিষ্যতি ।
 নারায়ণঃ স্নাতস্ত ভবিতা ষাদশৈব তু ॥ ৩৩
 শূশ্রী তৎস্নাত্যপি ভবিষ্যতি দশৈব তু ।
 ইত্যোতে শুক্লভূতাস্ত স্নাতাঃ কাণায়না নৃপাঃ ॥
 চত্বারিংশদ্বিজা হেতে কাণা ভোক্ত্যন্তি বৈ
 মহী ॥
 চত্বারিংশৎ পঞ্চ চৈব ভোক্ত্যন্ত্যাম্ বশুদ্রায়
 এত প্রপত্তসামন্তা ভবিষ্য ধার্মিকাস্ত যে ।
 যেমাং পর্যায়কালে তু ভূমিরাজান্ গমিষ্যতি ॥

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে রাজবংশাঙ্ক-
 কীর্তনে দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭২ ॥

রাজা হন, বজ্রমিত্রের পর পুনর্ভব ;
 তদনন্তর মহাভাগ ষাতিংশৎ বৎসর রাজ্য
 করেন । মহাভাগের পুত্র দেবভূমি দশ
 বৎসর রাজ্য শাসন করেন । এই দশ
 জন সামন্ত রাজা তিনশত বৎসর
 বশুদ্রার কিয়দংশ ভোগ করেন । তাঁহাদের
 অধিকারকালে অমাত্য বশুদেব অবনী
 শাসনপূর্বক রাজ্য পরিচালন করিলেন ।
 অনন্তর শৌক দেবভূমি ত্যাগ করিয়া রাজা
 হন । তৎস্নাত ভূমিমিত্র চতুর্দশ বৎসর
 রাজ্য করেন । ভূমিমিত্রের পুত্র নারায়ণ
 ষাদশ বৎসর তদীয় স্নাত এবং শূশ্রী দশ
 বৎসর রাজ্য করেন । ইহারা শুক্লভূত
 ও কাণায়ন নৃপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই
 চত্বারিংশৎ কাণা বিজ মহী ভোগ করিয়া
 ছিলেন । এই প্রপত্ত সামন্তগণ পরম ধার্মিক

ত্রিসপ্তত্যধিক দ্বিশততমোহিধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

কাথায়নাত্ততো কৃপাঃ সুশর্মাণঃ প্রসহতাম ।
তদানানৈব যচ্ছেষঃ কথিতা তু বলীয়সঃ । ১
শিওকোহজ্জঃ সজাতীয়ঃ প্রাপ্যাতীমাং

বনুহরাম ।

ত্রয়োবিংশৎ সমা রাজা শিওকস্ত ভবিষ্যতি ৷২৥
ক্রীমলকর্ণকবিভা তস্ত পুত্রস্ত বৈ দশ ।
পূর্ণোৎসবস্ততো রাজা বর্ষাষ্টাদশৈব তু ৷৩৥
পঞ্চাশত্তং সমাঃ যচ্চ ৫ শাস্তিকর্ণকবিষ্যতি ।
দশ চাষ্টৌ ৫ বর্ষাণ তস্ত লহোদরঃ সূতঃ ৷৪৥
আপীতকো দশ হে ৫ তস্ত পুত্রো ভবিষ্যতি
দশ চাষ্টৌ ৫ বর্ষাণি মেঘস্বাতির্ভবিষ্যতি ৷৫৥
স্বাতিস্ত ভবিষ্য রাজা সমাষ্টাদশৈব তু ।
কন্দস্বাতিস্তথা রাজা সপ্তৈব তু ভবিষ্যতি ৷৬৥

ছিলেন। ইহাদের অবসানে অজ্জগণ
তুপতিদর্পে প্রাহুর্ভূত হয় । ১৪—১৬

ত্রিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৭২

ত্রিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—অনন্তর সুশর্মা নামে
প্রসিদ্ধ কাথায়ন নৃপতিগণ অবশিষ্ট শুভ
নরপতিদিগকে আক্রমণ করিয়া রাজ্য অধি-
কার প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহাদের স্বজাতি
অজ্জকুলগণ শিওক বনুহর প্রাপ্ত
হন। ইনি ত্রয়োবিংশতি বৎসর পৃথিবী
পালন করেন। তদনন্তর ক্রীমলকর্ণির অধি-
কার কাল; তদনন্তর তাঁহার পুত্র—দশ
বৎসর রাজ্য করেন। অতঃপর পূর্ণোৎসব
রাজা হন। ইনি অষ্টাদশ বর্ষ রাজপদে
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এইরূপে শাস্তিকর্ণি
পঞ্চাশৎ বর্ষ; তদীয় পুত্র লহোদর অষ্টাদশ
বর্ষ, তদীয় পুত্র—আপীতক দ্বাদশ বর্ষ;
তাঁহার পর মেঘস্বাতি অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্য
করেন। তাঁহার পর স্বাতি অষ্টাদশ বর্ষ;

মৃগেন্দ্রঃ স্বাতিকর্ণস্ত ভবিষ্যতি সমান্তরঃ ।

কুন্তলঃ স্বাতিকর্ণস্ত ভবিষ্যতৌ সমা নৃপঃ ৷৭৥

একসংবৎসরং রাজা স্বাতিবর্ণা ভবিষ্যতি ৷৮৥

ভবিষ্য রিক্তবর্ণস্ত বর্ষাণি পঞ্চবিংশতিঃ ।

ততঃ সংবৎসরান্ পঞ্চ হালো রাজা ভবিষ্যতি

পঞ্চ মন্দুলকো রাজা ভবিষ্যতি সমা নৃপঃ ।

পুরীন্দ্রসেনো ভবিষ্য তস্মাৎ সৌম্যো ভবিষ্যতি

সুন্দরঃ শাস্তিকর্ণস্ত অদ্যমেকং ভবিষ্যতি ।

চকোরঃ স্বাতিকর্ণস্ত যশাসান্ বৈ ভবিষ্যতি ৷১১৥

অষ্টাবিংশতিবর্ষাণি শিবস্বাতির্ভবিষ্যতি ।

রাজা ৫ গৌতমীপুত্রো হেচবিংশত্যতো নৃপঃ ৷

অষ্টাবিংশৎ সূতস্তস্ত পুলোমা বৈ ভবিষ্যতি ।

শিবক্লীর্বে পুলোমাৎ তু সপ্তৈব ভবিষ্য নৃপঃ

শিবক্লুঃ শাস্তিকর্ণস্তবিভা হ্যাস্তজঃ সমাঃ ।

নব বিংশতিবর্ষাণি যজ্ঞক্লীঃ শাস্তিকর্ণিকঃ ৷১৪৥

যজ্ঞেন ভবিষ্য তস্মাদ্বিজয়স্ত সমান্তরঃ ।

চণ্ডক্লীঃ শাস্তিকর্ণস্ত তস্ত পুত্রঃ সমা দশ ৷১৫৥

পুলোমা সপ্ত বর্ষাণি অন্তস্তেষাং ভবিষ্যতি ।

তদনন্তর ক্লুস্বাতি সপ্ত বর্ষ; তাহার পর
মৃগেন্দ্র ও স্বাতিকর্ণ মাত্রাতন বৎসর; অন-
ন্তর স্বাতিকর্ণবংশীয় কুন্তল অষ্ট বর্ষ; অন-
ন্তর রাজা স্বাতিবর্ণ মাত্র একবৎসর; অন-
ন্তর রিক্তবর্ণ পঞ্চবিংশতি বর্ষ, হাল রাজা
পঞ্চ বর্ষ; রাজা মন্দুলক পঞ্চ বর্ষ; অনন্তর
পুরীন্দ্রসেন, তাঁহার পর সৌম্য; অনন্তর
শাস্তিকর্ণ এক বৎসর মাত্র; স্বাতিকর্ণ চকোর
ছয়মাস মাত্র; শিবস্বাতি অষ্টাবিংশতি বর্ষ;
রাজা গৌতমীপুত্র—একবিংশতি বৎসর,
অনন্তর তদীয় পুত্র পুলোমা অষ্টাবিংশতি
বর্ষ রাজ্য করেন। ১—১০। রাজা পুলোমার
পর শিবক্লী সপ্ত বর্ষ রাজ্য করেন।
তদনন্তর শাস্তিকর্ণপুত্র শিবক্লু বর্ষমাত্র
রাজ্য করেন। তদনন্তর শাস্তিকর্ণিক যজ্ঞ-
ক্লী—বিংশতি বর্ষ; অনন্তর রাজা বিজয় হয়
বৎসর; তৎপুত্র—শাস্তিকর্ণ চণ্ডক্লী দশ
বৎসর; অনন্তর পুলোমা—সপ্ত বর্ষ রাজ্য

একোবিংশতিহেতে অজ্ঞা ভোক্ত্যস্তি বৈ
মহীম্ ॥ ১৫
তেষাং বর্ষশতানি স্মৃশ্চত্বারি যষ্টিরেব চ ।
অজ্ঞাণাং সংস্থিতা রাজ্যে তেষাং ভূত্যাশ্বে
নৃপাঃ ॥ ১৭
সপ্তবাজ্ঞা ভবিষ্যন্তি দশাভীরাস্তথা নৃপাঃ ।
সপ্ত গর্দভিলাশ্চাপি শকাশ্চাষ্টাদশৈব তু ॥ ১৮
যবনাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি তুবারাশ্চ চতুর্দশ ।
ত্রয়োদশ গুরুগাশ্চ হুণাঃ হেকোনবিংশতিঃ ॥ ১৯
যবনাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সপ্তাশীতি মহীমিমাং ।
সপ্ত গর্দভলা ভূম্যে ভোক্ত্যস্তীমাং বনুক্ষরাম্
সপ্তবর্ষসহস্রাণি তুবারাণাং মহী স্মৃতা ।
শতানি ত্রীণ্যশীতিক শতান্তষ্টাদশৈব তু ॥ ২১
শতান্তর্কঃ চতুকাপি ভবিতব্যাহুর্যোদশ ।
গুরুগা বুযলৈঃ সার্কঃ ভোক্ত্যস্তে শ্লেচ্ছসন্তবাঃ
শতানি ত্রীণি ভোক্ত্যস্তে বর্ষাণ্যেকাদশৈব তু ।
অজ্ঞাঃ ত্রীপার্কভীয়াশ্চ তে দ্বিপকাশতঃ সমাঃ
সপ্তযষ্টি বর্ষাণি দশাভীরাস্তথৈব চ ।

করেন। পরে অজ্ঞগণ একবিংশতিবর্ষ
মেদিনী সন্তোগ করেন। এইরূপে তাঁহা-
দের একশত চত্বারিংশৎ বা যষ্টি বর্ষ
অতীত হয়। পরে সপ্তজন অজ্ঞভূত্য
আতীর অজ্ঞরাজ্য লাভ করে। অনন্তর
গর্দভিলগণ শত বৎসর ; শকগণ অষ্টাদশ
বৎসর ; যবনগণ অষ্ট বর্ষ ; তুবারগণ চতু-
র্দশ বৎসর ; গুরুগণ ত্রয়োদশ বর্ষ ;
হুণগণ একবিংশতি বৎসর ; পুনরায়
আটজন যবন সপ্তাশীতি বৎসর ; পরে সপ্ত
গর্দভিল পুনরায় এই মেদিনী ভোগ করেন।
এই ভূমণ্ডল—তুবারগণের অধিকারে সপ্ত-
সহস্র বর্ষ অবস্থিত ছিল। অতঃপর শ্লেচ্ছ-
সন্তব গুরুগণ শূদ্রজাতির সহিত ভূয়োভূয়
ত্রিশত অশীতি বৎসর, এক শত অষ্টাদশ
বৎসর ও সার্ক চতুঃশত বর্ষ রাজ্য ভোগ
করেন। অজ্ঞগণ হই বারে ত্রিশত বর্ষ ও
একাদশ বর্ষ রাজ্য করেন। পরে ত্রীপার্ক-
ভীরাগণ দ্বিপকাশৎ বৎসর আতীরগণ—

তেষুৎসরেব কালেন ততঃ কিলকিলা নৃপাঃ ॥ ২৩
ভবিষ্যন্তীহ যবনা ধর্ম্মতঃ কামতোহর্ষতঃ ।
ত্রৈবিমিশ্রা জনপদা আৰ্ঘ্যা শ্লেচ্ছাশ্চ সর্ষশঃ ॥ ২৫
বিপর্যায়েন বর্ষস্তে কয়মেয্যন্তি বৈ প্রজাঃ ।
লকানুভাক্রগাশ্চৈব ভবিতারো নৃপান্তথা ॥ ২৬
কচ্চিনানুহতাঃ সর্ষে আৰ্ঘ্যা শ্লেচ্ছাশ্চ সর্ষতঃ ।
অধাশ্মিকাস্চ যেহত্যর্থঃ পাষণ্ডাশ্চৈব সর্ষশঃ ॥ ২৭
প্রনষ্টে নৃপবংশে তু সন্ধ্যাশিষ্টে কলৌ যুগে ।
কিঞ্চিচ্ছষ্টাঃ প্রজাতা বৈ ধর্ম্মে নষ্টেহপরিগ্রহাঃ
অসাধবো হুণশ্চ ব্যাধিশোকেন পীড়িতাঃ ।
অনাবৃষ্টিহতাশ্চৈব পরম্পরবধেপ্সবঃ ॥ ২৯
অশরণ্যাঃ পরিগ্রহাঃ সন্ধ্যাঃ যোরমাশ্রিতাঃ ।
সারৎপর্কতবাসিন্তো ভবিষ্যন্ত্যশ্বিনাঃ প্রজাঃ
পত্র-মূল-কলাহারান্তীরপজা জনাদরাঃ ।
বৃত্ত্যর্থমাভিলিপ্ত্যশ্চবিষ্যন্তি বনুক্ষরা ॥ ৩১

সপ্তযষ্টি বৎসর রাজ্য করেন ; আতীরগণ
উৎসন্ন যাইলে কালে কিলকিলা নামক যবন-
গণ ধর্ম্মার্থতঃ রাজ্যলাভ করিবে। তখন জন-
পদ সকল ও আর্ঘ্যগণ শ্লেচ্ছাচ্ছন্ন হইবে।
সমস্তই বিপর্যায় প্রাপ্ত হইবে। প্রজা সকল
কয় প্রাপ্ত হইবে। নৃপতিগণ লুক ও
অনুহতায়ী হইবেন। আর্ঘ্য এবং শ্লেচ্ছগণ
সকলেই সর্ষধা কলিগ্রস্ত হইবেন। অধা-
শ্মিক ও পাষণ্ডগণ চতুর্দিকে দৃষ্ট হইবে।
পরে কলিযুগ ও নৃপবংশ সকল প্রণষ্ট হইলে,
কলির সন্ধ্যামাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। ঐ
কলিসন্ধ্যাসময়ে কতিপয় প্রজামাত্র অবশিষ্ট
থাকিবে। তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হওয়ায় নিশ্চি-
গ্রহ, অসাধু, অসব ও ব্যাধি-শোক-পীড়িত
হইয়া নিরন্তর ক্রেশ ভোগ করিবে এবং
সতত অনাবৃষ্টি দ্বারা পীড়িত হইবে।
পরস্পর পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছা
করিবে। তাহাদের সহায় কেহ থাকিবে না,
তাহারা সর্ষদাই ভীত ও ত্রস্ত হইবে, যোর
সন্ধ্যাটে পড়িবে, খাদ্যাভাবে নদী ও পর্কত
আশ্রয় করিবে, পত্র-মূল-কল আহার করিবে,
চীর-পজাজিন—তাহাদের পরিধান হইবে,

এবং কষ্টমহুপ্রাপ্তাঃ প্রজাঃ কালে যুগান্তকে ।
 নিঃশেষান্ত ভবিষ্যন্তি সার্কং কলিযুগেন তু ॥৩২
 কৌণে কলিযুগে তস্মিন্ দিব্যে বর্ষসংশ্রুকে ।
 সমস্ত্যাংশে স্মনিঃশেষে কৃতন্ত প্রতিপৎস্যাতে
 এবং বংশক্রমঃ কুৎসঃ কৌণ্ডিতো যে ময়া ক্রমাৎ
 অতীতা বর্তমানান্ত তথৈবানাগতাশ্চে যে ॥৩৪
 মহাপদ্ম্যভিষেকাৎ তু যাবজ্জন্ম পরীক্ষিতঃ ।
 এবং বর্ষসংশ্রুস্ত জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদ্বস্তরম্ ॥৩৫
 পৌলোম্যন্ত তথাজ্ঞান্ত মহাপদ্ম্যন্তরে পুনঃ ।
 অনন্তরং শতান্তস্তৌ বহু জ্ঞঃশৎ তু সমান্তথা ॥
 ভাবৎ কালান্তরং ভাব্যমাজ্ঞান্তাদা পরীক্ষিতঃ
 ভবিষ্যে তে প্রসংখ্যাতাঃ পুরাণজৈঃ স্ততাব্ধিভিঃ
 সপ্তর্ষয়স্তদা প্রাণ্ড প্রদীপ্তেনাগ্নিনা সমাঃ ।
 সপ্তবিংশতিভাব্যানামাজ্ঞাণান্ত যদা পুনঃ ॥৩৮
 সপ্তর্ষয়স্ত বর্তন্তে যত্র নক্ষত্রমণ্ডলে ।
 সপ্তর্ষয়স্ত তিষ্ঠন্তি পর্য্যায়েন শতং শতম্ ॥৩৯
 সপ্তর্ষীণামুপধ্যেতৎ স্মৃতং বৈ দিব্যসংজ্ঞয়া

সমা দিব্যাঃ স্তভাঃ ষষ্টির্দিব্যাদানি তু সপ্তভিঃ
 এভিঃ প্রবর্তন্তে কালো দিব্যঃ সপ্তর্ষিভিঃ বৈ
 সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্বৌ দৃষ্টেভে ত্যাদিতৌ নিশি
 তয়োর্বধো তু নক্ষত্রং দৃষ্টতে যৎ সমং দিবি ।
 তেন সপ্তযুগো জ্ঞেয়া যুক্তা ব্যোমি শতং সমাঃ
 নক্ষত্রাণামুর্ধীণাঞ্চ যোগৈস্ততঃসদৃশম্ ।
 সপ্তর্ষয়ো মধ্যযুক্তাঃ কালে পারিক্ষিতে শতম্ ॥
 ব্রহ্মণস্ত চতুর্বিংশতি ভাবম্যন্তি শতং সমাঃ ।
 ততঃ প্রভৃত্যয়ং সর্বৌ লোকৌ ব্যাপৎস্রতে
 তৃশম্ ॥৪৪
 অন্তোপহতা মুক্কা ধর্ম্মতঃ কামতোহর্থতঃ ।
 শ্রোতস্মার্ত্তেহতিশিথিলে নষ্টবর্ণাশ্রমে তথা ॥৪৫
 স্তবরঃ দুর্কলাত্মানঃ প্রতাপৎস্রস্তি মোহিতাঃ ।
 ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রযোনিষ্ঠাঃ শূদ্রা বৈ মন্ত্রযোনয়ঃ ॥৪৬
 উপহাস্তান্ত তান্ বিপ্রান্তদর্ম্মমতিলিপ্সবঃ ।

শত বর্ষ করিয়া বর্তমান থাকেন । সপ্তর্ষি-
 দিগের বর্ষ পরিমাণ তাঁহাদের পরিমাণ
 অমুসায়েই হইয়া থাকে । দিব্য ষষ্টি
 বর্ষে সপ্তর্ষিগণের এক দিব্যাক্ষ হয় ।
 এই পরিমাণে সপ্তর্ষিদিগের দিব্য কাল
 প্রবর্তিত । রাজিকালে সপ্তর্ষিগণের পূর্ব-
 দিকে যে দুইটি নক্ষত্রের উদয় হয়,
 শত বর্ষান্তে তৎসহ সপ্তর্ষিমণ্ডলের মিলন
 ঘটয়া থাকে । নক্ষত্র এবং ঋষির যোগ-
 সম্বন্ধীয় এই নিদর্শন কীর্তিত হইল ।
 সপ্তর্ষিগণ মধ্যযুক্ত হইয়া পারীক্ষিত
 অধিকারকালে শতবর্ষ ব্যাপিয়া চতুর্বিংশতি
 ব্রাহ্মণ হইবেন । সেই সময় হইতে লোক
 সমুদয় অত্যন্ত বিপন্নহইবে । ৩২—৪৪ ।
 তাহার মিত্যাবাদী হইবে, ধর্ম্মবিষয়ে
 ও অর্থবিষয়ে লোভ প্রদর্শন করিবে ।
 তাহাদের শ্রোত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়া সকল শিথিল
 হইবে । বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লোপ পাইবে । বর্ণ-
 স্তবর জন্মাইবে এবং লোকের চিত্ত অস্তিশয়
 দুর্ব্বল হইবে । ব্রাহ্মণগণ শূদ্রযোনিগত
 হইবে, শূদ্রগণ মন্ত্রযোনি হইবে । বিপ্রগণ
 যজ্ঞের জন্ত শূদ্রদিগের উপাসনা করিবে ।

তাহার তখন জীবিকার জন্ত লুক্ক হইয়া
 পৃথিবী পরিভ্রমণ করিবে । ১৪—৩১ । যুগান্ত-
 সময়ে প্রজাসকল এইরূপ কষ্ট অমুভব
 করিতে করিতে কলিযুগের সহিত একে-
 বারে নিশেষিত হইবে । এইরূপে সমস্ত্যা-
 শের সহিত বর্ষসংশ্রুত কলিযুগ ক্ষয় প্রাপ্ত
 হইলে, সত্যযুগ প্রবর্তিত হইবে । আমি
 এই পরীক্ষিতের জন্ম হইতে মহাপদ্ম্যভিষেক
 পর্য্যন্ত যে অতীত, বর্তমান ও অনাগত
 বংশক্রম কীর্তন করিলাম—ইহার হিত
 কাল পঞ্চাশদধিক সহস্র বর্ষ হইবে । অনন্তর
 মহাপদ্ম্যন্তরে পুনরায় এক শত আট জন
 পৌলোম ও আজ্ঞ, বহু জ্ঞঃশৎ বৎসর রাজ্য
 করেন । এইরূপে পরীক্ষিতাধিকার হইতে
 আজ্ঞান্ত হইতে যে সময় পর্য্যন্ত তাহা পুরাণজ
 সপ্তর্ষিগণ ভবিষ্যদ্রূপে কীর্তন করিয়া-
 ছেন । অনন্তর যখন পুনরায় সপ্তবিংশতি-
 সংখ্যক আজ্ঞগণের আধর্তাব হয়, তখন
 সপ্তর্ষিগণ প্রদীপ্ত অগ্নিময় ও উন্নত হইয়া
 থাকেন । সপ্তর্ষিগণ প্রতি নক্ষত্রমণ্ডলে

ক্রমেণৈব চ বৃদ্ধান্তে স্বর্ণাঙ্করদায়কম্ ॥৪৭
 ক্রমেণৈব গমিষ্যন্তি কৌণশেষা যুগক্রেমৈঃ ।
 যান্ন ক্রমেণ দিবাং যাতন্ত্যশ্মিন্নেব তদাহনি ॥৪৮
 প্রতিপন্নঃ কলিযুগঃ প্রমাণঃ তন্ত্র মে শৃণু ।
 চতুঃশতসংস্রজ বর্ষাণাং বৈ স্মৃতং যুগৈঃ ॥৪৯
 চত্বারিংশসংস্রাণি সংখ্যাতঃ শাস্ত্রবেণ তু ।
 দিব্যঃ বর্ষসংস্রজ তদা সংখ্যা প্রবর্ততে ॥৫০
 নিঃশেষে তু তদা তান্ন কৃতং বৈ

প্রতিপৎস্রতে ।

ঐলশ্চেকাকুবংশস্ত সহদেবঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥৫১
 ইকাকোঃ সংস্রুতঃ কল্পঃ স্মিত্রাস্ত্রঃ ভবিষ্যতি
 ঐলঃ কল্পঃ সমাক্রান্তঃ সোমবংশাবদো বিহুঃ ॥
 এতে বিবস্বতঃ পুত্রাঃ কীৰ্ত্তিতাঃ কীৰ্ত্তিবর্দ্ধনাঃ ।
 অতীতা বর্তমানাস্চ তথৈবানাগতাস্চ যে ॥৫৩
 ব্রাহ্মণাঃ কল্লিয়া বৈশ্রাস্ত্রাশ্চ শূদ্রাস্চ বৈ স্মৃতাঃ
 বৈবস্বতেহস্তরে তস্মিন্নিতি বংশঃ সমাপাতে ।

ক্রমশ তাহার। স্বর্ণভেদ জনক কর্ম
 করিবে। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তাহার।
 কৌণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যেদিন
 ভগবান কৃষ্ণ স্বর্ণে গমন করিবেন, সেই
 দিন হইতেই কলিযুগ আরম্ভ হইবে। এই
 যুগপরিমাণ আমার নিকট প্রবণ করুন।
 চতুঃশতাব্দিক সংস্র বৎসর কলিযুগের পরি-
 মাণ বলিয়া বুদ্ধগণ কীৰ্ত্তন করেন। আর
 শাস্ত্র-মানের আট হাজার চারি বৎসর কাল
 কলিযুগের পরিমাণ—ইহাও কেহ কেহ
 বলিয়া থাকেন। আরও কেহ কেহ
 দিব্য সংস্র বৎসরকাল কলির পরি-
 মাণ কীৰ্ত্তন করেন। এই কাল-পরি-
 মাণ নিঃশেষিত হইলে, কৃতযুগ প্রবর্তিত
 হয়। ঐ সময় ঐল ও ইকাকুবংশ সহদেব
 বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন। ইকাকু হইতে স্মিত্র
 পর্যন্ত ইকাকুবংশের কল্পত্ব। ঐল কল্পত্ব
 প্রাপ্ত হন—এই কথা সোমবংশবিদগণ
 বলেন। এই কথিত কল্লিগণ বিবস্বানের
 কীৰ্ত্তিবর্দ্ধন পুর। অতীত, বর্তমান, ও অনা-
 গত যে ব্রাহ্মণ, কল্লি, বৈশ্রাস্ত্র ও শূদ্রবংশ,

দেবাণি পৌরবো রাজা ইকাকো যন্ত তে মত
 মহাযোগবলোপেতো কলাপগ্রামমাস্তিতো ॥ ৫৫
 এতো কল্প প্রণেতায়ো নবাবংশে চতুর্যুগে ।
 সুবর্তা মহাপুত্রস্ত ইকাকাদ্যো ভবিষ্যতি ১৬
 নবাবংশে যুগে সো বৈ বংশস্তাদিভবিষ্যতি ।
 দেবাণিপুত্রঃ সত্যস্ত ঐলানাং ভবিষ্য নৃপঃ ॥
 কল্পপ্রবর্তকাবেতো ভবিষ্যে তু চতুর্যুগে ।
 এবং সর্কেষু বিজ্ঞেয়ঃ সন্তানার্বস্ত লক্ষণম্ ॥৫৮
 কৌণে কলিযুগে চৈব তিষ্ঠন্তীতি কৃতে যুগে ।
 সন্তর্ষয়স্ত তৈঃ সার্কঃ মধ্যে ত্রেতাযুগে পুনঃ ॥৫৯
 বীজার্থঃ বৈ ভবিষ্যন্তি ব্রহ্মকল্পস্ত বৈ পুঃ ॥
 এবমেবস্ত সর্কেষু শিষ্যান্তেষ্বস্তরেষু চ ১৬০
 সন্তর্ষয়ো নৃপৈঃ সার্কঃ সন্তানার্থঃ যুগে যুগে ।
 এবং কল্পস্ত চোৎসেধঃ সন্দেহা বৈ তিষ্ঠৈঃ স্মৃতঃ
 মহন্তরাণাং সন্তানে সন্তানাস্চ কতো স্মৃতাঃ ।
 অতিক্রান্তযুগান্তেব ব্রহ্মকল্পস্ত সন্তবাঃ ॥ ৬২

ইহারা বৈবস্বত অস্তরে কর্ম প্রাপ্ত
 হইবে। পুরুবংশীয় দেবাণি, ও রাজা
 ইকাকু ইহার। উভয়ে মহৎ যোগবল
 প্রাপ্ত হইয়া কলাপগ্রাম আশ্রয় করিবেন।
 এই উভয় চতুর্যুগে নব নব বংশ বিস্তারে
 কল্প প্রণেতা হয়। মহাপুত্র সুবর্তা ইকাকু-
 বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কৃতযুগে বংশের
 আদি পুরুষ হইবেন এবং দেবাণি পুত্র
 সত্য ঐলগণের নৃপতি হইবেন। ইহার।
 উভয়ে চতুর্যুগে কল্পবংশ প্রবর্তক হন।
 সকল যুগেই এই প্রকার বিস্তৃতি লক্ষণ
 জানিবেন। কলিযুগক্বে কৃতযুগে সন্তর্ষিগণ
 বিজ্ঞমান থাকেন। ত্রেতাযুগে ব্রহ্মকল্পগণ
 বীজের নিমিত্ত তাঁহাদের সহিত মিলিত হন।
 এইরূপে প্রত্যেক কলি যুগান্তরে যুগে যুগে
 সন্তর্ষিগণ সৃষ্টিবস্তার হেতু নৃপগণের সহিত
 বর্তমান থাকেন। এইরূপে কল্পগণের
 উৎপত্তি-সম্বন্ধ বিপ্রগণের কথিত সম্বন্ধ
 রহিয়াছে। প্রথমবস্তরেই সৃষ্টি বিষয়ে
 অতিক্রান্ত যুগার্থ ব্রহ্মকল্পগণ সন্তান
 বলিয়া অভিহিত কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন।

যথা প্রশান্তিস্তেবাং বৈ প্রকৃতীনাং যথা কয়ঃ ।
 সপ্তর্ষয়ো বিচক্রেবাং দীর্ঘায়ুষ্টিং কয়োদয়ো ॥ ৬০
 : এতেন ক্রমযোগেণ ঐলা ইক্ষাকবো নৃপাঃ ।
 উৎপত্তমানান্ত্রৈভ্যাং কীরমাণাঃ কলৌ যুগে ॥
 অহুযাজি যুগাখ্যাস্ত যাবন্যবস্তরকরম্ ।
 জামিণ্যেন রামেন কজে নিরবশেষিতে ॥ ৬৫
 রিক্তেয়ঃ বনুধা সর্কা কজির্যৈর্বনুধাধিপৈঃ
 দিবংশকরণং সর্কঃ কীর্তয়িষ্যে নিবোধ মে ॥ ৬৬
 ঐলকৈক্ষাকুবংশক প্রকৃতিং পরিচরতে
 রাজানঃ শ্রেণিবদ্ধাশ্চ তথাস্তে কজিয়া ভুবি ॥ ৬৭
 ঐলবংশাস্ত্র ভূয়াংসো ন তথেক্ষাকবো নৃপাঃ
 এষামেকশতং পূর্ণং কুলানামভিরোংতে ॥ ৭৮
 তাবদেব তু ভোজানাং বিস্তারাদ্বিগুণং সূত্ৰম্
 ভোজানাং দ্বিগুণং কত্রঃ চতুর্কী তদযথাতথম্
 তে হতীতাঃ সনামানো ক্রবতস্তান্ বিবোধ মে
 শতং বৈ প্রতিবিক্যান্তঃ শতং নাগাঃ শতং হ্রাঃ

শতমেকং ধার্ডরাষ্ট্রা হনীতির্জনমেজয়াঃ ।
 শতং বৈ ব্রহ্মদন্তানাং বৌরাণাং কুরবঃ শতম্ ॥
 ততঃ শতঞ্চ পাকালানঃ শতং কাশিকুশাদয়ঃ ।
 তথাপরে সহস্রে যে যে নীপাঃ শশবিন্দবঃ ৮৭২
 ইষ্টবস্ত্রস্ত তে সর্কে সর্কে নিযুক্তদ.কপাঃ ।
 এবং রাজর্ষয়োহতীতাঃ শতশোহং সহস্রশঃ
 মনোর্বৈবন্তস্তাসন্ বর্তমানেহস্তরে বিভোঃ
 তেযাস্ত্র নিধনোংপত্তৌ লোকসংহতয়ঃ হিতাঃ
 ন শক্যো বিস্তরন্তেবাং সন্তানস্ত পরম্পরম্ ।
 তৎ পুষ্কাপরযোগেণ বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৭৫
 ঐষ্টাবংশসমাখ্যাতা গতা বৈবন্ততেহস্তরে
 এতে দেবগণৈঃ সার্কং শিষ্টা যে তান্ নিবোধত
 চত্বারংশং ত্র্যশ্চৈব ভবিষ্যন্তে মহাস্বনঃ ।
 অবশিষ্টা যুগাখ্যাস্তে ততো বৈবন্ততো হুম্ ॥
 এতদ্বঃ কীর্তিতং সম্যক্ স্যাস-ব্যাসমোগতঃ ।
 পুনর্বক্তুং বহুদ্বাং তু ন শক্যং বিস্তরেণ তু ॥ ৭৮

তাহাদের যেমন, শান্তি নিরবচ্ছিন্ন।
 প্রকৃতিপুঞ্জের ক্ষয়ও তেমনি অবশ্রুতাবী ।
 এইজন্ত ঐ ব্রহ্মকত্রগণ সপ্তর্ষি নামে
 বর্ণিত হন এবং তাঁহাদের দীর্ঘায়ুষ্টি, ক্ষয়,
 ও উদয় বিজ্ঞমান । এইরূপ ক্রমে ঐল
 এবং ইক্ষাকু বংশীয় নৃপগণ ত্রেতাযুগে প্রাক-
 র্ত্ত হইয়া কলিতে ক্ষয় প্রাপ্ত হন এবং মন-
 স্তর ক্ষয় যাবৎ যুগ আখ্যা লাভ করেন ।
 জামদাগ্ন্য কজিয়কুল নির্মূল করিলে পৃথিবী
 কজিয়-নৃপতি-শূন্য হয় । অধুনা কজিয় রাজা-
 দিগের দিবংশকরণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
 করুন । ঐল ও ইক্ষাকুবংশ কজিয়গণের
 প্রকৃতি বলিয়া কথিত হয় । রাজা এবং অপর
 কজিয়গণ পৃথিবীতে বহুল পরিমাণে বিস্তৃত
 হন । ঐলবংশে বহু কজিয় জন্মিয়াছিল ।
 ইক্ষাকুবংশে তত অধিক নয় । ইহাদের
 কুল একশত পরিমিত । ঐরূপ ভোজ-
 বংশ ক্রমশঃ বিস্তারে উহার দ্বিগুণ হয় ।
 ঐ কত্রগণ নামের সহিত অতীত হইয়া-
 ছেন । তাঁহাদের বিষয় আমি কীর্তন
 করিতেছি ; শ্রবণ করুন । প্রতিবিক্য-

বংশীয়গণের সংখ্যা শত ; এইরূপ নাগ-
 বংশীয়গণের শত, হুমবংশীয়গণের শত, ধার্ড-
 রাষ্ট্রদিগের শত, জনমেজয় বংশীয়দিগের
 অশীতি, ব্রহ্মদন্তদিগের শত, কুরদিগের
 শত, পাকালগণের শত, কাশিকুশাদিগণের
 শত, এবং নীপ ও শশবিন্দুগণের সংখ্যা
 দুই সহস্র, এই সকল কজিয় যাগলীল ও
 ভূরিদাকণ ছিলেন । এই প্রকার শত সহস্র
 রাজ্যি অতীত হইয়াছেন । বর্তমান মন-
 স্তরে বিদ্যু বৈবন্ত মস্তর যে বংশাবলী,
 উহার নিধনোংপত্তিতে লোকের হিত ও
 সংক্ষয় সজ্জটিত হয় । ঐ বংশবিস্তৃতি
 পুষ্কাপর বর্ণনা করা হুহুহ । ঐ অষ্টাবংশতি-
 সংখ্যক বংশাবলী বৈবন্ততান্তরে দেব-
 গণের সহিত গত হইয়াছে, বাহা অবশিষ্ট
 আছে ; তাহা শ্রবণ করুন । ঐ বংশধর
 মহাস্বগণ ত্রিচরারিঃশংসংখ্যক । অবশিষ্ট
 বৈবন্তগণ যুগ-আখ্যায় অভিহিত । এই
 বংশের কতকগুলি সংক্ষেপে ও কতগুলি
 বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিলাম । বহু বংশতঃ
 পুনরায় বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতে সক্ষম

উক্তা রাজর্ষয়ো যে তু অতীতান্তে যুগৈঃ সহ ।
যে তে যযাতিবংশীনাং যেচ বংশা বিশাম্পতে
কীৰ্ত্তিতা হ্যতিমন্তন্তে য একান ধারয়েন্নরঃ ।
লভতে স বরান পঞ্চ দুর্লভানিহ লৌকিকান্ ।
আয়ুঃ কীৰ্ত্তিঃ ধনং স্বর্গং পুত্রবংশাভিজায়তে
ধারণাঙ্কবর্ণাটৌব পরং স্বর্গস্ত ধীমতঃ ॥৮১

ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণে ভবিষ্যরাজাহু-
কীৰ্ত্তনং নাম ত্রিসপ্তত্যাধিকাবিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭৩ ॥

চতুঃসপ্তত্যাধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

স্তায়েনার্জনমর্থানাং বর্জনকাতিরক্ষণম্ ।
সংপাত্তপ্রতিপত্তিঞ্চ সর্বশাস্ত্রেষু পঠাতে ॥১
কৃতকৃত্যো ভবেৎ কেন মনসী ধনবান বুধঃ ।
মহাদানেন দত্তেন তন্নো বিস্তরতো বদ ॥২

হইলাম না। হে বিশাম্পতে! হ্যতি-
মান যযাতিবংশীয় যে সকল রাজর্ষির নাম
উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই যুগের
সহিত অস্তিত্ব হইয়াছেন। যে ব্যক্তি এই
ভবিষ্যরাজবৃত্তান্ত ধারণা করেন, তিনি পাঁচটি
লৌকিক বর লাভ করেন। ঐ পাঁচটি বর
এই—আয়ু, কীৰ্ত্তি, ধন, স্বর্গ, ও পুত্র।
এই প্রবন্ধ ধারণ ও শ্রবণ করিলে পবন
স্বর্গ লাভ হয়। ৫৮—৮১।

ত্রিসপ্তত্যাধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুঃসপ্তত্যাধিকাবিশততম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—স্তায়ানুসারে অর্থো-
পার্জন ও উপাধিতার্থের বর্জন অতিরক্ষণ
এবং সংপাত্তে প্রতিপাদন এ সমস্ত সর্ব-
শাস্ত্রেই কথিত আছে। মনসী ধনবান পণ্ডিত
সকল কোন মহাদান প্রদান করিয়' কৃতকৃত্য
হইবে? হে সূত! আপনি এ সকল আমা

সূত উবাচ ।

অখাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানানুকীৰ্ত্তনম্ ।
দানধর্ম্মেহপি যমোক্তং বিমুনা প্রভাবিমুনা ॥৩
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমমুত্তমম্ ।
সর্বপাপক্ষয়করং মূণাং হুঃস্বপ্ননাশনম্ ॥৪
যতঃ ষোড়শা প্রোক্তং বাসুদেবেন তু তলে
পুণ্যং পবিত্রমাবুধ্যং সর্বপাপহরং শুভম্ ॥৫
পুঞ্জিতং দেবতাভিষ্ঠ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদিভিঃ ।
আদ্যন্ত সর্বদানানাং তুলাপুরুষসংজ্ঞকম্ ॥৬
হিরণ্যগর্ভদানঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডং তদনন্তরম্ ।
কল্পপাদপদানঞ্চ গোসহস্রঞ্চ পঞ্চমম্ ॥৭
হিরণ্যকামধেহুচ হিরণ্যাবন্তথৈব চ ।
হিরণ্যাবরথন্তত্বকেমহাস্তরথন্তথা ॥৮
পঞ্চলাঙ্গলকং তদ্বক্ষ্যাদানং তথৈব চ ।
ছাদশং বিশ্বক্রেস্ত ততঃ কল্পলতাশ্চকম্ ॥৯
সপ্তসাগরদানঞ্চ রত্নধেহুস্তথৈব চ ।
মহাত্তঘটস্তত্বৎ ষোড়শং পারিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১০

দিগকে বিস্তৃতরূপে বলুন। সূত কহিলেন,—
অঃপর আমি আপনাদিগের নিকট মহা-
দানের বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি। ভগবান
প্রভাবিমু বিষ্ণু, উহা আমাদিগের নিকট
কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। ঐ অমুত্তম মহাদান
মনবদিগের সর্বপাপ ক্ষয়কর ও হুঃস্বপ্ন-
নাশক। ভগবান বাসুদেব উহা ষোড়শভাগে
বিভক্ত করিয়া এই তুতলে প্রচার করিয়া-
ছেন। ঐ পুণ্যজনক সর্বপাপহর শুভ দান—
ব্রহ্মাণ্ডদান, কল্পপাদ দান, গোসহস্র দান,
হিরণ্যকামধেহু দান, হিরণ্যাব দান, হিরণ্যাব
রথ দান, হেম-হাস্ত-রথ দান, পঞ্চলাঙ্গলক
দান, ধরা দান, বিশ্বক্রে দান, কল্পলতা দান,
সপ্তসাগর দান, রত্নধেহু দান ও মহা-
তুতঘট দান—এই ষোড়শ প্রকার মহা-
দানের নাম পারিকীৰ্ত্তিত হইল ॥ ১—১০। পূর্বে

সক্ষিপ্যেতানি কৃতবান্ পুরা শব্দংস্বনঃ ।
বাসুদেবস্ত ভগবান্দ্বয়ৌবোহথ ভার্গবঃ ॥ ১১
কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনো নাম প্রহ্লাদঃ পৃথুরেব চ ।
কুৰ্য্যুরস্তে মহীপালাঃ কেচিচ্চ ভরতাদয়ঃ ॥ ১২
যস্মাদ্বিস্মসংশ্লেষ মহাদানানি সৰ্বদা ।
রক্ষন্তে দেবতাঃ সৰ্বা এতৈককমপি কৃতলে ॥ ১৩
এষামন্ততমঃ কুৰ্য্যাদ্বাসুদেবপ্রসাদতঃ ।
ন শক্যমন্তথা কৰ্ত্তুমপি শক্রেণ কৃতলে ॥ ১৪
তস্মাদারাদ্য গোবিন্দমুমাপতি-বিনায়কৌ ।
মহাদানমথঃ কুৰ্য্যাদ্বিষ্টৈঃ চবাহুমোদিতঃ ॥ ১৫
এতদেবাহ মনবে পরিপূৰ্ণৌ জনার্দিনঃ ।
যথাবদম্বুবক্ষ্যামি শৃণুস্বথুশ্রিতম্ভাঃ ॥ ১৬
মহুকবাচ ।

মহাদানানি যানৌহ পবিত্রাণি শুভানি চ ।
রহস্তানি প্রদেয়ানি তানি মে কথয়চ্চাত ॥ ১৭

শব্দংস্বন ভগবান্ বাসুদেব এই সকল দান করিয়াছিলেন। অদ্বয়ীষ, ভার্গব, কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন, প্রহ্লাদ ও পৃথু—ইহারা সকলে এবং অন্তান্ত ভরতাদি মহীপাল-গণও বিদ্যাপনোদনের নিমিত্ত সৰ্বদা এই সকল মহাদান দান করিতেন এবং ঐ মহা দানের ফলে তাঁহারা সকলেই সৰ্ব দেবগণ কর্ত্তক পরিরক্ষিত হইতেন। এই ষোড়শ প্রকার দানের মধ্যে যদি কেহ একটরও অমুষ্ঠান করে, তাহা হইলে শক্রও তাঁহার অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হন না। অতএব গোবিন্দ, উমাপতি ও বিনায়কের আরাধনা-পুরঃসর বিপ্রাহুমোদিত হইয়া সকলেরই এই মহাদান-যজ্ঞের অমুষ্ঠান করা উচিত। ভগবান্ জনার্দন পরিপূৰ্ণ হইয়া মন্থর নিকট যেরূপ মহৎ দানের বিষয় কীৰ্ত্তন করেন, হে ঋষিসত্তমগণ! আমিও তদমুরূপ আপনা-দের নিকট ব্যক্ত করিতেছি; শ্রবণ করুন। মন্থর বলিলেন,—হে ঋচুত! এই সংসারে যে সকল মঙ্গলজনক পবিত্র রহস্তময় মহাদান প্রদেয়, আপনি তাহা আমার নিকট প্রকাশ

মৎস্ত উবাচ ।

যানি নোক্তানি শুভানি মহাদানানি ষোড়শ ।
তানি তে কথয়িষ্যামি যথাবদম্বুপূৰ্ণিণঃ ॥ ১৮
তুলাপুরুষযোগোহয়ঃ যেযামাদৌ বিধীয়তে ।
অয়নে বিযুবে পুণ্য ব্যতীপাতে দিনকয়ে ॥ ১৯
যুগাদিমপরাগেযু ভব মমন্তরাদিব ।
সংক্রান্তো বৈশ্বাতিদনে চতুর্দশীমীষু চ ॥ ২০
শিতপঞ্চদশীপক্ষ-দ্বাদশীষষ্টকাসু চ ।
যজ্ঞোৎসববিবাহেবু হুঃসপ্নাভুতদর্শনে ॥ ২১
দ্রব্য-ব্রাহ্মণলাভে বা শ্রদ্ধা বা যত্র জায়তে ।
তীর্থে বায়তনে গোষ্ঠে কুপারামসারেসু চ ॥
গৃহে বায়তনে বাপি তড়াগে ক্রাচরে ষথা ।
মহাদানানি দেয়ানি সংসারভয়ভীকণা ॥ ২৩
অনিত্যঃ জীবিতঃ যস্মাদম্বু চাতীব চঞ্চলম্ ।
কেথেষেব গৃহীতঃ সন্মৃত্যুনা ধর্ম্মমচরেৎ ॥ ২৪
পুণ্যঃ ত্রিধিমথাসাদ্য কুদ্বা ব্রাহ্মণবাচনম্ ।
ষোড়শারতিমাত্রস্ত দশ দ্বাদশ বা করান ॥ ২৫

করুন। মৎস্ত কহিলেন,—যে অতি শুভ ষোড়শবিধ মহাদান অত্মাপি উক্ত হয় নাই, তাহা আমি যথাযথ আবুপূৰ্ণিক বলিতেছি; শ্রবণ কর। এই সকল দানের প্রথমেই তুলাপুরুষযোগ নামক দান বিধিত হইয়াছে। অয়ন, বিযুব, পুণ্যদিন, ব্যতীপাত, দিনকয়, যুগাদি, উপরাগ, মমন্তরাদি, সংক্রান্ত, বৈশ্বাতি, চতুর্দশী, অষ্টমী, শিত পঞ্চদশী, পঞ্চদিন, দ্বাদশী, ষষ্টকা, যজ্ঞ, উৎসব, বিবাহ হুঃসপ্নদর্শন, অভুতদর্শন, দ্রব্য ও ব্রাহ্মণলাভ, অভিলষিত দিন, তীর্থ আয়তন, গোষ্ঠ, কুপ, আরাম, সরিৎ, গৃহ ও ক্রাচর তড়াগ—এই সকল দিন, নিমিত্ত ও স্থানলাভে সংসার-ভয়-ভীক ব্যক্তি মহাদান অবশ্য প্রদান করবে। যেহেতু জীবন অনিত্য এবং ধন অতীব চঞ্চল। ‘মৃত্যু কেশাকর্ষণ করিতেছে’ এই-রূপাববেচনা করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম আচরণ করা বিধেয়। ১১—২৪। জ্ঞানী ব্যক্তি পুণ্য ত্রিধিতে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্থতিবানপুঃসর ষোড়শ অরতিপরিমিত, দশংস্তু কিংবা দ্বাদশ

মণ্ডপং কারয়েৎ ছান্ চতুর্ভুজসনং বৃধঃ ।
 সপ্তহস্তা ভবেৎবেদী মধ্যে পঞ্চকরা তথা ॥ ২৬
 তন্মধ্যে তোরণং কুর্ধ্যাৎ সারদাক্রময়ঃ বৃধঃ ।
 কুর্ধ্যাৎ কুণ্ডানি চত্বারি চতুর্দিক্ বিচক্ষণঃ ॥ ২৭
 সমেখলাষে নিযুতানি কুর্ধ্যাৎ
 সম্পূর্ণকুণ্ডানি সহাসনানি ।
 স্তূভাসপাত্রদ্বয়সংযুতানি
 সমস্তপাত্রাণি সুবিষ্টরাণি ॥ ২৮
 হস্তপ্রমাণানি তিলাজ্যধূপ-
 পুষ্পোপহারানি সুশোভনানি ।
 পূর্বোত্তরে হস্তমিতাধ বেদী
 গ্রহাদিদেবেশ্বরপূজনায় ॥ ২৯
 অজ্ঞানং ব্রহ্মশিবচ্যুতানাং
 তৈত্রৈব কার্য্যং ফল-মাল্য-বসৈঃ ।
 লোকেশবর্ণাঃ পরিতঃ পতাকা
 মধ্যে ধ্বজঃ কিঞ্চিৎকাযুতঃ স্ত্রাৎ ॥ ৩০
 দ্বারেষু কার্য্যানি চ তোরণানি
 চত্বাধ্যপি কীরবনস্পতীনাম্ ।

হস্ত পরিমিত মণ্ডপ করিবে এবং ঐ মণ্ডপ,
 চারিটি ভদ্রাসনাবিশিষ্ট হইবে। ঐ মণ্ডপ
 মধ্যে সপ্তহস্ত-পরিমিত বেদী করিয়া তন্মধ্যে
 পঞ্চহস্ত-পরিমিত আর একটি বেদী করিতে
 হইবে। ঐ পঞ্চহস্ত-পরিমিত বেদী সার-
 দাক্রময় তোরণে অলঙ্কৃত করিয়া উহার
 চারিদিকে চারিটি কুণ্ড রচনা করিবে। ঐ
 কুণ্ডচতুষ্টয়ে সম্পূর্ণ কুস্ত, আসন, তাম্রপাত্র-
 দ্বয়, বস্ত্রপাত্র, বিষ্টর, তিল, আজ্য, ধূপ,
 দীপ ও অজ্ঞাত পুষ্পোপহারে সুশোভিত
 করিবে। ঐ কুণ্ড হস্তপ্রমাণ করিতে
 হইবে। কুণ্ডের পূর্বোত্তর কোণে হস্ত
 পরিমিত বেদী করিবে। ঐ বেদিতে
 গ্রহাদি দেবেশ্বরের পূজা করিতে হইবে।
 ঐ বেদী মধ্যে ফল, মাল্য ও বস্ত্রাদি
 দ্বারা ব্রহ্মা, শিব, ও অচ্যুতের পূজা
 করিতে হইবে এবং উহার চতুর্দিকে নানা
 বর্ণ পতাকা প্রোথিত করিবে। ঐ পতাকার
 মধ্যভাগ কিঞ্চিৎগুরু হইবে। এই বেদীর

দ্বারেষু কুস্তদ্বয়মত্র কার্য্যং
 অগ্নিগন্ধধূপাদররত্নধূকম্ ॥ ৩১
 শালেঙ্গুদী চন্দন দেবদারু-
 ক্রীপণ বিম্ব-প্রিয়কাঞ্চনোথম্ । *
 স্তম্ভদ্বয়ং হস্তদুগাবধাতং
 কুড়া দৃঢ়ঃ পঞ্চকরোচ্ছ্রিতক ॥ ৩৩
 তদন্তরং হস্তচতুষ্টিয়ং স্ত্রা-
 দধোদরদ্বন্দ্ব তদন্তমেব ।
 সমানজাতিশ্চ তুলাবলদ্বা
 তৈমেন মধ্যে পুরুষেণ যুক্তা ॥ ৩৩
 দৈর্ঘ্যেণ সা হস্তচতুষ্টিয়ং স্ত্রাৎ
 পৃথুত্বমস্ত্রাশ্চ দশাঙ্গুলানি ।
 সুবর্ণপট্টাভরণা তু কার্য্য
 সা লৌহপাশদ্বয়শ্চালতিঃ ॥ ৩৪
 যুতা সুবর্ণেন তু রত্নমালা-
 বিভূষিতা মাল্য-বিলেপনাত্যাম্ ।

চারিদিকে চারিটি কীরি-বৃক্ষের তোরণ
 করিবে। প্রত্যেক দ্বারে মাল্য, গন্ধ, ধূপ,
 বস্ত্র ও রত্নযুক্ত দুইটি করিয়া কুস্ত স্থাপন
 করিবে। শাল, ইঙ্গুদী, চন্দন, দেবদারু
 ক্রীপণী, বিম্ব, ও প্রিয়কাঞ্চন—এই সকল
 কাষ্ঠের দুইটি স্তম্ভ করিবে। ঐ স্তম্ভ দ্বিহস্ত-
 পরিমিত প্রোথিত করিয়া দৃঢ় করিবে এবং
 পঞ্চহস্তপরিমিত উচ্চ হইয়া থাকিবে। ২৫—
 ৩৩। স্তম্ভদ্বয়ের পরস্পর চারি হস্ত ব্যবধান
 থাকিবে। আর একখানি স্তম্ভজাতীয় দৃঢ়
 কাষ্ঠ উভয়স্তম্ভব্যাঙ্গী পরিমাণ স্থাপন করিবে।
 পরে একবিধ পদার্থনির্মিত তুলাপাত্রদ্বয়
 লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা সম্বন্ধ করিবে। ইহার
 মধ্যে একটি কাঞ্চনময় পুরুষমূর্ত্ত স্থাপন
 করা কর্তব্য। তারপর চারিহস্ত দীর্ঘ ও
 দশাঙ্গুল স্থূল এবং সুবর্ণ পট্টভূষিত তুলাদ-
 ওর দুই দিকে শৃঙ্খলদ্বয় যোজিত করিবে।
 ঐ তুলাদণ্ড সুবর্ণধাচিত রত্নমালা দ্বারা
 বিভূষিত করিবে এবং উহা মাল্য ও বিলে-

১ চক্রে লিপেহারিঙ্গগর্ভযুক্তঃ
নানারজোভির্ভূব পুষ্পদীপম্ ॥ ৩৫
বিতানককোপার পঞ্চবর্ণঃ
সংস্থাপয়েৎ পুষ্পকলোপশোভম্ ।
অথহিজো বোবদন্ত কার্য্যঃ
সুরূপবেশাধয়শীলযুক্তাঃ ॥ ৩৬
বিধানদক্ষঃ পটবোহমুকুল
যে চাধ্যদেশ প্রভবা হিজেন্দ্রাঃ
শুরুচ বেদান্তবিদ ধ্যবংশ
সমুদ্ভবঃ শীলকুলাভিরূপঃ ॥ ৩৭
পুরাণশাস্ত্রাভরতোহতিদক্ষঃ
প্রসন্নগন্তীরসরসভাকঃ ।
সিতাহরঃ কুণ্ডল-হেমমুত্র-
কেয়ুর-কণ্ঠাভরণাভিরামঃ ॥ ৩৮
পূর্বেণ ঋগ্বেদবিদাবাস্তাঃ
যজুঃসদৌ দাক্ষণতশ্চ শস্তৌ ।
স্থাপ্যৌ হিজৌ সামবদৌ তু পশ্চা-
দাথস্রণাবুত্তরতন্ত কার্য্যৌ ॥ ৩৯
বিনায়কাদি-গ্রহ-লোকপাল-
বসন্তকাদিত্যমরুদগণানাম্ ।

পন দ্বারা সুসজ্জিত করিবে। অনন্তর
ভূমিতে নানাবর্ণের রজঃ দ্বারা বারিঙ্গ-গর্ভ
চক্রে অঙ্কিত করিয়া এই চক্রে পুষ্প বিকিরণ
করিবে। এই মণ্ডপোপরি পুষ্পকলোপ
শোভিত পঞ্চবর্ণ চন্দ্রাতপ বিস্তৃত করিবে।
বেদবিৎ, সুশীল, সুরূপ, সুবেশ ও সৎ-
সমুদ্ভূত ঋষিকুলে কার্য্যে ব্রতী করিবে।
ঋষিকুল—বিধানদক্ষ, পটু, অমুকুল, আধ্য-
দেশ-সমুদ্ভূত ও হিজেন্দ্র হওয়া আবশ্যিক।
বেদান্তবিৎ, আধ্যবংশসমুদ্ভূত, কুল শীল
সম্পন্ন, পুরাণজ্ঞ, দক্ষ, প্রসন্ন-গন্তীরভাষী,
শুরুচরপারিধায়ী, এবং কুণ্ডল, হেমমুত্র
কেয়ুর ও কণ্ঠাভরণে সুশোভিত ওরু
এই কার্য্যে বৃত্ত হইবেন। মণ্ডপের পূর্বে
ঋগ্বেদবিৎ, দক্ষিণে যজুঃসদৌ, পশ্চিমে সাম-
বিৎ ও উত্তরে অথস্রবিৎ, ব্রাহ্মণকে উপ-
বেশন করাইতে হয়। বিনায়কাদি গ্রহ,

ব্রহ্মাচ্যুতে থাকিবনম্পতীনাং
স্বমস্তুতো হোমচতুষ্টিঃ স্তাৎ ॥ ৪০
জপ্যানি স্তূত্যানি তথৈব চৈবা-
মমুক্তমেনাপি যথাস্বরূপম্ ।
হোমাবসানে কৃততুর্ধ্যানাদো
শুরুগুণীহা বলি-পুষ্প-ধূপম্ ।
আবাহঃ লোকপতীন্ ক্রমেণ
মল্লৈরমৌভির্ভজমানযুক্তঃ ॥ ৪১
এহেহি সর্গামর-সিন্ধু-সাধ্যো-
রাভিষ্টৌতো বজ্রধরোহমরেশঃ ।
সংবীজ্যমানোহপরাগাং গণেন
রক্ষাধ্বঃ নো ভগবন্ নমস্তে ॥ ৪২
ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ।
এহেহি সর্গামর-ব্যবাহ
মুনিপ্রবীটৈরভিতোহভিষ্টৌঃ ।
তেজস্বিনা লোকগণেন সার্কিঃ
মমাধ্বরঃ রক্ষ কবে নমস্তে ॥ ৪৩

লোকপাল, অষ্টবসু, আদিত্য, মরুদগণ,
ব্রহ্মা, অচ্যুত, ঈশ, অর্ক ও বনম্পতিগণের
চারিদিকে চারিবার হোম করিতে হইবে এবং
এইরূপে উহাদের ক্রমানুসারে স্তূত-মন্ত্র জপ
করিতে হইবে। অনন্তর হোমাবসানে তুর্ধ্যানাদ
করিতে করিতে শুরু, যজমান-সমভিব্যাহারে
বলি-পুষ্প ধূপ গ্রহণ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে
ক্রমানুসারে লোকপালগণের আবাহন করি-
বেন ১৩৪—৪১। যথা, হে অমরেশ! বজ্রধর!
আপনি সিন্ধু, সাধ্য ও নিখিল অমরগণ কর্তৃক
অভিষ্ট হইতেছেন; অপরাগণ আপনাকে
সমদা বাজন করিতেছে। হে ভগবন্!
আপনি আগমন করিয়া আমার যজ্ঞ রক্ষা
করুন। আপনাকে নমস্কার। “ওঁ ইন্দ্রায়
নমঃ” এই বলিয়া ইন্দ্রের আবাহন করিবে।
হে কবে! হে সর্গামর-ব্যবাহ!
আমুন—আমুন, আপনি মুনিপ্রবরগণ
কর্তৃক সেবিত হন, আপনি তেজস্বী লোক-
গণের সহিত আমার যজ্ঞ রক্ষা করুন।

ও অগ্নয়ে নমঃ ।

এহেহি বৈবস্বত ধৰ্ম্মরাজ
সৰ্বামৰৈরক্ষিত দিব্যমূৰ্ত্তে ।

ভূতাত্তানন্দভূতামধীশ

শিবায় নমঃ পাহি যথং নমস্তে ॥ ৪৪

ও যমায় নমঃ ।

এহেহি ত্ৰক্ষোগণনাথকৃত্য:

সৰ্বৈক বেতাল-পিশাচসংজ্ঞেয়ঃ ।

যমাপ্সরঃ পাহি ভূতাদিনাথ

লোকেশ্বরত্বং ভগবন্ নমস্তে ॥ ৪৫

ও নিখাতয়ে নমঃ ।

এহেহি ষাদোগণবারিধীনাং

গণেন পৰ্জ্জন্তমহাপ্সরোভিঃ ।

বিজ্ঞাধরেন্দ্রামরগীৰ্য়মান

পাহি ভূমন্মান ভগবন্ নমস্তে ॥ ৪৬

ও বক্রণায় নমঃ ।

এহেহি যজ্ঞে মম রক্ষণায়

মৃগাধিকৃতঃ সহ স্কিৎসজ্ঞেয়ঃ ।

প্রাণাধিপঃ কালকবে: সহায়ো

গৃহাণ পূজাং ভগবন্ নমস্তে ॥ ৪৭

আপনাকে নমস্কার, “ও অগ্নয়ে নমঃ”। হে বৈবস্বত, ধৰ্ম্মরাজ, দিব্যমূৰ্ত্তে! আশুন, আশুন। আপনি সৰ্ব্ব অমরগণ কর্তৃক অৰ্চিত হন। হে ভূতাত্তানন্দ-শোকের অধীশ্বর! আপনি যজ্ঞলের নিমিত্ত আমাদিগকে পালন করেন। যজ্ঞ রক্ষা করেন, আপনাকে নমস্কার; “ও যমায় নমঃ”। হে ভগবন্! ভূতাদিনাথ! আশুন, আশুন। আপনি ত্ৰক্ষোদিনাথ, লোকেশ্বর। নিখি-বেতাল ও পিশাচ গণ দ্বারা আপনি আমার যজ্ঞ রক্ষা করেন; আপনাকে নমস্কার; “ও নিখাতয়ে নমঃ”। ভগবন্! হে বিজ্ঞা-ধরেন্দ্রামরগীৰ্য়মান! আপনি ষাদোগণ, বারিধিগণ, পৰ্জ্জন্ত ও অপ্সরোগণের সহিত আগমন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন। আপনাকে নমস্কার, “ও বক্রণায় নমঃ”। হে কাল-কবির সাহায্যকারিন্ ও প্রাণাধিপ,

ও বায়বে নমঃ ।

এহেহি যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞরক্ষা:

বিধ্বংস নক্ষত্রগণেন সাক্ষিঃ ।

সকৌষধীভিঃ পিতৃভিঃ সহৈব

গৃহাণ পূজাং ভগবন্ নমস্তে ॥ ৪৮

ও সোমায় নমঃ ।

এহেহি বিধেশ্বর নৃশূন্য-

কপাল-খট্টাঙ্গধরেণ সাক্ষিঃ ।

লোকেশ যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞসিদ্ধো

গৃহাণ পূজাং ভগবন্ নমস্তে ॥ ৪৯

ও ঈশানায় নমঃ ।

এহেহি পাতালধরাধরেন্দ্র

নাগাঙ্গনা-কিন্নরগীৰ্য়মান ।

যক্ষোত্তরগেন্দ্রামরলোকসাক্ষি-

মনন্ত রক্ষাধরমন্মদৌষম্ ॥ ৫০

ও অনন্তায় নমঃ ।

এহেহি বিশ্বাধিপতে মুনীন্দ্র

লোকেন সাক্ষিঃ পিতৃদেবতাভিঃ ।

মৃগাধিকৃত বায়ো! আপনি সিদ্ধসত্ত্ব সমভি-ব্যাঘারে আগমন করিয়া যজ্ঞে আমার রক্ষা করেন এবং আমার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করেন। আপনাকে নমস্কার; “ও বায়বে নমঃ”। হে যজ্ঞেশ্বর, ভগবন্ সোম! আপনি সৰ্ব্ব ঔষধি, পিতৃ এবং নক্ষত্রগণের সহিত আগমন করিয়া আমার পূজা গ্রহণ করেন। আপনাকে নমস্কার করি। “ও সোমায় নমঃ”। হে ভগবন্! আপনি বিধেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, এবং লোকেশ। আপনি শূন্য-কপাল-খট্টাঙ্গধরগণের সহিত আগমন করিয়া যজ্ঞ-সিদ্ধির নিমিত্ত আমার পূজা গ্রহণ করেন। আপনাকে প্রণাম করি। “ও ঈশানায় নমঃ”। হে পাতাল ধরা ধরেন্দ্র! হে নাগা-ঙ্গনা-কিন্নর গীৰ্য়মান! হে অনন্ত! আপনি যক্ষ, উত্তরগেন্দ্র ও অমর লোকের সহিত আমার যজ্ঞ রক্ষা করেন। আপনাকে প্রণাম করি। “ও অনন্তায় নমঃ”। হে ভগবন্ বিশ্বাধিপতে মুনীন্দ্র! পিতৃদেবতা

সর্বশ্ব ধাতাস্থিতপ্রভাব

বিধাধ্বরং নো ভগবন্ নমস্তে ॥ ৫১

ও ব্রহ্মণে নমঃ ।

জৈলোক্যে যানি ভূতানি স্বাবরাণি চরাণি চ ।

ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবৈঃ সার্কং রক্ষাং কুর্ষন্ত তানি মে

দেব দানব-গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পরগাঃ ।

ঋষয়ো মনবো গাবো দেবমাতর এব চ ॥ ৫৩

সর্বৈ মমাক্ষরে রক্ষাং প্রকুর্ষন্ত যুদাধিতাঃ ।

ইত্যাবাহু শুরান দত্তাদৃষ্টিগুভোঃ হেমভূষণম্

কুণ্ডলানি চ হৈমানি সূত্রাণি কটকানি চ ।

অঙ্গুলীযপাণ্ড্রাণি বাসাসি শয়নানি চ ॥ ৫৫

দ্বিগুণং গুরবে দত্তাভূষণাচ্ছাদনানি চ ।

জপেযুঃ শাস্তিকাধ্যায়ঃ জাপকাঃ সর্বতোদিশম্

তত্তোষিতাঃ তে সর্বৈ কুদৈবমধিবাসনম্ ।

আদ্যবস্তে চ মধ্যে চ কুধ্যাদব্রাহ্মণবাসনম্ ॥ ৫৭

ততো মঙ্গলশব্দেন প্রাপ্তিতে বেদশুদ্ধতৈঃ ।

দ্বিঃ প্রদক্ষিণমারুতা গুহ্যতকুম্ভাঙ্গুলিঃ ॥ ৫৮

ও লোকপালগণের সহিত আগমন করিয়া

আমার যজ্ঞে প্রাণ করুন। হে অমিত-

প্রভাব! আপনি সর্বের বিধাতা; আপ-

নাকে নমস্কার। ও ব্রহ্মণে নমঃ। এই

যে সকল বৈলোক্যে চরাচর ভূত আছে,

তাহারা সকলে ব্রহ্ম বিষ্ণু-শিবের সহিত

আমার রক্ষা করুন। হে দেব—দানব—

গন্ধর্বা—যক্ষ—রাক্ষস—পরগণ! হে ঋষি

—মানব—গো—দেবমাতাগণ! আপনারা

সকলে স্তম্ভ হইয়া আমার যজ্ঞ রক্ষা করুন।

এই প্রকারে শুরগণের আবাহন করিয়া

ঋতুকগণকে অঙ্গুরী, কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি

হৈম ভূষণ ও যজ্ঞদ্রব্য, বস্ত্র ও শয্যা দান

করবে। শুক্রকে ইহার দ্বিগুণ ভূষণাচ্ছাদন

দান করিবে। জাপকগণ চতুর্দিকে শাস্তিকা

ধায় জপ করিবেন। কর্ণে রূচ ব্রাহ্মণগণ

সকলেই অধিবাসনপুঙ্ক কর্ণের আদি, অন্ত

ও মধ্যে ব্রাহ্মণ-বাচন করিবেন। অনন্তর

কণ্ঠকর্তা বৈদিকপুস্তকগণ কর্তৃক মঙ্গল শব্দ-

পুঙ্কক প্রাপিত হইয়া শুক্র মালাধ্বর-পরি-

তকমালাধ্বরো কুহা তাং তুলামভিমম্বয়েৎ ।

নমস্তে সর্বদেবানাং শক্তিশ্চ সত্যমাহিতা ॥ ৫

সাক্ষিভূতা জগদ্ধাত্রী নির্মিতা বিশ্বযোনিরা ।

একতঃ সর্বসত্যানি তথানুতশতানি চ ॥ ৬০

ধর্ম্মাধর্ম্মকৃতাং মধ্যে স্থাপিতাসি জগদ্ধিতে ।

স্বং তুলে সর্বভূতানাং প্রমাণমিহ কীর্তিতা ॥ ৬১

মাং তোমরস্তী সংসারাহঙ্করন্ব নমোহন্ত তে ।

যোহসৌ তদ্বাধিপো দেবঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ

স একোহধিষ্ঠিতো দেবি ত্বয়ি তস্মাদ্রমো নমঃ ।

নমো নমস্তে গোবিন্দ তুলাপুরুষসংজক ॥ ৬৩

স্বং হরে তারয়তাস্মানস্মাৎ সংসারকর্ম্মমাৎ ।

পুণ্যকালং সমাসাত্ত কুদৈবমধিবাসনম্ ॥ ৬৪

পুনঃ প্রদক্ষিণং কুহা তুলামারোহয়েদ্বুধঃ ।

সখজ-চর্ম্ম-কবচঃ সর্বাভরণভূষিতঃ ॥ ৬৫

ধর্ম্মরাজমখাদায় হৈমং সূর্য্যেণ সংযুতম্ ।

ধানান্তে কুম্ভমাকুলি গ্রহণ করিয়া তিনবার

প্রদক্ষিণ করার পর সেই তুলা অভিমুখিত

করিবেন। ৪২—৫৮। বলিবেন,—হে তুলে!

তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব দেবের

শক্তিস্বরূপ; এবং সত্য আশ্রয় করিয়া আছ।

হে জগদ্ধাত্রী! বিশ্বযোনি তোমায় সাক্ষিরূপে

নির্দেশ করিয়াছেন। হে জগদ্ধিতে! তুমি

ধর্ম্মাধর্ম্মকারীদিগের নিখিল সত্য ও অনুত-

শতের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছ। হে তুলে! তুমি

এই সংসারে সর্বভূতের প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছ।

অতএব তুমি আমার তুলনা করিয়া আমায়

সংসার হইতে উদ্ধার কর; তোমায় নম-

স্কার। যিনি প্রসিদ্ধ দেব পঞ্চবিংশদেশীর

তদ্বাধিপ পুরুষ—হে দেবি! যাজ্ঞ তিনিই

তোমাতে অধিষ্ঠিত থাকেন। অতএব তোমায়

পুনঃপুনঃ নমস্কার। হে তুলাপুরুষসংজক

গোবিন্দ! তোমায় নমস্কার। হে হরে!

তুমি এই সংসার-কর্ম্ম-পতিত অস্মাদেব

উদ্ধার সাধন কর। পাণ্ডিত ব্যক্ত শুভকণে

অধিবাসনপুঙ্ক পুনরায় প্রদক্ষিণ করিয়া তুলা

আরোহণ করিবেন। সখজ-চর্ম্ম-কবচধারী,

সর্বভরণ-ভূষিত পুরুষ উভয় করে মূর্তি

করাভ্যাঃ বন্ধুষ্টিভ্যামাক্তে পশুন্ হরের্মুখম্ ।
 ততোহপরে তুলাভাগে স্তম্বেষুদ্বিজপুঙ্গবাঃ ।
 সমাদভ্যাধিকং যাবৎ কাঞ্চনকাতিনির্ম্মলম্ ॥ ৬৭ ॥
 পুষ্টিকামস্ত কুর্কীত তুমিসংস্থঃ নরেশ্বরঃ
 কণমাত্রাঃ ততঃ স্তিত্বা পুনরেবমুদীরয়েৎ ॥ ৬৮ ॥
 নমস্তে সৰ্বভূতানাং সাক্ষিভূতে সনাতনি ।
 পিতামহেন দেবি ত্বং নির্ম্মিতা পরমেষ্ঠিনা ॥ ৬৯ ॥
 ত্বয়ঃ স্তুতং জগৎ সৰ্বং সহস্রাবরজঙ্গমম্ ।
 সৰ্বভূতাস্তুভূতহে নমস্তে বিশ্বধারিণি ॥ ৭০ ॥
 ততোহবতার্ঘ্য গুরবে পূৰ্ব্বমৰ্কঃ নিবেদয়েৎ ।
 ঋত্বিগৃভোহপরমৰ্কস্ত দত্তাঙ্গদকপূৰ্ব্বকম্ ॥ ৭১ ॥
 গুরবে গ্রামরত্নানি ঋত্বিগৃভ্যশ্চ নিবেদয়েৎ ।
 গ্রাপ্য তেযামমুক্তাস্ত তথাস্তেভোহপি দাপন্নঃ
 দীনানাথাবিশটানীন্ পূজয়েদ্ভ্রাম্মণৈঃ সহ

দ্বারা স্তূপের সহিত হেমময় ধর্ম্মরাজ গ্রহণ
 করিয়া শ্রীহরির মূণ নিরীক্ষণ করিতে
 করিতে তুলাপটে অবস্থান করিবে। অনন্তর
 তুলার অপর দিকে দ্বিজপুঙ্গবগণ সমান
 অপেক্ষা অধিক হওয়া পর্য্যন্ত আঁত জ্যোতি-
 শ্রয় কাঞ্চন সকল স্থাপন করিবেন। হে
 নরেশ্বর! পুষ্টিকামী ব্যক্তি, তুলাপট যাবৎ
 তুমিসংলগ্ন না হয়, তাবৎ তাহাতে সুবর্ণ
 নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে কণকাল তুলা-
 পটে অবস্থান করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে তুলার
 স্তব করিবে।—হে সৰ্বভূত-সাক্ষীভূতে
 সনাতনি! তোমার আমি নমস্কার করি।
 হে দেবি! পরমেষ্ঠী পিতামহ তোমাকে
 নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তুমি সচরাচর
 জগৎ ধারণ করিতেছে। হে বিশ্বধারিণি!
 তুমি নিখিলভূতের আশ্রিত; তোমায়
 আমার নমস্কার। অনন্তর তুলাপট হইতে
 অবতরণ করিয়া সৰ্ব্বাগ্রে গুরুকে অৰ্কেক
 নিবেদন করিবে। পরে আচমন করিয়া
 অপসর্গ পুরোহিতকে প্রদান করিবে।
 গুরু-পুরোহিতকে আরও গ্রাম-রত্ন প্রদান
 করিবে। অনন্তর তাঁহাদের অমুক্তা লইয়া
 অস্তান্ত ব্যক্তিগণকে দান করিবে। ব্রাহ্মণ-

ন চিরং ধারয়েৎকাথে সুবর্ণং প্রোক্ষিতং বৃধঃ ॥
 তিষ্ঠেত্তয়াবৎ সম্যচ্ছোক ব্যাধিকরং নৃণাম্ ।
 শীঘ্রং পরস্বীকরণাক্ষেপঃ প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩৪ ॥
 অনেন বিধানা যন্ত তুলাপুঙ্কবমাচরেৎ ।
 প্রাতিলোকাধিপহানে প্রাতিমম্বস্তরং বসেৎ ॥ ৭৫ ॥
 বিমানেনার্কবর্ণেন কিস্কিনীজালমালিনা ।
 পূজ্যমানোহপ্সরোভ্যশ্চ ততো বিষ্ণুপুরঃ *
 ব্রজেৎ
 বজ্রকোটিপতং যাবৎ তস্মিন লোকে মহৌষতে
 কৰ্ম্মকরাদিহ পুনর্ভূত্ব রাজরাজো
 ভূপালমৌলিমণিগ্রাজতপাদপীঠঃ ।
 শকাধিতো ভবতি যজ্ঞসংস্রযজী
 দীপ্তপ্রভাংজতসমমহৌপলোকঃ ॥ ৭৭ ॥
 যো দায়মানমপি পত্রাতি ভক্তিযুক্তঃ
 কাগান্তরে স্মরতি বাচয়তাত লোকে।

গণের সহিত দীন, অনাথ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি-
 গণকে সম্মানিত করিবে। জানী ব্যক্তি
 উৎসৃষ্ট সুবর্ণ বহুক্ষণ গৃহে রাখিবেন না।
 যদি রাখা হয়, তবে তাহা মানবের শোক ও
 ব্যাধিজনক হয়। সহর দান করিলে মানব
 শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার বিধানে যে
 ব্যক্তি তুলাপুঙ্কব মহাদান আচরণ করেন,
 তিনি প্রাতি মম্বস্তরে লোকাধিপ পদে অধি-
 ষ্ঠিত হন এবং অপ্সরোগণকর্তৃক পূজিত
 হইয়া কিস্কিনীজালমালিত অৰ্কবর্ণ বিমানে
 অধিরোহণপুঙ্কব বিম্বলোকে উপনীত হন
 ও শতকল্পকোট কাল যাবৎ তথায় পূজিত
 হইয়া বাস করেন। পরে কৰ্ম্মক্ষেত্রে তিনি
 এই সংসারে রাজরাজ হইয়া জয়গ্রহণ
 করেন। তখন সামন্ত ভূপালগণ মৌলিমণি
 দ্বারা তাঁহার পাদপীঠ রঞ্জিত করে। তিনি
 যজ্ঞসংস্রযজী ও শুদ্ধাধিত হন এবং প্রদীপ্ত
 প্রভাপে নিখিল নৃপতিমণ্ডল জয় করেন।
 যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই তুলাপুঙ্কব

যো বা শৃণোতি পঠতীজ্জসমানরূপঃ

প্রাপ্নোতি ধাম স পুরন্দরদেবজুষ্টম ॥ ৭৮

ইতি ত্রিংশত্তে মহাপুরাণে মহাদানাত্মকৌর্ভবে
তুলাপুরুষদানং নাম চতুঃসপ্তত্যধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মংশ উবাচ ।

অখাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমমুত্তমম্ ।
নাম্না হিরণ্যগর্ভাখ্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১
পুণ্যং দিনমধাসাগ্র তুলাপুরুষদানবৎ ।
ঋত্বিয়গুপ-সস্তার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্ ॥ ২
কুধ্যাহুপোষিতস্তত্বলোকেশাবাহনং বৃধঃ ।
পুণ্যাহবাচনং কৃত্বা তদ্বৎ কৃত্বাধিবাসনম্ ॥ ৩
ব্রাহ্মণৈরানয়েৎ কুস্তং তপনৌষময়ং শুভম্ ।
ষিসপ্তত্যঙ্গুলোচ্ছ্রায়ং হেমপঙ্কজগর্ভবৎ ॥ ৪
ত্রিভাগহীনবিস্তারমাজ্যকৌরাতিপূরিতম্ ।

দান দর্শন, স্মরণ, অন্তসমীপে প্রকাশ, শ্রবণ
বা পাঠ করে; সে ইন্দ্রসদৃশ হইয়া ইন্দ্র-
সেবিত লোক প্রাপ্ত হয় । ৫২—৭৮ ।

চতুঃসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭৪

পঞ্চসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মংশ কহিলেন,—অতঃপর হিরণ্যগর্ভ-
নামক মহাপাপ-নাশন অমুত্তম মহাদানের
বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন । প্রাজ্ঞ ব্যক্তি
উপবাসী থাকিয়া পুণ্যদিনে তুলাপুরুষ দানের
স্তায় ইহাতেও ঋত্বিক, মগুপ, সস্তার,
ভূষণ ও আচ্ছাদনাদি কল্পনা করিয়া ভগ-
বান্ বিষ্ণুর আবাহন করিবেন । যজ্ঞমান
পুণ্যাহবাচন ও অধিবাসনাদি কার্য সম্পন্ন
করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা স্নেহময় শুভকর এক
কুস্ত আনয়ন করাইবেন । এই কুস্ত দ্বিসপ্ততি
অঙ্গুল উচ্চ, হেমপঙ্কজ-গর্ভ ও আজ্যকৌরাতি

দশাঙ্গাণি চ রত্নানি দাজীঃ সূচীঃ তথৈব চ ॥
হেমনাং সপিঠকঃ বহিরাদিত্যসংযুক্তম্ ।
তথৈবাবরণং নাভেকপবীতক কাঞ্চনম্ ॥ ৬
পার্বতঃ স্থাপয়েৎ তত্বৈকমদণ্ড-কমণ্ডলু ।
পদ্মাকারঃ বিধানঃ স্তাৎ সমস্তাদঙ্গুলাধিকম্ ॥ ৭
মুক্তাবলীসমোপেতং পদ্মরাগসমবিতম্ ।
তিলজ্যোণোপরিগতং বেদিমধ্যে ব্যবহিতম্ ॥
ততো মঙ্গলশব্দেন ব্রহ্মঘোষরবেণ চ ।
সকৌষধ্যাদকল্পান-স্বাপিতো বেদপুঙ্কবৈঃ ॥ ৯
শুক্ৰমালাহরধরঃ সর্কাতরণভূষিতঃ ।
ইমমুচ্চারয়েন্নরঃ গৃহীতকুশুমাজ্জলিঃ ॥ ১০
নমো হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্যকবচায় চ ।
সপ্তলোকসুরাধ্যক্ষ জগদ্ধাত্রে নমো নমঃ ॥ ১১
ভূলোকপ্রমুখা লোকান্তব গর্ভে ব্যবস্থিতাঃ ।
ব্রহ্মাদয়স্তথা দেবা নমস্তে বিশ্বধারিণে ॥ ১২
নমস্তে ভুবনাধার নমস্তে ভুবনাজয় ।
নমো হিরণ্যগর্ভায় গর্ভে যন্ত পিতামহঃ ॥ ১৩

দ্বারা ত্রিভাগে পূরিত হইবে । তৎসমীপে
দশটা অঙ্গু, রত্ন, দাজী ও সূচী সংরক্ষিত
হইবে । এই কুস্ত হেমনাংবিশিষ্ট সপিঠক ও
বহিঃপ্রদেশ আদিত্যসংযুক্ত হইবে । কুস্তের
নাভিদেশ কাঞ্চনময় উপবীত দ্বারা আবৃত
করিবে । উহার উভয় পার্শ্বে হেমদণ্ড কম-
ণ্ডলুময় স্থাপন করিবে । এই কুস্তের চতু-
দিকের অধিকঙ্গুল পরিমিত স্থান পদ্মাকারে
বিহিত হইবে এবং উহা মুক্তাবলীসমুপেত,
পদ্মরাগ-সমবিত, তিলজ্যোণী-সমায়ুক্ত ও
বেদী মধ্যে সংস্থাপিত হইবে । অনন্তর
মঙ্গলশব্দ ও ব্রহ্মঘোষপুরঃসর বেদজ-পুঙ্কব
বিপ্রগণ কর্তৃক সকৌষধিজলে স্থাপিত যজ্ঞ-
মান, শুক্ৰ মালাহরধর ও সর্কাতরণ-ভূষিত
হইয়া কুশুমাজ্জলি গ্রহণান্তে এই মন্ত্র পাঠ
করিবেন—যথা, হে হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যকবচ,
সপ্তলোকসুরাধ্যক্ষ, জগদ্ধাতাঃ । আপনাকে
নমস্কার । হে দেব ! বিশ্বধারিন্ ! তোমার
গর্ভে ভূলোক প্রমুখ ব্রহ্মাদি লোকসকল
বিরাজিত ; তোমাধ নমস্কার । হে ভুবনা-

যতঃসেব ভূতান্য ভূতে ভূতে বাবস্থিতঃ ।
 তন্মাত্মানুকরানেশ-স্বঃসংসারসাগরাৎ ॥ ১৪
 এবমামম্ম তদ্ব্যম্যাবিস্তাস্ত উদযুধঃ ।
 মুষ্টিভ্যাং পরিসংগৃহ ধর্ম্মরাজচতুর্ধ্বৌ ॥ ১৫
 জাহ্নমধ্যে শিরঃ কৃশ্বা হিঠেহক্ষাসপককম্ব ।
 গর্ভাধানং পুংসবনং সৌমস্তোরয়নং তথা ॥ ১৬
 কুর্য়ুহিরণ্যগর্ভস্ত ততস্তে হিজপুঙ্গবাঃ ।
 গীতমঙ্গলঘোষণে গুরুকথাপয়েৎ ততঃ ॥ ১৭
 জাতকর্ম্মাদিকাঃ কুর্য়ুঃ ক্রিধাঃ ষোড়শ চাপরাঃ
 সূচ্যাদিকঞ্চ গুরুবে দক্ষ্যাম্রমিমং জপেৎ ॥ ১৮
 নমো হিরণ্যগর্ভায় বিশ্বগর্ভায় বৈ নমঃ ।
 চরাচরস্ত জগতো গৃহভূতায় বৈ নমঃ ॥ ১৯
 যথাহং জনিতঃ পূর্ব্বং মর্ত্যধর্ম্মা সুরোত্তম ।
 তদগর্ভসম্বাদেষ দিব্যদেহো ভবাম্যহম্ ॥ ২০

যার, বিশ্বাম্রয়, হিরণ্যগর্ভ, পিতামহ ! আপ-
 নাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার । হে দেব !
 যেহেতু আপনি ভূতান্য ও প্রতিভূতে
 ব্যাবস্থিত রহিয়াছেন । অতএব আপনি
 আমায় অশেষ দুঃখ-সাগর হইতে উদ্ধার
 করুন । ১—১৪ । এইরূপ আমন্ত্রণের পর
 যজমান বেদীমধ্যে প্রবেশ করিবেন এবং
 উত্তরমুখ হইয়া উভয় মুষ্টিতে ধর্ম্মরাজ
 ও চতুর্ধ্বের মুষ্টি গ্রহণ করিয়া অবস্থান
 করিবেন । জাহ্নমধ্যে মস্তক স্থাপন করিয়া,
 পক নিশ্বাস-পতন কাল যাবৎ এই ভাবেই
 অবস্থিত থাকিবেন । অনন্তর হিজপুঙ্গব-
 গণ হিরণ্যগর্ভের গর্ভাধান, পুংসবন ও
 সৌমস্তোরয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন । পরে
 গুরুমঙ্গলঘোষ গান করিয়া অবনত-মস্তক
 যজমানকে উপাশন করিবেন এবং জাত-
 কর্ম্মাদি অপর ষোড়শ ক্রিয়া করিবেন ।
 সূচ্যাদি গুরুকে দানপুঙ্গব এই মন্ত্র পাড়বে
 যথা,—হে চরাচর জগতের গৃহভূত বিশ্বগর্ভ
 হিরণ্যগর্ভ ! আপনাকে নমস্কার । হে
 সুরোত্তম ! যেমন আমি আপনা কর্তৃক মর্ত্য-
 ধর্ম্মরূপে জন্মিয়াছিলাম, তেমনি আবার এই
 আমি তদগর্ভসম্বাদেহেতু দিব্য হইলাম ।

চতুর্ভিঃ কলৈশ্চৈর্ভূমন্তহস্তে বিঃ পুঙ্গবাঃ ।
 মাগধেয়ুঃ প্রসন্নাদাঃ সক্ষাতরণভূবিভাঃ ॥ ২১
 দেবস্ত হে ত মজ্জেন হিতস্য কনকাসনে ।
 অস্ত্রজাতস্ত তেহক্ষানি অভিশেক্যামহে বয়ম্
 দিব্যোনানেন বপুষা চিরং জীব সুখী ভব ।
 ততো হিরণ্যগর্ভঃ তং তেভ্যো দক্ষ্যামিচক্ষণঃ
 তে পুজাঃ সক্ষীভাবেণ বহবো বা তদাক্ষণা ।
 তত্রোপকরণং সক্ষং গুরুবে বিনিবেদয়েৎ ॥ ২৪
 পাত্ৰকোপানহচ্ছত্র-চামরাসনভাজনম্ ।
 গ্রামং বা বিষয়ং বাপি যদন্তর্দাপ সন্তবেৎ ॥ ২৫
 অনেন বিধিনা যন্ত পুণ্যেহহনি নিবেদয়েৎ ।
 হিরণ্যগর্ভদানং স ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২৬
 পুরেষু লোকপালানাং প্রাতিমষস্তরং বসেৎ ।
 কল্পকোটিশতং যাবদব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২৭
 কালকলুষবিমুক্তঃ পুজিতঃ সিদ্ধ-সাধ্যে-
 রমরময়মালাবোজ্যমানোহপ্সরোভিঃ ।

অনন্তর হিজপুঙ্গবগণ চারিটা কলস দ্বারা
 সক্ষাতরণ-ভূবিভা প্রসন্ন গাতৌ সকলকে
 ‘দেবস্ত ত্রা’ এই মন্ত্রে স্তনন করাইবেন ।
 এবং বলিবেন,—হে দেব ! তোমার
 কনকাসনোপবিষ্ট, সদ্যোজাত অস্ত্র-প্রত্যঙ্গ
 সকল আমরা অভিশেক করিতেছি ; আপনি
 দিব্য শরীর ধারণ করিয়া চিরজীবী ও সুখী
 হউন । অতঃপর বিচক্ষণ যজমান ঐ হিরণ্য-
 গর্ভ-মুষ্টিদ্বি রূত ব্রাহ্মণগণকে দান করিবেন
 এবং তাঁহাদের অনুমতিক্রমে অপর বহু
 ব্রাহ্মণের ও পূজা করিতে হইবে । পাত্ৰকা
 উপানং, ছত্র, চামর, আসন, ভাজন, গ্রাম,
 দেশ ও অন্তান্ত যাহা কিছু উপকরণ সমস্তই
 গুরুকে দান করিতে হইবে । যে ব্যক্তি
 পুণ্যাদিনে এইরূপ বিধান অনুসারে হিরণ্য-
 গর্ভ দান করে, সে ব্রহ্মলোকে পুজিত হয়
 এবং প্রাতিমষস্তর লোকপালপুরে তাহার বাস
 হয়, অধিকন্তু কল্পকোটি কাল যবৎ ব্রহ্ম-
 লোকে বাস করিয়া থাকে এবং ঐ ব্যক্তি
 কাল-কলুষ-বিমুক্ত হইয়া সিদ্ধ ও সাধাগণ
 কর্তৃক পুজিত ও অপরগণ কর্তৃক অমরো-

পিতৃশতমথ বন্ধু পুত্র পৌত্রান প্রপৌত্রান ।
অপি নরকনিমগ্নাঃ স্তারয়েদেক এব ॥ ২৮
ইতি পঠতি য ইথঃ যঃ শৃণোতীহ সম্য-
মধুরিপুরিব লোকে পূজ্যতে সোহপি সিদ্ধৈঃ ।
যতিমপি চ জনানাং যো দদাতি প্রিয়ার্থঃ
বিবুধপাতজনানাং নায়কঃ স্তাদমোঘম্ ॥ ২৯
ইতি জীবাংশ্চ মহাপুরাণে মহাদানানুকীৰ্ত্তনে
• হিরণ্যগৰ্ভ প্রদানবিধির্নাম পঞ্চসপ্তত্যাধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭৫ ॥

ষট্ সপ্তত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

অথাভঃ সপ্তাবক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডবিধিমুত্তমম্ ।
যচ্ছ্রুতঃ সৰ্বদানানাং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১
পুণ্যং দিনমধাসাত্তা জ্বলাপুরুষদানবৎ ।

• পভোগ্য চামরমালা দ্বারা সৰ্বদা বীজিত
হইয়া থাকে । অপিচ সে ব্যক্তি একক
হইলেও শত পিতৃলোক, বন্ধু, পুত্র,
পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতিকে নিরধপতন
হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে । এই হিরণ্য-
গৰ্ভ মহাদানের বিষয় যে ব্যক্তি শ্রবণ
বা পাঠ করেন, তিনি সিদ্ধগণসমীপে মধু-
রিপুর ভায় এই লোকে পূজিত হইয়া থাকেন
এবং যে ব্যক্তি এই মহাদানব্রত গ্রহণের
জন্ত মানবকে উৎসাহিত করেন, তিনিও
নিশ্চিতই বিবুধবৃন্দের নেতৃ-পদ প্রাপ্ত
হন । ১৫—২২ ।

পঞ্চসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭৫ ॥

ষট্ সপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত কহিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মাণ্ডদান
নামক মহাদানের বিষয় বলিতেছি ; শ্রবণ
কৰ্ম । ঐ মহাদান সৰ্বপ্রকার মহাদানের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাপাতকনাশন । মানব এই

অধিগুপ-সস্তার-ভূষণ-চ্ছাদনাদিকম্ ॥ ২
লোকেশাবাহনঃ কুৰ্ঘ্যাদিবাসনকং তথা ।
কুৰ্ঘ্যাদিঃ শপলাদৃক্ষমা সহস্রাচ্চ শক্তিভঃ ॥ ৩
কলশব্ধসংযুক্তং ব্রহ্মাণ্ডং কাঞ্চনং বৃধঃ ।
দিগ্গুগ্জাষ্টকসংযুক্তং বড্বেদোক্তসমাবৃতম্ ॥ ৪
লোকপালাষ্টকোপেতং মধ্যাহ্নতচতুর্ধম্ ।
শিবাচ্যুতাকর্কশিখরমুমানন্দোদমবিতম্ ॥ ৫
বস্মাদিত্যমরুদগৰ্ভং মহারত্নসমাবৃতম্ ।
বিতস্তেরত্নলশতং যাবদাধ্যমবিস্তরম্ ॥ ৬
কৌশেয়বস্ত্রসংবৃতং তিলজ্রোণোপরি স্তসেৎ ।
ভথাষ্টাদশ ধাত্বানি সমস্তাং পরিকল্পয়েৎ ॥ ৭
পূৰ্বেণানন্তশয়নং প্রহ্মায়ঃ পূর্বদাক্ষিণে ।
প্রকৃতিং দক্ষিণে দেশে সত্ত্ববর্ণমতঃ পরম্ ॥ ৮
পাশ্চিমে চতুরো বেদাননিকল্পমতঃ পরম্ ।
অধমুত্তরতো হৈমং বায়ুদেবমতঃ পরম্ ॥ ৯
সমস্তাদ্ভুগুপীঠস্থানচর্চয়েৎ কাঞ্চনান বৃধঃ ।

মহাদানেও পুণ্যতিথিতে ঋতুক, মণ্ডপ,
সস্তার, ভূষণ, আচ্ছাদন, লোকেশ-আবাহন,
ও অধিবাসন প্রভৃতি কৰ্ম্ম করবে । জ্ঞানী
ব্যক্তি সঙ্গতি অল্পসারে একাংশত পল
হইতে সহস্র পল পর্যন্ত পরিমাণের কাঞ্চন-
ময় ব্রহ্মাণ্ড নিৰ্ম্মাণ করবেন । উহা কলশব্ধ-
যুক্ত, দিগ্গুগ্জাষ্টকাবৃত, বড্বেদোক্তসমাবৃত,
লোকপালাষ্টকোপেত, মধ্যাহ্নত-চতুর্ধম, শিবা-
চ্যুতাকর্কশিখর, উমা-লক্ষ্মীসমাবৃত, বস্মাদিত্য-
মরুদগৰ্ভ ও মহারত্নসমাবৃত হইবে ; এবং
ঐ সুবর্ণময় ব্রহ্মাণ্ড বিস্তারিত পরিমাণ হইতে
শত অঙ্গুল পর্যন্ত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হইবে ।
উহাকে কৌশেয়-বস্ত্রযুক্ত করিয়া তিল-
জ্রোণীর উপর স্থাপন করিতে হইবে ।
উহার চতুর্দিকে অষ্টাদশ প্রকার ধাতু, পূৰ্বে
অনন্তশায়ী জীহর, পূর্বদক্ষিণে প্রহ্মায়, দক্ষিণে
প্রকৃতি ও সত্ত্ববর্ণ, পাশ্চিমে চতুর্বেদ ও অনি-
কল্প, এবং উত্তরে অগ্নি ও হেমময় বায়ুদেব
পরিব্রজনা করবে । ১—৯ । ঐ চতুর্দিকাবৃত
দেবতা সবতাক হেমময় ও ভুগুপীঠ করিয়া

স্থাপয়েৎসংবীতান পূর্ণকৃত্তান দশৈব তু ॥ ১০
 দশৈব ধেনবো দেয়াঃসংস্মাধরদোহনাঃ ।
 পাতৃকোপানচ্ছত্র চামবাসন দর্পণৈঃ ।
 ভক্ষা-ভোজ্যার দীপেন্দু-কল-মাল্যভূষণৈঃ
 হোমাধিবাসনাস্তে চ আপিতো বেদপুস্তকৈঃ ।
 ইমমুচ্চারয়েন্নতঃ ত্রিঃ কৃত্বাথ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১২
 নমোহস্ত বিশেষর বিষধাম
 জগৎসর্বত্রৈ ভগবান নমস্তে ।
 সপ্তবিলোকামরভূতলেশ
 গর্ভেণ সার্ব্বঃ বিত্তরা ভরকাম্ ॥ ১৩
 যে হুঃখতাতে সুখেনো ভবন্ত
 প্রযান্ত পাপানি চরাচরাণাম্ ।
 হৃদানশস্মাহতপাতকানাং
 ব্রহ্মাওদোষাঃ প্রলয়ং ব্রজন্ত ॥ ১৪
 এবং প্রণম্যামরবিষগর্ভং
 দজ্ঞাদিজেভ্যো দশধা বিতজ্য ।

পূজা করিতে হইবে । এতদ্বিত্ত বস্তুচ্ছাদিত
 দশটি পূর্ণ কৃত্ত স্থাপন এবং সহস্র বস্ত্র ও
 দোহনপাত্রসহ দশটি ধেনু দান করিবে ।
 বেদজপুস্তক ব্রাহ্মণগণ হোম এবং অধিবাসের
 পর পাতৃকা, উপানয়, ছত্র, চামর, আসন,
 দর্পণ, ভক্ষা, ভোজ্য, অন্ন, দীপ, ইন্দু, কল,
 মাল্য ও অমূল্যপনে উপলব্ধিত যজ্ঞমানকে
 স্নান করাইবেন এবং আপিত যজ্ঞমান প্রদ-
 ক্ষিণপুস্তক এই মন্ত্র পাঠ করিবেন,—হে
 ভগবন্! বিশেষর বিষধাম জগৎ প্রসব-
 কারিন্! আপনি সপ্তবিলোক অমর ও
 ভূতলের ঈশ্বর । আপনি আপন গণের সহিত
 আশীর্বাদগের বক্ষা করুন । এ সংসারে
 যাহারা হুঃখিত, আপনার প্রসাদে তাহারা
 সুখ লাভ করুক । চরাচর নিখিল প্রাণীর
 পাপরাশি অপগত হউক । আপনার উদ্দেশে
 দানরূপ শত্রু দ্বারা যাহাদের পাতকরাশি
 বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের নিখিল
 দোষ বিলয় প্রাপ্ত হউক । এই প্রকার
 অমর-বিষগর্ভ ত্রিহরিকে প্রণাম করিয়া
 উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত দশভাগে বিভক্ত করিয়া

ভাগদ্বয় তত্র তুরোঃ প্রকল্যাৎ
 সমং ভজেচ্ছ্রয়মশ্রুক্রমেণ ॥ ১৫
 অস্ত্রে চ হোমঃ শুক্রেণৈব
 কৃত্বাদধৈকাগ্নিবিধানযুক্ত্য ।
 স এব সম্পূজ্যতমোহন্ন বস্তে
 যথোক্তবস্ত্রভরণাদিকেন ॥ ১৬
 ইন্দ্ৰঃ য এঃ দধিগঃ পুরুষোহস্ত কৃত্বাৎ
 ব্রহ্মাওদানমধিগম্য মহাধিমানম্ ।
 নিধুক্তকল্মষাবলুপ্ততমুর্মুগারে-
 রানন্দরূপং পদুপৈত সহাপ্সরোতিঃ ॥ ১৭
 সস্তারয়েৎ পিতৃ-পিতামহ-পুত্র-পৌত্র-
 বন্ধুপ্রিয়াতিথিকলত্রশতাষ্টকং সঃ ।
 ব্রহ্মাওদানশকলীকৃতপাতকেষু-
 মানন্দয়েচ্চ জননীকুলমপ্যশেষম্ ॥ ১৮
 ইতি পঠতি শৃণোতি বা য এতৎ
 সুরভবনেষু গৃহেষু ধার্ম্মকাণাম্ ।
 মতিমপি চ দদাত মোদতেহস্মা-
 বমরপতের্ভবনে সহাপ্সরোতিঃ ॥ ১৯

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে মহাদানানুর্কর্ত্তনে
 ব্রহ্মাওদানবিধিনাম্ যট্টসপ্তত্যাধিক-
 দিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭৬ ॥

দ্বিতীয়াংশ শুরুকে সমর্পণ করিবে । অবশিষ্ট
 দ্রব্য সমভাগে ব্রাহ্মণসাৎ করিবে । ব্রহ্ম
 উদযোগে একমাত্র শুরুই একাগ্নিবিধানে
 হোম সম্পন্ন করিবেন এবং তিনিই যথোক্ত
 বস্ত্রভরণাদি দ্বারা বিশেষরূপে পূজিত হই-
 বেন । যে ব্যক্তি এইরূপ বিধানে শর্গ-
 গমনর মহৎ বিমানরূপ এই ব্রহ্মাও দান-
 রূপ মহাদানের অমূল্যতান করে, সে ব্যক্তি
 নিশ্চিতই নিম্পাপ ও বিলুপ্ত হইয়া
 অপ্সরাগণ সমভিব্যাহরে সুরারির আনন্দ-
 বর্ধন পর লাভ করিয়া থাকে । যিনি
 ব্রহ্মাওদানরূপ গ্রহিণ দ্বারা পাপ-রাশি
 চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছেন, তিনি পিতা, পিতা-
 মহ, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, প্রিয়, অতিথি ও
 কলত্র প্রভৃতি এবং জননীকুলকে অশেষ
 প্রকারে উদ্ধার ও আনন্দিত করেন । যিনি

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

যৎস্ত উবাচ ।

কল্পপাদপদানাম্যমতঃ পরমমুখ্যম্ ।

মহাদানং প্রবক্ষ্যামি সৰ্বপাতকনাশনম্ ॥ ১

পুণ্যং দানমখ্যাসাদ্য তুলাপুত্রদানবৎ ।

পুণ্যাহ্বাচনং কৃত্বা লোকেশাবাহনং তথা ॥ ২

ঋষিযুগপ-সস্তার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্ ।

কাঞ্চনং কারয়েদ্বৃক্ষং নানাকলসমায়িতম্ ॥ ৩

নানাবিহগবহ্মানি ভূষণানি চ কারয়েৎ ।

শক্তিভূষণলাদুর্দ্ধমাসংস্রং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪

অর্ধকপ্তসুবর্ণস্ত কারয়েৎ কল্পপাদপম্ ।

গুড়প্রস্থোপরিষ্ঠাচ্ছ সিতবহ্মগুণাঘিতম্ ॥ ৫

ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবোপেতং পঞ্চশাখং সভাস্করম্ ।

দেবভবনে বা ধার্মিক ব্যক্তির গৃহে ইহা পাঠ, শ্রবণ বা অপরূপে এতদ্বিষয়ে উৎসাহ দান করেন, তিনি অমরপাতি ভবনে

অপরাধিগের সহিত আমোদিত হন ১০—১১

যটসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

যৎস্ত বলিলেন,—অতঃপর সৰ্বপাতক-নাশন অমূল্য কল্পপাদপ প্রদান নামক মহাদানের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন । যজ্ঞমান পুণ্য দিনে তুলাপুত্র দানবৎ পুণ্যাহ্বাচন ও লোকেশ-অবাহনাঙ্কে ঋষিকৃ, যুগপ, সস্তার, ভূষণ ও আচ্ছাদনাদি উপ-কল্পিত করিয়া নানা কল সমাযুক্ত কাঞ্চনম কল্পপাদপ নির্মাণ করিবে । উহার সজ্জার জন্ত বিবিধ বিহগ, বস্ত্র ও ভূষণ আহরণ করিবে । শক্তি অমুসারে তাঁর পল হইতে সহস্র পলের মধ্যে কল্পপাদপ নির্মাণ করাইবে । উহা অর্ধকপ্ত অর্থাৎ অর্ধেক খাদ মিশ্রান সুবর্ণে নির্মিত হইবে । গুড়-প্রস্থের উপরিভাগে সিত বহ্মগুণাঘিত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবোপেত, পঞ্চশাখাসমায়িত সভাস্কর

কামদেবমধ্যস্তাচ্ছ সকলত্রঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৬

সন্তানং পূর্বতস্তবৎ তুরীয়াংশেন কল্পয়েৎ ।

মন্দারং দক্ষিণে পার্শ্বে জিয়া সার্কং স্ততোপরি ॥

পশ্চিমে পারিজাতস্ত সার্বিজী সহ জৌরকে ।

সুরভীসংযুতঃ তবৎ তিলেষু হরিচন্দনম্ ॥ ৮

তুরীয়াংশেন কুর্বাতি দৌঃমান কলসংযুতম্ ।

কৌশেয়বস্ত্রসংব ভানিকুমাল্য কণাধিতান ॥ ৯

তথাষ্টৌ পূর্ণকলশান্ পাতকনাশনভাজনম্ ।

দীপিকোপানহচ্ছত্র-চামরাঙ্গনসংযুতম্ ॥ ১০

কলমাল্যং যুতং তৎস্থপরিষ্ঠাধিতানকম্ ।

তথাষ্টাদশ ধাত্তানি সমস্তাৎ পরিকল্পয়েৎ ॥ ১১

হোমাধিবাসনাঙ্কে চ স্রাপিতো বেদপুঞ্জবৈঃ ।

জিঃ প্রদক্ষিণমাতৃত্য মন্ত্রমেতদুদীরয়েৎ ॥ ১২

নমস্তে কল্পবৃক্ষায় চৈস্ততার্থপ্রদায়িনে ।

বিশস্তরায় দেবায় নমস্তে বিশ্বমূর্তয়ে ॥ ১৩

যস্মাৎ ইমেব বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা হ্যণুর্দেবাকরঃ ।

কল্পপাদপ স্থাপন করিবে । উহার নিয়তাপে সকলত্র কামদেব, পূর্ব সন্তানক বৃক্ষ, দক্ষিণে স্ততোপরিষ্ঠিত মন্দার ও পশ্চিমে সার্বিজী সহ জৌরকহ পারিজাত, এবং সুরভী-সংযুক্ত তিলহু হরিচন্দন উপকল্পিত করিবে । এই বৃক্ষের চতুর্থাংশ মনোহর কলসংযুক্ত করিবে । পট্ট বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত, ইন্সু, মাল্য, ও কলসমায়িত আটটি পূর্ণ কলস, পাতকা, আসন, ভাজন, দীপ, উগানৎ, ছত্র, ও চামর,—এই সকল দ্রব্য এই বৃক্ষসমীপে সাজ্জিত করা বিধেয় । এই বৃক্ষের উপরি-ভাগে কল-মাল্য-সুশোভিত চন্দ্রোতপ স্রাপিত করিবে এবং চতুর্দিকে অষ্টাদশ প্রকার ধাত্ত রাখিবে ১১—১১। অনন্তর যজ্ঞ-মান হোম ও অধিবাসের পর বেদপুঞ্জবগণ কর্তৃক স্রাপিত হইয়া পুজিত কল্পপাদপকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন,—হে চিত্তিতার্থ-প্রদায়িন্, বিশ্বমূর্ত্তে বিশ্বস্তর দেব, কল্পবৃক্ষ! তোমাঘ আমার নমস্কার । আপনি বিশ্বাত্মা, ব্রহ্মা, হ্যণু,

মূৰ্ত্তোহমূৰ্ত্তপরং বৌদ্ধমতঃ পাহি সনাতন ॥ ১৪
 অমেবামৃতসৰ্বস্বমনন্তঃ পুরুষোহব্যয়ঃ ।
 সন্তানাদৈকপেতাশ্চান্ পাহি সংসারসাগরাৎ ॥
 এবমামৃত্য তং দত্তাদ্ভুতং কল্পপাদপম্ ।
 চতুৰ্থাশাখা অস্থিগুণ্ডাঃ সন্তানাদীন প্রকল্পয়েৎ
 যন্তে স্বেকাগ্রবৎ কুৰ্ঘাদ্ভুতং চাতিপূজনম্ ।
 ন বিত্তশাঠ্যঃ কুক্ষীত ন চ বিস্ময়বান্ ভবেৎ ॥
 অনেন বিধিনা যন্ত প্রদত্তাৎ কল্পপাদপম্ ।
 সৰ্বশাপবিনিৰ্মুক্তঃ সোহবমেধকলঃ লভেৎ ॥ ১৭
 অম্পরোতিঃ পারবৃত্তঃ সিন্ধু-চারণ ক্রিয়তৈঃ ।
 ভূতান্ ভব্যান্চ মহাজ্ঞান্ভারয়েৎ সমুত্তমান
 স্তুষমানো দিবঃ পৃষ্ঠে পিতৃ-পুত্র প্রপৌত্রকান্ ।
 বিমানেনাৰ্কবর্ণেন বিষ্ণুলোকং সংকল্পতি ॥ ২০
 দিবি কল্পশতং তিষ্ঠেদ্রাজরাজো ভবেৎ ততঃ ।
 নারায়ণবলোপেতো নারায়ণপরায়ণঃ ।
 নারায়ণকথাসক্তো নারায়ণপুৰং ব্রজৎ ॥ ২১

দিবাকর, মূৰ্ত্ত, অমূৰ্ত্ত ও পরম কারণস্বরূপ !
 হে সনাতন ! অতএব আপনি আমার পালন
 করুন । আপনি অমৃতসম্বন্ধ, অনন্ত ও
 অব্যয় পুরুষ ; আপনি সন্ত নগণের সহিত
 আমার সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করুন ।
 এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া নেচ কল্পপাদপ
 গুলকে সম্প্রদান করিবে এবং পৃথক চারি-
 জ ক্কে সন্তানাদি প্রদান করিবে । অসমর্থ
 পক্ষে একাগ্রবৎ মাধ গুলক পূজা করিবে ।
 এই কর্মে বিত্তশঠ করা বা আয়োজন
 দেখিয়া বিস্মিত হওয়া উচিত নহে । এই বিধি
 অনুসারে যিনি কল্পপাদপ দান করেন, তিনি
 সৰ্বশাপ হইতে মুক্ত হইয়া অম্বমেধকলের
 কল লাভ করেন এবং সিন্ধু, চারণ, ক্রিয়
 ও অম্পরাগণে পরিবৃত্ত ও স্তুষমান হইয়া
 স্বীয় পুৰুষ পুরুষ, ভাবী বংশধর ও পিতা, পুত্র-
 প্রপৌত্রগণের উদ্ধার সাধনান্তে স্বর্গধামে
 বসতি করিয়া পরে অৰ্কবর্ণ বিমানে অধি-
 ভোহণপূৰ্ব্বক বিষ্ণুলোকে উন্নীত হন ।
 তিনি কল্পকোটি কাল স্বর্গে রাজরাজ হইয়া
 বাস করেন এবং নারায়ণের অমুকম্পায়

যো বা পঠেৎ সকলকল্পকল্পপ্রদানং
 যো বা শৃণোতি পুরুষোহম্বধনঃ শ্রবৈষা ।
 সোপীশ্রলোকমধিগম্য সহাপ্সরোতি-
 র্বম্বস্তরং বসতি পাপবিমুক্তদেহঃ ॥ ২২

ইতি শ্রীমাৎশ্চ মতাপুরাণে মহাদানানুকীৰ্ত্তনে
 কল্পপাদপপ্রদানবিধির্নাম সপ্তসপ্তত্যাধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭৭

অষ্টমস্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎসু উবাচ ।

অধাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমমুত্তমম্ ।
 গো-সহস্রপ্রদানার্থং সৰ্বশাপহরং পরম্ ॥ ১
 পুণ্যাং তিথিং সমাসাদ্য যুগ-মম্বস্তরা'দকাশ্
 পয়োব্রতং ত্রিরাত্রং ত্রাদে'করাত্রমথাপি বা ॥ ২
 লোকেশাবাহনং কুৰ্ঘ্যাং তুলাপুরুষদানবৎ ।
 পুণ্যাহবাচনং কুৰ্ঘ্যাক্রোমঃ কাৰ্য্যান্তথৈব চ ॥ ৩
 অস্থিগুণ-সস্তার-ভূষণচ্ছাদনাদিকম্ ।

নারায়ণ-পরায়ণ ও নারায়ণকথায় আসক্ত
 হইয়া নারায়ণপুণ্ড্রে গমন করেন । নির্জন
 ব্যক্তিও যদি এই সমগ্র কল্পপাদপ দানের
 প্রবন্ধ পাঠ, শ্রবণ বা শ্রবণ করে, তাহা হইলে
 সে ব্যক্তিও পাপবিমুক্ত-দেহে অস্তিমে ইন্দ্র-
 লোকে অম্পরা'দগের সহিত মম্বস্তর কাল
 যথাস্থানে বাস করে । ১২—২২ ।

সপ্তসপ্তত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭৭

অষ্টমস্তত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎসু বলিলেন,—অনন্তর গো-সহস্র-
 প্রদান নামক সৰ্বশাপহর অমুত্তম মহাদান
 কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । কৃতী ব্যক্তি
 যুগমম্বস্তরাদি পুণ্যতিথিতে একরাত্র অথবা
 ত্রিরাত্র পয়োব্রত করিয়া তুলাপুরুষ দানবৎ
 লোকেশ-আবাহন পুণ্যাহ বাচন ও ক্রোম
 করিবেন । অস্থিক, মণ্ডপ, সস্তার, ভূষণ

বৃষং লক্ষণসংযুক্তং বেদীমধ্যেস্থিবিবাসয়েৎ ॥ ৪
গোসহস্রং বহিঃ কুর্য্যাদ্বন্দ্র মাল্যবিভূষণম্ ।
সুবর্ণপূজাতরুণং রৌপ্যপাদসমম্বিতম্ ৫
অন্তঃ প্রবেষ্ট দশকং বদ্র-মাল্যৈশ্চ পূজয়েৎ ।
সুবর্ণঘণ্টিকায়ুক্তং কাংস্তদোহনকাষিতম্ ॥ ৬
সুবর্ণভিলকোপেতং হেমপট্টৈরলঙ্কৃতম্ ।
কৌশেয়বদ্রসংবীতং মাল্য-গন্ধসমম্বিতম্ ৭
হেমরত্নময়ৈঃ শৃঙ্গৈশ্চামরৈরুপশোভিতম্ ।
পাঙ্ককোপানহচ্ছত্র-ভাজনাসনসংযুতম্ ৮
গবাঃ দশকমধ্যে স্তাৎ কাঞ্চনো নন্দিকেশ্বরঃ ।
কৌশেয়বদ্রসংবীতো নানাভরণভূষিতঃ ৯
লবণজোণশিখরে মাল্যোক্ষুফলসংযুতঃ ।
কুর্য্যৎ পলশতাদূর্কং সর্বমেতদশেষতঃ ১০
শক্তিভ্যঃ পলসাহস্রত্রিতয়ং যাবদেব তু ।
গোশতেষপি দশাংশেন সর্বমেতৎ সমাচরেৎ
পুণ্যকালং সমাসাদ্য গীতিমঙ্গলনিশ্চিনৈঃ ।

ও আচ্ছাদন—এই সকল আসাদন এবং
বেদীমধ্যে একটি সুলক্ষণ বৃষের অধিবাসন
করিবেন । বেদীর বাহিরে মাল্য-বিভূষণযুক্ত,
সুবর্ণপূজাতরুণ, রৌপ্যপাদ, সহস্র গো
স্থাপন করিবে । ঐ সকলের মধ্যে দশটিকে
বেদীমধ্যে লইয়া গিয়া বদ্র মাল্যের
দ্বারা পূজা করিবে । ঐ সকল গাভী
সুবর্ণ-ঘণ্টিকায়ুক্ত, কাংস্ত-দোহন পাঙ্কবিশিষ্ট
সুবর্ণ-ভিলকাষিত, হেম পট্ট দ্বারা অল-
ঙ্কৃত, পট্টবস্ত্রাবৃত, গন্ধ-মাল্য-সমম্বিত, হেম-
রত্নময় শৃঙ্গ ও চামর দ্বারা উপশোভিত,
পাঙ্ককা, উপানৎ, ছত্র, ভাজন ও আসনযুক্ত
হইবে । ঐ গো দশটির মধ্যে একটি
কাঞ্চনময় নন্দিকেশ্বর স্থাপিত করিবে । ঐ
নন্দিকেশ্বর কৌশেয়-বস্ত্রাবৃত নানা আভরণে
ভূষিত, এবং লবণ-জোণী, মাল্য, ইক্ষু
ও ফলসংযুক্ত হইবে । এই সকল মহাদানের
বস্ত্র শক্তি অনুসারে শত পলের উর্দ্ধ হইতে
ত্রিসহস্র-পলপরিমিত পর্য্যন্ত করিতে পারা
যায় । শত গোদানের দশাংশ জব্যজাত
প্রাধর্য্য করিবে । অনন্তর বজ্রমান বেদজ-

সর্কৌষধ্যদকস্নানস্নাপিতো বেদপুঙ্গবৈঃ ১২
ইমমুচ্চারয়েন্নম্নঃ গৃহীতকুসুমাজলিঃ ।
নমোহস্ত বিশ্বমূর্ত্তিতো বিশ্বমাতৃভ্য এব চ ।
লোকাধিবাসিনীভ্যশ্চ রেহিনীভ্যো নমো নমঃ
গবামঙ্গেষু তিষ্ঠন্তি ভুবনান্তেকবিংশতিঃ ১৪
ব্রহ্মাদিস্তথা দেবা রোহিণ্যঃ পাক্ষ মাতরঃ ।
গাবো মে অগ্রতঃ সন্ত গাবঃ পূরিত এব চ ১৫
গাবঃ শিরসি মে নিত্যংগবাঃ মধো বসাম্যহম্
যশ্মাৎ বঃ বৃষরূপেণ ধর্ম্ম এব সনাতনঃ ১৬
অষ্টমূর্ত্তেরাধিষ্ঠানমতঃ পাহি সনাতন ।
ইত্যামম্ব্য ততো দত্তাদত্তুরবে নন্দিকেশ্বরম্ ।
সর্কৌপকরণোপেতং গোযুক্তঞ্চ বিচক্ষণঃ ।
ঋষি গুভ্যো ধেমুমৈকেকাং দশকাধিনিবেদয়েৎ
গবাক্ষ শতমৈকেকং তদর্কং বাধ বিংশতিম্ ।

পূজব ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক গীত ও মঙ্গলধ্বনি
দ্বারা সর্কৌষধি-জলে স্নাপিত হইয়া কুসুম-
জলি গ্রহণান্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—
হে লোকাধিবাসিনী রোহিণীগণ ! আপনারা
বিশ্বমূর্ত্তি ও বিশ্বমাতা ; আপনাদিগকে নম-
স্কার । হে গো-মাতৃগণ ! আপাদের
অঙ্গে একবিংশতি ভুবন এবং ব্রহ্মাদি দেব-
গণ বিরাজিত ; অতএব আপনারা আমা-
দিগকে পালন করুন । হে গোগণ ! আপ-
নারা আমার অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী হউন,
আপনারা আমার মস্তকে অবস্থিতি করুন,
আমরা আপনাদের মধ্যেই বাস করিতেছি ।
যেহেতু আপনাই বৃষরূপ সাক্ষাৎ সনাতন
ধর্ম্মরূপে অধিষ্ঠিত । আপনাই অষ্টমূর্ত্তির
অধিষ্ঠান ; অতএব হে সনাতনগণ ! আপ-
নারা আমাদিগকে পালন করুন । এই
প্রকার আমন্ত্রণ মন্ত্র পাঠ করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি
গুরুকে সর্কৌপকরণযুক্ত ও গো-সমম্বিত
নন্দিকেশ্বর প্রভৃতি দান করিবেন এবং গো-
দশক হইতে অর্থাৎ যে দশটি গো পৃথকরূপে
উপকল্পিত করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা
হইতে এক একটি ধেমু ঋষিকৃগণকে দান
করিবেন । ১—১৮ । পরে একটি একটি করিয়া

দশ পঞ্চাধবা দদাদন্তেভ্যস্তদ্বজ্রয়া । ১১
 নৈকা বহুতো দাতব্য্য যতোদোষকরো ভবেৎ
 বহ্মাষ্টকস্ত দাতব্য্য ধীমতারোগাবৃদ্ধয়ে । ১২
 পয়োব্রতঃ পুনস্তিষ্ঠৈদেকাহং গোসহস্রদঃ ।
 জাবয়েচ্ছূণ্যঘাপি মহাদানাত্মকীৰ্ত্তনম্ । ১৩
 তদ্দিনে ব্রহ্মচাৰী শ্রাদ্ধদীক্ষেদ্বিপুলঃ শ্রিয়ম্
 অনেন বিধিনা যন্ত গোসহস্রপ্রদো ভবেৎ ।
 সৰ্বপাপবিনশ্চক্ৰঃ সিন্ধু চারণসেবিতঃ । ১৪
 বিমানেনার্কবর্ণেন কিংকনীজালমালিনা ।
 সৰ্বেষাংলোকপালানাংলোকে দম্পূজ্যতেহমরৈঃ
 প্রতিমবস্ত্রং তিষ্ঠেৎ পুত্র-পৌত্রসমবৃত্তঃ ।
 সপ্তলোকানতিক্রম্য ততঃ শিবপুরং ব্রজেৎ ।
 শতমেকোত্তরং তদ্বৎ পিতৃণাং তারয়েদুধঃ ।
 মাতামহানাং তদ্বচ্ছ পুত্র পৌত্রসমবিতঃ ।

শত, তদর্ক বা বিংশতি গো তাঁহাদিগকে
 দিবেন এবং তাঁহাদের অল্পমতি লইয়া
 অস্ত্রান্ত ব্রাহ্মণগণগকে দশটি বা পাঁচটি
 গো প্রদান করিবেন। একটি গো বহু
 ব্যক্তিকে দান করিবে না। যেহেতু একরূপ
 বিধি দোষাবহ, কিন্তু ধীমান্ ব্যক্তিগণ
 আরোগ্য কামনা করিয়া বহু গো এক
 ব্যক্তিকে দান করিতে পারেন। সহস্র
 গোদান করিয়া যজমান পুনরায় পয়োব্রতাব-
 লম্বনে একাহ বাপন করিবেন। এবং মহা-
 দানাত্মকীৰ্ত্তন শ্রবণ করিবেন ও করাইবেন
 যদি তিনি বিপুল ক্রী কামনা করেন, তাহা
 হইলে ঐ দিন তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন
 করিতে হইবে। একরূপ বিধানে যিনি গো
 সহস্র প্রদান করেন, তিনি সৰ্বপাপ-বিন-
 শ্চক্ৰ ও সিন্ধুচারণগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া
 অর্কবর্ণ, কিংকনীজাল মালী বিমানে আরোহণ
 করিয়া লোকপালগণের লোকে গমনপূরক
 অমরগণ কর্তৃক পূজিত হন। ঐ স্থানে তাঁহার
 পুত্র-পৌত্রগণের সহিত বহু মনস্তর যাবৎ
 বসতি হয়। পরে সপ্ত লোক অতিক্রম করিয়া
 শিবলোকে গমন করেন, এবং পুত্র-পৌত্র-
 গণের সহিত তিনি একাধক শতসংখ্যক

যাবৎ কল্পশতং তিষ্ঠেজাজরাজো ভবেৎ পুনঃ
 অবশেষশতং কুর্য্যাক্ষি বধ্যানপরায়ণঃ ।
 বৈকবং যোগমাহার ততো মুচ্যেত বহুনাৎ ।
 পিতরশ্চাভিনন্দ্য গোসহস্রপ্রদঃ সুভম্ ।
 অপি শ্রাৎস কুলেহ্মাকংপুত্রো দৌহিত্র এববা
 গোসহস্রপ্রদো ভূত্বা নরকাভ্যগ্নিবাতি । ১৭
 তন্ত কর্মকরো বা শ্রাদ্ধপি দ্রষ্টা তথৈব চ ।
 সংসারসাগরাদশ্রাদ্ধোহশ্রান্ সন্তারয়িবাতি ।
 ইতি পঠাত য এতদগোসহস্র প্রদানং
 সুরভূবনমুপেয়াৎ সংশ্রবৈষাং পশ্চেৎ ।
 অমুভবতি মুদং বা মুচ্যামানো নিকামঃ
 প্রহতকলুষদেহঃ সোহপি যাভীষ্টলোকম্
 ইতি ক্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে মহাদানাত্মকীৰ্ত্তনে
 গোসহস্র প্রদানাবিধীর্নামাষ্টসপ্তত্যাধিক-
 বিশততমোহধ্যায়ঃ । ১৭৮

পিতৃগণ ও মাতামহগণকে উদ্ধার করিয়া
 কল্পশতকাল যাবৎ রাজরাজ হইয়া অবস্থিতি
 করেন। তৎপরে তিনি শিবধ্যান-পরায়ণ
 হইয়া শতাবশেষ অমুষ্ঠানান্তে বৈকবযোগ
 অবলম্বন করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি
 লাভ করেন। পিতৃগণ গো সহস্র-প্রদাতা
 পুত্রকে এইরূপে অভিনন্দিত করেন যে, এমন
 কে আমাদের কুলে পুত্র বা দৌহিত্র আছে,
 যে গোসহস্র প্রদান করিয়া আমাদের নরক
 হইতে উদ্ধার করে? অনমুষ্ঠাতা দ্রষ্টা বা
 দাতার কর্মকর হইয়াও যে এই সংসার সাগর
 হইতে আমাদের গকে উদ্ধার করবে, এই গো
 সহস্রপ্রদান যিনি পাঠ, শ্রবণ বা দর্শন করেন,
 তিনি সংসারমুক্ত হইয়া আনন্দ অমুভব
 করেন এবং পাপদেহ পারিত্যাগের পর
 তাঁহার ইষ্টলোকে বাস হয়। ১১—১২।

অষ্টসপ্তত্যাধিকবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৮

একোনাশীত্যাধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

অখাতঃ সস্ত্রাক্ষ্যামি কামধেহুবিধিঃ পরম ।
সৰ্বকামপ্রদঃ নৃণাং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১
লোকেশাবাহনঃ তদ্যক্ৰোমঃ কার্যোহবিবাসনম্
তুলাপুরুষবৎ কুৰ্য্যাৎ কুণ্ডমণ্ডপবেদিকম্ ॥ ২
বয়ে ত্বেকাগ্নিবৎ কুৰ্য্যাৎ গুরুরেকঃ সমাহিতঃ ।
কাঞ্চনস্তাতিগুরুত্বং ধেহুঃ বৎসক কারয়েৎ ॥ ৩
উত্তমা পলসাহস্রী তদর্কেন তু মধ্যমা ।
কনীয়াসী তদর্কেন কামধেহুঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৪
শক্তিভূমিপলাদুর্দ্ধবশক্ৰোহপীহ কারয়েৎ ।
বেদ্যাঃ কৃষ্ণাজিনঃ স্তম্ভ গুড়প্রস্থসমবিতম্ ॥ ৫
স্তম্ভেপরি তাং ধেহুঃ মহারত্নৈরলঙ্কৃতাম্ ।
কুস্তাষ্টকসমোপেতাং নানাকলসমবিতাম্ ॥ ৬
তথাষ্টাদশ ধাত্তানি সমস্তাং পরিকল্পয়েৎ ।
ইন্দুদণ্ডাষ্টকং তদ্বন্নানাকলসমবিতম্ ।
ভাজনকাসনং তদ্বৎ তাজ্রদোহনকং তথা ॥ ৭

উনাশীত্যাধিকবিংশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত বলিলেন,—অতঃপর মানবগণের
সৰ্বকামপ্রদ মহাপাতক-নাশন পরম কামধেহু
প্রদান-বিধি বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।
ইহাতেও তুলাপুরুষ দানবৎ লোকেশ
আবাহন, হোম, অধিবাস, কুণ্ড, মণ্ডপ ও
বেদী করা কর্তব্য । স্বল্প উদ্যোগে গুরু
স্বয়ংই সমাহিত হইয়া একাগ্নিবৎ কার্য করি-
বেন । ইহাতে অতি বিগুরু স্রবণের ধেহু
ও বৎস করিতে হয় । সহস্র কলযুক্ত কাম-
ধেহুদান উত্তম, তদর্কযুক্ত মধ্যম, ও তদর্কযুক্ত
কনিষ্ঠ জানিবে । সমর্থ এবং অসমর্থ পক্ষেও
কামধেহু ও বৎস ত্রিণাধিক-পরিমিত
হইবে । বেদীর উপরিভাগে গুড়প্রস্থ-
সমবিত কৃষ্ণাজিন পাতিত করিয়া তদুপরি
মহারত্নালঙ্কৃত কুস্তাষ্টক-সমাযুক্ত ও নানা কল-
সমবিত ধেহু স্থাপন করিবে । উহার চতু-
র্দিকে অষ্টাদশ প্রকার ধাত্ত পরিকল্পিত
করিবে । নানা কল-সমবিত ইন্দুদণ্ডাষ্টক

কৌশেয়বহুদ্রবসংযুতাং গাঃ
দীপাতপজ্জাতরণাভরামাম্ ।
সগমরাঃ কুণ্ডলনীঃ সঘটাঃ
সুবর্ণশৃঙ্গাঃ পারুপ্যপাদাম্ ॥ ৫
রটম্ভ সটম্ভৈঃ পরিতোহতিমুদ্রাঃ
হারদ্রয়া পুষ্পকলৈরনেকৈঃ ।
অজাজি-কুস্তমুক-শর্করাভি-
বিতানককোপরি পঞ্চবর্ণম্ ॥ ৬
স্নাতস্ততো মঙ্গলবেদঘোষৈঃ
প্রদাক্ষীকৃত্য সম্পূর্ণস্তঃ ।
আবাহয়েৎ তাং গুরুণোক্তমন্ত্রে-
দ্বিজায় দদ্যাদধ দর্ভপাণিঃ ॥ ১০
স্বঃ সৰ্বদেবগণমন্দিরমঙ্গুত্যা
বিশেষ্বরিত্রিপথগোদধি-স্নাতানাম্ ।
হৃদানশস্ত্রশকলৌকতপাতকৌষঃ
প্রাণোহস্মি নির্বৃত্তিমতীব পরাং নমামি ।
লোকে যথোপ্তকলার্থাবধায়িনীং স্না-
মাসাশ্ব কোহি ভুবি হুঃখমুপৈতি মর্ত্য্যঃ ।

যুক্ত ভাজন, আসন ও তাম্রময় দোহনপাত্র
সন্নিবেশিত করিবে । ধেহুটী—কৌশেয়-বহু-
দ্রব-সংযুক্ত, দীপ, আতপত্র, ও আভরণ দ্বারা
অলঙ্কৃত, চামরবিশিষ্ট, কুণ্ডলবতী, সঘটা,
সুবর্ণশৃঙ্গী ও রজতনির্ম্মিতপাদ এবং অজাজী-
কুস্তমুক-শর্করা-প্রভৃতি, বহুবিধ পুষ্প, ও
হারদ্রা দ্বারা সৰ্ব্বাঙ্গে উপলিষ্ট হইবে ।
বেদীর উপরিভাগে পঞ্চবর্ণ-বিশিষ্ট চন্দ্রাভপ
প্রদান করিবে । অনন্তর যজমান মঙ্গল-
বেদধ্বনি দ্বারা স্নাপিত হইয়া সম্পূর্ণস্তে বেদী
প্রদক্ষিণ করিয়া গুরু-পাঠিত মন্ত্রদ্বারা ঐ ধেহুর
আবাহন করিবে এবং দর্ভপাণি হইয়া
ব্রাহ্মণকে উহা এই বলিয়া দান করিবে, যে,
হে বিশেষ্বরিত্র! তুমি সৰ্ব দেবগণের মন্দির-
স্বরূপা ও ত্রিপথগা, উদধি ও পবিত্র সকলের
অঙ্গভূতা । আমি তোমায় দানকরণরূপ
শস্ত্র দ্বারা পাপসমূহকে খণ্ডণ করিয়াছি এবং
তাহারই কলে অতীব পরমা নির্বৃত্তি প্রাপ্ত
হইয়াছি ; তোমাকে প্রণাম করি । ১—১১ ।

সংসারত্বঃখশমনায় যতঃ কামঃ
 স্বাঃ কামধেনুর্মিতি বেদবিদো * বদন্তি ॥
 আশ্রয় শীল-কুল-রূপ গুণাখতায়
 বিপ্রায় যঃ কনকধেনুর্মিমাং প্রদত্তাৎ ।
 প্রাপ্নোতি ধাম স পুন্দরদেবভূতঃ
 কন্তাগনৈঃ পরিবৃতঃ পদমিন্দুমোলৈঃ ॥ ১৩

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে মহাদানাক্কোত্তনে
 হিরণ্যকামধেনু প্রদানবিধিনামেকোনানী-
 ত্যাদিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭২ ॥

অশীত্যধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

২য় উবাচ ।

অখাতঃ সন্ত্রবক্ষ্যামি হিরণ্যবিধিঃ পরম্ ।
 যত্র প্রদানাদ্ভবনে চানন্তঃ কলমম্মুতে ॥ ১
 পুণ্যঃ তিথিমবাসান্য রুহঃ ব্রাহ্মণবাচনম্ ।
 লোকেশাবাহনঃ কুর্ঘ্যাৎ তুলাপুরুষদানবৎ ॥ ২

হে মাতঃ! এই সংসারে অভিলষিত কল
 বিধায়িনী তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কোন
 মর্ত্য ব্যক্তি হুঃখভোগ করিয়া থাকে? তুমি
 নিশ্চয়ই সংসার-হুঃখ উপশমের নিমিত্ত যত-
 নানা; সেই জন্তই বেদবিৎগণ তোমাকে
 কামধেনু বলিয়া থাকেন। যিনি কুল-শীল
 ও রূপ-গুণাবিত বিপ্রকে এই কনক-ধেনু
 প্রদান করেন, তিনি দেবেন্দ্র-সেবিত ধাম
 প্রাপ্ত হন,—হইয়া পরে কন্তাগণে পরিবৃত
 হইয়া চন্দ্রমোলির পদ প্রাপ্ত হন । ১২—১৩।
 উনানীত্যধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭২

অশীত্যধিক বিশততম অধ্যায় ।

২য় বলিলেন,—যাহা প্রদান করিলে
 অনন্ত কল পাওয়া যায়, অতঃপর সেই পরম
 হিরণ্যপ্রদান-বিধি বলিতেছি। যজমান
 পুণ্য তিথিতে তুলাপুরুষ দানবৎ ব্রাহ্মণ-

* দেবগণা ইতি বা পাঠঃ ।

কুর্ঘ্যাৎপ-সস্তার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্ ।
 স্বয়ং ত্রেকাগ্রিবৎ কুর্ঘ্যাৎক্লেমবাজিমথঃ বৃধঃ ॥
 স্থাপয়েৎবেদমধ্যে তু কৃষ্ণাজিনাতিলোপরি ।
 কেণৈয়ত্রসংবীতঃ কারয়েৎক্লেমবাজিনম্ ॥ ৪
 শক্তিত স্তপলাদুর্দ্ধমা সহস্রপলাবুধঃ ।
 পাত্ৰঃকোপানহচ্ছত্র-চামরাসনভাজনৈঃ ॥ ৫
 পূর্বকুস্তাষ্টকোপেতঃ মাল্যেক্ষুকসংযুতম্ ।
 শয্যাং সোপস্করাং তদ্বৎক্লেমমার্ত্তগুসংযুতাম্ ॥ ৬
 ততঃ সর্কৌষাধিগ্নান্নাপিতো বেদপুঙ্কবৈঃ ।
 ইমমুচ্চারয়েন্নজ্ঞঃ গৃহীতকুসুমাজলিঃ ॥ ৭
 নমস্তে সর্বদেবেশ বেদাহরণলম্পট ।
 বাজিরূপেণ মামস্ম্যৎ পাহি সংসারসাগরাৎ ॥ ৮
 অমেব সন্তুধা ভূহা হৃন্দোরূপেণ ভাস্কর ।
 যস্মাচ্ছাসয়সে লোকানতঃ পাহি সনাতন ॥ ৯

বাচন ও লোকেশ-আবাহন করিবেন। পরে
 কান্টিক, মণ্ডপ, সস্তার, ভূষণ ও আচ্ছাদনাদি
 আহরণ করিবেন। আয়োজন স্বয়ং হইলে
 বিদ্বান্ ব্যক্তি এককই একাগ্রিবৎ হিরণ্যপ্র-
 দান যত্ন করিবেন। ঐ হিরণ্যপ্র বেদী-
 মধ্যে কৃষ্ণাজিন ও তিলোলপরি স্থাপন
 করিবেন। উহা কোণেয় বস্ত্র দ্বারা আবৃত
 করিতে হইবে। শক্তি অল্পসারে ঐ
 হৈমবাজী ত্রিপলের উর্ধ্ব পরিমাণ হইতে
 সহস্র পল পরিমাণ পর্যন্ত করিতে পারিবে।
 হৈমবাজীর সম্মুখে পাত্ৰকা, উপানব,
 ছত্র, চামর, আসন, ভাজন, অষ্ট পূর্ণ-
 কুস্ত, মালা, ইক্ষু, ও কল এই সকল উপ-
 কল্পিত করিবেন। হৈম মার্ত্তগু-সমাবৃত সোপ-
 স্কর শয্যা কল্পনা করিবেন । ১—৭। অনন্তর
 যজমান বেদপুঙ্কব ব্রাহ্মণ কর্তৃক সর্কৌ-
 ষাধিজলে ন্নাপিত হইয়া কুসুমাজলি গ্রহণান্তে
 এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, হে বেদাহরণ-লম্পট
 সর্বদেবেশ! আপনি বাজিরূপে এই সংসার-
 সাগর হইতে আমাকে উদ্ধার করুন; আপ-
 নাকে নমস্কার। হে ভাস্কর! তুমিই সন্ত-
 তাগে বিভক্ত হইয়া হৃন্দোরূপে লোক সকল
 আলোকিত কর। অহএব হে সনাতন!

এবমুচ্চাৰ্য্য গুরবে তমখং বিনিবেদয়েৎ ।
দহ্য পাপক্ষয়স্তানোলোকমভ্যোতি শাশ্বতম্ ।
গোভির্বিভবতঃ সৰ্কান্ হজ্ঞশ্চাপি পূজয়েৎ ।
সম্বিধাষ্টোপকরণং গুরবে বিনিবেদয়েৎ ॥১১
সৰ্কং শয্যাদিকং দহ্য ভুজ্যতাইলমেব হি ।
পুৰাণশ্রবণং তদ্বৎ কারয়েন্তোজ্ঞনাদিকম্ ॥১২

ইমং হিরণ্যাক্ষবিধিং কৰোতি যঃ
পুণ্যং সমাসাদ্য দিনং নরেন্দ্র * ।
বিমুক্তশাপঃ স পুৰং মুরারেঃ
প্রাপ্নোতি সৈন্ধৱভিপূজিতঃ সম্ ॥১৩
ইতি পঠ্যত য এতদ্ব্যেকবাজিপ্রদানঃ
সকলকলুষমুক্তঃ সোহৰ্ষমেধেন যুক্তঃ ।
কনকময়বিমানেনার্কলোকঃ প্রযাতি
ত্রিদশপতিবধূভিঃ পূজ্যতে যোহৰ্ভপশ্চেৎ
যো বা শৃণোতি পুরুষোহম্মধনঃ স্মরেৎ ৷
হেমাখদানমভিনন্দয়তীহ লোকে ।

আপনি আমাদিগকে পালন করুন । এই মন্ত্র
পাঠ করিয়া ঐ অৰ্ঘ্যটি গুরুকে প্রদান করি-
বেন । যজ্ঞমান এইরূপ প্রদানের ফলে ক্ষীণ-
পাতক হইয়া শাশ্বত ভাবলোক প্রাপ্ত
হইবেন । বিভব অমুসারে ঋত্বিকৃগণকে
গাত্তী দানে সম্মানিত করিবেন । যাবতীয়
যান্ত্র উপকরণ গুরুকে প্রদান করিয়া তৈল-
হীন ভোজন ও পুরাণ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ-
ভোজন করাইবেন । হে নরেন্দ্র ! যিনি এই
পুণ্যদিনে হিরণ্যাক্ষ প্রদান করেন, তিনি
বিগত-কলুষ ও সিদ্ধগণ কর্তৃক সম্মানিত
হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন । এই হৈম
বাজি-দান যিনি পাঠ ও দর্শন করেন, তিনি
সকল কলুষ হইতে মুক্ত হন, অশ্বমেধ যজ্ঞের
ফল পাইয়া থাকেন এবং কনকময় বিমানে
ত্রিদশপতির বধূগণ কর্তৃক পূজিত হইতে
হইতে অর্কলোকে প্রয়াণ করেন । অন্ন
ধন ব্যক্তিও এই হেমাখদান শ্রবণ, স্মরণ

সম্পূজ্যমানো দিবি দেবসংজ্ঞৈঃ ।

ইতি ঋচিং পাঠ

সোহপি প্রয়াতি ইতকলুষওদ্ধদেহঃ
স্থানং পুরন্দরমহেশ্বরদেবভূষ্টম্ ॥১৫

ইতি ত্রিমাংসে মহাপুরাণে মহাদানাত্মকীৰ্ত্তমে
হিরণ্যাক্ষ প্রদানবিধির্নামাদীত্যাধিককথিত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮০ ॥

একাদশীত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

অখাতঃ সশ্রবক্ষ্যামি মহাদানমমুত্তমম্ ।
পুণ্যমখরথং নাম মহাপাতকনাশনম্ ॥১
পুণ্যং দিনমথাসাদ্য কৃদ্বা ব্রাহ্মণবাচনম্ ।
লোকেশাবাহনং কুর্ধ্যাৎ তুলাপুরুষদানবৎ ॥২
ঋত্বিকৃগণ-সম্ভার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্ ।
কৃকাজিনে তিলান্ কৃদ্বা কাকনং স্থাপয়েজ্জঘম্
অষ্টাংসং চতুরং বা চতুঃশতকং সর্ব্বরমম্ ।
ঐন্দ্রনীলেন কুন্তেন ধ্বজরূপেণ সংযুতম্ ॥ ৪
লোকপাশাষ্টকং তদ্বৎ পদ্মগাগদলারিতম্ ।

এবং ইহার অভিনন্দন করিলে বিগতকলুষ ও
ওদ্ধদেহ হইয়া দেব মহেশ্বর ও পুরন্দর-
সেবিত স্থানে গমন করেন । ৮—১৫ ।

অদীত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮০ ।

একাদশীত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত বলিলেন,—অতঃপর মহাপাতক-
নাশন পুণ্যজনক অমুত্তম অখরথ নামক
মহাদানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি—শ্রবণ
করুন । যজ্ঞমান পুণ্য দিনে তুলাপুরুষ
দান-বৎ ব্রাহ্মণবাচন ও লোকেশ আবাহন
করিয়া এবং ঋত্বিকৃ, মণ্ডপ, সম্ভার, ভূষণ,
আচ্ছাদন আহারণান্তে তিল-সংযুক্ত কৃক-
জিনোপরি কাকনময় রথ স্থাপন করিবেন । ঐ
রথে আটটি বা চারিটি অশ্ব ও চারিটি চক্র
যাজিত থাকিবে । ঐন্দ্রনীলময় কুন্ত ও ধ্বজ
স্থাপন করিবে । ঐরূপ পদ্মগাগময় অষ্ট-

চতুরঃ পূৰ্ণকলশান ধাত্তান্তষ্টাদশৈব তু ॥ ৫
 কোশেষবহ্নসংযুক্তমুগ্ধরিষ্টাষিতানকম্ ।
 মাল্যোক্ষকলসংযুক্তঃ পুরুষেণ সমধিতম্ ॥ ৬
 যো যত্কৃতঃ পুমান্ কুৰ্ঘাৎ স তন্মাত্ৰাধবাসনম্
 ছত্র-চামর-কোশেষবহ্নোপানহপাঙ্কম্ ॥ ৭
 গোভিবিভবতঃ সার্কং দদ্যাচ্চ শয়নাদিকম্ ।
 অা তারাত্ৰিপিলাদূৰ্দ্ধং শক্তিতঃ কারয়েদুধঃ ॥
 অখাষ্টকেন সংযুক্তঃ চতুর্ভিরথ বাজিভিঃ ।
 ষাভ্যামপি যুতঃ দদ্যাচ্চেমসিংহধ্বজাধিতম্ ॥ ৯
 চক্ররক্ষাবুভৌ তন্তু তুরগহাবধাধিনৌ ।
 পুণ্যকালমথাবাপ্য পূৰ্ণবৎ আশিতো ষিষ্টৈঃ ॥
 ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাবৃত্য গৃহীতকুশুমাজলিঃ ।
 শুক্রমালাহরো দদ্যাাদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১১
 নমো নমঃ পাশবিনাশনায়
 বিদ্বান্ধনে বেদতুরঙ্গমায় ।
 ধাত্তামধীশায় দিবাকরায়
 পাপোষদাবানল দেহি শান্তিম্ ॥ ১২

লোকপাল, চারিটি পূর্ণ কলস, ও অষ্টাদশ
 প্রকার ধাত্ত সংস্থাপন করা বিধেয় । রথ,
 কোশেষবহ্নে সংযুক্ত করিবে, এবং বেদীর
 উপরিভাগে চত্ৰাতিপ দিবে । মাল্য, ইক্ষু,
 কল ও পুরুষ এই সকল দ্রব্য রথোপরি
 সংস্থাপিত করিবে । ১—৬ । যে যাহার
 ভক্ত, সে তাহার নামেই অধিবাস করিবে ।
 বিভবাহুসারে গো সহ ছত্র, চামর, কোশেষ
 বহ্ন, উপানহ, পাঙ্ক ও শয্যা দান
 করিবে । ত্রিপলের উর্দ্ধ হইতে তার-
 পরিমাণ পর্যন্ত যথাশক্তি রথ নির্মাণ
 করিবে । উহা হৈম-সিংহ-ধ্বজাধিত ও আটটি
 চারিটি বা দুইটি অশ্বযুক্ত করিয়া দান
 করিবে । অখারোহী আবিনীকুমারদ্বয় ঐ
 রথের চক্ররক্ষক রূপে কম্পিত হইবেন ।
 অনন্তর শুক্রাহরধর যজ্ঞমান পুণ্যসময়ে পূৰ্ণ-
 বৎ বিপ্রকর্তৃক স্থাপিত হইয়া তিনবার প্রদ-
 ক্ষিণান্তে দান করিবেন—করিয়া কুশুমাজলি
 গ্রহণান্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন,—হে পাপ-
 বিনাশন, বিদ্বান্ধন, বেদতুরঙ্গম তেজোধি-

বশষ্টকাদিত্য-মরুদগণানাং
 যমেব ধাত্তা পরমং নিধানম্ ।
 যতন্ততো মে হৃদয়ং প্রয়াতু
 ধর্ম্মৈকতানত্মম্বোঘনাশাৎ ॥ ১৩
 ইতি তুরগরথপ্রদানমেকঃ
 ভবভয়হৃদনমত্র যঃ করোতি ।
 স কলুবপটলৈর্বিযুক্তদেহঃ
 পরমুটোতি পদং পিনাকপাণেঃ ॥ ১৪
 দেদীপ্যমানবপুবাঃ বিজিতপ্রভাব-
 মাক্রম্য মণ্ডলমথগিতচণ্ডভানোঃ ।
 সিদ্ধাক্ষনানয়নমট্টপদপীয়মান-
 বক্রাঙ্গুলোহম্বুজভবেন চিরং সহাস্তে ॥ ১৫
 ইতি পাঠতি শৃণোতি বা য ইথং
 বনকতুরগরথপ্রদানমশ্বিন্ ।
 ন স নরকপুরং ব্রজেৎ কদাচি-
 ন্নরকরিপোর্ভবনং প্রয়াতি ভুয়ঃ ॥ ১৬

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে মহাদানাহু কৌর্তনে
 হিরণ্যাস্থরথ প্রদানবিধির্নামৈকানীত্যধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

পতি পাপসমূহ-দাবানল দিবাকর ! আপ-
 নাকে নমস্কার ; আপনি শান্তি প্রদান
 করুন । যেহেতু আপনিই অষ্টবসু, আদিত্য
 ও মরুদগণের পরম বাহা ও নিধান
 অতএব আপনার প্রসাদে আমার হৃদয়
 নিষ্পাপ হইয়া ধর্ম্মৈকতানত্ম লাভ করুক ।
 যে ব্যক্তি এই ভব-ভয়-নাশন তুরগ প্রদান
 নামক মহাদানের অমুষ্ঠান করে, সে কলুব-
 রাশি হইতে মুক্ত হইয়া পিনাকপাণের পদ
 লাভ করে এবং দেদীপ্যমান দেহধারীদিগের
 প্রভাবজয়ী, অর্থগত, চণ্ডভানুর মণ্ডল
 আক্রমণ করিহ—সিদ্ধাক্ষনাগণের নয়ন-মধুকর
 কর্তৃক পীয়মানবক্রাঙ্গুল হইয়া অম্বুজভবের
 সহিত বসতি করে । এই সংসারে যিনি
 বনকতুরগ-রথ দানবিধি শ্রবণ বা পাঠ
 করেন, তিনি কদাচ নরকে গমন করেন না ।

ব্যাকীত্যধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

অখাতঃ সস্ত্রবক্ষ্যামি হেমহস্তিরথং শুভম্ ।
যন্ত প্রদানাদ্ভবনং বৈষ্ণবং যাত্তি মানবঃ ॥ ১
পুণ্যাত্তিথিমথাসাদ্য তুলাপুষ্করদান২৭ ।
বিপ্রবাচনকং কুৰ্ঘ্যাম্লোকেশাবাহনঃ বৃধঃ ।
ঋত্বিকৃণ্ডপ-সস্ত্র ব ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্ ॥ ২
অত্রাপ্যপোষিতস্তদ্বদ্রাক্ষণৈঃ সত্ৰ ভোজনম্ ।
কুৰ্ঘ্যাম্ পুষ্পরথাকারং কাঞ্চনং মণিমাণ্ডিতম্ ॥ ৩
বলভৌতিবিচিত্রাভি চতুশ্চক্রসমাবৃতম্ ।
কুৰ্ঘ্যাজনৈ তিলদ্রোণঃ কুৰ্ঘ্যাম্ সংস্থাপয়েদ্রথম্ ॥ ৪
লোকপালাষ্টকোপেতং ব্রহ্মার্কশিবসংযুতম্ ।
মথো নারায়ণোপেতং লক্ষ্মীপুষ্টি-মবৃতম্ ॥ ৫
তথাষ্টাদশ ধাত্তানি ভাজনাসনচন্দনৈঃ ।
দীপিকোপানহচ্ছত্রদৰ্শনং পাত্ৰকাঞ্চিতম্ ॥ ৬

গ্রন্থ নরকরিপুর ভবনে তাঁহার গতি হইয়া থাকে । ৭—১৬ ।

একাদশীত্যধিকবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮১

ব্যাকীত্যধিকবিশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত বলিলেন,—যাহা প্রদান করিলে
ত্রিভুবন বৈষ্ণব হয়, সেই শুভ হেম-হস্তি-
রথপ্রদানের বিষয় বলিতেছি ; শ্রবণ করুন ।
পুণ্যার্থিতে যজ্ঞমান তুলাপুষ্করদানবৎ
বিপ্রবাচন, লোকেশ আবাহন, ঋত্বিকৃ, মণ্ডপ,
সস্ত্র ও ভূষণাচ্ছাদনাদি আহরণ করিবেন ।
এই মগদানে যজ্ঞমান উপবাসী থাকিয়া
ব্রাহ্মণগণের সহিত ভোজন করিবেন । ঐ রথ
পুষ্পকরথাকার কাঞ্চনময় মণিমাণ্ডিত, বিচিত্র
বলভীযুক্ত, ও চারিটি চক্রবিশিষ্ট করিয়া
কুৰ্ঘ্যাজনন তিলদ্রোণোপরি সংস্থাপিত
করিবে । উহা লোকপালাষ্টক-যুক্ত, ব্রহ্মার্ক-
শিব-সংযুক্ত, নারায়ণাধিষ্টিত-মধ্য, লক্ষ্মীপুষ্টি-
সমাবৃত, দ্বাদশ প্রকার ধাত্ত ও ভাজনাসন-
চন্দন-চর্চিত এবং দীপ, উপান২, ছত্র,

ধ্বজে তু গরুড়ঃ কুৰ্ঘ্যাম্ কুবরাত্রে বিনায়কম্ ।
নানাকলসমাবৃত্তমুপরিষ্ঠাভিতানকম্ ॥ ৭
কৌশেয়ঃ পঞ্চবর্ণস্ত অগ্নানকুসুমাবিতম্ ।
চতুর্ভিঃ কলশৈঃ সার্কঃ গোভিরষ্টাভিরবিতম্ ॥ ৮
চতুর্ভির্হেমমাতঙ্গৈর্মুক্তাদামবিকূষিতৈঃ ।
স্বরূপতঃ করিভ্যাক যুক্তঃ কুৰ্ঘ্যাম্ নিবেদয়েৎ ॥ ৯
কুৰ্ঘ্যাম্ পঞ্চশলাদুর্জমা ভারাদপি শক্তিতঃ ।
তথা মঙ্গলশব্দেন ন্রাপিতো বেদপুস্তকৈঃ ॥ ১০
ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাবৃত্য গৃহীতকুসুমাজলিঃ ।
ইমমুচ্চারয়েন্নত্ৰং ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ ॥ ১১

নমো নমঃ শতরূপদ্ব্যজার্ক-
লোকেশ-বিদ্যাধর-বাসুদেবৈঃ ।
অং সেব্যাসে বেদ-পুরাণ-যজ্ঞে-
স্তেজোময় স্তম্বন পাহ তস্মাৎ ॥ ১২
যত্নং পদং পরমশুভতমং মুরারে-
রানন্দহেতু শুণুরূপবিমুক্তমন্তঃ ।
যোগৈকমানসদৃশো বুনয়ঃ সমাধৌ
পশ্চাতি তবমসি নাথ রথধিক্রুত ॥ ১৩

দর্পণ ও পাত্ৰকা দ্বারা সুসজ্জিত হইবে ।
রথের ধ্বজে গরুড় ও কুবরাত্রে বিনায়ককে
স্থাপিত করিবে । নানা কলযুক্ত চন্দ্রাতপ
উপরিভাগে প্রসারিত করিবে । অগ্নান-
কুসুমাবিত পঞ্চবর্ণ কৌশেয় বস্ত্রে রথ
আচ্ছাদিত করিবে । উহা চারিটি কলসের
সহিত আটটি গো দ্বারা আবৃত হইবে ।
মুক্তাদাম-বিকূষিত চারিটি হেমমাতঙ্গের
সহিত স্বরূপতঃ দুইটি হস্তী যোগ করিয়া
নিবেদন করিবে । ১—১০ । অনন্তর যজ্ঞমান
বেদজ-পুস্তক কর্তৃক মঙ্গল মন্ত্র দ্বারা ন্রাপিত
হইয়া কুসুমাজল গ্রহণান্তে তিনবার প্রদক্ষিণ
করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবেন এবং এই
মন্ত্র পাঠ করিবে,—হে তেজোময় স্তম্বন !
তুমি শতরূপ, পদ্মজ, অর্ক, লোকেশ, বিদ্যাধর
ও বাসুদেব কর্তৃক বেদ, পুরাণ ও যজ্ঞ
দ্বারা সেবিত হও ; অতএব তুমি আমা-
দিগকে পালন কর । যোগের একমাত্র
সাক্ষিধরূপ মূনিগণ সমাধিলম্বে মুরারির

বন্দ্যং যমেব ভবসাগরসংপ্লুতানা-

মানন্দভাগমুতমক্ষগপারপত্রম্ ।

তস্মাদঃস্বাশ্রয়নেন কুরু প্রসাদঃ

চামীকরৈতরথ মাধব সম্প্রদানঃ ॥১৪

ইত্থং প্রণম্য কনকৈতরথ প্রদানঃ

যঃ কারয়েৎ সকলপাপবিমুক্তদেহঃ ।

বিদ্যাধরামরমুনীশ্রগণাভিজুষ্টঃ

প্রাপ্তোত্যসৌ পদমতীন্দ্রিয়মিশ্রমৌলিঃ ।

কৃতকৃত্তবিতানপ্রজলহিহজাল-

ব্যতিকরকৃতদেহোদেগভাজোহপি বহুন্ ।

নয়তি স পিতৃপুত্রান বাহুবানপাশেবান্

কৃতগজরথধানাক্ষাভঃ সন্ম বিকোঃ ॥১৬

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ণনে
চেমহন্তিরথপ্রদানবিধির্নাম ত্র্যশীত্য-
ধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮২ ॥

যে আনন্দহেতু গুণরূপ-বিমুক্ত প্রসিক্ত
পদ্ম হৃদয়ে দর্শন করেন, হে নাথ! অধি-
রুঢ়, রথ! তাহাই তুমি। হে সুবর্ণ হস্তি-
রথ মাধব! যেহেতু তুমি ভব-সাগর-মগ্ন
ব্যক্তিগণের আনন্দভাক্ত অমৃত অক্ষগ-
পারপত্র অতএব তুমি আমাদের পাপোপ-
শমনপূরক প্রসন্ন হও। যিনি এই প্রকারে
প্রণাম করিয়া কনককৃত্তিরথ প্রদান করেন,
তিনি সর্বপাপ হইতে বিমুক্তদেহ হন এবং
পরে বিদ্যাধর, অমর ও মুনীশ্রগণ কর্তৃক
সেবিত হইয়া চন্দ্রমৌলির অতীন্দ্রিয় পদ
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি প্রজ্বলিত
বহ্নি-শিখাসমূহ-সদৃশ কৃত্তিরথ নিবন্ধন
উদেগভাগী অশেষ বহুবাহুব ও পিতৃ-
পুত্রদিগকে শাসিত বিকুসদনে উপনীত
করেন। ১১—১৬।

ত্র্যশীত্যধিকবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮২ ॥

ত্র্যশীত্যধিকবিশততম অধ্যায়ঃ ।

মৎস্য উবাচ ।

অথাতঃ সস্ত্রবক্ষ্যামি মহাদানমহুত্তমম্ ।

পঞ্চলাঙ্গলকং নাম মহাপাতকনাশনম্ ॥১

পুণ্যাং তিথিমখ্যানাদ্য যুগাদিগ্রহণা দকাম্ ।

ভূমিদানং নরো দদ্যাৎ পঞ্চলঙ্গলকা'বদম্ ॥২

খরুটং খেটকং বাপি গ্রামং বা শস্ত্রশালিনম্ ।

নিবর্তনশতং বাপি তদর্দ্ধং বাপি শকিতং ॥৩

সারদাক্রময়ান কৃত্তা হলান্ পঞ্চ বচকণঃ ।

সকোপকরণৈর্ধুকানস্থান পঞ্চ চ কাঞ্চনান্ ।

কুর্ঘ্যাৎ পঞ্চপাদুর্ধ্বমাসঃশপলাবধি ॥৪

বুধান লক্ষণসংযুক্তান দশ চৈব ধরদ্বয়ান্ ।

সুবর্ণশূভ্রভরণান্ যুক্তালাঙ্গুলভূষণান্ ॥৫

রূপাপাদাশ্রিতিলকান্ রক্তবৌশেয়ভূষণান্ ।

অঙ্গামচন্দনযুতান্ শালাদ্যমধিবাসয়েৎ ॥৬

ধরশ্যাদিত্যকুদ্রেভাঃ পায়ণং নির্ধপেচ্চক্রম্ ।

একস্মিন্নেব কুণ্ডে তু গুরুস্তেভ্যো নিবেদয়েৎ

পলাশসমিধস্তদদাজ্যং কৃকতিলাস্তথা ।

ত্র্যশীত্যধিক বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্য বলিলেন,—অতঃপর পঞ্চলাঙ্গ-
লক নামক মহাপাতক-নাশন অহুত্তম মহা-
দানের বিষয় বলিতেছি; শ্রবণ করুন।
মানব যুগাদি ও গ্রহণ প্রভৃতি পুণ্যতিথিতে
পঞ্চলাঙ্গলারিত ভূমি দান করিবে। খরুট,
খেট, শস্ত্রশালী গ্রাম, শত নিবর্তন বা
তদর্দ্ধ, শস্ত্ররুসারে এই সকল ভূমিদান
করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি পাঁচটি সারদাক্র-
ময় এবং পাঁচটি কাঞ্চনময় সোপকরণ হল
প্রস্তুত করাইবে। ইহার পরিমাণ পঞ্চ
পলের উর্দ্ধ হইতে সহস্র পল পর্যন্ত করা
যাইতে পারে। মণ্ডপমধ্যে অঙ্গাম-চন্দন-
যুক্ত, রক্তবর্ণ কৌশেয়-বসনাবৃত, রূপাপাদ,
তিলকবিশিষ্ট, যুক্তালাঙ্গুল-লাঙ্গুল, সুবর্ণ-
মণ্ডিত-পুং, যুগদ্বয় ও সুলক্ষণ দশটি বুকের
অধিবাসন করিবে। গুরু একই কুণ্ডে
ধরনী, আদিত্য ও কুরুদেবকে পায়স ও চক

তুলাপুৰুষবৎ কুৰ্ঘ্যাজ্ঞোকেশাবাহনঃ বুধঃ ॥ ৮
ততো মঙ্গলশব্দেন শুক্ৰমাল্যাবরো বুধঃ ।
আত্ময় বিজ্ঞদাম্পত্যঃ হেমসূত্রাজুলীয়কৈঃ ॥ ৯
কৌশেয়বস্ত্রকটকৈর্কনিভিস্চাতিপূজয়েৎ ।
শয্যাং সোপকরাঃ দজ্ঞাক্ষেয়মেকাং পয়স্বিনীম্
তথাষ্টাদশ ধাত্তানি সমস্তাদধিবাসয়েৎ ।
•ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য গৃহীতকুসুমাজ্জলিঃ ॥ ১১
ইমমুচ্চারয়েন্নাম্রমথ সৰ্বং নিবেদয়েৎ ।
যস্মাদ্দেবগণাঃ সৰ্ব্বা হাবরাণি চরাণি চ ১২
ধূরন্ধরাজে তিষ্ঠন্তি তস্মাডভিঃ শিবেহু মে
যস্মাচ্চ ভূমিদানস্ত কলাঃ নাইন্তি বোড়শীম্ ॥
দানান্তস্তানি মে ভক্তিধৰ্ম্ম এব দৃঢ়া ভবেৎ ।
দণ্ডেন সপ্তহস্তেন ত্ৰিংশদণ্ডং নিবৰ্ত্তনম্ ॥ ১৪
ত্ৰিভাগহীনং গোচৰ্ম্ম্যমানমাহ প্রজাপতিঃ ।
মানেনানেন যো দদ্যাৎ নিবৰ্ত্তনশতং বুধঃ ।

নিবেদন করিবেন এবং ঐরূপ পলাশসমিধ্,
আজ্য ও কৃষ্ণতিল দিবেন। তুলাপুৰুষ-
দানবৎ লোকেশ-আবাহন করিতে হইবে।
অনন্তর পণ্ডিত ব্যক্তি মণ্ডল-শব্দ দ্বারা শুক্ৰ-
মাল্য ও বস্ত্র পরিধান করিয়া বিজ্ঞদাম্পত্যকে
অহ্মানপূৰ্ব্বক তাহাদিগকে হেম সূত্র, অজু-
লীয়ক, কৌশেয়, বস্ত্র, কটক, ও মণি দ্বারা
অতিপূজিত করিবে। একটা পয়স্বিনী ধেনু,
ও সোপকর শয্যা দান করা বিধেয়। চতু-
র্দিকে অষ্টাদশ প্রকার ধাত্ত স্থাপন করা
কর্তব্য। ১—১০। অনন্তর কুসুমাজ্জলি প্রদান
করিয়া মণ্ডপ প্রদক্ষিণ-পূৰ্ব্বক এই মন্ত্ৰো-
চ্চারণান্তে সকল বস্তু নিবেদন করিবে।
মন্ত্ৰ—যথা, যে হেতু দেবগণ ও চরাচর যাব-
তীয় জীব তোমার ধূরন্ধর অঙ্গে বিরাজিত ;
অতএব হে শিব ! তোমাতে আমার ভক্তি
হউক। যেহেতু অস্তান্ত দান সমুদয় ভূমি
দানের বোড়শী কলারও সমান নহে, অতএব
ভূমি দান করিয়া ধৰ্ম্মে আমার দৃঢ় মতি
হউক। সপ্ত হস্ত দণ্ডের ত্ৰিংশৎ দণ্ড পরি-
মাণকে নিবৰ্ত্তন ও উহা হইতে তিন দণ্ড
ন্যূনপরিমাণকে গোচৰ্ম্ম বলা যায়। ইহা

বিধিনানেন তস্মাচ্চ কীর্ত্তে পাপসংহতিঃ ॥ ১৫
তদৰ্দ্ধমথবা দদ্যাদপি গোচৰ্ম্ম্যাজকম্ ।
ভবনস্থানমাত্রং বা সোহপি পাপৈঃ প্রমুচ্যতে
যাবন্তি লাক্ষলকমার্গমুখাণি ভূমে-
র্ভাসাম্পতেমুহিতুরঙ্গরোমকাণি ।
তাবন্তি শঙ্করপুরে স সমা হি তিষ্ঠেৎ
ভূমিপ্রদানমিহ যঃ কুরুতে মহুযাঃ ॥ ১৭
গন্ধৰ্ব্ব কিম্বর সুরাসুর-সিদ্ধসম্ব-
রাধুতচামরমূপেত্য মহর্ষিমানম্ ।
সম্পূজ্যতে পিতৃ-পিতামহ-বন্ধুভ্যঃ
শস্তোঃ পদং ব্রজতি চামরনাযকঃ সন্ ॥ ৮
ইন্দ্রহমপাধিগতং কথমভ্যুপৈতি
গো-ভূমি-লাঙ্গলধূরন্ধরসম্প্রদানাৎ ।
তস্মাদবোধপটলক্ষয়কারিভূমে-
র্দীনং বিধেয়মতি কৃতিভবোত্তমায় ॥ ১৯

ইতি ত্ৰীমাংশে মহাপুরাণে মহাদানানুকীৰ্ত্তনে
পঞ্চলাঙ্গলপ্রদানবিধির্নাম ত্ৰাণীত্যাধিক-
দিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮৩ ॥

প্রজাপতি কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। যে বিদ্বান্
ব্যক্তি এই পরিমাণে উক্ত বিধানে শত নিব-
ৰ্ত্তন ভূমি দান করেন, তাঁহার পাপসংহতি
আগ্নি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যদি উহার অৰ্দ্ধ-
পরিমিত বা গো চৰ্ম্ম-পরিমিত অথবা ভবনো-
পযোগী স্থান মাত্রও কেহ দান করে, তবে
সেই ব্যক্তিও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।
যে মানব এই সংসারে ভূমিদান করে, দত্ত
ভূমিতে যাবৎসংখ্যক লাক্ষল পদ্ধতি এবং স্বর্ঘ্য-
হাহিতার যতগুলি অঙ্গ-রোম, তত সংখ্যক
বৎসর সেই ব্যক্তি শঙ্করপুরে বাস করে এবং
মহৎ বিমানে আরোহণ করিয়া শিফ-পিতামহ
ও বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে গন্ধৰ্ব্ব, কিম্বর, সুরা-
সুর ও সিদ্ধসম্বর্দ্ধক বীজিত ও পুজিত হইয়া
অমরনাথরূপে শঙ্কর পদ প্রাপ্ত হয়। আর
গো, ভূমি, লাক্ষল ও ধূরন্ধর দান নিবন্ধন
পাপকর করিয়া ইন্দ্রও প্রাপ্ত হয়। অতএব

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্য উবাচ ।

অথাভ্যাস্তবক্ষ্যামি ধরাদানমহুতমম্ ।
পাপক্ষয়করং নৃণামমঙ্গলাবিনাশনম্ ॥ ২
কারয়েৎ পৃথিবীং ত্রৈমীং জম্বুদ্বীপানুকারিণীম্ ।
মধ্যাদাপর্কতবতীং নবো মেকমধ্যমম্ ॥ ২
লোকপালাষ্টকোপেতাঃ নববর্ষসমধিতাম্ ।
নদোনদসমোপেতাঃ সপ্তসাগরবেষ্টিতাম্ ॥ ৩
মহারত্নসমাকীর্ণাঃ বসুন্ধরাদর্কসংযুতাম্ ।
হেমঃ পলসহশ্রোণ তদর্কেনাথ শক্ৰিতঃ ॥ ৪
শতব্রহ্মেণ বা কুর্ধ্যাদ্বিশতেন শতেন বা ।
কুর্ধ্যাৎ পঞ্চপলাদূর্কমেকোহপি বিচক্ষণঃ ॥ ৫
তুলাপুরুষবৎ কুর্ধ্যাল্লোকেশাবাহনং বুধঃ ।
অহিযুগপ-সন্তার-ভ্রমণাচ্ছাদনাদিকম্ ॥ ৬
বৈদ্যাঃ কৃষ্ণাজিনঃ কুহা ত্রিলানামুপরি ত্র্যসং

ত্রৈবধ্যময় জন্ম লাভের নিমিত্ত পাপরাশিনাশী
ভূমিদান সকলেরই বিধেয় । ১১—১২ ।

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্য বলিলেন,—অতঃপর আমি মানব-
গণের অন্তঃকরণে পাপক্ষয়কর অমূল্য
ধরাদানের বিষয় কীর্তন করিতেছি;—
শ্রবণ করুন । যজ্ঞমান জম্বুদ্বীপানুকারিণী
কাঞ্চনময়ী পৃথিবী নিশ্চয় করাউন । উহা
মধ্যাদাপর্কতবতী, মেকমধ্যা, লোকপালাষ্ট-
কোপেতা, নববর্ষ-সমধিতা, নদী-নদ-সমা-
কুলা, সপ্তসাগর-বেষ্টিতা, মহারত্ন-সমাকীর্ণা,
এবং বসু, রত্ন ও অর্ক-সংযুক্তা হইবে ।
মানব শক্তি-অনুসারে ঐ সূর্যময় পৃথিবীর
পরিমাণ—সহস্র পল, পাঁচশত পল, তিনশত
পল, দ্বিশত পল বা শতপল করিবে । নিত্য
অশ্রুত পক্ষে বিচক্ষণ ব্যক্তি পঞ্চ পলের
উর্দ্ধ পরিমাণ করিবে । তুলাপুরুষদানবৎ
লোকেশ-সাবাহন, অহিক, মগুপ, সন্তার,

তথাষ্টাদশ ধাত্বানি রসাংশ লবণাদিকান্ ॥ ৭
তথাষ্টৌ পূর্ণকলশান সমস্তাং পরিকল্পয়েৎ ।
বিতানকক কৌশেয়ঃ কলানি বিবিধানি চ ॥ ৮
তথাঃশু কানি রম্যাণি ত্রীখণ্ডশকলানি চ ।
ইতোবঃ কারয়িত্বা তামধিবাসনপূর্ষকম্ ॥ ৯
শুক্ৰমালাদ্রবধরঃ শুক্রাভরণভূষিতঃ ।
প্রদীপ্যন্ত ততঃ কুহা গৃগীতকুসুমাজ্জলিঃ ॥ ১০
পুণ্যঃ কালমথাসাদ্য মন্ত্রানেনতাভুদীরয়েৎ ।
নমস্তে সপ্তদেবানাং হমেব ভবনং যতঃ ॥ ১১
ধাত্ৰী চ সমভূতানাং ততঃ পাহি বসুন্ধরে ।
বসু ধারয়সে যস্মাদ্বসু চাতীৰ নিশ্চলম্ ॥ ১২
বসুন্ধরা ততো জাতা তস্মাৎ পাহি ভয়াদলম্
চতুর্গুণং পি নো গচ্ছেদ্যস্মাদলম্ তবাচলে ॥
অনন্তাং নমস্তস্মাৎ পাহি সংসারবর্দ্ধমাৎ ।
হমেব লক্ষ্মীর্গৌবিন্দে শিবে গোবিন্তি চান্বিতা
গায়ত্রী বক্ষণঃ পার্শ্বে জ্যোৎস্না চন্দ্রে রবৌ প্রভা

ও ভ্রমণাচ্ছাদনাদি করিবে । বেদীর উপরি-
ভাগে কৃষ্ণাজিন পাতিত করিয়া তত্পরি
তিল রক্ষা করিবে । ঐরূপ অষ্টাদশ প্রকার
ধাতু, রস, লবণ ও অষ্ট পূর্ণকলস চতুর্দিকে
স্থাপন করিবে । কৌশেয় চন্দ্রাতপ, বিবিধ
কল, বসু, রমণীয় ত্রীখণ্ড—এই সকল দ্রব্য
যথাযথ স্থাপন করিবে । পরে শুক্র মালাদ্রব-
পরিধায়ী শুক্রাভরণ-ভূষিত গৃগীত-কুসুমা-
জলি যজ্ঞমান শুভক্ষেপে অধিবাসপূর্ষক প্রদ-
ক্ষিণ করিয়া এই সকল মন্ত্র পাঠ করিবে—
হে মাতঃ বসুন্ধরে । তুমিই নিখিল দেবগণের
আশ্রয়, এবং সম্রাজীবের ধাত্রীস্বরূপা, অতএব
আমাদিগকে রক্ষা কর । হে মাতঃ ! তুমি
বসু ধারণ কব বলিয়া তোমার নাম বসুন্ধরা ।
তুমি আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা কর ।
১—১২ । হে অচলে ! চতুর্গুণ তোমার অশ্র-
পান না ; এজন্ত তুমি অনন্তা । তোমাকে নম-
স্কার ; সংসার বর্দ্ধম হইতে আমাদিগকে রক্ষা
কর । হে শিবে ! হে গোবিন্দে ! তুমিই
লক্ষ্মী এবং তুমিই গৌরীরূপে অবস্থিতা
মাতঃ । তুমিই বক্ষণ পার্শ্বে গায়ত্রী, চন্দ্রের

বুদ্ধির্হৃদস্থো যাতা মেধা মূনিষু সংস্থিতা ॥১৫
বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতা যস্মাৎ ততো বিশ্বস্তরা স্মৃতা
ধৃতিঃ স্থিতিঃ ক্ষমা ক্ষৌণী পৃথ্বী বসুমতী রসা
এতাভির্নৃতিভিঃ পাহি দেবি সংসারসাগরাৎ ।
এবমুচ্চায্য তাং দেবীং ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ
ধরাদ্ধং বা চতুর্ভাগং গুরুবে প্রতিপাদয়েৎ ।
শেষকৈবাল্য ঋত্বিগ্ভ্যঃ প্রণিপত্য বিসর্জয়েৎ ॥
অনেন বিধিনা যন্ত দত্তাদ্ধেমধরাং শুভান্ ।
পুণ্যকালে তু সম্প্রাপ্তে স পদং যতি বৈকুণ্ঠম্
বিমানেনার্কবর্ণেন কিঙ্কীজালমাণিনা ।
নারায়ণপুরং গত্ত্বা কল্পত্রয়মথাবসেৎ ।
পিতৃন পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ ভারয়েদেকবিংশতিম্
ইতি পঠতি য ইথাং যঃ শৃণোতি প্রসঙ্গা-
দপি কলুষবিতানৈর্নুক্তদেহঃ সমস্তাৎ ।

জ্যোৎস্না, রবির প্রভা, বৃহস্পতির বুদ্ধি এবং
মুনীগণের মেধারূপে অবস্থিত। মাতঃ !
তুমিই বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ, এই
জন্তই তোমার নাম বিশ্বস্তরা হইয়াছে।
হে দেবি ! তুমি তোমার ধৃতি, স্থিতি, ক্ষমা,
ক্ষৌণী, পৃথ্বী, বসুমতী ও রসা—এই সকল
মূর্ত্তি দ্বারা সংসার-সাগর হইতে আমাদের গকে
রক্ষা কর। এইরূপে অভিমন্ত্রিত করিয়া
ঐ দেবীকে ব্রাহ্মণসাৎ করিবে। ধরার
অর্দ্ধভাগ বা চতুর্ভাগ গুরুকে প্রদান
করিবে। অবশিষ্ট, ঋত্বিকদিগকে প্রদান
করিয়া প্রণিপাতপুরঃসর তাঁহাদিগকে বিদায়
দিবে। এই বিধি অনুসারে যে ব্যক্তি হৈম-
ধরা দান করে, পুণ্যকাল উপস্থিত হইলে
সে পরম বৈকুণ্ঠ পদ লাভ করে এবং কিঙ্কী-
জালমালী অর্কবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া
নারায়ণপুরে উপস্থিত হয় এবং কল্পত্রয়কাল
যাবৎ তথায় বাস করে। পরন্তু ঐ ব্যক্তি
পিতৃ, পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি একবিংশতি পুরুষ
উদ্ধার করে। এই মহাদানের বিষয় যে
ব্যক্তি পাঠ এবং প্রসঙ্গবশতঃ যদি শ্রবণ
করে, তাহা হইলে সে সর্বতোভাবে কলুষ-

দিবমমরবধুভিষাতি সম্প্রার্থমানো
পদমমরসহস্রৈঃ সেবিতং চন্দ্রমৌলেঃ ॥ ২১
ইতি জ্যোৎস্নে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ণেন
হেমপৃথিবীদানমাহাশ্রাং নাম চতুরশীত্য-
ধিকদ্বিশততমে হধ্যায়ঃ ॥ ২৬০ ॥

পঞ্চাশতীত্বিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মংস্ত উবাচ ।

অথাহঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমম্ ।
বিশ্চক্রামিতি খ্যাতং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১
তপনীয়স্ত শুক্লস্ত বিষুবাদিষু কারয়েৎ ।
শ্রেষ্ঠং পলসহস্রৈশ্চ তদর্কেন তু মধ্যমম্ ॥ ২
তস্তাৰ্কেন কনিষ্ঠং স্ত্রীদ্ব্যধ্বক্রেমুদাহৃতম্ ।
অন্তঃশতং পলাদুর্দ্ধমশক্তোহপি নিবেদয়েৎ ॥৩
ষোড়শাং তৎশতক্রং ভ্রমন্ নৈম্যষ্টকাবৃতম্ ।
নাভিপদ্যে স্থিতং বিষ্ণুং যোগারূঢ়ং চতুর্ভুজম্ ॥

কদম্ব হইতে মুক্তি লাভ করে এবং অমর-
বধুগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বর্গে গমন
করে। পরে অমরসহস্র-সেবিত পাণ্ডপত পদ
প্রাপ্ত হয়। ১০—২১ ।

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৬০॥

পঞ্চাশতীত্বিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মংস্ত কহিলেন,—অতঃপর বিশ্চক্রাখ্য
মহাপাতকনাশন অনুত্তম মহাদানের বিষয়
কীর্ণ করিতেছি ; শ্রবণ করুন। বিষুবাদি
দিনে বিশুদ্ধ সূর্যের বিশ্চক্রে নিশ্চীর্ণ
করিবে। সহস্র পল-পরিমিত সূর্য দ্বারা
নির্ম্মিত হইলে, উহা শ্রেষ্ঠ, তদর্কে মধ্যম;
এবং তদর্কে নির্ম্মিত কনিষ্ঠ বলিয়া জানিবে।
অশক্ত ব্যক্তি বিংশতি পলাধিক সূর্যে
বিশ্চক্রে প্রস্তুত করিবে। ঐ চক্রেয় ধোড়-
শটী অন্ন ও আটটি নেমী থাকিবে। উহার
নাভিপদ্যে যোগারূঢ় চতুর্ভুজ বিষ্ণু থাকি-

শঙ্খ-চক্রেহস্ত পাশে তু দেবাত্তকসমাবৃতম্ ।
 দ্বিতীয়াবরণে ততঃ পূৰ্ণভো জলশায়িনম্ ॥ ৫
 অত্রিভূগুর্বাশঠ্যত্র ব্রহ্মা কস্তপ এব চ ।
 মৎস্তঃ কূৰ্মো বরাহশ্চ নরসিংহোহ বামনঃ ॥ ৬
 রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ বক্রোতি চ ক্রমাৎ ।
 তৃতীয়াবরণে গৌরী মাতৃভিবশুভিবুতা ॥ ৭
 চতুর্থে দ্বাদশাদিত্যো বেদাশ্চত্বর এব চ ।
 পঞ্চমে পঞ্চ ভূতানি ক্রদ্রাষ্টৈশ্চাদশৈব তু ॥ ৮
 লোকপালাষ্টকং সঠে দিঘাতঙ্গাস্তথৈব চ ।
 সপ্তমেহস্তাশি সর্পাশি মঙ্গলানি চ কারয়েৎ ॥ ৯
 অন্তরাস্তরতো দেবান বিস্ত্রসেদষ্টমে পুনঃ ।
 তুলাপুরুষবচ্ছেষঃ সমস্তাং পারিকল্পয়েৎ ॥ ১০
 ঋত্বিকৃগুপ-সস্তার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্ ।
 বিশ্বচক্রে ততঃ কূৰ্মাং কৃষ্ণাজিনভলোপরি ॥
 তথাষ্টাদশ ধাত্তানি রসাস্চ লবণাদিকান্ ।
 পূর্ণকুষ্ঠাষ্টকঠৈব বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ১২
 মাল্যোক্ষফল-রত্নানি বিভানঞ্চাপি কারয়েৎ ।
 ততো মঙ্গলশব্দেন স্নাতঃ শুদ্ধাস্তরো গৃহী ।

বেন । বিষ্ণুর পাশে শঙ্খ, চক্র থাকিবে ।
 ঐ চক্রে চক্রমধ্যে অষ্ট দেবী থাকি-
 বেন । উহার পূৰ্ণদিকে দ্বিতীয় আবরণে
 জলশায়ী, অত্রি, ভৃগু, বসিষ্ঠ, ব্রহ্মা, কস্তপ,
 মৎস্ত, কূৰ্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, দাশরথি,
 রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও বক্রী, তৃতীয়াবরণে বশু ও
 মাতৃগণ সহ গৌরী, চতুর্থে দ্বাদশ আদিত্য,
 চারিবেদ, পঞ্চমে পঞ্চভূত, ও একাদশ ক্রদ্র,
 বঠে অষ্ট লোকপাল ও দিঘাতঙ্গ, সপ্তমে
 সমুদয় অস্ত্র ও যাবতীয় মঙ্গল্য দ্রব্য এবং
 অষ্টমে মধ্যে মধ্যে দেবগণকে বিস্তারিত
 করিবে । অবশিষ্ট সমুদয় কৰ্ম্ম তুলাপুরুষ-
 দানবঃ জানিবে । ঋত্বিকৃ, মণ্ডপ, সস্তার,
 ভূষণ, আচ্ছাদনাদি করিবে । কৃষ্ণাজিনো-
 পরি তিল বিস্তারিতপূৰ্ণক তাহাতে বিশ্বচক্র
 স্থাপন করিবে এবং অষ্টাদশ প্রকার ধাত্ত
 রস লবণাদি, অষ্ট পূর্ণকুষ্ঠ, বিবিধ বস্ত্র,
 মাল্য, ইক্ষু, ফল, রত্ন ও বিভান উপকল্পিত
 করিবে । অনন্তর গৃহী মঙ্গলশব্দ উচ্চারণ

হোমাবিবাসনাস্তে বৈ গৃহীতকুসুমাজলিঃ ।
 ইমমুচ্চারয়েন্নতঃ ত্রিঃ কৃত্বা তু প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৩
 নমো বিশ্বময়ায়েতি বিশ্বচক্রাঙ্গনে নমঃ ॥ ১৪
 পরমানন্দরূপী ত্বং পাহিনঃ পাপকন্দমাৎ ।
 তেজোময়মিদং বস্মাৎ সঙ্গা পশ্চাত্ত্ব যোগিনঃ ॥
 হৃদি তবঃ গুণাতীতঃ বিশ্বচক্রেঃ নমাম্যহম্ ।
 বাসুদেবে স্থিতং চক্রেঃ চক্রমধ্যে তু মাধবঃ ॥ ১৬
 অস্ত্রোস্ত্রাধাররূপেণ প্রণমামি স্থিতাবিহ ।
 বিশ্বচক্রমিদং বস্মাৎ সৰ্পপাপহরঃ পরম্ ॥ ১৭
 আয়ুধঞ্চাপি বাসশ্চ ভবাতৃঙ্কর মামতঃ ।
 ইত্যামন্ত্য চ যো দদ্যাৎ বিশ্বচক্রেঃ বিমৎসরঃ ॥ ১৮
 বিমুক্তঃ সৰ্পপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ।
 বৈকুণ্ঠলোকমাসাদ্য চতুর্দ্বারঃ সনাতনঃ ॥ ১৯
 সেব্যতেহপ্সরসাং সর্জৈস্তিষ্ঠেৎ কল্পশতত্ৰয়ম্

দ্বারা স্নাত ও শুদ্ধাস্তরপরিধায়ী হইয়া
 হোমাবিবাসনাস্তে কুসুমাজলি গ্রহণপূর্বক
 তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ
 করিবে ১—১৬। হে বিশ্বময়! হে বিশ্বচক্রাঙ্গন!
 আপনাকে নমস্কার । আপনি পরমানন্দরূপী,
 অতএব আমাদিগকে পাপ-কন্দম হইতে
 উদ্ধার করুন । যোগিগণ সৰ্বদা বাহাকে
 হৃদয়মধ্যে তেজোময় তত্ত্বরূপে দর্শন করিতে-
 ছেন, আমি সেই গুণাতীত বিশ্বচক্রে
 প্রণাম করিতেছি । হে চক্র! আপনি
 বাসুদেবে অবস্থান করিতেছেন, এবং বাসু-
 দেবও আপনাতে অবস্থান করিতেছেন ।
 আপনার উত্তয়ে পরম্পরের আধাররূপে
 অবস্থিত । অতএব আপনাকে প্রণাম করি ।
 হে বিশ্বচক্র! আপনি সার্বপাপ-হর পরম
 আয়ুধ ও অবলম্বন । অতএব আমাকে এ
 ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন । এ ভাবে
 আমন্ত্রণ করিয়া যে ব্যক্তি বিমৎসরচিত্তে
 বিশ্বচক্রে প্রদান করেন, তিনি নিখিল পাপ
 হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অস্ত্রে বিষ্ণুলোকে
 পূজিত হন এবং বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া
 চতুর্দ্বার ও শাস্তরূপে অপ্সরাগণ কর্তৃক
 সেবিত হইয়া কল্পশতত্ৰয়কাল যাবৎ তথায়

গ্নমেঘাথ যঃ কৃষা বিবচক্রেঃ দিনে দিনে ।

স্মাত্যুর্বক্রেতে নিত্যং লক্ষ্যশ্চ বিপুল্য ভবেৎ ॥২০॥

ইতি সকলজগৎসুপ্রাধিবাসঃ

বিতরতি যন্তপনৌষষোড়শারম্ ।

হরিতবলমুপাগতঃ স সিদ্ধ-

শিরমভিগম্য নমস্ততে শিরোভিঃ ॥ ২১

ভূতদর্শনতাং প্রয়াতি শত্রো-

বদনসুদর্শনতাক্ষ কামিনীভ্যঃ ।

স সুদর্শনকেশবাহুরূপঃ

কনকসুদর্শনদানদম্বপাপঃ ॥ ২২

কৃতগুরুহরিতানি ষোড়শার-

প্রবিতরণে প্রবরাকৃতির্মুরারোঃ ।

অভিভবতি ভবোত্তবন্তি ভীত্যা

ভবমভিতো ভুবনে ভয়ানি ভূয়ঃ ॥ ২৩

ইতি জীমাৎস্তে মহাপুরাণে মহাদানাহুকৌর্তনে

বিবচক্রে প্রদানবিন্দনাম পঞ্চাশীত্যধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৮৫॥

বসতি করেন । যিনি বিবচক্রে নিৰ্ম্মাণ করিয়া প্রতিদিন প্রণাম করেন, তাঁহার পরমাণু বৃদ্ধি হয় এবং তদীয় গৃহে চঞ্চলা অচলা হইয়া বাস করেন । এই সচরাচর জগৎ ও দেবগণের অধিষ্ঠানরূপ, ষোড়শার চক্রে যিনি প্রদান করেন, তিনি হরিতবনে উপনীত হইয়া সিদ্ধ-গণ কর্তৃক নমস্কৃত হন । পরন্তু তিনি কনক-সুদর্শন দানবশতঃ বিনষ্ট-কল্মষ হইয়া শত্রু-দিগের ভূতদর্শন ও কামিনীগণের চক্রে মদন-সুদর্শন-রূপে প্রতিভাত হন । মোহন-মুক্তি জীহরি উদ্দেশে তাঁহার ষোড়শার চক্রে দান করিলে মানবের কৃত হরিতরাশি তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং তাহার সংসারে পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণের ভয়ও থাকে না । ১৭—২৩ ।

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮৬ ।

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

অথাভঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমহুত্তমম্ ।

মহাকল্পলতা নাম মহাপাতকনাশনম্ ॥১॥

পুণ্যাং তিথিমথাসাদ্য কৃষা ব্রাহ্মণবাচনম্ ।

ঋত্বিজগুপসস্তার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্ ॥ ২

তুলাপুরুষবৎ কুৰ্য্যাচ্ছোকেশাবাহনং বৃধঃ ।

চামৌকরময়ী কুৰ্য্যাদশকল্পলতাঃ সমাঃ ॥ ৩

নানাপুস্পাকলোপেতা নানাং শুকবিভূষিতাঃ ।

বিদ্যাধর-সুগৰ্ভানাং মিথুনৈরুপশোভিতাঃ ॥৪॥

পুস্পাণ্যাদিৎসুভিঃ সিন্ধৈঃ ফলানি চ বিহঙ্গমৈঃ

লোকপালাহুকারণ্যঃ কর্তব্যান্তাহু দেবতাঃ

ব্রাহ্মীমনন্তশক্তিক লবণস্তোপরি স্তম্ভেৎ ॥

অধস্তান্ন চৈর্মোর্ধ্যো পদ্মশঙ্খকরে শুভে ॥৬॥

ইভাসনস্থা তু শুভে পূৰ্ব্বতঃ কুলিশাযুধা ।

রজনীসংস্থিতায়াসী স্রবণাণিরথানলে ॥৭॥

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত কহিলেন,—অতঃপর মহাকল্পলতা-নামক মহাপাতক-নাশন অহুত্তম মহাদানের বিষয় কৌর্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন । পুণ্যতিথিতে ব্রাহ্মণবাচন করিয়া ঋত্বিক, মণ্ডপ, সস্তার, ভূষণ, আচ্ছাদনাদি ও লোকেশ-আবাহন প্রভৃতি তুলাপুরুষবৎ সমুদয় কাৰ্য্য করিবে । সুবর্ণময় দশটী কল্প-লতা নিৰ্ম্মাণ করিবে । উহা নানা পুস্প-ফলময়ী, নানা বসনভূষিতা, বিদ্যাধরমিথুন, সুগৰ্ভমিথুন, পুস্পচয়নকারী সিদ্ধগণ ও ফলা-হরণকারী বিহঙ্গমগণ দ্বারা উপশোভিত হইবে । এতদন্তর উহাতে লোকপালাহুকায়ী দেবতা সকল বিস্তাস করিবে । লবণের উপরিভাগে লতার অধোদিকে শুভ পদ্ম-শঙ্খধারিণী ব্রাহ্মী ও অনন্তশক্তিকে স্থাপন করিবে । শুভের উপরিভাগে পূৰ্ব্বদিকে ইভাসনস্থা ইন্দ্রাণীকে স্থাপন করিবে । অনলে হরিদ্রাসংস্থিতা স্রবণাণি অগ্নায়ী

যায়্যে চ মহিষাক্রূতা গদিনী ততুলোপরি ।
 স্তুতে তু নৈঋতৌ স্থাপ্য। সখজ্ঞা দক্ষিণাপরে
 বাক্ষণে বাক্ষণী ক্ষীরে ঝষহা নাগপাশনৌ ।
 পতাকিনী চ বায়ব্যে যুগস্থা শকরোপরি ॥১০
 সৌম্য। বিলেযু সংস্থাপ্য। শঙ্খিনী নিধিসংস্থিতা
 মাহেশ্বরী বৃষাক্রূতা নবনীতে ত্রিশূলিনী ॥১১
 মৌলিন্তো বরদাস্তবৎ কর্তব্য। বালকাপিতাঃ ।
 শক্ত্যা পঞ্চপলাদূর্জমা সহস্রাং প্রকল্পয়েৎ ॥১২
 সর্কাসামুপরি স্থাপ্যঃ পঞ্চবর্ণঃ বিতানকম্ ।
 ধেনবো দশ কৃস্তাঃ চ বহুযুগ্মাণি চৈব হি ॥১২
 মধ্যমে হে তু গুরবে ঋত্বিজ্ঞেয়াঃ স্তোত্রৈব চ
 ততো মঙ্গলশব্দেন স্নাতঃ শুক্রাহরো বুধঃ ।
 ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাবৃত্য মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥ ১৩
 নমো নমঃ পাপবিনাশনৌভ্যো
 ব্রহ্মাণ্ডলোকেশ্বরপালিনীভ্যঃ ।

মূর্ত্তি স্থাপন করিবে । ১—৭। দক্ষিণে ততুলো-
 পরি মহিষাক্রূতা গদিনী যমশক্তিকে বিস্তাস
 করিবে । নৈঋতে স্তুতমধ্যে খজ্ঞাধারিণী
 নৈঋতশক্তিকে এবং বাক্ষণদিকে ক্ষীরো-
 পরি মৌনহা নাগপাশধারিণী বাক্ষণীকে,
 বায়ব্যে শকরার উপরিভাগে যুগস্থা
 পতাকিনীকে, তিলোপরিস্থ নিধির উপরি-
 ভাগে শঙ্খিনী সৌম্যাকে, ঈশান কোণে
 নবনীতোপরি বৃষাক্রূতা ত্রিশূলিনী মাহেশ্বরীকে
 স্থাপন করিবে । এই সকল মূর্ত্তি বালকা-
 পিতা বরদা ও মুকুটধারিণী হইবে । ঐ সকলের
 পরিমাণ শক্তি অনুসারে পঞ্চ পলের
 উর্দ্ধ হইতে সহস্র পল পর্য্যন্ত হইবে ।
 সর্কোপরি পঞ্চবর্ণ বিতান বিস্তাস করিবে ।
 দশটি ধেনু ও কৃস্ত এবং বহুযুগ্ম
 আহরণ করিবে । তন্মধ্যে মধ্যম দুইটি
 শুক্রকে দিবে । আর অপরগুলি ঋত্বজ-
 গণকে দান করিবে । অনন্তর বুধব্যক্তি
 মঙ্গল নিনাদে স্নাত হইয়া শুক্রাহর পরিধান
 করিবেন । পরে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া
 এই মন্ত্র পাঠ করিবেন । যথা—পাপবিন

আশংসিতাধিক্যকল্পপ্রদাতো
 দিগ্ভাস্তথা কল্পলতাবধূতাঃ ॥ ১৪
 ইতি সকলদিগঙ্গনা প্রদানঃ
 ভবভয়সুদনকারি যঃ করোতি ।
 অভিমতকলদে স নাগলোকে
 বসতি পিতামহবৎসরানি ত্রিংশৎ ॥১৫
 পিতৃশতমথ তারয়েত্ত্বাক্ষে-
 ভবহুরিতৌঘবিঘাতশুদ্ধদেহঃ ।
 সুরপতিবনিতাসহস্রসংখ্যঃ
 পরিবৃতমম্বুজসংসদাভিবন্দ্যঃ ॥ ১৬
 ইতি বিধানমিদং দিগঙ্গনানাং
 কনককল্পলতাবিনবেদকম্ ।
 পঠতি যঃ স্মরতীহ তথৈকদে-
 স পদমেতি পুরন্দরসেবিতম্ ॥১৭

ইতি শ্রীমাৎশ্বে মহাপুরাণে মহাদানানুকৌন্তনে
 কনককল্পলতা প্রদানাবধির্নাম বড়শীত্যাধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডলোকেশ্বরপালিনী, আশংসিতাধি-
 কল্পপ্রদা দিক্‌বধু ও কল্পলতাবধুগণকে
 আমার নমস্কার । যে ব্যক্তি এই ভবভয়-
 সুদনকরী দিগঙ্গনা প্রদান করে, সে অভি-
 মত কলদ নাগলোকে ব্রহ্মপরিমাণের ত্রিংশৎ
 বৎসর বসতি করে এবং ঐ ব্যক্তি ত্যাকি
 হইতে শত পিতৃলোক উদ্ধার করে ।
 সংসারের হুরিতরাশি বিনষ্ট হওয়ায় শুদ্ধ-
 দেহ হয় এবং সুরপাতর সহস্রসংখ্যক বনিতা
 তাহাকে বেষ্টন করিয়া অম্বুজরাজি দ্বারা
 বন্দনা করেন । এই কনককল্পলতা মহাদান
 দিগঙ্গনাগণই বিধান করিয়াছেন । যে
 ব্যক্তি ইহা পাঠ, স্মরণ বা দর্শনমাত্র করে,
 সে পুরন্দর-সেবিত পদ প্রাপ্ত হয় । ৮—১৭।
 বড়শীত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬৬।

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

অথাৎ: সপ্তবক্ষ্যামি মহাদানমমুত্তমম্ ।
সপ্তসাগরকং নাম সৰ্পপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১
পুণ্যং দিনমথাসাগ্র কৃষা ব্রাহ্মণবাচনম্ ।
তুলাপুরুষবৎ কুৰ্য্যালোকেশাবাহনং বুধঃ ॥ ২
ঋত্বিকৃৎপ-সম্ভার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্ ।
কারয়েৎ সপ্ত কুণ্ডানি কাঞ্চনানি বিচক্ষণঃ ॥ ৩
প্রাদেশশ্রমাজ্ঞাণি তথারতিমাজ্ঞাণি বৈ পুনঃ ।
কুৰ্য্যাৎ সপ্তপলাদূক্ষমা সহস্রাচ্চ শক্তিভঃ ॥ ৪
সংস্থাপ্যানি চ সৰ্পাণি কৃকাজিনতিলোপরি ।
প্রথমঃ পুরয়েৎ কুণ্ডং লবণেন বিচক্ষণঃ ॥ ৫
দ্বিতীয়ঃ পয়সা তদ্বৎ তৃতীয়ঃ সর্পিষা পুনঃ
চতুর্থস্ত শুভেনৈব দগ্না পঞ্চমমেব চ ॥ ৬
ষষ্ঠঃ শর্করয়া তদ্বৎ সপ্তমঃ তীর্থবারিণা ।
স্থাপয়েন্নবগন্তস্ত ব্রহ্মাণঃ কাঞ্চনং শুভম্ ॥ ৭
কেশবঃ ক্ষীরমধ্যে তু স্নাতমধ্যে মহেশ্বরম্ ।

সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত কহিলেন,—অতঃপর সপ্তসাগর
নামক সৰ্পপাপনাশন অমুত্তম মহাদান কৌর্ভন
করিতেছি ; অবগ করুন । বুধবাক্তি পুণ্য-
দিনে ব্রাহ্মণবাচন করিয়া তুলাপুরুষদানবৎ
লোকেশ আবাহন করিবেন । ঋত্বিকৃ, মণ্ডপ,
সম্ভার, ভূষণাচ্ছাদনাদি ও কাঞ্চনময় সপ্ত
কুণ্ড করিতে হইবে । ঐ দানীয় সপ্তসাগর
প্রাদেশপ্রমাণ বা অরতি প্রমাণ হইবে এবং
উহার গুরুত্ব হইবে—সপ্ত পলের উর্ধ্ব হইতে
সহস্র পল পর্য্যন্ত । যার যেমন শক্তি, সে
তেমনি নির্মাণ করাইবে । যাবতীয় দ্রব্যই
কৃকাজিনের উপরিভাগে তিল বিছাইয়া
তদুপরি রক্ষা করিবে । বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রথম
কুণ্ডটি লবণ দিয়া পুরণ করিবেন । এইরূপ
দ্বিতীয়টি হুঙ্কার, তৃতীয়টি স্নাতদ্বারা, চতুর্থটি
গুড়দ্বারা, পঞ্চমটি দধিদ্বারা, ষষ্ঠটি শর্করাদ্বারা
এবং সপ্তম কুণ্ডটি তীর্থবারি দ্বারা পুরণ
করিবেন । ঐক্ৰ ক্রমে লবণোপরি কাঞ্চন-

ভাকরং শুভমধ্যে তু দধিমধ্যে নিশাধিপম্ ॥ ৮
শর্করায়াঃ স্তসেনক্ষ্মীঃ জলমধ্যে তু পার্শ্বতীম্
সর্পেবু সঙ্গরত্নানি ধাত্তানি চ সমস্তভঃ ।
তুলাপুরুষবচ্ছেষমজ্ঞাপি পরিকল্পয়েৎ ॥ ৯
ততো বাক্ষণহোমাস্তে শ্রাপিতো বেদপুঙ্গবৈঃ ॥
ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাবৃত্য মন্ত্রানেন্তামুদীরয়েৎ ।
নমো বঃ সৰ্বভূতানাধিপায়ৈভ্যঃ সনাতনঃ ।
জন্তুনাং প্রাণদেভ্যশ্চ সমুদ্রেভ্যো নমো নমঃ ॥
ক্ষীরোদকাজ্যদধিমাধুরলাবণেশু-
সারামুতেন ভুবনত্রয়জীবসজ্জাৎ ।
আনন্দয়ন্তি বস্তুভিষ্ঠ যতো ভবন্ত-
স্তস্মাত্মমাপ্যঘবিঘাতমলং দিশস্ত ॥ ১২
যস্মাৎ সমস্তভুবনেষু ভবন্ত এব
তীর্থমরাশুরসুবক্ষ্মণিপ্রদানম্ ।
পাপক্ষয়মর্থাবলেপনভূষণায়
লোকস্ত বিভ্রাতি তদন্ত মমাপি লক্ষ্মীঃ ॥ ১৩

ময় ব্রহ্মা, ক্ষীরমধ্যে কেশব, স্নাতমধ্যে
মহেশ্বর, শুভমধ্যে ভাকর, দধিমধ্যে নিশা-
কর, শর্করামধ্যে লক্ষ্মী, ও জলমধ্যে
পার্শ্বতীকে শ্রাস্তাস করিবে । সকল কুণ্ডেই
সৰ্পবিধ রত্ন ও ধাত্ত স্থাপনাস্তে অবশিষ্ট
কার্যসমুদয় তুলাপুরুষদানবৎ করিবে । ১—১১
অনন্তর বাক্ষণ-হোম সমাপন করিয়া বেদজ্ঞ-
পুজবগণ কর্তৃক শ্রাপিত যজমান তিনবার
প্রদক্ষিণপূর্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে ।
যথা,—হে শাস্ত সাগরগণ ! আপনারা
সৰ্বভূতের আধারস্বরূপ এবং জন্তু-
গণের প্রাণদ ; আপনাদিগকে নমস্কার । হে
সাগর সকল ! আপনারা ক্ষীর, উদক, স্নাত,
দধি, মধু, লবণ, ইক্ষুসার ও অমৃত দ্বারা
ত্রিলোকস্থ যাবতীয় জীবসমূহকেই ধন-
রত্নাদি প্রদানে আশ্রয়িত করিতেছেন ।
অতএব আমারও পাপ বিনষ্ট করুন । যেহেতু
নিখিল ভুবনে আপনারাই তীর্থস্থানে অমর
ও অনুরগণকে পাপক্ষয়, অমৃত-বিলেপন ও
ভূষণের নিমিত্ত মণি প্রদান করিয়া থাকেন ।

ইতি দদাতি রসামৃতসংযুতান
 শুচিরবিস্ময়বানিহ সাগরান ।
 অমলকাঞ্চনবর্ণময়ানসৌ
 পদযুগৈতি হরৈরমরার্চিতঃ ॥ ১৭
 সকল পাপবিধৌত বিরাজিতঃ
 পিতৃ-পিতামহ-পুত্র-কলত্রকম্ ।
 নরলোকসমাকুলমপ্যয়ঃ
 ঋতিতি সোহপি নয়েচ্ছিবমন্দিরম্ ॥ ১৮

ইতি ত্রীমাংশে মহাপুরাণে মহাদানানুকীর্ণনে
 সপ্তসাগরপ্রদানবিধির্নাম সপ্তাশীত্যাধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮৭

অ চ. শীত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

অখাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমম্ ।
 রত্নধেয়িতি বিখ্যাতং গোলোকফলদং নৃণাম্ ॥ ১
 পুণ্যং দিনমধাসাদ্য তুলাপুরুষদানবৎ ।
 লোকেশাবাহনং কৃদ্বা ততো ধেনুং প্রকল্পয়েৎ

অতএব আমার লক্ষ্য বর্জিত হউক । যে
 ব্যক্তি বিস্মিত না হইয়া শুচিভাবে রসামৃত
 সংযুক্ত অনল কাঞ্চনময় সাগর দান করে, সে
 দেবপুজিত হইয়া বিষ্ণুপদলাভ করে এবং ঐ
 ব্যক্তি সৰ্বপাপনির্মুক্ত হইয়া নিরয়গত পিতা,
 পিতামহ, পুত্র ও কলত্রগণকে অচিরে শিব-
 লোকে উপনীত করে । ১০—১৫ ।

সপ্তাশীত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮৭ ॥

অষ্টাশীত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মৎস্ত বলিলেন,—অধুনা রত্নধেনু নামক
 গোলোকপ্রাপ্তিফলদ অনুত্তম মহাদান কীর্ত্তন
 করিতেছি; শ্রবণ করুন । যজ্ঞমান পুণ্য-
 দিনে তুলাপুরুষদানবৎ লোকেশ আবাহন
 করিয়া ধেনু উপকল্পিত করিবে । লবণ-জোণ-
 সংযুক্ত কৃষ্ণাজিন কুমিতে পাতিত করিয়া

কুমৌ কৃষ্ণাজিনং কৃদ্বা লবণজোণসংযুক্তম্ ।
 ধেনুং রত্নময়ীং কুর্ধ্যাৎ সঙ্কল্প্য বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩
 স্থাপয়েৎ পদ্মরাগাণামেকাশীতিং যুখে বুধঃ ।
 পুষ্পরাগশতং তদ্বদেবাণায়াং পরিকল্পয়েৎ ॥ ৪
 ললাটে হেমতিলকং মুক্তাকলশতং দৃশোঃ ।
 ক্রয়ুগে বিক্রমশতং শুক্লী কর্ণধয়ে স্মৃতে ॥ ৫
 কাঞ্চনানি চ শৃঙ্গাণি শিরো বজ্রশতান্বকম্ ।
 গ্রীবায়াং নেত্রপটলং গোমেদকশতাধিতম্ ॥ ৬
 ইন্দ্রনীলশতং পৃষ্ঠে বৈদূর্য্যশতপার্ব্বকৈঃ ।
 ক্ষাটিকৈরুদরং তদ্বৎ সৌগন্ধিকশতৈঃ কটিম্
 খুরা হেমময়াঃ কাষ্ঠাঃ পুচ্ছং মুক্তাবলীময়ম্ ।
 সূর্য্যকান্তেন্দুকান্তৌ চ ভ্রাণে কর্পূরচন্দনে ॥ ৮
 কুঙ্কমানি চ যোমাণি রৌপ্যনাভিকং কারয়েৎ ।
 গারুড়শতশতং তদ্বদপানে পরিকল্পয়েৎ ॥ ৯
 তথাস্ত্রানি চ রত্নানি স্থাপয়েৎ সর্ব্বসঙ্কিবু ।
 কুর্ধ্যাচ্ছকরয়া জিহ্বাং গোময়ঞ্চ শুভান্বকম্ ॥ ১০
 গোমূত্রমাজ্যেন তথা দধি-দুগ্ধে স্বরূপতঃ ।
 পুচ্ছাগ্রে চামরং দদ্যাৎ সমীপে তাম্রদোহনম্ ॥

যথাবিধি সঙ্কল্পপুরঃসর রত্নময়ী ধেনু রচনা
 করিবে । বুধ ব্যক্তি ধেনুর যুখে একাশীতি
 প্রকার পদ্মরাগাদি মণি স্থাপন করিবে ।
 ব্রহ্ম নাসিকায় শত পুষ্পরাগ, ললাটে হেম-
 তিলক, চক্ষুর্দ্বয়ে শত মুক্তাকল, ক্রয়ুগে শত
 বিক্রম, ও কর্ণযুগলে শুক্লিষ্ম, বিধান করি-
 বে । শৃঙ্গ কাঞ্চনময়, মস্তক বজ্রশতান্বক,
 গ্রীবা গোমেদক-শতাধিত, নেত্র পটলযুক্ত,
 পৃষ্ঠদেশ শত ইন্দ্রনীলময়, পার্শ্বদেশ বৈদূর্য্য-
 বিশিষ্ট, উদর ক্ষাটিকযুক্ত, কটিতট শত
 সৌগন্ধিকাধিত, খুর সকল হেমময়, পুচ্ছ
 মুক্তাবলীনির্ম্মিত, নাসা সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্র-
 কান্ত-খচিত, কর্পূর চন্দন-চর্চিত, রোম ও নাভি
 রৌপ্যনির্ম্মিত, এবং অপানদেশ শতগারু-
 ডশতবিশিষ্ট করিবে । ১—১০ । অপরাপর সঙ্কি-
 স্থানে বিবিধ রত্ন-স্থাপন করিবে । শকরা দ্বারা
 জিহ্বা রচনা করিবে এবং গোময় শুক্লময়
 করিবে । আজ্য দ্বারা গোমূত্রাকল্পনা করিবে
 এবং দধি দুগ্ধ দ্বারা উহার দধি ও দুগ্ধ কল্পনা

ওলানি চ হৈমানি চ ভূষণানি চ শক্তিভঃ ।
 'রয়েদেবমেবস্ত চতুর্থাংশেন বৎসকম ॥১৩
 ধা ধাত্তানি সর্বাণি পাদাশ্চক্ষুশ্বাঃ স্মৃতাঃ ।
 নাকলানি সর্বাণি পঞ্চবর্ণং বিভানকম ॥১৩
 বৎ বিরচনং কৃতা তদ্ব্যক্ণোমাধিবাসনম্ ।
 দ্বিগুণ্যো দক্ষিণাঃ দদ্যাৎকৈশ্বর্যমাম্রয়েৎ ততঃ
 চতুর্ধ্ববদাবাহু ইদক্ষোদাহরেৎ ততঃ ॥ ১৪
 স্মাৎ সর্কদেবগণধাম যতঃ পঠন্তি
 ক্রজ্ঞেস্ত্র-পূর্ধ্য-কমলাসন-বাসুদেবাঃ ।
 তস্মাৎ সমস্তভূবনজয়দেহবুজা
 মাং পাহি দেবি ভবসাগরশীড়্যমানম্ ॥ ১৫
 আমন্ত্র্য চেখমতিতঃ পরিবৃত্য ভক্ত্যা
 দদ্যাৎকিয়ার গুরবে জলপূর্ব্বিকাং তাম্ ।
 বঃ পুণ্যমাপ্য দিনমত্র কৃতোপবাসঃ
 পাঠৈবিমুক্ততম্বুরেতি পদং মুরারেঃ ॥ ১৬
 ইতি সকলবিধিক্ষো রত্নধেহুপ্রদানঃ
 বিতরতি স বিমানঃ প্রাপ্য দেদীপ্যমানম্

করিবে। পুচ্ছাশ্রে চামর দিবে, এবং ধেহু-
 পরিধানে ভাষ্ময় দোহনপাত্র রক্ষা করিবে।
 ইম কুণ্ডল ও বিভাবাহুসারে অন্তান্ত হৈম
 ভূষণ ধেহুকে প্রদান করিবে। ধেহুনিষ্ঠাণ-
 বধির চতুর্থাংশে বৎস কল্পনা করিবে। এত-
 ত্যভীত সর্কবিধ ধাত্ত, ইক্ষু, নানাবিধ, কল ও
 পঞ্চবর্ণ বিধান কল্পনা করিয়া হোমাধিবাসন
 যামনান্তে ঋত্বিকগণকে দক্ষিণাদানপূর্ব্বক
 চতুর্ধ্ববৎ আবাহন করিয়া ধেহুর আমন্ত্রণ
 প্রার্থ করিবে। যথা,—হে দেবি! সমস্ত
 তামার ভূবনজয় দেহ স্বরূপ। ক্রজ, ইন্দ্র,
 কমলাসন ও বাসুদেব, ইহারা সকলে
 তামাকে সর্কদেবগণের অবস্থান স্থানরূপে
 নীর্ভন করিয়া থাকেন। অতএব হে দেবি!
 এই 'ভব-সাগর-শীড়িত' মাদৃশ ব্যক্তিকে
 যামনি রক্ষা করুন। যিনি উপবাসী থাকিয়া
 এইরূপ আমন্ত্রণপূর্ব্বক ভক্তির সহিত ধেহুর
 তুর্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া জলম্পর্শপুরঃসর
 ধেহু ভককে প্রদান করেন,
 তিনি সর্কগাপবিসুক্ত হইয়া মুরারি-পদ
 পাত করেন। যে বিধিজ ব্যক্তি এইরূপ

সকলকলুষমুক্তো বদ্ধুভিঃ পুত্র-পৌত্রৈঃ
 স হি মদনসকপঃ স্থানমভ্যোতি শতোঃ ॥
 ইতি স্রীমাৎশ্রে মহাপুরাণে মহাদানাত্মকৌর্ভনে
 রত্নধেহু প্রদানবিধির্নামাষ্টাশীত্যাধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮৮ ॥

একোনবত্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

মৎস্ত উবাচ ।

অথাভঃ সস্ত্রবক্ষ্যামি মহাদানমহুত্তমম্ ।
 মহাত্ততষটং নাম মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১
 পুণ্যাং তিথিমথাসাদ্য কৃতা ব্রাহ্মণবাচনম্ ।
 ঋত্বিকগুপ-সস্তার-ভূষণাচ্ছাদনাদিকম্ ॥ ২
 তুলাপুরুষবৎ কুর্ধ্যাক্ষোকেশাবাহনাদিকম্ ।
 কারয়েৎ কাঞ্চনং কুন্তং মহারত্নাচিতং বুধঃ ॥ ৩
 প্রাদেশাদঙ্গুলশতং যাবৎ কুর্ধ্যাৎ প্রমাণভঃ ।
 ক্ষীরাজ্যপূরিতং তদ্বৎ বঙ্গবৃক্ষসমধিতম্ ॥ ৪

রত্নধেহু প্রদান করে, সে দেদীপ্য-
 মান বিমানে আরোহণপূর্ব্বক নিম্পাপদেহে
 পুত্র-পৌত্রাদি ব্রাহ্মণগণের সহিত মদনবৎ
 দিব্য কান্তিসম্পন্ন হইয়া শত্ৰুসমীপে উপনীত
 হয়। ১০—১১।

অষ্টাশীত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায় সমাপ্ত ॥২৮৮॥

উননবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

মৎস্ত বলিলেন,—অধুনা মহাত্ততষট
 নামক মহাপাতকনাশন অহুত্তম মহাদান
 কৌর্ভন করিতেছি; শ্রবণ করুন। মানব
 পুণ্যতিথিতে ব্রাহ্মণবাচন করিয়া ঋত্বিক,
 মণ্ডপ, সস্তার, ভূষণাচ্ছাদনাদি ও তুলাপুরুষ-
 বৎ লোকেশ-আবাহনাদি কার্য করিবে।
 বুধ ব্যক্তি মহারত্নাচিত কাঞ্চনময় কুন্ত করাই-
 বেন। ঐ কুন্তের পরিমাণ হইবে—প্রাদেশ
 হইতে শতাঙ্গুল পর্যন্ত। উহা ক্ষীরাজ্য-
 পূরিত ও বঙ্গবৃক্ষ-সমধিত করিবে। ঘট,

পদ্মাসনগতাঃ স্তত্র ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরান্ ।
 লোকপালান্ মহেন্দ্রাংশ্চ স্বস্ববাহনমাস্তিতান্ ।
 বরাহেণোদ্ধৃতাং তদ্বৎ কুর্ঘ্যাৎ পৃথ্বীং সপঞ্চজাম্
 বরুণঞ্চাসনগতং কাঞ্চনং মকরোপরি ।
 তত্শাপনং মেঘগতং বায়ুং কৃষ্ণমৃগাসনম্ ॥ ৬
 তথা কোশাধিপং কুর্ঘ্যাগ্নয়কস্বং বিনায়কম্ ।
 বিস্তাস্ত ঘটমধ্যে তান্ বেদপঞ্চকসংযুতান্ ॥ ৭
 অথৈদম্ভাক্ষস্বত্রং স্মাদ্যজুর্বেদস্য পঞ্চকম্ ।
 সামবেদস্ত বীণা স্তাভেগুং দক্ষিণতো স্তসেৎ ॥
 অথর্ষবেদস্য পুনঃ স্রুত্বো কমনং করে ।
 পুরাণবেদো বরদঃ সাক্ষস্বত্রকমণ্ডলুঃ ॥ ৯
 পরিতঃ সর্বধান্তানি চামরাসন-দর্পণম্
 পাহুকোপানহচ্ছত্রং দীপিকাভূষণানি চ ॥ ১
 শয্যাঞ্চ জলকুস্তাংশ্চ পঞ্চবর্ণং বিতানকম্ ।
 স্নাত্ত্বাধিবাসনাশ্চে তু মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥ ১১
 নমো বঃ সর্বদেবানামাধারেভ্যশ্চরাচরে ।
 মহাত্মতাধিদেবেভ্যঃ শান্তিরস্ত শিবঃ মম ॥ ১২

মধ্যে পদ্মাসনোপরি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
 লোকপালগণ, ও মহেন্দ্রকে স্ব স্ব বাহনের
 সহিত সংস্থাপিত করিবে। ঐকপে রবাহ
 কর্তৃক উদ্ধৃতা সপঞ্চজা পৃথ্বী, মকরোপরি
 কাঞ্চনময় আসনাসীন বরুণ, মেঘগত তত্শা-
 পন, ও কৃষ্ণ-মৃগাসন বায়ু,—এই সকল
 দেবতাকে বেদপঞ্চকের সহিত ঘটমধ্যে
 বিস্তাস করিবে। তন্মধ্যে মুষিকস্ব বিনায়ককে
 কোশাধিপরূপে নির্মাণিত করিবে। পরন্তু
 অথৈদেব অক্ষস্বত্র, যজুর্বেদের পঞ্চজ,
 সামবেদের বীণা এবং বেণু ঘটের দক্ষিণে
 স্থাপিত হইবে। ১—৮। অথর্ষ বেদের স্রুত্ব,
 স্রব ও কমন করণীয়। অক্ষস্বত্র-কমণ্ডলুধারী,
 বরদ পুরাণজ ব্যক্তি—ঘটের চতুর্দিকে বিবিধ
 ধান্ত, চামর, আসন, দর্পণ, পাহকা, উপানয়,
 ছত্র, দীপিকা, ভূষণ, শয্যা, জলকুস্ত ও পঞ্চবর্ণ
 বিতান;—এই সকল দ্রব্য উপকল্পিত করিবা
 স্নান ও অধিবাসনাশ্চে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন—
 স্বধা; হে চরাচর ও সর্বদেবের আধারভূত !
 আপনাকে নমস্কার, আপনি মহাত্মতাধি-

স্মার্য কিঞ্চিদপ্যস্তি মহাত্মভূতৈর্বিদ্যা কৃতম্ ।
 ব্রহ্মাণ্ডে সর্বভূতেষু তস্মাক্ষীরক্ষয়াম্ম মে ॥ ১৩
 ইতুচ্ছার্থ্য মধাত্মতঘটং যো বিনিবেদয়েৎ ॥
 সঙ্গপার্পাবিনিক্ষুতঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৪
 বিমানেনার্কবর্ণেন পিতৃবন্ধুসমর্ষিতঃ ।
 স্ত্রযমানো বরস্থাতিঃ পদমভোতি বৈকবম্ ॥ ১৫
 যোড়শতানি যঃ কুর্ঘ্যান্মহাদানানি মানবঃ ।
 ন হস্তা পুনবার্যন্তিরিহ লোকেহাভিজায়তে ॥ ১৬
 ইহ পাঠতি য ইথং বাসুদেবস্ত পার্থে
 স পুত্র-পিতৃ-কলত্রঃ সংশ্লোগোতীহ সম্যক্
 মুরারিপুত্রবনে বৈ মন্দিরে বার্কলক্ষ্য্য
 অমরপুরবধাভির্দোদতে সোহপি কল্পম্ ॥ ১৭
 ইতি শ্রীমাংস্তে মধাপুরাণে মহাদানাত্মকৌর্ভন-
 নামৈকোনবত্যাদিকাবিশততমো-
 অধ্যায়ঃ ॥ ২৮৯ ॥

২

দেব। আপনি আমাদের শান্তি ও মঙ্গল
 বিধান করুন। যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডে সর্বভূত-
 মধ্যে মহাত্ম ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান
 নাই, অতএব আমার অক্ষয়া শ্রীলাভ
 হউক। এই প্রকার আমন্ত্রণের পর যে
 ব্যক্তি মহাত্ম তট দান করে, সে সর্ব পাপ
 হইতে মুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করে
 এবং তর্কবর্ণ বিমানে পিতৃপিতামহ প্রভৃতি
 বন্ধুগণের সহিত বরাদ্রী স্ত্রীগণ কর্তৃক স্ত্রু-
 মান হইয়া বৈকবপদ প্রাপ্ত হয়। যিনি এই
 যোড়শ মহাদানের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে
 আর ইহলোকে আগমন করিতে হয় না
 এবং বাসুদেবের পার্শ্বে যিনি পিতা, পুত্র ও
 কলত্রের সহিত এই মহাদানের বিষয় পাঠ
 বা শ্রবণ করেন, তিনি মুরারিপুত্রবনে অমর-
 পুর বলাসিনীগণ সহ কল্পকাল যাবৎ প্রমু-
 দিত হন। ৯—১৭।

উননবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ২৮৯

নব্যাদিকবিশততমোহধ্যায়ঃ

মহুৰ্বাচ ।

কল্পমানঃ স্ত্রী প্রোক্তঃ মনস্তরগুণেব চ ।
ইদানীং কল্পনামানি সমাসাৎ কথয়্যচ্যুত ॥ ১

মৎস্ত উবাচ ।

কল্পানাং কৌৰ্ত্তনঃ বক্ষ্যে মহাপাতকনাশনম্ ।
যন্তামুকৌৰ্ত্তনাদেব বেদপুণ্যেন যুজ্যতে ॥ ২
প্রথমঃ শ্বেতকল্পস্ত দ্বিতীয়ে নীললোহিতঃ ।
বামদেবকৃতীয়স্ত ততো রাখস্তরোহপরঃ ॥ ৩
রোরবঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ ষষ্ঠো দেব ঈতি স্মৃতঃ
সপ্তমোহথ বৃহৎকল্পঃ কন্দর্পোহষ্টম উচ্যতে ॥
সদ্যোহথ নবমঃ প্রোক্তঃ ঈশানো দশমঃ স্মৃতঃ
তম একাদশঃ প্রোক্তস্তথা সারস্বতঃ পরঃ ॥ ৫
ত্রয়োদশ উদানস্ত গাকুড়োহথ চতুর্দশঃ ।
কৌশ্মঃ পঞ্চদশঃ প্রোক্তঃ পৌর্ণমাস্তামজ যত ॥ ৬
ষোড়শো নারসিংহস্ত স্মানস্ত ততোহপরঃ ।
আগ্নেয়োহষ্টাদশঃ প্রোক্তঃ সোমকল্পস্তথাপরঃ ।
মানযো বিংশতিঃ প্রোক্তস্তৎপুমানিতি চাপরঃ
বৈকুণ্ঠচাপরস্তদ্বল্লক্ষ্মীকল্পস্তথাপরঃ ॥ ৮

নব্যাদিক বিশততম অধ্যায় ।

মহু বলিলেন,—হে অচ্যুত! মনস্তর
ও যুগ-কথন প্রস্তাবে আপনি কল্পমান
বলিয়াছেন, কিন্তু ইদানীং কল্পনামসমূহ
সংক্ষেপে কৌৰ্ত্তন করুন । মৎস্ত বলিলেন,—
আমি মহাপাতকনাশন কল্প-নাম কৌৰ্ত্তন
করিতেছি ; শ্রবণ কর । উহা শ্রবণ করিলে
মানব বেদপাঠাদ্ভিজানিত পুণ্য প্রাপ্ত হয় ।
প্রথম শ্বেতকল্প, দ্বিতীয় নীললোহিত কল্প,
তৃতীয় বামদেবকল্প, চতুর্থ রাখস্তর, পঞ্চম
রোরব, ষষ্ঠ দেবকল্প, সপ্তম বৃহৎকল্প, অষ্টম
কন্দর্পকল্প, নবম সত্যকল্প, দশম ঈশানকল্প,
একাদশ তমকল্প, দ্বাদশ সারস্বতকল্প, ত্রয়ো-
দশ উদানকল্প, চতুর্দশ গাকুড়কল্প, পঞ্চদশ
পৌর্ণমাসীজাত কৌশ্মকল্প, ষোড়শ নারসিংহ-
কল্প, সপ্তদশ স্মানকল্প, অষ্টাদশ আগ্নেয়-
কল্প, উনবিংশ সোমকল্প, বিংশ মানবকল্প,

চতুর্বিংশতিমঃ প্রোক্তঃ সাবিত্রীকল্পসংক্রমঃ
পঞ্চবিংশস্ততো ঘোরো বারাহকল্পস্ততোহপরঃ
সপ্তবিংশোহথ বৈরাগ্যো গৌরীকল্পস্তথাপরঃ
মাহেশ্বরস্ত স প্রোক্তঃ ত্রিপুরঃ যত্র দ্ব্যতিতম ॥ ১১
পিতৃকল্পস্তথাস্তে তু যঃ কুহূর্বক্ষণঃ পরা ।
আদাবেব হি মাহাত্ম্যং যাম্মন্ যন্ত বিধীয়তে ।
তস্ত কল্পস্ত তন্মাম বিহতং ব্রহ্মণা পুরা ॥ ১২
সঙ্কর্ণাস্তামসাত্শ্চৈব রাজসঃ সাংখ্যকান্তথা ।
রজস্তমোমদ্যাস্তদ্বদেতে ত্রিংশদ্বাদশতঃ ॥ ১৩
সঙ্কর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাং ব্যুৎকৃচ্যতে ।
অগ্নেঃ শিবস্ত মাহাত্ম্যং তামসেষ্ণু দ্ব্যকরে ।
রাজসেষ্ণু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ ॥ ১৪
যাম্মন্ কল্পে তু যৎ প্রোক্তং পুরাণং ব্রহ্মণা
পুরা ।

তস্ত তস্ত তু মাহাত্ম্যং তৎস্বরূপেন বর্ণ্যতে ॥
শাস্ত্রকেদমধিকং তদ্ব্যবহার্যমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
ঐবেব যোগসংসন্ধা গমিষ্যন্তি পরাং গতিম্ ॥

একবিংশ তৎপুমানকল্প, দ্বাবিংশ বৈকুণ্ঠ-
কল্প, ত্রয়োবিংশ লক্ষ্মীকল্প, চতুর্বিংশ সাবিত্রী-
কল্প, পঞ্চবিংশ ঘোরকল্প, ষড়্‌বিংশ বারাহ-
কল্প, সপ্তবিংশ বৈরাগ্য, অষ্টাবিংশ গৌরীকল্প,
উনবিংশ মাহেশ্বরকল্প, এই কল্পে ত্রিপুর
নিহত হয় । ত্রিংশ পিতৃকল্প—ইহারই অস্তে
ব্রহ্মার পরমা কুহু । যে কল্পে প্রথমতঃ
যাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, ভগ-
বান্ ব্রহ্মা সেই কল্পে তাহাই নাম
বিধান করিয়াছেন । ১—১২ । এই কল্পসমূহ
সঙ্কর্ণ, তামস, রাজস, সাংখ্য ও রজস্তমো-
ময় ভেদে ত্রিংশৎ প্রকার । তন্মধ্যে সঙ্কর্ণে
সরস্বতী ও পিতৃগণের, তামসে অগ্নি ও
শিবের এবং রাজস কল্পে ব্রহ্মারই মাহাত্ম্য
অধিকতররূপে কীর্ত্তিত আছে । ভগবান
ব্রহ্মা যে যে কল্পে যে পুরাণ রচনা করিয়া-
ছেন, সেই সেই কল্প-মাহাত্ম্য সেই পুরাণেই
বর্ণিত হইয়াছে । তন্মধ্যে সাংখ্য কল্প-
সমুদয়ে বিষ্ণু মাহাত্ম্যই অধিকতররূপে

ব্রাহ্মঃ পাদ্যমিমং যন্ত পঠেৎ পৰ্শ্বাণি পৰ্শ্বাণি ।
 তন্ত ধৰ্ম্মে মতিৰ্জ্জ্বা কৰোতি বিপুলাং শ্রিয়ম্ ॥
 যন্ত দত্তাদিমান্ কৃত্বা হৈমান্ পৰ্শ্বাণি পৰ্শ্বাণি ।
 ব্রাহ্ম-বিষ্ণুপুত্রে বাসঃ মুনিভিঃ পূজ্যতে দিবি ॥
 সৰ্বপাপক্ষয়করং কল্পদানং যতো ভবেৎ ।
 মুনিরূপাস্ততঃ কৃত্বা দত্তাৎ কল্পান্ বিচক্ষণঃ ॥
 পুরাণসংহিতা চেৎ তব ভূপ যয়োদিতা ।
 সৰ্বপাপহরা নিত্যমারোগ্যাশ্রীকলপ্রদা ॥ ২০ ॥
 ব্রহ্মসংবৎসরশতাদেকাহঃ শৈবমুচ্যতে ।
 শিববর্ষশতাদেকং নিমেষঃ বৈকুণ্ঠঃ বিষ্ণুঃ ॥ ২১ ॥
 যদা স বিষ্ণুর্জাগর্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ ।
 যদা স্থপিতি শান্তাত্মা তদা সৰ্বং নিমীলতি ॥
 সূত উবাচ ।

ইত্যাঙ্কানং দেবদেবেশো মৎস্তরূপী জনাৰ্দ্দনঃ ।
 পশুতাং সৰ্বভূতানাং তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥

কীর্তিত হইয়াছে। যোগসিদ্ধগণ তাহা পাঠ বা শ্রবণে পরমা গাত লাভ করেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম ও পদ্মপুরাণ পৰ্শ্ব পৰ্শ্ব পাঠ করে, ভগবান্ ব্রহ্মা তাহার বিপুল ঐশ্বর্য ও ধৰ্ম্মে মতি বিধান করেন। যে ব্যক্তি প্রতিপৰ্শ্ব এই সকল পুরাণ পাঠ করিয়া হৈম বস্তুজাত প্রদান করে, স্বর্গীয় মুনিগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া সেই ব্যক্তি ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোকে বসতি করে। যেহেতু এই কল্পদান সৰ্বপাপক্ষয়কর; অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি মুনিকপে কল্পিত করিয়া এই কল্প সকল দান করিবেন। হে ভূপ! এই আমি আপনার নিকট পুরাণসংহিতা সকল ব্যক্ত করিলাম; ইহা সতত সৰ্বপাপহর ও আরোগ্যাশ্রীকলপ্রদ। ব্রহ্মার শত বৎসরে শৈব একাহ ও শিবের শত বৎসরে এক বৈকব নিমেষ হয়। যখন ঐ বিষ্ণু জাগরিত থাকেন, তখনই এই জগৎ চেষ্টাসম্পন্ন থাকে। আর যখন তিনি নিদ্রিতাবস্থায় থাকেন, তখন লয় প্রাপ্ত হয়। সূত বলিলেন,—ভগবান্ মৎস্তরূপী জনাৰ্দ্দন এই

বৈবস্বতো হি ভগবান্ বিসৃজ্য বিবিধাঃ প্রজাঃ
 স্বাস্তরং পালয়ামাস মার্ত্তণ্ডকুলবর্দ্ধনঃ ॥ ২৪ ॥
 যন্ত মন্বন্তরৈকৈতদধুনা চান্নবর্ত্ততে
 পুণ্যঃ পবিত্রঃ মেতদ্বঃ কথিতং মৎস্তভাবিতম্ ।
 পুরাণং সঞ্চশাস্ত্রাণাং যদেতন্মার্গী সংহিতম্ ॥
 ইতি শ্রীমাৎস্তে মহাপুরাণে কল্পানুকীৰ্ত্তনঃ
 নাম নবত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯০ ॥

একনবত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এতদ্বঃ কথিতং সৰ্বং যদ্বন্তঃ বিশ্বরূপিণা
 মাৎস্তঃ পুরাণমখিলং ধৰ্ম্মকামার্থসাধনম্ ॥ ১ ॥
 যদ্বাদৌ মনুসংবাদৌ ব্রহ্মাণ্ডকথনং তথা ।
 সাংখ্যঃ শারীরকঃ প্রোক্তঃ চতুর্ধ্বমুখোদ্ভবম্
 দেবাসুরাণামুৎপত্তির্ভাক্তোৎপত্তিরেব চ ।
 মদনদ্বাদশী তদ্বল্লোকপালাভিপূজনম্ ।
 মন্বন্তরাণামুদ্দেশো বৈণ্যরাজাভিবর্ণনম্ ।
 সূর্য্যাবৈবস্বতোৎপত্তির্বুধসঙ্গমনঃ তথা ॥ ৪ ॥

সকল কথা বলিয়া সেই স্থানে সৰ্ব-সমক্ষেই অন্তহিত হইলেন। মার্ত্তণ্ড-কুলবর্দ্ধন ভগবান্ বৈবস্বত মনু, বিবিধ প্রজা সৃজন করিয়া নিজ অধিকার কাল পালন করিতেছেন। অধুনা তাঁহারই পুণ্য ও পবিত্র অধিকারকাল চলিতেছে। ইহারই বিষয় ভগবান্ মৎস্ত আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। ১৩—২৫।

নবত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯০ ॥

একনবত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—বিশ্বরূপী ভগবান্ কর্তৃক ধৰ্ম্মকামার্থসাধন সমগ্র মৎস্তপুরাণ আপনাদের নিকট কীর্তিত হইল। ইহার প্রথমে মনুসংবাদ, ব্রহ্মাণ্ডকথন, চতুর্ধ্ব-মুখোদ্ভব সাংখ্য শারীরক, দেবাসুরোৎপত্তি, মার্কভোৎপত্তি, মদনদ্বাদশী, লোকপালাভি-

পিতৃবংশানুকথনং শ্রাদ্ধকালস্তথৈব চ ।

পিতৃতীর্থপ্রবাসচ্চ সোমোৎপত্তিস্তথৈব চ ॥ ৫

কীৰ্ত্তনং সোমবংশস্ত যযাতিচরিতং তথা ।

কার্ত্তবীৰ্য্যস্ত মাহাত্ম্যং বৃষ্ণিবংশানুকীৰ্ত্তনম্ ॥ ৬

ভৃগুশাপস্তথা বিষ্ণুদৈত্যশাপস্তথৈব চ ।

কীৰ্ত্তনং পুরুষেশস্য বংশো হোতাশনস্তথা ॥ ৭

পুরাণকীৰ্ত্তনং তদ্বৎ ক্রিয়াযোগস্তথৈব চ ।

ব্রতং নক্ষত্রসংখ্যাকং মার্কণ্ডেশয়নং তথা ॥ ৮

কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং তদ্বদ্রোহীচন্দ্রসংজ্ঞিতম্ ।

ভড়গাবিধিমাহাত্ম্যং পাদপোৎসর্গ এব চ ॥ ৯

সৌভাগ্যশয়নং তদ্বদগস্ত্যব্রতমেব চ ।

তথানন্ততৃণীয়া তু রসকল্যাণিনী তথা । ১০

আর্জুনন্দকরী তদ্বদব্রতং সারস্বতং পুনঃ ।

উপরাগাতিষেকঞ্চ সপ্তমীস্নপনং পুনঃ ॥ ১১

ভীমাখ্যা দ্বাদশী তদ্বদনঙ্গশয়নং তথা ।

অশূন্যশয়নং তদ্বৎ তথৈবান্ধারকব্রতম্ ॥ ১২

সপ্তমীসপ্তকং তদ্বদ্বিশোকদ্বাদশী তথা ।

মেরুপ্রদানং দশমী গ্রহশাস্তিস্তথৈব চ ॥ ১৩

গ্রহস্বরূপকথনং তথা শিবচতুর্দশী ।

পূজন, মনস্তরকথন, বৈণ্যরাজবর্ণন, সূর্য ও
বৈবস্বতোৎপত্তি, পিতৃবংশানুকীৰ্ত্তন, শ্রাদ্ধ
কালকথন, পিতৃতীর্থ প্রবাস, সোমোৎপত্তি,
সোমবংশকীৰ্ত্তন, যযাতিচরিত, কার্ত্তবীৰ্য্য-
মাহাত্ম্য, বৃষ্ণিবংশ বর্ণন, ভৃগুর শাপ, বিষ্ণুর
দৈত্যাদিগের প্রতি শাপ, পুরুষেশকীৰ্ত্তন,
হোতাশনবংশকীৰ্ত্তন, পুরাণকীৰ্ত্তন, ক্রিয়া-
যোগকীৰ্ত্তন, নক্ষত্রসংখ্যাব্রত, মার্কণ্ডেশয়ন
ব্রত, কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত, রোহিণীচন্দ্রব্রত, ভড়গ
বিধিমাহাত্ম্য, পাদপোৎসর্গবিধি, সৌভাগ্য-
শয়নব্রত, অগস্ত্যব্রত, অনন্ততৃণীয়া ব্রত,
রসকল্যাণিনী ব্রত, আর্জুনন্দকরীব্রত,
সারস্বত ব্রত, উপরাগাতিষেক ব্রত, সপ্তমী-
স্নপনব্রত, ভীমদ্বাদশীব্রত, অনঙ্গ-শয়ন-ব্রত,
অন্ধারক ব্রত, অশূন্যশয়নব্রত, অন্ধারক
ব্রত, সপ্তমীসপ্তকব্রত, বিশোকদ্বাদশী ব্রত,
দশবিধ মেরুপ্রদান, গ্রহশাস্তি, গ্রহস্বরূপকথন,

তথা সর্বকল্যাণাগঃ সূর্য্যবারব্রতং তথ' ॥ ১৪

সংক্রান্তিস্নপনং তদ্বদ্বিভূতিদ্বাদশীব্রতম্ ।

ষষ্টিব্রতানাং মাহাত্ম্যং তথা স্নানবিধিক্রমঃ ॥ ১৫

প্রয়াগস্য তু মাহাত্ম্যং সর্বতীর্থানুকীৰ্ত্তনম্ ।

পৈলাশ্রমকলং তদ্বদ্বীপলোকানুকীৰ্ত্তনম্ ॥ ১৬

সূর্য্য-চন্দ্রগতিস্তদ্বাদিত্যরথবর্ণনম্ ।

তথাস্তরীক্ষচরিত্ত্বং ঐবমাহাত্ম্যমেব চ ॥ ১৭

ভুবনানি সুরেন্দ্রাণাং ত্রিপুরাঘোষণং তথা ।

পিতৃপিণ্ডমাহাত্ম্যং মনস্তরবিনির্নয়ঃ ॥ ১৮

বজ্রাঙ্গস্ত তু সন্তুতিস্তারকোৎপত্তিরেব চ ।

তারকাসুরমাহাত্ম্যং ব্রহ্ম-দেবানুমন্ত্রণম্ ॥ ১৯

পার্বতীসম্ভবস্তদ্বৎ তথা শিবতপোবনম্ ।

অনঙ্গদেহদাহস্ত রতিশোকস্তথৈব চ ॥ ২০

গৌরীতপোবনং তদ্বদ্বিশ্বনাথপ্রসাদনম্ ।

পার্বতী-ঋষিসংবাদস্তথৈবোদাহরণম্ ॥ ২১

কুমারসম্ভবস্তদ্বৎ কুমারবিজয়স্তথা ।

তারকাস্ত বধো ঘোরো নরসিংহোপবর্ণনম্ ॥ ২২

পদ্মোদ্ভববিসর্গস্ত তথৈবান্ধকঘাতনম্ ।

বারাণস্য মাহাত্ম্যং নন্দদাম্যস্তথৈব চ ॥ ২৩

প্রবরানুক্রমস্তদ্বৎ পিতৃগাথানুকীৰ্ত্তনম্ ।

তথোত্তমসুখীদানং দানং কৃষ্ণাজিনস্ত চ ॥ ২৪

শিবচতুর্দশী, সর্বকল্যাণ ত্যাগব্রত, সূর্য্যবার
ব্রত, সংক্রান্তিস্নপন, বিভূতিদ্বাদশী ব্রত,
ষষ্টিব্রতমাহাত্ম্য, স্নানবিধিক্রম, প্রয়াগমাহাত্ম্য,
সর্বতীর্থকথন, পৈলাশ্রমকল কথন, দ্বীপ-
লোকানুকীৰ্ত্তন, সূর্য্য-চন্দ্রের গতি কথন,
আদিত্যরথবর্ণন, অন্তরীক্ষকর, ঐবমাহাত্ম্য,
সুরেন্দ্রভুবন-বিবরণ, ত্রিপুরাঘোষণ, পিতৃপিণ্ড-
দানমাহাত্ম্য, মনস্তরনির্নয়, বজ্রাঙ্গসম্ভব, তারকা-
সুরোৎপত্তি, তারকাসুর-মাহাত্ম্য, দেবানু-
মন্ত্রণ, পার্বতীসম্ভব, শিবের তপস্তা, অনঙ্গদেহ
দাহ, রতিবিলাপ, গৌরীতপোবন, বিশ্বনাথ-
প্রসাদন, পার্বতী-ঋষিসংবাদ । উদাহ-মঙ্গল,
কুমারসম্ভব, কুমারবিজয়, তারকাসুরবধ,
নরসিংহবর্ণন, পদ্মোদ্ভববিসর্গ, অন্ধকঘাতন,
বারাণসীমাহাত্ম্য, নন্দদাম্য, প্রবরানু-
ক্রম, পিতৃগাথানুকীৰ্ত্তন, উত্তমসুখীদান, কৃষ্ণা-

তথা সাবিক্র্যপাখ্যানং রাজধর্ম্মান্তথৈব চ ।
 যাত্রানিমিত্তকথনং স্বপ্নমঙ্গল্যকৌর্টনম্ ॥ ২৫
 বামনস্ত তু মাহাত্ম্যং তথৈবাপি বরাহজম্ ।
 কীরোদমথনং তদ্বৎ কালকূটাভিশাসনম্ ॥ ২৬
 দেবানু রবিমর্দনং বাহুবীদ্যাস্তথৈব চ ।
 প্রতিমালক্ষণং তদ্বদেবতারাদনং ততঃ ॥ ২৭
 প্রাসাদলক্ষণং তদ্বদুপানাস্ত লক্ষণম্
 পুরুবংশে তু সম্প্রোক্তং ভাবযাত্রাজবর্ণনম্ ॥ ২৮
 তুলাদানাদি বহুশো মহাদানানুকৌর্টনম্ ।
 কল্লানুকৌর্টনং তদ্বদগ্রহানুক্রমণী তথা ॥ ২৯

জিনদান, সাবিক্র্য-উপাখ্যান, রাজধর্ম্ম, যাত্রা-
 নিমিত্তকথন, স্বপ্ন-মঙ্গল্যকৌর্টন, বামন-
 মাহাত্ম্য, বরাহমাহাত্ম্য, কীরোদ-মথন, কাল-
 কূটাভিশাসন, দেবানু রবীন্দ্র, বাহুবীদ্যা,
 প্রতিমা-লক্ষণ, দেবতারাদন, প্রাসাদলক্ষণ,
 মণ্ডপলক্ষণ, পুরুবংশীয় ভবিষ্যৎ নৃপতিগণের
 বর্ণন, তুলাদান, মহাদান কৌর্টন, কল্লানু-

এতৎ পবিত্রমায়ুষ্যমেতৎ কাণ্ডবিবর্ত্তনম্ ।
 এতৎ পবিত্রং কল্যাণং মহাপাপহরং শুভম্ ॥ ৩০
 অস্মাৎ পুরাণাদপি পাদমেকং
 পঠেৎ তু যঃ সোহপ বিমুক্তপাপঃ ।
 নারায়ণস্তান্দ্রমোতি নূন-
 মনস্বদ্বিদ্ভব্যবপুঃ সূখী স্তাৎ ॥ ৩১
 ইতি শ্রীমাৎশ্চ মহাপুরাণেহনুক্রমণিকা
 নামৈকনর চ্যাদিকাংশততমো-
 দধ্যায়ঃ ॥ ২২১ ॥

কৌর্টন এবং গ্রহানুক্রমণিকা—এই সকল বিষয়
 বর্ণিত হইয়াছে । এই পুরাণের এক পাদ মাত্রও
 যদি কেহ পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব-
 পাপবিমুক্ত হইয়া অনঙ্গবৎ দিব্য কমনীয় কান্তি
 লাভান্তে নারায়ণ-পদের অধিকারী হন এবং
 পরম সুখে কালান্তিপাত করেন । ১—৩১ ।
 একনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২১

মৎস্যপুরাণ সম্পূর্ণ

বঙ্গবাসী পুস্তক বিভাগ।

সর্বসাধারণের জন্য বিক্রয়ার্থ।

পুস্তকের নাম	বীধা	আবীধা	জামা:	পুস্তকের নাম	বীধা	আবীধা	জামা:
মহাকাব্য :				মহাপুরাণ।			
১। বেদবাস-বিরচিতম্ নীলকণ্ঠ- রুত-টীকয়া সমেতম্ মহাভারতম্	৬		১০০	১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (সটীক মূল)	২৫০	২১০	১০
২। মহাশি বাস্মাকি-বিরচিতম্ রামায়ণম্—বঙ্গানুবাদ- সমেতম্	১১০	৩০	১১০	২। শ্রীমদ্ভাগবত (বঙ্গানুবাদ)	১০	১৮	১০/০
৩। বঙ্গানুবাদ বঙ্গমান রাজবাটীর মহাভারত	৫		১৮	৩। দেবীভাগবতম্ (মূল)	১১০	১৮	১০/০
৪। কাশীরামদাসের মহাভারত	২১০	২১০	১০/০	৪। দেবীভাগবত (বঙ্গানুবাদ)	১১০	১১০	১০/০
৫। রুতিবাস-বিরচিত রামায়ণ	১১০	১৮	১/০	৫। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৮	৫০	১/০
৬। খিল-হরিবংশম্ (সটীক মূল)	১০০	১৮	১০/০	৬। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্ (মূল)	১১০	১৮	১০/০
৭। খিল-হরিবংশ (বঙ্গানুবাদ)	১১০	১৮	১/০	৭। কুর্ম-পুরাণম্ বঙ্গানুবাদ)	৫০	১০/০	১০
৮। অদ্ভুত রামায়ণম্ (মূল ও অনুবাদ)	১০/০	১০	১/০	৮। বিষ্ণুপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৫০/০	৫০	১/০
৯। অদ্ভুত রামায়ণ (পদ্যানুবাদ)	১০/০	১/০	১/০	৯। গরুড়-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১১০	১৮	১০/০
১০। অধ্যাত্ম রামায়ণম্ (মূল অনুবাদ)	৫০/০	৫০	১/০	১০। লিঙ্গপুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	৫০/০	৫০	১০
১১। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণম্ (মূল)	১১০	১১০	১০/০	১১। বরাহ-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১১০	১১০	১০/০
১২। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (অনুবাদ)	১৫০	১১০	১০	১২। পদ্মপুরাণম্—পাতালখণ্ডম্ (মূল ও অনুবাদ)	১১০	১৮	১০/০
১৩। তুলসীদাসী রামায়ণ	৫০	১০/০	১০	১৩। পদ্মপুরাণম্—স্বর্গখণ্ডম্ (মূল ও অনুবাদ)	৫০	১০/০	১০
১৪। শ্রীরামায়ণ	১১০	১৮	১০/০	১৪। শিব-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	২৫০		১/১

পুস্তকের নাম	বীধা	আবীধা	ডাঃমাঃ
১৫। বামন-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৫।	১৫।	১৫।
১৬। অগ্নি-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	২।		১৫।
১৭। মার্কণ্ডেয়পুরাণম্ (মূল অনুবাদ)	৫০।	৫।	১।

উপপুরাণ ।

১। কলি-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৫।	১৫।	৫।
২। দেবীপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১।	৫।	১।
৩। বৃহদ্রথ-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৫।	১।	১।
৪। কশীখণ্ড (পদ্যানুবাদ)	১।	৫।	১৫।
৫। উৎকল-খণ্ডম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৫।	১৫।	১।

দর্শন ।

১। সাংখ্য-দর্শনম্ (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১৫।	১৫।	১।
২। বৈশেষিক-দর্শনম্ (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ)	২।	১৫।	১৫।
৩। পঞ্চদশী (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১৫।	১।	১।

স্মৃতি ।

১। মনুসংহিতা (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১৫।	১।	১।
২। তিথিতত্ত্বম্ (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	২।	১৫।	১৫।
৩। ধর্মসিদ্ধান্ত (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৫।	১৫।	১।
৪। শুদ্ধিতত্ত্বম্ (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১৫।	১৫।	১৫।
৫। উদাহৃতত্ত্বম্ (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১৫।	১।	১।

পুস্তকের নাম	বীধা	আবীধা	ডাঃমাঃ
৬। ব্রতমালা-বিধান	৫।	১৫।	১৫।
৭। ঊনবিংশতিসংহিতা (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৫।	১৫।	১।
৮। তন্ত্র ।			
১। মহানির্বাণ তন্ত্রম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৫।	১।	১।

বৈষ্ণব গ্রন্থ ।

১। শ্রীশ্রীভক্তিরহস্যবলী (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৫।	১।	৫।
২। শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল	১৫।	১।	১।
৩। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত	৫০।	৫।	১।
৪। শ্রীশ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	১৫।	১।	১।
৫। শ্রীশ্রীজগন্নাথমঙ্গল	১৫।	১।	১।
৬। শ্রীশ্রীভক্তমালা গ্রন্থ	৫।	১৫।	১।
৭। বৈষ্ণব-পদনহরী	১৫।	১।	১।
৮। জগৎমঙ্গল ও চমৎকার-চন্দিকা	১৫।	১।	৫।
৯। গীতমালা	১৫।	১।	১।

ইতিহাস, উপস্থাপন, নাটক ।

১। স্বাধীনতার ইতিহাস	২।	০।	১।
২। কলিকাতার ইতিহাস	৫।	১৫।	১।
৩। শিখ-ইতিহাস	২।	০।	১৫।
৪। বঙ্গাধিপ-পরাজয়	১৫।	১৫।	১৫।
৫। ভরতপুর-যুদ্ধ	১৫।	১।	১।
৬। বঙ্গের বর্গী	১৫।	১।	১।
৭। মহারাণী অশময়ী	১।	০।	৫।
৮। শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী	১৫।	১৫।	১৫।
৯। কালাচাঁদ	১৫।	১।	১।
১০। মডেল ভগিনী	১৫।	৫।	১।
১১। কুলীনকুল-সর্বস্ব নাটক	১৫।	১।	৫।
১২। চিনিবাস-চরিতামৃত	১৫।	১।	১।
১৩। বাঙ্গালী-চরিত	১।	৫।	১।
১৪। হরিদাস সাধু	১৫।	১।	৫।

বঙ্গবাসী কলিকাতা, — ১৯১২ নং ভবানীচরণ দত্তের প্রাইট, কলিকাতা ।

পুস্তকের নাম	বীধা	আবীধা	ভাঃমাঃ	পুস্তকের নাম	বীধা	আবীধা	ভাঃমাঃ
১। রাজাবলী	৫০	১০	১	৭। ভারতচন্দ্রের			
৬। হাতেমতাই (মুসলমান				গ্রন্থাবলী	৫০	১০	১
উপন্যাস)	১০	১০	১	৮। বিদ্যানন্দর	১০	১০	১
৭। বজ্রিশ সিংহাসন	১০	১০	১	অন্যান্য বাঙালী গ্রন্থ ।			
৮। রোমাবতী	১০	১০	১	১। পঞ্চতন্ত্র	৫০	১০	১
৯। রত্নহার	১০	১০	১	২। কাদম্বরী	১০	১০	১
১০। দলিতা-কণিনী	১০	১০	১	৩। বঙ্গভাষার লেখক	১০	১০	১
১১। ভজহারি সর্দার	১০	১০	১	৪। স্তবমালা	১০	১০	১
২। রত্নাবলী (শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্ক-				৫। প্রবোধ চন্দ্রিকা	১০	১০	১
রত্ন-সম্পাদিত)	১০	১০	১	৬। পুরুষ-পরীক্ষা	১০	১০	১
২৩। কঙ্কাবতী (শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ				৭। চণ্ডী (পদ্মানুবাদ)	১০	১০	১
মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	১০	১০	১	৮। কোড়ুকবিনাস	১০	১০	১
২৪। মহৌরাবণের আত্মকথা (যোগেন্দ্রচন্দ্র				৯। ৬১ বৎসরের পুরাতন			
বন্দ্য বিখিত)	১০	১০	১	পঞ্জিকা	২০	১০	১
২৫। মজার গল্প (শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ				১০। পুরাতন পঞ্জিকার			
মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	১০	১০	১	পরিশিষ্ট	১০	১০	১
২৬। রাসেলাস	১০	১০	১	১১। শিবায়ন	১০	১০	১
২৭। ক্ষুদিরাম (শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো-				১২। মেঘনাদবধ কাব্য (শ্রীযুক্ত দীননাথ			
পাধ্যায় বিরচিত)	১০	১০	১	সান্তাল বি-এ এম-বি কর্তৃক			
২৮। নেড়া হরিদাস (যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্য				ব্যাপ্যাত)	১০	১০	১
বিরচিত)	৫০	১০	১	১৩। কবিকঙ্কণ চণ্ডী	১০	১০	১
২৯। কৃত ও মাহুয (শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ				১৪। করোনেশন			
মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	১০	১০	১	আলবম	১০	১০	১
৩০। আলালের ঘরের							
ছলাল	১০	১০	১				

ইংরেজী পুস্তক ।

গীত ও কবিতা ।							
১। সঙ্গীত তরঙ্গ	৫০	১০	১	১। My Diary in India			
২। বাঙালীর গান	১০	১০	১	(by William Howard			
৩। সঙ্গীতসার সংগ্রহ	১০	১০	১	Russel VOL I) ১০	১০	১০	১
৪। দাশরথি রায়ের				২। My Diary in India			
পাঁচালী	১০	১০	১	(by William Howard			
৫। ব্রজমোহন রায়ের				Russel Vol II) ১০	১০	১০	১
গ্রন্থাবলী	১০	১০	১	৩। Narratives of Bengal			
৬। ব্রজমোহন রায়ের				(by Francis Glad-			
পাঁচালী	৫০	১০	১	win) ১০	১০	১০	১
				৪। Disasters in Affghanistan			
				(by Lady Sale) ১০	১০	১০	১

পুস্তকের নাম	বীধা আবীধা ডাঃমাঃ	পুস্তকের নাম	বীধা আবীধা ডাঃমাঃ
৫। Historical Fragments of the Mogul Empire (by Robert Orme)	১৪. . ১/০.	ship is ascribed to late Babu Krish-nadas Pal)	১\ . ১/০.
৬। Tavernier's Travels in India	১৪/০ . ১.	১৭। Auto-biographical Memoirs of Emperor Jahangir	১\
৭। Thirty Five years in the East by Honigberger	১০. ১.	১৮। Travels in Hindustan (by Bernier)	১০. . ১/০.
৮। A Visit to Europe (by T. N. Mukherji)	৫. . ১/০.	১৯। History of Haidar Shah and his son Tippoo Sultana	২\ . ১/০.
৯। History of the Sikhs (by J. D. Cunningham)	২\ . ১/০.	২০। Burke's Speech at the Impeachment of Warren Hastings	. ২\ ১/০.
১০। Emperor Humayun's life (by Major Charles Stewart)	১\ . ১.	২১। The General History of the Mogul Empire	৩\ . ১/০.
১১। "Ratnavali" (by Michael Madhusudan Dutt)	৪. . ১.	<hr/>	
১২। "Sarmistha" (by Michael Madhusudan Dutt)	৪. . ১.		
১৩। Indian Tracts (by Major John Scot and Warren Hastings)	১. . ১.	<hr/>	
১৪। Two months in Arrah in 1857 (by James Halls)	৪. . ১.		
১৫। Coronation Album	. ১০. ১/০.	<hr/>	
১৬। Native Fidelity (Author-			

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

উপরের লিখিত গ্রন্থগুলি বঙ্গবাসীর গ্রাহক বা বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্ত কাহারও নিকট ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান হয় না। গ্রাহক না হইলেও সকলে ক্রয় করিতে পারেন। সকলে আমার নামে মনি-অর্ডার দ্বারা টাকা পাঠাইবেন। বীধাই কি আবীধাই পুস্তক লইবেন, সকলে যেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠান। একই রকম পুস্তক যদি কেহ অধিকসংখ্যক ক্রয় করেন, বলা বাহুল্য তিনি কোনরূপ কমিশন বা "কাউ" স্বরূপ সেই পুস্তকের অতিরিক্ত একখানি পাইবেন না।

শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু।

কার্য্যধ্যক্ষ, বঙ্গবাসী কার্যালয়।